

সোমপ্রকাশ

২২ নং পৃষ্ঠা

প্রবচনং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সম্বন্ধী অতিমহতী ন হীযতা ।”

—১—

মূল্য ১ টাকা ত্রৈমাসিক ৩ টাকা
অগ্রিম বাৎসরিক ১০ টাকা।

সন ১২৭৫ । ২ রাঁ বৈশাখ । ১৮-৬৮ । ১৩ ই এপ্রেল

{ মাসিক মাসিক মাসিক অগ্রিম বাৎসরিক
টাকা বাৎসরিক ১০ টাকামাসিক

বিজ্ঞাপন।

ব জন্মতত্ত্ব ও ধাত্রীবিদ্যা ।

১ নং খণ্ড মূল্য ২ ই টাকা ।

এই পুস্তকখানি ২৫ বর্ষ পূর্বে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলোকিত হইয়াছে।

বস্তুকোটির আয় ও সম্বন্ধ কিরূপে বস্তুকোটের বিবরণ।

কৃত্রিম জন্মনোদ্রের বিবরণ।

কৃত্রিম পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।

কৃত্রিম জন্ম ও তাহার চিকিৎসা।

কৃত্রিম জন্ম ও তাহার চিকিৎসা।

কৃত্রিম জন্ম ও তাহার চিকিৎসা।

কৃত্রিম জন্ম ও তাহার চিকিৎসা।

কৃত্রিম জন্ম ও তাহার চিকিৎসা।

কৃত্রিম জন্ম ও তাহার চিকিৎসা।

কৃত্রিম জন্ম ও তাহার চিকিৎসা।

কৃত্রিম জন্ম ও তাহার চিকিৎসা।

কৃত্রিম জন্ম ও তাহার চিকিৎসা।

যান বেগেই কোম্পানি আগামী ১ লা মে অবধি কলিকাতায় গাটবি ও পুলিন্দা সকলের আদান প্রদানকার্য্য হইতে বিরত হইবেন।

সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, আবহা-বায়ের হ্রাসনে অথবা হার্ডতার গাটবি ও পুলিন্দা লওয়া হইবে। বৈশিষ্ট্যের বিশুদ্ধ মাকিল কাবটের নাম কটিকানা কবিরাজ কলিকাতার পুলিন্দা ও গাটবি উভয়ই হইবেন লেঞ্জ হইবে।

এফকি বোকার
কলিকাতা বৈশিষ্ট্যের
মাকিল কবিরাজ
৩১ এপ্রিল ১৮৬৮

সিমিল কলিকাতা
কলিকাতা

কলিকাতা

কলিকাতা

কলিকাতা

কলিকাতা

কলিকাতা

কলিকাতা

অগ্রিম ১০ আট অন্য কলিকা পাঠাই
খানি নিমিত্ত গ্রাহকপ্রার্থী হইবেন
নিমিত্ত গ্রাহক প্রার্থী হইবেন

১৩ ই এপ্রেল

কলিকাতা

সংস্কৃত মেদিন কোষ প্রথম ভাগ
সমস্ত উৎস নাগব্যবে মঙ্গলীয় মুদ্রিত
হইছে। যিনি গ্রাহক হইতে টাকা বসেন
টাকা কালেক্টের সংস্কৃত অধ্যাপক জীয়া
সোমপ্রকাশ মুদ্রোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাবট
ঘরে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই এপ্রেল ১২৭৫

কলিকাতা

কলিকাতা

কলিকাতা

কলিকাতা

কলিকাতা

কলিকাতা

কলিকাতা

কলিকাতা

সোমপ্রকাশ

২২ নং খণ্ড

“ প্রবচনং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সগম্বনী অতিমহনী ন হীযতাং । ”

-১-

মূল্য ১ টাকা ত্রৈমাসিক ১০ টাকা । সন ১২৭৫ । ২ রাঁ বৈশাখ । ১৮-১৮ । ১৩ ই এপ্রেল { মাসিক মূল্য ৩ টাকা }
 অগ্রিম বাণ্যাসিক ৫০ টাকা । { সন ১২৭৫ । ২ রাঁ বৈশাখ । ১৮-১৮ । ১৩ ই এপ্রেল { মাসিক মূল্য ৩ টাকা }
 অগ্রিম বাণ্যাসিক ৫০ টাকা । { সন ১২৭৫ । ২ রাঁ বৈশাখ । ১৮-১৮ । ১৩ ই এপ্রেল { মাসিক মূল্য ৩ টাকা }

বিজ্ঞাপন ।

ব জন্মতত্ত্ব ও ধাত্রীবিদ্যা ।

১ ম খণ্ড মূল্য ২ ই টাকা ।

এই পুস্তকখানি ১৮৬৩ খ্রিঃ অব্দে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রসারিত হওয়ায় নব্যবিজ্ঞান মত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বর্ণিত আছে। এই খণ্ডে নীচের বিষয় লিপিত হইয়াছে।
 ১। বস্তিকোটবীর আয় ও সঞ্চার বিবরণ।
 ২। বস্তিকোটবীর বিবরণ।
 ৩। জন্মের ক্রমিক জননোদ্ভবের বিবরণ।
 ৪। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৫। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৬। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৭। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৮। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৯। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ১০। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ১১। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ১২। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ১৩। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ১৪। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ১৫। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ১৬। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ১৭। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ১৮। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ১৯। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ২০। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ২১। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ২২। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ২৩। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ২৪। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ২৫। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ২৬। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ২৭। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ২৮। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ২৯। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৩০। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৩১। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৩২। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৩৩। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৩৪। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৩৫। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৩৬। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৩৭। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৩৮। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৩৯। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৪০। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৪১। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৪২। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৪৩। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৪৪। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৪৫। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৪৬। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৪৭। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৪৮। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৪৯। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৫০। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৫১। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৫২। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৫৩। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৫৪। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৫৫। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৫৬। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৫৭। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৫৮। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৫৯। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৬০। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৬১। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৬২। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৬৩। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৬৪। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৬৫। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৬৬। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৬৭। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৬৮। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৬৯। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৭০। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৭১। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৭২। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৭৩। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৭৪। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৭৫। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৭৬। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৭৭। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৭৮। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৭৯। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৮০। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৮১। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৮২। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৮৩। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৮৪। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৮৫। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৮৬। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৮৭। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৮৮। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৮৯। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৯০। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৯১। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৯২। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৯৩। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৯৪। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৯৫। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৯৬। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৯৭। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৯৮। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ৯৯। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
 ১০০। জন্মের ক্রমিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।

যান বেগলয়ে কোম্পানি আগামী ১ লা মে অবধি কলিকাতায় গাটবি ও পুলিন্দা সকলের আদান প্রদানকার্য্য হইতে বিরত হইবেন।
 সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, আবমা - ব্যাটের হেসনে অথবা হার্ডয়ার গাটবি ও পুলিন্দা লেওয় হইবে। বেলগুড়ের পুলিন্দা কাটের নাম কটিকানা কুর্বিব কলিকাতার পুলিন্দা ও গাটবি উক্ত হই হইবনে লেওয়া হইবে।
 এফকি বোঝা
 কলিকাতা বেগলয়ে
 সিন্ধি কলিকাতা
 ৩১ এপ্রিল ১৮৬৮

সিন্ধি কলিকাতা
 সিন্ধি কলিকাতা
 সিন্ধি কলিকাতা

নাগীন্দ্র পট ব'কো
 লিমিটেড।
 মোহন কবিবাকী

কোম্পানির মিসনরোরিহিত এ নতুন আবিষ্কারে
 উল্লানমুনা মেসিডে শর্টওয়া মায় এবং ব'দি
 কলিকাতা এগেজেন করু এ আবিষ্কারে এমুমানতপর
 পাঠিত হইবে।

পূর্ববর্ত্তকাল
 কলিকাতা মুদ্রাপত্র প্রকাশ্যুটোর মফি।
 কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র প্রকাশ্যুটোর মফি।
 কলিকাতা মুদ্রাপত্র প্রকাশ্যুটোর মফি।

অনন্তি পুনা। ইংল'ত কন্যা অষ্ট।
 মন পুর্বাণ ও উপপুর্বাণ বাহাল অষ্টব'নসনে
 কলিকাতা করিবান করনা আছে। এমসং বিজ্ঞ-

মুদ্রিত হইতেছে, আগামী ১ লা বৈশাখ বিত্তসং
 প্রাপ্ত হইবে। যিনি ইহাব গ্রাহক হইতে ৬ মত
 মী হন তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যাং য
 মন্ত্র নিকট পত্র ডাকমাগুল ও প্র'তখণ্ডেব মুল)

অগ্রিম ১০ অ'ট অন্য কবিয়া পাঠাই
 খাটগা নিমিত্ত গ্রাহকখণ্ডী হুজু নহেন,
 দে। নিকট হুজু,ক খণ্ড মগদ ১ এক
 হুজু বিজ্ঞ কবি যাইবে।

১০ ই টে ১৮৬৮
 ১০ ই টে ১৮৬৮

সংস্কৃত মেদিন কোষ চরম শব্দে
 সমেত উৎস নাগবাকবে মগুর্কিব মুদ্র
 তেছে। যিনি গ্রাহক হইতে টাক্সা বনেন,
 টাক্সা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক জীয়া
 সোমনাথ মুকোপাধ্যায় মহাপ্রেরন নিকট
 কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্য
 যন্ত্রে আমার মি ফট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই টে ১৮৬৮
 সংস্কৃত বিদ্যালয়।

—:—
 হিন্দু বিজ্ঞক।

ব্রোয়ালিয়া খণ্ডসত্তা হইতে আগামী
 মাসাবধি উক্ত ন মে এ কখানি সাপ্তাহিক
 প্রচারিত হইতে থাকিবে। তাহার
 এবং চিন্তাসমাজের সংস্কৃত
 বিভিন্ন বিষয় লিপিত হইবে।

১০ ই টে ১৮৬৮
 ১০ ই টে ১৮৬৮

অষ্ট পুর্বাণ সন ১৮৬৮
 লক্ষ্য হু

১০ ই টে ১৮৬৮
 ১০ ই টে ১৮৬৮

ইউ হিউবান শগরে।
 কলিকাতার পুলিন্দা ও গাটবি
 সকল দেওয়া লওয়া
 হইবে না।
 প্রকাশ্যুটোর কাব্য প্রকাশ্যুটোর কাব্য

রা বহুভাষার ১২০ নং তবু রবসন-
বের সংশ্লিষ্ট নিকট আবেদন করি-
মালা ও ইংরাজী সাহিত্য এবং প্রয়ো-
সেলায়ের কৰ্ম শিকি করান হয়।

বেতনের নিয়ম।
প্রতিমাসে ৫ পাঁচ টাকা।
চই বার শিকি দিতে হইলে
প্রতিমাসে ৮ আট টাকা।
তিন বাব শিকি দিতে হইলে
প্রতিমাসে ১০ বার টাকা।
হইলে শিকয়ত্রী এক স্থানে দুই মণ্টা
দূর হইলে তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ
ল থাকিবে ইতি।

আমাদিগের যন্ত্রালয় কলিকাতা মূল্যপু-
ষ্ট টিটে ২২ সংখ্য বঙ্গীতে ইতিয়া আনি-

ক্রীষকপ্রাণাল চক্রোপাধায়
এবং কোং।

কলিকাতা সংস্কৃত লাইব্রেরী ও কালেক-
সনখাক ভবনে ক্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ
বরেন পুস্তকালয়ে, ক্রীযুক্ত বাব দেবেন্দ্র
সংস্কৃত সাহিত্য সংস্করণ
হইতেছে।

ক্রীষকপ্রাণাল চক্রোপাধায়
এবং কোং।

শ্রীমতী বসন্তী নাটক।
মূল্য ১ এক টাকা।
পুস্তক সেলায়ীরের কোন নাটক
মিত্রাকর পদে পুস্তকালয়
বজের পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত হইয়া

বিক্রয়
আইবেব কাহা
কম
সহিত
শতক
বি
ক

বৃন্দাবন উপনিষদ
রাজা রামমোহন রায়কৃত ৭ খানি ইং গ্রন্থ
বেণীসংহার নাটক

বেণীসংহার নাটকের অবতরণিকা ও শুদ্ধি
পত্র ছাপা হইয়াছে, যাহারা অগ্রে ১ ম ও ২ ম
খণ্ড লইয়াছেন, তাহারা আমাকে সংবাদ দিলে
আমি ইহা পাঠাইয়া দিব, পাঠাইবার খরচ
তাহাদের লাগিবে না।

কলিকাতা } ক্রীকেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ণওয়ালিস } পুস্তকবিক্রেতা।
ফিট ১৭৭ নং

তত্ত্ব বিদ্যা।

প্রথম খণ্ড এক টাকা দ্বিতীয় খণ্ড দুই
আনা তৃতীয় খণ্ড ত্রয় আনা একত্র বীদ্যান
এক টাকা আট আনা। কলিকাতা আদি রাস্তা
সুভাষ পুস্তকালয়ে বিক্রয় প্রস্তুত আছে।

আত্মোৎকর্ষবিধি

চ্যানিহের রসুল কলচর এই পুস্তকের
আদর্শ হাতে মুল্লার উন্নতিসাধক উপায়
সকল সম্বন্ধে হইয়াছে। মূল্য ১।০। কলি-
কাতা পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত লাইব্রেরিতে এবং
বঙ্গমানে আমীর নিকটে পাওয়া যাইবে।

বঙ্গমানে ক্রীষকপ্রাণাল চক্রোপাধায়
বোরগাট

চক্রোপাধায়

অখ্যাত ভারতবর্ষের কতিপয় প্রসিদ্ধ গদ্যর-
চয়নরত্নের জীবনকথা সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট
উৎসাহ। ইহাতে বিভিন্ন নব জাত সুদীর্ঘ
বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তক তনুঠনিয়া সংস্কৃত
বর্ষের পুস্তকালয়ে এবং যোড়াসাঁকো ৬৪
নং নং দোকানে ক্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়ের নিকটে
পাওয়া যায়। মূল্য ১।০।

ক্রীকেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নন্দময়ালী নাটক যাহা ষ্টানহোপ যন্ত্রে
যন্ত্রিত বিক্রয় প্রস্তুত, মূল্য ১ টাকা

কলিকাতা } ক্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
যোড়াসাঁকো ৬৪ নং

সোমপ্রকাশযন্ত্রালয়ে কেস ও কেস সহিত
নান্দ্রিকার দেবনাগবন্দর বিক্রয় প্রস্তুত আছে,
যাহার প্রয়োজন হয়, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত
কালেজে ক্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের

১১ নিকটে তহুসদান করিলে বিক্রয়
জানিতে পারিবেন।

১২ ঠানুনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও
ডাক বাড়ীতে প্রাদার কোম্পানির লোক
প্রদীত ও মংপ্রচারিত নিয়ন্ত্রিত পুস্তক
বিক্রয় হইতেছে—

- প্রদীত
- ঐতিহাস
- রোমইতিহাস
- ভূগোল ব্যাকরণ
- নীতিসার (১ ম ভাগ)
- নীতিসার (২য় ভাগ)
- প্রচলিত।
- মুদ্রাবোধ ব্যাকরণ

ক্রীকেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিবিক্রয়।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
তেছে যে এম জেবীড সাহেব — প্রতিপক্ষ গি-
লবার টাউন পেমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড
মাকদমার হাইকোর্ট বিচারালয়ের ১৮
জুলাই ১৯ ডিসেম্বর দিবসীর ডিক্রী আ-
উক্ত দেন্দারের নিম্নলিখিত মূল্যবান স্থানের
তৎকালীন চক্রোপাধায় ক্রীযুক্ত অজ সাহেব
বিক্রয়ক্রমে উক্ত্য কোন কামচারীর ছা-
জাগামী ১৫ই এপ্রেল বুধবার দিবস
ঘটনাপর সুকোপেছা অধিক মূল্যবান
স্থান হইবে ইতি।

ডিক্রীক্রমে ষ্টামের ৩ গ্রাণ্ড ডিবিজান
বিক্রয়ক্রমে ১৯ নং হোলডিং ভুক্ত ৩০
টাকা রুজব যুক্ত ১১১৫/৭১ বিঘাজমী
তহুপরি স্থত ইনারত আদিতে উক্ত দেন্দার
যে যত ও লতা আছে।

জেলা চরিশ পরগণা
জজ আদালত } এক বকোটে
সন ১৮৭৭ সাল
জুলাই ১৫ এপ্রেল। } জজ

ভূমিবিক্রয়।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
তেছে যে কালীপ্রসাদ দাস—প্রতিপক্ষ গি-
লবার টাউন পেমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান সন্দরামিনী বিচারালয়ের ডিক্রী আ-
উক্ত দেন্দারের নিম্নলিখিত মূল্যবান স্থানের
সম্পত্তি জেলা চরিশ পরগণার ক্রীযুক্ত অজ সাহেব
বের বিচারালয়ে উক্ত্য কোন কামচারীর ছা-

আগামী ১৬ ই এপ্রেল বৃহস্পতিবার দিবা দ্বাদশ ঘণ্টার পর সর্দাপেক্ষা অধিক মূল্যভাতাকে বিক্রীত হইবে ইতি।

১ নং পঞ্চম গ্রামের জামনগর বেলপুণ্ড গ্রামে ৪ আও ডিবিজান বিঃ সব ডিবিজান ৬২। ৩৮ নং হোল্ডিং জুক ৫৭। ১৩ টাকা জমা যুক্ত ২১/ বিঘা জমীর মদে, আনুমানিক ৩/ বিঘা জমীতে উক্ত সেন্দহার যে স্বত্ব ও লভ্য আছে।

জেলা চৌদ্দশাখগণার জজ আদালত সন ১৮৬৮ সাল ৩২৯ ই এপ্রেল এক, বাফোর্ট জজ

— ১০ —

এতদ্বারা সকলসামান্যকে জ্ঞাত করা যাউতে, যে উগ্রচক্র চক্র—প্রতিপক্ষ তারাতী ৬, কোড়া মল চক্র, দৌলতচাঁদ চক্র এই মোকদ্দমায় জেলা মুরদীদাবাদের জজ সার্কেলের বিচারালয়ের ১৮৬৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর নিবন্ধিত ডিক্রী জারিতে উক্ত সেন্দহারের নিচ লিখিত মূল্যবান স্বাবর সম্পত্তিতে উক্ত সেন্দহারের যে স্বত্ব ও লভ্য আছে, জেলা চৌদ্দশাখগণার ক্রীড়ক জজ সার্কেলের বিচারালয়ে সত্রাত কোন কর্মসূচীর দ্বারা আগামী ১৭ এপ্রেল শুক্রবার দিবা দ্বাদশ ঘণ্টার পর সর্দাপেক্ষা অধিক মূল্যভাতাকে বিক্রীত হইবে ইতি।

১ নং লাট। ডিক্রী পঞ্চম গ্রামের চিৎপুণ্ড পুণ্ডগ্রামে ১ আও ডিবিজান ৫ সব ডিবিজান ১৮৬ নং হোল্ডিংয়ের অন্তর্গত ৪৮ টাকা জমা যুক্ত ১২ কাঠা জমীর মোরসী জমা ও ইমারত আদি।

২ নং লাট। উক্ত গ্রামের উক্ত আও ও সব ডিবিজান ১৮৬:১ নং হোল্ডিংয়ের অন্তর্গত ৭৪ টাকা জমা যুক্ত ৪৪ কাঠা জমীর মোরসী জমা ও ইমারত আদি।

জেলা ২৪ পঞ্চগণার জজ আদালত সন ১৮৬৮ সাল ৩২৯ ই এপ্রেল এক, বাফোর্ট জজ

— ১১ —

সন ১৮৬৮ সালের ১২ মার্চ তারিখ ২১৬ হইলে ৩১ এপ্রেল তারিখের নিচের মর্মে সর্দাপেক্ষা অধিক মূল্যভাতাকে বিক্রীত হইবে ইতি।

জলিপুর হইতে বক্রমপুর (৪৬ মাইল) মদে ১৬৬ মপুঃ হইতে কাটওয়্যা (৫০ মাইল) মদে ৩০০ কাটওয়্যা হইতে নদীয়া পর্যন্ত (৩৬ মাইল) মদে ৩০০ মন ১৮৬৮ এপ্রেল সালের ৪ তা তারিখের বক্রমপুর মজ মার্চের জলের মাপ ০ কিট ইঞ্চি ১৮ ৬৮ । এক ডিক্রী টাইব উক্ত মদে ২৪১ মপুঃ ডিবিজান

সোমপ্রকাশ।

২ বা বৈশাখ সোমবার।

১২৭৪ অক্ষর সর্দাপেক্ষা বিবরণ।

১২৭৪ অক্ষর গত হইল। আমরা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া ও গ্রাহকগণের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া নুতন বনে প্রারম্ভ হইলাম। গ্রাহকগণ সর্দাপেক্ষা অধিক মূল্যভাতাকে বিক্রীত করেন, আমরাদিগের এই অকপট প্রার্থনা।

১২৭৩ অক্ষর অতি ভয়ানক বৎসর। দুর্ভিক্ষনিবন্ধন অসংখ্য লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। গতবৎসে গবর্নমেন্ট দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া ভবিষ্যতে যাচাতে এপ্রকার ঘটনা না ঘটে, সেই উপায় অবলম্বনের ইচ্ছা করেন; কিন্তু এ পর্যন্ত তদনুসারী কার্য কোথাও আরম্ভ হয় নাই। অতএব ১২৭৪ অক্ষর একাংশে উদ্যোগের ও অন্যংশে উদ্যোগীমণ্ডলের বৎসর বলিয়া গণনা করিতে হয়।

গত বৎসর পর সিমিল বীডন ব্যার গর নাই নিবন্ধিত, খিক্র ৩ ও তিরস্কৃত হইয়া এদেশ ত্যাগ করিয়াছেন এবং মহামতি উইলিয়াম গ্রে মাঠেব লেফটনেন্ট গবর্নরের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইনি শাসনকর্তা হইবার অধিবাহিত পরে স্বচক্ষে আসান দর্শন করিতে গমন করেন এবং কোন কাজই প্রায় স্বচক্ষে

না দেখিয়া করেন না। সরিষা বীডনের সময়ের কর্মচারিনিয়োগ বিষয়ে যে বিশেষতা ছিল, গ্রে তাহার অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়া ফলতঃ এক জন স্বার্থ ভ্রম লোকদিগের শাসনকর্ত্বপদে অধিষ্ঠিত হেন, সকলের এই প্রকার মত প্রকাশিত। উত্তরাংশীনাথের লেফটনেন্ট গবর্নর ডুমণ্ড মাঠেব পদে আসিতে সরিষা উইলিয়াম গুর মাঠেব পাঠিয়াছেন ডুমণ্ড মাঠেব কেবল অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন মধ্য ভারতবর্ষের প্রধান কমিশনার কাগেল মাঠেব পাঠিত হইয়া লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন। মহাক্ষে অন্য কোন পরিবর্তন হয় কিম্ব গবর্নর জেনরল একটা অন্যায় যাইছেন। তাঁহার প্রধান প্রধান সকল নিয়মবহিষ্ট পঞ্জাবী কমিশনারকে দেওয়া হইয়াছে। রাজবন্দী মেজর টার্লিং পদাভিন্ন আর সকল বঙ্গদেশীয় গির্জাবন্দীদিগের হস্ত প্রণয় হইয়াছে। ইচ্ছাতে শোনাও চারিগণ অসম্বন্ধে হইয়াছেন।

রাজনীতিগণকে গত বৎসর কটা বিশেষ উন্নতির সূত্রপাত হইল ও মহাক্ষে ইন্টেলিঞ্জেন্স আনোনিমাস টেটনেফেটারি সর্দাপেক্ষা নথি নিচতে এই আবেদন করেন যে, সিমিল মর্জিনের পরীকার নিয়ম আছে, তাহাতে ভারতবর্ষকে কার্যতঃ গির্জাবন্দীতে করা হইতেছে। অতএব উক্ত নিয়ম কালিকতা, বেয়াধ ও মাজাজে পলীকা হইতে হয়। প্রায় এত হইবে, পরীকার হইতে হইবে তাহা বর্জন ও কোর্টের এই প্রার্থনার অত্যন্ত কার্যকর দন বলিয়াছেন। সরিষা উদ্যোগ

র আবশ্যকতা স্বীকার এবং
সিদ্ধি সাধেব মহাসম্মতি এ বিস-
প্রস্তাব করিয়াছেন। সিবিএল
বিস্তারিত আর একটী. গুরুতব বিসংয়ের
প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিবেদন এ দেশে
যে রকম হইতেছে, তথাপি অকু
প্রতিবেদন না। বর্তমান গবর্ণর জেন
র আগমনাবধি বিস্তারিত ব্যয়
প্রতিবেদন বিশেষতঃ সেনানলের ব্যয়ের
প্রতিবেদন নাই। সকলে ইচ্ছাতে অন্তর্ভুক্ত
প্রতিনিধি প্রণালী স্থাপন করিবার
প্রস্তাব প্রকাশ করিতেছেন।

গবর্ণর জেনরল গত বৎসর অচি-
ত কর্মচারীদিগের প্রতি একটা সুবি-
করিয়াছেন। নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের
চুক্তি কর্মচারীগণ সহকারী কমিসনর
হইতে পারিবেন। কিন্তু এমন
উদ্দেশ্যে আংশিক অবিবেচনা
করিয়াছেন। তিনি আশ্রয়
প্রার্থী হইয়াছেন, যে স্থানে ইউরোপীয়দিগের
খ্যাতি অধিক হইবে, তথায় এতদেশীয়
কর্মচারীগণ নিযুক্ত থাকিতে
পারিবেন না। রাজনীতিময় এক প্রকার
প্রতিবেদনের দ্বারা শোচনীয় বিষয় আর
প্রকাশিত হইয়াছে। লেপটিনেন্ট গবর্ণর
প্রতিবেদন প্রকাশিত করিয়াছেন। এ গবর্ণর
নিয়মবহুসারে এ নিয়োগ হইবে না।
গবর্ণর আশ্রয় প্রার্থী হইবেন আবি
ব দৃষ্ট হইতেছে। প্রথম যাঁহাদিগের
সেবকেরির রেজিষ্টারিতে থাকিবেন,
যাঁহাই কেবল পরীক্ষা দিতে পারি-
ব এবং কতকগুলি পদ ইউরোপীয়
গণের জন্য স্বতন্ত্র রাখা হইবে।

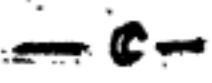
গত বৎসর যুদ্ধাদি ঘটনার মধ্যে
মাত্র হয়। গবর্ণর সীমাহিত বাজী
প্রতিবেদন ব্রিটিশ সীমা অতিক্রম করিতে
কর্তৃত্ব সৈন্য তাহাদিগের পশ্চাত্তা-
ন হয়। কিন্তু এনাগণ পর্ত্তপ্রবিষ্ট

হওয়াতে সৈন্যগণ অকৃতকার্য হয়। এক
জন অফিসর ও ১১ জন সৈনিক প্রাণ-
ত্যাগ করিয়াছেন। বনোরা অদ্যাপি
অশান্তি রহিয়াছে।

গবর্ণমেন্টের বিদেশীয় রাজনীতি
ঘটিত কার্যের মধ্যে মহীশূর প্রত্যাগ
প্রধান। রক্ত রাজা সম্প্রতি প্রাণত্যাগ
করিয়াছেন। তিনি দশ বৎসর পূর্বে
প্রাণত্যাগ করিলে এই রাজ্য ব্রিটিশ
সাম্রাজ্যভুক্ত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু
গবর্ণর জেনরল ঘোষণা করিয়া দিয়া
ছেন, মৃত রাজার ন্যূন পুত্র প্রাপ্য
হার হইলেই তাঁহার হস্তে শাসনের ভার
দেওয়া হইবে। টেম্পের নবাব মহম্মদ
আলী তদমীনস্থ লাওয়ার ঠাকুরকে বধ
করাতে গবর্ণর জেনরল তাঁহাকে পদচ্যুত
করিয়া তদীয় পুত্রকে সিংহাসন প্রদান
করিয়াছেন। এতদ্বারাও এই প্রতিপন্ন
করা হইয়াছে যে, গবর্ণমেন্ট আর এত-
দেশীয় রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। জয়পু-
রের রাজা শাসনসম্বন্ধে অনেক উন্নতি
সাধন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা
পক সভার ন্যায় এক সভা হইয়াছে।
সভোরা ব্যবস্থাপ্রণয়ন ও শাসনকার্য
করিয়া থাকেন। রাজস্ব, বিদ্যানিকা
প্রভৃতি সকল বিষয়েই এই রাজ্যের উন্নতি
নয়নগোচর হইতেছে। জয়পুরের ন্যায়
ত্রিবাসুরের অবস্থাও প্রীতিকর। রাজ্য
ও তদীয় দেওয়ানের যত্নে সকল বিষয়ে
প্রায় উন্নতি হইতেছে। লাড নেপির
সম্প্রতি এই রাজ্য দর্শন করিতে গিয়া
প্রীতিলভ করিয়া আসিয়াছেন। গোরা
লিয়র ও ইন্দোরের তাদৃশ উন্নতি
লাভিত হইতেছে না। নবাব মালারজ
নিজামের রাজ্য শাসনবিষয়ে সম্প্রতি
কতকগুলি সহুপায় অবলম্বন করিয়াছেন।
তিনি কৃতবিদ্য লোকদিগের হস্তে বিচার
ও শাসনের ভার দিয়াছেন। আপীল
প্রণয়নের নিমিত্ত একটা প্রধান বিচারালয়

হইয়াছে এবং রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম
দিগের বেতনবৃদ্ধি করিয়া রাজস্ব
লীর উৎকর্ষবাদন করা হইয়াছে।
রিচার্ড টেম্পার যে কয়েক মাস
ডেন্ট ছিলেন, তাহার মধ্যেই অধিক
উন্নতি হয়। তিনি যে অনেকগুলি
বন করিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য
গুজরাটের রাজা অণবায় ও শাসন
বিশৃঙ্খলামিবন্ধন বিখ্যাত হইয়াছেন
নির্কোষ রাজকুমার সম্প্রতি ৪০
টাকা ব্যয় করিয়া মক্কার এক চন্দ্র
প্রেরণ করিবার মানস করিয়াছেন
তাঁহার রাজ্যমধ্যে সকলই বিশৃঙ্খ-
ল্য বিচার নাই। আক্ষেপের বিষয়
গবর্ণমেন্ট সহুপদেশ প্রদান ও
প্রদর্শনাদি দ্বারা ইহাকে সং-
প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন না। অযো-
রাজ্য মৃত ও ধর্মভয়শূন্য চাটুক
গের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অতিশয়
গ্রস্ত হন। কিন্তু কর্ণেল হারবার্ট ও
আনীর আলীর যত্নে তাঁহার ৫৬
টাকা ঋণ পরিশোধ হইয়া ৮
টাকার দাঁড়াইয়াছে। মেইন স
ব্যবস্থাপক সভার এই প্রস্তাব ক
ছেন, রাজ্যকে বিন বর্জ্য দিবেন,
আদালতে নানীশ করিতে পারি
না।

১২৭৪ অব্দের অর্ধপর্যন্ত উৎ-
সৃষ্টিক ছিল। গবর্ণমেন্ট তথায়
চাউল প্রেরণ এবং বিশেষ কমি
মহোনি সাহেব বধোচিত পরি
করিয়া অল্পহীন লোকদিগকে অ
প্রদান করেন। আউল ধান্য কাটিবা
কষ্ট এত কম হয় যে, সেপ্টেম্বর ম
শেষে অধিকাংশ অল্পহীন বন্ধ করা
গবর্ণমেন্ট প্রথমে যেমন উদাসীন
অনবধানতা প্রদর্শন করেন, শেষে যে
বস্ত্র পাইয়াছিলেন। এত চাউল প্রে
হয় যে, এখনও তথায় অনেক চ



রাছে। মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ পীড়িত
লাকেরা তত্রতা শাসনকর্তার চেটার
খোচিত সাহায্য পাইয়াছেন।

আগামের চা-করেরা সর্বস্বান্ত হইয়া
হন। অনেক চা-করকে আপন আপন
কত্র বিক্রয় করিতে হইয়াছে। প্রায়
কলেই ঋণস্থ হইয়াছেন। এককালে
ধিক পরিমাণে ভূমি লইয়া আবাদ
রিয়া রাতারাতি বড় মানুষ হইবার
ক্টাই তাঁহাদিগের সর্বনাশের কারণ।
হারা এতদেশীয়দিগকে চার চামে
কৃত করিতে গিয়া সকলই হারাইলেন।
টি সুখের বিষয় এই যে, গত বর্ষে
ক্রেত্র মজুরদিগের প্রতি তত অত্যা
র হয় নাই; কিন্তু গবর্ণমেন্ট কাছা-
র কুলিরক্ষক মার্শল সাহেবকে পদ-
ত করিবার আজ্ঞা দিয়া একটা অবিবে
র কাজ করিয়াছেন। কুলিদিগের
স্বাধার যে কিছু উৎকর্ষ সাধিত হয়,
হা মার্শল সাহেবের দ্বারাই হইয়া
। বঙ্গদেশের নীলকরণের ত উচ্ছেদ
য়াছে। গত বৎসর ত্রিভূতের নীলক
া অত্যাচার করাতে কৃষকেরা প্রতি
কতা করিতে আরম্ভ করে। এক জন
কারী মাজিষ্ট্রেট কিছু দিন কৃষক-
র দ্বারা কারাগার পরিপূর্ণ করিয়া
গন; কিন্তু গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ
তে এবং নীলকরেরা যথাসময়ে
দিগের লাভরক্ষি করিয়া দেওয়াতে
গে গোলযোগের অনেক শান্তি হই
।

এদেশের রেলওয়েসকল ক্রমে
সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু
পের বিষয় এই, বোম্বাই রেলওয়ের
কাংশ সেতু ভগ্ন হইয়া যায়; এ জন্য
র ব্যয় হইবে। মাতলা রেলওয়ে
পানি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে গবর্ণমেন্ট
হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্জাবের
য়ের এজেন্ট কর্নেল এলকিনকটোন

অনবধানতাদোবে পরচ্যুত হইয়াছেন
এবং তাঁহার অধীনস্থ দুই জন ইউরো-
পীয় কর্মচারী চুরি ও জাল করিয়া দণ্ড
পাইয়াছেন। পেনসোয়ারপার্বত্য একটা
নূতন রেলওয়ে হইবে। যাহা হউক, গত
বর্ষে রেলওয়ের অনেক শ্রীরক্ষি হইয়াছে।
ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানি ব্যবসাদে প্রায়
আড়াই কোটি টাকা লাভ করিয়াছেন।

গত নবেম্বর মাসে সর জন লরেন্স
মহাসনাতোহ করিয়া লক্ষ্যে এক দর-
বার করিয়াছিলেন। রাজা নানাসিংহ
প্রভৃতি কয়েক জন ঐ সময়ে ভারতবর্ষীয়
টার প্রাপ্ত হন। যে সময়ে সর জন
লরেন্স অসোখায় প্রবেশ করিয়া দরবার
করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন; তৎ
কালে বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থান ভয়া
নক ঝড় উৎসন্ন হইয়া যায়। ২০ এ
আশ্বিনের ঝড়ের কষ্ট দূর হইতে না
হইতে গত ১৬ ই কার্তিক রাত্রিতে পুনঃ
প্রবল ঝড় হইল। এই ঝড় রাত্রিতে হও
য়াতে বিস্তর লোক প্রাণত্যাগ করেন।
কলিকাতা ও উপনগরে প্রায় ১১০০
লোকের মৃত্যু হয়। বঙ্গদেশের লেপ্টনান্ট
গবর্ণর গ্রেমাচেরেবের যাত্র চাঁদা হইল
এবং গবর্ণমেন্টে চাঁদার তুল্য টাকা
দিলেন। মফস্বলের স্থানে স্থানে সভা
ও চাঁদা হইতে লাগিল। অনেক পরিদ্র
লোক তদ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ঝড়ে
গড়ে প্রায় ছয় আনা শস্য নষ্ট হইয়া যায়;
কিছু দিন সকল দ্রব্যই দৃশ্য হইয়া
ছিল; কিন্তু পূর্বাঞ্চলের শস্য অন্তঃসর
থাকতে দ্রব্যাদি পুনর্বার সুলভমূল্য
হইয়াছে।

মাসি সাহেব গত বর্ষে যে আয়
ব্যয়ের হিসাব প্রদান করেন, তাহাতে
সাধারণে সন্তুষ্ট হন নাই। লাইসেন্স
টাক্স স্থাপিত করাতে অনেক অসন্তুষ্ট
হইয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে ইনকমটা
ক্সের অপেক্ষা অল্প অত্যাচার হয়। বণি-

করণ কোন করই দেন না; ইউরো
গণ এক প্রকার সর্বপ্রকার কর
মুক্ত। লাইসেন্স করে এই দুই শ্রেণী
স্পর্শ করিতেছে। মাসি সাহেব এই
হইতে ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইবে
মান করেন; কিন্তু প্রায় ৭০ লক্ষ
উঠিয়াছে। অধিকেনে বিস্তর লাভ
প্রাপ্তে এবং সর অল্পই অকুলান
গত ১৫ ই মার্চ শনিবার রাজস্বমন্ত্র
মন্ত্রী আয় ব্যয়ের যে হিসাব দিয়া
তদ্বার জানা গিয়াছে, বর্তমান
৪৮,৫৮,৬৯,০০০ টাকা আয় ও ৪৮,
৩০,০০০ টাকা ব্যয় নির্ধারিত হইয়া
এ বার লাইসেন্স টাক্স আইনের আ
স্বসঙ্গত পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু
বিবেচনাপূর্বক ব্যয় করা হয়, লাই
কবেল কোন প্রয়োজন হয় না; বর্ত
গবর্ণমেন্টে তাৎক্ষণিক সম্পূর্ণ অসম
ইহঁরা ব্যয় করিতে জানেন, কিন্তু
ব্যয় কমাতে জানেন না। ইংল
ব্যয় ও সেনাদল আবাদিগের যাব
অকুলানের কারণ। বর্ত দিন এই ব্য
উপর ভারতবর্ষীয়দিগের ক্ষমতা না
তত দিন কিছুতেই এ অনিষ্ট দূর হই
না। গত বৎসর অর্থকৃষ্ণ নিবন্ধন বাণি
অনেক কনিয়া গিয়াছে এবং কতক
ব্যয় দেউলিয়া হইয়াছে। বেদি
ব্যয়ের ভূতপূর্ব ডিরেক্টরদিগের চা
এক প্রতি সন্দেহ হওয়াতে তাহ
অনুসন্ধানার্থ এক কমিসন নিযুক্ত
হাওয়া এখানে আগেরা ব্যয় এক
দেউলিয়া হইয়া পুনর্বার কার্যারম্ভ ক
হাছেন। পোষ্টম্যান কোম্পানির অ
ক্ষয়ণিলার সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযো
করিয়াছেন। শিমলা সাহেব কোম্পানি
টাকার সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় আদ্যের নে
সম্পত্তি কোম্পানি নিজেই অধিকত
মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন; তাহার না
এই অপবাদ দেওয়া হইয়াছে। অপ

সভা হটক, আব মিথ্যা হটক, এই
 টীকারা অনেক ইউরোপীয় বণিক
 চরিত্রের প্রতি সন্দেহান হইরা
 ত বঙ্গের বাণিজ্যসংক্রান্ত কয়েকটি
 আইন প্রণয়িত হইয়াছে। শাসনমন্ত্রকে কোন
 উচিত ব্যবস্থা প্রণীত হয় নাই। উক্ত
 আইনের মিউনিসিপাল আইনের
 প্রণয়িত আর কোন ভাল আইন
 প্রণয়িত হয় নাই। স্ট্যাম্প আইন
 প্রণয়িত দরিদ্রদিগের প্রতি সুবিচারের
 প্রস্তাব করা হইয়াছে। সাধারণে
 প্রণয়িত করিতে গবর্নর জেনারল এই
 আইনের ফলাফল অসুন্দর করিতে
 হইয়াছেন। কিন্তু কৃষকদিগের নিদ্রা
 হইতে হইতে লক্ষা উৎসন্ন হইবে।
 বঙ্গের বঙ্গদেশ হইতে দুই জন বাব
 লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এক জন
 পীড়িত ও নিস্বস্ত, আর এক জন
 অপেক্ষা স্বৈরাচারী ভাবে বৃদ্ধন।
 সকল লোক ব্যবস্থাপক হন এটা
 প্রণয়িত হইয়াছে। যঁহারা বখার্ব
 প্রণয়িত হইয়াছে। তাঁহাদিগকে লওয়াই
 শাসক। কিন্তু জুরিট নাগর ব্যবস্থাপক
 র মত গণ অসমতা প্রদর্শনের নিমি-
 মনোনিবেশ হইয়া থাকেন।
 বঙ্গের বিচারপ্রণালী কোন
 উৎসর্গ সাধিত হয় নাই। মফস্বলের
 বিচারালয়ে পূর্বেই উৎকোচপ্রাপ্ত
 হিত হইতেছে। প্রধানতম বিচার-
 আলায় বিচারকে সেই বেলা
 টার সময়ে কাছের করা হইতেছে।
 মলের হাকিমেরা সেই সেকলে
 ব্যবস্থার অসুন্দর করিয়া কার্য
 হইতেছেন। সাধারণ পিকক মফস্ব
 বিচারালয়সমূহের উন্নতি সাধন করি
 বালিয়া আশা করা হয় নাই।
 তাহা নষ্ট হইল না। প্রধানতম
 বিচারপতিগণ রীতিমত

মফস্বলে গমন করেন না। যে কিছু সুবি
 চার প্রধানতম বিচারালয়ে ও নূতন
 মুজেরদিগের নিকটে হয়। কিন্তু যঁহারা
 কোর্সনার ও ১০ আইনের বিচার
 করেন, তাঁহাদিগের কথা বলিতে নাই।
 ভূমিসংক্রান্ত আইন অতিশয় জটিল।
 এই সকল আইন একত্র করিয়া যত
 দিন শিক্ষিত বিচারপতিদিগের হস্তে
 বিচারের ভার দেওয়া না হইতেছে, তত
 দিন মফস্বলের সম্ভাবনা নাই। আমলা
 দিগকে স্থানে স্থানে বদলী করা হই
 তেছে; কিন্তু সাধারণে কাহাকেও তিন
 বৎসরের অধিক এক স্থানে থাকিতে
 দেওয়া উচিত নহে। থাকেপের বিষয়
 এই, রুজ্জবদা লোকদিগকে বহুলপরিমাণে
 আমলা করা হইতেছে না।

গতবৎসর অপেক্ষা এ বার শিক্ষাবি
 ভাগের কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা যাইতেছে।
 কিন্তু কর্তৃপক্ষের যত্ন অপেক্ষা সমাজের
 উন্নতিদ্বারাই উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সর
 জন লরেস ও তাঁহার নিয়মবহির্ভূত
 সচরুগণ ইংরাজীতে না দিয়া দেশীয়
 ভাষার উচ্চশাস ও বিজ্ঞানের শিক্ষা
 দবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব-
 সাধারণে ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করি-
 য়াছেন। শাসন ও বিচার উৎসাহিত
 হইবে; এ অবস্থায় লোকের শিক্ষা দেশীয়
 ভাষায় হটলে তাঁহাদিগকে প্রকাবস্তুরে
 উচ্চতর স্বয়ং হইতে বাঞ্ছিত করা হইবে
 মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্রমশঃ
 উন্নতি দেখা যাইতেছে; কিন্তু যে প্রকার
 কঠোর করিবার প্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে,
 তাহার পরিবর্তন হয়, সর্বসাধারণে এই
 ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষাকার্যের
 তত্ত্বাবধানের ভার গবর্নমেন্টের এক জন
 স্বতন্ত্র সেক্রেটারির হস্তে থাকে এমন প্রস্তাব
 হইয়াছে। বঙ্গের শিক্ষাসংক্রান্ত একটা
 সভা এবং এই সভার উপরে এক জন গব

র্নমেন্টের সেক্রেটারিকে কর্তা না করি
 প্রকৃত কাজ হইবে না। এতদেশীয়
 কগনের বেতন বৃদ্ধি না হওয়াতে অ
 শিক্ষাবিভাগ ভাগ করিতেছেন।
 বর্ষে বর্ষে যেমন বিদ্যালয়গুলি
 হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তেমন
 উন্নতি হইতেছে। নানা স্থানে
 প্রকার উন্নতিচেষ্টা আরম্ভ হইয়া
 সামাজিক উন্নতির উদ্দেশ্যে কয়েক
 টোলমেনলা আরম্ভ করিয়াছেন। ধর্ম
 যাও বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ হইয়া
 সামাজিক বিজ্ঞানসভা ও ফিয়ার সভা
 এ বিধের সবিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন
 হইতেছেন।

আসিনিয়ার র. জা ইংরাজ ক
 ও আর কয়েক জন ব্রিটিশ প্রজাকে
 করিতে গচ্ছ অক্টোবর মাসে উ
 বিরুদ্ধে যুদ্ধে বণা হইয়াছে। এ
 হইতে ৭০০০ ইউরোপীয় ও ৮০০০ এ
 শীর সৈন্য গমন করিয়াছে। বোম্বাই
 প্রধান সেনাপতি সর রবার্ট নেভি
 অধ্যক্ষ হইয়া গমন করিয়াছেন;
 এপমান্ত একটাও যুদ্ধ হয় নাই। এব
 যে যুদ্ধ শেষ হয় একপ বোধ হয় না।
 যুদ্ধ এদেশ হইতে যে সৈন্য প্রে
 হইয়াছে, ইংরাজীয় গবর্নমেন্ট তাহা
 বেতন আমাদিগের হস্তে নি
 করতে সাধারণে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

অন্য প কবুলের গোলাঘ
 শেষ হয় নাই। সর্দির অতুল রহম
 তুকিানপর্ষাস্ত জয় করিয়া
 হিরাটী মাত্র সিয়রআলির অধীনে অ
 ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট আজম খাঁকে
 বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। র
 ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এত
 পর গবর্নমেন্ট ভারতবর্ষের চরদিগকে
 আসিয়াতে প্রেরণ করিয়া সংবাদ
 হইতেছেন।
 ভারতবর্ষীয় সভা ১ ৭৪ অ

কার কাজ করিয়াছেন, চারি সপ্তকের মধ্যে সেক্ষেপ করিতে পারেন। প্রায় যাবতীয় আইনের বিষয়ে আইন আবেদন করিতেছেন, অনেক আইন আবেদনের অনুরোধও রক্ষা হইয়াছে। তাঁহারা লাইসেন্স ট্যাক্স বিলের বিষয়ে যে আবেদন করেন, তন্মিহিত্ত গবর্নমেন্ট জেনরল তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। এক্ষণে সভার যে প্রকার সম্মতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের বায় প্রণালী প্রশস্ত ও বিস্তৃত হইয়া উচিত।

—:—

সামাজিক বিজ্ঞান সভার দ্বিতীয় কাব্যাবরণ।

বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানিতে কতকগুলি ক্রটি বিবরণের আন্দোলন দেখা যাইবে। ইহার সর্বপ্রথমে সভার অধ্যক্ষ বিচারপতি ফিয়ারের প্রারম্ভবিষয়ক বিবরণ উল্লেখিত হইয়াছে। বিচারপতি ফিয়ারের বিবরণ হইতে যাহা বহির্গত হয়, তাহাই উল্লেখ করা যাইবে। গত ২৯এ জানুয়ারিতে এই সভার দ্বিতীয় বৈঠক হইয়াছিল। ইহার নিমিত্ত সর্বপ্রথমে সভাপতির নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। আইনঘটিকা দুই পত্র পঠিত হয়। প্রথমখানি আইন কলেজের আইনের অধ্যাপক বাবু লাক্যনাথ মিত্র এম, এ, পাঠ করেন। তিনি এ দেশের জুরিপ্রথার বিষয়ে বিবরণ উল্লেখিত হইয়াছে। কলেজেরেরা কিছুই না করিয়া আসিয়াদিগের বিষয়ে যে জুরিনির্বাচনের ভার দেন, তাহা বিচার লোকদিগের নিকটে কিছু লইয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়া লোকদিগকে জুরির নিমিত্ত বেছে নিয়া দেন, তাহা স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। জৈলোক্য বাবুর এই মত সর্ব

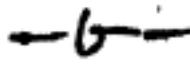
সাধারণের অনুমোদিত। জুরির দোষই কোন স্থলে দোষী ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে; কোথায়ও বা নির্দোষীর দণ্ড হয়। এক্ষণে সকল স্থানেই কৃতজ্ঞতা লোক দৃষ্ট হন; সুতরাং উপযুক্ত জুরির অভাব নাই। অতএব মোক্তারদিগকে জুরিশ্রেণী হইতে যে বহিস্কৃত করা উচিত, একথা বাবু জৈলোক্যনাথ মিত্রের সহিত সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু চিকিৎসকদিগের সহিত উকীলদিগকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত হয় না;

দ্বিতীয় জুরির পাইলে অন্য জুরির এই প্রয়োজন করেন। যে মহকুমায় মকদ্দমা হইবে, তাহার দশ কোশ পরিধি পর্যন্তের কৃতবিদ্যা লোকদিগকে জুরির করা কর্তব্য। প্রতিবৎসর জুরির তালিকা সংশোধন আবশ্যিক। দ্বিতীয় পত্র বাবু শ্যামাচরণ সরকার কর্তৃক পঠিত হয়। এখানি বিনামূল্যে প্রকাশিত। মুসলমান রাজ্যের শোভাবস্থায় আশ্চর্যার্থ বিনামূল্যে প্রকাশিত হয়; এক্ষণে ইহা

আমুটি করিবার উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব এতদূর একটা আইন করা উচিত, অতঃপর যদি কেহ কোন বিষয় বিনাম করেন, আর সেই বিষয় লইয়া আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত হয়, এই বিষয় বিনাম এক্ষণে প্রমাণ পাইলে আদালত মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিবেন। বাবু শ্যামাচরণ সরকার আইন বিষয়ে সচরাচর যে প্রকার পাণ্ডিত্যদর্শন করিয়া থাকেন, এই পত্রখানিতেও তাহা বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে।

মৌলবী আবদুল মজিব তৃতীয় পত্রখানি লিখিয়াছেন। এখানি মুসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে লিখিত হইয়াছে। তিনি ইহাতে বিশেষ যোগ্যতা ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ওরারের হেষ্টিঙসের মিনেট অবলম্বন করিয়া আরবি যে প্রশংসা করিয়া

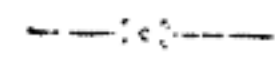
ছেন, তাহাতে এক্ষণে সর্বসাধারণ হইবেন না। বাবু চন্দ্রনাথ এম, এ, এ দেশের শ্রেণীশিক্ষাবিষয়ে একখানি পত্র পাঠ করেন। তাহা হুঃখিত হইলাম, সেখানি সেই সেই সংস্কারের বশীভূত হইয়া শ্রেণীশিক্ষার নিমিত্ত বাণিজ্যবিদ্যালয় স্থাপন করিতে বলিয়াছেন। অষ্টপুত্রিকা বিদ্যে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সাধারণের অনুমোদনীয় হইবে। ডাক্তার ফারকোহার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত একখানি উত্তম পত্র পাঠ করেন; তাহার প্রদত্ত তালিকাগুলির উপরে বিশ্বাস হয় না এবং অনেক স্থলে বিশেষ কারণপ্রদর্শন না করিয়া বর্তমান প্রণালীকে পূর্বতন প্রণালীর অপেক্ষে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। জেনম উইলসনের পরিমিত বায় ও বাণিজ্যসংক্রান্ত প্রবন্ধটা মধ্যবিধ হইয়াছে। মফস্বল স্থানে স্থানে সেবিঙ বাক্য করা অপ্রয়োজনীয়; কিন্তু এক্ষণে সূত্রের যে নিদ্রিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে অল্প কয়েক টাকা জমা দিবে। যদি এমন প্রমাণ যে, নিদ্রিষ্ট সংখ্যা কতকগুলি টাকা জমা দিলে জনাকারী ও তাহার পর্যায় বাৎসরিক এক টাকা স্থিতি পাইত তাহা হইলে কুবকেরা টাকা দিতে পারে। প্রায় তিন মাসের যাবতীয় স্থায়ী বাৎসরিক স্থিতির (আমুটির) প্রমাণ উদ্ভাবিত করেন, তাহা এ দেশে করা কর্তব্য কি না সামাজিক বিজ্ঞান সভার তাহা স্থির করা উচিত। কিশোরীচাঁদ মিত্র হিন্দুদিগের বিষয়ে যে প্রবন্ধটা পাঠ করিয়াছেন, তাহারা ইউরোপীয়গণ অনেককাল শিক্ষা করিতে পারিলেই আসা দিবে। সমাজঘটিত সকল প্রকার অবগত হইলে বিচারপতি ফিয়ারের ন্যায় লোকেরাও যথোচিত কাজ করিতে পারিবেন।



বন না। বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষের পত্র
 গানি মর্ক্যাপেক্ষা জবন্য হইয়াছে। তিনি
 ঐশ্বরিকের উচ্চতম শ্রেণির স্ত্রীলোকদি
 গর যে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা তাঁহা
 র স্বরূপ বর্ণন নহে। হুই একটী ধনিবৎ
 স্ত্রীলোক কেবল আহার ও নিদ্রায়
 মগ্ন থাকেন এবং হাত থাকিতে
 মনোনিবেশের উপরে সকল বিষয়ে
 বিচিন্তা থাকেন। এক্ষণে তাহার
 মনোনিবেশ নাই। তাহা বলিয়া কি
 তাহাদের স্ত্রীলোকসাজেই দৃশ্যীয়
 যেন? বেলা আটটার সময়ে উঠিয়া
 নান্দ্রী করিয়াই শুপাকার মিঠাই জল
 খায়; তাহার পরফণেই অপমায়
 আহার; তৎপরে/বেলা পঁচ দটি
 পর্যন্ত নিদ্রা; পরে গান চক্ৰণ ও
 স্ত্রীলোক বৈশ্বিন্যনমানন এবং
 পরে তাম খেলা এমি ধনিকামিনী
 গের মাদারগ নিয়ম নহে। হুই এক
 ব্রজকবেবের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী এক্ষণ
 তে পড়েন; কিন্তু তাহা বলিয়া ধনি
 শীল স্ত্রীলোকসাজকেই অলম ও
 মিসপ্রিয় বলা অনুচিত। বাবু গিরীশ
 ঘোষ নাম অসম্মানের উপরে
 মর্ক্যাপেক্ষা করিয়া এ কথা বলি
 ন। মনোনিবেশের ধনিবৎ শের
 লোকদের মনেও যে অনেক স্থানে
 তাহাতেও মর্ক্যাপেক্ষা নাই। এ স্থলে
 যের গুটি দুটোও প্রদর্শিত হইতেছে
 স্ত্রীলোক শাল্য মাতা অতিশয়
 ধনী থাকিতে আহার করেন না;
 যের সকল বাস্তব আহারের প্রতি
 সমান দৃষ্টি এবং প্রাতঃকাল
 রাত্রি যিন্দু সংসারের সকলের
 দৃষ্টি ও নিজের পরমার্থসাধন
 হই তাঁহা জীবন অতিবাহিত হই
 বাবু শ্যামচরণ মল্লিকের ন্যায়
 স্ত্রীলোক অসম্মান হইয়াছেন; কিন্তু
 প্রবণ করিয়াছি যে, তাঁহার গুণ

বৃত্তি রমণী মধ্যে মধ্যে স্বহস্তে রন্ধন
 করেন। তাহা দরিদ্র প্রতিবেশীর কষ্টের
 প্রতিও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। এ
 প্রকার ভূরি ভূরি উদাহরণ থাকিতেও
 যিনি আমাদিগর উচ্চতর শ্রেণির স্ত্রীলোক
 দিগের নিন্দা করেন, তাঁহারা ঐ বিষয়ে
 নিশ্চরই অনভিজ্ঞ বলিতে হইবে।

শেখ পত্রগানি লও মাছেবের
 নিখিত। এ দেশে যত প্রবাদ বাক্য
 পদ্য আছে, আমাদিগের পরম দিষ্টতম
 বন্ধু তৎসমুদায় সংগৃহীত করিয়াছেন।
 এই সংগ্রহ অতিশয় প্রশংসনীয়। তিনি
 বলিয়াছেন, ইংরাজদিগের বিষয়ে বাঙ্গা
 লীদের প্রবাদ বাক্য তিনি কোথায়ও
 লবণ করেন নাই। বস্তুতঃ ঐগুলির
 সংখ্যা অসংখ্য। তাহার। অসম্মান
 করিয়াছে যেটা যেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে
 "ইনি কবিজাতীক থেকে মেমে এসেন"
 ইত্যাদি অনেকগুলি প্রবাদ পাওয়া যায়।



শ্রীশিক্ষা

আমরা ১৮৬৩ ৬৭ অব্দের শিক্ষা
 মর্ক্যাপেক্ষা রিপোর্টের যে মর্ক্যাপেক্ষা
 করিয়া পাঠকগণের গোচর করিয়া ছ,
 তাহাতে বাঙ্গালদিগের শিক্ষার উন্নতির
 বিষয় তাঁহাদের পর জরুরজন হইয়াছে।
 তাহাতে শ্রীশিক্ষাভিনাটী অনুলিখিত
 আছে, অসম্মানার্থে প্রবৃত্ত হওয়া বাই
 তেছে। রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে,
 এক্ষণে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয়বিধ
 স্ত্রীবিদ্যালয় সমুদয়ে ২৮১ টি হইয়াছে।
 পূর্বেও মর্ক্যাপেক্ষা গত এগার মাসে
 ৬৩ টি বিদ্যালয় বন্ধ হইয়াছেন। পূর্বে
 পাঠার্থিনীর সংখ্যা ৫৫৫৯ ছিল, গত
 এগারমাসে ৬৫৩১ হইয়াছে।

বিদ্যালয় ও পাঠার্থিনীর সংখ্যা
 যেরূপ হউক, শ্রীশিক্ষা যে সামান্যরূপে
 হইতেছে, তাহা বিষয়ে সংশয় নাই। শীঘ্র

যে ইহার উন্নতি হয়, তাহারও স
 দেখা বাইতেছে না। অনেকগুলি
 অন্তরায় আছে। প্রথম, আবশ্যিকত
 না জন্মিলে বোন বিষয়ের উন্নতি
 না। এটা নিদ্রাস্ত বাক্য। দ্বিতীয়
 জ্ঞান জন্মবার আবার হুটী
 আছে। প্রথম, স্বার্থভাজ্ঞান, দ্বি
 অবশ্য কর্তব্যজ্ঞান। শ্রীশিক্ষা
 বহু পরিমাণে এদেশীয়দিগের
 অন্যতর কোন জ্ঞানই জন্মে নাই। ম
 রণ্যে এদেশীয়দিগের মর্ক্যাপেক্ষা এই, স্ব
 কদিগকে শিখাইলে কি হইবে? তাঁ
 কিছু অর্থ উপার্জন করিতে বাইবেন
 স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিত হইলে যে ম
 দুর্খনয় হয়, সে জ্ঞান সাধারণে ন
 ধা হাদিগের ঐ জ্ঞান জন্মিয়া
 তাহা দগেব সংখ্যা অধিক নয়। কে
 কব, এক গ্রামের ভিতরে হুই বাসি
 ঐ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারা স্ত্রীবিদ্যা
 যের উদ্ভোগ করিলেন; কিন্তু গ্রা
 ধা কেহই অর্থদ্বারা বা বিদ্যালয়
 কন্যাশ্রমদ্বারা উহার সাহায্য ক
 লেন না। সুতরাং উদ্ভোগকারীরা
 কার্য হইতে পারিলেন না। প্রায় বা
 তীয় পলীথামেরই মচরাচর এই অব
 লক্ষিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়, এ দেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোক
 হুইকর্মসম্পাদন করিয়া থাকেন। সে
 পাড়ার চর্কা করিতে গেলে অধিকত
 অবসরের প্রয়োজন হয়; কিন্তু এ দেশ
 অধিকাংশ পুরুষের এক্ষণে অবস্থা নয়
 তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে পর্যাপ্ত অবস
 দিয়া তাহাদিগের কর্তব্য কার্য, অন্যদ্বা
 সম্পাদন করিয়া লন।

তৃতীয়, এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগে
 অসম্মান বরষে বিবাহ হয় ও সন্তান জন্মে
 সুতরাং তাহারা অসম্মান বরষে সংসার
 হইয়া বাস্তব হইয়া পড়েন; পড়
 স্ত্রীর অবসর পান না। এ দেশে যেরূপ

এই দেশে অল্পবয়সে যেকোন
 আদির উৎসর্গের, তাহাতে অল্প
 স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ না দিলে
 ক অনর্থ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা।
 অশুভায়াগুলি অতিক্রম
 কৃতার্থভালে, সহজ ব্যাপার
 উপরে যেকোন বর্ণিত হইয়াছে,
 স্পষ্ট প্রতীক্ষমান হইতেছে, পুরু
 শিক্ষা ও অবস্থার উপরেই শ্রীশিক্ষায়
 সম্রাট সমর্থিত করিতেছে।
 বহু বার প্রতিপন্ন করিয়াছি
 অধিকাংশ পুরুষ সুশিক্ষিত ও
 স্পষ্ট অবস্থা সম্পন্ন হইবে। এই
 পরীক্ষাতেই অধিকাংশ লোকের
 কাছাকাছ পর্যাবসিত হইবে। সতরাং
 ব্যক্তিদিগের হইতে কোন মহৎ ও
 ক ব্যা. সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।
 শ্রীশিক্ষাবিনয়ে কৃতকাণ্ড হইবার
 জন্মিলে অত্র অধিকাংশ পুরুষকে
 ক্রিয় উৎকর্ষিত অবস্থা সম্পন্ন
 তৈরি কর্তব্য। এক্ষণে করিতে
 ন আব কঠকগুলি স্মৃতি হস্তবৃত্তি
 বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষানিয়ম
 বহু পরমাণে সংশ্লিষ্ট চর্চার
 বিধান করিতে হয়। অপর, এক্ষণে
 শ্রীশিক্ষা হইতেছে, দেশী নামমাত্র
 শৈশব কালে পিতৃভয়ে বাগিকা
 য যে যৎ কক্ষিত শিক্ষা হয়, স্বভাব-
 গমন করিয়া যে সমুদায় শিক্ষিত
 হইবে। তখন একনার গৃহকর্তী হইবে
 গর সমুদায় সময় ও চিন্তাকে গ্রাস
 য়া ফেলে। এই সকল কারণে এখন
 শিক্ষা হইতেছে, তদ্বারা শিক্ষার মুখ্য
 দশা সাধিত হইতেছে না। সমাজ
 হই বালক ও বালিকাদিগের এক এক
 শ্রীশিক্ষাবিধি আছে। যে শিক্ষা
 অশুকরণ প্রশস্ত, আশর উদার এবং
 চিৎসাদি অসৎ প্রবৃত্তি সকল দূরী-
 হয়, সেই শিক্ষাই শিক্ষা। অধিক

বয়স পর্যন্ত শিক্ষা না হইলে এ সকল
 গুণ জন্মিব সস্তাবনা নাই। আবেদন
 পর্যন্ত শিক্ষা পুং শিক্ষকদ্বারা সম্পাদিত
 হওয়া সম্ভাবিত নহে ; স্ত্রী শিক্ষায়-
 স্ত্রীর একান্ত এরোমন। এক্ষণে
 স্থানে স্থানে যে স্ত্রীশিক্ষাল বিদ্যালয়
 দৃষ্ট হয়, তাহা কথোপযোগী নহে।
 যে স্থলে তত্র স্ত্রীরা গিয়া অধ্যয়ন করেন,
 এক্ষণ একটা স্ত্রীশিক্ষাল বিদ্যালয় আব
 শ্যক। তাহা করিতে গেলে স্ত্রীলোকদি-
 গের গমনাগমনের ব্যয় এবং তাঁহাদিগের
 প্রয়োজনীয় উচ্চতর বৃত্তিবিধান আব
 শ্যক করে।
 বাবৎ এগুলি না হইতেছে, তাবৎ
 শ্রীশিক্ষাবিনয়ে যে ব্যয় হইতেছে, তাহা
 বিফল হইতেছে বলিলে অস্বাভূত হয় না।
 আমরা সচরাচর দেখিতে পাইতে চ,
 এক স্থানে একটা স্ত্রীশিক্ষালয় বসিল,
 কিছু দিন পরে তাহা উঠিয়া গেল, আবার
 আর এক স্থলে বসিল। কিন্তু কেন
 স্থানের কোন বিদ্যালয়েই প্রায় সুন্দর
 রূপে শিক্ষা হইতেছে না। যখন এক্ষণ
 হইতেছে, তখন এ বিনয়ে যে ব্যয় হই
 তেছে, তাহা কি বিফল হইতেছে না।
 - ১৩ -
 বিবিদসংবাদ।
 ২৫ এপ্রিল সোমবার।
 নবদ্বীপে সন্ন্যাসীরা...
 হয়, তাহা প্রতি করা উৎসাহ আশীষ
 হইয়াছে। সন্ন্যাসী কল্যাণে বিদ্যালয়পতি,
 কখনো সন্ন্যাসী ও বঙ্গবাপতি মার্গে উহার
 পুনর্নির্মাণ করিবেন।
 বাবু কেশবচন্দ্র সেন বোম্বাইয়ের স্ত্রীশিক্ষাল
 একটা অতিমনোহর উপদেশ দিয়াছেন। তিনি
 বলিয়াছেন, ধর্মের উন্নতি না হইলে বাণনীতি
 সংক্রান্ত উন্নতি সম্ভাবনা অল্পই থাকে। তিনি
 আরও বলিয়াছেন, বাহ্যিক ক্রমশঃ উন্নতিসাধন
 করিবার অভিলাষ করেন, তিনি তাঁহাদের দল
 ভুক্ত করেন। তিনি আমাদের সামাজিক সংস্কা
 রের সাংক্ষেপ করিয়া সম্বন্ধে নছেন। উহার
 মূলপর্যন্ত উপাট্টন করিবেন। কেশব বাবুর

সঙ্গে সর্গ সাবাহের মতভেদের এইটাই
 কারণ।
 যে দিনস দিনিতে শিক্ষাসংক্রান্ত দর
 হয়, সেই দিনস কয়েকজন এতদেশীয়
 কের গঠিত কয়েকজন হাইল্যান্ডের ক্রুত
 নের পরীক্ষা হইয়াছিল। টেনিকেরা দুই বা
 দোড়িয়াছিল, কিন্তু দুই বাজিতেই সিপাহী
 জয় লাভ কবে। প্রথম বাজির পুরস্কার ১০১
 দ্বিতীয় বাজির পুরস্কার ২০১ টাকার
 ত্রিতীয় বাজির পুরস্কার ৩০১ টাকার
 ত্রিক কষ্ট ও মনঃসম্মেল সিপাহীরা প্রায় ইউরো
 টেনিকদিগকে পরাজিত করিতে পারে।
 আমরা সন্ন্যাসী আত্মাদিত হইলাম,
 ভারতবর্ষের এক জন সহকারী কমিসনর আ
 স্বীয় এই দেশীয় কর্মচারীদিগকে
 করিয়াছেন, তাঁহারা যদি বাইপ্রভৃতির সু
 ভাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে
 দূত করা হইবে। আমাদের মতে এই
 আত্মা সন্ন্যাসী প্রদান করা উচিত। নাগপু
 নফোতে লোকসংক্রান্ত যে সকল কুৎসিত
 হয়, কলিকাতার মেন স্থানে তাহার
 দেখা যায় না।
 জন্মসেচনার খালকাটাটার নিমিত্ত
 বর্ষীয় গবর্নমেন্ট হইতে ৩০ জন
 লোকের অনাটন প্রস্তাব করা হইল।
 দিগের মধ্যে ২০ জন আর্টিস্ট এবং
 শিশু স্থানে স্থানে প্রেরণ করা হইবে। আ
 বোধ করি, বাহ্যতে হইয়াদিগের সহিত বি
 গ্নীয় উচ্চনিয়মদিগের বিবাদ না হয় গবর্ন
 মেণ্টরূপে বন্ধনস্থ করিবেন।
 গর সন্ন্যাসীর লাভ বিশেষ, গিস মি
 উচ্চ। সাংক্রান্ত লোকসংক্রান্ত ও রেবলুশ
 মোহন বন্দোপায় উত্তর পাড়া বিদ্যালয়
 পুস্তকালয় প্রভৃতি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন
 বার সন্ন্যাসীর মুখোপায় হইয়াদিগকে অ
 সমাপ্তের প্রধানপুস্তক একটা ভোজ দি
 তিলেন।
 এক জন আর্টিস্টকে জিজ্ঞাসা করি
 তেন, গবর্নর জেনরল সন্ন্যাসীর কাথিও
 কালেজের পারিতোষিকবিতরণের সময়ে
 ক্রান্ত হইলেন। কিন্তু গবর্নমেন্ট বিদ্যালয়
 ছাত্রদের পুরস্কারবিতরণের সময়ে উপ
 থাকেন না কেন? আমরা উহার
 করিতেছি, আর্টিকসন সাংক্রান্তের
 গবর্নর জেনরল আশিতে পারেন।
 সম্প্রতি চাপাতলায় একটা স্ত্রীশিক্ষাল
 হইয়া পতিত থাকে। গত দিনের
 তাহার স্ত্রীর কারণ অল্পসন্ধান করিয়া

কোন ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডে যুবতীকে
 তে পারেন না। প্রীলোকটির বয়ঃ
 ২২-২৩ বৎসর হইয়াছিল, দেখিতে পরম
 সুন্দরী; তাহার বস্ত্র দেখিলে বোধ হয় সে এত
 সুন্দরী ছিল। একখানি কুরিকা
 তাহার এক কর্ণ অর্থাৎ অপর কর্ণ পর্যন্ত
 কাটা হয়। কুরিকাখানি শবের নিকটে
 পড়িয়াছিল। যে ব্যক্তি তাহাকে চিনিবেন
 কে পুরস্কার দিবার ঘোষণা হইয়াছে।
 এই হত্যাকাণ্ডের কারণ, তাহা সম্বন্ধে বলা
 যাইতে পারে।
 মঙ্গল সাহেব গরমিব প্যাডানবারের
 অর্থাৎ করিয়াছেন। সিলেক্ট কমিটি এক
 হের মধ্যে এ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।
 টীয় ছুটা বেশ্যা এই আইনের অধীন
 আমরা শুনিয়া চুখিত হইলাম, যে
 বৈশ্য ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক রক্ষিত
 তাহাদিগের শবীর পরীক্ষা করা হইবে
 এ নিয়মটি অনুচিত হইতেছে। ইচ্ছা হইলে
 ক ছুটা বৈশ্য ব্যক্তি বিশেষের রক্ষিত
 যা প্রাপ্য হইবে, সুতরাং আইনের উদ্দেশ্য
 হইবে না।

মন্ত্র লিখ তিন মাসের কিসায় লওয়াতে
 য়ে সেক্টে অর্জিত উহার প্রাতিনিধি হইয়াছেন
 নকার্দিগের মধ্যে এই দুই জন যথার্থ পণ্ডিত।
 দিগের পরবর্তিতে কোন ব্যক্তি
 পর্ণ করিবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি
 ভারতবর্ষের পুণ্য সেনাদল উদ্বিগ্ন
 য়াতে অক্ষয়বরণ আর আশীষ তাহার
 শ অশ্রুশীল করবেন না। মঙ্গল সাহেব
 আশীষ প্রার্থনা করিয়া, কাপ্তেন
 ল, সব সেনার সম্বন্ধে প্রস্তুত নায় লোক
 সেনাদলে যোগ হইতেছে না।
 ১৮৬৬ অব্দে এ আইন অনুসারে গবর্নর
 রল ট্রিটন এঞ্জো। রেকর্ডারদিগকে প্রাধান্য
 বিচারালয়ে সমতা প্রদান করিয়াছেন।
 যুক্তিসিদ্ধ কাজ হইয়াছে। এই ক্ষমতা
 কাতে অনেক স্থলে অধী প্রত্যক্ষিগকে
 কষ্ট পাইতে হয়।

শনিবারের ভাষ্যবর্ণনা গেলোটে গত
 র এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই
 সুর ট্রিটন এঞ্জো নিকটে প্রেরিত
 তে তিনি অতিমাত্র প্রকাশ করিয়া
 য়াছেন, বঙ্গদেশীয় গবর্নর বাত্যাধীভূত
 দিগের সঙ্গায়র্থাৎ যে উপায় অবলম্বন
 য়াছিলেন, তাহা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদিত
 হইবে।

এক জন ব্রহ্মদেশীয় কিছু দূর
 হাইল্যান্ডের অন্তর্গত ইটালির বিদ্যালয়ে পাঠ
 করিয়াছিলেন। বিবি লুগাননায়ী এক জন মিস
 নরির বিববা স্ত্রী তাহার উন্নতিদর্শন করিয়া তাহা
 কে প্রথমতঃ ইউরোপে পরে তথা হইতে আমে
 রিকার লটয়া যান। শাকু লুইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে
 এম. এ. এবং ওহিওর চিকিৎসাবিদ্যালয়ে এম.
 ডি উপাধি পাইয়াছেন। তাহার বয়ঃক্রম ২৮
 বৎসর। আমেরিকা ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি
 সভাপতি জনসনের সচিত্র সাক্ষাৎ করিতে সভা
 পতি তাঁহার নিমিত্ত সুপারের করিয়া ব্রহ্মদেশের
 রাজাকে এক পত্র লিখিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি
 পেনিনসুলা কোম্পানির নিউবিয়া জাহাজে
 ভারতবর্ষে প্রত্যগমন করিয়াছেন। ঐ জাহা
 জের কাপ্তেন ও ভারোহিগণ চাঁদা করিয়া
 তাহাকে ২০০ টাকা ও এক প্রশংসা পত্র দিয়া
 প্রার্থনা করিয়াছেন তিনি যেমন সভা ও বিধান
 হইয়াছেন, সেই রূপ তাঁহার সভ্যতা ও মিন্দা
 ব্রহ্মদেশের উন্নতির নিমিত্ত বিনিয়োগ করি
 য়ে। এটি যথার্থ ইংরাজের দৃষ্ট। ইংরাজ
 দিগের আর যে দোষ থাকুক না কেন, ইংরাজ
 দেশমাত্র নাহ

বেবেমিউ বোর্ড আফ্রা পিয়ংছেন, তাহার
 যখন কোন আপীল শ্রবণ করিবেন, তখন দিন
 স্থির করিয়া আপনাদিগের কার্যালয়ে এবং কমি
 সনর ও কালেক্টরের কাছারিতে তাহার এক এক
 প্রস্তাভাব দিবেন।

হযার মুন্সেফ মওরাজ মহম্মদ খাঁ উৎকোচ
 লটয়া মিথ্যা জবানবন্দী দেখাতে কানপুরের
 সেনায়নে তাহার চার মাসের মেয়াদ ও ৫০০
 টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

ডেলি নিউস বলেন, সম্প্রতি ট্রাম্প ক্যামেই
 রের অসংবদনভানিবন্ধন অনেকগুলি ট্রাম্প উচ্চ
 পায়রা নষ্ট হইয়াছে। বেবেমিউ বোর্ড
 এক্ষণে আফ্রা দিয়াছেন, ভবিষ্যতে ইহার
 মূল্যের নিমিত্ত কালেক্টরকে দায়ী হইতে
 হইবে।

আবিসিনিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সব
 রবাট নেভিয়র আল্টালো হইতে যাত্রা
 করিয়াছেন। এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে নাগালার
 উপনীত হওয়া তাহার ইচ্ছা। তাৎপ্রব যদিও
 রাস্তা মন্দ, তথাপি তিনি ক্ষুত্রগতি কয়েক মাস
 টেন্য লুইয়া অগ্রসর হইতেছেন। রাতা থিয়ো
 ডোরও রাজধানী রক্ষার্থ আসিতেছেন।

২৬ এ টেক্স মঙ্গলবার।
 আমরা সংবাদ পাইলাম, দিল্লীবংশীয় রাজ
 কুমার ফিরোজ শাহ ষথার্থই সোয়াড়ে আসিয়া-

ছেন। তিনি বন্দ্যদিগের পুনর্কট সা
 পাইতেছেন না। আধুনিক ঠাহার নিমিত্ত
 চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু লোকে বলিতেছে,
 তিনি সুশিক্ষিত সিপাহীদিগকে লুইয়া ও দি
 ন্যয় অন্তর্গত প্রাসীগুরুত নগর রক্ষা করি
 য়াছেন নাহ, তখন তিনি কয়েক শত পল
 হিন্দুস্থানী ও অসম্য অস্ত্রায়া পার্শ্বতীয়দি
 কইয়া কি ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সহিত যুদ্ধ ক
 পারিবেন? বিবেচনা শাহ এই স্থান ত্যাগ ক
 পারেন্যে গমন করিবেন, পক্ষান্তরে এই প্রকা
 র্ণে। এই সকল লোককে কমা ক
 ভারতবর্ষে আসিতে দেওয়াই ন্যপরাধম

যখন কিসায় কামসন বসিয়া কে
 ও পাখা ওয়ালাদিগের অস্ত্র মারিতেছি
 সেই সময়ে গবর্নমেন্ট আপনাদিগের
 সকলগুলি বাম্পীয় জাহাজ বিক্রয় ক
 তৎকালে সর্দারপারনে বসিয়াছিলেন,
 নির্দিক্তার কাজ হইতেছে। সেই ভাবে
 এক্ষণে সফল হইতেছে। কোর্নী ও পা
 য়াল' মাসের সংস্থা পূর্বপ্রার্থনা অধিক হইয়
 এক এক করিয়া পুনর্বার জাহাজ ক্রয়
 হইতেছে। সম্প্রতি ২১ টাকা দিয়া
 নামক একখানি বোঝাই জাহাজ ক্রয়
 হইয়াছে।

নোট বিভাগের কার্যালয়ের নিমিত্ত
 মেট বর্ডমান অগরাব্যাকবাজী সাহে
 লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন। অগরা ব
 পঞ্চাঙ্গে যে বাসীসী হইতেছে, অগরমী
 অধীক তথায় লক্ষ টিয়া বসিবে।

মফসলাইট বর্ডমান, পঞ্চাষের লেপ্টেনন্ট
 অতিশয় পীড়িত হইয়া জলন্দরে আ
 ডোনালড মাকলিরড মফসল দর্শন ক
 গমন করিয়াছিলেন। তিনি আরোগ
 কনেন, ইচ্ছা সাহেরই প্রার্থনা।

বোয়াই গেঞ্জিট বলেন, তদ্রতা ব্য
 ভূতপূর্বে জিরেইদিগের চরিত্র ও কার্য
 সীর অসংবদননিম্নলিখিত ভদ্রলো
 কমিসনস্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন। বঙ্গ
 সিবিলিয়ান জি, কার্বেল, এ, গ্রেট,
 ও কটনসাহেব এবং মাস্তাজের অধ
 বিচারালয়ের সিবিলিয়ান জজ হলওয়ে সা
 কলিকাতার পে ডিপার্টমেন্টের মজর
 সন ও মাস্তাজ ব্যাঙ্কব মাকইবর সা
 আমরা দেখিতেছি বোধ হইবে কোন ব্য
 কমিসনর মধ্যে লওয়া হয় নাই। এটি
 পের বিষয় বটে; কিন্তু গত অর্ধকৃষ্ণে
 যের সকলে যে প্রকার ব্যবহার

ভাষাতে উচ্চাঙ্গের মধ্যে কাহাকে
করা যুক্তি সহ, কাজই চাইয়াছে।

বিষণ, বাবু ছারকানাথ মিত্র ও অগ
মুখোপাধ্যায়ের ঘরে তবানীপুরে একটি
কা বিধান হইতেছে।

উরোপীয় জুয়াচোরের সংখ্যা ক্রমশই
হইতেছে। সম্প্রতি এক জন বৃদ্ধ জুয়াচোর

সি. টি. টের আনা সেবিড ব্যাঙ্কে গমন করিয়া
সমা নিবারণ করেন। অগাধ কার সাহেব

অগ্রপন্থিত থাকতে তাঁহার স্ত্রী জমা
বিনিমিত্ত যেমন ব্যক্তি খুলিলেন, অমনি

চার ২৫ টাকা পূর্ব একটা খলিয়া লইয়া
ন করিল; বি.ব. কার তৎক্ষণাত্ত পুলিষে

করিলেন, কিন্তু এই দুই তখন অদৃশ্য
হল। এই সকল জুয়াচোরকে

তবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে। এই
কর্তৃকদিগের দ্বারা যে কত অনিষ্ট

হইতে বলা যায় না।
উদ্যান ডেলিনিউস প্রদান করিয়াছেন, স

ডাক্তার নিটনার বিশেষ কার্যোপলক্ষে
গমন করিয়া যে ব্যয় করিবেন, তাহা

করিবার নিমিত্ত গবর্নমেন্ট তাঁহাকে ১০০০
প্রদান করবেন।

ক্রপত্র অবগত হইয়াছেন, ভারতবর্ষের
পল পত্রিকা করিবার কারণ মাক ফেরার

নিষুক্ত হইতেছেন ইনি শীঘ্র ভারতবর্ষে
গমন, একবার এক জন কর্মচারীর প্রতিশয়

জন। ডাক্তার ওলডহাম অনেক কারণ
এই কাজ করিতে অসমর্থ।

ক্রপত্র বলেন, বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের
গো মুখের ও ময়মনসংহের মিউনি

পুলিষকে কনষ্টাবুলরী পুলিষের অধর্গত
হইতেছে। কিন্তু আমরা এই উভয়ের ব্যয়

বাঁধতে বলিতেছি। ক্রমশঃ মিউনি
লিটার উপরে সুস্বায় পুলিষের ব্যয় ভার

করা গবর্নমেন্টের ইচ্ছা, কিন্তু তাহা
ল মিউনিসিপাল আইনের প্রধান উদ্দেশ্য

হইবে, পুলিষের নিমিত্ত এখানে কোন
ই রাস্তা প্রকৃতিতে ব্যয় হইতে পারি

না।
ক্রপত্র আরও বলেন, বাঙ্গপুতনায় খাল

জন্য গবর্নর জেনরল ১৫০০ টাকা
ন দুই জন সহকারী ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত

র আঁজা দিয়াছেন। অত্র খাল খননের
যোগাড় করিয়া কর্মচারী নিযুক্ত করিলে

কল হইত না?
ক্রপত্র অবগত করিয়াছেন, গবর্নর জেনরল

সেনার গমন করিলে প্রত্যেক সেক্রেটারী
মাসিক ২৫০ টাকা ও প্রত্যেক অমনি ও

সহকারী সেক্রেটারী ১০০ টাকা ভাতা পাই
বেন। আমরা প্রস্তাব করিতেছি, এই টাকা

“ ভারতবর্ষের গবর্নর জেনরলের নিজের চুখের
নিমিত্ত ব্যয় ” বলিয়া খাতায় লেখা কর্তব্য।

২৭ এ টেবু বুধবার।
সি. এচ. এফ. মার্শাল নামক এক জন ইট-

রোপীয় আপনাকে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের এক
জন প্রধান নৌলবর বলিয়া পারচয় প্রদান

পূর্বেক নিহীর অনেক লোককে ঠকাইয়া টাকা
কর্ড করে। সে এক্ষণে কৌজদারিতে অধিত হই

য়াছে। এই সকল লোকের পূর্কৃত্যয় এতদেশীয়
বণিকেরা গবর্নমেন্টের কর্মচারীরা আন

সকল ইংরাজকেই ধারে ধরা নিতে শঙ্কিত
হন।

যে সকল টৈনিক দলভাগ বা অন্য কোন
ওকৃত্যয় দোষ করিত, তাহাদিগকে সয়চাক

বাজাইতে বাজাইতে শিবির হইতে দাড়া দিয়া
বাহির করা হইত। নিম্নী গজেট বলেন, সম্প্রতি

এই নিয়ম রুচিত হইয়াছে। উক্ত পত্র বলেন,
১৮৭৮ অর্ধে নিয়ম হইয়াছিল, কোন ইউরোপীয়

দেওয়ানী কর্মচারী আপন সম্প্রতি এতদেশীয়
দিগকে বিক্রয় করিতে পারিবেন না। এতরি

বন্ধন স্থানে স্থানে অনেক অনায়া হইয়াছে
সন্দেহ নাই। এক্ষণে গবর্নমেন্ট এই নিয়ম উঠা

ইয়া দিবার মানস করিয়াছেন। এতী অবলা
কর্তব্য। বিদ্রোহনিবন্ধন যে কতকগুলি অসভ্য

ও নিষ্ঠুর নিয়ম হয় এ তাহার অন্যতম।
বোম্বাইয়ের জেটী আদালতের এক জন

বারিষ্টর কাজ অপরিমিত পরিশ্রমনিবন্ধন
পীড়িত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি

সম্প্রতি প্রত্যোগমন করিয়া আবেদন করিয়া-
ছেন, তিনি সাধারণকার্যে অপরিমিত পরিশ্রম

করিয়া পীড়িত হইয়াছিলেন, অতএব তাহাকে
বিদায় কালের সম্পূর্ণ বেতন দেওয়া উচিত।

গবর্নর জেনরল এই আবেদন গ্রাহ্য না করিয়া
বলিয়াছেন, তাহাকে অর্ধেকের অধিক বেতন

দেওয়া যাইতে পারে না। উত্তম বিবেচনা হই
য়াছে।

বোম্বাইয়ে জনরব উঠিয়াছে, সর সাইমর ফিট
জারলড আপনার পদত্যাগ করিবেন। সর সাই

মর ফিটজারলড পদত্যাগ করিলে অনেকে
ছাখিত হইবেন।

আমরা ছাখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি,
বিখ্যাত ৩০ গণিত রাইফল দলের কতকগুলি

টৈনিক ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই

সেনাদল দুর্গমধ্যে র হইয়াছে। আলীপুর
সিপাহীদলেরও কয়েকজন প্রাণত্যাগ

য়াছে। এবার ওলাউঠা, হাম ও বসন্ত
বৎসু অপেক্ষা অধিক হইয়াছে।

হায়দাবাদে বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের একটি
স্থাপিত হইয়াতে দক্ষিণাত্যে বাবতীয়

ছাত্রপ্রকৃতি তথা হইতে বাহির এবং
তাজান হইবে। করাচিতে বোম্বাই ব্যাঙ্কের

ব্যাঙ্কের নিমিত্ত একটি সুতন বাণী ক্রয় ক
আজ্ঞা হইয়াছে।

কর্নেল হারবার্ট বিদায় লওয়াতে লেপ
সি. জে. কক টিপুবংশীয়দিগের ও অধে

রাজ্যের প্রতিনিধি তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছেন
তবর্ষের টেলিগ্রাফসমূহের ডেপুটী ডি

জেনরল মেজর মায়ু তিন মাসের বিদায়
ছেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্নমেন্টের অল্প
ভারতবন্দী গবর্নমেন্ট আজমিরের হাই

পারবর্ডে তথায় একটি কালেক্ট স্থাপিত
য়াছেন।

সম্প্রতি আমরা আর এক বিশৃঙ্খলার
অবগত হইয়াছি। সর্কত্র জেল দারগাগল

দিগের দ্বারা প্রকৃত জব্বোর উপরে ক
পাইয়া থাকেন। তাহারা উৎসাহ পাইয়া

ব্রাহ্ম করিবেন বলিয়া গবর্নমেন্ট কমিসন
পূর্বে বরাসত ও ২৪ পরগণার জেলের

পৃথক থাকিত। এক্ষণে এই দুই স্থানের
একত্র হওয়ায় অতিশয় গোলযোগ হই

চারিধংসরাবধি বরাসতের দারোগা
পরসা কমিসন পান নাই। তিনি এই

আবেদন করাতে আকাউন্টান্ট জেনরল
য়াছেন, কমিসন দেওয়া হইয়াছে; দা

পান নাই বলিয়াছেন। পরিণেষে এই বি
নিমিত্ত ২৪ পরগণার কালেক্টরের নিকটে

দন করা হইয়াছে; কিন্তু শিখ সাহেব
মাসের মধ্যে কোন প্রত্যুক্তর দিতেছেন

এই সকল কার নিমিত্ত কোন
দায়ী?

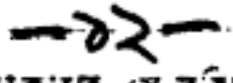
মাশ্রাজ টাইমস বলেন, ২৯ গণিত মা
সিপাহীদিগকে হুজুতে লইয়া বাইতে এ

টাকা ব্যয় হইবে। এ ব্যয় কোন দেশ
দেওয়া হইবে? গবর্নমেন্ট টৈনমাসিক

ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করিবার যে অ
করিয়াছিলেন, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছেন

আমরা ডেলিনিউস দর্শন করিয়া আস
হইলাম, গবর্নমেন্টের অনুবাদক রবিশ্বন

সুতন পুস্তক সংগ্রহ করিয়া বিক্রয়



পরিষ্কার করিয়াছেন, পরশমেন্ট তাম্বুলি
করবেতনকি করিয়াছেন। এ পর্যন্ত রেব
রখিণের পরিষ্কার উপযুক্ত পুষ্কার
নাই।

প্রকাশ বলেন, “আজি কালি বুড়ীগঙ্গার
পরবস্থা। আর তাই এক বৎসর এইরূপ
লে নকশাই ইহা চরম দশা উপস্থিত হইবে।
এই মধ্য স্থানে তাঁটিয়া যাওয়া যায়
অথবা পর্যবেক্ষণার্থ না ইচ্ছা নিয়ম নিযুক্ত
কিবে? ”

উক্ত পত্র বলেন, “নবাবগঞ্জ স্টেশনের
পাতী সূতার পাড়া নিবাসী খানেম শিক-
র জী আমীরগকে জষ্ট করিবার অভি
যালাকান নিবাসী সেক মাদারিপ্রভৃতি
ক্রি গত ১৭ ই.মার্চ রাত্রে তাহার ঘরে
শ করিয়াছিল। এই জীকে আক্রমণ করিলে
রূপায় হইয়া আক্রমণকারীদিগের উপবে
কারে দাড়াঘাত করিতে আরম্ভ করে, তাহা
তাহার তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়।
দেখা গিয়াছে, মাদারি বাম বাজিতে
ঠে চট্ট কারি এখন হইয়াছে। স পুলি
হুষ্টিপালে প্রেরিত হইয়াছে। যেমন কক্ষ
কল। ”

আমরা গত বাবে প্রকাশ করিয়াছি, ভারত
ধের পোকেবা অগ্রসর বঙ্গবন্দীকে
পূর্ণক শিকক ও চাক্রগকে লহার ও
প গালাগালা করিয়াছে। রাক্ষসুলের
ক এই শিকের আভ্যোগ করিয়াছিলেন।
শুমিয়া চমৎকত হইলাম, বিচারপতি
ল সাহেব মাদারিগির অবস্থা ভালরূপে
ত না হইতে হইতসমিস করিয়াছেন। অন্তত
গাণর সানবন্দী শুমিয়া তাহার বিচার
কি করা হইতে ছিল। যে সে লোকে
র শিককে ধরিয়া প্রহীর করিলেও
বিচার হইবে না, ইহা অপেক্ষা অব
গা কি হইতে পারে? আমরা লায়ল
কে অনুবাদ করি, তিনি এই মকদ্দমার
চার করুন। ”

২৮ ইংলিশ রূপ্ত তবার ।

জীলো, জী সপ্রতি চাঁপাতলায় হত
পতিত থাকে, এত দিনের পর ইনস্পেক্টর
চেষ্টায় তাহার চিহ্ননা হইয়াছে। সে
শীয় খৃষ্টীয়ান হুজিফনিবন্দন কলিকা
সিয়াছিল। সে অত্যন্ত সুন্দরী ছিল,
যে শেষ থাকিলে জীলোকের সৌন্দর্য
ল, অপমান ও পরকালে যন্ত্রণার হেতু

হইয়াছে। সেই দর্শন থাকতে সে বহিষ্কৃত হয়। অত
মান করা হইয়াছে, তাহার কোন উপপতি
তাহাকে পত্রের মধ্যে বধ করিয়া রাখায় ফেপন
করিয়া গিয়াছে।

চাঁপাপ্রকাশেব এক জন সংবাদদাতা বলেন
“মোড়কাল কলেজ হইতে যে সকল বৃত্তি অ
ন্যান্য বিভাগে বৎসর বৎসর প্রেরিত হয় সে বৃত্তি
ল ও উপযুক্ত পাত্রে না্যস্ত হয় না। আমরা
জানি ইনস্পেক্টর মচোনয়গন প্রায় অধীনস্থ তি
জী বাবুদের হস্তেই উক্ত বৃত্তি বন্টনের ভার পণ
করেন। ডিপুটী বাবু তাখন বঙ্গ বাহাদুর, যা ইচ্ছ
তাই করেন। তখন অনুবাদপত্রের বাধ্য হইয়া
অপারে এই বৃত্তি প্রদান করেন; অথবা আপ
নার পাচকানি অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে এই বৃত্তি
দান করেন, কিংবা স্ব শ আর্জীয়া অনন্যোপায়
ব্যক্তিকে এই বৃত্তি প্রদান করতঃ মোড়কেল কলেজে
পেবন করেন। এই তিন উপায়েই প্রায় এই বৃত্তি
গুল বিলি করা হয়। এই নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যক্তি
প্রার্থী হইলেও তাহাকে প্রায়ই হতাশাস হইতে
হয়। এতী সামান্য চাকের বিষয় নয়। এতএব
আমরা ইনস্পেক্টর মচোনয়গকে তথু.বাদ করি
তাঁহারা যেন পাতী লইয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে
বৃত্তি প্রদান করেন। তাহা হইলেই বৃত্তি প্রদা
নেব উদ্দেশ্য সকল হইবে। ডিপুটী বাবুরা যে
সকল ব্যক্তিদিগকে বৃত্তি প্রদান করেন, তাহাদের
বৃত্তি তাই স্থায়ী হয় না। এমন কি সঙ্গে সঙ্গে
বৃত্তিপত্রীকেও অচিরে কলেজ ত্যাগ করিতে
হয়। এতএব এমন অপাত্রে বৃত্তি প্রদানের ফল
কি? বিশেষতঃ এতদ্বারা বিশেষ অনিষ্ট সঞ্
চিত হয়। উপযুক্ত পাত্রের আশাত্ত করা হয় ও
উন্নতর পদে কাটা দেওয়া হয় আমরা ডিপুটী
বাবুদের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন ন্যায়প
রতা অবলম্বন করেন। ভবিষ্যতে যেন আর
আমরা অপারে বৃত্তি প্রদান করিতে না দেখি। ”

রাখকীয় রণতরিলের কাপ্তেন পাসলিন
কলেগখানি পত্র টাইমস অব ইংল্যাতে প্রকা
শিত হইয়াছে। তিনি বলেন, গত বৎসর সেপ্তে
ম্বর মাসে ডাক্তর লিবিগট্টোন ো পত্র
লিখেন এবং সেগুলি পাইবার নিমিত্ত সক্রম
বাক্স হইয়াছিলেন, তাহা এত দিনের পর রান
কিবরে পৌঁছিয়াছে। ঐ সময়ে ডাক্তর লিবি
গট্টোন বেধাতে ছিলেন। তিনি বলেন, সিপাহীরা
তাঁহাকে বলপূর্বক প্রত্যগমন করাইবার চেষ্টায়
থাকতে তিনি তাহাদিগকে দিরাইয়া দেন।
সিপাহীরা আপনাদিগের উদ্দেশ্যসাধনার্থ
উষ্ট্রগুলিকে বধ করিয়াছিল। যাবতী জাতির
ভয়ে জোহানীয় বন্যেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া

পলায়ন করিয়াছিল। এই সকল লক্ষণ দেখি
বো হইতেছে, লিবিগট্টোন অন্যাপি জী
অছেন।

বোহাই গাড়িয়ানে এক জন আবি নিতি
হইতে লাগিয়াছেন, সপ্রতি কয়েক জন প্রা
কাপ্তেন মাতাল হওয়াতে এবং এক জন
খানার কেওর্দী এক জন সার্জেটকে প্রা
করাতে সামরিক বিচারালয় তাঁহাদিগের শা
রিক দণ্ডবিধান করেন। পত্রপ্রেরক এই প্র
নগের প্রাত্যহিক করিয়া কোবপ্রকাশ ব
য়াছেন। প্রাত্যহিকগণ “বেইজিংকে ম মু
অপেক্ষা করুক জন প্রেরন, তথাপি এখ
শারীরিক দণ্ডবন্দনম রহিয়াছে। কিন্তু মা
টেটগণ ইউরোপায়াদেশের পৃষ্ঠ রক্ষা করি
দণ্ড দেন বলিয়া এখানে জীবনযের বড় উ
বাচ, হয় না।

বা বিষ্টর ইড রাম সাহেবের সেরণী বহন
চট্টোপাধ্যায় সপ্রতি তাহার জে.জ.জ.তার ন
জালেব অপরাধে যৌজদা.তে নালিশ বয়ে
বিরূপ অজ্ঞান্য করাতে অর্থী বলিলেন, তা
জে.জ.প্রাত্যহিক তাহার নাম করিয়া চিকিৎসা
হইতে প্রথম তানিয়াছিলেন। তিনি এক ব
ইহার মূল্য দিতে চাহেন নাই, পুনরায় বি
আসাতে তিনি অগতঃ নালিশ করিয়াছেন
মাতাটেট ববার্টন সাহেব এই নালিশ অগ্রা
করিয়াছেন।

২৯ ইংলিশ রূপ্ত তবার ।

লক্ষীপ্র ডাক্তর কুঞ্জিগ ও কলিকাতা
ডাক্তর কেদার গোখুরা ও কেউটে সপের নি
নিবারণনিমিত্ত সপ্রতি কলকাতা পরীক্ষা ক
য়াছেন। বেজী য সপের অব্য নচে, ইহা অনে
দিন প্রকাশ হইয়াছে। বেজীর চতুরতা প্রভা
সপ উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কি
দংশন কারণে অবশ্যই উহর মৃত্যু হয়। গো
সপ ও নীড়ানপ্রভৃতি বিষহীন সপগণও বিষ
ধর সপকৃত্তক সংশত হইলে প্রাণত্যাগ করে
কেননা বিহার সপগণ পাপ্পরের বিষে মর
ধায় না। সপদংশনের এমন কোন ঔষধ না
যাই সেদন করিবারাত্র বিষের প্রভাব তিরোহি
হয় ডাক্তর কুঞ্জিগ বলেন, শরীরের ক্ষুদ্র শীর
গুলি যাহাতে অবশ না হয় এবং বিষাক্ত শো
ণিত অজ্ঞান্যে সঞ্চারিত হইতে না পারে, এ
প্রকার চিকিৎসাব, তাঁত উহার জন্য কোন উপ
য় দেখা যাইতেছে না। আরও পরীক্ষা কর
উচিত; শেষে অবশ্যই ঔষধ বাহির হইবে।

ডবলিউ, এ, টিড সাহেব পাটনার এক জন
উকীল। ইনি সপ্রতি কয়েকখানি নোট জে
রাখিয়া নিমিত্ত ছিলেন, এমন সময়ে বি
পেটার নষ্ট:রনাথী একতী জীলোক ঐ নোটগুলি

করিয়া তাহার আশ্রয় লে, এচ, রিডের
কলিকাতায় প্রেরণ করে । এই দুই জনই
হইয়াছে ।

বনিকসমাজের আবেদনমুসারে গবর্নমেন্ট
জি. ডি. আদালতের কাৰ্য্য প্রণালীর কয়ে
পরিবর্তন করিয়াছেন । খত ও চুক্তি বিষয়ে
আদালতে ২০০০ টাকা পর্য্যন্তের
শুলক ৫০০ টাকার নীচের মকদ্দমা
প্রত্যর্থে যদি কলিকাতায় না থাকেন
র বিচার এখানে মালীশ চলিতে
বেনা ।

পূর্ব অঙ্গরাজ হরিহরপুর গ্রামে এক ভয়ানক
ভীতি হইয়া গিয়াছে । যে বাণীতে ডাকাইতি
তাহার স্বামী বৃদ্ধ । তিনি করপুটে
দিগকে সকল লইয়া যাইতে নিষেধ করিতে
রা তাঁহাকে ধও ধও করিয়া ফেলিয়াছে ।
এক ব্যক্তির হস্ত ছিন্ন হইয়াছে এবং কয়েক
গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন । এ প্রকার
রক্তসিক্ত ডাকাইতি এক্ষণে প্রায় স্থানা
না । সুখের বিষয় এই যে ঐ ভ্রাতৃস্বাদের
ক জন ধরা পড়িয়াছে ।

৩০ এ চৈত্র শনিবার ।

সম্প্রতি প্রায়কো গল একদী গুরুতর মক
নির্পাতি করিয়াছেন । বেহাৱের অন্তর্গত
গে. ব. রাজার অনেক ভূমীদারি ছিল । ১৭৬৫
মকন কোম্পানির দেওয়ানী হয়, তখন
ঐ ভূমীদারের সহিত যুদ্ধ বরতে কোম্পানি
র আত রাজা চিত্রাবনী সিংহকে
স্বয়ং প্রদর্শনা করেন । এই সংশয়ের কুলা
স্থানে জেষ্ঠ পুত্র সম্প্রতি অবকারী
নাম আর আর সকলে " বাবুয়ানা " বলিয়া
কিঞ্চিৎ খোরাকী পাইতেন । ১৮৭৮
চিত্রাবনী সিংহ চারি পৌত্র রাখিয়া প্রাণ
করেন । মৃত্যুকালে তিনি নির্দর্শনপত্র
বাবুয়ানা জেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজেশ্বর
পশাহিকে সম্পত্তি দিয়া যান । তৎপরে
র অন্য অন্য পৌত্র এই বলিয়া গবর্নমেন্টে
শ করেন, যখন আদিম রাজবংশকে পদ
করা হয়, তখন ঐ ভূমীদারের সহিত
সম্পত্তি তুল্যরূপে বিভক্ত হইবে । কিন্তু
র জজ বলেন, " গবর্নমেন্ট যখন ভূমীদারি
হস্তগত করিয়াছিলেন, তখন কুলাচার
করা ঐ ভূমীদারের উদ্দেশ্য ছিল না । এই
তিনি রাজেশ্বর প্রতাপকে সমুদায় সম্প
অধিকারী বলিয়া অন্য অন্য সকলকে

বাবুয়ানার হিসাবে মাসিক ২০০০ টাকা দিবার
অজ্ঞা দেন । প্রধানতম বিচারালয় আকীলে
এই আজ্ঞা প্রবল রাখেন ; কিন্তু বাবুয়ানার
টাকা কমাইয়া ১০০০ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া
দেন । অর্ধগণ শ্রিবিকৌ জলে আপীল করিতে
লাভ চান্সেলর করণ এই আজ্ঞা বলবতী
রাখিয়াছেন ।

চীন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, বিদ্রোহীরা
২ টী যুদ্ধে সন্ন্যাসের সৈন্যদিগকে পরাজিত
করিয়াছে । তাহারা টিয়েনশিনের ২৫ কোশের
মধ্যে উপনীত হইয়াছে, সুপ্রে নামক জাহাজের
১১ জন করাশী নাবিক ও এক জন আফিসর
(জাপানের অন্তর্গত) হিয়াগোনগরে নামি
বাত্তে হত হইয়াছে । করাশীগণ তন্নিমিত্ত
৪০ জন লোক ও কতকগুলি জাহাজ বন্দীভূত
করিয়াছে । মিকাডোব গবর্নমেন্ট এই সকল
লোকের দণ্ড বিধান করিতে সম্মত হইয়াছেন ।

দেও অব ইণ্ডিয়া কাশ্মীরের রাজার বিরুদ্ধে
যে ধকল প্রস্তাব লিখিয়াছেন, উক্ত রাজা গ্রহণই
যে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য একথা সকলেই
স্বীকার করিয়াছেন । আজকার ডেল নিউনে
এই উপলক্ষে এক উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিত হই
য়াছে । রাজা রণবীরসিংহের দোষ আছে, বটে
কিন্তু দেও যে সকল দোষ দেন, তাহা নাই ।
কাশ্মীর গ্রাণ করিয়া তথায় বাসস্থান নির্মাণ করা
অনেক ইউরোপীয়ের ইচ্ছা । কাশ্মীর লইলে আ
সিমলার কুজঝট্টিকা পূর্ণ শিপরে বাইবার প্রয়ো
জন হয় না ।

— ১০৭ —

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন ।
বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্ট গবর্নরের
আদেশামুসারী
নিয়োগ ।

২৩ এ মার্চ । মেদনীপুরের অন্তর্গত গড়
বেতায় সম্প্রতি যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত
হইয়াছে, তাহা চালাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত
ভদ্র লোকেরা সভাপতি হইবেন ।

মেদনীপুরের সিভিল সার্জন, গড়বেতায়
মুন্সেফ, তত্ত্বতা বিভাগীয় প্রধান কার্যচারী
বাবু দাদব রাম চট্টোপাধ্যায় ও বাবু জগন্নাথসিংহ
রায় ।

২৭ এ মার্চ । শ্রীচট্টের প্রতিনিধি সিভিল
ও সেনিয়র জজ এ, লিভেন সাহেব পতিত ভূমির
প্রতি দাওয়ার বিবেচনার্ণ কমিটির এক জন
সভ্য হইবেন ।

৩১ এ মার্চ মৌলবী আমীর হোসেন মেদনী

পুরের সাধারণ বিনাশিকাগতার এক জন
হইবেন ।

বেবরেণ্ড এফ, ডবলিউ রাবার্টস
এপেল অবধি হাজারিবাগের চাপুয়েন হই
ঐ দিঃসাবধি বেবরেণ্ড এচ, মৌল পদ
করিবেন ।

১ লা এপেল, সহকারী মাজিষ্টেট ও
উর টি, ই, ককসহেড সাহেব মাগুরা উপ
ধের তার পাটয়া প্রথম জেণির অধীন
ষ্টেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কমতা পাই
তিনি আরও সেনিয়নে ও প্রধানতম চি
লয়ে সমর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম
করিতে পরিবেন ।

ডেপুটি মাজিষ্টেট ও ডেপুটি কালেক্টর হে
ফ্রেন্স সাহেব মেহেরপুর উপবিভাগের
পাইয়া প্রথম জেণির অধীন মাজিষ্টেটের
পাইবেন । তিনি আরও সেনিয়নে অর্প
বার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারি
যত দিন সি. এস, বেলাই সাহেব
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ই
সাহেব বাজসাহী প্রতিনিধি সিভিল ও
য়ন জজ হইবেন ।

সি. সি. কুইন সাহেব জীবামপুর ও
পাড়ার মিউনিসিপাল কমিসনর ও জজ
নিসিপালটির সহকারী সভাপতি হইবেন ।

যত দিন কাপ্তেন জি. সি. সি, ডব্লিউ, সি
বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত
এচ মনরো সাহেব শাহাবাদে প্রতিনিধি
সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইবেন ।

সি. ক্রসোড উড সাহেব পাটনা ও আ
বলীলের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন ।

ডেপুটি মাজিষ্টেট ও ডেপুটি কালেক্টর
যদুনাথ বসু বি, এ. রাণাঘাট উপবিভাগের
পাইয়া মাজিষ্টেটের কমতা পাইবেন
সহকারী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর জে, ই
বেতয়া উপবিভাগের তার পাইয়া চ
নের মাজিষ্টেট ও ডেপুটি কালেক্টরের
পাইবেন ।

১৭ মার্চের গেজেটের আজ্ঞা পরিবর্তন
বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে, বাবু রমো
বন্দ্যোপাধ্যায় জীরামপুরের ডেপুটি মাজি
ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় জেণির
মাজিষ্টেটের কমতা পাইবেন ।

জীরামপুরের ডেপুটি মাজিষ্টেট ও
কালেক্টর বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম, এ.
নসিংহে বদলী হইয়া মাজিষ্টেটের কম
বেন

বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার পূর্ণিয়া ও কু

বিভাগের দলীলের বিশেষ সব বেঞ্জিনার
বন।

মহা মহেশচন্দ্র বর্মা, বগুড়াখালীর দলীলের
দ্বারা জে. টি. ব. হইবেন।

ই এগেণ। ডাক্তার এচ. সি. কংক্রিট
দ্বারা সাধারণ বিদ্যালয় শিক্ষাসভার সেক্রেটার
বন।

ত দিন সি. বি. গাংগেটে সাহেব সাধারণ
শিক্ষালয়ে স্থানান্তরে থাকিবেন, তত দিন সি.
কংক্রিট সাহেব শাহাবাদের জি. সি. সি. জাইন্ট
সেক্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর থাকিবেন।

সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর পি, হলি
সহকারী কলেক্টর জনাঃ ২য় পরগণায় থাকিয়া
শ্রীমতী অরুণা মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক
কর্তব্যতা পাইবেন।

ডবলিউ এম, শিব সাহেব ডুমকার সহকারী
সমন্বিত হইবেন।

আর. পি. জেক্সিস সাহেব বাখরাগড়ের
সি. ও সিসিয়ন জজ হইবেন, কিন্তু আপা
পাটনার প্রতিনিধি কমিসনর থাকিবেন।

আর. জে, রিচার্ডসন সাহেব শাহাবাদের
সি. ও সিসিয়ন জজ হইবেন।

আর. সি, জর্জ সাহেব গয়ায় সিবিএল ও সিসি
জজ হইবেন।

যত দিন এফ. টকাব সাহেব বিদায়
অনুমোদিত থাকিবেন, তত দিন
জ. এলয়ট সাহেব দিনাজপুরের প্রতিনিধি
সি. ও সিসিয়ন জজ থাকিবেন।

আমাদিগের শান্তিপুরস্থ সংবাদ
লিখিয়াছেন।

এখানে আজি কালি ওলাউঠা রোগের
ভীষণ দেখা যাইতেছে। রোগ অতিশয় প্রখর
রূপে লোকের মৃত্যু কর্তৃ হইতেছে। কিন্তু
এ বিষয় এই অনেকে রোগের হস্তে পরিত্রাণ
করেন।

এখানে মদের দোকান অনেক বৃদ্ধি
হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, মাতালের সংখ্যা
ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। অনেক বৃত্তবিদ্যা
সুগোপনে আপনাদের পরমায়ু ক্ষয় করি
ন। এখানে গুলখোরের সংখ্যাও অল্প
অনেক তরু সন্তানকে গুলির আড়ডায়
ঘায়। অধিক ছাখোর বিষয় এই যে, বিদ্যা
হই এক জন শিক্ষককেও আড়ডায়
ঘিয়া থাকে। যে শিক্ষকের উপবেশে
গণ সাধু ও সচ্ছন্দ হইবে, তাহার এই

সংবাদ ! ধর্মজ্ঞানবিহীন জীবন কি ভয়ানক !

৩। আমরা শুনিয়া নিত্যকাল স্থাখিত হই
লান নদীয়ার কমিসনর চেপমান সাহেব
জগদয় শান্তিপুরের ছোট আদালত ও মুন্সি
ফিরাদাঘাটে স্থানান্তরিত করিবার মানসে
সর্বমুখে রিপোর্ট করিয়াছেন। যদি একথা
সত্য হয়, তবে এ কাজটি ব্যয়সঙ্গত হয় নাই।
শান্তিপুরে প্রায় ৭০। ৮০ হাজার লোকের
বসতি। শান্তিপুরের লোকেরই অধিকাংশ
মোকদ্দমা হইয়া থাকে। কেবল রেলওয়ের স্টে
শনের নিকট বলিয়া রাংঘাটে কাছারি হইতে
পাবে না। সাহেবদের গমনাগমনের সুবিধার
জন্য বিচারালয় স্থাপিত হয় নাই। প্রচার সুবি
ধার জন্যই আদালতের ৩টি হইয়াছে

৪। অর্থাৎ ছোট আদালতের জজ মহোদয়
সোমপ্রকাশে ছোট আদালতের ও মুন্সিফ
আদালতের কোন কোন আমলা উৎকোচ
গ্রহণ অপবাদ পাঠ করিয়া আপন আদালতের
আমলাদিগকে দাবয়ান করিয়া দিয়াছেন।

আমাদিগের কাশীস্থ সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন।

এখানকার পোস্ট অফিসের এক কোমগোলযোগ
শুনা যাউত না, কিন্তু আজ কালি বিলক্ষণ
বিশৃঙ্খলা প্রবর্ত হইয়াছে। সপ্রতি একটা বৃদ্ধা
স্ত্রী একটা কুরাতে জল ভুলিতেছিল, তাহার
ডোলের সহিত হঠাৎ এক ভাড়া (প্রায় ১০
খানা) চিঠি উঠিয়া আইসে পরে অনুসন্ধান
দ্বারা বোধ হইল যে, পোস্ট অফিসের কোন
কোন মহাত্মা এই চিঠি গুলির নিকট ভুলিয়া
লইয়া চিঠির ভাড়াটা ঐ কুরাতে নিক্ষেপ করিয়া
ছিলেন। কিন্তু কাছার দ্বারা এই কাজটি
হইয়াছিল, তাহার বিশেষ অনুসন্ধান না পাও
য়াতে পোস্ট অফিসের এক জন দাবুককে দন্দে
করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

প্রতিবৎসর দোলযাত্রার পর মঙ্গলবার
অর্থাৎ শুক্রবার পর্যন্ত এখানে বৃদ্ধা মঙ্গল
নামে একটা বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। ইহাতে
এখানের রাজপুত্র মহারাজ ও অন্যান্য ধনী
ব্যক্তির বড় বড় শানসি ও মোকাদি উত্তম
রূপে সজ্জিত করিয়া গঙ্গার উপরে তিন চারি
রাত্রি মহানন্দানোহে আমোদ প্রমোদ
করিয়া থাকেন। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার
মেলার বিশেষ আড়ম্বর হইয়াছিল

আমাদিগের কোরহাতিস্থ সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেন—

১। আজি কালি বিক্রমপুরে ওলাউঠা
রোগের দর্শন করিয়া আমাদিগের ছাত্র
দক্ষ ও প্রকম্পিত হইতেছে। এমন স্থান
যেখানে ওলাউঠা প্রবেশ না করিতেছে
স্বার উয়ারি নোলঘর চড়াইন গানিহাটি, তা
গী প্রকৃতি স্থাননিচয়ে ইহার প্রবলতর প
লক্ষিত হইতেছে। ওলাউঠার কি চম
রিনী শক্তি! উহা যে গৃহে একবার প্র
লাভ করে তথা হইতে অমৃত্যু ৪ ৫
না লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না। এই ওলা
নিবন্ধন বিক্রমপুর এক্ষণে কেবল রো
আলয় হইয়া উঠিয়াছে। নগর অ
পল্লীসমূহে এবার এই রোগের
ভাব দর্শন করিয়া আজি কালি অনেকেই
শয়ে জলাঞ্জলি প্রদান করিতেছে। তা
মতান্ত্র কাতরচিত্তে প্রাণনা করিতেছি প্র
সল গবর্নমেন্ট এই রোগ ওলাউঠার দমন
বিশেষরূপ মনোযোগ করুন। অ
নগরের ন্যায় পল্লীসমূহে চিকিৎসাবিধির
চিত্ত সৌকর্য্য সম্পাদন করিয়া দিউন।

২। অনেক দিন অবধি বিক্রমপুরে
কার ও পার্টনীদিগের মান লইয়া বিবান
তেছে। এত কাল ফৌরকারগণ পার্টনীদি
ক্ষৌরী করিয়া এবং শোমোফেরাও নি
ফৌরকার রুমের কার্য্য (তাহাদিগের পার্টি
করিয়া আসিতেছিল। ইহাতে তাহাদিগের
নের অনুচিত ক্ষতিবোধ ছিল না। কিন্তু কা
কি বিচিত্রগতি! এখন পার্টনীগণ হঠাৎ
নাদিগকে অপমানিত মনে করিয়া বলিয়া
য়াতে যে, তাহারা আব ফৌরকারদিগের
করিবে না মহাশয়! ইহারা কেবল মুখে ব
নিরস্ত হয় নাই। অনেক স্থানে ইহারা ন
ক্ষরদিগের পার্কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। এই
স্থানে স্থানে জমীদারপ্রভৃতির নিকট ফৌর
গের পক্ষ হইতে অভিযোগ উপস্থিত হইতে
নাপিতগণ বলে যে, যদি তাঁহারা (জমী
গণ) ইহার সচ্ছিন্ন না করেন তবে তা
তাঁহাদিগেরও কাজ করিবে না। জমী
ও স্থানীয় অপরাপর প্রধান ব্যক্তি
মত যেরূপই কেন হউক না, তাহারা বের
কেন বিচার করুন না, আমাদিগের মতে পা
দিগকে অপেক্ষাকৃত দোষী বলিয়া অনু
হইতেছে। বহুকালাবধি ইহারা যে কাজ করি
অপমান বোধ করে নাই, আজি কোন
তনুসারে তাহারা এরূপ বাড়াবাড়ি ক
উঠিল বুদ্ধিতে পারিতেছি না। যাহা হউক ই

নিষ্কাশ করা সাধারণের একান্ত

। বিক্রমপুর যাত্রা আয়তন
তে তাহার শান্তি স্থাপনের উপায় বাহুল্য
ন একান্ত প্রার্থনীয় ও কর্তব্য সন্দেহ
কিছু উক্ত অভিপ্রেত সম্পাদনার্থ যে কয়টি
শেষন সংস্থাপিত আছে, তাহারা দেশের
রূপ শান্তিরক্ষা হইতেছে না। আমরা গবর্ণ
র নিকট নির্মূল্যান্তায়সহকারে প্রার্থনা
করি, তাহারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট
মুর্খক বিক্রমপুরের বিশেষ বিশেষ স্থানে
স্টেপেট (পুলিশের ফাড়ি) সংস্থাপিত
দিন। এরূপ হইলে শান্তিরক্ষার মহান
লক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই।

। বিগত ২২ টৈত্র শুরুর চাকা গডেল
র বিজ্ঞানসঞ্চারিনী সভার অষ্টম বার্ষিক
বন্দন হইয়া গিয়াছে। সভার কার্য
রূপে নিবন্ধিত হইয়া গিয়াছে।

—:—

প্রেরিত।

ব্যব্র শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেবু।

বিনয়ং নিবেদনমিদং—

য অবধি ইংরাজ মহাশয়ারা এই বঙ্গদেশে
ন করিয়াছেন, সেই অবধি বিদ্যালয়,
সালয়প্রভৃতি ছুরি ছুরি মঙ্গলকর
শক্তি হওয়াতে প্রজাপুঞ্জের যাত্রা সুখ
বৃদ্ধ হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ কর
লোকের সাধ্যাতীত।

বলমান সম্রাটদিগের রাজ্যকালে বিদ্যার
উন্নতি না থাকতে তদানীন্তন লোকেরা
ংশই অজানা ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ
ভবদিগের শুভাগমন অবধি বঙ্গদেশে
সমস্ত জাতিদিগের মধ্যেও আদৃত
ছে। ইহারা নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন
দিন দিন বিদ্যার কতই উন্নতিসাধন
হইতেছে। পূর্বে যে দেশ অজানতিমিরে
ছিল, এক্ষণে তাহাই আবার বিদ্যা-
দেদীপ্যমান হইতেছে।

ভাগলপুর জেলায় রাজমহলনামে একটা
নগর আছে। ইহাতে অনেক ভদ্র
জাতি বাস করে। উহার অন্তঃপাতী
চলসম্বিহিত পল্লীসকলে সাঁওতাল প্রভৃতি
বস্তু জাতির বাস। উহাদিগের সত্যতা
অনেকেই সূতসংকল্প হইয়াছিলেন।

কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।
অধুনা বিবিধগুণসম্পন্ন দেহিত্রী শ্রীযুক্ত
বাবু মহানন্দসিংহ যৎপরোনাস্তি পারশ্রম
সহকারে রাজমহলে একটা ইংরাজী বালিকা
ও অন্যান্য স্থানে কতকগুলি টেনিং স্কুল
স্থাপিত করিয়া এতৎপ্রদেশীয় লোকের
সত্যতা সাধনের সোপান করিয়াছেন, অগদী-
শ্বর ইহাকে দীর্ঘ জীবী করুন।

রাজমহল } বন্দন।
১২৭৪। ২১ টৈত্র। } শ্রীরামধানব সিংহ

জাহানাবাদ উপবিভাগ বিখ্যাত ভয়কর
স্থান। ইহাকে দস্যু ডাকাইত লেঠেল ও জাল-
কারীর আবার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পূর্বে এখানে বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, বাণ
দেবরচন্দ্র ঘোষাল, আবহুল লতিফ খাঁ বাহার
প্রভৃতি কতিপয় সর্দারপ্রধান শাস্তিরক্ষকের
শাসনে দুর্ভিক্ষ দল শাসিত হইয়াছিল; এক্ষণে
উহারা নিজমুর্খি দারণ করিয়া লোকের সর্দার
পহরণ করিতেছে। কুন্যাপিক দুই মাস কাল
মধ্যে চুরির ত কথাই নাই নিম্নলিখিত ভয় স্থানে
ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়
এই যে, কোন স্থানের ডাকাইতদল পুত হয়
নাই।

সম্পাদক মহাশয়! এই প্রাণের উপর একটা
রহস্যজনক কথা স্মরণ হইল। কোন গ্রন্থের
বাটীতে ডাকাইতি হইয়া গেলে গ্রন্থস্বামী
রোদন করিতে করিতে দাররক্ষক হিন্দুস্থানীকে
কহিলেন “ বাচ্চা তুমি খানিতে আমাব সর্দার
নাগ হইল? ” হারবান উত্তর করিল “ মাগি!
হাম কা করে, এক হাতমে চাম, এক হাতমে
তলবার, দোনো হাত বন্দ, কিস তরেগে ডাকা
ইত পাকড়ে ”।

আমাদিগের “ যুদ্ধবিশারদ ” কমন্টাবুলবি
পুলিষ কার্যতঃ ঠিক এইপ্রকার রীতিই প্রকাশ
করিতেছে। ছুটদিগের দমন না হওয়াতে তাহা
দের সাহস বৃদ্ধি হইতেছে। অত্রত্য ধনাঢ্যগণ
ধন প্রাণ বিনাশশঙ্কায় শঙ্কিতচিত্তে কালহরণ
করিতেছেন এবং সকলেই শ্রীযুক্ত দেবরচন্দ্র
ঘোষাল মহাশয়ের সুশাসন স্মরণ করিয়া
তাঁহার আগমনের বাঞ্ছা করিতেছেন। এক্ষণে
দয়াবান গবর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা এট যে,
শীঘ্র দেবর বাবু কিয়া তাবুশ অনেক উপযুক্ত
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে জাহানাবাদে প্রেরণ করিয়া
আমাদিগকে নিরাপদ করেন।

গত মাস মাসের শেষ হইতে ৪।৫ কোশ

স্থানমধ্যে গ্রামসকলে যে ডাকাইতি
গিয়াছে, তাহর তালিকা।

- সাত তেতুলে গ্রামে
- খাশবাড়
- দলপতি পুরে
- কোরাণে
- খড়ারে

শঙ্কিত প্রজাগ

—:—

সম্পাদক মহাশয়! আপনি শুনিয়া আ
অত্যন্ত আশ্চর্যিত হইবেন যে, গত বং
ন্যায় এ বৎসরেও বিজয় শ্রীযুক্ত এইচ ট
মহোদয়ের অমুরোধে সাধারণবিদ্যালয়
ডিরেক্টর মহোদয় ১২৬৮ টাকা কলিকাতা
মেট পাঠশালার গুণ্ডিতবর্গকে পারিতে
প্রদান করিয়াছেন। তাহারা সকলে
আপন বেতনের চাপিগুণ টাকা পাইয়া
এই টাকা পাঠশালার উদ্ধৃত টাকা হই
প্রদত্ত হইয়াছে; যাহা হউক, যখন অধিক
কদিগের অর্থবিভাগ শীঘ্র হইতেছে না,
এই রূপে উদ্ধৃত টাকা হইতে পারিতে
দান করিয়া শিক্ষকদিগের উৎসাহ বর্ধন
কর্তৃপক্ষের পক্ষে উচিত কর্মই হইয়াছে বলি
হইবে।

আপনার অমুগত
৭ মার্চ ১৮৫৮।
শ্রীহ

এক্ষণে আমাদিগের দেশে এত অধিক
ইংরাজপ্রভৃতি বর্জবিধ বিদ্যালয় পারদ
তেছেন যে, তাহাদিগের অন্য সূতনবিধ
প্রকাশ করা আবশ্যিক হইয়াছে। আমাদি
দেশীয় ব্যক্তিগণ নানা প্রকার কার্যে নিযুক্ত
আপন আপন কর্তব্য কর্মসম্বন্ধায় সূচক
সম্পাদন করিতেছেন; কিন্তু অত্যন্ত অ
বিষয় এই যে, তাঁহারা অর্ধবপোতবাহক
মনযোগ করেন না। আরব, পারস্যপ্র
দেশস্থ লোকসকল ভারত সমুদ্রের নানা
অর্ধবয়াম চালনা করিয়া অপব্যয় অর্ধ ট
র্জন করিতেছেন; আমাদিগের দেশীয়
গণ কেন সেইরূপ করিয়া অর্ধেপার্জন
বার চেপ্টা না করেন? এই উপায়দ্বারা
দিগের দেশের বাণিজ্যকর্ম বিস্তৃত
অনায়াসে অধিক পরিমাণে অর্থোপার্জন
পারে। আমাদিগের স্বজাতীয়ের মধ্যে অ
বলিয়া থাকেন, যে তিন্ন জাতিদিগের

সাগমন করিলে আমাদিগকে জাতীয় করে বে. বে না একাদশীতে থাকে তার একটাকা জরিমানা হয় আর যে বাংলা পাবে, তাহলে বেশ হয়, কিন্তু উৎসাহ নাই। আর এক টান কহিলেন, পত্রবাহকের কেউ না বলিলেও কাজ হবে না। বিদ্যালয়গর রাড়ের বে দিতে চেন; কিন্তু এ কোর্টা আর পাঠকেন না। যদি এটা করেন তা হলে আমরা উর পায়ের চমামেস্তো, খাই।

মহাশয়! ইহা শুনিয়া কোন ব্যক্তির মনে করণরসের সঞ্চার না হয়। এই কুপ্রথা থাকতে যে অবলাগণের কত ক্লেশ হইতেছে তাহা তাঁহারা জানেন। এক্ষণে আধুনিক সুসভ্য কৃতবিদ্যগণের নিকটে আমার করপুটে প্রার্থনা এই যে তাঁহারা যেমন অশেষ বিধয়ে দেশের উন্নতি সাধন করিতেছেন, তদ্রূপ এ বিধয়ে একটু মনোযোগী হইয়া অবলাকুলের হিতসাধন করুন।

১২৭৪ খ্রীঃমগোপাল
২১ এ চৈত্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—ঃঃ—

একাদশী ।

বিধবাগণের পক্ষে একাদশী যে বিরূপ কষ্টক, তাহা পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। আমরা এই একাদশী করিতে কিছুনাত্র আঁত দি নহেন; কেবল দেশাচারভয়ে অগত্যা পালনে সম্মত হন। আমি অদ্য স্নানান্তীরে যাইয়া দেখিলাম, এতরগরীর কাত বিধবা স্নান ক্রিয়া সম্বন্ধে পূর্নক নিজে নিজে দেবতার পূজা করিতে করিতে নানা প্রকার পঞ্চন করিতেছেন। কিছুক্ষণপরে গভীর ক্রেশের কথা উপা পত হইল। এক জন কহিলেন, "পোড়া একাদশীতে রাড় হাড় কালী করে। শীত কালটাত্ত মানে কেটে গেল, এখন কি করে যে এই গ্রীষ্ম কাটবে কিছুই বুঝিতে পারি না। রাড়দের কি কষ্ট! আমরা বুড়ো মাগী আমাদেরই তুম্বায় ছাতি কেটে যাব তখন রত কখাই নাই"। আর এক জন কহিল এখানে যেমন নিয়ম, এমন নিয়ম আর ও দেখিলাম না। আমি ত কাশী, প্রয়াগ ও আর আর জায়গা যুরে এলেম; কিন্তু আর কোথাও নাই। কোথাও একাদশীতে চিনির পানা, আক খাচ্ছে; কোথাও লুরি খাচ্ছে; কোথাও কলারও কোছে।" কহিলেন "যেখানকার যে ধারা। মর এখানে এই রকম ধারা, এখানে যদি ওরকম কিছু করি তা হলে আমরা বলিবে অমুক এই কোরেটে" আমাদেব মেয়েও অমুক কিছু করিতেও পারিমা, আর ইহা হবে যদি সায়েবেরা হুস

—ঃঃ—

মূল্য প্রাপ্তি ।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীদাস ঘোষ	কানপুর
১০ ৬৮ এপ্রেল হইতে ৬৯ মার্চ	১০।
" " ভুবনমোহন বসু	সীতাপুর
১২ ৭৫ বৈশাখ হইতে আষাঢ়	৬।
" " ভুবনচন্দ্র কুণ্ড	হাটখোলা
১২ ৭৪ চৈত্র হইতে ৭৫ কাল শুন	১০
" " চন্দ্রনাথ চৌধুরী	আসাম
১২ ৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র	১০
" " শিবচন্দ্র দেব	কোরগর
১২ ৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র	১০
" " চন্দ্রকান্ত সেন	জলপাইগুড়ি
১২ ৭৪ চৈত্র হইতে ৭৫ কাল শুন	১০
" " মধুরেশচন্দ্র দেব রায়	চান্দাড়া
১২ ৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র	১০
" " রঘুরাম হাজারা	পাতঙ্গার
১২ ৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র	১০
" " জীনাথ চক্রবর্তী ময়নাগুড়ি	১০
" " কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরী বহরমপুর	১০
" " চন্দ্রনাথ ঘোষ তবানীপুর	১০
" " মহেশ্বরনাথ সরকার শিখারিটোলা	১০
১৮ ৬৮ মার্চ হইতে আগষ্ট	৫।
" " প্রমথনাথ সরকার দেলতগঞ্জ	৩৫.
১২ ৭৫ বৈশাখ হইতে আষাঢ়	৩৫.
" " হরকুমার সরকার রামপুর বোয়ালিয়া	১০
" " মহেশ্বরনারায়ণ মল্লিক বৈদ্যপুর	১০

সোমপ্রকাশসং

বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না। ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা বাণ্যাসিক ৫।। টাকা; মফসলে ডাকমাসুলসহ বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭.৫০ টাকা; তিন মাসের জন্যে অগ্রিম গ্রহণ করা যায় না। ছুটি, বারান্না, অড'র, নোট ও ষ্টাম্পটিকিট, ইহার যাহাতে বাঁহার সুবিধা হয়; তিনি সেই ধারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

বাঁহার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাহা যেন এক অথবা আদ আনার অধিক মূল্য ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফসল হইতে সোমপ্রকাশ মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি ক্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

বাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্বে তাঁহাদিগকে লিখিয়া জানান বাইবে, কাল অতীত গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বহু বাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠাইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর স্টেশনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

বাঁহার মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশ বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপৎক্তি জানা তাঁহার পর ১০ আনা দিতে হইবে যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সঞ্চিত পত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর স্টেশনের দক্ষিণ চাকতিপোতার ক্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্মুখে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১ম ভাগ।

২৩ সংখ্যা।

“ প্রবর্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীযতাং । ”

—২৭—

সিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম বাণ্যাসিক ৫০ টাকা।

সন ১২৭৫ । ৯ই বৈশাখ । ১৮৬৮ । ২০ এ এপ্রেল

মফসলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক টাকা বাণ্যাসিক ৭, ও টেক্সটাসিক

বিজ্ঞাপন।

নিবন্ধন তত্ত্ব ও ধাত্ত্রীবিদ্যা

১ ম খণ্ড মূল্য ২ হই টাকা।

এই পুস্তকখানি বহু যত্ন ও পরিশ্রমে প্রণয়ন করা গিয়াছে। আধুনিক বহুদর্শী ও শ্রুতিজ্ঞ সাতাদের নবাবিকৃত মত ও চিকিৎসা প্রণা-ও ইহাতে বর্ণিত আছে। এই খণ্ডে নীচের যুক্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে যথা।

১। বস্তিকোটরীয় অস্তি ও সন্ধির বিবরণ। বিকৃত বস্তিকোটরের বিবরণ। ৩। বাহ্য ও ভ্যাস্তরিক জননেস্ত্রিয়ের বিবরণ। ৪। ঋতু। ঋতুসম্বন্ধীয় পীড়া ও তাহার চিকিৎসা। ডিম্বনিষেক। ৭। জরায়ুতে গর্ভধারণ। ৮।

গর্ভলক্ষণ ও স্থায়িত্ব। ৯। বক্রাঙ্গ ও তাহার চিকিৎসা। ১০। কৃত্রিম গর্ভ। ১১। গর্ভসম্বন্ধে। ১২। আস্থানিক গর্ভ। ১৩। জঠরাবস্থার বিবরণ ও মৃত্যুলক্ষণ। ১৪। গর্ভপাত। অকালপ্রসব, এবং তৎসম্বন্ধীয় চিকিৎসা।

পুস্তকের আরম্ভে বিবৃত সূচীপত্র ও অস্ত্রোপায়জনীয় ইংরাজী ও কুটার্থ বা অচলিত শব্দসমূহ, এবং স্থানে স্থানে খোদিত আকৃতিসমূহ গিয়াছে। এই পুস্তক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রে, বা কালেক্টরিটের ৮৪ নম্বরে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিসের দ্বারা, অথবা মালদহে আমার নিকট পাওয়া যাইবে।

বহি ডাকে পাঠাইতে হইলে ক্রেতাকে মাসুল ১০ আনা দিতে হইবেক।

শ্রী অন্নদাচরণ কান্তগিরি
সিভিল মেডিকেল অফিসার

পাত্রাবৃত বিয়ার, ওয়াইন ও স্পিরিট, অয়েল ম্যানস স্টোরস, যুগোপকরণ এবং ঐ রূপ আর আর হালকা দ্রব্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির মাল গাড়িতে পাঠাইতে হইলে তাহা উক্ত কোম্পানি আগামী ২০ এপ্রেল অবধি হাবড়ার অপেক্ষা হই আনা অধিক হইবে আরমানি ঘাট স্টেশনে গ্রহণ করিয়া রসিদ দিবেন।

মুদ্রন জেটি শেষ হওয়া এবং কলিকাতা হইতে কেনরেল গুডস ট্রাফিকের কার্য আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত এই নিয়ম প্রচলিত থাকিবে।

বোর্ড অব এজেন্সী
ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে
ডেলহাউসী কোয়ার
কলিকাতা
১৮-৬৮। ১৫ ই এপ্রেল।

সিভিল ডিফেন্সন
বোর্ড অব এজেন্সি

—:—
অভিধান।

শকারু দ্বি	২১।
শকারুপ্রকাশিকা	৩
শকারুসিদ্ধ	২
শকারুসুত্রাবলী	৭
শকারুসম্মালা	৫
শকারুপ্রচারিকা	৩
প্রকৃতিবাদ	৫
সংস্কৃত পুস্তক	
রঘুবংশ সঙ্গীত	৮
উত্তর নৈষধচরিত	১১।
ভট্টিকাব্য	৪০
অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব	৩৫
দশরূপক	১৫০
কলিকাতা কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট ১৭৭ নং	শ্রী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকবিক্রেতা।

—:—
পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা মৃগাপুর আমহাউসের দক্ষিণ

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনাথক যিক পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ ৮-১০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশঃ নব পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমূহ প্রকটিত করিবার কল্পনা আছে। প্রথমতঃ বিপুল অমুবাদ ও শ্রীধরগোপালকৃত টীকা মুদ্রিত হইতেছে; আগামী ১ লা বৈশাখ বি আরম্ভ হইবে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে চাহিবেন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয় আমায় নিকট পত্র ডাকমাসুল ও প্রাপ্য মূল্য অগ্রিম ১০ আট আনা করিয়া পাঠাইবেন। গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, ওদের নিকট প্রত্যেক খণ্ড বগদ ১ এক টাকায় বিক্রয় করা যাইবে।

১৫ ই টেক্স ১২৭৪। } শ্রী জগন্মোহন শর্মা।

সংস্কৃত মেদিনীকোষ গ্রন্থ শব্দের সমেত উত্তম নাগরাকরে যত্নপূর্বক মুদ্রিত হইতেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি কলিকাতা কালেক্টর সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই টেক্স ১২৭৪ } শ্রী জগন্মোহন শর্মা
সংস্কৃত বিদ্যালয়।

—:—

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।
কলিকাতার পুলিঙ্গা ও গাঁটরি
সকল দেওয়া লওয়া
হইবে ন্য।

সাধারণকে আত করা যাইতেছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি আগামী ১ লা মে

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে
সাধারণকে আত করা যাইতেছে, যে

সোমপ্রকাশ ।

৯ ই বৈশাখ ১২৭৫ ।

অজ্ঞাপনবাসিনীদিগের শিক্ষার উপায় ।

যেসকল বাঙ্গালি ভদ্রলোক আপন আপন পরিবারেব শিক্ষার্থ সুশিক্ষিতা ইউরোপীয় শিক্ষয়ত্রী-নয়োগ করবার অভিলাষ করেন, তাঁহারা বহুবাজার ১২০ নং ভবনে রবসং সাহেবের সহধর্মণীর নিকট আবেদন করিবেন ।

বাঙ্গালা ও ইংরাজী সাহিত্য; এবং প্রয়োজনীয় সেলায়ের কর্ম শিক্ষা করান হয় ।

বেতনের নিয়ম ।

সপ্তাহে এক বার শিক্ষা দিতে হইলে প্রতিমাসে ৫ পাঁচ টাকা ।

” দুই বার শিক্ষা দিতে হইলে প্রাপ্ত মাসে ৮ আট টাকা ।

” তিন বার শিক্ষা দিতে হইলে প্রতি মাসে ১২ বার টাকা ।

নিকট হইলে শিক্ষয়ত্রী এক স্থানে দুই ঘণ্টা এবং আদক দূর হইলে তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প কাল থাকিবেন হাঁত ।



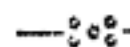
আমাদিগের যন্ত্রালয় কলিকাতা মূল্যপুর আমহার্টে নিকটে ১১ সংখ্যক বাণীতে উঠিয়া আনিয়াছে ।

৮ ই টেব্র) শ্রী যত্নগোপাল চট্টোপাধ্যায়
১২৭৪ । এবং কোং ।

কলিকাতা সংস্কৃত লাইব্রেরী ও কলেজ

নিকটে ১১ সংখ্যক ভবনে শ্রীযুক্ত বরদাশাসন মজুমদারের পুস্তকালয়ে, শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরীপ্রণীত তত্ত্ব প্রকাশন বিক্রীত হইতেছে :

বারুইপুত্র)
৫ ই টেব্র) শ্রীরাঙ্গমোহন বসু
১২৭৪ ।) অধ্যক্ষ ।



সোমপ্রকাশযন্ত্রালয়ে কেস ও ক্রেম সহিত নানাপ্রকার দেবনাগর অক্ষর বিক্রয়ার্থ আছে, যাঁহার প্রয়োজন হয়, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিন্দ্যভূষণের নিকটে অনুসন্ধান করিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন ।

১নংনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল ডাঙ্গা বাড়ীতে ব্রাহ্মণ-কোম্পানির দোকানে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	টাকা
রোমইতিহাস	
ভূষণসার ব্যাকরণ	১০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	১
নীতিসার (২য় ভাগ)	১
প্রচারিত ।	
বৃক্ষবোধ ব্যাকরণ	

শ্রী দ্বারকানাথ শর্মা

—:—:—

নদিয়ার নদী ।

সন ১৮৬৮ সালের এপ্রেল মাসে ১লা হইতে ৭ ই পর্যন্ত ভাগীরথীনদীর সর্দারকর্তৃক জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট ।

স্থানের নাম	ফুট ইঞ্চি
দেহানাব উপর পল্লভানদীতে	১৭ "
মহানার	৯ "
তথা হইতে জাঁদপুর (১৩৪ মাইল) মধ্যে	২—৬
জাঁদপুর হইতে বহরমপুর (৪৬ মাইল) মধ্যে	২—৬
বহরমপুর হইতে কাটওয়া (১০ মাইল) মধ্যে	৩—৩
কাটওয়া হইতে নদীয়া পর্যন্ত (৪৬ মাইলের মধ্যে	৩—৯
সন ১৮৬৮ ৯ ই এপ্রেল তারিখের বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ	ফিট ইঞ্চি
	২—৩

বহরমপুর ৯ ই এপ্রেল ১৮৬৮ । এক জিকিউটিব ইঞ্জিনময়বহন মপুর ডিবিজন

সোমপ্রকাশ ।

৯ ই বৈশাখ সোমবার ।

শ্রী ডাকাইত ।

মফস্বলে পুলিশ আছে, বিচারপতি আছেন, অন্য অন্য রাজহুকামাও অনেক আছে; কিন্তু মফস্বলবাসীনিগকে দস্তুর তস্করাদির অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করিয়া কালবাপন করিতে হয়। এক একটা ঘটনা উপস্থিত হইলে আমরা মধ্যে মধ্যে মফস্বলের এই অরক্ষিত অবস্থার বিষয়টা পাঠকগণের সহিত রাজার গোচর করিয়া থাকি; কিন্তু আমাদিগের অরণ্যে রোদন হয়। সম্ভ্রান্তি একটা

কলিকাতায় গাটরি পুলিন্দাসকলের প্রদানবাসী হইতে পরিত হইবেন।
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া

১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া

১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া

১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া

আত্মোৎসর্ঘবিধান ।

নিউর সেলফ কলচর এই পুস্তকের ইচ্ছাতে সমুদায় উন্নতিসাধনের উপায় বিধান করা হইয়াছে। মূল্য ১।/০। কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া

১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া

১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া

১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া

১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া

১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া

১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া

১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া

১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া
১৮৬৮ সালের ৫ই আগষ্ট, কলিকাতা পুলিন্দা লওয়া

দুর্ভাগ্য দস্যুতাকাও উপস্থিত হই-
। এটিও পাঠকগণের নিক্ত রাজার
করা উচিত হইতেছে।

আমাদিগের এক মিত্র সমাচার
জন, গত ২৮ এ চৈত্র রহম্পতিবার
৩ টার সময় কতকগুলি স্ত্রীলোক
কুল কুম্বনগরের বাবু রামদাস
ঘের বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া ডাকাইতি
যাচ্ছে। আজিও স্ত্রীলোকে ত্রিটিশ
কারে ডাকাইতি করে, শুনিয়া
কগণ আমাদিগের ন্যায় বিস্মিত ও
দুঃখরসে আত্মপুত হইবেন সন্দেহ
। সে স্ত্রীলোকগুলি কে তাহা শ্রবণ

আমাদিগের সংবাদদাতা মিত্র বলি-
কয়েক দিবস হইল, এক দল
খানাকুল কুম্বনগরের সন্নিকটে
স্থিত হইয়াছে। স্ত্রী ও পুরুবে প্রায়
লোক তাহার অন্তর্নিবিষ্ট। তাহা-
র সহিত ঘোড়া, লাঠি, বরষা,
প্রভৃতি আছে। তাহারা কে?
হইতে আসিয়াছে? কোথায় বা-
ব? সিজ্ঞাসা করিলে এই পরিচয়
তাহারা ব্যবসায়ী; হিরাট হইতে
য়াছে; বিষ্ণুপুরে যাইবে। আমা-
র সংবাদদাতা মিত্র বলিলেন, তিনি
দিগের ব্যবসায়ের মধ্যে এই ত দেখি-
ন, তাহারা সুযোগক্রমে গ্রাম মধ্যে
ট হইয়া লোকের দ্রব্যাদি হরণ
আনিতেছে। তাহাদিগের সমস্তি
রে যে স্ত্রীলোকগুলি আছে, তাহারা
কে বঙ্গদেশীয় দুই জন পুরুষের
ারণ করে। উহার মধ্যে কয়েকটা
গক ২৮ এ চৈত্র ভিকার ছল
। রামদাস ঘোষের বাটীতে যায়।
ালে বাটীতে কোন পুরুষ ছিল না।
। বাটীস্থ স্ত্রীলোকদিগের সহিত
তত্তা (দস্যুরা প্রায় প্রথমে এইরূপ
। থাকে) আরম্ভ করিয়া বলপূর্বক

গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং গৃহ মধ্যে
স্ত্রীলোকদিগের কাহার চক্ষে ধূলিনুষ্টি
নিক্ষেপ, কাহার পৃষ্ঠে ঢেপেটাবাত,
প্রভৃতি দারিদ্র্য আরম্ভ করিল। স্ত্রীরাং
গৃহমধ্যে স্ত্রীলোকেরা ভীত ও ব্যতি
বাস্ত হইয়া গৃহের বাহির হইলেন। ঐ
অবসরে ঐ দস্যু স্ত্রীরা বাস্তপ্রভৃতি
ভাঙ্গিয়া অলঙ্কারাদি লইয়া প্রস্থান
করিল। পল্লীগ্রামে দিবাভাগে প্রায়
পুরুষেরা গৃহে থাকেন না; নানা জন নানা
কর্মে বান; সে সময়ে যাহার কিছু পরা-
ক্রম আছে, এমন যে সে ব্যক্তি গ্রাম
মধ্যে গিয়া যাহা ইচ্ছা তাই করিয়া আনিতে
পারে। দিবারক্ষী তেমন প্রহরী নাই
যে উপদ্রব নিবারণ করিবে। এক্ষণ
অবস্থায় উল্লিখিত স্ত্রীলোকেরা দস্যুতা
করিয়া যে নির্কিস্তে চলিয়া যাইবে, তাহা
আশ্চর্যের বিষয় নহে।

মফসলের যেরূপ অরক্ষিত অবস্থা,
তাছাড়া দস্যুতার অনুষ্ঠানকালে তাহার
নিবারণে? ত সম্ভাবনা নাই। আবার আজি
কালি পুলিশের যে ভাব হইয়াছে, দস্যু-
তার পর তাহার যে প্রতীকর হইবে,
তাহারও সম্ভাবনা অল্প। আমাদিগের
সংবাদদাতা বলিলেন, উল্লিখিত ঘটনার
পর পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঘটনা স্থলে
উপস্থিত হইলেন এবং ধূমধাম (সচরা-
চর যেরূপ করিয়া থাকেন) আরম্ভ করি-
লেন। কিন্তু দস্যুদিগের নিকটে অপহৃত
দ্রব্যের একটাও পান নাই বলিয়া কিছুই
করিতে পারিতেছেন না। যখন কলিকা-
তার ভিতরেই মধ্যে মধ্যে হত্যা হই-
তেছে; হত্যাকারীরা অনায়াসে অব্যা-
হতি পাইতেছে; কিছুই হইতেছে না,
তখন মফসলের পুলিশ যে কিছু করিতে
পারিবেন, আমাদিগের সে আশা নাই।
তাঁহারা যাহা করুন, এ স্থলে উপরিস্থ
কর্তৃপক্ষের নিকটে আমাদিগের কয়েকটা
বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। ঐপ্রকার

দলবদ্ধ লোকেরা যেথা সেথা
পায় কেন? তাহারা যখন
গ্রামের সন্নিক্ত হয়, নিকটেই পুলিশ
লোকেরা তাহাদিগকে বারণ করে
কারণ কি? ভাল যেন বারণই না
লেন, তাহারা বাহাতে গ্রামমধ্যে
প্রাচীর উপদ্রব করিতে না পারে
বিসয়ে অবহিত হন না কেন? অ-
যে দলের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি
দল কহিতেছে, বিষ্ণুপুরে যাইবে;
আমরা শুনিলাম, কলিকাতা হ
বিষ্ণুপুরে যাইতে হইলে খানাকুল
নগরে যাইবার প্রয়োজন হয় না। তা
বলে ব্যবসায়ী; তাহাদিগের নি
মোহর, সোণার তাল ও রূপার
আছে। সোণার তাল ও রূপার
দস্যুতা ও তক্ষরতা গোপনের
উৎকৃষ্ট উপায় নয়? তাহারা অপ
সোণারূপার দ্রব্য যদি অবি
গলাইয়া ফেলে, তাহাদিগের নি
সোণা পাইবার সম্ভাবনা কি? ফ
আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই,
প্রকার লোক হইতে স্থানে স্থানে দস্যু
ক্ষরতা হইয়া থাকে। অতএব
উচ্চাদিগকে অস্ত্রাদি ব্যবহারের প
দেওয়া হইবে, সেই সময়ে উচ্চাদি
যথেষ্ট ব্যবহারনিবারণের একটা উপ
করা আবশ্যিক।

—:—:—

স্ত্রী কর এবং তাহার
প্রকৃত বায়।

এ দেশে দুই প্রকার কর আ
উহার একটা স্থানীয় ও অপর
সামান্যতঃ সরকারী বলিয়া নির্দিষ্ট
হইয়া থাকে। সরকারী কর এক ধারে ম
আদায় হয়। ভারতবর্ষে যে অ
টাকার অপ্রতুল চর, সরকারী টাক
খানেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। কিন্তু স্থ
কর যেখানে আদায় হয়, সেইখানে
ব্যয় করা হয়। এই করের হার

নামে। ইউরোপ, আমেরিকা
 ভিত্তিতে প্রায় এই প্রকার
 কর আদায় করেন; প্রতিবাদ করিলে
 তাহা শ্রবণ করেন না; যথার্থ হিতকর
 বিষয়ে টাকা ব্যয়িত হয় না এবং হিসা
 বের বিলক্ষণ গোলযোগ হইয়া থাকে।
 কলিকাতায় যেমন নগরের দরিদ্রদিগের
 দস্ত টাকা চৌরঙ্গির শোভার নিমিত্ত ব্যয়
 করা হয়, লণ্ডনেও সেইরূপ হইয়া থাকে।
 এই বিষয় লইয়া ভারতবর্ষের ন্যায় ইংল-
 ঙ্গেও অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।
 এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, স্থানীয় ও
 সরকারী কর বলিয়া রাজস্বের প্রভেদ রাখা
 উচিত কি না? শাসনকর্তারা বলেন,
 তাঁহারা স্থানীয় করের এক পয়সাও
 গ্রহণ করেন না; এই কর যেখানে
 আদায় হয়, সেই খানেই ব্যয়িত হইয়া
 থাকে। স্থানীয় কর যত টাকা থাকুক
 না কেন, যখন উহা সরকারী ধনাগারে
 গৃহীত হয় না, তখন ভিন্নবন্ধন কষ্ট
 হইলে তাঁহাদিগের প্রতি দোষারোপ
 করা অসুচিত। পক্ষান্তরে, প্রজাগণ বলেন,
 সরকারী কর বলিয়া হটক, আর স্থানীয়
 কর বলিয়া হটক, তাঁহাদিগকে ত টাকা
 দিতে হয়। স্থানীয় কর ও সরকারী করের
 টাকায় মূল্যগত বৈলক্ষণ্য নাই।
 অনেকে বলেন, স্থানীয় কর ও সরকারী
 কর বলিয়া প্রভেদ না করিয়া সমুদায়
 টাকা সরকারী কর বলিয়া আদায় করা
 কর্তব্য। ইহা আমাদের অসুমোদিত
 নহে। স্থানীয় কর বলিয়া একটি পৃথক
 কর রাখা আবশ্যিক। যে টাকা কলিকা-
 তার বাটার অধিকারী ও গাড়েওয়ানেরা
 প্রদান করিতেছেন, তাহা লইয়া কমায়া
 পর্কতের একটি গ্রামের নর্দামার নিমিত্ত
 ব্যয় করা অসুচিত। আমাদের মতে
 ভারতবর্ষে স্থানীয় করের উদ্দেশ্যানুসারে
 কাজ করা হইতেছে না; অতএব যাহাতে
 তাহা হয়, তদ্বিনয়ে মনোযোগ করা

কর্তব্য। স্থানীয় করভার প্রায় দুই
 হয় এবং লোকে তাহা অসহ্য করিতে
 অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কর
 প্রদান স্বার্থকর হয়, এমন উপায় পৃথি-
 বীর সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত কোন রাজস্ব
 বেতা উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন নাই।
 কিন্তু একটি কাজ করিয়া লোকদিগের
 মনে প্রবোধ দিতে পারিলে অতিশয়
 কষ্টও তাঁহাদের সহ্য হইয়া যায়।
 লোকে যে টাকা দেন, তাহাতে রাস্তা,
 নর্দাম, ঘাট, আলোকপ্রভৃতি হইলে
 তাঁহারা তত আক্ষেপ করেন না।
 তদ্বারা নগরের শোভা ও স্বাস্থ্যেরও
 বৃদ্ধি হয়। লোকে স্বতাবতঃ
 বাসস্থানের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে অভি-
 লাব করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের
 গের দেশে কর্তৃপক্ষের রাস্তাপ্রভৃতিতে
 বিশেষ মনোযোগ নাই।
 কোন গ্রামে দস্যুরক্তি বা তক্ষরবৃত্তি
 অধিক হইলে গবর্নমেন্ট তথায় অতিরিক্ত
 পুলিশ প্রহরী রাখেন। গ্রামবাসীদিগকে
 দণ্ডরূপে ইহাদিগের বেতন দিতে হয়।
 এটা কি বিশুদ্ধ রাজনীতি? গবর্নমেন্ট
 প্রকাশ্যরূপে বলিয়াছেন, যে যে স্থানে
 যত পুলিশ প্রহরী আবশ্যিক, তত
 স্থানের লোকদিগকে তাহার ব্যয় দিতে
 হইবে। এক্ষণে যে কিছু টাকা পুলিশের
 নিমিত্ত সরকারী ধনাগার হইতে দেওয়া
 হইতেছে, তাহাও ক্রমশঃ বন্ধ করিয়া
 স্থানীয় টাকার উপরে সমুদায় পুলিশের
 ব্যয় নির্ভর করা তাঁহাদিগের অভি-
 প্রেত হইয়াছে। এই রাজনীতি কি
 ভ্রান্তিমূলক নহে? শান্তিরক্ষা যাবতীয়
 গবর্নমেন্টের অস্তিত্বের একমাত্র কারণ
 অতএব যে গবর্নমেন্ট প্রজাদিগের নিকট
 ব্যয়োপযোগী কর না পাইলে শান্তি
 রক্ষায় মনোযোগী না হন, তাঁহাদের
 অপেক্ষা নির্কোষ আর কে আছে? যদি
 কমায়া পর্কতের লোকেরা অধিকতর

কর্তব্য। স্থানীয় করভার প্রায় দুই
 হয় এবং লোকে তাহা অসহ্য করিতে
 অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কর
 প্রদান স্বার্থকর হয়, এমন উপায় পৃথি-
 বীর সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত কোন রাজস্ব
 বেতা উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন নাই।
 কিন্তু একটি কাজ করিয়া লোকদিগের
 মনে প্রবোধ দিতে পারিলে অতিশয়
 কষ্টও তাঁহাদের সহ্য হইয়া যায়।
 লোকে যে টাকা দেন, তাহাতে রাস্তা,
 নর্দাম, ঘাট, আলোকপ্রভৃতি হইলে
 তাঁহারা তত আক্ষেপ করেন না।
 তদ্বারা নগরের শোভা ও স্বাস্থ্যেরও
 বৃদ্ধি হয়। লোকে স্বতাবতঃ
 বাসস্থানের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে অভি-
 লাব করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের
 গের দেশে কর্তৃপক্ষের রাস্তাপ্রভৃতিতে
 বিশেষ মনোযোগ নাই।
 কোন গ্রামে দস্যুরক্তি বা তক্ষরবৃত্তি
 অধিক হইলে গবর্নমেন্ট তথায় অতিরিক্ত
 পুলিশ প্রহরী রাখেন। গ্রামবাসীদিগকে
 দণ্ডরূপে ইহাদিগের বেতন দিতে হয়।
 এটা কি বিশুদ্ধ রাজনীতি? গবর্নমেন্ট
 প্রকাশ্যরূপে বলিয়াছেন, যে যে স্থানে
 যত পুলিশ প্রহরী আবশ্যিক, তত
 স্থানের লোকদিগকে তাহার ব্যয় দিতে
 হইবে। এক্ষণে যে কিছু টাকা পুলিশের
 নিমিত্ত সরকারী ধনাগার হইতে দেওয়া
 হইতেছে, তাহাও ক্রমশঃ বন্ধ করিয়া
 স্থানীয় টাকার উপরে সমুদায় পুলিশের
 ব্যয় নির্ভর করা তাঁহাদিগের অভি-
 প্রেত হইয়াছে। এই রাজনীতি কি
 ভ্রান্তিমূলক নহে? শান্তিরক্ষা যাবতীয়
 গবর্নমেন্টের অস্তিত্বের একমাত্র কারণ
 অতএব যে গবর্নমেন্ট প্রজাদিগের নিকট
 ব্যয়োপযোগী কর না পাইলে শান্তি
 রক্ষায় মনোযোগী না হন, তাঁহাদের
 অপেক্ষা নির্কোষ আর কে আছে? যদি
 কমায়া পর্কতের লোকেরা অধিকতর

হরী চাঁদের, গবর্ণমেন্ট কি বদি
 রেন, "তোমরা যদি আধক টাকার দিতে
 র তবে আমরা অধিক প্রহরী দিতে
 রি" ? শান্তিরক্ষা সর্বোপায়ে করিতে
 বে! ২৪ পরগণা ও হুগলিতে এক
 সামান্য পেয়াদা এক জন জমীদারকে
 করিয়া আনিতে পারে, কিন্তু
 পেয়াদারের মীমাং ৫০ জন সৈনিকের
 ঠ এইরূপ কার্যের ভার দেওয়া হয়।
 হা বসিয়া কি পেয়াদারের লোক-
 গর নিরুৎসাহ হইতে সমধিক কর গ্রহণ
 তে হইবে? এক্ষণে আমরা বলি
 ছি, সৈনিক বাহরের ন্যায় পুলিশের
 সরকারী ধনাগার হইতে প্রদান করা
 যা। স্থানীয় কর হইতে পুলিশের
 মনপ্রদান মূল নিয়ম ও গবর্ণমেন্টের
 বা করের বিরুদ্ধ। এক্ষণে স্থানীয়
 হইতে পুলিশের ব্যয় দিয়া যাহা
 ত থাকিতেছে, তাহাই রাস্তা প্রভৃ-
 ত ব্যয়িত হয়। পুলিশের সংখ্যা যে
 তার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে
 র ব্যয় সমাধান করিয়া অন্য কার্যের
 র নিমিত্ত প্রায় কিছুই অবশিষ্ট
 ক না; সুতরাং রাস্তাপ্রভৃতি প্রস্তুত
 না। স্থানীয় কর এই নিমিত্তই
 কর এত কষ্টকর হইয়াছে। কোন
 তে একটি নূতন গৃহ প্রস্তুত হইলে
 নিমিষাণিটি অমনি করবৃদ্ধি করিয়া
 ন। এই কর লইয়া যদি আর এক
 র ব্যয় বাঁচান হয়, তাহা হইলেও
 ক লাভক্ষান করেন। বণিক-
 শুষ্কপ্রদান করেন; এই নিমিত্ত
 মেন্টের রণতরিসকল সর্বদা সমুদ্রে
 পূর্বক তাঁহাদিগের জব্য রক্ষা
 থাকে। যদি প্রত্যেক জাহা
 অধাককে শুষ্কপ্রদান করিয়াও
 ষটিরাঙ্গলের নিমিত্ত সৈন্য রাখিতে
 তাহা হইলে তাহাদের কি লাভ

হইত? গবর্ণমেন্ট শান্তিরক্ষা করেন
 বলিয়া সমুদায় সরকারী কর প্রদত্ত
 হইয়া থাকে। সরকারী করের আর
 কি প্রধান উদ্দেশ্য আছে? স্থানীয়
 করদ্বারা লোকের স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্থানীয়
 সুবিধাবিধান করাই উচিত। তাহা না
 করিয়া পুলিশের ব্যয়েই যদি কে কর
 পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে লোকে
 নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।
 আমরা বোধ করি, গবর্ণমেন্ট অতঃপর
 প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিয়া স্থানীয়
 করকে পুলিশের গ্রাস হইতে রক্ষা
 করিবেন।

চৈত্রমেলা।

গত ৩০ এ চৈত্র শনিবার সূত বাবু
 আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার বাগানে
 মহাসমারোহে চৈত্রমেলা হইয়া গিয়াছে।
 বৎসরের শেব দিবসে দেশের সকলে
 এক স্থানে সমবেত হইয়া পরস্পরের
 সহিত সাক্ষাৎ, আলাপ ও আয়োদ
 করেন, এই উদ্দেশে এই মেলাটির সৃষ্টি
 হইয়াছে। পূর্ব বৎসর কয়েক জন কৃত
 বিদ্যা একপরামর্শী হইয়া ইহার সংস্থাপন
 করেন। তাঁহাদিগের সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ-
 রূপে সফল হইয়াছে।

পূর্ব বৎসর অপেক্ষা এ বার চৈত্র
 মেলায় অধিকতর সমারোহ হয়। উদ্যান
 প্রবেশ দ্বারে নহবৎ বসিয়াছিল। তথা
 হইতে মেলার স্থান প্রায় ২৫ বিঘা
 দূর হইবে। এপর্য্যন্ত রাস্তার উত্তর
 পাশে নব পল্লবাবৃত অর্ধচন্দ্রাকার
 বেড়া দেওয়া হয়। মেলায় প্রবেশমাত্র,
 প্রথমতঃ একটি দীঘ হোগলার চালা
 দেখিতে পাওয়া যায়। এই চালায় মধ্যে
 এতদেশীয় স্ত্রীলোকগণের সূচীনির্ধিত
 শিল্পকর্মপদার্থসকল প্রদর্শিত হয়।
 আমরা এই স্থানে নানা প্রকার আগুন,

সূতা, খলিয়া, সরপোঙ্গপ্রভৃতি
 করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল। এই
 েব মধ্যে জানবাকারের বাবু প্রিয়
 দত্তের স্ত্রী শ্রীমতী কুম্ভমানিনী দাসী
 ও সিমুলিয়ার বাবু কাশীপ্রসাদ
 বাটীর স্ত্রীগণের কৃত কাজগুলি দৌ
 দর্শনগণ সমধিক আশ্চর্য্য বোধ ক
 এইচালায় পূর্বদিগের চালায় কৃতক
 অগস্ত্য ও হস্তনক্ষত্র পুস্তলিকা প্রদ
 হয়। তারের ও হস্তনক্ষত্র উপরে শি
 কার্যে ভারতবর্ষীয়দিগের পৃথিবীর ম
 প্রাধান্য আছে। অতঃপর এগুলি দ
 করিয়া যে সকলে, বিশেষতঃ ইউরো
 দর্শনগণ, আত্মাদিত হইয়াছিল
 তাহা বলা বাহুল্য। উক্ত চালায় ম
 খেই আর এক চালা ছিল। ইহার ম
 আলিপুত্রের লেগের কয়েদিদিগের
 কৃতকগুলি উৎকৃষ্ট তোরাগে, স্বা
 প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। এগুলি দেখি
 যেন সুন্দর ভেমনি শক্ত। অনেক
 ক্রম করিয়াছেন। চেষ্টা করিলে
 এ দেশে বস্তুর কল উত্তমরূপে চলি
 পারে এগুলি তাহার সাক্ষ্যপ্রদান ক
 তেছে। এই চালায় পূর্বদিগে আর
 চালায় কৃতকগুলি কল ও শাক প্রদর্শি
 হয়। আমরা দেশীয় বাদ্যম ও কৃত
 গুলি বেল দর্শন করিয়া আনন্দিত হ
 ছিলাম।

বৈঠকখানা বাটিটা পূর্বোক্ত চা
 সকলের মধ্য স্থলে অবস্থিত। গৃহ
 শের দ্বারে এতদেশীয় শিল্পীগণের
 পারিসরকর্মে নির্ধিত অতিবকবে
 ধারিনী ইংলওশ্বীর প্রতিমূর্তি ম
 হিত ছিল। এই প্রতিমূর্তির পাশে ন
 দ্বীপের কুমারদিগের দ্বারা নির্ধিত ক
 গুলি উত্তম পুস্তলিকা প্রদর্শিত
 প্রত্যেকের অঙ্গনৌঠব এবং যে
 কার যে শিরা ও যে উচ্চতা
 শরীরে বিদ্যমান থাকে তাহা, এই পু

পাণ্ডুলিপি লিখিত হইয়াছিল। প্রাচীন
কালের গ্রীক প্রতিমূর্তিগুলিকে আদর্শ
রূপে সমুদায় নির্মিত হয়। আর এক
এদেশীয় শিল্পীগণের কৃত কতক
চিত্র দেখা গেল। জয়পুরের প্রতি
আলকজ্ঞানারের সহিত ডেরায়ের
স্বাভাবগণের সাক্ষাৎকার ও আয়ান
দর্শন করিয়া ক্রমের কালীমূর্তি
এই পটগুলি সকলের প্রশংসনীয়
ছিল। কিন্তু কলিকাতার শিল্প
বিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র প্রকৃতিকে
দর্শন করিয়া যে কতকগুলি চিত্র করিয়া
ছিলেন, তদর্শনে আমরা অত্যন্ত পুলকিত
হইলাম। এখানে শিল্পবিদ্যালয়ে যে
শিক্ষা হইতেছে, তদনুসারে লোকের
মনে প্রবৃত্তি হয়, ইহা একান্ত প্রশংস
নীয়।

বৈঠকখানার উত্তর দ্বার দিয়া প্রবেশ
করিয়া দেখিলাম, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত
স্বরায়ণ তর্কপঞ্চানন, তারানাথ তর্ক
সম্পাদিত, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্নপ্রভৃতি যে
সকল অধ্যাপক সর্বসাধারণের প্রকৃত
সম্পদ, তাঁহারা সহিত ও দর্শনশাস্ত্র
সম্বন্ধে স্নোকপাঠ ও কথোপকথন
করিতেছিলেন। যখন প্রথমতঃ ইংরা
জ প্রার্থীরা আসিল, তখন যুবকেরা অধা
নিকাগে অবস্থিত করিতেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে
তাহার পরিবর্তন হইয়াছে। যাহারা সংস্কৃত
উপর ভিত্তি নিবন্ধন এত কষ্টে পাইয়া,
করিয়াও সংস্কৃতের অনুশীলন তাগ
নাই, তাঁহাদিগের উপরে লোকের
দ্বারা আনুষ্ঠানিক অনুরাগ জন্মিয়াছে।
এক গৃহে পুরাণসংক্রান্ত কথকতা
হইল। পূর্কদিগের গৃহে কতকগুলি
আসিষ্টাণ্ট মার্জিন অনেক পরিশ্রম
করিয়া রসায়নবিদ্যাসংক্রান্ত বিষয়
প্রদর্শন করিতেছিলেন। পশ্চিমের
একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক আডি
ও সিলটনের কতকগুলি পদ্য পাঠ

করিতেছিল। এটি আমাদের ভাল
লাগিল না। এ বিষয়ের উন্নতিনিমিত্ত
বদি আমরা ঢেঁটা পাই, তাহাতে কেবল
আমরা উপহাসাম্পন্ন হইব।

বৈঠকখানার দক্ষিণ পূর্ব, দক্ষিণ
পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমে তিনটি বাটী
আছে। এই তিনটি বাটীতে কামাপুকুর
জোড়ানাকো ও শ্যামপুকুরের শকের
সমবেত বাদ্য বাদিত হইয়াছিল। জোড়া
নাকোর দল সচরাচর যেরূপ প্রাধান্য প্রদ
র্শন করেন, তাহা এখানেও প্রদর্শিত
হইয়াছিল। ইউরোপীয় শ্রোতারা ইহা
দিগের বাদ্যশ্রবণে বিস্ময়াস্থিত হইয়া
ছিলেন। সকলেই যহ্ননাথ দত্ত ও অমর
নাথ চট্টপাধ্যায়ের বেহালা, নীলমাধব
পালের পিগলু ও দুর্গাদাসের ঢোলক
শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।
যহ্ননাথ পাল যে গতগুলি করিয়াছেন,
তাহাতে ইংরাজীর গজা থাকিতে উহা
ইউরোপীয় ও এতদেশীয় উভয়পক্ষীয়
শ্রোতাদিগেরই মধুর বোধ হইয়াছিল।
আর দুই দশ এত দূর না চউক, অনেক
বিষয়ে সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছি
লেন।

এদেশীয় মঙ্গলদিগের কৌশল অতি মনো
হর হইয়াছিল। যদিও এক্ষেত্রে ইউরোপীয়
ধারামের প্রার্থীরা হইয়াছে, তথাপি
আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি,
যখন জগন্নাথ বাদ্যের সহিত লাঠি হস্তে
করিয়া মঙ্গল নৃত্য করিতে করিতে আখ
ড়ার প্রবেশ করিল, তখন আমাদের মনে
গর্ভের সঞ্চার হইয়াছিল। ইহারা যে
সকল কৌশল প্রদর্শন করে, তাহা ভারত
বর্ষীয়দিগেরই সৃষ্টি; এনিমিত্ত আমরা
অন্য কাহারও নিকটে খণী নহি। প্রথ
মতঃ লাঠি খেলা; পরে লাঠিতে ভর
করিয়া লম্প দিয়া পতিত হওয়া; তৎ
পরে কুস্তিকরা হয়। দর্শকগণ বিশেষতঃ
ইউরোপীয়গণ ঢেঁকি ঘুরান দেখিয়া

আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলেন; এক
হইতে অন্য কক্ষে ঢেঁকি লইয়া তা
ক্রমাগত ঘূর্ণিত করা হয়। কিন্তু পা
ল্লিখিত করেকটি কৌশলদর্শনে সব
অধিকতর তৃপ্তিলাভ করেন। এক জন
এক ঢেঁকিতে বস্ত্র বাঁধিয়া তাহা
দ্বারা ধারণপূর্বক মস্তক ঘুরা
পশ্চাতে নিক্ষেপ করে। আর এক
শয়ন করিলে প্রথমতঃ তাহার
এবং তৎপরে তাহার পৃষ্ঠে উ
উপর চারিখানি ইট রাখা
এক জন মাত্র এক ঢেঁকির মোনা ল
এক এক আঘাতে ইটগুলি চূর্ণ ক
আর এক জন শবের নায় স্পন্দহীন
শয়ন করিলে তাহাকে সৃষ্টিকার
প্রায় দুই মিনিটপর্যন্ত সমাহিত
হইয়াছিল।

ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে
গুলি যুবক ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। এ
ইহার আরম্ভমাত্র হইয়াছে; তথাপি
গণ ইহা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য বোধ
রাহিলেন। এক জন যুবক অশ্বারো
পূর্বক বেড়ালজন করিয়া যশোব
করিয়াছিলেন। পরিশেষে নৌকার
খেলা হয়; কিন্তু ইহা তত ভাল হয় না

এই মেলা উপলক্ষে কলিকাতা
উপনগরের প্রায় বাবতীয় সভাস্ত
বিদ্য লোক আগমন করেন। কয়েক
ইউরোপীয় কামিনী ও পুরুষ এই
আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু আ
এই স্থলে দুটি কমণীর মূর্তি দর্শন করি
পাই নাই। লঙ্কা সাহেব ও বিচারপ
কিয়ার এই স্থানে উপস্থিত হন না
উহাদের অদর্শনে অনেকেই হুঁ
হইয়াছিলেন। মেলাটি গ্রীষ্মকালে
এবং এই ইহার নূতন আরম্ভ ব
বোধ হয়, অনেক ইউরোপীয় এখ
আইসেন নাই।

এক্কে আমরা অধ্যক্ষদিগকে

ধ কতিতেছি, তাঁহারা আগামী বর্ষ
ধি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যার শেষ
যন্ত যেন মেলা করেন। তাহা হইলে
নেকে আসিতে পারিবেন। আগামী
অবধি নিশ্চয়ই দর্শনের সুবিধার
মত উপবেশনের স্থান হইবে। ভীড়ের
মিত্তি অনেকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দর্শন করিতে
পারেন নাই। এই মেলাটী যে দর্শনের
যুক্ত তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হই-
ছে। অতএব আগামী বর্ষ অবধি
প্রাতঃ চারি আনা করিয়া টিকেট হইতে
পরিবে। এ বার এই মেলায় কতকগুলি
শ্যা আসিয়াছিল। ভবিষ্যতে ইহাদি
ক প্রবেশ করিতে না দেওয়াই উচিত।
সকল এতদেশীয় স্ত্রীলোক দর্শনার্থ
গমন করিবেন, তাঁহারা উত্তমরূপে
আচ্ছাদিত করিয়া আইসেন; এ
মটি আগামী বর্ষ অবধি করা কর্তব্য।
রশমে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এই মেলা
স্বস্তিকর্তা বাবু নবগোপাল মিত্রকে
বাদপ্রদান করিয়া প্রস্তাবের উপ-
হার করিলাম।

—

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ও

উড্ডো সাহেব।

প্রায় আট বৎসর অতীত হইল, হজ
প্রাট ও উড্ডো সাহেব এই প্রস্তাব
রয়াছেন। এতদেশীয় সিভিল সার্ভিসে
বশার্ণ কিছু মূলধন সংগ্রহ করা কর্তব্য।
রা পরীক্ষার্থীদিগের ব্যয় নির্বাহিত
বে, ভারতবর্ষীয়দিগের কয়েক জন
রয়া সিভিলিয়ান হন, উড্ডো সাহেব
বর এই ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়া আসি-
ছেন। বহুকাল অবধি তিনি এ দেশের
কাকায়ো নিযুক্ত আছেন। বিদ্যাশি-
স্বারা এদেশীয়দিগের কত দূর পরি-
কত মানসিক উৎকর্ষ ও সভ্যতার কত
ক হইয়াছে, উড্ডো সাহেব যেমন
নেন, অন্যের সেক্ষপ জানিবার সুবিধা

নই। যখন আমরা শুনিলাম, উড্ডো
সাহেব সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাসময়
বেধুন সোসাইটি সভায় বক্তৃতা করিবেন,
তখন আমরা ভাবিয়াছিলাম, কি কি
উপায় অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষীয়রা
এই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন,
উড্ডো সাহেব তা হই উদ্ভাটী করি-
বেন।

কিন্তু আমরা দিগের সে আশী বিফল
হইয়াছে। উড্ডো সাহেব আমাদের
অভীপ্সিত পথে মুলে পদার্পণ করেন
নাই। তাঁহার বক্তৃতা দুই অংশে বিভক্ত
হয়। প্রথম অংশে সিভিল সার্ভিস পরী
ক্ষার বর্তমান প্রণালীর সমর্থন এবং দ্বিতীয়
অংশে বাবু মনোমোহন ঘোষকে তৎসনা
করা হইয়াছে। তিনি কতগুলি অঙ্কদ্বারা
এই সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন
যে, কমিসনরগণ যে নিয়ম করিয়াছেন
তদ্বারা ভারতবর্ষীয়দিগের কল্যাণসাধন
করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য।

কমিসনরদিগের নামে সচরাচর তিনটি
দোষের অভিযোগ হইয়া থাকে। প্রথম
তাঁহারা পরীক্ষার্থীদিগের ব্যয়ক্রম কমা-
ইয়া ২১ বৎসর করাত্তে ভারতবর্ষীয়দি
গের সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা দেওয়া
অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়, কমি
সনরেরা সংস্কৃত ও অরবিয় নম্বর কমা
ইয়া লাতিন ও গ্রীকের নম্বরবৃদ্ধি করি
য়াছেন। তৃতীয়, তাঁহারা পরীক্ষার পূর্বে
কোন সংবাদ না দিয়া শেষে সমুদায় বিঘ-
য়েরই ১২৫ করিয়া নম্বর কমান। এই
কারণে বাবু মনোমোহন ঘোষ কৃতকর্ষ্য
হইতে পারেন নাই। কমিসনরদিগের আর
একটি দোষ এই, যদি কদাচিত্ত এক জন
সমুদায় ভারতবর্ষীয় সিভিল সার্ভিসে
প্রবেশ করেন, তাহাতে কমিসনরদিগের
আপত্তি নাই; কিন্তু অধিকসংখ্যক ভার
তবর্ষীয় সিভিলিয়ান হন, কমিসনরদি-
গের এটি অভিপ্রের্ত নহে।

উড্ডো সাহেব বহু পরিশ্রম ক
কতগুলি অঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছেন।
মনে মনে ছিল, তিনি সেই অঙ্ক
আপনার অভীষ্ট বিষয় সুসিদ্ধ করি
কিন্তু তাহা ঘটনা উঠে নাই। তিনি
এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া
সমর্থন করিয়াছেন।

তিনি বলেন ২১ বৎসর পর্য্যন্ত
এতদেশীয়দিগের বুদ্ধির প্রাথমিক
তৎপরে তৎসত্তা কমিয়া যায়। অ
কমিসনরগণ ২১ বৎসর বয়সক্রম
করিয়া ইংরাজ পরীক্ষার্থীদিগের
ভারতবর্ষীয়দিগের অধিকতর উপক
করিয়াছেন। এ কি প্রকার উপক
একবারে চিরকালের নিমিত্ত সি
সার্ভিসে প্রবেশপথ রোধ করা কি
উপকার? উড্ডো সাহেবকে আ
জিজ্ঞাসা করিতেছি, ২১ বৎসরে এদে
দিগের বুদ্ধিবৃত্তির যে হ্রাস হয়, তি
কি প্রমাণে একথা বলিলেন? যে
হইতে তাঁহার এ সংস্কার জন্মিল? হে
সাহেব বলতেন, এ দেশের কোন বা
উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্বদেশী
হিংসা করেন। তাঁহার সংস্কার যে
হইতে উদ্ভূত হয়, উড্ডো সাহে
সংস্কারও কি সেই মূল হইতে উ
হইয়াছে? উড্ডো সাহেব যে ২১ বৎ
পর এদেশীয়দিগের বুদ্ধির সীমা
পরিচয় পান না তাহার একটা বি
কারণ আছে। সে কারণ জন
দোষ নহে; স্বাভাবিক আল
নহে। যত দিন যৌবনমূলত
তরলতা থাকে, তত দিন বিদ্যাল
উচ্চতম পুরস্কার লাভের আশায় এ
ছাত্রগণ ঘর পর নাই পরিশ্রম ক
কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিয়া এদেশী
চতুর্দিক স্থানময় দর্শন করেন। বি
শাসন, দৌত্যকার্য ও সেনাদল ইহা
দিকে নেত্রপাত করেন সেই দিকেই

সীমাবদ্ধ দেখিতে পান। এক জন
গারী মাজিস্ট্রেট যদি আইনসংক্রান্ত
খানি দুই কপি লিখিতে পারেন তাহা
ল নিঃসংশয় তাঁহার উন্নিত হয়।
এক জন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট সহস্র
প্রদর্শন করিলেও সেই ডেপু
টিই থাকিবেন। কার্য ভার
লোকের কৰ্মঠ ও বুদ্ধির স্বীকৃ
পরিচয়দানে সমর্থ হন না। কাউটে
পর যত্নের পর ইটালীয় মহাসভা
অপেক্ষা অধিকতর পরিশ্রম ও সহি
সহকারে কৰ্ম করিতে এক জন
জন বিস্ময় প্রকাশ করেন। তাহাতে
এক জন ইটালীয় প্রতিনিধি বলেন,
এই ধরিত্রীতে আমরা সহস্র বিপদ
লও ভাবিতাম না, কেধর আছে, যে
এই ধরিত্রীতে আমরা রক্ষা করিবেন।
এক্ষণে আপনাদিগের উপরে ভাব
তে সকল কার্য আপনাদিগেরই
হইতেছে।" এদেশীয়দিগের স্বক্ষে
রূপ কার্য ভার ক্ষেপণ করিলে
যেতে পাইবে ২১২২সরের পর ইহার
কাজ হইয়া পড়েন কি না।
উদ্ভা সাহেব বয়স কমান্বয়ের আর এক
প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন,
২২সরের অধিক বয়সে যেসকল
জ ভারতবর্ষে আইসেন, তাঁহারা
রূপে স্বাস্থ্যক্ষা করিতে পারেন
ইহার কোন এনাগ নাহি; বরং অনু
করিলে ইহার বহুসংখ্য বিকৃত
ই লক্ষিত হয়। আর যদি এই
ই সত্য হই, কার্যকর জন কৰ্মচারী
র অনুরোধে এক জাতির স্বাস্থ্য
রূপে লোপ করা হইতে পারে না।
দেশের মঙ্গল অপেক্ষা কৰ্মচারী
র স্বাস্থ্য অধিক আদরীয় হইত,
হইলে সব জন লরেন্স সিমলার
খাট মাস আলিসো ক্ষেপণ করিতে
র অসম্মত হইতে না। এ সকল

হলে ব্যক্তি বিশেষের সুবিধা অসুবিধা
লইয়া কথা নয়, সমুদায় দেশের মঙ্গল
লইয়া কথা।
অপর, উদ্ভা সাহেব বলেন,
গ্রীক ও ল্যাটিন সংস্কৃত অপেক্ষা
অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। বালমীকী ও বালি
দাস প্রধান কবিদিগের সহিত পরিগণিত
হন বটে; কিন্তু সংস্কৃতে কি ডিমস
থিনিস ও থিউসিডিডিসের সদৃশ এক
জনও গ্রন্থকার দৃষ্ট হন? অতএব সংস্কৃত
ও আরবির অপেক্ষা গ্রীক ও ল্যাটিনের
প্রাধান্য দেওয়া অবশ্যকর্তব্য। উদ্ভা
সাহেব যে একপ অভিপ্রায় প্রকাশ করি
য়াছেন, তাহাতে আমরা তত দুঃখিত নহি,
অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে, রেব-
রেণ্ড রুফমেন্ডন বন্দোপাধায়ও এই
ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সত্য বটে
সংস্কৃতে ও আরবিতে ডিমসথিনিস ও
থিউসিডিডিসের সদৃশ রাজনীতিজ্ঞ ও
ইতিহাসজ্ঞ দুই জন না। ইতিহাস
ও রাজনীতি সম্বন্ধে গ্রীক ও ল্যাটিনের
প্রাধান্য আছে সত্য; কিন্তু এহলে
রাজনীতি ও ইতিহাসজ্ঞতা লইয়া কথা
উল্লিখিত হয় নাহি। ল্যাটিন ও গ্রীক অপেক্ষা
ইংরাজী ও অন্য অন্য ইদানীস্থন ভাষায়
সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট ইতিহাস ও রাজনীতি
সংক্রান্ত গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। এডমণ্ড বর্ক, পিট,
মিরাবো, টিয়াস, গ্লাডস্টোন ও ডিসরে-
লির সহিত কি ডিমসথিনিস ও সিসি-
রোর রাজনীতিসংক্রান্ত বিদ্যার তুলনা
হয়? গিবন ও নাইবারের ন্যায় কি প্রাচীন
কালের কেহ ইতিহাস বিষয়ে ক্ষমতা
প্রকাশ করিয়াছেন? যদি বথার্থ ইতিহাস
ও বিজ্ঞানাদি লিখিতে হয়, ল্যাটিন ও
গ্রীক অপেক্ষা ইদানীস্থন কালের ভাষা
শিক্ষা করা আবশ্যিক। পক্ষান্তরে
গ্রীক ও ল্যাটিন কেবল ভাষামাত্র বলিয়া
পঠিত হইয়া থাকে; সংস্কৃত ও আরবি
রও সেই প্রয়োজন। ভাল উদ্ভা সাহেব

বলুন দেখি, ভারতবর্ষের প্রাচীন
কাহী গ্রীক ও ল্যাটিন, না সংস্কৃত
আরবির শিক্ষা অধিক আবশ্যিক? যে
ট্রেট গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন
ইদানীস্থন ইউরোপীয় ভাষাই
জানেন, তিনি এখানে আসিয়া কি
রূপে বিচারকার্য নির্বাহ করিতে
হন? সিভিল সার্ভিস কমিশনারেরা
প্রথম আপনাই প্রাচীনরূপে বলি
লেন, সংস্কৃতের অধিক চর্চা হয়
তাঁহাদিগের চেষ্টা। এ চেষ্টার
এই, এই ভাষা না জানিলে ভারত
ভাষাসকল জানা কঠিন হয়। অ
উদ্ভা সাহেব বিবেচনা করিয়া
দেখি, সংস্কৃত ও আরবির নম্বর
অন্যায় হইয়াছে কি না? ভারত
দিগকে প্রকারান্তরে সিভিল সার্ভিস
বঞ্চিত করা ভিন্ন ইহার অন্য কি উ
হইতে পারে? উদ্ভা সাহেব সকল
য়ের সংখ্যা কমান কার্যটির যে উ
প্রতিপাদনচেষ্টা পাইয়াছেন সেটি নি
হাস্যকর। ৭৫০ অব্দের মধ্য হইতে
গ্রহণ ও ৩৭৫ হইতে ১২৫ গ্রহণ
কলাংশে তুল্য হয়, তাহা হইলে অ
বলিতে পারি, উদ্ভা সাহেব এত
অন্ধবিদ্যার যে চর্চা করিলেন,
কলোপধারী হয় নাহি। অপর, উ
সাহেবের প্রস্তাবিত দিবসের উদ্দেশ্য
প্রশংসনীয় নয়। বাবু মনোমো
ঘোষকে অপদস্থ করাই তাঁহার উ
অধিকতর দুঃখের বিষয় এই, ইহাতে
রীত কল ফলিল; তিনি স্বয়ংই অ
হইলেন। তাঁহারা বক্তৃতা শ্রোতাদি
প্রায় কাহারই হৃদয়গ্রাহী হয় না।
যিনি যাহা বলুন, যেকপ বক্তৃতা
যেকপ অভিপ্রায় প্রকাশ করুন,
সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাগ্রহণপ্রথা
গুর ন্যায় ভারতবর্ষে প্রবর্তিত না হ
তাবৎ সিভিল সার্ভিসদ্বার ভারতবর্ষীয়দি

রাজ্যে বাস্তব উদ্ভাটিত হইতেছে না ।
 যার প্রশংসকপে উদ্ভাটিত না হই
 লও এ দেশের প্রকৃত মঙ্গলের সম্ভাবনা
 নাই । তাঁহারা এদেশীয়দিগকে সিবিল
 গভর্ণমেন্টের পদদানবিষয়ে কুষ্ঠতা
 প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহারা এক বার নিম্ন
 লিখিত বাক্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন,
 ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয় (১)
 গণনাবসরে সৈনিক ও সৈনিকের
 রাজপদলাভ ব্যবস্থাকে গণনা করা
 উচিত । ইহাই যথার্থ স্বাধীনতা, কিন্তু
 অংশে পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাজাদি
 গর রাজনীতি অতি অনুসার, সংকীর্ণ
 ও অসঙ্গত ছিল । রোম বহু শতাব্দী
 কাল শিবিরদলের প্রতিভা ও সাহস
 সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে যোগ্য পুরস্কার
 দিতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন ।
 দানীস্থানকালের ফরাসিরা জ্যেষ্ঠ অতি
 দল তিম্ন অন্য ব্যক্তি সৈনিক সম্বন্ধে
 পদ প্রাপ্ত হন নাই । বিনিস পেট্রি
 সনকে জাহাজের অধ্যক্ষতাপদ
 এবং বিদেশীয়দিগকে সৈনিক পদ
 প্রদান করেন । কিন্তু ইংলণ্ড এ প্রকার
 প্রতিভা ও শ্রেণীঘটিত ইতরবিশেষ করিবার
 বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন । ক্লবক পুত্র
 ইংলণ্ডের জাহাজের ও সেনা দলের অধ্য
 ক্ষতাপদে, লর্ড হাই চাম্পেলরের পদ
 এবং কাণ্টের্রির লর্ডবিশপের পদে
 আরোহণ করিতে পারে । ইংলণ্ডে সকলের
 প্রতি যে এই বিজ্ঞানোচিত ন্যায়ানুগত
 ক্রম ব্যবহার করা হইয়া থাকে, সে
 পরিমাণে তাহার কললাভও হইতেছে ।
 ব্যবস্থা না থাকিলে ইংলণ্ডের বুদ্ধিমান
 ব্যক্তিরা অজ্ঞাত ও অপরিচিত হইয়া
 জীবন যাপন করিয়া যাইতেন সন্দেহ
 নাই । ইংলণ্ড এই ব্যবস্থা করিয়া কেবল
 বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের সাহায্য
 (১) জন অরল রসল প্রণীত ইংলিস গভর্ণ
 মেন্ট । পৃষ্ঠ ৮৫ ।

লাভ করিতেছেন একপনয়, সমাজেও
 পরস্পর প্রতিবন্দী অতিক্রান্ত ও প্রাকৃত
 দলের সৃষ্টি না হইয়া উত্তর দল একাধিক
 সম্পন্ন হইয়াছেন ।” যে সময়ব্যবহার
 ইংলণ্ডের উন্নতির মূল, তাহা ভারতবর্ষে
 প্রবর্তিত করিয়া ভারতবর্ষের উন্নতিসাধন
 কি উদ্যোগের পক্ষপাতহীন ইংলণ্ডীয়
 গভর্ণমেন্টের কর্তব্য নয় ; একপ ব্যবহার
 বিনা ভারতবর্ষের কি যথার্থ উন্নতিলাভ
 সম্ভাবনা আছে ? যাবৎ রাজপদপ্রদান
 বিষয়ে ভুল ব্যবহার করা না হইবে,
 তাবৎ কি ভারতবর্ষ ইউরোপীয় ও
 ভারতবর্ষীর উত্তরের অকপট সৌহার্দ
 জন্মিবার সম্ভাবনা আছে ?
 -:০:-

বিবিধসংবাদ ।

২ রা বৈশাখ সোমবার ।

আগামী মঙ্গলবার রাত্রি ৮ টার সময় প্রেসি
 ডেন্সি ক্লাব নামক সভার দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম
 অধিবেশন হইবে । লর্ড বিশপ সভাপতির
 আদেশ গ্রহণ করিবেন এবং প্রফেসর টনি
 সাহেব লর্ড মেজলের এসে বিষয়ে উপদেশ
 দিবেন ।
 আমরা শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম, বঙ্গ-
 দেশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা ও মধ্য
 ভারতবর্ষের মধ্যে যে চারি জন ছাত্র সর্গাপেক্ষা
 উত্তমরূপে শাবলিকা পরীক্ষা দিবেন, তাঁহাদিগকে
 পুরস্কার দিবার নিমিত্ত সরকারি নর্থ কোর্ট
 ২০০০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন । এই টাকা
 রেজিষ্টার স্ট্রিক্লেফের হস্তে অর্পিত হইয়াছে ।
 বোধ হইতে পারে এই প্রকার ২০০০ করিয়া
 টাকা প্রেরিত হইয়াছে । সরকারি নর্থ
 কোর্ট চাঁদনির চিকিৎসালয়ের উন্নতির নিমিত্ত
 ১০০০ টাকার এক চেক প্রেরণ করিয়াছেন ।
 আমরা এই কার্যদ্বারা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইলাম ।
 মঙ্গলগণ এই প্রকারে এ দেশের প্রতি মনোযোগী
 হন, এটি অতিশয় সুখের বিষয় ।
 জর্জ টি বিলিয়াম সাহেব সম্প্রতি হাউস অব
 কমন্সে সংবাদ দিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় কর্মচারি
 গণ উপযুক্ত হইলে তাঁহাদিগকে বিনাপরীক্ষায়
 সিবিল সার্ভিসে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় ;
 এ বিষয়ে তিনি প্রস্তাব করিবেন । টি বিলিয়াম
 সাহেবকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করি ; কিন্তু

পরীক্ষাপ্রণালী উঠাইয়া দেওয়া আমাদের
 প্রেত নহে । লণ্ডনের ন্যায় ভারতবর্ষে
 হয় আমাদের এই প্রার্থনা ।
 সম্প্রতি কাবুলে তরানক ভূমিকম্প হওয়া
 কয়েকটা বাড়ি ভগ্ন হইয়াছে ।
 বাবু কেশবচন্দ্র সেন বোম্বাইয়ে
 যশোলাভ করিয়াছেন । তিনি সেখানে উ
 দিতেন, সেখানে এত লোক উপস্থিত হই
 যে তাঁহাদের স্থান হইত না । উপদেশের
 সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতে ও তাঁহার
 হই একটি কথা কহিতে ইচ্ছা প্রকাশ
 তেন । কলিকাতার উন্নতিবীল ব্রাহ্ম
 জের জন্য বোম্বাইয়ে কতক চাঁদা উঠি
 এবং বোম্বাইয়ে ব্রাহ্মধর্মের জীবিত হইতে
 তত্রত্য অনেক সোকের অসুযোগে তিনি
 মোহন রায়ের গ্রন্থসকল ইংরাজী ও সং
 পুন মুদ্রিত করিতেছেন ।
 চা-কমিসনের কার্যের শেষ হইয়া
 তাঁহারা বিনা আড়ম্বরে অনেক হুসুস্থান
 অনেক বিষয় অবগত হইয়াছেন । আমরা
 লাম, কুলিদিগের প্রতি যে অত্যাচার হয়
 অনেক মিসমভির্ভূত কর্মচারী গোপনে
 করেন বলিয়া যে ইহার প্রতি মনোযোগী
 না, কমিসন তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন । তাঁ
 শীঘ্র কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন ।
 সম্প্রতি পঞ্চাষের কয়েক জন কর্ম
 লাহোরে এক পর্যালয় স্থাপন করিবার
 করেন, কিন্তু সর ডোনালাড মাকলিয়ড
 তার দৃষ্টান্তদর্শনে সতর্ক হইয়া এই
 অগ্রাহ্য করিয়াছেন ।
 বিজয় গ্রামের রাজা লণ্ডনস্থ হাইড
 নিমিত্ত একটি ফোয়ারা প্রদান করিয়া
 ইহাতে ১৪০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে । স
 মহাসমারোহে এটি খোলা হয় । রাজার
 তার প্রশংসা করিতে হইবে ; কিন্তু ই
 আমাদের নিকটে এ প্রকার সাহায্য
 না । আমরা যদেশের নিমিত্ত এসকল কাজ
 লেই ইংলণ্ডে যথেষ্ট উপকার জ্ঞান করেন ।
 বোম্বাইয়ের কাউন্সিলি জাহাজের মু
 দিগের পেন্সনের নিমিত্ত এক কণ্ড কা
 চেষ্টায় আছেন । একপে মুম্বায়ের যে
 জীবিত হইতেছে, তাহাতে এ প্রকার
 থাকা আবশ্যিক ।
 সম্প্রতি বড়বাজারের বাবু রামমোহন
 কের বাড়িতে যে সভা হয়, তাহাতে লর্ড
 বোমক. সন্ন্যাসী জুলিয়ারের জীবন
 ঘটন এক উপদেশপ্রদান করেন । এই

ক কতকগুলি এতদেশীয় স্ত্রীলোক উপস্থিত
তাঁহারা কি উপদেশের কিছু বুঝিতে পারি
লেন? না কেবল তথ্য ভাঙ্গিবার নিমিত্ত
দিগকে সস্তার আনয়ন করা হইয়াছিল?

আমরা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যিত হইলাম,
ভূদেগের দোকানের পাশে যে গোপনী
শাভে, তাহাতে সন্ধ্যার পর এক এক ভালা
ন হয় এবং তাহার চাঁদি পুলিসের হস্তে
কাজ সাংহেব এই বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

পূিপ গোপনে সুরা বিক্রীত হইতেছে।
সাহেব যদি ইহার বাখার জানিতে চাহেন,
হইলে আমরা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া
হইতে পারি।

এখনা যাইতেছে, কলিকাতার কতকগুলি
ন জেণির বেশা। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক
য় আবেদন করিয়া গরমির পীড়ার তাই
র প্রতিবাদ করিবার মানস করিয়াছে।
বা স্পন্দন করিয়া বলিতেছে যে, এই
ন হইলে তাহারা কলিকাতা ত্যাগ করিবে।
এমন দিন এক হইবে!!!

১৯ অঙ্গের মধ্যেই লক্ষ্মীসরাইপাশ
রটলওয়ে প্রস্তুত হইবে। ভারতবর্ষীয়
য়ে তিন্ন তিন্ন স্থানের বাণিজ্যে অবস্থা
র্প ৭০০ টাকা বেতনে এক জন জমগারী
শক নিযুক্ত করিবার মানস করিয়াছেন
র রিপোর্ট অল্পারে কোম্পানি ভাড়া
হয় করিবেন। এই উপায় অবলম্বন করিয়া
কলম প্রেস্টেজ সাংহেব এত লাভ করিতে

আমরা অবগত হইলাম, পূর্ক বাঙ্গালার রেল
কোম্পানি সম্প্রতি যে ভাড়াবন্ধি করি
লেন, গবর্নমেন্ট তাহা কমান্বার আজ্ঞা
ছেন। এই ভাড়া অবিলম্বে কমান কর্তব্য।
কিন হইলে জানা যাইবে, অনেক দৈনিক
গী এতদ্বিবন্ধন নৌকায় গমনাগমন করি

ন।
মিমা আরও জনরথে শ্রবণ করিলাম,
ভবর্ষীয় গবর্নমেন্ট যাবতীয় রেলওয়ের
জেরি ভাড়া একবিধ করিয়া প্রতি
র ভাড়ার তৃতীভাংশ কমান্বার মানস
ছেন। ইহাতে সর্বসাধারণের ও কোম্পা
কয়পক্ষেই লাভ হইবে।
রা এপ্রেল কাশীতে ঝড় ও শিলারুটি
তে ৫৬ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।
গুলি অতি রুহৎ হইয়াছিল।
প্রতি ইংলণ্ডীয় গবর্নমেন্ট আজ্ঞা দিয়া

ছেন, যে সকল এতদেশীয় পাকিনর ও দৈনিক
পীড়ানিবন্ধন বিদায় লইয়া বাগি যাইবেন,
তাঁহারা গবর্নমেন্টের বাঙ্গীয় আর্ডে ও রেল
ওয়েতে বিনাভাড়ায় যাইতে পারিবেন। এটি

সিদ্ধ কাজ হইয়াছে। আমরা এক বার
ভূগান হইতে প্রত্যাগত কতকগুলি নিরাঞ্জর
পীড়িত শীক টেনেয়ার অবস্থাদর্শনে বিরক্তি
প্রকাশ করিয়াছিলাম।

পিয়নিয়র বলেন, সর্ জনালড মাকলিয়ড
আগেগালাত করিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, সম্প্রতি গবর্নর জেনরলের
কৌশিলের এক জন ভূতপূর্ক সভ্য সর্ ষ্ট্রাকোড
নার্থ কোট কে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন
সর্ ষ্ট্রাকোড! তবে ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রসমূহ
আপনাকে তরত্যা ভাধী গবর্নর জেনরল করিয়া
ছেন? সর্ ষ্ট্রাকোড নার্থকোট উত্তর করিলেন,
অ মি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি; কিন্তু আমি
এখানেই এত গালি গোপ্ত হইতেছি যে, ভারত
বর্ধে যাইবার আবশ্যকতা নাই।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, এ দেশের জল
বায়ুবা সর্ সাইমর ফিটারলড এত দুর্কল ও
য়ান হইয়াছেন, যে আবিসিনিয়ার যুদ্ধ না
থাকিলে তিনি অবিলম্বে পদত্যাগ করিতেন।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, কিরোজ শাহ
নোয়াডের আখুন্দের বিরুদ্ধে এক দল করাতে
আখুন্দ তাহাকে তথা হইতে দূরীভূত করিয়া
ছেন

বেরিলির ডাক্তর হেল পদব্রজে কলিকাতায়
আসিতেছেন। তিনি কোম ইংরাজী হোটেলে
না থাকিয়া এতদেশীয় সরাইয়ে অবস্থিতি
করিয়া আগমন করিতেছেন।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, সম্প্রতি
শিয়ালকোট বিভাগের এক জন স্ত্রীলোক
চারিটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন। মাতা ও শিশু
গণ সুস্থ আছেন। এরূপ স্থলে ইংলণ্ডের
প্রস্রতিদিগকে কতক টাকা দিয়া থাকেন। তাহা
সোণ করি, সর্ জন লরেন্স সেই দৃষ্টান্তের অনুস
রণ কারবেন।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, কর্ণ রতনার
রাজ্য আবেদন করিয়াছেন, তাঁহার রাজ্য তদীয়
জাতাদিগের মধ্যে বিভক্ত করিবার পূর্কে তিনি
এক বার প্রধানতম গবর্নমেন্টের নিকট আপীল
করিবার মানস করেন, এই নিমিত্ত জামীনদার
তিনি এক লক্ষ টাকা জমা দিতে স্বীকার করি
য়াছেন। রাজ্য বিভক্ত করা অসিধি হইতেছে।
বাঙ্গার জাতাদিগকে কিছু কিছু টাকা দিয়া রক্ষা
করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। নচেৎ কর্ণরতনার
কতকগুলি সিকুর আমীরের হস্তি হইবে।

সম্প্রতি চাঁপাতলার যে স্ত্রীলোক
হইয়া পতিত থাকে, তাহা সংবিধয়ে আর
সন্ধান হইয়াছে। সে বলিকাতাতেই কমা
করিয়াছিল। ত্রৌণনামক এক জন হোটেল
তাহাকে বিবাহ কবে। এই ব্যক্তিব মৃত্যুর
এক জন রেলওয়ে কর্মচারীর অধীন ছিল
দিন হইল লালবাজারের এক জন দোক
তাহাকে উপহারী করিয়া রাখে। এই ক
হাজতে দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রীলোকীর
৮০০ টাকার অলঙ্কার ছিল; তাহা
হইতেছে! তাহার উপপতিকের জিজ্ঞাসা ক
সে বলিল মৃত্যুর রাত্রিতে সে কাহাকে ও
না বলিয়া বাগি হইতে চলিয়া যায়। সে
মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিল, কিন্তু হস্ত
ভয়ে কোন উচ্চ বাচ্য করে নাই। বেশ্যার
দশাতে হয় তিক্তা নচেৎ অপঘাতে মৃত্য
রিত আছে।

৩ রা বৈশাখ মঙ্গলবার।
আমরা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যিত হই
মাজাজ গবর্নমেন্টের অল্পরোবে ষ্ট্রেটসে
তত্রত, মানমন্দির রক্ষা করিতে সম্মত
যাছেন। এই মানমন্দির হইতে পগমন স
অনেকগুলি মৃতন গ্রন্থ নকত্র আবিষ্কৃত
য়াছিলেন। কিছুদিন হইল এগী উঠাইয়া
প্রস্তাব হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট বি
বিষয়ে অতি অল্পই সাহায্য করেন। এ
ই বিষয়ে সাহা কিছু সাহায্য করা হয়,
দিলে সর্বসাধারণের প্রতি নি
অবিচার হইবে।
সম্প্রতি মহারা রণবার সাংহেব যে
করিয়াছেন, তুর্কিস্থান হইতে যত বাণিজ্য
লাভক ও কাশ্মীরে আসিবে, ১০৬৮ অ
প্রারম্ভ অবধি তাহাতে কেবল শতকরা
টাকা শুল্ক গৃহীত হইবে। এ বিষয়ে রাজ্য
ভবর্ষীয় গবর্নমেন্টের ন্যায় শুল্ক স্থাপিত
লেন। বস্ত্র, নানাবিধ ঔষধ, টেতল, চিি,
বীর বস্ত্রাদি শুল্ক লাগিবে না। পসমের শুল্ক
টাকা হইতে ৬ টাকা ও পসমী বস্ত্রের শুল্ক
টাকা হইতে ৩১০ টাকা হইয়াছে। রাজ্য
ঘোষণা করিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন, এ
অবধি বনিকেরা প্রচুর শ্রবণ লইয়া কাশ্মীরে
মন করিবেন। রণবীর সিংহ যথার্থ উপায়
হন করিয়াছেন; কিন্তু যত দিন তাঁহার কর্ম
গণ সন্তোষ অদলন না করিতেছেন তত
এই ঘোষণার বড় কলু হইবে না।

৩ রা বৈশাখ মঙ্গলবার।

আমরা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যিত হই
মাজাজ গবর্নমেন্টের অল্পরোবে ষ্ট্রেটসে
তত্রত, মানমন্দির রক্ষা করিতে সম্মত
যাছেন। এই মানমন্দির হইতে পগমন স
অনেকগুলি মৃতন গ্রন্থ নকত্র আবিষ্কৃত
য়াছিলেন। কিছুদিন হইল এগী উঠাইয়া
প্রস্তাব হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট বি
বিষয়ে অতি অল্পই সাহায্য করেন। এ
ই বিষয়ে সাহা কিছু সাহায্য করা হয়,
দিলে সর্বসাধারণের প্রতি নি
অবিচার হইবে।
সম্প্রতি মহারা রণবার সাংহেব যে
করিয়াছেন, তুর্কিস্থান হইতে যত বাণিজ্য
লাভক ও কাশ্মীরে আসিবে, ১০৬৮ অ
প্রারম্ভ অবধি তাহাতে কেবল শতকরা
টাকা শুল্ক গৃহীত হইবে। এ বিষয়ে রাজ্য
ভবর্ষীয় গবর্নমেন্টের ন্যায় শুল্ক স্থাপিত
লেন। বস্ত্র, নানাবিধ ঔষধ, টেতল, চিি,
বীর বস্ত্রাদি শুল্ক লাগিবে না। পসমের শুল্ক
টাকা হইতে ৬ টাকা ও পসমী বস্ত্রের শুল্ক
টাকা হইতে ৩১০ টাকা হইয়াছে। রাজ্য
ঘোষণা করিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন, এ
অবধি বনিকেরা প্রচুর শ্রবণ লইয়া কাশ্মীরে
মন করিবেন। রণবীর সিংহ যথার্থ উপায়
হন করিয়াছেন; কিন্তু যত দিন তাঁহার কর্ম
গণ সন্তোষ অদলন না করিতেছেন তত
এই ঘোষণার বড় কলু হইবে না।

দিলে সর্বসাধারণের প্রতি নি
অবিচার হইবে।

সম্প্রতি মহারা রণবার সাংহেব যে
করিয়াছেন, তুর্কিস্থান হইতে যত বাণিজ্য
লাভক ও কাশ্মীরে আসিবে, ১০৬৮ অ
প্রারম্ভ অবধি তাহাতে কেবল শতকরা
টাকা শুল্ক গৃহীত হইবে। এ বিষয়ে রাজ্য
ভবর্ষীয় গবর্নমেন্টের ন্যায় শুল্ক স্থাপিত
লেন। বস্ত্র, নানাবিধ ঔষধ, টেতল, চিি,
বীর বস্ত্রাদি শুল্ক লাগিবে না। পসমের শুল্ক
টাকা হইতে ৬ টাকা ও পসমী বস্ত্রের শুল্ক
টাকা হইতে ৩১০ টাকা হইয়াছে। রাজ্য
ঘোষণা করিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন, এ
অবধি বনিকেরা প্রচুর শ্রবণ লইয়া কাশ্মীরে
মন করিবেন। রণবীর সিংহ যথার্থ উপায়
হন করিয়াছেন; কিন্তু যত দিন তাঁহার কর্ম
গণ সন্তোষ অদলন না করিতেছেন তত
এই ঘোষণার বড় কলু হইবে না।

ত্রিটিস ব্রহ্মে পুস্তক পাওয়া নিভাস
তথায় একটীও সাধারণ পুস্তকালয়
সম্প্রতি কতকগুলি ইউরোপীয় ভদ্র লোক এ

এই স্থলে এক পুস্তকালয় স্থাপিত করিয়া
। বেবরেন্ড বেনেট সাহেব নির্ভর প্রায়
পুস্তক এই পুস্তকালয়ে প্রদান করি-

মাস্ত্রাজের নিকট সেক্টমাস পর্কণের
এক স্তম্ভ তীর্থ হইয়াছে । প্রায় চারি
বৎসর কইল হুসন আলী নামক এক জন
মুন্সী মোস্তা প্রাপত্যাগ করেন । মৃত্যুর পর
কর্তাকে পীর বলিয়া সম্মান করিতেন ।
কর্তা কৰ্ণাট রাজবংশীয় এক ব্যক্তি কাশরো
স্থ হন । তিনি কোন প্রকারে আরোগ্যলাভ
তে পারেন নাই । কিছুদিন হইল তিনি
কেশবে দেখিয়াছিলেন । পীর তাঁহাকে
নাম অমৃত স্থানের বাসুকান্তকর্ণ করিলে পীড়া
হইবে । কাসিম আলি তদনুসারে সেই
কান্তকর্ণ করিয়া আরোগ্যলাভ করেন ।
কান্তকর্ণ করিতে পীরের কবর বর্হিত
হইল । তথায় একে সহস্র সহস্র নোকে
পয় নির্মিত গম্বুজ করিতেছেন । কাসিম
আলি মরগার ফকির হইলেন । এ প্রকার
বিশ্বাস লাভ আছে । আমাদিগের সাক্ষরিত
কর্তা (?) তাহার দৃষ্টান্ত ।

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ কলিকাতার চারিটি
দিবার জন্য ১০,০০০ টাকা প্রদান
করিতেন । কোয়ারা গুলি অনেক দিন হইল
হইয়াছে ; কিন্তু আমরা অবগত হইলাম সে
গাস কোম্পানির উঠানে গড়াগড়ি যাই
হইল । উপরে যে বাচগুলি ছিল তাহা ভগ্ন
হইয়াছে । কিছুদিনপর্যন্ত জাষ্টিসেরা
বসাইবার স্থান স্থির করিতে পারেন
এক্কে এতদেশীয় বিভাগে বসান হইবে,
হইয়াছে ; কিন্তু আবার এক আপত্তি
হইয়াছে যে পরঃপ্রণালী না হইলে
আর বসান হইবে না ।

বলিওগেস সাহেব আমেরিকার দূত হইয়া
আসিয়াছিলেন । চীনের সম্রাট তাঁহাকে
আপনার দূত করিয়া ওয়াসিংটনে
করিয়াছেন । এক জন ইংরাজ এক জন
এক জন রুশীয় এই দূতের সহকারী
হইলেন । কয়েক জন সম্ভ্রান্ত যুবক চীনে
কার্য্য শিখিবার জন্য দূতের সহিত গমন
করিতেন । বুঝিয়া কাজ করিতে পারিলে
আর অনেক মঙ্গল হইবে ।

৪ ঠা বৈশাখ বুধবার ।
আপন আদালত এক কালে বন্ধ করিতে

কৌজনারী ও দেওয়ানী মকদ্দমা
স্থগিত থাকে । অজেরা প্রধানতম বিচারালয়ের
পত্র গুলির ও প্রত্যুত্তর দেন নাই । ইহাতে অনেক
অসুবিধা ঘটনা হওয়াতে প্রধান তম বিচারালয়
আজ্ঞা দিয়াছেন, ১৮৫৮ অক্টোবর ২৩ এ মার্চের
নিয়মত আদালতের সরকুলার অনুসারে সকল
কাজ করিতে হইবে । বিবাহব্যতীত আর
কোন দিবস কৌজনারী আদালত বন্ধ থাকিতে
পারে না । দেওয়ানী মকদ্দমার সর্কদা বিচার
না হউক এরূপ অনেক অতিরিক্ত কাজ আছে
যাহা স্থগিত রাখিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা
এই বিবেচনা করিয়া জজদিগকে বলা হইয়াছে
সাহারা এইসকল বন্ধের দিন যেন আপনাদি-
গের মহকুমা ত্যাগ না করেন এবং কৌজনারী
মকদ্দমা যেন স্থগিত না হই । কৌজনারী বিভাগ
বন্ধ থাকিতে অনেক অল্প মেয়াদি কয়েদির
আপিল রুখা হয় । মেয়াদ খাটিয়া বর্হিত হইলে
জজ শেষে " মুক্ত " করিবার আজ্ঞা দেন ।

চাঁপাতলার হত জীলোকটির মৃত্যুর কার
ণের অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে । জীলোকটির
জন্মস্থান মাস্ত্রাজ, কিন্তু সে বাল্যকালাবধি
কলিকাতায় ছিল । সৌ নামক এক জন
হোটেল অধ্যক্ষ তাহারে বিবাহ করে,
পরে কিওসলি নামক এক জন রেলওয়ে
কর্মচারী তাহার উপপতি হয় । সম্ভ্রান্তি
মাধবচন্দ্র দত্তনামক এক জন দেওয়ানদাব
তাহাকে উপপত্নীর নাম রাখিয়াছিল । মাধব-
চন্দ্র দত্ত স্বীকার করিয়াছে যে রাত্রিতে জীলো-
কটি হত হয়, সেই রাত্রিতে একটা পর্য্যন্ত সে
তাহার সহিত ছিল । কিন্তু তৎপরে কিওসলি
আসিয়া তাহাকে লইয়া যায়, কিওসলি স্বীকার
করিয়াছে যে সে জীলোকটিকে অতিশয় সুন্দরী
জান করিত এবং তাহার অনুসন্ধান করিয়া
অনেক স্থানে ভ্রমণ করে ; কিন্তু ঈশ্বরের নাম পাঠ
করিয়া বলিয়াছে হত্যার ৭৮ দিন পূর্ক হইতে
সে কলিকাতায় আইসে নাই । পুলিশ যদি বুদ্ধি
মান হন, তবে প্রকৃত হত্যাকারীকে ধৃত করিতে
পারিবেন ; কিন্তু রবটস সাহেবের অনুসন্ধান
কিছুই হইবে না ।

বোম্বাইয়ের কতকগুলি ইউরোপীয় ও এত
দেশীয় তত্ত্ব লোক ১৮৬৯ অর্কে তথায় এক
বৃহৎ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সর সাইমর ফিট
জারলডের নিকটে আবেদন করেন, তদনুসাবে
গত মঙ্গলবারের পূর্ক মঙ্গলবার শাসনকর্তা একএক
করিয়া সকলকে বলিয়াছেন, স্ট্রিট সেক্টরাধির
নিকট আবেদন করিলে তিনি অবশ্যই সাহায্য

করিবেন এবং টিকেট বিক্রয় করিয়া কতক
উঠিবে । কিন্তু কয়েক জন তত্ত্ব লোক
করারে জামীন হইতে হইবে যে যদি কোন
অকুলান হয় তাহা হইলে তাঁহারি চাঁদা
সেই টাকা দিবেন । কয়েক জন ইহাতে
হইয়াছেন, কলিকাতার পুনর্কার একটী
আবশ্যক হইতেছে ।

ক্রীতামপুরের ছোট আদালতে অনেক
মকদ্দমা জমাতে গবর্নমেন্ট আজ্ঞা দিয়া
নিয়মিত দিবসব্যতীত জঙ্গলীর ছোট আ
দালতের জজকে জুনপর্য্যন্ত প্রত্যেক সো
মঙ্গলবার ক্রীতামপুরে মকদ্দমা করিতে হই
জঙ্গলীর জজ উত্তর স্থানেরই মকদ্দমার নি
করিয়া থাকেন ।

সকলেই অবগত আছেন ভারত
রেলওয়ে হওয়াতে অনেক তত্ত্ব
বিক্রয় করিয়া বড় মাল্য হইয়াছেন । ২০
টাকার বাণীতে ১০,০০০ ১২০ ০ টাকা দে
হইয়াছে । সম্ভ্রান্তি হাওড়ায় ... স্তম্ভ
হইয়াছে, তান্মিত্ত কতকগুলি জী ক্রয়
হয় । এক্ষণে সেতু প্রস্তুত হওয়াতে দেখা
হাঞ্জনিত্রয়গণ প্রয়োজনাত্মক ভূমি লইয়াছি
গবর্নমেন্ট তত্ত্ব মত্ত এই অতিরিক্ত ভূমি
পুনর্কার বিক্রয় করিতেছেন । যেগুলি ১০,০
টাকার ক্রয় করা হইয়াছে তাহা ২০ ০ ১ ২৫
টাকার বিক্রীত হইতেছে । অনেক স্থলে পু
কারগণই আবার ক্রেতা হইতেছেন ।
পাড়শা যে কিছু লাভ হাছাদিগেরই হইল ।
তার অনেক এই প্রকার একবার অপরি
মূল্যে ভূমি বিক্রয় পূর্কক তাহা আবার সাম
মূল্যে ক্রয় করিয়া ধনধান হইয়াছেন । কোন
এই সকল অপব্যয়ের নিমিত্ত দায়ী ? পর্ক
ওয়ার্ড বিভাগের সংশোধন কি কিছুতেই
বে না ।

কলিকাতার বণিক সম্ভ্রদায় ইংলণ্ডীয়
সমূহের মাল্যলুদ্ধির প্রতিবাদ করিয়া
সেক্রেটারির নিকট আবেদন করিয়াছেন ।

বোম্বাইস্থিত ফি, চর্চ মশন বাণী প্র
করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট ২০,
টাকা প্রদান করিয়াছেন । আমরা পুঞ্জীয়
নিমিত্ত এই সকল ব্যয়ের প্রতিবাদ করিতে
এক্কে সর্গসাধারণের একবাক্য হইয়া হাউস
কম্পের নিকট এ বিষয়ে আবেদন
উচিত ।

সিটনকার সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের প
তোষিকপ্রদান উপলক্ষে যে বক্তৃতা

ইয়ের সর্বসাধারণে তৎপ্রতি অতিশয়
প্রকাশ করিয়াছেন। একখানি সংবাদ
লেন, তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া আর
করিলেও এই বক্তৃতাকে তাহার নাম
রপীয় হইত।

৬ই টেবশাখ বৃহস্পতিবার।

মদ্য প্রাধিক্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছি,
স বে মারীভয় হয়, তাহা সমান রহি
গত ফেব্রুয়ারি মাসে ২,২০৯ জন জ্বর
গাগ করিয়াছে। এমন অবস্থায় কিছু নি
নরসমে কুলি প্রেরণ বন্ধ করা উচিত।
প্রাজের বিশ্ববিদ্যালয় শীঘ্র প্রস্তুত হই
এবংসবের শেষে এই বাটীটি সম্পূর্ণ
হইবে। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের
তল ভাণ্ডেখের নামে প্রত্যহ তিল তিল
হইতেছে।

নিয়ন্ত্রণ করিলে বলেন, কলিকাতায় পয়সা
শীঘ্রগতি হইতেছে।
দিবী যে চৌবান্ধা হইতেছে, তাহার
এই চৌবান্ধার
স্বামী হয় কিনা, তাহা পরীক্ষা
অনেক ইঞ্জিনিয়র বলেন, ছান
ই দেয়াল বসিয়া যাইবে

১৭ আদের এপেল অবধি ৩১ এ ডিনে
সমুদায় ভারতবর্ষে ৩১,৭৮৬,
টাকা আয় ও ২৮ ৯৬,৯৯,৩১০ টাকা
ইয়াছে। পূর্ন বৎসরে এই সময়ের মধ্যে
৮,৬১,১৫. টাকা আয় ও ৩৩,২০,৮০
কা ব্যয় হইয়াছিল।

রাজার সিংগিয়া হরিদ্রাবে গমন করিতে
ভরতপুরের রাজা কলিকাতায় আসি-

বুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সম্প্রতি
রিয়াজুলি খাঁর খশর আকজুল
আমীরের পুত্র উপকুশ খাঁ গিরশিক
আজিম খাঁর সেনাপতি আজিজ খাঁকে
রূপে পরাজিত করিয়াছেন। আজিজ
আন্দাহার স্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়া
এবং উক্ত নগর সিয়ার আলির হস্তগত
হে। আবহুল রহমান খাঁ অন্যাপি সমুদায়
হান শাসন করিতে সমর্থ হন নাই।
ম খাঁর অত্যাচার সমান রহিয়াছে।
গণের জায়গীর ও আয় কমান হওয়াতে
কে বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি
মুরাদের আতার জায়গীর কাড়িয়া লও-
উক্ত রাজ্যী বলিয়াছেন, তিনি আর

কাথুলে থাকিবেন না। আবহুল রহমান খাঁও
মাতার মতে মত দিয়াছেন। বিবি মুরাদের
বুদ্ধিতেই প্রথমতঃ আকজুল খাঁ পরে আজিম
খাঁ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি চট্টলেই আজিম
খাঁর সহিত আবহুল রহমানের প্রকাশ্য বিচ্ছেদ
হইবে। আবহুল রহমানের ভাগ্যেই সিংহাসন
বৃত্ত্য করিতেছে।

এমন জনশ্রুতি, নেপালের সহকারী রেসিডে
ন্টের পদ উঠিয়া যাইবে। নেপালেব সহিত
ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের এমন কোন বিশেষ দৌত্য
সম্পর্ক নাই যে, তথায় এক জন সহকারী রেসি
ডেন্টের আবশ্যিকতা হয়।

পবলিকওপিনিয়ন বলেন, সম্প্রতি সোয়াড়
স্থিত হিন্দুস্থানীগণ পঞ্জাব গবর্নমেন্টের নিকটে
আবেদন করে, তাহাদিগকে ক্ষমাকরিলে তাহারা
স্বদেশে প্রত্যাগমন করে। পেসোয়ারের কর্ম
সনর ঐ আদেনপত্রবাহককে কারারুদ্ধ করিয়া
ছেন। এই সকল পলাতক বৈদিকদিগের পর্যাপ্ত
নও হইয়াছে। বিদ্রোহে কত সুখ তাহা ইহারা
বিলক্ষণ জানিয়াছে। অতঃপর আমাদের মতে
ইহাদিগকে ক্ষমা করাই কর্তব্য। তাহা হইলে
ইহারা যে কেবল বিশ্বস্ত প্রজা হইবে এমন নহে,
ইহাদিগের দৃষ্টান্তে আরও অনেকে সতর্ক হইবে।

বোম্বাইয়ের মামলাতদারদিগের বেতনরুদ্ধ
করা হইয়াছে। অল্প বেতন বলিয়া কৃতবিদ্যগণ
এইসকল পদ গ্রহণ করিতেন না বলিয়া সর সাই
মর ফিটজাবলড বার্জিত বেতন দিবার প্রস্তাব
করিয়াছিলেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস অবগত হইয়াছেন
মফসলের তৃতীয় শ্রেণির লোকদিগকে বাঙ্গালা
ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রস্তাব
করা হয়। এ বিষয়ে ডেপুটীর মত প্রিজ্যাসা
করাতে আটকিন্সন সাহেব, ইনস্পেক্টর ও
ডেপুটি ইনস্পেক্টরদিগের উপরে সম্পূর্ণরূপে
নির্ভর করেন। কয়েক জন ডেপুটি ইনস্পেক্টর
প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে স্থানে পাঠশালা
হইবে, তথায় গুরুমহাশয় ও পণ্ডিতগণ শিক্ষা
দিবেন। ৫।৬ টাকা বেতন দিয়া গুরুমহাশয়
রাখিলে শিক্ষা উত্তম হইবে। গুরুমহাশয়দিগের
বেতন তল্প হইবে বটে; কিন্তু তাহার ছাত্র
দিগের নিকটে অনেক বাজে আদায় করিতে
পারিখেন। এই প্রস্তাবের সময়ে বোধ হয়,
ইহারা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, জে সফল
বাক্ষে আদায়ের নাম চুর। গুরুমহাশয়গণ ছাত্র
দিগকে বাটীর তমাক এবং প্রতিবেশিদিগের
নারিকেল ও আত্র চুরি করিতে শিক্ষা দেন।
তুখের বিষয় এই যে, গাবু তুখের মুখোপাধ্যায়

এই প্রস্তাব জ্ঞান্য করিয়া পণ্ডিতদিগের
শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

গতকল্য কলিকাতার জটিনদিগের
সিক আবেদন হইয়া গিয়াছে। হোলিডে
ও তালতলার মিয়োগী পুকুদের নিকটস্থ
সকল বিক্রয় করা হইতেছে। জটিনেরা শি
দহস্থিত বসন্তের চিকিৎসালয়ের ব্যয় এত
গরমির পীড়া চিকিৎসার নিমিত্ত ২৬
সালয় হইতেছে, জটিনেরা তাহারও
দিতেছেন। অন্যথ চিকিৎসালয়ের রোগী
সংখ্যা স্থির করিবার নিমিত্ত জটিনেরা
মেটকে অনুমোদন করিয়াছেন। মেডিক
কলেজের চিকিৎসালয়ের রোগীর স
৩৫০ নিষ্করিত হয়। আনরা আল
হইলাম এই বিষয় লইয়া জটিনদিগের
ডাক্তর চিবসের যে বিবাদ হয় ডাক্তর
তাহাতে আশ্বনোষে স্বীকার করিয়াছেন

প্রধানতম বিচারালয় আত্মা দিয়া
আমনোকার কখন নিজের নাম করিয়া স
সম্বন্ধে নালীশ করিতে পারেন না। যে
তাহার কিছু স্বার্থ আছে, সেখানে তিনি স
সম্বন্ধে অর্থাৎ হইতে পারেন; কিন্তু তাহা
থাকিলে মূল ব্যক্তির নাম দিতে হইবে।

সর জন লরেন্স এতদেশীয় রাজা ও
গবর্নমেন্টের শাসনের বিষয়ে যে মত লইয়া
স্পেকট্টের তত্ত্বপক্ষে বলেন, এ বিষয়ে
দেশীয়দিগের মত গ্রহণ করা উচিত
কিন্তু স্পেকট্টের একটা মহাজমে পতিত
য়াছেন। তিনি বলেন ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে উৎকর্ষসাধন ক
ছেন, ভারতবর্ষীয়গণ তাহাতে আশ্চর্য
নছেন। আমরা বলিতেছি একথা স
অমূলক।

৬ই টেবশাখ শুক্রবার।

আমরা আশ্বাদত হইলাম, ইণ্ডিয়ান
নিউস স্বীকার করিয়াছেন ভারতবর্ষীয়
রারা ইউরোপীয় ও এতদেশীয়দিগের উ
হইতেছে। সভা প্রায় বাবতীর বিলের
আপনাদিগের মত প্রকাশ করিয়া অপ
ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রতিবন্ধক হওয়াতে
বোপীয়গণ যে কৃতজ্ঞ হন, ইহা সুখের
ফ্রান্সে পারিস, লাদগ ও নাইম সে
চাগলের পনমে শাল প্রস্তুত
কিন্তু যদিও করানী আদর্শগুলি
তথাপি বুনন কাশ্মীরের তুল্য নহে।
জন করানী বণিক কাশ্মীরে কুঠি স্থাপন
সাল প্রস্তুত করিয়া ইউরোপে লইয়া
ছেন। কাশ্মীর সাল এক্ষণে পারিস ও

যায় মাত্র। অমৃতসব ও সুখিয়ানার
 ভারতবর্ষে ব্যৱহার করেন। এক্ষণে
 ভারতবর্ষে ৩ লক্ষ টাকা সাালের
 হইতেছে। রাজা রণবীর সিংহ যদি
 ঘামণাসুসারে কাজ করেন, তাহা হইলে
 আইসে।

র রাউলপিণ্ডির অধমেলায় বিস্তর
 সিয়াছিল। গবর্নমেন্ট অধারোহি
 নিমিত্ত ২০,০০০ টাকায় ২০০ অধ ক্রয়
 চেন।

মাগিগের দেশে চীনদিগের কারিকরির
 অশ্রম গল্প আছে। একটা গল্পে শুনা যায়
 কলের মানুষ কুরিতে পারিত, ঐ মানুষ
 কথা কহিতে পারিত না, আর সকল
 করিত। লাডকডেডিকনামক এক জন

রিকান এই গল্পে যথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়া
 তিনি ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি উচ্চ এক বাম্পীয়
 করিয়াছেন। ইহার উদরমধ্যে তিন
 মনতামুক একটি কল আছে। ইহা
 মানুষের প্রতি মিনিটে এক ক্রোশ ঘাইতে

উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলই মানুষের
 কিন্তু উহার এত বল যে অন্যায়সে বৃহৎ
 টানিয়া লইয়া ঘাইতে পারে। ঐ প্রকার
 ১০০ ডলার মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এটা

আশ্চর্য্য বিষয় এবং ইহা দ্বারা সাধা
 স্তায় রেলওয়ের ন্যায় দ্রুতগতি ঘাইবার
 য় হইল

উপনগরে বাম্পীয় আলোক দেওয়ানিবার
 পু-মার হরেন্দ্র কৃষ্ণ বঙ্গদেশীয় ববস্থা
 সতায় এম বিল অপণ করিতেছেন। উপ

র অধিকাংশ লোক দরিদ্র, অতএব
 দিগের আশঙ্কা হইতেছে গাস কোম্পানির
 পোষান তার হইবে।

৭ ই বৈশাখ শনিবার।
 টিয়ান ডেলিনিউস অবগত হইয়াছেন।
 ঠায় প্রধানতম বিচারালয় ও রেকর্ডারের

লত স্থাপন অর্থাৎ ১৮৬৭ আর্দের শেষ
 কত দেওয়ানী ও কোজদারি মকদ্দমা
 হইয়াছে এবং প্রত্যেক বিচারপতি

মকদ্দমার মীমাংসা করিয়াছেন, ভারতব
 গবর্নমেন্ট স্থানীয় গবর্নমেন্টসমূহের নিকটে
 র এক হিসাব চাহিয়াছেন।
 উক্ত পত্র কোন বিশ্বস্ত লোকের নিকটে অব
 হইয়াছেন, ষ্টাম্প ও নোট প্রচলনের বিভাগ
 হইয়া এক জন উপযুক্ত অর্চিহিত
 চারীর অধীন থাকিবে। কালেটের মেক

জির ন্যায় লোকের হস্তে যেন না থাকে। তাহা
 হইলে ষ্টাম্প বাহা হইক, নোটের বিষয়ে সুবিধা
 হইবে না। এই বন্দোবস্তে অনেক সরকারি ব্যয়
 বাঁচিবে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের কাগজ
 বিক্রীত হইতেছেঃ—

৪ টাকার সিকা	৯২৥—৯২৬০
৪ " কোং	৯০—৯০০
৫ " পবলিকওরার্ক	১০৫০—১০৫৥
৫ " কোং	১০৮৬—১০৯
৫৥ " কোং	১১০০—১১০৥০

—ঃঃ—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৭ এ মার্চ। গত রাত্রিতে হাউস অব
 কমন্সে ১৫২ জনের মতে ১২৭ জনের অমতে
 সেনাতলের শারীরিক দণ্ডের আইন উঠিয়া
 গিয়াছে। সর জন পার্কেটন অনেক প্রতিবাদ
 করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

ডিসরেলি সাহেব এক পত্র প্রকাশিত করিয়া
 বলিয়াছেন, শাসনকার্য ও ধর্মের সহিত যে
 পবিত্র সংঘ আছে, তাহা ছেদন করিবার
 নিমিত্ত এক দল সচেষ্ট আছেন, কিন্তু তিনি
 বলেন ইহাতে আশু অতিশয় অসঙ্গত ও
 বিপদ হইবে।

ওরিগন্টল ব্যাঙ্কের অধক্ষগণ গত চতুর্থা
 সের নিমিত্ত অংশীদিগকে তকরা ৬ টাকা
 লাভ দিয়াছেন।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্ট গবর্নরের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

৮ ই এপ্রেল। মুবসিদাবাদের অস্ত্র তত্ত্ব
 পুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটিকালেটর বাবু
 ওরুচরণ দাস আনুয়াকান্দি উপবিভাগের ভার
 পাইবেন।

বাউসির ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালে
 টর বাবু হরিচরণ ঘোষ মুবসিদাবাদে বদলী
 হইয়া তথায় মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেটর মো-
 লবী আলি হোসেন বাউসি উপবিভাগের ভার
 পাইয়া ভাগলপুরে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাই-
 যেন।

ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেটর মো-
 লবী আবছল জব্বর (যিনি কিছু দিনের জন্য সির
 জগন্নাথ উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন
 তিনি) অধ ই উপবিভাগের ভার পাইয়া মুন্সেরে
 মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন

বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত
 ডাক্তার আর, জি, মাধু বাধরণকে প্র
 সিবিল আসিস্ট্যান্ট সার্জন হইবেন।

যত দিন এচ, ডবলিউ আদেকজ
 সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন
 তিন পি, এ, হুন্সি সাহেব সাহরণের প্রতি
 মাজিস্ট্রেট ও কালেটর হইবেন।

৯ ই এপ্রেল। ডাক্তার ডবলিউ,
 নওয়ালির চিকিৎসাকর্মচারী হইবেন।

মান্যবর প্রধান বিচারপতি প্রধানতম
 রালয়ের আদিম দেওয়ানী বিভাগের
 পি. ডি. ডিকেনস সাহেবকে পারসিদিগের
 হের রেজিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছেন।

শাহাবাদের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও
 কালেটর এল, ডি, আক্র সাহেব চম্প
 বদলী হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রে
 ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও সেসিয়
 পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার ক
 পারিবেন।

জে. জে, লাইবস সাহেব ঢাকার সহ
 মাজিস্ট্রেট ও কালেটর হইয়া তথায়
 শ্রেণীর অধীন মাজিস্ট্রেট ও কালে
 ক্ষমতা পাইবেন।

চট্টগ্রামের পর্ত্তীয় অধক্ষগণ সহ
 পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট পি. জি. ওকট
 সাহরণে বদলী হইবেন।

নওয়ালির সহকারী পুলিশ সুপারি
 বিএ, রাটে, সাহেব চট্টগ্রামের পর্ত্তীয়
 বদলী হইবেন।

বাবু জগদীশনাথ রায় নওয়ালির
 সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন।

ভাগলপুরের সহকারী পুলিশ সুপারি
 বাবু সখরীপ্রসাদ নওয়ালিতে বদলী
 যেন।

১০ ই এপ্রেল। ৬ ই মার্চ অবধি আর,
 সাহেব শিক্ষাবিভাগের চতুর্থ শ্রেণিতে
 হইয়াছেন।

চম্পারণের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও
 কালেটর মোলবী মহম্মদ সাহরণে বদলী
 প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেটের
 পাইবেন।

সাহরণের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি
 টর মোলবী ওয়ালিয়ত হোসেন
 বদলী হইয়া তথায় মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা
 যেন।

১৮-৬৭ আর্দের ৬ ই মার্চ নওয়ালির
 কমিসনর লেপ্টনেন্ট টি, বি, মিচেলকে
 নের নিমিত্ত মাজিস্ট্রেটের যে ক্ষমতা
 হয় তাহা রহিত হইল। তিনি একম
 প্রথমশ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা
 করিবেন।

১৪ ই এপ্রেল। যত দিন টি, উইলসন
 বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ত
 এ, এচ, টরণবুল সাহেব কারীর প্রতি
 ডেপুটি অধিকেন এজেন্ট হইবেন।

যত দিন এ, এচ, টরনবুল সাহেব সরকারী
চৌধুরীপলকে স্থানান্তর থাকিবেন, তত দিন সি
স, মেওহাম সাহেব কানপুরের প্রতিনিধি সব
পুটি অফিসের এজেন্ট হইবেন।

—:—

আমাদিগের ঢাকাস্থ সংবাদ দাতা
লিখিয়াছেন।

১। কাশী পুরের দাঙ্গাঘটিত মকদ্দমার
সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। এক সপ্তাহেরও অধি
কাল এই মকদ্দমার বিচার হয়। জুরিগণ জগ
দ্বা বাবুর ১০০০ দশ হাজার টাকা জরিমানা
এবং অন্য আসামীদিগের পাঁচ পাঁচ বৎসর
করাবাসের আদেশ করিয়াছেন। জগন্নাথ বাবু
কলচক্ষু ও বাতব্যাধিগস্ত বলিয়া কারাগার
ন করিলেন না; নচেৎ কাহাকেও কারাবা
সহ্য কেশপরম্পরা সত্য করিতে হইত।
২। ২২ এ টেক্স শুক্রবার ঢাকা বিজ্ঞান
সমিতির সাংসদিক অধিবেশন কার্য
সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। অপ
সময় সভা আরম্ভ হয়।
৩। ইনস্পেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার সেন সভা
আসন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে বালক
কয়েকটি রচনা পাঠ করে। বালকদিগের
নিতান্ত মধুর, সুতরাং রচনাগুলি শ্রোত
র নিরতিশয় প্রীতিকর হইয়াছিল। তৎ
কতিপয় সভ্য দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা
ন। ঢাকা কলেজের অন্যতর সংস্কৃত
ক ত্রিভুজ বাবু প্রসন্নচন্দ্রক্রমণ্ডী এবং
নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক জে এরাট্রিন
হবের বক্তৃতা সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল।
বাবু আজি কালি আর অপরিচিত বক্তা
ন। ক্রমশঃ তাহার বক্তৃতালঙ্কিত বৃদ্ধি
তছে। এই সভায় তিনি এক ঘণ্টা কাল
ল একরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে সভা
ন ক্রমাত্রেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান
হইয়াছে।

গত শনিবার আমাদের ঢাকাস্থ প্রসিদ্ধ
গনি মিঞা সাহেব ব্যবস্থাপক সমাজ হইতে
নগরে প্রত্যগত হইয়াছিলেন। তাঁহার
ন উপলক্ষে নানা প্রকার বাদ্য ও বস্তুর
শনিবার প্রাতঃকাল বিলক্ষণ শব্দায়মান
ছিল। অনেক দর্শকও উপস্থিত হইয়াছি
। গত কল্য এখানে প্রায় সমস্ত দিন বৃষ্টি
হ। এই বৃষ্টি অত্রত্য ওলাউঠা-নিবার
মোঘ উষধ হইল।

আমাদিগের গোলিয়ানস্থ সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেনঃ—

গত পত্রে নাথুরামনামে যে উপন্যেতার কথা
ও এখানকার জীলোকদিগের স্বামীর সহ
বাসের পূর্ন তাহার সহিত আলিঙ্গনের যে
কুৎসিত প্রথার কথা লিখিয়াছিলাম, সেটা সাধা
রণ ব্যবহার নহে। সরাওগী নামে এখানে যে
বণিকসম্প্রদায় আছে, তাহাদের মধ্যেই এই
ঘণাকর প্রথাটা প্রচলিত আছে।

শুনিয়াছি, পঞ্চাব অঞ্চলের কোন কোন প্রদে
শের জীলোকেরা কোন সরোবরে বা নদীতে
স্নান করিবার সময় উপরে বস্ত্রাদি পরিত্যাগ
পূর্নক সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে অব
গাহনাদি করে। এখানেও নদীমধ্যে ইতর সম্প্র
দায়ের জীলোকদিগকে উপকূলে বস্ত্র পরি
ত্যাগপূর্নক অবগাহনাদি করিতে দেখা যায়।
শুনিলাম এখানে কোন জীলোক ব্যক্তি
চারিণী হইলে বা স্বামী পরিত্যাগ করিয়া
অন্য পুরুষের আশ্রয়গ্রহণ করিলে তাহার
স্বামী রাজদ্বারে তাহার নামে অভিযোগ করিয়
তাহাকে কারারুদ্ধ করায়, যে কোন ব্যক্তি তাহার
স্বামীকে তাহার বিবাহের ও স্ত্রীর তরণ পোষনের
নিমিত্ত যে ব্যয় হইয়াছে তাহা দিতে পারে সেই
ব্যক্তিই এই জীকে কারামুক্ত করিয়া গ্রহণ করিতে
পারে।

অনেকের মুখে শুনিতে পাই, অহত্যা জীলো
কদিগের মধ্যে সত্যত্বের তাদৃশ গৌরব নাই।
জীলোকের অহুঁচিত স্বাধীনতা হটক বা
অত্রত্য লোকের অজ্ঞতা ও অসত্যতা হটক
এই জঘন্য ভাবের কারণ। অত্রত্য কোন কোন
পাহাড় লোহের, চূর্ণকপ্রস্তরের ও আকরীয়
লবনের খনি আছে। ইহার চারিক্রোশ দূরে
লৌহ উত্তোলিত হইতেছে। গোলিয়ানবরের
নিকটস্থ সিপ্রিনগরে যে লৌহের কারখানা
আছে তাহা বোধ করি পাঠকবর্গের অনেকে
অবগত আছেন। পূর্নক প্রদেশে অনেক প্রকার
আশ্চর্য আকরীয় পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়।
সম্প্রতি অত্রত্য চূর্ণে এক প্রকার প্রস্তর
পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে বৃক্ষ লতাদির ন্যায়
নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র রেখা আছে। পরীক্ষা
দ্বারা দৃষ্ট হইল, ইহা কোন মনুষ্যের দ্বারা
চিত্রিত হয় নাই। ঐসকল চিত্র স্বভাবসিদ্ধ।
কর্ণেল ডেলি সাহেব এই প্রস্তরের কয়েকখণ্ড
বোধে মিউজিয়মে (চিত্রশালিকার) পাঠাই
তেছেন।

এখানে দিন দিন জীলোকের প্রাহর্ভাব লক্ষিত

হইতেছে, কিন্তু উচ্চনা কোন প্রকার
আবির্ভাব হয় নাই। বরং শুনিতে পাই
শীত কালের অপেক্ষা এখানে গ্রীষ্ম
লোকের পীড়াদি কম হয়। শিশুদিগের
যে পীড়ার প্রাহর্ভাব ছিল, এখন তাহার
হইয়াছে।

২। দলাদলি ও অমনোভাব
দিগের একটি প্রধান রোগ। এ স/স-
ত বাঙ্গালির সংখ্যা স্বল্প, তথাপি দল
ইহাদের মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছে।
পাটনা কি এলাহাবাদ কি আগ্রা সর্বত্রই
দল দেখা গেল। ইহাদের পরস্পরের
হিংসা বেধ প্রকৃতি লঘন্য ভাবের বি
প্রভাব দেখা যায়। এখানে এ অঞ্চলের
স্থান অপেক্ষা কম বাঙ্গালি আছে, কিন্তু ই
মধ্যে দলাদলির সূত্র পাত হইয়াছে। ই
সভায় বাক্য বিতণ্ডা ও জিদ বজায় রাখিতে
কেহ কেহ অপদস্থ হইয়া আর একটি পৃথক
করিয়াছেন। ইহাতে ইংরাজ মঞ্জলীতে ও
রণ্যে যে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে, তাহা
কের বিবেচনা নাই।

সম্প্রতি এখানে চৌধুরীর বড় প্র
হইয়াছে। কএকদিন হইল খানার ঠিক
হাঙ্গের এক ব্যক্তির কাণ্ডিতে রাত্রি আ
ষ্ট প্রহরের সময় একটি চোর প্রবেশ ক
ছিল। সেই সময়ে গৃহস্বামীর স্ত্রী জাগ
ছিল। সে কোণলক্রমে তাহার স্বামীকে জ
ইয়া সতর্ক করিল, তখন এই ব্যক্তি
ভাবে চোরের পশ্চাদিকে ঘাটয়া বলপূ
তাহাকে ধরিল এবং চৌকার করাতে পু
কর্মচারী ও অন্যান্য অনেক লোক উপস্থি
হইল। চাপরাসওয়াল তাহার সর্ব
করিয়া চোরকে ধরিয়া লইয়া চলেন।
এক দিন এক জনের বাটী হইতে চোরে আ
দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ই
ব্যতীত দিন কয়েক চোরের একরূপ প্রাহর্ভাব
হইতে আরম্ভ হইয়াছে যে, রাত্রিতে গৃহ
নিদ্রা হয় না। এখানকার চোর আমাদের দে
ডাকাইতের ন্যায় তরবারাদি ব্যবহার ক
সুতরাং ইহারা সামান্য চোরের অপেক্ষা ভ
নক।

সম্প্রতি এক দরজী এক জন পুলিশ কর্মচারী
কর্ম করিয়া দিতে কিছু বিলম্ব করিয়াছিল বলি
কর্মচারী বমদণ্ডের ন্যায় লণ্ড দ্বারা তাহা
এমন প্রহার করিয়াছিল যে তাহার মস্তক কাটি
রক্তপ্রবাহ প্রবাহিত হয়। সে এই সময় যেমন
কিয়া মালিকটের নিকট যাইবে, অমনি গাধ

যের মহাশয়রা তাহাকে ধরিয়া রাখলেন ।
কক সেই ভক্ষক । শুনিতে পাই এখানে
হইতে চোর আসিতে হয় না । পুলিশই
বাস্তান ।

কয়েক দিন হইল অত্রতা ইউরোপীয়
ক পুরুষেরা মহারাজের কুলবাগে মহাসমা
নিক নক (বনভোজন) করিয়াছেন ।
কনিক ক্রিকেটখেলা নাচপ্রভৃতি
সাহেবেরা বড় মজায় থাকেন । দিল্লীগেজে
নানা স্থানের সংবাদদাতারা ঐ সকল
দের কথা লিখিয়া কাগজ পূরণ করেন ।

—:—

আমাদিগের বীরভূমের সংবাদ-
লিখিয়াছেন:—

এস্থলে কয়েকটি শৃগাল কেপিয়াছে
গ্রামবাসীরা নিতান্ত শঙ্কিত হইয়াছেন ।
ক শৃগালদংশন অতি ভয়ঙ্কর ।
এক বার একটা কিশু শৃগাল ৭ ৮ জনকে
ন করিয়াছিল । দষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সক
একে একে গভাক্ত হইয়াছিল । সে দিন
কার রাজসংসারের একজন দেওয়ান
ক বাবু রামলাল সরকার মহাশয়ের কনিষ্ঠ
শৃগালকর্জুক দষ্ট হইয়াছেন । যথাকালে
রোগবিষয়ে ক্রটি হইতেছে না । তিনি
আরোগ্যলাভ করেন ঈশ্বরের নিকট
র্পনা ।

কতিপয় দিবস অতীত হইল, এখানকার
ীর দেবালয় হইতে অনুন্ন তিন সহস্র
লের আসনোটা তৈরসপ্রভৃতি অপ
িয়া গিয়াছে । চারি দিকে প্রহরী থাকিতে
দে এক চুরি হইয়া গেল, বুঝিতে পারা
। ইনস্পেক্টর ও সব ইনস্পেক্টর আসিয়া
ম থামের সহিত অনুসন্ধান আরম্ভ করি
ন, কিন্তু কোন কাজ করিয়া যাইতে
নাই ।

অল্প দিন হইল এখানকার অনতিদূর
রে এক ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া
হ । তাহার অনুসন্ধান পুলিশ বড় বাধা
ইয়া গিয়াছেন । শুনিলাম, এক জন
ার প্রহারে মৃতপ্রায় হইয়াছিল ।
লিঘের আর কোন গুণ থাকুক আর না
প্রহার বিদ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য আছে ।
ক্রীড়ক বাবু রমাশ্রম সিংহ বি, এ,
য়ের প্রগাঢ় প্রথমে রাইপুরে একটা শাখা
আফিস সংস্থাপিত হইয়াছে ।

আমাদিগের 'তমোলুক' সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেন:—

১। এখানে ওলাউঠা রোগের বেরূপ দীর্ঘ
কালব্যাপী পরাক্রমে উন্নয় হইয়াছিল, তাহার
হাস হইবার উপক্রম হইয়াছে ।

২। অত্রতা বুলবিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত
স্থানান্তরিত হওয়াতে তাঁহার পদে জগন্নাথ
নন্দাল কুল হইতে এক ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়া
আসিয়াছেন ।

৩। লাইসেন্স টার স্থাপনের প্রথমাবস্থাতে
এপ্রদেশের আসেসর ক্রীযুক্ত বাবু অন্নপ্রসাদ
ঘোষ যেসকল অনুপযুক্ত দরিদ্র ব্যক্তির উপর
করভার নিক্ষেপ করিয়া টার সংগ্রহ করিয়া
ছিলেন, তাঁহারা সেই সময়ে তাঁহার নিকট বিচা
রের প্রার্থনায়, আবেদন করিয়াছিলেন । তিনি
এত দীর্ঘকাল পরে মেদনীপুর হইতে সেই
সকল আবেদনকারীকে শমনধারা আদেশ
করিয়াছেন যে, তাঁহারা স্ব স্ব আবেদনের প্রমাণ
দিবার জন্য সাক্ষিসচিতি তথায় উপস্থিত হইলে
বিচার হইবে ।

৪। শুনিতেছি, এ প্রদেশের পবলিক ওয়ার্ক
বিভাগের অনেক পরিবর্তন হইতেছে । এই তমো
লুকবিভাগের যত পাকার কাণ্ড তাহা মেদিনী
পুর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং মেদিনী
পুরের যত মাটির কার্য তাহা এই বিভাগে
আসিবে । ২৪ পরগণার অন্তর্ভুক্ত মণ্ডলঘাট
পরগণাও বোধ হয় তমোলুকবিভাগের অন্ত
র্গত হইবে । ইহাধারা কার্যের অনুবধা
স্তির আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না ।

প্রেরিত ।

মান্যবর ক্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহাশয় সমীপেণু ।

রেলওয়ে কম্পানির নিয়ম এই যে, রেলওয়ে
কর্মচারিগণ আরোহীদিগের প্রতি সরল ভাব
প্রকাশ করিবে এবং তাহাদের যাহাতে কষ্ট
না হয় তাহা করিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু কর্ম
চারিগণ উহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে ।
যদি তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীরা অনবশতঃ বা
অত্যন্ত জনতাপ্রযুক্ত দ্বিতীয় কিম্বা প্রথম
শ্রেণীর টিকিট দিবার ঘরের ঘরের নিকট
যায়, তাহা হইলে টিকিট কলেটর এবং
প্ল্যাটফর্মএসিষ্টান্ট তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে

ডাম্ রাঙ্কেল বৃতি মেটিজ বলিয়া আ
চন্দ্র প্রদান করে ব্যক্তিসকল গল
ধাকা খাইয়া বহু কষ্টে তৃতীয় শ্রেণীতে গম
করে এবং গাড়ীর মধ্যে গমন করিয়া না বসিতে
পারে, না দাঁড়াইতে পারে, না গাড়ী হইতে
অবতীর্ণ হইতে পারে; হাস ফাঁস করিয়া
তাহাদের প্রাণ যায়। পরে প্ল্যাটফর্মএসিষ্টান্ট
আসিয়া, তাহাদের গোল না খামাইয়া, না বস
ইয়া দিয়া, তাহাদিগকে যথোচিত হুর্দাক্য বলে
ও বেত্রাব্যাত করে। এই করিতে করিতে গাড়ী
ছাড়িয়া দেয়, যেমন গোল এবং যেমন কষ্ট সেই
রূপই থাকে। যদি প্ল্যাটফর্মএসিষ্টান্ট
হওয়াতে অধিক গোল কিম্বা ভিত্ত হয়, প্ল্যাটফ
র্মএসিষ্টান্ট আসিয়া গোল নিবারণ করা দুরে
থাকুক, আরোহীদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ
কবে। ইহাতে অনেক ব্যক্তি (যাহারা কখন
রেল গাড়িতে জবন করে নাই কিম্বা দুই এক
বার করিয়াছে) প্রহারের ভয়ে গোল মালে,
এবং আশ্রয় ভিড়ে টিকিট কলেটরকে
হুতরাং গাড়ীতে অবোহরণ রিকার সময়
কোন রেলওয়ে কর্মচারী (যাহার টিকিট দেখি
বার ক্ষমতা আছে) টিকিট দেখিতে চাহিলে
তাঁহারা দেখাইতে না পারিয়া সেখানেও অর্ধ
চন্দ্র পুরবকার প্রাপ্ত হয়। টাকা দিয়া কি কষ্ট!

আমরা এক দিন জামালপুর ষ্টেশনে দেখি
লাম, এক পীড়িত এবং ক্লিষ্ট ব্যক্তি তৃতীয়
শ্রেণীতে বসিয়াছেন। তাঁহার পরিধেয় কিছু
মলিন। পরিচরদ্বারা জানিলাম, তিনি এক জন
বল দেশীয় কায়স্থ, তীব্র বাত্বায় আসিয়াছি
লেন। এক জন রেলওয়ে গবর্নমেন্ট পুলিশ জমা
দার তাঁহার নিকট আসিয়া হঠাৎ কহিল,
“ তোমার নিকট আফিড আছে? তুমি আফিড
লইয়া কোথায় যাওতেছ? যদি খুব কম পরিমাণ
থাকে আমি তোমায় কিছু বলিব না। ” তখন
সে ব্যক্তি একটু রাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন
“ আমি কখন আফিড খাই নাই, আমার কাছে
আফিড নাই; যদি আমি খাইতাম আমার নিকট
থাকিবান সম্ভাবনা থাকিত। তুমি আমায়
আর বিরক্ত করিস না, আমি পীড়িত ব্যক্তি,
তোমার সহিত থাকবায় করিতে পারি না ”।
তমাদার কহিল “ তুমি ভাল মানুষ এবং আমিও
ভাল মানুষ যদি কিছু থাকে আমায়
দেখাও; তুমি জানিবে, আর আমি জানিব।
আমি তোমায় বাঁচাইয়া দিব; কিন্তু সাহেব
শুনিলে তোমার বড় মুল্লিল কুইবে। ” তখন ঐ
ব্যক্তি কহিলেন, তোম সাহেবকে বলিয়া দিগে;

মার কিছুমাত্র ভয় নাই। জমাদার এই
খা শুনিয়া তাহার কাপড় কাড়া দিবার উপ
ম করিতে লাগিল। আমাদের আর অন্যায়
হইল না। আমরা কহিলাম, তোর সাত্বেকে
কিয়া আন, সে আসিয়া দেখুক, উনি জানিও
র কি ভাল লোক। জমাদার আমাদের কথা
নিয়া জড়ো সড়ো হইয়া সেখানে গুট
চাপরাসি রাখিয়া সাত্বেকের কাছে
লাপবে সাত্বেক আসিয়া আমাদেরকে
খিলামাত্র জমাদারকে ভৎসনা করিয়া কহি
ন, উনি নির্দোষ ব্যক্তি। আমরা বলিলাম,
নির্দোষ যথার্থ; কিন্তু আপনাকে নিজে গিয়া
তার কাপড় উত্তম করিয়া দেখিতে হইবে। কি
নি আমাদের গমনের পর এই গুট জমাদার
উহার কাপড়ে আঁকিও দেয় এবং চোর
পুলিষে দেয়, তাহা হইলে কি হইবে?
কথা পুনঃ পুনঃ বলাতে সত্বেক তাঁহার কাপড়
কিয়া তাঁহাকে নির্দোষ বলিয়া স্বীকার
করেন। আমরা যদি না থাকি
ম, এই গুট জমাদার তাহাকে অন্যায়সে
শব্দ কষ্ট দিত। এই সকল কর্তৃপক্ষ কত দিনে
সন হইবে? রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মনোযোগ
রিলে অনেক গুট লোকের শাসন করিতে
রেন।

সর
ই এপ্রেল } ক্রী কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়
—ঃঃ—

ল একটি ক্ষুদ্র রাজ্যবিশেষ। যে রূপ রাজ্য
রে রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে সেইরূপ
ক্ষের উপরেই স্কুলের শুভাশুভ নির্ভর
য়া থাকে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান পণ্ডিত
গর জন্মভূমি, বিজ্ঞান শাস্ত্রের উৎপত্তিস্থান
এক কালে সকল রাজ্যের অষ্ট রাজ্য
রতবধি, গ্রীস, রোমপ্রভৃতির রাজ্য গুণেই
তি ও রাজ্যের দোষেই অধঃপতন হয়।
রূপ স্কুলেরও ক্রীষ্টি বা ক্রীতীনতা প্রধান
ক্ষের অধীন। অতএব তাঁহার সর্বপ্রকারে
যুক্ত, তাঁহাদেরই হস্তে বিদ্যালয়সকলের
বিন্যস্ত করা উচিত। উহা না করিলে যে
অপকার ঘটে, তাহা এই মহানগরের একটি
ান স্কুলের অবস্থাধারা প্রতীয়মান হই-
ছে। এই বিদ্যালয়টির এবার অধ্যক্ষ-হর্দিশী
কিত। উহার সৌভাগ্যস্বয়ং বোধ হয় এবার
ব মত অন্তাচলাবলম্বী হইল। হুঃখের বিষয়
যে উহা দীর্ঘকাল সৌভাগ্য ভোগ করিতে
রিল না। উক্ত বিদ্যালয়ের আধুনিক প্রধান

শিক্ষক মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি
প্রাপ্ত হইয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু উহা কোন
কার্যকর নহে, কারণ তিনি ছাত্রগণকে শিক্ষা
প্রদান করিতে সম্যক প্রকারে সক্ষম নহেন।
অধিক কি তিনি স্বীয় মনোগত ভাব বিশুদ্ধ
ইংরাজী ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন না।
স্কুলশাসনবিষয়েও যে ইনি নিলক্ষণ অপটুতা
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ছুই একটি দৃষ্টান্ত
দিলেই বিশেষ রূপে অবগত হইতে পারিবে।

সপ্রতি একটি ছাত্র, উক্ত শিক্ষকমহাশয়ের
সহিত বাগ বিতণ্ডা করিতে করিতে তাঁহার প্রতি
ডাম, "রাশকেল" প্রভৃতি কটুক্তি প্রয়োগ
পূর্বক স্কোপে ও নির্দোষে চলিয়া গেল, শিক্ষক
মহাশয় চক্ষু স্থির করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।
ইহার কারণ কি? তিনি রাজ্যশাসনের প্রধান
নিয়ম ছুট্টের দমন ও শিষ্টের পালন অবলম্বন
পূর্বক কাজ করিতে পারেন না। স্কুলের
এরূপ যে ঘটবে তাহা বড় আশ্চর্যের বিষয়
নহে। সম্পাদক মহাশয় গবর্নমেন্ট কি
ইহার প্রতি এক ব'রও দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন
না, তাঁহাদিগের কাণের কাছে এরূপ
ঘটতে লাগিল, অথচ ইহার প্রতিবিধানের
কোন চেষ্টাই হইল না, সুবে হইলেও তার
কথাই নাই। তাঁহারা ত কর জাদায়ের সময়
সবিশেষ যত্নবান হন, তবে দেশোন্নতির প্রধান
উপায় বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে এরূপ উদাসীন্য
প্রদর্শন করেন কেন? সে যাহা হউক, বিদ্যালয়
য়ের এরূপ হ্রস্বতা আর কিছুকাল থাকিলে
আমাদিগের বালকদিগকে স্থানান্তরিত করিতে
হইবে সন্দেহ নাই।

বনিবাতা } আপনকার নিতান্ত
ও ইবেশাখ } তদুগত কতিপয়
ভ্রলোক

মূল্য প্রাপ্তি ।

ক্রীষ্টি বাসু সরুপচন্দ্র পাত্র	বেড়বরত পুর
১২৭৫ ইবেশাখ হইতে টেত্র	১৩
" " প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়	দিনাজপুর
১২৭৫ ইবেশাখ হইতে টেত্র	১৩
" " যত্ননাথ রায়	রামপুরহাট
১২৭৪ টেত্র হইতে ৭৫ ডাম	৭
" " শ্যামাচরণ দাস	চাইবাসা
১২৭৫ ইবেশাখ হইতে আশ্বিন	৭
" " ভরতচন্দ্র ঘোষাল	কটকপুর
১২৭৫ ইবেশাখ হইতে টেত্র	১৩
" " চন্দ্রকুমার মিত্র কৃষ্ণগঞ্জ	৭

৫ ৫ প্রসন্নকুমার মিত্র
১২৭৫ ইবেশাখ হইতে আশ্বিন
৫ ৫ প্রসন্ননাথ সাহা
—ঃঃ—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটা বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাতুল না পাঠাইলে
সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায়
ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
বাণ্যাসিক ৫।০ টাকা; মফস্বলে ডাকম
সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং ট
সিক ৩৫।০। তিন মাসের ম্যুনে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। ছপ্তি, বরাতি চিঠি,
অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার আ
যাহাতে তাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
ধারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

তাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, উ
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক ম
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্ট্রি ক
ক্রীষ্টি বাসু সরুপচন্দ্রের নামে প
ইয়া দেন।

তাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, এক মাসপূর্বে তাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং প
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

তাঁহারা মাতুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হই
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
বেন, তাঁহার সন্নিহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
চাকতিপোতার ক্রীষ্টি বাসু সরুপচন্দ্রের
ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃ
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১ম ভাগ।

—৩৩—

২৪ সংখ্যা।

“ প্রবন্ধনাং প্রকৃতিস্থিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্তিমিত্বা ন হীযনাং । ”

ক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০
আগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৫ টাকা।

সন ১২৭৫ । ১৬ই বৈশাখ । ১৮৬৮ । ২৭ এ এপ্রেল

মগধলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক
টাকা ষাণ্মাসিক ৭. ও টেরুমানি

বিজ্ঞাপন।

বজ্রনৃত্য ও ধাত্রীবিদ্যা ।

১ ম খণ্ড মূল্য ২ হই টাকা।

এই পুস্তকখানি বহু বয়সে পরিষ্কারে প্রণয়ন
গিয়াছে। আধুনিক বহুদর্শী ও প্রবিজ্ঞ
জ্ঞানীদের নবাবিস্কৃত মত ও চিকিৎসা প্রণা-
ইহাতে বর্ণিত আছে। এই খণ্ডে নীচের
ক বিষয় লিখিত হইয়াছে যথা।

১। বস্তিকোটরীয় অস্ত্রি ও সন্ধির বিবরণ।
২। বস্তিকোটরের বিবরণ। ৩। বাহ্য ও
অন্তরিক জননেস্ত্রিয়ের বিবরণ। ৪। ক্ষত।
৫। ক্ষতসম্বন্ধীয় পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
৬। উষ্মনিধক। ৭। জরায়ুতে গর্ভধারণ। ৮।
৯। র লক্ষণ ও স্থায়িত্ব। ১০। বক্ষ্যাদ ও তাহার
১১। কৃত্রিম গর্ভ। ১২। গর্ভসম্বন্ধে
১৩। আস্থানিক গর্ভ। ১৪। জঠরাবস্থ
১৫। বিবরণ ও মৃত্যুলক্ষণ। ১৬। গর্ভপাত
১৭। কালপ্রসব, এবং তৎসম্বন্ধীয় চিকিৎসা।

১৮। স্ত্রীকোর আরম্ভে বিবৃত সূচীপত্র ও অস্ত্র
১৯। জনীয় ইংরাজী ও কৃটার্থ বা অচলিত শব্দ
২০। এবং স্থানে স্থানে খোদিত আকৃতি
২১। গিয়াছে। এই পুস্তক, কলিকাতা
২২। বিদ্যালয়ের যন্ত্রে, বা কালেক্টরিটের ৮৪
২৩। বনে শ্রীকৃষ্ণ বাবু গুরুচরণ মহলানবিসের
২৪। অথবা মালমহে আনার নিকট পাওয়া
২৫। বহি ডাকে পাঠাইতে হইলে ফ্রেডাকে
২৬। মাসুল ১০ আনা দিতে হইবেক।

২৭। } শ্রী অন্নদাচরণ কান্তগিরি
২৮। } সিবিল মেডিকেল অফিসার

পুরাণপ্রকাশ ।

কলিকাতা মৃগাপুর আমহাউসের দক্ষিণ

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক সাম
য়িক পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড করিয়া
প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডে
পরিমাণ ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমণঃ অষ্টা-
দশ পুরাণ ও উপপুরাণ বাজালা অনুবাদসমেত
প্রকৃতিত করিবার কল্পনা আছে। প্রথমঃ বিষ্ণু-
পুরাণ অনুবাদ ও শ্রীপরগোবিন্দকৃত গীতা সমেত
মুদ্রিত হইতেছে; আগামী ১ লা বৈশাখ বিতরণ
আরম্ভ হইবে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভি-
লাষী হন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে
আমার নিকট পত্র ডাকমাসুল ও প্রতিখণ্ডে
মূল্য অগ্রিম ৫০ আট আনা করিয়া পাঠাইবেন।
যাঁহার নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাহা-
দের নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা
মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

১৫ ই টেত্র }
১২৭৪ । } শ্রী জগদমোহন শর্মা।

সংস্কৃত মেদিনীকোষ হরহ শব্দের গীতা-
সমেত উত্তম নাগরাকরে যন্ত্রপূর্ণক মুদ্রিত হই
তেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি
১২। কা কালেক্টর সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণ বাবু
সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ
যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই টেত্র ১২৭৪ }
সংস্কৃত বিদ্যালয় । } শ্রী জগদমোহন শর্মা

ইউইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

আরোহীর্ গাড়ী চলিবার সময়ের
পরিবর্তন।

সর্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, যে

আরোহীর্ গাড়ী প্রত্যাহ কলিকাতা হইতে
১২। রাহ ৪ ঘণ্টা ৩ মিনিটে এবং হাবড়া হইতে
১৩। রাহ ৪ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে ছাড়িয়া পা
১৪। পর্যন্ত যাইতে, তাহা আগামী ১ লা বৈশাখ
১৫। বন্ধ হইবে।

এ গাড়ীর পরিবর্তে ১২। এক গাড়ী
কলিকাতা হইতে পূর্নাক্ষ ৫ ঘণ্টা ২৮
১৩। এবং হাবড়া হইতে ৫ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে
১৪। ছগলি যাইবে। এই গাড়ী প্র
১৫। ষ্টেশনে থাকিবে।

যে আরোহীর্ গাড়ী পাড়িয়া হইতে
১৬। ৬ ঘণ্টা ২৫ মিনিটে ছাড়িয়া কলিক
১৭। আউসে, তাহা বন্ধ হইবে এবং তাহার পরি
১৮। পূর্নাক্ষ ৭ ঘণ্টা ১৩ মিনিটে ছগলি হইতে
১৯। গাড়ী ছাড়িবে এবং একগকার ন্যায়
২০। ষ্টেশনে থাকিবে।

ইউইণ্ডিয়া রেলওয়ে হাউস }
ডেল হাউসী কোয়ার } সিবিল
কলিকাতা } গান
২২ এ এপ্রেল ১৮৬৮। } অব এ

—১০০—

ইউইণ্ডিয়া রেলওয়ে ।

বিজ্ঞাপন ।

বিজ্ঞাপন ষ্টেশন খুলিবার বিষয়।
আগামী ১ লা মে অবদি আরোহীর্ ল
১২। নিমিত্ত বিজ্ঞাপুরে এক সূতন ষ্টেশন খুলি
১৩। এই স্থান হাবড়ার ১৭৭ মাইল দূর এবং পা
১৪। ও বাহাওয়ার মধ্যস্থিত।

ইউইণ্ডিয়া রেলওয়ে হাউস }
ড্যালটৌসী কোয়ার } সিবিল
কলিকাতা ২২ এ } এপ্রেল
এপ্রেল ১৮৭৪ } ষ্টেশন

—১০১—

অভিধান।

শকারু মি
শকারুপ্রকাশিকা

১ টীকা রম্যনা দাঁড়িতে পাওয়া যায় এবং যদ
 ২ কাঁচের পড়েজন হয় এ আদ্যে কল্পম উপজ
 ৩ পাঠ টীকা দেনন।

৪ মলময় টীকাটিক যাচা টীকানুপ যত্নে
 গৃহিত বিক্রয় প্রস্তুত, মূল্য ১ টাকা।
 ৫ কলিকাতা
 ৬ মোড়াস কো ৩৪ নং । টীকাটীকায়
 ৭
 ৮
 ৯
 ১০
 ১১
 ১২
 ১৩
 ১৪
 ১৫
 ১৬
 ১৭
 ১৮
 ১৯
 ২০

কেন্দ্রবর্তী বঙ্গোপাখ্যায়
 পুস্তকবিভাগে।

১ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ২ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৩ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৪ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৫ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৬ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৭ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৮ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৯ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১০ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১১ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১২ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৩ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৪ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৫ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৬ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৭ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৮ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৯ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ২০ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়

১ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ২ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৩ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৪ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৫ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৬ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৭ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৮ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৯ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১০ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১১ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১২ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৩ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৪ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৫ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৬ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৭ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৮ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৯ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ২০ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়

১ টীকা রম্যনা দাঁড়িতে পাওয়া যায় এবং যদ
 ২ কাঁচের পড়েজন হয় এ আদ্যে কল্পম উপজ
 ৩ পাঠ টীকা দেনন।

৪ মলময় টীকাটিক যাচা টীকানুপ যত্নে
 গৃহিত বিক্রয় প্রস্তুত, মূল্য ১ টাকা।
 ৫ কলিকাতা
 ৬ মোড়াস কো ৩৪ নং । টীকাটীকায়
 ৭
 ৮
 ৯
 ১০

১ মননিয়া সংস্কৃত পুস্তকসমূহে ৩ পাঠাল
 মাধ্যম বাচ মো. এদার কো. নব লোকানে মং
 ২ নং ৩০ মংখচারিত নিয়ম লখত পুস্তকখলি
 বিক্রয় হইতেছে।—

১	লিপি	মূল্য
২	গীতগোবিন্দ	১ টাকা
৩	বোম্বাই ভাষা	১ "
৪	হুমায়ুন ব্যাকরণ	১০
৫	নং ৩১৪ (১ ম ভাগ)	১
৬	নং ৩১৫ (২ য় ভাগ)	১
৭	সংগ্রহ	
৮	সংগ্রহ	

শ্রীধরকান্ত শর্ম্ম ।

দিল্লীর নদী ।

১৮ ৩৮ মাইল হ্রদে মাস ৮ ই হইতে
 ১৪ ই পর্যন্ত ভাগীর্থী নদী নর্ককম তি
 জলের সাপ্তাহিক মাপ ।

১	স্বমেব নাম	১৩ ইঞ্চি
২	ঘটানার উপর পানীতে	১০ "
৩	মহানায়	১১ "
৪	তথা হইতে জলপূর (১০ মাইল) পর্যন্ত	১০ — ১১
৫	মহানায় হইতে বহরমপুর (১৬ মাইল) পর্যন্ত	১০ — ১১
৬	বহরমপুর হইতে কাটওয়্যা (১০ মাইল) পর্যন্ত	১০ — ১১
৭	কাটওয়্যা হইতে নদী পর্যন্ত (১০ মাইলে পর্যন্ত)	১০ — ১১
৮	১৮ ৩৮ ১৭ ই এপ্রেল তারিখে বহরমপুর গজঘাটের জলের মাপ	ফিট ইঞ্চি ১০ — ১১

বহরমপুর
১৭ ই এপ্রেল }
১৮ ৩৮ । }
নদী কাটওয়্যা
কাটওয়্যা
মপুর ডিবিফন

সোমপ্রকাশ ।

১৬ ই বৈশাখ ১২৭৫ ।
 বিচারপতি ফিরোজ এতদেশীয়
 জীলোগকর ।
 এতদেশীয় জীলোকদিগের উন্নতি

বিষয়ক প্রস্তাব লইয়া বিচারপতি ফিরোজ
 মহিত কোন কোন ব্যক্তির মতভেদ
 য়াছে, তদ্বিনয়ে আমাদিগের মত কি
 জানিবার নিমিত্ত অনেকে ইচ্ছাপ্রকাশ
 করিয়াছেন। এই বিষয়ে কোন কথা
 বলাই আমাদিগের অভিপ্রেত ছিল
 অনেকের অনুবোধ বশতঃ উহাতে
 ক্ষেপ করিতে হইতেছে। হিন্দুপেট্রি
 বিচারপতি ফিরোজকে যে প্রকাব ভৎস
 করা হয়, গিান বস্তুতঃ তাহার প
 নছেন। আমরা উক্ত প্রস্তাব পাঠ ক
 বাস সময় তাহার পব নাই স্থগিত
 রাখি। বিচারপতি ফিরোজের একাংশ
 ভ্রম হইয়াছে যথার্থ বটে; কিন্তু
 প্রমাণ সাহেব হইতে পারে; অতঃ
 তাহারে গালাগালী দেওয়া নিত
 অকর্তব্য। ইউরোপীয়দিগের মধ্য বি
 চারপতি ফিরোজের সদৃশ আমাদিগের
 অতি বিরল। এই অংশে লঙ্কা
 বাতীত আব কাহাকেও তাহার ম
 সমান আশ্রয় প্রদান করা যাইতে প
 না। তিনি এখন যাচা বলেন, আমাদি
 হিতসাধনঃ তাহার প্রধান উদ্দেশ্য
 অতএব কোন স্থলে তাহার ভ্রম হই
 আমাদেয় স্থগিতচিত্তে যথার্থ
 সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক সেই ভ্রম প্রদ
 করাই কর্তব্য; কিন্তু কোন মতে এ
 কার অক্রান্তন বন্ধু প্রতি আক্রোশ
 যুগা প্রকাশ করা বিধে নাহে।

পক্ষান্তরে আমাদিগকে অবশ
 স্বীকার করিতে হইবে, বিচারপ
 ফিরোজ এদেশীয় জীলোকদিগের যত
 হুবহু অনুমান করিয়াছেন, বস্তুতঃ
 নহে। প্রায়তনবৎসর হইল প্রেসিডে
 কালেজের একটা অকালপক ছাত্র ই
 ক্রমহলে সম্রাট লইবার মানসে স্বদেশ
 দিগের ক্ষেপে পৃথিবীর যাবতীয়
 নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অনেক
 স্বভাবঃ এই বালকের নাম আছে। ইহ

১ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ২ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৩ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৪ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৫ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৬ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৭ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৮ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ৯ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১০ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১১ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১২ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৩ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৪ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৫ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৬ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৭ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৮ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ১৯ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়
 ২০ বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকসমূহে বঙ্গোপাখ্যায়

— ৩৫ —

স্বদেশিহিতৈষিতাপ্রদর্শনার্থ
 েরাণীয়া ভদ্র লোকদিগের নিকটে স্বদে
 শর অশেষবিধ নিন্দাবাদ করিয়া দীর্ঘ
 নখাম ত্যাগ করেন। ইহারা বলেন,
 আনাদিগের জীলোকেরা ক্রীত
 সী; তাঁহাদিগকে গো মহিষের ন্যায়
 ঠাটিতে হয়। এতদেশীয় স্বামিগণ
 জীলোকদিগকে সমকক্ষ জ্ঞান না করিয়া
 কবল নিকৃষ্ট প্রযুক্তি চরিতার্থ করিবার
 পায়মাত্র জ্ঞান করেন। আমাদিগের
 অঃপুর বেডেন-বেডেনের ভূমধ্যস্থ কারা
 র অপেক্ষাও ভয়ানক স্থান ও সকল
 পের থাকর।” বিচারপতি কিয়ার
 ঠাডাতে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে
 হারও যে কতক ঐ প্রকার সংস্কার
 াছে, তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে।
 দিও আমাদিগের দেশে জীশিক্ষার
 হর্ভাব হইয়াছে, তথাপি আমাদিগের
 জীলোকদিগের অধিকাংশই সামান্য
 খন পঠন ও সূচীর কাজমাত্র জানেন।
 পরিমাণে বিদ্যা হইলে সাহিত্য,
 ন, বিজ্ঞান ও রাজনীতিসংক্রান্ত
 য লইয়া তর্ক বিতর্ক করা যায়, সেরূপ
 যা যে এপর্যন্ত আমাদিগের শিক্ষিত
 লোকদিগের কাহারও হয় নাই;
 হা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।
 বিষয়ে বিচারপতি কিয়ার বাহা বলিয়া
 , তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু তিনি বিস্মৃত
 াছেন যে, জীলোক ও পুরুষের মধ্যে
 নিয়মযুক্ত যেপ্রকার সমকক্ষতা
 কনা কেন, সকল বিষয়েই জীলোক-
 গকে পুরুষের অনুরূপ হইয়া চলিতে
 ব। অগ্রে আডিসনের ন্যায় পুরুষ
 ইলে কখনই লেডি নেপিয়ারের ন্যায়
 লোক হইবার সম্ভাবনা নাই। আমা
 র দেশে এক্ষণে পুরুষদিগের কি
 দূর শিক্ষা হইয়াছে? এটা বত দিন
 ইতেছে, তত দিন বিচারপতি কিয়ার
 কদিগের স্বরূপ উন্নতিদর্শন করিতে

অভিগাণ করেন, তাহা কখনই সম্ভাবিত
 নহে।

আমাদিগের জীলোকদিগকে হীনা
 বহু ও অকর্মণ্য বলিয়া বিচারপতি
 কিয়ারের যে সংস্কার আছে, তাহাও
 অনেকাংশে অমূলক। ইউরোপীয় জী
 লোকদিগের ন্যায় আমাদিগের জীলোক
 কেরাও গৃহস্থশ্রমের অলঙ্কারস্বরূপ।
 এতদেশীয় জীলোকেরা সংসারিক স্বচ্ছ
 ক্ষতা ও মিতব্যয়িতার নিদান। ইউরো
 পীয় জীলোকদিগের অপেক্ষা যে ইহারা
 মহত্বগুণে মিতব্যয়ী তাহাতে অণুমাত্র
 সন্দেহ নাই। আমরা কেবল উপার্জন
 করিয়া আনি; কিন্তু আমাদিগের জীলোক
 কেরা সংসারের আর সকল কাজ করেন।
 সংসারের মধ্যে (প্রথম প্রথম না হউক,
 সম্ভানাদি হইলে) স্ত্রী ও পুরুষের সমান
 ক্ষমতা থাকে। সম্পত্তিসম্বন্ধে আমাদি
 গের জীলোকেরা ইউরোপীয় জীলোক
 দিগের অপেক্ষা মন ধক স্বত্ব ভোগ করেন।
 আমাদিগের অঃপুর ইউরোপীয়
 দিগের অঃপুর অপেক্ষা অনেকাংশে
 পবিত্র। আমাদিগের জীগণ পাতিভ্রত্য
 বিষয়ে পৃথিবীর সকল জাতীয় কামিনী
 দিগের শীর্ষদেশে বিরাজিত হইতেছেন।
 এ বিষয়ে বিচারপতি কিয়ারের যে কুসং
 স্কার আছে তাহা তিনি অচিরে পরিত্যাগ
 করুন। বিচারপতি কিয়ার বলেন, “আমা
 দিগের জীলোকদিগকে প্রকাশ্য সম্ভাদি
 শ্লে না আনিয়া আমরা এক প্রকার অধর্ম
 করিতেছি। জীলোকেরা অজ্ঞতাপ্রভাবে
 আপনাদের রুদ্ধ অবস্থাকে কটকট স্তান
 করেন না; কিন্তু আমরা জানিয়া শুনিয়া
 সেই অজ্ঞানত্বিমির নাশ না করিয়া
 মন্দ কাজ করিতেছি।” এ বিষয়ে বিচার
 পতির সহিত আমাদিগের মতভেদ
 হইতেছে। ইউরোপীয় জীলোকগণকে
 পৃথিবীর আদর্শ বলিয়া আমাদিগের
 সংস্কার হয় নাই। তাঁহাদিগের অনেক

গুণ আমরা প্রশংসনীয় জ্ঞান
 কিন্তু অনেক বিষয়ে আবার
 তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ
 নিতান্ত অনুচিত বিবেচনা করিয়া
 ইউরোপীয় জীলোকেরা যে পরি
 স্বাধীনতা ভোগ করেন ও কা
 চাহেন, তাহা অনেকের অনভি
 মানাত্মিক আমোদের অনুরোধে
 নার শিশু সম্মানকে ধাত্রীর স্তন্য
 উপরে নির্ভর করাইয়া স্বয়ং
 বাটা ও নাটাশালায় নাটাশালায়
 করা কি মাতৃবাৎসল্যের সম্ভিত ক
 পরিশ্রমসহিষ্ণু পুরুষেরা বা
 গিয়া শ্রমসাধা কার্যে ব্যাপৃত হই
 এবং জীলোকেরা গৃহে থাকিয়া
 দিগের কোমলস্বভাবসুগত ক
 সম্পাদনপূর্বক স্বামিগণের ও স
 রের সুখসফলি বৃদ্ধি করিবেন বলি
 স্কৃত হইয়াছেন। কিন্তু ইউরোপে
 কর্তব্য কর্ণের বিলক্ষণ অন্যথাভাব
 যাইতেছে। তত্রতা জীলোকেরা এ
 অমিতব্যয়ী যে অপব্যয়ের ভয়ে অ
 পুরুষ বিবাহ করেন না। ঐ কামিনীগ
 বস্ত্র শকট প্রভৃতিতে অপব্যয়নিব
 তাঁহাদের স্বামিগণকে অচিরে ঋণ
 ও বিভ্রত হইয়া পড়িতে হয়। ইউরো
 কন্যা বিক্রয় নাই বটে, কিন্তু কোর্টি
 তাহার প্রতিনিধি রহিয়াছে। উচ্চ
 গির জীলোকেরা বিবাহের অগ্রে দে
 আনাদিগের বিলাসভোগের ইচ্ছা
 তার্থ করিবার উপযুক্ত অর্থ স্বা
 আছে কি না? জীলোকদিগের স্বাধি
 তার সম্ভিত এইরূপ বিলাসের ই
 অতিশয় বলবর্তী থাকিতে অনেকে
 বিবাহ করিতেছেন না; ইহা কি সাম
 দুঃখকর, হানাকর ও লজ্জাবর ব্যপার
 আবার এই অসঙ্গত স্বাধীনতানি
 ক্ষন যে অনেক চরিত্রদোষ ঘটিতে
 তাহার অপলাপ করা কাহারও সাধ্যায়

— ৩৬ —

বাহাদুরদিগের চরিত্রখচিত
কতগুলি দোষ ।

হা আমরা যাহা কহিলাম, ইহা কেবল
আমাদিগের নিজের সিদ্ধান্ত নহে; ক্রান্ত
কালের অনেক চিত্রাশীল লোক
আমাদের করিয়া থাকেন। অতএব
আমরা মাত্ৰ বিষয়ে ঐরোপীয় স্ত্রীলো
ককে আদর্শ জ্ঞান করিতে পারি না।
আমাদের নিয়মের পরিবর্তন করা হিন্দু
স্বভাব ও অভ্যাসনিন্দনহে; স্মৃতি
আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে
চিন্তা করি। স্ত্রীলোকদিগকে কতদূর
স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত, তাহা
আমরা বর্তমান অবস্থায় ঠিক বলিতে
পারি না। কিন্তু এক কথা এই বলিতে
পারি যে, পাতীনকালে আমাদিগের
লোকগণ যেরূপকার স্বামীর সহিত
সংগতি হইতেন, তাহাই তাঁহাদিগের
স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা। এ বিষয়ে আমা
দিগের জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু আমা
দিগের স্ত্রীলোকদিগের সহিত ইউরো
পীয় স্ত্রীলোকদিগের বর্তমান অবস্থা
আমাদের মনে কখনো কখনো দেখিলে
অপেক্ষা অধিক উচ্চ আশা করা
হইতে পারে না। প্রকৃতি স্ত্রীলোক ও
স্বামীর শারীরিক ও মানসিক
ভেদ যেরূপ প্রভেদ করিয়া দিয়াছেন,
সেইরূপে পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের
সংসর্গের সঙ্গতি নহে। স্ত্রীলোক
পুরুষের সহিত সমান পরিশ্রম
হইতে পারেন না। বিচার
স্বাধীনতার সহিত স্বাধীনতার
ভেদের এই প্রধান কারণ। এক্ষণে
আমরা ইহাকে অস্বীকার করিতেছি,
আমরা ইংরাজদিগের মধ্যে মোঘল
স্বভাব আছে, আমাদিগের মধ্যে
স্বাধীনতার কতকগুলি লোক দেখা
যাই। ইংরাজদিগের মধ্যে; কিন্তু
স্বাধীনতার কথা গ্রাহ্য করেন
নাই। স্বাধীনতার ফিরাং যেন এইমত
কথা শুনিয়া কোন সিদ্ধান্ত না
করেন।

যাঁহারা সামান্য বিষয় লইয়া আত্মসাৎ
নৃত্য করেন, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ অতি-
শয় লঘু বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।
ঐরূপ লঘুচিত্ত লোকেরা প্রায়ই প্রগাঢ়
বুদ্ধিজীবী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারেন
না। দ্বাদশবর্ষীয় বালিকারা সামান্য
বিষয় লইয়া আমোদ করিতে ভাস
বাসে। যাঁহারা ২৫ ৩০ বৎসর বয়সে
১১।১২ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ
করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে
পারেন যে, তাঁহাদিগের গভীর ভাব নব
বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতি-
কর হয়। কিন্তু যাঁহারা বোড়সবর্ষে ঐরূপ
বালিকার পানিপৌড়ন করেন তাঁহাদি
গের চপল স্বভাব বালিকাগণের পক্ষে
অত্যন্ত চিত্তহারী হইয়া থাকে। সামান্য
বিষয়ে আমোদ, সামান্য কথার আন্দো
লন ও সামান্য বিষয় লইয়া বাগ্ম্যুত এই
গুলি প্রথম যৌবনের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম।
কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত এই রুটির পরি
বর্তন হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের এই পরি
বর্তন হয়; তাঁহারা চির কালই শিশুবৎ
থাকেন। উহারা সামান্যমতি লোকদি
গের চিত্তহরণ করিতে পারেন বটে;
কিন্তু যে স্থলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায়-
প্রভৃতি গুণের প্রয়োজন সেখানে ইহা
দিগের নিতান্ত অসামর্থ্য প্রদর্শিত হইয়া
থাকে। উল্লিখিত দোষটী ব্যক্তিবিশে
ষের ন্যায় জাতিসাধারণে দৃঢ় হয়। ইটা
লীয়দিগের বহুকালপর্যন্ত ঐ দোষ ছিল,
এক্ণেও কতক আছে। যখন কাউন্ট
কেবর ক্রিমিয়া ও লয়ার্ডের রণক্ষেত্রে
ইটালীয়দিগকে শোণিতসমুদ্র প্রদর্শন
করেন, সেই সময় অবধি তাঁহাদের এই
স্বভাবের পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হয়।
ইটালীয়দিগের ন্যায় বঙ্গদেশবাসীদিগে
রও সামান্যবিষয়শ্রিয়তা বোধ বিলক্ষণ

আছে। যে কার্যে সামান্য পা
আবশ্যক, আমরা তাহা আত্মসাৎ
করে সমাধান করিতে পারি;
ক্রমাগত মনোযোগের সহিত পা
করিয়া যে কার্য সাধন করিতে হয়
সম্পাদন করা আমাদিগের মত
নহে। এ পর্য্যন্ত আমাদিগের
ভানায় একখানিও প্রকৃত ইতিহাস
গত হইল না। যে কয়েকখানি
হইয়াছে, তাহা কয়েকখানি বি
প্রকৃত অবলম্বন করিয়া লিখিত হই
এই মাত্র। কিন্তু গিবন, অ
সন, টিয়াম, নেপিয়ারপ্রভৃতি যে
২০।২৫ বৎসর পরিশ্রমসহকারে
বিধ পুস্তক ও পত্রপাঠ এবং নানা
য়ের অল্পসন্ধান করিয়া প্রকৃত
এ দেশের কেহই মেরূপ করিতে পা
নাই। গল্পের পুস্তক ও নাটক লি
ঐ প্রকার কটনাই; স্মৃতির আম
দেশীয় ভানায় অসংখ্য নাটক ও
প্রকাশিত হইতেছে।

পূর্বোক্তদিগের দোষনিবন্ধন অ
দিগের একটি মহৎ অনিউ হইতে
দখানময়ে ঐ দোষকে নির্মূল না ক
পরিশেষে উহা বিশেষ অনঙ্গলের
হইয়া উঠিবে। আমরা সর্বদা গর্ব
থাকি, যে, ভারতবর্ষের সকল প্র
অপেক্ষা বঙ্গদেশে ইংরাজী শি
ফল অধিক হইয়াছে। এক বিষয়ে
দিগের এ গর্ব অমূলক নহে; কিন্তু
এক বিষয় বিবেচনা করিলে বোধ
আমরা ঐ কথা বলিয়া কথা আত্ম
করিতেছি। ইংরাজেরা আপন
আপনাদের বর্তমান উন্নতি ও মে
গোর কারণ। এই উন্নতি ও সৌ
এক দিনে বা এক ব্যক্তিদ্বারা হয়
সমুদায় জাতি বহুকাল অনবরত
সায়সহকারে পরিশ্রম করিয়া ইহা
করিয়াছেন। ইংরাজেরা সহসা কোন

হস্তার্ণব করেন না ; বারবার চিন্তা
৭ বর্ষমানের সহিত ভূতকালের তুলনা
করিয়া পূর্বে একটা কার্যক্রমালী স্থির
করিয়া কার্য করেন । কিন্তু আমরা
কার্যের পূর্বে প্রায়ই কোনপ্রণালী স্থির
করি না যথাসময়ে যাগ মনে আইসে
তাঁহাই বলি ও তদনুসারে কাজ করি
আমাদিগের বর্তমান সমাজিক ব্যবহার
ও ধর্মদ্বারা উহা স্পষ্ট প্রকাশ পাই-
তেছে । এক্ষণে ব্রাহ্মধর্মই নবদিগের
অবলম্বনীয় হইয়াছে ; কিন্তু হুই বৎসরান্তর
ইহার মূল নিয়ম ও অনুষ্ঠানের পরিবর্ত
হইতেছে । ঈশ্বরব্যতীত আর কিছুই
নাই ; তাঁহারা উপাসনা করিবার নিমিত্ত
স্থান ও সময়নির্দ্ধারনের প্রয়োজন নাই,
এই মত কিছু দিন চলিল । আবার কিছু
দিনপরেই ব্রাহ্মমতে বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও
অন্নপ্রাশনপ্রভৃতির প্রথা প্রবর্তিত হইল ;
সম্প্রতি আবার চৈতন্যপ্রবর্তিত প্রথার
ন্যায় একটা নূতন প্রথার প্রাচুর্তাব
হইয়াছে । সমাজসঙ্ঘেও এই প্রকার
ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে । নবগণ
আজি এক প্রকার প্রথা প্রবর্তিত করি-
তেছেন ; কল্যা তাঁহার কিছুই নাই ।
ইহা যে অস্তিত্বচিন্তার কার্য তদ্বিনয়ে
সন্দেহনাই । সম্রাট তৃতীয় নেপলিয়ন বেদ
বাক্যের ন্যায় বলিয়াছেন, “ আমরা যে
প্রথার পরিবর্তে কোন স্থায়ী প্রথা প্রব-
র্তিত করিতে না পারি, তাহার ধ্বংস
করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে । ” আমরা
এই নিমিত্ত দেখিতেছি এত “ উন্নতি ”
প্রদর্শন ও ধুমধামের পরে ব্রাহ্মগণ
সেই সেবেলে (গুরুই সত্য) পথ অব-
লম্বন করিতেছেন । যদি প্রথমে ভূততবি-
স্মরণ বর্তমান বিবেচনা করিয়া কাজ
করা হয় তাহা হইলে এপ্রকার গোলক
ধাঁধায় ভ্রমণ করিতে হয় না । আমরা
সর্বদা দেখিতেছি রাজনীতি অথবা
সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞানসংক্রান্ত কোন

সত্য হইলে বাঙ্গালী যুবকগণ তথায়
দলে দলে গমন করেন ; কিন্তু প্রস্তাবিত
বিষয়ে কি বলা হইবে তাহা কেহই পূর্বে
স্থির করিয়া যান না । বক্তৃত্তাব সময়ে
যাঁহার যাহা মনে আইসে তিনি তাহাট
বলেন । আরও আমরা প্রায় সকল সত্য
তেই দেখিতে পাই যে ব্যক্তি হুইচারি
বিজ্ঞপ করিতে পারেন, তিনিই এতদ্দেশ-
ীয় শ্রোতাদিগের নিকট প্রশংসাপাত
করেন । তাঁহার প্রকৃত কথার অর্থ কি
তাহা কেহই বিবেচনা করেন না । রসি-
কতানহকারে পদাঘাত করিলেও এত-
দেশীয় শ্রোতারা আত্মপ্রকাশ
করেন । ইহাতে যে কত অনিষ্ট ঘটে
তাঁহা অল্প লোকেই বিবেচনা কবেন ।
এই দোষ থাকিতে অনেক বিদেশীয়
আমাদিগের দোষপ্রদর্শনে কিছুমাত্র
সঙ্কচিত হন না ; প্রত্যুত আমাদের যে
যে দোষ নাই তাহারও আরোপ করিয়া
গালী দিরা থাকেন । আমরা যদি যথা-
সময়ে যুক্তিসিদ্ধ কারণ প্রদর্শন করিয়া
নিন্দাকারীদিগকে জয়না করিতে পারি,
তাঁহা হইলে তাঁহারা সাবধান হইয়া কথা
বলেন ; কিন্তু আমরা প্রথমে বিজ্ঞপ
মোহিত হই এবং সম্পূর্ণ অপ্রাস্তত হইয়া
কোন যুক্তিসিদ্ধ কথা বলিতে পারি
না । ফলতঃ সকল বিষয়েই যথোচিত
বিবেচনাপূর্বক হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য ।
কোন কাজ করিবার পূর্বে তাহার অনু-
কূল ও প্রতিকূল উভয় দিকে দৃষ্টিপাত
না করিলে অনিষ্টব্যতীত আর কিছুই
হইবার সম্ভাবনা নাই । পূর্বে সত্যহলে
এতদেশীয় কৃতবিদাগণ বক্তৃত্তাশক্তি
ও সাহসপ্রদর্শন করিলে ইউরোপীয়গণ
যে আত্মপ্রকাশ করিতেন, তাঁহা এদে-
শীয়দিগের সুতর্ক ও যুক্তির নিমিত্ত নহে ;
এ দেশের লোকের এত কমতা হইয়াছে,
এইমনে করিয়াই তাঁহারা আত্মপ্রকাশ
করেন । শিশুগণ উত্তমরূপে বানান করিতে

পারিলে পরীক্ষকগণ যেমন আমোদ
প্রকাশ করেন, তৎকালে ইউরোপীয়গণ
এদেশীয়দিগের সাহসদর্শনে সেই প্রকার
আত্মপ্রকাশ করিতেন । কিন্তু এক্ষণে
আমরা ইংরাজদিগের সহিত সমকক্ষ
হইতে অভিস্রাবী হইয়াছি । এই ইচ্ছা
চরিতার্থ করিবার পূর্বে আমাদিগের
ইংরাজদিগের ন্যায় পরিশ্রমী ও চিন্তা-
শীল হওয়া উচিত । কেবল বাকাব্য
দ্বারা কৃতকার্য হইবার কিছুমাত্র সম্ভা-
বনা নাই ।

— ১১ —

গাঁহাদিগের দৃঢ় সংস্কার আছে যে,
ভারতবর্ষীয়দিগকে কেবল বনধারা
শাসিত রাখা কর্তব্য, তাঁহারা এক বার
চ.উ.স অব কমন্সের বর্তমান অধবেশনের
তর্কনকল পাঠ করিবেন । এদেশীয়দি-
গকে অনুরক্ত করিয়া শাসন করাই ইংল-
ণ্ডের প্রধান লোকদিগের ইচ্ছা ; কিন্তু
ভারতবর্ষীয় অনেক ইংরাজের এ মত
নহে । এইসকল লোক এই বলিয়া গর্ব
করেন যে তাঁহারা স্বচক্ষে ভারতবর্ষের
অবস্থা দর্শন করিতেছেন, অতএব ইংল-
ণ্ডের মহাশয়গণ ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি
যে অমূল্য স্নেহ প্রদর্শন করেন, ইহা
তাঁহার উপযুক্ত পাত্র নহেন । এইসকল
লোকের এই প্রকার কুসংস্কারের প্রধান
কারণ এই যে, মনুষ্য হতবচঃ প্রভৃৎ প্রদ-
র্শন করিতে ভাল বাসেন । যাঁহাদিগের
প্রতি নিকটতর জীবের ন্যায় বহুকাল
ব্যবহার করা অভ্যাস হইয়াছে, তাঁহাদি-
গকে সহজে সমকক্ষ করিয়া তুলি ইহা-
দিগের পক্ষে নিতান্ত কষ্টার বোধ হয় ।
এই নিমিত্ত আমরা দেখিতেছি, ভারতব-
র্ষীয় ইংরাজেরা আমাদিগের উচ্চতর
স্বত্বপ্রাপ্তির ঘেরতর অধরায় হইয়া
উঠিতেছেন । তাঁহারা ইংলণ্ডীয়দিগকে
অনন্তিভ্রমবোধে বিজ্ঞপ করেন এবং

আমরা এ দেশে থাকিয়া সকল প্রকার করিতেছি। ভারতবর্ষীদিগকে ও সমস্ত যত্নে অতিশয় জানাবস্থায় অতএব উইলিংগকে উচ্চতর পদ প্রদান করা কোন ক্রমেই বিধেয় না। আমরা ইংলণ্ডে বসিয়া এদেশীয় রাজনীতি প্রকাশ করি, তাঁহারা আমাদের ন্যায় সকল বিষয়চর্চনায় অগ্রসর হইয়া করিবেন না।" উইলিংগ উচ্চতর আপাততঃ মুক্তি সঙ্গ বলিয়া অগ্রসর হইতে ; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিলে উচ্চতর নীতাস্তু অলীক বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইবে। যদি উইলিংগ মুক্তি সম্বন্ধে, তাহা হইলে তাঁহারাই এ দেশে থাকিয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়া এখানে বাস করেন ইংলণ্ডে গিয়া ইংলণ্ডের বিপরীত ব্যবহার প্রদর্শন করেন এবং নিরস্ত্রবস্থিত কর্মচারিগণ, বিশেষ পঞ্জাবিগণ বলতাহেই শাসনের প্রধান বিষয় বিবেচনা করেন। এই নিমিত্তই সার জন লরেন্স শিফকদিগের বেতন প্রত্যক্ষ অগ্রাচা করিয়া ক্রমাগত তাহারা সাহস করিতেছেন। কিন্তু সার জন লরেন্স উইলিংগে থাকিয়া ভারতবর্ষীদিগের পক্ষে বিস্তারিতরূপে লিখিত সর্বিসেসে যাহা উচিত করিতে হইবে। ইংলণ্ডে। ফল বাবু কি চন্দ্রকার ক্ষমতা আছে। পঞ্জাবের সার জন লরেন্স টি গবর্নর সার জন লরেন্সের সম্বন্ধে ফেট কেজটারির নিমিত্ত পত্র লিখিয়া বনিতাহেন, শাসন পক্ষে ভারতবর্ষীদিগকে উচ্চতর পদ দান করিলে সাধারণের অনশ্রুত হইবে। সার জন লরেন্স পঞ্জাবিগণের প্রধান। তিনি এখানে বসিয়া হইতে, যেখানে ইউরোপীয়দিগের আধিক্য সেই স্থানে এদেশীয়দিগের অতি সামান্য বিচারপতির পদও দান করা উচিত নহে। কিন্তু তাঁহার

সহচরগণ ইংলণ্ডে গমন করিয়া তিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিতেছেন। যদি ভারতবর্ষীদিগ যথার্থই উচ্চতর ক্ষমতা লাভের অনুপ্রযুক্ত হইতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডে সে কথা বলিতে সাহস হয় না কেন? বস্তুত এখানে শাসন কর্ত্তারা ত্রিগণ বিশেষতঃ তয়ে পক্ষপাতী হইয়া কাজ করেন; কিন্তু ইংলণ্ডে যিনি ইহা করেন, তিনি সত্যসমাজে প্রবেশ করিতে পারেন না। এই কারণেই ইংলণ্ডের লোকদিগের সহিত ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজদিগের তুলনা করিলে এখানকার অনেককেই নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। সার জন লরেন্স ত্রিটিশ ও ভারতবর্ষী রাজ্যদিগের শাসনপ্রণালীর বিষয়ে যে মত সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা লইয়া মহাসভায় অতি শরত্ক হইয়াছে। লর্ড উইলিয়ম কে এই তরু আরম্ভ করেন, তৎপরে স্মলেট লরেন্স, লর্ড ক্রাংবোরগ ও সার ফোর্ড নর্থকোট ইহার আন্দোলন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীদিগেরা যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইংলণ্ডের মহাজ্ঞাতিগণেরও সেই মত হইয়া বলেন, ত্রিটিশ শাসন প্রণালী দোবহীন নহে। ইহাতে যে লোকের শরীর ও সম্পত্তি বহুল পরিমাণে নিরাপদ রহিয়াছে তাহাদের কাহারও সন্দেহ নাই। বাণিজ্য, বিদ্যাশিক্ষাপ্রভৃতির উন্নতির ও অপলাপ করা যায় না। কিন্তু যেমন কোন বৃহৎ বৃক্ষ সমীপস্থ ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলিকে বাড় হইতে রক্ষা করে, কিন্তু তাহাদিগকে বর্জিত হইতে দেয় না, এই শাসনপ্রণালীও ভারতবর্ষীদিগের পক্ষে তরুপ করিতেছে। ফলতঃ যেখানে ত্রিটিশ সাম্রাজ্য, সেই খানেই এত দেশীয়দিগের উচ্চতর স্বল্প লোপ হইয়াছে। আমরা বলিতেছি, যদিও আমরা শাস্তি ও পদার্থসংক্রান্ত উন্নতির নিমিত্ত ত্রিটিশ গবর্নমেন্টের নিকট রূতঞ্জ রহি-

য়াছি, তথাপি আমাদের শাসনসংক্রান্ত উচ্চতর স্বল্প লোপে, ক্ষতিপূরণ কিছু হইবে নহে না। সার জন লরেন্স ও তাঁহার ভারতবর্ষস্থিত সহচরগণ বলেন, লোক এতদেশীয় রাজ্যদিগের বর্তমান শাসনপ্রণালী অপেক্ষা ত্রিটিশ গবর্নমেন্টের শাসন ভাল বলেন। আমরা উচ্চতর মৌদন করিতে পারি না। কারণ হইলে এক্ষণে অনেক কৃতবিদ্যা ছাত্র বাদ, জয়পুর, আমোরা, ভূতি স্থানে গমন করিতে ন। লর্ড উইলিয়ম কে ত্রিটিশ শাসনপ্রণালীর পূর্বে ক্ষমতা দোষ স্বীকারিয়া বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালীতে যেমন প্রজাদিগের স্বাধীনতায় ক্ষমতা আছে, ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীতে সেই প্রকার থাকে উচিত। সার জন লরেন্স এতদেশীয় রাজ্যদিগের সকল দোষ নিষ্ক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। স্মলেট সাহেব তাঁহার প্রতি চেষ্টা রোপ করিয়াছেন। লর্ড ক্রাংবোরগ করিয়াছেন, দেশীয় শাসনপ্রণালী যে ত্রিটিশ শাসনপ্রণালী অপেক্ষা সর্বত্র উৎকৃষ্ট, তাহা তিনি বলেন নাই। সার জন লরেন্স তাঁহার বাক্যে ও কৃত্ত্ব বুদ্ধিতে পারেন নাই। তিনি এইমাত্র করিয়াছিলেন যে, এতদেশীয় রাজ্যদিগের শাসনপ্রণালী যে এক কালে মন্দ একবার সম্বত হইতে পারেন না। গবর্নর জেনরলকে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা লর্ড ক্রাংবোরগের অভিপ্রেতি। তিনি এদেশের লোকদিগকে অধিক স্বাধীনতা প্রদান করিয়া উচ্চতর চাছেন। ভারতবর্ষে আরও কিছু যথেষ্টচার থাকিবে; কিন্তু তাহা অপেক্ষা রাষ্ট্রসমাজে গবর্নমেন্টের উচ্চতর প্রজাদিগের ক্ষমতা প্রদান না করা গবর্নর জেনরলের ক্ষমতা বৃদ্ধি নিমিত্ত কেবল অনিষ্ট ঘটবারই সম্ভাবনা। লর্ড নর্থকোট বলিয়াছেন, তিনি

প্রধানী উৎকৃষ্ট বলিয়া এতদেশীয়
 গ্রহণ করা নিতান্ত অন্যায়। উহা
 করিয়া বাহাতে ভারতবর্ষের সুপতিগণ
 কতর স্বাধীন হইয়া আপন আপন
 শাসন করিতে পারেন, তাহাই করা
 উচিত। এদেশীয় রাজ্যসমুদায়ের
 লক্ষ্যই রেসিডেন্টগণ করেন এবং
 তাহাই অনেক স্থলে এদেশীয় রাজ্যের
 নসংক্রান্ত বিশৃঙ্খলার নিদান হইয়া
 গিয়াছে। রাজাদিগের হস্তপদ বন্ধ রাখিয়াছে
 তাহারা যথার্থ সংকায়
 তে পারিতেছেন না। সর ষ্টাফোর্ড
 কোর্ট তাহাদিগকে প্রকৃত স্বাধীনতা
 দান করিতে অসম্মত। তাহারা
 রাজাদিগকে রাজ্যের অধীনতা স্বীকার
 করিতে হইবে বটে; কিন্তু তাহাদের
 শাসনবিষয়ে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট
 ক্ষমতা রাখিতে পারিবেন না। টেকের
 অভিচার হইলে গবর্নমেন্ট অবশ্যই
 তাহাদের প্রতিবিধান করিবেন; কিন্তু
 গবর্নমেন্ট তাহারা যেমন সকলবিষয়ে হস্তক্ষেপ
 করিতেছেন, তাহা ত্যাগ করা অবশ্য
 হয়।

—:—

চাঁপাতলার জীহত্যায়।
 গঙ্গার মুদিহত্যার ও সে দিনের ইচ্ছা
 হত্যার অনুসন্ধানের যে ফল হইয়া
 গিয়াছে, কলিকাতা চাঁপাতলা (এম হেরফ
 টার) জীহত্যার অনুসন্ধানেরও সেই
 ফল হইল। বন্দীভূত ব্যক্তিরা অব্যাহতি
 পাইয়াছে। করণারের জুরি এই অভি-
 যুক্ত ব্যক্তি করিয়াছেন, কোন এক ব্যক্তি
 বা কয়েক ব্যক্তি অভিসন্ধিপূর্বক
 চাঁপাতলা হত্যা করিয়াছে, কিন্তু তাহারা
 তাহারা বিগ্ন হইল না। জুরির এই
 সিদ্ধি বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরাও
 করিতে পারিতেছি না যে আমরা
 পশালী রাজার রাজ্যে অথবা রাজ
 রাজ্যে বাস করিতেছি। যদি এই
 অনায়াসে সমুদায় হত্যা হয় ও হত্যা

কারীরা অব্যাহতি পায়, রাজরক্ষিত
 রাজ্যে বাস করিয়া কি কল হইল? তবে
 বলিবে, দিবাভাগে কেহ কাহারে কিছু
 বলিতে পারে না। সুনট গ্রামের নবাব
 জান ঘটিত কাণ্ড দেখিয়া সে ভরসাও
 আর নাই।

চাঁপাতলার যে জীলোকটি হত হয়,
 সে এতদেশজাত খুঁটখাঁবলয়ী। তাই
 নামে এক ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করে।
 তাইগের স্ত্রীর পরে কিউসলি নামে
 এক ব্যক্তি উহাকে রাখিয়াছিল। মাধব
 দত্ত নামে এক ব্যক্তি এই সাক্ষাদান
 করে, হত জীলোকটি কিউসলির
 দৌরাছো তাহার নিকট হইতে পলাইয়া
 আইসে। পাছে কিউসলি তাহাকে
 দেখিতে পায়, এই শঙ্কায় সে সর্বদা
 সাবধানে থাকিত; মধ্যে মধ্যে বাসস্থান
 পরিবর্ত করিত এবং সর্বদা এই কথা
 কহিত, কিউসলে দেখিতে পাইলে
 তাহাকে হত্যা করিবে। ঐ জীলোকটির
 সহিত মাধবদত্তের সবিশেষ পরিচয়
 ছিল। সে দিন জীলোকটি হত হয়,
 সে দিন সে মাধবকে বলে, সে কয় দিন
 প্রায় গৃহ হইতে বাহির হয় নাই; অতএব
 তাহার বেড়াইবার ইচ্ছা হইয়াছে। মাধব
 বললে সে যদি খুঁটোনের পরিচ্ছদ পরি-
 ধান করে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বা-
 হির হইতে পারিবে না। শেষে মাধব একখানি
 শাটী কিনিয়া আনিয়া দিল। জীলো-
 কটি সেই শাটী পরিয়া মাধবের সহিত
 বাহির হইল। পথিমধ্যে কিউসলে সহসা
 আসিয়া পশ্চাৎ হইতে জীলোকটির গুণ্ডে
 একটা চাপড় মারিল। জীলোকটি
 “বাবারে” এই শব্দ করিয়া উঠিল। মাধব
 কিউসলেকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন
 করিল। তাহার পর কি হইল সে তাহা
 বলিতে পারে না। মাধব ও কিউসলে
 উভয়েই বন্দীভূত হইয়াছিল; কিন্তু
 উহারা যে দোষী এরূপ কোন প্রমাণ না

পাওয়াতে উহাদিগকে অব্যাহতি
 হইয়াছে।

জুরি উহাদিগের অপরাধের বি-
 শ্রমাণ পান নাই, অব্যাহতি দিয়া
 তাহাতে আমরা অসম্মত নহি, ম-
 ক্রমে কাহারও প্রাণদণ্ড বিধান
 হইতে পারে না। যে গবর্নমেন্ট ম-
 ক্রমে প্রজার প্রাণদণ্ডে প্রবৃত্ত
 তাঁহার তুল্য গণেচ্ছাচারী আর
 আছেন? আমরাইগের এই অস-
 ম্মত হইতেছে, যদি হত্যার অনুষ্ঠান
 হত্যাকারী ধৃত না হইল, পশ্চাৎ
 বের অনুসন্ধানদ্বারা প্রকৃত হত্যাকারী
 ধৃত হইয়া তাহার যথোচিত দণ্ড
 হইল, প্রজার ধন প্রাণে আস্থা
 চুড়োরা ত প্রায় পাইতে চলিল
 একটু ক্রোধসম্বরণ করিয়া সাবধান
 হত্যাদিকারী সম্পাদন করিতে পারি-
 সেই ত অব্যাহতি পাইবে। এ দু-
 দর্শন করিয়া মোন্ হুঁত্বা উৎসাহ
 না হইবে এবং সুবোগ অধঃমণ
 আপনার অসদভীষ্ট সাধন না করি-
 উল্লিখিত জীলোকটির হত্যাকারী
 হতুক, সে বে আপনার মনের ভাব
 জীলোকটির নিকট তৎকালে গৌ-
 রাখিয়া এবং নিষ্ঠবাক্যে তাহা
 মোচিত করিয়া তাহাকে রাস্তায় রা-
 কইয়া দেওয়া শেষে চাঁপাতলার উপ-
 হইয়া পুনরিত্তর অসাবধানতারূপে
 পাইয়া আপনার অসদভীষ্ট সম্পাদন
 তাহাদের অনুসন্ধানসংশয় নাষ্ট। পু-
 দোনের যে এক কাণ্ডটা ঘটাইছে, তা-
 আমরা মুক্ত বশে কহিতে পারি।
 বাতে পুলিশকেই হত্যার নিবন্ধ
 করা কর্তব্য। একটা বৃহৎ প্রক-
 রাস্তার মধ্যে হত্যা হইয়া গেল, পু-
 কিছু করিতে পারিলেন না, ইহার
 বিশ্বয় ও কোর্টের বিষয় আর কি আ-
 সে সময়ে পাছারাওয়াল কোথায়

বায়মংকেপার্থ কি পর্যাণ্ড
 প্রচলিত রাখা হয় না? এমন জঘন্য
 কল্পনা? কলিকাতা বাগীচী
 কি কিছু দেন না?
 কি ঘরের খাইরা
 সম্পাদন করেন
 অত্যধিক রাশিভিতে
 দিত হইয়াছিল মন্দেচ নাই। এখন
 কলিকাতা বাগীচীকে লইয়া রাস্তায়
 প্রকাশ করে, তখন কি তাহার
 নেত্রগোচর হয় নাই?
 কি শূন্য পথে আসিয়াছিল?
 কি, দেখা হইতে আইল,
 কি কাণে শুত
 রাস্তায় রাস্তায় প্রকাশ করি-
 তাহা তাহারিগকে এসময়
 জিজ্ঞাসা করিল না কেন? জিজ্ঞাসা
 হত্যাকারীর আকার প্রকার
 না কাহার দৃষ্টিগোচর হইত
 নাই। দৃষ্টিগোচর হইলে করণ
 অসম্মান নাগে রূত অপরাধীর
 ক্ষমা হইবার সম্ভাবনা থাকিত।
 তাহা কি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া
 সম্পাদন করে? যে পুলিশ
 সম্পাদনবিষয়ে এত উদাসীন
 উদরপূজার নিমিত্ত প্রচার
 কল্পনা করিয়া অর্থপ্রদান করা
 বর্ণমেন্টের কর্তব্য? আসন্ন উপসং-
 হার পুনরায় কহিতেছি, গণমন্ডে
 প্রকার হত্যাদির নিমিত্ত পুলিশ
 বিশিষ্টরূপে দায়ী করুন, অন্যথা
 ক্রমেই হত্যা নিবারণ কহিতে
 যেন না। টা পাতলার হত্যাকাণ্ড
 আমাদিগের মনে এই হইতেছে,
 কর্মচারীরা স্বকর্তব্যে উপেক্ষা
 নিমিত্ত কাণক্ষেপ করেন, কেহ
 তত্ত্বাবধান করেন না, নতুবা
 সহিত যোগ আছে, হুইটের
 পুত্র দিয়া মন্দে অতীত

স্বাধীন করিয়া লয়। বাহা হউক, গণমন্ডে
 যদি এরূপ পুলিশকে প্রায় দেন, কল-
 স্কিত হইবেন মন্দেচ নাই।

-৩০১-

নতন পুস্তক ও পত্র।

১। স্বজুব্যাখ্যা। শ্রীরামগতি নায়র
 ইহার প্রণেতা। এই পুস্তকখানি দ্বিতীয়
 বার প্রচারিত হইয়াছে। এহার ইহা
 দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।
 এল, এ, পরীক্ষা এদানার্থী ছাত্রগণের
 বিশেষ উপকার লাভের সম্ভাবনা।

২। প্রয়াগদূত। এখানি পাক্ষিক পত্র।
 শ্রীযুক্ত বরু শশিভূষণ মিত্রদ্বারা প্রতি
 মাসের ১ লা ও ১৬ ই এই পত্রিকা প্রচা-
 রিত হইবে। আপাততঃ ইহার প্রথম খণ্ড
 প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে মঙ্গলাচরণ,
 ভূমিকা, নৃতন বৎসর, যুদ্ধবিষয়ক
 রাজকীয় স্বাধীনতা ও সংবাদাদি লিখিত
 হইয়াছে। লেখা মন্দ হয় নাই। মফসলে
 এরূপ সংবাদপত্রের যত সংখ্যা বৃদ্ধি
 হয়, ততই মঙ্গলের বিদায়।

-৩০২-

বিবিধসংবাদ।

১৬ ই বৈশাখ সোমবার।

গত শনিবার শিবপুরের শ্রীযুক্ত বাবু লোক
 নাগ চট্টোপাধ্যায়ের বাটতে কৃষ্ণকুমারী নাটক-
 অভিনয় হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা
 এবার অভিনয় আরও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল
 সকলেই উত্তমরূপে আপন আপন কর্তব্য সম্পা-
 দন করেন। বিশেষতঃ গত বৎসরের কৃষ্ণকুমারী
 অপেক্ষা এবারের কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় অনেক
 গুণে উত্তম হইয়াছিল।

সম্রাতি ডাক্তার মাকে পড়াবে গমন করিয়া
 ছিলেন। তথায় তাহার কতকগুলি নোট ও
 মগদ টাকা অপরিত হওয়াতে পুলিশে সংবাদ
 দিয়া কলিকাতায় আইসেন। ইতিমধ্যে তাহার
 এক খানি ৫০ টাকার নোট এক জনের নিকটে
 পাওয়াতে পড়াবের পুলিশ তাহাকে তথায়
 গিয়া একদমা চালাইতে বলেন। কিন্তু তিনি
 বলিয়া পাঠান, কোন ব্যক্তি চোর তাহা

তিনি শপথ করিয়া বলিতে পারিবেন
 ঐকাল পড়াবে গমন সংজ্ঞা না
 কার্যকরিত্বনিবন্ধন তাহার যে ব্যয়
 তাহাতে ৮০০ ৯০০ টাকা পাইলে তাহার
 হইবে না। এই নিমিত্ত তিনি মকদমা চাল
 অধিকার করেন। কিন্তু পড়াবের ক
 বিচারের অগ্ররোধে তাহাকে জেতার ক
 লইয়া বাইবার নিমিত্ত কলিকাতায়
 কামগনরের নিকটে এক গুয়ারাষ্ট প্রেরণ
 য়াছেন। গুয়ারাষ্টের পুর্তে ডাক্তার মা
 অগ্রত একবার সতর্ক করা উচিত ছিল।

হায়দ্রাবাদে একটা বাতুলার স্থাপিত
 বার নিমিত্ত বাক কোয়ান জ জাহ
 ৫০,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপিয়ানয়ন মি
 লোকে নিকটে প্রবেশ করিয়াছেন, সর ষ্টা
 নাপ কোটি সর জন লরেসের পর এ
 প্রধান শাসনকর্তা হইবেন।

ডিসয়েলি বাহেব চৌরদিগের প্রধান
 রাজনীতিমগকে হুইগদিগের সর্দার মাড
 সাহেবের প্রতিযোগী। কিন্তু সম্রাতি
 পাডষ্টোন এক ভোজ দেওয়াতে ডিস
 বাহেব তথায় সজ্ঞক উপস্থিত হইয়াছি
 অথচ অন্যতরূপে তিনি ও পাডষ্টোন স
 চাউস অব কমন্সে পরস্পকে দৃঢ়তরূপে
 মগ করিয়াছিলেন। রাজন্যাতনংক্রান্ত
 ভেদখা লেও যে সামাজিক বন্ধুত্ব খা
 পাবে হই তাহার একটা দৃষ্টান্ত।

প্রাশ্য পাহরাছে, বেংগালি এক
 লোকের মধ্যে এক জনের কুষ্ঠ রোগ অ
 এরোগী সংক্রামক ও কুলক্রমাগত নহে
 অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক ক হইছেন,
 প্রকৃত ঔষধ নাই। ডাক্তার ডাডহুদন
 আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাহার পরীক্ষার
 আসন্ন। বঙ্গদেশে কুষ্ঠ রোগ
 যাহারা আধিকপরিমাণে গোমাৎসভক্ষণ
 তাহারাই প্রায় এই রোগগ্রস্ত হয়।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, অ
 সিমার আলি খা কান্দাহার অধিকার ক
 হেন। আবুল রহমান খার সহিত আজিম
 বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। এমন জনক্রান্ত
 সিমার আলি খার সহিত আবুল রহ
 গোপনীয় সন্ধি হইয়াছে। আজিম খার উ
 কাবুলের সকলেই বিরক্ত। গত দিন অ
 রহমান আমীর না হইতেন, তত দিন এই
 ভাগ্য ভেদে মঙ্গল হই।

শ্রীতি ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিসনর ভারত
 গবর্নমেন্টকে জিজ্ঞাসা করেন, স্বীকৃত
 কিছুকিছু সরকারী কোন কার্যে নিযুক্ত
 নিযুক্তি বেরন দেওয়া হইবে কিনা ?
 জেনারেল বলিয়াছেন, যেসব দিবস প্রয়ো
 নাই; কিন্তু কয়েকদিনের যাহা আবশ্যক
 গবর্নমেন্ট তাহা দিবেন। আমরা এ
 গীতে সন্তুষ্ট হইলাম না। অনেক কয়েক
 গীতি কাজ করিতে পারে। এ সকল
 বেতন দিলে ইহার স্বাক্ষর থাকিতে
 এই সকল কয়েককে কিঞ্চিৎ বেতন দিয়া
 আপন ভরণশোধের ভার তাহাদিগের
 উপরে ফেলিয়া করা উচিত।

গণপুত্রের অনেক বিদ্যালয় মিসনরিদিগের
 দেওয়া হইয়াছে। অর্জু কাঞ্চল সাহেব
 সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়া ইহার পরিষ্ক
 বার চেষ্টা পান, কিন্তু হঠাৎক্রমে তিনি
 হইয়া হইলগে গমন করিতে বর্তমান
 নিবি কমিসনর পুনর্বার মিসনরিদিগের
 বিদ্যালয়কার ভার দিয়াছেন। এতদ্বিবন্ধন
 ক ছাত্র অধ্যয়ন বন্ধ করিয়াছে।

বর্তমান বয়ে সাধারণ কার্যের নিমিত্ত ৭,৪৫
 ৯০০ টাকা ব্যয় করা হইবে। ইহার
 ২,৪০,০০,০০০ টাকা টেমিক বারিকের
 ১,৪০,০০,০০০ খালপ্রত্যাতি ও কৃষিকা
 নিমিত্ত ৩,২৪০০,০০০ গবর্নমেন্টের বাণী
 প্রত্যাতির নিমিত্ত এবং ৪১,৪০০০০ রেল
 র নিমিত্ত ব্যয় করা হইবে। পূর্বে বৎসর
 পক্ষা এ বার ৮০৭২২০০ টাকা অধিক
 হইতেছে। এই মোট ব্যয়ের মধ্যে
 ৬,২০,০০০ টাকা রাজস্ব হইতে ব্যয়
 হইবে। ৩১৯২০০০ আভারক্ত ব্যয়ের
 প পরিগণিত হইতেছে। খালের ও বারি
 টাকা কর্ত্ত করা হইবে। এক্ষণে খাল
 তি হইতে ৪৯,৪৮,৩১০ টাকা আয় হই
 হইবে।

পঞ্জাবের এনওয়ের অ'রে'হীদিগের সুবি
 নিমিত্ত ঐক উপায় অবলম্বন করা
 ত, এ বিষয়ে গবর্নমেন্ট এতদেশীয় সর্দার
 তুলোকদিগের মত জিজ্ঞাসা করিয়া
 লেন। তাহাদিগের মতামতের নিম্ন
 উৎকর্ষণ হইতেছে। ইউরোপীয়দি
 র ম্যায় এতদেশীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের
 মৃত্যুত্যাগের পৃথক স্থান হইবে। স্ত্রীলো
 দিগের নিমিত্ত পৃথক শকট হইতেছে। কিন্তু
 মুসলমান কৃত্যগণ আরোহীদিগকে বিনা

মূল্যে জল দিবার নিমিত্ত টেমের রোয়াকে
 উপস্থিত থাকিবে। তৃতীয় জেবির শকটে খড়
 খড় হইবে। এবং তদন্থে আলোক দেওয়া
 হইবে। শকটের ভাড়াও করিয়া প্রতিমাইলে
 আড়াই পাই (চার পাইয়ে তানা হিসাব
 করিয়া) ধরা হইয়াছে।

আমরা হিন্দুপেট্টি যুট দর্শন করিয়া চাঞ্চিত হই
 লাম, যশোহরের আইট মাজিস্ট্রেট ওকিনলে
 সাহেব এক জন চাপরাসীকে চাড়াইয়া দেও
 য়াতে ঐ ব্যক্তি কমিসনরের নিকটে আপীল
 করে। আইট মাজিস্ট্রেট তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়
 চাপরাসীকে অপনার বাটীতে ডাকিয়া মুসিলাবি
 প্রত্যাধারা আঘাত করেন। এ বিষয়ে নালীশ
 হওয়াতে মাজিস্ট্রেট মনরো সাহেব তাহার ১৫
 টাকা জরিমানা করিয়াছেন। বিচার করিলে
 যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে। এই সকল কর্মচারী কবে
 তদ্ব্যক্তি শিক্ষা করিবেন? যশোহরের জল বায়ুর
 দোষ আছে না কি? আমরা মধ্যে মধ্যে তথা
 হইতে এই রূপ শোচনীয় সংবাদ পাই।

১০ ই বৈশাখ মঙ্গলবার।

দিল্লীগেজেট বলেন, সশ্রুতি বেরিলির নিক
 টে এক পরীক্ষার লোকদিগের সহিত কতক
 গুলি ইউরোপীয় টেমের দাঙ্গা হওয়াতে উত্তম
 দলের কতকগুলিকে হারতে দেওয়া হয়। এই
 দাঙ্গায় টেমিকগণ এক জন এতদেশীয়কে
 বধ করিয়াছিল। এক্ষণে বিচারপতিগণ টেমি
 কদিগকে মুক্ত করিয়া গ্রামবাসীদিগের চারি
 অবদি সাতবৎসর পর্যন্ত মেয়াদ দিয়াছেন।
 বিচার কি স্তম্ভ।

আমরা উক্ত পত্র পাঠ করিয়া আশ্চরিত
 হইলাম। সুপালে বালিকাবিদ্যালয়ের ত্রিভুজি
 হইতেছে। প্রথমতঃ পোলিটিকেল এক্টে
 বিহারে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তদ
 ঠাহরে বেগম সুপালে আর একটি বিদ্যালয়
 স্থাপন করিবার আঙ্কা দেন। এক্ষণে সর্বশুক
 তিনটি বিদ্যালয় হইয়াছে। সুপালের বিদ্যালয়ে
 প্রায় ৮০ টি বালিকা আছে। ইহার প্রাতঃকালে
 লিখন পঠন ও অক্ষ শিক্ষা এবং টেকালে সূচীর
 কাজ শিক্ষা করে। আলোয়ারের রাজাও বালিক
 বিদ্যালয় স্থাপনার ব্যবধান হইয়াছেন।

ডাক্তর লিটনার ওকালতি পরীক্ষা দিয়া
 ছেন। ইহাতে কৃতকার্য হইলে তিনি পঞ্জাবের
 প্রধান বিচারালয়ে ওকালতি করিবেন। গবর্ন
 মেন্ট লোকদিগকে যে উৎসাহ দিতেছেন,
 তাহাতে চিরকাল শিক্ষকতা করিয়া জীবন
 যাপন করা অল্প লোকেরই অভিপ্রেত।

সশ্রুতি চাকা অকলে অভিব্যক্তি
 রাহে। অনেক অশকা করিতেছেন,
 এত শীঘ্র হইল, তখন সময়ে জল পা
 যাইবে না।

কালিস কিওসলি নামক যে ব্যক্তি
 তলায় হত বৈশাটিকে রাখিয়াছিল; তাহ
 কয়েক দিবস হারতে রাখা হয়। গত কল্য
 গ্রেহাম ১০,০০ টাকা জামীন লটয়া তাহ
 মুক্ত করিয়াছেন। আমরা দেখিতে
 পুলিয় কর্ম চারিগণ এ হত্যাজীও কিছু করি
 পারিলেন না।

বেধুন বালিকা বিদ্যালয়ের শেষদশা
 কিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত এ বিদ্যালয়টী
 সূতা হইতে চলিত। সূতা সাফাৎ সহজে গব
 টেকে সকল বিষয় জানাটাইন। এ
 মিস পিগটস্টিত গোলবোগনিবন্ধন লেপ্ট
 গবর্নর বিদ্যালয়টীকে ডিরেক্ট আটকি
 সাহেবের হস্তে দিয়াছেন। সতাকে ডিরেক্ট
 মধীন হইয়। কাজ করিতে হইবে। আমরা
 করিলাম অধিকাংশ সভ্য ইহাতে পদ
 করিয়াছেন। বিদ্যালয়গরের সদৃশ লোকের
 আটকিগনের সদৃশ লোকের অধীনতা স্বী
 করিতে পারেন? এদিকে গবর্নমেন্ট ইউরো
 শিক্ষয়ত্রীকে এতদেশীয় সস্তার ক্ষমতা
 করিতে চাছেন না। কেবল জাত্যতিম
 অনুগোপে একটু হিতবর বিদ্যালয়কে উ
 করা হইতেছে।

রঙ্গপুনে এক হত্যার বিচারের স
 ম'র বৈশাট মাজিস্ট্রেটের নিকটে এক
 ও সেসিরন জেজের নিকটে আর এক
 বলাতে সেসিরন জেজ তাহাকে মিথ্যা
 প্রদানের অপরাধে মৌজদারিতে অর্পণ ক
 দও দেন। বৈশাট প্রধানতম বিচার
 আপীল করতে বিচারপতি ই. জা
 বলিয়াছেন "জেজ যেপ্রকারে অপরা
 মৌজদারিতে অর্পণ করিয়াছেন, তাহা স
 নিয়মিত প্রথাবিরুদ্ধ।

চাপারনের কৃষকদিগের সহিত নীলকর
 বিবাদ চুকিয়া গিয়াছে। নীলকরেরা প্রতি
 ১২ টাকা দিয়াছেন। আমরা আশা করি
 কৃষকেরা ইহাতে এত লাভ জান করিয়া
 অন্য কসল উঠাইয়া কেবল নীলই বপন
 তেছে। নীলকরের আমলাগণ যে উৎ
 লইতেন তাহা বন্ধ করা হইয়াছে এবং
 নীলকর কুমির কর ও নীলের হিসাব

করিতেছেন। এটি সুখের বিষয়। কিন্তু বর্তমান দিন অসুস্থতঃ অহিফেনের ন্যায় নীলে লাভ না হয়। তত দিন কৃষকেরা প্রকৃতরূপে সমৃদ্ধ হইবে না।

১৮ মে গবর্নর জেনরল মিনলাযাত্রা করিবেন। গবর্নর জেনরল একাধী গমন করিলে কি লাভ হয় না? তাহা হইলে শাসনকার্য্য কৌশল লক্ষ্যপাতিদ্বারা চলিতে পারে।

ডেপুটি সার্জন জবন করিয়াছেন, আগামী মাসের আরম্ভে লেপ্টেনাট গবর্নর আসাম দর্শন করিবেন।

উক্ত পত্র অধগত হইয়াছেন, শিবকৃষ্ণবন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তির নিমিত্ত সপ্রতি যে আবেদন করা হয়। লেপ্টেনাট গবর্নর তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অত্র লোকেই এনিমিত্ত দুঃখিত হইবে।

উক্ত পত্র সংবাদ পাইয়াছেন, ডায়মণ্ড গবর্নর নিকটে একটা মরিচা করিয়া কতক লক্ষ কামান রাখা হইবে। কোন শত্রুর আক্রমণ প্রবেশ করিতে না পারে, গবর্নর এই উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করিতেছেন। এক শত মণ বৎসর মধ্যে এক বার গুলন্দাজগণ এই চেষ্টা করিবে। ফরাসী বিপ্লবঘটিত বিংশত বৎসর যুদ্ধে কোন শত্রু গুলন্দাজ প্রবেশ করে নাই। তবে কতম মরিচা হইতেছে? মরিচা হইলে কতক লক্ষ সৈনিক রাখিতে হইবে, তন্নিমিত্ত একটা দুর্গ ও দারিকের প্রয়োজন হইবে। আমরা খতোচ্ছ, সর জম লরেন্স পদত্যাগ করিবার পর আর ৫০ লক্ষ টাকা সমুদ্রে ফেপণ করিবে। তাহা এলেমবরাও এমন সৈনিক অপব্যয় দেখেন নাই।

১১ ই বৈশাখ বুধবার।

বোম্বাই ও বরদা রেলওয়ে কোম্পানি আগামী আপনাদিগের রেলওয়ের সহিত ভারতবর্ষের রেলওয়ের সংযোগ করিবেন। তাহার দিল্লীতে উহা সংযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আগরাতে সংযোগ করিলকাতা হইতে বোম্বাই যাইতে ১৫০ মণ কম হইবে।

পিয়নিয়র বলেন, সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় গবর্নর এ দেশের বসন্তাক্রান্ত গরুর বীজ লইয়া গুলন্দাজ দিতে চাহিয়াছেন। এই নিমিত্ত গুলন্দাজ হইতে বীজ চাহির পাঠাইয়াছেন। বঙ্গদেশের চিকিৎসালয়ের প্রধান পরিদর্শক এপ্রিয়ালিয়ারে, ইংলণ্ডীয় গবর্নর নিকট চাহিয়াছেন, ইচ্ছাতে অনিষ্ট

রাজীত আর কিছুই হইবে না। এই বলিয়া তিনি স্থায়ী আক্রমণ প্রতীক্ষা করিয়া আপাততঃ প্রধানকার গোবন্দের বীজ দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

সম্প্রতি সর উইলিয়ম মাল ফিল্ড কোর্টে পঞ্জাবের সীমান্তিত সৈন্যদিগকে দর্শন করিয়া আক্রান্ত প্রকাশপূর্বক বলিয়াছেন, তাহার যে কাজ করিয়াছে, তাহাতে গবর্নমেন্ট কৃতজ্ঞ আছেন। কিন্তু শান্তিস্থাপনই যুদ্ধের উদ্দেশ্য। সর্দার সীমান্তিত বন্দ্যদিগকে নষ্ট করিলে কাজ হইবে না। তাহাদিগকে সত্য পাশে বন্ধ করিয়া বন্ধু করা কর্তব্য। দেওয়ানী কর্মচারিগণ ও সৈনিকগণের এটা বিবেচনা করা উচিত, কেবল বল প্রকাশ করিলে কাজ হইবে না।

পিয়নিয়র বলেন, পাঠনার সিবিলা সার্জন ডাক্তর হিচিন্সন বেহাৱের উচ্চ প্রশ্রবণ সকলের পরীক্ষা করিয়া গবর্নমেন্টের নিকট এক রিপোর্ট করিয়াছেন। ঐ স্থানে সর্দার ১৪ টা উচ্চ প্রশ্রবণ আছে। জলের উচ্চতা গড়ে ১০৭ ডগরি। সর্দাপেক্ষা একদুগুণে লোকে পবিত্র জ্ঞান করেন। ডাক্তর হিচিন্সন এই প্রশ্রবণ পদত্রয়ে পার হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রায় তিন চাত জল হইবে। হিচিন্সন অতি কষ্টে উহার মধ্যে কর্দ্দমে পদ রাখিতে পারিয়াছিলেন। পূর্বে লোকের সংস্কার ছিল এই কুণ্ডে জীব থাকিতে পারে না। কিন্তু ডাক্তর হিচিন্সন সকলের সম্মুখে উহাতে কতকগুলি তেল নিক্ষেপ করেন। তেহেরা অতি সুখে তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিল। এই সকল প্রশ্রবণের জল অতিশয় বিশুদ্ধ। এই জলে স্বাস্থ্যের পক্ষে কত দূর উপকার হইতে পারে বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট তাহা জানিতে চাহিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে আসায়ে প্রেরিত ১৫ ই এপ্রিলের ডাক ও বাঙ্গি পুস্তিকা সকল একপুস্ত্রে নৌকা ভুবি হইয়া নষ্ট হইয়াছে।

১২ ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

যে ফেনিয়ান ডিউক অব এডিনবরাকে অস্ট্রেলিয়ায় বধ করিবার চেষ্টা পায়, তাহার দণ্ড হইয়াছে।

আলাউদ্দিনিয়াতে হার্ডিফনিবন্ধন তয়ানক কষ্ট হইতেছে। মেসারিগণের নিকটবর্তী এক গ্রামে একটা জীলোক আপন ছাদশব্দীয় এক বন্যাকে বধ করিয়া তাহার মাংস অন্য অন্য যত্নানদিগকে প্রদান ও অন্ন ভক্ষণ করিয়াছে। কর্তৃপক্ষ এই সমাচার পাইয়া তথায় গমন করিয়া দেখিলেন জীলোকটা ছাপিও ও মেটিল

ভক্ষণ করিয়া অন্য অন্য স্থানের লবণাক্ত করিতেছে। কলিয়ার কৃষক হার্ডিফ কষ্ট পাইয়া তৎপৎ শেওলা প্রভৃতি করিতেছে।

১৪ ই এপ্রিল সর উইলিয়ম মাল জয়নারায়ণের কালেমেঘ ছাত্রদিগকে পুণ্ডিত করিয়াছেন। ঐ নিবন এক দরবার কাশীর রাজা রাজা দেবনারায়ণ পুণ্ডিত ও অনেক এতদেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক এখানে হিত ছিলেন।

ভরতপুরের রাজার একটা পুত্র ১৪ ই এপ্রিল আগরার ইউরোপীয় ভ্রমণদিগের এক ভোজ দেওয়া হইয়াছে। অর্ধবর্ষে রাজা প্রাপ্তবয়স্কার হইয়া শাসন করিতে প্রবেশ করিবেন। ভরতপুরের বঙ্গ প্রশ্রবণের নিমিত্ত সকলে পোলিটিকাল এক কাপ্তেন ওয়ালটাসকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া রাজা যে শিক্ষা পাইয়াছেন, তদনুসারে করেন ইচ্ছা সকলের প্রার্থনা।

লক্ষী টাইমস বলেন, মুন্সি নেউল প্রভৃতি কয়েক জন ভ্রম লোক লক্ষ্মীয়ে সাহিত্যসভা করিতেছেন। এটি সময়ের তির লক্ষণ।

উক্ত পত্র অধগত করিয়াছেন, বিদ্রোহ কামোলবী সর ফরাস আলিনানক যে ব্যক্তি কলি গাজিকে লইয়া বিদ্রোহী হন, তিনি পূর্বে ধৃত হইয়াছেন। এই ব্যক্তি অনেক নিবন্ধন করিয়াছিলেন বলিয়া জনরব আছে। এই সকল লোককে এক কালে ফমা করিলে ভাল হয় না? যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে এক্ষণে প্রত্যেক ভূতপূর্ব বিদ্রোহীর বিচার তাহাদিগকে পূর্ব কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় মাত্র।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসের এক জন প্রেরক বলেন, গত শনিবার কাবুলিক অধিশপ ডাক্তর স্টিং কতকগুলি পুরোহিত লইয়া দুর্গমধ্যে উপদেশ দিতে গমন করিয়াছেন। এক জন যুবক আফিসর পুরোহিতদিগকে ফেনিয়ান জ্ঞান করিয়া অধ্যক্ষকে সংবাদ দেন। অহুসজ্ঞানদ্বারা আফিসরের অম প্রকাশ পাইল। সেনাপতি সৈনিকদিগকে সমযোচিত পরিধান করিয়া আসিতে দেন নাই। কাবুলিক পুরোহিতদিগের সাহায্যেই আয়ারল্যান্ড অধ্যাপি সাধারণ বিদ্রোহ হয় নাই। তথাপি অনেক অবিবেচক লোকে তাহাদিগের প্রতি অবিধাস করেন।

উক্ত পত্র বলেন, গত সপ্তাহে এক জন
আত্মহত্যা করিতে অভিলষী হইয়া
কলিকাতার রেলওয়েতে শয়ন করিয়া পড়ে।
এই সময়ে রক্ত বেগে বাইতেছিল। সুতরাং
যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

প্রতি রিন্ডার বাঙ্গালি ও বালিকা
বৎসব পুরস্কারপ্রদান উপলক্ষে কতক
ইউরোপীয় তত্ত্বলোক ও স্ত্রীলোক উপস্থিত
। এক্ষণে ইউরোপীয় তত্ত্বলোকেরা
এই রূপ ব্যবহার করিতেছেন। ইহাতে
ভয় ভীতির সৌহার্দ্য আর ও দৃঢ় বন্ধ হই
তাহা বলা বাক্য।

পোষ্ট অফিসের প্রধান অফিস মন্দির
গবর্নর জেনারেলের দৃষ্টান্তানুসারে আপ
অফিসচারিগণকে লইয়া সিমলায় ঐশ্বকাল
স্থিত করিবার নিমিত্ত যাইতেছেন।
কলিকাতা ও নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামে
ঠার প্রাচুর্য হইয়াছে। কিন্তু এ বৎসর
সংখ্যা কম দেখা যাইতেছে। আমরা
তাহা, অনেক স্থলে চৌম্বিকপেথি চিকিৎসা
আগোগ্যসাধনে কৃতকাব্য হইতে

বেবেনিউ বোর্ড প্রত্যেক কালেউরিতে
কল মকলনবিস রাখিবার আশা দিয়া
ইহারা নিয়োগের সনন্দ পাইবেন এবং
বাতীত আর কেহ কোন দলীলের মকল
পারিবেন না। প্রত্যেক ছোট আড়ার
২০ ও বড় আড়ার ষ্টাম্প ৩২ পেন্সি
হইবে; মকল নবিসেরা ১০০
কথায় ১০ আনা ও ১০০
কথায় ১০ আনা পাইবেন।
ক মকলনবিস ১০ টাকা পান কালেউর
মন বন্দোবস্ত করিবেন। অর্থ বুদ্ধিয়া
বিসের সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি করা
এক্ষণে গত মকদ্দমা হয়, তাহাতে অবি
র্ষণ পরম্পরে সকল দলীলের খসড়া
লইয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদিগের ক্ষতি
কিন্তু গবর্নমেন্টের লাভ নাই। এইসকল
র মকল এক আনা মুল্যের ষ্টাম্প
নিয়ম হইলে লোকেরও লাভ হয়, রাজ
বৃদ্ধি হয়।

এবার হরিদ্বারের মেলায় প্রায় ৩০,০০০
গিয়াছিলেন। পুলিশ স্বাস্থ্যসংক্রান্ত
স্বত্বগুলি উত্তমরূপ করিতে লোকের পীড়া
হই।
গুয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, হাঁসি
বের চিকিৎসক ডাক্তার বার্বেল কুহুর

দংনমের এক উত্তম ঔষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন।
সকলের সংস্কার আছে, এই দংনননিবন্ধন
উন্নততা হইলে আর রক্ষা নাই। কিন্তু এই
অবস্থায় ডাক্তার বার্বেল এক ব্যক্তিকে আরোগ্য
করিয়াছেন। রোগীকে এক চৌকিতে বন্ধন
করিয়া তাহার সর্দাজ কবসম্বারা উত্তমরূপে
আবৃত্ত করা হয়; কেবল মস্তকটী বাহিরে ছিল।
তাহার মস্তকে তাবরা লাগিতে পারে এমন
স্থানে এক হাঁড়ি উক জল রাখা হয়। পবে
একখানি তাম চাটুতে সমানাত্মে পাতা ও গন্ধক
মিশ্রিত করিয়া তাহা সেই চাটুতে উত্তমরূপে
মাখান হয়। এই চাটু উক জলের নিকটে অগ্নির
উপরে রাখিতে তাহার বাষ্প রোগীর মস্তকে
লাগিতে লাগিল। প্রথমতঃ ১৫ গ্রেণ এবং তৎ
পরে প্রতি ঘটিকায়া ৫ গ্রেণ করিয়া কালমেল
রোগীকে দেওয়া হয়। এই এক র বাষ্পন গিতে
লাগিতে চারিঘটিকার মধ্যে রোগী স্থির হইল।
পরে মুখ আসাতে রোগ এককালে নিঃশেষিত
হইল।

১৩ ই টৈশাখ শুক্রবার।

কলিকাতার মিউনিসিপালিটি কুলিবাঙ্গারে
একটি অতিশয় অত্যাচার করিতেছেন। ঐ
স্থানে বত বাটী আছে তাহা প্রায় গবর্নমেন্টের
খাসের ভূমির উপরে স্থিত। গবর্নমেন্টের
ভূমিতে করবৃদ্ধি নাই বলিয়া অনেকে ইহারত
প্রকৃতি প্রস্তুত করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূমি
সকল জমিদারদিগকে প্রদান করিতে তাঁহারা
৮:১০ গুণ করবৃদ্ধি করিতেছেন। এটি অতিশয়
অন্যায়। যেসকল স্থানে বাটীপ্রকৃতি প্রস্তুত
হয় তাহার করবৃদ্ধি করিলে বাটীর মূল্য থাকে না
জমিদারগণ এ বিষয়ে অনেক জমিদারকেও পরা
জয় করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিমিউগ বলেন, ভারতবর্ষীয়
গবর্নমেন্টের অমুরোধানুসারে স্থানীয় গবর্নমেন্ট
সমূহ যাবতীয় সিভিল সার্জনকে ওলাউঠা
জনিত মৃত্যুর এক তালিকা রাখিতে বলিয়াছেন।
যেখানে অধিক রোগ হইবে গবর্নমেন্ট সেখানে
অতিরিক্ত সব আসিষ্ট্যান্ট সার্জন প্রেরণ করি
বেন।

বারাকপুরের কুতপূর্ণ কাটোমেন্ট মাজি
স্ট্রেট কাপ্তেন ওয়ালকট পাণিহাটির শাখা ভার
তবর্ষীয় সত্কার অমান্য হইয়া অনেক উপকার
সাধন করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে হাতারি
বাগে বদলি হওয়াতে সর্ভা তাঁহাকে এক অতি
বন্দন পত্র প্রদান করিয়া বলিয়াছেন আপনি
অতি বহান ও সদাশয়। শ্রুতীর দর্শনের বেষকার

মাহাত্ম্য আছে আপনার তাহা দেখা যাইবে
আপনার বন্দেশীরে এই দৃষ্টান্তের আ
করিলে ভাল হয়। কাপ্তেন ওয়ালকট উপযুক্ত
প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের
বিষয়ে সত্কার সতর্ক করিয়াছেন। বৎস
এ প্রকার পত্রে কাপ্তেন ওয়ালকটের বন্দে
দিগকে ভৎসনা করা বড় বুদ্ধির কাজ হয়
কাপ্তেন ওয়ালকট সাধারণ জ্ঞান্য পাত্র
নাই।

গতকল্য একটি কিরিজী স্ত্রীলোক
বারেলানামক আর এক জন কিরিজির না
বলিয়া নালিশ করে যে প্রত্যর্থী পূর্নরায়
অর্থী কন্যার সহিত কুব্যবহার করিতে আ
করিয়াছিল। কিন্তু বালিকাটির অদ্যপি
বৎসব বয়ঃক্রম হয় নাই। প্রত্যর্থী আ
দোষ স্বীকার করিতে মাজিস্ট্রেট আগমন
কঠিন পরিশ্রমেব সহিত দুই মাস মেয়াদ
ছেন। কলিকাতার কিরিজিদিগের ধর্ম
অভিশয় জঘন্য, ইহা দিন দিন আরও
হইতেছে। সক্ষম পর যিনি মেরিডিথ
স্তিত্তের প্রবেশ করিয়াছেন তিনিই এই
ধর্মনীতির সাক্ষ্য দিতে পারেন।

১৪ ই টৈশাখ শনিবার।

গতকল্য মুন্সেফ ও সদরামীনদিগের
নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা হব হাউস গা
বিলের প্রতি যে আপত্তি করিয়াছিলাম
ভারতবর্ষীয় সত্কা আপনাদিগের আবেদন
যেগুলি গ্রহণ করেন, ব্যবস্থাপক সত্কা ত
মৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া তদনুরূপ
করিয়াছেন। যাঁহারা আইনের পরীক্ষা
ইহা হারাই কেবল মুন্সেফপ্রকৃতির পদ পাই
সদরামীনের পদ উঠিয়া গেল। মুন্সেফেরা
টাকা পর্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারি
প্রধান সদরামীনদিগকে অপায় জজ বা
উল্লেখ করা হইবে, তাঁহাদিগের ও জজদি
ক্ষমতা সমান রহিল। জজদিগকে ১০,০০০
পর্যন্ত আপীল আবেদন যে ক্ষমতা দিবার
হয় তাহা ত্যাগ করা হইয়াছে। নিম্নতর বি
পতিগণ দোষ করিলে প্রধানতম বিচার
তাঁহাদিগের দোষাধেষণ করিতে পারি
স্থান বিশেষে মুন্সেফ ও অপায় জজদিগকে
আদালতের ক্ষমতা দেওয়া হইবে; এই আ
বখার্থ উন্নতির কারণ হইল।

গতকল্য কলিকার জমিদারদিগের এক
হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার টনিয়র হয় ম
বিদায় পাওয়াতে ডাক্তার মাজে মাসিক
টাকা বেতনে তাঁহার প্রতিনিধি হইয়াছেন।

স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ওভরসিয়ার টিবেট সাহেব
ল কাজ করিয়া বার্কানিবন্ধন অসমর্থ
তে গুপ্তিসেরা তাঁহাকে ১০০০ টাকা পুর-
দিয়াছেন। লিআডি সাহেব কনসলটিও
য়র হইয়াছেন। শেখোঙ্গু পতীর প্রয়োজন
।

ত মঙ্গলবার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র
সভার সাপ্তাহিক অধিবেশন হয়। লাড
অধ্যক্ষতা করিতে চাইয়া উলেন; কিন্তু
অন্যব্যক্তি নিবন্ধন তিনি আসিতে না
ত বিচারপতি, নর্মাণ'সভাপতির আসন গ্রহণ
। প্রেসিডেন্সি কলেজের অন্যতম অধ্যা-
নি সাহেব মেকলের বিষয়ে এক দীর্ঘ
পাঠ করিয়াছিলেন। তিন বৎসরাদি-
সাহেব এই বিষয়টি লিখিতেছিলেন; কিন্তু
প্রবন্ধটি অশাস্ত্ররূপ হয় নাই।

মূল্য গবর্ণমেন্টের কাগজ
ত হইতেছে।

স্বাকার সিকা	১১।০—১১।০
কোং	১২।—১২।০
পবলিকওরার্ক	১০.৬৮—১০.৬৮
কোং	১০.৭৮—১০.৮৮
ঐ	১১০।—১১০।

—ঃঃ—

ইউরোপীয় সন্মতি।

গুন ৩০ মার্চ। সার্ববাট মন্টগমরি এক পত্র
ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্টের নিকটে ব্রিটিশ রাজ
প্রতি ভারতবর্ষীয়দিগের অসন্তোষের কারণ
শ করিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, শাসনসম্বন্ধে
দিগকে উচ্চতর পদ দেওয়া উচিত।

পালাণ্ডের নিমিত্ত য পৃথক শাসনপ্রণালী
তাঁহা উঠিয়া গিয়াছে।

বলজিয়মের অনেকগুলি কয়লার খনিতে
তর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। দাঙ্গাকারীদিগকে
করিবার নিমিত্ত টেনাদিগকে আসিতে
ছিল। অনেক গোলাযোগে হত হই
।

মারল অব কাডিগানের মৃত্যু হইয়াছে।
ই এপ্রেল। রাজকীয় ডুগোলসভার
পতি সর রডারিক মার্চিসন আনজিবারসু
র কার্কের নিকট হইতে ৪ ঠা ক্ষেত্রয়ারির
পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডাক্তার কার্ক
নঃ আরব হরকরাকে ডাক্তার লিবিও-
র অশেষগে প্রেরণ করা হয়, সে ব্যক্তি
পত্র লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহার

মতে এক বৎসর বিলম্ব হইয়াছে। এই পত্রে
আছে, মঙ্গলিকা হুদের অল্পপথ ঠাজি
নগরে লিবিওষ্টোন উপনীত হইয়াছেন।

ই এপ্রেল নিউইয়র্ক হইতে সংবাদ আসি
য়াছে, কয়েকটি কটের প্রতিনিধি মনোনীত করি
বার সময়ে নীচতন্ত্রপ্রিয়দের অয়লাত হইয়াছে।

এক ব্যক্তি ডারসি মার্গি সাহেবকে হত্যা
করিয়াছে। হত্যাকারী ধৃত হয় নাই।

অস্ট্রেলিয়া হইতে মেইল-
যে গৈ আগত।

১২ মার্চ। ক্রটাক গ্রামে ওকারেলনামক এক
জন ফেনিয়ান এডিনবরার ডিউককে এক রিবল
বারদ্বারা বধ করিবার চেষ্টা করে। ঐ ব্যক্তি
ডিউকের পশ্চাৎ হইতে গুলি করে; গুলি
পৃষ্ঠে প্রবেশ করে; কিন্তু দুই দিবসপরে ইহা
বাহির করা হইয়াছে। ডিউকের বড় অধিক কষ্ট
হয় নাই। তিনি আত্মগোপন হইয়া পুনর্বার
নিজ কর্তব্য কর্মের ভারগ্রহণ করিয়াছেন।
হত্যাকারী দ্বিতীয়বার গুলি করে। ঐ গুলি
থরণনামক এক ব্যক্তির পদে প্রবেশ করিয়া
ছিল। ইনিও আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। একপে
হত্যাকারীকে সেনিয়নে সনর্পণ করা হইয়াছে।
৩০ এ মার্চ তাহার বিচার হইবার কথা ছিল।

লগুন ৩১ এ মার্চ। গত রাত্রিতে হাউস
অব কমন্সে গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রস্তাব করিয়া
ছেন, আয়ারলণ্ডের ধর্মসম্প্রদায়ের সহিত গবর্ণ
মেন্টের সংশ্লিষ্ট বন্ধ করা কর্তব্য; তবে
যেসকল স্থলে ধর্মালয়ের নিমিত্ত টাকা
ও ভূমিভূতি দান করা হইয়াছে তাহাতে
সম্প্রদায়ের পক্ষ হইবে না। লাড ষ্টানলী এক
প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন, আগামী মহা
সভার নিমিত্ত এবিধের মীমাংসার ভার রাখা
কর্তব্য। লাড ক্লানবোরন এবিধে এক বক্তৃতা
করিয়া গবর্ণমেন্টের এতৎসংক্রান্ত কয়টি রাজ
নীতির প্রতি বিশেষ দোষার্পণ করিয়াছেন।
তর্ক স্বগিত রহিয়াছে।

আবিসিনিয়া হইতে আগত।

জুলা ৭ ই এপ্রেল। বোম্বাই ২১ এ
এপ্রেল। একখানি গোপনীয় পত্রে প্রকাশ
করে, রাজা খিওডোর সেনাপতি নেপিয়-
রকে গুরু ও নেম উপচৌকন প্রদান
করিয়া আবিসিনিয়ায় আগমনের নিমিত্ত
তাঁহাকে অতিথি বলিয়া প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া
ছেন। টাইমস অব ইণ্ডিয়ার বিশেষ পত্রপ্রেরক
বলেন, সেনাপতি নেপিয়র মাগদালায় ২৪
ক্রোশের মধ্যে উপনীত হইয়াছেন। এই পথ

তিনি আর চারি কুচে গমন করিয়া
মার্চ মাগদালায় উপনীত হইবার
করেন। রাজাগুলি আতশয় অধন্য;
টেনাগণ লুহু আছে। রাজা খিওডোর
দালায় উপনীত হইয়া ইমলাজি চর্গবন্ধ
ছেন। দেশবাসিগণ এবং ব্রিটিশ সেনাদলের
কাংশের এই সংক্রমণে খিওডোর বাসি
রাজা অবরোধ করিয়া যুদ্ধ করিবেন

লগুন ২৮ এ মার্চ। ব্রিটিশ ও এতৎ
শাসনপ্রণালীঘটত যে পত্রগুলি সং
হইয়াছে, তদ্বিষয়ের আন্দোলননিমিত্ত
রাত্রিতে লাড উইলিয়ম হে প্রস্তাব করিয়া
বক্তৃতাকালে তিনি ব্রিটিশ শাসনপ্রণ
দোষে উল্লেখ করিয়া বলিলেন, যে
প্রণালী ইংলণ্ডে আছে, তদনুসারে তা
শাসন করা কর্তব্য। স্মলেট সাহেব এক
করিয়া সর জন লয়েসেব প্রতি দোষা
করিয়াছেন। সর জন লয়েস যে অমে
হন তাহার সংশোধন করিয়া লাড কাণ
বলিলেন, ভারতবর্ষে যথোচ্চাচার
প্রণালী হইতেছে; সহিষ্ণুতা ইহার
মাত্র সীমা। এমন স্থলে বিভাগবিশেষ
স্মারের প্রতি ঈর্ষা দূর করিয়া বাহারা ভার
ধারিকরা শাসন করেন, তাঁহাদিগের হস্ত
তর ক্ষমতা দেওয়া কর্তব্য। হইতে মধ্যে
জন্ম হইলেও শাসনের বল ও বুদ্ধি দ্বারা
প্রতিবিধান হইবে। সর ষ্ট্রাকোডনার্থ
বলিলেন, ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী ভারত
পক্ষে সুবিধাকর; কিন্তু তন্নিনিত্ত ভারত
রাজাগুলি আত্মসাৎ করা ও রাজ্যদিগকে
বিধয়ে স্বাধীনতা না দেওয়া অনুচিত।
বলিলেন, ভারতবর্ষীয়গণ যাহাতে আত্ম
করিতে পারেন, তন্নিনিত্ত তাঁহাদিগকে
উপযুক্ত করা হইলেও কর্তব্য কর্ম।

নিকল সাহেব, সর হেনরি রিফিন ও
আগনের প্রমুখসারে সর ষ্ট্রাকোড নার্থ
বোম্বাই ব্যাকের বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা
রাছেন। লাড ষ্টানলী গ্লাডষ্টোন সাহে
প্রস্তাবের সংশোধন করিয়া বলিয়াছেন,
রলণ্ডের ধর্মসম্প্রদায়ের বিষয়ের তর্ক আ
মহাসভার অপেক্ষায় স্বগিত থাকি উ

১লা এপ্রেল। গত কল্যা লাড হাউসে
প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, সভ্যগণ প্রতি
দ্বারা আত্মমতপ্রকাশে সমর্থ হইবেন না।
গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে আয়ারল
ধর্মসম্প্রদায়সংক্রান্ত তর্ক পুনর্বার উপস্থিত
হাডি সাহেব স্বীকার করিয়াছেন, আয়ারল

প্রদানের সংশোধন করা আবশ্যিক, কিন্তু এক কালে উঠাইবার বিষয়ে গবর্নমেন্টে দৃষ্টি হইবে না। গবর্নমেন্টের তির তির য সকল বন্ধুতা করেন, আইট সাহেব তি দোষারোপ করিয়া বলিলেন, আয়া রাজকীয় ধর্মসম্প্রদায় করাতে কোন ফল হই। তুর্কী পুনর্কার স্থগিত রহিয়াছে। দল আঁধার কিনাড জলসেচনের বিষয়ে স্থাব করেন, তদ্ব্যতিরিক্ত তুর্ক স্থগিত রাখি- প্রার্থনা করিলেন। এই তুর্ক দ্বিতীয় বার হওয়াতে তিনি ছঃপ্রকাশ করিলেন। রতর্ঘ অপ্রেশিয়া ও চীনের চাট্টিড ব্যাঙ্ক রা ৫ টাকা লাভপ্রদান করিয়াছেন।

—:—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন
লেপটনান্ট গবর্নরের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

৭ ই এপ্রেল। জি বিটি সাহেব পূর্ণার মন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন। ৮ ই এপ্রেল অবদি এ, আব, টমসন সাহেব বার দ্বিতীয় জেডির মাজিস্ট্রেট ও কালে হইবেন। কিন্তু আপাততঃ প্রতিনিধি লি রিনেগাঙ্গব থাকিবেন।

৯ ই এপ্রেল। জি এফ, ব্রৌণ সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত লপুবের অতিবিক্রম হইবেন।

১০ ই এপ্রেল। ৪ পরগনার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি মস্টার বাবু কালীচরণ ঘোষ মুরসীদাবাদে হইয়া তথায় মাজিস্ট্রেটের কমতা পাই

১১ ই এপ্রেল অবদি পঞ্চালিখিত নিম্নতর ন কার্যের কমচারিগণ উন্নত হইবেন। য হইতে দ্বিতীয় জেডিতে বাবু গুরুচরণ। চতুর্থ হইতে তৃতীয় জেডিতে ডবলিউ, কে, মর্টন সাহেব। পঞ্চম হইতে চতুর্থ হতে ডবলিউ, এম, স্মিথ সাহেব।

১২ ই এপ্রেল। যতদিন বাবু গোপীকৃষ্ণ াধায় বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন। দিন মৌলবী আবদুল মাজিদ ময়মনসিংহের তনধি অতিরিক্ত প্রধান সদরআমীন বন।

যতদিন মৌলবী আবদুল মাজিদ সরকারী ষ্যাপলফে স্থানান্তর থাকিবেন। ততদিন

বাবু গুরুপ্রসাদ সেন রূপপুরের প্রতিনিধি সদর আমীন ও সদর মুগেফ হইবেন

২০ এ এপ্রেল। নিম্নলিখিত ত্ত্র লোকেরা ময়মনসিংহের মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন:-

এচ, মস্পাট সাহেব ও, এম, ষ্ট্রাক সাহেব, বাবু হরমোহন বসু।

যতদিন ডাক্তর সি, ও, উডাকড বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন ডাক্তর জে, এ, পি, কলিঙ্গ কলিকাতার প্রতিনিধি পুলিশ সার্জন হইবেন।

৪ ঠা এপ্রেলের বৈকাল অবদি আর, ডি, হিম সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত তাগলপুরের প্রতিনিধি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন।

বেবরেণ্ড এচ মোল কিছু দিনের নিমিত্ত হাবড়ার প্রতিনিধি চাপলেন হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল অবদি বেবরেণ্ড জি এক পি সুইথ বারাকপুরের চাপলেন হইয়াছেন।

বেবরেণ্ড এচ, ডে, মাথু ফোর্ট উইলিয়াম জর্জের চাপ লেন হইবেন।

২১ এ এপ্রেল। বাখরগঞ্জের সহকারী পুলিশ সুপারইন্টেন্ডেন্ট এ, আমলি সাহেব ২৪ পরগনার বদলী হইবেন।

• যতদিন কাগেন এচ, হাউ বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন কাগেন এচ, হাউ ১৮৫৯ অর্ডার ১২ আইন অনুসারে জড় কাসীদিগের বিচার করিবেন।

আমাদিগের আনুলিঙ্গ সংবাদ- দাতা লিখিয়াছেনঃ

১। এখানকার সজবিন্যাস ও ডাকদরী সন্দররূপ চলিতেছে। সম্প্রতি শুনিয়া জাঙ্গা দিত হইলাম যে, ডাকদর স্থায়ী হওয়ার কিছুদিন পরেই উহার প্রয়োজনীয় ও প্রব্যাদির নিমিত্ত গবর্নমেন্ট হইতে ২৫ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে গৃহ প্রকৃত করি বার বিষয়ে গবর্নমেন্ট কর্ণপাত করিতেছেন না।

২। আমাদিগের রাণাঘাটের ডিপুটী মাজি স্ট্রেট বাবু মহিমচন্দ্র পাল মহাশয় বনধাম মহকুমায় স্থানান্তরিত হওয়াতে, তাঁহার পদে শ্রীযুক্ত বাবু যত্ননাথ বসু বি, এ, নিযুক্ত হইয়াছেন। হরি অদ্যাপি রাণাঘাটে পদার্পণ করেন নাই।

৩। কিছু দিন হইল, এখানে অতিশয় ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন রাণাঘাটে হই ব্যক্তি দেওয়াল চাপা পড়েন। উহাদের মধ্যে

এক জন মানবলীলা সধারণ করিয়াছেন। নিয় হঃথের বিষয়! অসাবধানতাই ইহার প্র কারণ

৪। গত ২৮ এ টেড্রের অমৃত বাজার পত্রিকার শেষাংশে গোয়ালী স্ক্রিড এক ব্যক্তি তপাকার বারইয়ারি পুত্র বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সত্য বলি অস্বীকার হয় না। আমি ও পূজার দিবস তত উপাস্ত হইলাম। মিরপেক হইয়া বলি গেলে গোয়ালী যে আমোদপ্রিয় স্থান, ত সকলেই খীকার করিবেন। এখানে সংক অপেক্ষা অসং কার্যেই অধিক অপব্যয় মগরক সুশিক্ষিত ত্ত্রলোকদিগের মধ্যে কেই অলীক আমোদপ্রিয়। এখানে “যা পাচালি, চপপ্রভৃতির বিরাম নাই। এখ সর্দাপেক্ষা যাত্রারই প্রাচুর্য অধিক।

৫। সম্প্রতি পুস্ত বাঙ্গলা রেল কোম্পানি সকল জেগীক আরোহীদিগের নি হইতে পূর্নাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভাড়া তেছেন। এই কাগাটি নিতান্ত অন্যায়। শু ণায় উহার নিমিত্ত অনেক আবেদন পত্র প্রে হইয়াছে। উক্ত রেলওয়ের কর্তৃপক্ষীয়ের রাং এই নিয়মটী নিবারণের আদেশ করবা।

—:—

আমাদিগের কালনাঙ্গ সংবাদ- দাতা লিখিয়াছেন।

বর্ষে বর্ষে খেরণ হইয়া থাকে, সেই নিয় পুসারে সম্প্রতি এখানকার চৌকীদারী টা বন্দোবস্ত হইতেছে। এবারেও কিছু টাকা করিবার আদেশ হইয়াছে। যত দিন এই বিবেচনা পূর্বক বয়ে করান হইবে, তত মুক্তি হইতে থাকিবে। হাঁসপুকুর ও কু এখানে ১৪৪ টাকা টাক আদায় হয়, কিন্তু সে কার ৪ চার জন চৌকীদারের বেতন ২০ লাগিতেছে; সম্প্রতি আবার ২৪ টাকা লাগিবে। এতদ্বারা টাক আদায়ের আমি বেতন আছে। ইহার উপরে আবার এক বারে তথাকার রাস্তাদিতে অধিক টাকা হইয়া যায়। গত ১৮৬৬ সালে অত্রা স্কুলের মিকট চটতে হাঁসপুকুর মির সাটা বাটপর্ষাক যে পাকা রাস্তাটি প্রস্তুত কর য়াছে, তাহাতে প্রায় ৭২৫ টাকা ব্যয় হয় সকল অতিরিক্ত ব্যয় কালনার চৌকীদারী হইতে দেওয়া হইয়া থাকে। বধন ঐ

হইতে আর্থিক ব্যয় নির্বাহের টাকাও
না, তখন তথায় টাকার কথা কি যুক্তিসিদ্ধ ?
বিক্রম এই সকল গ্রামের অবস্থা ভাল নহে ;
টাকার প্রথা উঠাইয়া দিলেই সকলের
হয়। আর একটি বিষয়ে আমাদের বিল
শঙ্কা হইতেছে। তাহা এই:—গবর্ণমেন্টের
প্রক্রমে এখানকার চৌকীদারের বেতন
মিসিপাল নিয়মানুসারে কতক ৫ ও কতক
করিয়া হইবে স্থির হইয়াছে। কালনার
গ্রাম কালনার ১৫ জন চৌকীদার নিযুক্ত
। তাহাদের বেতনের এইরূপ বন্দোবস্ত
যে, তাহার উত্তর ১২৪ বিঘা চাকরান
ত মাসিক ১৯।০ ও টাকার হইতে ৫৫৫০
ধাকে। (পূর্বে ঐ ১২৪ বিঘা জমিতেই
দের সমস্ত বেতন পাওয়া হইত।) এখানে
মিউনিসিপাল আইন প্রচলিত হইলে
হয়, গবর্ণমেন্ট ঐ চাকরান জমি বাজে
করিবেন। তাহা হইলে ঐ টাকা কি রূপে
হইবে ? ঐ স্থানে টাকার বৃদ্ধি করিলেও
অন্যায় করা হইবে। বোধ হয়, গবর্ণ
এই ক্ষুদ্র গ্রামের অবশিষ্ট ব্যয়ভার গ্রহণ
ত পাবেন। আমরা অবগত হইলাম মহা
লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণর বাহাদুর পত্রদ্বারা
করিয়াছেন, যেখানকার টাকার টাকা
খানেই ব্যয় করা উচিত। এমন স্থলে কাল
চৌকীদারী ফণ্ড হইতে আর যে অন্য স্থানের
পূরণ করা হইবে এমন বোধ হয় না।
মেন্ট গবর্ণর বাহাদুর আর একটি নিয়ম
ল বড় মঙ্গলের বিষয় হয়। টাকার
পক্ষান্তরের অভিমতে ব্যয় করিবার
হইলে প্রজাগণের পক্ষে অধিক সুবিধা
গ্রাম কালনাপ্রভৃতি স্থানে চৌকীদারের
কম করিলেও চলিতে পারে।
চৌকীদারী টাকার কথা ত এই, আবার লাই
টাকারও হস্তা উপস্থিত। গত বর্ষে ক্ষমতা
তেও কোন ব্যক্তি এই টাকার যদি না দিয়া
ত, তাহার তদন্ত করিবার জন্য বঙ্গমানে
কালেই বাবু হরচন্দ্র ঘোষ এখানে আগ
রিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্টের বেরূপ প্রতাপ
তে ২০০ শত টাকা আয় থাকিতেও
হ এই টাকার দেয় নাই, ইহা কখনই সম্ভা
নহে। বৎসর বাৎসরিক ১৫০ টাকা
নাই, এমন লোকও ইহা হইতে অব্যাহতি
নাই। নিম্ন জেণীর কর্মচারীগণের
অন্য অনেক সামান্য লোককে বিশেষ
সহ্য করিতে হইতেছে। এক জন

টাকাবিক্রেতাকেও কারম দেওয়া হইয়াছে।
আমরা অনুরোধ করিতেছি, বিজ্ঞবর হরচন্দ্র বাবু
কৃপাপরবশ হইয়া উপযুক্ত লোকের প্রতিই
যেন টাকার ভার অর্পণ করেন।
এই সব ভবিষ্যতের অধীন কোয়ার গ্রাম
নিবাসী শশিভূষণনায়ক এক ব্যক্তি একটি
বিশেষ প্রশংসার কাজ করিয়াছেন। গত চৈত্র
মাসে তাঁহার বাগীতে ডাকাইতি হয়। যখন
ডাকাইতগণ তাঁহার (শশী) বাগীতে প্রবেশ
করে, তখন তিনি বাটতে ছিলেন না। দস্যুদি
গের বিকট শব্দশ্রবণে তিনি আশিয়া দেখেন,
তাঁহারই বাগীতে বিপদ উপস্থিত। তিনি সেই
বিপৎকালে সাহসহীন না হইয়া কোন প্রতিবাসীর
গৃহ হইতে একখানা খঞ্জ লইয়া প্রথমতঃ দারস্থিত
দস্যুকে এমন আঘাত করেন যে, সে তৎক্ষণাৎ
ভূতলে পতিত হয়। তাহাকে পতিত করিয়া
তিনি আপন দ্বার দেশের এক নিভৃত স্থানে থা
কিয়া ছাড়াআদের আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগি
লেন। ডাকাইতগণ অমঙ্গললক্ষণ দেখিয়া যেমন
বাহিবে আসিবে, তিনি অমনি অলক্ষ্যরূপে
আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন দস্যুরা কে
কোথায় পলাইবে তাহারই চেষ্টা পাইতে
লাগিল। ঐ সময় এক ছুরায়া শশী বাবুকে
আঘাত করিতে উদ্যত হওয়াতে তিনি পলায়ন
করেন। ক্রমে পুলিশে সঘাণ দেওয়া হইলে
অত্রত্য পুলিশ ইনস্পেক্টর বাবু রামরেশু ঘোষ
মহাশয় তথায় ঘাইয়া ক্ষতাক্রম হই জন ডাকাই
তকে ধৃত করেন এবং মস্তেখারের সব ইনস্পেক্টর
বাবুও আব দুই জন ঐ রূপ ক্ষতাক্রম দস্যুকে ধৃত
করিয়াছেন। ৫ জনকে চালান দেওয়া হইয়াছে।
অপহৃত দ্রব্যও কতক পাওয়া গিয়াছে। আসি
ষ্ট্রী-ট মাজিস্ট্রেট হেলেট মহোদয় বিরূপ বিচার
করেন, জানিয়া প্রকাশ করা যাইবে।
আমরা অত্রত্য বিচারপতি জে আর, হেলেট
মহোদয়ের একটি সদাশয়তার কার্য দেখিয়া
বিশেষ প্রীতিলভ করিয়াছি। গত বড়
উৎপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য দিবার জন্য
তাঁহার নিকট ১৫০০ শত টাকা মঞ্জুত হয়।
রীতিমত বিতরণ করিয়াও ১৫০ শত টাকা
উদ্ধৃত হইয়াছিল। ১৮৬৩ সালে যেসকল
লোকের গৃহ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং এ পর্যন্ত
যাইরা সেই গৃহ প্রস্তুত করিতে পারেন নাই;
হেলেট মহোদয় সেই উদ্ধৃত টাকা দ্বারা ঐ সকল
লোকের সাহায্য করিবার মানসে কলিকাতা
সাইক্লোন রিলিফ ফণ্ড কমিটিকে এই বিষয়
লেখেন। কমিটী তাহাতে অনুমোদন করিয়া

হেন। কাওলী বড় উত্তম হইয়াছে। এ
বিচারপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।
—:০:—
আমাদিগের গোয়ালিয়ারস্থ সং
দাতা লিখিয়াছেন:—
১। অতিশয় আনন্দের সহিত প্রকাশ
তেছি, এত দিনে আমাদের হংরাজি স
প্রকৃত উন্নতি এইবার উপক্রম হইয়াছে।
৩০ এ চৈত্র ঐ সত্তার কার্য অতি সমা
পূর্ণক নির্বাহ হইয়াছে। ঐ দিবসে সত্তা
ব্রিগেডিয়ার (চেম্বারলেন সাহেব) পালটি
এজেন্ট কর্নেল ডেলি সাহেব আশিষ্টা ট
সরি জেনারেল লেপ্টেনেন্ট কর্নেল ত্রাণ্ডার স
প্রভৃতি অত্রত্য বড় বড় সাহেব উপ
ছিলেন। সত্তাপতি সহকারী সত্ত
সম্পাদক সত্য ও অন্যান্য অনেক
স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলে পর স
গত সত্তার কার্যবিবরণ পাঠ করিলেন।
পরে সহকারী সত্তাপতি শ্রীযুক্ত বাবু
নচন্দ্র চক্রবর্তী ও তরসিয়ার শ্রীযুক্ত
বহুনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সীতানাথ
এই তিন জন ভারতবর্ষের বর্তমান
স্থার সচিত পুরাতন অবস্থার তুলনামি
তিনটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন।
পেছা শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী
য়ের বক্তৃতা অধিক ফলপ্রসূ হইয়াছে ও ম
রিণী হইয়াছিল। তিনি জাতিভেদের ব
ও আবশ্যিকতা প্রভৃতি অতি সংক্ষেপে
রূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। সীতানাথ
বক্তৃতাতে রাজনীতি, ধর্মনীতি,
জিক নিয়মপ্রভৃতি উল্লিখিত হইয়া
বক্তৃতাসমাপ্তির পব সত্তাগণের ফ
তর্ক বিতর্ক হইল। অবশেষে সত্তাপতি ম
কিঞ্চিৎ বলিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা
কার্য চলিয়াছিল। সাহেব মহোদয়ের
রক্তচিহ্নে স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। ঐ
সত্তার কার্যবিবরণ বিশেষতঃ তিনটি ব
অবশেষে খার পর নাই প্রীতিভাব প্রকাশ
য়াছিলেন এবং বাঙ্গালীরা যে ভারতবর্ষের
বুদ্ধি ও সত্যতাতে সকল জাতি অ
শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতেছেন ইহা মুক্তকণ্ঠে
করিয়াছিলেন।
পালিটকেল এজেন্ট নবীন বাবুর সহিত
ধর্মসংক্রান্ত ও সত্তার উদ্দেশ্যসংক্রান্ত
কথা কহিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন,

রা কোন কর্মের নহে। ইহারা দেখিতে
অসত্য, বুদ্ধি সেইরূপ, ইহাদের বিদ্যাশি
জন্য তাদৃশ যত ও অর্থী নাই। কণেল
সাহেবের মতে দাক্ষিণাত্য প্রদেশীয়
গণ অনেকাংশে সত্য ও বুদ্ধিমান। ইনি
উীয়দিগের অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যবাসীদি
বিশেষ সুখ্যাতি করিলেন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, কর্নেল ডেলি
এত বড় বড় সাহেবেরা যে একরূপ
আমাদের ন্যায় সামান্য লোকের
মিশ্রিত হইতে বৃদ্ধিত হইলেন না,
আমরা পূর্বে জানিতাম না। মফস্বলস্থ
দিগের নিকট প্রার্থনা যে, যদি তাঁহারা
মিলিয়া বিদ্যালোচনা ও অন্যান্য সদা
বরেন, তত্রতা প্রধান প্রধান সাহে
র্থাহাদিগকে উৎসাহদানে বিরত হই
না এবং বাঙ্গালী নামের গৌরব বৃদ্ধিও
অপেক্ষা থাকিবে না। এস্থান অপেক্ষা
দেশের অন্যান্য স্থানে অনেক অধিক
আছেন; কিন্তু এস্থানের ন্যায় আন্যান্য
র বাঙ্গালীদিগের মধ্যে একরূপ সদভূতানের
প্রত্ন হয় না। সভার দিন জেনারেল সাহেব
শগর্ভ ও উৎসাহপূর্ণ গুটি কত কথা
আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন
তাঁহারা সকলেই মধ্যে মধ্যে আসিবার
প্রকাশ করিলেন।

গত ১ লা বৈশাখে নববর্ষের উৎসর্ধ
দের প্রিয় বন্ধু নবীন বাবু একটী মনোহর
ন সকল বাঙ্গালীকে লইয়া ভোজ দিয়া
লেন। উক্ত দিবস সমস্ত দিন উদ্যানস্থ
লে বসিয়া মনের উল্লাসে নানাবিধ
আমোদে অভিভাবিত হইয়াছিল এবং
র মধ্যে ভাড়াভাবের ও অকৃত্রিম প্রীতির
ত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়াছে গত
যে দলদলিত্যবের কথা লিখিয়াছিলাম,
বাবুর অমায়িক ও উদার ভাবের প্রভাবে
র কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই।

এখন আর একটী ইঞ্জিনিয়ার অফিস
র কথা যে পূর্বে লিখিয়াছিলাম, এই
সমাস হইতে তাহার কার্য আরম্ভ হই
। এখন এখানে তিনটী ইঞ্জিনিয়ার অফিস
। গবর্নমেন্ট যেন এস্থলের উপর বিশেষরূপে
াখেন। প্রজাদিগের শোণিত যেন কেবল
ল কুকুরের পানীয় না হয়

ত পত্র যে চোরধরার কথা লিখিয়াছিলাম,
লাম সেই চোরের কঠিন পরিশ্রমের সহিত

৫ বৎসরের জন্য কারাবাসের দণ্ড হইয়াছে
এবং পুলিসের উপর কন্ট্রোলমেন্ট মাজিস্ট্রেটের
বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। মাজিস্ট্রেট সাহেব
যে রূপ উপযুক্ত ও বিচক্ষণ তাহাতে বোধ হয়
এখান শীঘ্রই শাস্তি সংস্থাপিত হইবে।

৫. পালটিকেল এজেন্ট কর্নেল ডেলি
সাহেব শীঘ্রই অবকাশ লইয়া এখান হইতে যাত্রা
করবেন। ইহাব সহিত আলাপ হইয়া অবধি
ইহার গুণে আমরা একরূপ বশীভূত হইয়াছি যে
ইহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না।

৬। এখানে এখন গ্রীষ্মের প্রভাব বিলক্ষণ
অনুভূত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে দিবাবসানে
কটিকা উৎপত্ত হইয়া ধুলিরাশিধারা গগন
মণ্ডল একরূপ আচ্ছন্ন হইয়া যায় যে, রাস্তা চলা
ভার হইয়া উঠে। এদেশে লোকে ইহাকে
আঁধি কহে।

আমাদিগের দোরস্থ সংবাদবাতা
লিখিয়াছেন।

১। গত টেত্রমাসে মহিষাদলাসুর্গত বড়
বাড়িনামক গ্রামে জটনক শিল্পকারক কোন
গৃহস্থের বাণীতে চৌর্যবৃত্তি করিতে আসিয়া
সন্ধিখনসময়ে ধৃত হয়। গৃহস্থ তাহাকে
বন্ধনদশায় রাখিয়া বাসুঘাটা আউটপোষ্টে
সমাচার দেয়। তদনুসারে থানা সুতাহাটীর সব
ইনস্পেক্টর মহাশয় উহার অনুসন্ধানজন্য গমন
করিয়া দেখিলেন, দস্যু পক্ষর প্রাপ্ত হইয়াছে।
একপে উক্ত অপহারকের পুত্রকলত্রাদি এই
বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে, গৃহস্থের সহিত
কোন কারণবশতঃ মৃত ব্যক্তির শত্রুতাব ছিল,
তজন্য তাহাকে স্ত্রীকার্য নির্মাণের তলে
বীর বাণীতে আনয়নপূর্বক লগুড়াঘাটে
নিহত করিয়াছে। গৃহস্থ ও তৎপ্রতিবাসিগণ
কহিতেছে যে দস্যু বন্ধনাবস্থাতেই বিস্ত
চিকা রোগাক্রান্ত হইয়া সব ইনস্পেক্টর
মহাশয় না উপস্থিত হইতেই কালক্রাসে কব-
লিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ের অনুসন্ধান জন,
তমোলুকের সব ইনস্পেক্টর মহাশয়ও আমগন
করিয়াছিলেন। তিনি কি করিয়া গিয়াছেন
এ পর্যন্ত জানিতে পারি নাই।

২। গত ২৩ এ টেত্র শনিবার দিনমণি
অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে পর এখানে ঘোর
তর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সেই সময় কৃষ্ণনগরস্থ
জটনক গৃহস্থের বাসভবন বজ্রাশিধারা এক
বারে ভস্মীভূত হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়
এই যে কাহারও জীবন নাশ হয় নাই।

৩। গত ২রা বৈশাখ রবিবার বি
খালীনবাসী বসিরুদ্দিননামক কোন মুসল
তথাকার চড়কমেলা দর্শনানন্তর প্রত্যগ
কালে আপন আবাদগৃহেই নিকটে আ
বজ্রাঘাতে মানবলীলা দর্শন করিয়াছে।

—:—

প্রেরিত ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদ
মহাশয় সমীপেষু ।

নদিয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের দক্ষিণ
স্থিত মালিপোতা নিস্তান্ত অপ্রাসক্ত গ্রাম না
এস্থানে ও ইহার সম্বন্ধিত কয়েক গ্রামে বি
তুল্ললোকের বসতি। এই জনপদসমূহে
কালে বঙ্গাল প্রতিষ্ঠিত কুলের পত্নিকা উড
হইয়াছিল। অত্রত্য সমাজ নবনীপাসুর্গত
সমাজ ৯ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু একপে
বংশপরম্পরানুগামী হওয়াতে প্রকৃত গে
প্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং ইহার
আদর নাই, এখন উহা নানা দোষেরই
হইয়া উঠিয়াছে। অতএব অত্রত্য অধিব
গের আর পূর্গগৌরবে গর্ভিত হওয়া
দেখায় না। এখন বাহাতে জন্মস্থানকে বর্
সত্য জনপদমধ্যে পরিগণিত করিতে পা
বাহাতে ইহার মুখ পুনরুজ্জ্বল হয়, তদ্বিষয়ে এ
চেষ্টা করা আদিবাসীদিগের অতীব কর্তব্য।
আপ্তরিক আভ্যাদসহকারে প্রকাশ করি
সম্প্রতি এখনকার শুবকদশায় এই বি
ত্রতে দৃঢ়তব রতী হইয়াছেন।

ইহাদেব প্রথম উদ্যমে মালিপোতার
ডাকের বাধ স্থাপিত হইয়াছে। এ
এইরূপ সুবিধা পূর্বে না থাকাতে সে
যে কত কষ্ট হইত, তাহা বর্ণনাতীত। প
আসিলে শান্তিপুরের ডাকঘর হইতে
কার্য নির্মাহ হইত। শান্তিপুর এখান
৫।৬ মাইল অন্তরে স্থিত। যখন গ্রামে ড
থাকিলে ও কোন কোন স্থানে পত্রাদি প
বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, তখন এ
ব্যবধান হইতে পত্র পাইবার যে কি বিশ
ঘটে, তাহা সাজেই অনুভব করা যায়।
দিনের পত্র একত্র না হইলে ডাক ঘর
হরকরা আসিত না এবং প্রতি মাসুল
পত্রে /০ আনা ও বেয়াবিও হইলে
করিয়া দক্ষিণা না দিলে পত্র পাইবার
হইত না। সুতরাং ইহাতে কত বি
কত অনুবিধা হইত, তাহা সকলেই

রেন। আবার পত্রাদি ডাকঘরোদ্যে হই
 ও যাতায়াতে ১০।১২ মাইল না হাঁটিলে
 য্য সম্পন্ন হইত না। এইসকল কারণ দর্শা
 মালিপোতাথ একটি ডাকঘর সংস্থাপনের
 বেদন করা হয়। তদনুসারে ইনস্পেক্টর পোষ্ট
 ঠার শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধুমিত্র মহাশয় এখান
 অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া একটি ডাকবাঞ্ছ
 ণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তখনই আমরা
 কে ধন্যবাদ প্রদান করি, কিন্তু তিন একট
 মনোযোগী হইলে ঐ স্থানে একটি স্থায়ী
 ঘর স্থাপিত হইতে পারিত। ডাকবাঞ্ছ দ্বারা
 বাসাদিগের আশাশুভ্রূপ ভুটি অঙ্গে নাই।
 শেষে আমাদের অনুরোধ এই যে, ইনস্পেক্টর
 ঠাইর মহাশয় আনুষ্ঠানিক তদন্ত করিয়া
 মেটে এ বিষয়ের বিজ্ঞাপন করিলে একটি
 স্থায়ী ডাকঘর হইতে পারে। ঐ স্থান হই
 উহার বায় চলিতে পারিবে।
 দ্বিতীয়, মালিপোতার কতিপয় যুবকের
 হ ও উৎসাহে অত্যন্ত দিবস হইল একটি
 জি বাঙ্গালা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে
 সময়ে যুবকদিগকে হই একটি কথা বলিয়া
 আবেশক: যাহাতে স্কুলটি স্থায়ী হয়,
 য়ে একান্ত মনোযোগী হওয়া উচিত।
 দেয় বেতনের ২০০ রুপি করিয়া এবং গব
 ঠের সাহায্য করিয়া ঐ উভয় টাকা হই
 যাহাতে স্কুল চলে তাহা করা বিশেষ
 চাঁদার উপর অধিক নির্ভর করিতে গেলে
 লয়ের অবস্থা যে পরিণামে কিরূপ দাঁড়ায়
 অনেকেই জ্ঞাত আছেন এবং আমরাও
 ার্থে ত্রুটি থাকিয়া বিশেষ অবগত হই
 এই স্থলে গবর্নমেন্টের আর একটি
 দৃষ্টিনিক্ষেপ আবশ্যক হইয়াছে। এ
 জলাশয়গুলির প্রতি নেত্রপাত করিলে
 কষ্ট হয়। প্রবল মারুভয়ের সময় যখন
 ন ইংরাজ ডাকের ইহার কারখানাসংক্র
 এখানে আগমন করেন, তখন জলের বর্ন
 আপন অধকেও এখানকার কোন পুক
 স্কলপান করিতে দেন নাই। কিন্তু
 হুর্ভাগ্য অধিবাসীরা তাহাই পান ও
 তই স্নানাদি করিয়া থাকেন। এখানে
 কোন অর্পণশালী লোক নাই যে ঐ
 পুকুরিণীর স্বীতিমত সংস্কার করিয়া
 পারেন। সুতরাং এজাবৎসল গবর্নমে
 পরেই উহা নির্ভর করিতেছে।

১৯ ই বৈশাখ } ভবদীয় বশরন
 } মালিপোতা বাসিনঃ

। মহাশয়। গবর্নমেন্টের কতকগুলি অলস,
 নিকোঁধ, ও কর্তব্যবিমুখ কর্মচারীর দোষে দরিদ্র
 প্রজাদিগকে যে অকারণ সময়ে সময়ে কষ্ট ও
 কতি সহ্য করিতে হয়, তন্নিবারণ চেষ্টাই অন্য
 কার প্রস্তাব অবতারণার মূল।

চৌকীদারি টাকার আদায়ের নিয়ম এই,
 প্রথমতঃ বিল আইসে, তখন টাকা দিতে না
 পারিলে একটি দিন অবধারিত হয়। উক্ত দিবসে
 আদায় না হইলে উহার পর আরও এক বার
 তাগাদা করা হয়, পরিশেষে সমন আইসে।
 কিন্তু আমরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য দেখি
 তেছি। সে দিন রাঙ্গপুর গাজীপুরপ্রভৃতি গ্রামের
 অধিকাংশ ব্যক্তিকে এক স্তম্ভনদিগ নিয়মানুসারে
 টাক দিতে হইয়াছে। ইহাদিগের নিকট বিল
 পর্যন্ত আইসে নাই; কিন্তু এক বারে ওয়ারেন্ট
 আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বিল আদায় করেন,
 তিনি স্বীয় বাণীতে যাইবার সময় (উঁহার বাণী
 এই অঞ্চলে) পথিমধ্যে যাহার সহিত সাক্ষাৎ
 হইয়াছিল তাহাকে এক বার চক্ষুলাক্ষায়
 টাকার কথা বলিয়াছিলেন মাত্র। কেহ কেহ
 "অনুক দিন আইস" বলিয়া কড়ার করিলেন
 কিন্তু বিল আদায়কারী মহাত্মা অক্ষুন্নে বাণীতে
 গিয়া নিশ্চয় গেলেন। কিছু দিনপরে আফিসে
 গিয়া কর্তব্যসাপন হইল বলিয়া বিলগুলি
 প্রত্যর্পণ করিলেন। দিকে প্রজাদিগের
 নিকটে একবারে ওয়ারেন্ট আসিয়া উপ
 স্থিত হইল। ইহারা কিছুই জানিলেন না।
 কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগকে কার্যক্ষতি করিয়া স্বয়ং
 গিয়া বা পয়সা দিয়া অন্য লোকদ্বারা টাকের
 টাকা আফিসে জমা দিয়া আসিতে হইল।
 কি আশ্চর্য! গবর্নমেন্ট কি আর ভাল লোক
 পান না?

১৮ ই এপ্রেল }
 ১৮৬৮ }

শ্রীঃ—

—ঃঃ—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিত	মেদিনীপুর
১২৭৫ তৈজ্য হইতে ৭৬ বৈশাখ	১৩
" " প্রাণকৃষ্ণ কেশ	চোরবাগান
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র	১০
" " শিবচন্দ্র সবকার	কীর্ত্তার
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ তৈজ্য	১৩
" " ধনপতি সিংহ রায়বাহাদুর জিয়ারাজ	
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র	১৩
প্যারীমোহন সেন	কটক
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আষাঢ়	৩৫

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রোহন গঙ্গোপাধ্যায় ভব
 " মূল্য তহবীর আলী আলীপুর
 শ্রীমতী রাণী শ্যামাশুন্দরী দেবী শ্রী
 ১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র
 —ঃঃ—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি
 বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাল্য না-পাইলে
 সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।
 ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
 বাণ্যাসিক ৫।০ টাকা; মফস্বলে ডাকম
 সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং ট
 সিক ৩৫। তিন মাসের সূচনে অগ্রিম
 গ্রহণ করা যায় না। চণ্ডি, বরাত্তি চিঠি,
 অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অ
 যাহাতে বাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই ট
 দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।
 বাহার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তা
 যেন এক অথবা আপ আনার অধিক মু
 ওরসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।
 যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রক
 মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি ক
 শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পা
 ইয়া দেন।
 বাহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
 আসিবে, এক মাসপূর্বে তাহাদিগকে
 লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
 গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার
 একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ
 যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পা
 হইবে।
 মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
 ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীজ পাইব।
 বাহার মাল্য না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
 বেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
 পাইবে না।
 কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ই
 করিলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
 আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হইবে
 যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা ক
 বেন, তাহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে
 এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ প
 মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষি
 চাক্ৰিপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ
 ভূষণের বাণীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে
 প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ সংখ্যা।

— ৪২ —

“ প্রবক্তাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিমহতী ন স্বীয়তাং । ”

ম ভাগ।

মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৫ টাকা। } মন ১২৭৫ ২৩ এ বৈশাখ। ১৮ ১৮ ৪ ঠা মে

{ মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক
টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক

বিজ্ঞাপন।

বিক্রয়ার্থ।

আরডেন রীচ ২৪ নং বাগী শুদামসহ ১৯ নং
বাগান।

ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত।

আরডেন রীচ ২৪ নং বাগী।

উপরিউক্ত বাগান ও বাগী বাঁহারা কয়
অথবা ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন
লিখিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেশ্বরস্ আরবোধনট এবং কোং

পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা মুজাপুর আমহাউসের দক্ষিণ
প্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক সাম
পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড করিয়া

শ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের
খণ্ড ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টা

পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমেত
উক্ত পরিবার কল্পনা আছে। প্রথমতঃ বিষ্ণু-

অনুবাদ ও ত্রীধরগোত্রমিকৃত টীকা সমেত
হইতেছে; আগামী ১ লা বৈশাখ বিতরণ

হইবে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভি
হন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে

র নিকট পত্র ডাকমাশুল ও প্রতিখণ্ডের
অগ্রিম ৥ আট আনা করিয়া পাঠাইবেন।

যদি নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহা
নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা

বিক্রয় করা যাইবে।

ই টেত্র } শ্রী জগন্মোহন শর্মা।
১২৭৪ ১-

সংস্কৃত মেদিনীকোষ গ্রন্থ শব্দের টীকা-
যত উত্তম নাগরাকরে যতপূর্ণক মুদ্রিত হই

তেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহা
টাকা কালেক্টর সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু
সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ
যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই টেত্র ১২৭৪ } শ্রী জগন্মোহন শর্মা
সংস্কৃত বিদ্যালয়।

অভিধান।

শব্দার্থ	২৥০
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দসিক্ক	২
শব্দার্থমুক্তাবলী	৭
শব্দার্থরত্নমালা	৫
শব্দার্থপ্রচারিকা	৩
প্রকৃতিবাদ	৫
সংস্কৃত পুস্তক	
রঘুবংশ সঙ্গীক	৮
উত্তর নৈষধচরিত	৭৥০
ভট্টিকাব্য	৪০
অষ্টাবিংশতি তন্ত্র	৩৫
দশরূপক	১৫০

কলিকাতা } শ্রীকেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ণওয়ালিস } পুস্তকবিক্রেতা।
স্ট্রিট ১৭৭ নং

নিম্নলিখিত সংস্কৃত পুস্তকদ্বয় দেবনাগরী
করে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। মাপত্রধরমণ্ডে
গ্রহণ করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে প্রাপ্ত হইবে।

কালিদাসকৃত কুমারসম্ভব উত্তর খণ্ড সম্পূর্ণ
মূলমাত্র মূল্য ৥ আট আনা।

ভারবিকৃত কিরাতার্জুনীয় সম্পূর্ণ মূলমাত্র
মূল্য ৥ আট আনা।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞানরসাকর যন্ত্র নিম
স্ট্রিট ৩২ সংখ্যক ভবন।

১৪ ই বৈশাখ } শ্রীভুবনচন্দ্র বসু
১২৭৫।

কলিকাতা সংস্কৃত লাইব্রেরী ও কা
স্ট্রিট ১১ সংখ্যক ভবনে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

মজুমদারের পুস্তকালয়ে, শ্রীযুক্ত বাবু দে
কুমার রায় চৌধুরীপ্রণীত “ তত্ত্বপ্রব
বিক্রীত হইতেছে।

বারুইপুর } শ্রীব্রজমোহন বসু
৫ ই টেত্র } অধ্যক্ষ।
১২৭৪।

সোমপ্রকাশযন্ত্রালয়ে কেস ও ফ্রেম
নানাপ্রকার দেবনাগর অক্ষর বিক্রয়পত্র

বাঁহার প্রয়োজন হয়, তিনি কলিকাতা সং
কালেক্টে শ্রীযুক্ত ছাবকানাথ বিদ্যাস

নিকটে অমুসন্ধান করিলে বিশেষ
জানিতে পারিবেন।

রাণীগঞ্জ পটরি কোং
লিমিটেড।

নেজিরা কবিবাব সূচিকরণ টাইল।
এ কোম্পানির নিসনরোস্থিত ৫ নং ভ

উহার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং
কাহার প্রয়োজন হয় এ অফিসে অমুস

পাঠাইয়া দিবেন।

নন্দনময়ন্তী নাটক যাহা ষ্ট্রান্সল
যন্ত্রিত বিক্রয়পত্র প্রস্তুত; মূল্য ১

কলিকাতা } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র
ঘোড়াসাঁকো ৬৪ নং

নিম্নোক্ত পুস্তকালয়ে ও পটোল
 কোম্পানির দোকানে মৎ
 নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
 মূল্যঃ

১ টকা	১ টকা
১ "	১ "
১০	১০
১	১
১	১
১	১

ক্রীড়াকর্মের শক্তি।

—:—

স্বাধীনতার নামে একধরনের সুবিশুদ্ধ
 মান, যাতে প্রাকৃত ও মানবিক শক্তি
 শক্তিরই লক্ষ্যে ও দাতব্য উত্তর
 ও শক্তির উত্তর উদ্ভিত এবং উপাদ
 হইতে নানাবিধ প্রত্যয়নস্তর প্রায় ৭৫
 হাজার শব্দ সংগ্রহপূর্বক ৮৬৮ পৃষ্ঠায়
 হইয়াছে, যা হাদিগের প্রয়োজন হইবে,
 ১৯১৩ সালের ২৩ নং পুস্তকালয়ে ও জোড়া
 ৬৩ নং ক্রীড়াপত্র রায়ের নিকট
 ক্রয় করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ৩
 ডাকমাশুল। আনা। যদি কেহ এক
 কাপী লন তবে তাহাকে ১৫ টকা
 বর্ধমান দেওয়া যাইবে।

বিক্রেতা ক্রীড়াকর্মের শক্তি।

—:—

নদিয়ার নদী।

১৯১৩ সালের এপ্রেল মাসের ১৪ ইং হইতে

এ পর্যন্ত ভাগীরথীর নদীর সর্বমোট

জলের সাত্ত্বিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	ফুট	ইঞ্চি
উপর পল্লিন্দিত	২০	০
ম	১১	০
হুগলি জলদ্রব্য (১০০ মাইল) নদে	০	—
হুগলি হইতে ২৫ মপূর্ব (৪৬ মাইল) নদে	০	—
হুগলি হইতে কাটওয়া (৫০ মাইল) নদে	০	—
হুগলি নদীর পর্যন্ত (৭৬ মাইলের মধ্যে)	০	—
১৯১৩ এ এপ্রেল তারিখে বহরমপুর	০	—

গজঘাটের জলের মাপ * ফিট ইঞ্চি

০—০

বহরমপুর } এক জিকিউটিব
 ২৪ এ এপ্রেল } ইঞ্জিনিয়ারবহর
 ১৮৬৮। } মপুর ডিবিজন

সোমপ্রকাশ।

১১ এ বৈশাখ সোমবার।
 গুরুটে গিঙ ইনস্পেক্টরদিগের
 স্বাধীনতা লোপচেষ্টা।

মচরাচর মানুষের এই স্বভাব দেখিতে
 পাওয়া যায়, যাঁহার যে গুণ থাকে, তিনি
 যদি অন্য ব্যক্তিতে সেই গুণ দেখিতে
 পান, যার পর নাই আক্লাদিত হন এবং
 সেই গুণের উন্নতিসাধনবিষয়ে সবি-
 শেষ বক্তৃৎ হইয়া থাকেন। কিন্তু ভারত
 বনস্থ ইংরাজদিগের অধিকাংশের
 ইহার বিপরীত স্বভাব দৃষ্ট হইতেছে।
 তাঁহারা স্বাধীন দেশজাত ও স্বাধীনতা
 প্রিয় হইয়াও অন্য ব্যক্তিতে স্বাধীনতা
 দেখিতে পারেন না। এদেশীয় রাজা-
 দিগের স্বাধীনতা তাঁহাদিগের চক্ষুঃ
 শূন্য হইয়াছে। এদেশীয়েরা যদি সিবিল
 সর্কান্ট পদ প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে অনেক
 কাজ স্বাধীনভাবে করিতে দিতে হইবে।
 এই ভয়ে উক্ত মহাপুরুষেরা প্রাণপণে
 সিবিল সর্কানের দ্বাবোধের চেষ্টা পাই
 তেছেন। যে হুই একটা পদে এদেশীয়
 দিগের কিঞ্চিৎ স্বাধীনতাগন্ধ আছে,
 তাহারও সোপচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।
 আমরা শুনিয়া দুঃখিত ও বিস্মিত হই
 লাম, বাঙ্গলা ভাষার উন্নতিসাধনার্থ যে
 হুই জন গুরুটে গিঙ ইনস্পেক্টর নিয়ো-
 জিত হইয়াছেন, যাঁহারা এতদিন স্বাধীন
 ভাবে ও সুন্দররূপে কাজ করিয়া আসি
 তেছেন, আজ কালি তাঁহাদিগকে
 ইংরাজ ইনস্পেক্টরদিগের অধীন করি
 যার প্রস্তাব চলিয়াছে। এটি অস্বাভূত
 প্রস্তাব। ইহা দ্বারা রাজপদসম্বন্ধে স্বাধী
 নতালিপত্র বাঙ্গালিদিগকে কেবল যে

ভয়োৎসাহ করা হইবে একরূপ নয়,
 ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও কাশীকান্ত
 মুখোপাধ্যায় হইতে গুরুটে গিঙ স্কুলের
 কিছু কাজ হইতেছিল, তাহারও বর্ধ
 জন্মিবে। সাহেবেরা সর্কান্ট বলিয়া
 মান করেন; কিন্তু আমাদের
 সে অভিমানের প্রকৃত কারণ নাই।
 বেরা বাঙ্গলা ভাষায় অনতিজ্ঞ, এদেশ
 লোকের মনের ভাবপ্রভৃতিও অন
 নছেন। অতএব তাঁহারা যে এ দেশ
 অবস্থা ও ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিদি
 অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে কার্য সম্প
 করিতে পারিবেন, তাহা কোনক্রমে
 বিতনহে। আমরা জানি, অনেক মিম
 বাঙ্গলাবিদ্যালয় কেবল মিসনরি
 বন্দোবস্তের দোষে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া অব
 হইয়া আছে, কোন কোনটা বা উ
 গিয়াছে। গুরুটে গিঙ ইনস্পেক্টরি
 ইংরাজ ইনস্পেক্টরদিগের অধীন ব
 রাখিলে গুরুটে গিঙ পাঠশালাও
 উন্নতিপথ রুদ্ধ হইবে। আমরা যে এই
 কহিতেছি, তাহার আর একটা কারণ
 অনেকের একরূপ স্বভাব আছে, তাঁ
 স্বাধীন অবস্থার কার্যে যেরূপ দ
 এবং বুদ্ধি ও ক্ষমতার পরিচয়
 পারেন, পরাধীন হইলে মেরূপ প
 না। পরাধীন হইলে বোধ হয় যেন
 দিগের বুদ্ধিবিদ্যাপ্রভৃতি সমুদায়
 হইয়া যায়। ভূদেব ও কাশী বা
 সেই দলের হন, তাঁহারা এক
 ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছেন,
 হইলে কোনক্রমেই তাহা দেখ
 পারিবেন না।

কি নিমিত্তই বা একরূপ প্রস্তাব
 তাহাও তাঁ আমরা বুঝিতে পারি
 না। শুনিলাম, গুরুটে গিঙ
 একপে যেরূপ ব্যয় হইতেছে, তা
 সেইরূপ হইবে; এখন যেরূপ কা
 তেছে, তখনও সেইরূপে চলিবে।

উপসর্গ কেন? যে কিছু কাজ হইতে
তাহার ব্যাঘাত করা কেন?
আর কি অসঙ্গত ও অপরিমিত ব্যয়
কেন? তাহার ত একটা নিয়ম করিয়া
লাই চলিতে পারে। ডিরেক্টরও ত
নিয়ম শাস্তা আছেন। তবে এ কাণ্ড
হইতেছে কারণ কি?

ও দিকে লর্ড বিশপ ও লর্ড সাহেব
স্বাধীনতা বাঙ্গলা ভাষার উন্নতিচেষ্টা
করিতেছেন, এ দিকে বাঙ্গালিদেহী মহো
দেহী বাঙ্গালিদিগের যে কিছু স্বাধী
নতা আছে, তাহার বিলোপচেষ্টা পাই
ছেন; কিন্তু এ উভয় চেষ্টা পরস্পর-
বিপরীত। যাঁহারা বাঙ্গালিদিগের স্বাধী
নতা লোপচেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা
কিন্তু বুঝিতে পারিতেছেন না যে,
যদি লর্ড সাহেব যত উন্নতিচেষ্টা করা
করেন, উন্নতির যত পথ আবিষ্কৃত করা
করেন, যত সহুপায় সংবিধান করা হউক,
তবে বলাপরিমাণে বাঙ্গালিদিগকে
স্বাধীনতা প্রদত্ত না হইবে, তাবৎ সে
উন্নতিচেষ্টা ফলোপধায়িনী হইবে না।
যদি প্রমাণ হয়, স্পষ্টাক্ষরে
দেখিতে পারা যায়, কোন জাতিরই পরা
ধীনতায় ভাষার সম্যক উন্নতি হয় নাই।
তাই ইহাই প্রতীকমান হইবে, যে
যদি স্বাধীন কালে ভাষার যে
উন্নতি হইয়াছিল, পরাধীনতাকালে তাহা
হ্রাসিত হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞ ব্যক্তির
আগে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন,
এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাই
করিলে।

স্বাধীনতাদ্বারা কি কি ফল উৎ
পাদিত হয়, সর্বপ্রথমে তাহা বর্ণিত
করা হইবে। “ স্বাধীনতা বাণিজ্যের
উন্নতি, ধনের প্রসুতি, জ্ঞানের প্রসুতি ও
কলাসকলগণের প্রসুতি। (১) ” যে
লোকের কোন বিষয়ে স্বাধীন ভাব

নাই, তথায় ঐ অসামান্য বুদ্ধি বিদ্যা
ও ক্ষমতাসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করেন
না। তাহারা অধিকসংখ্যক লোকের জন্ম
পরিগ্রহ ব্যতিরেকেও তাহার উন্নতি
লাভ সম্ভাবিত নহে। এক জন ইতিহাস
লেখক কহিয়াছেন, “ গ্রীকদিগের একটা
কথা আছে, (২) মানুষের ভাষা
মানুষের জীবনের সদৃশ। এই বাক্যটি
রোমের ইতিহাসদ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।
লাটিন ভাষার যে বিকার উপস্থিত হইল,
তাঁহা ঐ জাতি যে আলস্য ও অবসাদে
গ্রস্ত হয়, তাহার অবশ্যস্বাভাবী ফল।
সাম্রাজ্যের প্রথম আরম্ভে ঐ জাতির
মাতৃভাষার অনুশীলন উপেক্ষিত এবং
গ্রীকভাষা বিলাসী ব্যক্তিদিগের আদৃত
হয়। উঁহারা গ্রীকশিক্ষকদিগের দ্বারা
নিজ নিজ মস্তানের শিক্ষাকার্য্য সম্পাদন
করেন। নানা দিগদেশ হইতে যে অধি
কসংখ্যক দাস ও বিদেশীয় ব্যক্তি রোমে
আগমন করে, তাহারা এই ভাষাবিকারের
প্রতি অস্পষ্ট সাহায্য করে নাই। ভাষার
যে প্রসাদ গুণ ছিল, তাহা অন্তর্হিত
হইয়া যায় এবং লোককে সমুত্তেজিত করি
বার আশয়ে লিখিবার ও বক্তৃত্তা করি
বার ইচ্ছা জন্মিবারে কেবল কতকগুলি
আড়ম্বরপূর্ণ অসার শব্দের সৃষ্টি হয়।
আমরা নিরোর সময়ে ঐ সকল শব্দের
সৃষ্টি দেখিতে পাই। ”

“ অগভের রাজত্বকালে রোমক
দিগের সাহিত্য বিদ্যার উন্নতির পরা
কাল হইল; কিন্তু তাঁহারা সত্যের পূর্বেই
উহার ভ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। সাম্রাজ্য
সংস্থাপিত হওয়াতে স্বাধীন প্রকার
বক্তৃত্তাশক্তির শেষ হইয়া যায়, তদবধি
বাগ্মিত্য কেবল অস্তিত্বক্রিয়া ও প্রশংসা
দিতে পর্যাবসিত হয়। টাইবেরিয়ানের
সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে
সাহিত্যশাস্ত্রের উন্নতির অবস্থা ভ্রাস

(১) লেয়নাড় স্মিথপ্রণীত রোম ইতিহাস।

হইয়া আইসে। রুচিবিপর্ষায়
হয়; এ দিকে শাসনকর্তার অত
ও দিকে প্রজাদিগের ধর্মনীতি
বুদ্ধিবৃত্তির উন্নয়ন পথ রুদ্ধ করিয়া
পুস্তকালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন ও
ভুক্ত শিক্ষকনিয়োগদ্বারা উহার সং
ধন হইল না। ”

রোমে যখন সাধারণতন্ত্র প্রচ
লিত, তখন লাটিন ভাষার বি
উন্নতি হইয়াছিল। অনন্তর সা
তন্ত্রের যেনন লোপ হইল, অমনি
রও ক্ষয়দশা উপস্থিত হইল। এত
স্পষ্টপ্রতীকমান হইতেছে, বাঙ্গলা ভা
উন্নতি বাঙ্গালিদিগের স্বাধীনতাসা
যতএব আমাদিগের বক্তৃত্তা
যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি
নের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদি
কর্তব্য, বাঙ্গালিদিগের যে অংশ
কিছু স্বাধীনতা আছে, তাহার
চেষ্টা না করিয়া বর্তমান স্বাধী
প্রদানে বক্তৃত্তা হন। বাঙ্গালিদি
দীর্ঘ কালের পরাধীনতাই কি ইহ
দিগের আলস্য ও অবসাদের অন্য
প্রধান কারণ নয়?

—৫০—

স্বাধীনতা হইতে পুস্তকালয়
করা উচিত কিনা।
এ দেশে যত প্রকার মিউনিসি
আইন হইয়াছে, তাহার একটি
যে সর্বসাধারণে যত্নসহিত
বারংবার প্রকাশিত হইয়াছে।
নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যের কার্য্য ও ক
গালী কিছুতেই লোকের মস্তাব
করিতে পারিতেছে না। এই অস
য়ের যুক্তিসিদ্ধ কারণ আছে। স্বা
কর যে প্রয়োজনীয়, তাহা স
কেই স্বীকার করিতে হইবে। ঐ
প্রদান করিতেও লোকের তত অস
জন্মে না; কিন্তু করস্থাপন, তা

(১) লেয়নাড় স্মিথপ্রণীত রোম ইতিহাস।

(২) লেয়নাড় স্মিথপ্রণীত রোম ইতিহাস।

আদায়ের পর ব্যয়ের প্রণালীই
কর নিত্য অস্থায়ী হইতেছে।
মিউনিসিপালিটিসমূহ স্থানীয় কর্মচারী
পানিধরামাত্র। তাঁহাদিগকে
চিত টাকা সংগ্রহ করিতে বলা
তাঁহা করিলেই তাঁহাদিগের
শেষ হয়। তাঁহারা যথেষ্ট
হইয়া সজ্জতি অসজ্জতি বিবেচনা
করাই করস্থাপন করেন। এই কর
ের সময়েও আবার অতিশয় অত্যা
হয়। মিউনিসিপালিটি করে বত টাকা
হয়, দরিদ্রগণকে পূর্ন সংগ্রহকারী
তাঁহার ভূলাপরিমাণ টাকা দিতে হয়।
মিউনিসিপালিটির ব্যয়নিবন্ধনষ্ট লোকের
পেয়া অধিক অনন্যায় হইতেছে।
ক যে টাকা দেন, তাঁহার সং
দেখিলে তত হুঁয়িত হন না।
মিউনিসিপালিটির ব্যয় সেরূপ
হইতে না। যেমন ইংলণ্ডীয় গবর্নমেন্ট
রিস্ক মৈনিকদিগের ব্যয়ভার ভার
যের ক্ষেত্রে নিষ্কপ করিয়া ইংলণ্ডের
ব্যয়ের সমতা রক্ষা করেন, সেই
র ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট পুনিবের
স্থানীয় করদাতার ক্ষেত্রে নিষ্কপ করি
না। সকল স্থানেই স্থানীয় কর পুনিবের
শাসিত হইতেছে। এইটী সাধারণ
অন্যায়ের প্রধান কারণ হইয়াছে।
বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ নিবারণ
কর যে প্রকার মৈন্য আবশ্যিক, সেই
র অভ্যন্তরীণ শাস্তিবিধার নিমিত্ত
দের প্রয়োজন হইতেছে। লোকে নিরা
আপন আপন জীবন ও সম্পত্তি
করিতে পারেন এবং কোন ব্যক্তি
কর্তৃক তাঁহাদিগকে তাহা হইতে
ত করিতে সমর্থ না হয়, এই নিমি
পুনিবের সৃষ্টি হইয়াছে। বিদেশীয়
র ক্ষেত্রে ন্যায় চোর, ডাকাইত
দস্যুদিগের হইতে দেশবাসীদি
রক্ষা করা বাবতীর গবর্নমেন্টের

অবশ্য কর্তব্য কর্ম। কিন্তু যেমন মৈনিক
ব্যয় স্থানীয় কর হইতে করা সম্ভব
হয় না, তদ্রূপ পুনিবের ব্যয়ও স্থানীয়
কর হইতে করা বিধেয় নহে। যে কর
দ্বারা লোকের মূল ধন ক্ষয় হয়, তাহা
পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। ভারতবর্ষীয়
গবর্নমেন্ট নগর জমিদার ও গবর্নমেন্টের
কাগজের অধিকারীদিগকে লাইসেন্স
কর হইতে মুক্ত করেন, তখন এই মূল
নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন। বনিকগণ
যেমন লাইসেন্স কর দিতেছেন, তেমন
তাঁহাদিগের জাহাজ ও দ্রব্যাদি রক্ষার্থ
চতুর্দিকে প্রহরী ও সমুদ্রে রণতরি রহি
য়াছে। তদর্থ তাঁহাদিগের নিজের ব্যয়
হইতেছে না। ইংলণ্ডে দরিদ্রদিগের
নিমিত্ত স্বতন্ত্র কর আদায় হয়। আপা
ততঃ ইহাকে এক প্রকার ক্ষতি
বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা
করিয়া দেখিলে ইহাতে লাভ আছে।
প্রত্যহ ৫।৭ জনকে ভিক্ষা দিতে হইলে
অনেক গাড়িয়া যায়; কিন্তু এক বার কর
দিলে আর সেই অতিরিক্ত ব্যয় করিতে
হয় না; অন্যথা গণ দ্বারে দ্বারে না
করিয়া গ্রামস্থ আর্ন্তিখশালাতেই গমন
করে এই প্রকার যে কর দিয়া প্রজার
লাভ হয়, তাহাই যথার্থ যুক্তিসিদ্ধ কর।
কিন্তু যাহাতে লাভ নাই, সেরূপ কর
স্থানে কেবল লোকের আর কমা
ইয়া তাঁহাদিগকে দরিদ্র করা হয় মাত্র।
উত্তরাধিকারের করও এই শ্রেণীভুক্ত।
এক ব্যক্তি পিতার মৃত্যুর পর এক লক্ষ
টাকা পাইলেন। গবর্নমেন্ট তাঁহার শত
করা পাঁচ টাকা কর লাগু হাতে উহা হইতে
৫০০০ টাকা কমিয়া গেল। আবার কয়েক
মাসের পর তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তদীয়
পুত্র উত্তরাধিকারী হইলেন, তাঁহাকেও
এই প্রকার কর দিতে হইল। এইরূপে
কয়েক জন উত্তরাধিকারী হইলেই সম্পত্তি
নিঃশেষিত হইয়া গেল। স্থানীয় কর

হইতে পুনিবের কর প্রদানও এই প্রকার
স্থানীয় করের অধিকাংশই বাটী হইতে
আদায় হয়। সকলেই অবগত আছেন
কয়েকটা প্রধান নগরভিন্ন এ দেশে
প্রায় কোন স্থানের লোকেই বাটী কর
দিয়া দিনাতিপাত করেন না। ভারত
বর্ষীয়মাত্রই মর্ক্যাগ্রে নিজের একখ
বাটী করেন। ইংলণ্ডের অধিকা
লোকে যেমন ভাড়াটিয়া থাকেন, এ
সেরূপ প্রথা নাই। মফস্বলে প্রবে
ব্যক্তির পৃথক ভদ্রামন আছে। যাঁ
ইহা নাই, লোকে তাঁহাকে লক্ষ্মীছ
বলিয়া ঘৃণা করে। এইসকল বা
বাৎসরিক ভাড়া ধরিয়া কর আদায়
এই করের অর্থ এই হইতেছে, যে প্র
ব্যক্তি বাটীর মূল্যের ক্রয়দংশ সাধ
ণের উপকারার্থ প্রদান করেন। ই
কোন আপত্তি হইতে পারে
কিন্তু আমরা যখন এই কর দিতে
তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আনাড়ি
লাভ প্রদর্শন করা কর্তব্য। শাস্তি
সে লাভ নহে। কোন দস্যু বা
গৃহের দ্বার বা ইট মস্তকে করিয়া
যায় না। তবে কিমে লাভ হইতে পা
যদি এই কর গ্রাম ও নগরের
বৃদ্ধি ও নর্দমা পরিষ্কার প্রভৃতি
সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার্থ ব্যয়িত হয়,
হইলে লোকে লাভজ্ঞান করেন। ক
পীড়া হইলে চিকিৎসার নিমিত্ত অ
ব্যয় হয়। যদি করপ্রদাননিবন্ধন প
কমিয়া যায়, তাহা হইলে এক বিষয়ে
বাঁচিয়া গেল। ফলতঃ গ্রাম ও নগ
শোভাবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষাই সম
স্থানীয় করের প্রধান উদ্দেশ্য।
যেমন অন্য স্থানীয় কর ব্যয় কর
কি এ উদ্দেশ্য সাধিত হয়? গবর্ন
লাইসেন্স কর লইতেছেন; নানাবিধ
লইতেছেন; সম্পত্তির মকদ্দমার নি
ফাঁস্প কর লইতেছেন; চিরস্থায়ী ব

বস্তুর সময়ে পুলিশের জন্য পৃথক শত করা এক টাকা কর লইতেছেন; তথাপি স্থানীয় কর হইতে পুলিশের ব্যয় নির্বাহ চেষ্টা পাওয়া কেন ?

সর ট্রান্সপোর্ট নর্থ কোর্ট ও এফসে.

শীয় কর্মচারীগণ।

গত ১৯ এ আগস্ট গবর্নর জেনারেল এতদেশীয়দিগকে শাসনসম্বন্ধে উচ্চতর পদ দিবার যে প্রস্তাব করেন, সম্প্রতি সর ট্রান্সপোর্ট নর্থ কোর্ট তদ্বিষয়ে এক পত্র লিখিয়াছেন। সর জন লরেন্স যখন এই প্রস্তাব করেন, তখন সর্ব সাধারণে হাতে হুটী দোষ দর্শন করিয়াছিলেন। প্রথম, তিনি কেবল নিয়মবহির্ভূত প্রদেশীয় কর্মচারীদিগের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, তিনি বলিয়াছিলেন, প্রাচীন ইউরোপীয়দিগের সহিত ব্যবহার করা ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে সহজ নহে। তএব যেসকল স্থানে ইউরোপীয় অধিকারী বা ভ্রমণকারীর সংখ্যা অধিক, সেখানে যেন এতদেশীয় কর্মচারী না থাকেন। সর জন লরেন্সের এই বাক্য বা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, অল্পক্রমে এতদেশীয়দিগকে উচ্চপদে বঞ্চিত রাখাই তাঁহার অভিপ্রেত। দেশে বাণিজ্যবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ ইউরোপীয়দিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইবে; তাহা যেমন ইউরোপীয়েরা অগ্রসর হইতে থাকিবেন, এতদেশীয় কর্মচারী ক্রমে ক্রমে বন্যা ও পর্তুগীশের মত শমন করিতে হইবে। পরিশেষে ইউরোপীয়দিগের আর কোন উচ্চপদলাভের বন্দা থাকিবে না। রাজনীতিগত ইউরোপীয়দিগের সহিত এতদেশীয়দিগের সমান ক্ষমতা হয়, ভারতীয় গবর্নমেন্ট প্রায় ২৫ বৎসরকাল চেষ্টা পাইয়া আসিতেছিলেন;

কিন্তু এক্ষণে সর জন লরেন্স শাসনকর্তা হইয়া তাহার বিপ্লবে উদ্যত হইয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে তাঁহার এই সকল অসঙ্গত অভিপ্রায় যে বিক্রম হইবে না, তাহার লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। গবর্নর জেনারেলের ১৯ এ আগস্টের প্রস্তাব সম্বন্ধে সর ট্রান্সপোর্ট নর্থ কোর্ট যে পত্র লিখিয়াছেন, তদ্বারা উহার প্রতি এক অংশে নাক্ষত্রসম্বন্ধে অপর অংশে ইচ্ছিতে দোনারোপ করা হইয়াছে। উপযুক্ত ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চতর পদ প্রদান করা উচিত বলিয়া সর জন লরেন্স যে স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে সর ট্রান্সপোর্ট নর্থ কোর্ট আত্মান্বিত হইয়াছেন। তিনি বলেন, “ এই প্রস্তাবটি দ্বারা উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হওয়া হইয়াছে; কিন্তু আনন্দ মতে কেবল নিয়মবহির্ভূত প্রদেশে ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চ পদ প্রদানের নিয়ম করিলেই পর্যাপ্ত হইবে না; নিয়মানুগত প্রদেশেও এতদনুসারে কাজ করিবার অনেক পথ আছে। আইনে নির্ধারিত হইয়াছে, যাঁহার প্রতিযোগিতার পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন, তাঁহারাই শাসনের গুরুতর কার্যভার পাইবেন; কিন্তু কার্যভার তাহা হইতেছে না। যেসকল পদ কেবল সিভিলিয়ানদিগের নিমিত্ত বহিয়াছে, তাহার সমান বেতনের কতকগুলি অচিহ্নিত পদ আছে। এগুলির উপরে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা ভারতবর্ষীয়দিগের অধিকতর স্বত্ব আছে; তবে এপর্যন্ত এই শ্রেণীতে পদগুলি কেবল ইউরোপীয়দিগকেই দেওয়া হইতেছে কেন? ইউরোপীয়েরা যতই উপযুক্ত হউন না কেন, তাঁহারা তরীতমত পরীক্ষা দিয়া এই সকল কাজ প্রাপ্ত হন নাই। এগুলিতে ভারতবর্ষীয়দিগের, ন্যায় ইউরোপীয়দিগের যে স্বাভাবিক স্বত্ব নাই, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং তাঁহারা কোন ক্রমেই

বাসীদিগকে সেই স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে সমর্থ নহেন। এক্ষণে যে ইউরোপীয় এইসকল উচ্চতর পদে বহিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি বঞ্চিত অসুখ প্রদর্শন করা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু উপযুক্ত সচ্চারিত ভারতবর্ষীয়গণ যে ভবিষ্যৎ কেন এইসকল পদ পাইবেন না, তাহার কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ দিতেছি না। অতএব আমি আশা করি, মহাশয় নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের নিয়মানুগত প্রদেশেও ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চতর পদ প্রদান করিবেন। সর ট্রান্সপোর্ট নর্থ কোর্টের এই প্রস্তাব দ্বারা হুটী অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রথম, সর জন লরেন্স জাতিভেদ করিয়া যে কার্যপ্রণয়ী অবলম্বন করে তাহা পরিত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়, তিনি নিয়মানুগত প্রদেশেও সমূহের এতদেশীয় বিচারপতিদিগকে কিঞ্চিৎ বেতনবৃদ্ধি করাই যে উন্নতি পরা কাঠা স্থির করেন, তাহা স্পষ্টরূপে অবিচার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি সর আরস্কিন পেরি এবং ভূতপূর্ব শাসনকর্তা সর রবার্ট ফ্র্যাঙ্ক ও গবর্নর জেনারেলের উক্ত রাজনীতি প্রতি দোনারোপ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের এতদেশীয় বিচারপতির নিকটে বিচার হইতে এ ইচ্ছা নাই। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় এই অনিচ্ছাটী কুসংস্কার ও জাতিবৈরমূলক প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই। অতএব শাসনকর্তার এই কুসংস্কারের উত্তেজনার্হ রাজনীতিপরিবর্তন করা নিতান্ত অসম্ভব। যদি ভারতবর্ষের কয়েকজন ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও ইংরাজ কর্মচারীর উপস্থিতিতে খান তালুক হইত; যদি তাঁহাদিগের

এদেশশাসনের এক মাত্র
 হইবে; তাহা হইলে সর জন লরে
 প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত হইত মনে
 যেসকল ইংরাজ ফুলাস আদ
 ইন্ডেটে টেটে থাকিরা বনমা
 তাঁহারা কি বলিতে পারেন,
 তাঁহাদিগের মাথা অধিক
 করানী ও আ বিচার
 থাকিতে পারিবেন না ভারতবর্ষ
 শের অধীন বটে; কিন্তু শাসন ও
 রসমক্ষে যেসকল ইংরাজ এ দেশে
 মবেন, তাঁহাদিগকে এদেশের কার্য
 লীর অধীন হইতে হইবে।
 দেশীয়দিগকে শাসন ও বিচার
 প্রধান পদ প্রদান করাই গবর্ণমে
 উচিত রাজনীতি। যেসকল ইউ
 পীয়ের এতদেশীয় বিচারপতির
 টে অপরাধের বিচার হইবার অনিচ্ছা
 তাঁহারা অচিরে ভারতবর্ষ পরি
 গ করুন। এই সকল অদার্থ ব্যক্তির
 সংস্কার, নবদ্বন্দ্বন কি আমাদিগের
 তিসাধারণ স্বত্বের লোপ হইবে?
 দ্যাশিকা ও ডাক ঘরপ্রভৃতিতে
 তকগুলি করির উচ্চ বেতনের পদ
 ছে; কিন্তু আর কোন এতদেশী
 কই তাহাতে নিযুক্ত করা হইতেছে
 । কোন এতদেশীয় এপথান্ত বিদ্যাল
 র ডিরেক্টর হইয়াছেন? এক জন সামান্য
 ইউরোপীয় মার্জেন্ট অনায়াসে একজ
 কউটিব ইঞ্জিনিয়ার হইতেছেন। কিন্তু
 শ, শিক্ষা, ভদ্রতা প্রভৃতি সকল বিষয়ে
 হইয়াও এক জন এতদেশীয় সে
 পাইতেছেন না। এক জন এতদেশীয়
 তানীর গবর্ণমেন্টের পোস্ট মাষ্টার জেন
 বল হইলে দুই মাসের মধ্যে পত্রচুরি
 বন্ধ হয়। কিন্তু কেবল গবর্ণমেন্টের কুসং
 রানবন্ধন কোন এতদেশীয়ই এই
 পদ পাইতেছেন না। গবর্ণমেন্টের আফিস

সমূহের রেজিষ্টারের পদে যেসকল
 ফরিস্তি ও ইউরোপীয় নিযুক্ত থাকেন,
 তাঁহারা প্রায়ই অশিক্ষিত মাফী গোপাল
 মাত্র; এইসকল আফিসের যে কিছুই
 কাজ তাহা এতদেশীয় কেরানীদিগের
 দ্বারাই সম্পাদিত হয়। তথাপি এদেশীয়
 দিগকে রেজিষ্টারের পদে নিযুক্ত করা
 হইতেছে না। পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট
 ও ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনরলের পদে
 অনেক অর্চিত ইউরোপীয় আছেন;
 কিন্তু এইসকল পদে অনায়াসে এতদে
 শীয়দিগকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।
 উক্ত পশ্চিমবঙ্গের লেপ্টন্যান্ট গব
 র্নর সর উইলিয়ম মুর, সর ফোর্ড
 নর্থ কোর্টের পূর্বোক্ত পত্রের উল্লেখ
 করিয়া বলিয়াছেন, কয়েকটা পদবাতীত
 আর সকল পদই এতদেশীয়দিগের পক্ষে
 প্রাপ্য রহিয়াছে। সর উইলিয়ম মুর, সর
 জন লরেন্সের শ্রেণীভুক্ত; অতএব
 তাঁহার মত যে সব জন লরেন্সের মতের
 সমান হইবে তাহা আশ্চর্যের বিষয়
 নহে। যে সকল পদ কেবল ইউরোপীয়
 দিগের প্রাপ্য রহিয়াছে, তৎসমুদায় এক
 চেটিয়া করিয়া রাখিবার আবশ্যকতা
 কি? আর যেসকল পদ এদেশীয়দিগের
 “আইন অনুসারে” প্রাপ্য বলিয়া ভান
 করা হয়, তৎসমুদায় কি কার্যতঃ তাঁহাদি
 গকে দেওয়া হইতেছে? নামে ত মিথিল
 নার্কিদের দ্বারাও উদ্ঘাটিত রহিয়াছে;
 কিন্তু কার্যতঃ কি হইতেছে। ইউরোপীয়
 (অস্থতঃ ফরিস্তি) পাইলে গবর্ণমেন্ট
 যে সে পদেও যে এতদেশীয়দিগকে
 নিযুক্ত করেন না, এ কথা কোন ব্যক্তি
 অস্বীকার করিবেন? এই নিমিত্ত সর
 ফোর্ড নর্থ কোর্ট পরামর্শপ্রদান
 ছিলে এ দেশের শাসনকর্তাদিগকে যে
 তৎসনা করিয়াছেন, তাঁহারা তাহার
 সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইংলণ্ডের লোকগণ

এ দেশকে যথার্থ সুখী ও সমৃদ্ধ দেখিতে
 চাহেন; তাঁহাদিগের নিকটে জাতিভেদ
 ও বর্ণভেদ নাই। তাঁহাদিগের মতে
 দেশবাসীদিগের স্বত্বের অপলাপ করিয়া
 কয়েক জন স্বাগণের অচিরস্থায়ী বিদেশী
 যের কথায় শাসন করা নিতান্ত অধর্ম্য
 তাঁহাদের অভিপ্রায়রূপ কাজ করিলে
 দেশে আর কিছুই অমন্তব্য থাকে না
 আমরা বোধ করি, অতঃপর দেশীয় শা
 নকর্তৃগণ ইংলণ্ডের গবর্ণমেন্টের যথা
 অভিপ্রায়রূপ কাজ করিবেন।

—৩০—

লাইসেন্স করসংগ্রহের
 নিয়মাবলি।

গত ২৫এ এপ্রিল তারিখীয় গবর্ণমে
 ত রতবর্ষীয় গেজেটে লাইসেন্স ক
 আদ্যের বিষয়ে যে নিয়মাবলি প্রক
 করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ প
 তেছে, এই করনিবন্ধন কোন প্রকার অ
 চার না হইয়া গবর্ণমেন্টের সম্পূর্ণ অ
 তে। গবর্ণর জেনরল কালেক্টর
 কমিসনরদিগের ক্ষমতা নির্ধারিত করি
 কোন কোন ব্যক্তির নিকটে কর লই
 হইবে, কোন কোন ব্যক্তির নি
 লইতে হইবে না ও কি প্রকারে লই
 হইবে, তাহা নির্ণয় করিয়া দি
 ছেন। যে যে ব্যক্তি করপ্রদান
 বেন তাহা স্থির করা; সার্টিফি
 এদান; করপ্রদান বিষয়ে আপত্তি
 যাঁহা কর না দিউন, তাঁহাদিগকে
 মিত্ত সংবাদপ্রদান ও পরিশেষে
 দেয় নামে মার্জিষ্ট্রেটের নিবটে ন
 এবং বাকী রাজস্বের ন্যায় কর অ
 করা কালেক্টরদিগের ক্ষমতায়
 য়াছে। কমিসনরগণ আপীলক্রম
 বেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে
 ক্টরকে কমিসনরের এবং কোন
 কালেক্টরকে কালেক্টরের সম্পূর্ণ বা

কমতা এবং আর এক জন ডেপুটি কালে
 করকে অশিষ্ট ক্ষমতা নিতে পারিবেন ।
 আমাদেব মতে কালেক্টরকে কমিসনরের
 ক্ষমতাপ্রদান অনুচিত । আমরা বরাবর
 দখিয়া আসিতেছি, তাঁহার প্রায় ডেপুটি
 কালেক্টরদিগের আজ্ঞার কোন পরিবর্ত
 করেন না । কালেক্টর নিজে যে মাজিস্ট্রে
 টেটের স্বরূপ কাহার দণ্ড করিতে পারি
 বেন না, এ নিয়মটি অতি উত্তম হইয়াছে ।
 গবর্নর জেনরল স্পর্ধাতিধানে বলিয়াছেন,
 মাজিস্ট্রেটের নিকটে অর্পণ করিবার
 ক্ষে কালেক্টর করপ্রদায়ীকে প্রথমতঃ
 কাজ হস্তে পরয়ানা দিবেন, কেবল বাটীতে
 মন রাখিয়া আসিলেই চলিবে না । কিন্তু
 ক বিষয়ে আজ্ঞা অতি কঠিন হইয়াছে ।
 মাজিস্ট্রেটকে সকল স্থলেই করের দ্বিগুণ
 রিমানা করিতে হইবে ; ইহাতে তাঁহার
 কাজের কোন বিবেচনা করিবার ক্ষমতা
 কিবে না । অবস্থাবিশেষে দ্বিগুণ
 রিমানা অতিশয় কষ্টকর হইবে । এ অংশে
 মাজিস্ট্রেটকে অনুগ্রহপ্রকাশের ক্ষমতা
 দান না করা অনুচিত হইয়াছে । এ বার
 তাহা প্রয়োজন না হইলে আসেসর
 যুক্ত করা হইবে না । ১০ আইনের
 ক্ষমতার শীঘ্রই কালেক্টরদিগের
 হইতে যাইবে । অতএব নূতন আসে
 র প্রয়োজনও দেখা যাইতেছে না ।
 ১০ বৎসর সংগ্রাহক, দগকে শত করা
 টাকা কমিসন দেওয়া হইয়াছিল,
 বার তাহা রহিত করিয়া অতি উত্তম
 করা হইয়াছে ।
 করস্থাপনসময়ে কালেক্টর কেবল
 মলাদিগের উপরে নির্ভর করিতে
 রিবেন না ; তিনি স্থানীয় প্রধান লোক
 বাবসায়ীদিগকে সাক্ষী মানিবেন ।
 প্রদায়ী স্বয়ং জবানবন্দী দিয়া
 পত্তি করিতে পারিবেন । কালে
 যেখানে বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাইবেন,
 গানে সেই কথাতাই বিশ্বাস করিবেন ।

করপ্রদায়ীদিগকে কোন প্রকার বুটী
 প্রদান করা হইবে না । এটি অতিশয় যুক্তি
 সিদ্ধ নিয়ম হইয়াছে । যেসকল কর্মচারী
 আনুটি কণ্ডপ্রভৃতিতে টাকা দেন, তাঁহা
 দিগের সেই টাকা বাদে বেতনের উপরে
 কর ধায়া হইবে । যাঁহারা আপনার অথবা
 স্ত্রীর জীবন ইপিউর করিয়াছেন, তাঁহাদি
 গেরও ঐ টাকা বাদে কর নির্দ্ধারিত
 হইবে ; কিন্তু এ স্থানে কখন শতকরা
 ১০ টাকার অধিক বাদ দেওয়া হইবে না ।
 বাবসায়ীদিগের কর্মচারীর বেতন, বাটীর
 ভাড়াপ্রভৃতি বাদ দিয়া কর ধায়া হইবে ।
 এগুলি যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে । গবর্নর জেনরল
 স্থানীয় গবর্নমেন্টসমূহকে অতিরিক্ত নিয়ম
 করিতে বলিয়া অত্যাচারনিবারণের
 আরও সজুপায় করিয়া দিয়াছেন ।
 এক্ষণে সকল বিষয়ই কালেক্টরদিগের
 উপরে নির্ভর করিতেছে । অতএব
 কালেক্টরগণ সহিষ্ণু হইয়া কাজ করেন
 ইহাই সকলের প্রার্থনীয় । যে কালেক্টরের
 নামে অধিকসংখক নালিশ হইবে,
 তাঁহাকে কোন প্রকার শিক্ষাপ্রদান করা
 যেন গবর্নমেন্টের রাজনীতি হয় ।
 উপসংহারকালে আমরা একটি
 বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া ক্ষমত
 থাকিতে পারিলাম না । লর্ড ডেলমা
 উসি সকল বিষয়ে এ দেশের ইউরোপীয়
 দিগের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করি
 তেন । সর জন লরেন্সও সেইরূপ করিতে
 ছেন । তিনি যে আজ্ঞা দেন, তাহাতেই
 প্রায় এদেশীয় ও ইউরোপীয় বলিয়া প্রভেদ
 করা হয় । বর্তমান নিয়মাবলি দ্বারাও এদে
 শীয়দিগের অপেক্ষা ইউরোপীয়দিগের
 যে অধিক সুবিধাযেষণ করা হইয়াছে,
 তাহা আনুটি কণ্ড ও ইপিউরাসপ্রভৃতি
 বাদ দেওয়াতে প্রকাশ পাইতেছে । তথাপি
 আমরা এ বিষয়ে অনুমোদন করি না ;
 এদেশীয়েরাও জীবন ইপিউর করিলে
 ঐ প্রকার স্বত্তোগী হইবেন । কর

আদায় হইলে এক তালিকাতে এদে
 করপ্রদায়ী ও অপর তালিকাতে ইউ
 পীয় ও ফিরিঙ্গি করপ্রদায়ীর নাম
 কেন থাকিবে, আমরা তাহা বুঝিতে
 লাম না । কলিকাতার ছোট আদালত
 মফসসার ন্যায় কালেক্টর ইউরোপীয়
 গের আপত্তি অগ্রে শ্রবণ করিয়া
 ভারতবর্ষীয়দিগের আবেদন যথা
 কালে শ্রবণ করিবেন ; এই উদ্দেশ্যে
 পৃথক্ খাতা করা হইতেছে ?

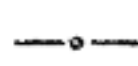
—:—

আবিসিনিয়ার যুদ্ধশেষ ।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধের ফললাভ
 য়াছে । গত বৃহস্পতিবার বোম্বাই হ
 টেলিগ্রাম আসিয়াছে । ৬ ই এ
 সর রবার্ট নেপিয়ার মগদালয়ে উপ
 হন । ঐ দিবস তাঁহার সকল সৈন্য
 স্থিত হইতে পারে নাই বলিয়া, ১
 ২ ই পর্য্যন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পা
 নাই । ঐ দিবস সৈন্যগণ উপস্থিত
 যাতে পর দিবস যুদ্ধ আরম্ভ হয় । গি
 ডের বনা বটেন ; কিন্তু যত দূর স
 সহসসহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ।
 তাঁহার সৈন্যগণ সে প্রকার ছিল
 সুতরাং তাহার অজস্র শোণিতপা
 পর পরাজিত হইয়াছে । তাহাদি
 ৫০০ হত ও ১৫০০ আহত হইয়া
 ব্রিটিশ সৈন্যগণের মধ্যে কাপ্তেন রবার্ট
 ও ১৫ জন সৈনিকমাত্র আহত হ
 পর দিবস বাবতীর বন্দীকে মুক্ত
 হইয়াছে । থিওডোরের নিকটে ৬১
 ইউরোপীয় বন্দী ছিলেন ; ইহাদিগ
 ব্রিটিশ শিবিরে প্রেরণ করা হয় । রাজ
 অধিকাংশ সৈন্য এই পরাজয়ের
 অতিশয় ভীত ও নিরুৎসাহ হইয়া
 ত্যাগ করিয়াছিল । তাঁহার অসংখ
 রও ঐ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছে
 কিন্তু প্রগল্ভ থিওডোর সম্মুখযুদ্ধে
 দ্বিত : ইয়াও শত্রুর নিকটে মস্তক

নাট। তিনি পরাজিত হইয়া মাগ
 দুর্গরক্ষা করিবার মানস করি
 তখন সর রবার্ট নেপিয়র তাঁ হাকে
 বিদ্যা সংবাদ দিলেন যে, তিনি
 ৪ বটিকার মধ্যে আত্মসমর্পণ না
 তাহা হইলে দুর্গ অক্রম করা
 থিয়োডোর তাঁহার বাকানুসারে
 সমর্পণ না করাত, ১৩ ই চিবস
 সৈন্য সমভিব্যাহারে কামান
 ওয়াহা আক্রমণ করিয়া দুর্গ
 করেন। থিয়োডোর স্বয়ং একটা
 করিতে করিতে টিপু সুলতানের
 হত হইয়াছেন।

একাদশ আভিসিনিয়ার যুদ্ধের শেষ
 যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধাভা করা হয়
 নল হইয়াছে। এক্ষণে কথা হই
 সৈন্যগণ ভারতবর্ষে প্রত্যগমন
 ফিনী = সমুদায় আভিসিনিয়া
 ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের পদানত হই
 কিন্তু ব্রিটিশদের সেখানে স্থায়ী
 অস্থান করিলে এই বর্ষাভূততা
 কি না। আভিসিনিয়া লোভের
 মন্দেই নাই; কিন্তু ইংরাজ ও
 তবায় তথায় থাকিয়া অন্যায়সে
 পাত করতে পারেন তথাপি
 থা বলিতেছি। এই লোক ভাগ করিয়া
 তাকানুসারে এ স্থান হস্তে আগমন
 ইংরাজের পান বাড়া কথা।



১। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের শাসনপ্রণালী
 ২। বিচারপ্রণালী
 ৩। বিচারপ্রণালী
 ৪। বিচারপ্রণালী
 ৫। বিচারপ্রণালী
 ৬। বিচারপ্রণালী
 ৭। বিচারপ্রণালী
 ৮। বিচারপ্রণালী
 ৯। বিচারপ্রণালী
 ১০। বিচারপ্রণালী

কটা বিশেষ জ্ঞাতবা বিষয়, অতএব তাহার
 সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ গণের গোচর করা
 যাইতেছে। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের শাসন
 প্রণালীর অনুকূলে নিম্নলিখিত কয়টা
 বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

- ১। এ জগৎ সমধিক সৌভাগ্যশালী।
- ২। লোকের জীবন ও সম্পত্তি সন-
 ধিক নিৰ্ব্বিঘ্ন আছে।
- ৩। ধর্মসম্বন্ধে স্বাধীনতা আছে।
- ৪। প্রকাশ্য ও সচ সক দুষ্ক্রিয়া কারীর
 হস্ত হইতে রক্ষা; অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট
 উপায় করা হইয়াছে।
- ৫। রাজস্ব প্রণালী অপেক্ষাকৃত
 উৎকৃষ্ট।
- ৬। গবর্নমেন্ট প্রকার নিকট হইতে
 অনিয়মিত অর্গ গ্রহণ করেন না।
- ৭। বিচার ও পোদারেরা সমধিক
 সৌভাগ্যশালী
- ৮। কৃষকেরা উৎকৃষ্ট অবস্থাসম্পন্ন।
- ৯। বাণিজ্যের স্বাধীনতা ও বাণিজ্য
 কার্যের অনেক সুবিধা আছে।
- নিম্নলিখিত ব্যক্তির ব্রিটিশ গবর্ন
 মেন্টের বিরোধী।
- ১। অতিজাতকল ও রাজসভ সদ
 গণ।
- ২। সর্দারগণ
- ৩। ভদ্রলোকসকল।
- ৪। ব্রাহ্মগণ।
- ৫। ক্ষত্রিয়জাত।
- ৬। রাজনীতিজ্ঞ ও দুর্ভাগ্যবান
 গ্রন্থ বা ক্রমগণ।
- ৭। স্বর্ণকার ও ভূমি শিপিগণ।
- ৮। যে কারণে লোকে ব্রিটিশ শাসন
 প্রণালীর প্রতি অননুপ্রস্তু সেগুলি এই।
- ১। ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা বিদেশীয়
 শাসিত ব্যক্তিদেগের সহিত তাঁহাদিগের
 ঘনিষ্ঠতা নাই।
- ২। বিচারপ্রণালী প্রচার নিতান্ত

অপ্রিয়। কারণ উহা অতিশয় জটিল
 উদ্ভাতে অনেক ব্যয় ও বিলম্ব হয়। উ
 এক্ষণে অসাময়িক উৎকর্ষসাধন ক
 যাচ্ছে যে, উহা ইউরোপীয়দিগেরই
 হইয়াছে; এদেশীয়দিগের উপযোগী
 নাই। এদেশীয়দিগের সুবিচারের সং
 এই যে, উহা শীঘ্র ও স্বপ্নাব্যয়ে স
 হইবে, অথচ ফলোপধায়ক হইবে।

৩। ভারতবর্ষীয়েরা আইন ও
 স্বাধার সদা পরিবর্তন দর্শন করিয়া
 বুদ্ধি হন। সামান্য লোকে ব্যবহার
 শীঘ্র পরিবর্তন ও উহার আবশ্য
 বুঝিতে পারে না। তাহারা এই স
 করে যে, তাহাদিগের অচার ব্যব
 ও ধর্মের উচ্ছেদসম্পন্ন করা হইতে

৪। ভারতবর্ষীয়েরা বাকি রাজ
 নিমিত্ত ভূমিবিক্রয়, ঋণের নিমিত্ত
 রোধ, ইংরাজদিগের করগ্রহণপ্রণ
 স্রোনোকদিগকে ব্যতিচারের দণ্ড হ
 অব্যাহতিদান এবং তাঁহাদিগের
 কার্যে নিত্য হস্তক্ষেপ এগুলি
 বাসেন না। বিশেষতঃ লোকমত
 এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বন্দোবস্তের নি
 উৎকোচগ্রাহী গর্ভিত দেশীয় কামচ
 যে তাঁহাদিগের নিটে সর্বদা গমন
 করেন, সেটি তাঁহাদিগের ভাল লাগে

৫। প্রকার বিরাগ জন্মিবার
 কারণ এই সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত তাঁ
 গের দুরন্ত গৃহ হইতে তাঁহাদিগকে স
 আস্থান করা হয়, একদর্শ তাঁহাদি
 যথোচিত ক্ষতিপূরণ হয় না; প্র
 অনেক বিলম্ব হয়।

৬। ব্রাহ্মসুত্রাদি গ্রন্থ ক
 প্রকার অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন
 সামান্য বস্তুরও সূক্ষ্ম ও দৃঢ় অনু
 করা হয় এবং তাহা তাঁহাদিগের হ
 ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে, এটি এক
 নিশ্চিত আছে।

। প্রজারা দেশীয় সর্দার ও রাজ-
কৃত কঁক জমক ও দস্ত পুরস্কার
বাসেন। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টে উহার
ই নাই। প্রত্যুত ব্রিটিশগবর্নমেন্ট
সর্দারদানে অনুৎসাহ দেন। যে পুর
দেওয়া হয়, তাহা অতি অস্পষ্ট
কর্তে দেওয়া হয়।

যখন অন্য রাজ্য অধিকার করিয়া
হয়, পদস্থ ব্যক্তিদিগকে কর্মচ্যুত
হইয়া থাকে। অতিজাতদল সম্ভ্রম
তকর পদ প্রাপ্ত হন না। দেশের
ন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দারুণ হইয়া
ন। সংকুলজাত যুবা ব্যক্তির
থে কোন লোভনীয় পদ দেখিতে
না; ব্রিটিশ কর্মচারীরা প্রায় তাঁহা-
র দুখে দুখপ্রকাশ অথবা তাঁহা-
র বিষয়ে বিবেচনা করেন না; ইহাতে
রা আতান্তিক দুঃখিত হইয়া থাকেন।
৮। প্রজার সহিত রাজপুরুষদি-
গমদুঃখমুখবেদিতা নাই। গবর্নমে
প্রজাদিগের বুদ্ধি বিবেচনাও রুচির
প নহে।

৯। সর্দার রবার্ট মর্টগমরি এইরূপে অশ্রি
কারণ গণনা করিয়া ভারতবর্ষীয়
মেন্টকে প্রজাপ্রিয় করিবার যে যে
ায় নির্দেশ করিয়াছেন, সেগুলিও
র বহুদর্শিতা, প্রজাচিত্তযিত্তা ও
ভূতভার পরিচয়প্রদান করিতেছে।
গুলি এই :-

১। যেসকল রাজকর্মচারী নিয়ো-
আছেন, তাঁহারা অস্পষ্টা ও
স্থানে ছড়াইয়া আছেন, তাঁহারা
জ্ঞও নহেন। তাঁহাদিগের ক্ষেত্রে যে
ভার নিক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহাতে
রা দিবা রাত্রির মধ্যে অবসর পান
সুতরাং বোকের সহিত মিসিয়া
তাঁহাদিগের বিশ্বাসভাজন হন এবং
দিগের কুমৎস্কার দূর করিয়া যে

ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সং ৩ উদার উদ্দেশ্য
তাঁহাদিগের গোচর করেন এবং তাঁহা-
দিগের মনের ভাব অবগত হন, কর্মচারী
দিগের এরূপ অবকাশ নাই। কর্মচারী
রীরা যে ঐ কাজগুলি করেন, ইহাই
সর মর্টগমরির উদ্দেশ্য। তিনি বলেন,
রাজপুরুষেরা যদি প্রজার দুঃখে দুঃখ
ও প্রজার সুখে সুখিতা প্রদর্শন করেন,
তাহাতে উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়।

২। প্রজাদিগকে বহুলপরিমাণে
রাজকার্যে নিয়োজিত করা কর্তব্য।

৩। এক এক প্রদেশে এক এক বাব
স্থাপক সভা করিয়া তত্রত্য লোকদিগকে
তাহাতে লইয়া ব্যবস্থাপ্রণয়ন করা
কর্তব্য। এখন বাবস্থাপক সভার এদে-
শীয়দিগের গ্রহণের যে নিয়ম আছে
তদ্বারা সর মর্টগমরির অভিষ্টসিদ্ধি হই
তেছে না।

৪। এদেশীয়দিগকে যদি শাসন
কার্যের অংশগ্রহণে অনুমতি দেওয়া
না হয়, এদেশীয়দিগকে যে বিদ্যাশিক্ষা
দেওয়া হইতেছে, তাহাব ফলোপধায়ি-
তার সম্ভাবনা নাই।

৫। ব্রিটিশ শাসন প্রণালীর যে
সে অংশ প্রজাদিগের মনের মত নয়
সে গুলিকে তাহাদিগের মনের মত
করিবার সর্বতোভাবে চেষ্টা পাওয়া
কর্তব্য এবং এই চেষ্টা করা উচিত
যে প্রজারা স্থানীয় অফিসরদিগের প্রতি
অনুরক্ত হয় এবং প্রজার উন্নতির বাসনা
পথে যে বাধা আছে, তাহা দূর করিয়া
তাঁহাদিগের সিবিল ও মিলিটারি পদে
প্রবেশপথ সুগম করিয়া দেওয়া হয়।
যেসকল ইংরাজ উচ্চ পদে অধিরূঢ়
আছেন, তাঁহাদিগের ক্ষমতা ও মান সম্ব
মের হ্রাস করিয়া দিবার চেষ্টা পাইলে
যে এ অভিষ্টসিদ্ধি হইবে, তাহা সম্ভা-
বিত নহে। এদেশীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা

ক্ষমতান পর, তাঁহাদিগকে উচ্চ প
করিয়া দিয়া এ অভিষ্ট সাধন করি
চেষ্টা পাওয়াই উচিত।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, জা
কিনর কোম্পানির হাউসের মুদ্র
বাবু ঐশানচন্দ্র বসু হুদ্রোগে দেহত
করিয়াছেন। শুনা গেল, তিনি মৃত্যু
নিজ বাসস্থানে একটা বিদ্যাল
একটা চিকিৎসালয় এবং একটা প
রাস্তা করিবার কথা উইলে লি
গিয়াছেন।

—:—

নূতন পুস্তক।

১। তামাদি আইন, এখানি ব্রি
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রকর্তৃক সং
হইয়াছে। ইহাতে ১৮৫৯ সালে
আইন এবং তৎসংক্রান্ত বর্তমান
পর্যন্ত উক্ত আইনের উপর হাইকো
যে সকল নজীর হইয়াছে তৎসম
সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তকদ্বারা
হারাজীব ও মকদ্দমা কারীদিগের
কারলাভের বিশেষ সম্ভাবনা।

২। অপরোক্ষাভুত্ব। মহাম
পাধ্যায় শঙ্করাচার্য্য ইহার প্রণে
অধুনা এই পুস্তক শ্রীকেশবচন্দ্র ব
পাধ্যায়কর্তৃক পদ্যে অনুবাদিত
মূলের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। অ
মন্দ হয় নাই।

৩। ব্রতমালা। এখানি ব্রি
নন্দকুমার কবিরত্নকর্তৃক সং
হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রোপস্থিত
ক্রীপরম্পরা প্রচলিত বহুতর
অনুষ্ঠান ও কথা এবং ব্রতপ্রতিষ্ঠা
সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদ্বারা
কর্ম বাবসারী যজমানোপজীবী
সবিশেষ উপকারলাভের সম্ভাবনা

৪। সাপ্তাহিক সংবাদ। এখানি ১লা মে অবধি তবানীপুর সাপ্তাহিক সংবাদখণ্ড হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে ইহার এক এক খণ্ড প্রচারিত হইবে। আমরা ইহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এই খণ্ডে ভূমিকা, বঙ্গদেশীর খ্রীষ্টাঙ্গিত জনগণের পেন্সন ফণ্ড, বিবাহ ভঙ্গের আইন ও আদালতের আবশ্যিকতা এবং সংবাদাদি লিখিত হইয়াছে। এখানিতে সম্পাদকের নাম নাই; কিন্তু ইহার লেখন তঙ্গীদ্বারা ইহা যে এ দেশীয় খ্রীষ্টান কর্তৃক প্রচারিত তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে।

বিবিধসংবাদ।

১৩ ই বৈশাখ সোমবার।

২৪ এপ্রিল অবধি সিটনকার সাহেব প্রধা তম বিচারালয়ের বিচারপতিব পদ ত্যাগ করিয়াছেন। শুনা হইতেছে, তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের পদরাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারি হইবেন। নীলদপনঘটত গোলাবোগ বিবন্ধন লাড কানিং আঙ্গা দিয়াছিলেন, সিটনকার সাহেব আর কখন সেক্রেটারির পদ পাইবেন না। অতএব এ জনরব অমূলক বোধ হইতেছে। মিঞ্চিন সাহেব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যব পদত্যাগ করিয়াছেন।

ষ্ট্রেটসেক্রেটারির অঙ্গুমতি অঙ্গুসারে গবর্নর জনরল আঙ্গা দিয়াছেন, যেনকল আফিসর আপনাদিগেব দোষনিবন্ধন পদচ্যুত হইবেন বা মরক বিচারালয়ে দণ্ডায়মান হইতে অনিস্কু হইয়া পদত্যাগ করিবেন, তাঁহারা অত্যন্ত দৈন্যশাক্ত হইলে তাঁহাদিগের সঙ্কিত তাঁহাদিগের পরিবারগণও ইংলণ্ডে যাইবার নিমিত্ত সাথের প্রাপ্ত হইবেন। ভারতবর্ষের সঙ্গায় গণ্ডক টৈনিকদিগকে বটন করিয়া দিলেই পাত চুবিয়া যায়।

গত শনিবারের ইংলিসমানে জনরবমূলক এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, যে আজমখাঁ প্রসিদ্ধি হুগ্গে পরাজিত হওয়ার্তে রুশীয় সৈনিকদিগকে এই বলিয়া সাহায্য চাঙ্কিয়াছিলেন, বখন পরস্যাদিপতি সিয়াংআলি খাকে দেখা দিতেছেন, তখন তিনি রুশীয়দিগের

নিকটে আঙ্গর প্রাথনা করিতে পারেন। রুশীয়গণ যে আজগানস্থানের উত্তর মুছাপী দলের সহিত যড়যন্ত্র করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাবুলে রুশীয় সৈন্যগণ প্রবেশ করলেও ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট একছুর বালবেন না, এটি ভালরূপে জানিবার পূর্বে তাহারা কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিতেছে না।

এমন জনঅঙ্গতি, পঞ্জাবের লেপ্টন্যান্ট গবর্নর সর ডোনালাড মাকলিয়ড পীড়ানবন্ধন পদ ত্যাগ করিবেন।

বোম্বাইয়ের কতকগুলি লোকের অঙ্গুরোধে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে মস কাপেন্টের পুনর্কার ভারতবর্ষে আগমন করিবার কথা হইতেছে। বোম্বাইয়ের জ্রীনামাল বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন তাঁহার আগমনের কারণ।

ডিসরেলি সাহেব যে দিন প্রথম মহাসভায় প্রবেশ করিয়া বক্তৃতা করেন, সে দিবস তাঁহার জ্রী হাউস অব কমন্সে উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিবস তাঁহার বক্তৃতা কোন কাজের হয় নাই, প্রত্যুত তাঁহাকে লাঙ্কিত ও অপমানিত হইতে হয়। ইহাতে বিবি ডিসরেলি এত দুঃখিত হন যে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যতদিন তাঁহার স্বামী ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইতেছেন, ততদিন তিনি আর মাসভাগে প্রবেশ করিবেন না। এক্ষণে তাঁহার এই ইচ্ছা সফল হইয়াছে। যে দিবস ডিসরেলি সাহেব প্রধান মন্ত্রী হইয়া প্রথমতঃ হাউস অব কমন্সে প্রবেশ করেন, বিবি ডিসরেলি এত কালের পর সেই দিন হাউস অব কমন্সে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শুক্রবার জ্রটিসদিগের যে সভা হয়, তাহাতে ডাক্তর মোএট স্পষ্টাভাষানে বলিয়াছেন, ক্লার্ক সাহেবের ডেয় কেবল অপব্যয়ের কারণমাত্র হইয়াছে। ইহাতে আর টাকা ব্যয় করা উচিত কিনা, তিনি তাহা বিবেচনা করবেন বলিয়া আপাততঃ ইহা বন্ধ করিতে বলিলেন। হগ সাহেব এখনও প্রত্যাশা করিতেছেন, ক্লার্ক সাহেব প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় কার্য সম্পূর্ণ করিবেন।

পিয়ুনিয়র বলেন, একজন জার্মানীয় অধিকারী নেটালের নিকট এক বিস্কৃত স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ঐ খাতে কালিকাণ্ডিয়া ও অষ্টেলিয়া অপেক্ষা অধিক স্বর্ণ পাওয়া যাইবে। এখানটী স্বাস্থ্যকর, অতএব অধিকারীরা এখানে অনায়াসে বাস করিতে পারেন।

উক্ত পত্র আরও বলেন, মধ্যভারতবর্ষের

এক স্থানে কতকগুলি ঠক কয়েক ব্যক্তিকে দ্বারা অচেতন করিয়া তাঁহাদিগের দ্রব্যাদি হরণ করিয়াছিল। উহারা সম্প্রতি কাশ্মীরে ধৃত হইয়াছে। ঠকেরা অতি নির্দোষ, কতি কাতায় আসিয়া খুন করিয়া চুর করিলেই অব্যাহত পাইত।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র পশুদিগের প্রসিদ্ধি নিবারণার্থ ব্যবস্থাপক সভায় বিল অর্পণ করিয়াছেন। এই বিলে গরু উত্তম খাদ্য দিয়া মধ্যবিধ পরিষ্কার না করাষ্ট পালকদিগের দণ্ড হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার মেডিকাল কলেজে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে পুরস্কার ও প্রশংসা প্রদানের সময় অধ্যক্ষ ডাক্তর চিবাস আক্ষেপ করিয়াছেন, অনেক ছাত্র ইংরাজী ভাষা অনভিজ্ঞ। তিনি কেবল বাবু কানাইলালদে প্রশংসা করিয়াছেন। ডাক্তর চিবাসের আক্ষেপ অমূলক নহে।

অমৃতবাজার পত্রিকার এক জন প্রেরক বলেন, “আমাদিগের সামান্য বোঝাই এইমাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে, যে হাজত কতিকু নয়, কেবল একটী ঘর, যেখানে অতিথি ব্যক্তিদিগকে তাহাদিগের অপরাধের সপ্রমাণ হওয়া না হওয়া পর্য্যন্ত এক প্রকার আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, যে অপরাধ সপ্রমাণিত হইলে দণ্ডাজার সময় তাহারা পলায়ন করিয়া আলতকে বিরক্ত না কবে। যদি এই হাজতে প্রকৃত অর্প হয় তাহা হইলে হাজতে আন ব্যক্তিদিগকে কষ্ট দিবার কারণ কি? আমাদিগের কষ্টের বিষয় মনে উদয় হইলে পাষণনং ছন্দয়ও বোধ হয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু আবার এত কষ্ট পোড়া বাঙ্গালীদিগকে পক্ষেই হয়, যেতাজ পুরুষদিগের পক্ষে সেরা দৃষ্ট হয় না। যদি কোন বাঙ্গালী হাজতে আন হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিবারের মধ্যে প্রায় সমাদিক্রম্ভন উঠে, কারণ আমাদিগের বিধান আছে, হাজতে কয়েদ অবস্থা হইতে অধিক কষ্ট। কিন্তু কোন যেতাজ পুরুষ আয়ত্তর মহা পাপে বেষ্টিত হইয়া অতিদুঃখ হইলেও তাহার হাজতের পদ্ধতি ভিন্ন প্রকার।

২০ এ বৈশাখ মঙ্গলবার।

আমরা হিন্দুপেটি গুটে দর্শন করিলাম, গণেশনিবার প্রধানতম বিচারালয়ের আপীল বিচারকের উকীলগণ আদালতের পুস্তকালয়ে এসভ্য সত্বা করেন। মেইন সাহেব সর এডওয়ার্ড রনকে পত্র লিখিয়া যে বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয়গণ উকীল অপেক্ষা বাইরেদিগকে অধিকতর ভয় মনে করিয়া মকদ্দমা দিতে বাসেন তাহার প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত

হয়। বাবু কৃষ্ণকেশোর ঘোষ অধ্যক্ষত
ন। মেইন সাহেবের এটি বেত্রম। তাহা
ইহার নিমিত্ত উকীলগণ কাঁহীকে এক পত্র
খবেন। তাহাতে মেইন সাহেবের কি মত
বর্ষ হইবে? বাবু উরাদগকে লোকে ফৌজ
মকদ্দমা দিতে চাহেন তাহার প্রকৃত
এই যে, কারিষ্ট গণ মকদ্দমের বিচার
দিগকে প্রম হইয়া কাজ করেন। যেখানে
রলের আইন লইয়া স্তম্ম আইন ও ব্যবস্থা
তক হয় সেখানে লোকে উকীলগণের হস্তে
দমা দেন। মেইন সাহেবকে এ টী স্পষ্ট বলা
য।

দিল্লীগেজেট বলেন, কান্দাহার সিয়ার
লর হস্তগত হওয়াতে আজিম খাঁ অতিশয়
খত হইয়াছেন। শাহার সৈন্যগণ পরাজয়ের
সিয়ার আলিব দলে মিশ্রিত হইয়াছে।
এ আজিম খাঁর সৈন্য বা অর্ধ কিছুই নাই।
কান উপায়ে চট লক্ষ টাকা কর্ত্ত করিবার
বৃত্ত তিনি অতিশয় ব্যস্ত আছেন। সিয়ার
লর পুত্র জাফর খাঁ কারুল আক্রমণার্থ অগ্র
হইতেছেন। আফগানদিগের এই গুরুত্ব
বৎসন করিতেছে।

উক্ত পত্র আরও বলেন, ফিরোজ সাহ
ঘাড হস্তে হুঁহু হইয়া বর্নদিগের
ট বাস করিতেছেন। অধেশার নিকটে যে
ল হিন্দুস্তানী বাস করিয়াছে তাহারা তাহার
যা করিতেছে। আবছলানামক এক জন
পূর্ন সৌলভী ও সীমার নিকটে আছেন।
তবধ হস্তে ইহাদিগের সাতাধার্ষ টাকা
বিত হয়। আমরা পুনর্বার বলিতেছি
সকল লোককে ক্ষমা করা গবর্নমেন্টের
প বাস্তবীতি। ইহাতে উঁহাদিগের সম্মু
প্রতিজ্ঞ, কমিবে হাঁহারা এ কথা বলেন
য়া নিরোধ।

কমলাইট বলেন, সশ্রুতি লাহোরে ৫০ লক্ষ
র নোট প্রেবিত হইতেছে এবং পঞ্জাবের
বিত্ত সেনাদলের কোন আফিসর বিনাম্পান
। ইহাতে মুক্ত লক্ষ প্রকাশ পাইতেছে।
র্নমেন্ট এক বার বাজুটিদিগকে শাসন করি
এবং যদি পাবেন ত ফিরোজ সাহকেও
বার চেষ্টি পাইবেন বোধ হইতেছে।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, আজিম খাঁ
মর সিয়ার আলীর আফ্রিদিগকে কারারুদ্ধ
তে কাবুলের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়াছে।
স্তমহম্মদের অন্যতর পৌত্র আবছলা এই
ল নিষ্ঠুর কার্যে দর্শন কবিয়া পেসোয়ারে
ায়ন করিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, সিমলার পুলিশ এক জন
ককিরকে ধৃত করিয়াছেন। এই ব্যক্তির আকৃ
তি ও কথাই ইহাকে প্রধানবংশীয় বলিয়া
বোধ হয়। পুলিশ সন্দেহ করেন, ইন দিল্লীর
একজন বিদ্রোহী রাজকুমার। ককির বলেন,
তিনি অযোধ্যার রাজবংশীয় মহম্মদ আলীর
পুত্র মাকবুলুল্লা। বিদ্রোহের সময়ে তিনি
কোন দোষ করেন নাই, তথাপি পাছে সন্দেহ
ক্রমে শীহাকে দণ্ড দেওয়া হয় এই ভয়ে তিনি
চত্বাগেণে জন্মণ করিতেছেন। এ ব্যক্তি বাস্তবিক
ক তাহার অসুস্থান হইতেছে। এখনও অনেক
সস্ত্রান্ত ব্যক্তি এ প্রকার সাসারী বশে বনে
বনে পর্দাতে পর্দাতে জন্মণ করেন, ইহা অতিশয়
আক্ষেপের বিষয়।

উক্ত পত্র জন আতিতে শ্রবণ করিয়াছেন,
কাশ্মীরের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে অনেক বিষয়
লিখিত হওয়াতে ইংলণ্ডীয় গবর্নমেন্ট উক্ত
রাজ্যের শাসনপ্রণালীর অসুস্থানার্থ এক
কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন। সত্তা হটলে এটি
অতি সুখের সংবাদ সন্দেহ নাই। রাজা আফ
সমর্পন করিতে ক্রটি করেন না, তথাপি সন্নদাট
শাহার বিরুদ্ধে সংবাদ আইনে। ইহার একটী
মীমাংসা করা কর্তব্য। এই সঙ্গে বরদার গুই
কুমারের কার্যের অসুস্থান করাও আবশ্যিক।

১৮ ই টৈশাখ বুধবার।

ডাকঘরসমূহের ডিরেক্টর জেনরল আজা
দিয়াছেন, যেসকল স্থান দিয়া রেলওয়ে
গিয়াছে তত্রত্য ডাকঘরসমূহ যতদূর সম্ভব
রেলওয়ের নিকটে আনয়ন করিতে হইবে। এই
রূপ বন্দোবস্ত করিলে অনেক উপকার হইবে।

শিয়নিয়র বলেন, সশ্রুতি মধ্য ভারতবর্ষের
হস্তগত মাউনগবে কানপুরর এক জন ব্রাহ্ম
ণের মৃত্যু হয়। তাহার জীর নিকটে তনীর বস্ত্র
গুলি প্রেরণ করাতে তিনি স্বস্ত'পূর্নকই হটক
আ'র আফ্রিদিগের উত্তেজনাতেই হটক সম্মুত
হন। বহুদিন ইহার উদ্যোগ হইয়াছিল। পুলিশ ও
কানপুরের জাইন্ট মাজিস্ট্রেট এই সংবাদ পাইয়া
ও কিছু বলেন নাই বলিয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের
গবর্নমেন্ট জাইন্ট মাজিস্ট্রেটের উপরে অতিশয়
অসন্তোষপ্রকাশ করিয়াছেন। ঐ কার্যেব
উদ্যোগীদিগের, ১৭ জন কারারুদ্ধ আছে।
কানপুরের জাইন্ট মাজিস্ট্রেট জানিয়া শুনিয়া
যেপ্রকার কর্তব্য কর্ষ করেন নাই, কোন এত
দেশীয় রাজা ঐ রূপ করলে তাঁহাকে পদচ্যুত
করিবার কথা হইত।

উক্ত পত্র প্রস্তাব করিয়াছেন, গবর্নর জেনরল

ও সেক্রেটারিগণ সিমলায় গমন করিলে
দিগের তাতা গ্রহণ করা অনুচিত। যে
অতিরিক্ত কষ্ট ও অসুবিধা হয় সেই স্থলেই
দেওয়া উচিত। অনেকে বিদায় লইয়া
বেতনে ও সিমলাতে গ্রীষ্মকালে অতিবাহিত
সুখের বিষয় জ্ঞান করেন। অতএব গবর্নর
রল ও সেক্রেটারিগণ সম্পূর্ণ বেতন পাই
পর্যাপ্ত হইল। কেরানীগণেরই অসু
হয়, তাঁহারা বর্তীত আর কেহই তাতা
বার উপযুক্ত নহেন।

উক্ত পত্র জনরবে শ্রবণ করিয়াছেন,
য়ের বন্দরের উন্নতির নিমিত্ত ট্রেটসে
এক কোটি টাকা ব্যয় করিবার আজ্ঞা
ছেন। তদ্বারা ডক ও কতকগুলি জেটি
হইবে। বড় বড় জাহাজ হইতে এক কালে
স্রবা নামান যায় এপ্রকার বন্দোবস্ত হইতে
ইহা করা অবশ্য কর্তব্য।

পবলিক ওপিনিয়ন শ্রবণ করিয়াছেন,
বর্ষীয় গবর্নমেন্টের স্বরাষ্ট্রবিভাগের সেক্রে
ই.সি. বেলি সাহেব পরাষ্ট্রবিভাগের
পাইবেন।

মহামের নিমিত্ত প্রধানতম বিচার
আপীল বিভাগ আগামী কলা অবদি ৪
পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে। নিম্নতর দেওয়ানী
সতসমূহ পূর্ন হইতে বন্ধ হইয়াছে।
এই প্রভেদ ও বিশৃঙ্খলার কারণ বুঝিতে
না। দেওয়ানী আদালতসকল এক দিনে
করিয়া এক দিনেই খোলা উচিত।

লক্ষী টাইমস বলেন, ৯৩ গণিত হাই
দিগের অধ্যক্ষ কর্নেল ববোস লক্ষীয়ের বি
কালীন অবস্থান সহিত বর্তমান অবস্থার
করিতে অভিলাষী হইয়া তত্রত্য যমুনা ম
চ ডায় উর্দিত চাহেন। মসিদের দারগা উ
নেবেদ করাতে কর্নেল তাঁহাকে প্রহার ক
ইহাতে দারগা ও কয়েকজন হীরসি উ
প্রহার করিয়াছেন। এবিষয়ের নিমিত্ত ন
হইতেছে। নিয়মবহুত প্রদেশের
প্রণালী অসুস্থারে দারগার যে দণ্ড হইবে
বলা বাহুল্য। কিন্তু হাইসু'র কর্নেলের
চনা করা উচিত ছিল যে, মসিদের
উপরে কোন গৃহীয়ান গমন করিলে
নেরা তাহা অপবিত্র জ্ঞান করেন। আ
গণের এই সকল সামান্য বুদ্ধি নাই কেন?

অন্যকার গেজেটে পরীক্ষোত্তীর্ণ ট
মোজারদিগের নাম প্রকাশিত হইয়া
অসুস্থারিতে যে পরীক্ষা হয়, তাহাতে চ

প্রথম শ্রেণিরও ১৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণির উকীল হইয়াছেন । ১৯৭ জন মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন ।

১৯ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার ।

লেফটেন্যান্ট গবর্নর উকীল ও মোক্তারদিগের পরীক্ষার সূতন নিয়মাবলী প্রকাশ করিয়াছেন । গবর্নমেন্ট কয়েকজন পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন ।

১৯৭ জন মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন ।

১৯ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার ।

লেফটেন্যান্ট গবর্নর উকীল ও মোক্তারদিগের পরীক্ষার সূতন নিয়মাবলী প্রকাশ করিয়াছেন ।

গবর্নমেন্ট কয়েকজন পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন ।

১৯৭ জন মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন ।

১৯ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার ।

লেফটেন্যান্ট গবর্নর উকীল ও মোক্তারদিগের পরীক্ষার সূতন নিয়মাবলী প্রকাশ করিয়াছেন ।

গবর্নমেন্ট কয়েকজন পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন ।

১৯৭ জন মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন ।

১৯ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার ।

লেফটেন্যান্ট গবর্নর উকীল ও মোক্তারদিগের পরীক্ষার সূতন নিয়মাবলী প্রকাশ করিয়াছেন ।

গবর্নমেন্ট কয়েকজন পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন ।

১৯৭ জন মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন ।

লিওনড সাহেব দারজিলিঙের রাষ্ট্র প্রশংসা করিয়াছেন । কিন্তু অমনকারিগণ এই বাস্তবিক তত্ত্ব ভাল বলেন না ।

লাহোর ডিপ্লোম্যা বেলেন, ডাক্তার লিটনার এককালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার হৃদে বাতাস লাগিয়াছে । শিক্ষাবিভাগ হইতে তিনি পলায়ন করিতে পারেন তিনিই সুখী ।

ইণ্ডিয়ান ডেলিউস বেলেন, খিদিরপুরের চাপ লেনের নায় সেট আণ্ডুর চাপলেনের শক- টের ব্যয়ে নিমিত্ত গবর্নর জেনরল মাসিফ ১০০ টাকা অতিরিক্ত দিবার আজ্ঞা করিয়াছেন সব জন লেংস এই সকল কাজ করিয়া যে কত জনিষ্টসাধন করিতেছেন তাহা বল যায় না ।

২০ এ বৈশাখ শুক্রবার ।

আমরা অমৃতবাজার পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলাম, যে লোকে অন্য পক্ষে তত্ত্ব উপরে বিশ্বাস ও উৎসাহী আন্দোলন করিতেছে । অমৃতবাজারে মধ্যে মধ্যে চক করিয়া উৎসাহ আন্দোলন হইতেছে । যে প্রবন্ধী পাঠ করিয়া আমরা উৎসাহ অবগত হইলাম, পাঠকদিগের গোচরার্থ তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ।

“ অমৃত বাজার চক্র । ”

“ আমরা একনা কয়েক জন অশিক্ষিতা গ্রীলোক লইয়া একটি চক্র করি । কিছু ফণা স্বপ্ন ভাবে উপনিষ্ট থাকিয়া তন্নদাত্ত স্ত্রীনাথিক পক্ষাশ বৎসর বয়স্ক জটনক মহিলা আত্মানিকৃত হইলেন এবং তাঁহার হস্ত ও সর্বা শরীর কম্পিত হইতে লাগিল । গ্রামে মিডিয়ামের চক্র মঞ্চালনের ভাবে স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল যে তিনি লিখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন । এই গ্রীলোকটি তাঁহার জন্মাবদি কখন কালি কলম একত্রিত করেন নাই, বিশেষতঃ ইহঁার বুদ্ধি নিতান্ত গুল, ইহঁা কর্তৃক লেখা হইবে, ইহঁা আমরা কোন মতেই মনে ধারণ করিতে পরিলাম না । কিন্তু পাঠকগণ, অমৃতব করন, আমাদের মনোমধ্যে কত বিষয়ের উদয় হইল যখন স্পষ্টীকরে তিনি “ রাম লোচন ঘোষ ” নামটী মুনঃ পুনঃ ১০ ১২ বার লিখিলেন । আমরা ইহঁা দেখিয়া চমকিত হইলাম । রামলোচন ঘোষ আমাদের কোন আত্মীয় ব্যক্তি ছিলেন । তদন্তর আমরা এই আত্মাকে তাঁহার আতার নামটি লিখিতে অনুবোধ করিলাম । তাহাতে মিডিয়াম “ পজ ” এবং তার পর কি অম্পষ্ট করিয়া লিখিলেন তাহা পড়িতে পারা গেল না । ইহঁা তেও আমরা কম আশ্চর্য্যাবিত হইয়াছিলাম না ।

কারণ আমরা বাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করলাম তাহার নাম ‘ পজলোচন । ”

অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন, ‘ টেলি যশোহরের অস্ত্রপাতী চোমপাড়া পল্লীতে এক ফকির আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । ইনি বহু দাওয়ান নামে অভিহিত । হাঁপ বাশ ও যক্ষ্ম প্রভৃতি চরারোগ ব্যাপি সকল ঔষধ আশাস সাধ্য বলিয়া প্রচার করায় নানা স্থান হইতে শত শত পীড়িত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইতেছে । তিনি তাহাদিগকে নামাক্ত কবজ ও বিশ্বনাথ মূর্তিকা প্রদান করিতেছেন, ব্যাপিত দিগের অনেকেরই নাকি পীড়া উপশম হইয়াছে ।

উক্ত পত্রে যশোহর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:-

“ যশোহরের উত্তর নগরা পাড়া গ্রামে প্রায় ৫.৬ রোজ হইল, রাজ যোগে নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে কিলে দস্তাঘাত করিতেছে । তাহার মঞ্চান কেহ কিছু করিতে পারিতেছেন না । প্রথমে সকলে অসুস্থমান করিয়াছিলেন যে, এটি শৃগাল কর্তৃক সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু তাহা হইলে শৃগাল দিনে দেখা যাইত । বোধ করি এ বিষয় কর্তৃপক্ষীয় রাজাপুরুষদিগের কর্ণগোচর হয় নাই । যে হয় পশ্চাৎ লিখিব । ”

উক্ত পত্রে বারাক পুর হইতে কোন ভাষ্য লোক লিখিয়াছেন:-

“ এখানে একটী ভাগলে ছটি মৃত শাবক প্রসব করিয়াছে । তন্মধ্যে একটির শরীর, বর্ণ ও নাসিকা মনুষ্যের ন্যায় এবং তাহার নাসিকার উপর একটিমাত্র চক্ষু আছে । ”

গত ২০ এ টেজর রাতে জগলি, চুহুড় টেনহাটি ও নিকটবর্তী গ্রামে তারি কড় হইয়া গিয়াছে । টেনহাটির ঘাটে যে কয়েকখানি নৌক ছিল, তাহা সমুদ্র জলমগ্ন হইয়াছে । অনেক ঘর দরজাও পান্ডিয়া গিয়াছে । এই ঝড়ীকা গত কার্তিক মাসের মধা কাটিয়াই মনুরূপ, প্রভেদ এই যে উহা অতি অল্পক্ষণই ছিল । ”

২১ এ বৈশাখ শনিবার ।

প্রায়গ দুত বলেন, তন্ন দিন হইল, বারাক নদীর মহারাজার আত্মকুলে, তথাকার কতকগুলি স্ত্রাসস্তান “ বেনারস এসেম্বলি কমিস ” গবে “ জ্ঞানকীমঞ্জল ” নামক একখানি হিন্দী নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন । ঝড় হইতে প্রায় পঞ্চাশ জন সাহেব ও বিবি এবং প্রায় চারিশ রাজা ও মহাজন দর্শক উপস্থিত হইয়াছিলেন । এই নাটকখানি “ বেনারস কুইলকালেজের ”



ত শিবপ্রসাদ ভেওয়ারি রচনা করিয়াছেন।
 তে রামের বিবাহ ও শিবধর্মুর্ভঙ্গের
 লিখিত হইয়াছে। যদিও অভিনেতাগণ
 ঠিকরূপ অভিনয় কার্য সম্পাদন করিতে
 ন নাই, তথাপি দর্শকগণের যথোচিত
 সালাভ করিয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চ
 লোকদিগের রুচি যে এতদূর পরি
 হইয়া আসিতেছে, ইহা অত্যন্ত সুখেণ
 বিগত ৩রা এপ্রেল দিবসে মথুরা হইতে
 ঘাইবার পথে একটী ডাকাইতি হইয়া গি-
 হবদেব নামে এক ব্যক্তি তাহার জীর
 কালকাসী নামক একটি স্থানে মেলা
 তে যাইতেছিল, ফারদাবাদের নিকট এক
 ১২ জন দস্যু আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যাহা
 ধূল্য জব্বাদি ছিল, সমুদায় কাড়িয়া
 সেই সময়ে পুলিশের কয়েক জন চৌকিদার
 ানে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে
 পলায়ন করে, একই তমধ্যে ১০ জন
 হইয়াছে এবং অনেক জব্বাদিও পাওয়া
 হইয়াছে।”

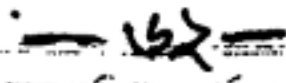
—৩০৫—

ইউরোপীয় সমাচার।

১রা এপ্রেল : গবর্নমেন্ট টেলিগ্রাফসংক্রান্ত
 হাউস অব কমন্সে অর্পণ করিয়াছেন।
 মন্বন্ধ্য কর্তব্য নহে।
 লারেন্স হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে হট
 মহাসভা শস্যপ্রভূত ভাঙ্গিবার যজ্ঞের
 কর ভারত করিয়া সেনাদল ও রণ
 ব্যয়সংক্ষেপ করিবার বাধা দিয়াছেন।
 স্বেচ্ছায়েরে কয়লার খনিতে জমায়তবাস্ত
 ছে।
 রেন্সের নিকটবর্তী গ্রেনোবল নগরে জমা-
 স্ত হইয়াছে। “মালেলস হিন” নামক
 (সুচক) গান গাওয়া হইয়াছে।
 ৪ঠা এপ্রেল। গত রাাত্রিতে হাউস অব
 আয়ারলণ্ডের ধর্মসম্প্রদায়সংক্রান্ত
 শেষ হইয়াছে। ডিসরেলি সাহেব এক
 বক্তৃতা করিলে পর সভ্যদিগের এক
 রিয়া মত লওয় হয়। লাড ষ্ট্যানলী ঐ
 তর্ক স্বাগিত করিবার যে প্রস্তাব করেন
 ২৭ জনের মতে ও ৩৩ জনের
 আগ্রহ হইয়াছে।
 ডষ্টোন সাহেব প্রস্তাব করেন, আয়ার
 ধর্মসম্প্রদায়সংক্রান্ত যত আইন হই-
 তাহার বিবেচনার্থ এক কমিটি করা উচিত।

৩২৮ জনের মতে ও ২৭২ জনের আমতে ইহা
 গ্রাহ্য হইয়াছে।
 ২৭ এপ্রেল কমিটির আবিবেশন হইবে।
 ডিসরেলি সাহেব এই বলিয়া আশ্চর্য
 প্রকাশ করিলেন এ প্রস্তাবের তিনি প্রকাশ্য
 প্রতিবন্ধকতা করিবেন।
 ডিমস ডেল সাহেবের শপথের উত্তররূপ
 সর ষ্ট্রাকোড নর্থ কোট বলিলেন, ভারতব-
 র্ষীয় ফিল্ড আফিসরগণের পদত্যাগ করিবার
 নিমিত্ত তিনি আর অধিক সুবিধা প্রদান কর
 বেন না।
 শান্তির সময়ে সৈনিকদিগের শারীরিক
 দণ্ড না হয় এ বিষয়ে ডিউক অব কেম্ব্রিজ
 স্মৃতি দিয়াছেন।
 ইষ্টার পর্বোপলক্ষে মহাসভা বন্ধ হইয়াছে।
 স্পষ্ট বিজ্ঞান শিখিবার নিমিত্ত সর উই
 লিয়ম জুইট ওয়ার্থ ১০০০ টাকা করিয়া ৩০টী
 ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত করিয়াছেন।
 কেম্ব্রিজ ও অকস ফোর্ডের নৌকার লে বাৎ
 সনিক বাইচ হয় তাহাতে অকস ফোর্ডের
 জয় লাভ হইয়াছে।
 ৩রা এপ্রেলের ওয়শিংটনের টেলিগ্রাফে
 প্রকাশ করে, সভাপতি জনসনের বিচার অঞ্
 লে চলিতেছে।
 অভ্যন্তরস্থ শিল্পজাত বস্তুর উপনে
 য কর ছিল আমেরিকার মহাসভা তাহা উঠা
 ইয়া দিয়াছেন।
 ব্রোজিলের রণক্ষেত্র হইতে শেষে যে সংবাদ
 আসিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ করে, ব্রেজীলীয়
 গণ চামেটার পথ ভেদ করিয়া অগ্রসর হই
 য়াছে; কিন্তু দুর্গভী লইতে পারে নাই। তাহারা
 পারাগোয়া রাজধানী হস্তগত করিয়াছে।
 ভারতবর্ষীয়দিগকে শাসনসংক্রান্ত উচ্চতব
 পদ প্রদানের নিমিত্ত সর ষ্ট্রাকোড নর্থ কোট
 এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন নিয়মবহি
 র্ত্ত প্রদেশসমূহে যেসকল পদ এ পর্যন্ত
 কেবল ইউরোপীয়দিগের প্রাপ্য ছিল, তাহা
 গুণবিশিষ্ট এতদেশীয়দিগের প্রাপ্য বরাতে
 সর ষ্ট্রাকোড নর্থ কোট গবর্নর জেনরলের
 উপরে সম্বোধপ্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু
 তিনি বলিয়াছেন, নিয়মাস্তর্গত প্রদেশসমূহে
 অনেক অচিক্রিত পদ আছে যাহাতে এ পর্যন্ত
 কেবল ইউরোপীয়দিগকেই নিযুক্ত করা হই-
 তেছে। এ সকল পদে এতদেশীয় গণের সর্বা
 পেক্ষা অধিক দাওয়া আছে। এতদেশীয়দিগের
 এই স্বাভাবিক স্বত্ব ইউরোপীয়গণ লোপ

করিবেন, এটি সর ষ্ট্রাকোড নর্থ কোটের
 অন্যায়। উপসংহারকালে সর ষ্ট্রাকোড
 কোট আশা প্রকাশ করিয়াছেন, নিয়
 র্ত্ত প্রদেশে এতদেশীয়দিগকে উচ্চত
 প্রদান করা হইবে।
 ৩১ এপ্রেলের ভারতবর্ষীয় কোর্ট
 পত্র গ্রাহ্য করেন, তৎপ্রতি সর আরস্কিন,
 ও সর বাটল ফিয়ার আপত্তি করিয়াছেন
 সর আরস্কিন পোরি বলেন গবর্নর
 লের মত অসম্পূর্ণ। নিয়মবহিত্ত
 সমূহ অনেক দূরে আছে এবং সেস
 সভ্যতা ও শাসনপ্রণালী অনেক নিকৃষ্ট
 এব যেসকল ভারতবর্ষীয় ঐসকল স্থানে
 পদ পাইতে পারেন, তাহারা নিয়মাস্তর্গত
 ভেদিতও উচ্চ পদ পাইবার উপযুক্ত
 বাটল ফিয়ারের ও এই মত।
 ১৬ ই এপ্রেল। ইউরোপীয়
 টেলিগ্রাফ কোম্পানির উদ্যোগপত্র প্রক
 হইয়াছে। এই টেলিগ্রাফ নভরনীতে রি
 কোম্পানির টেলিগ্রাফের সহিত সংযুক্ত
 ফ্রান্সিয়া রুশিয়া ও পারস্য দিয়া এক
 ভারতবর্ষে যাইবে এই প্রস্তাব করা হইয়
 কোম্পানির ৪৫ লক্ষ টাকা মূলধন
 মধ্যে ইহার অর্ধেক সংগৃহীত হইয়াছে।
 প্রিন্স অব ওয়েলস ও তাঁহার জী
 লগে উপনীত হইয়াছেন। ডবলিনে তাঁহ
 গকে আতিশয় সমাদরে গ্রহণ করা হইয়
 মজুরগণ কর্মত্যাগ করাতে বলাগনা ও ব
 লোনাতে গোলযোগ হইয়াছে।
 ১৭ ই এপ্রেল। লাড রসেল এক
 কীর্ত্ত সভার অধ্যক্ষতা করেন। ইহাতে
 প্রস্তাব করিয়াছেন, আয়ারলণ্ডের ধর্মস
 মের সহিত গবর্নমেন্টের সংশ্রব বন্ধ করি
 মন্ত প্রাডষ্টোন সাহেব যে প্রস্তাব করিয়া
 তাহাতে সকলের অনুমোদন করা কর্তব্য।
 ওয়েষ্টমিথের ডেপুটি কালেক্টরকে এক
 গোপনে হত্যা করিয়াছে।
 ১৮ ই এপ্রেল। বোধ হয়, সর আল
 ষ্টার এন্ট এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের
 হইবেন।
 মাস সাহেবের ভারতবর্ষীয় আয়
 প্রতি ইংলণ্ডীয় লোকে সম্বোধপ্রকাশ
 য়াছেন।
 ভারতবর্ষের পত্রপ্রেরণের ডাকম
 বৃদ্ধিদ্বন্ধে ইষ্টইণ্ডিয়ান আসোসিয়ে
 কয়েকজন প্রতিনিধিকে গ্রহণ করিতে
 ষ্ট্রাকোড নর্থ কোট স্বীকার করিয়াছেন।



গবর্ণমেন্টে বিজ্ঞাপন
লেপ্টেনেন্টগবর্ণরের
আদেশানুসারী
মিয়োগ ।

১ এপ্রেল । যত দিন জে, এস, দেগান
 বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত
 এল, এচ, টমসন সাহেব কালকাতার
 আদালতের প্রতিনিধি প্রধান হইবেন ।
 আর, সি, পেরি সাহেব ডেপুটীর সব
 টার হইবেন ।
 লেপ্টেনেন্ট এম, ও, বট্ট গোহাটির সব
 টার হইবেন ।
 বুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় কালকাতার
 সদর আদালত হইবেন ।
 ২ এপ্রেল । নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা
 মিউনিসিপাল কমিশনর হইবেন ।
 ডবলউ, কলেজ সাহেব, এ, বেডফোর্ড,
 মাহিনীমোহন বঙ্কন বি, এল ।
 নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা মালদহের সাধা-
 রণ বিদ্যাশিক্ষাসভার সভ্য হইবেনঃ মেজর
 এল, মাইলস্, বাবু অধিকাচরণ রায়
 ।
 নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা বালেশ্বরের সাধা-
 রণ বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন ।
 ব্রহ্মবনচন্দ্র মণ্ডল ।
 ধরনাথ শীল ।
 এফ, ডবলউ গেরাড সাহেব ।
 বাবু কালীপ্রসাদ দত্ত ।
 আর নৌকাবাহনকার্যের তত্ত্বাবধায়ক
 এচ, হকলিসাহেব পাটনাত্তে দ্বিতীয় জেণির
 মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন এবং
 আরও আলাহাবাদের মসো ১৮৬৭ অর্ডার
 করিতে পারিবেন ।
 ৩ দিন জে, এম, সি, লার্মিং সাহেব বিদায়
 অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন আর গ্রান্ট
 পালমাউএর প্রতিনিধি সহকারী সুপ-
 র-ইন্টেন্ডেন্ট হইবেন ।
 ৪ এপ্রেল : নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা
 সাধারণ বিদ্যাশিক্ষাসভার সভ্য
 হইবেন ।
 এফ, ডিয়ার সাহেব ।
 এফ, গাডেন ।
 এফ, বুলাকীলাল ।
 এফ, মাহমিন আলি ।
 ৫ দিন কাপ্তেন কিউ, ডি, পার্শনস্

বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন
 লেপ্টেনেন্ট এচ, এম, রামসে, বঙ্গদেশীয় লেপ্ট
 নেন্ট গবর্ণরের সীমান্তিত ভারতবর্ষীয় রেল
 ওয়ের প্রতিনিধি সহকারী পুলিশ ইনস্পেক্টর
 জেনরল হইবেন ।
 ২৭ এপ্রেল । যত দিন কাপ্তেন ডবলউ
 এম, এল, নিবেট বিদায় লইয়া অনুপস্থিত
 থাকিবেন ততদিন আর, এচ, জি, আরবিণ
 সাহেব মুম্বাইবাদের প্রতিনিধি পুলিশ সুপ-
 র-ইন্টেন্ডেন্ট হইবেন ।
 যত দিন জে, এম, ই, গোলড সবরি
 সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত
 দিন ডবলউ, কার্ণ সাহেব চম্পারানের প্রতি
 নিধি পুলিশ সুপ-ইন্টেন্ডেন্ট হইবেন ।
 গয়ার আর্ডার অরাজবাদের সহকারী মাজি
 স্ট্রেট এ, ইয়াডলি সাহেব ১৮৬৭ অর্ডার ২১
 আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন ।
 ডবলউ, এচ, ডিয়ইলি সাহেব ভাগলপু
 রের প্রতিনিধি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হই-
 বেন ।
 গয়ার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
 মৌলবী হামিদুদ্দিন মহম্মদ আরাজবাদের ভার
 পাইয়া সেসিয়নে সমর্পণ করিবার মকদ্দমার
 প্রথম বিচার করিতে পারিবেন ।
 লেপ্টেনেন্ট ই, জি, সিলিগুট্টন কিছু দিনের
 জন্য লোহারডগার প্রতিনিধি ডেপুটি কমিশ
 নর হইবেন ।
 ২৮ এপ্রেল । যত দিন জে, এফ, ব্লুম
 হাড সাহেব বিদায়ান্তে প্রত্যগমন না করিতে
 ছেন তত দিন মৌলবী হোসেন আলি পাকুড়ের
 প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর হইবেন ।
 ই, জে, বাটিন সাহেব ২৪ পরগণার প্রকি
 নিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
 হইবেন ।
 জে, ব্লুম ফিলে সাহেব পুরীর প্রতিনিধি
 জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন ।
 এফ, ডবলউ, বি, পিটসন সাহেব ক্রী
 টের প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি
 কালেক্টর হইবেন ।
 সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এচ,
 মাজক সাহেব স্বরভাঙ্গ উপবিভাগের ভার
 পাইয়া প্রথম জেণির অধীন মাজিস্ট্রেটের
 ক্ষমতা পাইবেন । তিনি আরও প্রধানতম
 বিচারালয় ও সেসিয়নে সমর্পণ করিবার মক
 দ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন ।

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদ
 লিখিয়াছেন ।
 ১। পুলিশের অত্যাচার । কনষ্টাবুলরি
 ষের অধিক হওয়া অবধি কত স্থানে যে কত
 দৌরাখ্য হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে,
 ইয়ত্তা নাই । আমরাও পুলিশের দ্বারা এ
 লের অনেক অত্যাচারের বিষয়, সংবাদ
 প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু আফেপের বিপ
 তাহা পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়া গবর্ণ
 গোচর হইলেও তাঁহারা তৎপ্রশমনে বিশেষ
 যোগ করিতেছেন না । কবে যে হত
 প্রজাগণ এইনকল দৌরাখ্য হইতে মুক্তি
 করিবে বলিতে পারি না । শুনা যাইতেছে,
 মেট বর্তমান পুলিশের সংশোধন করিয়া
 ফাকুত উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করিবার
 করিয়াছেন । কিন্তু আমরা পূর্ক ফনেই
 রাখিতেছি যে, পুৰাতন পুলিশের নি
 সংশোধন করিয়া যেমন দুতন পু
 সৃষ্টি করা হইয়াছে, তরূপ যেন না হয়
 দুতন পুলিশকৃত একটি অত্যাচারের
 দেওয়া যাইতেছে । ৩। ৪ দিন হইল অ
 গের নিকটেই কোন স্টেশনের কয়েক জন ক
 বল কোন কার্যোপলক্ষে বিক্রমপুর্ব্ব এক
 বন্দনের নিকট দিয়া যাইতেছিল । এমন
 তাহাদের সুরাপানের ইচ্ছা হওয়াতে ত
 ঐ বন্দরে সুরার দোকান অন্বেষণ ক
 করিতে এক দোকান পাইয়া তথায় উ
 হয় । উহার সুরাবিক্রেতার নিকট কি
 ক্রয়ের অভিলাষপ্রকাশ করাতে বিক্রেতা
 যথোচিত মূল্য চায় । ইগতে তাহারা (ক
 বলগণ) সন্তুষ্ট না হইয়া অসুচিত মূল্য (ক
 কোন মতেই ঐ মদের দাম হইতে পা
 কহে । ইগা শুনিয়া বিক্রেতা কিঞ্চিৎ ক্রো
 বশ হইয়া তাহাদিগকে (কনষ্টাবলদিগ
 একটী কড়ি বাক্য কহে । তখন কনষ্টাব
 ফ্রোপে অগ্নি শব্দার ন্যায় হইয়া উ
 এবং হতভাগ্য দোকানদারকে হস্তস্থিত ব
 ও পদাঘাতদ্বারা গুরুতর প্রহার করিয়া
 কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিল । শুনিলাম,
 নদার নাকি ফৌজদারিতে অভিযোগ
 যাছে ।
 ২। কোরহাটীতে ডাকঘরের প্রয়ো
 পত্রিকা বিশেষপাঠে অবগত হইলাম,
 স্থলে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত আছে,
 সেই স্থানে সামান্যতঃ এক একটি পোষ্ট অ
 স্থাপনের উদ্দেশে পোষ্ট নাষ্টার জেনরল
 খ্যাপনার ইনস্পেক্টর ও ডেপুটি ইনস্পেক্ট
 শয়দগকে তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধানাধীন

ন স্থানে পোষ্ট অফিস সংস্থাপিত হইতে
র, সেই সেই স্থান মনোনীত করিয়া সবিশেষ
স্থাপন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা
নিম্নিত পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল মহোদয়কে
স্বাক্ষর করণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বস্তুতঃ
কালের বাহুল্য; দেশোন্নতির অন্যতম
পান সন্দেহ নাই। আমরা কোরহাটী কি.
কটবর্তী কোন স্থানে ডাক ঘর স্থাপনের অ
প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়া অনেক বার
রকার স্থানীয় সজ্জা ব্যক্তি ও গবর্নমেন্টকে
রোধ করিয়াছি; কিন্তু চূর্তাগবশতঃ
জিও আমাদিগে প্রার্থনা কার্যে পরিণত
য়া উঠিতেছে না। যাহা হউক, আমরা পোষ্ট
টার জেনারেলের সাধু আদেশে আস্থাসিত
য়া এখনও আনাদের প্রার্থনা জানাইতেছি।
য তিন বৎসরপূর্বে এ স্থানে একটি ইংরেজী
লয় ও ইহার চতুষ্পাশ্ববর্তী কতিপয় গ্রামে
য়কণী বাঙ্গলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত আছে। এই
ল স্থানে ভদ্র লোকের বাসও কম নহে।
স্বঃখের বিষয় এই যে, এইসকল স্থানের
প্রেরণ এবং পত্রিকাও বিদ্যালয়ের বি
দি প্রাপ্তিবিষয়ে অনেক অসুবিধা হইয়া
কে। সুতরাং এতদ্বিষয়ক অত্রত্য লোকদি
র দ্বারা পর নাই অনিষ্ট হইতেছে। এক্ষণে
মরা নিরতিশয় বিনীতভাবে অনুরোধ ও
র্শনা করিতেছি যে, এতদ্বিত্তাগের ইনস্পেক্টর
ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়দিগের নিকট পোষ্ট
টার জেনারেলের ঘোষণাপত্র উপস্থিত
লে তাহার কোন এ স্থানের প্রতি অসুস্থ
ত করিয়া এখানে একটি পোষ্ট অফিস স্থাপন
মনোযোগী হন।

—:—

আমাদিগের মেদিনীপুরস্থ সংবাদ
তা লিখিয়াছেন।
এখানে একটি সুব্যাপননিবারিনী সভা
প্রতিমাসে এক বার ইহার কার্য হইয়া
কে। গত বারের আদি দশকরূপে সভাস্থ হই-
ছিল। সমস্ত সংগী অতি তল্ল এবং
মধ্যে উচ্চ পদস্থ (একদেশীয়) লোক ভায়
ই। রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে এখানে অনেকগুলি
লোক বাস করেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়
ই যে তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই এ
তার উন্নতিসাধনবিষয়ে উদাসীন্য দেখা
য়।

অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজ ভূতপূর্ক হেড মাষ্টর
যুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বিরহে

দিন দিন হীনাবস্থ হইতেছে। এখানকার আদি
ষ্টাণ্ট মাষ্টার স্রীযুক্ত কটন সাহেব মহো
দয় সম্প্রতি এই সভায় আসিতেছেন। ইনি
চিকিৎসক সভ্য নহেন; দর্শকমাত্র। ইহার
মন উচ্চ এবং চরিত্র অতি পবিত্র বলিয়া বোধ
হয়। বাঙ্গালিদিগকে ঘৃণা করা ইংরাজদিগের
যে একটি জাতীয় স্বভাব, এই মহাত্মাতে তাহা
লক্ষিত হয় না। ইনি অতি অল্প দিন হইল
এখানে আসিয়াছেন

অত্রত্য গবর্নমেন্ট ইংরাজী বিন্যাসে অতি
অল্পকালমধ্যে বারবার শিক্ষকের (মাষ্টারের)
পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। সুতন স্তম্ভন শিক্ষকের
আগমন, বোধ হয় বালকদিগের পক্ষে শুভ
জনক নহে। বর্তমান প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ
শিক্ষক বাবু গঙ্গাধর আচার্য্য, বাবু তরিন্দ্রভ
মৈত্র এবং বাবু অন্তর্যচরণ বসু অতি অল্প
কাল হইল এখানে আসিয়াছেন। বালকদিগের
শিক্ষাদানবিষয়ে ইংরাজদিগের যত্নপ যত্ন ও পরি
শ্রম দেখা যাইতেছে, তাহাতে সহসা ইংরাজী
স্থানান্তরিত হইলে অবশ্যই বালকদিগকে
কতিগ্রস্ত হইতে হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ
নাই। আমরা শুনিয়া আস্থা দিত হইলাম যে
দয়ালু ইনস্পেক্টর স্রীযুক্ত মার্টিন সাহেব মহো-
দয় স্কুল ফণ্ডের উদ্ভূত সাতশতাব্দিক টাণ্ডা
শিক্ষক ও পণ্ডিত মহাশয়দিগকে পারিতোষিক
স্বরূপ বিতরণ করিয়াছেন। এইরূপে সময়ে
সময়ে সকল বিভাগীয় স্কুলের মাষ্টার ও
পণ্ডিতদিগের উৎসাহবল্লন করা কর্তৃপক্ষের
অবশ্য কর্তব্য সন্দেহ নাই।

এ স্থলে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে।
কিন্তু গ্রীষ্মের প্রাচুর্য্যের খর্ষতা দেখা
যায় না। মধ্যাহ্নে ১০ ডিগ্রী পর্যন্ত
পারা উঠিতেছে। সম্প্রতি এখানে ওলা
উঠা রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। বোধ
হয় বৃষ্টিদ্বারা সহসা উত্তাপ ও বায়ুর পরিবর্তন
উক্ত রোগের কারণ। এক্ষণে এই সহরের দক্ষি
ণাংশস্থ লোকসকল এই ভয়ানক রোগাক্রান্ত
হইতেছেন এবং কয়েক ব্যক্তি কৃতান্তসদনেও
গমন করিয়াছেন।

—:—

মেদিনীপুর হইতে আর এক জন
লিখিয়াছেনঃ

১। চড়ক পার্শ্বগণী এখানকার প্রসিদ্ধ পার্শ্ব
গবর্নমেন্টের অতিপ্রায়াস্থসারে বাণ কুঁড়া নিষিদ্ধ

বলিয়া কয়েক বৎসর এখানে তাহার বড়
ভাব নাই। সহরের মধ্যে অনেক স্থানে গ
হয় বটে; কিন্তু কেহ বাণ কুঁড়িতে বা
ঘুরিতে পারে নাই; কিন্তু মফস্বলে এ ক
রহিত হয় নাই। সম্প্রতি মালঞ্চার রুইটি গা
২ জন ও উটপাঘরের একটি গাজনে ১
চড়ক গাছে ঘুরিয়াছে। পুলিশের এক জন
মান কনষ্টেবল তথায় উপস্থিত থাকিয়া
দক্ষিণা পাইয়াই গা ঢাকা দিয়া বসিয়া
এডুকেশ গেজেটপাঠে অবনত হইলাম,
জেলায়ও ৪ জন গাছে ঘুরিয়াছে। কেবল এ
কার সহরের লোকেরাই এই চড়কে ব
হইলেন।

২। সম্প্রতি মালঞ্চ, পাথর, নওয়া
তেলিপুকুরনামক কয়েক স্থানে উপযু
কয়েকটি ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। অ
সমুদায় স্থানের ডাকাইতিগুলি
হয় নাই। কোন কোন স্থানে ২। ১ টি
ধৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কোন ফল
নাই। মালঞ্চার শোচনীয় ঘটনাটিতে
বস্ত্রবিক্রেতার মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু অ
তথায় একটি ডাকাইতিও পূত হয় নাই।
লাম, তেলিপুকুরে একটি ডাক ও লোক
গিয়াছে। দেখা যাউক, পুলিশের সূক্ষ
সঙ্গানে কি হয়।

৩ ২০ এপ্রিলের সোমপ্রকাশে স্রী
ইত বলিয়া যেসকল বিদেশীয় স্রীলো
কথা লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ কতগুল
শীয় (মুসলমান) স্রীলোক এখানে আসিয়া
ইহাদের সংকত পুরুষও আছে। ইহারা সহ
প্রায় ১৫০। ইহারা নানাবিধ প্রস্তর ও
সোণা আদি বিক্রয় করিয়াথাকে হ. দে
সঙ্গে ঘোড়া, লাঠি বন্দু এবং অন্যান
বস্তুর বিক্রয় ইহারা করিয়াছে। ইহাদের
ব্যবহারে লোকেরা আনিয়াছে।
সহরে অ.বা. অবধি অনেকেই ভীত হইয়া
ইহাদের স্রী পুরুষ সকলেই বলবান ও স
শুনিনাম ইহারা সহরের নিকটবর্তী পরি
সুবিধাক্রমে দ্বার যাহা পায় ধরণ করিয়া
ইহারা ডাকাইতিও করে। বোধ করি,
স্রীলোকেরাই খানাকুল কৃষ্ণনগরের
দাস বাবুর বাণীতে ডাকাইতি করিয়াছিল
হউক, যে কয়েক দিবস ইহারা এখানে থা
সেই কয়েক দিবস পুলিশের বিশেষ তত্ব
থাকিলেই ভাল হয়। ইহাদের গন্তব্য
কোথায় তাহা কেহই জানিতে পারে নাই

প্রেরিত ।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপে ।

সম্পাদক মহাশয় ! আপনকার ২রা বৈশাখ
সংস্করণে কোন মহাত্মা একাদশীর ত্যাগ-
বিধবা ললনাগণের কষ্টদর্শনে অত্যন্ত
দুঃখিত হইয়া নব্য দলের নিকট উহার প্রতি-
শ্রদ্ধা প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহার লেখ
দর্শনে তাঁহারে এক জন যথার্থ সদা
স্বামী ও পরঃস্বামী হইয়া বোধ
হয়। কিন্তু তিনি যে, কতিপয়মাত্র বিধবা
একাদশীতে বৈরাগ্য দেখিয়া সমগ্র
এইরূপ অভিলাষের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা
করিয়াছেন এটি তাঁহার সদাশয়তার উপ
সাহায্য হয় নাই। ইহাতে তাঁহার অনেক
ধর্মপরায়ণা, ত্রুতচারিণী সাধীর প্রতি
ক দোষারোপ করা হইয়াছে। এখনও
অনেক বিধবা দৃষ্ট হন, যাঁহারা পতি
গে এই সংসার ও শরীরকে নিত্য অকি
র বিবেচনা করেন। ইহ জন্মের সাংসারিক
ক পূর্ণজন্মকৃত অপরাধের দণ্ড বলিয়া
বোধ করেন ও ত্রুতাদি অমুঠানকে ভাবী মুখের
বলিয়া জ্ঞান করেন।

সম্পাদক মহাশয় ! একরূপ ধর্ম মঠা ত্রুত
না সাধীদিগের সহিত কএকটি ঐহিক
মূল্যবিনী রমণীর তুলনা করা কি যুক্তি
যখন তাঁহারা হিন্দুকুলজাত, হিন্দু
মাসিক ; হিন্দু ধর্মকেই সনাতন ধর্ম বলিয়া
করেন, তখন যে তাঁহাদের ঐ ধর্মোপ
ও ঐ ধর্মসম্বন্ধ নিয়মাদি প্রতিপালন
করা না তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব
এই ধর্মের প্রতি ঐদাসীন্য
সকলের প্রতি তাহাদের পক্ষাঘাত
কাল নির্দয়তার কাল তাহাদের পক্ষে নাই।

এ বৈশাখ }
১২৭৫। }
কস্যাচিং
পঠকস্য ।

—:—
পুনা ভারতবর্ষের মহিলাগণের বিদ্যাশি
বধন লইয়া সত্যজনসমাজে ও সংবাদ
মুখে সর্কদা বাদামুবাদ হওয়াতে বোধ
হয়, জীশিক্ষার আবশ্যিকতা এদেশীয়
ব্যক্তিমাত্রেরই জরুরকম হইয়াছে এবং
এই সংসাদনার্থ তাঁহারা বিশেষ যত্ন
করেন। ঐ মহাত্মারা জীশিক্ষাকে শিক্ষা-

দ্বারা উন্নত করিবার নিমিত্ত যেপ্রকার আগ্রহ প্র
কাশ করিতেছেন সুপ্রণালী ও সহপায় অবলম্বন
করিলে অল্পদিবস মধ্যে তাঁহাদের ঐ মনস্কামনা
সিদ্ধ হইতে পারিবে। বর্তমান শিক্ষায়ত্রীদিগের
আন্তরিক আগ্রহ না থাকায় শিক্ষাকার্য্য উৎকৃষ্ট
পদ্ধতিক্রমে সম্পন্ন হইতেছে না। কর্মচারীর
বিশেষ মনোযোগ ও আগ্রহ না থাকিলে কোন
কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এতদেশীয়
জীগণকে শিক্ষা দিবার একটা সহপায় আছে।
নন্দ অর্থাৎ কাথলিক ধর্মোক্রান্ত সন্ন্যাসিনী
দিগকে বড় বড় ছাত্রীদিগের শিক্ষায়ত্রীপদে
নিযুক্ত করিলে শিক্ষাকার্য্য উৎকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে
সম্পন্ন হইতে পারে। মহমুভব ধীশক্তি সম্পন্ন
দেশহিতৈষী মহাবীর শ্রীযুক্ত বিজয় নগরস্থ রাজা
নন্দদিগের প্রতি শিক্ষাকার্য্যের ভারার্পণ করিয়া
অধুনা আপন রাজ্যের জীগণের বিশেষ হিত
সাধন করিতেছেন। শিক্ষাকার্য্যে নন্দদিগের
নিপুণতা দেখিরা স্পষ্ট প্রতীক্ষমান হইতেছে যে,
তাঁহারা এই এতদেশীয় বালিকাগণকে শিক্ষা
দানের যথার্থ উপায়। প্রটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী
মহাশয়রা আপনাদিগের চহিতাদিগের উত্তম
রূপ শিক্ষার নিমিত্ত নন্দদিগের নিকট প্রেরণ
করিয়া থাকেন। কলিকাতা দাঙ্গি লিওপ্রভৃতি
ভারতবর্ষের যে যে অংশে নন্দদিগের
আশ্রম আছে, তথায় অধিকাংশ প্রটেস্ট্যান্ট মতা
বলম্বী বালিকাগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।
ইহাতে বোধ হয়, নন্দদিগের দ্বারা বালিকা
গণের উত্তমরূপ শিক্ষা হয়, নতুবা প্রটেস্ট্যান্ট
মতাবলম্বী মহোদয়গণ কাথলিকদিগের বিরুদ্ধ
মতাবলম্বী হইয়াও কি নিমিত্ত আপনাদের
চহিতাদিগকে শিক্ষার নিমিত্ত কাথলিক ধর্মো-
ক্রান্ত নন্দদিগের নিকট প্রেরণ করেন। অতএব
এতদেশীয় বালিকাগণের শিক্ষার্ষ নন্দদিগকে
নিযুক্ত করা দেশহিতৈষী ও বিদ্যোৎসাহী মহো
দয়গণের অবশ্য কর্তব্য। যাঁহারা স্বজন
ধন সম্পত্তি ও সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ
করিয়া কেবল বালিকাগণকে শিক্ষা প্রদান
করাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির
করিয়াছেন, সেই নন্দদিগের দ্বারা যে এই কার্য্য
সম্পন্ন হইবে ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র
হইতে পারে না।

অনুগত
শ্রীক।

—:—

মূল্যপ্রাপ্তি ।

শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ প্রধান-
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র ১৩

- শ্রীযুক্ত বাবু মনোহর যুগোপাধ্যায় সিং
আ
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আশ্বিন
" " নরসিংহ নন্দ
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র
" " অরিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৭৪ চৈত্র হইতে ৭৫ ফাল্গুন
" " জয়গোপাল চক্রবর্তী
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আষাঢ়
" " রামধানব বসু
১৮৩৮ মে হইতে ৬৯ এপ্রেল
" " ৫ সরচন্দ্র রায়
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র

—:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটা বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।
ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
বাণ্যাসিক ৫।০ টাকা ; মফস্বলে ডাকম
সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং টে
সিক ৩।০। তিন মাসের স্থানে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। চিঠি, বরাতি চিঠি,
অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন
বাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উ
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।
যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তা
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মু
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।
যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রক
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি ক
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে প
ইয়া যেন।
যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, এক মাসপূর্বে তাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং প
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ই
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
আনা তাহার পর ১।০ আনা দিতে হই
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা ক
বেন, তাঁহার সঙ্কিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের দ
চাকড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বি
ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃক
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১ম ভাগ।

— ৬৫ —

২৭ সংখ্যা।

“ প্রবচনানাং প্রকৃতিহিনায় পার্থিবঃ সগম্বতী অতিমহতী ন হীযতাং । ”

মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
ম বাণ্যাসিক ৫৥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫ ৩০। এ বৈশাখ। ১৮৬৮। ১১ ই মে

মফসলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক
বাণ্যাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৫।

বিজ্ঞাপন।

বিক্রয়ার্থ।

আরডেন রীচ ২৪ নং বাটী শুদামসহ ১৯ নং
ভা বাগান।

ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত।

আরডেন রীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাহারা ক্রয়
করিতে অথবা ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন
লিখিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেগারস্ আরবো-
ধনট এবং কোং

পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা মুদ্রাপুর আমহাউসের দক্ষিণ
প্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক ত্রিশ
পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড করিয়া
প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের
মূল্য ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টা
পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমেত
প্রকাশ করিবার কল্পনা আছে। প্রথমতঃ বিষ্ণু-
অনুবাদ ও ত্রীধরগোবিন্দকৃত টীকা সমেত
প্রকাশ হইতেছে; ১ লা বৈশাখ বিতরণ
করা হইয়াছে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভি
লাষ করেন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের
নিকট পত্র ডাকমাগুল ও প্রতিখণ্ডের
মূল্য ১০ আট আনা করিয়া পাঠাইবেন।
যিনি নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহা
র নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা
বিক্রয় করা যাইবে।

১৫ ই চৈত্র }
১৪। } অগমোহন শর্মা।

সংস্কৃত মেদিনীকোষ হরহ শব্দের টীকা-
সহ উত্তম নাগরাক্ষরে যত্নপূর্বক মুদ্রিত হই

তেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি
কলিকাতা কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু
সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ
যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪
সংস্কৃত বিদ্যালয় শ্রীঅগমোহন শর্মা

অভিধান।

শব্দার্থ	২৥০
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দসিদ্ধি	২
শব্দার্থমুক্তাবলী	৭
শব্দার্থরত্নমালা	৫
শব্দার্থপ্রচারিকা	৩
প্রকৃতিবাদ	৫
সংস্কৃত পুস্তক	
রঘুবংশ সঙ্গীত	৮
উত্তর মৈথিল্যচরিত	১৥০
ভট্টিকাব্য	৪০
অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব	৩৫
দশরূপক	১৫০
কলিকাতা কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট ১৭৭ নং	} শ্রীকেশরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকবিক্রেতা।

কলিকাতা সংস্কৃত লাইব্রেরী ও কলেজ
স্ট্রিট ১১ সংখ্যক তবনে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ
মজুমদারের পুস্তকালয়ে, শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র
কুমার রায় চৌধুরীপ্রণীত “ তত্ত্বপ্রকাশ ”
বিক্রীত হইতেছে।

বারুইপুর }
৫ ই চৈত্র }
১২৭৪। } শ্রীঅগমোহন বসু,
অধ্যক্ষ।

রাণীগঞ্জ পটরি কোং
লিমিটেড।

মেজিয়া করিবার সুচিকণ টাইল।

ঐ কোম্পানির মিসনরোস্থিত ৪ নং আ
উদ্যোগ নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং
কাহার প্রয়োজন হয় ঐ অফিসে অনুমতি
পাঠাইয়া দিবেন।

নন্দময়স্বামী নাটক, ষ্টানহোপ যন্ত্রে য

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত; মূল্য ১ টা
কলিকাতা
ঘোড়াসাঁকো ৬৪ ন } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র

ইন্টনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও প
ডাক্তার বাবু যোগেন্দ্রনাথ কোম্পানির দোকানে
প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তক
বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টা
রোমইতিহাস	১
ভূষণনার ব্যাকরণ	
নীতিসার (১ ম ভাগ)	
নীতিসার (২ য় ভাগ)	
প্রচারিত।	
মুদ্রাবোধ ব্যাকরণ	

শ্রীকেশরনাথ শর্মা

শব্দার্থপ্রচারিকানামে একখানি সুবি
নবাভিধান, যাহাতে প্রাকৃত ও যাবনিক
ভিন্ন সকল শব্দেরই মিলিতভেদ ও ব্যতির উ
কৃদাদি ও শব্দের উত্তর তদ্ধিত এবং উ
বৃষ্টি হইতে নানাবিধ প্রত্যয়ানন্তর প্রায়
... হাজার শব্দ সংগ্রহপূর্বক ৮৬৮ প

ত হইয়াছে, তাহাদিগের প্রয়োজন হইবে, তাহাদিগের পক্ষে পুস্তকালয়ে ও জোড়ী পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত হইবে। মূল্য ৩ টাকা হইবে। যদি কেহ একে প্রাপ্ত হইবে তবে তাহাকে ১৫ টাকা মূল্য দিতে হইবে।

বিক্রেতা ঐ ইঞ্জনারায়ণ ঘোষ।

মোনপ্রকাশ ।

৩০এ বৈশাখ সোমবার ।

শিলার মাছেবকে লইয়া পোর্ট কোম্পানির যে কাণ্ড চলিয়াছে, তাহা যত সহর নির্বাণ হয়, ততই আনন্দ বিধায়। উহার অভ্যন্তরে অনেক প্রাণিকর জুগুপ্সিত ব্যাপার হইয়াছে। তাহার যত আন্দোলন হইতেছে, তাহা লোকের ইউরোপীয়দিগের ধর্ম-নিষ্ঠতা ও ন্যায়ানুগামিতার প্রতিশ্রুতি ও অশিষ্টাঙ্গ জন্মিত হইছে। সে এই কোম্পানির অংশগ্রাহিদিগের কষ্ট মতা হয়, তাহার কার্য প্রণালী পূর্বে লোকের যে সংস্কার জন্মিত তাহা আরো দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হইছে। সে দিন সভ্যদিগের অনেকে গর্ভিত্তাব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দ্বিতীয় উদাহরণ দর্শন হইবে।

এই প্রকাশের

বিক্রেতা ঐ ইঞ্জনারায়ণ ঘোষ।

সর আর্কিবন পেরি সর জন লরে অধুর্দর্শিতা সূচক আঙ্কার সমা সময়ে আপনার মিনিটের উপরে বলিয়াছেন “সম্প্রতি ভারত দেশে যেমত সরকারী পত্র আসি তাহাতে দেখা যাইতেছে, এক্ষণে তাহা মাত্র () আইনশিক্ষা দ্বারা তাহাদিগের বিচারকার্যে এক্ষণে প্রাপ্ত হইতেছেন, যে (গবর্নর জেনারেল) সিবিগিয়ানদিগকে পৃথক পৃথক আইন শিক্ষা না দিলে

তাহারা অবিলম্বেই সর্বসাধারণের নিকট ভারতবর্ষীয়দিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবেন; তথাপি বর্তমান আইন অনুসারে কোন উপযুক্ত ভারতবর্ষীয় বা ইংরাজ ব্যবহারাজীব নিয়মাস্তর্গত প্রদেশের কোন কোন জেলায় জজের পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টে যথার্থ রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় প্রশস্ত চিত্তে সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া বিচারকার্যে অন্য লোকদিগের প্রবেশ করিবার এবং তাহাদিগের বেতন ও বিদায়প্রভৃতির নিয়মের পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব করিলে অতিশয় আঙ্কাদের বিষয় হইত।” এদেশীয় বিচারপতিগণ যে ইউরোপীয় বিচারপতিদিগের অপেক্ষা মন্থিক যোগ্যতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহা অল্প লোকেই স্বীকার করিবেন। প্রধানতম বিচারালয়ে ও ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। তাহাদিগের জেলার জজ, মাজিস্ট্রেট, ও কালেক্টরগণের সহিত মুন্সেফদিগের তুলনা করিলে যে সিবিগিয়ান বিচারপতিদিগের উপরে অশ্রদ্ধা জন্মে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বাক্য করা যাইতে পারে। তাহাদিগের আদালতসমূহের উকীলেরা যে বিচারপতিদিগের অপেক্ষা সকল বিষয়ে দক্ষতা প্রকাশ করেন, ইহা গবর্নমেন্টে প্রকাশ্যরূপে না শুধু, প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রধানতম বিচারালয়ে অদ্যাপি ইংরাজবিচারপতিদিগের হস্তেই রহিয়াছে। এক জন মুন্সেফ বা প্রধান সদরআমীন সর্বশেষ অনুদানপূর্বক যত্নসহকারে যে বিচার করেন, এক জন জজ অন্যায়সে সামান্য কারণে তাহা রহিত করিয়া থাকেন। সর বার্ণেবপিকক খাস আপীলের পথে যে সকল কষ্টক নিষ্ফল করিয়াছেন, তাহাতে প্রধানতম বিচারালয়েও সকল সময়ে সুবিচার লাভ হয় না। এই যে

নিত্য শোচনীয় অবস্থা তাহা স্বীকার করিবেন। শাসনকর্তাদিগের সময়ে অসুস্থের কাজ করা কর্তব্য। বিগবর্নমেন্টকে সকল বিষয়ে পরাজাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রদান করিতে হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্নর যত দিন ইহা করিতে পারিয়াছিল তত দিন তাহাদিগের কার্যে লোভ এত অসম্ভাব জন্মে নাই। কিন্তু এতাহার বহুবাতিক্রম ঘটয়াছে। রশাসন, বিচারপ্রভৃতি যে যে গবর্নমেন্ট এদেশীয়দিগের মত অস্বীকার করা করেন, সেই সেই বিচারকরিয়া যান। সকল বিষয় অপেক্ষা তাহাদিগের দেশে বিচারকার্যই অস্বীকার করিতে পারেন। ইহা মূলতঃ ইউরোপীয় বিচারপতিগণের সত্যতা বৃদ্ধির সারী কাজ করিতে পারিতেছেন। ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আইন শিক্ষা ও উহার ভাবজ্ঞতা ভারতবর্ষীয়দিগের স্বাভাবিক নৈপুণ্য আছে। এক্ষণে তাহারা উহা করিতে সর্বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। সুতরাং তাহারা যে বর্তমান নিয়ম বিচারপতিদিগের বিচার দক্ষতা হান্য করিবেন, তাহা বিচিত্র। এই অনিষ্টনিবারণের উপায় কি? জন লরেঞ্জের মতে সিবিগিয়ান অন্য লোকের হস্তে উচ্চতর বিচারের ভার প্রদান করিলে পূর্ণ বিচার লাভ হইবে। এই নিমিত্ত তিনি দল সিবিগিয়ানকে পৃথক করিয়া তাহাদিগের শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে কতক অনিষ্ট নিবারণ হইবে; কিন্তু ইহাতেও বিচারপতি উকীলদিগের ন্যায় আইন বিষয়ে দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন

তদবধীঃ এমন স্থানে উত্তমরূপে
করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত
হইলে তিনি যে অন্ততঃ আপ
সমিভাঃসভে উচ্চ পদ পাইবার
তাছাড়া তাহাতে সন্দেহ নাই।” সর
পেরির এ বাক্যের তাৎপর্য এই
স্থানে নিরস্তা নাই, আর যেখানে
ছাড়ার করিলেও চল, সেখানে
যথায় যোগ্যতা প্রদর্শন করিলে
করেন, তিনি যে নিঃসন্দেহ
সাধারণ মতের সমক্ষে অন্যায়
কাজ করিবেন, ইহা কখনই গণ্ডা
নহে। এতদ্বারা সর জন লরেন্সের
দর্শনসমুচিত প্রধান তর্ক প্রতিষ্ঠিত হই
ল। সর জন লরেন্স বলেন, “ আইন
দ্বারা উচ্চতর পদমকল কেবল সিবি
নদিগেরই প্রাপ্য হইতেছে। কিন্তু
আরক্ষিন পেরি তাঁহাকে এই বলিয়া
বলিয়াছেন যে, বাবহারাজীবের
আইন লইয়া তর্ক করা আমাদের
ত নহে। আইনে কি বলে তাহার
চর্চনা করা অপেক্ষা যথার্থ রাজনীতি
দ্বারা কি করা উচিত, তাহিদের বিবে
করাই আমাদের কর্তব্য। সর জন
পেরির এই বাক্যটি নিতান্ত যুক্তি
হইতেছে। বিচারপতিগণ আইনের
রাধে কোন আচার নিবারণ করিতে
পারিলে বলিয়া থাকেন “ আমরা
করিব ? আমরা আইন লঙ্ঘন
কাজ করিতে পারি না।” কিন্তু
কর্তা ইহা বলিতে পারেন না।
নে কোন দোষ থাকিলে তাহার
আদেশ করা তাঁহার অধিকা কতব্য।
ন যে রাজনীতির অধীন হইয়া
হবে, তাহা ভারতবর্ষীয় শাসনকর্ত্তব্য
কাজে পারিতে পারেন নাই ?
আরক্ষিন পেরি বলেন, ভারতবর্ষীয়
উচ্চতর পদ প্রদানের আইন করা
গবর্নর জেনরলের উদ্দেশ্য হয়, মহা

মতাকে অনুরোধ করিয়া ঐ প্রকার আইন
করিয়া দিবেন। অতঃপর ভারতবর্ষীয়দি
গকে উচ্চতর পদ দেওয়া উচিত কি না,
তাহার মীমাংসার ভার গবর্নর জেনরলের
উপরেই নিহিত হইতেছে। এক্ষণে তাঁহার
মত কি ? আনাদিগের দেশের শাসন
কর্ত্তা হইয়া কি প্রভুত্বলোভী কুমন্ত্রার
বিশিষ্ট ইউরোপীয়দিগের ভবে আনা
দিগের স্বাভাবিক স্বত্বভাঙের পথে
কষ্টে নিক্ষেপ করিবেন ?
সর বার্টল কিয়ার সর আরক্ষিন
পেরির বাক্যের অনুরোধন করিয়া বলি
য়াছেন, “ যঁাহাদিগের হস্তে নিয়োগের
ভার আছে, তাঁহারা যদি যথার্থ ভ্রমতা ও
আগ্রহসহকারে ভারতবর্ষীয়দিগকে উন্নত
করিবার চেষ্টা পান, তাহা হইলে ভারতব
র্ষীয়দিগের উন্নতি হইতে পারে। বর্ত
মান আইনে তাহার সবিশেষ প্রতিবন্ধ
কতা করিতে পারে না।” ভারতবর্ষের
শাসনকর্ত্তাদিগের ঐ ভ্রমতা বাক্যটি
স্বরণ করা উচিত। এদেশীয়দিগের
নিয়োগ বিদয়ে যে প্রতিবন্ধকতাচরণ করা
হয়, সর বার্টল কিয়ারের মতে আইন অ
পেক্ষা শাসনকর্ত্তাদিগের কুমন্ত্রারদোষই
তাহার প্রধান কারণ। সর জন লরেন্স
আপনার দলের কতগুলি লোকের অভি
প্রায় গ্রহণ করিয়া এই প্রতিপন্ন করিবার
চেষ্টা গাইয়াছেন যে এদেশীয়েরা অল্প
টাকায় স্থখে কাল যাপন করিতে
পারেন; কিন্তু ইউরোপীয়গণ তাহা
করিতে পারেন না। সর বার্টল কি
য়ার গবর্নর জেনরলের এই বাক্যটি অমূ
লক বলিয়া নিদেশ করিয়াছেন।
শকট, বস্ত্র ও সুরাপানে এদেশীয়
দিগের তত ব্যয় হয় না যথার্থ বটে;
কিন্তু ইউরোপীয়েরা যেমন অবিচলিত
চিত্তে আত্মীয়দিগের ক্রেশ দেখিতে
পারেন; এদেশীয়েরা তাহা পারেন না।
সামাজিক বাবহারানুসারে আমাদিগের

যে ব্যয় হয়, ইউরোপীয়েরা তাহা
বিশেষজ্ঞ নহেন। সর জন লরেন্স
তাঁহার সহচরগণ কয়েকটি সামান্য
এদেশীয়দিগের নিমিত্ত রাখিয়া
আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন, সর বা
ফিয়ার তাহাতে অতিশয় অসন্তুষ্ট হই
ছেন। তাঁহার মতে এই সকল
“ ইউরোপীয়দিগের উচ্ছৃঙ্খলতা
এদেশীয়দিগকে উচ্চতর পদ প্রদান
করিলে যে ক্রমশঃ তাঁহাদিগের অ
অসন্তোষ হইবে সর বার্টল কিয়ার
স্বীকার করিয়া উপসংহারকালে বলি
ছেন, ভারতবর্ষীয় কর্মচারীদিগের কে
বস্ত্র ও ভাঙ্গা ইংরাজদিগের ন্যায়
করিয়া তাঁহাদিগের সংস্কার ইংরাজ
দিগের ন্যায় করিয়া দিলেই যথার্থ
হইবে। ঐ সংস্কার কিম্বা অর্থাৎ ভার
তবর্ষীয়দিগকে উচ্চ পদ প্রদান উহার
মাত্র উপায়। তাহা হইলে ভারতবর্ষী
আপনারা শাসন কার্যে থাকিয়া ত্রি
গবর্নমেন্টকে আপনাদিগের গবর্ন
বলিয়া জ্ঞান করিবেন। স্থূল কথা
হইতেছে ভারতবর্ষীয়গণ বলকণ মুক্তি
পারিয়াছেন, ইংলণ্ডীয় গবর্নমেন্ট তাঁ
দিগকে উচ্চতর স্বত্ব প্রদান করি
প্রস্তুত আছেন; কেবল এখানকার শ
কর্ত্তারা নানা কৌশলে সেই উদ্দেশ্য
করিতেছেন। এক্ষণে ইংলণ্ডীয় গবর্নমে
কর্ত্তব্য এই হইতেছে যে, তাঁহারা এ
কার বর্তমান শাসনকর্ত্তাদিগের
অগ্রাহ্য করিয়া আমাদিগের অ
ও অতিপ্রায়ানুরূপ স্বত্ব প্রদান করে

পূর্ণ বাঙ্গলা রেলওয়ের ছফটনা।
বিহ্বাংপাত বন্যা ও বাতাপ্র
দৈব ঘটনার উপরে মানুষের প্রভুত্ব
তথাপি মানুষ নাবধান হইয়া ঐ
উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা সম্পাদন
কিন্তু আমরা একটা আশ্চর্য দেখি

ওয়ে হইতে আশ্রয়লা হুজু হইয়া
 আছে। রেলওয়ে দৈবকাণ্ড নয়, মানুষ-
 কাণ্ড; উহার উপরে মানুষের
 প্রভুত্ব আছে। কর্মচারীরা যদি
 সাবধান হইয়া কাজ করেন,
 প্রকার দুর্ঘটনা হইবার সম্ভাবনা
 না। কিন্তু উহাদিগের অনবধানতা
 প্রবল যে, কোন ক্রমেই তাহার
 রণ হইতেছে না। রেলওয়ে দেশের
 গাণ্ড ও সুখ সচ্ছন্দতার মূল হইয়াও
 গারীদিগের এক অনবধানতাদোষে
 তির হেতু হইয়া উঠিয়াছে। আমা-
 র এক আশ্রয়ী পূর্ববাহিনী রেলও-
 একটা শোচনীয় দুর্ঘটনার বিবয়
 পাঠাইয়াছেন, পাঠকগণ শ্রবণ
 ।
 ৩ ৬ ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার রাত্রি
 ৭ ঘটিকার সময় পূর্ববাহিনী রেলওয়ের
 নগর ষ্টেশনে (যাহাকে মুলাজোড়
 একটা ভয়ানক অভূতপূর্ব দুর্ঘটনা
 গিয়াছে। আমি এক জন আরোহী,
 ৫০ মিনিটের গাড়িতে নৈহাটীতে গমন
 তছিলাম, বারাকপুরে পহুঁছিয়া শুনি
 শ্যামনগর ও নৈহাটীর মধ্যস্থানে এক-
 মালের গাড়ি লাইনের বাহিরে পড়াতে
 হইয়া আছে। প্রায় অর্ধ ঘটিকার
 শ্যামনগর হইতে তারমুখে সংবাদ
 লে পর আমাদিগের গাড়ি শ্যামনগরে
 করিল। তথায় গমন করিয়া দেখিলাম,
 দুই প্রহরের মালগাড়ি তথায় আছে
 কিঞ্চিৎ পূর্বে পরিষ্কৃত হইয়াছে
 পাঁচটার ৫০ গাড়ি সে পর্যন্ত ঐখানে
 হইয়াও কিঞ্চিৎ পূর্বে নৈহাটীতে গমন
 হইছে। ষ্টেশনমাষ্টারের মুখে আরো
 গাম, যে আমাদিগের গাড়ি দুই ঘটি
 য়ানে নৈহাটীতে গমন করিতে পারিবে
 আমাদিগের গাড়ি অপরা পাস্বস্থ
 ন রাখা হইল ইতিমধ্যে একখানি
 গাড়ি নৈহাটী হইতে আসিয়া কলিকা-
 মুখে চলিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি হইতে
 ল। যে মেল ২৭ কুষ্টিয়া হইতে

আসিতেছিল, তাহা ষ্টেশনে উপনীত হইল;
 কিন্তু ষ্টেশনে না থানিয়া ক্রতবেগে কলিকা-
 তার দিকে যাইতে লাগিল। পাইন্টের নিকট
 আসিয়া কলখানি প্রধান লাইনে গেল আর
 সকল গাড়ি যে লাইনে আমাদিগের গাড়ি
 ছিল, এককালে আসিয়া তাহার কলের উপর
 পড়িল। মহাশয়! পড়িবার সময় বক্রাঘাতের
 ন্যায় ভয়ানক এক শব্দ হইল। আমি সর্ব
 শেষের গাড়িতে ছিলাম। বসিয়া বিলাম,
 অধোমুখে শুইয়া পড়িলাম, এইকপ আকস্মিক
 ব্যাপার দেখিয়া উহার পরে আবার কি হয়
 এই ভয়ে গাড়ি হইতে লক্ষ দিয়া বাহিরে
 পতিত হইলাম। অনন্তর ক্রতবেগে কলের
 নিকটে গিয়া যাচা দেখিলাম, তাহা সম্যক
 রূপে বর্ণন করিতে পারি না। চারিখানি
 তৃতীয় ও চতুর্থ ক্লাস গাড়ি একবারে ছিন্ন
 ভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং আমাদিগের
 গাড়ির কলখানিরও ঐ দশা হইয়াছে। ঐ
 চারিখানি গাড়িতে দুই শতেরও অধিক
 পূর্বদেশীয় যাত্রী ছিল। তথায় যাইয়া দেখি
 লাম, প্রায় ৫০। ৬০ জন শকট হইতে ঠিক
 রিয়া পড়িয়াছে, কতক মরিয়া গিয়াছে, আর
 কতক ব্যক্তির শ্বাস হইয়াছে। গাড়ি চাপাও
 অনেকে রহিয়াছে। সেখানে এমনি ক্রন্দনের
 কোলাহল উঠিয়াছে যে শুনিলে পাষণ্ড ভ্রম
 হইয়া যায়। ষ্টেশন হইতে লোক জন আসিয়া
 শকট চাপা ব্যক্তিদিগের উদ্ধার করিবার
 উপায় করিতে আরম্ভ করিলেন। কতদূর
 ক্রতকার্য হইয়াছিলেন, বলিতে পারিলাম না।
 কিন্তু অনুমান হয় ৩ দিকাগংশ লোকের মৃত্যু
 হইয়াছে এবং যাহাদিগের প্রাণ নষ্ট হয়
 নাই, তাঁহারা অঙ্গহীন হইয়াছেন। পর
 দিবস আমি যৎকালে দুই প্রহরের গাড়িতে
 কলিকাতার প্রত্যাগমন করি, তখন দেখি-
 লাম, ষ্টেশনের এক ঘরে মৃতদেহ উপর্যাপরি
 পড়িয়া আছে এবং রাস্তার ধারে গাড়ির
 তলায় ও অন্যান্য স্থানে শব পতিত রহি
 য়াছে। এইপ্রকার ভয়ানক ঘটনা পূর্ববাহিনী
 রেলওয়ে হইয়া অবধি হয় নাই। উহার
 প্রকৃত কারণের অনুসন্ধান করা গবর্নমেন্টের
 পক্ষে একান্ত কর্তব্য।

কলিকাতা }
 ২৭ এ বৈশাখ } ভবদীয় একান্ত বন্ধুত্ব
 ১২৭৫। } জনৈক আরোহী।

রেলওয়ে যে প্রজাকরের
 হেতু হইয়া উঠিল, গবর্নমেন্ট কি
 নিবারণ বিদয়ে যত্ববান হইবেন
 সচরাচর শকটচালক, রাস্তার তত্ত্বা
 যক ও পইন্টবারীর দোষে দুর্ঘটনা
 থাকে। যাহাদিগের উপরে রেলও
 কার্খার প্রধানকর্তৃত্বভার
 তাঁহারা যদি মত্ত অলসপ্রকৃতি ও
 বস্তিত শকটচালককে শকট চালা
 না দেন, অপদার্থ পইন্টবারীকে
 কার্খো নিয়োজিত না করেন এবং
 ইঞ্জিনিয়ারকে রাস্তার তত্ত্বাবধানে নি
 হইতে না দেন, তাহা হইলে দুর্ঘ
 হইবার সম্ভাবনা কি? আমরা ব
 বলিতেছি, রেলওয়ের দুর্ঘটনাম
 দৈবকাণ্ড কিছুই নাই। রেলওয়ে
 তিস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধির ক
 প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি যদি উহার কার্য স
 দন করেন, দুর্ঘটনা ঘটবার কোন
 সম্ভাবনা থাকে না।

আমাদিগের মতে মত্ত ও অ
 শকটচালকাদির নিয়োগকর্তাদিগকে
 ও দণ্ডনীয় করা কর্তব্য। কেবল
 চালকাদির দণ্ডবিধান বাবস্থাছার
 টনার নিবারণ সাধ্যায়ত্ত নহে।

উপসংহারকালে আমরা
 ব্যক্তিদিগকে এই হত ব্যক্তিদি
 পরিবারগণকে অনুরোধ করি
 তাঁহারা রেলওয়ে কোম্পানির
 ক্ষতিপূরণের অভিযোগ করুন,
 কিছু বলেন না বলিয়াই রেল
 কোম্পানি ও তাঁহাদিগের কর্মচা
 সাবধান হইতেছেন না। লেন্টনান্ট প
 ত্রে মহোদয়কেও আমাদিগের সবি
 অনুরোধ এই, আমরা অনেকের
 শুনিলাম, হত ব্যক্তিদিগের অনেক
 গোপনে পছায় ভানাইয়া দেওর
 য়াছে, এ জনরবটি সত্য কিনা, ব
 রূপে তাহার নিগূঢ় অনুসন্ধান কর

আবিষ্কার।

আবিষ্কার যুক্তরাজ্যে শেখ হইল, সেও অনুষ্ঠান করিলেন, এবং (এই যুক্তরাজ্যে একটি টাটা বায়, অনুমান করা হয়, এর কত বায় হইয়াছে, আমরা তাহার চাহ পাই নাই) উভা দলে। তৎকালে এই হত হইয়াছে, ইহার পরিণাম সে হইবে এক্ষণে ইহাই চিন্তার বিষয় হইবে। যাহারা পারাডাগ্রহণকারক, অর্থ ব্যয় ও ক্রেশুর গর এই রাজ্যে নিজে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সেটি তাঁহা গর জাল বাগিবে না। কেহ কেহ এই মত একটি আন্দোলন করিয়া করি যেন। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এতে হউক আর পরেই উক যাহাতে এতদ্বারা যেতি লোক জন্মিবার সম্ভাবনা ক, একগ কোন বন্দোবস্ত করাই উচিত। বন্দীদিগের উদ্ধারার্থ এই যুক্তরাজ্যে স্থান করা চা, সে উদ্দেশ্য সাধিত হইছে। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের যে এই মত উদ্দেশ্য, তাহাও জগতে বিদিত হইছে। এক্ষণে যদি উদ্দেশ্যস্বরূপ সখ হইয়া যায়, কেবল যে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টে আমোদস্য ও অভ্যন্তর প্রকাশ হইবে প নয়, ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট আজিও পর গ্রহণলোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন সকলের এই সংস্কার হইবে। তবে গবর্নমেন্ট এই রাজ্যের চিত্রনাথনের না করেন, নিস্বার্থ ও বুদ্ধ হইয়া উঠা মন করা কর্তব্য। আবিষ্কারের কোন যুক্ত সন্দেহকে থিওডোরের পদে ক্রিয়া প্রচার হিতার্থ তাঁহার মত। কংগ্রেসের কতকগুলির ম করিয়া দেওয়া উচিত। তবী রাজ্যে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের পরামর্শ লইয়া সমু ক্রিয়া করুন, এইরূপ বন্দোবস্ত করা চা। এই রাজ্যে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের কার্য্য লোকের স্বার্থ হইয়া যাহতে প্রচার

বিদ্যাশিক্ষা ও পুলিশের উৎকর্ষ সাধন প্রভৃতি কার্য্য করেন, সে বিষয়েও যত বিধান আবশ্যক।

শ্রী নন্দাল বিদ্যালয়।

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও বাঙ্গলা এই তিন প্রেসিডেন্সী তিন প্রধান নগরে এক একটি শ্রী নন্দাল বিদ্যালয় স্থাপনার্থ পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত বার্ষিক ১২০০০ করিয়া টাকা দিবেন, এই আভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। মিস কাপেন্টের মান্দ্রাজে যে একটি শ্রী নন্দাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করেন, তাহা হইতেই এই প্রসঙ্গ উদ্ভূত হইয়াছে। মান্দ্রাজের গবর্নর ও শিক্ষাকার্য্যের ডিরেক্টর প্রভৃতি যাহারা মিস কাপেন্টের মপক্ষতা করেন, তাঁহা দিগের মকলেরই মত এই, গবর্নমেন্ট নিজের শ্রী নন্দাল বিদ্যালয় না করিলে এই বিদ্যালয় হইয়া উঠা ভার। কিন্তু গবর্নর জেনরলের মেরূপ মত নহে। তিনি বলেন, দেশীয় বালিকদিগের নিকটে সাহায্যগ্রহণ না করিলে তাঁহাদিগের যত্ন হইবে না।

গবর্নর জেনরল এদেশের অবস্থা জ্ঞ ও শ্রীশিক্ষাসম্বন্ধে এদেশের লোকের হৃদয়গতভাবজ্ঞ বলিয়া উক্ত আভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা নহে। মানান্যতঃ শিক্ষাসম্বন্ধে যে রীতি প্রবর্তিত ও যে যুক্তি অনুসৃত হইয়া থাকে, তিনি তদব লম্বন করিয়াই সমস্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা দেশের অবস্থা স্বচক্ষে যেরূপ দর্শন করিতেছি। এবং লোকের মনের ভাব যেরূপ জানিতে পারিতেছি, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিতে পারি, গবর্নর জেনরল বাহাদুর যে যুক্তির অনুসরণ করিয়া কার্য্য প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহাতে কৃতার্থতালাভ করিতে পারিবেন না। বাগক

দিগের শিক্ষা সম্বন্ধে অবলম্বিত যুক্তীশিক্ষা সম্বন্ধে ফলোপধায়িতার বনা নাই।

আজিও এদেশের অধিকসং লোকে জ্ঞানের নিমিত্ত বাগকদিগকে শিক্ষা দেন না। পুত্র পণ্ডিত অর্থ উপার্জন করিবে, এই মত শেখ পুত্রকে লেখপড়া শিক্ষা কন্যাসন্তানেরা পুত্রদিগের ন্যায় উপার্জন করিবে, সে আশা ন জ্ঞানোপার্জনের নিমিত্ত লেখা শিক্ষান আবশ্যক, এ জ্ঞান অধিকা নাই। যখন একরূপ হইল, তখন কন্যাসন্তানের শিক্ষাদানার্থ অর্থব্যয় করি প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা কি? হিন্দুর আরো অনেক ভূনির্ভার প্রতী হইছে। বাগকদিগের বিষয়ে সে প্রতীভব্যক নাই। শ্রীশিক্ষায়িত্রী তখনো একটি প্রধান। পুরুষ শিক্ষানিকটে বালিকাদিগের অধিক ব্যয় পর্যন্ত শিক্ষালাভ সম্ভাবিত নয়; কাহারো অনুমোদিত নহে। এই মত যাহারা বিবাহের পূর্বে কন্যাদি বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, বিবাহের তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে বাহিতে দেন কিন্তু শ্রীশিক্ষায়িত্রীর নিকটে একরূপ থাকে না। অতএব সর্ব্বাগ্রে শ্রীশিক্ষায়িত্রী প্রস্তুত করাই কর্তব্য। কিন্তু গবর্নর বাহাদুর এদেশীয়দিগের মত লইয়া এই অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার মানস করিয়াছেন, তাহা সম্ভব হ সম্ভাবনা নাই। উপরে প্রদর্শিত এদেশের অধিকাংশ লোকের ক শিক্ষাদানে প্রবৃত্তি নাই। তাঁহার মতই কন্যার শিক্ষার্থ শিক্ষা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অর্থদ্বারা ম করিবেন, তাহা কোনক্রমেই সম্ভব নহে।

এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য

মেন্টের যদি দেশীয় রমণীগণের
 দানে আন্তরিক ইচ্ছা ও যত্ন
 ক, তাহা হইলে অন্ততঃ .৫ বৎসরের
 তঁাহারা কি জীনর্শাল বিদ্যালয়
 বালিকাবিদ্যালয় বাবতীয় স্ত্রীবিদ্যা
 র বাবতীয় বায়ভারও কার্যসম্পাদ
 ঠার স্বয়ং গ্রহণ করুন। যে বিষয়ে
 শীঘ্রদিগের চির কালের বিপরীত
 ঠার ও অনভ্যাসনিবন্ধন বিবেচ
 হ এবং যে বিদ্যাকে ইহঁরা অর্থ
 বলিয়া জ্ঞান করেন না, তাহার শিক্ষা
 র প্রথম আরম্ভসময়ে গবর্নমেন্টকে
 সমুদায় ভার গ্রহণ করিতে হই
 হ। মেডিকালকালেজ ও সংস্কৃত
 লজ তাহার প্রমাণ।

—০—

“এঁরাই আবার বড় লোক।”
 অভিনয়।

আমাদিগের এক মিত্র উল্লিখিত নাট
 য ভনয় দেখিতে গিয়াছিলেন, তিনি
 সংক্রান্ত যে প্রস্তাবটি লিখিয়া পাঠা
 ছেন, তাহা পাঠকগণের গোচরার্থ
 স্থলে সাদরে গৃহীত ও প্রচারিত
 য।
 বা বঙ্গবাসীদিগের সঙ্গীতবিষয়িণী ৩ চির
 পরিবর্ত দেখা যাইতেছে। আর যাত্রা,
 পাঁচালিতে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি ও
 ত নাই। অবকাশকালে সঙ্গীতদ্বারা
 বিনোদন করিবার ইচ্ছা জন্মিলে তাঁহারা
 সঙ্গীতব্যবসায়ী পেশাদার যাত্রা ও কবি
 গার শরণ লন না, আপনারা নাটকের
 নয় ও একতান বাদ্যের দ্বারা অভিনয়
 করেন। ফলতঃ এই রুচিবিপর্যয়
 ভাবে কল্যাণকর, ইহাতে চিত্ররঞ্জন
 তের উৎকর্ষবিধান যুগপৎ ছুই অতি
 সিদ্ধ হয়। অপর এতদ্বারা আত্মমজিক
 তবিদ্যারও উন্নতি সাধিত হইবার সম্ভা
 ঠাটে।
 সপ্রতি ঠনঠনিয়াতে একটী নাট্যালয় হই

যাছে। গত শনিবার তথায় “এঁরাই আবার
 বড় লোক” নামে এক নাটকের অভিনয়
 হইয়া গিয়াছে। অভিনয়ের সঙ্গে একতান
 বাদ্য ও গীতও হইয়াছিল।

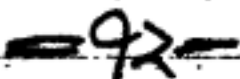
নাটকখামির উদ্দেশ্য অতি প্রশংসাহ।
 সুরাপানের দোষোলোপ করিয়া তাহা হইতে
 লোককে পরাণ মুখ করা ও সুরাপান-প্রভৃতি
 কতিপয় কুক্রিয়ায় আসক্ত হওয়াতেই নব্য
 বাঙ্গালিরা যে স্বদেশের রীতি পদ্ধতির সংক
 রণে প্রবৃত্ত হইয়াও বিকলপ্রযত্ন ও পরি
 ণামে হাস্যসম্পদ হইতেছেন, তাহা প্রমাণ
 করা এই নাটকের উদ্দেশ্য। বঙ্গুতা বা
 লিখিত উপদেশ অপেক্ষা নাটক অভিনয়ের
 কুপ্রথা ও কুকর্ম স শোধনে বিশেষ ফলাপ
 ধায়কতা আছে। কারণ রঙ্গভূমিতে
 উক্ত কুকর্ম সকল ও তাহার অবশ্যস্বাধী
 ফলসমূহকে সূর্ত্তিমান করিয়া প্রদর্শন
 করা হয়। তাহাতে তদন্তর্গত নীতি লোকের
 বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু কতকগুলি
 কুকর্মকে সূর্ত্তিমান করিতে গেলে অশ্রোতব্য
 কথা ও অদ্রষ্টব্য দর্শন দেখাইতে ও শুনাইতে
 হয় স্ততরাং সেই সমস্ত কুকর্মে রঙ্গভূমিতে
 আন্দোলন সম্ভব হয় না। “এঁরাই আবার
 বড় লোক” এই নাটকখানিতে সকল
 দোষের বহুল পরিমাণে উল্লেখ আছে,
 অতএব উহা যে সম্যকরূপে জনয়োগ্য
 একথা আমরা নির্দেশ করি।

গ্রন্থের যে ৩ অঙ্ক অতি সুন্দর
 ও বাবতীয় ৩ অঙ্ক গ্রহণ হইয়া
 ছিল। অক্ষয়, সার্ত্তনান, রোদন, তাহত
 হইয়া ভূতলে পতন ও যুতসন্ন হইয়া শয়ন
 এবং সূর্যাস্ত বিদ্রাং মেঘ গর্জ্জন ও বজ্রা
 যাত প্রভৃতি অতি সুন্দর ও প্রকৃতির অন্ত প
 হইয়াছিল। ‘মাঠার কেঠোকিশোর’ অতি
 চমৎকার অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু বার
 ষার কৌতুকবহু কথা ও ভঙ্গীদ্বারা শ্রোতৃব
 গের হাস্য উৎপাদন করিয়া তিনি নিজেও
 এক একবার হাস্য আস্যে তাঁহাদিগের
 প্রতি দৃষ্টিগাত করিয়াছিলেন। যাহা হউক,
 অভিনয়ের গুণই অধিকাংশ, দোষ অতি অল্প
 অতএব সেই অতি অল্প মাত্র দোষের কথা
 উল্লেখ করিলেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারি

বেন যে ভঙ্গিম অভিনয়ের আর সমস্ত অ
 প্রশংসনীয় হইয়াছে।

রাজা বাবুই প্রধান অভিনেতা। তাঁ
 বারষ র রঙ্গভূমিতে উপনীত হইতে
 প্রতিবারেই অনেক ক্ষণ ধরিয়া শ্রোতৃব
 চিত্তরঞ্জন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার
 ময় কার্যে বিলক্ষণ নৈপণ্য আছে
 সামাজিকদিগেরও চিত্তরঞ্জন কৃত
 হইয়াছিলেন। কিন্তু যে যে স্থলে
 কথা কহিতে হয়, সেই সেই স্থলে
 লক্ষিত হইয়াছে। ফলতঃ কেবল
 বলিয়া নন, যিনি যিনি আয়গত কথা
 ছেন, তাঁহারই সেই দোষ দেখা গিয়া
 আয়গত কথা ধীরে ধীরে কহিতে হয় ত
 মধ্যে মধ্যে বিরাম চাই, ভাব
 আকার ইঙ্গিতের ভারতন্য করিতে
 এব এমন স্বরে কথা কহিতে হয়
 তাহা উচ্চ হইবে না, অথচ কথা
 সকলে স্পষ্ট শুনিতে পাইবে। কিন্তু
 যে অভিনেতৃগণের কথা কহি
 তাহাদিগের ঐ সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি ছিল
 তাঁহারা যেন পুস্তক দেখিয়া পাঠ
 তেছেন এমনি বোধ হইয়াছিল। ‘উ
 বাবুর’ ইচ্ছারঞ্জি অতি প্রতীব
 তিনি যখন ‘এই অন্ধকারে আঁক
 ইত্যাদি বচনগুলি কহিতে আরম্ভ ক
 তখন যেন কাণে বজ্রাঘাত হইল বলিয়া
 হইয়াছিল। আবার স্ত্রীলোকে শুষ্ক ও
 কথা কহিলেও সেইরূপ কঠোর শু
 শামিলা “হ বিধাতঃ!” বলিয়া খে
 না করিয়া যদি ‘হে বিধাতা’ বলি
 তাহা হইলে ভাণ লাগিত।

একতান বাদ্যও তানসমৃদ্ধ ও
 হইয়াছে। ইঙ্গা অভিনয়ের একটা
 অঙ্গ। ইহা না থাকিলে অভিনয় আদ্যে
 স্থির হইয়া শুধা অতি কঠোর ব্রত
 উঠে। বাবতীয় যন্ত্রের ঐক্য থাকাই
 তান বাদ্যের প্রধান প্রশংসার বিষয়।
 যার একতান বাদ্য সম্প্রদায়ের যন্ত্র সম
 বিলক্ষণ ঐক্য ছিল কেবল ঢোলের
 কিছু উচ্চতর হইয়াছিল। ফলতঃ যিনি
 বাঙ্গাইয়াছিলেন, তিনি সে বিষয়ে



জন হয়। কেন না, ঢোলের বোলগুলি
স্পষ্ট শ্রোমনি তাহাঙ্গির লালিত্য
কিন্তু ঢোলের বোল ও অপর যন্ত্রের
স্বরক লাগিলে একতন বাদ্যের
সম্পূর্ণ বৈ উপলব্ধি হয় না। আশা
বিসেটনার একতান বাজে ঢোল বাজ
শেষ পাণ্ডিত্য না দেখাটয়া কেবল
রাগিয়া গেলেই পর্য্যবসিত হইবে

সুতঃপুথক ।

বাণিজ্যদর্পণ । এখানি ১৭৮৩
চেমার এসোসিয়েসনের বিজ্ঞা-
স্মরে শ্রীযুক্ত ভগদীশ তর্কালঙ্কার
বিয় চিত্র । ইহাতে কি নিমিত্ত জন
ক বাণিজ্য প্রথা প্রবর্তিত হইল,
করবে মুদ্রার সৃষ্টি হইল, বাৎসার
কবে এবং কোন্ কোন্ দেশে কি
ব্য অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া
ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়
বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে ।
সীর বহুসংখ্যে এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন-
কর্তার অন্যান্য সহযোগী অপেক্ষা
ক উৎকর্ষলাভ করিয়া পূর্বে ক্ত
সিএসনের নিকট তাঁহাদের প্রত
পি ২৫০ টাকা ও গ্রন্থস্বত্ব
গাছেন । তাঁহা মন্দ হয় নাট । ইহা
সমাজের অনেক উপকার লাভেরও
বনা আছে ।

বিবিধসংবাদ

৩২ এপ্রিল সোমবার

এ এপ্রিল আগরার ইউরোপীয় টেনা
ক রকম হইয়াছে । এই ব্যতিক্রমী ভূগা
হইল । দীর্ঘকালে প্রবল বায়ু প্রবাহিত
হইয়া গিয়াছে ।
কর্তার বিশেষ প্রাম্ভিক
কর্তন পুলিস কিছুই করিতে পারিত
এই স্থানে অনেক চঞ্চলিত্র লোক
কর্তার ভাষন করে, কিন্তু হুঁরিই তাহাদি-
কর্তন বাবদায় ; সমস্ত উহাদের চারি

জন দূত হইয়াছে । মাজিষ্ট্রেট উহাদিগকে
সেসমানে অপন্ন করিয়াছেন ।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টে আজ্ঞা দিয়াছেন, কলি
কাতার পুলিষে আইনঅনুসারে যত টাকা আদায়
হইবে, তথা পুলিষ কণ্ডে জমা হওয়া জটিস-
দমনে চতুর্গত হইবে। এই টাকা ও পুলিষ
কর একত্রীভূত করিয়া জটিস ও গবর্নমেন্টের
পুলিষের ব্যয়ংশ নিষ্কারিত হইবে।

মহীভূতের ভূতপূর্ণ রাজার পরিজন ও
চতুঃপদগের প্রান্তপালনার্থ ৩৪ লক্ষ টাকা
মূল্যায়ন করিয়া পাবিবে। পরিবারবর্গ র্ত্তি
পাইতে পারেন। কিন্তু রাজার ভাঁড়, গায়ক
প্রভৃতিবর্গ পাইবার কি স্বত্ব আছে তাহা
আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

কলিকাতার আর্কাডফন প্রাট শীঘ্রই পদ
ভাগ করিবেন। বেবনেও কেব আউন ও
বেবনেও বর্ড এট পদে প্রার্থী হইয়াছেন।

এবার বাঙ্গালোর ও নীলগিরিতে এমন গ্রীষ্ম
হইয়াছে, যে অত্যধিক প্রাচীন লোকও বলিতে
ছেন তাহারা কখন এমন কষ্টভোগ করেন নাই।
পুষ্করী কূপ ও নদীসকল শুষ্ক হইতেছে।
জল পাওয়া ভাব হইয়া উঠিয়াছে।

মহা অর্ডার প্রণালী প্রচলিত হওয়াতে গবর্ন
মেন্টে আজ্ঞা দিয়াছেন মহা অর্ডার আফিসের
স্বত্বের উপরে ও কাটতে পারিবেন।
এই সকল প্রালিনের সংখ্যা ও হুঁড়ুর পরিমা
নের তৃষ্ণিক গণ করিবেন।

মঙ্গলবার এক ব্যক্তিকে কলিকাতার পুলিষে
জানহীন বন্দী হয়। পূর্বা পদস মর জন লাবেসের
স্বত্বের সময় বন্দী হইতে বহির্গমনকালে
এ ব্যক্তি তাঁহার শকটবোঝিত অস্ত্রের
কথা বাস্তবদায়ক শকট স্থগিত করিবার চেষ্টা
করে। শকটচালক স্বতঃস্ফূর্ত অস্ত্রগণকে অন্য
দিকে লইয়া গেল, এবং তাঁ ব্যক্তি দূত হইল।
তাহাকে এট বন্দী করিবার কারণ জিজ্ঞাসা
করাতে সে বলল লাইসেন্স টাকার বিক্রমে
আবেদন করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। এক্ষণে
মাজিষ্ট্রেট তাহাকে বর্টিন পরিগ্রহের সহিত
কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। কাজী তাল
হয় নাই। পূর্বাঞ্চলে অতিসামান্য ব্যক্তিও
সংক্রান্ত সমস্তে রাজার হস্তে আবেদন দিতে
পারিতেন। লর্ড ডেলহৌসি এ প্রকার আবেদন
গ্রহণ করিতেন। কিন্তু সর জন লাবেস এই ব্যক্তির
দণ্ডদানে সম্মত হইয়াছেন। এ প্রকার আবে
দনগ্রহণে গবর্নর জেনারেলের ঘে গৌরব আছে
তাহা তাঁহার বিবেচনা করা উচিত ছিল।

লর্ডো এর কমিশনার সেনাপতি আর্কট পড়াব

রেইলওয়ের এজেন্ট হইয়াছেন। লাহোর
কেল বলেন পঞ্জাবের রেলওয়েকোম্পানি প্র
রূপে কর্নেল এলফিষ্টোনকে পদচ্যুত ক
নাই। তিনি যত দিন কর্তব্য স্থগিত ভিত্তি
তাঁহাকে সে সময়ের বেতন ও তাঁহার আ
মাসের বেতন পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

ইংলিসমানের কাবুলস্থিত সংবাদ
বলেন, এক জন রুশীয় দূত শিয়ার
শি বারে উপস্থিত হইয়াছে। চারি
রুশীয় টেনা বাকের অন্তর্গত হাইমু
আসিয়াছে। আজিম খাঁ কান্দাহারে গম
দ্যত হুচ বেজিমেট টেনাকে প্রত্যা
করিয়া কষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার
টেনা আছে। তিনি শস্য ও টাকা
লেই বলপূর্ণিক গ্রহণ করেন বলিয়া লো
অতিশয় কষ্ট ও অসন্তোষ হইয়াছে। সি
আলীর পুত্রগণ কাবুল হইতে পলায়ন
য়াছেন, কেবল শ্রীলোকেরা তথায় আ
কয়েকজন সর্দার ও কাবুলের মুস্তফি কার
হইয়াছেন। শিয়ার আলি খাঁ নিজের কান্দা
আসিয়াছেন। শিয়ার পুত্র কাবুল আ
করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছেন
বার আব্দুল রহমান খাঁ আজিম খাঁর সা
করিতেছেন না। অতএব আজিমকে অস
পরাজিত হইতে হইবে।

১৮২৯ অব্দে নগরে মাজিসবাই প
কর্ড বেলওয়ে প্রস্তুত হইবে।

গবর্নর জেমসল সিংলার উপস্থিত
ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার পুনর্দায় অ
শন হইবে। এই সময় পঞ্জাবের জমিদার ও
সংক্রান্ত বিল লইয়া তর্ক হইবে। এই নি
পঞ্জাবের লেফটানেন্ট গবর্নর সা ডোন
মাকলিয়ডকে অস্থান করা হইয়াছে।

গত শনিবারের মেজাজে সিটনকার সা
পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারির পদে নি
বিজ্ঞাপন হইয়াছে। তিনি যত দিন অল্প
থাকিবেন, তত দিন সি. ২১, এটস
তাঁহার প্রতিনিধি হইবেন।

আগামী জুন মাসে সিকুর সুরঙ্গ
হইবে। মার্চ মাসের শেষে ৮৭.৭৫ ফুট
ছিল। সুরঙ্গের এই অংশটী একটী পরীক্ষ
দিয়া কবিত হইতেছে। ইঞ্জিনিয়ারগণ
এক হস্তমাত্রপরিমাণ সুরঙ্গ করিতে
পেসোয়াবর্ষান্তে যে রেলওয়ে হইবে,
এই সুরঙ্গের মধ্য দিয়া হইবে।

পাবনাতে অতিশয় ওলাউঠা হই
তদ্রূপে সিবিলা ও সুব আসিষ্ট্যান্ট মার্জন

—৭৩—

রিজম করিয়া বিস্তর লোকের সাহায্য
 তছেন। কিন্তু আর দুই তিন জন চিকিৎ
 হইলে সকলের সাহায্য হওয়া অসম্ভব।
 অবগত হইলাম, পাবনার মাজিষ্ট্রেট
 সব আনিষ্ট্রাণ্ট সার্জন ও কয়েক জন
 চিকিৎসককে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত
 যাতেন। এ বার সর্কট্রাই ওলাউঠা হই-
 এই সময়ে জগন্নাথকেন্দ্রের পাণ্ডাগণ
 কবিত্তে। আমরা বোধ করি,
 বৎসরের ন্যায় গবর্নমেন্ট এ
 এক বিজ্ঞাপন দিয়া যাত্রীদিগকে সতর্ক করি

সম্প্রতি আগরার প্রধানতম বিচারালয়ে
 ইউরোপীয়ের মকদ্দমা উপলক্ষে উহার
 এতদেশীয় জুরিদিগকে বহিষ্কৃত কার
 প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি
 অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ময়ালকোটের ঘোড়দৌড়ের পুরস্কারের
 কাশীরের রাজা ১৫০ ডব্বর এক বৃহৎ
 প্রদান করিয়াছেন। ইহার মূল্য ১৫৫০
 রাজা ঘোড়দৌড়ের ন্যায় বাণিজ্যের
 উৎসাহ প্রদান করিলে যথার্থ
 করা হয়।

সুভ্রাহ্মণ্ডেতে বোধাইয়ের লোকেরা এলি
 টা পর্বত গছগছ মন্দের দর্শন করিতে
 করিয়া থাকেন। ঐ দিবস পাঠে সকলে
 গুপ্তপুস্তক আরাধনা করিতে ত্রুটি করেন
 আশঙ্কায় বোধাইয়ের বন্দরের চাপলেন
 ডবলিউ, বি, ফিয়ার সেই গছগছ গিয়া
 করিয়াছেন। এই উপাসনার ফল কি?
 প্রধান কমিশনর জর্জ কাঞ্চেল মধ্যভারত
 মিউনিসিপালিটসমূহকে স্বেচ্ছামত সাধা
 হিতকর কার্যে উৎসাহ টাকা ব্যয় করিবার
 দিয়াছিলেন। তদনুসারে কিলঘাটের
 উনিসিপালিটি এক মন্দির করিবার আঙ্কা
 সেন। এ সকল স্থানে কিছুদিন বিদ্যাশি
 প্রাচীণতা না হইলে একপ স্বাধীনতা
 করা অসুচিত। কিন্তু বঙ্গদেশে স্বাধীনতা
 পানের সময় আসিয়াছে।

ব্রহ্মনগরের চোট আদালতের জজ আর
 টাউয়ান সাহেব সংস্কৃতে উত্তমরূপে
 নীক্ষা দেওয়াতে ২০০০ টাকা পুরস্কার পাই
 ছেন। ফরাসীরাবাদের সহকারী, মাজিষ্ট্রেট
 হোয়ালি সাহেব উদ্ধৃতে উত্তম পরীক্ষা
 লিয়া ১০০০ টাকা এবং ২৪ পরগণার
 মাজিষ্ট্রেট জে, এফ রিজ ও কালনার

সহকারী মাজিষ্ট্রেট জে, আর হালেট সাহেব
 বাঙ্গালার উত্তম পরীক্ষা দিয়াছেন বলিয়া ১০০০
 টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার চারজনই
 সিবিলিয়ান।

কর্নেল বরস লক্ষ্যেয়র যথুনা মসজিদে
 ঘাইবার চেষ্টা করাতে যে দারগার সহিত তাঁহার
 দাঙ্গা হয়, তাঁহারে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া
 কঠিন পরিষ্কারের সহিত এক মাস মেয়াদ খাট
 বার আদেশ করা হইয়াছে কর্নেল বরস যে
 জানিয়া শুনিয়া এক পশ্চিম প্রদেশের পশ্চিমবঙ্গের
 অপবিত্র করিতে গিয়াছিলেন, তদ্বিমিত্ত তাঁহার
 কি কিছুই হইবে না?

সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি
 মাজিষ্ট্রেটদিগের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ
 করিয়াছেন, কোন কোন বণিক ব্যবসায়ী
 বিষয়ে প্রত্যয়না করিলে মাজিষ্ট্রেটগণ দণ্ডবি
 দির ৪১৫ ধারানুসারে তাঁহাদিগকে দণ্ড না দিয়া
 কেবল রেলওয়ে আইন অনুসারে উর্দ্ধসংখ্য
 ৫০ টাকা জরিমানা করেন; কিন্তু ইহাতে
 দুর্ভেদ্যতা নিবারণিত হইতেছে না। জরিমানার
 পরিমাণ আরও কিছু বৃদ্ধি করিলে ভাল হয়;
 জেলে দেওয়া উচিত নহে। আমরা বোধ করি
 গবর্নমেন্ট এই অভিযোগ অগ্রাহ্য করিবেন।

সম্প্রতি অশ্রেলিয়াতে এক জন ফেনিয়ান
 এডিনবরার ডিউককে বধ করিবার চেষ্টা
 পাইয়া অকৃতকার্য হওয়াতে অধোদার তালুক
 রাখণ আঙ্কান প্রকাশ করিয়া রাজীকে এক
 আভিনন্দনপত্র প্রদান করিবেন।

গবর্নমেন্ট আপাততঃ মাতলা রেলওয়ে
 আপনারা চালাইবেন। পোটকানিও কোম্পানির
 গৃহ বিবাদ চুকিয়া গেলে এই রেলওয়ে তাঁহা
 দিগকে প্রদান করা লেপ্টেনন্ট গবর্নরের ইচ্ছা।
 আমরা ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। পোটকানিও
 কোম্পানির যে সকল কাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে,
 তাহাতে একটি বেলওয়ে তাঁহানদের হস্তে
 প্রদান করিলে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্টলাভের সম্ভা
 বনা নাই। পূর্ন বাঙ্গালার রেলওয়ে কোম্পা
 নিকে ইহা প্রদান করাই যথার্থ রাজনীতি

সম্প্রতি শিলার সাহেবের বন্ধুগণ এক সভা
 করিয়া পোটকানিও কোম্পানির অংশীদিগকে
 আঙ্কান করিয়াছিলেন। কয়েকজনমাত্র অংশী
 আগমন করেন। এই সভায় পরস্পরকে গালা
 গালি ও হোররা প্রকৃতি লঙ্কার ব্যবহার
 হয়। কলিকাতার কোন সভায় এমন কাণ্ড দেখা
 যায় নাই। শিলার সাহেবের বুদ্ধি কাল
 করা উচিত

২৩ এ বৈশাখ মঙ্গলবার।
 লক্ষ্যে এর কালেজে একশে ৬৪ জন ছাত্র
 আছেন। ইহাদিগের মধ্যে তালুকদারদিগের
 পুত্র ও আত্মীয়ের সংখ্যা ২৪ জন মাত্র।
 দিবস ছাত্রদিগকে পুস্তক প্রদান করিবার সম
 প্রধান কমিশনর ডেবিস সাহেব এ নিমিত্ত বি
 আক্ষেপ করিয়াছেন।

২৪ এ এপ্রেল কৃষ্ণনগরে বৃষ্টির সময়
 ঝাউগাছে বজ্রপাত হয়। ইহাতে বৃক্ষের সব
 শাখাগুলি প্রক্ষলিত হইয়া শত শত মশা
 ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়াছিল। অনেক লোক ঐ সম
 উপস্থিত ছিলেন। বৃষ্টিতেও ঐ অগ্নি নির্ক
 করিতে পারে নাই। ইহাতে সকলে আশ্চর্য
 মিত হইয়াছিলেন।

উপনগরের মিউনিসিপালিটি উপনগ
 বাস্পীয় আলোক দিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করি
 ছেন। সভাপতি শিখ ও সহকারী সভাপতি
 ডেন সাহেব এই আলোক দিবার প্রস্তাব
 করাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টাপান। কিন্তু উ
 গবের অধিকাংশ লোক দরিদ্র বলিয়া ইহা
 হয় নাই। উপনগরের মিউনিসিপালিটির বু
 কত দৌড়, তাহা যাঁহারা দুর্ভাগ্যনিবন্ধন তাঁ
 দিগের অধীনে আছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করেন

ডেলি নিউস গ্রহণ করিয়াছেন, জুন মাস
 ১৫-১৬ ই লেপ্টেনন্ট গবর্নর আসামে
 করিবেন

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, বে
 বন্দর হইতে যে ব্রহ্মদেশীয় রাজকুমারকে ত
 গুরে আনয়ন করা হইয়াছে, তাঁহাকে মা
 ২০০ টাকা বৃত্ত দিবার আঙ্কা হইয়াছে।

গত কল্যাণে গোয়ারা মাটিদিবার সময়ে মা
 তলার নিকটে এক জন মাতাল ফিরিঙ্গি ক
 জন গোয়ারাবাহককে প্রহার করে। এতদ্বি
 আশঙ্কায় গোলযোগ হয়। এক জন ইউরে
 পুলিশ কর্মচারী তৎক্ষণাতঃ তথায় আসতে
 মানগণ এই মাতালের প্রহার হইতে রক্ষা
 কিন্তু আমরা আশ্চর্যবিত হইলাম, পুল
 কর্মচারী এ ব্যক্তিকে কেবল সতর্কমাত্র ক
 ছাড়িয়া দেন। এক জন মুসলমান যদি
 গিরজায় এ প্রকার কারত, তাহা হইলে
 হইত? অথবা পুলিশ কর্মচারীর দোষ
 যখন কর্নেল বোরসকে নিবারণ করিয়া ল
 মসিদের দারগা কারারুদ্ধ হইয়াছেন, তখন
 জন অশিক্ষিত পুলিশপ্রহরীর কি গুরুপ
 করিতে সাহস হয়?

বোধাই গেজেট কাবুল হইতে সংবা

ম. জাকুব খাঁ খেলাত পর্যন্ত আসিয়াছেন ।
ম. খাঁর পুত্র হয় হত ননেৎ বন্দীসুত হইয়া
কাবুল আক্রমণের সম্ভাবনা হওয়াতে
ম. খাঁ স্বয়ং যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেছেন ।
ল. অতিশয় গোলযোগ হইতেছে । আব
হমন খাঁ সাহায্য দিতে অস্বীকার করিয়া
। আর কয়েক জন সর্দারকে কারারুদ্ধ করা
হে ।

সু. পেটি গুটের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন,
৭ অক্টোবর ১২ই মার্চ প্রধান বিচারপাত,
সম্প্রতি টেবল, সেক, কম্প ও মাকফারশন
দের এক আপীল প্রবণ করেন; কিন্তু
য.স্ত তাহার পোন আত্মা দেন নাই ।

উক্ত পত্র কফনগর হইতে সংবাদ পাইয়া
সম্প্রতি তত্রত্য সিবিল সার্জন তাঁহার এক
ভৃত্যের নামে এই বলিয়া নালিশ করেন যে,
সি.স্ত তাঁহার কতকগুলি মসলা চুরি করি
। ডেপুটি মাজিস্ট্রেট বিশেষ প্রমাণবিহবে
লীশ অগ্রাহ্য করেন । কিন্তু আশ্চর্যের
এই যে, তত্রত্য জাইন্ট মাজিস্ট্রেট নিজে
র বিচার করিয়া এ ব্যক্তির কঠিন পরিশ্র
সহিত দুই মাস মেয়াদ দিয়াছেন । কারণ
লে অবশ্যই মুক্ত হইবে । এই সকল লোক
দিগের বিচারপ্রণালীর কলঙ্ক স্বরূপ ।

২৫ এ বৈশাখ বুধবার ।

বিশ্বশাস্ত্রীয় গবর্নমেন্টের একজন অতিবিক্র
কটারি নিয়োগের বিষয়ে সর. স্ট্রাকোড নথ
অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি
আরও বিশেষ প্রমাণ না পাইলে তিনি
প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে পারিবেন না । ভারত
গবর্নমেন্টে অসম্মত বায় করেন, এ সংক্রাম
ম্মিলে ক্রেটসেক্রেটারির একরূপ লেখা
হয় না ।

সম্প্রতি আড়কাটির দোষে এথেন্স ও আগা
ন জাহাজে পরস্পর ধাক্কা লাগিয়া উভয়
জ নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া আড়কাটিকে
প্রক বিচারালয়ে অর্পণ করা হয় । সুরি
সি.স্তকে নির্দোষ করিয়াছেন । এইসকল
রক ও সামুদ্রিক বিচারালয় উঠাইয়া
নাই কর্তব্য হইতেছে । বর্তমান স্থলে যে
বিচার হয় নাই, তাহা সকলে বলিতে

পয়নিয়র বলেন, সম্প্রতি কতকগুলি চোর
হাবাদের গবর্নমেন্ট বাটী হইতে ৬০০ টাকা
করিয়াছে । ইহার অদ্যাপি ধৃত হয়
কলিকাতার গবর্নমেন্ট বাটীতে চুরি না

হইলে পুলিষের সম্পূর্ণ দক্ষতা প্রকাশ পাইতেছে
না ।

আলাহাবাদের অন্তর্গত শাহপুরে সম্প্রতি
লিঞ্চ আইনের অনুসারী এক বিচার হইয়াছে ।
অযোধ্যা ও আলাহাবাদে পাসিনামক এক জাতি
মেখের আছে, তাহারা প্রায়ই চুরি ও দস্যুতা
করে । এক জন পাসি শাহপুরে সর্দার চুরি
করিত । সে সম্প্রতি ধৃত হওয়াতে গ্রামস্থ
লোকেরা ফৌজদারি আদালতের মুখাপেকা
না করিয়া তাহাকে প্রহার করিয়া তৎক্ষণাৎ
নিকটবর্তী এক বৃক্ষে টাঙ্গাইয়া বধ করিয়াছে
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলেন, চুরির জন্য ইহা হয় নাই,
একটী জীলোককে লইয়া এ কাণ্ড হইয়াছে । ১২
জন লোককে এই কারণে হাজতে দেওয়া হই
য়াছে । বিচারপতিদিগের নিকটে যে সু বিচার
হয় না এটী তাহারই প্রমাণ ।

রাজপুতনা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন
কোন স্থানে কুষ্ঠরোগদিগকে জীবিত সমাধিত
করা হইয়া থাকে । শিবগড়ের পোলিটিকাল
এজেন্ট সম্প্রতি ইহা গবর্নমেন্টের গোচর করি
য়াছেন ।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, পারস্যে অহি
ফেনেরচাষ এত হইতেছে যে কতকগুলি বনিক
সিঙ্গাপুরপ্রভৃতি স্থানে ইহাব ব্যবসায় কবিবার
নিমিত্ত এক শ্রেণি বাস্পীয় জাহাজ নিযুক্ত করি
য়াছেন ।

গতকল্য এক জন গাড়োয়ান বিবি ব্রিজেস
নামে এক জন ইউরোপীয়, জীলোকের নামে
এই বলিয়া নালিশ করে যে সে তাহার গাড়ী
ভাড়া দেয় নাই । সংক্যদ্বারা তাহার দাবি
সম্প্রমাণ হওয়াতে তাহাকে ভাড়া ও গাড়োয়া
নকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দুই টাকা দিবার আত্মা
হয় । বিবি ব্রিজেস ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া মাজি
স্ট্রেট ব্রান্ডনকে বি.স.স. বিচারালয়ে সু বিচার
নাই । এই অপরাধে জীলোকটীর বিনাপরি
শ্রমে তিন দিবস মেয়াদ হইয়াছে । আদালতই
অর্থ প্রত্যর্থীর একরূপ ধৃষ্টতা প্রদর্শনের কারণ
হইয়াছেন । ইউরোপীয় অপরাধীদিগের অপ
রাধাস্বরূপ দণ্ড হয় না বলিয়া নিম্নতর ইউরো
পীয়দিগের কখন দণ্ড হইলে তাহারা বিরক্ত
হয় । এক্ষণে নিম্নশ্রেণির ইউরোপীয়দিগের
সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত তাহাদিগের পাপেরও বৃদ্ধি
হইতেছে । অতএব বিচারপতিদিগের বুঝা
উচিত অতঃপর অগ্রাহ করিলে কেবল বিষময়
ফল ফলিবে ।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন “ সম্প্রতি বারিষ্টার হওয়ার
নিমিত্ত এতদঞ্চলের এক ব্যক্তি ইংলণ্ডে গমন

করিতেছেন । ইহার নাম জীযুক্ত বাবু উমেশ
মজুমদার । ময়মনসিংহের অস্ত্রপাতী মেজঃ
শ্রেণমের অধীন ঠাকুরা কোণা নামক গ্রাম উ
বাবুর জন্ম স্থান । ইহার বয়সক্রম ২৬
মাত্র । ইহাকে আমরা বিশদ্রুপে
ইনি একজন বিশদ্রুপ ধিনোৎপাদী স্ব
ও স্বাধীনচি . ব্যক্তি । ইনি প্রথমে ময়মন
গবর্নমেন্ট স্কুলে তৎপরে কলিকাতার ল
শনরি স্কুলে এবং অবশেষে জেনেরল
ব্রিডে শিকলাভ করেন । ইনি সম্পূ
স্বচিন্তাস্বাভলম্বনদ্বারা ই বাহা কিছু উন্নয়
করিয়াছেন । কলিকাতা হাইকোর্টে ইনি
জের রাজ র মোক্তার কার্যে নিযুক্ত ছিল
কিন্তু তদবস্থায় থাকিয়াও ইনি উন্নতি
অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন নাই । এপর্যন্ত
বাবু কেবল ভবিষ্যৎসম্পাদনার্থই অর্থোপ
করিয়াছেন । এক্ষণে ইংলণ্ডে গমন ও তথা
স্থান উপযোগী অর্থ সংগৃহীত হওয়াতে
এখানকার কার্য পরিত্যাগ করিয়া চির
স্থিত পথে দণ্ডায়মান হইয়াছেন ।
শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম, সুলতানের
ঢাকার মুহাজ্জীদার মৌলবী আবদুলহালী
আমীরুল্লাহ খাতুন এবং বালিয়াজীর জ
জীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায় তাঁহাদিগের
কাউন্সেলর মকদমা চালাইবার নিমিত্ত
বাবুর উপর ভারার্পণ করিয়াছেন । ”

২৬ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবাব ।

দিল্লীর প্রাচীর ক্রমশঃ ভূমিসাৎ
সম্প্রতি কাবুল ও কাশ্মীর ফটকের ম
দেওয়াল ভগ্ন করিয়া দ্বারগুলি প্রকাশ্যে
বিক্রয় করা হইয়াছে । পাচের পুনবায়
বিদ্রোহী এখানে থাকিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক
আশঙ্কায় দেওয়াল ভগ্ন করা হইতেছে ।
কথা হইতেছে এই কার্যে করাতে নগ
আক্রমণকারী বিদেশীয় শত্রুর স্থখলভ্য
হইল কি না ? পূর্ন কীও নষ্ট হউক, সে
কথা ।

ইংলিশমান বলেন, প্রধান সেনাপতি
পুরের বর্তমান বারিক উঠাইয়া স্থানান্তরে
স্থাপনের প্রস্তাব করেন । এটি করা
কি না ইহা বিবেচনা করিব র নিমিত্ত সর
লরেন্স উক্ত স্থানে এক দিবস থাকিয়া
বারিক দর্শন করিয়াছিলেন । আমরা আ
হইলাম, গবর্নর জেনরল বারিক পরিবর্ত
কোন কারণ দর্শন করেন নাই । বারিক
অপব্যয়ের একটী প্রধান কারণ

বার অযোধ্যার নবাবের বাগিতে মহা
হাছে মহরম হইয়া গিয়াছে। বিস্তর দরিদ্র
আহার পাইয়াছে। কিন্তু মুজি আদীর
তত্বাবধায়ক থাকাতে পুষ্ক পুষ্ক বৎসরের
অপব্যয় হইতে পারে নাই।

বুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আবদুল
খার হস্ত হইতে শাসন ভার লইবার
আজিম খা ইনমাইল থাকে প্রেরণ করি
আবদুল রহমান খা বলিয়াছেন,
বন্ধ করিয়া সিয়রআলিকে
হইতে দেওয়া কর্তব্য। তিনি

সফির নিমিত্ত তিনি নিজে সি
আলির নিকটে গমন করিবেন। যদি সিয়র
উহাকে কারাওক অথবা বধ করেন, তাহা
অজীম না হইবে ইচ্ছা করিতে পারিবেন।
যদি সফি হয় তাহা হইলে তাহাকে বৃত্তি
নিমিত্ত অমীরকে অধুরোধ করিবেন।

না খা ইহার প্রত্যুত্তর দিয়া এক পত্র লিখি
কিন্তু ইহার মর্ম প্রকাশিত হয় নাই।
হবিচ্ছেদের অর একটা শাখা হইল।
সটরডে রিবিউ পত্রের অন্তিমকাল
হইয়াছে। এখানি বোম্বাইয়ের ফেণ্ড
হইয়াছিল।

সিয়ান মিরার বলেন, বাবু পদ্মলোচন গুপ্ত
কাতার মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষায়
হইয়া ইংলেণ্ড চিকিৎসাবিদ্যালয়
কর্তব্যেছেন।

হারাজ রনবীর সিংহ পুনর্কার পীড়িত
ছেন। গত বার শিয়াল কোটেব সিবিলা
ন তাহাকে নীচোগ করবেন। কিন্তু
জী চিকিৎসায় কিছু দিনের নিমিত্ত রোগ
পক্ষে এই বৎসর হওয়াতে এবার দিল্লীর
ম আর্মীজরা থাকে আহ্বান করা হইয়াছে।

অর্পিত মহরমের সময়ে আগরার হিন্দুদি
সহিত মুসলমানদিগের দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে
বর উৎসবের এক দিবস এক জন হিন্দুর বি
য় বরখারিগণ সন্মারোহ করিয়া বাইতেছেন
সময়ে মুসলমানেরা তাহাদিগকে আক্রমণ
করে তাহানকে আহত করে। এ বিষয়
আইটের গোচর হইলে তিনি অগ্রে মুসল
দিগকে ধাক্কা দিয়া পরে হিন্দুদিগকে

ত বলিছেন। সেনাপতি ফেরিয়ার মধ্য
য়ায় অমরকানামধ্যে লিখিয়াছেন, পার
অন্তর্গত এক স্থানের লোকেরা রাজকীয়
গ্রাহককে বী কবয়া বিদ্রোহী হয়, রাজার
ন সঙ্গী আনয়ন কষ্টে বিদ্রোহ দমন করিতে

সমর্থ হন। সকলে জাবিলেন, রাজাবিদ্রোহীদি
গকে দণ্ড দিবেন। কিন্তু তাঁহারা শেগে শুনিয়া
বিস্মিত হইলেন বিদ্রোহী নগরের লোকদিগকে
এক কালে রাজকর হইতে মুক্ত করা হইয়াছে।
উক্ত মাজিষ্টেটের বিচারও এই প্রকার দেখা
বাইতেছে।

কানপুরের আইস্ট মাজিষ্টেট ডবলউ, আর,
বরকিট জানিয়া শুনিয়াও সহমরণ বধন করে
নাই বলিয়া তাঁহাকে সহকারী মাজিষ্টেটের
পদে দেওয়া হইয়াছে। এই দণ্ডের নিতি
কেহই প্রমাণিত হইবেন না।

২৭ এ বৈশাখ শুক্রবার।
উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ডিরেক্টরের প্রস্তাবানু
সারে আগরা কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক
দিগকে জুগলী ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ও
অধ্যাপকদিগের ন্যায় বেতন দিবার আজ্ঞা
হইয়াছে।

গুজরাটের একখানি সংবাদপত্র বলেন, হুই
কুমার মন্ডায় চন্দ্রাতপ দিবার নিমিত্ত ধনাগারের
ঘাবতীয় টাকা ব্যয় করিয়া এক্ষণে এমন বিব্রত
হইয়াছেন, যে যে সে প্রকারে টাকা সংগ্রহ
করিয়া ব্যয় নির্মূল করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি
বিনা অপরাধে এক জন বণিককে কারাগারে
প্রেরণ করেন। ১৩,০০০ টাকা দিলে পর এই
হতভাগ্য ব্যক্তিকে কারামুক্ত করা হয়। এই
প্রকার সর্বত্র অত্যাচার হইতেছে। গবর্নমেন্টে
এই উন্নত রাজকুমারকে একতস্থ হইবার ভয়
প্রদর্শনগর্ভ উপদেশ দেওয়া কর্তব্য।

ব্রহ্মদেশে পুনর্কার গৃহমুখ হইবার সম্ভা
বনা দেখা বাইতেছে। মেগুন নিউচা রাজকুমার
পুনর্কার নাম্দালাই আক্রমণ করিবর নিমিত্ত
সৈন্যসংগ্রহ করিতেছেন।

জাপান হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ইংরাজ
ও ফরাণী দ্রুতগণের উত্তেজনায় এক জন
ফরাণী আফিসরের হত্যার বিনাময়ে এক জন
জাপানীয় আমীরকে বধ কবাতে তদায় অতিশয়
গোলযোগ হইতেছে। এই প্রকার গর্ভপূর্ণ ব্যব
হার নিবন্ধনই আসিয়ার স্বাধীন রাজ্যসকল
ইউরোপীয়দিগকে সহজে আপনাদিগের দেশে
প্রবেশ করিতে দিতে সম্মত হন না।

সম্প্রতি মেদিনীপুরের নিকটে গবর্নমেন্টের
ডাক ভূঠ হইয়াছে। দক্ষিণে ধৃত হয় নাই।
কলিকাতার মধ্যে যখন হত্যা করিয়া লোক
পার পাইতেছে, তখন মফসলে ডাকাইতি
হইবে, এটা বড় আশ্চর্যের কথা নহে।

সিক্কিয়ান বলেন, সিক্কির মুক্তাক্ষেত্রে লাভ
না হওয়াতে কেহই তাহার ইজারা লইতে
ন। অকালে বিস্তর মুক্তা উত্তোলন করা
এক্ষণে উত্তম মুক্তা পাওয়া যায় না। পুত
তত লাভ হয় না। বাহাদুর কাষ্টের ন্যায় মু
বিষয়ে কোন নিয়ম করিলে ভাল হয়।
২৮ এ এপ্রেল বর্ষসালের নিকাট পিয়নি
নামক বাম্পীয় জাহাজের বাম্পাদায় স্ব
হইয়া চারি জনের মৃত্যু হইয়াছে। লক্ষ্যে
জকে এই জাহাজের সাহায্যের নিমিত্ত
করা হইয়াছে।
ইন্দু প্রকাশ বলেন, বরদার রেসিডেন্ট কা
বার সম্প্রতি গুইকুমারের কারারুদ্ধ জ
নিকটে গিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়াছেন, য
যেন কুপরাশীদিগের কথায় বিমোহিত হ
রাজার প্রাত বিরুদ্ধাচরণ না করেন। আমরা
"সংপরামর্শের" কোন কারণ বুঝিতে পারি
না।
পড়াবে কতকগুলি জলসেচক খাল
তেছে।
আমরা আশ্চর্য হইলাম বেবিনিউ
এত দিনের পর উপনিভাগের আমলাদি
বদলী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এটা স
রণ্যে করা উচিত। আমলাদিগের বেতন
করাও কর্তব্য হইতেছে। নচেৎ ১০।১২
বেতনভোগী লোকদিগকে এক স্থান হ
অন্যত্র বদলী করিয়া তাহাদিগকে কেবল
দেওয়া হয় মাত্র।
২৮ এ বৈশাখ শনিবার।
মাজ্রালে এক জন ইউরোপীয় অপরি
সুস্থাপন করিয়া প্রাণত্যাগ করাতে তা
পানী তাহার সমাপির সময়ে মন্ত্রপাঠ কা
অসম্মত হন। যদি সকল পাদরীই এ
করেন, অনেকের গতি হওয়া তার
উর্দিবে। টক আমাদিগের পুরোহিতেরা
লদিগের অস্তোষ্টিক্রিয়াকালে ত একপ
বলেন না।
দক্ষিণ কোর্গের প্রাচীন মন্দিরসকল
করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। মহী
কমিসনরের অধুরোধে এই হিতকর আ
হইয়াছে। অনেক বহুমূল্য রত্ন ও অর্থ পা
বিলক্ষণ সম্ভাবনা।
লেপ্টনেন্ট গবর্নর কিছু দিনের জন্য বা
পুরে বাস করিবেন। কিন্তু প্রতি সপ্তাহের
সম্প্রতি, শুক্র ও শনিবার বেলবিডিয়র বা
অবস্থান করিবেন। বেলবিডিয়র বাটার
রের নিমিত্ত এই বন্দোবস্ত হইতেছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের কাগজ
প্রস্তুত হইতেছে:—

কাগজ বিক্রা	১২।০—৯
কোম্পানির	১২।০—৯
পাবলিকওয়ার্ক	১০৫।০—১০৫।০
কোং	১০৮।০—১০৮।০
কোং	১১৩—১১৩।০

—:—

ইউরোপীয় সমাচার ।

৫ ই এপ্রেল । ফরাসী গবর্ণমেন্টের বিচার
মন্ত্রী মল্লুর বারোক সম্প্রতি এক
করিয়া বলিয়াছেন, শান্তিরক্ষাই সরাট
আলয়নের আন্তরিক ইচ্ছা ; যুদ্ধবিষয়ক
সংক্রান্ত হইয়াছে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে ।
উক্ত লোকেরাই এই জনরব করিতেছে ।
ত কল্যেই গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে,
ন ওয়ালস ; সর ক্রক, ব্রিজেস ; ও সর জন
পালাড হইয়াছেন ।

ওয়েলসের রাজকুমার ও রাজকুমারী
নে উপনীত হইয়াছেন ।

৬ এ এপ্রেল । গত কল্য ওয়েলসের রাজ
কে সেন্ট পেট্রিক চিফের নাইট বলিয়া
যুক্ত করা হইয়াছে । মহাসমারোহে
যেকার্থ্য নির্দাহ হয় ।

৭ এ এপ্রেল । রাজস্বসংক্রান্ত মন্ত্রী
ব্যয়ের হিসাব প্রদান করিয়াছেন । গত
৬৯ কোটি টাকা আয় হয় । অতিরিক্ত
ম টাকায় যে টাকা পাইবার আশা ছিল
অর্ধেকখাত্র আদায় হইয়াছে । ২৯
টাকা মাত্র উদ্ধৃত রহিয়াছে । আভিসিনি-
ফের ব্যয়ের নিমিত্ত ৫ কোটি টাকা হিসাব
হইয়াছে, ইহার মধ্যে ২ কোটি আদায় হই-
য়াছে । ইন্কম ট্যাক্স প্রতিপাত্তে ৬ পেনি
হইলে, ইহাতে ১৮০ লক্ষ টাকা আদায়
করিয়া হইয়াছে । এক কোটি টাকার
খতি বাহির করা হইবে । তাহা হইলে
৬০ কোটি টাক উদ্ধৃত থাকিবে । ইউরোপ মহা-
যুদ্ধের যে জনরব হয়, তাহা ক্রমশঃ তিব্বা
হইতেছে ।

৮ এ এপ্রেল । জেলে ফেনিছানদিগের দৌরা
সাহায্য করিয়াছে বলিয়া আনজ-
রী যে দ্বীলোককে রক্ষ করা হয় বিচা-
তাকাকে নির্দোষ করিয়াছেন ।

৯ এ এপ্রেল । গত রাত্রির গেজেটে প্রকা-
হইয়াছে, সর রাবাট নেপিয়র বাথ চিফের
ক্রস নাইট হইয়াছেন ।

২৪ এ এপ্রেল । গত রাত্রিতে সর ষ্ট্রাফোর্ড
নর্থকোট ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী পরিষ্টি
করিবার নিমিত্ত হই খানি বিল অর্পণ করিয়া-
ছেন ।

ষ্ট্রাফোর্ড নর্থকোট বিলের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া
বলিলেন, শাসনের ক্ষমতা প্রদেশীয় শাসনকর্তা
দিগের উপরে বিতরণ না করিয়া প্রধান কর্তৃ
পক্ষের হস্তে থাকিবে এবং এই ক্ষমতা অধিক
হইবে । কিন্তু ইহা ভারতবর্ষের শাসনকর্তৃ
পক্ষের পরিবর্তে ষ্ট্রেটসেক্রেটারির হস্তে
থাকিবে । প্রস্তাব হইয়াছিল যে গবর্ণর জেনরল
আপনার মন্ত্রীদিগকে মনোনীত করিতে পারি-
বেন, কিন্তু ইহাতে অসুবিধা হইবে এমন তর্ক
হওয়াতে প্রস্তাব হইয়াছে ষ্ট্রেটসেক্রেটারির
পরামর্শানুসারে রাজ্যী হইজন মন্ত্রীকে মনোনীত
করিবেন । গবর্ণর জেনরলের বেতন আর দশ
সহস্র টাকা অধিক হইবার প্রস্তাব হইয়াছে ।
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টে সাক্ষাৎসম্বন্ধে যে ব্যয়
করেন, তাহাব প্রণালী পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব
হয় নাই ; কিন্তু যেখানে গবর্ণর জেনরলের
সহিত তদীয় মন্ত্রিবর্গের মতভেদ হইবে তথায়
তিনি অধিকতর ক্ষমতা চালন কবেন এই
প্রস্তাব হইয়াছে । স্থির হইয়াছে যে, যে
সকল স্থানে লেপ্টনান্ট গবর্ণর অথবা অন্য-
বিধশাসন বর্ত্তার ব্যবস্থাপক সভা নাই,
সেখানে ঠাহারা কোন আইন করিতে চাহিলে
প্রথমঃ গবর্ণর জেনরলকে তাহা জানা
ইবেন ; তৎপরে ইচ্ছা হইলে গবর্ণর জেনরল
সেগুলি গ্রাহ্য করিতে পারিবেন ।

মাস্ত্রাজ ও বোম্বাইয়ের ন্যায় বঙ্গদেশে শাসন
প্রণালী স্থাপিত করিবার ক্ষমতা ষ্ট্রেট সেক্রে-
টারির হইবে । শাসনকর্ত্তার মন্ত্রী থাকিবে
কিনা, তাহা ষ্ট্রেটসেক্রেটারি স্থির করিবেন ।

প্রতিযোগী পরীক্ষার দ্বারা ভারতবর্ষীয়-
দিগকে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিতে দিবার
প্রস্তাব ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থাসম্মত বোধ
হয় নাই ; অতএব সর ষ্ট্রাফোর্ড নর্থকোট
প্রস্তাব করিয়াছেন গবর্ণর জেনরল, মধ্যে মধ্যে
এতদেশীয়দিগকে আপনার নিয়মানুসারে
চিহ্নিত কার্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ।

২৬ এ এপ্রেল । এই মাত্র সংবাদ আসিয়াছে
যে ১৩ ই এপ্রেল ব্রিটিশ সৈন্যগণ চতুর্দিক
হইতে আক্রমণ করিয়া মাগদালা গ্রহণ
করিয়াছে । বন্দীগণ মুক্ত ও রাজা খিওডোর
হত হইয়াছেন, ১৪০০ লোক অস্ত্র
ব্যয়গ করিয়াছে । ব্রিটিশ সেনাদলে এক

জন আফিসর ও ১৪ জন সৈনিক আহত
হেন । আভিসিনিয় দিগের ৫০০
মৃত্যু হইয়াছে ; তাহাদিগের আহত
সংখ্যা ১৫০০ ।

২৭ এ এপ্রেল । আভিসিনিয়ার যুদ্ধে
হওয়াতে সকলে অস্থানিত হইয়া
যাযতীয় সম্বাদপত্রে বলিতেছেন সৈন্য
অবিলম্বে উক্ত দেশ হইতে প্রত্যানয়ন
কর্তব্য ।

ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীসংক্রান্ত
বিলে প্রস্তাব হইয়াছে, ষ্ট্রেট সেক্রে-
টারির সত্যগণ ১২০ বৎসর
কাজ করিতে পারিবেন ।

ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের
সংক্রান্ত সম্বন্ধের বিষয়বিবেচনার্থ এক
কীয় কমিসন নিয়োগের প্রার্থনা ক-
নিমিত্ত কতকগুলি লোক সর ষ্ট্রাফোর্ড
কোটের সহিত সাক্ষাৎ করেন । তিনি প্রত্ন
বলিয়াছেন এ বিষয় এরূপ বিস্তৃত
কমিসন দ্বারা ইহার মীমাংসা হইতে পারে
না ।

ওয়েলসের রাজকুমার ও রাজকুমারী
লও দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়া
প্রকাশিত হইয়াছে, প্রাণীয়া সেনা
সংখ্যা কমান হইবে । মালটা ও আলেকজ-
য়ার মধ্যস্থিত সমুদ্রগর্তস্থিত টেলিগ্রাফ
হইয়াছে ।

২৮ এ এপ্রেল । সম্প্রতি রাজকুমার
কে ডেকে বধ করিবার যে চেষ্টা হয়, তা
ক্রোধ ও রাজ্যীর সহিত সমগ্রঃখস্থখতা
করিয়া হাউস অব লাতস এক অভিনন্দন
করিয়াছেন । সুতন ইউরোপাত্তীয়
গ্রাফ কোম্পানির মূল ধন সংগৃহীত হইয়া
ক্রাফোর্ড ওয়েল কারাগারের অত্যাচারে
টনামক এক জন কেনিছানের দোষ স-
হওয়াতে তাহার ফাঁশীর আজ্ঞা হইয়াছে ।
কয়েদিগণ মুক্তিলাভ করিয়াছে ।

—:—

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন লেপ্টনেন্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ ।

২৯ এ এপ্রেল । নিম্নলিখিত তদ্বলে
পূর্ণীয়ার ফেরিকণ্ড কমিটির সভ্য হইবেন ।
জি, ডবলিউ, শিলিউফোর্ড সাহেব ।
আর, এম, পায়ার
আর, ওয়াকার
৩০ এ এপ্রেল । এ মাকবিন সাহেব
এক জন মিউনিসিপাল কমিসনার হইবেন ।
২রা মে । নিম্নলিখিত তদ্বলোকেরা

৩৬ আইনের ২ ধারামুতাবে দলদার
বিদ্যালয়ের পরিদর্শক হইবেন।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

এস. এ. ডাঃ সান সাহেব।

তাঁহার উন্নতি করা উচিত, এই বিষয়ে একটি
বক্তৃতা করেন। পরদিবস তিনি কুইন্স কলেজে
পুরস্কারবিতরণ করিয়া তথায় একটি বক্তৃতা
করেন। তিনি বলিলেন, এ বিদ্যালয়ের উন্নতি
ইংরাজি ছাত্রদিগের উন্নতির উপায় নির্ভর করে
না। যৎকালে (১৮৪৪ অব্দে) জন মিয়র
(ইহার জাত) ও টমসন সাহেব ইংরাজি ও
সংস্কৃত বিদ্যালয় একত্রিত করিয়া এই কলেজ
সংস্থাপন করেন, তখন তাঁহাদিগের এই প্রধান
উদ্দেশ্য ছিল যে, এই বিদ্যালয়দ্বারা সংস্কৃত
ভাষার উন্নতি হয় এবং এদেশীয়েরা নীতিশাস্ত্রে
উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। অনন্তর মিয়র
সাহেব আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, উহার অন্যতর
কিছুই হয় নাই। তিনি অর্থাৎ বলিলেন কেবল
বি. এ. এম. এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেই বাকি
কিছু উপকার হইতে পারে না; “ অন্তরস্থ মনু
ষ্যেব ” (আত্মার) উপকারদান ঘাটতে হয়
তাঁহা কবাই মনুষ্যের প্রধান কর্তব্য। অর্থাৎ
(মিয়র সাহেবের অভিপ্রায় বোধ হয়
এই) হে বার এণী কলেজের ছাত্রেরা। তোমরা
বাইবল পড়, তাহা না হইলে তোমাদিগের
“ অন্তরস্থ মনুষ্য ” শুদ্ধ হইবে না।

ঐ দিবস (১৩ ই এপ্রেল) লেপ্টনেন্ট গবর্নর
সাহেবের সম্মানার্থ একটি দরবার হয়। পর
দিবস জয়নারায়ণ কলেজে পারিতোষিক
বিতরণ উপলক্ষে একটি সভা হয়। তথায় মিয়র
সাহেব স্বহস্তে বালকদিগকে পুস্তক ও টাকা
পুরস্কার দিয়া মিসেস স্মিথের বালিকা বিদ্যালয়
ও সিগরার স্কুল দর্শন করেন। পর দিন অত্র
স্থতন নর্ম্মাল স্কুল মহাসমাবেশে প্রতিষ্ঠা করেন।
পশ্চাৎ এখানকার রাজাদিগের সচিত সাফাৎ
করিয়া এলাহাবাদ গমন করিয়াছেন।

এত দিন পরে হিন্দুস্থানীয়া বাইয়ের নাচের
অপেক্ষা নাটকের জ্যেষ্ঠতা বুঝতে পারিয়াছেন।
বারাণসী কলেজের এক জন পণ্ডিত সম্প্রতি
জানকীমঙ্গল নামে এক খানি স্তূতন নাটক
হিন্দী ভাষাতে রচনা করিয়াছেন। ইহা গুরুভঙ্গ
ও সীতার বিবাহ বিষয়ে লিখিত হইয়াছে।
এখানকার মহারাজ সিকরোইলের ইংরাজি নাট্য
শালাতে ইহার অভিনয় করেন। যদিও ভক্তি
নয় ও নাটক খানির রচনা প্রশংসনীয় হয় নাই,
তথাপি হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে এ বিষয়ে এই
প্রথম চেষ্টা বলিয়া আমরা উহার প্রশংসা করি
লাম।

সম্প্রতি তাইয়ুর বংশজ মির জালাল সাহে
বের কাল হইয়াছে। ইনি গবর্নমেন্টের নিকট

মাসিক ৫০০ টাকা পেনসন পাইতেন।
পেনসনখোবের দল কাশীতে অনেক, ই
সংখ্যা যত কম হয় ততই ভাল।

দেখিতেছি আপনাব এক জন স
দাতা আপনার এক বন্ধুর প্র
করিতেছেন। যে ব্যক্তি কোন
নীয় কর্ম করেন, সংবাদদাতাদিগের
প্রশংসা করা উচিত বটে; কিন্তু প্রতিব
কোন না কোন প্রকারে এক ব্যক্তির নাম
করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলে
সন্দেহ করে, সুতরাং প্রশংসাও রুখ
কোন বাবু আপনার আত্মীয় বন্ধুগণের
বাগানে আমোদ প্রমোদ করিলেন কি না,
প্রকাশের পাঠকবর্গ এক্ষণ সংবাদ
হঁচু করেন না

আজ কালি এখানে অত্যন্ত
হইতেছে, কিন্তু ওলাউঠা ও বসন্ত
প্রকোপ অনেক হ্রাস হইয়াছে।

—৫০২—

শান্তিপুরের সংবাদ।

১। আমরা অতিশয় চুঃখিতচিত্তে প্রব
তেছি, যে গত টেত্র মাসে একটি
আপন স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া উ
প্রণত্যাগ করিয়াছেন। পবিত্র দম্পতী
না থাকা সকলপ্রকার সর্কনাশের কারণ।
রই এই প্রত্যক্ষ ফল।

২। শান্তিপুরস্থ লক্ষ্মীতলাপাড়ার বা
বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট গৃহ না থাকাতে
প্রকার অসুবিধা ঘটিতেছিল। সম্প্রতি
হিতৈবী শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ই
বিদ্যালয়ের প্রথম জ্ঞেয়ী কয়েকটি বাল
নঙ্গে লইয়া শান্তিপুরের প্রতিগৃহস্থের
দ্বারে এক একটী পয়সা ভিক্ষা লইয়া
বিদেশ হইতে ভিক্ষা করিয়া প্রায় ৩০০
টাকা সংগ্রহ করিয়া একটি গৃহ প্রস্তুত ক
ছেন। আমরা তাঁহার অ্যেবসায়ের জন্য
ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

৩। সম্প্রতি শান্তিপুরস্থ কুমারপ
অতিশয় ধুমধাম সহকারে বারইয়ার
হইয়া গিয়াছে। যাত্রা গান প্রভৃতিতে
অর্পশ্রদ্ধ হইয়াছে। এই পূজার প্রধান
এক জন শিক্ষক। এই পূজা উপলক্ষে
প্রায় এক সপ্তাহের বিদায় গ্রহণ করিয়া
উপভোগ করিয়াছেন। ইহারাই
স্কুলমাস্টার।

৪ গত ১১ ই টৈশাখ শান্তিপুরস্থ
সিৎসনিক ব্রাহ্মণমাজাপলকে বাবু প্রত

দার ও অন্যান্য ব্যয়কটি ব্রাহ্ম কলিকাতা
আগমন করিয়াছিলেন। বাবু প্রতাপ
মজুমদার উপাসনাস্ত্রে একটি উপদেশ
করেন : উপদেশক্রমে অনেকে তৃপ্তি
করিয়ছিলেন এবং অনেক শ্রোতা উপ
ছিলেন :

শান্তিপুরে গঙ্গাস্নান ঘাইবার পথের ধায়ে
একটি আড্ডা হইয়াছে। তথায় প্রায়ই
গান ও কথা বার্তা চলিয়া থাকে,
ত ভদ্রকুলোত্তর মাহলাগণ ঐ পথ দিয়া
নিতান্ত কুণ্ঠিত হন। আমরা কৃতন
ক দেখিয়াছি, এক জন পুণ্ডরিক
ভাঙ্গা জন্য দুই টাকা মূল্য ক্রয়
৫০ টাকা চারি আনার অধিক দিলেন
যে রক্ষক তিনই ভক্ষক, আমরা কাহার
ই দিব।

আমাদিগের কোরহাটিছ সংবাদ
লিখিয়াছেন:—

১। আত্মহত্যা। কিয়দ্দিবস গত হইল
খানানামক স্থানে একজন আত্মহত্যা হইয়া
ছে। উক্ত পল্লীনবাসী এক ব্যক্তি প্রায়
নয়তই তাহার ষোড়শবর্ষবয়স্ক পুত্রকে
কতিরকার করিত। একদা ঐ পুত্র ঘটনা
তাহাদের একটি গোরু হারায়। তাহাব
গোরুর অঙ্গুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল
শালক গৃহাগত হইবামাত্র তাহার জননী
ধানীর তাড়ন কোপন স্বভাব জানিয়া
“অরে! আজ আর তোর রক্ষা নাই। এই
ধে তোর পিতা তোকে কি রাখিবে?”
একে ত গোরু হারাইয়া, নিতান্ত অস্থির
কুল ছিল, তাহাতে আবার মাতার ঈর্ষা
রিত বচন শুনিয়া যায় পর নাই থির
ইল। সে নিঃশব্দে তাহাদের গোগৃহে গমন
আড়ার সঙ্গে রক্তজুব্বনপূর্ণক আপ-
হত্যা সম্পাদন করিয়াছে।

২। চুরি। ৩ দিন হালদার বন্দবে এক মুসল
ছদ্মবেশ অবলম্বন করিয়া এক ব্যবসায়ীর
দেড়শত টাকা মূল্যের বস্ত্র লইয়া গিয়াছে।
গাম মুসলমান সূক্ষর বেশ ধারণপূর্বক
রাজ্য সমভিব্যাহারে ঐ বস্ত্রব্যবসায়ীর
তে উপস্থিত হয়। বিপণিকর্তার সমীপে
মান নিকটবর্তী প্রধান কোন যবনপরি
র নাম লইয়া বলিল, “অমুক আমার স্বশুর
কুচিয়ামরা গ্রামে আমার বাড়ী। সম্প্রতি

আমার কোন আত্মীয়ের বিবাহোপলক্ষে কতক
গুলি বস্ত্র ক্রয় করিতে হইবে। এই নিমিত্ত আমি
আপনার দোকানে উপস্থিত হইয়াছি। যদি
আপনি আমাকে কাপড় দেন, তাহা হইলে আমি
প্রায় দেড়শত টাকার কাপড় লই। বিপণি
স্বামী উহার কথায় বিশ্বাস করিয়া নানা প্রকার
উত্তম উত্তম বস্ত্র দেখাইতে লাগিল। উল্লি
খিত ব্রাহ্মণ যত প্রকার ভাল বস্ত্র বাছিয়া
বাছিয়া মুসলমানকে গাটি বাঁদিয়া দিতে
লাগিলেন। বস্ত্রবিক্রেতা তাহাকে (ছিজকে)
ঐ যবনের সঙ্গে আগত বলিয়া জ্ঞানিত
না। ইত্যন্থে ব্রাহ্মণ-স্বামী মুসলমানের মস্তনা
ক্রমেই হটক অথবা কারণান্তর প্রযুক্ত হটক
অপর এক সোকানে যান। চতুর মুসলমান গমন
সময় বলিল “মহাশয় আমি কাপড় নিয়া ঘাই
ঐ ব্রাহ্মণ এখানে রলি, আমি ঘাইয়াই টাকা
পাঠাইয়া দিব।” বস্ত্রবিক্রেতা ইহাতে বিশ্বাসাপন্ন
হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। পরে ব্রাহ্মণ আসি
বামাত্র বস্ত্রবিক্রেতা বলিল “মহাশয় আপ
নাকে সেই মুসলমান এখানে রাখিয়া গিয়াছে।”
ব্রাহ্মণ বলিল “আমি কেন তাহার জন্য থাকিব,
আমার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কি?” দোকানী
বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, একি! পরে
ঈষৎ জুহু হইয়া ব্রাহ্মণকে আটক করিবার
আদেশ দিল। ব্রাহ্মণ কি করেন। তাহাকে
বন্ধ থাকিতে হইল। ধর্ম মুসলমানের জন্য
লোক প্রেরিত হইল। কিন্তু উদ্দেশ্য পাওয়া
গেল না। পবে জানা গেল যে সে একজন ঠগ।
ব্রাহ্মণকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, বলিয়া ছাড়িয়া
দেওয়া হইল। মহাশয় ধর্মদিগের বিচুই অনাধ্য
নাই।

৩। শ্রীমঙ্গল ষ্টেশনের অন্তর্গত স্থানবা
নীদিগকে নারায়ণ গঙ্গা দুই সৈফী আদা
লতে ঘাইয়া মকদ্দমা করিতে হয় বলিয়া
অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ভয়ঙ্কর শীতল
লক্ষ্য ও ধবলেধনী অতি ক্রম এবং অনল্পদূরতা
নিবন্ধন সাধারণের অনেক অসুবিধা ও আয়াস
উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা নির্লক্ষ্যভাবে
প্রজাবৎসল গবর্নমেন্টের সমীপে প্রার্থনা করি-
তেছি যে উক্ত ষ্টেশনের অন্তর্গত লোকদিগকে
বহর মুগেলী আদালতে মকদ্দমা করিতে
আদেশ বিধান করেন। এরূপ হইলে লোকের
কষ্ট হ্রাস হইবে সন্দেহ নাই

৪। মুন্সী গঞ্জের ডিপুটী মাজিস্ট্রেট ও
ডিপুটী কালেক্টর বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য
মহোদয় প্রায় দেড় মাস অতীত হইল মাদারি-
পুর মহকুমায় পরিবর্তিত হন। ইহার পর ভাল

এক জন লোক এখানে আইসেন কিনা,
বলিয়া আমরা চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু নি
আজ্ঞানসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে,
দিন হইল গবর্নমেন্টের আদেশে বিমলা
পুনর্বার মুন্সীগঞ্জে আসিয়াছেন। ইহার
তৈনপুণ্যে অনেকেই শ্রীত আছেন।

কিছু দিন গত হইল, ভিরিঅর্চার বা
হলধর নামক এক সোকানদারের গৃহ
নগর আশী টাকা অপহৃত হইয়াছে। শু
পাই, দুই জন আগন্তুক শঠতাপ্রকাশ
অতিথিরূপে তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া
হুম্ম সাধন করিয়াছে। ধর্মগণ পু
চোখে ধূলি দিয়া নিজ ছরতিসন্ধিগম
বিলক্ষণ পর।

৬। নিতান্ত বিস্মিতচিত্তে প্রকাশ করি
অঞ্জিও অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের
উঠিল না। সত্য বটে, গৃহের চালাগুলি, ত
দিন আনীত হইয়াছে কিন্তু কার্য
হইয়া না উঠাইলে তাহাতে ফল কি?
টির মহোদয় যে এবিষয়ে মনোযোগ ক
ছেন না আশ্চর্য্যের বিষয়। বিদ্যালয়ের
ক্রমেই বাড়িতেছে, সুতরাং গৃহ প্রস্তুত
য়তে অনেক অসুবিধা হইতেছে। সে
মহাশয়ের ঘর একান্ত আবশ্যিক।

—:—

আমাদিগের তমোলুকছ সং
দাতা লিখিয়াছেন:—

এ অঞ্চলে বাসিধব যে কয়েক
বারিধারাধারা ঐশ্বোত্তপ্ত পৃথিবীকে
কবিয়াছেন, সেই কয়েক বার আশুভঙ্গিক
পাত ছ'রা প্রায় ৫০৬ টি গৃহ (কোনটী
কোনটী সম্পূর্ণ) ভাসিয়া হইয়াছে।

মকদ্দলে সিং চুরির প্রাহর্ভব লক্ষিত
তেছে। গোরুচুরিও বড় কম নয়।
নিশ্চিত কি আগরিত? এ বৎসর সুরক্ষি
য়াতে কৃষিকার্যের আরম্ভে সুলক্ষণ
হাইতেছে। অগনীধা পরিণামে
করিলেই প্রকৃত মঙ্গল হয়।

শুনিতেছি, মতিবাদলাধিপতি নৃপতি
ত্রের শিক্ষাব উদ্দেশ্যে এ টী ইংরেজী বা
স্কুল স্থাপন করিবার মানস করিয়াছেন
তজন্য একটি স্থায়ী গৃহ নির্মিত হই
কোন পরিচিত আত্মীয়মুখে বিশেষ
হইলাম, এক জন ধৈর্য্য প্রধান শিগ

স্কুলের উচ্চ উপাধিকারীরা নিম্নতর
কর হইবেন। যদি ঈশ্বর প্রসাদে জুগুপ্তির
উপ্রায় কার্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে
সহস্র সহস্র ধন্যবাদের যোগ্য হইবেন
নাই।

১৯৬৩ সনের এখানকার ইং বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্র
র বার্ষিক পুস্তকাদির নামগন্ধও
যাইতেছে না। ইহার কারণ কি? প্রায়
৬ বৎসর হইল ছাত্রেরা কখনই ইচ্ছা হইতে
করেন নাই। এবং যদি বঞ্চিত হয় তাহা
অন্তান্ত অসুখসাহেব বিষয় হইয়া পড়িবে।

—:—

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আমরা জীজ্ঞাসিত একথা সকলকেই
করিতে হইবে। যদিও (বেশ্যাবৃত্তি)
কিছু কিছু প্রবৃত্ত হইয়াছি, যদিও কুলে
কিছু কিছু দিয়াছি যদিও পাপু বের সহিত
আমোদ করিতেছি, তথাপি এমন
কেনা করিবেন না যে পরমেশ্বরদত্ত
একবাধেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করি-
বে। এতদেশীয় বেশ্যাদিগের রোগ পরীক্ষার
উদ্দেশ্যে লোকদিগের পীড়া নিবারণার্থ প্রচ-
েষ্ট হইবে। ভাল মহাশয়! যে উদ্বলোক
আমাদের প্রিয়তমের সহিত বিশুদ্ধ আমোদ
করিয়া বেশ্যাদিগের নিকৃষ্ট প্রে-
ম হইয়া তাহাদিগের সহবাসে স্বর্গা-
সুখবোধ করেন, সেই সবল ব্যক্তি
কিছু কিছু পীড়া হইলে ব্যবস্থাপক মহা-
শয়গণের ক্ষতি কি?

মহাশয়! ইহাতে ইতিমধ্যে হওয়া দূরে থাকুক,
আমোদ মন্দ হইবার সম্ভাবনা। তাহাদিগের
গমনের বিলম্বন ইচ্ছা আছে, কেবল
র ভয়ে যান না। তাহাদিগের বিলম্বন
হইবে। আর একটি কথা আপনাকে
কহিতেছি, এই আইনটি কি পক্ষ-
ই আইন হয় নাই? মহাশয় বিবেচনা
করুন যেমন জীলোকদিগের পীড়া
কুলে পুরুষের হয়, সেইরূপ পুরুষের পীড়াতেও
স্ত্রীদিগের হইয়া থাকে। অতএব যখন উভয়
পক্ষের পীড়ার কারণ, তখন উভয়ের পীড়া
কি উচিত কিনা? আরো দেখুন যদি কেবল
স্ত্রীদিগের নিমিত্তই আইন হয়, তাহা হইলে

(যাহারা গিয়াছে তাহাদের ত কোন কথাই
নাই) যাহারা ভাল আছে, তাহাদিগকে
কষ্ট রোগাক্রান্ত পুরুষ আসিয়া নষ্ট করিবে।
অতএব যদি বার্থ প্রজার হিতসাধন ও
রোগনিবারণের বাঞ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই
আইনটি যেন প্রচার হয় যে "যে পুরুষ বেশ্যার
সহবাস বাঞ্ছা করিবেন, তাঁহাকে ডাক্তার
সাহেবের নিকট পরীক্ষা দিয়া ব্যবস্থাপক মহা-
শয়দিগের কোন চিহ্ন লইয়া যাইতে হইবে।"
সম্পাদক মহাশয়! উৎখার কথা আর অধিক কি
বলিব? ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা সকলেই পুরুষ,
এই নিমিত্ত তাঁহারা কেবল আপনাদের দিকেই
টানিয়াছেন। কিন্তু যদি কোন জীলোক বা-
স্থাপকদলে থাকিতেন, তাহা হইলে এ প্রস্তাবটি
করিতে ছাড়িতেন না।

প্রজার হিত সাধন রাজার কর্তব্য কথা,
আমরা নিকৃষ্ট রুস্তি অবলম্বন করিয়াছি বলিয়া
কি রাজার অনুগ্রহ পাত্রী হইব না? না, এমন
কইবে কেন? বাপের কাণাটিও যেমন ভালটিও
তেমন, বরং কাণাটির উপর অধিক যত্ন হয়।

১১ এ বৈশাখ
১৯৭৫ সাল
সোনাগাছি লেন
৫ নং বাগী চত্বা-
লার উপর ঘর }
আপনার অনুগ্রহ
কালিকী মানামো
হিনী দাসী।

মহাশয়! জগলি জেলার অন্তঃপাতী গুপ্তি-
পাড়া একটি গণ্ডগ্রাম। উহাতে অন্ততঃ ১৫০০
ঘর লোকের বসতি, তন্মধ্যে উদ্বলোকই অধিক;
কিন্তু সামান্য আক্ষেপের বিষয় নয় যে, একপ
মনসমাগীর্ণ স্থানে কোন প্রকার উন্নতির লক্ষণ
লক্ষিত হয় না। ইহার অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
গ্রাম, বিদ্যালয় দাতব্যপ্রদালায় ও পোর্ট
আফিস প্রভৃতি স্থান অলঙ্কৃত হইয়াছে
এবং উদ্বলোকদিগের হৃদয়আনন্দরস প্রা-
প্ত হইতেছে। মহাশয়! গুপ্তিপাড়া নিবাসী
লোকদিগের কি সে দিন উপস্থিত হইবে না?
হইবেই বা কেন? গুপ্তিপাড়া পরম্পর বিরোধ
দলাদলি ও ঝগড়ার প্রধান আকর।
এই বিষয় গুপ্তি যে স্থানের অলঙ্কার হইল,
তাহার যে কণ্ঠ হুর উন্নতি হইতে পারে, তাহা
সহজেই বোধগম্য হইতেছে। উক্ত গ্রাম ৩।৪
জন জমিদারের বাসস্থান। তাঁহারা যদি পরম্পর
শ্রীগীষা ত্যাগ করিয়া গ্রামের হিতসাধনে যত্ন-
বান হইতেন, তাহা হইলে গুপ্তিপাড়া এতদিনে
অনেক স্থানের আদর্শ হইত; কিন্তু গ্রামস্থদিগের
হৃদয়গত বশতঃ তাহারা সেরূপ নন। অন্য কথা

হুবে থাকুক, কিঞ্চিৎ বর পাইলে যে এত
তির কার্য সম্পাদিত হয়, সে বিষয়েও
মনোযোগ নাই। বিষয়টি এই, গুপ্তিপাড়া
মাজিষ্ট্রেটের অধীনে আছে। যদি কোন
মাজিষ্ট্রেটেতে জানাইবার আশঙ্ক্য কত
জগলিতে যাইতে হয়। জগলি গুপ্তিপাড়া
২৪ মাইল দূর এবং একজন উদ্বলোককে
বার জগলি যাইতে হইলে ৪।৫ টাকা
ও অতিশয় পথক্রম সত্য করিতে হয় এবং
জন দৈনিক অমোপজীবীকে যাইতে
তাহার চাই দিনেব সংসার নিকৃতির উপা-
নিজের কিঞ্চিৎ পাথের সংগ্রহ করিয়া
হয়। সুতরাং একপ অর্পবায় ও কেশ সহ
অপেক্ষা মৌনাবলম্বন প্রেয়ঃ এই বিবেচনা
অনেকে বিরক্ত হইয়া থাকে। অতএব গণ
অগ্রহ করিয়া গুপ্তিপাড়াটিকে কালনার মা-
টির অধীন করিয়া দিন, ইচ্ছাতে প্রজা-
সর্গ বিধায়ে প্রেরোলাভ হইবে নন্দেহ
গুপ্তিপাড়া কালনার ৪ মাইল দূরস্থ। কা-
সব ভবিষ্যতে এক জন সিবিলায়ান আ-
তাহার অধীনে তিনতিনজন সানান খানা আ-
গুপ্তিপাড়াকে তাহার অধীনে আনিলে গ-
টির উদ্ভব কোন বিষয়ে অতিরিক্ত
হইবে না। মাজিষ্ট্রেটের শাসন কার্যের
কষ্ট হইবে না, অথচ গুপ্তিপাড়ার মঙ্গল
হইত।

সন ১৯৭৫ সাল }
১৯ এ বৈশাখ। } এক জন হিতৈ-
শী

—:—

১৩ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে সন্ধ্যা
প্রতি যে চাই একটা কথা লিখিয়াছেন
প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি
পূর্বে উদারতা গুণে সোমপ্রকাশে স্থান
করিবেন।

তাঁহারা গুপ্তিও যেমন একনায় অ-
ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন একপেও
করিয়া থাকেন, একনায় ঈশ্বরের ভিন্ন প্রাক-
অন্য উপাস্য নাই, উপাসনার জন্য
সময় নির্দিষ্ট ও বিধি বহন নাই, সকল স্থানে
সময়েই সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপাসনা
পারে, তবে ত্রাস্ত সমাজ এবং নিয়মিত
উপাসনা চিহ্নিনই প্রচলিত রহিয়াছে, ই-
কিছু পরিবর্তন হয় নাই, যত দিন
বিশ্বাস মতে কার্য না করিয়া অসত
পৌত্তলিকতার দাস ছিলেন, তত দিন

মতে গৃহ কর্ম সম্পন্ন হইত না। এক্ষণে
 ধর্মের অমুঠান হইতেছে, এটি উন্নতি
 চাই। এটি সামান্য বালকক্রীড়া নহে।
 নার যে ভক্তিতে পামাণ্ড বিগলিত হইয়া
 তাহার অনুকরণ করা মনুষ্য মাত্রই
 শুদ্ধ হয় জানী অপেক্ষা যে এক জন
 শুদ্ধ শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব
 ইধরোপাসনারই জন্য টেঁতনের ভক্তিকে
 রণ করা হইতেছে, এটিও বালকক্রীড়া
 ব্রাহ্মেরা " গুরু সত্য মত অবলম্বন করি
 " এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কোন কথা
 না জানিয়া কেবল বিদ্বেষ ভাব উদ্ভিতার্থ
 উদ্ভোচিত কার্য্য নহে।

পিতৃ পরিবর্তনই উন্নতির মূল (১) পরি
 তন কোন বিষয়ের উন্নতি হইতে পারে না।
 ব্রাহ্মগণ অসত্য জানিয়া কোন বিষয়
 করেন এবং সত্য জানিয়া কোন বিষয়
 ন করেন, তাহাই প্রকৃত উন্নতি। আপনার
 ক্ষার জন্য জগতে বুদ্ধিমান চিন্তাশীল
 পরিচিত হইবার জন্য চিরদিন অসত্যকে
 করা ধার্মিকের কার্য্য নহে। ব্রাহ্মগণ
 কার্য্য করেন তাহার পূর্বে কোন চিন্তা
 না, আপনার এ সিদ্ধান্ত অমূলক মাত্র।
 বোধ হয় আজিও আপনি ব্রাহ্ম ধর্ম
 অনভিজ্ঞ আছেন, অতএব আমার
 ন আপনি নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মসমাজে
 ব্রাহ্ম ধর্ম আলোচনা করুন, নিয়মিত
 দৈনিক উপাসনা আরম্ভ করুন, ব্রাহ্ম
 অন্তঃস্বরে প্রবেশ করিবেন, তখন যাহা
 বন তাহা সখার্থ এবং বিদ্বেষশূন্য হইবে।
 যথয়ে আপনার যাহা ব্যক্তব্য সোম প্রকাশ
 প্রকাশ করিবেন।

কস্যচিৎ পাঠকস্য।

—১০১—

তন একটি প্রসিদ্ধ চণ্ডী, রাজপথের দুই-
 লোকের বসতি প্রায় দুই মাইল হইবে।
 অনেক গুলি ধনাঢ্য মহাজনের বাস
 কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে একটিও বিদ্যা
 নাই। এখানকার বালকেরা দিবানিশ
 করিয়া কাল কাটাইতেছে। এই দাতনে
 কগুলি ধনাঢ্য মহাজনের বাস আছে,

পরিবর্তন উন্নতির মূল বটে কিন্তু যদি
 ত্রুতল গৃহ ভাঙ্গিয়া পর্নকুটীর করেন, সে
 র্তন উন্নতি, উন্নতির মূল অথবা উন্নতির
 লিয়া পরিগণিত হয় না। স।

আমি বোধ করি তাঁহাদিগের ঘর দ্বারা অনা-
 য়াসে এখানে একটি স্কুল হতে পারে।

এখানে একটি মুন্সেফী কাছারি আছে।
 মহামতি মৌলবী দাদার রখন এখানকার
 মুন্সেফ। ইনি অতি উদ্রগোক এবং বিচারকম।
 ইহার সদিচারে অত্রতা প্রজাবা বিলক্ষণ সন্তুষ্ট
 হইয়াছে। ইহার বিশেষ সংগ্ৰহ এই যে ইনি
 শ্রী অধীনস্থ কর্মচারিগণ এবং অর্থী প্রত্যর্থী
 প্রভৃতি সকলেরই প্রতি সাধু ব্যবহার করিয়
 থাকেন। ইতি পূর্বে মেদিনীপুরের একটিং জজ
 শ্রীযুক্ত লেন্স সাহেব মহোদয় এখানকার মুন্সে-
 ফী কাছারি দেখিতে আসিয়াছিলেন। মুন্সে-
 ফের কার্য্যে তিনি অসন্তুষ্ট হন নাই। অতি
 শয় দুঃখের বিষয় এই যে দাতনের মুন্সেফি
 কাছারি ঘরটি অতি ক্ষয়ন্য। ঘরটি দেখিলে রাজ
 বিচারালয় বলিয়া কখনই বোধ হইবে না বরং
 গোশালা বলিয়া ভ্রম হইলেও হইতে পারে।
 মুন্সেফ মহাশয় লুতন ঘরের নিমিত্ত রিপোর্ট
 করিয়াছেন, কি হয়, বলিতে পারি না। রিপোর্ট
 টী মঞ্জুর করা কর্তব্য।

ক এক ডিভিজনের ইনস্পেক্টর পোষ্ট
 মাস্টার বাবু শ্রীধর রায়েব যত্রাতিপথে ১৮৬৭
 সালের ১০ ফেব্রুয়ারি অবদি এখানে একটি
 লুতন পোষ্ট আফিস হইয়াছে। হৃদয়কৃষ্ণ
 সরকার দাতনের ডিপুটি পোষ্ট মাস্টার। ইনি
 অতি সচ্চরিত্রের মানুষ, যথানিয়মে পোষ্ট আফি
 সের কার্য্য চালাইতেছেন।

এই দাতনে বিদ্যাধর নামক একটি অতিবৃহৎ
 সরোবর আছে। উহার আয়তন ২৫০ বিঘা হইবে
 সরোবর দেখিলে এটি যে বহু কালের তালা
 সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই সরো
 বরের পূর্নদিগ্ভাগে দুই মাইল দূরে সরসঙ্ক
 নামক একটি জলাশয় আছে। সেটি বিদ্যাধরের
 চারি গুণ বড় হইবে।

ক এক দিন হইল বৃষ্টি না হওয়াতে এখানে
 গ্রীষ্মের অতিশয় প্রাচুর্য্য হইয়াছে। দিবা এক
 প্রহরের পর কাহার সাধ্য ঘরের বাহির হয়।
 বেলায় আধিক্য সহকারে রৌদ্রের ভয়ানক
 উত্তাপ বৃদ্ধি হয় এবং অগ্নির ন্যায় বাতাস
 বহিতে থাকে।

১৮৬৮ }
 ১ লা মে } শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র সরকার।
 মোঃ দাতন }

—১০২—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চৌধুরী রঙ্গপুর
 ১২৭৫ বৈশাখ হইতে টেত্র ১০

শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী মুখোপ
 যয়নাও ডি ১৮৬৮ মে হইতে ৬৯ এপ্রেল

—১০৩—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি

বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
 সলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
 ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা; মফস্বলে ডাক
 সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং
 সিক ৩৫।০। তিন মাসের ম্যানে অগ্রিম
 গহণ করা যায় না। ছুটি, বত্রাতি চিঠি,
 অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার
 বাহাতে বাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
 ধারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

বাঁহার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন,
 যেন এক অথবা আধ আনার অধিক
 ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
 মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি
 শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
 ইয়া দেন।

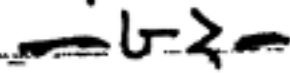
বাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
 আসিবে, এক মাসপূর্বে তাঁহাদিগকে
 লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
 গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
 একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কার্য্য
 যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
 হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
 ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

বাঁহার মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রের
 বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
 যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
 করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপৎ
 আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হ
 যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
 বেন, তাঁহার সচিত স্মতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
 মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
 চাকড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ
 ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃ
 প্রকাশিত হয়।



১	২
১০	
১১	
১২	
১৩	
১৪	

শ্রীধারকান্যথ শর্মা ।

—:—

প্রচলিত কথ্যে একখানি সুদীর্ঘ
 খান, যাতে প্রাকৃত ও যাবনিক শব্দ
 শব্দেই লিপ্যন্তর ও পাত্তর উভয়
 শব্দেই উভয় তন্ত্রিত এবং উভয়
 তন্ত্রে নানাবিধ প্রত্যয়ান্তর প্রায় ৭৫,
 প্রায় শব্দ সংগ্রহপূর্বক ৮৬৮ পৃষ্ঠায়
 উভয়কে, যথাদিগের প্রয়োজন হইবে,
 ২৩৫ নং পুস্তকালয়ে ও জোড়া
 ১৩ নং শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়ের নিকট
 ক্রয় করিলে প্রাপ্ত হইবেন । মূল্য ৩ টাকা
 মূল্য ১০ আনা । যদি কেহ একে
 ৫ কাপ লন তবে প্রত্যেক ১৫ টাকা
 কমিসন দেওয়া যাইবে ।

বিক্রেতা শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ।

—:—

বিবিধ জব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত ।

রাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা
 জব্যাদি পাওয়ায় মফসলে, ঘড়ী, অস্ত্র, রি
 দি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক
 হিসাবে কমিসন দি । যদ কেহ অধিক
 জব্যাদি লন পাইকেড়ী দশে পাঠবেন ।

১	২
৩	
৪	
৫	
৬	
৭	
৮	
৯	
১০	
১১	
১২	
১৩	
১৪	
১৫	
১৬	
১৭	
১৮	
১৯	
২০	
২১	
২২	
২৩	
২৪	
২৫	
২৬	
২৭	
২৮	
২৯	
৩০	

১	২
৩	
৪	
৫	
৬	
৭	
৮	
৯	
১০	
১১	
১২	
১৩	
১৪	
১৫	
১৬	
১৭	
১৮	
১৯	
২০	
২১	
২২	
২৩	
২৪	
২৫	
২৬	
২৭	
২৮	
২৯	
৩০	

কলিকাতা জোড়া- }
 সাকো ৬৩ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়

বিগত ২৬ এ টেবিশ্ব রূপে তবার রাশিতে
 ইষ্টারন বেঙ্গল রেলওয়ের অস্ত্রান্ত শ্রীমঙ্গল
 গঠনে মেল ও পেমেন্টের ট্রেনে পাকা লাগিয়া
 যে ভয়ানক দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহাতে এই
 রূপ জনশ্রুতি হইয়াছে যে তদ্বারা বঙ্গসংখ্যক
 লোক বিনষ্ট ও আহত হইয়াছে । ইহার সত্যতা
 সত্যতা নির্ণয় পূর্বক প্রতিকারের উপায় দেখা
 পেমেন্টের সোসাইটির কর্তব্য বিবেচনা
 হওয়ার্তে সাধারণকে আশ্বাস করা যাইতেছে
 যে বাহারদিগকে এই দুর্ঘটনা সহ্য করিতে হই-
 য়াছে অথবা বাহার তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন
 অথবা বাহারদের আত্মীয় স্বজন বিনষ্ট হইয়াছে,
 তাহারা যাহা জানেন তাহা মিস্ত্রয়ান জার্ডিন
 ইন্সুরার কোম্পানির বাটীতে শ্রীযুক্ত নীলকমল
 বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অবিলম্বে জ্ঞাত
 করেন ।

ইতি }
 ১৩ ই মে }

—:—

শব্দকল্পক্রম অভিধান । সর রাজা রাধা-
 কান্ত দেব বাহাদুরের ত । উত্তমরূপে

সোণা দিয়া সূতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টা
 তদ্ব্যবধি পত্রিকা—প্রথম কর,
 ৫০ টাকা ।

শ্রীমানন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগী

—:—

নদিয়ার নদী ।

সন ১৮৬৮ সালের এপ্রেল মাসের ২২ এ
 ৩০ এ পর্যন্ত ভাগীরথী নদীর সর্বকম
 জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট ।

স্থানের নাম -	ফুট
মহানার উপর পদ্মানদীতে	২০
মহানার	১১
তথা হইতে জাজিপুর পর্যন্ত	
(১০১ মাইল মধ্যে)	০
জাজিপুর হইতে বহরমপুর পর্যন্ত	
(৪৬ মাইল মধ্যে)	২
বহরমপুর হইতে কাটোয়া পর্যন্ত	
(৫০ মাইল মধ্যে)	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া পর্যন্ত	
(৪৬ মাইলেব মধ্যে)	৩
সন ১৮৬৮ মে মাহার ৫ তারিখে বহর	
মপুরের জলের মাপ	ফিট
বহরমপুর	৫ ই মে
১৮ ৬৮ ।	১৩ ই মে

এক জিকিউটির
 উজনিয় বহর
 মপুর ডিবিয়ন

সোমপ্রকাশ ।

৬ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার ।

বিজ্ঞাপন স্থলে “ পূর্ব বাঙ্গলা
 ওয়ে দুর্ঘটনা ” সংক্রান্ত একটা বিজ্ঞ
 প্রচারিত হইল । পাঠকগণ দেখি
 জানিতে পারিবেন, “ পাসেঞ্জর মে
 ইটি ” সত্য এ বিষয়ে সবিশেষ মনো
 হইয়াছেন । এটি আনাদিগের অ
 আশ্বাসদের বিবর । সত্য যদি এ
 উদাসীনা অবলম্বন করিতেন, আমা
 হৃদয়ে যার পর নাই ক্ষোভ ও রে
 সঞ্চার হইত । পূর্ব বাঙ্গলা রেল
 কর্মচারিদিগের দোষে যেরূপ শো
 ঘটনা হইয়াছে, ইহাতে কাহারও
 বলস্বম করিয়া থাকি বিধেয় হ
 এদেশীয়দিগের প্রতি স্নেহসূন্য এ

ইউরোপীয়েরা ইহাদিগের জীবন গোমেবাদির জীবন অপেক্ষা অপকৃষ্ট ন করেন। এই নিমিত্ত ইহাদিগের জীবন রক্ষা বিষয়ে যথোচিত বৃত্ত করেন। তাহাতেই সচরাচর ছুঘটনা ঘটিয়া থাকে। ইউরোপীয় কর্মচারিদিগের নিষ্কৃত্তা নিবন্ধন জেলিডে দ্বীপে যে ছুঘটনা হয়, আজিও তাহা কাহার স্মৃতিতে জাগরুক হইয়া না রহিয়াছে? এদেশিদিগের জীবন শিয়াল, কুকুরপ্রভৃতির জীবন অপেক্ষা অপকৃষ্ট নয়, এদেশীয় ইউরোপীয়েরা যাহাতে ইহা জানিতে পারেন, সকলের একবাক্য হইয়া তাহা কর্তব্য। তাহা না করিলে নিস্তার নাই। এদেশীয়দিগের জীবন শিয়াল, কুকুরাদির ন্যায় উপেক্ষিত হইয়া সচরাচর নিহত হইবে। আমরা পাসেঞ্জার আইটি সতাকে ছুটি বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। প্রথম, আমরা যাহা পূর্ব বঙ্গলা রেলওয়ে কর্মচারিগণের মধ্যে একপ কেহ কেহ আছেন, আমরা বঙ্গালিদিগের অত্যন্ত বিদ্বেষন, তাঁহাদিগের হস্তে প্রাণ সমর্পণ কোন ক্রমেই বিধেয় হইতে পারে না। অতএব যাহাতে তাঁহারা ঐ স্থানে গমনে না পারেন, সত্তা তাহা করেন। দ্বিতীয়, যে সকল ব্যক্তি হস্ত ও আঁহত আছেন, তাহাদিগের পরিবারগণ ও সেই ব্যক্তি যাহাতে পূর্ব বঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানির নামে ক্ষতি পূরণের আশঙ্কা করেন, সত্তা উদ্যোগী হইয়া সংঘটন করিয়া দেন। যদি কাহারও পরিবার ব্যয় দানে সামর্থ্য না থাকে, সত্তা চাঁদা করিয়া সে টাকা হস্তে করিয়া দেওয়া উচিত। উপসংহারে বিজ্ঞাপনদাতাদিগের ন্যায় সাধা-নিকট আমাদিগের অনুরোধ যিনি পূর্ব বঙ্গলা রেলওয়ে ছুঘটনা সংঘটন হইবে কিছু প্রকৃত বৃত্তান্ত জানেন,

তিনি যেন অবিলম্বে জার্ডেন স্কিনার কোম্পানির হাউসে জীযুক্ত বাবু মীনকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া সংবাদ দেন। তথায় যাইতে কোন বাধা নাই, তর ক্ষেত্রও নাই।

জগন্নাথক্ষেত্র ।

“ জগন্নাথক্ষেত্রের পথ ও তাহার প্রকৃত ইতিহাস ” এই শীর্ষকযুক্ত একখানি প্রেরিত পত্র স্থানান্তরে প্রকটিত হইল। আমরা হিন্দু পাঠকগণকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা একবার তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কর্তব্য অবধারণ করিবেন। জগন্নাথক্ষেত্রের পথের কষ্ট ও অন্যান্য বৃত্তান্ত যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে সেখানে গমন করিলে শরীর প্রাণ ও চরিত্রপ্রভৃতি সমুদায়ই সংশয়াক্রম হয়। ইহাদিগের পরিবারের প্রতি আমরা এবং তাঁহাদিগের চরিত্রের প্রতি আস্থা আছে, তাঁহাদিগের কোনক্রমেই উচিত নয় যে নিজ নিজ পরিজনকে জগন্নাথক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেন। লোকে ধর্মোপার্জনার্থ জগন্নাথক্ষেত্রে যায়; কিন্তু পথে যদি অধর্ম সংক্রান্ত হইল, শরীর প্রাণ ও চরিত্রপ্রভৃতি সমুদায় সংশয়াক্রম হইল, সে ধর্মো কি ইচ্ছাভ হইবে? ঐ সকল রক্ষা করিয়া ধর্মোপার্জন আবশ্যিক। ঐ সকলের নির্বিঘ্নে রক্ষার্থই ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। যে ধর্মো অর্জনার্থ ঐ সকল উৎসন্ন হয়, সে ধর্মো ধর্মোই নহে। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা জগন্নাথ দর্শনের যে ফল লিপিয়াছেন, গৃহে বসিয়া জগদীশ্বরের আরাধনা করিলে কি সে ফল লাভ হয় না? মহাদেব অর্জুনের তপস্যার শ্রীত হইয়া দর্শন দিলে পর পার্থ এই বলিয়া তাঁহার স্তব করেন,

“ প্রাপ্যতে যদিহ দূরমগত্বা
যৎ ফলতঃ মরলোকগতায় ।

তীর্থমস্তি ন ভবান্বববাহ্যং
সার্ককামিকশতে ভবতস্ত ২ ।
দূরে গমন না করিলে অন্য
পাওয়া যায় না, কিন্তু অরূপ তীর্থ
বার জনা দূরগমনের প্রয়োজন হয়
নিকটে বসিয়াই তোমাকে প
যায়। অন্য অন্য তীর্থের ফল নি
আছে। যে তীর্থ দর্শনের ফল স্বর্গ
নির্ধারিত হইয়াছে, তাহা স্বর্গ ভিন্ন
ফলদানে সমর্থ হয় না, কিন্তু অরূপ
স্বর্গগত ব্যক্তিকেও ফল দান ক
ফলতঃ তোমা ব্যতিরেকে ভবনাশ
সার্ককামপ্রদ তীর্থ আর নাই।

যখন ঘরেই পরকালে সফলতাল
নানা পথ রহিয়াছে, তখন শরীর
জাতি ও ধর্ম সমুদায় উৎসন্ন করি
নিমিত্ত দূরে যাইবার প্রয়োজন
কেবল জগন্নাথক্ষেত্র বলিয়া নয়,
স্থানমাত্রই বহুদোষের আকর। তা
যত অলস অপদার্থ ও অকর্মণ্য মে
সচরাচর তীর্থ স্থান আশ্রয় ক
থাকে। যেখানে তাদৃশ লোকের জন
সেখানে যে বহুদোষের আবির্ভাব হই
তাহা বিশ্বয়ের বিষয় নহে। একপ
দোষাকর স্থানে অস্পৃশ্যক তরলম
স্বী পরিজনদিগকে প্রেরণ করিয়া নিশি
থাকা কি বিজ্ঞ ও বিবেচক পিতাম
প্রভৃতি রক্ষকগণের কর্তব্য? ইহার নি
রণ ছরুহ ব্যবহার নয়। পাণ্ডাদিগ
বাটীর মধ্যে যাইতে না দিলে এ
কিঞ্চিৎ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া গমনোৎস
পরিজনদিগকে যাইতে না দি
তপরিবারে সহজে সম্পন্ন হইতে পা
যাঁহারা লেখা পড়া শিখিয়া কর্তব্য
কর্তব্য বুঝিয়াছেন এবং দোষগুণ
ইচ্ছানিষ্ট বিবেচনা করিয়া কার্য করি
শিখিয়াছেন, তাঁহারা যদি ঐ ম
উপায় অবলম্বন করিয়া উল্লিখিত অ
নিবারণ না করেন, তাঁহাদিগের ঐ ম
গুণের অর্জন বিফল সন্দেহ নাই।

এদেশীয়দের সিবিল সার্ভিসের

সাপেক্ষে পদলাভ।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট আমাদের শিক্ষার্থ ৮২ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বোধ হয়, ভারতবর্ষে কখন কোন রাজা ও গবর্ণমেন্ট এমন নাই যার বিদ্যাশিক্ষার্থ এত টাকা ব্যয় হয় ও শিক্ষার এরূপ সুযোগলাভ সমর্থ হইয়াছিল। তদর্থ আমরা গবর্ণমেন্টের নিকটে সাতিশয় কৃতজ্ঞ আছি। কিন্তু ইহা পর্যাপ্ত জ্ঞান আমাদের আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ জ্ঞান করান, তাহাতে আমরা সন্তোষিত। তাঁহারা যদি অনুধাবন করিয়া দেখিতে পাইবেন, এই অসমর্থ কেবল আমাদের দেশের কল্যাণের জন্য, গবর্ণমেন্টে ও উপকারশতের সম্ভাবনা আছে। গবর্ণমেন্ট এদেশের বিদ্যাশিক্ষার্থ যত অধিক করিবেন, তত সুন্দররূপ বন্দোবস্ত করিবেন, ততই লাভবান হইবেন। আমাদের একেবারে তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত রা বাঙ্গলা দেশ ও উত্তরপশ্চিমীয়া উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিলাম। এদেশের সুশিক্ষিত লোকেরা লন্ডন স্কীমে প্রবেশলাভ করিতে পারেন না বলিয়া সর্বদা অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। সেই অসমর্থের প্রবেশ করিয়া ইংলণ্ডে কর্তৃপক্ষের ততঃ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, লিয়ানদিগের প্রাপ্য পদ ও কাল (৭ বৎসর রাজকার্য্য সম্পাদনার পর) বিবেচনা করিয়া এদেশীয়কে দেওয়া হইবে। এখন সুশিক্ষিত সুশিক্ষিত উভয়ের কত অন্তর তাহা দ্বারা বিবেচনা করিয়া দেখ। উত্তর আমেরিকার লোকেরা অশিক্ষিত

তাঁহাদিগের যে যে ব্যক্তির মনে অসমর্থ জন্মিয়াছিল, তাহারা বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। কিন্তু সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা সেই অসমর্থ পদার্থ না করিয়া মতৃপায়দ্বারা আপনাদিগের অতীত মাধন চেড়া পাইতেছেন; কতক অংশে কৃতকার্য্যও হইতেছেন। সমুদায় ভারতবর্ষ যদি বাঙ্গলা দেশের ন্যায় সুশিক্ষিত হয়, গবর্ণমেন্টের কি বার্ষিক ১৫। ১৬ কোটি টাকা মৈন্যার্থ ব্যয় করিতে হয়? যাহা হউক, প্রজাস্বত্ব বিধানে বক্তব্য এই, কর্তৃপক্ষ আপাততঃ যে বন্দোবস্ত করিতেছেন, “নাই মামা অপেক্ষা কাণা মামা ভাল” এই প্রবাদ বাক্য অবলম্বন করিয়া আমরা তাহাই পর্যাপ্ত জ্ঞান করিলাম; কিন্তু কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় জানিবেন, ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম না। এ বন্দোবস্তটা প্রধানদিগের অনুগ্রহাণে ফী হইয়াছে। অতএব এদেশীয়েরা যে সম্মানে পদ পাইবেন তাহার সম্ভাবনা অল্প দেখা যাইতেছে। আমাদের বিবেচনায় ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষাপ্রথা প্রবর্তিত করাই শ্রেয়ঃকল্প। তাহা হইলে ভারতবর্ষে ও নিগ্রহের কথা থাকিবে না। বিশেষতঃ এদেশীয়েরা পরীক্ষা দিয়া যে পদগ্রহণে সমর্থ হইবেন, তাহা সমগ্রিক জ্ঞানের বিষয় জ্ঞান করিবেন সম্মত নাই।

যাহা হউক, মর ফোর্ড নর্থকোটের ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনের প্রস্তাবগুলি শরৎকালের জলধরের ন্যায় অসমর্থ ও গর্জনসার দৃষ্ট হইতেছে। ইচ্ছাইওয়া সভা যখন আবেদন করেন, ফেটসেক্রেটারি তৎকালে এমন ভঙ্গীতে কথা কহিয়াছিলেন, যেন সুযোগ পাইবামাত্র তিনি সিবিল সার্ভিসের দ্বারা এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে উদযাচিত করিয়া দিবেন। ভারতবর্ষের সকলেই ইহাতে আত্মাচিত

হইয়াছিলেন। সকলেই মনে করিয়াছেন, বর্তমান ভারতবর্ষীয় সেক্রেটরি এ দেশের ইংলিশ আকবর হইলেন। কার্য্য আকবরের শতঃশের একাংশ উদ্যোগ এদেশে হইল না। এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে সিবিল সার্ভিসের উদযাচিত করিবার বিষয়ে মর ফোর্ড নর্থকোট বলেন, এক্ষণে প্রতিবেদন পরীক্ষার দ্বারা ভারতবর্ষীয়দিগকে লিয়ান হইতে দেওয়া ভারতবর্ষের অসমর্থ হইতেছে না। আমাদের বিবেচনায় এই বাক্যটা ভারতবর্ষীয়দিগকে বঞ্চিত করিবার ছলমাত্র। ভারতবর্ষে অবস্থা হয় নাই, কি যে প্রশস্ত হইতে পারে না হইলে মন্ত্রিগণ এ স্বতন্ত্র সমর্থ হন না, তাঁহাদিগের সে প্রশস্ততা হয় নাই? কিরূপ হইলে সে হইবে, মর ফোর্ড নর্থকোটের তৎকালে একটা নির্দিষ্ট লক্ষণ করিয়া উচিত ছিল। বিচারকার্য্যে ভারতবর্ষীয় কর্মচারিগণ সাধারণ্যে ইউরোপীয় কর্মচারীদিগের অপেক্ষা যে সমগ্রিক মৈন্য প্রদর্শন করিতেছেন, কে তাহার অপেক্ষা করিতে পারেন? মর ফোর্ড নর্থকোট ও তাঁহার মন্ত্রিগণ ইহা স্পষ্টাভিমান স্বীকার করিয়াছেন কোন বিষয়ে ভারতবর্ষীয়েরা ভার পাইয়া অযোগ্য প্রকাশ করিয়াছেন? এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, কর্তৃপক্ষ কে করিয়া আর কত কাল ভারতবর্ষীয় মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবেন? ভারতবর্ষে সিবিল পরীক্ষা প্রবর্তিত হইলে কাংশ ভারতবর্ষীয় সিবিলিয়ান হইবে তাহা হইলে ইউরোপীয়েরা অসমর্থ হইবেন, কর্তৃপক্ষ কি এই শঙ্কা করে ভারতবর্ষীয়দিগের বিদেশ, এদেশীয়দিগের অতিমান চরিতার্থ করি নিমিত্ত কি ভারতবর্ষের অজিমা স্বতন্ত্র কর্মচারীদিগকে বঞ্চিত ও অসমর্থ বিধেয় হয়?

স্থানীয় রাস্তা।

ইঞ্জিনিয়ার লিওনার্ড সাহেব যখন দেশীয় গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি পব-কওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি হলেন, তৎকালে বঙ্গদেশের রাস্তা সম্বন্ধে এক প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে পরিমাণকম ২,১২,২৬৫, বর্গমাইল। এখানে সর্বশুদ্ধ ৪৯৮ মাইল পাকা ও ৮৭৯ মাইল স্থানীয় কাঁচা রাস্তা আছে। স্থানীয় আয় হইতে এগুলির স্কার হয়। এতদ্বিষয় ৩৪৪৮ মাইল গবর্ণমেন্টের রাস্তা আছে, গবর্ণমেন্টের ভার ১৩৭১ মাইল মাত্র পাকা। ঐ রাস্তার সংস্কারনিমিত্ত বর্ষে বর্ষে লিখিত ব্যয় হয়ঃ—

গবর্ণমেন্টের রাস্তার ৩৪৪৮ মাইল নিমিত্ত ৪২.৮৫৬৬১ টাকা।

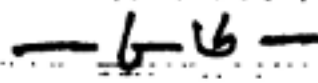
স্থানীয় রাস্তার ১৩.৩৭৭ মাইলের মত ৩৩.০৭,৩৪১ টাকা।

গবর্ণমেন্ট রাস্তার নিমিত্ত যে ব্যয় হয়, তাহা রাজকোষ হইতে দেওয়া হয়। স্থানীয় রাস্তার সংস্কার ও নূতন করার ব্যয় স্থানীয় ফণ্ড হইতে হইয়া থাকে। স্থানীয় আয় পর্যাপ্ত নহে। পানী ঘাটের উপার্জন স্থানীয় ফণ্ডের আয়। ইহাতে গড়ে গড়ে তিন লাখ টাকার অধিক সংগ্রহ হয় না। রেলের শিল্পের লাভ স্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ঐ আয় ক্রমশঃ কমিতেছে। কয়েক জেলে বসিয়া যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহার আয় অন্য প্রকারে ব্যয়িত হইতেছে। রাস্তার যে কর লওয়া হয়, হইতে প্রায় ৮৫০০০ টাকা; জল হইতে ৪০,০০০ টাকা ও আনাবাদী কর হইতে ২৫,০০০ টাকা আয় থাকে। ১৮৫৪ অব্দ অবধি নদীয়া পার খালের মাফুল স্থানীয় রাস্তার দেওয়া হইয়া আসিতেছে। ইহাতে

ব্যয়বাদে গড়ে তিন লক্ষ টাকা আয় হইতেছিল; কিন্তু এক্ষণে অনেক বাণিজ্য দ্রব্য রেলওয়েতে গমন করিতে এই আয় ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে স্থানীয় ফণ্ডে প্রচুর টাকা নাই; এমন কি টাকার অকুলান হওয়াতে সরকারী ধনানার হইতে সাহায্য করা হইতেছে। এই হেতু লিওনার্ড সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন, রাস্তার ও পানী ঘাটের মাফুল ভাগ করিয়া কোন প্রকার স্থানীয় কর স্থাপন করাই কর্তব্য।

সে স্থানীয় কর কি? অহিফেনসেবীরা যেমন বাবতীয় পীড়ায় অহিফেন ব্যবস্থা করেন, অকালপক্ক প্রস্তাবকারীরা তেমন আয়ব্যয়সংক্রান্ত বাবতীয় বিবয়েই প্রায় নূতন করস্থাপন প্রস্তাব করিয়া বসেন এবং জমীদারেরাই সর্বপ্রথমে তাঁহা দিগের দৃষ্টিপথে পতিত হন। এক্ষণে কয়েক জন দূরদর্শী শাসনকর্তা ব্যক্তি রেকে প্রায় সকলেই বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে বলিয়া কোভ প্রকাশ করিয়া থাকেন। নাগপুর, পঞ্জাব প্রভৃতি নিয়মবদ্ধিত স্থানের শাসনকর্তারা ভূমির উপরেই বিদ্যাশিক্ষা ও রাস্তা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ব্যয়ভার নিক্ষেপ করিয়াছেন। বঙ্গদেশের অদূরদর্শী রাজ-স্ববিদ দিগের এ দেশের ভূমি দর্শন করিয়া নিয়তকাল জিহ্বা লোল হয়। কিন্তু লাড কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্ত অন্তরায় স্বরূপ হওয়াতে তাঁহারা ইচ্ছা সিদ্ধি করিতে পারেন না। কিন্তু লিওনার্ড সাহেব ইঞ্জিনিয়ার; তাঁহার ইউরোপাস্থির ভ্রাতৃগণ যখন এত বড় অংশ পর্কত ভেদ করিয়া রেওলয়ে করিতেছেন, তখন লিওনার্ড সাহেব ৭৪ সামান্য কর্ণওয়ালিসের কৃত বন্দোবস্ত ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না, ইহা সম্ভাবিত নহে। তিনি সেই অন্তরায় ভেদ করিয়া জমীদার দিগের ক্ষেত্র ভারক্ষেপে উদ্যত হইয়া

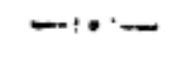
ছেন। তিনি বলেন, পাটনাবিভাগে ছয়বর্গ মাইলে এক মাইল রাস্তা আছে। সেই হিসাবে বঙ্গদেশে ২৯০০০ মাইল রাস্তা করা উচিত এবং রাস্তা ঘাঁহাদিগের সর্বপ্রথমে অধিকতর কার্যভার সম্ভাবনা আছে, তাঁহাদেরই ইচ্ছা প্রস্তুত করিবার ব্যয় নে-কর্তব্য। তিনি অর্থসংগ্রহের উপায় নিয়মও বলিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, প্রতি বিঘার কিছু কিছু লইতে হইবে। ভূমির বন্দোবস্ত বি-গবর্ণমেন্টের যে অঙ্গীকার আছে, তাহা তদ্বিনয়ে অনতিদ্রুত নহেন। তখন এক আশ্চর্য্য তর্কপ্রণালী অবলম্বন করিয়া এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যখন রাস্তা হইলেই জমীদার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে, তখন জমীদারের নিকটে অর্থ লওয়াতে কষ্ট নাই। এ স্থলে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য রাস্তার উপকারভোগী বলিয়া বিবেচনা যেমন জমীদার ও কৃষকের ক্ষেত্র কর নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, বঙ্গদেশের উপরে তেমন ভার দিলেন কেন? রাস্তা দ্রব্যাদি লইয়া যাই সুবিধার নিমিত্তই হয়। ইহাতে কৃষকের লাভ অনেক, তাহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু কৃষক অপেক্ষা বাণিজ্য লাভই অধিক। সকলেই জানেন বঙ্গদেশে মছাজনের টাকা ও সুদ ও জমীদারের কর দিবার নিমিত্ত কৃষক সামান্যমাত্র দ্রব্য বিক্রয় করে। এখানে রাস্তার সম্পূর্ণ সুবিধা আনেন। সেখানেও কৃষক নিজের দ্রব্য লইয়া বে-বন্দরে বিক্রয় করিয়া আইসেন না। যখন লাভ বাণিজ্যেরই হয়; তখন কেবল জমীদার ও কৃষকগণ কর দিবেন, আর বাণিজ্যকরণ অব্যাহতি পাইবেন, আমরা ইচ্ছা কারণ বুদ্ধিতে পারিতেছি না। অপর, জমীদারদিগের সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের অঙ্গীকার



করা হইয়াছিল যদি স্বীকার করা
 হইত, তাহা হইলেও আর একটা দুর্ভাগ্য
 অসুখ হইতে উৎসাহিত হয়। কিন্তু
 এত কর আদায় হইবে? মদ্র
 উপকার উপরে যদি কর লওয়া
 জনগণের আর কয় হইবে, নচেৎ
 কয়েক বার্ষিক কর দিতে হইবে।
 তাহা অন্যায়। প্রতিবিষয় কর লওয়া
 ক্রমশঃ হয়। প্রতিবিষয় উৎপাদিত
 বিবেচনা করিয়া কর ধার্য্য করিতে
 লক্ষ্যমাত্রার বায়ে আর নিশ্চেষ্ট
 যাইবে। সকল ভূমিতে এক প্রকার
 ধার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। ২৪ পরগ
 অসুখ পঞ্চম গ্রামের এক বিদ্যতে
 হইতে হয়, কদাচিৎ কি সেই লাভ
 হইতে পারে? গিওনাড মাঠেব শেখোক্ত
 নী অবলম্বন করিবার সম্ভাবনা কহি
 ন; কিন্তু ইহার নাট্যগামিতা
 রা কদম্ব করিয়া উঠিতে পারি
 না। যদি অনুমান করিয়া দেখা
 প্রতীক্ষমান হইবে, বনিকদিগেরই
 দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু রঞ্জানী
 করিয়া বাণিজ্যের উৎসাহ হইবে।
 সুরক্ষিত বাণিজ্যের কব করাও
 উৎসাহ হইতে পারি না। তবে
 দিকসংখ্য রাস্তা প্রস্তুত করিবার
 সম্ভাবনা করা হইবে? আমরা
 গিওনাড মাঠেবের সম্বন্ধ স্বীকার
 হই এদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ
 নাই। এ অভাব দূর করা কর্তব্য।
 আরও বনিকদিগের স্থানীয় রাস্তার
 ওয়া কেবল অভ্যচারের কারণ হয়।
 বাণিজ্যের পক্ষে বিলক্ষণ অনিষ্ট
 হইতে সরকারেরও বড় লাভ নাই;
 করা কর ইচ্ছা করিয়া জন, তাঁহা
 হইবে কি? লাভ হইতেছে। এক্ষণে
 উৎসাহ দেওয়া উচিত। কিন্তু পার
 ইচ্ছা রাখিত করা আমাদিগের
 সম্ভব নহে। গবর্ণমেন্ট সর্বত্র নৌকা

রাখিয়া বিনা বায়ে পার করিতে দিবেন
 গিওনাড মাঠেবের এ প্রস্তাব অক্ষিপ্ত
 কর। আমরা উপরে ভূমির করবৃদ্ধির
 প্রতিবাদ করিলাম। তবে কি কেবল এক
 পাণ্ডাঘাটে প্রস্তাবিত রাস্তার ব্যয়
 নির্ভর হইবে? ইহার উত্তরস্থলে আমা
 দিগের বক্তব্য এই পুলিশের ব্যয় সর-
 কারী ধনাগারের উপরে নিষ্কেপ করিয়া
 মিউনিসিপাল আর দ্বারা কেবল রাস্তা
 প্রস্তুত কর বাণিক্যই করা উচিত।
 যেসকল রাস্তা ১২ ক্রোশের অধিক
 হইবে তাহার ব্যয় রাজকোষ হইতে
 প্রদান করা কর্তব্য। চিরকাল কিছু
 দিন কমানিক হইবে না যে তাহাতে সবল
 টাকা নিয়োজিত হইয়া যাইবে। যেসকল
 আর নির্দিষ্ট আছে, তাহা বিবেচনা
 পূর্বক ব্যয় করিলে অন্যতর উপায়ে
 পারে। পাবলিকওয়ে কন্সটারিগন স্থানীয়
 রাস্তার ব্যয়ের নিমিত্ত মিউনিসিপালিটির
 অধীন হইলে অপব্যয়ের অনেক নিবা
 রণ হইবে। পাণ্ডাঘাটের আর ক্রমশঃ
 প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু মনোযোগ দিলে
 খালেব নাহুল হইতে বিস্তর ব্যয় হই
 বার সম্ভাবনা আছে। এক্ষণে গালিক
 মাঠেব ও তাঁহার অধীন কন্সটারিগন
 নিয়ম লইরা তিন লক্ষ টাকামাত্র প্রদান
 করিতেছেন। কিন্তু ধাণা প্রভৃতি স্থানে
 যে তনু এক জন ডেপুটি কালেক্ট
 রকে নিয়োজিত করিয়া নাহুল আদায়
 করিলে ১০ লক্ষ টাকা আর হইতে
 পারিবে। স্থানীয় আয়ের বিবরে আমা
 দিগের অবস্থা কাশ্মীরের অবস্থার তুল্য
 হইয়া রহিয়াছে। লোকে যথেষ্ট টাকা
 দিতেছেন। কিন্তু ইচ্ছাদার টোপ কালে
 ক্রমশঃ হস্ত দিয়া আসাতে অর্ধেক
 টাকাও রাজকোষ হইতেছে না।
 গিওনাড মাঠেব বার্ষিক অতিরিক্ত ২৫
 লক্ষ টাকা আর্থনা করিতেছেন। কতক
 ভার সরকারী ধনাগারের উপরে আর

কতক মিউনিসিপালিটির উপরে
 করিলে, নাহুল বুঝিয়া আদায় ক
 পারিলে, এবং পাবলিকওয়ে বি
 চোরদিগের মুখ বন্ধ করিয়া
 করিতে পারিলে নতুন করের প্র
 হইবে না; অথচ অভিজবদীর কা
 সম্পন্ন হইয়া উঠিবে।



পূর্ববঙ্গমা পেলওয়ার হুঘটনা।

পূর্ববঙ্গমা পেলওয়ার হুঘটনা
 কন সর্বসাধারণে অতিশয় চঞ্চল
 উঠিয়াছেন। সকল স্থানেই এই কথা
 সকলেই গোপানির এজেন্টের উ
 অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিতে
 কেবল যে ভারতবর্ষীয়েরাই অসন্তুষ্ট
 হইছেন এরূপ নয়, যেসকল ইংরাজ
 ভদ্র; যাঁহারা ইউরোপীয়দিগের
 এদেশীয়দিগের জীবনও সুখবান
 করেন; যাঁহারা ভারতবর্ষীয়দি
 নিকটে আপনাদিগের মহামন
 রক্ষার নিমিত্ত স্বদেশীয়দিগের
 গোপনে রাখেন না, তাঁহারা স্পষ্ট
 স্থানে ঘৃণা ও হুধপ্রকাশ করিতে
 হুঘটনার পর দিবস কলিকাতার পু
 বর্মসনের কুর্ট হগ সাহেব ও
 রিচার্ড টেম্পল বারাকপুরের আড
 উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা স্বচক্ষে
 হাছেন, এ-টা জীলোক ও একটা পু
 মাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলে
 কিন্তু বেলায়ে কর্মচারীরা তাঁহাদিগ
 রোয়াকে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁ
 দিগের শত্রুর নিমিত্ত একখানি ক
 দেওয়া হইয়াছিল। হগ সাহেব এই নি
 রতার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে তত
 এক জন কর্মচারী বলিলেন, “ডাক্ত
 বলিয়াছেন, ইহারা বাঁচিবে না। অত
 ইহাদিগের নিমিত্ত চেফটা পাওয়া
 ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিরক্ত হই
 হগ সাহেব এজেন্ট প্রোটেজকে এইনি

র কথা বলিলেন । প্রেফেজ সাহেব
রীতি কাজ না করিয়া হগ সাহেবকে
কাইয়া বলিলেন, তাঁহার এ বিষয়ে
কিছবার কোন ক্ষমতা নাই । সর
ড টেম্পল তখন উপস্থিত ছিলেন ।
নি এ বিষয় গবর্নমেন্টের গোচর
তে উদ্যত হন, পরে হগ সাহেবের
ইহা জানান হইয়াছে । ফ্রান্সিস
ফেজ সাহেবের ধৃষ্টতার সমধিক
সমা করিতে হয় । তিনি দুই জন
কর্মকের পত্রসংবাদপত্রে প্রকাশিত
রা এই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা
ইয়াছেন, তিনি যথাসাধ্য সাহায্য
য়াছিগেন ।

দুর্ঘটনার অনতিপরে এজেন্ট কত
লি আহত লোককে গল পাতিয়া
কখানি আচ্ছাদনহীন শকটে বারক
আনয়ন করেন এখানে সনস্ত
তাঁহাদিগকে সেই পলের উপরে
কতে হয় । প্রাতঃকালে কতকগুলিকে
সালয়ে প্রেরণ করা হয় ; কতক-
এজেন্টের ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত
স্বীকার করিয়াও কলিকাতায় আই-
। প্রেফেজ সাহেব নিজে ইহা
র করিয়াছেন । যথাবিধি যে তাহা
র সাহায্য করা হয় নাই, তদ্বিষয়ে
য় নাই । যাবতীয় বিষয়ের নিগূঢ়
ক্ষানার্থ মন্ত্র এক কমিসন নিয়ো-
করা কর্তব্য । ইহার মধ্যে এদেশীয়
ন সভ্য রাখা উচিত ; কেবল কয়েক
ইঞ্জিনিয়রকে প্রেরণ করিলে কাজ
না । ইহার অনুসন্ধানকালে অধি-
এদেশীয়ের সহিত ব্যবহার
ত হইবে । অতএব কমিসনমধ্যে
গীয় সভ্যের সম্ভাব একান্ত আব-
।
উপসংহারকালে আমরা গ্রে মহো-
পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি,
যেন এ বিষয়ে স্খাদর না হন ।

রেলওয়ের কর্মচারীদিগের প্রতি লোকের
অতিশয় অবিশ্বাস জন্মিয়াছে । নিগূঢ়
অনুসন্ধান ও অপরাধীদিগের যথাবিধি
দণ্ডবিধানদ্বারা পুনরায় বিশ্বাসস্থাপন
করুন ।

—:—

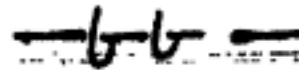
সহরতলি ম ইউনিমিপালসী ।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাউ, ইউ
রোপীয় অপরাধীদিগের অপরাধ প্রমাণ
করা ও যথোচিত দণ্ড করা হয় না ।
ইহাতে এক মহৎ অনিষ্টবীজ অঙ্কুরিত
হইতেছে । লোকের বিশ্বাস বিকৃত সংস্কার
জন্মিতেছে । আমরা নিম্নে যে প্রেতি
পত্রখানি প্রকাশু করিতেছি, প্রধান পুরু
য়েরা ইহা পাঠ করিলেই এই সংস্কারের
বিষয় এবং সহরতলির মিউনিমিপালসীর
অত্যাচারের বিষয় অঙ্গত হইতে পারি-
বেন । আন্তরিক যত্নসহকারে যতদূর
সম্ভব ঐ উত্তরের প্রতীকার চেষ্টা পাওয়া
উচিত । ইউরোপীয়েরা কর্তব্য কর্মের
অনুষ্ঠানকালে পক্ষপাত করেন না এবং
ধর্মনীতির অনুগত হইয়া যাবতীয় কর্ম
সম্পাদন করেন বলিয়া পূর্বে লোকের
যে সংস্কার ছিল, দিন দিন তাহার
অনাধার হইতেছে । এত দিন এদেশীয়
দিগের চোখ কাণ কুটে নাই, ইউরোপী
য়েরা বাহ্য করিয়াছেন, শোভা পাইয়াছে,
এখন আর অন্যায় কর্ম করিয়া তাঁহাদি
গের অব্যাহতি পাইবার মো নাই, এখন
এ দেশের শিক্ষিত লোকেরা তন্ন তন্ন করি
য়া তাঁহাদিগের কার্য দর্শন করিতেছেন ।
এখন এ দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির
চরিত্র ও ধর্মনীতিজ্ঞান অনেক ইউরো
পীদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে । সুত-
রাং তাঁহারা অন্যায়দর্শন সহ্য করিতে
পারেন না । ধর্মনীতির বিরুদ্ধ আচরণ
করেন বলিয়া অনেক ইউরোপীয় এদে-
শীয় সমাজের অগ্রে হতপ্রতিষ্ঠ হৃদ্যদর
ও হের হইতেছেন । এক্ষণে তাঁহাদিগের
কর্তব্য, সাবধান হইয়া চলেন । উক্তস্বত্ব

সম্পন্ন বলিয়া এতদিন তাঁহাদিগের
প্রতিষ্ঠা ছিল, উচ্চ ও বিশুদ্ধ কর্ম
সেই প্রতিষ্ঠা অবাহত রাখিবার
করুন । এদেশীয়দিগের অপেক্ষা ই
দিগের বল ও বিক্রম অধিক, অ
তাঁহাদিগের প্রাধান্য কে ধওন ক
পারেন, যদি কাহার মনে এ গর্ব
তাহা পরিত্যাগ করাই উচিত । বলের
পতোর কাল আর নাই এখন ধর্মনী
আধিপত্য কাল উপস্থিত হইয়াছে
এখন উহা বারাই প্রাধান্য প্রদর্শ-
কেরা গবর্নমেন্টেরও কর্তব্য, যাঁহারা
না দিগের বিশুদ্ধ কার্যাবারা আপ
গের বিশুদ্ধতার পরিচয় দিতে না
বেন, কোন ক্রমে তাঁহাদিগকে পদ
রাখেন । গবর্নমেন্টকেই কর্মচারীদি
গুণ দোষের ফলভাগী হইতে হয় । ই
দিগের জা পরাজা র জারই
থাকুক ।

মহাশয় ! বোধ হয়, আপনকার প
গণের কেহই অনবগত নহেন যে, ই
জাতির কেহ আইন বিজ্ঞ কার্য ক
তাহার দণ্ড হওয়া দূরে থাকুক
কেহ সাহস করিয়া তদ্বিষয়ে অধি
করেন, তাহা হইলে তাঁহার আদাম
হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া কর্তকর
পড়ে । শ্বেতাঙ্গ মহা ক্রমগণ এমনি স্ব
প্রিয় যে, তাঁহাদিগের বিপক্ষে মালিশ
গোলযোগ হইলে পরেই তাঁহারা
গা শৌক্যে ক্রিয়া মিটাইয়া
মিটাইয়া দেওয়াই বা কেমন করিয়া ব
তাঁহারা বিচার করেন, তাঁহারা ই
ষ্ট্রেট ; আইনও তাঁহাদিগের স্বত্ব, স্ব
বিচার তদনুকূল হয় তাঁহারা গুলির
খুন করিলে পাশ ক্রমে নীকার করা, ক
দ্বারা প্রহার করিলে শিক্ষা দেওয়া চুরি
অপহরণ করিলে জম হওয়া ইত্যাদি
পার পাইয়া থাকেন । কিন্তু এক জন বা
যদি নামান্য দোষ করেন, তাহা হইলে
হাজত দেওয়া তৎপরে বিচার হয় ।

এক্ষণে ২৪ পরগণায় যে মাণ্ডি



ন, কার্যসূচী কচুতেই এমন বোধ হয়
 তাহা হইলে মহরতলির মিউনিসিপাল
 ঠিকার অত্যাচারের বিষয় অবগত
 তিনি যে নিস্তক আছেন, তাহার কারণ
 আমার বিবেচনা হয় ধর্মপরায়েন চেচার
 সম্মুখে আছে অনবধানতাবোধে যে
 হইতবে মিটনাটের চেষ্ঠা পাউতেছেন
 রগনার অধীন শহরতলির লোককে
 না পক্ষর অধম জ্ঞান করিয়াছেন? না
 পক্ষকে চট্টনামের বাঞ্চাল অপেক্ষা
 বোধ করেন? তিনি নিজে যাহা বিবে
 করেন, বহুতঃ আমরা তাহা নহ। আমরা
 নসিপাল কর্মচারিগণের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ
 হইয়াছি, এমন কি আর সহ্য করিতে
 না। কমিসনরগণ ১লা নবেম্বরের
 ষড়ের পর কমিটিতে স্থির করিয়া
 কাঁচা ঘরের বকেয়া টাক্স ছাড়িয়া
 কর্মচারী মহাশয়রা তাঁহাদিগের ইচ্ছা-
 কতক পরিত্যাগ করিলেন, আর কতক
 ষট্টি জরিদার খরচাসমেত আদায় করিয়া
 লন। আটনে দৃষ্ট হয়, ওয়াটে জরিদার
 মাল ফ্রাক হইয়া পেয়াদার জিন্মায়
 প্রতিনিয় প্রত্যেক পেয়াদার ১
 আনা বোজ লাগে। কিন্তু ইহাদিগের
 ট সমুদায়ই বিপরীত। ইহারা বিল
 করিতে আইসেন; সমন জারি করে
 কেবল ওয়াটে জারি করিয়া টাকা
 যক। হয় এক বিল দুই বার আদায়,
 খরচ ছবার বেশ। আবার পীড়াপীড়ি
 ল উগরিয়া দেওয়া, তহবিলে ৫০০
 র অতিবিক্রম না রাখিবার বিশেষ
 দর্শ থাকিলেও প্রায় ১০। ১৫ হাজার
 তহবিলে মজুত রাখা, ব্যাঙ্ক টাকা
 ভুগা চেক কাটা, পীড়াপীড়ি দেখিলে
 চেক পুনরায় জমা খরচ করা, কন্ট্রোল
 নিকটে এগ্রীমেন্ট না লইয়া, আবহমান
 তাহাদিগের দ্বারা কার্য লওয়া, সেক্রে
 ও পাক কাউন্টেটকে আফিসের কার্যের
 পত্রা বেতন দিয়াও কমিসনরদিগের
 আফিস কলেকসনের উপরে শত
 ৩। ৩ন টাকা কমিসন দেওয়া, এগুলি
 ইহার অনসন্ধান একান্ত আবশ্যিক।

একবে কমিসনর মহাশয়দিগের নিকটে বিশেষ
 অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন কাহার
 চাট্টি বাক্যে প্রতারিত না হন। ইহার অসু
 সন্ধান করেন।

—:—

বিবিধসংবাদ ।

৩০এ বৈশাখ সোমবার ।

গত বারে প্রকাশশোধকের অনবধানতায়
 ২০৫ পৃষ্ঠার প্রথম কলামের ১৭ পঙ্ক্তিতে
 " ১৭এ বৈশাখ " স্থলে ৬ই বৈশাখ এবং
 ৩২৭ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামের ৯ পঙ্ক্তিতে
 " স্বগত " স্থলে সঙ্গত হইয়াছে।

এ দেশে কোলীয়া দ্রব্য ও কন্যা বিক্রয়
 প্রথা প্রবল থাকতে নিকুলদিগের বিবাহ হও
 না ভার। তাহারা যার তার মেয়ে পাইলেই
 বিবাহ করে, ভাল মন্দ বড় বিবেচনা করে না।
 প্রত্যেকেরা এই সুবিধা পাইয়া এক কন্যাকে
 দুই তিন স্থলে বিক্রয় করে। এপ্রকার ভূরি
 রষ্টান্ত আছে। দৌরাকন্যাব পতিদিগকে সমাজে
 কিছু হয় থাকিতে হয়, কিন্তু তাহারা সমাজে
 এক কালে এচলিত থাকেনা। অমৃত বাসার
 পত্রিকায় দৃষ্ট হইল, উরুপ একজী দৌরাক
 কন্যাবিবাহকে দিববা ববাহ জ্ঞান করিয়া
 অধ্যাপকের নিকটে বন্দনা লইয়া বিবাহকর্তাকে
 সমাজে চলিত করা হইয়াছে; এজী দুভম
 কাণ্ড বটে, কিন্তু এককারণে বিবাহবিবাহেই যে
 কিছু আনুগত্য হইবে আমরা গণের একটা বোধ
 হয় না। যাহার দৌরাকন্যাপতিক উদ্ধার
 করিয়াছেন, উহাদিগকে একজী জাত বিদবার
 পানিগ্রহণকারীকে উদ্ধার করিতে বলিলেই
 ইহার পরীক্ষা হইবে।

আমরা পূর্বে ঈশানচন্দ্র বসুর মৃত্যুসংবাদ
 মাত্র প্রকাশ কবিয়াছিলুম, বিশেষ করিয়া কিছু
 বলি হয় নাট। এ ব্যক্তি পরিদ্রব্যস্তান; ইহা
 ভালরূপ লেখা পড়া শিখাও হয় নাট; ইনি
 কেবল স্বাভাবিক বুদ্ধির বণিক জাতি
 ক্রিমার কোম্পানির বাণীব মুকুন্দি হইয়া বিস্তর
 অর্থ উপার্জন করিয়া নগরের এক জন গণনীয়
 পন্থী হইয়াছিলেন। জীবনকালে ঈশানচন্দ্র মুক্ত
 হস্ত ছিলেন, মৃত্যুকালেও ইনি সাধারণের হি-
 তার্থ ২০০০ টাকা দিয়া গিয়াছেন। ইহার ১২,
 ০০০ টাকা তাহার জগদ্রাম খাই মেড়ের এক
 রাস্তায় ব্যয়িত হইবে। অপর ১০,০০০ টাকা
 প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রবৃত্তির নিমিত্ত গব
 র্ণমেন্টের হস্তে থাকিবে। ঈশানচন্দ্রের স্ত্রী যদি
 দত্তকগ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাহার

তাকে সম্পত্তি প্রদেশীর দাতব্য সত্তার হই
 হইবে। ঈশানচন্দ্র বসুর এ দান প্রথম
 সন্দেহ নাই। ইনি মৃত্যুকালে এই বদা
 প্রশ্নন করিয়া যেমন বশোলাভ করি
 জীবিতকালে সেরণ করিতে পারেন ন
 ইনি অতিশয় ছাপায়ী ছিলেন; তা
 আনুগত্য হই এটা ধোষণেও বি
 আসক্ত ছিলেন। আমরা লোকের দোষ ও
 তুল্যরূপে ব্যক্তি করি, ইহাতে কেহ কেহ অ
 হন, কিন্তু তাহা যদি অনুভব করিয়া মে
 বৃত্তিতে পারিবেন, ব্যক্তি বিশেষের দোষ
 ব্যতিরেকে সমাজের দোষসংশোধনসঙ্ক
 নাই।

গবর্নর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, যে
 ষ্টাম্পে লোহিত ও কৃষ্ণ রেখা আছে,
 আদালতে আবেদনপ্রত্নতিতে ব্যবহৃত হই
 নীল ও কৃষ্ণ রেখাবুক্ত ষ্টাম্পে দলীল মি
 হইবে। আমরা এ প্রভেদের কারণ বু
 পারিলাম না। মফসলে সকল সময়ে
 প্রকার ষ্টাম্প পাওয়া যায় না। অনেকের
 প্রভেদনিবন্ধন দাবী তমাদি হইবার সম্ভাব
 মতীমুখের ব্যয়কথানি পত্রীক্রমে সং
 জ্ঞা হইতেছে। যেপ্রকার জব কয়েক
 লগনী বা পিতপ্রত্নতকে উৎসন্ন করি
 মতীমুখেরও এই প্রকার খের হইতেছে। ওলা
 নার সংক্রমেও জবের নিদান নিশী ৬, হই
 না, এজী প্রত্যন্ত স্থানের বিষয়।

আমরা বালকালে উপকথায় শুনি
 অমুক ব্যক্তি বনে মানিক পাইয়া, তা
 ভয়ে তাহা উক বিদীর্ণ করিয়া তদ্ব্যধে রা
 পপ্রত এই কথা যথাযথ লক্ষ্যমান হইয়
 আন্সামানেব ডাক্তার আর, এচ ক্যান্
 এক জন ক'শী প্রাপ্ত প্রক্ষাসেশীয়েব শরীর
 করিতে গি। তাহা হই বাক্তর মধ্যে ২৪
 ও রোপমুদ্রা পাইয়াছেন; বাহিব হইতে
 মনো কিছু আছে, এমন বোধ হইত না।
 অসুস্থতানে জানিয়াছেন, দোগ ও বিপদ
 রকার নিমিত্ত ব্রহ্মদেশীয়েরা এপ্রকার
 সকল শরীরমধ্যে রাখিয়া থাকে।

সর ষ্টাম্পোড নর্থ কোট ভারত
 গবর্নর জেনরল হইয়া আসিবেন, তাহার ব
 হেতু করিয়া সকলে ইহা অনুমান করিতে
 বিশ্ববিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ে দান প্রথম
 তিনি সম্প্রতি এক ভোজ দিয়া লণ্ডনস্থিত
 জন ভয়েতবর্ষীয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলে
 কর্ণেল আণ্ডার্সন ওইকুম্বারের কৃষ্ণ আতা
 গার দর্শন করিতে যাওয়াতে সংবাদপত্রে

গালি দেওয়া হইয়াছিল। দাদা সাহেবকে
 ঠিক গৃহে অতিশয় কষ্টে রাখা হয়, এপ্রকার
 সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে রাজার
 রেন্ডিভেট তাহার সত্যাসত্যতা জানিবার
 গমন করেন। ইন্দুপ্রকাশ বলেন, দাদা
 উত্তম বাটীতে আছেন; তাঁহার সম্বন্ধ-
 নিমিত্ত যাহা আবশ্যিক সে সমুদায় তাঁহাকে
 হইতেছে; এ বিষয়ে তিনি নিজেও
 যোগ করেন নাই। কারণারে রুদ্ধ থাকা
 ঠিকের কারণ নয়? ওয়েল্‌সের রাজকুমার
 সন প্রাপ্ত হইয়া এডিনবার্গ ডিউকপ্রভুতি
 দিগকে যাবতীয় বিলাসপ্রব্যাদিয়া যদি
 সর কাসলে রুদ্ধ রাখেন, তাহা হইলে
 নষ্ট হইতে পারেন কি না?
 বোম্বাইগেজেট প্রবণ করিয়াছেন, কাবুলে
 আসিয়াছে, সম্রাটের আজ্ঞাসুত্রে এক
 শীয় রাজকুমার স্যু আসিয়া দর্শনার্থ আগ
 নিয়াছেন। যাবতীয় লোক ও সর্দার আতি
 সহকারে রাজকুমারকে অভ্যর্থনা করিয়া
 আজিম খাঁর কয়েক জন হুত রুশীয়
 র গমন করিতে সেনাপতি ভারতবর্ষীয়
 মন্টের সহিত কাবুলের পূর্ণাপর সজ্জাপত্র
 পথিতে চাইয়াছেন। এ পর্যন্ত আজিম
 সহিত রুশীয়দিগের কোন সন্ধি হয় নাই।
 সেই সন্ধির পূর্ণ লক্ষণ বোধ হইতেছে।
 সন্ধি হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় ও
 তীয় উভয় গবর্নমেন্টেরই চৈতন্য হইবে।
 গবর্নর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, গবর্নমেন্ট
 ল ভূমিপ্রভুতি দান করিবেন, তাহার
 ট্রির নিমিত্ত এক আনা করিয়া কী
 নে।

বার ২৪ এ মেরবিবার হওয়াতে রাজার
 চর্খর উৎসব ২৩ এ মে শনিবার হইবে।
 কার আফিসসকল সোমবারে বন্ধ হইবে।
 রিচার্ড টেম্পল এক জন পঞ্জাবী এবং
 বর্ষীয়দিগের রাজনীতিনংক্রান্ত উচ্চতর স্বয়
 র শত্রু। বঙ্গালীদিগের বর্তমান স্বাধীন
 র তাঁহার চক্ষুশূল। তথাপি আমরা এক
 তাঁহার প্রথংসা না করিয়া থাকিতে পারি
 না। সর জন লয়েল সেক্রেটারি ও মন্ত্রিগ
 পইয়া আপনার কর্তব্যকর্মস্থান ত্যাগ
 পলায়ন করিয়াছেন, কিন্তু সর রিচার্ড
 ল রাজস্বপ্রণালীর বিষয় সূক্ষ্মরূপে জানি
 নিমিত্ত কলিকাতায় রহিয়াছেন। তিনি
 ন যাবতীয় আফিসের সেক্রেটারি ও রেজি
 ণ পুই বেতন পান মাত্র; কাজ যাহা

এতদেশীয় কেরানীদিগের দ্বারা হয়। অতএব
 কয়েক দিবসাবধি তিনি কয়েক জন এতদেশীয়
 কেরানীকে আহ্বান করিয়া সকল বিষয় অবগত
 হইতেছেন। হুঃখের বিষয় এই, এইসকল উপ
 যুক্ত লোক যথার্থ বিষয় জানিয়াও এক
 কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া এতদেশীয়দিগের
 উন্নতির পথে কষ্টকনিক্ষেপ করেন।

সর এডওয়ার্ড রায়ানের নিকটে পত্র লিখি
 বার সময়ে মেইন সাহেব এতদেশীয় উকীল
 দিগকে বারিষ্টারদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও অসৎ
 বলাতে বে প্রতিবাদ হয়, তাহার কল কলি-
 য়াছে। সম্প্রতি প্রধানতম বিচারালয়ের এক
 জন উকীলের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে মেইন
 সাহেব বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার জেণির লোক
 দিগকে লক্ষ্য করিয়া পত্র লিখেন নাই; মফস
 লের উকীলদিগেরই নিন্দা করিয়াছিলেন।
 ইহাতে আমাদিগের এক গল্প মনে হইল। একদা
 এক স্থানে এক পনটন আসিয়া উপস্থিত হয়।
 জমিদারের গমস্তা সমস্ত দিনের পর রসন দিতে
 আসাতে কয়েক জন সৈনিক তাহাকে প্রহার
 করে। গমস্তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্রুত হইতে অগ্নুজের
 কষ্ট দেখিয়া গালি দিয়া বলিল থাক * * *
 এখনই তোমাদিগকে দেখাইব। এখানে কি
 মাজিষ্টেট নাই, না আইন নাই? চুই জন
 সৈনিক তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া তাহার চুই
 হাত ধরাতে এই ব্যক্তি বলিল, তোমাদিগকে
 কিছু বলে কাহার বাপের সাগ্য আছে; জ
 পাজিকে এই কারণে গালি দিতেছিলাম যে,
 সিপাহীদিগকে রসন দিতে বিলম্ব করিল কেন?
 এখনই মাজিষ্টেট সাহেব দণ্ড দিবেন! সিপা
 হীরা চলিয়া গেলে তাহার ভ্রাতা আসিয়া
 কুড় হইয়া বলিল, ,, তুমি তাহাকে * * * বল?
 জ্যেষ্ঠ ইহা শুনিয়া বলিল, তোমাকে কি গালি
 দিয়াছি? ওকথা না বলিলে উহার চাড়ে টেক।
 মফসলের উকীলগণ প্রতিবাদ করিলে মেইন
 সাহেব কি বলেন তাহা শুনিবার নিমিত্ত আমা
 দিগের অতিশয় কৌতুক জন্মিতেছে।

এডিনবার্গ ডিউক সম্প্রতি হত্যাকারীর
 হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন বলিয়া ভারত
 বর্ষীয় সভা আফাদপ্রকাশ করিয়া রাজাকে
 এক অভিনন্দন প্রদান করিবেন।

হিন্দুপেট্রিয়ার্ট বলেন, নিমন্তলার শবদাহের
 কল অকর্মণ্য হইয়াছে। শবদাহনের সময় চাক
 নীর অনেক স্থান দিয়া ধূম বহির্গত হয় ও সেটী
 এত উচ্চ হয়, যে কিছুক্ষণপরে আর স্পর্শ করি
 বার যো থাকে না; শব ও ভাল দৃশ্য হয় না।

মিউনিসিপালিটির টাকা এই প্রকারেই
 থাকে।

৩১এ টৈশাখ মঙ্গলবার।

হিন্দুপেট্রিয়ার্ট বলেন, সৈন্য আবছলা মা
 ৬০০ টাকা বেতনে কানিং কালেজের এক
 অধ্যাপক হইয়াছেন। সৈন্য আবছলা
 বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু ভাষার অধ্যাপক ছি
 কেহ কেহ বলেন, তিনি ভারতবর্ষীয় কৌশল
 এক জন মন্ত্রীর পদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।
 সম্প্রতি ত্রিভুতে যে কয়েকটি ডাকাইতি
 তাহার মূল নেপালে পাওয়া গিয়াছে।
 ৫০ জন দস্যু একত্র হইয়া মূঠ করে।
 পূর্বে ত্রিষ্টাণ প্রজা ছিল, এক্ষণে নেপালে
 য়ন করিয়াছে। ব্রিটিশ সীমাতে দস্যুভূতি
 নেপালে গেলেই আর ভাবনা থাকে না।
 কলিকাতা প্রকৃতি স্থানে কুবর্ন করিয়া
 ফরাসডাঙ্গায় পলাইত। হুইদিগের সে ব
 যেমন তা জয়া দেওয়া হইয়াছে, নেপালের
 টিও তেমন ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত।

আসামের কমিসনর কর্নেল হপ
 সম্প্রতি গবর্নমেন্টের নিকটে আবেদন
 লিখিয়াছেন, অন্য অন্য প্রদেশের ন্যায়
 মের কর্মচারিগণ প্রতিবৎসর যে এক
 বিদায় পান, তাহা কোন কাঙ্ক্ষের হয়
 আসাম হইতে কলিকাতায় গমন ও
 হইতে প্রত্যাগমন করিতে ৪০ দিবস ল
 কর্নেল হপকিনসন ত্রিমিত্ত প্রস্তাব ক
 ছেন, এইসকল কর্মচারীর গমনের
 অতিরিক্ত এক মাস বিদায় দেওয়া ক
 কিন্তু লেপ্টনান্ট গবর্নর এই প্রস্তাব
 করিয়াছেন। গ্রাহ্য করিলে এইরূপে
 অধুরোধে পড়িতে হইত।

এ বার সর্বত্র অগময়ে অধিক বৃষ্টি হই
 সিঙ্গুর জল এত বৃষ্টি হইয়াছে যে, সন্
 নিকটে জলপ্রাবনের আশঙ্কা হইয়াছে।
 দেশীয় গবর্নমেন্ট এই বেলা দামোদর ও
 দীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

গত শুক্রবার বৈকালে ঝড়ের সময়ে
 পুরের নিকটে ১৩ জন আরোহীর সহিত
 খানি নৌকা জলমগ্ন হয়। সৌভাগ্যের
 রয়াল আডিলেডনামক জাহাজের স
 কাপ্তেন ও নাবিকগণ তৎক্ষণাৎ এক
 লইয়া আরোহীদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।
 হিগণ কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের নিমিত্ত এক পত্র
 নিউসে মুদ্রিত করিয়াছেন। চাঁদা করিয়া
 সাহসী ব্যক্তিদিগকে এক ভোক্ত দেওয়া ক
 ডেলিনিউস বলেন, খনদা হইয়া ইন্দো

সব্য বোধাই রেইলওয়েতে আমদানী ও
নী হইবে, মহারাজ হোলকর তাহার শুল্ক
ইয়াছেন। তাহার ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত
মেন্টে তাঁহাকে চির কালের জন্য একখানি
প্রদান করিয়াছেন।

সর রিচার্ড টেম্পল সম্প্রতি হাবড়ার কানি
টিউটে মহাজারতের কিয়দংশ পাঠ করিয়া
ন, তাঁহার মতে এই কাব্যখানি ইউরোপের
উৎকৃষ্ট বীররসপ্রধান কাব্যের তুলনা
কালে হিন্দুরা রাজনীতি, ব্যবস্থা,
বিজ্ঞানপ্রভৃতি বিষয়ের কত উন্নতি
লাভিলেন, ইহাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া
শ্রোতৃবর্গ অতিশয় আনন্দসহকারে এই
দশ শ্রবণ করেন। পরিশেষে সভাপতি
র মৌএট এতদেশীয়দিগের পূর্বতন
সহিত বর্তমান অবস্থার ভারত
উপদেশকে ধন্যবাদ দিলেন। ডাক্তার
ট যথার্থ বলিয়াছেন, এতদেশীয়দিগের
না থাকাতাই ইহাদিগের স্বাভাবিক
ভীততা থাকিলেও কাজ হইতেছে না।

১ লা ইংল্যান্ড বুধবার।

বুয়ানের সূতন শাসনকর্তা পোপ হেনেসি
ইহার মধ্যে তত্রত্য লোকদিগের এমন
ইয়াছেন যে, সম্প্রতি তাঁহার বিবাহ হও
চীনেরা আপনারা আসিয়া বরযাত্রী
অনেক আমোদ করিয়াছে। হেনেসি
জাতিভেদ না করিয়া সকলকে নিমন্ত্রণ
ছিলেন। ইংলণ্ড হইতে যেসকল শাসন
এক কালে উপনিবেশে আইসেন, তাঁহারা
কুসংস্কারবিশিষ্ট শাসনকর্তাদিগের
কা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।

সম্প্রতি আগরার নিকটে একটা জীলোক
নের তথ্য এক তৃতীয় শ্রেণির রেলওয়ে
হইতে লক্ষদ্বিগুণ পতিত হন। তিনি
ত হইয়াছিলেন; কিন্তু অন্য কোন ক্ষতি
হই। রেলওয়ে কোম্পানিসমূহের যে প্রকার
রী ও তত্ত্বাবধায়ক, তাহাতে এ সকল
হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে।

পঞ্জাব রেলওয়ে কোম্পানি বন্ধার সিংহ
বেবল রাগলফ ষ্ট্র্যাটের নামে যে নালীশ
তাহাতে বন্ধার সিংহকে ৩০,০০০ টাকা
হইয়াছে। কর্ণেল এলফিন ষ্টোনের অধীনে
যুক্তি ও ষ্ট্র্যাট কন্ট্রোল ছিলেন।
সিংহ পূর্বে কর্ণেলের সেরেন্দাদার
ন। সাক্ষ্যদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, এই
ষ্ট্রের সহিত এলফিন ষ্টোনের অংশ ছিল।

এবং কাৰ্যতঃ এটি বিনামী ব্যবসায় মাত্র ছিল।
যাঁহারা এতদেশীয় কর্মচারীদিগের অসা-
রতাদর্শনে চীৎকার করেন, তাঁহারা এক্ষণে
কোথায়?

সর জন লরেন্স সে দিবস বোধাইয়ের
ফির্চর্চ মিসনরিস্টিগকে ২০,০০০ টাকা প্রদান
করিয়াছেন। সম্প্রতি দিল্লীর বাপটিষ্ট মিসনরি
গণ তত্রত্য ইউরোপীয় সৈন্যদিগকে ধর্মশিক্ষা
দিয়াছিলেন বলিয়া গবর্নর জেনরল তাঁহাদিগকে
কয়েক সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন। তলবাব
ভারতবর্ষশাসনের একমাত্র উপায়, এ সংস্কার
যে শাসনকর্তার আছে, তিনি যে এইসকল
আইন বিরুদ্ধ কর্ম করিবেন, তাহা বিচিত্র
নহে। কিন্তু সর জন লরেন্স জানিবেন ভারতব
র্ষের ইতিহাসলেখকেরা এসকল গহিত
কাব্যের পুরস্কার দিবেন।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন, সম্প্রতি অমৃত
সরের নিকটস্থ জানদীঘীয়াস্থিত মুসলমানেরা
গোবধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিতে
তত্রত্য হিন্দুরা বিরুদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের
অপমানের কূপে ও মসজিদে শুকর কাটিয়া
কেলিয়া দিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত উভয় সম্প্র
দায়ের অতিশয় বিবাদ চলিতেছে। হিন্দুগণ
আপনাদিগের অন্যায় কাজ বুঝিতে পারিয়া
মসজিদ ও কূপের মূল্য দিতে চাহিয়াছেন।
কিন্তু মুসলমানেরা মকদ্দমা করিবার নিমিত্ত দৃঢ়
প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। ধর্মস্বত্বতা বহু অনিষ্টের
মূল।

মালির কোটার রাজার নামে অত্যাচারের
অভিযোগ হওয়াতে গবর্নর জেনরল এ বিষয়ের
অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। পঞ্জাব
গবর্নমেন্ট ইহা করিবেন।

সর ষ্ট্রাকোড নর্থ কোট সর্কদাই ভারতবর্ষীয়
ও ভারতবর্ষীয় ইংরাজ কর্মচারীদিগকে ভোজ
দিয়া থাকেন। সকলে অনুমান করিয়াছিলেন,
এ টাকা সরকারী খনাগার হইতে দেওয়া হয়;
কিন্তু প্রকাশিত হইয়াছে, সর ষ্ট্রাকোড নর্থকোট
নিজের ব্যয়ে ভোজ দিয়া থাকেন। সুলতানের
বিষয়ে যে কাজ হইয়াছে তাহাতে যদি সর
ষ্ট্রাকোডের টেচতন্য না হয়, কিসে হইবে।

ডেলি নিউস বলেন, সম্প্রতি নেপালের গবর্ন
মেন্ট প্রস্তাব করিতেছেন যেসকল ব্রিটিশ প্রজা
নেপালে মনুষ্য ক্রয় বিক্রয় করিবে, তাহাদিগের
দণ্ড নেপালে হইলে ভাল হয়। গবর্নর জেনরল
ইহাতে সন্মত হইয়াছেন। নেপালের বিচারপতি
ও রাজ্যোপায়ের ক্রীত দাস আছে কি না জানিয়া
সম্প্রতি দিলে ভাল হইত।

উক্ত পত্র বলেন, খিবার খাঁর সহিত
দিগের বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। রুশীয় সৈন্য
হাজারাস্থ নগরের দুর্গে রুশীয় সৈন্য রা
প্রস্তাব করিতে খাঁ তাহাতে অ
হন। ইহাতে সেনাপতি বলিয়াছেন, যদি
সহজে সন্মত না হন, তাহা হইলে বল
উক্ত নগর অধিকার করা হইবে। প্রবল ও
বিরোধ হইলে দুর্গের পক্ষে একপ
শ্রবণ বিষয়কর নহে।

গেজেটে দেখা গেল, নিম্নস্তব কর্ম
প্রায় অনেক আইনের বিষয়ে আশ্রমত
করিয়া সাক্ষ্য সম্বন্ধে গবর্নর জেনরলের
ব্যবস্থাপক সভার সভ্যবিশেষের নিকটে
কবেন, তাহাতে অনেক অসুবিধা হয়।
গবর্নর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, তাবিধা
সকল পত্র স্থানীয় গবর্নমেন্টের হস্ত
আদিবে। রীতিই এই।

পিয়নিয়র বলেন, বাদাতে গোমড়
য়াতে দুই পরগণায় ৯০০ গরু প্রাণত্যাগ
য়াছে। প্রথমতঃ জ্বর ও কাম্প হয়; ত
ক্রমাগত তেজ হইয়া পশুগুলি প্রাণ
করে।

১১ ই মে সর জন লরেন্স সিমলায় উপ
হইয়াছেন। উক্ত স্থানের পূর্বতন তম ও
বিশিষ্ট কামানগুলির পরিবর্তে সূতন ব
আসিয়াছে; কিন্তু বারুদ না থাকাতো
জেনরলের সম্মানার্থ কামান হয় নাই।
জন পত্রপ্রেরক বিক্রম করিয়া বলিয়াছেন,
দের অসুখার থাকাতো গবর্নর জেনরল গে
নিল বাটিতে প্রবেশ করেন; কিন্তু তাঁহার
মন্ত্রী অথবা সেক্রেটারি যদি বাটী বাটী য
বারুদ তিকা করিতেন, তাহা হইলে কে
তোপ হইতে পারিত।

২ রা ইংল্যান্ড বৃহস্পতিবার।

এপর্ধ্যস্ত যেসকল কর্মচারী কো
মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে যাইতেন, তাঁহাদি
তিনিমিত্ত যে ব্যয় পড়িত তাহা আপন
বিতাগের ব্যয় বলিয়া পরিগণিত হইত।
তি বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট প্রস্তাব করিয়াছি
এই ব্যয় বিচারসংক্রান্ত ব্যয়ের মধ্যে
করা উচিত। গবর্নর জেনরল ইহাতে স
য়াছেন।

মাধবচন্দ্র দস্তকে রোজ ত্রৌণের হত্যা
বলিয়া পুলিশ অর্পণ করা হইয়াছে। যে
সাক্ষী করণায়ের সমক্ষে জবানবন্দী
তাঁহার আবার এখানে ও জবানবন্দী দি
ছেন। এ ব্যক্তি যে মুক্তিলাভ করিবে তা
সন্দেহ লাই। পুলিশ যথার্থ দোষীকে ছা
নিরপরাধীকে ধরিয়া টানা টানি করিতে
মাধবচন্দ্র দস্তের হত্যা করিবার কারণ
কাহার হত্যা করিবার যথার্থ কারণ ছিল,
যের কি তন্নির্ণয়েরও ক্ষমতা নাই? পু
রাজ্যের নিম্ন শ্রেণির ইউরোপীয় প্রবেশ
তেই উহার একপ হৃদয় হইয়াছে।

ডেল নিউন বলেন, ১২৬৬ হুমেব বন, লাকদিগের কন্যার বিবাহ দিতে হইলে ১০০ টি গরু দান করিতে হইত। এশান্ত কালের না খাণ্ডে অনেক স্ত্রীলোক অবিবাহিতা রহিয়াছেন, এবং তন্ত্রবন্ধন ব্যতীত চাষেরও লক্ষণ রুদ্ধ হইয়াছে। সমগ্রতি ছোট গপুরের কমিসনার কর্ণেল ডালটন কোলার প্রশান লোকদিগকে আশ্বাসন করিয়া এক কথা করেন। এই সভায় সকলে কন্যাদানের পন্থা দশটি গরু বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দশটি গরু যে দিতে হইবে একপন্থে; দারিদ্র গণ ইহা-বর্তে ৭ টাকা নগদ দিতে পারিবে। কোলেরা নাদিগের সুবর্ণবন্দিক ও কাগজনিগের অপেক্ষা বসয়ে সমধিক বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিল। ছই শ্রেণির কন্যার বিবাহ দেওয়া আত্মসম্মত সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যিনি যাবজ্জী পরিজ্ঞান করিয়া ২০,০০০ টাকা জমান, তাহাকে চারিটি কন্যার কামে এক কালে বিবাহ হইতে হয়। ইহার কি সংশোধন করা উচিত নহে?

১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে জাঃ লম্বীমাংসা করিয়াছেন, ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে ১১ গ্রাহন জম্মানায় কেবল বাহাদুর প্রভৃতির উপরে লক্ষ লগুয়া হইবে না। কষ্টমত যবতীয় প্রঃ শুদ্ধ দিতে হইবে। উক্ত পত্র অরণ্য করিয়াছেন, বাণীর ও তসরের খেসকল শাল বিদেশীয় বন্দকগণ দেশে রপ্তানী কারবার নিষিদ্ধ ক্রয় করিবেন পরিঃ প্রকৃতর শুল্ক গ্রহণ করিবাব নিষেধ ব গায়ে-টা উপরে আজ্ঞা হইয়াছে। তাহা কি প্রমাণ পরিমাণে শাল প্রস্তুত করিব?

পবলিত অপিনিয়ন স্বীকার করিয়াছেন, তবের অংশ পুলিয অন্য অন্য স্থানের পুলিন্যায় অপরাধীদিগকে ধরিতে পারবেন না। তাহা কেবল ইমপোর্ট পাড়িয়া মুফনা হন, তাহা অনেক দিন পূর্বে তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে ১০০০ মাংস বস্ত্রে মাস্ত্রাভে একটী স্ত্রীমামাল লয় প্রাপ্ত করবার অভিলাষ করিয়াছেন। তাহা গবর্নমেট তন্ত্রমিত্ত ইহাকে পন্যবাদ দিয়াছেন।

ভারতীয় গবর্নমেট কর্তৃক তলার রাজার কসম প্রাপ্ত বস্ত্র করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। প্রিভিকৌন্সলে আপীল করিতে হইবে। এ জন্য তাঁহাকে ছয় সপ্তাহের সময় দিয়া হইয়াছে। রাজা বৃথা অপব্যয় করিবেন,

রাজনীতিসম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেট বাহা করিয়াছেন, প্রিভি কৌন্সল তাহাতে কোন ক্রমে হস্তার্পণ করিবেন না।

খার্মান সাহেব কেও অব ইণ্ডিয়াতে লিখিয়াছেন, সর জন লরেন্স ইউরোপীয় সৈন্যদিগের উপাসনার ও ধর্ম্মশিক্ষার যে বন্দোবস্ত (তাহার নাম করেক লক্ষ রাজস্বকর) করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাতে ইংলণ্ডের সমুদায় লোক তাঁহার উপায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। যে সকল চিন্তাশীল লোক আয়রলণ্ডের গর্নমেন্ট হইতে গবর্নমেটকে স্বতন্ত্র থাকিতে বলিতেছেন তাঁহার ক এই দলভুক্ত? বাহা সর জন লরেন্সের সুখ্যাতিব তঁহা ভারতবর্ষের দুর্গতির কারণ হইতেছে

৩ বা টৈজ্যে শুক্রবার

ভারতবর্ষে যত এতদেশীয় সংবাদপত্র আছে, তন্মধ্যে কেবল আলিগড় ইনস্টিটিউট গেজেটে বলিয়াছেন, এদেশীয়দিগকে উচ্চতর শাসনকার্যের ভাব দেওয়া আবশ্যিক। ইংলণ্ডীয় গবর্নমেট যে উন্নত পদ দিবার মানস করিয়াছেন, গেজেটের মতে তাহা অপমানসহ সকার্য কথা। ইহাতে আমাদিগের পরম মন্ত্র () কেও অব ইণ্ডিয়া বলেন " ইনস্টিটিউট গেজেটে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা উত্তর পশ্চিমপ্রদেশের যে দখল সাধারণ মত তাহা আমরা স্বীকার করিতেছি। বোম্বাই ও কর্ণাটকায় উৎসাহ ও দেশীয় ভাষায় যেনকল এতদেশীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় তদপেক্ষা এই পত্রের ধর্ম্ম অধিক গৌরব করা আবশ্যিক তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। " সন্দেহেব বিবরণ কি? সিংহ, গর্দভ ও শূগাল তিনে মৃগয়া করিতে গিয়া যে মাংস পায়, তাহা গর্দভ ও মহান অংশে বিভক্ত করিতে সিংহ কৃপিত হইয়া তৎকথাং তাহাকে বধ করিল এবং শূগালকে বিভাগ করিতে বলিল। শূগাল তৎকথাং আপনার জন্ম কিঞ্চিৎ রাখিয়া আর সমুদায় সিংহকে প্রদান করিতে সিংহ অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিল, " তাই শূগাল! তোমাকে এমন সুন্দর ভাগ করিতে কে শিখাইয়াছে? " শূগাল বলিল " এই মৃত গর্দভ। " সৈন্য অহম্মের রাজনীতির মূল্য সকলেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু শাসন কর্ত্তা নিগের চাইবৃত্তি করিয়া অদেশীয়দিগের স্বতন্ত্রতা লি নিবারণ চেষ্টা এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন স্থলেই সফল হয় নাই। মানলিয়ম ব্রেসকে ইটালিতে আনয়ন করে; কিন্তু শেষে কামিলিয়ম রজ ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এতদিন পরে কেও অব ইণ্ডিয়া পথে আসি

য়াছেন। এই পত্র দিল্লীর ভূতপূর্ব কোর্ট হুন্দিরের বিচার উপলক্ষে বলিয়াছেন এ দশ বৎসর নিরাসিত ছিলেন; ইহা এই পত্র হইয়াছে। অতঃপর কোন বিদ্রোহী স্বাধীনতার অবশিষ্ট যাপন করিতে আঁহার দণ্ড দেওয়াতে কোন ফল হয় না; পুসকার ঠেধ মনে আইসে। আমরাও সব কথা বলিতেছি। ৫০০ লোক সীতানা কষ্ট পাঠিতেছে।

৪ ঠা টৈজ্যে শনিবার।

যে সকল জায়গীরদার ও সর্দার পিতা পিতামহের সম্পত্তির অধিকারী হইবেন, তাহাদিগকে গবর্নমেটকে কোন নজরানা দিতে হইবে না। তবে যেখানে দিবার প্রথা বর্তমান সেখানে দিতে হইবে। আত্মসম্মত অথবা কোন আর্থীর উত্তরাধিকারী হইলে জায়গীর এক বৎসরের আগের অর্ধেক দিতে হইবে। দস্তক পুত্রকে এক বৎসরের আয় সমুদায় দিতে হইবে। দস্তকের উপরে আবার এত দাবী পাড়ি কেন?

আবিসিনিয়ার বন্দীগণ যখন সর বাটররের শিবিরে আইসেন তখন তাঁহাদিগের সন্তান ও বিস্তর ভৃত্য আইসে। তাঁহারা বন্দী ছিলেন বটে; কিন্তু খিওডোর তাঁহাদিগকে তাহার ও বাসস্থানের কোন কষ্ট দেন নাই। দালা গ্রহণের তিন দিবস পূর্বে খিওডোর জন আবিসিনীয় কয়েনিকে বধ করিয়াছিল। তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় কমিসনার লের ভারতবর্ষে আনয়ন করিবার জন্য সর বাটররের আজ্ঞা দেওয়া হয়; কিন্তু খিওডোরের ভাগ্যে এ অপমান ছিল না।

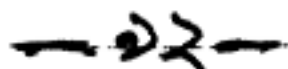
—ঃঃ—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২ বা নে। গত কলা হাউস অব কমন্সে সাহেব এই কথা বলেন, যে পর্য্যন্ত আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মসংক্রান্ত সংক্রান্ত মীমাংসা না হইবে, সে পর্য্যন্ত গবর্নমেট ব্যয়ের টাকা না দেওয়া হয়, এ বিষয়ে বিচার হইবে। ৪ ঠা মে সোমবার প্রস্তাব করিবেন।

ক্রিষ্টল গ্রাউটহাম, দক্ষিণ ল্যাঙ্কসিয়ার লয়মিনষ্টর, ককারমোপ এবং পূর্ব কেটের মুক্তিপতি নিধিগণ টোবিংলস্ক বলিয়া মনোনীত হইয়াছেন।

সিরাপিস ও ক্রকোডাইলনামক টেমস বোম্বাই জাধাঙ্গকে আলেকজান্দ্রিয়াতে প্রেরণ করা হইয়াছে। আবিসিনিয়া হইতে প্রত্য



৩ গণিত রেজিমেন্ট এই আর্ডারে ইংলণ্ডে
করিবে।

আবির্ভাব হইতে আগত।
১৯ ই মে। আবির্ভাব হইতে
আসিয়াছে, মুক্ত বন্দীগণ ইহার মধ্যে
প্রহরী সৈন্য লইয়া উপকূলের দিকে
করিয়াছেন। সৈন্যগণ গভীর রাত্রি
সর রবার্ট নেপিয়র ওয়াগনাম গোলা-
মাগদালা প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন,
প্রধান গোলা (কামান) গুলি নষ্ট হও-
তিনি এই নগর লইতে অসম্মত হই-
ন। তন্নিমিত্ত সর রবার্ট নেপিয়র গালাস
কে উদ্ধা দিয়া আসিবেন।

গদালাতে থিওডোরের মৃত দেহ সমাহিত
হইছে। বন্দীগণ অতি অপকৃষ্ট স্থানে রুদ্ধ
ন বন্দীরা আশঙ্কা করা হইয়াছিল। কিন্তু
বিক তাহা নহে। তাঁহারা উত্তম স্থানে
ন এবং তাঁহাদিগকে পর্যাপ্তরূপ খাদ্য
দওয়া হইয়াছিল। মাগদালাবাসীরা ব্রিটিশ
দিগকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

১৮ ই এপ্রেল। ভারতবর্ষীয় সৈন্য
ক উপনিবেশে প্রেরণ করা উচিত কিনা,
বিবেচনার্থ যে সিলেট কমিটি নিযুক্ত
তাঁহারা রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন।

১৯ ই মে। ভারতবর্ষীয় সৈন্য
ক উপনিবেশে প্রেরণ করা উচিত কিনা,
বিবেচনার্থ যে সিলেট কমিটি নিযুক্ত
তাঁহারা রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন।

২০ ই মে। ভারতবর্ষীয় সৈন্য
ক উপনিবেশে প্রেরণ করা উচিত কিনা,
বিবেচনার্থ যে সিলেট কমিটি নিযুক্ত
তাঁহারা রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন।

২১ ই মে। ভারতবর্ষীয় সৈন্য
ক উপনিবেশে প্রেরণ করা উচিত কিনা,
বিবেচনার্থ যে সিলেট কমিটি নিযুক্ত
তাঁহারা রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন।

১ ল মে। গত রাত্রিতে ডিসরেলি সাহেব
হাউস অব কমন্সে বলিয়াছেন, যে প্রকার মত
ভেদ হইয়াছে তাহাতে গবর্নমেন্টের সঙ্কল্প পরি-
বর্ত্ত হইবে। সেটা কি হইবে, তাহা ত্বর কারিবার
নিমিত্ত ৪ ঠা মে সোমবারপর্যন্ত মহাসভা
স্বগিত থাকিবে

গেগার সাহেবের প্রণের প্রত্যুত্তরে সর
ষ্ট্রাফোর্ড নর্থকোট বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয়
চিহ্নিত কর্মচারীদিগের বিদ্যেব নিয়মাবলি
কৌশলের এক কমিটি দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে
তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন সকলেই তাহার মূল
নিয়ম শীকার করিয়াছেন; তবে কেবল কতক
সামান্য অংশের পরিবর্ত্ত করিবার প্রস্তাব হই-
য়াছে। এই সকল প্রস্তাব লিখিয়া সর জন লরে
সকে এক পত্র লেখা হইয়াছে। এই নিয়ম
গুলির যে কিছু পরিবর্ত্ত করা আবশ্যিক তাহা
করিয়া তাঁহাকে ইহা সাধারণের গোচরার্থ
প্রকাশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

ফেনিয়ন বর্ক ও কাশীর দোষ সম্মান হও
য়াতে প্রথম ব্যক্তির বর্ষিত্ত পরিভ্রমের সহিত ১৫
বৎসর এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির ৭ বৎসর মেয়াদ
হইয়াছে।

৫ ই মে। গত রাত্রিতে ডিসরেলি সাহেব
বলিলেন, তিনি রাজ্যের নিকটে নিজ পরত্যাগ
করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু রাজ্যী তাহাতে
অসম্মত হইয়া তাঁহাকে মহাসভা ভঙ্গ করিবার
ক্ষমতা দিয়াছেন। তিনি বলিলেন, এক্ষণে যে
সকল বিষয় বিবেচিত হইতেছে তাহার মীমাং
সা হইলে তিনি নবেম্বরে মহাসভা ভঙ্গ
করিয়া স্ততন মহাসভা আহ্বান করিবেন।

গাডফ্রিড, ব্রাইট ও লে সাহেব গবর্নমেন্টের
এই নিয়মবদ্ধিত কার্যের প্রতিবাদ করিয়া-
ছেন। ডিসরেলি সাহেব গবর্নমেন্টের পক্ষ সম-
র্থন করিয়া বলিলেন, রাজ্যী তাঁহাকে মহাসভা
ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছেন।
তিনি আরও বলেন, গত বৃহস্পতিবার গাড
ফ্রিড সাহেব যে প্রকার তর্ক করেন, তাহাতে
বোপ হইতেছে মহাসভার মন্ত্রীদিগের উপরে
বিশ্বাস নাই।

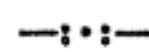
হাউস অব কমন্স আয় ব্যয়ের বিষয়ে মত
দিয়াছেন এবং গাডফ্রিড সাহেব গবর্নমেন্টের
অসম্মত ব্যয়ের নিমিত্ত গবর্নমেন্টের কার্যপ্রণালীর
উপরে দোষারোপ করিয়াছেন।

৬ ই মে। মহাসভাতন্ত্রের বিষয়ে মন্ত্রিগণ
হাউস অব লর্ডে ও কমন্সে তিন্ন তিন্ন প্রকার
কথা বলাতে তাহা লইয়া গত রাত্রিতে হাউস

অব কমন্সে আতশর তর্ক হইয়া গিয়া
ডিসরেলি সাহেব যেপ্রকারে বুঝাইয়া দেন
হাতে সকলে অসম্মত প্রকাশ করিয়াছেন।
সৈনিক বিদ্যালয়কার নিমিত্ত বিশেষ
বাংলা আকিসর হইবেন তাঁহাদিগের শি-
নিমিত্ত এক রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত
উচিত বলিয়া লর্ড সিসিল এক প্রস্তাব ক-
রেন। সর জন পাকিঙটন সম্মত হইয়া
এবং মহাসভা ইহা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

লন্ডনের ন্যায় কলিকাতা বেংগ
মাস্ট্রাজে সিভিলসার্ভিস পরীক্ষা করা
ফসেট সাহেব এই প্রস্তাব করিয়াছেন। স-
ল স ট্রিবিয়ান এক সংশোধনপ্রস্তাব ক-
বলিলেন, অচিহ্নিত কার্যে খেসকল ভারত
উপযুক্ততা প্রদর্শন করিবেন তাঁহাদিগকে
কার্যে নিযুক্ত করা কর্তব্য।

সর চালস ট্রিবিয়ান যে প্রস্তাব ক-
ছেন, গবর্নমেন্ট তাহার কতক অংশ গ্রাহ-
য়াছেন। অর্থাৎ প্রতিযোগী পরীক্ষার প-
তাঁহারা উপযুক্ত লোককে মনোনীত
বেন। এই কথা বলাতে মূল প্রস্তাব
সংশোধন প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।



গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

৬ ই মে। নিম্ন লিখিত উল্লোকে
খালির সাধারণ বিদ্যালয় সভার
বেন:—

বাবু জগদীশনাথ রায়।

মহেশচন্দ্র বসু।

নিম্নলিখিত উল্লোকে
সিপাল কমন্সের হইবেন:

বি, আর উইন সাহেব।

ই, ডিলেন

নিজামত বিদ্যালয় চালাইবার নিমিত্ত
মনসুর আলি খাঁ মুন্সিফবাদের সাধারণ
শিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

জে, জি, ফারকোহার্সন সাহেব মু-
ভাগলপুরের বিশেষ পব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

৭ ই মে। অযোধ্যার রাজার নিকট
র্দর জেনারেলের প্রতিনিধি এজেন্ট কর্তৃক
নি, ব্রাক উক্ত রাজার বাটীর মধ্যের



র জন্য ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা

ই.ম। যত দিন বাবু গুরুপ্রসাদ সেন
কার্যে পলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন
বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী কালনার প্রতি
স্বাক্ষর হইবেন ।

স. এ. কংক্রল সাহেব ত্রিছতের মাজিষ্ট্রেট
কালেক্টর হইবেন ।

জে. এলিগট সাহেব গয়ার মাজিষ্ট্রেট ও
হইবেন, কিন্তু আপাততঃ দিনাজ
প্রতিনিধি সিবিএল ও সেরিসুন জজ থাকি

ত দিন লেপ্টনান্ট ডবলিউ ই, চেমস
কার্যে পলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন,
দিন জে. লাঘাট সাহেব পাটনার প্রতিনিধি
সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইবেন ।

ই. আই, শটলওয়ার্থ সাহেব গয়ার পুলিশ
সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইবেন ।

কাপ্তেন জি. এম. বাট্টেই যশোহরের পুলিশ
সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইবেন ; কিন্তু আপাততঃ
চক্রবর্তী প্রতিনিধি ডেপুটি ইনস্পেক্টর
থাকিবেন ।

ত দিন কাপ্তেন জে. সি. সি. ডক্ট, বি. সি.
লইয়া তথুপস্থিত থাকিবেন তত দিন
সি. ডি. প্রাট সাহেব সাধাবাদেন প্রতি
পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইবেন ।

এ. অনলী সাহেব যশোহরের প্রতিনিধি
সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইবেন ।

নব্বিলিখিত সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট
ক বদলী করা হইল.—

এ. এল. তবলিউ. জাডন সাহেব সাধাবাদ
ত প্রগণাতে ।

এ. বেলেয়ার সাহেব ত্রিছত হইতে গয়াতে ।
এস. বি. এচ. বার্টস সাহেব ঢাকা হইতে
পরগণাতে ।

ই মে । সব এসিস্ট্যান্ট মার্জিন রাজমোহন
পাধ্যায় কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের
প্রথম চিকিৎসকের অনর সম-
চিকিৎসক হইবেন ।

বাকুড়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে
বাবু গোপালচন্দ্র সেন বর্জমান বদলী হইয়া
কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন ।

১২ ই মে । ডবলিউ, এক মিয়াস সাহেব
সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর
আমালপুর উপবিভাগের ভার পাইয়া
কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাই

লেপ্টনান্ট কর্নেল জে, ডসন বর্জমানের এক
জন মিউনিসিপাল কমিশনার হইবেন ।

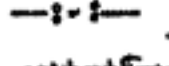
নদীয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে
উর বাবু দিননাথ আচা মেহেরপুর উপবিভাগের
ভার পাইবেন

নদীয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে
উর বাবু অক্ষনাথ সেন কিছু দিনের জন্য বনগ্রাম
উপবিভাগের ভার পাইবেন ।

মেহেরপুর উপবিভাগের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট
ও ডেপুটি কালেক্টর কুমার অরুণ নায়ায়ণ দেব
সদর মহকুমা নদীয়াতে বদলী হইবেন ।

শিব সাগরের সহকারী কমিশনার লেপ্টনান্ট
ডবলিউ ই, রুথারফোর্ড জবদে বদলী হইবেন ।

হুগলের সহকারী কমিশনার লেপ্টনান্ট এফ.
এল. ডি, লাট্চ কামরূপে বদলী হইবেন ।



আমাদিগের গোয়ালিয়ারস্থ সংবা-
দদাতা লিখিয়াছেন ।

১। মহারাজ লিখিয়া হরিদ্বারপ্রভৃতি
তীর্থদর্শন করিয়া মধরমের পূর্বেই এখানে
আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পূর্বে শুনিয়াছিলাম
তিনি কাশীতে যাইবেন। দিল্লীগেজেটে দেখিলাম
তিনি দিল্লিপ্রভৃতি প্রধান প্রধান নগর হইয়া
হরিদ্বার গিয়াছিলেন ।

২। পলিটিকেল এজেন্ট কর্নেল ডেল
সাহেব এখান হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন
কর্নেল সাওয়ার সাহেব আসিয়া পলিটিকেল
এজেন্টের কর্মভার গ্রহণ করিয়াছেন। কর্নেল
ডেল সাহেবের গমনে আমরা যেমন চুঃখিত
হইয়াছি, কর্নেল সাওয়ার সাহেবের আগমনে
তেমনি আনন্দিত হইয়াছি। ইনিও যেরূপ ভদ্র
ও অমায়িক এবং আমাদের সঙ্গে মিশিতে উৎসুক
তাগাতে ইহার নিকট হইতে আমাদিগের
অনেক ইষ্টলাভ সম্ভাবনা আছে ।

৩। গত শুক্রপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে মুসলমান
নদিগের প্রধান পক্ষ “মধরমের” মন্ততা তাজি
য়ার মাটির সহিত শেষ হইয়াছে। শুক্রপক্ষের
দ্বিতীয়া তিথি অবধি ১১ দিন মুসলমানদিগের
কর্মভেদী বাদ্যেতে দিবারাত্রি স্তব্ধ হইবার
যো ছিল না। হাসন হোসেনের মৃত্যুর জন্য
কৃত্রিম শোকপ্রকাশক বক্ষঃস্থলে করাঘাত হা
হতোস্মি প্রভৃতি শব্দে নগরের প্রায় অবস্থায়
উপনীত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বঙ্গদেশ
অপেক্ষা এ সকল প্রদেশে মুসলমান অধিক এবং
মুসলমান সম্রাটদিগের প্রভাবও এই সকল
প্রদেশে বিশেষরূপে প্রাহৃত্ত ছিল। এইজন্য

বেশা যায় এ সকল প্রদেশেব অনেক হিন্দু
তাজিয়া (গোয়ারা) করিয়া মুসলমানদিগের
সহিত আমোদ করে। জিয়াঙ্গী মহারাজসিদ্ধি
হিন্দু হইয়াও মহাসমারোহে বৃহৎ তাজি
নির্মাণ করিয়া মধরমোৎসব সম্পন্ন
করিয়াছেন। যে স্থানে গোয়ারা মা
হইয়াছিল আমরা কৌতুহলাক্রান্ত হই
ঐ স্থানে মধ্যাহ্নকালের মার্জিতভাবে তাপি
হইয়াও গমন করিয়াছিলাম। তথায় দেখিল
অগণা স্ত্রী পুংস একত্র হইয়া অগিবৎ স্তম্ভ
তপ দেবন করিতেছে। স্থানে স্থানে লগুড়
তরবারি খেলা হইতেছে। স্থানে স্থানে মল্ল
হইতেছে। স্থানে স্থানে লড়ায়ে মেঘের ম
খেলা হইতেছে। স্থানে স্থানে বিষম মুদগার স
অনায়াসে ঘুরাণ হইতেছে। এই সকল দেখি
এ দেশের মধ্যে বীরাৎ সাহসেব বিলা
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। এই মেলা ক্ষে
মহারাজের পৌত্র পুত্র ও অন্যান্য সস্তা
অধাসোহী সৈন্য এবং বহুসংখ্য সজ্জায় সম
ভূতঃ বৃহৎ বৃহৎ হস্তী আসিয়াছিল। আশ্চ
বিষয় এই মরুভূমিবৎ বিস্তীর্ণ মাঠে মধ্য
কালের তয়ানক সূর্য্যতাপে কাহারও ক
চিহ্ন লক্ষিত হইল না। এইরূপ কষ্টসহ না হই
বা ইহার একরূপ যুক্তিধারণ হইবে কেন
এই মধরমের সময় জয়বদারক কএ
শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। এ
ক্ষেত্রে আত্যন্তিক ভিড় চরণাতে মহারাজ
হস্তীর পদতলে পড়িয়া এক ব
মৃত্যুদ্রোসে পতিত হইয়াছে, আরও ২
লোক আহত হইয়াছে। এক ব্যক্তি অশ্বা
কন করিয়া মেলা হইতে প্রত্যাগমন করি
ছিল, যুগের নদীর সেতুর উপর একটা
দেখিয়া অশ্বটী খোঁড়িয়া উঠিল এবং আরো
নিষ্কপ করিল। ঐ ব্যক্তি একরূপ আঘাত
হইয়াছিল যে, ৪।৫ ঘটাব মধ্যে মৃত্যু
পতিত হইল। শুনিলাম অকস্মৎ ও অবি
হিন্দুস্থানী নেতিভ ডাক্তরের অনবধানতাপে
ঘটিলে ঐ ব্যক্তি হস্ত বীচিতে পারিত। এ
কবে একজন উপযুক্ত সব এসিস্ট্যান্ট মার্জন
বেন ? মেলা ক্ষেত্রের ভিড়ের মধ্যে
কের শিশু সন্তান হারা হইয়াছিল ; কিন্তু
গুলিই পুলিশের হস্তে পতিত হওয়াতে
হইতেছে তাহার পিতামাতার হস্তে আ
হইতে পারিবে মেলার পূর্করাত্রে প্রায় ২
সময় বখন কতোয়ালির গোয়ারা মহাসমা
ব হির হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে মুস
রেজিমেন্টের গোয়ারা বাহির হয়। অনন্তর

নবাব উপস্থিত হইয়া মারামারী লাঠা লাঠি
গিয়াছে। কিন্তু দিগের চড়কের অত্যাচার
রূপে নিবাসিত হইয়াছে, মুসলমান
অত্যাচারকল সেইরূপে রচিত
হইতে।

-০০-

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদ-
লিখিয়াছেনঃ—

কয়েক দিন হইল এ প্রদেশে প্রায় প্রতি
প্রবল ঝটিকা সহ বৃষ্টিপাত হইতেছে।
বাত্যার ভীষণ শব্দ, মেঘাভির ঘোরতর
ও বহুপতন ও দারিদ্র্য পতনের শব্দ
একবার একরূপ বোধ হয় যেন বসুমতীর
অন্যান্য ভূতগণের সংগ্রাম উপস্থিত
হইতেছে। একদা তমোলুকানের সময় উচ্চ
হওয়াতে এপ্রদেশের অনেক ক্ষতি হইয়া
ছে। এই নগরের পার্শ্ববর্তী রূপনারায়ণ
একটি বিস্তীর্ণ চর পড়িয়াছে। তাহাতে
সুতন কৃৎ জন্মিবাতে প্রতিদিন অনেক
জীবন ধারণ হইয়া থাকে। এক দিবস
অসংখ্য গাভি বিচরণ করিতেছিল, হঠাৎ
গোল ঘনজলনাবনী দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া
বেগে বৃষ্টিপতন হইতে লাগিল। সেই
নদীতে সমুদ্রবারি আনিতেনি, পশ্চিম
হইতে প্রবাহিত ঝটিকা সহযোগে সেই
শ্রোত এত প্রবল হয় যে অনেক গাভি
বেগে ভাসিয়া গিয়াছে।

(২) জনরবে শুনিলাম, যে পাশকুড়ার
বিদ্যালয়ের পাশ্বেদেশেই একটি সুদারি-
নোকান আছে। যদি ইহা সত্য হয়,
ত বিদ্যালয়ের অনেক অনিষ্ট হইবার
না। অতএব বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি
প্রদেশের উযোগ্য ইনস্পেক্টর খ্রীষুক্ত আর
মাটিন মহোদয় ইহার সত্যাসত্য তত্ত্ব
করিয়া বিহিত উপায় বিধানে তৎপর
হন।

—০০—

প্রেরিত ।

ন্যবর খ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু ।

শয়! গত ১লা বৈশাখ (১২ই এপ্রিল) মেদি
রের পূর্মে ৫ জোশ দূরে লাঠিয়ালেরা কলি-
হইতে আগত যে বাঙ্গালীক মারিয়াছিল,
আপনারা অবগত আছেন। তাহার তদার
বেবরণ নিম্নে লিখিতেনি। ২৫ বৈশাখ
পুলিষের কর্তৃ সাহেব, ২ জন ইনস্পেক্টর

হইয়া তদারক করিতে যান। ৩ দিনেও কিছুই
না হওয়াতে সাহেব অন্যতর ইনস্পেক্টর খ্রীযুক্ত
বাবু রাধানাথ রায় মহাশয়কে তমুলুকানের
বিশেষ ভ'র দিয়া পল্লীপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া
আসিলেন। রায় মহাশয় বিচক্ষণতাপূর্ণিক অল্প
সন্ধান করিয়া ৭ই বৈশাখ ৪ জন আসামিকে
মালবহ ধৃত করিয়াছেন। তাহাদের এখনও
বিচার হয় নাই; কিন্তু আসামীরা যে গুরুতর
দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যে স্থানে
এই লাঠিয়ালি কাণ্ড হয়, ঐ স্থানটাই উলুবে
ড়িয়া রোডের মতো আঁত ভয়ঙ্কর। দস্যুগণ ধৃত
হওয়াতে উলুবেড়িয়া রোডের পথিকেরা ও ঐ
স্থানের শ'র্ধাসীরা অতিশয় আনন্দিত হইয়া
ছেন। মেদিনীপুরে এখন ডাকাইতি বড় কম
হইতেছে না। আশ্চর্যের বিষয় এই, ডাকাই-
তেরা প্রায় সর্ব স্থানেই দণ্ড প্রাপ্ত হইতেছে,
তথাপি নিরস্ত হইতেছে না। অল্প দিন হইল
নওয়াদায় ও দাসপুরে এক একটা সন্নিহ ডাকা
ইতি হয়; উক্ত রায় মহাশয় নওয়াদার ডাকাইত
দিগকে ও খ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেন মহাশয় দাসপু
রের ডাকাইতদিগকে ধরিয়াছেন। এক্ষণে জেল
খানার কষ্টের অপেক্ষাকৃত ল'ঘব হওয়াতেই
বোধ হয় ডাকাইতেরা রেপ্তার হইতে বড় ভয়
কবেনা। আমরা প্রার্থনা করি, খ্রীযুক্ত রায়
মহাশয়ের বিচক্ষণতা ও কার্যের দক্ষতা যেরূপ
সুপ্রসিদ্ধ, তাহাতে তিনি শীঘ্রই এই দস্যুদলের
অবশিষ্ট কয়েক জনকে রেপ্তার করিয়া উলুবে
ড়িয়া রোড এক বাবেই নিরুপদ্রব করুন।

—০০—

জগন্নাথ ক্ষত্রের পথ ও তীর্থের ওকৃত ইতিহাস।

ভরানক চর্চিত্তনিবন্ধন চই বৎসর জগন্নাথ
ক্ষত্রে যাত্রী যাওয়া বন্ধ ছিল। প্রত্যহ সহস্র
সহস্র লোক প্রার্থনা করিতেছে; কোন
প্রকার খাদ্য দ্রব্য মিলে না, এই সংবাদ শ্রবণ
করিয়া জগন্নাথের অনেক ভক্তের ভক্তিরস
শুক হইয়া গিয়াছিল। গত বৎসর অনেকে বাই
বার কন্য কুঁকিয়াছিলেন; কিন্তু গবর্নমেন্ট
সতর্ক করিতে ঘাইতে পারেন নাই। গবর্নমেন্ট
প্রকাশ্যরূপে কাহাকে নিষেধ করেন নাই বটে;
কিন্তু জেনার মাজিস্ট্রেট ও পুলিশ প্রহরীরা
কতক অংশে আপনাদিগের ক্ষমতা অতিক্রম
করিয়া উলুবেড়িয়া হইতে কয়েক শত আস্ত
লোককে কিরাইয়া দেন। কোন ব্যক্তিই এ
নিমিত্ত অভিযোগ করেন নাই; বরং অনেকে
ইহাতে আশ্বাসিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ বৎসর
পূর্বোক্ত কারণগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে। চর্চিত্ত

নিবন্ধন জগন্নাথের যে আকর্ষণশক্তি ছিল
ছিল, তাহা পুনরায় অকুরিত হইয়াছে
পাণ্ডাগণ চকু মুদ্রিত করিয়া ১২৪০ স
প্রদাদহারা কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করি
লেন, তাহারা সজীব হইয়া উঠিয়াছেন। ব
সরকারী খনাগারেব ২৫ লক্ষ টাকার চ
গিয়া জগন্নাথ ও জগন্নাথের পাণ্ডাগণের
পুনর্দার রুদ্ধি করিয়া তুলিয়াছে। পুনর্দার
খ্রীলোকের স্বক্ষে জগন্নাথের ডুবী পড়িয়া
ফলতঃ অনেক হতভাগ্য খ্রীলোক জো
শিশু সন্তান পরিত্যাগ করিয়া বর্গদের
বিষতুল্য স্বর্গ্যতাপ, ভেটে চাউল ও
ঠাকে মনোমীত করিতেছেন।

জগন্নাথ দেবের যেমন আকৃতি, যেমন
যেমন প্রসাদের ছটা, তেমনি পাণ্ডা। ব
কোন ধর্মসম্প্রদায়ের উপরে বিদ্বেষ নাই
ব্যক্তি অকপট ভক্তিসহকারে আপন
বিশ্বাস করেন, সে ধর্ম যেরূপ হউক
উঁহাকে আঁকা করি। কিন্তু সত্য কথা ব
কি, টেত্র মানাবাধ টেত্রের অর্দ্ধাংশ
প্রতি পল্লীগ্রামে অর্দ্ধমুণ্ডিতমস্তক, অর্ধ
কারফোটাধারী যেমস্ত অর্ধপিশাচ
কাটা টুপি, গাত্রে মাস্ত্রাজী গড়ার হাপ চা
দিয়া নিরস্তর তাড়ল চর্চন করিতে ক
পৃষ্ঠে নোচকা দিয়া হস্তে গোলপাতার
লইয়া সম্মুখে বক্র হইয়া গমন করে,
দিগকে দেখলেই অ'মার সর্বাঙ্গ জ
উঠে। ইহার আচারে পশু, বিদ্যায়
আলাপে বর্ধর। ইহার বাহিরে লোকের
জগন্নাথের মহিমা বর্ণন করিয়া সব
ভুলায়; কিন্তু অস্তরে ইহার জগন্নাথের
নিয়ম প্রতিপালন করেন না। এইসকল
হুপ্রহরের সন্মুখে, (মগন পুরুষেরা কাথামু
স্থানান্তর থাকেন, (বাটীতে আসিয়া খ্রী
দিগকে ভুলাইতে থাকে। কেহ কেহ কুস
নিবন্ধন গমন করে; কতকগুলি অস্ত্র
বন্ধনচ্ছেদন করিয়া স্বাধীন বায়ু সেবন
ঘায় এবং অনঙ্গসংখ্যক বালবিধবা ত
নামে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার উদ্দেশে
স্বাধদর্শনে যাত্রা করে। পাণ্ডারা যাত্রী
যিনি যেমন তাঁহার মন সেই প্রকারে যো
থাকে। সত্য কথা বলিতে হইবে;
প্রত্যক্ষ করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া
উচিত হয় না। আমি দেশীয়দিগকে জি
করিতেছি, জগন্নাথ কি কেবল স্বীলোকদি
আকর্ষণ করেন? যত যাত্রী দেখা যায়,
মধ্যে কোন ব্যক্তি শতকরা পাঁচ জন
দেখিয়াছেন? জগন্নাথের উপরে পুণ্য
ভক্তি নাই; জগন্নাথও তাঁহাদিগকে আ
কেন না। ইহার বিশেষ কারণ আছে।

গমন করিলে পাণ্ডাদিগের তত লাভ
একাধিপত্য হয় না ।

জগন্নাথ ক্ষেত্রের পথে কি হয়, বোধ হয়,
সকলে জানেন না । উল্বেড়িয়া পর্যন্ত
যারা মহাসমাদরে যাত্রীদিগকে লইয়া যায়,
তার পরে ঐ বন্দরেরা তিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে ।
বতঃ ইহারা লৌহকায়, প্রত্যহ বিংশতি
পদব্রজে গমন করিতে পারে । কিন্তু ক্রমা
১৬ । ১৭ দিবস বিংশতি ক্রোশ গমন করা
পাণ্ডাদিগের সাধ্য নহে । ছরাস্বারা জীলোক
ক এই অনর্থক কষ্ট দিয়া টানিয়া লইয়া
যাত্রিতে পাণ্ডা ঠাকুর জীলোকদিগের
শয়ন করিয়া থাকেন । তিনি তাহাদিগের
কর্ত্তা ; অতএব বিপদের আগেই তাঁহার
উচিত । কিন্তু এই মহাসমিতি বলিয়া
ন, " তোমাদিগের এক জনকে সপে
করিলে অথবা বাজে লইয়া গেলে ক্ষতি
কিন্তু আমি প্রাণত্যাগ করিলে তোমাদি
কে জগন্নাথ দর্শন করিতে লইয়া যাইবে ? "

পাণ্ডাঠাকুর ছাছেন না ; চুই একটা
পাককে বাঁড়িয়া লইয়া পদসেবা করিতে
ন । এই ভক্তিপাশ জগন্নাথ ক্ষেত্র হইতে
গমন করিলেও অনেকের অনেক দিন
স্থ দ্বিম হয় না । প্রাতঃকাল হইষামাত্র
ঠাকুর গাত্রোপান করেন, যাত্রীগণকেও
পরিভাগ করিতে হয় । রাস্তা অতি ভয়া
চুই পাশে বন ; বনে নানাবিধ ভীংস
আছে ; বিলম্বও করিবার যো নাই । যাত্রি
চলিতে আরম্ভ করেন । ক্রমে বেলা হয়,
সূর্য্য বিধবধন করিতে থাকে, এমন সময়ে
শীতকায় বালিকা বলিয়া উঠিল, " পাণ্ডা
র । আমি চলিতে পারি না ; একটু ঐ গাছ
য় দাঁড়াও । " এই কথা শুনিয়া পাণ্ডা
র, যে মধুর বাক্যে বালিকাটির আশ্বাস করি
আমি তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম
বলদ বোঝাইয়ের ভাণে চলিতে না পারিলে
বলিবা যে তাখায় বলীবন্ধের উৎসাহ বর্জন
যাঁহার। সে বাক্য শুনিয়াছেন, তাঁহার
ক বুঝিতে পারিবেন । চুই গ্রহরের সময়ে
সরুইয়ে আডডা বওয়া হইল । উৎকলের
তা যেমন সুত্ৰী, সরাইয়ের খাদ্য দ্রব্যও
নি, যেন সকলের স্মরণ থাকে । পাণ্ডাঠাকুর
করিয়া এক ফোটা কাটিয়া বাহার নিকটে
কু ডাল দ্রব্য থাকে, তাহা আহার করিতে
ন । পাণ্ডা ঠাকুর পূজা করিলেন না এবং

তিন চার দিবস এক বস্ত্রে আছেন, ইহা দেখিয়া
অনেক বুদ্ধিমতী জীলোকের সন্দেহ হইতে
থাকে ; কিন্তু তখন কর্দ্দমে পদক্ষেপ করা হই
যাচে, না গেলে নয় কি করেন । কিন্তু অধিকাংশ
" জগন্নাথের পথে দোষ নাই " বলিয়া পাণ্ডা
ঠাকুরের সকল অপরাধ মার্জনা করে । পাণ্ডা
ঠাকুরের ত আচরণ এই গেল । যাত্রীগণ স্নান
আরম্ভ করিলেন । এক পুরুষিণীতে দশ হস্তের
মধ্যে জীলোক ও পুরুষের স্নান হয়, তাহাতে
কত দূর লজ্জা থাকে তাহা সত্য পাঠকগণ বিবে
চনা করুন । আহারের পর পুনর্বার ঠিকাকালে
ঐ পথ ছাটা হয় । ইহার মধ্যে যেখানে বাহার
পীড়া হইল, তিনি সেইখানেই রহিলেন ।
" জগন্নাথ নিরাছেন " অতএব অন্য অন
যাত্রী আর অপেক্ষা করিতে পারেন না ।
মধ্যে মধ্যে নদী পার হইতে হয় ।
উৎকলের পাটনী নৌকা অতিশয় উচ্চ । পাছে
নদীর বেগবৎ তরঙ্গে ডুঙ্কলমগ্ন হয় এই আশ
ক্ষয় উচ্চ নৌকার উপরে বৃক্ষশাখা রাখিয়া
তাহাকে আরও উচ্চ করা হয় । ইহার উপরে
উঠিতে হইলে উপর হইতে এক জন হাত
বরিতে ও নীচের দিগ হইতে এক জনকে ঠেলা
দিয়া উঠাইয়া দিতে হয় । যে সকল ব্যক্তি আপন
জীর গাত্রে অন্যকে হস্তোপন করিতে দেখিলে
আগবৎ জ্বলিয়া উঠেন, তাঁহার। জানিবেন,
জগন্নাথ ক্ষেত্রের পথে সেইসকল জীলোকের
হাত মাজিতে ধরে ; পশ্চাতে পাণ্ডাঠাকুর নিজে
বাসকির কাজ করেন । এই প্রকারে জগন্নাথ
ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া হয় । সেখানে গিয়া যাত্রি
গণ কি দর্শন করেন ? তীর্থস্থান শাক্তিস্থান
হওয়া উচিত ; রিপুদমন ও সংসারের চিন্তা
প্রাকৃতি সকল গিয়া কেবল ধর্ম্মচিন্তায় মন
নিবিষ্ট হইলেই তথায় যাওয়া সার্থক হয় । কিন্তু
যাত্রীগণ পুরীতে কি দর্শন করেন ? জগন্নাথের
রথে জগন্নাথের মন্দিরে, মন্দিরের দেয়ালে
যেখানে দৃষ্টিপাত করেন সেই খানেই অশ্লীল
চিত্র ও অশ্লীল পুস্তলিকা দৃষ্টিপথে পতিত হয় ।
অনেকের পরমার্থচিন্তা দুবে যায়, কতকের
যুগী জন্মে, অধিকাংশের লজ্জা দূরগত হয় এবং
যাহাদিগের বুদ্ধি তরল, তাহার। সেই সেই
কার্য্যে শিক্ষিত । হয় এদিকে চরিত্রসম্বন্ধে লাভের
ত এই কথা গেল, ওদিকে অর্থসম্বন্ধেও বিলক্ষণ
লাভ হয় । যথা পাণ্ডারা নানা বাব করিয়া অর্থ
দোহন করিয়া লয় । বাবও অল্প নয় । নিশান
তুলা, রাজার কর ও দক্ষিণা দেওয়া, আটকে
বাঁধা ইত্যাদি । ইহার কোনটীতে ৫০ কোন

টীতে ১০ আং কোনটীতে ৫ টাকা ল
এতদ্বির আর একটা কাজ আ
দীঘ বস্ত্র দিয়া মন্দির বেষ্টন কা
হয়, তাহাতে ১০ টাকা পড়ে । বেষ্টন
হইলে পাণ্ডাঠাকুরের এক বৎসরের কাপ
সংস্থান হয় । এই প্রকার প্রতি বখায়
দিত্তে হয় । এই বস্তরেরা পথে যে প্রকার
বহার করে, পাছে জীলোকেরা তাহা বা
আনিয়া বলিয়া দেয়, এই নিমিত্ত এক
এক জন সম্মুখী লইয়া থাকে । চুই
দিয়া সেই কাটা খাইতে হয় । এই কাটা খ
বড় পুণ্য । কাটা মারিবার গুণে যাত্রীকে
করাইয়া লওয়া হয়, পথে যাহা হস্তগাচে ও
সেকথা মুখে আনিলে সনুদায় পুণ্য ধ্বংস
যাইবে । কুসংস্কারবিশিষ্ট জীলো
তয়ে কোন কথা প্রকাশ করেন না । পু
আনিয়া অস্বিচারেব সহিত শয়নেব
থাকে না । লগুন ও মাফেটেরে দরিদ্র
কেবল দরিদ্রগণকেই অস্বস্তি নিবন্ধন এক
জীপুরুষে থাকিতে হয় ; কিন্তু বাহার
স্বামীর প্রচুর ধন, তাঁহার।ও পুরীতে গিয়া
রিচিত পুরুষের সহিত এক গৃহে শয়ন
থাকেন । কটক স্থিত এক জন বৃহৎ
এই মুখ আছে বলয় । প্রতিবৎসর জগন্না
দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পুরীতে গমন করি
এইমাত্র আশ্রয় নয় । যদি চুই
জীলোক সঙ্গী ছাড়িয়া যায়, তাহার।
বিপদের সীমা থাকে না । রথের
এব্য ভারতবর্ষ হইতে অনেক দ
আটদে । ধূর্ত্ত পাণ্ডাগণ এই
নরাশ্রয় জীলোকদিগকে, উহাদের
বিক্রয় করে । ইহাদিগকে প্রথমে বে
নির বেগার বলা হয়, কিন্তু সধলপুর পার
লেই এ হতভাগারা জানতে পারে, তা
গকে কোন এক মুসলমানের অস্ত্রপুর্বা
করিবার নিমিত্ত লইয়া যাওয়া হইতে
কখন কখন পাণ্ডাঠাকুর নিজে লোভ
করতে না পারিয়া চুই একটা যাত্রীকে
লের জন্য সেবাদাসী করিয়া রাখেন । য
আমাদিগের কথায় অবিশ্বাস করেন, তা
১৮-১৯ অধের কটকের বাতুলালয়ের
পাঠ করবেন । একটা জীলোক এই প্র
পাণ্ডার বাটীতে রক্ষ হইয়া উন্নত হয়,
পুলক তাহাকে ধারণা কটকের বাতুল
প্রেরণ করে । সে কুরোগ্যলাভ করিয়া স
বাস্তব করে, এবং পাণ্ডার দণ্ড হয় ।
জগন্নাথক্ষেত্রের পথের এই দুর্গতি
দুর্ভাবহার । আহার ও বাসস্থানের ক

ইনাই। কত জীলোক এই তীর্থদর্শনে
 প্রাণত্যাগ করিয়া আপন আপন স্বামী
 কামাদগকে অকুল দুঃখসাগরে ফেপন
 ন। কত জীলোক প্রাণ অপেক্ষা বহুমূল্য
 হারাইয়া চির কাল কলঙ্কিত হইয়া
 ভ্রমণে মনোপীড়া; আত্মীয় জনের অপমান
 শোকের কারণ হয়। এক্ষণে সেকালে
 বক্ষমতার শেষ হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীনদলও
 কত্রে যাইবার পক্ষ নহেন। আমি কৃত
 দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহারা কি
 যারকে এই সুস্থানে আর প্রেরণ করিবেন?
 দিগের যদি বিদ্যাশিক্ষা ও যত্নের নাম
 না হইয়া থাকে, যদি আমাদিগের কর্তব্য
 জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে এই
 জগন্নাথক্ষেত্রে যাইবার পথ বন্ধ করা
 উচিত। আমরা মনে করলে এক্ষণে ইহা উঠা
 তে পারি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে ইহা
 করা কি না? আমি গবর্ণমেন্টকে
 প্রার্থনা করিতেছি, কুলিসংগ্রাহকদিগের ম্যায়
 সংগ্রাহকদিগের অধুমাত্রপত্রগ্রহণের নিয়ম
 অতিক্রম কর্তব্য। ইহাতে ধর্মের উপরে
 পণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীবি:

—:—

অমৃতবাজার চক্র।

মহাশয়! প্রেতভয় লইয়া অমৃতবাজারে
 আন্দোলন হইতেছে এবং অমৃতবাজার
 গতে যেরূপ প্রবন্ধগুলি লিখিত হইতেছে,
 তেও সহসা অবিশ্বাস করা যাইতে পারে
 কিন্তু আমাদিগের একটা মানস এই যে,
 বাজার চক্রের সম্পাদক মহোদয়গণ
 দিবস ধাৰ্য্য করিয়া আমাদিগকে লিখেন
 সোমপ্রকাশে প্রকাশিত করেন, সেই দিবস
 এখান হইতে কি মনন করিতেছি, তাহা
 “মিডিয়াম” লিখিতে কিম্বা কহিতে
 তাহা হইলে অবিশ্বাসের আর কিছু
 কারণ থাকে না। মহাশয়! অধুগ্রহণের
 প্রাধানি প্রকাশ করিয়া চক্রের সম্পাদক
 দিগকে অমুরোধ করিয়া বাধিত করি-
 কর্মধিকর্মিত।

বহু }
 ম ১৮ ৬৮ } শ্রীমহেশনাথ বহু।

—:—

পানক মহাশয়। সপ্রতি পত্রের রেলও
 এক লজ্জাকর কাণ্ড ঘটয়াছে। ৪ টা

এপ্রেল ৮৫ গণিত ইউরোপীয় রেজিমেন্ট মূল
 তান হইতে মিয়ান মিয়ারে যাইতেছিল, এক দল
 সৈন্য আপনাদিগের সমুদায় স্রব্য লইয়া গমন
 করতে ৬২ খানি শকট যোজনা করিতে হয়।
 একপ রহৎ শকটজোনি এক জন সামান্য প্রহ
 রীর অধীনে প্রেরণ করা অপরাধসিদ্ধ জ্ঞান
 করিয়া বিভাগীয় বাণিজ্যতত্ত্বাবধায়ক ক্রফটন
 সাহেব নিজে গমন করেন। চরু আউডায়
 আসিয়া কলের একটী নল স্ফীত হওয়াতে কতক
 বিলম্ব হয়। রাত্রি ১ টা ৫০ মিনিট সময়ে মন্ট
 গমরি আউডায় উপনীত হইলে ক্রফটন সাহেব
 দেখিলেন, তৎকাল্য বাবতীয় ইউরোপীয় কর্ম
 চারী সুগাপানে উন্নত আছে। স্টেশনমাষ্টার
 নিজে বিব্রতপ্রায় হইয়া মাতিতেছেন। স্তম
 কল লইয়া গমন করা হইতেছে, এমন সময়ে
 পশ্চিমবঙ্গে ক্রফটন সাহেবের শকটের গবাক্ টিয়া
 এক ব্যক্তি উকী মাতিতে লাগিল। তাহাকে
 ধৃত করিতে গেল বালিল, “আমি ওকাড়ার
 স্টেশন মাষ্টার।” ঐ ব্যক্তি মন্টগমরিতে আমোদ
 করিতে গিয়াছিল। কয়েক জন মাতাল ইউরো
 পীয় সৈন্যদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উৎপাত
 করতে কর্ণেল আপল এন্ড তাহাদিগকে দূর
 করিয়া দেন। এই প্রকারে শকট ওকাড়াতে
 পৌঁছিলে মাতালগণকে ফৌজদারিতে দেওয়া
 হয়। মাজিস্ট্রেট ওকাড়ার স্টেশন মাষ্টারের ৪০,
 এক জন রেলস্বাপকের ৫০ ও আর কয়েক
 জনের ৫ টাকা করিয়া জরিমানা করিয়া এতদে
 শীয়দিগের নিকটে ইউরোপীয়দিগের সম্ম
 রক্ষা করিয়াছেন। মন্টগমরির মাতাল স্টেশন
 মাষ্টার পদচ্যুত হইয়াছেন। এ দেশের শাসনকর্ত্তা
 দিগের এই এক ভ্রম আছে, ইউরোপীয় হইলেই
 সচ্চরিত্র হয়, কিন্তু কার্যে ইহার বিপরীত
 প্রমাণ হইতেছে। যেখানে মত্ত কর্মচারীর এত
 প্রাচুর্য্য, সেখানে দুষ্টি না হইবে কেন?
 ডাক্তার মৌ এট কিছু দিন ইউরোপীয় জেলরক্ষক
 নিযুক্ত করিয়া শেষে বিরক্ত হইয়াছেন।
 রেলওয়ের ইউরোপীয় কর্মচারীদিগের অধিক
 কাংশই দুষ্চরিত্র। বিশ্বাসপূর্বক ইহাদিগের
 হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়া আমরা রেলওয়েতে
 গমনাগমন করিতেছি। আমরা অতি মূঢ়।

শ্রীবি:

—:—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ শ্রীমানী কলিকাতা
 ১২৭৫ বৈশাখ হইতে আধ্বন ৫।।
 ” ” টেকলাসগোবিন্দ মজুমদার
 কাছনগোটোলা
 ১২৭৫ বৈশাখ হইতে টেত্র ১৩

” ” গোপীমোহন মজুমদার ইহলানপ
 ” ” উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়
 ১২৭৫ বৈশাখ হইতে টেত্র

—:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইবে
 বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
 বাণ্যাসিক ৫।। টাকা; মফস্বলে ডাক
 সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং
 সিক ৩৮। তিন মাসের ম্যানে অগ্রিম
 গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি,
 অর্ডার, নোট ও স্টাম্প টিকিট, ইহার
 বাহাতে বাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
 দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

বাঁহার। স্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন,
 যেন এক অথবা আধ আনার অধিক
 ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
 মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি
 শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
 ইয়া দেন।

বাঁহাদিগের মূল্য দিবার সমস্ত অতীত
 আসিবে, এক মাসপূর্বে তাহাদিগকে
 লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
 গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
 একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ
 যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
 হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর স্টেশনের
 ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

বাঁহার। মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
 বেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
 যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
 করিলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
 আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হই
 যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
 বেন, তাহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
 মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর স্টেশনের
 চালভিপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বি
 ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃ
 প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২য় ভাগ

২৯ সংখ্যা

- ২৭ -

“ প্রবচনাং প্রকৃতিস্থিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী যনিমন্তনী ন স্বীয়তাং । ”

মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
মাসিক ৫। সাড়ে পাঁচ টাকা ।

সন ১২৭৫ । ১৩ ই জ্যৈষ্ঠ । ১৮৬৮

২৫ এ মে } মঙ্গলসে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক
মাসিক ৭. ৩ ট্রমাসিক ৩৫

বিজ্ঞাপন ।

শ্রীকবি দণ্ডাচার্যের কৃত মশকুনার চরিত্র-
পূর্ণনীটিকা নেপালস্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভদ্র
পন্থ কর্তৃক এই প্রথম প্রকাশিত এবং
গরাফবে মুদ্রিত হইল। মূল্য ৥• আট
ডাক মাসুল এক আনা ।

কলিকাতা সংবাদ
পত্রিকার যন্ত্র
মতলা ছুটি
সংখ্যক ভবন } শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

স্বারা সর্বা সাধারণকে অবগত করা যাই
যে, ১৮৬৮ ইং ১৬ ই জুন মঙ্গলবার
ছই প্রহরের সময় ৫ ফুটের মুন উচ্চ ও
সরকারি হস্তিসকল ঢাকা সরকারী
খানাতে সর্বোচ্চ ডাকে নীলাম হইবেক।
সকল উচ্চ দিবস প্রোক্ত স্থানে গিয়া
করিতে পারিবেন। ইতি সন ১৮৬৮ ইং
ম ।

আর, ডি, নখল
খেরা সুপরিষ্টেণ্ডেণ্ট ।

বিক্রয়ার্থ ।

রডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুলামসহ ১৯ নং
বাগান ।

ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত ।
রডেন রীচ ২৪ নং বাটী ।

পরি উচ্চ বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয়
অথবা ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন
ব্যক্তির নিকট জানাইবেন ।

গিলেগারস্ আরবো-
খনট এবং কোং

পুরাণপ্রকাশ ।

কলিকাতা মৃগাপুর আমহাউসের দক্ষিণ

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক সাম-
য়িক পত্র প্রতিমাসে এক বা ছই খণ্ড করিয়া
প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে । প্রত্যেক খণ্ডের
পরিমাণ ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা । ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টা-
দশ পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমেত
প্রকৃতিত করিবার কল্পনা আছে । প্রথমতঃ বিষ্ণু-
পুরাণ অনুবাদ ও শ্রীধরগোশ্বামিকৃত টীকা সমেত
মুদ্রিত হইতেছে; ১ লা টৈশাখ বিতরণ
আরম্ভ হইয়াছে । যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভি-
লাষী হন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে
আমার নিকট পত্র ডাকমাসুল ও প্রান্তখণ্ডের
মূল্য অগ্রিম ৥• আট আনা করিয়া পাঠাইবেন ।
যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহা-
দের নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা
মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে ।

১৫ ই টেত্র ১২৭৪ } শ্রী জগন্মোহন শর্মা ।

সংস্কৃত মেদিনীকোষ গুরুহ শব্দের টীকা-
সমেত উত্তম নাগরাকরে যন্ত্রপূর্ণক মুদ্রিত হই-
তেছে । যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি
ঢাকা কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু
সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ
যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন ।

১৫ ই টেত্র ১২৭৪ } শ্রীজগন্মোহন শর্মা
সংস্কৃত বিদ্যালয়

অভিধান ।

- শব্দার্থ ২৥•
- শব্দার্থপ্রকাশিকা ৩
- শব্দসিদ্ধ ২
- শব্দার্থমুক্তাবলী ৭
- শব্দার্থরত্নমালা ৫

- শব্দার্থপ্রচারিকা
- প্রকৃতিবাদ
- সংস্কৃত পুস্তক
- রঘুবংশ সটীক
- উত্তর তৈশাখচরিত
- ভট্টিকাব্য
- অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব

দশরূপক }
কলিকাতা } শ্রীকেশবনাথ বন্দ্যোপা
কর্ণওয়ালিস }
ছুটি ১৭৭ নং } পুস্তকবিক্রেতা

কলিকাতা সংস্কৃত লাইব্রেরী ও কা-
ছুটি ১১ সংখ্যক ভবনে শ্রীযুক্ত বরদা
মঙ্গলদারের পুস্তকালয়ে, শ্রীযুক্ত বাবু দে-
কুমাররায়চৌধুরিপ্রণীত, “ তত্ত্বপ্রকাশ ” বি-
হইতেছে ।

বারুইপুর }
৫ ই টেত্র } শ্রীজগন্মোহন শর্মা
১২৭৪ । } অধ্যক্ষ ।

রাণীগঞ্জ পটরি কোং
লিমিটেড ।

মেজিয়া করিবার সুচিক্রণ টাইল ।
ঐ কোম্পানির মিসনরোহিত ৪ নং আ-
উহার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং
কাহার প্রয়োজন হয় ঐ অফিসে অনুমতি
পাঠাইয়া দিবেন ।

শ্রীমঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পট

ভাঙ্গা বাড়ী, যো ব্রাদার কোম্পানির দোকানে
প্রণীত ও সংস্কারিত নিম্নলিখিত পুস্তক
বিক্রয় হইতেছে:—
প্রণীত মূল্য
শ্রীসইতিহাস ১৫

১	২
১০	১০
১	১
১	১
১	১
১	১

সন ১৮৭৮ মে মাসের ১৮ তারিখে বহরমপুর
গজ মাটির তলো মাপ " কুট ইঞ্চ
" ১৥
বহরমপুর } শ্রীযুক্ত টি. হেন্স উইল, সি, ই,
১৮ ৪ ৫ } একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
১৮ ১৮ ১ } বহরমপুর ডিবিঅন

শ্রীহাবকানাথ শর্মা ।

সোমপ্রকাশ ।

১৩ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার ।

কন্যা বিক্রয় ও প্রতিনিধি
সমাজ ।

অনুধাবন করিয়া দেখিলে কন্যা ও
পুত্র উভয়ই সমান, উভয়ই তুল্যরূপ
স্নেহের পাত্র, কিন্তু কন্যাবিক্রয়কারীরা
স্নেহশূন্য হইয়া গোমেবাদির ন্যায় সেই
কন্যা বিক্রয় করেন। এটা যে অত্যন্ত
গর্হিত কার্য্য, তাহা প্রতিপন্ন করিবার
নিমিত্ত আমরাদিগের এক জন পত্রপ্রেরক
কৌতুকপূর্ণ একখানি পত্র প্রেরণ করি
য়াছেন, আমরা তাহা যথাস্থানে প্রকাশ
করিলাম ।

কন্যা অধিক জন্মে কি পুত্র অধিক
জন্মে, এই কথা লইয়া বহু মতামত
আছে। স্বর্গদেবের প্রতিপ্রার্থন্যক যাব-
তীয় বিষয়ের স্মৃতি করিয়াছেন সন্দেহ
নাই। মানুষ বিশুদ্ধ দম্পতীপ্রণয়সুখ
ভোগ করিবে এবং স্মৃতি অবিদ্যুস্ত ও পরি-
বর্জিত হইবে, যদি তাহার একপ অভিপ্রেত
হয়, স্ত্রী ও পুরুষ সম সংখ্যায় স্মৃতি
হইয়া থাকে, এইরূপ অনুমান করাই
সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পুরুষের
সম সংখ্যায় বা অধিক পরিমাণে স্ত্রী জন্মি-
লেও বঙ্গদেশে কোঁসীনা, বহু বিবাহ
এবং বিধবাদিগের অবিবাহনিবন্ধন
কন্যা একান্ত হুলভ হইয়া উঠিয়াছে।
যে বস্তু হুলভ হয়, তাহাই বহুমূল্য হইয়া
পড়ে। অতএব বঙ্গদেশে কন্যাগণ যে
গোমেবাদির ন্যায় বিক্রীত হইবে, তাহা
বিশ্বয়ের বিষয় নহে। এ কাজটা যে
নিতান্ত গর্হিত, তাহা এ দেশের শাস্ত্র
কারেরা ও ভদ্রলোকমাত্রেই বলিয়া
থাকেন। এতমূলক বহু অনিষ্ট ঘটিতেছে

এবং দেশের উন্নতিরও বিলক্ষণ ব্যাঘ্র
জন্মিতেছে। কন্যাবিক্রয়কারীদিগের
অর্পের প্রতিই দৃষ্টি থাকে; বরের
দোষের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। দ্বারা
বর্ষীয়া কন্যাকে অশীতিবর্ষদেশী
হস্তে সমর্পণ করিলে যে কত অনিষ্ট
অনুভবশীল ব্যক্তিমাত্রেয় সেটা বিলক্ষণ
জানা আছে। যত অধিক পরিমাণ
সুসন্ধান জন্মে, ততই দেশের উন্নতি
হয়। অশীতিবর্ষের রুদ্ধে, সহিত দ্বারা
বর্ষীয় কন্যার বিবাহ হইলে সুসন্ধান
জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না।

এ দোষের উন্মূলনের উপায়
পত্রপ্রেরক গবর্ণমেন্টের হস্তদ্বারা উ
উন্মূলন প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু আ
ইহাতে সম্মত নহি। গবর্ণমেন্ট আ
দিগের সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ
করিলে বহু অনিষ্ট ঘটবার সম্ভা
আছে। সমাজস্থ ব্যক্তিদিগেরই সমা
দোষশোধনচেষ্টা পাওয়া কর্তব্য
কন্যাবিক্রয় ও বহুবিবাহপ্রভৃতি মা
জিক দোষশোধনার্থ নবাসম্প্রদায়
একটা সভা করা উচিত। সভা ক
এই সকল কাজ করিতে পারি
দেশের স্বার্থ উপকার করা এবং
নাদিগের ক্ষমতা প্রকাশ হয়। অ
শুনিত পাইতেছি, নবাসম্প্রদায়
কতকগুলি লোক রাজনীতিঘটিত
নূতন প্রতিনিধিসমাজ করিবার
পাইতেছেন; কিন্তু এখন উহার
আবশ্যকতা দেখা বাইতেছে না।
এ দেশে যে ভারতবর্ষীয় সভা
তাহার দ্বারা আমরাদিগের ইচ্ছাসিদ্ধি
তেছে। ভারতবর্ষীয় সভাকে আ
জমীদারদিগের সভা মনে করেন;
আমরা তাহা মনে করি না। সভা
কথা বলেন না। ভারতবর্ষের
যে কোন প্রস্তাব হয়, সভা তাহ
যখন হস্তক্ষেপ করেন, তখন

দকরাজ্যম অভিশান । সর রাজা রাধা-
দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে
দিগা স্মৃতি বঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।
দিনী পত্রিকা প্রথম কয়, মূল্য
১৫।

শ্রীমানন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ ।

দ্রাবপ্রচালিকানামে একখানি সুবিশুদ্ধ
দান, যাহাতে প্রাকৃত ও বাবনিক শব্দ
কল শব্দেই লিঙ্গভেদ ও ধাতুর উত্তর
ও শব্দের উত্তর উদ্ভিত এবং উৎপাদি
হইতে নানাবিধ প্রত্যয়ানুস্বয় প্রায়
১০ হাজার শব্দ সংগ্রহপূর্বক ৫ খণ্ড পৃষ্ঠায়
হইয়াছে, যাঁহাদিগের অয়োজন হইবে,
১৫ খণ্ডতলা ২৪৫ নং পুস্তকালয়ে ৩ পোতা
১৬৪ নং শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়ের নিমিত্ত
জান করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ১ টাকা
মূল্য ১০/ আনা। যদি কেহ এক
কপি লন তবে তাহাকে ১৫ টাকা
বিনিয়ম দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ী শ্রীইন্দ্রনারায়ণ দোষ ।

নদিয়ার নদী ।

১৮৭৮ সালের মে মাসের ১৮ ই হইতে
৩ ই পর্যন্ত ভাগীরথী নদীর সর্গকর্ম
জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট ।

স্থানের নাম	কুট	ইঞ্চ
মহানার উপর পজানদীতে	২০	"
মহানায়	১১	"
তথা হইতে জর্জপুর পর্যন্ত		
(১৩৥ মাইল মধ্যে)	৩	"
জর্জপুর হইতে বহরমপুর পর্যন্ত		
(৪৩ মাইল মধ্যে)	৩	"
বহরমপুর হইতে কাটওয়ারা পর্যন্ত		
(১০ মাইল মধ্যে)	৩	"
কাটওয়ারা হইতে নদীয়া পর্যন্ত		
(৪৩ মাইলের মধ্যে)	৩	"

রূপে স্থির করিব যে ভারতবর্ষীয় সভা
 জীদারদিগের সভা। নামদ্বারাও ইহা
 উপস্থাপন হয় না। তবে ঐ সভা প্রবে-
 র একটি প্রতিবন্ধক আছে। সভা
 তে গেলো কিছু অধিক দিতে হয়।
 ঠাকৈ কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতার অনুরোধ
 রলেই সে প্রতিবন্ধক দূরীভূত হইবে।
 ব যদি সভা সে অনুরোধ রক্ষা না
 রন এবং জমীদার ও প্রজা উভয়ের
 র্থ পরস্পরবিরোধী হইলে সভা
 বল জমীদারেরই স্বার্থ অগ্রবণ করেন,
 হা হইলে নবাসম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র সভা
 ররার চেফটা প্রশংসনীয় হইতে
 র। এ স্থলে আনাদিগের আর একটি
 বচনা করা কর্তব্য, আজিও আমা-
 গর রাজনীতিসংক্রান্ত যাবতীয় স্বতন্ত্র
 ত হয় নাই; সে বিষয়ে স্বাধীনতাও
 য নাই। এখন আনাদিগের সকলকে
 পরিকর হইয়া একবাক্যে ইংরাজদি-
 হস্ত হইতে ঐ সকল স্বত্ব ছিনিয়া
 ত হইবে; কিন্তু এখন যদি আনাদিগের
 র মধ্যে আধঘরা হয়, সে অভীষ্ট
 হওয়া দুর্ভূত হইয়া উঠিবে। ইংলণ্ডে
 রি ও হুইগ এই যে দুই দল হয়, কোন্
 য়ে তাহার স্বষ্টি হইয়াছিল, তাহার
 চমস অগ্রবণ করিলে নবাসম্প্রদায়
 দিগের বাক্যের বুদ্ধি হৃদয়ঙ্গম
 তে পারিবেন।
 উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তদ্বারা
 প্রমাণ হইতেছে, রাজনীতিসম্বন্ধে
 ততঃ স্বতন্ত্র প্রতিনিধিসমাজ
 র প্রয়োজন হইতেছে না; কিন্তু
 রা হিন্দুসমাজসংশোধনার্থ যে
 স্বষ্টির প্রস্তাব করিতেছি, তাহা
 হইলে আর চলিতেছে না। অতএব
 রা উপসংহারকালে নবাসম্প্রদায়কে
 স্বরূপে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি,
 রা রাজনীতিসংক্রান্ত স্বতন্ত্র সভা
 ঠার চেফটা পরিত্যাগ করিয়া সমাজ

সংশোধনার্থ আশু একটি সভাস্থাপন
 করুন। আনাদিগের দেশে এক্ষণে রাজ-
 নীতিগুটিত সমাজ অপেক্ষা ঐরূপ সভা-
 রই অধিক প্রয়োজন।

—:০:—

শাসনকর্তৃপক্ষ ও দেশের ধর্ম।

হুইগ দলের বর্তমান অধিনায়ক ডব
 লিউ ই, গ্লাডফোন সাহেব প্রায় ৩০
 বৎসর হইল এক গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়া
 বলিয়াছিলেন, লোকের জীবন ও সম্পত্তি
 রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মশিক্ষা দিয়া মঙ্গল
 সাধনচেটা করা প্রত্যেক গবর্ণমেন্টের
 কর্তব্য কর্ম। তাঁহার মতে যেমন শাসন
 ও বিচার কার্যের নিমিত্ত বেতনভোগী
 কর্মচারী রাখা হয়, তেমনি পুরোহিত
 নিয়োগ করিয়া ধর্মরক্ষা করা উচিত।
 আরারলণ্ডের অধিকাংশ লোকে কাথ
 লিক; তথাপি গ্লাডফোন সাহেব বলি
 য়াছিলেন, যখন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট
 প্রোটেস্ট্যান্ট হইতেছেন, তখন আরার
 লণ্ডের গবর্ণমেন্টসংক্রান্ত ধর্মসম্প্রদায়ের
 প্রোটেস্ট্যান্ট হওয়া আবশ্যিক। এ বিষয়ে
 কাথলিকদিগের প্রদত্ত কর ব্যয় করা
 গ্লাডফোন সাহেবের মতে অন্যায়
 নয়। তিনি ইহার এই কারণ প্রদর্শন
 করেন, কাথলিক অজাগণ যদি
 অজ্ঞতা নিবন্ধন কোন কথা বলে
 আর গবর্ণমেন্ট বুঝিতে পারেন তদ্বি
 পরীত কাজ করিলে ভবিষ্যতে প্রজা
 দিগের প্রকৃত মঙ্গল হইবে, তাহা হইলে
 প্রজার আপত্তি গ্রাহ্য করা বিধেয় হয়
 না। পূর্বে যেমন লৌহশৃঙ্খল প্রভৃতি
 দ্বারা বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদেরকে ধর্মাস্তরে
 আনয়ন করিবার চেফটা করা হইত, গ্লাড
 ফোন সাহেব ফরাসী বিপ্লবের পর ধর্ম
 সম্বন্ধে সেপ্রকার অভ্যুত্থার করিবার
 প্রস্তাব করিতে সাহসী হন নাই; কিন্তু
 এত দূর বলিয়াছিলেন, যাহারা যথার্থ
 (গবর্ণমেন্টের) ধর্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহা

দিগকে সর্বপ্রকার উচ্চ পদ প্রদান
 হইবে। তদবধি আরারলণ্ডে এতদনু
 কাঙ্ক্ষ হইয়া আসিতেছিল। এক্ষণে
 যানদিগের দৌরাছো ইংলণ্ডীয়
 দিগের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। উ
 স্বীকার করিয়াছেন, কাথলিকদি
 টাকায় প্রোটেস্ট্যান্ট পুরোহিতদি
 বেতন প্রদান করা বিচার ও
 নীতিবিরুদ্ধ কার্য। ইউরোপের
 ধর্মসম্বন্ধে গোড়ামীতে স্পেন সর্বপ্র
 তাহার নীচেই ইংলণ্ড। ইংলণ্ডে
 অনুরোধ যে যে ব্যক্তি যে সে ধর্ম
 হন করিতে পারেন বটে কিন্তু ই
 গের প্রতি যে ঘৃণা প্রকাশ ও প্রব
 ন্তরে ইহাদিগের যে প্রতিবন্ধকতা
 হয়, তাহাতে ধর্মসম্বন্ধে ঐ স্বাধী
 দান বিফল হয়। খৃষ্টীয় ধর্মের প্রতি
 কের অনুরাগ ক্রমশঃ কমিয়া
 তেছে। ফরাসী বিপ্লবদ্বারা নি
 প্রায় যে ভক্তি পুনরুদ্ধীপিত হ
 ছিল, তাহা পুনরুদার নির্বাণ হইতে
 যাচ্ছে। ফ্রান্স ও আমেরিকার স্বা
 চিন্তাশীল লোকেরা সর্বপ্রকার গৌ
 মীর বিশেষতঃ খৃষ্টীয় ধর্মের
 আঘাত করিয়াছেন। আমেরিকার গ
 মেন্ট কোন ধর্মকে আইনদ্বারা বন্ধ
 করিবার চেফটা পান নাই। আমেরিক
 শাসনপ্রণালী, আমেরিকার স্বাধীন চি
 এবং আমেরিকার উন্নতি ইংলণ্ডের
 শস্বরূপ হইয়াছে। এই হেতু যে
 ফোন সাহেব ত্রিশং বৎসর পূর্বে
 গবর্ণমেন্টকে শাসনকর্তৃত্বের সহিত ধর্ম
 ক্তার পদগ্রহণ করিতে অনুরোধ ক
 য়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে মহাসভ
 প্রস্তাব করিয়াছেন, আরারলণ্ডের
 সম্প্রদায়েব সহিত রাজ্যের কোন সং
 রাখা উচিত নহে। যেসকল প্রোটেস্ট
 পুরোহিত সরকারী বেতনভোগ করে
 তাঁহার মতে তাঁহাদিগকে ছাড়াই

কর্তব্য। মহাসভা এই প্রস্তাব গ্রহণ
 করেন। ইংলণ্ডের অধিকাংশ
 লোক এই মত। ডিমরেলি সাহেব
 তাদের এক জন প্রতিপোধক;
 তিনিও স্বীকার করিয়াছেন, আয়ার
 প্রতি অবিচার হইয়াছে। তিনি
 এই মাত্র অতিরিক্ত কথা বলেন,
 উর্দাটী ধর্মসম্প্রদায় যেমন আছেন
 তেমনি ধর্মসম্প্রদায় একটা কাথলিক বিশ্ব
 লয় ও কয়েক জন কাথলিক পুরো
 হইল। কসভা কাথলিকদিগের টাং
 টাংদিগের মিন্ড বায় করা
 মতিশয় অন্যায়, তাহা কি ডিম-
 সাহেব, কি কার্টারবরির ক্রক
 প একলেই স্বীকার করিয়াছেন।
 স্টোন সাহেব আপনার যৌবন কালের
 আর ও মত ভাগ করিয়া একগকার
 তামস্কতকথা বলিয়াছেন।
 আরারলণ্ডের পক্ষে শ্রেয়স্ববোধে
 ধর্মের অনুষ্ঠান করা হইতেছে, তার
 ধর্ম পক্ষেও তাহার অনুষ্ঠান অতি
 আবশ্যিক। আয়ারলণ্ডের হোকেরা
 লিক বটেন, কিন্তু তাঁহারা খৃস্টীয়
 ইংলণ্ড ও আয়ারলণ্ডের ধর্মের
 মত অষ্টক নাহি। পক্ষান্তরে
 তবর্মের ধর্মের মর্চিত খৃস্টীয়
 মত অষ্টক। হিন্দু এ ধর্ম
 করেন; মুসলমানদিগের চক্ষে এ ধর্ম
 ধর্ম বলিয়া প্রতীমান কর
 এখানকার প্রাক্তেবা খৃস্টীয়
 ক মার্জিত উপধর্মমাত্র জ্ঞান করেন।
 কাথলিক প্রধান আয়ারলণ্ডের মর
 বেতনভোগী পুরোহিত রাখা
 বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন
 মুসলমানপ্রধান ভারতবর্ষীয় দিগের
 খৃস্টীয় পুরোহিত প্রতি
 করা যে কত দূর অন্যায় তাহা
 বুঝা যাউতে পারে। গ্র্যাডুটোন
 এখন ইংলণ্ডের গবর্নমেন্টের ধর্ম

মস্কো বর্জিত করিবার ও স্তাবের সমধিক
 মপক্ষতা করেন, তিনি তখন ও ভারত-
 বর্ষীয় গবর্নমেন্টের সরকারী টাকায়
 খৃস্টীয় পুরোহিত রাখিবার প্রতিবাদ
 করিয়া বলিয়াছিলেন " ভারতবর্ষের
 শাসনকারী অ-পসংখ্যক সত্যতম
 লোকের দ্বারা সম্পাদিত হয়; প্রজাদি
 গের সংখ্যা তাঁহাদিগের অপেক্ষা অনেক
 গুণ অধিক এবং সেই প্রজাগণ তত সত্য
 নাহন। তাঁহাদিগকে বলপূর্বক শাসন
 করা গবর্নমেন্টে সাধারণতঃ নহ। পিতা
 যেমন অজ্ঞ মন্থানের আপত্তি অগ্রাহ্য
 করিয়া যেটা ভাল, তাহাই করেন, ভারত
 বর্ষে ধর্মসম্প্রদায় ত্রিটিশ গবর্নমেন্টের
 ভাষা করা ন্যায়সঙ্গত হয় না। তাঁহারা
 যে প্রজাগণের ধর্মের উপরে হস্তক্ষেপণ
 করিবেন না, তাঁহাদিগের কুতস্পষ্ট প্রতি
 জ্ঞাহারা তাহা নিশ্চিত হইয়াছে। "
 ত্রিটিশ গবর্নমেন্টে বাধ্যতার অঙ্গীকার
 করিয়াছেন, প্রজাদিগের ধর্মের উপরে
 কোন ক্রমে হস্তক্ষেপ করিবেন না।
 ক্রাইব অর্থাৎ লার্ড এলগিন পর্যন্ত
 তাঁহারা তদনুসারে কাজ করিয়াও আসি
 য়াছেন। কিন্তু কোন কোন অংশে এই
 প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হইয়াছে। তাঁহারা
 প্রথমে স্পষ্ট অঙ্গীকার ও মতো মতো
 দৃঢ়তার প্রতিজ্ঞাহারা তাহার যে সমর্থন
 করেন, তাহার অর্থ এই হইতেছে—
 " তাহারা যে কেবল সম্প্রদায়বিশেষের
 মস্কোরের বিরুদ্ধ ব্যবহার ও তাঁহাদিগের
 উপরে অত্যাচার করিবেন না এমন
 নহে; তাঁহারা কোন প্রকারে কোন
 সম্প্রদায়ের সাহায্য করিতে পারিবেন
 না। তাহা করিলেই একরাস্তরে অন্য
 ধর্মের উপরে হস্তক্ষেপ করা হইল।
 গবর্নমেন্ট হিন্দু ও মুসলমান ধর্মালয়ের
 নিমিত্ত একটা পরমাণু দেন না। পূর্বে
 রাজা ও বাদসাহেরা ধর্মালয়ের জন্য
 বেতন করিয়াছিলেন এবং যাহা চালা-

ইবার ভার গবর্নমেন্ট স্বহস্তে গ্রহণ ক
 রাহিলেন, ১৮৬৩ অব্দের ২০ আ
 দ্বারা তাহাও ত্যাগ করা হইয়া
 ইহাতে কেহই দুঃখিত হন নাই। ধ
 মদির ও অতিবিশালার ব্যয়ক
 নির্বাহ করা গবর্নমেন্টের কাজ ন
 ইহা সমাজের কর্তব্য। যাহাদিগের
 ধর্ম আস্থা আছে, তাঁহাদিগের
 ধর্মের পুরোহিতের ও মন্দিরের
 দেওয়া উচিত। এ যুক্তিতে খৃস্টীয়
 মস্কো ত্রিটিশ গবর্নমেন্টের অর্থ
 ব্যবহার করা হইয়াছে। খৃস্টীয় পুরো
 দিগকে রাজকোষ হইতে বেতন দে
 হইতেছে। বর্তমান গবর্নর জেনর
 আগমন অবধি আমরা প্রতিমণ্ডা
 গেজেটে জজ, মাজিস্ট্রেট প্রভৃতির নি
 গাদির ন্যায় খৃস্টীয় পুরোহিতদি
 নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেখিতে প
 তেছি। মর জন লরেন্স বিস্তর খৃ
 ধর্মমন্দিরের সংস্কার ও নিষ্কাণার্থ
 কারী অর্থ দিয়াছেন ও দিতেছেন।
 নিম্নলিখিতদিগেরও মতো মতো ধর্ম
 গার নিমিত্ত টাকা দিতেছেন। খৃ
 পুরোহিতদিগের বেতন, খৃস্টীয় প
 হিতদিগের শাখের এবং খৃস্টীয়
 মন্দিরনিষ্কাণ ও সংস্কারার্থ প্রতিব
 ৩০ লক্ষ টাকা (পাঁচইসেন্স করের অ
 টাকা) ব্যয় করা হইতেছে। জে
 মাজিস্ট্রেটের ন্যায় জেনার জে
 ক্রমে ক্রমে সরকারী পৃষ্ঠীয় য
 নিযুক্ত হইয়াছেন; ক্রমশঃ ইহারা
 উপবিভাগে ও মুস্কিক চৌকীতে
 হইবেন। এ প্রকারে হিন্দু ও মুস
 প্রজাদিগের এ দণ্ড অর্থ ব্যয় করা
 অনুচিত হইতেছে না? আমাদি
 প্রধানতঃ আপনাদিগের ধর্মের নি
 ব্যয় করিতে হয়; আবার খৃস্টীয় প
 হিতদিগের নিমিত্ত ৩০ লক্ষ টাকা
 হয়। আমরা আবার খৃস্টীয় পুরো

—১০১—

গের বেতন কি জন্য দিব ? আমাদি
র পুরোহিত ও মোল্লাদিগের বেতন
রাজকোষ হইতে দেওয়া হয় ? অথবা
যুক্তি অনুসারে খৃস্টীয় পুরোহিত
এই বেতন পাইবেন ? আমরা
আপনাদিগের পরকালরক্ষার
ধর্মসংক্রান্ত ব্যয় আপনারা করি,
সেইপ্রকার আপনারা
পাদরিগের বেতন ও গির-
সংস্কার করিবেন, ইহাই কি যুক্তি
নহে ?

— — —

ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের

অসুস্থ মহত্ব ।

ভারতবর্ষে অধিকাংশ ইউরোপীয়
আপনাদিগের মহত্বরক্ষা একটা অসুস্থ
অবলম্বন করিয়াছেন । যাঁহারা
অধিক মহত্ব, তাঁহারা দোষের কার্যে
তাই হইয়া গুণবৎ কার্যের অনুষ্ঠান
আত্মমহত্ব রক্ষা করেন ; কিন্তু
ভারতবর্ষে ইউরোপীয়েরা সিদ্ধান্ত
রাছেন, মহত্ব দোষের কর্ম কর; ভার-
তীয়দিগের নিকটে তাহা গোপন
তে পারিলেই আত্মমহত্বরক্ষা হইল ।
আমরা এ মহত্ব ও মহত্বরক্ষার
ধর্ম কোথায় শিক্ষা করিলেন ? ভার-
তীয়েরা কি এমনি জড় পদার্থ
আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে,
আমরাপে অস্বগ্রহণ করিলেই মানুষ সমু-
দায়বিবর্জিত হয় ? অন্য অন্য মানুষ
উপাদানে স্ফট হইয়াছেন, ইউরোপী-
কি তদ্বারা স্ফট হন নাই ? জগদী-
যদি তাঁহাদিগকে নির্দোষ করিয়া স্ফটি
য়াছেন, তবে ইউরোপখণ্ডে হত্যা,
চুরি, প্রবঞ্চনা, পরদারভির্ষণ
এত দোষের এত প্রাচুর্য কেন ?
কল পাঠের নিবারণার্থ আইনই বা
হইছে কেন ? দণ্ড হইলে ভারতবর্ষী-
দিগকে সম্মাননা ও আপনাদিগের

পূজাব্যবহৃত হইবে, এই ভয়ে কি ইউ-
রোপীয়েরা ইউরোপীয় অপরাধীর দণ্ড
হইতে দেন না ? দেউলিয়া আদালতে
কি প্রমাণ করিয়া দিতেছে ? ইউরো-
পীয়েরা এ দেশের প্রবঞ্চক অপেক্ষাও
অধিক প্রবঞ্চনা জানেন, ইহাই কি প্রমাণ
হইতেছে না ? দ্বারকানাথ ঠাকুর উইনি-
য়ঙ্ক-ব্যাকসমক্ষে বে কাজ করিয়াছিলেন,
অনেক আইনটুক কোম্পানির ইউরো-
পীয় অধ্যক্ষগণ তাহা অনাগ্রাসে করি-
তেছেন । নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন,
“ ফ্রান্সপ্রভৃতির ন্যায় ইংলণ্ডের মন্ত্রিগ-
ণও ডাকঘরে গোপনে অন্যের পত্র
খুলেন । আমরা আপনাদিগের দোষ
স্বীকার করি ; কিন্তু ইংরাজ মন্ত্রিগণ
নির্লজ্জ হইয়া তাহা অস্বীকার করেন । ”
প্রবঞ্চনাপ্রভৃতি পাপ এ দেশে যেমন,
ইউরোপেও তেমনি ; বরং বিলাতী
জুয়াচুরী সময়ে সময়ে অধিকতর বিস্ময়
উৎপাদন করে । ভারতবর্ষীয়ের নিকটে
স্বদোষগোপন করাই ইউরোপীয়ের
মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে ; এই নিমিত্তই
বোধ হয়, ইউরোপীয় জুরিরা প্রায় ইউ-
রোপীয় অপরাধীর অপরাধ গ্রহণ করেন
না । এই নিমিত্তই বোধ হয়, বিচারপ-
ত্রী ইউরোপীয় অপরাধীর দণ্ডদানে
তাদৃশ উৎসুক নছেন । এই নিমিত্তই
বোধ হয়, ইংরাজী সমাচারপত্রসম্পা-
দকেরা ইউরোপীয়ের দোষপ্রকাশে
উন্মুখ হন না । (১) এই নিমিত্তই কি
নিয়মবহির্ভূত প্রদেশে এক জন ইংরাজ
আর এক জন ইংরাজকে বধ করিলে
এক জন পুলিশ কর্মচারী একত্ব হত্যাকা-
(১) সে দিন এক ব্যক্তি এক খেলওয়ারেতে
তিনটি পাটের গাইট পাঠাইয়া দেন । পাথে
তাঁহা'র একটা হারাইয়া যায় । অবশিষ্ট দুটি ছিল.
ট্রেনে আসিয়া তাঁহা'র একটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল
করা হয় । যাঁহা'র এই কতি হয়, তিনি ইংরাজী
সমাচারপত্রে লিখিয়াছিলেন, সম্পাদক তাহা
প্রকাশ করেন নাই ।

রীকে জলাদের হস্ত সমর্পণ করি
চেটা পাইয়াছিলেন বলিয়া প
হইয়াছেন ? এই নিমিত্তই কি সে
পূর্ববাসী রেলওয়েতে কানপুরী
হইয়া গেলেও কোন ইংরাজীসহ
এ পর্যন্ত উহার প্রকৃত কারণের
জানার্থ গবর্নমেন্টকে উত্তেজিত করি
না ? ফলত; পরস্পরের দোষ
করা এ দেশের ইউরোপীয়দিগের
মহত্ব রোগ হইয়াছে । এই জন্যই দিন
ইউরোপীয় অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি
তেছে । উপসংহারকালে স্ফটভাবে
রোপীয়দিগের নিকটে আমাদি
বক্তব্য এই, তাঁহারা এ স্বভাব পরি
করুন ; না করিলে ক্রমেই অপদস্থ
বেন সন্দেহ নাই ।

— — —

নির্দেশিকা কব ।

আমাদিগের বর্তমান প্রধানপ
দিগের এ দেশের এক একটা অসুস্থ
সুষ্ঠানচেটা দেখিয়া মস্তক সময়ে
কর্তাদ খুড়ো" কথা মনে পড়ে
কোন কাজ হউক, বে কোন প্রস্তাব
মুল্লু কর্তাদ খুড়োর সকলের অগ্রে য
আছে ; কিন্তু কখন একটা মা
কাজও তাঁহা হইতে হইয়া উঠে ন
খুড়ো শেষে কেবল উপহাসাম্পদ
থাকেন । কার্যের অবাধুর ভেদ
এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে
সিদ্ধ হয়, তাহা জানা দূরে থা
প্রারম্ভ কার্যদ্বারা দেশের উপকার
অপকার হইবে খুড়োর সে বিবে
করিবারও ক্ষমতা নাই । দেশের
করিবার আন্তরিক ইচ্ছা আছে বি
খুড়ো এই সকল কাজে যান, কি বে
তাঁহা'র বাচাইলী লইবার ইচ্ছা, ত
আমরা বলিতে পারি না । অ
দিগের প্রধান রাজপুরুষদিগেরও
রূপ ভাব হইয়া উঠিয়াছে । দে

সংগঠন করেন, তাঁহাদিগের এ
 টি বিলক্ষণ আছে; কিন্তু তাঁহারা
 অসমর্থ হইয়া বিগরীত ঘটিয়া উঠে।
 মরণ জন লরেন্স নিম্নশ্রেণীর বিদ্যা
 ধনাগমের যে একটি উপায় অব
 ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছেন, তাহাতে
 ইউমিদ্ধির বাঘাত জন্মিবে
 মরণ, তাঁহার প্রতি লোকের
 বিরাগ জন্মিবার উপক্রম হই-
 তি। তিনি যদি এই প্রস্তাবটি সুমিদ্ধ
 ঠিকার চেষ্টা পান, তাহাতে সে যে
 ঘটনার সম্ভাবনা আছে, অত্র
 গণনা করা আবশ্যিক হইতেছে।
 প্রথমতঃ জমীদারদিগের উপরেই
 পড়িতেছে। বঙ্গদেশের চিরস্থায়ী
 বস্তু একে অনেকের শোচনীয় বিষয়
 উঠিয়াছে। দান করিয়া অনুতাপ
 পর নীচাশয়তা আর কি আছে?
 মার রাজা কতে আলী মাহ আপ-
 বদান্যতা শর্শনার্থ নকলের সম্মুখে
 দিগকে বহু দান কানতন, কিন্তু
 পাপ ব্যক্তি রাজবাটীর বাহির হইতে
 তে তাঁহারা ভৃত্যেরা কেবল যে
 দান ধন গ্রহণ করিত একপ নয়,
 নিকটে তাহার নিজের যে কিছু
 তাহাও কাড়িয়া লইত। চিরস্থায়ী
 বস্তু সম্বন্ধে ও ক্রমে প্রকৃপ ঘটনা
 হই। লাভ করণ ওয়ানিস যে প্রস্তু
 ও দূরদর্শিতানিবন্ধন বঙ্গদেশে
 রাজস্ব ঘটিত যে বন্দোবস্ত করেন,
 শাসনকর্তাদিগের মে গুণ না
 তে তাঁহারা তাহার উচ্ছেদার্থ
 প্রয়াস চেষ্টা করেন।
 বঙ্গদেশীয় ও ভারতবর্ষীয়
 গণমেটেই নিম্নশ্রেণীর বিদ্যাশি
 উপায়বিধানার্থ গুরুপাঠশালার
 সাধনচেষ্টার বাপূত হইয়াছেন।
 গুরুবিদ্যালয় আছে, তাহার

অবস্থার উন্নতি কিম্বে হয়, তাহা জানিবার
 নিমিত্ত ডিরেক্টর আটবিঙ্কন, ইনস্পেক্টর
 ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও লঙ সাহেবের
 মত গ্রহণ করা হয়। গাদা পিটিয়া
 ঘোড়া করা যায় কি না, অন্য এ বিক-
 যের খালোচনা করা আমাদিগের অভি
 প্রেত নহে, গবর্নর জেনরল যে প্রস্তাব
 করিয়াছেন, তাহার গুণ দোষ বিচার
 করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। গবর্নর
 জেনরল বঙ্গদেশে গুরুবিদ্যালয়ের অসুপাতা
 সমপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত যে হিসাব
 দিয়াছেন, তাহাই ত সর্বত্র বিবাদা-
 স্পদ হইতেছে।

কলেজ	১১	১১	১১	১১
উচ্চ বিদ্যালয়	১১	১১	১১	১১
উচ্চ বিদ্যালয়	১১	১১	১১	১১
উচ্চ বিদ্যালয়	১১	১১	১১	১১
উচ্চ বিদ্যালয়	১১	১১	১১	১১

আমরা জানি বঙ্গদেশের প্রতি পল্লী
 গ্রামেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালা আছে।
 যেখানে পাঠশালা নাই, এমন গ্রাম প্রায়
 দুষ্টিগোচর হয় না। যদি বঙ্গদেশের
 পল্লীগ్రামের সংখ্যা ২৫,০০০ ধরা যায়
 (এ সংখ্যা অধিক নহে) এবং প্রতি
 পাঠশালায় ১০ জন করিয়া ছাত্র ধরা
 হয় তাহা হইলে গুরুপাঠশালার ছাত্রের
 সংখ্যা আড়াই লক্ষ হইবে। অন্য
 অন্য প্রদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত কথাটা-

রীর; যে প্রকার পরিশ্রম
 বিদ্যালয় ও ছাত্রের গণনা করেন
 দেশের শ্রমশীল (!) ডিরেক্টর ও
 বালু!) ইনস্পেক্টরদিগের তত অ
 হয় না বলিয়া সেরূপ গণনা করেন
 সুতরাং প্রকৃত সংখ্যা জানিতে
 যায় না।

গুরুপাঠশালার উন্নতিসাধন ও
 বস্তুক্ষে প্রথমতঃ দুটি প্রশ্ন উ
 হইতেছে। প্রথম, নিম্নশ্রেণীর সু
 লাভে। উপায় বিধান সাধ্যায়ত
 কি না? দ্বিতীয়, এনিমিত্ত ভূমির উ
 করস্থাপন বিধেয় কি না? প্রথম ও
 শীমাংসাম্বন্ধে দুটি গুরুতর আ
 হইতেছে। প্রথম, বর্তমান অর্থাৎ করা
 ইহাদিগের সুশিক্ষাভাভের যে উ
 বিধান ঘটিয়া উঠবে, আমরা ভ্রম
 কখন একরূপ মনে করি না। সুশিক্ষ
 হইলেও শিক্ষা কেবল অনর্থের নি
 হয়। দ্বিতীয়, যখন উচ্চতর শ্রেণি
 ক্ষিত হইয়া রাজনীতির দ্বার অনুন্ম
 দেখিরা আপনাদিগের বিদ্যাশিক্ষ
 বিড়ম্বনাস্বরূপ বিবেচনা করিতে
 তখন নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা যে ফলো
 য়িনী হইবে, তাহার সম্ভাবনা ন
 এক্ষণে যে গ্রামে কৃতবিদ্যা আ
 গামেই প্রায় বিদ্যালয় স্থাপিত
 মে।
 শ্রেণীর রাজন
 তেছে। যদি উচ্চ
 ঘটিত কমতা বৃদ্ধি হয়, তাহা
 এইমুকল বিদ্যালয়ের সংখ্যা আ
 আপনি বৃদ্ধি হইয়া উঠবে। ভূমির উ
 করস্থাপন করিয়া বলপূর্বক শি
 দিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে
 দ্বিতীয়, মরণ জন লরেন্স বলেন,
 মেন্ট বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত ব্যয়
 বেন একরূপ অসীকার করেন নাই।
 বাক্য অসত্য শাসনকর্তার মুখ হইতে
 গর্ত হইলে শোভা পাইত। রাজার
 প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনার্থই প্রথাকে বি

—১০৬—

করেন ? প্রজার কৃতবিদ্যা হইলে কি
র লাভ নাই ? দক্ষ্যত্বকরাতির হস্ত
রক্ষার নাম প্রজার বিদ্যাদান কি
র অন্যতর কর্তব্য কর্য নহে ? ইং.
কি অঙ্গীকার প্রতিপালনার্থ বিদ্যা
ক ব্যয় দেওয়া হইয়া থাকে ? ইং.
কি শিক্ষাকার্যের নিয়ন্ত্রিত স্বতন্ত্র কর
? বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এই কর
ন কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত হই-
না । বঙ্গদেশের সহিত মান্দ্রাজ,
মধ্যভারতবর্ষ ও পঞ্জাবের
হয় না । ঐ সকল প্রদেশ অপেক্ষা
দেশের আয় অধিক । বঙ্গদেশের
কার্যার্থ যে ব্যয়দান আবশ্যিক,
দিয়া যে টাকা উদ্ধৃত হইবে, তাহা
ত কি বঙ্গদেশের বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্যয়
উচিত নয় ? তাহা যদি উচিত
এ প্রদেশের বিদ্যাশিক্ষার্থ স্বতন্ত্র কর
ন অনাবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান
সন্দেহ নাই ।
গবর্ণর জেনরল বলেন, "সর্বম ইনকম
স্থাপিত হয়, তৎকালে চিরস্থায়ী
বস্তুর আপত্তি অগ্রাহ্য হইয়াছিল ।"
কি অগ্রাহ্য করিবার কর্তব্য কে ?
সিদ্ধ আপত্তি শ্রবণ করা বাহাদি
কর্তব্য কর্য, তাঁহারা যদি না শুনে
যে স্থলে তাহা না শুনিলে অনেক
করিবার কয়তাবা থাকে, সে স্থলে
নিলে সে কার্যটি কি অন্যান্য বলিয়া
গণিত হয় না ? যদি এক অন্যান্য
অন্যান্যচরণের সমর্থনে সমর্থ হয়,
হইলে গবর্ণর জেনরলের উল্লিখিত
কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে
জমীদারেরা পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ
রাহিলেন, তাঁহাদিগের কথা রক্ষা
না, কি করেন, অগত্যা কর দিয়া
তাহা বলিয়া কি সেইটি প্রমাণ
?
উপসংহারকালে আমরা অনিচ্ছাগুলি

পুনরায় গণনা করিতেছি । ভূমির উপরে
বিদ্যাশিক্ষার্থ বিশেষ কর হইলে, প্রথ
মতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধ আচ
রণ হইবে ; দ্বিতীয়তঃ এক শ্রেণির সুবি
ধার নিয়ন্ত্রিত অপর শ্রেণিকে কর দিতে
হইবে ; তৃতীয়তঃ হস্তদায় কর্তার শেবে
দরিদ্র কৃষকদিগের ক্ষেত্রই পক্ষিত হইবে ।
সর জন লরেন্স কি মনে করেন, জমীদা
রেরা প্রজার ক্ষেত্র চাপাইতে পারিলে
নিজ তঞ্চিল হইতে টাকা দিবেন ?
জমীদারের লাভের উপরে শত করা
দুই টাকা লওয়া গবর্ণর জেনরলের অভি
প্রোভ । গবর্ণমেন্ট যেমন জমীদারের
লাভ হইতে অর্থগ্রহণের চেষ্টা করি
বেন, জমীদারও তেমনি প্রজার শোণিত
শোষণ আরম্ভ করিবেন । আদালত
সকল পুনর্কীর করত্বের মকদ্দমায়
প্রাণিত হইয়া উঠিবে । আর যদি ব্যবস্থা-
পকগণ করত্বের সুবিধা করিয়া দেন,
তাহা হইলে ত মণিকাঞ্চনযোগ
হইবে । সেই সে কাল আসিয়া উপস্থিত
হইবে ; সেই অভ্যচার হইবে । ১০ আই
নের দ্বারা করত্বের যে সীমা আছে,
তাহাও ক্রমে লঙ্ঘিত হইবে । যাঁহারা
বিস্তার টাকা ব্যয় করিয়া বাটী, বাগান
প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহারা দেখি
বেন তাঁহাদিগের বাস্তব ঠিক মাত্র হইয়া
উঠিয়াছে ; ইট ও ব্লকভিন্ন আর কিছু
রই মূল্য নাই । কৃষকগণের যে কিছু উন্ন
তির সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা দূরে
প্রস্থান করিবে । যে করে সম্পত্তির মূল্য
চূস করে, তদ্বারা কেবল জাতিসাধারণ
মূলধনক্ষয় হয় মাত্র । আলমগিরের
সময়ে ৬৪ কোটি টাকা আয় ছিল ;
কিন্তু বিস্তার সরকারী কর করা হইয়া
ছিল বলিয়া তত আয় থাকিতেও দেশ
উৎসন্ন হইয়া গেল । অতএব সর জন
লরেন্স নিশ্চয় জানিবেন, অধিক পরিমা
ণের ও অধিক প্রকারের কর হইলে,

প্রজার কখন সুখী হয় না । যে রা
নানা প্রকার করের সৃষ্টি হয়, সে রা
প্রজার বিরাগনিবন্ধন স্থায়ী হই
পারে না । রাজারা প্রজার হিতার্থ
গ্রহণ করেন মতঃ ; কিন্তু প্রজার
ভার বহনতরে সে হিতকে বি
বোধ করেন না, বিপরীতই জ্ঞান করি
থাকেন ।
সর জন লরেন্স বলেন যদি
দারেরা স্বৈরাচারী এই দুই (শি
ও রাস্তার) কর বহন না করে
ব্যবস্থা প্রণয়নদ্বারা তাঁহাদিগের স্ব
এই কর্তার নিষিদ্ধ হইবে
এটা অসুচিত ভয়প্রদর্শন । যু
রাজার অন্যান্য নিবারণের এক
উপায় । রাজা যদি সেই যুক্তি অগ্র
করিয়া বলপ্রকাশ করেন, কে নিব
কর্তব্য হইতে পারে ? বাহা হউক,
আশ্চর্য্য, কোথায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণ
দিন দিন স্বৈরাচারপরিভ্রাঙ্গী হই
না, উত্তরোত্তর অধিকতর স্বৈ
চারী হইতে লাগিলেন । অবশেষে
আমরা একটা কথা সংক্ষেপে গব
র্নটের গোচর করিতেছি, তাঁহারা
করিতেছেন, অর্ন্তের ঐক্যসেবনের
বলপূর্বক প্রজার বিদ্যাশিক্ষার উ
করিবেন কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে
এরূপ করিতে গেলে প্রজার বি
প্রতি বিদ্বেষ জন্মিবে ; গবর্ণমে
বিদ্বেষের অভাজন হইবেন না । এ
আর একটা কথা বিবেচনা কর
আবশ্যিক । ঐ রূপে যে কর সংগৃ
হইবে, নিম্ন শ্রেণির প্রকৃত হিতকা
তাঁহার কত ব্যয়িত হইবে ? ক
সংগ্রহের ব্যয়ে পর্যাবসিত হইবে, ক
কতক ইন্স্পেক্টর ও ডেপুটি ইন্স্পেক্ট
প্রভৃতি আপন আপন বেতনের
করিয়া ভাগ করিয়া লইবেন ।
—:—
বিবিধসংবাদ ।
৬ ই টীকা ১২৭৫ সোমবার ।
আনন্ডাতার শিকাসংক্রান্ত সভার
সরিক অধিবেশনদিবসে বেবেগেও কৃষ্ণ
বন্দোপাধ্যায় স্ততিহাস ঠা বগে এক
পূর্ণ উপদেশ দিয়াছেন । বিচারপতি দ্বি
দিবস সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়াছি

— ১০৪ —

শেষ বিধানে আপনীর বক্তব্য ব্যক্ত করি
 ময়ে দিবার প্রতি বলিয়াছেন, “আপনারা
 দেশের ও স্বদেশীয়দিগের শিক্ষার
 ক্ষমকে এ দেশে যাহা করিতেছেন, তদ্বি
 ক্ষি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। বিদ্যা
 দেশের মহোপকারক বিষয় আর নাই।
 দেশীয়, কি বিদেশীয় সকলেই এ বিষয়ে
 সাঙ্গী না চেষ্টা না থাকিতে পারেন না।
 দেশ থাকিয়া আমি যাহা বলিব ও যাহা
 আপনাদিগের উন্নতিতির তাহার আ
 উদ্দেশ্য নাই। আমি অস্তিত্য ষত দিন
 থাকিব, তত দিন আপনাকে এদেশীয়
 এক জন বন্ধু মনে করিব।” কেহ
 তাঁহার প্রতি যে কোপপ্রকাশ করিয়াছেন,
 প্রতি তদ্বিমিত্ত আক্ষেপ করিয়া বলিলেন,
 শ আগমনঅবধি এতদেশীয়দিগের উন্নতি
 তাঁহার জন্য কোন চেষ্টা হয় নাই। এমন
 অকারণ ভাবে সনা করিলে তাঁহার আত্ম
 মনোবেদনা হয়। তিনি কখন আমাদিগের
 কদিগকে নির্দয় হ্রস্ব অথবা অসতী বলেন
 একথা বলা তাঁহার অভিপ্রায়ও নহে।
 তিনি দেশকার শিক্ষা ভাষা বিবেচনা
 তাঁহারই উদ্দেশ্য করিয়াছেন। ইংরাজ
 দেশে অতি অল্প লোকে হেনর লরেন্সের
 পর ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি এমন প্রেম
 তাঁর প্রকাশ করিয়াছেন।
 এ এপেল প্রায় ৫০ জন দক্ষ্য পেসিনের
 র লুঠ করে। প্রহারগণ অস্ত্রপারিতাগ
 পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু সেপুটী ক
 ৩০ জন অস্ত্রধারী লোককে লইয়া আগমন
 ত দক্ষ্য পলায়ন কবে। ১২ জন দক্ষ্য
 ইয়াছে। সেপুটী কামদনের এক জন
 শীয় কোর্টার খড়্গাঙ্গ এই দক্ষ্য বৃত্তি
 তে এই ব্যক্তিকে হাতে মরণ করিয়াছে।
 তর বাগীতে অস্বদেশীয় বন্দীরা
 র করেকথান পর বাহির হইয়াছে।
 রাজকুমার ধারতীয় ইংরাজকে দ্বী
 করিয়া ব্রিটশ অর্ধ অধিকার করিবার
 দিয়াছিলেন। অধিকসংখ্যক অস্বদেশীয়
 তে লুট থাকতে প্রায় ৮০ জনকে
 ত মরণ হইয়াছে। নগরে অগ্নি দিবার
 ত ৩০ জন অস্ত্রধারী লোক জয়ন করি
 ত। সেপুটী কামদন এ নিমিত্ত কতকগুলি
 তাহিয়াছেন। বন্দীরা এতদ্বিবন্ধন অতি
 প্রাণাঘাত হইতেছে।

হুম্যান কল কথা হইয়াছে, সেগুলি অকর্ম্মণ্য
 বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। শক সাহেবের এই
 আর এক কার্য ব্যয়মাত্রকার হইল। এজন্য
 কোন ব্যক্তি দায়ী হইবেন?
 চন্দ্র সন্ন্যাসীর আশ্রম বয়স্ক্রম হওয়াতে
 তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে। তিনি কতক
 গুলি নীচু পত্রিকার আছেন, উগ্রথ্য হইতে
 সন্ন্যাসীকে পুরী মনোনীত করিতে হয়। সন্ন্যাসী
 জৈবল পারবাসীর মতে হইতে ১০৮ জন বালি
 কাকে রাজবাড়িতে আনয়ন করা হয়। কিন্তু
 সন্ন্যাসী এক জনকেও মনোনীত করেন নাই।
 সন্ন্যাসীপরে পুনর্বার আর কয়েক শতকে
 আনয়ন করা হইবে। সন্ন্যাসী লোকদিগের
 অনেকে রাজবাড়িতে বন্দীপ্রেরণ করিতে অস
 ম্মত। রাজার স্বস্ত্যপু বাসিনী হইলে জীলোকেরা
 যাবতী বন আর কাঠকে দেখিতে পান না। এই
 কারণে তানকে রঞ্জী হইবার বাসনাকেও
 তুচ্ছ করেন।
 কয়েক কোসিন মেসেজকে ভারতবর্ষের
 সকলে জানেন। কয়েকজন এক আকর্ষণীয়
 আছেন। ইনি প্রকৃত সবলেট, তুচ্ছ রক্তভানব
 জন ইহাকে ভারতবর্ষীয় সেনাপল ত্যাগ করিতে
 হয়। বর্ডেল চই মরণের ইহার স্বপ্ন পরিবেশ
 করিয়াছিলেন। একজন বৃদ্ধ ক্রমশঃ মন্দ হওয়াতে
 আর সাহায্য করেন না। ইহাকে ও বর্ডেল এক
 পদ্য লিখিয়া পিতৃব্যঃ একটু প্রেরণ করিয়া
 বলেন, যদি তিনি চাকর ন হেন, তাহা হইলে ত
 মৃত্যু করিবেন। কয়েক মেকেই এ জন নাজি
 কতে এই ব্যক্তির জয়মাস মেয়াদ হইয়াছে
 কয়েক মেকেই আশ্রম জবানবন্দী দিবার সন্ন্য
 বলিয়াছেন, তিনি ৪০ বৎসর ভারতবর্ষীয়
 সেনাপলে ছিলেন এবং বন্দীদের সঙ্গে
 বিদ্রোহ নবারণ করিতে গিয়া ১১ টি তলবারে
 আঘাত পাইয়াছিলেন। কিন্তু বলরূপে বিদ্রোহ
 হয় নাই এবং বিদ্রোহদমন করিতে তিনি এট
 অসম্মত প্রাপ্ত হন নাই। মঠনের দিবসে
 সেনিকগণ গোয়ালা লইয়া বর্ডেল হইয়াছে
 এমন সন্ধ্যে কয়েক এক তলবার হস্তে তাহাদি
 গের মনে পড়িয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন
 এবং তাহাদিগকে গালী দেন। ইহাতে সৈন্য
 গণ ইহাকে আঘাত করিয়াছিল। লাড তেল
 হৌ স এই সময়ে গবর্নর জেনরল হইলেন। তিনি
 সৈন্যদিগকে বিদ্রোহী বলিয়া দণ্ড না দিয়া কয়ে
 লকে সেনাপল হইতে বঞ্চিত করেন। কোসিন
 মেসেজের বীরত্ব সামান্য নয়।
 গত শুক্রবার এডিনবার ডিউকের হত্য
 হইতে রক্তার নিমিত্ত রাজ্যীকে অভিনন্দন
 প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে যে সন্ধ্যা হইবার
 কথা ছিল, তাহা স্থগিত হইয়াছে। বলিকসপ্র

দায়ের সম্প্রদায় ভারতবর্ষীয় সত্কার সন্ত
 রিকে লিখিয়াছিলেন, ইউরোপীয় ও স্বদেশ
 সমাজ একত্র হইয়া অভিনন্দন প্রদান করি
 তাল হয়। লেপ্টনান্ট গবর্নরকে এ বন্দী
 বাতে তিনি বলিয়াছেন, যখন রাজ্যে
 কোন বিষয়ের আন্দোলন হইতে
 ভারতবর্ষীয় সত্কার সন্ত একত্র হইয়া
 পীরেণা কাব্য করিলে কোন
 না। গ্রেসাহেব নিজে সভাপতিত্ব করিয়া
 প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রেসাহেব
 কুলক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইউরোপীয়
 সন্ত একতদেশীয়দিগের স্বার্থে। এখন
 হইবে, সে কাশা নাই। তথাপি গ্রেসাহেব
 শাসনকর্তা হইয়া যে সেই স্বার্থে
 দেন, সেও বিবেচনাসিদ্ধ কাজ হয় নাই।
 ১৮৫৭ সালের ১লা এপেলপর্ষন্ত এ
 ৭৬ জন অতি উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। ই
 গের মধ্যে ৫৩৫ জন ইউরোপীয় ও ১৬৬
 ১৬১ জন ভারতবর্ষীয়। এদেশীয়ের
 রাজকাৰ্য্যে নিয়োজিত আছেন বলা হয়
 কি তাহার প্রমাণ? এতদেশীয়দিগের এ
 কাজ ধাপে তাহা হইতেই যথেষ্ট হইল।
 একজন জনপ্রিয় সাংবাদী টেম্পল
 মুদ্রা প্রচলিত করিবার কল্পনা করিতে
 তিনি আরও কয়েকদিগের নিমন্ত সেবিৎ
 কারবার আভিলাষ করিয়াছেন। এই
 অনেক উপকার দর্শাবে। অল্প পরিমাণ
 গণ্য কার্যে থাকিলে বিস্তর এতদেশীয়
 কমা দিতে পারেন।
 বলা হইয়াছে। বীরগণের পিতার মৃত্যু হও
 তন মাতৃকর্তৃক অথ দালিয়ার উপাধি প
 হইতে তাহা লাভ প্রদেয় করিয়াছেন।
 ক্রান্তোরন পিতার দ্বিতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠের
 মৃত্যু হওয়াতে তিনিই উপাত্ত উপাধি ও স
 পাইলেন।
 উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধানমন্ত্র বিচার
 সন্ন্যাসী সকলমতেই শত ক্রয় টাকার
 মফসসম ব্যাধী উকীলদিগের পুস্তকের
 করিয়াছেন। এগী প্রাথমীয়।
 ৭ ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।
 জেজিইব আইন অধিকারের পেসি
 বলিল। রিজিষ্টারী হইতেছে, তাহা অল্প
 দায়ের করা উচিত পানেন, এক কর্ম্মচারী
 থাকতে বিশেষ অসুবিধা ও কার্যকর
 তেছে। এই আইন হইবার সময়ে আমিয়া
 ছিলেন, পূর্ণক কর্ম্মচারী নিয়োজিত
 সূচকরূপে কার্য হইবে বা তাহা
 সব রেজিষ্টার হইয়াছেন। সেপুটী
 কাৰ্য্যেরও বড় বাধা হইতেছে। ম
 বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট এক কর্ম্মচারী
 কর্ম্ম সারিয়া ব্যয়সংক্ষেপ করিবেন, এই
 পাওয়াতে এই আনন্দ ঘটয়াছে। সন্ন্যাসী
 নান্ট গবর্নর ইহা বুঝিতে পারিয়া কয়েক
 সূতন সব রেজিষ্টার নিযুক্ত করিবার
 যাইছেন।
 পবলিক ওপিনিয়ন কাবুল হইতে
 পাইয়াছেন যে, সর্দার আজিম খাঁ আজীর

র নিকটে এক দূতপ্রেরণ করিয়া সন্ধি
 র অঙ্গুরোধ করিয়াছেন। আবদুল রহমান
 লিয়া পাঠাইয়াছেন, তুর্কি স্থানের অজ
 জাতি বিদ্রোহী হওয়াতে তিনি কাবুল
 আনিতে পারিবেন না। মহম্মদ জাজুব
 গিজনি অধিকার করিয়া সৈয়দাবাদে
 মীর সৈয়দদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত
 াছেন। গিজনি গ্রহণের দিবসে আজিম
 কয়েক জন প্রধান সর্দার হত ও বন্দীভূত
 হেন। আজিম থাকে এ তার কাবুল ত্যাগ
 ত হইবে। সিয়ান আলি পুনর্বার সিংহাসন
 হরণ করিলে এক বার উহার সন্ধি আব
 হমনের যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

আলাহাবাদের আকাউন্টান্ট অফিসের
 চন্দ্র মিত্রনামক এক জন কেরানী ও
 র জাতা এক জাল পত্র করিয়া বঙ্গদেশীয়
 হইতে ১০০০ টাকা বাহির করিবার চেষ্টা
 ঙ্গরকানাথ দে নামক এক ব্যক্তি ব্যাঙ্কে
 লইয়া গিয়া পূত হয়। এই দিন জনৈক
 হাবাদে বিচার হইবে। ইনস্পেক্টর মরি-
 বিশেষ চতুরতাসহকারে এই দণ্ডদিগকে
 ছেন। জাল কারিরা পদে পদে ধরা পড়ি
 তথাপি চেষ্টনা হয় না।

বিবিনিয়ার যুদ্ধে ছয় নব্বই অস্ত্রসম্বল
 লাহোরের প্রধান লোকেরা নগরকে
 ক্রমশঃ ত্যাগ করিবেন।

চন্দ্রপেটী যুটে অবগত হইয়াছেন, প্রধান
 ১৮'রালের আপীলবিভাগে মা সর্ক ৬
 বেতনে দুই জন বিভাগী. • টাকা
 তিন জন বেতন কার্কি এনং • টাকা
 ছয় জন ১৩'রী ন বস নিযুক্ত হইবেন।
 চারি জন ইউরোপীয় সৈনিক এক জন
 দশীকে প্রত্যহ প্রহার করিয়া তাহার
 হইতে ১৯৬০ টাকা অপহরণ করাতে
 লিতে তাহাদিগের বিচার হয়। এক জন
 বিরূহে মুক্তিলাভ করিয়াছে। আর তিন
 পাঁচ বৎসর করিয়া শ্রমাদ হইয়াছে।
 করা নির্দোষ, তাহার কেবল লুট না
 যদি এই ব্যক্তিকে বধ করিত, তাহাহইলে
 বিচারে অন্যায়সে অব্যাহতি পাইত।
 দিনবার ডিউকের সর্কার নিমিত্ত অভিন
 করিবার যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে। তদু
 ক এক জন ইউরোপীয় সিমলা হইতে এক
 সৈনিক পত্রে লিখিয়াছেন, "কোন সাহেব
 কুলাজ করিতে পারেন, ইহা ভারতবর্ষীয়
 ক জান'ন অতিশয় অন্যায়। অন্যায় কি?

ভারতবর্ষীয়েরা ইন্ডিয়াদিগের এ কাঙ্ক্ষালিকে
 লীলা খেলা বিবেচনা করেন।

৮ ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

পাঠকগণের স্বরণ থাকিবে, কিবোজাবাদের
 নিকটে একটা জীলোক রসাংকারের ভয়ে রেল
 ওয়ে শকট হইতে লক্ষ দিয়া পড়েন। অত্যাচার
 কারীকে ধরিবার নিমিত্ত অঙ্গুসজ্ঞান করা হয়।
 কিন্তু অঙ্গুসজ্ঞানে কিছুই প্রকাশ পায় নাই।
 রেলওয়ের এইরূপ পাকা অঙ্গুসজ্ঞানই বটে।

ভদ্রমুখের ঘাট অবধি কুমারহিলির ঘাট
 পর্যন্ত হাজির উপদ্রব হইয়াছে। কয়েক ব্যক্তি
 ম্যান করিতে না মারি এই জন্তকর্তৃক হত হইয়া
 তন। সম্প্রতি একটা বৃহৎ হাজির ধরা পড়িয়াছে
 সম্পূর্ণ বর্ষ না হইলে উারা পুনর্বার সমুদ্রে
 প্রবেশ করিতেছেন। অতএব আপাততঃ
 তলে নামিয়া গঙ্গাস্নান বন্ধ করা কর্তব্য।

ডেলিনিউস প্রবণ করিয়াছেন, র'জপুতনার
 পার্শ্বীয় লোকেরা দৌরাত্ম্য ও লুট করিতে
 গবর্নর জেনরলের এক্সেস্ট কিছু দিনের নিমিত্ত
 ১০০০ টাকা বেতনে এক জন চিত্রিত পুলিশ
 সুপরিটেণ্টেণ্ট নিযুক্ত করিবার অঙ্গুরোধ কবি
 রাছেন। দক্ষিণে গ্রামস্থ বন্দম্যেসদিগের সাহায্যে
 যুঠ করে; যখন কোন প্রবনা পায় তখন
 লোকের জী ও সন্তানদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়।
 লর্ধ না দিলে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয় না।
 কিন্তু জীলোকদিগের উপরে অন্য কোন অত্যা
 চার হয় না। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট উক্ত অঙ্গু
 বোধে সম্মত হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান মিরার বলেন, পূর্ববঙ্গালার রেল
 ওয়ের হত্যাকাণ্ডের পর দিবস এক খানি শকট
 শ্রমি আনিত্তেছিল। হঠাৎ বিপদের জাপক
 পতাকা দর্শন করিয়া স্থগিত হইল। কারণ
 জিহাসা করিতে প্রবৃত্তি বলিয়া উঠিল, একটা
 শিশু শকটচক্রে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করি
 য়াছে। কিন্তু অতঃপর এই শিশুটী কোথায় গেল
 অথবা তাহার মৃতদেহের কি হইল কেহই জা
 নতে পারিলেন না। এই সপ্তাহের শুক্রবারে এক
 জন একদেশীয় প্রবৃত্তি শকটের তলে পড়িয়া
 হত হয়; কিন্তু সে বিষয়েও কিছুই প্রকাশিত
 হইল না। এই সকল কি কাণ্ড হইতেছে? এ
 সকল মূঢ় গোপন করা আইন সম্বন্ধ কি না?
 আশ্চর্যের বিষয় এই বঙ্গদেশের নেস্টনার্ট গব
 র্নর এখনও কমিসন নিযুক্ত বা কোন উপায়
 অবসর করিলেন না।

উক্ত পত্র বলেন, সর জন লরেন্স বাবু কেশব
 চন্দ্র সেনকে গ্রীষ্মকাল সিমলাতে অতিবাহিত

করিবার নিমিত্ত আজ্ঞান করিয়াছেন। যে
 ব্যক্তি সিমলায় গিয়া গবর্নর জেনরলের অ
 নীকার করিতে চান, তাহাদিগের নিমিত্ত গ
 জেনরল একটা শতদ্রু বাণী প্রস্তুত করিয়া
 গবর্নর জেনরল এখন বিরলে গিয়াছেন।
 কক্ষের অক্ষাট নাই, অবনরসময় ধর্ম্ম
 অতিবাহিত করাই শ্রেয়ঃকল্প। ইহাতে অ
 তাহাঁকে দুঃখি না, তিনি কেশব বাবুকে
 পাইয়া বাসিয়াছেন তাহাতেই আমাদিগের
 সন্দেহ হইতেছে।

আমেদাবাদের লোকেরা তথায় এক
 নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত করবার জন্য আ
 ১৫০০০ টাকা চাঁদা করিয়াছেন, আর ১৫
 টাকা গবর্নমেন্টের নিকটে চাহিয়াছেন।
 শই কেনল এ অংশ সকলের পিছনে পড়ি

৯ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

লাড' রোহামের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার
 পর বয়স্কম হইয়াছিল। ইনি নিজ ক্ষমতা
 সৌভাগ্যসঞ্চয় করেন। ইহার তুলা ক্ষমতা
 ব্যবহারার্থে ইংলণ্ডে অল্পই জমগ্রহণ
 ছেন। তাহার তৃত্ত বক্তৃতার প্রত্যয়ে
 অব লাডে চতুর্প জর্জের জী রাজী কারে
 নির্দোষ হন। এই বিচারের সময়ে হেনরি
 াজার সঁহিত সমকক্ষ ভাবে বাগ যুদ্ধ করি
 লেন। হার্টিস অব লাডের বিচার হইতেছে
 সময়ে রাজবংশীয় এক ব্যক্তি রাজীর
 করতে ব্রোহ্মন অকৃত্যতয়ে চীৎকার ব
 বলিলেন "হে নিন্দাকারিন্ ! নিরে অ
 লাগ্য দাও।" তিনি ঐ সময়ে আরো বক্ত
 লেন. "আমার মকেলের জন্য যদি অ
 াজদ্রোহী হইতে হয়, তাহাতেও আমি অ
 নাই।" সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও ব বস্থা শাস্ত্র
 বিষয়েই তাহার পারদর্শিতা ছিল।
 ইদানীং ফ্রান্সের অস্তর্গত কেলিস নগরে
 করিতেন। তথায় তাহার ৫০ জমীদারী অ
 ই স্থানেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

লাফিঙ গাস নামক এক প্রকার বাস্প ত
 তাহাতে হান্যে উদয় করিয়া দেয়। স
 পারিসের এক জন চিকিৎসক ইহাধারা মা
 অটচতন্য করিয়া ক্রোরোক্রমের কাজ ব
 ছেন। ক্রোরোক্রমের মূর্তার পর মাথা
 মাথা ঘুরাণী হয়; কিন্তু এই গ্যাসে তা
 না।

আরব সমুদ্রে ঐতলাসব্যবসায় বন্ধ
 বার নিমিত্ত কয়েক খানি ব্রিটিশ রণতরি অ
 সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, এই ব্যবসা

ইয়া দিন দিন উন্নয়ন বৃদ্ধি হইতেছে। জাহা
অধ্যক্ষদিগকে মনোবদ দেওয়া আবশ্যিক।
ফনগর, হাবড়া, জগলী ও ২৪ পরগণায়
ডক আরম্ভ হইয়াছে; পশুনিগের অধি
বসন্তে প্রাণত্যাগ করিতেছে।

হাওফোড নামক এক জন ইউরোপীয়
ক কাথেরিগ ইয়াড নামে একটি অল্পবয়স্ক
সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতে যায়। তৎপরে
লোকটিকে আর দেখিতে পাওয়া যায়
৯ দিনের পর পুলিশ তাহার মৃত দেহ বাহির
। এক জন আফিসর ও তাঁহার স্ত্রী
ক ও ঐ স্ত্রীটিকে মৃত দেহ পাইবার স্থানে
করিয়াছিলেন। তথাপি হত্যার সবিশেষ
পাওয়া গেল না বলিয়া মাদ্রাজের প্রধান
বিচারালয় ঐ ব্যক্তিকে অব্যাহতি দিয়া
। এই প্রকার বিচারের মাফাক্য দিন দিন
র সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

ডেলি নিউস বলেন, গবর্নমেন্ট ষ্টাম্প ও
র কার্যস্থান স্বতন্ত্র না রাখিয়া একত্রিত
বন। উচিত।

প্রতি জাপানের দুই ব্যক্তি ব্রিটিশ দূত সর
র্কগকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল;
প্রহরীবা তাহাদিগকে বধ করিয়াছে। দূত
ত এক জন ইউরোপীয়ের হত্যার নিমন্ত
জন নিরপরাধী জাপানীর কর্মচারী মৃত্যু
দেওয়াইয়াছিলেন, তাহাতেই যাবতীয় জাপ
তাঁহার উপরে বিরক্ত হইয়াছে।

পাঠকগণ কেবল রাজনীতিষট্টি প্রস্তাব
মাথা ধরাইবেন; একটা কোড়কর
প্রদান করুন। ফ্রান্সের এক যুবক
সুরতির টিকিট ক্রয় করিয়াছিলেন।
র জ্বর অল্প দিন পূর্বে মৃত্যু হওয়াতে তিনি
জন কুরূপ জ্রীলোককে পাচিকা নিসৃত্ত
। সুরতিতে কিছুই হইবে না এই ভাবিয়া
টিকিটখানি পাচিকাকে দান করিলেন।
হিত পরেই সুরতির অধ্যক্ষ তাঁহাকে বলি
ঐ টিকিটে তাহার নামে চলক টাকা উঠি
। কি হইবে? এত টাকা 'ক পাচিকা'
? অতএব অধ্যক্ষ পরামর্শ করিয়া বনি
পাচিকার পাণিগ্রহণ করিতে বলিলেন।
হইল। অধ্যক্ষ নব বিবাহিতা জ্রীলোককে
ন, "আপনার বড়ই সৌভাগ্য যে এমন
সুরতিতে দুই লক্ষ-টাকা পাইলেন।"
র্ক পাচিকা গদগদ বচনে বলিল, "আমি
টিকিটখানি আর এক জন স্ত্রীকে বিক্রয়
। যুবক বিনিকর কেবল কাপ ম. খা
টল; মাছ ধরা হইল না।

স্বাধীন ব্রহ্ম হইতে দখল আসিয়া ব্রিটিশ
ব্রহ্মে সর্দার উপদ্রব করাতে ব্রহ্মদেশের রাজা
সীমার স্থানে স্থানে সৈন্য রাখিয়াছেন।

ভোটাঙ্গের সহিত তিব্বতের লামার বিবাদ
হইতেছে। নীমা কর আদায় করিবার নিমন্ত
দূত পাঠাইবাতে ভোটাঙ্গেরা বলিল, ইংরাজদি-
গের সহিত যুদ্ধের সময়ে লামা, সাহায্য
করেন নাই; অতএব তাঁহাকে আর কর দেওয়া
যাইতে পারে না। বিশেষতঃ তাঁহাকে যে কর
দেওয়া হইত তাহা দুয়ার হইতে উঠিত;
একণে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট দুয়ার গ্রহণ করিয়া
ছেন; কোথা হইতে আর কর আসিবে?
লামা পুনর্বার দূতপ্রেরণ করেন; এই দূত অপ
মানিত হইয়া দূরীভূত হন। লামা যুদ্ধগজ্জা করি
তেছেন।

উৎকলের করদ মহলের পাইক ও শেঠ
রাজগণ নরবলি বন্ধ করাতে গবর্নমেন্ট তাঁদি
গকে খেলোয়াত প্রদান করিয়াছেন। সংকার্যে
উৎসাহবর্দ্ধনার্থ এই রূপ উপায় অবলম্বন
করা গবর্নমেন্টের কর্তব্য।

১০ ই মে গুইকুমারের কন্যার বিবাহ হই-
য়াছে। তিন অধিক অশব্যয় করেন নাই। এ
দেশের ভাগ্যবানদিগের একরূপ ব্যবহারের কথা
শুনিলে, আমাদিগের আশ্চর্য হয়।

বোম্বাইগেজেটের কাবুলস্থিত স'বান্দীতা
বলেন, সিয়র আলি খাঁ ক্রমশঃ কাবুল আক্রম
নার্থ অগ্রসর হইতেছেন। আবদুল রহমান খাঁ
আজিম খাঁকে বলিয়াছেন, যখন সিয়র আলি
খাঁ তাঁহাকে তুর্ক স্থান ছাড়িয়া দিয়াছেন তখন
তিনি তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিবেন না আজিম
খাঁর অত্যাচার আরও বাড়িতেছে। টাকা না
দিয়া কোন বণিক কাবুল হইতে গমন করিতে
পারিতেছেন না। কান্দাহারের সর্দারেরা সিয়র
আলিকেন্দরগরের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া
কাবুল স্থিত কতকগুলি কান্দাহারীকে বধ করা
হইয়াছে। কাবুলের সমুদায় লোক আজিম খাঁর
উপবে বিরক্ত হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপনী বলেন, "অত্রত্য জাইন্ট মাজি
স্ট্রেট মে: প্রাইজ সাহেব নিয়মিতরূপে ১০১১
টার সময়েই কাচারিতে আসিয়া ৪ টার সময়
যাইয়া থাকেন কিন্তু বড় কর্তার ২৩ টার
পূর্বে শ্রায় আগমন হয় না গতিকেই ৬ টার
পূর্বে যাইয়া ও থাকেন ন। উভয়ের হস্তে কালে
উন্নির কার্যভার থাকতে কালেউন্নির আমলা
দিগের বড় কষ্ট হইতেছে। বাস্তবিক ১০ টার
সময় যাইয়া ৬ টার সময় আসা কষ্টের ব্যাপারই

বটে। আমরা অনুরোধ করি বড় কর্তা আ
পরিভাগ করিয়া লে'গের ক্রেশনিবারণ
কেবল লোকের কষ্ট দূর নয়, নিজেও অ
সময় টেকসিয়ত ভাল হইতে বাঁচিতে পরি
অনেক বিচারপতিরই কার্যের এই গতি।
লে'র মহোদয়েরা কে কি করেন তাহারত
তত্ত্ব লয় না; একরূপ না হইবে কেন?

১০ ই টোকা শুভ্রবার।

ইংলণ্ডের কতকগুলি জ্রীলোক এক
করিয়া যাগতে জ্রীলোকেরা মহাসভায় এ
করিবার স্বল্প পান, সেই চেষ্টা ও নর্দব ব
করিতেছেন। বিখ্যাত বক্তা জন ডাইটের
এই সভার এক জন প্রধান উদ্যোগী। জন
য়াট মিল ও অধ্যাপক ফসেট ইহাদিগের স
য়তা করিতেছেন। যখন একজন জ্রীলোক
রাজপদ পাইয়াছেন, তখন অপর জ্রীলোক
তাঁহার মজিব লাভের চেষ্টা না করিবেন কে
আমাদিগের দেশের পুরুষেরা দেখুন।

সর রবার্ট নেপিয়র এই বলিয়া আ
নিয়ার যুদ্ধার্থ গত সৈনিক দলের উৎসাহ
করিয়াছেন যে অন্য কোন সৈন্যদল
তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর মহৎ উ
শ্য সাধনার্থ যুদ্ধ করিতে গমন করেন না
এই যুদ্ধ বর্ধার্থই মানবগণুলীর উপকারার্থ
রাছে; কষ্টকরমধ্যে যে কিছু ভারতবর্ষীয়দি
হইল। যাইবার কথা নাই, অথচ তাহাদি
৫০ লক্ষ টাকা গেল।

কালুবাম নামক যে ব্যক্তি পঞ্চাব বা
তহবিল তরুণ করে, তাহার সাত বৎসর
ও ১৫০০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।
মানা আদায় হইলে ১২০০০ টাকা বা
দেওয়া হইবে।

ফ্রান্সদেশীয় আলবার্ট হেগাননামক
জন যুবক রূপান্তর কলিকাতায় মাজি
নিকটে ইউরিডাইস জাহাজের কাপ্তেন বে
সের নামে এই বলিয়া নালিশ করেন, তিনি
রোপ হইতে ঐ জাহাজে আসিতেছিলেন।
সহিত তাহার জ্রী ও উন্নবিৎশতবর্ষীয় জ্রী
আইসেম। কোলস পণ্ডে কলপূর্কক তাহার
নীর্ সতীত্ব রূপে কল্পিতে ঐ জ্রীলোক সমুদ্রে
দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ঐ কা
তাঁহারও জীবন নষ্ট করিবার চেষ্টা। পাইয়া
গত কল্য মাজিস্ট্রেট বিচারারম্ভ করেন।
কারের নালিশ অগ্রাহ্য হইয়াছে বধ করি
তন্ত্রপ্রদর্শনের শকদমাটী হইতেছে।
শীয় ইউরোপীয়েরা আমাদিগের বিচারপ্র
দখিয়া যান এমি ভাল।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ৭ ই মে। আয়ারল্যান্ডের ধর্মের সহিত গবর্নমেন্টের সংগ্রহ রহিত করিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত কাটেরবারির আর্কবি শপের সভাপতিত্বে সেন্ট জেমস হালে এক বৃহৎ সভা হইয়া গিয়াছে। সম্রাট, নেপালিয়ন ১৪০০০ ফরাসী সৈনিককে স্ব স্ব গৃহে যাইবার নিমিত্ত বিদায় দিয়াছেন।

৮ই মে। গত রাত্রিতে হাউস অব কমন্সে আয়ারল্যান্ডের ধর্মসম্প্রদায়সংক্রান্ত শেষ প্রস্তাবটি বিনা মতভেদে গ্রহণ হইয়াছে। মন্ত্রীগণ বলি যাচ্ছেন, এই প্রস্তাবকে মূল করিয়া যে বিল হইবে, তাহার ঘোরতর প্রতিবন্ধকতা করা তাঁহা দিগের অভিপ্রেত। পদস্পরের প্রতি ঘোরতর আক্রোশপরিপূর্ণ তর্কের পর বিজিগ্গম ডোনম নামক গবর্নমেন্টের দান ও মেম্বরের জন দান রহিত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ হইয়াছে।

আয়ারল্যান্ডীয় বিপ্লব বিল দ্বিতীয় বার পঠিত হইয়াছে।

ফেনিয়ান মগেল মুক্ত হইয়াছে।

৯ ই মে। গবর্নমেন্ট আজ্ঞা করিয়াছেন, রেজি মেন্টের ফিল্ড আফিসারের নীচের পদে যেসকল সৈনিক আছেন, তাঁহারা যদি এক বৎসর ইংলণ্ডে ও এক বৎসর ভারতবর্ষে কাজ করেন, ষ্ট্রীফ কোরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

একপ জনশ্রুতি যেসকল ভারতবর্ষীয় আফিসার এক্ষণে বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে আছেন, তাহারা স্ত্রীতন বিদায়ের নিয়মের ফলভোগ করিতে পারিবেন।

গত কলং হাউস অব কমন্সে আয়ারল্যান্ডের সশ্রম বোম্বাই ব্যাঙ্কের স্ত্রীতন বন্দোবস্তঘটিত দাবতীয় পত্র অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়া ব্যাঙ্কের স্ত্রীতন কার্যপ্রণালীর প্রতি বিশেষ দোষারোপ করিয়াছেন। সব ষ্ট্রীফোর্ড মর্ফকোট প্রভৃতিতে বলিলেন, তিনি বোম্বাইয়ের শাসনকর্তাকে গবর্নমেন্টের সহিত প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কনট্রুয়ের সম্পর্ক পূর্বে স্থির করিয়া অংশ লইবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

বোম্বাই ব্যাঙ্কের অধুসকানকারী কমিশনের সভাপতি সর চার্লিস জাকসন ৪ঠা মে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়াছেন।

১৬ ই মে। ইংলণ্ড হইতে ২৪ এপ্রেল বে মেইল ছাড়িয়াছে, অমরুমে তদ্ব্যপ্যে গবর্নমেন্টের পত্রসকল প্রেরিত হয় নাই।

অবিস্মিত হইতে আগত।

বোম্বাই ১৭ই মে। ১৭ ই এপ্রেল ব্রিটিশ সৈন্য

১১ ই জুলাই শনিবার।

ইংলণ্ডের আন্দোলনে প্রেততত্ত্বটিত এক সমকক্ষ হইতেছে। বিবি লায়ন নামে লোক স্বামীব প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার ঋণ অধিকারী হন। স্ত্রী পুরুষে অতিশয় ছিল। এই বৃদ্ধা স্বামীর বিয়োগ অবধি মন কষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার (১৮৬৯) অর্ধে প্রাণত্যাগ করিবার সময়ে ছিলেন, "সাত বৎসরের পর তোমার আমার পুনঃসংসার সাফল্য হইবে।" বৃদ্ধা প্রার্থনা করেন ১৮৭৬ অর্ধে তাঁহার মৃত্যু হইবে, কিন্তু তাহা না হওয়াতে জানিও হইবে এক প্রেততত্ত্ববিশেষের পরামর্শ গ্রহণ করেন। তৎফলতঃ তাঁহার স্বামীর প্রেতকে মন করিল। প্রেত বলিল, "জেন আমি তোমাকে ভাল বাসি, এক দণ্ডে তোমাকে ছাড়ি।" "জেন স্বর্গ হাতে বাড়াইয়া পাইলেন।" "স্বপ্নে কিছু দিন সাফল্যকরিত পর প্রেত বলিল, "জেন! ডানএল আমার পুত্র, উহাকে দত্তক গ্রহণ করা।" "জেন তাহা প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি এই প্রেত বৎসকে লাখিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে ঐ সম্পত্তি স্ত্রীতন আনতে পারিয়া এককল সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্তির জন্য নালিশ করিয়াছেন। যত দিন চলে যাবে, অব্যক্ত কাজের লোক হইবে।

হইতেছে।

লাখত মূল্যে গবর্নমেন্টের কার্য হইতেছে—

কার্যবিকা	৯২০—৯২১০
কোম্পানির	৯২১০—৯২২০
পবলিকওয়ার্ক	১০৫০—১০৫১
কোং	১০৮০—১০৮৫
১১৫০	১১৫০—১১৫৫

গণ মাগলালা ত্যাগ করিয়াছে, তাহার নগর দখল করিয়াছে। ২৮ এ তাহারা টাঙ্কা পৌছে। মারভীয় সৈন্য ১০ এ জুন পর্যন্ত দেশ ত্যাগ করিবে। ইন্দোনেশিয়া যোগ্যকারী কাংবো রাজ্যের আজ্ঞা পালন করিয়াছে, তাহা তাহাঙ্গিকে প্রশংসা করিয়া সর পবাট যুর এক মোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

ডাক্তার ডিবল উদ্যোগে ও লেপ মার্গেণ বিকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। গণ সামান্যতঃ সুস্থ আছে। থিওডোবের পুত্রকে বিদ্যা শিক্ষার্থ বোম্বাইয়ে প্রেরণ হইতেছে।

লার্ড ক্রহামেব মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে। ৭ ই মে বৃহস্পতিবার তিনি মেরু নগরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

হত্য হইবার সময়ে বারট নামক ফেনিয়ান স্থানান্তরে থাকিবার যে কথা কহে, তাহা কি না এটি যত দিন না অধুসকানকারী স্থিতি তত দিন তাহার ফলী স্বর্গত রহিল।

সম্রাট নেপালিয়ন অলিয়ঙ্গে শান্তি এক বক্তৃতা করিয়াছেন।

৯ ই মে। ওয়াশিংটন হইতে টেলিগ্রাম যাবে, মহাসভা আয়ারল্যান্ডের হাউস অফ কমন্সের একটি অস্বাভাবিক চক্রবর্ত্ত বলিয়া করিয়াছেন।

হাউস অব কমন্সের অভিনন্দনের প্রস্তাব রাজ্যী বলিয়াছেন, মহাসভা বিবেচনা সকল কাজ করেন সে বিষয়ে তাহার বন্দোবস্ত আছে। ইংলণ্ডে আয়ারল্যান্ডের সম্রাটের তাহার যে পাশসম্বন্ধ আছে, তাহা অধুরোধে যেন এ বিষয়ে তর্কের হাট না

১৩ ই মে রাজ্যে প্রাণত্যাগ পাঠেব ইংলণ্ডের ধর্মসম্প্রদায়টিত বিল অর্পণ করি আইনে ধর্মসম্বন্ধে অতিশয় গোলযোগ হইতে হইয়াছে।

উৎকল ও বিহারের জনসেচনার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় জনসেচনী সভা এক টাঙ্কা মূল পন দ্বারা বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। লিডনের বাইকার হিয়ারকোডের হইয়াছেন।

মন্ত্রীগণ ও আয়ারল্যান্ডের ধর্মসম্প্রদায়ের টাঙ্কাগার স্কোয়ারে এক সভা হইয়া ইংলণ্ডে স্বামী স্বয়ং স্ত্রীতন সেন্টটমাস হাউসের মূল প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন।

— ১০৫ —

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

লেপ্টেনেন্টগবর্নরের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

২ ই মে। এচ, করিফ সাহেব জামালপুরের
মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

৩ দিন মৌলবী দিলদার হোসেন বিদায়
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডেপুটি
মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ডবলিউ. ডি,
সাহেব আফারিয়া উপবিভাগের ভার
প্রথম শ্রেণির মাজিস্ট্রেটের ও সেশিয়নে
করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিবার
পাইবেন।

৩ ই মে। সিংহভূমের ডেপুটি কমিসনর
ডবলিউ. এচ. হেন তথায় ও কটকের
মহলের অন্তর্গত কিয়কোডে মাজিস্ট্রেট
কালেক্টর ও অধঃস্থ জজের ক্ষমতা পাইবেন।
এই ভাষাকে করন মহলের তত্ত্বাবধায়কের
অধীন হইয়া কাজ করিতে হইবে।

৩ ই মে। সৈদ আলি কুলি খাঁ মোজফরপুর
সভায় বিশেষ সব রেজিস্টার হইবেন।

জসাহির থাকবস্তুর ডেপুটি কালেক্টর
জোঙ্গ সাহেব ১৮৫৭ অব্দে ৯ আইন
ধারা চাকার ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা
পাইবেন।

৩ দিন বাবু রাধাকান্ত বড়ুয়া বিদায় লইয়া
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু দ্বারকানাথ
আসামের অন্তর্গত তেজপুরের প্রতি
মুসেফ হইবেন।

সহকারী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ডব
লিউ. ওল্ডহাম সাহেব মেধেরপুর উপবি
ভাগের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজি
স্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের এবং প্রধানতম
মালয়ে অথবা সেশিয়নে অর্পণ করিবার
মকদ্দমার প্রথম বিচার করিবার ক্ষমতা
পাইবেন।

৩ ই মে। গেরগেটে বাবু দিননাথ
আসামের নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন হয় তাহা
প্রতি রহিত করা গেল।

ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
আনন্দচন্দ্র সেন কেন্দ্রাপাড়া উপবিভাগের
ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেটের
সেশিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম
বিচার করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

ডেপুটি সি. বি. তার গল স পদত্যাগ
করিয়া পনার জে. জি. সাহেব বিহারের

সহকারী রাইফল দলের ত্রিভুজের পলকনের
কাম্পেন হইবেন।

কাম্পেন আর, এম, ফিনার পদত্যাগ
করাতে ফেডরিক, মিটন হেলেডে সাহেব
বিহারের অধারোহী রাইফলদলে সাহরনের
পলকনের কাম্পেন হইবেন।

যত দিন মৌলবী আলিহোসেন বিদায় লইয়া
অনুপস্থিত থাকিবেন? তত দিন ডেপুটি মাজি
স্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইশাক
বার্ভিস উপবিভাগের ভার পাইয়া সেশিয়নে
অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে
পারিবেন।

১৩ ই মে। নিম্নলিখিত তদ্র লোকেরা মেদিনী
পুরের সাধারণ বিদ্যালয় সভার সভ্য
হইবেন।

মেডার জে, ডি. সোয়ন।
লেপ্টেনেন্ট আর, জি, স্মিথ।
টি, মার্টিন সাহেব।
এক আডমস।
এচ. জে, এস. বটল।
বাবু রক্ষপ্রসাদ সোম।
শ্রী মহনাথ মল্লিক।

জি, এন্ট সাহেব তেজপুরের সাধারণ বিদ্যা
শিক্ষা সভার সম্পাদক হইবেন।

ডি. লেসি সাহেব পুরীর সাধারণ বিদ্যা
শিক্ষা সভার একজন সভ্য হইবেন।

জি, টইনবি সাহেব পুরীর সাধারণ বিদ্যা
শিক্ষা সভার সম্পাদক হইবেন।

যত দিন এচ, এস, টমসন সাহেব বিদায়
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এস, ডাক
ষ্টা সাহেব বাখরগঞ্জের ছোট আদালতের
প্রতিনিধি জজ হইয়া অধঃস্থ জজের ক্ষমতা পাই
বেন।

১৮ ই মে। ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি
কালেক্টর বাবু যখনাথ কহু বি, এ, পাটনায়
অনুপস্থিত হইয়া মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাচালন করি
বেন।

যত দিন এ ডবলিউ, কসারাট সাহেব বিদায়
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন মুবসিদা
বাদের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
বাবু কালীচরণ ঘোষ জঙ্গীপুর উপবিভাগের
ভার পাইবেন।

বাবু রামহরত দাস চাকার অন্তর্গত মুসফ
পুরের মুসেফ হইবেন।

বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম,
বার্ভিস অধঃস্থ রাধানগরের প্রতিনিধি হই
বেন।

বাবু রাজকৃষ্ণ সেন দিনাথপুরের
মালদহের প্রতিনিধি মুসেফ হইবেন।

১৯ ই মে। জেমস আণ্ডাসন সাহেব ২
গনার সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হই
নিম্নলিখিত তদ্র লোকেরা কিছু কাল
বিশেষ ডেপুটি কালেক্টরের কাজ করিতে
একণে তাঁহাদিগকে স্থায়িকরূপে নিয়ন্ত্র
কার্যের বর্ষে নিযুক্ত করা গেল।

বাবু যখনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইনি ডা
জলপেচক কোম্পানির নিমিত্ত জ
অধি বেলঘাই পর, এক রাস্তা
কারণ ভূমি হইতেছিলো।

বাবু কৈলাশচন্দ্র ঘোষ। ইনি কটকের
করিবার সভার অধীনে ছিলেন।

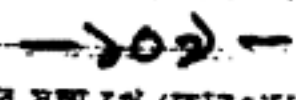
বাবু অনুলচরণ মল্লিক। ইনি সাহাব
দেয়াড়াতে নিযুক্ত ছিলেন।

—:—

আমাদিগের কোরহাটিছ সং
দাতা লিখিয়াছেন:—

১। অবগতি হইল, কুমারিয়ার
নৌকার (ফেরীবোটে) গবর্নমেন্ট
পয়সা ভিন্ন আর কিছু না পাইলে
পথিকদিগকে পার করিতে চাহেনা।
এই মাত্র নয় কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত লোক
অতিক্রম করিয়া সর্বসময়ে অধিক
নৌকার তুলে এবং কড় ও বৃষ্টির সময়ে
করে। অধিকসংখ্যক পথিক একত্রিত না
তাহারা উপস্থিত পথিকদিগকে পার
সম্মত হয়না; অনেক বিলম্ব করিয়া
গকে অনেক ক্ষতি ও বিপদগ্রস্ত করিয়া
কুমারিয়া একট চর; এ স্থলে রাত্রি উ
হইলে পথিকগণ কেথাও থাকিবার স্থান
না। চতুর্দিক নদীতে বেষ্টিত, দলু্য তক্ষ
বিলক্ষণ প্রাচুড়াব, হুতরাং
আচরণ কি ফেরীবোটের মাল্লিদিগের
ইহাকি নিতান্ত খেদাবহ ব্যাপার নহে? এ
কর্তৃপক্ষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রা
ক্রীনগর স্টেশনের পুলিশকর্মচারী
অন্তরায় নিরসনপক্ষে ক
নিতান্ত

২। ইতিপূর্বে গবর্নমেন্ট আদেশ ক
লেন, প্রজাগণ কখনও অস্ত্র ব্যবহার এবং
বাকুদের ব্যবসায় করিতে পারিবে না
কখন কেহ বস্ত্র কিনিয়া অস্ত্রের ব্যবহার
তাহা হইলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষীয়গণ তাহা
নিকট হইতে তাহা অবিলম্বে কাড়িয়া
পারিবেন। আবার শুনিলাম, কতিপয়



সভাপতি মহোদয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত আদেশ
করিয়া, যথাশীতি পাশ গ্রহণ করিয়া বন্দ
প্রহার করিতে পারিবে; এই আজ্ঞা প্রচার
করিলেন । কিন্তু বিশ্বাসের বিষয় এট ঘে
ত পুলিশ কমিশনারীরা যাহারা লাইসেন্স
লাইয়া বন্দুক ধারণাদি ব্যবহার করিতেছে
দগেব হস্ত চইতেও তৎসমুদায় বলপূর্বক
লাইয়াছেন । ইহার কারণ কি? গবর্ণ
কি পূর্বোক্ত আদেশ পরিবর্তিত করিলেন ।
এই একটা ত্বরিতর আদেশ গবর্ণমেণ্ট
করা করিবেন ।

একজন সন্ন্যাসী সে, ঢাকা ছোট আদালত
রাজ্য বাবু এতদসম্মত দস্ত মহাশয় শ্রী য
জ্ঞান জৈনসার গ্রামে একটা মূর্তি যজ্ঞ (প্রের)
ন করিলেন । ইহা হইলে বিক্রমপুরের বিল
উন্নত সংস্কারিত হইবে সন্দেহ নাই । অতঃ
সংস্কারিত সাধারণ হিতকর অনেক কার্যে
ব্যয় করিতেছেন । পত্রীবাখান পত্রিকা
অন্যত্র প্রকাশ । অতঃ বাবুর উদ্যোগে
র নামে নিদালায়, চিকি সালয়, পোষ্ট
ন প্রভৃ ত মঙ্গলকর কার্যালয় সংস্থাপিত
হইছে । সম্রাতি উক্ত মহাশয় বিক্রমপুরের বড়
সংস্কারিত যোগ দিয়া জৈনসারগণ্যত্র
পঞ্চ নম্বাংখ ঢাকার কমিসনরদ্বারা
মোট প্রায় উপাধান করেন । মহাবান
সংস্কারিত ২০০০ হইতে ১০০০ টাক
করিতেছেন । ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দ বাবু হইতে
বাবু ১৮৮৮ হইতে তৎসমুদায় প্রদান
করিলেন । ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে অনেক হস্ত
সংস্কারিত করিলেন । প্রদান করি
মন্ত্র করিতে কাৰ্য্যে পবিত্র হইবে ।
পুরস্কৃত করেন; অতঃ ও মহোদয়গণ যদি
বাবুর অনুসরণ করেন, তাহা হইলে স্বল্প
সময়েই বিক্রমপুর বিলক্ষণ উন্নত হয়
করিতে পারিবেন ।

আমাদিগের গৌরালিয়ারস্থ সংবাদ-
লিখিতাছেন ।

১। গত ২৬ এ বৈশাখ শুক্রবার আন
সভাগৃহে আবি সিনিয়ার যুদ্ধে অধিনয়-
অধিনয়নাথ এমসী সভা হয় । আপনাত
বর্গের গোচরজন্য তদাধ বিবরণী
রূপে নিয়ে লিখিত হইতেছে । প্রথমঃ
রাজপথের দুই পাখি বড় দূর ব্যাপিয়া
হর আলোকমালায় সজ্জীভূত হইয়াছিল ।

সভামণ্ডপের সম্মুখে ভোরগদ্বার প্রস্তুত করিয়া
তাহার উপরে বহু বহু অক্ষরে “ মহাবানী
চিঃ জীবনী হউন ” মহোদয়গণের সর্দারী
কুশল হউক ” ইত্যাদি লিখিত হইয়াছিল ;
রাত্রি নয় ঘটিকার সময় সভাগৃহ মনোহর ভাব
ধারণ করিল । পলেটফেল এজেন্ট কর্নেল সাও
য়ার, এফনকার অত্রতা সৈন্যগণের অধ্যক্ষ
কর্ণেল ডিলেমনপ্রভৃতি সর্দার প্রায় ৩০ জন
সাহেব, অত্রতা প্রধান প্রধান হিন্দুস্থানী ও মহা
রাষ্ট্রীয় ও অত্রতা সমস্ত বাঙ্গালী উপস্থিত হইয়া
ছিলেন । স্থানান্তাবে রাজপথের ও বারাণ্ডার
চতুর্দিক লোকপরিপূর্ণ হইল । সকলে স্ব স্ব
আসনে উপবেশন করিলে পর, কর্নেল সাওয়ার
সাহেবকে সভাপতির পদে বরণ করা হইল এবং
নবীন বাবু দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমতঃ ইংরাজ
মহোদয়দিগকে ধন্যবাদ করিলেন, তৎপরে সং
সঙ্গে অধচ হৃদয়গ্রাহিকরূপে আবি সিনিয়ার যুদ্ধের
উদ্দেশ্য ও ফল এবং তৎজন্য আমাদের আনন্দ
প্রকাশ এবং ত্রিটিয় রাজ্যের স্থায়িত্ব ও মঙ্গল
প্রার্থনা প্রভৃতি বাক্য করিয়া উর্দু ভাষাতে
আবার হিন্দুস্থানীদিগকে সভার উদ্দেশ্য বুঝা-
ইয়া দিলেন । তৎপরে ওভরসিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু
যজ্ঞনাথ চৌধুরী মহাশয় উর্দু ভাষাতে আবি সিনি
য়ার দেশের বিবরণ, ইতিহাস, সন্ন্যাসী খণ্ডভাব
কি কারণে ইংলণ্ডীয় জমিদারীদিগকে কাপ
করু করিয়াছিলেন, বর্তমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও
ফল কি এবং এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিপক্ষ
রাজারা কি শিগা পাইলেন এবং আমাদের
ইংলণ্ডস্থানীর প্রতি কিরূপ রাজভক্তি ও ব্রিটিশ
রাজ্যের প্রতি কিরূপ ঙ্গার ইত্যাদি বিষয়
সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া উপস্থিত মহোদয়
দিগকে সন্তুষ্ট করিলেন । অবশেষে নবীন বাবু
মহারাজী, সর রবার্ট নেপিয়ারের ও এই যুদ্ধের
সৈন্যগণের শুভোচ্চারণ তিনটি “ গৌট ৯
কৃতীর প্রস্তাব করিলেন । কর্নেল সাওয়ার সাহেব
কহিলেন, এই যুদ্ধে আপনাদের কোন স্বাধ
না থাকিলেও কেবল বন্দীদিগের মুক্তসাধন ও
ইংলণ্ডের সমস্ত মরফা বুঝিয়া যে আপনারা একরূপ
অধিনয়ন ও হৃদয়ের গম্ভীর কৃতজ্ঞতা
প্রকাশ করিতেছেন, তৎজন্য আপনাদিগকে
নমের সাহিত ধন্যবাদ করি, আপনারা যতই
স্বাধীনরূপে আপনাদের রাজপুরুষদিগের অনুস
রণ করিবেন, ততই আমরা আপনাদিগকে
স্নাতার ন্যায় আলিঙ্গন করিব । ”

২। গত ২৮ এ বৈশাখ প্রাতঃকালে অত্রতা
মহাশয় আবি সিনিয়ার যুদ্ধে জয়লাভকৃত
অধিনয়নপ্রকাশজন্য অতিসমারোহে তাঁহার

ফুলবাগে একটা দরবার করিয়াছিলেন
সময়ে অত্রতা অনেক ইংরাজ তথায় উপ
হইয়াছিলেন এবং চা পান করিয়া ত
প্রকাশ করিয়াছিলেন ।

৩। এখানে দিন দিন গ্রীষ্মের অসহ্য
প্রাচুর্য হইতেছে । একে সূর্যের খরতর
অগ্নিকণবৎ, তাহাতে গিরি ও গৃহসব
প্রস্তর অধবৎ উত্তপ্ত হয় । এই সময়ে
যখন বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন
জীবের শাশা যে গৃহের বাহির হয় । কোন
দিন এমত হয় যে, রাত্রি দ্বিপ্রহরপর্যন্ত অ
বায়ু বহিতে থাকে । এই বায়ুকে এ দেশের
“ লু ” কহে । অত্র দিনের মধ্যে স
নীতে ও সূর্যোস্তাপে দক্ষ হইয়া
ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । আর
কত লোকের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা
বলা যায় না । দিনে ইন দরিদ্র লোকের
সময়ে বড় কষ্ট ।

গোয়ালিয়ারের মহাবাজের রাজধানীর
কেবল সেনানিবেশের শালা ও পরিপাট্য
রূপে লক্ষিত হয়, নগরমধ্যে মিউনিসি
টির তাদৃশ নিয়ম নাই । আমরা এক দিন
গলির ভিত্তরে যাইয়া যেরূপ কষ্ট পাই
তাহা বলিতে পারি না । উক্ত গলিকে
লোক নরক বলেও অভিহিত হয় না ।

আমাদের এক প্রিয় বন্ধু (যিনি মহার
কার্যপ্রণালী অনেক পর্যবেক্ষণ ক
কহিলেন যে, কর্মচারীদিগের মধ্যে অধিকা
তাদৃশ উদার ভাব বিচক্ষণতা ও বিচার
নাই । এই মহাশয় জয়পুরের মহারাজের
যদি সুশিক্ষিত বিচক্ষণ বাঙ্গালী ক
রাখেন, তাহা হইলে বোধ হয় র
অনেক উন্নত হইতে পারে । সুশি
প্রধান প্রধান কর্মচারীদিগের মন্ত্রণায়
বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করা হয় না । ম
নিয়ে যদিও তাদৃশ বিদ্যান ও বহুদর্শী ম
কি, বিজ্ঞতা ধর্মনিষ্ঠা ও অন্যান্য
সঙ্গুণে বিভূষিত । কিন্তু রাজাদিগের মধ্যে
বান্দা, রাজসেবা, দানকার্যপ্রভৃতি
পার্শ্বিক গৌরব অধন করা যায়, তাঁহার
সকল কার্যের অনেকগুলিকে উৎসাহ আ

—:—
প্রেরিত ।
মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্প
মহাশয় সমীপেষু ।
মহাশয়! যখন অসংখ্য তারকাপুঞ্জ
মণ্ডলে বিরাজিত থাকিতেও একমাত্র শ
অভাবে চতুর্দিক অন্ধকারময় হয়, সেই

শ্রীশ্রী বাবু সারদাপ্রসাদ রায় মহোদয়ের কাঙ্ক্ষারূপে আমাদের এ অঞ্চল অধিকার লাভের বাবু বিদ্যমান থাকিতেও একজন শূন্যপ্রায় হইয়াছে। যদিও আমরা কালের জন্য তাঁহার সৌম্যমূর্তিদর্শনে হইলাম; কিন্তু তিনি যেসকল কীর্তিস্তম্ভ স্থাপনা গিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে আমাদের মন্দির হইতে কখন অস্তহিত হইবেন, এরূপ হয় না। বিশেষ গুণের বিষয় এই যে তাঁহার সন্তানদি নাহি। তাঁহার জাগিনেয় সন্তানোহন রায় (যাঁহাকে তিনি পুত্ররূপে পালন করিতেছেন) উইল অমুসারে সমস্ত মৃত উত্তরাধিকারী হইবেন। ললিতনোহনের ক্রম স্ত্রীনাথিক দ্বাদশ বৎসর। এই সময় পিতৃভাব বিদ্যোন্নতি ও ধর্মোন্নতিবিষয়ে মনোনিবেশ করা কর্তব্য। যে শিক্ষকের উপরে শিক্ষাতার নির্ভর হইবে, অগ্রে তাঁহার যত্নতা বিশেষরূপে পরীক্ষা করা উচিত। যাইতেছে, মৃত বাবুর সহদর্শিনী, অতি যত্ন ও গুণবতী এবং যাহাতে তাঁহার মৃত স্বামীর কীর্তিকলাপ সুরক্ষিত হয়, তদ্বি- বিশেষ যত্নবতী হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া আসিতেছি হইলাম, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায়ের উপর জমীদারী পর্য্যায়ের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। যোগেন্দ্র বাবুর বিশেষরূপে জানি, তিনি যে প্রকার প্রশস্ত শাস্ত্রপ্রকৃতি এবং দয়ালুস্বভাব, তাহাতে তাঁহার তত্ত্বাবধানকালে প্রজাগণ যে অপেক্ষা-সম্বন্ধে কালযাপন করিবে, তাহাতে অণু-সন্দেহ নাই। সত্য কথা কহিতে হইলে তাঁহার করিতে হইবে, যে তত্ত্বাবধানদোষেই আর অন্য কোন কারণেই হউক, সারদা জমীদারির মধ্যে বিলক্ষণ প্রজাপীড়ন থাকে। যোগেন্দ্র বাবু যদিও বুদ্ধিমান শিক্ষিত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি ক্রমকাতর বিষয়কার্যে অনতিজ্ঞ; সুতরাং তাঁহাকে বিজ্ঞ জমীদারি দেখিতে হইলে কর্মচারী উপর পদে পদে নির্ভর করিতে হইবে; সেকালে সেহাখণ্ডে স্বার্থপর, ধর্মজ্ঞান-অল্পবেতনত্বক আমলাদিগের উপরে করিতে হইলে বরং পূর্ণাপেক্ষা অধিক ভার হইবার সম্ভাবনা। অতএব জমীদারির লা, প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচারনিবারণ সরকারী ক্ষতিনিবারণকল্পে আমরা এই করিতেছি যে, পর্য্যাপ্ত বেতনে এক জন কৃতাভিলাষকে নিয়ুক্ত করা উচিত। তিনি রূপসংক্রান্ত সকল বিষয়ে যোগেন্দ্র বাবুর

সহকারিতা করিবেন। বিদ্যালয়গর মহাশয়ের নিকট এইপ্রকার লোক অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে চক্ৰদীঘী গবর্নমেন্ট সাহায্যক্রমে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে যদিও চক্ৰদীঘীর অন্যান্য বাবুরা সাহায্য করেন, কিন্তু একমাত্র সারদা বাবুর যত্নশ্রমেই যে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। রীতিমত তত্ত্বাবধানবিহীন বিদ্যালয়টি যে আশামূরূপ ফল প্রদান করিতে পারে নাই, ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যার গণনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। অর্থের অনটনই পল্লীগ্রামস্থ অধিকাংশ বিদ্যালয়ের হীনবস্তার প্রধান কারণ; কিন্তু চক্ৰদীঘীর ইন্সুলের সে অনটন কখনই হয় নাই। বাবু সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং উপস্থিত প্রধান শিক্ষক বাবু দেবেন্দ্রমোহন সেনের সমর্থিত বিদ্যালয়টির কখন উন্নত অবস্থা হয় নাই। আমরা প্রামাণিক লোক মুখে শুনিলাম, মৃত বাবুর গুণবতী ভার্য্যা স্কুলটিকে এককালে (ফী) অটোমটিক করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন; অর্থাৎ গবর্নমেন্টের সাহায্য, অন্যান্য অংশীদারের অংশ এবং ছাত্রদের বেতন পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত ব্যয়ভার আপনি বহন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার সদাশয়তার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে বটে; কিন্তু এ প্রস্তাবে আমরা অমুমোদন করিতে পারিলাম না। গবর্নমেন্ট সাহায্য পরিত্যাগ করিলে তত্ত্বাবধানের ব্যাঘাত ঘটিবে এবং পরিশেষে বিদ্যালয়টি জমীদারী আস-বাবস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। তবে অন্যান্য অংশীদিগের অংশ এবং ছাত্রদিগের বেতন গ্রহণ না করেন, তাহাতে ক্ষতি নাই। কারণ আমাদের প্রদেশে অধিকাংশ লোকই নিঃস্ব; রীতিমত আপন আপন সন্তানের বেতন দিতে অক্ষম। বেতন না হইলে ছাত্রসংখ্যা বিপুল হইবারও সম্ভাবনা। শীঘ্র যাহাতে ডিম্পেন্সারির নিকটে একটা স্কুল গৃহ নির্মিত হয়, তদ্বিষয়ে আমরা অনুরোধ করিতেছি।

চক্ৰদীঘীতে যে একটি ডিম্পেন্সারি আছে, ইহা অনেকই অবগত আছেন। চিকিৎসক মহাশয় কিম্বা তাঁহার অধীন কর্মচারীদের অন-বধানতানিবন্ধন বা গবর্নমেন্টের ত্রুটিদানে কৃপণতা অথবা নিয়মের দোষেই হউক, মধ্যে মধ্যে উক্ত ডিম্পেন্সারির অনেক বিশুদ্ধতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পোষ্ট আফিসটির কার্যও সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক নহে। কারণ

কখন কখন উপর্যুপরি ৪।৫ দিবসের পর এক সময়ে পাওয়া যায়। মৃত বাবুর অমুসারে চক্ৰদীঘীতে একটা অতিশিশাল্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং কি প্রণালীতে উহার কার্য চলিবে, আমরা এ পর্য্যন্ত বিশেষরূপে অবগত আামাদের বিবেচনায় যাহারা বার্ষিক্য, অথবা ক্ষতাপত্তাপ্রযুক্ত পরিশ্রম করিয়া জী- নির্মাণ করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, তাহারা এবং অনাথ বালক বালিকাদিগকে (যা- রক্ষণাবেক্ষণের কেহ নাই) আশ্রয় দেওয়া শ্যক। আর যেসকল প্রতিবেশবাসিনী ভা- কারিগীর পাত পুত্রহৃত্ত ভারণপোষণ- কেহ নাই অথচ যাঁহারা ভিক্ষাধিনী হইয়া- ষ'রহ হইতে পারেন না, তাঁহাদের প্রকার বিধান করিতে পারিলেও ভাল হয়। নিয়ম করিয়া দেওয়া উচিত যে, ঐ অনা- অস্তঃপুরে সারদাবাবুর গৃহনির্মাণ নিকটে আ- করিবেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য- হইবে। বিদ্যালয়, ক্রমশঃ, ডাকঘর- সঙ্কল্পিত অনাথশ্রমটি রীতিমত চলিয়া- রূপ হইলে ফল প্রসব করিয়া দেশের- মঙ্গলসাধন করিতে থাকে, ইহাই আম- একান্ত বাঞ্ছনীয়; কিন্তু নিয়মিত তত্ত্বা- ব্যতিরেকে তাহা হইবার কোন সম্ভাবনা- অতএব একটা স্থানীয় সভা করিয়া সভার- তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত করা উচিত। তা- যে নিয়মাবলী করিবেন, তদমুসারেই- হইবে। আমরা নিম্নলিখিত ভ্রাতৃলোকদি- লইয়া সভা করিবর প্রস্তাব করিতেছি।

- সভাপতি।
- মান্যবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- সহকারী সভাপতি।
- শ্রীযুক্ত বাবু বেণীনাথ বসু
- " " দ্বারকানাথ মিত্র
- " " মনুপতি চট্টোপাধ্যায়
- " " পরমানন্দ মুখোপাধ্যায়
- " " শ্রীরাম ভট্টাচার্য
- " " উমেশচন্দ্র মিত্র
- " " কৃষ্ণলাল বিশ্বাস
- " " শোলগোবিন্দ মিত্র
- " " কালীদাস রায়
- " " চক্ৰানন্দ রায়
- " " অটোমটিক সম্পাদক
- " " যোগেন্দ্রনাথ রায়।
- " " সহকারী সম্পাদক
- " " মোহননাথ সেন (প্রধান শিক্ষক)

ভাগে মৃত মহাশয়র একটি প্রস্তরময়ী
রূপিও হয়, ইহাও আমাদের একান্ত
ঠা ট্যাগে)

প্রজাবর্গের অনিষ্টনিবারন জন্য কৃপালু
মঠ বিদ্যালয়সংস্থাপন করিয়া বিচারক
নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের
ও তাঁহাদিগের সাহায্যে সুবিচার হইবে,
যদি নিজে অধাৰ্মিক হন, তাহা হইলে
ই হুট্টের দমন হয় না। অতএব আগে
স্বয়ং ধাৰ্মিক হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক
হয়। অন্ধ যেরূপ অনাকে পথপ্রদর্শন
করিতে পারে না, সেইরূপ অধাৰ্মিকেরা অন্য
ধাৰ্মিক লোককে ধৰ্মপথে লইয়া যাইতে
করিতে পারে না। উকীল ও মোক্তার মহাশয়দিগের
বিচারকার্যে অধিকতর নির্ভর
করিতে হইবে। তাঁহারা যখন আপন আপন মজু-
দার পক্ষ লইয়া বক্তৃতা করেন, তখন নিজের
কর্তব্যে দোষদোষ ও ধাৰ্ম্য দিকে না তাকা-
ইয়া মজুদার সমর্থন জন্য পদস্পর্শ বা দাঙ্গা-
করিয়া থাকেন। যদি উকীল ও মোক্তার
দেয়ানীমিত্ত নিজে মজুদার এক কালে
না করেন, তাহা হইলে তাহারা
দেয়ানীমিত্তের কিছু লাভ হয় বটে, কিন্তু
ন্যায়বিচারসংস্থাপন করা ও বিচার
নিষেধ করা সে উদ্দেশ্যে সফল হইতে
কোন কালে সক্ষম হইবে। মজুদার করিতে
সাহসী হয় না। হুট্টের দমন সহ-
করিতে হইবে। কিন্তু দেখা যায় যে, উকীল
মহাশয়েরা নাস্তিক পাস্তুরদিগের ন্যায়
নিজের উদ্দেশ্য এককালে বিস্মৃত হইয়া
মজুদার দাম হইয়া পরম পদার্থ ধৰ্মকে বিসর্জন
করিতে মজুদার গ্রহণপূৰ্ব্বক অথবা উপার্জন
এবং বাহিরে আপনাদিগকে পরম ধাৰ্মিক
বলিয়া লোকের নিকটে পরিচয় দেন।
অতএব এই বহরমপুরে এইরূপ একটা
উপস্থিত। তাহা সাধারণেব গোচর করি-
বার্থ্যে তাহার সুল বিবরণ নিয়ে প্রকাশ
করি, পাঠক মহাশয়গণ উকীলদিগের অধ-
িকার স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন।

মকেল মারিরাছে। তিনি বুদ্ধিতে পারিয়াও
আপনার মকেলের পক্ষসমর্থন করিতেছেন,
অধিকন্তু যে মার খাইয়াছিল, তাহাকে
শাস্তি দিবার জন্যও চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই
কি উকীল মহাশয়দিগের ধৰ্ম? এই কি তাঁহা-
দিগের ভ্রমত? এই কি তাঁহাদিগের এত কাল
পরিশ্রমের বিদ্যার ফল? অর্থপিষাচ হইয়া
ধৰ্মকে ও হিতাহিতজ্ঞানকে (কনসেনসকে)
নষ্ট করা কি তাঁহাদিগের ন্যায় লোকের কর্তব্য?
যদি তাঁহাদিগের নিজের কর্তব্যবোধ না হইল,
তবে তাঁহারা কিরূপে অন্যকে কর্তব্য বুঝাইবার
চেষ্টা করেন? পূর্বেই বলিয়াছি, অন্ধ কখন
অন্ধকে লইয়া যাইতে পারে না। কোথায়
উৎপীড়িত ব্যক্তির রাজার আশ্রয়গ্রহণ করিয়া
শান্তিলাভ হইবে, না তাহারা অর্থপিষাচ উকীল
মোক্তারদিগের জালে জড়িত হইয়া আরও
বিপদে পতিত হয়। এক্ষণে উকীল ও মোক্তার
মহাশয়দিগের নিকট আমার এই প্রার্থনা যে,
তাঁহারা নিজে ধাৰ্মিক হইতে শিক্ষা করুন, তাহা
হইলে প্রজাহিতৈষী গবর্নমেন্টের ও ধাৰ্মিক
লোকদিগের উদ্দেশ্যে সফল হইবে ও সেই সঙ্গে
তাঁহাদেরও অর্থোপার্জন হইতে পারিবে।

উপসংহারকালে গবর্নমেন্টসমীপে আমার
নিবেদন এই যে, গবর্নমেন্ট যেমন উকীল ও
মোক্তারদিগের বিদ্যা বুদ্ধির পরীক্ষাগ্রহণ
করিয়া তাহাদিগকে এককালী ও মোক্তারি
করিতে অগ্রমতি দিবেন, তেমনি তাঁহাদিগের
সম্পাদকগণ গুরুতর যে ধৰ্ম এবং চরিত্র তাঁহারা
যেন পরীক্ষা করেন। নতুবা জামদান অপর
নাস্তিক পাস্তুর উকীল ও মোক্তারদিগের দ্বারা
প্রজাবর্গের শান্তিলাভ হইবে থাকুক, পরম পাপের
শ্রোত অধিকতর প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

বহরমপুর }
১২৭৫ } এক জন পাঠক
৩রা জ্যৈষ্ঠ }

ভবানীপুর লওন মিসনরি সোসাইটির ইনষ্টি-
টিউশনের অধ্যক্ষ মান্যবর শ্রীযুক্ত রেববেণ্ড
জে, পি, আর্টন সাহেব যেরূপ শারীরিক ও
মানসিক পরিশ্রমসহকারে বিদ্যালয়ের উন্নতি সা-
ধনে যত্নশীল হইয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতী-
য়মান হইতেছে যে, অত্যন্ত কালের মধ্যে বিদ্যা-
লয়টির সবিশেষ উন্নতি হইয়া উঠিবে। তিনি
ও আর কয়েকটি বিজ্ঞবর সুশিক্ষক এক্ষণে উপ-
স্থিত শ্রেণীগুলিতে সর্বশেষ যত্ন সহিত অধ্যা-
পনা কার্য সম্পন্ন করিতেছেন।
বিদ্যালয়াদ্যক্ষ মহাশয় কেবল দিবসে ছাত্র

দিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিয়া ফাস্ত থাকেন
তিনি রজনীযোগে সময়ে সময়ে বি. এ. শ্রে-
ণীদিগকে আপন আলয়ে আনাইয়া দূরত্ব
যন্ত্রাদি দ্বারা চঞ্জের ও নক্ষত্রগণের গতি
প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সম্পাদক মহাশয়
তিনি উচ্চশ্রেণীস্থ ছাত্রগণের বিদ্যাশিক্ষা
যেরূপ পরিচরম স্বীকার করিতেছেন,
লেখনীদ্বারা লিখিয়া শেষ করা যায় না।
বিদ্যোৎসাহী পরোপকারী মহাশয় কোন বি-
ক্রমী দর্শন করিলে কোন ব্যক্তির হৃদয়
পরিভাষিত না হয়? মহাত্মা অব আর্টন সা-
হেবের কালেজ ডিপার্টমেন্টের কলে-
জের উন্নতি জন্য বিশেষ যত্নশীল আ-
সিয়া আফ্রিকার বিষয় এই, তিনি নিয়ম
শিক্ষকগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াও
না। এই শিক্ষকগণের অতিশয় দুর্বলতা।
দিগের অবকাশকাল ও বেতন অতি
সম্পাদক মহাশয়! অল্প বেতনে কি কোন
তর কার্য সাধিত হইতে পারে? শিক্ষক
কার্য বড় সহজ নহে। সমাজের উন্নতি
নতি শিক্ষকদের উপরে বিশেষরূপে
বর্তে। অতএব শিক্ষকগণ মাথাতে সস্ত্রী প-
শ্রেণীক বিদ্যালয়স্থ তত্ত্বাবধায়কের সেবি-
যত্নশীল হওয়া উচিত। এক্ষণে আমার সিদ্ধি
এই যে, মহাশয় অব আর্টন সাহেব যখন
গণের উন্নতির নিমিত্ত যত্নশীল হইয়াছেন,
নিয়মশ্রেণীস্থ শিক্ষকগণের বেতনবৃদ্ধি
প্রতি দৃষ্টিপাত করা তাঁহারা একান্ত আবশ-
তাই হইলে তাঁহারা কায়মনোবাক্যে
যত্নসহকারে অধ্যাপনাকার্য সম্পন্ন করি-
বিদ্যালয়েও অধিকতর উন্নতি হইবে।

একান্ত ব }
১৮৬৮। ১-ই মে }
চক্রবেঙ্গ নি

সম্পাদক মহাশয়! আমি অনেক দিন
এদেশ ওদেশ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়ে
ভ্রমণ করিতে করিতে কত দেশে কত
অশ্চর্য্য ব্যাপারই অবলোকন করিলাম।
যত্নমান জেলার অতর্কিত নাস্তিকগণের হা-
এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়াছি তাহার কাছ-
লাগে না। তথায় দেশান্তর হইতে নানান
সামগ্রী বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে।
হাটের শোভাশন্যার্থী হইয়া উত্তর পার্শ্ব
শ্রেণীর মধ্যবর্তী পথে ভ্রমণ করিতে লাগি-
তমধ্যে এক স্থানে লোকের জনতা দেখিয়া
ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়! এ
অত লোকের গোল কেন? তিনি উত্তর
লেন কেন? আপনি কি এখানে কখন
নাই? ওখানে ছোট ছোট কন্যা বিক্রয়

এ কথা শুনিবামাত্র আমান বোপ হইল, বয়স করিতেছেন। আমি কহিলাম, মহা- কীর্তন্য করিতেছেন আপনি জানেন না? পরেজের মুখক, ছুঁতে মাড়ি কাটে। এখনে বিক্রীর নাম কবিলে তাহার দণ্ড হয় কহিলেন, সে কি মহাশয়! আপনি জানেন ঠাট্টে অল্পবয়স্ক কন্যা বিক্রয়ের অনুমতি আমার কথায় প্রত্যয়ে না যান একটি গিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন করুন। আমি মনে করিলাম; তা হতেও পারে। কালে শুনা ছিল চেতলার হাটে মানুষ হয়, তা এখানেও হবে তার আশ্চর্য্য কি। এ'র কথা যদি সত্য হয়, তা হলে আমারই ভাল। এত দিনের পর বুঝি এই আইবড় জ বামুনটার কপাল ফিরিল। যদি এট গে একটা ছোট মোট মেয়ে হাত লাগিয়া তাহা হইলে বাপ পিতামহের একটা পিণ্ডের পনারও অসময়ে এক ঘণ্টা জলের সংস্থান ট পারে। অনন্তর অনেক কষ্টে তিড় বিক্রয়স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সভ্যই ২।৩ হইতে ক্রমে ১২।১৩ বছরের অনেকগুলি কন্যা তথায় বিক্রয়ার্থ ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলির রূপ দেখিয়া আমার মন আক্সাদে নৃত্য ত লাগিল। মনে করিলাম এত দিনের পর প্রজাপতি এ অভাগার প্রতি সন্ময় হলেন। ময়ের মধ্যে একটা না একটা অবশ্যই ত পারিবে। দেখিলাম, কতকগুলি দালাল তঃ জয়ণ করিয়া ক্রেতৃগণকে আহ্বান তছেন। কন্যা পাইবার জন্য সকলেই ঠাহাদিগের উপাসনা করিতেছেন। করিয়া দিতে পারিলে তাঁহারা শতকরা কা দালালি ও কখন কখন আরও কিছু মুজা পাইয়া থাকেন। একটা ১৩ বছরের কাছে কতকগুলি খরিদদার একত্র মিলি দেখিয়া আমি সে স্থানে উপনীত হইলাম, নে বিক্রেতার সগর্ভ কড়া কড়া কথা ঠাহারা সকলেই খ হইয়া আছেন। ঠার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া দরের কথা না করিব করিব মনে করিতেছিলাম, এমত প্রায় ৭০ বছরের এক বুড়ো আসিয়া লর কাণে কাণে ৭৫০ টাকা দর দিলেন, আমি অমনি অমনি পাশ কাটাইলাম। পর একটা বছর সাতকের মাঝারি গো- য়ে দেখিয়া দরের কথা-সুধাইলাম। কিন্তু াধকারী ৪৫০ হাঁকিয়া বসিয়া আছেন,

দালাল মহাশয় বলিলেন, অনেকে ৩৫০ উঠিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মন উঠে নাই। এখানেও ডাল গলিবে না তাবিয়া আর একটা ঐ রকমের কিছু ছোট লেখে দর কহিতে গেলাম। তাহার অধিকারিনী জীলো কটা যে দরের কথা বলিলেন, তাহাতে এক দিন ৪ ওয়া যাইতে পারে কিন্তু তিনি যে আসবাবের ফর্দ দিলেন তাহার সরবরাহ করা আমাদের শাখা নয়; অনন্তর যে দিকে কাঁশা খোঁড়া পদ্ধতি বিকলাঙ্গুলি বিক্রয় হইতেছে তথায় গিয়া দেখিলাম, তাহারাত পড়িতে পার না। তৎপরে যেখানে ছোট ছোট বাচকানিগুলি বিক্রয় হইতেছে, সে দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলাম। কিন্তু তাহার মধ্যে কোনটির গায়ে সূতিকাগন্ধ কক্ষে, কোনটা বা আজিও ছুধ ছাড়ে নাই। আমার যা পুঁজি পাটা ছিল, তাহাতে ঐ রকমের একটা পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু লইতে ভয়সা হইল না। জানি কি যদি এক বালসায় কর্ম কাবার হইয়া যায়। মহাশয়! ঐ হাটের এক দেশে আবার কন্যা বিক্রয়ও হইতেছে দেখিলাম। বাঁহারা বদ- লাই করিতেছেন, তাঁহাদিগের বড় কষ্ট নাই। কারণ সওদা সহজেই হইতেছে; কিন্তু তাহাতে কোন না কোন পক্ষের ঠকা হইতেছে। সম্পা দক মহাশয়! আপনি ত ইন্তক প্রেত্তত্ত্ব হইতে রাজনীতিপর্যন্ত সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন; এই বিষয়ের জন্য এক বার কলম ধরিয়া রাজপুত্রদিগের যদি একটু বাগ ফিরাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে অনেক শ্রোত্রিয় ও বংশজ ব'মুনের বংশরক্ষা হইতে পারে। যেখানে তাঁহারা বিক্রয়ের অনুমতি দিয়া ছেন, সেখানে কন্যার বয়ঃক্রম ও রূপ লাবণ্য অনুসারে উহার জ্ঞেণীবিভাগ করিয়া মূল্য নির্দা রণ করিয়া দিলে আমাদের মত হতভাগাদি গের এক দিন গতি লাগিতে পারে। দেখুন, সহরে গাড়ি পালকি প্রভৃতির তাড়া নিরূপিত হইয়াছে, ঐ হাটের কন্যাগুলির একটা দর নির্দা রিত করিয়া দিলে যদি দেশের কিছু প্রজাবৃদ্ধি হয় তাহাতে হানি কি?

ইলদোবামগুলাই }
১৫ ই.মে ১৮৩৮ } এক আইবড়।

—০০—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীময় চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ১২৭৫ বৈশাখ হইতে টেক্স পর্যন্ত ১০ ৩ শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী মেদিনীপুর ১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে প্রাপণ ৩৫০

- * * আশুতোষ মিত্র রাজপুর
- * * মাণবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত কলিকাতা ২০০

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কলেক্টর বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না। ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা বাণ্যাসিক ৫।।০ টাকা; মফস্বলে ডাক সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং টাসিক ৩৫০। তিন মাসের ম্যুনে অগ্রিম গ্রহণ করা যায় না। এণ্ডি, বরাদ্দি চিঠি, অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার আ বাহাতে বাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। বাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, ও যেন এক অথবা আধ আনার অধিক ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন। যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশ মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি ক্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে প ইয়া দেন। বাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত আসিবে, এক মাসপূর্বে তাঁহাদিগকে লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং প হইবে। মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব। বাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ যাইবে না। কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হই যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা ব বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে। এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের দা চাকড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বি ভূষণের বাগীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃক প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

সংখ্যা ১

- ১১৩ -

“ প্রযত্নাং প্রকৃতিহিনায় পার্থিবঃ মরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীযনাং ।

মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
মাসিক ৫। সাড়ে পাঁচ টাকা ।

সন ১২৭৫ । ২০ এ জ্যৈষ্ঠ । ১৮৬৮ । ১ লা জুন

মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক
মাসিক ৭. ও ট্রেমাসিক ৩৫.

বিজ্ঞাপন ।

সোমপ্রকাশ কার্যালয়ের স্তম্ভ
বন্দোবস্ত হওয়াতে ক্রীযুক্ত শ্রীনাথ
শর্মা উপরে বিল ও চিঠি পত্রাদি স্বাক্ষর
করা সমর্পণ করা হইয়াছে ।

—:—

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে ।

কয়লাপ্রভৃতির গাড়ি
ভাড়ার নিয়ম ।

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
তে যে, আগামী ১ লা জুলাই অবধি খনিজ
সম্পর্কে “ গাড়ি পূর্ণ বোঝাই ” এট
র অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে প্রতি
গাড়িতে যত অধিক মাল ধরিতে পাবে তাহার
টন করিয়া ন্যূন থাকিবে । যাঁহারা যত
মাল পাঠান না কেন, তাহাঁদিগকে সেই
টন সম্মত মাল তাহার ভাড়া দিতে
হইবে । কিন্তু কেহ যদি উপরি উক্ত “ পূর্ণ
বোঝাইয়ের ” অধিক মাল পাঠাতে চান
তাহাঁদের নিকট প্রত্যেক গাড়ি নগদ ১ এক
মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে ।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে }
কলিকাতা ২২ এ মে }
সিন্ডিকিফেন্সন
এজেন্সি বোর্ড ।

—:—

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ।

কয়লার কন্টাইনেন্ট ।

১৮৬৮ অব্দের ১ লা জুলাই অবধি চয় মাস
এই কোম্পানির পাথরিয়্যা কয়লা লইবার
ভাড়া হইয়াছে । যাঁহারা উহা সরবরাহ
করিতে চাহিলে তাহাঁদের নিকট
গাড়ির টেণ্ডার দিবার ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষ-
রিত বার্ষিক ১০ ই জুনের ছই প্রহরপর্যন্ত
গাড়িগের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করি-
তে পারিবেন ।

আবেদন করিলে টেণ্ডারের ফরম পাইতে
পারিবেন ।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে }
কলিকাতা ২২ এ মে }
সিন্ডিকিফেন্সন
এজেন্সি বোর্ড ।

—:—

মহাকবি দণ্ডাচার্যের রুত লক্ষ্মীনারায়ণ চরিত্র-
তের পূর্ণপীঠিকা নেপালস্থ পণ্ডিত ক্রীযুক্ত ভদ্র
বরভট্ট কর্তৃক এই প্রথম প্রকাশিত এবং
দেবনাগরীতে মুদ্রিত হইল। মূল্য ৥ আট
আনা ডাক মাসুল এক আনা ।

কলিকাতা সংবাদ }
জ্ঞানবাসন যন্ত্র }
নিমন্ত্রণা }
৩২ সংখ্যক ভবন }
শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

—:—

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে অবগত করা যাই-
তে যে, ১৮৬৮ ইং ১৬ ই জুন মঙ্গলবার
বেলা দুই প্রহরের সময় ৫ ফুটের লম্বা উচ্চ ও
বাঁকা সবকারি তন্তুসঞ্চল ঢাকা সরকারী
পিলখানাতে সর্বোচ্চ ডাকে নীলাম হইবেক ।
ক্রয়েচ্ছ, কণন উচ্চ দিবস প্রোক্স স্থানে গিয়া
ক্রয় করিতে পারিবেন । ইতি সন ১৮৬৮ ইং
১৬ ই মে ।

ঢাকা }
আনিস }
আর, ডি. নখল
শেখা সুপারিন্টেন্ডেন্ট ।

—:—

বিক্রয়ার্থ ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাগি পুদামসহ ১৯ নং
ভোড়া বাগান ।
ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত ।
গারডেন রীচ ২৪ নং বাগি ।
উপরি উক্ত বাগান ও বাগি যাঁহারা ক্রয়

করিতে অথবা ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন,
স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন ।

গিলেগারস্ আরবো
খমট এবং কো

পুরাণপ্রকাশ ।

কলিকাতা মুজাপুর আমহাউসের
কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক
গ্রন্থিক পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড
প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে । প্রত্যেক
খণ্ডের পরিমাণ ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা । ইহাতে ক্রমশঃ
১০ পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদ
প্রকটিত করিবার কল্পনা আছে । প্রথমতঃ
পুরাণ অনুবাদ ও শ্রীধরগোস্বামিকৃত টীকা
মুদ্রিত হইতেছে । ১ লা টৈশাখ
আরম্ভ হইয়াছে । যিনি ইহার গ্রাহক হইতে
লাগি হন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়
আমার নিকট পত্র ডাকমাসুল ও প্রতি
মূল্য অগ্রিম ৥ আট আনা করিয়া পাঠাই
যাঁহারা নিম্নলিখিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন,
তাদের নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক
মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে ।

১৫ ট টৈত্র }
১২৭৪ । }
শ্রী ভগনোহন শর্মা

সংস্কৃত মেদিনীকোষ প্রকৃষ্ট শব্দে
সমেত উত্তম নাগরীতে যন্ত্রপূর্ণ মুদ্রিত
হইতেছে । যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন,
ঢাকা কালেক্টরের সংস্কৃত অধ্যাপক ক্রীযুক্ত
সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্য
যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন ।

১৫ ই টৈত্র ১২৭৪ }
সংস্কৃত বিদ্যালয় }
শ্রী ভগনোহন শর্মা

নিমিত্ত হাহাকার করে না। গ্রামের
যে দুই চারি জন জাতাজিমানাদি
জন শ্রমবিমুখ হইয়া আলস্যে কালা-
তিত করে, তাহাদিগেরই যে কিছু
আছে এইমাত্র। সাধারণো বশিতে
এই কথা বলিতে হয়, পল্লীগাম
একদা পূর্কোপেক্ষা বহু গুণে মৌভা
পন্ন হইয়াছে।

বিদ্যাদানকার্যের প্রাচুর্য, বাণি-
জ উন্নতি ও রেলওয়ের সৃষ্টি এই
সবই পল্লীগামের অবস্থা পরিবর্তনের
কারণ। ইংরাজ গবর্নমেন্ট এ
সবই মূল। ইংরাজ গবর্নমেন্ট
আনা দগের যাবতীর কল্যাণের
জন্য, তেমনি ইংরাজদিগের সংসর্গ
তাহাদিগের দৃষ্টান্তদর্শন কতগুলি
অনিষ্টের কারণ হইয়াছে।
সে পরিবর্তনগুলিরও গণনা করা
স্বাভাবিক হইতেছে। প্রথমতঃ
সেবাসেবনের সমগ্ধিক প্রাচুর্য
উঠিয়াছে; তৎসহচর অন্য অন্য
সরও আবির্ভাব হইয়াছে। দ্বিতী-
য়তঃ অনেক যথেষ্টাচারী হইয়া পড়ি-
য়াছে। হিন্দু ধর্মে অনাস্থা এ গুলির মূল।
হিন্দু ধর্মে লোকের এত অনাস্থা জন্ম
হয় যে, যে কিছু হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ধর্ম
র অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়,
তাহার তাহা মৌখিকমাত্র হইয়া
পাইয়াছে। এখন আর ত্রিকা-
সম্ভাবন ও জপহোমাদি প্রায়
পথে পতিত হয় না। কৌশাকুশি
পলগ্রামশিলা অনেকের বাটা পরি-
ষ্কার করিয়াছেন। অনেকের বাটাতে
সর পাত্র অনাদরহেতু মনোহুঃখে
ন হইয়া মজু নাগত হইয়া আছে।
সম্মতিতে অপকার, তাহা বিনা সম্মতিতে
সম্মতি হইতেছে; কিন্তু যে পরিবর্তে
সম্মতির উন্নতি ও মহোপকার
সম্মতির সম্ভাবনা আছে, সে দিকে প্রায়

কেউই আগ্রহই নহে। বাল্যবিবাহের উল্লেখ
একটা মহোপকারক বিষয়। সে পরিবর্তে
অপ্প লোকের অভিরুচি দেখিতে পাওয়া
যায়। নোনপ্রকাশের দুই জন পত্রপ্র-
কাশক দুই বাগকের বিবাহ হইতে দেখিয়া
আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন। বাল্য
বিবাহ বহু দোষের আকর। আমরা যে
এত হীনবীর্য ও হীনবল, দেশের জল-
বায়ু প্রভৃতির দোষই তাহার একমাত্র
কারণ নয়, বাল্যবিবাহ বহুলপরিমাণে
উহার সহায়তা করিয়া থাকে। কাহার
বৃক্ষরোপণের ইচ্ছা জন্মিলে সে কখন
চারি গাছের অপুষ্ট বীজ লইয়া সে ইচ্ছা
চরিতার্থ করে না; কিন্তু বঙ্গদেশীয়েরা
অনায়াসে অপুষ্ট বীজে সম্ভান উৎপন্ন
করিতেছেন। সে সম্ভানের বলিষ্ঠ ও
দীর্ঘজীবী হইবার সম্ভাবনা কি?
এ দেশের লোকে অধিক বয়সপর্যন্ত
অধাবসায়নসহকারে যে কোন কার্য সম্পা-
দন করিতে পারেন না, বাল্যবিবাহ
তাহার অন্যতর প্রধান কারণ।

এ দেশের দাক্ষিণাত্য বৈদিকশ্রেণীর যে
বাল্যবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহাই
এ বিষয়ের চূড়ান্ত। এই শ্রেণীর প্রায়
পেটে পেটে সম্বন্ধ হইয়া থাকে। বাল
কের যখন দশ বা একাদশবর্ষ বয়ঃক্রম
হয়, সেই সময়ে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া
যায়। তত অপ্প বয়সে দারপরিগ্রহ
করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে কত
অনিষ্ট হয়, অনুভবশালী ব্যক্তিমাত্রই
তাহা অনুভব করিতে পারেন। তাহাদি-
গের কষ্টের কথা বর্ণন করিয়া শেষ করা
যায় না। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে লেগা পড়া
প্রায় সাক্ষ হয়। অনেকে অপ্প বয়সে
সংসারভারাক্রান্ত হইয়া নানাবিপদগ্রস্ত
হইয়া পড়েন। অন্য অন্য জাতি দারপরি-
গ্রহ করিয়া যেসময়ে সংসারে প্রবেশ
করেন, বৈদিকেরা তখন পৌত্রপ্রপৌ-
ত্রাদি বহু পরিবারে বেষ্টিত হইয়া বিদম

বিত্রত হন। তাহাদিগের হইতে
বহু পরিবারের যথাবিধি লাভন প
ও বিদ্যালিকা প্রকৃতি সম্পন্ন
ভার হইয়া উঠে। যিনি বাটার
তাঁহাকে একটা দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তু
হয়। তাঁহার না আছে বিদ্যা বুদ্ধি,
আছে চিত্তের উদার্য, না আছে বহু
না আছে অর্জনক্ষমতা; অপ্প
বিবাহ সমুদয় হরণ করিয়া লয়।
কর্তার অধীন পরিবারেরা যে
হৃদিশাপন্ন হয়, তাহা অনুভবশালী
হৃদৈর্ধ নহে। পুরুষপরিষারা এই
হইয়া আগিতেছে; এই নিমিত্ত বৈ-
শ্রেণী কোন বিষয়েই উন্নতিশীল
পারিতেছেন না। এইমকল
এই শ্রেণীর মধ্যে প্রকৃত ক্রৈশ্বর্ষ
ব্যক্তি নয়নগোচর হন না। দাক্ষি-
বৈদিকশ্রেণী নিরবধি হতভাগ্য
প্রসিদ্ধ। যত দিন এই শ্রেণীর
প্রচলিত থাকিবে, তত দিন যে
শুধরিয়া উঠিবেন, সে সম্ভাবনা নাই

এইমাত্র অনিষ্ট নয়। বৈদিক
তীর অনন, জাতিসাধারণ একটা
রীত ভাব নয়নগোচর হয়। অ-
জাতীর পুরুষেরা স্ত্রীর উপরে
করেন; কিন্তু বৈদিকশ্রেণীর স্ত্রীরা
সের উপরে আধিপত্য করিয়া থাকে
পূর্কে বলা হইয়াছে, বিবাহকালে
পুরুষ উভয়েরই প্রায় দশ বৎসর
অধিক বয়স হয় না। এ দেশে সচ-
দেখিতে পাওয়া যায়, স্ত্রীলোকেরা
বয়সে পুরুষের অপেক্ষা অধিকতর
মান হইয়া উঠেন; সুতরাং বৈ-
স্ত্রীগণ অতিশয় ব্যাপিকা হইয়া প
তাঁহাদিগের ব্যাপিকা হইবার
একটা বিশেষ কারণ আছে। সম-
পুরুষের অপেক্ষা সমবয়স্ক স্ত্রীর
বাদির অগ্রে উন্মো হওয়াতে পুরু-
স্ত্রীর মনোরঞ্জনে সমর্থ হন না।

ভাগ করাইয়া যে তাঁহাদিগের চিত্ত
কর্ষণ করিবেন, পুরুষের সে ক্ষমতাও
আ না, কাজে কাজেই পুরুষকে স্ত্রীর
গত হইয়া চলিতে হয়। যে ভর্তা
তে ভর্তৃকর্ষা কোন কার্যই সম্পন্ন
না, তাহাকে ভর্তা বলিয়া স্ত্রীলোকের
করিবার কৃতি জন্মিবে কেন?

আর একটি অনিষ্ট এই, বৈদিক
স্ত্রীপুরুষে দেখিতে অতি বিসদৃশ
ইহাদিগের বাঞ্ছানুকূণ ভোগ
হয় না। পুরুষেরা যখন যৌবন
সময় উত্তীর্ণ হন, স্ত্রীলোকদিগের তখন
বনচিত্র বিগলিত হইতে থাকে।

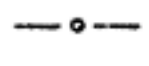
একটি আশ্চর্যের বিষয় এই, বৈদিক
সম্প্রদায় এই কটভোগ করিতে
না, কিন্তু কাহাকেই প্রায় ঐ জঘনা
কার উদ্ভূতনে যত্নবান্ দেখিতে
ওরা যায় না। এটো এই শ্রেণীর
দর্শনার অপর পরিচয়। বৈদিক
স্ত্রীর সম্বন্ধ পরিভাগ করা অতি সহজ
। সম্বন্ধ পরিভাগ করিলে জাতান্তর
হয় না, একঘরে হইয়াও থাকিতে
না, কিন্তু সম্বন্ধ পরিভাগের কথা
পূর্ণ করিলে যাঁহারা কিছু মেধা
শিখিয়াছেন, তাঁহারা যে উত্তর দেন,
যাঁহারা কিছু জানেন না, তাঁহারাও
উত্তর দিয়া থাকেন। পূর্বপুরুষের
কথা গিয়াছেন, উত্তরেরই এই উত্তর।

পুরুষের প্রতি কি চমৎকার নিকি
পান করিবার, খাজা খাইবার এবং
স্বাগমন করিবার সময় পূর্ব পুরুষ
থায় থাকেন? ক্রমকালে প্রবৃত্তি
কালে কি কেহ পূর্ব পুরুষের
হাট দিয়া উহা হইতে নিবৃত্ত হন?

পুরুষেরা কি ক্রমকাল কাজ করিয়া
সম্পন্ন?

সমসংসারকালে বলিয়া এই, আমরা
তাঁহাদের অনিষ্টকারিতা সুন্দররূপে
কগণের জন্মকর্ম করিয়া দিবার

নির্দিষ্টই উল্লিখিত কুৎসিত প্রথার
বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিলাম, পাঠক
গণ এটাকে অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞান করিবেন
না। তাঁহারা বহুসোনার বালাবিবাহের
একটি উদাহরণ আর পাইবেন না।



পূর্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে স্টেশন
কমিশনারী গবর্নমেন্ট।

পূর্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কর্মচারীদিগের
চিত্তবিভ্রমাদি দোন কি রাজপুরুষদি
গেরও শীর্ষে সংক্রান্ত হইল? এই
তাঁহারা তর্জন গর্জন করিয়া ভার-
তবর্ষীয় সভার কৃত কমিসন নিয়োগ
প্রস্তাবে ক্ষুণ্ণ করিলেন; এই আবার
“পার্লমেন্টার মোনাইটরকে” লিখিলেন,
ডুইটনার অনুসন্ধানার্থ এক কমিটি নিয়ো-
জিত করা হইবে। কমিটি ও কমিসন
উভয়ের বাস্তবিক অর্থগত ভেদ কি?
কমিসনও প্রকৃত ঘটনার অনুসন্ধান করি-
বেন, কমিটিও তাহাই করিবেন। তবে
ভারতবর্ষীয় সভাকে অবমাননা করা
হইল কেন? কমিসন নিয়োগ করিলে
প্রকৃত বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে,
কমিটি নিয়োগ করিলে তাহা হইবে না,
অপট লোককে প্রবেশ দেওয়া হইবে;
যদি কমিসন ও কমিটি উভয়ের একরূপ
অর্থভেদ হয়, তাহা হইলে কমিটি নিয়ো-
গেব যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা
মন্দ হয় না। পূর্ব বাঙ্গলা রেলওয়ের
ডুইটনাতে অধিকসংখ্য লোকের স্ত্রী
হইয়াছে বলিয়া যে জনরব হয়, ডেপুটি
কমিশনারী ইঞ্জিনিয়ারের কৃত রিপোর্ট
দ্বারা লেপ্টেন্যান্ট গবর্নরের মেটি মিথ্যা
বলিয়া ক্রম জ্ঞান জন্মিয়াছে; অতএব
তাঁহার নিকটে কমিসন নিয়োগ অনাব-
শ্যক বলিয়া যে প্রতীর্ণনান হইবে, তাহা
আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু এ স্থলে
আমাদিগের একটি কথা জিজ্ঞাসা করি-
বার ইচ্ছা জন্মিল। ঐটি মাহেব যত

দিন হস্তক্ষেপ না করিয়াছিলেন, বত
নীল কমিসন না বসিয়াছিলেন, তত
নীলকরদিগের অত্যাচারবৃত্তান্ত কি
তের বিদিত হইয়াছিল? উহার পূর্বে
নীল প্রধান প্রদেশে জজ মাজিষ্ট্রেট
ভূতি ছিলেন না? প্রকৃত্ত বিবয়ে জিজ্ঞাস
এই, কমিশনারী ইঞ্জিনিয়ার কি ঘটনা
উপস্থিত ছিলেন? তর্কমুখে যদি স্বী
করা যায়, পূর্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে ক
রীয়া অসং, কমিশনারী ইঞ্জিনিয়ার
গমনের পূর্বে কি তাঁহারা মৃত ব্যক্তি
গকে স্থানান্তরিত করিতে পারেন ন

ভারতবর্ষীয় সভা যে প্রার্থনা ক
ছিলেন এবং লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর ত
যে উত্তরদান করিয়াছেন, গত সমস্ত
প্রতিজ্ঞানুসারে আমরা তাহা পাঠ
নের গোচর করিতেছি। ঐ প্র
শ্রবণ করিয়া ক্রোধ মস্তবে কিনা, প
গণ তাহা বিবেচনা করিবেন।

১৫ ই মে ভারতবর্ষীয় সভা মে
ন্যান্ট গবর্নরের নিকটে কমিসন নি
জিত করিবার অনুরোধ করেন। এই
টনার ক্রান্ত যে কতক বাহুল্য বর্ণন
হাছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু
জনরব একরূপ হইয়াছে এবং যখন
নোকে তাহাতে বিশ্বাস করিয়া
তখন কমিসন নিযুক্ত করিলে নিঃস
হুটী ফল হইত। সভা বলিয়াছেন,
মতঃ কোন নী সভা কোন নী
লোকে তাহা জানিতে পারিবেন
রেলওয়ে কর্মচারীদিগের উপরে
দোবারোপ করা হইয়াছে তাহা তাঁ
ক্ষয়ন করিবার সুবিধা পাইবেন
দপেক্ষা ন্যায়মিত্ত প্রার্থনা কি
পারে? লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর তাহা
উত্তরদান করিয়াছেন, তাহা এইঃ—

১। “মহাশয়! লেপ্টেন্যান্ট গব
আদেশানুসারে আমি মহাশয়ের
তারিখের পত্রপ্রাপ্তি স্বীকার ক

তেছি, শ্যামনগরের দুর্ঘটনা হইবার, ডেপুটি কমন্ডার ইঞ্জিনিয়ারের দর্শন করিয়া হত ও আহতের দৈনিকপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। সংখ্যাই যথার্থ।

২। কাপ্তেন লুয়ার্ড যে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহা মহাশয়ের নিকটে প্রেরণ হইতেছে। কিসে দুর্ঘটনা হইল, তাহার পরই বা কি হইল, তাহার বিশেষ সন্ধান হইতেছে। এক্ষণে দুর্ঘটনার সচরাচর যে অনুসন্ধান হয়, এতদুপস্থিত সম্পূর্ণরূপে তাহা হইবে।

৩। দুর্ঘটনানিবন্ধন যেসকল গম্পা ভুল্লাবর্গ হইতেছে তন্মিত্ত লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর অতিশয় দুঃখিত হইতেছেন। কিন্তু এসকল গম্পা কেবল সাধা ক ভুল্লাইবার জন্য প্রচারিত হইবে। যাহা শুনিবামাত্র অবিশ্বাস হয়, তদ্বিষয়ে প্রকাশ্যে কমিসন প্রেরণ করা লেপ্টেন্যান্ট গবর্নরের মত হইবে।

৪। ভারতবর্ষীয় মতা কমিসনের মত প্রার্থনা করিয়া প্রকারান্তরে এই মিত্তি গম্পার সহায়তা করিতে হইবে। তাহা না করিয়া, তাঁহাদিগের যে মত আছে তদনুসারে যদি এসকল গম্পা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর হইবেন।

৫। লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর ভারতবর্ষীয় মতা কমিসনের নিশ্চয় বলিতেছেন, যেসকল গম্পা উঠিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। দুর্ঘটনার সময়ে ও তাহার পরে মতা কমিসন ১২ টি মাত্র হইয়াছে। কাপ্তেন লুয়ার্ড আপন রিপোর্টমধ্যে যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য। লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর করিয়াছেন, এতদেশীয় সমাজ, এ কথা সত্য করিবেন।

৬। জে, হোবেগুন, মেজর ইত্যাদি।

লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর যে কথা কহিতেছেন, তাহার উপরে আর কাহার কথা নাই। কিন্তু আমাদের মনে নিয়মিত কয়টি বিষয়ের জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতেছে। রেলওয়ে কর্মচারীরা মাজিফেটকে সংবাদ দিবার পূর্বে রাস্তা পরিষ্কার করিয়াছিলেন কি না? তাঁহারা ঘটনার অব্যবহিত পরে পুলিশকে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করিতে দেন নাই কেন? তাঁহারা কয়েকখানি শকট বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন, এ কথা সত্য কি না? দুর্ঘটনার সমস্ত রাত্রি কল চলিয়াছে কি না? এগুলির অনুসন্ধান করা আবশ্যিক কি না? কানপুরের হত্যাকাণ্ডসময়ে এক জন সোয়ার মিস হুইলরনামে একটা বালিকাকে লইয়া গিয়াছে বলিয়া কথা উঠে। তাহার অনুসন্ধানার্থে কত বায় ও কত সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়াছিল? যদি কানপুরের হত্যাকাণ্ড লইয়া এত অনুসন্ধান হইতে পারিল, রেলওয়ের দুর্ঘটনানিবন্ধন কি এক কমিসন হইতে পারে না?

উপসংহারকালে আমাদের মনে আর কয়টি প্রশ্নের উদয় হইল। মৃত ব্যক্তিদিগের কি এক পরমাণুও একখানি বস্তুর ছিল না? তাঁহাদিগের সম্পত্তি কি হইল এবং কোথায় গেল? মাজিফেট মৃত দেহের অনুসন্ধান করিবার পূর্বে সেগুলি চালান করা হইল কেন? এগুলি কি সামান্য বিষয়? অথবা উৎকলের লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর পরে যে সাহেবের সম্মুখে এই ঘটনা সামান্য বলিয়া যে পরিগণিত হইবে, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। যদি হত ব্যক্তির মধ্যে পাঁচ জন ইউরোপীয় থাকিতেন, তাহা হইলে যে সাহেব ভিন্ন স্বরে গান করিতেন সন্দেহ নাই। যাহাহউক, উপসংহারকালে বক্তব্য এই আমরা যে প্রশ্নগুলি করিলাম তদ্বিষয়ে লোকের মনে

দৃঢ়তর সন্দেহ জন্মিয়াছে। কমিসন নিয়োগদ্বারা সেই সন্দেহ ভঞ্জন একান্ত আবশ্যিক। কেবল ইঞ্জিনিয়ার লইয়া কমিসন করা না হয় এবং কমিসনের পূর্বে কমিসন নিয়োজিত হইয়াছে, এ সংবাদ সমুদায় সমাজপত্রে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয় স্বলের লোকেরা সকল বিষয়ের সমাধান রাখেন না; রেলওয়ের বিপক্ষে কথা বলিলে কি জানি কি বিপত্তিতে হয়, অনেকের এ ভয়ও আছে। এতএব লোকে যদি অগ্রে জানিতেন, কমিসন তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিঃসন্দেহ হইয়া যিনি যে সন্ধান জানেন, কমিসন অগ্রে উপস্থিত হইয়া বলিতে পারেন। অন্যথা কমিসন নিয়োগ বিফল হইবে।

—:—

ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের প্রস্তাব।

ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হইতে উচিত কি না, এই প্রশ্ন পুনর্বার উঠিয়াছে। আমরা এতৎসংক্রান্ত মতামত জানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া লেখক যুক্তি দিয়া সপ্রমাণ করিয়া এই মুদ্রা প্রচলিত করা আবশ্যিক। আমরা কয়েক বৎসরব্যধি এই মতামত পোষকতা করিয়া আসিতেছি। স্বর্ণমুদ্রার ধাতুমধ্যে উৎকৃষ্ট, ইহা যে মিত্রকার্যে বিনিয়োজিত হইতেছে এটি সামান্য বিষয়ের বিষয় নহে। আমাদের দেশে স্বর্ণমুদ্রা বরাবর প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষীয়েরা "অল্পমূল্যে অধিকমূল্য" প্রত্যয়ের সমর্থক সমাজ হইলেন। দক্ষিণ ভারতবর্ষে সাহকার স্বর্ণের চাপ মুদ্রা বলিয়া ব্যবহার করেন। চারলস উড এই মুদ্রা প্রচলিত করিয়া নিষেধ করিয়া একটা মহাজনে পণ্ডিত

—১১৮—

প্রাচীন। স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করা বণিক
 এর একান্ত অভিপ্রেত। ইহাতে তাঁহা
 গর অনেক সুবিধা হইবে। সাধারণের
 এটা প্রেরণ কর হইতে পারে।
 দেশে রেলওয়ে হওয়াতে লোকের
 যানে থাকিবার অভ্যাস ক্রমশঃ
 আসিতেছে। অনেকের স্থান
 অবলম্বন করিবার ইচ্ছা জন্মিতেছে।
 দেশের বাণিজ্যবৃদ্ধির সহিত
 কার্যে বড় সুবিধা করিয়া দেওয়া
 আবশ্যিক। রৌপ্য মুদ্রা দে
 করিয়া দিতে পারে না। নোট
 অনেক উপকার হইতেছে মনে
 কিন্তু রৌপ্যমুদ্রা ও নোটের সম
 আর এক প্রকার মুদ্রা থাকা আব

স্বর্ণমুদ্রাপ্রচলনের বিরুদ্ধে মচরাচর
 আপত্তি করা হইয়া থাকে। প্রথম,
 এখানে একে স্বর্ণের প্রধান আকার
 সহিত এ দেশের সাধারণের
 সম্পর্ক নাই। অতএব কাগজের
 মুদ্রা ও তাহার পরিমাণ স্বর্ণ
 তুলিয়া দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়, স্বর্ণের মূল্য
 মনবে একপ্রকার থাকে না। স্বর্ণ
 প্রচলিত করিলে এর গবর্ণমেন্টের
 সাধারণের ক্ষতি হইবে। প্রথম
 বিবেচনা আনাদিগের বক্তব্য
 স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত না থাকাতে হই
 লোকের দ্বিতীয় লোকের মধ্যে
 তত বাণিজ্য হইতেছে না বটে;
 পরস্পরমধ্যে ইংলণ্ডের দ্বারা
 লোকের সহিত বাণিজ্য চলিতেছে
 এ দেশে বিস্তর অস্ট্রেলিয় গিনি
 প্রাপ্য। এগুলি মুদ্রা বলিয়া
 হয় না। লোকে অন্য অন্য
 লোকের ন্যায় গিনি ক্রয় করিয়া
 না যদি এক বার মূল্য নিরূপিত
 মুদ্রার আপত্তি খণ্ডিত হইবে এবং
 লোকের সহিত এ দেশের বাণিজ্য

প্রচলিত হইতে থাকিবে। ইউরোপে
 একে বিস্তর স্বর্ণ আছে। প্রতিবৎসর
 তথায় এত স্বর্ণ যাইতেছে যে, চিন্তাশীল
 লোকেরা এই আশঙ্কা করেন যে অচি
 রকাল মধ্যে স্বর্ণের মূল্য হ্রাস হইয়া
 পড়িবে। মূল্যের পরিবর্তের বিষয়ে
 আনাদিগের বক্তব্য এই, যদি মুদ্রা
 বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে মূল্যের হ্রাস
 তিরেক হইবার সম্ভাবনা নাই। একে
 হ্রাস কারণে স্বর্ণের মূল্যপরিবর্ত হয়।
 মচরাচর লোকে অস্ট্রেলিয়ান গিনি ক্রয়
 করিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে চীন হইতে
 বিস্তর স্বর্ণ আইসে। এই স্বর্ণ গিনির
 অপেক্ষা বিশুদ্ধ। ইহার আমদানী কম
 হইলে গিনির মূল্য বৃদ্ধি হয়, আর আম
 দানী অধিক হইলে গিনির মূল্য কম হয়।
 যদি প্রস্তাবিত মুদ্রা বিশুদ্ধ স্বর্ণে প্রস্তুত
 হয়, মূল্যগত একে মূল্যতিরেক হইবার
 সম্ভাবনা থাকিবে না। যদি অনুধাবন
 করিয়া দেখা যায় প্রতীয়মান হইবে,
 বিদেশের রপ্তানির অপেক্ষা গবর্ণমে
 ন্টের সাপ্তাহিক উপরে স্বর্ণমুদ্রাপ্রচলনের
 কলাকল অধিক নির্ভর করিতেছে। একে
 যে স্বর্ণ অলঙ্কারের নিমিত্ত বিক্রীত হই
 তেছে, বিবেচনাপূর্বক টাকশাল ঢাকা
 হইতে পারিলে লোকে তাহা মুদ্রাঙ্কিত
 করিবার নিমিত্ত অর্পণ করিবেন। তখন
 কি আস মূল্যের হ্রাসতিরেক হইবার
 আশঙ্কা থাকিবে? মুদ্রা প্রস্তুত করাইতে
 হইলে টাকশালে যে মাসুল দিতে হয়,
 তাহাতে কিছু রাজ্যের ব্যয় নিস্বাহ হয়
 না। গবর্ণমেন্ট যদি বিবেচনাপূর্বক এই
 মাসুল গ্রহণের নিয়ম করেন, তাহা হইলে
 মূল্য পরিবর্তের কোন আশঙ্কা থাকিবে
 না। কর্নেল স্মিথ ইংলণ্ডের ন্যায় বিনা
 ব্যয়ে এখানেও স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিবার
 প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা ইহাতে সম্মত
 নহি। তবে অধিক মাসুল লওয়া উচিত
 হয় না। যাঁহারা মফস্বলে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন

নিবন্ধন বাঁটার আশঙ্কা করেন,
 দিগের সে ভয় অমূলক। ইংলণ্ডে
 রেরা মিলিও ও পেনির হিসাবে
 পায়; তাহারা কি স্বর্ণমুদ্রানিবন্ধন
 ভোগ করে?

অতএব আমরা মর রিচার্ড
 লকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি স্ব
 প্রচলিত করুন। ইহাতে কোন
 হইবে না বরং বণিক ও সাধা
 বিলক্ষণ উপকার হইবে।

—:—
 দত্তকগ্রহণ।

পরের পিতাকে পিতা বনি
 ভুল্য বিড়ম্বনা আর নাই। মানুষের
 প্রকার উপহাস ও ভ্রম আছে,
 তন্মধ্যে সর্বপ্রধান। লব কুশ রামচ
 “তুমি পরের পুত্র দেখিয়া পিতা
 চাও?” বলিয়া যে উপহাস করি
 লেন, তাহা অসম্ভব হয় নাই। সুরা
 ও ইন্দ্রপারায়ণতাদি দোষনি
 যাচাদিগের মানবস্বভাব এক
 বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের
 আর সকলেরই পুত্রোৎপাদন করি
 ইচ্ছা আছে; কিন্তু দেশের সকলে
 মনোরপ পূর্ণ করেন না। যাঁহা
 বিষয়ে একান্ত হতভাগ্য হন; তাঁ
 “ঘোলে ছুদের স্বাদ মিটাইবার”
 দত্তকগ্রহণ করিয়া আনাদিগকে ক
 মন্য জ্ঞান করেন। কিন্তু এটা এ
 বিষয় ভ্রম; ইহাতে সুখ স্বচ্ছন্দ না
 প্রায়ই বিপরীত ঘটনা হয়। মিসর দে
 লোকের সংস্কার ছিল, যত দিন শ
 থাকিবে, তত দিন আত্মাও থাকি
 এই নিমিত্ত তাহারা নানাপ্রকার
 দ্রব্যদ্বারা হৃত দেহ অবিকৃত ক
 রাখিত। যদি অনুধাবন করিয়া
 যায়, প্রতীয়মান হইবে, যে রূপ
 দ্রব্যদ্বারা শরীররক্ষা করিলে
 রক্ষা হয় না; সেইরূপ দত্তকগ্রহণ

রক্ষা ও অপত্যসুখলাভ হয় না।
 ব্যক্তি মৃত পিতা, পুত্র অথবা
 রক্ষিত দেহ দর্শন করিয়া তাঁহাদি
 জীবিত জ্ঞান করেন না; জীবিতা
 ঐসকল ব্যক্তির সহবাসে যে
 জন্মে, তাহা কি কখন মৃত দেহ
 খে রাখিলে জন্মিতে পারে? প্রত্যুত
 শীল ও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের উহাতে
 হইয়া থাকে। দত্তকস্থলেও জ্ঞানী
 চর্যাশীল ব্যক্তিদিগের সেইপ্রকার
 হয়। তাহারা যতবার তাঁহাদিগকে
 বলিয়া সম্বোধন করে, তত বারই
 দিগের চক্ষে সংসারের অনারতা
 রমান ও কষ্ট অনুভূয়মান হয়।
 সর্ব দেশেই দত্তকগ্রহণের রীতি
 এখনও আছে। প্রাচীন কালের
 ও রোমকেরা দত্তকগ্রহণ করি-
 ; এক্ষণে ও ইউরোপখণ্ডের
 আমেরিকার লোকেরা দত্তকগ্রহণ
 রাখেন। কিন্তু ভারতবর্ষের
 করা সর্বাপেক্ষা ইহাতে সমাধিক
 ক্ত। ইউরোপ ও আমেরিকার
 কে সম্পত্তিমাত্র দেওয়া হয়
 দত্তকের বিশেষ গুণ না থাকিলে
 কে গ্রহণ করা হয় না। আমাদিগের
 র দত্তকের ন্যায় তত্রত্য দত্তকেরা
 ক “বাপ” বলে না। পূর্ব সম্রাজ্য
 রবর্তিত থাকে। পক্ষান্তরে আমা
 র দেশের দত্তকেরা মৃত পিতার
 বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।
 ত্রাজের সহিত তাহাদিগের বিশেষ
 থাকে না। জন্মদাতার সম্পত্তির
 ও তাহাদিগের প্রাপ্য হয় না।
 এক্ষণে বিবেচনা করা কর্তব্য, এই
 গ্রহণ প্রথাটা উৎকৃষ্ট কি না?
 হিন্দুদিগের সংস্কার ছিল, মনুষ্য
 গ্রহণ করিলে পিতৃঋণ ঋদ্ধিঋণ ও
 ঋণ এই ত্রিবিধ ঋণে ঋণবান্ হন।
 জন্মিলেই পিতৃলোকের পিও

সংস্থান হয় এবং পিতা পিতৃঋণ হইতে
 মুক্ত হন। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা পিও
 সংস্থানার্থ এমনি বাঞ্ছা ছিলেন যে, ঔর-
 নের অভাবে ক্ষেত্রজ ও দত্তক পুত্রাদির
 ব্যবস্থা করিয়া যান। এক্ষণে দিন দিন
 মে সংস্কারের পরিবর্তন হইতেছে। অনে
 কের মে সংস্কার এক কালে অন্তর্হিত
 হইয়াছে। যাঁহাদিগের মে সংস্কার
 নাষ্ট, তাঁহারা আর এ বিড়ম্বনা
 ভোগ করেন কেন? প্রাচীন কালে
 হিন্দুরা স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেন;
 এবং বিস্তর লোকে তপস্বী হইতেন। আ
 দিম লোকের অপেক্ষা জয়কারীর সংখ্যা
 অনেক কম ছিল। এ অবস্থায় পুত্র প্রতি
 নিধি ব্যবস্থা না থাকিলে আর্ষাজাতির
 লোপ হইত সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত
 তদানীন্তন ব্যবস্থাপকেরা পুত্রোৎপাদনে
 ও পুত্রপ্রতিনিধিগ্রহণে সাতিশয় সমুৎ
 স্কৃত ছিলেন। এই কারণে মুনিগণও দার
 পরিগ্রহ হইতে অব্যাহতি পাইতেন
 না এবং বাসপ্রভৃতি ক্ষেত্রজ পুত্রোৎ
 পাদনে বিনিয়োজিত হইয়াছিলেন।
 এই কারণে চাতুর্ঋণ্য বিবাহ প্রচ
 লিত ছিল। পশ্চাৎ হিন্দুসংখ্যার
 যেমন বৃদ্ধি হইতে লাগিল তেমনি
 চাতুর্ঋণ্য বিবাহাদি নিবন্ধ হইল; ক্ষেত্র
 জাদি পুত্রপ্রতিনিধিগ্রহণও অনা
 বশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এ
 যুক্তিতে এক্ষণে দত্তকগ্রহণের অণুমাত্র
 আবশ্যিকতা দেখা যাইতেছে না। যদি
 এরূপ হইল এবং পিওলোপের শঙ্কা
 নারহিল; তবে নিজের সম্ভাননা থাকিলে
 এক জন সম্পর্কহীন ব্যক্তির পুত্রকে
 পুত্র বলিয়া তাহাকে সম্পত্তি দেওয়াতে
 লাভ কি? আমরা সচরাচর দেখিতে
 পাই, অনেকে দৌহিত্র অথবা ভ্রাতৃপুত্র
 দিগকেও পরিত্যাগ করিয়া দত্তকগ্রহণ
 করিয়া থাকেন। এটা কি বুদ্ধিমানের
 কার্য ও ইহার অপেক্ষা কি নিকট

আত্মীয়দিগের উপকার করিয়া
 ভাল নহে? যদি নাম রাখিবার
 থাকে, তাহা হইলে সমুদায় সম
 দেশের উপকারার্থ দিয়া গেলে কি
 হয় না? মহম্মদ মসিনের নাম কি
 হইয়াছে; না কখন লুপ্ত হইবে? যে
 ব্যক্তি দত্তকদিগের মধ্যে যথার্থ ধর্ম
 ও উপযুক্ত লোক দেখিয়াছেন?
 এক জন ব্যক্তিরকে দত্তকমাত্রেরই
 জঘন্য লোক হয়। দত্তকগ্রহীতা বহু
 যে ধনসঞ্চয় করিয়া যান,
 স্বপ্নকালমধ্যে তাহা উড়াইয়া দিয়
 দরিদ্রসম্ভান সেই দরিদ্রসম্ভান
 পড়ে। ইহার কারণ সহজেই বুঝা
 তেছে। অত্যন্ত দরিদ্রভিন্ন কেহ
 পুত্রকে বিক্রয় করেন না। যে ব
 অর্থলোভে আপনার পুত্রকে বিক্রয়
 তাহার তুল্য নীচাশয় আর কে আ
 তাহার ঔরস পুত্র যে ভাল
 হইবে তাহা সন্দেহিত নহে। অ
 ধনী লোকেরাই দত্তকগ্রহণ ক
 দরিদ্রসম্ভান সহসা অতুল ঐশ্বর্য
 অধিপতি হয়; সুতরাং তাহার
 বিবেচনা বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং
 বাসনামুক্ত হইয়া পড়ে। যাঁহারা
 সকল বুদ্ধিতে পারেন এবং হিন্দু
 আস্থাশূন্য হইয়াছেন, তাঁহাদি
 স্বেচ্ছাপূর্বক কি এ বিপদে পতিত
 বিধেয়?

—:—

বিবিধসংবাদ।

১৩ ই টিভি সোমবার।

এ দেশের সমুদায় নগরেই কি এক
 প্রয়াসে লিখিয়াছেন, “এলাহাবাদের
 গুলি এমত কুৎসিত ও অপরিষ্কার, যে তা
 পদসঞ্চালন করিতে ঘৃণা বোধ হয়। নন্দা
 প্রণালী প্রায় কোন স্থানেই দেখিতে পাওয়া
 না। গৃহস্থদিগের বাসী হইতে অপরিষ্কার
 রালি নির্গত হইয়া গলিতেই পতিত হয়।

বাহীতে পায় একটা কঠিন ছোট ছোট
 ছাড়া আরে। বনির্গত জলরাশি প্রথমে সেই
 উৎস থেকে পড়ে জলাধারটি পরিপূর্ণ
 করে। এই সময় জল গলেতে পাত্ত হইয়া এক
 প্রকার তরল রূপে প্রবাহিত হয়। অতঃপ
 কালে পাত্তগুলি একত্র কক্ষময় ও
 অন্য এক প্রকারে গঠন হয়, যে তাহাতে তরল
 জলশেষকার পীড়া জন্মিয়া থাকে।
 এই সময় সপ্রাচুর্য অমৃতবাজারে
 "স্বাস্থ্য" এই শীর্ষক দিয়া একটা প্রকাশ
 করা হইতেছে। ইহাতে সপ্তেব জাতীয়
 নর প্রকারভেদ ও চিকিৎসাপ্রণালী প্রভৃ
 তথ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হইল। এতৎপাঠে
 উপকার হইবার সম্ভাবনা। আমরা লেখ
 প্রস্তাব করিতেছি, লেখা সমাপ্ত হইলে
 একপান ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।
 গণের সহিত পঞ্জীভাষ্যের সকল বিষয়েই
 সংশয় দূরিত হয়। নগরের লোক হইয়া
 অনায়াসে পায় পায়। একই পত্রীমমে
 পাইবার যো নাই। রঙ্গপুর দিক প্রকাশ
 হইতেছে, "সাদার হাটের নকটবর্তী গ্রাম
 এক জন মুসলমান (মুসলমান) অপরাধে
 সহস্রমণীর মস্তকোপ রূপে "কারা হই-
 য়াতে করিয়া ম প্রসোক হইতে করিয়া
 আশন উৎসাহিত হইলে শ্রীর বোগাবান
 প্রকাশপূর্বক যথাবিধ মুক্তকামণে
 ত কবে। এক পক্ষ কাল অতীত হইলে
 ক্রমে এই হত্যার সংবাদ ভবানীগঞ্জের
 জনপেটের মধ্যমানে প্রকাশ হইয়ায়
 মাজরা স্থানে আসিয়া যথোচিত ধর্ম
 ক্রমে শব উঠাইয়া হইয়া দাঁড় করিয়া
 দারীকে বসায়লয়ে প্রেরণ করয়ছেন।
 দীর্ঘ নিতকৃত আশা স্বাকার কঠিন
 ১৯

আমরা চা-কোম্পানির প্রধান উদ্যোগ
 ত বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের নিকটে আবেদন
 ছিলেন, চা-ক্ষেত্র হইতে যেনকল মজুর
 দিগের চুক্তির সময় অত্যধিক হইবার
 পলায়ন করে, পর্বলক ওয়ার্ক কর্মচারগণ
 ক্রমশঃ কম দিয়া থাকেন। লেপ্টন ট গব
 র্ণমেন্টে প্রেরণ করিয়াছেন, কুলিগণ সময় অতীত হই
 য়াট ক্রমশঃ প্রদর্শন করিতে না পারিলে
 ক্রমশঃ কম দিয়া থাকেন তাহাদিগকে কম
 না। তাহা হইলেও যে ইচ্ছানয়র এ কার্য
 ত ছিলেন, তাহার টেকিয়াত চাহা হই
 ত স্বাধিকারের পত্রের প্রকাশে সাধা

বর্ণের কৃষ্টিতে একান্ত আবশ্যিক। তিনি বলি
 য়াছেন, "আমি এ বিষয়ের জন্য আদালতে
 নালিশ করি নাই; কারণ তাহা করিলে এক
 জন নির্দোষ এদেশীয় নিয়তব কর্মচারীকে
 দণ্ড হইত।" এ দেশের বিচার ও শাসনপ্রণা
 লীর উপরে ক্রমশঃ টকা করা হইয়াছে।
 কিছু দিন হইল, মধ্য উত্তরবর্ষের প্রধান
 কমিসনর আস্তাব কবিয়াছিলেন অচিহ্নিত বিচার
 পতিনিগের পক্ষ উঠিয়া গেলে তাহাদিগকে
 ভরণ পোষণের নিমিত্ত কিছু কিছু টাকা দেওয়া
 করবে। উক্ত কর্মচারিগণ সাধারণ্যে ইহা
 পাও হইল; গবর্নর জেনরল এ প্রস্তাব সম্মত
 হইয়া, কেবল অচিহ্নিত বিচারপতিনিগের ন্য
 য়ন নিয় অচিহ্নিত কর্মচারীর প্রতি এই অমুগ্রহ
 কবিতার নিমিত্ত কেউসেফেটারিকে অমুগ্রহ
 কবিয়াছেন। সব জন লরেণের এ প্রস্তাবটি
 যথার্থই সাধারণের চিত্তকর।
 চীন হইতে সম্প্রতি ১০ জন মুসলমান কলি
 কাতায় আসিয়াছেন। ইহারা মকায় যাইতে
 হইতেছেন। তাহারা চীন হইতে যাবল ডাঙ্গা পথে
 আসিয়াছেন। তাহারা বলেন, চীন হইতে ব্রহ্ম
 দেশে আসিবার দুটি পথ আছে। একটি কতক
 পথিকৃত, কিন্তু সে পথে বিস্তর দশুঃ আছে।
 দ্বিতীয় পথ ভালো হইয়া আসিয়াছে। এগিরে
 আসিতে হইলে বড় বড় পাহাড় উত্তীর্ণ হইয়া
 নিবড় বন দিয়া আসিতে হয়। এত উচ্চ
 পাহাড় আছে যে, তাহা চড়াতে উঠিতে
 দুই দিবস লাগে। চীন হইতে যাচার
 আউবেন, তাহারা সাংখ্যিক লোক দলবদ্ধ
 হইয়া আইসেন। পথে বন্য জন্তু ও মাগুসের
 ভয়। এই অসুবিধার কারণে কেউসেফে
 দর্শন করেন না। ইহারা চীন, কিম্ব চীনভাষা
 জানেন না। আরবি ইহাদিগের ভাষা, কিন্তু
 উচ্চারণ দিক হাঃ লেখা হাঃ তাহারা মনোগত
 ভাব প্রকাশ করেন। কয়েক শাতাব্দী হইল ৩০০
 আবব চীনে আসিয়া বান করেন। ইহারা সেই
 বংশোদ্ভব বোধ হইতেছে।
 আগামী সপ্তাহে ডেপুটি মাজিস্ট্রেটী পদ
 প্রার্থীদিগের পরীক্ষা হইবে। এক দল পরীক্ষক
 নিযুক্ত হইয়াছেন। আর বি, চাপমান সাহেব
 সভাপতি এবং বাবু ক্রমোহন বন্দোপাধ্যায়
 সম্পাদক হইয়াছেন। পরীক্ষা যে নিয়মে হইবে,
 তাহাতে পরীক্ষাগ্রহণ করা আর না করা
 সমান।
 আমরা ডেলিনিউস পাঠ করিয়া বিস্মিত
 হইলাম, কলিকাতার পুলিশের ডেপুটি কমিসনর

মেজর এহাম আজা দিয়াছেন, রাজ
 দক্ষিণ বিভাগের এদেশীয়েরা কোন
 বাধ্যবাদ করিয়া সমবেত হইয়া যাইতে
 যেন না। ডেপুটি কমিসনরকে এ নিবেদন
 ক্ষমতা ক দিলেন?
 কিছু হইতেবিনী বলেন "অত্রত্য
 নর্মাল স্কুলের সাহায্যার্থ গবর্নমেন্ট ১০০
 মজুর করিয়াছেন। ৮০ টাকা বেতনে এ
 মিটেস ও ১০ টাকা বেতনে ৩ জন
 এবং ৫০ টাকা বেতনে এক জন ইঞ্জি
 (১৫ টাকা পান্ডী ভাড়া) শিক্ষয়ত্রী
 হইবে।"
 চাকরপ্রকাশ লিখিয়াছেন:—"আমি
 মাজিস্ট্রেট সাহেব সম্প্রতি এই আদেশ
 করিয়াছেন যে, যাহার বাড়ীতে যত
 জম ও মজুর হইবে, তাহাকে তাহা লে
 দিতে হইবে। এতৎসংক্রান্ত বহিলাল
 মটকোর্ড হুঃ পিটলে এবং মিউনিসিপাল
 টিতে থাকিবে। এপর্যন্ত এতৎসম্বন্ধে
 আইন প্রচারিত হয় নাই। মাজিস্ট্রেট
 অপনা হইতে এই আদেশ প্রচার করিয়া
 একগে জিজ্ঞাস্য এই, লোকেরা যদি
 হুঃ অমান্য করে, তিনি কোন আইনের
 দ্বারা হতে তাহাদিগের দণ্ডবিধান করিবে
 ১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার।
 আইলবদার তালুকদার বৃন্দসংলগ্ন
 দুর্ভিক্ষ ৩০,০০০ টাক ব্যয় করিয়া ছয়
 পঞ্চ বিস্তর নিরন্ন লোককে আহার দে
 . টুটসেফেটারি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া
 মাস্তাজ গবর্নমেন্টে তাঁহাকে পুষ্ক
 এক জোড়া বালা দিয়াছেন।
 বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট মন্ত্রণালয় আদা
 আদালদিগের বেতনবৃদ্ধি করিবার বে
 করেন, গবর্নর জেনরল তাহা নিজে গ্রহণ
 ছেট সেফেটারির সম্মতব জন্য প্রেরণ
 ছেন। অধঃস্থ জঞ্জদিগের বেতনাদারগণ
 কেটদিগের সেরস্তাদারদিগের ন্যায়
 পাইবেন। গবর্নর জেনরল বলিয়াছেন, ই
 অনেক ব্যয়বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু বৃদ্ধ করা
 আবশ্যিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।
 সুবিচার জগ্রে চাই, এটা অদ্যাপি অ
 হনয়জন হয় নাই।
 কলিকাতা গেজেটে মফসলের ইউ
 কর্মচারীদিগের বাসস্থানসংক্রান্ত চিহ্না
 প্রকাশিত হইয়াছে। লোহারডগার পুলিশ
 রিটেগেট আর, ডবলিউ, কিও সাহেব স

কম করেন, তাঁহার বাসস্থান নাই; ডেপুটি
কমিসনার নিজে বাটীতে স্থান না দিলে তাঁহাকে
ঠিক মন্যে তাঁবুর ভিতরে গ্রীষ্ম ও বর্ষা অতি
কঠিন করে দিতে হইত। অতএব তিনি এক বাটী
খরিদ করিয়া ৪২০০ টাকা চাহেন। এই টাকা
সরকারে বেতন হইতে কর্তন করিয়া দেওয়া তাঁহার
আশা। লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের কক্ষের 'মুখ্য' নামের
কক্ষের এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।
কিন্তু যত্নের যে যে স্থানে ইউরোপীয় কর্মচারীদি
খাঙ্কিয়ার উপস্থিতি বাটী নাই, সেখানে বাটী
খরিদের টাকা দিয়া ক্রমশঃ তাহা কাটিয়া
হইবে; কিন্তু সাবধান, যেন এক
সপ্তাহের বেতনের অধিক না দেওয়া হয়; নচেৎ
কম টাকা ডুববে। টেননিক অফিসরদিগের
উপস্থিতি অন্য ইউরোপীয় কর্মচারীর তুলনা
নাই।

সর উইলিয়াম মুর সর রিচার্ড টেম্পলের
প্রশংসনীয়রূপে শাসনকাব্য করিতেছেন।
তিনি নামা স্থান দর্শন করিতেছেন। সম্প্রতি
গবর্নর গমন করিয়া এতদেশীয় বিপ্লব ভঙ্গ
করিতে সাহায্য করেন। জেল, বিদ্যা
প্রভৃতি দর্শন করা হয়। তিনি উত্তর পশ্চি
মলে সামান্য সামান্য পদ হইতে ক্রমে লেপ্ট
গবর্নরের পদ পাইয়াছেন। এতদেশীয়
গবর্নর মন্যে অনেকে তাঁহার পরিচিত লোক।
সকলেই তাঁহার উন্নতিলাভে আশ্বাস
করিতেছেন। আমাদিগের ইচ্ছা এই
শাসনকারী নিয়মবহিত প্রদেশের শাসন
কারীগণের যোগে না যান। সে যোগে গেলে
পাততঃ যশস্বী হইতে পারিবেন বটে; কিন্তু
যে ডুব ভাঙিয়া যাইবে।

দিল্লী গেজেট বলেন, এবার আগরতে মহর
র সময়ে সুরিনদিগের সহিত সিয়াদিগের
ব্যক্তিগত বিবাদ হইয়াছে। পুলিশকর্মচারীরা
সিদ্ধান্ত হওয়াতে দাঙ্গা হইতে পারে নাই।
সিয়াদিগকে বিক্রম করিবার অভিপ্রায়ে
খানি গোঁয়ারা করিয়া তাহা দান করিয়া
ল। কয়েকজন সিয়া টেননিক ইহাতে
সম্মত জ্ঞান করিয়া নালিশ করিয়াছে।
তবেও এইপ্রকার গোলযোগ হইয়াছে।
সরকারি দিবসে হিন্দুরা আমোদ করাতে
স্বপ্ন সঙ্কল্প করিয়াছেন, ভবিষ্যতে মুসলমান
গর শোকের দিবসে হিন্দুদিগকে আমোদ
করাতে দিবেন না। নিয়মবহিত প্রদেশের
বিচারই এইরূপ বটে!

পঞ্জাব রেলওয়ের প্রতিনিধি এজেন্ট হারিসন

সাহেব মফসলাইটের নামে নালিশ করি
য়াছেন। তিনি, ডাক্তার লিটনার ও লেপেল
গ্রিকিন সাহেব লক্ষ্মীটাইমসের নামে এইপ্রকার
আর এক নালিশ করিয়াছেন। আশ্চর্য আর না
গড়ায় এই আমাদিগের ইচ্ছা।

যে স্ত্রীলোকটি সতীত্বশাসনের ভয়ে আগরার
নিকটে রেলওয়ে শকট হইতে লক্ষ দিয়া পতিত
হন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মফসলাইটের এক
জন সংবাদদাতা বলেন, তিন জন ইউরোপীয়
এ শকটে বাইতেছিল। ইহাদিগের মধ্যে হরণ
নামক এক ব্যক্তি শকটের খড়খড়ি খুলিতে
যায়। স্ত্রীলোকটির সহিত এক জন বৃদ্ধ ছিলেন।
হরণ যাইতেছে এমন সময়ে তিনি হস্তদ্বারা
ইচ্ছিত করাতে স্ত্রীলোকটি শকট হইতে লক্ষ দিয়া
পড়িলেন। হরণ বৃদ্ধকে প্রহার অথবা স্ত্রীলো
কটির গাত্র স্পর্শ কবে নাই। স্ত্রীলোকটি পতিত
হইলে সে বলিল "পরমেশ্বর! ও যে ওখানে
ছিল তাহা আমি দেখিতে পাই নাই।" এ ব্য
ক্তিকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে। মফস
লাইটের পত্রপ্রেরক বেশ ধরতা করিয়াছেন, এটি
জুরির বিচারের অস্থূল সম্ভব নাই।

৯ ই টেক্সেব চন্দ্রকান্তে বর্তমান গবর্নর
জেনরলের খৃষ্টীয় ধর্মে অপব্যয়ের এক প্রতি
বাদ হইয়াছে। উক্তপত্র যথার্থ বলিয়াছেন,
"ধর্মবিষয়ে অস্বাভাবিকতা কেবল লোকের মান
সিক অনৌদার্যের ফল। নচেৎ উদারস্বভাব
ব্যক্তির নিকটে কি খৃষ্টধর্ম, কি হিন্দুধর্ম
সকলেই সমান।" তিনি যা বলুন, সর জন লরেন্স
সম্মত হইতেছেন, কয়েক বৎসরের পর সমুদায়
ভারতবর্ষ খৃষ্টীয়ান হইয়া তাঁহার স্মরণার্থ স্তম্ভ
দেখিয়া দিবেন। ডেলহার্ভাসিও রাজনীতিসম্বন্ধে
এইরূপ আশা করিয়াছিলেন।

উক্তপত্রে কলিকাতার স্ত্রীদিগের দুর্ভাগ্য
আর এক উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। স্ত্রীদিগে
দোকানে বড় সুরা বিক্রয় হইতেছে না। গত
দিন পুলিশ কমিসনারের সূতন অনুরাগ থাকিলে
গত দিন এ কার্য কতক বন্ধ থাকিলে। কিন্তু
তাঁহার কি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে? তাহা নহে।
এখন "হরিবোল" বন্ধ হইয়া "বেলফুল"
শব্দ হইতেছে এবং সেই সূযোগে সুরা বিক্রয়
হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

সম্প্রতি কলাবাগানের দীঘীর নিকটে এক
ব্যক্তি তাহার উপপত্নীর সহিত হত হইয়াছে।
কোন ব্যক্তি উভয়েরই কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া বধ
করিয়াছে। হৃৎকায় লম্পটের গর্ভবতী স্ত্রী
স্বামীর হত্যাসংবাদ শ্রবণ করিয়া যেমন শশ

ব্যস্ত হইয়া নামিতেছিলেন, সেই সময়ে তা
হাতে পড়িয়া সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত হই
ছেন। এক জনের ছুঁকিয়ার নিমিত্ত কত জন
প্রাণ যাইতেছে!

এতদেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে কত
আছে, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট তাহা জানিব
অভিলাষ করিয়াছেন। প্রত্যেক দুর্গকে দ্বিতীয়
গোয়ালিয়র করা কি সর জন লরেন্সের অ
প্রেরিত?

গুজরাটমিত্র গুইকুমারের অত্যাচারের অ
এক দুর্ভাগ্যপ্রদর্শন করিয়াছেন। রাজার টাক
অভাব হওয়াতে বনিক ও সাহকারদিগের নিব
৬ টাকা সুদে কর্তব্য চাহেন। তাঁহার বলে
তাঁহার আপনারা ৮ টাকার কম টাকা ক
পান না। সে কথা শুনা হইল না। রাজার ম
ভাউসিদ্ধিয়ার ফৌজদারকে টাকা আদায়ের ত
দিলেন। ফৌজদার ধনী ব্যক্তিদিগকে আহ্ব
করিতে লাগিলেন এবং আগত ব্যক্তিদিগে
কাহার কাহার বা পুত্রের কাহার
বাটীর স্ত্রীলোকের প্রতি বাতিচারদোষারে
করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, টাকা না দি
তোমাদিগকে জেলে দেওয়া হইবে। সম্মানে
ভয়ে অনেকে টাকা দিতেছেন। ১০০ টাকা
নীচে গৃহীত হয় না। উক্ত বিদায় ৫০ টাকা
এই রাজকুমার কি উন্নত হইয়াছেন?

২- এ মে সিমলাতে ভারতবর্ষীয় বাবস্থাপ
সভার আধিবেশন হয়। ঐ দিবস বোধ
ব্যাক্তির ক্ষতির কারণ অন্বেষণের বিল বিধিব
হইয়াছে। সর চার্লস জাক্সন; মেজর মাক ল
ও মেজর সাহেব কমিসনার হইয়াছেন।
ব্যক্তির দুর্ভাগ্য ব্যাক্তির ক্ষতি হইয়াছে,
যদি ইউরোপীয় হয়, কমিসনারগণ কি তাহ
দোষ সম্মান করিতে সাহসী হইবেন?

দেও অব ইণ্ডিয়া বলেন, জর্জ স্মিথ সা
এডেনবর, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে এল, এ
ডি, উপাধি পাইয়াছেন। এ বার বাণু পণ্ড
হইয়া আসিতেছেন; কাহার মাথা যায় ব
যায় না।

১৫ ই টেক্সেব বুধবার।
গত কল্য রাজীকে অভিনন্দন প্রদান করি
বার নিমিত্ত সৌনহালে সভা হইয়াছিল। য
রীতি প্রস্তাব ও বক্তৃতা হইয়া অভিনন্দন স্থি
কৃত হইয়াছে। মাস্ত্রাজের লোকেরা এপ্রক
অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন, চাক
লোকেরা ইহা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।
পিয়নিসর বলেন, অঘোষ্যার রাজার নি
স্থিত গবর্নর জেনরলের এজেন্ট লেপ্টেনেন্ট ক

স্বাধীনতা বোম্বার্ডের পোলিটিকাল এজেন্ট হই-
য়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, সম্প্রতি দারজিলিঙের
মিউনিসিপালিটি কর্তৃক অবধি দারজিলিঙ
একটি শহরগমনোপযোগী রাস্তা কর
ব অনুমতি চাছেন; কিন্তু গবর্নমেন্ট তাহাতে
সম্মত হইয়াছেন। মিউনিসিপালিটির টাকাত্তে
গুলিব্যতীত আর কাহারও অধিকার নাই।

উক্ত পত্র অর্থাৎ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয়
দেওয়ানের বদলে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও ঝাংল
বিভাগের নিমিত্ত পৃথক পৃথক ইঞ্জিনিয়ারের
বর্ষে সমুদায় রাস্তার স্হাবধারণ বরিবার
এক জন প্রধান ইঞ্জিনিয়ার হইবেন। এটি
ওয়া প্রার্থনীয়। অধিক চিকিৎসক ও অধিক
কর্মচারী অনিচ্ছিত অনিষ্টের হেতু।

বোম্বাইগেজেট এক গোপনীয় পত্রদ্বারা
সংগত হইয়াছেন, সর রবার্ট নেশিয়র আধিসি
য়তে যুদ্ধার্থী সৈন্যদিগকে ভাতা না দিবার
সংক্রান্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, এ যুদ্ধের
য় ইংলণ্ডকে দিতে হইবে। এমন স্থলে ভাতা
হইবে অসুচিত। কিন্তু সৈন্যগণ যে বিরক্ত হইবে
হা হার কি স্থির করা হইল? ভারতবর্ষের স্বার্থের
নিত্ত যুদ্ধ হইলে ভাতা দেওয়া হইত, ইংল
গুর বেলা বলিয়া হইবে না। গবর্নমেন্টের
রম শত্রুও রাজা ও তাঁহার ভারতবর্ষীয়
জাদিগের মধ্যে কি এতকার প্রভেদ করিতে
পারেন?

পতিপুত্রহীনা পুত্রবধু স্বশুরের উপরে কত
র দাওয়া করিতে পারেন, তদ্ব্যতিরিক্ত একটী মক
মা হইয়া গিয়াছে। কেত্রমণি দাসী অতি অল্প
য়সে বিধবা হন। তিনি এপর্যন্ত পিত্রালয়ে
হিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার স্বশুর কাশীনাথ
াসের নামে ভরণপোষণের নিমিত্ত নালীশ
ঠেন। ২৪ পরগণার জজ তাঁহাকে ২৫ টাকা
থারাকি দিবার আজ্ঞা দেন। কাশীনাথ দাস
াপীল করিতে চারি জন বিচারপতি বিচার
ঠেন। বিচারপতি লক ও কেম্প বলিয়াছেন,
পুত্রবধুকে ভরণপোষণ করা স্বশুরের কর্তব্য।
তবে পুত্রবধুর স্বশুরের অমতে পিত্রালয়ে
াকা অসুচিত। স্বশুর যদি কুব্যবহার করেন,
তবে তিনি পৃথক ভরণ পোষণের নিমিত্ত নালীশ
রিতে পারেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি বলি
াছেন, স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর অধিক স্বয় নাই।
কাশীনাথ দাস নিজে উপার্জন করিয়া সম্পত্তি
করিয়াছেন। এ নিমিত্ত তিনি আপন পুত্রকে না
লেও উক্ত পুত্র নালীশ করিতে পারেন না।
স্থলে তাঁহার বিধবাস্ত্রী কিপ্রকারে নালীশ

করিতে পারেন? যদি তাঁহার স্বামীর পিতামহ
দত্ত কোন সম্পত্তি থাকিত এবং শশুর যদি কুব্য
বহার করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই নালীশ
চলিত। সর বার্নেস পিকক স্বার্থহী বলিয়াছেন,
হিন্দুশাস্ত্রে অনেকগুলি কর্তব্য কর্ম আছে; কিন্তু
তাহার কতগুলি ধর্মনীতিসংক্রান্ত; কতগুলি
না করিলে আদালত হস্তক্ষেপ করিবেন।
পুত্রবধুকে প্রতিপালন করা ধর্মনীতিসংক্রান্ত;
কিন্তু না করিলে রাজা বাধিত করিতে পারেন
না। বিচারপতি মাকফারসনের এই মত হওয়াতে
অধীর নালীশ অগ্রাহ্য হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের যাবতীয় জেলা, নগর ও পল্লী
গ্রামের এক ইতিহাস প্রকাশিত হইবে। তারি
মিত্ত গবর্নমেন্ট ১২০০০ টাকা ব্যয় করিতে
সম্মত হইয়াছেন। এপর্যন্ত এক জন সম্পাদক
স্থির করা হয় নাই। একখানি গেজেটের করা
সহজ নহে এবং ১২০০০ টাকায় সে কাজ
হয় না।

১৬ ইপ্রিল রুহস্পতি বার।

অকসফোর্ডের অন্তর্গত ব্রেসনোস কালে
জের জে. পিকফোর্ড সাহেব ৫০০ টাকা বেতনে
মাস্ত্রাজের প্রেসিডেন্ট কালেলেব সংস্কৃতের
অধ্যাপক হইয়াছেন। এটি সর ষ্ট্রাফোর্ডের নিজে
নিয়োগ। এ দেশে কি সংস্কৃতজ্ঞ নাই? রাজ
পুরুষদিগের আমাদিগের প্রতি যে মমতা নাই,
এইসকল কার্যদ্বারা তাহা বিসঙ্গত প্রমাণ হই
তেছে। “ডব্লিউ কেট” প্রভৃতি উচ্চারণ শুনিয়া
ছাত্রদিগের যে হরিতঞ্জি উড়িয়া যাইবে, সর
ষ্ট্রাফোর্ড নর্থকোট তাহার কি করিবেন?

ইঞ্জিনিয়ার পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, সম্প্র
তি গিজনির নিকটে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে উভয়
দলের অনেক সর্দার মৃত হইয়াছেন। আজিম
খাঁর সৈন্যগণ গিজনি তহিতে দুরীভূত হইয়া।
সৈন্যদাবাদে পালায়ন করিয়াছে। উক্ত
সর্দার বণিকদিগের নিকটে বলপূর্বক পুনর্দার
১০,০০০ টাকা লইয়াছেন। মম নিয়ার আমীর
সিয়ারআলির সহিত যুদ্ধ করিবাব তান করিয়া
আবদুল রহমানকে তাঁহার সাহায্যার্থ আহ্বান
করেন। আবদুল রহমান উক্ত আমীরের নিকটে
গমন করিয়াছিলেন। উপস্থিত হইবামাত্র ঐ
বিশ্বাসঘাতক তাঁহাকে বন্দীভূত করিয়া সিয়ার
আলির নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। আবদুল
রহমানের কারারোধ কাবুলের দুর্ভাগ্যের হেতু

বোম্বাইয়ের বণিক কোয়ার্টার জাহাজির লণ্ড
নস্থ কেনসিঙটন উদ্যানে একটী কোয়ার্টার করিয়া
দিবেন। এই এক বাতীক। ইহাতে কি ইংল

ণ্ডের লাভ বোধ হইবে? ভারতবর্ষে বি
ব্যয় করিবার পদার্থ নাই?

কাশ্মীরের রাজা পুনর্দার বিলাতী
উপরে শুল্ক কমাইয়াছেন।

সম্প্রতি মাস্ত্রাজে দুই ওরাঙ হোটাঙ
হয়। এ দুটীকে সম্প্রতি ইংলণ্ডে প্রেরণ
হইয়াছে। ইহারা যত দিন মাস্ত্রাজে ছিল
দিন একদেশীয় বিস্তর লোকে দর্শন
যাইতেন। ইহাতে মাস্ত্রাজ ট.ইমস র
করিয়া বলিয়াছেন “সকল দেশের ভারতীয়
এই ভদ্র লোক (ওরাঙহোটাঙ) দিগের
সাক্ষাৎ করিতে বাঞ্ছিত হইতেন; আক্ষেপে
উভয় দলের একাবধ ভাষা না থাকাত্তে
সম্প্রের মনের কথা বলেতে পারেন
তাঁহার (ওরাঙহোটাঙেরা) কি এই
মঠাইবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে যাইতেছেন

রাজা থিওডোরের পুত্রকে বোম্বাই
করা হইতেছে। তত্রতা ডাক্তার উইলসন
কে শিক্ষা দিবেন। উহাকে ইংলণ্ডে পা
ভাল হইত। এই রাজকুমারের ভরণ পে
বিদ্যালয়কার ব্যয় ইংলণ্ডে দিবেন? না
গের স্বল্পে পড়বে?

ডেলিনিউস রেওয়ার শাসনপ্রণালী
করিয়া লিখিয়াছেন, রাজা নিজেমৎ স
ও হিন্দিতে বিশেষ পারদর্শী; তিনি কি
ইংরাজী জানেন। কিন্তু এত দিন শাসন
বড় মনোযোগ দিতেন না। তাঁহার
সময়ই আনোদ ও মুগরাতে অতিবাহিত
এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহার দেওয়ান। এব্যক্তি
যুথ যে মাম সাক্ষর করিতেও কষ্ট
করেন। রাজার অন্য অন্য কর্ম চারীও
ও অসৎ। ক্রমশঃ লোকের কষ্ট হওয়াতে
হরবাণী লাল ও বাবু ভোলানাথ বাই
দেওয়ানকে পদচ্যুত করিয়া রাজা দিন
য়ের হস্তে শাসনভার সমর্পণ করিবার
দেন। কর্নেল মিড ইতিপূর্বে রেওয়ার
রিপোর্ট করিয়াছিলেন; তাহাতে
টৈতন্য হইয়াছিল। এইসকল কারণে
কাহাকে কিছু না বলিয়া এক দিবস হঠাৎ
হাবাদে গমন করেন। তথায় শাসন
পরিবর্তের পরামর্শ হয়। দেওয়ান ও
অগ্রচরণ রাজাকে ফিরাইয়া আনিবার
চেষ্টা পান, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন
রাজা দিনকররাও আঘাত মাসে শাস
গ্রহণ করিবেন। গবর্নমেন্ট ইহাতে সম্মত
ছেন। রাজার হুমতিদর্শনে সকলেই সন্ত
বেন সন্দেহ নাই।

বোম্বাইয়ের মেট্রিক ও পিনিস্তন পত্রের ক্ষুদ্র সম্পাদক নারায়ণ মহাদেব কচেব প্রধান রপতি হইয়াছেন । এপ্রকার নিয়োগ অতি সুখকর । মহারাজ সিংহিয়া কবে সেকলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে ?

১৮ ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ।

বড়ো মিউনিসিপালিটি কলিকাতার জর্জিগার পদবীতে পদার্পণ করিয়াছেন । লোকের পতনোষণ করিয়া কর আদায় করা হইবে । মিউনিসিপালিটির কর্মচারীগণও পার্শ্ববর্তী তক্রটি করেন না ; কিন্তু সেই সেকলে ১০ পচা পুকুরনী ও গয়লা রহিয়াছে । তথা অনেক লোকে এ নিমিত্ত আক্ষেপ করিয়াছেন । এ আক্ষেপ বিকল । মিউনিসিপালিটির সর্কার সর্বত্রই হইতেছে । লোকে টাকা চাহেন বটে ; কিন্তু সে সমুদায় উড়াইয়া যাউন । গবর্নমেন্ট ভাবিতেন, এমী মহাশয় । সাধারণ্যে চেষ্টা না করিলে এ অত্যাচার হইবে । রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই ।

বড়ো উর্দূবাসীগণ সাহা শিক্ষাকার্য্যে যে ১০০ টাকা পান করেন, তন্নিমিত্ত চুঁচুড়ার কলিকাতা গভর্নমেন্ট তাঁহাকে এক ভোজ্য করেন । কামাঙ্গিগের উপযুক্ত ডিরেক্টর এপ পদবীতে দিলেন না !!!

কামাঙ্গি মদ্যে স্তম্ভিত হইল, ডিরেক্টর আট ম সাহেব বঙ্গদেশের শিক্ষকদিগের শ্রেণীতে ও বেতনবৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় আছেন ; এ প্রসঙ্গ শুধুমাত্র হইল । এক্ষণে বঙ্গদেশের শিক্ষকদিগের কল্যাণ, তাহারা ট্রেডস্কেটারির ট আবেদন করেন । বোম্বাইয়ের ডিরেক্টর লোকসভার প্রান্তের প্রস্তাবে সর ষ্ট্রাকো বোম্বাইয়ের অধুমোদনক্রমে তত্ত্বতা শিক্ষকদিগের শ্রেণী বিভাগ হইয়া বেতনবৃদ্ধি হইতে । কেবল 'স্ট্রাকো' সাহেবই যে বঙ্গদেশ- শিক্ষাকার্য্যে উন্নতির বিপক্ষ একপন্থে, তাহা তাহাও গবর্নমেন্ট ও অধুমোদনক্রমে পুষ্টিপুঙ্ক আছেন । জুনিয়র কর করিবার শ্রেণির শিক্ষাদান ত ঐ গবর্নমেন্টের প্রতি দাড়াইয়াছে । বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট ক্রমে গবর্নমেন্টের দামা পরিয়া চলিবেন ; ও বেশ বুঝা যাইতেছে । শিক্ষকগণকে বোম্বাইয়ের উন্নতি স্বয়ং করিতে হইবে । এই বোম্বাইয়ের নজির রহিয়াছে ; চেষ্টা কর্তব্য হইবার সম্ভাবনা আছে । বঙ্গদেশীয় সাহেবের বিচারের এক আশ্চর্য্য দর্শন করিতেছি । যখন জাহাজের কাপ্তে

নেরা নাবিকদিগের নামে সামান্য অপরাধের নালিশ করেন, তখন তিনি ঐ নাবিকদিগের ৫। ৭। ১০ দিনের বেতন কর্তন করিয়া কারাবাসের আজ্ঞা দেন । কিন্তু যখন নাবিকেরা জাহাজের আফিসদিগের নামে নালিশ করেন, তখন নাম মাত্র দণ্ড হয় । বুধবার প্রিন্স রায়ল জাহাজের কয়েকজন নাবিক কাজ করিতে অসম্মত হও যাতে তাহাদিগের দশ দিনের বেতন জরিমানা ও তিন সপ্তাহ মিয়াদ হয় । গত কল্যাণার টুড জাহাজের পাচক 'অধ্যক্ষের নামে প্রচার ও গালির নালিশ করিতে মা কস্টেট তাঁহার ২ হই টাকা জরিমানা করিলেন ! একদেশীর অর্থী ও ইউরোপীয় প্রত্যর্থীর বেলাও এই বন্দোবন্দ হয় : ব্রাহ্মণ সাহেব শারীরিক দণ্ডদানে বিলক্ষণ তৎপর ; কিন্তু এপর্য্যন্ত এক জন ইউরোপীয় চোরের প্রতি এ দণ্ড প্রদান করিলেন না !!!

১৯ জ্যৈষ্ঠ শনিবার ।

ডেলিন্টসের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন, এ বার ডেপুটি মাজিস্ট্রেটদিগের পরীক্ষার প্রসঙ্গ চুরি হইয়াছে । এক জন পরীক্ষার্থীর নিকটে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর ধরা পড়িয়াছে । এসকল চোরের নাম গেজেটে প্রকাশিত করিয়া তাহাদিগকে গবর্নমেন্টের কার্য্য হইতে এক কালে বর্জিত করা উচিত । কি প্রকারে প্রসঙ্গ চুরি যায় ? কোন বিশেষ ব্যক্তিকে এ জন্য দায়ী না করিলে এ বালাই দূর হইবে না ।

রোজ ত্রোণের হত্যাঘটিত কাগজ পত্র আড বোকেট জেনরলেব নিকটে প্রেরণ করাতে তিনি বলিয়াছেন, এপর্য্যন্ত যেসকল জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে, তাহাতে মাধবচন্দ্র দত্তকে সেমিয়নে সমর্পণ করা কোন ক্রমেই বিবেচ্য নহে । গবর্নমেন্টের আর্টার্ন রাবার্টস সাহেব তন্নিমিত্ত ২২ এ জুন পর্য্যন্ত মকদ্দমা স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা করিয়া বলেন, কয়েদিকে জামীনে মুক্ত করিলে তিনি কোন আপত্তি করিবেন না । মাপ বচন্দ্র দত্তকে জামীনে মুক্ত করা হইয়াছে । এই মকদ্দমায় পুলিশ ও মাজিস্ট্রেট রাবার্টস সাহেব অযোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন । তাঁহার রোগীকে ছাড়িয়া কবল লইয়া টানাটানি করিতেছেন ।

টাইমস অব ইন্ডিয়ায় অবিসিনিয়াস্থিত সংবাদদাতা বলেন, থিয়োডোরের পুত্র ও তাহার এক স্ত্রী বোম্বাইয়ে আসিতেছেন । থিয়োডোরের প্রিয়তমা পত্নী পিত্রালয়ে গমন করিয়াছেন । যিনি বোম্বাইয়ে আসিতেছেন, তিনি প্রথম স্ত্রী । ইনি এক্ষণে ব্রিটিশ শিবিরে পীড়িত আছেন । এ দেশের গুলি ও চণ্ডুখোরদিগকে দেখিলেই

বোধ হয়, এমন হতভাগ্য লোক পৃথিবী আর নাই । লণ্ডনে এক জন চীন এক দোকান করিয়াছে । এখানে চীন, ভাষী ও কতগুলি নিয়ু শ্রেণির ইংরাজ তনের ধূম পান করে । অল্প সময়সায় চণ্ডু ভয়ানক নেশা হয়, তাহাতে লণ্ডনের এক বার ইহার আবাদন পাইলে আর করিতে পারিবে না ; অহিফেনের নেশা নোহিনী শক্তি আছে ; ইহাতে স্পষ্ট অনিত্যে তথাপি নেশাখোরেরা ইহা ত্যাগ করিতে পারে না । ডিকুইগেব নাথান মহৎ লে অহিফেন খাইয়া কঠিয়াছেন " এক এপ্রকার স্বর্গের সুখ আর কিছুতেই হয় ইংরাজেরা এই বেলা সাবধান হউন ।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের বিক্রীত হইতেছে—

৪ টাকার সিকা	৯২১।৭—৯২১
৪ " কোম্পানির	৯২১।০—৯২১
৫ " পবলিকওয়ার্ক	১০৫।৭—১০৫
৫ " কোং	১০৯—১০৯
১১ " কোং	১১৩৫—১১৩৫

ইউরোপীয়সনাচার ।

লণ্ডন ১৬ ই নে । গত রাত্রিতে হাউস কমন্সে আরমষ্ট ও সাহেব সংবাদ দিয়া ২৫ এ মে তিনি এই বলিয়া প্রস্তাব করিবেন : মন্ত্রীগণ যেপ্রকার কাজ করিতেছেন প্রতিমিপি শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধ । ইহাতে ভাণ সম্মানের হানি হইতেছে ।

ভারতবর্ষস্থিত ঠৈসনাদিগকে যেপ্রকার পান করিতে দেওয়া হয়, তদ্বিনয়ে মহাসম্মোযোগী হইবার অধুরোধ করা হইয়া লণ্ডনের মিউনিসিপালিটি সর রবার্ট যরকে আপনাদিগের মধ্যে এক জন সভ্য করিয়া তাহাকে তদনুসারে যাবতীয় স্বয়ং মানস করিয়াছেন ।

ওয়ারশিও টন হইতে সংবাদ আসিয়াছে জনের মতে ও ১৯ জনের অমতে মহাসভা পত্রির বিরুদ্ধে একাদশ অপরাধটি অগ্রাহ্য য়াছেন । এই অপরাধটির বিদয়ে মত সর্ক গৃহীত হইয়াছে ।

১৮ ই মে । ফেনিয়ান বারাটের মৃত্যু আর এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত হইয়াছে । আরমষ্ট ও সাহেব যে প্রস্তাব করি

দেওয়া হইবে, তাহা সকলে অতি সামান্য
করিতেছেন।

শিওটন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, সভা
বিরুদ্ধে একাদশ অপরাধী অগ্রাহ্য কবি
পর অন্য অন্য অপরাধের বিচার না করিয়া
তা ২৬ এ পর্যন্ত কার্য স্থগিত করিয়া

৯ এ মে। রাজিতে হাউস অব কমন্স
মিট স্কটল্যান্ডের রিফরম বিল বিবেচনা
র তার পান, তাঁহারা ২১৭ জনের মতে
৯৬ জনের অমতে স্থির করিয়াছেন।
ল ইংরাজ নগরের লোকসংখ্যা পাঁচ সহ
কম আছে, সেসকল স্থান হইতে প্রতি
আনিবার নিয়ম রহিত করিয়া তাহাদিগের
স্কটল্যান্ডের প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি
হইবে। যাঁহারা প্রতিনিধি মনোনীত করি
তাঁহাদিগের রাজস্বপ্রদানের নিয়ম ২১৮
মতে ও ১৯৫ জনের অমতে স্থিরীকৃত
হইবে।

হাতে অকৃতার্থ হওয়াতে ডিসরেলি সাহেব
গের অবস্থা ও কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনার্থ
তা স্থগিত করিয়াছেন। সীমার বিল এক
ই কমিটির হস্তে দেওয়া হইয়াছে।
জের তার থাকতে গবর্নমেন্ট শিক্ষাসং
বিল কিরাইয়া লইয়াছেন।

সাহেবের প্রার্থের প্রত্যুত্তররূপ সর
ড নর্থকোট বলিয়াছেন, সর অলেকজ
গ্রান্ট বোম্বাইয়ের শিক্ষাবিভাগের কর্ম
দিগের অবস্থার যে উন্নতি করিবার প্রস্তাব
হইবে, তাহা অনেকাংশে গ্রাহ্য হইবে।
দিগের সামাজিক পদের উন্নতি ও বেতন
করা হইবে।

৯ এ মে। আমেকার ভূতপূর্ন শাসনকর্তা
রকে বিচারার্থ সেশিয়নে অর্পণ করা হই-

নিজসংক্রান্ত সন্ধিসকল লইয়া করাশী
ভার্য তর্ক হইয়াছে। নসুর রুহার এক
করিয়া করাশী বানিজ্য ও শিল্পের
করিলেন। তিনি বলিলেন, আসিয়াতে
র রপ্তানী কেবল ইংলণ্ডের অপেক্ষা কম
হইবে। তিনি আশা করিলেন যে, দৃঢ়তর
যোগিতা করিয়া ও বানিজ্যের প্রতিবন্ধ
সকল দূর করিয়া করাশী বানিজ্য
দিগের বানিজ্যের ন্যায় করিবেন।

জী বালমোয়ালে গিয়াছেন। ইংলণ্ডে
ফসল হইবার সম্ভাবনা আছে।

৯ এ মে। গত কল্যা হাউস অব কমন্সে ডিস

রেল সাহেব বলিলেন, ইংলণ্ডের যেসকল
স্থানে ৫০০০ লোক নাই সেসকল স্থান হইতে
প্রতিনিধি আনিবার প্রথা উঠাইয়া দিবার বিষয়ে
তিনি সম্মত হইয়াছেন। এই সংশোধন ও
মনোনীতকারীদিগের প্রদত্ত রাজস্বের নিয়মের
সহিত স্কটল্যান্ডের রিফরম বিল সোমবারে বিধি
বন্ধ করিবার নিমিত্ত তিনি মহাসভাকে অনু
রোধ করিলেন।

গত কল্যা তারিখের এক টেলিগ্রাম নিউইয়র্ক
হইতে আসিয়াছে। ইহাতে প্রকাশ করে, চিকা
গো কনভেনশন সেনাপতি গ্রা টকে ভবিষ্যৎ
নতাপতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সভাপতি
জনসনের অপরাধ অগ্রাহ্য করা ইহাদিগের
অমত। এই মতদ্বয় চলিতে থাকে এ বিষয়ে
মতপ্রকাশ করা হইয়াছে।

২০ এ মে। গত রাজিতে হাউস অব কমন্সে
টিবিলিয়ান সাহেব টেননিক আফিসরের পদ
ক্রয় করিবার প্রথা উঠাইবার জন্য প্রস্তাব করি
য়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এ প্রথা থাকিতে
সেনাদলের অবস্থা ভাল হইবে না। কাপ্তেন
বিবিয়ান এক সংশোধনপ্রস্তাব করিয়া বলিলেন
কাপ্তেনের উপরের পদ অবধি ক্রয় করিবার প্রথা
উঠান কর্তব্য। টিবিলিয়ান সাহেবের প্রস্তাব
সারে কাজ হইলে ১০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।
সেনাপতি পিল পদক্রয় করিবার প্রথার সহায়তা
করিলেন না; কিন্তু প্রস্তাবের প্রতিবন্ধকতা
করিলেন। তিনি বলিলেন, উপরের পদ শূন্য
হইলেই নীচের পদস্থ ব্যক্তি সে পদ পাইবেন,
এ নিয়ম থাকিলে উৎসাহ থাকিবে না। গুণ
বিবেচনা করিয়া উন্নত পদ দিলে জীর্ঘা, সন্দেহ
ও পক্ষপাত হইবে। সর জন পাকিওটন এপ্রকার
দোষ স্বীকার করিলেন; কিন্তু বলিলেন, ইহাতে
যে আফিসর পদ ক্রয় করেন না, তাঁহারা ই অধিক
লাভ হয়। তিনি বলিলেন, সামান্য টেননিক হই
তে আফিসরের পদ পাইবার প্রথার উন্নতি
আপাততঃ হইতে পারে না। করাশী প্রথা
দেখিয়া বরং সতর্ক হওয়া উচিত; ইহা আদর্শ
নহে। তিনি বলিলেন, চাইলডাস সাহেব যে ব্যয়
সাধ্য প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে সম্মত হওয়া
তাঁহারা সাধ্য নহে; কিন্তু সকল লোক সন্তুষ্ট
হন, তিনি এপ্রকার এক বিল শীঘ্র অর্পণ করি
বেন। অত্যাচারসংশোধনের প্রস্তাব পরি
ত্যাগ হইল।

আমেরিকান দূত আডামস সাহেব স্বদেশে
প্রত্যাগমন করিতেছেন। আমেরিকার গবর্ন
মেন্ট তাঁহার পদে অন্যকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

২৩ এ মে। গত রাজিতে আয়ার
ধর্মসম্প্রদায়মধ্যে আর সূতন পুরোধিত
এবিষয়ে স্কাটল্যান্ড সাহেব যে প্রস্তাব
তাহা ৩১২ জনের মতে ও ২৫৮ জনের
গ্রাহ্য হইয়াছে। ৫ ই স্থান স্কটল্যান্ডের এই
বিবেচনার্থ কামটি বসিবেন।

কতকগুলি স্কাটল্যান্ড লোক সর টাকো
কোটের নিকটে গিয়া জিবখালটার
বোম্বাই পর্যন্ত এক পৃথক টেলিগ্রাফ
অনুরোধ করেন।

নব টাকোড নর্থকোট প্রভৃতির বলি
যে টেলিগ্রাফের সেসকল একত্রে আচে
চনাপূর্বক সেগুলি চালাইলে রাজনী
বানিজ্য উভয়েরই মঙ্গল হইবে।

কনষ্টান্টিনোপল হইতে সংবাদ
যাচে, তুরকের সাধারণকার্যবিভাগের মন্ত্রী
টেলিগ্রাফ ও ডাকঘরের তত্ত্বাবধায়ক
একত্রিত হইয়াছে। তুরকের মন্ত্রী
শীঘ্র পরিবর্ত হইবে। সূতন রাজকীয় কোর্ট
মতে ৪৫ জন তুরক, ৯ জন আর্মেনীয়,
গ্রীক ও ৩ জন ইহুদি প্রবেশ করিয়াছেন
ফ্রান্সের সহিত টিউনিসের গবর্ন
মনাস্তর হওয়াতে ফ্রান্সী দূত উক্ত দেশ
করিয়াছেন।

মনিটর ডিলি আর্শ্ব বলেন, টেননিক
কমাইবার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ফ্রান্সের দ্বা
যাচে। যেহেতু ১৪,০০০ টেননিক বিদ্য
যাচে।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।
লেপ্টেনেন্টগবর্নরের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

১৯ এ মে। যত দিন ডাক্তর এল. জ
বিদায় লইয়া অস্থিত থাকিবেন তত
পাটনার সিভিল সার্জন ডাক্তর আর এল
সন মীঠাপুর ও দিগরে জেলের চিকিৎসার
পাইবেন।

ডাক্তর জাকসনের অস্থিতিকালে
নার প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও
কালেইর সি, এক, ওয়াসলি সাহেব মী
ও দিগরের জেলের তত্ত্বাবধারণের ভার
বনে।

২০ এ মে। ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি
ইয় মৌলবী আবদুল গফুর বাউসি উপবি
ভার পাইয়া ডাগলপুরে মাজিস্ট্রেটের
চালন করিবেন। ২০ এ দিবসের

লবী মহামন ইত্যাকের নিরোধের যে বিজ্ঞা-
হয়, তাহা এতদ্বারা রহিত করা গেল ।

২১ এ মে : তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্ট্যান্ট
কমিশনার বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাবনার
অন্তর্গত দুলাইয়ের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার
হইবেন ।

২২ এ মে : যত দিন আর, এস, ওফনের বিদায়
যাত্রা অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এ,
রাব সাহেব সিংহভূমের প্রতিনিধি পুলিশ স্তম্ভ
পেট্রোল হইবেন ।

কলিকাতার প্রতিনিধি কালেশ্বর ডবলিউ,
১৮৬৮ অক্টোবর ৯ আইন
সমূহের কলিকাতা ২৪ পরগণা ও জঙ্গলিতে
কলেটরের ক্ষমতা পাইবেন ।

বাবু পার্শ্বমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৮
অক্টোবর ৯ আইন অনুসারে এক জন আসেসর
কলিকাতা ২৪ পরগণা ও জঙ্গলিতে কাল
কলেটরের ক্ষমতা পাইবেন ।

বাবু প্রাণকৃষ্ণ দে ১৮৬৮ অক্টোবর ৯ আইন অনু
সারে আসেসর হইয়া কলিকাতার কালেক্টরের
ক্ষমতা পাইবেন ।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বসু ১৮৬৮ অক্টোবর ৯ আইন
অনুসারে আসেসর হইয়া কলিকাতার কালেক্ট
রের ক্ষমতা পাইবেন ।

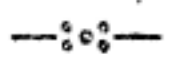
চাঁদচাঁদ ডেপুটি কালেক্টর ১৮৬৮ অক্টোব
র ৯ আইন অনুসারে কমিশনরের ক্ষমতা পা
ইবেন ।

যত দিন মোলবী থাকিবেন আলি বিদ্যালয় লইয়া
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন হাজিরমহলের সহ
কারী কমিশনার নিরোধ কার্যের উপরে পাকু
স্তান ভার পাইবেন ।

২৩ এ মে : সি. এস. ডাউন সাহেব গয়ার
কমিশনারি সব ডেপুটি অফিসের এজেন্ট হই
বেন ।

২৪ এ মে : নিম্ন লিখিত উক্ত লোকেরা খৃষ্টি
য়ানদিগের বিবাহ দিতে পাইবেন ।

বরেন্দ্র চৌ, বি, সি. ডালাম, ব'লেধরে ।
আলবার্ট, উইলিয়ম, কলিকাতায় ।
ডবলিউ, এফ. মাকডোনেল সাহেব বি, সি,
দুয়ার সিভিল ও মেসিয়ন ক্লাব হইবেন ।



আমাদিগের আনুলিয়াস্ত সংবাদ-
পত্র লিখিয়াছেনঃ—

১। মধ্যে সংবাদপত্রপাঠে অসমত হইয়া
লাম, যে আমাদিগের বর্তমান মাননীয় লেপ্ট
নেট গবর্নর শ্রীযুক্ত শ্রে সাহেবের আদেশানুসারে

কৃষ্ণনগরে জুরাখেলা নিবারণের আইন প্রচ
লিত হইয়াছে ; কিন্তু কলে উহার ক কিছুই দেখি
না; এবং অপেক্ষাকৃত উহার বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য
হইয়া উঠিতেছে । নগরের মধ্যে অনেক স্থানেই
এই খেলা হইয়া থাকে । যাহ'নের সংসার নির্কা
রের উপায় নাই, তাহাদিগের দ্বারা এই খেলা
সম্পাদিত হয় । এই মহাপ্রভুবা আ'বার অলীক
আমোদের বয়সাত্রী । যেখানে বারইয়ারি পূজা
কি যাত্রাদি হইয়া থাকে, সেই স্থানেই তাঁহারা
সর্বাপ্রকারে উপস্থিত হন এবং সাধ্যমত লোকের
সর্বস্বনাশ করিবার চেষ্টা করেন না । যাহা হউক,
আমরা এ বিষয়ের নিমিত্ত পুনরায় গবর্নমেন্টকে
অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে ইহা এক কালে
এ দেশ হইতে দূরীকৃত হয়, তাহার উপায় দ্বারায়
করুন । আর যদি আইন প্রচার করিয়া এক
কালে রহিত না করেন ; জুরাখিদিগের উপবে
অধিক পরিমাণে কবস্থাপন করুন, তাহা হইলেও
উহার অনেক নিবারণ হইবে ।

২। শুনিয়া আফ্রাদিত হইলাম, আমাদিগের
নদীয়া জেলার ভূতপূর্ব প্রজাবৎসল হিতৈষী
মাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বেল সাহেব পুনরায় তাঁহাব
পদে প্রত্যাগমন করিয়াছেন । ইহার কৃষ্ণ-
নগর পরিভ্রমণের পর জিলার সমুদায় লোকই
হুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সকলেই
সুখী হইবেন সন্দেহ নাই । বেল সাহেবের তুল্য
প্রজাতিহিতৈষী মাজিস্ট্রেট অতি বিবল ।

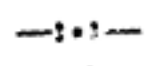
৩। রাণাঘাটের মিউনিসিপালিটি লইয়া
আর কত তার চীৎকার করিব ? অন্যাবদি রাস্তা
গুলির সমুদায় পাকা হইল না । গবর্নমেন্টে
বৃষ্টিপাত একান্ত আবশ্যিক । প্রজা উৎসীড়ন
করিয়া রাজস্ব আদায়ের ফল কি ?

৪। নদীয়া জেলার অধীন "কোতয়ালী" ও
"নাকালী পাড়া" থানাগুলির অন্তর্গত কএকখানি
গজাভীরস্থ পল্লীগামে বনায় বৎসর বৎসর
অনেক প্রজার অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে । কয়
মাস অতীত হইল প্রেসিডেন্সিবিভাগের কমি-
শনার শ্রীযুক্ত চাপমান সাহেব মফস্বল ভ্রমণ-
কালে সমুদায় স্থানে গমন করিয়াছিলেন ।
তদ্ব্যতীত বন্যা ও বাতাসপ্রভৃতির শোকারহ
আর্জনাৎ অরণে সাতিশয় ছঃখিত হইয়া গজার
গুল বাহাতে পল্লীসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতে
না পারে, এক্ষণে কল্পনা করিয়া উহার দ্বারে
বাঁধ দিবার প্রস্তাব করিয়া আসিয়াছিলেন ।
শুনিলাম, হিতৈষী কমিশনার সাহেবের
প্রস্তাবক্রমে গবর্নমেন্ট এই ব্যয় করিতে
সম্মত হইয়াছেন । কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন
কার্য্যারম্ভ না হওয়াতে উহার প্রতি আমা-

দিগের সন্দেহ হইতেছে । যাহা হউক, আম
এ বিষয়ের নিমিত্ত উক্ত মাননীয় চাপম
সাহেব যথোদয়কে অনুরোধ করিতেছি, এ
যাহাতে দ্বারায় সম্পন্ন হয় তাহার উপায় করুন

৫। রাণাঘাটের গবর্নমেন্ট সাহায্য
ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের কতকগুলি বি
ষয়ে সোমপ্রকাশ এবং এডুকেশন গেজেট
প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া
এত দিনে তাহার শুভ ফল হইয়াছে । শুনিল
আফ্রাদিত হইলাম যে, শিক্ষাবিভাগের বি
উর সাহেব উক্ত বিদ্যালয়ের বিশুদ্ধতা সং
পত্রে পাঠ করিয়া উহার তত্ত্বাবধান বিষ
জ্ঞানেজর মহাশয়কে পত্র লিখিয়া
লেন । কিছু দিন হইল এ বিভাগের
ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মহেশ্র নাথ রায় ম
শয় উক্ত বিদ্যালয়ে আসিয়া সমুদায় অ
দর্শন করিয়া গিয়াছেন । শুনিলাম, তিনি শি
মহাশয়দিগের অনেকের উপর অসন্তোষপ্র
করিয়া গিয়াছেন ।

৬। অতিশয় ছঃখিত হইয়া লিখিতেছি রা
ঘাটের প্রসংসিত আত্মমাজী এত দিনে
পর নিঃশেষিত হইল । সত্য মহাশয়দি
অমনোযোগই উহার প্রধান কারণ ।



মেদিনীপুর হইতে এক ব্য
লিখিয়াছেনঃ—

কয়েক দিন গত হইল, মেদিনীপুরে
বিবাহ অতিসমাবোধপূর্ণক সম্পন্ন হইয়া
যাছে । দুটি বিবাহতেই অতিশয় সুখময় হই
ছিল । খ্যামটার নাচ, পাঁচালি, বাজিপোড়
প্রভৃতি অনেকপ্রকার তামাসা হইয়াছি
কলিকাতা হইতে ইংরাজী বাদ্য আনয়ন
হয় । অধিকতর সুখময় বিষয় এই যে, দুটিই শি
ববাহ । এখানে শিল্পবিবাহ অতিশয় প্রচলি
বিবাহোপলক্ষে এখানকার ইংরাজ কর্মচারী
গকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল । তাঁহারা আ
কেই সস্ত্রীক হইয়া তামাসা দেখিতে আসি
ছিলেন । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কদম্বা খা
টার নাচই তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে আর্প্যা
করিয়াছে । যে দুই মহাশয় পুত্রের বিবাহে হা
হাজার টাকা অকারণ ব্যয় করিলেন, তাঁহা
মেদিনীপুরের হাইস্কুল সম্বন্ধে যথোচিত সাহ
করিতে পরাও মুখ হইয়াছেন ।

দুই দিন গত হইল, এখানকার জুরা
নিবারণী সভার মাসিক অধিবেশন হইয়া
যাছে । ইংরাজী স্কুলের হেড পণ্ডিত জুরা

—১২৬—

একটি উত্তম বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন ।
 দ্বারা বিশেষ যে কোন উপকার হইতেছে,
 দেখিতে পাই না । মদ্যপায়ীর সংখ্যা
 তাই কমিতেছে না । শনিবার ও রবিবার
 স্ত্রীমন্দির প্রকৃতরূপে পূজা হইয়া
 । কেবল বিদেশীয় আমলাদিগের মধ্যে
 নিবন্ধ আছেন, এমন নয় । এখানকার
 দিগেব মধ্যেও স্বীয় রাজ্যে ক্রমশঃ বিস্তার
 তছেন । এমন কি, স্কুলের অল্পবয়স্ক বাল
 ও সুরাপান ও বেশ্যালয়ে গমন করিতে
 করে না ।

নে ব্রাহ্মসমাজের অতি শোচনীয় অবস্থা ।
 ট মাজিস্ট্রেট কটন সাহেব প্রথম যখন
 আসিতে আরম্ভ করেন, তৎকালে দিন
 সত্য ও দর্শকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল ।
 আজি কালি সাহেব দেখা নাই নিবৃত্তির
 সঙ্গে ধর্মোৎসাহেরও নিবৃত্তি হইয়াছে ।
 রায়গ বাবু মনুষ্যমনের উন্নতিকর কতগুলি
 খানে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন বটে ; কিন্তু
 লোকের অভাবে সেগুলি শীঘ্রই উৎসন্ন
 প্রাপ্ত হইবে ।

মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে বলিয়া এ বৎসর
 উঠা ও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই ।
 র্ণে এই সহরে বাঙ্গালিদিগের পীড়া হইলে
 আসিষ্টান্ট সারজনতির গতি ছিল না ।
 ন সেই অভাবটী সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হই-
 । ছই তিনটি মেডিকাল কলেজের বাঙ্গলা
 র ছাত্র গবর্নমেন্টের কর্ম পরিভ্যাগ করিয়া
 রূপে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন । তাঁহা
 র মধ্যে বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র বিশেষ প্রতি
 লাভ করিয়াছেন । তিনি নিজ ঘরে ইংরাজী
 লিখিত চিকিৎসাবিষয়ক উত্তম উত্তম
 পাঠ করিয়া স্বীয় চিকিৎসাপ্রণালীর
 র্ধসম্পাদন করিয়াছেন ।

পুনা যাইতেছে, খানাকুল কুফনগর অঞ্চলে
 রা দিনে ডাকাইতি করিয়াছিল । তাহাদিগের
 কতগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোক এই সহরে
 য়াছে । অন্যাবধি তাহাদিগের অত্যাচার
 ক কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই । ইহা
 প্রস্তরখণ্ড বিক্রয় করিবার ছলে লোকের
 ধারে বেড়াইতেছে ।

—:—
 প্রেরিত ।

ন্যায়র ত্রিযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
 মহাশয় সমীপেষু ।

প্রতি ছাপরা হেলার জজ আদালতের

উকীল ত্রিযুক্ত বাবু কেশবলাল ঘোষ মহাশয়ের
 অসীম যত্ন ও অস্থিতেন্দ্রী পরিশ্রম এবং অনবরত
 চেষ্টায় “ ছাপরা এনোসিএসন ” নামে একটি
 পাব্লিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সভার একটি
 মাত্র অধিবেশন হইয়াগিয়াছে । কেশব বাবুর
 বক্তৃতাশ্রবণে ও উৎসাহনানে ছাপরাস্থ বাব
 তীয় বাঙ্গালী এরূপ উৎসাহিত হইয়াছেন,
 যে বোধ হয়, এই ক্ষুদ্র সভাটী ভবিষ্যতে
 মহোপকারিণী এবং ভারতবর্ষের মুখোচ্ছল
 কারিণী হইবে । আমি সভার প্রথম অধিবেশন
 দিবসে উপস্থিত ছিলাম । সভাটী বাঙ্গালী মহাশ-
 য়দিগেরদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে বটে ; কিন্তু
 উহাকে কেশব বাবুর পরিশ্রম ও সর্গদেবীর
 মনুষ্যগণদ্বারা পরিপোষিত ও পরিবর্দ্ধিত করি
 বার ইচ্ছা আছে ।

সভায় নানা ভাষার সম্বাদপত্র এবং নূতন
 নূতন পুস্তকাদি লইয়া সভাগণের জ্ঞানবৃদ্ধি-
 বিধান করা হইবে, এবং সভামণ্ডপে ইংরাজী
 বাঙ্গলা উর্দু ও হিন্দি এই চারি ভাষায় বিজ্ঞান,
 শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতিপ্রভৃতি দেশোপকারক
 জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধসকল পাঠিত হইবে । আর আমি
 দেখিয়া পরমাক্লাদে মগ্ন হইয়াছি, এখানকার
 প্রধান প্রধান যাবতীয় বাঙ্গালী এ সভাটির
 চিরস্থায়িতাবিষয়ে প্রাণপণে লাগিয়াছেন ।
 ইহাতে বোধ হইতেছে যে, সভাটী অচিরে অনন্ত
 ফল প্রদায়িনী হইয়া উঠিবে ।

এক জন সভ্য ।

—:—

সম্পাদক মহাশয় ! গত টৈশাখ মাসে
 এখানে অনেকগুলি বিবাহ হইয়া গিয়াছে ।
 হুঃখের বিষয় এই যে, পাত্র ও কন্যাদিগের
 কেহই অন্যাপি শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিতে
 পারে নাই । বাল্যবিবাহ পূর্ন কালে কেবল কুলী
 নদিগের (বিশেষতঃ কায়স্থ ব্রাহ্মণ জাতির)
 মধ্যে এবং কলিকাতা অঞ্চলে প্রচলিত ছিল ;
 কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে, এই প্রথা কি কুলীন,
 কি মৌলিক, জাতিসাদারণ্যে বঙ্গদেশের, প্রায়
 সমস্ত বিস্তারিত হইতেছে । কৃতবিদেরা বাল্য
 বিবাহের শ্রোতাঃ প্রতিরোধার্থ যতই চেষ্টা
 করুন, খেরপ দেখা যাইতেছে, কৃতকার্য
 হইতে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না ।
 এখানে যে কএকটি বিবাহ হইয়াছে, তন্মধ্যে
 ছুটি অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে ।
 পাত্রদ্বয়ের বয়ঃক্রম ১২ এবং ১৩ বৎসর হইবে ।
 শেখোক্ত বিবাহটীতে পাঁচ দল মতকী (খেম-
 টাওয়ালি) এবং ১ দল ইংরাজী বাধ্যকর কলি

কাতা হইতে আনীত হয় । বিবাহের পূর্ন
 পরে পাঁচ ছয় দিন কাল উহাদের আ
 চলিয়াছিল । সত্যকালে বিস্তর লোক (নিম
 এবং অনিমন্ত্রিত) সমাগত হন । ছই চারি
 ভিন্ন অত্রত্য তাবৎ ইউরোপীয় কর্মচারী
 দর্শনোপলক্ষে সভাস্থ হইয়াছিলেন । অ
 সতীক আসিয়াছিলেন । তাঁহারা যে কেবল
 লোক ও জমীদার গৃহ পরিদর্শনকে চি
 করিয়াছিলেন, এমত নহে, দীর্ঘকাল
 উপস্থিত থাকিয়া পূর্ন দিন যে নৃত্য
 লাগিয়াছিল, তাহার আদেশ করিয়া এবং
 অর্থ পুরস্কার দিয়া নর্তকীদিগের যথ
 উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছিলেন । আক্ষেপের
 এই যে, গৃহস্থামীরা সাহেবদিগের খানার
 জম করিতে পারেন নাই, কেবল জল
 আয়োজনমাত্র করিয়াছিলেন ।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আন্দোলনে প্রয়োজন
 প্রকৃত বিষয়ে বক্তব্য এই, যে পিতা
 পুত্রলিকার ন্যায় আপন আপন কন্যা
 বিবাহ দিয়া শীঘ্র নিশ্চিত হন, তাঁহারা যে
 পুত্রের শত্রু তাহার সন্দেহ নাই । বিবাহ
 পদার্থ, খাইতে হয়, কি মাখিতে হয়,
 বালক বালিকাদিগের ছবয়ঙ্গম হওয়া সম
 নহে । তাহারা দেশীয় ও বিদেশীয় বান্দ
 খেমটা বা বাই নাচ দর্শন, নানাপ্রকার
 পোড়ান, পাল্কী আরোহণ, উৎকৃষ্ট
 পাছকা পরিধান এবং বহু লোকের সমাগ
 তির আনন্দভিন্ন বিবাহদেয় অর্থ বু
 এমন অপরূপ বয়সে তাহারা পরস্পর যে
 সম্বন্ধসূত্রে বদ্ধ হয় এবং তাহাদিগের মস্ত
 ভয়ানক ভার পতিত হয়, তাহা
 বুঝিতে শক্ত হয় না । বাহাদিগের উপর
 গনের যাবতীয় ঐহিক সুখ নির্ভর করি
 তাঁহারা যে উহাদিগকে শারীরিক ও ম
 চিরস্থায়ীসাগরে নিমগ্ন করিয়া দেন, তাহ
 আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে !

বিস্তর যাত্রী জগন্নাথক্ষেত্রে যাই
 ইহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অ
 এখানে ভাল সরাই নাই ; তজ্জন্য রাত্রি
 অনেককে রাস্তার উপরে শয়ন করিয়া থ
 হয় । এ প্রদেশে চুরি ডাকাইতির যেরূপ
 ভাব, তাহাতে যাত্রীদিগের দ্রব্যাদি চুরি
 বিশেষ সতর্কতা আছে । পুলিশ কর্মচারী
 কতব্য যে, সরাই রক্ষার্থ ২ । ৪ জন অ
 কমষ্টাবল কিছু দিনেব নিমিত্ত নিযুক্ত করে
 মেদিনীপুর } বশধদ
 ২২ এ মে }
 ১৮৫৮ } স্ত্রী:—

সোমপ্রকাশ

১ম ভাগ।

১২ সংখ্যা।

“ প্রবর্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিমহতী ন হীযতাং । ”

-১৪৫-

মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
বাণ্যাসিক ৫ সাড়ে আট টাকা।

সন ১২৭৫ । ৩ রা আষাঢ় । ১৮৬৮ । ১৫ ই জুন

মফসলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক
বাণ্যাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৫।

বিজ্ঞাপন।

রাজা স্বরলিপিপদ্ধতি।

নি কেহ আমার অক্ষমতা তির এই গ্রন্থ
অথবা ইহার কিয়দংশও মুদ্রিত করিয়া
বিতরণ করেন, তাহা হইলে তিনি আইন অঙ্গ
দণ্ডনীয় হইবেন

আরও সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে এই
পদ্ধতি সরল ভাষায় ও সুপ্রণালীতে প্রণয়ন
হইয়াছে, এতদ্বিষয়ে অনতিজ্ঞ ব্যক্তিরাও
মনোযোগপূর্বক দেখিলে অনায়াসেই
ত পারিবেন সন্দেহ নাই। অতএব এই
খাঁহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি কলিকাতা
পুর প্রাকৃত যন্ত্রে অথবা আমার নিকট
১০ টাকা মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে
পারিবেন।

রিয়াঘাটা
টালায় } ক্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য প্রদান
করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের
স্বতন্ত্র ডাক মাসুল লাগিবেক।

ঋতুসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলোদয়
মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্কশী। মুদ্রারাক্ষস
রত্নাবলী মালতীমাধব সাংখ্যাত্তকৌমুদী
বা সাংখ্যাকারিকা। মহাবীরচরিত। উত্তররাম-
চরিত। মুক্তবোধ। দশকুমারচরিতের উত্তরার্ধ
পানিনি। বসন্ততিলকভাণ। অমরকোষ। শাক্যব
ভাষ্য। আনন্দগিরি, ক্রীধরস্বামী ও মধুসূদন
সরস্বতীর কীকাসহিত ক্রীমভাগবত। মহাত্মারত।
বিষ্ণুপুরাণ। কাদম্বরী। তটিকাভাষ্য। ন'গানন্দ।
কাব্যপ্রকাশ। চড়ক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান
বন্ধকর যন্ত্র নিমন্তল। } ক্রীতুরনচন্দ্র বসাক
শ্রীট ৩২ সংখ্যক ভাণ।

—:—

বাঁড় হোঁ ব্রাদার্স কোম্পানির ১৮৬৯ সালের
এক্ট্র্যান্স কোর্সের কী অর্থাৎ অর্থ পুস্তক প্রস্তুত
হইয়াছে। খাঁহার লইবার ইচ্ছা করেন, কলি
কাতা কালেজ শ্রীট ৮৬নং ভবনে উক্ত কোম্পা
নির নিকটে, অথবা অন্যান্য পুস্তক বিক্রেতার
নিকট অঙ্গসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

—:—

“এঁরাই আবার বড় লোক।”
খাঁহার অভিনয় কলিকাতা আড়পুলী নাট্যা
লয়ে প্রদর্শিত হইতেছে, বহুবার ১৭২
সংখ্যক ট্যানহোপ প্রেসে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত
তাছে। মূল্য ৫০ বার আনা, মাসুল ১০ এক
আনা।

সম্প্রতি সোমপ্রকাশ কার্যালয়ের মুদ্রন
প্রকার বন্দোবস্ত হওয়াতে ক্রীযুক্ত ক্রীনাথ
চক্রবর্তীর উপরে বিল ও চিঠি পত্রাদি থাকর
পরিবার তার সমর্পণ করা হইয়াছে।

ইউইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

কয়লাপ্রকৃতির গাড়ি
ভাড়ার নিয়ম।

এতদ্বারা সর্ক সাধারণকে জ্ঞাত করা
তেছে যে, আগামী ১ লা জুলাই অবধি
পদার্থ সম্পর্কে “গাড়ির পূর্ণ বোঝাই”
শব্দের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে
গাড়িতে যত অধিক মাল ধরিতে পারে
আধ টন করিয়া মূল থাকিবে। খাঁহার
কম মাল পাঠান না কেন, তাহাদিগকে
আধ টন কম যে মাল তাহার ভাড়া
হইবে। কিন্তু কেহ যদি উপরি উক্ত
বোঝাইয়ের “অধিক মাল পাঠাইতে
উঁহাকে সেই বেশী মালের নিমিত্ত স্বতন্ত্র
দিতে হইবে।

ইউইণ্ডিয়া রেলওয়ে হোস } সিসিলিফি
ডালহৌসী স্কয়ার } এজেন্সি বে
কলিকাতা ২২ এ মে }

—:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন নীচ ২৪ নং বাগী গুদামসহ
জোড়া বাগান।

ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত।
গারডেন নীচ ২৪ নং বাগী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাগী খাঁহার
করিতে অথবা ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন
স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেও'রস্ আরবে
খনট এবং কে

—:—

পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা মুদ্রাপুর আমহাউসের
কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক
দ্বিক পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত
পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল।
অন্য পুস্তক তদ্ব্যতীত নিম্ননির্দিষ্ট সম্পূর্ণ
প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে
প্রেরণ স্বতন্ত্র ডাক মাসুল লাগিবেক।

জিনাথের কীকা সহিত।
শুপাল বধ (মাঘকৃত) মূল্য ৮
ধুবংশ (কালিদাসকৃত) ” ৫।।
করাতার্কুনীয় (ভারবিকৃত) ৩।।
মদ্যর্ষিগণের ক্রমসূত্রার্থে নিম্নলিখিত
গুলিন সংকৃত পুস্তক দেবনাগরীকরে
মুদ্রণারত হইবেক। প্রকাশের পূর্বে গ্রাহক
হইলে গীতা বার পুঁঠা অপর প্রতি আট
তিন পয়সার হিসাবে প্রাপ্ত হইবে সম্পূর্ণ যেমত

- ১৪৬ -

হইয়াছে । প্রত্যেক খণ্ডের
 মূল্য - অশীতি পৃষ্ঠা । ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টা
 পুস্তক ও উপপুস্তক বাঙ্গালা অমুদ্রিতসময়ে
 প্রিন্ট করিবার কল্পনা আছে । প্রথমতঃ বিষ্ণু-
 শাস্ত্রের অমুদ্রিত ও ত্রীধরগোপালমিকৃত টীকা সমেত
 ১ লা টৈশাখ বিস্তরণ
 হইয়াছে । যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভি
 চিন্তা করিলে তাহা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে
 প্রিন্ট করিবার ডাকমাগল ও প্রতিখণ্ডের
 মূল্য - আট আনা কবিয়া পাঠাইবেন ।
 ইহার নিয়মিত গ্রাহকগণের নাম নাইন । তাহা
 নিকট প্রত্যেক খণ্ড মগদ ১ এক টাকা
 বিক্রয় করা যাইবে ।

ই টৈত্র ১২৭৪ }
 ১৪ । } শ্রী জগন্মোহন শর্মা ।

সংস্কৃত মেদিনীকোষ প্রকৃৎ শব্দের টীকা-
 ত উত্তম বাগরাক্ষরে যত্নপূর্বক মুদ্রিত হই
 য়াছে । যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি
 কালেক্টর সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাব
 নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা
 কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ
 আমায় নিকট পত্র পাঠাইবেন ।

ই টৈত্র ১২৭৪ }
 সংস্কৃত বিদ্যালয় । } শ্রী জগন্মোহন শর্মা ।

— ১০১ —
 অভিধান ।

শব্দার্থ	২৥০
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দসিদ্ধ	২
শব্দার্থমুকুরলী	৭
শব্দার্থরমমালা	৫
শব্দার্থপ্রচারিকা	৩
স্মৃতিবাদ	৫
সংস্কৃত পুস্তক	
ভূবংশ সঙ্গীত	৮
৩২ নৈষধচরিত	৭৥০
উকাব্য	৪০
ঐতিহাসিক তত্ত্ব	৩৫
শব্দার্থ	১৫০
শব্দার্থ	১৫০
শব্দার্থ	১৫০
} শ্রীকেশবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকবিক্রেতা ।	

— ১০২ —
 যিনি যত্নপূর্বক বারিচ নিম্নোক্তের কর্ম
 করিয়াছেন হইতে হইয়াছে এই বিজ্ঞা
 পত্র প্রকাশ করা যাইতেছে যে নিম্ন লিখিত
 পত্র নিম্নোক্ত হুতার ও কর্মকারের আবেশ্যক

হইয়াছে । বাহারা শিক্ষিত ও পারদর্শী, তাহা-
 দিগকেই কর্ম দেওয়া হইবে ।

২৫ জন রাজমিস্ত্রী মাসিক বেতন	১২ টাকা
৩০ ঐ হুতার	ঐ ১৫
১ ঐ প্রধান কর্মকার, ঐ	১৫
৩ ঐ কর্মকার	ঐ ১২

এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য সমাচার দারাজিলি-
 ভেব এক জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের
 নিকটে প্রাপ্ত হইবে ।

দারাজিলিভ } এ.ই. পাকিগ মেন্ডার, আর ই.
 ২৭ মে ১৮৮৮ } একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার

শব্দকল্পক্রম অভিধান । সর রাজা রাধা-
 কাশ্য দেব বাহাচুরের রুত । উত্তমরূপে সোণা
 দিয়া মুতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা । তত্ত্ব
 বাধিনী পত্রিকা—প্রথম কল্প, মূল্য ৫০ টাকা ।

শ্রী মানন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ ।

— ১০৩ —
 রাধীগঞ্জ পটরি কোং
 লিমিটেড ।

মেজিয়া করিবার সুচিকণ টাইল ।
 ঐ কোম্পানির মিসনরোক্ত ৪ নং আফিসে
 উহার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি
 কাহার প্রয়োজন হয়, ঐ আফিসে অমুদ্রিতপত্র
 পাঠাইয়া দিবেন ।

— ১০৪ —
 বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ
 প্রস্তুত ।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা
 বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। মফস্বলে, ঘড়ী অঙ্গুরি
 ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক
 আনার হিসাবে কমিসন দি । যদি কেহ অধিক
 টাকায় দ্রব্যাদি লন পাইকেড়ী দরে পাইবেন ।

শব্দার্থসিদ্ধ প্রথম খণ্ড	৫
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	৪
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৥০
টীকা ও বাঙ্গালা সম্বলিত	
শব্দসিদ্ধ	২
শব্দার্থলী	২
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দার্থরমমালা	৫
শব্দার্থপ্রচারিকা	৩
স্মৃতিবাদ	৫

অষ্টাংশতত্ত্ব	
অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দরপ্রকৃতি টীকা	
ঈশ্বর পনী ও ১৮ খনি প্রতিমূর্তি সহিত	
বাল্মীকীয় কল ও ভারতবর্ষের রেলওয়ে	
ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফ	
নলচরিত কাব্য	
পঞ্চদশী	
বেদান্তদর্শন	
অধিকরণমালা	
হরিতকিবিলাস	
পদকল্পতরু	
মেটেলিয়া মেডিকা	
ইংলণ্ডীয়া উষধকল্পাবলী	
আয়ুর্কৌদলপর্ণ	
শৌজদারি গাইড	
নিদানার্থচক্রিকা	
সঙ্গীত নিদান	
নিদান	
মালতীমাধব	
পঞ্জাব ইতিহাস	
চীনের ইতিহাস	
ছাত্র পঁচার নক্সা (১ । ২)	
সম্বন্ধসমাধি নাটক	
বেশ্যাসক্তি নিবৃত্তক নাটক	
মনোরঞ্জন বিধায়ক	
কীচকবধ নাটক	
ইংরাজী বাঙ্গালা ডিক্শনারি	
কলিকাতা জোড়া-	} শ্রীপ্রতাপচন্দ্র
সাঁকো ৬৪ নং	

— ১০৫ —
 ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও প
 ডাঙ্গা বাড়ী যোে প্রাদার কোম্পানির দোকানে
 প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নোল্লিখিত পুস্তক
 বিক্রয় হইতেছেঃ—
 প্রণীত মূল্য
 গ্রীসইতিহাস ১ ট
 রোমইতিহাস ১
 ভূষণসার ব্যাকরণ
 নীতিসার (১ ম ভাগ)
 নীতিসার (২ ম ভাগ)
 প্রচারিত ।
 সুম্বোধ ব্যাকরণ
 শ্রীহারকানাথ শর্মা ।

নদিয়ার নদী ।

১৮৬৮ সালের জুন মাসের ১ জা হইতে
এ পর্যন্ত জাগীরখানদীর সর্ককম্ তি
জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট ।

স্থানের নাম	ফুট	ইঞ্চ
হানার উপর পছানদীতে	২১	— ০
হানার	১২	— ০
তথা হইতে জঙ্গিপুৰ পর্যন্ত (১৩ ৥ মাইল মধ্যে)	৪	— ৯
জঙ্গিপুৰ হইতে বহরমপুর পর্যন্ত (৪ ৬ মাইল মধ্যে)	৪	০
বহরমপুর হইতে কাটওয়া পর্যন্ত (৫০ মাইল মধ্যে)	৩	৩
কাটওয়া হইতে নদীয়া পর্যন্ত (৪৬ মাইলের মধ্যে)	৫	— ৯

১৮৬৮ জুন মাসের ১০ তারিখে বহরমপুর
ঘাটের জলের মাপ

পছানদীর বৃদ্ধি হইতেছে ।

জঙ্গিপুৰ } জীযুক্ত ডি. চন্দ্র উট্টল সি. ই.
ই জুন } একত্রিংশ-উত্তর ইঞ্জিনিয়ার
১৮ } বহরমপুর ডিবিয়ন

দেশের অন্তর্গত কোর্ট উইলিয়মের প্রা-
বিচারালয়ের আদিম দেওয়ানী বিভাগের
অর্ডার ৩৩৯ নং যে মকদ্দমায় হেনরি
কেনি বাদিনী ও বঙ্গদেশের প্রতিনিধি
মিনিস্ট্রের প্রতিবাদী উক্ত মকদ্দমায় ১৮৬৮
র ২১ এ মে যে আজ্ঞা হইয়াছে, তদনু-
প্রকাশ করা যাইতেছে, জেলা নদীয়ার
৩ সালগড়মুদিয়ার টমাস, আর উইন,
সাহেব যিনি ১৮৬৮ অর্ডার ১৬ ই এপ্রেল
গতায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, যে যে
উক্ত কেনি সাহেবকে কর্তৃক দিয়াছেন,
দিগকে জানান যাইতেছে, আগামী ৫ ই
ধর অথবা তৎপূর্বে বঙ্গদেশের অন্তর্গত
উইলিয়মের উক্ত প্রধানতম বিচারালয়ের
বিচারপতি নর্মাণের নিকটে উপস্থিত
আপন আপন দাওয়া সপ্রমাণ করুন । এই
দাওয়া গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ১৮৬৮
র ১২ই মেপ্টেম্বর শনিবার বেলা ১১ ঘটী-
ময় টাউনহালে বিচারপতি আসন গ্রহণ
করুন । যাঁহারা উক্ত সময়ের মধ্যে আপন
দাওয়া সপ্রমাণ করিতে না
করেন, তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে,

তাঁহাদিগের দাওয়া আর কসিম্ কালে গ্রহণ
করা যাইবে না ।

ওরাটিকিনন, কোর্টো } অর্ডার, বেলচেষস
এবং কোম্পানি }
বাদিনীর আট্টাশন } রেজিষ্টার ।
প্রধানতম বিচারালয়ের
আদিম দেওয়ানী বিভা-
গের রেজিষ্টার আফিস
১৮৬৮। ১ ই জুন

সোমপ্রকাশ ।

৩রা আবার সোমবার ।

আমরা পূর্বে মাতলা রেলওয়েসম্বন্ধে
যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, ক্রমে তাহাই
ঘটিয়া উঠিল । শুনিতেছি, ঐ রেলওয়ের
কার্যভার পূর্ববঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পা-
নির কর্মচারীদিগের হস্তে অর্পিত হই-
তেছে । এটা আমাদের আশ্বাদের
বিষয় । এ বন্দোবস্তে গবর্নমেন্টের লাভ
হইবে, লাইনটাও স্থায়ী হইবে । কিন্তু
এ স্থলে আমাদের মনে একটা কথা
উদয় হইল, সেটা ব্যক্ত করা আবশ্যিক ।
যে অধ্যক্ষের অধ্যক্ষতায় পূর্ববঙ্গলা
রেলওয়েতে অভূতপূর্ব শোচনীয় ঘটনা
হইয়া গেল, তাঁহার হস্তে আমাদের
জীবন সমর্পণ করিতে বিষম শঙ্কা জন্মি-
তেছে । হয় ত আমাদের আপদ বর
মাড়িয়া লওয়া হইল । রেলওয়ের অধ্যক্ষ
পরিবর্তের কি কোন নিয়ম নাই ? যদি
না থাকে, রাজকর্মচারীদিগের ন্যায়
রেলওয়ের অধ্যক্ষ পরিবর্তের একটা নিয়ম
করা উচিত । যে কারণে সময়ে সময়ে
রাজকর্মচারীর পরিবর্ত করা হয়, রেল-
ওয়েতে কি সে কারণ সম্ভাব্য নাই ? কোন
স্থানে কোন কর্মচারীর দোষ প্রকাশ
হইলে তাঁহাকে স্থানান্তর করা যদি ন্যায়
সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে যে অধ্যক্ষের
বন্দোবস্তের দোষে পূর্ববঙ্গলা রেল-
ওয়েতে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, এবং যাঁহার
রুচ ব্যবহারে লোকে বিরক্ত হইয়াছেন,
তাঁহাকে স্থানান্তর করা যে একান্ত আব-
শ্যিক তাহা বয়ে অণু মাত্র সন্দেহ নাই ।

খড়দহের ইংরাজী স্কুলের
মেন্ট সাহায্যদান লইয়া সোমপ্রকাশ
হই জন পত্রপ্রেরক বিবাদ আরম্ভ
যাছেন । প্রথম পত্রপ্রেরক কহিতে
খড়দহের অনুরবর্তী সোমপুরে গবর্ন
সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরাজী বিদ্যালয়
খড়দহে যদি আবার সাহায্য
হয়, উভয় বিদ্যালয়েরই অনিষ্ট
অতএব গবর্নমেন্ট সাহায্যদান না
উত্তম ক্রমে করিয়াছেন । ইহার
বাদক দ্বিতীয় পত্রপ্রেরক বলেন,
পুর খড়দহের দুই ফ্রোশ দূরবর্তী
ফ্রোশ যাওয়া, দুই ফ্রোশ আসা,
দিন চারি ফ্রোশ গমনাগমন করিয়া
শুনা করা বালকদিগের সাধ্যাত্ত
বিশেষতঃ খড়দহে দুই হাজার লে
বসতি । লোকসংখ্যার বিষয়
লোচনা করিলেও তথায় সাহায্য
একান্ত আবশ্যিক হয় । দ্বিতীয় পত্র
রক যে হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন,
য়র পর্যালোচনা করিয়া আমাদের
বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, খড়দহ ইং
স্কুলে সাহায্যদান করা একান্ত আব-
শ্যিক বালক-পত্রপ্রেরক অধিক দূর
নাগমন করিয়া পড়া শুনা করে,
দিগের পড়া শুনা ভাল হয় না, আ
গের বিলক্ষণ জানা আছে । শিশুদি
ত কথাই নাই । তাঁহারা যে প্রত্যহ
ফ্রোশ গমনাগমন করিবে, তাহা
ক্রমে সম্ভাবিত নহে । আমরা খড়
ইংরাজী স্কুলে গবর্নমেন্টের সা
দানের যে অনুরোধ করিতেছি, তা
আর একটা বিশেষ কারণ এই, খ
বহুসংখ্য গোস্বামীরা আবার
গোস্বামীদিগের আজিও লোকের
বিলক্ষণ প্রভুত্ব আছে । যত দিন
দিগের প্রভুত্বলোপ না হইতেছে,
দিন এ দেশের কুলসংস্কারের তি
নের সম্ভাবনা নাই । সেই কুল

রাধানের দুটা উপায় আছে । প্রথম, শর লোকে যদি অবচ্ছেদাবচ্ছেদে হত হন ; দ্বিতীয়, গোস্বামীদিগের রাজী শিক্ষা হইয়া যদি নিজেদের কৃপা দূর হয় । আমরাদিগের বিবেচনার মত অপেক্ষা শেষ উপায়ের কাৰ্য্য ন হইতে পারে । খড়দহের রাজী শিক্ষা যদি বন্ধমূল হয়, ক্রমে হাজারে একটি প্রধান আবস্থ ভগ্ন হইবে । গবর্ণমেন্টের সাহায্যদান-ভরেক এ দেশের কোন বিদ্যালয় বন্ধমূল হয়, আজিও এ দেশের ভেমন হয় নাই ।

—:—

নিয়মবহিত্ত প্রদেশের কার্য্যপ্রণালী ও মতামত ।

নিয়মবহিত্ত প্রদেশের কার্য্যপ্রণালীর প্রদেশীয়দিগের যে ভক্তি আছে, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই । তত্ত্বসীমায়েরা জানেন, ঐ সকল স্থানে ইন প্রমাণ নয় কর্মচারিদিগের ইচ্ছাই প্রমাণ । ঐখানে অন্যায় ও অত্যাচারের বিপত্তা এবং সকলই বিশৃঙ্খলভাবা-লোকের মুখ বন্ধ থাকতেই কেবল কর্মচারিরা বার্ষিক রিপোর্টে আপনাদের প্রাণসমা লিখিয়া আপনারা বাহবা লাভ করেন । এ পর্য্যন্ত ইংরাজী সংবাদ সাপ্তাহিকেরা সর জন লরেসের প্রদেশের সুখাতি করিয়া আশি-চলেন ; কিন্তু তাঁহারাও আর পানেন জান্য হইয়া পড়িয়াছেন । নিম্নে খড়দহট হইতে একটি প্রস্তাব অনু-করিয়া দেওয়া গেল । আমরা এক পত্র প্রকাশিত নিয়মবহিত্ত প্রদেশের কর্মচারিদের নিকটে বিদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত হইতাম সন্দেহ নাই ।

১৮৫৭ দিন হইল গবর্ণর জেনরল নাইবেল টাকের অনুমোদন করেন, কৃষকদিগের নিকটে বিদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত হইতাম সন্দেহ নাই ।

মথুরা হইয়া দিল্লী পর্য্যন্ত একটা নূতন ধালা খনন করা হইবে । একথা শ্রবণ করিয়া আমরা যার পর নাই সন্তোষলাভ করি-রাছিলাম, যে কর্য্যে এত উপকার, তাহার প্রস্তাবে আমরা সাতিশর কৃতজ্ঞ হইয়া-ছিলাম । যাহা হউক, আমরা ভরসা করি অবিলম্বে কার্য্য আরম্ভ হইবে । মচরাচর বেরূপ হয়, যথা আড়ম্বর ও পত্রলেখা লিপিতে যেন মেরূপ সময় অতিবাহিত করা না হয় । এ জন্য যেসকল ভূমি লওয়া হইবে, তদ্বিতরে আমরা অগ্রে গব-র্নমেন্টকে সতর্ক করিতেছি, তাঁহারা কিছু দিনের নিমিত্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত অধ্যক্ষিক ও নির্দয় লোকদিগকে এ কার্য্যে যেন নিযুক্ত না করেন । ইহারা অধিকারী দিগের যথার্থ প্রাণ্য দেন না । আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি কর্মচারীরা সম্প-ত্তির চতুর্থাংশ মূল্য মাত্র দিয়া অধিকা-রিদিগের মুখ বন্ধ রাখিবার চেষ্টা পাট-হাছেন । প্রায় সকল স্থলেই এই অন্যায় চেষ্টা মনস্ক হইয়াছে । দরিদ্র ভূম্যধি-কারিগণের উপরে কর্মচারিরা এপ্রকার অত্যাচার না করেন, গবর্ণমেন্ট কি তাহার কোন উপায় অবলম্বন করিবেন না ? গবর্ণমেন্ট যদি ইহা না করেন, তাহা হইলে আমরা ভূম্যধিকারিদিগকে অসু-রোধ করিতেছি ১৮৫৭ অক্টর ৬ আইন অনুসারে মূল্য দিতে বাধিত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা ২২ ও স্বাধীনবৃত্তি উকী-লদিগকে নিযুক্ত করুন । আমরা একটা দৃষ্টান্ত জানি । ১৮৫৭ অক্টর ৬ আইন অনুসারে মধ্যস্থগণ এক ব্যক্তির বাটীর ৮২৭০০ টাকা মূল্য স্থির করিয়াছিলেন ; এক জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁহাকে ২৭,৫০০ টাকাত্তে সম্মত করিবার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন । সম্প্রতি দিল্লীর রেলওয়ে টেমেনের নিকটে এক জনের বাটী গ্রহণ করা হয় । এক জন ডেপুটী কমিসনার কিছুতেই ১৭০০০ টাকার অধিক

দিতে চাহেন নাই । সৌভাগ্যক্রমে কর্মচারী এক জন সাহসী ও স্বাধীন উকীল নিযুক্ত করাত্তে উকীল ৫৩ টাকা বাহির করেন । কর্মচারিদিগের সুবিচারের ত এই লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে ।

ধর্মভগ্নহীন কর্মচারিরা উকীলদিগের উত্তেজনার সুবিচার করিতে বাধিত হইলে এই নিমিত্ত তাঁহারা এই শ্রেণীর লোকের উপরে বিরক্ত । অস্প দিন হইল, পঞ্জাব সুবিচারলাভ অতিবিরল ঘটনার মত ছিল । পঞ্জাবের সকল শ্রেণীর কর্মচারী উকীলদিগকে ঘৃণা করেন । সর উকীল লড মাকলিয়ড একবার মিনিট লিপি-বলিয়াছিলেন, যে দিবস আদালত ও প্রত্যর্থির মধ্যস্থস্বরূপ ইউরোপীয় উপস্থিত হইবেন, সে দিন অবধি পঞ্জাবের অমঙ্গল হইবে !!! এই অপ্রশস্ত কর্মচারিকে সর জন লরেস পঞ্জাব-নার প্রধান প্রদেশের শাসনকারী উপযুক্ত লোক জ্ঞান করিয়াছিলেন !!!

নিয়মবহিত্ত প্রদেশের কার্য্যপ্রণালীর ভূ-ভাঙ্গিতে চলিল । আজিও ঐ প্রণালী অব্যাহত রহিয়াছে, ইচ্ছা-আশ্চর্য্যের বিষয় । অধিকতর আশ্চর্য্য-বিষয় এই, সে দিবস পাবলিক অপিনিয়ন প্রকাশ্য রূপে বাগরাছেন “ ইং-রাজী পীয়েরা এদেশীয়দিগকে যে প্র-কাশ করেন, তাহা তাঁহারা অনুমোদন করিয়া ন-কিন্তু যখন কোন ভারতবর্ষীয় এক-ইংরাজকে প্রহার করিবে, তখন তা-হারা এত প্রহার করা উচিত, যে কেবল জীবনমাত্র থাকে !!! ” কি গর্ব ! অভিমান ! কি স্বজাতিপক্ষপাতি-এই পত্র প্রকাশ্যরূপে বলেন, “ ই-ংরাজী তরবারিদ্বারা এদেশ জয়-লাভ করেন এবং তরবারিদ্বারা শাসন করিবেন । ইহাতে যিনি প্রতিবন্ধ-করিবেন, তাঁহার সহিত বুঝা-নাই । ”

।” ইনি এক জন অকপট পঞ্জা
সর লোক। ইহার একটা কথা স
রা উচিত ছিল, তরবারি দ্বারা শাসন
তে গেলে তরবারি দ্বারা দুর্নীত
হয়। যাঁহা হউক, পঞ্জাবিদলের ঐ
নীতি হইতে পাবে বটে। কিন্তু
ের সে রাজনীতি নহে। “জোর
মুলুক তার” এটা শু অসভ্যদিগের
সভা ও সং ইংলণ্ডের ইহা যে অব
ীয় রাজনীতি হইবে, কখন আমা
র এরূপ বিশ্বাস হয় না।

—

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের
অন্যায় ব্যয়।

যেখানে রাজা ও প্রজা উভয়ে এক
বলশী, সেখানে রাজা, যদি প্রজার
স্থিতি বা সুখের উদ্দেশে রাজস্ব
ত ব্যয় করেন, তাহা অন্যায় হয় না।
দিগকে আপন আপন অর্থব্যয়
রা বে কার্য্য করিতে হয়, গবর্নমেন্ট
তাঁহাদিগের নিকট হইতে অর্থ
তাঁহাদিগের কর্তব্য সেই কার্য্য
াদন করেন, তাহাতে ক্ষতি কি?
উপকার আছে। কিন্তু যেখানে
া ও প্রজা উভয়ে ভিন্নধর্মী-
শী, সেখানে এ ব্যবস্থা ন্যায়ানুগত
। এরূপ স্থলে প্রজাদিগের দত্ত অর্থ
াদিগের ধর্ম্যকার্য্যে ব্যয়িত হয় না।
কর অর্থ লইয়া অপরের কার্য্যসম্পাদন
অন্যায় ব্যবহার আর কি আছে?
জন লরেঞ্জের গবর্নর জেনরলের পদ
ত অবধি খৃষ্টীয় যাজকদিগের নিমিত্ত
তা ব্যয় হইতেছে। পূর্বে এ নিমিত্ত
ব্যয় করা হইত, তাহা হাততোলায়
য় দেওয়া হইত; কিন্তু একে খৃষ্টীয়
কদিগকে সাম্রাজ্যের এক দল প্রধান
অপরিহার্য্য কর্মচারী জ্ঞান করিয়া
চারালয় ও সৈনিক বারিকের ন্যায়
রজা সংস্কার ও গিরজার শোভা

সম্পাদনার্থ রাজকর ব্যয় করা হইতেছে।
পুলিষ কর্মচারী ও বিদ্যালয় পরিদর্শক
দিগের ন্যায় পাদরিরাও সরকারী ধনা-
গার হইতে পাথের পাইতেছেন। ইহাতে
যদি অদূরদর্শী পাদরিরা উজাগিত হন,
এবং তাঁহাদিগের বাগিন্দ্রির ইণ্ডিয়ান চর্চ
গেজেট গিরজার সংস্কার ও শোভার্থ
সরকারী অর্থ প্রার্থনা করেন, তাহা আশ্চ
র্যের বিষয় নহে। এ বিষয়ে ডেলি নিউস
যে অভিশ্রয় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা
পাঠকগণ শ্রবণ করুন।

উক্ত পত্র বলেন, “ইণ্ডিয়ান চর্চ
গেজেটের সদৃশ পত্র যে জীর্ষিত
রহিয়াছে, তাহারা এবং ঐ পত্রের
রাজনীতিজ্ঞতা দ্বারা প্রকাশ হইতেছে
ভারতবর্ষে খৃষ্টীয় ধর্মসংক্রান্ত কতকগুলি
বিষয় ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠিতেছে।
পাদরিরা যদি খৃষ্টধর্ম প্রচারার্থ সরকারী
টাকা বাহের অথবা এই টাকায় গিরজা
নির্মাণ ও গিরজার শোভাসম্পাদনের
কথা উত্থাপন করেন এবং বর্তমান খৃষ্ট-
ধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করাই যদি
রাজনীতি হয় এবং এপিস্কোপালীর
পুরোহিতেরা ঈশ্বর প্রেরিত, পৃথিবীর
আর সকলে কিছুই নহেন, গবর্নমেন্ট এই
কথা বলেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চর
বলিতেছি যেসকল লোক একে এই
সকল দেখিয়াও মৌনাবলম্বন করিয়া
আছেন, তাঁহারা স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করি-
বেন এবং ধর্মসম্প্রদায় লইয়া ইংলণ্ডে
যে প্রকার হুলস্থল হইতেছে, এখানেও
সেই প্রকার হইবে।” ডেলিনিউস যে
আন্দোলনের আশঙ্কা করিতেছেন, ইহার
মধ্যে এখানে তাহার আরম্ভ হইয়াছে।
হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রদত্ত রাজ-
স্বের ৩০ লক্ষ টাকা পাদরিদিগের নিমিত্ত
ব্যয় করা হয় কেন? অনেকের মুখে এই
প্রশ্ন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। ভারত-
বর্ষের প্রধান লোকেরা এই তাবিয়া

তুষ্ণীভাবে আছেন যে সর জন লরেঞ্জের
সদৃশ ধর্মীক শাসনকর্তা আর এ দেশে
আগমন করিবেন না; তিনি গমন করি-
লেই এই সকল নিয়মবিরুদ্ধ কাজ রহি-
হইবে। ধর্ম লইয়া গোলযোগ সামান্য
কথা নহে। যাঁহা হউক, উপসংহারকালে
আমাদিগের বক্তব্য এই আয়ারলণ্ডের স
চার ভারতবর্ষে অবিচার বলিয়া বি
চিত হইতে পাবে না, এটা যেন ই
ণ্ডীয় গবর্নমেন্টের স্বরণ থাকে।

—

কবলপুর সাহিত্য
সমাজ।

যাঁহাদিগের যত্নে ও যাঁহাদি
প্রস্তাবে মুদ্রাযন্ত্র, সভা ও সম্প্রদায় প্র
তির স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার স্বাধীন
প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহারা যে কতদূর
দর্শী, কেমন উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন
তের হিঁস্ঠীয়ী লোক, চিন্তা করিলে হ
বিস্ময় রসে আপ্লুত হইতে থাকে। ট
বল, জাহাজ বল, পুলিষ বল, বিচার
বল, রাজ্যের রক্ষা ও শাস্তিরক্ষা
তির বতপ্রকার উপায় সূচ্য হইয়া
কোনটাই স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রপ্রভৃতির
কলোপধারী নহে। বিপক্ষ রাজা সট
ও সম্বন্ধ হইয়া চক্ষুর গোচর না হইলে
সৈন্যগণ আপনাদিগের উপযোগিতা
র্শনে সমর্থ হয় না, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রপ্র
বিপক্ষ রাজার মন্ত্রণাঘৃহের সংবাদ
হার উদ্যোগ বার্তা ও কোষদণ্ডক্রমে
তির সমাচার সর্বাত্মে আনিয়া দেয়
জোর কোথায় কি অন্যায় ও অবিচার
তেছে, প্রজারা সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট, এ
দিগের মনোগত ভাব কি এ সমু
জানিবার মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতির তুল্য উ
উপায় আর নাই। যখন মুদ্রাযন্ত্র প্র
স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, তখন
বণা হইয়াছে, প্রজারা অসঙ্কুচিত
আপন আপন হৃদয়গত ভাব



বে। তাহারা কোন বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইবে। যদি মনের ভাব মনে রাখি, তাহা হইলে নামে অত্যন্ত অনর্থের নিমিত্ত হইবে। যাহা বা পোটক বাহিরে প্রকাশ না হইবে, তাহা সাংঘাতিক হইয়া উঠে। কিন্তু তাহারা একটা আশ্চর্য দেখিতেছিল।

এই দলে বিশেষতঃ ইংরাজ দলে উচ্চ নীচশাস্ত্রী একরূপ কতকগুলি লোক ছিল, তাহারা উচ্চাধিক লোক শিষ্টাচারী মুখ্য ব্যক্তিদিগের অত্যন্ত সামান্য বিবর্তিত মহোদয় কার্যের মৰ্ম সমর্থ নহেন। তাহারা এই দেশের সর্বত্র, এদেশীদিগের কেহ কিছু নহেন, শিষ্টাচারীদিগকে চিরকাল তাহাদিগের মত হইয়া থাকিতে হইবে। এই শিষ্টাচারীদিগের সংস্কার। এই দলের এক কথকি বলিতেছেন, পাঠকগণ শ্রবণ করুন।

সম্প্রতি বাঙ্গালপুরের সাহিত্য সমাজে হরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃত্তা করিলেন " কতকগুলি নীচ শ্রেণীর লোক পরীক্ষার উদ্ভীর্ণ হইয়া এদেশে আসিয়াছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ইহারা কল লোকের উপরে প্রভুত্ব করেন, তাহাদিগের অবমাননা ও তাহাদিগের প্রতি বীয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহাদের উচ্চতর শিষ্টাচারের শিক্ষা ও শিক্ষা নাই। ইহারা দেশের লোকের সমস্ত ধর্মমত প্রকাশ করেন সমস্তপতি বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু " ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের ক্ষমতা সর্বত্র বিস্তৃত তাহারা আপনাদিগের সর্বত্র একরূপ অধোণ করেন, সেক্ষেপের মতন অধোণ করেন না। তাহাদের একটা মহৎ দোষ ও তাহারা এদেশের সমস্ত যথোচিত রূপে শাসন কার্যে নিয়োজিত করেন না। এ গবর্নমেন্টের

নির্ঘণ্টে আমীর ও প্রথম শ্রেণীর লোকের কোনপ্রকার সমস্ত সূচক পদ পাইবার আশা নাই। মধ্যে মধ্যে মধ্যম শ্রেণীর ছুই এক জনকে উচ্চতর অমের নাম উচ্চ পদ দেওয়া হয় মাত্র, ইহা লইয়া বীথা আড়ম্বর করাও হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা নিবন্ধন বহুল পরমাণে লোকের যে গুণ বিকশিত হইতেছে, তাহা কার্যে প্রদর্শন করিবার কোন পথ নাই। ইহাতে লোকের অতিশয় অসন্তোষ জন্মিতেছে।

আসন্নবাসিন্দগের স্বভাবতঃ যে ধৈর্য গুণ আছে তাহা বলি কিছুদিন এই অসন্তোষ অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। খটে বিস্তৃত অতঃপর এতদ্বন্ধন ভ্রান্ত্যনক অনিষ্ট ঘটয়া যাইবে। অকল্যাণ উৎপাদন করিবে। ইংরাজেরা যদি বিবেচক হন তাহা হইলে হয় বিদ্যাশিক্ষা এক কালে বন্ধ করিয়া, নচেৎ এদেশীদিগের বর্জন শাসন যোগ্যতা শাসন কার্যে বিনিয়োজিত করুন। " বোয় ইগেজেট হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল। উহার সম্পাদক এদেশীয় শিষ্টাচারী এই মনোগতভাবপ্রকাশকে বিদ্রোহিতা ও অকৃতজ্ঞতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যদি অনুধাবন করিয়া আপন মত ব্যক্ত করিতেন, কখন একথা বলিতেন না। অশিক্ষিত বিপদের হেতু প্রদর্শন করা বিদ্রোহপ্ররিত্তি নহে। আমাদিগের দেশের ইউরোপীয় ও মিসমবহিভূতপ্রদেশের শাসনকর্তৃগণ এটা বুঝিতে পারেন না। তাহারা বিদ্যা শিক্ষাইবেন, কিন্তু শিক্ষাবিকশিত গুণের অনুকূপ কার্য দিবেন না, অথচ লোকে তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে কুপিত হইবেন। ইহার তুল্য বিষয়কর ব্যাপার আর কি আছে? এই স্বভাবের ইউরোপীয় দল ও শাসনকর্তৃগণ হইতে যে অনিষ্ট হইল, লাভ স্ট্যানলির সূদৃশ মহামনা শাসন কর্তৃক এ দেশে আগমন না করিলে ইহার প্রতিকার হওয়া ভার।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা।
আমরা গতবারে এই সভার বিস্তৃত আইনের ছুটি পাণ্ডুলেখের (মহলে গবর্নমেন্টের প্রাপ্য মালিক আদায় করিবার বিল এবং চৌকী টাকাসংক্রান্ত বিলের) প্রসঙ্গ রাখিলাম; কিন্তু আমাদিগের বক্তব্য শেন করা হয় নাই। আমরা অন্য জায়গায় প্রবৃত্ত হইলাম।

পাঠকগণ সর্বত্র বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা আকৃতি সংস্থানের বিবেচনা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। এই সভার চারি কোটি বাঙ্গালির প্রতিনিধিত্ব চারিজনমাত্র ভারতবর্ষীয় আছেন। যত্নের কয়েক সহস্র ইউরোপীয়ের নিম্নে লেপ্টনেন্ট গবর্নর ভিন্ন আর সাত ইউরোপীয় রহিয়াছেন। যখন এ দেশীদিগের উপকার সম্বন্ধে কথা হয়, তখন এই সকল সভা দেশীদিগের সপক্ষতা করেন না; সুতরাং তাহাদিগের আপত্তি অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু যখন এদেশীদিগের উপকার সম্বন্ধে কথা হয়, তখন সেই ইউরোপীয় সভার তাহা অনুমোদনে ব্যস্ত হইয়া প্রদর্শনে ক্রটি করেন না। ডাক্ষিণ্য নাহেব যখন প্রতিবাসীক উচ্চমূল্যে ৫ টাকা (পূর্বে ৪ টাকা ছিল) স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন, তখন তাহারা নীরব হইয়া রহিলেন। কিন্তু প্যারীটাদ মিত্র বেমন ১০ টাকার প্রস্তাব করিলেন, অমনি ইউরোপীয় সভা তাহাতে স্ব স্ব মত প্রদান করিলে অল্পপূর্ণা এতক্ষণ শুনিতে পান না। কিন্তু যেইমাত্র ব্যানদেব " মরিলে গ... হয়, " বলিলেন, অমনি তথাস্তু বলা হইল। একটা প্যারীটাদেব মনোমতীয় রবিবার কল সকল বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব হইল। প্রতিশ্রুতিবিরূপে কল নির্বাণ করিতে হইল। এই ধারাটী বিধিবদ্ধ হয় এমত সম

জন বিশেষজ্ঞ সভ্য বলিলেন এই কল
লতে অটোহ লাগে । এই কথা
তে ঐ প্রস্তাব বেরূপ পরিত্যক্ত হয়,
দেশের ব্যবস্থাপকদিগকে মেম্বার
মর্শ দিবার কি এক জন লোকও
কলিকাতা, ঢাকা ও পাটনা বাতি-
ক মানিক ১০ টাকা ঢৌকীদারি টাক্স
য়া যায়, এমত বাঁচি স্বদেশে ২৫ খা
অধিক নাই । রিবস মন সাহেব এই
য়ের তর্কের সময়ে ষপার্থ কথাই বলি-
হন, যে সমস্ত গণগ্রাম আছে, তাহাতে
১৮৬৩ অর্ডার ৩ আইন অনুসারে
নিমিষপাল কর আদায় হইতেছে ।
মধ্যস্থত আইন প্রচারিত করিবার
কোথায়, তাহা জানা যাইতেছে না ।
আমরা উপসংহারকালে বিনয়সহ-
র বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকদিগকে অনু-
জ্ঞানাইতেছি, তাঁহারা উল্লিখিত
দুই পরিভাগ করুন । উহা বিধি-
হইলে অন্যায় ও অত্যাচারের পরি-
ধাধিবে না । সামান্যবস্থ লোক
র উপরেও ১০। ৮। ৫ টাকা
য়া কর ধাৰ্য্য করা হইবে । এই সকল
একবার স্কন্ধে নিহিত হইলে পুনর্বার
রহিত করা বা কম করা যে কেমন
র কাণ্ড, যাঁহারা কখন আপীল
য়াছেন, তাঁহারা ই তাহা বলিতে
ন । অতএব ঐ আইন করিয়া আমা
র নৌভাগ্য বৃদ্ধি করিবার চেটার
জন নাই । আমাদের যে চরবস্থা
হ, তাহাই থাকুক । লোকে করে করে
র হইয়াছেন । গত চারি বৎসরে
কর যে অসম্ভাব জন্মিয়াছে, ব্রিটিশ
জা হওয়া অবধি এরূপ অসম্ভাব
হয় নাই ।

-৩০০-

ডাক্তর ভোলানাথ বসু ও বিজ্ঞা
পনীর সংবাদদাতা ।

বিজ্ঞাপনী সমাচারপত্রের ফরিদপু-
সংবাদদাতার অধিব্যাকারিতা

হোকে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা হইয়াছে।
ঘটনাস্থি এই, ডাক্তর ভোলানাথ বসুর
নিম্মা, তৎকৃত অভিযোগ ও নিম্মাকা-
রীর দণ্ড । যাহা হইল মন ও মানের হানি
হয়, অনেক এরূপ গ্লানি করিলে লোকের
স্বভাবতঃই ক্রোধ জন্মিয়া থাকে । অতএব
ডাক্তর যে কুপিত হইবেন, তাহা আশ্চ
র্যের বিষয় নহে । তিনি আত্মগৌরব
রক্ষার্থ যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা
অনুচিত হয় নাই । তবে তাঁহার এই অনু-
চিত হইয়াছে, বোগ্য পাত্রে কোপ প্রকাশ
করা হয় নাই । ২৬ এ ট্যাক্সের টাকা প্র-
কাশে দৃষ্ট হইল, সংবাদদাতা বালক ;
১৭। ১৮ বর্ষমাত্র তাহার বয়ঃক্রম । সে
বুদ্ধিচাপলাহেতু অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা
না করিয়া তাঁহার নিম্মাকার্য্যে প্ররুত
হইয়াছিল সন্দেহ নাই । “ সং ব্রণোতি
খলু দৌষমজ্জতা । ” বিজ্ঞ লোকে অজ্ঞ
বলিয়া বালকের দৌষ অগ্রাহ্য করিয়া
থাকেন । বিশেষতঃ তাহার পিতা
তাহাকে সজ্ঞ করিয়া ডাক্তর বাবুর
নিকটে গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি
লেন । আমাদের বিবেচনার সংবাদ
দাতাকে স্বদৌষ স্বীকার করাইয়া বিজ্ঞা
পনীতে আর একখানি পত্র লেখানই
কর্তব্য ছিল । যাহা হউক, এ বিষয়ে আর
অধিক বাকাব্যয় করা আমাদের অভি-
প্রোত নহে । এতৎসংক্রান্ত যে একখানি
পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে,
এইস্থলেই তাহা পরিগৃহীত হইল ।

লোকের হিতসাধনের জন্য যেসমস্ত
বিষয়ের সৃষ্টি হয় দুর্ভ্রমতি দুর্জনেরা তদ্বারা
আপনাদিগের দুর্ভ্র অভিপ্রায় সাধন করিলে
অভিশয় কোত্তের উদয় হয় । সংবাদপত্রের
প্রধান উদ্দেশ্য এই যে যেসমস্ত দৌষ ও
অত্যাচার সহরে সমাজের কি বা স্বাজার
গোচর হয় না তাহা প্রকাশ করিয়া তৎপ্রতি
লোকের বিরাগ জন্মাইয়া অথবা তাহাকে
রাজশাসনের অধীনতায় আনিয়া তাহার
নিবারণ করা ; কিন্তু কতকগুলি অনিষ্টপ্রিয়;

অনুপ্রাপক, পরশ্রীকাতর লোকে
কল্যাণকর সংবাদপত্রকে বিপরীত উ-
সাধনে নিয়োগ করে; অথাৎ অসত্তের নি-
চেষ্ঠা না করিয়া তাহারা সং বিঘ্ন বা
ক্রিকে ঘৃণা দ করিবার চেষ্ঠা পায় ।
সংবাদ পত্র কেবল হাঁতাদর হয় একপ
সম্পাদকীয় কার্যেরও কলঙ্ক হয় ।

ময়মনসিংহে বিজ্ঞাপনী নামে এক
সংবাদ পত্র আছে, এই পত্রে সংপ্রতি
পরের এক অতি ভদ্র ন্যায়বান্ কৃত
ব্যক্তির মানি পাঠ করিয়া আমরা যাহা
নাই অস্বীকার হইলাম । ডাক্তর ভো
বসুকে এপ্রদেশে অনেকেই বিশি
জানেন । কলিকাতার মেডিকেল কলে
য়ে চারি ছাত্র প্রথম ইংলণ্ডে গিয়া চি
বিদ্যা অভ্যাস করেন, ভোলানাথ বসু
দিগের এক জন । ইংলণ্ডীয় চিকিৎসা বি
য়ে ছাত্রদলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা
অতি উৎকৃষ্ট পরীক্ষা দিয়া প্রতিষ্ঠ
করেন, এবং ডাক্তর অফ মেডিসিন
উপাধিধারা অলঙ্কৃত হইয়া ই
ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও চিকিৎসা
পারদর্শী হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন ।
প্রথমে কিয়দিন স্বকেশট্রীট ডিসে
রির সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে প্রতিষ্ঠিত
তথায় অনেক অনেক উৎকট রোগ
করিয়া আপনার চিকিৎসা বিষয়ে বৈচ
পরিচয় প্রদান করেন । অনন্তর
সৈনিকদিগের চিকিৎসা কার্যে নিয়ো
হন, তৎপরে তনোলুকে আইসেন,
শেষে ফরিদপুরে প্রেরিত হন । সব
তিনি প্রধান পদে অধিকতর হন, অ
অপর কোন চিকিৎসাকর্মচারীর অ
কার্য্য করেন নাই । একদে অচিহ্নিত
সম্প্রদায়ের উচ্চতম শ্রেণীভুক্ত ইইয়া
শত টাকা বেতন ভোগ করিতেছেন ।

ডাক্তর বসু নিজ ব্যবসায়ে যেমন
তেমনি অমায়িক সচরিত্র ধীরপ্রকৃ
পরোপকারী । য যে স্থানে কর্ম করিয়া
তত্রত্য লোকদিগের অনুরাগ ভাজন হ
নেন । গবর্নমেন্টও তাঁহার কার্যে সন্ত
য়াছেন । অন্যান্য অচিহ্নিত ডাক্তর অ

টিকিৎসা নৈপুণ্য অধিক বলিয়া প্রায়
 ২৫ বৎসর হইল, সেক্রেটারি অফ ট্রেট
 বেসনরূক্ষি করিয়া দেন। কুরিয়ারে
 প্রায় দশ বৎসর আছেন। তাহাব
 মধ্যে আমরা তাঁহার সুখ্যাতি
 আর বিদ্যুৎ শক্তি নই; কিন্তু
 বিজ্ঞাপনীর "সংবাদদাতার
 কুরিয়ারে আসাদিগের অতি
 প্রভাৱ আছে। কঙ্গ্রেস "সংবাদ
 " পত্রাবলী পড়িয়া আমরা সমা
 এই বক্তৃতায় যে তিনি ডাক্তর বহু
 করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার যুক্তি ও
 যোগের ভাব স্বল্পমাত্র হওয়া অতি
 প্রথমতঃ তিনি কহিয়াছেন ডাক্তর
 ওলাউঠা রোগাদিগকে পার্যায়নে
 করা করিতে বাসনা করেন নাহি।
 তাঁহার ভাবগব্য কি, আমরা বুঝিতে
 পারি না। ওলাউঠা চিকিৎসায় কি উক্ত
 উপটু? অধুনা আমরাইগের দেশে
 ওলাউঠা রোগেরই অধিক প্রচলিত এবং
 অসককে মৃত রোগী দেখিতে হয়, তাহার
 ওলাউঠা বোগীর সংখ্যাই অধিক।
 যদি ভোলানাথ বহু অধিকাংশ
 চিকিৎসায় অশটুণী নিবন্ধা বিমুখ
 হন, তাহা হইলে; ৩। ১৭ বৎসর এনা
 ম পদস্থ থাকিয়া গবর্নমেন্টের নিকটে
 প্রস্তাব হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত
 হইত। তাহার মধ্যে এক এক জন
 এক রোগের চিকিৎসায় বিশেষ নিপুণ
 হন বটে। কিন্তু সেট প্রকৃত তাঁহার
 যোগের চিকিৎসায় পরাও মুগ্ধ হন,
 কখন শুনা যায় নাই। তাহা হইলে,
 বহু অপেক্ষা যে বাঙ্গালি ডাক্তরেরা
 ওলাউঠা রোগের ইন্তন চিকিৎসা করেন,
 কপাটিতে আমরাইগের বিশেষ কোভুল
 আছে। অপর, "সংবাদদাতা", কহিয়া
 ডাক্তর বহু চিত্তার ফল ও ইন্তন
 ওলাউঠা রোগের চিকিৎসা করেন।
 হয়, "সংবাদদাতা" এ কথা কাহার
 কুরিয়ারে লিখিয়াছেন, অথবা এক শুনিতে
 কুরিয়ারে চিত্তার জল লিখিয়া ফেল
 ন, ইন্তন ব্যবহার করা অসম্ভাবিত

নহে। এই শুধে ওলাউঠা রোগের প্রতীকার
 হয়। আমরাও জানি ডাক্তর বহু কেবল
 পেঁতে দেখিয়া চিকিৎসা করেন না তিনি
 বিস্তর অন্বেষণ করেন এবং যে স্থলে সহজ
 পদশজ ঔষধে উপকার হয় দেখেন, সে স্থলে
 বিদেশীয় ও শক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন না।
 "সংবাদদাতা" বোধ হয় ই রাজী চিকিৎ
 সায় বাঙ্গলা ঔষধে র ব্যবহার বুঝিতে পারেন
 না, তিনি হয় ত জান যে, যদি দুই মূল্য ২৫ কট
 ঔষধ সেবন, বিশ প্রয়োগ, অষ্টাদ্ধ বেলে
 স্থারা দেওয়া অপরিমিত জনসেক প্রভৃতি
 করা হয়, তাহা হইলে জাঁক হয়, নতুবা অল্প
 মাত্রায় সামান্য ঔষধ এক এক বার দিবে
 চিকিৎসার পুনঃ ধাম হয় না। তাঁহার মতে
 চিকিৎসা করা না করা সমান। "সংবাদ
 দাতা" চিকিৎসক হইলেই প্রতুল হইত,
 তাহা হইলে আর ওলাউঠার অপেক্ষা
 থাকিত না। বাহা হইলে ডাক্তর বহু; ও কুরি
 য়ারের "সংবাদ", সাহেবদেগের কি
 আশ্চর্য্য কথা! আর কি শক্ত প্রাণ কলিকাতা
 হইতে প্রেরিত দাবীর উদ্দেশ্যে তাঁহার
 ক এক জনে খাইয়া ফেলিতেছেন, আর খাই
 য়াও বাঁচিতেছেন!!!
 এক জন ইংরাজী কবি কহিয়াছেন যে,
 অস্তুরা ছারার ন্যায় শুনিগণের পশ্চাত্তাবমান
 হয়। কিন্তু ছায়া দখিলে যেমন বস্তুর অশঙ্কা
 হয়, তেমনি নিন্দা শুনিতেও প্রতীতি হয় যে,
 তাহার সমস্তে নিন্দা হইতেছে, তাহাব অব
 শ্যই গুণ থাকিবে। অপর, শুনিগণের নিন্দা
 করিলে নিন্দাকারিরই মৃত্যু প্রকাশ হয়।
 যেমন গ্রহণ সময়ে সূর্যের আলোক তিরো
 হিত হইলে যৎকর্তৃক সূর্য্য দাঙ্কন হয়
 (অর্থাৎ পৃথিবী) তাহারই অস্বচ্ছতা প্রকাশ
 পায়। সূর্য যেমন স্বচ্ছ ও জ্যোতির্ময় পদার্থ
 তেমনি থাকে। "অথএব ভোলানাথ বহুর
 মানি কুরিয়ারে আসাদিগের তাঁহার প্রতি যে
 স্তম্ভিত ও প্রকা আছে, তাহার কিছু মাত্র
 বৈলক্ষ্য হইল না, কেবল বিজ্ঞাপনীর প্রতি
 অশ্রদ্ধা জন্মিল।

একটি মৃত কুকুর ভাগাড়ে ফেলিয়া
 আনিতে বলে। পাগল উত্তর কহি
 মে অতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়াছে; আহা
 পর কুকুরকে ভাগাড়ে কেন গঙ্গায়
 লিয়া আনিতে পারে। কুকুর স্বামী
 লকে প্রচুররূপে আহা করাইল। যে
 নাশ্বে পাগল জিজ্ঞাসা করিল "কু
 কোথায়? কুকুরস্বামী স্থান প্র
 করিলে পাগল বলিল "আমা হ
 একাজ হইবে না, এ বে বিলাতী কু
 আমি দেশীয় কুকুর ভাবিয়াছিলাম
 আসাদিগের বর্তমান টেটমেন্টে
 মর ফাফোডনর্থকোট ভারতবর্ষ
 গকে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশার্থ
 দিবার অঙ্গীকার করিয়া কাজের
 এই প্রকার বিলাতী কুকুরের আ
 উত্থাপন করিয়াছেন।
 ইষ্টইণ্ডিয়ান আনোমিয়েমের
 গণের আবেদন শ্রবণ কালে মর ফা
 ডনর্থকোট সিভিল সার্ভিসের
 উদ্ঘাটন করিবার অঙ্গীকার করি
 লেন। ইষ্টইণ্ডিয়ান আনোমিয়েম
 এদেশীয়দিগের নিমিত্ত কয়েকটি
 স্বতন্ত্র এবং সিভিল সার্ভিসের পরী
 ক্তকর্তী ছাত্রবৃত্তি স্থাপন করি
 প্রস্তাব করেন। "আমি উভ
 প্রস্তাবই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত অ
 মর ফাফোডনর্থকোট স্পর্শাভি
 এই কথা বলিয়াছিলেন। এই সাজ
 লওনের ন্যায় কলিকাতা বোম্বা
 মান্দ্রাজে পরীক্ষা করিবার প্রস্তাব
 রাছিল। মর ফাফোড'বে ভাবে
 দেন, তাহাতে এক্ষণ বোধ হইয়া
 এ প্রার্থনা পরিপূরণ করাও তাঁহার
 ভিন্নত নহে। এখন কাজের সময় হই
 কিছু এখন বিলাতী কুকুরের ন্যায়
 মিহা আপত্তি উপস্থিত করা হইয়া
 অধ্যাপক কমেন্ট কলিকাতা বোম্ব
 মান্দ্রাজে পরীক্ষা গ্রহণ করিবার

সিভিল সার্ভিস ও মহানন্দ।
 একদা এক ব্যক্তি এক পাগলকে

অব কমন্স প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বলেন এবিধের স্থানের সুবিধা ভারতবর্ষীয়দিগকে অন্য কোন দেশে দেওয়া হইতেছে না। সিবিলাস কমিসনরগণ লণ্ডনের পরীক্ষার্থীক যে প্রার্থ দিবেন, সেই প্রার্থ ভারত প্রেরণ করা হইবে। উক্তগুলি শুধু প্রেরিত হইলে অন্য অন্য পরীক্ষার ন্যায় ভারতবর্ষীয়দিগেরও উক্ত কাগজগুলি দেখা হইবে। পরীক্ষার নিমিত্ত তিন সহস্র ফ্রাঙ্ক যাওয়া লর সাধারণত নহে; যেখানে ফলের মূল্য নাই, সেখানে কয়জনে এত টাকা ব্যয় করিতে সম্মত হইবেন? ভারতবর্ষে প্রায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তত্পরে ভারতবর্ষীয়েরা অনায়াসে দুই বৎসর পর্যন্তে অবস্থান করিয়া অধ্যয়ন ও কাজ দর্শন করিতে পারিবেন। এই কথা শুনিয়া শেষে তিনি বলেন বুদ্ধি ও বিদ্যাতে ভারতবর্ষীয়েরা কোন প্রকারে ইংরাজের অপেক্ষা নিকটে নহেন। তাঁহাদের ধর্মনীতিও উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইতে পারে। উক্তপদস্থ ভারতবর্ষীয়েরা বরাবর আশ্রিত সহকারে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তিনি এই বাক্যের সমর্থনার্থ লর্ড বেটিক্‌স, স্যার জন মনরো ও মেটকাফ ও স্যার বার্টল ফিয়ারেরও মত।

অধ্যাপকের বক্তৃতা শেষ হইলে জর্জ বেলগান সাহেব গাজেথান করিয়া বলেন, ভারতবর্ষে পরীক্ষা হইলে ভারতবর্ষীয় পরীক্ষার্থী হইবেন, ইউরোপীয়েরা তাঁহাদিগকে পারিষদ করিবেন না। কিন্তু কেবল বুদ্ধি ও বিদ্যা দ্বারা কি হইবে? ভারতবর্ষীয়দিগের নীতি অনেক নিকটে। তাঁহারা উৎকোচ দ্বারা সোভ সঞ্চার করিতে পারিবেন। বিদ্যা বুদ্ধি অপেক্ষা দৃঢ় ধর্মনীতি

জ্ঞান সিবিলাস সর্ব্বমে আবশ্যিক। ইহা ভারতবর্ষীয়দিগের নাই। এই কারণে তিনি ফসেট সাহেবের প্রস্তাবের সংশোধন করিয়া বলিলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত অর্চিত ভারতবর্ষীয় কর্মচারিদিগকে চিহ্নিত পদ প্রদান করিবেন, এই নিয়মই উত্তম।

স্যার ফ্র্যাঙ্কো ড' নর্থকোটও এই স্বরে গান করিলেন। ইনি চতুর লোক বটেন। ইহার কৌশল এই, ইনি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন অথচ কাহাকে বিরক্ত করিবেন না। ইনি বলিলেন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের মত জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা ভারতবর্ষে পরীক্ষা লইবার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্মনীতির দুর্বলতার আপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আর দুই আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, লিখিত পরীক্ষা যেন ভারতবর্ষে হইল, বাচনিক পরীক্ষা কিরূপে হইবে? আর কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে পরীক্ষা হইলে নাগপুর লক্ষ্মী ও লাহোরে না হয় কেন? স্যার ফ্র্যাঙ্কো ড' নর্থকোট এই রূপ কহিয়া শেষে বলেন, “আমি বাচনিক পরীক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যিক জ্ঞান করি।” পাঠকগণ! এটা কি সেই “বিলাতী কুকুরের” আপত্তি নয়? এককাল পর্যন্ত আমরা বাচনিক পরীক্ষার এত গুরুত্ব আছে জানিতে পারি নাই। আমরাদিগের বিশ্ব বিদ্যালয় ইহা ত ত্যাগ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেও ইহার প্রতি অনাস্থা জন্মিয়াছে। ফলতঃ ভারতবর্ষীয়দিগের স্বত্ব লোপ করিবার সময়ে সকল আপত্তিই গুরুতর হয়। অনন্তর স্যার ফ্র্যাঙ্কো ড' নর্থকোট বলিলেন, সিবিলাস সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা তিনি নূতন ভারতবর্ষীয় বিলের এক ধারার অন্তর্গত করিয়াছেন। অতঃপর এই প্রস্তাব ও সংশোধন প্রস্তাব পরিচালিত

করিবার অনুরোধ করা হইল। অধ্যাপক ফসেট বলিলেন, যখন মূল নিয়মে তাঁহা সহিত ফেট সেক্রেটারির মতভেদ না থাকে তখন কেবল সময় লইয়া আপত্তি কীর্তীহার অস্তিত্ব নহে। অন্য না হউক এক অক্ষপরে যখন ভারতবর্ষে পরীক্ষা লইবার সম্ভাবনা আছে, তখন এ প্রস্তাব পরিচালিত করিবার বাধা নাই।

স্যার ফ্র্যাঙ্কো ড' নর্থকোট ভারতবর্ষ শাসনকর্তাদিগের কুহকে যে পড়িয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। এখানে একমুখ্য ভারতই সিবিলাসদিগের উপস্থাপিত রহিয়াছে; ইহার দৃষ্টিতে ভারতবর্ষে কার্য স্থলে ভারতবর্ষীয়েরা ইহাদিগের উপরে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। এ বিদ্যা বুদ্ধির আপত্তি চলিবে এই নিমিত্ত নানা অক্ষিপ্তকর আপত্তি করিয়া প্রতিবন্ধকতা করা হইতেছে। যে অশুচিত কার্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহন শাসনকার্যে দক্ষতা, অধ্যবসায় ও সের প্রয়োজন। বিচারপতির স্বাধীনহৃদয় হওয়া উচিত। আত্মত্যাগ অস্বীকার করি না। এদেশীয়দিগের কি এ সকল গুণ নাই? এদেশীয়েরা ত শাসনভার পান নাই। যে অক্ষিপ্ত পাইয়াছেন, সেখানে তাঁহারা যথোচিত গুণ ও ক্ষমতা প্রদান করিতেছেন না? যে জাতিক শাসন করিতে হইবে, ভারতবর্ষীয়েরা জাতির অন্তর্গত কিনা? আপনাদিগের আপনাদের শাসন করিতে অসামান্য সের প্রয়োজন রাখে না। এটা এক প্রকার নিয়ম যে প্রত্যেক জাতির লোকেরা আপনাদিগের দেশীয় কর্মচারিদিগকে অনায়াসে শাসনে রাখিবার পারেন। এক জন ইংরাজ পার্ক অফিসারদিগকে সহজে শাসনে রাখি পারিবেন না; কিন্তু এক জন আফগান সর্দার অনায়াসে পারিবেন। যাঁহা

ভিত্তি সর্বদা বাস করা যায়, তাহাদিগের
নীতি নীতি তাব ভক্তি যেমন জানা যায়,
দেশীয় ব্যক্তির কখন সেরূপ জানিতে
পারেন না !

ধর্মনীতি সম্বন্ধে যে আপত্তি করা
হইয়াছে, তাহা সান্ত্বনয় অকিঞ্চিৎকর।
দেশীয় বিচারপতিগণ যদি উৎকোচ
কর লোভ সম্বরণ করিতে না পারেন,
তবে এখন যে সকল বিচারালয়ে এদেশীয়
বিচারপতি আছেন, সেখানে কি বিচার
ক্রম হইতেছে? যাঁহারা মুসলিম সদর
আমীন প্রভৃতি পদস্থ হইয়া উৎকোচ
হইতেছেন না, তাঁহারা সিবিল সার্জেন্ট
পদস্থ হইলে উৎকোচগ্রাহী হইবেন,
যাঁহারা তুলা বিপরীত বাদ আমরা কখন
স্বীকার করি নাই। অর্থের সচ্ছল হইলে
সকল চূড়ান্ত পরিত্যাগ করে, ইহাই
সিদ্ধান্ত। সিবিল সার্জেন্টদিগের যখন বেতন
অল্প ছিল, তখন তাঁহারা দুঃখের
উৎকোচ লইয়াছেন, এখন বেতন বৃদ্ধি হও
নামাত্র সে চূড়ান্ত অনেক দূর হইয়াছে।
যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, এদেশ
দেশীয় কৃতবিদ্যা কর্মচারিরা ইউরোপীয়
অচিহ্নিত কর্মচারিদিগের অনেকের
অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অচিহ্নিত
ইউরোপীয় কর্মচারিদিগের অধিকাংশ
উৎকোচ লোভ সম্বরণ করিতে পারেন
না। আমরা সর্বদা স্মৃতিতে পাই, অমুক
কর্মচারিরকে পুনর্বার রেজিমেন্টে প্রেরণ
করা গেল। ইহার প্রকৃত অর্থ কোন্
ব্যক্তি না বুঝেন? পুলিশে যত ইউরো
পীয়কে দেখা যায়, তাহাদিগের অধ
িকাংশ উৎকোচগ্রাহক। পরসাদিগে
স্বতন্ত্র করা ৯০ জন ইউরোপীয় চিকিৎস
কর নিঃসৃত সুস্থশরীরে পীড়ার সার্টিফ
িকেট লওয়া যায়। যত ইউরোপীয় মিউনি
সিপাল কর্মচারী আছেন, ইহাদিগের
অধিকাংশ অল্প লোকে উৎকোচ গ্রহণ করেন
না। সিবিল সার্জেন্টদলে এত মন্দ লোক

নাই। তথাপি রানব্রু রায়, আনন্দ
চৌধুরি প্রভৃতি জমীদারদিগের খতা
অন্বেষণ করিলে অনেক মাজিষ্ট্রেট ও
জজের সর্দার বেহারার নামে ৩০,০০০।
৪০,০০০। ৫০,০০০ টাকা “বকসিস”
বলিয়া খরচ লেখা দেখা যাইতে পারে।
ইউরোপীয়দিগের ধর্মনীতি আমাদের
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহা আমরা আর
স্বীকার করিতে ইচ্ছা নাই, বরং বাণিজ্য
প্রভৃতি বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের ধূর্ত
তাই অধিক প্রকাশ পাইতেছে। নিয়ম
বহির্ভূত প্রদেশের বিস্তার ইউরোপীয়
কর্মচারী গুণ্ডা না-কর, ইহা কি গবর্নমেন্ট
অস্বীকার করিতে পারেন? দুইজন প্রদে
শীয় শাসনকর্তা গোপনে নীলের চাষে
লিপ্ত ছিলেন, ইহা কোন্ ভারতবর্ষীয়
না জানেন? আমরা দুঃখ সহকারে এই
সকল জুগুপ্সিত বিষয়ের উল্লেখ করি
লাম। যখন জাতি সাধারণ স্বত্ব লইয়া
কথা, তখন চুপ করিয়া থাকি যায়
না। তবে প্রভেদ এই, আমাদের
মধ্যে কেহ মন্দ লোক হইলে আমরা
তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করি, ইউ
রোপীয়েরা পরস্পরের দোষ গোপন
করিয়া থাকেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে
বলিতে পারি যে বেতনে এতদেশীয়
কর্মচারিগণ সাধারণো সাধুতা প্রদর্শন
করিতেছেন, সেই বেতনে অল্পই ইউ
রোপীয় সাধুতাবাপন্ন থাকিতে পারেন।
যদি অচিহ্নিত কর্মচারিদিগের পরস্পর
রের তুলনা করা যায় স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে,
এদেশীয়েরাই সাধুতার প্রধান। কেবল
উৎকোচ লইলেই অসাধুতা হইল
এরূপ নহে। অনুরোধও এক প্রকার
উৎকোচ। এক জন ইউরোপীয় অপরাধ
করিলে অন্য অন্য ইউরোপীয় তাঁহাকে
দণ্ড হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা পান,
এরূপ অধিকাংশ ইউরোপীয় বিচারপতি
হাজিরা দিতে পারিলে দণ্ড দেন না।

যেখানে দণ্ড হয় সেখানে সামান্য দ
মাত্র। ইহা কি অসাধুতা কহে? এদেশ
কি ভারতবর্ষীয় বিচারপতিদিগের
আছে? ধর্মনীতির আপত্তি যেন অ
না করা হয়, তাহা করিলে ভারতবর্ষী
গবর্নমেন্ট ঠিকিবেন এই মাত্র। আম
একগুণে সর জন লরেঞ্জকে কয়েকটা প্র
জিজ্ঞাসা করিতেছি। কোন্ ব্যক্তি
চক্রান্ত করিয়া সর হেনরি লরেঞ্জকে
লাহোর হইতে বহিষ্কৃত করেন? বিদে
হের সময়ে সর রবার্ট মন্টগমারি, সে
পতি নিকলসন, সর হারবার্ট এডওয়ার্ড
ও সর সিডনি কটন সর্বাপেক্ষা অধি
কাজ করিয়াছিলেন কি না? তথাপি
কোন্ ব্যক্তি সকল যশ এক চেষ্টা করি
লইয়াছেন? ভারতবর্ষীয়দিগের প্রদ
কর খৃষ্টিয় ধর্মপ্রচারার্থ ব্যয় করা উচিত
কি না? এগুলি স্পষ্ট অধর্ম না হইলে
ধর্মনীতিসঙ্গত কার্য কি না? ভার
বর্ষীয়েরা যখন শারীরিক বলে হীন, তখন
তমন্দলোক আছেন, কিন্তু যাঁহারা ইহা
গকে মন্দ লোক বলেন, তাহাদিগের
কর্তব্য ইহাদিগের প্রতি দোষারোপ
করিবার পূর্বে তাহাদিগের নিজে
প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

মূল কথা এই হইতেছে—দুই চা
জন ভারতবর্ষীয় সিবিল সার্জেন্টে প্রবে
করেন তাহাতে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টে
আপত্তি নাই; কিন্তু অধিকসংখ্যক লোক
প্রবেশ করেন, ইহা তাহাদিগের অ
শ্রেণে নহে। পরীক্ষার প্রথা হইলে
ভারতবর্ষীয়দিগের প্রাধান্য লাভ হই
সন্দেহ নাই। মুসলিম সদরআমীন প্র
তির পদ পরীক্ষা দিয়া লইতে হয় বলি
দেওয়ানী বিচার কার্যে ইউরোপীয়
অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ডেপু
মাজিষ্ট্রেটের পদে লোক নিযুক্ত ক
গবর্নমেন্টের স্বৈরাধীন, সুতরাং একা
ইউরোপীয়ই অধিক দৃষ্ট হন। অত

কার প্রথা প্রবর্তিত না করিয়া
গণ্ডাব গবর্ণমেন্টের হস্তে থাকিলে
শীঘ্রেরা আর কিছু করিতে পারি
না, এই অভিপ্রায়েই প্রেরণ করা
হইবে। ধর্মনীতির আপত্তি অপদেশ

বিবিধসংবাদ।

২৭এ এপ্রিলে সোমবার।
সর নবাব হংলণ্ডে আসিল করিতেছেন।
গেজেটের সম্পাদক পিচাড সাহেব তাহার
হইয়াছেন। বাংলার এক মুদ্রা-পুস্তক
করয়া বলিয়াছেন, আদায়ের বিরুদ্ধে যে
রোপ করা হয়, তিনি উদ্বিগ্নে অপরাধী
। লুণ্ঠনার ঠাকুর নবাবের মন্ত্রী হাকিম
মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে
গমন, কিন্তু হাকিম পীড়িত থাকিতে
করিতে অসম্মত হন। ইহাতে ঠাকুর
কইয়া বলপূর্বক বাসীপ্রদেশের অভিলম্ব
। আহরণ নিবারণ করিল, ঠাকুরের
কর সহিত মন্ত্রীর লোকের লজ্জা হইল।
দলের কয়েক জন পরিবার হত হয় এই
ইহাদিগের সহিত প্রাণত্যাগ করেন।
বলিতেছেন, তাঁহার চরিত্রের বিষয়ের
অনুসন্ধান না করিয়া পদচ্যুতির আজ্ঞা
দেওয়া হইয়াছে। পীড়িত শ্রীহার ন্যায় এই সম
ক্যে লোকের বিশ্বাস হওয়া ভার।
লুণ্ঠনার বন্দরের নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে ৬,৫৮,
টাকা ব্যয় হয়। ইহার মধ্যে কয়েক ও তাহা
র পরিবারের ভরণ পোষণার্থ ৩ লক্ষ টাকা
। সৈনিকদিগের জন্য ৪০,৩৩৬ টাকা ও
কার্যের নিমিত্ত ৮৪,৪৩১ টাকা ব্যয়
। আন্দামানের রাজস্ব ৫২,৭৬৬ টাকা হই
। যেসকল কয়েদি সজ্জিত, তাহাদিগকে
রক্ষণের ভরণপোষণার্থ কিছু অধিক টাকা
। হয়। প্রত্যেক ইউরোপীয় কয়েদী ৩০
ও এতদেশীয় কয়েদী ৮ টাকা পাইয়া
। সজ্জিত হইলে পূর্ণোক্ত লোকেরা ৪০
। এবং শেখোক্ত ব্যক্তির ১০। ১০ টাকা
। পায়। আন্দামানে গিয়া অনেক
। অর্ধোপার্জন করিতেছে। কিন্তু আদিম
। যেমন তেমনি আছে।
ভারতবর্ষীয় টাইমস প্রবণ করিয়াছেন,
চাড টেম্পল এই প্রদেশের লেপ্টেন্যান্ট গব
ইয়া শীঘ্র গমন করিবেন। ইচ্ছা এই রূপ
কাজে যোগ হউক।
গার্মিন্সর বলেন, রাজনীতিসম্বন্ধে ফরাসী
ই উভয়ের তুল্য অবস্থা। হিন্দুরা বাহার
বাসনায় গোলযোগ করিতেছেন, ফরা
তাহার আশা করিতেও সাহসী হন না।
কি অর্ধেরা বাবতীয় উচ্চ পদ গ্রাস
বসিয়াছেন, এবং ফরাসীরা কেবল নিকট
লি লইয়া আছেন?
উদ্বিগ্ন বাঙ্গালী লাহাডের জেমস কার্ভেল

নামক এক ব্যক্তি রবার্টস নামক ইঞ্জিনিয়ারকে
পিস্তল দ্বারা হত্যা করিবার চেষ্টা পাওয়াতে
তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ
ও প্রত্যক্ষী উভয়েই ইংরাজ, দণ্ড হইলে, ভারত
বর্ষীয়েরা ইংরাজদিগের দোষ জানিতে পারি-
বেন, এ স্থলে এ বিবেচনা করা হয় কি না,
দেখিতে বড় কৌতুহল জন্মিতোছে।
ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি শকট ছাড়ি
বার সময়ে ঘটনা দিবার এক সাংকেতিক নিয়ম
করয়াছেন। প্রতি আড়াড়ায় ঘটনাক্রমে
টাক্সান থাকিবে। শকট ছাড়িবার পাঁচ মিনিট
পূর্বে খামিয়া খামিয়া ঘটায় আঘাত করা
হইবে। প্রতি আঘাতে তিনটী শব্দ হইবে। শকট
ছাড়িবার অনতি পূর্বে ক্রান্তরূপে আঘাত করা
হইলে এবং এই প্রকার প্রতি আঘাতে তিনটী
শব্দ হইবে। এই প্রকার একটী সঙ্কেত রাখা
ভাল, কারণ দুরস্থিত ব্যক্তির টিকিটের ঘটনা
কি শকট ছাড়িবার ঘটনা ইহা বুঝিতে না পারিয়া
অনেক সময়ে মিথ্যা কষ্ট পান।
পবলিক ওপিনিয়ন কাবুল হইতে সংবাদ
পাইয়াছেন, আজিম খাঁ কয়েক জন সর্দারকে
পুনর্কার বধ করিয়াছেন। নিয়ারজালির মুসলিম
হত হইয়াছেন। কাবুল গ্রহণ করিবার নিমিত্ত
নিয়ারজালি বিশেষ উদ্যোগ করিতেছেন।
আজিম খাঁর পুত্র ইসমাইল খাঁ ও উদ্যোগের
ক্রটি করিতেছেন না। সংবাদদাতা বলেন
এবারে যথাক্রমে শোণিতপাত হইবার সম্ভা
বনা, একরূপ একবারও হয় নাই।
উক্ত পত্র বলেন, বোখারার রাজার মৃত্যু
সংবাদ অমূলক।
উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি চন্দ্র-
ভাগা নদীতে একখানি নৌকা ডুবি হইয়া ৮০
জনের মৃত্যু হইয়াছে। পঞ্জাবের আদর্শ পুলিশ
এই মৌকামানিকে জীর্ণ দেখিয়া আরোহী
লইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তথাপি প্রায় ২০০
আরোহী লইয়া মাঝি যেমন পথ হইতেছিল
অমনি তাহা জলমগ্ন হইল। কথায় কেবল নিষেধ
করিয়া পুলিশ প্রহরীর নিশ্চিত থাকার উচিত হয়
নাই।
পঞ্জাবের ইউরোপীয় উকীলেরা বলিয়া-
ছেন, তাঁহারা এতদেশীয় বিচারপতিদিগের
নিকটে ওকালতি করিবেন না। কি অভিমার !!
কতি কার ?
বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা মুতম মিউনিসি
পাল বিলে স্থির করিয়াছেন, প্রতিবৎসর না
কল্পিয়া তিন বৎসরান্তে করের পরিবর্তন করা
হইবে। এলী কুমার হরেকৃষ্ণের প্রস্তাবানুসারে
হয়।
বোম্বাইয়ের এক ময়দানে পাবসী বালকের
শিশু কেট খেলিয়া থাকে। সম্প্রতি একটী গোলা
চঠাৎ এক ইউরোপীয়ের বাজীতে পতিত হই
য়াতে পুলিশ বালকদিগকে এই স্থানে আর যাউতে
দিতেছেন না। বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচার
ালয়ের বিচারপতি সর জোসেফ আর্দলডকে
একথা বলাতে তিনি পুলিশের এই কার্যের
প্রতি দোষারোপ করিয়া বোম্বাই গেজেটে এক

পত্র লিখিয়াছেন। বিচারপতি যা বলুন, ও
বলি গুলব উত্তম কাজই করিয়াছেন।
ইউরোপীয়ের বিরক্তি হইল তখন কখনই
কদিগকে ক্রীড়া করিতে দেওয়া উচিত
এনিমিত্ত বিদোহকালের ন্যায় এই এক
আইন করা কর্তব্য, যে কোন ব্যক্তি কোন
রোপীয়ের নিদ্রাস্তম্ভ অথবা অন্য কোন
বিরক্তির কাজ করিবেন, তাঁহাকে তৎ
নিকটবর্তী থানায় নিলে পুলিশ কর্মচারী
এক বৎসর মেয়াদ দিতে পারিবেন। দণ্ড
প্রণালীতে কাজ করিতে গেলে অনেক বিল
দিল্লীর মিউনিসিপাল উদ্যানে এদেশ
সম্প্রতি হই দিবসমাত্র যাইতে পারেন।
পাঁচদিন উদ্যানেই ইউরোপীয়দিগের
চেটিয়া থাকে। উক্ত তত্ত্ব সন্তোষ লে
অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন।
গড় ইন্সটিটিউট জর্নাল ভারতবর্ষীয়দি
অম উচ্চন করিয়া দিবেন সন্দেহ নাই।
স্কটলণ্ডে শতকরা ১১ টী শিশু বি
প্রকাশ্য রেজিষ্টারিতে বিজ্ঞাত বলিয়া
গের নাম লিখিত আছে। গোপনে আর
কি আছে, বলা যায় না। ইহাতে ধর্ম
ঘটিত দোষ নাই, হতভাগ্য ভারতবর্ষীয়
ধর্মনীতিই এত মন্দপরদারগমনে যাহা
বিহীন সঙ্কেত নাই, ধর্মতত্ত্ব কি তাহা
উৎকোচগ্রহণের বাধা জন্মাইতে পারে ?
-৮এ এপ্রিল মঙ্গলবার।
দিল্লীগেজেট পঞ্জাবের রেলওয়ের
শ্রমিকের আবেদনদিগের কষ্টের বিষয় বর্ণন
য়াছেন। বাবতীয় স্টেশনে জল দিবার নি
শিষ্টি আছে। কিন্তু শকট উপনীত
উহার আশ্রয় হয়। এই রেলওয়ের বন্দ
অতিশয় মন্দ। প্রায়ই কলের নল ভাঙিয়া
অতিবন্ধন বিলম্ব হইয়া থাকে। এমন
বন্দোবস্ত যে সম্প্রতি মুলতানের কিঞ্চিৎ
একখানি শকট বাইতেছিল, এমন সময়ে
জন এতদেশীয় বেড়ার উপর হইতে এক
দিয়া এক কৃষ্ণ শ্রমিকের শকটে উঠিল।
সকল বন্দোবস্তে গুণেই ত চঘটনা ঘটে
ত্রিচন্দ্রপলি গ্রামিকেল যথার্থই বলিয়া
এদেশের মিউনিসিপালিটি নামনাত্র। মি
সিপাল কর নামে স্থানীয় কব; কিন্তু ব
গবর্ণমেন্ট ইহা দ্বারা আপনাদিগের ব্যয়
ইয়া থাকেন। এই পত্র বলেন, মিউনিসি
কর্মচারিগণ প্রায় উৎকোচগ্রাহী ও অত্যা
কারী। বর্তমান এতদেশীয়েরা আপনাদি
নিধি মনে মনে মীত করিয়া ব্যবস্থাপক সভা ও
মিসিপালিটিতে প্রেরণ না করিতেছেন, যা
ব্যয়ের উপরে তাঁহাদিগের কর্তৃত্ব না হইলে
যতদিন অধিকসংখ্যক এতদেশীয় লোক
পদ সকল না পাইতেছেন, ততদিন ভারতব
শাসন প্রণালীর উৎকর্ষ হইবে না। বাহর
বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখেন, তাঁহারা সব
এই এক কথা বলিবেন।
গত রবিবার রাত্রিতে কতকগুলি চোর
হালের বার লাইব্রেরিতে প্রবেশ করিয়া
বোর্কেট জেনরলের গাউন ও কতকগুলি প

লইয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিশ কর্মচারিগণ
স্বরূপ কার্যাদক্ষতা প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদি
গকে মনোমধ্যে পুরস্কার ও সম্মানচিহ্ন প্রদান
করা উচিত।

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট মিরাটে কৃষকদিগের
নিমিত্ত সেবিওব্যাক স্থাপনের আজ্ঞা দিয়াছেন।

ডেলিনিউস বলিয়াছেন, পূর্নবঙ্গলা
রেলওয়ের দুঘটনার অনুসন্ধানার্থ কমিসন নিযুক্ত
করিয়া গবর্নমেন্টে অতিশয় ভ্রমে

ভিত্তি হইয়াছেন। কমিটির আকৃতিসংস্থান
গোব অনুমোদনীয় নহে। কমিটির সভ্যগণ
প্রকার স্বর রুদ্ধ করিয়া সাক্ষ্য লইতেছেন।

ডেলিনিউস তাহারও প্রতিবাদ কবিয়াছেন।
মিটী বাহাই করুন, কোন ভারতবর্ষীয় তাহাদি
র বিপোর্টের উপরে বিশ্বাস করিবেন না।

সাহেবের এই এক কার্যে তাহার প্রতিলা
র ভক্তির ক্রটি হইয়াছে।

শুকবার অর্থাৎ এখানে অতিশয় রুষ্টি হই-
ছে। সোমবার রুষ্টি নিবন্ধন অনেক আফিসের
পকার্ষ কর্মচারী কার্যালয়ে বাইতে পাবেন

। রাস্তাসকল ছুবিয়া গিয়াছিল। পুঙ্কবিণী
ল পরিপূর্ণ হইয়াছে। এখন এত রুষ্টি স্থল
নয়।

২৯ এ ট্রেজারী বুধবার।
ডেলিনিউস বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টে
দেশীয় গবর্নমেন্টের অধুরোধে বঙ্গদেশীয়

ঘের সূতন বন্দোবস্ত করিবার আজ্ঞা দিয়া
। ডাকাইতি কমিসনরের পদ উঠাইয়া
য়াই অম হইয়াছে। কলিকাতার লোকের

কমিটি ও অশিক্ষিত সুপারিন্টেন্ডেন্টগণকে
ঃ বিদায় দিয়া এইসকল পদে ভ্রম
ক নিযুক্ত করাই কর্তব্য। এইসকল ব্যক্তির

য হত্যাকারিপ্রভৃতি এড়াইয়া যাউতেছে।
ব্রিটিশ ব্রজের প্রধান কমিসনরের প্রম্মা
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট বলিয়াছেন, নিয়ম

হিত প্রদেশের সিভিল সার্জনেরা যখন
র জেলসকলের তত্ত্বাবধারণ করিবেন,
তাঁহাদিগকে আপন আপন প্রাপ্য বেতন

তত্ত্বাবধারণনিমিত্ত শত করা ৩০ টাকা
হইবে।

বাধাই গবর্নমেন্টের অধুরোধে ভারতবর্ষীয়
মেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, বাধাই চক্রবর্ত্তের
টে গান্ট ইঞ্জিনিয়ার যখন পরিদর্শনার্থ বহি

হইবেন, তখন তাঁহার কেরণীদিগকে
তাতা দেওয়া হইবে। খাদ্য স্বধা আঁত
র্ষ লা হওয়াতে এই আজ্ঞা হইয়াছে।

কৌয়ের মৎস্যভবন দুর্গান্ত ইউবোপীয়
গণ মাতাল হইয়া সর্সদা লোকের উপবে
চার করিতেছে। ইউরোপীয়েরাও এই

চার হইতে মুক্ত নহেন। এক জন পত্র
বলেন, এ বিষয়ে অভিযোগ করিলে
মেন্টের অধ্যক্ষ তাহা মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য

। প্রধান সেনাপতির এ বিষয়ে মনো-
হওয়া উচিত।

মণিয়ার্কেট রিবিউ বলেন, ভারতবর্ষে
নী সবেশ চলিবে না। আকবরের সময়ে
র বিশুদ্ধ মোহর চলিত এবং যাহা সাড

ালিসের সময়পর্যন্ত চলিত ছিল

সেই প্রকার বিশুদ্ধ স্বর্ণ মুদ্রা করিলে লোকে
তাঁহা অন্যায়সে গ্রহণ করিবেন। এটা যথার্থ
কথা।

৩০ এ ট্রেজারী বৃহস্পতি বার।

বিজ্ঞাপনী বলেন, “ তাঁহার ফরমপুরস্থ
সংবাদদাতার মানির অভিযোগে ৩ মাস মেয়াদ
২০০ টাকা জরিমানা ও জরিমানার টাকা না

দিলে আর এক মাস মেয়াদের আদেশ হইয়াছে।
মকদ্দমাটি সত্তর সম্পন্ন হওয়াতে সম্পাদক
সাতিশর ফোড প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদি

গের মতে তাঁহার এই ফোড অন্যায় নয়।
হিন্দু চিতৈষিনী বলেন, “ দেশীয় লোককে

স্বদেশে বিচারবিপত্তা প্রদান করা নিয়ম
বিরুদ্ধ। যাহারা স্বদেশে বিচারবিপত্তা লাভ
করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেই রাম কুমার বাবু

নায় প্রার্থনা করিয় স্থানান্তরিত হওয়া উচিত।
আমরা দেখিতেছি, কেহ ক্রমে ক্রমে দেশীয়
লোকের সহিত নানা প্রকার বিবদে লিপ্ত হই

তেছেন। একটা কার্যকলদ্বারা অপর কার্যের
ফল স্বর করা যায়। গবর্নমেন্ট দেখুন আর না
দেখুন অবশেষে তাহা নিতান্ত ভয়ানক হইয়া

উঠা আশঙ্ক্য নয়। অতএব আমরা অধুবোধ
করি, যাহারা দেশীয় লোকের সহিত নানা
প্রকার অনর্থকর সিবাদে পরিলিপ্ত আছেন এবং

তাঁহাদের প্রতি লোকের বিদ্বেষভাব আছে,
তাঁহারা কোন প্রকার চরমগ্রস্ত না হইতে-ই
স্থানত্যাগের চেষ্টা করুন। গবর্নমেন্টেরও কৃত

নিয়ম কার্যে পরিণত করা উচিত।”

আমরা কন্যা বিক্রয়সংক্রান্ত প্রস্তাবমধ্যে
সংকল্পিত প্রতিনিষিদ্ধতার যে প্রতিবাদ কবিয়া
ছিলাম, তমুত বাজার পত্রিকা তৎপ্রতিষ্ঠাব

শে উদ্দেশ্যেই বন্ধাইয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠ
করিয়া আনাদিগের হৃদয়ে অতিশয় কৌতূহল
জন্মিয়াছে, এক্ষণে পাঠকগণ তাহার অংশ

ভাগী হউন। সে এই, “ প্রসারিত সূতন সত্তার
উদ্দেশ্যে এক্ষণে কেবল শাসনকার্যে অভ্যাস করা
সত্তাতে আটন প্রস্তুত হইবে, সত্তা হইতে বজ্রট

বাহির হইবে, সত্তা হইতে কর্মে নিয়োগ করা
হইবে, কি কর্ম্যভ্যত করা হইবে, সত্তা হইতে
সৈন্য সানজের গতি, অবস্থিতি নিরূপিত হইবে,

সত্তা হইতে, ভিন্ন ভিন্ন রাজ দরবারের সহিত
আমাদের কিরূপ সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, তাহার
বিচার হইবে, ইত্যাদি; গবর্নমেন্ট সত্তার

প্রস্তাবে কর্পাত করুন না করুন, তাহাতে সত্তা
গণ দুকপাতও করিবেন না।”

১৩ ট্রেজারী শুক্রবার।

এ দেশে যে পরিমাণে খাল খনন করা হইতেছে
তত্পনোণী ইঞ্জিনিয়ার না থাকতে সব ঙ্গাফো
ড নর্থকোট আর কয়েক জন ইঞ্জিনিয়ারকে

ইংলণ্ড হইতে প্রেরণ করিতেছেন। খাল খনন
বাগী প্রস্তুত করা প্রকৃতি কার্য সৈনিক ইঞ্জিনি
য়ারদিগের হস্ত হইতে এক কালে লওয়া কর্তব্য।

বঙ্গদেশের উত্তরাংশে আবিষ্কৃতার্থ
কাপ্তেন স্বেডেনপ্রভৃতি যে কয়েক জন গমন
করিয়াছেন, তাঁহার কৃতকার্য হইয়াছেন। বঙ্গ

দেশের রাজা এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে
ছেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই দেশের সংবাদ

পত্রখানি ইংলণ্ডে রাজার নোষ হইতে
সাহায্য না করলেও রাজা নস্তার পা
না। কিছুতেই মহাপ্রভুদিগের নিকটে
পাইবার যো নাই।

আমরা স্থাধিত হইলাম, ইংলণ্ডীয় গব
আবিসিনিয়ার সৈন্যদগকে তাতা দিতে
হইয়াছেন। পুরস্কার না দিলে উ

থাকে না।

আলাহাবাদের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার গা
সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইমি প্রায় ১৩

ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ের এক জন কর্ম
ছিলেন। গাউয়ার সাহেব সামান্য রাস্তায়
ইবার নিমিত্ত এক কোম্পানী শকটের সৃষ্টি

তাঁহা হইতে ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ের
শকটের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। এমত
বনী শক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ার ভারতবর্ষীয়

ওয়ে কোম্পানির অধীনে আর নাই।

গতবৎসর জলপ্লাবনে বগুলার নিকটে
বাল্লা রেইলওয়ের একটা সেতু ভগ্ন

অশ্চর্যের বিষয় এই, এটা আজও পূ
নির্মিত হয় নাই। যে স্থানে সেতু ছিল সে
কেবল কঙ্কণগুলি রেইল দেওয়া হইয়া

তাঁহাব উপর দিয়া শকটশ্রেণি গমন করে।
কোন দুঘটনা হয়, তাহা হইলে সর্দা শুদ্ধ
প্রবেশ করিবে। তাহা হইলে এত ডাক্ত

সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগের খোঁস
করিতে হয় না।

গত কল একশেষ্ণ গৃহে নিয়মিত টা
অহিফেন কিণীত হইয়াছে।

সিন্দুক প্রতিসিন্দুক মোট
বেহার ২৩০০ ১৪৩৯/৫ ৩৩১০

কাশীর ১৭০০ ৪১২ ২৪০০

মাসি সাহেবের হিসাবের উপরে অহিফে
মূল্য হইয়াছে।

ডেপুটি মার্জিস্টেটী পদের পরীক্ষার্থীদি
২৯ জন উর্দী হইয়াছেন। ইংলণ্ডের ১৭

ভারতবর্ষীয় এবং ১২ জন ইউরোপীয় ও
জি। চারিকোটি বঙ্গদেশীয়ের মধ্যে সমুদায়
লক্ষ্য ইউবোপীয় আছেন। চারিকোটির স

এক লক্ষের যে সম্বন্ধ ১৭ জনের সর্ধর্ক কি
জনের সেই সম্বন্ধ। তথাপি গবর্নমেন্ট
করেন অচিহ্নিত পদসকল এতদেশীয়

পাইয়া থাকেন। পেয়াদাগিরির বিষয়ে এক
বটে।

১ লা আষাঢ় শনিবার।
“ সাপ্তাহিক সংবাদ ” বলেন, কলিকাতা

বিষবিদ্যালয়ের মহাসভা প্রস্তাব করিয়াছে
বি, এ, উপাধি না পাইলে কেহ বি, এল, পরী
দিবার নিমি আইনের উপদেশ আরণ করি
পারিবেন না।

নিয়মিত মূল্যে গবর্নমেন্টের কাগ
বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার দিকা ১৩৭।—১৪৫।
৪ " কোম্পানির ১৫—১৫।
৫ পবলিকওয়ার্ক ১০৫৫।—১০৬।
৫ " কোং ১১০—১১০।
১৫ " কোং ১১৪৫—১১৫।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন। লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১। জন: চ কব অর্ন্তত ভাগলপুর গ্রামে
ত যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হই-
তাহা চালাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত
লাকড়িগকে লইয়া এক সভা করা হইবে।
২। মধুরমোহন রায় চৌধুরী।
৩। কাশীনাথ রায় চৌধুরী।
৪। অক্ষয়লাল রায় চৌধুরী।
৫। লিখিত ভদ্রলোকেরা কমিটির মিউনি-
টি কমিটির সভ্য হইবেন।—
৬। নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।
৭। গঙ্গেশ্বরনাথ রায় চৌধুরী।
৮। পীমোহন ঘোষ।
৯। কামোদন হাতি।
১০। জন: বতদিন ডবলিউ, এক মাকড়
সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন,
১১। জন: এম লুইস সাহেব নদীয়ার প্রান্তি-
সি বিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।
১২। ডবলিউ, টি ওয়াট সাহেব বীরভূমের
মি ডি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।
১৩। ডাক্তার মহাকর্ষী মাজিস্ট্রেট জে. ফে.
সাহেব সাহেব বর্জমানের প্রতিনিধি জাইন্ট
মি ডি ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।
১৪। কালী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ,
১৫। হাম সাহেব চুয়াডাঙ্গা উপবিভাগের
মি ডি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের
কমতা পাইবেন। ২০। এ মের গেজেটে সাহা
পূর্ব উপবিভাগে নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন
হইয়াছে তাহা রহিত হইল।
২১। কালী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর এ, পি,
২২। মেল সাহেব মেহেরপুর উপবিভাগের
মি ডি মাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেট ও
কালেক্টরের কমতা পাইবেন। তিনি
সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার
বিচার করিতে পারিবেন।
২৩। হুজুরের সব আসিষ্ট্যান্ট কমিসনর ডাক্তার
জি, মালুক সেসিয়নে অর্পণ করিবার মক-
প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।
২৪। জন: বাকুড়ার অন্তর্গত বড়জোড়ার
বাবু হরপ্রসাদ সেন রঙ্গপুরের অন্তর্গত
পুরের মুন্সেফ হইবেন।
২৫। লিপনের মুন্সেফ বাবু রমানাথ শীল বড়
পুরের মুন্সেফ হইবেন।
২৬। জরিবাগের সহকাযী কমিসনর কাপ্তেন ই,
২৭। ওয়ালকট হাজারিবাগের শিকিমধ্যে
অর্ধের ২২ আইন লঙ্ঘনের অপরাধের
করিতে পারিবেন।
২৮। মালপাড়ার প্রথম শ্রেণির মুন্সেফ বাবু
২৯। চান দাস প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেট-
কমতা পাইবেন।
৩০। জন: বতদিন সার্জন এফ, জে, জারল

বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন
ডাক্তার আর, মাকলিন্ড নদীয়ার চিকিৎসা
কর্মচারী হইবেন।
৩১। চোটনাগপুরের কমিসনর কর্নেল ই. টি,
ডাল্টন কটকের করদ মহলের তত্ত্বাবধায়কের
পদ পাইবেন।
৩২। ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু
কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ভবানীগঞ্জ উপবিভাগের ভার
পাইয়া রঙ্গপুরে মাজিস্ট্রেটের কমতা পাইবেন।
৩৩। পশ্চাৎ লিখিত কর্মচারিগণকে বর্তমান শূন্য
পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত বর্জ হইতে
পঞ্চম শ্রেণিভুক্ত করা হইবে।
৩৪। বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ। যে দিবস অবধি তিনি
ভবানীগঞ্জের ভার গ্রহণ করিবেন।
৩৫। বাবু ব্রজনাথ সেন। যে দিবস অবধি তিনি
ময়মন সিংহে উপস্থিত হইবেন।
৩৬। বাবু বিমলাচরণ চট্টোচার্য্য ও দুর্গামতি
বন্দ্যোপাধ্যায় একত্রে ই এম, রেলি সাহেব।
৩৭। নওয়াখালির সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট
বাবু লক্ষ্মীপ্রসাদ দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজি-
স্ট্রেটের কমতা পাইয়া পাটনার ডেপুটি মাজি-
স্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।
৩৮। ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট মৌলবী
আলিহোসেন পাটনা বিভাগে বদলী হইবেন।
৩৯। ই জন: এচ, এম, টমসন সাহেব হুগলীর
প্রধান অর্ধস্থ জজ হইবেন।
৪০। টেন্ড আঞ্জিমুদ্দিন হোসেন খাঁ বাহাছর সি,
এস, আই, প্রাণত্যাগ করিতে রাজমহলেব সহ
কারী কমিসনর নিম্নতর শাসন কার্য্য নির্বাহার্থ
প্রথম শ্রেণিভুক্ত হইবেন।
৪১। নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা ১৮-৬৮ আর্ধের ৯
আইন অনুসারে আসেসর হইয়া কালেক্টরের
কমতা পাইবেন।
৪২। ডাক্তার এম, জে, মালুক সিংহভূমে। বাবু
গজানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজপদত্বনে হাজারি
বাগ। বাবু রাখালদাস হালদার নিজপদত্বনে
মানভূমে। বাবু গোপালচন্দ্র মিত্র লোহার
ভগাভে।
৪৩। যত দিন বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বিদায়
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ২৪ পর-
গনার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু শিব
প্রসাদ সান্যাল বসিরহাট উপবিভাগের ভার
পাইবেন।
৪৪। ডি, লেসি সাহেব পুরীর দাতব্য চিকিৎসালয়
চালাইবার সত্তার সভ্য হইবেন।
৪৫। ই জন: কর্নেল ডাল্টন কিয়টোড় করদ
মহলে মাজিস্ট্রেটের কমতা পাইবেন।
৪৬। বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ মতিহারির চোট
আনালতের প্রতিনিধি জজের কার্য্যভিন্ন চম্পা
রণের অর্ধস্থ জজের কার্য্য করিবেন।
৪৭। এচ, মোসলী সাহেব আরার এক জন মিউ-
নিসিপাল কমিসনর হইবেন।
৪৮। ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু
কালীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মেদিনীপুরে বদলী হইয়া
মাজিস্ট্রেটের কমতা পাইবেন।
৪৯। ই জন: বি, আর, পেরি সাহেবের মৃত্যু
হওয়াতে নিম্নলিখিত কর্মচারিগণ উন্নতি লাভ
করিবেন।

মৌলবী জিমুদ্দিন হোসেন দ্বিতীয় শ্রেণির
জি, হস মার সাহেব তৃতীয় শ্রেণিতে।
বাবু প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি,
চতুর্থ শ্রেণি
বাবু অধিকাচরণ রায়চৌধুরী পঞ্চম শ্রেণিতে
সি, ডবলিউ, ট্রেইসমট সাহেব উন্নতি
করিতে নিম্নলিখিত কর্মচারিগণ উন্নতি
হইবেন।
ডবলিউ, সাস'ন সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণিতে
ই, টি ওয়াট সাহেব তৃতীয় শ্রেণিতে।
বাবু গৌরদাস বসাক চতুর্থ শ্রেণিতে।
বাবু কেনার নাথ পশ্চিম পঞ্চম শ্রেণিতে।
লালা ককির চাঁদ লালের মৃত্যু হওয়াতে
লিখিত কর্মচারিগণ উন্নতি প্রাপ্ত হইবেন
মৌলবী আলি হোসেন চতুর্থ শ্রেণিতে।
মৌলবী ওয়াইলিয়ম হোসেন পঞ্চম শ্রেণি
বর্তমান শূন্যপদ লাভার্থ এচ, ডবলিউ
বারবর সাহেব বাবু তারিণীচরণ মি
বাবু ভগবানচন্দ্র সেন; এবং এ, জে, ফে,
সাহেব পঞ্চম শ্রেণিভুক্ত হইবেন।
বাবু ভুবনেশ্বর সিংহ পঞ্চম শ্রেণিতে
যে দিবসে তিনি চট্টগ্রামে উপস্থিত হইবেন
নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা পশ্চাৎ
স্থানে সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইবে
ডবলিউ, এ, বীডন সাহেব বর্জমান।
বি, ডবলিউ, বাটলসেন সাহেব গয়া
বাবু গদাধর খাঁ নওয়াখালিতে।
বাবু মহেন্দ্রনাথ হাজারি হুগলিতে।
নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা ১৮-৬৮
৯ আইন অনুসারে আসেসর হইয়া কালেক-
কমতা পাইবেন:—
বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ভাগলপুর
১। কালীপ্রসাদ চৌধুরী মুন্সেফ
২। অখিলনাথ রায় পূর্ণিয়া
৩। কৃষ্ণচন্দ্র রায় পদত্বনে হাবড়া
এচ, এল, ওয়েদারল সাহেব বাকুড়া
৪। হরচন্দ্র ঘোষ পদত্বনে বর্জমান
৫। মরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পদত্বনে ভগলি
৬। রাজমোহন বসু বীরভূম
৭। অরুণপ্রসাদ ঘোষ ৪র্থ মেদিনীপুর
৮। পূর্ণানন্দ বড়ুয়া পদত্বনে গয়ালপাড়া
৯। গুণাস্তিগাম বড়ুয়া পদত্বনে, এই
১০। গির্জিশঙ্কর সেন বাখরা
১১। হাদিকামোহন রায় ঢাকা
১২। বৈকুণ্ঠনাথ সেন ফরিদপুর
১৩। জীনাথ ভদ্র ময়মনসিংহ
মৌলবী মহম্মদ আবদুল কাদের জি
বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় পাটনা
১৪। গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শাহরি
১৫। বৈদ্যনাথ সিংহ গয়া
১৬। কাশীনাথ পণ্ডিত ত্রিভু
মৌলবী মহম্মদ আবদুল হাই সাহা
বাবু দানেশচন্দ্র রায় চম্পা
১৭। মহাদেব ঘোষাল মুবসিন
১৮। কাশীকিঙ্কর সেন রাজশাহী
১৯। তারিণী শঙ্কর রায় পাবনা

চক্রমোহন দাস	মালদহে ।
উমেশচন্দ্র সরকার	দিনাজপুরে ।
ছাবকানাথ রায়	ঐ
সেখ মতি উল্লা	রঙ্গপুরে
কালীপদ বসু	বগুড়াতে

—:—

আমাদিগের কাশীস্থ সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন:—

এখানে গ্রীষ্মের অভ্যন্ত প্রাচুর্য্য হইয়া
কিন্তু গুণ্ড কল্যা (১ লা জুন) তৃতীয়
পর চতুর্ভুজ হইতে মেঘমালা উদ্ভিত
গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল এবং অর্ধ ঘণ্টা
তিন চারি ঘণ্টাকাল যুবলগারে বৃষ্টি হইল ।
উত্তাপের অনেক হ্রাস হইয়াছে । এ বৎসর
বৃষ্টি আর হয় নাই । অদ্য প্রাতঃ
বোধ হইল, যেন প্রকৃতি হুতন বেশ ধারণ
করিতেছে ।

শুনিতোছি, গবর্নমেন্ট এখানকার কুইন্স
কলেজের ইংরাজী সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে
সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন । ইনি,
মুর্শাবাদে মুর সাহেবের এক জন প্রসিদ্ধ ছাত্র
অরুফোড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ
প্রাপ্ত হইয়াছেন । গফ সাহেব আপা-
৫০০ টাকা করিয়া পাইবেন; কিন্তু দুই
পরে তাঁহার বেতন ৭০০ টাকা হইবে ।
আজ দিনকর রাও রেওয়াল রাজার দেওয়ান
পদে নিযুক্ত হইয়াছেন । তিনি এক্ষণে বারাণসী
তে আছেন । কিন্তু দুই এক দিনের মধ্যেই
রেওয়াল যাত্রা করিবেন ।

খিতোছি, শেষে এ প্রদেশেও মিউনিসিপালিটি
প্রচলিত হইল । ১ লা জুন অবধি উহার
আরম্ভ হইয়াছে । এক্ষণে দেখা যাত্তিক
দ্বারা সহরের কত দূর উন্নতিসাধন হয় ।

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদ-
লিখিয়াছেন:—

১। প্রায় এক পক্ষ হইল, গ্রীষ্মের দারুণ
দারুণ হইয়াছে । গত ২২ এ মে সাধারণ
এক প্রবল ঝটিকা হইয়া গিয়াছে । কয়েক
র মধ্যে অনেক বৃক্ষ শাখাহীন, অনেক বৃক্ষ
টিতমূল ও অনেক দরিদ্রের গৃহ ভূমিমাং
নাটিকা স্থগিত হইলে, প্রবলবেগে শিলা
ও বারিধরণ হইতে লাগিল । ঐ দিবস
বৃহৎ শিলার আঘাতে একটা লোক মৃত্যু

প্রাপ্ত হইল এবং ষষ্ঠাং মুরার নদীর জলবৃষ্টি
হওয়াতে একটা লোক জলমগ্ন হইয়া পঞ্চম
প্রাপ্ত হইল ।

২। তদবধি ২ । ৩ দিন অস্তর প্রায়ই “ জাঁধি ”
ও বৃষ্টি হইতেছে । এখানে যাঁহারা অধিক দিন
অছেন, তাঁহারা কহেন যে, এ বৎসরের ন্যায়
কোন বৎসরই এত শীঘ্র বর্ষাকে দর্শন করেন
নাই এবং গ্রীষ্মের দারুণ হস্ত হইতে মুক্ত হন
নাই । বৃষ্টি হওয়াতে যদিও অগ্নিসম “ জুর ”
প্রভাব কমিয়াছে, তথাপি মধ্যে মধ্যে বায়ুশূন্য
গুণট হওয়াতে বড় কষ্ট হয় । বঙ্গদেশের গ্রীষ্মের
ন্যায় এখানকার গ্রীষ্মে তাদৃশ পীড়াদির প্রাচু-
র্য্য হইয়া না, এই একটা মঙ্গলের বিষয় ।

২। কয়েক দিন হইল, এক জন ইউরোপীয়
সৈন্যের সহিত অন্য এক জন ইউরোপীয়
সৈন্যের বিবাদ ও মারামারি হইতেছিল, এমন
সময়ে এক জনের স্ত্রী উপস্থিত হইয়া তাহঁর
স্বামীর বিপক্ষে বোতল ছুড়িয়া মস্তিষ্কে এরূপ
আঘাত করিল যে, সে ব্যক্তি অচিরে মৃত্যুপ্রাপ্ত
পতিত হইল । এই সংবাদ তারযোগে “ কমা
গ্রার ইন চীফের ” নিকট প্রেরিত হইল । অদ্যপি
তাঁহার কিছুই সিদ্ধান্ত হয় নাই । গোয়ালি যেরূপ
ব্যস্ত ভ্রমকের ন্যায় জঘন্যভাবাপন্ন, ইহাদের
স্বীরাও সেই রূপ । আমাদের দেশের ইতর লোক
দের সহিত সুসভ্য ইংরাজদের ইতর লোকের
তুলনা করিলে দেবাত্মবের ন্যায় বিভিন্নতা বোধ
হয় । ব্যস্তাদি দেখিলে আমাদের মনে যেরূপ
ভয়ের সঞ্চার হয়, গোয়ালি দেখিলে ততোধিক
ভয় হয় !!!

৩। মহাশয় ! অত্রস্থ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এঞ্জিনি-
য়ার কর্নেল আলেকজান্ডার সাহেব বিশেষ বিচ-
ক্ষণতার সহিত কার্য্য করিতেছেন । ইনি সম্প্রতি
যে কয়েকটা উপায় অবলম্বন করিতেছেন,
তাঁহাতে অনেক চোর ধরা পড়িবে । এক জন
কন্ট্রোলার ও এঞ্জিনিয়ার সাহেব প্রায় দাঁদে
পড়িয়াছেন । দেখা যাত্তিক কি হয় । কোন স্পষ্ট
চুক্তি, এমন কি হত্যাকাণ্ড চক্ষে দেখিলেও
আইনের অমুখ্যায়ী প্রমাণ দিতে না পারিলে
যেমন তাঁহাঁর দণ্ডবিধান হয় না, এখানে পবলিক
ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টে অন্যান্যরূপে সরকারী অর্থ
নষ্ট হইতেছে দেখিয়াও নিয়মিতরূপে প্রমাণ
করিতে না পারিবার আশঙ্কায় সাধারণে প্রকাশ
করিতে ভয় হয় ।

কোন বিনয়ের অমুসন্ধানার্থ যেমন “ কমি-
শন ” নিযুক্ত হয়; যদি পবলিক ওয়ার্কের অস্ত্য
স্বরণী গুণ্ড ভাবসকল প্রকাশার্থ গবর্নমেন্ট জুবি

চক্রম কমিসন নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে
হয়, অপব্যয়ের অনেক লাঘব হইতে পারে

৪। গবর্নমেন্ট মুখে হাতে চাঁদ দেন
কাজে একটি তৃণও পেন না । গবর্নমেন্ট
ছেন, উচ্চ উচ্চ পদ এদেশীরদিগের প্রাপ্য
কাজে ইউরোপীয়, এমন কি অধিকাংশ
সিই উহা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে ।
প্রমাণস্বরূপ নিয়মিত বিঘরণী লিখিলে

আসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনিয়ার জীযুক্ত বাবু
নাম চট্টোপাধ্যায় (বাঁহার গুণকীর্তন
সোমপ্রকাশে কয়েকবার লিখিয়াছি) এ
বৎসর হইল কুড়কী এঞ্জিনিয়ার কাজে
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গবর্নমেন্টের কার্য্য
তেছেন । ইনি কি গ্রীষ্মের প্রথম মার্ভণ্ড
কি শীতের শীতল বায়ুপ্রবাহে সকল
আহারের সময়ে আহার, নিদ্রার সময়ে
না করিয়াও কুলী মজুরদিগের সহিত গি
বনপ্রকৃতি কষ্টকর প্রদেশে অকাতরে অব
করিতেছেন এবং যাহাতে গবর্নমেন্টের
পয়সাও অনর্থক অপব্যয় না হয়, তদ্বিষ
শীল রহিয়াছেন; তথাপি ইহাকে অদ্যপি
শ্রোণী হইতে প্রথম শ্রোণী করি হইতে
পক্ষান্তরে যাহাঁরা (ইংরাজ ও ফিরিঙ্গি)
সহিত এবং ইহাঁর পরে এঞ্জিনিয়ার
তাঁহারা কেহ প্রথম শ্রোণির কেহ দ্বিতীয়
এক জিকিউটিব এঞ্জিনিয়ার হইয়াছেন ।
উপর কি গবর্নমেন্টের দৃষ্টি পতিত হয় না

—:—

প্রেরিত ।

মান্যবর জীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু ।

মুর্শাবাদের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর
জীযুক্ত বাবু বিমলাচরণ ভট্টা-
চার্য্য এবং বঙ্গযোগিনীস্থ জমী-
দার জীযুক্ত বাবু কালীচি-
শোর গুণ মহাশয়দ্বয়ের
সদমুঠান ।

মহাশয় ! ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও
কালেক্টর বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য মুর্শাবাদ
আগমন করিয়া তদ্রূপে গবর্নমেন্ট সাহায্য
ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত
চিত্ত চেষ্টা করিতেছেন । এমন কি তাঁহারই
পরিশ্রম, উৎসাহ ও উদ্যোগশীলতাবলে
বৎসরকাল মধ্যে উচ্চ স্কুলের যেরূপ উ
হইয়াছে, ৫ । ৬ বৎসরে তাহা হয় নাই । এ
উচ্চ স্কুলের অনেক ছাত্র বাঙ্গলা হাদ্দীর

১৫২

মাইনর স্কলার্শিপ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছে। স্কুলের যে ছাত্র মাইনর স্কলার্শিপ পরীক্ষার প্রথম হইয়াছে, স্কুলের সত্যগণ তাহাকে প্রথম প্রদান করিবেন। আমরা এ স্কুলে এই স্কলারশিপের হেডমাস্টার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর গাম এবং অন্যান্য শিক্ষকগণের যথোচিত শ্রমশা না করিয়া কান্ত থাকিতে পারিলাম না। তাহার বিমলা বাবুর প্রদত্ত উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া স্কুলের উন্নতিবর্জনার্থে বহুপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের অনেকের যত্নবশি অতি উত্তম সন্দেহ নাই। প্রচারিত স্কুলের সাহায্যার্থে গবর্নমেন্ট ৩২ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। বিমলা বাবু শিক্ষকদিগের যথায়োগ্যরূপ বেতনবৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন। তিনি শ্রম উৎসাহকৃত, সজ্ঞ, বুদ্ধিমান, সদালাপী, প্রিয়তামী, সত্যদেহ হইতে তৎপর, সত্যায়ু মুকুহস্ত ও কার্যবিষয়ে নিরপেক্ষ। উক্ত মহাশয় মুন্সিগঞ্জ স্কুলের উন্নতির কারণ যেমন নিজে অর্পণ করিতেছেন, তেমন অন্যান্য জমিদার ও ধনিগণের নিকট হইতে অর্থায় অবলম্বন করিয়া সাহায্যক্রম করিতেছেন। বিমলা বাবু কেবল মুন্সিগঞ্জের হিতসাধন করিয়াই যে বিরত আছেন এমত নহে, তিনি মৌলভীবাজারের উপকারার্থেও সর্বিশেষ যত্ন করিতেছেন। তিনি বঙ্গযোগিনী স্কুলের উন্নতির জন্য এক কালে ২০০ টাকা দান করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং বঙ্গযোগিনী অবধি মীরগাঁওনিম্ন পর্যন্ত একটি পাকা শত্কনির্মাণার্থে আফ্রাদের সহিত ১০০ টাকা দানের স্বাক্ষর করিয়াছেন। তিনি এতদর্থ যে উদ্যোগ করিতেছেন, তাহাও একান্ত সন্তোষকর। তাঁহার প্রস্তাবক্রমে বঙ্গযোগিনীর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর গুহ মহাশয় ৫০০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। অন্যান্য ধনিগণকেও স্বাক্ষর করা হইবার চেষ্টা হইতেছে।

উপসংহারকালে আমরা জমিদার বাবু কালীকিশোর গুহ মহাশয়ের সর্বিশেষ প্রশংসা না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না। তিনি মৌলভীবাজারের হিতের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এক জন বিদ্যোৎসাহী ও দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী। বঙ্গযোগিনী স্কুলের ও গ্রামের উন্নতি জন্য অনেক যত্ন, মনোযোগ ও অর্থব্যয় করিতেছেন। ইতিপূর্বে তিনি বঙ্গযোগিনী স্কুল স্থাননির্মাণোপযোগী ব্যয় দান করিয়াছেন। তাহা পূর্বে পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। পরমেশ্বর তাঁহাকে দেশীয় লোকের উপকারের জন্য অত্যধিক ধন সম্পত্তির অধিকার প্রদান

করিয়াছেন। তিনি সেই অর্থ সংকার্যে ব্যয় করিয়া নিজে মনের সন্তোষসাধন ও দেশের অভুল আনন্দবর্জন করুন।

বিক্রমপুর, শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র গুহ
১২৭৫
১৬ ট্যাংক) নিবাস বঙ্গযোগিনী

খড়দহ ইংরাজী ও বঙ্গবিদ্যালয়। গত সোমবারের পত্রিকায় প্রেরিত প্রবন্ধে এক জন পাঠক ষাঙ্করকারী উক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, নিতান্ত সঙ্গত বোধ না হইলেও আমরা তাহার প্রতিবাদ করিতে নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না। যদিও মহাকবি ভাবতচন্দ্র রায়ের প্রসিদ্ধ কবিতাচরণধর ইহার প্রকৃত উৎস, তথাপি পথ্য প্রদান না করিলে, কেবল উৎসে উপকার হওয়া অসম্ভব। খড়দহ যে প্রকার একটি গণগ্রাম, বোধ হয় ইহার সান্নিধ্যে কতিপয় ক্রোশপরিধায় সেপ্রকার দ্বিতীয় গ্রাম দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে যে একটি সাহায্যকৃত ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা স্কুল ইনস্পেক্টর উড্ডে সাহেবেরই অতিমত না হইত; কিন্তু কাণ্টোনমেন্ট মাজিস্ট্রেট (বারাকপুর) বিচারপতি মার্কাবিপ্রকৃতি সকলেরই সম্পূর্ণ ইচ্ছা। শেখোক্ত মহাশয় ১০ দশ টাকা করিয়া মাসিক সাহায্যও করিতেছেন। আমরা এইসকল কৃতবিদ্যা উদার মহোদয়দিগের বলেই বঙ্গল গবর্নমেন্ট হইতে ইণ্ডিয়া গবর্নমেন্ট এবং তথায় প্রত্যাখ্যাত হইলেও ট্রেটসেফ্রেটারি নিকটে আবেদন করিতে প্রস্তুত হইতেছি। আমরা সাহায্যের জন্য আবেদন করিতেছি, কারণ তাহা না হইলে বিদ্যালয়টির স্থায়িত্বের বিষয় সন্দেহাত্মক হয়; কিন্তু আমাদের এরূপ ইচ্ছা নয় যে, কোন বিদ্যালয়ের সাহায্য বন্ধ করিয়া আমাদের বিদ্যালয়ে প্রদত্ত হয়। জন্ম ভূমির উন্নতিকল্পে জ্ঞান ও ধর্মের যতই বৃদ্ধি হইবে দেশহিতৈষিগণের মনে ততই সন্তোষের উদ্বেগ হইবে, সন্দেহ নাই। উড্ডে সাহেব যে কারণ দর্শাইয়া এখানে সাহায্যদানে গবর্নমেন্টের অনতিমত প্রকাশ করেন এবং এক জন পাঠক তিনি যিনিই হউন, যে কারণ অবলম্বন করিয়া কয়েকটি অসঙ্গত প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং অর্থশূন্য তাহা উত্তরসাপে নহে। সোদপুরে বিদ্যালয় আছে বলিয়া কি খড়দহে বিদ্যালয় হইতে পারে না? হাবড়ার গবর্নমেন্ট বিদ্যালয় সম্বন্ধে শিবপুরে সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের প্রয়োজন কি? কলিকাতা ও তবানীপুরে বিদ্যালয়ের সংখ্যা অল্প নয়; তবে তথায় স্থানে স্থানে

সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের আবশ্যিকতা কি? লোকসংখ্যার উপরে বিদ্যালয়স্থাপন বিচার করে, তাহা হইলে খড়দহে বিদ্যালয় উচিত সন্দেহ নাই। খড়দহে মুম্বাধিক ২০ সহস্র লোকের বসতি আছে। যদি পঞ্চাশবৎসর মাত্র বসতি অবলম্বন করিয়া সোদপুরে একটি বিদ্যালয় হয়, সেই পরিমাণে খড়দহে কুলি বিদ্যালয় হওয়া উচিত? পূর্নবাঙ্গালী ওয়ে স্টেশন না হইলে পাঠকবর্গ জানিতে পারেন না যে বঙ্গদেশের কোন স্থানে সোদপুর নামে একটি গ্রাম আছে। এখনও অনেকে দহের নিকট সোদপুর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এখানকার প্রসিদ্ধ গোশ্বামী মহাশয়ের বিখ্যাত, কিন্তু তাহাঁরাই আবার অজ্ঞান তজ্জন্যই এখানে একটি বিদ্যালয়স্থাপন করিয়া বঙ্গ হইতেঘীরা এত প্রয়াস পাইতেছেন। পেট্রিয়ট ডেলিমিউস বাঙ্গালী প্রভাকর প্রকাশ সোমপ্রকাশপ্রভৃতি কেহই বিদ্যালয়টির জন্য যত্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন না। এখানে মানাতিমানী গোশ্বামী মহাশয়ের আপনাদিগের তনয়গণকে দুই ক্রোশ পথ পড়াগমন করিয়া বিদ্যাশিক্ষার্থে নিয়োজিত করেন, তাহা পত্রপ্রেরক মহাশয়ের জুল্যাভি ব্যক্তিগাই বুদ্ধিতে পারিবেন না; কিন্তু কাহারও অবিদিত থাকি সন্তোষিত নয়। সোদপুর, খড়দহ হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পথ হইবে, স্কুলমাস্তরীর অষ্টমবর্ষীয় বালককে প্রতিদিন দুই ক্রোশ দুই ক্রোশ চারি ক্রোশ গমনাগমন করিয়া অধ্যয়ন করিবে ইহা উচিত নহে।

উপসংহারকালে, পত্রপ্রেরকের প্রতি একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি খড়দহে বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার বিষয়ে হইতে চাহেন, ক্ষতি নাই; কিন্তু আমরা যত্ন কাহার অনিষ্ট হয়, আপনাদিগকে ক্ষতি হইতে হইলেও কখন তাহা করিতে চাহি কিম্বাধিকমিতি।

কলিকাতা
৪ টা জুন
১৮৬৮

—৩০—

সবিনয় নিবেদনমিদং। মহাশয়। গত ১ জুন সোমবার কলিকাতা বিদ্যালয়ে এক সত্যা হইয়া গিয়াছে। পীড়াপ্রযুক্ত যাইতে পারি নাই। শূন্য সত্যায় এদেশীয় কয়েক জন রাজা ও

র কর্মচারী ও অন্যান্য বহুবিধ মহৎ মহৎ
কর আগমন হইয়াছিল। কাথির ডিপুটী
জি.সি.এ. র'টে মহোদয়ের বাসভ
ন এই সভার অধিবেশন হয়। রাটে মহোদয়
চাপতির আসনপরিগ্রহ করেন। এই বিদ্যালয়
কদারা নির্মিত হয়, সভার এই উদ্দেশ্য।
নিলাম চাঁদার পুস্তকে ত্রি সহস্র মুদ্রা থাক
ত হইয়াছে। রাজগণের মধ্যে বাসুদেবপুর
ভিনব রাজা জীযুক্ত গজেন্দ্র নারায়ণ রায় মহা
অগ্রেই পাঁচশত মুদ্রা থাকর করিয়া খীয় বদা
ভার পরিচয় দিয়াছেন। না হইবে কেন? ইনি
দিন কলিকাতা মহানগরে বাস করিয়া শিক্ষা
প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি যে মহৎ কার্যে অগ্রসর
মুদ্রহস্ত হইবেন, আশ্চর্যের বিষয় নহে।
নি অল্পদিনমাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ইতি
মধ্যে নিজ ব্যয়ে একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করি
ছেন। এমন কি, অতি দীন ব্যক্তিকে পীড়া
শুনিলে চিকিৎসকসহ তাহার বাটীতে গিয়া
যথ পথের ব্যবস্থা করেন। নিজগ্রামেও
রাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্যোগী
হইয়াছেন। অন্যান্য জমিদারগণেরও এতদ্রষ্টান্তের
সুসরণ করা কর্তব্য। সভাপতি মহাশয় অগণ্য
ব্যবাদের পাত্র। ইনি তিন বৎসরের অধিক
স্থানে আছেন। ইহার প্রশংসাত্মক অপ্রশংসা
নিত্যে পাওয়া যায় না। ইনি অতি সংস্কার
প্রতিষ্ঠাতা। ইনি কার্যমনোবাক্যে কাথির মঙ্গল
ধন করিয়া থাকেন। মধ্যে ইহার পরিবর্তনের
সংবাদ পাইয়া কাথির সমুদায় লোক অতিশয়
খিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে দয়ালু গবর্নমেন্টের
কট প্রার্থনা করি যে আর কিছু দিন ইহাকে
স্থানে রাখিয়া কাথির অবশিষ্ট ছরবস্থা
পূর্ণীভ করুন।

১৮৬৮ } কাথিপ্রদেশস্থ
৪ জুন } এক জন পাঠক

—:—

মহাশয়! মধ্যে মধ্যে আমি আপনার ভারত
ব্যাংক সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া থাকি।
যদি যত বার আপনার সংবাদপত্র পাঠ
করি, তত বারই অস্বস্তিগামের কোন না কোন
প্রশংসা দর্শন করিয়া অপার আনন্দ অনুভব
করিয়া থাকি। কিন্তু গ্রামগী আন্যাপি প্রকৃত
প্রশংসাতাজন হইয়া উঠে নাই। এই গ্রামে
অনেকগুলি ভদ্রসন্তান ও কতিপয় বিদ্বান বাস
করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পরিশ্রমগুণে এই
গ্রামে ইংরাজি স্কুল বাঙ্গালা স্কুল পোষ্ট ব্র
গবর্নমেন্ট সাহায্যকৃত ডাক্তারখানা প্রভৃতি

হইয়াছে সত্য, কিন্তু গ্রীষ্মকাল বিধরে তাঁহাদিগের
অপু মাত্র যত দেখা যাইতেছে না। যদি একটি
গ্রী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহা হইলে অনেক
গ্রীলোকের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। আমরা
গ্রীজাতি স্বভাবতঃ লজ্জাশীল ও ভীরুস্বভাব।
কি প্রকারে উহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব।
বিলাতি গ্রীলোক হইলেও বরং কিয়ৎপরিমাণে
সাহসী হইতাম।

আজি কালি ভদ্রসমাজে গ্রীশিক্ষা অতিশয়
আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষাসংক্রান্ত
বিষয়ের মধ্যে এটি একটি প্রধান। আমার
নিতান্ত ইচ্ছা যে গ্রীগণের বিদ্যালয়জন্য
এই গ্রামে একটি বালিকাবিদ্যালয় শীঘ্র স্থাপিত
হয়। আমি নিশ্চয় আনিতেছি, এই গ্রামের অধি
কংশ বালিকারই বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত সবিশেষ
আগ্রহ আছে। এই জন্য গ্রামস্থ সমুদায় ভদ্র
লোক ও গবর্নমেন্টের নিকট আমরা বিনয়পূর্ণঃসর
এই তিচ্ছা করিতেছি যে তাঁহারা দয়াবান
হইয়া শীঘ্র এই শুভকর্ম সম্পাদন করিতে যত্ন
বান হন। এই কর্ম সম্পন্ন হইলে উত্তম পক্ষেরই
লাভ, কাহার ক্ষতি হইবে না। কারণ গ্রীলোক
কেনা শিক্ষিত হইলে দেশের কুরীতি পরিত্যাগ
করিয়া সদাচার ও সংপথ অবলম্বন করিবে,
তাহাতে রাজ্যেরও উন্নতি হইবে।

ইলচোবা দক্ষিণ পাড়া } জটনৈক
২৩শে জ্যৈষ্ঠ } অন্নবয়স্ক
সন ১২৭৪ } বিধবা

—:—

মূল্যপ্রাপ্তি ।

জীযুক্ত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায় ডিহিরি	
১৮৬৮ জুন হইতে আগষ্ট	৩৫০
" " বদনচন্দ্র শেঠ কলিকাতা	১০
" " কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী বাগবাজার	
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্তিক	৫০
" " বিশিণবিহারী ভাট্টা ক্লাই রো	
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্তিক	৫০
" " পুলিনবিহারী সেন বহরমপুর	
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ বৈশাখ	১০
" " জেমস লায়ন কোং বহরমপুর	
১৮৬৮ জুন হইতে ৬৯ মে	১০
" " রসিকলাল রায় নলহাটী	
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ভাদ্র	৩৫০
" " প্রফুল্লচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সরদা	
১৮৬৮ জুন হইতে ৬৯ মে	১০
" " রেবেরু লং সাহেব চৌরঙ্গি রোড	
১৮৬৮ মে হইতে ৬৯ এপ্রেল	১০

* বিধনাথ সিংহ
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ বৈশাখ
* কালিদাস মুখোপাধ্যায় নাট্যবিদ্যানপু
২৮৬৮ মার্চ হইতে ৬৯ ফেব্রুয়ারি

—:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত করেকটী
বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মক
স্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বাণ্যাসিক ৫০ টাকা; মকস্বলে ডাকমাসুল
সমেত বার্ষিক ১০, বাণ্যাসিক ৭ এবং ত্রৈমা
সিক ৩৫। তিন মাসের ম্যানে অগ্রিম মূল্য
গ্রহণ করা যায় না। ছত্তি, বরাতি চিঠি, মনি
অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যত
বাহাতে ইহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপা
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

ইহার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহার
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্য
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মকস্বল হইতে সোমপ্রকাশে
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া
জীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাত্মকের নামে পাঠা
ইয়া দেন।

ইংরাজিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হই
আসিবে, এক মাসপূর্বে ইংরাজিগকে চি
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হই
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার প
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ ক
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠ
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের ড
যরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

ইংরাজি মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ ক
বেন, ইংরাজিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ক
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ই
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
আনা তাহার পত্র ১/১০ আনা দিতে হইবে
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা ক
বেন, তাঁহার সঙ্কিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ প
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের দ
চালভিপোড়ায় জীযুক্ত দ্বারকানাথ বি
ত্মকের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃক
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ।

- ১৬৪ -

৩৩ সংখ্যা।

“ প্রবচনং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সুরস্বতী শ্রুতিমহতী ন স্বীয়তাং ।

এক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ মূল্য
বন বাণ্যাসিক ৫৥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫ । ১০ ই আষাঢ় । ১৮৬৮ । ২২ এ জুন

{ মফস্বলে মাস্তুলসময়েত অগ্রিম বার্ষিক
বাণ্যাসিক ৭, ও টেক্সাসিক ৩৫

বিজ্ঞাপন।

দাসকোম্পানির বক্তব্যকার প্রেস।
৪৫ নং মদনবড়ালের লেন,
ওয়েলিংটন স্ট্রীট।

সুপ্রতি উক্ত দাসকোম্পানি একতী মুদ্রাযন্ত্র-
সংস্থাপন করিয়াছেন। পুস্তক, সংবাদপত্র,
রসীদ, চিঠী, চেক, টেলিগ্রাফিক স্কল প্র
কাফা, বাজারের নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা চ
মূল্যে, স্বল্প সময়মধ্যে ও সুচারুরূপে নিম্পন্ন
ত প্রস্তুত আছেন। অপর উক্ত কোম্পানি
ধর্মের তারগ্রহণ করিবেন। জীরাম
প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র কর্মকারের বাজ'লা নানা
সুতন অক্ষর ও বিলাতি নানাবিধ ইংরাজী
অক্ষর এবং যন্ত্রসমূহের তাবশ্যিক সমস্ত
ম সংগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে সাধারণের
উপকার ও অসুগ্রহ প্রার্থনা করেন।

কলিকাতা } শ্রী অধিকাচরণ দাস।
ই আষাঢ় }
২৭৫ } যন্ত্রাধ্যক্ষ।

হইতে এবং স্বপক্ষ হইতে নানাবিধ অসুসন্ধান
করা হইতেছে, কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য
হইতে পারা যাইতেছে না।

পাকোড় রাজধানী }
১৮৬৮ সাল } শ্রীগোপীলাল পাড়ে।
১২ ই জুন

ইংরাজী স্বরলিপিপদ্ধতি

যদি কেহ আমার অনুমতি তিন্ন এই গ্রন্থ
সম্পূর্ণ অথবা ইহার কিয়দংশও মুদ্রিত করিয়া
প্রচারিত করেন, তাহা হইলে তিনি আইন অনু
সারে দণ্ডনীয় হইবেন।

আরও সাধারণকে স্মৃত করিতেছি যে এই
গ্রন্থ অতি সরল ভাষায় ও সুপ্রণালীতে প্রণয়ন
করা হইয়াছে, এতদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ
ইহা মনোযোগপূর্বক দেখিলে অনায়াসেই
বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। অতএব এই
পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকাতা
মুজাপুর প্রাকৃত বস্ত্রে অথবা আমার নিকট
১ এক টাকা মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে
পারিবেন।

পাথুরিয়াঘাটা }
বন্দনাটালয় } শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
২০ টেক্সাস

বঙ্গদেশের অন্তর্গত কোট উইলিয়মের প্রধা
নতম বিচারালয়ের আদিম দেওয়ানী বিভাগের
১৮৬৮ অব্দের ৩৩৯ নং যে মকদ্দমার হেনরি-
য়েটা কেনি বাদিনী ও বঙ্গদেশের প্রতিনিধি
আডমিনিস্ট্রেটর প্রতিবাদী উক্ত মকদ্দমায় ১৮৬৮
অব্দের ২১ এ মে যে আজ্ঞা হইয়াছে, তদনু-
সারে প্রকাশ করা যাইতেছে, জেলা নদীয়ার
অন্তর্গত সালগঞ্জস্থ দিয়ার টমাস, আর উইন,
কেনি সাহেব যিনি ১৮৬৮ অব্দের ১৬ ই এপ্রেল
কলিকাতার প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, যে যে

ব্যক্তি উক্ত কেনি সাহেবকে কর্তৃক দিয়া
উঁহাদিগকে জানান যাইতেছে, আগামী
সেপ্টেম্বর অথবা তৎপূর্বে বঙ্গদেশের অ
কোট উইলিয়মের উক্ত প্রধানতম বিচার
অন্যত্র বিচারপতি নর্মাণের নিকটে উপ
হইয়া আপন আপন দাওয়া সপ্রমাণ করুন
সকল দাওয়া গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ১
অব্দের ১২ ই সেপ্টেম্বর শনিবার বেলা ১১
কার সময়ে টাউনহালে বিচারপতি আসন
করিবেন। যাহারা উক্ত সময়ের মধ্যে
আপন দাওয়া সপ্রমাণ করিতে না পারি
উঁহাদিগকে জানান যাইতেছে, উঁহাদি
দাওয়া আর কন্সিন কালে গ্রহণ
যাইবে না।

ওয়াটকিন্সন, ষ্টোকো } আর, বে
এবং কোম্পানি }
বাদিনীর আটর্নীগণ } রেজিষ্টার
প্রধানতম বিচারালয়ের }
আদিম দেওয়ানী বিভাগ }
গেব রেজিষ্টার আফিস }
১৮৬৮। ১ ই জুন

—ঃঃ—

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলি
সংস্কৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হ
গ্রাহকগণ পূর্ন তদ্ব্যতীত নিম্ননির্দিষ্ট ম
মূল্য প্রেবণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদে
প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক নাম ল লাগিবেন।

মল্লিনাথের টিকা সংহিত।
শিশুপাল বধ (মাঘকৃত) মূল্য
রঘুবংশ (কাশিনাসকৃত) " ৫৥
কিনাতাঙ্কুরী (ভারবিকৃত) ৩৥
বিদ্যার্শিগণের জরসুবিধার্থ নিম্নলি
কতকগুলিন সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগর
সঙ্গীক মুদ্রণারত হইবেক। প্রকাশের পূর্বে গ
ভুক্ত হইলে গীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি
পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে ধণ্ডে বা সম্পূর্ণ যে

সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক।
তদ্বারা সর্বনাথারণকে স্মৃত করা যাই-
যে গত ২ রা টেক্সাস আমার ভবনের সম
গবর্ণমেন্ট সাধারণকৃত বিদ্যালয়ত্রয়ের
র উপর বেহুড় গ্রামবাসী অস্থান বর্জিতব্য
সু নরসুন্দরনামক জনৈক পুথকের যে
ক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আজি অবধি
সের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহার হননকারীর
জান করিয়া দিতে পারিবেন, তাহাকে
মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে।
সের পর এক বৎসরকালমধ্যে অসুসন্ধান
সংবাদদাতাকে ৫০০ পাঁচ শত মুদ্রা
করা হইবে। অতিশয় আক্ষেপের বিষয়
উল্লিখিত দিবস অবধি গবর্ণমেন্ট পক্ষ

শিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য প্রদান
লে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন । বিদেশে প্রেরণের
ডাক মাশুল লাগিবেক ।

সংস্কার । মেঘদূত । শকুন্তলা । নলোদয় ।
বিক্রমমিত্র । বিক্রমোর্কশী । মুদ্রারাক্ষস ।
নী । মালতীমাধব । সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী
সাংখ্যকারিকা । মহাবীরচরিত । উত্তররাম-
। মুদ্রাবোধ । দশকুমারচরিতের উত্তরার্ধ ।
নি ; বসন্ততিলকভাণ । অমরকোষ । শাকুর
। আনন্দগরি, জীধরস্বামী ও মনুসুন্দন
তীর টীকাসহিত জীমভাগবত । মহাত্মারত ।
পুরাণ । কাদম্বরী । তত্ত্বিকাব্য । নাগানন্দ ।
প্রকাশ । চড়ক । মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ।
কাতা সংবাদ জ্ঞান }
কর যন্ত্র নিমন্তলা } জীকুবনচন্দ্র বসাক
৩২ সংখ্যক ভবন ।

বিক্রয়ার্থ ।

আর্ষাট নীচ ২৪ নং বাণী গুদামসহ ১৯ নং
বাগান ।

ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত ।

আর্ষাট নীচ ২৪ নং বাণী ।
উপরি উক্ত বাগান ও বাণী যাঁহারা ক্রয়
অথবা ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন, নিয়
রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন ।

গিলেওয়ারস্ আরাবো-
খনট এবং কোং

পুরাণপ্রকাশ ।

কলিকাতা মুদ্রাপুর আমহাউসের দক্ষিণ
প্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক সাম
পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড করিয়া
প হইতে আরম্ভ হইয়াছে । প্রত্যেক খণ্ডের
খণ্ড ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা । ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টা
পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমেত
কল্পিত বর্ণনা আছে । প্রথমতঃ বিষ্ণু-
অনুবাদ ও জীধরগোত্রামিকৃত টীকা সমেত
হইতেছে । ১ লা টৈশাখ বিতরণ
হইয়াছে । যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভি
হন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে
নিকট পত্র ডাকমাশুল প্রতিক্ষেপের
প্রতিম ১০ আট আনা করিয়া পাঠাইবেন ।
রা নিয়মিত গ্রাহকজ্ঞেয়ীভুক্ত নহেন, তাঁহা
নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা
বিক্রয় করা যাইবে ।

ই টৈশাখ } জী জগন্মোহন শর্মা ।

শব্দকল্পক্রম অভিধান । সর রাজা রাধা-
কান্ত দেব বাহাদুরের রুত । উত্তমরূপে সোনা
দিয়া মুতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা । তত্ত্ব-
বাধিনী পত্রিকা—প্রথম কল্প, মূল্য ৫০ টাকা ।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাণীশ ।

—:—

রাণীগঙ্গা পট্টরি কোং
লিমিটেড ।

মেঞ্জিয়া করবার সুচিকণ টাইল ।

ঐ কোম্পানির মিসনরোস্থিত ৪ নং আফিসে
উহার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি
কাহার প্রয়োজন হয়, ঐ আফিসে অনুমতিপত্র
পাঠাইয়া দিবেন ।

—:—

সংস্কৃত মেদিনীকোষ গ্রন্থ শব্দের টীকা-
সমেত উত্তম নাগরাকারে যত্নপূর্ণক মুদ্রিত হই
তেছে । যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি
৮০ কা কালেক্টর সংস্কৃত অধ্যাপক জীযুক্ত বাবু
সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ
যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন ।

১৫ ই টৈশাখ ১২৭৪ }
সংস্কৃত বিদ্যালয় } জী জগন্মোহন শর্মা

—:—

অভিধান ।

শব্দার্থ	২১০
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দসিদ্ধ	২
শব্দার্থমুক্তাবলী	৭
শব্দার্থরত্নমালা	৫
শব্দার্থপ্রচারিকা	৩
প্রকৃতিবাদ	৫
সংস্কৃত পুস্তক	
রঘুবংশ সটীক	৮
উত্তর নৈষধচরিত	১১০
তত্ত্বিকাব্য	৪০
অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব	৩৫
দশরূপক	১৫০

কলিকাতা }
কর্ণওয়ালিস } জীকেন্দরনাথ বসেন্দ্যাপাধ্যায়
স্ট্রিট ১৭৭ নং } পুস্তকবিক্রেতা ।

—:—

বিবিধ জব্যাদি বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত ।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম রানা

বিধ জব্যাদি পাওয়া যায় মফস্বলে, ঘড়ী অ
ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে
আনার হিসাবে কমিসন দি । যদি কেহ অ
টাকার জব্যাদি লান পাইকেড়ী দরে পাইবেন

শব্দসিদ্ধ }
শব্দার্থপ্রকাশিকা }
শব্দার্থরত্নমালা }
শব্দার্থপ্রচারিকা }
প্রকৃতিবাদ }
অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব }
অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দরপ্রভৃতি টীকা }
সটীক ও ১৮ খনি প্রতিমুদ্রিত সহিত }
বাস্পীয় কল ও ভারতবর্ষের রেলওয়ে }
ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফ }
নলচরিত কাব্য }
পঞ্চরশী }
বেদান্তাংশন }
অধিকরণমালা }
হরিভক্তিবিলাস }
পদকল্পতরু }
মেটরিয়া মেডিকা }
ইংলণ্ডীয় ঔষধকল্পাবলী }
আয়ুর্বেদদর্পণ }
ফৌজদারি গাইড }
নিদানার্থচক্রিকা }
সটীক নিদান }
নিদান }
মালতীমাধব }
পঞ্জাব ইতিহাস }
চীনের ইতিহাস }
ছত্তম পোঁচার নক্সা (১ । ২) }
সম্বন্ধসমাধি নাটক }
বেশ্যাসক্তি নিবর্তক নাটক }
মনোবৃত্তি বিধায়ক }
কীচকবধ নাটক }
ইংরাজী বাঙ্গালা ডিক্শনারি }
কলিকাতা জোড়া- }
সাঁকো ৩৪ নং } জীধতাপচন্দ্র

চঠনরিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ৩ পটে

রাষ্ট্র মধ্যে আদার কোম্পানির দোকানে মৎ
ত ও সংপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
ইতিহাস	১ টা কা
ইতিহাস	১ টা
আদার ব্যাখ্যা	১ টা
আদার (১ ম ভাগ)	১ টা
আদার (২ য় ভাগ)	১ টা
বিভিন্ন	১ টা
আদার ব্যাখ্যা	১ টা

ঐদার রানাথ শর্মা ।

—:—

রাষ্ট্র মধ্যে আদার কোম্পানির ১৮৬৯ সালের
আদার কোম্পানির কী অর্থাৎ অর্থ পুস্তক প্রস্তুত
করা হইয়াছে । যাঁহারা লইবার ইচ্ছা করেন, কলি
কালে ঘণ্টাট ৮৬নং ভবনে উক্ত কোম্পা
নিকটে, অথবা অন্যান্য পুস্তক বিক্রেতার
সহ অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন ।

সোমপ্রকাশ ।

১০ ই আশ্বিন সোমবার ।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া সকলকে
স্বদেশে প্রেরণ করিতেছি, তাঁহারা দ্বিতীয়
আদারের প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি-
পাত করেন । হত্যাকারীর অনুসন্ধান
করা হইতে পারিলে কেবল যে পারি
শ্রমিক লাভ হইবে একরূপ নয়, দুষ্কৃত
বিষয়ে ভদ্রলোকগণেরই যে সা
হায্য করা হইবে, সেই কর্তব্যের অনু
সন্ধান হইবে ।

—:—

প্রায় এক পক্ষ কাল অনবরত রুষ্টি
হইতেছে । ২৭ পরগনার দক্ষিণ
দিকের যেপ্রকার হ্রস্বস্থা ঘটিয়াছে,
আদারদিগের এক পরিচিত প্রামাণিক
পুস্তক তদ্বৃ্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,
এই স্থলেই গৃহীত হইল ।

হাশয়! গত ২৪এ ঠিকঠা শুক্রবার
প্রবলবেগে বাত্যা ও রুষ্টি হইয়া এ
ক একবারে ছারখার হইবার উপক্রম
করা হইয়াছে । এমন কি যদি আর দুই তিন দিবস

এইরূপ থাকে তাহা হইলে যে কতদূর হ্র
স্বস্থা হইবে তাহা মনে উদয় হইলে স্বংক
হয় । যেসকল রুষ্টি ও বাত্যা হইতেছে একপ
কহ কখন দেখেন নাই । কিয়দ্দিনমধ্যে গ্রামস্থ
পুষ্করণে এতদূর সলায় সমুদায় জলে
পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে । রাজপথের উপরেও
কোন কোন স্থানে এক হাত ও কোন কোন
স্থানে বা ১৪০ দেড় হাত পর্যন্ত জল দাঁড়াই
য়াছে । পল্লীগ্রামস্থ পথে গমনাগমনের পক্ষে
যে কত দূর কষ্ট হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ
করা যায় না । কুটীর ও মৃত্তিকানির্মিত প্রাচী
রসকল অধিকাংশই ভূ মগ্ন হইয়া গিয়াছে ।
বিশেষতঃ চাষের পক্ষ যতদূর অনিষ্ট হই
য়াছে, বোধ হয় জলপ্লাবন, অনাবৃষ্টি ও বড়
তত দূর হয় নাই । যেসমস্ত বীজ বহু বয়ে ও
কষ্টে রোপণ করা হইয়াছিল, তাহা একবারে
বিনষ্ট হইয়াছে । মাঠের উপরে প্রায় ৪। ৫
হাত জল দাঁড়াইয়াছে । ঐসমস্ত জলাকীর্ণ
ক্ষেত্রে যে পুনর্বার কেমন করিয়া বীজ রো-
পিত হইয়া শস্যোৎপাদন হইবে, তাহা স্থির
করিতে পারা যায় না । চাষের পক্ষে এত
দূশ অনিষ্টকর ঘটনা দেখিয়া কৃষকেরা যার
পর নাই হতাশ ও শঙ্কিত হইয়াছে । তাহা-
দের কাতর বাক্য শ্রবণ করিলে কার না হৃদয়
বিদীর্ণ হয় । গত ১২৭১ সালে ঋতিকা ও
জলপ্লাবন, ৭২ সালের অনাবৃষ্টি ও ৭৪
সালের ঋতিকাতে মনুষ্যগণ জীবন্ত হইয়া
কেবল আশাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছিল ।
তাহাতে বর্তমান চাষের এইরূপ অনিষ্ট
ঘটনা দেখিয়া সে আশা একেবারে নির্মূল
হইয়াছে ।

ইণ্ডিয়ান মিরর ও ভারতব-
র্ষীয়গণ ।

ইংরাজদিগের জাতিসাধারণ এই
একটি দোষ আছে, তাঁহারা দোষ করেন,
অথচ কখন তাহার অনুমোদন করা হয়,
কখন বা তাহা স্পষ্টাক্ষরে অস্বীকার
করিয়া অপবাদকারীকে অস্ত্র, মিথ্যাবাদী
ও অবিবেচক বলা হয় । এ দোষ আমা
দিগকে স্পর্শও করে, এ ইচ্ছা কাহারও

নাই বলিলে বোধ হয় অত্যাধিক হ
বস্তুতঃ ভারতবর্ষীয়গণ ব্যক্তিবিদে
অনুরোধ না করিয়া যেপ্রকার স্পষ্ট
ধানে সকলের দোষপ্রকাশ করে
প্রকার স্পষ্টবাদী লোক ইংরাজ
বিশেষতঃ ভারতবর্ষস্থ ইংরাজ
মধ্যে অতিবিরল । গুণের গহিত
উল্লেখ না করিলে জাতিসাধারণে
নীতির উন্নতিসাধন করা যায় না ।
ন্যায় দোষের উল্লেখ আবশ্যিক
কিন্তু দোষের কল্পনা বা অতি
করিয়া প্রাতিষ্ঠানান্তে অ
বিভ্রমণ । ইণ্ডিয়ান মিররে ইহার
উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইল । যেখানে
সংক্রান্ত গোড়ামী না থাকে, মে
ইণ্ডিয়ান মিররের অপেক্ষা কেহই
কথা অথবা ঐতিহাসিককারে
রের দোষ গুণ বিবেচনা ক
পারেন না ; কিন্তু গত ১৫ ই জুনের
আমরা একটি প্রস্তাব পাঠ করিয়া
শয় বিস্মিত হইয়াছি । এক জন ভা
বর্ষীয়ের লেখনী হইতে এপ্রকার
কটু অমূলক বাক্য বিনির্গত হ
পারে, আমরা তাহা পূর্বে জানি
না । নিম্নে উহার কোন কোন
অনুবাদিত করিয়া দেওয়া যাইতে
“আমরা দেশীয়দিগের প্রতিনিধি
পরিচয় দিতে চাহি না । যাঁহারা
দেশীয়দিগের প্রতিনিধি বলিয়া
পরিচয় দেন, তাঁহাদিগকে আমরা
মাত্র বলিতেছি, তাঁহারা মিথ্যা
বলেন (!!!) আমাদিগের কোন জা
সাধারণ স্বার্থ নাই ; সুতরাং আ
দের কোন সাধারণ অভিপ্রায় ও
রণ মতও নাই । একরূপ স্থলে
ব্যক্তি সকলের প্রতিনিধি হইতে পা
না । ” ইণ্ডিয়ান মিরর স্বয়ং যে জ
সাধারণের অথবা রাজনীতিমন্ত্রে
শ্রেণীর প্রতিনিধি নছেন, সে বি

র "সরল" বাক্যে কেহ বিবাদ
বেন না; কিন্তু আমাদের জাতি-
র স্বার্থ, জাতিসাধারণ মত ও
সাধারণ অভিপ্রায় নাই, এ বাক্যে
ই অনুমোদনকারী হইবেন না। এ
র ও ইউরোপীয় বণিরা যে ভেদ
হয়, তাহাতে কোন ভারতবর্ষীয়
জাতিভেদ না করিয়া গুণাত্মক
সকলকে তুল্যরূপে রাজপদ প্রদান
হয়, কোন ভারতবর্ষীরের এটা
প্রেরণ নহে? ইংরাজেরা যে গর্বো-
বাবহার করেন, তাহাতে কে না
কর? ইংলণ্ডেশ্বরী আমাদের হুঃখ
স্বপ্নের বিষয়গুলি শ্রবণ করিয়া তাহার
কার চেফা করেন, কাটার না ইচ্ছা?
রা দুঃস্বপ্নরূপ এগুলির উল্লেখ
লাগে, এইরূপ অনেক বিষয় আছে।
যদি ভারতবর্ষীয়দিগের ক্রম
হইল, ভারতবর্ষীয়দিগের মত নাই,
বলা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?
দেহারী নিজ বাক্যের প্রমাণ দেওয়া
। রাজনীতিমন্ত্রে আমাদের
পরের মতভেদ ও পরস্পরবিরোধী
স্বার্থ আছে, মিরারের এক এক করিয়া
ইয়া দেওয়া উচিত ছিল। মিরার
উদ্বোধিত হইয়া বণিরাছেন,
আমাদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে
স্থান আছে, কতগুলি আত্মমুগ্ধ
স্বার্থনাশনার্থ সেইগুলিতে উৎসাহ
। "মিরার যদি ছিন্নটিতে বিবেচনা
দেখেন, দেখিতে পাইবেন,
যদি বিনয়গত অনন্তোৎসাহে জাতি
রণ হইয়া উঠে। যে বিচারপতি
কারীর ছয় মাস মেয়াদ দণ্ড দেন,
ভারতবর্ষের কোন স্থানে সম্ভাব
দান করিতে পারেন? আপন
পদগৌরব বৃদ্ধিতে না পারা
একটি বিড়ম্বনা। মিরার হিন্দুপেট্রি
সম্বন্ধে "কমতশালী"

বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু জাতি
সাধারণ প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার
করেন না। এই কমতা কোথা হইতে
আসিল? সংবাদপত্র জাতিসাধারণ
মত প্রকাশের এক প্রধান উপায়। যে
সংবাদপত্র এই নিয়ম প্রতিপালন
করিতে পারেন, তিনিই প্রতিনিধি হন;
সংবাদপত্রের কমতার দ্বিতীয় অর্থ নাই।
মিরার কি এ কথা অস্বীকার করিবেন?
পাঠকগণ নিম্নলিখিত কথাগুলির বিষয়
একবার বিবেচনা করুনঃ—

"অনেকা আমাদের স্বাভাবিক
অবস্থা; স্বার্থপরতা আমরা সর্বপ্রধান
ইচ্ছা জানি, পরের কথা অসমর্থ
করা এবং পরস্পরকে অবিশ্বাস করা
আমরা বড়ই বুদ্ধির কাজ জানি।"
নেপলিয়নের শেষ দশা উপস্থিত; এক
জন কাথলিক পুরোহিত তাঁহাকে ঈশ্বর
ও পরকালের বিষয় বুঝাইতেছেন, এমন
সময়ে সম্রাটের চিকিৎসক (ইনি কতক
নাস্তিক ছিলেন) হাস্য করিতে লাগি-
লেন। নেপলিয়নের পূর্বমত তেজস্বিতা
আমিরা উপস্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ
শস্যের উপরে উপবেশন করিয়া এই
মুমূর্ষু যোদ্ধা অগ্নিতুল্যরক্ত নরনে চিকিৎ-
সককে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,
"যুবক! বোধ হয়, তুমি আপনাকে
অতিশয় বিচক্ষণ জানিয়া ঈশ্বরকে
মান না; কিন্তু নাহা বলিতেছি শুন।
আমরা কেবল মনে করিলেই নাস্তিক
হইতে পারি না!" আমরা সকলেই
স্বার্থপর? রামমোহন রায় কি স্বার্থপর
ছিলেন? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কেশব
চন্দ্র সেনপ্রভৃতি সকলেই কি স্বার্থপর
হইয়া যাবতীয় কার্য্য করিতেছেন? ভার-
তবর্ষীয় সভা কি স্বার্থপর? পরস্পরের
উপরে আমাদের অবিশ্বাস আছে,
তাহার একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা
উচিত। কোন ভারতবর্ষীয় দ্বারকানাথ

মিত্রের ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ভা-
স্বার্থপ্রকাশ করিয়া থাকেন?

—ঃঃ—

তীর্থস্থান।

হিন্দু শাস্ত্রকারেরা তীর্থস্থানগুলি
পরম পবিত্র ও পাপনাশের অন্য
প্রধান উপায় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।
পূর্বে যথার্থ ধার্মিক ব্যক্তিরাই পুণ্য
স্থানের মানসে ততস্থানে গমন ও
তেজস্বী হইয়া কেবল পুণ্য কর্মের
স্বার্থেই কালাতিপাত করিতেন।
কারেরা উহার পবিত্রতার স্বার্থ
শেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহারা ব
তীর্থে গেলে অন্যস্থানকৃত পাপের
ক্ষয় হয়, কিন্তু তীর্থকৃত পাপের ক্ষয় ন
এত করিয়াও তাঁহারা উহার পবি
রক্ষা করিতে পারেন নাই। আজি
তীর্থস্থানগুলি যেরূপ হইয়া উঠি
তাহাতে উহাকে পাপাণয় ব
বর্ণন করিলে অত্যাঙ্কিত হয় না। ম
যতপ্রকার পাপ কর্ম করিতে প
এক্ষণকার তীর্থস্থানে সেসমুদায়ই প্র
হয়। এরূপ হইবার কারণ এই,
জীবিকা সুলভ। ধর্মবুদ্ধিতে লোকে
দাই দানাদি করিয়া থাকেন। বা
গের অন্যত্র জীবিকা অর্জন ক
কমতা নাই এবং যাহারা নানা
পাপক্রিয়ায় আসক্ত, তাহারা
সচরাচর তীর্থস্থান আশ্রয় ক
থাকে। চাতুরী প্রবঞ্চনাপ্রভৃতি
তাহারা অপটু নহে। হিন্দুশাস্ত্র
যত প্রকার ধর্মচিহ্ন ধারণের ব
আছে, তাহারা সে সমুদায় ধারণ ক
থাকে। উপধর্মবিমুঢ় হিন্দুদিগের
তদর্শনে বিমোচিত হইবে, তাহা
র্ষের বিষয় নহে। এক ব্যক্তি ক
বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া যে এক দীর্ঘ
লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া
ক্রমেই এরূপ ইচ্ছা হয় না যে

কাশীতে নিজ পরিবার প্রেরণ
। পত্র প্রেরক লিখিয়াছেনঃ—

আমি বারাণসী ধামে গমনপূর্বক
লীটোলানাংক যে স্থানে অনেক
লির বাস আছে তথায় ছিলাম ।
বাঙ্গালীটোলার সন্ন্যাসী, গৃহস্থ
পক, ব্রাহ্মণ, বাটীওয়াল, পণাজীব
তি অনেক প্রকার বাঙ্গালী অছেন ।

দণ্ডধারিপ্রভৃতি সন্ন্যাসীদি-

গের ব্যবহার ।

সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে মঠাধ্যক্ষদিগের
সীমা নাই । তাঁহাদিগের শিষ্য
দিগণ ধনীদিগের ভৃত্যবর্গের ন্যায়
ন আপন গুরুশ্রাবোপলক্ষে
কর্মই সর্বদা নির্বাহ করিয়া
ন । যাত্রীদিগের নিমন্ত্রণানুসারে
স্থানে কোন দিন কম জনকে
ত হইবে, এতদ্ব্যতীত এক খাতায়
ত হয়, তদনুসারে শিষ্য দণ্ডীরা
সার্থে গিয়া উত্তমরূপ আহার
বস্ত্রাদি যে কিছু প্রাপ্ত হন, তাহা
কিরদংশ রাখিয়া অবশিষ্ট
ন আপন গুরুকে দেন । কুলকামি-
ও সর্বদা পরম ভক্তিসহকারে
দিগকে উত্তম বস্ত্র এবং বারুণী-
উপাদেয় আহার বোগাইরা তাঁহা
চরণসেবায় নিযুক্ত থাকেন ; ভোগ্য
বিসয়েরি অভাব কখন ঘটে না ।
রীদিগের শিষ্যগণ যাঁহারা মঠে
নানান্তরে থাকেন, তাঁহারা আপন
ন গুরুভূত্য সুখী না হইলেও কোন
র আমোদে এক কালে বঞ্চিত
। তাঁহারা উত্তম অশন, উত্তম
সর্বদাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং
পরি প্রায় এক একটা সেবাদাসী
। ঐ যতিগণ সুরানুকম্পায় পুষ্ট-
হৃষ্টান্তঃকরণে ঐ পরিচারিকা-

দিগের সর্বাতীত মিত্র করিয়া থাকেন ।
মঠাধ্যক্ষ বা শিষ্য যে কোন সন্ন্যাসী
হউন, ত্রিফাৰ্ধে গৃহস্থের বাটীতে গিয়া
পুরুষগণ নিকটে না থাকিলে, হস্তে
গণ্ডু বা দিবি দিবার ছলে কুলবালাদিগকে
নিকটে ডাকিয়া, ধর্মভয় দেখাইয়াই
হউক, অথবা বলপূর্বকই হউক, তাহা
দের অধর রসেই গণ্ডুযকার্য সমাধা
করিয়া থাকেন । অনেক ঘটের শুণ্ডিকা-
লয়ে গৃহ ত্রিফালাভের রীতি আছে ।
এই সমস্ত ঘটের নিকটে জ্ঞানশিক্ষা
করিতে গেলে ইহঁারা বলেন, “আমি
রাই সাক্ষাৎ মন্থকে নারায়ণ অথবা ব্রহ্ম
হইয়াছি কোন কর্মেই লিপ্ত নই । যে
কোন কর্ম আমাদের দেহ হইতে নিষ্পা
দিত হইতেছে, তদ্বারা আমরা আর
সংসারে আবদ্ধ হইব না । তোমরা আমা
দের শ্রাবণস্বরায়ণ হইলেই তজ্জনিত
সুকৃতিবলে, গুরুর স্থানে আমাদের
ন্যায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সংসারবন্ধন
হইতে মুক্তিমুক্ত করিতে পারিবে । ঐ
প্রকার জ্ঞানভিন্ন মুক্তির উপায়ান্তর
নাই ।” যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে,
অশকম্পর্শং ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানু-
সারে ব্রহ্ম বস্ত্রতে শব্দাদি ইন্দ্রিয় কার্য
কিছুই নাই, তবে আমি নারায়ণ কি
অহং ব্রহ্ম বলিতে গেলে ব্রহ্মের দেহের
কার্য হয় কি না ? এতদ্ব্যতীত অনেকেই
বলেন, তুমি জ্ঞানাদিকারী হও নাই ;
কেবল কুতর্ক শিখিয়াছ । যেহেতু সাধু
এবং বেদান্তবাক্যে তোমার বিশ্বাস
নাই, তুমি আমার নিকট হইতে গমন
কর, তোমার মুখ দেখিতে নাই ।

গৃহস্থ অধ্যাপক মহাশয়

দিগের ব্যবহার ।

যেসকল ধনবান্ যাত্রীর সঙ্গম
হয়, তাঁহারা দলবিশেষের অধ্যাপক
মহোদয়দিগকে আহ্বানপূর্বক প্রত্যে

ককে ৮ কি ১০ অথবা ১০ আনা
করিয়া থাকেন । অধ্যাপক মহাশয়
দাতাদিগের জাতানুসন্ধান না করিয়া
দান গ্রহণ করেন । লোকের অ-
ক্রিয়োগলক্ষেও এই মহাশয়দিগকে
অনেক আয় আছে । অধ্যাপক মহাশয়
দিগের পত্নী, ভগিনী, কন্যা, পু-
প্রভৃতি সধবারা যাত্রীদিগের বা অ-
লোকের আহ্বানমতে দিয়া যা-
উত্তর কালেই উপস্থিত হইয়া সব
আলয়ে আহার এবং বস্ত্রালঙ্কার দি-
মহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন । লক্ষ্য
য়েও গমনে অনেকে পরাণ্ডু মুখ হন
স্থানবিশেষে সধবাসংস্কারের কোন
চারেরই অভাব হয় না । অধ্যাপক
শয়দিগের গৃহের বালিকাগণকে সূ-
গার হইতে বহির্গমননিবারণি
হের পূর্বদিনপর্যন্ত কুমারী
লইয়া গিয়া বস্ত্রালঙ্কার দি-
হয় । এই সমস্ত আয়দ্বারা অধ্যাপক
মহাশয়ের স্ব স্ব দেশোপেক্ষা কা-
অধিক ধনশালী হইয়াছেন । না হইলে
কেন ? স্বদেশে কেবল পুরুষের অ-
প্রতি নির্ভর ছিণ, কাশীতে পুরুষ,
বালিকা তিনের আয় একত্রিত
তেছে । ছুঃখের মধ্যে দুই
থাকে যে, কথিত সধবা ঠাকুরা
বারনারীদিগের ন্যায় বেশ
ধারণ পূর্বক প্রাতঃকালাবধি
দ্বিপ্রহর দিবা পর্যন্ত কোপায়
কুমারীর প্রয়োজন আছে, এই অশুভ
নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া থাকেন ।
কোন অধ্যাপক মহাশয় বনিতাবি-
জন্য শোকভিত্তিক হইয়া কাশী
পূর্বক গুপ্তরূপে মন্ত্র প্রদান করিয়া
থানাপ হইয়াছেন । ইহঁাদিগকে স-
সময়ে জ্ঞানহতার জন্য ক্রমশ
করিতেও হয় । বিসর্গবিশেষে
দেওরাইবার জন্যও এই সম্প্রদায়
লোক পাওয়া যায় ।

অন্যান্য ব্রাহ্মণের ব্যবহার ।

ব্রাহ্মণের নামানুসারে যে ব্রাহ্মণ
কুরেবা বিদ্যা, বুদ্ধি ও পৌরুষপ্রকাশ
রা জীবিকার উপাধীন হইয়াছিলেন
অগম্যগমনাদি দোষে স্বদেশে
ত হইয়া নামাজিক সম্মানে
হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ
বা উপপত্নী সমবিবাহারে কাশী
করিয়াছেন । অন্যান্য অনেক জাতীয়
সম্প্রদায় এই সম্মানে
আছেন । ইহারা সম্ভ্রান্ত লোকদি
উপাসনাপূর্বক এক এক দলভুক্ত
যাত্রিগণের এবং অন্যেরদের নিম
সম্মানে আহার করিয়া যে কিঞ্চিৎ
পান, তদ্বারাই অন্যান্য ব্যয়
করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা
দির দোকান করিতেছেন, কেহ
শিবপূজা, কেহ পাচকের কার্যা
রা থাকেন । মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদানাদি
দ্বারাও অনেকে কিঞ্চিৎ উপা
করেন । গৃহস্থিত মদবা ও কন্যার
অধাপক মহাশয়দিগের স্ত্রী, কন্যা
তির ন্যায় ধনোপাঞ্জন করিয়া
কন । যাহার একটী কন্যা জন্মে
এ কন্যাকে বিক্রয় করিয়া ৫০০ ।
শত টাকা মূল্য পান ।

ব্রাহ্মণের বিধবা এবং অধীরা
গণের ব্যবহার ।

এক বিধবা ও অধীরা কাশীগমনের
অনতিবিলম্বে তত্ত্বতা জলবাগুর
এবং বদুচ্ছালক পুষ্টিকর আহারের
সেন নবীন হইয়া তৎকাল বিহিত
কথ্য রত হন । অনেকে পঞ্চ
ব্যবহার করিয়া থাকেন । দ্বিতীয়
যখন মাংস বিক্রয়কারীদিগের
হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে ।
দিগের মাংসারিক ব্যয়নিবাহ
দিগের পুত্রাদি টাকা পাঠান,

তাঁহারা ঐ টাকার অধিকাংশ অমুকুল
পুরুষদিগের নেবাতেই দেন ।

বাঁজীওয়ালদিগের ব্যবহার ।
যাত্রিগণের আবাসের জন্য অনেকে
এক একটা কেহ বা অধিক বাঁজী ক্রয়
পূর্বক অথবা ভাড়ায় লইয়া আপন
আপন উপপত্নী সহিত তথায় বাস করি
তেছেন এবং ঐ বাঁজীতেই স্থানে স্থানে
২৪ জন বেশ্যাকে রাখিয়াছেন । ইহারা
যাত্রিগণকে পথ হইতে অনেক বস্ত্র ও সমা
দরসহকারে আপন আপন বাঁজীতে আনিয়া
রাখেন । যাত্রীরা ২ । ১ দিন গত হইলে
মধবাদি ভোজনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে
বাঁজীওয়াল ঐ সকলের সংখ্যা জানিয়া
আপনার উপপত্নী, কয়েকজন বেশ্যা
এবং ২৪ জন ব্রাহ্মণীকে মদবা ও যে
কোন জাতির হউক বালিকা কন্যাগণকে
কুমারীর স্বরূপ এই নিয়মে নিমন্ত্রণ
করেন যে, তাঁহারা বস্ত্র অলঙ্কারাদি এবং
দক্ষিণা যে কিছু পাইবেন, তৎসমুদায়
তিনি (বাঁজীওয়াল) লইবেন, মধবারা
কেবল খাদ্য এবং প্রত্যেকে / আনা
দক্ষিণা পাইবেন । ব্রাহ্মণদিগকেও এই
নিয়মে নিমন্ত্রণ করেন যে তাঁহারা প্রত্যে
কে / আনা দক্ষিণা প্রাপ্ত হইবেন ।
মধবাপ্রভৃতির উপস্থিত হইলে বাঁজী
ওয়াল এমনি সতর্ক থাকেন যে, তাঁহার
অগোচরে কেহ কোন দ্রব্য গ্রহণকম
হন না । যাত্রীরা মধবা প্রভৃতিকে বস্ত্রা
লঙ্কারাদি ও দক্ষিণা যে কিছু দেন, বাঁজী
ওয়াল সেসমুদায় আত্মসাৎ করিয়া প্রত্যে
কে / আনা দক্ষিণা দিয়া বিদায়
করেন । দণ্ডীরা বস্ত্রাদি যাহা পান, বাঁজী
ওয়ালারা তাহারও কিয়দংশ লইতে
ক্রী করেন না ।

স্ত্রী বা পুরুষ কোন যাত্রীর পঞ্চমকা
রের প্রয়োজন হইলে সর্বদাই বাঁজীও
য়ালার বাঁজীতেই প্রাপ্ত হন ; স্থানান্তর

যাইতে হয় না । এই সুযোগে ঐ বা
নিকটে বাঁজীওয়ালার অনেক অর্থ সং
হয় । অন্যের স্থানে যাত্রীরা যে
দ্রব্য ক্রয় করেন, তাহার প্রকৃত
অপেক্ষা অধিক দেওয়াইয়া বাঁজীওয়
তাহার ভাগ লইয়া থাকেন । যাত্রী
কিছু টাকা বা মূল্যবান দ্রব্য বাঁজীও
লার গৃহে রাখিয়া রাখিরে কোন খ
গেলে, বাঁজীওয়াল তাহা অপহরণ
বার সুবিধা পাইলে ছাড়েন না ।
যাত্রী পীড়িত হইলে বাঁজীওয়
তাঁহাকে আপন বাঁজীর বাহিরে নিষ্
পূর্বক তাঁহার বস্ত্রাদি আত্মসাৎ করি
বসেন । কখন কখন রুগ্ন যাত্রীর
পর্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

কিঞ্চিৎ পুর্বাতন ভদ্রগোচ
ব্রাহ্মণদিগের
ব্যবহার ।

ইহাদের মধ্যে ধনবান্ মহাশয়ে
এরূপ গর্ভিত যে স্থানান্তর হইতে আ
কোন সজ্জন তাঁহাদিগের সহিত মাংস
বরিবার জন্য তাঁহাদের নিকট গে
যথোচিত সমাদর করেন না । কা
ধানী কিছুকাল ব্রাহ্মণেরা যেমন সর্ব
তাঁহাদের নিকটে গিয়া অপকৃষ্ট অস
মমানীন হইয়া বন্ধকরে কথোপক
করিয়া থাকেন, ধনবান্ মহাশয়ে
অন্যান্য ভদ্রলোকের নিকটও সেই ব
হারের অভিজ্ঞা করেন । যে সমস্ত ব্রা
ঠাকুর মহাশয় আপন আপন মাতৃগ
থাকিয়া মাত্র কাশীগমনের প
তথায় জন্ম গ্রহণ, বা শৈশবাবস্থ
স্থানান্তর হইতে আপন আপন মাত
মাতামহী প্রভৃতির সঙ্গে তথায় গম
পূর্বক উপরের লিখিতমত মাতা প্র
তির মধবাস্বরূপ অর্জিত ধনে লালি
পালিত শিক্ষিত এবং তাঁহাদের অ
রোধক্রমে কোন ধনবানের সাহায
চাকরি প্রাপ্ত হইয়া কিছু ধন অর্জ

রাছেন, অর্থাৎ এ পর্য্যন্ত সকলের দান
করিতেছেন, তাঁহারা আবার
ন দান্তিক যে, স্থানান্তর হইতে-আ
কোন ভদ্রলোক তাঁহাদের নিকট
ল, বিবেচনা করেন যে, ঐ ব্যক্তি
নার পর কালের সঙ্গতিলাভের
তাঁহাদের দ্বারস্থ হইয়াছেন। হুই
আনা লাভের প্রত্যাশা না থাকিলে
কাজ ঠাকুরেরা অনেক বাটীতে গমন
মানের বিষয় বিবেচনার প্রায়ই যান
যেখানে কিঞ্চিৎ প্রার্থীর সম্ভাবনা
ক, সেখানে সপরিবারে উপস্থিত
।

গঙ্গাপুত্র এবং যাত্রাওয়ালার-
দিগের ব্যবহার।

এই উভয় দলের মধ্যে গঙ্গাপুত্রেরা
দিগকে মণিকর্ণিকা তীর্থে স্থান
ইবার সময়ে সংকল্পের মন্ত্রপাঠ
ঐ স্থানে যাত্রীরা যে কিছু দান
থাইকেন, তাহাও গ্রহণ করেন।
ওয়ালারা যাত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া
মূর্তি এবং দেবালয় সকল দেখায়।
রাজ্য ত্রিটিশ শাসনাধীন হইবার
বধি, তৎপরেও কিছু দিন পর্য্যন্ত
পুত্র ও যাত্রাওয়ালারা প্রথমতঃ
গণের নিকট মন্ত্রতা প্রকাশ করিয়া
উহাদের সর্বস্ব অপহরণ এবং
বিশেষের প্রাণপর্য্যন্ত বধ করিত।
গ প্রায় ৩০ বৎসর হইল, ইহারা
প দৌরাখ্য করিতে পারে না।
য়া মেফলিএড এবং গবিন সাহেবের
ট্রেটী সময়ে এই হুই দলের এবং
ন্য ও ওাদিগের বিলক্ষণ শাস্তি হয়,
ধি উহাদের অত্যাচার হইতে যাত্রী
নিকটলাভ হইয়াছে। তথাপি
ও উহাদিগের উপদ্রব কম নয়।
যাত্রীরা নিকট বিদায় হইবার
কিছুতেই সঙ্কট হয় না, অধিক
হণের অভিলাষে যাত্রীগণকে

অনেক হুর্কাক্য বলে, স্থান ও ব্যক্তি
বিশেষে কোন যাত্রীকে প্রহারও করিয়া
থাকে। যাত্রীরা বিদেশস্থ; আপনাদের
পরিচিত কোন লোককে দেখিতে পান
না; সুতরাং বিপদ জ্ঞান করিয়া তাহা
হইতে উদ্ধার হইবার বাসনায় উহাদি
গকে অগত্যা অধিক টাকা দেন। যাত্রীরা
দেবালয়ে পূজাদি যাহা দেন, তাহার
অর্দ্ধাংশ যাত্রাওয়ালারা লইয়া থাকে।
যাত্রাওয়ালারা যাত্রীদিগের সমস্তিবা-
হারী যুবতী স্ত্রীদিগের সহিত প্রায়ই
অসদ্ব্যবহার করে। কোন গঙ্গাপুত্র বা
যাত্রাওয়ালার অত্যাচারহেতু বিরক্ত
হইয়া যদি কোন যাত্রী ফৌজদারী আদা
লতে আবেদন করিবার সংকল্প করেন,
তাহা হইলে বাটীওয়ালারা প্রভৃতি মধ্য-
বর্তী হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া কাস্ত
করেন যে, গঙ্গাপুত্র ও যাত্রাওয়ালারাই
তীর্থের ফলদাতা, তাঁহাদের বিরুদ্ধে
নালিশ করিলে তোমার নরক হইবে।
তীর্থের কোন ফললাভ হইবে না।

দেবালয় সকলেব পাণ্ডাদিগের রুতান্ত।

ইহারা সকলে দিবাভাগে আপন
আপন দেবালয়ে বসিয়া দস্যুকার্য্য
করিয়া থাকেন বলিলেও অত্যাঙ্কি হয়
না। যাত্রীরা দর্শনার্থ যে দেবালয়ে যান,
তত্রতা পাণ্ডা যেন সাক্ষাৎ সেই দেবতা
এই ভান করিয়া বলিতে থাকেন, অমুক
অমুক দ্রব্য ও এই পরিমাণ দক্ষিণা না
দিলে দেবতা কখনই তুষ্ট হইবেন না,
প্রত্যুত তোমাদিগকে নরকে নিক্ষেপ
করিবেন। এই বলিয়া যাহা পারেন যাত্রী
দিগের স্থানে লন। স্ত্রীগণ যেসকল
অলঙ্কার গায়ে পরিধান পূর্ব্বক এবং
অন্যেরা কোশাকুশীপ্রভৃতি যে কিছু
বাসন লইয়া দেবালয়ে গমন করেন,
তাহার যে কিছু পারেন অপহরণ করিতে
পারিলে পাণ্ডারা তাহা ত্যাগ করেন
না। টৈবাত যদি কোন অলঙ্কার কিম্বা

ভূমিতে পতিত হয় তাহা হইলে প
তখন তাহা লইয়া গোপনে রা
ধে যাত্রী ঐ অলঙ্কার বা বাসন পা
চেঁটা করেন, তিনি প্রায়ই পাণ্ডা
আহত হন। বালিকা যুবতী প্রৌঢ়
তির কপালে কুলির ফোঁটা,
নির্ম্মালা, ও চরণামৃত প্রদানের, অ
হস্ত বুলাইয়া আশীর্বাদেদের ছলে ত
রদের অঙ্গস্পর্শ করা হয়।

অনেক স্থানের দেবতাদিগের
প্রকার প্রসাদ দৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু কা
হুই এক দেবতার প্রসাদ গ্রহণ
লে উইলসনের বাটী গমনের প্রয়ে
হয় না। অনেকেই পূজায় ছাগাদি
সহিত ছোট ছোট শূকর বলি, অ
দ্রব্যের সহিত অনেক কুকুটশাব
অধিক পরিমাণে সুরা প্রদান ক
থাকেন। এই সমস্ত প্রসাদী দ্রব্যের
প্রকাশ্য এবং গোপনে সন্ন্যাসীপ্র
অনেক পুরুষের, সখবা বিধবাপ্র
অনেক স্ত্রীর আনন্দ বর্দ্ধিত হইতেছে
দলও এই প্রসাদগ্রহণে পরাঙ্মুখ হ

বাজাগীভিন্ন জিলাঙ্গ, মহারাষ্ট্র,
রাট, লাহোর প্রভৃতি অনেক স্থ
অনেক হিন্দু কাশীতে বাস করিতে
তাঁহাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বা
এমনি শুদ্ধচারিতা দেখান যে, তা
ধাতুপাত্রে আপনারা গঙ্গা জল
গিয়া আপনাদের সমস্ত কার্য্য নি
করেন। বাজাগী ত্রাঙ্গণ স্পর্শ ক
তৎকণাৎ স্থান করেন; সর্কাদ্ধ নি
গঙ্গা স্মৃতিকা ও বিভূতি দ্বারা বি
পিত রুদ্রাক মালায় জড়িত রাখে
তাঁহাদের মুখে অক্ষয় বেদধনি শু
পাওয়া যায়; কিন্তু প্রায় সক
বীরটারী। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চ
মকার ক, হারপ্রভৃতি যে কোন জ
ভূতগণদ্বারা আনাইয়া থাকেন। দ্বি
ও তৃতীয় মকার অপকু গ্রহণ করেন

কালর বা অন্য যে কোন জাতিব
 ধ্বংস, স্বল্প মৎস্য বিক্রীত হয়,
 হইতে ভোক্তারাই আনিয়া দেয়।
 মুদায় পরম দেবতাকে নিবেদন
 এই প্রসাদে আপনারা সুসপরি-
 অমুরাঙ্গিকে চরিতার্থ করেন।
 দেব স্তৌগণ অর্থলোভে না কোন
 কর্ণট নাই।

ক বাঙ্গালী কি অন্যান্য দেশীয়
 দিগের দশ সহস্রের মধ্যে দুই চারি
 আসেন। তাঁহারা জীপুরুষে পর
 পরস্বভাবস্বাদন করেন না;
 বাকা বলেন না, পরানিতে পরি-
 পূর্বক আপন আপন সাধ্যমত
 পকারে রক্ত থাকেন, আপনাদি
 নাগাজিহ্নিত ধনদ্বারাই সংসার
 নির্বাহ করেন। ইহারা কুমন্ত্রকার
 উপদেষ্টের দামদ্বশৃঙ্খলে বদ্ধ
 গৌও ইহাদিগকে মহাত্মা বলিয়া
 দশ করা যায়।"

— ১০:—

নৃতন পত্রিকা

হিন্দুগণিক। এখানি মস্তাহিক
 ষা। বোয়ালিয়াস্থ হিন্দুধর্ম মন্ডার
 স্থানেই এখানি মুদ্রিত ও প্রচা
 হইতে আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুধর্মের
 পোষকতা করাই এ পত্রিকার মুখ্য
 শা। ইহাতে রাজনীতিসংক্রান্ত বিষ
 মন্বিবেশিত দৃষ্ট হইল। ঐ ধর্ম
 ষা দেখিয়া আমাদিগের এই বোধ
 সত্য যদি বীতরাগ না হন, এখানি
 উন্নতিশালিনী হইয়া উঠিবে।
 লে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক
 ত। সম্পাদকদিগের কৃত হই
 ষা ঠিক দেখিয়া আমাদিগের এই
 কা জিজ্ঞাসিত হইবে পাছে তাঁহারা
 প্রতি আশঙ্কিত প্রদর্শন করিতে
 পরিণামে পত্রখানিকে অতি কোভু

কাবহ যুক্তি দ্বারা পরিপূরিত করিয়া
 তুলেন। বোধ অপৌরুষেয় নয়; ইহা
 ঈশ্বরপ্রণীত হইলে বেনোদিত ধর্ম সর্ব-
 দেশের সর্বজাতির ধর্ম বলিয়া প্রচলিত
 হইত। এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহা
 দিগের বাক্যের খণ্ডনার্থ সম্পাদক লিখি
 যাছেন।

"পুরাকালে সকল দেশেই বেদের প্রচার ছিল
 অয়ন অপরাপনার অভাবে ক্রমশঃ বেদের বির
 লতা ঘটিয়াছে। অপভ্রাত, দলুতা, রাজ
 বিপ্রোচিতাবশ্যঃ অসংবাস এবং অসংবাস-
 বশতঃ ক্রমশঃ আচারভ্রষ্টতা, সমুদায়ীন বলব
 জাদিপ্রযুক্ত প্রকৃত্ত তথা তদশতঃ ব্যক্তিবিশে
 ষের সাক্ষিমতীকরণ ইত্যাদি ঘটনায় বেদাচার
 ক্রমশঃ ভ্রষ্ট হইয়া আসিয়াছে।"

— ১০:—

প্রাপ্ত

ছেঁড়াবড়মানুষী

"ছেঁড়াবড়মানুষী : সর্বত্র আছে। পূর্ব
 পুরুষদিগের নোহাউ দিয়া সনাজে সম্মান
 লইবার ইচ্ছা কেবল ভারতবর্ষে মতে, সকল
 দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এক
 বিষয়ে আমরা সকল জাতির অগ্রে বিয়াছি।
 উ লে লেড ব শীয়েরা পূর্বতন সম্মান
 পাঠিয়া : আশা মতেও সামান্য মজুরি করেন
 কিন্তু আমাদিগের দেশের মনেলে ধনাদি
 গের বর্তমান দরিদ্র প্রাপোত্রগণ সতসর্বস্ব
 হইয়াও বাহা আড়ম্বর প্রদর্শন করিতে
 চাচেন। ঘরে অন্ন নাই; প্রত্যহ দুই আনার
 চাউল, দুই পয়সার ঘৃত, ছয় পয়সার কাষ্ঠ
 ক্রয় করা হয়, তথাপি সেই সেকেলে দাদ
 খানি চাউল খাটতে হইবে। পরিবারবর্গ
 অনাহারে কষ্ট পায়; সন্তানেরা এক মুষ্টি
 মুড়ি দেখিলে নৃত্য করিতে থাকে। কিন্তু
 বাবুর স্নানের পর মাকম মিছরি (লোকের
 সম্মুখে তাইতে হইবে; বৈকালে রাত্তির
 আবশ্যক। নচেৎ বাহিরে সম্মান থাকে না।
 এই অপব্যয় না করিয়া পুত্রদিগকে মুড়ি
 মুড়কা দিলে তাহারা উদর পূর্ণ করিয়া বাঁচে।
 গৃহের মধ্যে সকলই ছিন্ন বস্ত্র; কিন্তু বাহিরে
 দশ টাকা মোড়ার খুতি আটপছরে চাই।

এক ছোড়া ভাল জুতা। এক খানি
 উড়ানী এবং একটা ভাল জামা বাটীর
 মের বাহ্য সম্মান রক্ষা করে। যিনি
 নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান, তিনি তখন
 ব্যবহা করেন। যদি কোন
 আশ্চর্য্য প্রকাশ করেন ত বলা হয়, আ
 গেব সকলের এক এক র জুতা এক
 বস্ত্র। এই ইহা সম্মান রক্ষার খুতি
 জামা ও জুতা অতি সাবধানে রাখা
 যে গৃহে ইহা থাকে তাহার কোথায় ইন
 গর্ভ, কোথায় বিরালে বমন করিয়াছে, যে
 সেকেলে খাতা গাদা পরি-গণে
 কোথায় পর্কতাকার বয়লা ও তমাকের
 রহিয়াছে। এই সকলের মধ্যে একটা সে
 ভাঙ্গা হিন্দুক হিয়াছে। ইহার নাম
 এবং এই পাইখানার তুলা ঘরের
 তোসাখানা !!! এক জন চা কর বাবুর
 সামা, তহসিলদার, রাজার সরকার ও
 যান। কিন্তু তদ্বলোক আসিলে ওরে
 আছিস রে! বলিয়া চীৎকার করা হয়।
 জন এক চক্ষু সেকেলে দ্বারবান এক
 খাটিয়াতে পড়িয়া আছে। এ ব্যক্তি ব
 বংশের আদি বড়মন্ত্ৰুষের অধীনে
 করিত। একগে বেতন দিবার . জতি
 দ্বারবান অন্যত্র কাজ করে, বাগিতে
 ভাঙ্গা চালায় (ইহার নাম 'নেউর্ড'
 শয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু লোকের
 "আমাদিগের " দ্বারবানেরা " বলা
 যেন বাবুর অনেক দ্বারবান আছে এবং
 দিগকে বেতন দিয়া থাকেন। অনাহার
 গাড়া চড়া এই বাবুদিগের মতে সম
 চিহ্ন। ইহারা বাটীর ভিতরে দশ মণ
 চেলাইতে পারেন। কিন্তু লোকের
 এক পাও পদব্রজে গমন করিলে
 'বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, যে
 কষ্টই হইয়াছে।" বড়মানুষের ছেলে,
 অভাস নাই " একথা লোকের
 শুনিতে বড় আনন্দ বেধ হয়। তা
 গাড়া চড়া হইবে না, তাহা হইলে
 বলিবেন " ইহারা বৎসন্ন গিয়াছে।
 অভিমাননিবন্ধন এক খাঙ্গি গাড়া রাখ
 ইহার চতুর্দিকে তালি; কিন্তু উপরে

ভাল চাই। একটি জীর্ণ অশ্ব আছে।
 তকগুলি ফুণ্ডই ইহার প্রধান উপজীবিকা ;
 শক্তি ন্যায় অর্জসে, মাত্র চানা দেওয়া
 লোকের নিকট বলা হয় চহা " বোগ
 দী ঘোড়া " ইহাদিগকে প্রত্যহ দশসের
 না দিলেও কষ্ট পুষ্ট হয় না ; কিন্তু অতি
 হোড়িতে পারে। যেমন ভগ্ন শকট ; জীর্ণ
 ; তাহার সাজও সেই প্রকার। পাড়া
 রা মুচি যাইলেই সাজের সংস্কার করা হয়
 বং মূল্য দিবার সময়ে " তালুকের খাজ
 , বরাত পড়ে। তথাপি কোন স্থানে
 ইতে হইলে " কল গাড়ী আন " বলা
 ইয়া থাকে ; যেম. আরও কয়েকখানি
 কট আছে !! এই সকল লোক ধারে হস্তী
 করেন ; মূল্যের বলা " তালুকের
 জমা আসিলে পাইবে " বলা হয়। দুই এক
 ন মহাশয়ের ওয়ারাণ্টের ভয়ে কিছু দিন
 হানাস্তর পলায়ন করিয়া বাটা প্রত্যাগমন
 রিলে তাঁহাদিগকে যদি বিজ্ঞাসা করা হয়
 কোথায় যাওয়া হইয়াছিল ? " বাবরা
 গনি বলিয়া চেন, " তালুকের খাজনা
 নতে " যাওয়া হইয়াছিল। আমেরিকার
 লপ্টনর্ট ট্রেন ডেরিএন যোজক আবিষ্কার
 রিতে বান। বন মধ্যে আহারের অভ্যস্ত
 কষ্ট হইয়াছিল, ভেক ও কয়েকটি করিয়া
 পাওড়াকল তাঁহার ও সহায়বগের আহা
 র ছিল। কিন্তু রা ত্রতে শয়ন করিলে ট্রেন
 ও তাঁহার এক জন বন্ধু সমস্ত রাত্রি নানা
 বিধ উপাদেয় আহারের বিষয়ে কথোপকথন
 করিতেন। যেটা পূর্বে ভোগ করা হইয়াছিল,
 এক ণ আর ভোগ করিবার উপায় নাই,
 তদ্বিষয়ে কথোপকথন করিয়া আনুমানিক
 সূত্রভোগ করা নাহুকের স্বভাব। এই নিমিত্ত
 আমাদিগের নিধন ধনিসস্তানপন একত্র
 বসিলে, কেবল ভাল ভাল ঘোড়দৌড়ের অশ্ব
 ফিটন হীরকপ্রভৃতির কথোপকথন করেন।
 ইহাদিগের আড়ম্বরের ক্রটি নাই। এ দিকে
 বাবুর বাটীতে গেলে গৃহ হইতে তমাক
 লইয়া যাইবার প্রয়োজন, কিন্তু তথাপি
 সর্কদা " ওরে, কে আছিসরে " শব্দ হই-
 তেছে। লোকের নিকটে বলা হয় " আমা
 দিগের ২০০০।২৫০০ টাকারও মাল চলে না ;

অথচ শিশুগণ হাহা করিয়া কেবল কাঁচা-
 চাউল, তেঁতুল, আনারসের খোসা প্রভৃতি
 খাইয়া বেড়ায়। লোকে ইহাদিগের বাজে
 নবাবী দেখিয়া ঘৃণা করেন, তথাপি " আমি
 অমুকের পোত্র " বলা হয়। এক জন স্পীচীর
 এক শৃগাল রি করে। পাছে লোকে জানিতে
 পারেন, এজন্য শৃগালটিকে বস্তুর মধ্যে
 লুকাইত রাখে। শৃগালটি তাহার উদরদংশন
 করিয়া নাড়ী আহার করিতেছিল, তথাপি
 এ ব্যক্তি তাহাকে প্রদর্শন করে নাট। এ
 গল্পটি বাঁহারা জানেন, তাঁহারা আমাদিগের
 ইনানীস্তন নিধন বাবুরিগের কষ্টকল্পিত
 বড় মানুষীর কৌতুক বুঝিতে পারিবেন।
 এই ছদ্মবেশে কেহই বিমোহিত হন না।
 সকলেই এই হতভাগ্য অহঙ্কারী ভিক্ষুকদিগের
 অবস্থা জানেন ; কিন্তু কি চমৎকার মনের
 স্বভাব ! কি আশ্রয় জম !! তথাপি ইহারা
 অবস্থানুপ কাজ করিয়া উদর পূর্ণ করিয়া
 আহার করেন না।

গত শতাব্দীতে লণ্ডনস্থ বণিকগণ আপন
 আপন ছুহিতাদিগকে উপাধিধারী ভিক্ষুক
 দিগের কণায় বিমোহিত না হইতে শিক্ষা
 দিতেন। পূর্বে লর্ড'ব শীর্ষগণ দরিদ্র হইয়া
 বিবাহ করিয়া ভাগ্য পরিবর্তের চেষ্টা পাই
 তেন ; কোন কোন স্থলে ক্লতকার্যও হই-
 তেন ; কিন্তু প্রায় সকলকেই তিরস্কৃত ও
 অপমানিত হইতে হইত। আমাদিগের
 ভিক্ষুক " বড়মানুষগণের " কেহ কেহ বিবাহে
 না হউক, বেশ্যা মহলে এই চেষ্টা পান। কিন্তু
 এই স্ত্রীলোকদিগের অন্য বাহা দোষ থাকুক
 সহজেই মানুষ চিনিতে পারে। অতএব
 আমাদিগের বাবুরা যে কোন বেশ্যার স্বর্ণা-
 লঙ্কারের লোভে তাহার নিবটে ওমেদারি
 করেন, তাঁহারা শীঘ্র ধরা পড়িয়া বেশ্যার
 সমাজনী খাটয়া চলিয়া আইসেন। এই
 ব্যক্তিগণ বাহ্য আড়ম্বরের নিমিত্ত না পারে
 এমন কাজই নাই। কোন ব্যক্তির উপকার
 ছলে হয় তাহার পরিবারের স্ত্রীলোকদিগের
 কুপথে আনিবার চেষ্টা পায় নচেৎ ঠকাইয়া
 অর্থ লয়। বাবু সকল জব্বা চিনেন ; এক
 টাকার জব্বা পাঁচ টাকার বিক্রীত করিলে
 সন্দেহ করিবার যো নাই। তবে যেখানে ধরা

পড়েন সেখানে বলেন, " দেখ অনুকের কত
 উপকার করিলাম ; আমার এত টাকা ডুবা
 ইল, তথাপি কি করিব ? কতটাকা কত
 দিগে গেল। " বাঁহারা সামান্য অবস্থা হইতে
 ধনী হন, তাঁহাদিগের মধ্যে বাঁহারা সরল
 তাঁহারা প্রায় এই ভিক্ষুক " বড়মানুষ-
 দিগের উপরে দয়া করেন। কেহ কেহ
 আপনার সম্মানবুদ্ধি করিবার নিমিত্ত এই
 সকল লোককে সর্কদা বাটীতে আহ্বান
 করেন। কিন্তু কি প্রকার কাল সর্প জানিয়া
 ছেন, তাহা জানেন না : " তালুক হইতে
 খাজনা আইসে নাই, অথচ পিতার আশ্রয়
 আছে। " " লাটের কিষ্টি দিতে হইবে। "।
 এইসকল বাব করিয়া ইহারা টাকা কর্ত
 লয় পীড়া হইলে এই হতভাগ্যেরা হৃতন
 বন্ধুর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেন। সেখানেই
 রাত্রি দিবা গাছেন। বুঝিমান পাঠককি ইহারা
 তাৎপর্য বুঝিয়াছেন ? অনেক টাকা কর্ত
 লওয়া হইয়াছে। এ ব্যক্তিকে যদি উইল ন
 করাইয়া জলসাৎ করা হয়, তাহা হইলে
 আর কর্তের টাকা দিতে হয় না। এত আদ
 রের মূল কারণ এই। এই ভিক্ষুকগণ মধ্যে
 মধ্যে লোকের মুরক্ষি হন ; কাহার মকদ্দম
 অথবা দায় পড়িলে পরামর্শ দেন। ইহারা
 তাহার টাকার আপনার ব্যয় চলে।

এইসকল লোক সমাজের কল্টক। ইহারা
 প্রায় মুর্থ ও চুচুরিত। স্বার্থপরতা ইহা
 গের ধর্ম। প্রতারনা লাম্প্য পরনিম্মা ই
 দিগের সার্কফনিক কাজ। ইহারা কে
 ব্যক্তির ভাল দেখিতে পারে না। নিকট
 কোন সদাশয় ব্যক্তি ধনবান হইয়া, সচ্
 করিয়া লোকের আশীর্কাদের পাত্র হই
 ইহারা হিংসার কাটিয়া যায়। বাহাতে এসব
 লোকের অনিষ্ট হয় সেই চেষ্টা করে। এ
 সকল লোক নানাপ্রকার অদ্ভুত গল্প
 সৃষ্টিকর্তা। এসকল লোককে সমাজ হই
 পদাঘাত করিয়া বিনষ্ট করা উচিত। ব
 গৃহে সর্প লইয়া বাস করা যায় ; তথাপি এ
 প্রকার এক জন লোকের সঙ্গে থাকি
 নিতার নাই।

বিবিধসংবাদ ।

৩৪। আষাঢ় সোমবার ।

১৮৫২ খ্রিঃ অবধি ইংলণ্ডে ৩৩ জন স্ত্রীমত
৫ ও ৬০ জন সারগেট হইয়াছেন । নাইটের
খ্যা অনেক অধিক হইবে । আমাদিগের বর্ক
ন বাজার সময়ে বিশ্বর লোককে উপাধি
ওয়া হইল ।

পিয়নিয়র বলেন, উত্তরপশ্চিমকালে একটা
লেজ হইতেছে । কৃতবিন্য ভ'রতবর্ষীয়েরা
শীঘ্রদিগকে গ'র্ভীয় ধর্ম শিক্ষা দিবার উপ
হইবার নিমিত্ত এই বিদ্যালয়ে পাঠ করি
বেবারও টি, বালপি, ফেঞ্চ ইহার অধ্যক্ষ
বন । কালেজটা কি গবর্নমেন্টের হইবে?
খাজার প'ড়িয়াছে, এরাপ হওয়া আশ্চর্যের
নহে ।

উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে, সিফু স্ত্রীমত
র্গ হইয়াছে । ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের এই একটা
কালস্বামী কীর্তি রহিল ।

ভূতপূর্ব বোম্বাই ব্যাঙ্কের কার্যপ্রণালীর
সঙ্কানার্ণ ১০ই জুন অবধি কমিশন বসিয়া
।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, যেনকল কর্ম
অণ্ডর সেক্রেটারি থাকিয়া স্বযোগতো
র্ন করিয়াছেন, তাহাদিগকে ক্রমশঃ সেক্রে
র পদ দেওয়া ভ'রতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের
চপ্রেত । এটা শুনিতে ভাল ; কিন্তু কার্যতঃ
তে শাসনকর্তৃগণের কঠোর জন আত্মীয়
বেতনবিশিষ্ট পদগুলির এক চোটয়া করি
। অজ্ঞ ংকটের ন্যায় মুর্খিমহীন লোকেদের
সাধারণের জ্ঞান পাত্র হইয়াও চিরকাল
ক্ষুণ্ণ কৃত বৃত্তে কাঙ্ক্ষ ক'রিতে বাধিত
ন ।

বোম্বাইয়ের কানাটী ডাক্তারদিগের নিয়ম হই
ক, কোন ব্যক্তি দোষ কবিল চেটরা দিয়া
কে জাতিবহিষ্কৃত করা হইবে । সম্প্রতি
নরসী নামে এক জীলোক মুসলমান উপ
করিয়াছে এই দোষ দিয়া ঐ প্রকার চেটরা
জাতিবহিষ্কৃত করতে ঐ জীলোক
তিদিগের বিরুদ্ধে নালীশ করিয়াছেন ।
ক মন্দ কৌতুক নয় ।

ডলি নিউল বলেন, শিক্ষা কার্যের ডিরেক্টর
কগন সাহেবের অমুখোখে গবর্নমেন্ট ময়
ংহে কয়েকটা আদর্শবিদ্যালয় করিবার
দিয়াছেন । শিক্ষকদিগকে যেন দেড়
সাতসকা বেতন দিয়া সকল পণ্ড না করা

প্রতি কতকগুলি ইটরোপীয় চিকিৎসক
তা করিয়াছিলেন । এতদ্দেশীয় ক'বরাজ
ক চিকিৎসা করিতে দেওয়া উচিত কি
এই বিষয়ে তর্ক হয় । সকলেই প্রায় বলেন
গকে চিকিৎসা করিতে না দেওয়াই
। কিন্তু সতাপাত্ত বলিলেন, আজিও
ক ইংরাজী ঔষধ সেবন করিতে আপত্তি
অতএব কবিবাজদিগকে এক কালে দূরী
না পরামর্শ সিদ্ধ নহে । আমরা, জ্ঞানিক
গের মধ্যে অনেকে অতি উপযুক্ত লোক

আছেন । ইহাদিগের চিকিৎসা প্রণালীও অতি
উৎকৃষ্ট । বিশ্বর উৎকটরোগক্রান্ত ব্যক্তি
ইহাদিগের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করেন ।
হারাদন কবিবাজ ইহার এক চুটুক । কবিবাজ
দিগের চিকিৎসা বন্ধ করা অনায়াস । তবে হাত
ড়িয়া কবিবাজদিগের চিকিৎসা বন্ধ হয় মন্দ
নয় । হাতুড়ে কম্পাউণ্ডার চিকিৎসকেরা যেন
ঐ সন্দে যায় ।

আমরা স্থাধিত হইলাম, প্রেসিডেন্সি কালে
জের ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপক লেপ্টনান্ট
আইব্ প্ মধ্য ভাগতবর্ষে বিদ্যালয়ের পরিদর্শক
হইয়া গমন করিতেছেন । এখান অপেক্ষা
তথায় বেতন অল্প । কিন্তু সম্প্রতি অধ্যক্ষ সট
ক্লিক আইবসের নীচের কর্মচারীকে উপবেশ
পর দেওয়াতে লেপ্টনান্ট প্রেসিডেন্সি কালেজ
ভাগ করিতেছেন । প্রেসিডেন্সি কালেজ হইতে
ক্রমশঃ যাবতীয় উপযুক্ত শিক্ষক পলায়ন করি
তেছেন । দেশের সর্কপ্রধান বিদ্যালয়ে একপে
কতকগুলি চেটে। লোক রহিলেন । "সটক্লিক
সাহেবেব কি পেন্সন লটবার সময় হয় নাই ?

আমরা জাবণ কসিলাম, আডবোকেট জেন
রল ক'উই সাহেব শীঘ্র পদভাগ করিবেন
এবং বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সত'র সেক্রেটারি
কেনেডি সাহেব উক্ত পদ পাইবেন ।

অদ্য সংবাদ আসিয়াছে ২৪ পরগণার দক্ষি
নাংশ প্রাবিশ হইয়াছে । অসুচারি দিবস হইল
অনববত রুষ্টি ও ঝড় হইতেছে । পৃথিবীতে
আর জল ধরে না । বিশ্বর বাটী পড়িয়া
গিয়াছে, এবং কেত্র সকল যতদূর দেখা যায়
ততদূর জল জিন্ন আব কিছই দৃষ্টিপথে পতিত
হয় না, আমাদিগের জ্ঞানে একপ বর্ষা দেখি
নাই ।

৪৪। আষাঢ় মঙ্গলবার ।

কলিকাতার কাঠবিক্রয়তারা প্রায় জয়া-
চ'র, কখন টিক ওজনে কাঠ বিক্রয় করে না
লোক পুলিষের হস্তে এইসকল লোকের
নায়ে নালীশ করেন না, কিন্তু যাহারা নালীশ
করিতে যান পুলিষ তাহাদিগের সে পথও বন্ধ
কবেন । সম্প্রতি এক ব্যক্তি এক মণ কাঠ ক্রয়
কবেন, কিন্তু দোকানদার তাঁটাকে ৫৫ সের মাত্র
দয় । এ বিষয় পুলিষকে অবগত করিতে ডেপুটী
চমিসনর আজ্ঞা দিয়াছেন, পুলিষ সামান্য চুরির
নালীশ গ্রহণ করিবেন না । ৫৫ সের কাঠে জল
ফলিলে শীঘ্র এক মণ হইতে পারিত । এই অমু
গ্রহেই ত চোবের এত সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে ।

রাজমহল হইতে কলিকাতাপর্যন্ত খাল হই
তেছে । ভূমি জমিদার করিবার নিমিত্ত কয়েক জন
ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত হইয়াছেন । নদীপ্রান্তেও জল
সেচন'প খাল হইবে । ২৪ পরগণা কি গবর্নমে
মেন্টের সীমার বর্ধিত ? স্থানবতীর সংস্কারের
কি হইল ?

সম্প্রতি এক জুয়াচোর কতগুলি খানের
গাইট বন্ধক রাখিয়া ওরিন্টল ব্যাঙ্ক হইতে
টাকা লয় । নিয়মিত দিবসে টাকা না দেওয়াতে
ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধায়ক বাণহৌসে গিয়া গাইট
গুলি খুলিলেন ; কিন্তু তদন্থ্যে কেবল গণিক্রম
দর্শন করিলেন । এপ্রকার চতুরতাসহকারে

গাইট রাখিয়াছিল, যে বাণহৌসে তী
কর্মচারিগণও তাহ পুত করিতে পারেন
অসলপুরে অন্যাপ ওলাউঠার প্রা
রহিয়াছে ।

বোম্বাই গবর্নমেন্টের অমুখোখে ভারত
গবর্নমেন্ট ডায়রী গ্রা'ট মেডিকালকা
চাত্রদিগের ছাত্রত্ব তিরস্কি করিবার আজ্ঞা
ছেন ; বোম্বাইয়ের মিউনিসিপালিটির সাহ
সরকারী রাজস্ব হইতে ২৫,০০০ টাকা
হইয়াছে । আগামী বর্ষে ৫০,০০০ টাকা
হইবে । এসকল দ'ন অতিশয় অনায়াস ।

আব এক জন জাহাজী কাপ্তেন গোল
পড়িয়াছেন । ইয়ঙহারান জাহাজে উইলিয়
কনন নামক এক জন ফরিস্তি ও তাহার
বর্মীয়া স্ত্রী কলিকাতায় আসিতোড়িলেন ।
জের কাপ্তেন মনিসন কলকতনের স্ত্রীকে
চারিণী করাতে ঐ ব্যক্তি পুলিষে নালীশ
য়াছে । মাজিষ্টেট ভ্রামন প্রত্যর্গীর জামিন
তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন ।

এবার জগন্নাথের যাত্রীদিগের মধ্যে
লোক ওলাউঠায় প্রাণভাগ করিতেছে ।
শয় রুষ্টি হওয়াতে অনেকে আর ও উদ
কষ্ট পাইতেছে । এত যাত্রী গিয়াছে যে,
স্থান হয় না । ইহারা যে প্রকার মন্দ সব্য
করিবে এবং তিজা ঘরে থাকিবে তা
প্রভাগমমকালে আরও অনেকে প্রাণ
করিবে সন্দেহ নাই । আমরা শুনিলাম,
শের বাহুরক্ষক ডাক্তার শ্মিথ পুরীতে
ছেন, আমরা তাঁটাকে অমুখোপ করিতেছি
বার জগন্নাথের প্রসাদ পরীক্ষা করেন ।
সকল প্রসাদ মোটা চ উল ও গুড় প্রসাদ
এবং এক বৎসরের প্রসাদ দশ বৎসর প
ধাকে ইহা আহার করিয়া অনেকের
হয় । পরীক্ষাধারা যদি প্রসাদের অস্বাস্থ্য
গুণ প্রকাশ পায় তাহা হইলে সেগুলিকে
পথে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা কর্তব্য ।

গত কল্য সকলে ঝড়ের আশঙ্কা ক
ছিলেন । অদ্য বেলা ১১ ঘটিকার সময়ে
হইবে একপ জনবব হয় । জাহাজের মাস্তর
ভ্রামিত্ত নামান হইয়াছিল, কিন্তু ঝড়
নাই । রুষ্টি সমানই রহিয়াছে ।

সম্প্রতি লণ্ডনস্থ সটডে' রিবিউএ ব
ইংরাজী জীলোকদিগের বিরুদ্ধে যে প্র
লিখিত হয় তাহাতে পাছে ভ'রতবর্ষী
ইংরাজদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা কবেন, এ নি
ডেলিনিউসের এক জন পত্রপ্রেরক বিখ্যাত
কার উইলিয়ম শ্মিথ সাহেবেব এক প্রতি
প্রকাশিত করিয়াছেন । শ্মিথ সাহেব বর্
বৃত্তীদিগের অতিশয় প্রশংসা করিয়া
সটডে' রিবিউএ যে অতিবর্ধনদোষ ঘটিতে
কিন্তু বর্তমান ইংরাজ জীলোকেরা যে অ
আমোদপ্রিয় ও নিলঞ্জ হইয়াছেন তা
সন্দেহ নাই । এক বিষয়ে আমরা আন
হইলাম, ভারতবর্ষীয়েরা পাছে ইংরাজদি
চরিত্রে ন শিক্ষা করেন এই ভয় অনেকের আ

যদি বোধ গোপন না করিয়া দোষের
করেন তাহা হইলেই জুখের বিষয় হয়।
এই আঘাত বুঝায়।

সমাজের আমলাদিগের বেতনবৃদ্ধি করি
য়াইয়াছে।

লক্ষ্যার্থী কৃষকসমাজ গবর্ণমেন্টের উদ্ভি
নর যে অংশে অনেক চারা রাখিয়াছি-
এবং যে ভূমি গবর্ণমেন্ট খাসে গ্রহণ করি
ন, তাহার ক্ষতিপূরণরূপ সমাজকে
১০ টাকা দিতে হইয়াছে। সমাজের এমনত
পৃথক উদ্যান থাকা উচিত, বাহা গবর্ণ-
পুনর্দার বেতনভিত্তি বাজেআপ্ত করিতে
পারেন।

সমাজে একপ্রকার ভয়ঙ্কর কামান প্রস্তুত
হইয়াছে। এক কালে বিশ্বের টোটা কামানের
নিষ্কাশন করা হয়। তৎপরে এক জন
এক একটা চক্র ঘুরাইতে থাকে। তদ্বারা এক
টোটা কামানের রক্ততরুরে আইসে।
এই হাতুড়ির আঘাতে আগুন উঠিতে থাকে।
কামানে এক জন টেননিক প্রতিমিনিটে ৫০
বার কামান ছুড়িতে পারে। এইরূপ এক
বার বন্দুকও ছুটু হইয়াছে। পূর্নোক্ত কামা
ন গোলা ৩৪০০ হস্ত যায়; কিন্তু এই বন্দুকের
ল ৪০০০ হস্ত দ্রব্য স্থিত মনুষ্যকে বধ করিতে
পারে। উক্তার দ্বারা দশপলমধ্যে বিংশতিবার
শট চলে। মনুষ্যবধের উৎকৃষ্ট উপায় লইয়া
কামান সত্য কালেব অনেক সময় অতিবাহিত
হইতেছে।

গবর্ণমেন্টের নামে যে কিরাজি বাস্তিচারেব
উপোগ করে তাহার কথা অমূলক প্রতিপন্ন
হইয়াছে।

গবর্ণমেন্টের সেনাসামক যে ব্যক্তি অরিএটাল
সমাজকে ঠকাইয়াছে বলিয়া নালিশ হয়,
সমাজকে ৫০০০০ টাকার জামিনে মুক্ত কর
য়াইয়াছে।

সম্প্রতি আলাহাবাদের এক জন টেননিক
সামকিসর পূর্ণ বন্দুককে শূন্য বিবেচনা করিয়া
সমন লক্ষ্য করিতেছিলেন, অমনি হঠাৎ কল
ছটিয়া উঠার নাপিতের প্রাণনাশ হইয়াছে।
এ ব্যক্তিকে ফৌজদারি আদালতে অর্পণ করা
হইয়াছে। বন্দুক হইলেই "হঠাৎ" গুলি হয়;
প্রহারের বেলা পীড়িত গীহা ত আছে।

পূর্নোক্তালা রেলওয়ে কোম্পানি দারজিলিঙ
থাকিয়া যে শাখা করিতে চাহিয়াছিলেন, সর
সরকারী ভাড়া কোটা তাহার প্রতিজ্ঞ হইতে সম্মত
হইয়াছেন। এই শাখা দারজিলিঙে যাই

বারই জুবিধা মাত্র হইবে; কিন্তু বাণিজ্যের
কি উপকার হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি
না।

চট্টগ্রামের নিকটবর্তী চাঁদপুরের চাঁ-
ত্রেয় তত্ত্বাবধায়ক কাটার সাহেবের গৃহ দক্ষ হই
য়াছে। কোন ছুটু লোকে এই কার্য্য করিয়াছে
বোধ হইতেছে, কিন্তু এই ব্যক্তি অন্যাপি ধৃত
হয় নাই। চট্টগ্রামের লোকেবা চার চাষ করিতে
অসম্মত; এই অঞ্চলের প্রায় যাবতীয় চাষকে
বন্ধ হইয়াছে।

প্রধানতম বিচারালয় নিম্নতর বিচারপতি
দিককে বলিয়াছেন, যখন কোন মোংফরকা মক
দমার নিশ্চিন্তি হয়, তখন প্রায় কোন স্থলেই
উকীলের ফীর আজ্ঞা হয় না। কোন কোন
স্থলে আমলারা সেই সেকলে শতকরা পাঁচ
টাকার হিসাবে উকীলের ফীর খরিয়া দেন। এ
বিষয়ে ১৮৬৬ অব্দের ১৩ই জুনে ২২ নং যে
সরকুলর হয়, প্রধানতম বিচারালয় তদনুসারে
সকলকে কাজ করিতে বলিয়াছেন। নিম্নতর
বিচারপতিগণকে নিজে এই ফীর স্থির করিয়া
দিতে হইবে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যে রূপ সম্প্রতি
ফীর নিয়ম হইয়াছে, এখানেও তাহা করা
কর্তব্য।

পূর্নোক্তালা রেলওয়ের এজেন্ট ফ্রান্সিস
প্রেন্টেস সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, শিয়াল
দহের ষ্টেশনে কতগুলি দ্রব্য আছে, কোন
ব্যক্তি এগুলির উপরে দাওয়া করিতেছেন না।
আগামী ২৩ জুনের মধ্যে কেহ উপস্থিত না
হইলে দ্রব্যগুলি বিক্রীত হইবে। অর্থাৎ ১৬ই
জুন, সাত দিনের ভিতরে যিনি কলিকাতা
গেজেট দর্শন করিয়া না যাইবেন তিনি
উঁহানু দ্রব্য আর পাইবেন না। বুঝির দৌড়
বটে। কিন্তু একটা কথা হইতেছে, যেসকল
ব্যক্তি শ্যামনগরে হস্ত হইয়াছেন, উঁহাদিগের
কোন দ্রব্য ইহার মধ্যে আছে কিনা?

গত ৮ই জুন অবদি ১৪ই পর্যন্ত কলিকা
তায় ১৫২৯ ইঞ্চ বৃষ্টি পড়িয়াছে। গত ১৪ বৎ
সরে এই সাতদিনের মধ্যে গড়ে ২৫৬ ইঞ্চ বৃষ্টি
পতিত হয়। এবংসর জাহুয়ারি অবদি
১৪ই জুন পর্যন্ত সর্বশুদ্ধ ৩২৮৬ ইঞ্চ জল
হইয়াছে। গত ১৪ বৎসরে এই সময় মধ্যে ১৫
৩৭ ইঞ্চ মাত্র হইয়াছিল। এবার শস্যের কি
দশা হয় বলা যায় না; আউস ধান্য ত মারা
গেল।

৬ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।
লাহোর ক্রনিকল বলেন, মধ্য আশিয়াতে

গোলযোগ ও যুদ্ধ হওয়ার ভয় হইতে
স্থান দিয়া চার যে বাণিজ্য হইত তাহা বন্ধ
হইয়াছে। এতদ্বিবন্ধন বাণিকেরা ভারতবর্ষের
চার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। প্রায় ১৮
লক্ষ টাকা চা মধ্য আশিয়াতে প্রতিবৎসর
ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে; এই চা কলিকাতা ও
বোম্বাই হইতে কাবুল দিয়া লইয়া যাওয়া হই
তেছে।

সর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এতদেশীয়দিগকে
অধিক পরিমাণে কর্ম দিবার যে প্রস্তাব করেন
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তাহাতে সম্মত হইয়া
ছেন। সহকারী কমিসনর ও অতিরিক্ত সহকারী
কমিসনরদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। প্রথম
শ্রেণির অতিরিক্ত সহকারী কমিসনরদিগের
আবার শ্রেণিভিত্তিক হইয়া ৬০০, ৭০০,
৮০০ টাকা বেতন হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণির
কর্মচারিগণ ৪০০ ও ৫০০ টাকা এবং তৃতীয়
শ্রেণির লোকেরা ২৫০ ও ৩০০ টাকা পাইবেন।
সহকারী কমিসনরদিগের পদ শূন্য হইলেই অ-
তিরিক্ত সহকারীদিগের উন্নতিলাভ হইবে। এ-
শায়েরা হুসিয়ারপুর পেসোয়ারের চে
আদালতের ডায়ের পদ পাইবেন না, এম
এ প্রতিবন্ধক দূরীকৃত হইবে। মধ্য মধ্য
সকল অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর "সামান্য
পদ, চরিত্র, ও যোগ্যতায়" প্রধান হই
উঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে
কারী কমিসনরের পদ দেওয়া যাইবে।
হউক অচিহ্নিত কার্য্যও গবর্ণমেন্ট যদি
কাজ করেন তাহা হইলেও কতক অস-
কমিয়া যায়।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্ট গবর্নর আজ্ঞা দিয়া
কেবল পরীক্ষা লইয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নি-
করা হইবে এরূপ নহে, পরীক্ষাও হইবে,
মধ্যে গবর্ণমেন্ট বিনা পরীক্ষায়ও লোক ম
নীত করিবেন। যে সাহেবের রাজনীতি
ভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে এদেশীয়দি
বেলা পরীক্ষা আর ইউরোপীয়দিগের
"মনোনীত" করিবার প্রথা না হইয়া দা
পরীক্ষা প্রণালী থাকিলে অচিহ্নিত বিচা
দিগের ন্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদও
পীয়দিগের চম্পূর্ণ হইবে।

এতদিনের পর গবর্ণমেন্ট ক্রীক্রেজের
দিগকে সতর্ক করিয়াছেন। পুরীতে এত
গিয়াছে এবং আহ্বারের এত কষ্ট হ
যে তথায় গমন করিলে পীড়া হইবার
সংভাবনা। আমরা আশ্বাসিত হইলাম,

পুরের পুলিশ প্রায় ২০,০০০ ব্যক্তিকে আশ্রয়
আশ্রয় পুনর্বার গঙ্গাপার করিয়াছেন। এবার
প্রায় এক লক্ষ লোক পুরীতে গমন করিয়াছেন।
যখন সকলেই জগন্নাথের উপরে এত চটা তখন
পাড়াবিশেষে অসুস্থতাপন্ন লইবার আইনের
আর বিধি করা উচিত নহে।

ইংল্যান্ডের ব্রহ্মদেশ হইতে সংবাদ পাইয়া-
ছেন। নন্দন মিত্র রাজকুমার পুনর্বার ৮০০০
জন্য সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছেন। রাজা
কর্তব্য শাসনকর্তা ভিন্ন আর সকলকে লৌহ
পুত্রে বন্ধ করিয়া মালালাইয়ে প্রেরণ করিবার
আজ্ঞা দিয়াছেন। ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতার শেষ
হইবে দেখা যাইতেছে।

বোম্বাইর রাজার মুক্তসংবাদ সত্য নহে।
কোন কয়েকজন লোক এ কতগুলি মৌলবী
লিখিত করিতেছেন। রাজা বরুণা শোভিত
পাক নিবারণ করিবার চেষ্টায় আছেন। রুশী
হেঁচা অপরাধ বোম্বাইয়ে প্রবেশ করে মাই।
বিত্ত রাজার কিছুতেই রক্ষা নাট। সিয়র সিংহ
ও মুক্তসংবাদের বিদ্রোহ নিবন্ধন মলীপ সিংহ
রাজ্য ত্যাহাতে হইয়াছিল। রুশীদিগের দক্ষ
নীতি ইংরাজদিগের দক্ষনীতি অপেক্ষা অনেক
গুণে নিকৃষ্ট।

কাবুল হইতে সংবাদ আনিয়াছে। সিয়র
আলিখান যে শত্রু পীড়া ভয়, তিনি তাহ
হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। শত্রুর পুত্র
জাহুর খাঁ কাবুল আক্রমণ করিতে আসিতে
ছেন। আবদুল রহমান খাঁ কোন পক্ষেই নছেন।
সিয়র আলি ও আজিম খাঁ পরস্পর পরস্পরের
বল ফল করিলে পর তিনি কাবুল লইবেন সকলে
এই অনুমান করিতেছেন। সিয়র আলির
এক দল সৈন্য আবদুল রহমানের সম্মুখে রছি
য়াছে। আবদুল রহমানের সৈন্যগণের অতিশয়
অসুস্থ হইয়াছে।

সি বাল্য ম ডবলিউ ডবলিউ হটার সাহেব
ভারতবর্ষের আদিম ভাষাসমূহের একখানি
অধ্যয়ন প্রস্তুত করিতেছেন। ইংলণ্ডের রাজ
কীয় গাণিত্যিক সোসাইটি ভারতবর্ষীয় গবর্ণ
মেন্টকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে তিন দিন এই গ্রন্থ
খান প্রস্তুত না হয় ততদিন হটার সাহেবকে
ইংলণ্ডে থাকিতে দেয়া ভাল হয় এই প্রকার
সম্মান কেবল সাহেবের বচনকে দেওয়া
হইয়াছিল। হটার সাহেব পরীক্ষার্থী দলের
মধ্যে একজন অতিশয় উৎসাহ লোক।

স্ট্রেটসেক্রেটারি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে

লিখিয়াছেন সশ্রুতি ভূপালের বেগম ইংলণ্ড
খরী ও তাঁহার পুত্রবধূকে যে দুইখানি পাখা
উপঢোকন দিয়াছেন রাজী তাহা অতিশয়
আফ্লাদসহকারে গ্রহণ করিয়াছেন। রাজীকে
যে পাখাখানি প্রদান করা হয়, বেগম তাহা
সহজে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়খানি
ভূপালের বিটোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের
ছাত্রীগণ করিয়াছেন। সশ্রুতি নেপলিয়ন হইলে
সহজে ধন্যবাদ পত্রপ্রেরণ করিতেন। ইংরা-
জেরা এই ভদ্রতা জানেন না।

কোন কোন বিভাগীয় প্রধান কর্মচারী গবর্ণ
মেন্টের অনুমতি না লইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইং-
লণ্ড হইতে দ্রব্য আনয়ন করেন। ইহাতে গবর্ণর
জেনরল বিরক্ত হইয়া আজ্ঞা দিয়াছেন, কর্মচারী
দিগকে একপ্রকার স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে
না; ভবিষ্যতে গবর্ণমেন্টের অনুমতি না লইয়া
এ সকল কাজ করিলে উচিত আজ্ঞা হইবে।

এবার সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় ২৬৮ জন
পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫০ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রয়াগস্থত বলেন " কয়েক দিবস গত
হইল জেলা এলাহাবাদের অন্তর্গত পাঁচ
দেওয়া গ্রামে একটি আশ্চর্য ঘটনা হইয়াছে।
উক্ত গ্রামের জমিদার ও আর আর অধিবা
সীরা একত্র হইয়া বকসা নামক (জাতিতে
পার্সি) এক ব্যক্তিকে রাত্রিতে চোর চোর
বলিয়া ধরিয়া অত্যন্ত মার পিট করে ;
পশ্চাৎ একটা নিমগাছে তাহার গলায় ফাসি
দিয়া তাহার প্রাণ বিনষ্ট করে, পুলিশ অনেক
কম্বুসন্ধান করিয়া ১১ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার
করিয়াছে। এখানকার মাজিস্ট্রেট মিষ্টার রবার্ট
টসন সাহেব এই অভিচারীদিগকে গত ২৬ এ
মে তারিখে সেননে সোপারফ করিয়াছেন।
একপ বিশয়জনক ব্যাপার আমরা এই প্রথম
বার শুনিলাম। ইংরাজরাজ্যে কিনবাধী আমল
উপস্থিত হইল। "

৭ ই আশাঢ় শুক্রবার।

আগামী ৬ই জুলাইয়ে আটর্নীদিগের পরীক্ষা
হইবে। ৯ জন আটর্নিকলড ক্লাক পরীক্ষা
দিতেছেন। আমাদের আইনের পরীক্ষার
একটা নিয়মিত কার্যপ্রণালী কবে হইবে?

অধ্যকার ডেলিমিউসে একটা কৌতুকবহু
বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। গত শনিবার
রাত্রিতে এক জন ইউরোপীয় নাবিক আসিয়া
ফিনিক বাজারের পুলিশ ইনস্পেক্টরকে বলিল,
সেন্দীতীরে এক ব্যক্তিকে ছুরিকাঘায়া বধ করি

য়াছে। তৎক্ষণাৎ কয়েক জন সার্জেণ্ট ও প্রহরী
ঝড় বৃষ্টি না মানিয়া তীর কম্বুসন্ধান করিল; কি
মৃত দেহ পাইল না। পরে খানায় আসিয়া নাবিক
কে বলিল, সে নিজে গিয়া হত ব্যক্তিকে দেখ
ইয়া দিলে ভাল হয়। নাবিক বলিল, তাহার এক
জন সহচর খানায় রুদ্ধ আছে; রাত্রিতে নিজে
রুদ্ধ থাকিয়া তাহার নিকটে বাস করাই তা
হার উদ্দেশ্য; হত্যার কথা। মধ্য। এ
ইচ্ছা পরিপূর্ণ হইল; কিন্তু ইনস্পেক্টর ইহাকে
এক পৃথক গৃহে একাকী রাখিলেন। এতী ঘটনা
নাবিকের কাজ বটে।

৮ ই আশাঢ় শনিবার।

বোম্বাই ব্যাঙ্কে কম্বুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে।
কিন্তু অংশীদিগের মধ্যে অল্প লোকেই জবান-
বন্দী দিতেছেন। সর চারলস জার্লন তদন্ত
করিয়া ব্যাঙ্কের খতা পত্র সকল দর্শন করিতে
ছেন। কমিসন সর্দীসাবরণের সম্মুখে জবান-
বন্দী লইতেছেন। আমাদের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর
গ্রে সাহেবের হাত থাকিলে ছর রুদ্ধ করিয়া
অক্ষকারে কাজ হইত।

কু ও অব ইণ্ডিয়াতে লিখিত হইয়াছে:—
" গুটুম্বারের প্রতি যেসকল অপরাধ দেওয়া
হয়, বোম্বাই গবর্ণমেন্টকে তাহার কম্বুসন্ধান
করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। আমরা তদন্ত
করি, কতগুলি অপরাধপাতী কর্মচারী বরদায়
গমন করিয়া এই কম্বুসন্ধান করিবেন। যেসকল
ব্রিটিশ কর্মচারী গুটুম্বারের রাজধানীতে
নিযুক্ত আছেন, তাহাদিগের সাংকে যেন সাব-
ধানে বিদ্যাস করা হয়। " রেসিডেটগণ তবে
" অসুযোগে " যথার্থ কথা গোপন করিতে
পারেন?

উক্ত পত্র প্রস্তাব করিয়াছেন, এ দেশে
গ্রন্থকারদিগকে গবর্ণমেন্টের পুস্তকাধ ও বৃত্তি প্র-
ভৃতি দেওয়া কঠব্য। কু ও যথাপই বলেন, গ্রন্থ
লিখিয়া যিনি দিনপাত করিতে চান, তাঁহাকে
এ দেশে অমাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হয়।
পূর্বে ইংলণ্ডে ও গ্রন্থকারদিগের এই অনায়া ছিল;
একণে তদ্রূপ লেখকেরা বিস্তর অর্থ উপা-
র্জন করিতেছেন। গবর্ণমেন্টের উৎসাহনান
অতিশয় আবশ্যিক।

চ ই বাসার বিদ্রোহীরা সহজে শাসিত হইল
না, দেখা যাইতেছে। মেজরকে আর কত
গুলি সাহায্যকারী সৈন্য দেওয়া হইয়াছে।
৬০০ পুলিশ সৈন্য গিয়াছে। চাইবাংসা সিংহ
ও কিলকোডে একণে গোলযোগ হইতেছে।

স্বাভাবিক রাজস্বসংক্রান্ত কমিশনের মির-
পোপালসাহি ১৮৫৭ তরফের বিদ্রোহে
অপূর্ণ বিশেষ সাহস প্রদর্শন করাতে
গবর্নমেন্ট তাঁহাকে একখানি তলবার
দিয়েছেন। লাহোরের কমিশনের বর
খালি খাঁ ঐরূপ সাহস প্রদর্শন করাতে
ক "মোগ্রাজিজ খাঁ বাহাদুর" উপাধি
হইয়াছে।

—:—

ইউরোপীয় সমাচার।

২ ই মে দক্ষিণ কারোলিনার ব্যবস্থাপিক
অধিবেশনের আঙ্গা হইয়াছে।

এরূপ জনস্বার্থ রক্ষণার্থ বিবেচনায় যে
কাজকে কর্তৃত্ব করা হইয়াছে, তাহা
তরফ পোষণের নিমিত্ত স্বতন্ত্র কর করা

৩ রা জুন পর্যন্ত ডেবিস সাহেবের বিচার
হইয়াছে। পুনর্বার স্তম্ভ প্রতিকূল পত্র
হইয়াছে। সেনাপতি শোফিল্ড রিচম-
মুদ্রকে পদচ্যুত করিয়া আর এক জনকে
দ নিযুক্ত করিয়াছেন।

৪ রা জুন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, টরন্টো
র আইরিশদের কয়েক জন সত্যকে
দেওয়া হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ বলেন, মাদে-
নর ফেনিয়ান সভার সহিত ইহাদিগের
ব ছিল এবং কতকগুলি ফেনিয়ান পত্রও
হইয়াছে।

৫ রা জুন। গত কল্যাণ ওয়াশিংটন
টেলিগ্রাম আসিয়াছে, সেন্ট আর
স প্রদেশকে ইউনাইটেড স্টেটসের চক্রবা-
অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

৬ রা জুন। টেলিগ্রাম আসিয়াছে, আর্বি-
সিদ্ধ বন্দীগণ সুইডেনে উপনীত হইয়াছে।
কঙ্গল কামেরণ পীড়ানিবন্ধন আনেন্স লি
তে আছেন।

টিউনিসের গবর্নমেন্টের সহিত ক্রান্ত
হইয়াছে।

৭ রা দেশে প্রতিপক্ষে মেইল লইয়া যাইবার
ত মেসেজারিস কোম্পানি করানী গবর্ন
সহিত চুক্তি করিয়াছেন।

৮ রা দেশীয় টেলিগ্রামে প্রকাশ কবে, রুশীয়েরা
ই বোখারীয়দিগকে পরাজিত করিয়াছে।
বিস্ মার্ক পীড়িত হইয়াছেন।

৯ রা পমিনকুলার কোম্পানি গত ছয় মাসের
অংশীদিগকে শতকরা তিন টাকা লাভ
ছেন।

৩ ই জুন। হাউস অব কমন্সে গত রাত্রিতে
মিল সাহেব এক আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন।
ইহাতে আর্বিসিনিয়ার যুদ্ধের বিষয়ে অগ্রসর
নের প্রার্থনা করা হইয়াছে।

বিস্তর লোকে স্বাক্ষর করিয়া মহাসভার
নিকটে এক আবেদন করিয়া প্রার্থনা করিয়া
ছেন, আয়ারকে পুনর্বার শাসনকার্যে নিযুক্ত
করিয়া তাঁহার যাবতীয় ব্যয় দেওয়া ও ক্ষতি
পূরণ করা কর্তব্য।

আপাততঃ আয়ারলণ্ডে স্তম্ভ পুরোহিত
নিযুক্ত না হইলে, এই বিষয়ে মাদেইন সাহেব
বিল অর্পণ করিয়াছেন, কমিটি তাহা এক
বাক্যে গ্রহণ করিয়াছেন। নিরপেক্ষতাসংক্রান্ত
আইনের বিবেচনার্থ যে কমিশন নিযুক্ত হন,
তাঁহারা এই বিষয়ে কঠিন আইন করিবার প্রস্তাব
করিয়াছেন।

৮ ই জুন। ইনভালিড রুশ নামক সংবাদ
পত্র বলেন, আফগানস্থানের রাজনীতির উপরে
হস্তার্পণ করা রুশীয়ের পক্ষে অসম্ভাবিত নহে।

৯ জুন ১০ ই জুন। বঙ্গদেশীয় শাসনসংক্রান্ত
কাগজসকল মহাসভার গোচরার্থ অর্পণ করা
হইয়াছে। সর ষ্ট্রাফোর্ড নর্থ কোর্ট যেসকল প্রাধ
পাঠাইয়াছিলেন, সর জন লরেন্স ও তাঁহার
মন্ত্রিবর্গ তদন্তরস্বরূপ দীর্ঘ মিনিট লিখিয়াছেন।
সর জন লরেন্স বঙ্গদেশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র শাসন
কর্তা ও কোর্সিল নিয়োগের বিষয়ে অসম্মত।

তিনি বলেন, ইহাতে গবর্নর জেনরলের সম্মা-
নের হানি হইবে। সব উইলিয়ম যুরেরও এই
মত। কিন্তু বঙ্গদেশের লেপ্টনান্ট গবর্নর ও
গবর্নর জেনরলের কোর্সিলের অধিকাংশ সভ্য
মাস্তাজ ও বোম্বাইয়ের ন্যায় বঙ্গদেশে শাসন
কর্তা নিযুক্ত করিবার প্রস্তাবের অনুমোদন করি
য়াছেন। সর উইলিয়ম মানস্ ফিল্ড বলেন,
বঙ্গদেশে গবর্নর ও কোর্সিল হইলে, কিন্তু স্ট্রেট
সেক্রেটারিকে সাক্ষাৎ স্বতন্ত্র পত্র লেখার ক্ষমতা
না থাকে। বোম্বাই ও মাস্তাজের শাসনকর্তাদি
গের হস্ত হইতেও এই ক্ষমতা লওয়া তাঁহার
অভিপ্রের্ত।

প্রায় সকলেই বলিয়াছেন, কলিকাতায় রাজ
ধানী থাকুক।

আর্বিসিনিয়া হইতে প্রত্যাগত সৈন্যগণ স্তম্ভ
গতি সুইডেনে যাইতেছে। কতকগুলি ক্রকডাইল
ও সিরাপিস বোম্বাই জাহাজে আলেকজান্দ্রিয়া
হইতে যাত্রা করিয়াছে।

১১ ই জুন। গবর্নমেন্ট বলিয়াছেন, তাঁহারা
সবৎসরের ব্যয় এক কালে মহাসভার নিকট
হইতে লইবেন।

তুলার হিসাবের বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে।
রুশীয় গবর্নমেন্ট প্রস্তাব করিয়াছেন
সকল অস্ত্র নিক্ষেপ হইবার পর স্তম্ভিত
লোকের প্রাণবধ করে, সেই সকল অস্ত্র
ব্যবহৃত না হয়। করানী গবর্নমেন্ট এই
সম্মতি দিয়াছেন।

তিন ব্যক্তি সারবিয়ার রাজকুমার মাই
লকে গুলি করিয়াছে।

আর্বিসিনিয়া হইতে আগত।

১২ রা জুন। অন্য প্রাতঃকালে সর
নেপিয়ার পশ্চাত্তী দল লইয়া উপনীত
য়াছেন। তিনি কল্যাণ জেলাতে গমন করিয়া
রাজকীয় ইন্ডিনিয়ার দল, বালুকী, ২ কোম্পা
মাস্তাজী খননকারী ও ২ রেজিমেন্ট ভারত
পদাতিক ব্যতীত আর যাবতীয় সৈন্য স্তম্ভ
রোধ করিয়াছেন। তাঁহারসকল রক্ষা কা
নিমিত্ত উক্ত সৈন্যদিগকে আর ৮। ১০
আর্বিসিনিয়াতে থাকিতে হইবে। সর
নেপিয়ার সুইডেনে যাইতেছেন। বোধ হয়
হইতে ইংলণ্ডে যাইবেন। কিন্তু সৈন্যগণ
জাহাজে না উঠিলে তিনি জুলা ত্যাগ
তেছেন না। ডকটন সাহেব (যিনি
করিতেছিলেন) শোহোদিগের দ্বারা হত
য়াছেন।

—:—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

লেপ্টনান্টগবর্নরের

আদেশাধুন্যারী

নিয়োগ।

৯ ই জুন। নিম্নলিখিত তদ্রলোকেরা
মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া
শাসন কার্যে নিরীহার্থ যথ প্রাপ্তি ভুক্ত হই

- বাবু পার্শ্বতীচরণ রায়;
- হরিচৈতন্য ঘোষ এম, এ,
- তারিণী কুমার ঘোষ বি, এ;
- ভুবনমোহন রায়;
- প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়;
- জে, আর, হাও সাহেব;
- এবং সি, ই, বেথ সাহেব।

নিম্নলিখিত তদ্রলোকেরা পশ্চাত্তী
চারীদিগের অস্থাপস্থানকালপর্যন্ত
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ

তৎপরিবর্তে বাবু অন্তলাল পাল

কারণে বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায়ের

কারণে বাবু সীতাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের

কারণে বাবু হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

কারণে বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের

কারণে বাবু টেকলালচন্দ্র ঘোষালের পরি

কারণে বাবু অনুলচরণ মল্লিকের পরি

কারণে বাবু রাইলাল সাহেব কলিকাতার

কারণে এচ, ডবলিউ, এলিস সাহেব

কারণে এচ, মেটকাফ সাহেব বিদায়

কারণে জি, সি, কিলবি সাহেবের পরি

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে ডবলিউ, ডবলিউ, এলিস সাহেব

কারণে তৎপরিবর্তে জে, সি, উইলিয়াম সন

কারণে কলিকাতা কন্সটারীদিগকে দ্বিতীয়

কারণে তৎপরিবর্তে জে, সি, উইলিয়াম সন

কারণে বাবু দেবেশনাথ বসু কটক বিভাগে।

কারণে বাবু নবীনচন্দ্র সেন বি, এ, বাবু প্যারী

কারণে বাবু ভুবনমোহন রাহা, জে, সি, উইলিয়াম

কারণে বাবু তারিণীকুমার ঘোষ বি, এ, জে, আর,

কারণে বাবু হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, মুবসিদাবাদে

কারণে বাবু হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, মুবসিদাবাদে

কারণে বাবু হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, মুবসিদাবাদে

এচ, বি, বিম্‌স সাহেব; বাবু অমৃত-

সি, ই, বেলি সাহেব, জে, বি, রবার্টস

কারণে এচ, আর, ওয়াসলি চাকার এক জন

এই তারিখের যে আদেশ ১০ ই জুনের

ডবলিউ, এ বিডন সাহেব বর্জ্যমানে।

বি, ডবলিউ, বটলহেন সাহেব গয়াতে।

বাবু গঙ্গাপর খাঁ নওয়াখালিতে।

বাবু মহেশনাথ হাজারা হুগলীতে।

ডবলিউ, এস, এচ, ফার্মস সাহেব হুগলীতে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

১৩ ই জুন। যতদিন এচ, সি, মে

ততদিন কলিকাতার মাজিস্ট্রেট জে, এ

নিম্নলিখিত তদ্রলোকেরা ১৮২৮ অ

বাবু ফেত্রাগোপাল বন্দ্যো-

বাবু পরেশনাথ ফুল নদীয়াতে।

১৫ ই জুন। এক টি, গ্রান্ট সাহেব

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

কারণে এচ, ডবলিউ সাহেবের পরিবর্তে

অতিশয় আনন্দের বিষয় কেশব বাবুর
ছাপরা এসোসিয়েশন " সত্যের সৈনিকের
দৃষ্ট হইতেছে । এখানকার স্বাভাবিক
কালী, হিন্দুস্থানী, ইংরাজপ্রভৃতি সক-
ই সত্যটির উন্নতিকল্পে যত্নবান আছেন ।

—:—

আমাদিগের কালনাঙ্ক সংবাদদাতা
হইয়াছেন:—

এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়টি যদিও
নাথিপতি মহারাজের রায়ে চলিয়া আসি-
ল; কিন্তু গবর্নমেন্টের সহিত সংশ্রবপূন্য
না । বর্ধমানের সিবিএল সারজন মধ্যে মধ্যে
গয়া পরিদর্শন করিতেন । অন্যান্য তদুস-
ণও ইহার উন্নতিসাধনে যত্নবান ছিলেন ।
এখানে জানি না, রাজাবাহাদুর সে সংশ্রব
তেছেন কিনা । পক্ষান্তরে গবর্নমেন্ট এই
ৎসালয়ের সহিত সংশ্রব রাখিবার নিমিত্ত
শেষ যত্ন করিয়াছিলেন । শুনিলাম, মহামান্য
টনট গবর্নর বাহাদুর মহারাজকে এমন
স্বাস্থ্য ছিলেন যে, কালনার জেলখানার জন্য
জন পৃথক নেটীব ডাক্তার নিযুক্ত হইবে,
ল যখন শব্দপরিষ্কারকার্য উপস্থিত হইবে,
সময়ে দাতব্য চিকিৎসালয়স্থিত সব আসি-
সার্জনের দ্বারা সে কার্য সমাধা করিতে
যা । তদুপায় উক্ত সব আসিষ্ট্যান্ট সার্জন
ফী পাইবেন এবং ইহাতেই সব আসিষ্ট্যান্ট
নবাবুর গবর্নমেন্টের কার্যে থাকা মঞ্জুর
যাইবে । কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে
বাহাদুর তাহাতেও সম্মত হন নাই ;
রাং এ চিকিৎসালয়টির সহিত গবর্নমেন্টের
ন সংশ্রব রহিল না । ইহাতে আমরা একটী
হিতৈষী বাক্যের সহবাস হইতে বঞ্চিত
হই । অত্রত্য সব আসিষ্ট্যান্ট সার্জন বাবু
নচন্দ্র মিত্র মহাশয় গবর্নমেন্টের কার্য পরি-
গ করিলেন না ; সুতরাং রাজাবাহাদুরের
স্বাস্থ্যের কার্য হইতে অবশ্য ত হইয়া স্থানা
র যাইতেছেন । নবীন বাবু এখান হইতে
যাত্রিত হওয়াতে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে
র, অত্রত্য বালক বৃদ্ধ বনিতা সকলেই
খত হইতেছেন । কারণ যে অধিকাতে কুই-
ইনের নাম শুনিলে লোকে ঘৃণা করিত, ইং-
নী চিকিৎসার নামে যাহাদের বিশেষ বিশেষ
ল, চিকিৎসাবিশয়ে এক টাকা ব্যয় করিতেও
হাদের ক্রেশ হইত, নবীন বাবুর যত্নে ও সূচি-
সায় সেই অধিকাতে ইংরাজী চিকিৎসা ভিন্ন
ই অন্যমত গ্রহণ করেন না । অধিক ব্যয়

হইলেও নবীন বাবুর দ্বারা সকলেই চিকিৎসিত
হইতে চেষ্টা করিত । নবীন বাবু বিশেষ পরিচয়
পূর্বক দাতব্য চিকিৎসালয়টিরও বিলক্ষণ উন্নতি
সাধন করিয়াছিলেন । ইনি রোগীদিগের প্রতি
কখনও কৰ্কশবাক্য প্রয়োগ করিতেন না । এই
গ্রামের প্রায় অধিক লোকের নিকটে ইনি দর্শনী
গ্রহণ করিতেন না । কেহ কেহ মনে করিতে
পারেন, এক জন তদু লোকের গুণগান করিতে
হইলে এই রূপই লিখিতে হয়, আমি কিন্তু সে
নিয়মের বশবর্তী হই নাই । যে ব্যক্তি ইহাকে
অবগত আছেন, তিনি আমার প্রত্যেক বাক্য
বিশ্বাস করিবেন । ইহার স্বভাব যেমন নর, বুদ্ধিও
তেমনি তীক্ষ্ণ । আশ্চর্যের বিষয় এই, যে কেহই
ইহার শত্রু ছিল না । আমরা প্রার্থনা করি,
ইনি যেখানে যাইবেন সেই খানেই যেন সন্তোষে
কালযাপন করেন ।

২। কালনা সবডিভিজননের এলেকা নিতান্ত
অল্প নহে । এখানে কার্যেরও বিশেষ আড়ম্বর
আছে । অতএব গবর্নমেন্ট অগ্রগ্রহ করিয়া একটী
উপযুক্ত নেটীব ডাক্তার এখানে প্রেরণ করুন ।
তাহা না হইলে অনেক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ।
যে কাজ সব আসিষ্ট্যান্ট সারজনদ্বারা চলিয়া
আসিতেছিল, তাহাতে এক জন উত্তম অর্থাৎ
প্রথম শ্রেণীর নেটীব ডাক্তার হইলেও অনেক
মঙ্গল ।

৩। এখানকার জনৈক মোক্তার একটী
শ্রীলোককে জাল সাজাইয়া রেজিষ্ট্রি করিতে
উদ্যত হওয়াতে, জে, আর, হেল্ট মহোদয়
তাহাকে ধৃত করেন এবং বিচারে জাল প্রকাশ
হওয়াতে তাহাকে সশনে সমর্পণ করিয়াছেন ।
রেজিষ্ট্রিতে এখনও অনেক প্রতারণা হই-
তেছে ।

৪। প্রায় ১১ দিন হইল, এখানে অতিশয়
বৃষ্টি হইতেছে । সূর্য্য প্রায় উদয় হন না । আকাশ
সততই মেঘাচ্ছন্ন । এখন এত বৃষ্টি হইতেছে
বটে ; কিন্তু শেষ বারিসিন্দুর জন্য আবার হাছা
কার না করিতে হয় এই প্রার্থনা ।

৫। এখানকার মিসনরি বালিকাবিদ্যালয়
ক্রমে শিক্ষা দিবার ও শিক্ষকর্ম শিক্ষা করাই-
বার জন্য এক জন খৃষ্টধর্মাবলম্বিনী শিক্ষয়িত্রী
আসিয়াছেন । বালিকাবিদ্যালয়ে পুরুষ শিক্ষক
দ্বারা শিক্ষা দেওয়াতে অনেকে আপন আপন
কন্যাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতেন না ; কিন্তু
এই গুণবতী শিক্ষয়িত্রীর আগমনে সকলেই
সন্তুষ্ট হইয়াছেন । গবর্নমেন্ট হইতে সাহায্য
পাওয়াতে এই মহৎ কার্যটি সমাধা হইতেছে ।

—:—

প্রেরিত ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু ।

প্রায় চারি বৎসর হইতে চলিল, সাহায্য
ইংরাজী স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য এক স্ত
বিধ বৃত্তি ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে । তাহা
নর কলাগিণ নামে খ্যাত । বাস্তবিক, উৎস
জল না চালিলে গাছ বড় সতেজ হয় ন
পূর্বে এসব স্কুলে তাদৃশ উন্নতি দেখা যা
না । এখন যে আর সে তাব নাই- তাহা ব
বাহুল্য । মাষ্টার ও ছাত্র উভয়েই আপন আ
কাজে তৎপর ও যত্নবান । সুতরাং কা
ভাল হইতেছে । কিন্তু পরীক্ষাপ্রণালীগত
কর্তৃকগুলি দোষ রহিয়াছে তাহার-অভীক
না হইলে এ বৃত্তিদান প্রথা সম্যক ফলোপধা
হইতেছে না । সেগুলি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি
পড়িলে প্রতিবিধান হইবে বলিয়া নিজে
দের উল্লেখ করিলাম ।

১ম। এ পরীক্ষায় কোন পুস্তক নির্দি
নাই ; সুতরাং যে সে পুস্তক হইতে প্রশ্ন দে
হয় । (অবশ্য সে পুস্তক অসরল) নহে ।
যত সহজ হউক না কেন, অপঠিত হইলে
যে কঠিন হইয়া দাঁড়ায় এ কথা স্পষ্টাতি
বলা যাইতে পারে । বিশেষতঃ এ পরীক্ষা
দ্বারা পরীক্ষার্থী হয়, তাহাদের বয়স অতি
এত অল্প বয়স্ক স্কুলমারমতি বালকদের
তীয় ভাবায় কথঞ্চিৎ অধিকার লাভ ক
সম্ভাবিত নহে । তবে কি প্রকারে আশা
যাইতে পারে যে তাহারা এরূপ অনির্দিষ্ট
কের প্রশ্নের কাঙ্ক্ষিতরূপ উত্তর প্রদানে
হইবে । যদিই বা এ সমস্ত প্রশ্ন হৃদয়ঙ্গম ক
পারে, ইংরাজীতে তাহার অর্থ প্রকাশ
তাহাদের সাধ্যায়ত্ত হয় না । এ পরীক্ষায়
পুস্তক নির্দিষ্ট হয় না, ইহার কারণ জি
হইয়া জানিতে পারিলাম যে ডিরেইটর
য়ের ইচ্ছা নয়, যে ছাত্রেরা কণ্ঠস্থ করিয়া এ
ক্ষায় কৃতকার্যতা লাভ করে । প্রকৃত প্র
যদি ইহাই হয়, এ প্রস্তাব মন্দ নহে ।
আমরা ইহার বিরোধীও নহি ; কিন্তু যখন
যাইতেছে, উক্ততর পরীক্ষায় এ প্রণালী
ধিত হয় না—পুস্তক নির্দিষ্ট হয়, ও
পুস্তক হই বৎসর ধরিয়া পুনঃ পুনঃ অধ্য
হয়, তখন এ পাড়াগেয়ে " গোবে
দিগকে লইয়া টানাটানি কেন ? এটা
এম, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত এই রীতির অ

হটক, অচিরে সুখাময় কল ফলিবে ।
সমাজ এখন যে ছরণেয় কলকে অক্ষিত
হুই তাহা দুঃগত হইবে ।

। যেসকল ছাত্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়,
দিগকে জেলা স্কুলের ২য় শ্রেণিতে ভর্তি
হয় । এখনকার জেলা স্কুলের ২য়
পাঠ্য পুস্তক এক্ট্রাকোর্স । সংস্কৃতের
চর্চা হইয়া থাকে । এমন কি ৩য় ভাগ
পাঠ্য অধীত হয় । বীজগণিতও কিছু
না । এ দিকে আমাদের একলোভারনা-
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের উপক্রমিকার
দেখা সাক্ষ্য হয় না । বীজগণিতের ত
নাই । এখন, দেখুন, আমাদের পাড়া-
র ছাত্রেরা জেলায় যাইয়া চারিদিক শূন্য-
২য় শ্রেণিতে ভর্তি হইবার কসত
ন করা হুরে থাকুক, সংস্কৃত ও বীজগণিতে
থাকে না বলিয়া, তাহাদিগকে অগত্যা
কোন কোন স্কুলে ৪র্থ শ্রেণির বাসকদের
অধ্যয়ন করিতে স্বীকার পাইতে হয় ।
তাহাদের প্রবেশিকা পরীক্ষায় হুই বৎসর
উপস্থিত হইবার সুযোগ ঘটিয়া উঠিল

। ইংরাজী ইতিহাস না পড়িলে ইংরাজী
যে ব্যুৎপত্তিলাভ হয় না, একথা বোধ
কলেই স্বীকার করিবেন ; কিন্তু এ পরী-
বঙ্গলা ভাষার লিখিত ২ খানি ইতিহাস
আছে । এ নির্দোষ, ছাত্রদের ইংরাজী
উন্নতিলাভ করার কত হুর যে অন্তরায়
আপনিই বিবেচনা করুন ।

রি আবাদ
এ টেক্সট } শ্রী:—

লা ভাগলপুরের অন্তর্গত পাকুড় রাজধা
অত্রত্য মহাপুত্রব রাজা বাহাদুরের অনেক
মুখি একটি ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয় প্রতি-
ছিল, অধুনা ৩। ৪ বৎসর হইল, ঐ স্কুলটী
মষ্ট সাহায্যকৃত হইয়া রীত্যুসারে
কার্যাদি সম্পন্ন হইতেছে এবং দিন দিন
র উন্নতি হইতেছে । সম্প্রতি বদান্য
মহাশয় সাতিশয় প্রীত হইয়া স্কুলটীর
তর উন্নতি সাধনমানসে উহারে উচ্চ
র ক্লাস করিবার প্রাথমিক গবর্নমেন্ট সমীপে
দান করিয়াছেন । পূর্বাংগে অধিকাংশ
ারের যে কিছু সাহায্য করিতে হইবে,
তেও সম্মত হইয়াছেন । এক্ষণে প্রজাবৎ
গবর্নমেন্ট এ বিষয়ের প্রতি কিঞ্চিৎ রূপা-

কটাক্ষ বিতরণ করিলেই আমাদের মনোবাঞ্ছা
পূর্ণ হয় । রাজা বাহাদুরের গুণের কথা অধিক
আর কি জানাইব ; বিশেষাগত ছাত্রগণের অন্ন
বস্ত্র এবং পাঠ্যপুস্তকাদিপর্যন্ত প্রদান করিয়া
প্রতিদিন সকলেরই স্বয়ং তত্ত্বাবধারণ করিয়া
থাকেন ।

১। পাকুড় হইতে হিরানপুর পর্যন্ত ১২
মাইল যে একটী গবর্নমেন্টের রাস্তা প্রস্তুত হই
তেছে । তদর্থ উক্ত ভূম্যবিকারী মহাশয় বিনা
মূল্যে সমুদায় ভূমি প্রদান করিয়াছেন এবং
তাহা প্রস্তুত করিবার ব্যয় বলিয়া ৪০০০ চারি
সহস্র মুদ্রাও দান করিয়াছেন । এতদ্বিষয়ে
মধ্যে যত পথ আছে সেসমুদায় প্রস্তুত করিয়া
দিয়াছেন, নিজে তাহারি সংস্কারও করিয়া
থাকেন । অপর, সাধারণের উপকারার্থ
ব্যয়ে একটী চিকিৎসালয় সংস্থাপিত করিয়া
স্বদেশের হিতসাধন করিতেছেন ; দেবসেবাদি
নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ এবং অতিথি
সেবাদির ত কথাই নাই । গত চুক্তিকালেও
অনেক টাকা সহস্রে বিতরণ এবং গবর্নমেন্ট
হস্তেও দিয়াছিলেন । তদধিকার প্রজাগণ পক্ষ
পাতশূন্য বিচারগণে ও অপত্যবৎ প্রজা
পালনে অতিশয় সুখস্বচ্ছন্দে কালান্ধিত
করিতেছে । কিন্তু কোন্ডের বিষয় এই যে এ
পর্যন্ত গবর্নমেন্ট এমন ব্যক্তিকে একান সম্মান
সুচক উপাধি দেন নাই ।

২। এ প্রদেশে ক্রমঃক্রমে আজি ৯ দিন
হইতে অনবরত বৃষ্টি হইতেছে । ইহাতে সকলে
আশঙ্কা করিতেছে, ভবিষ্যতে অনারুক্ষি পাঁচ
হয় । এখানে একটী রেলওয়ে স্টেশন আছে
এবং খুলিয়ানগর হইতে কলিকাতা এবং
অন্যান্য স্থলে নানাপ্রকার জিনিষ গতা-
স্তান্তের সুবিধা আছে । কিন্তু রেলওয়ে কর্মচারী
দিগের দোষে যে অসুবিধা ঘটতেছে, লিখিয়া
শেষ করা যায় না ।

কস্যচিৎ
সমন্বয়কারিণঃ ।

—:—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুরদাস সেন	কলিকাতা
১২৭৫ বৈশাখ হইলে আশ্বিন	৫।০
» এইচ, উড্ডো সাহেব	কলিকাতা
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ বৈশাখ	১.০
» ডবলিউ এম ক্রে	কুচবিহার
১৮৬৮ জুন হইতে নবেম্বর	৭
» মদনমোহন তেওয়ারি	বোরহাট
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আশ্বিন	৭

» এ, কর্ণস
১৮৬৮ জুন হইতে নবেম্বর পর্যন্ত

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটা
বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না ।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
বাণ্যাসিক ৫।০ টাকা ; মকসলে ডাক
সহস্রে বার্ষিক ১০, বাণ্যাসিক ৭ এবং
সিক ৩৫০ । তিন মাসের ছ্যুনে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না । ছুটি, বরাতি চিঠি,
স্মারক, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার
সাহায্যে বাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন ।

বাঁহার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন,
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন ।

যখন বিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি
শ্রীযুক্ত হারকানাথ বিদ্যাসুধনের নামে
ইয়া দেন ।

বাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, এক মাসপূর্বে তাহাদিগকে
লিখিয়া জানান বাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহ
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ
বাইবে । শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
হইবে ।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর স্টেশনের
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব ।

বাঁহার মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রের
বেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
বাইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
করিলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপৎ
আমি তাহার পর ১০ আনা দিতে
বিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
বেন, তাহার সচিত্র বন্দোবস্ত হইবে

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর স্টেশনের
চালতিপোতার শ্রীযুক্ত হারকানাথ
সুধনের বাসিতে প্রতি সোমবার প্রাতঃ
প্রকাশিত হয় ।

সোমপ্রকাশ

৩৪ সংখ্যা।

“স্বপ্ননা প্রতিনিহিতায় পার্থিবঃ স্বপ্ননী অনিমহনী ন স্বীযতাং।”

সিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা
প্রিম. বাধ্যাসিক ৫। সাড়ে পাঁচ টাকা।

নং ১২৭৫ । ১৭ ই আঘাট । ১৮-৬৮ । ২৯ এ জুন

মফসলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক
বাধ্যাসিক ৭, ও ট্রেমাসিক ৩০।

বিজ্ঞাপন।

দাবকোম্পানির বক্তব্যের প্রেস।

৪৫ নং মদনবড়ালের লেন,

ওয়েলিংটন স্ট্রীট।

সম্প্রতি উক্ত দাবকোম্পানি একটি মুদ্রাবন্দী
সংস্থাপন করিয়াছেন। পুস্তক, সংবাদপত্র,
বই, রসীদ, চিঠি, চেক, টেবিলপ্রত্নতি সকল প্র
কার্য, বাস্তবের নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা স
মূল্যে, স্বল্প সময়মধ্যে ও সুচারুরূপে নিম্পন্ন
করে প্রস্তুত আছেন। অপর উক্ত কোম্পানি
শোধনের ভারগ্রহণ করিবেন। ক্রীড়াম
র প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র কর্মকারের বাঙ্গালী সীমা
মুতন অক্ষর ও বিলাতি নানাবিধ ইংরাজী
র অক্ষর এবং বঙ্গালয়ের আবশ্যিক সমস্ত
সংগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে সাধারণের
স্বার্থ ও অসুবিধা প্রার্থনা করেন।

কলিকাতা } ক্রীড়াবিচারক দাস।
১৭ই আঘাট }
১২৭৫ } বক্তব্যক।

সহস্রমুদ্রা গারিতোষিক।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
ক, যে গত ২রা চৈত্র আমার ভবনের সম্ম
ত গবর্নমেন্ট মহাশয়কৃত বিদ্যালয়গৃহের
উপর বেলা গ্রামবাসী অমূ্যনে বর্ষিবর্ষীয়
মহাস্থলসম্বন্ধে জনৈক পথিকের যে
কৃত্যাকাঙ্খাইয়া গিয়াছে, আজি অবধি
সম্মত মধ্য ব্যক্তি তাহার হননকারীর
কর্তব্য করিয়া দিতে পারিবেন, তাহাকে
মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে।
সম্মত পর ৬ বৎসরকালমধ্যে অমূ্যসন্ধান
সংবাদদাতক ৫০০ পাঁচ শত মুদ্রা
করা হইবে অতিশয় আক্ষেপের বিষয়
উল্লিখিত বস অবধি গবর্নমেন্ট পক্ষ

হইতে এবং পক্ষ হইতে নানাবিধ অমূ্যসন্ধান
করা হইতেছে। কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য
হইতে পারা যাইতেছে না।

পাকোড় রাজধানী }
১৮-৬৮ সাল } ক্রীড়োগোপীলাল পাণ্ডে।
১২ ই জুন

ইংরাজী স্বল্পলিপিপদ্ধতি।

যদি কেহ আমার অমূ্যসন্ধান তির এই গ্রন্থ
সম্পূর্ণ অথবা ইহার কিয়দংশও মুদ্রিত করিয়া
প্রচারিত করেন, তাহা হইলে তিনি আইন অমূ্য
দ্বারা দণ্ডনীয় হইবেন।

আরও সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে এই
গ্রন্থ অতি সরল ভাষায় ও সুপ্রণালীতে প্রণয়ন
করা হইয়াছে, এতদ্বিধে অনতিজ্ঞ ব্যক্তিরও
ইহা মনোযোগপূর্বক দেখিলে অনায়াসেই
বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। অতএব এই
পুস্তক বাহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকাতা
মুদ্রাপুর প্রাকৃত বস্ত্রে অথবা আমার নিকট
১ এক টাকা মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে
পারিবেন।

পাথুরিয়াঘাটা }
বক্তব্যকালয় } ক্রীড়ালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
২০ ট্রেমাসিক।

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত
সংস্কৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল।
গ্রাহকগণ পূর্ণ তদ্ব্যতীত নিম্ননির্দিষ্ট সম্পূর্ণ
মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে
প্রেরণের খরচ ডাক মাসুল লাগিবেক।

যজ্ঞিনাথের টীকা সহিত।
শিশুপাল বধ (মাবকৃত) মূল্য ১৮
রঘুবংশ (কালিদাসকৃত) ৫০।
কিরাতার্কুনীয়া (ভারবিকৃত) ৩০।

বিদ্যার্চিগণের ক্রয়বিধাৰ্হ নিম্নলি
কর্তৃকগুলিন সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগর
মণীক মুদ্রণারত হইবেক। প্রকাশের পূর্বে
ভুক্ত হইলে গীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি
পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে খণ্ডে বা সম্পূর্ণ
প্রকাশিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য প্র
করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রের
খরচ ডাক মাসুল লাগিবেক।

কৃত্যুসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলো
মাকবিকাগিমিত্র। বিক্রমোর্কশী। মুদ্রার
রহস্যবলী। মালতীমাধব। সাংখ্যতত্ত্বক
বাঙ্গালীকৃত্যিকা। মহাবীরচরিত। উত্তর
চরিত। মুদ্রাবোধ। নন্দকুমারচরিতের উত্তর
পানিনি। বসন্ততিলকভাণ। অমরকোষ। শা
ভাষা। আনন্দগিরি, ক্রীড়রসামী ও মধু
সরস্বতীর টীকাসহিত ক্রীড়মহাগবত। মহাতার
বিষ্ণুপুরাণ। কাদম্বরী। তটিকাভাষা। নাগান
কাব্যপ্রকাশ। চড়ক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান }
বর্ষাকর যজ্ঞ নিমন্তলা } ক্রীড়খনচন্দ্র বস
স্ট্রীট ৩২ সংখ্যক তখন।

বিক্রয়ার্হ।

গারডেন স্ট্রীট ২৪ নং বাগি গুদামসহ ১১
শোভা বাগান।

বিক্রয়ের নিমিত্ত।
গারডেন স্ট্রীট ২৪ নং বাগি।
উপরি উক্ত বাগান ও বাগি যাঁহারা জ
করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন লি
খিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেশ্বারস্ আরবো-
খনট এবং কোং
—:—

১৭৬

ককলসম অভিধান । সর রাজা রাধা-
দেব বাহাদুরের রুত । উত্তমরূপে সোণা
মুদ্রন বাধান মূল্য ২৫০ টাকা । তৎস-
নী পত্রিকা—প্রথম কল্প, মূল্য ৫০ টাকা ।
শ্রীঅনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাণীশ ।

বাঞ্ছন করিয়া দেন । নচেৎ দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা
দেওয়া হইবে না ।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হোস } সিসিলিকিফেন্স
ড্যালমৌসী কোয়ারা } এজেন্সি বোর্ড ।
কলিকাতা ২৩ এ জুন
১৮৬৮

মহানার ১৩
তথা হইতে জজিপুর পর্য্যন্ত
(১৩৪ মাইল মধ্যে) ৫
জজিপুর হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত
(৪৬ মাইল মধ্যে) ৪
বহরমপুর হইতে কাটওয়া পর্য্যন্ত
(৫০ মাইল মধ্যে) ৫
কাটওয়া হইতে নদীয়া পর্য্যন্ত
(৪৬ মাইলের মধ্যে) ৬
সন ১৮৬৮ জুন মাসের ১০ তারিখে
পূর্ব গঙ্গাঘাটের জলের মাপ ।

—:—
রাণীগঞ্জ পটরি কোং
লিমিটেড ।

মেজিয়া করিবার সুচিকণ টাইল ।
কম্পানির মিসনরোস্থিত ৪ নং আফিসে
নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি
প্রয়োজন হয়, ঐ আফিসে অনুমতিপত্র
প্রদান হইবে ।

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল
ডাক্তা বাড়, যের ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎ
প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
ঐতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
ভূষণসার ব্যাকরণ	১০ "
নীতিসার (১ ম ভাগ)	১ "
নীতিসার (২ য় ভাগ)	১ "
প্রচারিত ।	
মুক্তবোধ ব্যাকরণ	

কুট
৬
বহরমপুর
১৮ ই জুন
১৮৬৮ ।
শ্রীযুক্ত টি. হেন্স উইল.
একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
বহরমপুর ডিবিজন

অভিধান ।

কাষু দি	২৥০
কার্যপ্রকাশিকা	৩
বন্দ সিকু	২
বন্দার্থমুক্তাবলী	৭
বন্দার্থরত্নমালা	৫
বন্দার্থপ্রচারিকা	৬
প্রকৃতিবাদ	৫

সোমপ্রকাশ ।

১৭ ই আষাঢ় সোমবার ।

হই সপ্তাহ অধিশ্রান্ত হুটি
য়াতে বহুল পরিমাণে আউস ধা
আমোনের বীজসকল নষ্ট হইয়
২৪ পরগণা মেদিনীপুর ও বালে
প্রায় বাবতীর আউস ধান্য গিয়
আষাঢ় মাস আসিয়াছে, একগে
রীর আউস ধান্য বপন করা
বিত নয় ; কিন্তু আউসের উপর ক
নিজের জীবিকা নির্ভর করিতেছে
ধান্য যখন নষ্ট হইল তখন তা
গকে কষ্ট পাইতে হইল । ২৪ পর
দক্ষিণাংশে আর কিছুই নাই ব
হয় । চাউলের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি
তেছে । যশোহর, নদীয়া ও বগু
বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে আশ্বিন
কার্তিক মাসে যদি এ ঘানা হইত,
শয় হুর্ভিক উপস্থিত হইত । আষা
বলিয়া আশা আছে, যদি হুর্ভিক
হুর্ভিক ঘটনা হইবে না কিন্তু কি
মাণে কোথায় অনিষ্ট হল, অনু
রাধা প্রধান পুরুষদিগের কর্তব্য ।
সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রোতপত্র
দিগের হস্তে পতিত হইয়াছে,

—:—

ব্রাহ্ম বিবাহবৈধ্য করণার্থ রাজনিয়মের অন্য
আবেদন করা আবশ্যিক কি না, তদ্বিষয় বিচা-
রাধ আগামী রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘণ্টার সময় চিৎ
পুর বোর্ড, ৩০০ সংখ্যক ভবনে ভারতবর্ষীয়
ব্রাহ্মসমাজের এক সাধারণ সভা হইবেক ।

১৭ ই আষাঢ় } শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ।
১৭৯০ } সম্পাদক ।

—:—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রতিনিধি
সভা ও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগ
গের যোগ করিবার প্রস্তাব উক্ত দিবসে উল্লি
খিত স্থানে অপরাহ্ন ৩ ঘণ্টার সময়ে বিচারিত
হইবে ; প্রতিনিধি সভা ও প্রচারবিভাগের সভ্য
মহাশয়েরা তৎকালে উপস্থিত হইয়া তদ্বিষয়
মিল্পিত্তি করিবেন ।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ।

—:—

নদিয়ার নদী ।

সন ১৮৬৮ সালের জুন মাসের ৮ ই হইতে
১৪ ই পর্য্যন্ত তাঙ্গীরধীনদীর সর্বকর্ম
জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট ।

স্থানের নাম	কুট ইঞ্চ
মহানার উপর পক্ষাঘাত	২২ ১

এতদ্বারা সর্জনাদারণকে জ্ঞাত করা যাই-
তে যে, যখন কোন দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা রেল
গাড়ীতে প্রেরণ করা হয় তখন যে ব্যক্তির
কর্তৃত্ব দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা পাঠান হইতেছে
তার উচিত যে তিনি যে ট্রেসন হইতে
দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা পাঠাইতেছেন, সেই ট্রেস-
ন প্রদত্ত দ্রব্য বা পুলিন্দার রসিদ যে ট্রেসনে
দ্রব্য বা পুলিন্দা পাঠান হইয়াছে সেই ট্রেসনে
সন ১৮৬৭ তাঁহাকে প্রেরিত দ্রব্যাদি বা
পুলিন্দা দেওয়া হইবে না ।

পাঠান নামে দ্রব্যাদি পাঠান হয়, তিনি স্বয়ং
সন ১৮৬৮ হইয়া দ্রব্যাদি লইতে না পারিয়া যদি
কোন ব্যক্তিকে উহা লইতে পাঠান, তবে
সেই ব্যক্তির নামে দ্রব্যাদি পাঠান হইয়াছে তাঁহার
উচিত যে তিনি প্রেরিত ব্যক্তিকে দ্রব্যাদি দেওয়া
র এই প্রার্থনা রসিদের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিয়া

খানি স্থানান্তর চেতু এবার প্রকাশিত
হইল না ।

পুলিষ ও আদালত ।

“ এক ভয় আর ছার দোষ উণ
কব কার, আমি মলে ফুরার জঞ্জাল । ”
পুলিষের যেমন দশা, আদালতেরও
তেমন দশা হইয়াছে । পুলিষই ত প্রথ-
মতঃ দস্যুতন্ত্রপ্রভৃতিকে ধরিতে অগ্র-
সর হন না, অগ্রসর হইলেও প্রায়ই
ধরিতে পারেন না, যদি বা কখন
ধরিয়া আদালতে উপস্থিত করেন,
আদালত ছাড়িয়া দেন । এক দল দস্যু
তন্ত্রাদির অনুসন্ধানকর্তা, অপর দল
বিচারকর্তা চওরাতেই আরো দুর্দশা
পাড়িয়াছে । পরস্পর কেহই কোন বিষয়ে
দায়ী নহেন । পরস্পরের পরস্পরের ক্ষেত্রে
দোষ কেপণ করিয়া অব্যাহতি পাইবার
বিলক্ষণ সুবিধা আছে । পুলিষ বলিলেন,
আমরা অপরাধীকে ধরিয়া নিলাম, আদা-
লত ছাড়িয়া দিলেন, পক্ষান্তরে আদালত
ই বলিয়া হাত ধুইয়া বসিলেন পুলিষ অতি
অপদার্থ, এমন মকদ্দমা উপস্থিত করি-
য়াছে যে দোষীও দোষ প্রমাণ করিতে
পারিল না । পুলিষের পেটের ভিতর
কিছু থাকুক, আর আদালতের পেটের
ভিতরে কিছু থাকুক, ঐ গোলযোগে
তাঁহা জীর্ণ হইয়া গেল । উপরের কর্তৃপক্ষ
কিছুই জানিতে পারিলেন না । তাহার
নিষেধ হইবার তাহারই হইল । কোজ-
বাসী মকদ্দমার আপীলের নিয়ম না
থাকাতে আরো অধিক সুবিধা হইয়াছে
পাঠকগণের স্মরণ আছে, আমরা
গুর্ক ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী হরিনাতি
সং বিদ্যালয়ের বহি চুরির বিষয়
লিখিয়াছিলাম । পুলিষ অনুসন্ধান করি-
তছেন, এ সমাচারও দেওয়া হইয়াছিল ।
তাঁহার যে কল হইয়াছে, আঞ্জি তাঁহা
পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে ।

যাহাদিগের উপরে সংশয় হয়, পুলিষ
তাঁহার এক ব্যক্তির বাটীতে কতকগুলি
বহি পান এবং তাহাকে চোর নিশ্চয়
করিয়া চালান করিয়া দেন । আলিপুরের
অন্যতর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মলিলউদ্দিন
খাঁবাহাড়ুরের নিকট মকদ্দমা হয় । মক-
দ্দমাটী ডিমমিস হইয়াছে । খাঁবাহাড়ুর
কি হেতু প্রদর্শন করিয়া মকদ্দমাটী
অগ্রাহ্য করিয়াছেন, আমরা তাহা নিশ্চয়
করিয়া বলিতে পারি না, আমরা তাঁহার
রায় দেখি নাই । তবে আমরা মকদ্দমা
সংক্রান্ত বিষয়গুলি যতদূর জানি,
সংক্ষেপে লিখিতেছি, প্রধানপুরুষদিগের
সচিত পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন,
মকদ্দমার বিচারটী নাযা কি অন্যথা
হইয়াছে ।

বহিগুলি যে স্কুলের, যে যে ব্যক্তি
জানেন, তাঁহাদিগের দ্বারা তাহা প্রমাণ
হইয়াছে । আসামী জবাব দিবার সময়ে
প্রাণের এক জন সন্তান লোকের উপরে
দোষারোপ করিয়া এই কথা বলিয়া
আত্মদোষ কালন করে, যে সেই ব্যক্তি
(সন্তান ব্যক্তি) তাহার উপরে বিদ্রোহ
বশতঃ তাহাকে জব্দ করিবার উদ্দেশে
বহিগুলি তাঁহার ঘরে রাখিয়াছেন, আমরা
ঐ সন্তানব্যক্তিকে যেরূপ জানি তাহাতে
স্পষ্টাক্ষরে কহিতে পারি তাঁহার প্রকৃতি
যে, এতনীচ হইবে, কোনক্রমেই আমা-
দিগের এরূপ বিশ্বাস হয় না । বিশেষতঃ
আসামী এক জন ১৮ । ১৯ বর্ষবয়স্ক বালক ।
ঐ সন্তান ব্যক্তির সহিত তাঁহার প্রতিঘো-
গিতা সম্ভবে না । পক্ষান্তরে ঐ বালকটীর
চরিত্র সংশয়াক্রম্ বলিয়া জানি । সে
স্কুলে মধ্যে মধ্যে বাইত । যে দিন চুরি
যায়, সেইদিনও সন্ধ্যা পর্যন্ত স্কুলে ছিল
তাঁহার পর দিন খীয়াবকাশনিবন্ধন
স্কুলের বহি স্থানান্তরিত করা হইবে, ঐ
বালকটী তাহাও জানিত । এই সকল
বিবেচনা করিলে বালকটী পুস্তক অপহ-

রণ করিয়াছিল, এই দিকে যেরূপ মনে
গতি হয়, সন্তান ব্যক্তি উহাকে জব্দ
করিবার উদ্দেশে তাঁহার গৃহে বহি রাখি
আনিয়াছেন, সেইদিকে যেরূপ মনের গা-
হয় না ; কিন্তু বিচারপতি খাঁবাহাড়ুরের
বিপরীতটীই জ্ঞদজ্ঞন হইল । হউ
তাহাতে আমাদের আশ্চর্য্য বে
হইতেছে না । মানুষের রুচি ভিন্ন ভিন্ন
কারণবিশেষের বশীভূত হইয়া মানু-
ষের মন রুচিবৈচিত্র্য প্রদর্শন করি-
থাকে ; সুতরাং যুক্তিবল্গা সকলে
মনকে সকল সময়ে বারণ করিয়া রাখা
পারে না । আমাদের আশ্চর্য্যের বি-
এই, খাঁবাহাড়ুর নিজ পদের পরিবর্তে
(ইনি পাটনায় বদলী হইয়াছেন) স-
মক্ষে আমাদের একটা প্রাচীন মতে
পরিবর্ত দেখাইয়া গেলেন । আমাদের
জানা আছে, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমা
ও শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ । ইহা
মধ্যে প্রত্যক্ষই সর্বপ্রধান । কোন প্রমা-
ণই প্রত্যক্ষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বি-
করিতে পাবে না । যে স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমা-
নাই, সেই স্থানেই অনুমানাদি প্রমা-
ন হয় । শ্রুতি স্মৃতি বিরোধে শ্রুতির না
প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ের বিরোধে
প্রত্যক্ষেরই প্রাধান্য হয় ; কিন্তু আমা-
দিগের খাঁবাহাড়ুর উভয়ের বিরোধে
অনুমানকেই প্রাধান্য পদ প্রদান করি-
লেন । এক দিকে প্রত্যক্ষ হইতেছে, আন-
মীর গৃহে স্কুলের বহি ধরা পড়িয়াছে
অন্য দিকে অনুমান হইতেছে, প্রাণের
এক সন্তান ব্যক্তি বিদ্রোহবশতঃ স্কুলের
বহি চুরি করিয়া আনিয়া তাহার কত
আপনি রাখিয়া আর কতগুলি আস-
মীকে জব্দ করিবার মানসে তাহার গৃহ
কেনিয়া দিয়াছেন । এই অনুমানব-
খাঁবাহাড়ুর মকদ্দমা ডিমমিস করিলেন
তাঁহা হইলেই অনুমান প্রত্যক্ষ প্রমা-
অপেক্ষা প্রধান হইল না ? সন্তান

আসামীর গৃহে বহি কেলিতে-
অঙ্গুষ্ঠ দেখিয়াছে, আসামী কি
প্রমাণ দিয়াছে? একরূপ প্রত্যক্ষ
ব্যক্তিরেকে কি আসামীর নিকৃতি
সম্ভাবনা আছে? উল্লিখিত
ব্যক্তির সহিত আসামীর কি
সম্বন্ধ আছে, আসামী কি আদালতে
প্রমাণ দিয়াছেন?

পাঠকগণ! আর একটি কৌতুকাবহ
প্রশ্ন করুন : আসামীর গৃহ নিকা
বহিগুলি স্কুলের, ইহা স্থির হইলে
বিচারপতি খাঁবাহাদুর আসামীকে
কেন্দে দেন, (ভাব দেখিয়া আমাদি
এইরূপ বোধ হইল) এইরূপ উপ-
স্থাপিত হইলে, এমন সময়ে আসামীর
কনফাভেলের এক জন কনফাভেলের সাক্ষ্য
অর্থ জ্ঞান কবিত্তে লাগিলেন। কন-
ফাভেল এ মকদ্দমায় এক জন সাক্ষী
তাহার সাক্ষ্য গ্রহণের অন্তিম
জন ছিল না; কিন্তু সাক্ষ্য লওয়া
। সে এমনি পূর্বাপর বিরুদ্ধ কথা
আরম্ভ করিল, যে প্রকৃতিস্থ
। সে প্রকার কথা কাহ্ন না।

শুনিয়াই স্পর্শনির্গমিত স্পর্শে লৌহের
প ধারণের ন্যায় তৎক্ষণাতঃ বিচার
সমত পরিবর্ত্ত হইয়া গেল। তৎ-
ক্ষণে আসামীর বোধ হইল, উহাই
মা ডিমমিন হইবার একটা প্রধান
সংকেত হইল। কনফাভেলের কি
। সাক্ষ্য যুক্তির যে কনফাভেলরূপে
। উপনীত হইয়াছিলেন, ততক্ষণ
। তাহা জানিতে পারি নাই। উহার
। সাক্ষ্য লাগিয়া সব ইনস্পেক্টরের
। গুলি টুপ হইয়া গেল। সব ইনস্পেক্ট-
। অন্যান্য ভদ্র লোকে যেসকল জবা
। দিয়াছিলেন, সে সমুদায় ভাসিয়া
। বিচারপতি বিরূপে স্থির করিলেন
। আসামীর পক্ষ লোকেরা কনফাভ-
। অর্থদ্বারা বশীভূত করিতে পারে

না? আমরা অন্যের কথা বলিতে পারি
না, স্কুলের ভৃত্য এ মকদ্দমায় করিয়াদী
হইয়াছিল, সেই স্বমুখে আমাদিগের
সমক্ষে বলিয়াছে, হুই জন প্রবল ব্যক্তি
ভান্ডাইবার চেফায় তাহাকে ভয়প্রদর্শন
করিয়াছিলেন। তাহার মন যে তাহাতে
বিকার প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার এজেরা-
রেও মেরূপ বোধ হইল না। একরূপ স্থলে
কনফাভেলের কথাই যে বিচারপতির
ধুব জ্ঞান হইল, এটা অনস্প বিস্ময়াবহ
নহে

উপসংহারকালে প্রধানপুরুষদিগের
নিকটে আমাদিগের উপরোধ এই, আমরা
এই মকদ্দমাসম্বন্ধে উপরে বিচারপতির
অকর্তব্য আইনবিরুদ্ধ বে ব্যবহারের কথা
কহিলাম, দলিলউদ্দন খাঁবাহাদুরের
নিকটে তাহার কৈফিয়াত চাহা
কর্তব্য। এ সকল মকদ্দমার আপীল
নাই, প্রধান পুরুষেরা সমাচারপত্রে
অবগত হইয়া যদি প্রতীকার চেফা না
করেন, শোণ দামোদরাদির ন্যায় অবি-
চার ত্রোত হুনিবার হইয়া উঠিবে। প্রধান
পুরুষেরা নিশ্চয় জানিবেন, মানুষ যদি
শঙ্কশূন্য হয়, তাহার মন উপরোধ
অনুরোধ ও ভ্রমপ্রমাদাদি নানা কারণে
সহসা বিকারপ্রবণ হইয়া উঠে।

এই প্রস্তাবটির লেখা সাক্ষ হইলে
পর খাবাহাদুরের লিখিত রাগটী আমা
দিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তদর্শনে
আমরা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইলাম।
রায়ে লিখিত হইয়াছে, চৌর্যের যে
অভিযোগ উপস্থিত করা হয়, প্রমাণ
না হওয়াতে তাহা অগ্রাহ্য করা হইল।
কি আশ্চর্য্য! যদি প্রমাণ না হইয়াছিল,
বিচারপতি আসামীর জবাব লইলেন
কেন? যতক্ষণ আসামীর দোষ সপ্রমাণ
না হয়, ততক্ষণ আসামীর জবাব লওয়া
কিরূপে বিধিসম্মত হইতে পারে? পাঠ-
কগণ! বিচারপতি খাঁবাহাদুর সমুদায়

কাজ শেষ করিয়াছিলেন; আসামী
হাজত দেওয়া কেবল বাকী ছিল;
সময়ে পঞ্চমুদ্রা বেতনতোপী কনফাভ
সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল এবং তা
পূর্বাপরবিসম্বাদী বাক্য শুনিয়া সমু
পরিবর্ত্ত হইয়া গেল। পাঠকগণ! ম
যের মন কি পরিবর্ত্তনশীল! মনের
অদ্ভুত গতি! যেসকল ব্যক্তির সা
আসামীর জবাব লওয়া হয়, তাহাদি
বাক্যে অনুমাত্র কাণ্পনিকতা ছিল
বিচারপতি তাহা স্বয়ং স্বমুখেই স্বী
করিয়াছিলেন। কিন্তু কি চমৎকার
সকল কাজের না হইয়া চারিত্র্য
সুদ্রাশয়, অর্থলোভী এক জন কনফ
লের কথা কাজের হইল। চুণী হয়
কনফাভেল কি এ কথা কহিয়াছিল?
কথার অনৈকে; কি আসে যায়?
আদালত ঘটনাটী মিপ্যা জ্ঞান করি
বহিগুলি কি শয়তানে লইয়া গে
পুলিস চোরিত পুস্তকগুলির উ
করিতে পারিলেন না! আদালত
গিয়াছে একথা বিস্বাস করিলেন
কিন্তু স্কুলের বহিগুলি গেল।
মেগুলি কে দেয়? গবর্নমেন্ট দিন।
মেন্ট আমাদিগের নিকট হইতে
লইয়া যখন একরূপ জঘন্য পুলি
আদালত রাখিয়াছেন, তখন গবর্ন
রই বহিগুলি দেওয়া কর্তব্য।

—:—

ভারতবর্ষের প্রতি রাজসম্বন্ধে
আর একটি অবিচার।

আমরা এক টেলিগ্রাম পাঠ ক
বিস্ময়াপন্ন হইলাম, আবিমিনিয়া
সকল সৈন্য যুদ্ধার্থ গমন করিয়া
তাহাদিগকে যে ভাতা দেওয়া হ
তাহা ভারতবর্ষীয়দিগের স্বক্ষেই প
হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা প্রথম
বলিয়া আসিতেছেন, আবিমিনিয়ার
সাক্ষ্যসম্বন্ধে ইহাদিগের কোন

ই। ইংলণ্ডীয় গবর্নমেন্টের অবিবেচনা
অহমিকানিবন্ধন কজন ও দূত কারা
জন। ইহাদিগের উদ্ধারার্থ যুদ্ধ
। ইংলণ্ডের সম্মানরক্ষাই যুদ্ধের
কৃত কারণ। আরতবর্ষের সৈন্যগণ এই
ক্ৰমশোণিতপাত করিয়াছে; ভারতব-
র্ষ গবর্নমেন্ট অগ্রিম টাকা দিয়া ব্যয়ের
বিধা করিয়া দিয়াছেন। সৈন্যগণ যখন
স্থলে ছিল, তখন তাহাদিগের বেতন
ভারতবর্ষীয় ধনাগার হইতে দেওয়া হই-
ছে। পক্ষান্তরে ইংলণ্ড যদি এক জন
নিককে এ দেশের কার্যে প্রেরণ
করন, তাহা হইলে সাউদামটন ভ্যাগ
রবানাত্র আমাদিগকে তাহার বেতন
দেতে হয়। গমনাগমনের ব্যয় আমাদি-
গের। সৈন্যগণ এ দেশে আসিয়া যে বস্ত্র
প্রদান করে, বাইবার সময়ে তাহা
দেয়া গেলে আমাদিগকে তাহার মূল্য
দেওয়া হয় না। ইহা কি পর্যাপ্ত নহে?
অন্য ভাতা দেওয়া হয়? যুদ্ধ জয়ের
যন্ত ত? কাহার নিমিত্ত যুদ্ধ হই-
ছে? যদি ইংলণ্ডের সুবিধার নিমিত্ত
হইল, তবে তাহার পুরস্কার আমা-
দিকে দিতে হইতেছে কেন? অথ ইং-
লণ্ডের সকল সুবিধা ইংলণ্ডের হইল;
আর বেলা আমরা। বন্দীদিগের মধ্যে
জন ভারতবর্ষীয় ভৃত্য থাকিলেও
তবর্ষের স্কন্ধে যুদ্ধের ব্যয়ের অর্ধাংশ
দেয়া করা হইত সম্ভব নাই। মন্ত্রিগণ
সুবিধা পান নাই, এই নিমিত্ত নানা
করিতেছেন। কলতঃ ভারতবর্ষের
ব্যয়ভার নিক্ষেপ করা ইংলণ্ডীয়
গবর্নমেন্টের পক্ষে নূতন নহে। বর্তমান
সময়ের সময়ে ঐ রোগটী আরও
বিস্তারিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে ইহারা
কারণে অপ্রিয় হইয়াছেন; ইহার
টাকার ভার অধিক পড়িলে
মন্ত্রিগণের সাহেবের সহচরগণকে
দায়িত্ব করিতে হয়, এই আশঙ্কায় ভার

তবর্ষের স্কন্ধে ব্যয়ভার চাপাইতেছেন।
এটি অতিশয় অন্যায়; ইহাতে সাধা-
রণে অসন্তোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে।
আমরা যে কড়কর ভার বহন করিতেছি,
তাহা আমরাই জানি এবং পরমেশ্বর
জানেন। প্রতিবৎসর নূতন কর হই-
তেছে। বর্তমান গবর্নর জেনরল লার্ড
কর্ণওয়ালিসের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া
বিদ্যাশিক্ষা ও রাস্তার নামে ভূমির কর
বৃদ্ধি করিতে বসিয়াছেন। আনাদিগের
এই কষ্ট; ইহার উপরে আবার যদি
ইংলণ্ড মধ্যে মধ্যে উপদ্রব করেন,
আমরা কিরূপে বাঁচি। মন্ত্রিগণ কবে
আনাদিগের প্রতি সহ্যবহার করিতে
শিক্ষা করিবেন? নৈসকল রাজনীতিজ্ঞ
একটী রাজ্য অপেক্ষা ব্রিটিশ জাতির
ন্যায়াভূগত ব্যবহারকে অধিক মূল্যবান
জ্ঞান করিতেন, তাঁহাদিগের দল কি
নিঃশেষিত হইয়াছে?

—:০:—

গদ্য সেতু।

কলিকাতার মধ্যে অথবা অতি
নিকটে একটী সেতু করা যে কর্তব্য,
তাহা সাধারণে স্বীকৃত হইয়াছে। পাঁচ
বৎসর ধাবৎ এ বিষয়ের তর্ক চলিয়াছে;
কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এপর্যন্ত কিছুই
হিঁর হইল না। ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে
কোম্পানির স্বার্থপরতা একটী বিশেষ
বিস্ময়রূপ হইয়াছে। এই কোম্পানি
আপনারাও সেতু করিবেন না; অন্য
কাহাকেও করিতে দিবেন না। তাঁহাদি-
গের মুখাপেক্ষা করা যথ্য কালহরণ
মাত্র। পূর্ববঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি
সেতু করিতে উদ্যত আছেন; কিন্তু
তাঁহারা যে নিয়মে করিতে চান, তাহাতে
সম্মত হইলে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের
কর্তৃক হয়। এত দিন উভয় কোম্পানি
আপনাদিগের স্বার্থানুসন্ধান এবং গবর্ন-
মেন্ট মুখব্যাদান করিয়া তাঁহাদিগের

বিবাদ দর্শন করিতেছিলেন। গ
সুবিধা হইবার একটী সম্ভাবনা হই
সেতুনির্মাণের ভার তৃতীয় পক্ষের
সমর্পণ করিবার পরামর্শ হইতে
বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট বণিক্
যের নিকটে পরামর্শ জিজ্ঞাসা ক
বণিকগণ বলিয়াছেন, কাশীপ
নিকটে সেতু করিলে বিশেষ ফ
হইবে না; ঐ স্থান বাণিজ্যের
স্থান হাটখোলা ও লাগনী
অনেক দূর। তথায় শকটদ্বারা বা
দ্রব্য লইয়া যাইতে হইবে।
কষ্ট তেমনি ব্যয় পড়িবে। মচ
মফসল হইতে যেনকল বাণিজ্য
আইনে, তাহা এক কালে রপ্তা
নিমিত্ত জাহাজ বোঝাই হয় না।
মতঃ মহাজনদিগের গোলায় উ
পরিষ্কৃত হইলে পর জাহাজে
যাওয়ার হয়। কাশীপুরে সেতু
চিৎপুরে ওদাম হইলে দ্বিগুণ
ও সময়নাশ হইবে। আর বালি অ
হাবড়া পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় রেলও
যে মূল্যবান সম্পত্তি আছে, তাহা
প্রকার মূল্যহীন হইয়া পড়িবে। ব
সম্প্রদায় তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়া
হাটখোলা অথবা তাহার কিছু উত্তর
দক্ষিণে সেতু করা কর্তব্য। আ
ঘাট হইতে হাবড়া পর্যন্ত সেতু
সম্ভাবিত নহে। তাহা করিলে প্রথম
জাহাজ বাইবার অসুবিধা হইবে।
বড় জাহাজ আর্মারী ঘাটের উপর গ
করে না বটে; কিন্তু মর্দাঙ্গ রূপ
মাগদ্বীপের রূপে তাহা সকল গমন করি
থাকে। সেতু হইলে দেয়াবধা থাকি
না। আর একটা অনিষ্ট এই হই
হাবড়াতে যেনকল বহুমূল্য ডক আ
তালা উঠাইয়া দিতে হইবে। এ
সামান্য ব্যয় নহে; অসুবিধাও সামা
নয়। অতএব হাটখোলাই যথার্থ স্থা

হবে একটা আপত্তি করা
ছে যে, গত ৭১ অঙ্কের ঝড়ে জাহাঙ্গ
কাশীপুরের কোল পর্যন্ত গিয়া
হাটখোলায় সেতু হইলে তহপার
জাহাজ পড়িলে তাহা ভগ্ন হইবে।
এ আপত্তি তাদৃশ বলবতী বোধ
হইতে না। জাহাজের রুহং শৃঙ্খল ছিন্ন
হইয়া লইয়া যায়, একরূপ ঝড়
ঘটনা। সে ঘটনা সচরাচর
সেতুও ঝড়ে ভগ্ন হইতে পারে।
কম্প্রদায় বলিয়াছেন, পূর্বে
সময়ে বয়ান নগর ও শৃঙ্খল
জীবন হইয়াছিল; তন্নিমিত্ত এত
উপরে গিয়াছিল। ঐ সময়ে
জাহাজ নিজ নিজ শৃঙ্খলদ্বারা
ছিল, তাহার মধ্যে অনেকগুলির
হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে নগর,
ও শৃঙ্খলের পরীক্ষা করিলে এই
পদ ঘটিবার অসম্ভাবনা থা
বে। হাটখোলায় সেতু হইলে উত্তর
গ বন্দর আরও রুদ্ধ হইবে; একপে
সকল স্থানে গোলা নাই তথায় গোলা
বে; শকটদ্বারা বাণিজ্য দ্রব্য আশি
রত কথাই নাই।

এই সেতু করিয়া হাটখোলায় একটা
নতুন চীনেবাজাবের নিকটে একটা
গুদাম করা কর্তব্য। এই দুই
নেই শিয়ালদহ হইতে রেল দ্রব্য
নগরী আশিবে। বনিকম্প্রদায় বলেন,
মেরিকার ন্যায় নগরমধ্যস্থিত রেল
পাড়ি অশুদ্ধা চালাইন কর্তব্য। এই
প্রস্তত করিবার ভার এক পৃথক
কম্পানির হস্তে দেওয়া তাঁহাদিগের
ভিত্তত। মর্কসমাধারণ পূর্বে এই মত
করিয়াছেন। সেতু হইলে তাহার
কম্পানি দিয়া রেলওয়ে শকট অপ-
সম্প্রদায় অনাবিধ শকট বাইতে পারিবে।
শিকগণ আর এক পাশ্ব দিয়া যাইবেন।
আমরা দক্ষিণ কম্প্রদায়ের প্রস্তাবের

সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। হাটখো-
লায় সেতু হইলে আর একটা বিশেষ
উপকার এই হইবে, ঐ অঞ্চলের যে ঘন
বসতি আছে, তাহা কতক বিরল হইয়া
পড়িবে। স্বাস্থ্যের পক্ষে যে ইহা মহো-
পকারক, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা
এই সঙ্গে প্রস্তাব করিতেছি, কলিকাতায়
যে প্রকার ঘন বসতি হইয়াছে, তাহাতে
নগরের সীমাবদ্ধি করা কর্তব্য। দক্ষিণে
কাশীঘাট, পশ্চিমে শিবপুর হাওড়া ও
শালিকা; উত্তরে মিঁতি ও পাইকপাড়া
এবং পূর্বে সূঁড়ো ও টেঙরা পর্যন্ত
নগরের সীমা বৃদ্ধি করা কর্তব্য হইতেছে।
নগরে বাসের একটা মোহিনী শক্তি
আছে। আনি নগরে বাস করিতেছি, এই
ভাবিয়া অনেকে আপনাকে চরিতার্থ
জ্ঞান করিবেন। কলিকাতার কাঁসারী-
দিগের ন্যায় এক পাড়ার মধু মক্ষিকা
কারে বাস করা অপেক্ষা একটু দূরে বাস
করা বহুগুণে উৎকৃষ্ট। নগরের সীমা
বৃদ্ধি করিলেই বিস্তর লোকে আফ্লাদ-
পূর্কক এইসকল উপনগর অঞ্চলে বাস
করিবেন। এ কাগ্যটি সেতুনির্মাণের
পূর্কক করা কর্তব্য। তাহা হইলে রেলওয়ের
নিমিত্ত যেসকল ভূমি ও বাসী ক্রয় করিতে
হইবে তাহার মূল্য তত অগ্নিবৎ হইবে না।

উপসংহারকালে আমরা গবর্নমেন্টকে
অনুরোধ করিতেছি, আর স্বার্থপর রেল
ওয়ে কোম্পানিদিগের সুধাপেক্ষা না
করিয়া এই প্রকৃত হিতকর কার্যটি
অবিলম্বে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষের
রাজধানীর আর এপ্রকার লজ্জাকর
অবস্থা রাখা বিধেয় হয় না।

আমাদিগের ব্যবহারাজীবগণ ও
তাঁহাদিগের পরীক্ষাপ্রণালী।

আমাদিগের আইন শিক্ষা ও ওকা-
লতী পরীক্ষাপ্রণালীর একরূপতা না
ধাকাত্তে সবিশেষ অনিষ্ট হইতেছে।

বঙ্গদেশে পাঁচ প্রকার পরীক্ষা হয়
প্রথম, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এল, এবং
এল, এল, পরীক্ষা। দ্বিতীয়, জেলা আদ
লতসমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি
ওকালতির পরীক্ষা। তৃতীয়, কোর্টদা
আদালতের মোক্কারির পরীক্ষা। চতু
রাজসংক্রান্ত আদালতের প্রতিনিধি
পরীক্ষা। পঞ্চম আটর্নীর পরীক্ষা
কেবল বি, এল, পরীক্ষোত্তীর্ণের
প্রধানতম বিচারালয়ের আপীলবিভাগে
ওকালতী করিতে পারেন, আটর্নী
উক্ত বিচারালয়ের আদিম বিভাগে
কার্য করিতে এবং দেউলিয়া বিভাগে
প্রশ্নোত্তর করিতে সমর্থ হন। কি
প্রকৃত ওকালতিসম্বন্ধে আটর্নী এল, এ
এবং কমিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্র
শ্রেণীর উকীল ইহাদিগের তুল্যতা আ
আটর্নীদিগকে দীর্ঘকাল কার্য শিখি
হয়। এল, এল ও কমিটি পরীক্ষার প্র
শ্রেণির উকীল উভয়েই আই
উপদেশ শ্রবণ করিতে হয়। উভ
ইংরাজীতে পরীক্ষা দেন। তবে প্রভে
মধ্যে এই, এল, এল পরীক্ষার্থীরা অপেক্ষ
কৃত অস্পষ্ট পরিশ্রমে ও পরীক্ষার অ
নয়র পাইয়া উত্তীর্ণ হন। একরূপ প্র
করিবার কি কারণ আছে, আমরা ত
বুঝিতে পারিতেছি না; অন্য সক
ইহা বুঝেন না; প্রধানতম বিচারাল
ইহা যে বুঝিয়াছেন, বোধ হইতেছে
এইরূপ নানা স্থানে নানা প্রকার পরী
প্রণালী প্রবর্তিত করিবার প্রয়ো
কি? একবিধ পরীক্ষাপ্রণালী কি
কি চলে না?

ইংলণ্ডে বারিষ্টারদিগকে

প্রকার পূর্কপরীক্ষা দিতে হয় না।
নিমিত্ত বারিষ্টারদিগের অধিকাংশ
উপযুক্ত হন। যে কোন ব্যবসায় শি
হউক, তাহার প্রতি একটা স্বাভা
প্রবৃত্তি চাই। সেই স্বাভাবিক প্র

তের গমনপথে কোন প্রকার
 অবক্ষক উপস্থিত করিয়া দেওয়া কর্তব্য
 । পূর্ব পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম সেই
 অবক্ষক। বর্তমান পরীক্ষাপ্রণালী
 দ্বারা প্রথমতঃ বি, এ, পরীক্ষা না
 হইলে বি, এল, পরীক্ষা দিতে পারা যায়
 কৃতবিদ্য লোক পাইবার আশয়েই
 নিয়ম করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহা-
 র স্বভাবতঃ ব্যবহারাজীব হইবার
 যোগিনী বুদ্ধি ও ইচ্ছা আছে, বিশ্ব
 বিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষা তাহাদিগের
 অবক্ষকতা করিতেছে। তাঁহারা কে
 দিতে পারেন না বটে; কিন্তু
 লোক আইনের পরীক্ষা অনায়াসে
 ও কালতি করিবার সুবিধা
 লম্বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে
 যিনি যে ব্যবসায় করিবেন,
 তাহার প্রতি তাঁহার কতদূর অনুরাগ
 মর্মগ্রহ ও অবাধ্য ভেদজ্ঞান
 আছে তাহা দেখা কর্তব্য। বোধ
 এক জন সুত্রধরের কর্মশিক্ষার ইচ্ছা
 তছেন। তিনি কুড়ি বুনিতে পারেন
 , তাহা দেখিলে কি হইবে?
 দিগের বিষয়ে কার্যতঃ প্রকৃপ হই
 । উদীলের কৃতবিদ্য হওয়া একান্ত
 শ্যক বটে; কিন্তু অক্ষশাস্ত্রের কতক
 কঠিন নিয়ম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের
 কতকগুলি পুস্তক অধ্যয়ন না
 ল কি কেহ কৃতবিদ্য হইতে পারেন
 ডাক্তর জনমনের বিশ্ববিদ্যালয়ের
 উপাধি ছিল না; কিন্তু তিনি কি
 ল, ডি উপাধি পাইবার পূর্বে
 বদ্য বলিয়া পরিগণিত হন নাই?
 রা উকীল হইবেন, তাঁহারা কি
 রে আপনাদিগের ব্যবসায় করি
 এবং যেসকল পুস্তক অধ্যয়ন
 ত হইবে তাহা উত্তমরূপে বুঝিবার
 হার ব্যাখ্যা করিবার তাঁহাদিগের
 আছে কি না, এই মাত্র দেখিলেই

পর্যাপ্ত হইবে। যে সে ব্যক্তি একগুণে
 উকীল হইতে পারেন না। একগুণে আই
 নের যপ্রকার জটিলতা হাঁড় ইয়াছে,
 তাহাতে কেবল আইন বচির ধারা ও
 প্রকরণগুলি মুখস্থ করিলে চলে না।
 ব্যবহারাজীবকে প্রত্যহ নূতন নূতন
 গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয়। অল্প লোকের
 কি এ কামতা হয়? ইংলণ্ডে বারিফের
 উপাধিধারী অনেক গ্রাম্য অবৈতনিক
 মাজিস্ট্রেট অছেন বটে; কিন্তু ইহারা কি
 ওরেষ্টমিনিস্টার বাটীতে আসিয়া সর্ক
 করিতে সাহসী হন? স্বাধীনভাবে অধ্য
 য়ন ও পরীক্ষাদানপ্রণালী থাকিলে হুই
 চারি জন অপদার্থ লোকের উপাধিধারী
 হইবার সম্ভাবনা আছে সত্য; কিন্তু
 অধিকাংশ যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিরই সম
 ধিক প্রাচুর্তাব হয়। এই স্বাধীন প্রণালী
 না থাকিতে যে অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা
 বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রধানতম বিচারালয়
 যে বুঝিতেছেন না, ইহা অতিশয় দুঃখের
 বিষয়। যোঁধাতুতে দ্বারকানাথ মিত্র অথবা
 মর বার্ণেস পিকক প্রস্তুত হইয়াছেন; সে
 ধাতুর লোক বি এল পরীক্ষোত্তীর্ণ হলে
 কয় জন দেখিতে পাওয়া যায়? বালক
 কাল অবধি মেনপলিয়ন এবং ওয়েলিঙ
 টন যুদ্ধকার্যের প্রতিই অনুরক্তি প্রদ
 র্শন করিতেন। তাঁহারা যদি কেবল ব্যব
 সায় বলিয়া ইহা গ্রহণ করিতেন তাহা
 হইলে কখনই এত যশস্বী হইতে পারি
 তেন না। বর্তমান পরীক্ষাপ্রণালীতে
 যে আর একটা অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা
 সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আইনের
 উপদেশশ্রবণ অতিশয় কর্তব্য; কিন্তু
 প্রথম হুই বৎসর কোন ছাত্রই মনোযোগ
 সহকারে উহা শ্রবণ করেন না। সকলেই
 বি, এ, পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত বাস্তব
 সূতরাং উপদেশক যখন উপদেশ দেন,
 তখন ছাত্রগণের কেহ অন্য পুস্তক পাঠ
 করেন কেহ বা নিদ্রা যান। অনেক ছাত্র

শেষ বৎসরের পূর্বে আইন পু
 ক্রয় করেন না। এখানে কাহার
 ছাত্রদিগের দোষ নাই; কেহ এক ব
 হুই দিগে রাখা করিতে পারেন না।
 দিগের বি, এ, পরীক্ষার নিমিত্ত
 পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতেই
 সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। অধ
 কেবল দোষ নাই; তাঁহারা যথার
 পরিশ্রম করেন। দোষ প্রণালীরই
 তেছে। এপ্রণালীর পরিবর্ত
 অবশ্য কর্তব্য।

সম্প্রতি আগরার কালেজে যে প্র
 প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা
 করিয়া এই নিয়ম করা কর্তব্য যে, ই
 জীত বৃত্তপন্থি থাকিলেই যে সে ব্যক্তি
 আইন শ্রেণীতে গ্রহণ করা হইবে
 প্রতিমত্রে ছাত্রদিগের পরীক্ষা
 কর্তব্য। তাহারা এইসকল মাসিক
 কায় স্বযোগ্যতা প্রদর্শন করিতে
 পারিবেন, তাঁহারা শেষ পরীক্ষা
 পারিবেন না। বি, এল, ও এল,
 বলিয়া প্রভেদ রাখিবার প্রয়োজন ন
 কমিটি পরীক্ষার কোন প্রয়োজন
 যাইতেছে না। একগুণে প্রদেশবিশে
 পরীক্ষাবিশেষ, আবার এক এ
 নানা প্রকার পরীক্ষাপ্রণালী থাক
 কেবল গোলযোগই হইতেছে এবং য
 উপযুক্ত লোকের উন্নতিপথে ক
 ক্ষেপণ করা হইতেছে। যিনি ওকাল
 করিবেন, তাঁহার কেবল গ্রন্থমা
 থাকিলেই কাজ হইবে না, তাঁহ
 প্রত্যহ অধ্যয়ন করিতে হইবে
 অতএব একগুণে গোলযোগ বুট
 পরীক্ষার একগুণে নিয়ম করাই কর্তব্য

—।—

প্রাপ্ত।

আনাদিগের আমোদ।

নিষ্কর্মা হওয়া যেনন দোষ, মদ্য
 আমোদ না করায় সেই প্রকার দো

সোনশকালা

সভা প্রাণিবন্ধন সকল জাতির পরি
 ক্ষি হইয়াছে। পৃথিবীর কোন কালেই
 র এই মন্য ছিল না। সভা। যত বৃদ্ধি
 হইয়াছে, ততই সময়ের মূল্য অধিক
 হইয়াছে। পূর্বে এ দেশের প্রায় সকলেই কৃষি
 করতেন। পরে কৃষিকা নির্ভর করিতেন।
 পরে যত্নে একাক্ষ না করিতেন তাঁহা
 কয়েক বিঘা ভূমি ব্যতীত দিন
 র জন্য উপায় ছিল না। তখন বনে
 গিয়া এই প্রাচুর্য্য হইয়াই।
 র এই প্রাচুর্য্য ছিল। অতএব সহজেই
 নির্মিত হইত। এই নিমিত্ত কর্ম
 লোকের আনন্দের নিমিত্ত অধিক
 মন্য হইত। প্রতি পল্লীগ্রামে বৃক্ষতলে
 কাহার চণ্ডীমণ্ডপে পাড়ডা ছিল।
 সেই স্থানে মন্যগত হইতেন। প্রাতঃ
 অবধ বেলা দশ এগার ঘণ্টা পর্য্যন্ত
 যথ যথ কৃষিকার্য্য দর্শন করিতেন ;
 বৈকাল ঐ পাড়ডায় আনন্দেরে অতি
 হইত। শুভায় মন্তোলাপ এবং মন্যতা
 রামায়ণ পঠিত হইত। ঐ স্থানে
 শকের কবির আকড়া হইত। জ্ঞানো
 চরু কাধারা যে যুগ কাটিয়েছেন তদ্বারা
 র শুভবায় বস্ত্র প্রদত্ত করিয়া দিত।
 যত গুরু মরিত, সে মন্যদায়ের চন্দ্র
 মুচর আপ্য ছিন। এই নিমিত্ত প্রতি
 মুচি প্রতিবৎসর বিনা মন্যো জ্ঞা
 নাপিত, রজক ও চৌকি। রগণ কয়েক
 ভূমি পাইয়া আপন আপন কার্য্য
 হইত। তখন এক কাল ছিল ; লোকে তত
 ছিলেন না, কিন্তু সুখী ছিলেন। তখন
 দাঁড়ি টাকু ও লাইসেন্স টাক্কের নিমিত্ত
 পীড়ি ও চিন্তা ছিল না। তখন বিদ্যা
 র নিমিত্ত পৃথক ভূমির বরের ভয়
 ন কা হইত না এবং নিয়মবহিত
 তিত্ত দায়ব নামও কেহ জানিতেন
 মন্যর মাজিষ্ট্রেট চোর দস্যুবাতীত
 কদ্র লোককে অপরাধীর কাটগড়ার
 দর্শন করিতেন না। মাজিষ্ট্রেটের
 ট হাইলে মন্যকর সংকল্প হইত,
 সকলেই মন্যকে ভাল বাসিতেন ও

শ্রদ্ধা করিতেন। স্থানান্তর হইতে হইলে
 পাঁচ সাত দিন অবধি সহচরসংগ্রহ করা
 হইত। তখন এত উন্নতি, এত বিদ্যাশিক্ষা,
 এত রাজনীতিসংক্রান্ত আন্দোলন ছিল না ;
 লোকে প্রায় আনন্দেরে করিয়াই সময় অতিবা
 হিত করিতেন। কিন্তু এক্ষণে সময়ের পরি
 বর্ত হইয়াছে। এখন হয় কাজ কর, নচেৎ
 অন্ন বিনা প্রাণত্যাগ কর। এখন কেবল
 কয়েক বিঘা পৈতৃক ভূমিতে সকল অভাব
 নিরাকৃত হয় না। মাজিষ্ট্রেটের তত্ত্বাবগণ
 দেশীয় যুগাকে দুর্ভীকৃত করিয়াছে ; গ্রাম্য
 মুচিগণ ও লালবাজা ও কসাইটোলার লী
 দিগের নিকট আপনাদের খরিদদারকে
 অর্পণ করিয়াছে। বটতলা ও চণ্ডীমণ্ডপে আর
 কাঁঠিবাসের রামায়ণ শু কাশীরাম দাসের
 মহাত্মারত শ্রবণে লোকের আনন্দ হয়
 না। শকের কবির গাহনা শৃগালচীৎকার
 বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এক্ষণে লোকের
 আনন্দ অল্প কাছই অধিক। সকল কাজ
 বিশেষ নিয়মানুসারে করিতে হয়। গ্রাম্য
 গুরু মহাশয়ে ; স্থলে নর্মাল বিদ্যালয়ের
 পণ্ডিত শিক্ষা দিতে ছন। রামায়ণ মহাত্মা
 রত্নের পরিবর্তে সাহিত্য বিজ্ঞান ও রাজনী
 ত্বের তর্ক হইতেছে। ব্যবসায়, আনন্দ, বস্ত্র
 আচারীয় চি। সকলেরই পরিবর্ত হইয়াছে।
 কিন্তু এত উন্নতির মধ্যেও আমাদের
 একটা বিশেষ দুর্বলতার ব্যবহার রহিয়াছে -
 গন্যমেটনহস্তান্তর করিলেও ইহার অপনো
 দন করিতে পারিবেন না এবং এটি তাঁহাদি
 গের কর্তব্যও নহে। বিচারপতি ফিয়ার
 কনক অংশে ইহা পারেন ; কিন্তু একাকী
 তাঁহারও কৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা নাই,
 গামরা পূর্বে বলিয়াছি, নিষ্কর্মা থাকা ও
 অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করা সমান দোষ। আমা
 দিগের পরিশ্রম বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু সেই
 প্রকার আনন্দ বিলুপ্ত হয় নাই। টোল ও
 কাঁসির পরিবর্তে সমবেত বাদ্য এবং কবি
 ও যাত্রার পরিবর্তে নাটকান্ডিনয় ব্যতীত
 এ বিষয়ে আর কোন উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে
 না। ইহাও নিম্নমিত্ত আনন্দের মধ্যে নহে।
 বৎসরের কয়েক নামমাত্র নাটক হয়। এ

নাটকান্ডিনয় শকের দলের দ্বারা হও
 যেক্ষমত সকলে এ আনন্দ ভোগ ক
 সমর্থ নহেন।
 গাহন বাজনাঃ আনন্দ ত
 গেল। ভোজনের আনন্দও ইহা অ
 উৎকৃষ্ট নহে। আমাদের মন্য
 কি জ্ঞানক ব্যাধির, তাহা এ
 সকলের জ্ঞানহীন হইয়াছে। এক বৃহৎ
 নাচ্ছাদিত ভূমিতে ১০০০।
 লোকে একত্র নিরাসনে বসিয়া
 পক্ষে ২৫ খানা বাজনা আহর করা
 বে। চারিটার সময়ে আহর করিয়া
 দেয় শেষ হয় ইহাতে প্রতি বছরের
 দুই জন চরিত্রকে অবশ্যই ইদরা
 অর্থাৎ ভোগ করিতে হয়। প্রকাশ্য ভোজ
 ত্রই এই প্রকার রহিয়াছে। তবে নব
 অনেক বাগানে গমন করেন সভ্য
 করে ঐ কার্য্য নির্বাহ হয় বটে কিন্তু উ
 সুরাপান ও অন্যান্য ছদ্মসার বিলক্ষণ
 ভাব লক্ষিত হয়। অতএব ইহা অ
 আমাদের সাম্রাজ্যের নাটে কদম
 ভোজন সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। এ
 আরও কয়েকটা বিশেষ দোষ আছে
 প্রশন বিবাহপ্রকৃতি কাম্যামনুসর
 র বিষয় ; কিন্তু আমাদের মন্য
 দোষে এগুলি কেবল আলীদিগের
 স্থির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কোন
 বাটতে পূজা করিয়া দশ জনকে
 করিলে তাঁহাদিগকে প্রণামী
 হইবে নচেৎ অপমান হয়। এই প
 প্রশনে যৌতুক এবং বিবাহে
 ভাতের কাপড়প্রকৃতি নির্ধারিত
 যদি সকলের মনেও কথা, ভিজ্ঞান
 যায় তাহা হইলে প্রকাশ পাইবে, এ
 বিষয়ে নিমন্ত্রণ হইলে সকলেই দায়গ্রস্ত
 পড়েন। এ নিমন্ত্রণ যত না হয় তত
 এটি প্রায় সকলেরই মত। অতএব এ
 উঠাইয়া দেওয়া কি কর্তব্য নহে ?
 ফলতঃ আমরা যে দিগে দৃষ্টিপাত
 সেই দিগেই প্রকৃত আনন্দ দর্শন ক
 পাই না। আমাদের অভূতপূর্ব প

হইয়াছে কিন্তু বিস্তৃত আমোদ একটাও
ই। এক্ষণে ইহার পরিবর্তন করা উচিত
না, আমরা সমাজকে তাহা বিবেচনা
করে অস্বীকার করিতেছি।

—:—

বিবিধসংবাদ।

১. ই আঘাত সে'মবার।

শ্যামনগরের হত্যাকাণ্ডনিবন্ধন এতদে
সর্ব সাধারণে যেপ্রকার বিরুদ্ধ হইয়াছেন
তাৎপ্রকাশ করিতে লেপ্টেনেন্ট গবর্নর
কেশন গেজেটের সম্পাদককে "মিথ্যা জনর
প্রকাশ" করিবার দা'ব দিয়া ভংসনা করিয়াছেন
লেপ্টেনেন্ট গবর্নর বলেন, মিথ্যা জনব প্রকাশ
করা এডুকেশন গেজেটের কর্তব্য যে হেতুক
করাই সংবাদপত্রখানি তাঁহার হস্তে
হইয়াছে। সম্পাদক যথোচিত সাহস
পাবে প্রকৃত্যের দিয়াছেন, তিনি বলেন, এত
দীর্ঘ সকল সংবাদ পত্রে এই রূতান্ত প্রকাশিত
ক'এবং তিনি নিজে অসুস্থকাম করিয়া
হ'র যাপ্য, অবগত হইয়াছেন। আর রেল
য় গবর্নমেন্টের একটি বিভাগ নহে, রেলওয়ে
প'নির বিরুদ্ধ লিখিলে গবর্নমেন্টের বিব
হইবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না।
তিনি নিজ সত্য স্ব'ন করিয়া লিখেন
হাতে যদি গবর্নমেন্টে বিরুদ্ধ হন, তবে এবি
কিসে না হইবে তাহা তিনি জানেন না
ত অবস্থায় তিনি উচিতসংস্কারে আপনার
ব্য' কর্ম করিতে সমর্থ নহেন, অতএব প
গ করিতে চাইয়াছেন। যাহা' সর রিচার্ড
প'মণ ভারতবর্ষে এবং পঞ্জাবী-শাসন
গণ পঞ্জাবে কার্য্যেছেন ও করিতেছেন
সাজে তাহা' ব'দেপে করিতে চাহেন।
পক্ষী এক মেঘ শাবকে ছেঁা মারিয়া
য়া গেল, তদুপ'নে এক কাক এক বৃহৎ
ব'র উপরে ছেঁা মা'তে আটকাইয়া প'ড়ল।
নাহেবেব শাসনের প্রারম্ভে এতদেশীয় সর্ক
ব'ণের সহিত এক'ণ বিচ্ছেদ হইল এটি অতি
চ'থের দিবস।

সব ষ্ট্রাকোড নর্থ কোট বোম্বাই স্থিত শাখা
দেশীয় ব্যাঙ্ক উঠাইয়া দিবার মানস করিয়া-
। বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের শাখাদ্বারা যদি কাজ
তবে আমবা এক বৃহৎ স্বতন্ত্র ব্যাঙ্ক করিয়া
রুজি করিবার কোন কারণ দেখি
ছি না।

হরণনামক যে ছ'ব'য়া অ'গার নিকটে

একটি ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকের সতীত্ব ভঙ্গন
কবিবার চেষ্টা পাওয়াতে ঐ স্ত্রীলোক শকট
হইতে লক্ষ দিয়া পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন,
তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত, ইংসর মেয়াদ
চটয়াচে। এবা'ক্তি প্রথমতঃ তাঁহার ভাস্করকে
অ'চ'তমঃ করে ভংপরে তাঁহাকে ধরিতে
যাইবাতে তিনি লক্ষ দিয়াছিলেন।
বলাৎকার হয় নাই, সুতরাং স্বাভাবিক লক্ষা-
শীলতার বিরুদ্ধ কাজ ও বলপ্রকাশের অপরাধের
বিচার হয়। জুরি অপরাধীর দুই জন ইউ'বো-
পীয় স'চ'রের কথা ক'বিখাস করিয়া মুক্ত স্ত্রী
লোকের ভাস্করের কথা উপরে নির্ভ' করিয়া
দেখী বলেন। প্রধান বিচারপতি ম'র্গান তাহা
কে পুর্তোক্ত মেয়াদ দিবার সময়ে আক্ষেপ করি
য়াছেন, যদি তাঁহার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে
তিনি তাহাকে উত্তমরূপে প্রচার ক'বিবাব আ'জা
দিতেন, এই সু'বিচ'নে সকলেই স'ম্মত হইবেন।
আমাদিগের বিচারপতি মাকফাসনের নিকটে
হইলে জ'খ'ং হল হইত "অপরাধী তুমি অব-
শাই জানিতে না, যে তোমার কার্য্যদ্বারা এমত
চ'ঘটনা হইবে। তুমি বিজ্ঞপ করিবার নিমিত্ত
স্ত্রীলোকটির হস্ত ধারণ করিয়াছিলে তাহা আমা
ব বোধ হইতেছে। তথাপি এতদেশীয় স্ত্রী
লোকের হস্তধারণ করা অসু'চিত। অতএব
তোমার বিনা জ'মে দুই সপ্তাহ মেয়াদ হইল।"

আমরা আশ্চরিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি,
কলিকাতার পুলিস কমিসনর এক জন এতদে
শীঘ্র দারগাকে টেনম্পেটরের পদ দিয়াছেন।
এক্ষণে যেসকল নীচ জে'দির ইউ'রোপীয় এস
কল পদে আছে তাহাদিগকে পয়সা দিয়া না
ক'বান যায় এমত কাজ নাই। হ'গ সাহেব যদি
উ'দিগের শ'ঠতা দেখিতে চাহেন ত' অন্য'সে
দেখান যাইতে পারে। ইউ'বোপীয়গণ দোষ
ক'রিলে ইহারা অনেক স্থলে জানিয়াও ধবে না
মধ্যে মধ্যে মক'ল হইতে মারি'দ'দীন তে'য়া
দিব না'য় দুই এক জনকে আনিলে যথার্থ কাজ
হইবে।

ডেলিনিউস বলেন, এক জন ইউ'রোপীয়
কন'ষ্টেবল আপনার কর্তব্য কর্ম না করিয়া এক
টি নিম্নশ্রেণির হোটেলে সু'বাপান করিতে
পুলিস কমিসনর তাহাকে পদচ্যুত ক'রিয়াছেন।
উ'দ্বারা আপনারা লোফাব, লোফাব দেখিয়া
চূপ করিয়া থাকিতে পাবে না। শৃ'গাল নীলেব
জ'লায় পড়িয়া আশ্চ'র্য রূপ ধারণ করিয়াছিল।
কিন্তু স'ত্রিতে অন্য অনাশৃ'গাল যখন চীৎকার
ক'রিয়া উঠিল তখন আর কাজ থাকিতে পারি
ল না।

আমরা সর্ক'ল কলিকাতার টিকাগাড়ী
ষ্ট্রি আফিসের কর্মচারীদিগের অত্যা
কথা শু'নিত পাই। রেজিষ্ট'র করিতে
প্রায় কেহই নিয়মিত পয়সা দিয়া আ
পারে না, স'প্রতি কতগুলি গাড়'য়ান
কমিসনরের নিকটে নালী' করিয়াছে
জন ফিরিজি কেবাবীর নিকটে পুর্ত'কার
না পাওয়াতে এক জন গাড়'য়ান তা
আর তা'ড়া দিতে চাহে নাই। ইহাতে ঐ
তাহাকে প্রচার ক'রিয়া তাহার ও তাহার
বেশী'দিগের টিকেটে কাড়িয়া লইয়াছে।
র নালী' এক বার রেজিষ্ট'র চিকের
হইয়াছিল। ফিরিজিদিগকে কোন
, কর্ম দেওয়া উচিত নহে।

এক ব্যক্তি পঞ্জাবের লেপ্টেনেন্ট গব'র
ডোনা'লড মাকলিগ'ড নামে দুই লক্ষ
পাইবেন বলিয়া নালী' করিয়াছেন। লে
গব'র হইবাব পুর্তি তিনি এই টাকা
ক'রিয়াছিলেন। সব জেন'রি রি
আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, এক্ষণে
য়ানগণ ৩৭ বৎসর কর্ম করিয়া পরিমিত
ক'রিয়াও এক লক্ষ টাকা জমাইয়া স্বদেশে
গমন করিতে পারেন না। যদি এক'ণ হই
ডোনা'লড মাকলিগ'ড যখন কর্ত্ত করেন-
এই দুই লক্ষ টাকা কিরূপে পরিশোধ ক
হ'র কার্য্য'ছিলে?

স'প্রতি মাত্ৰা'য়ের বন্দরের কা
উপরে একখানি জাহাজ বাত'াবেগে নী
য়াতে গড়াট'র অধিকাংশ ভ'গ হইয়াছে
নিমিত্ত অন্য অন্য জাহাজ হইতে ছ'বাদি
ইবার অতিশয় কষ্ট হইয়াছে। এই
কার'তে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছি

এক'ণ জন'হ'তি মেইন সাহেব জ
গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডে গমন করিয়া আবার
কালে আগমন ক'রবেন। এ প্রকার
বড় সু'খের। প্রধান শাসনক'র্ত্তা য'ক'র্ত্তব্য
উদাসীন হইলে নিয়ন্ত্রণ কর্মচারীগণে
উদাসী হইবে, তাহা মাত'র্গের দিনই নহে

১৫ দিবস বৃষ্টির পর জাহাজ চারি দিবস
নক গ্রীষ্ম বাড়িয়াছে। এতদিনে কয়ে
ইউ'রোপীয় প্রাণত্যাগ ক'রিয়াছেন। লা
তাপন'নে ১০৫ ডিগ্রি পারা উঠিয়াছে।
এতদেশীয় ও ইউ'রোপীয় স'ব'দিগ'মী
প্রাণত্যাগ করিতেছেন। এব'র গ্রীষ্মকালে
ও বর্ষাকালে গ্রীষ্ম, এই এক স্বতুপরিবর্ত

ডেলিনিউসের এক জন পত্রলেখক
হইতে লিখিয়াছেন, তথায় দুই সপ্তাহকা

কৃষ্টি হওয়াতে শস্য এক কালে নষ্ট হই
উৎস এবং চুক্তিও চইবার সম্ভাবনা ।

হিন্দুরঞ্জিকা বলেন, " কয়েক দিবস যাবৎ
অনবরত কৃষ্টি হওয়ায় গম্য পশুগুলি কর্মম কল
হইয়া পাখাদিগের গমনাগমনপক্ষে বিল-
শেষকর হইয়াছে । আহাৰ্য্যে প্রশংসকল
ল হইয়া উঠিয়াছে । পক্ষীর জল দিন দিন
হইয়া শূন্যবাসীদিগের প্লাবনাশঙ্কা কৃষ্টি
হইতেছে । "

কলকাত্তার পত্রিকা বলেন, " এ অঞ্চলে
পুস্তি সপ্তাহকাল অনবরত কৃষ্টি হইতেছে ।
অঞ্চল কৃষ্টিতে গানের কতক ক্ষতি হই-
তেছে । বিশেষতঃ জমীর অধিকাংশে আশৌ ধানের
নষ্ট হইতেছে না ।

১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার ।

সাত্তাইস ভীষণঘূর্ণণে কৃষ্টি স্থানে ভয়ানক
কম্প ও অস্থিরপাত হইয়াছে । ২৭এ মার্চ
লোহা পূর্ণিত হইতে অগ্নি বাহির হইতে
ক । পর দিবস এক শত বার ভূমিকম্প হয় ।
পরে দুই সপ্তাহ মধ্যে ২০০০ বার কম্প হই
ছিল । ওয়েশকিনাতে পৃথিবী অনেক স্থানে
হইয়া যায় । একটী সমুদ্র হইতে একটী তরঙ্গ
ফুট উচ্চ হইয়া প্রায় আধপোয়া পথ পর্যন্ত
সিয়া বৃহৎ বৃহৎ মারকেল বক্ষপর্গন্ত
বিত করে ইহাতে অনেক বাটী ও জীবন
হয়, এক বার ভূমিকম্প হওয়াতে বাটী ও
জাসকল পতিত হইল । সর্দশুঙ্ক প্রায় ১০০
ও এক সহস্র অশ্ব ও গো মহিষ প্রাণ
গ করিয়াছে । আশ্রয় পাইত হইতে অগ্নি
র ও গলিত গন্ধক বাহির হইয়া প্রাণী তিন
শপর্যন্ত প্রতি ঘটিকায় পাঁচ ক্রোশ দ্রুত
এক নদী হইয়া সমুদ্রে পতিত হয় । এই
দীর্ঘে তিন ক্রোশ ছিল । এক ক্রোশ
ধি একটী স্তম্ভ গছর হইয়া প্রায় ১০০০
উচ্চ অগ্নি ও গন্ধক নিক্ষেপ হয় । ইহার
২৫ ক্রোশ হইতে দেখা গিয়াছিল
ওয়েশ কিনার উপকূল হইতে প্রায় দেড়
শ দূরে সমুদ্রমধ্যে ইঠাৎ এক ত্রিকোণ
হইয়া অগ্নি নিক্ষেপ করিতে লাগিল ।
এপেল সন্মাপেক্ষা ভয়ানক ভূমিকম্প
পৃথিবী একপ্রকার দোলায়মান হইতে
গে, কোন ব্যক্তি স্থির হইয়া দণ্ডায়মান
তে পারেন নাই । এই প্রকার কম্প হইতেছে
ত সময়ে পৃথিবী স্ফীত হইয়া লোহিত বর্ণ
কাল নিক্ষেপ করিতে লাগিল । সমুদ্র স্ফীত
কয়েক ক্রোশপর্যন্ত লোহিত হইয়া গিয়া

ছিল । এখানকার লোকের অতিশয় কষ্ট হওয়া-
তে আমেরিকা হইতে সাহায্য পাঠাইতেছে ।

পূর্ন বাঙ্গালার রেলওয়ে কোম্পানির এজেন্ট
৫০০০ টাকার দাবি দিয়া হিন্দুপেট্রিয়টের নামে
লাইবেলের নালিশ করিয়াছেন । মকদ্দমাটী প্রধা
নতঃ বিচারালয়েই আদিম বিভাগে হইবে,
আমরা এতী ক্ষমতাকৃত কার্য্য বিবেচনা করিতেছি ।
যাহা যে সাহেবের গবর্নমেন্ট কমিসনদ্বারা
প্রকাশিত করিতে ভয় পাইয়াছেন, প্রকাশ্য
বিচারালয়ে তাহা সাব্যস্ত হইবে । যে সাহেবকে
অবলাই নাকী মানিতে হইবে ।

কলিকাতার স্প্রিসেরা রাজধানীর উত্তর
বিভাগে ক্লার্ক সাহেবের ড়েণ করিতে চেষ্টা
করিয়াছেন, শীঘ্র ইগর উচিত ও অনৌচিত
বিবেচনার সভা হইবে । ইতিমধ্যে নগরবাসি
গণ আবেদন করিয়াছেন, দক্ষিণ বিভাগে যে
ড়েণ হইয়াছে তাহার পরীক্ষা না করিয়া যেন
মুতন ড়েণ আরম্ভ করা হয় না । এ প্রার্থনা
অতিশয় যুক্তিসিদ্ধ ।

ই. গুয়ান পবালক ও পনিয়ন শ্রীযুক্তিকারী
দিগের সেকলে রব পুনর্টার পরিয়া বলিয়াছেন
কয়েক জন বাতীক এতদেশীয় লক্ষচারী মা-
ক্রেই উৎকোচগ্রাহী । পঞ্জাবে ইহা হইতে পারে
কারণ তথায় ইংরাজ কর্মচারিগণই ঠাহাদিগের
আদর্শ হইয়াছেন । কিন্তু অন্য অন্য স্থানে ইহা-
বরং বিপীত । অর্চিহিত কর্মে যত ইউরোপীয়
ও ফিরিঙ্গ আছেন ইহাদিগের মধ্যে লতকরা
৯ জন উৎকোচগ্রাহী । এক জন অর্চিহিত
কালেই মাসিক ৭০০ টাকা বেতন পান ।
কিন্তু ইহার বাগী ভাড়া ৩০০ টাকা দিতে হয়
৩৫ টা অর্থ অর্থে এবং দুই বৎসরান্ত ইংলণ্ডে
গমন করেন । এ ব্যয় কিসে চলে । উৎকোচ সম
কতক কবিলে ইউরোপীয়গণ হারিবেন মাত্র ।

কলিকাতার প্রধান মাজিস্ট্রেট ব্রাগুন সাহেব
ওকালাত করবেন । তন্নিমিত্ত রবার্টস সাহেব
প্রধান মাজিস্ট্রেট এবং মিলার সাহেব নামক এক
জন মুতন বারিষ্টার উত্তর বিভাগের মাজিস্ট্রেট
হইতেছেন । যখন এতদেশীয় ভাষানৈজজ ব্যক্তি
গণ শ্যামনগরের হত্যাকাণ্ডের অসুবিধান করি
তে পারেন, তখন আপীলহীন মকদ্দমা করি
বেন তাহার বিচার কি ? কিন্তু এ পদ কোন
এতদেশীয়কে দিলে ভাল হইত না ?
টাইমস অব ইংল্যা বলেন অবিসিনিয়ার
যুক্তনিবন্ধন জয় কোর্টী টাকা ব্যয় হইয়াছে ।
ইংলণ্ডের লোকেরা উর্জসংখ্য চারকোটি
স্থির করিয়াছেন । ডিসরেলি সাহেব টল টল
করিতেছেন । এমত অবস্থায় আমাদিগের আশ
ঙ্কা হইতেছে পাছে দুই কোটি টাকা আমাদিগের
স্বক্ষে কেলিয়া দেওয়া হয় ।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট কলিকাতার বেথুন
বালিকা বিদ্যালয়টীকে জী নর্ম্মাল বিদ্যালয় কার
হইলেন । এখানে শিক্ষরত্নীগণ বাসস্থানও

পাইবেন । আট কজন সাহেবের অবদান
তে এতদেশীয় কমিটি পদ ত্যাগ করিয়া

১২ই আশ্বিন বুধবার ।

ভূটানে পুনর্টার গৃহযুদ্ধ হইবার সম্ভ
হইয়াছে । সর্দারের এক জনকে দেবরাজ
নীত করিয়াছেন । টাঙ্গু পেনলো ইহাতে
স্মত হইয়া বলিয়াছেন, বর্ধাশ্রে তিনি ই
ব্যবহার খন্দ্রাককে সমুদায় ভূটানের
করিবেন । পেনলো ভূটানের নাদিরশা
বার চেষ্টার আছেন ।

যেসকল যাত্রী প্রতিবৎসরান্তে যাত্রা
করেন, ঠাহাদিগের অস্থাবকর্প ত্বরক গ
এক কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন । স
৯ জন চিকিৎসক আরবে আসতেছেন,
স্থানে স্থানে থাকিবেন । এতী উত্তম হই
কিন্তু আমরা ভারতবর্ষীয় যাত্রীদিগের
সর্দনা শ্রবণ করি, ত্বরক কর্মচারিগণ
গের নিকটে বিস্তৃত অর্প শোষণ করেন,
দক্ষুদিগের অর্চাচারের ত কথা নাই । এ

হুলতানের গবর্নমেন্টেব গোচর করা কর্তব্য
বোধাই গেজেটের কাবুলস্থিত
দাতা বলেন, কাবুলের নিকটে আজিম
৬০০ মাত্র টেনন) আচ্চ, কিন্তু গি
ঠাহার টেনন(সংখ্যা) ১০,০০০ হইতেছে ।
আলি খী আবোগালোভ করিয়া কাম
এক দরবার করিবেন । ইহার পর আকু
কাবুলের দিকে অগ্রসর হইবেন । আজিম
কৃত সন্ধিপ্রস্তাব অগ্রহণ হইয়াছে । অ
রহমান খী কয়েকটী স্তম্ভ যুদ্ধে পরাজিত
হেন । আজিম খীর অত্যাচার সমান রহি
কাবুলস্থিত কতকগুল ভারতবর্ষীয় বি
নিকট হইতে তিনি বিস্তৃত টাকা লইয়াছেন

ইন্দ্রপ্রকাশ বলেন, ডাক্তার আদুরাম
শিব জয়কর ইংলণ্ডে গিয়া আসিষ্টাট
হইয়া চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

আমরা আশ্চর্যিত হইয়া প্রকাশ করি
কাশীর কয়েক জন ভদ্রলোক " নাটকস
নামক এক নাট্যাভিনয়েন সভা করিয়া
বাবু শিবপ্রসাদ সভাপতি এবং বাবু
নাবায়ণ সিং সম্পাদক ও বাবু হরিশচন্দ্র
সহকারী সম্পাদক হইয়াছেন । প্রাচীন
নায় নাটকের অভিনয় কথা ইহাদিগের
প্রেত : ক্রমে বাই ও খেচটা নাচের
আবশ্যক ।

গতকল্য কলিকাতার স্প্রিসেরা আর
অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন । ক্লার্ক সা

যে অপরিমিত টাকা ব্যয় হয়, তাহাতে
পীয় বিভাগে যে পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে,
পরীক্ষা না করিয়া আর অন্যত্র ডেপু
রামর্শসিদ্ধ নয়, এটা সকলেরই মত হইয়া
এতদেশীয় করপ্রদায়ীরা এই নিমিত্ত
করিয়াছিলেন, ডাক্তার মৌএট এক
পত্র লিখিয়া বলিয়াছিলেন, ডেপু
লাকের পীড়া আরও অধিক হইবে।
ইউরোপীয় জর্জিসদিগের সংখ্যা অধিক
তে কল্যাণ এতদেশীয় সন্তানদিগের কথা
হইয়াছে। কয়েক লক্ষ টাকা পুনর্বার
হইতে চলল। ইহাতে সপ্রমাণ করিতেছে
স্বাধীনতা নিতান্ত অকর্মণ্য। নগরের
বিবেচনার জর্জিস মনোনীত না করিলে
মান কাজই হইবে না, তাহার অপর প্রমাণ
ক হইতেছে না।

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, ২০
র নীচের বেতনভোগী যেসকল ভূত স্বক
স্বাধীন কবিত্তে গিয়া বৈদ্য প্রাণ হারাইবে
দিগের পরিবারবর্গকে পেন্সন দিবার
ক্ষমতা স্থানীয় গবর্নমেন্টসমূহের হস্তে
বে। এবিষয়ে গবর্নর জেনরলের সম্মতি
র আবেশ্যকতা নাই। তবে ছয়মাস পরে
কল পেন্সনের এক তালিকা প্রেরণ করিতে
রাগতের সহকারী মাজিস্ট্রেট এচ, ক্লার্ক
দৈন দিন প্রজার অধিকতর প্রিয় হইতে
এই সদাশয় কর্মচারী সাধারণের উপ
ভর অর কিছুই জানেন না। এ সম্বন্ধে যে
তাঁহার সাহায্যদান আবশ্যিক তাহাতে
পরাণ্ডমুখ হন না। ক্লার্ক সাহেব গ্রামের
স্বত্ব যাবতীয় বাস্তা ও গলি পাকা কারিগর
পবালক ওয়ার্ক বিভাগের চুরির যেসকল
র আছে, তাহা ইহার নিকটে সকল হয়
সম্প্রতি দুই এক জন চুরি করিতে গিয়া
হইয়া উচিত দণ্ড পাইয়াছে। সম্প্রতি
লতের মোক্তার ও উকীলদিগের নিমিত্ত
রী মাজিস্ট্রেট এক পাকাঘব করিয়া দিতে
গবর্নমেন্টের যে সকল বৃক্ষ ঝড়ে পতিত
তালা বিক্রয় করিয়া যে টাকা উঠিয়াছে,
রা গৃহীত নিশ্চিত হইবে। একটা আইন
কালয় করিলে ভাল হয়। বারাসতের তর
ও মৎস্যের বাজার পূর্বে মাঠে হইত,
সাহেব আপাততঃ একখানি বৃহৎ জাট
করিয়া দিয়াছেন; এটাও পাকা করা
র অভিপ্রায়, কিন্তু গবর্নমেন্ট টাকা দিতে
নহেন। এক জন সদাশয় ব্যক্তি দৃঢ়

প্রতিজ্ঞ হইলে কত কাজ করিতে পারেন, ক্লার্ক
সাহেব তাহার দৃষ্টান্ত।

১৩ ই আষাঢ় বুধসপ্ততিবার ।
প্রসিডেন্সি কালেক্টরের অধ্যাপক কাপ্তেন
ই, আর, আইব্‌স বারাকপুরের লেপ্টেন্যান্ট মের
জীর সহিত ব্যক্তিচারদোষে লিপ্ত হওয়াতে
বারাকপুরের কাণ্টোনমেন্ট মাজিস্ট্রেট তাঁহাকে
প্রধানতম বিচারালয়ের সেগিয়নে সমর্পণ করি
য়াছেন। এ মকদ্দমাটা বড় জাঁকের হইবে বোধ
হইতেছে।

বারাকপুর অবধি ঢাকাপর্যন্ত আর এক
জেলি তার পাতা হইবে।

আমরা একটা ভয়ানক জনরব শ্রবণ করি
লাম। জগন্নাথক্ষেত্রের প্রায় ৫০০ যাত্রী জলপ্লা
বননিবন্ধন কয়লাঘাটে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।
এ সাহেব কি ইহার অনুসন্ধান করিবেন? না
মিথ্যাকথা বলিয়া চুপ করিয়া থাকিবেন?

চিহ্নিত কর্মচারীদিগের বিদায়ের নিয়মাবলি
প্রকাশিত হইয়াছে। সমুদায় কার্যকালের মধ্যে
ছয় বৎসর বিদায় দেওয়া হইবে, অর্থাৎ চারি
বৎসরান্তে এক বৎসর বিদায়ের নিয়ম হইয়াছে,
কিন্তু প্রথমবার আটবৎসর কাজ না করিলে
বিদায় দেওয়া হইবে না। তখন এক কালে
দুই বৎসর দেওয়া হইবে। পীড়া হইলে অতি
কিছু বিদায়ের পক্ষে হানি হইবে না। সিবিলি
য়ানেরা যখন এইপ্রকার বিদায় ভোগ করিবেন,
তখন অর্ধেক বেতন পাইবেন। তাঁহাদিগের
পদও প্রত্যাগমনের পর পাইতে পারিবেন।
ইহাঙ্কিত চিহ্নিত কর্মচারিমাতে ভারতবর্ষে
থাকিয়া বৎসরান্তে এক মাসের বিদায় পাইবেন।
ইহাতে কার্যকালের তিন অংশেব একাংশ
কর্মচারিগণের বিদায় হইতেছে। এ দেশে ক্রমে
যত করবৃদ্ধি হইবে ততই কর্মচারিদিগের সুবিধা
হইবে

যোধপুরের উজীর মহম্মদ খাঁ হত হওয়াতে
রাজা তদীয় বর্ষবর্ষীয় পুত্রকে মন্ত্রী করিয়াছেন।

অপ্রাপ্ত ব্যবহার কালে প্রতিনিধিদিগের
কাজ চলিবে। এই দোষেই ত এতদেশীয়
রাজসকল ছার খার হইয়াছে।

সিক্কিয়ান আক্রমণ করিয়াছেন, তথায় ভয়া
নক গ্রীষ্ম হইয়াছে; কোন ব্যক্তি এমত গ্রীষ্ম
কখন দেখেন নাই! এক দিবসে ১১ জন
ইউরোপীয় সৈনিক সরদিগরমি হইয়া প্রাণত্যাগ
করিয়াছেন। এখানে আমরা গ্রীষ্মনিবন্ধন নিদ্রা
যাইতে পারিতেছি না।

সম্প্রতি মাজিষ্ট্রেটের রাজা ভূমির করবৃদ্ধি
করিবার চেষ্টা পাওয়াতে লোকে অতিশয় ভয়

ভুট্ট হইয়াছে। রাজার বুদ্ধি মার্জিত নহে। এ
সমূহের রাস্তাঘাটপ্রভৃতির উন্নতির নি
প্রথমতঃ মিউনিসিপাল কর স্থাপন করুন।
আদায় হইবানাত্ত পুলিশের বেতন ইহা হই
প্রদান করুন। একটা ভার গেল। পরে রাস্তা
নিমিত্ত পৃথক ভূমির কর করুন। তাহার
বিদ্যালয়কার নামে আবার করগ্রহণ কর
এক্ষণে যে টাকা আদায় হইতেছে, তাহা লা
অঙ্কে দাঁড়াইবে।

আহানাবাদে জলপ্রাবন হইয়াছে। আ
জলপরিপূর্ণ। জনরব উঠিয়াছে, মহানদীর ব
ভাঙ্গিয়া কটক প্রাবিত হইয়াছে।

পূর্ণিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ত
বৃষ্টিনিবন্ধন বরং উপকার হইয়াছে। শে
উত্তম অবস্থা, চাউল সস্তা।

লণ্ডনস্থ পালমাল গেজেট বলেন, প
ভারতবর্ষের (বোম্বাই অঞ্চলের) লো
শীঘ্র ব্রিটিশ জাতির সাধুতাবিষয়ক মত
বর্ত্ত হইবে। বোম্বাই বোর্ডের দেউলিয়া আ
নিবন্ধন তাঁহাদিগের মনে বিশেষ সন্দেহ
য়াছে; এক্ষণে গত মেইলে আর এক বি
ঘাতকতার সমাচার আসিয়াছে। এক জন
মৃত্যুকালে কাথিড়ালের অর্জিদিগের হস্তে
টাকা দিয়া যান। ঐ টাকা বিদ্যালয়কার নি
দেওয়া হয়। কিন্তু বিদ্যালয় না করিয়া অ
আপনাদিগের গিরজার সংস্কার ও শে
সম্পাদন করিয়াছেন। কতকগুলি কম্পিটি
ওয়াল ও সৈনিক আফিসর জ্ঞান করেন,
বর্ষ চর্ম্মাচ্ছাদিত ভারতবর্ষীয়দিগের প্রাত য
ব্যবহার করা যাইতে পারে। যেসকল ইং
বোম্বাইয়ে আছেন, তাঁহারাও কি ইহা
য়াছেন? কেবল বোম্বাই কেন, ভারতব
অধিকাংশ ইংরাজকে এ কথা জিজ্ঞাসা
াইতে পারে।

১৪ আষাঢ় শুক্রবার ।

সম্প্রতি লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর রঙ্গপুরের
জজ বাবু নরোত্তম মল্লিকের বিষয়ে লিখি
ছেন, উক্ত কর্মচারী যেপ্রকার বিচার ক
থাকেন, তাহাতে তাঁহাকে চিহ্নিত জজদি
তুল্য বলা যাইতে পারে। উক্ত জেলায়
সম্প্রতি কিছু দিনের নিমিত্ত বিদায় লও
নরোত্তম বাবু জজের ন্যায় দেওয়ানী ম
সকলের বিচার করিয়াছেন। এ সাহেব
গণ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, উপযুক্ত অ
হিত কর্মচারীদিগকে সিবিল সার্জিসে
করিবার যে নিয়ম হইয়াছে, তদনুসারে তা
জেলার জজের পদ দেওয়া কর্তব্য। গবর্নর

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৩ ই জুন। গত রাত্রিতে স্মলেট সাহেবের প্রার্থের প্রত্যুত্তরস্বরূপ সর ষ্ট্রাকোট নর্থকোট বলিয়াছেন, বোম্বাইস্থিত শাখা বঙ্গনে শীঘ্র ব্যাঙ্ক উঠাইবার নিমিত্ত অবিলম্বে আজ্ঞা দেওয়া হইবে।

সিলেট কমিটির প্রস্তাবদ্বারা সীমার বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ১৫ টী চক্রবাক্তের সীমা অব্যাহত রাখিয়াছে।

শ্রী রোজষ্টারি করিনার নিমিত্ত মন্ত্রিবর্গ এক বিল অর্পণ করিয়াছেন। এতদ্বারা আগামী ডিসেম্বরের প্রারম্ভে মুতন মহাসভা সমবেত হইবে।

রাষ্ট্রনীতিসংক্রান্ত বিধেমনিবন্ধন রাজকুমার মাইকেলকে বধ করা হয় নাই। আপত্ততঃ শাসন করিবার নিমিত্ত কয়েক জন নিযুক্ত হইয়াছেন। দেশে শান্তি রহিয়াছে।

সারাওয়াকের ভূতপূর্ণ রাজা জেম্‌স ক্রকের মৃত্যু হইয়াছে।

১১ ই জুন দিবসের এক টেলিগ্রাফ ওয়াসি ডটন হইতে আসিয়াছে। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, সতঃপাতি মহাসভার সম্মতি অনুসারে রেবার্ড জনসন সাহেবকে ইংলণ্ডস্থিত দূত নিযুক্ত করিয়াছেন।

১৪ ই জুন। ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর উন্নতিসাধনার্থ যে কমিটি সর ষ্ট্রাকোট নর্থকোটের দ্বারা নিযুক্ত হন, তাহাদিগের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টের তারিখ গত নবেম্বর হইতেছে। সর বাটল ফিয়ার ও আরবখনট সাহেব অন্য অন্য সভ্যের বিরুদ্ধ মত দিয়াছেন। রিপোর্টে প্রস্তাব করা হইয়াছে, বঙ্গদেশ যেমন আছে সেই প্রকার লেপ্টনেন্ট গবর্নরের অধীনে থাকুক; কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার প্রয়োজন নাই। কলিকাতায় একটি ব্যবস্থাপক সভা থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। কলিকাতা রাজধানী থাকুক, এই প্রস্তাবে তাহা বলা হইয়াছে। কমিটি বলেন সিমলাতে মধ্য মধ্য রাজধানী লইয়া যাওয়াতে সাধারণের অসুবিধা হইতেছে।

আবিসিনিয়া হইতে আগত।

বোম্বাই ১৯ এ জুন। ৯ জুলাই সর রাবার্ট নেপিয়ার জমা হইতে ইংলণ্ডে গমন করিবেন। যে একটী মাত্র রেজিমেন্ট এপর্যন্ত আবিসিনিয়াতে আছে তাহা ১১ ই জুলাইয়ে জাহাজে আনোহন করিবে। তুরস্ক সৈন্যগণ বর্ষাকালপর্যন্ত দ্রব্য সকলের প্রহরিকার্য্য করিবে। যে জাহাজে সর রাবার্ট নেপিয়ারের মাগদালাগ্রহণঘটিত

পত্রনকল যাইতেছিল, লোহিত সমুদ্রে চড়ায় বাধা হইতে পত্রগুলি বিলম্বে পৌঁছিয়াছিল।

লণ্ডন ১৭ ই জুন। রাজার বিশেষ আদেশে খিওডোরের পুত্রকে ইংলণ্ডে আনয়ন করিবার নিমিত্ত এক জন দূতকে প্রেরণ হইয়াছে। সর রাবার্ট নেপিয়ারের প্রত্যাশিত পত্রগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। নবাকোশিয়া বর্ডার-সহিত একত্রিত হইতে অসম্মত হওন প্রত্যয় লোকদিগের অসন্তোষ লইয়া হাউস অফ কমন্সে তর্ক হইয়া গিয়াছে। ট্রাইট সাহেব বিষয়ের অসুসঙ্গানাপ এক কমিটি নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন কিন্তু ইহা অগ্রাহ্য হইয়া আইরিশ রিকরাম বিল গ্রাহ্য হইয়াছে, এ প্রতিনিধি মনোনীতের স্থানের পুনর্বন্দন সম্বন্ধে সকলের এক মত হয় নাই। এ তর্ক রহিয়াছে। গবর্নর-এন্ট এ বিষয়ে পুনর্নির্বাচন চনা করিবেন বলিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন প্রণালীসম্বন্ধে বিল ১৫ ই রাত্রিতে পুনর্নির্বাচন পঠিত হইয়াছে। ও আয়ারটন সাহেব ও কর্ণেল পূর্বে কিছু বলিয়াছিলেন।

মুতন রেজিষ্টারি প্রচার বিল দ্বিতীয় পঠিত হইয়া সিলেট কমিটির হস্তে অর্পিত হইয়াছে। রাজা চারলস পেরি হবহাউস বকে কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ের তর বিচারপতি নিযুক্ত করিয়াছেন।

প্রকাশ পাইয়াছে, ষড়যন্ত্র দ্বারা সার রাজকুমার মাইকেলকে বধ করা হইয়াছে। এতদ্বিবন্ধন অনেক লোককে হাজতে রাখা হইয়াছে।

১৮ ই জুন। ফরাশী বজেট কমিশনার রফার প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে রফার কথা বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষের ডাকমাস্তুল বৃদ্ধি করিয়া ফরাশী মাস্টার এক বিল বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

১৯ এ জুন। গত কল্য সর রাবার্ট নেপিয়ারের সেনাপতি নীপাবি ও কসল কামেরণ উপনীত হইয়াছেন। সর ষ্ট্রাকোট নর্থকোট বলিয়াছেন সর রাবার্ট নেপিয়ারের অধুরে সারে সৈন্যদিগকে চয় মাসের ভাতা পু দেওয়া হইবে।

আইরিশ রিকরাম বিল বিধিবদ্ধ হইয়া সভ্য মনোনীত স্থানের পুনর্নির্বাচনের পক্ষে গবর্নর-এন্ট পরিত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডনের কমন্স কোর্সিল সর রাবার্ট নেপিয়ারকে আপনাদিগের ন্যায় লণ্ডনে অসুস্থ হইয়া ও ২০০ গিনির এক তলবার উপঢৌকন মনস্ত করিয়াছেন।

চাটীড মার্কাণ্টিল ব্যাঙ্ক গত ছয় মাসে করা তিন টাকা লাভপ্রদান করিয়াছেন।

ই পত্র ষ্ট্রেটসেক্রেটারির মিকটে প্রেরণ ক অসম্মত হইয়াছেন। সর জন লরেন্স বলেন, ইহা কর্মচারীদিগের উন্নতির প্রস্তাব মহাসভা করা হইয়াছে। অতঃপরে সাহেবের প্রেরণ করিবার আশংকতা নাই। এ উপযুক্ত কর্মচারীর সিবিলাইয়ানদিগের পদ হয়। এটা সর জন লরেন্সের ভাল মত।

ভ্রম'ন সপ্রাঃে গ্রীষ্মাতিশয্য নিবন্ধন কলিকাতার চারিজন ইউরোপীয়ের মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতার বণিক সমাজ ভারতবর্ষের সত্তার একদিক হইয়া উত্তর বিভাগে ড্রুপ বন্ধ হইয়া নিমিত্ত লেপ্টনেন্ট গবর্নরের মিকটে মন করিবেন।

১ - ই আষাঢ় শনিবার।

সর আক্ষাদিত হইলান, ইণ্ডিয়ান, নিউস গবর্নমেন্টের বর্তমান ধর্মসংক্রান্ত উন্নতির পুনর্নির্বাচন প্রতিবাদ করিয়াছেন। উক্ত বলেন "আনাদিগের রাষ্ট্রনীতিজগণ গবর্নর বিদ্যালয়সমূহের হিন্দু ও মুসলমানদিগকে বাইবেল শিক্ষা দিতেছেন না বটে। তাহাদিগের দত্ত অর্থ হইতে খৃষ্টীয় পুরো ও গিরজাসকলের ব্যয় লইতেছেন। গবর্নর আপত্ততঃ যেপ্রকার অধিক টাকা ব্যয় করা ক্রমশঃ গবর্নর-এন্টের সংশ্রবে একটি অর্থ রী ধর্মসম্প্রদায় করিতেছেন তাহা বিচার সনপ্রণালীর একান্ত বিরুদ্ধ। অতিশীঘ্র য় লইয়া তর্ক হইবে এবং গবর্নর-এন্টকে সাসহকারে কার্য্য করিতে হইবে"। এদিন আ সবে। চর্চাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে এক্ষণে উপযুক্ত রাজনীতিজ্ঞ নাই।

কলপুর অবধি সংস্পর্শান্ত এক মুতন ওয়ে হইবার আজ্ঞা হইয়াছে।

কলিকাতার ঠিকাগাড়ী রেজিষ্টারি আফিসের প্রধানী কয়েক জন গার্ডিয়ানকে প্রহার তাহাদিগের টিকেট কাড়িয়া লইয়াছিল, দশ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

স্বাক্ষিত মূল্যে গবর্নর-এন্টের কাগজ ত হইতেছে।

কার সিকা	১২৫০—১৪৫০
কোম্পানির	১৪৫০—১৫
পবিত্রিক ওরাক	১০৫৫—১০৬
কা	১০৯৫—১১০
১১৪৫	১১৪৫—১১৫

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন
লেপ্টন্যান্টগবর্নরের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

১১ ই জুন। নিম্নলিখিত সহকারী পুলিশ সুপারইন্টেন্ডেন্টগণ চোরাই লবণ প্রস্তুত নিষেধ পশ্চালিখিত স্থানে বিশেষ সহকারী পুলিশ সুপারইন্টেন্ডেন্ট হইবেনঃ—

আর, এ. ডি, বিগনেল সাহেব বা.লেখরে।
 সি, ই. এস, ইনিস " কটকে।

১৫ জুন। যতদিন লেপ্টন্যান্ট জে, আর, হারিস বিশেষ কার্ধ্যাপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, ততদিন এচ, এন, হারিস সাহেব বর্ধমান প্রতিনিধি পুলিশ সুপারইন্টেন্ডেন্ট হইবেন।

যতদিন জে. এচ, টমসন সাহেব বিশেষ কার্ধ্যাপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, ততদিন এ. এ, ডি, বিগনেল সাহেব বা.লেখরের প্রতিনিধি পুলিশ সুপারইন্টেন্ডেন্ট হইবেন।

যতদিন মেজর ডবালউ, টি, ফেগান সরকারী কার্ধ্যাপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন ততদিন এ. এ, ডি, বিগনেল সাহেব হাজারিবাগের প্রতিনিধি পুলিশ সুপারইন্টেন্ডেন্ট হইবেন।

১৭ ই জুন। ত্রিপুরার মধ্যস্থ জজ মৌলবী লায়াল আল তৃতীয় জে.নিহ হইবেন।

৮ ই জুন। রাটে সাহেব দেবগড় উপবিভাগের অন্তর্গত নলার সব আসিষ্ট্যান্ট কমিসনর নীওআল পরগণার প্রথম জে.নিহ অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। আপাততঃ

১৮ ই জুন। এ. জে. ফেজার সাহেব সরকারী কার্ধ্যাপলক্ষে স্থানান্তর থাকেন ততদিন রাটে সাহেব দেবগড় থাকিবেন।

পূর্ণিয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী দিলদার হোসেন আহম্মদ বি, এ, বিগঞ্জ বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

মুরসিদাবাদের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কালীচরণ ঘোষ ২৩ পরনায় বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাচালন করিবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী ইমাক নিয়ন্ত্রণ শাসনকার্যের ক্ষমতা পাইবেন।

১৯ ই জুন। যতদিন তৃতীয় জে.নিহ সব আসিষ্ট্যান্ট সার্জন হারকানাথ মুখোপাধ্যায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন ততদিন

তৃতীয় জে.নিহ সব আসিষ্ট্যান্ট সার্জন বীরেশ্বর পালিত পাবনার অন্তর্গত হুলাইয়ের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

২০ ই জুন। যতদিন এ, সি, কায়েল সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন লেপ্টন্যান্ট জে. বটলার আসামের কমিসনরের সহকারী হইবেন।

ই, বেদিউ, মলোনী সাহেব কটকের প্রতিনিধি সি.বি.ল ও সেসিয়ন জজের কার্যব্যতীত তত্রত্য প্রতিনিধি কমিসনরী করিবেন।

যতদিন জে, এফ, ফিবস সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন মৌলবী হামিদুল আলী আহম্মদ গয়ার অন্তর্গত নওয়াদা উপবিভাগের ভার পাইয়া সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

নিম্নলিখিত তত্র লোকেরা হাবড়ার মিউনিসিপ্যাল কমিসনর হইবেনঃ—

- বাবু তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
- ৫ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।
- ৬ হরমোহন মুখোপাধ্যায়।
- ৭ নন্দগোপাল চন্দ্র।

নিম্নলিখিত তত্র লোকেরা পশ্চালিখিত স্থানের সব রেজিষ্টার হইবেন —

- জে, ই, বি, জে.ফু. সাহেব বহরনপুরে।
- বাবু বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ঐ.হটে।
- এল, ডাক সাহেব মতিহারিতে।
- লেপ্টন্যান্ট এচ, জে, পিট শিবসাগরে।
- এচ, লটনান জনসন সাহেব কৃষ্ণনগরে।
- হারলস মলার সাহেব কিছুদিনের জ.

কলিকাতার অন্যতর পুলিশ মাজিষ্ট্রেট হইবেন।
 ২২ ই জুন। কুচবিহারের কমিসনরের সহকারী বাবু দিননাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় জে.নিহ অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

২০ ই জুন। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডি, ডবলিউ, এম, টেক্টো সাহেব সিরাজগঞ্জ উপবিভাগের ভার পাইয়া পাবনা ও বগুড়াতে প্রথম জে.নিহ অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

১ লা জুন অবধি নিম্নলিখিত সহকারী পুলিশ সুপারইন্টেন্ডেন্টগণ উন্নতিলাভ করিবেনঃ—

- প্রথম জে.নিহে।
- জে, এচ, জনষ্টন সাহেব।
- এচ, এন, হারিস "।
- দ্বিতীয় জে.নিহে।
- জে, বি, গোড সাহেব "।
- এফ, ডসন "।

- বি, এস, রবার্টসন "।
- এফ, জে, ডিকেন্স "।
- এচ, মনরো "।
- সি, ই, এস, ইনিস "।
- এম, এফ, বিমিশ "।
- এ, নিবেট "।

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত গোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

এখানে ২৪এ টেম্পেট আরম্ভ হইয়া আষাঢ় পর্যন্ত ক্রমাগত বৃষ্টি হইয়াছে। এ বাদল তৎকাল দেখা যায় নাই। ইঙ্গ্রপে ১৩।১৪ দিন অবিপ্রান্ত প্রবল ধারে বরি করিয়াছেন। পৃথিবী জলময় হইয়াছে। এ ব মেদনীপুর অঞ্চলে বিস্তর অনিষ্ট হইয়া কংসাবতী নদীতে তয়ানক বন্য হইয়া অনেক স্থান ও গ্রাম তাহার প্রাণে মগ্ন হইয়াছে। কত লোকের গৃহ ও কুীর ভাঙিয়াছে। প্রাতে ভাগিয়া গিয়াছে। কত মনুষ্য ও গাঃ গিয়াছে। দৃষ্ট হইয়াছে একখানি চাল নদীতে ভাসিয়া যাইতেছিল, ত উপর দুই জন মনুষ্য আরুত। তাহারা কবরে চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিল। কিন্তু তখন নদীর বেগ অতি প্রবল হইয়া সাহায্য করতে পারে নাই। ক্রমশঃ চাল আসিয়া নদীগর্ভে বাঁদে (খালকোনির এনিকট) আঁহত হইল। তাহাতে চাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। পর ফণেই এই দুই হেতভাগ্য ব্যক্তিকে দেখিতে পা গেল না। গো, মর্হিধ, হরিন, তলুকপ্র অনেক অস্তকেও নদীতে ভাসিয়া যা দেখা গিয়াছে।

দৃষ্ট হইয়াছে, এই নগরের নিকটস্থ ক গ্রামের উপর দিয়া প্রবলরূপে নদীর প্রবাহিত হইতেছে। তত্রত্য লোকসকল চাল ইত্যাদি উচ্চ স্থানে থাকত। তাহার বরও চীৎকার ও শব্দধ্বনি করিয়া নগরস্থ দিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। সময়ের পর দিন তাহাদের নিকট নৌকা প্রে হইয়াছিল; কিন্তু কি হইয়াছে বলিতে পারি।

কংসাবতীর পাঞ্চস্থ অনেক স্থান ও জলপ্রাণিত হইয়াছে। কিন্তু কত গ্রাম মগ্ন হইয়াছে ও কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, অ বিশেষ বলিতে পারি না শুনিতেছি ২

নি গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে । ১০ । ১৫ খানি
 ম একে বারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে । গো-
 ঠিবাঃ জন্তুসকল ভাসিয়া গিয়াছে । লোকে
 কে আবোহণ করিয়া অতি কষ্টে জীবন রক্ষা
 রিয়াছে । অনেক লোক জলমগ্ন হইয়া প্রাণ
 গ করিয়াছে । যেসকল ক্ষেত্রে ধান্য বপন
 হইয়াছিল তাহা মগ্ন ও প্রোপিত হইয়াছে ।
 এই বন্যাতে উসুবোড়িয়ার পথ স্থানে স্থানে
 হইয়াছিল । কয়েক স্থলে হানা পড়িয়াছে ।
 তাতে কয় দিন ডাক বন্ধ ছিল । এক্ষণে অতি
 ডাক চলিতেছে ।

২) ও ক্ষেত্র অতিশয় জলমগ্ন হওয়াতে
 কৃষিকার্যের বিলক্ষণ বাধাত জন্মিল ।
 খালকোম্পানি কাঁসাই নদীর বন্যাকে
 নক প্রবল করিয়া দিয়াছেন । স্বীকার করি,
 রূপ বাদল হইয়াছে, অবশ্যই বান হইত ।
 নদীগর্ভে প্রাচীরবৎ বাঁদ (এনকট))
 থাকিলে উপর দিকে কখন এরূপ প্রবল
 হইত না । সত্তর অধিক জল নিঃসৃত হয় না
 লক্ষন করিয়া প্রবাহিত হয় । সুতরাং
 রদিকে জল জমিয়া অধিক প্রাবিত হইয়াছে
 ২ বহু স্থানে তাঁহাদের অসমাপ্ত খাল আছে,
 এই তন্মধ্যে জল প্রবাহিত হইয়া গ্রাম ও
 তাসাইয়া দিয়াছে ।

খাল কোম্পানি কক্ষপগতিতে চলিতে-
 ইহার। যে খাল শেষ করিয়া দেশের উপ
 করিবেন, তাহার বড় অধিক প্রত্যাশা
 , কিন্তু খালের অনিষ্ট ফল ইহার মধ্যেই
 গ করিতে হইতেছে । খাল কোম্পানি, কবে
 াংপাদনের সুবিধা করিবেন, তাহার
 া নাই । কিন্তু এক্ষণে বন্যার বেগ বর্ধিত
 া দিয়া শস্য বিনাশ করিতেছেন ।

যাহা হউক, বন্যাপীড়িত লোকসকল
 নিরাজয় ও নিয়র । অত্রত্য ছজুরেরা
 দেব রক্ষার জন্য এ পর্য্যন্ত কোন উপায়
 তছেন না । অধিক কথা কি, কোথায় কত
 হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার বিশেষ তদন্ত
 ছেন না । কোন কোন স্থানের প্রজারা
 যা ছজুরদের নিকট আপনাদের গ্রানের
 া বর্ণনা ও সাহায্যপ্রার্থনা করিতেছে
 ছজুরেরা এ পর্য্যন্ত কিছুই করিতেছেন না ।
 াপনা বে গবর্নমেন্ট এই বন্যাপীড়িত
 দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন । আশুকুল্য
 রকে এই দুর্গত লোকদিগের রক্ষার আর
 নাই । রাজপুত্রেরা দ্বারা সাহায্য করেন

এই আমাদের প্রার্থনীয় । জমীদারেরাও যেন
 এ সময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া না থাকেন ।

মেদিনীপুর
 ১১৭৫ । ১৪ আষাঢ় । } শ্রী:—

৪ । ৫ দিবস হইল, অত্রত্য অন্তর ডেপুটি
 মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত
 বাবু কালীনাথ ঘোষ চাকার পরিবর্তিত হইয়া
 এ স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন । তাঁহার পদে
 এক্ষণপর্য্যন্ত কেহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আইসেন
 নাই । কাঙ্গী বাবু এক জন মন্দ বিচারক ছিলেন
 না । এক জন উপযুক্ত লোক তাঁহার পদে
 নিযুক্ত হন এই আমাদের প্রার্থনা ।

কিছু দিন হইল, স্ত্রুতন জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট
 পিটার্সন সাহেব এখানে আগত হইয়াছেন ।
 যেপর্য্যন্ত জানা গিয়াছে ইহাকে এক জন
 সুবুদ্ধি সঙ্গিচারক বলিয়া বোধ হয় । যাহা হউক,
 কাহাবো বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত না হইয়া কোন
 প্রকার সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসিদ্ধ নহে ।

অন্য চই মাস যাবৎ অত্রত্য সেখঘাট মিসন
 ইংরাজী বিদ্যালয়ের মাইনার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র
 দিগের বৃত্তি বন্ধ হইয়া আছে । ইহার কারণ
 কিছু বুঝিতে পারিতেছি না । কর্তৃপক্ষের স্মরণ
 রাখা উচিত, কোন কোন বালক কেবল এই
 বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়াই অধ্যয়ন করিতেছে ।

ইতিমধ্যে বৃত্তির অভাবে এখানে এক বার
 তরঙ্গব গ্রীষ্মের প্রাহুর্ভাব হইয়াছিল । ক্রিয়-
 দ্বিবস যাবৎ অনবরত বৃষ্টি হওয়াতে গ্রীষ্মের
 কষ্ট এক প্রকার নিবারিত হইয়াছে, এতদ্বারা
 ওলাউঠারোগেরও শাস্তি হইয়াছে ।

শ্রীঃ
 ১২৭৫ } শ্রী:—

—:—
অতিবৃষ্টি ও জলপ্লাবন ।

মহাশয় ! গত ২৩এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার রাত্রি
 অবধি ৪ ঠা আশাঢ় মঙ্গলবারপর্য্যন্ত এই বার
 দিবস কাল অবিচ্ছিন্ন মুসলধারে বৃষ্টিধারা
 পতিত হইয়া এ প্রদেশ জলমগ্ন করিয়া ধান্য
 সকল একে বারে নষ্ট করিয়াছে । রাস্তা ঘাট,
 নদী, নালা সব একাকার হইয়া কেবল
 গমনাগমনের কষ্ট হইয়াছে এরূপ নহে, আর্হা-
 রোপযোগী সমাগ্রীসকল অপ্রাণ্য ও চাউলের দর
 দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে । রাস্তা মাঠ ঘাট
 শুষ্ক হইলে পুনরায় ধান্য বপন করিবে ও দ্রব্য
 দির মূল্য অল্প হইবে এই আশায় প্রজাগণ জীবিত
 ছিল কিন্তু গত কালের শোচনীয় ঘটনায় সে
 আশা একেবারে উন্মূলিত হইয়াছে এবং
 অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ।

মহাশয় ! সুবর্ণরেখা নদীর বাঁদ তম্ব হইয়া

এ প্রদেশকে একেবারে জলশায়ী করিয়া
 সমুদায় রাস্তা ও বাঁদ তম্ব হইয়াছে । এম
 মেদিনীপুর ডাক বন্ধ হইয়াছে কলিকাতার
 অতি কষ্টে যাইতেছে । পরীতাকার বলুক
 পতিত হইয়া জনপদ সকলকে এক বারে
 করিয়াছে । সম্পাদক মহাশয় ! চতুর্দিক
 করিবার মানসে আজ প্রাতে একটি উচ্চ
 কাময় পরীতে আরোহণ করিয়া যত দূর
 চলে দেখিলাম । আকাশমণ্ডল তীব্র মুর্ভ
 পুরাসর অপ র জলরাশিকে আলিঙ্গন করি
 ও জলরাশির মধ্যে মধ্যে কেবল মুমূর্ষু মনু
 গবাদি ভাসমান আছে ও চলৎশক্তি বি
 রুদ্ধ ও কামিনীগণ আপা আপন প্রাণ র
 সহিত আপন আপন শিশুসন্তানদি
 বাঁচাইবার চেষ্টা পাঠিতেছে । কিন্তু
 বেগে বায়ু বাহিত থাকিতে তরঙ্গসকল
 ক্ষুত যাইতেছিল যে তাহারা প্রাণপণে
 করিলেও কৃতকার্য হইতে পারিতেছে না ।
 দেখিয়াও মৃতপ্রায় ব্যক্তিগণের কাতর
 গবাদির কক্ষণ স্বর শ্রবণ করিয়া আমার
 এক এক বার হইতে লাগিল তরঙ্গ মধ্যে
 রণ করিয়া উচ্চ লোকসকলকে উদ্ধার কা
 কিন্তু আমাদের জীবননা এত বলবতী যে
 ত্তেক মধ্যে আমাকে নিরস্ত করিল । আমি
 উচ্চ স্থানে ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দ
 মান আছি ইত্যবসরে দেখিলাম চারি জন
 তাজ ও তিন জন বঙ্গবাসী তিন চারিখ
 তরনী লইয়া ঐ সকল লোককে মৃত্যু এ
 হইতে মোচন করিবার জন্য চতুর্দিকে দাব
 হইলেন । ইহা দেখিয়া আক্লাদে আমার ক
 বর লোমাঞ্চিত হইল ও অগদীধর উহা
 প্রাণরক্ষার জন্য উচ্চ মহাপুরুষগণকে পাঠা
 লেন ভাবিয়া ভক্তিরসে গদ গদ স্বরে তাঁহা
 কোটি কোটি ধন্যবাদ দিলাম, তৎপরে দেখিল
 উর্হারা স্বয়ং কর্ণার ও দাড়ধারীর কার্য করি
 নিয়ন্ত্রিত গ্রামসমূহে গমনপূর্গক বিপন্ন ব্য
 গণকে বহন করিয়া আমি যে স্থানে দণ্ডায়ম
 ছিলাম তথায় রাখিয়া যাইতে লাগিলেন ।
 রূপ সমস্ত দিবস আহাির নিদ্রা ত্যাগ করি
 অকাতরে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । ইত্যব
 উহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধকে কথঞ্চিৎ শ
 দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম এরূপ বান আর ক
 ত্তিনি দেখিয়াছিলেন কি না ? তাহাতে তি
 উত্তর দিলেন দেখা হুরে, থাক কখন শ্রবণ
 করেন নাই । এইরূপ তাঁহার সহিত কথা ব্য
 করিতেছি এমন সময় দিনমণি অস্তাচল অল
 করিলে নিবিড় অন্ধকার আসিয়া আকাশ মণ্ড

হয় করিলে উক্ত মহাপুরুষগণ অগত্যা কার্যে কাত্ত হইয়া সকলে স্ব স্ব আবা-
 তমুখে যাত্রা করিলেন। তাহাদের মধ্যে এক
 আপনে প্রবেশ করিয়া চাউল ক্রয় করিয়া
 ব্যক্তিগণকে বিতরণ করিতে লাগিলেন।
 দেখিয়া উক্ত মহাশয় কে ও অন্যান্য
 পয়েরাই বা কে ইহা জানিবার ইচ্ছায় এক
 ক্রমে জিজ্ঞাসা করাতে কহিলেন প্রথম ব্যক্তি
 নকার ডিঃ মাজিষ্টার এ. রাটে সাহেব
 তিন জন সাহেবের মধ্যে এক জন তাঁহার
 ডাঃ উলিয়াম রাটে অপর দুইজন
 এক জন এখানকার একজিকিউটিভ ইঞ্জি-
 ংসার ও অপর এখানকার সহকারী পুলিশ
 রিটেণ্ডেন্ট; আর তিন জন বলনিবাসী পুল-
 ংসার প্রধানতম কর্মচারী। ইহাদের পরিচয়
 য়া ইহাদিগকে মনে মনে ধন্য মানিয়া
 শত ধন্যবাদ দিলাম। মাষ্টার উইলিয়াম
 কোন রাজ পদে নিযুক্ত না থাকিয়াও বে-
 ংসার জন্ম এত অধিক কষ্ট ও পরিচর-
 ংসার করিয়া বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র
 ংসার তাহার আর সন্দেহ নাই। পর
 ংসার অপরাহে গিয়া দেখিলাম ডিঃ মাজি-
 ংসার ও তাঁহার ভাতা ংসার নৌকা লইয়া চতু-
 ংসার জমণ করিতেছেন ও লোক আবিতেছেন
 ংসার কালে স্বয়ং বাজারে গিয়া পূর্নদিমের
 ংসার চাউল লইয়া বিতরণ করিলেন শুনিলাম
 ংসার দিন ংসার থাকিবেক তত দিন ংসার
 ংসার বিতরণ করিবেন। ইহাতে যে তিনি এদে-
 ংসার লোকের প্রাণদাতা বলিয়া চিরস্মরণীয়
 ংসার তাহার আর সন্দেহ কি। একপে আম
 ংসার গগনীর নিকট প্রার্থনা করি যে এই সক
 ংসার পদোন্নতির সহিত স্বচ্ছন্দ শরীরে
 ংসার কাল এদেশে থাকিয়া এ দেশের জীবিত
 ংসার।

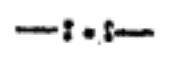
কাঁথি কাঁথি নিবাসী।



অদ্য ত্রয়োদশ দিবস হইল, এ প্রদেশে বর্ষার
 ংসার প্রাচুর্য্য হইয়াছে। এমন কি প্রাণ
 ংসার শেষে নদী পুত্রিনী প্রকৃতি জলাশয়সমূ-
 ংসার যেসকল তাব লক্ষিত হইয়া থাকে, এ বৎসর
 ংসার শেষ হইতে না হইতেই সেইসকল
 ংসার লক্ষিত হইতেছে। কৃষিকার্যের বিল
 ংসার অসুবিধা হইয়া উঠিয়াছে। কৃষকেরা
 ংসার কীজ দর্শন করিয়া আনন্দে পুলকিত
 ংসার। তাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া

তাহাদের বিপুল শোকের কারণ হইয়াছে।
 শস্যক্ষেত্রসমূহ জলরাশিতে পরিপূর্ণ। যে সমস্ত
 খালদ্বারা গ্রামান্তর্গত জলরাশি নির্গত হইয়া
 থাকে, তাহা গবর্ণমেন্টের দ্বারা বন্ধ হইয়াছে।
 নদীর লবণাচ্ছন্ন গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিতে না
 পারে, ইহাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সকল
 বাঁধ কিছু দিনের নিমিত্ত কাটাইয়া দিলেই সমস্ত
 অনিষ্টের মূল আবেছ জলরাশি বহির্গত হইয়া
 যাইতে পারে; কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়,
 এই প্রধান প্রতিকারটির প্রতি কাহারও বিশেষ
 মনোযোগ দেখিতে পাই না। পবলিকওয়ার্ক
 ডিপার্টমেন্টের নিয়ম এই যে, যদ্যপি কোন প্রদে-
 শের আবেছ জলরাশি বহির্গত করা আবশ্যিক
 হয় তাহা হইলে তত্রত্য জমীদারকে বাঁধ নির্মা-
 ংসার জন্য যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহার বিক্রয়
 পরিমাণে টাকা ডিপজিট করিয়া দিতে
 হইবেক এবং এই মর্মে একখানি এগ্রীমেন্ট
 রেজিষ্টারি করিয়া দিতে হইবে যে জল নির্গত
 হইয়া গেলে সেই বাঁধ জমীদার নিজ ব্যয়ে
 পুনর্নির্মাণ করিয়া দিবেন; তাহা হইলে তাঁহা-
 দের ডিপজিটের টাকা প্রত্যর্পিত হইবেক।
 কিন্তু জমীদার মহাশয়গণের এরূপ প্রজাহিত-
 ংসার, যে তাঁহারা এইরূপ সামান্য অর্থ কিছু
 দিনের নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের নিকট ডিপজিট
 রাখিতে অগ্রসর নহেন। আমরা দেখিতেছি,
 এখানকার ওতরসীয়ার মহাশয়ের নিকট সময়ে
 সময়ে জমীদারের লোকেরা আসিয়া আক্ষেপ
 করিয়া থাকেন যে, “মহাশয়! আমাদের দশ
 বা দ্বাদশ সহস্র টাকার মৌজা এক বারে বিনষ্ট
 হইবার উপক্রম হইয়াছে।” তাঁহাদের এইরূপ
 আক্ষেপান্তি শ্রবণ করিয়া ওতরসীয়ার মহা-
 শয় এরূপ উপদেশ প্রদান করেন যে “আমার
 নিকট নিয়ম মত এগ্রীমেন্ট রেজিষ্টারি করিয়া
 দিয়া টাকা ডিপজিট করুন; তাহা হইলেই
 আমি বাঁধ কাটাইবার আদেশ প্রদান করি-
 তেছি। কিন্তু জমীদারের কর্মচারিগণ টাকা
 ডিপজিট করিতে হইবেক শুনিয়া যে প্রস্থান
 করেন, আর তাঁহাদের পুনর্ন্যাব দর্শন পাওয়া
 হইবে। মহাশয় বিবেচনা করুন, প্রজাদিগের স্বচ্ছ-
 লতা হইলে বাহাদিগের সর্বপ্রকারে মঙ্গল, সেই
 জমীদারেরা কিছু দিবসের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ অর্থ
 ডিপজিট করিতে এত শঙ্কিত হন, ইহা অত্যন্ত
 দুঃখের বিষয় বলিতে হইবেক সন্দেহ নাই।
 তাঁহাদের মনে যে ভরসা আছে যে, “শস্য
 থাকুক, বা না থাকুক; আদালতে ডিক্রী করিয়া
 প্রজাদিগের বখাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া খাজনার

টাকা আদায় করা যাইবেক” তাহা ত হইবে
 কিন্তু যে প্রজাগণকে সন্তাননির্কীর্ণেবে
 দিগকে প্রতিপালন করিতে হয়, তাহাদের
 সৌভাগ্যের উপর তাঁহাদেরও সুখসৌ-
 নিষ্ঠর করে তাহারা ত একবারে সর্বস্বান্ত
 হইবে! যদি তাঁহারা প্রজাগণের সুখ ও সে-
 গ্যের প্রতি যত্নবান না হন, তবে তাহা
 আর উপায়ান্তর কৈ? ভরসা করি, তাঁহারা
 এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়া শীঘ্রই এই
 নিবারণের উপায়বিধান করিবেন।



বহুবিধ কারণে আমাদের দেশের
 ব্যয় ক্রমশঃ অস্বাস্থ্যকর ও নানাপ্রকার রোগ-
 পাদক হইয়া আসিতেছে। অস্বাস্থ্যকর জ-
 মদ্যে প্রকৃত স্বাস্থ্যসুখ সংভোগ করেন, বোধ
 এরূপ লোক অতি বিরল। আবার সময়ে
 জ্বর, ওলাউঠা প্রকৃতি সংঘাতিক সংক্র-
 মরোগসকল এমত ভীষণ মূর্ত্তিতে আবি-
 হয় যে, তাহার কত শত ব্যক্তি আক্রান্ত
 কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়
 সংখ্যা করা নিতান্ত অসাধ্য। এইরূপে
 দেশই প্রায় জনশূন্য হইয়া আসিতেছে।
 বিবিধ কারণবশতঃ চিরব্যবহৃত নিদান
 সমস্ত চিকিৎসায় রোগোপশম পক্ষে স-
 উপকার দর্শে না। ইহাও আমাদের
 হর্তাগ্য নহে। অধুনাতন ইংরাজী শা-
 চিকিৎসায় অনেক দেশ ও অনেক লোক
 জীবন রক্ষা হইতেছে বটে; কিন্তু এটি অতি
 অনিশ্চিত শাস্ত্র। ইহাতে তিন্ন তিন্ন চিকি-
 কের তিন্ন তিন্ন মত দেখিতে পাওয়া
 আমার স্মরণ হইতেছে হাতুড়িয়া চিকিৎসা
 রণ জন্য হিন্দুপেট্রিয়টে একটা প্রস্তাব
 শিত হয়। প্রস্তাবলেখক যদি স্থিরচিত্তে
 বার আমাদের দেশের অবস্থা তাবিয়া
 তেন, তাহা হইলে বোধ করি, তিনি
 এরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করতেন না।
 তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, এই প্রথাটি স্ত-
 বহুকাল প্রচলিত? এটি কি কেবল আম-
 দেশে না অন্যান্য সুদূর দেশেও প্রচ-
 আছে। তিনি হাতুড়িয়াদিগকে কয়েক
 বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বাহাদি
 সাপত্র পান নাই, তাহা চিকিৎসকমাত্রের
 ডিয়া। এটি তাঁহার সামান্য জ্ঞান নহে।
 প্রশংসাপত্র পাইলেই কি সূচিৎসক হয়?
 স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি, অপ্রাণপ্রশংস
 অনেক চিকিৎসক প্রাণ প্রশংসাপত্র

সক অপেক্ষা অনেক বিষয়ে ভাল। প্রাপ্ত
 পত্র অনেক মহাশয়। এই মহোপকারী
 কে যেন প্রকৃত ব্যবসায়স্বরূপ অবলম্বন
 করেন। গৃহস্থের অবস্থার প্রতি কিছুমাত্র
 সন্দেহ করেন না; অর্থাৎ তাঁহাদিগের প্রধান
 দায়র মাসই সমান হয়। বরং সময়ে সময়ে
 মহাশয় হন, যে ধনাঢ্য ব্যক্তিরও তাহা
 ডাকিতে পারেন না; সামান্য গৃহস্থের
 ত নাই। অপ্রাপ্তপ্রাপ্তসাপত্র চিকিৎসকের
 মনেকই আপেক্ষাকৃত স্বল্পলাভে সন্তুষ্ট
 তাঁহাদের অনেকেই অনেক উৎকট রোগ
 গণ্য করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়।
 সাপত্রপ্রাপ্তিজন্য অল্পসংখ্যক তাঁহাদের
 এই বলিয়াই সকলে তাঁহাদিগকে ডাকিতে
 ন। প্রস্তাবলেখক তাঁহাদিগকে দেশানিষ্ট
 বলিয়া চিকিৎসায় নিরস্ত করিতে ইচ্ছা
 করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের দ্বারা উপ
 হইতেছে কি না, এক্ষণে পাঠকগণ বিবে-
 চন করুন। আইনদ্বারা হাতুড়িয়া চিকিৎসার
 গণ্য হয়, প্রস্তাব লেখক এরূপ অভিপ্রায়
 করিয়াছেন। যদি হাতুড়িয়া চিকিৎসা
 কার্য তাহা প্রচলিত হয় তাহা হইলে
 গণ্যের অবস্থা কি হইবে?
 সাপত্রপ্রাপ্ত চিকিৎসকই বা কত
 তাঁহারা কি মণ্ডল তথায় চিকিৎসা করিতে
 হইবেন? প্রস্তাবলেখক যদি পক্ষপাত-
 হইয়া বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে
 এই স্বীকার করিবেন যে বিশ্বাসই মহোপধ
 । সামান্য জল পড়া, তন্ত্র মন্ত্রদ্বারা এবং
 মন্ত্রপ্রভৃতি পীঠস্থানাদিতে হত্যা দিয়াও
 অনেক ব্যক্তি উৎকট রোগ হইতে মুক্ত হই-
 । বিশ্বাসভিন্ন কি এরূপ হইতে পারে?
 আইনদ্বারা হাতুড়িয়া চিকিৎসার নিবা-
 রণা যুক্তিসঙ্গত নহে। ভাল তাঁহাকে
 সাসা করি, জীবনের প্রতি কি কেবল তাঁহা
 র আছে না অন্য কাহারও আছে? যদি
 , তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই ভাল
 সন্দেহদ্বারা চিকিৎসা করাইবে। তাঁহাকে
 নিবারণজন্য এত ক্রেশ পাইতে হইবে
 ? পাঠকগণ এক বার তাহা দেখুন দেখি
 কি ভয়ানক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন।

বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। এ প্রদেশে বোম্বা-
 যুক্ত গৃহস্থেরই সংখ্যা অধিক তাহা, বোধ করি,
 আপনিও জানেন, আর এখানকার অধিবাসী
 দেয় এমন একটা অভ্যাস পাইয়াছে, যে তাহা
 রা আপন আপন গৃহ সংস্কারে বর্ষার প্রাক্-
 কালেই প্রবৃত্ত হয়। টেশাখী কড়ের ক্ষতির
 আশঙ্কা করিয়া এ বিষয়ে তাহাদিগকে নিশ্চেষ্ট
 থাকিতে হয়। কিন্তু এ বারে তাহাদিগকে বিষয়
 দায়ে ঠেকিতে হইয়াছে। সেই সংস্কার কার্য
 সংসাদনের সুযোগ ঘটিলে উঠে নাই। সুতরাং
 এরূপ সংস্কার গৃহ গুলি বর্ষার ঈদৃশ প্রকোপ
 সহনে একান্ত অশক্ত হইয়াছে। প্রাচীরেরত
 কথাই নাই, অনেকেরই গৃহ এক বারে ধরাশায়ী
 হইয়াছে। বৃষ্টি এত অধিক কাল ব্যাপিয়া
 হইতেছে বলিয়া চাউল এখানে এরূপ ছুপ্পা
 হইয়া উঠিয়াছে যে গরিব লোকদিগের ত হই-
 তেই পারে, অনেক সংগতি পর গৃহস্থের ও এত
 শিবজন দ্বারা পর নাই ক্রেশ হইতেছে। অমায়
 সময়েই কষ্ট পাওয়া সুকঠিন। প্রতি টাকার
 ৩। ৩। মণ বিক্রীত হয়। আজ কাল এমনি
 হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে যদিই চাউল কষ্টে হঠে
 কোন প্রকারে সংগৃহীত হইতেছে, তাহা কাঠ
 অভাবে আর অল্পরূপে পরিণত হইতেছে না।
 তদবস্থ থাকিয়াই মানুষের আহারীয় হইতেছে।
 আবার দেখুন, পলীগ্রামের রাস্তা ঘাট অপরি-
 কার ও অধন্য বলিয়াই চির প্রসিদ্ধ। এগুলি
 এখন এমন কর্দম ময় হইয়া উঠিয়াছে, যে গমন
 গমন করা বার পর নাই ক্রেশকর হইয়া দাঁড়াই
 য়াছে।

বনগালী আবাদ
 জিলা বী ভূম
 ৪ টা আষাঢ়
 ১২৭৫ } একান্ত বশব্দ
 ত্রীগো—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রামধন ভট্টাচার্য্য	রাঙ্গপুর
১২৭৫ টৈজ্যে হইতে টেশাখ	৫।।
৯ যজ্ঞনাথ মজুমদার	হাটখোলা
১২৭৫ টৈজ্যে হইতে অগ্রহায়ণ	৫।।
৯ কান্দীকুলের প্রধান শিক্ষক	কান্দী
১২৭৫ টৈজ্যে হইতে ৭৬ টেশাখ	১৩
৯ " রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়	কান্দী
১২৭৫ আষাঢ় হইতে টৈজ্যে	১৩
৯ শ্যামাচরণ রায়	শান্তিপুর
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ টৈজ্যে	১৩
৯ " অরিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	অনাই
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ টৈজ্যে	১৩

রাজনারায়ণ সেন
 ১২৭৫ টেশাখ হইতে টৈজ্যে

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি
 বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
 মলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
 বাণ্যাসিক ৫।। টাকা; মফসলে ডাকম
 সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং টৈ
 সিক ৩৫।। তিন মাসের মূল্যে অগ্রিম
 গ্রহণ করা যায় না। ছুটি, বরাতি চিঠি,
 অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন
 বাহাতে বাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
 দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

বাঁহার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, ও
 যেন এক অথবা আধ আনার অধিক ম
 ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফসলে হইতে সোমপ্র
 মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি
 শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
 ইয়া দেন।

বাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
 আসিবে, এক মাসপূর্বে তাঁহাদিগকে
 লিখিয়া জানানি বাইবে, কাল অতীত
 গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
 একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব
 বাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
 হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর স্টেশনের
 ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

বাঁহার মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রের
 বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
 বাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
 করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপং
 আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হ
 যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
 বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হই

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
 মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর স্টেশনের
 চাকড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ
 ভূষণের বাসিতে প্রতি সোমবার প্রাত
 প্রকাশিত হয়।

—৩০—

হাশর! এ দিকে ভারী বৃষ্টি হইতেছে।
 কি; অনবরত আজ ১৪ দিন মুষল ধারে
 পাত হইতেছে। এই বৃষ্টি পরে উপকার
 ন করে, করুক, ইহার অনিষ্ট কারিতা আশু

সোমপ্রকাশ

৩য় ভাগ

— ২২৬ —

৩৫ সংখ্যা।

“ প্রবক্তাং প্রকৃতিধিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী অনিমহতী ন হীযতাং । ”

মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
বাণ্যাসিক ৫৫ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫ । ২৪ এ আষাঢ় । ১৮-৬৮ । ৬ ই জুলাই

মফসলে মাস্তুলসমেত অগ্রিম বা
বাণ্যাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৫

বিজ্ঞাপন।

দাসকোম্পানির বক্তব্যের প্রেস।

৪৫ নং মদনবড়ালের লেন,

ওয়েলিংটন স্ট্রীট।

অতি উক্ত দাসকোম্পানি একটা মুদ্রাযন্ত্র
স্থাপন করিয়াছেন। পুস্তক, সংবাদপত্র,
রসীদ, চিঠী, চেক, টেবিলপ্রত্নতি সকলপ্র
কার্য্যে বাজারের নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা
মূল্যে স্বল্প সময়মধ্যে ও সুচারুরূপে নিম্পন্ন
করিতে পারেন। অপর উক্ত কোম্পানি
সাধনের ভারগ্রহণ করিবেন। জীবাম
প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র কর্ণকারের বাজালা নানা
মুদ্রন অক্ষর ও বিলাতি নানাবিধ ইংরাজী
অক্ষর এবং বস্ত্রালয়ের আবশ্যিক সমস্ত
সংগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে সাধারণের
সেবা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন।

কলিকাতা } জীঅধিকাচরণ দাস।
ই আষাঢ় } যন্ত্রাধ্যক্ষ।
১২৭৫

—:—

সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক।

তারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
যে গত ২রা টেজ্র আবার তবনের সমু-
গবর্নমেন্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গণের
উপর বেহুড় গ্রামবাসী অমূল্য যুক্তিবর্ষীয়
স্বাধীনতার নামক জনৈক পথিকের যে
ক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আজি অবধি
সেইর মধ্যে যে ব্যক্তি তাহার হননকারীর
জ্ঞান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে
মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে।
সেইর পর এক বৎসরকালমধ্যে অনুসন্ধান
সংবাদদাতাকে ৫০০ পাঁচ শত মুদ্রা
করা হইবে। অতঃপর আক্ষেপের বিষয়
উল্লিখিত দিবস অবধি গবর্নমেন্ট পক্ষ

হইতে এবং স্বপক্ষ হইতে নানাবিধ অনুসন্ধান
করা হইতেছে; কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য্য
হইতে পারা যাইতেছে না।

পাকোড় রাজধানী }
১৮৬৮ সাল } জীগোপীলাল পাড়ে।
১২ ই জুন

—:—

অতিথান।

শকাবুধি	২৫০
শকাবুধিকালিকা	৩
শকাবুধি	২
শকাবুধিমুক্তাবলী	৭
শকাবুধিরমমালা	৫
শকাবুধিপ্রচারিকা	৩
প্রকৃতিবাদ	৫
সংস্কৃত পুস্তক	
রঘুবংশ সঙ্গীত	৮
উত্তর নৈষধচরিত	৭৫
ভট্টিকাব্য	৪০
অষ্টাবিংশতি তন্ত্র	৩৫
দশরূপক	১৫০

কলিকাতা }
কর্ণওয়ালিস } জীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্ট্রিট ১৭৭ নং } পুস্তকবিক্রেতা।

—:—

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত
সংস্কৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল।
গ্রাহকগণ পূর্ন তদ্ব্যতীত নিম্ননির্দিষ্ট সম্পূর্ণ
মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিশেষ
প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাস্তুল লাগিবেক।

মল্লিনাথের গীতা সহিত।	
শিশুপাল বধ (মাঘকৃত) মূল্য	৮
রঘুবংশ (কালিদাসকৃত)	৫৫
কিরাতার্জুনীর (ভারবিকৃত)	৩৫

বিদ্যার্ণিগণের ক্রয়সুবিধার্থ নিম্নলিখিত
কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগর
সঙ্গীত মুদ্রণারত হইবেক। প্রকাশের পূর্বে
ভুক্ত হইলে গীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি
পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে খণ্ডে বা সম্পূর্ণ
প্রকাশিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য
করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিশেষে প্রে-
স্বতন্ত্র ডাক মাস্তুল লাগিবেক।

কৃতসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলে
মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্কশী। মুদ্রার
রঘাবলী। মালতীমাধব। সাংখ্যতত্ত্ব
বা সাংখ্যকারিকা। মহাবীরচরিত। উত্তর
চরিত। মুদ্রবোধ। দশকুমারচরিতের উত্তর
পানিনি। বসন্ততিলকতান। অমরকোষ। শ
ভাষ্য। আনন্দগরি, জীধরশামী ও মধু
সরস্বতীর গীতাসহিত জীমভাগবত। মহাত্মা
বিষ্ণুপুরাণ। কাদম্বরী। ভট্টিকাব্য। নাগা
কাব্যপ্রকাশ। চড়ক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান }
স্বাকর মন্ত্র নিমন্তলা } জীকুবনচন্দ্র
স্ট্রিট ৩২ সংখ্যক ভান।

—:—

বিক্রয়ার্থ।

গাবডেন স্ট্রিট ২৪ নং বাগী গুদামসহ
জোড় বাগান।

বিক্রয়ের নিমিত্ত।

গাবডেন স্ট্রিট ২৪ নং বাগী।

উপরি উক্ত বাগান ৪ বাগী যাঁহার
করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন
লিখিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেগোরস্ আরবে
খনট এবং কো

—:—

- ২৪ -

কলকাতা জন্ম অভিধান । সর রাজা রাধা-
কান্ত বাহাদুরের রচিত । উত্তমরূপে সোণা
বন্দী বানান মূল্য ১৫০ টাকা ।

শ্রী রামচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ

রাধাকান্ত পট্টর কোণ

কলিকাতা

এই পুস্তক কলিকাতা মুদ্রিত হইয়াছে ।
এই পুস্তকের মূল্য প্রায় ১০ নং আনিতে
দুই টাকা দিতে পাওয়া যায় এবং যদি
১০ প্রতিলিপ হইবে, এই আফিসে অক্ষয়মুদ্রিত
হইতে পারে ।

— ১০ —

এই পুস্তক সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
বে, যখন কোন প্রবন্ধ বা পুস্তিকা সেরা
রীতির প্রেরণ করা হয় তখন সে ব্যক্তির
প্রবন্ধ বা পুস্তিকা পাঠান হইতেছে
উচিত যে তিনি যে ট্রেসন হইতে
বা পুস্তিকা পাঠাইতেছেন, সেই ট্রেস
দস্তাবেজ বা পুস্তিকার রসিদ যে ট্রেসনে
পুস্তিকা পাঠান হইয়াছে সেই ট্রেসনে
মতেই তাঁহাকে প্রেরিত প্রবন্ধ বা
পুস্তিকা দেওয়া হইবে না ।

এই নামে প্রবন্ধ পাঠান হয়, তিনি যখন
ত হইয়া প্রবন্ধ লইতে না পারিয়া যদি
কোন ব্যক্তিকে উহা লইতে পাঠান, তবে
নামে প্রবন্ধ পাঠান হইয়াছে তাঁহার
স তিনি প্রেরিত ব্যক্তিকে প্রবন্ধ দেওয়া
পাঠান রসিদের পক্ষে লিখিয়া দিয়া
করিয়া দেন । মতেই প্রবন্ধ বা পুস্তিকা
হইবে না ।

এই পুস্তক কলিকাতা মুদ্রিত হইয়াছে ।
এই পুস্তকের মূল্য প্রায় ১০ নং আনিতে
দুই টাকা দিতে পাওয়া যায় এবং যদি
১০ প্রতিলিপ হইবে, এই আফিসে অক্ষয়মুদ্রিত
হইতে পারে ।

— ১০ —

এই পুস্তক কলিকাতা মুদ্রিত হইয়াছে ।
এই পুস্তকের মূল্য প্রায় ১০ নং আনিতে
দুই টাকা দিতে পাওয়া যায় এবং যদি
১০ প্রতিলিপ হইবে, এই আফিসে অক্ষয়মুদ্রিত
হইতে পারে ।

নীতিসার (১ ম ভাগ)
নীতিসার (২ য় ভাগ)
প্রচারিত :
সুস্বাদু বাক্য

শ্রীধরকানথ শর্মা ।

— ১০ —

ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রতিনিধি
সভা ও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগ
গের যোগ করিবার প্রস্তাব উক্ত দিবসে উল্লি-
খিত স্থানে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময়ে বিচারিত
হইবে । প্রতিনিধি সভা ও প্রচারবিভাগের সভ্য
মহাশয়েরা তৎকালে উপস্থিত হইয়া উদ্ভিদয়
নিষ্পত্তি করিবেন ।

শ্রীকেশবচন্দ্র বেন ।

— ১০ —

বিবিধ প্রবন্ধাদি বিক্রয়

ক্রয় হইবে ।

ইংরেজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কসমাদি নানা
বিধ প্রবন্ধ পাঠিয়া যার মন্বলে ঘড়ী অক্ষুরি
উভয়দি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক
আনার হিসাবে কমিসন দি । যদি কেহ অধিক
টাকার প্রবন্ধাদি লয়েন তাহা হইলে ১০ আনার
হিসাবে কমিসন পাঠিবেন ।

- রাম উপাখ্যান
- রামচরিত
- সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ পদ্য
- অষ্টাদশ পার্ব মহাভারত পদ্য
- শিকাগ্রনালী
- গোলকের উপযোগীতা
- জানকী নাটক
- বীরবাহ্য নলী
- বিপদ বক্রম
- কোচকবচ কাব্য
- চরিত মঞ্জরী
- কবিকল্প চণ্ডী
- কাশীখণ্ড
- লভাশখণ্ড
- কলীকৌন্তক নাটক
- কবিকলাপ
- রামভিষেক নাটক
- চন্দ্রবিলাস নাটক

কলিকাতা জোড়া-
মাকো ৩৭ নং

শ্রীমতঃ শচল
নগর মুলে বিক্রয়

— ১০ —

নদিয়ার নদী ।

সন ১০৬৮ সালের জুন মাসের ১২ ই তা
২১ এ পর্যন্ত ভাগীরথী নদীর সর্বকম
জলের সাম্প্রতিক রিপোর্ট ।
স্থানের নাম
মহানার উপর পদ্মানদীতে
মহানার
তথা হইতে জমপুর পর্যন্ত
(১০৪ মাইল মধ্যে)
জমপুর হইতে বহরমপুর পর্যন্ত
(২৬ মাইল মধ্যে)
বহরমপুর হইতে কাটোয়া পর্যন্ত
(৫০ মাইল মধ্যে)
কাটোয়া হইতে নদীয়া পর্যন্ত
(৪৬ মাইলের মধ্যে)
সন ১৮৬৮ জুন মাসের ২৪ তারিখে বহর-
মপুর গজ ঘাটের জলের মাপ ।
কুট ই
১৪

বহরমপুর
১৪ ই জুন
১৮৬৮

শ্রীযুক্ত টি. বেন উইকস সি.
ডিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার
বহরমপুর ডিবিয়ন :

	টাকা
গোল্ড স্ট্রিং টেপার্টিকেল ওয়াক	৩৫
আরো বেরন নাইট	৩৫
স্পোর্টস টার	৩৫
বেসবল লোকচাপ	৩৫
জ্যাকস ওয়াক	৩৫
ইং বার্টা ভগবত গীতা	২
ইং কাননগী	২
ইং ১০ ইন্স জাক পলেনসন গার্ট পিট	২
ইং শরু পলা	২
ইং ১০ নোপোনেশ	২
পুস্তক সর্বাঙ্গ	২
লয়লা মুল	২
শ্রীমদর্শন	২
ভূগোল ইতিহাস	২
রী-মুল	২
কাচক নীপিকা	২
সর্বাঙ্গীক লহনী	২
বৈশ্য চরিত	২
বিদক মুখমুগল	২
বাদী দিবানী ভজন	২
বাহ্যকেনী কোমলী	২

বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অত্র জেলার নীচের লিখিত লোকেরা ফণ্ডের কাৰ্য্য সকলের জন্য আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত গালা বন্ধ করা দের ফন্ড লওয়া যাইবেক ও এ দের ফন্ড সকল উক্ত তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময় খোলা যাইবে। উল্লিখিত সমুদায় কার্য্য দন ১৮৬৯ সালের ১৫ মাৰ্চের পূর্বে সমাধা করিতে হইবে।

প্রত্যেক দের ফন্ডের সঙ্গে ৫০ টাকা ডিপোজিট রাখিল করিতে হইবেক। দর গ্রাহ্য না হইলে তাহা ফেরৎ দেওয়া যাইবেক ও দের ফন্ড গ্রাহ্য হইলে যদি দর দেহন্য আপন দর কয় যাকী কার্য্য করতে অসম্মত হয় তবে জন্ড করা যাইবেক। প্রত্যেক ফন্ডের জন্য প্রাপ্তিত দর ফন্ডে লিখিতে হইবেক। এক ফন্ডের মধ্যে এক কি ততোধিক রাস্তার দর লেখা যাইতে পারিবেক।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গকামিনী নাটক (মূল্য এক টাকা) যন্ত্রে : পুস্তকালয়ে, চীনেবাঙ্গারে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬৮ নম্বর এবং সংস্কৃত যন্ত্রে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকটে ক্রেতৃগণকে ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাবে দন দেওয়া যায়।

শ্রীধরনাথ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

—:—

স্কুলের ব্যবহার ও অরপী নকশা করিবার নিয়মসম্বলিত বস্ত পত্রমাধ্যমে ও অরপী "কলিকাতা মুকিয়া কীটমহে" বাগ নে ১৮ ১৮ নং বাটীতে এবং পুস্তকালয়ে বিক্রয় প্রস্তুত আছে। মূল্য দন শুদ্ধ ১ এক টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দানিয়া

সোমপ্রকাশ।

২৪ এ আঘাট সোমবার।
রেলওয়েদ্বারা জলপথ বন্ধ
হইয়াছে কিনা?

রেলওয়েদ্বারা জলপথ বন্ধ হওকয়েক বৎসর কাল বঙ্গদেশের কোন স্থানে পীড়া হইতেছে, অএই কথা বঙ্গাভূতে বঙ্গদেশীয় গবর্ন ইহার অনুমত্যান করিবার আঞ্জা ভারতবর্ষীয় ও পূর্ব বাঙ্গালার রাজ্য বিভাগ, বর্ধমান, ভাগলপুর ও রাহীর কামসনরণ, বিভাগীয় রাজি ও কয়েক জন ইঞ্জিনিয়ার স্বেপ্টন এর অমুরোধে এই অনুমত্যান কালিকাতা গেজেটে হইয়াছিল। বপ্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা সক একবাক্য হইয়া বগিয়াছেন। রেল দ্বারা জলপথ বন্ধ হইয়া পীড়া নাই।

কোন বিষয়ের স্বরূপ নিরূপণ কর হইলে তৎসংক্রান্ত তৎপ্রতিকৃ ও কুল যাবতীয় বিষয়ের বিবেচনা কার্য্য করা যুক্তি সিদ্ধ হয়; কিন্তু প একটি সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া তাহা বল

ওকন্য হইতে নিত্যানন্দ পুর	বর্ধমান হইতে বাঁকড়া	বর্ধমান হইতে কালনা	বর্ধমান হইতে মেদিনীপুর	কাঁচা হইতে শিউড়ী রাস্তা	বর্ধমান হইতে শিউড়ী রাস্তা
১৪	১৬	৬০	১৬	১৬	২৬
.	.	.	৬৬৬৭-৮৬৬৭	৩৫৭৭-২৩০৫-১২৬-	৬০০
.	.	.	৬৮	০০	০০
১৪	১৬	৬০	১৬	১৬	২৬
৭
.	১৮৩২৫	.	২১২৪৬	৪০০০	.
.	.	৬৬	১৭	১৬	২৬
.	০১৪৭	.	২০০০২৪০৪	.	.
.	.	১৩৬৫	.	.	.
৩৬৫০০
.	১০১
২০০০	১০৬০০	৪৭৬৫	৫২১	০৪০০	২১২৪

রাস্তার নাম
দৈর্ঘ্য মাইল
মুত্কার কার্য্য, কিউনাক ফুট হিঃ
সাড়া ও চরমুল
চাপড়া
কাঁচা রাস্তার মেরামত মাইল হিঃ
পাকা রাস্তা মেরামত মাইল হিঃ
পাকা গাধনি
প্রাচীন ছোট পুল মেরামত মাইল হিঃ
জমাট খোয়া
খোয়া মায়া বিচাই
বন্ধর মায়া বিচাই
কাঠের কার্য্য
বেটাকা মজুৎ
মন্তব্য

হইয়াছে
কাঁচা-
২০০০
১০৬০০

তার চেফটা প্রমাণসংগ্রহে প্রবৃত্ত
 প্রক্রিয়া বিস্তারিতরূপে নিরূপণ
 হইয়াছে। কলকাতার শিবসেনা
 প্রমাণীর অনুসরণ করিয়া কাজ
 হইতে পারে বোধ হইতেছে। রেল
 পথের জলপথ বন্ধ হইলে পীড়া
 হইয়াছে, তাঁহাদিগের পূর্বাধি
 বিশ্রাম ছিলনা; রেলওয়ে কোম্পা
 নীতে নতুন সেতু ও জলপথ করিতে
 যে অতিরিক্ত ব্যয় প্রস্তুত হইতে চলে
 তাহাও অনেকের বিবেচনার অবিদ্য
 ছিল। রেলওয়ের ক্ষতি হইলে যেন
 তাঁহাদিগের কোন প্রকার ক্ষতি হইল
 নাকি? অনেকের মতে এ সম্বন্ধে
 তৎকালে তথ্য হইয়াছিল। তাঁহাদিগের নিকটে
 প্রশ্ন করা হয়, রেলওয়েদ্বারা জল
 পথ বন্ধ হইয়াছে কি না? যদি হইয়া
 থাকে, তাহারা পীড়ার উৎস কি ও বৃদ্ধি
 হইতে কি না? স্বচক্ষে না দেখিলে
 প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া দুর্বল
 বোধ হইবে। স্বচক্ষে সকল স্থান দর্শন
 করা নাই। কেহ কেহ দুই একটি স্থান
 দর্শন করিয়া সমুদায়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন;
 বাকী নদীরাজ মার্জিটেট বেল সাহেব
 দ্বারা দুই চারি জন লোকের কথা
 শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বেল
 সাহেব বলেন, রেলওয়ে বন্ধ হইলে পীড়া
 হইতে পারে, এ সংস্কার আছে, এমন এক
 স্থানকেও দর্শন করি নাই। আমরা
 পীড়ার কারণ করিলাম; কিন্তু এমন
 স্থান দেখিতে হইলে নিজের গৃহ
 হইতে বহির্গত হইতে হয়; দশ জনের
 কথা পঞ্চম করিতে হয় এবং দশ
 দর্শন করিতে হয়। জাইন্ট মার্জি
 টেট সাহেব প্রকারান্তরে
 বলেন, জলপথ বন্ধ হইয়াছে।
 বলেন, রেলওয়ের সঙ্গে সঙ্গে পীড়া
 হইয়াছে। কিন্তু তিনি এক আশ্চর্য
 প্রমাণী অনুসরণ করিয়া বিবরণ

ছেন, কলকাতার রেলওয়ের ১১ মাইল দূর
 স্থিত; এখানকার জল জলজিতে গিয়া
 পড়ে। কিন্তু এখানে পীড়া হইয়াছিল।
 মুড়াগাঁছার জল গঙ্গায় নিঃসৃত হয়;
 উহা কলকাতার ১১ মাইল দূর, এখা
 নেও পীড়া হইয়াছিল। এই প্রকার
 দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন যে,
 যদিও রেলওয়ের দ্বারা জলপথ বন্ধ
 হইয়াছে, তথাপি তাহা পীড়ার কারণ
 নহে; গর্ভগমেও ইহা বিশ্বাস করেন;
 কিন্তু মেদিবস কলিকাতা গেজেটে চিকিৎ
 সবিদগণ এই পীড়ার যে রিপোর্ট দিয়া
 ছেন, তাহাতে ডাক্তার এলিয়ট বলিয়া
 ছেন, জ্বর সংক্রামক হইয়াছিল। যাঁহারা
 পীড়িত ব্যক্তির নিকটে থাকিতেন, তাঁহা
 দিগেরও পীড়া হইয়াছিল। এই মীমাং
 সা অনুসারে কি একথা বলা যায় না, যে
 প্রথমতঃ রেলওয়ে নিকটে জ্বর আরম্ভ
 হইয়া পরে অন্য স্থানে গিয়া পড়িয়াছে?
 পাণ্ডুরা ও দ্বারবানিনীর দৃষ্টান্ত দর্শন
 কর। কোন ব্যক্তি এই সকল স্থান দর্শন
 করিয়া না বলিবেন, যে জলপথ বন্ধ হই
 পীড়ার কারণ? পীড়িত স্থান সকলের
 গৃহের মেজে পূর্বাংগে অধিক ভিজা
 হইয়াছে এবং আর্দ্র স্থানজ কয়েক
 প্রকার নতুন উদ্ভিদ জন্মিয়াছে, এ কথা
 কোন ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? রেল
 ওয়ে বিল ও মার্চের মধ্য দিয়া গিয়াছে।
 বারাকপুরের কিঞ্চিৎ উত্তরে গলে
 ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বরুণের
 বিলের পূর্বাংশের প্রায় সমুদায় প্রাচীর
 পীড়া হয়; কিন্তু পশ্চিমাংশের জল
 গঙ্গায় ভাঙাতে প্রথম তথ্য পীড়া হয়
 নাই। নদীরাজ মার্জিটেট বলেন,
 রেলওয়ের পার্শ্ব দিয়া জল ভাঙিয়া
 থাকে, ইহাতে এই বলা হইয়াছে যে,
 জলপথ বন্ধ হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা চক্ষু
 আছে, তিনি দেখিতে পাইবেন, রেলও
 য়ের উত্তর পার্শ্ব যেসকল খানা হই

য়াছে তথ্য বার মাস পচা জল
 এবং গ্রীষ্ম কাল না হইলে সকল
 তথ্যে গিয়া পড়ে না। আমরা
 যাবতীয় রিপোর্টে এই প্রকার কয়েক
 অমূলক তর্ক দেখিতে পাইলাম।
 কুমারখালির ডেপুটি মার্জিটেট
 সাহেব সাহসসহকারে প্রকৃত কথা
 বলেন। কিন্তু রাজসাহীর কমি
 টীহার বাক্য অমূলক বলিয়া উপ
 করিয়াছেন।

আমরা বলিতেছি, স্বচক্ষে না দেখে
 এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে
 কোন কর্মচারীই তাহা করেন নাই
 এক স্থান দর্শন করিয়া অনেকে সি
 করিয়াছেন। ইহাতে এমন গুরুতর
 যের মীমাংসা হয় না। কয়েক জন
 চক ব্যক্তির উপরে ভার সমর্পণ
 উচিত। তাঁহারা রেলওয়ের উত্তর
 স্থিত স্থানসকল দর্শন করুন এবং
 লোকদিগকে পূর্বের জলপথের ক
 ততঃ কোন পূর্বের মত আছে বি
 জিজ্ঞাসা করা হউক।

সুবর্ণরেখার বন।

সম্প্রতিকার জলপথের দর্শন
 লোকের কত কষ্ট ও অনিষ্ট
 হইতে পারে, এই পত্রখানি পাঠ করিলে
 অনায়াসে তাহা জানিতে পারি।
 বিশেষতঃ ব্যক্তির নিতান্ত নির
 হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগের মত
 হওয়া নান একান্ত আবশ্যিক। অতএব
 খানি মন্ত্র নালার নয়নপথে প
 হউক এই অভিপ্রায়ে এই স্থানেই
 হইল। এখানি পাঠ করিয়া অ
 অতিশয় দুঃখিত হইলাম, পাঠকগণ
 নিতান্ত আকুল হইবেন, তদ্বিষয়ে
 মাত্র সন্দেহ নাই। যে যে উপায় অব
 করা কর্তব্য পত্রখের কতদ্বিষয়
 রিত করিয়া লিখিয়াছেন। এই পত্র
 সমুদায় কহিয়া দিবে।

দিক মহাশয়! কি সর্বনাশ উপস্থিত! আর কোন মতেই মঙ্গল দেখিতেছি উপর্যুপরি বজ্রাঘাতসদৃশ বিপৎপাত হচ্ছে ইহাতে কি লোকে ভিত্তিতে পারে? শুধু কড়; তিরাস্তর ও চুরাস্তরে প্রচণ্ড কড়; এই গভ কান্তিকের কড়; এ সকলে দিগের ধনে প্রাণে যে অশেষ ভীতি আছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

র উপর সংপ্রতি এক তরুর জলপ্লাইয়া গিয়াছে গত আন পূর্ণিমার দিবস এই জ্যেষ্ঠ অবধিক্রমাগত দশ দিবস অবিচ্ছিন্ন বারি ঝর্ণ হইয়া এ অঞ্চল মাঠ ঘাট পথ প্রান্তর সকল এক বারে ঝর্ণ হইয়াছিল। গভীর মাঠগুলিতে এত দাঁড়াইয়াছিল যে যদি কোন বিদেশীয় এই গুলি দর্শন করিতেন, তিনি সেগুলি একটা বৃহৎ শ্রোতবতী জ্ঞান করিতেন। লিখিতে হৃদয় বিদগ্ধ হয়। এই পত্র ও জলপূর্ণ গ্রামের উপর সাক্ষাৎ শমন তীক্ষ্ণবেগ শালা বন্যাবারি হঠাৎ উপস্থিত হইয়া লোকের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। আশাচন্দ্র মঙ্গলবা। প্রাতে এই নিদ্রা ভঙ্গ হয়, আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিকের সুবর্ণ রেখা নদীর জলদ্বারা উচ্ছিন্ন হওয়াতে এই দুই টনা সংঘটিত হয়। তন্মিত কত গ্রাম যে উৎসন্ন হইয়াছে, তাহার গণনা নাই। এখনও লোকের গমনাগমন কালে আমা সকল স্থানের সংবাদ নাই। আমাদের যত দূর জানা আছে তে বোধ হয় যে, বালেশ্বর ও কাঁপির দিকের বহুতর স্থানের লোক এই বিপদে পড়িয়াছে। আমাদের নিকটবর্তী কোটসাহী, আমকুণ্ডা, ভোগরাই, সাহাব নাপোটার সিসম, নাপো কামরদ, পুর, কলকচা, দিগমোদাচোর, কাকড়া বিরকুম ও বালসাহী ভূমি পরগণা কাদিগের যেসকল বিবরণ আমাদের গোচর হইতেছে তাহাতে অশ্রু বিসর্জিত করিয়া থাকায় আর না অনেক গোচর নষ্ট হইয়াছে, বিস্তর গ্রাম একবারে পুড়িয়া গিয়াছে, লোকে গৃহশূন্য, আশ্রয় হইয়া বাসি আড়িয়া, বৃক্ষশাখা, কিম্বা

ডগ গৃহের চাল অবলম্বন করিয়া হাটাকার করিতেছিল! নিম্নভাগ জলময়, স্তম্বকোপরি মেঘাচ্ছন্ন ও বৃষ্টিসম্পাত তাহাতে আবার প্রবল নৈঋতীয় বায়ু শীতে কাঁপাইয়া যে যন্ত্রণা দিয়াছে তাহা বর্ণনাশীত। অহোরাত্র গৃহপতনের ছুড় ছুড় শব্দ লোকের কোলাহল ও আর্জনাদ, গোবৎসাদির ছুগতি, গৃহ সামগ্রী ও আহারীয় জব্যের অপচয় এ সকল দেখিয়া হৃদয় শোকে আকুল হইয়াছে। কষ্টের ইয়ত্তা নাই; ছুগতির সীমা নাই।

মহাশয়! এই বর্ষাগমে সকল গৃহস্থই কষ্ট অনুসারে আহারীয় জব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, ঘরগুলির সংস্কার করিয়া সুখে কালযাপনের উপায় করিয়া ছিল, কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্যম সহকারে ক্ষেত্রগুলি বপন করিয়াছিল। হায়! তাহাদের সকল আশাই নিষ্ফল হইল। চান্দ গল, বাস গেল সঞ্চিত সামগ্রী বিলুপ্ত হইল অনেকের গোবৎসবাদিও বিনষ্ট হইল। কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কত লোক আত্মীয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে, তাহার এখনও নিশ্চয় নাই! শীঘ্র বাত্যা ও দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের পরেই যে এই করাল কালসদৃশ আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিবে ইহা সঙ্গেরও অগোচর চূর্ণলের মস্তকে প্রচণ্ড লগুড়াঘাত, ক্ষীণ শরীরে প্রবল পীড়ার সঞ্চার এবং অত্যাচছ স্থান হইতে বঞ্জের হঠাৎ পতন যেকপ কষ্টদায়ক এই প্রবল বন্যাও লোকের পক্ষে তদ্রূপ ক্লেশকর হইয়াছে। যাহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহাদেরও কথাই নাই, যেসকল লোক এখনও জীবিত আছে তাহাদের রক্ষার উপায় কি? দয়ালু রাজকুমারদিগের আনুকূল্য ও দেশীয় ভাগ্যবন্ত লোকদিগের সাহায্যব্যতিরেকে অন্য কিছুই উপায় নাই।

সহস্রা তিনটি কার্য্যের যুগপৎ সন্ধানদ্বারা লোকের আশ্রয়ান সম্পন্ন হইতে পারে। প্রথম গৃহ নির্মাণজন্য অর্থসাহায্য দান, দ্বিতীয়, চিকিৎসার উপায়বিধান তৃতীয় চান্দে সুবিধা করিয়া দেওয়া। এই ঘোরতর বর্ষাকালে যদি লোকে একটু দাঁড়াইবার স্থান না পায়, তাহা হইলে তাহাদের যে কত কষ্ট হইবে তাহা সহজেই সবলে বুঝিতে পারি

তেছেন। আর এই বন্যাপীড়িত স্থানও যে পীড়াবিশেষের আত্যন্তিক প্রায় হইবে, এমন আশঙ্কাও উপস্থিত হইতে যখন গ্রামনয় নিত্যস্থ ছুগন্ধ বায়ু, স্থানই আত্ম এবং সকল পুষ্করিণীর সমল, তখন পীড়ার আশঙ্কা করা অবেশ্য নহে। দারুণ দুর্ভিক্ষই দেশের অসংখ্য বিনষ্ট হইয়াছে, আবার যদি এই জল হতু নিরাশ্রয়ে কালযাপন করিয়া এবং হইলে ঔষধ না পাইয়া লোকবিনাশ টিত হয়, তাহা হইলে মাতিশয় শোকের হইবে। অতএব দয়ালু রাজকুমারগণ ও শহীতবী মহোদয়েরা একমত হইয়া স্থিত বিপদের নিবারণ ও প্রজার গবর্নমেন্টের গোচর করিয়া কতক সাহায্য সংগ্রহ করুন। আমাদের লেপটমেন্ট গবর্নর প্রজাকরনিবার প্রভাদন্ত করের কিরদংশ রাজকোষ প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই। আর মজা করিয়া কতক চাঁদা সংগৃহীত রাজদত্ত সাহায্য ও চাঁদালক্ষ্যন এই প্রকারে বাহা অর্থ হইবে, তদ্বারা প্রাথমিক কার্য্যের অন্তর্গত উক্ত প্রতি এলাকায় অন্ততঃ চারিজন করিয়া মেডি কালেক্টর বাহালা ক্রমের ছাত্র ঔষধ লিত রাখিলে অনেক উপকার হইতে পড়ায় কার্য্যে অর্থাৎ চান্দে সুবিধা ব দেওয়ার উপায় এই যে, যদ্যকলে প্রথম কপাট খুলিয়া দিয়া জল নাহির ব দেওয়া এবং যে যে স্থানে বাধ ভা গিয়াছে তৎসমুদায়ের সংস্কার দেওয়া। সত্য বটে এখন সকল ব সংগ্রহ স্থানই কমে নিম্নরূপ স্থতরাং দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় সাহায্য সম্পন্ন হওয়া কঠিন হইবে, কিন্তু হয়, কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় স্বীকার পূর্বক স্থান হইতে চিকিৎসা প্রেরণ করিলে চ পায়। যখন এক বৃহৎ প্রদেশের ত ষ্ট্রা কথ্য হইতেছে, তখন 'ক' অধিক ব্যয় হইবে বহিরা সত্ব বাঁধনসংস্কার কার্য্যে নিবস্ত থাকে মতেই উচিত নহে। এখন চান্দে

য় নাই। যদিও উক্ত বীজ বিনষ্ট হইয়াছে
 কিন্তু রোপণের দিন গত হয় নাই।
 ১৯১৩ চইলে রোপণ করা কুমির আবাদ
 পারেন। পবলিক ওয়াক ডিপার্টমেন্টে
 কর্তৃপক্ষেরা (একত্রিকিউটিভ ইঞ্জিনি-
 ঙ্গার্স ইন্সটিটিউট ইঞ্জিনিয়ার ও ওবরসিয়ার
 বি আবশ্যিকমত স্থানের কপাট ইং-
 ৩ নিষ্কপের ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দেন
 বাদে তদন্ত স্থান গুলি সারাইয় দেন
 হইলে আবাদের পক্ষে যথেষ্ট উপকার
 হইবে। আমরা জমি চাপরাশিরা
 লক্ষে যথাকাল নির্দিষ্ট কপাট
 দেয় না, কিছু কিছু বন্দোবস্ত পাইলে
 ট কুমি দেয়। এ বৎসর যেন কে কপ
 হইতে পারে। দাব ভাগ্যবস্ত লোকদি
 এব সম্পদ জমিদারগণের কর্তব্য
 প্রজ্ঞাকে বীজ ধান ও ধান বাড়ি
 আবাদে সাহায্য করেন। এ উপ হইলে
 কার্য সম্পন্ন হইতে পারে।
 পরি লিখিত তিনটি কার্য সম্বন্ধে
 হইবে আবশ্যিক। বর্ণিত বন্দ মানান্য
 নত ক্ষতি অল্প পরিমিত নহে। প্রত্য
 পদ পদম্পরার অনতিকালপরেই সং-
 ওয়াতে উহার তীক্ষ্ণতা প্রথমে হইয়া উঠি-
 বিয়া সাহায্যে যে প্রজ্ঞাগণ গৃহনির্মাণ
 বন্ধ। এ কার্য কার্য করিতে পারে
 হইবে।
 উপসংহারকালে আমরা চার একটি বি-
 কিত প্রবেশের রূপ ক্রমদিগের বিশেষ
 বোধগম্যতার প্রার্থনা করিতেছি।
 নী বোধগম্যতা গণনাপত্র নার্থী হইয়া
 বিবেশে। বর্তমান যাত্রী ক্রম ১ ভূমুখে
 হইতেছে। বোধ হইতেছে তাহাদের চর্চা
 নাই। পশ্চিমদিকে অনেকে জলপ্লাবনে
 হইয়া থাকিবে। ঐসকল যাত্রীর কি-
 হইবে? কত লোক বিনষ্ট হইয়াছে? বাহ-
 হইতে আছে তাহারা হারা দি পাই-
 কি না? এগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা
 পক্ষে আবশ্যিক। এগুলি কর্তব্য।

ব্যক্তি বাহা লিখিয়াছেন তাহাও এই
 স্থানে প্রকাশ করা হইতেছে।
 মহাশয়! সম্প্রতিকার জলপ্লাবনে ঘাটা-
 লের যে ছত্রবস্তা হইয়াছে, তাহা বর্ণন করা
 সাধ্য নয়। তথাপি বিক্ষিপ্ত জানাইতেছি
 সাধারণের গোচর করায় যদি কিছু সুবিধা
 হয় করিতে আচ্ছা হইবে।
 আঘাতের প্রথম দিনে অত্র শীলাবতী
 নদীর জল এ প রুদ্ধি হয় যে ২ রা সোম-
 বার উত্তর জল উন্নয় লিয়া উঠে। দক্ষিণতটস্থ
 রবট ওয়াটশন কোম্পানির বাড়ীর উপর
 দিয়া প্রবলবেগে বারি প্রবাহিত হইতে
 আরম্ভ হয়। কর্মাধ্যক্ষ টরণবুল সাহেব মহো-
 দয় ভগ্নিবারণের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করি-
 তে লাগিলেন। কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য
 হইতে পারিলেন না। ক্রমে জল বাড়িতে
 লাগিল। তিনি ভয়ে কুঠিতে তিষ্ঠিতে না
 পারিয়া ভাউলিয়ার আশ্রয় করিয়া ইত-
 স্তত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। ৩ রা
 রাত্রে রাত্রি দশটার পর ঘাটাল সরকে
 লের বাঁধে হঠাৎ এক হানা পড়িল। মুহূ-
 র্ত্তকমধ্যে মহাভীষণরূপে একবারেই ৫/৬
 ফুট জল বাড়িয়া উঠিল। সকলেই স্ব স্ব জীব-
 ন রক্ষার্থে ব্যস্ত সমস্ত হইলেন; কেহ কাহার
 বিশেষ সাহায্য করিতে পারিলেন না।
 অনেকের ঘর ভাঙ্গিয়া গেল; অনেকে পতিত
 ঘরের চালের উপর, কেহ কেহ রুদ্ধ আয়ো-
 হণ করিয়া জীবন রক্ষা করিল। কেবল ইষ্টে
 কালয়গুলি বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই। প্রথমেই
 গুলিয় ঠেগন পতিত হয়, পরে সুসেফী কাছ-
 রিতে জল প্রবিষ্ট হইয়া তাহাওও ভগ্নপ্রায়
 করে। বিশেষ অনুভূতাপের বিষয় এই যে উক্ত
 নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তি গবর্নমেন্ট সাহায্য
 কৃত বঙ্গবিদ্যালয়টির সম্মুখে এক দীর্ঘ হানা
 পতিত হইয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া
 ফেলিয়াছে। অত্রস্থ সুপারভাইজার বাবু
 মাধব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় অনেক যত্ন
 ও পরিশ্রম এব বিস্তর ব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক
 এই বিদ্যালয়টি করিয়াছিলেন। এখন আর
 কে তাহা সাহায্য করিবে? একগনে আমাদি-
 গের অধিকাংশ অধিবাসী নিতান্ত নিরাশ্রয়
 হইয়াছেন।

গত ৪ ঠা আঘাত বুধবার ও ৫ ই বুধ-
 তিবারের কথা স্মরণ হইলে হৃদয় শুক
 যায়। কেবল পরমার্ঘ্যবলে সকলের প্রাণ
 হইয়াছে। একে বন্যাবারির প্রবল বেগ গু-
 চাল ও বৃক্ষের শাখা ভরসা; তাহার উ-
 পনঃ পুনঃ মুঘলধার বৃষ্টিবর্ষণ, বিদে-
 ক ন সে সময় লোকের কিপর্য্যন্ত দুঃ-
 না হইয়াছিল? সেই হানা, প্রথমে স্রো-
 কল কল ধনি, ক্রমশঃ গৃহ পতনের ছড়
 ছুন্নাড় শব্দ, বাত্যা সহকারে বৃষ্টিপারাবর্ষ
 শন শন শব্দ ভেদ করিয়াও চতুর্দি-
 গৃহস্থগণের রোন ধনি কর্ণ পরি-
 করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তুলি-
 ছিল। তখন হিমিচ্ছন্ন গভীর ঘা-
 রাজপথের উপর ৩৭ ফুট জল কল
 শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল; সম্মুখে গো-
 যা কৃত্ত ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, দেখিয়া ও
 কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারে
 ইহার পর শোচনীয় ঘটনা আর কি হ-
 পারে? আমরা কতকগুলি লোক গৃহ-
 করণ জীব্যাদির আশা ছাড়িয়া
 পরিজনগণকেই লইয়া রেশনকুটির ছ-
 উপর আশ্রয় লইয়াছিলেন। এ নও অ-
 কল স্থানের সম্বাদ জানিতে পারি নাই।
 লোকে যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে,
 রা নিশ্চয় করিয়া করিতে পারি না।
 হ ক, একটা কথার উল্লেখ করা অ-
 আবশ্যিক হইতেছে। অত্রস্থ পল্লি যদা-
 ও ট্যাক্স দারোগা এবং ডাক্তার বাবু ই-
 ঠাপনাদের পরিবার লইয়া সেই
 বিপদাপন্ন হইয়াও অন্যান্য বিপদাপন্ন
 গণের প্রতি যত দূর শক্তি সাহায্য ক-
 রুট করেন নাই। উহারা অনেক
 পানশী করিয়া আনিয়া কুটির
 উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ই-
 অনেকেরই জীবন রক্ষা হই-
 একগনে যদিও জল অনেক কমিয়াছে;
 যেসকল লোকের ঘর পতিত হইয়া গি-
 তাহাদের গত্যস্তর নাই। বিশেষতঃ যে
 ঘর পতিত হয় নাই, সেগুলি অ-
 ভয়ানক হইয়া আছে। তথায় প্রবেশ ক-
 সাহস হয় না। আমাদিগের চাষ বাস

এই বিপদে ঘাটাল হইতে এক

হইল। যে পক্ষিগণ ও পক্ষী
হইয়াছে, সহসা তাহারা বন্ধন হইবার
শা নাই। সুতরাং ন্যায় বিচার হইলে
না হউক পক্ষে পক্ষে বিচার হইতে

— ১ —

১৮৫৯ অর্ডার ১০ আইনের

সংশোধন বিধি

বিধান টমসন মাহেব ১৮৫৯ অর্ডার
আইনবিত্ত মকদ্দমাসকল কালেক্টর
র হস্ত হইতে দেওয়ানী বিচারপতি
র হস্তে দিবার যে বিল অর্পণ করিয়া
তাহার পাণ্ডুলেখা কলিকাতা
জ্যেটে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি
খর্চই বলিয়াছেন ১০ আইনসংক্রান্ত
মকদ্দমাসকলে আইনের বেপ্রকার সুক্ষম
উঠে তাহা অশিক্ষিত শাসনকার্যের
চারিদ্বারা সূচাররূপে নির্বাহিত
ত পারে না। যেসকল উকীল কালে
ও ডেপুটি কালেক্টরের নিকটে এই
সুক্ষম প্রশ্নের তর্ক করেন, তাহারা ই
নন, তুলার উপরে খজাঘাত করি
নার অধিকাংশ স্থলে তাহাদিগের
যাতি বৃথা হইয়া পড়ে। বিচারপতি
কিছুই বুঝিতে পারেন না; যে মে
র একটা মীমাংসা করেন এবং
কের অনর্থক ব্যয় ও আপীল আদা
র অনর্থক পত্রালাপ হয়। কালেক্টর ও
ডেপুটি কালেক্টরদিগকে এই মকদ্দমার
এতপরিমাণে করিতে হয় যে
আপন আপন বিভাগের অবস্থা
জানিতে পারেন না। এক রকম
যে সুবিধা ছিল, নূতন ছাপা
মেনে তাহা দূর করিয়াছে। অতএব
শাসনকার্যের কর্মচারীদের বৃথা শ্রম
করিয়া শিক্ষিত বিচারপতিদিগের
করসংক্রান্ত মকদ্দমার ভার দেওয়া
অতিরিক্ত আবশ্যিক তাহা সকলেই
কার করিবেন।

কিন্তু টমসন মাহেবের বিলে কতক
গুলি যুক্তিবিরুদ্ধ প্রস্তাব আছে। বঙ্গদে
শের সেক্টর গবর্নরের অধীনস্থ যে
সকল স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হই
য়াছে, প্রস্তাবিত আইন কেবল তৎপ্রতি
বর্তিতেছে। আমরা ইহার কোন কারণ
দেখিতে পাইতেছি না। পঞ্চায়ত গ্রামে
গবর্নমেন্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন
নাই; এখানকার করসম্বন্ধীয় মকদ্দমা
কি কালেক্টরগণ করিবেন? কর সংক্রান্ত
যাবতীয় মকদ্দমা দেওয়ানী আদালতের
হস্তে দেওয়া উচিত; চিরস্থায়ী বন্দো
বস্ত হউক আর না হউক, তাহাতে
কি ক্ষতি আছে? উৎকলের প্রজা ও জমী
দারদিগকে কি জন্য বঙ্গদেশের ঐ
শ্রেণির লোকদিগের ন্যায় সুবিধা দেওয়া
না হইবে? এক জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট
২৪ পরগণার করসম্বন্ধীয় কোন বিচার
করিবেন না; ইহা তিনি জানিবেনও
না; কিন্তু উৎকলে বদলী হইলে তাহাকে
এই বিচার করিতে হইবে। এতদ্বারা
কি সাধারণ অনিষ্ট হইবে না? কোন
কোন স্থলে কর আদায়ের নালিশ ছোট
আদালতে হইয়া থাকে; এটা বন্ধ করা
যুক্তিসিদ্ধ কাজ হইয়াছে। ১৮৫৯
অর্ডার ৮ আইনের বিধি অনুসারে কর
সংক্রান্ত মকদ্দমার বিচারের প্রতি ও
কাহার আপত্তি নাই। কররুদ্ধির নালী
শের সময় বৈশাখ অবধি ঠৈয়াঁঠ মাসের
শেষপর্যন্ত করিবার ধারাটিও যুক্তি
সিদ্ধ। জমীদারের দপ্তরে নান খারিজ
করিতে গেলে তিনি অসম্মত হইলে
আদালত তাহা করিতে বাধিত করি
বেন, এটাও উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু গমস্তার
বিরুদ্ধে হিন্দাবের নালিশের সময় কক্ষ
ভাগের এক বৎসরপর্যন্ত করা যুক্তি
সিদ্ধ হয় নাই; অতঃ তিন বৎসর করা
উচিত হইতেছে। টমসন মাহেব প্রস্তাব
করিয়াছেন, পক্ষনী দরপক্ষনী প্রভৃতির

বাকী খাজনার নালিশ হইলে প্রত্যক্ষী
বিচারের পূর্বে জেলে দেওয়া হইবে ন
কিন্তু পক্ষনী স্বয়ং ও গাঁতির পক্ষে ই
হয় নাই। আমরা এই ভেদের কে
কাল কালিতে পাইয়া না। যেসক
জন হস্তান্তর করা যাউতে পারে, তাহ
করে অন্য অগ্রে তাহা বিক্রীত হই
পরে প্রত্যক্ষীর অন্য সম্পত্তি বিক্রী
হইতে যদি টাকা আদায় না হয়, তবে
উৎকলে জেলে দেওয়া হইবে এটা
রূপ নিয়ম করা উচিত। কোন নিয়
জমা কোন অংশী আপন্যের অংশ
বাণী কবের নিমিত্ত সমুদায় জমা বি
করিতে পারিবেন না। প্রথমতঃ প্র
ক্ষী অন্য অন্য সম্পত্তি বিক্রয় করি
হইবে, পরে সমুদায় জমা বিক্রীত হই
পারিবে। এটা উত্তম হইয়াছে। কিন্তু
বিষয়ে আমরা একটা বিশেষ অন
বিধি দেখিতেছি। ১৮৬২ অর্ডার
আইনে স্থির করা হয়, জমীদার কর
লইলে ও জা কালেক্টরের নিকটে
দিয়া রাজস্ব লইতে পারিবে। টম
মাহেব এই রূপ দানের ভার কে
প্রধান মদর আমীনের (ইহার
এখন অধ্যক্ষ জজ বখিরা বিখ্যাত
উপরে দিতেছেন। যখন কর, এক
মাত্রীরাতে জমীদারকে এক ট
বার্ষিক কর দেয়। জমীদার তাহাকে
কিবার নিমিত্ত কর দেইবেন না। এ
সমুদায় ২৪ পরগণার ন্যায় কেবল অ
পক্ষে অধ্যক্ষ জজ থাকেন। মাত্র
অপুত্র হইতে দুই দিনের প
ক না দিবে জমীদার এ ব্যক্তির ন
স্থায়ী মুক্কাফর নিবটে নালিশ ক
পারিবেন; কিন্তু জমীদার যেহা
ক না লইলে এ ব্যক্তির পক্ষে
নিজের ব্যয়মায় বন্ধ করিয়া দশ
নৌল ভাড়া দিয়া অধিপুত্র এ
টাকা দিতে আসিতে হইবে।

—২০০—

করিতেছি, এই বিষয়ের ভার
 লেটর ও উপবিভাগের ডেপুটি কাল
 র হস্তে রাখা কর্তব্য। স্থানীয় মুন্সেফ
 গর হস্তে দেওয়াও উচিত নহে।
 নকশার নিকটে অধিক টাকা জমা
 ল প্রার্থী রাখবার প্রয়োজন হইবে।
 যের আশঙ্কাকি ৭ কালেক্টরদিগের
 রেজুরির ভার আছে; রসিদ দিয়া
 লইবার ভার তাঁহাদিগের হস্তে রাখি
 য়ে কোন আপত্তি নাই। দেওয়ানী
 সনত এই রসিদ মান্য করিবেন,
 বাবস্থা করিলে মঙ্গল দিক রক্ষা
 যবে। যখন কোন সনত লইয়া বিচার
 তছে না, তখন কালেক্টরের হস্তে
 রাখা কোন ক্ষতি
 । ব্যক্তি বিশেষের ও সাধারণের
 রক্ষার কারণ ইহা অবশ্য
 বা চইতেছে। প্রত্যেক মুন্সেফের
 লেতে পৃথক পৃথক রেজুরি করা যাই
 পারে না। কেবল অল্প অল্প রসিদ
 হইলে মরিচের কণ্টের মীমা খা
 ব না। অন্য অন্য ধারাগুলির প্রতি
 হয় অল্পই আপত্তি হইবে। কিন্তু
 রানী আদালতের আর্দীদিগের বিচার
 বিবেচনা ভাগ করিয়া বিবেচনা
 উচিত। এক্ষণে যে সব বাস্তব
 িন আছেন, ইহাদিগের শাসকরা
 জন মুখ ও উদ্যোগবাহী। পর
 ইহারা মঙ্গল কাঁচ করিতে পা
 নিরিখ হির করিবার সময়ে না
 আমীনদিগের সহিত ব্যবহার
 ন, তাঁহারা ইহাদিগের চরিত্রের
 রসিদে পারবেন। আমীনদিগকে
 ন জানিতে হইবে। ক্ষয়আদালতের
 স হইলেই আমিন ভাল হয় অসুখ। এই
 করা উচিত। বাহাদুর হাজারী না
 নবেন ও তাঁহারা প্রণিবে ও তাঁহাদের
 সাধারণ না রাখিবেন, তাঁহাদিগকে
 িন করা হইবে না। ইহাদিগকে

পর্যাপ্ত বেতন প্রদান কর; ইহারা যে
 খানে যাইবেন মাইল ধরিয়া পাথের
 পাটবেন। এক্ষণে বারবরদারি বলিয়া
 যে টাকা লওয়া হয়, তাহা গবর্নমেন্টের
 থাকবে। মধ্যে মধ্যে দুই এক জন উপ
 যুক্ত লোককে ২০২৫ টাকা পর্যন্তের
 বাকী পঞ্জনা আদায়ের মকদ্দমা করিবার
 ভার দিলেও ক্ষতি হইবে না। যাহা
 হইল পর্তমান শোণিতশোবক জলৌকা
 দিগকে দূরীভূত করা অবশ্যকর্তব্য
 হইতেছে।
 আমরা এ স্থলে আর একটা প্রস্তাব
 কপিচ্ছি। করবুদ্ধিঘটিত যত মকদ্দমা
 হইতেছে, তন্মধ্যে আমরা দেখিতে পাউ,
 অনেক স্থলে বাস্তব উপরে কর হইতেছে
 ১৯৫৯ অব্দের ৩ ধারাতে যে সুবিধা
 দেওয়া হইয়াছে, তাহা পর্যাপ্ত নহে। সাধা
 রণ মত ধরিয়া গবর্নমেন্টের কাজ করা
 যদি কর্তব্য বোধ হয়, তবে বাস্তব প্রতি
 ম নাযোগী হওয়া কর্তব্য। গবর্নমেন্ট
 অবশ্যই জানেন, এদেশের লোকেরা পুত্র
 শোক অপেক্ষা বাস্তবীন হওয়া অধিক
 ফোঁড়র বিষয় জ্ঞান করেন ১৮৫৯ অব্দে
 ১১ আইনের ৩৭ ধারাতে কতক সুবিধা
 আছে, কিন্তু তাহা এত অনিশ্চিত যে
 আদালতসমূহে পায় তাহার উপরে
 নির্ভর করেন না। আমরা এ স্থলে প্রস্তাব
 কপিচ্ছি যে স্থানে উদ্যান, পুকুরিণী
 বাসী হইবে তাহার যদি তিন বৎসর
 পর্যন্ত এক চারে কর আদায় হয়; তবে
 জমীদার আর করবুদ্ধি করিতে পারি
 বেন না। এই বিধি না থাকিতে বেসকল
 অনিষ্ট হইতেছে, আমরা তাহার কতক
 গুলি খোচনীর উদাহরণ দর্শন করিয়াছি।
 সাধারণ সম্পত্তির মূল্য যত বৃদ্ধি হয়,
 ততই দেশের মঙ্গল। এ স্থলে জমীদার
 দিগের অনুরোধ রক্ষা করিবার কোন
 প্রয়োজন রাখি না। মদ্যায় জমীদার
 গণও প্রায়] বাস্তব উপরে আক্রমণ

করেন না। তথাপি অত্যাচারকার
 গের সংখ্যা যখন অল্প নহে তখন
 প্রতি দৃষ্টিপাত করা অবশ্যকর্তব্য
 তেছে।
 —ঃঃ—
 এডুকেশন গেজেট পত্রিকা ও তাহার
 সাধারণ।
 বাবু প্যারীচরণ সরকার ইহাকে
 তাগ করিয়াছেন। ইহার ত বৈধব্য
 উপস্থিত। বিদ্যাসাগরের কল্যাণে
 কালি বিধা বিবাহের দ্বার রুদ্ধ না।
 কে না কি এই বিধবার পানিগ্রহণ
 হইয়াছেন। ইনি রাজপালিতা; যৌতুক
 লোভ আছে। আমরা শুনিমান বা
 গের বিধবা বিবাহে অস্বস্তিক বোধ
 তাঁহা দেওয়াও কেহ কেহ লোভে গ
 বরদলে মিশিয়াছেন। সচরাচর
 যোগ, পরিণয়সম্পর্কে যে স্থলে অর্থ
 থাকে, কন্যা ও বরের গুণ দোষ বি
 সূত হইয়া না। অতএব ইহার কি
 আছে, প্যারী বাবু কেন ইহাকে
 তাগ করিলেন পরিণয়মই বা কি হ
 নিষ্ট হইবে, বরেরা যে, সে সকল বি
 করিবেন এবং পরিচালককারী স
 সমস্ত সুখত ও সমস্ত তা প্রকাশ
 বেন, তাহা বস্তাবিত নহে। আমরাও
 এ সময়ে কোন চিত কথা বিন, তা
 প্রাচী হইবে, তাহারও সম্ভাবনা ন
 তথাপি আমাদিগের কর্তব্যে কা
 জলে ও অনন্য পতনস্বার্থ দেখিলে
 ধান করিতে হয়। এই পত্রিকার
 গ্রহণ করিলে "ঘর জামাই" হ
 থাকিতে হইবে। "ঘর জামাই" কা
 বলে বরেরা কি তাহা জানেন; তা
 কি চূর্দশা হয়, তাহা কি তাঁহারা বুঝ
 মরা চক্ষে অসুখী দিয়া তা এই বুঝ
 দিল ম, ইহাতেও যদি তাঁহারা না বু
 আমরা নিরুপার।
 যাহা হউক, শ্যামনগরের হত্যাব

যাতে অনেককে আমরা চিনিলাম ।
 লা দেশের লেপ্টান্ট গবর্নর গ্রেসাহে
 চিনা হইল, প্যারী বাবুকে চিনা
 আর যাঁহার এডুকেশন গেজেট
 প্রকার পাণ্ডিত্যার্থী হইয়া পট বস্ত্র
 রধান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও চিনা
 ল । অর্থিগণ ! তোমারা কি কেবল
 গর্ব ? মুখেই যত তোমাদিগের সদগু
 পরিচয় দান ! মুখেই তোমাদিগের
 দশ নুরাগ ! মুখেই তোমাদিগের স্বাধা
 প্রীতি ! কার্যকালে সমুদায় গভ
 বে গেল । তোমাদিগের গর্ব কেবল
 জ্ঞানসার হইল ! অর্থই এত প্রিয়
 ল ন ননর্ষাদা সমুদায়ই কি অর্থ ?
 বাবু ! তুমি যদি এই নর্ষাদা
 নিকটে মনস্থিতা, তেজস্বিতা ও
 র্ত্ত্বাজ্ঞতা শিখিত, তোমার এ নির্বু
 তাপ্রকাশ হইত না । শ্যামনগরের
 গাওসংকে তোমার যেকপ সংস্কার
 ছিল, তুমি সেইরূপ লিখিয়া
 ন, গ্রেসাহেব তদর্থ তোমার উপরে
 প্রকাশ করিলেন, তুমি যে ভীত
 লে না, তুমি যে অনায়াসে অর্থের
 ত পরিভাগ করিলে, এটা তোমার
 ক্ষতার পরিচয়মাত্র ! আমরা যদি
 তাম, কখনই ৩০০ টাকা পরিভাগ
 রতাম না । গ্রেসাহেবেব চিঠি বাতির
 তে না হইতে গোপনে ফমা প্রাপনা
 রী কাজ সারিয়া লইতাম ; ঘুণা
 র কেহ জানিতে পারিতেন না ।
 রী বাবু ! তুমি এত বড়
 লে আশ্রয় চতুস্ততা শিখিলে না,
 লে জানিতে পারিলেই বা
 ত কি ? একটি কথা বলিলে যদি
 লি রহিয়া য়, বগাতে হানি
 টকাতেই মান সন্তান ! বিদ্যাসাগ
 একটি কথা রক্ষা হয় নাই, বলিয়া
 নি কর্মপরিভাগ করিয়া যেমন ঠকি

যাছেন, তুমিও তেমন ঠকিলে ; বুকিতে
 পারিলে না ।
 অলিতং ন হিরণ্যরেতসং চয়মাক
 ক্ষতি তস্মনাং জনঃ ।
 অতিভূতবাদস্বনতঃ সুখযুক্তাস্তি
 ন ধাম মানিনঃ ।
 কেহ জলন্ত অগ্নিতে পদক্ষেপ করে
 না, তস্মরাশিকে অনায়াসে পদদ্বারা
 মর্দন করে । এই হেতু মানী ব্যক্তির
 অনায়াসে প্রাণ হ্যাগ করেন, তথাপি তেজ
 ভাগ করেন না ।
 এ সকল গৌরারের কথা ; চতুরের
 কথা নয় ।
 হৃতন পুস্তক ।
 ১ । বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকাপরী
 কার পুস্তকের অর্থ । কলিকাতা সংস্কৃত
 কালেজের অন্যতর শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু
 রমিকলাল বন্দোপাধ্যায় ইহার সঙ্কলন
 করিয়াছেন । এতদ্বারা প্রবেশিকাপরী
 কারীগের সবিশেষ উপকারলাভের
 সম্ভাবনা আছে । ইহাতে শব্দের ব্যুৎ
 পত্তি ও প্রকৃত অর্থ কঠিন পদ ও বাক্যের
 ব্যাখ্যা, ইতিহাস ভূগোলপ্রভৃতি সংক্রান্ত
 নানা প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে ।
 ২ । কুমুমকুমারী নাটক । শ্রীযুক্ত
 বাবু চন্দ্রকালী ঘোষ সেক্সপিয়ারের
 মিথেলিনের গল্প অবলম্বন করিয়া এখানি
 প্রণয়ন করিয়াছেন । লেখা মন্দ হয় নাই ।
 ৩ । উত্তরপাড়ার যুবকদিগের সভার
 চতুর্থ সাংবৎসরিক রিপোর্ট । যুবকেরা
 যেপ্রকার বিষয়সকলের আলোচনা
 আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হই
 তেছে, সভার উত্তরোত্তর উন্নতি হই
 তেছে । আমাদের আর একটি আন
 ন্দের বিষয় এই, এ সভাটী জনবিহ্বের
 নার উৎখত হইয়া অবিলম্বে লীন হয়
 নাই । এটাও সভার উন্নতিশুচক ।
 ৪ । ছন্দোনালাহু প্রথম ভাগ । কবি

তার নখাল বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রী
 মধুসূদন বাচস্পতি ইহার প্রণয়ন
 যাছেন । ইহাতে উদাহরণ সহিত ৭২
 ছন্দের লক্ষণ সন্নিবেশিত হইয়াছে
 ছন্দোমঞ্জরী হইতে কয়েকটা সং
 ছন্দেরও লক্ষণ অণুবার করিয়া দে
 হইয়াছে । ছন্দোজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদে
 পক্ষে এখানি উপকারী হইয়াছে । বা
 ভাদায় বেসমস্ত সংস্কৃত ছন্দ চি
 নহে সেগুলি ইহাতে সন্নিবেশিত
 করিলে ভাল হইত । শ্রীপ্রভৃতি
 কটা ছন্দের সংস্কৃতও বিরল প্র
 দেখিতে পাওয়া যায় ।
 ৫ । নীতিপাঠ প্রথম ও দ্বিতীয়
 ভাগ । নীতিবিষয়ক বিষয় লইয়া এ
 পদ্যে রচিত হইয়াছে । বহুবাজার বা
 লা বিদ্যালয়ের অন্যতর পণ্ডিত শ্রী
 বাবু জয়নাথ দাস ইহার রচনাকর্তা
 ৬ । নীতি সন্দর্ভ । এখানিও নীতি
 বিষয় লইয়া হই ভাগে পদ্যে রচিত
 যাছে । ইহারও রচয়িতা বাবু জয়
 দাস ।
 বিবিধসংবাদ ।
 ১৭ ই আষাঢ় মোমবার ।
 আমরা চাপমান সাহেবেব একটি জমের
 প্রদান হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম ।
 দ্বীপের জনতার বাবু প্রসাদদাস মল্লিক
 বয়স্ক হইয়া তথায় অনেকগুলি বীথি কা
 তেন । তিনি তাঁহাদেরসংকাল দিদি প্রত্যাদি
 আধাব দিবেছেন । অপর ৫০ দিন বৎ
 সনে এক প্রকারে কার্যসম্পন্ন হইয়া হয়
 প্রত্যেক বৎসরে রক্ষণসিদ্ধি করিয়া চা
 দাহেব বলিয়াছেন, পসানদাস মল্লিকের ভ্র
 বাগেরা সমস্ত লক্ষ্য তাহাতে তাঁহার বিস্ত
 হইয়া থাকে, যদও কর আদায় হয় নাট, ত
 শাস্ত্রীদিগের দত্ত দানে তাঁহার ক্ষতি পূরণ
 হইবে । কিন্তু পসানদাস মল্লিকের ভ্রমিক
 বিক্রেতা চন্দ্রনাথ প্রসাদ ইহার তাহা
 পয়সাও লাভ নাই ।
 আমরা অক্ষয়িত হইয়া প্রকাশ করি

উইলিয়ম মুন্সের প্রী লেডি মুব উত্তরপশ্চি
লে বালিকাবিদ্যালয়স্থাপনে বিশেষ যত্নবতী
ছিলেন। অলাহাবাদের বাবু নীলকমল মিত্র
মুন্সের তাঁহার যথোচিত সাহায্য করিতেছেন।
মূল ইউরোপীয় স্ট্রীলোক এ দেশে
কবিগের উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টা পাঠ্য
সাহায্যের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে
মুন্সের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট হাঙ্গের্ট সাহেবের
বিধানে অনেক কাজ করিতেছেন। সেবে
সুইস সাহেবের প্রী নিজস্বায়ে অনেক অস্ত্র
বিদ্যা ও সত্যতার আলোক বিকিরণচেষ্টা
করিতেছেন।

অতদ্বন্দ্বীয় সর্দারগণের অনেককে দেও-
আদালতে ধাইতে হয় না। এরূপে পবলিক
নিয়ম অতিশয় ব্যতিক্রম করিয়াছেন। তিনি
সাহেবের সম্মুখে সকলকে সমান করিয়া
আমাদিগের জিজ্ঞাসা এই প্রশ্নে বি-
বিধগে আইনের সম্মুখে সকলেই সমান
উক্ত পত্র কাবুল হইতে সংবাদ পাঠিয়াছেন
সম্রাট নিযাবআলি খাঁকে কাবুলের
বলিয়া স্বীকার করিয়া এক দূত প্রেরণ
করিতেছেন। পারস্যের নায়ক তিন রশীয়
ও সন্ধি করেন সচাটের এই ইচ্ছা। সিয়া
লি সম্মত হইয়াছেন। একদল পারস্য
হিরাটে থাকিবে, সাহসসিক্তিমিন করি
স্বরূপ সিয়া আলিকে হিরাটের নিকট
কয়েকখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছেন। এটি
ব মাত্র বোধ হয়।

কাবুল হইতে নিশ্চয় সংবাদ আসিয়াছে
মুন্সেরা এ পর্যন্ত বোধহয় লইতে পারেন
কাজের আমলাদিগের বেতনবৃদ্ধি হই-
কমিসনদের দেওয়ানদের ১৫০ অবদ
টাকা এবং ডেপুটী কমিসনদের দেওয়ান
১২০ অবধি ১২৫ টাকা পাঠবেন। ব
আমলাদিগের বেতনবৃদ্ধি চলয়কালে
হইতে পারিবে।

ইউলিয়ম মুন্সের অল্পকালে ভারত
রেলওয়ে কোম্পানি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের
মুন্সের প্রীলাকদিগের শ্রমের ভাড়া কমাই
পূর্বে এক প্রস্তাব করিতে হইলে
মুন্সের ভাড়া লাগিত। এক্ষণে আট জনের
মুন্সের চাইবে। আর এতদী কাজ করা
যে সকলে এতদ্বন্দ্বীয় প্রীলোকেরা
মুন্সের শ্রমের উন্নতির উদ্দেশ্যে
উচিত নহে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের

প্রধানতম বিচারালয়ে ১৩ জন মওপ্রাণ ইট
বোণীয়েস মধ্যে ১৫ জন রেলওয়ে কমচারী।
নিয়ন্ত্রণের ইউরোপীয়েরা পশু অপেক্ষা বড়
শ্রেষ্ঠ নহে।

সেখামিন শেলডন নামক লর্ডোফিত এক
জন ইউরোপীয় টেননিক আর এক টেননিককে
৭৭ ক্রান্তে তাহার কাশীর আঙ্গা হইয়াছে।
লেপ্টনান্ট আলকক কর্তব্য কর্মের সময়ে জ্বর
পানে উন্নত হওয়াতে সামরিক বিচারালয়
ইহাকে ভৎসনা করিবার আঙ্গা দিয়াছেন।
কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ে এক্ষণে বিচার
দর্শন চলিতেছে।

গত শনিবার মাদরচন্দ্র দত্তকে পুনর্বা-
রাজ বৌণের হত্যাকারী বলিয়া পুলিষে আন
য়ন করা হয়। কিন্তু গবর্নমেণ্টে আটনী সাংস
সংগ্রহের কাশী পুনরায় এক মাস মেয়াদ চাফি
বাস্তে প্রত্যর্পণকে জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হই
য়াছে। মাজিস্ট্রেট রবার্ট সাহেবের তারিফ
আছে।

হিন্দুপেট্রি মুঠ জবন করিয়াছেন, ত্রাঙ্গন সাহে
বরপদে এক ক্ষম এতদ্বন্দ্বীয় বারিষ্ট্রবে
নিবন্ধ করা সব জন লবেসের ইচ্ছা ছিল
কিন্তু লেপ্টনান্ট গবর্নর গ্রে সাহেব তাহা করি
লেন না। গ্রে সাহেব এক স্তন খেলা খেলিতে
আসিয়াছেন।

আমরা উক্ত পত্রে দেখিলাম হাবড়ার লে-
কেরা একগু অনাব চিকিৎসালয় করিবার মন
করিয়া সর্দারগণের নিকটে অংশ সাহা
য্যনা করিয়াছেন। সাহায্যের উচিত।

ক্রমশঃ উৎকলের জলপ্রাবনের শোচনীয়
প্রস্তাব আসিতেছে। চারি দিন ডাক বন্ধ ছিল।
বাস্তের মধ্যে নৌকা গমনাগমন করিতেছে
গোলাসকল আসিয়া যাওয়াতে অনেকে অন-
ভারে কষ্ট পাঠিতেছেন। বিস্তর গরু মরিয়াছে।
স্বয়ং প্রসি দৈবী আপনে এক্ষণে হয় বলিয়া উৎ-
কলের জীবিত নাই।

১৮ ই আষাঢ় মঙ্গলবার।

কটকের কলেটর লেপ্টনান্ট গবর্নরকে সমা-
চার দেন, কটক উপবিভাগে জলপ্রাবন হইয়া
বসন্ত অতিরিক্ত ক্ষতি করিয়াছে। কিন্তু জল
নীত্র সরিয়া গিয়াছে। সমস্তপূর্ব হইতে চাউল
আসিতেছে চাউলের মূল্য মধ্যবিদ। যোগিপুর
উপবিভাগে অতিশয় অন্নকষ্ট হইয়াছে। সমস্ত
কীর্ত লোকদিগের সর্দাপেক্ষা অধিক ক্লেশ
দেখা বাইতেছে। তত্রত্য একত্রসমূহ
অস্বাসি প্রাণিত রহিয়াছে। কলেটর কতক

চাউল প্রেরণ করিয়াছেন। আবশ্যিক
আরও প্রেরণ করিবেন। কেন্দ্রারাপা
অনেক বাগী ভগ ও গরু মুত হইয়াছে।
কিয়ৎকাল রক্ষা পাইয়ছে। এখানে
প্রেরিত হইয়াছে। কোন স্থানে আউল
কালে নষ্ট হইয়াছে। জগৎসিংহপুরের
ভাল। তথঃ রশসের অল্পই ক্ষতি হইয়াছে
উল সস্তা আছে। অনেক স্থানে পুনরায়
বপন করা হইতেছে, কটকের কমিসনর
বৈবরণী ও প্রাঙ্গণীর নদী মধ্যস্থিত সমস্ত
প্রাণিত হইয়াছে। বিস্তর পশুএম এক
নষ্ট হইয়াছে। কতকগুলি লোক প্রাণ
করিয়াছে। গরুর ত কথা ই নাই। লোকের
অধিকতা বিষয় হন নাই(?) স্থানে স্থানে
হইতেছে।

গত কল্যা শিলার সাহেবের মকদ্দমা
হয়। আউলবোকেট জেনরল অনেক ক্ষণ
করিয়া বলেন, প্রত্যর্পণে যে পর্যন্ত স্বীকা
রাইছেন, তাহাতেই তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে
দেওয়া বাইতে পারে। অন্য এ বিষয়ে পু
তর্ক হইবার কথা আছে।

দিল্লীগেজেট বলেন, দিল্লীর ভূতপূর্ব বে
মইদুদ্দিন খাঁকে বিনা বিচারে মুক্ত করি
আঙ্গা হইয়াছে। ক্রীতদাসদিগের
টেন) কিন্তু গবর্নমেণ্টের যে আর বৈবরণী
হনপ্রিয়তা থাকা উচিত নহে, তাহা
বর্ষীয় গবর্নমেণ্ট সাধারণের সহিত স্বীকার
রাইছেন।

গত বৃষ্টিতে বিস্তর ক্ষতি ও ছু
আশঙ্কা হওয়াতে লেপ্টনান্ট গবর্নর গ্রে
আলামে গমন করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া
যথোচিত উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য।

অযোধ্যার রাজার বাগী হইতে সা
৩৫০০ টাকার গবর্নমেণ্টের কাগজ চুরি
ছে। রাজার দেওয়ানের তিন জন ছু
সন্দেহ ক্রমে হাজতে দেওয়া হইয়াছে।

করাচীতে পয়ঃপ্রণালী করা হইতেছে।
কাতার পয়ঃপ্রণালীর মত নহে। ই
য়রগণ এক বার মল পুষ্টিয়াছিলেন। কিন্তু
রাস্তা বলিয়া যাওয়াতে সেগুলি আবার
হইতেছেন।

পুরীতে অষ্টাহ ডাক বায় নাই। এখানে
রায় ডাক চলিতেছে।

২৯ এ আষাঢ় বুধবার।

সংবাদপত্রসমূহ প্রকাশের লেপ্ট
গবর্নর সর ডোনাড মাকলিগডের প্রতি
অন্যায় করিয়াছেন। তিনি নিজের নিম্ন

টাকা কর্ম করেন নাই। তিনি এক জনের
 পক্ষীয় ব্যক্তি। নিকটেই লক্ষ টাকার
 ন হন। এই টাকা তাঁহার ক্ষেত্রে পড়িয়াছে।
 ডানালড মাকলিগড পদত্যাগ করিবেন
 যে জনরূপ হয়, তাহাও অমূল্য।
 প্রতি প্রধানতম বিচারালয় সিদ্ধান্ত করি
 যখন কোন মাজিস্ট্রেট কোন অপরাধীকে
 পৃথক ক্ষেত্রে নিমিত্ত এক মাসের
 কাল কারাবাসের আজ্ঞা দেন,
 সমুদায় মেয়াদ একত্র করিয়া সেস
 জের নিকটে আপীল করা যাইতে পারে
 এক অপরাধের পৃথক পৃথক অংশের
 পৃথকপৃথক দণ্ড হইলে যদি সমুদায়
 আপীলের যোগ্য হয় ত আপীল হইতে
 পারে। এক মাস মেয়াদ ও ৫০ টাকা জরিমা
 আপীল নাই। এবিধিটা উঠাইয়া দেওয়া
 ইহার সাহায্যে অনেক মাজিস্ট্রেট অধি
 করিতেছেন।
 গণিত সিপাহীদলের কাপ্তেন এক, এচ,
 নৌকার বাইচ খেলিবার সস্তার অনুষ্ঠান
 এনিমিত্ত চাঁদা হয়। কিন্তু বাইচের কয়ে
 পূর্বে সংবাদ দেওয়া হইল, কাপ্তেন ওল্ড
 জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করাতে বাইচ
 বন্ধ রহিল। একনে পুলিস তাহা বিশ্বাস
 দিয়া কাপ্তেনকে মৃত করিবার চেষ্টায়
 ন। কাপ্তেন আপনার রেজিমেন্টের কর্ণে
 প্রতিনিধি হইয়া কোন বিলে স্বাক্ষর করিয়া
 হিতাপ কয়েক সহস্র টাকা লইয়াছেন।
 এই প্রকার হইয়াছে। বাইচ খেলি
 সভাও দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত
 কাপ্তেনের সহিত জলমগ্ন হইয়াছে। যিশু
 র নাম কাপ্তেন ওল্ড দৈববলে পুনর্জীবন
 গর্ভস্থিত কবর হইতে উঠিয়া এক রেল
 স্টেশনে দর্শন দিয়াছিলেন। অনেকে
 কৃত্রিম স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু বন্ধে
 পুলিস যিশুখৃষ্টের পুনরবত্বের কথায় অবি
 করিয়া ভূত ধরিবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন।
 পতি মাকফার্সন ও কসাইটোলার জুরির
 স ও দয়া প্রদর্শনের আর একটা বিশেষ
 হইতেছে।
 দেশের কৃষিকার্যের উন্নতির নিমিত্ত
 স্তার কৃষিসমাজ প্রতিবৎসর একটা
 র মেডাল পুরস্কার দিবেন। কি ভারতবর্ষ
 দেশ যেখানকার লোক এই উন্নতি করি
 রিবেন তিনি এই মেডাল পাইবেন। প্রতি
 এক একটা মেডাল দেওয়া হইবে। মেডাল

খানি সর জন এন্টের নামে এন্ট মেডাল
 বালিয়া বিখ্যাত হইবে। কৃষকদিগের উৎসাহ
 দিবার নিমিত্ত সমাজ যদি করে কথানি রোপের
 মেডাল ও উৎকৃষ্ট কৃষির অত্র মধ্যে মধ্যে পুরস্কার
 দেন তবে প্রকৃত কাজ হইবে। সে'নার মেডাল
 দিবার সময় অব্যাপি আইসে নাই।
 কলিকাতার জর্জিসেরা আশ্মানীঘাটে সেতু
 করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহারা নৌকার
 উপরে সেতু করিবার নিমিত্ত গবর্নমেন্টকে অনুর
 োধ করিবেন। ইহার উপর দিয়া রেইল যাইবে
 রামচন্দ্রের সেতুর সময়ে কাঠ বিরাতে যথাসাধ্য
 সাহায্য করিয়াছিল। জর্জিসগণ কৃষিসমাজে
 সেই প্রকার করিতেছেন।
 ইঞ্জিয়ান ডেলিনিউস বলেন স্ত্রুতম চিত্র
 শালিকা বাগীটা সুরকার দোষে ইহার মধ্যে
 কাটিয়া উঠিয়াছে। কন্ট্রোলরের কাজের মত
 যাই এই। ইউরোপীয় কন্ট্রোলর ও ইঞ্জিনিয়ার
 কে কাহার দোষ বলিবেন?
 আমরা গবর্নমেন্টকে এই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের
 বাগীটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলিতেছি।
 এই বাগীটা যে কি প্রণালীতে হইবে, আর কোথ
 দিয়া বায়ু যাইবে তাহা আমাদের অত্র
 বুদ্ধিতে স্থির হয় নাই। কিন্তু উত্তর পূর্ন
 কাণে যেন ক'টি ধরিয়াছে বোধ হইতেছে। আর
 যেরূপ শীতল কাজ হইতেছে, তাহাতে আমাদের
 প্রয়োজন অন্যান্যে আপনাদিগের স্ত্রুতর
 হই চারি বৎসর পূর্বে বাগীটির সৌন্দর্যদর্শন
 করতে পারিবে।
 কটকের কমিশনার গত কল্য টেলিগ্রাম করি
 য়াছেন, পুর্বেতে জলপ্রাবনে কি বিশেষ ক্ষতি
 হইয়াছে, তাহার সংবাদ আইসে নাই। নদীর
 বাধ ও রাস্তা কুঁচিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণী ও
 বৈতরণীনদীর মধ্যস্থিত সমুদায় স্থান জলপূরি
 পূর্ণ। ব্রাহ্মণীর বাধ স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া পড়ি
 য়াছে। কেন্দারাপাড়া হইতে ফলস পাইটপার্বত্য
 সমুদায় স্থান এক কালে জলমগ্ন হইয়াছিল।
 যাজপুরে সর্কটে পক্ষা অধিক প্রাবন হয়। পূর্বে
 পূর্বে আভ্যন্তিক প্রাবনে যত জল উঠিয়াছিল,
 এবার তদপেক্ষা ১৮ ইঞ্চি জল বৃদ্ধি হইয়াছে।
 পল্লীগাম, গো, মহিষ, শস্য ও মানুষ নষ্ট
 হইয়াছে। আশ্রয় দেওয়া আবশ্যিক। কার্কউড
 সাহেব ও আর এক জন ডেপুটি কালেক্টরকে
 আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা গবর্নমেন্টের
 গোলা হইতে চাউল লইয়া বিতরণ করেন।
 যাহাদিগের কমতা আছে, তাঁহাদিগকে মূল্য
 দিতে হইবে। জলকে টুক রাস্তার অনেক স্থান

ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রাবনে বিস্তর
 করিয়াছে। এলা অবধি বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে।
 উস নষ্ট হইয়াছে, আমন রোপণ করা যাই
 না। এক মাস যদি বৃষ্টি না হয়, তবে
 মঙ্গল। বালেশ্বরের কালেক্টর রিপোর্ট করি
 আউস আর নষ্ট হইয়াছে। আমনও
 বলিলে হয়। কৃষকেরা উচ্চ ভূমিতে পুন
 বীজ ছড়াইতেছে। নিকর ভূমি অব্যাপি
 বৃত্ত। অল্পই লোক জলমগ্ন হইয়া প্রাণ
 করিয়াছেন। অনেক লোক ওলাউঠায়
 ত্যাগ করিয়াছেন; যাত্রীদিগের মধ্যেই
 কাংশ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বড় বড়
 নিকটস্থ পরীগ্রামসকল আর নাই। সস্ত্র
 গোমহিবনষ্ট হইয়াছে। বালেশ্বরের উ
 মধ্যাংশের লোকেরা ভয়সাহস হন নাই।
 জন ডেপুটি কালেক্টরকে অনুসন্ধানার্থ
 করা হইয়াছে। রাম্পিনি সাহেব বলেন,
 মেটের সাহায্য দিবার প্রয়োজন নাই,
 বীজ কম পড়ে তবে আমি টোলগ্রাম ক
 রে সাহেব যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছেন।
 রবেণিউ বোড ও চালাকী প্রদর্শন করিতে
 কস্ত স্থানীয় কর্মচারীদিগের উপরে
 জীবন নির্ভর করিতেছে। বোডের এক
 সভ্যকে এই বেলা মক্কেলে প্রেবণ করি
 তাল হয় না?
 পবলিকওয়ার্ক বিভাগের দেওয়ানী এ
 উটব ইঞ্জিনিয়ারগণ বেতনবৃদ্ধির আবেদন
 ভেছেন। গাছের পাড়া ও তলার কুড়া
 হইলে চলবে কেন? এইত চাই।
 মহারাজ সিদ্ধিয়ার রাজ্যে যেসকল
 সস্তাচার করিতেছে, তাহাদিগকে নিজ
 হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবার নিমিত্ত
 আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহাদিগকে মৃত করিয়া
 দিন। তাড়াইয়া দেওয়া কথার বখানাত্র
 মহীশূরের স্ত্রুত রাজার অধসকল নী
 বিক্রয় করিয়া ২৯০০০ টাকা আদায় হই
 নীলামে অবশ্যই অর্ধেক মূল্য ও উঠে
 এই হস্তত্যাগ রক্ত রাজকুমার ঘোড়া
 অসংখ্য টাকা অপব্যয় করিয়াছিলেন।
 সস্ত্রাতি লক্ষ্যে বেঞ্জামিন শেলড না
 সৈনিকের স্ত্রুত হইয়াছে তাহার ফাঁশী
 কোন ভারতবর্ষীয় জলাদি করিতে চাহে
 কস্তকগুলি সৈনিক অথলোতে এ কার্য ক
 আবেদন করিয়াছিল, শেষে এক জন লোক
 ত্যাগে এই লাভ হয়। কালক্রমেই ধরা
 য়াছে। অনুসন্ধান করিলে ভারতবর্ষস্থিত

দিগের মধ্যে বিস্তর ক্রফট বাহর যায়। ইহারা আবার আপনাদিগকে ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি বলিয়া আমাদিগের খর্চর দোষ দেন।!

২০ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

শ্রাবের যে এতদেশীয় অতিরিক্ত সহকারী মনর উৎকোচের অপরাধে বোঝানিতে হইবে, তাঁহার চারি বৎসর মেয়াদ ও চাকরিমানা হইয়াছে। কোন ব্যক্তি এই দণ্ডের নিমিত্ত আবেদন করিবেন না। পক্ষাবে এই দণ্ডের আর সেসকল মহামতি নীহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হইবে।

রাজপুত্রনার অস্তর্গত মাড়োয়ারে শিবনাথ এক ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে। এই ব্যক্তি বৎসরের মধ্যে ১০১টা বালিকা বিক্রয় করিয়াছে। রাজপুত্রনা ও অযোধ্যায় অদ্যাপি চাকরিবার নিমিত্ত বালিকাদিগকে ধরা হয়। কলিকাতার ভিতরে এ কাজের চক্রের উপরে হইতেছে।

কয়েকজোড়ে প্রায় ২৫০০০ পর্তুগীয লোক ধরা হইয়াছে। কেবল পুলিশের দ্বারা বিদ্রোহ দাঙ্গা না হওয়াতে সৈন্যগণ প্রেরিত হইবে। এই বিদ্রোহের কারণ কি, তাহার অনুসন্ধান করিয়া কষ্ট ঘুর করিতে চাইলে বন্যগণ আপন অস্ত্রত্যাগ করিবে। বিশেষ অস্ত্র না হইলে ইহারা অস্ত্র ধারণ করে নাই।

আইন আকবরি মুদ্রিত করিবার ভার সী কালেজে প্রধান শিক্ষক বুকমান সালে দেওয়া হইয়াছে। আর্সিগ্রাটিক সোসাইটি নিমিত্ত ৩০০০ টাকা ব্যয় করিবেন।

২১ এ আশ্বিন শুক্রবার।

নিয়াতে ও কলম্বান হইয়াছে, বিস্তর শস্য ও নীল নষ্ট হইয়াছে। চাকার কমিসনরের টি অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। বাগ ও অনেক ক্ষতি হইয়াছে শুনা বাইতেছে। সকল ইংরাজ এতদেশীয় রাজাদিগের ইংলণ্ডে আবেদনপ্রতীতি করিয়াছেন, কার ইংরাজী সংবাদপত্র সমূহ তাঁহাদি এই দোষ দিয়াছেন যে অর্থলোভে তাঁহারা চুক্তি করিয়া থাকেন। সর্দাপেদা কে ও গিয়া এই দোষারোপ করেন। ডিকেন্সন ও মেজর ইভান্স বেল এই পত্রের বিবরণ হইতে রক্ষা পান নাই। কিন্তু আমরা আফ্রিকাইনাম, ফ্রেণ্ডের বর্তমান সম্পাদক মেজর বেলের তদ্রূপা স্বীকার করিয়াছেন কেবল

এদেশের মজলাখ তিন চেষ্টা পাইয়া থাকেন। ফ্রেন্ডের ভাবপরিবর্তের আর একটা লক্ষণ দেখা বাইতেছে। ইনি এত দিনের পর বলিয়াছেন নাগ পুর গ্রহণ করিয়া লাড ডেলহৌসি অতিশয় অনায় করিয়াছিলেন। উক্ত নিষ্ঠুর গবর্নর জেনরল ভৌষলাবংশীয় জীলোকদিগকে যে অপমান করেন তাহাও স্বীকার করা হইয়াছে। এটা হুলফণা কিন্তু বাণু পণ্ডিত প্রত্যাগমন করিলেই এ ভাব আর থাকিবে না।

টঙ্কের ভূতপূর্ণ নবাব ইংলণ্ডে গমন করিয়া রাজীর নিকট অপীল করিবার অনুমতি চাহিয়াছেন; কিন্তু আমরা প্রবণ করিলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট তাঁহাকে বলিয়াছেন তিনি আবেদন প্রেরণ করিতে পারেন। কিন্তু ইংলণ্ডে যাইবার অনুমতি দেওয়া বাইতে পারে না। আজিম আলী ইংলণ্ডে গিয়া যে সকল ক্ষণ করেন, তাহা পরিণেবে সাধারণ ধনাগার হইতে দিতে হয়। গবর্নমেন্ট এই আশঙ্কায় নবাব মহম্মদ আলিকে কাশীত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন।

অস্ট্রেলিয়া হইতে এক জন ইংরাজ মাস্ত্রো অগমন করে, সে নিকর্মা থাকিতে অনাথ'লরে প্রবেশ করে। কিন্তু তথায় গোলযোগ করাতে তাহাকে বহিস্কৃত করা হয়। কোনপ্রকারে দিন পাত না হওয়াতে এ ব্যক্তি এক দিবস বেইল ওয়ে ট্রেনের জীলোকদিগের যুঁহে প্রবেশ করিয়া একটা লঠন ভগ্ন করিল; তার একটা ভগ্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছে, এমত সময় পেয়াদারা তাহাকে ধৃত করিল। পুলিশে লইয়া গেলে এ ব্যক্তি বলিল "আমি অরহীন; এখানে কোন ব্যক্তিই আমাকে জিজ্ঞাসাটীও করেনা কোন অনিষ্ট করিয়া সাধারণের পরিচিত হইয়া কোন প্রকার কর্ম পাওয়া আমার উদ্দেশ্য।" মাস্ত্রো কেট তাঁহার কুঠিন পরিগ্রহের সহিত তিন মাস মেয়াদ দিয়া বলিলেন, "অতিশয় আক্ষেপের বিষয়, আইনক্রম্বারে আমি তোমাকে বেত্রাদাতের দণ্ড দিতে পারিলাম না।" এ ব্যক্তি কাজর লোক বটে।

২২ এ আশ্বিন শনিবার।

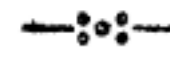
বঙ্গদেশীয় ব্যক্তি গত ছয় মাসের নিমিত্ত অংশীদিগকে শতকরা ৯ টাকা লাভ প্রদান করিয়াছেন। ইংলিসমান ও ডেলিনিউস বর্তমানের রাজার সাধারণ হিতকর কার্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহার সম্মানের জন্য ভোপ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজা মাহাতাপচাঁদ নিজে এই নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন। পিয়নিয়র বিজপ

ভাবে রাজার আবেদনের সহায়তা করিয়া গাছেন "এসকল সাহায্য করিলে সংবাদ সম্পাদকগণ পুরস্কার পাইতে পারেন।" রাজার সাহায্য করিতেছি; কিন্তু এ কোন পুরস্কার পাই নাই। বর্তমানের রাজার কার্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ অদেশীয়দিগের নিকটে হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা আমাদিগের শাসনকর্তারা ইনকম ট্যাক্সের ন্যায় চিৎ বন্দোবস্ত লজনের অনুমোদন প্রাপ্ত চাহেন। রাজা কয়েকটা কামানের শব্দে অংশীদিগের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন কিনা জানা বাইবে।

সিঙ্গু নদীর সুড়ঙ্গের উৎপন্নীয় গবর্নর লিখিয়াছেন যে, ১লা জুন তিনি সুড়ঙ্গের দিক হইতে অপর দিকে গমন করিতে হইয়াছেন। আর অষ্টাহ কাজ করিলে কাজের শেষ হয়। এই সুড়ঙ্গ ইংরাজ ইঞ্জিনিগের একটা কীর্ত্তিস্বরূপ খািলিকাতার নিকটে এমন সুড়ঙ্গ হইতে কিনা? তাহা হইলে সেতুর প্রয়োজন না।

মণিমাধবসেন নামক যে ব্যক্তি বালিয়া ২০০ বস্তা গলি বস্তা দিয়া ওরিয়া ব্যক্তি হইতে কয়েক সহস্র টাকা ঠকাইয়া তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে ব্যক্তির জাতাও এই কার্যে লিপ্ত ছিল। ইহাকে পুলিশ ধৃত করিতে সমর্থ হন নাট নিম্নলিখিত মূলে; গবর্নমেন্টের বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার দিকা	১৩১।০৯
৪ " কোম্পানির	১৪১।০৯
৫ " গবলিকওয়ার্ক	১০৫।০৯
৫ " কোং	১০৯।—
৫।০ ৯ কোং	১১৪।০৯



ইউরোপীয় সমাচার।

২০ এ জুন। গত রাত্ৰিতে হাউস লাডে লাড এলেনবরা বলিলেন, আনিয়া হইতে যে সৈন্যদল প্রত্যাগমন করিতে তাহাদিগকে প্রকাশ্যরূপে সৈন্যকন্মান করিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য। লাড মাবরি ও কেঞ্জিঞ্জের ডিউক বসিলেন এ সন্মান আর কখন কোন সৈন্যদলকে হয় নাই এবং ইহা হইতে অনেক অসুবিধাও হইতে পারে। তাহারা এই প্রস্তাবের অনুমতিতে স্বীকার করিলেন।

গত সন্ধ্যায় সা. প্রকোচ নর্থ কোর্ট
উপ অব কমন্স এক বিল অর্পণ করিয়া
প্রস্তাব করিলেন, বোম্বাই ব্যক্তিগণকে যে
মিসন বসিয়াছেন তাঁহারা পঞ্চ সহকারে
স্বাক্ষর জমানবন্দ লইতে পারেন এ কমতা
দেওয়া উচিত।

ডাকের মাফুল বৃদ্ধি নিবন্ধন কতকগুলি
সর প্রকোচ নর্থ কোর্টের সহিত সাফা
করিয়াছেন। তিনি জে. জি. ও পোষ্ট অফিসের
কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর দিবেন
লগাছেন।

২৪ এ. জুন। গত সন্ধ্যায় লাদ এক
মস হাউসে প্রস্তাব করিয়াছেন, এক দল
সাহায্যকারী টেনা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত
ক কমগন নিযুক্ত করা কর্তব্য। সেনাপতি
ল ও সর্জন পাকিওটন এ প্রস্তাব অনাবশ্যিক
ধারিয়া প্রতিবন্ধকতা করিলেন। তাহারা
লেন, ইতিমধ্যে যে সকল উপায় অবলম্বন
হইয়াছে, তাহাতে এই সাহায্যকারী টেনা
৩১১,০০০ হইয়াছে। ইহার নিমিত্ত কমি
নর প্রয়োজন নাই। পরিশেষে এই প্রস্তাব
রত্যাগ করা হইল।

পোপ এক সঙ্কুতা করিয়া বলিয়াছেন,
প্রয়াতে পঞ্চমবারে যে উৎকর্ষসাধন করা
যাচ্ছে, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট নছেন, তিনি পঞ্চ
স্বাক্ষরকারীদের প্রতি দোষারোপ করিয়া
ন।

২৬ এ. জুন। মার্চেন্ট টেলর বাজারে সম্প্রতি
বিল সাহেব এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন
ন যখন মার্জিত গ্রহণ করেন, তৎকালে
দেশীয় প্রায় সকল ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র বিষ-
য় র জনপ্রিয় প্রতি আবশ্যক করিতেন।
সন্ধ্যায় কমন্স হাউসে এতদূপলক্ষে অতি
তর্ক হয় এবং বক্তৃগণ পরস্পরকে গালী
দাছেন।

সংসদীয় সভ্য মনোনীত করিবার সময়ে যে
কোচ দেওয়া হয়, তাহারার্থে যে বিল হই
হ তাহার এক সংশোধন প্রস্তাব হয়। প্র
কারী বলেন এসকল দোষে বিচার্য তার
সভার হস্তে রাখা কর্তব্য। এতদ্বিবন্ধন তাঁর
হইয়া পরিশেষে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হই-
ছেন।

এডিনবার্গ ডিউক ইংলণ্ডে উপনীত হই-
ল।

গত কল্যাণ ওয়াসিঙটন হইতে যে টেলিগ্রাম
যাচ্ছে, তাহার আনন্দ বাইতেছে, সভাপ-

তির অসম্মতি অগ্রাহ্য করিয়া মহাসভা উত্তর ও
দক্ষিণ কারোলিনা, সিরিয়ান ও জর্জিয়া প্রদেশ
শুলিকে ইউনাইটেড স্টেটসের চক্রবাক্ত
মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন।

২৭ এ. জুন। গত কল্যাণ ইউরো-ভারতীয় টেলি
গ্রাফের বন্দোবস্তের দোষ প্রসঙ্গ করিয়া কমন্স
হাউসে তর্ক হইয়া গিয়াছে। সর প্রকোচ নর্থ
কোর্ট বলিয়াছেন, এক্ষণে তুরস্ক গবর্নমেন্ট এবং
(ইউরোভারতীয় টেলিগ্রাফের জন্য) লাই
সেন্স সাহেব যে তার পাতিতেছেন, তাহাতে
বিশেষ উপকার হইবে।

জুলাই ও আগষ্টমাসে ভারতবর্ষে পদাতিক
ও অস্বারোহী সাহায্যকারী সৈন্যদিগকে প্রের
ণ করা হইবে।

গত সায়ংকালের পেজেটে এক আত্মা প্রকা
শিত হইয়াছে, তাহার স্থির হইয়াছে, আবিসি
সিনিয়ার বৃদ্ধ জয় ও এডিনবার্গ ডিউকের প্রাণ
রক্ষাহেতু এক দিন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া
হইবে।

গত কল্যাণ সর রবার্ট নেপিয়ার মালটাতে
উপনীত হইয়াছেন।

২৭ এ. জুন। আবিসিনিয়ান বন্দীগণ
কল্যাণ ইংলণ্ডে উপনীত হইয়াছেন।

আয়রলণ্ডে পুরোহিতনিয়োগ স্থগিত রাখি
বার বিষয়ে মাদ্রেষ্টোন সাহেব যে বিল অর্পণ
করিয়াছেন, তাহা লইয়া গত কল্যাণ অতিশয়
তর্ক হইয়া গিয়াছে।

২৯ এ. জুন। মোহ পঞ্জিকা বলিয়াছেন, আরল
অব মেয় সর জন লয়েগের পর ভারতবর্ষের
গবর্নর জেনরল হইবেন না। এতদূপলক্ষে পাল
মান গেজেট বলেন, সর প্রকোচনার্থ কোর্ট এ
পদটি নিজে নিমিত্ত রাখিয়াছেন।

৪ঠা জুন মিসরের পাশা কনস্টান্টিনোপলে
গমন করেন, পর দিবস সুসতান প্রকাশ্য দরবারে
তাঁহাকে গ্রহণ করেন। পাশা তৎপরদিবস
ক্রমাতে গমন করিয়াছেন। ওমার পাশা সুস
তানের শরীর রক্ষক সেনাদলের প্রধান অধ্যক্ষ
হইয়াছেন।

রুমেনিয়ার গবর্নমেন্ট ডালু নদীতে অক্তি
য়ার যে জাহাজের প্রতি অপমান করেন, তাঁর
মিত্র অস্তিত্বা কতিপয় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রুশীয় সম্রাট এক আত্মা দ্বারা সাহাবিয়ার
সহিত নির্কাসিত পোলাণ্ডীয়দিগের কতকগুলিকে
ক্ষমা করিয়াছেন।

৩০ এ. জুন। তিন দিন তর্কের পর মাদ্রেষ্টোন
সাহেবত আয়রলণ্ডে স্থগিত পুরোহিত নিয়োগ

স্থগিত করিবার বিল হাউস অব লাদসের
অগ্রাহ্য হইয়াছে। ২৭ জন বিলের সহায়
করেন, ১১২ জন তাহার প্রতিবন্ধকতা করি
ছেন।

১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের সময়ে বোম্বাই
যে সকল ব্যক্তি বিদ্রোহ নিবারণ করেন
প্রকোচনার্থ কোর্ট তাঁহাদিগের সকলকে
টিনি মেডাল দিবার আত্মা দিয়াছেন। পু
প্রহরীদিগকেও এই পুরস্কার দেওয়া হইবে।

পোপ এক আত্মা দিয়া ১৮৬৯ অব্দের ডি
ষর মাসে ইকিউমিনিয়াল কৌশিলের অধি
নের আত্মা দিয়াছেন।

—১—
আমাদিগের কাশীস্থ সংবাদ হা
লিখিয়াছেন :

২৬ জুন শুক্রবার বেনারস এসোসিয়ে
সভার মাসিক অধবেশন হইয়া গিয়াছে। তৎ
প্রধানকার প্রায় সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক
ও অন্যান্য অনেক ভ্রম লোক আগমন করি
তলেন। আমাদের সুযোগ্য সভাপতি শ্রী
বাবু গিরীশচন্দ্র দত্ত উৎকট পীড়ায় পীড়িত
ধাকাতের বেতনও হিউলেট সাহেব সভ্যদিগে
কনুরোধে তাঁহার আসন গ্রহণ করেন। তদন
সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু হর্গাচরণ চট্টোপাধ্য
সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলে শ্রী
বাবু লক্ষীধর "এতদেশীয়দিগের প
ব্যায়ামচর্চার সহপায় কি," এই বিষয়ে ইং
জীতে একটা প্রবন্ধ পাঠ করেন। রচনাটি প্র
আমাদের স্পষ্ট উপলক্ষ হইল, যে ক্রিকে
খেলাই তাঁহার মতে এতদেশীয়দিগের প
ব্যায়ামশিক্ষার একমাত্র উৎকৃষ্ট উপায়। ত
স্তর, এই বিষয়ের মীমাংসায় তর্ক বিতর্ক আর
হয়। শ্রীযুক্ত বাবু উদ্দেশচন্দ্র সান্যাল বি, এ,
লেন, প্রত্যহ ও সন্ধ্যা কালে অল্পাধিক এক ক্রো
অমণই প্রায় সকলের স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত
যাচিত। অতঃপর জন একজন সভ্য প্রস্তাব ক
ন। যে এতদেশীয়দিগের ব্যায়ামশিক্ষার নিমি
এখানে একটা বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত
কিন্তু তাহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়া সকলে
অসম্মত হইল না। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু সু
নাথ চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, অলঙ্কীড়া ও সস্ত
রস্বাস্থ্য অতি সহজে ব্যায়ামচর্চার ফল লা
হইতে পারে। বাবু চন্দ্রশেখর সান্যাল লেখকে
মতের এই বলিয়া প্রতিবাদ কবেন যে, বাঙ্গালী
হিন্দুহানীদিগের পক্ষে ক্রিকেট উপযোগী নহে
কারণ ক্রিকেট খেলা সকল স্থানে এবং সক
করুতে হইতে পারে না। বর্ষাকাল ইহার এ

অন্তরায়। উপসংহারকালে শ্রীযুক্ত বাবু
 গুপ্তের নামে এই মীমাংসা করেন, যে সর্ব
 মন্যমান সকল ব্যক্তির প্রিয় নহে, কেহ
 প্রিয়, কেহ শরনিকাতক কেহ ভয়
 কেহ বা মঙ্গলীভাসক, এবং প্রকার
 শরীর এবং মনের ভাব অনুসারে হইয়া
 অতএব যে ব্যক্তি যে ব্যায়াম ভাল
 তাঁহার সেই ব্যায়ামচর্চা শ্রেয়স্কর। কিন্তু
 শরীরদিগের পক্ষে সকল সময়েই দুর্ভাগ
 ও ভয়প্রভৃতির ব্যায়ামচর্চা আর
 দৃষ্ট হয় না। সাধারণের ইহাও স্মরণ
 উচিত, যে ব্যায়াম আরম্ভ করলে যেমন
 সবেল ও পীড়াশূন্য হইতে থাকে, তেমন
 ম পরিত্যাগ করিলে দেহ দুর্বল ও বাত
 রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

লগ্নের কর্মসারীদিগের কর্তব্য কর্মে অম
 গ করা একটা অতিদুর্ভাগ্য স্বভাব হইয়া
 উঠাছে। সেদিন ইষ্টারন বেঙ্গল রেলওয়ে
 যাত্রার সূত্রদিগের অনবধানতাসে
 গর স্টেশনে ভয়ানক চূর্ণটনা ঘটিল।
 তাহাতেও তাহাদের টেচনোলজি হইল
 ইবেই বা কেন? রেলওয়ে কোম্পানির
 ভারতবর্ষীয়দিগের অভিযোগ প্রায়ই
 ক কাল নিক বলিয়া প্রতিকূল বায়ুতে তুষে
 নিপরীত দিকে উড়িয়া যায়। সংপ্রতি
 (১) আমার কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধু
 পলকে কালকাতা ও পাটনায় গমন করি
 লন। তাঁহাদের প্রমুখাৎ জ্ঞাপন করিলাম
 ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির মূল
) লাইনে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে আসলে
 হয় না। কেবল বাগানগী শাখা রেলওয়ে
 মোগল সরাই হইতে কাশীর স্টেশন
 (৭ মাইল পথ) আলো দিতে দেখিতে
 যায়। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির
 শ্রেণীর আবেদীদিগকে সমস্ত পথ অন্ধ
 আনিয়া সাত মাইলের জন্য আবার
 দিয়া কেন ব্যয়বৃদ্ধি করেন, আমরা ইহার
 কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।
 লা জন অধি এখানে চৌকীদারী টেক
 ইয়া চুক্তি টেকসের কার্য আরম্ভ হইয়াছে।
 চুক্তি টেক আদায়ের ভার মিউনিসিপালি
 তে অর্পিত থাকিবে।
) রাজ্য এখানকার খোজুরা বাজারে
 ঐশ্বর্যবর্ষীয় যুবক সর্পাঘাতে মৃত্যু
 হইল।
) এক পক্ষ কাল বৃষ্টি না হওয়াতে এখা

নে ভয়ানক ঐশ্বর্য বোধ হইতেছে, এবং ভয়
 জন পুনরায় ওলাউঠার প্রার্থনা হইয়াছে।
 এ সময়ে শীত বৃষ্টি না হইলে শস্যের পক্ষে
 ঘোরতর অনিষ্ট হইবে।

**আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদ-
 দাতা লিখিয়াছেনঃ—**

১। মহাশয়, সংপ্রতি মুরার ছাউনিতে পুন
 রায় চোরের একরূপ লৌরান্দা হইয়াছে যে, অত্র
 জনগণ একেবারে অস্থির হইয়াছেন। রাজ্যে
 কেহ নিরীক্রে নিত্রা বাইতে পারেন না।
 পূর্বেই লিখিয়াছিলাম, এখানকার চোরেরা
 আমাদের দেশের ডাকাইতদিগের ন্যায় ভয়া
 নক। ইহারা প্রায় সশস্ত্র হইয়া চুরি করে। এক
 রাত্রে ৩৪ স্থানে চুরি হয়। মধ্যে দুই জন চোর
 ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই
 তাহারা কেবল এক মাসের নিমিত্ত কারাবদ্ধ
 হইয়াছে !!! এক দিন আমাদের এক প্রিয় বন্ধুর
 গৃহ হইতে কিছু টাকা ও কতকগুলি প্রয়োজনীয়
 কাগজসম্বলিত একটা বাক্স চুরি করিতে তৎপর
 দিন পুলিষের লোকদিগকে বলা হইল যে, যদি
 আমার বাক্স ও কাগজ না পাওয়া যায়, তবে
 আমরা মাজিস্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিব। এই
 কথাই তাহারা কহিল যে, আপনাদের একরূপ
 করিতে হইবে না, আমরা আপনার বাক্সপ্রভৃতি
 অনুসন্ধান করিয়া দিব। তৎপরদিন কেবল নগদ
 ১০ টাকার তীত কাগজসম্বলিত বাক্স পাওয়া
 গেল। বাক্স মুরার নদীর তীরে ছিল। বোধ হয়,
 এখানকার চোরেরা নোটের মর্ধ্যাদা জানে না।
 সুতরাং নোটপর্ধ্যস্ত পাওয়া গেল। মহাশয়।
 এই কয়েক দিনের মধ্যে যেসকল চুরি হইয়াছে
 প্রায় অধিকাংশই পুলিষের সন্মুখে ও চতুঃ
 পাশ্বে হইয়াছে। শুনিলান পুলিষের লোকেরা
 এইসকল বৃত্তান্ত প্রথমে মাজিস্ট্রেটের গোচর
 হইতে দেয় নাই। এই দুই দিন হইল মাজিস্ট্রে
 টের গোচর হওয়াতে কিছু উপকার হইতেছে।
 তথাপি লোকের ভয় বাইতেছে না। গত রজনী
 তিমিরান্দর ও মেঘমালাসম্বিত হওয়াতে
 চোরেরা আবার উপদ্রব করিয়াছিল।

মহাশয়! এখানকার সকল লোকেই কহি
 তেছে এবং আমাদেরও অনুমান হইতেছে যে,
 এখানকার পুলিষই সকল অনিষ্টের মূল। পুলি
 ষই চোরের বাতান। এ বিষয়ে মহারাজের রাজ
 ধানীকে কালিদাসবর্ষিত দিলীপ রাজার রাজ্য
 বলিলেও হয়। শুনিলান এখানে প্রায় চুরি ও
 দস্যুর ভয় নাই। নগরে লোকসংখ্যা কম নহে

অথচ কোন প্রকার অত্যাচারের কথা শুনা
 না, যেমন পুলিষ কুশুখলাসম্পন্ন অধি
 রাও সেই রূপ নিরীকরোধী।

আমাদের বিচক্ষণ গবর্নমেন্ট নানা
 সত্বে ও উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াও
 মধ্যে শান্তিরক্ষা করিতে পারিতেছেন
 আশ্চর্য !!! এই নাম'না একটা ছাউনির
 রক্ষা করিতে পারেন না?

২। এই স্থানের অমতিদূরে শটেনচর
 একটা গিরি আছে। সেই গিরির উপরি
 একটা মন্দির আছে। ঐ মন্দিরের তীরে শ
 বের বিকট মূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। গত
 বঙ্গাব্দে ঐ স্থানে এক মেলা হইয়া
 অনেক লোকের সমাগম হওয়াতে বড়
 হয়। যাত্রীরা ঐ গিরিনিঃস্থত একটা
 স্নানাদি করিয়া ষোড়শোপচারে শনির
 দেন। অত্রত্য লোকের এই বিশ্বাস যে শ
 নর্শন ও ইহার পূজা করিলে শনির দৃষ্টি
 না। অশ্বমেধের লোকেরা অবশ্যপ্রাচিত্য
 আকস্মিক ঘটনাকে গ্রহবেত্তা মনে করে
 শনিকে তদ্ব্যপ্যে ঐকান্তি জান কবান্তে অনেক
 হইতে এই শটেনচরীর্থে যাত্রীর সমাগম

মহাশয়! সমগ্র ভারতবর্ষের লোকস
 বিবেচনা করিতে গেলে বোধ হইবে যে, অ
 ও কুসংস্কারের রাজ্য অত্যাপি সমানর
 দেশে রাজত্ব করিতেছে, আমাদের দেশীয়
 রা যতদিন না বিদ্যার প্রকৃত মাহাত্ম্য
 স্ব স্ব অধিকার মধ্যে ইহার জ্যোতি
 রার্থ বরবান হইবেন ততদিন এদেশের সর্ক
 তাবে কল্যাণ নাই।

৩। মিরট হইতে এখানে কয়েকটা
 আসিয়াছে। গত ২১ এ জন
 হস্তীগুলিকে প্রাণ করাইতে লইয়া গিয়া
 তদ্ব্যপ্যে একটা পূর্ণ মাহাত্ম ছিল না। এ
 কুলী ছিল। সেই হস্তীটা একটা হস্তিনী দেখি
 হার প্রতি ধাবমান হওয়াতে কুলী পড়িয়া
 পড়িবামাত্র হস্তী পশুদ্বারা তাহার উ
 একরূপ ভয়ানকরূপে বিদ্ধ করিল যে, সে টা
 বাইতে হইয়া গেল। অনেক লোক আসিয়া
 কে ছাড়াইয়া দিল। সে ব্যক্তি একরূপ
 হইয়াছে যে তাহার বাঁচিবার সঙ্কাননা

৪। অত্রস্থ বাঙ্গালা সমাজের একটা অ
 স্বরূপ এঞ্জিনিয়ার আকিসের একটা
 শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধনু মিরটে বহলি হইয়া
 ইহার অভাবে অত্রস্থ বাঙ্গালীদিগের কা
 ডীর বিশেষ দুঃখ হইবে। কালীবাড়ীর
 কাংশ ব্যয় ইহার দ্বারা প্রদত্ত হইত। ইহা
 ইনি অনেক সাধারণ কার্যে অর্পসাহায
 বিশেষ উপকার সাধন করিতেন। এখা
 এত বড় এঞ্জিনিয়ার আকিসের পরিচয়

কন এফাকি করিতেন। একনে তাঁহার
 পেশাও অধিক বেতনের এক জন কিরি
 টাউন্ট হইয়া আসিয়াছেন এবং তিনি
 এক জন বাঙ্গালী আসিষ্টাণ্ট চাহিয়াছেন
 গনে এক জন বাঙ্গালী অন্যায়সে সুপ্তসা
 কার্য করিতেছিলেন তাহার ত্রিগুণ
 সেই কার্য অন্যের দ্বারা হয় কিনা
 তথাপি কিরিজ সাহেবদিগের ধর্ম্যাদা
 আশ্চর্য্য !!!

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজগৃহনির্মাণার্থ
 পশ্চিমের স্থানে স্থানে চাঁদা সংগ্রহ হই
 । অত্রত্য বাঙ্গালী জাতারা এবং কয়েকটি
 উৎসাহের সহিত চাঁদা প্রদান করিয়া
 পোষ হয় অচিরকাল মধ্যে ভারতবর্ষীয়
 নামের সার্বক্যোধন হইবে। এই সমাজই
 চব্বিশ সকল জাতির সাধারণ উপাসনা
 হইবে। বিবাদ বিসম্বাদ পার্থপরতা ধর্ম
 জাতিভেদ চলিয়া গিয়া এখানে সকলে
 এক ধর্ম এবং সকলেই এক জাতি হইবে
 এমন দিন শীঘ্র আনয়ন করুন।
 দিও এখানে রীতিমত বর্ষার সমাগন হয়
 কিন্তু গ্রীষ্ম আর নাই বলিলেও হয়। প্রায়
 এই জলীয় বায়ু প্রবাহিত এবং মধ্যে মধ্যে
 হইতেছে।



এলাহাবাদ হইতে এক ব্যক্তি
 ধরাছেন।

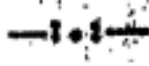
এখানে গ্রীষ্মের আরম্ভাবদি একালপর্যন্ত
 প্রথম উত্তাপে ও আঁদির ধূলয় এবং
 উষ্ণ বায়ুতে আমরা অত্যন্ত ব্যাকুল
 হিলাম, আবার তাহাতে বসন্ত রোগের
 ভাবে সর্বা সম্বন্ধিত হিলাম। গত ১৫ ই
 সোমবার সন্ধ্যার পর এরূপ বৃষ্টি হইয়াছে
 কোন কোন রাস্তার উপর প্রায় এক ফুট
 মাণে জল দাঁড়াইয়াছিল। অতএব ইহাতে
 কণ বোধ হইতেছে, আমরা এবংসর বৃষ্টি
 র হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম।

অত্রত্য সদর বোডের প্রধান মেঘর সি, বি,
 শীল সাহেব সি, এম, আই, বহুৎ রোগে
 চিকিৎসা নীড়িত হইয়া কেপে গমনান্তিপ্রায়ে
 কাতা নগরে নিয়াছেন। এই মহোদয়
 পুরোপকারী ও এ দেশের এক জন
 বর্ষ হিতৈষী। এজন্য ইহার পীড়ার সমুদায়
 কেই হুঃখিত হইয়াছেন।

এখানে সম্রাতি জীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ বসু

মহাশয় হোমিওপেথি মতে চিকিৎসা করিয়া
 অনেককে আরোগ্য করিতেছেন।

অত্রত্য লেপ্টনেন্ট গবর্নর সর উইলিয়ম
 মিয়র সাহেব গত পরশ্ব নাইনিতাল গমন
 করিয়াছেন।



ক্রীষ্টিয় সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। ক্রীষ্টি, ঢাকাপ্রদেশের অন্তর্গত।
 ইহা অতি বিস্তীর্ণ স্থান। ইহার উত্তর পূর্ব এবং
 দক্ষিণ পূর্ব দিক খাসিয়া ও ঘারো পর্বতসমূহে
 পরিবেষ্টিত। দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক ত্রিপুরা
 ও ময়মনসিংহ জেলা দ্বারা সীমান্ত। লোক
 সংখ্যা আনুমানিক দুইনাশিক ৭০০০০০ সাত
 লক্ষ হইবে। তন্মধ্যে হিন্দুর ভাগ অধিক। মুসল
 মানের ভাগ কিঞ্চিৎ কম।

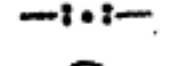
ক্রীষ্টিয় জুরম্যা, কুশিয়ারা, মহাসিংহপ্রভৃতি
 কয়েকটি নদী আছে। তন্মধ্যে জুরম্যা ও কুশি
 যারাই প্রধান। জুরম্যা নদী, মনিপুরস্থ পাহাড়
 হইতে নির্গত হইয়া মেঘনাতে প্রসিষ্ট হইয়াছে।
 ইহার তীরে এ জেলার প্রধান নগর ক্রীষ্টি এবং
 ডাকক, সুনামগঞ্জ, আচমীর ও সাহাগঞ্জ এই
 চারি প্রসিদ্ধ নগর আছে।

ক্রীষ্টি একটি পার্বত্য প্রদেশ। সুতরাং
 শীত ও বর্ষা ঋতু ইহাতে অধিক প্রবল ও অধিক
 কাল স্থায়ী। শীত ঋতুতে অধিক কাল গুন
 পর্যন্ত এবং বর্ষা ঋতুতে অধিক আধিনপর্যন্ত
 থাকে। ইহার জল বায়ু অতি উত্তম ও স্বাস্থ্য
 কর।

ক্রীষ্টিয় কুমি অতি উর্বরা। ইহার প্রায়
 সমুদায় স্থানেই বহুল পরিমাণে খাদ্য উৎপন্ন
 হয়। অত্রত্য পর্বতসমূহে কাপাস, মাকচিনি
 কমলা লেবু, রেশম ও পাথরে কমলা অপর্ধ্যাপ্ত
 রূপে আছে। স্থানে স্থানে চার বাগিচাও আছে।
 কিন্তু ফলের জন্য ইহা সমধিক প্রসিদ্ধ। বঙ্গদে
 শের অধিকাংশ চণ ক্রীষ্টি হইতে গিয়া থাকে।
 এ দেশের প্রধান নগর ক্রীষ্টি জুরম্যা নদীর
 দক্ষিণ তটে স্থিত। ইহার পূর্ব সীমা শিবগঞ্জ,
 পশ্চিম সীমা আখলিয়া গ্রাম, উত্তর সীমা
 আধরখানার বাজার ও দক্ষিণ সীমা জুরম্যা নদী
 অত্রত্য বহুসমূহ অতি সামান্যরূপে, বন্যাদি অধি
 কতর কর্ম্য। পঞ্চমালি বর্ষাকালে এরূপ কদমসয়
 হইয়া উঠে, যে চলিতে কোন কোন স্থলে
 আনুপর্ধ্যাপ্ত পক্ষে নিমগ্ন হয়। এখানে জমী
 কালেটরি, মাজিট্টেটী, জাইটমাজিট্টেটী,
 ডেপুটী মাজিট্টেটী, সদরআমিনী, মুমসেকি,
 পোষ্ট আণীস ও ইঞ্জিনিয়ার আণীস এই কয়েক
 টী মাণীস আছে।

আমাদিগের কোরহাজিহ সংবাদ
 দাতা লিখিয়াছেন।

১। কতিপয় দিবস হইল, তাওয়ার নাম
 স্থানের পাখবর্তী নদীতে একদা নিশীথ সমা
 হই খানা নৌকাতে দল্লতা হইয়া গিয়াছে
 সেরেজাবানিবাসী কতিপয় সোরাবিকেল
 (শুক মৎস্য ব্যবসায়ী) তাওয়ারের হাটে
 খালের নিকট নৌকা রাখে। দিব
 কাব্য করিয়া রাত্রিতে সেই স্থানেই শয়ান থাকে
 নিশীথাগে কয়েক জন হরাখা দল্লতা আসি
 তাহার নৌকায় প্রবেশপূর্বক নৌকা খুলি
 দিল। নৌকা জ্বোতোবেগে কিয়দূর গমন
 করিলে হর্ষ ভেড়া হুস্পৃহিতর চরিতার্থতা সাধ
 প্রকৃত হইল। সোরা বিক্রেতাদিগের সঙ্গে মৎস্য
 ৭০ টাকা ও চারি টাকার পরশা মাত্র ছিল
 ২। গত ১০ই টেল্যে শুক্রবার অত্র
 আনজোতির্কিকাশনী সভার চতুর্থ সাধৎসবি
 অধিবেশন অতি সমারোহে হইয়া গিয়াছে
 গতকর দেশীয় ও বিদেশীয় প্রায় দুই শত বি
 মহোদয়ের সমাগম হইয়াছিল।



প্রেরিত

মান্যবর জীযুক্ত গোমপ্রকাশসম্পাদক
 মহাশয় সমীপেষু।

জীযুক্ত লেপ্টনেন্ট গবর্নর আসানে আ
 করিলে আসানবাসীদিগের কষ্ট ও প্রার্থনী
 বিষয় তাঁহার পোচর করিবার অভিপ্রায়ে
 গামি আবেদন পত্র প্রাপ্ত করিবার নি
 অত্রত্য কতিপয় দেশীয় তত্র লোকে গত
 আঘাত একটি সত্ব করিয়াছিলেন। সভায়
 সকল বিষয়ের আলোচনা হয়, তাহার সং
 বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

জীযুক্ত বাবু গঙ্গানাথ বড়ুয়া সভাপ
 অসন গ্রহণপূর্বক সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা ক
 এ দেশের রাজপুত্রদিগের দ্বারা যে
 অত্যাচার হইয়া থাকে এবং বিশেষ
 কাহারো যে বলপূর্বক স্থান ধরিয়া থাকে
 তৎপ্রত্যক্ষ করিয়া একটি সুসংগত সু
 বহুলতা করিলেন। জীযুক্ত বাবু বলাগাম কুরন
 কথা করিয়া বলিলেন যে আসানের দ্বাছ
 স্থলে দেশীয় ভাষা প্রচলিত না হইলে
 পক্ষে মঙ্গল নাই। তৎপরে আসিষ্টাণ্ট জ
 য়েল কমিসনর জীযুক্ত বাবু গঙ্গাগোবিন্দ
 বলিলেন, ব্রহ্মপুত্র নদ বর্ষাকালে অতিশয়

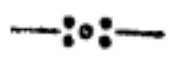
নক হইয়া উঠে এবং গোহাটীর নিকটে কতকগুলি প্রস্তর জলে মম আছে। তন্নব্বজন প্রতি বৎসর প্রায় ২০-২৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে। অতএব গোহাটীস্থ লোকদিগের পারা পারি নিমন্ত একখানি বাষ্পীয় মোকা রাখা কর লেপ্টনান্ট গবর্নরকে এই অনুরোধ করা কর্তব্য। এদেশের ভূমিতে প্রজাদিগের কোন স্বত্ব নাই। এট বিষয়ে গোহাটীর হাইকুলের প্রধানক জীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন গোস্বামী একটি প্রস্তাব করিয়া এই প্রতিপন্ন করিলেন যে, প্রজার ভূস্বত্ব না থাকিতে দেশে কোন প্রকার উন্নতি হইতেছে না এবং গবর্নমেন্ট যখন যাহার ভূমি গ্রহণ করেন তখন তাহার অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। এদেশের রাজকর বৃদ্ধি হওয়াতে প্রজাদিগের যে অস্তিত্ব ক্রমে হইতেছে, ইহাও গোস্বামী মহাশয় উল্লেখ করিলেন।

তৎপরে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, হাইকুলে এক জন আইনের অধ্যাপক নিয়োগের জন্য লেপ্টনান্ট গবর্নর সাহেবকে অনুরোধ করা কর্তব্য। পূর্বে কলিকতার চিঠি ১২ দিবসে আমের পৌঁছিত, এক্ষণে ইনস্পেক্টর পোস্ট মাস্টার জীযুক্ত বাবু সূর্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা ডাক গতায়ত্তের এক্ষণ সুপ্রণালী রাখাছে যে আমরা ৫ দিবসে কলিকাতার চিঠি প্রাপ্ত থাকি। ইনস্পেক্টর বাবু বলিলেন, গবর্নমেন্ট যদি বর্ষাকালের জন্য কিঞ্চিৎ টাকা ব্যয় করেন, তাহা হইলে সংবৎসর এই প্রকারে ডাক গতে পারে। তাহার মতে পবলিকওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের দ্বারা এই কার্য কখন সুসম্পাদিত হইবে না। অতঃপর তিনি এই ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের শৈথিল্য ও অপব্যয় প্রভৃতি নিয়ে এক প্রস্তাব করিলেন। পরিশেষে ডেপুটি কোম্পানির এজেন্ট জীযুক্ত বাবু গোলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, গোহাটী আগদানি রপ্তানির যোগ্য একটি স্থান না থাকায় বনিকদিগের অনেক অন্তর্বিধা হইতেছে। উপরে যেসকল বিষয়ের উল্লেখ করা গেল, সেগুলি সঙ্গত সন্দেহ নাই। তৎপরি আর কতগুলি বিষয় আছে, তাহাও বিবেচনা করা উচিত ছিল। এদেশে মিউনিসিপাল করের অভ্যাচার এবং দেশীয় লোকদিগকে কর দিয়া দেওয়াতে যে অবিচার হইতেছে

লেপ্টনান্ট গবর্নরকে বিদিত করা কর্তব্য।
অনেক আসাম
দেশীয়

লম্পাদিক মহাশয়! এখানেও আবার গাড়ির মাশুল হইতেছে। শুনিতেছি গাড়ি গুলি তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া জিনি বিশেষের তিন ভিন্ন প্রকার বাৎসরিক মাশুল নিদ্ধারিত করা হইবে, এবং একা ও ব্যয়ল গাড়ির মাশুল গবর্নমেন্ট স্বতন্ত্র লইবেন ইহাতে দরিদ্র দিগেরই কষ্ট বড় লোকের বড় কথা। যদি ব্যক্তিরাই জুড়ি ও গাড়ি চাপিয়া থাকেন, তাঁহাদের আর ইহাতে কি বিশেষ ক্ষতি হইবেক, কিন্তু বাহাদের জন্ম আর তাঁহারা যে ছই চারি পরসাদিয়া একা চাপিয়া বেড়াইতেন, ক্রমে তাহাই লয় হইতে লাগিল। আরোহীদের গলা না কাটিলে দরিদ্র একাওয়ালারা আর কোথা হইতে গবর্নমেন্টের পেট ভরাইতে পারিবে কিয়দিন হইল এখানে বাণিজ্য দ্রব্যাদির মাশুল লওয়া হইতেছে। সম্প্রতি গাড়ির মাশুল লইবার প্রস্তাব চলিয়াছে কিন্তু গাড়ি চলিবার রাস্তা গুলির শুবিধা করিবার বিষয়ে তত মনোযোগ দেখিতে পাই না এখানকার গলি রাস্তা গুলির দুর্বস্বার বিষয় প্রেরাগদূত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল বিশেষ মহাশয় অবগত আছেন।

এলাহাবাদ
২৪ এ জুন ১৮৭৯।



মূল্যপ্রাপ্তি ।

জীযুক্ত বাবু রাধিকানারায়ণ ঘোষ	অবলপুর
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ আষাঢ়	১৩
" " জগন্মোহন সিংহ	মেদিনীপুর
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ডাক	৩৫০
" " শীমনাথ মন্দি	কাছাড়
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ জ্যৈষ্ঠ	১৩
" " ব্রজনাথ রায়	অন্দলপুর
১৮৬৮ জুন হইতে নবেম্বর	৭
" " ডবলিউ, বি, ওল্ড হ্যাম	কটক
১৮৬৮ জুন হইতে ৬৯ মে	১৩
" " কেশবমোহন সিংহ	দিনাজপুর
১৮৬৮ মে হইতে ৬৯ এপ্রেল	১৩
" " নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	মেদিনীপুর
১৮৬৮ জুন হইতে ৬৯ মে	১৩
" " বিবেকানন্দ পাণ্ডে	কায়াবা
১৮৬৮ জুলাই হইতে ৬৯ জুন	১৩
" " রাধাবল্লভ সিংহ দেব কুচিয়াকোল	
১২৭৫ রৈশাখ হইতে চৈত্র	১৩
" " আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় হিন্দুহট্টেল	
১৮৬৮ জুলাই হইতে ডিসেম্বর	৫৫০

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না। ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা বাণ্যাসিক ৫৫০ টাকা, মফস্বলে ডাক সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং সিক ৩৫০। তিন মাসের স্থানে অগ্রিম গ্রহণ করা যায় না। ছুটি, বয়ান্তি চিঠি, অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অগ্রিম হাফাতে হাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

হাঁহার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাহা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক হইবে ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বলে হইতে সোমপ্রকাশ মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি ক্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাইয়া দেন।

হাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত আসিবে, এক মাসপূর্বে তাঁহাদিগকে লিখিয়া জানান হইবে, কাল অতীত হইলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ হইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাই হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের দ্বারা চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

হাঁহার মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাকতিপোতার জীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ।

৩৬ সংখ্যা।

“ প্রবচনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমতী ন শীযতাং । ”

—২০৩—

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ মশ
ম সাপ্তাহিক ৫৥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫ । ৩১ এ আষাঢ় । ১৮ ১৮ । ১৩ ই জুলাই

{ মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক
সাপ্তাহিক ৭, ও টেক্সনাসিক ৩৫।

বিজ্ঞাপন।

দাসকোম্পানির বক্তব্যকার প্রেস।

৪৫ নং মদনবড়ালের লেন,

ওয়েলিংটন স্ট্রীট।

উক্ত দাসকোম্পানি একটি মুদ্রাবক্তব্য
স্থাপন করিয়াছেন। পুস্তক, সংবাদপত্র,
বই, চিঠি, চেক, টেবিলপ্রকৃতি সকলপ্র
কার্য, বাজারের নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা
মূল্য, বঙ্গ সময়মধ্যে ও সুচারুরূপে নিষ্কার
প্রদত্ত আছেন। অপর উক্ত কোম্পানি
সাধনের ভারগ্রহণ করিবেন। শ্রীরাম
প্রসাদ রামচন্দ্র কর্মকারের বাজালা নানা
মুদ্রন অক্ষর ও বিলাসিতা নানাবিধ ইংরাজী
অক্ষর এবং যন্ত্রালয়ের আবশ্যিক সমস্ত
সংগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে সাধারণের
সেবা ও অগ্রগ্রহ প্রার্থনা করেন।

কলিকাতা } শ্রী অম্বিকাচরণ দাস।
ই আষাঢ় } যন্ত্রাধ্যক্ষ।
১২৭৫

—:—

সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক।

উক্ত সর্কসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
বে যে গত ২ রা টেক্সন আমার ভবনের সম্মু-
খ গবর্ণমেন্ট সাংঘাতকৃত বিদ্যালয়গণের
উপর বেলুড় গ্রামবাসী অস্ত্রন বর্ষিকার্থী
সংস্করণনামক জনৈক পথিকের যে
কর্তব্যকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আজি অবধি
সেইর মধ্যে যে ব্যক্তি তাহার হননকারীর
ক্ষমা করিয়া দিতে পারিবেন, তাহাকে
মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে।
সেইর পর এক বৎসরকালমধ্যে অল্পসঙ্কাম
সংবাদদাতাকে ৫০০ পাঁচ শত মুদ্রা
প্রদান করা হইবে। অতিশয় আক্ষেপের বিষয়
উল্লিখিত দিবস অবধি গবর্ণমেন্ট পক্ষ

হইতে এবং স্বপক্ষ হইতে নানাবিধ অল্পসঙ্কাম
করা হইতেছে; কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য
হইতে পারা যাইতেছে না।

দাসকোম্পানি }
১৮৬৮ সাল } শ্রীগোপীলাল পাণ্ডে।
১২ ই জুন

—:—

অতিথান।

শকাধু দি	২৥০
শকাধুপ্রকাশিকা	৩
শকাধু	৩
শকাধু মুদ্রাবলী	৭
শকাধু রত্নমালা	৫
শকাধু প্রচারিকা	৩
প্রকৃতিবাদ	৫
সংস্কৃত পুস্তক	
রঘুবংশ সঙ্গীত	৮
উত্তর নৈবধচরিত	১৥০
ভট্টিকাব্য	৪০
অষ্টাবিংশতি তন্ত্র	৩৫
দশরূপক	১৫০

কলিকাতা } শ্রীকেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ণওয়ালিস }
স্ট্রিট ১৭৭ নং } পুস্তকবিক্রেতা।

—:—

গ্রাহকগণের প্রয়োজনচেষ্টা নিম্নলিখিত
সংস্কৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল।
গ্রাহকগণ পূর্ণ তদাতীত নিম্ননির্দিষ্ট সম্পূর্ণ
মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে
প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাসুল লাগিবেক।

মহানারথের টীকা সহিত।	
শিশুপাল বধ (মাঘকৃত) মূল্য	৮
রঘুবংশ (কালিদাসকৃত) "	৫৫০
কিরাতার্কুনীর (ভারবিকৃত)	৩৥০

বিদ্যার্থীগণের ক্রয়সুবিধার্থ নিম্নলিখিত
কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগর
সঙ্গীত মুদ্রণারত হইবেক। প্রকাশের পূর্বে
ভুক্ত হইলে গীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি
পৃষ্ঠা তিন পরসার হিসাবে খণ্ডে বা সম্পূর্ণ
প্রকাশিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য
করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণ
স্বতন্ত্র ডাক মাসুল লাগিবেক।

অতুসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলে
মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্কশী। মুদ্রার
রত্নাবলী। মালতীমাধব। সাংঘাতকৃত
বা সাংঘাতকৃতিকা। মহাবীরচরিত। উত্তর
চরিত। মুদ্রাবোধ। দশকুমারচরিতের উক্ত
পাণিনি। বসন্ততিলকতান। অমরকোষ। শ
ভাষা। আনন্দগিরি, জীধরনামী ও মধু
সরস্বতীর টীকা সহিত শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভা
বিকু পুরাণ। কান্দবরী। ভট্টিকাব্য। নাগা
কাব্যপ্রকাশ। চড়ক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান }
কৃত্যকর যন্ত্র নিমিত্তলা } শ্রীভুবনচন্দ্র
স্ট্রিট ৩২ সংখ্যক তান।

—:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ
জোড়া বাগান।

বিক্রয়ের নিয়ম।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাচাই
করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন
লিখিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেগারস্ আরবে
খনট এনং ক

—:—

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান । সর রাজা রাধা-
শিব দেব বাহাদুরের কৃত । উত্তমরূপে সোণা
য় ক্রান্তন বঁধান মূল্য ২৫০ টাকা ।

শ্রী যানন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ ।

—:—

রানীগঞ্জ পটরি কোং
লিমিটেড ।

কোম্পানী করিবার সূচিকণ টাইল ।
কোম্পানীর মিসনরোস্থিত ৪ নং অফিসে
সর্বসম্মত দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি
কোন প্রয়োজন হয়, ঐ অফিসে অনুমতিপত্র
প্রাপ্ত হইয়া দিবেন ।

—:—

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাউ-
কেন যে, যখন কোন দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা রেল
যন্ত্র দ্বারা প্রেরণ করা হয় তখন যে ব্যক্তির
নামে কট দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা পাঠান হইতেছে
তার উচিত যে তিনি যে ট্রেনে হইতে
যাওয়া উচিত তাহা জানিয়া থাকেন, সেই ট্রেন
যাত্রা বা পুলিন্দার রসিদ যে ট্রেনে
যাওয়া বা পুলিন্দা পাঠান হইয়াছে সেই ট্রেনে
যাওয়া উচিত । নচেৎ তাঁহাকে প্রেরিত দ্রব্যাদি বা
পুলিন্দা দেওয়া হইবে না ।

যদি কোন নামে দ্রব্যাদি পাঠান হয়, তিনি স্বয়ং
উচিত হইয়া দ্রব্যাদি লইতে না পারিয়া যদি
কোন ব্যক্তিকে উহা লইতে পাঠান, তবে
তার নামে দ্রব্যাদি পাঠান হইয়াছে তাঁহার
উচিত যে তিনি প্রেরিত ব্যক্তিকে দ্রব্যাদি দেওয়া
এই প্রার্থনা রাসদের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিয়া
কর করিয়া লেন । নচেৎ দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা
দেওয়া হইবে না ।

কোম্পানী করিবার সূচিকণ টাইল
কোম্পানীর মিসনরোস্থিত ৪ নং অফিসে
সর্বসম্মত দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি
কোন প্রয়োজন হয়, ঐ অফিসে অনুমতিপত্র
প্রাপ্ত হইয়া দিবেন ।

কোম্পানী করিবার সূচিকণ টাইল
কোম্পানীর মিসনরোস্থিত ৪ নং অফিসে
সর্বসম্মত দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি
কোন প্রয়োজন হয়, ঐ অফিসে অনুমতিপত্র
প্রাপ্ত হইয়া দিবেন ।

কোম্পানী করিবার সূচিকণ টাইল
কোম্পানীর মিসনরোস্থিত ৪ নং অফিসে
সর্বসম্মত দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি
কোন প্রয়োজন হয়, ঐ অফিসে অনুমতিপত্র
প্রাপ্ত হইয়া দিবেন ।

নীতিসার (১ য় ভাগ)
নীতিসার (২ য় ভাগ)
প্রচারিত ।
মুদ্রাবোধ ব্যাকরণ

শ্রী হারকানাথ শর্মা ।

—:—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রতিনিধি
সভা ও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগ
গের যোগ করিবার প্রস্তাব উক্ত দিবসে উল্লি
খিত স্থানে অপরাহ্ন ৩ ঘটটার সময়ে বিচারিত
হইবে । প্রতিনিধি সভা ও প্রচারবিভাগের সভ্য
মহাশয়েরা তৎকালে উপস্থিত হইয়া তদ্বিষয়
নিষ্পত্তি করিবেন ।

শ্রী কেশবচন্দ্র সেন ।

—:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত ।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলমাদি নানা
বিধ দ্রব্য পাওয়া যায় । মফসলে ঘড়ী অঙ্গুরি
হত্যাদি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক
আনার হিসাবে কমিসন দি । ঘড়ী কেহ অধিক
টাকার দ্রব্যাদি লয়েন তাহা হইলে ১/১০ আনার
হিসাবে কমিসন পাইবেন ।

গোল্ড স্মিথ টেপট্রিকেল ওয়াক	৩৫
আরোবিয়ান নাট	৩৫
স্পেকটেক্টার	৩৫
বেলেয়ার্স লেকচার	৩৫
জোসেফস ওয়াক	৩৫
ইংরাজী ভগবৎ গীতা	২
ইং কাদম্বরী	২
ইং হিষ্টরী অফ প্রোগ্রেশন গ্রেট ব্রিটেন	২১
ইং শকুন্তলা	২
ইং হিতপোদেশ	১
পুরুষ পরীক্ষা	১
লয়লামজুন	১
প্রিয়দর্শন	১
ভুরকীর ইতিহাস	১
রীতিমূল	১০
কাগজ দীপিকা	১
সঙ্গীতানন্দ লহরী	১০
বৈশাখ চরিত	১১
বিদ্যুৎ যন্ত্রপুস্তক	১০
বানী বিবাদী কল্পন	১
হারকানেলী কৌমরী	১১

রাম উপাখ্যান
রামচরিত
সঙ্গ কাণ্ড রামায়ণ পদ্য
অষ্টাদশ পর্ক মহাত্মারত পদ্য
শিকাপ্রণালী
গোলকের উপযোগীতা
জানকী নাটক
বীরবাক্যা বলী
বিধবা বঙ্গাঙ্গনা
কীচকবধ কাব্য
চরিত মঞ্জরী
কবিকল্পণ চণ্ডী
কাশীধণ্ড
প্রভাশখণ্ড
কলীকৌস্তক নাটক
কবিকলাপ
রামাভিষেক নাটক
চন্দ্রবিলাস নাটক

কলিকাতা জোড়া-
সাঁকো ৬৪ নং } শ্রী প্রতাপচন্দ্র
নগদ মূল্য বিক্রয়

—:—

বঙ্গকামিনী নাটক (মূল্য এক টাকা) ম
যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, চীনেবাঙ্গারে শ্রীযুক্ত
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬৮ নম্বর দো
এবং সংস্কৃত যন্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত
ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্র
ক্ষেত্রমুখকে ২৫ পিচিশ টাকার হিসাবে
সম দেওয়া যায় ।

রাম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

—:—

কলেজ ব্যবহার ও জরিপী নক সা
করিবার নিয়মসম্বলিত বস্তুর পরিমাপক
ও জরিপ "কলিকাতা সূচিকণা স্ট্রীট মহেশ
বাগানে ১৮ ১৮ নং বাটীতে এবং স
পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে । মূল্য
সমস্ত ১ এক টাকা

শ্রী প্রসন্নকুমার দাসিয়া

—:—

ইংরাজী ১৮৬৯ সালের প্রবেশিকা পর
সাহিত্যের অর্ধপুস্তক রেবেরেও আর, রা
কর্তৃক প্রস্তুত হইয়া খেকার স্পিক কোং
কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীদ্বারা বি
হইতেছে মূল্য ১০ এক টাকা চারি ক

—:—

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানাইতে
জেলা ২৪ পরগণার চৌকীদারী কোমসরকে

আরগাগিরি পদ এক মাসের জন্য খালী
 য উক্ত পদে এক জন একতী নিযুক্ত করা
 যাবে। অতএব অন্যকার আবেদনমত লেখা
 যাবে যে কেহ উমেদার থাকে ১২৭৫
 র জামীন রাখিল করিয়া উক্ত কর্মের
 হও এবং দাবগার মাসিক বেতন ৩৩
 ও যত টাকা তাহশীল হইবেক তাহার
 ন কিংবা টাকা হইবে।
 ই জলাই } ট. কে বাটিন
 ২৭ পরগণার ক. ই. ট.
 মা. জে. ট.

জলাইর মহানার উত্তরে সিয়ালিয়ার
 মহানার গভ ২৩ এ জন তাবিবে খুলিয়াছে।
 সন ১৮৬৮ জুলাই মাস ৫ তারিখে বহরম-
 পুর মঙ্গল ঘরের জলের মাপ।
 ফুট ইঞ্চি
 ১১ ৯
 বহরমপুর } জীবক টি. ফস উইকস-সি. ই
 ৩রা জুলাই } গকলিক উদ্ভিদ ইঞ্জিনিয়ার
 ১৮৬৮ } বহরমপুর ডিবিজন।

শ্যক অনেক মোকাম থাকতে পোর্ট আফিসের বিলক্ষণ কার্যের ক্ষতি হয়।

২। অসম্বন্ধ কথার প্রয়োগ থাকতে এক এক লাইনে ব্যক্তির নাম, ধাম; উপাধি বা ব্যবসায় না লেখা থাকতে এক এক চিঠির মোকাম নিশ্চয় করিতে অনেক বিঘ্ন ও অনর্থক কষ্ট হয় এবং মোকাম অক্রেম বোধ গম্য না হওয়াতে কাজে কাজে ডেপুটি লেটার আফিসে এমত অনেক চিঠি পাঠাইয়া দেওয়া হয়, যাহাদের উপরিভাগ ইংরেজি ধরনে নাম, ধাম, লিখিত থাকি অনায়াসে উদ্ভিষ্টে ব্যক্তির নিকটে পৌঁছিতে পারে।

৩। অতএব তাঁহার প্রম স্বীকার পূর্বক দেশীয় লোকদিগকে উল্লিখিত অস্ববিধ কারণ জ্ঞাত করিবেন ও তাঁহার আলি পদ্ধতির উপর হস্তার্পণ না করিয়া তাঁহার চিঠি নিশ্চিত স্থানে নিঃসংশয় পৌঁছে যাই যে আমাদের অভিপ্রায় তাহা স্বন্দর করিয়া দিবেন।

৪। আমি এই বিষয়ে ডাইরেক্টর পাবলিক ইনস্ট্রাকশনকে লিখিয়াছিলাম। বিশেষ প্রেসিডেন্সি ভারনাকিউলর বিলয়সমূহে প্রচার করিবার মানসে অসম্বন্ধ পূর্বক এক মেমরেণ্ডম (নং ৩৭৩৪ তারিখ ২১ এ মার্চ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ অধুবাদ ইংরেজি আছে) লিখিয়াছেন। তাহা প্রচার করিলেই নব্য সম্প্রদায়ীরা দেশীয় ভাষা লিপির উপরে যথাসিদ্ধে নাম, ধাম, লিখিবে। যে যাহা হইক, আমাদের পর্যাপ্ত করিয়াই স্বাস্থ্য হওয়া উচিত বিবেচনা করি না, আমি আন্তরিক বাঞ্ছা করি মহোদয় সর এ গ্রাণ্টের মেমরেণ্ডমের গভ সহজ সহজ নিয়মগুলি আধুনিক দেশীয় পত্রলেখক সর্বসাধারণকে বিস্তারিত করা হয় এবং এই লক্ষ্য রাখির প্রয়োজন মার্টার ও প্রত্যেক ডেপুটি মার্টার আপনার সুযোগ ও অবকাশ বুঝিসকল নিয়ম প্রচার করিতে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করুন। আর এই স্থলে আমি প্রেসিডেন্ট ও ডেপুটি কমিশনরকে পূর্ব গ্রাফের মর্মে প্রতী দৃষ্টি রাখিয়া এই

নদিয়ার নদী।

১৮৬৮ সালের জুন মাসের ২২ এ হইতে পরগণা নদিয়ার নদীর জলের সাপ্তাহিক গাট।

স্থানের নাম	ফুট	ইঞ্চি
মহানার উপর পদ্মানদীতে	১৩	"
মহানার	৫	"
তথা হটতে হাট বোয়ালিয়া	৫	"
৪৪ মাইল	৫	"
হাট বোয়ালিয়া হটতে অমুদিয়া	৪	"
আমুদিয়া হটতে কুকাগঞ্জ	৪	"
৩৮ মাইল	৪	"
কুকাগঞ্জ হটতে জগলি নদী পর্যন্ত	৫	"
৩৪ মাইল	৫	"
ভাগীরথী।		
মহানার উপর পদ্মানদীতে	২১	৬
মহানার	১৩	৩
তথা হটতে জিয়াগঞ্জ	৭	"
জিয়াগঞ্জ হটতে কাটোয়া	৮	৬
৩০ মাইল	৮	৬
কাটোয়া হটতে নদীয়া	৮	৯
৪৬ মাইল	৮	৯
জলাই নদী		
মহানার		
তথা হটতে করিমপুর	২	৩
১৯ মাইল	২	৩
করিমপুর হটতে টিরা কাটা	৩	"
৩৭ মাইল	৩	"
টিরা কাটা হটতে নদীয়া	৩	৪
৬০ মাইল	৩	৪

সোমপ্রকাশ।

৩১ এ আঘাচ সোমবার।

ডাকসম্বন্ধে অনেক বিশৃঙ্খলা আছে। একমাত্র ডাক কর্মচারীদের দোষই যে তাহার কারণ তাহা নহে। যাঁহারা পত্রাদি প্রেরণ করেন, তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতা ও অবিদ্যাকারিতাও উহার অন্যতর কারণ। বোম্বাইয়ের পোস্ট মাষ্টার জেনরল পত্রপ্রেরণের রীতি পদ্ধতির শিক্ষাদানার্থে যে একটা আফিস প্রচার করিয়াছেন, আমরা তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, অতিনিবেশ পূর্বক পাঠ করিলে অনেকে পত্র প্রেরণের তদ্র রীতি শিক্ষা করিতে পারিবেন। এই স্থলে আমরাও পত্রপ্রেরকদিগকে দুটি বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতেছি। অনেকে পত্রে যথোচিত মূল্যের স্টাম্প টিকিট দেন না, তাহাতে কেবল যে তাঁহাদিগের প্রদত্ত টিকিটের মূল্য অনর্থক যায় একরূপ নয়, যাঁহারা তদ্রূপ বা অন্য বিধ করবে সেই পত্র গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে কতিগ্রস্ত হইতে হয়। দ্বিতীয় এক এক জন একরূপ পত্র আটিয়া দেন, তাহা যে আর এক জনকে খুলিতে হইবে, তৎকালে তাঁহাদিগের সে কথা মনে থাকে না।

পোস্ট অফিস কর্মচারীগণ

সমীপে নিবেদন

এই যে।

১। চিঠির উপরে দেশীয় ভাষায় অন্য

নদীর মহানার গভ ২৩ এ জুন তারিখে লগ্নাছে।

কাল প্রদানে বাধিত করিতে অনুরোধ
করি।

। বিলি না হইয়া বোম্বে ডেড লেটার
সে মে কল দেশীর জাযায় নাম পাম,
চিঠি নাখিল হয় তাহার সংখ্যাশত
কড় অল্প নহে । কিন্তু আমি নিশ্চয় বাধ
তরি যে, অভিলষিত রীতির অনুমান
নই এই অনিষ্টের অনেক নিবারণ হইতে
বেক ।

এফ, আর, হগ (স্বাক্ষরিত)

আফিসেটিং পোর্ট মার্টার জেন. ল ।
বাই পোর্ট মার্টার জেনেরেলের ক্যাম্প
প ৩ এপ্রেল সন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ ।

মেমরেণ্ডম নং ৩৭৩৪

না আফিস ডাইরেক্টর অব পবলিক
ক্লক, তারিখ ২১ এ মার্চ সন ১৮৬৮
। ইংরেজী রীতি অনুসারে চলিত
কয় চিঠি উপরে নাম, ধাম,
গবর্ণমেন্ট ও গবর্ণমেন্ট সাহায্যসাপেক্ষ
নাকি লার কুলের ৩য় হেড ৩২ ষ্টা ।
অন্তর্গত বিয়া অতঃপর বিবেচনা করা
ব ।

হাতে নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী চলিতে
ব ।

১ . নাম, ধাম, ইত্যাদি পৃথক পৃথক
ন লিখিতে হইবে ।

২ . যে ব্যক্তিকে পত্র প্রেরণ করা হইবে
তাহার নাম ও উপাধি থাকিলে উপাধি
লাইনে লিখিতে হইবে । যথা

রাও সাবেহ রামচন্দ্র নারায়ণ পাদকি

৩ . সর্বশেষের লাইনে কেবল জেলার,
নে শহরে চিঠি বিলি করিতে হইবে
নে পোর্ট আফিস থাকিলে সেই শহ
নাম লিখিতে হইবে । যথা

জেলা মাঠারী ।

অথবা বেঙ্গগাম ।

৪ . ন লাইনের পূর্বে লাইনে শহরের
দেশ বিলি করিতে হইবে, তাহার নাম
তে হইবে যথা অঙ্গলওয়ার পেণা ।

৫ . অথবা তাহার নাম দিতে হইবে, যথা
মেলি তালুক ।

৫ . তাহার পূর্ববর্তী লাইনে রাস্তার
নাম ও বাটার নং থাকিবে, যথা ৫ মোহাব-
চাল অথবা গ্রামের নাম থাকিবেক, যথা
সিম্পুল গাঁ ।

৬ . মোকামের দ্বিতীয় লাইনে, বে
আফিসে কর্ম করা হয়, তাহা অথবা উদ্দেশ্য
ব্যক্তির ব্যবসার লিখিত থাকিবে, যথা সেরেস্তা
দার দোকানওয়ালা ভাট ইত্যাদি ।

৭ . সকল অনাবশ্যক কথা, যথা “তাহাকে
এই লেফ ক. দিবা । ৫ ইত্যাদি লিখিতে
নিষিদ্ধ ।

৮ . পোর্টেজ ট্যাম্প চিঠি মুড়িয়া দক্ষিণ
হস্তের দিকে উপর কোণে জাটকাইতে
হইবে, যে শহরে পোর্ট আফিস আছে,
তাহার নাম অথবা জেলার নাম সেই দিকে
নিম্ন ভাগের কোণে লিখিতে হ-বে । প্রেরণ
কর্তার কেবল নামটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে চিঠির
বামদিকে নিম্ন ভাগের কোণে লেখা যাইতে
পারে ; কিন্তু “ হইতে ” এই কথা ব্যবহৃত
না হয় ।

এ, এন্ট (স্বাক্ষরিত) ।

ডাইরেক্টর অব পবলিক

ক্লক ।

— ২২৩ —

ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী
ও সর জন লরেঙ্গ ।

আজি কালি সর ফোর্ড নর্থকো-
টের রাজনীতির ভাব “ বহুবার ডে লঘু
ক্রিয়া ” হইয়া দাঁড়াইয়াছে । সিবিলা
নিক্সনের দ্বারা উদঘাটন করিবার বহুতর
আড়ম্বরের পর শেষে স্থির হইল, ভারত-
বর্ষীয় গবর্ণমেন্ট কয়েকটি পদ উপযুক্ত
দেখিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে দিবেন ।
“ এক মণ টহলও হইবে না, রাখাও
নাচিবে না । ” ভারতবর্ষের শাসনপ্র-
ণালী পরিবর্তনের বিষয়েও এই প্রকার
হইতেছে । কত আড়ম্বর হইল ; কতই
জনরব উঠিল ; ভারতবর্ষীয়েরা ভাবি-
লেন, শাসনপ্রণালী পরিবর্ত হইলে কতই
সুখভোগ করিবেন, শেবে কেবল সোম

শর্ম্মার ছাত্তুর হাঁড়ি ভাঙ্গা সার হই
গবর্ণর জেনরল উন্নতির পথে ক
নিক্ষেপ করিয়াছেন । ভারতবর্ষী
সভাতার উচ্চতম সোপানে আরো
করেন, সর জন লরেঙ্গের এ ইচ্ছা
তাঁহার সংস্কার এই, এদেশীয়েরা
তার সভাতামস্পন্ন হইলে ভারতবর্ষ
জদিগের হস্তপরিভ্রম্য হইয়া যাই
সর ফোর্ড নর্থকোর্টের এরূপ ব
আছে এখানকার গবর্ণর জেনরল
বেন । অতএব তিনি গবর্ণর জেনর
কমতারুদ্ধি ও কমতারকার প্রস্ত
যে অনুমোদন করিবেন, তাহা দাশচ
বিষয় নহে । সর জন লরেঙ্গের কুসং
ও প্রদেশবিশেষের প্রতি বিদ্বেষ
সর ফোর্ড নর্থকোর্টের স্বার্থপ
নিবন্ধন ভারতবর্ষের শাসনপ্রণ
উৎকর্ষসাধন আর কিছু দিনের নি
স্থগিত রহিল ।

সর ফোর্ড নর্থকোর্ট এ দেশ
শাসনপ্রণালীর পরিবর্তনমুখে গ
জেনরলের নিকটে দশটি প্রশ্ন ক
পাঠান । বঙ্গদেশের শাসনপ্রণালী বে
ও মান্দ্রাজের ন্যায় হইবে কি ব
প্রণালী অপরিবর্তিত থাকিবে ?
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট সাফাৎস
এ দেশ শাসন করিবেন ? কিংবা
যে প্রকার ছিল বঙ্গদেশের লেপ
গবর্ণর ডেপুটী গবর্ণরের উপাধি
গবর্ণর জেনরলের কোম্বিলের এক
সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন ?
দেশের বর্তমান ব্যবস্থাপক সভা ধা
কি না ? বঙ্গদেশের লেপ্টনন্ট গব
সহিত গবর্ণর জেনরলের যে
বোম্বাই ও মান্দ্রাজের সহিত সে
হইবে কি না ? সপ্তম প্রশ্নে জি
করা হয়, গবর্ণর জেনরল রাজধানী
করিগে তাঁহার মন্ত্রিগণ তাঁহার
যাইবেন কি না ? এবং তিনি স্বৈচ্ছ

শাসন মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া শাসন সম্পাদন করিবেন কি না? নিয়মভূত প্রবেশের নিমিত্ত গবর্নর জেনরলে আইন করিতে পারিবেন, যমুগুয়া উচিত কি অনুচিত? কাটা হইতে রাজধানী স্থানান্তর ফেটসেক্রেটারির অভিমত নহে; পি এ বিষয়ে সর জন লরেন্সের মত জানা করা হইয়াছে। দশম প্রস্তাব জানা করা হইয়াছে, বঙ্গদেশের গব-সেক্রেটারিদিগের কার্যাশ্রয় পরিবর্তন করা পরামর্শসিদ্ধ কি না? গিউবোর্ড থাকিবে কি উঠিয়া যাবে, এ বিষয়েও মতজিজ্ঞাসা করা হইছে।

এই বিষয় উপলক্ষে সর জন লরেন্সের সহিত তাঁহার মন্ত্রিবর্গের বহু অংশে তর্ক হইয়াছে। সর উইলিয়াম মুর আর সকলেই বঙ্গদেশে এক জন লরেন্স হইতে এই প্রস্তাব করিয়াছেন। লরেন্সেরও এই মত; কিন্তু সর জন লরেন্স বলেন, ইহা করিলে গবর্নর জেনরল গৌরবের হানি হইবে। এখনই ঘাইতেছে, অধীনস্থ গবর্নরেরা বিষয়ে গবর্নর জেনরলের অধীনতা প্রকারে পরিভাষিত হইবে না। বঙ্গদেশকে অধীনতা প্রদান করিলে এই অনিষ্টের আশঙ্কা হইবে। আমরা ত এ যুক্তির প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইতেছি। বোম্বাই ও মাদ্রাজের গবর্নরেরা স্বাধীন ব্যবহার করিলে যদি তাঁহার মান হানি না হয়, বাঙ্গলা দেশের গবর্নরও স্বাধীন ব্যবহার করিলে তাঁহার মান হানি হইবে কেন? তবে কি বাঙ্গলা দেশের লেপ্টনেন্ট গবর্নর তাঁহার ধামাধরা থাকেন, এই তাঁহার অভিপ্রায়? গবর্নর জেনরল বাঙ্গলা দেশের লেপ্টনেন্ট গবর্নরকে মনোনীত করিতেছেন, তাহা তাঁহাকে গবর্নর জেনরলের

অনুগত হইয়া থাকিতে হইতেছে। অতঃপর তাঁহার যদি গবর্নর উপাধি হয়, তিনি ইংলণ্ড হইতে নিয়োজিত হইয়া আনিবেন, তখন আব তাঁহার উপরে এখনকার ন্যায় প্রভুত্ব চলিবে না, তাঁহার এই শক্তি অক্ষয় হইবে; কিন্তু উহাতে যদি কাজ ভাল হয়, তাহাই কি কর্তব্য নহে? এক তুচ্ছ অভিমানের বশীভূত হইয়া একটা প্রদেশের অনিষ্টসাধন করা কি উদারশয় ব্যক্তির বিধেয়? কয়টা প্রেসিডেন্সিতে স্বতন্ত্র গবর্নর হইলে যদি সুন্দররূপে কার্যনির্বাহ হয়, আর গবর্নর জেনরলের প্রয়োজন রহিত হইয়া ব্যয়সংক্ষেপ ও এ দেশের ইষ্টসাধন হয়, সেটা কি অস্বীকার্য নহে? এখন বেরুপ টেলিগ্রাফ ও রেলওয়েপ্রভৃতির বন্দোবস্ত হইতেছে, তাহাতে গবর্নর জেনরল ব্যক্তিরে কে চলিতে পারে, তাহাও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। পূর্বে এরূপ বন্দোবস্ত ছিল না; সুতরাং গবর্নর জেনরলের প্রয়োজন ছিল। সর জন লরেন্স কাজ কমা ইবার নিমিত্ত আগামকে এক জন প্রধান কমিশনারের হস্তে দিতে বলিয়াছেন। বেহার ও কাশী লইয়া এক জন নূতন লেপ্টনেন্ট গবর্নর হউন; বঙ্গদেশের লেপ্টনেন্ট গবর্নরের বেতন বোম্বাই ও মাদ্রাজের শাসনকর্তাদিগের ন্যায় হউক, (কারণ “ বঙ্গদেশের লেপ্টনেন্ট গবর্নরকে সর্বদা ভোজপ্রভৃতি দিতে হয় !!!) সাধারণ ব্যয় রুদ্ধি হউক, সেই ব্যয় সঙ্কলনার্থ নূতন কর হউক, তথাপি এক জন গবর্নর বঙ্গদেশে না আইসেন !! তাহা হইলেই গবর্নর জেনরলের ক্ষমতা ও গৌরবের হানি হইবে। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন করা তাঁহার অভিপ্রায় নহে। তত্রত্য শাসনকর্তৃগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যেন ফেটসেক্রেটারিকে পত্র লিখিতে না পারেন। ফেট সেক্রেটারি ইংলণ্ড হইতে কোন স্থানের লেপ্টনেন্ট

গবর্নর প্রেরণ না করেন, এই তাঁহার অভিপ্রায়।

সর জন লরেন্স সিমলা প্রস্তাবে আহ্বানসহকারে স্বমত প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতা রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া সিমলাতে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত হইবে, তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, পর্তুগীজবাসীরা পথে ২৮ দিন যাত্রা করিবেন। তখন শাসনকার্য বন্ধ থাকে না; কিন্তু তিনি বলেন, “ প্রেইসিডেন্সি আমি প্রতিবৎসর সরবাব করিয়া উহার অর্থ সরকারী অর্থ ক্ষয় করিয়া দিই। আর কি কোন অর্থ হয়? রাজস্ব কি কেবল সরবাবের উৎসে বর্ধিত হইয়া আছে? তাঁহাদিগের উচিত অত্যাচার হইলে গবর্নর জেনরল দায়িত্ব করেন, বলিয়া কি তাঁহারা তুচ্ছ ধরেন? মেজর জেনরল ডুরাও সিমলাবাসীর প্রতিবাদ করিয়াছেন। সর জন লরেন্স বলেন, “ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, সিমলা মধ্যস্থ স্থান সেরা। বমিয়া উত্তম শাসন হইতে পারে। এ “ সকলেই ” কে? গবর্নর জেনরল ও তাঁহার সেক্রেটারিগণ ভিন্ন আর ব্যক্তিকেই ত সিমলাবাসীর অনুমতি করিতে দেখা যায় না।

বঙ্গদেশে এক জন স্বাধীন শাসনকর্তা নিযুক্ত করা উচিত। এপ্রস্তাব শাসন করা কুমন্ত্রকারবিশিষ্ট সিদ্ধান্ত। শাসনকার্য কৌশলের প্রয়োজন নাই; তবে তাঁহাকে এক জন এতদেশীয় সেক্রেটারি আবশ্যিক। স্থানীয় ব্যবস্থাপক মন্ত্রীর উঠিয়া যাউক; এগুলির লোকের আভ্যন্তরীণ অশ্রদ্ধা হইয়া প্রত্যেক প্রদেশের রাজস্ব পৃথক হইবে দেশে যেমন আসি হইবে, সেমতমনি হইবে। যত দিন গবর্নর জেনরলের পদ আছে, তত দিন

লর উপরে তত্ত্বাবধান করুন
সৈন্যাদির নিম্নিত্ত অংশক্রমে সকল
শ হইতে শতকরা কতক টাকা
ত থাকুন। পবলিকওয়ার্ড ও অন্য
কার্য স্থানীয় গবর্ণমেন্টের হস্তে
ক। কি গবর্ণর কি লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর
কে ইংলণ্ড হইতে প্রেরণ করা
ত। মিললাবাস উঠিয়া যাউক। গব
ক্ষমরল যখন স্বাস্থ্যরক্ষার্থ পর্তে
বেন তখন শাসনভার অন্যহস্তে
রা হইবে।

—:—

বর্ধমানের মহারাজ ও তাঁহার সম্মান-
নার্ত্তোগধনি।

উক্ত মহারাজ সম্মানতোপধনির
সম্মান একান্ত লালায়িত হইয়াছেন।
আরে লালায়িত দেখিয়া আমাদিগের
করণে যুগপৎ কৌতুক বিস্ময় কোত
তি অনেকগুলি ভাবের উদয় হইল
তুক এই, ইহকেই ধলে “ যেচে
। ” বিস্ময় এই, ভগবানের কেমন
তখনা, তাঁহার অন্য কোন কট নাই,
ন অতুত; মানসিক সম্প্রদায়ের একটা
টর হেতু উপস্থিত করিয়া কট পাই-
। কোত এই, তিনি যে দেশে বাস
ন, তাঁহার চাটুকাদলভিন্ন মেধান
কোন ব্যক্তিই এবিধের প্রায় তাঁহার
ক্ষতা করিতে উৎসুক নছেন। তিনি
প্রকার পদস্থ, তিনি যদি বাঙ্গলা
শর হিতৈষী হইতেন, অনেক প্রেরণ
ন করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই।
হা হইলে লোকে যে আজি আপনা
তে উদ্যোগী হইয়া রাজ্যবাসে তাঁহার
মানবর্ধন করিবার চেষ্টা পাই-
ন। আমাদিগের উৎকর্ষ গবর্ণমেন্ট ও
হার উৎসে মুগ্ধ ও স্বেচ্ছাশ্রবিত হইয়া
হার মানবর্ধন করিতেন।

তিনি দেখাছা দিন দেখি, এমন কি
করিয়াছেন যে, লোকে তাঁহা মান

বৃদ্ধির নিমিত্ত সমুৎসুক হইবেন? তিনি
আপনাকেই আপনি বড় দেখেন।
দেশের হিতার্থ কাহার সহিত মিলিয়া
কাজ করা অগৌরবকর জ্ঞান করেন।
তাঁহার ওখানে এ দেশীয়দিগের সম্মা
নের যে এক অদ্ভুত পদ্ধতি আছে,
তাঁহাতে কোন তেজস্বী পুরুষ তাঁহার
নিকট গমনে উৎসুকমনা নছেন। তিনি
কাহার নম, তাঁহারও কেহ নছেন। যিনি
যেমন ব্যবহার করিবেন, অপরে তাঁহার
সহিত তেমনি ব্যবহার করিবেন এটা
প্রসিদ্ধ বাক্য। যাঁহার চাটুকাদ, তাঁহার
এ কারণ বুদ্ধিতে পারেন না। তাঁহার
লোকের নিকটে এই প্রতিপন্ন করিবার
চেষ্টা পান, এ দেশের লোকেরা তাঁহার
অতুল ক্রোধ দেখিয়া স্তম্ভিত করেন।
কিন্তু আমরা ত এই বুদ্ধিতেছি, যদি
অতুল ক্রোধ স্তম্ভিত কারণ হইত, ক্রোধ-
ধাবান আর ত অনেক লোক আছেন,
তাঁহাদিগের প্রতি দেশের লোকের
স্তম্ভিত না জন্মিল কেন? আজি কালি
লোকের মনের ভাব পরিবর্ত হইয়াছে।
এখন আর ধনের প্রতি পক্ষপাত নাই,
উৎসে প্রতি পক্ষপাত জন্মিয়াছে। হিন্দু
পেট্রিয়ার্টের ভূতপূর্ব সম্পাদক হৃত
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ চিত্র
করিবার নিমিত্ত লোকে এত যত্নবান
কেন? সর জন গ্রাণ্ট বিদেশীয় লোক;
এ দেশের লোকে স্বতঃশ্রবিত হইয়া তাঁহার
প্রতিকৃতি করিলেন, আর বর্ধমানের
মহারাজ দেশের লোক হইয়া ঙালজনো
চিত সামান্য সম্মানলোভে লুক হইয়া-
ছেন, কিন্তু দেশের লোকে তাঁহার
সপক্ষতা করিতেছেন না, তাহার কারণ
কি? মহারাজ কি সেটা বুদ্ধিতে পারি
তেছেন না?

আমাদিগের এক পত্রপ্রেরক লিখি-
য়াছেন, মহারাজ ভারতবর্ষীয় সভার
সহিত যোগ দেন নাই বলিয়া হিন্দু

পেট্রিয়ার্টসম্পাদক তাঁহার প্রতি কুপি
হইয়াছেন, তাহাতেই তিনি (পেট্রি-
সম্পাদক) শত্রুতাচরণ করিতেছে।
ভাল আমরা পত্রপ্রেরককে জিজ্ঞাসা
করিতেছি, ভারতবর্ষীয় সভার সহিত
যোগ দেওয়া গৌরবের না অগৌরবের
বিষয়? ঐ সভা দেশের ইচ্ছা না অবি-
কার্যে অভিনিবিষ্ট আছেন? তা
বর্ষীয় সভায় যোগ দিলে লোককে কহি-
মহারাজ দেশের মঙ্গলচেষ্টায় এক
তৎপর; এটা মহারাজের নিন্দার
সুখ্যাতির বিষয়? হিন্দু পেট্রিয়ার্ট এ
মিত্র যদি কোপ করিয়া থাকেন, তাঁ
ক্রোধ মঙ্গল কি অমঙ্গল? মহারাজ
ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যদিগের সহিত
এক গৃহে উপবিষ্ট হইয়া দেশের কল
চিন্তা করিতে কি লজ্জা বোধ করে
ইউরোপখণ্ডের লাডেরা কি করি-
ছেন? তাঁহার কি সাধারণ হিত
কার্যে সাধারণ লোকের সহিত মিলি-
হইয়া অসাধা সাধুবাদের আশ্রয় হ-
ছেন না? অতএব সিদ্ধান্ত হইতে
যদি উৎসে পুরস্কার বলিয়া তাঁ
সম্মানবৃদ্ধির নিমিত্ত তোপধনি ব্য-
করা হয়, কোন ভদ্র লোকে তাহ
অমুমোদন করিবেন না।

তবে আমাদিগের এক পত্রপ্রের
লিখিয়াছেন, তিনি বাঙ্গলা দেশের
সকলের অপেক্ষা অধিক কর দেন, ও
ক্রোধের অধিপতি এবং উচ্চ কুলে
গ্রহণ করিয়াছেন। এ কারণে যদি তাঁ
সম্মানার্থ তোপধনির অমুমোদন হেও
তাঁহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই
কিন্তু আমাদিগের এই আশঙ্কা হইতে
অনেক বিষ্ণুঠাকুরের সম্মান, ও
সুবর্ণবর্ণিত ও অনেক জমীদার
তোপ করিয়া কেপিয়া উঠিবেন।
গবর্ণমেন্টকে ব্যতিবাস্ত হইয়া পি-
হইবে। একাধারে যদি তিনি উৎসে

করেন, তাহাও হুমুসাপ্য হইবে না।
যে মহারাষ্ট্রের অসুকুল ও প্রতিকূল
আমি প্রেরিত পত্র আমাদিগের হস্তে
হইয়াছে। আমরা ঐ হুটখানি
স্বত্রে গ্রহণ করিলাম। গবর্ণমেন্ট
এর বলাবল বিবেচনা করিয়া জানিতে
পাওন, এতৎসম্বন্ধে লোকের কিরূপ
আদর্শ হইয়াছে।

—

সংসদ লয়েঙ্গের সং
সংক্রমণ।

যেখানে প্রজার সহস্র গুণ ও সহস্র
তা থাকুক, প্রধান পুরুষেরা অসুখ
করিলে তাহা প্রকাশ করিবার পথ
দেখিয়া উন্নতিলাভের সম্ভাবনা না
ক, কলতঃ বেখানকার প্রজারা প্রধান
বদিগের ইচ্ছার একান্ত পরতন্ত্র,
আমি রাজপুরুষেরা প্রজার যে কিছু
চেষ্টা করেন, তাহাই প্রজাকে মচা
ও পরম ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা
তে হয় সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আমি
গর গবর্ণর জেনরল বাঙ্গলা, বোম্বাই,
মাদ্রাস, পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল
তে মনোনীত করিয়া গবর্ণমেন্টের
অধ্যক্ষ ও সিভিল সার্ভিসে প্রবেশা
কারলাভার্থ নয় জনকে ইংলেণ্ড প্রেরণ
কার যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে
আমাদিগের হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে যে
দ্র হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। এদে
র কোন ব্যক্তি এ অসুখকে বহু
যা না মানিবে? কিন্তু এদেশীয়দি
ক সিভিল সার্ভিসের পদদানবিষয়ে
গবর্ণমেন্ট যে ব্যবহার করিতেছেন, তাহা
খ্যা আমাদিগের চিত্ত বিষয়বিমূঢ়
রাছে। তাঁহাদিগের মনে মনে আছে,
দেশীয়দিগকে সিভিল সার্ভিস হইতে
বিস্তৃত করা অন্যায় হইতেছে; কিন্তু অতি
শক্তি ও অবিশ্বাসপ্রভৃতি নানা
রূপে এককালে এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে

সিভিল সার্ভিসদ্বারা উদ্ঘাটন করিয়া দিতে
পারিতেছেন না। তাঁহাদিগের রূপণের
যত্ন আরম্ভ করা হইয়াছে। বড় বে ন্যায্য
ব্যয় পড়ে। শেষে সে মনস্ত দিতে হয় কিন্তু
রূপণ একবারে দিতে পারে না। আমা
দিগের প্রধান পুরুষদিগকে শেষে এ দেশে
সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত
করিয়া সম্পূর্ণরূপে সিভিল সার্ভিসদ্বারা
উদ্ঘাটন করিয়া দিতে হইবে; কিন্তু এক
কালে পারিতেছেন না, ইহাই বিষয়ের
বিষয়।

—

মৃতদেহ পুস্তক।

১। বালিকিতকরী সভার পঞ্চম
বার্ষিক রিপোর্ট। সভার উদ্দেশ্য এই
করী; দরিদ্রদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া
দরিদ্র রোগীদিগকে ঔষধবিতরণ করা,
দরিদ্র বিধবা ও মাতৃপিতৃহীন লোক
দিগকে সাহায্য ও শ্রীশিক্ষাবিসয়ে উৎ
সাহায্য এবং উত্তর পাড়া ও তাহার
নিকটবর্তী স্থানের লোকের সামাজিক
আচার ব্যবহার, ধর্মনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তির
উন্নতিসাধন। সভা ১৮৬৭ অব্দের ১ লা
এপ্রেল অবধি ১৮৬৮ অব্দের ৩১ মার্চ
পর্যন্ত দরিদ্র বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ
৬১০, দরিদ্র বিধবা প্রভৃতির সাহায্যার্থ
৭৫০ এবং বালিকাদিগের ছাত্রত্বভিত্তিতে
৩৩৬ টাকা দান করিয়াছেন। এই রূপ
সভা যদি স্থানে স্থানে হয়, দেশের অনেক
মঙ্গল হইতে পারে। হিতকরী সভা উপ
সংহারকালে বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপা
ধ্যায় ও শ্রীরামপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট
রাইলাও সাহেবের নিকটে কৃতজ্ঞতা
প্রকাশ করিয়াছেন। এ প্রকার বিষয়ে
বাঁহারা সাহায্য ও উৎসাহদান করেন
তাঁহারা সহস্র গুণে প্রশংসনীয় সন্দেহ
নাই।

২। পুলিশগাইড বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী
পুলিশ কেটেবিজম ও চার্জেন্স নামক

ইংরাজী পুস্তক হইতে উদ্ধৃত ও অসু
দিত করিয়া এখানি মঙ্গলন করিয়াছে।
৩। সুরাসকীর্তন। কাশি
নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামচরণ ম
ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। সুরার
করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।

—:—

আমরা জাহানাবাদ হইতে নিম্ন
খিত পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়াছি।

হুগলি জেলার অস্থঃপাতি জাঙ্গাম
মহকুমার ২৪এ ট্যেবট হইতে আরম্ভ
অজস্র ১৫ দিব। অতিশয় বৃষ্টি হওয়া
শীলাবতী নদী ও দারকেশ্বর নদীর জল
অতিক্রম করিয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া শত
গ্রাম জলমগ্ন হইয়া প্রায় দশ হাজার
ভগ্ন হইয়াছে। অনেকের জীবনাদি
ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। ব সংখ্যক
ও নতুন প্রাণনাশ হইয়াছে। জল
গৃহ ভগ্ন হওয়াতে অনেকে তৎকালে
পরি অবস্থিতি করিয়া অতিকষ্টে প্রাণ
করিয়াছে। বন্যার সময় ৪ দিবস শীল
নদীর উত্তর পাশস্থ লোক নিরস্তর
কার শব্দ করিয়া দিবা রজনী অতিব
করিয়াছে। অনেকে অনাহারে প্রাণ
করিয়াছে, বাটালের গঞ্জের মহাজন
যথেষ্ট জীব্যাদি স্রোতে নীত হইয়াছে যা
অধিকাংশ লোক নৌকারোহণ করিয়া
রক্ষা করিয়াছে; কিন্তু অন্যান্য এ
লোকেরা নৌকার অসদ্ব্যবস্থায় বুদ্ধ
আরোহণ করিয়া নিমগ্ন করিয়া
বাটালের ডাক্তর, চৌকীদারী টারু আ
দাওয়াগা পুলিশের ইন্সপেক্টর ও সব ই
করের বাসার সম্মুখে দেহু ভগ্ন হইয়া
গৃহ ধ্বংস হইয়া পতিত হয়। ই
নি পায় হইয়া সকলে চৈতন্যের আ
করিতে আরম্ভ করেন। অকস্মাৎ এক
নৌকা ইহাদের নিকটে উপস্থিত হয়,
তেই ইহারা আরোহণ করিয়া অতি
স্বীয় স্বীয় পরিবার লইয়া স্থানান্তরে
প্রাণরক্ষা করেন। নৌকা উপস্থিত না
ইহারা নিশ্চিত মৃত্যু মুখে পতিত হই

টালের বাবু গোপালচন্দ্র * ৪ খ্রীঃ বায়ে
 কা করিয়া অতি কষ্টে প্রায় এক শত
 ককে জলমজ্জন হইতে উদ্ধার করিয়াছেন
 তৎ কালে কিছু কিছু অংশের ব্যয়ও
 হইল। এখানে প্রায় অষ্টাধ ডাক বন্ধ
 ছিল। ক্রমশঃ নদীর স্রোত হ্রাস হইলে
 জগলর মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও জাহানাবা
 ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু ইশ্বরচন্দ্র মিত্র
 কেবল ঘাটালের অতি সম্মিলিত
 নগা, কৃষ্ণনগর, মিশি উপর, আড-
 কুড়ীটি গ্রামে নিজ প্রতি
 প্রদানের ত্র কুটির অবলোকন
 রাছেন। উক্ত ঘাটাল সারকে ১০ টা
 কমবেশ আড়াই হাজার গুণ বন্যার
 ভগ্ন হইয়াছে। ডেপুটি বাবু মিত্র
 কল ভগন কুটির দেখিয়াছেন। তা
 যোগ্য উপস্থিত বর্ষীয় গুণ পুন
 করিতে অক্ষম দেখিলেন, কেননা তা
 ডাকাইয় দুই চারি টাকা করিয়া
 গবর্ণমেন্টের তহবিল হইতে ব্যয়
 আমরা আশা করিয়াছিল।
 ঘাটাল সারকে ডেপুটি বাবু মিত্র
 সাহায্য করিয়াছেন। সে কা
 গ্রামেও খাইয়া বাহাদের তহবিল
 হইয়াছে, তাহা দগকেও এক
 করিবেন। তাহা না হওয়ায় সেই
 গ্রামের বিপদাপন্ন লোকেরা অত্যন্ত
 হইছে। তাহদের আর কোন
 মাই শুনিল ম জাহানাবাদের ডেপুটি
 গ্রামের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে দরিদ্র
 বিশেষ পকার হয়, তাহ
 আর ইতিমধ্যে নিরাশ হইয়া বৃদ্ধ
 করিতে হয় না। গবর্ণমেন্টের
 অনুসন্ধান জন্য জাহানাবা
 ডেপুটি ব বুদ্ধে অ তঃ ২ দুই ম প্রতি
 কাশ দেওয়া উচিত। ১১ ১ দিবসের
 চলণ ম ইল ব্যাপিয়া অনুসন্ধান
 আর ঘাটালে বেকপ সাহায্য
 হইয়াছে, তাহাতে দরিদ্র লোকের
 উপায় হইবার সম্ভাবনা নাই। অব
 টাকা উক্ত সংখ্যা ৩ টাকা পা
 হইতে পারে? ইহার
 প্রদান করিলে ইহার অর্ন্তে

গৃহ নির্মাণ করিতে সক্ষম হয়, কাবন এমন
 সময়ে গৃহ প্রস্তুত করিবার উপযোগী জম্বাদি
 অতিশয় দুর্লভ হইয়াছে।
 ঘাটালের বিদ্যালয়গৃহটি নদীর বেগে
 সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন হইয়াছে। ইহাতে সকলে
 অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। এমন সময়ে
 যে চীনা দ্বারা বিদ্যালয়গৃহ প্রস্তুত হয়,
 তাহার আশা নাই, সকলেই স্বয়ং গৃহ নির্মা
 নার্প বিশেষরূপে বিব্রত। যদি গবর্ণমেন্ট
 সাহায্য করেন তাহা হইলে বিশেষ উপ
 কার হয়। মুন্সেফের কাছারির মধ্যে জল
 প্রতিষ্ট হওয়াতে কাগজ পত্র নৌকার সাধা
 হইয়াছিল। কাছারী বাটী বাসযোগ্য নহে।

—১০১—

বিবিধসংবাদ।

২৪ এ আষাঢ় সোমবার।

সম্রাট অরব্ব ষ্ট্রেনমাট্টেবের একটী চতু
 নীর বন্য মনুষ্য দুর্লভমান তৃত্যেব সর্জন
 মনুষ্য করিতছিল। এই চতুর্ভুজ মনুষ্য
 টীর উপর অপর দুইটি বস্তু চিত্রিত কবা
 মুদ্রা পায় হইয়াছিল। বর্তমানকালে
 ষ্ট্রেনমাট্টেবের মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র

এক আন্তর্জাতিক গোয়েটে লোকান্ত করিয়া
 টনাট গবর্ণমেন্টের সারকে জানাইয়াছেন
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র

মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র
 মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র মিত্র

কালক্রমে গুলু জালচাবাদে মৃত
 হইয়াছেন। কালক্রমে ডেপুটি কমিসনর সর্জন
 টালক্রমে করাকে কথেন আলোচনা করিয়া
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র

সেই পাতা বিবরণ সংক্রান্ত গবর্ণর জেনরল
 য ১১০ টাকা দিয়াছেন তাহার অমৃত
 সমর্থন করিতেছেন। এক জন মনেন, গিৎসাতে
 কখন য সংগীত হয় তাহাতে বাঙ্গালী গভ
 ও মৃত আছে। উঁগরা তাহা স্বয়ং করিতে
 পায় ম মৃতএব অসংখ্যের কারণ কি? পাকা
 কথা।

অন্য প্রধানতম বিচারালয়ের স্বীকৃতি
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র

বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ের নি
 সকল প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট
 মুদ্রাযন্ত্র করিবার মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র

সম্রাট শিলার মনুষ্যের পোটিকা নিও কো
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র

আমরা হিন্দুপেটী যতে পারি করিয়া আ
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র

নবাব গোলম জেনরল খাঁ হুসৈন কাবুল
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র

ডেলি নিউম কোন মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র
 মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্যের মনুষ্য মিত্র

২৫ এ আঘাত মঙ্গলবার।

কুচবিহারের কমিসনরের ঘরে তথ্য একটী
কের প্রদর্শন হইতেছে। প্রত্যেক প্রদর্শককে
মতঃ অর্জমান তমাক প্রেরণ করিতে হইবে।
নয়; পুরস্কার দেওয়া হইতেছে। প্রদর্শন ক্রমে
তুকক; বাপার হইয়া না উঠে।

সম্প্রতি রামপুরে এক কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শন
গিয়াছে। রামপুরের নবাব প্রজাদিগকে
কৃষ্টি প্রণালী অনুসারে কৃষিকার্য্য করাইবার
দশে এ প্রদর্শনোৎসবটি করিয়াছিলেন। তিন
সংস্রা ছিল; নবাবের কর্মচারিগণ উত্তম
দাবল্য করিতে কোনপ্রকার গোলযোগ
নাই।

ইংল্যান্ড পাবলিক অপিনিয়ন বলেন, দিল্লী
বি কনুতসাপর্য্যন্ত দ্রুতগতি রেলওয়ে
তেছে। কিন্তু রেলওয়ে হইলেই ডাকগাড়ীর
কারীদিগের ভয় নারা যাইবে। অতএব যত
বেগে যেন না হয় তত দিন যথাসাধ্য লাভ
বার জন ডাক গাড়ীর অধিকারীর
সি কনুয়া অধিক ডাড়া লইতেছেন। উত্তর
চমাঞ্চলে ব্যবসায়সম্বন্ধে সর্বদাই প্রায়
যত্ন হইয়া থাকে।

এত দিনের পর ভারতবর্ষীয় সভার একটি
ক দাটী হইল। ৪০,০০০ টাকা দিয়া রাণীচু
গলিতে একটি বাটী ক্রয় করা হইতেছে।
সমস্রকার ঠ কুর, রাজা সত্যশরণ খোঁসাল,
সমান'খ ১ কুর ও যতীন্দ্রসোমন ঠাকুর
সংক্রান্ত হইবেন। এই বাটীতে ধারণ পুস্তক
হইবে। ভারতবর্ষীয় সভার বাটীতে যেখানে
ক সেন রুচ্য হয়।

লাহোর নৈপিয়র মাস্ত্রাজের বিশ্ব বিদ্যালয়ে
২৬৪ টাকা নিয়মে একটি চাক্রবৃত্তি
দিয়াছেন। মাস্ত্রাজনগর ও এই বিভাগের
যে চাক্র দাবেশিকা পরীক্ষায় প্রধান হই
তাহার ইহা প্রাপ্য হইবে। জাতি ও বর্ণভেদ
। চাক্রবৃত্তি তিন বৎসরের নিমিত্ত দেওয়া
ব।

উত্তর মাংকটের অঙ্গরগত চিয়ান তাবুকে
শিল্পারক্ষি হইয়া শস্য এক কালে নষ্ট
যাতে। কৃষকগণ শস্য কাটবার উদ্যোগ
তেছিল, এমন সময়ে এই ভয়টনা হইয়াছে।
স্বর্জ গবর্নমেণ্ট এত রংজন এখানকার কৃষক
গর নিকটে অবসর কর লইবেন না।

দিল্লী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন,
স্টেট মিশন রিয়া গবর্নমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ
ননা, অতএব গবর্নমেণ্ট ব্যাপ্টিষ্ট মিশন

রিকোবেতন দেন বলিয়া যে লেখা হইয়াছিল,
সেটা আমাদিগের অমপ্রযুক্ত হইয়াছিল।

২৬ এ আঘাত বুধবার।

রাজা খিয়োডোরের পুত্রকে ইংলণ্ডে লইয়া
যাইবার প্রকৃত কারণ প্রকাশিত হইয়াছে। এটি
ইংলণ্ডের গৌরব প্রদর্শনার্থ হয় নাই। সর রবার্ট
নেপিয়র বলেন, আবিগিনিয়াতে থাকিলে শিশু
রাজকুমারের জীবনসংশয় হইত। শিশুটি বুজি
মান বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ রাজকুমারকে
বোম্বাইয়ের ডাক্তার উইলসনের অধীনে বিদ্যা
শিক্ষার্থ প্রেরণ করিবার কল্পনা হয়; কিন্তু ইংল
ণ্ডের পদচূত রাজকুমারদিগের প্রতি সচর-
চর যে দয়াপ্রদর্শন করেন, তিনি তৎপ্রেরিত
হইয়া যুবক খিয়োডোরকে ইংলণ্ডে লইয়া বাই
বার আশ্রয় দিয়াছেন। খিয়োডোরের জীকেও
পুত্রের সহিত আনিবার কল্পনা হয়। কিন্তু উক্ত
রাজসী পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।
সর রবার্ট নেপিয়রের যত দূর সাধ্য তত দূর
এই জীলোকের দেবা ও চিকিৎসা করাইয়াছি
লম। কি সৈনিকগণ কি সেনাপতি কেহই তাঁহাকে
কোনপ্রকার অসম্মান করেন নাই। জীলোকদি
গের প্রতি অত্যাচার করা ব্রিটিশ সৈনিকের
সভাব নহে। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহনিবন্ধন যে
এত ক্রোধ হয় তাহাতেও সৈনিকেরা বিদ্রোহী
দিগের জীপণকে কিছু বলে নাই, কেবল সৈনি
কাথম নীল কয়েক জনকে বধ করিতে চাহিয়াছি
লেন।

এতদেশীয় সমাজ সর জন গ্রাটের চিত্রিত
প্রতিমূর্তির নিমিত্ত ৫৩০৮/১১ টাকা চাঁদা
লম। ইহার মধ্যে ২০৯৭/০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।
অবশিষ্ট টাকা ভারতবর্ষীয় সভাগৃহের ফণ্ডে
জমা হইয়াছে। কোন ব্যক্তি ইহাতে হুম্বিত
হইবেন না।

কাপ্তেন আইবস অমনি অমনি পার পাই
লেন। লেপ্টেনন্ট মে কাস্ত হইয়াছেন।
লেপ্টেনন্ট মে একজন অতিশয় তদ্র আফিসর। জী
ত্যাগ করিবার বন্দোবস্ত হওয়াতে তিনি আই
বসের প্রতি টেবরনির্ধাতম করিলেন না। কিন্তু
কথা হইতেছে, কাপ্তেন আইবসকে আর শিক
কতা কার্যে রাখা উচিত কিনা?

২৭ এ আঘাত বৃষ্টিবার।

লাহোরের লোকেরা সর জন লরেসকে অনু
বাদ করিয়াছেন, তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করি
বার পূর্ণ বেন রঞ্জিত সিংহের রাজধানীতে
এক দরবার করেন। এককাল তমুরোধ সর জন
লরেসকে দ্বিতীয় বার করিতে হয় না; কিন্তু

কয়েক বৎসরব্যধি যেসকল দরবার হইল, তা
রাজনীতি সম্বন্ধে কি ফল ফলিল তাহা স
ধারণকে জানাইলে ভাল হয়।

আমর্টস কিলিপ ওয়েস সাহেব সংবাদ
লিখিয়াছেন ১৭ই জুলাই শুক্রবার বঙ্গ অখ
তয়ানক বড় হইবে। কলিকাতায় বড় হইবে
ভাল পরীক্ষাই হউক, ১৭ ই ত আর দূরব
নয়।

মধ্য ভারতবর্ষে সোনারীয়া নামক এক
জয়চোর আছে। ইহা বা স্বর্গকারের কাজ ক
ওজনে কম দিয়া জুয়াচুরি করিয়া অপোপা
করা ইহাদিগের ব্যাসায়। আমরা আফ্রা
হইলাম, বাদির পোলিটিকাল এজেন্ট ইহাদি
দমনচেষ্টায় প্ররুত হইয়াছেন।

২৮ এ আঘাত শুক্রবার।

রবার্ট এডমণ্ডস নামক এক ব্যক্তির
অতিশয় সুপ্রাণিয়নী ছিল। সে সর্বদা স্বা
গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তর থাকিত। একদা
একর অনাত্র যাওয়াতে এডমণ্ডস তাহ
প্রত্যগত হইবার নিমিত্ত অনেক তমুরোধ ক
জীলোক তাহাতে অসম্মত হওয়াতে এডম
তাহাকে প্রহার করিল। জীলোকটি ত
সুরাপানে উগ্রত ছিল; প্রহারের পর সে বে
দৌড়িয়া স্থানে স্থানে গমন করে। পরে
প্রত্যাগমন করিলে তাহার মৃত্যু হয়। এ
নকে এই নিমিত্ত প্রধানতম বিচারালয়ে
করা হয়। বুধবার মকদ্দমা উঠাতে রা
কৌশিল মেরিগুন সাহেব বলিলেন, হ
প্রমাণ নাই, শুক্রবার আঘাতের প্রমাণ আ
এডমণ্ডস নিজে এই দোষ স্বীকার করিলে ত
বারিষ্টর লো সাহেব জীলোটার চুক্তির
উল্লেখ করিয়া লঘুদণ্ডবানের অমুরোধ করি
বিচারপতি মাকবি এ ব্যক্তির কার্টন পরি
সহিত পং বৎসরের নিয়াদ দিয়াছেন। প
বকুতের সফলরূপে প্রদর্শন করিলে কি
না? আমরা প্রধানতম বিচারালয়ের
প্রণালী; বিগ্নেয়কি এই সিদ্ধান্ত করিব যে
রাতে ইংলণ্ডে ১৮৫৭ ভারতবর্ষীয়ে ভারতব
যকদ্দমা হইলে সুবিচার, কিন্তু ইংল
জাতিশীল অথবা অন্য কোন বিদেশীয়ে
ইউরোপীয়ে ও ভারতবর্ষীয়ে মকদ্দমা
অবিচার।

বোম্বাইয়ে বৎসরব্যধি সত্য এতদে
যেসকল সত্য নিয়োজিত করা হইয়
তাহার মধ্যে এক জনও পারসী নিয়োজিত

হই। তাহাতে লোকে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।
 অসন্তোষের কারণ আছে।
 প্রধান বিচারপতি প্রিবিকৌন্সিলের আপীল
 বিভাগের প্রমুখবাদের পদ জে, এম, মেণ্ডিওট
 নামক এক জন ফিরিকিকে প্রদান করিয়াছেন।
 এ পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের পর
 টা বিভাগীয় আফিসের এক জন কেরানী
 পদ প্রদান পুরুষেরা কি সুশ্রাব্য ফিরিক
 প্রদান করিয়াছেন।

২৯ এ আষাঢ় শনিবার ।

ভারতবর্ষের লেপ্টনান্ট গবর্নর এম সাহেব
 পত্রিকার কালিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন।
 ত্রিভুজের নিকটস্থ মল্লীসকলের জলবৃষ্টি
 হইতেছে। তাহাতে অনেক শস্য নষ্ট হইয়াছে।
 একে জলপ্রাচীরনিবন্ধন অনিষ্টপত্রা করিতে
 হইবে। লেপ্টনান্ট গবর্নরের এ সময়ে রাজধানী
 ত্যাগ করা পরামর্শসিদ্ধ হয় নাই।
 ডাক্তর নর্ম্মান মাকলিয়ড সনেশে প্রতিগমন
 করিয়া স্কটল্যান্ডের জেনরল আর্সেলিতে ভারত
 বর্ষকে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি
 বলেন, ভারতবর্ষীয়দিগকে এক দিনে খৃষ্টিয়ান
 হাইবে না। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সর্লপ্রাচীন
 সংস্কৃত ভাষা সকল ভাষার মূল। সকল
 ভাষার পূর্বে ভারতবর্ষীয়েরা সভ্য হইয়া নানা
 ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছেন। খৃষ্টিয় মিসনারি
 প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম্মসংক্রান্ত কুসংস্কারসকল
 নষ্ট করুন, পশ্চাৎ অন্য উৎকর্ষ আপনা আপনি
 হইবে। ডাক্তর মাকলিয়ড আরও বলিয়াছেন,
 মাসীদিগের প্রতি সন্মত ব্যবহার না করিলে
 ভারতবর্ষে কাজ হইবে না। কিন্তু সব জন লরেস
 খানকার পাদরিরা ভাবেন, যাবতীয় বিদ্যা
 বাইবেল পাঠ করাইয়া বিদ্যালয়কার ভার
 তবর্ষদিগের মস্তে দিলেই কাজ হইবে। ইহা
 ভাব কিছূ আবেশ অধিক।
 হাইমস অব ইণ্ডিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের
 এক দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আমরা
 জানি, আমাদের ইচ্ছা হইলি ইংরাজী
 ক পত্র এই মতে মত দিয়া বলিতেছেন, লা
 মালিস অর্থে পণ্ডিত হইয়াছিলেন।
 ভারতবর্ষের প্রধান লোকেরা যাবতীয়
 উৎকর্ষ হন এবং কৃষকেরা সুখে থাকে সে
 বন্দোবস্ত মন্দ তাহার সম্বন্ধ কি? চিরস্থায়ী
 বন্দোবস্ত কৃষির কব আর বৃদ্ধি হয় না। সত্য
 বন্দোবস্ত সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি হইয়া বাণিজ্যের
 বিধা হয়, তাহা কোন ব্যক্তি অস্বীকার
 করেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের কাগজ
 বিক্রীত হইতেছে:—

৪ টাকার সিকা	১৭৥০ । ১৪৮
৪ কোং	১৪৥০ । ১৪৮
৫ পবলিকওয়ার্ক	১০৫৥০ । ১০৫৮
৫ " কোং	১০২৥ । ১০২৮
৫৥০ " কোং	১১৪৮০ । ১১৫

ইউরোপীয় সমাচার ।

লণ্ডন ২৯ জুলাই। সর ষ্ট্রাকোডনার্থ কোট
 রেবরেণ্ড এচ, ডগলাসকে বোম্বাইয়ের বিশপ
 কনিসে চাহিয়াছেন। বোম্বাইয়, তিনি উক্ত পদ
 গ্রহণ করিবেন।
 সর রবার্ট নেপিয়র এইমাত্র লণ্ডনে উপনীত
 হইয়াছেন। যখন তিনি প্যারিস হইয়া আগমন
 করেন, তখন তত্রস্থ ইংরাজেরা তাঁহাকে এক
 অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত
 সর রবার্ট নেপিয়র বলিয়াছেন, প্রত্যেক সৈনিক
 প্রশংসনীয় সাহস অধ্যবসায় ও আত্মসুখত্যাগ
 করিতে গত যুদ্ধে জয় হইয়াছে। উপসংহার
 কালে তিনি বলিলেন, বন্দীদিগকে মুক্ত করিবার
 নিমিত্ত মত না হটুক, ইংলণ্ডকে অপমান
 করিলে তিনি যে সেখানে সেখানে আত্মসম্মান
 রক্ষা করিতে পারেন তৎপ্রদর্শনার্থ আভিসিনি
 য়াতে সৈন্যপ্রেরণ করা হইয়াছিল।
 ৩১ জুলাই। পালিয়ামেন্টের উভয় হাউসের
 সভাগণ একবাক্যে হইয়া আগ্রহাতিশয়
 সহকারে আভিসিনিয়ার যুদ্ধে জয়ের কারণ
 সর রবার্ট নেপিয়রকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।
 সেনাপতি মেয়ার ওয়েদার, হিথ, ষ্টানলি,
 মালকম ও রসেলের নাম বিশেষরূপে উল্লি
 খিত হয়। আরল মালম্ স্ বরি, আরল রসেল ও
 ডিউক অব কেম্ব্রিজ লাড হাউসে, এবং ডিস
 রেলি ও মার্ভেট্ট সাহেব কমান হাউসে বক্তৃতা
 করিয়া যুদ্ধার্থী সৈন্যদিগের বিশেষ প্রশংসা
 করিয়াছেন।
 যখন এইসকল বক্তৃতা হয় তখন সর রবার্ট
 নেপিয়র কমান হাউসে উপস্থিত ছিলেন। সেনা
 পতি উইলস সর বাটীতে রাজীর সহিত সাক্ষাৎ
 করিয়াছেন। এমত জনশ্রুতি সর রবার্ট নেপি
 য়রকে পিয়র করিয়া লাহোর পদোচিত সম্মান
 রক্ষার উপযোগী বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া
 হইবে।
 ১লা জুলাই এক পত্র লিখিয়া সর ষ্ট্রাকোড
 নার্থ কোট আভিসিনিয়ার যুদ্ধের ভয় নিবন্ধন
 সর রবার্ট নেপিয়রকে রাজীর কৃত ধন্যবাদ দিয়া
 য়েছেন।

বেসকল লোক মহাসভায় প্রতিমি
 নীত করিবার স্বয় পাইবেন, তাঁহাদিগে
 রেজিষ্টারি করিবার বিল শীঘ্র বিধিবদ্ধ ক
 নিমিত্ত প্রস্তাব হইয়াছে।
 ৩ ই জুলাই। ওয়েলশের রাজকুমারীর
 কন্যা হইয়াছে। কন্যা ও মাতা উভয়ে
 আছেন।
 সর রবার্ট নেপিয়রের একখানি পত্র
 লিখিত হইয়াছে। আভিসিনিয়ার যুদ্ধে
 ও ফল বর্ণনার সময়ে তিনি বলিয়াছেন,
 সিনিয়ার রাজাদিগের স্বত্বের উপরে হস্তা
 করিয়া ইংলণ্ড স্বার্থসাধন করিয়া
 এক্ষণ অবধি আভিসিনিয়ার সৌভাগ্য
 হইল।
 সন্ন্যাস নেপোলিয়ন বিস্তার করানী সৈ
 বিদায় দিয়াছেন।
 পোপ সপ্রতি যে বক্তৃতা করিয়া
 বারণ বনবিউষ্ট তাহার প্রতিবাদ করিয়া
 অষ্টীয় সেনাদলের ৩৬০০০ সৈন্যকে
 ইয়া দেওয়া হইয়াছে।
 মিলানের ডিউককে সার্কিয়ার রাজা ব
 ঘোষণা করা হইয়াছে।
 ৪ টা জুলাইয়ের এক টেলিগ্রাম নিউ
 হইতে আসিয়াছে। ইহাতে প্রকাশ করে,
 পতি জনসন যাবতীয় ভূতপূর্ব বিদ্রো
 কমা করিয়াছেন।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন ।

লেপ্টনান্টগবর্নরের
 আদেশানুসারী
 নিয়োগ ।

১ লা জুলাই। এ. ইয়াডনি সাহেব তা
 পুরের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হই
 নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা চট্টগ্রামে মিউনিসিপ
 কমিসনর হইবেন।
 এক, ডবলিউ, আর, কাউলি ও এ.
 কিগন সাহেব।
 কাউলি সাহেব আরও উক্ত মিউনিসি
 লিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।
 টি, ডি, বাইটন সাহেব ময়মনসিংহের বি
 শিকাসভার সভ্য হইবেন।
 বাবু অধিকাচরণ মিত্র দিনাজপুরের অস্ত
 গঙ্গারামপুরের মুখ্যক হইবেন।
 বাবু যখনাথ রায় দিনাজপুরের অস্ত
 ঠাকুরগ্রামের মুখ্যক হইবেন।

কালের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া ১৮৫৯ অব্দে ১০ আইন ও ১৮৬২ অব্দে ৬ আইনের নকসমার আপীল করিতে পারিবেন।

২৫ এ জুন অবধি সি. এ. কেলি সাহেব মুরসিদাবাদে দ্বিতীয় শ্রেণির জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

সাহেব হাবড়ার প্রতিনিধি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া ১৮৫৯ অব্দে ১০ আইন ও ১৮৬২ অব্দে ৬ আইনের নকসমার আপীল করিতে পারিবেন।

২৫ এ জুন অবধি সি. এ. কেলি সাহেব মুরসিদাবাদে দ্বিতীয় শ্রেণির জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিস্ট্রেটের কর্মতা পাইবেন।

—১০১—

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন।

১। গত ২২ এ জুন এখানে চৌর্যের দৌরা-শ্বায়র কথা ঘাটা লিখিয়াছি, অদ্যপি সম্পূর্ণরূপে তাহার নিবৃত্তি হয় নাই। এখনও চুরর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা দেখিতেছি, পুলিশের লোকেরা এই চৌর্যের প্রাচুর্যবস্ত্রে অনেক দোষীকে নির্দোষ ও নির্দোষীকে দোষী করিয়া বিলক্ষণরূপে স্বার্থ সাধন করিতেছে।

কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ের জন্য আদালতে নকসমা করিতে ইচ্ছা করিলে সামর্থ্যের অভাবে ও আমলাগণের চক্রান্তে পাড়য়া সে নোকদমা হয় তা বিচারপতির গোচর করিতে পারেন না। মহাশয়, এই একটা ক্যান্টনমেন্টমধ্যে শান্তি ভঙ্গের বাপার দেখিয়া বাস্তবিক অস্বস্তি হইয়াছে। এ দিকে চৌকিদারী ট্যাকের মহাধুন, পদে পদে গৃহস্থগণকে ট্যাক আদায়ীরা বিরক্ত করিতেছে, ও দিকে ত গৃহস্থের দ্রব্যাদি রক্ষা হওয়ার এই ক্রী, ও দিকে বাজার চৌধুরী বাজার সার্জেন্ট বাজার ইজারদার ইহারা সর্বো সর্ব্বা হইয়া লোকের আহার্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি স্বচ্ছলরূপে প্রাপ্তিবিশয়ে বঞ্চিত করিতেছে।

পূর্বেই লিখিয়াছি যে আশ্রয় অপেক্ষা এখানে দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়। বাজার চৌধুরী ও বাজার সার্জেন্ট সামান্য বেতনে বেরূপ বড় মাসুখী ধরনে থাকে তাহা দেখিয়া অস্বস্তি হইতে হয়। মহাশয়! আপনি যদি কিছু কালের জন্য এখানে আসিতে পারেন তাহাহইলে বিশেষ রূপে জমিয়া গবর্ণমেন্টের চক্ষু খুলিয়া দিয়া এখানকার অনেক উপকার করিতে পারেন। সকল নন-রেগুলেটেড প্রভিসে (নিয়ম বহিষ্কৃত প্রদেশে) কি এইরূপ গোল মাল। আমার মতে এখন এদেশে অদ্যপি সম্পূর্ণরূপে অসত্যাবস্থায় রহিয়াছে এবং নতুন বৃত্তিই অত্রতা ইতর লোকের জীবনো

পায়, তখন এখানে বহুদর্শী বিচক্ষণ স্বার্থহীন রাজনীতিজ্ঞ বিচারপতি ও কর্মচারিগণ নিযুক্ত করা উচিত। কিছু দিন হইল, হিন্দু পেট্রোল কোম কাগজ হইতে ক্যান্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেটের মেথবগিরি হইতে ঠাকুরসেবাপর্যন্ত কবিবরণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন যে স্বীয় ক্যান্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেটগণের পরিবর্তন মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইবে ততই তাহা

এখানকার বর্তমান ক্যান্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেট জতি ভদ্র, মিষ্টভাষী, মহাসংবাদন ও অমায়িক আমবা তাঁহার তদ্রতায় বিশেষ সুখী হইয়া দোষীর নিকটে যে মহত্তম বজ্রমুখ্যতা হইলে বিচারপতির ন্যায়াভুযায়ী কার্য্য করা না, শুনিতে পাউ সে বিষয়ে ইহার তাদৃশ শাস্তি নাই। এমন কি স্বার্থপর পক্ষপাতী পুরাতন বিচারীরা ইহাকে যে বিষয়ে বেরূপ বুঝায় তাহা তাই তুণ্ড থাকেন। প্রার্থনা যে তিনি কর্মচারিগণের কুকর্মে না পড়িয়া পরিত্রের ন্যায় আত্মভাবে থাকিয়া বিচক্ষণতা সহকার কার্য্য করে তাহা হইলে এখানকার অনেক দৌরা কমিয়া যায়।

সে দিন মহারাজের পুলিশের সুখ্যাতি কথা লিখিয়াছি বিশেষ অসুস্থতায় তাহার স্বার্থতা বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া সুখী লাগে। ইহার রাজধানীমধ্যে লোকসংখ্যা নতুন ক্রিষ্ণ চৌর্যের নামনাত্র মাই বলিঃ লোক ইহার রাজধানী মধ্যে গত লোক আছে তাহা কে কি কর্ম করে, কাহার কত পরিবার তাহাদের কিরূপ ভাবে সংসার চল ইত্যাদির বিবেচনা নহয়। যদি কোন পরিবারের যের অপেক্ষা ব্যয়ের আধিক্য দেখা যায় তাহা শেখ বিশেষ লোকদ্বারা কিরূপে সেই নিষ্কাহ হইতেছে ইহার সম্বন্ধ লওয়া হয়।

সংখ্যচিত্ত প্রমাণদ্বারা যদি গৃহস্থারীর অন্য পার্জনেব প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাহইলে তাহা চিত্ত দণ্ডের দ্বারা তাগব প্রতিবিধান করা পুলিশের গোচর না করিয়া বাহিব হইলে কোন অপরিচিত ব্যক্তি রাজধানীমধ্যে একত্রিত অবস্থান করিতে পারেন। ইহাতে অনেক সময়ে ভদ্রলোকের কিছু কষ্ট হয়। বোধ হয় এরূপ কঠিন নিয়ম থাকিতে চৌর্য চক্রমের প্রভাব হইতে পারে না। ইহা প্রতিগ্রামের এক এক মোড়লের সেই সেই গ্রামের শান্তিফর দ্বারা আধিকাতে প্রায় সকল গ্রামগুলিই শান্তিনিকে উপস্থিত বিধান রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী কর্ম দ্বারা যতাবে দেওয়ানিবিভাগের তাহা

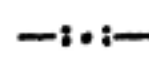
আমরা অন্যান্য অনেক বিষয়ে সফল আছি, কিন্তু যে সকল কর্মচারী আছে, তা-র ক্ষমতা এই ছাউনির ন্যায় তরুণ নহে, কা-ই কোন গোল নাই।

২। মহাশয়, সব আর্সিষ্টান্ট সার্জনের জন্য মপ্রকাশে একবার লেখা হইয়াছিল, দিগ-জ্যেষ্ঠেও একবার লেখাতে সম্পাদক মহাশয় গ্রহণ করিয়া গবর্নমেন্টকে আমাদের প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন, সুচিকিৎসক হইতে এখানে আমাদের আশ্রয়ের আশা করা যাইতে পারে না। সংপ্রতি আমাদের একটি বন্ধুর স্ত্রী প্রসবের পর স্ত্রীকামিণী আক্রান্ত হন। বন্ধুটি অল্পবয়স্ক, তাঁহার স্ত্রী প্রথম প্রসূতা, তাহাতে এমন কেহ বহুদূরীণ স্ত্রী তাঁহার নিকটে নাই যে এ অবস্থায় কি করা যাইতে পারে বলিয়া দেয়। উত্তম বন্দোবস্ত হইতে আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া হইলে আমরা যথাসময়ে হিম্মত্বানী নেটিব ডাক্তারকে আ-হ্বান করিয়া হইলাম, সে রোগের কিছুই উপশম হইতে পারিল না। বরং বৃদ্ধি হইল। অবশেষে জন ইংরাজ ডাক্তারকে আনা হইল, কিন্তু পীড়া হ্রাসরোগ্য হইয়া উঠিয়াছে, ডাক্তার কি করিবেন? ৭৮ দিনের পিশুরে যি খেলিয়া অননী চলিয়া গিয়াছেন। আ-মাদের আশ্রয় দেখিলাম কেবল উত্তম রূপে করা না হইলেই তাঁহার মৃত্যু কারণ। মহা-শয় আমরা যৎসামান্য কর্মের প্রত্যাশায় এই ক্ষেত্রে আশ্রয় স্বজন চাহিয়া আসিয়াছি। গবর্নমেন্ট কি আমাদের এই সকল কষ্ট করিবেন না? একজন সব আর্সিষ্টান্ট সার্জ-ন কি গবর্নমেন্টের আয়ের কিছু লক্ষ্য হইবে? এখানে পাহারক ওয়ার্ক ও কমিসরিএট টিমেন্টে ন্যায্যত্বের যে অসমত অর্ধ গ্রাম হইতে তাহাতে অনেকগুলি সব আর্সিষ্টান্ট সার্জন হইতে পারেন !!!

৩। এখানে শব্দান্তর মিলিত যে স্থান নির্দিষ্ট আছে, উপায় বাহারা সব লইয়া তাহারিগকেও প্রায় সব হইতে হয়। এক-বারিহীন প্রান্তরমধ্যে যেখানে একটি গাভী বৃষ্টিগোচর হয় না সেই স্থানে বাজী কাঠাদি সকল বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। তাহার চাকি কাটা গেলো সংজ্ঞে একটু-কিছু হইতে পারে না।

৪। এখানকার অধিবাসীরা অনেক বিষয়ে মিথ্যা কথা বলিতে কাতর নহেন। অল্প অর্থে যে-কোন স্থানে ব একটা রক্ষণ ও একটি গৃহ নির্মাণ

করা যায় সে বিষয়ে কাহারও উদ্যোগ ও ব্যয় নাই।



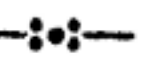
আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

এখানে একটি বৃহৎ আফিমের কুঠী আছে। ইহাকে সদর কুঠী কহে। চারি দিক হইতে আফি-মের আমদানি হইয়া এই স্থানে সংগ্রহ হয়। এপ্রেল মাসে এই আফিমের পরিমাণ আরম্ভ হয় এবং জুন মাসের শেষে সমাপ্ত হয়। এই স-ময়ে গাজিপুরে লোকাবন্দ্য হয়। এই সময়ে প্রায় প্রত্যহই ১৪,০০০ আফিমের উৎপাদকের সমা-গম হয়। এই সময়ে চারি দিক হইতে বাঙ্গাল বাবুগণ ঠিকা লিখিতে এই স্থানে আগমন করেন। এ-বার আফিম কিছু কম হইয়াছে, তথাপি প্রায় ৩০,০০০ মণ ওজন হইয়াছে এবং অযোধ্যা হইতে এখনও আফিমের চালান আসিতেছে। এই আফিম হইতে গবর্নমেন্টের ৪ কোটি টাকা-রও অধিক লাভ হয়।

১৮০৪ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব এই স্থানে পঞ্চায়ত প্রাপ্ত হন। এই স্থানে ইহার একটি অতি বৃহৎ মসলিয়ম (গোর) আছে। ইহা শহরের পশ্চিম কোণস্থিত এবং চারিদিক উত্তম উত্তম উদ্যানের দ্বারা বেষ্টিত। এই স্থানটি অতি রমণীয়।

এই সময়ে এ স্থানে অত্যন্ত সর্পের ভয় হইয় থাকে। গত সপ্তাহে তিন জন লোকের সর্পা-ঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

এ-বার এখানে এখন পর্যন্তও বৃষ্টি হয় নাই। এরূপ অবস্থা যদি আর কিছু দিন থাকে তাহা হইলে মনুষ্য এবং শস্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।



আমাদিগের জীহতের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

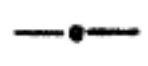
১। অত্রস্থ অমৃত্যুর ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় এবং অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী দেলওয়ার আলী খাঁ এ-বার পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি পূর্বে এখানকার 'কাছী' ছিলেন।

২। সাধারণতঃ বর্ষাকালে এখানকার পঞ্চোলি কর্মসময় হইয়া থাকে। এ-বর্ষে নিরাধার বৃষ্টি হও-য়াতে আরো কদম্ব্য হইয়াছে। এমন কি,

রাছে। আমাদিগের শব্দের সংস্কার করিয়া কি নাই?

৩। রথের সময় এখানে মন্দ আবেদন হইয়াছে। বার বার আধাও দর্শকদিগকে দৃষ্টিতে বঞ্চিত করিয়াছে।

৪। গত সোমবার রাত্রি প্রায় বারটায় এখানে বিলক্ষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।



আমাদিগের দৌরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

১। মহাশয়! আবার সন ১২৭২ বা-সাল আর্জন্দর্শন দিয়া আমাদিগের সৌ-ভাগ্য প্রত্যাশন করিল। এতদ্ব্যতিরিক্ত প্র-কৃত্যের হ্রাসবৃদ্ধির কথা কি কহিব। গত সন-সালের প্রবল বন্দ্যাব করাল প্রাসোক্টিষ্ট-গণ বহু কায় ক্লেশে দয়ায় গবর্নমেন্টের ব-কটাক এবং তৎকালীন ইজারদার জীযুক্ত জয়নারায়ণ গিরি ও তাঁহার নায়েব জীযুক্ত সুবতরাম প্রধান মহাশয়দ্বয়ের সাহায্যে-কিৎ প্রাণধারণ ও হুর্ডিকরণ প্রবল-কর হইতে আশ্রয় করা গিয়া বাসোপযুক্ত-নির্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু পুনরায় গত ক-মাসের অতৃপূর্ণ অটিকার উচ্চা নির্মূল হই-বিবিধোপায়াবলম্বনদ্বারা অধিকাংশ ব্যা-দেয়াল সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল, ত-তুণাক্ষানন করাই হয় নাই। এমত সময় বা-ব্যাপিনী মহাশয়রূপধারিনী উপস্থিত-আপন অলধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি দ্বারা তা-গের গৃহের দেয়ালের সহিত ও যোগ-ধান্য বৃক্ষের সহিত এক-বারে আশ্রয়তা-করিয়া দিয়া গিয়াছে। এখানকার প্রজার-একমাত্র জীবনোপায়, তাহারই বন্দ-ব্যঘাত জন্মিল, তখন তাহার আর কিলে-ধারণ করিবে? গত ১২৭২ সালের বন্দ্যার-জীযুক্ত বাবু জয়নারায়ণ গিরি ইজারদার মা-এখানকার একমাত্র অধিকারী এবং জী-বাবু সুবতরাম প্রধান মহাশয় এখানকার-মাত্র নায়েব থাকতে তাঁহার আপন-গোলাবন্দ্য বিতরণ করিয়া প্রজাগণের-রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু অধুনা জমীদার-দ্বয়েরা বন্দ্যাবস্ত লওয়াতে চর জন অধি-ও ৪ জন নায়েব হইয়াছেন। যদিও জীযুক্ত-মহাশয়ের কিয়দংশ অধিকার আছে, এবং-জীযুক্ত প্রধান মহাশয়ের পুত্রদ্বয় হই-নায়েবী পদে অধিষ্ঠিত আছেন বটে কিন্তু-মহাশয় এক-আনা মাত্র অধিকারী এবং

রবার ১১- আর্ষাই আনার নায়েব, তা-
 উঁহার। সমুদায় প্রকার সৎকার্য করণে
 প সমর্থ হইবেন? তথাপি উঁহার। গত-
 প্রায় সমুদায় নিকটস্থ এবং কতকদূরস্থ
 গণকে ধান্যরোপণজন্য বীজ ও তদানু-
 বায় নির্দাহজন্য টাকা কর্জ ও দান দিয়া
 উপকার করিতেছেন, যদিপি বাকী ৮/১০
 র কামদার মহাশয়ের। তত না হউক তাহার
 শ্রম করিতেন, তাহা হইলে অনেক উপকার
 । তৃতপূর্ব কালেই প্রিয়ুজ হর্শেল সাহেব
 দয় দয়ালুস্বভাব হইয়াও আমাদিগের
 গাওঁবন্দী জমীদারগণকে এই দোরোর বন্দো
 দিবার সময় "সাজার মা গঙ্গা পায় না"
 জনপ্রবাদটী স্মরণ করেন নাই, তাহা হইলে
 দিগকে এমত চরিত্যায় কদাচ পতিত
 ত হইত না। উক্ত জনপ্রবাদের যথার্থ্য
 াক্ত বিবরণে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে।
 ও ২১ টি কারণের নির্দেশে প্রবৃত্ত হইলাম
 এই প্রিয়ুজ গিরি ইন্সারদার মহাশ
 সময়ে প্রতিবাসরেই যেখানে আবশ্যক
 চনা হইত সেইখানেই বর্ষার প্রারম্ভের
 ই বাদসকলের উত্তমরূপ সংস্কার
 । অন্য চুই বৎসর তাহারও অনেক ক্রটি হই
 । নায়েবের। পরস্পর "আমি এই গ্রামে
 ব তিনি উক্ত গ্রামে করুন" বলিয়া এক জন
 ারক্ত করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তদনুসৃত্তী
 ত না দেখিলে "আমি একা কেন ঠাক
 চনা করিয়া অবশেষে তিনিও ফান্ত হন।
 ত এক গ্রামে সকলেই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া
 লযোগ করিয়া ফেলেন। অতএব এক
 ক্রম উপর সকলে... তার না দিলে সূচাক্রমে
 নির্দাহ হওয়া সূচক। বঙ্গদেশীয়ের।
 একতাগুণসম্পন্ন, তাহা কে না জানেন।
 ও ইহাদের (নায়েবদের) মধ্যে কোন সৎ
 ক নায়েব একের প্রতি তার সমর্পণের কি
 লইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন, অনান্য
 যব মহাশয়ের। প্রম কঠোর কিছু লাভ, আত্ম
 চনা করিয়া একতৃত্বের কিছুতেই সম্মত
 না হইতর। "বাঁড়ে বাঁড়ে বৃদ্ধ হয় কুম
 নীর প্রাণ যায়" নায়েবে নায়েবে কি জমী
 র জমীদাবে পরস্পর গোলযোগ হইয়া প্রকার
 র্থ ঘটে। বিশেষতঃ উপস্থিত বর্ষায় ইন্সার।
 লবশিষ্ট পুরাতন এবং জমীদারকৃত সূতন
 দসমুদায় তথ হইয়া গিয়াছে, ভূমি সূচাক্রমে
 পিত না হইবার ইহাও অন্যতব প্রধান কারণ
 বার "মজার উপর খাঁড়ার ঘা" বন্য বর্ষায়

এক দল কৃষ্ণ হইয়া অমন করে। প্রিয়ুজ গিরি
 ইন্সারদার মহাশয়ের এই বরাহবন্দোপলক্ষে
 বাৎসরিক অসুনে ১০০ টাকা ব্যয় হইত, কিন্তু
 এক্ষণে তাহা কে করেন! যিনি শিকারী আনি-
 বেন উঁহাকেই তাহার সম্পূর্ণ বেতন দিতে হই
 যেক বলিয়া কেহ তাহাতে অগ্রসর হন না। শুষ্ক
 লাম তক্ষণ্য কোন সৎকার্য নায়েব অপব নায়ে
 বগণকে একমত হইয়া ৪ চারি জন শিকারী
 আনয়নমানসে পত্র লিখিয়াছেন। দেখা যাউক,
 উঁহার। কি উত্তর দেন। কলতঃ এসকল বিষয়ে
 সজ্ঞানমতি গবর্নমেন্ট কোন নিয়মস্থাপন না
 করিলে আর প্রজাগণের কোন উপায় নাই।
 জনমতি বিস্তরেন।

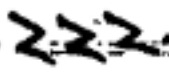
—:—

প্রেরিত

মান্যবর প্রিয়ুজ সোমপ্রকাশসম্পাদক
 মহাশয় সমীপেষু।

বর্জমানের রাজাকে ভোপদারা সম্মান করা
 উচিত কিনা, ইহা লইয়া তর্ক হইতেছে।
 কলিকাতার চুইখানি দৈনিক পত্র এ বিষয়ে
 রাজার আবেদনের অনুমোদন করিয়াছেন।
 আমরা বোধ করিতেছি, যখন ভূমির করবৃদ্ধি
 করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলে আঘাত
 করা গবর্নমেন্টের উদ্দেশ্য হইয়াছে, তখন গব
 র্নমেন্টও রাজার সম্মতি লইয়া বাহা আচরণ
 করিবার নিমিত্ত এইসম্মান প্রদান করিতে
 পারেন। বর্জমানের রাজা বঙ্গদেশেব মধ্যে সর্ব
 প্রধান ধনী না হউন, সর্বপ্রথম জমীদার বটেন।
 সত্য বটে ঐহা অপেক্ষা কলিকাতার শীল ও
 মল্লিকদিগের অধিক সম্পত্তি ও অধিক আয়
 আছে। রাজার জমীদারি পতনী বিলি আছে।
 প্রকার সন্থিত উঁহার সাক্ষ্যসম্বন্ধে কোন সং
 শ্রব নাই; অতএব উঁহার আর স্থিরতর রহি
 য়াছে। পক্ষান্তরে কলিকাতার ধনীদিগের
 সম্পত্তি ও আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।
 তথাপি ইঁহার। আধুনিক, বর্জমানের রাজা
 প্রচীনবংশীয়; অতএব উঁহার সম্মান অধিক
 তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তিনি
 যতই ধনী হউন না, জমীদারের অধিক আর
 কিছুই নহেন। উঁহার কোন পূর্ব পুরুষ স্বাধীন
 রাজার কন্যতা চালন করেন নাই; উঁহাদিগের
 কেই কখন শাসনকর্তা ছিলেন না। বীরসিংহরায়
 সূন্দরকে বধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন বটে,

কিন্তু তাহা রাজা বলিয়া নহে; সে সময়ে স
 জমীদার ঐ প্রকার হত্যা করিতে পারিতেন
 মুসলমান সম্রাটের। ইহাতে বড় উচ্চ
 করিতেন না। ইদানীন্তন কালে শীলকে
 গদামবন্ধ ল শ্যামচাঁদ বন্দোবস্ত করি
 বলিয়া যদি উঁহাদিগকে মাজিষ্ট্রেট বলা
 তবেই বর্জমানের পূর্বতন রাজাদিগকে য
 শাসনকর্তা বলিতে পারি। এক্ষণে প্রস্ন হই
 কোন জমীদারকে এ সম্মান দেওয়া উচিত
 না? আঁহার। স্থাৎসহকারে বলিতেছি শ
 কারী রাজা ও রাজবংশীয়ব্যতীত এ স
 ম্মার কাহাকে দেওয়া উচিত নহে। এক
 এই সীমা অতিক্রম করিলে গবর্নমেন্ট কো
 দণ্ডায়মান হইবেন? আর এক জন শ
 কর্তা আসিয়া আর এক জন জমীদারকে
 সম্মান দিবেন; অতএব ক্রমশঃ দেও
 আদালতে না যাইবার স্বত্বের ন্যায় প্রায়
 কাংশ প্রধান শ্রেণির জমীদারের সম্মানে
 হইবে। এসকল সম্মান যাহাকে তা
 দেওয়া উচিত নহে; তাহা করিলে ইংল
 প্রথম জেমসের প্রদত্ত নাইট এবং সেন্ট আ
 বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির ন্যায় লোকে ই
 ছিছি করিবেন। বাহা ইংলণ্ডেব পিয়ারগণ
 না, মহারাজ মহাতাপ চাঁদ কিসে পাই
 তাহা আমাদিগের জানিতে পারাচ্ছে।
 বর্জমানের রাজা বিজয়রামের র
 দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন। মহারাজ
 পতিও জমীদার সাজ, কিন্তু উঁহার পুত্র
 বেরা শাসনকর্তা ছিলেন। তথাপি তর্ক
 স্বীকার করিলাম, যেন বিশেষ স্থল বলিয়া
 জন জমীদারকে এই সম্মান দেওয়া
 এক্ষণে প্রস্ন হইতেছে মহাতাপচাঁদ সেই
 স্থলীয় হইতেছেন কিনা? যিনি ডিউ
 ওয়েলিউটনের ন্যায় দেশের বিশেষ উ
 করেন, তিনিই এই সম্মান পাঠাতে পা
 মহাতাপচাঁদ কি করিয়াছেন? বর্জমান, ব
 প্রভৃতিতে যেসকল অনির্দিষ্টপ্রভৃতি
 তাহা উঁহার পূর্বপুরুষের। তিনি ক
 সামান্য চিকিৎসালয় ও ৩০টি মধ্যম শ্রেণির
 লয়ব্যতীত আর কি করিয়াছেন? কোন
 সেতু, কোন প্রাবিত গ্রামের সূতন গৃহ,
 প্রধান চিকিৎসালয়ের মূলধন, কোন বি
 লয়ের ভাড়াবৃত্তি, ও ব্যবস্থাপক সভাব কো
 কারী আইন উঁহার নামধারণ করে?
 বংশীয়দিগের কোন কার্যেই সাহায্য
 না। তিনি বলিয়া যেতান, "আমি তার
 সভাতে প্রবেশ করি নাই বলিয়া আমার



প্রকাশ করা হয়। কেন প্রবেশ করা হয় ? একথা অর্থাৎ এই হইতেছে, যে ভারত যুদ্ধে এক দল গাদা আছেন; ইহারা ল বাহা আড়ম্বর ও বোকামী করিতে । রাজা সেই সকলে হস্তাৰ্পণ করিতে চাহেন কিন্তু যদি কার্যের পরিচয় হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় সত্বারা যে উপকার হইবে, তাহাতে তাঁহারা যথার্থই সর্কসাধনের স্পন্দ হইয়াছেন। এসকল লোকের সাহায্য, রী ও স্বদেশীয়দিগের হিতকর কার্য হইতে থাকি কি সমান নহে? রাজা যদি দোকান ও আধুনিক জমীদারদিগের সহিত মিশ্রিত উপমান জ্ঞান করেন, তাহা হইলে তিনি স্বদেশীয়দিগের বর্তমান সত্যতাশ্রোতের সম্বন্ধে ধরমান হইয়াছেন। এ সকল গৌরব আর উচিত নহে এবং বঙ্গদেশে তাহা নাই। এ কেবল বংশ ও ধনের মর্যাদা নাই; এ ও ক্ষমতার মর্যাদা সকল সম্মানের কা উচ্চ আসন পাইয়াছে। এখন তাপচাঁদের ন্যায় প্রাচীন ধনীকে লোকে করেন না, অপেকাকৃত দরিদ্র রমানাথের নামে লোকের অশ্রুপাত হয়। দিগম্বর এক জন আধুনিক লোক। রাজার প্রতি স্বদেশীয় লোকদিগের ভক্তি নাই। এটি নিবন্ধন নহে, সর্কসাধারণ ঈর্ষ্যাপরবশত পাবেন না। রাজা ভারতবর্ষীয় হইয়া তিব প্রতি ঘৃণাপ্রকাশ করেন। তিনি রাপীয় রুচি ইউরোপীয় ব্যবহার ও ইউরোপীয়দিগের সহবাস ভাল বাসেন। কেবল ইহাই নয় নহে, কিন্তু স্বদেশীয়দিগকে তুচ্ছ । বিদেশীয়দিগের আরাধনাই দোষের নহে। স্বদেশীয় কোন ব্যক্তি কোন সাধারণ কার্যে নির্মিত চাঁদা চাহিলে তত দেন না; কিন্তু সেদিকস কয়েক সহস্র ব্যয় করিয়া কয়েকটা ইউরোপীয় কবর করিয়াছেন। তিনি স্বদেশীয়দিগকে না। ভারতবর্ষীয়গণও তাঁহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। কেহই তাঁহার অর্পের প্রার্থী নহেন; কিন্তু যে ক্ষমতা আছে, তাহা তিনি সাধা তার্থ বিনিয়োগিত করেন, ইহা সকলে করিয়াছিলেন। তিনি এ আশা সম্পূর্ণ পাবেন না; তিনি নামে ভারতবর্ষীয় হইলে তিনি রাখাকান্ত দেব এড়াত্তর ন্যায় শ্রদ্ধাঙ্গন হইবার কোন কাজ করিয়া উতএব তাঁহাকে সম্মান করা আর সম্মান করা সম নহে হইতেছে। তাঁ-

হার সম্মানের প্রতিবন্ধকতার প্রকৃত কারণই এই। তিনি জমীদারমাত্র, এটি সেই প্রতিবন্ধকতার একটা হেতুমাত্র হইয়াছে। আমাদের মত এই হইতেছে মহাতাপচাঁদকে তোপেব সম্মান দেওয়া কোন মতে কর্তব্য নহে। যখন শত্ৰুনাথ পণ্ডিত প্রথমতঃ প্রধানতম বিচারালয়ের আসনে উপবেশন করেন, তখন দেশের এক শীমা অবধি অপর শীমাপর্ষ্যন্ত আনন্দধ্বনি হয়। মহাতাপচাঁদের সম্মানে দস্তদর্শন হইতেছে !!

ক্রীবি:—

ইংলিসমান ও ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস উভয় সমাচারপত্র পাঠে জানা গেল যে, বর্জমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সপ্তমসূচক চিত্রস্বরূপ তোপধ্বনি সেলামি পাইবার জন্য গবর্নমেন্টে প্রার্থনা করিয়াছেন। আমাদের স্মরণ ছিল না যে, মহারাজ বাহাদুর ঐরূপ সেলামি পাইতেন না; কিন্তু তাঁহার বংশের এবং বঙ্গ রাজ্যমধ্যে তাঁহার তুল্য ধনী ও তিনি যে পরিমাণে রাজস্ব রাজকোষে বর্ষে বর্ষে দিয়া থাকেন, তরুণ দ্বিতীয় ব্যক্তি না থাকিতে ঐরূপ সেলামি তাঁহাকে না দেওয়াতে বঙ্গ রাজ্যের প্রতি রাজপুরুষদের অশ্রদ্ধাপ্রকাশ হইতেছে। বাঙ্গলা দেশের তুল্য রাজতন্ত্র প্রজা ও ঐ দেশের তুল্য রাজকর আয়ের আকর ভারতবর্ষের মধ্যে আর নাই। স্বাধীন ভূস্বামী এদেশে না পাওয়ার কারণ এই যে, ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট রাজ্যারভেই সমস্ত দেশ নিজ কর্তৃত্বাধীনে আনিয়া নিজ নিযুক্ত কর্মচারিহারা রাজ কার্য চালাইতেছেন। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং মাজ্জাজ ও বোম্বাই দেশে অনেক পুরাতন রাজা এপর্ষ্যন্ত স্বাধীনাবস্থায় আছেন। ফলতঃ তন্মারা বঙ্গদেশের ও অপর রাজ্য খণ্ডের পুরাতন অধিচ ধনী রাজগণের সম্মান পূর্কে যেরূপ ছিল, তাহার প্রভেদ হওয়া অসুচিত। বর্জমানের রাজবংশ অতি পুরাতন ও ব্রিটিশ রাজ্যের পূর্কে তৎবংশের স্বাধীনতা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক রাজা বাহারা ঐ পর্ষ্যন্ত সেলামি পাইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে কোন ক্রমেই বিভিন্ন ছিল না। চর্ভাগ্যমাত্র এই যে, বঙ্গদেশের রাজগণের সম্পত্তি ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে, কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলপ্রকৃতি স্থানের রাজগণ তরুণ অবস্থায় এপর্ষ্যন্ত পতিত হন নাই, তাহাও কেবল দুরাতবে রহিয়াছে। কিন্তু তরুণ উত্তর রাজগণের সম্মানবিষয়ে প্রভেদ করা

বিচারসিদ্ধ হইতে পারে না। বর্জমানের জের তুল্য রাজকর ব্রিটিশ অধিকারের একক কেহ দেন না। প্রায় ৪০ চক্রিশ লক্ষ কর প্রতিবৎসর তিনি দিয়া থাকেন সকল রাজা একপে সেলামি পাইয়া থাকে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার তুল্য নহেন। বিশেষতঃ ধনে মানে ও বিভাজ্য রাজ্যের মধ্যে বর্জমানের মহারাজ সর্কজ্যেষ্ঠ ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গরাজ্যে ইংলণ্ডের স্বরূপ। ইহাতে বঙ্গ রাজ্যের সর্কজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পশ্চিমাঞ্চলের বহুসংখ্যক সেলামি পায়। যোগ্য রাজ্যের সূত্র সম্মানভাজন না করা মেণ্টের নিতান্ত অবিচার ও তন্মারা বঙ্গ প্রতি গবর্নমেন্টের অশ্রদ্ধাপ্রকাশ হইতে একপে বর্জমানের সিংহাসনে যিনি অসি আছেন, তাঁহার গুণ ন'না অংশে এ আর্থে। ১৮৬২ সালে ইনকমটেক্ষ যে সময় চলিত হয়, তৎকালে বর্জমানের মহারাজ সর্কজ্যে টাক্র দিতে সম্মতি প্রকাশ করেন তাঁহার আগ্র সর্কিপেক্ষা অধিক থাকায় শিরে টাক্রের ভার অধিক পড়িয়াছিল। তাঁহার সম্মতি কেবল মৌখিক ছিল না; বসতঃ ঐরূপ সম্মতি দেওয়ার জন্য বঙ্গ প্রায় তাবৎ জমিদার তাঁহার প্রতি অসি হইয়াছিলেন এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এশোসি অর্থাৎ যে সত্তার সাহায্যে হিন্দুপেট্রিট সঘাদপত্র প্রচলিত আছে তাঁহারা সব মহাবাজকে অবহেলা করিয়াছিলেন। হিন্দু যুট উক্ত বিষয়ে যে গোলযোগের অতি সম্মতি দিয়াছেন, তন্মারাও বোধ হয় যে, মহারাজের সম্বন্ধে পূর্কদেব এপর্ষ্যন্ত বিশ্বাস নাই। ব'হা হইক, বর্জমানাধিপতির দান মন প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি বিবেচনা করে তোপের সেলামি পাওয়ার যোগ্য পাত্র উপেক্ষা এদেশে আর নাই; অতএব গবর্ন সমীপে আমাদের বিনয়পূবঃসর নিবেদন যে, মহারাজের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া বঙ্গরাজ্য প্রধান ব্যক্তির সম্মান বর্জিত করুন।

বঙ্গীয়দিগের দৈহিক অনুন্নতি।

বঙ্গদেশ ক্রমশঃ বিদ্যালোকে আলোকিত হইতে, এবং সত্যতা সুখসচ্ছন্দতা সমৃদ্ধি প্রসৌভাগ্যচক্র দিন দিন পরিবর্জিত হইয়া বাসীদিগকে সনুজ্জল করিতেছে বটে। শোক, রোগ, দৌরল্য, অকালবার্জিত অকালমৃত্যুপ্রকৃতি রাজস্বরূপ হইয়া সৌভাগ্য চক্রকে গ্রাস করিতেছে, ইহা স

গণ্য বিষয় নহে। ইহা দেখিয়া এদেশীয়েরা
শিষ্ট ও নিস্ত্রিত আছেন, অতিশয় দুঃখ ও
বিষয়; কত দিনে তাঁহাদের নিস্ত্রিত
দেশ যে উচ্ছিন্ন ঘায়। আর কেন তাঁহারা
হট্টন এবং দেশরক্ষার সঙ্গপার করুন।
কন্যাপোষাগী নিয়মগুলি প্রতিপালন
ও বাহাতে সর্বত্র ও সর্বলোকমধ্যে প্রচ
ও প্রতিপালিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ বন্ধ
হট্টন। দেশানিষ্টকর জমপ্রদাদায়ক দেশ
হল সংশোধন করুন। অনেকসংখ্য বর্ধ
নীতি সামাজিক ও সাংসারিক
আমাদের নৈহিক বলবীর্ঘ্য হ্রাসের মূল
প্রথমতঃ বাল্যবিবাহ। অনেক মহাত্মা এই
কেন বঙ্গবাসীদিগের বলবীর্ঘ্য হ্রাস ও অকাল
অন্যতর কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন।
কালে পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে অশেষ
নিষ্ট হয়। স্বল্প বয়সে স্ত্রীসংসর্গ ও সন্তান
জন করিলে শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ হয়। এই
পুরুষ উভয়েরই শরীর ক্রমে ক্রমে
বলবীর্ঘ্যহীন এবং পরিণামে রুগ্ন হইয়া
অপরিপক্ব বীজে রুগ্ন উৎপাদিত হইলে
সেই রুগ্ন শল্কালস্থায়ী হন, অপরিণত
সন্তান উৎপন্ন হইলে সেই সন্তান
রুগ্ন। স্ত্রীসংসর্গে স্বল্প বয়সমধ্যে মানব
সম্বরণ করিয়া অল্পবয়স্ক পিতা
ক অপার শোকসাগরে নিমগ্ন করে।
বিবাহটি যেমন দোষের, যৌবনাক্রান্ত
চ্যাবিক বয়সে উদ্ধাহ হওয়ার তেমনি
র। আমাদের দেশ অতিশয় ঐশ্বর্য ও উচ্চ
। এখানকার লোক স্বভাবতই কাম ক্রোধ
রিপুগণের বশীভূত। অতএব অধিক
বয়সে পরিণয় হইলে লোকসকল
কুক্রিয়াবিত্ত ও কুস্বভাবাপন্ন হইতে পাবে
তদ্বিষয় নানা প্রকার শরীঃনাশক সংস্
কৃতি রোগ জন্মবার সম্ভাবনা থাকে।
মাতার দোষ গুণের ফলাফল সন্তানে
অতএব তাঁহাদের স্নেহাস্পদ সন্তানেরা
জননীকুক্রিয়ার শাস্তিস্বরূপ রোগ অধি
রিয়া কেহ অবিলম্বেই মৃত্যু মুখে পতিত
হইয়া বিকলাঙ্গ, হীনবীর্ঘ্য ও অকর্মণ্য
জীবিত থাকেন। অতএব পাত্র পরিণত
অর্থাৎ পূর্ববোধনবস্থ ও পাত্রী দ্বাদশ
প্রদাদশবর্ষীয়া হট্টলে যদি বিবাহ হয়,
হইলে দেশের কতক মঙ্গল সম্ভাবনা।
তীয়তঃ আমাদের মূল বিবাহপ্রথাটিই বহু
গল। এখানকার লোক ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি

নানা বর্ণে বিতরু। ইহারা আবার কুলীন
শ্রোত্রিয়প্রভৃতি কএক শ্রেণীতে বিভক্ত।
মৃত মহাত্মা বল্লাল সেন কুলীনের প্রথা প্রচলিত
করেন। তিনি অতি সদাতিপ্রায়েই এই প্রথাটি
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই।
এক সময়ে এই প্রথাটি মহোপকারিণী হইয়া
ছিল বোধ হইতেছে; কিন্তু এক্ষণে তেমনি
দুঃখীয় ও ঘৃণ্যই হইয়াছে। বর কন্যার বয়স
মনের গতি শারীরিক ও অন্যান্য অবস্থা
বিশেষ বিবেচনা করিয়া বিবাহ দেওয়া পিতা
মাতার কর্তব্য; কিন্তু আধুনিক কুলীন সম্প্রদায়
তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন না। ইহারা
সমান ঘরে আপন আপন সন্তানসজ্জতির
বিবাহ দিতে পারিলেই আপনাদিগের জীবন
সার্থক জ্ঞান করেন। অন্যান্য বর্ণের কুলীন
অপেক্ষা রাঢ়ীয় কুলীনব্রাহ্মণদিগের বিবাহপ্রথাটি
দেশের বিশেষ অপকারক। ইহাদের মধ্যে কে
কেহ সৈন্যনিবন্ধন, কেহ বা অর্পলোভে একটী
অল্পবয়স্ক ঋণকায়ে শিশুর সহিত দীর্ঘাকার্য
হয় ত তদধিকবয়স্ক কন্যা ত্রয়ের বিবাহ
দিতেছেন। কেহবা স্বল্পবয়স্ক এক দুই তিন বা
ততোধিক কন্যার, এক জন অধিক বয়স্ক বহু
বিবাহিত মুগ্ধ ব্যক্তির সহিত পরিণয়ক্রিয়া
নির্দাহ করিতেছেন। অন্যান্য বর্ণের শ্রোত্রিয়
ও বংশজভাবাপন্ন এতদধিক শ্রোত্রিয় ও বংশজ
দিগের বিবাহপ্রথাটি অধিকতর অমিষ্টকর।
ইহাদের মধ্যে বহু মূল্যে কন্যাবিক্রয়প্রথা প্রচ
লিত থাকিতে কেহ কেহ এই বাবসায়টিকে
প্রকৃত ব্যবসায়স্বরূপ অবলম্বন করিয়া থাকেন।
অন্যান্য পণ্যজীবীরা আপন আপন পণ্যদ্রব্য
গুলিকে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিলে
যে রূপ চরিতার্থতালাভ করেন, ইহারাও
আপন আপন কন্যাদিগকে অধিক মূল্যে বিক্রয়
করিয়া পারিলে সেইরূপ কৃতার্থ হন। অধিক
অর্থ পাইলে কন্যাগুলিকে অপাত্রে অর্পণ
করিতে অসম্মত হন না। অকেক বংশজ ও
শ্রোত্রিয়ের কন্যার পাণিগ্রহণ প্রায় দেশবা
বস্তায় হইয়া থাকে। পুরুষদিগের প্রায় প্রৌঢ়া
বস্থায় ও বৃদ্ধাবস্থায় দারপরিগ্রহ হয়।

শ্রীরাঃ

-:~:-

মহাশয়! গত ৩রা আষাঢ় দিনাজপুরের
শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায়বাহাদুর আপন পিতার
শ্রী মাহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়াছেন। কলি
কাতা, মন্বদীপ, বঙ্কমান, মুরসিদাদাদ, বাকলা,

বিক্রমপুরপ্রভৃতি নানা দূরদেশস্থ ও স্বা
পণ্ডিতগণের নিমন্ত্রণ হয়। সভাস্থ পণ্ডিত
সভাবরণরূপে এক এক শাল ও এক এক
বস্ত্র উত্তরীয় সহিত প্রদত্ত হইয়াছিল। বি
পণ্ডিতগণের প্রত্যেককে খাদ্যদ্রব্য প্রায় ৫০
মূল্যের ও স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের প্রত্যেক
২০ টাকা মূল্যের দ্রব্য প্রদত্ত হইয়াছে। বি
পণ্ডিতগণের বিদায় সর্বশুদ্ধ ৩০০ টাকা ও
শহু পণ্ডিতগণের বিদায় সর্বশুদ্ধ ৪০ টা
উপস্থিত পণ্ডিতের বিদায় ১৫ টাকা,
১ জোড়। ছাত্রবিদায় ১০ টাকা বস্ত্র ১ জো
অন্যতঃ স্ত্রীপারিমিত্রের বিদায় ৩০
১ বনাত। ভট্ট ও টেবজের বিদায় ৫ হ
৭ সাত বস্ত্র ও তৈলসপাত্র প্রদত্ত হয়।
দুঃখী কাঙ্গালিগণের প্রত্যেককে এক
১ টাকা ও ফকিরদের প্রত্যেককে ১ টা
বন্দনা ও ১ টাকা প্রদান করা হইয়াছে।
শ্রীক্ষে যেসকল রবাত প্রভৃতি গমন করি
ছিল, তাহাদের বাসের নিমিত্ত গৃহ নি
হইয়াছিল এবং সকল লোককেই প্রায় দশ
সের আহারদ্রব্য দেওয়া হইয়াছিল। কর্মদি
ব্রাহ্মণতোজনের ন্যায় কাঙ্গালি দীন
অভ্যাগত যত লোক উপস্থিত ছিল, সক
তুল্যরূপে মিষ্টান্ন ভোজন করান হইয়াছিল।
এই সকল আগন্তুক ব্যক্তির বিদায়ে
দীনাজপুর নগরস্থ সমুদায় লোককে ক্রমে
এক শ্রেণিকরিয়া মিষ্টান্ন জলপান করান
তেছে। চেরিটেবল সোসাইটিতে দীন হ্র
দিগের নিমিত্ত কতকটাকা প্রদত্ত হইবে
শুনা হইয়াছে। (১)

ত্রিহৃত একটী কালেইরা অন্তর্গত মা
আদালতটি বড় সামান্য নয়। অনেক
লোক উহাতে প্রতিপালিত হইতেছেন
পদাঙ্গুরূপে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্থানও করিয়া
কিন্তু কেমন ঈশ্বরের বিড়ম্বনা, চিবকাল ক
রও এক ভাবে ঘাইতে দেখা গেল না।
কর্মের এমনি গুণ, কখনই অবগুণ্ঠনে গা
পারে না। কেহ যে কখন চিরকাল পাপ
করিয়া নিকৃতি পাইবে, অসম্ভব। আজি
বা তদিন পরেই হট্টক অবশ্যই তাহাকে উ

(১) আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্র
প্রচারিত করিলাম; কিন্তু যেসকল ব্যয়ে
হলের উৎসাহবর্দ্ধন হয়, তাবশ্ব বিষয়ে ট
দান করা আমাদের অভিপ্রেত নহে।

সভাগ করিতে হইবে। যে রাজ্যে, যে সং-
 বে, অথবা যে গৃহে এক বার পাপরূপ ধূম-
 পূর উদয় হয়, তাহার শ্রবণ কখনই নাই।
 উহা অচিরে ক্ষয়শায় উপনীত হয়।
 কু দিন হইল। এক জন কামীন কোন বাঁটোয়া
 র জরিপ করিয়া আসিয়া কালেক্টরের নিকটে
 হার হুণী (আমীনের প্রাপ্য জমা টাকা)
 ইহার আবেদন করেন, কালেক্টর সাহেব সেরে
 ঙ্গ ও আমলাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ
 বেদনপত্রে আমীনের যথাপ প্রাপ্য ৪১ টাকা
 তে সম্মতি প্রদান করেন। যৎকালে উক্ত
 কালেক্টর সেরেসাদার ঐ তথ্যমতিপত্রদ্বয়ে
 ল কালীতে ডিপজিট পুস্তকে উক্ত টাকা খ-
 লিখিতে যান, তখন আমীম উপস্থিত আছে
 না জিজ্ঞাসা করিয়া অসুস্থান না পাও-
 তই হটক অথবা অন্য কোন কারণেই হটক
 দিবস ঐ টাকা দিতে অসম্মত হইয়া,
 ডিপজিট পুস্তক আপনার নিকট রাখেন। ধর্মের
 মন স্তম্ভগতি, ইচ্ছা না থাকিলেও দোষী
 ক্র যেন আপনাই হইতেই স্ব দোষ ব্যক্ত ক-
 তে প্রবৃত্ত হয়। তিন দিবসপরে যে ব্যক্তি
 দায় অনর্পের মূল, বাহার জন্যে আদালতে
 মূল আশুন লাগিয়াছে, সেই ব্যক্তি সহস্রা কি
 তাবিয়া, সেরেসাদারের নিকটে আসিয়া
 দায় ব্যক্ত করে ঐ ব্যক্তি অগ্রতা আদাল
 সহকারী একাউন্টেন্ট। ইহার নিকট
 খনিউ সংক্রান্ত কাগজ পত্র থাকে। সে
 দার জানিয়া শুনিয়াও কোন কথা কাহাকে
 ন নাই; বরং গোপনে রাখিয়াছিলেন।
 এখানকার সুযোগ্য ডেপুটি মাজিস্ট্রেট
 পাল বাবু কোন সূত্রে ঐ মোলযোগের
 ম কর্ণগোচর করিয়া কালেক্টরকে অবগত
 ন। তাহাতে কালেক্টর সাহেবের বিধম
 দহ উপস্থিত হওয়াতে তিনি অসুস্থান
 য়া দেখেন, যে ঐ আমীনের ৪১ টাকার
 ৫৪১ টাকা জাল করা হইয়াছে। ইহা নে-
 কালেক্টর সাহেব তৎক্ষণাৎ উক্ত ব্যক্তি-
 হাজতে দেন এবং উহার কাগজ পত্র
 হুপুধ রূপে পরীক্ষার্থে সেরেসাদারের উপর
 র্পণ করেন। কএক বৎসরের কাগজপত্র
 য়া ইহার মধ্যে ২২০০ বাইশ শত টাকারও
 ক জাল বাহির হইয়াছে। এখনও কত
 ক, বলা যায় না। ঐ সকল টাকা এক
 লওয়া হয় নাই। সময়ে সময়ে তিন্ন তিন্ন
 য়ে বাহির করিয়া লইয়া আশ্রয় করা হই
 হ। এই জালকাণ্ডে অনেক ল খত হইয়া

ছিল। কিন্তু মাজিস্ট্রেটের বিচারে উক্ত ব্যক্তি
 ও জগর এক জন শেগনে সমর্পিত হইয়াছে।

শুনিলাম ঐ দোষী ব্যক্তি স্বমুখে নিজ দোষ
 স্বীকার করিয়াছে এবং কহিতেছে আদালতের
 অনেক ঐ জালকাণ্ডে লিপ্ত আছে। বাহা হটক
 কালেক্টর সাহেবের এবিষয়ে বিশেষ অসুস্থান
 লওয়া কর্তব্য।

২। সমচার পত্রে দেখিতে পাই, বাঙ্গালা
 দেশে ভয়ানক বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য
 এখানে অদাবদি কিছুমাত্র বৃষ্টিপাত হয় নাই।
 যেমন বৌদ্ধের প্রথরতা তেমনি গ্রীষ্ম। এরূপ
 গ্রীষ্মতিরেক কখন দেখা যায় নাই। যদি আর
 চই চারি দিবস এরূপ থাকে তবে এস্থানের
 অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে। ইহার মধ্যেই
 গ্রীষ্মতিরেকনিবন্ধন ওলাউঠার প্রাচুর্তা হই
 য়াছে। তাহাতে যদি শীঘ্র বৃষ্টিপাত না হয়
 তবে আর নিস্তার নাই।

২৭ এ জন } ব্রহ্মত
 ১৮৪৮ }

—:—
 মূল্যপ্রাপ্তি ।

শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	আলিগড়
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ আষাঢ়	১৩
" " হরচন্দ্র মজুমদার	কুঠি বেলিয়া
১৮৬৮ জুলাই হইতে ডিসেম্বর	৭
" " রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	জমাই
১৮৬৮ জুলাই হইতে ৬৯ জুন	১৩
" " কার্তিকচন্দ্র চক্রবর্তী	ডুবিডহর
১২৭৫ বৈশাখ হইতে	৩৮
" " পার্শ্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়	আলাহাদ
১২৭৫ বৈশাখ হইতে ৭৬ বৈশাখ	১৩
" " কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়	রঙ্গপুর
১২৭৫ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ	৭
" " হারকানাথ মিত্র	কলিকাতা
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আশ্বিন	৫১
" " হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বরাহনগর
১২৭৫ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ	৫১
" " জয়গোপাল চক্রবর্তী	মগুরারহাট
১২৭৫ আষাঢ় হইতে আশ্বিন	৩৮০
" " কৈলাশচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা
১২৭৫ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ	৫১
" " অতয়াদাস বসু	কলিকাতা সুকেডটি
১২৭৫ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ	৫১
" " বজ্রেশ্বর সিংহ	ভাল্ডাড়া
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ বৈশাখ	১৩
" " হেমচন্দ্র ঘোষ	চাঁদপুর
১৮৬৮ জুলাই হইতে ডিসেম্বর	৭

" " গোপালচন্দ্র মল্লিক চীনে
 ১২৭৫ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ
 —:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি
 বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাল্য না পাইলে
 সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
 বাণ্যাসিক ৫১০ টাকা; মফস্বলে ডাক
 সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং
 সিক ৩৮০। তিন মাসের ম্যানে অগ্রিম
 গ্রহণ করা যায় না। জপ্তি, বরাদ্দি চিঠি,
 অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার
 বাহাতে বাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
 দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

বাঁহার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন,
 যেন এক অথবা আদ আনার অধিক
 ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
 মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্ট্রি
 শ্রীযুক্ত হারকানাথ বিদ্যাক্ষণের নামে
 ইয়া দেন।

বাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
 আসিবে, এক মাসপূর্বে তাহাদিগকে
 লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
 গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
 একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব
 যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
 হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
 ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

বাঁহার মাল্য না দিয়া পত্রাদি প্রের
 বেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
 যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
 করিলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপং
 আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হ
 যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
 বেন, তাহার সঙ্কিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হই

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
 মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
 চালড়িপোতার শ্রীযুক্ত হারকানাথ
 ক্ষণের বাগীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃ
 প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ।

— ২২৫ —

৩৭ সংখ্যা।

“ প্রবর্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিমম্বতী ন হীযমাং

সক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
প্রম বাণ্যাসিক ৫৯ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫ । ৬ ই শ্রাবণ । ১৮৬৮ । ২০ এ

{ মফস্বলে মাস্তুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক
বাণ্যাসিক ৭, ৩ টৈত্রমাসিক ৩৮০

বিজ্ঞাপন।

সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইবে যে গত ২ রা টৈত্র আমায় করনের সম্মত গবর্ণমেন্টে সাংখ্যিক বিদ্যালয়গৃহের উপর বেহুড় গ্রামবাসী অমূল্য বক্তিবর্ষীয় সন্ত নরসুন্দরনামক ভট্টের পঞ্চিকের যে মক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আজি অবধি মাসের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহার হননকারীর সন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাহাকে সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে। মাসের পর এক বৎসরকালমধ্যে অমূল্য সন্ধান সংবাদদাতাকে ৫০০ পাঁচ শত মুদ্রা প্রদান করা হইবে। অতিশয় আক্ষেপের বিষয় উল্লিখিত দিবস অবধি গবর্ণমেন্ট পক্ষ এবং স্বপক্ষ হইতে নানাবিধ অমূল্য সন্ধান হইতেছে; কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য হইতে পারা যাইতেছে না।

কাজ রাজধানী }
৮৮ সাল }
ই জুন } ত্রীগোপীলাল পাণ্ডে।

—:—

প্রকরণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল। গণ পূর্ণ তদ্বাদীত নিম্নলিখিত সম্পূর্ণ প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে গণ শত ডাক মাস্তুল লাগিবেক।

সিনাথের টীকা সহিত।
শুপাল বধ (মাঘকৃত) মূল্য ৮
বংশ (কালিদাসকৃত) " ৫৯০
স্নাতকানুসারী (ভারবিকৃত) ৩৯০

পার্থীগণের ক্রয়বিধাৰ্হ নিম্নলিখিত গুলিন সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগরাকরে মুদ্রণ কর হইবেক। প্রকাশের পূর্বে গ্রাহক

কৃত হইলে গীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি আট পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে খণ্ডে বা সম্পূর্ণ যেমত প্রকাশিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য প্রদান করিলে গুলুক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের শত ডাক মাস্তুল লাগিবেক।

কৃতসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলোদয়। মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্কশী। মুদ্রারাক্ষস। রত্নাবলী। মালতীমাধব। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী বা সাংখ্যকারিকা। মহাবীরচরিত। উত্তররামচরিত। মুক্তবোধ। শশকুমারচরিতের উত্তর। পানিনি। বসন্ততিলকভাণ। অমরকোষ। শাকর ভাষ্য। আনন্দগিরি, জীধরস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীর টীকাসহিত জীমভাগবত। মহাত্মারত। বিকু পুরাণ। কাদম্বরী। তটিকাব্য। নাগানন্দ কাব্যপ্রকাশ। চড়ক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান }
বাকর যন্ত্র নিমতলা } জীভুবনচন্দ্র বসাক
টীট ৩২ সংখ্যক তখন।

—:—

বিজ্ঞাপন।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাগী ওদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

বিজ্ঞানের নিমিত্ত।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাগী।
উপরি উক্ত বাগান ও বাগী যাহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেগারস্ আরবো

খনট এব° কো°

—:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল ডালা বাড়ি, যে ডালা কোম্পানির দোকানে ৭ম প্রণীত ও মংপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত
গ্রীসইতিহাস
রোমইতিহাস
ভূষণসার ব্যাকরণ
নীতিসার (১ ম ভাগ)
নীতিসার (২ ম ভাগ)
প্রচারিত।
মুক্তবোধ ব্যাকরণ

জীধরকান্য শর্মা

—:—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রস্তুত ও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারণের যোগ করিবার প্রাক্কাবে উক্ত দিবসে বিক্রয় স্থানে অপরাহ্ন ৩ ঘটটার সময়ে বিক্রয় হইবে, প্রতিদিন সন্ধ্যা ও প্রচারবিভাগের মহাশয়েরা তৎকালে উপস্থিত হইয়া তৎ নিম্পত্তি করিবেন।

ত্রীকেশবচন্দ্র

—:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলমাদি বিবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়। মফস্বলে চণ্ডী কলমাদি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিবে আনার হিসাবে কমিসন দি। যদি কেহ ১০০ টাকার দ্রব্যাদি লয়েন তাহা হইলে ১০% হিসাবে কমিসন পাইবেন।

গোল্ড স্মিথ টেপটিকেল ওয়ার্ক
আংরেবিয়ান নাইট
স্পেকটেলার
বেলেয়ার্স লেকচার
জোসেকস ওয়ার্ক

রাজী ভগবৎ গীতা	২
কাদম্বরী	২
হিষ্টরী অফ প্রেশবইন গ্রেট ব্রিটন	২৫
শকুন্তলা	১
হিতপোদেশ	১
বধ পরীক্ষা	১
প্রলামজুন	১
সুন্দরী	১
সুকীর ইতিহাস	১
হুমল	৫০
সুন্দরী	১
গীতানন্দ লহরী	১০
শশচরিত	১৫
দক্ষ মুখমুণ্ডল	১৬
কালিকতার মানচিত্র (উত্তম বাধান)	২
রকাকেলী কোমরী	১৫
ম উপাখ্যান	১০
ভক্তবর্ষের পুরাবৃত্ত (দ্বিতীয় বার মুদ্রিত)	১৫
চিত্র সহিত মূল্য	১৫
শ্রীকান্ত রামায়ণ পদ্য	১
ঐশ্বর্য পদ্য মহাভারত পদ্য	২৫
কাপ্রণালী	২
সিলেবের উপযোগিতা	৫০
সুকীর নাটক	১
রবীন্দ্র বন্দী	১০
ধর্ম বঙ্গ ভ্রম	১০
চন্দ্রবদন কাব্য	১০
সিত মঞ্জরী	১৫
বিক্রম চণ্ডী	১৫
সুখীখণ্ড	৫
ভাষণমণ্ড	১৫
সীকৌতুক নাটক	১
বকলাপ	১
মাতিলোক নাটক	১
সুবিনাশ নাটক	১
কাতা জোড়া-	শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগর মূলে বিক্রয়
৬৪ নং	
সিনী নাটক (মূল্য এক টাকা) সংস্কৃত	
পুস্তকালয়ে, চীনেবাজারে শ্রীযুক্ত বাবু	
নাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬৮ নম্বর দোকানে	
সংস্কৃত বস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু	
মাইন মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্রাপ্য	
প্রতি ২৫ পিঁচি টাকা হিসাবে কমি	
ওয়া যায় ।	
শ্রীশ্রীপ্রতাপ মুখোপাধ্যায়	

কলের ব্যবহার ও জরিপী নকসা প্রস্তুত
করিবার নিয়মসম্বলিত বস্ত্র পরিমাপক বিদ্যা
ও জরিপ "কলিকাতা সুকিয়া স্ট্রীট মহেশদাসের
বাগানে ১৮১৮ নং বাড়িতে এবং সংস্কৃত
পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য কমি
সন শুধ ১ এক টাকা।
শ্রীপ্রসন্নকুমার হানিয়াড়ী।

ইংরাজী ১৮৬৯ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার
সাহিত্যের অপগুস্তক রেবেরেণ্ড আর, রবিজন
কর্তৃক প্রস্তুত হইয়া থেকার স্পিঙ্ক কোং এবং
কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীদ্বারা বিক্রীত
হইতেছে। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা
—:—

শককল্পক্রম অভিধান। সর রাজা রাধা-
কান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা
দিয়া হুতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।
শ্রীমানন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ।
—:—
কাব্য প্রকাশিকা।

এই মাস হইতে প্রকাশিত হইল। ইহাতে
সমুদায় কাব্য নাটকাদির দেখনাগর অক্ষরে মূল
ও টাকা এবং বাঙ্গলা অক্ষরে বাঙ্গলা অনুবাদ
থাকিবে। নিয়মিত গ্রন্থকরণের প্রতি প্রতি ঋণে
১০/০ ছয় আনা এবং প্রত্যেক ঋণের ১০ আট
আনা মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। বাহারা গ্রহণ
করিতে অভিলাষ করেন, কামপুকুর লেন ১৫ নং
বি. পি. এমস্ যন্ত্রে অথবা কালেক্স স্ট্রীট ১১ নং
লাইব্রেরিতে আমার নিকট পত্র লিখিলে পাইতে
পারিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকগণকে স্বতন্ত্র ডাক
ম'সুল দিতে হইবে।
৩রা শ্রাবণ }
১২৭৫ । } শ্রীবরদাশ্রয় মজুমদার।

ইষ্টারন বেঙ্গাল রেলওয়ে।
রিভার টারমিনস্, অর্থাৎ সিয়াল.
দহ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত
রেলওয়ের চলাচল
আরম্ভ ।
কাটখোলার নিকট ৩১ বাগবাঁজারে ইষ্টা
রণ বেঙ্গাল রেলওয়ে কোম্পানির রিভার টারমি
নস্ নামক রেলওয়ে, আগত ৩রা আগষ্ট সোম

বার অবধি জ্বায়াদি দেওন ও লওন জন্য, খে
বাইবেক।

ইষ্টারন বেঙ্গাল রেলওয়ে } ফাঙ্কলি
রিভার টারমিনস } প্রেস্টেজ
৯ ই জুলাই ১৮৬৮! } এজেন্ট

—:—
প্রবাদমালা।
বঙ্গদেশীয় বিবিধ জ্ঞানপদ ব্যবহার মূল্য
পুস্তক বাহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিক
স্কুলবুক সোসাইটীর গবর্ণমেন্ট পেন্সনের
তবনে প্রার্থনা করিলে পাইতে পারিবে
মূল্য ১/০ আনা মাত্র।

নদিয়ার নদী ।
সন ১৮৬৮ সালের জুলাই মাসের ১ লা
হইতে ৭ ই পর্য্যন্ত নদিয়ার নদী
হাএর সর্বকমতি জলের মাপ ।

স্থানের নাম	ফুট
মাথা ভাঙ্গা নদী	
মহানার উপর পদ্মানদীতে	১৬
নিজ মহানায়	৪
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া	
৪৪ মাইল	৩
হাট বোয়ালিয়া হইতে আনিকদিয়া	৪
আনিকদিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	
৩৮ মাইল	৪
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদীপার	
৩৪ মাইল	৪

—ভাগীরথী।

মহানার উপর	৩১
মহানার নীচে	১৯
তথা হইতে জিয়াগঞ্জ	১০
জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া	
৬০ মাইল	১৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া	
৪৬ মাইল	১৩

—জলঙ্গী নদী

মহানা	
তথা হইতে করিমপুর	
১৯ মাইল	২
করিমপুর হইতে টিরাকাটা	
৩৫ মাইল	৩
টিরাকাটা হইতে নদীয়া	
৬০ মাইল	৩

সন ১৮৬৮ জুলাই মাসের ১১ তারিখে
পুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ ।
ফুট ই
১৩ ৬
বহরমপুর } শ্রীযুক্ত টি হেন্স উইকস সি
১১ জুলাই } একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
১৮৬৮ } বহরমপুর ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ ।

৬ই শ্রাবণ সোমবার ।

ভারতবর্ষের জেলসমূহ ।

ভারতবর্ষের কারাগারে ধর্মনীতি
শুভ উন্নতি হইবার যো নাই। উহার
রক্ষাপ্রণালীও অতি জঘন্য। এ
ত কেবল মিস কার্পেন্টর নন, যাব
সদাশয় ব্যক্তি আক্ষেপ করিয়া
নন; কিন্তু জেলের মধ্যে আর যে
কাণ্ড হয় তাহা অনেকে অবগত
। অতএব অন্য আমরা ক্রমকল
র এক মানচিত্র পাঠকগণের নয়ন
উপনীত করিয়া দিলাম ।

পাঠকগণ! এক বার আমাদিগের
ফৌজদারি আদালতে আগমন
। ঐ যে পবাক্ষীন কুঠরিটি দর্শন
তেছেন, উহাতে হাজতের কয়েদিরা
। মসিন বসন, অচ্ছিন্ন শ্মশ্রু ও
আকার দেখিয়া কি হাজতি কয়েদি
ক চিনিতে পারিতেছেন না? হাজতে
আমাত্র পুলিষ প্রহরীরা প্রহার
করে। তবে তাহাদিগের গুণ
তাহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ পূজা
ই তাহারা প্রসন্ন হয়। জেলের প্রহ
যে ব্যবহার করে, তাহাও পাঠক-
এক বার শ্রবণ করুন। ●●● “যেন
বাড়ীতে আশা হইয়াছে” এটি
সস্ত্রাষণ হয়। পরে প্রহার।
তি কয়েদিরা যে গৃহে থাকে, তাহা
লা অপেক্ষা অপকৃট। তথায়
ছে সূর্যের আলোক, না আছে পব-
প্রবেশ। প্রথম দিন হাজতি করে
আহার দেওয়া হয় না। প্রাতঃবাণ
“●● বাহির হ” বলিয়া চীৎকার
হতভাগ্যের। প্রাতঃকৃত্য করে;
র সময়ে আদালতে যাউতে হইবে।
কের ভাগে সামান্য ডাইল ভাতও
পূর্ণ করিয়া হয় না। ফৌজদারি
লতে যাইবার সময়ে পথে গরুর

ন্যায় ইহাদিগকে প্রহার করা হয়।
বিচারপতি সাহায্য কারাগারের আজ্ঞা
দেন, হাজতের কষ্ট তাহার কোথায়
লাগে। মেয়াদের প্রথম দিবস অনবরত
প্রহার করা হয়। পেয়াদারা প্রহার
করে। যেনকল কয়েদি অনেক দিন
থাকিয়া কিছু প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে
তাহারাও প্রহারে পরাঙমুখ হয় না।
বোধ হয়, তাহাদিগকে প্রথমে প্রহার
সহ্য করিতে হইয়াছিল, উহারা তাহার
পরিশোধ লয়। “একটু জলপান করিব”
এ কথা উত্তর পদাঘাত। “বাহিরে
বাইব” ইহার উত্তরও ঐ। পৃথিবীতে
যতপ্রকার কটু বাক্য আছে, তদ্বারা গালি
দেওয়া হয়। এটিও সামান্য কথা। প্রথম
রাত্রিতে আহার হয় না। পর দিবস
খাটিবার পূর্বে হতভাগ্য কয়েদিকে
আহার করিতে ডাকা হয়। সামান্য
শিশুকে যে পরিমাণে আহার দেওয়া
হয়, সেই পরিমাণে হতভাগ্য ব্যক্তিকে
অন্ন দেওয়া হইয়া থাকে। দুই এক গ্রাম
আহার করিয়াছে, এমত সময়ে এক জন
নীচজাতীয় কয়েদি অথবা পেয়াদা পৃষ্ঠে
পদাঘাত করিয়া বলিল “উঠনা ●●●
যেন জামাই আদরে আহার করিতে
ছেন।” কয়েদী উচ্চজাতীয় হইলে
আহার বন্ধ হইল; যদি নীচজাতীয়
হয়, এই স্পর্শে আহারীয় নষ্ট হয় না।
এ স্থলে প্রহরীরা অন্ন খু খু দিয়া থাকে।
আহার হইল না। উঠিবামাত্র সর্কা-
পেক্ষা বৃহৎ কুড়ি ও দশ মের মাটি
উঠে এমত কোদালি দিয়া পাটাইতে
আরম্ভ করা হইল। কয়েদি সে চাসা
কি না, মাটি কাটা অত্যান আছে কি
না, তাহার কোন বিবেচনা করা হয়
না। গবর্ণমেন্টের নিয়ম আছে যে যে
ব্যবসায় জানে, জেলে তাহাকে সেই ব্যব
সায় করান হইবে; কিন্তু প্রথম কয়েক
দিবস এ নিয়ম কোন জেলেই প্রতিপা-

লিত হয় না। কয়েদী আপনি মাটি
তেছে, আপনি মস্তকে কুড়ি তুলিতে
প্রতি কুড়িতে ১০ মের স্তম্ভিকার
হইলে নিস্তার থাকে না, অনিবার
হইতে থাকে, হতভাগ্য ব্যক্তি বিশ্রা
আশয়ে যদি এক নিমেষমাত্র সে
হইয়া হাঁড়াইল, অমনি নিকটস্থ পে
তাহাকে প্রহার করিল। এইরূপে ম
দিন অতিবাহিত হইল, মায়ংকাল
স্থিত। হতভাগ্য কয়েদী সমস্ত
আতান্তিক পরিশ্রম করিয়া ক্ষুধার্ত
এ সময়ে ভাবে “প্রাতঃকালে
হউক, এ বেলা উদর পূর্ণ করিয়া আ
করিতে পারিব।” কিন্তু সে জানে
ভারতবর্ষের জেলসকল দ্বিতীয় যমাব
মায়ংকালেও প্রাতঃকালের ন্যায় অ
রের ব্যাঘাত করা হয়। এই প্র
কোন দিন অর্দ্ধতোজন, কোন দি
স্পর্শমাত্র, তাহার উপর ভয়ানক খা
প্রহার ও গালিবর্ষণ হইতে থা
আর সহ্য করিতে না পারিয়া হত
ব্যক্তিকে শেষে বন্দোবস্ত করিতে
আমাদিগের এদেশীয় পাঠকগণ “
বন্দোবস্তের” অর্থ অনায়াসে বুনি
পারিবেন। সাধারণ কোন আত্মী
মেয়াদ হইয়াছে, তিনিই জানেন ম
মার ব্যক্তিগ্ন জেলের অন্ধে স্বতন্ত্র
করিতে হয়। এই জেলবন্দোবস্ত
কঠিন কাজ : প্রধান অপ্রধান ও
নানা দেবতার পূজা আবশ্যিক
সর্কাগ্রে জেলদারোগার পূজা। এত
শীর দারগায়া অল্পে মস্তক চন :
যেখানে ইউরোপীয় দাবোগ, সেই
সর্কনাশ। তাঁহার কেবল গন্ধপুণ্ড
না, বোড়শোপচারে পূজা চাই। উ
ভাল বাড়ী, গাড়ী, ঘোড়া, চ
চাকর, খানসামা প্রভৃতি আছে, উ
অল্প টাকায় চলে না। নামে তিনি
প্রস্তুত দ্রব্যসকলের কামসন পান

সরায়ে ঐ টাকা বাহির হয়; অথচ
হার নিত্য ব্যয় আছে। অনেকে কমি-
নের দোহাই দিয়া মহা আড়ম্বরে
কেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও গবর্ণমেন্ট
বন, কমিশনের টাকায় দারোগার
য়ানা চলিতেছে। কিন্তু কিসে যে
য়ানা চলি তিন জানেন, আর
জানেন। দারোগার পূজার
নিয়েব দারোগার পূজা আবশ্যিক।
হার পর জেলের নেটিব ডাক্তরের
। ডাক্তরকে পূজা না দিলে পীড়া
লেও খাটিবার হাত চইতে পরিভ্রাণ
ই। নেটিব ডাক্তরের পর জনার ও
দার। তাহাদিগের পর সান্ত্রিগণ,
স্রগণের পর পেয়াদা। প্রধান ও অঙ্গ
তার ত পূজা গেল। তাহার পর
কগুলি উপদেবতার পূজা দিতে হয়।
কল কয়েদি বহুকাল থাকে, তাহা
র একপ্রকার আধিপত্য হয়। অনেক
লর পুরাতন কয়েদিদিগের এক
র ইজারা আছে। এক জন নূতন
দি আসিলে নীলাম ডাক হয়। যে
তন কয়েদি নরকোপেক্ষা অধিক
দেয়, তাহার অধীনে নূতন কয়ে
ক রাখা হয়। পুরাতন কয়েদি যে
ক জেলরকে দেয়, ততভাগ্য নবাগত
কে প্রহার করিয়া তাহার দেড়া
য় করা হয়। অনেকে জেলে থাকি
বে ধনসঞ্চয় করিয়া আইসে, তাহার
উপায় এই। এই নিয়মিত জেলরপ্র-
প্রধান দেবতার পূজার পর পুরাতন
স্রগণের পূজার প্রয়োজন হয়।
ককে কিছু না দিলে ভাল করিয়া
র হয় না। যে ব্যক্তি কামরার
মে কয়েদিকে কিছু না দিলে
ত নিদ্রা খাওয়া তার। এই প্রকার
দতে পারিলে কতক রক্ষা; নচেৎ
দাবের আরকু কষ্ট বরাবর
আইসে। পীড়া হইলে “ভান
তছে” বলা হয়।

যাহারা উত্তমরূপে পূজা করিতে
পারে, তাহাদিগের অবস্থা অন্য প্রকার।
তাহাদিগকে খাটিতে হয় না; তাহারা
কেবল সর্দারি করিয়া বেড়ায়। তাহা-
দিগকে জেলের নিয়মিত আহার করিতে
হয় না। তাহাদিগের নিয়মিত উত্তম মৎস্য
মাংস, ঘৃতপ্রভৃতি আইসে। জেলে
তমাক খাইতে নিষেধের নিয়ম তাহাদি-
গের পক্ষে নহে। অহিফেনসেবীর অহি
ফেন, গেঞ্জেলের গাঁজা, গুলিখোরের
গুলি ও মাতালের সুরা অর্থ ব্যয় করিতে
পারিলে হুল্লভ হয় না। প্রত্যেক জেলের
নিকটে কয়েক ঘর বেশ্যা থাকে। কিসে
ইহাদিগের উপার্জন হয়, পাঠকগণ
কি জানিতে চাহেন? আমরা আর
তাহা বলিতে চাহি না।

গবর্ণমেন্ট জেলের বেসকল নিয়ম
করিয়া দিয়াছেন, তাহা অতি ভয়ানক।
অতিশয় লজ্জার বিষয় এই যে, জেলে
পয়সা ব্যয় করিতে না পারিলে কাহারও
উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবার যো
নাই। চারি হাতা ভাত ও এক হাতা
ডাইলই সকলের বরাদ্দ। মৎস্য প্রায়
ভাগে জুটে না। ডাক্তর মোট আবার
জাঙ্গিরার সৃষ্টি করিতে অনেককে পয়সা
খরচ করিয়া গোপনে জাতীয় বস্ত্র পরি
ধান করিতে হয়। এক গৃহে গো মহিনের
নাগ চোর, ডাকাইত ও হত্যাকারীর
সম্বিত সামান্য অপরাধে কারারুদ্ধ ব্যক্তি
কেও থাকিতে হয়। গৃহের আয়তন অল্প
সারে লোক রাখিবার প্রণালী কোথাও
নাই। জেলের চিকিৎসাপ্রণালী সকল
স্থানে সুন্দর নয়। অনেক স্থলে সিভিল
সার্জন স্বচক্ষে কিছুই দেখেন না; কোন
ব্যক্তির পীড়া যথার্থ কিনা, তাহা
নেটিব ডাক্তরকে দেখিতে বলেন। এ
ব্যক্তি যথার্থ রোগকে ভান ও ভানকে
যথার্থ রোগ বলিলে তাহাই গ্রাহ্য হয়।
শরীরে বল আছে কি না? তাহা বিবে

চনা করা হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে
করিয়া পাথর ভাঙিতে দেওয়া
যাহারা সবলকায় তাহাদিগের
ইহা বড় কটের হয় না; কিন্তু দুর্বল
দিগের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। নিয়মিত
করিতে না পারিলে সে দিন অ
দেওয়া হয় না। “এইপর্যন্ত কাজ কি
হইবে” এটা জেলের নিয়ম; কিন্তু
যে কত দূর নিষ্ঠুরতা তাহা কর্তৃ
বিবেচনা করেন না। শরীর কি স
দিন সমান বহিয়া থাকে? চা-ক
পূর্বে এই নিয়মে কাজ দিতেন; দ
কারোলিনার ভূতপূর্ব দাসদিগে
প্রকারে খাটান হইত। আমরা স্পষ্ট
ধানে বলিতেছি, বর্তমান খাটনিরপ্রণ
অতি ভয়ঙ্কর। জেলের কমিশন পা
ঘত খাটাইবেন, তত পয়সা। লাই
টাক্স আমেরেরা যেমন কমিশন
লোভে যাহার তাঁহার উপর করনি
রণ করেন, জেলরগণ সেইপ্রকার বে
বিবেচনা না করিয়া খাটাইয়া ল
দক্ষিণ কারোলিনার তুলসেরেরা প
দিয়া ক্রীতদাসদিগকে ক্রয় করিতে
যদিও এইরূপ অত্যাচার হইত, তথা
তাঁহার নিতান্ত নিয়ম চইয়া কাফি
গকে বধ করিতে পারিতেন না। দা
স্বত্ব হইলে তাহাদিগের ক্ষতি হই
জেলরদিগের সে স্বার্থ নাই; এক ক
মরিলে আবার দশ জন আসিবে। প
কালে মুসলমান ও হিন্দু রাজগণ যে
রাজস্ব ইজারা দিতেন, গবর্ণমে
কার্যতঃ সেইপ্রকার কয়েদিদিগ
ইজারা দিয়া থাকেন। উদর পূর্ণ করি
আহার দেওয়া হয় না, ইহা কি সাম
আক্ষেপের বিষয়? এক জাঙ্গিয়া
কুরতি পরাইয়া এক মাস রাখা হ
তাহা যেমন দুর্গন্ধ, সেইপ্রকার ব
কর। সামান্য ধতি দিলে কি দে
হয়? তাহা প্রত্যই ধৌত রাখা যাই

রে, কয়েকদিনের স্বচ্ছন্দতা হয় এবং
ও অল্প পড়ে।

উপরে যেরূপ বর্ণিত হইল. তাহাতে
লের কার্যপ্রণালীর সংশোধন ও
কর্ষসাধন কি একান্ত আবশ্যিক হই-
ছে না? বর্তমান প্রণালীর দোষেই
কোচস্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে।
যে স্থলে বৈরনির্যাতনার্থ বিনিয়ো-
ক হয়, সেই স্থানে তাহার ফল হয় না।
লে দণ্ডদান প্রায় বৈরনির্যাতনার্থই
য়া থাকে। বর্তমান প্রণালীতে হত-
কয়েকদিনের আপনার ও পৃথিবীর
রে ঘৃণা হয় মাত্র। চরিত্রদোষ
শোধন দূরে থাকুক, নূতনপ্রকার
ত্র দোষ ঘটয়া উঠে। অতএব কর্তব্য
জেলের অধ্যক্ষগণকে পর্যাপ্ত বেতন
কমিসন উঠাইয়া দেওয়া উচিত।
মসন থাকাতে অনেক পাপকার্যে
মাহ দেওয়া হইতেছে। ধার্মিক লোক
কাহাকেও জেলের অধ্যক্ষতাপদে
যাজিত করা উচিত নয়। যাহাতে
দিগের চরিত্রদোষ সংশোধন হয়,
লর কার্য প্রণালী এরূপ করা উচিত।
পূর্ণ করিয়া আহার না পাইলে কোন
ত্রই ধর্ম্মে মতি থাকে না; এটা
স্মরণ থাকে।

—:—

ইংরাজীশিক্ষার অনিষ্টকারিতা।
পাঠকগণ উপরের লিখিত কয়েকটি
পাঠ করিয়া আপাততঃ চমৎকৃত
মন সন্দেহ নাই। ইংরাজী শিক্ষা
দিগের দেশের যাবতীয় ইচ্ছের
আমরা যে মানুষের মত হইয়াছি,
রা যে তেজস্বিতা, মনস্বিতা সভ্য
ও কার্যদক্ষতা প্রভৃতি মদুগুণ
ন করিয়াছি এবং কর্তব্যাকর্তব্য
র সমর্থ হইয়াছি, সে সমুদায়ই ইং
প্রমাদলক্ষ। যে ইংরাজী হইতে
শর এত ইচ্ছ হইয়াছে, আমরা

তাহাকে অনিষ্টকারিণী বলিয়া নির্দেশ
করিতেছি এবাক্য কাহার বিষয় উৎপা
দন না করিবে? কিন্তু ইহার একটা গুঢ়
তাৎপর্য আছে, এরূপ বলিবার একটা
বিশেষ কারণ আছে এবং আমাদের
বাক্যের অধিকারিত্ব আছে।

ইংরাজীশিক্ষা দুই দলের পক্ষে
অনিষ্টকারিণী হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম,
যেসকল ইংরাজ মনে করেন, ভারতবর্ষ
র্তাহাদিগের ভোগার্থ সৃষ্ট হইয়াছে;
র্তাহারা ভারতে আসিয়া প্রভুসম্মান
ভোগী হইবেন, আর ভারতবাসীরা তঁহা
দিগের ভৃত্যের ন্যায় অনুগত হইয়া থাকি
বেন; তঁহারা সহস্র অন্যায় ও অত্যাচার
করুন, ভারতবাসীরা স্বিকৃতি না করিয়া
ভৃত্যের ন্যায় তাহা সহ্য করিবেন; পদই
বল, অর্থই বল, তঁহারা অনুগ্রহ করিয়া
যাহা দিবেন, ভারতবাসীরা সন্তুষ্টচিত্তে
মহাভাগ্য জ্ঞান করিয়া তাহা ভোগ করি
বেন; পদ কাণা হউক, কুজা হউক, ইহঁারা
তাহাতে অসন্তোষ বা অন্য কোন প্রকার
উচ্চ বাচ্য করিতে পারিবেন না; ইংরাজী
শিক্ষা সেই গর্ভিত ইংরাজদিগের মনোবা
ঞ্ছাপূর্ণ হইবার বিষয়ে, ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে
যাহঁারা ইংরাজী শিখিতেছেন, তঁহাদি-
গেরই মন অন্যপ্রকার হইয়া উঠিতেছে।
র্তাহারা ইংরাজদিগের দোষ গুণ দিব্য
চক্ষে দেখিতে পাইতেছেন; ইংরাজেরা
কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন;
র্তাহারা দেবতার ন্যায় আমাদের
আরাধ্য কি না তাহা বুঝিতেছেন; অণু-
মাত্র দোষ দর্শন করিলেই স্পষ্টাকরে
তাহা বাক্য করিতে সাহসী হইতেছেন;
সর্বতোভাবে সমকক্ষের ন্যায় ব্যবহার
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তুল্যসম্মান
ও তুল্যপদ লইয়া বিবাদ করিতেছেন এবং
বিদ্যাবুদ্ধিতে অনেককে অতিক্রম করি-
য়াছেন। তঁহারা এতদূর অতিক্রম করি
য়াছেন, যে রাজপুরুষদিগকে শঙ্কিত হইতে

হইয়াছে এবং তঁহাদিগের বিদ্যা
গতিরোধ করিবার নিমিত্ত
উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে।
খিত অভিমতমস্ত অনুদারচিত্ত ই
দিগের কি এ সকল সহ্য হয়? এ
পুরুষেরা নব্য সম্প্রদায়ের উপরে
বিরক্ত হইয়াছেন যে, নব্যসম্প্রদায়
এক কালে উৎসন্ন হয়, যে স্থানে
সম্প্রদায় বাস করে, সেটা যদি দহ
যায়, তঁহারা অন্তরের সহিত আফ্ল
হন। এখন পাঠকগণ বিবেচনা ক
দেখুন, ইংরাজী শিক্ষা কি এই অনি
কারণ হয় নাই? উক্ত মহাত্মারা
ইহাতে অনিষ্ট জ্ঞান করিতেছেন
গবর্ণমেণ্ট হইতেই এই অনর্থ আপ
হইয়াছে, এই ভাবিয়া কি তঁহারা
সময়ে গবর্ণমেণ্টের প্রতি দৃষ্টিবিম
করিতেছেন না? সে দিন এক জন
রাশয়! সমাচারপত্রসম্পাদক মনে
মনে রাখিতে না পারিয়া স্পষ্টাক
কহিয়াছেন, বঙ্গদেশ ও বোম্বাইয়ের
সম্প্রদায় না থাকিলেই ভাল হয়।
কি সামান্য আক্রোশ ও কোভের
এদেশীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষাই
এ মহাপুরুষদিগের এই মনোহ্র
মূল নয়?

দ্বিতীয়, ইংরাজী শিক্ষা অলঙ্ক
রথ কৃতবিদ্যের পক্ষে বিষম অ
কারিণী হইয়াছে। রাজনীতি ও ম
উভয় সম্বন্ধেই তঁহারা অসুখিত হ
ছেন। তঁহারা যেরূপ যোগ্যতা
করিয়াছেন, সেসকল পদ লাভ
তেছে না। যেরূপ শিক্ষা হইয়া
সেসকল কার্য দেখিতে পাইতেছেন
র্তাহাদিগের নিকটে এটা শিক্ষা হইল
পক্ষপাত করা বড় বোম্ব, তঁহারা ই
পক্ষপাত করিতেছেন, জাতি ভাই বা
সকল কাজেই টানিতেছেন এবং স্ব
তীর ও স্বদেশীয়ের অনুরোধে ন্যায়, য

হইনের বিরুদ্ধ ব্যবহারেও পরাঙ্-
 হতেছেন না। কৃতবিদ্যাদিগের আর
 বিশেষ অনশ্চাবের কারণ এই,
 না দেখিতে পান, ইংরাজেরা ধর্ম-
 ধর্মনীতি করিয়া গর্ব করিয়া
 ; কিন্তু অনেক কাজেই সেই ধর্ম
 জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। অনেক
 সেই ধর্মনীতি মৌখিক বাক্য ও
 ই পায়বসিত হয়। কোন ইংরাজ
 গর্হিত কর্ম করিলে প্রথম প্রথম
 লইয়া মহা ধুম ধাম পড়ে। তর্কের
 পালিয়ার্মেন্ট সভা উচ্ছলিত
 উঠে, শেষে মনুনায়ে নির্দোষ হইয়া
 যে গর্হিত কর্ম অনুষ্ঠিত হইল,
 আজিও হইল, কালিও হইল, তাহার
 প্রতিবিধান হইল না। ছেড়িংসের
 লইয়া কত দীর্ঘ প্রস্থ গ্রন্থ হইয়া
 ; কত ধুম ধাম হইল, পরিণামেই
 হইল। লাড ডেগহাডসি নাগপুর
 ত রাজ্যে রাজনীতির নামে কি
 চার না করিলেন? ভারতবর্ষে বিদ্রো
 প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন, তাহার
 হইল? গবর্নর আয়ারেরই বা কি
 ? তাঁহাকে অভিনন্দন দিবার
 কত উদ্যোগ দেখা গেল।
 নূতন কর্ম দিবার চেফারও
 ! এ সকল দেখিয়া এদেশীয়
 দিগের মনে কিরূপ ভাবের উদয়
 ছে? তাঁহাদিগের হৃদয় কি রোনা
 দগ্ন হইতেছে না? ইংরাজী শিক্ষা
 ই অনিশ্চয়ের কারণ নয়? ইহঁারা
 ইংরাজী না শিখিতেন, রাজপুরু-
 অগ্রাহ করিয়া যাহা দিতেন,
 কি ইহঁারা ভাগ্য করিয়া মানি
 না? রাজপুরুদেরা না করুন,
 অনায়ে করুন, ইহঁারা কি তাহার
 স্থান করিতেন?

সমাজসঙ্ঘেও কৃতবিদ্যাদিগের
 সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। উপধর্ম-

দূষিত হিন্দুসমাজের নানা দোষ ইহঁা
 দিগের নয়নপথে উপনীত হইতেছে।
 ইহঁারা মেগুলির নিকটে মস্তক নত
 করিতে পারিতেছেন না। সমাজসঙ্ঘে
 কর্তব্যের বাঘাতভয়ে সমাজ পরি-
 ভাগ করিতেও পারিতেছেন না। এরূপ
 অবস্থা কি ক্রেশকর নয়? ইংরাজী শিক্ষা
 কি এই অসুখের কারণ নয়? ইহঁারা
 যদি ইংরাজী না শিখিতেন, সেই বাল্য-
 বিবাহ, সেই বহুবিবাহ, সেই কোলীন্স
 কি ইহঁাদিগের প্রীতি উৎপাদন করিত
 না? অশিক্ষিত ব্যক্তির ঐসকলে ঘেরুপ
 অকৃত্রিম আনন্দ লাভ করিতেছেন, ইহঁা
 রাও কি সেইরূপ করিতেন না? এক
 ইংরাজী শিখিয়া ইহঁাদিগের তাঁতিকুল
 বৈষ্ণবকুল উভয় কুলই গেল। রাজপুরু
 ষেরাও ইহঁাদিগের মনোরথ পূর্ণ করি-
 লেন না, সমাজে থাকিয়াও সুখী হই-
 লেন না।

রেবিণ্ডিউবোর্ড ও মন্দের দোকান।

বিদ্যাপক্ষপাতীরা মনে করেন,
 আমাদিগের বিদ্যালয়গামী গবর্নমেন্ট
 প্রজ্ঞার বিদ্যাশিক্ষার্থ এত বিদ্যালয়
 করিয়া দিবেন যে প্রত্যেক প্রজ্ঞা আপন
 আপন গৃহদ্বারের সমক্ষে বিদ্যালয় প্রতি
 স্থিত দর্শন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ
 জ্ঞান করিবেন। সুরাপায়ীরাও সেইরূপ
 ভাবিতেছিলেন গবর্নমেন্ট তাঁহাদিগের
 গৃহের পাশ্বে পাশ্বে এক একটা
 মন্দের দোকান করিয়া দিবেন, তাঁহারা
 শয়নস্থ থাকিয়াও সুরাক্রয় করিতে
 পারিবেন। কিন্তু আজি কালি তাঁহা
 দিগের প্রতি শনির কিছু বোপদৃষ্টি
 পড়িয়াছে। রেবিণ্ডিউবোর্ড যেন সেথা
 দোকান করিতে দিতেছেন না। তাঁহারা
 আবার সুরাবিক্রেতার চরিত্রের অসু-
 মঙ্গল করিবার নিয়ম করিতেছেন।
 এটাও একটা অশুভ সমাচার। রাজি

হই প্রহর হউক, আর তৃতীয় শহর
 প্রয়োজন হইলেই এখন যেমন ম
 মদ পাওয়া যায়, মদ্যবিক্রয়ীর চ
 লইয়া ধরাধরি হইলে পাওয়া কিছু
 হইবে। তবে একবারে হতাশ্বাস হই
 কথা নাই। রুহম্পতির কিঞ্চিৎ অ
 দৃষ্টিও আছে। দোকানের স্থান ও
 বিক্রয়ী মনোনীত করিবার ভার ডি
 সুপরিটেণ্টের উপরে নিহিত
 যাচ্ছে। তিনি যে স্বয়ং সর্বদা ঐসক
 অসুসঙ্গান করিয়া মাথা ধরাইবেন,
 শক্তি নাই। অধীনস্থ কর্মচারীর উ
 ভার পড়িলেই অর্কোদয়যোগ।
 মেন্ট যে তাঁহাদিগের প্রতি এক ক
 নিতান্ত নিদারুণ ও নিকৃপ
 বেন, সুরাপায়ীরা সে শক্তিও ব
 বেন না। গবর্নমেন্টের মাসুলের
 আছে। গ্রাহক যুক্তি হইলেই তাঁহ
 গের লাভ। যদি কোন সুপরিটেণ্টে
 হুর্কুদ্ভিবশতঃ রেবিণ্ডিউ বোর্ডের
 প্রমাণ করিয়া দোকানের সংখ্যা ক
 ইয়া দেন, রাজস্বক্ষতি হইবে, অবি
 তিনি তিরস্কৃত হইবেন, রেবিণ্ডিউ
 ডের আজ্ঞা শিথিল হইয়া পড়ি
 স্বার্থসম্বন্ধ থাকিলে রাজপুষ্টি
 পুরাণ আজ্ঞার পরিবর্ত হইয়া ন
 আজ্ঞা হইতে বিস্তর ক্ষণ লাগে
 রেবিণ্ডিউ বোর্ডের এ আজ্ঞা পরি
 হইয়া যাইবে; আর এক জন নূতন
 রিটেণ্টেণ্ট আসিয়া দোকানের সং
 বাড়াইয়া তুলিবেন। মাদকসেবনে প্র
 ধন প্রাণ ও চরিত্র উৎসন্ন ও
 বিত হইতেছে, ইহা দেখিয়াও যে গ
 মেন্ট আয়ের ক্ষতির ভয়ে মাদকসে
 নিষেধ করিতে পারিতেছেন না,
 গবর্নমেন্ট আয়ের অস্পত্তা দেখিয়া
 মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিবেন সুরাপা
 স্বপ্নেও যেন সে শক্তি করেন না।

মদ্যপায়ীগণ! তোমরা ভ্রমোৎ

হইও না। পবর্ণমেন্ট যা করুন, তোমা
দিগের আর ভয় নাই। সমাচারপত্রে
লিখিত হইয়াছে আমেরিকায় এক
প্রকার মদের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।
তোমরা কোন খনিতে ব্যক্তিকে নিয়ো
জিত কর, তারতবর্ষেও ঐরূপ খনি
বাহির হইবার অসম্ভাবনা নাই। তাহা
যদি হয়, তাহা হইলেই পোহাবার।

—:—

বিবাহিতা বিধবা ও তাহার
উত্তরাধিকার।

সম্প্রতি প্রধানতম বিচারালয়ে পুনর্কি
চারার্থ নিম্নলিখিত মকদ্দমাটি উপনীত
হইয়াছে। এক ব্যক্তি পত্নী এক পুত্র
ও এক কন্যা রাখিয়া লোকান্তর গমন
করিলে পর ঐ স্ত্রী পুনর্কীর বিবাহ করে।
বিবাহের পর পুত্রের কাল হয়। এক্ষণে
ঐ স্ত্রী মৃত পুত্রের উত্তরাধিকারিণী
বলিয়া বিষয়ের অধিকার প্রার্থনা করি
তেছে। বিচারপতি কেম্প ও ই, জাকসন
সাহেব বিচারামনে আসীন হইয়াছিলেন।
উভয়ের মতভেদ হইয়াছে। কেম্প সাহেব
বলেন, ঐ স্ত্রী মৃত পুত্রের উত্তরাধিকা
রিণী বলিয়া বিষয়ের অধিকার পাই
বেন; জাকসন সাহেব বলেন, পাইবেন
না। আমাদিগের বিবেচনার জাকসন
সাহেবের কৃত সিদ্ধান্তই ন্যায় এবং আই
নকর্তা ও হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের অভি
প্রায়ের অনুমোদিত ও সঙ্গত হইতেছে।
কেম্প সাহেব ১৮৫৬ অব্দের ১৫ অর্থাৎ
১৮৫৭ খ্রীঃাব্দের ২ ধারায় যে উল্লেখ করি
য়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য পর্যালোচনা
করিলে কোনক্রমে এরূপ বোধ হয় না।
যে উল্লিখিত মৃত পুত্রের ধনে পুনর্কি বিবাহ
কারিণী মাতা অধিকারিণী হইবে। ঐ
ধারায় আছে, মৃত স্বামীর যদি স্ত্রীর
প্রতি পুনরায় বিবাহ করিবার স্পষ্ট অনু
মতি না থাকে, আর যদি সে বিবাহ
করে, তাহার পূর্ব স্বামীর ধনে স্বত্ব ও

অধিকার থাকিবে না। যদি এরূপ হইল;
সেই স্বামীর ধন পুত্র পাইয়াছিল, পুত্রের
মৃত্যুর পর বিবাহকারিণী মাতা পাইবে,
ইহা আইন কর্তার অভিমত। অতীত
হইতেছে না। জাকসন সাহেব যথার্থ কথাই
কহিয়াছেন, উক্ত মাতা উক্ত মৃত পুত্রের
ধনে অধিকারিণী হইলে তাহার উত্তরে
তাহার মৃত পতির প্রভু হইবে,
তাহা হইলে এক পরিবারমধ্যে অপরের
প্রবেশাধিকাররূপ উপস্থব ঘটিবে। হিন্দু
শাস্ত্রকারেরা পিণ্ডদানানুসারে ধনাধি
কারের নিয়ম করিয়াছেন, ধনীর ধন
পিণ্ডানধিকারী ব্যক্তির হস্তগত হইলে
পিণ্ডদানের ব্যতিক্রম হইবার সম্ভা
বনা। বিশেষতঃ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে উক্ত
রাধিকারলক্ষণে স্ত্রীলোকের নিয়ন্ত্রণ স্বত্ব
জন্মে না। প্রস্তাবিত স্থলে মাতার
অধিকার হইয়া ঐ ধন পরচলিত হইলে
ভাবী অধিকারীর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভা
বনা। তবে যে ব্যক্তি বিধবার পাণিগ্র
হণার্থী হইবে, তাহার পক্ষে লাভ।
ভোজন ও দক্ষিণা উত্তর লাভ হইলে
কে না পরিতুষ্ট হয়?

—:—

প্রশ্ন।

বঙ্গীদিগের দৈনিক অনুষ্ঠিত।
(গত প্রকাশিতের পর।)

প্রস্তাববাক্যলাভয়ে পূর্ব পত্রিকায় প্রণা
গুলি বর্ণন করিয়াই লেখনী নিরস্ত করিয়াছি
লাম। অদ্য বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা প্রণালীর
বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

অধুনাতম বিদ্যালয়সকলের শিক্ষা
প্রণালী ও কার্য নিষ্পাদক সময়প্রভৃতিই
যে ছাত্রগণের শরীরনাশক তাহা স্পষ্টই
প্রতীয়মান হইতেছে। মহোদয় পাঠকগণ
যদি স্থিরচিত্তে এক বার বিবেচনা করেন,
তাহা হইলে সহজেই ক্রমবিকাশ
করিতে পারিবেন, এক্ষণে যে প্রণালীতে
বিদ্যাধ্যাপনাকার্য্য নির্বাহ হইতেছে,
তাছাড়া বিদ্যার্থীগণের শরীর ভগ্ন ও রুগ্ন

হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। (কি ইংরাজ
বাল্য উত্তরবিদ্য বিদ্যালয়েই কেবলম
পরিশ্রমের রীতি নীতি প্রচলিত
পাওয়া যায়। কি আক্ষেপের বিষয়,
বিদ্যালয়েই ব্যায়ামপ্রভৃতি শারীরিক
শ্রমের প্রথা প্রচলিত নাই। বিদ্যালয়ে
অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়কগণ এত
প্রণালীর প্রচারজন্য কিছু মাত্র যত্ন
করেন না। যে পুস্তিকার আলাপ
জীবনরক্ষা হয় না, সেই রূপ শারীরিক
শ্রমপ্রভৃতি দৈনিক নিয়মপালনভিন্ন
রক্ষার পায়ান্তর নাই। অতএব কেবল
ছাত্রগণের বুদ্ধিপ্রভৃতি মানসিক
চালনা করাইয়া ক্ষান্ত ও নিশ্চিন্ত থাকি
নহে। তাহারা যাছাতে উত্তরবিদ্য প
প্রবৃত্ত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান
স্ববিবেচক শিক্ষকের কর্ম। অনেক
সুচিকিৎসক পণ্ডিত মহোদয়
আপন শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান বি
পুস্তকে ও চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থে
গিয়াছেন যে শরীরের সহিত মনের
নিকট সম্বন্ধ আছে, সুতরাং
দের একের বৈলক্ষণ্য ঘটিলে অন্য
ক্ষণ্য ঘটবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আর
কালের শাস্ত্রকারেরাও কহিয়া গিয়াছেন
কোন কার্য্যই বাড়াবাড়ি ভাল নহে।
এব একেবারে শারীরিক পরিশ্রম পরিত
হইয়া অবিরত অপরিমিত মানসিক পরি
করিলে শরীর ক্রমশই দুর্বল ও ক্ষীণ
থাকে। সুতরাং সেই সঙ্গে বুদ্ধিপ্রভৃতি
সিক বৃত্তিও অরশক্তিহীন ও নি
হইয়া পড়ে। অতএব শরীর ও মনের
কপে চালনা করা বিধেয় ও যুক্তি
এক্কে কোন কোন বিদ্যালয়ে; কর্তৃপক্ষ
গণের যে শর্তা চালনাকার্য্য মনোবে
হইতেছেন বড় মঙ্গলের বিষয়।

বিদ্যালয়ের কার্য্যসম্পাদক সময়টিও মান
অনিষ্টকর নহে। বেলা দশ ঘটিকার
আরম্ভ করিয়া বেলা চারি ঘটিকার
কায়াবধান প্রণালী সকল বিদ্যালয়ে
লিত আছে। উক্ত সময়ের বশবস্তী
বিদ্যালয়ের কার্য্য সমাপ্ত করিতে সক্ষম

বালকগণের বিশেষ ক্রেশ হয় ও পরি
ম তাহাদিগকে রুগ্ন এবং ভয়শরীর
ধতে পাওয়া যায়। এ দেশ অতি য উষ্ণ
প্রধান বেলা যত অধিক হইতে
ক, রাবি তৎ প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করিয়া
মূল্যবান কিরণ বিস্তার করিয়া
গণকে দক্ষ করিতে থাকে। দুই প্রহরের
গৃহের বাহির হয় ও পথে পাদক্ষেপ
কাহার সাধ্য? এই সময়ে আবার রু
সকলেই স্ব স্ব নিকৃষ্ট নাথো
অন্যতপ স্থানে আরাম করিতে
কেন, কেহ কেহ বা প্রকৃত প্রস্তাবে
সময় সমস্তোগ করিয়া থাকেন। বোধ
সেন তাঁহারা ভাষণ তপনতাপভয়ে
হইয়া প্রকৃত্তর ভাবে রইয়াছেন। মনুষ্য
মান্য পণ্ড পক্ষীঃ ও স্বাভাবিক সংকা
বশবর্তী হইয়া নিরু নিঃ আহার। স্বপ্নে
হইয়া চায়স বিশ্রাম করিয়া থাকে।
এক একপ সময়ে শিশুগণকে কাষো
করা -কি যুক্তিসিদ্ধ ও ন্যায়াগুণ
হয়? ভাডনায়ে কিঞ্চিৎ বাল বিশ্রাম
নিঃশ্রু আবশ্যিক। ইহা অনেক গ্রন্থ
ও চিকিৎসকগণ কহিয়া গিয়াছেন
কিছুখের বিষয় বালকগণকে ইহা
কার্য্য করিতে হয়। বিদ্যালয়ের
পত সময়মধ্যে তথায় উপস্থিত হইলে
পাঠে শিক্ষক মহাশয় শাস্তি
করেন এই ভয়ে ছাত্রগণ আহারের
পর ক্ষণেই কেহ কেহ বা অনশ-
তপে দক্ষ হইয়া দ্রুতবেগে বিদ্যা
উপস্থিত হয়। পলাগামস্থ গবর্ণমেন্ট
কৃত অধিকাংশ ইংরাজী ও বঙ্গবিদ্যা
গানের প্রান্তে ও মাঠের মধ্যে স্থাপিত
ছায়ার নামমাত্র নাই। চারি দিক
রিতেছে। ভাষণ রৌদ্রেয় সময় মাঠে
কার্য্য করতে যে বিশেষ ক্রেশ হয়,
করি তাহা তনেকেই স্বীকার করেন।
মেজে আজ, আলো ও বায়ু গমনা
জন্য গবাক সূক্ষ বাতায়ন থাকিতে
গার কাপাগারস্বরূপ বোধ হয়। সূত্রাং
স্থানে ও মনয়ে এবং গৃহে বহু বালক
হইয়া পাঠ করতে ছাত্রগণের অতি

শয় ক্রেশ হইতে পারে। পথের ক্রেশ বিদ্যাল
য়ের ক্রেশ সূর্য্যতাপপ্রভৃতি নান বিধ
ক্রেশে কষ্ট হওয়াতে বালকগণ ঘর্ম্মাক্ত করে
বর নুঃগুঃ তৃষ্ণা ও বিচলিতচিত্ত
হইতে থাকে। সূত্রাং তাহারা পাঠে বিশেষ
রূপে মনোনিবেশ করিতে পারে না। অধি
কাংশ শিক্ষকই তাহাদিগকে ভয়ানি দর্শী
ইয়া বলপূর্ব্বক পাঠে নিযুক্ত করেন। অনেক
শরীরবিদ্যাবিৎ (ডি.জি.আল.জি.ই) পত্রি
তেরা কহিয়া গিয়াছেন যে, অস্থির ও ভী
চিত্ত হইলে খ দ্য দ্রব্য সূচক্রূপে পরিপাক
হয় না। সূত্রাং ছাত্রগণের ভুক্ত সামগ্রী
অজীর্ণবস্থায় পাকস্থলীতে থাকিয়া যায়
বিদ্যালয়ের অবকাশের পর বালকগণ যখন
বাটীতে আইসে, তখন তাহাদের মনিন ও
শুক বদন দেখিয়া কাহার না দুঃখ হয়। যে
প্রণালীতে বালকগণকে পাঠে দান করা
হইয়া থাকে, তাহাও নানা বিধ অনিষ্টের
উৎপাদক। বালক গণের বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি
অতি কোমল ও স্নগ্ন। তাহাদিগকে অধিক
পরিমাণে পাঠ দেওয়া কোন ক্রমেই বিধেয়
নহে। যেকপ ক্ষুদ্র আকারে অধিক দ্রব্য ধারণ
করাইবার চেষ্টা করিলে সেই আধার ভগ্ন
হয়, সেই রূপ সূক্ষমারমতি স্মরণশক্তি
বিশেষ শিশুগণকে অতিরিক্ত পাঠ প্রদান
করিলে তাহাদের মন ও শরীর ভগ্ন হইয়া
যায় প্রায় অনেক শিক্ষক বলপূর্ব্বক ছাত্র
গণকে সাধ্যাতীত কর্ম্ম করাইবার চেষ্টা
পাইয়া থাকেন, সূত্রাং তাহারা আহার
নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরাত্র পাঠ
ভ্যাসে রত হয়। পাঠের জন্য ছাত্রগণকে
ভাড়া ও প্রহার করা নিতান্ত অনুরূচিত।
কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, অনেক শিক্ষকই
তাহা করিয়া থাকেন। একাদিক্রমে পাঠে
নিযুক্ত না রাখিয়া মধ্যে মধ্যে অবকাশ
দেওয়া অতিরিক্ত আবশ্যিক। কিন্তু প্রায় কোন
বিদ্যালয়েই এই প্রথা প্রচলিত নাই। আধু-
নিক বিশ্ববিদ্যালয়টাই যত অনর্থের খুল হই
য়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী ছাত্রগণকে
দেখিলেই পাঠকগণের সকল আপত্তির
মিস্পত্তি হইতে পারে। এইরূপ নানা
অত্যাচারে বালকগণ অগ্রিমন্দ্য ও বাত

প্রভৃতি নানা বিধ রোগে আক্রান্ত
থাকে। কেহ কেহ বা পাঠশালাতেই
কবলে নিপতিত হন, কেহ কেহ বা স
রিক কার্যের বাহির হইয়া জীবন্ত
থাকেন। তাহাদের নিজের দৈহিক
একপ হইল, তাহাদের সম্মানগণ যে
বলবীর্য্যশালী ও দীর্ঘা হইলে, তাহা
রণে কেন বিচার করিয়া দেখুন না।
সকল অনিষ্টব অশঙ্কায় বোধ করি, পু
শিশুগণ ও নিয়মকারকেরা এ
সময়ে ও নিয়মে বিদ্যাধ্যাপনা কার্য্য
করিতেন না! পূর্ব্ব কালে চতুর্পাঠীরা
কগণ ও পাঠশালার গুরু মহাশয়ের
ও অপরাহ্নে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করি
এখনও চতুর্পাঠী এবং গুরু মহাশয়ের
শালা উক্ত রূপ নিয়মের বশবর্তী হইয়া
তেছে।

—:—
বিবিধসংবাদ।

৩১ এ আষাঢ় সোমবার।

আমাদিগের গ্রাহকগণ সোমপ্রকাশের
প্রমাণ দর্শন করলে যে অস্ত্রাখত ও তৎস
ানে যত্নবান হন, এটি আমাদিগের পরম
দের বিষয়। তন্নমিত্ত আমরা তাঁহাদিগের নি
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকি। আজি এ
গ্রাহক আমাদিগের নিয়ন্ত্রিত ভ্রমণীর ট
করিয়া দেওয়াতে কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া
১০ আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে আমরা "ভারত
প্রতি আর এক অবিচার" শিরোনামে
প্রস্তাব লিখিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছি
আবিসিনিয়াতে যেসকল সৈন্য গমন
তাহাদিগের ভাড়া ভারতবর্ষীয় ধনাগার
দেওয়া হইবে, কিন্তু এক্ষণে নিশ্চয়
আসিয়াতে, ইংলণ্ড এই টাকা প্রদান করি
আমাদিগের ভ্রম নিতান্ত অনবধানতানি
হয় নাই। রিউটারের টেলিগ্রামই আমাদি
অমের কারণ। উহাতে জানা যায় সর
নর্থকোট চয় মাসেব ভাড়া দিতে সম্মত
য়াছেন। ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি এ কথা
য়াছিলেন বলিয়া সন্দেহ হয়। এ কথা প্র
ইংলণ্ডের যুক্তসংক্রান্ত মন্ত্রীর মুখ হইতে ব
হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, আজ
বিষয় এই, ইংলণ্ড আমাদিগের প্রতি
অবিচারী করিলেন না।

দিল্লীগেজেট বলেন, সম্প্রতি স্বরূপ
নিকটস্থ গড়গ্রামে কতগুলি লোক বনভে
করিতেছিলেন, এমনত সময়ে তত্রত্য স
কমিসনার টনি সাহেব (ইনি এক জন সিবি
য়ান) ও আর এক জন ইউরোপীয় ঐ
শকটারোহণে গমন করেন। একখানি

বেশ শকটের সম্মুখে পতিত হওয়াতে তিনি ক্রোধসংবরণ করিতে না পারিয়া ভোজনকারীগণের মধ্যে দিয়া বগি লইয়া যান এবং তাঁহাদিগের খান্য দ্রব্য নষ্ট করেন। সাহেব এই কাজ করতে কয়েক জন জলন্ত মসাল তাঁহার শকটের উপরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ডেপুটি কমিসনরের নিকটে তাঁহার নামে নালিশ হইয়াছে। দিল্লীগেজেট বলেন, ভারতবর্ষীয়েরা হাকিমের নামে নালিশ করিতে সাহসী হন, এটি সুখের বিষয়; কিন্তু এবার তিনি সাহেবকে ভৎসনা মাত্র করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। এরূপ হাকিমের তিরস্কাবে কিছু হয় না। এদেশীয়েরা হাকিমের নামে নালিশ করেন না কেন দিল্লীগেজেট কি শুনিবেন? হাকিমে হাকিমে সে "গা লোকা শুকি" করেন।

উৎলাওর অন্তর্গত পাড়িঙটন গ্রামের জে, কে, স্মিথ নামক এক জন ধারিষ্টর একপ্রকার বাম্পীয় পক্ষীর স্থষ্টি করিয়াছেন।

১২ ই জুলাই রাত্রিতে গোয়ালপাড়ায় ডুমি কম্প হইয়াছে; বাতীসকল দোলায়মান হওয়াতে গাট মিশ্রিত ব্যক্তিদিগেরও নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। পর দিবস বেলা দশ ঘটিকার সময়ে পুনর্বার কম্প হয়। লক্ষপুত্রের জল বৃষ্টি হওয়াতে এখানকার বিপ্লব শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কাশীর কাণ্টোনমেন্ট মাজিস্ট্রেটের আদালত হইতে জরিমানার পুস্তক ও নগদ ৫০ টাকা অপহৃত হইয়াছে। সচিবচর নগর হইয়া থাকে, খাতাখুঁকে দণ্ড দিবার চেষ্টা হয়; কিন্তু এ ব্যক্তি পলাইয়াছেন। কাণ্টোনমেন্ট মাজিস্ট্রেট দিগের আদালত হইতে খাতা ও টাকা চুরি করার অনেক লোক আছে।

কতগুলি উৎকর্ষী লোক এতদেশীয় স্থানীয়দিগকে বিদ্যালয় শিক্ষা ও খৃস্টীয় ধর্ম অবলম্বন করাষ্টবার নিমিত্ত এক সভা করিয়াছেন। ইহার এ দেশে খ্রীলোক মিসনরি প্রেরণ করেন; ইহাদিগের যে মূলধন হইয়াছে তাহা হইতে প্রতিবৎসর ৪০,০০০ টাকা আয় হইবে।

লেপ্টেনেন্ট গবর্নর মকদ্দলে গমন করিতে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা বন্ধ থাকিল। এটি আব যেন না খুলে।

সম্প্রতি মস কাপে টর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান আনোসিয়েসন সভায় এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় জেলে কোনপ্রকার উৎকর্ষ হইবার ঘো নাহি। জেলেব সান্ত্বন্যপ্রাপ্তি অতি জঘন্য। তথায় ধর্মনীতির উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাহি। তিনি তন্নিন্দিত প্রস্তাব করিয়াছেন, চরিত্রসংশোধন হয় এমনত কারাগার (রিফর্মেন্টার) করা কর্তব্য। আমাদিগের গবর্নমেন্টের ও কথা ভাল লাগে না। ঐনিক বারিকের স্বাস্থ্যসংরক্ষণ কথা হইলে একপেই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার অজ্ঞা হইত।

প্রধানতম বিচারালয়ের চাই জন সূতন উকীল তত্ত্ব্য ডিক্রীনবীং হইয়াছেন। এটি প্রধান বিচারপতির সুখ্যাতিব বিষয়; কিন্তু উচ্চতর বেতনের যাবতীয় পদ ইউরোপীয় ও দিরিজিদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

ইমেটকে জর্নাইর'ছেন, মিউনিসিপাল লাইসেন্স করের উপবে আবার সরকারী লাইসেন্স কর হওয়াতে লোকের অতিশয় কষ্ট হইতেছে। একথা পূর্বেই উঠিয়াছিল; কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা ইহার প্রতি মনোযোগ করেন নাই। আমাদিগের করস্থাপনপ্রণালীর দোষেই কর অধিকতর কষ্টকর হইয়াছে।

আমাদিগকে এক জন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কাপ্তেন ওল্ডের যখন প্রধানতম বিচারালয়ে বিচার হইবে, তখন তাঁহার মুক্তি নিশ্চয়। তিনি মুক্ত হইলে তাঁহাকে কোন পদে নিযুক্ত করা হইবে? তিনি হয় কোন স্থানের কাণ্টোনমেন্ট মাজিস্ট্রেট নতুবা কোন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইবেন। কাপ্তেন আইব'স পরদারগামী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ইনস্পেক্টরের পদ দেওয়া হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে বাঁহারা দ্রব্য প্রেরণ করেন, কোম্পানি তাঁহাদিগের নিকটে যে মাশুল লন, তাহাতে সকলে অসন্তুষ্ট। ১ লা আগষ্ট অবধি মাশুল আরো বৃদ্ধি হইবে। এতদেশীয় বণিকেরা এ নিমিত্ত এজেন্সি বোর্ডে আবেদন করিয়াছিলেন; তাহাতে কোন ফল না হওয়াতে তাঁহারা লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু লেপ্টেনেন্ট গবর্নর এই আবেদনের প্রত্যুত্তর দান করা উচিত। বিবেচনা করেন নাই। শ্যামনগরের হত্যাকাণ্ডের পর যে সাহেবের নিকটে রেলওয়েঘাটত অন্ত্যাচারের প্রতীকার প্রার্থনা করা রুখা। আবেদন কারিগণ ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের নিকটে আবেদন করুন।

হিন্দুপেটিয়ট অবগত হইয়াছেন, আডবো কট জেনরেল প্রস্তাবানুসারে প্রধানতম বিচারালয়ের নিষ্পত্তিসকল মুদ্রিত করিবার এক সূতন প্রণালী হইতেছে। এ নিমিত্ত এক সভা হইবে। কাউই সাহেব অধ্যক্ষ এবং ডাম্পিয়র ও জেঞ্জ সাহেব এবং বাবু অলুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সভ্য হইবেন। ইহার যে রিপোর্ট প্রকাশ করিবেন, বারিষ্টর গুডিব তাহার সম্পাদক ও বাবু মনোমোহন ঘোষ সহকারী সম্পাদক হইবেন। বারিষ্টর উডমান ও ইবান আদিম বিভাগের এবং বোর্কি, মেকেজি, মনোমোহন ঘোষ ও রাজেন্দ্রনাথ মিত্র আপীলবিভাগের রিপোর্ট করিবেন। গবর্নমেন্ট এ কার্যের নিমিত্ত বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা দিবেন। রিপোর্টগুলির বার্ষিক মূল্য ৪৫ টাকা হইবে। মূল্য অধিক হইতেছে। গবর্নমেন্ট যখন এত টাকা দিতেছেন, তখন সচজেই ব্যয় কুলান হইবে। আইনের রিপোর্টের মূল্য যত অল্প হয়, ততই তাহার কাটতি হইয়া থাকে। বার্ষিক ২০ টাকা করিলেই পর্যাপ্ত হইবে।

নিম্নলিখিত সার্দ'ব ও জায়গীরদারদিগের উত্তরাধিকারের সময়ে নজরা না দিতে হইবে না। যে সকল সার্দ'ব ও জায়গীরদারের সহিত সন্ধি হইয়াছে; অথবা বাঁহারা দত্তকগ্রহণের সনন্দ পাইয়াছেন। যে সকল সার্দ'ব ও জায়গীরদার বার্ষিক কর দিয়া থাকেন। ইহাদিগের

আর না থাকুক। বেসেকল জায়গীরদার অথবা কয়েক পুরুষের নিমিত্ত দেওয়ান হইবে।

৩২ এ আঘাট মঙ্গলবার।

লেপ্টেনেন্ট গবর্নর চাই দিবস হইয়াছিল। তিনি কাছারি ও আদালত বিদ্যালয়সকল দর্শন করিয়াছেন। চুঁচুড়ী স্কুল দেখিয়া গ্রে সাহেব বিশেষ আস্থা দিয়া হৃগলীকালেজ ও মিসনরি বিদ্যালয় খান এই বিদ্যালয়গণী স্বাধীন অবস্থায় উঠে চলিতেছে দেখিয়া তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। গ্রে সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, বাবু চুর্গাচর ইহার সাহায্য করেন কি না? তিনি জবাব দিলেন, এই বণিক এক জন প্রধান কাব্যী। তিনি আরও অবগত হইলেন, মিসনরি বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে প্রেরণ করেন। চুঁচুড়ী হিন্দুস্কুল এক জন লোকের বয়ে এত উন্নতি লাভ করিয়াছে ব্যক্তির নাম যখনাথ দাস।

এডওয়ার্ড কাসিনামক যে সার্জেন্ট হিতে তাহার জীকে বধ করে, সামরিক বিদ্যালয় তাহার এক বৎসর মিয়াদের আঞ্জা কাসির জী অতিশয় হৃষ্করিত্র ছিল। সে স্ব অত্যন্ত কষ্ট দিত এই নিমিত্ত সার্জেন্ট এক ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাহাকে করিয়াছিল। এইসকল বিষয় বিবেচনা প্রধান সেনাপতি এই হত্যাকাণ্ড ব্যক্তিকে করিয়াছেন। নিম্ন শ্রেণির ইউরোপীয় বণিকেরা কেমন ভয়ানক তাহা এইসকল বর্ণে প্রকাশ করিবে। ইহাদিগের অপেক্ষা দিগের মিয় জেণির জীলোকেরা শতগুণে

লক্ষী টাইমস টাইমস অব ইণ্ডিয়ান নিমিত্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিকারের প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন, "অযে তালুকদারেরা বঙ্গদেশের জমিদারদিগের স্থায় পতিত হন নাই, এটি তাঁহাদিগের অধিকার। মৌজাগ্যের বিষয় এবং তন্নিন্দিত গবর্নমেন্টের প্রদান করুন।" কিন্তু মহারাজ মান বলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকতে তালুকদারেরা যথোচিতরূপে ভূমির উন্নতি করে। কারণ উন্নতি হইলেই রাজস্ববৃদ্ধি করা হইয়া হউক, তালুকদারগণ যে এত সুখী তাঁহারা নিজে জানেন না। লক্ষী টাইমস যাসে জানিলেন, এটি বড় আশ্চর্যের বিষয়।

লক্ষীয়ে অতিশয় গ্রীষ্ম হইয়াছে। অসহনীয় হইতেছে; পশু ও গৃহপালিত সকল আতপতাপে প্রাণত্যাগ করিতে এ পর্যন্ত যুক্তি হয় নাই। শীতকাল না অনেক লক্ষী হইতে পলায়ন করিবেন।

কতগুলি লোক সম্প্রতি হাউস অব বোর্ড এক আবেদন করিয়া বলেন, মাগদালা ও বিওডোরকে বধ করা অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। ষ্ট্রিয়াট মিল এই আবেদন প্রদান করিয়া আবেদন পাঠ করিবার সময়ে প্রতিনিধিগণের উচ্চতর হাস্য করিয়া উঠেন। ইহার আর কিছু না হউক, ইংলণ্ডীয় ইংরাজি

কোন ক্রমে বিদেশীয় জাতিসমূহের
কোন প্রকার অত্যাচার করিতে
নহেন।

লিকাতার পুলিশেও প্রহার ও শারীরিক
দ্বিবার প্রথা আছে। সার্জেন্ট হাল নামক
পুলিশি, এম, ওয়ামসলিনামক এক জন
সঙ্গে খানায় আনয়ন করিয়া তাহাকে
প্রহার করে যে তাহাতে তাহার হস্ত ভঙ্গ
সে কিছু দিন চিকিৎসালয়ে থাকিতে
হয়। প্রহারকারীকে সোঁসয়নে সমর্পণ করা
হয়। যাঁহারা লালবাজার দিয়া গমনাগমন
করা তাঁহারা দেখিতে পান, রাজধানীর ইউরো
পুলিশ প্রহরীরা কি প্রকার সচ্ছন্দতা সহ
লোকদিগের সহিত সুরাপান কর-
েন। মারামারী ও মাতা কাটাফাজী হইতেছে।
বন্দু বিড়াল যেমন ইন্দুর দেখিয়া ও চক্ষু
চকিয়া থাকে, প্রহরী সেই প্রকার অন্য
মুখার ইয়া চুপট টানিতে থাকে। এই
লোকের প্রহরীদিগের গুণেই হত্যাকারী ও
অন্য এত নিকীর্ষে স্বার্থ সাধন করিতেছে।
ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, সম্প্রতি কতক
অধিকারী গারো আমলি গ্রামে পতিত
কয়েক জন বণিকের সম্পত্তি লুট করিয়া
পলায়ন করিয়াছে।

১লা আবেগ বুধবার।

আবার ছিগাত্তর সাল আসিতেছে; হুর্ভিৎ
আর বিলক্ষণ সভাবনা দেখা যাইতেছে।
আর কোন অংশ প্রাবিত হইয়াছে, আবার
অংশে মুক্তি নাই। বঙ্গদেশের অনেক স্থানের
নাবস্থা। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অধি
শস্যক্ষেত্র অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শুষ্ক রহি
ছে। জামালপুর অধি বঙ্গপর্ধ্যন্তে বৃষ্টি হয়
। কাশী অধি মৃঙ্গাপুরপর্ধ্যন্তে যৎকিঞ্চিৎ
হইছে। কানপুর, এ.ট.য়া, সেখাবাদ, আলা
হাবাদ ও কতেপুরে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্য
নষ্ট হইতেছে না। দিল্লী হইতে সিমলা পর্য্য
ন্ত এই অবস্থা।

কাজিস রাইটনামক এক জন ইউরোপীয়
পুলিশি ইনস্পেক্টর বলিয়া পরিচয়
কয়েক জন প্রেমার বাজকে ধৃত করিয়া
১০ টাকা উৎকোচ লইয়া মুক্ত করে। এ
ক্রমে সোঁসয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে।
হব ক্রীড়া করিয়াছিলেন বোধ হইতেছে।
মেজর লিজ কমন্স হাউসে প্রবেশ করিবার
পায় আছেন। মেজর লিজ নামক ভারত-
সংগ্রাম করিয়াছেন কেন, তাহার অসুস্থতায়
সে বোধ হয় ভাল হয়। তৎসম্বন্ধে অনেক
জনরব উঠিয়াছে।

২রা আবেগ বুধবার।

কানপুরে বিদ্যালয়িকার তাদৃশ অসুস্থীলন নাই
মুক্ত উকীল পাওয়া যায়। এই হেতু প্রধান
বিচারালয় আজ্ঞা দিয়াছেন, ১৮৬৫ অব্দের
আইন অনুসারে উকীলদিগের পূর্ণপরিষ্কার
নিয়ম আছে, তাহা উক্ত জেলার ওকালতির

বিকানিয়ারের সীমায় সর্কদা দস্যুবৃষ্টি
হওয়াতে দস্যুদিগকে দমনে রাখিবার নিমিত্ত
গবর্নমেন্ট এক জন ব্রিটিশ সৈনিক আফিসরকে
নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

চট্টগ্রামে চার চাস উঠিয়া গেল দেখা যাইতেছে।
তিন বৎসর হইল এখানে এই চাস আরম্ভ হয়।
ইহার মধ্যে ৯ খান ক্ষেত্র দখল করা হইয়াছে;
অনেক স্থলে চার চারাও উৎপাদিত করিয়া
ফেলা হইয়াছে। চা-করেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন
সন্দেহ নাই; কিন্তু এ ক্ষতির নিমিত্ত তাঁহারা
আপনারাই দায়ী। চাস আরম্ভ হইবামাত্র মজুর
দিগের উপরে অত্যন্ত অত্যাচার করা হয়;
অনেক স্থলে পুলিশের সাহায্যে কৃষকদিগের ভূমি
কাড়িয়া লইয়া তাহাতে চা বপন করা হয়।
কাহাকেও শ্রায় বেতন দেওয়া হইত না।
হুর্ভাগ্য নিবন্ধন অনেক ইউরোপীয় কর্মচারী
ও চা-কর হওয়াতে নালীশ করিলেও তাহার
প্রতিকার হইত না। ওরূপ স্থলে যে এসকল
ঘটনা হইবে, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে।

সেনিস পর্নভের উপরের রেলওয়ে সমাপ্ত
হইয়াছে। এক্ষণে ইটালি হইতে ফ্রান্সের মধ্যে
আলস পার হইয়া যাওয়া যায়।

ইংলিসমান বলেন বঙ্গাচ্যারে অদ্যাপিও
ক্রীতদাসের ব্যবসায় চলিতেছে। গবর্নমেন্ট
ইহা জানিতে পারিয়া বিজ্ঞানের রাণীকে ৭০০
ক্রীতদাস ও দাসীকে মুক্ত করিতে বাধ্যত করি
য়াছেন।

যেসকল পাদরি সৈনিক শিবিরে নিযুক্ত
হইবেন, তাঁহাদিগকে বাণী প্রস্তুত করিবার
নিমিত্ত ৪০২০ ও ৩৭০০ টাকা দেওয়া হইবে।
প্রতিমাসে প্রথম শ্রেণির চাপলেনদিগের বেতন
হইতে ১২০ এবং দ্বিতীয় শ্রেণির চাপলেনদি
গের নিকট ৭৫ টাকা কর্তন করিয়া টাকা আদায়
করা হইবে। গৃহ প্রস্তুত হইবার পূর্বে কাহার
মৃত্যু হইলে কি হইবে?

ক্রফোডনামক যে ব্যক্তির আলাহাবাদের
অপর এক জন ইউরোপীয়ের জীর সহিত
ব্যভিচারদোষে এক বৎসর মেয়াদ হয়, উত্তর
পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনান্ট গবর্নর তাহাকে
ছাড়িয়া দিয়াছেন। অব্যক্তি কয়েদ থাকিলে
ইহার জীর ভরণ পোষণ চলে না বলিয়া এই
অসুস্থ হইয়াছে। জীর কষ্ট হয় বলিয়া
কয়েদিদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যদি যুক্তিসিদ্ধ
হয়, তাহা হইলে আদালত ও জেল উঠাইয়া
দেওয়া কর্তব্য।

কাপ্তেন আইবস মধ্য ভারতবর্ষে এক জন
ইনস্পেক্টর হওয়াতে কেও অথ ইণ্ডিয়া বলেন,
পরদারগামিতার মকদ্দমার পূর্বে এই নিয়ো
গের প্রস্তাব হয়, কিন্তু আইবস সাহেবকে
ইনস্পেক্টর করিতে দেওয়া হইবে না; তাঁহাকে
রেজিমেন্টে প্রত্যাগমন করিতে হইবে। তাহা
হওয়াই উচিত।

আমরা উক্ত পত্রে দর্শন করিলাম মাস্ত্রাজের
ফাফ কোরের কাপ্তেন কার সাহেব লও সাহেবের
ন্যায় দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় প্রায় ২০০০ প্রবাদ
বাক্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কাপ্তেন কার কতক
গুলি সংস্কৃত প্রবাদবাক্যও সংগ্রহ করিয়াছেন।

যাবতীয় পদ এতদেশীয়দিগকে প্রদান করা
কেও তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছে।
“আমাদিগের এতদেশীয় সহযোগীদি
অবগতির নিমিত্ত আমরা বলিতেছি, এত
য়েরা উক্ত পদ প্রাপ্ত হন, এ বিষয়ে আমাদি
আপত্তি নাই। তাঁহারা উন্নত পদ লাভের
হইলে অবশ্য পাইবেন। কিন্তু ইংলণ্ডের
গুলি অল্প লোক যাবতীয় পদ এতদেশীয়দি
প্রদান করিবার যে কথা বলেন, তাহার
বাদ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। এক
যথার্থ উপযুক্ত ভারতবর্ষীয় কলিকাতার
কম বিচারালয়ের আসনে আছেন, দে
আমরা আশ্চর্য হই, মাস্ত্রাজ ও বোম্ব
এ প্রকার কেহনাই বলিয়া আমাদিগের
হইতেছে। সর দিনকররাও গবর্নর জেনে
মন্ত্রিসভার এক জন বেতনভোগী সভ্য
এই আমাদিগের কাখনা। বঙ্গদেশের লেপ
গবর্নরের যদি মন্ত্রিত্ব হয়, তাহা হইলে
জন এতদেশীয়কে তন্মধ্যে গ্রহণ করা অ
গের মত। কিন্তু অনুপযুক্ত ভাবতবর্ষীয়ের
মহীত্বের ও অচিহ্নিত কার্যের সকল পদ
তাহা হইলে শাসনকার্যের বিশেষ বা
হইবে।” আমাদিগেরও এই কথা। মধ্যে
উপযুক্ত ইউরোপীয় কর্মচারী থাকেন,
কাহারও অনতিমত নহে। উপযুক্ত এ
কর্মচারীকে পরিত্যাগ করিয়াও অনুপযুক্ত
রোপীয়কে কর্ম দেওয়া হয় বলিয়াই লো
স্তম্ভ।

৩রা আবেগ শুক্রবার।

ডেলিনিউস আবেগ করিয়াছেন, দার
অর্পণ করাতে সিকিমের রাজাকে প্রতি
বে বৃত্তি দেওয়া হয়, গবর্নমেন্ট তাহা বৃ
বেন। এটি ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন আ
হইতেছে না কি?

উক্ত পত্র বলেন, আলাহাবাদ হইতে
পুর পর্য্যন্তের রেইলওয়ে যেসকল এত
রাজ্য হইয়া গিয়াছে তত্রত্য রাজগণ রেই
পুলিশের বায়ু দিতে অসম্মত হইয়াছেন।
রেইলওয়ের উপরে তাহাদিগের ক্ষমতা
তখন এবায় গ্রহণ করা অসুচিত।

সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট মি
করিয়াছেন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের
মাজিকোট ও কালেক্টরের অল্প হইবার
আসিবে, তাঁহারা যদি সেট সময়ে থাক
কার্যে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে ঐ
করিবেন; কিন্তু জজের বেতন পাইবেন।

এপ্রেল মাসে মধ্য ভারতবর্ষে ১১,৮৮
টাকা আয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভূমি
৮,৩৯,২৭৬ টাকা, লবণ হইতে ১,৪৪
টাকা। আবগারী হইতে ৩০,৩৬১ ট
ষ্টাম্প হইতে ৬২,৪৫০ টাকা আদায় হই
ঐ মাসে ৪,৯৫,৩৫১ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নে এক
রোপীয় স্বামীর জীভক্তির কথা লিখিত
য়াছে। জীলোকী স্বামী খর্ষনীতি

তে একটি উপপতি করিয়াছিল। উপপতি
ন প্রায় একটীতে হয় না। আর একটি
ত প্রথম উপপতি ক্রোধাচিত হইয়া
ক শিক্ষা নিবার নিমিত্ত এক দিবস
বন্দুক পরিপূর্ণ করিয়া উপপতির নিকটে
করে। পরে এক মল তাহার পদে ও এক
পানার তলপেটে ঝাড়িয়া তাহাকে আহত
হবে আপনি হত হয়। আরও ক্রীলোককে
সালয়ে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাহার
সকল দোষ মার্জনা করিয়া নিরস্তর তাহার
করিতেছেন। অসত্য ভারতবর্ষীয় খামী
অবশ্যই এমত ক্রীকে ত্যাগ করিতেন;
এবং ক্রী যথার্থ খৃষ্টীয়ান; এক কালে চপেট
করিলে অপর গাল বাড়াইয়া দেন।
ক পত্র বলেন, সূতন বিদ্যায়ের নিয়ম হও-
পঞ্জাবের সিবিలిয়ানদিগকে অন্য কোন
ন বদলী করা হইবে না। এটা বড়
সমাচার। পঞ্জাবীদিগের গুণ পঞ্জাবেই
এটা সকলেবই ইচ্ছা।

এক জন ইউরোপীয় সুরাপান করিয়া
ন হওয়াতে চূর্ণের প্রবেষ্ট সার্জেন্ট
ক কুলিবাজাবে খানায় দিয়া আসে।
লর জেবে ১০ টী টাকা ছিল। সার্জেন্ট
ক টিবেল নামক এক জন ইনস্পেক্টর ও
ইনস্পেক্টর ওয়াইজের পুস্তকের হস্তে দিরা
ন। এ দুই ব্যক্তি ৫ টাকা আত্মসাৎ
ত ইত্যাদিগকে সেসিয়নে অর্পণ করা হই
লোকালয় হইতে পুলিশ কর্মচারী বত
নোনীত করা হইবে, তত দিন এ অবস্থা
না। কিন্তু গবর্নমেন্ট তাখন ইউরোপীয়
ই ধর্মের চালা বাঁধিলেন।

৪ঠা জুলাই শনিবার।

তকল্য পোটকানিও কোম্পানির অংশী
ধ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সূইনহো
সভাপতির আসনগ্রহণ করেন। সিলার
সবাক্ষরে উপস্থিত হইয়া আপনার বাঁধা
ঝড়িয়াছিলেন। কিন্তু অংশিগণ বর্তমান
দিগের উপরেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস প্রকাশ
ছেন। মকদ্দমা চালামও তাঁহাদিগের
ত হইয়াছে। সিলার সাহেব আদালতে
এত ভয় পাইতেছেন কেন?

রিষ্টার জানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রেবেরেও
হান বন্দোপাধ্যায় খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচার ও
দর্শনীয় খৃষ্টীয়ানদিগের স্বত্বরক্ষার নিমিত্ত
তা করিয়াছেন। খৃষ্টীয়ান ব্যতীত আর
ই সভার সভ্য হইতে পারিবেন না।
এ সভার প্রকৃত অর্থ বুকিতে পারিলাম

না। কিন্তু এতদেশীয় খৃষ্টীয়ানগণ দেশের
একাংশ বলিয়া যদি সাত্ত্বমির মঙ্গলসাধন
উদ্দেশ্যে স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সূখের
বিষয়।

আমরা ইণ্ডিয়ান একজামিনারনামক এক
খানি সূতন সাপ্তাহিক পত্র পাইয়াছি। পত্রখানি
যেপ্রকারে আরত হইয়াছে, ঐ ভাব বরাবর
থাকিলে উন্নতিলাভ করিবে সন্দেহ নাই। এক
খানি নিরপেক্ষ ইংরাজী কাগজ থাকা অতিশয়
আবশ্যক।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের কাগজ
বিক্রীত হইতেছে:—

৪ টাকার সিকা	১৪১। ১৪৫
৪ কোং	১৪১। ১৪৫
৫ পবলিকওয়ার্ক	১০৫। ১০৫
৫ " কোং	১০৫। ১০৫
৫। " কোং	১১৪। ১১৫

—:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লগুন ৪ ঠা জুলাই। গত রাত্রিতে অটওয়ে
সাহেব কমন্স হাউসে প্রস্তাব করিয়াছেন, একশ
মহাসভার হস্তে যেপ্রকার কাঙ্ক্ষিত ভিত্তি দেখা
বাইতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষীয় শাসনপ্রণা
লীর উৎকর্ষসাধনবিষয়ক আইনের পাণ্ডুলে
খোর বিষয়ের বিবেচনা করা যাউতে পারে
না। আপাততঃ উহা সূচিত রাখিয়া স্ট্রেট
সেক্রেটারির কোমিসসংক্রান্ত পাণ্ডুলেখ্য উপ
স্থিত করা কর্তব্য।

সব ষ্ট্রাকোড নর্থকোট প্রত্যুত্তরে বলিলেন
এসকল পদ অনিশ্চিতরূপ হইলে লোক পাওয়া
ভার হইবে। তিনি বলিলেন, কোমিসলের সভ্য
দিগের অবস্থানঘটিত আইনের পাণ্ডুলেখোর
চয়নীমাত্র ধারা আছে। তাহার একটা গ্রাহ্য
হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠের প্রতি
প্রায় কোন আপত্তি করা হয় নাই; চতুর্থ
ধারাটি নিয়োগসংক্রান্ত হইতোহ, এটি অন্য
পাণ্ডুলেখোর অন্তর্গত করিবার প্রস্তাব
হইয়াছে। অবশিষ্ট ধারাটি কেবল বেতন
সংক্রান্ত। তিনি তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করি-
লেন এই অবস্থায় কমিটি দ্বারা পাণ্ডুলেখোর
বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত। যখন সভ্যানিয়োগ ও
সূতন ধারা বসাইবার কথা হইবে, তখন
রিপোর্টের সময়ে ইহা করিলে চলিবে। ঐ পাণ্ডু
লেখ্য পঠিত না হইয়া সভ্য ভঙ্গ হইয়াছে।

গবর্নমেন্ট সীমাসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডু-
লেখ্যসম্বন্ধে যে ব্যবহার করিয়াছেন, তদুপলক্ষে
গত রাত্রিতে লাডদিগের হাউসে অতিশয় উৎ
সাহসপূর্ণ তর্ক হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই ব্যক্তি
ঘটিত আইনের পাণ্ডুলেখ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

৭ ই জুলাই। কাঙ্গ হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত
ভার পাতিবার নিমিত্ত ফরাসী গবর্নমেন্ট ভারণ
আরলেঞ্জর ও জুলিয়স রিউটার সাহেবকে
সম্পূর্ণ ভার ও কমতা দিয়াছেন।

সর আলেক জেও'র গ্রাণ্ট এডিনবরা
বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

গত কল্যা লাডদিগের হাউসে সীমাস
আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। নবস্কোশিয়া
তর্ক হয়। এবিষয়ে অসন্তোষপ্রকাশ করা হই
কিন্তু অনুসন্ধানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হই
প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময়ে উ
দিলে তাহার বিচার ও দণ্ড এক বিশেষ
লতে হইবে বলিয়া যে ধারাটি হয়, তাহা
কল্যা কমন্স হাউসে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

১০ ই জুলাই। রাজী মহাসভাকে
রোধ করিয়াছেন, সর রবার্ট নেপিয়ার ও
বংশীয় সকলকে বাৎসরিক ২,০০০ টাকা
দেওয়া কর্তব্য।

আর ব্যয়ের হিসাব উপলক্ষে ফরাসী
সভায় যে তর্ক হইয়াছে, তাহাতে মন্ত্রর কম
মুক্তিয়ার বলিয়াছেন ফরাসী গবর্নমেন্ট
রক্ষায় অস্তিত্বাধী। ফরাসী সৈন্যগণ সেই
প্রতিভূতরূপ রহিয়াছে।

স্পেক্টেটর পত্র বলেন, সর ষ্ট্রাকোড নর্থ
ভারতবর্ষের গবর্নর জেনরল হইয়া কাজ ক
পারিবেন না। গত কল্যা ওয়াশিংটন
সংবাদ আসিয়াছে; ইহাতে জানা যাই
নীচতন্ত্রপ্রিয় দল হোরেশিয় সাইমরকে
পতি ও সেনাপতি বেয়ারকে সহকারী
পতি করিতে অস্তিত্বাধী হইয়াছেন। উ
এই পদের প্রার্থী হইতে সম্মত হইয়া
৮ জুলাই। গত রাত্রিতে কমন্স হ
ফ্রাকোড সাহেব ভারতবর্ষের ড
মাসুল বৃদ্ধির প্রসঙ্গ করিয়া কহি
সৈন্যদিগের পক্ষে কম মাসুল
অন্যায় হইয়াছে। এতদ্বারা স্ট্রেট
সাহেব বলিলেন, ডাকের কার্য ও কর্মচা
গের ব্যয়বৃদ্ধি হওয়াতে মাসুল বৃদ্ধির প্রয়ো
হইয়াছে। তিনি বলিলেন, মাসুলবৃদ্ধির পর
কবিয়া ভালই হইয়াছে। এতদ্বারা চারি
টাকা অধিক আদায় হইতেছে। সৈন্যদি
পত্র কম মাসুলে লইয়া বাইবার প্রথারও
সমর্থন করিলেন। সীমাবিষয়ক বিল এব
লগু ও আয়ারলণ্ডের রিফরম বিল লাডদি
হাউসে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

সর ষ্ট্রাকোড নর্থকোট নেপিয়ারকে
ভোক্ত দিয়াছেন।

গত কল্যা কার এক টেলিগ্রাম ওয়াশি
হইতে আসিয়াছে। ইহা দ্বারা জানা যাই
নীচতন্ত্রপ্রিয় দল আপনাদিগের নিম্নলি
রাজনীতি স্থির করিয়াছেন। সকলকে কর
হইবে; গবর্নমেন্টের কাগজের সূদ ও
নগদ দিতে হইবে, তবে যেখানে অন্য
বন্দোবস্ত আছে, সেখানে তদনুসারে
হইতে পারিবে। যেসকল লোক ইউনা
ষ্ট্রেটে পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া তথায় জ
ছেন ও যাহারা বিদেশ হইতে আসিয়া
করিয়া দেশবাসী বলিয়া পরিগণিত হই
তাঁহাদিগের স্বত্বের কোন প্রভেদ থাকিবে

গণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

লেপ্টেনেন্টগবর্নরের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

১৮ ই জুলাই। জে বক্রওয়েল সাহেব পুরীর
শিক্ষাসভার সভ্য ও সেক্রেটারি হইবেন।
জে, হেস সাহেব পুর্নিয়াতে এক জন ডেপুটি
স্টেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয়
শ্রেণীর অধীন মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১৯ ই জুন অবধি ২৩ এ জুনপর্যন্ত লেপ্টেনেন্ট
এচ. গার্নেট সিংহভূমের ডেপুটি কমিসন
কার্যের ভার পাইয়াছিলেন।

যত দিন ডাক্তার ডবলিউ, এচ, হেস বিশেষ
কারী কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিবেন,
তত দিন লেপ্টেনেন্ট ই. জি, সিলিওষ্টোন সিংহভূ
প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর ও অধক্ষ জজ
হইবেন।

২০ ই জুলাই। বাবু উদয়চন্দ্র পুরীর চি-
ফা কর্মচারী হইবেন।

বাবু অন্নদাচরণ কান্তগিরি মালদহের চি-
ফা কর্মচারী হইবেন।

যত দিন এ, জে, এলিয়ট সাহেব বিদায়
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে, এফ
ন সাহেব দিনাজপুরের প্রতিনিধি সিভিল
সিগন জজ হইবেন।

২১ ই জুলাই। ছাপরার সব রেজিষ্টার বাবু
চরণ বসু কিছু দিনের নিমিত্ত মতিহারিতে
হইবেন।

২২ ই জুলাই। ছাপরার সব রেজিষ্টার হই
উমাচরণ বসুর অনুপস্থানকালে ডেপুটি
স্টেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই. এফ কিশোর
ছাপরার প্রতিনিধি সব রেজিষ্টার হই

দ্বিতীয় শ্রেণির সব আসিস্ট্যান্ট সার্জন কা
নাথ আচার্য্য হই বৎসরের জন্য মেডিকাল
জের দ্বিতীয় সার্জনের হাউস সার্জন
হইবেন।

২৩ ই জুলাই। বীরভূম জেলা হইতে সাঁও
দাগরগণের দক্ষিণাংশপর্যন্ত রেইলওয়ের যে
ট আছে, তন্মধ্যে ১৮৫৪ অক্টোবর ১৮ আইন
দ্বারা বিচার করিবার ভার রাজমহলের
সিভিল কমিসনরকে দেওয়া গেল।

২৪ ই জুলাই। যত দিন জে, এ, ক্রফোর্ড
বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত
দিন বি, কফেল সাহেব কলিকাতার
অধক্ষ কালেক্টর হইবেন।

২৫ ই জুলাই। বি, কফেল সাহেবের অনুপস্থান
কালে আর, এচ, পসি সাহেব হুগলির প্রতিনি
ধি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

২৬ ই জুলাই। এফ, রান্ধিনি সাহেব বাগেরপুরের
সিভিল আইন্সপেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টর
হইবেন।

২৭ ই জুলাই। জয়ন্তিয়া পরগণার অন্তর্গত জয়
সহকারী কমিসনর ১৮৬৮ অক্টোবর ৯ আইন
দ্বারা কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

কাপ্তেন এফ, এচ, হুচ চট্টগ্রামের এক জন
মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তির দ্বারা ভারতবর্ষের মিউনি
সিপাল কমিসনর হইবেন।

এফ, জে, ডিকেন্স সাহেব।
এচ, ডবলিউ, ডিবেঙ্গ সি, ই,।

নিম্নলিখিত ব্যক্তির দ্বারা জীহটের দাতব্য চিকিৎ
সালয় চালইবার সভার সভ্য হইবেন।

এফ, ডবলিউ, বি, পিটসন সাহেব।
জে, সি, বিসি

এচ, এল, জোন্স
মৌলবী আবু মহম্মদ আবছল কাদের।

আহম্মদ বক্র মজুমদার
বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায়

শ্বরূপচন্দ্র দাস
এস. জে, কিলবি সাহেব ময়মনসিংহের সহ
কারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন।

ডাক্তার এচ, জনস্টোন মেডিকাল কালেক্টর
চিকিৎসালয়ের প্রতিনিধি হাউস সার্জন হই
বেন।

১৪ ই জুলাই। দারজিলিঙের অতিরিক্ত
সহকারী কমিসনর ডবলিউ, সি, মলার সাহেব
১৮৬৮ অক্টোবর ৯ আইন অনুসারে কালেক্টরের
ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্নলিখিত সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট
বদলি হইবেন।

জে, এচ, জনস্টোন সাহেব মেদনীপুর হইতে
২৪ পরগণাতে।

ডবলিউ, কাষেল সাহেব পুর্নীয়া হইতে
মেদনীপুরে।

এচ, জে, উইলকিন্স সাহেব গুলী হইতে
ভাগলপুরে।

রেবরেন্ড এ, ডবলিউ, আর, কুইনলান
হাবড়ার প্রতিনিধি চাপলেন হইবেন।

এচ, এ, সি. বাউটন সাহেব শিবসাগরের
প্রতিনিধি সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হই
বেন।

শিব সাগরের সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট
এ, সি, বৃষ্ট সাহেব নওগাঁতে বদলী
হইয়া তত্রতা প্রতিনিধি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট
হইবেন।

আমাদিগের কালনাহ সংবাদ হাত
লিখিয়াছেন।

এখানকার অনেক লোক কৃষিকার্যের উপর
নির্ভর করিয়া জীবনযাপন করে। বাহাদিগের
এরূপ জীবিকা তাহারা প্রাণপণে আপন আপন
মাঠাল জমিগুলির উন্নতিপক্ষে যত্ন করিয়া
থাকে। যে রাজকর্মচারীর অনধ্যানতাদোষে
সেইসকল জমির হানি হয়, রাজপুরুষগণের
উচিত যে তৎক্ষণাত তাহার প্রতিকার করেন।
এরূপ লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, কালনা হইতে
পাণ্ডুরাপর্য্যন্ত যে রাস্তাটি গিয়াছে, তাহার

যথাযোগ্য স্থানে সাঁকো (সেতু) না
আনেক মাঠাল জমির অনিষ্ট হইতেছে। এ
কার উত্তর সীমায় যেসকল মাঠাল জমি
জলের বিশেষ আবেশ্য হইলে তদ্বিকটস্থ
বাঁদী নামক পুকুরিণী হইতে জল লইয়া আ
মত কৃষিকার্য্য নির্বাহ হইত। এক্ষণে
পুকুরিণীর পশ্চিম দিক দিয়া রাস্তা প্রস্তুত হ
এবং তথায় সাঁকো না থাকায় কৃষক
বিশেষ ক্ষতি চইতেছে। সত্য বটে যে এ রাস্তা
অনেক দিন নির্মিত হইয়াছে, তা
এত দিন ঐ জমিসকলের কোন অনিষ্ট হয়
এখনই কেন হয় কেহ একথা জিজ্ঞাসিল এ
বলিতে পারি যে পূর্বে এ রাস্তাটি কেবল ঘূ
দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল জল আনিবার আ
হইলে এক স্থানে কাটিয়া জল লইয়া
সমাধা করিত। পরে আবার ঐ স্থানটি
রূপ বাঁধাইয়া দিত। এক্ষণে সে রাস্তাটি প
করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। আর কাহার
ইহাতে হস্তক্ষেপ করে; সুতরাং এখন (
বাঁদীর পশ্চিমে) একটা সাঁকো করিয়া দে
নিতান্ত আবশ্যক। আমরা বর্ধমানের জি
কমিসনর সাহেব মহোদয়কে অনুরোধ করি
অনুগ্রহ করিয়া বর্ধমানের একজিকিউটিব
নিয়ন্ত্র সাহেবকে এজন্য অনুমতি করেন। ই
ব্যয় অতি সামান্য, কিন্তু অনেক প্রকার বি
উপকার হইবে।

এখানকার অতি নিকট সর্কমঙ্গলান
স্থানে একটা আশ্চর্য্য ঝড় হইয়া গিয়া
একদা বেলা ৩ টার সময় সহসা পূর্বাধিক হ
বাতাসটা আগমন করে। যে যে স্থান
গিয়াছে, তথায় যেন প্রকৃত একটা রাস্তা প্র
হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এ
উত্তর সীমায় প্রবল ঝড় বহিয়াছিল কিন্তু দ
দিগের বৃক্ষশাখাও আন্দোলিত হয় নাই। ব
বেগের কথা অধিক কি কহিব, তথায়
বারইয়ারি পূজা হইয়াছিল, বায়ুর প্রবল
প্রতিহার মস্তক উড়াইয়া প্রায় ৫০ হস্ত
ফেলিয়া দেয়। পাণ্ডাগণ ভয়ে অস্থির। প্রতি
ভুলের কালী, হইলেন ভিন্নমস্তা, তাহাতে প
গণ ভীত হইতেই পারেন। আশ্চর্য্য ঝড় বটে
অহত্যা স্তম্ভন মুসেফ বাবু যাদবস্বরূপ চন্দ্র
মহাশয়ের বিচারপ্রণালী দেখিয়া সকল
গম্ভীর হইয়াছেন। ইনি যেমন বহুদর্শী তে
কার্য্যকুশল। এরূপ বিচারপতিদ্বারা গ্রা
ক্রীভূক্তি হয় ও প্রজারা যথার্থ বিচারে বঞ্
হয় না। আমরা প্রার্থনা করি ইনি স্থায়িক
এখানেই অবস্থান করুন।

আবার এখানে লাইসেন্স টাকের হানি

কতদিনে এ উপগ্রহ নিধারণ হইবে তাহা
যায় না।

-৩০০-

আমাদিগের কোরহাটিছ সংবাদ-
গালিখিয়াছেন।

আমরা বিক্রমপুবপুলিষের হুঃসহ অত্যা
ও নানাবিঘ্নিণী হুর্নীতি প্রদর্শন করিয়া
নিয়ত চীৎকার ও অক্ষ-বিসর্জন করিয়া
তেছি, কিন্তু চূর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত পুলিষ
ও প্রকৃতিস্থ হইতেছে না। কর্মচারী মহা
গণ কার্যতৎপর হইবেন কি, হুঃসহ হাত
রোগই ইহাদিগের সর্কনাশ সাধন করিতে
পারে। ইহারা উক্ত মহারোগের প্রতীকার
রে প্রজাদিগের মঙ্গল ও দেশের জীবুজি
বর চেষ্টা পান না, প্রত্যুত সময়ে
তাহাদিগের প্রতি নিরর্থক দৌরাণ্য করিয়া
দিগকে যার পর নাই ব্যথিত ও পরিত্রা
করিতেছেন। গবর্নমেন্ট কি এই জন্য
পুলিষের স্থিতি করিয়াছেন? এই রূপেই
দেশের শান্তি স্থাপিত ও সংরক্ষিত এবং
তসমূহ সংশোধিত হইবে? ইহাই কি
এ প্রকৃষ্ট উপায়? যদি তাহাই হয়, তবে
দেশের স্তূতন পুলিষের সাধ মিটিয়াছে। আর
এ যেন নিরর্থক ক্রন্দন করিয়া অক্ষমলে
পান না হই।

প্রায় দুই মাস অধীত হইতে চলিল, ডাকা
নিধাসের (লিউনেটিক এনাইলাম)
ডাক্তার বাবু রামপ্রসাদ সেন মহাশয় কর্ম
ভাগ করিয়াছেন। অনেকে বলেন, তিনি
অপরিচয় কবিয়া বড় লাভবান হইতে
পারেন এবং অন্যক তিনি উহা ত্যাগ
করেন। আমরা যত দূর জানি, তাহাতে
ত পারি, যাঁহারা ওরূপ বলেন, তাহাদের
স্বজন। তিনি উগ্রসুদিগের যথোচিত
সা সম্পাদন করিয়া বাহিরের বোগীদি
আবশ্যকমত চিকিৎসা করিতেন। এই
এত দিন চলিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি
এর চিকিৎসা করা নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু রাম
বাবু এরূপ আদেশ পরিতুষ্ট হইবার
নন। তিনি বন্ধু বান্দবদিগের চিকিৎসার
বীর পদ পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে
পূর্কীপেক্ষ লাভও তন্ন হয় না, অপচ
মতারণ শৃঙ্খলোন্মুক্ত হইলেন। পদ
রামপ্রসাদ বাবু পক্ষে অমঙ্গলকর ও
জনক হয় নাই।

৩। আমরা অতিশয় সন্তোষসহকারে প্রকাশ
করিতেছি, বিক্রমপুরের হুঃতপূর্ক ডেপুটী ইনস্পে
ক্ট বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় ফারদপুরের
এসেসর ডেপুটি কালেক্টরী পদে স্থায়িরূপে
নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন। গত বর্ষে
কর্তব্য কর্মে অনন্ত পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া
ছেন বলিয়াই বৈকুণ্ঠ বাবু এসেসরি পদে স্থায়ী
হইলেন। বিক্রমপুরের ডেপুটি তত্ত্বাবধায়কের
পদে সূযোগ্য বাবু অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয়ই
নিযুক্ত রহিলেন। অমৃত বাবু এক জন কর্তব্য
পরায়ণ লোক তাহার সম্মত নাই। ইনি পরি
দর্শন কার্যে বিলক্ষণ নিপুণ। এই বিভাগে ইহার
স্থায়িবে অনেকে প্রীত হইয়াছেন। আমরা
ভরসা করি, অমৃত বাবুর দ্বারা বিক্রমপুরস্থ
বিদ্যালয়গুলি অল্পকালমধ্যেই সমধিক উন্নত
হইবে।

-৩০০-

আমাদিগের মঞ্জুরপুরের সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেন।

মঞ্জুরপুরে এপর্যন্ত কিছুমাত্র বৃষ্টি হয়
নাই, উত্তরোত্তর এস্থান অতিশয় শুষ্ক হইয়া
উঠিতেছে। আজি কালি ঘেরূপ গ্রীষ্ম ও রৌদ্রের
প্রচণ্ড উত্তাপ, তাহা বর্ণনা করা যায় না।
এরূপ গ্রীষ্ম কেহ কখন দেখে নাই। প্রায় ১৭ বৎ
সব গত হইল, এক বার এই রূপ গ্রীষ্ম ও অনা-
বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে তৎকালে শ্রব্যাদি
যাহার পর নাই, মহাঘাৎ হওয়াতে প্রায় দুর্ভিক্ষ
উপস্থিত হয়। এবারেরও ঠিক সেই রূপ অবস্থা
দেখিয়া পুনরায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইতেছে।
নভোমণ্ডলে অদ্যাপি কিছুমাত্র মেঘও দৃষ্ট হয়
না; স্তূতরাং শীত্ৰ যে বারিবর্ষণ হইবে, তাহার
আশা নাই। বসন্তকালে ঘেরূপ পাচ্চাত্য বায়ু
হয়, এক্ষণে অধিকল সেইরূপ বায়ু বহিতেছে।
ওলাউঠা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত রোগেরও
অভ্যুত প্রাহুর্ভাব হইয়াছে।

এবারে এখানকার সেশিয়নে ১০ টি মকদ্দমা
উপস্থিত হইয়াছে। জাল কাণ্ডের মকদ্দমা
নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। উক্ত দিগবর সাহার
কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৫ পাঁচ বৎসর
মেয়াদ ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।
তাগ্নিদেয়ও ৩ তিন বৎসর মেয়াদ হইয়াছে;
অপর ব্যক্তি অব্যাহতি পাইয়াছে। আরও দুইটি
সেশিয়নের মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।
কিন্তু একটীতে বিচারপতির কিছু অন্যান্য লক্ষিত
হইল।

এখানকার স্তূতন সব রেজিষ্টার সেশিয়ন
কুলি খাঁ কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

-৩০০-

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত মোমপ্রকাশমস্তু
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! গবর্নমেন্ট পলীগ্রামে চৌকী
টার্কের নিয়ম প্রচলিত করাতে প্রথমে আনে
আশা করিয়াছিলেন তদ্বারা দেশের
মঙ্গল সাধিত হটবে; কিন্তু এক্ষণে উহার
দৃষ্টি করিয়া সে আশা দূরে থাকুক, প্রত্যুত
ঘাটনাই দেখা যাইতেছে। যে যে গ্রামে
টার্ক প্রচলিত আছে, সেই সেই স্থানে
দির নিবৃতি না হইয়া বরং প্রাহুর্ভাব দৃষ্ট
ইহার বিশেষ কারণ এই, পূর্বে চৌকী
তাহাদের সীমার মধ্যে প্রতিগৃহস্থের নি
মাসিক কিছু কিছু (পরিমাণে অধিক ন
বেতন পাইত এবং সেই অমুরোধই
বাহিতে তাহারা গৃহস্থের বাটীর তত্ত্ব লইত
এক্ণে উক্ত টার্কসংগৃহীত টাকাদ্বারা
মেন্ট হইতে উহারা বেতন পাইয়া থাকে, সু
তাহারা আর গৃহস্থের অমুরোধ রাখে না, প
ন্যায় পাহারাও দেয় না। এরূপ অবস্থায়
শ্রমকারী লোকেরা বিলক্ষণ প্রশ্রয় পাইতে
অপর আমরা শুনিয়াছিলাম যে, চৌকীদার
হইতে চৌকীদারের বেতনের ব্যয় নির্বাহ
যে টাকা উদ্ধৃত হইবে, সেই টাকা ও গবর্ন
সাহায্যদ্বারা গ্রামের রাস্তা ঘাটপ্রকৃতির উ
সাধন করা হইবে; কিন্তু তাহার কিছুই
যায় না, কেবল করতারবহনই লোকের
হইয়াছে। মহাশয়! দৃষ্টান্তস্বলে হুগলি
অন্তঃপাতি গুপ্তিপাড়াকে গ্রহণ করা
গুপ্তিপাড়া একটা জনসমাকীর্ণ ও বিস্তীর্ণ
ঐ গ্রামে মাসিক ৮০ টাকা চৌকিদারি
সংগ্রহ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ৪৯ টাকা
গ্রামের চৌকিদারের বেতনে আর উক্ত
আদায়কারীর বেতনপ্রকৃতিতে ২০ টাকা
হয়। উদ্ধৃত ৮ টাকা গবর্নমেন্টের নিকট
থাকে। আট বর্ষ গত হইল গুপ্তিপাড়া
চৌকিদারি কর স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু
পের বিষয় এই, এপর্যন্ত রাস্তা ঘাটপ্র
কোন উন্নতিলক্ষণ লক্ষিত হইল না। এ
পথগুলি পূর্কমত জল ও কর্মমে পরিপূরিত
কেবল একটা মাত্র পথের কিয়দংশ সং
হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে গবর্নমেন্টের যে

হইয়াছে, তাহার অর্ধেক টাকান্তে ঐ পথ
ত হইতে পারে। আরও দুঃখের বিষয়
উক্ত টাক আদায়কারীদিগের দৌরাণ্যে
ন্যায় ব্যবহারে গ্রামস্থ সকলেই বিরক্ত হইয়া

শুষ্টিশালানিবাসী
এক জন প্রজা ।

—:—

সাদক মহাশয় ! আপনার সোমপ্রকাশ পত্র
অবগত হইলাম, আমাদের দয়াশীল
গবর্ণমেন্ট না কি ক্রীস ক্রীযুক্ত লেপ্টনন্ট
মহোদয়কে বর্তমান বাঙ্গাল পুলিশ
আবদান করিতে অল্পমতি প্রদান করিয়াছেন ।
আমাদের সঙ্গ সাধারণের মঙ্গলজনক
দ সন্দেহনাট। কিন্তু আমরা ভীত হই-
যে, কর্তৃপক্ষীয়েরা পাঠে এই সংশোধন
নীতি, কেবল যাঁহারা উচ্চ উচ্চ আসনে
বস্তু হইয়া ও লম্বা চৌড়া রিপোর্ট লিখিয়াই
আপন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সেক্রে-
বিভাগীয় কমিসনর, হুদ মুদ ম'জিস্ট্রেট
দের নিকট হইতে মত লইয়াই মীমাংসা
করেন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি
হইলে এই সংশোধনপ্রণালী কখনই
সম্ভব হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, অতুল
হইতে অধিক নিম্নের কোন ক্ষুদ্র পদার্থের
ক্ষতিপাত করিলে তাহা কখনই সুস্পষ্ট
পরিচিত হয় না। গবর্ণমেন্টের যত প্রকার
শ্রম আছেন, তন্মধ্যে পুলিশের ন্যায় নিম্ন
হার নাই। এইসকল কর্মচারীর ঘরাই
রণের শাস্তিরক্ষা হইয়া থাকে। ইহাদের
চাও প্রশস্ত দেখা যায়। অথচ ইহাদের ইন-
র জেনেরল অবধি সকলের তুল্য ক্ষমতা।
সর কথা কেহই গ্রাহ্য করেন না। যদিচ
ল পুলিশ এখনও একেবারে দোষশূন্য
নাই, তথাপি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা
ত পারে, যে এক্ষণে এই শ্রেণীতে অনেক
পক্ষ, উপযুক্ত, তদ্র লোক প্রবেশক রিয়াছেন
পক্ষ ইহাদের কথা শুনিলে, বোধ করি,
আপকার হয় না, বরং অনেকাংশে উপ-
হইবার সম্ভাবনা। কোন ক্ষুদ্র উর্দারতা
ক জানিবাব প্রয়োজন হইলে, ঐ ক্ষুদ্র
কর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই ডুমির যথার্থ
সহজে ও উত্তমরূপে অবগত হওয়া
ত পারে। এক জন ডুমির বিশারদ পণ্ডিত
কখনই সেইরূপ সহজে ও নিঃসংশয়িত
অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই। তদ্রূপ
এই বাঙ্গাল পুলিশ সংশোধনপক্ষে, বিভা

গীর্ষ ইনসপেক্টর গণ অবধি ক্রমশঃ উপরি পদস্থ
শাস্তিরক্ষকদিগের নিকট হইতে মতগ্রহণ করা
হয়, তাহা হইলে যথার্থ দোষ গুণের মীমাংসা
সহজেই সম্পাদিত হইবে। আমি যে কেবল
ইহাদিগের মত লইয়াই গবর্ণমেন্টকে কর্ম করিতে
অনুরোধ করিতেছি তাহা নহে, বর্তমান পুলিশ
শাস্তিরক্ষা সংক্রান্ত কোনকোন বিষয়ে কাঠিন্য
ও প্রতিবন্ধ অস্ত্রভব করিয়াছেন; আর ঐসকল
বাদা রহিত করিয়া তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা
দিলেই বা কতদূর দোষ গুণ ঘটিবার সম্ভাবনা
আছে এই সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া কর্ম
করিলে আর কোন দোষ হইতে পারিবে না।
যাহা হউক, অদ্য এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিরস্ত
হইলাম। আপনার ও আপনার পাঠকবর্গের
মত জানিতে পারিলে, এ বিষয়ে লেখনী
ধারণে সাহসী হইব। অলমতি বিজ্ঞপ্তি।

পিরোজপুর } কস্যচিৎ
১৮ ৬৮ ৯ জুলাই } শুভাকাঙ্ক্ষকঃ।

মহাশয় ! গত ২৭ জুলাইয়ের সোমপ্রকাশের
বিবিধসংবাদমধ্যে এক স্থানে দেখিলাম,
আপনি লিখিয়াছেন যে “ কলিকাতার উপন-
গরের লোকদিগকে বারুইপুরের মুন্সেফের
নিকটে মকদ্দমা করিতে আসিতে হয়, অথচ
আলীপুরে ছই জন মুন্সেফ আছেন ”। আমি
এই বিষয় পাঠ করিবামাত্র বিস্ময়াপন্ন হইলাম
এবং মনে মনে ভাবিলাম, গবর্ণমেন্টের এ কি
প্রকার বন্দোবস্ত? কোথায় বারুইপুর আর
কোথায় উপনগর? আলীপুরের মুন্সেফের
সহিত উপনগরবাসিগণের কি কোন বিবাদ আছে
যে তজ্জন্য তাহাদিগকে আলীপুর ডিঙ্গাইয়া
বারুইপুরে যাইতে আদেশ হইয়াছে? গবর্ণমে-
ন্টের যে কর্মচারী বারুইপুরস্থ মুন্সেফের উল্লি-
খিতরূপ অধিকার স্থির করিয়া দিয়াছেন,
তাঁহার কি সামান্য বুদ্ধিও নাই? এইরূপ নানা
চিন্তা করিবার পর, এক দিবস কলিকাতার উপ-
নগরের পূর্বাংশের কয়েক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা
করিলাম, তাঁহারা দেওয়ানি মকদ্দমা করিবার
সময় কোন আদালতে গমন করিয়া থাকেন?
তাঁহারা বলিলেন, বারুইপুরের মুন্সেফী আদা-
লতে। সোমপ্রকাশের সংবাদটী যে অযথার্থ নহে,
তাঁহার তৎক্ষণাৎ প্রমাণ পাইয়া আমি অত্যন্ত
কোন আদেশানুসারে উল্লিখিত জঘন্য বন্দো-
বস্ত রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হই-
লাম, কিন্তু অবশেষে জানিতে পারিলাম এ
জঘন্য বন্দোবস্তের কোন আদেশ নাই। গবর্ণ

মেন্টের “ বাউণ্ডেরি কমিসনর ” ইং ১৮
সালের ২২ এ অক্টোবরের “ নোটিফিকেশন ”
দ্বারা (১৮৬৩ সালের ১১ ই নবেম্বরের
কাতা গেজেটের ৩০৭৩ পৃষ্ঠা দেখ) নদীয়া
বিভাগের অন্তঃপাতী নদীয়া, যশোর
২৪ পরগণা এই তিন জেলায় মুন্সেফী
অধিকারসীমা যেরূপ নির্ধারিত করিয়া
ছেন, তন্মারা কলিকাতার উপনগরকে বারুই-
পুরস্থ মুন্সেফের অধীন করা হয় নাই।
নোটিফিকেশনে লিখিত আছে যে, “ আ-
রুই মুন্সেফের অধিকার আলীপুর উপবিভাগ
আলীপুর ও অন্যান্য উপবিভাগের সীমা
১৮৬৩ সালের ২রা মের কলিকাতা গেজেট
প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া দেখি
প্রমাণ হইবে, কলিকাতার উপনগর আলী-
পুর অন্য কোন উপবিভাগের অন্তর্গত ন
এতদ্বারা প্রকাশ পাইতেছে, উক্ত উপ-
আলীপুরের মুন্সেফের অধিকারের মধ্যে আ-
বিভক্ত কি জন্য বারুইপুরের মুন্সেফ ঐ উপনগ-
মকদ্দমা সকল গ্রহণ ও বিচার করেন, বুঝি
পারি না। কি গোলযোগ!!! এক প্র-
বিজ্ঞাপন (নোটিফিকেশন) অন্য প্রকার ক-
সম্প্রতি অবগত হইলাম, বারাসতের মু-
মহাশয় দমদমার মকদ্দমাসকল গ্রহণ করি
অসম্মত হইয়াছেন এবং তথাকার লো-
গকে বারুইপুরস্থ মুন্সেফের নিকট যাইতে
য়াছেন। এতদ্বিরুদ্ধে দমদমার অনেক তদ্র
মহামতি লেপ্টনন্ট গবর্ণর বাহাদুরের সম-
এক দীর্ঘ আবেদন করিয়াছেন। দুর্ভাগ্য
পুরে মকদ্দমা করিতে যাইতে হইলে দমদমা
দিগকে কি কি অসুবিধা ও ক্লেশ সহ্য ক-
হয়, তাহা তাঁহারা ঐ আবেদনে সুন্দররূপে
করিয়াছেন। উক্ত ১৭৬৩ সালের ২২ এ
বরের “ নোটিফিকেশন ” (বিজ্ঞাপন)
দমদমাকে বারাসতের মুন্সেফের অধি-
রাখিতে গবর্ণমেন্ট আদেশ করিয়াছেন।
তদ্রূপ মুন্সেফ তাহা স্মরণ না করিয়া কি
দমদমার লোকদিগকে বারুইপুরস্থ বিচার
যাইতে বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা
না। ভরসা করি গবর্ণমেন্ট আবেদনকারী
বিষয়ে সুবিচার করিবেন।

সম্পাদক মহাশয় ! গবর্ণমেন্টের “ বাউ-
কমিসনর ” উক্ত “ নোটিফিকেশন ”
নদীয়া বিভাগান্তর্গত মুন্সেফদিগের অধি-
সীমা যেরূপ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন,
অতি উত্তম হইয়াছে; কিন্তু কি আ-
স্থানীয় কর্মচারিগণের অনবধানতা প্রযুক্ত

কার্য না হওয়াতে প্রজাগণ রূপা কষ্ট
করিতেছে ও জল্লুলফ গবর্ণমেন্টের উপর
র অসন্তোষ জন্মিতেছে। উপসংহার
বক্তব্য যে, জেলা ২৪ পরগণার অজ
সাহেব যেন এক " সারকিউটার " দ্বারা
খত নোটিকেসনের মর্মানুসারে তাঁহার
ক মুন্সেফদিগকে তাঁহাদিগের স্ব স্ব অধি
মা ভালরূপে বুঝাইয়া দেন এবং সর-
জেনেরেল আফিসস্থিত " বাউণ্ডেরি
নয় " মহোদয়ের নিকট হইতে প্রত্যেক
কর নকসা আনাইয়া তাহা অধীনস্থ
দী আদালত সমূহে রাখিতে অদেশ
নতুবা, মকদ্দমা করিবার সময় মুন্সেফী
দার সীমার গোলযোগনিবন্ধন সর্বসাধা
তাঁহার উপরেই সান্ত্বনয় অসন্তোষপ্রকাশ
বন. সন্দেহ নাই

কাকাতার উপনগর } নিচ মু।
১ শ্র. বণ ১২৭৫

আমরা হিন্দুপেট্টে য়টে নদীয়ার মাজিস্ট্রেট
সাহেবের ব্যবহারের বিষয় পাঠ করিয়া
য়াপন্ন হইলাম। এক দিবস কৃষ্ণনগর কালে
কতগুলি ছাত্র ময়দানে ক্রীড়া করিতেছি
। ক্রীড়া বন্ধ হইয়াছে এমত সময়ে তত্রত্য
রাশীয় জেলদারোগা ডরনসফোর্ডের স্ত্রী
দিগকে পুনর্বার ক্রীড়া করিতে বলেন।
স: তাহাতে অসম্মত হন এবং এক
দর্শক " আমরা ফিরিঙ্গিদিগের কথা শুনি
বলিয়াছিলেন। সাহেব এ কথা বিবির
শুনিয়া কেনেডিনামক আর এক জনকে
। ছাত্রদিগকে প্রহার করেন। বারিষ্টর মনো
ন ঘোষের জাতা সর্দাপেক্ষা অধিক মার
য়াছিলেন। এ বিষয়ে নালীশ হওয়াতে
স্ট্রেট বেল সাহেব ডেপুটি মাজিস্ট্রেটকে
বদন লইতে নিবেদন করেন। ডরনসফোর্ড
জ বেল সাহেবের নিকটে গিয়া বন্দোবস্ত
রা আইসেন। বাবু মনোমোহন ঘোষ ও
ষ্টর গিগরি অর্থাৎ পক্ষে উপস্থিত হওয়াতে
টি মাজিস্ট্রেট বলিলেন, " আমি বিপাকে
গ্রাছি। যখন আমার প্রধান নালীশ লটেতে
বধ করিয়াছেন, তখন আমি কি করি। "
ক পীড়াপীড়ির পর বেল সাহেব নালীশ
। প্রত্যর্পিগণ কতক অংশে আপনাদিগের
ব স্বীকার করেন। বিচারের সময়ে মাজি-
ট অনেক কথা লিখিতে অসম্মত হইয়াছি-
ন। তিনি সময়ে সময়ে বারিষ্টরদিগকে বিশে-

বত: মনোমোহনকে অপমানও কনিয়াছিলেন।
প্রত্যর্পিগণ মিথ্যা কথা কহিয়াছিল,
জেরা করতে সকলেই পূর্ণাঙ্গের বিপরীত কথা
বলে; তথাপি মাজিস্ট্রেট তাহাদিগের জবাব
বন্দী লিখিতে সম্মত হন নাই। পরিশেষে বারি-
ষ্টরদিগের পীড়াপীড়িতে স্বীকার করেন, এই
সাক্ষিগণের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অপরাধী-
দিগের দোষ সম্মান হওয়াতে ডরনসফোর্ডের
১০০ টাকা ও কেনেডির ২০ টাকা জরিমানা
হইয়াছে। এ মকদ্দমায় আর একটী চমৎকার এই
যে, কৃষ্ণনগরের এক জন উকীল অথবা মোক্তার
প্রত্যর্পিদিগের পক্ষসমর্থনে উৎসুক হন
নাই। ডরনসফোর্ড অতঃপর অধী ও বাবু মনো
মোহন ঘোষের নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া-
ছিলেন। মকদ্দমায় যাহা হউক, বেল সাহেবের
ব্যবহারদর্শন করিয়া আমাদের বিবেচনা হই-
তেছে, তিনি মাজিস্ট্রেটের পদের যোগ্য লোক
নহেন। ডেপুটি মাজিস্ট্রেটের আনা উচিত ছিল,
বিচারসময়ে তিনি পৃথিবীর কাহারও আজ্ঞা-
নুসারে কাজ করিতে বাধিত ছিলেন না। এই
ই ব্যক্তির চরিত্রের অনুসন্ধান করিয়া উচিত
দণ্ড দেওয়া কর্তব্য।

শ্রীবি:—

১। পূর্বে আপনাকে জানাইয়াছিলাম যে,
হিন্দুহষ্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুক্ত দ্বারকা
নাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, ও শ্রীযুক্ত রাস
বিহারী ঘোষ এম এ, বি এল, প্রভৃতি কয়েক
জন বোডারের যথেষ্ট হিন্দু হষ্টেলে " হষ্টেল
ডিবেটিংক্লাব " নামে একটি ইংরেজী সভা স্থাপিত
হইয়াছে। অত্রত্য সুবিখ্যাত বক্তা শ্রীযুক্ত
কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সভাপতিপদে বৃত্ত হই
য়াছেন। প্রথম প্রথম সভার আড়ম্বর দেখিয়া
ভাবিয়াছিলাম যে, ইহা স্থায়ী হইয়া হষ্টেলস্থ
ছাত্রগণের বহুলপরিমাণে উপকারসাধন
করিবে। কিন্তু সভার কয়েক অধিবেশনপরেই
আমাদের সে আশা পরিষ্কর মনোরথের ন্যায়
মনে উদ্ভিত হইয়া মনেই বিলীন হইয়া গেল।
সুপারিন্টেণ্ডেন্ট দ্বারকানাথ বাবুর অবস্থান
কালেই প্রায় এক মাস বয়ঃক্রমের সময় ঐ সভা
টির মৃত্যু হয়। দ্বারকানাথ বাবু রাসবিহারী বাবু
প্রভৃতি এক্ষণে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। এক্ষণে
আমরা বর্তমান সুপারিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুক্ত গোপাল
চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ও বোডারদিগকে অনু-
রোধ করিতেছি যে, তাঁহারা সচেষ্ট হইয়া সভা
টিকে পুনরুজ্জীবিত করুন। হষ্টেল যেরূপ স্থান

তাহাতে একটি সভার পন করিয়া রচনা ও
তাদি শক্তির উৎকর্ষসাধন করা ছাত্রগণ
পক্ষে অতিশয় আবশ্যিক; কিন্তু পূর্কের ন
ইহা অব্যবস্থিততা প্রকাশ না পায়। আমরা
মুখোঁগে আর একটি প্রস্তাব কবিতোছি। এ
বিশেষ সভা করিয়া তাহাতে দেশীয় ভা
আলোচনা করা আবশ্যিক। বিজাতীয় ভাষা
পেক্ষা দেশীয় ভাষায় রচনা ও বক্তৃতাদি স
শুণে মহোপকারক হইবে। এক্ষণে অনেক
ইংরেজীপ্রিয় হইয়া দেশীয় ভাষার প্রতি
শ্রদ্ধ হইয়াছেন; সুতরাং আমাদের এই প্র
বর্তী যে আশুকলোপধায়ী হইবে, এরূপ
হইতেছে না। যাহা হউক আমরা সুপরি
শেষ্ট মহাশয়ের প্রতি নির্ভর করিয়া রহিব
তরনা করি তিনি ইহা কার্যে পরিণত করিবে

২। অনেক দিন অবধি শুনিতোছি
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকার মহোদয়ের
বাহুসারে হষ্টেলে একটি পুস্তকালয় স্থা
হইবে। ছাত্রগণের পাঠোপযোগী বি
পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা তাহাতে থাকি
এই প্রস্তাবটী যে মহোপকারক তাহা
লেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন; কিন্তু হু
হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, ইহা এ
পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয় নাই; উক্ত
ত্রেরীয় ব্যয় নির্বাহার্থ চাঁদা করা হইয়াছি
অনেকে চাঁদাব বহিতে সক্ষম করিয়াছেন
কিন্তু কয়েক জনব্যতীত সকলেই স্ব স্ব
মুদ্রা প্রদান করেন নাই। আমরা নির্কল্গা
সহকায়ে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি
তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র অসীকৃত টাকাগুলি এ
কক্ষন। প্যারী বাবু ও গোপালবাবুও উদ
না হইয়া সমীহিত কার্যসাধনে তৎপর হ
এরূপ বিষয়ে কাল বিলম্ব করা বিধেয় নয়
রাজ রাবণস্থিত রাজনীতিটী তাঁহাদি
স্বরূপ করা কর্তব্য।

৩। পূর্বাপেক্ষা হষ্টেলে থাকিবার ব্য
হইয়াছে। বৃদ্ধ জল খাওয়া ধোপাপ্রভৃতির
ব্যতীত প্রথম শ্রেণীতে ১২ টাকা দি
শ্রেণীতে ১১ টাকা ও তৃতীয় শ্রেণীর ১০
হইয়াছে। পূর্বে প্রাবেশিক ফী দিতে হইত
কিন্তু এক্ষণে ১০ টাকা করিয়া প্রাবেশিক
হইবে। ছাত্ররুত্তিবিহীন মধ্যবিধ ছাত্র
পক্ষে ইহা অত্যন্ত কষ্টকর বলিতে হইবে।
লের বায়বাহুল্যই এরূপ হইবার কারণ
নির্দেশিত হয়। এক্ষণে বাড়ী ভাড়া
১৬০ টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। ইহার
আমাদিগের বক্তব্য এই, গবর্ণমেন্টের

ত হষ্টেল স্থাপন করা উচিত। তাহা হইলে
অধিক পরিমাণে বায়ু হইবে না। ফলে
যথ হাজীগণের হষ্টেলে থাকাই সুকর হইয়া
যাইবে। প্রাথমিক কী একবারে উন্নয়ন
কর্তব্য। যদি বিশেষ কারণ বশত:
ত হয় অন্ততঃ ৫ টাকা করা উচিত।

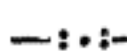
হষ্টেল } জীরঃ—



৪ এ টেক্সট শুক্রবার অবধি ৩ রা আষাঢ়
দিবাব্যক্তি অবিজ্ঞাত বৃষ্টি হইয়া মাঠ
ও পুকুরনী প্রভৃতি সকলই প্রাবিত হই-
ল; কিন্তু ৪ ঠা আষাঢ় বজ্রপাতস্বরূপ
দর আব সবাণীর হই ফেল উত্তবে কেনে
কালন্দী নদীর দক্ষণ বাদেদে স্থানে
হানা পড়িয়া একরূপ প্রবল জলরাশি
হইয়াছে যে, তদ্বারা অমরশী, রক্তর-
জ্বালামুঠা, জলামুঠা, কিংপাটাসপুর, প্রভা
ন, পাটাসপুর, প্রভৃতি ১০।১৫ পরগণা
জলে ডুবিয়া রহিয়াছে। একরূপ প্রাবন
কখন দেখি নাই। এমন কি অশীতিবর্ষ
প্রাচীনরাও কহিতেছেন যে, একরূপ বৃষ্টি
আমরাও কখন দেখি নাই। কেবল যে
বাইর অভ্যচার তাহা নহে। এখনে
নী প্রবাহিত বলিলেও অভ্যক্তি হয় না।
বসের দুর্ভাগ্যী সুবর্ণরেখা পশ্চিম দিগ
এবং কংসাবতী উত্তরদিগ হষ্টতে প্রবল
আসিয়া সগর্ভে সহোদরার সহিত মিলিত
হইয়াছে। অধিকাংশ গ্রহ জলসং হইয়াছে,
শুক্র অক্ষয় হইয়াছে অধিকতর এই কয়েক
পার মধ্যে এমত কাহার বাসস্থান নাই যে
উঠানে কি ভিত্তিতে জল না লাগিয়াছে।
গাদি যে কত মরিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।
মল্লিকাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনন্য
কষ্ট পাইতেছে। লোকের নৌকাভিন্ন
ও অঙ্গসর হইবার যো নাই, তাহাতে
এমন উপদ্রব হইয়াছে যে, লোকে
জলে পা দিতে পারে না। চাউল ত ক্রমে
হইতেছে, তামাক ও তৈলের সের ১৫
এবং লবণের সের ১০ আনার বিক্রীত হই
য়াছে, তাহাও সকল স্থানে পাওয়া যায় না।
তরকারি কিছুই নাই, সকলই নষ্ট গিয়াছে।
করা যে ধান্য বপন করিয়াছিল তাহা ত
পারে বিনষ্ট হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে পুন
ব আবাদ হয় তাহারও সুযোগ দেখি-
না। যে হেতুক হানাসকল তদবস্থ তেই

আছে। শুভরশিরেরা বাঁধিবার কোন উপায়
করিতেছেন না। এ প্রদেশ অত্যন্ত নিম্ন ও
সুপ্রতিম, তদ্ব্যন্য প্রায় প্রত্যেক পরগণার চতু
দিগে সীমাবন্দীস্বরূপ এক একটা বাঁধ আছে।
অন্য স্থানের জল আসিলে বাঁদের দ্বারা যেমন
উপকার তাহার তিতবের জল বহির্গত হইতে
না পারিলে তেমনই অনিষ্ট ঘটে। জলনির্গ
মনের যেসকল স্থান আছে তাহাতে লোণা
জল উঠিতে না পারে এজন্য গবর্ণমেন্ট হইতে
টেক্সমানে বাঁদ দেওয়া হয়, কিন্তু বর্ষাকালে
তাহা ওত্তরশীরেরা সহজে কাটাইয়া দেন না,
এজন্য প্রায় প্রতিবৎসর শস্যের অনেক ক্ষতি
হয়। ইঞ্জিনিয়রেরা যদি সর্বদা মফস্বলের কার্য
দেখেন, তাহা হইলে আর একরূপ চেষ্টা না ঘটে
না। এ অঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষুদ্র ২ জমীদার ও
তালুকদার স্তত্রাং সময়ে উচিত প্রতিবিধান
হয় না। মহাশয়। এ দেশের যে, কি চুরবস্থা
ঘটিয়াছে তাহা চক্ষে না দেখিলে বলিবার যো
নাই। শুনিলান কাঁধি ও তমোলুক বিভাগের
ডেপুটী মাজিস্ট্রেটস্বরূপ বন্যাপীড়িতদিগের যথো-
চিত সাহায্য করিতেছেন; কিন্তু এ পর্যন্ত আনা
দের এ দিগে আইলেন না। মহাশয়। ঝড়,
চর্ভিক ও বন্যা এইসকলদ্বারা দেশ ত একে-
বারে জীহীন হইল; এখন প্রজাগণের মরণভিন্ন
গতি নাই। এই হুঃসময়ে প্রজা রক্ষা করা রাজার
প্রধান ধর্ম।

মেদিনীপুরের অন্তঃপাতী }
বাল্যগোবিন্দপুর } জীরঃ—



মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র মণ্ডল	বালেশ্বর
১৮৬৮ জুলাই হইতে ৬৯ জুন	১০
৯ ৯ নবীনচন্দ্র নাগ	মেদিনীপুর
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ টেক্সট	১০
৯ ৯ কেশবচন্দ্র পালচৌধুরী	রাণাঘাট
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ টেক্সট	১০
যতপতি চট্টোপাধ্যায়	চকদীঘী
১২৭৫ আবেণ হইতে ৭৬ আষাঢ়	১০
মহেশ্চন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	রাজপুর
	৫।।
যতুল মল্লিক	পাথুরেঘাটা
১১৭৫ টেক্সট হইতে ৭৬ টেক্সট	১০
হরিশ্চন্দ্র	কাশী
১২৭৫ আবেণ হইতে	১৮
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	বংশালী
১২৭৫ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ	৫।।

* * নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৭৫ টেক্সট হইতে কার্তিক
* * গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় চাঁপ
১২৭৫ টেক্সট হইতে ৭৬ টেক্সট
—:—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটা
বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
শুলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।
ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
বাণ্যাসিক ৫।। টাকা; মফস্বলে ডাক
সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং
সিক ৩৫।। তিন মাসের ম্যানে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। ছুটি, বরাতি চিঠি,
অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার
যাহাতে বাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।
বাঁহার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন,
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।
যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্ট্রি
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
ইয়া দেন।
বাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিলে, এক মাসপূর্বে তাহাদিগকে
লিখিয়া জানান বাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বা
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
হইবে।
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।
বাঁহার মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রের
বেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।
কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
করিলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপত্র
আমরা তাহার পত্র ১/১০ আনা দিতে
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
বেন, তাহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।
এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
চালতিপোড়ার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ
ভূষণের বাসীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃ
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১ম ভাগ।

৫৮ সংখ্যা

“ প্রবচনানাং প্রকৃতিস্থিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিমহতী ন হীযনাং ”

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
ম বাণ্যাসিক ৫৫ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫ । ১৩ ই জ্যৈষ্ঠ । ১৮৬৮ । ২৭ এ জুলাই

মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক
বাণ্যাসিক ৭, ও টেক্সনাসিক ৩৫-

বিজ্ঞাপন।

যন্ত্রস্থিত।

সত্বরে প্রচারিত হইবে।

- বধবিবাহ নাটক ১
- রাজা হরিশ্চন্দ্র চরিত। ১০
- সিঁড়িচন্দ্র ৩য় পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ১
- সিঁড়িচন্দ্র চরিত ১ ম অর্গ নারায়ণী টীকা ১০

এক মাসের মধ্যে ঘাঁহারা গ্রাহক হইবেন
এক মূল্য দিবেন কেবল তাঁহাদিগকেই
সিঁড়িচন্দ্র ও নৈষধ এই দুই গ্রন্থের প্রকাশিত
নিয়মিতরূপে দেওয়া যাইবে। এক মাসের
পরে স্বতন্ত্র খণ্ড বিক্রয় করা যাইবে না।
সত্বরে সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিক্রয় হইবে।

বিক্রয় পুস্তক।

- মহাভারত কোষ ১৬
- অমর. মেদিনী, ত্রিকাণ্ড শেষ, হারাবলী ১০
- কল্প বীজান ৩০
- স্বকটিক নাটক ১০
- সত্যাকরা ১০
- কলিকাতা } ত্রীকেশরনাথ বন্দ্যো-
পাধ্যায়।

প্রদান করা হইবে। অতিশয় আক্ষেপের বিষয়
এই, উল্লিখিত দিবস অবধি গবর্নমেন্ট পক্ষ
হইতে এবং পক্ষ হইতে নানাবিধ অসুস্থান
করা হইতেছে; কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য
হইতে পারা যাইতেছে না।

পাকোড় রাজধানী }
১৮৬৮ সাল } ত্রীগোপীলাল ঠাণ্ডে।
১২ ই জুন

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত
সংস্কৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল।
গ্রাহকগণ পূর্ন তহাঙ্গীত নিম্ননির্দিষ্ট সম্পূর্ণ
মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে
প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাসুল লাগিবেক।

মল্লিনাথের টীকা সঙ্কিত।

- শিশুপাল বধ (মাঘকৃত) মূল্য ৮
- রঘুবংশ (কাশিদাসকৃত) " ৫৫
- কিরাতার্জুনীয় (ভারবিকৃত) ৫৫

বিদ্যার্থীগণের ক্রয়সুবিধার্থ নিম্নলিখিত
কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগরাক্ষরে
সঙ্গীক মুদ্রণারত হইবেক। প্রকাশের পূর্মে গ্রাহক
ভুক্ত হইলে গীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি আট
পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে খণ্ডে বা সম্পূর্ণ যেমত
প্রকাশিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য প্রদান
করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের
স্বতন্ত্র ডাক মাসুল লাগিবেক।

ঋতুসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলোদয়।
মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্কশী। মুদ্রাবাকস।
রত্নাবলী। মালতীমাধব। সাংখ্যাত্ত্বকৌমুদী
বা সাংখ্যাকারিকা। মহাবীরচরিত। উত্তররাম-
চরিত। মুক্তবোধ। দশকুমারচরিতের উত্তরার্ধ।
পানিনি। বসন্ততিলকভাণ। অমরকোষ। শাক্যর
ভাষ্য। আনন্দগিরি, ত্রীধরস্বামী ও ঋতুসুন্দর
সরস্বতীর টীকাসহিত ত্রীমতাগবত। মহাভারত।

বিক্রয়পুস্তক। কাদম্বরী। তটিকা। নাগা-
কাব্যপ্রকাশ। চতুর্ক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।
কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান
ব্যাখ্যার স্বল্প নিমত্তলা } ত্রীভুবনচন্দ্র
টীকা ৩২ সংখ্যক ভাণ।

—:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাগি ওদামসক
জোড়া বাগান।

বিক্রয়ের নিমিত্ত।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাগি।
উপরি উক্ত বাগান ও বাগি ঘাঁহারা
করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন
লিখিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেগারস্ আরবে
খনট এবং কে

—:—

১নঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও প
ডালী বাড়ী যো আদার কোম্পানির দোকান
প্রনীত ও মংপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্ত
বিক্রয় হইতেছে:—

- প্রনীত ৫
- গ্রীসইতিহাস ১
- রোমইতিহাস
- ভূখণসঙ্গ ব্যাকরণ
- নীতিসার (১ ম ভাগ)
- নীতিসার (২ ম ভাগ)
- প্রচারিত।
- মুক্তবোধ ব্যাকরণ

ত্রীধরস্বামী

—:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক বাগান কলমাদি

ব; পাওয়া যায় মকমলে যতী অঙ্গুরি
দি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক
হিসাবে কমিসন দি। যদি কেহ অধিক
স্বব্যক্তি লয়ন তাহা হইলে ১০ আনার
কমিসন পাইবেন।

টাকা	৩৫
লন্ডন স্মিথ টেপটিকেল ওয়ার্ক	৩৫
রেবিয়ান নাইট	৩৫
পেকটেটার	৩৫
লেয়ার লেকচার	৩৫
কাসিনেস ওয়ার্ক	৩৫
রাজী ভগবৎ গীতা	২
কাদম্বরী	২
হিষ্টরী অফ প্রিন্সইন গ্রেট ব্রিটন	২১
শতুত্তলা	২
চিত্রপোদেশ	২
পুরুষ পরীক্ষা	১
ময়লাময়ন	১
প্রসুদর্শন	১
তুরকীর ইতিহাস	১
শিতিমূল	৫০
কাম্বুজ দীপিকা	১
শ্রীমানন্দ লহরী	১০
শৈলশ চরিত	১১
বিদগ্ধ মুখমুণ্ডল	১০
কলিকাতার মানচিত্র (উত্তম বাধান)	২
দারকাকেলী কোমদী	১১
রাম উপাখ্যান	১১
ভাষ্যতর্কের পুস্তক (দ্বিতীয় বার মুদ্রিত)	১০
মানচিত্র সহিত মূল্য	১০
সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ পদ্য	১
অষ্টাদশ পর্ক মহাভারত পদ্য	২১
শিক্ষাপ্রণালী	২
গোলকের উপযোগীতা	৫০
জামকী নাটক	১
বীরবাক্যা বলী	১০
বিধবা বঙ্গালনা	১০
কীচকবধ কাব্য	১০
চরিত মঞ্জরী	১১
কবিকঙ্কণ চণ্ডী	৫
কাশীধণ্ড	৫
প্রতাপধণ্ড	১১
কলীকৌতুক নাটক	১
কবিকলাপ	১
রামান্তিষেক নাটক	১
চন্দ্রবিলাস নাটক	১
কলিকাতা জোড়া:-	১
টাকো ৬৪ নং	১

বঙ্গকামিনী নাটক (মূল্য এক টাকা) সংস্কৃত
যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, চীনেবাজারে শ্রীযুক্ত বাবু
তোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬৮ নম্বর দোকানে
এবং সংস্কৃত যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু
ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্রাপ্য।
ক্ষেত্রমোহনকে ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাবে কমি
সন দেওয়া যায়।

শ্রীহারিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়সা

—:—

স্কলের ব্যবহার ও জরিপী নকশা প্রস্তুত
করিবার নিয়মসম্বলিত বস্ত্র পরিমাপক বিদ্যা
ও জরিপ “কলিকাতা স্ক্রীট মহেশদাসের
নাগানে ১৮:১৮ নং বাটিতে এবং সংস্কৃত
পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য কমি
সন শুধু ১ এক টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দানিয়াড়ী।

—

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পক্রম অভিধান। সর রাজা রাধা-
কান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সেণ্ডা
দিয়া স্তূতন বাধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীঅনন্দচন্দ্রবেদাস্ত বাগীশ।

—:—

কাব্য প্রকাশিকা।

এই মাস হইতে প্রকাশিত হইল। ইহাতে
সমুদায় কাব্য নাটকাদির দেখনাগর অক্ষরে মূল
ও টীকা এবং বাঙ্গলা অক্ষরে বাঙ্গলা অনুবাদ
থাকিবে। নিম্নমিত গ্রন্থকগণের প্রতি প্রতি পণ্ডে
১০ ছয় আনা এবং প্রত্যেক খণ্ডের ১০ আট
আনা মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। হারা গ্রন্থ
করিতে অভিলাষ করেন, আমাপুস্তকালয় ১৫ নং
বি, পি, এমস যন্ত্রে অথবা কালেজ স্ট্রীট ১১ নং
লাইব্রেরিতে আমার নিকট পত্র লিখিলে পাইতে
পারিবেন। বিদেশীয় গ্রন্থকগণকে স্বতন্ত্র ডাক
মাফুল দিতে হইবে।

৩রা আবেণ }
১২৭৫। } শ্রীবরদাপ্রসাদ মজুমদার।

—:—

ইষ্টারন বেঙ্গাল রেলওয়ে।

রিভার টারমিনস্, অর্থাৎ সিয়াল-

দহ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত

রেলওয়ের চলাচল

আরম্ভ।

হাটখোলার নিকটবর্তী বাগবাজারে ইষ্টা-
রণ বেঙ্গাল রেলওয়ে কোম্পানির রিভার টারমি

নস্ নামক রেলওয়ে, আগামী ৩রা আগষ্ট
বার অবধি প্রযোজ্য হইবে ও লগুন জন্য, খে
বাইবেক।

ইষ্টারন বেঙ্গাল রেলওয়ে } ফাঙ্কলি
সিয়ালদহ টারমিনস } প্রেঙ্কো,
৯ ই জুলাই ১৮৬৮। } এজেন্ট

-:—

প্রবাদমালা।

বঙ্গদেশীয় বিবিধ জনপদ ব্যবহার মূল্য।
পুস্তক বাহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিক
কুলবুক সোসাইটির গবর্নমেন্ট পেলোসের
তবনে -প্রার্থনা করিলে পাইতে পারিবে
মূল্য ১/০ আনা মাত্র।

—:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের জুলাই মাসের ৮ ই
হইতে ১৪ ই পর্য্যন্ত জলের

সপ্তাহিক রিপোর্ট।

নদীর নাম	ফুট
মাথা ভাঙ্গা নদী	
মহানার উপর পদ্মানদীতে	২০
নিজ মহানায়	৮
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া	
৪৪ মাইল	৬
হাট বোয়ালিয়া হইতে অ'শুকদিয়া	
আশুকদিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	
৩০ মাইল	৬
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে জগলি নদীপর্য্যন্ত	
৩৪ মাইল	৯
ভাগীরথী।	
মহানার উপর পদ্মানদীতে	২২
মহানায়	১৪
তথা হইতে জিয়াগঞ্জ	৭
জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া	
৬০ মাইল	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া	
৪৬ মাইল	১৫

নদী জলদী	ফুট
মহানা	
তথা হইতে করিমপুর	
১৯ মাইল	২
করিমপুর হইতে টিগাকাটা	
৩৫ মাইল	৩
টিগাকাটা হইতে নদীয়া	
৬০ মাইল	৩

সিয়াল মারির মহানা খুলিয়াছে।
সন ১৮৬৮ জুলাই মাসের ১৮ তারিখে
পুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট ১৩
বহরমপুর }
১৮ জুলাই } শ্রীযুক্ত টি. হেন্স উইকস
১৮৬৮ } একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
বহরমপুর টিবিজন।

তত্ত্বাবধান নাই। গবর্ণমেন্ট মধ্য-
না হইলে ভারতবর্ষে শীঘ্র রেলওয়ে
না, অতএব লার্ড ডেলহাউসির প্রাতি
আক্ষেপের বিষয় হয় নাই; কিন্তু
পর কোন শাখা রেলওয়ে অথবা
খননকারী কোম্পানির প্রতি এ
প্রদর্শন করা বিধেয় নহে; টেলি-
কোম্পানির ত কপাই নাই। মূল-
মীরা আপন আপন ধন বিনিয়ো-
করুন; গবর্ণমেন্ট প্রকারান্তরে
উৎসাহ দিতে পারেন দিন, তাহাতে
ক্ষতি নাই; কিন্তু “তোমাদিগের
হইলে আমরা অংশীদিগকে অস্থতঃ
করা ৫ টাকা দিব” এ প্রকার
ক্ষা করা গবর্ণমেন্টের আর আব-
হইতেছে না। তাঁহারা যে কাজ
বেন, তাহার লাভালাভফলভোগী
দিগেরই হওয়া উচিত। তাঁহাদি
লাভের নিমিত্ত অন্যকে বিভ্রত
বিধেয় হয় না।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টে বঙ্গদেশবাসী

বঙ্গদেশীয় সিংহাসনগণ।

যদি কোন জীব নৌকা জলময় হয়,
হইলে লোকে বিস্ময়প্রকাশ করেন,
কিন্তু নৃতন ও দৃঢ়নিত্ত নৌকা
গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিলে লোকে
ল যে বিস্ময়গর হন একথা নয়,
ককে তিরস্কার করিতে ক্রটি করেন
বস্তুতঃ কর্ণধারের দোষব্যতিরেকে
কার দুর্ঘটনা প্রায় ঘটে না। যদি
ন নির্কোষ লোক কোন প্রকার ভ্রমে
ত হইয়া কাহার অনিষ্টসাধন করে,
কে তাহাকে নির্কোষ বিবেচনা
রা তাহার অপরাধ গ্রাহ্য করেন না;
যে ব্যক্তির বিলক্ষণ বুদ্ধি আছে,
মন্দ কুস্বীকার ক্ষমতা আছে, সে
জানিয়া শুনিয়া কোন অন্যায় কাজ
সমাজ তাহার উপরে বার পর নাই

বিরক্ত হন। মেইন সাহেবের শেষোক্ত
ব্যক্তির দশা ঘটিয়াছে। জুলিয়স সর উই
লিয়ম বকস্টোনকে যে কথা বলি-
য়াছিলেন, মেইন সাহেবের বিষয়ে
সর্বসাধারণে সেই কথা বলিতেছেন,
এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এ প্রকার গহিত কার্য্যে
নিয়োজিত করিবার দৃষ্টান্ত অল্পই দৃষ্ট
হইয়া থাকে। পরমেশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীন
ইচ্ছা দিয়াছেন মতঃ; কিন্তু বুদ্ধিকে মন্দ
পথগামিনী করিবার কাহারও অধিকার
নাই। দুঃখের বিষয় এই, মেইন সাহেব
এই নিয়মে উপেক্ষা করেন। তাঁহার
আগমনাবধি গবর্ণমেন্টকে সাক্ষাৎসম্মুখে
চিন্তাশীল প্রজাগণের সহিত বিবাদ
করিয়া অন্যায়পক্ষের সমর্থন করিতে
হইতেছে। অন্য অন্য সময়ে গবর্ণমেন্ট
কোন বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইলে সরল
হৃদয়ে তাহা স্বীকার করিতেন; কিন্তু মেইন
সাহেবের অসংপক্ষের সমর্থনবলে গবর্ণ
মেন্ট সেই সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়াছেন।
কোন কালে গবর্ণমেন্টের সহিত প্রজাদি
গের একরূপ বিচ্ছেদ হয় নাই। ভারতবর্ষীয়
কর্মচারিগণ বরাবর এই বলিয়া গর্ব
করিয়াছেন যে ইংলণ্ডের ন্যায় এখানে
তাঁহাদিগের দল বিশেষের মুখাপেক্ষা
করিয়া কার্য্য করিবার প্রয়োজন হয় না।
দলবিশেষের মুখাপেক্ষার আবশ্যা-
কতা না থাকাতাই বেক্টর মাল-
কন, চেনরি লরেন্সপ্রভৃতির সদৃশ
মহানুভব ব্যক্তির আদর্শের দৃষ্টিপথে
অবতীর্ণ হন; কিন্তু এক্ষণে উহার সম্পূর্ণ
বৈপরীত্য লক্ষিত হইতেছে। মেইন সাহেব
উহাতে বাতাস দিতেছেন। উহার কি
ফল ফলিতেছে? গবর্ণমেন্ট বারম্বার
অপদস্থ হইতেছেন এইমাত্র। ডিসরেলি
সাহেব ইংলণ্ডে আর ভারতবর্ষীয় গবর্ণ-
মেন্ট ভারতবর্ষে সাধারণ মত পদদ্বারা
দগন করিতেছেন, এই কারণে উভয়েরই
উভয় স্থলে তুল্য সম্মানলাভ হইতেছে

বর্তমান গবর্ণর জেনরল খ
ধর্মের পরম শত্রু মুসলমানদিগের
বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশীয় সিবিలిয়ানদি
ঘৃণা করেন। তিনি ক্রমশঃ এ প্রদেশ
সিবিలిয়ানদিগকে যাবতীয় প্রধান
হইতে বহিস্কৃত করিতেছেন। বঙ্গদে
নামে তিনি জুলিয়া উঠেন। কাজের
তাঁহার ক্ষমতা; কিন্তু এই অসং প্রণা
সমর্থনভার মেইন সাহেবের ক্ষমতা প
হইয়াছে। ভারতবর্ষের শাসনপ্র
লইয়া যেসকল তর্ক হয়, তাহাতে
বার্টল ফ্রুয়ার বঙ্গদেশের সুখ্যাতি ব
বলিয়াছেন, এ দেশের লোকেরা
বিষয়ে পৃথিবীর সর্বপ্রধান জাতির
তিনি মেকলের বর্ণিত বাঙ্গালী চ
অনাহা প্রদর্শন করিয়া এই অতি
ব্যক্ত করিয়াছেন, বাঙ্গালীদিগের
কতক কম বটে; কিন্তু ঐ দোষের
সংশোধন হইয়া আসিতেছে। এ প্র
মতঃ প্রদেশ শাসন এক জন সামান্য
লিয়ানেরদ্বারা আর সম্পন্ন হওয়া সম্ভ
নহে। অতএব তিনি বলিয়াছেন, “
অকপটভাবে কহিতেছি, ইউরো
কোন রূহৎ জাতিকে শাসন ক
যে বুদ্ধি ও পরিশ্রম আবশ্যক হয়,
দেশ শাসনে সেই প্রকার বুদ্ধি, অ
সায় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন, হইতে
সাধারণেরও এই মত। সর জন ল
ও তাঁহার দলের লোকেরা এ প্রশ
বাদ প্রবণে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা
অসন্তুষ্ট হইয়াই মোনাবলস্বী
আছেন, পার্লামেন্ট একরূপ বিবেচনা
বেন না। তাঁহারা বাঙ্গালী ও বঙ্গদে
সিবিలిয়ানদিগের উন্নতিবিষয়ে
বন্ধকতাচরণে বিলক্ষণ তৎপ
প্রদর্শন করিতেছেন। মেইন সা
এ অংশে সকলকে অতিক্রম করিয়া
তিনি সর বার্টল ফ্রুয়ারের উক্ত বা
প্রসঙ্গে বলেনঃ—

বঙ্গদেশ ধনী ও সম্ভ্রান্ত।
 ১৯০৬ সালের নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভায়
 ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের পদ
 বাঙ্গালী ও বঙ্গদেশীয় সিবিলা
 গণকে দিতে হইবে। কিন্তু এই দুই
 রূপ ইউরোপীয় ভাব ও মত
 হইয়া উঠিয়াছে যে, তাঁহারা কোন
 পদ হইবেন না। লোকের অবস্থা ও
 মত ভাব বুঝিয়া কাজ করাই ভারত
 শাসনের প্রধান মূল-নিয়ম। বাঙ্গালী
 বঙ্গদেশীয় সিবিলায়ানেরা ভারতবর্ষের
 অন্য স্থানের প্রতিনিধি নহেন এবং
 লোকদিগের অভিপ্রায়জ্ঞান ও
 আশঙ্কায় পটু নহেন। তাঁহাদিগের
 যেটি ভাল, সেটি সমুদায় ভারত
 পক্ষে কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর
 না। আমি ভূয়োদর্শনবলে বলি
 যে, ব্যবস্থাপক সভায় অধিকসংখ্যাক্রমে
 বাঙ্গালী গ্রহণের অপেক্ষা বিপদের
 আর নাই। তাঁহারা সর্বদাই নূতন
 পরিবর্ত ও উৎসর্গ প্রস্তাব করি-
 য়। যদি এই প্রস্তাবগুলি অকপট হয়,
 তবে মধ্যে একরূপ অনেক প্রস্তাব
 হইবে, যে বেণ্টহাম স্বয়ং সেগুলিকে
 আলিঙ্গন করিয়া নির্দেশ করিতেন।”
 কয়েক পংক্তিতে মেইন সাহেবের
 ভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হই
 য়। বাঙ্গালীদিগের প্রতি তাঁহার যে
 মত ও ঈর্ষ্যা আছে, তাহা অব্যক্ত রহি-
 য় না। বঙ্গদেশ ধনী; বাঙ্গালী ও
 বঙ্গদেশীয় সিবিলায়ানেরা ইউরোপীয়
 ভাবের বিশিষ্ট; অতএব ইহারা ভারত
 শাসনের অন্য স্থান শাসনের পবামর্শ দিতে
 পারেন না। ইহার অর্থ কি? কিসে শীক
 হরাড়ীদিগের সুবিধা হয় ইহারা
 জানেন না, এই কি ইহার অর্থ
 মেইন সাহেব ও সরজন লরেন্স
 হাতিতে শীক? তাঁহাদিগের কি ইউ-

রোপীয় সভ্যতা ও সংস্কার নাই?
 তাঁহারা ভারতবর্ষের অবস্থা যে রূপ বুঝি-
 য়েন, বাঙ্গালীরা কি সেই রূপ বুঝিবেন না?
 বাঙ্গালীরা যদি পঞ্জাবের নীমার পাঠান
 দিগের ন্যায় নিকলননপ্রভৃতিকে দেব
 তার ন্যায় পূজা করিতেন, তাহা হইলে
 বোধ হয় তাঁহারা ভারতবর্ষের অবস্থা
 বুঝিতে পারিতেন। তাঁহারা ভারতব-
 র্ষীয়; কিন্তু ভারতবর্ষীয় হইয়া সভ্য ও
 বিদ্বান হইলেই আর তাঁহাদিগের ভার
 তবর্ষের অবস্থা বুঝিবার ক্ষমতা থাকে
 না। বাঙ্গালীরা সর্বাপেক্ষা অধিকতর
 বিপদের কারণ!! নিয়মবহির্ভূত কর্ম-
 চারিগণের পক্ষে সন্দেহ নাই; কারণ
 বঙ্গদেশেই তাঁহাদিগের ভূর ভার জাঙ্গিয়া
 যায়। তাঁহারা পঞ্জাবে ও মধ্য ভারতবর্ষে
 ইচ্ছা করিয়াছেন, এখানে তাঁহারা মত
 সামান্য সম্মানলাভেও অধিকারী হই-
 তেছেন না; অতএব তাঁহারা যে বিদ্বেন
 প্রকাশ করিবেন, তাহা আশ্চর্যের বিষয়
 নহে। কিন্তু পৃথিবী বলেন, ইতিহাস
 স্বীকার করেন এবং ইংলণ্ডীয় সর্বনা
 ধারণের মত এই যে এ দেশের লোক সভ্য
 ও কৃতবিদ্যা হইলেই ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ
 উভয়েরই মঙ্গল। নিয়মবহির্ভূত প্রদে-
 শের অবতারদিগের এই প্রকার মত নয়,
 তাঁহাদিগের মতে এদেশীয়দিগের বিদ্যা
 শিক্ষা হইলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হারাইতে
 হইবে। এই নিমিত্ত তাঁহারা অসম্মত
 পঞ্জাবীদিগের দেশীয় ভাষায় বিশ্ববিদ্যা
 লয় করিবার মত লগাইয়াছেন।
 গবর্ণমেন্টের সকল কাজ ইংরাজীতে
 হইবে; তাঁহারা দেশীয় ভাষা অবলম্বন
 করিবেন না; কিন্তু প্রজা দেশীয় ভাষা
 ভিন্ন আর কিছু জানিবেন না! এটা
 সামান্য আশ্চর্যের বিষয় নহে? হস্ত
 পদ বন্ধন করিয়া রাখা হইতেছে, আর
 বলা হইতেছে অগ্রসর হও; উপযুক্ত

হইলে তোমাদিগকে সর্বপ্রধান
 সকল দেওয়া হইবে। এ বড় কৌতুক
 বাক্য। বাঙ্গালীরা এ কথায় ভুলেন
 সুতরাং তাঁহারা অত্যন্ত বিপদের ক
 সন্দেহ কি? মেইন সাহেব ভারতব
 সভ্যকেও আঘাত করিয়াছেন।
 সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করেন
 অনেক সময়ে গবর্ণমেন্টকে আত্ম
 স্বীকার করিতে বলেন, তাহা উক্ত
 মতিদিগের একান্ত কষ্টকর হইয়া
 তাঁহাদিগের মনের ভাব এই, তাঁ
 পঞ্জাব শাসন করিয়াছেন; দোস্ত ম
 খাঁর সহিত সন্ধি করিয়াছেন; ভ
 বর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা
 সংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্যের অধিক
 হইয়া দিল্লী আক্রমণ করিয়া
 তাঁহাদিগের আবার ভয় হইতে পা
 যদিও হয় তবে সে ভয় ধরিবার
 কি বাঙ্গালী ও বঙ্গদেশীয় সি
 যানগণ?

—:—

বিদ্যা পুত্রবৃদ্ধকে প্রতিপালন করা
 যের অবশ্যকর্তব্য কি?
 অধিক দিন অতীত হয় নাই, এ
 তম বিচারালয়ে এই একটা মকদ্দম
 য়াছিল, শ্বশুরকে পুত্রবধূর প্রতিপ
 করিতে হইবে কি না? বিচার
 কেম্প ও লক বলিয়াছিলেন,
 অনুসারে তাঁহার এটি করা কর্তব্য;
 প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি
 কাসন সিদ্ধান্ত করেন, ধর্মনীতিম
 এই কর্তব্যতা যতই বলবতী হউক,
 এতৎকারণে শ্বশুরকে বাধিত ক
 পারেন না। জজদিগের তুল্যাংশে
 ভেদ হয়; কিন্তু প্রধান বিচারপ
 দিগে মত দিবেন, তাহাই গ্রাহ্য
 নিয়ম থাকিতে প্রত্যথী শ্বশুর
 পুত্রবধূর প্রতিপালনের ভার
 মুক্ত হন। কিন্তু এদেশীয়েরা এ সি

ফট হন নাই। তাঁহাদিগের এ অনন্য-
সর বিলক্ষণ কারণ আছে।

সর বার্নেস পিকক এক জন প্রধান
শ্রমিক বাবহারাজীব সত্য; কিন্তু
আমরা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই, তিনি
ইংলিশ আইন ও হিন্দু বাবহারের বিষয়ে
প্রায় নিরপেক্ষ হইয়া সিদ্ধান্ত করিতে
সক্ষম নন। তিনি সকল বিষয় ইংরাজী
আইন দর্শন করেন। ইংলণ্ডের আইন
আমাদের মতে পৃথিবীর আদর্শরূপ,
যোগ পাইলে তিনি প্রায় ঐ আইন
দেশে প্রচলিত করিবার চেষ্টার ক্রটি
করেন না। ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের মকদ্দমা
আমাদের একটি প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। প্রধান
বিচারপতি মাল খেমের এক যুক্তিবিরুদ্ধ
আপত্তি অবলম্বন করিয়া এদেশের কৃষক
স্বত্বকে সামান্য মন্তুর শ্রেণিতে পরিণত
করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিছু দিন
পরে, তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যদি
কোন কৃষক জমীদারকে সন্তোষ কর
করূপ টাকা না দিয়া শস্যের এক-অংশ
স্বত্ব দান করে, সে কোন ক্রমে ১৮৫৯
অক্টোবর ১০ আইনের ৩ ও ৪ ধারার অধি
কৃত প্রত্যেক কলভোগী হইতে পারে না।
তিনি বলেন, শস্যের মূল্য সকল সময়ে
সমান থাকে না। ১২৫৬ সালে চারি
আনার মূল্যে একাংশ দুই টাকায় বিক্রীত
হইয়াছে; একজন তাহার মূল্য চারি টাকা।
সম্প্রতিতে প্রকাশ হইতেছে, হার পরিবর্ত
হইয়াছে অতএব প্রজাকে পরগণার
স্বত্ব দিতে হইবে। প্রধান বিচার
পতি তর্কিমাতে বিবম ভ্রমে পতিত হই
ছিলেন। তৎকালে তাঁহার এই বিবে-
চনা করা উচিত ছিল, জব্বোর মূল্য
পরিবর্তের অনুসারে টাকার ও
মূল্য পরিবর্ত হইয়া থাকে। ১২৫৬
অক্টোবর দুই টাকা ও ১২৭৫ অক্টোবর চারি
টাকার মূল্য সমান। তখন দুইটাকায় যে
মূল্য পাওয়া যাইত, এখন সেই জব্বা

কর করিতে চারি টাকা লাগে। মূল্যের
অর্থ কি? তাহার কি অপরিবর্তনীয়
পরিমাণ নির্দ্ধারিত আছে? আইনে
একমাত্র হারের কথা উল্লিখিত আছে।
এই হার প্রদর্শন করিতে পারিলে কর
বৃদ্ধি হইবে না, যখন জব্বোর মূল্য অনুসারে
টাকার মূল্য নিরূপিত হইতেছে, তখন
টাকার অপেক্ষা উৎপন্ন জব্বোর অংশ
দ্বারা হার স্থির করাই শ্রেয়ঃকল্প হই-
তেছে। সর বার্নেস পিকক স্থির
করিয়াছেন জমীদারদিগকে স্বেচ্ছা
স্বরূপ করবৃদ্ধি করিতে না দিলে সম্পত্তির
মূল্যবৃদ্ধি হয় না। এবিষয়ে ইংলণ্ডের
জমীদারদিগের ব্যবহারই তাঁহার আদর্শ,
তিনি করবৃদ্ধির পথ পাইলেই প্রায়
তাঁহা করিয়া থাকেন। ফলতঃ তিনি
সুবিধা পাইলে হিন্দুশাস্ত্রে ও হিন্দুদি-
গের ব্যবহারে উপেক্ষা করিতে ক্রটি করেন
না। ইংলণ্ডের উত্তরাধিকার ও দায়ভাগ
তাঁহার মতে সর্বস্বসুন্দর। ভার
তবর্ষীদিগকে যোগে প্রকারে তদধীন
করা তাঁহার অভিমত। মেইন সাহেব
ব্যবস্থাপক সভায় বসিয়া বাবহারাজীবের
কাজ করিতে আর সর বার্নেস পিকক
বিচারামনে বসিয়া ব্যবস্থাপকের কাজ
করিতে বড় ভাল বাসেন। এই উভয়
ব্যক্তির এক বিষয়ে বিলক্ষণ সৌম্যদৃশ্য
আছে; উভয়েই আপনার নির্দ্ধারিত
কর্তব্য কঠোর মীমাংসাক্রমে অতিশয়
বড়বান্। এই কারণ মেইন সাহেবের সরল
ভাব এবং প্রধান বিচারপতির অপেক্ষ
পাতিতার উপরে লোকের তাদৃশ
ভক্তি নাই

শুধুকে বিধবা পুত্রবধূর ভরণ
পোষণ করিতে হইবে কি না? ইহা
লইয়া পুনর্বার তর্ক আরম্ভ হইয়াছে।
সর্বসাধারণে প্রধান বিচারপতির
বাক্য উপেক্ষা করিতেছেন। নিম্নতর
বিচারপতিগণও এ সিদ্ধান্তকে অপসি-

দ্ধান্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আ-
শ্রবণ করিলাম, সপ্তম ২৪ পরগণা
উপযুক্ত সদর আমীন বাবু শ্যাম
মুখোপাধ্যায় এই প্রকার একটা মকদ্দমা
নিষ্পত্তি করিয়াছেন। তিনি প্রধান বি-
চারপতির সিদ্ধান্তের অনুসরণ না করি
হিন্দুব্যবহারানুসারে স্থির করিয়াছেন,
রকে পুত্রবধূর প্রতিপালন করিতে হইবে।
এই মীমাংসাই যে সৎ মীমাংসা
সেবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।
আমাদিগের দেশে যেপ্রকার বিবাহ
প্রথা আছে, তাহাতে যুক্তিও পুত্রব-
ধূর পক্ষপাতিনী হইতেছে। পুত্রের বিবাহ
কালে পিতাই সম্পূর্ণ প্রভুত্ব করে।
পুত্রের অর্জনক্ষমতা হউক, আর
হউক, সঙ্গতি থাকুক, না থাকুক তা
তাড়ি বিবাহ দিয়া বসেন। তাহার
সেই পুত্রের মৃত্যু হইলে পুত্রবধূ নিব-
নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। তখন শশুর
সেই নিরাশ্রয় পুত্রবধূকে প্রতিপাল-
না করেন, কে করিবে?

বাল্যবিবাহ এদেশের সমা-
অন্যরূপ হইয়াছে। এটি অনিষ্ট
তাঁহা আমরা অস্বীকার করিতেছি

বিচারপতিগণ ব্যবস্থাপক ন-
যেপ্রথা প্রচলিত আছে, তদনুসা-
তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হইবে।
বিবাহ হয়, তখন স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই
পর বিবেচনা করিবার ক্ষমতা জন্মে।
মাতাপিতা সন্তানদিগের মঙ্গল অপেক্ষ
আপনাদিগের আনন্দেই অধিক
শ্রবণ করিয়া থাকেন। বিবাহের সময়ে
রাই সর্ব্বৈ শর্তা হন। কন্যার পিতা জ-
তার ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টিপাত না করি-
বৈবাহিকের সঙ্গতির বিষয় বিবে-
করিয়াই সঙ্গত স্থির করেন। বরের বি-
ভরণ পোষণ করিবেন, অলঙ্কারাদি দি-
ইহা স্থির হইলেই বিবাহ হইয়া গে-
তিনি খত লিখিয়া না দিন; কিন্তু পর-

যে অস্বীকার করেন তাহা আইন চুক্তিরূপ হইতেছে। এক ব্যক্তি এক জনকে টাকা ধার দিলেন; ঐ ব্যক্তি যদি সেই খতে জামীন হন, রালয় তাঁহাকে দায়ী করেন কি না? হের পূর্বে যে লগ্ন পত্র হয়, তাহাতে লখিত থাকে? কন্যাকর্তা ও বর এই নিয়ম করেন, অমুক দিবসে ক সময়ে আমরা পরস্পরের কন্যা কে পরিণয়সূত্রে বন্ধ করিব। এই মতক হইলে যদি কাহার জাতি ও মের হানি হয়, বর কন্যা অথবা তাঁহার পিতাকে আদালতে দায়ী হন? এক হলে কি স্পর্ষ প্রতীমান হইতেছে যে, এক ব্যক্তির কন্যাকে আপনার দ্বার সহিত বিবাহ দি। ঋতুরকে এই মে বন্ধ হইতে হয় যে যদি পুত্র র তরণ পোষণ আবশ্যক হয়, তাহা রতে হইবে। যেখানে বিবাহের সময়ে কন্যা একটা বাক্য ব্যয় করিতেও সমর্থ পিতা যাহা করেন, তাহাই হয়, সেখানে তা দি কন্যা দায়ী না হইবেন? খানে স্বৈচ্ছাধীন কাজ হইতেছে না, খানে যিনি কাজ করাইবেন তাঁহাকে দায়ী হইতে হইবে এটুকি আইনের মূল ম নহে? এক ব্যক্তি বলপূর্বক কাহার হাতে খত লইলে সে খত দি গ্রাহ্য, না সে ব্যক্তি দায়ী হয়? যিনি খাইয়া লন, তাঁহাকে দায়ী হইতে হয়। বার্ণেস পিকক যে ধর্মনীতিসংক্রান্ত খা বলিয়াছেন, এহলে তদ্বিষয়েরও বেচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না। আমাদিগের সামাজিক ব্যবহারকে ধর্ম বন্ধ হইতে স্বতন্ত্র করা অতিশয় কঠিন। কান ব্যবহারাজীবের সুক্ষ তর্কে তাহা না। যেসকল লোক স্বভাবতঃ অক্ষম, মাজ যাঁহাদিগকে আপন আপন ইচ্ছা ত কাজ করিতে দেন না; আইনে যাঁহা দিগের সম্পত্তিঘটিত স্বত্বের সীমা

করিয়া দিয়াছে; যাঁহারা শাস্ত্র ও দেশাচারের সম্পূর্ণ পরাধীন তাঁহাদি গের প্রতি যাঁহা ধর্মনীতিসংক্রান্ত কর্তব্য কর্তব্য, তাহা আইনসম্মত হইতেছে। যে কথা না বলিলে আমি কোন কাজ করিতাম না সে কথা বলিয়া আমাকে যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজ করান, তাহা হইলে তাহার ফলভোগী ও ত্রিমিত্ত দায়ী কোন ব্যক্তি হইবেন?

—:—

মৃতদেহ পুলিশ ও মৃতদেহ চোর।

পূর্বে “চোর ও সাধু” একপ প্রবাদ বাক্য ছিল। গৃহস্থ আগরিত হইলে চোর পলায়ন করিত। এখন আর সেকাল নাই। এখন মৃতদেহ পুলিশের প্রভাবে “বাঘে ও গরু” এক ঘাটে জল খায়। চোর ও গৃহস্থ দুই সমকক্ষ হইয়া উঠি য়াছে। বরং গৃহস্থের অপেক্ষা চোরের অধিক সাহস দেখা যাইতেছে। গত মঙ্গল বার আমাদিগের মুন্সীমহলের অদূরবর্তী রাজপুরগ্রামে কালীচরণ বারিক নামে এক ব্যক্তির গৃহে কয়েক জন চোর প্রবিষ্ট হয়। চোরেরা গৃহ হইতে সিঙ্ক বাহির করিতেছে, এমন সময়ে গৃহস্থ জানিতে পারিল। চোরেরা তৎক্ষণাৎ তাহার সম্পূর্ণ হইয়া কহিল, “যদি তুমি গোল কর, তোমাকে বমাগয়ে প্রের করিব।” চোরদিগের হস্তে তীক্ষ্ণ ছুরিকা ছিল। গৃহস্থ প্রাণ তয়ে নীরব হইয়া রহিল। চোরেরা স্বচ্ছন্দে অতীতসিঙ্ক করিয়া প্রস্থান করিল। এখনকার চোরের কেবল সাহস নয়, আর একটা গুণ বাড়ি য়াছে। পূর্বে উহারা গৃহস্থকে “নি দিলি” (নিদ্রাজনক) ঔষধ দিত, এখন উহারা পুলিশ প্রহরীকে ঐ ঔষধ দিতেছে। চোরেরা যখন চৌর্য সম্পাদন করে, পুলিশ প্রহরীরা অচেতন হইয়া ঘোর নিদ্রা যায়।

কলিকাতার পুলিশের ৪৮৬৭

অফিসের রিপোর্ট।

ঐ বর্ষে কলিকাতা ও উপনগর তিনটা হত্যা হয়। ইহার মধ্যে ইন্ডিয়ান মুন্সীর হত্যা সর্বপ্রধান। কিন্তু পুলিশের অযোগ্যতানিবন্ধন একটীর নাম দণ্ডিত আর কিছুই হয় নাই। হত্যা বিষয়ে কয়েক বৎসরাবধি কলিকাতা পুলিশ কিছুই করিতে পারিতেছেন। এনিমিত্ত লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর আদেশ করিয়া বলিয়াছেন, এ বিষয়ে কমিশন মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। ঐ যে না স্বীকার করিয়াছেন, পর্যাপ্ত সংখ্যক অভ্যন্তরীণ পুলিশ কর্তব্যে এতদেশীয় সুশিক্ষিত পুলিশ কর্তব্যে অতাবধি ইহার কারণ। এক দল রীকে কেবল অপরাধী অন্বেষণার্থে উচিত। এ সকল লোককে প্রায় বেশে ভ্রমণ করিতে হয়। ইউরোপীয় কনটেবলেরা তাহা করিতে পারেন না। হিন্দুস্থানী প্রহরীরাও পারেন না। বর্ষে পূর্ব বৎসর অপেক্ষা চুরি ও অন্তর্দুর্ঘটনা অল্প হইয়াছে। অল্প লোক সম্পত্তি অশক্ত হয়, কিন্তু ইহার কাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। সামান্য রাধ ও দ্বাদ্যপ্রভৃতি বিষয়ে পুলিশ অযোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন; হত্যা ও যেসকল পাপকর্ম অতিশয় সম্পাদিত হয় এবং যাহার আয়ার নিমিত্ত অধ্যবসায়, চতুরতা ও বুদ্ধিতা প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়, তাহার কিছুই করিতে পারেন ইহার কারণ কি? হগ সাহেব স্বীকার করিয়াছেন, কয়েক জন রেকে ইউরোপীয় কনটেবলেরা অকর্মণ্য ও দুশ্চরিত্র। লোকের দল ইহার মনোনিীত হয়। সুরাপান ইহা স্বভাবগি। হগ সাহেব ত্রিমিত্ত গের সংখ্যা কমাইয়া বেতনবৃদ্ধি প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু আম

শঙ্ক হইতেছে, ইহাতেও ফল হইবে
 ১। নিম্ন শ্রেণির ইউরোপীয়েরা নিম্ন
 শ্রেণির ভারতবর্ষীয় অপেক্ষা যে অনেক
 মরুটে আমরা তাহার প্রমাণ পাইতেছি।
 যখানে ভূরি উৎকোচ সম্পর্ক, সেখানে
 এই শ্রেণির ইউরোপীয়েরা লোভসম্বরণ
 করিতে পারে না। অতএব ৪০ জন নিম্ন
 শ্রেণির ইউরোপীয় কনস্টেবল না করিয়া
 প্রায় ৫ জন মধ্যম শ্রেণির ইউরোপীয়
 কনস্টেবলের রাখিলে অনেক উপকার দর্শি-
 য়ার সম্ভাবনা। হগ সাহেব পুলিশ প্রহ-
 রীদের বাসস্থানের উন্নতিসাধনের
 প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা তাহার
 সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। এক্ষণে
 যেসকল থানা আছে, তাহা দ্বিতীয়
 ক্লাসের বলিলে হয়। প্রহরীদের
 বস্ত্রবস্ত্রের প্রস্তাবও একান্ত অনুমো-
 দনীয়।

হগ সাহেবের রিপোর্ট শ্রীতকর
 মছে। তিনি নিজে সমস্ত প্রকাশ করেন
 নাই, লেপ্টনান্ট গবর্নর সম্মুখে নছেন, সর্ক
 সাধারণের ত কথাই নাই। তাহার
 রিপোর্টের একাংশ অতি কোম্বুকাবৎ
 হইয়াছে। তিনি বলেন, রাত্রিতে
 এক কালে সুরাবিক্রয় নিবারণ পুলিশের
 সাধ্যাত্ত নছে। লগুনে এই প্রকার
 আছে; পারিসেও রাত্রিতে গোপনে
 সুরা বিক্রীত হয়। লগুন ও পারিসে রাত্রি-
 তে সুরা বিক্রয় হয় বখাপ; কিন্তু সেপান
 কার আরাধী শ্রায় পুলিশের হাতি
 এড়াইতে পারে না। কিন্তু কলিকাতায়
 তাহার বিপরীত। তিনি এই বলিয়া
 অনেক প্রবোধ দিয়াছেন, রাত্রিতে সুরা
 বিক্রয়ের নিষেধের কারণ এই যে, হুশ
 রিক্র বোকেরা এতদ্বিত হইয়া দৌড়াইয়া
 করিতে না পারে। কলিকাতার সুরা
 দোকানে প্রায় গোলযোগ হয় না। সুরা
 হা-বস্ত্রে নীত হইয়া পী ১ হয়, তাহা
 তিনি জানেন কি না? যে কাল সুরা

দোকানে হয় না, তাহা বেশ্যায়গে ও
 মাতালের আড্ডায় হইয়া থাকে। সোম
 প্রকাশে সর্কাগ্রে এই অনিষ্টের উল্লেখ
 করা হয়। হগ সাহেব তাহা স্বীকার
 করিয়া বলেন, এই সংবাদপত্রে সুরা
 দোকানের কোন গোলযোগের কথা
 লিখিত হয় নাই। সত্য; রাত্রিতে সুরা
 বিক্রয় হওয়াতে উহা হত্যার ও অন্যান্য
 পাপক্রিয়ার নিদান হয়, এই কথা
 বলাই আমাদের অভিপ্রেত ছিল,
 সুরা দোকানে গোলযোগ হয় একথা
 বলা আমাদের অভিমত নছে।

—:—

সুতন পুস্তক।

১। লক্ষণমালা। এখানি সংস্কৃত
 অলঙ্কার গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চক্র-
 বর্ত্তী কাব্যপ্রকাশ, কাব্যদর্শন, সাহিত্য
 দর্পণপ্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থ অবলম্বন
 করিয়া ইহার সংস্করণ করিয়াছেন। আমরা
 এখানি পাঠ করিয়া সম্মুখে হইলাম।
 এখানি মূল গ্রন্থ নয়, সংগ্রহ গ্রন্থ যথার্থ
 বটে; কিন্তু সংগ্রহকার বুদ্ধিপূর্ব্বক সুপ্রা-
 নীতে ইহার সংগ্রহ করিয়া বিলক্ষণ
 সঙ্গদয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। অলঙ্কারের
 জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি ইহাতে সন্নিবেশিত
 হইয়াছে। যাহারা অল্প সময়ে অলঙ্কার
 শাস্ত্রের স্কল স্কল বিষয়গুলি জানিবার
 অভিলাস করেন, তাহাদিগের পক্ষে
 এখানি অমোক্ষকারক হইবে।

২। হিতশিক্ষা দুই ভাগ। কলি-
 কাতা নর্ম্মালবিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত বাবু
 গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন
 করিয়াছেন। বালক ও বালিকাদিগের
 মনোরঞ্জন হইয়া বিবিধ বিষয়ের শিক্ষা
 হয়, এই উদ্দেশ্যে এখানি প্রণীত হই-
 য়াছে। আমরা দেখিয়া সম্মুখে হইলাম,
 সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

৩। বর্ণশিক্ষা দুই ভাগ। এ দুই-
 খানিও উক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপা-
 ধ্যায়প্রণীত। বিদ্যালয়গণের বর্ণ পরিচয়

সম্বন্ধে নূতনবিধ বর্ণশিক্ষার গ্রন্থ প্রণয়-
 নের প্রয়োজন দেখা যাউতেছে না।

৪। বঙ্গকামিনী নাটক। এখানি
 শ্রীযুক্ত বাবু হারানন্দ মুখোপাধ্যায়
 প্রণীত। বালাধিবাহের দোষ কীর্তন
 করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। বালি-
 কাদিগের অমতে বিবাহ দিলে পরে যে
 অনিষ্ট ঘটে, তাহা এই গ্রন্থে বিস্তারিত
 রূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

৫। সুশীলানন্দ। ইহাতে একটা
 গল্প করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু অতুল-
 চন্দ্র রায় ইহার রচনা করিয়াছেন।

৬। বর্ণবোধিনী। এখানিও বালি-
 কাদিগের বর্ণশিক্ষার্থ বিরচিত হইয়াছে।

—:—

বিবিধসংবাদ।

৬ ই আবেণ সোমবার।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনারুষ্টি নবজন্ম দিন
 দিন লোকের কষ্টবৃদ্ধি হইতেছে। পিরনিয়া
 বলেন, যদি নীত্র বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে সাধ-
 রণের কষ্টনিবারণের উদ্যোগ অবলম্বন করিবার
 নামত সর উইলিয়ম মিয়র মফসলে গমন কা-
 য়েন। ইতিমধ্যে তিনি প্রত্যেক জেলায় শস্যের
 অবস্থা জানিবার নিমিত্ত টেলিগ্রামে প্রত্যেক
 সংবাদ লইতেছেন। পুনর্বার হুজিফের আশঙ্ক-
 নক্স হইয়াছে।

গত শুক্রবার আর্মিনী ঘাটের নিকটে এ-
 খানি নৌকা জলমগ্ন হয়। এক জন হতভাগ
 আরোহী নিকটে একখানি নৌকা দেখিয়া
 তাহার মাজিকে তাহাকে তুলিয়া লইতে বলে
 কিন্তু এ ব্যক্তি সাহায্য না করিয়া ঘাইয়ে
 লাগিল। জলমগ্ন ব্যক্তি তথাপি নৌকার নিকটে
 গেল, কিন্তু এক জন দাঁড় তাহাকে দাঁ-
 দিয়া ঠেলিয়া দিল। আবকারী বিভাগের রাই
 লাও সাহেব তখন গঙ্গা পার হইতেছিলেন
 তিনি এই নগ্ন রতা দর্শন করিয়া উক্ত ব্যক্তিকে
 নিজের নৌকায় লইলেন। নির্দয় মাজি
 তাহার দাঁড়িকে ফৌজদারিতে সমর্পণ করায়
 তাহাদিগের এক সপ্তাহ করিয়া মিয়াদ হই-
 য়াছে।

মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত সাগরে এক
 ইউরোপীয় টেননিক ভোলানামক এক
 ভারতবর্ষীয়কে এক সন্ধিন্দারা গুরুত্ব
 আঘাত করায় সাময়িক বিচারালয় তাহা
 ধাবজীবন কারাবাসেব আত্মা দিয়াছেন। মা-
 জের ষ্ট্রাককোরের কায়েন জোসেক কানে-
 প'রেডের সময়ে সুরাপানে উন্নত হইয়াছিল
 বলিয়া তাহাকে সেনাদল হইতে বহিস্কৃত
 হইয়াছে। প্রধান সেনাপতি সামরিকবিচার
 লয়ের আত্মা গ্রাহ্য করিবার সময়ে বলিয়াছে

গার বোম্বের কমা করিলে টেননিক সুস্থ
ব্যাপ্ত জন্মিবে। আলগা দেওয়াতেই ত
অনর্থ বাড়িতেছে।

লিবরপুল হইতে এবৎসর বিস্তর লবণ
তে অনেক মহাজন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।
কে ইংলণ্ড হইতে আছা জ আসিবার পূর্বে
১১৫ টাকা শত করা মণ ক্রয় করিয়াছি
কিন্তু একশে ৮২। ৮০ টাকা মূল্য দাঁড়া
হ।

কাতার পুলিশ এত অকর্মণ্য কেন, সর্বসা
তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিয়াছেন,
যা আফ্রাদিত হইলাম, ডেলি নিউস বলি
ন, "ইউরোপীয় প্রহরীরা ফুরাপারী নাবিক
র দাঙ্গা নিবারণ করিতে পারে না, কিন্তু
নে গোপনে অনুসন্ধান করিয়া অপরাধী
ক ধৃত করিতে হয়, সেখানে ইঁদারা কিছুই
ত পারে না। কোন পলীগ্রামে গমন
মাত্র অপরাধীরা ইউরোপীয় প্রহরীকে
তে পারে। কিন্তু এতদেশীয় প্রহরীর
শ বুদ্ধিগা উঠা অতিশয় কঠিন। অতএব
প্রস্তাব করিয়াছেন, অপরাধীদেরকে ধৃত
র নিমিত্ত এক দল পৃথক এতদেশীয়
রাণা অতিশয় কর্তব্য হইতেছে সকলে
ই মত।

উক্ত পত্র বলেন, সিকিমের রাজা ভারত
গ বর্নমেন্টের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন
ত তাঁহার বৃত্তি বৃদ্ধি করিবার অনুরোধ
সই তনুবাধাসংগে ট্রেট সেক্রেটারি
টাকা হইতে রাজার বৃত্তি ৯০০০ টাকা
ছেন।

লাওটের নামক একখানি উর্ধ্ব বংবাদপত্র
মাড়োয়ার ও সুকনিত্তে অন্যাপিও এই
আছে, যে স্থলে পীড়াশক্তি হইবার সম্ভা
হই, তথায় পীড়িত ব্যক্তিদিগকে জীব-
ায় সমাহিত করা হয়। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত
দিগের ভাগে এ প্রকার মৃত্যু রাজপুত-
অনেক স্থানে ঘটে।

রেলওয়ের নিম্ন শ্রেণির ইউরোপীয়েরা
ভয়ানক হয়। উঠিতেছে। সে দিবস
র প্রধানতম বিচারালয়ে এক জন এই
ছায়া একটা প্রীলোকের মৃত্যুর কারণ
তে দণ্ড পাইয়াছে। আমরা বোধাই
ট পাঠ করিয়া অবগত হইলাম, খল
নিকটে বোধাই রেলওয়ের এক জন ইউ
য় কর্মচারী একটা এতদেশীয় খৃষ্টীয়ান
কে বলাৎকার করিয়াছে। জীলোকটি

চীৎকার করিয়া উঠে। পাথের এক শকটে এক
জন আক্রমণ ছিলেন। তিনি চীৎকার অবন
করেন; কিন্তু শকট ক্ষুদ্র বাওয়াতে আপনার
শকট হইতে অন্য শকটে বাইতে পারেন নাই।
ষ্টেসনে আসিবামাত্র ছায়া গোলে মিজিত
হইল। হর্তাগানিবন্ধন আক্রমণ ও জীলোকটি
তাহাকে চিনিত্তে পারিলেন না। রেলওয়ে কর্ম
চারীদিগের নিমিত্ত পৃথক শকট করিলে কি ভাল
হয় না?

৭ আবেদন মঙ্গলবার।

গত শনিবার টাকশালের ঘাটে বেরেনিকা
প্রেশিয়া নামে একটা খৃষ্টীয়ান যুবতীর মৃত দেহ
দৃষ্ট হইয়াছে। এই জীলোকটি ডি, আফ্রনামক
এক ব্যক্তির বাটার পরিচারিকা ছিল। সে এক জন
পুরুষের সহিত পলায়ন করিয়া আসিয়াছিল।
জীলোকটি হত হইয়াছে এবং পুলিশ হত্যাকা-
রীকে ধৃত করিবার চেষ্টায় আছেন। চেষ্টার
কম্বল নাই।

ডেলিনিউস বলেন, কলিকাতায় কাবুলীয়
বনিকগণ জনরব তুলিয়াছেন, মধ্য আসিয়ার
বাবতীয় মুসলমান কিছু দিনের নিমিত্ত পরস্পরের
সহিত বিবান বন্ধ রাখিয়া একবাক্য হইয়া ক্রমী
য়দিগকে সুমারখন্দ হইতে বহিষ্কৃত করিবার
চেষ্টা দেখিবে। কাজে যেরূপ হউক, কথাকী
আপাততঃ মুসলমানদিগের শুনিত্তে মিত
লাগিবে।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, এবৎসরের
শেষে মাস্তাজের জে, বি, নটন সাহেব মেইন
সাহেবের পরিবর্তে গবর্নর জেনরলের কোর্স
লের আইনসংক্রান্ত সভ্য হইবেন।

উক্ত পত্রের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন, অফি
সিয়াল আসাইনির তন্ত্বে অনেক দেউলিয়ার
সম্পত্তি আছে। কোন মহাজন এই সম্পত্তি
লইতে অগ্রসর হইতেছেন না। অতএব তিনি
প্রস্তাব করিয়াছেন, এসকল সম্পত্তি দেউলিয়ার
দিগের উত্তরাধিকারীদিগকে দেওয়া কর্তব্য।
প্রস্তাবটি যুক্তিসিদ্ধ।

ট্রেটসেক্রেটারি ভারতবর্ষের বাবতীয় সাহা-
য্যকৃত স্কুলের ও শিক্ষকের সংখ্যা চাহিয়া
পাঠাইছেন। শিক্ষকের সংখ্যা কেন? ইহাদি
গের বেতন বৃদ্ধির ফুল কি কুঠিয়াছে?

লাহোর ক্রনিকেল অবন করিয়াছেন, ৫ গণিত
ফিউজিলিয়র দলের লেপ্টনেন্ট নিকল কিরোজ
পুরের সহকারী কমিসনর ওয়েকফিলড সাহেবের
নামে লাইবেলের নালীশ করিয়াছেন। এক দিন
ওয়েকফিলড সাহেব বলিয়াছিলেন, লেপ্টনেন্ট

কিরোজপুরের কেরিদারগাকে প্রহার করি
লেন। ওয়েকফিলড সাহেব কমা প্রার্থনা
কিন্তু লেপ্টনেন্ট তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।
লেপ্টনেন্টের নামে প্রহারের নালীশ
য়াছেন। যেখানে মুর্তির লোকের
অধিক, সেইখানেই প্রায় লাইবেলের নালী
যথার্থ দোষী এমন অনেক লোকে এই উ
আব্দোয গোপনের চেষ্টা করেন।

কাদাপা ও কামালপুরের মধ্যস্থিত মা
রেলইওয়ের একটা বৃহৎ সেতু বৃদ্ধি
তম হইয়াছে।

আটর্নীদিগের গত পরীক্ষায় চারি জন
হইয়াছেন। ইহাদিগের হইজন ইউরোপীয়
জন এতদেশীয়। চর জন পরীক্ষা দিতে য
৮ ই আবেদন বুধবার।

শ্যামনগরের হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান
যে কমিটি নিযুক্ত হন, তাঁহারা আপনাদি
রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। এখানি স
গোচরার্থ প্রকাশ করা না হয় কেন?
পেট্রিয়টের বিরুদ্ধে নালীশের শেষ না দে
কি যে সাহেব এখানি বর্নমেন্টের
সমর্পণ করিবেন না? জ্ঞাননাথ চট্টোপা
কে? কোন ব্যক্তির আত্মস্বাসারে তিনি
টিতে উপস্থিত ছিলেন? এটা যেন সর্বসা
য়গকে বলা হয়।

কোন কোন স্থলে প্রধান সদর আমী
মুসেকী আপীলী মকদ্দমার পুনর্নির্চারের
প্রেরণ করিবার সময়ে মুসেককে সরে
অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিয়া থাকেন।
নতম বিচারালয় বলিয়াছেন, এটা আইন
এবং মুসেকদিগের সম্বন্ধের হানিকর।
অনুসন্ধান করিতে গেলে সরকারী কার্যের
হয়। তাবিষ্যতে এরূপ করিতে নিষেধ ক
য়াছে।

এ বার বর্ধা অতিশয় প্রবল। এ বৎসর
জলাই পর্যন্ত কলিকাতায় ৪৪.১৯ ইঞ্চ
হইয়াছে। পূর্বে ১৪ বৎসরে এ সময়ে গড়ে
৫১ ইঞ্চ জল হয়।

সম্প্রতি সর ট্রাফোর্ড বর্ন কোট ভারত
গবর্নমেন্টকে মহীশূরবংশীয়দিগের পেন
নিয়মের পরিবর্ত করিবার অনুরোধ করিয়া
টিপু সুলতানের যেসকল পৌত্র ও দে
একশে বৃত্তি পান, তাঁহারা তাহাই পাই
কিন্তু তাহাদিগের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী
বৃত্তি কমাইয়া দেওয়া হইবে। কেউ
টাকার অধিক পাইবেন না। পৌত্রী
মৃত্যুর পর, তাঁহাদিগের সম্ভানগণকে
দেওয়া হইবে না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইতে
হইয়াছে।

লেপ্টনান্ট ওল্ড অনেক খেলা খেলি-
। ব্যাকের লোকে জাল বিলের টাকার
করাতে ওল্ড নিজের নৌকা করিয়া
যতঃ বালি পর্যন্ত গমন করেন; তৎপবে
কপুরের দিগে আসা হয়। পথে কিঞ্চিৎ
হওয়াতে লেপ্টনান্ট মাজিকে কয়েকখানি
খণ্ড গঙ্গায় ফেলণ করিতে বাললেন।
র হস্তে ক্ষত থাকাতে সে তাহা পারিল
লেপ্টনান্ট নিজে ছুইখানি ফেলিলেন,
তৃতীয়খানি "হঠাৎ" নৌকার তলায়
তে তাহা সাজিয়া জল উঠিতে লাগিল।
তীরে উঠিবার কথা কহিল; কিন্তু ওল্ড
তে সম্মত হইলেন না। "আমার জীব
ছে" বলিয়া নৌকা মধ্যে পয়ন করিলেন।
জল উঠিয়া নৌকা ডুবিয়া গেল। লেপ্ট
সত্তরণ দিবার নিমিত্ত পূর্বে ছুইমিও
লইয়া ছিলেন। উভয়ে সত্তরণ দিতে
লেন। মাজি তীরে উঠিয়া এক বাঁশ
ইয়া দিয়া প্রত্যেক তাহা ধরিয়া উঠিতে
কিন্তু তিনি অসম্মত হইয়া তাহাকে
সনা করিয়া একখানি ডিক্সি আনিতে বলি
। মাজি আসিয়া দেখে লেপ্টনান্ট অস্ত
হইয়াছেন। ওল্ড শেষে আলাহাবাদে
দিয়া কলিকাতায় আনীত হন।

বিধা পাইলে কেহই ছাড়েন না। সূতন
নিয়ম হওয়াতে এক চিল্লিত কামচারী
লইয়াছেন। যে, গবর্নমেন্ট অনেককে
বিদায় দিতে অসম্মত হইয়া-

৯ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার

গারো পর্বত জয়ন্তিয়া ও চোটনাগপুরের
মহলে লাইসেন্স টাক্স গৃহীত হইবে না
এ জুন পর্যন্ত ১০,০০,০০০ টাকার
প্রচলিত থাকে। ইহার প্রতিভূস্বরূপ
৯,৮৮১ টাকার অমুদ্রিত রোপা. ১,০০
১৮ টাকার টাকার অমুদ্রিত স্বর্ণ ও ৯,২৫,
১৬ টাকার গবর্নমেন্টের কাগজ ছিল।
ইংলিসমান অবগত হইয়াছেন, যেসকল
হী নেপালে আছে, তাহাদিগের ওলাউঠা
অন্য রোগ হওয়াতে বেগম হজরত
নয় ব্যয়ে একটা রহৎ বাসস্থান করিয়া
হন। বেগম তারতবারে প্রত্যাগমনের অমু
হইয়াছেন। বোম্ব হয়, গবর্নমেন্ট ইহাতে
হইবেন।

নাগপুরের ভূতপূর্ব রাজার দত্তক পুত্র ১৮
৫৭ অক্ষ অবধি বোম্বাইয়ের নিকটস্থ চুচর ছীপে
বাস করিতেছেন। তিনি কাশীতে বাস করিবার
অনুমতির প্রার্থনা করিয়াছেন। দত্তকর স্বীকার
করিয়া তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে।

ধিওড়োরের তিনখানি স্বর্ণের মুকুট ও স্বর্ণ
খচিত এক পরিষ্কদ ইংলশেখরীকে উপঢৌকন
বরণ প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহার পুত্রী ইহার
মধ্যে পিতার ধাতু প্রকাশ করিতেছেন। অধিক
লোকে পুস্তলিকার ন্যায় দেখিতে আইলে
শিশুটী বিরক্তিক্রমকাল করেন এবং রাজপুত্র
বলিয়া একটু গর্ভ প্রকাশ করিবার ক্রটি করেন
না।

রাজপুতনার দক্ষিণাংশস্থিত সিরহইতে ঠেত
নার তাঁহার অতিশয় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করাতে
তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য ৫০০০ টাকা পুত্র
দ্বারা ঘোষণা করা হইয়াছে। আর কয়েকজন
সিঁড়াকুরও বিদ্রোহী হইয়াছেন। রাজপুতনার
সর্দার এইপ্রকার গোলযোগ হইয়া থাকে।

১০ ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

পঞ্জাবের পার্শ্বীয় প্রদেশের অন্তর্গত মণ্ড
বালক রাজা এক জন ইংরাজ শিক্ষকের
নিকটে সুশিক্ষিত হইয়া গবর্নর জেনারলের
নিকটে পবীক্ষা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

নাগপুর ও কামলপুরের মধ্যস্থিত রাস্তার
অবস্থা অতিশয় মন্দ হওয়াতে হাউয়ার্ড ব্রানশ
বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, বর্ষার মধ্যে আর ডাকের
গাড়ী চালাইতে পারিবেন না। এই রাস্তাটি
না সর রিচার্ড টেম্পলের একটা কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ
ছিল।

টঙ্কেবনবাব আপনার এক জীবনযুদ্ধান্তের
সহিত লাওয়ার ঠাকুরের মৃত্যুর বিষয় সংবাদ
পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। নবাব বাহাই বক্র
আর সিংহাসন পাওয়া তার। তিনি কেবল
কয়েক জন ধূর্ত ইউরোপীয়ের উদয় পূর্ণ করিয়া
পাণগ্রস্ত হইতেছেন।

আলবাট লাইফ ইন্সুরান্স কোম্পানির নিকটে
মৃত ইশানচন্দ্র বহুর পরিবার রীতিমত চিকিৎসা
সক ও পুর্লিষের সাটি কিকেট দিয়া ১
টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কেও অব ইণ্ডিয়া আফ্রাদসহকারে নিজের
সেকেন্দ্রে স্থায় ধরিয়াছেন। তিনি বলেন, মহীশূ
রের মৃত রাজার খাতা অক্ষুণ্ণকান করাতে মেজর
ইবাল বেলেরনামে ১০,০০০ টাকা খরচ দেখা
গিয়াছে। কেওের অভিপ্রায় এই, মেজর
ইবাল বেলপ্রভৃতি অর্থের নিমিত্ত এতদেশীয়

রাজাদিগের সপক্ষতা করেন। কেও কথা
করিয়াছেন। বহু বহু ঘরের সুহরীরা
লোকের নামে খরচ লিখেন; সুবসিদ্দা
নবাবের খাতায় বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের
টারির নামে এক বার ব্যয় দেখা গিয়া
তন্নিমিত্ত কিং সেক্রেটারী দায়ী? প্রথ
বিচারালয়ের অনেক মেজ্ঞারের খাতায়
বিচারপতির সরকারের নামে খরচ লেখা
কেন বিবেচক ব্যক্তি এসকল ধূর্ততঃ বুঝি
পারেন?

১১ ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

ডেলিনিউস বলেন, বণিকসমাজ
কাতার উত্তর বিভাগে ড্রেন করিবার প্র
করিয়া যে আবেদন করেন, তাহা লে
গবর্নর হুগ সাহেবের নিকটে রিপোর্টে
প্রেরণ করেন। হুগ সাহেব স্বমত রক্ষা
ছেন লক্ষ্য নাই। গ্রে সাহেব তদ
আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তারতবর্ষী
র্নমেন্টও যে কিছু করিবেন, তাহা বোধ হয়
ডেলিনিউস বলিয়াছেন, "আমরা যে
কাণ্ড দেখিতেছি, তাহাতে বিলক্ষণ বে
তাহে আমাদিগের গবর্নমেন্টসমূহের প্রধান
চারীদিগের এ বোধ নাই যে, কাহাবা এ
ইষ্টা নষ্টের দায়ী। ইংলণ্ডীয় লোককে
বর্ষীয় গবর্নমেন্টের বিষয় অবগত করান
কর্ম হইতেছে।" গ্রে সাহেবের যেরূপ
দেখা যাইতেছে, তাহাতে তিনি ইউরো
ও এতদেশীয় উভয় সম্প্রদায়েরই বিরাগ
হইবেন বিলক্ষণ বোধ হইতেছে।

উক্ত পত্র বলেন, হিন্দু রাজাদিগের
পুত্র কেবল রাজা উপাধি পাইবেন, এ
গবর্নমেন্ট কয়েকটা নিঃস করিয়াছেন।
কর্তব্য। এক্ষণে রাজা ও কুমারের ছদ্ম
হইতেছে।

বোম্বাই গেজেটের এক জন পত্রপ্রের
গারলস জাকসনকে কয়েকটা বিষয়ের অনুস
করিতে বলিয়াছেন। তিনি যাবতীয়
য়াকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের জ্ঞান
গ্রহণ করুন। তাহা হইলে জানিতে পারি
মনেকে দেউলিয়া হইয় য়ে; কিন্তু উভয়
আছেন; গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতিরও অভাব
টী জানা কথা। ইউরোপীয় দেউলিয়া এ
প্রাধান্য প্রদর্শন করেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

২৫ এ জুন। অদ্যকার মনিটর পত্র ব
শান্তিভঙ্গের কোন সম্ভাবনা নাই। প্রিন্স নে
য়ন বুকোরেই নগরে উপনীত হইয়াছেন।
কনষ্টান্টিনোপলে যাইতেছেন।
কোম্পানি ইটালীয় গবর্নমেন্টের ত্রি
তমাকের ইজারা লইয়াছেন। ১৮৬৯

স্বর যে অকুপান হইবে, এই করে তাহা
হইবে।

এজের খালখনকারী কোম্পানির ইংলণ্ড-
ডব্লিউর লেড সাহেব টাইমসের এক প্রস্তা
তুল্যস্বরূপ এক পত্র লিখিয়া খালের
ও তাহাী অবস্থার বিষয় বর্ণন করিয়াছেন।
না কতকগুলি লোক লাড ষ্ট্যানলির সহিত
করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন, সুএজের
বন্ধে ক্রান ও ইংলণ্ডের সন্ধি হওয়া

লগ্রেড হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সার বি-
ষেকল প্রতিমিধি মনোনীত হইয়াছেন,
সকলেই হুত রাজকুমার মাইকেলের
পত্র মিলানেব পক্ষ।

ই জুলাই। গত কল্যা ক্রিষ্টাল বাগীতে
বাট নেপিয়রকে এক ভোজ দেওয়া হয়।
আপনার আফিসরিগের সহিত তথায়
করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট
স্বত্ব বিলের দ্বিতীয় ধারাটি কমিটিতে বিবে
হইতেছে। লাড উইলিয়ম হে প্রস্তাব করি
লেন, স্ট্রেটসেক্রেটারির কোমিটির পূর্নতন
সত্যের কার্যকাল একরূপ করা উচিত।

সব ষ্ট্রাকোড নর্পকোট আপত্তি করাতে
প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়াছেন। পূর্নতন
এর পর পাঁচ বৎসর বার্ষিক ১৫০০০ টাক
নে কর্ম করিতে পান, এই প্রস্তাবের বিবেচ
সব ষ্ট্রাকোড নর্পকোট সম্মত হইয়াছেন।
সে সাহেব প্রস্তাব করেন, ১৫০০০ টাকার
হে ১২০০০ বেতন করা উচিত। ৭৩
মতে ও ২৬ জনের অমতে এই সংক্রোধন
ব গ্রাহ্য হইয়াছে।

১৮ ই জুলাই। লাড উইলিয়ম হে
এব কমপে বাললেন, বর্তমান টেলিগ্রাফ
দেশ হইয়া গমন করিয়াছে, সেই
দশেব সহিত রাজনীতিসংক্রান্ত কোন
ঘটিলে টেলিগ্রাফে সংবাদ পাইবার
ত হইবে। অতএব লোহিত সমুদ্রে হইয়া
ক্রি-টেলিগ্রাফ করা তাঁহার অভিমত।

ষ্ট্রাকোড নর্পকোট প্রস্তাবে বলিলেন,
ক্রি-টেলিগ্রাফ ভারতবর্ষপর্যন্ত গিয়াছে।
টি তুল্য হইতে ভারতবর্ষপর্যন্ত সাইমেন্স
পান প্রিগিয়া, কশীয়া ও পারস্য হইয়া
গুটি করিতেছেন। সাইমেন্স কোম্পানির
গ্রাফে অতি অল্প অংশ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।
অনুমান করেন, আগামী গ্রীষ্মকালের
এই টেলিগ্রাফ সম্পূর্ণ হইবে। সর ষ্ট্রাকোড
কটি বলিলেন, এই টেলিগ্রাফই পর্যাপ্ত
হ। এই টেলিগ্রাফ ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের
কর্তৃপাণীনে থাকিবে। জিবরালটর হইয়া
সমুদ্র দিয়া টেলিগ্রাফ করিবার প্রস্তাব
র মতে আবশ্যিক। উপসংহারকালে
ষ্ট্রাকোড নর্পকোট বলিলেন, গবর্নমেন্ট আর
তু হইবেন না; অতএব লোহিত সমুদ্রে
টেলিগ্রাফ হয়, তাঁ হারা তাহার কোন সাহায্য
য়া ভারতবর্ষের রাজস্ব অপব্যয় করি-

না।
লগুন ১৪ ই জুলাই। ইষ্টইণ্ডিয়া ইউনাই

টেড পার্লিস স্কব সর্ রবার নোপিয়রকে এক
ভোজ দিয়াছেন। সর বাটল কিয়ার ভোজের
অধ্যক্ষতা করিয়া সর রবার নেপিয়রের প্রশংসা
করিয়া এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সর রবার
নেপিয়র প্রভুত্বরদানসময়ে বলিয়াছেন, আবি-
সিনিয়ার যুদ্ধে বিলক্ষণ প্রকাশ করিয়াছে ভারত
বর্ষীয় ও রাজকীয় সেনাদল বরাবর একত্রিত
থাকিবে। তিনি বলিলেন, তাঁহাকে লাড
উপাধি দিবার প্রস্তাব হইয়াছে; কিন্তু তাহা
গ্রহণ করিবেন কি না তিনি এ বিষয়ে অনেক
চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছেন, এক জন ভারত
বর্ষীয় কর্মচারীর স্বরূপ তিনি ইহা লইবেন।

রাজা থিওডোরের পুত্র প্লিমোথে পছড়িয়া-
ছেন।

১৭ ই জুলাই। সর রবার নেপিয়র লাড
উপাধি পাইয়াছেন।

রাজা থিওডোরের পুত্রকে রাজ্যের নিকটে
পরিচিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২০ এ জুলাই। প্রতিমিধি মনোনীত করিবার
সময়ে উৎকোচ দেওয়া হয়, তাহার নিবারণ
করিবার বিল হাউস অব কমন্সের কমিটি গ্রাহ্য
করিয়াছেন।

সেনাদলের পুনর্কন্সেবস্ত বিষয় লটয়া লাড
দিগের হুঁসে ডর্ক হইয়া গিয়াছে। কমিঞ্জের
ডিউক সর হেনরি ষ্টর্কের প্রশংসা করিয়া একরূপ
স্বাভিপায় প্রকাশ করিয়াছেন গবর্নমেন্ট তাঁহাকে
নির্দিষ্ট আপন কার্য সম্পাদন করিতে দিবেন।

লাড ষ্ট্যানলি বলিলেন, অন্য দেশে বাসনিবন্ধন
তত্ত্ব্য বাসী বলিয়া পরিগণিত হইবার প্রস্তাবে
বিধয়ে লিওনার্ড সাহেব বন্দোবস্ত করিতে
সম্মত হইয়াছেন

গবর্নমেন্ট যেসকল রেলওয়ের প্রতিষ্ঠু তাহার
ইংলণ্ডীয় অধিরা অংশ ক্রয় করিতে পাবেন,
এবিধয়ে আয়ারলিন সাহেব আপনার অসীকৃত
বিল অর্পণ করিয়াছেন।

মঙ্গলবার সর রবার নেপিয়র রাজ্যের সহিত
ভোজন করিবেন।

শুক্রবার রাজকীয় টাঙ্কনিয়ন্ত্রণ তাঁহাকে
কাগজামে ভোজ দিবেন।

শীত্ৰ মহাসভায় সূতন সভ্য মনোনীত করা
হইবে, এই আশায় অনেকে প্রার্থী লোকের
আশুগতা করিতেছেন।

আবল খালমস্বর বলিয়াছেন, মাকটোলান
ইংরাজী জাহাজ দ্বারা অববোপ করা আইন
বিরুদ্ধ; অতএব তাহা রহিত করিবার আজ্ঞা
হইয়াছে। সেনাপতি আরবখনটের মৃত্যু
হইয়াছে।

২১ এ জুলাই। গতকল্য প্রিন্স অব ওয়েলস
সর রবার নেপিয়রের স্মরণার্থ এক ভোজ দিয়া
ছেন।

পালিয়ামেন্টের উভয় বাগী সর রবার নেপি-
য়রকে ধন্যবাদ করাতে তিনি এক পত্রদ্বারা
তাঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি
য়াছেন।

কর্কের একজন বন্ধুবিক্রেতার দোকান
হইয়াছে

কুইন্স টৌন হইতে যেসকল লোকে আমে

রিকার আগমন করিতেছেন, তাঁহাদিগের
কার তলাসী লওয়া হইতেছে।

গত রাত্রিতে কমপ হাউসে আডা
সাহেব গরষ্ট সাহেবের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে
লেন, সিংহলের লোকদিগের যে কষ্ট হইয়া
তদ্বিধয়ে তিনি তত্ত্ব্য শাসনকর্তার রি-
টের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

—১০—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন। লেপ্টনর্টগবর্নরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

৩০ জুলাই। লেপ্টনর্ট যে, জন
কিঞ্জোডের দেওয়ানী কর্মচারীর বিশেষ
কারী হইবেন।

২ই জুলাই। ১৫ ই জুন অবধি সব
ষ্ট্রাক্ট সার্জন আসরক আলি কিছুদিনের নি-
কলিকাতা মেডিকাল কলেজের বা
জেলির দাত্তীবিদ্যার অধ্যাপক হইয়াছেন।

১৪ ই জুলাই। যত দিন এম, বি, রচ
সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন,
দিন ডবলিউ, এল, এচ, ফর্সস সাহেব ছ
প্রতিনিধি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইবেন।

১৫ ই জুলাই। মুন্সেীর ডেপুটী মাজি
ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ওয়াজিউল্লা
খোরির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন
কলিকাতার প্রতিনিধি কষ্টন কালেক্টর
দি, কক্সেল সাহেব নিজ পদগুণে প্রতি
শিপিও মাস্টর ও হইবেন।

১৬ ই জুলাই। যতদিন জে, আর, ম
সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকি
ততদিন এচ, হাড্রিক সাহেব পূর্নিয়ার
নিধি সিভিল ও সেশিয়ন জজ হইবেন।

জে, এক ব্রৌণ সাহেব মুন্সিদাবাদের
নিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১৫ ই জুলাইয়ের গেজেটে তাঁহাকে দি
পুরের প্রতিনিধি সিভিল ও সেশিয়ন জ
নিযুক্ত করিবার যে বিজ্ঞাপন হয় তা
স্ব রা রহিত করা গেল।

যতদিন জে, এক, ব্রৌণ সাহেব উ
না হন, ততদিন মুন্সিদাবাদের প্রতিনিধি
মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এ,
সাহেব তত্ত্ব্য প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও
ষ্টর হইবেন।

যতদিন এ, জে, এলিয়ট সাহেব বিদায়
অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন ডবলিউ
সাহেব দিনাজপুরের প্রতিনিধি সিভিল ও
য়ন জজ হইবেন।

কর্নেল সাহেবের অনুপস্থানকালে ডব
এম, সাউটার সাহেব ষ্ট্রাম্প ও স্টেশনরি
নিধি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইবেন।

পি, ডি, ডিকেন্স সাহেব রেজিষ্টার
লের কার্যভিন্ন প্রেসিডেন্সিবিভাগের
ক্রান্তে কাজ করিবেন।

জে, সি, ডক্সন সাহেব যশোহরের
নিধি সিভিল ও সেশিয়ন জজ হইবেন।

ডবলিউ. আলেকজান্ডার বাহেব যশো
 প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ হইবেন।
 প. সি. ট্রিবেঙ্গ সাহাবাদের প্রতিনিধি মাজি
 কালেক্টর হইবেন।
 ডবলিউ. এচ. বার্ণার সাহেব সাহাবাদের
 নিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
 হইবেন।
 ৪ পরগণার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি
 কালেক্টর কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ কিছু দিনের নিমিত্ত
 লদহে বিচারকার্য নির্বাহ করিবেন।
 জ. মনরো সাহেব রেবেণিউ বোর্ডের প্রতি
 জুনিয়র সেক্রেটারি হইবেন।
 ই জুলাইয়ের গাজেটে এচ. এ. কফেল
 থেকে এই পদে নিযুক্ত করিবার যে বিজ্ঞা
 পত্র, তাহা এতদ্বারা রহিত হইল।
 জ. ওয়েষ্টলাও সাহেব যশোহরের প্রতি
 মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।
 জ. এ. হপকিন্স সাহেব মদনপুর প্রতিনিধি
 ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।
 হকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জে. আর
 ট সাহেব রানীগঞ্জ উপবিভাগের ভার
 বাঁকুড়াতে মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালে
 ক্ষমতা পাইবেন।
 ডপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু
 গনাথ দে কালনা উপবিভাগের ভার
 প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেটের ও
 সনে সমর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার
 ক্ষমতা পাইবেন।
 ই. লুইস সাহেব রঙ্গপুরের প্রতিনিধি
 ও সেনিয়র জজ হইবেন।
 জ. ওকিনলে সাহেব মালদহের প্রতিনিধি
 টেট ও কালেক্টর হইবেন।
 প. সি. কুইন সাহেব যশোহরের প্রতিনিধি
 ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।
 ডপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই.
 ডাফ সাহেব জীরামপুর উপবিভাগের ভার
 মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।
 জ. সি. প্রাইস সাহেব বাখরগঞ্জের প্রতি
 মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।
 ড. ক্লার্ক সাহেব ময়মনসিংহের প্রতিনিধি
 ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।
 ৪ পরগণার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি
 কালেক্টর বাবু শিবপ্রসাদ সাম্রাণ কিছুদিনের
 নিমিত্ত উপবিভাগের ভার পাইবেন।
 ই জুলাই, যতদিন ডবলিউ. ও. এ.
 সাহেব বাবু লইয়া অনুপস্থিত থাকি
 ততদিন লেপ্টন্যান্ট ই. এম. ডি. লাটোর
 উপবিভাগের ভার পাইবেন।
 পরগণার প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট
 ডপুটি কালেক্টর ই. জে. বাটন সাহেব ১৮৭৯
 ১০ ও ১৮৮২ অব্দের ৬ আইনের মক
 আপীল আদালত করিতে পারিবেন।
 ই জুলাই। নিম্নলিখিত ব্যক্তির দেবগ
 বিদ্যালয়সভার সভ্য হইবেন।
 দেবগড়ের সহকারী কমিসনর পদে
 সি. বিল সার্জন এ.
 ডবলিউ. ওয়েস সাহেব।
 হকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জি.

টইনবি সাহেব তদ্রক উপবিভাগের ভার
 পাইয়া মাজিস্ট্রেটের ও প্রধানতম বিচার
 লয় ও সেনিয়র সমর্পণ করিবার মকদ্দমার
 প্রথম বিচার করিবার ক্ষমতা পাইবেন।
 ২৬ জুলাইয়ের মধ্যে রঙ্গপুরের সি. বিল
 ও সেনিয়র জজের পরাধিকারী বদ উপনীত
 না হন. তাহা হইলে তিনি নিজ কার্যভার
 তত্ৰতা অধিক জজের হস্তে দিবেন।
 আর, এচ. পসি সাহেব বালেশ্বরের প্রতি
 নিধি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। ১৫ ই
 জুলাইয়ের গাজেটে তাহাকে হুগলির প্রতিনিধি
 মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টররূপে নিযুক্ত করিবার
 যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহা এতদ্বারা রহিত
 হইল।
 যতদিন আর, বি. কফেল সাহেব সরকারী
 কার্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, ততদিন
 ই. জে. বাটন সাহেব হুগলির প্রতিনিধি মাজি
 স্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।
 এচ. এম. বীডন সাহেব ২৪ পরগণার প্রতি
 নিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
 হইবেন।
 ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই
 ই. এম. রিলি সাহেব কুর্দীয়া উপবিভাগের ভার
 পাইয়া মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি
 আর ও তত্ৰতা প্রধান কষ্টম কর্মচারী হইবেন।
 যতদিন লেপ্টন্যান্ট এ. আর. উইলকিন্সন
 বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন
 পি. জি. স্টু সাহেব সাহাবাদের প্রতিনিধি পুলিশ
 সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন।
 দেবগড়ের সি. বিল আসিষ্ট্যান্ট সার্জন ও
 সব আসিষ্ট্যান্ট কমিসনর ডাক্তার আর, সি. চন্দ্র
 নীওতাল পরগণার প্রথম শ্রেণির অধীন মাজি
 স্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।
 ২০ জুলাই। নিম্নলিখিত কর্মচারীগণ
 প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিস্ট্রেট
 ও কালেক্টর হইবেন:—
 প্রথম শ্রেণিতে, (ইহাতে ১৪ টি প্রতিনিধির
 পদ শূন্য আছে)
 এচ. হাফি সাহেব।
 ই. ই. লুইস *।
 এচ. জে. রেনলডস *।
 এচ. বেঙ্গ *।
 ডবলিউ. এম. ওয়েলস *।
 জে. বি. ওয়ার্গান *।
 এ. শিখ *।
 সি. টি. মেটকাফ *।
 টি. জে. সি. গ্রাট *।
 ডবলিউ. এচ. ডিঅইল *।
 সি. বি. গারেট *।
 জে. এস. পাক *।
 পি. এ. হফি *।
 এম. এস. আলেকজান্ডার *।
 জে. মনরো *।
 দ্বিতীয় শ্রেণিতে (ইহাতে ১০ টি প্রতি নি
 ধির পদ কিছু দিনের জন্য শূন্য আছে।
 ডবলিউ. ওয়েস সাহেব।
 এচ. সি. মদনলাও *।

ই, এচ. হুই: মিলড *।
 টি. এক, বিগনলড *।
 ডবলিউ. আর, লগর্দন *।
 আর, ডি, হাইন, এম, এ।
 এচ. সি. বি. সি. বেদান *।
 জে. সি. গেডিস *।
 ই. জি. মেজিয়ার *।
 জি. গ্রেহাম *।
 ডবলিউ. ইয়াড * এম এ।
 ডবলিউ. কেবল *।
 জে. এম. আরমন্ট *।
 নিম্ন লিখিত কর্মচারীগণ দ্বিতীয়
 প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি
 কালেক্টর হইবেন। (এই সকল পদ কিছু
 নিমিত্ত শূন্য আছে)।
 এচ. ক্লার্ক সাহেব।
 জে. এ. হপকিন্স *।
 সি. সি. কুইন *।
 ডবলিউ. এচ. বার্ণার *।
 এচ. এম. বীডন ও বি, এ।
 ডবলিউ. এক, মিয়াস *।
 জে. আর, হালোর্ট *।
 জি. জে. এস, হপকিন্স *।
 জে. জি. চারলস *।
 জে. এক, সিবল *।
 এ. মাসন *।
 ২১ জুলাই। কিজোড়ের দেওয়ানী
 চারীর বিশেষ সহকারী লেপ্টন্যান্ট জক
 কটকের করদমহলের সহকারী সুপারিন্টে
 হইয়া মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।
 যতদিন বাবু কমলাকান্ত চক্রবর্তী
 লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন বাবু
 চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরার অন্তর্গত
 দীঘীর প্রতিনিধি মুজফ হইবেন।
 লোহারডগার সার্টিফিকেট টাকের আ
 বাবু গোপালচন্দ্র মিত্র, ১৮০৩ অব্দের ৯
 অক্টোবরে তথায় ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষ
 পাইবেন।
 পালা মাউএর সহকারী পুলিশ সুপ
 স্ট্যান্ট জে. এস. লার্মিং সাহেব যশোহরের
 গর্ত খুলনাতে বদলী হইবেন।
 এচ. টমসন সাহেব চট্টগ্রামের সহকারী
 কালেক্টর ও বন্দররক্ষক হইবেন, কিন্তু
 তত: প্রতিনিধি কষ্টম কালেক্টর ও বন্দর
 থাকিবেন।
 জে. ডবলিউ. ওয়াডেন চট্টগ্রামের
 নিধি সহকারী কষ্টম কালেক্টর ও বন্দর
 হইবেন।
 নিম্নলিখিত প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিস্ট্রেট
 ডেপুটি কালেক্টরদিগকে নিম্নতর শাসন কা
 যত শ্রেণিতে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করা গেল
 বাবু অমৃতলাল পাল বি, এ. ভাগলপুর
 * যোগেশচন্দ্র মিত্র এম, এ. মালদা
 নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদিগকে কিছু দিন
 নিমিত্ত ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কা
 রূপে নিযুক্ত করা গেল:--

বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ। যত দিন বাবু রজনীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সরকারী কার্যে পদে কলিকাতার থাকিবেন, তত দিন আর, সি. হামিলটন সাহেব, বাবু নীতাকান্ত ঘোষের পরিবারে। বাবু অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বাবু হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারে।

উল্লিখিত কর্মচারিগণ পশ্চাৎলিখিত স্থানে কয়েক দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীন মাজিস্ট্রেটের পদে পাইবেন:--

বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ মেদিনীপুরে।
আর, সি. হামিলটন সাহেব চাকা বিভাগে।
বাবু অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় চট্টগ্রাম বিভাগে।
১০ ই জুনের গেজেটে বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ, এ পাটনা বিভাগের একজন প্রতিবেদক ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত করিবার যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তা রহিত হইল।

আমাদিগের আশুলিয়াস্থ সংবাদ-
লিখিয়াছেন।

১। কএক সপ্তাহ অতীত হইল, "আশুলিয়া" হিতৈষিনী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাগণ এবং গ্রামস্থ কতিপয় সঙ্ঘস্য মহোদয় উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। হিতৈষিনী সভার পূর্বে প্রস্তুত এজেন্ট মহাশয়দিগের নাম ইতিপূর্বে কএকবার সোমপ্রকাশে প্রকাশ করা হইয়া গিয়াছে। এফণে এই অধিবেশনে যে কএকজন কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

বাবু কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
২। বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় } বহুবনপুর
৩। জগদীশ্বর বসু।
৪। যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর কালেক্টর।
৫। শান্তিপুত্রের ইংরাজী বিদ্যালয়ের কতকগুলি অহিতকার সংবাদ প্রবণ করিয়া যার পর হইতে হইলাম। শুনিলাম উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান ও দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়েরা সম্পাদক পদের সহিত কলহ করিয়া তথায় আর কতকগুলি স্কুল করিয়াছেন। বিদ্যালয় এত দিনের পর চরমকাল উপস্থিত। শান্তিপুত্রের প্রকাশিত গ্রাম, ইহাতে অক্টোবর ২০। ২৫ তারিখের ঘর লোকের বসতি; এখানে একটা গবর্নমেন্ট স্কুল হওয়া একান্ত কর্তব্য। গবর্নমেন্ট উক্ত স্থানে আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন, তথাপি সাহায্য কৃত বিদ্যালয়টির দ্বারাও অনেক উপকার হইতেছিল। প্রতি বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার ছাত্রদিগকে একপ্রকার উত্তীর্ণ হইতে দেখা

গিয়াছে। শিক্ষক মহাশয়দিগের কার্য দক্ষতা ও গুণে বিদ্যালয়ের যশোরাশি ক্রমশঃ বিগলিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু কি বিপদ! অকস্মাৎ কোথা হইতে ভয়ানক কলহ বাত্যা উপস্থিত হইয়া আমাদিগের আশাভঙ্গ এক কালে উপস্থাপিত করিয়া ফেলিল। এই বিবাদের মূল কি? কেনইবা শিক্ষক মহাশয়েরা সম্পাদক মহাশয়ের সহিত কলহ করিয়া সতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং কেনইবা সম্পাদক মহাশয় শিক্ষক মহাশয়দিগকে একরূপ অবমাননা করেন? আমাদিগের মতে পুথ্যপুথ্য রূপে ইহার অসঙ্গত সন্দেহ দেখা উচিত। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভা ইহাতে দৃষ্টিপাত করুন, এ বিষয়ে যদ্যপি সম্পাদকের দোষ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে আর একজন সুশিক্ষিত সচ্ছন্দ ব্যক্তিকে উক্ত পদে বরণ করা বিধেয়। আর যদি শিক্ষক মহাশয়দিগের ইহাতে অপরাধ থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে স্কুল হইতে বিদায় দিয়া অন্য অন্য শিক্ষক নিযুক্ত করুন। নতুবা একের পাপে অপরের দণ্ড হওয়া কোম মতেই যুক্তি সিদ্ধ নহে। শান্তিপুত্রের এই রূপ ২ টি বিদ্যালয় হইলে উভয়ই উভয়েরই অনিষ্টের মূল হইয়া উঠিবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

৩। আমাদিগের রাণাঘাটের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট বাবু মহিমচন্দ্র পাল বনগ্রাম মহকুমার ভার পাইয়াতে তাঁহার পদে কৃষ্ণনগরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট বাবু দ্বারকানাথ দে বাহাদুর আসিয়াছেন। ইনি বহুদিনসাবদি উক্ত কার্য করিয়া একে একে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছেন। ইতি মধ্যে এখানে একজন প্রসিদ্ধ মোক্তারকে কোন অপরাধের নিমিত্ত হাজত দেওয়াতে উক্ত মহকুমার ঘাবতীয় মোক্তার তাহার ভয়ে সশঙ্কিত হইয়াছেন।

৪। শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, রাণাঘাটের ইংরাজী বিদ্যালয়ের পঙ্কোদ্ধার হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। কএক জন অযোগ্য শিক্ষককে স্কুল হইতে বিদায় দিয়া তাঁহাদিগের পদে অন্য সুশিক্ষিত শিক্ষক নিযুক্ত করা হইতেছে।

৫। সম্প্রতি পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট হইতে এদেশের অনেকগুলি হিতকার কার্য সম্পন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। কতকগুলি খাল কাটাইবার প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়া আসিয়াছে। নদীয়া জেলার মধ্যে রাণাঘাট সব ডিবিজনের অধীন বয়রা হইতে মালিঙ্গা ও কলাইঘাটা পর্যন্ত যে খালটা আছে, তাহার পঙ্কোদ্ধার করাও একান্ত আবশ্যিক। এই স্থানে পূর্বে ত্রিপুরাগামিনী জলকনন্দা প্রবল ছিলেন। এই

বহু নদীটির উপর কতকগুলি প্রসিদ্ধ ভ্রম আছে, তথায় একরূপ জলকষ্ট হয়, যে কালে তাহাদিগের জীবন ধারণ করা হইয়া উঠে।

৬। কৃষ্ণনগরের সেসন অফ জিওগ্রাফিক্যাল সার্ভে বিদায় লওয়াতে তাঁহার পদে উল্লেখিত লুইস সাহেব আসিয়াছেন। ইনি ভদ্র ও সৎ ব্যক্তি।

৭। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কোতোয়ালীর অধীন কএকখানি গঙ্গা তীরস্থ গ্রামে (প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের কমিশনার জিওগ্রাফিক্যাল সার্ভে সাহেবের প্রস্তাব মতে) স্কুল হইতে বাঁধের কার্য আরম্ভ হইয়াছে।

৮। আশুলিয়ার ৩ মাইল পশ্চিম মালিঙ্গা গ্রামে কতিপয় কৃতবিদ্য যুবক মিলিত হইয়া একটা গবর্নমেন্ট সাহায্যকৃত ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনে যত্নবান হইয়াছেন। শুনিয়া তাঁহারা সাহায্য প্রার্থনা করিতে উহার নিবন্ধনপত্রের ইংরাজী স্কুলের সম্পাদক প্রতিবেদক হইয়া উঠিয়াছেন। কি আশ্চর্য! মালিঙ্গা অঞ্চলে হবিবপুর কি প্রসিদ্ধ স্থান? মালিঙ্গা গবর্নমেন্টের সাহায্য দেওয়া একান্ত কর্তব্য হইবার নিকট অসুস্থ ১০। ১২ খানি ভদ্র ব্যক্তি আছে। হবিবপুরে সাহায্য হইয়াছে বলিয়া মালিঙ্গায় হইবে না?

৯। গত ১৫ ই জুলাই বুধবারে আমাদিগের লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর জিওগ্রাফিক্যাল সার্ভে সাহেব কৃষ্ণনগর আসিয়া পৌছিয়াছেন।

১০। কএক দিবস হইল আমাদিগের রাণাঘাটের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট জিওগ্রাফিক্যাল সার্ভে সাহেবের প্রদেশের ইনস্পেক্টর মাস্টার বাবু দীনবন্ধু মিত্র এবং গুরুটে নিযুক্ত সমুহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাবু নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আশুলিয়া বঙ্গবিদ্যালয় উপস্থিত হইয়া বালকদিগকে পরীক্ষা করিয়া আশ্চর্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

১১। এদেশে চাউল পূর্কোপেক্ষা হ্রাস হইয়াছে। শস্য শস্যের লক্ষণ মন্দ নহে।

আমরা এলাহাবাদ হইতে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।
অতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে, এখানে জুন সোমবার রাত্রে যে বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা

কালপর্যন্ত আর সৃষ্টি হইল না। পুনরায়
র অত্যন্ত প্রাচুর্য্য হইয়াছে এবং মড়কও
কার হইয়াছে। ক্রমশঃ কৃষিকার্যে, র-সময়
হইতেছে দেখিয়া কৃষকগণ হতাশ হইয়া
তেছে। মহাজনগণও অনারুষ্টি দেখিয়া
আশঙ্কায় আপনাদিগের গোলার দ্বার
প রুদ্ধ করিতেছেন, সুতরাং ক্রমশঃ
কল চূর্ণ ল্য হইতেছে।

এই একটা সামান্য চূর্ণের বিষয় নয়।
ই কষ্টের সময় আবার গত পরশু এই
র সময় এখানকার একাউন্টেন্ট জেন
ফিসের নিকটবর্তী একটা স্থানে অগ্নিকাণ্ড
গিয়াছে।

বৎসর এখানে অন্যান্য পীড়া অপেক্ষা
পীড়া অধিক হইতেছে।

এখানকার মিউনিসিপাল কমিটি ইংরাজ
য় ময়লা ফেলবার অস্থবিধানবিধারণ
নিয়ম করিয়াছেন যে, কতগুলি করিয়া
প্তর ফারম সকলের নিকট পাঠাইয়া দিতে
যখন ময়লা ফেলা গাড়য়ান কোন অন্যায়
য, তখন সেই ফারমেতে দরখাস্ত করিয়া
যাগে মিউনিসিপাল কমিটিতে পাঠাইলে
ইহার বিশেষ তদারক করিবেন। মহা-
ইংরাজ টোলায় ত এই প্রকার বন্দোবস্ত
হে, এখন বাঙ্গালি ও হিন্দুস্থানী টোলার
বলা যায় না।

— ১০ —

আমাদিগের ছাপরাহু সংবাদদাতা
গিয়াছেন।

সৃষ্টির অভাবে অক্ষিনাশ হইবার উপক্রম
হে। চতুর্দিকে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ হইতেছে,
দবঃ অক্ষিনাশকঃ" এ বাক্যটি আব আব
। তাপমান যথেষ্ট হইতে ১০০
পারদ উঠিতেছে; ওলাউঠা প্রভৃতির
হরও ত্রাটি নাই। এখানে চার্ভিক হইবার
সম্ভাবনা। গবর্ণমেন্ট এই সময়ে সাধবান
এবার বেহার বুঝি উড়িয়া হয় !!!

এখানকার মুসলমানেরা সকলে মিলিয়া
মণ্ডে নোমাজ পাঠিয়া ঈশ্বরকে তুষ্ট
করিবাইবে, ইহা এটার করিয়া ক্রমশঃ
৫ দিবস এই রৌদ্রে মাঠের বন্দে যুথ
যা নোমাজ পড়িতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত
বন্ধুও বধন হইল না। ইহাতে মুসলমান
র মুখ দেখাইতে পারে না। খোদা যদি
ও ফাটা ছই চার সৃষ্টি করেন, মোল্লাদের
কে।

৩। আমরা আপনাকে লিখিয়া লিখিয়া
প্রান্ত হইলাম, আপনি একবার এখানকার
“মিউনিসিপালসংক্রান্ত অরাজকতার সংশোধ-
নের চেষ্টা করিলেন না; কিন্তু জগদীশ্বর
আছেন, এখানকার দয়াবান জজ বালফোর
সাহেব কিছু কিছু শুনিয়া, হাইকোর্টে এবং
গবর্ণমেন্টে রিপোর্ট করিয়াছেন, অল্পসময়
হইলে অনেকের তুর তাঁহিয়া যাইবে।

— ০ —

আমাদিগের গোয়ালিয়রহু সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেন।

তৈল, ৪ মাসের শেষে কিয়ৎ পরিমাণে সৃষ্টি
হওয়াতে মনে করিয়াছিলাম যে, এখানকার
ঐশ্বর কথা খেচুপ শুনিয়াছিলাম, এবার বুঝি
সে রূপ হইল না, কিন্তু সপ্রতি আমার সে
সংস্কারও ছর হইয়াছে। অন্য প্রায় আষাঢ়
মাসের শেষ হইল, অথচ এক বিস্ম জল নাই।
“লুব” প্রভাব পুনরায় প্রাচুর্য্য হইয়াছে।
গুমটের দপে লোকেরা তটস্থ হইয়াছে এবং
ক্ষেত্রের শস্যসকল শুষ্কপ্রায় হইতেছে। মহা-
শয়! অত্রস্থ লোকেরা কহে যে এখানে একপ
মকাল (অনারুষ্টি) কখনই হয় নাই। বঙ্গদেশে
জল ধরে না এখানে এ দিকে জলের নাম নাই।
ঈশ্বরের গুচ অতিপ্রায় বুঝে কাহার নাথ্য।
এখানে একে দ্রব্যাদি অত্যন্ত মহার্ঘ্য, তাহাতে
আবার এই অনারুষ্টিনিবন্ধন ব্যবসায়ীরা আরও
মহাঘ, করিতেছে।

২। গত ১৪ এ আষাঢ় সোমবার সন্ধ্যা ৮
ঘটিকার সময় আমাদের ইংরাজী সত্বর প্রথম
সাধৎসরিক সভা অতি সমারোহপূর্নক সম্পন্ন
হইয়া গিয়াছে।

৩। গত ২২ এ আষাঢ় শনিবার সন্ধ্যার সময়
একটি শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে।
মেডার কুক সাহেব ও লেণ্টনাক্ট ইয়ং সাহেব
একপাশে নৌকা করিয়া মুবার নদীতে বিচরণ
করিতেছিলেন। এমন সময় ঝটিকা উলিত হও
য়াতে নৌকা জলমগ্ন হইল এবং দুই জন জলমগ্ন
হইলেন। কুক সাহেব অনেক নষ্টে উদ্ধার হইয়া
ছেন; কিন্তু ইয়ং সাহেব আর উঠিতে পারিলেন
না। অনেক অল্পসময়ে রাত্রি প্রায় এক ঘটি
কার সময় তাঁহার মৃত দেহ পাওয়া যায়। ২৩ এ
রবিবারে উপাসনা ও সম্মানের সহিত তাঁহার
সমাধি হইয়া গিয়াছে। মহাশয়! ইংরাজদের
খেচুপ বন্ধ পরিচ্ছদ তাহাতে সস্তরণ জানিলেও
হস্ত পদ চালনা করিবায় যো নাই। শুনিলাম

ইয়ং সাহেব সস্তরণ জানিতেন, মুবার
তাৎক্ষ ভয়ানক নহে, কেবল পো
দরুনই উঠিতে পারেন নাই।

৪। মহাশয়! অদ্যাপি চোরের প্রা
কমে নাই। মাজিস্ট্রেট প্রভৃতি সকলে
অত্যাচারের কথা শুনিয়াছেন ও নান
উপায় করিতেছেন; কিন্তু কই কিছুই
তেছে না। ইহার কাবণ কি? অনেক সা
বান্নগাতেও চুরি হইতেছে, ইহার চতু
চৌকীদার নিগৃহ করিতেছেন; তথাপি
পদ হইতে পারিতেছেন না। একে ড
মহাঘ্য, তাহাতে অনারুষ্টিনিবন্ধন
মহাঘ্য হইতেছে, পুলিশের এই ক্রী, ক
“ মগের মুস্কু * হইয়াছে। “ যাচর
তাহার বাজ্য। ”

৫। আশ্চর্য্য চোরের কথা শুনুন। এ
ব্যাপ্তি আরুত হইয়া এক সাহেবে
একটি চোর প্রবেশ করিবার উদ্যোগ
ছিল। রক্ষকেরা ব্যাপ্তের ভয়ে পলায়ন ক
অবশেষে একজন মিলিত হইয়া লাঠি
তাড়াতাড়ী করিতে চোর ব্যাপ্তের ন্যায়
চতুর্পদে ভর দিবার তুল্য দৌড়িতে লা
অবশেষে নির্ভীক বিগতিক দেখিয়া দণ্ড
হইয়া বেগে দৌড়িয়া বনমধ্যে প্রবেশ ক

তার একটি চোর বড় চমৎকার। এ
কোন কৃষক মস্তকোপরি ঘাসের বোঝা
করিয়া গরুটি এক গাছি দীঘ রসিধারা
বন্ধন করত যাইতেছিল। গরুটির গলায়
ঘণ্টা বাঁধা ছিল। চোর গরুর গলা হইতে
কাটিয়া আপনি লইল এবং গরুটির গলা
কাটিয়া তাহার সঙ্গীর কাছে দিল, স
লইয়া প্রস্থান করিল। চোর গরুর ন্যায়
বাজাইতে বাজাইতে কৃষকের সঙ্গে সঙ্গে
কৃষকের মস্তকে বোঝা, সে কোন দিকে
ফেপ করিতে পারে না। এই রূপ য
যাইতে যখন গরু অদৃশ্য হইল, তখন চ
ককে কহিল আমি তোমার দাঁড় ধরিয়া তো
কত দূর যাইব। এই বলিয়া সে দৌড়িয়া
য়ন করিল। কৃষক এই ব্যাপার দেখিয়া নি
গৃহবিমূঢ় হইয়া অবাক হইয়া রহিল। চ
ধরিবার কোন উপায় করিতে পারিল না।

৬। শুনিলাম দিনকরারও তাঁহার ব
আসিয়াছেন। লক্ষর সহরে তাঁহার বাটী, এ
তাঁহার জাই'গর ও অন্যান্য বিষয় আছে।
তিন পুত্র, জেষ্ঠ বেনারস কালেজে
ইনি কত দিন এখানে থাকিবেন, বলিতে
না।

ভিত্তিক এবং উচ্চের রৌদ্রের উত্তাপ বৃদ্ধি
হে, যদি ছই চারি দিবসের মধ্যে বৃষ্টি না হয়
নিশ্চয়ই এবার আর রক্ষা নাই।

পাঁচ দিন হইল, মজঃফরপুরের ২৩ ক্রোশ
বহেড়া গ্রামে একটা অদ্ভুতপূর্ণ অদ্ভুত
সংঘটন হইয়াছে। ঐ দিবস বেলা আশু-
ক তিনটার সময়ে সহসা হতোমণ্ডল
বরণে আচ্ছন্ন হইয়া চারি দিগ অন্ধকারময়
উঠে এবং ঘোরতর ঝড় ও তাহার সঙ্গে
বারিবর্ষণের ন্যায় ভস্ম ও অন্ধর বর্ষণ
ত থাকে। এইরূপ প্রায় এক ঘণ্টা কাল
ছিল। পরিশেষে দৃষ্ট হইল, সর্বস্তান ভস্ম ও
রে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে ভস্ম
কার স্পাকার পড়িত রহিয়াছে। এরূপ
ত ব্যাপার কেহ কখন দেখেন নাই ও শুনে
। কেবলমাত্র বহেড়াগ্রামে হয় নাই, উহার
যে অপর তিনখানি গ্রামেও এরূপ ভস্ম
কার বৃষ্টি হইয়াছিল। কি কারণে এবদ্ভুত
ত বর্ষণ হইয়াছে, অদ্যাবধি তাহার কোন
তা হয় না। শুনিলাম বহেড়া গ্রামের
মধ্যে একটা ইদেরা আছে, উহার জলে
স্বর গন্ধকের গন্ধ প্রাণ পাওয়া যায়।

এখানকার কালেক্টর ও মাজিস্ট্রেট এইচ. এ.
ফল মহোদয় কিছু কালের জন্যে রেবিণ্ড
ডর জুনিয়র সেক্রেটারীর প্রতিনিধি হইয়া
দিগকে অনাথ করিয়া যাইতেছেন।
য়া কফেলের ন্যায় ভস্ম, সদাশয় বিচক্ষণ
য়প্রকৃতি এবং দয়ালু রাজপুরুষদিগের
অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি
দিন এখানে রহিয়াছেন, কিন্তু এপর্যন্ত
রা এক মুহূর্তের জন্যেও অস্থায়ী হই নাই।

নে প্রার্থনা করি, ইনি যেন আমাদের এক
তুলিয়া না যান। কফেল সাহেবের অ
তিকালপর্যন্ত এখানকার সুযোগ্য জাইন্ট
স্ট্রেট এ, সি, ম্যাজলস সাহেব কালেক্টর
মাজিস্ট্রেট হইবেন। আমরা ম্যাজলস সাহে
ক বেরূপ উত্তম ও সদাশয় লোক বলিয়া
ন, তাহাতে ইহার কার্যে কেহই অসম্মত
বন না। জাইন্ট মাজিস্ট্রেটের প্রতিনিধি
া, মধুবনী সব ডিবিজনের বিখ্যাত বিচার
ডি, এম, বার্কের সাহেব এখানে আসিতে
। ভরসা করি, ইনি আসিবার সময়ে মধু
তে আপনার পূর্ণ স্বতাব রাখিয়া আসি-

ত্রিভূত।
১৬ই জুলাই }
১৮৩৮।

মহাশয়! আপনার ১৩ই জুলাইয়ের সংবাদ
পত্রের বিবিধ সংবাদ পাঠ করিয়া জানিলাম,
আগষ্টসফিলিপ সাহেব সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন
১৭ই জুলাই শুক্রবার বঙ্গ অধাতে তয়ানক ঝড়
হইবে এদেশে যদিও তত দূর হয় নাই বটে কিন্তু
তিলকাঞ্চনগোচ হইয়া গিয়াছে। গত ১৭ই
জুলাই শুক্রবার অতি প্রভূবে আকাশ মণ্ডল
মেঘাচ্ছন্ন হইয়া বিস্মু বিস্মু বৃষ্টি পড়িতে
আরম্ভ হয়, কিয়ৎক্ষণ বৃষ্টি হইয়া থামিয়া
যায় কিন্তু আকাশ মণ্ডল ঘোরতর ঘনঘ
টায় আবৃত হইয়া রছিল। দিবা ১।২টার
সময় ঘনঘটার গভীর গর্জন সমুদ্ভূত হইয়া
বৃষ্টিপাত সহকারে দক্ষিণদিক হইতে প্রবল
বাত্যা উখিত হইয়া একবারে চারিদিক
অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। তদর্শনে
সকলে ভাবিতে লাগিল আবার কি বিপদ
হয়। ঈশ্বরের ঈচ্ছায় ততদূর না হইয়া কিয়ৎ
ক্ষণ ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া থামিয়া গেল।

দাতনের পূর্বদিকে কুদুলচোর পরগণায়
অলদুরাই গ্রামে এক ধনাঢ্য ভেলির বাগীতে
হত্যাসহ একটা তয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে
দাতনটেননের সবইনস্পেক্টর মুন্সী একানৎ
আলী এবং ইনস্পেক্টর বাবু অমৃত লাল মুখো
পাধ্যায় অনেক পরিশ্রমে ৫০০।৩০০ টাকার
অপহৃত দ্রবানহ ১৩।১৪ জন ডাকাইত ধরিয়া
ছেন। শুনিলাম মেদিনীপুরের অন্যতর ডেপুটী
মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু
রামাঙ্কর চট্টোধ্যায় মহাশয়ের নিকট বিচারার্থে
মোকদ্দমা নীত হইয়াছে।

১৯ই জুলাই }
মোং দাতন } কন্যাচিত্র পাঠকস্য।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন বসু	সীতাপুর
১২৭৫ আবেণ হইতে আশ্বিন	৩৫০
» » দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বীরভূম	
১২৭৫ আবেণ হইতে আশ্বিন	৩৫০
» » তারিণীশঙ্কর মজুমদার দারজিলিং	
১২৭৫ আবেণ হইতে ৭৬ আষাঢ়	১৩
» » গোকুল চাঁদ হুগড়	বালুচর
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ চৈত্র্য	১৩
» » মদনমোহন ভট্ট	তুলাবাজার
১২৭৫ আবেণ হইতে ৭৬ আষাঢ়	১০
» » হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	জোড়াসাকো
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ চৈত্র্য	১০

» » রামগতি ন্যায়রর হরমপ
১২৭৫ আবেণ হইতে ৭৬ আষাঢ়
» উইলিয়ম রবসন বৈঠকখা
১৮৩৮ মে হইতে ৬৯ এপ্রেল

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটা
বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
যে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
বাণ্যাসিক ৫।০ টাকা; মফস্বলে ডাকম
সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং টে
সিক ৩৫। তিন মাসের স্থানে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। ছুটি, বরাতি চিঠি,
অড'র, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন
বাহাতে বাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উ
ধারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

বাঁহার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, ষ্টা
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মু
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রক
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি ক
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাকৃষ্ণের নামে পা
ইয়া দেন।

বাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, এক মাসপূর্বে বাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং প
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর স্টেশনের
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

বাঁহার মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
বেন, বাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশ বিজ্ঞাপন দিতে
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হই
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
বেন, তাঁহার সচিত্র স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

এই পত্র, কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর স্টেশনের
চাকড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ
কৃষ্ণের বাগীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃ
প্রকাশিত হয়।

প্রেরিত

অন্যত্র শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

অধুনা অসমদেশীয় জনসমাজে জীর্ণগণের
শুশীলনেত্রী অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে
কয়েক জন এই কলিকাতার উক্ত
গণের মধ্যস্থানে একটা বালিকাবিদ্যালয়
বন্দে ইচ্ছা করিয়াছি। এই বিদ্যালয় স্থাপ-
ন করিতে হইবে ও কি প্রকারে
বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে ও কি প্রকারে
ব্যয়োপযোগী ধন সংগ্ৰহ হইবে, তাহা
হইয়াছে। এই দিবস যেসকল বিষয় ধর্ম,
তাহা এই:—

১। অধুনা সকলেই বিদ্যা বিষয়ে অত্যন্ত
মনোহর হইয়া বাটীতে জীর্ণশিক্ষক নিযুক্ত
করিয়া মাতিগের স্ত্রী কন্যা ও ভগিনীগণকে শিক্ষা
করিতেছেন, কিন্তু ইহাতে সর্গসাদারণের
সুবিধা না হওয়াতে পঞ্চমানবি নবম
বালিকাদিগের শিক্ষাপ্রদানার্থ এই বিদ্যা
স্থাপিত হইবে; কিন্তু যখন বালিকারা বয়-
সাদিক্যেতে বিদ্যালয়গমনে অসমর্থ
তখন বিদ্যালয় হইতে শিক্ষক নিযুক্ত
উহাদিগের বাটীতে বিনা বেতনে শিক্ষা
করিবে।

২। ইহাতে সাহিত্য, অঙ্ক, সূচীকার্য,
প্রভৃতি অন্যান্য শিক্ষোপযোগী বিষয়ে
দেওয়া হইবে।

৩। উহার ব্যয়ের উপযোগী ধন সংগ্ৰহের
সর্গসাদারণের নিকট হইতে কিঞ্চৎ
দান প্রার্থনা করা হইবে।

৪। যখন আমাদের দেশে সভ্যতার উন্নতি
হইবে ও সর্গসাদারণের বিদ্যা বিষয়ে অত্যন্ত
গুরু হইয়াছে; অতএব আমরা তরসা
তাহা যে, দেশহিতৈষী মহোদয়গণ এবং
বিষয়ে আমাদের সাহায্য প্রদান করিতে
করিবেন না।

কলিকাতা } একান্ত বশব্দ
রা আবেদন } ক্রীণে না বি
১৭৫

এ বৎসর এখানে কৃষিকার্য এক বারেই
না। প্রথমতঃ অতিবৃষ্টি নিবন্ধন উৎপন্ন
বীজসকল নষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে অনা-
পাতঃ বীজ অক্ষুরিত হইল না। প্রজাগ-

ণের হাহাকার ধনি আর আবেদন করা যায় না।
এ দেশে ধানই একমাত্র জীবনোপায়; উহার
অভাব হইলে কেহই তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিবে
না। একে ত এই সর্গসাদা, তাহাতে আবার জমী
দারগণ খাজনার জন্য উৎপীড়ন করিতে
করিতেছেন না। তাঁহাদেরই বা অপরাধ কি?
কালেক্টর সাহেব তাঁহাদিগকে অব্যাহতি না
দিলে তাঁহারা প্রজাগণকে কিরূপে অব্যাহতি
দেন? নিজ কোষ হইতে বা ঋণ দ্বারা কত নির্দাহ
হইবে। শুনিলাম, জমীদার মহোদয়গণ কালেক-
টর সাহেবের নিকট গত জুন মাসের নিয়মিত
রাজস্ব সেপ্টেম্বর মাসে দিবার প্রার্থনায় আবে-
দন করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত সাহেব মহাশয়
গ্রাহ্য করেন নাই; সুতরাং প্রজার নিকট
আদায় না করিয়া জমীদারেরা আর কোথা
হইতে দিবেন। "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘার"
এই দৃষ্টান্ত স্থল।

৫। কাঁচি অঞ্চলে বন্যা হইয়া প্রজাপুঞ্জের
সংস্রাব হইবার সংবাদে গবর্নমেন্ট বীজধান্য
বিতরণ দ্বারা তাহাদিগের সাহায্যদানে সম্মত
হইয়াছেন। উক্ত ধান্য ক্রয় করিবার জন্য
শ্রীযুক্ত বাবু ঘাদবচস্র ঘোষ ডেপুটী কালেক্টর
ও মাজিষ্ট্রেট মহাশয় এ স্থলে শুভাগমন করি-
য়াছিলেন। এখানকার অন্যতর জমীদার
শ্রীযুক্ত বাবু জয়নারায়ণ গিরি এক হাজার
মণ এবং ভূতপূর্ন নায়েব শ্রীযুক্ত বাবু সুরভরাম
প্রধান মহাশয় দুই শত মণ ধান্য বিনা মূল্যে
দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। এখানকার প্রজা-
গণের যে কিছু সাহায্য ইহারাই করিতেছেন।
গত ১২৭২ সালের বন্যার পর এখানকার ও
পার্শ্বস্থ অন্যান্য পরগণার বিপন্ন ব্যক্তগণকে
উত্তরেই প্রায় ২০০০ মণ ধান্য বিতরণ করি-
য়াছিলেন; বার শত মণ বিতরণ করা তাঁহাদের
পক্ষে বিচিত্র কি? ধনশালী মাত্রেই গিরি ও
প্রধান মহাশয়দিগের অনুকরণ করা কর্তব্য।

দোবো }
সন ১২৭৫ }
২৩ এ আশ্বিন }

অনারুষ্টি।

অতিরুষ্টি যেমন দেশের একটা প্রধান হ্রব-
হার কারণ, অনারুষ্টিও তদ্রূপ বাবতীয় বিপ-
দের আশ্রয়। যে দেশে অথবা যে রাজ্যে অতি
বৃষ্টি কিবা অনারুষ্টি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা-
কার অবস্থা যে কিপ্রকার শোচনীয় হইয়া উঠে,
বলা যায় না। ও দিকে যেমন হুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ
উপর্যুপরি টৈবহুর্ভাগ্যকনিবন্ধন বিপদপরস্প-

রার পরিণত হইয়া পুনরায় আবার আ-
রূপ অতিনব মহাসঙ্কটে পতিত হই-
এ দিকে অলাভাবে ত্রিহৃতের অবস্থা
ঠিক সেইরূপ হইয়া আসিতেছে। এবার
তের দশা কি হইবে বলিয়া উঠা যায় না।
কিছুমাত্র নাই। সেই কারণে কৃষিকার্যের
সমূলে উন্মূলিত হইতে চলিল। অনবরত
মার্ভণ্ডের অগ্নিস্কুলিলের ন্যায় ঘোরতর
জালে কর্ণিত কেত্রসকল দাবানল দক্ষ অরণ-
ন্যায় ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়াছে।
মেড়ুয়া ও জনার এক বারে জলিয়া গিয়া
পুনরায় আর যে হইবে এরূপ সম্ভাবনা
শ্যামা মেড়ুয়া ও জনার, এখানকার ইতর
দিগের জীবন ধারণের প্রধান উপায়; সু-
তদভাবে হুঃখী লোকদিগের দশা কি
ভাবিয়া স্থির করা যায় না। যেসকল ক্ষেত্রে
বীজ রোপণ করা হইয়াছিল অলাভা-
সকল একবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।
পরিমিত চারাগুলি নিদাঘদীধিতির প্রথর
প্রভাবে অনলে ত্বনকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।
আর নিস্তার নাই। আজি আশ্বিন মাস, এ
বারিবর্ষের নামমাত্র নাই। কোথায় এ
মাঠ, ঘাট, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলে প-
হইবে, না ধরাতল তৃকাতুর মধুর্ভ জনের
হাঁ করিয়া রহিয়াছে। মধ্যে এক দিবস
বিশুমাত্র অক্ষবিশুন্ন ন্যায় বারিবিশু-
তিত হওয়াতে, পূর্নাপেক্ষা আরো ও
অতিরুষ্টি হইয়াছে। এমন গ্রীষ্ম কখন
হয় নাই। সহস্ররশ্মির প্রথর অংশ
প্রভাবে দিবাভাগ এরূপ উত্তপ্ত ও ভয়প্র-
যে গৃহের বাধির হয় কাহার সাধ্য। মনে
যায়, রাত্রি উপস্থিত হইলে একটু বাঁচা বা-
কিন্তু সেও কেবল আশামাত্র। বসন্তঃ
আর বাঁচেনা, এবার গেলেন। গ্রীষ্মাবি-
নিবন্ধন রাত্রি নিদ্রা হইবার ঘো নাই, সু-
রাত্রি নিদ্রা না গেলে ক দিন জীবনরক্ষা
এক দিন আমরা নিশাধসময়ে পায়ে
বেড়াইতে বেড়াইতে মজঃকরণপুরের নানা
ক্রমণ করিয়া দেখিলাম, নগরবাসী যা
প্রমজীবী হুঃখী লোকেরা সদর রাস্তার
কেহবা খাটিয়ার উপর কেহবা অবস্থান
খানি সামান্য পত্রাসনে, কেহবা ধরাসনে
করিয়া অতিকষ্টে রাত্রি যাপন করিতেছে।
দিগকে দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে বিত-
হুঃখের উদয় হইল। তাবিলাম, ঈশ্বর এ-
করেন। কলকাতা এখানে যেসকল অ-
রুষ্টি

সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ।

১০ সংখ্যা।

“ প্রবন্ধতাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিমহতী ন হীযতাং । ”

-২০৭-

মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ রূপ } মন ১২৭৫ । ২০ এ আঁবণ । ১৮-৬৮ । ৩ রা আগষ্ট { মফস্বলে মাসুলসমেত বার্ষিক
ম বাধ্যাসিক ৫৥ সাড়ে পাঁচ টাকা । } বাধ্যাসিক ৭, ও টেক্সনাসিক ৩৫০ ট

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহাবাদ হইতে আমাদের নিকটে এই
র এক পত্র লিখিয়াছেন যে, তাঁহার অমু-
খ্যাতা তাঁহাকে পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন,
প্রকাশ যন্ত্রালয়ে সংবাদ প্রেরণ করিলে
জানিতে পারিবেন। মহেশ বাবু যেপ্রকার
হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সহিত তাঁহার
দৃষ্ট জাতাব এরূপ ব্যবহার করা আর
কর না। অবিলম্বে তিনি আপনার অবস্থা
স্বতন্ত্র বিস্তারিতরূপে লিখিয়া আপনার
র উৎকণ্ঠা দৃশ ও বাগীতে প্রত্যগমন
এই আমাদের অল্পরোপ।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক।

ইন্ডিয়া রেলওয়ে।

ও দিল্লী রেলওয়ে।

মিরট দিল্লী গতায়াত।

সংসারকে জানান যাইতেছে যে,
যাবতীয় বাণিজ্য দ্রব্য ও আয়োজনের
হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সমস্ত
প্রধান ষ্টেশনে গতায়াত হইবে।

ইণ্ডিয়া রেলওয়ে } সিন্ডিকেশন
সিউসী প্রায়াকলি } এজেন্সি বোর্ড
২৭এ জলাই।

সম্বন্ধিত।

সম্বন্ধে প্রচারিত হইবে।

স্বাধিবাহ নাটক ১
স্মারিচন্দ্র চরিত ১০
হিতদর্শন ৩য় পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ১
স্টেনমথ চরিত ১ ম সর্গ নারায়ণী ১
হিত ১০

এক মাসের মধ্যে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন
ও অগ্রিম মূল্য দিবেন কেবল তাঁহাদিগকেই
সাহিত্য দর্পণ ও স্টেনমথ এই দুই গ্রন্থের প্রকাশিত
খণ্ড নিয়মিতরূপে দেওয়া যাইবে। এক মাসের
পর আর স্বতন্ত্র খণ্ড বিক্রয় করা যাইবে না।
এক বারে সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিক্রয় হইবে।

বিক্রয় পুস্তক।

হেমচন্দ্র কোষ ১৬
অমর, মেদিনী, ত্রিকাণ্ড শেখ, হারাবলী
একত্র বাঁধান ৩০
মুহুরটিক নাটক
মিতাকরা
কলিকাতা } ক্রীকেশ্বরনাথ বন্দ্যো-
ঠনঠনে ১৭৭ নং } পাধ্যায়।

-৩০০-

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত
সংস্কৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল।
গ্রাহকগণ পূর্ন তদ্ব্যতীত নিয়নির্দিষ্ট সম্পূর্ণ
মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে
প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাসুল লাগিবে।

মল্লিনাথের টীকা সহিত।

শিশুপাল বধ (মাঘকৃত) মূল্য ৮

রঘুবংশ (কালিদাসকৃত) " ৫৥০

কিরাতার্জুনীয় (ভারবিকৃত) ৩৫০

বিদ্যার্ণিগণের ক্রয়সুবিধার্থ নিম্নলিখিত
কতকগুলিন সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগরীতে
সঙ্গীক মুদ্রণ হইবে। প্রকাশের পূর্বে গ্রাহক
ভুক্ত হইলে গীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি আট
পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে পাণ্ডে বা সম্পূর্ণ যেমত
প্রকাশিত হইবে উক্ত নিয়মে মূল্য প্রদান
করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের
স্বতন্ত্র ডাক মাসুল লাগিবে।

ঋতুসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলোদয়।
মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্ধ্বশী। মুদ্রারাক্ষস

রহাবলী। মালতীমাধব। সাংখ্যতত্ত্বকে
বা সাংখ্যকোরিকা। মহাবীরচরিত। উত্তর
চরিত। মুক্তবোধ। দশকুমারচরিতের
পানিনি। বনস্বতিলকভাণ। অমরকোষ। শ
ভাষ্য। আনন্দগিরি। ক্রীধরশ্বামী ও মধু
সরস্বতীর টীকাসহিত ক্রীমভাগবত। মহাত্মা
বিষ্ণুপুরাণ। কাদম্বরী। ভট্টিকায়া। নাগান
কাব্যপ্রকাশ। চড়ক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান
স্বাকর যন্ত্র নিমতলা } ক্রীধরনাথ বন্দ্যো-
টীট ৩২ সংখ্যক তান।

-১০১-

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাগী গুদামসহ ১০

জোড়া বাগান।

বিক্রয়ের নিমিত্ত।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাগী

উপরি উক্ত বাগান ও বাগী যাঁহারা

করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন
লিখিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেগারস্ আরবো-

খনট এবং কোং

-১০২-

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটে
ভাঙ্গা বাঁড় খেঁ আদার কোম্পানির দোকানে
প্রদীত ও সংপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তক
বিক্রয় হইতেছে:-

প্রদীত মূল্য
গ্রীসইতিহাস ১ টা
রোগইতিহাস ১
ভবনসার কাব্য
নীতিসার (১ ম ভাগ)
নীতিসার (২য় ভাগ)
প্রচারিত।

মুক্তবোধ ব্যাকরণ
ক্রীধরনাথ পাধ্যায়

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত ।

রাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলমাদি নানা
ব্যা পাওয়া যায়। মফসলে ঘড়ী অক্ষুরি
দি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক
হিসাবে কমিসন দি। যদি কেহ অধিক
দ্রব্যাদি লয়েন তাহা হইলে ১০ আনার
কমিসন পাইবেন।

টাকা	৩৬
শ্রীমত শ্রীমত পইটিকেল ওয়ার্ক	৩৬
বিদ্যারিমান নাইট	৩৬
পক টেটার	৩৬
লেয়ার্স লেকচার	৩৬
সেসেকস ওয়ার্ক	৩৬
রাজী ভগবৎ গীতা	২
কাদম্বরী	২
হিষ্টরী অফ প্রেশ্ব ইন গ্রেট ব্রিটন	২১
শকুন্তলা	১
হিতপোদেশ	১
দ্রব্য পরীক্ষা	১
মুলামজুন	১
মুদ্রশন	১
রকীর ইতিহাস	১
তিমূল	৬০
মুদ্র দীপিকা	১
নীতানন্দ লক্ষী	১০
মদ চরিত	১৬
মুখমণ্ডল	১৬
লকাতার মানচিত্র (উত্তম ন্যাপান)	২
রকাকেলী কোমুনী	১১
উপাখ্যান	১১
রতবেশেব পুরাণ (ছবি দ্বারা মুদ্রিত)	১০
চিত্র সহিত মূল্য	১০
র কাণ্ড রামায়ণ পদ্য	১
পাদশ পর্ক মহাত্মার পদ্য	২১
কাপ্রণালী	২
লকের উপযোগিতা	৬০
নকী নাটক	১
বাক্যাবলী	১০
বাক্যাবলী	১০
চকবদ কাব্য	১০
মত মঞ্জরী	১১
বকরণ চিত্র	৬
নীধণ	৬
ভাষাখণ্ড	১১
নীকৌতুক নাটক	১
বকলাপ	১

রাঘাভিষেক নাটক
চন্দ্রবিলাস নাটক
কলিকাতা জোড়া- }
সাঁকে ৬৪ নং } **শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়**
নগদ মূল্যে বিক্রয়

বঙ্গকামিনী নাটক (মূল্য এক টাকা) সংস্কৃত
যন্ত্রে পুস্তকালয়ে, চীনেবাজারে শ্রীযুক্ত বাবু
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬৮ নম্বর দোকানে
এবং সংস্কৃত যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু
ফেরুমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্রাপ্য।
ক্রয়গণকে ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাবে কমি
সন দেওয়া যায়।

শ্রীহীরাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য

বিক্রয়ার্থ।

শঙ্করভদ্রম অভিজান। সর রাজা রাধা-
কান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা
দিয়া প্রতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাখীশ।

—:—:—

কাব্য প্রকাশিকা।

এই মাস হইতে প্রকাশিত হইল। ইহাতে
সমুদায় কাব্য নাটকাদির দেবনাগর অক্ষরে মূল
ও তীকা এবং বাঙ্গলা অক্ষরে বাঙ্গলা অনুবাদ
থাকিবে। নিম্নমিত গ্রন্থকরণের প্রতি প্রতি খণ্ডে
১০ ছয় আনা এবং প্রত্যেক খণ্ডের ১০ আট
আনা মূল্য নিশ্চারিত হইল। যাহারা গ্রন্থ
করিতে অভিলাষ করেন, কামাপুকুর লেন ১৫ নং
বি, পি, এমস্ যন্ত্রে অথবা কালেক্স ট্রীট ১১ নং
ল.ই.রে রাস্তে আমার নিকট পত্র লিখিলে পাইতে
পারিবেন। বিদেশীয় গ্রন্থকরণকে স্বতন্ত্র ডাক
ম'মূল্য দিতে হইবে।

৩রা জীবন }
১২৭৫। } **শ্রীবরনাপ্রসাদ মজুমদার।**

—:—:—

ইষ্টারন বেঙ্গাল রেলওয়ে।

রিতার টারমিনস্, অর্থাৎ সিয়াল.

দহ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত

রেলওয়ের চলাচল

স্মারক ।

হাটখোলার নিকটবর্তী বাগবাজারে ইষ্টা
রণ বেঙ্গাল রেলওয়ে কোম্পানির রিতার টারমি
নস্ নামক রেলওয়ে, আগামী ৩রা আগষ্ট সোম

বার অবধি দ্রব্যাদি দেওন ও লওন জন্য, খো
বাইবেক।

ইষ্টারন বেঙ্গাল রেলওয়ে }
নিয়ালনক টারমিনস }
৯ ই জুলাই ১৮৬৮। } **ফাজলিন**
শ্রেণী, }
এজেন্ট।

-:—:—

প্রবাদমালা।

বঙ্গদেশীয় বিবিধ জনপদ ব্যবহারমূলক।
পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকাতা
স্কুলবুক সোসাইটীর গবর্নমেন্ট পেলেসের ৯ নং
তবনে প্রার্থনা করিলে পাইতে পারিবেন
মূল্য ১/০ আনা মাত্র।

—:—:—

হরিশ্চন্দ্র চরিত মূল্য
হরিশ্চন্দ্র চরিত শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্ক
লঙ্কারকর্তৃক সংকলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে।
এই গ্রন্থখানিতে পৌরাণিক অলৌকিক ব
নাই। পরন্তু শুদ্ধ বালক বালিকাদিগের সত
নিষ্ঠা শিখাইবার নিমিত্ত রাজা হরিশ্চন্দ্র
উপাখ্যান যতদূর আবশ্যিক, তাহাই আছে।
কলিকাতা }
ঠানঠানে ১৭৭ নং } **শ্রীকেশবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**

—:—:—

নদিয়ার নদী ।

সন ১৮৬৮ সালের জুলাই মাসের ১৫ ই
হইতে ২১ এ পর্য্যন্ত নদী হারের
পরীক্ষণ তুলেৎ সাম্প্রতিক
রিপোর্ট।

নদীর নাম	ফুট	ইঞ্চি
মাথা ভাঙ্গা নদী		
মহানার উপর পজানদীতে	২০	৯
নিজ মহানার	৮	৬
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া		
৪৪ নাইল	৭	৯
হাট বোয়ালিয়া হইতে		
আলুকদিয়া	৬	৬
আলুকদিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ		
৩৮ নাইল	৬	৯
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদীপ-		
র্ষান্ত ৩৪ নাইল	৮	৯
ভাগীরথী।		
মহানার উপর পজানদীতে	২২	৯
মহানার	১৪	৩
তথা হইতে জিয়াগঞ্জ	৭	৯
জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া		
৩০ নাইল	১০	৯

কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইল	১৩	৯
নদী জলদী		
মহানা	৩	
তথা হইতে করিমপুর		
১৯ মাইল	৪	৯
করিমপুর হইতে টিগা কাটা		
৩৫ মাইল	৫	৬
টিগা কাটা হইতে নদীয়া		
৬০ মাইল	৭	৯
মহানা গত ৪ ঠা জুলাই খুলিগাচে ।		
সন ১৮৬৮ জুলাই মাসের ২৪ এ তারিখে		
বহরমপুর পল্লী ঘাটের জলের মাপ ।		
	ফুট	ইঞ্চি
	১৪	৫
বহরমপুর	}	ক্রিয়াক্রম টি কেস টেক্স নি, ই একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বহরমপুর ডিবিজনে।
জুলাই		

—:—

বিজ্ঞাপন ।

পূর্ববঙ্গাল রেলওয়ে ।
 হাটখোলাব নিকট বাগ্ বাতাবে গঙ্গার
 র যে রেলওয়ের আড় ডা খুলিবার কথা
 রুপ্ত অর্থের কারণবশতঃ ১০ ই আগষ্ট
 প তাহা হইল না ।
 মালদহ } মুকলিম প্রে ষ্টম
 ১ আগষ্ট ১৮৬৮ } এজেন্ট

সোমপ্রকাশ ।

২০ এ শ্রাবণ সোমবার ।
 ভারতবর্ষের ভাবী অনিষ্ট ।
 ইউরোপখণ্ডের সভ্যতার সহিত
 কার কতকগুলি কুমসংস্কারও যে
 দেশে বদ্ধমূল হইবে, তাহার বিলক্ষণ
 দেখা যাইতেছে । ইংলও এদেশে
 নার প্রভুশক্তি বিস্তার করিয়া
 তবর্ষীয়দিগের রাজনীতিসংক্রান্ত
 লোপ করিতেছেন বলিয়া ইহাদি-
 অপকট কৃতজ্ঞতাজান হইতে
 তেছেন না বটে ; কিন্তু অন্য অন্য
 য যে অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব উন্নতি-
 ন করিতেছেন, তন্নিমিত্ত অকৃত্রিম
 কৃতজ্ঞতার ভাঙ্গন হইবেন সন্দেহ
 ইংলওের গৌরবও সহস্রাংশের

সমপ্রভ হইয়া চিরশোভমান হইবে ।
 রোনকদিগের পর অন্য কোন জেতুজাতি
 পরাজিতদিগের মানসিক উন্নতিসাধন
 বিবয়ে ইংলওের সদৃশ যত্নপ্রকাশ করেন
 নাই । যে বুদ্ধিমত্তা তেজস্বিতা ও সত্য
 তার প্রভাবে ইংরাজদিগের পর ভারত
 বর্ষীয়েরা অন্য কোন বিদেশীয় জাতিকে
 এ দেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে
 দিবেন না, ইংলও তাহা আমাদিগকে
 প্রদান করিতেছেন । তিনি আমাদিগকে
 কলভোগী হইতে দিলেন না সত্য ; কিন্তু
 যে বীজ বপন করিলেন, তাহা কালক্রমে
 বৃহৎ বৃক্ষ হইয়া অসংখ্য ফল উৎপাদন
 করিবে, সে বিষয়ে অণু মাত্র সংশয় নাই ।
 কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এক দল
 ইংরাজ স্বদেশের এই ভাবী গৌরবের
 বিষয় জ্ঞানহীনতায় । যেসকল কুমসংস্কার
 ইউরোপে পরিচালিত হইতেছে ; যাহা
 লইয়া ইউরোপে হুলস্থূল পড়িয়াছে
 এই দল তাহা এ দেশে বদ্ধমূল করিবার
 চেষ্টায় আছেন । আমরা জানিতাম,
 ইংলওীর সেনাদলের পুরাতন অস্ত্রই
 কেবল এখানকার সৈন্যদিগের নিমিত্ত
 প্রেরিত হয় ; কিন্তু ইংলওের পরিচালিত
 কুমসংস্কারও যে এখানে চালিত হয়, তাহা
 জানিতাম না ।

যে যে কারণে ভারতবর্ষের বর্তমান
 গবর্নমেন্ট সাধারণে প্রজার অপ্রিয় হই-
 য়াছেন, ইংলওেশ্বরীর কৃত স্পষ্টাক্ষর
 অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া ঋতধর্ম প্রচলিত
 করিবার চেষ্টা তদ্ব্যধে প্রধান । এফলে
 এখানকার কর্মচারীদিগের মধ্যে যথার্থ
 রাজনীতিজ্ঞ লোক অতি অল্প আছেন ।
 প্রধানের অনুকরণ করা প্রায় সকলের
 স্বভাব দাঁড়াইয়াছে । প্রধানের দৃষ্টান্ত
 অনুসারে প্রায় যাবতীয় ইউরোপীয় কর্ম
 চারী শনিবারকেও বিশ্রামবার করিয়া
 তুলিয়াছেন । ধর্ম্যানুরাগ নিশ্চিন্দীয় নয় ;
 কিন্তু যদি শাসন ও রাজকার্য উহাতে

অনুস্থিত করা হয়, তাহা হইলে অ
 হইয়া উঠে । হিন্দুদিগের যাবতীয়
 ধর্মসম্বন্ধ বলিয়া অনেক উৎকৃষ্ট বি
 একান্ত হতাশ হইয়াছে । ইউ
 শাসনকর্তৃকগণ ধর্মের সহিত সংক্র
 করিতেছেন । আয়ারলণ্ডে স্বতন্ত্র
 স্টার্ট ধর্মসম্প্রদায় না থাকে ইংল
 অধিকাংশ লোকের মত । ডিন
 সাহেবের চেফার লাডেরা গ্লাড
 সাহেবের পুরোহিত নিয়োগ
 করিবার বিল এ বৎসর অগ্রাহ করি
 বটে, কিন্তু নূতন মহাসভা হইলে অ
 লণ্ডে আর সরকারী বেতনভোগী
 জনও পুরোহিত থাকেন এরূপ
 হয় না । ইংলওের পুরো
 নিয়োগ প্রথা রহিত করিবার এটা
 সূত্র হইতেছে । ইউরোপ মহাখণ্ডের
 প্রকার মত, কিছু দিন হইল তাহা
 নগরে প্রকাশিত হইয়াছে । তথায়
 রোপের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যাল
 ছাত্রেরা এক সভা করিয়া প্রকাশ্য
 বলিয়াছেন, ঋতধর্ম বর্তমান সভ্য
 অরূপ নহে এবং ধর্মের সহিত গ
 মেন্টের কোনপ্রকার সংস্রব রাখ
 বিধেয় হয় না । স্মাট নেপলিয়ন স
 চেষ্টা করিয়াও ঋতধর্মের প্রতি লো
 শ্রদ্ধা জন্মাইতে পারেন নাই । ফর
 বিপ্লবের সময়ে যে মত প্রকাশিত
 এফলে তাহা সর্কত্র পরিগৃহীত
 তেছে । বহু অর্থ ব্যয় ও বহু আড়
 করিয়া পদ্ধতিবদ্ধ কতকগুলি শব্দ উচ্চ
 করিলেই যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপ্রক
 হইল, ইউরোপ ও আমেরিকা উ
 খণ্ডেরই কৃতবিদ্যমণ্ডলী এ কথা স্বী
 করিতে সম্মতনহেন । ইটালিতে পো
 প্রতি লোকের ভক্তি অস্থিহিত হইয়া
 অষ্টিয়ার স্মাট প্রজাদিগের ম
 উপেক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া বিদ
 লয়ে কাথলিক ধর্ম অবশ্য শিক্ষা করি

বে, এ নিয়ম পরিভাগ করিয়াছেন ।
 য়ালে ধর্ম শিক্ষা না করিলে নয়
 মত ইউরোপে আর আদৃত হইতেছে
 ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করা আর না
 ব্যক্তি বিশেষের স্বায়ক ; কেহ
 ধর্মার্থকলভোগী হন না ।
 যদি সামাজিক বিধির উপরে
 তাহাতে যেমন অনিষ্ট
 প্রভু করিলে সেও সেট
 হইয়া থাকে ।

আমেরিকায় কখনই গবর্ণমেন্টের
 ত ধর্মের সংক্রমণ নাই । এ বিষয়ে
 সকলের অগ্রসর হইয়াছেন ।
 দিন কোম্পানির রাজস্ব ছিল, তত
 ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ধর্মসংক্রমণ
 তত বলবান ছিল না ; কিন্তু ক্রমে
 মাংসাতিক হইয়া উঠিতেছে ।
 রাজকার্যে নয়, আমাদিগের
 প্রণালীমতঃ ও ক্রমে ক্রমে খৃষ্ট
 "সমান" দেওয়া হইতেছে ।
 গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ের আদর্শ উচ্চ
 কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে
 ডাক্তার ডক দেখিলেন, মিসনরি
 ছাত্রগণ প্রিন্সিপ্যাল কলেজ
 ছাত্রগণের সমস্বয় হইয়া কখন
 পারিলেন না ; যত দিন
 গবর্ণমেন্টের গবর্ণমেন্টের
 হইতে, তত
 গবর্ণমেন্টের বিদ্যালয় উঠাইয়া
 কথার বলিলে তাহা অগ্রাহ হইবে ।
 তিনি মিসনরি বিদ্যালয়কে উন্নত
 গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ে সমস্বয়
 আমাদিগের বিবেচনা করিয়া
 গবর্ণমেন্টের অধিপতি
 সমস্বয় প্রাপ্ত হইয়া
 পুস্তক ক্রয় করা হইবে । এই

কারণেই মিসনরি বিদ্যালয় হইতে
 পূর্বাৎপেক্ষা অধিক ছাত্র বহির্গত
 হইতেছেন ; তদ্বারা মিসনরিরা গবর্ণমে
 ন্টের বিদ্যালয় উঠাইবার প্রস্তাব করি
 বার সুবিধাও পাইয়াছেন । সম্প্রতি
 একটা ঘটনা হইয়াছে, তাহাতে আমা
 দিগের শিক্ষাপ্রণালীর সম্পূর্ণ বিপদ
 আশঙ্কিত হইতেছে । আবারক্রম
 মনোবিজ্ঞান খৃষ্টধর্মকে মূল করিয়া
 লিখিত হইয়াছে । বর্তমান সভ্য কালে
 মনোবিজ্ঞান তর্ক ও প্রকৃতির নিয়মানু
 সারে স্থিরীকৃত হইবে । ডাক্তার আবার
 ক্রম তর্কের স্থলে বাইবেলের কতকগুলি
 অর্থোডক্স বাক্য প্রমাণ দিয়া স্ববাক্য সম
 র্থন করিয়াছেন । এই পুস্তকখানি বিশ্ব
 বিদ্যালয় হইতে রহিত করিবার প্রস্তাব
 হয় । বারু কুম্ভমোহন বন্দোপাধ্যায়
 প্রথমতঃ আবারক্রম রহিত করিবার
 কথা কহিয়াছিলেন ; কিন্তু অপর মিসনরি
 গণ চীৎকার করিয়া উঠাতে, তিনি
 নিরস্ত হইলেন এবং কর্তব্য কর্ম বিস্মৃত
 হইয়া সেই মতে মত দিলেন । কি শাসন
 প্রণালী কি শিক্ষা প্রণালী বাবতীর বিষয়
 এই রূপে ধর্মমত হওয়াতে আমাদি
 গের ইচ্ছা হইয়া অনিষ্টেরই আশঙ্কা
 জন্মিতেছে । আমাদিগের খৃষ্টধর্মের
 রাজপুত্র ও মিসনরিগণ মনে করিতে
 ছেন, যে কোন উপায়ে হউক, খৃষ্টধর্মের
 বহু প্রচার করিতে পারিলেই ভারত
 বর্ষের মঙ্গল করা হইবে ; কিন্তু একগ
 কার সময়োন্নতি প্রতিকূলগামিনী, এখন
 লোকের মনের যেপ্রকার ভাব দেখা
 যাইতেছে, তাহাতে ত্রৈ চেষ্টা অনর্থ
 কারিনী হইবে সন্দেহ নাই ।

—৩০—
 শিক্ষকসমাজ ।

ভাগলপুরে শিক্ষকসমাজ নামে
 একটি সভা হইয়াছে । এতদ্রুপে শিক্ষ

কগণ একত্রে যে সমস্ত কষ্টভোগ
 তেছেন, তাহাদিগের বেতন ও পদ
 নিশ্চিত নিয়ম না থাকাতে যে অনিষ্ট
 হইতেছে, তাহার প্রতিকার করাই
 জের উদ্দেশ্য । এই সমাজ যাব
 শিক্ষকের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ব
 শের ডিরেক্টর ডবলিউ, এস, আর্ট
 সাহেবের নিকটে এক আবেদন
 করিয়াছেন । তাহার বলেন, শিক্ষ
 গের উন্নতিসাধনের নির্দিষ্ট নিয়ম
 অনেক শিক্ষক এরূপ আছেন, যা
 বহু কাল কর্ম করিতেছেন, কিন্তু
 পদও উন্নতিলাভ করিতে পারেন ন
 অথচ বিদ্যালয়ের কর্তারা বরাবর উ
 দিগের কার্যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন । অ
 বিভাগে নিকট কমতালী লোক
 সময়ে সময়ে যেপ্রকার বর্জিত
 লাভ করিতেছেন, তদ্রূপে করিয়া
 কের কার্য নিতান্ত কষ্টকর বলিয়া
 যমান ইহা সন্দেহ নাই ।

একটি শিক্ষাবিভাগের পদ
 হইলে প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
 দেওয়া হয়, অথচ অনেক শিক্ষক
 কের প্রশংসাপত্র পাইয়া কাজ ক
 ছেন । গডন ইয়ং সাহেব ১৮৫৭
 স্থির করিয়াছিলেন, কোন পদশূন্য
 যে ব্যক্তি নিম্নতর পদস্থ থাকিলে
 রূপে কার্য করিয়া প্রতিপত্তিলাভ
 য়াছেন এবং যাঁহার প্রশংসাপত্র অ
 তাহাকেই উক্ত পদ দেওয়া হই
 এখানে মৃত্যু প্রার্থীর গুণ কিছু
 হইলেও তাহা ধর্তব্য হইবে না ;
 একত্রে কার্যতঃ এ নিয়ম রহিত হইয়া
 সমাজ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছা
 গের অনুরোধে পূর্বতন উপযুক্ত শি
 দিগকে উচ্চপদ প্রদান না করা অন্য
 এ অভিযোগের কারণ আছে । বি
 দ্যালয়ের ছাত্রগণকে উৎসাহ দে
 কর্তব্য তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তু পূ

যুক্ত শিক্ষকদিগকে নিরাস করিয়া
সাহ দেওয়া বিধেয় নয়। বিশ্ববিদ্যা-
লয়ের উপাধি না থাকিলে যে লোকে
যুক্ত হন না, এ কথা অকিঞ্চিৎকর।
স্নের পলিটেকনিক বিদ্যালয়ে বিশ্ব
বিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র ব্যতিরেকে
বশ করিবার যো ছিল না; কিন্তু
নেপলিয়ন কঙ্গল ছিলেন, তৎকালে
যুবক তাঁহার নিকট আসিয়া বলি-
ল “আমার পিতা আমাকে গৃহে
করা দিয়াছেন; কালেজে অধ্যয়ন করি-
মাদিগের এমত নজ্জতি নাই; কিন্তু
দলে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করি-
ছ; আমি উপযুক্ত কি না তাহা
শয় স্বয়ং পরীক্ষা করুন।” নেপলি-
দেখিবামাত্র লোক চিনিতে পারি-
ল। তিনি নিজে বালকটির পরীক্ষা
লেন। তিনি নিজে অসামান্য অঙ্ক-
বিৎ ছিলেন, তাঁহাকেও ঐ যুবকের
সমা করিতে হইল। ঐ যুবক পলি-
নিক বিদ্যালয়ের নিয়ম তজ্জ করিয়া
য় প্রবেশ করিলেন, শেষে স্পেনের
কালে এক জন গণনীয় সেনাপতি হইয়া
করণ যশোলাভ করিয়াছিলেন। বিশ্ব
বিদ্যালয়ে গৃহ অপেক্ষা সাধারণে উৎকৃষ্ট
হয় যথার্থ; কিন্তু তাহা বলিয়া
ধিষ্ঠী ব্যক্তিমাজেই অল্পযুক্ত
দ্বান্ত হইতে পারে না। শিক্ষা
গে যেমকল লোক আছেন, তাঁহা
র অধিকাংশ উপাধিধারী নহেন।
রা আপনাদিগের জীবনকাল শিক্ষা-
কার্যে অতিবাহিত করিয়াছেন।
কতাকার্যে অনেকের বিলক্ষণ
জন্মিরাছে। কেবল বিদ্যা থাকি-
উত্তম শিক্ষক হওয়া যায় না। আমের
ও ইউরোপ উভয় খণ্ডেই শিক্ষক-
র বিশেষ শিক্ষা আবশ্যিক হয়।
শিক্ষা পূর্কতন শিক্ষকদিগের
। এসকল ব্যক্তি কার্যার্থী

থাকিতে নুতন ও শূন্য পদ অন্য
লোককে প্রদান করা আর পদত
ব্যক্তিকে শিক্ষাবিভাগ ত্যাগ করিতে
বলা সমান কথা। পরীক্ষোত্তীর্ণ মিবি-
লিয়ানগণকে যদি প্রত্যেক নুতন পদ
দেওয়া হইত, যদি তিন বৎসরের এক
জন কম্পিউশনওয়াল বিংশতি
বৎসরের এক জন কালেক্টরের মস্তক
লঙ্ঘন করিয়া জজ হইতেন, তাহা হইলে
কি হইত? কার্যতঃ শিক্ষাবিভাগে
তাঁহাই ঘটিতেছে।

শিক্ষকসমাজ একটা ভ্রমে পতিত
হইয়াছেন। নিয়মিতরূপে সমুদায় কাজ
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে দেওয়া হয়,
এ কথাটা যথার্থ নহে। তাহা হইলে
ত একটা প্রণালী প্রবর্তিত হইত।
বস্ততঃ শিক্ষকদিগের কোন প্রণালীই
নাই। ইয়ঙ্ সাহেবের এক পুস্তক ছিল,
তন্মধ্যে যাবতীর শিক্ষকের নাম লিখিত
থাকিত। তাঁহার যে সুখ্যাতি অখ্যাতি
হইত, ডিরেক্টর তাহা ঐ পুস্তকে লিখিয়া
রাখিতেন। কোন পদ শূন্য হইলে তিনি
প্রশংসাপত্র ও কার্যকালের সুখ্যাতি
বিবেচনা করিয়া লোক নিযুক্ত করি-
তেন। দূর ও অস্বাস্থ্যকর স্থানের কঞ্চা
রিগণ উত্তম স্থানে বদলী হইতেন।
ইয়ঙ্ সাহেব কাহারও অনুরোধ শুনি-
তেন না। এই নিমিত্ত সকলেই জানি-
তেন যে, সময় হইলেই ডিরেক্টর সুবিচার
করিবেন; কিন্তু এক্ষণে সকলেই বিকৃত
হইয়াছে। অনুরোধবল ব্যতিরেকে আট
কিঙ্গন সাহেবের নিকটে প্রায় কিছু হয়
না। কর্মার্থীর সহস্র গুণ থাকিলেও
ডিরেক্টর তাহা দেখেন না। তিনি প্রায়
অনুরোধবশবর্তী হইয়া কাজ করিয়া
থাকেন। কোন স্থানে এক জন বি, এ,
২০ টাকা বেতনে শিক্ষকের পদে আছেন,
কোন স্থানে বা এক জন নিগুণ লোক
অধ্যাপক হইয়াছেন। আটকিঙ্গন সাহেব

কিছুই দেখেন না। তাঁহার নি-
পূর্কতন শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের
ধিধারী ছাত্র বলিয়া বিচার নাই; য
সহায়বল তাঁহারই উন্নতি। অ
সমাজ রূথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
বিবয় লইয়া ফোভ করিয়াছেন।
দলেরই সমান কষ্ট হইতেছে। স
পব লক্ষণীয় বিভাগের ন্যায় ছয়
অন্তর শিক্ষকদিগের এক রিপোর্ট
তালিকা প্রস্তুত করিবার যে প্র
করিয়াছেন, তাহা উত্তম। কিন্তু
করিতে পরিশ্রম ও মনোযোগ লা
আটকিঙ্গন সাহেব কি তাহা কা
পারিবেন? সমাজ যে কষ্টের
বলিয়াছেন, তাহা যথার্থ, কিন্তু আম
গের আশঙ্কা হইতেছে, আটকিঙ্গন
থাকিতে কোন প্রকার উন্নতিই হ
না। ২৫০০ টাকার বেতনের পদ ত
হিত কার্যে আর নাই; অতএব
দিগের বর্তমান ডিরেক্টরের পেক
সময়পর্যন্ত শিক্ষাবিভাগ যে
আছেন, সেইখানেই রহিলেন। সমাজ
আবেদনের প্রত্যুত্তরস্বরূপ আটকি
সাহেব নিম্নলিখিত কথা লিখিয়াছেন

“নিম্নতর শিক্ষাকার্যের কর্মচ
গণের উন্নতির বিষয়ে সমাজ য
বলিয়াছেন, তাহা নথির সা
থাকিল।”

তাঁহার অধিক বুদ্ধি, তিনি ই
তাৎপর্য্য বুদ্ধি, পারিবেন; আম
গের সামান্য বুদ্ধি, ইহার কিছুই
করিতে পারিলাম না। গবর্নমেন্ট শি
বিভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। বঙ্গদেশে অ
ইংরাজী বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতিসাধন
বর্তমান গবর্নমেন্টের অভিপ্রায় ন
আটকিঙ্গন সাহেব সেই উদ্দেশ্যসা
করিয়া শিক্ষাবিভাগকে উৎসন্ন দি
ছেন। যদি উহাই উদ্দেশ্য হইল, তি

৫০০ টাকায় যে কাজ করিতেছেন, সেময় সাপেক্ষে ৩০০ টাকায় তাহার প্রতিকার করিতে পারেন, তবে এত টাকা প্রদান করা যাবে? এই ব্যয়ে ত আর এক লাভ হইতে পারে।

স্বাধীনতার আদান।

আমরা পরস্পর শুনিতা বিস্তারিত জানি, মুদ্রাঘন্ত্রের স্বাধীনতা ইংরাজ সরকার কর্তৃক মন্ত্র ও গোরবের প্রদান, যে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া লাভ উভয়কিছির অঙ্গরগীর ও ভারতবর্ষীয় গর অঙ্গপট কুতল্লতার প্রদান হইবে, যে স্বাধীনতার প্রভাবে এদেশীয় পদপত্রমূল দেশের প্রধান ক্ষমতা উত্তীর্ণ হইবে; যাহার গুণে প্রধান প্রধানদের অভ্যর্থনা প্রদান এবং প্রধানদের অভ্যর্থনা প্রদান রাজপুরুষ গর গোট করিয়া এত মঙ্গল প্রদান করা হইবে; যাহার বলে এদেশের দিন দিন মঙ্গল উচ্চতর হইবে; আরোহণ করিতেছেন, যে স্বাধীনতা মঙ্গলের ঘূর্ণিত বিচারপ্রণা হইবে উচ্চতর হইতেছে, যে স্বাধীনতা মঙ্গল; তীর বাঙ্গালীদিগকে দীর্ঘকাল ধরিয়া অস্বাভাবিক শিক্ষা হইবে, যে স্বাধীনতার মহিমায় রাজ্যের প্রধানের অভ্যর্থনা প্রতিদিন উচ্চতর হইতেছে; যে স্বাধীনতা গুণে গরবানট মঙ্গল কথা হইতেছে ও যাহা শুনিতা হইবে স্বাধীনতার স্বাধীনতা ও ভ্রম প্রদানে মঙ্গল হইতেছেন এবং যে স্বাধীনতার প্রদানের এ দেশে প্রভু হইবে; যাহার প্রদানে উপরস্বরূপ হইবে, যে স্বাধীনতার মঙ্গলপত্রের মঙ্গল হইতেছে। রাজ্যের প্রধানের বেচ মেচ করিতেছেন, স্বাধীনতার মঙ্গলপত্রের অঙ্গর

ও ধুটতা আর মধ্য হয় না। এই সমা চাইতি যখন আমাদের প্রতিগোচর হইল, মুগপে নানা ভাব উদ্ভিত হইয়া চিত্তকে আবর্তনীয় মাগরের নায় অস্থির করিয়া তুলিল; কিন্তু হৃদয় ইহাতে বিশ্বাস করিল না। আমাদের বর্তমান রাজ্য পুরুষেরা এত নিকৃষ্ট হইবেন, আমরা ভ্রমেও এরূপ বিবেচনা করি না কি রূপেই বা ইহা আধারক হইবে? উল্লেখ স্বাধীনতা প্রিয়, মুদ্রাঘন্ত্রের স্বাধীনতা কথাকার মহত্ব। ভারতবর্ষের যাবতী বিবর জনে ইংলণ্ডের তুল্য হয়, তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ও তত্রত্য লোকের এই ইচ্ছা। যখন এরূপ হইতেছে, তখন তাঁহারা স্বাধীনতাভোগী থাকিয়া ভারতবর্ষকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবেন, ইহা ত আমাদের বুদ্ধিতে লয় না। ইংলণ্ডে শরীর রক্ত বসে কি এই ইচ্ছা হইয়াছে, যে ভারতবর্ষের নবাবেরা সকলের মুগ বন্ধ করিয়া যে মথেক্ষচাররূপ ভোগ করিয়া গিয়াছেন, তিনিও সেই সুখেই আনন্দগ্রহণ করিবেন? যে জনের মুগ না হয়, তাহা অতিশয় অপকারক হইয়া উঠে, ইহা কি আমাদের প্রধান পুরুষেরা অবগত নছেন? তাঁহারা আমাদের চোখ মুটাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু কিছু দেখতে দিবেন না। নারানায় কুবিবার ও বলিবার ক্ষমতা বরিয়া দিয়াছেন; অথচ কিছু বলিতে দিবেন না। এ কেমন কথা? আমরা অন্যায় দেখিলেই বলিব; আমাদের স্বত্ব ও অধিকারহরণচেষ্টা দেখিলেই টীকায় করিব; যত জন তাহার প্রত্যাঙ্গরন না হইবে, বিবাদ করিব; কিন্তু কখন রাষ্ট্রবিপ্লবনচেষ্টা বা অস্ত্রধারণ করিব না। যদি কাহার মে হুশ্চেটা হয়, তাহার ভ্রমভঞ্জন করিয়া দিয়া নিবারণচেষ্টা পাইব, এই আমরা জানি।

দেশীয় না বিদেশীয় উপাধি মিষ্ট?

ডেলিনিউমের এক জন ইং পত্রপ্রেরক একটা উত্তম প্রশ্ন উত্থ করিয়াছেন। কোন কোন ভারতব ইংরাজদিগের ন্যায় “মিটার” “এস্কার” উপাধিলাভার্থী হইবেন। পত্রপ্রেরক বলেন, “এস্কার” উপাধি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ভারতবর্ষীয়দিগের নাই। উক্ত পত্রসম্পাদক পত্রপ্রেরকের কৃত প্রতিবাদর অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় হইয়া ভারতবর্ষীয় উপাধি তাগ করা আমাদের বিবেচনার নিতান্ত বিড়ম্বনার বিষয়। “বারু” উপাধি অপেক্ষা কি “মিষ্ট” এবং “এস্কার” উপাধি অধিক মিষ্ট? এ উপাধি কি সম্মানসূচক নহে তবে বিদেশীয় উপাধির প্রতি কোন কোন? বোম্বাইয়ের পার্শ্বী মাষ্টার “মিষ্টা” হইয়াছেন। তত্রত্য অপর একজনও এই উপাধি মাদবে গ্রহণ করিয়াছেন। মাদ্রাসেও ইহা প্রচলিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে ভারতবর্ষীয় “মিষ্টার” সংখ্যা অল্প; উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রায় দুটো হয় ন বটে, কিন্তু এ দেশীয় বা বিদেশীয় উপাধিতে লাগি বান হইয়াছেন, শুনিতে মন অস্থির হয়। আমাদের স্বদেশের প্রতি অঙ্গ ও অনুরাগ হয় নাই, এতদ্বারা মঙ্গল প্রদান হইতেছে। এতদেশীয় পুটায় নেরাই “মিটার ও এস্কার” উপাধি অধিক উচ্চ। তাঁহারা যেমন ধর্ম পরি পরিয়াছেন, সেইরূপ সকল বিষয়ে পরিবর্তের ইচ্ছা ও ভান করিয়া থাকেন তাহাতে লোকে তাঁহাদিগকে উপহাস করেন এইমাত্র। ধর্ম পরিবর্ত হইবামাত্র অনেকেরই পরিচ্ছদ আহার ব্যবহার মঙ্গলেরই পরিবর্ত হয়। অনেকে খৃষ্টীয় হইয়া সোঁজা বাঙ্গালা কথা জুলিয়া যান

এক জন এদেশীয় খৃষ্টীয়ান ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বদেশীয় ভাষাই বিস্মৃত হইয়াছিলেন । স্বদেশের জল বায়ু আর ভাঁহার সহ্য হইত না ; তিনি মধ্যে মধ্যে বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাইবার কথা কহিতেন । ইহারা হিন্দু ও মুসলমানদিগকে “ বাঙ্গালী ” বলিয়া বর্ণনা করেন, যেন আপনারা আর কোথা হইতে আসিয়াছেন !! দেশীয় বস্ত্র পরিধান করিলে আমাদিগকে যেপ্রকার দখায়, ইউরোপীয় বস্ত্রে তাহার বিপীত বোধ হয় । ইহাতে ইউরোপীয়েরা বর্ণনা ও ভারতবর্ষীয়েরা হাস্য করেন । বস্ত্র প্রভৃতির অশোকা ইংরাজী উপাধি গ্রহণ অধিকতর উপহাসকর । ইহাতে অর্থ সম্মানবৃদ্ধি হয় না, কেবল স্বদেশীয় ও বিদেশীয়দিগের নিকটে হুঙ্ক হইতে হয় । “ জন মুখোপাধার ” “ মাইকেল বসু ” প্রভৃতি নামগুলি শ্রদ্ধাভিমধুর !!! এগুলি কর্ণে যেমন বর্ষণ করে, মিতার রামচন্দ্র মুখোপাধায় এক্ষণকার বলিলে তেমনি মধু লিয়া দিবে সন্দেহ নাই ।

-:~:-

কর্মচারীদিগের গুণানুসারে পদেরতির ব্যবস্থা করা আবশ্যিক । মধ্যে মধ্যে গেজেটে এই বিজ্ঞাপন দিতে পাওয়া যায়, অমুক মাজিষ্ট্রেট ক কালেক্টর অমুক জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, উচ্চ পদ লাভ লেন ; কিন্তু কে কি গুণে ঐ পদ লাভ করিলেন, তাহার উল্লেখ থাকে না, মন ও রাইলাও প্রভৃতির যেমন উন্নতি হইতেছে, মনরো ও ওকিনলে প্রচারও তেমনি হইতেছে । “ মুড়ির এক দর । ” এ রাজা যুদ্ধিষ্ঠিরের সূর্য যজ্ঞের দান নয়, বাবু দেবনারায়ণের রামশঙ্কায় পড়ানও নয় বলেই সমান দান পাইবেন । গুণা-

নুসারে উন্নতিলাভের ব্যবস্থা করিলে কি ভাল হয় না ? এ নিয়ম হইলে আমাদিগের প্রধান পুরুষদিগের কেবল যে গুণগুণতাগুণের পরিচয় হয় একরূপ নয়, যে সকল কর্মচারী অপদার্থ অকর্মণ্য ও অসচ্চরিত্র, তাহারাও শুধরিয়া যাইতে পারে, এবং প্রজারাও সচ্চরিত্রলাভে আপনাদিগকে চরিতার্থ করিয়া মানে । তবে যদি ঐ সাহেব এরূপ সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, যে কর্মচারী আপনার অসাধু ব্যবহার, অন্যায় ও অভ্যচারদ্বারা ভারতবর্ষীয়দিগকে অসন্তুষ্ট করিয়া তুলিবেন, ঐ সাহেব তাঁহাকেই উচ্চ পদ প্রদান করিবেন, সে স্বতন্ত্র কথা । মিছিলমর্কিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই লোক ভদ্র ও কাজের লোক হন না । কর্মকালের সুখ্যাতি ধরিয়া যদি ঐ সাহেব উচ্চ পদ দিবার নিয়ম করেন, তাহা হইলেই স্বল্পকাল মধ্যে দেখিতে পাইবেন যাঁহারা এক্ষণে কণ্টকস্বরূপ হইয়া প্রজাগণকে আলায়তন করিতেছেন, তাহারাও মানুষের মত হইয়া উঠিয়াছেন ।

-:~:-

চুতন পুস্তক ও পত্রিকা ।

১। কাব্যপ্রকাশিকা । শ্রীযুক্ত বরদা-প্রসাদ মজুমদার ক্রমান্বয়ে সংস্কৃত কাব্যগুলি প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়া এক খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন । এ খণ্ডে শকুন্তলা ও কুমার সম্ভব টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদসহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে ।

২। উত্তরপাড়া মাসিক পত্রিকা । বঙ্গভাব উন্নতিসাধন করা পত্রিকা প্রচারকদিগের উদ্দেশ্য । উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট বিষয় সকলের আন্দোলনে প্ররত্ত হইলে এ উদ্দেশ্য ক্রমে সিদ্ধ হইতে পারিবে ।

৩। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর পঞ্চবিংশ (১৮৬৬ । ৬৭ অঙ্কের)

রিপোর্ট । এই সোসাইটী ১৮৬৭ জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় । রিপোর্ট দৃষ্ট হইল, ক্রমশঃ কার্যের উন্নতি তেছে । বিজ্ঞাপনী প্রচারকেরা এক হুৎ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, সকল পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছে, বড় বিক্রয় হইতেছে না । চকমকির প্রভৃতি সামান্যপ্রকার পুস্তকের বাদ চেটা পরিত্যাগ করিয়া যদি উলোকদ্বারা উৎকৃষ্ট পুস্তকের আয় সম্পাদন করা হয়, অধিকপরি বিক্রয় হইতে পারে ।

৪। “ বেনারস আসোসিয়েশন ” ১৮৬৭ অঙ্কের কার্যবিবরণ । এই সমবে প্রকার চলিতেছে, তাহাতে ইদ্বারা অনেক কাজ হইবার সম্ভাব্য সমভাগ সামাজিক উন্নতিসাধনবিমোনিবেশ করিবার সঙ্কল্প করিছেন । কাশীতে এই কার্য হইলেই বিজিত হয় ।

-:~:-

প্রাপ্ত ।

বঙ্গীয়দিগের দৈনিক অনুমতি ।

একগণে গবর্ণমেন্ট ও বৈদেশিক বণিকগণ কার্যালয়সকল যেকপ নিয়ম ও সময়ের ভুক্ত হইয়া চলিতেছে, তাহাতে কর্মচারিগণ শরীর ভয় ও ক্লম হইবার সম্পূর্ণ সম্ভা আছে । বিচারালয় ও সরকারী খনাগার রাজকীয় কার্যালয় ও বণিকগণের কায্যালয় কার্যনির্কাহক সময় এক রূপ নয় । কোথ দশখটিকার পূর্বে কাণ্ড আরম্ভ হয়, কোথ অপিক বেলা যাটলে কাণ্ডাবসান হয় । প্রাপ্তাবে ইঙ্গিত হইয়াছে যে, এ দশ অশয় উফ ও গ্রীষ্মপ্রধান । ততএব এক সময়ে এ দশে বিষয়কাণ্ড সমাধা কনিকপে গুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে ।

যখন সামান্য পাপপঙ্কিগণ চন্দ্র প্রভৌজের সময় স্ব স্ব আত্মসংহরণে বিমু হইয়া অন্যতপ স্থানে বিপ্রান ক র্য পো

মস্যোর কি প্রকারে এপ্রকার অসম্মতি শ্রমসাধ্য বিষয়কর্মসাধন সম্ভব হইতে পারে? ইহাতে কি তাঁহাদের ক্রোধ হয় না? তবে কি করেন, উহার জন্য কি করিতে হয়? ইংরাজদিগের দেশীয় শীতপ্রধান এদেশ অতিশয় গ্রীষ্মপ্রধান। উৎকর্ষিত লোকের আহারীয় নিয়ম ও শীতনীতির, সহিত অত্র দেশের সৌন্দর্য্য নাই। তাঁহারা প্রতি চারি বার, এখানকার লোক দুই বার খাবেন। তথায় শীতাদিক্যে তু প্রাতে অপরাহ্নে কার্য করা উচিত হয়। তথায় রাত্রে ও সূর্যের উত্তাপিঃ এক মুহূর্ত থাকিবার যৌ নাই। বোধ করি, এই তথাকার যাবতীয় বিষয় কার্যসাধন দশটা, চারিটা সময় নির্দ্ধারিত হইবে। অতএব শীতল প্রদেশের কার্য নিয়ম ও সময় উফ্য প্রদেশে নিয়োজিত মুক্তিদিঃ ও ন্যায়ানুগত হইতে পারে। রাজা ও বণিকগণ পক্ষপাত জাতি ও জাত্যভিমানাদি নানা কারণবশতঃ শীতদিগকে গ্রীষ্ম স্বল্প বেতন, সামান্য পদ প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু মনে রাখায্যত শ্রম করাইতে বিলক্ষণ। এখানকার লোক অধিক পরিশ্রমী। শ্রম ও কার্যদক্ষ হইলেও তাঁহারা অধিক বেতন ও উচ্চ পদের পাত্র হইতে পারেন না। কর্মকারকদিগের অনেক প্রবাসী। তাঁহাদিগকে এই অল্প বেতন শ্রমিক ও প্রবাসের ব্যয় নির্দ্ধার করিতে তাঁহাদিগের অধিকাংশ সুশিক্ষিত ও উদ্যোগী নহেন বলিয়া অনেকে অনেক কৃত্রের অসজ্জ হন। তাঁহাদিগের সমস্যাতেও অল্প অল্প বেতনের কিংবা বয়স হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদিগের সামান্য কুশিক্ষিত স্থান ও গৃহে বাস, অস্বাস্থ্য পীড়াজনক দ্রব্য আহার ও অন্যান্য কারণে পরিধান করিয়া কাল কাটিতে হয়। আহার কার্যালয়ের উপস্থিত হইতে না পারিয়া কুশিক্ষিত হইয়া পাছে

বেতন কর্তন, পদাঘাত, মুণ্ডাঘাত ক্রতঙ্গী প্রদর্শন প্রভৃতি করেন, এই ভয়ে জীবন ধারণোপযোগী যৎ সামান্য আহার করিয়া পদব্রজে ক্রতবেগে দূর গু সূর্য্যতাপে দক্ষ হইতে হইতে গলদক্ষকলেবরে কর্মস্থানে উপস্থিত হন। তথায় উপস্থিতির অনতি বিলম্বে নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত হইয়া অবি শ্রান্ত বেলা চারি ঘটিকা বা সন্ধ্যা অথবা কতক রাত্রিপৰ্য্যন্ত কর্ম করিয়া থাকেন। এ দিগে পথক্লেশ ও চর রৌদ্র ও গ্রীষ্ম, ও এ দিগে প্রভুর কোপবাক্য, অপর দিগে অতি রিক্ত পরিশ্রম, এ সকলে শরীর কত দিন স্থাবস্থায় থাকিতে পারে? বিল সরকার, বাজার সরকার প্রভৃতি কর্মচারীগণের দুর-বস্থা মনে করিলেও স্বা বিদীর্ণ হইয়া যায়। আহারান্তে প্রচণ্ড খোজের সময় গলি গলি, বাড়ী বাড়ী দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষুকের ন্যায় তাহাদিগকে ভ্রমণ করিতে হয়। এফণে কাহার প্রতিই বা দোষারোপ করা যায়? আমাদের দেশস্থ লোকই যত অনর্থের মূল। ইহারা সামান্য নিলঙ্ক নহেন। ইহাদের জাত্যভিমান অত্যন্ত প্রবল। ক্রয়ি বাণিজ্য প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তি, ইহাদের নিকট আদর নীয় হয় না। ঐগুলি আদরনীয় হইলে ইহারা স্বেচ্ছামত সময় ও কার্যবিভাগ করিয়া সচ্ছন্দ ভাবিকা অর্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে স্বাস্থ্যব্যঘাত হইবার সম্ভাবনা সম্ভাবনা থাকে না। আমরা এই রূপ দোষার্ণণ করাতে অনেক অনেক প্রকার আপত্তিও উত্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার যদি পক্ষপাত ধন্য হইয়া স্থিরচিত্তে এক বার ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে সহজেই সবল আপত্তির খণ্ডন হইয়া যাইবে। অগ্রে শরীররক্ষা করা সকলেরই মঙ্গলতোভাবে কর্তব্য; পশ্চাৎ বিষয় কর্ম। যদি শরীরই অপটু হইল, তাহা হইলে বিষয়কার্য কিকপে নির্দ্ধার হইবে। এইসকল আশঙ্ক্যের আশঙ্ক্যায় পূর্ক কালের রাজা, মহাজন, দেশীয় বণিকগণ, এতাদৃশ সময়ের বর্শবর্তী না হইয়া নিজ নিজ বিষয় কার্য প্রাতে ও অপরাহ্নে সম্পাদন করিতেন। তাঁহারা কি এতই অবিবেচক ও অদুরদর্শী

হিলেন? তাঁহাদের বিষয় কার্য কি কার্য নহে। তাঁহাদের কার্য কি স্বাভাবে সম্পন্ন হইত না? ই রাজেরা এ অধিকার করিয়া অনেক দিবসাবধি ত এ ও বৈকালে স্ব স্ব কার্য নিস্পাদন করিতেন। দেশীয় কর্মকার, মহাজন প্রভৃতি প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে আপন কার্য সম্পাদন করিতেছেন। ইহা কি এত নির্দ্ধার ও হিতাহিতজ্ঞান হইবে? ইহাদের কর্মচারীগণের সহিত বে প্রভৃতি কর্মকারকগণের শারীরিক বলবৎ তুলনা কিলে বহু বৈলক্ষণ্য বাধ হইবে। অতএব দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কার্যনির্দ্ধারক নিয়ম ও সময় নির্দ্ধারণ রাজ ক্রমগণের কর্তব্য কর্ম।

বিবিধসংবাদ ।

১৩ ই আশ্বিন মৌনবার ।

এক ব্যক্তি সংবাদপত্রে লিখিতেছেন, শ্রম শূকরের কোন আশঙ্ক্য হয় না। শ্রম কর্তৃক আহার করিয়া থাকে। আমেরিকা শূকরেরা রাটল সপ সক্ষম করে, ইহার আর্থে। সপের বিষে তাহাদিগের কিংবা না, ইহার পরীক্ষা আবশ্যিক। সপ্রতি প্রধান মন্ত্রি বচরালয়ের প্রধান পতি নুতন উকীলদিগের খাস অপীলের ব্যবধান করিয়াছেন। যেসকল খাস অপীল তাহা উকীলেরা গ্রহণ করেন না, মেয়েরা তাহা নুতন উকীলদিগের দ্বারা গ্রহণ হইয়া লন। কিন্তু অপীলের খাস তাহা থাকে না। প্রধান বিচারপতি বলেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা বহুদর্শী ও উপায় হারা ভীষেরা মকদ্দমা লইতে অসম্মত হন। তাহাদিগের তাহা গ্রহণ করা অসুচিত। ১০ আইনের মকদ্দমা দেওয়ানী আদালত হইয়া যাইবার প্রস্তাব হওয়াতে মকদ্দমার আশঙ্ক্য অসম্মত হইয়া অনেকে এই বাঁলিয়া আবেদন করিতে যদি দেওয়ানী আদালত বিচার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সেন তথায় গিয়া প্রমোক্ত হইবার অসম্মত পান। তাঁহারা বলেন অফের ১০ আইন অনুসারে তাঁহারা বে প্রভৃতির পরীক্ষা দিয়াছেন। প্রাপ্ত ও পত্রের বলে তাঁহারা ক্রমশঃ মকদ্দমায় তরকার্ণে অসম্মত হইয়াছেন। আইনে

প্রদত্ত স্বল্প লোপ করিতে পারে না। অতঃপর বিধাৎ রেবেণিউ এজেন্টদিগের পক্ষে না যাঁহারা আপাততঃ এইসকল মকদ্দমা হইতেছেন তাঁহাদিগের স্বল্প না যায়। স্বল্প লোপ করা অসম্ভব সন্দেহ নাই, অনুমান করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান হইতে পাবেন না। তাঁহারা সত্যোক্তে মিথ্যার দ্বারা প্রকৃত বিষয়টিকে বিকৃত করিয়াছেন। নবকদিগের আবেদনাদ্বারা বঙ্গদেশীয় সেন্টে রেবেণিউ বোর্ডের সম্পত্তি লইয়া অন্য সামান্য প্রবোধ স্বাক্ষর করাইয়াছেন। বী পঞ্চালিত ও পিনিয়ন দর জন লরেঞ্জের মলসর্কিসসংক্রান্ত চাকুরি বিষয়ে বলি মন গবর্নমেন্টের ব্যয়ে যেসকল ভারতবর্ষীয় লি. অন ও চিকিৎসক প্রভৃতি হইবার নিমিত্ত প্রবেশ করিবেন, তাঁহাদিগকে এই প্রতিজ্ঞা করা কর্তব্য যে যাঁহারা কৃতকার্য হইবেন, তাঁহারা ক্রমশ এই টাকা প্রত্যাপন করিবেন। মন বলেন যে এইপ্রকার সতর্ক না হওয়া তাহা হইলে খেতবর্ন পরীক্ষার্থীদিগের পক্ষা কৃতকার্যদিগের প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ প্রদান করা হয়, এই কথা বলিয়া ইংলণ্ডে গবর্নমেন্টের উদ্ভিবে। এই প্রকার চীৎকার হওয়াই উচিত। কারণ আমাদিগের গবর্নমেন্টে যেপ্রকার মনিক ও অস্বলক দয়ার বশবর্তী হইয়া তাড়াতাড়ি একটা কাজ করিয়া আসেন, তাহা এত রূপে নিবারণিত হইবে। আমরা আরও প্রস্তাব দিতেছি, দুই এক ব্যক্তির দ্বারা যাবতীয় পরীক্ষার সচ্ছন্দতার নিমিত্ত ১০,০০০ টাকার মন লওয়া কর্তব্য। যাঁহারা সিভিল সার্কিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাদিগকেই মন এই জািনন দিতে হইবে। পরীক্ষার্থীকে প্রাপ্ত স্বাস্থ্য ও সচ্ছন্দতার প্রমাণপত্র দিতে হইবে। এদেশের যে ব্যক্তি সিভিল সার্কিস পরীক্ষা দিবার কথা মুখে আনিবেন, তাঁহাদের ১০,০০০ টাকা দণ্ড হইবে, এককালে এই প্রকার আদেশ করিবার প্রস্তাব করিলে ভাল হইত না। গবর্নমেন্ট সাধারণ মতে উপেক্ষা না করিয়া প্রবেশ আদেশে শিক্ষাবিভাগ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। এতদ্বিধা পর দিল্লীর পুৰাতন নৌকার সচ্ছন্দ উদ্ভিবা হইতেছে। এট সেরূপ করা করিতে হইলে টাকা বর হইয়াছে, তাহাতে একটা প্রথম শ্রমির লোকসে হইত। উত্তর পশ্চিমবঙ্গের স্থানেই স্থানে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কলিকাতার ছোট আদালতের জিজ্ঞাসা ক্রমে প্রধানতম বিচারালয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কোন মকদ্দমায় যদি তমাদিদোষ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে বিচারপতি নিজে সেই আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন। পূর্বে অনেকের সংস্কার ছিল, প্রত্যথী নিজে না করিলে তমাদির আপত্তি গ্রাহ্য হইত না। এগিছান্তী যুক্তিসিদ্ধ। গত শুক্রবার বিচারপতি ফিয়ারের বাগীতে সমাজিক বিজ্ঞানসভার ঐত্রমাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। রোজ ব্রোণের হত্যার অনুসন্ধান অদ্যাপি হইতেছে। মাধব চন্দ্র দত্তকে পুনর্বার শনিবার পুলিশে আসিতে হয়। গবর্নমেন্টের আটনী আর এক মাস সময় লইয়াছেন। ১৪ ই আবেদন মঙ্গলবার। রেলওয়ে বিভাগের কার্য অনেক বৃদ্ধি হওয়াতে গবর্নমেন্ট এক জন অতিরিক্ত ডেপুটি কম মলটিও ইঞ্জিনিয়ারকে নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। গ্রেট সাহেব আসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির পরত্যাগ করাকে সোসাইটি তাঁহাকে এক অস্তিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছেন। ডেলিনিউস বলেন, অফির জাহাজ ৪০০ কাহার লইয়া অনেকলি আখাত হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে। জাহাজের লোকেরা কাহার দিগের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিয়াছে। অফিসেরা তাহাদিগকে প্রহার করিতেন, তাহাদিগের রক্তনের পাত্রসকলের চতুর্থাংশ কাড়িয়া লওয়া হয়। তাহাদিগকে শৃগাল কুকুরের ন্যায় সংকীর্ণ স্থানে রাখা হইত। এইসকল দুর্ভাগ্যবাহীরা এত কষ্ট হয় যে কলিকাতার নিকটে আসিলে প্রত্যহ ২১ জন করিয়া প্রাণত্যাগ করে। আব কিছু দিন জাহাজে থাকিলে সকলকেই প্রাণত্যাগ করিতে হইত। সর্বশুদ্ধ ২৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। নাবিকদিগের পলাঘাত, অফিসরদিগের মুষ্টিপ্রহার, অনাহার ও সংকীর্ণ স্থানে বাস ইহাতে যে মৃত্যু হইবে, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। তাহা হইক, যেমন হইয়া থাকে, গবর্নমেন্ট অনুসন্ধানের আজ্ঞা দিয়াছেন। কয়েক জন ভারতবর্ষীয় কাহার প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার আবার অনুসন্ধান কি? অগামী অক্টোবর অবধি কলিকাতার ছোট আদালতে স্ট্রাম্প চলিবে। পূজা নিকট হওয়াতে মকদ্দমার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। জজেরা বলিয়াছেন, এ সময়ে স্ত্রুতন প্রণালী প্রবর্তিত করিলে বিশেষ গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। রবিবার রাত্রিতে এক ছরান্না ঠনঠনিয়ার

এক বেশ্যার বাগীতে অবস্থিতি করে। এই ব্যক্তি জীলোকটির গলা কাটিয়া বধ করিয়া তাহা অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিশ অনুসন্ধান করিতেছেন। অনন্ত কাল অনুসন্ধান করিবেন। কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে আজি খাঁ কাবুলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। জাহাজ আলি খাঁ গিজনির নিকটে আসিয়াছেন। উত্তর স্থানে আজিম খাঁর অল্পই সৈন্য আছে। সিয় আলি খাঁ কান্দাহারে আগমন করিয়াছেন। আবুল রহমান খাঁ সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। একজন জনপ্রতি, তিনি শীঘ্র রুমী সেনাপতির নিকটে গমন করিবেন। কাবুলে জীলোকদিগের উপরে অত্যাচারের বাধনা মকসলাইট বলেন, পেসোয়ারস্থিত এক ইউরোপীয় সৈনিক তাঁহার নিকটে এক লিখিয়া আবেদন করিয়াছেন, এক জন আ সের তাঁহার জীকে ব্যক্তিচারিণী করিবার চেষ্টা আছেন। ঐ জীলোককে উপত্রদ্বারা আপন বাগীতে আহ্বান করিতেছেন। মকসলাইট তামিত এই অফিসরকে এই বলিয়া স্ত্রুপ্রদ করিয়াছেন যে, যদি তিনি এই চেষ্টা ত্যাগ না করেন তাহা হইলে তাঁহার নাম শুদ্ধ গুলি প্রকাশিত হইবে। আজি কালি সৈনিক শিবির বড় গুলজার। সের উইলিয়ম মিয়র সম্পত্তি এক মিলিখিয়া দেখাইয়াছেন উত্তর পশ্চিমবঙ্গ অচিহ্নিত বিচারকার্যে ১৭ জন ভারতবর্ষীয় ২ জন ইউরোপীয় নিযুক্ত আছেন। র বিভাগে ২০৬ জন ভারতবর্ষীয় ৬২৪ ইউরোপীয় রহিয়াছেন। বিচারবিভাগে পর দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, অতএব আচি কার্যে যে অধির ইউরোপীয়েরা আছেন পরীক্ষা দেওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে বড় সহজ রাজস্ববিভাগের ২০৬ জন ভারতবর্ষীয় মদে কত জন তহসিলদার ও কত জন কালেক্টর? এই প্রভেদ করিয়া বেতনের করিলে ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা অধিক হই সের উইলিয়ম মিয়র পঞ্জাবী দলে মিশ্রিত লেন, বড় আবেদনের বিষয়। ১৫ ই আবেদন বুধবার। গীহার পীড়িতাবস্থা হত্যাপরাধ মুক্তিলাভের যেমন উপায় হইয়াছে, তদ্বাধ্যতা তেননি বেতনদান হইতে নি লাভের অপদেশ হইয়াছে। অনেক ইউরো এই চল পাইয়া জুতাদিগকে বেতন দে তাহারা তাহা চাহিতে আসিলে অন

প্রবেশ ও গালি দিবার অপরাধ দিয়া নালীশ করা হয়। মাজিস্ট্রেটেরাও দণ্ড দিতে চাচ্ছেন না। কিন্তু গত কল্যা কলিকাতার মাজিস্ট্রেট রবার্টস সাহেব এক আশ্চর্য্য বিচার করিয়াছেন, তাহা সকলকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। হারবার্ট নামক এক ইউরোপীয় ঠাহার আয়া ও তাহার স্বামীর নামে চৌর্য্যাপরাধের নালীশ করেন। চুরি ৫ মাল হইল না, কিন্তু যেখানে অপহৃত অলঙ্কার ছিল, আয়া তদ্ব্যপে প্রবেশ করিয়াছিল প্রমাণ হওয়াতে রবার্টস সাহেব চুরির অপরাধে নুরু করিয়া অনধিকারপ্রবেশের অপরাধে আয়ার দশ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। ভৃত্যেরা ত প্রভুর সকল গৃহেই প্রবেশ করিয়া থাকে। আয়ার কি সে ঘরে প্রবেশের নিষেধ ছিল?

গত কল্যা কলিকাতার পুলিশে আর এক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। এক জন নাবিক তাহার কাণ্ডের নামে নালীশ করে। এরূপ স্থলে সচরাচর যে রূপ হইয়া থাকে, তাহার সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিল না। মাজিস্ট্রেট তাহারই দণ্ড দিলেন। নাবিক ইচ্ছাতে নিঃশব্দে কাণ্ডের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে এক ভয়ানক চুপি মারিল। মাজিস্ট্রেট এনিমিত্ত তাহার চয় মাস কারাবাসের দণ্ড দিয়া বলিলেন, তিনি যত দিন উত্তর বিভাগের মাজিস্ট্রেট ছিলেন, তত দিন এপ্রকার কাণ্ড আদালতে হয় নাই। চক্ষিণ বিভাগের পুলিশ কর্মচারিগণ জাপান আশ্রয় কর্তব্য কর্মে মনোযোগী নহেন; এ বিষয়ে এতদেশীয় বিচারগণ কর্মচারিগণ ঠাহারিগণের অপেক্ষা প্রধান। ঐ ঘূসতে উক্ত বিভাগের প্রশংসাত্মক কি আর কোন বিষয়ের প্রমাণ হইল না?

ডেলিমিউসের দারজিলিঙস্থিত সংবাদ দাতা আক্ষেপ করিয়াছেন, তথায় এতটী গিরজা করিবার নিমিত্ত যে চাদা হইয়াছে, তাহাতে উক্ত খাটি প্রস্তুত হইবে না। তাহা কি? গবর্নমেন্টের নিকট আবেদন করিতে বল।

উক্ত পত্রপ্রেরক বলেন, এ পর্যন্ত দারজিলিঙে ৬৯ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে।

কটক ও মহলপুরে হুগী বারিক হইতেছে।

বোম্বাইয়ের লাইসেন্স টাক্স কালেক্টর দোবা তাইয়ের প্রস্তাবানুসারে বোম্বাই গবর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কবধাৰ্য্য করিয়া তালিকা দিবার ১৫ দিবসের মধ্যে যিনি সংবৎসের কর এক কালে দিবেন, তাহার শেখার্কের বাঁটা বাদ হইয়া যাবে। এত সময়ের পরে হইলে ইহা দণ্ড হইবে না। তাহা তৎকালীন গবর্নমেন্ট এই নয় সাধারণ প্রস্তাব করিয়াছেন। দোবা

তাইয়ের দৃষ্টান্ত দেখিয়া কলিকাতার বোম্বাই ও সাহেব এবং এ প্রদেশের আসেসরেরা জ্ঞান শিক্ষা করিতে পারেন।

খোকলের খোদাইয়ার খাঁ ইয়ারখন্দের কুলবগির বিরুদ্ধে বুদ্ধসজ্জা করিবেন। খোকল রুশীয়ার অধীনস্থ; অতএব শীঘ্র রুশীয় টৈন্য গণ তিব্বতে প্রবেশ করিবে।

এবার ৮৫০০ হাজারের অধিক যাত্রী মক্কায় গমন করিয়াছিলেন। কনষ্টান্টিনোপোলস্থিত দুই সুলতানকে ভারতবর্ষীয় যাত্রীদিগের কষ্টে বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করেন তদনুসারে কয়েক জন চিকিৎসক মক্কায় প্রেরিত হইয়াছেন। মক্কার রাস্তাসকল পরিক্ষিত হইয়াছে। মগধের তিব্বতে মঙ্গল রাখিবার যো নাই। আবশ্যিক বিষয়ের বিশেষরূপ বন্দোবস্ত ও পানীয় জলে যত্ন পূর্ব্বক প্রস্তুতি করাতে এবার পীড়ার তাড়ন প্রাকৃত্য হইবে নাই। তুরস্ক গবর্নমেন্টের ন্যায় আমাদিগের গবর্নমেন্ট যদি পুরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। পুরীতে যে কত কাণ্ড হয়, কত লোক পীড়ায় প্রাণত্যাগ করেন, তাহার সাধ্য তাহা স্থির করেন।

১৩ ই প্রবল বৃহস্পতিবার।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ২৪১৭ অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়াতে নদীর জল অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এক দিবসের মধ্যে মৃচ্ছাপুরের নিকটে ৯ ফুট জল বাড়িয়াছে।

আগামের সীমান্ত সিন্ধু, মিসম, কুকি প্রভৃতি বন্যগণ সর্সদা দৌরাখ্য করাতে লেপ্ট নাট গবর্নর সিন্ধুদিগের গ্রাম দক্ষ ও তাহা দিগকে অন্ধ করিবার নিমিত্ত এক দল টৈন্য প্রেরণ করিবার তত্ত্বমত প্রাধনা করিয়াছেন। পঞ্জাবের সীমায় এসকল কাণ্ড শত শত বার হইয়াছে। তথাপি বনোরা সুযোগ পাইলেই অত্যাচার করে। বনোবা দণ্ড স্বরণ করিবার লোক নাই। সুস্থভাবে তাহাদিগকে সংপথে আনিবার চেষ্টা হইলে অধিক কাজ হইতে পারে।

আরবের ওহাবিদিগের গৃহযুদ্ধ হইতেছে। মক্কাটস্থিত ব্রিটিশ রোসডেও এ বিষয় বোম্বাই গবর্নমেন্টকে জানাইয়া বলিয়াছেন, ওহাবিরা পরম্পরের মস্তকচ্ছেদন করিলে মক্কাটপ্রভৃতি রাস্তার সুবিধা হয়। এটা করাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানক সেন্ট জর্জ প্রভৃতির মুখ হইতে বর্ণিত হইলে ভাল শুনাইত। কর্ণেল ব্লুড আইরসদিগের উপরে অতিশয় চটা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বলিয়া যান, তাঁহার কবরের সময়ে যেন কতকগুলি অইরিসকে সুরাপানের নিমিত্ত ৫০ টাকা দেওয়া হয়। তাঁহার বসুগণ এই বাণ্যতা কার্যে বিশ্বাস

প্রকাশ করতে ব্লুড বলিয়াছিলেন * আমি উহাদিগকে ভাল বাসি বলিয়া টাকা দিতেছি না। সুরাপান করিলে উহারা পরম্পরের মস্তক ভঙ্গ করিবে। এই বীজ যত কমে কর্ণেল পেলিও ব্লুডের দাতু প ইয়াছেন।

সিমসার যে বাসীতে গবর্নর জেনরল বাস করেন, তাহা বিক্রীত হইতেছে। সর জন লবেলের পর অন্য কোন শাসনকর্তা বঙ্গের অধিক কংশ আলসে যাপন করিতে পাইবেন না, এটা কি তাহার লক্ষণ?

পুনার অধিবাসীরা সর সাইমর দিট * রাসডের নিকটে এই আবেদন করিয়াছেন যে সকল ব্যক্তি যিনি পঠন জানেন এবং বাঁচাদিগের বাৎসরিক টাকা তাহা আচে, তাঁহারা যেন মিউনিসিপাল কমিসনর মনোনীত করিবার ক্ষমতা পান। বর্তমান কাগনরদিগের উপবে সকলে বিরক্ত। দেশের সকল স্থানেই মিউনিসিপালিটির উপবে লোকের সর্গত বিবক্ষিপকাশ করিতেছেন। অতএব এ বিষয়ে কোন সত্ৰপায় অবলম্বন করা অতিশয় কর্তব্য।

১৮৬৯ অর্থে সুরেডের খাল দিয়া জাহাজ চলিবে। এই খালের আরও অবধি ইংলণ্ডের গবর্নমেন্ট ইহার নানালকার প্রতিবন্ধকতা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এক্ষণে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসকল ক্রমশ স্বীকার করিতেছেন, করাসী ইঞ্জিনিয়ারেরা কৃতকাৰ্য্য হইবেন।

এক জন ইউরোপীয় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জয়ন করিয়া মুসলমানদিগের নিকটে কোথাও পাঠ করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি তাগলপুরে গমন করিয়াছেন। এ ব্যক্তি আপনাকে সুইজল লণ্ডীয় বলিয়া পরিচয় দেন। পুলিশ ইহার উপর চক্ষু রাখিয়াছেন। এ ব্যক্তি ত কশীয়ার চর নহেন? রুশীয় চরগণ যে পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আসিয়াছে, তাহার অনেক লক্ষণ দেখা বাইতেছে।

আগামী অক্টোবর মাসে মিস কার্পেন্টর ভারতবর্ষে আসিবেন। তিনি বেঙ্গলীয়ে এক নর্ম্মালবিদ্যালয় স্থাপিত করিবেন। এই কারণ এক জন শিক্ষয়ত্রীকে ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করিবেন। এই নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ব্যয় মিস কার্পেন্টর নিজ হইতে এবং চাঁদা করিয়া দিবেন মিস কার্পেন্টর দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে জানেন, তাহার বিদ্যালয়ে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক থাকিবে না।

আলাহাবাদস্থিত ১০৭ গণিত ইউরোপীয় সেনাপতির লেপ্টনাক্ট লিন ও তাঁহার স্ত্রী উক্ত বেজমেন্টের কর্ণেল পেটনের নামে ১০০০০ টাকা দান দিয়া নালীশ করিয়াছেন। লেপ্টনাক্ট

ম, কর্নেল পেটন বলিয়াছেন, যে বিবি লিন
নামক এক জন কমিসরি এই কন্ট্রোলারের
৫০০ টাকা উৎকোচ লইয়াছেন। হরি
১০০০ টাকার দাবিতে কর্নেলের নামে
করিয়াছেন। ইতিমধ্যে লেপ্টন্যান্টের
তত্ত্বাবধানে নৈমিত্তিক কমিসন বসি
এই কমিসন রিপোর্ট না দিলে আলাহা-
বাদের জজ বিচার আরম্ভ করবেন না।
বিএট ও পবলিকওয়ার্ক বিভাগসম্বন্ধে
কহণীয়।

যেক মাস পূর্ণি জন মাঘনাইট বোম্বাইয়ের
জন প্রধান বণিক বলিয়া ল
১০০ টাকা গাণ্ডী ভাড়া দিতে। গাণ্ডী,
কুকু ও ভূতের সংখ্যা ছিল না।
এই মাসেই মাসেই মাসেই
জন, হইয়া রাখায় পতিত থাকিতে তাঁহার
কাজের মানা হয়। এ টাকা দিবার ক্ষমতা
কাজে সাহেবকে জষ্ট্রালের নিমিত্ত কারা
খালিতে হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা এদেশে
দ্রাব্য নবাব হন। জঙ্গ লোকে আপন অবস্থা
কাজ করতে পারেন। অনেককে শেধে
কষ্ট পাইতে হয়।

ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশীয় উভয় গবর্ণমে-
ন্টের জালপত্র পুস্তি বাজালা রেলও
স মা রক কারবার প্রস্তাব করিয়াছেন।
চালা ও যশোর পর্যন্ত জঙ্গ খা হউক। বিলা
গর গমন, গমনের সুবিধাভিন্ন দারজি-
নেল হইতে করবার আরও কোন লাভ
হইতে পারে না।

স্বাভাবিক বেঞ্জর আইন ও ১৮৬২ আনের
আইন প্রচলিত হইয়াছে।

শাসনাদিগকে পৃথক স্থানে রাখিয়া উপদেষ্ট
ক্রান্তাদিগকে এক চাকিবসালয়ে রাখিবার
মিউনিসিপালটিসমূহকে দেওয়া হই
এ নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল
করা হইয়াছে। চাকিবসালয়ে বয়
মসপালটি ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে দিতে
বেশাদিগের নিকটে রেজিষ্ট্রির যে ফী
হইবে, তাহাতে ব্যয় কুলান হয় এমত
ব্যস্ত করা উচিত।

জুর কেলি কাখী ও জাপার বাণিজ্যের
রপোর্ট করিয়াছেন। এই রিপোর্ট প্রীতিকর
হইবে। জাপার কেলির যেন প্রমাণ থাকে,
বিষয়ে উপপাড়া হইতে গেলে তাঁহাকে
শেরণ করবার উদ্দেশ্যে বিকল হইবে।
রণবীর সিংহ যেকার লোক হউন,

তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া সকল কাজ করা
কর্তব্য।

মে মাসের শেষে গবর্ণমেণ্টের ডিম্ব ডিম্ব
ধনাগারে ১১,৪৯,৭৩,১-৪ টাকা জমা ছিল
জমা টাকা প্রতিবৎসর কমিতেছে। এবার
আবিসিনিয়ার যুদ্ধের ও জর আছে।

ডেলিনিউস বলেন, নলহাটির শাখা রেলওয়ে
ক্রয় করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট
ষ্ট্রেটসেক্রেটারির অনুমতি চাহিয়াছিলেন; কিন্তু
সরষ্ট্রাকোর্ড নর্থকোর্ট ইহাতে অসম্মত হন,
সর জন লরেন্স পুনর্বার অনুরোধ করিয়াছেন।
এসকল কাজ জ ইন্সট্রাক কোম্পানির, গবর্ণমে-
ন্টর নহে, এগী আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের বোধ
হয় না কেন?

ফে ও অব ইণ্ডিয়া রুশীয়দিগের এক ব্যব-
হার দর্শনে বিশ্বয় প্রকাশ করিয়াছেন। সুমার
খন্দ গ্রহণ করা হইয়াছে। কঙ্গ রুশীয় গবর্ণমেণ্ট
এমত অসম্মত প্রকাশ করিতেছেন, যেন উক্ত
নগর প্রত্যাৰ্পণ করিবেন। ফে ও এগীকে রুশীয়
চাতুরী বলেন। এ বিষয়ে রুশীয়া ব্রিটিশ গবর্ণ-
মেণ্টের অনুকরণ করিতেছেন। লাড ডেলহৌসি
বলতেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ বাসীদি-
গের নিকটে সুশাসনের অঙ্গীকার করিয়াছেন।
এই কারণ প্রদর্শন করিয়া তিনি অযোধ্যা
গ্রহণ করেন, কিন্তু লোকে দেখিলেন, রাজনীতি
পত্রোক্ত অব লোপ হইলে কোন সচ্ছন্দতাই
প্রীতদায়নী হয় না। রুশীয়েরাও মধ্য আসি-
য়ায় এই মঙ্গল সাধন করিতেছে।

ফে ও অব ইণ্ডিয়া এতদেশীয় সৈন্যদিগের
কিয়দংশকে সুতন রাইফল দিবার অনুরোধ
করিয়াছেন। সময়ের কি আশ্চর্য্য গত এবং
সত্যের এক মাহাত্ম্য! গবর্ণমেণ্টের এই চাটুকায়
একগণে সেনাদল একত্রিত কারবার প্রধানীর
প্রতি দোষারোপ পরিত্যাগ করিয়া এতদেশীয়
সৈন্যদিগের প্রতি আশ্বিনের প্রতিবাদ করি-
য়াছেন। এই ভাব এখন থাকিলে হয়

উক্ত পত্র সর ষ্ট্রাকোর্ড নর্থকোর্টের শিক্ষা
প্রধানী বিস্তারিত করিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ
করয়া বলেন, " ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে
অগত্য উচ্চতর ইংরাজী শিক্ষার নিমিত্ত বিস্তর
টাকা ব্যয় করিতে হইবে, কিন্তু একগণে গবর্ণ-
মেণ্টের রাজনীতি ইংরাজী শিক্ষার বিদ্যা
ধিনী হইয়াছে। " গত কথা বাহির হইয়া পড়ি-
য়াছে। সর জন লরেন্স বাজালীদিগের উপরে
বাদ সাধিয়া ইংরাজী শিক্ষাই বন্ধ করিবার

চেষ্টায় আছেন। ভারতবর্ষ তাঁহার স্বর্নময় প্রা-
মুর্ক্তি করিবেন।

১৭ ই আশ্বিন শুক্রবার।

দিগ্নিতে এত বৃষ্টি হইয়াছে যে কয়কথ
বাটী ও কয়েকজন মনুষ্যের জীবন নষ্ট হইয়া
বহু দিবসের পর বৃষ্টি হইলে প্রায়ই অধিক
মাণে হয় এবং তাহা হইতে বহুতর অ-
ঘটে।

গত কল্যা অবদি প্রধানতম বিচারালয়
আদিম বিভাগের বাটীতে প্রধান বিচারপ-
বিচারপতি মাকবি, মাকফাসেন, লুই জা-
ও দ্বারকানাথ মিত্র পাঁচ জন বিচারপতি এ-
আপীল প্রবণ করিতেছেন। সিবিলিয়ান
এতদেশীয় বিচারপরিগণ এবিভাগে
আগমন করেন না। কিন্তু বিচারপতি লুইজ
সন ও দ্বারকানাথ মিত্রের সদৃশ জজেরা আ-
বিভাগে আসিলে ইহার অলঙ্কার সঙ্গ্রহ হই-
পাবেন।

২৪ পরগণার দক্ষিণাংশে লোকদি-
অতিশয় অল্পকষ্ট হইয়াছে। প্রায় ৩০০ দি-
কৃষক রাজধানী বিভাগের কমিসনরের নি-
আসিয়া বলিয়াছে, এমন কষ্টের সময়ে তাহা-
গুর জমীদার মাতৃজ্ঞানের নিমিত্ত চৌদা চা-
তেছিলেন। জমীদারদিগের এইসকল ব্যবহা-
নিমিত্তই জামরা কৃষকদিগের সহিত চিরস্থ
বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া আসিবেছি।

আমেরিকায় কলে গোদোহন হইতে
নারি সারি গর রাখিয়া প্রত্যেকের বাটে র-
বর নল দেওয়া হয়। যাবতীয় নল একতী
পত্র হইতে বর্জিত হওয়াতে চক্ষ তাহা
গিয়া পড়ে। হস্ত অথবা বাষ্পদারা দূর হই-
কল চলে এবং যেকার চক্ষ বাচুরে টানি-
থাকে, সেইপ্রকার নলে আকর্ষণ করে।
দ্বারা দোহনের অর্জিত সময় মধ্যে এই ক-
দোহন হয়। ইহার আর এক সুবিধা এই গা-
বন্দনা বোধ হইয়া থাকে।

ঠনঠনিয়াতে নতুন মুস্তানামা যে বে-
হত হয়, তাহার হত্যাকারীরা দূত হইয়া
হই, ব্যক্তি হত্যার রাজিতে হন দেশের
শয়ন করিয়াছিল। দেশাব ভাগনীকন্য
চার জন প্রান্তদেশী এ ব্যক্তিদিকে চি-
য়াছে।

১৮ ই আশ্বিন শনিবার।

ডেলিনিউস বলেন, কিছু দিন হইল, তা-
বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখি-
নিমিত্ত বঙ্গদেশ ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে মা-
১৯৯ টাকা ব্যয়ে ৪৬ টী ডাকঘর স্থাপন ক-

লন । ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হওয়াতে চিবস্থায়ী হইয়াছে । ডাকঘর যেখানে সেই খানেই প্রায় লাভ হইবে ।

পরগণার যে জমীদার এই কষ্টের সময়ে দিগের নিকটে মাতৃশ্রদ্ধ বলিয়া ভিক্ষা চাহেন । তদুপলক্ষে ডেলিনিউস বলিয়া জমীদারগণ কবে কৃষকদিগের প্রতি দিগের কর্তব্য কৰ্ম্ম বুঝিবেন । অথবা মর্মে তাহা করিতে বাধিত করিবেন ? ধর মীমাংসা শীঘ্র করা উচিত । কেলিয়া উচিত নহে । ডেলিনিউস চিবস্থায়ী বস্ত্র ভঙ্গ করবার প্রস্তাবটি করিয়া হল- বটিকা প্রয়োগ করিলেন না বেন ? শীর এক জন মন্ত্রী মুক্তিলাভ তিতর নি তাহাফলক পাইয়াছে : ইহতে ও সংস্কৃত ভাষায় কিছু লেখা আছে । লখার মর্ম্ম কি, তাহা এপর্যন্ত কেহ স্থির নাই । এখানি তদ্রূপে চিত্রশালিকায় কাশীর নিকটে একটি স্থান আছে : সর্বদা অলঙ্কার ও অঞ্জলিভূতি লাগলে থাকে । অনেকে অনুমান করেন, এখানে লপুর্দে একটি নগর ছিল । এস্থান খনন দেখা কর্তব্য ।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের কাগজ ত হইতেছে:—

টাকার সিকা	৯৫৮০ । ৯৬
" কোং	৯৮০ । ৯৫।
পবলিকওয়ার্ক	১০৫০ । ১০৫।
" কোং	১০৯৮ । ১১।
" কোং	১১৪৮০ । ১১৫

ইউরোপীয় সমাচা

গত ২২ এপ্রিল : গত কল্যা গিলডচাল সুর রবার্ট নেপিয়ারকে লণ্ডন নগরের সীর স্বত্ব ও ২০০ গিনি মূল্যের এক তল প্রদান করা হইয়াছে ।
ক্যার সময়ে তাঁহার সন্মানার্থ লাভ নেয় গীতে ভোজ হইয়াছে ।
রবার্ট নেপিয়ারকে প্রশংসা করিয়া যে বক্তৃতা করা হয়, তদ্বত্তরে তিনি বলিয়া দিতে অনেক লোক সাহায্য করেন ।
ত: ভারতবর্ষের গবর্নর জেনরল এবং ইংল্যান্ডের গবর্নরের নিকটে তিনি চাহেন যে যুদ্ধে যেসকল ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয় সৈন্য কাম কাম করে, তিনি তাহাদিগের প্রশংসা করণ করেন ।

গত রাত্রিতে সুর রবার্ট আনটনার সুর ষ্ট্রীফোর্ড নার্ককোটকে জিজ্ঞাসা করেন, বিদায়ের পূর্কতন নিয়মামুসারে যেসকল সিবিলায়ান বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে আছেন, তাহাদিগকে স্ত্রুতন নিয়মামুসারে স্বত্ব না দিলে কষ্ট হইবে । এবিষয়ে কোন বন্দোবস্ত হইয়াছে কিনা ? সুর ষ্ট্রীফোর্ড নার্ককোট বলিলেন, এমন স্থলে ব্যক্তি বিশেষের অবশ্য কষ্ট হইবে, ইহা নিবারণ করা অনাধ্য । তিনি বলিলেন, এই কষ্টের একটি মাত্র প্রতিকার আছে । যাঁহারা প্রতি নিদিষ্টরূপ কার্য করিতেছিলেন, তাঁহারা ভারতবর্ষে প্রতিগমন করিলে ভারতবর্ষের টাকা ভিন্ন আপন আপন পদের বেতনের শতকরা ৭৫ টাকা পাইবেন । এই টাকা ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে দেওয়া হইবে । তিনি আরও বলিলেন, আগামী সপ্তাহের মধ্যে তিনি এতৎসংক্রান্ত খানতীয় বিসয় অবগত হইয়া মহাসভাকে তাহা জানাইবেন ।

কমন্স হাউস টেলিগ্রাফনংক্রান্ত বিল বিধিবদ্ধ করিয়াছেন ।

২৪ এপ্রিল : গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে স্মিথ সাহেবের প্রথের প্রস্তাবস্বরূপ সব ষ্ট্রীফোর্ডনার্ককোট বলিয়াছেন, তিনি আগামী সোমবার ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব মহাসভায় প্রদান করিবেন । তিনি আরও বলিলেন হিসাবের সময় পরিবর্ত করিবার মানস করা হয় নাই ।

ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষসাধন বিসয়ক যে চাই আইনের পাণ্ডুলেখা হয়, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে ।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন ।

লেপ্টনেন্টগবর্নরের
আদেশানুসারী
নিয়োগ ।

২১ এপ্রিল : মুন্সেরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মোলবী ওয়াজি উল্লাহ পূর্নির্ঘাতে বদলী হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন ।

২৩ এপ্রিল : ডি, এম, বারবর সাহেব মজঃফপুরের মিউনিসিপালিটির সংকারী সভাপতি হইবেন ।

ডি, এম, বারবর সাহেব ত্রিভুতের ফেরিফও কমিটির সেক্রেটারি হইবেন ।

যত দিন জে, আর, মস্পুটি সাহেব লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন জে, আলেকজান্ডার সাহেব পূর্নির্ঘার প্রতি সিবিলা ও সেশিয়ন জজ হইবেন ।

এচ, হাক্কি সাহেব মুরসিদাবাদের প্রতি সিবিলা ও সেশিয়ন জজ হইবেন ।

২২ এপ্রিল : জুলাইয়ের গেজেটে হাক্কি সাহেব পূর্নির্ঘার প্রতিনাধ সিবিলা ও সেশিয়ন জজ পদে নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন হয়, তাহা দ্বারা রহিত হইল ।

২৪ এপ্রিল : শিয়ালদহের ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টর জমাদার হরো বাহাচা ১৮৫৪ অব্দের ১৮ আইন তদনুসারে দক্ষিণ পুন্ড দেইলওয়ের সমুদায় আংশে পাইবেন ।

এচ, বি, বিম্‌স সাহেব রাজমহলের আসিষ্ট্যান্ট কমিসনর হইয়া সাঁওতাল পরগণার দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন ।

২৫ এপ্রিল : নিম্নলিখিত স্ত্রুতন নিয়মিত ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পশ্চাৎলিখিত স্থানে থাকিবেন ।

বাবু ঘানবচন্দ্র গোস্বামী বি, এ, মুরসিদাবাদে ।
মৌলবী সিরাজুল ইসলাম বি, এ, মৌলবী ।
এ, মিলার সাহেব বাধাগঞ্জ পার্শ্বতীচরণ রায় চাঁকাত্তে ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা আপন আপন ভার গ্রহণদিবসাবদি প্রথমশ্রেণির প্রতি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন :
জে, এফ, হৌন সাহেব মুরসিদাবাদে ।
জি, এম, টি হারিস হাবড়া ।
এফ, জে, আলেকজান্ডার রাজসাহী ।
পি, এ, হমফ্রে, পাবনা ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যে দিবস পশ্চাৎলিখিত কর্মচারীদিগের হস্ত হইতে কার্যভার হইবেন, সেদিন অবদি প্রথম শ্রেণির নিধি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন :
ডবলিউ ওয়েল সাহেব এচ, এ, কক্সের বেদ পরিবর্তে ।

ই, এচ, হুইনফিল্ড সাহেব আর, কক্সের পরিবর্তে ।

ডবলিউ, আর, ল্যান্ডিনি সাহেব ই, ই, স'হেবের পরিবর্তে ।

আর, ডি, হাইম সাহেব এম, এ, মনরো সাহেবের পরিবর্তে ।

এচ, সি, বি, সি, রেবাস সাহেব ডবলিউ, আর, ল্যান্ডিনি সাহেবের পরিবর্তে ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা দ্বিতীয় শ্রেণির নিধি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন ।

ওকিনলে সাহেব। মালদহে।
 ওয়েষ্টলাও সাহেব। যশোহরে।
 সি, মাজল স, সাহেব। ত্রিভুতে।
 সি, প্রাইস " বাখরগঞ্জে।
 সি, টিবেস " সাধাবাদে।
 এচ, পিস " বালেখরে।
 জে, বাটিন " হুগলীতে।
 এচ, বার্ণার সাহেব শিয়া
 ত্যাগ কবিয়া শতাবাদের প্রথম শ্রেণির
 টি মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইবেন, সেই
 অবধি ডবলিউ, বি. ওলফ্‌হাম সাহেব
 য় শ্রেণির প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও
 টি কালেক্টর হইবেন।
 ৭ এ জুলাই। বালেখরের প্রতিনিধি মাজি
 ও কালেক্টর আর, এচ, পিস সাহেব নিজ
 পদে করদ মহলের সুপারিন্টেন্ডেন্টের সহ
 হইবেন।
 ডবলিউ, ডেবি সাহেব কুমিলার এক জন
 মিসিপাল কমিসনর হইবেন।
 ময়লায় ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি
 টিবেস ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে
 তে কালেক্টরবেব ক্ষমতা পাইবেন।
 দু দিননাথ আচা।
 প্যারীমোহন বন্দোপাধ্যায়।
 ৮ এ জুলাই। জি, কে, ওয়েষ্টর সাহেব
 নের মিটানসিপালিটের সহকারী সভা
 ও ডবলিউ, সপাড সাহেব অন্যত্র সভা
 ন।

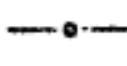
ঘটিয়া উঠে নাই। আমাদের মহারাজের সঙ্গে
 বিস্তর লোক, হস্তী, ঘোড়া গিয়াছিল। তাহাতে
 কাটোয়ার ছল ছল পড়িয়াছিল। পর দিন
 প্রাতেই ভিয়ার ছাড়িয়াছিল।

৩। রাইপুরে একটা রাত্রি ও একটা বালিকা
 বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। রাইপুর, বীরভূমের
 অন্যান্য স্থান হইতে সত্যতম জনপদ। এখানে
 অনেকগুলি কৃতবিদ্য লোক আছেন। ঈদৃশ
 স্থানে এই দুই বিদ্যালয়ের যে এ পর্যন্ত অভাব
 ছিল, ইহাই আক্ষেপের বিষয়।

৪। শুনিলাম, বী. ভূমের সকল স্থানে সুচারু
 রূপে বৃষ্টিপাত হয় নাই। সকলেই মশঙ্কিত
 হইয়াছেন।

৫। এখানকার অতি নিকটে বহরান নামে
 এক গ্রাম আছে। শুনিলাম, সেখানে এক ব্যক্তি
 জালকার্যে অতিশয় নিপুণ ছিল। এই কার্যে
 তাহার জীবনে পায় হইয়া পড়াইয়াছিল। কিন্তু
 এত দিনে এ বিষয়টি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।
 কাটোয়ার সুযোগে ডেপুটি মাজিস্ট্রেট তাহাকে
 বন্দন সহ গ্রেপ্তার করিয়াছেন। সে ব্যক্তি এখন
 বিচারার্থীনে আছে।

৬। বেরমপুরের ডাকাইতির বিষয় সোমপ্র
 কাশে পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্থানীয়
 পুলিশে তাহার কোন অনুসন্ধান করিতে পারে
 নাই। শুনিলাম, কান্দির ডেপুটি মাজিস্ট্রেট সেই
 দফতরের কয়েক ব্যক্তিকে ধরিয়াছেন।



আমাদিগের মজঃকরপুরস্থ সংবাদ-
 দাতা লিখিয়াছেন:—

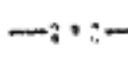
গত ৬ ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ৮টার সময়ে মজঃক-
 রপুরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন ও বিজ্ঞান
 সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে অনেক
 দেশীয় বিদেশীয় সত্ৰাজ লোক সমুপস্থিত
 ছিলেন। বিশেষতঃ এখানকার জজ মাজিস্ট্রেট
 প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা সমাগত
 হন। সভার আড়ম্বরের ত কিছুমাত্র ত্রুটি হয়
 নাই; কিন্তু কার্য কিছুই দেখিতেছি না। কেবল
 জাঁক জমকই সার হইতেছে। আমরা পূর্বে
 ভাবিয়াছিলাম, এ সভাঘারা দেশের বিশেষ
 উন্নতিলাভ হইতে পারিবে; কিন্তু আক্ষেপের
 বিষয় এই এ পর্যন্ত এমন কোন কার্য দৃষ্ট হইল
 না, যাহার নিমিত্ত সভাকে ধন্যবাদ দেওয়া
 যাইতে পারে।

৭। সাতিশয় বিষাদের সহিত প্রকাশ করি-
 তেছি, ত্রিভুতের স্থানে স্থানে অব্যাপি দুঃস ক্রয়

প্রথা প্রচলিত আছে। ঐ সকল দাসকে
 কহে। নফরেরা প্রভুর সকল কার্যই
 থাকে। তন্নিমিত্ত উহার স্বতন্ত্র বেতন পা
 কেবল সামান্যরূপ অন্ন ও বস্ত্র পাইয়া
 তাহাতেই ঐ হতভাগোরা যাবজ্জীবন কা
 বাবে স্বামীর আজ্ঞা বহন করিয়া
 পালিত পশুর ন্যায় ইহাদের সন্তান স
 উপরও স্বামীর স্বয়ং জাগিয়া থাকে। কি
 ঐ স্বত্ব নাশ হয় না। স্বামী মনে করিলে
 দিগকে বিক্রয় করিতে সমর্থ হন। ৭০
 টাকায় অথবা তদপেক্ষা স্থান মূল্যেও
 দম্পতী বিক্রীত হইয়া থাকে। একাশ্য
 বড় ক্রয় বিক্রয় হয় না; কিন্তু গোপনে
 অনেক স্থলে হইয়া থাকে। এক দিন
 জমীদারের সহিত ঘটনাক্রমে আমা
 সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার
 একটা শীর্ষকার চীরধারী চাকর দে
 জিজ্ঞাসা করিতে জানিলাম, সে নফর। ঐ
 দাবের পিতা ঐ নফরের মাতাপিতাকে
 ক্রয় করেন। তদবধি ঐ চর্ভাগদম্পতী
 বারে দাসত্বস্থলে বদ্ধ হইয়াছে
 উহাদের যে কয়েকটা সন্তান জন্মিয়াছে,
 রাও ঐ প্রভুর দাসরূপে পরিগণিত হইয়
 ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরাজ্যতন্ত্রের তিতর
 ন্যায়বিরুদ্ধ ঘৃণিত প্রথা প্রচলিত আছে,
 অপেক্ষা লজ্জা, বিস্ময় ও আক্ষেপের
 আর কি হইতে পারে। এক্ষণে গবর্ন
 নিকটে সবিনয়ে প্রার্থনা যাহাতে এ
 লোমহর্ষণ কুৎসিত প্রথা অর্চবে তির
 হয়, তদ্বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান লইতে
 হউন।

কয়েক দিন হইল এখানে উত্তম বৃষ্টি
 তেছে। আপাততঃ আর চর্ভাগের অ
 দেখিতেছি না। কৃষকেরা সানন্দে ধান
 রোপণ করিতেছে।

কালেক্টরী আদালতে পুনরায় আর
 মতনপ্রকার স্থাল পুত হইয়াছে। আমরা
 ঈয় সাহেবকে অনুপ্রোপ করি, আদালতের
 তন কার্য পত্র ভালরূপে পরিচালনা
 তাহা হইলে আরো কত বাহির হইবে।



আমাদিগের কালনাশ সংবাদ
 লিখিয়াছেন।

১০ জুলাই লেপ্টনান্ট গবর্নর বাহাচর
 নায় আসিবেন এই নিশ্চয় হয়। সেদিন

টার পর এখানকার সদর রাস্তায় লোকারণ্য, অল্পপথে চৌকিদার কনষ্টেবল ও অন্যান্য রাজ কর্মচারগণের গমনাগমন, মহারাজ মহাতাপ প্র বাহাছরের সিকাই ও কর্মচারিগণের গঙ্গা তীরে অবস্থান এবং অন্যান্য দর্শকগণের বিশেষ কোলাহল ও শোভা হইয়াছিল। ঈশান্যের সময় প্রতি সকলেরই লক্ষ্য। শেষে জানা গেল, গুপ্তিপাড়ার নিকট বগারাখালে ঈশান্যের চড়ায় লাগিয়া গিয়াছে। অনেক উপায়ের পর ৫ জুলাই বেলা ৩ টার পর ঈশান্য পুনরায় চলিতে আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত শ্রে বাহাছরের যখন কালনার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সম্মানের জন্য সকল রাজকর্মচারী গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ঈশান্য চড়ায় লাগিয়া দুই দম বিলম্ব হওয়াতে তিনি এখানে উঠিতে পারিলেন না। সুতরাং যিনি যে আশা করিয়া ছিলেন, সকলই ব্যর্থ হইয়া গেল।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, অত্রত্য এসিস্টেন্ট মাজিস্ট্রেট জে, আর হেলেট মহোদয় এখান হইতে রাণীগঞ্জে বদলি হইলেন। ইনি সের্বাস্ত্র এখানে আসিয়াছিলেন, সের্বাস্ত্র এ সবভিবিজনে কোন গুরুতর অত্যাচার হইতে দেখা যায় নাই। পুলিশ বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছিল, প্রমাণগত যথার্থ বিচারে বঞ্চিত ছিল না। কালনার উন্নতি সাধনজন্য ইনি উদ্যোগী ছিলেন। ইনি বাতাস পীড়িত লোকের সাহায্যনিমিত্ত বিশেষ পরিশ্রমসহকারে চানী সংগ্রহ করিয়া নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণের উপায় করিয়া দিয়াছেন। বাহাতে এখানে একটী উত্তম স্কুল হয়, বিধিমতে সে চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু লোকের তাড়নায় থাকাতে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ইনি এখানকার রাস্তাদির কাঁচ ঠিকপ্রথা রহিত করিয়া রাস্তাপ্রকৃতির ব্যয়ের বিষয়ে অনেক সুবিধা করিয়াছেন। ইহারই উৎসাহে ও যত্নে অত্রত্য সাহিত্যবিষয়ক সমাজটী স্থাপিত হইয়াছে। ইনি যেমন কার্য্যকুশল, তেমনি সুশক্ত। ইহার প্রকৃতি এত নয় যে অতিমান ইহার শরীতে আছে এমন বোধ হয় না। যিনি ইহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিয়া থাকেন, যে সিবিলিয়ান বিচারপতির মধ্যে এমন নিরতিমান ও সুশীল লোক অল্প দেখা যায়। আমরা এরূপ আশা করিতে পারি না যে, ইনি চিরকালই এই স্থানে থাকুন; কিন্তু এমন সদাশয় বিচারপতি স্থানান্তরিত হওয়াতে এখানকার লোকের বিশেষ ক্ষতি হইল, একথা মুক্তকণ্ঠে

কথা যাইতে পারে। ইনি বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষা দিয়া সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন সুতরাং এ ভাষায় ইহার অনেক অধিকার জন্মিয়াছে। বিচারকালে আমরা শুনিয়াছি, ইনি উত্তম বাঙ্গালা কহিয়া থাকেন। অল্প দিন হইল উর্দু ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, বুজির তীক্ষ্ণতাবশত তাহাতে অনেক অধিকার জন্মিয়াছে। বাহা হউক ইহার সহিত বাহার পরিচয় হইয়াছে তিনিই এই লেখার যথার্থ অমৃতব ও স্বীকার করিবেন। এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে এমন সদাশয় ও ন্যায্যবান বিচারপাতিকে আমরা যত উন্নত পদে আরোহণ করিতে দেখিব ততই আশ্লাদিত হইব। পরে শুনিলাম ইনি মাজিস্ট্রেট হইয়া যাইতেছেন। আশ্লাদের বিষয়। বাবু ধারকানাথ দে মহাশয় এখানকার বিচারপতি হইয়াছেন।

১২ ই আশ্বিন রাত্রি ৮ টার সময়ে এখানে বিহ্বৎ আলোকের ন্যায় একটা আলোক হইয়াছিল। আলোকটা সহসা উদ্ভিত হইয়া ৫ সেকেণ্ড মধ্যেই আন্তহিত হয়। আলোকটী কোন দিক হইতে উদ্ভিত হয় তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। অনেকেই ইহা দর্শন করিয়াছেন। বোধ হয়, উল্কাপাতনিবন্ধন এই আলোক হইয়া থাকিবে।

এখানকার অধিকাংশ লোকে একত্র হইয়া শ্রীযুক্ত লেপ্টনান্ট গবর্নর বাহাছরের নিকট এই ভাবে আবেদন করিয়াছেন যে, সব আসিস্টেন্ট মারজন বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই স্থানে থাকেন। তাঁহার বেতনের জন্য সকলেই চাঁদা দিতে সম্পূর্ণ সম্মত আছেন। সেই চাঁদা আদায়ের গোলযোগ না হয়, তজজন্য উহা চৌকিদারি টেন্ডের সহিত আদায় হয়, ইহাও সকলে প্রার্থনা করিয়াছেন। আবেদনকারীরা পূর্ণমনোবথ হইলে এখানকার সর্দারী মঙ্গলসভাবনা। বর্তমানাধিপতির প্রেরিত সুতন ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রলাল গুপ্ত মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ইনি স্বাবলম্বনবিষয়ে বিলক্ষণ পারদর্শী। দাতব্য চিকিৎসালয়ে এরূপ সদাশয় লোক থাকিলেই যথার্থ কাজ হইয়া থাকে। ক্রমে ইহার বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিতে ইচ্ছা রহিল।

আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

যেমন আত্মবৃত্তিতে বাঙ্গালা দেশে হুলস্থল লাগিয়াছে, সেইরূপ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অনাবৃত্তিনিবন্ধন হাফাকার উঠিতেছিল।

কিন্তু ২০ এ জুলাই রাত্রি দ্বিতীয় শহরের সময় সুবলধারে এক পসলা বৃষ্টি হওয়াতে প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপর্যয়-ঘটিয়াছে। আজ কালি প্রায় প্রতিদিনই এখানে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। যে সকল শস্যের চারা শুষ্ক হইয়া মৃতবৎ হইয়াছিল, তাহা পুনরায় জীবিত হইয়া উঠিতেছে। খাদ্য সামগ্রী এখানে এখনও হুলস্থাপ্য ও মহাঘাণ্ড হয় নাই; বরং অনেক স্থানে সুলভ আছে। সামান্য চাউল ১১। ১২ সের দরে বিক্রীত হইতেছে। অন্যান্য দ্রব্যও এই রূপ।

গাজিপুরের অন্তঃপাতী কুলুপু (গাজিপুরের ৮ ফ্রোশ অন্তর) গ্রাম হইতে, এখানকার মাজিস্ট্রেট আফিসে সংবাদ আসিয়াছে, তথায় ১৬ জুলাই মৃত্যুকাবরণ হইয়াছিল।

গাজিপুরের দেড় ফ্রোশ পশ্চিমে সরাইয়া নামে একটী ক্ষুদ্র পরী আছে। তাহাতে অন্ত্যন দুই শত লোক বাস করে। প্রায় এক পক্ষ কাল হইল তথায় ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাচুর্য্য হইয়াছে। দুই চারি জন করিয়া প্রায় প্রত্যহই কাল গ্রাসে পাতত হইতেছে। এ পর্যন্ত মৃত্যু সংখ্যা ত্রিশের কিছু অধিক হইয়াছে। গবর্নমেন্ট এক জন নেটিভ ডাক্তারকে চিকিৎসার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার তথায় গমন তবদি মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন অল্প হইতেছে। শুনিলাম, ২১ত দিন হইল গাজিপুর সংরেও বিলক্ষণ ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে। বোধ হয়, এ পর্যন্তও বিশেষ উপায় অবলম্বিত হয় নাই। হইবেই বা কি প্রকারে? এখানকার অধিকেনিভাগীয় ইউরোপীয়দিগের চিকিৎসার নিমিত্ত এক জন সিবিল সার্জন আছেন। তাহাকে প্রতিবারে ১৬ মুদ্রা দর্শনী দিয়া চিকিৎসা করান সাধারণের পক্ষে কত দুর সম্ভাবিত, তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইতেছে। এতজ্বর এখানে একটী গবর্নমেন্টে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। তাহার কার্য্য এক জন সব আসিস্টেন্ট সার্জন দ্বারা নির্বাহিত না হইয়া এক জন নেটিভ ডাক্তার ও এক জন কম্পৌণ্ডর দ্বারা হইতেছে। গাজিপুর একটী সিবিল ট্রেসন। ইহাতে অনেক ইউরোপীয় বাঙ্গালী ভদ্র লোক সপরিবারে বাস করিতেছেন। কিন্তু অতিশয় আক্ষেপের বিষয় এখানে এক জন সূচিকিৎসক নাই। গবর্নমেন্ট এক জন সব আসিস্টেন্ট সার্জন নিযুক্ত করিয়া গাজিপুরের একটী প্রধান অস্তাব পূরণ করুন। এখানকার খেয়রঘাটের বন্দোবস্তটী সাধারণের অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়াছে। যাত্রীগণ এক বার পরপাথে যাইতে হইলে দুই পরসাদি হয়। সময়ে সময়ে ঘাইওয়ালেরা তিন চ

করিয়াও লইয়া থাকে। রাজপুরুষদিগের
আনকার ঘাটওয়ালদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি
উচিত এবং বাহাতে তাহার দীন দুঃখী
গর নিকট হইতে সকল সময়ে এক পরসার
কনা লইতে পারে এরূপ নিয়ম করিয়া
লভ্য হইবে।

—:—

আমাদিগের মেদনীপুরস্থ সংবাদ-
তা লিখিয়াছেন।

গত ১৫ দিন ব্যাপী অতিবৃষ্টি নিবন্ধন এ
শের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল; কিন্তু পুনরায়
তিন-সাতকাল বৃষ্টি না হওয়াতে ধানের
একেবারে রহিত হইয়াছে। হয় তা আবার
ক দিন অতিবৃষ্টি হইয়া নষ্টাবশিষ্ট বাহা কিছু
হু তাহা গ্রাস করিবে।

একমাসপূর্বে এখানে চাউলের মণ
ছিল, এক্ষণে ২ টাকা মণ হইয়াছে। ক্রমে
বৃষ্টি হইতেছে। এতদ্বিবন্ধন অন্যান্য
ও চূর্ণমূল্য হইয়া উঠিয়াছে।

অতিবৃষ্টি নিবন্ধন লোকের ত দার পর
কষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আবার ১৭ ই
ই ঝড় ও প্লাবনের কথা শুনিয়া সকলে
শঙ্কত হইয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরের অশু-
তা তাহা আন ঘটে নাই। তবুও সংবাদদা
ক আমরা ধন্যবাদ দিই যে তিনি পূর্বে
আন করিয়া গিয়াছিলেন।

ইতপূর্বে কতিপয় কোন কোন মোকদ্দমার
কাটের উকিল ও বারিষ্টরেরা এখানে
হইতেন। কিন্তু এক্ষণে সচরাচর তাঁহারা
হইতেছেন। ঘাটালের সুপারভাই
বাবু মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে তমো
ডিবিজনের একাঙ্গিকিউটিত ইঞ্জিনিয়ার
নে ঘাপবিক্রয়ের এক নালিস উপস্থাপন
অত্রত আইন্ট মাজিস্ট্রেট কর্তৃক তা
ন অর্পিত হয়। গত কল্যা অজ সাহেবের
ারে মাধব বাবু নিজে মুক্ত হইয়াছেন।
বাবুর উকিল ও বারিষ্টর আনিতে অনেক
হইয়াছে।

সময়বিশেষে অনেকের স্বভাব পরিবর্ত
কিন্তু আমাদের এখানকার দুসাপী কাছা
স্বভাব এপর্যন্ত সুধরাইল না। দুই প্রহরের
তাহার কার্য আরম্ভ হয় না এবং ৩ টা
গির কমে ভাঙ্গে না। ইহাতে সাধারণের
রানান্তি কষ্ট হয়। কর্তৃপক্ষের মনোযোগ
উচিত।

বিরল ও রক্তাক্তে বস্ত কাম হয়, বল

ও তেজঃপ্রকাশদ্বারা তাহার শতাংশের একাংশ
হওয়াও সুকঠিন। সেদিন অত্রত একটা তেজী
য়ান বাবু আপন বেহালাদিগকে প্রহার করাতে
তাহারও তাঁহাকে উত্তমমধ্যমরূপে শি
দিয়াছে।

৭। শুনিয়া আফ্রাদিত হইলাম, অত্রত
ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সহিত
অন্যান্য শিক্ষক ও পণ্ডিতদিগের যে মনো
মালিন্য জন্মিয়াছিল, তাহা কয়েকজন তত্ত্বলোক
মিলিয়া তত্ত্বন করিয়া দিয়াছেন। শিক্ষকদিগের
পবম্পর অটনক্য ঘটলে কেবল তাঁহাদিগের
স্বভাব যে কলুষিত হয়, এরূপ নহে, বিদ্যালয়ে
রও উদ্বেগদশা ঘটে।

৮। এখানকার জেলে পুনর্নার অত্যাচার
আরম্ভ হইয়াছে। জেল ইনস্পেক্টরের একটা
আশ্চর্য্য নিয়ম এই যে, খৃষ্টধর্মাবলম্বী না হইলে
জেলা হইতে পারিবে না। আমরা ক্রমাগত
৩৪ টি ফিরিঙ্গী জেলরকে ত একরূপই দেখিলাম
মধ্যে যেও জন্মাম এক জন তত্র খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী
আসিয়াছিলেন, তিনি জেলের ব্যাপার দেখিয়া
কর্মত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। জেল এক পক্ষে
জমীদারী ও অন্যপক্ষে সমালয়রূপ। ধর্মো-
প্রভেদ না করিয়া যত দিন উপযুক্ত লোক না
নিযুক্ত হইতেছেন, তত দিন আর কারাবাসীদি
গের পরিভ্রাণ নাই।

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেন।

১। জনশ্রুতি এই যে, এখানকার গুরুপাঠশালা
সমূহের ডিপুটী ইনস্পেক্টর জীযুক্ত বাবু আনন্দ
গোপাল সেন বি, এ, স্বীয় কার্যভার পরিত্যাগ
করিয়াছেন। তাঁহার পদে বাহাতে এক জন
সুবিবেচক, এতদ্বৈশীয়গণের পরিচিত ও
প্রভেদ ব্যক্তি নিযুক্ত হন, তজ্জন্য আমরা
জীযুক্ত বাবু কুন্দেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে
বিশেষরূপে মনোমোহাণী হইতে অনুরোধ
করিতেছি। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে
না যে প্রস্তাবিতপ্রকার এক জন কর্মচারিয়ার
উক্ত পদোচিত কার্য যেরূপ সুচারুরূপে নির্কাহ
হইতে পারে, কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি
ধারিদেরা তজ্জন্য হইবার সম্ভাবনা অল্প।

৩। পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, দীর্ঘকাল
ব্যাপী বর্ষাতে ও প্লাবনে এ প্রদেশে বীজ ধান্য
অনেক বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যদিচ কৃষকেরা
বিপুল অমসহকারে কিছু কিছু বীজ উৎপন্ন
করিতেছে; কিন্তু তাহাও যে বর্ধিত হইয়া কৃষ্টি

কার্য সাধনোপযোগী হইয়া উঠে ইহা
সম্ভাবনা নাই। এক এক বার এরূপ মুদল
বৃষ্টি হইয়া থাকে যে, বীজসকল তাহাতে
হইয়া যায়। কৃষকেরা আবার সেই জল
কেবিরার নিমিত্ত অত্যন্ত পরিশ্রম
বাহা হউক, এক প্রম করিয়াও যদি তাহা
কার্যকর হয় তবেই মঙ্গল, নাচং সম্বান পা
যেরূপ স্থানে স্থানে অনাবৃষ্টিপ্রভৃতির
দেখিতে পাই, তাহাতে আগামী বর্ষের
ভাবিতে গেলে জনর ব্যাকুল হইয়া উঠে।
এই একমাত্র ভরসা জনয়ে আগরক রহি
যে, যে মহাত্মার হুরদশী রাজনীতিজ্ঞত
গত হুর্ভিকে উদ্ভিবা। জনশূন্যপ্রায় হইয়া
সেই মহাত্মা ভারতের পুণ্যবলে আর বল
নাই।

—:—

প্রেরিত

মান্যবর জীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদ
মহাশয় সমীপেণু।

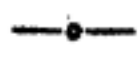
মহাশয়। টৈবল্যবাগী গ্রামে একটা ত
জুরাচুরি হইয়া গিয়াছে। একখানি পাট
কাই নৌকা রাইগঞ্জ হইতে আসিতেছিল
এক দিন প্রদোষকালে নৌকাখানি টৈ
গীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজনী
গমন করিলে পাছে কোন বিপদ ঘটে, এই
স্বাক্ষর কাবিক তথায় সে দিবস নঙ্গর ক
রহিল। পর দিবস প্রাতঃকালে নাবিক কবি
তাতিমুখে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতে
এমত সময়ে এক জন জুরাচোর তাহার
উপস্থিত হইয়া কহিল, “মাঝি! আমার
শত বস্তা পাটের প্রয়োজন আছে, কিন্তু
করিয়া লইবার অবকাশ নাই, বিশেষ
তোমাকে গমনোদ্যোগী দেখিতেছি, অ
আন্দাজ করিয়া একটা দর করা যাউক। না
তাহার বাক্যে সন্মত হইলে, এক শত
পাটের মূল্য পাঁচ শত টাকা ধার্য হইল।
ত্বর ঐ দুই ক্রোতা এক শত বস্তা পাট উঠ
লইয়া নাবিককে উত্তমরূপ মুখ বন্ধ একটি
মুদ্রা (ডবল পয়সা) পরিপূর্ণ খলিয়া প্র
করিল। নাবিক স্বপ্নেও ভাবে নাট যে, ঐ ব
তাহার সহিত ঈদৃশ ব্যবহার করিতে
সুতরাং তোড়াজী খুলিয়া না দেখিয়া অস
হানচিত্তে নৌকার প্রত্যোগমন করিল।

প্রবঞ্চক নাবিকের অজ্ঞতার পুঙ্ক
অধিকতর উপার্জনলালসায় কিয়ৎক
তৎসমিধানে প্রতিগমন করিয়া কহিল, নাবি

যার নৌকায় বসে পাট আছে, আমি সকল
 করিতে হইবে। নাবিক তাহার বাক্যে
 মত হইলে ঐ পানর কাঁহল, “ বদ্যপি আর
 ক পাট দিবে না, তবে আমার মুদ্রা ফিরা-
 দিয়া তোমার পাট ফিরাইয়া লও। তখনও
 তাহার নাবিক তাহার কাপট্যচক্র ভেদ
 ত পারিল না। কিপ্রকারেই বা পারিবে ?
 ত অনিচ্ছিত তাহাতে আবার তাহার
 বিশ্বাস ছিল যে, গঙ্গা যাঁহাকে হিন্দু
 লক্ষীয়া মোক্ষদাত্রী বলিয়া বিবেচনা করেন,
 তীরে কেহ কখন প্রকাশ্য করে না।
 হউক, নাবিক তাহার হোড়া ফিরাইয়া দিয়া
 ফিরাইয়া চাহিলে ঐ নদীর তীরে খুলিয়া
 মাঝি একি ? আমার টাকা কোথায় ?
 পয়সার তোড়া। এত শব্দ নাবিকের কর্ণ-
 প্রবেষ্ট হইবামাত্র, তাহার হৃদয়ে যৎপর
 ভূতপূর্ণ ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব
 এত ক্ষণের পর ঐ হুঁতগ্য ব্যক্তি
 তে পারিল যে, সে এক জন শঠের হস্তে
 ত হইরাছে, কিন্তু কি করে, একে বিদেশ
 আবার উপায়হীন অনেক চিন্তা করিয়া
 শেষে ত্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেটসমীপে আবে
 ত্রাট স্থিতি করিল। কিন্তু তাহাদিগের
 মুখের বিড়ালেব গলায় ঘণ্টা বাধিবার
 বিফল হইল। কাহার এমন সাহস নাই যে
 ষ্টেটের নিকট গমন করে। এক্ষণে এক
 য়াবু ভদ্র লোকের সাহায্যে আবেদন করা
 হইল। শুনিলাম, ঐ জুয়াচোর বহুকালাবধি
 কার অসৎ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া
 কালান্তিপাত করিয়া আসিতেছে।
 বাণীতে পুলিশসহেও যে ঐ শাপায়া খীয়
 ব্যবসায়ের দৈনন্দন উন্নতিসাধনে কৃত
 হইতেছে, ইহাও অল্প বিস্ময়াবহ নহে।
 হউক, আমরা ত্বরসা করি, ত্রীরামপুরের
 ষ্টেট সাহেব মহোদয় বিশেষ তদন্তফান
 ষ্টেটের দমন করবেন। ডবলউ. এচ.
 গু সাহেবের ন্যায় এক জন সুচতুর,
 ল, কাষাদক্ষ ও পদপাতশূন্য মাজিষ্ট্রেটের
 এই মকদ্দমার বিচারভার ন্যস্ত হয়, ইহাই
 পদের একান্ত অপ্রাপ্ত। ইনি সম্প্রতি
 কাষায় জটিলি কালেক্টর হইয়া যে
 মকদ্দমার বিচারভার ন্যস্ত হয়, ইহাই
 পদের একান্ত অপ্রাপ্ত। ইনি সম্প্রতি
 কাষায় জটিলি কালেক্টর হইয়া যে
 মকদ্দমার বিচারভার ন্যস্ত হয়, ইহাই

পদে অতিরিক্ত হইলে ইহার অধিকতর কার্যকা
 রিতা লক্ষিত হইবে।

কলিকাতা } একান্ত বশস্বত
 ১২ আবেণ } জনৈক বাগবাজার বাসিনঃ ।
 ১২৭৫ }



ঘাটালসম্বন্ধিত প্রায় ২০ খনি গ্রামে জল
 প্রাবনে যেসকল দরিদ্র প্রজার গৃহ ভগ্ন হইয়াছে,
 তাহাদিগকে জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট
 বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় ২৪ টাকা করিয়া
 গবর্ণমেন্ট তহবীল হইতে সাহায্য করিয়াছেন।
 পরে অমুসন্ধানদ্বারা জানা গেল, উক্ত
 ডেপুটী বাবু স্থানীয় ভদ্র লোকের সহিত পরামর্শ
 করিয়া অবস্থান্তরে কতকগুলি দরিদ্র প্রজাকে
 উর্দ্ধ সংখ্যা ১০১৫ দশ পনের টাকাও প্রদান
 করিয়াছেন। যেসকল লোককে ১৫ পনের
 টাকা করিয়া গৃহ প্রস্তুত করিতে দিয়াছেন
 তাহারা পাইবার যোগ্য পাত্র সন্দেহ নাই।
 ইহাতে অনেকেই পরম আশ্চর্যিত হইয়াছেন।
 ইহার পর ডেপুটী বাবু প্রায় ১০ দশ দিবস
 আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অল্প অল্প জমণ
 পূর্ণক জাহানাবাদ মহকুমার যে যে গ্রামে জলপ্রা
 বনে যে যে প্রকার বিশেষ ক্ষতি ও গৃহ ভগ্ন হই
 য়াছে, তাহাদের চরবস্থা অবলোকন করিয়া
 হাঁহাত হইয়া তাহাদের সাহায্যের নিমিত্ত
 অমুরোধ করিয়াছেন। তবে কেন এইসকল
 দরিদ্র প্রজা! অদ্যপি কিছু কিছু পায় নাই?
 ঘাটালের প্রজারা যেসকল সাহায্য পাইয়াছে,
 সেইরূপ অন্যান্য গ্রামের প্রজারাও গবর্ণমেন্ট
 হইতে পাইতে পারে। ইহারাও ত গবর্ণমেন্টের
 প্রজা। গবর্ণমেন্ট প্রজাবৎসল হইয়া এরূপ পক্ষ
 পাত কেন করেন? ঘাটালের মডেলস্কুল
 গৃহটি সেইরূপ ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। ইহা
 প্রস্তুত হইবার কোন উদ্যোগ দেখিতেছি না।
 শুনিলাম, মুন্সেফী কাছারীবাটী পাকা হইবার
 কল্পনা হইতেছে। ৬০০ ছয় শত টাকায় কিরূপ
 পাকা হইবে। ইতি

একান্ত বশস্বত ।

মূল্যপ্রাপ্তি ।

- শ্রীযুক্ত বাবু মথুরামোহন পাল বালিডাঙ্গা
- ১২৭৫ আবেণ হইতে ৭৬ আশাচ ১০
- » » শ্যামাচরণ বিশ্বাস গোবিন্দপুর ৫০০
- » » কাশীচন্দ্র বহু নড়াইল
- ১২৭৫ আবেণ হইতে পৌষ ৭
- » » শশীভূষণ চৌধুরী পাণ্ডুগ্রাম
- ১২৭৫ আবেণ হইতে ৭৬ আশাচ ১৩৫

যশোহর পবলিক লাইব্রেরির সেক্রেট
 ১২৭৫ আবেণ হইতে ৭৬ আশাচ

—:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটা

বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে ম
 যলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
 বাণ্যাসিক ৫০০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাসুল
 সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং ট্রেড
 সিক ৩৬০। তিন মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য
 গ্রহণ করা যায় না। ছুটি, বরাতি চিঠি, মা
 অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্য
 বাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপা
 দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহ
 যেন এক অথবা আপ আনার অধিক মূল্য
 ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বলে হইতে সোমপ্রকাশ
 মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করি
 শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠ
 ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হই
 আসিবে, এক মাসপূর্বে তাঁহাদিগকে নি
 লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হই
 গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
 একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ ক
 যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠ
 হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের ড
 ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ ক
 যেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ক
 যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্
 করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
 আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হইবে।
 যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা ক
 যেন, তাহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পু
 মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষি
 গাজিপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যা
 ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকাল
 প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ নং ভাগ

৪০ সংখ্যা।

“ প্রবর্তনা প্রকৃতিদ্বিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিমহতী ন হীযতা। ”

২৭৩

সকল মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
গ্রাম বাধ্যাসিক ৫৯ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫ । ২৭ এ আশ্বিন । ১৮ ৬৮ । ১০ ই আগষ্ট

মফসলে মাস্তুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক
বাধ্যাসিক ৭, ও টেরমাসিক ৩৫০

বিজ্ঞাপন

পুরাণ প্রকাশ

বিষ্ণু পুরাণ

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড
পৃষ্ঠা (অগ্রিম মূল্য) ১০

যিনি গ্রহণাত্মিনী হইবেন তিনি মুক্তাপুর
মহাশক্তি ৩৪।১ নং ভবনে কাব্য প্রকাশ
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে
বুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত
শ্রম ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম
পাইলে বিদেশে বিষ্ণু পুরাণ পাঠাইবার
সমস্যা নাই হইবে।

—:—

শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
লাহাবাদ হইতে আমাদের নিকটে এই
বের এক পত্র লিখিয়াছেন যে, তাঁহার অনু-
ষ্ট আতা তাঁহাকে পত্রখীরা জানাইয়াছেন,
সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে সংবাদ প্রেরণ করিলে
নি জানিতে পারিবে। মহেশ বাবু যেপ্রকার
ভর হইয়াছেন, তাহাঁদের তাঁহার সহিত তাঁহার
শ্রী আতাব এরূপ ব্যবহার করা আর
পেয় হয় না। অবিলম্বে তিনি আপনার অবস্থা
দ্রষ্টান্ত বিস্তারিতরূপে লিখিয়া আপনার
ভার উৎকর্ষা হ্র ও বাণীতে প্রত্যাগমন
রন, এই আমাদের অমুরোধ।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক।

—:—

ইন্ড ইন্ডিয়ান রেলওয়ে।

ও দিল্লী রেলওয়ে।

মিরট দিল্লী গভার্নমেন্ট।

সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে,
কর্নে যাবতীয় বাণিজ্য দ্রব্য ও আরোহিণের

মিরট হইয়া ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের সমস্ত
প্রধান প্রধান ষ্টেশনে গভার্নমেন্ট হইবে।

ইন্ড ইন্ডিয়া রেলওয়ে
ডেলহাউসী কোয়ার্টার কলি } সিনিলটিফেলন
কাতা ২৭এ জুলাই। } এজেন্সি বোর্ড

—:—

যন্ত্রস্থিত।

সমস্ত প্রচারিত হইবে।

- বিধবা বিবাহ নাটক ১
- রাজা হরিশ্চন্দ্র চরিত ১০
- সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ১
- পূর্বনৈবধ চরিত ১ ম সর্গ মারায়নী টীকা ১০
- সহিত ১০

এক মাসের মধ্যে বাঁহারা গ্রাহক হইবেন
ও অগ্রিম মূল্য দিবেন কেবল তাঁহাদিগকেই
সাহিত্য দর্পণ ও নৈবধ এই দুই গ্রন্থের প্রকাশিত
খণ্ড নিয়মিতরূপে দেওয়া যাইবে। এক মাসের
পর আর খতজ্ঞ খণ্ড বিক্রয় করা যাইবে না।
এক বারে সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিক্রয় হইবে।

বিক্রয় পুস্তক।

- হেমচন্দ্র কোষ ১৬
- অমর, মেদিনী, ত্রিকাণ্ড শেখ, হারাবলী
- একত্র বাঁধান ৩৩০
- মুদ্রকটিক নাটক ১০
- মিতাকরা ১০
- কলিকাতা } ক্রীকেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-
ঠনঠনে ১৭৭ নং } পাধ্যায়।

—:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাগী গুলামসহ ১৯ নং
ঝোকা বাগান।

বিক্রয়ের নিমিত্ত।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাগী।
উপরি উক্ত বাগান ও বাগী বাঁহারা কর

করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিয়
ব্লিত স্ক্রিপ্ট নিকট জানাইবেন।

নিলেগাবস্ আরবো
খনট এবং কো

—:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও প
ভাঙ্গা বাবু যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে
প্রনীত ও মংপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তক
বিক্রয় হইতেছে:—

- প্রনীত মূল্য
- ক্রীম ইতিহাস ১
- রোম ইতিহাস ১
- ভূবনসার ব্যাকরণ
- নীতিসার (১ ম ভাগ)
- নীতিসার (২ ম ভাগ)
- প্রচারিত।
- মুদ্রবোধ ব্যাকরণ

শ্রীধারকানাথ শর্মা

—:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙলা পুস্তক কাগজ কলমাদি
বিধ দ্রব্য পাওয়া যায় মফসলে ঘড়ী অ
ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে
আনার হিসাবে কমিসন দি। যদি কেহ
টাকার দ্রব্যাদি লয়েন তাহা হইলে ১০
হিসাবে কমিসন পাইবেন।

গোল্ড স্মিথ পইটিকেল ওয়ার্ক

আরেবিয়ান নাইট

স্পেক টেটার

বেলেয়ার্স লেকচার

জোসেফস ওয়ার্ক

ইংরাজী ভগবৎ গীতা

ইং কাদম্বারী

দিগের মত এই যে সকল পাঠশালায়
রা সাহায্য দিবেন সেখানে বাইবেল
ত হইবে। ইনস্পেক্টর বাবু ভূদেব
পাধ্যায় ইহাতে সম্মতি দেওয়াতে
সম্মত হন; কিন্তু তিনি স্পষ্ট
বলেন, যে সকল বালকের কর্তৃপক্ষ
পত্তি করিবেন, তাহাদিগকে বাইবেল
করিতে বলা হইবে না। এই কথা
পার্ট মধ্যে থাকিতে গত মে মাসে
তবৎ সত্য বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টকে
দ্বিবে এক পত্র লিখেন। সত্য বলেন,
মহাশয়ের। গবর্নমেন্টের বেতন
গী; অতএব তাঁহারা গবর্নমেন্টের
ত সাক্ষাৎসম্মত। এক্ষণে স্থলে
নরিদিগের কথায় বাইবেল প্রচলিত
য়া ডিরেক্টর গবর্নমেন্টের বারম্বার
শিত ধর্মসংক্রান্ত নিরপেক্ষ রাজ
তর বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন। তাঁহারা
ন, পল্লীগ্রামস্থ লোকদিগের সম্মতি
করা হয় নাই। যে শ্রেণির শিশুর
পাঠশালায় আইসে, তাহাদিগের
পক্ষ প্রায় মুর্থ; তাহাদিগের সম্মতি
কর নহে। তাহারা আপনাদিগের
ও স্বত্ব এবং মিসনরিদিগের অতি-
ভালরূপে বুঝিতে পারিলে কখন
সম্মতি দিবে না। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট
প উদারতাবাপন, প্রজাদিগের
গা ও ভীকৃতারূপে উপায় গ্রহণ
য়া তাঁহাদিগের ধর্মের প্রতি হস্ত-
পন করা অথবা অন্যকে করিতে
য়া তাহার অমুরূপ নহে। ধর্মের
র হস্তক্ষেপণ করিলে যে সকল
ক্ট হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া সত্য
াছেন, আজ যশোহরের মিসনরিগণ
ক, মানচিত্র ও টাকা দিয়া বাইবেল
করাইলেন; কল্যা অন্য ধর্মসংক্রান্ত
কগণ তদপেক্ষা অধিক দান স্বীকার
য়া আপনাদিগের ধর্ম পুস্তক পাঠ
ইবেন। বিদ্যালয়ে তবে একপ্রকার

নীলামের ডাক হইতে চলিল। টাকা
দিলেই গবর্নমেন্ট যে সে সম্প্রদায়কে
ধর্মশিক্ষা দিতে দিবেন। সত্যর পত্রের
একাংশের প্রতি সর্বসাধারণ ও গবর্নমে-
ন্টের বিশেষরূপে দৃষ্টিক্ষেপ কর্তব্য।
সত্য বলেন, “ মিসনরিবিদ্যালয়সমূহে
যে আনুকূল্য প্রদান করা হয় তাহা ধর্ম
সম্বন্ধে দেওয়া হয় না। তথাপি হিন্দু ও মুস-
লমানেরা যে রাজস্বের অধিকাংশ প্রদান
করেন, তাহাদিগের সম্মানগণকে খৃস্টী-
য়ান করিবার জন্য সেই রাজস্ব ব্যয় করা
উচিত কিনা, এ বিষয়ে লোকে সম্মত
করেন। ”

মিসনরিদিগকে গুরুপাঠশালায় বাই-
বেল পাঠনার অনুমতি দেওয়া যে অতি
শয় অন্যায় হইয়াছে, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ
নাই; কিন্তু আমরা আত্মাদিত হইলাম,
প্রক্রান্ত স্থলে ডিরেক্টর ও গবর্নমেন্টের
তাদৃশ দোষ নাই। হুই জন ভারতবর্ষীয়
এই অনিষ্টের কারণ। জুনিয়র সেক্রে-
টারি হারিসন বলেন, ডেপুটী ইনস্পেক্টর
শিশিরকুমার ঘোষ প্রস্তাব করাতে
ইনস্পেক্টর ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইহার
অনুমোদন করেন। ডিরেক্টর তাহাতেই
সম্মতি দেন। লেপ্টনান্ট গবর্নর গুরুপা-
ঠশালাগুলিকে গবর্নমেন্টের বলিয়া
স্বীকার করিয়াছেন। গবর্নমেন্টের পরি-
দর্শকগণ তত্ত্বাবধান করেন এইমাত্র।
হারিসন সাহেব পত্রের উপসংহারকালে
বলিয়াছেন, ডেপুটী ইনস্পেক্টর যে
প্রস্তাব করেন, তদনুসারে এপর্যন্ত কোন
কার্যেরই আরম্ভ হয় নাই।

প্রস্তাবপর্যন্ত হইয়াই যে শেষ হই-
য়াছে এটা আত্মাদেবর বিষয়। ডিরেক্টর
নিজে ইহার সূত্রপাত করেন নাই, গবর্ন-
মেন্টও এ বিষয়ে কোন উৎসাহ দেন
নাই, এটা অধিকতর আত্মাদেবর কথা।
ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টরের
উপরেই দোষভার পতিত হইতেছে।

এই কর্তব্যচারিদের খৃস্টীয় ধর্মের
অতিতত্ত্ববশতঃ এ কাজ করিয়া
এরূপ বোধ হয় না, তাহা হইলে তাঁ-
এত দিন খৃস্টীয়ান হইতেন। মিসন-
গের অনুরোধে যদি হইয়া থাকে,
হইলে কোন কারণের বশীভূত
স্বদেশীয়দিগের অনিষ্টসাধন করিতে
দোষস্পর্শে, তাহা তাঁহাদিগের হইয়া
“ বাইবেল পাঠ করিলে ক্ষতি
সকলেই কিছু খৃস্টীয়ান হইতেছেন;
চালাই মধ্য এক জন খৃস্টীয়ান হ
কিন্তু প্রতিমাণে মিসনরিগণ কত
দিলেন; আর বাইবেল পড়িলেই খ
য়ান হইবে এমত কথা নাই। ” তাঁ-
যদি ইহা তাবিয়া কাজ করিয়া থাকে
তাহা হইলে মিসনরিদিগকে প্রত
করা হইয়াছে। বাইবেলে অন্য প
অপেক্ষা অধিক ধর্মনীতি আছে
সংস্কারের বশবর্তী হইয়া যদি
কাজ করিয়া থাকেন, সেটাও বৈ
নাই। কেবল অস্পৃশ্য কৃষীবেল
কদিগকে এই ধর্মনীতির শিক্ষা
স্বদেশীয় অন্য সকলকে বঞ্চিত
কি উচিত? অন্যত্র বাইবেল পাঠ ক
বার প্রস্তাব করাও অস্বতঃ তাঁহাদি
কর্তব্য ছিল। আমরা এইরূপে যে
গেলাম, সেই দিকেই হতাশাম হই
কোন দিগেই উক্ত ডেপুটী ইনস্পে
ও ইনস্পেক্টরের পক্ষসমর্থনে সমর্থ
লাম না। তাঁহারা স্বদেশীয়দিগের
সাধনে উদ্যত হইয়া লোকের অপ্রি
লেন এবং গবর্নমেন্টকে ভ্রমে পা
করিলেন এইমাত্র। গুরুপাঠশালা
মেন্টের নহে, এ উত্তরটা বড় কোঁতু
হইয়াছে। যদি গবর্নমেন্টের না
ডিরেক্টরের সম্মতি লইবার কি প্র
জন ছিল? পাঠশালাগুলি যদি প্র
লোকদিগের হইল, ডিরেক্টর তৎ
এ উত্তর দিলেন না কেন, “ প্র

২	চিঠুরী অফ প্রবেশ ইন গ্রেট ব্রিটম	২৯
৩	শকুন্তলা	৩
৪	হিতপোদেশ	৩
৫	বন পরীক্ষা	৩
৬	শামসুন	৩
৭	যদর্শন	৩
৮	রকীর ইতিহাস	৩
৯	ইমুল	৬
১০	যশ দীপিকা	৩
১১	নীতানন্দ লহরী	১০
১২	ধর্ম চরিত	১১
১৩	ধর্ম মুখমণ্ডল	১০
১৪	লকাতার মানচিত্র (উত্তম বাঁধান)	২
১৫	রকাকেলী কোমুদী	১১
১৬	ম উপাখ্যান	১১
১৭	১২ বর্ষের পুরাবৃত্ত (দ্বিতীয় বার মুদ্রিত)	১০
১৮	নচিত্র সহিত মূল্য	১০
১৯	ধর্ম কাণ্ড রামায়ণ পদ্য	৩
২০	পানন্দ পর্ক মহাত্মার পদ্য	২৯
২১	কাপ্রণালী	২
২২	লকের উপযোগিতা	৬
২৩	নকী নাটক	৩
২৪	রবাক্যাবলী	১০
২৫	ববা বঙ্গদেশ	১০
২৬	চক্রবধ কাব্য	১০
২৭	মত মঙ্গলী	১১
২৮	ধর্মকরণ চণ্ডী	৬
২৯	নীধণ্ড	৬
৩০	সামধণ্ড	১১
৩১	কৌতুক নাটক	৩
৩২	ধর্মলাপ	৩
৩৩	ধর্মধর্ম নাটক	৩
৩৪	বিলাস নাটক	৩
৩৫	মাতা জোড়া-	৩
৩৬	৩৪ নং	৩

বিক্রয়ার্থ।
শালকরুদ্রম অভিধান। সর রাণা রাণা-
কান্ত দেব বাহাদুরের রুত। উত্তমরূপে সোণা
দিয়া মুতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীমানন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—:—

কাব্য প্রকাশিকা।

এই মাস চইতে প্রকাশিত হইল। ইহাতে
সমুদায় কাব্য নাটকাদির দেবনাগর অক্ষরে মূল
ও টীকা এবং বাঙ্গলা অক্ষরে বাঙ্গলা অনুবাদ
থাকিবে। নিম্নমিত গ্রাহকগণের প্রতি প্রতি খণ্ডে
১০ ছয় আনা এবং প্রত্যেক খণ্ডের ১০ আট
আনা মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। বাঁহারা গ্রহণ
করিতে অভিলাষ করেন, কামাপুত্র লেন ১৫ নং
বি. পি. এমস্ যন্ত্রে অথবা কলেজ স্ট্রীট ১১ নং
লাইব্রেরিতে আমার নিকট পত্র লিখিলে পাইতে
পারিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকগণকে স্বতন্ত্র ডাক
মাফুল দিতে হইবে।

৩রা আশ্বিন } শ্রীবরদাপ্রসাদ মজুমদার।
১২৭৫।

—:—

ইষ্টারন বেঙ্গাল রেলওয়ে।

রিভার টারমিনস্, অর্থাৎ সিয়াল।

দহ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত

রেলওয়ের চলচল

আরম্ভ।

হাটখোলার নিকটবর্তী বাগবাজারে ইষ্টা
রন বেঙ্গাল রেলওয়ে কোম্পানির রিভার টারমি
নস্ নামক রেলওয়ে, আগামী ৩রা আগষ্ট সোম
বার অবধি প্রবাদি বেগুন ও লগুন জন্য, খোলা
বাইবেক।

ইষ্টারন বেঙ্গাল রেলওয়ে } কালিন
সিয়ালদক টারমিনস } প্রেস্টেজ
৯ ই জুলাই ১৮৭৮। } এজেন্ট।

—:—

পূর্ববাঙ্গাল রেলওয়ে।

হাটখোলার নিকট বাগবাজারে গঙ্গার
ধারে যে রেলওয়ের আড়তা খুলিবর কথা
ছিল, অনুরোধনীয় কারণবশতঃ ১০ ই আগষ্ট
পর্য্যন্ত তাহা হইল না।

সিয়ালদক } কালিন
১ লা আগষ্ট ১৮৭৮ } এজেন্ট

—:—

প্রবাদমালা।

বঙ্গদেশীয় বিবিধ জনপদ ব্যবহারমূলক।
পুস্তক বাঁহা প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকাতা
কলিকাতা লাইব্রেরীর গবর্নমেন্ট সেলেসের ৯ নং
তবনে প্রার্থনা করিলে পাইতে পারিবেন
মূল্য ১/০ আনা মাত্র।

—:—

হরিশ্চন্দ্র চরিত মূল্য ১০

হরিশ্চন্দ্র চরিত শ্রীযুক্ত জগন্নাথন তর্ক
লকারকর্তৃক সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে
এই গ্রন্থখানিতে পৌরাণিক অলৌকিক বর্ণনা
নাই, পরন্তু শুদ্ধ বালক বালিকাদিগের সত্য
নিষ্ঠা শিখাইবার নিমিত্ত রাজা হরিশ্চন্দ্র
উপাখ্যান স্বতন্ত্র আবশ্যিক, তাহাই আছে।

কলিকাতা }
ঠানঠানে ১৭৭ নং } শ্রীকেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—:—

অনওয়াড ষ্ট্রার অব কোটিয়া ওয়ার উই
এবং বৃটিস প্রিন্স লাহাজে সম্প্রতি আমদানি
হইয়াছে।

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোং এতদ্বারা সা
সাধারণকে জানাইতেছেন যে উপরি উ
আফগানসকলে তাঁহাদিগের লগুনস্ব এভেন্টগ
হইতে যে সকল প্রবাদি আমদানি হইবে তাঁহা
তাহাব ইনভয়েন্স প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানির প্রধান ঔষধালয়, আম
ষ্ট্রীট ২৩ নং তবন মূঙ্গাপুর মেডিকেল হল
এবং সতাবাজার ষ্ট্রীট ৩৯ নং তবন শাখা ঔ
ধালয়ে টাটকা, বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট ঔষধ সকল
পরিমিত মূল্যে খুসরা বা এক কালীন অধিক
পরিমাণে বিক্রয়ার্থ নিম্নত প্রস্তুত আছে।

সোমপ্রকাশ।

২৭ এ আশ্বিন সোমবার।

যশোরের গুরুপাঠশালা, মিসনরিগণ
ও বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট।

পাঠকবর্গের স্বরণ আছে, যশোহ
রের গুরুপাঠশালাগুলি মিসনরিদিগের
হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে বলিয়া কিছু
দিন হইল এক গোল উঠে। শিক্ষাবি
ভাগের গত রিপোর্টে ডিরেক্টর আটকি
কিজন লিখিয়াছিলেন মিসনরিরা মান
চিত্র, গ্লোব ও গুরুসহাযদিগকে কিছু
কিছু পুরস্কার দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

লোকেরা যে বিবেচনা করিবেন, তাহাই হইবে।”

পরিশেবে মিসনরদিগকে কিছু লাভ আবশ্যক হইতেছে। লোকে তাঁহাদিগকে যেপ্রকার ভক্তি করেন, তাহা বা তাহা অনবগত নহেন। কিন্তু হৃৎকের বিষয়ে এই, তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তির মূল কি তাঁহারা তাহা জানেন না। তাঁহাদিগের উৎসাহ অথবা সাহস প্রতিজ্ঞতা ও লোকহিতৈষিতা সেই কারণে। তাঁহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম কারণে। তাঁহাদিগের উপরে ভক্তি আছে, অথচ তাঁহাদিগের ধর্মে বিশ্বাস নাই, এইপ্রকার লোকের সংখ্যাই অধিক। তাঁহারা নিজে বিদ্যালয় করিয়া বাইবেল পাঠ করান তাহাতে আপত্তি নাই, তাঁহাদিগের বিদ্যালয়ে যাওয়া স্বাধীন হওয়ার উপরে নির্ভর করিতেছে। কিন্তু ক্রান্ত করিয়া বাইবেল পাঠ করান অতিশয় নিন্দনীয়। উহা তাঁহাদিগের মদৃশ লোকের কোনক্রমে কর্তব্য নহে। পূর্বে মনমানেরা যখন গোপনে খাদ্য দ্রব্যে মিশ্রিত করিয়া হিন্দুদিগকে পানাদিগের ধর্মে আনয়ন করিতেন, খৃস্টবিদ্যালয়ে আবার ক্রম্বির অধাপনা অর্থলোভ প্রদর্শন করিয়া গুরুপাঠ করায় বাইবেল পাঠনা সেইরূপ হইতেছে। ভারতবর্ষীয়েরা এই চক্রের ভেদ করেনো অতিশয় পটু। মিসনরদিগ এদিকে সাধারণে খৃস্টীয়ান করিবার আশা করুন। বিদ্যালয়ে না হউক, কৃত্রিমভাবেই বাইবেল পাঠ করিয়া থাকেন; কিন্তু কত জন খৃস্টীয়ান হইতেছেন? বিদ্যালয়ে পাঠ করিলেই খৃস্টীয়ান হইবে, তাহার প্রমাণ কি? যদি কেহ প্রাণান্তরবশীভূত হইয়া খৃস্টীয়ান হইয়া, তাহাতে হতাশ কি? সেনাপতি হ্যামে ১৮৫১ অব্দে বারাকপুরস্থিত খৃস্টীয়ানদিগকে যে কথা বলিয়াছিলেন,

তাহা মিসনরদিগকে বিস্মৃত হন কেন? রুজ্জ 'সেনাপতি বলেন, খৃস্টীয় ধর্ম জাতির উপরে নয়, স্বাধীন ইচ্ছা, পাঠ ও সংস্কারের উপরে নির্ভর করিতেছে। এইপ্রকার খৃস্টীয়ান কি চামা গ্রামের গুরুপাঠশালা হইতে বহির্গত হইতে পারে? এ দেশের কুসংস্কার দূর করাই মিসনরদিগের কর্তব্য। কর্তব্য বলিয়া স্থির করা উচিত। গবর্ণমেন্টের বিদ্যালয়সকলে বাইবেল শিক্ষা না হইয়াও এই উদ্দেশ্যসাধন হইতেছে।

সোমপ্রকাশ, মর জন লরেঞ্জ ও পত্রপ্রেরক।

সোমপ্রকাশের সম্পাদকতা যে নীতিতে নীত হইতেছে, তাহা সহজে সকলে জ্ঞান করিতে পারেন না। সোমপ্রকাশ হঠাৎ ঘাঁহার নয়নপথে উপনীত হয়, তিনি মনে করেন, সোমপ্রকাশ লোকের নিন্দা লিখিতেই ভাল বাসেন, কেহ বা এরূপ ভাবেন, লোকের স্তব করাই সোমপ্রকাশের কর্তব্য। কিন্তু কাহার নিন্দা বা সূখ্যাতি করা সোমপ্রকাশের অভিপ্রেত নয়, মোষ দেখিলেই বলিব, গুণ দেখিলেই তাহার বর্ণন করিব, এই আমাদিগের অবলম্বিত নীতি। আমরা যখন ঘাঁহার গোবোল্লেক্ষ করি, শত্রুজ্ঞান করিয়া করি না; যখন ঘাঁহার গুণবর্ণন করি, মিত্রজ্ঞান করিয়া করি না। ঘাঁহার দোষ বলা হয়, তিনিই আমাদিগকে শত্রু, আর ঘাঁহার গুণ বলা হয়, তিনি আমাদিগকে মিত্র জ্ঞান করেন। ঘাঁহারা অপকৃপাতিতাকে কার্যসাধনী যুক্তিরূপে আশ্রয় করিয়া স্বকর্তব্য সম্পাদন করেন, তাঁহাদিগের বিষয়ে লোকের প্রায়ই এইরূপ সংস্কার জন্মিয়া থাকে। অতএব যদি কেহ কদাচিত্ হুই একখানি সোমপ্রকাশ পাঠ করিয়া বিপরীত সংস্কার বিকসিত হন, তাহা আমাদিগের বিস্ময় ও কোত্তের বিষয় হয় না। কিন্তু ঘাঁহারা

নিজা সোমপ্রকাশ পাঠ করেন, তাঁহাদিগের বিপরীত সংস্কার জন্মিলে অত্যন্ত কোত্তের হয়। বহু দিনের সোমপ্রকাশগ্রাহক নদীরার এক জন মিসনর উল্লিখিতপ্রকার বিপরীত সংস্কারাপন্ন হইয়া আমাদিগকে যে এক পত্র লিখিয়াছেন, তাহাই আজি আমাদিগের এইরূপ আত্মপরিচয়দানের হেতু হইয়াছে। উল্লিখিত মিসনরি বাক্য আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, পূর্বে আমরা মর জন লরেঞ্জের নাথুতা ও ন্যায়পরতা প্রশংসা করিতাম; কিন্তু এক্ষণে তাঁহা নিন্দা করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমরা হুঃখিত হইলাম, পত্রপ্রেরক অতিশয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এ খবার তখন বলিয়া নয়, মর জন লরেঞ্জ যে অংশে দোষ আছে, তহুল্পেথের অবসর উপস্থিত হইলে আমরা যেমন তাহা উল্লেখ করি, গুণবর্ণনাসময়েও তাহা উল্লেখ করি। মর জন লরেঞ্জ অতিশয় মদাশয় ও ন্যায়পরায়ণ তাহার কোত্ত নন্দন নাই। যেটা তিনি অন্যায় বলিয়া জানেন, পৃথিবী অনুরোধ করিলে তিনি তাহা করেন না; কিন্তু তাঁহা একটা বিষম অনিষ্টকর ভ্রম আছে। তিনি কয়েক বিষয়ে অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; কোনক্রমে তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন না। নিয়মিত বহিভূত প্রাণীর উপরে দেশশুদ্ধ লোকে বিরক্ত; কিন্তু মর জন লরেঞ্জ উহাকে ভারতবর্ষের পক্ষে মহোপকারী জ্ঞান করেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সাধারণ মতের উপরে নির্ভর করিতেছে। ইহার অর্থ এই ব্রিটিশ জাতির যে অসামান্য নাথুতা ও ন্যায়পরতা আছে তাহাই তাঁহাদিগের এ দেশে স্থায়িত্বের কারণ। লাউ বোর্স্ট্রপ প্রভৃতি চিরস্মরণীয় গবর্ণর জেনরলেরা এই উদার অতিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মর জন

স্বদেশের সংস্কার এই, যত গর্ব ও বল
 শ করিবে, ততই এ দেশে রাষ্ট্র
 জুড় হইবে। টমসন সাহেব এ দেশের
 তর শ্রেণীর পরম শত্রু ছিলেন,
 জন লরেন্স সেই সংস্কারের বশবর্তী।
 তবর্ষ ও ইংলণ্ডের প্রায় সমুদায়
 এক বলিতেছেন, এ দেশে বিদ্যাশিক্ষা
 অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইবে,
 ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বন্ধ হইবে ও দেশের
 হইবে; কিন্তু সর জন লরেন্স লাড
 নবরার ন্যায় বিপরীত সংস্কারপ্রত
 াছেন। তাঁহার সংস্কার এই, ইংরাজী
 কার সমধিক প্রাচুর্য হইলেই এ দেশ
 টশ জাতির হস্তপরিভ্রষ্ট হইবে।
 গণ স্বাধীন হৃদয় ও সাহসী হইয়া
 ল কথা গবর্নমেন্টকে বলিলে এবং
 গমেন্টের দোষ দেখিবামাত্র তাহার
 চব্দ করিলেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল
 ইংলণ্ডে গবর্নমেন্টের নিয়মিত এক
 প্রতিবন্ধকতার আছেন; কিন্তু
 জন লরেন্স ভারতবর্ষে এই প্রবা
 বন্ধকতাকে অবাধতা ও বিদ্রোহের
 লক্ষ্য জ্ঞান করেন। ইউরোপীয়
 দেশীয় বলিয়া সর্ব বিষয়ে প্রভেদ
 সর জন লরেন্সের রাজনীতি।
 কার ও মূল নিয়মের বিষয়ে এই
 কার্যেও সর জনলরেন্স কতকগুলি
 করিয়াছেন ও করিতেছেন। উহার
 বঙ্গদেশের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন
 প্রধান। দ্বিতীয়, গবর্নর জেনরল
 দেশে আগমন করিয়া অধি
 দেশীয় সিভিলিয়ানদিগকে প্রায় সকল
 তর পদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন
 র, তিনি সৈনিক বায় বিস্তর বৃদ্ধি
 াছেন। চতুর্থ, তিনি খৃষ্টির পিরজা
 কীর পুরোহিতদিগের নিমিত্ত ব্যয়
 করিতেছেন। পঞ্চম, তিনি এক
 য়দিগের সিভিলসক্সিসে প্রবেশের
 কণ্টক নিক্ষেপ করিয়াছেন। ষষ্ঠ,

উৎকলের হৃত্তিক দর্শন করিয়াও তিনি
 বঙ্গদেশকে এক জন গবর্নরের হস্তে
 দিবার প্রস্তাবের প্রতিবন্ধকতা করিয়া
 ছেন। সপ্তম, তিনি বংসরের অধিকাংশ
 কাল পর্তুগাল করাত্তে শাসনকার্যের
 বিলক্ষণ ব্যাঘাত করিয়াছেন। অষ্টম,
 তিনি প্রথম প্রথম যেরূপকার কর্মচারি
 দিগের কার্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছি
 লেন, আর সেরূপ নাই। অধিক আঁটা
 আঁটির পর টেশিগা হইলে যে বিষয়
 বিশৃঙ্খলা হয়, তাহা ঘটিয়াছে। নবম,
 তিনি লাড কর্ণওয়ালিসের অসীকার
 তদ করিয়া ভূমির কর বৃদ্ধিবিসয়ে কৃত
 সঙ্কল্প হইয়াছেন। কুবকদিগের উন্নতি
 সাধন করা তাঁহার অভিপ্রায় বটে;
 কিন্তু যে কার্যে ব্রিটিশনামে কুবক
 হইবে, তাহা করিয়া কুবকদিগের উন্নতি
 সাধনচেষ্টা বিধের নয়। চিরস্থায়ী
 বন্দোবস্ত তদ করিলেই যে কুবকদিগের
 সুবিধা হইবে, তাহাও প্রমাণ নহে।
 এই বন্দোবস্ত অব্যাহত রাখিয়া যদি
 কুবকদিগের সহিত কোন প্রকার স্থায়ী
 বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহাই কুবক
 দিগের ইচ্ছা কলোপধারী হইতে পারে।
 তাঁহার আর একটা বিশেষ দোষ এই,
 এদেশীয় সংবাদপত্রসকল তাঁহার
 রাজনীতির দোষ দিলে তিনি ভারতবর্ষে
 স্বরীর প্রতি বিদ্রোহাচরণ বিবেচনা
 করেন। ডিমুরেলি সাহেবের কার্যপ্রণা
 লীর নিন্দা করিলে কি ইংলণ্ডেরীকে
 নিন্দা করা হয়? না বরং উইয়ক
 রাজবংশ প্রজাদিগের রাজনীতি ও
 ধর্মসংক্রান্ত স্বত্ব রক্ষা করিয়া আসিতে
 ছেন বলিয়া আয়ারলণ্ডের ধর্মসম্প্রদায়কে
 উঠাইয়া দিতে বলিলে রাজবংশ লোপের
 চেষ্টা হয়? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এট,
 আমরা গবর্নর জেনরলের ডেটসেক্রেটা
 রির অধীবা সিভিল সর্কিস কমিসনরদিগের
 কোম কার্যের প্রতি দোষারোপ করি-

লেই গবর্নর জেনরল আমাদিগকে বিদে
 বোধ করেন। ব্যক্তিবিশেষের রাজনী
 সহিত যেরাজবংশের কোন সংশ্রব ন
 মেটা সর জন লরেন্সের বুঝা উচি
 তিনি অসাধুভাবে কোন কাজ করেন
 তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে পৃথীকার কা
 কিন্তু স্বধন কার্যে অনিষ্ট হইতে চ
 তখন কেবল সং উদ্দেশ্য লইয়া আ
 কি করিব? সর জন লরেন্সের এ
 দোষারোপ করিবার প্রকৃত তাৎপ
 এই। আমরা অতিশয় হৃদিত
 তাঁহার রাজনীতির প্রতিবাদ ক
 থাকি।

আমাদিগের মিসনরি বন্ধু
 সাহেবের বিষয়ে যে কথা কহিয়া
 তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই, তাঁ
 বিষয়ে যত অধিক বাক্য ব্যয় করা
 হয়, ততই ভাল। ধনুকে গুণযোগ হ
 তাহা নত হয়, কিন্তু শরে গুণ
 হইলে উহা অপরের বক্ষঃস্থল বিদ
 করে। মেইন সাহেব বঙ্গদেশের অ
 সাধনবিষয়ে সেই গুণযুক্ত শরভ
 করিয়াছেন।

আমাদিগের মিসনরি বন্ধু ব
 আমরা বাঙ্গালিদিগকে ভারতব
 সর্বপ্রাধান্য প্রদানের চেষ্টা পাইয়া
 এটা তাঁহার ভ্রম। আমরা সাধা
 ভারতবর্ষের নিমিত্ত শাসন সম
 উচ্চতর ক্ষমতাপ্রার্থী হইয়াছি। ভার
 য়ী হইলেই যে উচ্চতর ক্ষমতাল
 অধিকারী হইবে, এ কথা বলা আম
 গের অভিপ্রায় নহে। উপযুক্ত ব্যক্তি
 তাঁহার গুণানুসারে ক্ষমতা দে
 হউক, এই আমাদিগের বক্তব্য।
 প্রেরক বলেন, বাঙ্গালীরা প্রাধান্য
 করিলে আমাদিগের জাতি ও সু
 বাসীদিগের অবস্থা ঘটিবে। উচ্চ
 শ্রেণি নিম্ন শ্রেণিকে পদেদলন করি

উত্তর দানস্থলে আমাদের
এই, ভারতবর্ষ জাতি নহে, যে
জাতির অত্যাচার হয়, ওলন্দাজ
র ন্যায় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধীনে
ধারণ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা নাই।
আমাদের দেশবাহিরে করা
আমাদের অতিশ্রেষ্ঠ নহে। উত্তরে
স্বাভাৱগী হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে কাল
করেন, ইহাই আমাদের মনের

আমাদের পত্রপ্রেরক বাঙ্গালী
র নে কতগুলি নিন্দা করিয়াছেন,
বিষয়ে উপেক্ষা করাই তাহার
উত্তর। আজ কালি পরস্পরের
করা বঙ্গভূমির একটা প্রধান অভি
বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের পত্রপ্রেরক যে আর
কথা লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত
কর। যে দেশে দেশের যে প্রকার
মেন্ট করিয়াছেন, তাহার প্রতি
করা আর দেশকে অভ্যস্ত করা
। এ কথা উনবিংশ শতাব্দীতে
জন পাদারির যুগেও ভাল সুনাম
রাজ্য দেশের প্রতিনিধি, এটা
গুরুত্বপূর্ণ আর কোন সভা
স্বীকৃত হয় না। গবর্ণমেন্ট প্রজা
র প্রতিনিধি; প্রজার অভিপ্রায়
গবর্ণমেন্টকে কাজ করিতে হইবে;
করিত এই। আমাদের মিল
করিতে কাজ করিলে কজুইস্কা,
শওটন, গারিবলডি প্রভৃতিকে মহা
বলিতে হয় এবং সেই সেকলে
স্বাধীনতা করে থাওন।
শিরোধার্য করিয়া ইতিহাস
শাসনকে জাহাজলে নিক্ষেপ
কর। মিনরি বাঙ্গাল নিশ্চয়
নেন, শাসনকর্তৃপক্ষের ভ্রম প্রদ-
করণে তাহাকে সূচনা বলে না।
আমাদের বর্তমান রাজপুরুষদের

অনেকে বাঙ্গালীদিগকে যে প্রকার
ভাবে, তাহারা যদি বাস্তবিক সেইরূপ
হইতেন, তাহা হইলে তাহারা বাহিরে
গবর্ণমেন্টের সকল কার্যের সুখ্যাতি
করিয়া গোপনে তরবারি শাণিত করি
তেন। আমরা এ প্রকার হই এই কি পত্র
প্রেরকের ইচ্ছা? সত্য কথা কহিলে কি
ইংরেজেরা একে রাগ করিতে শিখি
তেছেন? যথার্থ কথা কহিলে যদি
তাঁহারা রাগ করেন, আমাদের মুখ
করিয়া রাখা যে ভাল ছিল। তাহা
হইলে তাঁহারা সুখী হইতেন, আমরাও
সুখী থাকিতাম।

রামহলাল দে (১)।

লালা বাবু ও ছলাল সরকার প্রভৃতি
করে কটা নাম এ দেশের আবালবৃদ্ধ
বনিতার পরিচিত; কথা সমস্তে প্রায়ই উনা
স্বত্ব হইয়া থাকে। এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীক
মান হইতেছে, রামহলাল এ দেশের এক
জন প্রধান ও বিখ্যাত লোক হইয়াছি
লেন। অনেকে ইহার নাম শুনিয়াছেন
সত্য; কিন্তু অনেকে ইহার জীবনরত্ন
অগত নহেন। বড় লোকের জীবনচরিত
পাঠে কেবল যে মনোপকার লাভ হয়,
এরূপ নয়, লোকের স্বভাবতঃ কৌতূ
হল জড়িয়া থাকে। বাবু গিরিশচন্দ্র
ঘোষের রূপার আমাদের সেই কৌতূ
হল বিশোধনের একটা উপায় হইয়াছে।
গিরিশ বাবু মার্চ মাসে (১৮৬৮) রাম
হলালের জীবনরত্ন লইয়া হুগলী
কালেজ হলে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।
উহা সম্প্রতি পরিবর্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও
পরিশোধিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত
হইয়াছে। আমরা ছলাল সরকারের
জীবন চরিত অবগত হইয়া যেমন প্রীত
হইলাম, গিরিশ বাবুর লিপিনৈপুণ্য
দর্শনেও তেমনি প্রীতলাভ করিলাম।

(১) ইনি ছলাল সরকার বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

উত্তর উত্তরের শোভাবর্ধন করিয়া
রামহলালের অনেকগুলি অসা
ধারণ ও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।
যাঁহার উরসে জ্ঞান গ্রহণ করেন, তাঁ
কপদক মূল্যবান ও সম্পত্তি ছিল।
কিন্তু রামহলাল হৃত্যুকালে কোটি ট
সম্পত্তি রাখিয়া যান। তিনি ঐ ধন
অপভ্রব অথবা অন্যবিধ কুক্রিয়া
উপার্জন করেন নাই; আপনার অস
পরিশ্রম, বুদ্ধি ও সাধুতাগুণপ্র
অর্জন করিয়াছিলেন। পাঠ্য
তেই তাঁহার ক্ষমতা অনুমান করিয়া
বেন।

রামহলালের পিতার নাম বল
সরকার। দমদনার নিকটে রেক
নামে একখানি গ্রাম আছে, ঐ
তিনি বাস করিতেন। গুরুমহাশয়
তাঁহার জীবনোপায় ছিল। গুরুম
গিরিতে যত লোকের সঙ্গতি ও সুখ
হয়, তাহা আমাদের পাঠ্যগণের
দিত নাই। বলরাম সে সমুদায়ের
কারী ছিলেন। তাঁহার বাসার্থ এক
ছিল। তিনি ছাত্রদিগের নিকটে
কিঞ্চিৎ বাহা পাইতেন, তাহাতে ক
দিনপাত করিতেন। ঐ সময়ে ম
বঙ্গীয়দিগের অতিশয় উপদ্রব (ব
হঙ্গম) ছিল। ১৭৫১।৫২ অব্দে
উহারা বঙ্গদেশে আগমন করে, ত
রামহলালের পিতা প্রান্তরে গ্রাম
তাগ করিয়া পলায়ন করেন।
তাঁহার পত্নী গর্ভবর্তী ছিলেন। প
কালে পশ্চিমধ্যে রামহলালের
হইল। তাঁহার মাতাপিতা দী
জীবিত ছিলেন না; তিনি স্বপ
মধ্যে নিরাশ্রয় হইয়া পড়লেন। ক
তার তাঁহার মাতামহাশয়। তিনি
খানে গিয়া তাঁহার মাতামহের
হইলেন। তাঁহার মাতামহের নাম
সুন্দর বিশ্বাস। তিনিও অতিশয়

ন। তিনি সুস্থি, উচ্চা করিয়া এবং
র স্ত্রী ধাম তারিণী জীবন ধারণ
তেন। কিছু দিন পরে মদনো হন
র বাতীতে তাঁহার মাতামহীর পাঠিকা
হইল। মদনমোহন দত্তের তখন
চাগোর সময়। তিনি পরমিষ্টের
য়ান ছিলেন। শত শত লোক তাঁহার
আহার ও অবস্থান করতেন; ঘর
বিত ছিল। রামচন্দ্রলাল তাঁহার
মণী সঙ্গে গিয়া এই স্থানে থাকিতে
করিলেন। তাঁহার নৈসর্গিক বিনয়
গাদি গুণ ছিল; তিনি ক্রমে মদন
র প্রিয় হইয়া উঠিলেন। মদনদত্তের
দেগের সঙ্গে তিনি লেখা পড়া করিতে
করিলেন। তিনি ক্রমকালমধ্যে
লা উত্তমরূপে শিখিলেন, অঙ্কে বিল
পট্ হইলেন এবং ইংরাজী কহিতে
লেন। রামচন্দ্রলালের অস্ত্যকরণ কৃত-
রসে পরিপূরিত ছিল। কিরূপে
তাঁহার মাতামহের কষ্ট দূর করি-
তাঁহার এই চেষ্টা হইল। তখন
র ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম। তিনি তাঁহার
য়ের নিকটে একটি বিলসরকারী
র প্রার্থী হইলেন; তাঁহার কথ হইল।
যেমন আমসহিষ্ণু ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি
নি সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বাসপাত্র ছিলেন।
পর যেরূপে তাঁহার উপরে সৌভাগ্য
র অনুকূল দৃষ্টি পতিত হইল, অত পর
গণ তাহা অবগণ করুন।
তাঁহাকে সর্বদাই ভ্রব্যসামগ্রীর পরী
ডায়মণ্ড হারবরে যাইতে হইত। যে
জাহাজ জলমগ্ন হইয়া টালার
মে বিক্রয় হইত, তিনি তাহার অবস্থা
ন্যাদিবিষয়ের অনুমান করতেন।
এক বৃহৎ বোঝাই জাহাজ জল-
য়। রামচন্দ্রলাল তাহার অবস্থানাদি
গ যত্নপূর্বক জানিয়া আসিয়াছিলেন,
অব্যবহিত পরেই এক দিন তাঁহার
জয়িতা টালার নীলাম হইতে

তাঁহাকে কচ কঙলি ভ্রব্য কিনিয়া আসিতে
বলেন। যেসময় ভ্রব্য ক্রয় করিতে বলা
হয়, তিনি নীলামে উপস্থিত হইবার
অব্যবহিত পূর্বে বিক্রয় হইয়া যায়।
রামচন্দ্রলাল উপস্থিত হইয়া সাধিলেন,
নীলামকারী একখানি জলমগ্ন জাহা-
জের বিক্রয়ার্থ ডাবিতেছেন। তিনি মনে
করিলেন, তিনি ইতিপূর্বে যে জাহাজ
দেখিয়া আসিয়াছেন, এ সেই খানি
হইবে। তাঁহার নিকটে ১৪০০০ টাকা ছিল।
তিনি উহা ক্রয় করিলেন। অব্যবহিত
পরেই এক জন ইংরাজ ঐ জাহাজ ক্রয়
করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। তিনি
শুনিলেন, উহা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।
তাঁহার পর তিনি রামচন্দ্রলালকে অন্বেষণ
করিয়া প্রায় লক্ষ টাকা লাভ দিয়া উহা
ক্রয় করিলেন। যে টাকায় ঐ লাভ হইল
তাহা রামচন্দ্রলালের নিজের নয়, ঐ লাভ
তাঁহার প্রভুই পাইবেন, এই স্থির করিয়া
ঐ টাকা তাঁহার নিকটে নিয়া উপস্থিত
করিলেন। মদন দত্ত ও মহানুভব ছিলেন
তিনি রামচন্দ্রলালের সরল ও বিশ্বস্ত ভাব
দর্শনে বিম্বিত। ও মোহিত হইয়া ঐ
টাকা তাঁহাকেই দিলেন।

—:—

শোণপুরের মেলা।

এই মেলাটা অতি প্রসিদ্ধ। ইহাতে
দর্শনযোগ্য অনেক পদার্থ আইসে। ইহা
অক্টোবর মাসে হইয়া থাকে। সময় সন্নি-
হিত হইয়াছে বলিয়া ছাপরার প্রসিদ্ধ
উকীল বারু কেশবলাল ঘোর ইহার
একটি বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া আমা-
দিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। মেলা
বসিবার স্থানের এক মানচিত্রও প্রেরিত
হইয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্য এই, তাঁহার
বাস্তবগণের অনেকে ঐ মেলাদর্শনের
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। মেলাস্থলে
উপনীত হইয়া হতাশাস হইতে হইবে,
যদি কেহ এরূপ মনে করেন, এই নিমিত্ত

তিনি আগে তাঁহার সবিস্তার বি-
লিখিয়া সাধারণের গোচর করিতে
তিনি এরূপ আভিপ্রায় প্রকাশ করি-
ছেন, যদি তাঁহার কোন আশ্রয়
বাস্তব ঐ মেলা দেখিতে যান
অগ্রে তাঁহাকে জামান, যাহাতে
প্রকার কট না হয়, তিনি এ
বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন। অ-
দিগের সুবিধা মা হওয়াতে মীমাংসা
প্রকাশ করিতে পারিলাম না, বিবরণ
ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি-
১ নং। ঘোড়ার হাট। ময়দান অল্প
হই মাইল। এই ময়দানে মানা প্র
পশ্চিমবঙ্গী, হরিদ্বারী, দক্ষিণী, প্র
কানুগী প্রভৃতি উত্তম উত্তম অশ্ব শ্রেণী
রূপে অতি হুচার শৃংখলার বন্ধ থা
প্রায়ই সকলের পৃষ্ঠদেশ আস্তরণ
মণ্ডিত পুষ্ট হয়। ক্রয়কারীরা গমন করিতে
উত্তোলন করিয়া সওদাগরের। অশ্বের
হর সুস্থি দর্শন করার; এই স্থানে
করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কোন
জাল তাহার নির্ণয় করা দুর্বল হয়।
২ নং। এটাও ঘোড়ার হাট। ইহা
বড় বড় অশ্ব থাকে। এ ময়দানটাও
মানের স্থান হইবে না।
৩ নং। টাটুর বাজার। এ চড়াটি
মাইলের স্থান নহে। এই ময়দানটা টা
পরিপূর্ণ থাকে; কিন্তু টাটুবিক্রেতার
আপন টাটু শীঘ্র শীঘ্র বিক্রয় করিবার
সার অতি দ্রুতবেগে দিখিতিক শূন্য
দৌড়াইয়া লইয়া বেড়ায়। সুতরাং এ
মহুবোর গমনাগমনের পক্ষে অতি ক
হয়। বেকপ সন্ধ্যার সময় কলিকাতার গ
মাটের রাস্তায় এং চৌরজিতে সাহেব
ফেটাং ও জুড়ির আশঙ্কার এবং দিবসে
রাস্তায় ছেকড়া গাড়ির ভয়ে মহুবাকে
নিমিষে চকিত ও সাবধান হইয়া পদনি
করিতে হয়, এখানে সেইরূপ তীক্ষ্ণ
না রাখিলে অকত শরীরে কিরিয়া
ভার হয়।

৪ নং। এ ময়দানটি গবর্ণমেন্টের স্থানের স্থায়ী অস্থায়ীকসমূহে পরিণত। এই সকল অর্থ নিলামে বিক্রীত হয়। কখন অতি উচ্চ মূল্যের অস্থায়ীকসমূহ বিক্রীত হয়। গবর্ণমেন্টের অস্থায়ীকসমূহ এখানে বিক্রীত হয়। কিন্তু সেগুলি গাড়ী, জুড়িপ্রভৃতি এখানে অতি প্রশংসনীয়, ইহাদিগের কার্যক্রম এবং চমৎকার সুশিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরাজ কর্মচারীগণের অস্থায়ীকসমূহ এমনি সুশিক্ষিত থাকে। গবর্ণমেন্টের শব্দে সমস্ত কর্ম নিৰ্বাহ করিতে। দানা খাইবার পূর্বে, দানা খাওয়া হইবার পূর্বে, জলপানের পূর্বে, গাত্র পরিষ্কারের আবেশের পূর্বে গাত্রনার্জন শেষ হইবার পূর্বে, বিগললনিদ্রা সঙ্কট করিয়া মন অস্থায়ীক সুশিক্ষিত মনুষ্যপেত্রী ও মনুষ্য গতিতে সমস্ত কার্য হইতে পারে, তৎকালে সহস্র অশ্বের এককালীন আহারজন্য হওয়া আহার সমাধি, জলপান, গাত্র পরিষ্কার প্রভৃতি হওয়া এবং শয়ন উপবেশন প্রভৃতি নানাবিধ কার্য কলাপ নিমিত্তের নিৰ্বাহ করিতে দেখিলে বিশ্বাস কৃপে হইতে হয়। ইংরাজদিগের কি চমৎকার শিক্ষাকৌশল! পশুগণকেও মনুষ্যবৎ তুলিয়াছে। সমস্ত ক্ষেত্রস্থ অশ্ব বলদ, উষ্ট্র প্রভৃতি সাময়িক পশুগণের রণ কৌশল, যুদ্ধশিক্ষা এবং গতি ও কার্যক্রম দেখিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। তাহারা গর গোলাগুলির আক্রমণ হইতে পরিহার করিয়া জন্ম রণভূমিতে এতদূর বসিয়া পড়ে এবং কাব্যকালে এমনি উদ্ভূত পাবিত ও চতুর্দিকে ঢালিত গোলা দৃষ্টিগাচর না করিলে বর্ষন আক্রমণের স্বপ্নদ্রষ্টব্য করা কঠিন।

৫ নং। এ ময়দানটি টাঙ্কন এবং টাট্টন পরিষ্কার। ভূটান, নেপাল, কাম্বোজ, সিকিম, দারজিলিং প্রভৃতি স্থানে উত্তম উত্তম সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় প্রমাণিকা অশ্ববল এ স্থলে হয়

বিক্রয় হইয়া থাকে। এই ছই স্থানও ছই মাইলের স্থান হইবে না।

৬ নং। হস্তীর বাজার। এ বাজারটি গওকী নদীর ধারে একটি আশ্রয় বাগানে হইয়া থাকে। বহুসংখ্যক হস্তীর আমদানি হয়। এমন কি কখন কখন ছই সহস্রপর্ষ্যন্ত হস্তী একত্রিত হয়। মদমত্ত হস্তীসমূহের মিনাদে সে স্থান কম্পিত হইতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তীশাবকসমূহের ক্রীড়াদর্শনে অত্যন্ত আমোদ হয়।

৭ নং। এই স্থানে কলিকাতা, পাটনা, কাশী, দানাপুর এবং অন্যান্য বহুদূর ও নিকটবর্তী স্থানসমূহের নানা প্রকার উত্তম উত্তম দ্রব্য সামগ্রীর দোকান বসে। এতদ্বারা ময়দানটি অতি চমৎকার শোভা ধারণ করে।

৮ নং। গরুর বাজার। এ বাজারটি এক ধাবে অতি প্রশস্ত চড়ার উপর হইয়া থাকে। এত গরু একত্রিত হয় যে গণনা করা দুঃসাধ্য। মহাত্মারতের বিরাটরাজের গোষ্ঠের বর্ষন এ স্থলে মনে পড়িয়া যায়। গরুসকল একপাশে মিলিত হইয়া দাঁড়ায় যে, মাঠটি শ্বেত বর্ণ হইয়া যায় এবং যৎকালে তাহারা পরস্পর গাত্রচালন করে, তখন অবিকল জলহিল্লোলরূপে বোধ হয়। শোণপুর্ববাসীরা প্রকৃত ডাক হইত। ইতিপূর্বে দিবা ছই প্রহরে একজন ডাক হইত। জিনিস পত্র পশু পক্ষী কাড়িয়া লইত। এক্ষণে গবর্ণমেন্টের সুশাসনে সেসকল গোল নাই; তথাপি বদমাইসি ছাড়ে না; সুযোগ পাইলেই একটি শূকর ছই ধরিয়া দ্রুতবেগে সেই গোলমণ্ডলন্থে এমন নিক্ষেপ করে যে, শূকরের ছানা গরুর মধ্যে পড়িয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করে; গরুসকল তাহাতে ভীত এবং দ্রুত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন আরম্ভ করে, এই অবসরে বদমাইসেরা গরুসকল ধরিয়া নানা স্থানে গোপন করিয়া ফেলে।

৯ নং। এই ময়দানে এতদেশীয় এবং বিদেশীয় রাজ্যের অতি সমারোহে তাহা সামিয়ারা প্রভৃতি খাটাইয়া বস্ত্রগৃহে বাস করিয়া থাকেন। ইহাদের এক এক জনের আবাসজন্য প্রায় ২০।২৫ বিঘা ভূমি

আবশ্য হয়। সমুদায় রাজোচিত আচার সকলের সঙ্গেই থাকে। ইহাদের ছই মেলার অধিকাংশ শোভা নিম্পাদিত হইতে থাকে।

১০ নং। এই ক্ষুদ্র স্থানটিতে পাদরি সবেয়া আপন আপন দল বল লইয়া অবস্থান করেন। এখানে প্রায় ১৫ দিবসপর্যন্ত পৃথক পৃথক দলবদ্ধ হইয়া পৃথক পৃথক স্থানে গৃহীতধর্ম প্রচার করিয়া বেড়ান। এতদ্বারা নানাবিধের অন্তর্গত হইয়া থাকে, কিন্তু জগৎ জনতা প্রায় অন্যত্র হয় না; হস্তী ও তাঁহাদের ধর্মপ্রচারের বিলাসে সুবিধা বলিতে হইবে। বাহা হউক ইংরাজদের ধর্মনিষ্ঠা ধর্মচর্চা ধর্মচিন্তা ধর্মসুচরিত্রাণে নিষ্ঠা ধর্মচর্চা ও শুভচিন্তাশীলতা প্রভৃতি প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহারা আত্মীয়, বন্ধু পরিবার স্বদেশ স্বধর্মোত্তম সমুদায় জুড়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল জগৎধরের প্রিয় কার্য সাধনার্থ এই মহাত্মী সমুদায় পার হইয়া এত দূর আগমন করিয়া কেবল নিঃস্বার্থ পরহিতে বিব্রত থাকেন, বিলাসিতা আমাদিগকে কি আর অধিক শিক্ষার দিবে। আমরা এ দেশের মনুষ্য হইয়া এ দেশের মনুষ্যবর্গের ধর্মোন্নতির একবারও চিন্তা করি না। আমাদিগের দেশে অজ্ঞান তির্যক উন্নত ব্রাহ্মসম্প্রদায়িক আভ্যুত্থান কি করিতেছেন? তাঁহাদের কি এমন স্থানে আসিয়া ধর্মপ্রচার করা কর্তব্য নয়? বোম্বাইয়ের অতুল ঐশ্বর্যবান বনিগণ্ডিমি এতদেশীয় সামান্য ধর্মোক্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম উপদেশ শ্রবণের যোগ্য নহেন? আমি কেশবচন্দ্র সেনকে অনুরোধ করি, তিনি গামী মেলায় শোণপুরে শুভাগমন করিয়া বিক্রিৎ ধর্মচর্চা দ্বারা এতদেশীয় ধর্মোন্নতির গণের অজ্ঞান তিমির নাশ করেন।

১১ নং। এ স্থানটি দীর্ঘ ৩ মাইল হইবে। সমস্ত স্থান অশ্রুক্ষে আচ্ছাদিত, দেখিলে অতিশয় রমণীয়, এই স্থানটিতে প্রায় ২০০০ হাজার ইংরাজ সপরিবারে নানা দিগদে হইতে আসিয়া শৃঙ্খলপূর্বক বস্ত্রগৃহসকল নির্মাণ করিয়া বাস করেন। তাহারা এমনি সুন্দর প্রণালীপূর্বক আপন আপন বাসস্থান

প্রস্তুত করেনবে, সাহেবের নাম অন্য
 রাসেই জানা যাইতে পারে, সকল সাহেবেরা
 আপন আপন আবাসের চিত্র অথবা নামা
 লিখিত করিয়া রাখেন এবং এক একজন ইংরা
 জ একপ সম্বন্ধসহকারে অস্থান করেন যে
 বাগানটা অমরপুরী বলিয়া বোধ হয়। প্রায়
 সমুদায় বঙ্গগৃহই সুসজ্জিত ও আলোক
 মালার সুশোভিত থাকে। গান, বাদ্য, নৃত্য,
 আমোদ, প্রমোদ, বেন, তথায় স্তম্ভমান
 হইয়া নবোন্মত্ত বিরাজ করিতে থাকে, স্থান
 নের মধ্যে কলিকাতা অপেক্ষাও প্রশস্ত একটা
 সদর রাস্তা পার হইতে ওপারপর্যন্ত
 খোলা থাকে। পথটা মেলার পূর্বে বিশুদ্ধ
 পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন করা হয়। সেই পথে
 ইংরাজদের গাড়ি, ঘোড়া, জুড়ি, কিটান
 প্রভৃতি প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি তৃতীয় প্রহর
 পর্যন্ত অবিজ্ঞাত কলিকাতার গড়ের মাঠের
 ন্যায় চলিতে থাকে। বলিতে কি এত ইংরা
 জের জনতা এ দেশের কোন মেলার হয় না।
 বাঙ্গালা, আগরা, পঞ্জাব, অর্থাৎ নাগপুর
 প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি অধিকাংশ হাকিমেরা
 আগমন করিয়া থাকেন। বেহার প্রদেশের
 জেলাসকলের হাকিমেরা এক কালে কাঁটিয়া
 বাহির হন, জেলাতে চুই এক জন সামান্য
 হাকিম কেবল রক্ষণাবেক্ষণার্থ থাকেন।
 এক্ষণে রেনগো চতুর্দিকে হওয়াতে
 এব দীর্ঘকাল আফিসসকল বন্ধ থাকিতে
 কলিকাতা আগরা লাহোর লক্ষৌ প্রভৃতি
 রাজধানীর বড় বড় সিভিলিয়ান বারিষ্টার,
 ইত্যাদিও আগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন
 এবং ক্রমে বোম্বাই মাস্তাজ প্রভৃতি প্রদেশ
 হইতেও দেশ বিদেশীয় ভোগবিলাসিগণের
 আগমন হইবার সম্ভাবনা।

১২ নং। ঘোড়দৌড়ের মরদান। প্রত্যহ
 প্রাতঃকালে এক বা চুই হাজার
 টাকা বজী রাখিয়া তিন বার করিয়া ঘোড়
 দৌড় হয়। প্রায় ১৫২০ দিন একপ ক্রীড়া
 তে ব্যয় হুতরাং সু ন্যাযিক ৪০।৪৫ কাত সর্ব
 শুদ্ধ ঘোড়দৌড় হয়। ঘোড়দৌড়ের সময়
 সিগৌলি মোকামের সোওয়ারেরা এবং
 পুলিশ প্রহরীগণ স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান

রহিয়া শাস্তিরক্ষা করে। এক এক বার বাজি
 হইলেই দানাপুর মিলিটারি ক্যাম্প হইতে
 নাগত গোলা বাদ্যকরেরা সুমধর ইংরাজী
 বাদ্য আরম্ভ করে, আবার বাদ্য বন্ধ হইলেই
 ঘোড়দৌড় আরম্ভ হয়। বেদিবস ঘোড়দৌড়
 হয় তাহার পরদিবস ঘোড়দৌড়ের কণ্ড
 হইতে, সপ্তাহগারোহে ইংরাজদের খা
 হয় এবং পরদিনে নাচ ঘরে বিবিদের নৃত্য
 হয়। ঘোড়দৌড়ের রাস্তাটা ৩ মাইল হইবে।
 এই চক্রাকার ঘোড়দৌড়ের প্রশস্ত মাঠ
 হরিতবর্ণ ভূণে আচ্ছাদিত। সাহেবেরা সন্ধ্যার
 সময় এই ঘোড়দৌড়ের রাস্তার শকটারোহে
 বায়ুলেবন করেন এবং অনেকে ৩ টার পর
 জুনাচ্ছাদিত মাঠে বেটমবল ক্রীড়া করিয়া
 বাহ্যাবুজি করেন।

১৩ নং। এটি নাচঘর। ইহাতে সাহেব
 বিবি, রাত্রি ৯টা অবধি ১২টা পর্যন্ত
 নৃত্য গীতাদি আমোদ প্রমোদ করিয়া
 থাকেন। গোরাবাদ্যকরেরা বাদ্য করিয়া
 থাকে। এখানে ইংরাজীভিন্ন এদেশীয়ের
 গমনের অধিকার নাই।

বিবিধসংবাদ।

২০ এ জীবন সোমবার।
 গত বৎসর দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ ইংলণ্ডে
 ১০,৬৯,২১,৮৮০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল
 ইংলণ্ড যেমন ধনী দানও তেমনি সমৃদ্ধ
 ভারতবর্ষে নিতা নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপান্তে
 যে ব্যয় হয়, তাহার সমষ্টি করিলে ভাল হয়।
 পরনামে তদ্বারা একটা মহৎ কার্য সাধন
 সম্ভাবনা আছে।
 বোম্বাই গবর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, একা
 রসুজ পরিবারের সকলের আয় একত্রীভূত
 করিয়া লাইসেন্স চাক্র নির্ধারিত করা হইবে।
 সর ষ্ট্রাকোডমর্ষ সম্প্রতি লিখিয়াছেন, এত
 দেশীয় সৈনিকগণ পুলিশে প্রবেশ করিলে
 সৈনিক পেন্সন পাইবে না। সৈন্যগণ যত
 আপনাদিগের কাজ ত্যাগ করিয়া অন্য কাজে
 না যায়, ততই ভাল।
 আগামী নবেম্বর মাসে পবর্ষের জেনরল
 লাহোরে একটা দরবার করিবেন। উহা শালগ্রাম
 সেবার ন্যায় নিত্য হইয়া, পুস্তিল, উহার আর
 চমৎকারিতা নাই।
 স্যে সাহেব একটা উত্তম কাজ করিতেছেন।

তিনি নকশা গিয়া বচকে সকল দর্শন ক
 ছেন। সম্প্রতি তিনি কৃষ্ণনগরে জমীদারি
 আচ্ছাদন করিয়া বিদ্যালয়, নীলের চা
 ১৮৫৯ অক্টোবর ১০ আইন ঘটত মকদ্দমার
 জিজ্ঞাসা করেন। কালেক্টরদিগের হস্ত হ
 ১০ আইনের মকদ্দমা দেওয়ানী আদি
 নইয়া যাওয়া উচিত কি না, তাহা তিনি
 লকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমরা আচ্ছ
 হৈলাম, জমীদারেরা একবাক্য হইয়া গব
 ঠের প্রস্তাবে অসম্মত করিয়াছেন।
 গত শনিবার পোন্ট ক্যান্ডি কোম্প
 এক অভিবেশন হয়। এই সময়ে সভাপতি
 হৌ লাহেব বেলম, শিলার সাহেবের স
 বিচার করা কাহারও অভিপ্রস্ত নহে।
 বর্ধম কোম্পানির টাকায় ভূমি ক্রয় করিয়া
 তর মূল্যে কোম্পানিকেই বিক্রয় করেন,
 তিনি যে মন্দ কাজ করিতেছেন এরূপ বি
 কবেন নাই; কিন্তু আইন অনুসারে তাঁ
 দাধী বলিতে হইবে। শিলার সাহেব ক
 হইয়া ইংলণ্ড হইতে যখন প্রত্যাগমন ক
 তখন তাঁহার সহিত এ বিষয়ের মীমাংসা
 কঠিন হইয়াছিল। শিলার সাহেব যদি
 পূরণ করেন, তাহা হইলে এখন অন্য
 মীমাংসা হইতে পারে। আর বাড়াবাড়ি
 করিয়া শিলার সাহেবের বন্ধুভাবে মীমা
 করাই উচিত।
 হালিসহরে পরম্পরের স্ত্রীতাকার
 এই নাম দিয়া এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া
 সভ্যগণ পরম্পরের সাহায্য কবিবার সঙ্কল্প
 রাখেন। এপ্রকার সভা প্রাচীনায় সন্দেহ
 কিন্তু সভ্যগণ দেখিবেন শেষে যেন সভার
 দলাদলিতে পর্যাবসিত না হয়।
 এবার মাদ্রাসার বর্ষের রাস্তা নিমিত্ত
 টাকা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গবর্নর
 রল বলিয়াছেন, প্রধান রাস্তাগুলি সম্পূর্ণ
 পর মধ্য ভারতবর্ষের আয় অনুসারে এ
 ব্যয় করা হইবে। আয় অনুসারে ব্যয়ের
 বস্ত হইলে কেবল যে অমিতব্যয়িতা
 নিবারণ হয় এরূপ নয়, আক্ষেপ ক
 কারণ থাকে না।
 উক্ত পত্র বলেন, প্রতাপগড়ের
 কমিসনার আর, এন. কিঙ ইংলণ্ডে
 কব্রাতে তত্রত্য লোকেরা এই মদাশয় কর্ম
 সম্মানার্থ সভা করিয়া এক অভিনয়
 প্রদান করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়দিগকে
 বন্ধুভাবে সঙ্গীত সমাদর করিতেন, তাহার
 করিয়া কিঙ সাহেবের হিতৈষিতার বর্ণ
 হইয়াছে। কিঙ সাহেব সাধারণের উপ
 রাস্তা, বাজার ও কতকগুলি উদ্যান কা
 ছেন। মদের কারখানা নগরের মধ্যে

পাকের কষ্ট হইতে, তিনি তাহা দূরে স্থাপন
 রিয়াছেন। তাঁহার বশে এক জন সিবিল সার্জন
 সিয়াছেন। অনেক কর্মীদারী নষ্টপ্রায় হও-
 তে কিং সাহেব সেগুলিকে ওয়াড আদাল-
 তর হস্তে দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার কৃত
 মির বন্দোবস্ত সর্কাপেকা অধিক উপকারক
 য়াছে। এই অভিনন্দনের বখন উত্তর
 ওয়া হয়, তখন অনেক লোকে অশ্রুপাত
 য়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়েরা ইউরোপীয়দি-
 রসদ গুণ দর্শন করিলে যেমন কৃতজ্ঞতা
 প্রকাশ হন, যৌষ দেখিলে তেমনি ধিরু
 শনিবার অবধি প্রধানতম বিচারালয়ের
 দিম বিভাগে ষ্টাম্প চলিয়াছে। সামান্য
 গজে লিখিয়া তত্পরি ষ্টাম্প বসাইয়া দেওয়া
 ব। ছই জন ষ্টাম্পবিক্রেতা নিযুক্ত হইয়া-
 । ইহাদিগকে কমিসন দেওয়া হইবে। নিয়
 বেতন দেওয়া উচিত ছিল।

গত জুলাই মাসে ১৫,২৭৩ জন লোক
 তবর্ষীয় চিত্রশালিকা দর্শন করিতে গমন
 ন। ইহাদিগের মধ্যে ১৩,৫৬৭ জন ভারত
 ও ৬২৯৫ ইউরোপীয় পুরুষ এবং ১৩৪৩
 এতদেশীয় ও ৩৯ জন ইউরোপীয় স্ত্রীলোক
 গন। গড়ে প্রত্যহ ৫৮৭ জন দর্শক গিয়া-
 ন। আমরা আফ্লাদিত হইলাম, চিত্রশা-
 র রক্ষকগণ রবিবারে দর্শকদিগকে প্রবেশ
 র অসম্মতি দিয়াছেন।

ডেলিনিউস বলেন, সম্প্রতি কতগুলি অশ্রু-
 গাবো আমোলিতে আসিয়া লুঠ করিয়া
 ল পলায়ন করিয়াছে। ত্রিপুরার রাজা
 গকে দশ দিবার নিমিত্ত কার্যক জন
 হীকে প্রেরণ করিয়াছেন।

জ্ঞ পত্র আরো বলেন, ষ্টেট সেক্রেটারি
 দিয়াছেন, অযোধ্যায় এক কালে টাকা
 যে সে ছু- চিকন দেওনা হইবে না। যে
 বাণী, কারখানা, উদ্যান ও ক্ষেত্র হই-
 তাহার মূল্য দিলে নিকর দেওয়া হইবে।
 আমরা হিন্দুপেটিয়ট দর্শন করিয়া অতি-
 আফ্লাদিত হইলাম, সিবিল সার্জিস কমিসনর
 রতবর্ষীয়দিগের প্রতি একটী স্তম্ভিচার করি-
 । সংস্কৃত ও আরবি নম্বর ৩৭৫ হও
 সাধারণের যে অসন্তোষ জন্মে, কমিসনর-
 ম্ভিবারণ্য পুনর্নির্বা ঐ ঐ তাহার নম্বর
 করিয়াছেন, কমিসনরগণ আরও নিকর
 ছেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে স্তম্ভ
 ময়ান ২৪ বৎসর বয়স না হইলে ইংলণ্ড
 করিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষীয় পরী

কাখীদিগকে কিছু অধিক দিন ইংলণ্ডে রাখা
 তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। আফ্লাদের বিষয় এই,
 পমীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে ষ্টেট সেক্রেটারি
 প্রথম বৎসর ১০০০ ও দ্বিতীয় বৎসরে ২০০০
 টাকা পুরস্কার দিবেন।

২১ এ আবেদন মঙ্গলবার।

গত কল্যা বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের অংশীদিগের
 সাধ্বসরিক সভা হয়। এই সভায় স্থির হইয়াছে,
 বর্তমান সেক্রেটারি ও খনাধ্যক্ষ ডিকসন সাহেব
 পদত্যাগ করিলে তাঁহাকে মাসিক ১০০০ টাকা
 পেন্সন দেওয়া হইবে। বোম্বাইয়ে যে শাখা
 স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট তাহা উঠা
 ইয়া দেওয়াতে অসন্তোষ প্রকাশ করা হইল।
 কারণ তদ্বারা বোম্বাই ব্যাঙ্কের কার্যের প্রতি
 হস্তার্পণ করা হয় নাই।

আমরা আফ্লাদিত হইলাম, ইণ্ডিয়ান ডেলি
 নিউস পত্রিতে সুরাবিক্রয়ের বিষয়ে আমাদি
 গের মত অবলম্বন করিয়াছেন। যখন সুরাপায়ী
 লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তখন তাহারা
 মবশ্যে সুরাপান করিবে। পত্রিতে প্রকাশ
 রূপে বিক্রয় করিবার যৌ নাই; কিন্তু শুদ্ধি
 এ লাভের লোভ ত্যাগ করিতে পারে না।
 তাহারা ও মাতালেরা আইন লঙ্ঘন করে;
 পুলিশ প্রহরীরা উৎকোচ লয়। শুদ্ধিরা পশ্চা
 তের দ্বার বন্ধ করাতে বেশ্যালয়ে সুরা বিক্রীত
 হয়। সুরাপানে ইঞ্জিয় উত্তেজিত হয়; সুরা
 ও বেশা এক স্থানে উভয়ের যোগ হইলে কি
 হয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। তন্নিমিত্ত
 ডেলিনিউস বলেন, যখন সুরাপান বন্ধ করিবার
 যৌ নাই তখন অনিষ্ট ঘট নিবারিত থাকে,
 ততই মঙ্গল। অতএব মাসুল বৃদ্ধি করিয়া
 পত্রিতে মধ বিক্রয় করিতে দেওয়া কর্তব্য।

ইংলিশমান বলেন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের
 অসুরোধে (?) অযোধ্যার রাজা আর
 "ওয়াজিদ আলিশাহ" বলিয়া স্বাক্ষর করিবেন
 না। তিনি শাহ উপাধি পরিত্যাগ করিতেছেন।
 এ উপাধিতে তাঁহার কি ক্ষতি ছিল আমরা
 কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

গবর্নমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন ভারতবর্ষীয়দি
 গের ন্যায় ফিরিঙ্গিবাও গিলক্রিষ্ট ছাত্রসৃষ্টি
 পাইতে পারিবেন। এই বার ত ডিক্রজের বং
 শীর্ষদিগকে "নেটব" নাম লইতে হইল।
 লাভের বেলা দোষ নাই।

সম্প্রতি রাজধানী বিভাগের কমিসনরের
 বাণীতে ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশের কতগুলি
 জমীদার, মিসনরি ও প্রজার এক সভা হয়।

মিসনরিরা বলেন, লোকের এত কষ্ট হইয়া
 সাহায্য না দিলে আর চলে না। জমীদার
 উহার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন
 মাই; কিন্তু সর্কাপেকা চাপমান সাহেব বা
 করিয়াছেন। তিনি কৃষকদিগকে বলি
 যতই কষ্ট হউক না কেন, কর অবশ্য
 হইবে। কমিসনর কি এই মধুমাখা বাক্য
 ইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে এত দূর আনি
 লেন?

দিল্লীরাজবংশীয়েরা উত্তর পশ্চিম
 বাস করিবার যে আবেদন করেন, তাহা
 ষ্ট্রাকোড নর্থ কোর্ট এই বলিয়া অগ্রাহ্য ক
 ছেন যে, রাজনীতিসম্বন্ধে যাহাঁস" নঞ্জরব
 থাকেন, তাহাদিগের বাসস্থান মনোনীত
 বার সামর্থ্য নাই। এপ্রকার প্রার্থনা অ
 করা অপরাধমর্শসিদ্ধ হয় নাই। উত্তর প
 ফলে থাকিলে রাজকুমারগণের কুলোকে
 জালে বন্ধ অথবা চক্রান্তে পতিত হইয়া
 হইবার সমাধিক সম্ভাবনা।

সিঙ্কিয়ান বলেন, কাপ্তেন মিঙ্কিনেন্স অ
 তাওলপুরের সবিশেষ উন্নত হইতেছে। কা
 কয়েকটি জলসেচক খাল খনন করিবার মি
 টাকা কর্ত্ত করিতেছেন। দাউদপুর প্র
 দৌরাখ্যেণারীরা নিরস্ত হইয়াছে। যুবক
 এই দৃষ্টান্ত স্মরণ রাখেন এই আমাদি
 প্রার্থনা। তেঁ সলা বংশীয় শেষ রাজার
 ব্যবহার কালে ব্রিটিশ রেজিডেন্ট নাগপু
 অসুতপূর্ক উন্নতিসাধন কবেন, কিন্তু রা
 নিজে শাসনভার লইবামাত্র সকলই নষ্ট
 য়াছিলেন। মহীসুর ও তাওলপুরে তাহা চই
 আর কোম ভারতবর্ষীয় এতদেশীয় শাসন
 মীর অসম্মোদন করিতে সাহসী হইবেন না।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধে জয় হওয়াতে রা
 সর রবার্ট নেপিয়ার ও টৈন্যদিগকে যে ধন
 দিয়াছেন তাহা গেজেটে প্রকাশিত হইয়া
 আমরা হুঃখিত হইলাম, স্থানান্তার প্রযুক্ত
 প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ভারতব
 টৈন্যদিগকে বিশেষতঃ এতদেশীয় টৈন্যদি
 রাজী বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। সর ফা
 নাথকোট বলেন, ভারতবর্ষীয় (এতদেশী
 টৈন্যদিগকে ধনঃ বাদ দিবার ভার আম
 হস্তে পতিত হওয়াতে আমি অতিশয় আ
 দিত হইতেছি। সর্কসাধারণে ইহাতে রাজ
 মিকটে অবশ্যই কৃতজ্ঞ হইবেন। এই প্রকার
 কথায় যতকাজ হয় কেবল বল প্রকাশে তা
 হইতে পারে না।

আমরা আফ্লাদিত হইলাম, মাস্ত্রাজ গ
 মেন্ট আমাদিগের গবর্নমেন্টের ন্যায় স্তম্ভ

করিয়াছেন। নিম্নমবহিত প্রদেশে বোধ
রূপ হইবে না।

২২ এ আবেদন বুধবার।

শিয়ান একজামিনর অনুমান করেন,
বলগের বেতনভোগী প্রেস্টেট্রান্ট ধর্ম
ায় উঠিয়া যাইবার পরেই ভারতবর্ষের
ভোগী পাদরিরা অস্তিত্ব হইবেন।
দিগের সচিত খৃস্টীয়ানদিগের এ চেষ্টা
কর্তব্য। আমাদিগকেই বলা হয় যে আমায়
বিষয়ে গবর্নমেন্টের মুখাপেক্ষা করি।

আগামী জামুয়ারি মাসে আর্কডিকন প্রতি
পদভাগ করিবেন। আর্কডিকন প্রতি
উচ্চতম ও কটনের পর কলিকাতার
হয় ইহা সকলেরই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু
খৃস্টীয় গবর্নমেন্ট সে আশা পরিপূর্ণ করেন
বঙ্গদেশের পাদরিরা আর্কডিকনের
থ এক সভা করিতেছেন।

বুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে আজিম
খানীনে কাবুল ও গজনি জায়ে। জেলে
দ বিদ্রোহ হইয়াছে। আবচল রহমান খাঁ
তুর্ক স্থানে বিদ্রোহ এবং তাঁহার সহিত
আল খার গোপনে সন্ধি হইয়াছে।
আলি খাঁ গজনি আক্রমণ করিতেছেন।
নগরখাসিগণ তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষী।

দার রাজার অত্যাচার ক্রমশঃ অসহ্য হই
। গুজবটিনক্র বলেন, তিনি কয়েক জন
রকে বিনা দোষে কারাবদ্ধ করিয়া
আদায় করিয়াছেন। রেসিডেন্টের তত্ত্ব
রক্ষা করেন নাই। এক ব্যক্তির গৃহ
হয়। একই কুমার তাঁহার ৫০০০০
জামানা কবিয়াছেন। প্রজাগণ হতস-
ইতেছেন এবং কেহ কেহ দরিদ্রতা ও
চার সঙ্গ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা
করেন। গুইকুমার বাস্তবিক এইরূপ অথবা
টাম্র অত্যাচার করিতেছেন, ইহার অস্ব
কবিয়া ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রতিবেদন
চিত।

দায়ের লুতর ব্যক্ত শতকরা পাঁচ
লাভ প্রদান করিতেছেন।

২৩ এ আবেদন বুধসপ্তাহবার

প্রতি পেইন কোম্পানি হাঙ্গেরাবদের
ময় এক জন কর্মচারীর নামে প্রধানতর
ালয়ে নালিশ করেন, উক্ত ব্যক্ত বলেন,
ফরাসি, ৩৫ বৎসরকাল নিজামের রাজ্যে
ন, তিনি রিটশ প্রজা নছেন। কিন্তু বিচা
এই আপাত্ত এ'হা না কবিয়া ডিক্রী
ন। লাড প্রিন্সলি পারসাহিত কয়েক জন
বর্ষীয়ের বিষয়ে বলিয়াছেন, ছই পুরুষের
বিদেশে বাস করিলে সে ব্যক্তিকে আর
প্রজা বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

পটনাট মাকডনেলনামক যে আফিসর
তে সৈনিকদিগের তলপেটের ক্যানেস

পরীক্ষা করিতে অসম্মত হন, সামরিক-বিচারালয়
টীকাকে তৎসন্য করিয়াছেন। প্রধান সেনাপতি
বলেন লেপ্টনান্ট প্রধানের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া
সৈনিকের একটি প্রধান কর্তব্য কর্তব্য অন্যথা
চরণ করিয়াছেন। প্রত্যেক বোঁদাকে প্রধানের
আজ্ঞা অবশ্য আবেদন করিতে হইবে, আপত্তি
থাকে আজ্ঞাপালন করিয়া কবিবেন। কাপ্তেন
ক্রৌণ যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন সেটীও অন্যায় হয়
নাই। পীড়ার সময়ে আফিসরগণের ইহা করা
আবশ্যক।

মাস্ত্রাজ গবর্নমেন্ট টমাস জোন্স সাহেবকে
তত্ত্বতা চোট আদালতের তৃতীয় বন্দোবস্ত
কবিবার অনুরোধ করিয়া বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের
অনুমতি চাহিয়াছেন। তিনি তত্ত্বতা আড়কাটী
দিগের বিষয়েও উৎকর্ষসাধন করিবেন। এখান
কার আড়কাটীদিগের প্রতি কবে দুষ্টিপাত করা
হইবে। ইহাদিগের দোষে সিন্ধি-শুল্ক মষ্ট হইয়া
থাকে।

ষ্ট্রেটমেন্টেচারি আজ্ঞা দিয়াছেন বেতন অল্প
বলিয়া হটক আর পুস্তার বলিয়া হটক যখন
কোন অচিহ্নিত কর্মচারী অতিরিক্ত টাকা পাই
বেন, বিদায় লইলে বেতনের সহিত তাহারও
কর্তন হইবে। গবর্নর জেনরল পুরস্কারের লগু
স্বরূপ অতিরিক্ত টাকা কর্তন না হয়, এই প্রস্তাব
করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবই যুক্তিসিদ্ধ বোধ
হইতেছে।

মধ্য ভারতবর্ষের তুলার কমিসনর রিবেট কা-
র্নাক সাহেব রিপোর্ট করিয়াছেন গত বর্ষে বেরার
হইতে ২,০৪,০০০ বস্তা এবং মধ্যভারতবর্ষ
হইতে ১৬,০০০ বস্তা তুলা রপ্তানী হয়। এবার
পূর্ববৎসর অপেক্ষা ৩৮,০০০ ও ১৮,০০০ বস্তা
কম হইতেছে। কর্ণাক সাহেব ইহার কোন কারণ
পর্যর্শন করেন না। এবার প্রথমে অতিবৃষ্টি তৎ
পরে অনাবৃষ্টি হওয়াতে তুলার চাসের ক্ষতি
হইবার যে সম্ভাবনাই হইয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে
আবেদন মাসের প্রারম্ভে বৃষ্টি হওয়াতে সে শঙ্কা
দূর হইয়াছে।

২৪ এ আবেদন শুক্রবার।

আগষ্টস্ট্রার্টনামক বে. আটলীকে এক
বিনামী বিক্রয় কথলা প্রস্তাব করিবার অপরাধে
প্রধান বিচারপতি বিচারালয় হইতে বহিষ্কৃত
করেন, তিনি শ্রিবি কোর্ডিলে আপীল করিয়া
পুনর্দার নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রিবি কোর্ডিল বলেন
বিনামী দলীল করা অন্যায়, কিন্তু যখন তথ্যবা
অন্যে অনিষ্টের চেষ্টা পাওয়া না হয় তখন
ইহা দণ্ডনীয় নহে। এতদ্বারা বিনামীকে এক
প্রকার প্রায় দেওয়া হইবে।

মধ্য ভারতবর্ষের কমিসনর তত্ত্বতা আদালত
সমূহে নানা প্রকার ত'বা ব্যবহৃত হওয়াতে গোল
যোগ হয় বলিয়া আবেদন করিতে ভারতবর্ষীয়
গবর্নমেন্ট উক্ত উঠাইয়া দিয়া মাহরাষ্ট্রীয় ভাষা
প্রচলিত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন
বাস্তবিক পুনর্দার সীমা অতিক্রম করিয়া

লোভাখ্যা করাতে কোর্ট হইতে এক দল
তাহাদিগকে দমন করিতে গমন করিয়া
আগামী সূর্যগ্রহণদর্শনার্থ ক্রমশঃ এই
পের সকল দেশের জ্যোতির্বিৎ আগমন
করিবেন। তিন জন জ্যোতির্বিৎ জ্যোতি
সম্প্রতি আগমন করিয়াছেন।

২৫ এ আবেদন শনিবার।

ইউরোপীয় লোকদিগের অত্যাচার
হইয়া উঠিয়াছে। মফস্বলে ইহাদিগের
গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হয়। ইহারা সহজে
না পাইলে বলপূর্বক তাহা লইয়া থাকে।
শের দানশীলতা প্রসিদ্ধ, তথাপি ইহারা
পারিয়া উঠেন না। অন্যথ আলায়প্রভৃতি
হইল, তাহাতে কিছুই হইল না। অনেক
ইউরোপীয় জীলোকেরা আপনাদিগের ব
লোকদিগের দ্বারা নিপীড়িত হওয়াতে
শের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। সম্প্রতি
সাহেব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক
অর্পণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের নায় এ
একটি আলায় হইবে; অলাস লোকদি
তথায় খাটিয়া উদর পূর্ণ করিতে হইবে।
ওয়ে কোম্পানি ও জাহাজী কাপ্তেনেরাই
কাংশ লোকের ছাড়িয়া দেন। ইহারা যে
লোক আঁসবেন, তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডে
যাইবার ভার ইহাদিগের উপরে পড়িবে।
এক বৎসরের অধিককাল হইলে গবর্নমেন্ট
বায়ের সাহায্য করিবেন। প্রত্যেক লোক
এক মাসের খোরাকী দিয়া ইংলণ্ডে পাঠ
দেওয়া হইবে। এইসকল ব্যক্তি দোষ ব
মফস্বল আদালতে ইহাদিগের দণ্ড হই
নগু এই, প্রায় যে আলায় হইবে উহাদি
তথায় পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। মেইন সা
এচেষ্টা অ তথ্য প্রশংসনীয়। লোকদি
বিষয়ে কোনপ্রকার সন্ধিবেচনা না ক
কেবল যে তাহারাই কষ্ট পাঠবে এরূপ
অন্যের মহাকষ্টের হেতু হইবে।

বঙ্গদেশের রাজা আপনার সৈন্যদিগকে
শিখাইবার নিমিত্ত ফান্স, জাশ্মেদী ও ই
হইতে কয়েকজন আফিসর আনাউতেছেন

ফে ও অব ইণ্ডিয়া বলেন, সর চারলস
সন মেইন সাহেবের পদে নিযুক্ত হইতে প
এই কথা বলিয়া ফে ও বলেন, "আমরা
করি সর চারলস জাশ্মেদী আপনার কর্তব্য
জলাঞ্জলি দিয়া নিমলাবাস করিবেন
আমাদিগের মিসনরি পত্রপ্রেরক দেখুন, স
লরেঞ্জের চাট্টবাদীও প্রকারান্তরে তাঁহা
কীর্তন করিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার

১ এ জুলাই। সর ষ্ট্রাকোড নর্থকোট
নর্থকোট কনস হাউসে বলিয়াছেন সীমান্ত
সৈন্যবাহিনীকে মেডাল প্রদানের প্রস্তাবের তিনি
নিজে সূত্রপাত করিতে পারেন না। এটি সর
জন লরেন্সের দ্বারা হওয়া উচিত।

আবার করণের মারকুইস ডিউকের পদ পাই
য়াছেন, আরও কয়েক জনকে লাড করা হইবে।
জটলাণ্ড ডানবস সাহেব ভারতবর্ষীয় রেল
ওয়ের সাধারণিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্তমান বর্ষে ৫,০০০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে।
বোম্বাইয়ে জলপূর্ণ ডক করিবার যে প্রস্তাব
হয় তাহা সর ষ্ট্রাকোড নর্থকোট ও তাঁহার
কৌশল গ্রাহ্য করিয়াছেন।

লণ্ডন ৩১ এ জুলাই। গত কল্যা মহাসভার
কাৰ্য্য বন্ধ হইয়াছে। ইংলণ্ডে স্বরী সভ্যদিগকে
সম্মান করিবার সময়ে বলিয়াছেন, বিদেশীয়
গবর্নমেন্টের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব আছে।

ইউরোপে এক্ষণে যুদ্ধ ঘটিবার কোন আশঙ্কা
নাই এবং যাহাতে শান্তির ব্যাঘাত না হয়
ইংলণ্ডে সেই রাজনীতি হইবে।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধে জয় ও জয়্যেব অশ্বত্বিত
পরেই সেনাদল উক্ত দেশ ত্যাগ কবান্তে
আজ্ঞাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। মানববর্গের উপ
কার ও সমাজের প্রতি কর্তব্য কর্মসাধনার্থ এই
যুদ্ধ হয়, তাহা আবিসিনিয়া ত্যাগ করাতে
প্রকাশ পাইতেছে।

ফেনিয়ানদিগের দোষায়ের উল্লেখ করিয়া
রাজী বলিয়াছেন, উক্ত দল আয়াবলগে গোল
যোগ ও বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা করাতে গবর্ন
মেন্ট যেসকল কঠিন উপায় অবলম্বন করিয়া
ছিলেন, উহারা তাহা হইতে বিরত হওয়াতে

তাহা অনাবশ্যক হইয়াছে। হেব্রিস কর্পস
আইন রহিত হওয়াতে কোন ব্যক্তি এক্ষণে আইন
হাজতে নাই, কোন ফেনিয়ান বিচারার্থ রুদ্ধ
নহে। গত অপবেশনকালে যেসকল কার্য্য
হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া রাজী উপসং
হারকালে বলিলেন, মহাসভাকে শীঘ্র ডল
করা হইবে। রাজী এই সম্ভাবনা করেন, যে
সকল সভ্য মনোনীত হইবেন, তাঁহারা দেশের
নির্ধারিত আইন ও শাসনপ্রণালী অনুসারে
তাঁহার প্রজাদিগের শ্রেণী ধর্ম ও রাজনীতি
সংক্রান্ত স্বত্ব রক্ষায় যত্নবান হইবেন।

টেলিগ্রাফে সংবাদ আসিয়াছে, বলগেরি-
য়ার বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হই
য়াছে।

টেলিগ্রামে আসিয়াছে, তাহাতে
যাইতেছে বলগেরিয়াতে বিদ্রোহ চলি
তে। তুরস্ক সৈন্যেরা সীমান্ত গিয়াছে এবং
কপলি ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছে। লাড জাণ
পর মুহূর্ত্ত হইয়াছে।

২১ এ জুলাই। মাদ্রাজ ও আলেকজান্দ্রিয়া
মধ্যস্থিত সুরক্ষিত টেলিগ্রাফ ছিন্ন হই
য়াছে।

২২ এ জুলাই। মাদ্রাজ ও আলেকজান্দ্রিয়া
মধ্যস্থিত সুরক্ষিত টেলিগ্রাফ ছিন্ন হই
য়াছে।

২৩ এ জুলাই। মাদ্রাজ ও আলেকজান্দ্রিয়া
মধ্যস্থিত সুরক্ষিত টেলিগ্রাফ ছিন্ন হই
য়াছে।

১ লা আগষ্ট। অনরেল অর্থর কিনাডের
প্রথের উত্তরদানকালে গত রাজিতে সর ষ্ট্রাকোড
নর্থকোট কনস হাউসে বলিয়াছেন সীমান্ত
সৈন্যবাহিনীকে মেডাল প্রদানের প্রস্তাবের তিনি
নিজে সূত্রপাত করিতে পারেন না। এটি সর
জন লরেন্সের দ্বারা হওয়া উচিত।

আবার করণের মারকুইস ডিউকের পদ পাই
য়াছেন, আরও কয়েক জনকে লাড করা হইবে।
জটলাণ্ড ডানবস সাহেব ভারতবর্ষীয় রেল
ওয়ের সাধারণিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্তমান বর্ষে ৫,০০০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে।
বোম্বাইয়ে জলপূর্ণ ডক করিবার যে প্রস্তাব
হয় তাহা সর ষ্ট্রাকোড নর্থকোট ও তাঁহার
কৌশল গ্রাহ্য করিয়াছেন।

লণ্ডন ৩১ এ জুলাই। গত কল্যা মহাসভার
কাৰ্য্য বন্ধ হইয়াছে। ইংলণ্ডে স্বরী সভ্যদিগকে
সম্মান করিবার সময়ে বলিয়াছেন, বিদেশীয়
গবর্নমেন্টের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব আছে।

ইউরোপে এক্ষণে যুদ্ধ ঘটিবার কোন আশঙ্কা
নাই এবং যাহাতে শান্তির ব্যাঘাত না হয়
ইংলণ্ডে সেই রাজনীতি হইবে।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধে জয় ও জয়্যেব অশ্বত্বিত
পরেই সেনাদল উক্ত দেশ ত্যাগ কবান্তে
আজ্ঞাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। মানববর্গের উপ
কার ও সমাজের প্রতি কর্তব্য কর্মসাধনার্থ এই
যুদ্ধ হয়, তাহা আবিসিনিয়া ত্যাগ করাতে
প্রকাশ পাইতেছে।

ফেনিয়ানদিগের দোষায়ের উল্লেখ করিয়া
রাজী বলিয়াছেন, উক্ত দল আয়াবলগে গোল
যোগ ও বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা করাতে গবর্ন
মেন্ট যেসকল কঠিন উপায় অবলম্বন করিয়া
ছিলেন, উহারা তাহা হইতে বিরত হওয়াতে

তাহা অনাবশ্যক হইয়াছে। হেব্রিস কর্পস
আইন রহিত হওয়াতে কোন ব্যক্তি এক্ষণে আইন
হাজতে নাই, কোন ফেনিয়ান বিচারার্থ রুদ্ধ
নহে। গত অপবেশনকালে যেসকল কার্য্য
হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া রাজী উপসং
হারকালে বলিলেন, মহাসভাকে শীঘ্র ডল
করা হইবে। রাজী এই সম্ভাবনা করেন, যে
সকল সভ্য মনোনীত হইবেন, তাঁহারা দেশের
নির্ধারিত আইন ও শাসনপ্রণালী অনুসারে
তাঁহার প্রজাদিগের শ্রেণী ধর্ম ও রাজনীতি
সংক্রান্ত স্বত্ব রক্ষায় যত্নবান হইবেন।

টেলিগ্রাফে সংবাদ আসিয়াছে, বলগেরি-
য়ার বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হই
য়াছে।

টেলিগ্রামে আসিয়াছে, তাহাতে
যাইতেছে বলগেরিয়াতে বিদ্রোহ চলি
তে। তুরস্ক সৈন্যেরা সীমান্ত গিয়াছে এবং
কপলি ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছে। লাড জাণ
পর মুহূর্ত্ত হইয়াছে।

২১ এ জুলাই। মাদ্রাজ ও আলেকজান্দ্রিয়া
মধ্যস্থিত সুরক্ষিত টেলিগ্রাফ ছিন্ন হই
য়াছে।

২২ এ জুলাই। মাদ্রাজ ও আলেকজান্দ্রিয়া
মধ্যস্থিত সুরক্ষিত টেলিগ্রাফ ছিন্ন হই
য়াছে।

২৩ এ জুলাই। মাদ্রাজ ও আলেকজান্দ্রিয়া
মধ্যস্থিত সুরক্ষিত টেলিগ্রাফ ছিন্ন হই
য়াছে।

২৪ এ জুলাই। বেহানের অধারোহী রাই
দলের নিম্নলিখিত নিয়োগ গ্রাহ্য করা গেল।

২১ এ জুলাই। ৩ রা জুলাইয়ের গেজেটে
এ. আর, ইমসন ও জে. ডি, ওয়ার্ড সাহেব
প্রথম শ্রেণির মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর বলিয়া
নিয়োগ করা হয়, তাহা ২৩ এ মে অবধি
হইবে।

২২ এ জুলাই। বেহানের অধারোহী রাই
দলের নিম্নলিখিত নিয়োগ গ্রাহ্য করা গেল।

২৩ এ জুলাই। বেহানের অধারোহী রাই
দলের নিম্নলিখিত নিয়োগ গ্রাহ্য করা গেল।

২৪ এ জুলাই। বেহানের অধারোহী রাই
দলের নিম্নলিখিত নিয়োগ গ্রাহ্য করা গেল।

২৫ এ জুলাই। বেহানের অধারোহী রাই
দলের নিম্নলিখিত নিয়োগ গ্রাহ্য করা গেল।

২৬ এ জুলাই। বেহানের অধারোহী রাই
দলের নিম্নলিখিত নিয়োগ গ্রাহ্য করা গেল।

২৭ এ জুলাই। বেহানের অধারোহী রাই
দলের নিম্নলিখিত নিয়োগ গ্রাহ্য করা গেল।

২৮ এ জুলাই। বেহানের অধারোহী রাই
দলের নিম্নলিখিত নিয়োগ গ্রাহ্য করা গেল।

২৯ এ জুলাই। বেহানের অধারোহী রাই
দলের নিম্নলিখিত নিয়োগ গ্রাহ্য করা গেল।

৩০ এ জুলাই। বেহানের অধারোহী রাই
দলের নিম্নলিখিত নিয়োগ গ্রাহ্য করা গেল।

৩১ এ জুলাই। বেহানের অধারোহী রাই
দলের নিম্নলিখিত নিয়োগ গ্রাহ্য করা গেল।

১ আগষ্ট। বেহানের অধারোহী রাই
দলের নিম্নলিখিত নিয়োগ গ্রাহ্য করা গেল।

২ আগষ্ট। বেহানের অধারোহী রাই
দলের নিম্নলিখিত নিয়োগ গ্রাহ্য করা গেল।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।
বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেন্টগবর্নরের
আদেশাঙ্গুসারী
নিয়োগ।

২৫ এ জুলাই। ফরিদপুরের পুলিশ সুপার

২৫ এ জুলাই। ফরিদপুরের পুলিশ সুপার

— ২৬৫ —

এর গেজেটে বার্ষিক সাহেবকে সাহাবা
প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি
স্ট্রিক্টর বলিয়া যে নিয়োগ করা হয়, তাহা
রা রহিত হইল।

যত দিন এচ, এন, ভোপ সাহেব বিদায়
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে. ডি.
সাহেব জীহটের প্রতিনিধি পুলিশ সুপরি
স্ট্রিক্ট হইবেন।

বোধ্যার রাজার নিকটস্থিত গবর্নর জেনর
প্রতিনিধি এডভেঞ্চার এচ, পি, পিকক
বাতীর মধ্যের মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার
২৪ পরগণার মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাই

রাজোড়ের দেওয়ানী কর্মচারীর বিশেষ সহ
লেপ্টেন্যান্ট জে, জনস্টোন যত দিন তথায়
বন, তত দিন অধ্যক্ষ জজের ক্ষমতা চালন
হইবে।

যত দিন মেজর টি, লাথ বিদায় লইয়া অনুপ
স্থিত থাকিবেন, তত দিন মেজর এ. কে.
র চরভেব প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর হই
মেজর লাথ কার্যভার অর্পণ করিলে যত
কর্তব্য উপস্থিত না হইবে, তত দিন
সি. বি. মিচেল চরভেব প্রতিনিধি
কমিসনর থাকিবেন।

যত দিন কাপ্তেন এ. ই. কাম্বেল বিদায়
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন টি, স্মিথ
গোয়ালপাড়ার প্রতিনিধি ডেপুটি কমি
স্ট্রিক্ট ১৮৬২ অর্ডার ১৫ আইনের ১ খারা
ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন জি, স্মিথ সাহেব স্থানান্তর থাকিবেন,
সি. কাপ্তেন ডবলিউ, এচ, জে, লাগ কুচ
বর প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর হইবেন।

৪ লা আগষ্ট। যত দিন এস. ওয়াকোপ
বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত
সি. এ. সাহেব বর্জমান, হুগলী ও ২৪ পরগ
প্রতিনিধি প্রত্যক্ষ জজ হইয়া হাবড়াতে
ক্ষমতা পাইবেন।

সহকারী পুলিশ সুপরিষ্ট্রিক্ট এচ, মনরো
৩০ রা মে অর্থাৎ ২৩ এ মে পর্যন্ত সাহাবা
প্রতিনিধি পুলিশ সুপরিষ্ট্রিক্ট ছিলেন।

ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু
মোহন মজুমদার কিছু দিনের নিমিত্ত
উপবিভাগের ভার পাইয়া ২৪ পরগণার
স্ট্রিক্টের ক্ষমতা পাইবেন।

৩ রা আগষ্ট। নিম্নলিখিত তত্ত্ব লোকেরা
চার চিকিৎসালয়ের সভার সভ্য হইবেন।

স্বাক্ষর কার্য।

সরবেণ্ড টি. স্কলটন।

স্বাক্ষর বারাট।

স্বাক্ষর এফ, এ, ফেরিস।

নিম্নলিখিত তত্ত্ব লোকেরা হাবড়ার বিদ্যা
সভার সভ্য হইবেন:—

স্বাক্ষর মনরো।

স্বাক্ষর এ, ডবলিউ, কুইনলান।

স্বাক্ষর গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

স্বাক্ষরনারায়ণ তট্টাচার্য।

যতদিন লেপ্টেন্যান্ট আর. জে, উইলিয়াম
বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এচ,
এন, হারিস সাহেব বর্জমানের প্রতিনিধি পুলিশ
সুপরিষ্ট্রিক্ট হইবেন।

নিম্নলিখিত তত্ত্ব লোকেরা বাঁকীপুরের চিকিৎ
সালয় চালাইবার সভার সভ্য হইবেন।

জে. লাথ সাহেব।

বাবু চর্চাগতি বন্দোপাধ্যায়।

বাবু বৈজনাথ প্রসাদ।

মির শামসুল হুদা।

গয়ার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
মৌলবী আলিহোসেন কিছু দিনের নিমিত্ত লও
য়াদা উপবিভাগের ভার পাইবেন।

নিম্নলিখিত তত্ত্ব লোকেরা ত্রিহতের ফেরি
ফণ্ড কমিটির সভ্য হইবেন:—

উপবিভাগীয় কর্মচারী নিজপদে।

জে, লিছইমিন সাহেব।

এম, গেল।

তৃতীয় জেণির সব আসিষ্ট্যান্ট সার্জন নকুচ
চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বরিসালের দাতব্য চিকিৎ
সালয়ের ভার পাইবেন। তৃতীয় জেণির সব
আসিষ্ট্যান্ট সার্জন উদিত উল্লা চট্টগ্রামের দাত
ব্যচিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

সহকারী পুলিশ সুপরিষ্ট্রিক্ট সি, পি,
ক্রাউচ সাহেব ১৪ ই মে অবধি ৩০ এ জুন
পর্যন্ত কটকের প্রতিনিধি পুলিশ সুপরিষ্ট্রিক্ট
ওল্ট ছিলেন।

৪ ঠা আগষ্ট। কাছাড়ের সহকারী কমিসনর
ও, জি, আর, মাকউইলিয়াম সাহেব ১৮৬৮
অর্ডার ৯ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা
পাইবেন।

আসামের থাকবস্তির নিম্নলিখিত কর্মচারি
গণ আপন আপন বিভাগে ১৮৩৩ অর্ডার ৯
আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

কামরূপের প্রথম বিভাগের সহকারী রেবে
নিউ সরবেয়র লেপ্টেন্যান্ট এ. ডি, বট্টার। লক্ষী
পুরের দ্বিতীয় বিভাগের সহকারী রেবেনিউ সর
বেয়র লেপ্টেন্যান্ট ডবলিউ, বারন। শিবসাগরের
পতিত ভূমি জরিপের নিমিত্ত পবীকার্য সহকারী
রেবেনিউ সরবেয়র এচ, বি, টালবট সাহেব।

নিম্নলিখিত কর্মচারিগণ ১৮৪৮ অর্ডার ১০
আইন অনুসারে আপন আপন বিভাগে কালেক্ট
রের ক্ষমতা পাইবেন।

জে, এচ, বাইথ সাহেব দ্বিতীয় বিভাগ
লক্ষীপুরের সিভিল আসিষ্ট্যান্ট সরবেয়র।

লক্ষীপুরের সিভিল আসিষ্ট্যান্ট সরবেয়র ডব
লিউ, সিক্কার সাহেব। প্রথম বিভাগ কাম
রূপের সিভিল আসিষ্ট্যান্ট সরবেয়র সি, ব্রাউন
ফিল্ড সাহেব।

—:—

আমাদিগের আনুলিঙ্গাঙ্গ সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেন।

১ মহাশয়! কৃষ্ণনগরে জনশঃ বারবিলাসিনীর
সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। সুরার প্রস্তাব মন্দ নহে।
প্রায় গলি গলি মদের দোকান স্থানে স্থানে

গুলার আড্ডা দেখা যাইতেছে। বলিতে
ইহার এক বৎসর পূর্বে এখানে মানক সেব
অতি অল্পই প্রার্থ্যিত ছিল। শূন্যস্থান
মদের উপর গবর্নমেন্ট বিশেষ কর নির্ভরিত
যাছেন এবং রজনীতে মদ্যবিক্রেতার
আপন দোকান বন্ধ করিয়া আপন আ
স্থানে প্রস্থান করিবেন। কিন্তু টেক এখানে
ত কিছুই দেখি না।

“ উদোর বোকা বুদোর ঘাড়ে ”। পাঠ
পবলিক ওয়ার্কের একটা অ’চরণের কথা শু
নদীয়া জেলার মধ্যে কোতওয়ালি ও নাক
পাড়া খানার অন্তর্গত একখানি পল্লী
সময় সময়ে জলকষ্টনিবন্ধন প্রজাদি
শোকাবহ আর্জনাদ প্রবেণে গবর্নমেন্ট প্র
এমে কুপ খনন করিবার আদেশ দিয়াছিলে
এক বৎসর অতীত হইল এই কার্য। এখানে
পবলিক ওয়ার্ক হইতে সম্পাদিত হইয়া
শুনিলাম উক্ত গ্রামসমূহের মারীভয় নি
নিমিত্ত এই সূতন উপায় আবিষ্কৃত
কুপের বন্ধ জলে স্নান আহাির করিয়া
কিরূপ সূস্থ থাকে বোধ হয় আপনাদি
খননের, অবিদিত নাই। বিশেষতঃ আমাদি
দেশের প্রথামুসারে হিন্দু ও যবনজাতি
এক কুপে জল গ্রহণ করে না। গ্রীষ্মক
অতি অল্প পরিমাণে জল থাকে ১২। ১৩
কার্য শেষ হইতে না হইতে তাহা নিঃশে
হয়। ইহাতে সাধারণের উপকার হওয়া
বিত্ত নহে। প্রজারা সরোবর খনন ও পক্ষে
করিবার নিমিত্ত আবেদন করাতে গবর্ন
কুপখননের আদেশ দিয়াছিলেন, যদি তা
খাল কাটার প্রস্তাব করিতেন তাহা হ
ইহারা যে কি করিতেন বলিতে পারি না।
হটুক পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের কর্ম
মহাশয়েরা এই সকল আনিয়াও যে এরূপ
অপব্যয় করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আশ
বিষয় কি? যৎকালে এই সকল কুপ খনন
হইয়াছিল, তৎকালে প্রজারা ইহার নিগূ
জানিতে পারেন নাট। তাঁহাদের এই বো
য়াছিল যে, এ সমুদয় ব্যয় গবর্নমেন্ট হইবে
তেছে। তাহারা ইহার নিমিত্ত পরিণামে
হইবেন না। এক্ষণে বর্ষার প্রবল জলে কুপ
পড়িয়া যাওয়াতে গবর্নমেন্টের আদেশ হই
যে, ইহা প্রস্তত করিতে যে ব্যয় হইয়াছিল,
স্থানীয় প্রজাদিগের নিকট আদায় হইবে
প্রজারা দিতে অসম্মত হয় তাহা হইলে
রোয়া উহা আদায় করিয়া দিবেন। ইহা
কি? পূর্বে কি ইহার কোন প্রস্তাব হইয়া

দারেরা কি জানিতেন যে, গবর্নমেন্ট হইতে
খননের পরে তাঁহাদিগের ক্ষতিপূরণ
তে হইবে? প্রজারাই বা কেন উহার ব্যয়
? গবর্নমেন্টের এ প্রস্তাব করাই অসঙ্গত
হইবে। দেশের হিতসাধনের নিমিত্ত পবলিক
কর্তৃক সৃষ্টি। যদি সৃষ্টি কি দৈব বশতঃ কোন
র পুল ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে সাক্ষর
কর্তী গ্রামের লোকেরা উহার ব্যয় দেয়।
শঙ্করকর্তৃনিবন্ধন প্রজাদিগের হিতার্থ
হইয়াছিল, তবে প্রজারা উহার নিমিত্ত দায়ী
কন? আবার প্রত্যেক কুপের প্রতি যে পরি
ব্যয় পরিয়া বিল প্রেরিত হইয়াছে, বোধ
তাহার অর্ধেক টাকায় জমীদারেরা উহার
কা শতগুণ উৎকৃষ্ট কুপ কাটাইতে পরি
। আমাদিগের পবলিকওয়ার্কের কর্মচারী
য়েরা ঘর ছান মটকা মারেন না। সুতরাং
নাহই ভয়ে ঘুতাহতি প্রায় হয়। যেরূপ
খনন করা হইয়াছিল, যদি তাহা ভাল
বাঁধান হইত তাহা হইলে কখনই এরূপ
হইত না।

প্রতি এ আগুলিয়া গ্রামে জ্বরের অভ্যস্ত
র্ভাব হইয়াছে। অনেকে জ্বরাক্রান্ত হইয়া
গত আছেন। রাণাঘাটের সুযোগ্য ডাক্তর
যত্নাথ মুখোপাধ্যায় এবং এখানকার
ডাক্তর বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়
রিক যত্নসহকারে চিকিৎসা করিতেছেন।
দি কেহই কালগ্রাসে পতিত হন নাই।

১২ জ্যৈষ্ঠ রবিবার রজনী ৮।০ টার
কৃষ্ণনগরে একটা ভয়ানক উল্কাপাত
হইয়াছে। আমরা তৎকালে কয়েক জন
সহিত একত্র বসিয়া আকাশ মণ্ডলে
পর পরম রমণীয় শোভা অবলোকন
করিলাম। হঠাৎ এই অতুল্য আলোক
দিগের সমক্ষে প্রকাশ হওয়াতে উহার
সিকান্ত করিতে পারিলাম না। পর
শুনা গেল ইহা বড়দূর পর্যন্ত হইয়াছে।
পাত একটা মহৎ অমঙ্গলের চিহ্ন। বঙ্গ
দ্বার ভঙ্গ্য নাই। বাকির মধ্যে রক্তবৃষ্টি।

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদ-
লিখিয়াছেনঃ—

১। যে বর্ষার অনাগমনজন্য এ অঞ্চলের
স্থানে হাটকার খনি উঠিয়াছিল, জ্যৈষ্ঠ

মাসের প্রথমেই সেই বর্ষার আবির্ভাব হইয়াছে
৩রা জ্যৈষ্ঠ এখানে বর্ষা আরম্ভ হইয়া প্রত্যহই
প্রায় বৃষ্টি পতিত হইতেছে। অনাবৃষ্টিনিবন্ধন
লোকের সেকল কষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল,
এখন তাহা আর নাই। শুষ্ক প্রায় শস্যাদি পুন
জীবিত হইয়াছে এবং জব্যাদির মূল্যও পূর্ববৎ
হইতেছে।

এই বর্ষার সময়ে “পবলিক ওয়ার্কের”
বিশেষ মাহাত্ম্য প্রকাশ হইতেছে। এখানে ঘত
গুলি স্মৃতন বারিক ও পুরাতন বারিক আছে,
তাহার ছাদগুলি এরূপ পরিপাটি ও মজবুৎ যে
বৃষ্টির জল প্রায় বাহিরে পড়ে না; যেরূপেই পুকারিণী
হইতেছে; টেন্যাগন আর বারিকের ভিত্ত
পাকিতে পারে না। সুপরিচেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার
সাহেব অত্রস্থ এঞ্জিনিয়ারের এই সকল কার্য
দেখিয়া গবর্নমেন্টে রিপোর্ট করিয়াছেন।

আগ্রা হইতে ডাকপ্রভৃতি আসিতে বড় কষ্ট
হইতেছে। রাস্তার মধ্যবর্তী চঞ্চল নদী ক্ষীত হই
য়াছে। প্রবোত্তের প্রভাবে শকটপ্রভৃতি পার
করাইতে বড় কষ্ট হইতেছে। চঞ্চলের তীরবর্তী
রাস্তার অনেকখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মহা
শয়! এই রাস্তা নির্মাণ করিতে এত খরচ
হইয়াছে যে, যদি টাকা বিছাইয়া রাস্তা করা
হইত, তবু উদ্ভূত থাকিত। তথাপি রাস্তার
শ্রী দেখুন। পবলিক ওয়ার্কের এইসকল ব্যাপার
দেখিয়াও গবর্নমেন্ট যে কোন সহায় করিতে
ছেন না কেন, ইহা বলা যায় না।

২। রাজমঞ্জী রাজা দিনকর রাও বাহাদুর
এখানে তিন দিনমাত্র ছিলেন। গত ১৩ই
জুলাই দিনকর রাওয়ের পরিচিত অত্রস্থ এক
ব্যক্তির (আমাদের বন্ধুর) সহিত আমরা দিন
কর রাওয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি-
লাম। যে ব্যক্তি নাম জগদ্বিখ্যাত, তাঁহার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে লোকের সহজেই কৌতু-
হল বৃত্তি উত্তেজিত হয়

মহাশয়! যেরূপ শুনিয়াছিলাম, সাক্ষাৎ
করিয়া দিনকর রাওকে তদপেক্ষা সদ্গুণসম্পন্ন
বোধ হইল। বড় লোকের মধ্যে এরূপ, নম্র,
মিষ্টালাপী ও নিরঙ্কর মনুষ্য অতি বিরল।
লোকসী দেখিতে খর্সাকার, বয়স অল্পে পঞ্চাশ
বৎসর হইবে, বর্ণ কৃষ্ণ শ্যামল, পরিধেয় সামান্য
পরিচ্ছদ, মস্তকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় রুৎ
পাগড়ী আছে। হিন্দু ধর্মের প্রতি ইহার বি
শেষ নির্ভা আছে, ইনি বাবুর নিকটবর্তী হুম্মান
দেবের মূর্তিকে ধ্যান ধারণা ও উপাসনা করিয়া

এক ঘণ্টা পরে উঠিলেন! আকৃতি দে
লোকের সহজেই ভক্তি হয়।

আমাদের বেধ হইল, রেওয়ার
গ্রহণ বিষয়ে কিছু পরামর্শ করিবার জন্য
জের নিকট আসিয়াছিলেম।

৩। অদ্যাপি চোরের প্রাচুর্য্য কমে
কএক দিন হইল, এক জন গাড়েয়া
গোয়ালের দেওয়াল কাটিয়া ৬ টী গরু চুরি
লইয়া গিয়াছে। আর হুঁচী ছিল, গরু
না যাওয়াতে লইয়া যাইতে পারে নাই
ভাগ্য গাড়েয়ানের গরুগুলিই উপজীনি
উপায় ছিল।! অদ্যাপি গরু কোন
পাওয়া যায় নাই।

এক দিন পুলিশের ঠিক পশ্চাত্তাগে
দেব এক বন্ধুর বাটীর উপরে অতি অল্প
এক জন চোর উঠিয়াছিল। বাটীর লোক
পারাতে চোর লক্ষ্য দিয়া পলায়ন করিল।
যের লোকদিগকে তৎক্ষণাৎ এ বিষয় ব
তাঁহারা কহিয়া উঠিল, “ও চোর নহে। বি
কি কুচুর হইবে। এই অল্প রাত্রে চুরি হ
সম্ভাবনা নাই।”

৫। কএক দিন হইল, কমিসরিএট ডি
মেন্টের মন্য বিভাগের ডেপুটী কমিসারি
রেল কর্নেল মাকবীন সাহেব অত্রস্থ কমিস
আফিস পরিদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। মহা
কোন বিষয়ের পরিদর্শন করিতে হইলে, তা
অস্তান্তর প্রদেশ সমাক্ রূপে পরিদর্শন ক
হয়; কিন্তু কই এ পরিদর্শন ত সেরূপ
লাম না।

৬। ভারতবর্ষের ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ নির্মা
ত্রিগেডিয়ার জেনারেল, আসিষ্ট্যান্ট কমি
জেনারেলপ্রভৃতি সাহেবেরা বিশেষ সম্ভা
সহিত চাঁদা পুস্তকে সাক্ষর করিয়াছেন।
বর্ষে। প্রতি জেনারেল সাহেবের বড় ভ
যখন তখন দেখা হইলে ব্রাহ্মধর্মের
জিজ্ঞাসা করেন।

৭। মহাশয়! “কেন্দু অব ইণ্ডিয়
দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ হইতে কোন
অংশ অনুবাদ করিয়া প্রায় প্রকাশ ক
কিন্তু যে সকল বিষয় প্রকাশ করিলে বি
উপকার হইবার সম্ভাবনা, তাহা প্রায়
করেন না।” হিন্দু পেট্রোল ৯ যদি স্বীয় ক
নর বৃদ্ধি করিয়া সোমপ্রকাশপ্রভৃতি কা
হইতে উপকারী বিষয়সকল অনুবাদ ক
প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদ-
তা লিখিয়াছেন:—

১। সম্প্রতি বিক্রমপুরের বিদ্যালয়গুলি
শীতকালে হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষকগণ
যথোচিত মনোযোগসহকারে ছাত্রদিগকে
প্রদান করিতেছেন না। কোন কোন
বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পণ্ডিত উপস্থিত
প্রায়ই কলে বাইরা কিছু কাল
পুনরায় বাটীতে চলিয়া আইসে। প্রায়
সকলই আমরা শিক্ষকদিগের অমনোযোগ
অসুস্থতিনিবন্ধন ছাত্রগণের শিক্ষার
বিষয়ে গুমিয়া আসিতেছি। কোন
বিদ্যালয়ের শিক্ষকের চরিত্রগত এমন
দোষের কথা শুনা যায় যে, তাহা লিখিত
লিখা লজ্জা বোধ করে। এক্ষণে দোষাশ্রিত
শিক্ষাবিভাগের কলঙ্কস্বরূপ। ইহার
শিক্ষাবিষয়ে যত মনোযোগ করেন,
তাদের মনোযোগ কি ফলেই বা আইসে?
কারণ তাহা অনায়াসেই ক্ষয়ক্ষয় করিতে
হয়। শুনা যায়, এইসকল শিক্ষক আবার
ই নিকটবর্তী হাট বাজারস্থ বৈশ্যালয়ে রাত্রি
ন করিয়া থাকেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে
কাল বিদ্যালয়ে শিক্ষক বাবুদের অমনো
গ ছাত্রগণের যথোচিত শিক্ষা হইতেছে
এইসকল শিক্ষক কি যথোচিত পারি-
ক (বেতন) পান না? রীতিমত বেতন
পূর্ণক কঠোর সম্পাদন না করা যে দোষ
কি বুঝেন না? বলিতে কি, ২। ৪ টী
বিক্রমপুরের প্রায় সকল বিদ্যালয়েই
শিক্ষকগণকে শিক্ষা বিষয়ে অমনোযোগী দেখা
আমরা সাফেয়ে অজ্ঞান করি, শিক্ষা
গে ইনস্পেক্টর ডেপুটী ইনস্পেক্টর কি জন্য
ছেন? কোন বিদ্যালয়ে কিরূপ শিক্ষা হয়,
তার তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত কি তাঁহারা নন?
মপুরস্থ স্কুলগুলির আধুনিক অবস্থার প্রতি
করিলে বোধ হয় না যে, এখানে তত্ত্বাবধানের
কেহ নিযুক্ত আছেন। উর্জ্বতন কর্তৃপক্ষের
চিত্ত শাসন না থাকিলে তদধীন কর্মচার-
গণ যে কার্যেই যোগ্য করিবে আশ্চর্য কি?
রা অসুস্থ করি, বিক্রমপুর বিত্তাগের
টী ইনস্পেক্টর মহাশয় সান্ত্বনাবেশ দৃষ্টি-
কারে তত্রত্য বিদ্যালয়সমূহের অবস্থার অসু-

সন্ধান করুন। অন্যথা শিক্ষাসময়ে এখানে
গবর্নমেন্টের অর্থব্যয় শুষ্ক বিভ্রমনার হইবে।

২। কতিপয় দিবস গত হইল, মুন্সিগঞ্জ
সব ডিবিজনের অধীন কোন এক গ্রামে এক ধূর্ত
পুলিশ কর্মচারীর বৈশ্বাচারপূর্ণক তিন জন
অসুস্থসহ কৌজদারীসংক্রান্ত মকদ্দমার তদন্ত
করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জন করিতেছিল।
সম্প্রতি উক্ত সব ডিবিজনের ইনস্পেক্টর ঐ
ধূর্তকে গৃহ করিয়া মাজিষ্ট্রেটীতে সমর্পণ করি
য়াছেন। জানা গেল ঐ ব্যক্তি না কি পশ্চিম
দেশীয়। ইহাকে সমধিক দণ্ড প্রদান করা কর্তৃপ
ক্ষের সর্বতোষ্য কৰ্তব্য।

৩। ইতিমধ্যে বহু মুন্সেফী আদালতের
এক জন উকীল জাল অপবাধে সেসনে সমর্পিত
হইয়াছিলেন, কিন্তু জুরীর বিচারে অপরাধ
সম্মান না হওয়াতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।
জুরীগণের বিচারে অধুনা অপরাধীদিগকে
প্রায়ই দণ্ডভোগ করিতে হয় না।

৪। গত ৫ ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার মুন্সিগঞ্জ
ইংরাজী বিদ্যালয়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশন
মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তত্রত্য
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, বহুরের মুন্সেফপ্রভৃতি কয়েক
জন প্রধান প্রধান লোক সভায় উপস্থিত
ছিলেন। সভার কার্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া
গিয়াছে। শুনিলাম, ব্যক্তিবিশেষকে না কি
সাগর অসুস্থতার দ্বারা সভায় উপস্থিত করান
হইয়াছিল।

৫। ১৭ ই জুলাই অত্যন্ত ঝড় হইবে বলিয়া
যে জনরব উঠিয়াছিল, তাহাতে এতদঞ্চলীয়
লোক বড়ই শঙ্কিত হইয়াছিল। ঝড় না হও
য়াতে এক্ষণে তাহারা স্থির হইয়াছে।

—:—
প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

“ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান জর্নোসিয়েসন
ও মেমোরিয়াল বণ্ড। ”

মহাশয়! ইহা কি আমাদিগের পক্ষে হুঃখের
বিষয় নহে, যে যখন যে কোন মহৎ কার্যের অসু-
ষ্ঠান হয় এবং যখন কোন মহাত্মার নাম চিরস্ম-
রণীয় করিবার সঙ্কল্প হয়, তখন সেই সকল
কার্য প্রায় কলিকাতা রাজধানীতেই অসুষ্ঠিত
হয়। আমরা এমত কথা বলি না যে, ঐ স্থানে
অসুষ্ঠিত হওয়াতে ব্যয় নিষ্ফল হয়; কিন্তু বিবে-
চনা করা আবশ্যিক যে, যে স্থানে যে ব্যক্তির

সম্পূর্ণ অজ্ঞাব থাকতে লোকের সর্বদা অ-
হইয়া থাকে, যদি সেই স্থানে সেই অভাবের
দংশও পূরীভূত করা হয়, তাহাও সামান্য
কার্য নহে। কলিকাতায় অনেক দা-
চিকিৎসালয় আছে, অনেক সাধারণ পুস্তক
আছে; সুতরাং তথায় তাহাদের আরো
করা অতিরিক্তমাত্র। কলিকাতার দক্ষিণ
৫০ পঞ্চাশ মাইল অন্তর। ইহার মধ্যে এ-
পাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইলে ক-
না বিশেষ উপকার হয়? আপনি কি অব-
নহেন যে, এই প্রদেশের অধিবাসিগণ পীড়া
হইলে কতিপয় ব্যক্তিদ্বারা অনেকেই
রীতিমত চিকিৎসা বিনা অকালে কালক
নিপত্তিত হয়। দেখুন দেখি ইহার অপেক্ষা
বিদারক বিষয় আর কি আছে। এই
কারণে আমাদিগের এই বক্তব্য যে, ব্রিটিশ
য়ান এসোসিয়েসনের হস্তে এই ক্ষণে যে
মেমোরিয়াল বণ্ড আছে, তাহার টাকায়
এক চিকিৎসালয় স্থাপন করুন। তাহা হ-
সাধারণের কেবল যে প্রকৃত উপকার
এমত নহে, স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের নামও চি-
রণীয় হইবে।

বড় ।
৩ ই জ্যৈষ্ঠ
১২৭৫। } ক্রী:—

অন্যত হইয়াছি মহাত্মা গবর্নর জেন-
লেব কীর্তীশ্রুতে প্রস্তরযোজনা আরম্ভ
য়াছে। যদি ইংরাজী শিক্ষা এ দেশ হইতে উ-
যায়, দোষ করিবে হুঃখিত হইবেন না।
ত কিছুতেই হইবে না। ইংরাজী ভাষায়
প্রাপ্ত আধুনিক যুবকদের বৃদ্ধির সহিত তাঁহ
ধৃষ্টতাও বৃদ্ধি পাইতেছে, একি অজ
বিষয়।

মহাশয়! আমরা একটু ইংরাজী
তাহার ভুলিতে পারিব না, অথচ অগা-
প্রসাদে ইংরাজ রাজ্যও থাকিবে।
নিশ্চয় জানিলাম যে, আমাদের মত হতভ-
দের আর অন্নচিত্তা থাকিবে না। আমরা
কয়েক শের চাকরী “ মনপে লাইজ ” ক-
লইব। আহা কি সুখ! বয়ঃপ্রাপ্ত (ব-
সুপ্রাচীন) ইংরাজীদিগের দক্ষিণা-
করা ও বালকদের ইংরাজী শিক্ষা বন্ধ
লেই “ লরেস ” পেড়ে কাপড় উঠিবে
নাই! এটি কি আপনার পত্রিকায় স্থান পাই-
২। দলাদলিতে কি না হয়! সু-
লোকমুখে শুনা নাম, কাটোয়ার অনতিদু-

(১) অবশ্য স্বীকার্য যে, সকল শিক্ষক
প্রকৃতির মন, যাঁহারা প্রকৃত দোষী, তাঁহা-
আমাদের কথার একমাত্র লক্ষ্য।

—২৫৬—

নামক গ্রামে মহাপ্রমথামের এক "বার" পূজার আয়োজন হইতেছে। গ্রামে ভয় আছে। বজ্রিষ্ণু বিপক্ষ দল ঐরূপ এক করিয়াছে বলিয়া, অপর পক্ষীয়, "গজ বিদ্যাদিগ্গজের" জেণীভুক্ত কতক বস্তু প্রায় ১০০০ তিন সহস্র টাকা "টেনেট" করিয়া চাঁদা আদায় করিতেছেন। গ্রামে তলায় উজ্জ্বলিত জ্বলনাত্মক তপায় উপস্থিত না হন, তদ্রূপ হউন অথবা হউন তাহাকে ক্রেশভোগ করিতে উদরায়ের অন্য ব্যস্ত দীন দরিদ্রদিগের ১২৫ টাকা পরিমাণে চাঁদা হইয়াছে। সক্ষমতা নাই, না দিলে সর্পনাশ। প্রহা-তয়ে (?) কেহ নাশিত করিতে পারে না। কৃষিজীবীদের এক্ষণে এক মুহূর্ত্ত যুগ বোধ হয়। এরূপ সময় ও নাশিত করিবার বিধান ভয়ে কেহ অগম্য হইতেছে না। য! বিনাশিত করিতেছি, আপনি এবিষয়ে সম্প্রদায় করিয়া উপায় করিয়া দিন। বিচারপতি কি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ ত পারেন?

কাতা } কস্যচিং
প্রবাসাশ্রম }
৩রা আগষ্ট } দুঃখমোচনাকারিণীঃ
—১০১—

দ্য আমাদের এখানে একটি বিলক্ষণ ভূমি হইয়া গিয়াছে। দিবা ১১১৪৫ মিনিট পূর্ক উত্তরদিগ হইতে বগী অথবা অন্য প্রকার অথবানের গতিশব্দবৎ একপ্রকার হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় ১৫ সেকেন্ড ভূমি দোহুলমোন হয়। আমরা ভূকম্পের ম বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছি।

জিলার বহি নামক সবডিভিডনেব নিকট নামক স্থানে একটি উচ্চ প্রস্তরবৎ আর্ক। প্রস্তরের অনতিদূরে বৃহৎ পর্শিতপ্রোণি। প্রস্তরটির জল এত উষ্ণ যে তড়ুল প করিলে অন্ন প্রস্তুত হয়। বোধ হয় নিকটস্থ কোন পর্শিত হইতে অন্যকার পর্শিত উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। যে দিগে পর্শিত আসিয়াছিল, সেই দিগেই ই প্রস্তর উৎকট এট ভূমিকম্প কত দূর ব্যাপিয়াছে, তার ই প্রস্তরবৎ নিকটস্থ পর্শিতে হইয়াছিল আনি এক্ষণে উৎকট জ্বলন-প্রবৃত্তি হইয়াছে।

জুলাই }
হাজারি বা } শ্রীচন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়

জেলা নুরদিনাবাদের অস্ত্রপাতী থানা দেও গ্রাম সুবাইয়ের অধীনে লালগোলা নামে একটি অনতিবিস্তীর্ণ গ্রাম আছে। প্রতিবৎসর বর্ষাকালে তথায় জল বায়ু এতদূর কদর্য হয় যে সেই সময়ে স্থানপরিবর্তনব্যতিরেকে সুস্থ থাকিবার উপায়ান্তর নাই। একমাত্র বাঁশই উহার মূল কারণ। গ্রামের মধ্যে মধ্যে এক একটি বিস্তীর্ণ বাঁশের বাগান। উক্ত বাঁশের নীচে এক এক গভীর গর্ভ। বর্ষাকালে সমুদায় দেশ জলে প্লাবিত হইলে উক্ত গর্ভনকলও জলপূর্ণ হয় এবং বাঁশের রাশি রাশি পত্র উহাতে পতিত হইয়া পচিতে থাকে। দুই এক দিন পরেই উক্ত গলিত পত্র ভটতে এক প্রকার কদর্য বাষ্প উদ্ভিত হইয়া সর্বত্র ব্যপ্ত হয় এবং দেশব্যাপী মহামারী উপস্থিত করে। ইহাতে গ্রামের যে প্রকার দুর্দশা উপস্থিত হইতেছে তাহাতে বোধ হয় যে অল্প দিনেই গ্রাম উচ্ছিন্ন হইবে।

ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয় কে, প্রতিবৎসর ঐদৃশ দুর্গন্ধ বাষ্পজনিত মহামারীতে অনেক লোক অকালে কালের করাল কনলে পতিত হইতেছে তথাপি লোকে যতপূর্ক ই বাঁশেরই আবাদ করিয়া থাকে। অন্য আবাদ করিলে লাভও হয় স্বাস্থ্যরক্ষারও ব্যাঘাত জন্মে না, কিন্তু লোকের কেমন সংস্কার দোষ সে দিকে কেহই যান না। গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদিগের কর্তব্য, তাহারা একবাক্য হইয়া ইহার একটা সহপায় করেন।

কস্যচিং উল্লিখিত গ্রামবাসিনঃ

মূল্যপ্রাপ্তি ।

শ্রীযুক্ত বাবু তৈরলোকনাথ রক্ষিত	তমোলুক
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জুলাই	১০
" " মহেশচন্দ্র পাল চৌধুরী	কুমারটুলী
১২৭৫ জীবন হইতে ৭৬ আঘাট	১০
" " রাখালচন্দ্র রায়	কাঁথি
১২৭৫ জীবন হইতে ৭৬ আঘাট	১০
" " উমাচরণ সেন	রঙ্গপুর
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জুলাই	১০
" " অমৃতচন্দ্র গুহ	বানরীপাড়া
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে অক্টোবর	৩৫
" " ভোলানাথ পাল সিমুলিয়া	১০
" " শিবচন্দ্র সেন	সিলং
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জুলাই	১০
" " শ্রীমধন মুখোপাধ্যায় ডবানীপুর	১০
শ্রীযুক্ত জে. ওয়েল্ড সাহেব	সিমুলিয়া
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে জুলাই	১০

শ্রীযুক্ত ই. এফ. হারিসন সাহেব
১২৭৫ জীবন হইতে ৭৬ আঘাট
—১০১—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটা

বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে ডাক মনেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ষাণ্মাসিক ৩৫। তিন মাসের স্থানে অগ্রিম গ্রহণ করা যায় না। ছুটি, বরাতি চিঠি, অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার তাহাতে বাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

বাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, যেন এক অথবা আদ আনার অধিক ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশ মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্ট্রারী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে ইয়া দেন।

বাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত আসিবে, এক মাসপূর্ক তাহাদিগকে লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বহা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

বাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে করিলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করেন, তাহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের চাকতিপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাসিতে প্রতি সোমবার প্রাতঃ প্রকাশিত হয়।

বিক্রয়ার্থ।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্রম অভিধান। সর রাজা রাধা-
দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা
মুদ্রিত বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীমানন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—:—

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র মূল্য ১০
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাথন তর্কা-
কর্তৃক সংকলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে।
উপস্থাপিত পৌরাণিক অলৌকিক বর্ণন
পরম শুদ্ধ বালক বালিকানিগের সত্য-
শিখাইবার নিমিত্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের
যতদূর আবশ্যিক, তাহাই আছে।

কান্ত। }
শ্রীকেশবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নং ১৭৭ নং

—:—

শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের অব স্কাটিয়া ওয়ার উইক
প্রিন্টস প্রিন্স জাহাজে সম্প্রতি আমদানী
হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্র এবং কোঃ এতদ্ভাষা সর্গ
বন্ধে জ্ঞানহেতুেছেন যে উপরি উক্ত
সকলে তাঁহাদিগের লগুনত্ব এষ্টেটগণ
যে সকল দ্রব্যাদি আমদানি হইবে তাঁহার
ইনভয়েন্স লাগু হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের প্রধান প্রবন্ধালয়, আমঃ
৩৩ নং ভবন মুল্লাপুর মোড়কেন রুপে
শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের ফ্রিট ৩৯ নং ভবন শাখা তিন
টাটকা, বিক্রয় এবং উৎকৃষ্ট উপকরণ
তুল্যে খুশী বা এক কানীন অধিক
নে বিক্রয়ার্থ নিয়ত প্রস্তুত আছে।

—:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বাগীশ। পুস্তক কাগজ কলম নানা
দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে
ক আনার হিসাবে কমিসন দে। অধিক
পুস্তক লইলে ১০ আনার হিসাবে
ন। কোন বস্তুরালা কর্তৃক দশপদী কবিতা
মূল্য ১০ আনা, তাহা পাঠাইতে হইলে
খান।। বোয়ালিয়া ধর্মদত্তার শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীকৃষ্ণ মিত্রের নিকট টাকা মূল্য যত্নে
ই পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ উপাখ্যান এবং সেরূপিয়রকৃত নাট
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র ২৪
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র ১ ম অবধি ১২ কক বাৎ
৮

শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বিলাস সম্পূর্ণ

শ্রীমদ্রামায়ন দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ

চক্রপাণ্ডিতিকিংসা গ্রন্থ সিন্দুরীয়া পটী

নিবাসী বাবু কাশীনাথ মল্লিকের প্রথমে উত্তম
পণ্ডিতদ্বারা হস্তের লিখিত ২৬

নিত্যধর্ম চক্রপাণ্ডিতিকা পত্রিকা বার্ষিক ৩

বৌদ্ধিক বিলাস যাহাতে গোপালভাঁড়ের

কৌতুকগুলি সম্পূর্ণ আছে ১

চন্দ্রহংস, টেমিনি ভারত হইতে
উদ্ধৃত ১

ব্রহ্মতন্ত্র চুড়ামনী অর্থাৎ ব্রহ্মনির্ঘর ২৪

নীলাঙ্গন কাব্য ৬

পুরাণ কাব্য ৬

মণিকুণ্ডলা কাব্য ১

অভিমন্যু বন নাটক ৪৬

দ্বাদশ শিশুর বিবরণ ৬

রত্নোত্তমা গদ্য কাব্য ৬

কৌরববিয়োগ নাটক ২

দিল্লিল গাইড মার্শমেন সাহেব কৃত ২০

পদ্মগঙ্গা উপাখ্যান ৬

সন্দেশাবলী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত ৩৬

পিলাচোদ্ধার ১

নিত্যপ্রভা ৪

এটলাস বাৎ ৮ খানি মাপ গণেশচন্দ্র শর্মা
কৃত ৩

ভূতভ্রমর্শন পৃথিবীর মানচিত্র ৫

ভারতবর্ষের মাপ দেবনাগর অক্ষরে ৭

নীতিশিক্ষা ৬

অনবর শোহীলী গদ্যপদ্য পারসীক
কাব্য ১৪

কুমার সম্ভব সংস্কৃত হইতে পদ্য তত্ত্ববাদ ১

ভারতবর্ষের ইতিহাস কেশবনাথ দত্তকৃত ১

ঐ গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত ২

বনভ্রমসংগ্রহ ১

প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয় ১

ঐ মার্শমেন সাহেবকৃত দুই খণ্ড ২

নাট্য পরিসংহিত নাটক ১

চরিতমঞ্জরী ১

শ্রীকৃষ্ণচরিত্র পবিশিষ্ট ৩৫

কলিকাতা জোড়া- }
সাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
নগদ বিক্রেতা।

—:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসের ১ লা
হইতে ৭ ই পর্যন্ত নদিয়ার নদী হারের
সর্বকম ত জলের সাপ্তাহিক
রিপোর্ট।

স্থানের নাম সর্বকমতি মন্তব্য কথা
জল

নদী মাথা ভালা

মহানার উপর পদ্মানদীতে ৩৪

মহানার ১৮

তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া

৪৪ মাইল ১৮

হাট বোয়ালিয়া হইতে

আম্বুকদিয়া ১৬

আম্বুকদিয়া হইতে কৃষ্ণগঙ্গ

৩৮ মাইল ১৬

কৃষ্ণগঙ্গ হইতে হুগলি নদী

পর্যন্ত ৩৪ মাইল ২০

ভাগীরথী নদী।

মহানার উপর পদ্মানদীতে ২৫

মহানার ১৮

তথা হইতে জিয়াগঞ্জ ১০

জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া

৬০ মাইল ১৭

কাটোয়া হইতে নদীয়া

৪৬ মাইল ২১

জলদী নদী

মহানা ৯

তথা হইতে করিমপুর

১৯ মাইল ১০

করিমপুর হইতে টিয়াকাটা

৩৫ মাইল ১১

টিয়াকাটা হইতে নদীয়া

৬০ মাইল ১২

সন ১৮৬৮ আগষ্ট মাসের ১০ ই

বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট

২২

বহরমপুর }
১০ ই আগষ্ট }
১৮৬৮। } শ্রীকৃষ্ণ টি, কেশ উইকস
একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
বহরমপুর ডিবিজন।

—:—

বিজ্ঞাপন।

সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট নিয়মে
দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার এবং রাস্তা
করিবার অভিপ্রায়ে কর করিবার এবং
কারীদিগের স্বল্পে সেই করভার নিষ্কপ
বার প্রথ উপাধান করিয়াছেন। এই কর
সহজে ও ন্যায়াভাসাবে ধার্য এবং পরিমিত
আদায় হয়, তাহাযে মত দিবার নিমিত্ত
গবর্নমেন্ট ভারতবর্ষীয় সতাকে অন্বেষণ
য়াছেন। গত ১৩ ই মে বঙ্গদেশীয় গব
র্নমেন্ট লিখেন, তাহাতে বলা হইয়া
গবর্নমেন্ট বোধ হইতেছে, কুমির উপায়ের
কর ধার্য করাই ন্যায়াভাসিক হইতেছে।
লাখেরাজদার, পত্নীদার, ইজারদার, মা

বস্ত্রী লোক এবং বাস্তবিক যেসকল কৃষকের
 উপরে স্থায়ী ঋণ আছে, অর্থাৎ ঋণীরা
 উটবন্দী প্রজা নহেন এবং ঋণীরা উটবন্দী
 ন্যায় বাজার দরে কর দেন না, তাঁহারা
 উপস্থিত যে অংশ পান, ততপরি ও তৎপ
 কর্তব্য। প্রস্তাবিত কর প্রদারিত হইয়া
 উটবন্দী প্রজাতির অন্য সকলকেই
 প্রহণ করিবে।

—:—

ডেপুটি বাবু।

সকলের প্রতি মহকুমায় এক
 অথবা কয়েক জন করিয়া ডেপুটি
 মাজিষ্ট্রেট আছেন। সিবিলিয়ান মাজি-
 ষ্ট্রেটেরা সকল কাজ করিবার অবসর
 পান না বলিয়া বিচারপতি স্থলভ করিবার
 নিমিত্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের সৃষ্টি হয়।
 এ দেশের রুতবিদ্য ও সন্তানবংশীয়-
 দিগকে রাজকার্যে নিযুক্ত করিয়া সক-
 লের উৎসাহবর্দ্ধন করাও গবর্নমেন্টের
 আর এক উদ্দেশ্য ছিল। তন্নিমিত্ত অনেক
 দেব, রায়, ঘোষাল প্রভৃতি ডেপুটি মাজি
 ষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। প্রথম কয়েক জন
 উপযুক্ত লোক নিয়োজিত হইয়াছিলেন,
 এখনও অনেক উপযুক্ত লোক এ পদে
 আছেন। কিন্তু কয়েক জন অপদার্থ লোক এ
 পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এ পদ মাথা-
 রণের নিকটে হাস্যস্পন্দ হইয়া উঠিয়াছে।
 ডেপুটি বাবু বলিলে যেন একটা অব-
 তার আমাদের সম্মুখে বসিয়া আছেন,
 এইরূপ বোধ হয়। এ শ্রেণির এরূপ দুর্দ্দ-
 শাবৃত্তিনী কারণ আছে। প্রথমতঃ
 হেভিডেনাচের প্রসাদে বিস্তর খান
 সায় ও দস্তুরির পুত্র, আমলা, কেরানী
 ও হুদার এক কালে ডেপুটি হইয়া উঠেন।
 দ্বিতীয়তঃ উহাদের পরের মাথা কাটিয়া
 উহাদের স্থানে স্থাপিত হয়। অন্য অন্য
 উহাদের পরীক্ষা দিয়া স্বযোগ্যতা
 পরীক্ষা করিয়া কর্মচারী নিয়োগ
 করিয়া উহাদের স্থানে অগ্রে নিয়োগ
 দিয়া উহাদের স্থানে স্থাপিত হয়। এ পদ ও এ
 কাজটিকে উহাদের মান্য্য ? তৃতীয়তঃ
 ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদের সঙ্কে বহুতর
 কার্যভার প্রিয় হওয়াতে যাঁহারা যে কিছু
 বুদ্ধি থাকে, তাহা লোপ পাইয়া যায়।

সিবিলিয়ানেরা বিস্তর গ্রন্থ
 করিয়া কঠিন পরীক্ষা দিয়া কর্ম
 আমাদের অচিহ্নিত বিচারপ
 গেরও বিস্তর শিখিতে ও
 পরীক্ষা দিতে হয়। উকীলদিগের
 এই নিয়ম। চিকিৎসা প্রভৃতি অন
 বিভাগ দর্শন কর, সেখানেও পূর্বে
 হইয়া থাকে, কেবল ডেপুটি মাজি
 ষ্ট্রেটেরা বিনা পরীক্ষায় “গাঙ
 হইয়া থাকেন।

আমরা উপরে কহিয়াছি,
 মাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে অনেক উ
 লোক আছেন; কিন্তু তাঁহারা উ
 ডেপুটি বাবুদিগের সঙ্গে পাড়িয়া
 যাইতেছেন। ঐ গুণাবিত মহ
 দিগের একটি মানচিত্র পাঠক
 অগ্রে উপনীত হইতেছে, পাঠকগ
 বার নেত্র উন্মীলন করিয়া দর্শন ক
 ঐ বেখ, চোস্ট পেণ্টুলন, রঙ্গিন
 কান, তত্পরি জোকা, মাধায়
 পাগড়ী (কেহ কেহ এতদেশীয় খ
 দিগের ন্যায় বিবর টুপি পরি
 শ্যামল চসমা ব্যবহার করিয়া থাকে
 এবং চাপ্পাই গোঁপ কেমন
 পাইতেছে! কেবল এইমাত্র শোভ
 দেখ, আমলা ও মোস্তারদিগকে ভা
 র্শন করিবার নিমিত্ত কেমন কপোত
 নিকট হইতে নয়নহিজোল ঋণ
 লওয়া হইয়াছে। সামুদ্রিক শাস্ত্রক
 বলেন, যেখানে আকৃতি, সেই গ
 গুণ। আমরাও তেমনি বলিতেছি,
 পরিচ্ছদশোভা, কাজের শোভাও তে
 উহারা ধমকাইয়া প্রায় অনেক
 মারিয়া লন। উহাদিগের অনেক প
 বর্ষণ করিয়া সাক্ষী অর্থাৎ প্রত
 শরীর শীতল করিয়া দেন। যদি
 দেখা যায় “আদালতের প্রতি অব
 এই শিরেই অধিক জরিমানা অ
 দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকগণ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
 ভারতবর্ষীয় সভার অবৈ-
 তনিক সম্পাদক।

—:—

হামিওপেথিক চিকিৎসা, প্রথম সংখ্যা,
 আমরক, মূল্য চারি
 আনান্ন।
 মলিকাতার চৌবদাগানে প্রভৃতি
 নিয়ার সংস্কৃত্যপ্রদে
 বাজারে বোরনী
 ক কারমেনীতে পাওয়া

সোমপ্রকাশ

২রা ভাদ্র সোমবার

—:—

আমরা অনুরোধ হইয়া
 করিতেছি, ২রা সেপ্টেম্বর
 টকার সময়ে ভারতবর্ষীয় সভা
 মেন্টের প্রস্তাবিত শিক্ষা ও রথ্যা-
 ন্ত্র করার বিষয়ে সাধারণের মত
 ঋণ এক প্রকাশ্য সভা হইবে। জমী-
 তালুকদার, ইজারদার, পত্তনদার
 দখলী ও মৌরসী স্বত্বান্ প্রভৃতি
 তীয় ব্যক্তির তথায় উপস্থিত হওয়া

এ মহামতিদিগের কার্যদক্ষতার
 ত্রয় পাইলেন একরূপ বিবেচনা করি
 না। উর্দুদিগের অনেকে মকদ্দমার
 হা বুঝিতে না পারিয়া অর্থী ও
 অর্থী উভয়কেই সেমিয়নে সমর্পণ
 করিয়া উদ্যত হন। ও দিকে পাশ্বে
 দাঁড়ানেরা “খেরোখেয়ি” আর উ
 দ্য। ডেপুটী বারু মধ্য মধ্য গোল
 হইতে বলেন, মক্কেই নাই। তাঁহার
 মক্কে আরদালিও পাখাওয়ারালার
 হু তিন্তি আলওয়ান করিয়া ঐদম্ম-
 ময়নে অভ্যাসগুণে মধ্য মধ্য
 “চূপ!” করিতে থাকে; কিন্তু
 প করে? ডেপুটী বারু নিজেই
 এক মহত্ম। তিনি স্বয়ংই আসর
 করিয়া রাখেন। এই সকল মহাম-
 নিকটে ১০ আইনের মকদ্দমা উপ-
 হইলেই মোল্লার বাড়ীর কাণ্ড
 হত হয়। অর্থী প্রত্যর্থীরা জীবন্ত
 হইতে থাকে। কোন স্থলে অর্থী
 কা বাকী করের নিমিত্ত থাকে
 নাছেন, দরালু হাকিম তাঁহাকে
 র অংশের ডিক্রি দিতেছেন। কোন
 অর্থীকে বলা হইতেছে, তোমার
 “বেআদবী” হইয়াছে, তাহার পর
 মহত্ম প্রমাণ দিয়াও জয়লাভ করিতে
 তেছেন না। জেলার জজের
 ট ঘেসকল মকদ্দমার আপীল হয়,
 লির বিচার কতক সাবধান হইয়া
 হয়; কিন্তু কালেক্টর পর্য্যন্ত যাহার
 , উক্ত “ঘটিরান” ডেপুটী বারুরা
 লি ত সিরাজদ্দৌলার রাজত্ব পান,
 ছা সেই আঞ্জা দেন। আইন অ-
 র যথার্থ বিচার হইবে ইহা ভাবিয়া
 ব্যক্তি উক্ত গুণধরদিগের
 ট যান না; যাঁহার চতুরতা অধিক,
 ই জয়লাভ করেন। ফৌজদারি
 মাই বেয়ুলির সেমিয়নে ঘাইবার

অথবা যাহার আপীল জজের নিকটে
 হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই গুলির
 বেলা যে কিছু চিন্তা; কিন্তু যাহাতে
 সেচিন্তা নাই, তাহাতে প্রায়
 এক মাস মেয়াদ ও ৫০ টাকার
 অধিক দণ্ড দেওয়া হয় না। কারণ
 তাহার আপীল নাই। অনেক স্থলে
 মোক্তারেরা কোন সাক্ষীর বিশেষ কথা
 অথবা বিশেষ আপত্তি লিপিবদ্ধ করিতে
 বলিলেও অনেকে তাহা করেন না। যিনি
 উর্দু লইয়া যান, উক্ত মহামতির তাহার
 উপরে জুলিয়া উঠেন। “আমি তবে
 মকদ্দমা বুঝি না; আমাকে জয় প্রদর্শন
 করিবার নিমিত্ত উকীল আনয়ন করা
 হইয়াছে; দেখি কি প্রকারে এ মকদ্দমায়
 জয়লাভ করা হয়।” এই ভাবিয়া ঐ
 ব্যক্তিকে হারাইবার বার পর নাই চেষ্টা
 করা হয়। উকীলের সম্মুখে প্রায় আঞ্জা
 দেওয়া হয় না। বাসায় গিয়া অনেক বিবে
 চনা ও পরামর্শ করিয়া যদি কোন ছিদ্দ
 ন পান, তাহা হইলেই তাহার জ লাভ আ
 মাদিগের অন্ধাঙ্গদ এতদেশীয় উপযুক্ত
 মুন্সেফ সদরআমীনপ্রভৃতি বিচারপতিগণ
 উকীলের সহিত তর্ক করিয়া সকল বিষয়ের
 মীমাংসা করেন; কিন্তু উক্ত অতিমানী
 ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটেরা তর্ককে “আদা
 লতকে অবজ্ঞা” জ্ঞান করেন। এক্ষণে
 আমরা গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিতেছি
 যাহারা ওকালতির পরীক্ষা দেন নাই, এমন
 লোককে যেন আর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী
 পদ প্রদান করান না হয়, এত দিন যাহা হই
 বার হইয়াছে, এখন উপযুক্ত লোক
 সুলভ হইয়াছেন। ফৌজদারি বিচার
 সর্বাপেক্ষা কঠিন; ইহাতে লোকের
 স্বাধীনতার উপরে সাক্ষাৎসরূপে হস্তক্ষেপ
 করা হয়। যেসকল লোকে আইনের
 কিছুই জানেন না, তাঁহাদিগকে বিচার
 পতিপদে নিয়োজিত করা আর অবি-
 চার করিতে বলা জুল্য কথা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

বন্দোবস্তের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
 চিরস্থায়ী বিবাদের কারণ হইয়া
 রাহে। এই বন্দোবস্ত ভ্রমভূগক,
 ভ্রম কেবল করেক জন সমাচ
 সম্পাদকের নয়, তারতবর্ষের ব
 প্রধান রাজপুরুষদিগের অনেকে
 রাহে। আপদ একটা প্রধান উপদে
 সর চার্লস উড, লার্ড ক্যানিং ও ক
 বেয়ার্ড স্মিথ দুর্ভিক্ষ আপদ হ
 যে উপদেশ প্রাপ্ত হন এবং যিনি
 উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দ
 করিবার আদেশ হয়, টমাসনের প্র
 সম্প্রদায় সেটিকে নির্ভুক্তিতা বলিয়া
 করিতেছেন। এ সম্প্রদায়ের সংস্কার
 আকর্ষণ করিলেই যাহার রস বহির্গত
 চিরস্থায়ী মত সেই ভূমির একবিধ
 স্থাপন করিয়া আকর্ষণের পথ বন্ধ
 দেওয়া নিতান্ত অবিবিচার্য। ক
 ইহাতে যে কি উপাদেশ ফল লা
 সম্ভাবনা আছে, তাঁহারা তদ্বোধে
 নছেন। জমাদারেরা যেকপ কৃষকদি
 নিকটে লন, সেইরূপ মধ্যমধ্যে তা
 জমীদারদিগের নিকটে হইতে র
 বাড়াইয়া লইবেন, বর্তমান রাজপু
 গের এই উদ্দেশ্য। ফলতঃ ইর্দুদিগের
 সরকারী আয়ের একটা পথ এক
 বন্ধ করা অকর্তব্য। কিন্তু যদি অনু
 করিয়া দেখা যায়, এ যুক্তি সা
 বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বোধ
 এক ব্যক্তি একটা বৃক্ষ অর্জন ক
 যাহাতে বৃক্ষটি সতেজ হইয়া উঠে,
 তাহার এই চেষ্টা রহিল; তাহার
 মনে আশা এই, বৃক্ষটি বলবান ও ফ
 হইলে তাহার শাখা পত্রবে ত
 বৃক্ষের কাষ্ঠ এবং ফল
 দ্বারা অন্য অন্য উপকরণ সংগ্রহ হই
 আর এক ব্যক্তি একপ একটা বৃক্ষ

ল; ইতি মধ্যে ভারতের
 জন হইল, সে সমুদায় শাখাপত্র
 করিয়া বৃক্ষটিকে নিস্তেজ করিয়া
 গল। এই উত্তর ব্যক্তির মধ্যে কোন
 অধিক বুদ্ধিমান? ভূমির চিরস্থায়ী
 বস্তু করিয়া লাভ করিবার ইচ্ছা
 কে সচেতন রাখিয়া তাহার শাখাপত্র
 লগ্না সংসার নির্মূলা করিবার
 র ভূমি। পক্ষান্তরে মধ্যে মধ্যে
 রাজস্ব বৃদ্ধি করা এক কালে
 শাখা ছেদন করিয়া বৃক্ষকে
 করিবার ভূমি হয়। কলকাতা ভূমির
 বন্দোবস্ত করিলে সম্পত্তির
 বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে যে আয় হয়, সাম
 রাজস্ব বৃদ্ধিতে তাহা কখন হয় না।
 ইয়ে কৃষকদিগের ৩০ বৎসর মেয়াদী
 ৩০ গুণ পণে বিক্রীত হইতেছে।
 কিন্তু কি কারণে যে এরূপ হই-
 কেহ সেই প্রকৃত কারণের উল্লেখ
 নাই। মৌসুমি স্থলে মেলা অথবা
 হইলে তাহা কখন নষ্ট হইতে
 ঠা ভূমির ৩০ গুণ পণে বিক্রীত
 দশ বার টাকায় ৩০ গুণ পণে
 ভূমির বিষয় দশ টাকায় পাওয়া
 বোঝাইরে তুলার বাণিজ্য একপ
 মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। আমেরিকার
 প্রচুর পরিমাণে নাফেথের রপ্তানী
 এই ক্রম কদাপি থাকিবে না।
 উৎপন্ন অধিক ও তাহার অধিক
 হইলে কখন ভূমির মূল্য বৃদ্ধি
 না। এক বিঘা তুলার চাস করিতে
 ১২ টাকা ব্যয় পড়ে। কিন্তু কৃষক
 বাদে প্রায় ৩০ টাকা পায়, আরও
 ক পাইবার আশা আছে; সেই
 তাহার মূল্য অধিক মূল্য দিয়া
 ইয়ে লোক ক্রয় করিতেছে। তুলায়
 ইয়ের চাসাদিগের বিলক্ষণ লাভ
 হইবে। যত দিন লাভ তত দিন মূল্য;
 পক্ষে এসকল ভূমি হই বৎসরের

করের পণেও বিক্রীত হইবে না। আমরা
 শুনিবাহি, তুলার ভূমির যেকপ মূল্য ধান্য
 ও অন্য অন্য শস্যের ভূমির সেরূপ
 মূল্য নহে। পক্ষান্তরে বঙ্গদেশে ধান্যাদি
 শস্য দশ সহস্রের মধ্যে ২২২২ বিঘাতে
 উৎপাদিত হয়। ভারতবর্ষের কোন
 স্থানেই এইসকল ভূমির ৩০ গুণ মূল্য
 নাই। কলিকাতার নিকটস্থ অতি উর্বর
 ভূমির বিঘাও বার্ষিক করের ২০ গুণের
 অধিক মূল্যে বিক্রীত হয় না।
 চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেশের মূর্খ
 বুদ্ধির একটা প্রধান উপায়। উহার গুণে
 ভূমির বহুগুণ মূল্য বৃদ্ধি হয়। সমুদয়
 ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন, প্রতি
 বৎসর যে ভূমির কর বৃদ্ধি হয়, লোকে
 তদপেক্ষা অধিক মূল্য দি। চিরস্থায়ী
 বন্দোবস্ত ভূমি ক্রয় করিয়া থাকেন।
 বর্জিত কর দিলে কি উৎপন্ন অধিক হয়;
 জমীদার সর্বদা শোষণ করিলে কি প্রকার
 ধন বৃদ্ধি হইতে পারে? যেসকল স্থানের
 জমীদারিতে মিয়াদি বন্দোবস্ত আছে,
 তরতা জমীদারগণ রাজস্ব বৃদ্ধির ভয়ে
 নতন বন্দোবস্তের কয়েক বৎসর পূর্ব
 অবধি অনেক ভূমি অকৃষ্ট কেলিয়া
 রাখেন। ভূমি পতিত থাকিলে কি কৃষি,
 বাণিজ্য, রাজস্ব, প্রকার জীবিকা ও দেশের
 ধন ভানি হয় না? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
 নিবন্ধন সম্পত্তির মূল্য এবং তাহার সহিত
 বাণিজ্য ও ট্যাক্স প্রভৃতির মূল্য যে অধিক
 হইতেছে, একথা বলা বাহুল্য। দেশের
 বাণিজ্যের বৃদ্ধি ও জব্বা সামগ্রী মহাঘা
 হইতেছে। কৃষক জব্বা এখন পড়িতে
 পায় না। তথাপি কৃষকদিগের যেকপ
 সঞ্চয় হওয়া উচিত, তাহার সেরূপ
 হইতে পারিতেছে না। তাহার কারণ কি?
 তাহার কারণ জমীদার ও মহাজন। জমী
 দার সর্বদাই শোষণ করিয়া কর লন
 বলিয়া কৃষকগণের অসম্মতি দূর হয় না;
 সুতরাং তাহাদিগকে মহাজনের আশ্রয়

গ্রহণ করিতে হয়। পুরন্বানুক্রম
 এই চূর্ণনা হইয়া আনিয়াছে।
 বন্দোবস্ত অবধি উহার কতক
 আছে। ১৮১২ অব্দের ৫ আইন
 যখন মৌরসী পট্টা দিবার নি
 সেই অবধি কৃষকদিগের মঙ্গল
 আরম্ভ হইয়াছে। সর্বদা কর বৃদ্ধি
 কি চাসে তেমন মন লাগে? না
 তাহাতে মঙ্গল হয়? জোতের স্থি
 থাকিলে কৃষক অর্থ ও শ্রম
 করিতে উৎসাহী হয় না; একথা
 স্বীকার করবেন? তাহা ব্যয় না করি
 তাহার চূর্ণনা ঘটিবার সম্ভাবনা
 অতএব কৃষকের উপর কর বৃদ্ধি
 এটা কাহার অভিপ্রায় না হইবে?
 যদি জমীদারের মধ্যে মধ্যে ক
 হয়, তিনি কি প্রকার নিকটে কর
 করিতে বিমুখ হইবেন? জমীদার
 কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না,
 জমীদারের রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে, এটা
 সম্ভব হইতে পারে না।
 অব্দের ১০ আইনের সূতিক্তার
 মুক্ত করিয়া যে অতী ট সিক্ত করিবার
 পাতিত করিয়াছেন, তাহা কৃষক
 ঘাইবে।
 ভারতবর্ষ কৃষিকারী দেশ। যাহাতে
 কৃষিকারীর উন্নতি হয়, সর্বপ্রথম
 গণমন্ডের সেই রাজনীতি অবলম্বন
 কর্তব্য। আমরা পুনরায় বলিতেছি,
 কার্যের উপর ভূমির রাজস্ব ও
 জোর লক্ষ্য নিত্তর করিতেছে।
 কৃষকগণ সঙ্গতিশূন্য হইলে এ অতী
 হওয়া চূর্ণ ট হইবে। কৃষকদিগের
 যে অবস্থা, অতঃপ সঞ্চয় হইলেও
 এক বৎসরের অধিক ধান্য সংগ্রহ
 না। যদি স্থিরতর কর থাকে,
 হইলে দশ বৎসরের মধ্যে যাহার
 গোলা তাহার চূর্ণ গোলা ধান্য

অবস্থায় দুর্ভিক্ষ অথবা অন্য
তাহারা অনাগাসে আশ্রয়
সমর্থ হয়। তাহার শয়ন
। এই সে বৈঠকখানা বসিতে
কুবকদিগের দিনের অন্ন
কঠিন, তখন উৎকৃষ্ট কৃষি
বৃত্তনবিধ শস্য উৎপাদন করি
কিকপে কলোপধায়ী হইবে
উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিনিবন্ধন
সেই লাভই লাভ। ক্ষেত্রে
শোষণ করিয়া কর লইলে
কি না তাহা মুসলমান সম্রাটেরা
স্থিরাছেন। আসিয়া মাইনরে
সে পরীক্ষা করিতেছেন।
কা শক্তি বৃদ্ধি হইবামাত্র কর
তে উক্ত দেশ উৎসন্ন হইতেছে।
বন্ধে কৃষিকার্যের উপরে কর
কৃষক জমীদার ও গবর্নমেন্ট সক
কতি হয়। প্রজার উৎপাদিত শস্য
শিক্ষার যে শ্রীবৃদ্ধি এবং সম্প
ল্যবৃদ্ধিনিবন্ধন সরকারী আয়ের
হয় তাহাই প্রকৃত লাভ। ফলতঃ
দেশের গবর্নমেন্টের কৃষিকা
সাহ দেওয়াই কর্তব্য। কুবক-
সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না
এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবার
নাই। কুবকদিগের কর একবিধ
গণে কায্যতঃ জমীদারের সহিত
বন্দোবস্ত হইয়া উঠবে। বন্দো
মির কর বৃদ্ধি করিলে আশু লাভ
পারে বটে; কিন্তু পরিশেষে
দ রক্ত ও গবর্নমেন্টকে ক্ষতিগ্রস্ত
ইবে সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত
জমীদারদিগকে মধ্যে রাখিয়া
গের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
নিমিত্ত গবর্নমেন্টকে মধ্যে মধ্যে
ত করিয়া থাকি।

—:—
রামহলাল সরকার।

টাকা থেকে রামহলাল সরকার

রের হস্তগত হয়, পাঠকগণ তদুত্তর
অবগত হইয়াছেন। এই লক্ষ্যযুগাই তাঁহার
ভাবী অতুল সম্পত্তির মূল ভিত্তি হয়।
বাণিজ্যকার্যে তাঁহার সাতিশয় দক্ষতা
অস্বাভিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার বাজার
সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি কখন কাহার
সহিত অসাধু ব্যবহার করিতেন না।
সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিত,
সকলেই তাঁহার প্রতি কার্যভার সমর্পণ
করিত? তারদাতা যাহাতে লাভবান
হন, এরূপে তিনি তাঁহার কার্য সম্পন্ন
করিয়া দিতেন। এই বাণিজ্যসম্বন্ধে আমের
রিকার বণিকদিগের সহিতই তাঁহার
অধিক সংস্রব হয়। ১৭৮৩ অব্দে আমের
রিকা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। তাহার পর
তত্রতা অধিকসংখ্য লোকে বাঙ্গলাদেশে
বাণিজ্য করিতে আইসেন। রামহলাল
সরকারের এমন প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল যে
সকলেই তাঁহাকে অশ্রবণ করিতেন।
তিনিও তাঁহাদিগের কার্যসম্পাদন-
বিষয়ে অগাধ বৈমুখ্যপ্রদর্শন করিতেন
না। তৎকালের পামর কোম্পানিপ্রভৃতি
প্রধান প্রধান বণিকগণও তাঁহার পরামর্শ
গ্রহণ করিতেন। রামহলাল স্বয়ং
একটা হাউস করিয়াছিলেন। অদ্যাপি
তাঁহার দৌহিত্র বাবু শ্যামচাঁদ, অন্নপ
চাঁদ ও অতুল চাঁদ মিত্র এই হাউসের
কার্যসম্পাদন করিতেছেন। তাঁহার
৪ খান জাহাজ ছিল, এই জাহাজে তাঁহার
দ্রব্য সামগ্রী ইংলও চীন মাল্টা প্রভৃতি
স্থানে নীত হইত। এই রূপে রামহলালের
শত শত আয়দ্বার উদঘাটিত হইল। তিনি
ধূলিমুষ্টি গ্রহণ করিতে লাগিলেন, স্বর্ণ
মুক্ত হইতে লাগিল।

রামহলালের অন্যান্য গুণ যেমন
অসাধারণ, তদ্রূপে ও কৃতজ্ঞতাও তেমন
অলোকসামান্য ছিল। একদা তিনি
অনেক মরীচ ক্রয় করেন, আর এক জন
ইংরাজও কৃতক ক্রয় করিয়াছিলেন। এই

ইংরাজের অর্ধের প্রয়োজন হওয়া
তিনি মরীচ বন্ধক রাখিয়া কিছু
কাজ চান। রামহলাল বন্ধক রাখি
সম্মত না হইয়া এক কালে ক্রয় করি
চাছিলেন। ইংরাজ বিবেচনা করি
উত্তর দিবেন কহিলেন। শেষে
বিক্রয় করিতে সম্মত হইলেন। এ
মরীচের প্রায় চারিগুণ মূল্য বৃদ্ধি
রামহলাল আপনার ও এই ইংরাজ
মরীচের ক্ষেত্র হির করিয়া যে চ
লাভ হইল, তাহা আপনি না
ইংরাজকে তাঁহার মরীচের সম্পূর্ণ
প্রদান করিলেন। বাজারে যে উহার
মূল্য হইয়াছে, উক্ত ইংরাজ তাহা
চুই জানিতেন না। রামহলাল অন্য
তাঁহার সহিত যে মূল্য নির্দ্ধারিত
ছিল, তাহা দিয়া আপনি সমুদায়
লইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি
করিলেন না। তাঁহার তুল্য কৃতজ্ঞ
অস্পর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। উ
অশরণ অবস্থায় যিনি তাঁহার
প্রকার উপকার করিয়াছিলেন, যিনি
মৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া তাঁহার আশ্রয়
প্রস্তুপকার করেন। এই উপকার
তিনি অনেককে পেঙ্গন দেন।
মোহন দত্ত তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া
বলিয়া তিনি কৃতজ্ঞালিপুট না
তাঁহার আবাদে কখন প্রবেশ
নাই। এই কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ
বলিয়াই তিন লক্ষ টাকা ব্যয়
কালীপ্রসাদ দত্তের সম্বয় করেন।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া
যাঁহার অধিকতর ক্রেশ স্বীকার
অর্ধ উপার্জন করেন, তাঁহার
কুণ্ড হন, কিন্তু রামহলাল মু
ছিলেন। তাঁহাকে কেহ কোন দায়
ইলে তিনি তাহার উদ্ধার করি
তাঁহার মিত্যব্যয় ১৫০০০ টাকা

তদ্বিষয় প্রতিবেশিদিগের অনেককে হত
 দিতেন। মাল্ভাজে এক বার দুর্ভিক্ষ হইলে
 তিনি নগদ লক্ষ টাকা এবং কুড়পান্তি
 লক্ষ টাকার চাউল দেন। তিনি হিন্দু
 কালেজের প্রতিষ্ঠাকালে ৩০০০০ টাকা
 দিয়াছিলেন। ৪।৫ শত টাকা তাঁহার
 সচরাচর দান ছিল। তিনি এত ঐশ্বর্যের
 অধিপতি হইয়াছিলেন; কিন্তু কখন
 গর্বোদ্ধত হন নাই। তিনি অতিশয় বিনয়
 নশ ছিলেন; তাঁহার অঙ্গ বসন সামান্য
 রূপ ছিল। এবাবর পরিশ্রম অজ্ঞান
 ছিল। তিনি ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে
 (১৮২৫ সনের ১ লা এপ্রিল) পক্ষা
 ঘাতরোগে প্রাণ ত্যাগ করেন।

—১০১—

কৃষ্ণকর্ণের বন্দনা পক্ষা
 ও শিক্ষা পক্ষা
 কর।

নিম্নশ্রেণির বিদ্যাশিক্ষা হয়, এ
 বিষয়ে কৃতবিদ্যা ও সজদয় ব্যক্তিগণেরই
 একমত হইয়া মত প্রদান করিবেন;
 অতএব গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ের যে চেষ্টা
 পাইতেছেন, তাহা বিষয়ে সাহায্যদানে কেহই
 বিমুগ্ধ হইবেন না; কিন্তু গবর্ণমেন্ট ঐ
 বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নিরূপার্থ যে উপায়
 অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা
 যবে গবর্ণমেন্টের সহিত প্রায় কাহারই
 ঐকমত্য দৃষ্ট হইতেছে না। প্রথমতঃ
 এজারা যেসকল বিষয় স্বেচ্ছাকর্তব্য
 বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে, বলপূর্বক
 তাহাতে নিয়োজিত করা গবর্ণমেন্টের
 কর্তব্য নয়। দ্বিতীয়তঃ যদি বলপূর্বক
 বিদ্যাশিক্ষা করান আবশ্যিক হয়, তাহা
 হইলেও বঙ্গদেশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র কর
 করা বিধেয় হয় না। সর্বপ্রকার ব্যয়
 করিয়া তথাপি বঙ্গদেশের প্রায় ছয়
 কোটি টাকা উদ্ধৃত থাকে। এক কোটি
 টাকা উত্তরপশ্চিমাত্তলের লবণ ও অধি-
 ক্ষেপের অঙ্কে বাদ দিলেও পাঁচ কোটির
 বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এত উদ্ধৃত

টাকা র হ্রাসে; এ টাকা অন্য অন্য
 প্রদেশে থাকে না, অতএব তথায় স্বতন্ত্র
 শিক্ষাকর হয় হউক; কিন্তু আমাদের
 ক্ষেত্রে কি নিমিত্ত শিক্ষাকরতার নিহিত
 হইবে? ইহার এই এক উত্তর আছে,
 ভারতবর্ষ একটা অখণ্ড সাম্রাজ্য; ইহার
 মধ্যস্থলে এক সর্বত্র প্রভুশক্তি বিদ্য
 মান আছে। অতএব যখন স্বতন্ত্র প্রদে-
 শী। রাজস্ব প্রণালী স্থাপিত হয় নাই,
 তখন সাম্রাজ্যের একাংশের উদ্ধৃত টাকা
 অপরাংশে ব্যয় করা অবৈধ হইতেছে
 না। সুগনিয়ম বেরূপ হউক, এ তর্কে আপা
 ততঃ যুক্তিনিদ্ধ বলিয়া প্রতীতমান হয়।
 কারণ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ
 একত্রীভূত হইয়া বহুভাবে পরস্পরের
 স্তত চিন্তা করে এটা প্রার্থনীয়। কিন্তু
 কার্যো একত্র হওয়া কঠিন। একবিধ
 ভাষা বাতিরেকে প্রকৃত জাতীয় একতা
 হয় না। জাতীয় ভাষা সমান হইলেও
 সকল সময়ে একতা হওয়া কঠিন হয়।
 আয়ারলও কিছুতেই ইংলণ্ডের সহিত
 একতাবাপন্ন হইল না। এখানে
 প্রদেশ বিশেষে অবস্থান্তর এবং
 অবস্থান্তরে শাসনপ্রণালীর ভেদ
 রহিয়াছে। তবে যে রাজস্বসম্বন্ধে একতা
 দৃষ্ট হয়, সেটা কেবল অনিষ্টের মূল।
 যত আর হইতেছে, কিছুতেই কুলাইতে
 ছে না। এতদ্বারাই অনিষ্ট সপ্রমাণ
 হইতেছে। অতএব একটা উৎকৃষ্ট
 প্রণালী স্থাপন করা উচিত। সেই উৎকৃষ্ট
 প্রণালী নাই বলিয়া বঙ্গদেশে
 শিক্ষা কর করা বিপুল রাজনীতির
 অনুমেদিত হইতেছে না।

গবর্ণমেন্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন;
 যথেষ্টাচারী গবর্ণমেন্টকে রাজস্বসম্বন্ধে
 নিবারণ করা বৃথা; এপর্যন্ত কোন
 আপত্তি শ্রবণ করা হয় নাই। তদুপরি
 যখন বিদ্যালয়নের গঙ্গা রহিয়াছে, তখন
 ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট কখন বিদ্যাশিক্ষার্থ

স্থানীয় কর স্থাপন করিবার বিষয়
 অমত করিবেন না। যদি এই সিদ্ধ
 করা যায়, তথাপি গবর্ণর জেনারেল, জ
 দারির তহমিল ধরিয়া শতকরা সে
 স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তা
 যুক্তিনিদ্ধ হইতেছে না। প্রতিবেশ
 সমান আর হয় না; যত্ন, পলায়
 অসঙ্গতি, দুর্ভিক্ষপ্রভৃতি কারণবশত
 সকল বৎসর জমীদারের সমান আরম্ভ
 যায় না। এ বিবেচনা না করিয়াও যা
 কর করা হয়, ইনকমটাক্সের কষ্ট ও অ
 স্ত্রোবকর অনুসন্ধানের সহিত যথেষ্ট
 চার ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তত্বের দো
 স্পর্শ করিবে। জমীদারদিগের আর
 দোষ থাকুক, তাঁহারা ব্রিটিশ গব
 র্ণমেন্টের স্থায়িত্বের নিরন্তর প্রার্থী। এ
 প্রকারে কর লইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
 নামমাত্রসার হইবে। ভারতবর্ষীয়ের
 করের বিষয়ে সূনাতিরেক বুদ্ধিতে
 পারেন না; যাহা দিতে হইবে তাহ
 এক কালে লওয়া হউক এ কথাই সকলে
 বলেন। ইনকম টাক্সের দৃটান্ত দেখ। এই
 করস্থাপনসময়ে অনেক লোকে এক কাঠে
 প্রয়োজনমত টাকা দিয়া কর হইতে মুক্ত
 হইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পূর্বত
 রাজগণ এই প্রকারে আংশিকমত
 টাকা লইতেন; তাঁহারা অনেক লই
 বটে, কিন্তু এক্ষণে নিরন্তর কর আদা
 হওয়াতে যত অসন্তোষ হইতেছে, তাঁহা
 গের সময়ে তত ছিল না। অর্থের প্রয়ো
 হইলে বাদসাহ জমীদারদিগকে ডাবি
 টাকা চাহিতেন; তাঁহারা চাঁদা কা
 তাহা দিতেন। ঐ পর্য্যন্ত শেষ হইতে
 বর্ষ মান বাঁধাশাস্ত্রে যাহা বলুক
 কেন, এইপ্রকার করই
 লের লোকের বুদ্ধি গম্য। বিধে
 অবস্থায় বিশেষ কর প্রদান
 আমাদের পক্ষে অতিশয়
 কর। অতএব তহশীলের উপা

পন করিলে জমীদারগণকে গবর্ণ-
মেন্টের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী করা হইবে।
কৃষক এক দল কমতালানী প্রভু
লোককে বিপক্ষ করা বিশুদ্ধ রাজ
নীতির অনুমোদিত নহে।

জমীদারের নিকটে শিক্ষার প্রদান
করিলে তাহাদিগের ইচ্ছের নিমিত্ত এক
চটা হইতেছে, তাহাদিগেরও অনিচ্ছ
রা হইবে। জমীদারেরা এমন পাত্র নন
যে নিজ তহবিল হইতে এক কপর্দক
দেন। যে কোন উপায়ে হউক, প্রজার
ক্ষমতাই স্বাভাবিক ভারক্ষেপ করিবেন। ইন
কম টাকায়ই নিদর্শন। উচ্চাতে প্রদর্শন
করিয়াছে, জমীদার নিজের জাত কিছু-
তেই চাড়ে ন। অদ্যাপিও মেরনরীপু
বন্ধমান ও মুরশিদাবাদের কোন কোন
জমীদারিতে ইনকম টাক্সের নাম করিয়া
জমীদারেরা টাকা লইতেছেন। জমী
দারী ডাক জমীদারদিগের উপার্জনের
একটা প্রশস্ত পথ হইয়াছে। জমীদারেরা
এ নামে প্রজার নিকট হইতে কিছু কিছু
করিয়া লইতেছেন। যতই কর স্থাপিত
কর না কেন, জমীদারকে কিছুতেই স্পর্শ
কিতে পারিবে। যেসকল জমীদার
স্বাধীনভাবে স্থাপন করিয়া বাহবা
দেতেছেন, তাঁহারা কোথা হইতে এই
কর চালান? তার কৃষকের ক্ষমতা,
গংসা জমীদারের। কখনও বর্তমান
জমীদার গবর্ণমেন্ট কিছুতেই জমীদারকে
দায় ফেলিতে পারিবেন না। গবর্ণ
মেন্ট ভাবিতেছেন কৃষকেরা শিক্ষিত
কল আপন আপন স্বত্ব বুঝিবে এবং
জমীদারের অত্যাচার থাকিবে না। এটা
কিতে যেমন, কাজে তেমন নয়। কৃষী
র প্রতি দুর্ভিষাট করা; তাহাদিগের
কিছুই থাকুক, যেসকল কৃষী
শীম ও কৃষকদিগকে, তাহাদিগকেও
দিগের অত্যাচারের নিকট
স্বত্ব করিতে হইত। অন্য কথা

কুরে থাকুক, বঙ্গদেশের কৃষকদিগের
যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে কোন জমীদারের
এলাকায় জমী জমা রাখেন, তাঁহারাও
মহাদমার ভয়ে মস্তক উত্তোলন করিতে
সাহস্য হন না। কৃষকদিগের এরূপ অব
স্থাও নয় যে তাহারা আপন আপন
মতানকে লেখা পড়া শিখাইতে পারে।
এ দিনে জমীদারের পাইক বসিয়া খাজ
বার তাগাদা করিতেছে, ও দিনে ঘরে
অন্ন নাই, পুত্রকে ধান কাটিতে পাঠা-
ইলে দুই আনা উপার্জন হয়। এমন
আবস্থায় কোন কৃষক স্বেচ্ছাপূর্বক
পুত্রদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবে?
হামডেনের নাথ লোক মর্কুদা জম্মগ্রহণ
করেন না এবং গবর্ণমেন্ট এমন শিক্ষাও
দিতেছেন না যে কৃষকেরা আপনাদি-
গের স্বত্ব বুঝিয়া জমীদারের অত্যাচার
নিবারণে সমর্থ হইবে। এ স্থলে কি
কর্তব্য? জমীদারের তহবিলের উপরে
কর ধাৰ্য্য কর, আর প্রদত্ত রাজস্বের
উপরে কর লও, শেষ তার কৃষকের
ক্ষমতা পতিত হইবে মন্দেই নাই। তার
পড়িলেই বিন্যাশিক্ষা তাহাদিগের
কর্তব্যরূপে জ্ঞান হইবে। এইমাত্র নয়,
জমীদারের অত্যাচারের আর একটা
নির্বাহিত হইবে। তখন কৃষকেরা
এই ভাবিবে, ইহার অপেক্ষা আমাদি-
গের মূর্খ থাকি ভাল ছিল। আমরা ত
শিক্ষার্থ কর গ্রহণের এই অনিচ্ছ দেখি
তেছি, রাজপুরুষেরা অঙ্গ হইয়া যদি
এ অনিচ্ছ দেখিতে না পান, সাক্ষাৎ
মহাজ্ঞে কৃষকদিগের নিকটে করগ্রহণ
করাই কর্তব্য। যখন পরস্পরামহাজ্ঞে
তাহারা অব্যাহতি পাইতেছে না, তখন
মধ্য হইতে জমীদারদিগকে অসন্তুষ্ট করা
কেন? তাহাদিগের উপকারার্থ এই
আরম্ভ হইতেছে, সাক্ষাৎমহাজ্ঞে তাহাদি
দিগের নিকটে কর গ্রহণই নাথ্য হয়।
জমীদারকে মধ্যস্থলে রাখিয়া এইমত

মত কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী
বন্দোবস্ত করা কর্তব্য। তাহা করিলে
লাভ করণও যথেষ্ট হইবে। প্রজাদি
গের জ্যেষ্ঠ হিতরতর হইলে তাহারা
আনন্দমহাজ্ঞে এক টাকার স্থানে আঠার
আনা দিতে কাতর হইবে না। যথেষ্ট
টাকা উঠিবে, বিন্যাশিক্ষা হইবে; কাহা
রও অসন্তোষের কারণ থাকিবে না। প্রতি
বৎসর কর বৃদ্ধির ভয় না থাকিলে কৃষক
মনোযোগ দিয়া কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন
করিয়া শাস্ত্র আপন আপন মূলধন সং
গ্রহ করিতে পারিবে। এক্ষণে এক
পরগণার মধ্যে যেমন কেবল একমাত্র
জমীদার ধনী আছেন, তখন আর কেহ
থাকিবে না; অর্থ চারিয়া পড়িবে। জমী
দারের এখনকার মত আড়ম্বর থাকিবে
না বটে; কিন্তু পতিত ভূমি কর্ষণ আরম্ভ
করিয়া তাঁহারা নিজের জমীদারির উন্নতি
সাধনরূপ কর্তব্য কর্ষ সম্পাদন করিতে
শিক্ষা করিবেন। তখন জমীদার ও প্রজা
উভয়ের মৌহর্দ ও মৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে
মন্দেই নাই।

—:—
প্রাপ্ত।

শোণপুরের মেলা।
(গত প্রকাশিতের পর।)

১৪ নং। এটা অতি মনোহর মনুদান,
বৃক্ষানিতে আচ্ছাদিত। ইহার মধ্যে নানাদিক
শৌখিন উত্তম মধ্যম ও অধম ত্রিবিধ লোক
অবস্থিত করেন। বড় বড় ধনীরা তাহা সামী
রানা খাটান মধ্যবর্তী লোকেরা অন্য প্রকারে
অবস্থান করেন এবং নিকটেরা বৃক্ষতলার
অবস্থান করে। স্থানটি অতি বিশাল তান্ত্রবৃক্ষে
পরিপূর্ণ, অতিশয় মনোহর, পরিষ্কৃত ও পরি
চ্ছন্ন। পানী হইতে বড় বড় নবাব, রাজা
ও ধনাঢ্য ব্যক্তির আশ্রয় ভাষি ধর্ম ধাম
করেন। প্রত্যেক বড় লোকের আবাসে প্রতি
নিয়তই মহা জাঁক জমক হইতে থাকে।
বড় বড় লোকের পৃথক পৃথক বাসস্থানে
গোট, মহাবৎ, পাঠা, ষারবান, সপাই, সা
প্রভৃতি স্থাপিত থাকে। রজনীতে বজ্রগৃহের

হাতার ভিতর মহা সরগরম মজলিস
কাড় লাঠন, দেওয়ালগিরিপ্রভৃতিতে নামী
কমকম করিতে থাকে। বাইরা
তান, মান লরসংযোগে দর্শকগণের
রণ করে। বড় বড় মজলিসে বড়
সাহেব পর্য্যন্ত গিয়া আমোদপ্রমোদ
থাকেন; কিন্তু ঘোড় দৌড়ের নাচ
এ দেশীয়েরা যাইতে পান না।

৫। মিনা বাজার। এ বাজারটা হরিহর
মেলায় ভূষণরূপে হরিহর নাথের
রের নিকটস্থ প্রায় দুই মাইল
ই বাজারটা দোমারি বসিয়া যায়।
৩ মৎকাল ১২কার বস্ত্র বিক্রয় চাইয়া
বস্ত্রপুত্র ছপারি এপ পরি
র বাজার হয়, যে রক্ত তে দেখিলে
গর বাপ হয়। কাঁচা পতলের,
কাচের, সোণার, কপার, নানা প্রকার
কাল জব্বের দোকান বসে। বস্ত্র বনাত,
দোসালা, কিংখাপ, জরি, জরদোজী প্র
কোন বস্ত্রই অভাব থাকে না। এমন
ক একটা দোকানে ২০০০০০ ২৫ ০০
১, কোন কোন দোকানে ৫০০০০ হাজার
র সামান সামান্য জিনিস সাজান
দিবা রাত্রি লোকে একপ জনতা
পাদবিক্ষেপ করিন হইয়া উঠে। ঠেলা
করিয়া যাইতে হয়। বড় বড় সাহেব
এবং বাবু ভয়ে হস্তী পৃষ্ঠে আবো-
করিয়া দিবা রজনী মিনা বাজারের
সন্দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন। ক্রয় বিক্র
কথা কি বলিব।

৬। এই স্থলে জেণীবন্ধকপে ঘোড়ার
বের দোকান সাজান থাকে। ইংরাজী
হানী, লাংরী, দক্ষিণী, নানা দেশের
জিনাপাষ সাজ, লাগাম, চাবুক, কোড়া
করিয়া সমস্ত দ্রব্য পাওয়া যায়।

৭। এখানে হস্তীর নানাকপ পরিচ্ছন্ন
স্বরূপ ও গিল টি করা কাঁচের, কাঁচের,
র ও অন্যান্য বস্ত্র নানাপ্রকার হাওদা
হইয়া থাকে।

৮। এই স্থানে মুদিরা সারি সারি
মত খাদ্য দ্রব্যের দোকান খুলিয়া বসে
র, ডাউল, লবণ, জাটা, ঘৃত, ছাত্ত, বুট-

বব গম, কাঠ ও তরিতরকারিপ্রভৃতি বাব
তীয় বস্ত্র বিক্রয় হইয়া থাকে।

১৯। এ স্থলে এক ধারে মিঠামবিক্রেতা
হালু ইকারের শত শত দোকান এবং পাটনা
কাশীপ্রভৃতি স্থানের হিন্দুস্থানী শিখ ও ব্রাহ্মণ
প্রভৃতি মিঠাইকরেরা নানাবিধ মিঠামধারা
দোকানসকল পরিপূরিত করিয়া রাখে।
রাজনীতে কাড় লাঠন দেওয়ালগিরিধারা এমন
দোকানসকল সুসজ্জীভূত করিয়া দেয়, যে,
আলোক ও মিঠাম দেখিয়াই অনেক লোকের
উদর পূর্ণ হইয়া যায়। উহার এক দিকে
জেণীবন্ধকপে মালাকারদের দোকান বসে।
নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পধারা ঐ স্থানটা অতি
শর আমোদিত হয়। ভক্তি না থাকিলেও
লোকে ঐ গন্ধ প্রাপ্তির আশয়ে হরিহরনা-
থের সন্দর্শনপর্য্যন্ত গমনাগমন করিয়া থাকেন।

২০। এই ময়দানটির মাঝ দিয়া একটা
পথ গিয়াছে। সেই পথের কতক দূর
পর্য্যন্ত নানাপ্রকার কাচার, সন্দেশ, মিঠাই,
পুরী, কচুরি, তরকারিপ্রভৃতি হিন্দুদিগের
ভোজ্য বস্ত্রের দোকান সকল সুসজ্জীভূত
থাক। এক এক দোকানে ১০০ এক শত কিম্বা
তদধিক প্রকারের আচার পাওয়া যায়।
এ প্রদেশে আলু, সিম বেগুন, ওল, পটোল
আত্র, লেবু, শাক, পুঁইখাঁড়া, কলা মুলাপ্র
ভূত এমন বস্ত্র নাই বাহার আচার হয় না।

২১। এই পথের কতক দূর যেমন হিন্দু
দের খাদ্য দ্রব্যের দোকান সুসজ্জীভূত
থাকে, সেই প মুসলমান পাচকদেরও
দোকানসকল খোলা থাকে। এইসকল
দোকানে মুসলমান পাচকেরা রুটি বিক্ৰীট
পোলাও কালিয়াপ্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য
দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে।
দিনমানে না হউক, রজনীতে এইসকল
দোকান উইলসন সাহেবের হোটেলের
প্রতিনিধিরূপে হয়।

২২। এটা গোরাবাজার। দানাপুর
হইতে আগত সৈনিক ও বাদ্যকরদিগের
জাৰাম এবং মলকীড়া স্থল।

২৩। এটা সোয়ারদের থাকিবার জাঁড়ি।
এস্থলে গবর্ণমেন্টের ইরেগুলার ক্যাভেল
রির সওয়ারেরা আড় ড করে। ইহারা ঘোড়

দৌড়ের মাঠের শোভাসম্পাদন করে,
শান্তিরকার্ধ নেপালের নিকটস্থ সিগা
মক ছা নি হইতে ২০০ জোয়ান প্রতি ব
মেলায় আসিয়া থাকে। ইহারা এক এক
আপনাদের রণপাণ্ডিত্য ও যুদ্ধকৌশল
ও অশ্বশিক্ষা প্রদর্শন করে। ইহারা মে
কৌশলে ক্রতগামী অশ্বকে বসায় শে
এবং খোঁটা ভূমিতে পুতিয়া বস্ত্র
ক্রতগামী অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে তুলিয়া
এবং ছোট ছোট লেবু রমালে বাঁ
ভূমিতে ফেলিয়া ক্রতগামী অশ্বপৃষ্ঠ হ
ঠিক দুই ভাগে কাটিয়া কেলে, সে
দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

২৪। সাহেবদিগের গমনাগমনজন
একটা একাণ্ড পথ প্রস্তুত করা হয়, তা
দুই পাশে ইংরাজ সওদাগরদের
একার দোকান সুসজ্জীভূত থাকে। খ
পরা ও বিলাসের যাবতীয় বস্ত্র এই
দোকানে পাওয়া যায়। দেশবিদেশীয় ই
দোকানদারেরা আগমন করিয়া থাকেন।
নং ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। এ
গঙ্গা দক্ষিণে এবাহতা, গওকী পূর্ক
প্রবহমাণা, আর সরযু এবং শোণভঙ্গ
সহিত মিলিতম নদীরে নিম্নে মহা
বলিয়া এস্থানের অতিশয় মাছাঘা হইয়া
এখানে লক্ষ লক্ষ হিন্দু অধগাহন ক
আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করেন।

বঙ্গীয়দিগের দৈহিক অনুন্নতি।

অদ্য মাদকসেবনের দোষবর্ণনে এ
হওয়া গেল। অতি পূর্ক কালে এ দেশে
সেবনপ্রথা অপ্রচলিত ছিল। তখন
শাস্ত্রকারকেরা এবং ধর্মব্যবস্থাপক ও
দেশকেরা ইহার তুরি তুরি নিন্দা ও বি
করিতেন। ইহা সেবন করিলে ধর্মে প
হইতে হইবে বলিয়া ভয়প্রদর্শন করি
সুতরাং এই ভয়ে অনেকেই ইহাতে
হইতেন। তখন কেহ কোনপ্রকার
দ্রব্য ব্যবহার করিলে জনসমাজে নি
ঘৃণিত ও অনাদৃত হইতেন। এম
অল্পশ্রাবোদে তাঁহাকে কেহ

জন না। এই জন্য তখন মাদক দ্রব্য সংখ্যা স্বল্পমাত্র ছিল। এখন তেমনি হইয়াছে; মাদকসেবীর সংখ্যা ইহা যে দিন ই রাজেরা এ দেশের রাজা ছেন ও ইংরাজী বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন অবধি দেশে বিলাতী ধরনের সত্যতাও চলিতে হইয়াছে। যে পরিমাণে ই রাজী আলোচনা বৃদ্ধি হইতেছে, সেই পরিমাণে সুরাদি মাদক দ্রব্য ব্যবহারও বাড়ি। এখন প্রায় প্রতিপল্লীগামেই কালয়, তাড়িখানা, গাঁজা গুলি, ডা ও আফিম প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। সহরের ত ই নাই। তথায় প্রতি গলিতে ও প্রতি পথে পূর্কোক আড্ডা ও দোকান বিরাজমান রহিয়াছে। কি ইতর, কি কি ধনী, কি নিধান, কি মুখ, কি বিদ্বান, অনেকেই ইহার সেবক হইয়াছেন। র ও লজ্জার কথা কি কহিব, এ দেশের ক অবলারাও এই পথের পথিক হইয়া। অন্যান্য মাদক দ্রব্যের অপেক্ষা সুরাই প্রচলিত। অনেক ভদ্র নামধারী মহা- এই পথের প্রদর্শক ও আদর্শ স্বরূপ ছেন। মাদক দ্রব্যের এমনি গুণ যে, পরিমাণে সেবন করিলে চিত্তসন্তোষ হয়। ইহার পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়া ইহার স্পৃহা ও আশা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহার এমনি মোহিনী শক্তি যে এক বার ইহার রসাস্বাদন করিলে প্রায় জীবন ভুলিতে পারা যায় না। ইহা এক বার মারা গেল; ইহাতে এক বার পতিত হইলে উদ্ধার হওয়া কঠিন। অনেক মাদক পণ্ডিত ও স্ববিজ্ঞ সূচিকিৎসক স্বর- গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন, মাদক দ্রব্য সেবন বুদ্ধি ভ্রষ্ট ও কঙ্গুষিত হয়; হিতাহিত ত্যাগ করা থাকে না; নানা প্রকার দুর্ফল প্রসূতি জন্মে; স্বরণশক্তি প্রভৃতি মানসিক সক্ষমতা সকল নিস্তেজ হইতে থাকে; নানা রোগ উৎকট পীড়া জন্মিবার বিলম্বন সম্ভা হইয়াছে। ইহা দিন দিন শীর্ণ ও অক-

ক্ষম হইতে থাকে; পরমায়ুর হ্রাস হয়; কোন প্রকার পীড়া জন্মিলে সস্তুর আরোগ্য লাভ করা দুর্কর হয়; বরং কালে মৃত্যু মুখে পতিত হইবারই সমধিক সম্ভব না। কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক কহিয়াছেন, সুরাদি মাদক দ্রব্য সেবন করা ও বহুতে খীর কবর খনন করা উভয়ই তুল্য। কোন শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, অগ্নি প্রবেশ, জলমজ্জন, বিষপান ও উঘজনকারী প্রাণত্যাগ কর। যেকোন পাপ ও দোষের হেতু, মদ্যাদি সেবনও সেই পাপ ও দোষাবহ। উভয়ই ধর্ম ও শাস্ত্র- বিরুদ্ধ। কেহ কেহ কহেন, মাদকসেবনে মনের ক্ষুর্ভি ও আনন্দবৃদ্ধি এবং কল্পনা ও বক্তৃতাশক্তির প্রবলতা হয়; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সে আমোদাদি অতি অকি- ঞ্চিত্তকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অল্পকাল মাত্রস্থায়ী আমোদাদির জন্য ইশ্বরদত্ত অমূল্য ধন যে জ্ঞান তাহাকে বিষতুল্য মাদক দ্রব্য দ্বারা বিনষ্ট করা কি বিজ্ঞোচিত কার্য? অনেকে জানেন, মাদক সেবন করিয়া মানুষ পশু- বৎ ব্যবহারে রত হয়। কখন কখন রোগ বিশেষে অল্প পরিমাণে মাদকসেবনে উপ- কার হয় সত্য; তাহা বলিয়া মাদক সেবন প্রশংসনীয় ও কর্তব্য বলিয়া অদরশীয় হইতে পারে না। রোগবিশেষে সর্প বম্বেও উপ- কার দর্শে, তাহা বলিয়া কি সর্পবিষ সেব- নীয় হইবে? কি পরিতাপের বিষয়! এ দেশে অনেকেই এই গরলতুল্য মাদকসেবনে রত হইয়াছেন। এখন বঙ্গদেশে সুরানদী প্রবল বেগে প্রবাহিত। ইহার স্রোতে কত শত লোকের ঘর-বাটী ভাসিয়া যাইতেছে ও কত ধনীলোক নিধান ও নানা প্রকার বিপদগ্রস্থ হইতেছেন!!!

—:—

বিবিধসংবাদ।

২৭ আশ্বিন সোমবার।

৬২টন কালেক্টর তুতপূর্ব ছাত্র এল. এ. মেণ্ডিস সাহেব লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাস ভার নিকট ডি, সি, এল উপাধি পাইয়াছেন। মেণ্ডিস সাহেব এক জন বারিষ্টার। ইনি আতিথেয় কীর্তি এবং কসাইটোলার নীলামকারী মেণ্ডিস সাহেবের পুত্র। তাঁহার এক জ্যেষ্ঠ সিবিলিয়ান হইয়াছেন।

সম্রাট মন্ত্রাজের প্রধানতম বিচারালয়ে ধর্মপরিবর্তন সংক্রান্ত পন্থান্তর গ্রহণবিষয়ের এক মকদ্দমার বিচার হইয়াছে। এক ব্যক্তি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয়ান হইয়া এক জন খ্রীষ্টীয়ান জীলোককে বিবাহ করেন। পরে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্বার হিন্দুধর্মে প্রবেশ করিয়া হিন্দুপন্থী একন করিতে সক্ষম হইয়া বিচারকর্তা তাহাকে মৃত্যু দেন। কিন্তু প্রধানতম

বিচারালয় বলিয়াছেন, হিন্দু ধর্মে যখন য- বাহ্যে নিবেদন হইবে এবং যখন এই ধর্মের পুনরায় গ্রহণ করিয়া এক খ্রীষ্টীয়ান আন্তর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার হইতে পারে না। মেইন সাহেবের খ্রীষ্টীয়ানের বিবাহবিধিরক আইন হুমুখ তলবার হইতে পারে না।

মালবে অফিসের চাঙ্গ এড লাভকর রাতে যে, অনেক লোকে অন্য চাঙ্গ ত্যাগ রাখে।

সম্রাট বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট রেইলও- হসাবে ১০,০০০ টাকা ব্যয় করিবার আ- দ্যেতে ভারত বর্ষীয় গবর্নমেন্ট বলিয়া তাঁহারদের মত না লইয়া এই ব্যয় করা হইয়াছে। লেপ্টেনেন্ট গবর্নর বলেন, তাঁহার করিবার ক্ষমতা আছে বিবাদ এখনও তেছে। এগী প্রশাসনীয় শক্তির রাজস্ব প্র- কারিবার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিতে

কালীর কালেক্টর কর্তৃপক্ষ আত্মা নিয়- তন্ত্রতা শিক্ষকদিগের সম্মানগণ বিনা বি- তথ্য পাঠ করিতে পারিবেন। যথালাত- অযোগ্য করসংক্রান্ত বিস বিধিবদ্ধ রাখে। এগীতে দখলী পন্থ স্বীকার হয় নাই। করবৃদ্ধির যসকল দ্বার রাখা হইয়াছে, তাহাতে কোন ব্যক্তিরই বাস্তব স্বায়িত্বের উপরে বিঘাস নাই। প- লভেস কৃষকদিগের বন্ধু, কিন্তু তিনি সেই কৃষকদিগেরই শত্রু হইয়া দাড়াইলেন।

দেওয়ানী আদালত সমুহের ন্যায় বেহা- আফিসসকল পূজার সময়ে বন্ধ করা উচ- না। এমনিমত বেজিটার জেনরল ব- বেজিটার ও সর্বোজিটারের মত চাহিয়া বেজিটারের সমস্ত অল্প, অতএব আমরা কল আফিস ১০,১২ টনের অধিক বন্ধ করিতে বিবেচনা করি।

দমদমার পুলিশের সহিত গাড়োয়ানি- বিবাদ চলিতেছে। গাড়োয়ানেরা এক- প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, পুলিশ কর্মচারীদি- কখন গাড়িতে লইবে না। বোধ হয় কিছু আছে।

আমরা ২৪ পরগণার জাজিষ্ট্রেট ও রা- বিভাগের কমিসনরকে জানাইতেছি গে- ও জুগময় রক্তক নামক দুই ব্যক্তি পাচ ম- অধিক কাল হইল দমদমার জেলে হা- আছে। একটা হত্যাকাণ্ড হইয়াছে এই দুই ব্য- সন্দেহ করা হয়, কিন্তু পুলিশ এপধি, ত- বিশেষ প্রমাণ বাহির করিতে পারেন- এত কাল হাজতে রাখা অতিরিক্ত অন্যায়।

হিন্দুপোর্ট যট বলেন সম্রাট রাজধানী- গের কমিসনরের স্বার্থে ২৪ পরগণার- দার কৃষক ও মিলনকারিগের যে সত- তাহাতে কৃষকেরা কর্মীদারিগের অত্যা- কোন কথাই বলে নাই, তাহারা এবং তা- তার হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করে। পূর্বে জমীদারগণ মুক্ত না হইলে তাহা- প্রার্থনা পরিপূর্ণ করা হইতে পারে না। তা- সাহেব এই আশা দেন নাই।

উক্ত পন্থে বঙ্গদেশের প্রতিনিধি ক- সি, এচ, কাহেল সাহেবের এক পত্র এক-

এই পত্র দ্বারা তাহেল সাহেব গবর্ণ-
ক জানাইরাছেন বিদ্যালয়কার নিমিত্ত
কর বৃদ্ধি করা বিবেচন নহে । কাশী প্রকৃতি
অমীদারেরা কেহাপূর্বক এই কর দিতে
বটে, কিন্তু তথায় জমীদারদিগের অতি
সামান্য জমীদারী আছে মাত্র । বিদ্যা
দ্বারা তাঁহাদিগেবই উপকাব হইয়াছে ।
জমায়া লইয়া হস্ত বুনের উপরে কর
ভীহার মতে অতিশয় অন্যায়া । তিনি
ছেন সকল স্থানে লোকে কেহাপূর্বক
নয় স্থাপন করিতেছেন । এগুলির উৎ
লেই যথেষ্ট চইবে । সাধারণ মতই
ভূমির উপর কব স্থাপন করিলে প্রশি
নায় বিদ্যা শিক্ষা অবশ্য কর্তব্য এমত
না করিলে চলিবে না । ব্রিটিশ নামে
হইবে ; জমীদারেরা অসন্তুষ্ট চইবেন,
দিগের কষ্ট বাড়িবে । অথচ বিদ্যা
হইবে না । সর জন লয়েঙ্গ এ চেষ্টা
করুন ।

২৮ এ আ'বণ মঙ্গলবার ।

তৎসর ৬৯ খানি জাজাজ কলিকাতায়
সময়ে কুমিতে লাগে, গবর্ণমেন্ট এবিষ
স্বাস্থ্যকর করিবার আশ্রা দিয়াছেন । কলি
বন্দর থাকিতে এ ঘটনা হুনি বার ।

তকলা একশেছগুহে নিম্নলিখিত টাকার
কম বিক্রীত হইয়াছে:—

প্রতিসিন্দুক সিন্দুক মোট টাকা
চারের ২,৩০০ ১৪০৮৫ ৩২,৪০,২৫
শীর ১৭০০ ১৩৮১৫ ২৩৪৯০০
সি সাহেব যে অনুমান করেন, তদপেকা
অধিকেন বিক্রীত হইতেছে । ইহাতে
বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই । কিন্তু গবর্ণমেন্ট
জের হন, অগ্রে ব্যয় করিয়া বসিয়া থাকি

প্রতি প্রধানতম বিচারালয়ের আনিমবিতা
আপীলের বিচার প্রধান বিচারপতি,
পতি মাকফাসন, মার্কবি, সুই, জাকসন ও
নাথ মিত্রের নিকটে হইতেছিল, তাহাতে
গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হইয়াছে । ১৮
দের ২৪০ ধারা লইয়া এই প্রথ উচিত
যদি এক জন ডিক্রীদার কোন সম্পত্তি
ক করেন, আর অধিকারী সেই সম্পত্তি
ক বিক্রয় করেন, বিক্রয় এক কালে সকল
নের পক্ষে অথবা কেবল ক্রোককারী
দারের পক্ষে অসিদ্ধ হইবে? বিচারপতি
মাংসা করিয়াছেন; ইহাতে কেবল ক্রোক

কারীর স্বস্থানি হইবে না । অতঃপর অন্য কেহ
ক্রোক করিলে ক্রোক সে টাকা দিয়া সম্পত্তি
রক্ষা করিতে বাধ্য নহেন । ইহাতে গুরুতর
প্রমাণ দেওয়া হইল । এই লক্ষ টাকার সম্পত্তি
রক্ষার্থ এক জন আপনার এক আত্মীয়ের
১০,০০০ টাকার এক ডিক্রী জারি করাইয়া
সম্পত্তি ক্রোক দিয়া বিনামীতে বিক্রয় করিবেন ।
ক্রোককারীর টাকা দিলেই অন্য কোন মহাজন
আর ঐ সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ
হইবেন না ।

ডিক্রীগেজেট বলেন, বোম্বাই গবর্ণমেন্টের
প্রস্তাবানুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত
করিয়াছেন, একাত্তর পরিবারের সকলের
আয়সমষ্টি করিয়া তহপরি লাইসেন্স কর লওয়া
হইবে । চূণাপুটি না এড়ায় ।

সম্পত্তি আগরায় এক জন হুশরিয়া ধন
শ্রীলোক হত হওয়ার্তে এক ব্যক্তি এই বলিয়া
পুলিষের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, আমি
হত্যা করি নাই; কিন্তু আমাকে অবশ্যই সন্দেহ
করা হইবে বলিয়া অগ্রে ধরা দিলাম । এ
লোকটী কাজের বটে ।

ঝবলপুরের নিকটস্থ ব্রজরাজ গড়ের এক
স্থানে উত্তম লৌহের খনি বাটরি হইয়াছে ।

গত কল্যা প্রধানতম বিচারালয়ের সপ্তম
কৌজদারি সেসিয়ন আরম্ভ হইয়াছে । বিচার
পতি নর্ম্মান । লেপ্টনান্ট ওল্ড আত্মদোষ
স্বীকার করেন; কিন্তু তাহার বারিষ্টার ব্র'পন
সাহেব তাহার জাতি, পদ ও চরিত্রপ্রকৃতির
উল্লেখ করিয় বিচারালয়ের নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা
করাতে বিচারপতি তাহার কঠিন পরিজ্ঞানের
সহিত ছই বৎসর মেয়াদ দিয়াছেন । হিসাব
করিলে যথেষ্ট হইয়াছে ।

ডেলিনিউস বলেন সম্পত্তি ভারতবর্ষীয়
রেলওয়েতে একটী হুঘটনা হইয়া ৬ জন হত
হইয়াছেন, ছই জনের জীবনসংশয় । নারায়ণ
গড়ের নিকটে পর্কাত উড়াইয়া দিবার সময়ে
এই শোচনীয় ঘটনা হইয়াছে । হত ও আহত
দিগের সকলেই ভারতবর্ষীয় । বম ভারতবর্ষীয়
দিগকে লইবার নিমিত্ত নামা দ্বার খুলিয়াছেন ।

কলিকাতা ও উপনগরে হত্যার ক্রমশঃ বৃদ্ধি
হইতে লাগিল । ঠনঠনিয়ার মুক্তা রেখার
হত্যাফার্মিগণ হৃত হইল না । ডেলিনিউসে
দৃষ্ট হইল, চিৎপুরের এক ব্যক্তি এক বৃদ্ধ
বেশ্যার অলঙ্কারের লোভে তাহাকে মাতৃ-
সম্বোধন করিত । কিন্তু বেশ্যাটী শীঘ্র প্রাণ
ত্যাগ না করাতে সে গত শুক্রবার রাত্রিতে

তাহাকে বধ করিবার চেষ্টা পায় । বেশ্যা
যোগ করাতে এই ছুরায়া পলায়ন ক
কিন্তু পুলিশ শীঘ্র তাহাকে ধৃত করি
বেশ্যাটীর গলায় কিয়দংশ কাটিয়াছে মাত্র
২৯ এ আ'বণ বুধবার ।

১৩ ই আগষ্ট লেপ্টনান্ট গবর্ণর সু
উপনীত হইবেন । তৎপরে পাটনা, ফুরুই
মান হইয়া ২৯ এ অথবা ৩০ এ কলিকা
প্রত্যাগমন করিবেন ।

আমুয়ারি অবধি ৭ ই আগষ্ট পর্যন্ত ৫২
ইক বৃষ্টি হইয়াছে । গত ১৪ বৎসরে এই
মধ্যে গড়ে ৩৯.৯৯ ইঞ্চ জল হইয়া
কল্যা রাত্রি অবধি নিরন্তর বৃষ্টি পড়িতেছে
কাতার অধিকাংশ রাস্তায় দেড়ফুট জল
ইয়াছিল । মক্ষলে পুনরায় বন্যা হইবার
ক্ষণ লক্ষণ দেখা যাইতেছে ।

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সর হেনরি
পীড়ানিবন্ধন তিন মাসের বিদায় লইয়া ই
যাইবেন । ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ট
সেক্রেটারি কর্বেল নর্ম্মান তাহার প্রতিনিধি
বেন । সর জন লয়েঙ্গ নিজে ১ লা আমুয়
এ দেশ ত্যাগ করিবেন ।

সর রবার্ট নেপিয়র " লাড নেপিয়র অব
দালা ৯ উপাধি পাইয়াছেন । একজন
তিনি সর উইলিয়ম মানসফিল্ডের পদে
সেনাপতি হইবেন । কেহ কেহ তাহাকে
জেনারলের পদ দিতেছেন । প্রধান সেন
হউন, তাহাতে আমরা নিরানন্দ নহি
কোন ভারতবর্ষীয় কর্মচারী যেন গবর্ণর
না হন ।

সোমবার রাত্রিতে কাপ্তেন হেনরি
জ্যেলে মৃত্যু হইয়াছে । পাঠকবর্গের
থাকিবে, আলবাই হেগার নামক এক ব্য
বধ করিবার চেষ্টা পাওয়াতে এ ব্যক্তির
মেয়াদ হইয়াছিল । এ ব্যক্তি এক জন
মহুযা ছিল । যেমন আকৃতি, প্রকৃতি ও
করণের অনুসন্ধান উদরাময়
মৃত্যুর কারণ স্থির হইয়াছে । এই অনু
একটী অতিশয় সুখকর বিষয় প্রকাশিত
য়াছে । প্রেসিডেন্সি জেলের ৯৯ জন
শীয় ও ১৩৮ জন ইউরোপীয় করেদির ম
তিন মাসের মধ্যে এই এক জনের মৃত্যু হ

ইণ্ডিয়া টাইমস বলেন, সিন্ধুর রা
হারদরাবাদে একটী রাতুলালয়ের জন
কৌয়াসজি জাহাজির ৫০,০০০ টাকা
করিয়াছেন ।

এক জন বেথ্যার একটা কন্যা হওয়াতে
 তিমত রেজিষ্টারকে সংবাদ দেয় নাই।
 পক্ষ পা গিয়াছিল। তাহাকে পুলিশের তত্ত্ব
 ন করিয়া ৪ টাকা উৎকোচ লওয়াতে
 পতি ন্যায় তাহার দুই বৎসর মেয়াদ
 চন্দ। টাকার পরিমাণে আর দুই বৎসর
 হইলে ভাল হইত।

গর ও দস্যুপ্রকৃতি ধরিবার নিমিত্ত কলিকাতা
 পুলিশে এক দল প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে।
 আনন্দের বিষয়; কিন্তু এই দলের মধ্যে
 এক এতদেশীয় কর্মচারী রাখা আবশ্যিক।
 দলের শীর্ষস্থানে যেন ইউনিয়ন প্রকৃতির
 এক নিযুক্ত করা না হয়।

মন্ত্রাজের ডাক্তার শর্ট সর্পদষ্ট ব্যক্তিদিগের
 তালিকা করিয়া বলিয়াছেন, ১৮৬৩ অব্দে
 প্রসিদ্ধিতে ১৮৯ জন লোক
 হাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে
 মন্ত্রাজেই ৫৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

শর্ট বলেন, অন্য অন্য রোগের ন্যায় সর্প-
 বিস্তার লোকে প্রাণত্যাগ করেন, কেবল
 সংগ্রহ করা হয় না। বলিয়াই সর্পসাধারনে
 মনোযোগী হন না। সিন্ধুতে প্রতিবৎসর
 ২০০০ লোকের ইহাতে মৃত্যু হয়। ওলা
 ন্যায় এ রোগের প্রকৃত উৎস আবিষ্কৃত
 হইয়াছে না, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

জগদীশ্বর আলফ্রেড নিশ্চয় এ দেশ দর্শন
 করেন; কয়েক বৎসরব্যধি ইউরোপীয়
 দিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে। রাজবংশের
 এ দেশ দর্শন করেন, এটি প্রাথমিক।

আমরা আশ্বাসিত হইলাম, ২৪ পঞ্চম
 সর্পরিটেণ্ট গার্ড বাবু নারায়ণদীন তেওয়ারী
 প্রথম শ্রেণির ইনস্পেক্টরের পদে নিয়ো-
 গিত করিয়াছেন। ইহার তুল্য পুলিশ কার্য
 ব্যক্তি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। এপ্রকার
 উন্নতি হইলে সকলেই আনন্দিত হন।

প্রধান বিচারপতির সহিত বিচারপতি জাক
 অন্য অন্য জজের পুস্তক দুটি লইয়া পুন
 মতভেদ হইয়াছে। সর্ বার্নেস পিকক দুই
 পরিবর্তে এক মাস বন্ধ দিতেছেন। অন্য
 বিচারপতি ঠিকান্তে আপত্তি করিতেছেন।
 ত অল্প হয় সেই ভাল।

প্রতিবৎসর কলিকাতা গেজেটে
 ত পাওয়া যায়। পূর্ণ সপ্তাহে কাহাকে
 স্থানে নিযুক্ত করা হইয়াছিল বর্তমান
 আবার সেই নিয়োগ প্রতিষ্ঠা করা হইল।
 বৈধ বৈধ সংকোপাতার বিচারের

মত না কি? এক বার ডিক্রী, আবার প্রত্যর্থা
 অমুরোধে ডিক্রী হইতেছে।

গত বৎসর সমুদায় তারতবর্ধের নয় কোটি
 টাকার নোটের মধ্যে এক খানিও জাল হয়
 নাই। আফ্রানদের কথা।

৩* এ আবেদন সুপ্রতিবার।

সুতন ষ্টাম্প আইনে সুবিধা অথবা অসু-
 বিধা হইয়াছে এবিষয়ে গবর্নর জেনরল স্থানীয়
 গবর্নমেন্ট, বিভাগীয় কমিশনার এবং যাবতীয়
 এতদেশীয় ও ইউরোপীয় বিচারপতির
 মত জিজ্ঞাসা করেন। আমরা অংগত হইলাম
 কয়েক জন নিয়মবহির্ভূত কর্মচারিতার আর
 প্রায় সকলেই ইহাকে দরিদ্রপীড়নকারী আইন
 বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এক জন প্রধান
 সদর আমীন বলেন, এ আইন হওয়াতে মকদ্দমা
 প্রিয় ধনবান দুর্ভাগিগের মকদ্দমা বন্ধ হয় নাই,
 তাহারা আরো সুবিধা পাইয়াছে। দরিদ্রেরাই
 ষ্টাম্পের মূল্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া
 ন্যায় হইতে বঞ্চিত হইতেছে সুবিধার
 মধ্যে মকদ্দমার সংখ্যা কমাতে বিচারপতিদি-
 গের অনেক অবসর হইয়াছে।

শ্রীমশ্রী বিদ্যালয় লইয়া মন্ত্রাজের শিক্ষা
 বিভাগের ডিরেক্টরের সচিব গবর্নরের মতভেদ
 হইয়াছে। ডিরেক্টর বলেন, অন্য জাতিতে শুধু
 বংশীয় শ্রীলোকের সহিত অধ্যয়ন করিতে দিলে
 জাতী পাওয়া যাইবে না, কিন্তু গবর্নর জাতি
 ভেদ করিতে অসম্মত হইয়াছেন। সময় ও
 সমাজের অবস্থা বুঝিয়া কাজ বরাই কর্তব্য।

সর রিচার্ড টেম্পল একটা উত্তম কাজ করি-
 তেছেন। প্রতি জেলায় এক একটা সেবিও
 ব্যাঙ্ক হইতেছে। এইসকল ব্যাঙ্কের অছি-
 ল্পরূপ কয়েক জন ইউরোপীয় ও এতদেশীয়
 ভদ্র লোককে নিযুক্ত করা হইবে। যাহারা জমা
 দিবেন, তাঁহাদিগকে শতকরা ৫ টাকা সুদ
 দেওয়া হইবে। এক বৎসর ১০০০ এবং সর্ক
 লুড ২৫০০ টাকার অধিক কাহাকেও জমা
 দিতে দেওয়া হইবে না। এই টাকা মধ্যে মধ্যে
 কৃষকদিগকে অল্প সুদে ধার দেওয়া হইবে।
 ক্রমশঃ যাবতীয় উপবিভাগে এইপ্রকার সেবিও
 ব্যাঙ্ক হইবে। যেখানে ব্যাঙ্কের শাখা আছে
 সেখানে তাহাকেই সেবিওব্যাঙ্ক করা হইবে।
 আমরা এই বন্দোবস্তে অতিশয় মঙ্গল দেখি-
 তেছি। মহাজনদিগের সর্কগ্রাস বন্ধ হইলে
 কৃষকদিগের স্বার্থ উন্নতি হইবে।

কিঞ্জোড় হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তত্রত্য
 অধিকাংশ বিদ্রোহী শাসিত হইয়াছে। বিদ্রো-
 হীরা দেওয়ানকে বধ করিয়া বনে পলায়ন

করিয়াছে। পুলিশ ও মাস্ত্রাজী সিনাহীরা
 যাবতীয় পল্লী গ্রামে গিয়া হস্তক্ষেপিত ব্যক্তি
 গকে দমন করিতেছে। যেসকল সন্দার
 পলায়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অধীনতা স্বী-
 ক্ত হইয়াছেন।

যে দুই ব্যক্তি ঠমঠ নগর মুক্তা বে
 হত্যাকারী বলিয়া ধৃত হয়, কবরার তাঁহাদি
 ছাড়িয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি উত্তরের যে
 প্রতিপত্তি হইয়াছে, তাহার যে রক্ষা হইল
 আমাদের আশ্বাসের বিষয়।

অঞ্জেলিয়া হইতে বিস্তার লোকের
 গিয়াছে। তত্রত্য ইংরাজ অধিবাসীরা
 গকে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টায় আছেন।
 দেখিতেছি, লোকদিগকে বলপূর্বক
 দাসদিগের ন্যায় খাটাইয়া আহার
 হইবে।

৩১ এ আবেদন শুক্রবার।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম,
 আটনী বাবু গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
 হইয়াছে। ইনি এক জন উপযুক্ত লোক ছিল।
 ইহার নিত্য অনেক সং ব্যয় ছিল। অ-
 অন্নান করিতেন।

গিজনি জাকুব আলি খাঁর হস্তগত হই
 নগরের লোকেরা তাঁহাকে ছার
 দিয়াছে। বোখারার রাজা বর্নিকদিগের
 ৫০০০০ মোহর কর্ত্ত করিয়া পুনর্বার
 দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়া
 ক্রমশঃ বোখারার নিকটে আসিয়া
 যুদ্ধের পর অবধি রাজার দেখা নাই।

গণ্ডকী নদী প্রাবিত হইয়া বেওয়া
 অবধি লাগজপর্ষন্ত জলমগ্ন হইয়াছে।

পিরনিয়র বলেন, নবেম্বরের প্রারম্ভে
 রার প্রধানতম বিচারালয় আলাহাবাদে
 আসিবে। সকল বন্দোবস্ত না হইলে
 বিচারপতি আসিবেন না। তিনি ও আর
 বিচারপতি আরও ৩০৪ মাস থাকিবেন।

গেজেটে পাদরিদিগের পাথেয়ের ত
 প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা নিজের অ
 হইতে ২৥ ফ্রোশ দুয়ে গেঞ্জল সামান্য
 প্রতি মাইলে বার আনা এবং রেলওয়েতে
 মাইলে তিন আনা পাথের পাইবেন। চা
 দিগকে শ্রেণিবদ্ধ করিয়া সিভিলিয়ান
 ন্যায় বেতন দেওয়া কর্তব্য। যাবতীয় জে
 উপবিভাগে এক একটা গিরজা হউক। ইং
 আমাদের পূর্বতন রাজাদিগকে এই
 নিন্দা করেন। তাঁহারা জাজদিগকে
 টাকা দিতেন। আমাদের বর্তমান

বদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন ও দান
স নিম্নার পথ বন্ধ করিয়া দিলেন।

শনাল পেপার বলেন, বাবু প্রসন্নকুমার
ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিতেছেন।
মূল্যজোড় একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় করি
নিমিত্ত ৫০,০০০ টাকা দিয়াছেন।
কায় বাণী হইবে। মূল্যজোড় ভালুকের
হইতে বিদ্যালয়ের ব্যয় চলিবে।

৩২ এ জ্ঞাবণ শনিবার।

গিহাটতে ভারতবর্ষীয় সভাপতি ক্রয়করা
৮ মূল্য ৪০,০০০ টাকা। বাণীর নীচের
হরিশ পুস্তকালয় এবং উপরে ভারতব
ভা হইবে; বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামনাথ
ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং রাজা সত্য
ঘোষাল বাণীর অর্চি হইতেছেন। যদি
ভারতবর্ষীয় সভা উঠিয়া যায়, আর ঐ
উদ্দেশ্যে কোন সভা প্রতিষ্ঠিত হয়,
তাকে এই বাণী দেওয়া হইবে। কিন্তু
২২সরের মধ্যে এ সভা না হইলে অর্চিরা
ভাড়া দিয়া সেই টাকা সাধারণের হিত
কার্য্যে ব্যয় করিবেন। হরিশ পুস্তকালয়
র থাকিবে। ভারতবর্ষীয় সভা চিরস্থায়ী
হাই সকলের প্রার্থনীয়।

ই আগষ্ট বোম্বাই ব্যাঙ্ক কমিশনের সম্মুখে
দায়িত্বের জবানবন্দী হইয়াছে।
লালের জবানবন্দিতে বোম্বাই ব্যাঙ্কের
জ্ঞান ডিপোজিটরের অনেক গুণ প্রকাশিত
হে। প্রেমচাঁদ প্রায় যাবতীয় ব্যাঙ্ক ও
ষ্ট্রক কোম্পানির সৃষ্টিকর্তা ছিলেন স্বীকার
হে। তিনি প্রথমতঃ সামান্য খতে লক্ষ
টাকা দার দিবার প্রথা প্রচাৰিত করেন।
ইর বেয়ার অংশ ক্রয় বিক্রয় করিতেন।
দিদের নামে টাকা দিয়া সেই টাকা আপ
নিজে লইতেন। সব চারলস জার্লন প্রেম
অপাততঃ বোম্বাই ভাগ করিতে নিষেধ
হে। এবার যদি চুক্তিরূপে পূর্নদিগের দণ্ড
হইলে কমিসন বসাইবার উদ্দেশ্য
হইবে। বেয়ার, স্কট ও ট্রেসি সাহেব
য়?

—:—

ইউরোপীয় সমাচার।

৩২ ৭ই আগষ্ট। গতকল্য আলডরশটে
দিগের রণকৌশল দর্শন করিবার সময়ে
বাট নৈপন্নর উপস্থিত ছিলেন।
জী সুইটজারলণ্ডে থাকিতেছেন। তিনি
স উপনীত হইয়াছেন। ফরাসী রাজধা
অবস্থানকালে রাজী ইউজিনি তাঁহার
সাক্ষাৎ করিয়াছেন।
রিশ বন বিউষ্ট সম্প্রতি এক বক্তৃতা
বলিয়াছেন, ইউরোপ মহাখণ্ডের ভাব
সুচক।
লটা ও আলেকজান্ড্রায় মধ্যস্থিত সমুদ্র
হত টেলিগ্রাফ সংস্কৃত হইয়া পুনর্বার
দ গমনাধমন করিতেছে।

আগরাব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ গণ "এ" চিত্তিত অং
শের শতকরা ৮ টাকা লাভ প্রদান করিয়াছেন।

৮ ই আগষ্ট। সর জন লরেন্সের পর আরল
মেয় ভারতবর্ষের গবর্নর জেনরল হইবেন, এই
জনরব ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

মাদ্রাষ্টোন সাহেব লাক্ষেশয়ারের দক্ষিণ
বিভাগের প্রতিনিধি মনোনীতকারীদিগের
নিকটে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। রাডিকাল
দলের মতামতসারে কাজ করিবেন তিনি একরূপ
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

—:—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্টগবর্নরের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

৩ রা আগষ্ট। ডবলিউ, কর্ণেল সাহেব
রঙ্গপুরের প্রতিনিধি সিবিল ও সেন্সিয়ন জজ
হইবেন।

যত দিন এ. জে, এলিয়ট সাহেব বিদায়
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ই. ই.
লুইস সাহেব দিনাজপুরের প্রতিনিধি সিবিল ও
সেন্সিয়ন জজ হইবেন।

২২ এ জুলাইয়ের গেজেটে কর্ণেল নাহেবের
দিনাজপুরে ও লুইস সাহেবের রঙ্গপুরে নিয়ো
গের যে বিজ্ঞাপন হয় তাহা এতদ্বারা রহিত
হইল।

যত দিন লেপ্টনেন্ট কর্ণেল এ. এচ, পাটন
বিশেষ সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকি
বেন, তত দিন অপরাধী ধৃত করিবার বিভা
গের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জে, এচ, রেলি সাহেব
আপনার কার্য্য তিন্ন চতুর্ন চক্রবাক্তের পুলিষের
প্রতিনিধি ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন।

যত দিন লেপ্টনেন্ট এল, লুইস বিদায় লইয়া
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জি, জে, বি, টি
ডালটন সাহেব দ্বিতীয় জেণীর প্রতিনিধি সহ
কারী কমিসনের হইবেন।

৫ ই আগষ্ট। ই. এচ, রডক সাহেব দ্বারভা
জার মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হই
বেন।

নিয়ুক্তিত সঙ্গ লোকেরা মালদহের দাতব্য
চিকিৎসালয় চালাইবার সভার সভ্য হইবেন।

বাবু রাজকৃষ্ণ সেন।
* যোগেশচন্দ্র মিত্র বি, এ।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি আইন্ট মাজিস্ট্রেট
ও ডেপুটি কালেক্টর এক, ডবলিউ, জে, রিজ
সাহেব ১৮৫৯ অক্টোবর ১০ আইন ও ১৮৬২
অক্টোবর (২২৭২) ৩ আইনের অনুসারী মকদ্দ
মার আপীল জ্ঞাবণ করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন ডি, লেসি সাহেব বিদায় লইয়া
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ, আর,
এণ সাহেব পুরীর প্রতিনিধি পুলিষ সুপারিন্টে
ণ্ডেন্ট হইবেন।

টি, এচ, উইকস্ সাহেব বহরমপুরের বিদ্যা
শিক্ষা সভার অন্যতর সভ্য হইবেন।

জে, সি, উইলিয়মসন সাহেব
সম্প্রতি বর্ধমানের প্রতিনিধি ডেপুটি
ও ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত করা হয়।
৯ ই জুলাই জগলীতে বাইবেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত নসিরাবাদের
রিজ্ঞ মুসেক বাবু টেক্লোকনাথ মিত্র বি,
মাধারগঞ্জের অতিরিক্ত মুসেক হইবেন।

৭ ই আগষ্ট কালনার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট
ডেপুটি কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ দে বর্ধ
মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১০ ই আগষ্ট। মুন্সি বনয়ারিলাল ডা
মিউনিসিপাল কমিটির অন্যতর সভ্য হইবেন।

যত দিন এস, ডবলিউ, ফালান সাহেব
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন প
কালেক্টর অধ্যাপক এ, ইউহাঙ্ক, সাহেব
এ, নিজের কার্য্য তিন্ন উত্তর পশ্চিম বিভ
প্রতিনিধি স্কুল ইনস্পেক্টর হইবেন।

—:—

আমাদিগের মেদিনীপুরস্থ সং
দাতা লিখিয়াছেন।

পুনরায় অন্য কয়েক দিবস অল্প অল্প
হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্যে সুচার
বৃষ্টি না হওয়াতে কৃষিকার্য্যের সুবিধা
হেঁচনা।

২। একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মাধব
নামে কৌজদারিতে আবার তহবিলঘাটি
নালিস উত্থাপিত হইয়াছে। দেখা যাউক এ
কি হয়। শুনিতে পাই ইহাতে যদি কিছু ন
আরও এক নম্বর রুজু হইবে।

৩। আমলাদিগের বেতনবৃদ্ধি লইয়া এ
ফলপুল পড়িয়া গিয়াছে। অত্রত্য জে
মুসকের আমলাদিগের ৩০ টাকার স্থলে
৪০ টাকার স্থলে ৪৫ এবং ১০ টাকা
ভোগীদিগের ২০ টাকা হইয়াছে। আবার
বৎসরান্তর ২ টাকা করিয়া বাড়িতে থাকি
যদি গবর্নমেন্টের সকল কার্যালয়ে এ
বেতনের নিয়ম হয়, তবে বর্তমান সময়ে কে
এক প্রকার চলিতে পারে।

৪। আমি সাত্তিশয় স্থাখিত হইয়া এ
করিতেছি যে, অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যা
প্রধান শিক্ষক বিখ্যাত বাবু রাজনারায়
প্রায় ২ বৎসরের অধিক কাল পীড়িত; এ
ভূগীতে আছেন; কিন্তু শুনিলাম ডিরেক্ট
নিগন সাহেব তাঁহাকে কটক হাই স্কুলের
শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। মহ
রাজনারায়ণ বাবুর জুল্য বিদ্যান, বুদ্ধিমান
সংশীল লোক আমরা অল্প দেখিতে
তিনি যদিও ১৫০ টাকা বেতনে যে
স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তথাপি ইহা

গৌরবের পদ ছিল। কয়েক বার তাঁহার
 গৃহস্থ সহিত স্থানান্তরে উন্নতিও হইয়া
 কিন্তু তিনি এখানকার জল বায়ুর উৎ-
 তা জন্য সে উন্নতিতে উপেক্ষা করিয়াছেন।
 এখানে এক এক জন ইংরাজ হেড মাস্টার
 কয়েক এবং তাঁহার ৩০০ টাকা বেতন পাই
 ন। শিক্কাচার সাহেবের পর রাজনারায়ণ
 সেই পদে নিযুক্ত হন। কটকের হাই স্কুলের
 শ্রেণী শিক্ষকতা ইহার পক্ষে যে অপমানকর
 আর সন্দেহ নাই। তিনি যেরূপ বিদ্বান
 এর পক্ষে তথাকার প্রধান শিক্ষকতাই উপ
 পদ। তাঁহার একমাত্র নিয়োগে আমরা ডাইরে
 র জমকির খান কি বলিতে পারি। বাল
 র হেড মাস্টার বাবু গঙ্গাধর আচার্য্য (যিনি
 ানে আফিস এটি ছিলেন, তিনিই) মেদিনী
 ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইলেন।
 এখানকার হাই স্কুলের কথা, কথামাত্র
 বয়েক হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ
 মনবেল হব হাউস সাহেবকে মনে রাখিয়া
 রা ফাস্ত হইয়াছি।
 মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিন্টে
 ট আডাম সাহেব কিছু দিনের জন্য অবসর
 করতে কাঁধি বিভাগের আসিস্ট্যান্ট
 সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জনষ্টন সাহেব তাঁহার
 র্থ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। পুলিশ কর্মচারিগণ।
 ার সাবধান।

—:—

আমাদিগের শ্রীহট্টের সংবাদদাতা
 খিরাছেনঃ—

গত পরশ্ব অত্রতা সেখঘাট ও নওয়ানডক
 ইংরাজী বিদ্যালয়স্থায়ের একটি মৃতন বন্দো
 হইয়া গিয়াছে। স্কুলের ব্যয়সংক্ষেপকর
 বন্দোবস্তে উদ্দেশ্য। এতদ্বারা দুই ধূল
 করা হইয়াছে, কিন্তু সমুদায় শ্রেণি এক
 ন নীত হয় নাই। প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও
 ম শ্রেণি সেখঘাট স্কুলে এবং তৃতীয়,
 ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী নওয়ানডক স্কুলে
 : এতদ্ব্যপেক্ষে তিন জন অতি পরিজনী
 শিক্ষক পদচ্যুত হইয়াছেন।

অত্রতা নবাগত ডেপুটি মাজিস্ট্রেট
 ইনস্পেক্টর বি. এ. ভবিষ্যতে এক জন উত্তম
 ক হইবেন, বোধ হয়। তিনি পরীক্ষায়
 নির্ণয় হইয়া প্রথমেই এই স্থানে আগমন করি
 ন; সুতরাং একমুহূর্ত্তে তাঁহার সকল
 ক্রমস্বরূপ আঞ্জুরতা জন্মে নাই। তাঁহাকে
 মধ্যে কর্মচারিগণের নিকট কোন কোন

বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে হয়; কিন্তু সকলের
 নিকটেই যে তিনি সং পরামর্শ পাইবেন, বোধ
 হয় না। অতএব আমরা তাঁহাকে সাবধান করি
 তেছি, তিনি যেন তাঁহার বাহা বলেন, তাহাই
 গ্রহণ না করেন।

৩। কিছু দিন হইল, 'অত্রতা কালেটরীর
 রিকার্ডবুকের কোন অংশ জাল করা অপরাধে
 দুই জন নকল নবিস ও এক জন মুহুরের কর্ম-
 চ্যুত হইয়াছেন।

৪। গত পূর্ণ শনিবার একটা উল্কাপাত
 হঠতে দেখা গিয়াছে।

৫। এখানে ঝুলানের বিলক্ষণ ধূমধাম
 আরম্ভ হইয়াছে। চতুর্দিক গান বাজের ধ্বনিতে
 প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং প্রতি রাত্রিতেই
 দেবালয় ও টেবঠকখানা সকল দীপমালায়
 আলোকিত হইতেছে।

৬। অত্রতা সাধারণ পুস্তকালয়টির কার্য-
 ভার এখানকার নবাবতালার বঙ্গবিদ্যালয়ের
 পণ্ডিত মহাশয়ের হস্তে পতিত হইলে আমরা
 ভাবিয়াছিলাম, বুঝি ইহার দুর্দশা অন্তর্হিত
 হইয়া সৌভাগ্যস্বরূপ পুনরুদিত হইল; কিন্তু
 ক্ষুদ্রচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, আমাদিগের সে
 আশা ফলবতী হয় নাই। তিনি প্রথম কয়েক
 দিবসমাত্র উৎসাহপ্রদর্শন করিয়াছিলেন; সম্প্রতি
 বিরুৎসাহ হইয়াছেন। না হইয়াই বা কি করি-
 বেন, পুস্তকালয়ে ভাল পত্র বা ভাল পুস্তক
 নাই; সুতরাং কেবল তাঁহার উৎসাহে কি
 হইতে পারে? তাঁহার দেশের সম্ভ্রান্ত লোক
 াহাদিগের হস্তে লাইব্রেরির জীবন মরণের
 ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহারাই সক্ষীর্ষহস্ত।
 সকল বিষয়েই যদি তাঁহাদিগকে এইরূপ ব্যয়
 কুণ্ঠ দেখিতাম, আমরা তাড়ন ক্ষুদ্র হইতাম
 না। যাত্রা গান কি বাইয়ের নাচের সময়ে ত
 অনেকই দ্রুত মুক্তি খুলিয়া দেন; কিন্তু ইহার
 নামে এক পরশাও তাতে উঠে না। ইহা লাই
 ব্রেরিরই দুর্ভাগ্য। আমাদিগের অধিকতর দুঃখের
 বিষয় এই, ক্রীযুক্ত আবচল কাদের সাহেবের
 ন্যায় এক জন শ্রেষ্ঠ জনীদার ও প্রধান ধনী
 সেক্রেটারি থাকিতেও ইহাকে অকালে কাল-
 ানে পতিত হইতে হইল।

—:—

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদ
 দাতা লিখিয়াছেন।

পত্রবাহকের অল্পতানিবন্ধন কাঁচাডিয়া
 পোষ্টঅফিসের পত্রাদি বিলি করার পক্ষে যে
 অন্ত্যস্ত অসুবিধা হইয়াছে, তাহা বিষয় আমরা

পুনঃ পুনঃ সংবাদপত্রের লিখিয়া আনিতে
 কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কর্তৃপক্ষ তৎপ্রতি কিছু
 মনোযোগ করিতেছেন না। কারণ কি, বলি
 পারি না। নিকটবর্ত্তী জনগণের পত্রাদি
 ও প্রদানবিষয়ে বিশেষ সুবিধা হইবে বলি
 গবর্নমেট গ্রামে গ্রামে পোষ্ট অফিস সং
 নের নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু আ
 ত্রটিবশতঃ যদি লোকে সে সুবিধা
 করিতে অক্ষম হইল, তবে সম্মুখে ডাকঘর
 নের ফল কি? এই আফিস হইতে মাসে
 যে আয় হয়, তাহারাই উল্লিখিত অভাবের
 করা যাইতে পারে। অতএব কর্তৃপক্ষের সা
 আমাদিগের সনির্দোষ অসুরোধ এই, তাঁ
 সহর পত্রবাহকের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া; সে
 যথাসময়ে পত্রাদিপ্রাপ্তিবিষয়ে সুবিধা
 করুন।

২। নবাবগঞ্জ কেসনের অধীন এক
 এক ব্যক্তি সনাজসংক্রান্ত বিবানে আর
 ব্যক্তিকে এরূপ প্রহার কবে যে, ত্রৈ
 মাথাব হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। এই প্রহারে
 দিন পরে সে জন্মের মত সমাজ পরিত্যাগ ক
 মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। শুনিলাম, প্র
 পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়া মাজিস্ট্রেটীতে
 হইয়াছে।

৩। অবগত হইলাম, বিক্রমপুরের এক
 বিচারক যথাসময়ে বিচারাগারে উপস্থিত
 কার্যাদি করেন না। কোন দিন ১।২
 সময় কাছারিতে আসিয়া ২।১ টী মক
 নিষ্পত্তি করিয়া চলিয়া যান, কোন কোন
 এক কালেই কাছারীতে পদার্পণ করেন
 এই বিচারক মহাশয়ের আর আর দোষের
 যেরূপ শুনিতো পাই, যদি তাহা সত্য হয়,
 হইলে বড়ই খেদের বিষয়। বাহা হউক,
 সাবধান হওয়া উচিত।

৪। ইতিপূর্বে যে অনবরত কয়েক দিন
 হইয়াছিল, তাহাতে জলের অত্যন্ত বৃদ্ধি
 এতদঞ্চলের শস্যের অতিশয় ক্ষতি করিয়া

আমরা ২৪ পরগণার অন্তঃপ
 মগরা হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ
 প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। এত দিনের পর মগরার সৌভাগ্যের
 হইবার সম্ভাবনা। ডায়নসহায়বরের
 মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ক্রীযুক্ত বাবু
 চন্দ্র কর মহাশয় মফস্বল জমগণকাল মগরা
 যাইলেন। এখানে ইংরাজী বিদ্যা
 দেখিয়া উক্ত মহোদয় বহু যত্ন ও পরিচর্যাস

৪০০ টাকা চাঁদায় সংগ্রহ করিয়া মগরা
টির সন্নিহিত এক স্থানে স্কুল ঘরটি প্রস্তুত
করে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এ বৎসর বর্ষা
কৃত্ত ঘণ্টা যে সম্পূর্ণ হয় এ ত সম্ভাবনা দেখা
গেছে না। যদি ছাত্রের অভাবে বিদ্যালয়ের
ন বিশ্বাস্য না ঘটে, তাহা হইলে এপ্রদেশে
বাবুর যে একটি কীর্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত
হইল, তাহার আর সন্দেহ নাই।

২। এ অঞ্চলে বসন্ত রোগে বহুসংখ্য
র মৃত্যু হইতেছে।

৩। ১৫ দিবস এনাগত বৃষ্টি হইয়া অকস্মাৎ
জলে প্রাবিত হওয়াতে গত বৎসর অপেক্ষা
বৎসর সর্পের ভয় অধিক হইয়াছে। এ সময়ে
দেশহিতৈষী প্রজাপালক গবর্নমেন্ট দক্ষিণ
শের প্রত্যেক পুলিশ স্টেশনে কিছু কিছু সর্প-
শর উত্তম ঔষধ পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে
ঐ উপকার দর্শিতে পাবে।

৪। এ প্রদেশে কৃষকেরা ধানের যেসকল
বপন করিয়াছিল, তৎসমুদায় টৈজ্যে মাসের
বৃষ্টিতে এক কালে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।
যদি যেসকল স্তূতন বীজ রোপণ হইতেছে,
তুক ও কঁকড়াতে কাটিয়া তাহার বিলক্ষণ
কর্ত করিতেছে। এ বৎসর কৃষকের কিছুতেই
না নাই।

৫। দক্ষিণ রাজ্যের হাট ও স্তূতন হাট লইয়া
বিরান হইতেছে। যদি পুলিশ ডিষ্ট্রিক্ট
কমিটিও সার্বকীয় ক্রিয়াদিবসের জন্য এক
হেড কনষ্টেবল ও কয়েক জন কনষ্টেবলকে
দস্থানে নিযুক্ত করিয়া রাখেন, তাহা হইলে
য পক্ষের কোন পক্ষই কাহার প্রতি
প্রকার অভিচার করিতে পাবে না।

৬। গত ৫ টি আগষ্ট টৈকালে বৃষ্টির সময়
র বেড়িয়া গ্রামে এক ব্যক্তি বাদায় ঝাল
তছিল, নৈবাৎ বজ্রাঘাত হইয়া তাহার
কটি গরুর প্রাণ নষ্ট হইয়াছে।

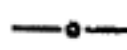
প্রেরিত

ব্যবর ঐশ্বরী সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! গত ১১এ আবেণ মঙ্গলবার বেলা
৪ টায় সময় ঐরামপুরের সন্নিকটস্থ
গ্রামে একটি শোচনীয় ঘটনা হইয়া
ছে। যেখানে জগন্নাথ দেবের রথ
তাহার নিকটে বহু মহাশয়দিগের বাগীতে
মহাশয়দের পরিবার সকলে
বৃষ্টি হওয়াতে অন্তঃপুরের যেখানে

পরিবার সকলে ছিলেন, তাহার কতকটা
বারাণ্ডা ভাঙিয়া পড়াতে ৫ জন লোক চাপা
পড়িয়াছিলেন। ঐ বারাণ্ডা পড়িবার শব্দ
সম্মুখ বাগীর লোকদিগের কর্ণগোচর হইলে
তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া দেখেন, যে
সকলেই চাপা পড়িয়াছে। পরে ঐ পড়িত
“বারাণ্ডা” খুড়িয়া ঐ ৫ জনকে বাহির করা
হইল। দুই জনের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।
তিন জন জীবিত আছেন, কিন্তু আর কিয়ৎ কষ্ট
বাহির করিতে বিলম্ব হইলে তাঁহারাও বাঁচি-
তেন না; অত্যন্ত আহত হইয়াছেন।

ঐরামপুর }
২৩ আবেণ }
১২৭৫। } ঐকুঞ্জবিহারী রায়।



মহাশয়! প্রায় সাত আট বৎসর গত হইল,
ঐশ্বরী বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের
প্রযত্নে এই গোপালী দুর্গাপুর গ্রামে একটি গবর্ন
মেন্ট সাহায্যকৃত ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থা-
পিত হয়। তদবধি ইহার কার্যপ্রণালী অতি
সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। গত বৎ
সর একটি ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা
পরীক্ষায় ছাত্রবৃত্তি সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে।
এবারেও স্কুলের হেড মাস্টার পবিজয়সহকারে
নিজ কর্তব্যসাধন করিতেছেন; কিন্তু আক্ষে
পের বিষয় এই যে, রাধিকা বাবু তিন্ন আর কাহা
কেও এই দেশহিতকর কার্যে কিঞ্চিৎমাত্র
মনোযোগ করিতে দেখা যায় না। ইহার কারণ
কি, আমাদিগের অল্প বুদ্ধিতে আইসে না।
তাঁহারা বড় লোক, তাঁহাদের বড় বুদ্ধি।

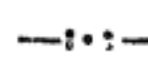
মহাশয়! এই খানে উপরি উক্ত মহাশয়ের
প্রযত্নাতিশয়ে একটি বালিকাবিদ্যালয়ও স্থাপিত
হইয়াছে। প্রতিদিন ২৭। ২৮ টি করিয়া
বালিকা পড়িতে আসিয়া থাকে। শিক্ষকটী
অতি সচ্চরিত্র; কিন্তু অল্পবয়স্ক। যাহা হউক,
তাঁহার দ্বারা কার্য উত্তম রূপে চলিতেছে। গ্রাম
বাসী কতকগুলি ভণ্ড ভণ্ডী বিদ্যালয়টির উন্ন
তির পক্ষে নানা প্রকার বাঘাত জম্মাইতে ক্রটি
করেন না। তাঁহাদিগের কি আশ্চর্য বিবেচনা!!

মহাশয়! এখানকার রাস্তাটির দিকে দৃষ্টি
পাত করিলে গ্রামবাসীদিগকে শত শত বার
ধিকার প্রদান করিতে হয়। পঞ্চমী বর্ষার কয়েক
মাস সর্দাদাই পঙ্কিল থাকে। ইহাতে পথিক-
দিগের যে কত কষ্ট হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা
যায় না। ইহাদিগের যাত্রাশ্রবণে ও বারইয়া-
রিতে যে রাশি রাশি ধন রুখা ব্যয়িত হইতেছে,
তাঁহার কিয়দংশ এই শুভকর কার্যে (রাস্তাটির

পুনঃ সংস্কারে) ব্যয় করিলে অনায়া
হইতে পারে।

মহাশয়! পরিশেষে আর একটি বিষয়
নাকে ও আপনার পাঠকবর্গকে না জ্ঞান
থাকিতে পারিলাম না। এই খানে কতক
নীচ জেণির লোক অর্থাৎ গয়লা, মে
পাটুনী, বাকুই ও জেলেপ্রভৃতি মি
রাত্রিতে গোরভজন করিয়া থাকে। ই
রাত্রিতে আপরিত থাকিয়া গোর গোর বা
উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে থাকে। ইহাতে
বেশীদিগের যে কত কষ্ট হয় তাহা বলিতে
যায় না। মহাশয়! বুদ্ধিতে পারিতেছেন, নি
সময় বিয় হইলে কত কষ্ট বোধ হয়। ইহা
গোরভজনের সময় কতকগুলি জীলোকও
স্থিত থাকে। কৃষ্ণ যেমন বৃন্দাবনে গোপীদি
সহিত লীলা করিয়াছিলেন, এই সাধু
তরুণ ঐসকল জীলোকদিগকে লইয়া বজ্র
প্রভৃতি করিয়া ধর্মোপাসনা করিয়া থাকে
কি ভয়ানক বাপার! ধর্ম! তোমার কি
দিনে এই দশা ঘটিল!!!

গোপালী }
দুর্গাপুর }
৮ই আগষ্ট } আপনার অমুগ্ধীত
১৮৩৮। } ঐশ্বাস্তোষ চট্টোপাধ্যায়



সম্পাদক মহাশয়! বহুবাণিগের প্রাণনা
বিক্রমণে সর্পসংক্রমণের সেরূপ ভয়
ও আশুপ্রাণঘাতী, বৃষ্টি এমন অর দৃষ্ট হয় ন
প্রথমাবধি সূচকিৎসা না হইলে বীর্ষবান ভ
পও নিফল হইয়া যায়। আমি ও আমার ক
জন বন্ধু সর্পাঘাতের চিকিৎসক। আমা
পরীক্ষায় যেসকল ঔষধ উত্তীর্ণ হইয়াছে এ
যে অবস্থায় বেরূপ ঔষধ ব্যবহার করিতে
তাঁহা সর্পসাদারণের বিদিতার্ণ ক্রমশঃ প্রক
করিব একরূপ বাসনা করিয়াছি। তন্মধ্যে অদ্য
লিখিত কয়েকটি ঔষধের বিধয় আপনকার বি
ব্যাপিনী পত্রিকার উপাস্তভাগে প্রকাশ করি
চিরবাধিত করিবেন, পাঠকবর্গ পরীক্ষা করি
দেখিলেই চরিতার্থ হইব।

প্রথমাবস্থায় চিকিৎসার অচিন্ত্য প্রস্তাব
দৃষ্টস্থানের চারি পাঁচ অঙ্গুলি উর্দ্ধভাগে
রক্ত বহনপূর্বক তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা কত স্থানে
মাংস খণ্ডকে ছিন্ন তিন্ন করিয়া কতকটা র
নির্গত করিতে পারিলে রক্তের সঙ্গেই বিষ ব্য
হইয়া যায়, আর ৪। ৫ টি কদলী ফল অধ
কদলী বৃক্ষের ডাঁটা এক দণ্ড কাল চর্ষণ করি

এ সর্পবিষে কোন বিকার জন্মায় না বিষ
ইয়া যায় ।

ধু ও নাসা হইতে কফ বা কর্ণ হইতে মলা
করিয়া বাম হস্তের অনামিকা অঙ্গু লিঙ্গারা

নে লেপন করিলে বিষের বিষয় থাকে না ।
শনের পর হই এক দণ্ডমধ্যেই বাব-

শনস্থানে হস্তের মূত্র একঘণ্টাকাল
করিলে কিম্বা ক্ষত স্থানে পরঃ প্রস্রাব

দিলে অথবা এক বস্ত্রখণ্ড নরমুত্রে তিজা
লপটীব মত বন্ধন করিয়া রাখিলে সর্পবিষ

ইয়া যায় ।

চৈতন্য হইলে
সাজাই ফটিকারি জলে ঘষিয়া পান করা

সর্পবিষ থাকে না । শীত্রে চৈতন্য হইয়া
গ্য হয় ।

চারি তোলা আতব তণ্ডুল এক পোয়া
মর্দন করিয়া সেই জল চুড়বর্ণ হইলে তাহা

অর্দ্ধপোয়া জল লইয়া তণ্ডুলীয়শাক
ফুলগীয়া, বা চামলাই, কিম্বা খুদে নটীয়া

র মূল ২ তোলা ঐ অর্দ্ধ পোয়া জলের
পিষিয়া পান করাইলে সর্পদংশন অন্য

ল বিকার অথবা তাহা শীত্রে নষ্ট হইয়া
এক ঘণ্টামধ্যে আরোগ্য না হইলে পুন

এরূপ প্রস্তুত করিয়া দিতে হয় । তাহা
অবশ্যই আরোগ্য লাভ হয় সন্দেহ নাই ।

তলা মুরসিদাবাদ
আজীমগঞ্জ ।
৩ এ প্রারণ
১২৭৫ ।

ঐরাঃমোহন কবিরাজ

খয়! আমি কোন বিষয় ব্যক্তির নিকটে নিঃ
ত গল্পী গ্রহণ করিলান, এটি কতক পুরা

ইয়াছে বটে; কিন্তু ইহার ক্ষৌতুকঃশ কিছু
পুরাতন হয় নাই । বঙ্গদেশের এক জেলার

সদর আমীন ভট্টাচার্য্য ঐশির অঙ্গুর্গত
অনেক ভট্টাচার্য্যের নাম, প্রকৃত রসিক

। জজ সাহেবের নিকটে একটা মঙ্গলমায়
সদর আমীনকে সাক্ষী মানা হয় । তাঁহাকে

দে না আস্থান করিয়া করেকটী লিখিত
জজাসা করা হইয়াছিল । কিন্তু জজ সাহেব

তথা সম্মানের সহিত মকদ্দমার অবস্থা
করিয়া প্রথম প্রেরণ না করতে প্রধান

আমীন নিম্নলিখিত প্রণের পশ্চাৎলিখিত
প্রেরণ করেন:—

প্রথম প্রণ । তুমি কি জান ?
দ্বিতীয় উত্তর । আমি ব্যাকরণ, মাঘ,

কানি ।

দ্বিতীয় প্রণ । তুমি কি দেখিয়াছ ?

দ্বিতীয় উত্তর । আমি উত্তরপশ্চিমাঞ্চল,
কাশ্মীর, পঞ্জাবপ্রভৃৎ দেশ ও নানা প্রকার

আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তু দেখিয়াছি

তৃতীয় প্রণ । তুমি কি শুনিয়াছ ?

তৃতীয় উত্তর । আমি নানাবিধ গল্প শুনি-
য়াছি । আর শুনিয়াছি মৌলবী সাহেব (এক

জন উচ্চতর কর্মচারী) আপনার শ্যালকের
হস্তে উৎকোচ লইয়া থাকেন !! এই উত্তর অ ইলে

জজ সাহেব আশ্চর্য্য বোধ করিলেন । পরে আপ
নার পূর্ক জন্ম জানিতে পারিয়া প্রধান সদর

আমীনকে রীতিমত তালিকা প্রেরণ করিয়া পূর্ক
কার উত্তর গুলি ফিরাইয়া লইতে অনুরোধ করি

লেন ; কিন্তু সেগুলি “ নথির সামিল ” হওয়াতে
তট্টাচার্য্য সদরআলা তাহাতে অস্বীকৃত হই-

লেন । সৌভাগ্যক্রমে জজ তালমাগুঘ
বলিয়া আর কিছু উচ্চবাচ্য করিলেন না । কিন্তু

এমত কর্মচারির পেন্সন লওয়া কর্তব্য বলিয়া
জজ তাঁহার বার্ককাপড়্তি

কথার উল্লেখ করিয়া প্রধানতম বিচার-
লয়কে বলেন, “ প্রধান সদর আমীনের লেখা

এত মন্দ যে তাহা পাঠ করা যায় না ।” তট্টাচার্য্য
অন্য অন্য প্রণের উত্তর দিয়া বলিলেন “ যদি

লেখা অপরিষ্কৃত বলিয়া পদত্যাগ করিতে হয়,
তাহা হইলে অনেকের “ অজিয়তি ” ছাড়িতে

হয় । আমাদিগের জজ সাহেবের ত অম হয়
না ।” প্রধান সদর আমীনের সহস্যের স্বভাবে

জজ হাস্য সঘরণ করিতে পরিলেন না এবং
কোন মতে তাঁহার ক্ষতি করিতে ইচ্ছুক হইলেন

না । তট্টাচার্য্য একপে পেন্সন লইয়াছেন, এবং
এই জজ একপে এক জন উপযুক্ত সিবিলিয়ান

বিচারপতি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন
ক্রীবিঃ—

মূল্য প্রাপ্তি ।

ক্রীযুক্ত বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায়	গো.
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জুলাই	১৬
" " শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী	বেড়বল্লভপুর
১২৭৫ ভাদ্র হইতে মাঘ	৭
(হেঁতুবিদী সত্ৰা	অনার্দীন পুর
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জুলাই	১৩
" শিবচন্দ্র পাল	গোয়াজি
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জামুয়ারি	
" " ক্ষেত্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ড
১২৭৫ ভাদ্র হইতে ৭৬ আশ্বিন	১৩

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত করেকটী
বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
শলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না ।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
বাণ্যাসিক ৫০ টাকা ; মফস্বলে ডাকম
সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং ট
সিক ৩৫০ । তিন মাসের মূ্যনে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না । ছুটি, বরাতি চিঠি,
অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অ
বাহাতে বাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
ধারা মূল্য প্রেরণ করিবেন ।

বাঁহার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, ও
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক ম
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন ।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি
ক্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
ইয়া দেন ।

বাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, এক মাসপূর্ক তাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব
যাইবে । শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
হইবে ।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
ধরে চিঠি আইলে আমরা শীত্রে পাইব ।

বাঁহার মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রের
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপং
আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হ
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হই

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
চালতিপোকার ক্রীযুক্ত দ্বারকানাথ
ভূষণের রাগিতে প্রতি সোমবার প্রাত
একাধিত হয় ।

সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ।

৪২ সংখ্যা।

“ প্রবর্তনা প্রকৃতিস্থিতায় পার্থিব: সরস্বতী স্রুতিমহতী ন হীযনা। ”

- ১০৫ -

এক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
মাস বাণ্যাসিক ৫৥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

নং ১২৭৫ । ৯ই ভাদ্র । ১৮৬৮ । ২৪ এ আগষ্ট

মক্কালে মাহুলসনোত অগ্রিম বার্ষিক
বাণ্যাসিক ৭. ও টেকনাসিক ৩৫.

বিজ্ঞাপন।

বন্দোপাধ্যায় কোং।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
তেছে যে, সম্প্রতি অন ওয়াড, ঠার অব কোমিসিয়ার,
রউইক এবং ব্রিটিশশিগ জাহাজে ঐযদ
আমদানী হইয়াছে। ঐসকল জাহাজে
কোং দিগের লগুনস্থ এজেন্টগণ হইতে
কল ঐযদ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আমদানী
হইবে এবং ঘেসকল দ্রব্যাদি আমদানী হইবে
ইন ভয়েস প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানির প্রধান ঐযদালয় আমহরষ্ট
২৩নং ভবন মুজাপুর মেডিকেল হলে এবং
বাজার কীট ৩৯ নং ভবন শাখা ঐযদালয়ে
পা, বিল্ড, এবং উৎকৃষ্ট ঐযদসকল পরি-
মূল্যে খুজরা বা এক কালীন অধিক পরি-
বিক্রয়ার্থ নিয়ত প্রস্তুত আছে।

কলিকাতা
৮ই আগষ্ট
৮৬৮।

-:০: -

ইউইওয়া রেলওয়ে।

সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে,
গ হইতে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন
ন ভাঙ্গ ও দস্তা লইয়া বাইবার নিমিত্ত যে
ভাড়া নিয়ম আছে, আগামী ১ লা
বর অবধি তাহা রহিত হইয়া সকল ষ্টেশনে
ন ভাড়া প্রচলিত হইবে।

ভাঙ্গ ৩য় শ্রেণী
দস্তা ২য় শ্রেণী
ইউইওয়া রেলওয়ে
হাউসি কোয়ার কলি
১৭ই আগষ্ট।

সিনিমর্ডিকেশন
এজেন্সি বোর্ড
২০০৯৭

-:০: -

উৎকৃষ্টরূপে সংগৃহীত দেও:

মানী কার্যবিধান।

উক্ত গ্রন্থে ওকালতী পরিকাখীদেব পাঠ ও
সধারণের উপকারার্থে ১৭৯৩ সাল হইতে ১৮
৬৮ সাল পর্যন্তের প্রকাশিত বাহালী দেওয়ানী
সমুদায় আইন মাহুলসনোত, কনক্টেশন, এবং
নজীর, (ব্যাখ্যাসহ) ও নিদর্শনতত্ত্ব, মটীগেজ
কন্ট্রোল্টের সার ও হিন্দু মহম্মদীয় ও ইংরাজ
দিগের ব্যবস্থা ও ইংলণ্ডের সংক্ষিপ্ত শাসন
প্রণালী সংগৃহীত হইয়া কর্তৃপক্ষগণকর্তৃক
সংশোধনান্তর বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হইতেছে।
মূল্য ডাক মাহুলসনোত ১০ টাকা। কিন্তু
বাঁহারী জীবন্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিকের নামে
কলিকাতা জোড়ানাকো ব্রাহ্ম সমাজে জীবন্ত
আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট
(যদি অডর কি এক আনা মূল্যের ডাক টিকেট
দ্বারা অথবা অন্য গতিক) ৮ টাকা অগ্রিম
মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা ঐ পুস্তক ক্রমে প্রাপ্ত
হইতে পারিবেন। পুস্তকের প্রথম ভাগ ২০এ
ভাদ্র, ২য় ভাগ ৩০এ আশ্বিন ও শেষ ভাগ
২৫এ কার্তিক প্রচারিত হইবে। ডাকে গ্রহণ
করিলে আট আনা মাহুলসনোত হইবে। ওকা
লতী পরিকাখীদেব সম্প্রতি অন্যান্য আইন
শিক্ষা করেন। এই দেওয়ানী আইন ক্রমে প্রাপ্ত
হইয়া অনারসে শিক্ষা করিতে পারিবেন।

পুনঃপ্রাপ্ত নোট।

নিম্নলিখিত অপহৃত অর্ধ ও পূর্ণ নোটগুলি
পাওয়া গিয়াছে। নোটের অধিকারিগণকে
জ্ঞানান যাইতেছে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট
আবেদন করিবেন।

সংখ্যা	মূল্য	পূর্ণ অথবা অর্ধ
এ ৮৬৬৩৮	১০০	অর্ধ নোট
এ ৮৯৪৪৪	৫০	"

এ ৫২	৬৪৬৯০	২০	"
এ ২৬	১০২২৬	২০	"
এ ৩২	৪৬৪৫২	২০	"
এ ৪৪	৮৯৯৩৭	২০	"
এ ৪৫	৩৫০৭৪	২০	"
এ ৪৩	৯৯৬৬২	২০	"
বি ২২	০১৭৫৫	২০	"
বি ২২	০১৭৫৪	২০	"
এ ৪৯	০৭৭৭৩	১০	"
এ ৪৯	০০৪৬১	১০	"
এ ৪১	৬০৪৬৬	১০	পূর্ণ
এ ৪৯	৪৮৭২৯	১০	অর্ধ নোট
এ ৫০	১৬৮৫৫	১০	"
এ ৪৯	৮২৮২১	১০	"
এ ৪২	০৮২৬৯	১০	"
এ ১৯	৩৫৪০১	১০	"
এ ১৯	৪৮৮৪২	১০	"
এ ১৮	৩৭৮৯৬	১০	"
এ ১৮	৩৯৮৫৭	১০	"
এ ৩১	৯২১০০	১০	"
এ ৩১	৯২১০১	১০	"
এ ৩১	৯২১০২	১০	"
এ ৩১	৫৪১১৫	১০	"

কলিকাতা
পোস্ট অফিস
১৩ই আগষ্ট
১৮৬৮।

ডবলিউ, এইচ. মাহুলসনোত
পোস্ট মাস্টার।

হেমন্তকুমারী।

হেমন্তকুমারী নামক এক খানি নাটক জনৈক সংগ্রহ করিয়া নড়াইলের জমিদার ত্রীগুরু গাৰিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়কে উপহার প্রদান করেন, তাহা মুদ্রিত হইতেছে, স্বাক্ষর-জন্য। - আনা, বিনা স্বাক্ষর কাবীর জন্য মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, স্বাক্ষরকারী লোক হইতে যাঁহারা বাসনা করেন, তাঁহারা স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিবেন।

কলিকাতা } ত্রীকালীপ্রসন্ন সেন ও পুঃ মাল কল।

লক্ষণমালা।

কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ, কাব্যাদর্শ, শব্দকোষ, এবং দশরূপপ্রভৃতি সংস্কৃত অলঙ্কার হইতে প্রয়োজনীয় অংশ সমুদায় গ্রহণ করিয়া লক্ষণমালা নামে এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। গ্রন্থ-প্রকাশ কলিকাতা পটোলডাকস্থ বাডুর্গা-কোম নিকট এবং ঢাকা নন্দকুমার গুহ ও প. আদাশের পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাঠ্য হইবে। মূল্য ১০ আনা মাত্র।

ই আগষ্ট। } প্রকাশক ত্রী গাৰিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণু পুরাণ। মনুস্মৃতি ও তাঁহা সমেত প্রত্যেক খণ্ড পূর্ণ। অগ্রিম মূল্য ১০।

নি গ্রহণার্থী হইবেন তিনি মুক্তাপুর রাস্তা নং ১ নং ভবনে কাব্য প্রকাশ অথবা - কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ক জগন্মোহন ভট্টাচার্যের নামে যত্ন সহকারে ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠ্য হইবে। অগ্রিম হইলে বিশেষ বিষ্ণুপুরাণ পাঠ্য হইবার নাই ইতি।

বিক্রয়ার্থ।

১৯ নং জোড়া বাগান। উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট জানাইবেন।

গিলেশ্বারস্ আরবো-খন্ড এবং কোং

ঠানঠানিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল ডাক বাডুর্গা যোগে আদার কোম্পানির দোকানে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:-

Table with 2 columns: প্রণীত (Author/Title) and মূল্য (Price). Items include গ্রীসইতিহাস (1 টাকা), রোমইতিহাস (1), ভূগোল ব্যাকরণ (1), নীতিসার (১ ম ভাগ) (1), নীতিসার (২য় ভাগ) (1), প্রচারিত। (1), দুঃখবোধ ব্যাকরণ (1)

ত্রীহারকানাথ শর্মা।

বঙ্গকামিনী নাটক (মূল্য এক টাকা)

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, চীনেবাজারে ত্রীগুরু বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬৮ নম্বর দোকানে এবং সংস্কৃত যন্ত্রের অফিস ত্রীগুরু বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্রাপ্য। ক্রেতৃগণকে ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যায়।

ত্রীহারচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকোষ-অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের রুত। উত্তমরূপে লিখা দিয়া স্তন বঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

ত্রীমানন্দচন্দ্রবেদাস্ত বার্গীশ।

হরিশ্চন্দ্র চরিত মূল্য ১০

হরিশ্চন্দ্র চরিত ত্রীগুরু জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকর্তৃক সংকলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে পৌরাণিক অলৌকিক বর্ণন নাই, পরন্তু শিশু বালক বালিকাদিগের সত্য-নিষ্ঠা শিক্ষাইবার নিমিত্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান যতদূর আবশ্যিক, তাহাই আছে।

কলিকাতা } ত্রীকেশরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠানঠানে ১৭৭ নং

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত। ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ১/০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে ১/১০ আনার হিসাবে

পাইবেন। কোন বঙ্গবালা কর্তৃক দশপদী রচিত মূল্য ১/১০ আনা। ডাকে পাঠাইতে ১/১০ আনা। বোয়ালিয়া ধর্মসভার বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্রের নিকট ঢাকা হইতে এবং এই পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

অপূর্ণ উপাখ্যান অর্থাৎ সেরপিয়রকৃষ্ণের মর্মানুভাব

ক্রীমভাগবত ১ ম অবধি ১২ ক গদ্য

ত্রীত্রীহরিতকিবিলাস সম্পূর্ণ

ত্রীমদ্রানসায়ন চই খণ্ডে সম্পূর্ণ

চক্রপাণ্ডিকিৎসা গ্রন্থ সিদ্ধুবীরা নিবাসী বাবু কাশীনাথ মল্লিকের প্রযত্নে পণ্ডিতবারা হস্তের লিখিত

নিভাধর্ম্মসুত্রিকা পত্রিকা বার্ষিক

বৌদ্ধক বিলাস বাহাভে গোপালক কৌতুকগুলি সম্পূর্ণ আবে

চন্দ্রহংস; টেমিনি ভারত উদ্ভূত

ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি অর্থাৎ ব্রহ্মনির্ভয়

নীলাঙ্গন কাব্য

পুরাণ কাব্য

মণিকুণ্ডলা কাব্য

অভিহু, বধ নাটক

ষ দশ শিশুর বিবরণ

রত্ন'রমা গদ্য কাব্য

বৌদ্ধবিমোহন নাটক

মিডিল গাইড মাংসময় স'ভের কৃত

পদ্মগঙ্গা উপাখ্যান

সংস্কৃতাবলী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত

পিশা'চো'ছরি

নীতিপ্রভা

এটল'স বাংল'খানি মাপ গণেশচন্দ্র

১১
২৪
৩৪ নং

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
নগদ বিক্রেতা।

ভারতবর্ষীয় সভা।

সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট মিছ্রেনিকৈ
ভাষায় শিক্ষা দিবার এবং রাষ্ট্র প্রস্তুত
কার অভিপ্রায়ে কর করিবার এবং জুমাধি-
দিগের স্বক্কে সেই করতার নিষ্কেপ করি
প্রথম উপাধন করিয়াছেন। এই কর যাহাতে
জ ও নানাস্থানে ধাৰ্য্য এবং পরিমিতরূপে
য হয়, তদ্বিষয়ে মত দিবার নিমিত্ত উক্ত
মেন্ট ভারতবর্ষীয় সভাকে জুরোধ করি-
ন। গত ১৩ই ম বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট
পত্র লিখেন, তাহাতে বলা হইয়াছে:—
পত্র বোধ হইতেছে, জুমির উৎপন্ন উপরে
ধাৰ্য্য করাই ন্যায়সিদ্ধ হইতেছে। জমিদার,
রাজদার, পত্তনীদার, ইজারাদার ও নানাবিধ
লোক এবং বাস্তবিক যেসকল কৃষকের
উপরে স্থায়ী স্বার্থ আছে, অর্থাৎ বাঁহা বা
নী প্রজা নহেন এবং বাঁহা বা উটবন্দী
র ন্যায় বাজার দানে কর দেন না, তাঁহারা
উপস্থিত যে অংশ পান, তদুপরি ও তৎপ
নে করধাৰ্য্য ও আদায় করাই ন্যায় স্ত
সিদ্ধ বোধ হইতেছে। উটবন্দী প্রজা
ত জুমির সহিত আর যেসকল লোকের
ন সম্বন্ধ ও স্বত্ব আছে, এই প্রস্তাব
দিগের সকলকেই স্পর্শ করিতেছে। তন্নি
ভারতবর্ষীয় সভার কমিটী গবর্নমেন্টের
পত্রের উত্তরদানের পূর্বে সর্কসাদারদের
নিবার অভিলাষী হইয়াছেন, তদনুসারে
বিজ্ঞাপন দিয়া অনুরোধ করিতেছেন,
অর্থাৎ আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ২ রা
অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময়ে লর্কিংজ
র ১ নং ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে একটা
সভা হইবে। সর্কসাদারগণ এই সময়ে
নে গিয়া আপনাদিগের মত প্রকাশ করি-

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
ভারতবর্ষীয় সভার অটো-
নিক সম্পাদক।

মিওপেথিক চিকিৎসা, প্রথম সংখ্যা,
আমরক, মূল্য চারি
আনামাত্র।
লকাতার চোরবাগানে ক্লবুক প্রেসে

ঠনঠনিয়ার সংস্কৃতযন্ত্রে। পুস্তকালয়ে এবং
লালবাজারে বেরিণী কোম্পানির হোগিও
পেথিক কারমেন্টে পাওয়া যায়।

পুনঃপ্রাপ্ত নোটি।

যে ব্যক্তি ১৮৬৮ সালের ৮ই আগষ্ট পত্র
মধ্যে পাঠনার ডীকযোগে নিম্নলিখিত নোটি
সকল পাঠাইয়াছেন। তিনি নিয়মাক্র
কারীর নিকট সু বিশেষ লিখিয়া পাঠাইবেন।

এ	৮৯০০৭ নং	১০০ টাকার
এ	৮৩৮৬৯ নং	১০০ " "

ডবলিউ, এইচ, ম্যাগোয়ান।
কলিকাতার পোর্টমাস্টার।

গদ্য সংগ্রহ।

অল্পপাঠী ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী কোন
সংস্কৃত গদ্য গ্রন্থ না থাকায়, সংস্কৃত কালে
জের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্কসাদি
কারী মহাশয়ের আদেশানুসারে উক্ত কালেজের
অন্যতর অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র
ন্যায়র মহাশয় মহাতারত ও বিষ্ণুপুরাণ
হইতে কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্প সংক
লন করিয়া " গদ্যসংগ্রহ " নামক এক
খানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। পটোলডাক
৮৬ নং আমাদিগের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।
মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

বাকু ব্যাভাদর্শ এবং কোং
—:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসের ৮ই
হইতে ১৪ই পর্যন্ত নদিয়ার নদী হারের
সর্কসমত জলের সাপ্তাহিক
রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্কসমতি	জল
		ফুট
নদী মাথাভাঙ্গা		৬
মহানার উপর পদ্মানদীতে	৩৮	৬
মহানায়	২১	৬
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া		
৪৪ মাইল	২২	৬
হাট বোয়ালিয়া হইতে		
আনুক্রমিয়া	১৯	৬
আনুক্রমিয়া হইতে কৃষ্ণ		
৩৮ মাইল	১৯	৬
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে জগলি নদী		
পর্যন্ত ৩৪ মাইল	১৯	৬

ভাগীরথী নদী।	
মহানার উপর পদ্মানদীতে	২৫
মহানায়	১৮
তথা হইতে জিয়াগঞ্জ	১০
জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া	
৬০ মাইল মধ্যে	২০
কাটোয়া হইতে নদীয়া	
৪৬ মাইল মধ্যে	২৪
জগলি নদী	
মহানায়	৯
তথা হইতে করিমপুর	
১৯ মাইল	১১
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা	
৩৫ মাইল	১১
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া	
৬০ মাইল	১৩
সন ১৮৬৮ আগষ্ট মাসের ১৭ই ত	
বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ।	
	ফুট
	২৩
বহরমপুর	} শ্রীযুক্ত টি. চেম্প উইকস একজিবিউটির ইঞ্জিনিয়ার বহরমপুর ডিবিজন।
১৭ই আগষ্ট	
১৮৬৮।	

সোমপ্রকাশ।
৯ই ভাদ্র সোমবার।
এবার বঙ্গদেশে অতিরিক্ত বৎস
জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে ১৫ দিন ব্যা
বৃষ্টি হওয়াতে যে অনিষ্ট হইয়া
লোকে তাহা হইতে মস্তক উত্তে
করিতে না করিতে শ্রাবণ মাসে আ
দশ দিন ব্যাপিয়া অতিরিক্ত হইয়া
এটা পূর্বাশুক্র অধিকতর অনিষ্ট
হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস বর্ষার
আরম্ভকাল, অতএব তখন সুরক্ষিত
শস্য জন্মিবার বিলম্ব আশা ছি
কিন্তু শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিতে সে অ
উন্নতি করিয়াছে। বহুল পরিম
শস্যের অনিষ্ট সাধিত হইয়া
লোকেরও ঘরদ্বার পতিত হইয়া যা
নাই কষ্ট হইয়াছে। আমাদিগের পত্র
কেরা আর্ন্তনাদ করিয়া চতুর্দিক হই
পত্র লিখিতেছেন, এবার সোমপ্রকাশ
সমুদায় পত্রের স্থান সমাবেশ হইল

নৃপুত্র, জনাই, জাহানাবাদ প্রভৃতি
ন অনেক ঘরবাড়ী পড়িয়া গিয়াছে,
পাতাদিকারণে অনেক লোকের হতু
গেছে। আগামী বারে ঐ পত্রগুলি
ঠকগণের নরনপথে অবতারণিত
বে।

—:—

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা।

সিভিল সার্ভিস কমিসনরগণ ভারত
র চীৎকারপ্রবণে নিত্যন্ত বিধির
নাই। ইংলণ্ডে গিয়া পরীক্ষা দেও
ত কঠিন, তাহাতে আবার কমিস
গণ আরবি ও সংস্কৃতের যে নম্বর
ইয়াছিলেন, তাহাতে প্রকারান্তরে
রতবর্ষীয় পরীক্ষার্থীগণকে বঞ্চিত
ইয়াছিল; কিন্তু আমরা আঙ্লা
হইয়া পাঠ্যগণের গোচর করি
ছি, তাহারা আপনাদিগের ভ্রম কতক
শে সংশোধন করিয়াছেন। ১৮
অর্কে যে পরীক্ষা হইবে, তাহার
মাবলি প্রকাশিত হইয়াছে। রাজ্যীর
ল শ্রেণির প্রজাই এই পরীক্ষা দিতে
রিবেন। উক্ত ১৮ ৩৯ অর্কের ১ লা
ক্রমারি অথবা তৎপূর্বে প্রত্যেক পরী
র্ষীকে সিভিল সার্ভিস কমিসনরদিগের
টে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি লিখিয়া
টাইতে হইবে:—

প্রথম, ১৮ ৩৯ অর্কের ১ লা ফেব্রু
র পরীক্ষার্থীর বয়ঃক্রম ১৭ বৎসরের
নয়, ২১ বৎসরেরও অধিক হয় নাই।
তীয়, এই বলিয়া এক জন চিকিৎস
এক লিপি প্রেরণ করিতে হইবে
পরীক্ষার্থীর কোন বিশেষ পীড়া
এবং শরীরের অবস্থা ও এরূপ নয়
তিনি সিভিল সার্ভিসের অযোগ্য
ত পারেন। তৃতীয়, পরীক্ষার্থীর সচ্
তার প্রমাণপত্র। যখন কোন পরী
র্ষীর বয়ঃক্রম, স্বাস্থ্য অথবা সচ্চরিত্র

তার বিষয়ে সন্দেহ জন্মিবে, তখন কমিস
নরগণ আপনারা তাহার অনুসন্ধান
করিতে পারিবেন। চতুর্থ, নিম্নলিখিত
বিষয়ের কোন কোন শাখায় পরীক্ষার্থী
পরীক্ষা দিবেন।

বিষয়	নম্বর
ইংরাজী রচনা	৫০০
ইংলণ্ডের ইতিহাস ; (ইংলণ্ডের আইন শাসনপ্রণালী ইহার অন্তর্গত থাকিবে)	৫০০
ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য	৫০০
গ্রীসের ভাষা, সাহিত্য ও ইতি- হাস	৭৫০
রোমের ঐ	৭৫০
ফ্রান্সের ঐ	৩৭৫
জার্মানির ঐ	৩৭৫
ইটালির ঐ	৩৭৫
অঙ্ক (বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র)	১২৫০
(১) রসায়ন ; (২) ইলেক্ট্রিসিটি ও ম্যাগনেটিজম ; (৩) ভূতত্ত্ব ও ধাতু তত্ত্ব ; (৪) পশুদির ইতিহাস এবং (৫) উদ্ভিদ বিদ্যা	১০০০ (ক)
ন্যায়, ও ধর্মনীতিতত্ত্ব	৫০০
সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য	৫০০
আরবি ভাষা ও সাহিত্য	৫০০

পরীক্ষার্থীগণ যেক্ষাপূর্বক পূর্বোক্ত
বিষয়ের যেটা ইচ্ছা পরীক্ষা দিতে পারি
বেন। কিন্তু পরীক্ষিতব্য বিষয়ে পরীক্ষা
র্থীর বিশেষ বৃৎপত্তি থাকা আবশ্যিক।
আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে,
এটা কথার কথামাত্র হইবে। ২১ বৎস
রের মধ্যে এসকল বিষয়ে প্রগাঢ় বৃৎ
পত্তি হওয়া অধিকাংশের সম্ভাবিত
মহে।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবামাত্র কে
কোন প্রেসিডেন্সিতে যাইবেন, তাহা
(ক) শেষোক্ত শাখার দুই প্রণাধা মাত্র
জানিলে যথেষ্ট হইবে। পরীক্ষার্থী যেক্ষাপূর্বক
ইহা মনোনীত করিতে সমর্থ হইবেন।

কমিসনরদিগকে জানাইতে হইবে।
পরীক্ষার পরে পরীক্ষার্থীকে আর
বৎসর ইংলণ্ডে থাকিতে হইবে।
কালের মধ্যে সময়ে সময়ে নিম্নলি
বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হইবে:—

বিষয়	নম্বর
১। সংস্কৃত যিনি যে প্রেসিডেন্সিতে যাইবেন, তা চলিত ভাষা	
২। ভারতবর্ষের ইতিহাস ভূগোল	
৩। আইন	
৪। বাস্তবশাস্ত্র	

সাময়িক পরীক্ষা তিন বার গৃ
হইবে। ইহাতে উত্তীর্ণ হইলে সি
সার্ভিস কমিসনরগণ পুনর্বার পরী
র্ষীর স্বাস্থ্য ও সচ্চরিত্রতার অনুস
করিয়া শেষে প্রশংসাপত্র দিবে।
তখন নূতন সিভিলিয়ান ভারত
আমিতে পারিবেন। ২৪ বৎসরের
বয়ঃক্রম হইলে কেহ সিভিল সার্
প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবেন না।
সাময়িক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, প্র
পরীক্ষার্থী স্টেটসেক্রেটারির নি
১০০০ টাকা তৃতীয় বৎসরে
টাকা পাইবেন। শেষ পরীক্ষায়
হইলে ৩৫ টাকার এক স্টাম্প হই
জামীনদার লইয়া ১০,০০০ টাকার
চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ভারত
যাইবার অঙ্গীকার করিতে হইবে।
পরীক্ষায় যিনি অকৃতকার্য হই
তিনি আর পরীক্ষা দিতে পারি
না।

সিভিল সার্ভিস কমিসনরগণ সং
ও আরবির নম্বর বৃদ্ধি করিয়া
উত্তম কাজ করিয়াছেন। কিন্তু তা
র্ষের ইতিহাস, ভূগোল ও ভাষা আ
গ্রীক ও লাতিনের প্রাধান্য প্রদান

চিত। গ্রীক ও 'লাটিন জানিলে
রাজীতে উত্তম ব্যাপ্তি হয় সত্য ;
উহার সহিত ভারতবর্ষের আইন
সংস্কারপ্রণালীর কি সংশ্রব আছে,
আমরা বুঝতে পারিলাম না।
কর, এক জন গ্রীক, লাটিন, ফরাশী
টালীয় ভাষা উত্তম জানেন ; কিন্তু
মুর্দু ও বাঙ্গলা জানেন না, তিনি
দেশে আসিয়া কি করিবেন ? অত
ভারতবর্ষের চলিত ভাষার নম্বর
ক করা উচিত ছিল। অঙ্কর ১২৫০
ইয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগো
নম্বর বৃদ্ধি বরিলে ভাল হইত।
নের ১২৫০ নম্বর করা অতি উত্তম
হইত। পরীক্ষার পর ইংলণ্ডে হই
থাকিবার যে নিয়ম করা হইয়াছে,
ও উত্তম হইয়াছে। ভারতবর্ষে
সংস্কারের নিয়ম না করিলে এদে
প্রতি যথার্থ স্মৃতিচার করা হইবে
তাহা আমরা বারবার বলিয়াছি ও
হইত ; কিন্তু যত দিন এ নিয়ম না
হইত, তত দিন ইংলণ্ডে যাইতে
। ইংলণ্ডে গমন করিয়া কয়েক মাস
অবস্থান করিলে বিশেষ ফলো
হইবার সম্ভাবনা নাই। পরী-
যোগ্য বয়স আর এক বৎসর বৃদ্ধি
ল ভাল হয়। ২১ বৎসরের পূর্বে
নে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধি
যায় না। এই উপাধি লইতে
মিভিল সর্কিসের বয়ঃক্রম অতীত
অতএব বর্তমান নিয়ম থাকিলে
মকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য
মিভিল সর্কিসে প্রবেশ করিতে
না। বি, এ, পরীক্ষার বয়স ২০
করিয়া মিভিল সর্কিসের পরী
বয়ঃক্রম ২২ বৎসর করাই কর্তব্য।
ভারতবর্ষীয় মিভিলিয়ান হইলেই
আমরা আনন্দিত হইলাম, এ কথা
কহ মনে করেন না। উপযুক্ত ভার

তবর্ষেরা এই পদ পান, ইহাই আমাদি
গের অভিপ্রায়।

—:০:—

কোর্ট ইনস্পেক্টর।

প্রতি নিম্নতর ফৌজদারি আদালতে
কোর্ট ইনস্পেক্টর বলিয়া এক এক জন
পুলিস কর্মচারী আছেন। ইহারা যাব-
তীর ফৌজদারি মকদ্দমা চালাইবেন,
এই অভিপ্রায়ে ইহাদিগের প্রথম সৃষ্টি
হয় ; কিন্তু কার্যতঃ ইহারা সেই নেকলে
নাজিরের পদে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।
হাজিরের কয়েদিদিগের হিসাব, ও ফৌজ
দারির প্রত্যর্থীদিগের হাজির করা ইহা-
দিগের কাজ হইয়াছে, রাজস্বী ও প্রত্য-
র্থীর পক্ষের সাক্ষীর বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও
ইহাদিগের একটি কর্ম। তদ্বিন্ন কোন
ব্যক্তির জামীন লইতে হইলে কোর্ট
ইনস্পেক্টরেরা সে কার্য সম্পাদন করিয়া
থাকেন। ঐ দলের মধ্যে যাঁহারা অসং-
প্রব্যাপারী তাহাদিগের উপাধির
একটি প্রশস্ত পথ। ইহাদিগের অসা-
ধুতানিবন্ধন অনেক অনিষ্টও ঘটয়া
থাকে। বোধ কর, ১লা মকদ্দমার দিন
স্থির হইয়াছে ; কিন্তু অসং ইনস্পে-
ক্টরের গুণে ২১ হইয়া উঠিল। জামীনে
টাকা, লাক্ষীর হাজিরিতে টাকা, জবান
বন্দিতে টাকা। নাজিরগণ সেকলে
দলস্থ ছিলেন ; তাহাদিগের চক্ষু লজ্জা
ছিল, অসং সন্তুষ্ট হইতেন এবং ভয়
ছিল। একগকার যাঁহারা অর্দ্ধশিক্ষিত
অসং কোর্ট ইনস্পেক্টর তাঁহারা ভয়ঙ্কর
লোক। তাঁহারা কিঞ্চিৎ ইংরাজী
জানেন, তন্নিবন্ধন কতক সাহস আছে,
কেহ কিছু বলিলে “ ভয়ঙ্কর দাবি ”
দিতে যান ও দণ্ডবিধি প্রদর্শন করেন।
ইহাদিগের অসং পেট ভরে না।
চক্ষু লজ্জা কাহাকে বলে তাহা ইহারা
জানেন না। স্বকর্তব্য সাধনের পক্ষে
হইলে এটা অবশ্যই প্রশংসনীয় ; কিন্তু

ইহাদের এই লজ্জাহীনতা কেবল
সার বেলা।

যখন অনিষ্টের নির্মিত হইতেছে,
এই সকল কর্মচারীর পদ উঠাইয়া দে-
কর্তব্য। প্রতি আদালতে এক এক
পুলিস কর্মচারী থাকুন ; কিন্তু তা-
দিগের কার্যের সীমা করিয়া দে-
উচিত। জামীনেই অধিক টাকা উপা-
হয়। ঐয় আদালতের মোক্তার
জামীন হন ; যাঁহার টাকা আছে, ন
টাকা জমা দেন। এ স্থলে মাজিরে
নিজে অনায়াসে জামীন লইতে পা-
অন্য কোন ব্যক্তি জামীন হইলে বে-
বিশ্বস্ত কর্মচারিদিগের তাঁহার
সম্মতি জানা যাইতে পারে। মকদ্দ-
চালাইবার ভার কোন পুলিস কর্মচারী
হস্তে দেওয়া উচিত নহে। প্রতি আ-
দালতে গবর্ণমেন্টের পক্ষে এক জন উপ-
নিযুক্ত করা কর্তব্য। ইহাতে অসং
হইবে। তাহাতে ফৌজদারী মকদ্দ-
যথার্থ বিচার হইবার সম্ভাবনা আ-
কোন পুলিস কর্মচারীকে কোন স্থানে
আদালতে হই বৎসরের অধিক রা-
উচিত নহে। আদালতে অধিক ক-
থাকিলে যেসকল গুণ পুলিস কর্মচারী
আবশ্যক তাহা থাকে না। এইরূপ
আদালতের কার্য সম্পাদন করিয়া
কোর্ট ইনস্পেক্টরের পদ রহিত করা
তাহাতে ইষ্ট বিনা অনিষ্টের অণু
সম্ভাবনা নাই।

—:০:—
রাজনীতির সমস্ত স্মরণার্থ
সিদ্ধান্ত।

অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ও মহাসভা শি-
প্রণালীর সহিত বিশেষ স্বর্গশিক্ষা
সংশ্রব ত্যাগ করাতে ইংলিসমান বৎস-
গবর্ণমেন্টের সহিত যে ধর্মের
সংশ্রব থাকিবে না, অষ্ট্রিয়া তা-
প্রথম সূত্রপাত করিয়াছেন। ইং-
মান আরও তদ্বীক্রমে এপ্রায় অভি

করেন, ক্রমশঃ খৃষ্টীয় ধর্মের প্রতি
 এর যে অবিশ্বাস হইতেছে তাহাতে
 কালমধ্যে খৃষ্টীয় গিরজাসকল
 আগিহন করিবে। ইহাতে ডেলি
 গর এক জন পত্রপ্রেরক বিরক্ত
 বলিয়াছেন, নাশিকেরা আপন
 মত সাধারণক্রমে বোধ করিয়া
 ; কিন্তু এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে যত
 লোকে খৃষ্টীয় ধর্মের বিশ্বাস
 , এত লোকে কোন কালে বিশ্বাস
 নাই।" বিশ্বাস ও অবিশ্বাস
 হউক, অষ্ট্রিয়াতে বেকুপ হই-
 এবং গ্লাডফোন সাহেব আয়ার
 নামে বেকুপ করিতে উদ্যত হই-
 ন, তাহাতে অনায়াসে নির্দেশ করা
 ত পারে, গবর্ণমেন্টের ধর্মমন্ত্রনা-
 সন্থিত সাংসদ রাগিবার কাল
 হইয়াছে। ক্যাশী বিশ্বেশ্বরটিত
 ঠাচার না হইলে বগটেবরের বাণ
 দিন খৃষ্টীয় ধর্মকে তিরস্কৃত করিয়া
 লত। সাংসদী বিদ্রোহ এখানকার
 রাপীরদিগের নিকরায়ণ পৃষ্ঠীয়
 ভাগ্য প্রকৃতিত করিয়াছে ; কিন্তু
 যে দায়কাল প্রযুক্তি থাকিবে,
 প বোধ কর না। খৃষ্টধর্মের প্রপন
 হর্তাবকালে খৃষ্টীয় ধর্মের অনেক
 করিয়াছেন। ধর্মের উপরে যোক্তের
 তর্ক কমিতেছে। ততই পদরিয়া
 হইতেছেন। আমাদিগের নদী
 ত মিনরি বন্ধুর গাএ তাহাব
 । অসহিষ্ণুতা হইলেই ধর্মের
 হইল স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।
 । ধর্মের সহকারিতাব্যতিরেকে রাজ
 ত ও সমাজসংক্রান্ত উন্নতি সাধিত
 বে না, একথা ইতিহাসসিদ্ধ সঙ্গত
 নহে। রোমকরা বে অদৃট ও অশ্রু
 দি মন্বলভ করিয়াছিলেন; খৃষ্টধর্ম
 হার কারণ নহে। জুপিটরের প্রতি
 কর কালেই রোমকদিগের ঐ মহত্ব

লাভ হয়। কোন সময়ে রোমকদিগের
 পূর্বদিগের সাম্রাজ্য তুরস্কদিগের হস্তে
 পতিত হয়? নূতন বাইবেল অনেক পরে
 হইয়াছে বলিয়া ইহাতে বড় অধিক অম
 ত্বব কাণ্ড লিখিত হয় নাই বটে ; কিন্তু
 যিশুখৃষ্ট ইহাদিগকে তজাইবার নিমিত্ত
 পুরাতন টেটমেন্ট গ্রন্থ এবং তাঁহার
 ভূমাত্র শিষ্যগণ তাঁহার অল্পত কার্যের
 কীর্তন করিয়া পৃষ্ঠধর্মনাশের সে বীজ
 বপন করিয়া গিয়াছেন, সেই বীজ
 এক্ষণে বৃহৎ বৃক্ষ হইয়া কোলেজোপ্রভৃ
 তকে প্রসব করিতেছে। যতই মার্জিত
 হউক না কেন, উপধর্মকে সত্যের নিকটে
 মন্তক অবনত করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

—:—

কর্তৃক আইন।

কর্তৃক আইনটী অমৃতবিলক্ষণ
 পদার্থ হইয়া উঠিল, মহাকবি ভারতচন্দ্র
 বলেন, " দেবাসুরে সদা হৃদ অমৃত
 লাগিয়া " অমৃতের নিমিত্ত দেবাসুরেই
 কেবল বিরোধ হইয়াছিল ; কিন্তু আমরা
 দেখিতেছি, এই এক কর্তৃক আইন
 লইয়া দেবতার দেবতার অধরে অসুরে
 এবং দেবতার অসুরে সর্বত্র বিরোধ হই
 তেছে। নীলকরেরা ইহাকে এমনি মোহন
 মন্ত্রপুত করিয়া দিয়াছেন যে, আমাদি
 গের প্রধান রাজপুরুষেরা বিমোহিত
 হইয়া ইহাকে ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারি
 তেছেন না। বহু দিন অবাধি মেইন সাহেব
 ইহাকে বিধিবদ্ধ করিয়া কৃষকদিগকে
 নীলকরের ক্রীতদাস করিয়া দিবার যে
 চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা সামান্য বিস্ম
 যের বিষয় নহে। যাহা হউক, আমাদি
 গের অহ্লাদের বিষয় এই, আমাদিগের
 বর্তমান গবর্ণর জেনরল সর জন লরেন্স,
 হেটসেজেরি ও নীল কমিসনরগণ
 ইহার বিরোধী হইয়াছেন। আমরা সর
 জন লরেন্সের যে ন্যায়পরতার এত
 প্রশংসা করিয়া থাকি, কর্তৃক আইনের

বিপক্ষতা তাহার অন্যতর ফল। তাঁহার
 ধর্মপ্রবৃত্তি সমধিক প্রবল। তিনি ন
 পরতাবারা উহাকে সাল সময়ে নি
 স্তিত করিয়া রাখিতে পারেন না।
 নিমিত্ত আমরা সময়ে সময়ে তাঁহার
 প্রবৃত্তির নিকটে ন্যায়পরতাকে পর
 দেখিতে পাই। এ বিষয়ে আমাদি
 পুনরায় হস্তক্ষেপের ইচ্ছা রহিল।

—:—

মুদ্রণ পুস্তক।

- ১। গদ্যসংগ্রহ। এখানি সংস্কৃত
 কলিকাতা সংস্কৃত পাঠশালার অধ্যাপক
 রশাস্বাধাপক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন
 রত্ন মহাত্মারত এ বিষ্ণুপুত্র হই
 সংগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে প্রায়
 তীর বিদ্যালয়ে সংস্কৃতচর্চা আ
 হইয়াছে। সংস্কৃতে পদ্যগ্রন্থই অ
 গদ্য গ্রন্থ বিরল বলিয়া অনেকে আ
 করিয়া থাকেন। এ সময়ে ন্যায়পর
 সঙ্কলিত গদ্যগ্রন্থ যে সমধিক সম
 হইবে তাহার সংশয় নাই।
- ২। বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমখণ্ড। এ
 নিও সংস্কৃত। ইহাতে বাঙ্গলা অম
 ও শ্রীধরবানিকৃত টীকা আছে। শ্রী
 বরদাশ্রমাদ বসাকের যত্নে মুদ্রিত
 প্রচারিত হইতেছে। এখানি লো
 পক্ষে মহোপকারক হইবে।
- ৩। হরিশ্চন্দ্রচরিত। এ
 সূর্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের চ
 লইয়া শ্রীযুক্ত অগনোহন তর্কাল
 ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। রাজা
 শ্চন্দ্র সত্যানিষ্ঠা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও
 সুরাগের আদর্শস্বরূপ। তাঁহার
 পাঠ করিলে বালকদিগের সর্বেশেষ
 কারলাভের সম্ভাবনা আছে।
- ৪। অবোধবন্ধু। এইনামে বে ম
 পত্র প্রচারিত হয়, তাহার কত
 একত্র বদ্ধ হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে।

৫ । বঙ্গবাণী । ইহার প্রথম পৃষ্ঠে
খিত আছে, “কোন বঙ্গবাল্যকর্তৃক
রচিত ।” ইহাতে কতকগুলি বাঙ্গলা
বিতা রচিত হইয়াছে । এ দেশের স্ত্রী
লিখিত। যে এক প কবিতা লিখিতে
খিতেন, ইহাতে আমরা অতিশয়
হ্লাদিত হইলাম ।

৬ । শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরাম মুপোপা-
য়ের কৃত সাক্ষ্য আইন । ১৮৫৫
সং ২ আইন, ১৮৫৯ সং ৮ আইন
এ প্রধানে বিচারালয়ের নিষ্পত্তি
করণ করিয়া শ্রীরামবাবু এই পুস্তক
নি সংগ্রহ করিয়াছেন । গ্রন্থকার যে
ল অল্পপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন,
হার সমুদায় আনন্দিত ; তাঁহার
শ্রীযুক্ত যথার্থ হইয়াছে । খাতা
দিগ লইয়া মফস্বলের আদালতে
শেষ গোলযোগ হয় ; যে সে ব্যক্তি
তা, জমাওয়ারীল বাকীর কাগজ-
চিহ্ন প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করান ।
শ্রীরামবাবুর পুস্তক পাঠ করিলে অনেক
কারের এ বিষয়ে শিক্ষা হইবে ।
যারা বোধ করি, এই পুস্তকখানি
কারি পরীক্ষার নিমিত্ত স্থির করিলে
শেষ উপকার হইতে পারে । মোস্তার
যাই এই পুস্তকখানি পাঠ করা কর্তব্য ।

—:—
প্রাপ্ত ।

শোণপুরের মেলা ।

(গত প্রকাশিতের পর ।)

৭ । এটি হরিহর নাথের মন্দির । এই
হরিহরনাথনামক একাও প্রস্তরের
লক্ষ প্রতিষ্ঠিত আছেন । ইনিই শোণপু-
র মেলায় কারণ । প্রবাদ আছে ত্রেতা যুগে
ধার্ম্য নহারাজ রামচন্দ্র জানকীলাভার্থ
লে অযোধ্যা হইতে জনকপুরে
সেই সময়ে পশ্চিমধ্যে নানা স্থানে
জা করেন, এটি সেই সময়ের শিবলিঙ্গ ।
কী পূর্ণিমাতে ইহার মহাসমারোহ
হয় । সেই সূত্রে মেলা হয় । শিবলিঙ্গটি
রনাথনামে প্রসিদ্ধ । এই জন্যই এই

মেলাকে “ হরিহরছত্র ” বলিয়া থাকে ; কিন্তু
ইংরাজ মহলে ইহা শোণপুরের মেলা বলিয়া
প্রসিদ্ধ । তাহার কারণ এই, যে গ্রামে এ
মেলাটি হয় তাহার নাম শোণপুর । যাহা
হউক, এই মেলা উপলক্ষে ভূঁর ভূঁর অর্থ
ও জব্য সামগ্রী হরিহরনাথের স্মরণে সম-
র্পিত হয় এই মেলা ছাপরা অথবা সারণ
জেলায় হইয়া থাকে । সারণ জেলার পূর্ব
দিগের শেষ সীমায় এই শোণপুর ; সূত্রাং
মেলার পূর্বসীমা ত্রিহত, দক্ষিণ সীমা পাটনা
এবং আরা পশ্চিম সীমা সারণ জেলা হও-
য়াতে সকল জেলা হইতেই আফিসরগণ ও
পুলিষ প্রকরী মেলার শান্তিরক্ষার্থ নিযুক্ত
হন ; কিন্তু মেলাটি সারণ জেলাতে হওয়াতে
সারণ জেলার পুলিষ ও মাজিষ্ট্রেটই ইহার
কাস্তি ও মৌলধর্মের অধিনায়ক হন । ‘ রিজ
রত্ কোর্স ’ ও “ মিউনিসিপাল কোর্স ”
হইতেও ২০০ । ২৫০ কনষ্টাবল তথায় গিয়া
দণ্ডায়মান থাকে ।

২৭ । এখানে তাবু ও সানিয়ানা বিক্রয়
হয় । এখানের শোভা দেখিলে বোম্ব হয়, যেন
লক্ষ্যে কি আগরায় সর জন লরেন্স মহো-
দয়ের তাইসবরেল এবং তালুকদারি দরবার
হইতেছে ।

২৮ । এ স্থলে কসাইদের দোকান । এখানে
অনবরত জবাই হয়, রক্তের স্রোত বহিতে
থাকে ।

২৯ । গঙ্গা ও গওকীর গর্ভ । এ স্থানটি
নৌকাময় দেখিতে পাওয়া যায় । স্থল
ভাগে যে প ময়ূষ্য, গো, অশ্ব, পশুপক্ষপ্র-
ভৃতির নিমিত্ত পাদবিক্ষেপের স্থান থাকে না,
জেলেও সেইরূপ নৌকার ছড়াছড়িতে স্থান
করিবার স্থান পাওয়া কঠিন হয় । রজনীতে
যেকোন ময়দানে তাবু ও সানিয়ানা প্রভৃতিতে
বাবুরা আলো জালিয়া নৃত্য গীতাদি
আমোদ করিয়া থাকেন, নৌকাবারীরাও
সেইরূপ আমোদে মত্ত থাকেন ।

৩০ । এই পথটি এদেশীয়দিগের গমনা-
গমন জন্য প্রস্তুত হয় । এটি বড় রাস্তা
বলিয়া পরিচিত হয় । এ পথের দুই ধারে
হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী পশ্চিমে ইহুদিপ্রভৃতি
নানা জাতীয় দেশ বিদেশীয় বণিকগণ নানা

দেশদেশীয় স্বথসেব্য জব্য সামগ্রী
কেন ।

৩১ । চিত্রিয়াখানা কিবা পক্ষীর বা
এটিও অতিশয় মনোহর স্থান । এ
নানাবিধ পক্ষী ক্রয় বিক্রয় হইয়া
এক এক স্থানে এক এক একর পক্ষী
হয় । পক্ষিপণের স্বমধুর শব্দে মন
হইতে থাকে ।

৩২ । এটি কালীদেবীর মন্দির ।
পাটনার সুবিখ্যাত দেওয়ান রানস্বন্দর
মহোদয়ের কীর্তি । দেওয়ানজী মহোদয়
লিঙ্গের মধ্যে একটা রত্ন ছিলেন । লক্ষ
লোককে অন্ন ও বস্ত্র দান করিয়াছিলেন
বহুসংখ্য লোককে চাকরি করিয়া দি-
লেন ।

৩৩ । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ ।
৪০ । ৪১ । ৪২ এগুলি দেশীয় মদের
অনর্থের বীজ ও সর্দনাশের মূল । গবর্ণ
প্রজাপুঞ্জের মাতা পিতাস্থানীয় হইয়া এ
মহৎ অনিষ্ট করিয়া এই সামান্য অর্থসম
করিতেছেন ! এক দিগে চৌধুর ও দ
প্রভৃতির নিবারণজন্য পুলিষ স্থাপন
রাছেন, অন্য দিগে চৌরের ও বদমা
গের অশ্রয় ও প্রস্রয় দিবার জন্য
শুনিয়াছেন !!

—:—

বঙ্গীয়দিগের দৈহিক অন্নমতি ।
(গত প্রকাশিতের পর)

পূর্ব পূর্ব পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে শিক্ষা
গালী, রাজকীয় ও ইংরাজি ভিন্ন
বণিকগণের কার্যালয়ের কার্যপ্রথা, ম
সেবন এবং নারীগণের সূচতার বিষয় লি
হইয়াছে । অদ্য জলের বিষয় বর্ণনা
হইতেছে ।

অনেকেই জলকে বিমিশ্র, বিকৃত, গ
বর্ণহীন স্বচ্ছতরল পদার্থ বচন। তা
বাস্তবিক ইহা বিমিশ্র মছে, তসামন বি
বিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা সিদ্ধান্ত
রাছেন, যে ইহা স্বচ্ছতরল ও অক্লি
নামক দুই পদার্থের সংযোগে উৎ
স্বভাবত ইহা নিম্নল নছে । ইহাতে অর
ণিক এবং ইন অরগ্যানিক দ্বিবিধ প

— ৩১২ —

স গারির জলে কোরাইড অফ
 অর্থাৎ লবণের অংশ থাকতে
 হয়। এইকপ ভিন্ন ভিন্ন কারণ
 ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দেখা যায়। কাছাতেও
 এক এসিড গ্যাস কাছাতেও হাইড্রো
 ক্লোরাইড গ্যাস ইত্যাদি নানা বস্তু পাওয়া
 যায়। জল স্বভাবতঃ নির্মল বাটে; কিন্তু
 প্রায় নিপাতিত হইলে নানাবিধ দ্রব্যের
 সঙ্গে এবং বহুবিধ কারণে অল্পকমবে
 নিম্নলিখিত বিনষ্ট হয়। কোনও
 পানীয় ও স্বাস্থ্য জল পাওয়া
 চিকিৎসকেরা কহেন, নির্মল ও বিশুদ্ধ
 ব্যবহারের উপযুক্ত ও শরীরের পক্ষে
 উপকারী। কিন্তু কয় জন কোন
 জল ব্যবহার করেন? অগতঃ এই
 পানীয় সচাচর প্রয়োজন। জলদ্বারা যে
 ত ও পোত হয় জল পান করা যায়
 তাই স্বাস্থ্য শ গুণকায় জলদ্বারা নিপ্পা
 হয়। এই জলদ্বারা জীবনধারণের
 উপায় বোধ করি, এই জলদ্বারা
 নানা জীবন হইয়াছে। আর জগদীশ্বর
 সেই জন্য স্বনামে। জলের ভাগ কিছু
 ক করিয়া দিয়াছেন। ইহা
 পানীয় ও উ-কাপণী গুণ দেয়া বিবে
 হয়, পূর্ন কাছের শাস্ত্রকারে হইয়াছে
 যত্ব করা বর্জন করি। গিয়াছেন। জল
 ও বিশেষ উপকারী ও নিত্যই আবশ্যিক,
 ইহা, আরই দুইটি বস্তু এবং উভয়ই
 একই অন্তর্গত। জলিত জলিকংস
 দ্বারা বহিরা পানীয়, কোন প্রকা
 জ ও পানীয় জল জলে পচিল কিংবা
 কোন কারণে জল দূষিত হইলে তাহ
 হইলে মেলেনিট্রামিনিক একইকর গ্যাস
 মেই গ্যাস বিকৃত। তাহা
 বিশেষ উপকারী নেল জল বর্জন
 ও স্বাস্থ্যপক্ষে উপকারী। জল
 ত দেশে মারাচর উপায়। জল
 নানাপ্রকার রোগপ্রাপ্ত হইলে
 কহ কহ বা অবশেষে জলদ্বারা
 ত হয়। অনেক চিরকাল বল
 পান ও অকর্মণ্য হইয়া থাকে
 বক এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে
 কোনকোন দেশের জল বক্র হ ও দুঃস্ব
 তঃ সেই সেই দেশে নানা প্রকার
 হইয়াছে। প্রায়ই হইয়াছে এবং বহু
 জলক কলমদানের অতিথি হইয়া
 প্রায় জনগুন্য করিয়া যায়।
 প্রায়ই হইতে নার পাওয়া
 ও চিকিৎসা ও জীবনত
 হইবে। আশেবে নানাবিধ উপায়ে

ও বহুবিধ যত্নে জল পানীয় হওয়াতে দেশ
 গুলির এক প্রকার রক্ষা হইয়াছিল। কোন
 কারণে জল দূষিত হইলে পাছে দেশের
 বিশেষতঃ শরীরের পক্ষে অপকার ঘটে, এই
 ভয়ে পূর্নকালে ধর্মব্যবস্থাপকেরা ধর্মভয়
 দ্বারা বলিয়া গিয়াছেন যে, যিনি কোন
 প্রকারে জল বিক্রম করিবেন, তাহার পাপ
 হইবে এবং পাপের শাস্তিরূপে নানা
 প্রকার শারীরিক ও মানসিক রোগ ও ক্লেশ
 ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু একপ্রকার লোক
 তেগর ধর্মভয় শিথিল হওয়াতে জলের উৎ
 কর্ন রক্ষাবিধায় হতাশ হইয়াছে; উজ্জনা বে
 শেও নানা প্রকার দুর্গটনা ঘটতেছে এবং বহু
 বিধ পীড়ারও প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এ দেশ
 অতিশয় নিম্ন; যতরাং এখানে নদ, নদী,
 বিল খাল, খানা, ডোবা পক্ষরিণী প্রভৃতি
 জলাশয়ই অসংখ্য পরিমাণে দেখিতে পাওয়া
 যায়। এতদুন্ন জলা ও অন্যান্য নিম্ন স্থান
 জল প্রতিবৎসর বর্ষার জলে প্রাচিত
 হওয়াতে সাগর ও সরোবরকার ধারণ
 করে।
 প্রথম পক্ষরিণী। পূর্ন পু বেরা ধর্ম
 বুদ্ধিতে হটক বা লোকের জলকষ্ট নিবারণ
 জন্য হটক, অপবা অন্য কোন কারণ বশত
 হক, নিজ নিজ দেশের নানা স্থানে ছোট
 বড় নানাপ্রকার পক্ষরিণী খনন করিয়া
 গিয়াছেন। প্রায় অধিকাংশ পক্ষী গ্রামের
 প্রমাণ ও অপ্রকাশ্য পদপাশে,
 প্রায় প্রশোক গৃহের খিড়কি ও সন্দের
 এবং গ্রামের মধ্য স্থলে ও পাশ্চ ভাগ
 প্রভৃতি স্থানে বহুবিধ অসংখ্য ও অনাবশ্যক
 জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের উপ
 কারার্থে এইসকল খাত হইয়াছিল মন্দহ
 নাই, কিন্তু এক্ষণে তুমনি অপকারকা
 হইয়াছে। এক সময়ে ইহারা জীবনরক্ষক
 জল; এক্ষণে জীবননাশক হইয়াছে। অধি
 কাংশ জলাশয়ে বর নাস জল থাকে না
 অনেকগুলি ত অল্প পরিমাণে জল থাকে।
 ষ্যকালের জলে ইহারা পরিপাক হইয়া
 প্রকৃত জলাশয়ের আকার লাভ হয়।
 অনেক অনেক পক্ষরিণী পানাপ্রভৃতিদ্বারা
 আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। কোন কোন পক্ষ
 রিণী একপ আচ্ছাদিত হইয়াছে যে, তাহা
 দিগকে জলাশয় বলিয়া কোন প্রকারেই উপ
 লব্ধি হয় না। প্রায় অধিকাংশ জলাশয়ের
 তীরে নানা প্রকার বৃক্ষাদি হওয়াতে এক
 প্রকার জঙ্ঘমায় হইয়া গিয়াছে; বোধ করি
 ব্যাধিাদি কিংস্র জঙ্ঘমণ অনায়াসেই লুকা
 ইয়া থাকিতে পারে। এই বৃক্ষাদির
 পলিত পত্রাদি জলে নিপাতিত হইয়া জলকে
 বিক্রম করে। বহুবিধ ভীষ জল জলে পচিয়া

জল দূষিত হয়। নির্কৃষ্ণি কৃষকেরা
 বশতঃ আপনাদের কৃষিজাত পাট ও
 প্রভৃতি জল পচাইয়া উহাকে বি
 করিয়া তুলে। এইসকল কারণে কেবল
 বিনষ্ট হয় এমন নহে, দেশের লোকে
 অনভিজ্ঞতাবশতঃ বা আলস্যহেতু
 দূষিত করিয়া থাকেন। মল মূত্রাদি ও
 রাবশিষ্ট বা পরাভ্যজ্য দ্রব্যসকল
 ফিঞ্জ হয়। জলপাত্র ও ভোজনপাত্র
 প্রায় যাবতীয় গৃহসজ্জা ও সামগ্রী
 যৌত ও মার্জিত হইয়া থাকে। তাহ
 কলঙ্কে লেগে দল্লিত হইয়া যায়।
 দ্বিতীয় নদী। প্রায় প্রতি পক্ষী
 প্রতি নগরে এক একটা নদী দৃষ্ট হয়।
 শটি কিছু পুরাতন; যতরাং অধিক
 নদ নদাও পুরাতন অর্থাৎ অপ্রব
 য়াছে। অনেক নদী মজিয়া গিয়াছে
 কোন কোন নদী জল মজি। আসিবে
 অধিকন খ্য শ্রোত্রবতীর শ্রোত বন্দ
 গিয়াছে। তাহাদের জল গমনাগমনের
 একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কোন
 নদী একপ মজিয়া গিয়াছে যে, লোকে
 স্থানে বীধ বাঁধিয়া পক্ষরিণীর ন্যায়
 অংশ করিয়া লইয়াছেন। এক্ষণে তা
 গকে নদী বলিয়া কোন প্রকারেই বো
 না। যন পক্ষরিণীর শ্রেণি হইয়া
 অনেক নদীতে বা মাগ জল থাকে
 কহার কহার গর্ভে ও অভ্যন্তরে
 গুলনাদি উদ্ভিজ্জ দ্রব্য জন্মিবাতে
 ময় হইয়াছে। কোন কোন নদীর ধারে
 বৃক্ষাদি হওয়াতে জল হইয়া গিয়া
 চিকিৎসকেরা কহেন, শ্রোত্রের জল শর
 পক্ষে বিশেষ উপকারী; কিন্তু শি
 শ্রোত্রের জল পাওয়া মুকতিন। যে
 শ্রোত্রবতীতে বার গাস জল থাকে
 দেয়ার ভাঁটা হয় তাহাদের জল
 কারণে অপরিষ্কৃত ও দূষিত হইয়া
 মল মূত্রাদি এবং নৃত্যের হৃত দেহ ও
 বিধ মূত্র পাণ্ড পক্ষী ইহাদের জলে নি
 হয়। যেগুলি বর্ষার জলে নদী বলিয়া
 চিত হইয়া থাকে, তাহাদের জলের
 নাই। নানাবিধ পশু পক্ষী ও তাহ
 তটস্থ বৃক্ষাদির পত্রাদি ও স্বভাবজ
 গুলনপ্রভৃতি উদ্ভিজ্জ দ্রব্য পচিয়া
 এতপ দুর্গন্ধময় করে যে, তাহা
 করিতে ধূ-বোধ হয়। এই ত
 জলের অবস্থা, এ অবস্থায় দেশস্থ
 শরীরের অবস্থা যে পিকপ হইবে
 অনায়াসেই স্বনয়কম হয়।
 শ্রীরা
 সাং জনাই

বিবিধসংবাদ ।

১২ই ভাদ্র সোমবার ।

আগরার কোন উত্তম কাজ করেন, প্রধান
 আনসব উপস্থিত হইলেই যদি সম্মেলন
 করিয়া তাঁহাদিগের সম্মানবর্জন করেন
 হে; তাহাদিগের উঃসাহ অধিকতর বর্জিত
 আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বাঙ্গালা
 লেপ্টেনেন্ট গভর্নর যখন মুবসিদাবাদে গমন
 করিয়া আসিয়া গঙ্গার তীরে মেঘরাজ
 পরিবাহারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি-
 ম। এই রায় বাহাদুর ভূটানের যুদ্ধকালে
 মেটের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।
 সীমগঞ্জ জি। জু হরকচাঁদ গুলেচাপ্রভৃতি
 কুলধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আছেন,
 তাঁদের প্রকারে রাজদ্বারে বিশেষ সম্মানভা-
 ষ্টলে তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক সংকার্য
 হইতে পারে।

কৌ টাইমসে বলেন শিবনন্দন সিংহ ভূত
 ৮ গণ্ড নিপাহী দলের এক জন সৈনিক
 ম। বিদ্রোহকালেইনি গবর্নমেন্টের পক্ষ
 যুদ্ধ করেন। বিদ্রোহ শান্তির পর শিব
 সিংহ পুলিশে প্রবেশ করিয়া ভূতপূর্ব
 ক বিদ্রোহীকে মৃত করিতে অযোধ্যার
 কমিসনর সম্প্রতি তাঁহাকে ১০০ টাকা
 এক তলবাব প্রদান করিয়াছেন। আক্ষে
 বিষয় এই, এটা কমিসনর নিজ হইতে দিতে

কু পত্রের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন,
 কাতোর অন্তর্গত বহুগড়ের রাইট নামক
 জন ইঞ্জিনিয়ার সুরাপানে উন্নত হইয়া
 বহু গড় সকে গুলি করিয়া বধ করি
 গটস ও রাইট এক বাটিতে থাকিত।

কিছু টাকা কর্তৃক কারয়া শেষে তাহা
 দিয়া উভয়ের মনোভঙ্গ হইয়া
 কর। এক দিবস গটস
 কাগর... রাইটের বাটিতে আদিয়া
 খামি কাগলে পটয়া লিখিতে আরম্ভ করিতে
 রাইট তাহাকে বলে, হয় তুমি এখানে
 কর, গটস এক খত লিখিয়া দাও।

হইবে কিছু না করিতে রাইট তাহাকে
 করিয়াছে। তত্বেকরিষামাত্র রাইটের
 হইল। তখন সে নিজ কেশাণীদ্বারা
 হকার শব্দ প্রথম করিয়া নিশ্চিত
 গনর উদ্দেশ্যেই কেমন ভয়া
 তাহার এই এক দৃষ্টান্ত।

আমর জেমার রাইট নামক এক জন ইউ
 রোপীয়ের আপনাকে এক জন পুলিশ
 স্ট্রিক বন্দী পশ্চিম দিয়া দুই জন একত্রে
 ক্রমশীড়াকারীকে ধৃত করিয়া ৩ টাকা
 কাচ লইয়া তাহারা দেয়। বিচারপতি
 এ ব্যক্তির কঠিন পরিশ্রমের সহিত চর
 মেয়াদ দিয়াছেন। ঐকসময়ে গোয়াল
 এক জন পাহারাদার রাইটের সাহায্য
 তাহার পদস মাস মেয়াদ হইয়াছে।
 মাপীয় ও এডভোকারী বলিয়া আইন ভেদ
 হই। উঃসাহ কোন ব্যক্তি একথা
 তাহা হইবে?

আগরার পরীতবাসীদিগকে ৪৩ দিবার
 নিমিত্ত এক দল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।
 পবলিক ওপিনিয়ম বলেন, কোর্টের সীমাস্থিত
 একটা পলীগ্রাম কিছু দিন হইল স্থিত হওয়াতে
 তথায় এক দল সৈন্য প্রেরিত হইবে। এই
 সকল সীমাস্থিত যুদ্ধ অমঙ্গলের কারণ। অধা
 লার যুদ্ধ হওয়াতে দেশের অনেক অমঙ্গল হই
 রাহে।

৩রা ভাদ্র মঙ্গলবার ।

রাজা খিওডোবের পুত্র আলামের ইংলণ্ড
 দর্শন করিয়া এত আশ্চর্য হইয়াছেন যে,
 তিনি উক্ত দেশ ত্যাগ করিতে চাহেন না।
 রাজকুমার ইংলণ্ডীয় পৃথ্বীর সম্প্রদায়ের ধর্ম
 শিক্ষা পাঠবেন।

আগামী মার্চমাসে ভবতপুরের রাজা প্রাপ্ত
 ব্যবহার হইয়া খীয় রাজ্যে শাসনভার গ্রহণ
 করিবেন।

বিচারপতি নন্দীম সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করিয়া
 ছেন, যদি কুলাচার না থাকে তাহা হইলে সম্মান
 হীন বিধবা স্ত্রীলোক দেবসেবার ভার পাই
 বেন না।

সম্প্রতি প্রধানতম বিচারালয় মীমাংসা করি
 য়াছেন, জজ যদি জুরির নিরুটে মকরমার প্রকৃত
 অবস্থা বর্ণনা করিতে না পাবেন এবং তন্নিমিত্ত
 জুরি যদি সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে মত দেন, তাহা হই-
 লেও প্রধানতম বিচারালয় জুরির মত রহিত
 করিয়া পুনর্নির্ধারণের আজ্ঞা দিতে সমর্থ নহেন।
 এটা পূর্বকার এক মীমাংসার বিরুদ্ধ হইতেছে।
 যেখানে বাস্তবিক অবিচার হয়, সেখানে প্রধান
 তম বিচারালয়ের পুনর্নির্ধারণের আজ্ঞা দিবার
 সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে।

১৮৬৭৬৮ অব্দে বঙ্গদেশে ১,৮৭,৮৫০ খনি
 দলীল রেজিষ্টারি করা হইয়াছে। ৩৩৯,৭৮১
 টাকা কী আদায় ও ২৫০,১৮১ টাকা বিভাগীয়
 ব্যয় এবং ৮৯,৬০০ টাকা উৎস হইয়াছে।
 পূর্ব বঙ্গের অপেক্ষা শতকরা ৩ টাকা অধিক
 আয় হইয়াছে। রেজিষ্টারি করিতে লোকের
 কত সময় গিয়াছে, তাহার একটা তালিকা দিলে
 ভাল হইত।

২৪ পরগনার দক্ষিণ অঞ্চলের উপরে ঈশ্বর
 রের কোপনুষ্টি পড়িয়াছে। গত বাবের ১৫ দিব
 সের বৃষ্টির পরও বাহারা পুনর্বার ধান্য রোপণ
 করিয়াছিল, এই বৃষ্টিতে তাহা পুনর্বার তলময়
 হওয়াতে তাহাদিগের দ্বিতীয় বাবের পরিশ্রম
 বিফল হইয়াছে। এই বেলা এইসকল দরিদ্র
 লোকের সাহায্য করিবার উপায় অবলম্বন করা
 কর্তব্য হইতেছে।

ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষসং
 ক্রান্ত হইখানি বিলম্ব পরিত্যক্ত হইয়াছে।
 মহানন্দা আপামী দুই বৎসর ইংলণ্ডের আশ্রয়
 রীণ বিষয় লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন। মন্তসত্তার
 অবসর না হইলে ভারতবর্ষের মঙ্গল হইবে না
 এটা আশ্চর্য কথা। এ নিরমের পারবর্তী হইবার
 কি কোন উপায় নাই?

বোখারাব রাজার মৃত্যুসংবাদ অমূলক
 বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কশীরের বোখারার
 নিকটে আসিয়াছে। বোখারাকে একটা দুর্গ

ও বাণিজ্যসংক্রান্ত কতকগুলি স্বয়ং প
 তাহারা সন্ধি করিবে বলিয়াছে। যাহা
 উহার ভঙ্গ নাই।

দিল্লীগেজেট অরণ করিয়াছেন, গবর্ন
 এই বন্দোবস্ত করিবার মানস করিয়াছেন,
 পর কোন হিন্দুস্থানী রেজিমেন্টে দিল্লীর উ
 যাইবে না; আর কোন পঞ্জাবী রেজি
 দিল্লীর দক্ষিণে আসিবে না। উক্ত পত্র যথ
 বলিয়াছেন এটা নির্দুষ্টিতার কাজ।

উক্ত পত্র বলেন, মধ্য ভারতবর্ষের এ
 কমিসনর আজ্ঞা দিয়াছেন, সহকারী পুলিশ
 রিটেঞ্জেন্টের নীচের কোন কর্মচারীর বি
 যখন কোন মাজিষ্টেট কোন আভিপ্রায়
 করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত, স্থগিত অথবা
 দারিতে অর্পিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি
 তখন ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিটেণ্ডেন্ট তাঁহার সহিত
 মত হউন আর না হউন, উক্ত কর্মচারী
 স্থগিত রাখিবেন।

কিছু দিন হইল, আগরার প্রধানতম বি
 লয় সিদ্ধান্ত করেন, লক্ষ্যের অষ্টরই কর
 বিরুদ্ধ। গবর্নর জেনরল তন্নিমিত্ত ব্যবস্থা
 সত্তা দ্বারা সদ্য এক আইন করাইয়া এই
 আইনসিদ্ধ করিয়া ডুলিয়াছেন। এ ব্যাপ
 অতিশয় কৌতুককর।

৪ঠা ভাদ্র বুধবার ।

এবার ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের ন্যায়
 হইয়াছে। ছায়াতে তাপমান যথেষ্ট ৯০
 এবং রৌদ্রে ১২০ ডিগ্রি পর্যন্ত পাতা
 তেছে। অনেক লোকে সরদি গরমিতে
 ত্যাগ করিয়াছেন। তপ ও বৃক্ষপত্রব
 তেছে। লোকে গবাক না খুলিয়া থাকিতে
 না। সকলকে অতি লঘু বস্ত্র পরিধান ক
 হইবেছে। অনেক সেকেন্দ্রে ভারতবর্ষীয় ই
 খস, খস ও পাখার নিমিত্ত চিৎকার করি
 বরফ না হইলে থাকাল চলে না। ইংল
 বিচারপতিগণ সেকেন্দ্রে ব্যবহারের অ
 গোঁড়া। কিন্তু এমনি ভয়ানক গ্রীষ্ম যে
 পতি ওয়াইল্ড নিম্নে পঞ্চুলা খুলিয়া বা
 দিগকে আপন আপন পরচূলা খুলাইয়া
 গুণের দোকান সকল ক্ষুদ্র, এবং হিম
 স্থান বলিয়া প্রায় কোন ঘরের বারান্দা
 তন্নিমিত্ত এবার অতিশয় কষ্ট হইতেছে।
 দোঁতেছি, ইংলণ্ডে ভারতবর্ষকে অ
 করিয়া ইহার বাণিজ্যের সহিত উৎসাহ
 কারী হইলেন; দুই বৎসরব্যধি ইংলণ্ডে
 তিশয়া হইয়াছে।

গতকলা বেলা ৯ ঘটিকার সময়ে সূর্য
 হয়। অর্ধেকেরও অধিক গ্রাস হইয়াছিল।
 থাকাতে অনেকে ভাল করিয়া দেখিতে
 নাই।

আমরা শুনিয়া স্থগিত হইলাম, বি
 হোমিওপেথীর চিকিৎসক ডাক্তার টি,

— ৩২৪ —

নিবন্ধন ফ্রাঙ্কো বাইবার সনয়ে এডেনে
ভাগ করিয়াছেন ।

মাস্ত্রাজ টাইমস বলেন ৩৫ গণিত এতদে
রেজিমেন্টের বাদ্যকর জোসেফ আন্টিয়কের
ব্যক্তিচারিণী হওয়াতে বাদ্যকর উপপতির
নালীশ করিয়া তাহাকে জেলে দেয় ।
সর্বমুখ বিচারালয়ে এই দুই হইবার সনতি
বাদ্যকর প্রধান বিচারপতির মিকো গিয়া
ল, মহাশয় আমার জীরত এই কথা হইল ।
একটী সন্তান আছে, ইহাকে ল্যানপালন
কার লোক চাই । অতএব আমার পক্ষান্তর
করিতে পারি কি না ? যদি তাহা না হয়
কাজী রাখিতে আমার ক্ষমতা আছে কি
প্রধান বিচারপতি বললেন তাহা নাই ।

তে বাদ্যকর অতি দুঃখে বাঁচিতে প্রত্যগমন
ল । মেইন সাহেবের বিল বিপিবদ্ধ হইলে
করের দলের লোকেরা কুলটা জীর হস্ত
ত রক্ষা পাইবেন ।

১২ ই আগস্ট কর্ণেল রথনী হাজারার বন
কে আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও আগড়
ত্যাগ হইতে দুরীভূত করিয়াছেন । বন্যদি
৩০ জন হত হইয়াছে । কর্ণেল রথনী ও
জন সিপাহী সামান্য আঘাত পাইয়াছেন ।
রাতে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে ।

কুইন স্লাগেব ইফ ও তুলকিরেগা চীন
দ্বীপবাসীদিগকে ধৃত করিয়া লইয়া
দাস করিতেছে । এইসরলহৃদয় বন্যদি
প্রথমতঃ এক বৎসরের নিমিত্ত আনয়ন
কর্য একবার আনিতে পারিলে আর
হয় না । আবাদকরেরা এইসকল হতভাগ
কে ধৃত করিবার নিমিত্ত জাহাজ প্রেরণ
কুইনস্লাগেব পূর্বে ভারতবর্ষী কুল
গের প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেন্ট
ত সম্মত হন নাই । কুইন স্লাগেবের গবর্ণ
ইহার নিবারণে স্বেচ্ছা পালন করেন । কাছান
গের স্বভাব সকল স্থানেই সমান । ভারত
কৃষকদিগকে কার্যতঃ ক্রীতদাস করিবার
কট্ট আইনের নিমিত্ত কতই চেষ্টা
হইছে ।

দেশের ন্যায় বোম্বাইয়েও অস্তিত্ব
হইছে । বোম্বাই ও বরবার রেলওয়ের দুটি
হইয়াছে এবং বোম্বাই রেলওয়ের
শ্রম কর্মদা ও তাপ্তীর প্রাণে এক কালে
হইয়াছিল । সৌভাগ্যক্রমে রাস্তার
হানি হয় নাই । এক স্থানে প্রায় চারি ফুট
হইয়াছিল ।

কলিকাতার কতকগুলি বাণী বৃষ্টিতে ভগ্ন হইয়া
কয়েকজন মনুষ্য হত হইয়াছে ।

ওয়ালটর, জেমসন মেয়ারনামক এক জন
পৃষ্ঠ আমেরিকান লণ্ডনের ডাকঘরের কর্মচারী
বলিয়া পরিচয় দিয়া বলে সে ইংলণ্ডীয় পোষ্ট
মাস্টার জেনরলের আজ্ঞানুসারে একখানি ডিঃ
স্টার প্রস্তুত করিতেছে । অনেক বণিক বিজ্ঞাপ
নের নিমিত্ত ইহাকে টাকা দেন । এ ব্যক্তিকে
বোম্বাইয়ের নেলিয়নে অর্পণ করা হইয়াছে ।
মেয়ার কলিকাতা ও মাস্ত্রাজেও জুয়াচুরি করি
য়াতে । মেইন সাহেব কৃত লোফার বিল টিক
সময়েই হইয়াছে ।

সর হেনরি মুরাও চয়মাসের বিদায় পাই
য়াছেন ।

ভাগলপুরের সর্দারপ্রধান জমিদার রাজা
লীলাসুন্দর সিংহ ভাগলপুর স্কুলের নিমিত্ত
১৭ টাকা প্রদান করিতে গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে
ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন

১লা জানুয়ারি অবধি ১৪ ই আগষ্ট পর্যন্ত
৩৭ ৮৭ ইঞ্চ বৃষ্টি পড়িয়াছে । প্রায় সপ্তমসরের
বৃষ্টি দুই মাসের মধ্যে হইল ।

বোম্বাইয়ের বারিস্টার হাউয়াড সাহেব রেল
ওয়ের দুপটনায় হত হওয়াতে রেলওয়ে কো
ম্পানি তাঁহার জীকে ২৭,৫০০ টাকা প্রদান
করিতে বাধ্য হইয়াছেন ।

৫ ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার ।

ইংলিসমান বলেন, ভূটানের গবর্ণমেন্ট অস
ম্মান প্রদর্শন করিতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট
তাহাদিগকে যে টাকা দিতেন তাহা আর দিবেন
না । এই টাকা তোটেরা " কর " বলিয়া লইত
হইয়া তাহাদিগের গৃহ বিবাদ হইতেছে ।

টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে, সিয়ারআলি খাঁর
সৈন্যগণ কাবুলে প্রবেশ করিয়াছে ।

মাস্ত্রাজের প্রধান জেলে আলিপুনের ন্যায়
একটী দুপ্রায় হইতেছে । এইপ্রকার একটী
ভ.পাখানা হইবে । আলিপুনের জেলে গবর্ণ
মেন্ট চট প্রস্তুত করিতেছেন । এই সঙ্গে গবর্ণ
মেন্ট কি একটী বস্ত্রের কল করিয়া সকলকে
নুষ্ঠান প্রদর্শন করিতে পারেন না ?

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের জবানবন্দী আপাততঃ শেষ
হইল । সর চার্লস স্ক্রান এ ব্যক্তির পুনরায়
জবানবন্দী লইবেন । এই জবানবন্দীতে প্রকাশ
পাইয়াছে ১৮৬৪ ও ১৮৬৫ অব্দে প্রেমচাঁদই
বোম্বাইয়ের টাকার বাণ্যবের হর্তা কর্তা হইয়া
ছিলেন । তিনি নানাপ্রকার ব্যাঙ্ক ও কোম্পানি
করিয়া তাহার অংশসকল বিক্রয় করেন ।

তিনি ৫০০ টাকার অংশ ১৫০০ টাকায়
করিতেন ; ক্রেতার টাকা না থাকিলে
" বিগ্রাসী " পাত্র বলিয়া বোম্বাই ব্যাঙ্ক
কর্জ দেওয়াইতেন । প্রেমচাঁদের পর
বোম্বাই ব্যাঙ্ক কেবল খত লেখাইয়া লইয়
দার হাতে আরম্ভ করেন । ব্যাঙ্কের শেষে
বেলেয়ার তাঁহার গচ্ছয় ছিলেন ; দুই জনে
কাজ করেন । প্রেমচাঁদ অসুরোধ করিতে
বেলেয়ার ঘাহাকে তাহাকে টাকা কর্ত্ত দি
য়া ৫ টক, একশে কথা হইতেছে যে
পুণ্ড বোম্বাই ব্যাঙ্কের সহিত অনেক
লোকের সর্কনাশ করিয়াছে, তাহাদিগের
হইবে কি না ?

যশোরের অমৃত বাহারপত্রিকার
স্বতন্ত্র ডেপুটি মাস্ট্রাজের রাইট সাহেব
নালীশ করিয়াছেন, সেই মকদ্দমার
ভার, হয় কোন বারিস্টার বিচারপতি নচে
কোম্পানীর ন্যায় কোন সিবিলায়নের
দেওয়া কর্তব্য । এই মকদ্দমা উপলক্ষে
হরের ভূতপূর্ন মাস্ট্রাজে ও জাইন্ট মাস্ট্রাজে
অতিশয় গণিত ব্যবহার করিয়াছিলেন ।
বেলের মকদ্দমায় কেবে কোন ব্যক্তিকে
হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ? এক জন প্র
সরকারী কর্মচারী ছিলেন ; মাস্ট্রাজে ই
স্বাগিত করিয়াছেন । এসকল মকদ্দমার দ
পূর্বে স্বগিত অথবা পদচ্যুত করা অন
সিবিল সর্কিসের প্রধানীকে ধন্যবাদ ! যিনি
সকল কাজ করিয়াছেন, কোন এতদে
যদি তাঁহারা অর্ধেক গুণ ধারণ করিতেন,
হইলে তাঁহাকে এত দিন পাতাল দে
হইত ।

ডেলিনিউস প্রবেশ করিয়াছেন, স্কটলওর
দায়কুঞ্জ জুনয়র ও সিনিয়র চাপলে
গের বেতন সর্গত্র একবিধ করা হইবে

উক্ত পত্র প্রবেশ করিয়াছেন, ভারতব
গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশের প্রধান ইঞ্জিনিয়রকে ব
য়াছেন, আশ্রয় অথবা যে ঘাটে তিনি
বুঝেন, সেতু প্রস্তুত করিতে পারেন ।
ও গোরাই পারের নিমিত্ত দুইখানি বা
জাহাজ রাখিবার প্রস্তাব হইয়াছে । এটি
অতিশয় আবশ্যিক । প্রতিবৎসর পক্ষায় যে
লোক মারা যায় বলা যায় না ।

বোখারার রাজার সহিত রুশীয়দিগের
নিয়মে সন্ধি হইয়াছে, তাহা বোম্বাইগে
প্রকাশিত হইয়াছে । রাজা প্রতিবৎসর
লক্ষ বর্ষ ঠিলা করস্বরূপ দিবেন । চারি

এবং কার্যক্রমে একটি রুশীয় শিবির
 । সুমারকান্ডের উ র জের ফিতে
 রুশীয় দুর্গ হইবে। সুমারকান্ড হইতে
 রূপার্যস্ত রাজ্য নিজ বায়ে একটি রাস্তা
 দিবে। যেসকল বোখারীয় রুশীয় সেনা
 হস্তে বন্দীর ন্যায় আছে, তাহাদিগের
 কের মুক্তির নিমিত্ত ১০০০ স্বর্ণ টিলা
 হইতেছে। ওরেনবুর্গ হইতে যে সকল
 আসিবেন তাঁহাদিগের কোন ক্ষতি না
 তাহা রাজ্যকে দেখিতে হইবে। রাজা যত
 এই নিয়মামুদারে কাজ করিবেন, তত দিন
 তে বোখার শাসন করিতে দেওয়া হইবে।
 ইহতে সম্মত হওয়াতে রুশীয় সেনাপতি
 ম সৈন্যদিগকে লইয়া তাসখন্দ ও জিজাকে
 করিয়াছেন। সুমারকান্ড গোয়ালিয়রের
 এক দল রুশীয় সৈন্যদ্বারা রক্ষিত হইবে।
 ত্রোচের মুসেলম যাহুরাম মতিরাম সরকারী
 তরুপ করিয়া তৎ পরে তাহা মিলাইয়া
 দবার চেষ্টা পাওয়াতে তাঁহার এক বৎসর
 দ ১০০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।
 প্রধানতম বিচারালয়ের অধিম বিভাগ
 ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে। মফসলে
 মাস ছুটি হইতেছে। প্রধানতম বিচারালয়ের
 রপতগণ এত বিদায় পান কেন
 যরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না।
 পবলিক ও পিনিয়ন বলেন সম্রাট পক্ষাবের
 ার ৮০ ব্যক্তি গবর্নর জেনেরলের নিকটে
 বেদন করিবার নিমিত্ত সিমলায় গমন করে।
 জন লোন্স বাহর হইয়াছেন, এমত সময়
 কারী দোড়রা আসিল, কিন্তু প্রহীরা তাহা
 কে গোঁড়া কত্যাকারী স্থির করিয়া প্রচার
 রা সূক্ষ্মসাধ করিল। পরে তাহাদিগের হস্তে
 বেদন পত্র দৃষ্ট হইল। এ ব্যক্তিদিগকে কি
 ঙ্গিষ্টেটের হস্তে দেওয়া বিধেয় হ? কলি
 তার এক ব্যক্তি এ প্রকার করিয়া এক মাস
 রণ বাসিতে বাস করিয়াছিল।
 কবেক দিনসাবধি গঙ্গায় অস্তিনয় বান
 কিত্তেছে। তন দিবস হইল জুইখানি গান
 াট জলমগ্ন হইয়াছে। জাহাজের কোন
 নিনষ্ট হয় নাই।
 অ মরা ফু ওয়া ইতিয়া দর্শন করিয়া আঙ্কা
 দত হইলান, আর্ক ডিকন প্রাট বন্ধুগণের অমু
 াধে আধ কিছু দিন ভারতবর্ষে থাকিবার
 নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় ও ভার
 তবর্ষীয় গবর্নমেন্ট এবিষয়ে স্টেট সেক্রেটারিকে
 হুঁরোধ করিয়াছেন।
 উক্ত পত্র বলেন, কন্ট্রাষ্ট আইন না হইলে

কুবকদিগের মঙ্গল হইবে না। যাহার অনিষ্ট
 করা হইতেছে তাহাকেই আবার কৃতজ্ঞ হইতে
 বলা এটা কেবল ফু ও অব ইতিয়া ও মেইন
 সাহেবের বুদ্ধিতেই আইসে।
 উক্ত পত্র বঙ্গদেশের জমিদারদিগকে এই
 বলিয়া সতর্ক করিয়াছেন তাঁহারা এই বেলা
 গবর্নর জেনরলের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া খেচ্ছা
 পূর্নক শিক্ষার প্রদান করুন, নচেৎ আরও মন্দ
 হইবে। এমন ফু ও যাহাদিগের সহায় তাহাদি
 গের ভাল হইবার সম্ভাবনা কি।
 ৬ ই ডায় শুক্রবার।
 গেজেটে পাটনা ও মেদনীপুরের বৃষ্টি ও
 শস্যের অবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে। সামান্যতঃ
 পাটনাবিভাগে দশ আনা শস্য হইবে; কিন্তু
 মেদনীপুরের অধিকাংশ স্থানে জলপ্রাবন হওয়াতে
 বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। গড়বেতায় কেবল তত
 বৃষ্টি হয় নাই। মেদনীপুরের কালেক্টর জমিদার
 দিগের ঊদ্যোগীর নিমিত্ত বিশেষ আট প
 করিয়াছেন। বাণ রক্ষার নিমিত্ত অনেক জমিদার
 রাজস্ব হইতে অব্যাহতি পান; কিন্তু কেহই
 স্বকর্তব্য সাধন করেন না।
 রেজু এ টাটমস বলেন, ব্রিটিশ ব্রহ্মের বিদ্যাশি
 কার ডিরেক্টর হডারন সাহেব লিখিয়াছেন,
 সম্রাট আকাবের গবর্নমেন্ট বিদ্যালয়সমুদায়
 আসবাব ও গুস্তকের সহিত ভরসীভূত হইয়াছে।
 কোন ছুশ্চেষ্টিত লোক একাজ করিয়াছে, কিন্তু
 এব্যক্তি মৃত হয় নাই।
 সাক্সাজ টাইমস বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ন
 মেন্ট মহীপুরের সৈন্য সংখ্যা কমাইবার আঙ্কা
 দিয়াছেন। গবর্নমেন্টের কন্ট্রোল ভিন্ন এতদে
 শীয় রাজস্বমুহে সৈন্য রাখিবার কোন প্রয়ো
 জন নাই।
 গত শুক্রবার নড়াইলের জমিদার বাবু
 হরনাথ রায় ৭৫ বৎসর বয়সে কাশীপুর্বে
 প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হরনাথ রায় সেকলে
 জমিদারের এক জন আদর্শ ছিলেন; ইহার দ্বারা
 অনেক সং কর্ম হইয়াছিল।
 ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন, উপনগরের
 মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতির পদে
 আর এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত
 পত্র ভূতপূর্ণ সহকারী সভাপতির হিসাব দর্শন
 করিবার অহুঁরোধ করিয়াছেন। আমরাও এই
 কথা বলি। হালডেন সাহেবের বিষয়ে অনেক
 জনরব প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা মফসলের
 মিউনিসিপালিটির সুবিধা ও সুনামের নিমিত্ত
 এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেছি।

উপনগরের পুলিশ এত সতর্ক যে গড়
 বাহির মূঢ়াপুত্রমে সম্রাট ৬ টী সি দ হইয়াছে
 কিন্তু এক বারও পুলিশ অহুঁরোধ করিতে আই
 সেন নাই। এখানটীতে কুক্ষপক্ষে প্রায় পাহার
 ওয়ালাকে দেখা যায় না। এখানকার যেম
 রাস্তা সেই প্রকার পুলিশ। গত ঝড়ের সন
 সর্দার সাহায্য দেওয়া হয়, কিন্তু এখানে
 এক ব্যক্তি এক পয়সা পান নাই। এই সঙ্গে য
 করসংগ্রহ প্রস্তাবটি বিশ্বৃত হন তবেই কত
 সম্ভোষ।
 ৭ ই ডায় শনিবার।
 গবর্নমেন্ট আইনসংক্রান্ত রিপোর্ট প্র
 শের যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহার প্রথম
 প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রাহকগণকে বার্ষিক
 ও ডাকমাসুল সমুদায় ৪৯ টাকা দিতে হই
 এত টাকা দেওয়া অঙ্গ লোকের সাধ্য
 হইবে।
 প্রেসিডেন্সিকালেজের ছাত্রদিগের এ
 ১২ টাকা বেতন দিতে হইতেছে, ১৫ টাকা
 বার অতিপ্রায়ে ছাত্রদিগের রক্ষণগণের আ
 এক তালিকা করা হইতেছে। যদি অধিক
 ছাত্র ধনিসন্ধান হয়, তাহা হইলে বেতন
 হইবে। তার যত দূর ইচ্ছা টানা যায় না।
 মফসলের যাবতীয় কালেজে দুই
 করিয়া ইউরোপীয় আইনের অধ্যাপক হই
 আপাততঃ এক জনকে নিযুক্ত করা হইতে
 তিনটি আইন জ্ঞানি হইবে। তিন বৎসর উপ
 শ্রবণ না করিলে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হই
 এক্ষণে যেমন ৯৥ ঘটিকা অবধি ১০৥ ঘ
 পর্যন্ত উপদেশ শ্রবণ করিবার
 আছে, তাহা থাকিতে কিছুই হইবে
 উপদেশশ্রবণের সময় অধিক হটক
 তিন মাস অন্তর পরীক্ষা হইতে থাকুক।
 এত ব্যয় রূপা হইবে। এক্ষণে দেখিতে প
 যায় ছাত্রেরা আগে কিছু করেন না,
 তাড়াতাড়ি করিয়া যা কিছু করেন এই না
 ডেলিনিউস অবগত হইয়াছেন, ভারত
 সভা রাজস্বসংক্র পয়ামশ দিবার নিমিত্ত যে
 স্থাপনের প্রস্তাব করেন, স্টেটসেক্রেটারি
 অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অন্য অন্য সভার
 ত্যাগ করিয়া ব্যবস্থাপক সভাকে প্রি
 সভা করিবার চেষ্টা পাওয়াই কর্তব্য।
 উক্ত পত্র বলেন, বেহারের জলসেচন
 নিমিত্ত ভূমি লইবার জন্য এক জন ডেপুটি
 ইর নিযুক্ত হইয়াছেন। এটা শুভ লক্ষণ।

মূল্য	গবর্ণমেন্টের কাগজ
টাকার সিকা	১৪৫।১৫
" কোং	১৫।১৫
পবলিকওয়ার্ক	১০।১০
" কোং	১০।১০
" কোং	১১।১১

—:—

ইউরোপীয় সমাচার ।

১৬ই আগষ্ট । সর জন লরেন্সের পর আরল ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইবেন, নতুন সমূহ এই জনরস লইয়া আন্দোলন তছেন । প্রায় সকলেই বলিয়াছেন, তিনি দর উপযুক্ত নছেন । প্রাপ্ত পত্র বলেন, নিয়োগের প্রতি আপত্তির নিগত কারণ যে তিনি কনসারভেটর পদভুক্ত । এক সপত্র বলেন, শেষ জনরস এই যে আরল ভারতবর্ষে যাউবেন না । উক্ত পত্র আরও আরলমের নিজে এপনের নিমিত্ত আবেদন নাই, তিনি উহা গ্রহণ করেন, এ তাঁহাকে অগ্ররোধ করা হইয়াছিল । সাধা ত সর প্রোফোড নর্থকোটের অধিকারে ।

১৭ই আগষ্ট । সত্রাট নেপলিয়ন পারিচে গারো'ছে বিস্তর সৈন্যের যুদ্ধ কৌশল দর্শন তছেন । লাড' নেপিয়র এই সময়ে উপস্থিত না । লাড' নেপিয়র অতঃপর নালসের দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন ।

১৮ই আগষ্ট । লণ্ডনস্থিত আমেরিকান দ্রুত রেবাডি জনসন সাহেব লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন ।

১৯ই আগষ্ট । লণ্ডনস্থিত আমেরিকান দ্রুত রেবাডি জনসন সাহেব লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন ।

২০ই আগষ্ট । লণ্ডনস্থিত আমেরিকান দ্রুত রেবাডি জনসন সাহেব লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন ।

২১ই আগষ্ট । লণ্ডনস্থিত আমেরিকান দ্রুত রেবাডি জনসন সাহেব লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন ।

২২ই আগষ্ট । লণ্ডনস্থিত আমেরিকান দ্রুত রেবাডি জনসন সাহেব লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন ।

২৩ই আগষ্ট । লণ্ডনস্থিত আমেরিকান দ্রুত রেবাডি জনসন সাহেব লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন ।

২৪ই আগষ্ট । লণ্ডনস্থিত আমেরিকান দ্রুত রেবাডি জনসন সাহেব লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন ।

২৫ই আগষ্ট । লণ্ডনস্থিত আমেরিকান দ্রুত রেবাডি জনসন সাহেব লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন ।

নর্থ কোট ভারতবর্ষীয় স্ট্রার গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া এই প্রস্তাবে বিশ্বাস প্রকাশ করা হইয়াছে । টাইমস বলেন, এক্ষণে প্রকাশিত হইয়াছে, ভারতবর্ষে কোন সাধারণ হিতকর কার্য না করিলে এই চিহ্ন পাওয়া যায় না ।

প্রোটেস্ট্যান্টেরা আপনাদিগের পক্ষসর্বমর্প লিডনহালে যে সভা করিতে চাহিয়াছিলেন, বৃষ্টি হওয়াতে সে উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে ।

মহাসভার সভ্য মনোনীত করিবার সময়ে উৎকোচগ্রহণের মতদমা স্বীকার করিবার নিমিত্ত সালসিটির জেনরল সার্জেণ্ট জর্জ হেম এবং আঙ্গলি ফ্রিসবি সাহেব কিউ, সি, স্ত্রুভন জন্ম নিযুক্ত হইয়াছেন ।

—:—

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন । বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ ।

১৪ই আগষ্ট—ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের পুলিশের প্রতিনিধি সহকারী ইনস্পেক্টর জেনরল লেপ্টনেন্ট এচ, এম, রামসে উক্ত রেলওয়ের বঙ্গদেশীয় মধ্যস্থিত অংশের মধ্য মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইবেন, কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানির উভয়দিকের রেজিষ্টারিভির লেপ্টনেন্ট রামসে মাজিষ্টেটের অন্য কোন ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন না ।

২৮ এ জুলাই অবধি ই. ডি. গডফ্রি সাহেব সীরাংপুর ও উত্তর পাড়ার মিউনিসিপাল কমিশনার হইয়াছেন ।

সি, এচ, কাঞ্চেল সাহেব পরীক্ষক সমাজের সভাপতি হইবেন ।

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যের পরীক্ষকসমাজের সভ্য হইবেন:—

- জে. মনো সাহেব ।
- ডবলিউ. এম. স্ত্রুটার ।

১৫ই আগষ্ট । ১৫ই জুন অবধি বাবু মহেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেক্টর এক জন প্রতিনিধি সহকারী অধ্যাপক হইয়াছেন ।

২৪ এ জুলাই অবধি বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষাবিভাগের চতুর্পক্ষেপিত হইয়াছেন । গত দিন এক, আডাম্‌স সাহেব বিদ্যায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে. এচ. জন স্টোন সাহেব মেদিনীপুরের প্রতিনিধি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন ।

—:—

মগরাহ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন ।

গত ৭ই আগষ্ট ডায়মণ্ডহারবারের কাচারি মালখানার এক দিবসক ভ্রম করিয়া কতকগুলি টাকা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে । পুলিশ নানা বিধানে গফান করিতেছেন, কিছুই করিতে পারিতেছেন না ।

আজি চারি দিবস ক্রমাগত ঝড় ও বৃষ্টি হও

যাতে এপ্রদেশের মাঠ ও ক্ষেত্রসকল এক জলে প্রাবিত হইয়া নষ্টাবশিষ্ট ধানের সকল জলমগ হইয়াছে, এ বৎসর শস্যের পাত অনিষ্ট হইতেছে । প্রাচীন লোকের মুখে শুভের মন্তব্যের কথা শুনিয়াছিলাম, বুঝি দিগের ভাগ্যক্রমে তাহাই আগামী বর্ষে ঘটে ।

এপ্রদেশে একে ত রাত্তা ঘাট ভাল বাহা আছে তাহা বর্ষাকালে একরূপ কম যে বাতী বাহির হয় কাহার সাধ্য; বিবেচনা করিলে অনেকাংশ ভ্রম হইয়া যাওয়া সাধারণের যৎপরোনাস্তি কষ্ট ও ডাক গমনের অতিশয় ব্যাঘাত ঘটয়াছে । এ কর্তৃপক্ষের বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখা উচিত । ইতিপূর্বে খান সুলতানপুরের এক এক ডাকাইতি হয়, পুলিশকর্মীদের স্পেক্টর চাঁদ চৌধুরী মহাশয় নানাবিধ জ্ঞান ও পরিশ্রম করিয়া জেলা মেদিনীপুর মাল সমেত দক্ষিণদিককে দূত করিয়া ডাকাইতাদের বিচারালয়ে পঠাইয়াছেন ।

—:—

আমাদিগের কালনাহ সংবাদ লিখিয়াছেন ।

এখানে অষ্টমীর দিন অবধি একরূপ হইতেছে যে, তাহাতে জলপ্রাবন হইয়া গিয়া অনবত পশ্চিম দিক হইতে হুঃ হুঃ শব্দে বর্ষা আসিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি বৃষ্টি বেগেরই সীমা কি । কালনার নিকটস্থ সকল গ্রামই জলে পরিপূর্ণ । অনেক গ্রাম বাবে লোকশূন্য । নিরাশ্রয় ব্যক্তির গেল ও অন্যান্য সামগ্রী সমস্ত লইয়া এখানে বে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে । অনেকের ছা পরিসীমা নাই । মাঠে প্রায় ৩-৪ হাত বে বা ততোধিক জল দাঁড়াইয়াছে । ধানের ক্ষতি হইয়াছে । অধিক কি এ অঞ্চলে হইবে একরূপ বোধ হয় না । আরো হুঃখের এই যে, আউস ধান্য প্রায় পাকিয়া উঠিয়া তন্নানক জলপ্রাবনে সমস্ত নষ্ট হইয়া সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে । ধানের ত এই লোকের বাসগৃহেরও তন্নানক অনিষ্ট ঘাইতেছে । তীর্থে গই ত প্রায় মৃত্তিকাসাং রাচে, অনেক উত্তম উত্তম অট্টালিকারও নার শেষ দেখা যাইতেছে । এখনও বৃষ্টি তেছে । এদিকে গঙ্গা, নদী পুষ্করিণী পরিপূর্ণ !! এখন বাহা হইতেছে তাহাই আ যাহা হউক, এবার যে কি হুর্দশা উপ হইবে, তাবিয়া স্থির করিতে পারা যার আউস ধান্য নষ্ট হওয়াতে ইহার মধ্যেই চা

হইতেছে। এক্ষণে জমিদারদিগের
যে প্রজাদিগের সাহায্য করিয়া তাহাদি
হারী করেন

—:—

আমাদিগের মজঃকরপুরের সংবাদ
লিখিয়াছেন।

১৯ এ জুলাই বুধবার এখানে একটা
বুধবার কাঁসী হইয়া গিয়াছে। ঐ ব্যক্তি
রত্নপুত্র রমনীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া। এক
প্রান্তে ঐ যুবতীকে প্রলোভন দেখাইয়া
পিত্রালয় হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়
একটা বিজনস্থানে ঐ প্রণয়বিমোহিতা জীর
সংহার করিয়া উহার বস্ত্রালঙ্কার সমুদায়
সংগ্রহ করে।

এক নবপ্রসূতা নারী প্রসবের কঠিনয় দিবস
এক দিন তাহার প্রতিবাসীদিগের
সহিত গিয়া ক'হিল, বোধ হইতেছে আমি আর
জীব না, অতএব এ জন্মের নিমিত্ত তোমাদি
নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি। উহার
প্রতিবাসীগণ প্রথমে তথাকো বিশ্বাস না করিয়া
উহার সহিত নানাপ্রকার কৌতুক
করে লাগিল। অনন্তর ঐ রমনী যেমন খীর
সহিত আসিয়া প্রাক্ষণে উপবিষ্ট হইল অমনি
সে প্রাণবায়ু অসার দেহাদায় পরিত্যাগ
করিয়া নিত্য বায়ুর সহিত সংমিলিত হইল।
কহে বলে ইচ্ছা মূঢ়।

শুনিয়া সান্ত্বনয় হুঃখিত হইয়া প্রকাশ করি
তে, এবারেও গঙ্গা নদীর বাঁধ পুনরায়
হইয়াছে। গত বৎসর ঐ বাঁধ ভাঙ্গিয়া কত
উৎসর্গ গিয়াছে, বুলিয়া যায় না। এবারেও
আবার তাহাই ঘটিল, তবে আর তহুড়া
বিপদের উপর বিপৎপাত অসহ্য। যারা
যাইবার তাহাদেরই যাইবে, অন্যের
বাঁধের ওভরসিয়র কি করেন? টাকা
কম বায় হয় না।

জঃফদপুর হইতে হাজিপুরপর্যন্ত একখানি
কেব গাড়ি হইলে এখানকার লোকের
শ্রম উপকার দর্শে। আমরা তারতবর্ষে কোন
ককোম্পানিরে অসুরোধ করি, এখানে এক
নি ডাকের গাড়ি খুলুন, যথেষ্ট লাভ হইতে
পারে।

পুনরায় এখানে গ্রীষ্মাতিশয় ও প্রচণ্ড রৌদ্র
হইতেছে; কএক দিন বৃষ্টি না হওয়াই
হার প্রকৃত কারণ। ফলতঃ এবার এখানে
টর কাগ অল্প; কিন্তু এখনও যেরূপ সমাচার

পাওয়া যাইতেছে তাহাতে রবিশস্যের বড় হানি
হইবে না। খানোর পক্ষে কিছু গোলযোগ।

৪।৫ দিনের মধ্যে এখানকার নদীসকল
জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। উহাতে তীরস্থিত
শস্যাদির অপকার হইবার সম্ভাবনা।

—:—

আমাদিগের এলাহাবাদস্থ সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেন

১। গত ৩ই বৃহস্পতিবার এলাহাবাদ
স্বাক্ষরসভার তৃতীয় সাধারণিক সভা হইয়া
গিয়াছে

২। মহাশয়কে পূর্বে জ্ঞাত করিয়াছিলাম,
এখানকার সদর বোর্ডের প্রধান মেম্বর সি. বি.
খরনহিল সাহেব পীড়িত হইয়া কেপে গমন
করিয়াছেন। সম্প্রতি আমরা তাঁহার মৃত্যুর
কথা শুনিয়া যাহার পর নাই হুঃখিত হইলাম।
মহুঃখের গুণেতেই সকলে বাধ্য হন, তাহার
সন্দেহ নাই। কি আশ্চর্যের বিষয়, যে ব্যক্তি
উক্ত মহাত্মার মৃত্যুর সংবাদ জ্ঞাপন করিতে
ছেন, তিনিই হুঃখিত হইতেছেন। উক্ত গুণাল
স্বত্ব মহোদয় এতৎপ্রদেশের সদর বোর্ডের
প্রধান মেম্বর ও একজন যথার্থ দেশহিতৈষী
ছিলেন বলিয়া এখানকার বাঙ্গালি ও হিন্দুস্বা
মীরা তাঁহার প্রতিমুগ্ধস্থাপন অথবা অন্য কোন
প্রকার কার্যে তাঁহার স্মরণার্থে চিত্তবিক্ষিপ্ত
করিবার মানস করিয়াছেন। জীযুক্ত বাবু নীলক
মল মিত্র ও জীযুক্ত লাল গয়াপ্রসাদ ১০০০
এক হাজার করিয়া টাকা ব্যয় করিয়াছেন
এবং যাহাতে এ কার্য সম্পন্ন হয়, তদন্ত তাঁহার
চাঁদাসংগ্রহে অতিশয় যত্নবান আছেন।

৩। আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে যে, এ প্র
দেশে কএক দিবসাবধি ক্রমাগত বৃষ্টি হইতেছে।

এখানে বৃষ্টি হওয়াতে গ্রীষ্মের প্রাচুর্য
কম হইবে এবং চক্ষুর পীড়া ও ওলাউঠা
বোগের অনেক হ্রাস হইয়াছে

৪। এখানকার বর্তমান পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট
স্বাক্ষর সাহেব ও কোর্টমাল মারায়ণ সিং এখানে
আগমন করিয়া অবধি পুলিশের বন্দোবস্তের
বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। পুলিশ
প্রহরীরাও এখন স্বকর্তব্য সম্পাদন কবিত্তে
আরম্ভ করিয়াছেন।

৫। অনকবেনেন্টেড সারভিস ব্যাঙ্কের
এজেন্ট হই জম হিন্দুস্বামী প্রান্তি কুরুর নেলা
ইয়া দিয়া আপনারা স্ত্রী পুরুষ দুই জনে তামাসা
দেখেন। কুরুর যাইয়া ঐ দুই ব্যক্তিকে দস্তুর
দ্বারা আঘাত করে। আমাদিগের দয়ালু মাজি

স্টেট সাহেবের নিকট এই মকদ্দমার উপস্থি
হইলে তিনি এজেন্টের ১০ মণ টাকা জরিমানা
করিয়া ৫ পাঁচ টাকা ঐ দুই ব্যক্তিকে দে
এবং বাকি পাঁচ টাকা গবর্নমেন্টের খাত
জমা দেন।

—:—

আমাদিগের মজীলপুরস্থ সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেন।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়ন
খানার এলাকার মধ্যে অত্যন্ত চুরি হইতে আ
হইয়াছে; রাত্রি বাদ যায় না। প্রতিরাতে
দুই এক বাগীতে সিং হইতেছে, তৎকালের
দিয়া চুরি করিতেছে। কাহার বা গোলা হই
খান্য লইয়া যাইতেছে, খানার চতুঃপা
চুরির বড় বাড়াবাড়ি, কেবল চুরিও নয়, কে
কোন বাগীতে অর্ধ ডাকাইতির ন্যায় হইতে
আমাকে পুলিশ পদার্থদিগের হেঙ্গামায় ও
শতে যাইবার ভয়ে কতি অস্বীকার করিতে
মজীলপুর জয়নগর ও উৎসর্গিত গ্রামসমূ
চুরির অধিক প্রাচুর্য। এদিগে চুরি
এই জীবিত্তি, ও দিকে চৌকীদারী টা
কেমন কড়া কড়ি, প্রজাদিগের কি খেয়ার
দিয়া ভুবে পার হওয়া হইতেছে না? এ
পুলিশের তনয়ধানতা, তাহাতে আবার পুলি
অনেক মহাপুরুষের হাতপাতা রোগ ত
সুতরাং প্রজালোকের নিরাপদে থাকিবার
বনা নাই। অধিকাংশ স্থলে যথার্থ
গোপনে থাকে। যাহা হউক পুলিশ সত
দীর্ঘ আনিবারণে যত্নবান হউন।

এ প্রদেশে অত্যন্ত বর্ষা হওয়াতে ধা
গাছ সকল জলে ডুবিয়া পচিয়া যাইতেছে,
অতি অসুবিধা; কৃষকেরা হা হতোশ্মি
তেছে।

—:—

আমাদিগের কাশীস্থ সংবাদ
লিখিয়াছেন:—

১। আমরা শুনিয়া হুঃখিত হইলাম, ও
জম জীযুক্ত জে, এইচ. বি, আইরণ সাইড
দয় এখান হইতে আগরায় বসিল হই
ইনি এখানে আসিয়া সেপর্ধ্যস্ত মাজি
কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেপর্ধ্যস্ত এখানে
গুরুতর অত্যাচার হইতে শুন্য যায় নাই
সদিচারবিতরণ ও দেশের উন্নতিসাধন
প্রজার মনোরঞ্জন হইয়াছিলেন। ইনিই
হোমিওপেথিক চিকিৎসালয়ের জম
এমন সুবিচারক ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি

হওয়াতে এখানকার লোকের বিলক্ষণ
বটে; কিন্তু এমন ব্যক্তিকে আমরা যতই
মোপানে আরোহণ করিতে দেখিব, ততই
নিগের আত্মাদ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে সন্দেহ

। গত ৭ই আগষ্ট শুক্রবার এখানে
সন্ধ্যার পূর্বে ৯ নিকট একটী বর্ষবর্ষায়
সর্পদংশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে।

। গত ৩০ এ জুলাই অর্থাৎ ৮।৯ দিবস
এখানে ৩।৪ টী হত্যাকাণ্ড হইয়া
ছে। এতগুলি আর আর কয়েক স্থানে দাঙ্গা
১০।১২ জন আহত হইয়াছে।

পালিসপুরের হত্যাকাণ্ডটা দেখিয়া আমরা
এবং সমুদায় কাশীবাসীর চাঞ্চল্য হইয়াছে
কাল রাত্রি ৮ ঘটিকার পর প্রায় পথ দিয়া
গমন করিতে শঙ্কিত হন না, এরূপ
অভি বিরল। হত্যাকাণ্ডটা প্রায় রাত্রি
টিকার সময় সম্পাদিত হয়; কিন্তু পুলিশ
গত পরিশ্রম ও সতর্কতার সহিত কার্যনি-
করিতা থাকেন যে, সমুদায় রাত্রি এবং পর
দিবা ২ দণ্ড পর্যন্ত বেখানকার মৃত দেহ
এখানেই পতিত ছিল।

—:—

গোহামী দুর্গাপুর হইতে এক ব্যক্তি
খরাছেন।

নরুপায় কৃষকদিগের আর কিছুতেই ভয়
তেছি না। অস্তিত্বনিবন্ধন এ বাব
ন ইহাদিগের সর্কানাশ সমুপস্থিত। প্রায়
মঠই খান, পুন্য দুর্ভাগোচর হইতেছে।
ক্ষেত্রে ধান্য আছে, তাগও কোন কার্য
হে। কৃষকগণ দুঃখসন্তপ্তহৃদয়ে রাস্তায়
হা হাকার করিয়া বেড়াইতেছে। ৪ বৎসর
কারে পরিবারদিগকে প্রতিপালন করিবে
কি বলিয়াই বা মহাজনদিগকে বুঝাইবে
কেবল তাহাদিগের একমাত্র চিন্তার
হইয়াছে, এইপ্রকার আর্জন্যসচরুত
রাজ্জিভিন্ন আর কিছুই তাহাদিগের
হইতে আশ্চর্যগোচর হয় না।

আমরা সঙ্কলাবধি এই আশা করিয়া
হই যে, এখানে একটী পোষ্ট আপীস
পিত হয় সম্প্রতি এক দেশহিতৈষী
ধর যদ্য তদায়ে তাহাদিগের সেই আশা
হইয়াছে! তিন মাস হইল, এখানে
শাখা পোষ্ট আপীস সংস্থাপিত হয়।
কার্যপ্রণালীও এক্ষণে উত্তমরূপ চলি-
অত্রতা ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয়

শিক্ষক পোষ্টমাষ্টারের কার্য করিতেছেন।
এখানে পোষ্ট আপীস না থাকাতে যে আমরা
নিগের কিপর্যন্ত কষ্ট হইত তাহা লিখিয়া শেষ
করা যায় না। এক্ষণে এটা স্থায়ী হইলেই পরম
সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। আমাদের
শ্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অকাল মৃত্যুতে আমরা যে কিপর্যন্ত দুঃখিত
হইয়াছি বলিতে জনম বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই
মহাশয় হইতে আমাদের গ্রামখানির ভবিষ্যৎ
উন্নতি হইবে আমরা এ রূপ আশা করিয়া আসি
তেছিলাম; কিন্তু হৃদ্যস্ত ওলাউঠা আমাদের
সে আশা হইতে সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিয়াছে।
মহাশয়! আমরা যে কেবল শ্রীকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যু
তেই শোক সন্তপ্ত হইয়াছি এত নহে, এবার
কার ওলাউঠা আমাদের অনেক আত্মীয়কে
বিনষ্ট করিয়াছে।

মহাশয়! এখানে একটী হোমিওপেথ ঔষ
খালয় আছে। পূর্বে অনেকেই এই ঔষধ সেবন
করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আর সে রূপ দেখা যায়
না। ইহা কারণ কেবল উপযুক্ত চিকিৎসকের
অভাবতির আর কিছুই নহে। এখানে অনেক
গুলি হাতুড়িয়া আছে; ইহারা যদি চিকিৎসা
শাস্ত্রের এক খানিও পুস্তক পড়িত, কিংবা
লেখা পড়াও যদি জানিত তাহা হইলে
আমরা কিছু বলিতাম না। মহাশয়! এই সমস্ত
মুখ চিকিৎসা করিয়া থাকে। ইহাদিগের নিকট
হইতে রোগী আতোগলাত করিবে কি, চিকিৎ
সক আসিবার কথা শুনিলেও প্রাণ বায়ু উড়িয়া
যায় (১)। অতএব আমাদের দয়ালু গবর্ন
মেটের নিকট নিবেদন যে তিনি এখানে এক
জন উপযুক্ত ডাক্তার প্রেরণ করিয়া প্রজাপুঞ্জকে
মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করুন।

—:—
প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সৌমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেবু।

মহাশয়! কলিকাতা মিউনিসিপাল কমিসনর
(১) মুখ চিকিৎসকদিগের নিন্দা না করিয়া
আমাদিগের আপনাদিগকে দিকার দেওয়াই
উচিত। আমরা যদি তাহাদিগের দ্বারা চিকিৎসা
না করাই, তাহাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি ও
শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা কি? কাপুরুষের মত
কেবল বৃথা আক্ষেপ ও গবর্নমেটকে উত্তে
জিত না করিয়া গ্রামের ভাল চিকিৎসক ও
ভাল রাস্তা ঘাটাদির নিমিত্ত আমাদেরই
যত্নবান হওয়া উচিত। স।

নিগের কার্যদর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হই
যে নগরের রাজপথাদি সুশৃঙ্খলে রা
নিমিত্ত যেসকল কর সংগৃহীত হইয়া
তাহার সমুদায় ইউরোপীয় পলীস
সংস্কারার্থে পর্য্যবসিত করাটী উচ্চ
প্রধান উদ্দেশ্য। উঁহাদিগের এই স্বদে
পাতিতার বিষয় আধুনিক এক ঘটন
আমাদিগের সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে
জানবাজারটীটনামক প্রধান রাজ
নেউগীপুকুর ওয়েষ্টলেননামক এক
আছে। প্রায় এক বৎসর গত হইল। ইহার
পার্শ্বস্থ ইষ্টক নির্মিত সীমার কিয়দংশ ও
টন্ব এক সাঁকো ভগ্ন হওয়াতে যাতায়
অত্যন্ত অসুবিধা হয়। সাঁকো ভগ্ন হও
রাত্রিতে হস্তপদাদি ভঙ্গের সুবিশেষ আ
পূর্বে আমাদের সংস্কার ছিল যে, রাজ
ভগ্ন হইলে তাহা অবিলম্বে সংস্কৃত হয়;
যখন এত দিনেও পূর্কোক্ত বিষয়ে কি
দিগের কিঞ্চিৎ মনোযোগ হইল না,
আমাদিগের সেই ভ্রম দূর হইল। বহুদূর
রাজপথ সংস্কারার্থে নিযুক্ত কর্মচারী
জিজ্ঞাসা করাত তাহারা কহিল, "সাঁ
মনোযোগ না করিলে আমরা কি করিব
শ্রমিয়া পলীস ভদ্র লোকেরা সেক্রেটারী
বের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ ক
কিন্তু হুঁতাগবশতঃ বঙ্গজদিগের প্রতি
দ্বারই উন্মাদিত নাই। তিনিও প্রধান
কিঞ্চিৎ মনোযোগ না করিয়া গলির
কেবল কিঞ্চিৎ খোয়া প্রেরণ করিয়া কা
লেন। কমিসনরদিগের অমনোযোগিতার
কারণই দেখিতে পাওঁর্ধ্যায় না। এই
ই পার্শ্ব অনেকগুলি ভদ্র লোক বাস ক
নগরসংস্কারার্থ কন্ডের অধিকাংশই অস্ম
দিগের নিকট হইতে গ্রহণ করা হয়। ত
উঁহাদিগের সুবিধার উপর কিঞ্চিৎ মনে
করা গবর্নমেটের অবশ্য কর্তব্য কর্ম।

কলিকাতা } নিতান্ত বশব্দ
৬ই ভাদ্র } শ্রীকেশবনাথ দেব

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

সম্পাদক মহাশয়! আমি কৃতজ্ঞতা
করিতেছি যে, রাজনিয়ম ও ব্যবস্থাসং
প্রথম খণ্ড (দেওয়ানী কার্যবিধান) মুদ্রা
জেলা ময়মনসিংহের অধীন আটয়ার জম
মান্যবর শ্রীযুক্ত হৃদয় আলী খাঁ সাহেব

ও নাগরপুরের প্রসিদ্ধ ধনী শ্রীযুক্ত
 মহনাথ চৌধুরী মহাশয় ২০ টাকা
 কলিকাতার হাইকোর্টের নজীর অধিবাদক
 বাবু অতনুদাস বসু মহাশয় ১৮৬৭
 জুলাই হইতে ১৮৮৮ সালের জুন মাস
 প্রকাশিত হাইকোর্টের বাঙ্গালা সাপ্তা-
 রপোর্ট বহি বিনা মূল্যে আমাকে প্রদান
 করেন। এক্ষণে অটোর মান্যতম জমীদার
 ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর
 (শ্রীযুক্ত খাজে আবদুল করিম সাহেব
 সাহনয় প্রার্থনা এই, তিনি উক্ত গ্রন্থের
 ও তৃতীয় খণ্ড (রেবেনিউ ও ফৌজদারি
 আইনাদি) মুদ্রাস্থমার্ধ্য ১৫০ টাকা
 করিলে ঐ খণ্ডগ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত
 হবার পর নাই সাধারণের উপকার সম্পাদিত
 পারে। এবং বিধিগত কার্য সম্পাদন
 সাধ্য করা দেশীয় ব্যবস্থাপক ও প্রসিদ্ধ
 কৃতবিদ্য জমীদারদিগের নিয়ত কর্তব্য
 বলিয়াই খাজে সাহেবের সমীপে এই
 করিলাম, যদি তিনি এতদ্বিষয়ে কৃপা
 করেন, তাহা হইলে কলিকাতা জোড়ী
 প্রাক্ষসমাঝে আমার নিকট পত্র লিখি-
 আমি প্রাপ্ত হইতে পারিব।

একান্ত বাধ্য

শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক।

আমাদের একটা গবর্নমেন্ট ইংরাজী স্কুল
 প্রায় ২৫-২৬ বৎসর হইল, ইহা প্রতি
 হইয়াছে। এক্ষণে ৫ জন ইংরাজী শিক্ষক
 মৌলভী ও ১ জন মুসলীমান ইহার অধ্যাপনা
 নিৰ্বাহ হইয়া থাকে। একটা স্থানীয় কমিটি
 ঐ কমিটি ইহার তত্ত্বাবধান করিয়া
 ন। দেশীয় ও বিদেশীয় সকল সম্প্রদায়ের
 ক জন করিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বিশেষতঃ
 কার প্রধান প্রধান রাজপুরুষের ঐ কমিটির
 গণ্যে পরিগণিত। স্কুলের জন্য একটা
 গার আছে। পুস্তকাগারটি অতি সুন্দর
 শস্ত। উহাতে ইংরাজী, উর্দু ও পারসী
 তনানাপ্রকার পুস্তক এবং খগোল ভূগোল
 নপ্রভৃতি বিদ্যাসম্বন্ধীয় নানাবিধ যন্ত্র ও
 দেশের উর্দু ও ইংরাজী মানচিত্র আছে।
 বিদ্যালয়টির কোনপ্রকার অসঙ্গতি দৃষ্ট
 না। তথাপি আমরা বরাবর দেখিয়া
 তেছি স্কুলটির অবস্থা প্রায় সমতা-
 হইয়াছে। কখন এই হতভাগ্য বিদ্যালয়

টিকে আশাহীন উপস্থিতির সোপানে আরো
 হণ করিতে দেখা গেল না।
 বিধাতা যাহার উপর রুষ্ট, হাজার করিলেও
 কক্ষ্মিনকালে তাহার ভাল হয় না। যেমন জম
 চলে পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে যতই কেন শাস্তি
 স্বল্প্যন করা যাউক না, যতই কেন শুভাকাঙ্ক্ষা
 করা যাউক না, কিছুতেই কিছু হয় না, তদ্রূপ
 মজফরপুরের গবর্নমেন্ট স্কুলটি কেমন কুলগে
 জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে এপর্যন্ত ইহার কিছু
 তেই গ্রহশাস্তি হইতেছে না। কোন পাপগ্রহ
 যে রুষ্ট হইয়া ইহার উন্নতির পথে দণ্ডায়মান
 রহিয়াছে বলা যায় না। মজফরপুরের স্কুল
 কিছু সুতন প্রতিষ্ঠিত স্কুল নহে; কিন্তু কেমন
 বিধাতার বিড়ম্বনা, কোন কালে স্কুলটি ভালরূপ
 প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিল না। আমরা এ
 বিদ্যালয়টির অন্যান্য দোষকীর্তনে প্রবৃত্ত হই-
 য়াছি, সঙ্কদয় পাঠকবর্গ এমন বিবেচনা করিবেন
 না। পাঠকগণ ইউনিভার্সিটির আদ্যোপাঙ্গ
 ক্যালেন্ডার একবার দেখুন, তাহা হইলে জানিতে
 পারিবেন, এই গবর্নমেন্ট স্কুলটির কিরূপ উন্নতি
 হইয়াছে! যদি ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করিতে না
 পারেন তবে আমরা বলিতেছি ইউনিভার্সিটির
 হৃষ্টি হওয়া অবধি এ পর্যন্ত ৮ টী মাত্র বালক
 প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়াছেন, তাহাও
 আবার ভালরূপে নয়। আক্ষেপব কথা
 আর কি বলিব, গত বৎসর এখান হইতে ৯
 জন বালক প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে যান,
 তন্মধ্যে ৪ জন বাঙ্গালী, ২ জন মুসলমান ও
 ৩ জন হিন্দুস্থানী বালক ছিলেন; কিন্তু এক জন
 মাত্র বাঙ্গালী অতি কায় ক্রমশে তৃতীয় শ্রেণীতে
 উত্তীর্ণ হইয়াছেন।
 বর্তমান প্রথম শিক্ষককে আমরা যেরূপ
 কৃতবিদ্য ও বহুদর্শী বলিয়া জানি, তাহাতে
 ইহার প্রথম আগমনে আমাদের এরূপ আশা
 জন্মিয়াছিল, যে এ বিদ্যালয়টি ক্রমশঃ ভাল
 হইতে পারিবে; কিন্তু হুর্ভাগক্রমে এপর্যন্ত
 আমাদের সে আশা ফলোন্মুখ হইতেছে না।
 আমরা এ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদি
 গর উপর বৃথা কেন দোষতার অপণ করিব?
 সকলই আমাদের অদৃষ্টের দোষ। আমাদের
 সম্ভ্রানেরা কৃতবিদ্য হইবে এ সৌভাগ্য গর্ভে বুঝি
 ঈশ্বর আমাদের করিতে দিলেন না। স্কুলে
 ভালরূপ বিদ্যাদান হয় না, ইহার অপেক্ষা আক্ষে
 পের বিষয় আর কি হইতে পারে। আমরা
 নিশ্চয় জানি, বাঙ্গালী ও বেহারের কোন গব-
 র্নমেন্ট স্কুলের অবস্থা এরূপ অপকৃষ্ট নহে।
 তাহা হউক, ত্রিছতের মধ্যে ইহা প্রধান স্কুল।

ইহার এরূপ অবস্থা থাকি অতিশয় প
 তাপের কারণ। এক্ষণে শিক্ষাসংক্রান্ত ক
 পক্ষের সম্মুখে দৃষ্টি নিপতিত হয়, ই
 প্রার্থনীয়।

শ্রীঃ—

—:০:—

মহাশয়! গত ১৬ ই জ্বাণের অমৃতবা
 পত্রিকায় কলিকাতাস্থ সংবাদদাতা মহাশয়
 হষ্টেলসম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করি
 ছেন, তাহা সর্দারবশুদ্ধ হয় নাই। আ
 সংবাদদাতাকে বিশেষরূপে জানাইবার নি
 প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম।
 সংবাদদাতা হষ্টেলের চার্জ রুদ্দিন বিষয় উ
 করিয়া বলিয়াছেন যে, "হিন্দু হষ্টেলকে শী
 কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে।" এটা অ
 বাকা। প্রায় ৮ বৎসর হইল হষ্টেল স্থাপিত
 রাহে; ক্রমেই ইহার উন্নতি হইতে
 পূর্বে যেখানে ২৭ জনমাত্র বোডার ছি
 এক্ষণে সেইখানে ৪৫ জন হইয়াছেন।
 ডাকিয়া আনিয়া বোডার করা হইত
 এক্ষণে অনেকে যত্নবান হইয়া প্রবেশিক
 দিয়া স্বয়ংই প্রতিষ্ঠ হইতেছেন। হষ্টেলের
 বৃদ্ধি হওয়াতে মধ্যবিদ ছাত্রগণের কিছু
 হইয়াছে বটে; কিন্তু চার্জ রুদ্দিন অসাময়িক
 নাই। সংবাদদাতা বাণীভাড়াঘটিত একটি
 কারনের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু অ
 তাঁহাকে আরো গুণীকৃত বলিতে হ। প্র
 নীচের ঘরে ওদান পাকাতে তাহার ভাড়া
 মাসিক ৪০ টাকা পাওয়া যাইত; এ
 উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ
 বাড়াবাড়িগেব পাড়িয়ায় অন্য লঠনের ব্যব
 পচলিত ছিল; কিন্তু তাহাতে প
 অসুবিধা হয় বলিয়া রিডিং ল্যা
 সেজের ব্যবহার হইয়াছে; ইহাতে পূর্না
 জ্বালাইবার টেবলের ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ বৃ
 য়াছে। তৃতীয়তঃ বাসকারীর সংখ্যা বৃ
 য়াতে চাকরের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছে।
 বন্ধন পূর্নাপেক্ষা বেশি টাকা ব্যয় হইতে
 চার্জ রুদ্দিন করিলে এ সমস্ত ব্যয়ভার
 বন্ধন করবে? সংবাদদাতা সমুদায় ব্যয়
 মেটের স্বল্পে নিষ্কপ করিতে চান; কিন্তু
 মেটের সহিত এরূপ কোন নিয়ম বিধি
 নাই যে তাঁহাকে ব্যয় নির্বাহ করিতে হ
 ছাত্রদিগের থাকার অসুবিধা ও
 দোষ জন্মে বলিয়া শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচর
 কার মহোদয়ের প্রস্তাবানুসারে হষ্টেল ব
 হয়। প্রথমতঃ গবর্নমেন্টের নিকট হইতেই

হইয়াছিল বটে; কিন্তু উত্তর কালে হিন্দু
 এর অবস্থা উন্নত হইলে চার্জ বৃদ্ধি করিয়া
 হইতেই ব্যয় নির্বাহ করা হইবে এইরূপ
 হইয়া থাকে। এক্ষণে সেই অবস্থা উপ
 হইয়াছে; সুতরাং গবর্নমেন্ট অধিক টাকা
 কেন? গত এপ্রেল ও মে মাসে আয়ের
 ও প্রায় ৩-১৩৫ টাকা করিয়া ব্যয় হইয়া
 এ মাসের ব্যয়ের যে রূপ অবস্থা দেখা যাই
 তাহাতেও বোধ হয় অনটন হইবে।
 ৩ টাকা গবর্নমেন্টই দিয়া থাকেন, ইহার
 তাহাকে আতিরিক্ত ব্যয় ভার বহন করিতে
 পাধ করা কি পৃষ্ঠতার কার্য নহে? মাসিক
 টাকা করিয়া চার্জ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা
 হিন্দুস্ট্রেল উচ্ছিন্ন হইবে, ইহা নিতান্ত
 ত কথা। আমরা সবাদদাতাকে জিজ্ঞাসা
 পূর্বে যে মেডিকেল কালেজে ছাত্রবৃত্তি
 ও ছাত্র পাওয়া হুঘট হইত, এক্ষণে সেই
 ছাত্রদিগকে বেতন দিয়া পড়িবার নিয়ম
 ত হওয়াতে, তাহা কি উচ্ছিন্ন হইতেছে?
 ছত্রে যেদিন বাঙ্গালিরা প্রথম মৃতদেহ
 ক্ষুদ্র করেন, সেদিন ইংরেজেরা কত আন
 সব করিয়াছিলেন, হুর্গ হইতে আনন্দসূচক
 ক্ষমি হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে সকলে
 কাটিয়া হাত ক্ষয় করিতেছেন, ইহাতে কি
 পাওয়া যাইতেছে না? না মেডিকেল
 জের অবনতি হইতেছে?
 সবাদদাতা মহাশয় দরিদ্র বালকগণের অব
 র বিধয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে
 কা ক্রাই উচিত। প্রক্টে যে পরিমাণে
 ছিল, তাহাতেও নিতান্ত দরিদ্র বালকগণ
 তে পারিত না। সবাদদাতার লিখন
 দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তিনি
 হষ্ট্রেলের বিষয় কিছুই জানেন না। শুধু
 বের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন।
 সবাদদাতা বাঙ্গারের দয়া হইয়া লিখি
 ন, তাহাও বিশুদ্ধ হয় নাই। পূর্বাপেক্ষা
 লে চাউল, ডাউল, কাঠ ইত্যাদিতে
 ক টাকা ব্যয় হইতেছে।

হিন্দুস্ট্রেল }
 রা. ডা. }
 জী:-
 গঙ্গাটিকুরী গ্রাম।
 গঙ্গাটিকুরী গ্রাম কাটোয়ার অতি
 বর্তী। গ্রামটি দিন দিন ক্রীষ্টিয় সোপানে
 রূঢ় হইতেছে দেখিয়া বড় আশ্চর্য জন্ম
 হু কিন্তু হুঃখের বিষয় এই, যে গ্রামমধ্যবর্তী
 মার্গ "ফেরী ফেওর" হস্তে ন্যস্ত থাকিতে

অত্রত্য জনগণ ও শকটবাহিপ্রকৃতি অপরাপর
 সকলেই সমদিক ক্রেশ পাইতেছেন। বৎসরাদিক
 কাল অতীত হইল, উক্ত পথের সংস্কারকার্য
 আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু গ্রামের মধ্যে এখনও
 ভাঙ্গু পর্যন্ত বর্ধনে নিমগ্ন হইয়া যায়, এরূপ
 স্থানই অধিক। "কান্দর" নামে একটি ক্ষুদ্র
 নদী গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বহিয়া থাকে। এখানকার
 "ওবরাসয়ার" বাবু একটি পুল নির্মাণদ্বারা
 "কান্দরের" বেগ কথঞ্চিৎ অবরোধ করিয়া
 ছেন। তর হইতেছে, পাছে জলোচ্ছ্বাসে আনা
 দের শস্যক্ষেত্রসমূহ প্লাবিত হইয়া আমাদের
 দক্ষিণ হস্তের বন্দোবস্ত বন্ধ করে। বর্ষে বর্ষে
 "কান্দরের" বেগ দেখিয়া আসিতেছি, নির্মিত
 পুলেও দাচ্য পরীক্ষা করা গেল; এক্ষণে
 শ্রোতবর্তী শয়ং আমাদের ভাবনা দূর করি
 বেন।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রামে একটি বঙ্গ বিদ্যা
 লয় স্থাপিত হইয়াছে এবং মে মাস অবধি,
 গবর্নমেন্ট তাহাতে মাসিক ১৩ তের টাকা সাহা
 যাদান করিতেছেন। হুঃখের বিষয় এই "উৎ
 সাহ" উন্ন বিদ্যালয়ের অধিক কিছু "পুঞ্জি"
 নাই। ভরসা করি, গ্রামস্বামী বনস্বামী আবার
 মহারাজ এবং নিকটস্থ ভদ্রমণ্ডলী বিদ্যালয়টির
 চিরস্থায়িত্বের দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া অগদীষ
 বের প্রসাদলাভ করিবেন। মহাশয়! গরিবের
 কি বিদ্যালোক্ত হইবে না? অবশ্য হইবে! দেখুন
 "দশের লাঠি একের বাকী"। ইতি।

হাটখোলা } একাত্তা হুঃখীত
 তায় ১৬ ই আগষ্ট } গ্রামস্বামী
 জী. জী. নারায়ণ ঘোষাল

—:—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু সূর্যকুমার রায়	মিরচিতলা
১২৭৫ তাদ্র হইতে ৭৬ আবেণ	১০
" " কানাইলাস বহু	রাগনা
১২৭৫ তাদ্র হইতে ৭৬ আবেণ	১০
" " মতিরাম	গৌহাটী
১২৭৫ আবেণ হইতে ৭৬ আষাঢ়	১০
" " রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	দামুদহুদা
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জুলাই	১০
" " গণেশচন্দ্র সিংহ	সুফল
১২৭৫ তাদ্র হইতে কার্তিক	৩৮
" " অন্নপূর্ণা রায়চৌধুরী	বড়িশা
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে অক্টোবর	৩৮
" " কেদারনাথ রায়	শ্রীপুর
১২৭৫ তাদ্র হইতে কার্তিক	৩৮

শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ দত্ত কলিকাতা
 " " কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটা বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
 শ্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
 বাণ্যাসিক ৫১০ টাকা; মফস্বলে ডাকম
 সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং টে
 সিক ৩৮। তিন মাসের ম্যুনে অগ্রিম
 গ্রহণ করা যায় না। ছুটি, বরাতি চিঠি,
 অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন
 তাহাতে ঘাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
 দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

ঘাঁহার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, ত
 যেন এক অথবা আধ আনার অধিক
 ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বলে হইতে সোমপ্রব
 মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি
 শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
 ইয়া দেন।

ঘাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
 আসিবে, এক মাসপূর্বে তাহাদিগকে
 লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
 গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
 একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব
 যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
 হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
 ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

ঘাঁহার মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রের
 বেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
 যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
 করিলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপৎ
 আনা তাহার পর ১০ আনা তিতে হ
 যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
 বেন, তাহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
 মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
 চাকড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ
 ভূষণের বাসিতে প্রতি সোমবার প্রাত
 প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ

৪৩ সংখ্যা।

“ প্রবক্তানাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন ছীয়তাং ।

— ৩২ —

মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
মাসব্যাসিক ৫। সাড়ে পাঁচ টাকা ।

সন ১২৭৫ । ১৬ ই ভাদ্র । ১৮৬৮ । ৩১ এ আগষ্ট

মকরলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক
মাসব্যাসিক ৭. ও ত্রৈমাসিক ৩৫।

বিজ্ঞাপন ।

বন্দোপাধ্যায় কোং ।

তদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
বে, সম্প্রতি অনওয়াড, ষ্ট্রার অব ফ্রোসিয়া
উইক এবং বিটিশপ্রিন্স জাহাজে ঔষধ
আমদানী হইয়াছে । ঐসকল জাহাজে
কোং দিগের লগুনস্ব এজেন্টগণ হইতে
সকল ঔষধ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আমদানী
হইতে এবং যেসকল দ্রব্যাদি আমদানী হইবে
সেই ইন্ ভয়েস প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

কোম্পানির প্রধান ঔষধালয় আমহরষ্ট
২৩ নং ভবন মৃঙ্গাপুর মেডিকেল হলে এবং
আজার ষ্ট্রীট ৩৯ নং ভবন শাখা ঔষধালয়ে
বিশুদ্ধ, এবং উৎকৃষ্ট ঔষধসকল পরি-
মূল্যে খুজরা বা এক কালীন অধিক পরি-
বিক্রয়ার্থ নিয়ত প্রস্তুত আছে ।

কলিকাতা
৮ই আগষ্ট
৮৬৮ ।

— ৩৩ —

ইকইওয়া রেলওয়ে ।

সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে,
হইতে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন
ম তাম ও দস্তা লইয়া বাইবার নিমিত্ত যে
স ভাড়ার নিয়ম আছে, আগামী ১ লা
পর অবাধ তাহা রহিত হইয়া সকল ষ্টেশনে
ম ভাড়া প্রচলিত হইবে ।

ভাঙ্গ ৩য় শ্রেণী
দস্তা ২য় শ্রেণী

ইওয়া রেলওয়ে
সিভিলিকেশন
সিউনী স্কয়ার কলি }
এঞ্জেলি বোর্ড
১৭ ই আগষ্ট । ২০০২৭

— ৩৪ —

উৎকৃষ্টরূপে সংগৃহীত দেও-

য়ানী কার্যবিধান ।

উক্ত গ্রন্থে ওকালতী পরিকারীদের পাঠ ও
সধারণের উপকারার্থে ১৭৯৩ সাল হইতে ১৮
৬৮ সাল পর্যন্তের প্রকাশিত বাহালী দেওয়ানী
সমুদায় আইন মাসুলর অর্ডার, কনট্রোল, এবং
নজীর, (ব্যাখ্যানহ) ও নিদর্শনতন্ত্র, মটগেজ
কন্ট্রোল্টের সার ও হিন্দু মহম্মদীয় ও ইংরাজ
দিগের ব্যবস্থা ও ইংলণ্ডের সংক্ষিপ্ত শাসন
প্রণালী সংগৃহীত হইয়া কর্তৃপক্ষগণকর্তৃক
সংশোধনানন্তর বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হইতেছে ।
মূল্য ডাক মাসুলব্যতীত ১০ টাকা । কিং
বাংহারী শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিকের নামে
কলিকাতা জোড়াদাঁকো ব্রাহ্ম সমাজে শ্রীযুক্ত
আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট
(যনি অডর কি এক আনা মূল্যের ডাক টিকেট
স্বারা অথবা অন্য গতিকে) ৮ টাকা অগ্রিম
মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহার ঐ পুস্তক ক্রমে প্রাপ্ত
হইতে পারিবেন । পুস্তকের প্রথম ভাগ ২০এ
ভাদ্র, ২য় ভাগ ৩০এ আশ্বিন ও শেষ ভাগ
২৫এ কার্তিক প্রচারিত হইবে । ডাকে গ্রহণ
করিলে তাট আনা মাসুল দিতে হইবে । ওকা
লতী পরীক্ষার্থীগণ সম্প্রতি অন্যান্য আইন
শিক্ষা করুন । এই দেওয়ানী আইন ক্রমে প্রাপ্ত
হইয়া অনায়াসে শিক্ষা করিতে পারিবেন ।

পুনঃপ্রাপ্ত নোট ।

নিম্নলিখিত অপহৃত অর্জ ও পূর্ণ নোটগুলি
পাওয়া গিয়াছে । নোটের অপসারণকে
জানাম বাইতেছে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট
আবেদন করিবেন ।

সংখ্যা	মূল্য	পূর্ণ অথবা অর্জ
৮৬৬৬৮	১০০	অর্জ নোট
৮৯৪৪৪	৫০	"

৫২	৬৪৬৯০	২০	"
৫৬	১০০৯৬	২০	"
৬২	৪৬৪৫২	২০	"
৬৪	৮৯৯০৭	২০	"
৬৫	৩৫০৭৩	২০	"
৬৬	৯৯৬৬০	২০	"
৬৭	০১৭৫৫	২০	"
৬৮	০১৭৫৪	২০	"
৬৯	০৭৭৭০	১০	"
৭০	০৩৪৬১	১০	"
৭১	৬০৪৬৬	১০	পূর্ণ
৭২	৪৮৭২৯	১০	অর্জ নোট
৭৩	১৬৮৫৫	১০	"
৭৪	৮২৮২১	১০	"
৭৫	০৮২৬৯	১০	"
৭৬	৩১৪০১	১০	"
৭৭	৪৮৮৪২	১০	"
৭৮	৩৭০৯৬	১০	"
৭৯	৩৯৮৫৭	১০	"
৮০	৯২১০৩	১০	"
৮১	৯২১০১	১০	"
৮২	৯২১০২	১০	"
৮৩	৫৪১১৫	১০	"
৮৪	৮২১০৭	১০	"
৮৫	৮৪৮১৯	১০	"

কলিকাতা
পোস্ট অফিস
১৩ ই আগষ্ট
১৮৬৮ ।
ডবলিউ, এইচ. মাংগে
পোস্ট মাষ্টার ।

ইন্দুপ্রভা নাটক।

ষ্ট্যান হোপ যন্ত্রালয়ে এবং চীনা বাজার, লডাঙ্গা ও ঘোড়াসাঁকোর পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা বাগ বাজার।

—:—

১৮৬৯ অব্দের ইংরাজী এন্ট্রান্স কোর্সের ট্যাক্স, প্রথম ভাগ পোইট্রী, ট্রেনিং আন্ড অর ড্রুট পূর্ণি হেড মাস্টার এইচ, দত্ত বি. এ, ক প্রণীত, ৫৮। ৫ 'গরিম্বন্দ্যোপাধ্যায় যন্ত্রে সংস্কৃত মন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য ১ টাকা।

—:—

হেমন্তকুমারী।

হেমন্তকুমারী নামক এক খানি নাটক জটিলকর্তৃক সংগ্রহ করিয়া নড়াইলের জমিদার শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়কে উপহার প্রদান করিয়াছেন, তাহা মুদ্রিত হইতেছে, স্বাক্ষরকারী 'আনা', বিনা স্বাক্ষরকারীর জন্য মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, স্বাক্ষরকারী হইতে স্বাক্ষর বাসনা করেন, স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিবেন।

কলিকাতা } শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন ও পু
স্ব'ল স্কুল।

—:—

কাব্য, প্রকাশ, সাহিত্যচর্চা, কাব্যাদর্শ, চিত্রিকা, এবং দশরূপকপ্রভৃতি সংস্কৃত রচনা গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ সমুদায় গ্রহণ করিয়া 'লক্ষণ মাল্য' নামে এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রকাশ কলিকাতা পটোলডাঙ্গার বাচস্পতি-কোণ নিকট এবং ঢাকা নন্দকুমার গুহ ও কলিকাতা, ব্রাদারশের পুস্তকালয়ে তত্ত্ব কালে প্রাপ্য হইবে। মূল্য ৫০ আনা মাত্র।

ই আগষ্ট। } প্রকাশক
১৮৮। } শ্রী.গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী

—:—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণু পুরাণ।

মহাবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ১ টীকা (অগ্রিম মূল্য) ১। ১।

নি গ্রহণাভিলাষী হইবেন ত্রিভি মৃগাপুর প্রকৃষ্টিট ৩৫। ১ নং ভবনে প্রকাশ করিবেন অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে

শ্রীযুক্ত জগদ্বাহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাঠিলে বিদেশে বিষ্ণু পুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাগী ওদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাগী বাহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেশ্বারস্ আরবো-
ধনট এবং কোং

—:—

ঈনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল ডাঙ্গা বাজারে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মং প্রণীত ও মংপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীস ইতিহাস	১ টাকা
রোম ইতিহাস	১ "
ভূষণসার ব্যাকরণ	১০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	১
নীতিসার (২ য় ভাগ)	১
প্রচারিত।	
স্বকবোধ ব্যাকরণ	৫

শ্রীধারকানাথ শর্মা।

—:—

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পক্রম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সংগৃহীত। দিয়া স্মৃতি বাঁধান, মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীমানন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রাপ্ত।

ইংরাজী বাজলা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ১০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে ১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

অপূর্ব উপাখ্যান অর্থাৎ সেক্সপিয়রকৃত নাটকের মর্ম্মানুবাদ

শ্রীমত্যাগবত ১ ম অবধি ১২ কক বাং গদ্য

শ্রীত্রিহরিতিলকবিলাস সম্পূর্ণ

শ্রীমত্যাগবতসায়ন হই খণ্ডে সম্পূর্ণ চক্রপাণ্ডিতিকিৎসা গ্রন্থ শিশুরীয়া নিবাসী বাবু কাশীনাথ মল্লিকের প্রযত্নে পণ্ডিতদ্বারা হস্তের লিখিত

নিত্যধর্ম্মচরিতিকা পত্রিকা বার্ষিক কোড়ক বিলাস যাহাতে গোপালচন্দ্র কোড়কগুলি সম্পূর্ণ আছে চন্দ্রহংস ; টেমিনি ভারত উদ্ধৃত

ব্রহ্মতন্ত্র চূড়ামনি অর্থাৎ ব্রহ্মনির্ঘর নীলাঞ্জন কাব্য

পুরজান কাব্য
মণিকুণ্ডলা কাব্য

অতিমজু বধ নাটক
দ্বাদশ শিশুর বিবরণ

রত্নোত্তমা গদ্য কাব্য
কৌরববিয়োগ নাটক

সিভিল গাইড মার্শমেন সাহেব কৃত
পঞ্চমঙ্গলা উপাখ্যান

সন্দেশাবলী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত
পিলাচোদ্ভার

নীতিপ্রভা
এটলাস বাং ৮ খানি মাপ গণেশচন্দ্র

রকৃত
ভূতভ্রমর্শন পৃথিবীর মানচিত্র

ভারতবর্ষের ম্যাপ দেবনাগর অক্ষরে
নীতিশিক্ষা

অনবর শোহীলী গদ্যপদ্য পা
কাব্য

কুমার সম্ভব সংস্কৃত হইতে পদ্য অল্প
ভারতবর্ষের ইতিহাস কেদারনাথ দত্তকৃত

শ্রী গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত
মনতন্ত্রসারসংগ্রহ

প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়
ঐ মার্শমেন সাহেবকৃত হই খণ্ড

নাট্য পরিশিষ্ট নাটক
চারতমঙ্গলা

শব্দকল্পক্রম পরিশিষ্ট
কলিকাতা জোড়া-

সাঁকো ৩৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র
নগর বিক্রয়

ভারতবর্ষীয় সত্তা।
সম্প্রতি স্বদেশীয় গবর্নমেন্ট নিয়মে

দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার এবং রাষ্ট্রা
করিবার অভিপ্রায়ে কর করিবার এবং কুম

কারীদিগের ক্ষেত্র সেই করকার নিবেশ

উত্থাপন করিয়াছেন । এই কর যাছাতে
 ও ন্যায়ালয়সমূহে ধার্য এবং পরিমিতরূপে
 হয়, তদ্বিষয়ে মত দিবার নিমিত্ত উক্ত
 সভার সভ্যগণ সভাকে অনুমোদন করি-
 য়া গেল । গত ১৩ ই মে বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট
 পত্র লিখেন, তাছাতে বলা হইয়াছে:—
 "এই বোধ হইতেছে, ভূমির উৎপন্ন উপরে
 করাই ন্যায়সিদ্ধ হইতেছে । জমিদার,
 রাজদার, পসুন্দীদার, ইত্যাদি ও নানাবিধ
 লোক এবং বাস্তবিক যেসকল কৃষকের
 উপরে স্থায়ী স্বার্থ আছে, অর্থাৎ যাঁহারা
 প্রজা নহেন এবং যাঁহারা উটবন্দী
 ন্যায় বাজার দরে কর দেন না, তাঁহারা
 উপস্থিত যে অংশ পান, ততপরি ও তৎ
 পক্ষে কর ধার্য ও আদায় করাই ন্যায় ও
 সঙ্গ বোধ হইতেছে ।" উটবন্দী প্রজা
 ভূমির সহিত আর যেসকল লোকের
 সম্বন্ধ ও স্বার্থ আছে, এই প্রস্তাব
 দিগের সকলকেই স্পর্শ করিতেছে তন্নি-
 ভারতবর্ষীয় সভার কমিটী গবর্নমেন্টের
 পত্রের উত্তরদানের পূর্বে সর্বসাধারণের
 মতামতের আভিলাষী হইয়াছেন, তদনুসারে
 নিম্নোক্ত নিয়মাদিগের আনুশোধ করিতেছেন,
 "অন্যদের আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ২ রা
 অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময়ে লার্কিন্স
 র ১ নং ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে একটি
 সভা হইবে । সর্বসাধারণে এই সময়ে
 গিয়া আপনাদিগের মত প্রকাশ করি-

শ্রীযুক্তমোহন ঠাকুর
 ভারতবর্ষীয় সভার অধি-
 তনিক সম্পাদক ।

সোমপ্রকাশিক চিকিৎসা, প্রথম সংখ্যা,
 আগরক, মূল্য চারি
 আনামাত্র ।

কলিকাতার চোরবাগানে স্কুলবুক প্রেসে
 প্রথম সংস্কৃত সংস্কৃত পুস্তকালয়ে এবং
 প্রজার বেবিলী কোম্পানির হোমিও
 পাবলিশিং কোম্পানিতে পাওয়া যায় ।

পুনঃপ্রাপ্ত নোটি ।

যে ব্যক্তি ১৮৬৮ সালের ৮ ই আগষ্ট পত্র
 পাঠনার ডাকঘোণে নিম্নলিখিত নোটি

সকল পাঠাইয়াছেন । তিনি নিম্নলিখিত
 কারীর নিকট স.বিশেষ লিখিয়া পাঠাইবেন ।

এ
 ৮৯০০৭ নং ১ টাকার
 এ
 ৮৪৮১৯ নং ১০০

ডবলিউ. এইচ. ম্যাগোয়ান ।
 কলিকাতার পোষ্টমাস্টার ।

গদ্য সংগ্রহ ।

অল্পপাঠী ছাত্রদিগের পাঠ্যপুস্তক কৌশল
 সংকৃত গদ্য গ্রন্থ না থাকায়, সংকৃত কালে
 জের অদ্যক জীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্দার
 কারী মহাশয়ের আদেশানুসারে উক্ত কালেজের
 অন্যতর অধ্যাপক পণ্ডিতবর জীযুক্ত মনোমোহন
 নাথসহ মহাশয় মহাত্মারত ও বিষ্ণুপুরাণ
 হইতে কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্প সঙ্ক-
 লন করিয়া " গদ্যসংগ্রহ " নামক এক
 খানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন । পটোলডাঙ্গা
 ৮৬ নং আমাদিগের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায় ।
 মূল্য ১ এক টাকা মাত্র ।

বাড়ু যাত্রাদর্শ এবং কোং

নদিয়ার নদী ।

সন ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসের ১৫ ই
 হইতে ২১ এ পর্যন্ত নদিয়ার নদী হায়ের
 সর্বকর্মত জলের সাপ্তাহিক
 রিপোর্ট ।

স্থানের নাম	সর্বকর্মত	জল
	ফুট	ইঞ্চ
মহানার উপর পদ্মানদীতে	৪০	৯
মহানার	২৭	৬
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া		
৪৪ মাইল	১৯	৬
হাট বোয়ালিয়া হইতে		
আনুক্রমিক	২০	৯
আনুক্রমিক হইতে কৃষ্ণগঞ্জ		
৩৮ মাইল	১৩	৯
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে জগলি নদী		
পর্যন্ত ৩৪ মাইল	২৭	৯
ভাগীরথী নদী ।		
মহানার উপর	২৫	৩
মহানার নীচে	১৮	৯
তথা হইতে জিয়াগঞ্জ	৯	৬
জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া		
৬০ মাইল মধ্যে	২২	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া		

৪৬ মাইল মধ্যে	২৫
জলদী নদী	
মহানার	২৯
তথা হইতে করিমপুর	
১৯ মাইল	২১
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা	
৩৫ মাইল	১৩
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া	
৬০ মাইল	১২
সন ১৮৬৮ আগষ্ট মাসের ২৪ এ	১৩
বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ	
ফুট	২১
বহরমপুর	
২৪ এ আগষ্ট	
১৮৬৮ ।	

জীযুক্ত টি. কেশব উইকস
 একজিকিউটিভ টাঙ্কনিং
 বহরমপুর ডিবিজন ।

ইউইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ।

বাকিপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে
 খানি কবেসি নোট পাওয়া গিয়াছে । প্রত্যেক
 মূল্য ১০ টাকা ।

যদি কেহ উহার কোন প্রকার সমাচার
 পানেন, তিনি নিম্নলিখিত ব্যক্তির
 জানাইবেন ।

ইউইণ্ডিয়ান রেলওয়ে
 হাটস এজেন্সি বোর্ড
 কলিকাতা ২৬ এ
 আগষ্ট ১৮৬৮ ।

সোমপ্রকাশ ।

১৬ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার ।

এবার সোমপ্রকাশের অধিক
 স্থান অতিরিক্তিঘটিত অনিষ্টের সমা
 পরিপূরিত হইল । প্রধানপুরুষেরা
 লির প্রতি এক বাব দৃষ্টিপাত করি
 গত দুর্ভিক্ষের সময়ে তাঁহারা
 স্থানীয় কথচারীদিগের উপর
 করিয়া প্রজ্ঞাপন করিয়াছিলেন
 আপনারাও তিরস্কৃত ও অপমা
 হইয়াছিলেন, এ বার যেন সেরূপ না
 অশ্রেয় সাবধান হওয়া উচিত । কে
 কি ক্ষতি হইল, প্রজাগণের কি হ্র
 ঘটিল, তাহার প্রতিবিধানের উপা
 কি ? কর্তৃপক্ষ পরিশ্রম স্বীকার ক
 স্বয়ং অনুসন্ধান ও প্রতিবিধানের
 অবলম্বন করুন ।

বিবিক্রয়বিষয়ে এত শক্তিশক্তি কেন? মানুষ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, আলস্য দূষিত ও রাগদ্বৈবাদিবলুবিত। সেই মানুষের যেখানে প্রাচুর্ভাব, সেখানে যে যে বস্তুর সামান্যমাত্র সংসর্গে মহৎ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, সেই সেই বস্তুর ব্যবহারবিষয়ে অতিরিক্ত সাবধান হওয়া আবশ্যিক; কিন্তু আমরা চমৎকার দৃষ্টিতে পাই, যাবতীয়া মারাত্মক পদার্থের ব্যবহারকালে যথোচিত সাবধান হওয়া হয় না। রেলওয়ে একটি বিষয়বস্তুর মারাত্মক পদার্থ; কিন্তু অনেক সময়ে এতৎসংক্রান্ত কার্যকালে বিলক্ষণ অনবধানতা দৃষ্ট হয়। গত মোনবারে দুটো হইল, দুই জন ইউরোপীয় এক ঘোড়ার গাড়িতে পূর্ববাহিনী রেলওয়ের শিয়াল দহের স্টেশনের গেটে বৈশ্য করিতেছেন, এমনতর সময়ে দক্ষিণ হইতে মহা মিউনিমিপাল রেলগাড়ি আসিয়া সেই গাড়ির উপরে পড়িল। ঘোড়ার গাড়ি খানি চূর্ণ হইল, রেলের গাড়ি রেলের বাহিরে পড়িল। অশ্বশকটরোধী দুই ব্যক্তির এক ব্যক্তিকে অগ্নিশয় আঘাত লাগিল। আত্মাদের বিষয় এই, তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে। যখন চতুর্দিকে রেলগাড়ি আরম্ভ হইল, তখন অগ্নি প্রাণহত্যা নিবারণের উপায় করিয়া তাঁহার কার্য আরম্ভ করা কি উচিত হয়? সে যে পথ পার হইয়া মিউনিমিপাল রেলের গাড়ি যাইতেছে, সেই সেই স্থানে গাড়ির গমনকালে মানুষ ও অশ্বাদর শকট চলিতে না পারে এ ব্যবস্থা করা কি উচিত নহে? যদি বল পথিকেরা আপনারা সাবধান হইবেন, এটা কাজের কথা নয়। আমরা উপরেই কহিয়াছি, মানুষের মন ভ্রমপ্রমাদাদিতে পূর্ণ। আমরা পূর্বে যে দুর্ঘটনাটির প্রসঙ্গ করিলাম, তাহা অশ্বশকটস্থ ইউরোপীয়দের ভ্রমনিবন্ধনই ঘটিয়াছিল। তখন

খেলা টিক ৫ টা। তখন পূর্ববাহিনী রেলওয়ের গাড়ি ছাড়িবার একটী সময়। যে ইউরোপীয় আহত হন, তাঁহার চাপকে যাইবার প্রয়োজন ছিল। বিলম্ব হইলে গাড়ি চলিয়া যাইবে এই ভাবিয়া তিনি আপনার কোচম্যানকে গাড়ি চালাইতে কহেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, মিউনিমিপাল রেলগাড়ি আসিতে আসিতে তাঁহার গাড়ি গেট পার হইবে; কিন্তু বিপরীত ঘটনা হইয়া গেল। এইরূপ ভ্রমপ্রমাদাদিনিবন্ধন অনর্থ ঘটবারই অধিক সম্ভাবনা। অতএব আমরা পুনরায় বলিতেছি ইহার নিবারণের আশু সমুদায় করা উচিত।

— ৩২৪ —

কন্ট্রোল আইন।

এই আইনটা মেইন সাহেবেরই অধিক ভাল লাগিয়াছে। তিনি যখন প্রথম এ দেশে আসেন, তৎকালে বলিয়া ছিলেন, চুক্তিভঙ্গ হইলে বলপূর্বক তদনুসারে কাজ করাইয়া লওয়া ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থার মূল নিয়মের বিরুদ্ধ; কিন্তু জানি না কি কারণে কিছু দিনপরে তাঁহার মতের পরিবর্তন হইয়া গেল। তিনি এক্ষণে মঙ্গলের মন্থুখে স্পষ্টাক্ষরে একথা বলিতে পারিতেছেন না যে এ আইনটা ইংলণ্ডের ব্যবস্থার মূল নিয়মানুগ; কিন্তু বলিতেছেন ইংলণ্ডের আইনের মূলগত দোষ আছে; এ বিষয়ে ক্রান্তপ্রভৃতি ইংলণ্ড অপেক্ষা প্রধান এবং ইংলণ্ডকে শীঘ্র ব্যবস্থাবিষয়ে ভারতবর্ষকে আদর্শ জ্ঞান করিতে হইবে। তিনি দুঃখিত হইয়া নীলকরদিগকে ভ্রমসনা করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহারা প্রথমে কন্ট্রোল আইনের নিমিত্ত এত গোলযোগ যদি না করিতেন, তাহা হইলে অনায়াসে বিধিবদ্ধ হইয়া যাইত; কেহই ইহার বাধা দিতে পারিতেন না। এমন

সং মন্ত্রী অগ্রে এ দেশে আইসেন নাই এটা নীলকরদিগের দুর্ভাগ্যের বিষয় সম্বন্ধে নাই।

মেইন সাহেব আপনার প্রস্তাবিত এতৎসংক্রান্ত ধারাগুলির সমর্থনার্থে তর্ক অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। তিনি বলেন, এ দেশে মদ্যপান বা জার কারয়া পুরুষানুক্রমে দেওয়ানী ডিক্রী জীবিত করিয়া রাখা হয় ডিক্রী বিক্রীত হইয়াও থাকে। যাঁহারা ডিক্রী করেন অথবা ক্রয় করেন তাঁহারা বরাবর ক্রয়কদিগের উপরে তাহা খড়্গস্বরূপ উত্তোলিত করিয়া রাখেন। ইহাতে তাহাদিগকে সর্বদা শঙ্কিত ও ডিক্রীদারের পন্থানত হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু চুক্তি অনুসারে কাজ করাইয়া লইলে এই দোষ ঘটবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এটা মেইন সাহেবের প্রধান তর্ক। ইহার উত্তরস্বরূপে আমরা নিগের বক্তব্য এই, বোম্বাইয়ের কোন কোন অংশভিন্ন অন্য স্থানে পুরুষানুক্রমে ডিক্রী জীবিত রাখা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। ১৮৫৯ অব্দের ১৯ আইন হওয়াতে বঙ্গদেশে তা উচ্চতর বহু ব্যতিক্রম ঘটয়াছে। কন্ট্রোল আইন করিয়া এক শ্রেণির মহৎ অনিষ্টসাধন না করিয়া ডিক্রী জারির নিয়ম পরিবর্তন কি শ্রেয়ঃকল্প নয়? পুরুষানুক্রমে লোকে ডিক্রীজারির যে সুবিধা পায় আইনের দোষ কি তাহার কারণ নয়?

আইন কমিসনরগণ ও সর জন লরেন্স স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, নীলকরগণ যে প্রকার অত্যাচার করেন, তাহাতে আদালত যদি চুক্তি অনুসারে কাজ করান, তাহা হইলে অত্যন্ত অনিষ্ট ঘটবে। মেইন সাহেব বলেন, রেজিষ্টারি না করিয়া যে কন্ট্রোল করা হইবে, তাহা অসিদ্ধ হইবে এবং যে চুক্তিপত্রে কাল ও অন্যান্য নিয়মের স্পষ্টরূপে নির্দেশ

কিবে, তদনুসারে কাজ করিতে হইবে না। সর জন লরেঞ্জ ইহার স্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, যখন আধাধাধি করিবার চেষ্টা হইবে, তখন প্রকারান্তরে মেইন সাহেবের স্বীকার করা হইতেছে, আদালত চুক্তি অনুসারে কাহাকে কাজ হইতে বাধিত করিবেন না। যদি হয়, তাহা হইলে এমত আইনের প্রাধান্য কি? এতদ্বারা কেবল নীল ভূতিকে কষ্ট দেওয়া হইবেমাত্র। তাহা বলিবেন, “চুক্তি অনুসারে বে কখন উচিত, তাহা গবর্নমেন্ট ও আপকরণ স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাহা হইতেছে না, অতএব আইন প্রযুক্ত কর।” উল্লিখিত প্রকার কণ্ট্রাক্ট হইলে নীলকরেরাই উৎপাতে যেন, সর জন লরেঞ্জ এই যে কথাটি দিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইবে, তিনি স্বদেশীয়দিগের গুণ ভাল করেন না। পক্ষান্তরে মেইন সাহেব স্বদেশীয়দিগকে ভালরূপে চিনিয়াছেন। কনেরা ভাবিতেছেন, সহস্র বস্তু কনা কেন, একবার চুক্তি অনুসারে করাইবার বিধি হইলে হয়, তাহার আদালতের জজেরা আছেন। মেইন সাহেব এই আর এক তর্ক দিয়াছেন এ দেশে প্রায় সকল লোকেই মীতে সম্পত্তি অর্জন করেন, অতঃপর উক্ত হইলে তাহা জারি করিয়া আদায় করা সাধারণতঃ নয়। কেন বিনামী স্থলে কাহার না কাহার সম্পত্তি থাকে। বিনামদারের নামে উক্ত হয় না? সেই উক্তী উক্ত মী সম্পত্তিকে স্পর্শ করিতে পারে? উক্ত সম্বন্ধে যে শ্রেণির অধিকতর হইবার সম্ভাবনা আছে, সে র একে ত সম্পত্তি অস্প; তাহারা প্রায় বিনামী করে না; করিলেও

তাহাদিগের বিনামী প্রমাণ হওয়া কঠিন নয়। যাহা হউক, আদালতের এই একটা আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, কুনক ও আবাদ কর, এ উভয়ের মধ্যে কাহার অধিকতা অধিক, মেইন সাহেব এক বার সে বিবেচনা করেন নাই। ইউরোপীয় আবাদকরণ কি ধাতুর লোক, তাহা এখন আর অনেকের অবদিত নাই। আবাদকরণ বিশেষতঃ নীলকরণ বলবাত্তিরেকে কাজ করাইতে জানেন না, এ কথা অনেকেই জানেন। ইহারা ইউরোপখণ্ড হইতে মূল ধন আনয়ন করেন, এ বাক্য অকিঞ্চিৎকর। এইখানে বর্জ করিয়া সেই টাকায় লাভ করাই প্রায় সকলের চেষ্টা। টাকার সুদ, কর্মচারীদিগের চুরি, আপনাদিগের বাবুগিরি এ সমুদায় সহপায়ে উপার্জন করিয়া সম্পন্ন করা ভার; সুতরাং বনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কণ্ট্রাক্ট আইন বলপূর্ব্বক কার্য্য করাইবার উৎকৃষ্ট উপায়। নীলের দান এক বার লইলে যে তাহার পরিশোধ হয় না, মেইন সাহেব কি ইহার অস্বীকারে সাহসী হইবেন? খাটিয়া দিলেই কি কুনকেরা পরিজ্ঞান পাইবে? পুরুসাগ্রুমে নীল করিয়াও যখন ছুই টাকা শোধ যায় নাই, তখন এক জন খাটিয়া দিলেই যে নীলকরেরা তৃপ্ত হইবেন, তাহার প্রমাণ কি? এক্ষণে পলায়ন করিলে নিস্তার আছে; খাতার লিখিত দাননের টাকা এক কালে দিলে রক্ষা আছে, কিন্তু মেইন সাহেবের প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইলে ধর্ম্ম জ্ঞানশূন্য নীলকরের হস্তে কুনকের কিছুতেই পরিজ্ঞান নাই। নীলকরেরা আপনারা যে যথেষ্ট ব্যবহার করিতে চান, তাহা বৈধ হইয়া উঠিবে। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের স্বহস্তে কুনক প্রজাগণকে কয়েক জন উদাসীনের ক্রীতদাস করিয়া দেওয়া হইবে মাত্র। “আদালত যদি আবাদকরণের প্রার্থনা যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা

না করেন, তাহা হইলে কখনই চুক্তি সারে কাজ করিতে বলিবেন না।” কথার কথামাত্র হইবে সন্দেহ নকোন আদালত ইউরোপীয় নীলক বিরুদ্ধ আচরণ করিতে সাহসী হইবে এ পর্য্যন্ত কত জন নীলকর জালখ দাখিল করিয়াও দণ্ড পাইয়াছেন? রণো দেওয়ানী আদালত বিলম্ব ক মকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন এবং সুবি করেন না, এ কথা নীলকরদিগের মেইন সাহেবও বারবার বলিতে দেওয়ানী আদালতসকল যেন মন্দ, অতর্ক মুখে স্বীকার করিলাম; কিন্তু আদালত অর্ধীর পক্ষে মন্দ, যে যে ধীর পক্ষে মন্দ হইবে না, এ কথা! যে বিচারপতি মানান; পুরণের বিচার করিতে পারেন না, কি কোন চুক্তি অনুসারে কাজ উচিত এবং কোন চুক্তি অনুসারে করা অসুচিত বুঝিয়া সুবিচার ক সমর্থ হইবেন? সামান্য বিষয়ে য বুদ্ধি খেলে না, তিনি কি সূক্ষ্ম কঠিন আইনের তর্ক বুঝিতে পারি “নীলকরের পক্ষে যে আদালত দেন, তাহাই ভাল, আর যে আদ উহাদিগের অত্যাচার নিবারণ ক তাহা মন্দ” মেইন সাহেবের তর্কে এই তাৎপর্য্য? মেইন সাহেব কণ্ট্রাক্ট আইন না হইলে ইউরো সমাজকে অপমান করা হয়। এ এ তর্কের নিকটে আনরা হারিলা দেশীয় সমাজ সাত সেলাম না ব ইউরোপীয় সমাজের সম্মুখে গ গমন করিলে তাহাতে ইউরোপীয় যদি প্রামাণ্য বোধ করেন তখন মেইন সাহেব কি করিবেন? যাহা হউক, মেইন সাহেবের সচিব তর্ক করা বৃথা; নীতিজ্ঞকে সকল বিষয় প্রসারিত দর্শন করিতে হয়। আনরা এ

দুটামু প্রদর্শন করিতেছি। বোধ
এক ব্যক্তি চুক্তি অনুসারে এক বিঘা
তে নীল বপন করিল; তাহাকে
কর; নীলকরের অভ্যপ্রত হইল;
এবং এক বিত্তি পরিমাণে চারা
এই এনত সময়ে নীলকরের কৃত্যেরা
গুরুদারী খাওয়াইল; হয় পুনর্বার
ক্রয় কর ক্রয়কের অসাধ্য হইল,
নীলবপনের সময় অতীত হইয়া
নীলকর আদালতে চুক্তি অনু-
কাজ করাইবার নালীশ করিলেন,
নীলকরের দৌরাণ্ডা সপ্রমাণ
তে পারিল না, সুতরাং তাহাকে
বৎসরের নিমিত্ত ক্রীতনান হইতে
। মেইন গাছেবের মতানুসারে
ক্ট আইন যদি বিধিবদ্ধ হইত, এই
র কাণ্ড হইত সন্দেহ নাই। পূর্বে
মেন্ট নীলকরদিগের কাণ্ডায়া করি
না, তাহাতেই প্রতি নীলকুঠিতে
গার ছিল এবং ক্রয়কদিগকে বল
ক খাটাইয়া লওয়া হইত। যদি
ন বস্তুপূর্বক সেই খাটাইয়া গইবার
করা হইত। তাহা হইলে
র যে কি হুদিশ খচিত তাহা
শেষ করা যায় না। এ প্রকার
মতঃ ও স্বাধীনতাবসত্বে হইত
; স্পেনদেশীয়েরা আমেরিকায়
করিয়াছিল, এখন তাহা ভাঙে ও বর্ষে
শান্তা পায় না। যাহা হউক, সর
রেন্স সুবৃদ্ধির কাজ করিয়াছেন।
জন ছিন্নপক্ষ আবাদকরের মনো
করিতে। পর যদি তিনি মেইন
বর মতে অনুমোদন করিতেন
দ্বন্দ্বীদিগের নিকট চিরনিন্দনীর
ন সন্দেহ নাই।

এই একই আইনের মূল
এই দেশকল ক্ষতি টাকাদ্বারা
হয়, তাহাতে বিশেষ কাজ করিতে

বলী হইবে না। এক ব্যক্তি অপরের ভূমি
লইয়া প্রতর্পণ করিতেছেন না। এই
ভূমির অবস্থা যদি একরূপ হয় যে, ঐ
প্রকার ভূমি অনাজ পাওয়া না যায়,
তাহা হইলে আদালত অর্ধীকে তাহার
মূল্য না দিয় ঐ ভূমিই দেওয়াইবেন।
এক ব্যক্তি অপরের কিস্তি অলঙ্কার
লইলেন। ঐ প্রকার অলঙ্কার যখন তখন
বাজারে পাওয়া যাইতে পারে। অতএব
এ স্থলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ টাকাই দেওয়ান
হইবে। এই নিয়মানুসারে যদি বিবেচনা
করা যায় চুক্তিভঙ্গে খাটাইয়া লওয়া
ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। আমি
যে রূপ বস্তু লইব, তদনুরূপ বস্তু প্রত্য-
র্পণ করিব, ইহাই ন্যায়া। আমি টাকা
দান লইলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম,
সেই টাকার অনুরূপ নীল দিব। নীলকর
নীল লইয়া বিক্রয় করিবেন, তাহাতে
তাহার টাকা লাভ হইবে। এস্থলে
টাকাভিন্ন অন্য কোন প্রকার ক্ষতি
পূরণ প্রদান করিলে আইনের মূল নিয়-
মের অনুমানিত হয় না। দিলাম এক,
লইব আর এক, ইহা কখন ন্যায়সিদ্ধ
হইতে পারে না। ফলতঃ কৃষি ও বাণিজ্য
সম্বন্ধে এক প্রকার চুক্তি করিয়া অন্য প্র-
কার (খাটাইয়া) লওয়া অতিশয় অনায়
হইতেছে। ইংলণ্ডে যদি এই আইন করা
হয়, ক্রমীদার ও ক্রয়কগণ কি বলেন?
কন্ট্রাক্ট আইন লইয়া বিস্তর তর্ক
হইয়া গিয়াছে। আর ইহার পুনঃ পুনঃ
আন্দোলন করিয়া লোককে বিরক্ত করা
কেন? এ দেশে ইহার আবশ্যিকতা
নাই। নীলকরভিন্ন অন্য কোন ইউরো-
পীয় আবাদকর ইহার নিমিত্ত আহা
নিদ্রা পরিত্যাগ করেন নাই। এতদেশীয়
দিগের পরস্পরের ক্রয় বিক্রয়াদি
বাবহার বিনা চুক্তিপত্র সম্পন্ন হইয়া
থাকে। যেসকল ভারতবর্ষীয় ইক্ষু, ধান্য

প্রভৃতি উৎপাদন করেন, তাহার
দিগকে তন্নিমিত্ত যত টাকা দেন,
তাহার কোন লেখাপড়া থাকে
মুখে মুখেই কার্যনির্বাহ হয়। অ-
সচরাচর দেখিতে পাই, এক ব্যক্তি
রাসে দশ সহস্র টাকার অলঙ্কার
জন অল্প দিনের পরিচিত লে-
নিকটে বিনা রসিদে বন্ধক দিয়া
সেন; মধ্যে মধ্যে যে টাকা দেন,
রও রসিদ লওয়া হয় না; কিন্তু
ব্যক্তিকে ঠকিতে হয় না। বোধ
সাহকারের পরস্পরের খাতায়
বিশ্বাস করেন যে, খাতায় যাহা
থাকে তাহাই প্রমাণ হয়। ইহা
রসিদ লন না। আমাদিগের ভূ-
কখন রসিদ লয় না ও রসিদ দেয়
অথচ ছোট আদালতে কত জন
বেতনের নিমিত্ত নালীশ করিয়া থাকে
যে ডিক্রীর জন্য তিনি এত আ-
করিয়াছেন, তদ্বিনয়ে অনুসন্ধান ক-
জানিতে পারিবেন, কোন
বর্ষীয় ডিক্রী জারি করিয়া সকল
পান না। সমাজের অনুরোধে সকল
প্রায় বাদ দিয়া টাকা লইতে হয়।
গণ ক্রমীদারের গোলা হইতে
লেখাপড়ায় ধান্য লয়; কিন্তু যখন
তাহা প্রতর্পণ করে। এ দেশে চুক্তি
পত্রের উৎপাত নাই; মেইন গাছে
রোগ আনিবার কেন চেষ্টা পাঠি-
ছেন? এ রোগ এ দেশে এক
প্রবিষ্ট হইলে সকলকে ব্যতিবাস্ত
তুলিবে।

মফসলে সেবিং ব্যাঙ্ক।

সর রিচার্ড টেম্পল এদেশের
বিশেষ উপকার করিলেন। পূর্বে
কালেক্টরিতে এক একটা সেবিং
ছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর হইল গবর্ণ-
মেণ্টলি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ব্যাঙ্ক

সকল সেবিং ব্যাঙ্কের কাজ যে প্রণা
সম্পাদিত হইত, তাহাতে ব্যক্তি
বিশেষ উপকার অথবা গবর্ণমে
লাভ ইহার অন্যতর কিছু হইত না।
সকলের হস্তে এইসকল ব্যাঙ্কের
কর্তৃত্বের সমর্পিত ছিল; কিন্তু
কর্তৃত্বের অনুমতিবাতি
কোন ব্যক্তি আপনায় জমা
কিরিয়া পাইতেন না। এ বন্দো
গবর্ণমেন্টের বার হইত এবং টাঙ্কা
করিবার অসুবিধা হওয়াতে
কও বড় জমা দিতেন না। কালে
উপরে উহার অধ্যক্ষতা ভার ছিল,
নাানা কার্যো ব্যস্ত; সুতরাং
চিত্ত যত্নসহকারে উহার তত্ত্বাব
করিতে পারিতেন না। এইসকল
প্রশ্নগুলি উঠিয়া যায়। উঠিয়া য়,ও
কর্তার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই বটে
যাহাতে প্রজাগণ বিশেষতঃ দরিদ্র
স্বিতব্যয়ী হইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ
করিতে পারেন, প্রত্যেক গবর্ণমে
সে চেষ্টা পাওয়া কর্তব্য। রাজ
ভিন্ন অন্য কোন স্থানে টাকা জমা
বার উপায় নাই। অতএব সর
ড টেম্পল মফস্বলের যাবতীয় মহ
এক একটা সেবিং ব্যাঙ্ক করিবার
করিয়া অতি উত্তম কাজ করি
ন। প্রত্যেক স্থানের কয়েক জন
ইউরোপীয় ও এতদেশীয় ভদ্র
ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ হইবেন। তাঁহারা
টাকা অল্প সুদে কৃষকদিগকে
দিবেন। এইপ্রকারে টাকা খাটাইয়া
হইবে, তাঁহাদিগের টাকা
তাঁহা অংশক্রমে লইবেন।
আমরা কায়মনোবাক্যে এই প্রস্তা
অনুমোদন করিতেছি; কিন্তু এক
আমরা রাজস্বসংক্রান্ত মন্ত্রীকে
হইয়া কাজ করিতে অনুরোধ
তছি, তিনি যে সকল লোকের

হস্তে অধ্যক্ষতাবার সমর্পণ করিবার
বাননা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের হস্তে
সম্পূর্ণ ভার হয়, এটা আমাদের অনু
মোদিত নহে। ইংলণ্ডের অনেক সেবিং
ব্যাঙ্ক কতকগুলি দুর্ভাগ্যের দোখে উৎসন্ন
হওয়াতে বিস্তর দরিদ্র লোক
সর্বস্বান্ত হইয়াছে। বোম্বাই ব্যাঙ্কের
কমিসনের সম্মুখে যে সমস্ত নিগূঢ়
রক্তান্ত প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে
বিলক্ষণ আশঙ্কা জন্মিয়াছে। অধ্যক্ষগণ
কোনপ্রকার লোভে পড়িয়া ব্যাঙ্কের
টাকা নিজের কার্যো বিনিয়োগিত
করিতে না পারেন, সে বিষয়ে বিশেষ
সাবধান হওয়া কর্তব্য। কালেক্টরদিগের
অনুমতিবাতিরেকে যেন এক পয়সা
কাটাকে কর্ত্ত দেওয়া না হয়। আমাদি
গের আর একটা বক্তব্য এই, প্রস্তাবিত
সেবিং ব্যাঙ্কগুলিকে যেন কলিকাতার
প্রধান সেবিং ব্যাঙ্কের শাখাস্বরূপ
করা হয়। তাঁহারা টাকা জমা দিবেন,
তাঁহারা যখন মনে করিবেন, তখনই
টাকা বাহির করিয়া লইয়া যাইতে পারি
বেন, এ সুবিধা করা আবশ্যিক। সকল
ব্যাঙ্কেরই মূলধন একপ্রকার হওয়া
উচিত। তাহা না হইলে যে স্থানে জমা
অল্প, অথচ কৃষিকার্যের নিমিত্ত অনেকে
কর্ত্ত লইবে, সেখানে অসুবিধা ঘটবে।
সর রিচার্ড টেম্পলের প্রস্তাবানুসারে
যদি রীতিমত কাজ হয়, আমাদিগের
কৃষকগণের অবস্থার পরিবর্ত্ত হইবার
বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। যেসকল মহা
জন এখন অসম্মত সুদ লইয়া কৃষকদি
গকে উৎসন্ন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে
হয় অন্তর্হিত হইতে হইবে, নতুবা সম্মত
সুদলইতে হইবে। যদি এইপ্রকার বন্দো
বস্ত করা হয়, সর রিচার্ড টেম্পলের
প্রস্তাভিত সেবিং ব্যাঙ্কগুলি কলোণধারী
হইবে সন্দেহ নাই। তিনি সেবিং ব্যাঙ্ক
করিয়া কৃষকদিগের সবিশেষ উপকার

করিতে চলিলেন। যদি তাহাদিগের
চিরস্থায়ী বন্দোস্ত করিয়া জ
শিক্ষাপ্রণালী স্থাপন করিতে পা
তাঁহা হইলে তিনি অবিদ্যার যশো
করিয়া অক্ষপট কৃতজ্ঞতাভাজন
বেন সন্দেহ নাই।

বেশবৃত্ত নিবারণ।

এদেশের বাবস্থাপক গণের
বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদ দূর্য হইতে পারে;
অনেক বিষয়ে তাঁহারা ইংলণ্ডের আইন
হইতেছেন। এ দেশের আইনসংক্রান্ত
সাক্ষার আইন যে ইংলণ্ডের আইন
উৎকৃষ্ট সে বিষয়ে সংশয় নাই। উপ
রোগ নিবারণের আইন ভারতব
প্রথমে হইয়াছে, তৎপরে ইংলণ্ডে
হয়। কিন্তু আমরা একটা আশ্চর্য
তেছি, ভারতবর্ষে অপেক্ষা ইংলণ্ডে
অধিক হইতেছে। ইংলণ্ডে প্রথমতঃ
কটা বন্দরে এই আইন প্রচলিত
এইসকল স্থানে বিস্তর উপকার
রাছে। মালটায়োপে উপদংশ রোগ
নাই বলিলে হয়। মহাসত্তা
এই আইন ইংলণ্ডের সর্বত্র প্রচলিত
বার মানস করিয়াছেন। এ পীড়া
কেমন ভয়ঙ্কর তাহা চিকিৎসক
জানেন। যে ব্যক্তি ইহাতে আক্রান্ত
কেবল তিনি নহেন, তাঁহার তিন
পুরুষপর্যন্ত ইহার ফলাভোগী
অনেক পড়া একরূপ আছে তা
লোকের মৃত্যু হয়; কিন্তু এপর্যন্ত
নিদান নির্ণীত হয় নাই। সর
ইউরোপের কতকগুলি দেশে
করিয়াছেন, পিতা আবার পিতা
হয় উপদংশ রোগ এ সকল পীড়া
মৃত্যুর কারণ। ইহাতে শরীর
নির্ভর হয়, এমন কিছুতেই হই না।
বর্ষে এ বিষয়ে অধিকতর সতর্কতা
শ্যক। এখন অনেকের খাতুর

আমরা শুনিয়াছি এটা ও উপদংশ
 গর ন্যায় বেশ্যাসংযোগ বৃত্তিকে
 । এই পীড়ার শরীর অতিশয় দুর্বল ও
 উজ্জ হইয়া যায় । অতএব গবর্ণমেন্টের
 যাহাতে অষ্টমটী সন্নি প্রচ
 হইয়া উপদংশনিবারণের সম্বিশেষ
 ষ্টম, তাহা করেন । মিউনিসিপা
 সমূহ এ বিষয়ের ব্যয় ভারবহনে
 যত হইবেন বোধ হয় না । ইচ্ছাকে
 বলা নয়, বায় বাঁচান বলাই উচিত ।
 রোগ উপদংশ ও ধাতুর পীড়া
 উৎপাদিত না হয় ; এতদ্বিবন্ধন
 কে কি ব্যয় না করেন ; উপদংশ
 ঐকান্ত স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসা
 বলপূর্বক আনয়ন করাতে ইংলণ্ডের
 ক বেশ্যা আপনাদিগের লজ্জা
 য় ত্যাগ করিতেছে । আমাদিগের
 রক্ষিতারক্ষিত বিচার না করিয়া যাব
 বেশ্যার পরীক্ষার নিয়ম করা উচিত ।

—:—

বিবিধসংবাদ ।

৯ই ভাদ্র সোমবার ।

গেজেট বলেন, অথোরাব ক্রমক দণ্ডে
 যে আইন হইয়াছে, তাহাতে ভাঙ্গুকদ
 বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন
 । বলেন, গবর্ণমেন্ট ইংলণ্ডের সনদের
 ত কাজ করিয়াছেন । অপর এক
 অন্যের উপকারার্থ কাজ করা ভারতব
 মীদারদিগের স্বভাবসিদ্ধ নহে । সনদ
 ১০ তাহান করা হইয়াছে, সেইপ্রকার
 দারদিগের মুখাপেক্ষা না করিয়া কৃষক
 দখলী স্বত্ব স্বীকার করা উচিত ছিল ।
 গ সহায় খািলে কোন গবর্ণমেন্টের
 থাকে না । সম্রাট নেপালয়নকে দর্শন করা
 । তাগরিখী, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র প্রাবিত
 । অনেক স্থানে একজন দাঁড়াইয়াছে
 । গমনাগমন করিতে পারিতেছেন না
 । এই খেলা পতক হইতে বলিতেছা
 । দরবার ও আডধা না করিয়া, যে
 অতিরিক্ত নব্বন্ধন বঙ্গদেশের অনিষ্টের
 ন করুন ।

পঞ্জাবের সীমার নিকটে যে ক্ষুদ্র যুদ্ধ হই-
 তেছে, তাহাতে কশ্মীরের রাজা গোপনে বাতাস
 দিতেছেন, একপা চই এক মহামতি বলিয়াছি
 লেন । কিন্তু এ দিগে শুন্য যাইতেছে গে লযো
 গের সংবাদ পাঠবান'এ রাজা রণবীর সিংহ
 বন্যদিগকে দমন করবার নিমিত্ত চারি রেজি
 মেন্ট সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন ।

সর আলেকজান্ডার গ্রাট মিস্টার এডিনবরা
 বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষত্ব গ্রহণ করিতেছেন ।
 তিনি আপাততঃ বেঙ্গ ইয়ের বিদ্যালয়কার
 ট্রেনেটর ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য আছেন
 বটে, কিন্তু অক্টোবর মাসে এ দেশ ত্যাগ কবি
 বেন । সর আলেকজান্ডার গ্রাট গমন করলে
 শিক্ষাবিভাগে আর প্রকৃত উপযুক্ত লোক রহি
 লেন না ।

কাবুল চইতে সংবাদ আসিয়াছে, আব্দুল
 আল খাঁ গিজনি আবেদন করিয়াছেন । এই
 সংবাদ পাঠিয়া আজিম খাঁ নিজ জাতুল্পত্রের
 সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করেন । এই যুদ্ধে তিনি
 পরাজিত হইয়াছেন এবং সিয়ারআলি খাঁ
 পুনর্বার কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া
 ৩ন । আবছা রহমান খাঁ তির টের দিগে যাই
 তেছেন । তিরটি তাঁকে প্রদান করিয়া সন্ধি
 করা হইয়াছে । এবার যেন সিয়ারআলীকে যথো
 চিত উৎসাহ দেওয়া হয় ।

বোখারার রাজ্যে সহিত রশীয়দিগের শেষ
 সন্ধি হইয়াছে । বোখারা রশীয়ে কয়দ রাজ্য
 হইল । রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র আরও যুদ্ধ করিতে
 ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহাকে রশীয়দি
 গের হস্তে অর্পণ করিয়া দ্বিতীয় পুত্রকে উত্তরা
 দিকাবলি বালিয়া ঘোষণা করিয়াছেন । রশীয়
 সন টের জাশা কাম্পর হুদে জয়ন করিতেছেন
 তথায় এক জাভাজের উপরে তাঁহার সহিত
 পারস্যের রাজার সন্ধি হইয়া গেল ।

মহীশূরবেব কতগুল সর্দার গবর্ণর জেনরলের
 নিকটে এই ভাবে আবেদন করিয়াছিলেন, যখন
 ইংলণ্ডের মহীশূর প্রত্যাৰ্ণন করিয়াছেন, তখন
 বর্তমান অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজাকে আড়
 ধরে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা কর্তব্য । কিন্তু
 গবর্ণর জেনরল বলিয়াছেন, যত দিন রাজ্য প্রাপ্ত
 ব্যবহার না হইবেন এবং তাঁহাকে শাসনকার্যের
 যোগ্য দেখা না যাইবে, তত দিন এপ্রকার
 অভিষেক হইবে না । রাজপুত্রের লেখা পড়ার
 প্রাতি কিরূপ মনোযোগ দেওয়া হইতেছে ?

১০ই ভাদ্র মঙ্গলবার ।

মহা ভারতবর্ষে ও রাজপুতনার প্রচুর বৃষ্টি

হইয়াছে । ইন্দোবে এত বৃষ্টি হইয়াছে
 রাস্তাসকল প্রাবিত এবং একটী বৃষ্টি
 তদপ্রায় হইয়াছিল । কলিকাতায় এত
 পতিত হইয়াছে, য, ইংরেজ মূল্য হাজার ক
 টাক দাঁড়াইয়াছে ।

হাওরাতে যুদ্ধ হওয়াতে সেপর্ঘ্যে টেডি
 করিবার প্রয়োজন বেটা দিনী হইতে তাঁর
 করবার আজ্ঞা হয় ; কিন্তু তার লইয়া য
 গাড়ী ছিল না । ডেপুটী কমিসনর মিটজ
 নাহেব এই অবস্থায় বলপূর্বক কতকগুল
 গাড়ীতে তার লইয়া গিয়াছেন । অনেক
 লীকে ভাড়া দিয়া পত্রাজ গমন করিতে
 যাচ্ছে । সনাপাত এসন ১৮৫৭ অর্থে
 যবেব অভাবে দিনী আক্রমণার্থ অস্ত্রসর
 পারিতেছিলেন না । পঞ্জাবী শাসন
 তাঁহাকে দেশবাসীদিগের যাহা কিছু থাকে,
 লুঠ করিতে করিতে যাইতে বলিয়াছিলেন

আব একজন ইউরোপীয় জুয়াচোর
 পড়িয়াছে । মার্শলনামক এক জন দুর্ভ
 পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া এক জন নীলকুঠি
 চাহিয়াছিল । স্মিগোনক জুপালের এক
 দোকানদার নীলকুঠির অধ্যক্ষ হইবেন
 আবেদন করেন । মার্শল তাঁহাকে নিয়োগ
 দেয় । ইতিমধ্যে সে বলিয়া পাঠাইল নী
 কতক অংশ বিক্রীত হইবে । স্মিগ এই বে
 পড়িয়া ক্রমশঃ ৩০০০ টাকা প্রদান ক
 দুর্ভ অনেক দিন নানা কৌশলে স্মিগকে
 ইয়া জুপালে রাখিয়াছিল । মার্শল তাঁহাকে
 টাকা পাথের দ্বিবে বলিয়া তথায় রাখেন
 পাথের অথবা নীলকুঠির অংশের কব
 আনাতে স্মিগ ব্যস্ত হইয়া দিনীতে গমন
 লেন । মার্শল তখন আগরার পলায়ন করি
 স্মিগ তখন জানিতে পারিলেন, নীলকুঠি
 সকলই অথবা । জুয়াচোর মার্শল দুর্ভ হও
 পঞ্জাবেব প্রধান বিচারালয় তাঁহার কঠিন
 প্রেমের সহিত আড়াই বৎসর মেয়াদ দিয়া
 এ দেশের ইউরোপীয়েরা নতর্ক হউন ।

আমরা হিন্দুপেট্টে যুটে দেখিলাম
 বাবুর স্ত্রী রাণী কাত্যায়নী ৯০ বৎসর
 মুবসিপাবাদে মৃত্যু হইয়াছে ।

১১ই ভাদ্র মঙ্গলবার ।

বাবু গোপীনাথ সেন বলেন, বর্তমান
 ১লা জাগুয়ারি অবধি ২১ এ আগষ্ট প
 কলিকাতায় ৭৩০৪ ইঞ্চ বৃষ্টি পতি
 য়াছে । সর্বসরে গড়ে ৬৯ ইঞ্চ বৃষ্টি

পূর্বে ১৪ বৎসরে এই সময়ের মধ্যে ৪৫৮৩ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে।

অন্যকার কলিকাতা গেজেটে যশোহরের সর্ব কালেক্টর জে, মনরো সাহেবের লিখিত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই কীট পল্লবমধ্যে থাকে। স্পর্শ করিলে মৃত্যু হইয়া জুড়িতে পতিত হয়। সাহেব বলেন, সদর উপবিভাগের প্রায় ১০০০ চর আনা অংশের আউস ধান এই কীট নষ্ট করিয়াছে। নড়াইলে শেঁকো ও বালিয়া একপ্রকার কীট লাগিয়াছে। কলিকাতার অধ্যক্ষ বলেন, শস্যের শীতল হইয়া বিটল দক করিলে এই কীট হতে পারে। বর্ষাদিক্য হইলেই এইসকল প্রাচুর্য হইয়া থাকে।

১৭ই জুলাই লোকেরা উক্ত ধানের জুতপূর্ণ কীট সর হেনরি ওয়ার্ডের এক প্রস্তাব প্রতিমুখ্তি স্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে কীটদিগের সদাগের পরিচয় হয়।

আগামী অক্টোবর মাসে সর সাইমর ফিট ড মহারাষ্ট্রীয় সর্কারদিগের সভাজন এক দরবার করিবেন বলিয়া উদ্যোগ হইবে।

১১ ই ডায় রুস্প্রতিবার।
১২ই জুলাই বিস্তর পুণ্ডিত বাণী ও দুর্গ আছে।
১৩ ই জুলাই কেহ ইতিহাস লেখেন নাই।
১৪ই জুলাই রাজসুন্দরাল মিত্র লেপ্টনান্ট গবর্নরকে হইয়াছেন। পূজা, বন্ধের সময়ে তিনি ১৫ই জুলাই আতলাষী হইয়াছেন। তদর্থে মাসিক ১২০০ মাত্র টাকা প্রার্থনা করিয়া হইল।
১৬ই জুলাই জন চিত্রকর তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন।
১৭ই জুলাই দিগের নিমন্ত্রণ আর ১৫০ টাকা ব্যয় হইবে।
১৮ই জুলাই লেপ্টনান্ট গবর্নর এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টে হইয়াছেন।
১৯ই জুলাই জেনরল আফগান এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।

২০ই জুলাই দিনাজপুরের নিকটে একটি জলস্তম্ভ উঠিয়াছিল। যেসকল স্থান হইতে জল আসিয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, সেসকল স্থান কোথায়ও হয় নাই।

২১ই জুলাই নিজামের রাজ্যে লোফারদিগের সংখ্যা হওয়াতে তত্রত্য গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে বহিস্কৃত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।
২২ই জুলাই মধ্য ভারতবর্ষের কমিসনর জর্জ কাশেল মহাসভায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাশেল সাহেবের চেষ্টা সফল হইলে তৎবর্ষের বিশেষ উপকার হইবে।

কাহ্নদাস নারায়ণদাসনামক বোম্বাইয়ের এক জন বণিক দেউলিয়া হইতে গিয়া আপনার সম্পত্তি গোপন করিতে তাঁহার দুই বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। এ দণ্ড শোচনীয় নয়।

পবলিক ওপিনিয়ন হাজারী হইতে সংবাদ পাইয়াছেন:— 'একপ জনপ্রতি, পুনর্জাত তথায় যুদ্ধ হইয়াছে। সেনাপতি ওয়ালড আহত হইয়াছেন। ১৯ গণিত পদাতকের বিস্তর লোক নষ্ট হইয়াছে।'

এত সি'বিলিয়ান স্তূতন বিদায়ের নিয়মায়ু সারে আবেদন করিয়াছেন যে, গবর্নমেন্ট স্তূতন নিয়ম করিতে বাধ্য হইতেছেন।

পারস্যের রাজা ইংলণ্ডের নিকটে কয়েক খানি বাষ্পীয় যুদ্ধজাহাজ চাহিয়াছেন। ইংরাজ আফিসরেরা এইসকল জাহাজের অধ্যক্ষতা করিবেন। পারস্যের উপকূলের বাণিজ্য রক্ষা করা রাজার অভিপ্রেত। জাহাজের অধ্যক্ষদিগকে তাঁহার আফগান থাকিতে হইবে বর্ষে বর্ষে কিস্তিবদ্ধিতে জাহাজের মূল্য দেওয়া হইবে। শেষে যেন এটি মস্কাতের ইমামের প্রতি বলপ্রকাশার্থ না হয়।

বোম্বাই ব্যাঙ্কের কতগুলি অংশী সর ট্রাকোড নর্থকোটকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, উক্ত ব্যাঙ্কের যে ক্ষতি হইয়াছে, গবর্নমেন্ট তাহার কিয়দংশের ভারবহন করেন, অামরা আফগানিত হইলাম, ট্রেট সেক্রেটারি এই অসম্মত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

পাঁচ দিনের বিচারের পর জুরিরা গণমাধব সেনকে নির্দোষ করিয়াছেন।

আগামী শনিবার লেপ্টনান্ট গবর্নর কলিকাতায় প্রত্যগমন করিবেন। বিবি গ্রে প্রত্যগত হইয়াছেন।

কুণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, সোম্বাডের জাখুম ওহাবদিগকে বহিস্কৃত করিবার চেষ্টায় আছেন সীমাস্থিত বন্যেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছে।

উক্ত পত্রে দৃষ্ট হইল, গত সপ্তাহে মুলমিন হইতে বাহাজুর কাঠ লইয়া সুলতাননামক এক খানি জাহাজ মাতলা নদীতে প্রবেশ করে। জাহাজের তলায় এক রক্ত চিত্র হওয়াতে জল উঠিতে লাগিল। একখানি বাষ্পীয় জাহাজ ঐ সময়ে যাইতেছিল, তাহার কাপ্তেন মগোম্বাখ জাহাজকে টানিয়া লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু সুলতানের কাপ্তেন ভাড়া অধিক বিবেচনা করিয়া অসম্মত হইলেন। এক জন গোলন্দাজ ও

দুই জনমাত্র লঙ্কার রক্ষা পাইয়াছে। কনিজে কোথায়, ইহার অনুসন্ধান করা উচিত।

১০ ই ডায় শুক্রবার।

১ লা নবেম্বর অবদি ১০ আইনের মত সকল দেওয়ানী আদালতে যাইবে। মোস্তাফিজ তথায় এই মকদ্দমা চলাইবার যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য হইবে। গত গ্রহণ উপলক্ষে অযোধ্যার বিস্তর কাণপুরে গল্পশ্রান করিতে আসিয়াছিল। দিল্লীগেজেটের এক জন পত্র প্রেরক বখানেখরে প্রায় ৩.৫০, ০০০ স্বাক্ষরী সমাগন করিয়াছিলেন।

সেনাপলের আর এক লঙ্কার কার্য প্রস্তুত হইয়াছে। দিল্লীগেজেট বলেন, সেনাপলের এক জন সৈনিক চিকিৎসক সৈন্যবাহিনীলোকদের প্রতি দুর্ভাবহার করাতে অনুসন্ধানার্থ এক কমিসন বসিয়াছেন।

সর উইলিয়াম মুর একটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কার্য করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন হিন্দী ও উর্দু ভাষায় ইতিহাস, চরিত্র, অমণ, বিজ্ঞান, শিল্প ও দর্শন সম্বন্ধে যিনি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন, তাহাকে ১০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। ধর্মসংক্রান্ত অথবা ধর্মনীতির কোন গ্রন্থ গ্রহীত হইবে না। সংগ্রহ গদ্য পদ্যে লিখিত হইবে, ভাষা উত্তম চাই।

১৪ই ডায় শনিবার।

আমরা শুনিয়া হইয়াছে হইলাম, কমিসনর কালেক্টর অনন্তর অধ্যাপক উইলিয়াম হপার সাহেব একটা ছাত্রকে অতিশয় মর্মান্বিত করিয়াছেন। ছাত্রটির অপরাধ এই যে যখন পড়াইতেছিলেন, ছাত্রটি পড়িতে দিয়া যাইতেছিলেন। অন্যান্য ছাত্র অধ্যাপককে সেই স্থান দিয়া অগ্রে গিয়াছিল। শিক্ষকের কোপকল অবমানিত ছাত্রটির দিয়া কালিয়া গেল। মিশনারির অধীকৃত শয় মিন্দার নিমিত্ত হয়।

— ১০১ —

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২০ এ আগষ্ট। ব্রেজিল হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে জানা যাইতেছে, দলদল গবর্নমেন্টের সৈন্যগণ আক্রমণ করিয়াছে। পারওয়ার সৈন্য তাহাদিগের প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে। জুরা সভাপতির পদের প্রার্থী আছেন।

বস্তুর রচকোটের এক বৎসর মেয়াদ ও
... ফুল্ল জরিমানা হইয়াছে।

দাঁড়রলাও বাটীতে অগ্নি লাগিয়া অতিশয়
করিয়াছে।

১ এ আগষ্ট। গত কলা চেষ্টার ও হোলি
ইল ওয়েতে একখানি মেইল ট্রেনের সহিত
তল বোঝাই এক শকট জেণির দাকা
গাছে। ২৩ আবেহী দক্ষ হইয়া প্রাণত্যাগ
হইছেন।

৩ কলা নিউইয়র্ক হইতে যে টেলিগ্রাম
গাছে তাহাতে জানা যাইতেছে, সুধিয়ান
নীতে গোলযোগ হইতেছে। কেন্টকী
শ নীচতন্ত্র প্রয়নের প্রতিনিধির জয়
হইয়াছে। এই দলের সংখ্যা ৮৫০০।

২ এ আগষ্ট। অদ্যকার প্রাতঃকালের
দপত্রসমূহ বলেন, রাজী বিষ্টোরিয়াক
রিনার উদ্দেশে এক দল ফেনিয়ান সুইট
গণে গমন করিয়াছে।

৩য়েল্‌সের রাজকুমার রাইফল ব্রিগেডের
হইয়াছেন।

৪ কলাসিয়াতে ঠাঁসপাতালের অধ্যক্ষ স
কলাপার উডফোড বলিয়াছেন, সেনা
রসেল ও কর্নেল মেয়ারওয়েদার ভারত
ষ্টারনাইট হইবেন।

৫ লাড ফারনহাম ও ঠাঁগার জী চেষ্টার ও
হেড রেলওয়ের ছফটনার হত হইয়াছেন।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্টগবর্নরের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

১ ই আগষ্ট। নিম্নলিখিত ব্যক্তির চট্টগ্রা
খালিখার মসজিদের কার্য সম্পাদন নিমিত্ত
রূপ নিযুক্ত হইবেন।

মৌলবী হামিদুল্লা খা।

মিস মবারক আলী।

বসিরুজা।

চয়ার আলি খা।

২ ই আগষ্ট। সবডেপুটি অফিসের এজে
এস. চব্বনুল সাহেব কাশীর প্রধান সহ
অফিসের কার্যালয়ের ভার
হবেন।

৩ এ আগষ্ট। এচ. আর. রেল সাহেব
নি সপ্রতি রাজসাহী বিভাগে ডেপুটি মাজি
ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া

হেন্দ. তিনি) রাজসাহীতে থাকিবেন।
রেলসাহেব ১। ই আগষ্ট উক্ত স্থানে উপনীত
হইয়াছেন।

২১ এ আগষ্ট। যত দিন জে আর হালেট
সাহেব বিনায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত
দিন আর, এচ. বেণিসাহেব কিছুদিনের নিমি
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া
রানীগঞ্জ উপবিভাগের ভার পাইবেন। তিনি
প্রথম জেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়া
প্রথমতম বিচাৰালয়ে ও সেশিয়নে অর্পণ
করিবার মকদ্দমায় প্রথম বিচার করিতে পারি
বেন।

সার্জন জে, মাকডোনাল্ড কটকের সিভিল
সার্জন হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তির গয়ার বিদ্যালয়
সভার সভ্য হইবেন।

টি. এক. পিপ সাহেব।

বাবু অনন্তরাম ঘোষ বি. এল. ১

বাবু ইক্ষনারায়ণ প্রধান তমোবুকের
সভ্য; চিকিৎসালয় চালাইবার সভার অন্যত্র
সভ্য হইবেন।

২২ এ আগষ্ট। বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র (যিনি
একগুণে বিনায় লইয়া আছেন) ২৪ পরগণার
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া
প্রথম জেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাই
বেন

বর্তমানের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি
কালেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র সেন কিছু দিনের
নিমিত্ত ২৪ পরগণায় বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের
ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার বি. এ, যশোহরে
প্রতিনিধি ডেপুটি কালেক্টর হইয়া প্রথম জেণীর
অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২৪ এ আগষ্ট। দেবগড়ের সহকারী কমিস
নার জি, সি, স্মিথ সাহেব মুন্সেরের প্রথম
জেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।
তিনি সাঁওতাল পরগণা ও ডাগলপুরের ডেপুটি
কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও
মাজিষ্ট্রেটের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া
এক কালে নালীপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

যত দিন মেজর এ, টলক বিশেষ কার্যোপ
লক্ষে কিছোড়ে থাকিবেন, তত দিন জে, পাঁচ
সাহেব কামরূপের প্রতিনিধি পুলিশ সুপারিটে
ণ্টে হইবেন।

পাচ সাহেব যতদিন কামরূপে উপনীত
না হন, ততদিন জি, এচ, ক্রেক সাহেব প্রতি

নিধি পুলিশ সুপারিটেণ্টে থাকিবেন
এ. বেয়ার সাহেব বিশেষ সরকারী কা
পলক্ষে কিছোড়ে যাইতেছেন বলিয়া ডি,
লিউ. রিচ সাহেব যে দিবস তাঁহার কার্য
লইবেন, সেই দিবস অবধি সিংহভূমের
নিধি পুলিশ সুপারিটেণ্টে হইবেন

যত দিন বাবু ব্রজকিশোর সেন বিনায়
অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন বাবু মাধব
চক্রবর্তী বাধরগঞ্জের অন্তর্গত মাদারিপুর
প্রতিনিধি মুন্সফ হইবেন। পুন্ডার বন্ধের
এই নিয়োগটি আরম্ভ হইবে।

২৫ এ আগষ্ট। সাঁওতালপরগণার অ
চুমকার, সহকারী কমিসনার ডবলিউ, এস
সাহেব নিম্নতর শাসনকার্যের তৃতীয় জেণি
হইবেন।

বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি
গ্রামের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডে
কালেক্টর হইয়া ১১ই আগষ্ট তথায় উপ
হইয়াছেন।

বাঘের হাটের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডে
কালেক্টর বাবু প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি,
সদন মহকুমা যশোহরে বদলী হইবেন।

যশোহরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডে
কালেক্টর পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারথ বাঘের
উপবিভাগের ভার পাইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
দীরলাল মুখোপাধ্যায় বসিরহাট উপবিভ
ভাব পাইয়া ২৪ পরগণার প্রথম জেণির
মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন; তিনি
সেশিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমায়
বিচার করিতে পারিবেন।

মৌলবী ইয়াদত আলি বাকুড়ার
জজ হইবেন।

বাবু রামভারক রায় বরিশালের চোট
লতের জজ ও বাধরগঞ্জের অধ্যক্ষ জজ হই
এস. ডাকট সাহেব সাহাবাদের অধ্যক্ষ
হইয়া আরাতে চোট আদালতের জজের
পাইবেন।

—:—:—

আমাদিগের শ্রীহৃদয়ের সংবাদ

লিখিয়াছেন।
অত্রত্যে দেখাট মিসন স্কুলে বি
সাহিনীনায়া একটা সভা আছে। প্রতি শ
ইহার অধিবেশন হইয়া থাকে। হুঃখের
এই, যনবদি দেবারেও ডবলিউ প্রাইজ ম
উক্ত স্কুলের সম্পাদকতা এবং শ্রীযুক্ত
জয়গোবিন্দ সোম এম. এ. প্রধান শিক্ষ
ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সেই অবধি ইহা
অত্যন্ত চরবস্তায় পতিত হইয়াছে। এক
নিয়ন্ত্রিতরূপে সভার অধিবেশন হইতেছে
অধরা হইলেও অতি অল্প লোকই উপ
হইতেছেন। কোন বিষয়ের তর্ক উপ

আহার আর বড় বিশেষ শ্রীমাংসা হয় না ।
সভাগণ ভ্রমোৎসাহ হইয়া বইতেছেন ।
সাহেব ও জয় বাবুর বিদ্যালয়পরিভ্রমণে
যে কেবল সভায়ই সৌভাগ্য অর্জন হইতে
হইবে এমত নহে, কলের আরো অনেক
বিশুদ্ধতা ঘটিয়াছে ।

১। সভাগণে আমাদের কমিশনের জীযুক্ত
সাহেব এখানে আগত হইয়াছিলেন
জজ আদালতের উকিলেরা তাঁহার নিকট
একটি গবর্ণমেন্ট স্কুল স্থাপনের প্রার্থনা
করিলেন । তিনি তাহাতে সম্মত হইয়া
দিগকে বলিয়া গিয়াছেন, আপনারা গবর্ণ
স্কুল স্থাপনসম্বন্ধে আর কখন কোন কথা
ত হইলে কালেক্টর সাহেবকে জানাইবেন,
হইলেই আমি জানিতে পারিব । কলকাতা
একটি গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়
দিই তাঁহার (কমিশনের সাহেবের) ইচ্ছা
তিনি ইতঃপূর্বে তত্রত্য অফিসিয়েটিং
মাজিস্ট্রেট জীযুক্ত কেবল সাহেবকে
গা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, জীহটে গবর্ণ
স্কুল স্থাপনোপযোগী গৃহ আছে কি না ।
যে একদপর্ষ শু কিছুই স্থিরীকৃত হয়
আমাদিগের বিবেচনায় পূর্বের গবর্ণমেন্ট
গৃহ এতদপর্ষে প্রদান করা উচিত । যখন সেই
কেবল গবর্ণমেন্ট স্কুলের জন্যই নির্মিত
ছিল, তাহাতে কাচারি রাখা কোনক্রমেই
নহে । আর যদি কাচারির স্থান পরি
করা নতঃনূতন অসম্ভব হয়, তাহা হইলে
নূতন গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হউক ।
তত্ত্ব জরুর্য ভদ্র লোকেরা আপনাদিগের
গনকে মিসনরি স্কুলে দিতে ভাল বাসেন
হইতে আবার মিসন বিদ্যালয় অত্যন্ত
পরিপাতিত হইয়াছে, সুতরাং গবর্ণমেন্ট
স্কুলস্থাপনে কোন কারণে বিলম্ব করা
নহে ।

২। ঋতু পরিবর্তনেই হউক বা বর্ষা না হও
য়াতেই হউক, এখানে সংপ্রতি আবহাওয়ার
প্রাচুর্য হইয়াছে । কিন্তু যেরূপ শুনিতে পাই
অন্যান্য বৎসরে এমত সময়ে এখানে যেরূপ
ওলাউঠা রোগের প্রাচুর্য হয়, সৌভাগ্যক্রমে
এবার তাহার কোন চিহ্ন দর্শন বা জ্ঞাপন করা
যায় না ।

৩। গত ২১ এ জীবন, তানসানের সমাধির
নিকটবর্তী মহম্মদ গৌজ খাঁর যে সমাধি মন্দি
রের কথা পূর্বে লিখিয়াছিলাম, উক্ত স্থানে
“ চাকিয়ার মেলা ” নামে একটি বৃহৎ মেলা
হইয়া গিয়াছে । মন্দিরের একটা উচ্চ চূড়া
লক্ষ্য করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র স্তম্ভীয় স্তম্ভ বন্ধ
করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করাই এই মেলার
উদ্দেশ্য । যে ব্যক্তি চূড়ার উপর নিক্ষেপ করিতে
পারে, সে ব্যক্তি নাকি রাজকর্তৃক পুরস্কৃত হয় ;
কিন্তু এবার কেহ ইহাতে কৃতকর্ষ্য হয় নাই ।
এই মেলাক্ষেত্রে মহারাজের পোষ্য পুত্র
উপনয়নপুত্র ও জামাতা বিবিধ সজ্জায় সজ্জী-
কৃত ও বৃহৎ বৃহৎ হস্তিপুষ্ঠে আরোহণ করিয়া
আসিয়াছিলেন ; সঙ্গে অনেক সন্তান ও অধি-
রোহী পদাতিক লোক ছিল এবং অপর সাধারণ
প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল ।
অধের ও লোকের ভিড়ে অনেক লোক আহত
হইয়াছে । স্থানে স্থানে লাঠিখেলা মলমুগ্ধ
প্রভৃতি ব্যায়াম ক্রীড়া হইয়াছিল এবং মধ্যে
মধ্যে বেশ্যা ও অপরাপর স্ত্রীলোকের ভিড়ের
মধ্যে এমন এমন কুৎসিত ঘৃণাকর ও লজ্জা
জনক কৌতুক হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া
বোধ হয় শরতান বা দৈত্যেরাও কুণ্ঠিত হয় ;
অথচ মিসিকারচিত্তে স্ত্রী পুরুষে উহাতে
আমোদ করিতেছে । এ অঞ্চলে অসত্যতার ও

৪। মহারাজ প্রমোহ, উদরাময়প্রভৃতি
আক্রান্ত হইয়া ইংরাজ ডাক্তারদ্বারা চিকিৎসা
হইবার জন্য কতক দিন হইল, পলিটিকেল
সেক্টর বাসিতে আসিয়া অবস্থান্ত করিতে
যখন সজ্জার সময়ে বায়ু সেবনার্থ বহি
হন তখন তাঁহাকে দেখা যায় । শূনি
তাঁহার রোগের অনেক উপশম হইয়া
ডাক্তার সাহেব বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা
করিতেছেন এবং পলিটিকেল এজেন্ট এক
করণে সৎকার করিতেছেন ।

৫। চোরের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ কএক
হইল, মুবার ছাউনীস্থ অধিবাসীরা একত্র
ক্যান্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেটের নিকট যে আ
করিয়াছিলেন, তাহাতে মাজিস্ট্রেট সাহেব
যের উপর কটিন কটিন নিয়ম করাতে
চুরির কথা শুনী যায় না । এক এক গ
তার এক এক কনটেইবেলের উপর অর্পিত
রাছে । সেই গলির শক্তিরক্ষার জন্য সেই
ব্যক্তি দায়ী হইবে । শুনিতে পাই হই
চোর ধরা পড়িতেছে ।

৬। এক দিন সজ্জার প্রাক্কালে এক
গাভোয়ান ছাউনি হইতে গ্রামান্তরে যা
ছিল । এক জন চোর প্রথমতঃ বহুভাবে
গাড়ীতে উঠিয়া, যখন জন শূন্য
পৌছিল, তখন গাভোয়ানকে ঐ গা
চক্ষে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া তাহার
হইতে টাকা পরসা বা ছিল, তাহা এবং গ
খুলিয়া লইয়া গেল । গাভোয়ান সমস্ত
সেই মাঠের মধ্যে ঐ ভাবে ছিল । সৌ
ক্রমে তাহার প্রাণ বধ কবে নাই এই লাভ
৭। সংপ্রতি এখানে দুটি বলাৎকাররূপ
নক হুকুম হইয়া গিয়াছে । প্রথমটী পু
এক জন কনটেইবল একটা দশম বর্ষীয় বালিক
বলাৎকার করাতে বালিকার মাতা ও অন
আত্মীয় পুলিশে এই বিষয় জানাইল ; কিন্তু
লাম তাহার কিছুই হইল না । দ্বিতীয়ট
ভয়ানক । এক জন সব্ ওভরদিয়ার
বারইয়ের (পাণবিক্ষেতার) অবিব
বালিকা কন্যাকে তাহার (সবওভরদিয়ার)
হই তিন জন সঙ্গীর দ্বারা বাসীতে ধরিয়
গিয়া তাহার উপর চারি পাঁচ জনে এরূপ
চার করিয়াছে যে, তাহার জীবনসংশ

অবস্থা আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না । লিখিবার
সময় ইহা যেরূপ থাকে, সৌমপ্রকাশে প্রকাশ
হইবার সময় প্রায় তাহার বিপরীত হইয়া থাকে ।
গত বারে লিখিয়াছিলাম, এখানে বর্ষার সমাগম
হইয়াছে । তখন জীবন মাসের প্রথম সপ্তাহ
উক্ত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ অবধি অন্য ভিন্ন
মাসের প্রথম সপ্তাহের অর্ধেক পর্যন্ত এখানে
এক বিন্দুমাত্র জল নাই বলিলেও হয় । কখন
শরৎ কালের ন্যায় নাতিশীত ঋতি উষ্ণ বায়ু
অনুভূত হইতেছে, কখন প্রবল গ্রীষ্মের ন্যায়
অগ্নিবৎ বায়ু অনুভূত হইতেছে । এবার বোধ
হয়, এ অঞ্চলে মনস্তর হইবে ; এখানে বর্ষাকাল
পড়ে নাই বলিলেও হয় ।

২। ঋতু পরিবর্তনেই হউক বা বর্ষা না হও
য়াতেই হউক, এখানে সংপ্রতি আবহাওয়ার
প্রাচুর্য হইয়াছে । কিন্তু যেরূপ শুনিতে পাই
অন্যান্য বৎসরে এমত সময়ে এখানে যেরূপ
ওলাউঠা রোগের প্রাচুর্য হয়, সৌভাগ্যক্রমে
এবার তাহার কোন চিহ্ন দর্শন বা জ্ঞাপন করা
যায় না ।

৩। গত ২১ এ জীবন, তানসানের সমাধির
নিকটবর্তী মহম্মদ গৌজ খাঁর যে সমাধি মন্দি
রের কথা পূর্বে লিখিয়াছিলাম, উক্ত স্থানে
“ চাকিয়ার মেলা ” নামে একটি বৃহৎ মেলা
হইয়া গিয়াছে । মন্দিরের একটা উচ্চ চূড়া
লক্ষ্য করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র স্তম্ভীয় স্তম্ভ বন্ধ
করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করাই এই মেলার
উদ্দেশ্য । যে ব্যক্তি চূড়ার উপর নিক্ষেপ করিতে
পারে, সে ব্যক্তি নাকি রাজকর্তৃক পুরস্কৃত হয় ;
কিন্তু এবার কেহ ইহাতে কৃতকর্ষ্য হয় নাই ।
এই মেলাক্ষেত্রে মহারাজের পোষ্য পুত্র
উপনয়নপুত্র ও জামাতা বিবিধ সজ্জায় সজ্জী-
কৃত ও বৃহৎ বৃহৎ হস্তিপুষ্ঠে আরোহণ করিয়া
আসিয়াছিলেন ; সঙ্গে অনেক সন্তান ও অধি-
রোহী পদাতিক লোক ছিল এবং অপর সাধারণ
প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল ।
অধের ও লোকের ভিড়ে অনেক লোক আহত
হইয়াছে । স্থানে স্থানে লাঠিখেলা মলমুগ্ধ
প্রভৃতি ব্যায়াম ক্রীড়া হইয়াছিল এবং মধ্যে
মধ্যে বেশ্যা ও অপরাপর স্ত্রীলোকের ভিড়ের
মধ্যে এমন এমন কুৎসিত ঘৃণাকর ও লজ্জা
জনক কৌতুক হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া
বোধ হয় শরতান বা দৈত্যেরাও কুণ্ঠিত হয় ;
অথচ মিসিকারচিত্তে স্ত্রী পুরুষে উহাতে
আমোদ করিতেছে । এ অঞ্চলে অসত্যতার ও

৪। মহারাজ প্রমোহ, উদরাময়প্রভৃতি
আক্রান্ত হইয়া ইংরাজ ডাক্তারদ্বারা চিকিৎসা
হইবার জন্য কতক দিন হইল, পলিটিকেল
সেক্টর বাসিতে আসিয়া অবস্থান্ত করিতে
যখন সজ্জার সময়ে বায়ু সেবনার্থ বহি
হন তখন তাঁহাকে দেখা যায় । শূনি
তাঁহার রোগের অনেক উপশম হইয়া
ডাক্তার সাহেব বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা
করিতেছেন এবং পলিটিকেল এজেন্ট এক
করণে সৎকার করিতেছেন ।

৫। চোরের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ কএক
হইল, মুবার ছাউনীস্থ অধিবাসীরা একত্র
ক্যান্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেটের নিকট যে আ
করিয়াছিলেন, তাহাতে মাজিস্ট্রেট সাহেব
যের উপর কটিন কটিন নিয়ম করাতে
চুরির কথা শুনী যায় না । এক এক গ
তার এক এক কনটেইবেলের উপর অর্পিত
রাছে । সেই গলির শক্তিরক্ষার জন্য সেই
ব্যক্তি দায়ী হইবে । শুনিতে পাই হই
চোর ধরা পড়িতেছে ।

৬। এক দিন সজ্জার প্রাক্কালে এক
গাভোয়ান ছাউনি হইতে গ্রামান্তরে যা
ছিল । এক জন চোর প্রথমতঃ বহুভাবে
গাড়ীতে উঠিয়া, যখন জন শূন্য
পৌছিল, তখন গাভোয়ানকে ঐ গা
চক্ষে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া তাহার
হইতে টাকা পরসা বা ছিল, তাহা এবং গ
খুলিয়া লইয়া গেল । গাভোয়ান সমস্ত
সেই মাঠের মধ্যে ঐ ভাবে ছিল । সৌ
ক্রমে তাহার প্রাণ বধ কবে নাই এই লাভ
৭। সংপ্রতি এখানে দুটি বলাৎকাররূপ
নক হুকুম হইয়া গিয়াছে । প্রথমটী পু
এক জন কনটেইবল একটা দশম বর্ষীয় বালিক
বলাৎকার করাতে বালিকার মাতা ও অন
আত্মীয় পুলিশে এই বিষয় জানাইল ; কিন্তু
লাম তাহার কিছুই হইল না । দ্বিতীয়ট
ভয়ানক । এক জন সব্ ওভরদিয়ার
বারইয়ের (পাণবিক্ষেতার) অবিব
বালিকা কন্যাকে তাহার (সবওভরদিয়ার)
হই তিন জন সঙ্গীর দ্বারা বাসীতে ধরিয়
গিয়া তাহার উপর চারি পাঁচ জনে এরূপ
চার করিয়াছে যে, তাহার জীবনসংশ

মুখতার কত ছুর প্রত্যাব রহিয়াছে, তাহ
মেলা দেখিয়া অনেক অংশে অনুভূত হ
এই মেলার উদ্দেশ্য কি, তাহা জানিতে
নাই ।

৪। মহারাজ প্রমোহ, উদরাময়প্রভৃতি
আক্রান্ত হইয়া ইংরাজ ডাক্তারদ্বারা চিকিৎসা
হইবার জন্য কতক দিন হইল, পলিটিকেল
সেক্টর বাসিতে আসিয়া অবস্থান্ত করিতে
যখন সজ্জার সময়ে বায়ু সেবনার্থ বহি
হন তখন তাঁহাকে দেখা যায় । শূনি
তাঁহার রোগের অনেক উপশম হইয়া
ডাক্তার সাহেব বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা
করিতেছেন এবং পলিটিকেল এজেন্ট এক
করণে সৎকার করিতেছেন ।

৫। চোরের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ কএক
হইল, মুবার ছাউনীস্থ অধিবাসীরা একত্র
ক্যান্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেটের নিকট যে আ
করিয়াছিলেন, তাহাতে মাজিস্ট্রেট সাহেব
যের উপর কটিন কটিন নিয়ম করাতে
চুরির কথা শুনী যায় না । এক এক গ
তার এক এক কনটেইবেলের উপর অর্পিত
রাছে । সেই গলির শক্তিরক্ষার জন্য সেই
ব্যক্তি দায়ী হইবে । শুনিতে পাই হই
চোর ধরা পড়িতেছে ।

৬। এক দিন সজ্জার প্রাক্কালে এক
গাভোয়ান ছাউনি হইতে গ্রামান্তরে যা
ছিল । এক জন চোর প্রথমতঃ বহুভাবে
গাড়ীতে উঠিয়া, যখন জন শূন্য
পৌছিল, তখন গাভোয়ানকে ঐ গা
চক্ষে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া তাহার
হইতে টাকা পরসা বা ছিল, তাহা এবং গ
খুলিয়া লইয়া গেল । গাভোয়ান সমস্ত
সেই মাঠের মধ্যে ঐ ভাবে ছিল । সৌ
ক্রমে তাহার প্রাণ বধ কবে নাই এই লাভ

৭। সংপ্রতি এখানে দুটি বলাৎকাররূপ
নক হুকুম হইয়া গিয়াছে । প্রথমটী পু
এক জন কনটেইবল একটা দশম বর্ষীয় বালিক
বলাৎকার করাতে বালিকার মাতা ও অন
আত্মীয় পুলিশে এই বিষয় জানাইল ; কিন্তু
লাম তাহার কিছুই হইল না । দ্বিতীয়ট
ভয়ানক । এক জন সব্ ওভরদিয়ার
বারইয়ের (পাণবিক্ষেতার) অবিব
বালিকা কন্যাকে তাহার (সবওভরদিয়ার)
হই তিন জন সঙ্গীর দ্বারা বাসীতে ধরিয়
গিয়া তাহার উপর চারি পাঁচ জনে এরূপ
চার করিয়াছে যে, তাহার জীবনসংশ

আমাদিগের গোয়ালিন্দরহ সংবাদ-
লিখিয়াছেন ।
মহাশয় । এখানকার কালের (ঋতুর)

বলিলেও হয়। কনার পিতা মাতা ও
আত্মীয়েরা উক্ত ওস্তাদসিয়ারের নামে
ক্রেতার নিকট অভিযোগ করিয়াছে। এখন
ক্রেতা হাজতে আছে। শুনিতে পাই, আমলা
বাক্তির হাতধরা এবং ইহার টাকা খরচ
এবং ক্রমতা আছে: মাজিস্ট্রেট যেরূপ
ও আপনাকে পূর্বে লিখিয়াছি। এখনও
মাজিস্ট্রেট অবস্থায়: শংস কি হয় বলিতে পারি

। প্রিগেডিয়াব জেনরেল এ ক্যান্টনমেন্ট
ক্রেট দুই জনে দুই দিন এখানকার সকলের
কিরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহা
নার জন্য প্রত্যেকের অন্তর মহলে প্রবেশ
পরিদর্শনপূর্বক বিরক্ত হইয়াছিলেন।
প্রায় অনেক বাড়ীতেই দুর্গন্ধময় আব-
ও পয়ঃপ্রণালী আছে। আমাদের নবীন

ক ও অন্যান্য বাঙ্গালা ও এতদেশীয় মহো-
গকে আহ্বানপূর্বক পরামর্শ করিয়া
“মিউনিসিপাল কমিটি” স্থাপন করিয়া
এস্থান যেরূপ অস্বাস্থ্যকর তাহাতে এই
একটি মিউনিসিপাল কমিটি নিতান্ত আব-
তাহার সন্দেহ নাই। যেরূপ নিয়ম করা
হইবে, তাহাতে বোধ হয়, এই ডাউনী পরি-
ও পরিচ্ছন্ন করিয়া অনেক অংশে এস্থানকে
শুশ্রূষা করিতে পারিবেন। মহারাজ রাজ
র মধ্যে যদি একটা করেন, তাহা হইলে
হয়।

। অদ্য গ্রহণোপলক্ষে মহারাজ “তুলা”
গাছেন, অর্থাৎ প্রায় দশ সপ্তাহ মুসার সহিত
হইয়াছেন। উক্ত অর্থ বাঙ্গালদিগকে বিত-
রা হইয়াছে।

আমাদিগের কোরহাটীস্থ স্বেদাদাতা
ধরাছেন:—

১। ডাকঘরে আজি কালি বিক্রমপু-
গণ বিলক্ষণ সুবিধাভোগ করিতেছেন।
টেকনসার, কাঁচাদিয়া, সোণারঙ্গ, ত্রীন-
রাজাবাড়ী, মুনশীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে
আফিস সংস্থাপিত হওয়াতে অত্র
কর পর পত্রিকা প্রাপ্তি ও প্রেরণসম্বন্ধে
সুবিধা হইয়াছে। পূর্বে রঙ্গপুর, আসান,
ভূপতিত দুঃবর্গী স্থান হইতে পত্রাদি
তে জায় দেড় মাস দুই মাসের কম লাগিত
কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। সংপ্রতি
কল স্থানবাসী বাক্তির পত্র পাঠাইলে ১০।
ন পরে নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত

হয়। ইহাতে বিক্রমপুরীয়েরা যে কেমন সুখ
ভোগ করিতেছেন, তাহা বলিবার নয়। কিন্তু
হুঃখ এই যে, কোন কোন ডাকঘরের পত্রাদি
বিতরণবিষয়ে কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা ও নিষ্কা-
রিত মাসুল অপেক্ষা কিছু কিছু অধিক পয়সা
গ্রহণের রীতি দৃষ্ট হয়। তাহা পূর্বাপেক্ষা
অনেক ভাল বলিতে হইবে। পূর্বে পাঁচ ছয়
পয়সার স্থানে একখানা পত্র হস্তগত হইত না।
এখন চারি পয়সার বড় অধিক দিতে হয় না।

২। কয়েক দিবস হইল, ত্রীনগরের হাটে
এক টেকবর্ত্ত মৎস্য কাটিতেছিল, এমন সময়ে
কতকগুলি লোকের জনতা হইয়া তাহার উপরে
পড়তে, সে সম্মুখস্থ অস্ত্রের উপর পতিত হয়।
তাহার গীবাদেশের কতক অংশ এমন ভাবে
কাটিয়া গিয়াছে যে, তাহার জীবনসংশয় হইয়া
উঠিয়াছে

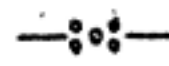
৩। বিক্রমপুরে মালদহনামে এক গ্রাম
আছে। তাহাতে এমন ভয়ানক জঙ্গল যে,
তত্রত্য অধিবাসীরা প্রায় বার মাসই ঐ জঙ্গ-
লস্থ বাঘ, শূকরপ্রভৃতি হিংস্র জন্তুসকলের
উপদ্রবে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত থাকে। স্থানীয়
শান্তিরক্ষক মহাশয়ের এতৎ প্রতি একটু দৃষ্টি
করা উচিত।

৪। ৩। ৪ দিন হইল, চড় কোরহাটীবাসী এক
চণ্ডাল ও ৯। ১০ বৎসর বয়স্কা একটা বালিকা
সর্পদংশনে হত হইয়াছে। এবার এ অঞ্চলে
সর্পদংশনের কিছু প্রাচুর্য্য দেখা যাইতেছে
শুনিলাম এক সপ্তাহেই ত্রীনগর টেননে ২০ টি
সর্প দষ্ট শব্দ আনীত হইয়াছিল।

৫। মহাশয়! গত বৈশাখ মাসে আমরা
বিক্রমপুরের পুলিষকৃত একটা অত্যাচারের
বস্তান্ত সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম;
সংপ্রতি ইনস্পেক্টর জেনরলের আদেশানুসারে
গত পর্য্যন্ত এক জন পুলিষ ইনস্পেক্টর, তাহার
অনুসন্ধনের জন্য এখানে আগমন করিয়াছি-
লেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া আমাদের
লিখিত বিষয়ের যথার্থ্য এক প্রকার অবগত
হইয়া গিয়াছেন। বোধ করি উক্ত অত্যাচারে
সংক্রান্ত মহামতিগণ এ যাত্রা এড়াইতে পারি-
বেন না।

৬। গত শুক্রবার বাণীগানামক স্থানে
একটা বালক জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

১৩ ই তার
১২৭৫।



আমরা শান্তিপুর হইতে এই সং-
গুলি প্রাপ্ত হইয়াছি:—

সম্পাদক মহাশয়, গত ১০ ই আগষ্ট
বার রাত্রি হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া ক্রম
১৭ ই আগষ্ট রাত্রিপৰ্য্যন্ত অবিপ্রান্ত
হওয়াতে শান্তিপুর গ্রামে ৩০০০ দা-
পড়িয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট বাহা আছে,
প্রায় আংশিক ভাগ এবং কোন কোনটা কা-
গিয়াছে। দালানসকল পতিত হওয়াতে
জন লোকের জীবননাশ হইয়াছে এবং
ক্ষতি হইয়াছে তাহার অনুমান করা কা-
অধিকাংশ লোক পথে পথে হাহাকার ক-
বেড়াইতেছে। প্রকাশ্য পথসকলে মনুষ্য-
জলের শ্রোত যাইতেছে। বৃদ্ধগণ বলি-
তাঁহারা এপ্রকার বৃষ্টি দেখেন নাই। এ-
লোক জলে হাঁটিয়া যাইতেছিল, সপেদ
করাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অধিকাংশ
অন্নভাবে ক্রেশ পাইতেছে। বাঙ্গারে চাট
মূল্য বিত্তন হইয়াছে। অধিকন্তু চোরের
শয় প্রাচুর্য্য হইয়াছে; সকলেরই ভয়
তাহাদিগকে আর ক্রেশ পাইতে হয় না।
দের মধ্যে গুলিখোরের সংখ্যা অধিক।
সতর্ক হইলে অনেক উপকার হইবার সম্ভা-
ব

২। ১০ ই আগষ্ট যে সূর্য্য গ্রহণ হয়,
মধ্যে তাহা দেখা গিয়াছিল, হিন্দু মহা-
গঙ্গাভীরে আপনাদের তপ জপ নির্ভিয়ে
করিয়াছেন।

৩। গঙ্গাতে অধিক পরিমাণে জলবৃষ্টি
হাতে অতিশয় ক্ষতি হইতেছে। বি-
আশুখান্য জলপ্রাধানে নষ্ট হইয়া গিয়াছে
কেরা হাহাকার শব্দে রোদন করিতেছে,
দের এক বৎসরের পরিজন্ম এক জলপ্রাধানে
করিয়া দিল।

৪। গত ১৪ ই আগষ্ট আমাদের স্কু-
লস্পেক্টর উদ্ভো মহোদয়, শান্তিপুর স্কুলের
দের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ত-
করিয়াছিলেন। স্কুলের কাগজ পত্র
সম্ভাষণাভ করিতে পারেন নাই। কাগজ
অনেক গোল দেখিয়া, তিনি আপন সন্দে-
লইয়া গিয়াছেন। শুনা যাইতেছে,
পত্রের গোল দেখিয়া সেক্রেটারি মহোদ-
পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

৫। রাণাঘাট ও শান্তিপুর সব ডিবি
ডেপুটী মাজিস্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেন মহা-
আগমনে সাধারণ লোকে তাঁহার ব্যবহারে
চরিত্রে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি অতি উ-
ত্তির লোক দার্শনিক এবং তদ্রূপ কার্য্য স-
তাঁহার অতিশয় সুখ্যাতি। আমরা প্রার্থন

যেমন তিনি স্বামী হইয়া এই প্রকার সাধারণের মনোরঞ্জন করেন।

৫ ই ভাদ্র ১২৭৫।

—:—

আমাদিগের গড়বেতার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। গত ২২ এ জুন পুলিস স্টেশন বিসনপুরের অন্তর্গত আমচড়া গ্রামে যে জ্রীলোকী হত হইয়া তাহার স্বামী ও স্বশুরকে হত্যাকারী বলিয়া সেসনে সর্পণ করা হইয়াছে।

২। ইতিপূর্বে সোমপ্রকাশে বাকুগার যে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন হইবার কথা লিখিত হইয়াছিল, তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাতে তন্মূলে ২০ টী বালিকা রীতিমত অধ্যয়ন করিতেছে।

৩। গত ১৯ এ জুন ই বাকুগার পুলিস স্টেশনের নিকটস্থ মুসলমান জাতীয় একটি বৃদ্ধ জ্রীলোক সর্বোবর হইতে জল আনিবার সময় হঠাৎ পশ্চিমদে পতিত হইয়া শমনসদনের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে।

৪। প্রথের বিষয় পুলিস স্টেশন বিসনপুরের প্রসংখিত ইনস্পেক্টর মৌলবি আবদুল আলির হুগলি জেলায় পরিবর্তন হইয়াছে। বিষ্ণুপুরে শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক কটনক ইনস্পেক্টর শিউড়িতেলা হইতে আসিয়াছেন।

৫। সংক্রান্ত বিষ্ণুপুরের অবস্থা কিছু ভাল বোধ হইতেছে। গড়বেতার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট বাবু রত্নলাল ঘোষ মহোদয় বিষ্ণুপুরের বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতি শুভচিন্তি নিক্ষেপ করিতেছেন। মহাবিষ্ণুপুরে মনো অনেক স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ও পুষ্করিনাকুল ময়লা দ্রব্যে পরিপূরিত থাকতে সাধারণের অনিষ্ট হইতেছে। এখানকার প্রজাগণ তাহা সকলেই নিতান্ত দরিস। ইহাদের দ্বারা ভঙ্গ দি পরিকৃত হওয়া কঠিন। এরূপ স্থানে এসকল কার্যে আপাততঃ গবর্নমেন্টের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যিক।

৬। গড়বেতার জুতপূর্ণ ডেপুটি মাজিস্ট্রেট জ্রীক বাবু হেমচন্দ্র কর মহোদয়ের দ্বারা এখানকার প্রাচীন হিন্দুকীর্তি মন্দিরাদি সংস্কারণ বিষয়ে বেচীনা সংগ্রহ হইয়াছিল, এক্ষণে বর্তমান ডেপুটী মাজিস্ট্রেট জ্রীক বাবু রত্নলাল ঘোষ মহোদয়ের দ্বারা তাহার সর্গমঙ্গলা দেবীর মন্দির সংস্কৃত হইতেছে। রত্নলাল বাবু যে প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম সহকারে এই কার্যে নিরীক্ষা করিতেছেন, তাহাতে তিনি

সাধারণের অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

৭। গড়বেতার দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য সংক্রান্ত এখানকার জেলহসীটলের নেটিব ডাক্তারদ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। প্রথের বিষয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের ইহার মধ্যেই ছাদ কাটিয়া জল পড়িতেছে। সংস্কার না হইলে অরায় বাগীচী পতিত হইবার সম্ভাবনা। গৃহনির্মাণের তার প্রাপ্ত অবস্থার অনবধানতানোষে এট রূপ ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই।

৮। গত ১৪ ই জুন ই গড়বেতাপুলিস স্টেশনের অন্তর্গত বলদঘাটা গ্রামনিবাসী আনন্দ মাইতি নামক এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তির বাগীতে একটি তারি ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতের সংখ্যা অনুমান ৫০।৬০ জন হইবে। সমুদায় ৫০০ টাকার দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার পুলিস কর্মচারীগণ এমনি কমতা বান্বে যে এতবড় ডাকাইতটিকে পুলিসের (সি) ফারম রূপে হস্তান্তর দিয়া এক বাঁরে জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন, আর তাহার কিছুই হইল না।

—:—

আমাদিগের মেদিনীপুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

২। এবৎসর বর্ষাবিক্যপ্রযুক্ত সহবের রাত্তা গুলি এপ্রকার করব্য হইয়াছে যে বৃষ্টি হইলে বাওয়া আসা হুঙ্কর হইয়া উঠে। শুনিলাম মিউনি সিপল ফণ্ডে অধিক টাকা নাই বলিয়া বাজা গুলির সংস্কার হইতেছে না। কিন্তু ইংরাজ টোলা, থানাগোড়া ও কর্ণেলগোলা রাস্তাগুলি এ নিয়মের বহিষ্কৃত। মিউনি সিপালিটির দশা কি সর্জিতই সমান?

৩। মাধব বাবু তর্কবল ঘাটের মকদ্দমাতে গুজিলাত করিয়াছেন। না হইবেই বা কেন? সত্যেরই জয়। মিছামিছি এক জনকে দাঁদে ফেলা বড় সহজ নহে। ইহার পর আরও এক নম্বর রুজু করিবার কথা ছিল; কি হয় বলা যায় না।

৪। এখানকার বঙ্গ বিদ্যালয়ের বেতন বৃদ্ধির বিষয় হইতিপূর্বে মহাশয়কে জানাইয়াছি অল্পদিন হইল অত্রস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়েরও বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। হই টাকার পরিবর্তে ২১।০ টাকা ও ১১।০ টাকার পরিবর্তে দুই টাকা এবং এক টাকার পরিবর্তে ১১।০ টাকা হইয়াছে এখন এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তখন পুলক ও খেটাদি লইয়া বিনা বেতনে ছাত্রেরা পড়িতে পাইত। ক্রমে লোকের রুচির সহিত ১০।০।০

১ টাকা বেতন হইয়াছিল। কিছুদিন পরে যখন এন্ট্রান্সের ২ টা ক্লাশ খোলা হইল, তখন ১২ জেণীতে ২ টাকা ও বিত্তীয় জেণীতে ১১ এবং নিম্ন জেণীসকলেতে এক টাকা মাত্র হয়। তাহাতেই অনেকে উচ্চশ্রেণীর বেতনদানে অসমর্থ হইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছিল। বর্তমানে সর্বোচ্চ জেণীতে ২ হই টাকা আট আনা। তাহার পরের জেণীতে ২ টাকা এবং অন্যান্য নিম্ন জেণীতে ১।০ হইয়াছে। ফণ্ডে টাকা অধিক জমিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতি হয়, তাহাতে আমরা অসন্তুষ্ট নহি এবং স্থানবিশেষে তাহা করিতেও হয় কিন্তু মেদিনীপুর কলিকাতার নিকটবর্তী কোন স্থানের ন্যায় উন্নতিশীল নহে এখানকার অধিবাসীগণ তাবুশ সজ্জিতমান ও বিদ্যাভুরাগী নহে যে অধিক বেতন হইলেও তাহারা বিরত হইবে না। সরকারি কার্যোপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের যেসকল ব্যক্তি এখানে আছেন, বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রই তাঁহাদিগের সন্তান। তাহাদেরই শিক্ষার দ্বার উদঘাটিত থাকি যা নিম্ন ও মধ্যবিধ জেণীর সন্তানদের দ্বাররুদ্ধ হইতেছে। বিশেষতঃ অল্পবেতনভোগী কর্মচারীগণের ত আরও বিপদ। এখন অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ক্রমে শিক্ষারও দর বৃদ্ধি হইতে চলিল! স্থানীয় লোকেরা এ বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া কমিটিতে এক আবেদন প্রদান করিয়াছেন।

৫। ইহার মধ্যেই পুলিসের হেড কেরানী ডিশমিশ ও সগরের সব ইনস্পেক্টর সসপেট হইয়াছেন! আমরা পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে আরও বিশেষ অগ্রসফানের অনুরোধ করি। পুলিসে অনেক গোজা দেওয়া লোক আছে। কিন্তু নির্দেব অপেক্ষা অপরাধীর দণ্ড হইলে আমরা অধিকতর সুখী হইব।

—:—

আমাদিগের মঙ্গলপুরের সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

এখানে বেলা ৯।০ টার সময়ে সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হয়। আকাশমণ্ডল পরম্পন্ন না থাকতে প্রথমে ভালরূপ দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু পরিশেষে কিছুক্ষণ অজীব দৃষ্ট সূর্যদেব গগন মার্গে স্পষ্ট লক্ষিত হন। পূর্বে এখানকার এক জন সুর্যোগ্য জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতকে গ্রহণের কথা জিজ্ঞাসা কবাত তিনি কহিয়াছিলেন, ৩ রা তাহের গ্রহণে সূর্যের কিছুদধিক অর্ধ গ্রাস হইবে এবং উহার বিশেষ প্রমাণও দেখা হইয়াছিল। অন্য আমরা তাহাকের সফলতা নির্ণয় করিলাম। গ্রহণকালে গণ্ডক নদীতে প্রাণ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি লোক মেদিনী নৌকায় বেয়া ঘাটে পার হইতেছিল, সেই সময়ে

পুলিষের মহাপুরুষেরা সবাকবে ঐ
উঠিয়া বলপূর্বক মাজিকে পার করিতে
বহুলোকের ভরে নৌকাখানি মগপ্রায়
তে মাজি প্রথমে পার করিতে অনিচ্ছা
করে, কিন্তু কি করে, পুলিষের প্রতাপে
হইয়া অগত্যা পাবে যাঁতে সম্মত হয়।
পক্ষে নৌকাখানি কিনারায় আসিয়া জল
ইয়া গিয়াছে। সোভাগ্যের বিষয় এই এক
প্রাণহানি হয় নাই।

১ ল: ভাদ্র অবদি এখানে সুচারু বৃষ্টি
আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে বর্ষাকাল
বোধ হয়।

সামবা শুনিয়া আক্লাদসহকারে প্রকাশ
তক্তি এখানকার আদালতসমূহের উর্দ্ধ
গের কর্মচারিগণের পদাধুরূপ বেতন
হইয়াছে। কিন্তু শঙ্কা হইতেছে যে উদ্দেশ্যে
মেন্ট বেতনবৃদ্ধি করিলেন, তাহা সফল হয়

? এক জন মাসিক ১০ টাকা বেতনে যখন
প্রাক্তর টাকা উপার্জন করিয়াছেন, তখন
টাকা বেতনে এক্ষণে যে তিনি বিশ হাজার
উপার্জন না করিলেন কেনন করিয়াই বা

হয়। পূর্বে আট আনায় মন উঠিত
এক্ষণে এক টাকার কমে আর কখনই
রা ঘাড় পাতিবেন না। শিক্ত ব্যক্তিদি
আমলাব পদে নিয়োজিত না করিলে এ

দ্রুত হইবে না। মজঃফরপুরে সুচিকিৎস
অভাবনিবন্ধন মধ্যে মধ্যে ঘোর বিপদে
তে হয়। আমরা গবর্নমেন্টকে অসুরোধ

এখানকার সব এসিষ্টাণ্ট সার্জনকে স্থান
বদলী করুন এবং এখানে এক জন
গ্য সব এসিষ্টাণ্ট সার্জন প্রেরণ করিয়া
মাদিগের শঙ্কা দূর করুন।

—:—

প্রেরিত

অন্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

গত আঘাত মাসের জলপ্রাবনে আহ্নাবাদ
দুয়ার অন্তঃপাতী শত শত গ্রামের প্রজাগ
দেয় প্রবস্থা ঘটয়াছিল, তাহা মহাশয়
রূপে বিবিত আছেন। প্রজাগণের সেই
প্রকার প্রবস্থা দেখিয়া স্থানীয় ডেপুটী মাজি
ট বাবু দীর্ঘবচন মিত্র মহাশয় কতকগুলি
মের অন্তঃপাতী প্রজাগ ভয় গৃহ পুনর্নির্মা
র্ষ যথা কথঞ্চৎ সাচাষণ করিয়াছেন। অপরা
র গ্রামেও মাসাবধি ভয় করিয়া তাহাদের

স্থঃ বিজ্ঞাচনের উপায় ভাবিতেছেন। ইতি
মধ্যে ২৬ এ আঘাত হইতে অল্প ১০ দিবস
মুসলধারায় বৃষ্টি হইয়া শিলাবতী ধারকে-
খর, কংসাবতী ও দামোদরের জল প্রচণ্ড বেগে
প্রবহমান হইয়া পুনর্কার এখানকার প্রজাবর্গের
ঘেরূপ প্রবস্থা ঘটাইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করা
হুকর। একে ত গত আঘাত মাসের জলপ্রাবনে
যেসমস্ত গৃহ ভয় হইয়াছে, অনেকেই অদ্যাপি
তাহা পুনর্নির্মাণ করিতে পারে নাই তাহাতে
আবার হতভাগ্য প্রজারা পরিশ্রম সহকারে
আউস ও টেমস্টিক খান্য রোপণ করিয়া জীবিকা
সংস্থানেঃ এবং আপাততঃ আউস খান্য
ক্ষেতন করিয়া সংসাবনির্মাঃ কতক খান্য
বিক্রয় করিয়া জমীদারের খাজনা দিবার সে
আশা করিয়াছিল, আঘাতের ভয়ানক বর্ষায়
তাহাদের যে সকল আশা উচ্ছিন্ন করিয়াছে
আর এমত বীজখান্য নাই যে, পুনর্কার জমীতে
রোপণ করে, অসময়ে রোপণ করিলেও আ
খান্য হইবার সম্ভাবনা নাই। ইক্ষু ও হরিদ্রারও
যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। গত বর্ষায় যেসকল
গৃহ কথঞ্চৎ দণ্ডায়মান ছিল, তাহাও আঘাতের
বর্ষায় সম্পূর্ণরূপ ভয় হইয়াছে। সম্পাদক মহা
শয়! যাহারা কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া
দিনশান্ত করিয়া থাকেন, এ বৎসর তাহাদের
কি গতি হইবে! কি উপায়েই বা তাহারা জমী
দারের খাজনা আদায় দিবে, এবাবের বন্যা
গত বন্যা অপেক্ষা স্থান নহে। সম্ভাবই বলিতে
হইবে, তবে বিশেষ এই, পূর্বে জলপ্রাবনে
ঘেরূপ বহুসংখ্য গরু ও মানুষের বিনাশের কথা
শুনা গিয়াছিল, এ বার সেরূপ শুনিতে পাওয়া
যায় নাই। ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা খান্যর পুলিষ
ইনস্পেক্টর বাবু শীতলপ্রসাদ মিত্র মহাশয়
এবার বন্যার সময় প্রজাগণের অনেক কষ্ট নিবা
রণ করিয়াছেন। শীতল বাবুর কৌশলেই
অনেকে জলমজ্জনরূপ বিপদ হইতে পরিত্রাণ
পাইয়াছেন। ভূয়োভূয়ঃ একরূপ বিপদ উপস্থিত
হইলে প্রজাগণ কিরূপে বাঁচে? গবর্নমেন্ট
উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করিয়া নদীসকলের সেতু
নির্মাণ করুন। শিলাবতী নদীর পরিসর অতি
অল্প, এই কারণেই জল সেতু অতিক্রম করিয়া
বাঁধ ভয় হইয়া দেশ ভাসিয়া যায়। ঘাটালের
দক্ষিণ নিম্নাংশ হইতে শিলাবতী নদীর শাখা
নির্মাণ করিয়া রূপনারায়ণের সঠিত যোগ
করিয়া দিন, তাহা হইলে জল অক্লেশে নির্গত
হইবে। ইহা করিলে প্রজাগণ একরূপ কষ্টে
পড়িবে না। গবর্নমেন্ট কার্য্যদক্ষ ও তরসিয়র

নিযুক্ত করুন। এমত বিপদের সময় ঘাটালে
চৌকীদারী টাক্স আদায়ের আদেশ হইয়াছে।
প্রজারা আহ্নার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া এক
প্রকার সমুদ্রের মধ্যে বাস করিতেছে। চৌকী
দারেরা ইহাদের কি করিবে? এমত সময়ে গবর্ন
মেন্ট দরিদ্র প্রজাব প্রতি রূপাদৃষ্টি করিয়া আপ
ততঃ কিছু িনের জন্য ইহাদের টাক্স মাপ
করুন। ঘাটাল হইতে যে রাজপথগী চন্দ্রকোণা
পর্য্যন্ত গিয়াছে, ঐ পথে টোলগেটে পয়সা
আদায় হয়। পথগী ঘেরূপ কদর্য্য ভয়ঙ্কর মূর্খি
ধারণ কারিয়াছে, তাহার কথা কি বলিব। প্রত্য
দশ পনরটী করিয়া গরুর পা ভাঙ্গিয়া যায়।
অনেক মনুষ্যকেও পাত্ত হইতে হয় এবং
পায়ের আঘাত লাগে। রাস্তার ত অবস্থা এই
কিন্তু টোলগেটে পয়সা আদায়ের বিলক্ষণ কড়
কড়ি। গবর্নমেন্ট অগ্রে পথগীকে ইষ্টকনির্মা
করুন পশ্চাৎ পয়সা আদায় করিলে তা
দেখাইবে।

৫ ই ভাদ্র } একান্তানুগত।
১২৭৫। } শ্রীশঃ।

—:—

মহাশয়! গত ১৮ ই আগষ্ট মঙ্গলবার বে
অনুমান ৬০ সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় দা
হদার নিকটস্থ কার্পাসডালা গ্রামে এক
শোচনীয় ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। কার্পাস
দার পশ্চিমদিগে ককিরাখালিনামক একটী
খাল আছে। তথায় চতুর্দশবর্ষবয়স্ক এ
কায়স্থবালক মংসা ধরিতে গমন করিয়াছিল
অকস্মাৎ মৃগী রোগাক্রান্ত হইয়া জলমগ
য়াতে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে।

কার্পাসডালা } শ্রী প্রাঃ বিঃ।
২১ এ আগষ্ট।

—:—

কিয়দ্বিবস হইল সোমপ্রকাশের প্রেরিত
সুস্তে আমাদিগের বাসগ্রাম জিলা হাব
অন্তর্গত গড় ভবানীপুর ও তন্নিকটবর্তী
বাসীদিগের ডাকঘরের অভাবনিবন্ধন ক
বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল। বোধ হয়, ত
ঠেই পোষ্টমাষ্টার জেনরল সাহেব মহোদয়
ডার পোষ্টমাষ্টার বাবুকে উক্ত গ্রামটী ডা
স্থাপনের উপযুক্ত স্থান কি না তাহার অনু
করিয়া তাহার রিপোর্ট করিতে আদেশ করে
পোষ্টমাষ্টার বাবু এমনি কার্য্যদক্ষ যে
আপনকার্যালয়ে বসিয়াই রিপোর্ট নি
দিয়া তদীয় প্রকৃর্ত্তিক্রমের পরা কাঠা প্রদর্শন
ছেন। তিনি বলেন যে ঐ গ্রামে একটীমাত্র
লোকের বাস আছে এবং তদ্রূপ অধিবাসীর

দিক নাই। মহাশয়। ইনি জ্যোতিষে কি, মান্য ব্যাপ্তিই লাভ করিয়াছেন। যে ন দ্বাদশ ক্রোশ দুরে থাকিয়াও এখানকার হা সবিশেষ জানিতে পারিলেন। পোষ্টার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যদি এই গ্রামে ইহার পাখবর্তী গ্রামসমূহে অনেক ভদ্র কের বাসই নাই তবে ত তাঁহার ইচ্ছা এখান ইংরাজ বিদ্যালয়ে গবর্নমেন্টের সাহায্য অনায় হইয়াছে। এ জিলার বিদ্যালয়সমূহ ডিপুটী ইনস্পেক্টর জীযুক্ত পণ্ডিত মাধবচন্দ্র মহাশয়ের নেত্রদ্বয়ের কি তির প্রকার শক্তি? না গবর্নমেন্টের ক্ষতি করাই র জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য?

একদে পোষ্টমাস্টার জেনারেল সাহেব মহো নিকট আমাদের প্রার্থনা এষ্ট, যদি আমা র চৌক্যে তাঁহার কদয়ে দয়ানু সঞ্চারই থাকে, তবে এখন একটী লোকের প্রতি এ যের তার দিন যে, তিনি স্বচক্ষে এই গ্রামটী দেখা রিপোর্ট করিবেন। অথবা শিক্ষাবিভাগ তে ডিপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়ের প্রদর্শ পট আনাইয়া দেখিলেই আমাদের প্রার্থনা কের যথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে। পোষ্টমাস্টার জেন যদি ইহার অন্যতর উপায় অবলম্বন করিতে নক্ষ হন, আপাততঃ কিছু দিনের নিমিত্ত একটী রঘর স্থাপন করিয়া দেখুন, যদি গবর্নমেন্টের ত হয়, উঠাইয়া দিবেন।

৬ ই তারিখ } গড় তবানীপুর নিবাসিন্য—
১২৭৫ সাল }

১। গত রজনীতে আমি নিমিত্ত অবস্থায় ছি, অকস্মাৎ রাত্রি প্রায় তিন ঘটিকার সময় রবর্তী মহিলাগণের ক্রন্দনধ্বনি ও পুরুষের লাহল আমাকে জাগরিত করিল। তখন সার আর কয়েক জনের সহিত ছানে আরো পূর্নক কোলাহলপূর্ণ বাতীর প্রতি দৃষ্টি রিতে লাগিলাম। একটী স্ত্রীলোককে অপে কৃত উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে শুনিয়া, সেই টীর এক জনকে জিজ্ঞাসা করাতে অবগত হিলাম যে, চারিজন ভক্তর তাহাদিগের বাটী বেশপূর্নক একটী কুঠরির দ্বার খুলিয়া মধ্যে দাইবার চেষ্টা করে। সেই ঘরে যাহারা ল, তাহারা দারোপ ঘাটনের শব্দে জাগরিত ইয়া এবং আলো জালিয়া বাহিরে আসিল। কেররা পলাইয়া বাতীর পশ্চাত্তাগে গেল এবং যা হইতে ছিল ছুড়িতে আরম্ভ করিল। একটী

ছিল এক জন বিধবা রমণীর মুখে লাগিল সে তজন্য বাধিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছিল।

২। ২৮ আশ্বিনাবদি কয়দিন এদিকে তারি বৃষ্টি হয়, কিন্তু ৩২ আশ্বিন রাত্রির ঘোরভর বর্ষায় কৃষ্ণনগর জলে প্রায় প্লাবি ও হইয়াছিল। ইংরাজ টোলার গুলিকতক রাস্তাতির প্রায় লম্বদায় রাস্তা জলে নিমগ্ন হইয়াছিল। কত শত ঘর পতিত হইয়াছে, আউস এবং আমন ধান্যও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মাজিডেট বেল সাহেব জল বাহির করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি- লেন কতক কৃতকার্যও হইয়াছেন। কল্য রৌদ্র প্রকাশিত হইয়াছে। বাবু দ্বারকানাথ সরকার প্রকৃতি কয়েক জন ওতারসীয়ার এবং মাজি ডেট বেল সাহেব বৃষ্টিতে ভিজিয়া ও জল বাহির করিতে নিরুত্ত হন নাই। তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। এরূপ বৃষ্টি কখন দেখা যায় নাই। জল শুকাইয়া যাইলে একটী মড়ক হইবার সম্ভাবনা।

হাট গোরাজী }
৫ ই তারিখ } স্ত্রীঃ—

মহাশয়! অনেক রোগের অনেক ঔষধ আছে, কিন্তু সর্পদংশনের ও ওলাউঠা রোগের ভাল ঔষধ দৃষ্ট হয় না। সময়ে সময়ে কতপ্রকার মুতন মুতন ঔষধ উঠিতেছে, কত বাইতেছে তাহার পরিসীমা নাই। ভাল ভাল ইংরাজী চিকিৎসকগণও এমত ঔষধ নাই যে উক্ত রোগে এক এক বার ব্যবস্থা না করিয়াছেন, কিন্তু এপ র্যন্ত কোন ঔষধ প্রকৃতরূপে স্থির করিতে পারে ন নাই। সম্পাদক মহাশয়! বড় মজলেব বিষয় বলিতে হইবে যে আপনকার গত ১৭ ই আগ টের সোমপ্রকাশে এক জন কবিরাজ বহু ঘর ও পরিশ্রম সহকারে সর্পসাধারণের হিতার্থ কতক গুলি সর্পদংশনের মুতন ঔষধ প্রেরিত পরে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া আমরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম; কিন্তু ঔষধগুলি সর্পদংশনের যথার্থ ঔষধ কি না পরীক্ষা বিনা বলিতে পারিলাম না। কবিরাজ মহাশয় লিখি য়াছেন "মুখ ও নাসা হইতে কফ বা কর্ণ হইতে মলা বাহির করিয়া বাম হস্তের অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা ক্ষতস্থানে লেপন করিলে বিষের বিষয় থাকে না। এস্থলে বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুলির উল্লেখ করিবার তাৎপর্ষ্য কি? কবি- রাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকি তে পারিলাম না। যদি বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুলি না দিয়া দক্ষিণ হস্তের অনামিকা অথবা

অন্য অঙ্গুলি দ্বারা ক্ষত স্থানে ঔষধ লেপন হয়, তাহা হইলে কি বিষের বিষয় নষ্ট হইবে? যেসকল গ্রামে বসন্ত রোগে মঙ্গল মরিতে সে সকল গ্রামের প্রজাগণকে অন্য গ্রামে ব রোগগ্রস্ত করু লইয়া যাইবার নিষেধ সর হইতে হইয়াছে। এটি যুক্তিসিদ্ধ কাজ য়াছে।

মগরা }
২০ এ আগষ্ট } গ্রাহক
—:—

পাঠকগণ! আপনারা নানা স্থানের অতি ও অনারুষ্টির সংবাদ সোমপ্রকাশে পাঠ ক থাকেন, অন্য আমাদের দেশটির ছরবস্থার ক পাঠ করুন। এ গ্রামটির নাম জনাই। এটি প্রধান পল্লীগ্রাম। বোধ করি আপনারা কেই ইহার নাম শুনিয়া থাকিবেন। এ অনূন পাঁচ ছয় শত ঘর লোকের বাস। ন পের সংখ্যা অধিক; তাঁহাদের মধ্যে অধি শই কুলীন; কায়স্থ প্রায় নাই। তেলি প্রকৃতি নবশাক বিস্তা আছে। অনেক বড় মাল্লু আছে। তাহার মধ্যে তি প্রধান বড় মাল্লু। ইহার জমিদার। এখান অধিকাংশ লোক চাষাব। কৃষকের স অতি অল্প। অবশিষ্ট প্রায় যাবতীয় লোক কীর্ষী। গ্রামটির একদে উন্নত অবস্থা ব হইবে। একটি ইংরেজী ও একটি বঙ্গবিদ এবং একটি পুস্তকালয় আছে। সম্প্রতি একটি পোষ্ট অফিস হইয়াছে। একত এসিষ্টেন্ট বারজন আসিয়াছেন। একটি আছে। গোলদার মুদখানা, ময়রা, হা প্রভৃতির দোকান অনেক আছে। অনেক প্রকাশ্য ও অপকাশ্য পথ আছে। ত ছুটিমাত্র ইষ্টকনির্মিত; এই গ্রামটি অ সময়ে সামান্য সহরের ন্যায় বোধ হয়; বর্ষাকালে এটিকে নরক বলিলে বোধ অত্যুক্তি হয় না। এই বর্ষায় দেশটির চূর্ণনা ঘটিয়াছে, তাহার বিষয় কিছু হউন। গত ২৫এ টমার্ড শুক্রবার অবধি দিক্রমে পনয় দিবস বৃষ্টি হওয়াতে দেশটি প্রকার জলপ্লাবিত হইয়াছিল। লোকের নীমা ছিল না। তাঁহাদের বৎপরোনাস্তি ও ছরবস্থা হইয়াছিল। পরিশেষে কিছু ধরণ করাতে তাঁহারা আপন আপন সংশোধনের উপায় চেষ্টা করিতেছি কিন্তু চূর্তাগক্রমে ২৫ আশ্বিন মঙ্গলবা অবিশ্রামে মুবলধারে অষ্টাহ বারিবর্ষণ হ পূর্নাপেক্ষা অধিকতররূপে দেশটি

হাচ্ছে। লোকের গতিবিধি বন্ধ হইয়াছিল।
 নি কি গৃহ হইতে গৃহান্তরে এবং এক বাটী
 হতে অন্য বাটী যাওয়া অসাধ্য প্রায় হয়।
 অধিকাংশ গৃহস্থের বাটীর ভিতর জল জমিয়া
 গেল। কোন পথে ভিনহাত কোথাও চারি হাত
 পায় বা ততোধিক জল সঞ্চিত হয়। জলা
 লি সাগরাকার হইয়াছে, অধিক কি যে দিগে
 উপাত্ত করা যায়, কেবল জলই দেখিতে
 ওয়া যায়। জলযান ভিন্ন গমনাগমনের
 পায় নাই। লোকের ক্ষতির ও ক্লেশের অধিক
 নাই। অনেকের গৃহ ও প্রাচীরাদি পতিত হইয়া
 য়াছে। তাহাভাবে অনেককে অন্যের বাটীতে
 গিয়া লইতে হইয়াছে। তাহাদের কষ্ট দেখিয়া
 অধিদাসাগরে নিমগ্ন হয়। একটি বিশেষ
 ঘটনীয় ঘটনা হইয়াছে। এক ঘর বৈষ্ণবের
 গীতে তিনজন বিদেশীয় লোক আসিয়া
 প্রায় লয়। তাহারা এক দিবস রজনীতে দেখা
 পাই পড়ে। প্রাতিবাসীরা অনেক পরিশ্রম
 কার করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছে।
 অনেক পদ ভগ্ন হয়, তাহার জীবন সংশয়;
 অনেকের বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগে। একজনের
 শরীরে আঘাত লাগিয়াছে। তাহারা সকলেই
 নও বাঁচিয়া আছে, পবে কি হয় বলা যায় না।
 হটুক, সম্পাদক মহাশয়। এবংস্বের গতি
 কু বুঝিতে পারিতেছি না। কিছু দিবস পূর্বে
 খানে একটি উল্কাপাত হইয়া গিয়াছে। এবং
 বিশেষ দুর্কীৎসর, কৃষিকার্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত
 কদিগের আশা ভরসা একে বারে ভাসিয়া
 য়াছে। দেশে ইতিমধ্যেই হাঙ্গার রব উঠি
 ছ। সম্পাদক মহাশয়। ডিক্টেট মার্জিনেট
 এপিডেমিক এবং সেনিটারি কমিসনর মহো
 য়রা এখন কি করিতেছেন? তাহাদিগকে
 হর বাহির হইয়া এক বার চারি দিকে চাওয়া
 খতে বহু নাই; সহজেই এখন এপিডেমি
 র কারণ স্থির করিতে পারিবেন। এখন চুরে
 হর হওয়ার পরিশ্রম ও ব্যয় স্বল্প হইতে পারে
 ডি খোড়ার আবশ্যিকতা নাই। ঘরের ঘরে
 কায় চাপুন, এখনি সমুদয় বঙ্গদেশ জলে
 ল জমণ করিতে পারিবেন।

তাং ১৯ অ'গ'ষ্ঠ } একান্ত অসুগত
 সন ১৩৮ স.পে } জীরা
 জমাই }

মহাশয়! আর রক্ষা নাই! গত ২৫ এ টি, ৪
 ধি ৫ ই অ'গ'ষ্ঠ্যাপী অতি বৃষ্টিতে বিল
 ঘাট সকল সমান ও তৎপরে কেলেঘাই
 তি নদীর জল একেবারে দেশকে প্রাবিত

করিয়া রাখিয়াছিল। যদিও হিজলির একজি-
 কিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার উক্ত নদীর হানাসকল
 কতক পরিমাণে বন্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি
 তাহা নামমাত্র হইয়াছিল এবং মাঠের জলও
 তদবস্থায় ছিল। পুনরায় ৩ এ প্রাণের
 অতিবৃষ্টিতে কেলেঘাইর জল পতিত হইয়া সেই
 সকল অর্ধবন্ধ হানায়োগে প্রবেশ করিয়া পূর্বি
 বং দেশকে প্রাবিত করিয়াছে। নৌকাভিন্ন
 বাটী হইতে এক পদও অগ্রসর হইবার যো নাই
 গত বাবেই অনেক গৃহ ভূমসাং হইয়াছিল।
 যেগুলি জল লাগিয়াও পড়ে নাই এবং যেগুলি
 দেওয়াল বসিয়া গিয়াছিল, তাহা এবারে জল-
 সাং হইয়াছে। লোকে বহু আয়াসসঞ্চিত গৃহ
 সামগ্রী ও পরিবারবর্গ লইয়া কোথায় গিয়া যে
 আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাব উপায় নাই। উক্ত
 বেচ প্রায় সকল ভূমিখণ্ডই জলে নিমগ্ন হইয়া রহি
 য়াছে। প্রতিবেশীর বাটীতে যাইতে হইলে সস্তরণ
 অথবা ডোকা ভিন্ন গতি নাই। অনেকের ঘরে
 ত অন্ন নাই। যদিও কেহ কেহ অনেক কষ্টে
 কিছু কিছু ধান্য রক্ষা করিয়া বাঁচিবার উপায়
 করিয়াছে, তাহারা আবার তরি তরকারি
 এবং লবণ না পাইয়া শুষ্ক ভাত খাইয়া দিন
 যাপন করিতেছে। তৈল তামাকের ত কথাই
 নাই। পল্লীগামবাসীদিগের বিশেষতঃ কৃষক-
 গণের গুরুই একমাত্র জীবনোপায় বলিলে
 অতুক্তি হয় না। তাহার অধিকাংশই গত
 বারে হত হইয়াছে, অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহাও
 এবাবে আহাৰ্য্যভাবে মরিতে বসিয়াছে।
 এক গাছী তৃণ বা এক আটি খড় পাওয়া
 দুষ্ক হইয়াছে। আবার ভীষণদংষ্ট্র নক্রসকল
 গো ও মনুষ্যশোণিতের আবাদ পাইয়া আপন
 আপন মূশংসবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য
 স্থানে স্থানে অলোপরি বিচরণ করিয়া বেড়াই
 তেছে। ধান্যক্ষেত্রে কোথাও ৫ কোথাও বা ৭
 সাত হস্ত জল আপন আপন হিজোল ও বেগ
 বিস্তার করিতেছে। যাহা হটুক এক্ষণে এদে
 শের লোকরক্ষার উপায় কি? ধান্য ত নিয়াছে।
 এখন প্রাণ লইয়া টানা টানি। এদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
 জমীদারী ও তালুকদারিতে বিভক্ত; তন্নিবন্ধন
 এদেশের কোন উন্নতিই নাই। আবার ঝড় ও
 দুর্ভিক্ষ এবং পুনঃ পুনঃ প্রাণে জমীদারেরাও
 নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। প্রজাদিগের সাহায্য
 করা দূরে থাকুক, এবারে তাহাদিগকেও বা
 আত্ম ডার ভাত খাইতে হয়। কয়েকটা পরগণা
 জলে বেষ্ণন সুবিয়া আছে, ইঞ্জিনিয়ারেরা দূরে
 থাকুন, বরং দেবতা আসিলেও তাহার আর

কোন প্রতীকার হইবে না। সেই বাঘ কা
 হইলে আর জল শুকাইবে না। জল নির
 পরিকৃত ও প্রয়োজনোপযোগী পথ মা
 তেই এত অনিষ্ট ঘটতেছে। অনাথবকু
 বান রাটে সাহেব কাঁধিডিবিজনে না বা
 হিজলী অঞ্চলের লোকের ধন প্রাণ
 কঠিন হইয়া উঠিত। তিনি আপন সা
 অন্য অতিরিক্ত দুইজন ডেপুটি কালেক্টর
 ইয়াছেন। চাউল ও ধান্য এবং টাকা সা
 উপযুক্ত পাত্রে দিয়া প্রাবনাক্রান্তদের প্রা
 করিতেছেন। ধান্যের রপ্তানি বন্ধ করিয়া
 চেন। এবং কোন স্থানে চাউল কি
 ইতরবিশেষ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার
 জ্ঞান করেন। শুনিলাম তাঁহার সহিত
 ও কমিসনরের এ বিষয়ের লেখা
 চলিতেছে। হিজলির জন্য তিনি আহা
 ত্যাগ করিয়াছেন। যদিও তিনি বিবিধ উ
 এপর্যন্ত এ প্রদেশের রক্ষা করিয়া আসিতে
 কিন্তু বোধ হয় এবারে হতাশ হইয়া পড়ি
 প্রকৃতির পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বনা হইলে তা
 কাহারও হাত নাই। যাহা হটুক আমরা উ
 অমরশী বজরপুয় জলামুঠা ও ভূঞা
 অবস্থা এক বার দেখিতে অনুরোধ করি
 তিনি দেখিতে পাইবেন কাঁপি অপেক
 অঞ্চলে অবস্থা এত মন্দ যে, দেখিলে চম
 জল পড়িতে থাকে। এক্ষণে এই প্রম হই
 যে, এপ্রদেশের প্রজারক্ষার উপায়
 খাজানা দেওয়া দূরে থাকুক, প্রজারা এ
 বাঁচিলে জমীদারদিগের সৌভাগ্য ব
 হইবে। আর তাহী দুর্ভিক্ষ নিবারণের
 উপায় কি? জলামুঠাভিন্ন অমরশী
 চিরবন্দোবস্তী পরগণায় গবর্নমেন্ট ত কড়া
 হা ড়বেন না, ও দিগে জমীদার ও প্রজা
 ধীন হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে
 হার্শেল সাহেবের ন্যায় বর্তমান জেলার
 ঠীরে তাদ্রশ মনোযোগ দেখিতেছি না।
 বীভন সাহেব ত অনাবৃত্তিনিবন্ধন হ
 অমনোযোগ দিগ্ৰ চিরকলঙ্ক ক্রয় করিয়া
 চেন। আমাদের বর্তমান কমিষ্ঠ শাস
 ঙ্গে সাহেব কি অতিবৃষ্টিতে তাহী দুর্ভ
 নিবারণোপায়াবলম্বনে নিশ্চেষ্ট থাকিবেন?
 অনেক কষ্টে কথঞ্চিৎ আবাদ করিয়া
 তাহা ত গেল, আর কষ্ট সহ্য করিতে
 তেছে না। ক্রমে হতাশ ও অবসন্ন হইলে
 এই বেলা ইহার উপায় না করিলে শেষে
 ঘটবে।

বাল্যগোবিন্দপুর } অসুগত
 ৪ ঠা তার } জীউ :-

বেহাগ রাগে কোন সুর বাদী,
 বিনয়পূর্বক নিবেদনমেতৎ। সম্প্রতি
 গাঙ্গুলী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস
 ও জোড়াসাঁকো হালসাকিণ্য রামবা-
 নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণরূপ মুখো-
 প্যার মহাশয়দিগের মধ্যে বেহাগ উপরা-
 কোন সুর বাদী, অর্থাৎ প্রধান সুর এই
 বে, বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহাতে ক্রি-
 গাঙ্গার ও মুখোপাধ্যায় বাবু নিষাদকে
 সুর বলিয়া তর্ক বিতর্ক করেন; কিন্তু
 মীমাংসা না হওয়াতে তাহার উভ-
 সঙ্গীতবিদ্যা বিশারদ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমো-
 গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন
 ও সঙ্গীতবিদ্যাব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ছোয়া
 সাদ দীক্ষিৎ মহাশয়দিগকে শালিনী
 ক্রিতে আমাকে অহরোধ করেন।
 উক্ত মহোদয়গণসমীপে প্রস্তাবের
 সার্থ নিবেদন করাতে তাহার বহুবিধ
 সঙ্গীতশাস্ত্র হইতে নানা
 ক্রিয়া মীমাংসাপত্র স্বাক্ষরিত
 হইল। তাহাতে বেহাগ উপরাগের
 অর্থাৎ প্রধান সুর গাঙ্গার সিদ্ধান্ত
 সঙ্গীতপ্রিয় সর্কসাদারগের গোচরার্থ
 উক্ত মীমাংসাপত্র মহাশয়ের নিকট
 করিতেছি, অসুগ্রহপূর্বক তাহা
 দেশবিখ্যাত পত্রিকাতে প্রচার
 চিরবাধিত হইব।

তথা বিবাদান্তেই বিবাদী বৈরিবন্ধবেৎ ।
 অসার্থঃ বে সুর অম্যান্য সুর অপেক্ষা
 কোন রাগে প্রধান অর্থাৎ স্বাভাবিক
 তাহার নাম বাদী রাগে মন্ত্রিৎ বে সুর
 ব্যবহার হয়, তাহার নাম সখাদী সখাদী
 পরে অবশিষ্ট বে সুর সচরাচর ব্যবহার
 হয় তাহার নাম অসুবাদী, রাগভ্রষ্টকর সুরের
 নাম বিবাদী। এশিয়াটিক, রিসার্চ স তৃতীয়
 বালমে সুর উইলিয়ম জোন্স সাহেব হিন্দু
 সঙ্গীতবিষয়ক প্রস্তাব বাহা সোমেশ্বর
 প্রণীত রাগবিভেদ এবং অন্যান্য গ্রন্থ
 হইতে সঙ্কলন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন,
 তাহাতেও বাদী বিবাদীর বিষয় উপরি
 লিখিত সংস্কৃত শ্লোকার্থের পোষকতা
 দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীত রত্নাকর
 নামক গ্রন্থে লেখা আছে।

রাগানৌ স্থাপিতো যস্ত স গ্রহস্বরউচ্যতে
 ন্যাসস্বরস্ত বিজ্ঞেয়ো যস্ত রাগসমাপকঃ ।
 বহুলংঘ্যঃ প্রয়োগে য় স অংশস্বরউচ্যতে ।

অসার্থঃ। কোন রাগারম্ভে যে সুর
 ব্যবহার হয় তাহার নাম গ্রহ। রাগের
 বিশ্রামক যে সুর তাহার নাম ন্যাস,
 আর যে সুর কোন রাগের মধ্যে বহুল
 প্রয়োগ হয় তাহার নাম অংশ। এশিয়াটিক
 রিসার্চেস নবম বালমে জে, ডি, প্যাটরসন
 সাহেব হিন্দু সঙ্গীতবিষয়ক যে প্রস্তাব লি-
 য়াছেন তাহাতে গ্রহ ইত্যাদি সখঙ্গীয় উপরি
 লিখিত সংস্কৃত শ্লোকার্থের বিশেষ সমতা
 দেখা যায়। (১) প্যাটরসন সাহেবের
 প্রস্তাবে বাদী এবং অংশ এই উভয় শব্দই
 একার্থবোধক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।
 পূর্বে লিখিত হইয়াছে, রত্নাবলীর মতে
 রাগের মধ্যে যে সুর স্বামী অর্থাৎ প্রধান
 বলিয়া গণ্য তাহাকেই বাদী বলে এবং রত্না-
 করকর্তার মতে যে সুর রাগমধ্যে বহু
 প্রয়োগ হয় অর্থাৎ যে সুর সর্কদা ব্যবহৃত
 হয় তাহার নাম অংশ; সুতরাং যে সুরের
 প্রধান্য আছে সেই সুরই বহু প্রয়োগ
 অর্থাৎ সর্কদা ব্যবহার করা কর্তব্য। বহু
 প্রয়োগ না হইলে কোন সুর প্রধান বলিয়া

(১) বন্য সর্কদা বাহুল্যৎ বাদ্যং নোপ
 ইপোত্তম। ইতি সঙ্গীতনারায়ণে।

গণ্য হয় না; প্রধান্য থাকিতে গেলেই
 সুরের বহুপ্রয়োগ হইয়া থাকে।
 রাগিনী কেদারী এবং মালকোশ রাগ
 ছইয়েতেই মধ্যম সুরের প্রধান্য প্রযুক্ত
 রাগ রাগিনীতে মধ্যম সুরের বহুপ্রয়োগ
 হইয়া থাকে; মধ্যমের বহু প্রয়োগ
 হইলে কেদারী অথবা মালকোশ ইত্য-
 কপ সংস্থাপন করা কঠিন এই কারণে
 মধ্যমকে রাগিনী কেদারী ও মালকোশ
 ইত্যাদির বাদী অথবা জান (১) বলিয়া
 বিজ্ঞেরা ব্যবহার করেন। তাহা হইলে
 রসন সাহেবের প্রস্তাবে বাদী এবং
 এই উভয় শব্দই এক বলিয়া প্রতিপন্ন
 আমরাও অস্বীকার করি না।

এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাব আনাদের
 কর্তব্য, বেহাগ উপরাগে কোন সুর
 অর্থাৎ বেহাগ কোন সুরের বহুল প্র-
 হয়। বেহাগ উপরাগ আলাপ করিতে
 গাঙ্গারের মত ব্যবহার নিষাদের তত
 হার নাই। যদি কেহ বলেন, গাঙ্গার অপেক্ষা
 নিষাদের ব্যবহার অধিক, তাহার সঙ্গীত
 প্রথমতঃ নিষাদের স্বতঃসিদ্ধ বহু
 বড় অধিক দেখা যায় না, যখন নিষাদ
 প্রয়োজন হয় তখনই যড়জ্বায়ে
 ব্যবহার হইয়া থাকে। যে সুরের স্বাভাবিক
 আছে অর্থাৎ বাদী সুর সে অন্য সুর
 সাহায্য কি প্রকাশ পায়? কখনই নহে,
 সর্কদাই স্বতঃসিদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাত্মাপক
 কর ৬ লক্ষ্মীপ্রসাদ [ওস্তাদজীর] নিষাদ
 আমাদের বেহাগ উপরাগের ক্রি-
 যেকপ শিক্ষা এবং তজ্জ্যেষ্ঠ মহামহোপাধ্যায়
 সঙ্গীতবিৎ শ্রীযুক্ত সারদাসহায় ওস্তাদ
 মহাশয়কে ও অপরাপর সঙ্গীতবিদ্যাবি-
 রদ মহাশয়দিগকে বেহাগ বাজাইতে
 প্রকার দেখা যায় তাহাতে স্পষ্ট লক্ষণ
 হয়, বেহাগের প্রধান আরম্ভ যড়জ্বায়ে
 নিষাদ অথবা শুদ্ধ নিষাদ হইতে হই-
 থাকে। নিষাদ হইতে বেহাগের আরম্ভ
 পূর্বলিখিত সঙ্গীতগ্রন্থমতে নিষাদকে গ্রহ

(১) অনঙ্গদায় প্রধানস্যং অংশোজ
 তরঃ স্বরা। ইতি সোমেশ্বরঃ।

কর্তব্যতা } নিভাস্তানুগত।
 সঙ্গীত } শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
 ১৫। } নাং বাগবাজার।

বেদাঃ প্রমাণং স্ব তরঃ প্রমাণং
 স্মার্তব্যুক্তং বচনং প্রমাণং।
 স্য প্রমাণং ন তবেৎ প্রমাণং
 স্তম্য কুর্ধ্যাদ্ভচনং প্রমাণং । ৯

ইতি মহাত্মাঃ তৎ ।
 বেহাগ রাগে কোন সুর বাদী?
 সুর পক্ষপাতশূন্য হইয়া লিখিতে
 গাঙ্গার সুরকেই বেহাগ উপরাগের
 বাদী সুর বলিতে হইবে। কারণ
 সঙ্গীতশাস্ত্রে লিখিত আছে বাদী, সংবাদী
 বাদী, বিবাদী চেতি।
 সঙ্গীতবিদ্যাব্যবসায়ী স রাগ প্রতিপাদকঃ।
 না সহ সংবাদাৎ সংবাদী মন্ত্রিতুল্যকঃ।
 তস্যাসু বদনাদসু বাদী চ কৃত্যবৎ।

। - ৩৩৮ - ।

চতুর্থতঃ ভরত বলেন ।

“ বাদিবরসম্বোধে আস্থায়ী প্রতিপত্তে ।
যস্য প্রয়োগবাহুল্যং স বাদী চান্তিধীয়তে । ”

অসমার্থঃ । বাদিবরযোগে আস্থায়ীটি প্রতিপন্ন করা কর্তব্য এবং যে সুর বহুল ব্যবহার হয় তাহারই নাম বাদী । উপরি লিখিত শ্লোকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বাদী সুর সর্সত্র ব্যবহার্য । বিশেষতঃ আস্থা য়ীতে অতি প্রয়োজনীয় । যদিপি নিষাদ একেবারেই পরিত্যাগপূর্বক যড়ঙ্গ হইতে উত্থাপনপূর্বক গাঙ্গার মধ্যম এবং পঞ্চম যোগে বেহাগের আস্থায়ী সম্পন্ন করা যায় তাহা হইলে কি বেহাগের রূপ সাধারণের বোধগম্য হইবে না? বোধ করি অবশ্যই হইবে, কিন্তু যদি যড়ঙ্গযোগে নিষাদ অথবা কেবল নিষাদ হইতে উত্থাপন করিয়া গাঙ্গার একেবারে পরিত্যাগে মধ্যম এবং পঞ্চম যোগে ঐ রাগের আস্থায়ী বাজান যায়, তবে সেই আস্থায়ী কি বিজ্ঞেরা বেহাগের আস্থায়ী বলিয়া বুঝিতে পারিবেন? কখনই নয় । ইহা তেই সঙ্গীতনিপুণ মহাশয়েরা বিবেচনা করুন, বেহাগে গাঙ্গারের বাদিত্ব কি নিষাদে বাদিত্ব । নিষাদপরিত্যাগে বেহাগের আস্থায়ী এবং রূপসংস্থাপন অনায়াসসাধ্য; কিন্তু গাঙ্গার পরিত্যাগ করিলে তাহা কোন ক্রমেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না । আস্থায়ীটি রাগের মুখবন্ধরূপ (১) যদি প্রথমেই শুনিতামাত্র নিষাদ ব্যতীত প্রকৃত রাগটি বোধ হইয়া যায়, তবে আর বাকী কি? স্তত্রাং গাঙ্গারকেই বেহাগের বাদী সুর বলা অবশ্যই কর্তব্য । যদি কেহ এ বিষয়ে সন্দেহ করেন, তবে উপরিউক্ত প্রমাণাদি খণ্ডাইয়া নিষাদের বাদিত্ব সপ্রমাণ করুন ।

পাথুরিয়াঘাটা } স্বাক্ষরকারী।
২৬ এ জাষণ } ত্রীকেশ্বরমোহন গোস্বামী
:২৭৫ সাল } ত্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর
} ত্রীছোয়ালপ্রসাদ দীক্ষিৎ
মকল ।

ত্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

—:—

স্থূিয়া প্রাপ্তি ।

ঐযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর শাস্ত্রাল কুলবাড়িয়া
১২৭৫ ভাদ্র হইতে কার্তিক ৩৮
(৩) যত্রোপবেশ্যতে রাগঃ আস্থা
চ্যতে হি সঃ । সঙ্গীতদর্পণে ।

কর্তব্য, যেহেতু রত্নাকরকর্তা বলেন ।
“ (১) স্বাপিতো যস্ত স গ্রহস্বর উচ্যতে ”
সমার্থঃ রাগের আদিত্যে যে সুরের ব্যব-
হার তাহার নাম গ্রহস্বর, গ্রহস্বর এবং
স্বর এই উভয় একার্থ প্রতিপাদক নহে,
স্বর এবং অ শব্দ এক বলিয়া শাস্ত্রকা
প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তবে নিষাদের
কোথায়? যদি কেহ নিষাদের গ্রহস্বর
কর্তার বাদিকপেই গণ্য করেন, তবে
যড়ঙ্গ যুক্তিধারা বেহাগের গ্রহস্বর
টি তাহা প্রতিপন্ন করুন ।

স্বীয়তঃ সঙ্গীত সঙ্গীতগ্রন্থকার ভরত
অন্যান্য সঙ্গীতকর্তারা রাগের লক্ষণ
পে কল্পিয়াছেন, যে ঐ বিশেষ দ্বারা
কর চিত্তরঞ্জন হয় তাহাকেই রাগ কহে ।
ঃ কার্যেতেও দেখা যাইতেছে, রাগা
মষ্টতা হওয়াই মূল ইচ্ছেশ্য । সামান্যতঃ
অথবা সেতার যন্ত্রে কোন উত্তম বাদক
একবার নিষাদ চিকারি অপর বার
র চীকারিযোগে বেহাগ বাদিত হইলে
রা সকলেই বুঝিবেন, গাঙ্গার বাদী
প্রাধান্যহেতু গাঙ্গারের টিকারিই মিষ্ট
বে, নিষাদের টিকারি আমরা বোধ
গাঙ্গার অপেক্ষা কখনই সূক্ষ্মাভ্য হইবে
বে গাঙ্গারব্যতীত নিষাদের বাদিত্ব
প স্বীকার করিব? যদি নিষাদের
রূপ ক্ষমতা থাকিত, তবে গাঙ্গারের
র্ভে নিষাদের প্রাধান্য এবং তদযোগে
গ সূক্ষ্মাভ্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল । যখন
নী কেশরীর ঝারা অথবা ছেড় বাজান
তখন জান অথবা বাদী মধ্যম সুরবশতঃ
ব্যের নিমিত্ত চিকারিও মধ্যম করিয়া
ব্যবহার আছে; কিন্তু কেশরীপ্রভৃ
গাঙ্গার কিম্বা পৈবত সুর যদিপি
র করিয়া বাঁধা যায় তাহা হইলে প্রতি
র বোধ হইবে, সন্দেহ নাই । চিকারি
করিলেও কেশরীতে মধ্যমের ন্যায়
মিষ্ট হইবে না । যে হেতু কেশরী
র মধ্যম সুরই বাদী, বেহাগসম্বন্ধেও
র যোগ সেই রূপ জান করিতে
।

- * * উত্তমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাত
- ১২৭৫ ভাদ্র হইতে মাঘ
- * * বালীকান্ত মজুমদার ওসম
- ১২৭৫ জাষণ হইতে ৭৬ জাষণ
- * * জ্ঞানানন্দ মিত্র
- ১৮৬৮ জাগষ্ট হইতে ৬৯ জাগষ্ট
- * * হারাধন কবিরাজ কলিকাতা
- * * রামপোপাল ঘোষ গোবিন্দপুর

—:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাফুল না পাঠিলে
স্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না ।
ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
মাণ্ডাসিক ১৫০ টাকা ; মফস্বলে ডাকম
নমোত বার্ষিক ১৩, মাণ্ডাসিক ৭ এবং ট
সিক ৩৫০ । তিন মাসের ভূতনে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না । চিঠি, বর্ত্তি চিঠি,
অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অ
ঘাহাতে যাহার স্থবিধা কর, তিনি সেই
ধারা মূল্য প্রেরণ করিবেন ।
যাহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তা
যেন এক অথবা আপ আনার অধিক
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন ।
যখন যিনি মফস্বলে হইতে সোমপ্রকাশ
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি
ক্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
ইয়া দেন ।
যাহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, এক মাসপূর্বে তাহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব
যাইবে । শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
হইবে ।

মাতলা বেলওয়ার সোণাপুর ষ্টেশনের
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব ।
যাহারা মাতলা না দিয়া পত্রাদি প্রের
বেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না ।
কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
করিলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপৎ
আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হ
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
বেন, তাহার সঙ্গিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হই

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা বেলওয়ার সোণাপুর ষ্টেশনের
চাঙ্গড়িপোতার ঐযুক্ত দ্বারকানাথ
ভূষণের বাসিতে প্রতি সোমবার প্রাতঃ
প্রকাশিত হয় ।

সোমপ্রকাশ

- ৩৩২ -

৪৪ সংখ্যা।

১০ ম ভাগ।

“ প্রবচনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিমহতী ন হীযতাং । ”

মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
মাস বাধ্যনিক ৫৥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫ । ২৩ এ ভাদ্র । ১৮৬৮ । ৭ ই সেপ্টেম্বর

মক্শলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক
বাধ্যনিক ৭. ৩ টেরমাসিক ৩৫. ০ ট

বিজ্ঞাপন।

পুনঃ প্রাপ্ত নোট।

নিম্নলিখিত অপকৃত অর্ধ ও পূর্ণ নোটগুলি
ওয়া গিয়াছে। নোটের অধিকারিগণকে
নাম সাহেবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট
বেশন করিবেন।

সংখ্যা	মূল্য	পূর্ণ অথবা অর্ধ
৮৪৬৮	১০০	অর্ধ নোট
৮৯৪৪৪	৫০	"
৩৪৫৯০	২০	"
১০২৯৬	২০	"
৪৬৪৫০	২০	"
৮৯৯০৭	২০	"
৩৫০৭৪	২০	"
৯৯৬৬২	২০	"
০১৭৫৫	২০	ভিভিগা- পেটাম নোটস।
০১৭৫৪	২০	
০৭৭৭৩	১০	"
০৩৪৩১	১০	"
৩০৪৬৬	১০	পূর্ণ
৪৮৭২৯	১০	অর্ধ নোট
১৬৮৫৫	১০	"
৮২৮১১	১০	"
০৮২৬৯	১০	"
৩৫৪০১	১০	"
৪৮৮৪২	১০	"
৩৭৮৯৬	১০	"
৩৯৮৫৭	১০	"

এ	৯২১০৩	১০	"
এ	৯২১০১	১০	"
এ	৯২১০২	১০	"
এ	৫৪১১৫	১০	"
এ	৮৯০০৭	১০০	"
এ	৮৪৮৬৯	১০০	"

কলিকাতা
পোস্ট অফিস
১৩ ই আগষ্ট
১৮৬৮।

ডবলিউ, এইচ. ম্যাগোয়ান
পোস্ট মাস্টার।

বন্দোপাধায় কোং।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
তেছে যে, সম্প্রতি অন-ওয়াচ, ষ্ট্রার অব স্কোশিয়া
ওয়ারউইক এবং ব্রিটিশপ্রিন্স জাহাজে ঔষধ
সকল আমদানী হইয়াছে। ঐসকল জাহাজে
উক্ত কোং দিগের লগুনস্থ এজেন্টগণ হইতে
বেসকল ঔষধ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আমদানী
হইয়াছে এবং বেসকল দ্রব্যাদি আমদানী হইবে
তাহার ইন ভয়েস প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানির প্রধান ঔষধালয় আমতরষ্ট
স্ট্রীট ২৩ নং ভবন মুজাপুর মেডিকেল হলে এবং
সভাবাজার স্ট্রীট ৩৯ নং ভবন শাখা ঔষধালয়ে
টাইকা, বিলুফ, এবং উৎকৃষ্ট ঔষধসকল পরি-
মিত মূল্যে খুজরা বা এক কালীন অধিক পরি-
মাণে বিক্রয় করি নিয়ত প্রস্তুত আছে।

কলিকাতা
১৮ই আগষ্ট
১৮৬৮।

ইউইগিয়া রেলওয়ে।

সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে,
হাবড়া হইতে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন

ষ্টেশনে তাম্র ও দস্তা লইয়া যাইবার নিমিত্ত
বিশেষ ভাড়ার নিয়ম আছে, আগামী ১
অক্টোবর অবধি তাহা রহিত হইয়া সকল ষ্টে
পূর্নতন ভাড়া প্রচলিত হইবে।

তাম্র ৩য় শ্রেণী
দস্তা ২য় শ্রেণী

ইউইগিয়া রেলওয়ে
ডেলহাউনী কোয়ার্টার কলি } সি.সি.লি.ডি.ফে
কাতা ১৭ ই আগষ্ট। } এজেন্সি বো
২০০৯৭

ইন্দুপ্রভা নাটক।

ষ্ট্যান হোপ যন্ত্রালয়ে এবং টিনাবার
পটোলডাঙ্গা ও জোড়াসাঁকোর পুস্তকালয়ে
পাওয়া যায়। মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দোপা
কলিকাতা বাগ বাজা

১০-৬৯ আকের ইংরাজী এক্টাস কো
নোটবুক, প্রথম ভাগ পোটটী, টেনিং অ
ডেমির ভূতপূর্ন হেড মাস্টার এইচ. দস্ত বি
কর্তৃক প্রণীত, ৫৮। ৫ গিরিশবিদ্যার
এবং সংস্কৃত মন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য
১ টাকা।

হেমসুকুমারী।

হেমসুকুমারী নামক এক খানি নাটক
ব্যক্তি সংগ্রহ করিয়া নড়াইলের জমিদার
বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়কে উপহার
করিয়াছেন, তাহা মুদ্রিত হইতেছে, যা
কারীর জন্য। আনা, বিনা স্বাক্ষর কারীর
আনা মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে, স্বাক্ষর
শ্রেণীকৃত হইতে ঘাঁহার বাসনা করেন

— ১০৪০ —

স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিবেন ।
কলিকাতা }
নন্দলাল স্কুল । } শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন ওপ্ত ।

—:—

কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্শন, কাব্যাদর্শ,
সংস্কৃতিকা, এবং দশরূপকপ্রভৃতি সংস্কৃত অল
এই হইতে প্রয়োজনীয় অংশ সমুদায় গ্রহণ
করা "লক্ষণমালা" নামে এক খানি সংস্কৃত
প্রকাশক গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। এই
প্রকাশক কলিকাতা পটোলডাক্স বাউর্বা-
র্শ কোং নিকট এবং ঢাকা নন্দকুমার গুহ ও
সি, ব্রাদার্সের পুস্তকালয়ে তথ্য করিলে
ইতে পারিবেন । মূল্য ৫০ আনা মাত্র ।
১৫ ই আগষ্ট । } প্রকাশক
১৮৩৮ । } শ্রীগোবিন্দচন্দ্রচক্রবর্তী

—:—

**বিবিধ জব্যাদি বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত ।**

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা
সব্যাাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে
এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক
কর পুস্তক লইলে ১০ আনার হিসাবে
ইবেন ।

অপূর্ণ উপাখ্যান অর্থাৎ সেকপিয়ারকৃত নাট
র মধ্যস্থান ১৥

শ্রীমদ্ভাগবত ১ ম অর্থাৎ ১২ স্বক বা-
৮

শ্রীশ্রীহরিত্তিকিবিল স সম্পূর্ণ ৮

শ্রীমদ্ভাগবতের চুই খণ্ড সম্পূর্ণ ৫

চরুপাণিচিকিৎসা গ্রন্থ সেন্ডবীয়া পটী ৫

সীসী বাবু কাশীনাথ ম রকেব প্রথমে উত্তম
প্রত্যারা হস্তের লিখিত ২৩

নিত্যপর্ণাসুরজিকা পত্রিকা বার্ষিক ৩

কৌতুক বিলাস যাছাতে গোপাল ভাঁড়ের
কৌতুকগুলি সম্পূর্ণ আছে ১

০ প্রহস ১ টিভিনি ভাবত হইতে ১

১৫

একতত্ত্ব চুড়া মপি অর্থাৎ রক্ষা নগর ১৥

নীলাচল কাব্য ৫

পুরাণ কাব্য ৫

ম. ১-১ গুলা কাব্য ১

অ ভমচু বদ নাটক ১৥

৬ মখা নিহুর বিসেস ৫

রত্নোত্তম গদ্য কাব্য ১

কৌরববিষয়ে নাটক ২

সিদ্ধিলা গাইড মার্শমেন সাহেব কৃত ২০

পদ্মগঙ্গা উপাখ্যান	৫
সন্দেহাবলী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত	৩৫
পিলাচোন্দ্র	১
নীতিপ্রভা	৫
এটলাস বাং ৮ খানি মাপ গণেশচন্দ্র	
শর্ম্ম'রকৃত	৩
ভূতবর্নন পৃথিবীর মানচিত্র	৫
ভারতবর্ষের মাপ দেবনাগর অক্ষরে	৭
নীতিশিক্ষা	৫
অনবর শোহীলী গদ্যপদ্য পারসীক	
কাব্য	১৥
কুমার সম্ভব সংস্কৃত হইতে পরা অমুবান	১
ভারতবর্ষের ইতিহাস কেদারনাথ দাসকৃত	১
ঐ গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত	২
মনতস্বসারসংগ্রহ	১
প্রাচীন ইতিহাস সমুদয়	১
ঐ মার্শমেন সাহেবকৃত চুই খণ্ড	২
নাট্য পরিশিষ্ট নাটক	১
চরিতমঞ্জরী	১
শব্দকল্পদ্রুম পরিশিষ্ট	২৫
কলিকাতা জোড়া- } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়	
সাঁকে ৩৪ নং } নগদ বিক্রয়তা ।	

পুরাণ প্রকাশ ।

বিষ্ণুপুরাণ ।

অমুবাদ ও টাকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড
৮ পৃষ্ঠা অগ্রিম মূল্য ১৥০ ।
যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুজাপুর
আমহরষ্টকট ৩২১ নং ভবনে কাব্য প্রকাশ
যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে
শ্রীযুক্ত জগন্নাথ তর্কালঙ্কারের নামে যত
খণ্ডের উচ্চা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম
না পাইলে বিশেষে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার
নিয়ম নাই হইত ।

—:—

বিক্রয়ার্থ ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাগী শুভামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান ।
উপরি উক্ত বাগান ৩ বাগী সাহারা ক্রয়
করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষ
রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন ।
গিলেগারস্ আরবো-
খনট এবং কোং
—:—

বিক্রয়ার্থ ।
শব্দকল্পদ্রুম অভিধান । সর রাজা রাধা-
কান্ত দেব বাহাদুরের কৃত । উত্তমরূপে সোণ
দিয়া মুতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা ।
শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ ।

—:—

হোমিওপেথিক চিকিৎসা, প্রথম সংখ্যা,
আমরকু, মূল্য চারি
আনামাত্র ।
কলিকাতার চোরবাগানে স্কুলবুক প্রেসে
ঠানঠানিয়ার সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং
লালবাজারে বেরিণী কোম্পানির হোমিও
পেথিক দারমেশীতে পাওয়া যায় ।

—:—

পুনঃ প্রাপ্ত নোট ।

যে ব্যক্তি ১৮৩৮ সালের ৮ ই আগষ্ট পর
মধ্যে পাটনার ডাকঘোষে নিম্নলিখিত নোট
সকল পাঠাইয়াছেন, তিনি নিম্নস্বাক্ষ-
কারীর নিকট বিশেষ লিখিয়া পাঠাইবেন ।
এ ৫৮ ৮৯০০৭ নং ১০০ টাকার
এ ১ ৮৪৮ ১৯ নং ১০০ ৯

ডবলিউ, এইচ, ম্যাগোয়ান ।
কলিকাতার পোস্টমাস্টার ।

—:—

গদ্য সংগ্রহ ।

অরসী ডাক্তারিগের দাঠোপযোগী কোন
সংস্কৃত গদ্য গ্রন্থ না থাকায়, সংস্কৃত কাব্য
ক্ষেত্র অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সমা-
কারী মহাশয়ের আদেশানুসারে উক্ত কালে
অন্যতর অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মনোমোহন
নায়ায়র মহাশয় মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ
হইতে কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্প সঙ্ক-
লন করিয়া " গদ্যসংগ্রহ " নামক এক
খানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন । পটোলডাক্স
৮৩ নং আমানিগের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়
মূল্য ১ এক টাকা মাত্র ।

—:—

**সাবিত্রীচরিত
কাব্য ।**

শ্রীভোলানাথ বক্রবর্ত্তি প্রণীত ।
মূল্য ১ এক টাকা ।
সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায় ।
—:—

ইউ

৩৪১

ইতিহাস

রেলওয়ে।

বিজ্ঞাপন।

১৯৫৮ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে এবং তদনুসারে ১০ হনড্রেড ওয়েট মোট ওজননের এক টন ধারে যথবা প্রত্যেক গাড়ির ওজন পরিমাণের তুলনা আমদানী করা হইবে। নিম্নলিখিত টেবিলে শ্রেণী বিভাগ অনুসারে হাওড়ায় আনিবার ভাড়া নির্ধারিত হইতেছে।

ক্র.সং.	স্থান	প্রত্যেক টনে প্রত্যেক গাইটে	যে তুলনা ১০ পাউন্ড কিসিয়া এক কিউবিক ফুট কিউবিক ফুট অথবা যাত্রার ১০০ পাউন্ড পরিমিত এক গাইট কিসিয়া ১৫ কিউবি কিউবিক ফুটের অনধিক হইয়াছে।			যে তুলনা ২৪ পাউন্ড কিসিয়া এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে, অথবা যাত্রার ১০০ পাউন্ড পরি মিত এক গাইট কিসিয়া সাত্বে বার কিউবিক ফিটে র অনধিক হইয়াছে।			যে তুলনা ৩০ পাউন্ড কিসিয়া এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে, অথবা যাত্রার ১০০ পাউন্ড পরি মিত এক গাইট কিসিয়া ১০ কিউবিক ফিটের অনধিক হইয়াছে।			যে তুলনা ৩৮ পাউন্ড কিসিয়া এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে, অথবা যাত্রার ১০০ পাউন্ড পরি মিত এক গাইট কিসিয়া ৮ কিউবিক ফিটের অনধিক হইয়াছে।		
			ট.	আ.	পা.	ট.	আ.	পা.	ট.	আ.	পা.	ট.	আ.	পা.
৬	দিল্লী ও গাজি য়াবাদ	{	৬০	২০	০	৬২	২০	০	৬৪	২০	০	৬৬	২০	০
৭	খুলনা	{	৬৭	২০	০	৬৯	২০	০	৭১	২০	০	৭৩	২০	০
৮	আলিগড়	{	৬৬	২০	০	৬৮	২০	০	৭০	২০	০	৭২	২০	০
৯	হাজরা	{	৬৪	২০	০	৬৬	২০	০	৬৮	২০	০	৭০	২০	০
১০	আগরা	{	৬৪	২০	০	৬৬	২০	০	৬৮	২০	০	৭০	২০	০
১১	ফিরোজাবাদ	{	৬২	২০	০	৬৪	২০	০	৬৬	২০	০	৬৮	২০	০
১২	শেকোয়াবাদ	{	৬১	২০	০	৬৩	২০	০	৬৫	২০	০	৬৭	২০	০
১৩	ইটোয়া	{	৬২	২০	০	৬৪	২০	০	৬৬	২০	০	৬৮	২০	০
১৪	কানপুর	{	৬৪	২০	০	৬৬	২০	০	৬৮	২০	০	৭০	২০	০
১৫	আলাহাবাদ	{	৬৭	২০	০	৬৯	২০	০	৭১	২০	০	৭৩	২০	০
১৬	মুজাপুর	{	৬৪	২০	০	৬৬	২০	০	৬৮	২০	০	৭০	২০	০
১৭	বারানসী	{	৬২	২০	০	৬৪	২০	০	৬৬	২০	০	৬৮	২০	০
১৮	জুমানিয়া	{	৬০	২০	০	৬২	২০	০	৬৪	২০	০	৬৬	২০	০
১৯	পাটনা	{	৬০	২০	০	৬২	২০	০	৬৪	২০	০	৬৬	২০	০

প্রত্যেক টনের ভাড়ার পরিবর্তে প্রত্যেক গাইটের ভাড়া লওয়া যাইতে পারে, যদি প্রত্যেক গাইটের মোট ওজন ১০০ পাউন্ডের অনধিক হয়। খোলা তুলার ভাড়া চতুর্থ শ্রেণীর প্রযোজ্য ভাড়ার সমান ধরা হইবে, কিন্তু এক খানি গাড়ির নিম্নতম ভাড়া প্রত্যেক গাইটে ১০ পয়সা হইবে। তুলার প্রত্যেক টনে ১০ আনা অথবা গাইট করা এক আনা হিসাবে হাওড়ার টার্মিনাল রেন্ট দিতে হইবে।
সিসিল টিকেনসন
বোর্ড অব এজেন্সি

— ৩৪২ —

শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা ।
 অর্থাৎ ।
 উত্তরোপীয় স্বরলিপি সম্বলিত সেতার,
 সঙ্গীত, রাস, বংশী, হার্মোনিয়ম ও গান
 শিখিবার সহজ উপায়, মূল্য ৩ তিন
 টাকা । লালদীঘীর পূর্ণ পাখড় দে কোম্পানির
 মধ্যস্থতায় যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত
 হইবে ।

কলিকাতা } শ্রীমহেশনাথ চট্টোপাধ্যায়
 সেন্টেটর } পটোলডাঙ্গা পোটোটালা
 ১৮ । } লেন ।

— ৩০ —

১৯ ই তারিখ ও ১৬ ই তারিখের সোমপ্রকাশের
 প্রকাশের লিখিত দেওয়ানী কার্যবিধান
 প্রথম ভাগ প্রচারিত হইয়াছে, দ্বিতীয়
 ভাগ ৩০ এ আশ্বিন ও শেষ ভাগ ৩০ এ কার্তিক
 প্রচারিত হইবে । সমুদায় পুস্তকের মূল্য
 কামালসুল বার্তীত ১০ টাকা । প্রথম ভাগের
 মূল্য ডাকমাসুলসহ ৪।০ অথবা দুই ভাগের মূল্য
 ১০ টাকা ; কিন্তু যাহারা ডাকমাসুলসহ ৮।০
 অর্গম মূল্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র
 পাঠাইবেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ পুস্তক কমে প্রাপ্ত
 হইবেন ।

কলিকাতা : আড়াবাড়ীকে। বাঙ্গালমাজে
 প্রকাশিত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিকের নিকট অগ্রিম
 ১০ পাইসেই হইবে ।

— ৩০ —

কলিকাতা : মানচিত্র মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়
 হইবে । (উত্তম বাসাই) মূল্য ২ টাকা ।

শ্রী কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত
 কলিকাতা : নন্দাল স্কুল

নদিয়ার নদী ।

সন ১৮৬৮ সালের আগস্ট মাসে ২০ এ
 তারিখে ৩১ এ পর্যন্ত নদিয়ার নদী জলের
 সর্বকম ত জলের সাপ্তাহিক
 রিপোর্ট ।

স্থানের নাম	সর্গিকমাত	জল
	ফুট	ইঞ্চ
নদী মাথাভাঙ্গা ।		
মহানার উপর পলাননদীতে	৪০	৯
মহানার	২৭	৬
তথা হইতে হাট বেয়াগলিয়া		
১৯ মাইল	১৯	৬
হাট বেয়াগলিয়া হইতে		
আলুকাদিয়া	২৩	৯

আলুকাদিয়া হইতে কুকাগঞ্জ		
১৯ মাইল	২০	৯
কুকাগঞ্জ হইতে জগলি নদী		
পথান্ত ৩৪ মাইল	২৭	৯
ভাগীবাথী নদী ।		
মহানার উপর	২৫	০
মহানার	১৮	৯
তথা হইতে জিয়াগঞ্জ	১০	
জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া		
৬০ মাইল মধ্যে	১৭	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইল মধ্যে		৩
জলসী নদী ।		
মহানার		৬
তথা হইতে করিমপুর		
১৯ মাইল		
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা		
৩২ মাইল	১২	১
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া		
৬০ মাইল	২১	১

সন ১৮৬৮ সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখে
 বহরমপুর গজ ঘাটেব জলের মাপ ।

	ফুট	ইঞ্চ
বহরমপুর	৩০	৮
৩ সেপ্টেম্বর		
১৮৬৮ ।		
শ্রীযুক্ত টি. হেগা উইকস সি. ৬		
এক্সপেরিমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ার		
বহরমপুর ডিবিজনে		

সোমপ্রকাশ ।

২৩ এপ্রিল সোমবার ।

আমাদিগের নদীস্থিত মিসনারি
 বাঙ্গাল আমাদিগকে যে দ্বিতীয়পত্র লিখি
 যাচ্ছেন, আমরা তাহার অনুবাদ করিয়া
 স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম । এ বিষয়ে
 আমাদিগের যে কিছু বক্তব্য উপস্থিত
 হইতেছে, আগামী বারে তাহা ব্যক্ত
 করিবার ইচ্ছা রহিল ।

— ৩০ —

বহুজ্ঞ ব্যক্তির বাক্যে উপেক্ষা করিলে
 কেবল যে আপনার অনাশ্রবতা দোষ
 ঘটনা হয় একরূপ নয়, ইফটানিফেরও বহু
 ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে । বাবু জয়কৃষ্ণ
 মুখোপাধ্যায় ও দ্বিগম্বর মিত্র অনুমান
 করেন, এদেশে রেলওয়ে হওয়াতে পূর্বের
 ন্যায় সুন্দররূপে জলনির্গম হয় না;

সুতরাং গ্রামগুলি ক্রমে আর্দ্র হইয়া
 উঠিতেছে, উহাই বঙ্গদেশের মারীভয়ে
 প্রধান কারণ । রাজপুরুষেরা বাঙ্গালি
 কথা বলিয়া হউক, রেলওয়ের ব্যয় বৃদ্ধি
 শঙ্কাতেই হউক, অথবা অন্য কোন কারণ
 বশতঃ হউক, এ বাক্যে আস্থা করিতেছে
 না; কিন্তু এ বাক্য যে উপেক্ষণীয় নয়, আম
 মধ্যে মধ্যে তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করি
 তেছি । সম্প্রতি শ্রাবণ মাসের শেষে
 যে বর্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহা উহার এক
 দৃষ্টান্ত আমাদিগের দৃষ্টপথে উপনী
 করিয়াছে । শিয়ালদহের ফেসন হইতে
 শোণাপুর দিয়া মাতলার দিগে
 রেলের পথ গিয়াছে, তাহার দুই ধা
 ধান্য জন্মিয়া থাকে । শ্রাবণ মাসে
 অতিরিক্তে উভয়দিগেরই ধান্য জলম
 হইয়া যায় ; কিন্তু দৃষ্ট হইল, রাস্তা
 উত্তরধারের জল শীঘ্র নির্গত হইয়া থাকি
 গিয়া পড়িল, তাহাতে ধান্যের অর্ধ
 মাত্র অনিষ্ট হইল; কিন্তু দক্ষিণ ধারে
 জল নিষ্কৃত হইতে বহুবিলম্ব হইল, ধান
 পচিয়া গেল । যখন একরূপ হইল, তখন
 জল বলিয়া ক্রমে গ্রামকে দে আ
 ও অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিবে, তাহা
 বিচিত্র নহে । এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য
 এই রেলের রাস্তার মধ্যে মধ্যে যে সে
 আছে, তাহার পরিমাণ, সংখ্যা ও অব
 যবাদি বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হউক ।

বিদ্যালয়শিক্ষাবন্ধন ।

শিক্ষাসংক্রান্ত কর্তৃকরা বিধেয় কি ন
 ইহার বিবেচনার্থ ভারতবর্ষীয় সভাগৃ
 যে সভা হইবার কথা ছিল, গত ২
 সেপ্টেম্বর বুধবার তাহা হইয়া গিয়াছে
 অধিকাংশ জমীদারই সভাস্থলে উপ
 স্থিত হইয়াছিলেন । বাবু রমানাথ ঠাকু
 সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি হয়
 প্রথম প্রস্তাব, সভা বলেন, এক

যাদানের যে প্রণালী আছে, তাহাই
 পক্ষা উৎকৃষ্ট। বলপূর্বক কর
 হ করিয়া শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত
 নারানুগত নহে। দ্বিতীয়, শিক্ষা
 স্তার নিমিত্ত কর করিলে চিরস্থায়ী
 বস্তুবিষয়ে গবর্ণমেন্টের বে অঙ্গী
 আছে, তাহার ভঙ্গ হইবে। তৃতীয়,
 দেশের জমীদার ও কৃতবিদ্যগণ সাম্রা
 অন্য অন্য অংশের জমীদার ও কৃত
 অপেক্ষা বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহদানে
 নর, এটি প্রামাণিক বাক্য
 । চতুর্থ, রাস্তাপ্রভৃতির উন্নতিসাধন
 সভ্য গবর্ণমেন্টমাজের কর্তব্য, এ
 মত স্বতন্ত্র কর করা বিধেয় নয়।
 দুঃখের বিষয় আমরা উপরে স্তার
 যে কয়টি প্রস্তাবের উল্লেখ করিলাম,
 ারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, আমা
 গর গবর্ণর জেনরল ও লেপ্টেনেন্ট
 রি গ্রে সাহেব যে সৎ উদ্দে
 র বশব্দ হইয়া স্তার নিকটে শিক্ষা
 ক্রান্তি করার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন,
 া তৎসম্পাদনে যথোচিত উপায়
 লঘন করেন নাই, কেবল আপনার
 র্খপরতার পরিচয় প্রদান ও অনৌদার্য্য
 কাশ করিয়াছেন। কুবকেরা জমীদার
 গের সম্মানতুল্য। অন্যের বলিবার
 র্ব স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগের
 কার সঙ্গপায় করা জমীদারদিগেরই
 কর্তব্য। ক্ষোভের বিষয় এই, তাঁহারা
 ম ও অনৌদার্য্য নিবন্ধন সেই কর্তব্যের
 যথাচরণ করিলেন। তাঁহাদিগের ভ্রম
 ই, তাঁহারা ভাবিতেছেন, কুবকেরা
 তবিদ্যা হইলে তাঁহাদিগের স্বার্থের
 বাত জন্মিবে; কিন্তু তাঁহারা শুচি
 ন যদি চিন্তা করিয়া দেখেন, দেখিতে
 ইবেন, সম্মান মুখ হইলে পিতার যে
 টে হয়, প্রজা'মুখ হইলে জমীদার ও
 জা উত্তরেরই সেই কষ্ট। তবে তাঁহারা
 লবেন, গবর্ণমেন্টের যে সাহায্যদান

প্রণালী আছে, তাহাতেই কুবকদিগের
 শিক্ষা হইবে; কিন্তু দেখা যাইতেছে,
 তাহাতে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না;
 হইবার সম্ভাবনাও নাই। কুবকদিগের কথা
 দূরে থাকুক, এ প্রণালীতে অনেক ভ্রমবং
 শীয় দরিদ্র সম্মানেরও শিক্ষা হইতেছে
 না। সুতরাং কুবকদিগের নিমিত্ত একটা
 স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রণালীর প্রয়োজন হই-
 তেছে। সেই প্রণালীর সঙ্গপায় করা জমী
 দার ও গবর্ণমেন্ট উত্তরেরই তুল্য কর্তব্য।
 আমাদিগের গবর্ণর জেনরল যে
 বলেন “বিদ্যাদান করিবার বিষয়ে গবর্ণ
 মেন্ট কোন অঙ্গীকার করেন নাই এবং
 তাহা করিতেও বাধিত নহেন” কোন
 ব্যক্তি এ অনুদার বাক্যেরও অনুমোদন
 করিবেন না। যাবতীয় রাজ্যের স্থায়িতা
 ও উন্নতি প্রজার বিদ্যাশিক্ষার অনুরোধ
 ধিনী। অতএব গবর্ণমেন্টের কুবকদিগের
 বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে সবিশেষ আনুকূল্য
 করা যে অবশ্যকর্তব্য তদ্বিষয়ে অণু মাত্র
 সন্দেহ নাই। তবে এক কথা আছে
 গবর্ণমেন্ট বলিতে পারেন, কুবকদিগের
 বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়নির্বাহার্থ টাকা
 তাঁহারা কোথায় পাইবেন? বঙ্গদেশে
 যেমন টাকা উদ্ধৃত হয়, তেমন স্থানীয়
 স্বতন্ত্র আয়ব্যয়প্রণালী না থাকাতে
 ঐ উদ্ধৃত টাকা অন্যত্র ব্যয় হইয়া যায়।
 অতএব যত দিন স্বতন্ত্র আয়ব্যয়প্রণালী
 ও যাবতীয় দেশীয় ব্যয় সংক্ষেপ হইয়া
 সচ্ছল না হইতেছে, তাবৎ কুবকদিগের
 বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়সংগ্রহের একটা উপায়
 করা কর্তব্য। আমরা পূর্বে কহিয়াছি,
 শিক্ষাকর করিয়া জমীদারদিগের নিকট
 হইতে তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা
 পাইলে সে তার কুবকদিগের ক্ষেত্রেই
 নিক্ষিপ্ত হইবে, লাভের মধ্যে ইহা জমী
 দারদিগের একটা উপার্জনের ও অত্যা-
 চারের পথ হইয়া উঠিবে। এতদ্বিন্ন
 এই একটা কথা আছে, যাবৎ কুবকদি-

গের অল্পসংস্থান হইয়া সচ্ছল না হইবে
 তাবৎ যে কোনপ্রকার শিক্ষাপ্রণালী
 প্রবর্তিত কর, কুবকদিগের শিক্ষালাভে
 সুবিধা হইবে না; তাহারা কোনরূপে
 মেই নিষমিতরূপে বিদ্যালয়ে উপস্থিত
 হইয়া বিদ্যাশিক্ষা কবিত্তে শক্ত হই
 না। অতএব জমীদারকে মধ্যে রাখি
 কুবকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বনে
 বস্ত করা হউক এবং তাহাদিগের
 নিকট হইতে করগ্রহণের এরূপ ব্যব
 করা হউক যে, তাহারা জমীদারদিগে
 প্রাপ্য সঙ্গতমত খাজনা জমীদারদিগে
 এবং আপনাদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ গ
 বর্ণমেন্টকে কিছু কিছু দেয়।

—১০১—

সীমার উপদ্রব ও গবর্ণমেন্টের
 রাজনীতি।

ক্রে ও অব ইণ্ডিয়া বলেন, “স্বা
 (পঞ্জাবের) কর্তৃক সীমার নিব
 ২০,০০০ টৈন্যা প্রেরণ করিবার প্র
 করিয়াছেন। আমরা অগবত হই
 প্রধান সেনাপতি ও কোজিলের টৈ
 সভ্য সর হেনরি ডুরাণ্ড ইহাতে
 হইয়াছেন। সীতানার যুদ্ধে যত
 প্রেরিত হয়, তাহার চতুর্ভাগ
 প্রেরিত হইতেছে।” পঞ্জাবের
 পশ্চিম সীমার নিকটে যেসকল প
 জাতি আছে, তাহারা সর্বদা দৌ
 বরে। সম্প্রতি হাজার পাঠা
 ব্রিটিশ সীমার ওবেশ করিয়া
 গানা আক্রমণ করিয়াছিল। ইহা
 সহিত যুদ্ধ চলিতেছে। গবর্ণমেন্ট
 সংবাদই প্রকাশ করেন না। মধ্যে
 পঞ্জাবের সংবাদপত্রসমূহ পর
 বিরোধী সংবাদ প্রকাশিত হয়।
 অন্ধ অধি সীমার নিকটে এই
 গোলযোগ চলিতেছে। বিস্তর
 সর্বদা এই স্থানে থাকে। নিকল
 কৃতি সেনানীকেরা এইসকল টৈ

ন্যায়কতা করিয়াছেন। পাঠানেরা
সেনান দৌরাঙ্গা করে, পঞ্জবের
গণ অননি তাহাদিগের গ্রাম দক্ষ ও
লোককে বধ করে; তাহাপি শাস্তি
হইতে না। বিংশতিবৎসরপর্যন্ত
দৌরাঙ্গা, বৈরনির্যাতন ও বলপ্রকাশ
আসিতেছে; এত দিনেও যখন
তাহাদিগের চৈতন্যোদয় হইল না, তখন
তাহাদিগের গবর্ণমেন্টের অবলম্বিত রাজ
পরিবর্ত্ত হওয়া আবশ্যিক। বিংশ
বৎসর অল্প সময় নহে, এত দিনে
তাহাদিগের গবর্ণমেন্টে কমিতেছে না,
উপায়ের গ্রহণ করা অবশ্য
হইবে।
সে উপায় কি? তাহা নির্ণয় করিবার
পঞ্জাব গবর্ণমেন্টের অধীনে যে এক-
মাত্র সৈন্য রাখা হইয়াছে, তাহা
উপকার অথবা অপকার হইতেছে,
তাহার বিবেচনা করা কৰ্ত্তব্য। যে
সময় সেনা ব লরেন্স এই পৃথক
দলের সৃষ্টি করেন, তাহা আর
কি মধ্য কালের ইউরোপীয় বীরগণ
পরম্পর যে সম্বন্ধ ছিল, রাজপুতনার
ও অবেখার ত লুককারদিগের
সম্বন্ধ হইয়াছে, পঞ্জাব
গবর্ণমেন্টের সহিত তাহাদিগের সেই সম্বন্ধ
হইয়াছে। যুদ্ধ পরাজয় করিয়া
দক্ষ করা দণ্ড বটে; কিন্তু পাঠা
বলকাল অবধি এত দণ্ড দেপিয়া
হইতেছে, সুতরাং ইহা তাহাদিগের
সম্মান বোধ হয়। এইমাত্র দৌরা
উত্তীর্ণিত সৈন্যগণের সহিত
তাহাদের একপ্রকার প্রতিযোগিতা
উঠিয়াছে। বনোরা অবসর পাই
বৈরনির্যাতন করে, সুতরাং সৈন্যেরা
ও দৌরা, বনোরা তাহা বৈরসাপন
করে। যখন কোন প্রভাবশালী
গবর্ণমেন্ট দৌরাঙ্গাকারী শত্রুকে দণ্ড দেন,
বিচারালয়ের দণ্ডের ন্যায় মনে

তাহার সঞ্চার করিয়া দেয়; কিন্তু পঞ্জা
বের স্থানীয় সৈন্যগণ যে দণ্ড দেয়,
ত চাৰ্চে তাহা হয় না। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট
তাহাদিগের অপেক্ষা কেবল বলে নয়,
ভদ্রতা ও ধর্মনীতিসম্বন্ধেও যে সহস্র
গুণে প্রধান, তাহাদিগের যত দিন এ সংস্কার
না জন্মিতেছে, তত দিন যত দণ্ড দাওনা
কেন, কিছুতেই তাহাদিগের দৌরাঙ্গা
দূর হইবে না। পঞ্জাবের স্থানীয় সৈন্যগণ
হইতে এই সংস্কারের উদয় হইবার সম্ভাবনা
নাই। আর এক কথা এই, পঞ্জাবের কর্তৃ
পক্ষ এই সংস্কার আছে, মধ্যে মধ্যে
সহস্র সহস্র সৈন্য একত্রিত করিয়া বল-
প্রদর্শন করিলে বন্যগণ ভীত হইবে।
সে সময়ে তাহারা ভীত হইতে পারে
সন্দেহ নাই; কিন্তু সে ভয় স্থায়ী হয়
না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের কত বল
তাহা তাহারা জানে, পর্বতভিন্ন অন্যত্র
তাহারা কখনই সম্মুখ যুদ্ধ করিতে সাহসী
হয় না। তাহারা এটা যেমন জানে
ইচ্ছাও তেমনি জানে, গবর্ণমেন্ট সর্বদা
২০,০০০ সৈন্য একত্রিত করিয়া রাখিতে
পারে না এবং যত দিন তাহাদিগের
পর্বত থাকিবে, তত দিন তাহারা নিরা
পদে থাকিবে। কেহ কেহ বলেন, তাহাদি
গের দেশ আক্রমণ কর। বর্তমান অব
স্থায় এটা করা অতিশয় অবিবেচনার কাজ
হইবে। রুশীয়ারা ক্রমশঃ অগ্রসর হই-
তেছে। এ সময়ে আফগানদিগের সহিত
মুক্তাবহি কৰ্ত্তব্য। তাহারা যদি জানিতে
পারে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাদিগের
স্বাধীনতাভাঙ্গনে উদ্যত হইয়াছেন,
তাহারা তৎক্ষণাৎ রুশীয়ার অনুগত হই
বার চেষ্টা পাইবে। তাহারা যে রুশীয়ার
অধীনতা স্বীকার করবে, তাহার বিশেষ
কারণ এই, আফগান ও পাঠানেরা স্বভা
বতঃ লুচ ভাগ বাসে। ভারতবর্ষকে
তাহারা বরাবর লুণ্ঠিত করিয়াছে। ভারত
বর্ষ নিকটে আছে। লাহোর, দিল্লী

প্রভৃতি স্থানকে আফগানেরা স্বর্ণপা
জ্ঞান করে। অতএব রুশীয়া
নার ক্ষমতা স্থাপিত করিয়া এই
লোভ প্রদর্শন করিলেই আফগান
পাঠানেরা মোহিত হইবে। ইংস
ন্যায় রুশীয়াও পরাজিত জাতির
হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন।
শের সিপাহীরা পাঠান ও তাতার
দিগকে ভয় করে। এক্ষণেই ভারত
সৈন্যগণ সেই সেকলে বন্দুক
পাঠানদিগের অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট
লের নিকটে যাইতে সাহসী হয়
যখন রুশীয়ার সেনাপতিগণ এই সৈ
ন্যকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া সর্বো
অগ্রসর রণক্ষেত্রে আনয়ন করি
তখন কি আফগান ও পাঠানেরা সম
উৎসাহসহকারে ব্রিটিশ গবর্ণমে
বিপক্ষতাচরণ করিবে না?

তবে কি কর্ত্তব্য? আমীর সিরার
সিংহাসনস্থ হইয়াছেন। তাঁহাকে
দ্বারা সাহায্য করিয়া পাঠানদিগকে তাঁ
অধীন করিয়া দিবার চেষ্টা পা
কর্ত্তব্য। সিরার আনি সপক্ষ থাকি
রুশীয়ার কখন হিরাটের এ দিকে আ
সাহস হইবে না। এই সীমাস্থিত
স্মোরও ক্রমে লোপ হইবে। সিরার
স্বয়ংই সে বিষয়ে যত্নবান হইবেন।

শ্যামনগরের দুর্ঘটনাসংক্রান্ত
কমিটির রিপোর্ট।

গত বুধবারের কলিকাতা গেজেট
শ্যামনগরের দুর্ঘটনাসংক্রান্ত কমি
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। অ
যে শঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই
হইয়াছে। কমিটি যথোচিত অনুসন্ধান
সাক্ষীদিগের রীতিমত জবানবন্দী
করেন নাই। রেলওয়ে কর্মচারীদি
অনেকের নিকট হইতে লিপিত প্র
উত্তর গ্রহণ করা হইয়াছে। এতদে

সাক্ষীদিগের কেহ কেহ কুষ্টিয়াতে হত
হইয়া যাইবার কথা বলিয়াছিলেন ;
কমিটি তাঁহাদিগের কথায় বিশ্বাস
করেন নাই। এ সম্বন্ধে কাহাকেও একটি
স্বাক্ষরিত সাক্ষ্য করা হয় নাই। যিনি যাহা
বলিয়াছেন, তাহা শুনা ও লেখা হই-
তেছে, এই মাত্র। গবর্ণমেন্টের পুলিশ
স্বাক্ষরকারীরা যেমনে প্রবেশ করিতে পান
নাই বলিয়াছেন ; কিন্তু রেলওয়ে পুলি-
সের অধ্যক্ষ মে বাক্য অস্বীকার করাতে
কমিটি তাঁহার কথাই প্রমাণ করিয়াছেন।
ইউরোপীয় সাক্ষীদিগের কাহার প্রতি
একটিও জেরা করা হয় নাই ; অথচ
তাঁহাদিগের বাক্যের পূর্বাগত বিলক্ষণ
বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। এই ভূঘটনা উপ-
লক্ষে কি কারণে এদেশীয় সমাজমধ্যে
অশান্তি আন্দোলন হয়, কমিটি তাহার
সমাধান করিতে পারেন নাই। তাঁহারা
সম্মতসহকারে কচিয়াছেন, কতকগুলি
সংবাদ্য ভারতবর্ষীয় কি অন্য মিথ্যা
সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে
পারিলাম না। তাঁহাদিগের প্রদত্ত সাক্ষ্য
কমে মিথ্যা হইল, তাহার কারণ নির্দি-
শিত হয় নাই। কুষ্টিয়া হইতে শ্যামনগর
পর্যন্ত ২৪ খানি শকট আইসে ; কমিটি
রেলওয়ে কর্মচারিদিগের এক প্রেরিত
সাক্ষ্যকার উপরে নির্ভর করিয়া তাহাতে
৭২ জনমাত্র আরোহী ছিল স্থির করি-
য়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক টেমেন মাটারকে
স্বাক্ষরিত করিয়া জবানবন্দী গ্রহণ করা
যে কঠিন ছিল, তাহা করা হয় নাই।
স্বাক্ষরিত রিপোর্টের যে এইপ্রকার পরি-
প্রমাণ হইবে, আমরা প্রারম্ভেই তাহা
সন্দেহ করিয়াছিলাম। অতএব ইহাতে
সাক্ষীদিগের বিশ্বাস জন্মিতেছে না।

হারা হইলেন। গত ১৫ ই ভাদ্র রবিবার
বেলা ১০ টার সময়ে প্রসিদ্ধ বাবু প্রসন্ন
কুমার ঠাকুর সংসারলীলা সম্বরণ করিয়া
ছেন। তাঁহার ৬৩ বৎসর বয়সক্রম হইয়া
ছিল। তিনি যেমন ভীক্ষুর্ভক্তি ছিলেন,
তেমনি গুণও অর্জন করিয়াছিলেন।
তিনি যে কেবল এদেশীয়দিগের নিকটে
লক্ষপ্রতিষ্ঠা ছিলেন একগণ নয়, রাষ্ট্রদ্বা-
রেও বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছি-
লেন। রাজপুরুষেরা তাঁহার গুণের
সম্মানার্থ তাঁহাকে সম্মানচিহ্নদ্বারা অস-
ম্মত করেন। তাঁহাকে বঙ্গদেশীয় ও ভার-
তবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ
প্রদান করা হইয়াছিল।

সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার সর্বিশেষ
অনুরাগ ছিল। তিনি মুলাজোড়ে একটি
সংস্কৃত পাঠশালা করিবার নিমিত্ত যে
দেড় লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন, তদ্বা-
রাই তাহার সর্বিশেষ পরিচয় হইতেছে।
আইনেও তাঁহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা
ছিল। তিনি স্বয়ং ওকালতী করিয়া
অনেক অর্থ উপার্জন করেন, অন্য অন্য
লোককেও আইনসংক্রান্ত বিষয়ের উপ-
দেশ দান করিতেন। এবিষয়েও তাঁহার
সর্বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইহার উৎসাহ
বর্জনার্থ তিনি প্রেনিডেন্সি কলেজে
আইন শিক্ষার্থ তিন লক্ষ টাকা দিয়া
গিয়াছেন। তাঁহার আইন ও ব্যবস্থা
সম্বন্ধে সমগ্রিক অনুরাগ থাকিবার অপর
প্রমাণ এই, তিনি সংস্কৃত দায়ভাগাদি
সম্মত ব্যবস্থা সংকলন ও দায়ভাগাদি
কয়েকখানি গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রচারণ
করিয়া গিয়াছেন। তিনি অন্য অন্য বক্তা-
কৃত গ্রন্থপ্রচারণবিষয়েও উৎসাহদানে
বিস্মৃত ছিলেন না।

তিনি আশ্রিতপ্রতিপালক ছিলেন,
মৃত্যুকালে তিনি আপনার কর্মচারীদি-
গকে আপন আপন দশ বৎসরের প্রাপ্য
বেতন এক কালে পুরস্কার দিয়া গিয়া

ছেন, তদ্বারাই তাঁহার আশ্রিত বা-
সপ্রমাণ হইতেছে।

তাঁহার আকৃতি গর্ভ ছিল। ত-
বিশিষ্ট দেখিলে একরূপ বোধ হইত,
যেন কুষ্টিয়া বাহির হইতেছে।
তাদৃশ বুদ্ধিমান হইয়াও চিত্তদো-
ষিনির্মুক্ত ছিলেন না। প্রথম
দৌরলা এই, তিনি আচার ব্যবস্থা
কাফ্যদ্বারা হিন্দু ও ইংরাজ উভয়
রই মানোবজ্ঞনের চেড়া পাইতে
দ্বিতীয়, তিনি অহুল ঐশ্বর্যের অধি-
হইয়াও একদা ব্যবস্থাপক সভার
জন সহকারী কর্মচারীর পদ গ্রহণ
নাই। তৃতীয়, তিনি যে উপম-
সম্বন্ধে চরণদ্বাত করিয়াছিলেন, স-
সময়ে তাহার নিকটে মস্তক নত ক-
শশোলাভের চেড়া করিতেন।

ইষ্টইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন।

লণ্ডনস্থ ইষ্টইণ্ডিয়ান আসোসি-
নেসের ক্রমশঃ যে উন্নতি হইতেছে, এ-
রিপোর্টদ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রমাণ
হইতেছে। এবারকার রিপোর্টে দৃষ্ট
এক্ষণে দক্ষিণে ৫১৪ জন সভ্য হ-
ছেন। তন্মধ্যে ৩১০ জন ভারতব-
র্ষীয় ২০৪ জন ইউরোপীয়। ভারতব-
র্ষীয়ের মধ্যে বোম্বাইয়ের সভ্য সকল
তৎপরে বঙ্গদেশ, তৎপরে মান্দ্রাজ
দাক্ষিণাত্য। ভারতবর্ষীয় সভ্যের
পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে, ততই ভারতব-
র্ষীয়ের উন্নতি হইবে।

এই রিপোর্ট মধ্যে কয়েকটি
প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে। প্রথম প্র-
বন্ধ উদ্দেশ্য হইবে, ভারতবর্ষীয়
বিদ্যাবৃত্তি নিম্ন পত্রিকার দ্বারা প্র-
চারিত হইবে। উদ্দেশ্য হইবে, ভারতবর্ষীয়
সংস্কৃত শিক্ষা এই, যখন কোন হিন্দু
বিদ্যাবৃত্তি ইউরোপীয় সুবর্তী প্রণয়
বদ্ধ হইবেন, তখন তাঁহার প্রথম

রিতে দেওয়া কর্তব্য। তিনি এই যুক্তি
 ন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে বালাবি
 র রীতি থাকতে স্বাধীন ইচ্ছা টলে
 শেষে পত্নীর সহিত প্রণয় হয়
 প্রকার শৃঙ্খলে পুরুষকে বন্ধ রাখা
 ত। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলি-
 ন, উল্লেখ্য তাঁহার মনোমত এক
 নীতি সহিত পরিচয় হইয়াছে; কিন্তু
 স্ত্রী কটক স্বরূপ হওয়াতে
 স্ত্রী রমণী পানিগ্রহণ করিতে
 তেছেন না। স্ত্রীলোকও যদি মনো
 স্বামিনীভ নিমিত্ত এই বিবাহ
 পরিবর্ত প্রার্থনা করেন, তাহা
 সমাজের কি অবস্থা ঘটবে?
 স্ত্রীর স্ত্রীগণের উন্নতিসাধন করিবার
 কি অধিক প্রশংসনীয় নহে? যে
 "মনোমত" স্ত্রীর মোতে ওথম
 তিষ্ঠতে ভাগ করিতে পারেন,
 কি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্ত্রী পাইলে
 পত্নীকে ভাগ করিতে পারেন
 উমেশ বাবু নিষ্কর জানিবেন তাহা
 তার অভিশ্রমের বিধা অধিক
 কোন সম্ভাব্য ইউরোপীয় রমণী
 পানিগ্রহণে সম্মত হইবেন না।
 দ্বিতীয় পরে দাঁড়াই নারোক্তি
 তবর্ষের ক্ষেপে আবিষ্কৃত্যর যুদ্ধে
 তার ক্রিয়দশা নিক্ষেপের প্রতি
 পরিচয়। তিনি সে যে যুক্তি প্রদ
 করেন তাহার সুল ভাষণ। এই
 ভারতবর্ষে ব্যয় দিলেন কানাড়া
 ত না দেন কেন? এখন ইংলণ্ড
 জন টৈনিক দিলে তাহার ব্যয় লন,
 তাহা না লইব কেন? যদি এত টৈনা
 দেশে প্রেরণ করিলে ক্ষতি না হয়, তাহা
 তাহাদিগকে রাখা হইতেছে কেন?
 তাই এক কথায় স্বদেশীয়দিগের
 অভিশ্রম ব্যক্ত করিয়াছেন;
 তাই তাহা হইতে পারিলেও যদি বাঁচান
 ত, তদপেক্ষা অপব্যয় আর কি

আছে? " লো সাহেব এতদূপলক্ষে
 বলেন, অল্প টাকা বলিয়া মহাসভা
 কিছু বলিলেন না। অধিক হইলে তাঁহার
 লগেন না। লো সাহেবের বাক্যের
 কি এট অর্থ নয় যে, ভারতবর্ষের হইয়া
 প্রতিবাদ করেন, এমন লোক মহাসভায়
 নাই বলিয়াই এইরূপ হইতেছে?

তৃতীয়, কাতিওয়ারের রাজগণ সর
 বাটন ফিরারকে এক অভিনন্দন প্রদান
 করিয়াছেন। এই বিষয় লইয়া সকলে
 সর বাটন ফিরারকে ধন্যবাদ দিলে তিনি
 প্রত্যুত্তরদানের সময়ে সে যে অভি
 প্রায় প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার
 প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইয়াছে,
 প্রজার প্রতিনিধি হইয়া শাসন করিলে
 বিশ্বের অনুগ্রহ হয়, এই শাসনপ্রণালীই
 ভারতবর্ষের পক্ষে প্রকৃত প্রণালী।

চতুর্থ পরে সর আর্থর কটন গোদা
 বরী খনন করিবার বিষয় লইয়া বক্তৃতা
 করেন। সর আর্থর কটন সান্দ্রজে সে
 কাক করিয়াছেন, তাহার প্রশংসা
 করিতে হইবে নহে নাই; কিন্তু কথা
 এই হইতেছে, গোদাবরীতে যে সুবিধা
 হইয়াছে সর্বত্র যে তাহাই হইবে তাহার
 প্রমাণ কি? ইঞ্জিনিয়ারগণের এ বিষয়ে
 মতভেদ হইয়াছে।

গোদাবরীর শিক্ষা প্রণালীর প্রস্তা
 বর্তী অতি উত্তম হইয়াছে। ভারতবর্ষের
 পরিত্যক্তমুহুর উপযোগিতার বিষয়ে যাহা
 বলা হইয়াছে, অনেকাংশে তাহা স্বপ্ন-
 বৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ভারত-
 বর্ষে ইউরোপীয় উপনিবেশ করিবার
 চেষ্টা পাওয়া যুগ।

—:—

প্রাপ্ত।

বঙ্গীয়দিগের দৈহিক প্রকৃতি।
 জলপ্রণালী।
 পূর্কপ্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে, এদেশ
 অতিশয় নিম্ন। সামান্য বর্ষার জলে জলা,

বিন, খাল পুষ্করিণীপ্রকৃতি ভলাশয়
 পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। আবার বর্ষারাজ
 মধ্যে কিছু বিশেষ অন্তবুল হন। কোন
 বৎসর এত বারি বর্ষণ করেন, যে তাহ
 দেশ ভাসিয়া যায়। অন্যান্য স্থানত্যা
 জল নিঃসরণের যেকপ পথাদি আছে,
 ভাগ্য বঙ্গদেশের প্রায় কোন প্রদেশে
 সেকপ নাই। পগার ও নন্দনদীগুলিই
 শের প্রধান জলপ্রণালী। চূর্তাগ্যব
 সেগুলিতেও গোলযোগ ঘটয়াছে।
 প্রত্যেক গ্রাম বাহিরে ও ভিতরে প্র
 অপ্রাকৃত্য নানাবিধ পথ আছে। প্রায়
 পথের উত্তরপাশে ছোট বড় নানাক
 নন্দামা (পগার) দেখিতে পাওয়া
 এতদ্ভিন্ন উদ্যানাদির চারি ধারে উক্তপ্র
 পগার থাকে। এইগুলিই প্রধানকার গ্র
 অভ্যন্তরস্থ জলপ্রণালী। পূর্ককালের লো
 প্রায় প্রতিবৎসর ঐ পয়ঃপ্রণালী
 সংস্কার (মেরামত) করিতেন। এ
 ভাগের ও সাধারণের মা হওয়াতে
 সংস্কার হয় না; সুতরাং অশেষবিধ জ
 লতা ও লম্বাদি জন্মিয়া থাকে। এই
 এগুলি একপ্রকার অরণ্যবৎ হইয়া
 যাচ্ছে, বর্ষার অধিকাংশ জল ইহাদের ম
 থাকিয়া যায়। এই জলে উক্ত উদ্ভিজ্জ
 পত্রাদি এবং অশেষবিধ মৃত্ত জীব জন্তু প
 একপ জুগুৎস হর ও এমন ভ
 কার ধারণ করে যে, নিকট দিয়া যাউতে
 ও মৃগার উদয় হয়। বিজ্ঞ চিকিৎস
 কহিয়া থাকেন, সে পুরাতন নন্দামা হ
 হাইড্রো সালফরেডেট প্রকৃতি নানা প্র
 গ্যাস উৎপিত হয়। সেই স্বল্প মনুষ্যশর
 পক্ষে বিশেষ অহিতকারী। মনুষ্য কি, ম
 পশুপক্ষিদিগের শরীরে যদি কোন প্র
 তাহাদের স্বল্প অংশ প্রবিষ্ট হয়, তাহ
 লেও তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের মৃত্যু
 অতএব এদেশীয়দিগের স্বাস্থ্যব্য
 হইবে বিচিত্র কি?

দ্বিতীয়। নন্দনদী ও খালগুলিই এ
 প্রধান জলপ্রণালী। পূর্ক গ্রামের
 যাবতীয় জল নানাবিধ আবর্জনা সহ
 মধ্যে পতিত হইত। পরিশেষে তাহ

স্রোত প্রভাবে নানাস্থানে যাইত, একগুণে
 সম ব্যতিক্রম ঘটয়া উঠিয়াছে। কেদার
 তি, দামোদর অত্র, মাতাভাঙ্গা, সরস্বতী
 বং কাননদী ও মগরা এবং বালি প্রভৃতির
 গুলি নানাকারে অপ্রবল হইয়াছে।
 ষিকার্যের সুবিধাজন্য কৃষকে। এবং জমী
 রেরা স্থানে স্থানে বাঁধ বন্ধন করিয়া কত
 গুলি স্রোতাদি বন্ধন করিয়াছেন। কতক
 লি স্বভাবতঃ নজিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট
 কগুলির স্রোত রেলওয়ে প্রভৃতির সেতু-
 রা অবরুদ্ধ হইয়াছে। জলপ্রণালীগুলির
 শৃঙ্খলতা ঘটাতে পল্লীগামগুলি বর্ষাকালে
 লয় স্বপ্ন হইয়া উঠে। প্রায় যাবতীয়
 শ্বের বাটীর ভিতর কোথাও এক কোথাও
 ততোধিক হস্তপরিমিত কর্মম হইয়া
 ক স্থানে স্থানে রাশি রাশি জলও দেখা
 পথ বাটগুলির কথা কি বলিব, বোপ
 র, তাহাদের অবস্থালিগনে দেখেন
 তাই গুণে। এ দেশে ইষ্টকানিনির্মিত
 অপেক্ষা মুক্তিকানিনির্মিত পথই অধিক
 প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য উভয়বিধ পথের
 ন স্থানে নোকানি জলযানসকল অন্য
 প পরিবহন করিয়া থাকে। কোথাও বা
 ন্যাদি জীব-সুগণ সম্ভরণদ্বারা পারাপার
 নানাকারে বাটীর এবং পথের কর্মম
 জল পড়িয়া একপা বিকৃত ও পুতিগন্ধি
 যে তাহা স্পর্শ করিতে এবং তাহাতে
 পন বসিতে ননোমধ্যে বিষম শঙ্কা এবং
 উদয় হয়। তবে এদেশীয়দিগের সহি
 শূণ কিছু অধিক, সেই গুণে এবং অভ্যা
 ল একপ স্থানে বাস ও একপ পথ দিয়া
 যাত করিয়া থাকেন। যিনি বর্ষাকালে
 গ্রামের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন,
 ই আমার লেখায় বিশ্বাস করিবেন।
 শ স্বভাবতঃ আর্জ, তাহাতে প্রতিবৎসর
 কর্মিয়া থাকতে আরো অধিক আর্জ
 উঠিতেছে। অনেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক
 আর্জ স্থান হইতে এবং পাশব ও
 জ দ্রব্য পড়িয়া মেলিরিয়া নামক এক
 র গ্যাস উৎপিত হয়। এই মেলিরিয়ার
 বে ঘারবাসিনী, দায়ারহাটা, বারাসত,
 ই

লুবেকে, হগলি প্রভৃতি দেশগুলি একেবারে
 ছারখার হইয়া গিয়াছে। তাহাদের চুবুসার
 কথা মনে পড়িলেও মন ব্যথিত হইয়া যায়।
 আজি কালি প্রায় প্রতি এদেশেই বৎসর
 বৎসর মারীভয় উপস্থিত হইতেছে। প্রতি
 বৎসর যে দেশের কত শত লোক নিধন প্রাপ্ত
 হইতেছেন, তাহার সংখ্যা করা নিতান্ত
 কঠিন। আর বাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহা
 দের কথাই নাই। একপ ভয়শরীরে জীবিত
 থাকা আর না থাকা উভয় তুল্য, সে কেবল
 বিড়ম্বনামাত্র। দেশের এই দুর্ঘটনা নিবার
 ণের অনেক দিবসাবধি অনেকপ্রকার উপায়
 হইতেছে। স্থানে স্থানে এপিডেমিক ও
 সেনিটারি কমিসন নিযুক্ত হইতেছেন।
 তাঁহারাও সময়ে সময়ে জঙ্গল পরিষ্কারের
 ও কন্দলীরক্ষকর্তনের পরোয়ানা বাতির
 করিতেছেন; অথচ অভিপ্রেত কার্যের কিছু
 হইতেছেন। ডয় এই পাছে গবর্নমেন্টের লব
 ণের গোসার আশ্রয় লাগার ন্যায়ই বা হয়
 দেশের লোক সকল মরিয়া যাউক, পশ্চাৎ
 একটা সপ্পায় হইবে। ভাল পূর্বেও ত
 এ দেশে জঙ্গল ছিল এবং কলাগাছও
 ছিল, তখন একপ পীড়ার ও মৃত্যুর প্রাচুর্য
 ছিল কি? যদি তাহা না থাকে, তবে জল পথ
 ভিন্ন আর কি কারণ হইতে পারে? প্রাচীন
 ব্যক্তিরও কহিয়া থাকেন যে গুলনিগম
 পথ না থাকতেই দেশের একপ দুর্দশা হ
 তেছে। অতএব গবর্নমেন্ট ও দেশস্থ রাজা
 জমিদার, বণিক এবং অন্যান্য ধনবান
 ব্যক্তির যদি জলপ্রণালীগুলির প্রতি দৃষ্টি
 করেন, তাহা হইলে দেশ সুখের স্থান হয়,
 কৃষি বাণিজ্যপ্রভৃতি কার্যগুলিরও সুবিধা
 হয়; বৎসর বৎসর অনেকসংখ্য জীবনও
 রক্ষা হইতে পারে। অতএব গবর্নমেন্ট জল
 প্রণালীগুলি পরিষ্কার করিয়া দিন। এগুলি
 যেমন ব্যয়সাধ্য তেমনি স্বার্থ জনক। বৎসর
 বৎসর অনেক অর্থলাভ হইতে পারিবে।
 দেশের লোকের নিকট কোন কথা বলা
 অরণ্যে রোদিন করার ন্যায় নিষ্ফল।
 ইহাদের যদি দেশের উন্নতিসাধনের
 ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে দেশের দুর্দশা
 একপ থাকিবে কেন? এক ব্যক্তি মদিরাপানে

উন্নত হইয়া নন্দামায় পতিত হইল
 কুকুর আসিয়া মৃত দেহ বিবেচনা
 তাহাকে দংশন করিতে লাগিল।
 দ শনের আলায় অস্থির হইল, নিব
 কোন উপায় করিতে পারিল না।
 মধ্যে মধ্যে কালীকে অরণ করিতে
 এবং কুকুরটাকে গালি দিতে লাগিল
 দের দেশের লোকের প্রায় অধিক
 অবস্থা ঘটিয়াছে! জলপ্রণালীর অভা
 ছার খার হইয়া যাইতেছে। ইহারা
 ঘরের মেঝেতে পড়িয়া পড়িয়া কেবল
 মেল্টকে গালি দিয়া থাকেন। অধিক
 করেন ত কষ্ট সঠে রক্ষাকালী পূজা
 থাকেন। ইহাদের হস্ত, পদ, বুদ্ধি এবং
 আছে, অথচ কোন উপায় করিতে পা
 ছেন না। গবর্নমেন্ট ইহাদের উঠান, প
 জল প্রণালীগুলি পরিষ্কার করিয়া দিন
 ইহারা নিশ্চেষ্ট জড় পদার্থের ন্যায়
 থাকুন; ইহাই ইহাদিগের গৌরবের

— ১৩ —

বিবিধসংবাদ।

উত্তরপশ্চিম সোমবার।

উত্তরপশ্চিম সোমবার এক ব্যক্তি গবর্ন
 নামে নারী করিয়া ফেলার জঞ্জের
 ৫০০ টাকার ক্ষতিপূনের ডিগ্রী পাইয়াছি
 আপীল করা উচিত ছিল। কিন্তু ক
 অনুরোধ করিলে দুঃসুখ এ বিষয়ে এমনি
 ও উদাসীন্য কাব্য করেন যে, আপীলের
 অতীত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিম সোমবার
 নাট গবর্নর এটাকা কমিসনকে দিতে
 গাছেন। এপ্রকার দুই একটা উদাহরণ
 আবশ্যিক।

ভাগলপুরের নিকটে চন্দ্রনন্দী প্র
 হইয়া অনেক অনিষ্ট বসিয়াছে অনেক
 ও কয়েক বৎসর জীবন নষ্ট করিয়াছে।
 পুবেও অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। একটা
 সেতু ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতার পুলিশ সশ্রুতি কয়েক দ
 ক্রীড়াকারীকে দৃষ্ট করিয়া উত্তম কাজ ক
 ছেন। ইহাদিগের সকলের জরিমানা ও
 টাকাপ্রভৃতি বাজেআপ্ত হইয়াছে।

ভাদ শোলাপুরে জুরের প্রায় সর্দারস
 ল। জি স্থানে অনেকগুলি তারা দেখে
 য়। জীবন স্বাক্ষর করি পাঠেরা লুক্কাই
 শাস্ত্র বিজয়পুরে সম্পূর্ণ অক্ষয়
 ওমন ক্রিকেট কংক্রিট মুখ দেখিতে
 এককল স্থানে রচনের সময়ে মেদের
 ছিল না।

কাঞ্চল সাহেব কটকের অপর্যন্ত
 প্রতিনিষিদ্ধ হইয়াছেন। কাঞ্চল সাহেব
 পত্রের পক্ষসম্প্রদায় উঠাইয়া দিবার
 বসপক্ষতা করিয়াছেন। তারতবর্ষীয়
 কল একনোক বলেন পৃথ্বী গিরজা
 প্রব সংখ্যা কি আবেদন করিতে

বঙ্গনালাজ্ঞানের বেঙ্গিট্রি বিভাগ
 ২৮৪.৩৮১ টাকা আদায় ও ২২০০০
 য় হয়। সর্দার বেঙ্গিট্রিতে লাভ হই-
 পট্টা কলকাতা বেঙ্গিট্রির কী কমান
 কিনা। তাহা এক্ষণে বিবেচনা করা

আজিতির সহিত যুদ্ধে সেনাপতি ওয়াট
 হত হইয়াছেন বলিয়া যে জনরব হয়,
 মূলক। বন্যপন পলায়ন করিয়াছে।

জনবরার ডিউক আগামী শীতকালে তার
 আসিবেন, নিশ্চয় হইয়াছে। গবর্নর জেন
 মিস্ত্র শেষ দরবারী স্বগিত বাখিলেন।
 আসিলে যদি তাহার ইচ্ছা হয় ত দরবার

মরা আক্রান্ত হইলাম। ছোট নাগপুরের
 রর সহিত প্রজার যে বিবাদ হইতেছে,
 মীমাংসা করা হইবে। শেষ মীমাংসা
 বী বন্দোবস্ত বিনা হইবে না।

বি সুইনহো নামে এক জন ইউরোপীয়
 ক এক জন মালিকে চৌন বলিয়া পুলিচে
 বিচারের সময়ে প্রকাশ পাইল, মালী
 বি সুইনহোর ভৃত্য ছিল। তিনি তাহাকে
 কার টেলে ১৫ দিন আলোক দিত
 সে বলে তাহা হইতে পারে না। তিনি
 তাহাকে পদচ্যুত করিয়া বিবি আপন মেধ
 লিন প্রাপ্তসকান করিতে বলেন। মেধর
 নে কার্য তাহার গুহ হইতে একখণ্ড
 বাহ্য করে। অন্ততঃ সে মালিকে মক
 মালিয়া এখন তথায় গোপনে রাখিয়া
 পলায়ন দেয়। মার্জিটেট রবার্টস প্রত্য
 মুক্ত কবিয়া বলিলেন, গঙ্গকার চক্রান্ত
 চোর বলা অন্যায়। ঠ নাগীশ কেবল

রাজক্রমেই হইয়াছে। এরূপ মিথ্যাবাদকারীদি
 গের দণ্ড না হইলে এ রোগের শাস্তি হইবে না।

ইন্ডিয়ান ডেলিনিউস অবন করিয়াছেন,
 মাজাজ গবর্নমেন্টের অনুকরণ করিয়া বঙ্গদেশীর
 গবর্নমেন্ট অপর জজদিগকে কৌজদারি বিচারের
 ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহারা
 ইউরোপীয় ও আমেরিকানদিগের বিচার করিতে
 পারিবেন না। অন্য অন্য বিষয়ে সেশিয়ন জজের
 অধীন হইয়া তাহারা বিচার করিবেন। ইউ
 রোপীয় ও আমেরিকানদিগের অপরাধের কি
 বিশেষ বৈলক্ষ্য আছে? যার তার কাছে কি সে
 বিচার হইবার যো নাই?

সম্প্রতি মুহুরিতে অভ্যন্ত ভূমিকম্প হইয়া
 ছিল। কম্পের সময়ে কামানের গোলাবন্যায়
 ক্ষয় হয়। কোন ক্ষতির সংবাদ আইসে নাই।

পিয়নিয়র বলেন, ডাকমাস্তুলের নাম গবর্ন
 মেন্ট একবিধ মূল্য সর্দার টেলিগ্রাম প্রেরণের
 নিয়ম প্রবর্তিত করিতেছেন। আপাততঃ দশটি
 কথা মাত্র একবিধ মূল্য লওয়া হইবে।

এখানে চতুর্দিকে জল। কিন্তু উক্ত পত্র
 আক্ষেপ করিয়াছেন, আলাহাবাদ বিভাগে অন্য
 দুর্ভিক্ষজনক শস্যসকল নষ্টপ্রায় হইয়াছে।

লক্ষ্যেটাইমস বলেন, গত বর্ষে অযোধ্যায়
 ১১০৭ জন সর্পদংশনে ও ১৫৯ জন ব্যাঘ্রগ্রাসে
 প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সর্পদষ্টদিগের মধ্যে
 মীলোকের সংখ্যা অধিক। অনেক শিশু ব্যাঘ্র
 দ্বারা হত হইয়াছে। গম্মা বিভাগে নেকড়িয়ার
 সংখ্যা সর্দাপেক্ষা অধিক। কিন্তু লক্ষ্যে, উনাও
 চরদহি, কয়লাবাদ ও হুলতানপুরেও পৌরাণ্য
 বড় কম নাই।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন ৬ ই আগষ্ট গঞ্জা
 বের প্রায় সকল স্থানে ভূমিকম্প হইয়াছিল।

উক্ত পত্র অবন করিয়াছেন তত্রতা লেপ্ট
 নার্ট গবর্নর বঙ্গদেশের মধ্যে তিন মাসের অধিক
 পক্ষত বাস করিতে পারিবেন না। নানাসাহে
 বের নাম এ জনরবে আর বিগাস হয় না।

তালতলায় ওলাউঠার প্রাচুর্য হওয়াতে
 কলকাতার পুলিশ কমিসনর ডেপুটী কমিসনর
 ও স্বাস্থ্যরক্ষক তথায় গিয়া একটী চিকিৎসা
 সালয় স্থাপন করিয়াছেন। দরিদ্র লোকেরা
 তথায় বিনা ব্যয়ে ঔষধ পাইবে।

গিরীশচন্দ্র মিত্র ও কেনারনাথ মিত্র নামক
 যে দুই ভ্রাতা চারিসন সাহেবের নামে ১০০০
 টাকার এক ভণ্ডি ফাল করে, আলাহাবাদের
 সেশিয়নে তাহাদিগের প্রথমের দাত ও দ্বিতী
 যের পাঁচ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। কেনারনাথ

দে নানক যে ব্যক্তি ছাড়া তাহাইতে যায়, তা
 বিরুদ্ধ প্রমাণ না থাকিলে সে মুক্ত হইয়াছে
 লক্ষ্যে ও শাখাবেল ওয়েতে গত গ্রহণ
 লক্ষ্যে ২৭০০০ আরোহী কানপুরে গমন
 কবিয়াছিলেন।

১৭ ই ভাদ্র মঙ্গলবার।
 লক্ষ্যে টাইমস অবন করিয়াছেন, এডি
 রর ডিউক তথায় ১৭ ই নবেম্বরের মধ্যে
 করিবেন। কিন্তু রাজস্বময় এক দিবসের অ
 লয়েয়ে থাকিবেন না।

উৎকলনীপনা কটকের জাইন্ট মার্জি
 কার্কউড সাহেবের বিরুদ্ধে দুটি প্রস্তাব লি
 ছেন। প্রথম, কার্কউড সাহেব বিসাতী কো
 গাছ কাটিতেছেন, দ্বিতীয় তিনি সরকারী
 মায় কাহারও জল আসিতে দিতেছেন না।
 লক্ষে বলা হইতেছে, আপন আপন বাটীতে
 কাটিয়া গয়লা রাখেন। আমরা কার্কউড সা
 হকে এক জন উপযুক্ত কর্মচারী বলিয়া জ
 তাঁহা নামে এককার অভিযোগ প্রবর্ত
 নিমিত্ত হয়।

ডেলিনিউস অবন হইয়াছেন, ট
 লক্ষ্যে সাহেব মাজাজেব দাবতীয় আদায়
 কার্যক্রমের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত
 হইয়াছেন।

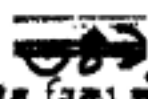
উক্ত পত্র অবন করিয়াছেন, ১৮৬০
 অবদ ১৮৬৮ অবদের মার্চ মাস পর্যন্ত তা
 ধের কতগুলি উত্তরাধিকারহীন সম্পত্তি
 মেন্টে বাজেআপ্ত হইয়াছে এবং তাহা
 কত টাকা উঠিয়াছে, গবর্নর জেনরল
 গবর্নমেন্টমুখকে তাহার এক এক তা
 দিতে বলিয়াছেন।

টেলিগ্রাম আগিয়াছে, আরল মেয়
 বর্ষের গবর্নর জেনরলের পদ পাইবেন।

১৮ ই ভাদ্র বুধবার।
 জামনা স্থানিয়া আক্রান্ত হইলেন,
 দ্যাগ ক্রিবার প্রার্থে সব জন পোসে
 আইন সংশোধন করিবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মক
 রক্ষণ কমান হইবে, কিন্তু অ.ক টাকার
 মার ট্রাম্প সমান থাকিবে। ১৮৬২ অবদে
 আইন অনুসারে যে পারমাণ প্রবর্তিত
 ছিল, তাহাই বজায় রাখা কর্তব্য।

অযোধ্যায় দুই জন তালুকদার দাঙ্গা ও
 তবস্তি করাতে তাহাদিগকে সেশিয়নে
 হইতেছে।

দিল্লীতে কয়েক জন মোল্লা সরকারী
 বক্ষতা করিয়া ভ্রমণ করাতে মকবলাইট



কারীদিগকে সতর্ক হইতে বলিয়াছেন। এ
কাল্পনিক ভয় আর কত দিন থাকিবে?
লিকাতার পরিশ্রমালয়ের অধক্ষ বিজ্ঞা
য়াছেন, উক্ত বাটতে যেসকল লোক
তাহারা অল্প মূল্যে বিক্রয় পাইয়া উন্নয়ন
ত প্রস্তুত আছে। অনেক ইউরোপীয়
ক উপকার জ্ঞান করিবেন।

সম্প্রতি সব ষ্ট্রাফোর্ড নর্থকোট গবর্নর
লকে লিখিয়াছেন, সিবিলিয়ানদিগের
ল পরীক্ষা এদেশে হইয়া থাকে তাহা
অপেক্ষা অধিক কঠিন হওয়া কর্তব্য।
ল লোক পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হইবেন,
দগের নাম ষ্ট্রাফোর্ডের নিকটে
তে হইবে। তাঁহাকে না জানাইয়া কোন
কে উচ্চতর পদ দেওয়া হইবে না। দেশীয়
ল পরীক্ষা নামমাত্র হইয়া থাকে। সকল
ল উন্নত ও উৎকর্ষ হইতেছে; কিন্তু
ভাষায় সেট সেকলে পরীক্ষক, সেই
ল পুস্তক এবং সেই সেকলে প্রণালী
ছে। অনেক নূতন সিবিলিয়ানের বাঙ্গলা
ল কথা শুনিলে লোকের হাস্য আইসে।
লক্ষ্য জমীদারদিগের উপরে করিলে
দগেরই কষ্ট হইবে, এ বিষয়ে ডেলিনিউস
ছেন, জমীদারেরা যত উন্নতির প্রত
তা করেন, তাহা হইলে তাঁহার
ল এ প্রণালী এক্ষণে অসমর্থ হইয়াছে।
একবার হইয়া রক্ষকদিগের সচিত্র
ল বন্দোবস্তের নিমিত্ত যুদ্ধ করিলে জমী
ল পর কোন চেষ্টাট সকল হইবে না। ডেল
জমীদার প্রণালীর বিষয়ে সে কমিশন
ল প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা তাহার
অনুমোদন করিতেছি, কপটবেশীদিগে
তাড় খাইতে হইবে।

যেসকল পুলস প্রকৌশল স্বকর্তব্যসাধনে
লক্ষ্য প্রদর্শন করেন, মরিসগের গবর্নর
তাহাদিগকে প্রথমতঃ কীশার মেডাল,
সিবিলিয়ান মেডাল প্রদান করিয়া থাকেন।
ল আলী আমাদিগের এখানে প্রচারিত করা
ল কর্তব্য।

লোকের গেজেটে আর চারি জন এতদ্দে-
লক্ষ্যকারী কমিশনরের নিয়োগ দেখা গেল।
লক্ষ্যকারী বিভাগের অতিরিক্ত সহকারী
লক্ষ্যকারী হইয়াছেন। আমরা
লক্ষ্যকারী নিয়োগদিন তেওয়ারির ন্যায় দুই
ল লোককে গ্রহণ করা হইবে।
ল ওয়াটসন রটারনামক এক জন ইউ

রোপীয় তাহার নিকা জীর কন্যার প্রতি অতিশয়
নিষ্ঠুর ব্যবহার করাতে বালিকাটির মাতামহ
তাহাকে আপনার অধীনে আনিবার নিমিত্ত
প্রধানতম বিচারালয়ে আবেদন করেন। বিচার
পতি মার্কবি এই আবেদন গ্রাহ্য করিয়া বলিয়া
ছেন, এক্ষণে নালীশ করিয়া প্রমাণ দিলেই
তিনি তাহা গ্রাহ্য করিবেন। হুর্টিফিনবন্ধন
রটারের ন্যায় ইরোপীয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি
হইতেছে।

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ২৪ পরগণার মাজি-
স্ট্রেটকে এক পত্র লিখিয়া বলিয়াছেন, শিক্ষা
কর করা কর্তব্য বটে; কিন্তু এই কর চৌকিদারি
টার বৃদ্ধি করিয়া আদায় করা উচিত। পঞ্চায়ত
গণ তত্ত্বাবধায়ক হন ইহা তাঁহার ইচ্ছা। কাল
ক্রমে মিউনিসিপাল বিদ্যালয় অবশ্যই হইবে।
কিন্তু জাতিসাধারণ শিক্ষাপ্রণালী মিউনিসিপা
লিটির হস্তে রাখা অসুচিত।

ব্রাহ্মগণ আপনাদিগের বিবাহসিদ্ধি নিমিত্ত ব্যব
স্থাপকসভায় আবেদন করিয়াছেন। তাহারা অল্প
সংখ্যক বলিয়া আপত্তি করা উচিত নহে। যদি
পাঁচ জনও এক দম্পতি থাকেন, তথাপি ঐ পাঁচ
জনের সম্মানদিগকে আইনের সম্মুখে বিজ্ঞাতক
হইতে দেওয়া অসুচিত। অতএব আমরা কায়ম
নাবাক্যে আবেদনকারীদিগের প্রার্থনায় অনুমো
দন করিতেছি।

আগামী সোমবার প্রধানতম বিচারালয়ের
অষ্টম সেশিয়ন আরম্ভ হইবে। আদম বিভা
গে যেপ্রকার কার্যের ভাব তাহাতে আপীল
বিভাগ হইতে এক জন বিচারপাতকে নিয়ম
নের বিচার করিতে প্রেরণ করা কর্তব্য।

পারস্য গবর্নমেন্ট ইংলণ্ডের নিকটে যে
কয়েকখানি যুদ্ধজাহাজ চাহিয়াছেন, গবর্নর
জেনারেল তাহা প্রদান করা হয় বলিয়া অনুরোধ
করিয়াছেন। পারস্যকে মস্কাতের ন্যায় বন্ধু করা
কর্তব্য।

২০ এ তাহা বৃহস্পতিবার।

ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া একটা নূতন দুয়া পরিয়া
ছেন। যে কোন এতদেশীয় কর্মচারী দণ্ড পাই
তেছেন তাহা ধরিয়াই তিনি সমুদায় এতদেশীয়
দিগকে গালী দিতেছেন। দুই জন কেরাণী
সম্প্রতি দণ্ড পাওয়াতে ফেণ্ড বিজ্ঞপ করিয়া
বলিয়াছেন, তাহারা সামাজিক বিজ্ঞানসভায়
ভারতবর্ষীয় কর্মচারীদিগের এত সুখ্যাতি করি
য়াছেন, তাহারা এক্ষণে কি বলিবেন? আমরা
দিগের সুখ্যাতি কে কবে করিয়াছেন? এতদ্দে
শীয় বিচারপাতগণকে লইয়াই কথা হইয়াছে।

লোকারদিগের দৃষ্টান্ত ধারিয়া কি ইউ
কাপ্তেনদিগের চরিত্র স্থির করা কর্তব্য?

উক্ত পত্র বলেন, “ দেশীয় ভাষার
করের বিরুদ্ধে যত তর্ক হইয়াছে, তন্মধ্যে
প্রকাশ যে একটা আপত্তি করিয়াছেন, তাহা
কেবল গুরুতর। তিনি বলেন, জমীদার
উপরে কর স্থাপিত করিলে যে কৃষক
উপকারের চেষ্টা পাইতেছে তাহাদিগেরই
কার করা হইবে। এমন নীচ উদ্দেশ্য
যে আপত্তি হয় তাহা গবর্নমেন্ট গ্রহণ
কি না দেখা যাইবে ”। ফেণ্ড আমাদি
যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই।
বিশেষ করস্থাপনের প্রতিবাদী নহি।
যদি জমীদারদিগকে ছাড়িয়া দিয়া কৃষক
উপরে কর স্থাপিত কর। ইহার পত্ন্যপ
ন্যায় তাহাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দে
হউক।

হুর্টিফিনবন্ধন শান্তিপুর্বে প্রায় ৩০০০
পড়িয়া গিয়াছে। লোকের কষ্টের সমা
কিন্তু এখানে এত ভাল, পাটনার লোকে
প্রার্থনা করিতেছেন।

আমরা পিয়নিয়র দর্শনে আক্লাদিত হ
উইন সাহেব আরোগ্যলাভ করিতেছেন।
রাজ সিদ্ধিয়া আরোগ্য হইয়াছেন, বি
হুসল আছেন মাত্র। দেওয়ান ও রেসিডে
উপরে কার্যভার দিয়া রাজা কিছুদিনের নি
পাণ্ডে বায়ুসেবনার্থ গমন করিবেন।

ইররানামক যে কমসরিএট ক
কর্নেল পাটনের নামে লাইবেলের নালীশ
য়াছেন, তাহার উকীল সন্দেহ করাতে আ
বাদের অধস্থ জজ উলাইন সাহেব মকদ
প্রজের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। এ
সন্দেহ করা অতিশয় কষ্টকর, কিন্তু
রোপীয় ও ভারতবর্ষীয়ের সহিত যথ
ক্ষমা হয়, তখন ইউরোপীয়গণ এত জ
করেন যে সন্দেহ না করিয়া থাকিতে পার
না। এটা সাধারণ মত।

গত জুলাই মাসে কলিকাতার টাঁফ
১৫, ৬৫, ২২৭ টাকা, মাস্তাজে, ৩৬.৯১৫
৩ বোম্বাইয়া টাঁফশালে ৩২.৯৮.৯৮
মুদ্রিত হইয়াছে।

গত কল্যা একচেঞ্জ বাটীতে নিয়মিত
টাকার অর্ডারেন বিক্রীত হইয়াছেঃ—
সিন্দুক প্রতিসিন্দুক মো
বেহারের ২০০০— ১৪০২৫— ৩০, ৮৬
কাশীর ১৭০০— ১৩৭৪১৫— ২৩, ৩৬
কপূরতলার রাজার সম্পত্তিবিভাগে

হইয়াছে, তাহার আপীল করিবার নিমিত্ত
সেক্রেটারির নিকটে আর ছয় মাস
চাহিয়াছেন। রাজা এক লক্ষ টাকা জামীন
রাখিয়াছেন; আর এক লক্ষ টাকা বিক্রম
ক দেওয়া হইয়াছে। কর্তৃক রত্নারাজার
বড় সুব্যবহার হইতেছে না।

মাসিকনামক মধ্য ভারতবর্ষের বিখ্যাত
সাহিত্যসহস্রের সহিত হস্ত হইয়াছে।

সৈনিকগণ এই কাজ করিতে গবর্ন
তাঁহাদিগকে দণ্ডাবাদ দিয়াছেন।

গবর্নর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, কোন ইউ
রোপীয় গুরুতর অপরাধে ফৌজদারি দণ্ড
ল তাহাকে কোন পদ দেওয়া উচিত কি
না তাহা গবর্নর জেনরলকে না জানাইয়া স্থির
হইবে না। সম্প্রতি এক জন ইউরোপীয়
সরকারী কাজ পাওয়াতে গবর্নর
ল সে বিষয়ের রিপোর্ট চাহিয়াছেন।

গবর্নর বলেন, "বিলাতে একটা বড়
কাবছ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। মাণ্ডাম

নামী এক জন ইহুদী স্ত্রীলোক, বড়
একটি দোকান খুলিয়া, রজ্জা স্ত্রীলোকদি
গণের ও সৌন্দর্য্য পুনরুদ্ধার এবং বিবা
হবন্দোবস্ত করিত। তাহার বিলক্ষণ পসার ও
হইতেছিল। সম্প্রতি বরডেল নামী এক
বিবী বয়স ৫০ বৎসর, তাহার দোকানে
হইতে যান। সে তাঁহাকে তাহার প্রকরণ
স্বন্দরী করিয়া এক জন সুন্দর পুরুষের স
তাঁহার বিবাহের বন্দোবস্ত করে। লাড রনি
তাঁহার নায়ক হইয়াছেন বলিয়া, চাতুরী
তাঁহার মত অপর এক ব্যক্তিকে বেরাডে
নিকট উপস্থিত করে। বিবাহের
স্থির হইলে বিবীর নিকট হইতে বিবা
হারক ৩০০০ টাকা চাহেন, বিবীও তাহা
ন করেন। পরে উক্ত ইহুদী স্ত্রীলোক বিবা
সময় এক চাসাকে তাহার পানিগ্রহণপ
হস্ত করিতে তখন তাহার টেচন্য হয়।

মালবোরা স্ক্রিটে, মষ্টার করু সাহেবকে
ট গিয়া তাবছত্তান্ত অবগত করেন। নরু
ব উক্ত প্রবন্ধক ইহুদী স্ত্রীলোককে ফৌজ
আদালতে সমর্পণ করিয়াছেন। লাড রনি
উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন যে, তাহার
বরডেল বিবীর উক্ত ইহুদী স্ত্রীলোকের
ানে এক দিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল বটে, কিন্তু
এ সকল বৃত্তান্ত জানিতেন না।

বঙ্গাপনী বলেন, বোয়ালিয়া ধর্মসভা
নী মহা কাষ্য করিতেছেন। সত্যমহৎ

মহৎ গ্রন্থসকল সংগ্রহ করা হইতেছে। এপর্ষ্যন্ত
কাব্য নাটক ব্যাকরণ অভিধান পুরাণাদিতে
প্রায় ২০০ খণ্ড পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে
সত্যম এই মহৎ কার্যের জন্য আমরা সর্কাস্ত্রঃ
করণে ধনবান দিতেছি। ময়মনসিংহস্থ সত্য
কি করেন? "

২০ এ ভাদ্র শুক্রবার।

ব্রহ্মদেশের রাজকুমার মেজুন মেওমা ধৃত
হইয়াছেন। এ ব্যক্তি বিদ্রোহী হইয়া এপর্ষ্যন্ত
রাজাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিতেছিলেন। কর্ণেল
কি চি ইহাকে কলিকাতায় প্রেরণ করিতেছেন।

পঞ্জাবের দুই জন তহসিলদার উৎকোচ
গ্রহণ অপরাধে ফৌজদারিতে অপিত হইয়াছেন।
পঞ্জাবের কর্মচারীদের এক বার পঞ্জোদ্ধার
করা উচিত।

গবর্নমেন্ট হাজরাতে একটা সৈনিক আড্ডা
করিতেছেন। এটা তদ্বিষয়ে গোলযোগের হেতু
হইবে। অন্য অন্য পাঠান জাতি স্থির করিবে
ক্রমশঃ তাহাদিগকে জয় করা গবর্নমেন্টের
উদ্দেশ্য।

জর্জ সিনগু নামক কলিকাতার জর্জিসদিগের
এক জন করসংগ্রাহক বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর
নিকটে টাকের বিলের খরচস্বরূপ আট আনা
মিথ্যা করিয়া গ্রহণ করে। পরে প্রকাশ পায়
কোন প্রকার খরচ হয় নাই এবং সংগ্রাহক এই
আট আনা আশ্বাস্য করিয়াছে। মাজিস্ট্রেট রব
টস সাহেব এই জুর্যাচারের তিন মাস মেয়াদ
দিয়াছেন। জর্জিসদিগের করসংগ্রহের প্রণা
লীর প্রতি মাজিস্ট্রেট দোষারোপ করিতেছেন।
এ প্রকার মিথ্যা করিয়া লওয়া কেবল কলি
কাতায় নহে, অন্যান্য স্থানের করসংগ্রাহক
গণও এপ্রকার জুর্য্যচুরি করে। অল্প পয়সার
নিমিত্ত লোকে নালীশ করেন না।

২১ এ ভাদ্র শনিবার।

লফোর্টাইমস বলেন, গোয়ালিয়রে কতক
গুলি বারিকও চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রস্তুত কার
বার আজ্ঞা হইয়াছে।

আমরা ডেলিনিউস দেখিয়া আশ্চর্যিত
হইলাম, গবর্নমেন্ট তাজমহলের তিতরের দেয়া
লের প্রস্তরের পুষ্পময় চিত্রগুলির সংস্কারার্থ
৫৯০০ টাকা ব্যয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন
এই বাঙালীর রক্ষার্থ গবর্নমেন্ট বিশেষ যত্নবান
হইয়াছেন। এত দিন ইহা করা-বর্জিত ক্রম
বিরুদ্ধ কাজ হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের ক
বিক্রীত হইতেছে:—

৪	টাকার সিকা	৯৪৫০/১০
৪	কোং	৯৫০/১০
৫	পবলিকওয়ার্ক	১০৬০/১০
৫	" কোং	১০৬০/১০
৫	" কোং	১১৫/১১৫

—:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৭ এ আগষ্ট। সর রাউগেল
বলিয়াছেন আয়ারলণ্ডের ধর্মসম্প্রদায়
ইয়া দেওয়া তাঁহার মত বিরুদ্ধ।

লণ্ডন ২৯ এ আগষ্ট। আরল ময়
মৌখের প্রতিনিধি। তিনি সম্প্রতি তত্ত্ব
নিগের নিটে বক্তৃতা করিবার সময়ে
ছেন, তিনি ভারতবর্ষের গবর্নর জেনরলে
গ্রহণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্রসমূহ এ উপ
অন্যাপি তর্ক করিতেছেন। পালমাল
এই নিয়োগের প্রতি বিশেষ দোষারোপ
ছেন; পক্ষান্তরে মোবপত্র একটা দীর্ঘ
ইহার সমর্থন করিয়াছেন।

এমন জনশ্রুতি রাজা খিওডোরের
যাহাতে ভারতবর্ষের সিবিল সর্কিসে
করিতে পারেন, সেইপ্রকার তাঁহাকে
দেওয়া হইবে।

মিসবের পাশা ভারতবর্ষীয় ষ্টারের
এও কমান্ডার উপাধি পাইয়াছেন।

ব্রোজল হইতে শেষ যে সংবাদ আসি
তাহাতে জানা যাইতেছে, পারাগুইয়ের
ত্যাগ করিতে ব্রোজলায়ের তাহা
করিয়াছেন।

—:—

আমাদিগের কালনাশ সংবাদ
লিখিয়াছেন:—

দেশের উন্নতিসাধন ও প্রজার মঙ্গল
করা রাজপ্রতিনিধিদিগের নিরাস্ত্র কর্তব্য
হইলেও অনেকে তাহা সম্যক প্রতিপালন
না। সুতরাং তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাই
সেইরূপ স্বার্থসাধনতৎপর ও বিলাসী বি
স্তির অধীনে থাকা কেবল যজ্ঞমাত্র।
দের বিষয় যে, এখানকার স্ত্রুতন জেপুটী
টেই এবং কালেক্টর জীবুন্ধারকানধি
রূর সেরূপ আমোদপ্রিয় বিচারপতি
আমরা প্রথমেই ইহার একটা মহৎ কার্য
ঠান দেখিয়া তাহা অবগত হইয়াছি। গত
প্রাবনে এখানকার নিকটবর্তী সর্দার
রপুর প্রভৃতি অনেক গ্রাম প্রাবিত হওয়া
পুলিশ ইনস্পেক্টর ও সব ইনস্পেক্টর
ধরকে নৌকাযোগে কতকগুলি চাউল

ল স্থানে যাইতে আদেশ দেন এবং
দিগকে তত্ত্ব লবিতরণ ও নিঃস্র। বক্তি
নৌকা করিয়া আনয়ন করিয়া আশ্রয়
আজ্ঞা করেন। যদিও এসাহায্যে অধিক
ত হয় নাই, তথাচ বিচারপতির এ কাজটি
ই প্রশংসার কার্য। এদেশের কি ক্ষুদ্র কি
বৃহৎ বিষয়েই বিচারপতির বিশেষ দৃষ্টি
ল প্রজাগণের সর্ভাগীন মঙ্গল হয় সন্দেহ
যাহা হউক আমরা ধারক নথ বাবুর
সুখ্যাতি শুনিয়াছিলাম এক্ষণে তাহা
ক করিতেছি। এই বঙ্গ সময়ের মধ্যে
যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিলক্ষণ অসু
ইয়াছে, ইহার শাসনপ্রণালী বিশুদ্ধ।
পও বিলক্ষণ প্রবল ইহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে
গের নিস্তার নাই, কিন্তু ভ্রমলোকের
বিষয় নাই।

ক্রমে ডেপুটী কলেজের বাবুর দ্বারা লাঠ
টাকের (শ্রীমান ইন্টার নাম আবার সার্ট
ট টেক্স) পুনর্বন্দোবস্ত হইতেছে। কালনা
র বাহ্য শোভা দেখিয়া অনেকে মোহিত
টে, কিন্তু বাস্তবিক গণ্ডে। সেরূপ অস্ত্র
নাই। প্রুদে এখানে যেরূপ ধনী লোকের
র ছিল, সেরূপ আর দেখা যায় না। উত্তম
ন না থাকাতঃ ব্যবসায় ও বিলক্ষণ খর্ব
ছে, এখন সামান্য দোকান্দারের সংখ্যা
ক। অতএব আমরা প্রার্থনা করি ডেপুটী
কর বাবু যেন বিশেষ রূপে লোকের খাতা
দক্ষিণ টেক্স দায় করেন। ব্যক্তি বিশেষ
কথায় নিত্ব করা ইহার ন্যায় বিজ্ঞ-
নী বিচারপাত্তর উচিত নহে।

খানকার অনেক লোকে মিলিত হইয়া
রেলওয়ে কোম্পানির নিকট এই বালিয়া
দন কারতেছেন যে, তাঁহারা গবর্নমেন্টের
ত লহিয়া পাণ্ডুরা হইতে কালনা পর্যন্ত
শাখারেলওয়ে প্রস্তুত করুন। আমরা
না করি যদি আবেদনকারীরা পূর্ণনোদ্ব
ত পারেন, কালনাগঞ্জের পুনরুদ্ধার হই
সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এবং শাখারেলওয়ে
পানিকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না।
দেশের এত লোক পাণ্ডুরায় গমন করে যে
দিগের দ্বারাই বিশেষ লাভ হইতে পারে।
কালনার স্টেশন হইলে অনেক মহাজন
র কারবার করতে পারেন, অন্যান্য দেশের
হাীর সংখ্যাও অধিক হইতে পারে। এখন
রেলওয়ে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হই
তখন কালনাগঞ্জ পর্যন্ত এ রাস্তা নির্মাণ

করা যে অলাভকর ইহা কেহ প্রমাণ করিতে
পারিবেন না।

বাবু প্রাণনাথ চক্রবর্তীর যত্নে এখানে একটি
উৎরাতি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। মিশ্রনির স্কুলে
বালক প্রেরণ করিতে যথোদেব শক্তি আছে
তাঁহারা এই স্কুলে বিশেষ যত্ন করুন। নতুবা
স্কুলটি স্থায়ী হইবে না। কারণ অনেকগুলি
বিষয় দেখা যাইতেছে। কেবল প্রাণনাথ বাবুর
যত্নে ইহার স্থায়িত্বের বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া
যায় না।

—:—

আমাদিগের মগরাহ সংবাদদাতা
লিখিয়াছেনঃ—

২৬এ আগষ্ট সন্ধ্যার সময় দক্ষিণ দিকে বৃহৎ
একটি কাল মেঘ উঠিয়া অকস্মাৎ একটি প্রচণ্ড
ঝটিকা দক্ষিণদিক হইতে প্রবলবেগে মগরার
পশ্চিম এক রসি বাপিয়া উত্তরাতিমুখে গমন
করে। ইহাতে বিশেষ কাহাবো অনিশ্চয় ঘটে
নাট, কিন্তু সকলেই বিস্ময়াঘিত হইয়াছিলেন
আমরা কেবল শব্দমাত্র শুনিতে পাঠিয়াছিলাম।

২। গত ৭ ই আগষ্ট ডায়মণ্ডটারবরের কাছা
বির মালখানার একটি সিন্দুক হইতে টাকা
চুরি গিয়াছিল। ডিক্তিজান ইনস্পেক্টর জিঃযুক্ত
বাবু দেবনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তহু
সন্ধান করিয়া একজন কনেষ্টাবলকে টাকাব
খলিও একখানি নোট সমেত ধৃত করিয়া
চালান দিয়াছেন।

৩। এদেশে কুম্বকেরা যেসকল আউসখানা
কর্তন করিতেছে, তাহার অধিকশ শ চিটা
চাউল বিহীন খানা) দৃষ্ট হইতেছে।

৪। পূর্নাপেক্ষা এক্ষণে বঙ্গরোগে অল্প
সংখ্যা গরুর জীবন নাশ হইতেছে, শুনিলাম
গবর্নমেন্টের প্রেরিত এক জন ডাক্তর আসিয়া
গোচিকিৎসা করিতেছেন।

৫। মফস্বল রাজার হাটের হাজত গারদ
হইতে দুই বৎসর মেয়াদি এক গরু চুরির আসামি
পলায়ন করিয়াছে। পুলিশ অসুসন্ধান করিতে
ছেন।

২০ এ আগষ্ট
১৮৭৮।

—:—

আমাদিগের মজঃফরপুর সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেন।

যে রাস্তাটি মজঃফরপুর হইতে হাজীপুর পর্য্যন্ত

গিয়াছে, প্রতিদিন তাহার উপর দিয়া
লোকের গমনাগমন হইয়া থাকে। এইটি প
হইতে ত্রিহতে আসিবার এক মাত্র প্রধান র
পথ। সুতরাং এই পথে কলিকাতা ও উ
পশ্চিমপ্রকৃতি স্থানের ব্যবসায়ী লোকেরা
দেশীয় ও বিদেশীয় তাবৎলোকেই স
যাতায়াত করে। কিন্তু এ রাস্তাটির অবস্থা
ভাল নহে। পূর্বে এই রাস্তায় দলুতাঙ্কর
বিলক্ষণ উপদ্রব ছিল। সম্প্রতি পুলিশের
স্থানে স্থানে ফাঁড়ি হওয়াতে আপাততঃ
বিষয় দেখিতেছি না বটে; কিন্তু রাস্তাটি
খলিয়া লোকের গমনাগমনের পক্ষে বিঘ
কষ্টদায়ক হয়। বিশেষতঃ বর্ষাকালে ম
রাস্তায় কিরূপ কষ্ট তাহা বোধ হয় কা
অবিদিত নাই। ত্রিহত একটি প্রসিদ্ধ জে
এ জেলায় রাজপথ কাটা থাকা অত্যন্ত মে
বিষয়। আমরা গবর্নমেন্টকে অসুরোধ করি
রাস্তাটি পাকা করিয়া প্রজালোকের কষ্ট
করুন।

২। পাটনা হইতে ত্রিহতে আসিতে
গঙ্গা ও গণ্ডকী নদী পার হইতে হয়। প
নির্মিত কএকখানি খেয়া নৌকা আছে। নে
গুলি এক্ষণে জঘন্য যে, তাহার উপর
উঠিতে কাঠারও সাহস হয় না। আবার
মালদগের এক্ষণে দৌরাধ্যা যে, তাহা বি
নহে। তাহার সুযোগ পাইলে গময়ে
ধাবোহীদিগের নিকট হইতে গবর্নমেন্ট নি
পারানী অপেক্ষা দ্বিগুণ কখন বা চতুগুণ
থাকে। মনে মনে অনেককে পার হইবার
বন্দগ্রস্ত হইতে হয়। আজ কালি গঙ্গা ও
নদী যেরূপ ভীষণ মুক্তি দারণ করিয়াছে,
দেখিলে সম্ভাষণে শানিত শুকপ্রায়
গায়। সুতরাং তাঁর জঘন্য নৌকায় পার
কতদূর অসমর্থসিকের কাজ বলা যায়
আমরা গবর্নমেন্টের নিকট দিনয় পূর্কক
করিতেছি, অতঃ বর্ষাকালেব নির্মিত
খান ইটীমার পাটনার দাটে পারাপারের
রাখিয়া সাধারণের কষ্ট দূর করুন।

সম্প্রতি ৪ জন কসাই এক জন ব্রাহ
সম্মুখে গোবধ করিতে ব্রাহ্মণ অত্রত। স
জাইটনাজিটের গোচর করেন।
মাজিষ্ট্রেট এই মাহুঘরাকর্ষনগের দণ্ড ক
ছেন। আমরা মহোদয় বাবুর সাহেবের
বের কথা সমাদা শুনিতে পাই। বক্তৃতঃ টি
জন ন্যায়পরায়ণ বিচারপাত্ত।

৪। মালিনগরে রামবল্লভ মাহুত না

—৩৫২—

খ্যাত কর্মীদ্বয় আছেন। ইন অতিশয়
 ও সরলস্বভাব। সম্প্রতি কোন ভদ্রলোক
 নিকটে ৪০০০ টাকার টাকা ধান করিয়া
 অবস্থা মন্দ হওয়াতে উহা পরিশোধ
 অপারগ হইলে উক্ত কর্মীদ্বয় ঐ চারি
 টাকা ছুরবস্থাপন ভদ্রলোককে দান
 শীঘ্র বদান্যতাগুণের পরিচয় প্রদান করি
 ন।

৫। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে এখানকার কি
 শীঘ্র কি নীচবংশীয় সকল জ্রীলোকট
 র আদিকাংশ সময় দোলায় ছলিয়া অতি
 করে। দোলায় ছলিতে ইহাদের বড়
 দ। ক্রমের লীলাকে ধন্য!।

৬। আমরা শুনিয়া সাত্তিশয় সন্তোষের সহিত
 করিতেছি, এখানকার গবর্নমেন্ট স্কুলের
 মার্চের বেতন ২০০ শত টাকা হইয়াছে।
 না করি এনার স্কুলটির অবস্থা ভাল চইতে
 পেটে ক্ষুধা থাকিলে কার্য্য করিতে কাহা
 চল লাগেনা, ভরসা করি এক্ষণে যেন
 ত ক্ষুধা না হয়!!!

৭। যেকোন সমাচার পাওয়া যাইতেছে,
 ত সম্পর্টই বলা যাইতে পারে। এখানে
 জেলার অবস্থা বড় ভাল নয়। ও দিকে
 নদীর বাধ ভাঙ্গিয়া বহু সংখ্যক গ্রাম
 ারে উৎসর্গ গিয়াছে। এ দিকে ত্রিভুতস্থ
 বহু তাবৎ নদীতে ভয়ানক বন্যা আসিয়া
 মিত শস্যক্ষেত্র সকল প্লাবিত করি
 প্রচুর বৃষ্টিপাত না হওয়াতে সম্যক শস্য
 ও এপর্য্যন্ত সম্ভাবনা দেখিতেছি না।
 বেগবতী নদীর স্রোত উচ্চুলিত হইয়া
 বাধ ভাঙ্গিবার উপক্রম চইয়াছে। যখন
 জল কমিতেছে না, তখন ভাল লক্ষণ
 হইতেছে না।

—৩০ঃ—

থেরিত

ব্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
 মহাশয় সমীপে

শয়! গত ১লা জুলাই এখানকার স্কুল
 ারিতোষিকপ্রদান উপলক্ষে এক সভার
 ধন হয়। সে সভায় অনেকগুলি ভদ্র
 সম্মত হইয়াছিলেন। এখানকার মহারাজ
 কুমার উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের অন্যতর
 ক শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল দত্ত মহাশয় প্রপ
 ায়ব্যয়বৃত্তি অঙ্গুলবৃত্তান্ত আপন করি
 তৎপরে সকল শিক্ষকেই এক এক

বক্তৃতা পাঠ করেন। অন্তর অন্তর ৬০ টাকা
 মূল্যের পুস্তক বিতরিত হয়। এই সমস্ত টাকা
 রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয়।

প্রধান শিক্ষক যে বক্তৃতা পাঠ করিয়াছি
 লেন, তাহা মহাশয়ের নিকট পাঠাইলাম। (১)

বহুস্ত রোপিত বৃক্ষকে ফলোন্মুখ দেখিলে
 যে অপরিমেয় শ্রীতিরসের সঞ্চার হয়, সেই
 আনন্দ উপভোগের অবসর আজি আমাদের
 মহারাজের উপস্থিত হইয়াছে। কত স্থানে কত
 ঝড়, কত প্রলয় হইয়া যাইতেছে, এমন কি,
 অনেক স্থানে মূলও উৎপাটিত হইতেছে। কিস্তি
 আমাদের এই বিদ্যালয়টি মহারাজের যথোচিত
 করুণাবাহিবর্ষণে বহুমূল হইয়া বরং সতেজেই
 বাড়িতেছে। এ বিদ্যালয়টির তিনিই কেবল এক
 মাত্র নিদান। এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত করিয়া
 এ প্রদেশের যে কতদূর উপকার করিতেছেন,
 তাহার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। এই যে ছাত্রগণ
 আমাদের সম্মুখে এসীন রহিয়াছে, তাহাদের
 শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ কি ঘটিয়া উঠিবার
 সম্ভাবনা থাকিত? তাহাদের হৃদয়মন্দির বিমল
 বিভায় কি উজ্জ্বলপ্রভ হইতে পারিত?

বিদ্যাশিক্ষায় যে সুখানয় ফল প্রসব করে,
 কতদূর যে পরিবর্ত সংঘটিত করে, উনাহরণ
 স্থলে আমাদের বর্তমান রাজপুরুষদিগকে গ্রহণ
 করিলে তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইবে।
 যখন রোমপতি বীর জুলিয়াস সিজর খৃঃ অব্দের ৫৫
 ৭৭৭র পূর্বে আপন জয়পতাকা উড্ডীনকরণমানসে
 ইংলণ্ডে অবতরণ করেন, তখন তিনি যে তদ্দেশ
 বাসীদের অবস্থা অবলোকন করিয়াছিলেন,
 তাহা আমাদের দেশীয় পর্ত্তবাসী সাঁওতাল
 জাতির অবস্থা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে।
 তাঁহারা বিব্রতবেশে পর্ত্তগুহায় অবস্থান করি
 তেন, মৃগয়ায় ড্রব্যাক্ষারা জীবিকা নির্বাহ
 করিতেন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রক্ষিত করিয়া বাতংস
 মুক্তি দারণ করিতেন, তাঁহারা কি উপায়ে
 এই ১৯০০ শত বৎসর মধ্যে পৃথিবীতলে এক
 মাত্র সত্যতম জাতি হইয়া উঠিলেন, তাহার
 অনুসন্ধানের প্রবৃত্ত হইলে এই জ্ঞান যাহ
 যে যত্নসহকৃত বিদ্যাশিক্ষাই তাহার মূল। আমা
 দের দেশ এখন যে হীনাবস্থা রহিয়াছে, তাহার
 কারণ, বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাদৃশ আস্থা নাই।
 এখন আমাদের দেশে যাহাতে শিক্ষার বহুল
 বিস্তার হয়, তাহারই উপায় দেখা জরুর
 হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই উপায়টি ভাগ্যবান
 ব্যক্তিদের হস্তে নিহিত রহিয়াছে।

(১) দীর্ঘ বলিয়া আমরা উহার সমুদায়
 প্রকাশ করিতে পারিলাম না। স।

প্রিয় ছাত্রগণ! তোমরা যে সমস্ত বৎস
 পরিশ্রম করিয়াছিলে, তাহার জন্য আজি পু
 স্কার পাইতে চলিলে। তোমাদের মধ্যে যাহার
 পরীক্ষায় পারদর্শিতাপ্রদর্শনে সমর্থ হইয়া
 তাহাদিগকেই পুস্তক বিতরিত হইবে। অপ
 আমরা পুরস্কৃত হইলাম না বলিয়া নিরুৎস
 হওয়া বিধেয় নহে। পরিশ্রম কর, আগ
 বৎসরে তোমাদের আশালতা ফলবতী হইবে
 অথবা বিবেচনা করিতে গেলে এ পুস্ক'র অ
 অকিঞ্চিৎকর। উত্তর উত্তর শিক্ষিত হও বি
 বিদ্যালয়ের উপাদি প্রাপ্ত হও, রাজসমী
 আদৃত হও, এই তোমাদের উপযুক্ত পুরস্কার
 আবে' দেখ আমাদের দেশের অবস্থা যে এ
 মন্দ হইয়া রহিয়াছে, কুসংস্কারপ্রোত যে অনব
 প্রবাহিত হইতেছে, তাহার প্রতিবিধানে
 উপায়স্বরূপ তোমরা একমাত্র লক্ষ্য স্থল যখ
 তোমাদের প্রগাঢ় প্রযত্নে অজ্ঞান তিমির তির
 হিত হইয়া বিদ্যালোকে দেশ উজ্জ্বল হইবে
 তখনই তোমরা আপনাদিগকে যথাথ পুরস্ক
 জ্ঞান করিবে।

বনয়ারী আবাদ
 স্কুল।
 জেলাবারুয়।
 ক্রীঃ—

—:—

নদীয়ার মিতম'র দ্বিতীয় পত্র।
 আপনি আমার পত্রের যে উল্লেখ করিয়া
 ছেন, তন্নিমিত্ত আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান ক
 তেছি। কিন্তু আমি স্তম্ভিত হইলাম, আপ
 অদ্যাপি ধর্ম্মের প্রতি অবিস্থাস ও ভ্রাদা
 করিতেছেন। * * * * * জর্মনী কি এ
 নির্কোধ যে, গবর্নমেন্টকে প্রজার প্রতিনিধি জ
 করেন? সেখানে এসংস্করের যে লোক আছেন
 তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এই সক
 লোকের চরিত্রের অনুসন্ধান করুন। ইহা
 কে? যত অলস এবং মানসিক ও শারীরিক
 দোষসম্পন্ন লোক এই দলস্থ, ইহারা ধনীদিগে
 শিরশ্ছেদন করিয়া তাঁহাদিগের সম্পত্তি লইব
 অভিলাষী হইয়া দেশের সর্বসাধারণের হিত
 নয় আপনাদিগের স্বার্থ সত্ত্ব স্ত্বার্থ দেশশাস
 কারবার বাসনা করেন। আমেরিকা ও ইউরো
 রাজনীতি বিবেচনা পূর্নক দর্শন করুন, তা
 করিলে জানিতে পারিবেন আপনার ম
 যেখানে যত গ্রাহ্য হয়, সেইখানেই সেই প
 মানে শান্তিত্ব, দয়্যতা, হত্যা ও বিপ্লব ঘটে
 আপনি করানী বিপ্লবের উল্লেখ করিয়াছেন
 কিন্তু হায়! উক্ত দুঘটনা অপেক্ষা আর এক
 যে ভয়ানক দুঘটনা ঘটয়া ইষ্ট সত্য ও প বি

নষ্ট করিবে তাহা সত্য। ইহার কারণ কি? যবে সত্য নিজে প্রকাশ করিয়াছেন এবং যবে সত্যকে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, তৎপ্রতি অধিক এই দুর্ঘটনার কারণ হইবে। সত্য ধর্মশাস্ত্রের যে বসিয়াছে বর্তমান কালের চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা, যাহারা ঈশ্বরের বাক্যকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাহাই এই অনিষ্টের কারণ হইবে। আপনার স্বদেশীয়দিগকে ঈশুখৃষ্টকে আশ্রয় দিতে শিক্ষা দিন এবং তন্নিমিত্ত উত্তেজনা দিন, অনেক অনিষ্ট এতদ্বারা নিবারিত হইবে।

আপনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদিগের স্বকর্তব্যতা ও অযোগ্যতার কথা বলিয়াছেন। ইহা বিচারালয় ও পুলিশের এই দুর্ভাগ্যের কারণ কি? পাপের আশ্রয়ই ইহার প্রকৃত কারণ। অতএব বঙ্গদেশ অকপট হৃদয়ে ঈশুখৃষ্টের প্রতি ভক্তি বরুন, তাহা হইলে এই সকল অনিষ্ট দূরগত হইবে।

আপনি বলেন, সর্পাঘাতে অনেক লোকের মৃত্যু হইতেছে। ইতিহাস পাঠ করিলে আপনি জানিতে পারবেন, পনের শত বৎসর পূর্বে জর্মনীর বনসকল সর্প ও বিংশ জন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। এক্ষণে জর্মনীতে গমন করিলে আপনি কী বিশাল সর্প ও দোষিত পাইবেন না। এখনো অত্যন্ত শীতের সময়ে এতটী হুটী কী জর্মনীতে আসিয়া পড়ে। কিন্তু জর্মনীর পুলিশ প্রহরী ও শীকারীরা একত্রিত হইয়া কয়েক ঘণ্টিকার মধ্যে এত পশুকে বধ করেন। আপনি আরও দেখিবেন, জর্মনীর ভিত্তি অজলী ভূমি কবিত হইতেছে। কেহ জানেন জল নাই, কোথাও হিংস্র পশুও পাইতে পাওয়া না। এসকল কি হইতে হইবে? গবর্নমেন্টের সুবিচার লোকের সাধুতা পরিশ্রম। এই সুবিচার সাধুতা ও পরিশ্রমের প্রচার কারণ কি? ঈশ্বরের অমূল্য পবিত্র বাণী (পৃষ্টিধর্ম) এই কারণ। পূর্বে জর্মনীয়েও অসত্য ও মুখ ছিলেন; কিন্তু বাইবেল প্রচারদিগকে সত্য করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ইহারা পৃথিবীর মধ্যে একটি সর্পপ্রধান যশস্বী প্রতি হইয়াছেন। আপনারাও এইপ্রকার করুন। ইহার নিমিত্তই-আপনার স্বদেশীয়দিগের এই উপকার নিমিত্তই-অনি এখানে পরিশ্রম করিতেছি। ইতি।

—:—

মহাশয়! আপনার ভগবিন্যাত পত্রিকাতে

কয়েক বার গুপ্তিপাড়ার ছরবস্তার বিষয় প্রেরিত কালে পাঠ করিয়া বোধ করি অনেকেই চম্বিত হইয়া থাকিবেন। সম্প্রতি একটি উন্নতির বিষয় আপনার পাঠকগণের গোচর করিতেছি। গুপ্তিপাড়া যে বহুজনসমাকীর্ণ ইহা কাহারও অবদিত নাই; কিন্তু এপর্যন্ত তথায় পোষ্ট আপিস ছিল না। দিগড়া গুপ্তিপাড়া হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। তথায় সকলকে পত্র দিয়া আসিতে হইত এবং সেই পোষ্ট আপিস হইতে এক জন হরকরা আসিয়া গুপ্তিপাড়ায় চিঠি বিল করিত, তাহাতে প্রত্যেক পত্রে ১০ এক আনা করিয়া পয়সা লাগিত। ইহাতে সাধারণতঃ যে কত কষ্ট হইত তাহা বলা বাহুল্য। বিবেচনা করুন, কলিকাতা হইতে কোন ব্যক্তি বাণীতে প্রতিসপ্তাহে দুইখানি করিয়া পত্র লিখিলেন, তাহার ডাক মাসুল ছাড়া হরকরাকে মাসে ১০ আনা দিতে হইল, এরূপ অবস্থায় নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে বাণীতে কেহ পত্র লিখিতেন না। মহাশয় গুপ্তিপাড়াবাসীদিগের এক্ষণে দুঃ হইয়াছে। প্রজাবৎসল গবর্নমেন্টের অমুগ্রহে গুপ্তিপাড়ায় একটি পোষ্ট আপিস হইয়াছে। উহার জন্মতিথি ১৫ ই আগষ্ট। আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত বাবু রাখাগোবিন্দ মল্লিকপ্রভৃতি উক্ত গ্রামবাসী তদ্র মহাশয়েরা আমাদিগের এই মহোপকারক বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। গুপ্তিপাড়ায় এক্ষণে অনেক কৃতবিদ্য লোক আছেন, ইহারা যত্ন করিলে ইহার অনেকাংশে মঙ্গল হইতে পারে। মহাশয়! এ স্থলে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা কর্তব্য হইতেছে। গুপ্তিপাড়ার স্কুলের অধ্যক্ষ হীনাচন্দ্র বসিলে অত্যন্তি হয় না। অতএব শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস সেন ও বেণীমাধব মজুমদারপ্রভৃতি স্কুলের মেম্বর মহাশয়দিগকে এবং উহার সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত বাবু মহেশমোহন রায় মহাশয়কে আমরা অনুরোধ করিতেছি তাহারা যেমন পোষ্ট আপিসের বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছেন, সেইরূপ স্কুলের প্রতি বিশেষ কৃপাবৃষ্টি করিয়া গ্রামস্থ সকলের ভাবী সুখের সোপান করুন।

২৫ এ আগষ্ট } গুপ্তিপাড়ানিবাসিনঃ।
১৮৬৮

—:—

সম্পাদক মহাশয়! এখানে ২০ এ আগষ্ট বৃহস্পতিবার একটি বঙ্গীয় তদ্র বংশজ কুলকামিনীর হঠাৎ জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ হইয়াছে। ইহার বয়সক্রম চতুদশবর্ষ হইয়াছিল।

২৪ এ আগষ্ট সোমবার আর একটি এতদে

শীয় ইতরবংশীয় রমণীর উক্ত প্রকারে প্রাণত্যাগ হইয়াছে। ইহার বয়স প্রায় ১২। ১৩ বৎসর হইবে। জীলোকটি কুপ হইতে জল উঠাইয়াছিল এমন সময় অসাবধানতাবশতঃ পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

এখানে বৃষ্টি না হওয়াতে দিন দিন লোকের (বিশেষতঃ কৃষকদিগের) অতিশয় অলস হইতেছে। যদিপি হুই এক সপ্তাহের মধ্যে আশা বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে ধান্য ও রবিধর্মের পক্ষে বিশেষ হানি হইবে।

লেপ্টনেন্ট গবর্নর ১৬ ই এখানে আসিয়া এখানকার সকল আপিস, পাটনাকালের নর্ম্মাল স্কুলপ্রভৃতি দেখিয়াছেন। এখানে গবর্নর নবেম্বর মাসে পাটনায় তদ্রলোকদিগের আশ্রয় কুল্যে বালকদিগের একটি ও বালিকাদিগের একটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত বিদ্যালয় দুটিতে উক্ত মহামান্য মহোদয় আপিস পাঠ শ্রবণ ও বালিকাদিগের শিক্ষার্থ্যপ্রদর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

পাটনা ২৫ আগষ্ট } একান্তানুগত
১৮৬৮ } শ্রীঅ:—

—:—

মহাশয়! সম্প্রতি তবানীপুবে চুরির আশঙ্কায় প্রতীতি হইয়াছে। চোরের দোরা আমাদিগের অবস্থান করাই চক্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি রাত্রিতেই ২। ৩ টি করিয়া হইতেছে। কর্তৃপক্ষকে জানাইবার নিমিত্ত একটি চুরির বিষয় নিয়ে লিখিত হইল:—

গত ১৬ ই আগষ্ট নোয়াপাড়া রোডে চুরি হয়। প্রথমতী রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাণীতে হইয়া অনেকগুলি বহুমূল্য অলঙ্কার ও তৈজসাদি অপহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়তী দ্বিতীয় রাম সোনের বাণীতে; উহাতে চোরেরা অপরাদিতে প্রায় সত্শ টাকা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার পর রাত্রিতে (১৭ তারিখে) চারিটী চুরি হয়। তন্মধ্যে উক্ত পোড়া রোডেই তিনটি। প্রথমতী অক্ষয় কুমার বাণীতে হইয়া প্রায় ৫০ টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি অপহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়তী হেচটোপাধ্যায়ের বাণীতে হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইহাতে চোরেরা কৃতকার্য হইতে নাই। বাণীর লোক জাগরিত হওয়াতে তদ্র পলায়ন করিয়াছিল। তৃতীয়তী শান্ত বাণীতে। ইহাতে ৩০ টাকা বাপড়প্রভৃতিতে গুলি জিনিস চুরি গিয়াছে। চতুর্থতী নারি বাগানের কাঁসারিপাড়া রোডে উজ্জলী বে

ত হয়। ইহার পর উল্লিখিত স্থলে আরও
হয়। ১৮ ই আগষ্ট তেলিপাড়া রোডে
শস্যার বাটীতে। ইহাতেও অলক্ষ্যাদিতে
১০০ টাকা অপহৃত হইয়াছে। এতদ্বিধ
ীপুরে ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে প্রতি
তেই উক্তপ্রকার চুরি হইতেছে। উপর
চুরির প্রায় সমস্ত বিষয়ট পুলিসের অধি
হইয়াছিল। কেবল দাতাধাম ঘোষ পুলি
জানায় নাই। কিন্তু পুলিস চোরের কিছুই
কান করিতে পারেন নাই। মহাশয়।
পুব কলিকাতার অতি নিকটবর্তী স্থান।
ত এইরূপ অস্বাভাবিক কাণ্ড হওয়া নিতান্ত
ব্য ও কোম্বের বিষয় বলিতে হইবে।
১০। ১৫ বৎসর পূর্বে তবানীপুরে একরূপ
নাম গন্ধও ছিল না।

৪ তার ১৫ } কেশবীন্দ্র তবানীপুর
বাদিনাং

-৪০০-

বিদ্যার্ণি যুবকগণের নীতিশিক্ষার
আবশ্যকতা ও উপায়।

পুনা অস্মদেশের বিদ্যালয়সমূহে নীতি
ক সাহিত্যাদি শাস্ত্রের ভূরি আলোচনা
হে। যেমন অনেক ছাত্র নীতিবিষয়ক
ধ লাভ করিতেছেন, তেমনি অনেকে নীতি
কাল্য করিয়া আপনাদিগকে হীনপ্রকৃতি
তুলিতেছেন। এ দিগে চাত্রগণ যেমন
লয়ের নিয়ামতকাল শাস্ত্রভাবে অতিবা-
করেন, শুদিগে তেমনি বিদ্যালয় হইতে
হইয়াই নানাবিধ চুকর্মে লিপ্ত হইতে থা
। এই কারণেই সুস্বাস্থ্য বেষ্যাসক্তি চৌধ-
ত ঘৃণিত পাপশ্রোত নব্যদের অনেককে
করিতেছে। বালকদিগের পিতামাতা
তৎসদৃশ অভিতাবকগণ যদি তাহাদিগের
সংশোধনার্থ সচেত্রে হন, তাহা হইলে
প প্রঘন্য কার্য সংঘটিত হইতে পারে না।
দিগের মন স্বভাবতই তরল থাকে, এত
জন তাহারা প্রলোভনকারী বস্তু সমূহে
তে পাইলেই তদাসক্ত হইয়া বিচলিত
পড়ে। অতএব অভিতাবকদিগের উচিত
বালকগণকে বিলাসসুলভ প্রলোভক বস্তু
ত সর্বদা দূরবর্তী রাখেন। এক্ষণে অভিত
কগণ বালকদিগকে বিদ্যালয়ে প্রে রণ করি
নিশ্চিত থাকেন, কিন্তু তাহারা চরিত্র
তবিষয়িণী উন্নতি সাধন ধরে কিনা ত বিস্ম
ও একবার পরীক্ষা করেন না। এরূপও
যায় যে, পিতামাতা সন্তানের দুষ্চরিত্রতার

বিষয় অবগত হইলেও অসুচিত অপত্যস্নেহ
পরবশ হইয়া তাহাদিগের চরিত্র সংশোধনার্থ
যত্নবান হন না, ইহাতে সন্তানগণ প্রায় প্রাপ্ত
হইয়া অপেক্ষাকৃত গহিত কার্যসাধনে প্রবৃত্ত
হইতে থাকে।

অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালকদিগকে যে পথে
লইয়া যাওয়া যায়, তাহারা সেই পথেই যাইয়া
থাকে। এই সময়ে চরিত্রগত দোষ সংশোধন
করিয়া সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক তাহাদিগকে
সংপথে লইয়া যাওয়াই ফর্তুবা

শ্রীরঃ—

হিন্দুহষ্টেল।

—:—

“ বস্তুতন্ত্রিতাজন।

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সরকার
মহাশয় সমীপেয়।

- ১। ওগো! সরকার মহাশয়!
- যথার্থ নির্দেশ করি, শঙ্কাস্তয় পরিহারি,
গবর্ণর সাহেবের পড়িলে কোপেতে।
সাপু বর অকাতর তোমায় নিন্দিতে !!
- ২। তাহে বোধ করি অপমান,
শুচুর লাভের পথে, কাটা দিলে নিজ হাতে
তেজস্বিতা মনোমাকে করিলে ধাবণ।
অর্থালিপ্ সা হৃদি হইতে করি বিসর্জন।
- ৩। আমরা তোমার ছোট ভাই।
আমাদের ক্ষুদ্র মনে, বোধ মান অপমানে,
সুপ্রকৃত তেজস্বিতা শিখাও এরূপে,
তজ্জ উপহার দিব ছোট ভাই সবে!
- ৪। ধনা ওহে বজ্রের ভূষণ!
তোমার চরণ ধূলি, দাগ করি কুতাঞ্চলি,
চিরতজ্জিমান তব থাকিব চরণে,
করিব তোমার ধ্যান হৃদিনিকেতনে।

৮ই তার ১২৭৫ } শুভদায়ী
মেদিনীপুর } তজ্জিমান জাতৃগণ

—:—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস	শ্রীহট্ট
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ আষাঢ়	১৩
৯ ৯ প্রসন্নকুমার দাস	দিল্লী
১৮৬৮ জুলাই হইতে ৩৯ জুন	১৩
৯ ৯ ভক্তগোবিন্দ চাকী	বেলিয়া গ্রাম
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৩৯ জুলাই	১৩
৯ ৯ রসিকলাল রায়	নলহাটী
১২৭৫ আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ	৩৬
৯ ৯ কার্তিকচন্দ্র চক্রবর্তী	ডুবিডহর
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ তার	১৩

৯ আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী চট্টগ্রাম
১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বর

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটা
বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকনামুল না পাইলে
শ্রী সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
বাণ্যাসিক ৫০০ টাকা; মফস্বলে ডাক
সম্মত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং ট
সিক ৩৬০। তিন মাসের ম্যুনে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। ছপ্তি, বরাতি চিঠি,
অড'র, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অ
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হব, তিনি সেই
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

বাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, ও
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না কবেন।

যখন যিনি মফস্বলে হইতে সোমপ্রকাশ
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্ট্রারি
শ্রীযুক্ত ধারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
ইয়া দেন।

বাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, এক মাসপূর্বে তাহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেশনের
ঘরে চিঠি আইলে আমরা লীজ পাইব।

বাঁহারা মাতুল না দিয়া পত্রাদি প্রের
বেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
করিলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপৎ
আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
বেন, তাহার সচিত্র স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হই

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেশনের
চাকতিপোতার শ্রীযুক্ত ধারকানাথ
ভূষণের রাণীতে প্রতি সোমবার প্রা
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ

৪৫ সংখ্যা।

“ প্রবর্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মিতম্ভনী ন স্বীয়তাং । ”

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ মূল্য
ম বাণ্যাসিক ৫৥ সাড়ে পাঁচ টাকা ।

সন ১২৭৫ । ৩০ এ ভাদ্র । ১৮৬৮ । ১৪ ই সেপ্টেম্বর

যফবলে মাহুলসমেত অগ্রিম বা
বাণ্যাসিক ৭, ও ট্রেমাসিক ৩৫

বিজ্ঞাপন ।

কি রা

পুনঃ প্রাপ্ত নোট ।

নিম্নলিখিত অপহৃত অর্ধ ও পূর্ব নোটগুলি
পাওয়া গিয়াছে । নোটের অধিকারিগণকে
জানান বাইতেছে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট
আবেদন করিবেন ।

সংখ্যা মূল্য পূর্ব অথবা অর্ধ

সংখ্যা	মূল্য	পূর্ব অথবা অর্ধ
৮৩৩৩৮	১০০	অর্ধ নোট
৮২৪৪৪	৫০	"
৬৪৬৯০	২০	"
১০২৯৬	২০	"
৪৬৪৫২	২০	"
৮২৯৩৭	২০	"
৩৫০৭৪	২০	"
৯৯৬৬২	২০	"
০১৭৫৫	২০	ভিত্তিগা- পেটাম
০১৭৫৪	২০	নোটস ।
০৭৭৭৩	১০	"
০৩৪৬১	১০	"
৬০৪৬৬	১০	পূর্ব
৪৮৭২৯	১০	অর্ধ নোট
১৬৮৫৫	১০	"
৮২৮২১	১০	"
০৮২৬৯	১০	"
৩৫৪০১	১০	"
৪৮৮৪২	১০	"
৩৭৮৯৬	১০	"
৩৯৮৫৭	১০	"

৩১	৯২১০৩	১০	"
৩১	৯২১০১	১০	"
৩১	৯২১০২	১০	"
৩১	৫৪১১৫	১০	"
৫৮	৮৯০০৭	১০০	"
৫৮	৮৪৮৬৯	১০০	"

কলিকাতা
পোস্ট অফিস
১৩ ই আগস্ট
১৮৬৮ ।

ডবলিউ, এইচ, ম্যাট
পোস্ট মাস্টার

—:—

ইন্দুপ্রভা নাটক ।

ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রালয়ে এবং চীনা
পটোলডালা ও জোড়াসাঁকোর পুস্তক
পাওয়া যায় । মূল্য ১ এক টাকা ।

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপা
কলিকাতা বাণ্যাসিক

—:—

১৮৬৯ আকের ইংরাজী এন্ট্রাস কে
নোটবুক, প্রথম ভাগ পোইট্রী, টেনিং
ডেমির ভূতপূর্ব হেড মাস্টার এইচ, মস্ক নি
কর্তৃক প্রণীত, ৫৮। ৫ গিরিশবিদ্যারর
এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য
১ টাকা ।

—:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তত ।

ইংরাজী বাহলা পুস্তক কাগজ কলম
বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তক
/০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি ।
টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হি
পাইবেন ।

প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য (নগদ) ৥
ই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় সর্গপর্ধ্যন্ত
সংখ্যা নাগরাকরে রামা জের টীকা ও
লা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
হইয়া বিতরিত হইতেছে । ইহাতে মাহে-
র্ষী ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে
করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১০
অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচা
হইবে । মূল্য ৥ আনা । যাঁহারা গ্রাহক
কর্তৃক হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে
প্রকাশ যন্ত্রে পত্র লিখিবেন ।

বিবন
২৭৫
সমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ।

—:—

কলিকাতা নিমতলা ঘাট স্ট্রীট ৩২ সংখ্যক
ই সংবাদ জানরস্বাকর যন্ত্রে সাহিত্যদর্পণ
হইতেছে । গ্রহবার্ণিগণ পত্রাদি লিখিয়া
প্রেরণ করিলে ১ এক টাকা মূল্যে
প্রাপ্ত হইবেন ।

শ্রীকুবনচন্দ্র বসাক ।

—:—

কুমুদী নাটক ।
অভিনয়োপযোগী ।

কলিকাতা সুকিয়া স্ট্রীট ১৫ নং ভবনে
কৃষ্ণগোপাল ভট্টের নিকট ও সংস্কৃত
পুস্তকালয়ে প্রাপ্য । মূল্য বার আনা ।

—:—

অপূর্ণ উপাখ্যান অর্থাৎ সেরুপিয়রকৃত নাট	
মর্মানুবাদ	২৥
শ্রীমদ্ভাগবত ১ ম অধি ১২ স্কন্ধ বাৎ	৮
শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্পূর্ণ	৮
শ্রীমদ্ভাগবতের দুই খণ্ড সম্পূর্ণ	৫
চক্রপাণিচিকিৎসা গ্রন্থ সিদ্ধার্থীয়া পটী	
সী বাবু কাশীনাথ মল্লিকের প্রথমে উদ্ভব	
তদ্বারা হস্তের লিখিত	২৩
নিভাধর্ম্ম'মুরঞ্জিক' পত্রিকা বার্ষিক	৩
কোকিল বিলাস বাগতে গোপালভাঁড়ের	
চক্রলি সম্পূর্ণ আঃ	১
সুহৃৎস ; ভৈমিনি ভারত হইতে	
ত	১
সম্ভবতঃ চূড়ামণি অর্থাৎ ব্রহ্মনির্ভর	১৥
শীলাঙ্গন কাব্য	৬
পুরাণ কাব্য	৬
নিকুণ্ডলা কাব্য	১
সভিমহা বধ নাটক	১০
দশ শিশুর বিবরণ	৬
স্বোত্তমা গদ্য কাব্য	১
কীরববিয়োগ নাটক	২
ভিত্তিল গাইড মার্শমেন সাহেব কৃত	২০
অগস্ত্য উপাখ্যান	৬
দেশাবলী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত	৩৬
শশাচোদ্ধার	
ভিত্তিপ্রভা	
টল'স বাৎ ৮ খানি মাপ গণেশচন্দ্র	
কৃত	৩
তদ্বদর্শন পৃথিবীর মানচিত্র	৫
স্বত্ববর্ষের মাপ : চব্বনাগর অক্ষরে	৭
ভিত্তিক	
নবর শোহীলী গদ্যপদ্য শাব্দীক	১৥
গার সম্ভব সম্পূর্ণ হইতে পদ্য অনুবাদ	১
স্বত্ববর্ষের ইতিহাস কেদারনাথ দত্তকৃত	১
গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত	২
সতসনারসংগ্রহ	১
গীতীমহাভারত সঙ্কলন	১
মাস মেন সাহেবকৃত চুট খণ্ড	২
ট্য পরিশিষ্ট নাটক	১
স্বত্বমঞ্জরী	১১
দকল্পক্রম পরিচিষ্ট	২৫
কাতা জোড়া-	শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
৩৪ নং	নগদ বিক্রয়তা :

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে ।
 কারাগোলা ঘাটে রেলওয়ের সর্বত্র
 রপ্তানির নিমিত্ত মাল লওয়া
 যাইবে ।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে আত্ম করা যাই-
 তেছে যে, যখন কারাগোলা ঘাটে পারাপারের
 টিমার থাকিবে তখন 'এ' টিমারে রেলওয়ের
 সর্বত্র রপ্তানির নিমিত্ত সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি লইতে
 ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোং প্রস্তুত আছেন ।

রেলওয়ে দ্রব্যাদি পাঠাইবার ভাড়া অনু-
 সারে ভাড়া লওয়া হইবে । কেবল টিমার হইতে
 সাহেবগণ্ডা ট্রেনে লইয়া যাইবার নিমিত্ত
 বোঝাই খরচা ও ভাড়া প্রতি মণে এক
 আনার হিসাবে অধিক লওয়া যাইবে । যে
 ট্রেনে দ্রব্যাদি রপ্তানি হইবে সেই ট্রেনে
 সমুদায় দিলেও চলিবে ।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে
 চার্টার এজেন্সি বোর্ড
 কলিকাতা ৭ ই
 সেপ্টেম্বর ১৮৩৮ ।

সিসিল ডিকেন্সন
 এজেন্সি বোর্ড ।

পুরাণ প্রকাশ ।
 বিষ্ণু পুরাণ ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড
 ৮ পৃষ্ঠা (অগ্রিম মূল্য) ১০ ।
 যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুম্বাইপুর
 আমহরস্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্য প্রকাশ
 যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে
 শ্রীযুক্ত জগন্নাথ তর্কালঙ্কারের নামে যত
 খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন । অগ্রিম
 না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার
 নিয়ম নাই ইতি ।

বিক্রয়ার্থ ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাগী গুদামসহ
 ১৯ নং জোড়া বাগান ।
 উপরি উক্ত বাগান ও বাগী যাহারা ক্রয়
 করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষ
 রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন ।

গিলেগারস্ আরবো-
 খনট এবং কোং

বিক্রয়ার্থ ।

শব্দকল্পক্রম অভিধান । সর রাজা রাধা-

কান্ত দেব বাহাদুরের কৃত । উত্তমরূপে
 দিয়া হুতন বাঁধান, মূল্য ২৫০ টাকা ।
 শ্রীমানন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগী

হোমিওপেথিক চিকিৎসা, প্রথম সংস্করণ
 আমরক, মূল্য চারি
 আনামাত্র ।

কলিকাতার চোরবাগানে স্ব. লবু
 ঠনঠনিয়ার সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে
 লালবাজারে বেরিণী কোম্পানির
 পেথিক ফারমেশীতে পাওয়া যায় ।

পুনঃ প্রাপ্ত নোট ।

যে ব্যক্তি ১৮৩৮ সালের ৮ ই আগস্ট
 মণ্ডে পাটনার ডাকযোগে নিম্নলিখিত
 সকল পাঠাইয়াছেন, তিনি নিম্ন
 কারীর নিকট সর্বিশেষ লিখিয়া পাঠাইবে
 এ ৫৮ ৮৯০০৭ নং ১০০ টাকা
 এ ৫৮ ৮৪৮৫৯ নং ১০০

ডবলিউ. এইচ, ম্যাগোয়ান
 কলিকাতার পোস্টমাষ্টার
 সাবিস্ট্রীচারিত
 কাব্য ।

শ্রীভোলানাথ বক্রবর্ত্তি প্রণীত ।
 মূল্য ১ এক টাকা

৯ ই জ্যৈষ্ঠ ও ১৬ ই তারিখের সোমপ্রকাশ
 বিজ্ঞাপনের লিখিত দেওয়ানী কার্যনি
 গ্রহের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইয়াছে, দ্বি
 ভাগ ৩০ এ আধুনিক ও শেষ ভাগ ২০ এ কা
 প্রচারিত হইবে । সমুদায় পুস্তকের
 ডাকমাসুল বাতীত ১০ টাকা । প্রথম ভাগ
 মূল্য ডাকমাসুলসহ ৪।০ অপর দুই ভাগের
 ৬।০ টাকা ; কিন্তু যাহারা ডাকমাসুলসহ
 টাকা অগ্রিম মূল্য নিম্নলিখিত ঠিকানায়
 পাঠাইবেন, তাহারা সম্পূর্ণ পুস্তক ক্রমে
 হইবেন ।

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজ
 শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিকের নিকট
 মূল্য পাঠাইলেই হইবে ।

ইউ

ইতিয়া

রেলওয়ে।

বিজ্ঞাপন।

১৮৬৮ সালের ১ লা অক্টোবর তারিখে এবং তারপরে ২০ ইনডে ডেপোটে মোট ওজন এর এক টন হবে অথবা প্রত্যেক গাড়ির ওজন পূরণের তুল্য আমদানী করা হইবে।

নিম্নলিখিত টেবলে প্রেরণ বিভাগ অনুসারে হাওড়ার আনিবার ভাড়া দর্শান যাইতেছে।

স্থান	প্রত্যেক টনে	প্রত্যেক গাইটে	যে তুলার ২০ পাউন্ড			যে তুলার ৩০ পাউন্ড			যে তুলার ৩৮ পাউন্ড			যে তুলার ৪০ পাউন্ড		
			টা.	আ.	পা.	টা.	আ.	পা.	টা.	আ.	পা.	টা.	আ.	পা.
দিল্লী ও গাজি	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
যাবাদ	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
খুলনা	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১
আলিগড়	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬
হাজাস	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪
আগরা	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪
ফিরোজাবাদ	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
শেকোয়াবাদ	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১
ইটোয়া	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯
কানপুর	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪
আলাহাবাদ	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭
মুজাপুর	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪
বারানসী	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২
জুমানিয়া	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০
পাটনা	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩

ওজন ১০ ৫০০ পাউন্ড
অন্যদিক হইলে গাড়ি প্রতি
ভাড়া:

প্রত্যেক টনের ভাড়ার পরিবর্তে প্রত্যেক গাইটের ভাড়া লওয়া যাইতে পারে, যদি প্রত্যেক গাইটের মোট ওজন ৩০ পাউন্ডের অনধিক হয়
খোলা তুলার ভাড়া চতুর্থ প্রেরণ সর্বোত্তম ভাড়ার সমান ধরা হইবে, কিন্তু এক খানি গাড়ির নিম্নতম ভাড়া প্রত্যেক গাইটের ১০০ পাউন্ড হইবে
তুলার প্রত্যেক টনে ১/৮ আনা অথবা গাইট করা এক আনা হিসাবে হাওড়ার টারমিন্যাল রেট দিতে হইবে।
বোড অব এজেন্সি
২৮ এ আগস্ট ১৮৬৮।

সিসিল ডিফেন্স
বোড অব এজেন্সি।

শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা ।

অর্থঃ ২।

ইউরোপীয় সরলিপি সম্বলিত সেতার, ১. ১ম বাজ, বংশী, হার্মোনিয়ম ও গান শিখিবার সহজ উপায়, মূল্য ৩ তিন। লালদীঘীর পূর্ক... দে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইবে।

সেটের } ক্রয়ক্রমণ চাটুপাশায়
পটোলডাটা পোটোটোলা
লেন।

—১০—

লিকাভাব মানচিত্র মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ আছে। (উত্তম বাধাই) মূল্য ২ টাকা।

ক্রীকালীপ্রসন্ন সন ও শু
কলিকাতা নন্দীলাল মূল

—১০—

বিদ্যা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড চিত্র সংশোধন ও আবশ্যিকমত পরিবর্তন করিবার মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা পুস্তকালয়ে ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রস্তুত আছে, মূল্য ১৥ টাকা।

ক্রীকালীপ্রসন্ন সন

সোমপ্রকাশ ।

৩০ এ তারিখ সোমবার ।

আমাদিগের এক জন পত্রপ্রেরক বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন, অনেক বিচারপতির এরূপ স্ভাব আছে, মকদ্দমার নিষ্পত্তির অব্যবহিত পরে আপনাদের রায় প্রকাশ করেন না। তাহাতে বিচারপতির অতিশয় কষ্ট হয়। হাদিগের ক্ষতিও হইয়া থাকে। আমরা পত্রপ্রেরকের এই বাক্যের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেছি। ৬। ৭ মাসপরে রায় প্রকাশ করিয়াছেন, এমন বিচারপতিও আমাদের নগরগোচর হইয়াছেন। রায় প্রকাশ করিতে অসম্মত বিলম্ব হলে বিচারপতিদিগের মকদ্দমার দায়িত্ব বিস্মৃত হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। পত্রপ্রেরক এই যে কথা কহিয়াছেন, এটিও স্বার্থ। এ বিষয়ে প্রধানতম

আদালতের সবিশেষ দৃষ্টিপাত আবশ্যিক। জটিল মকদ্দমাগুলির সহস্রা রায় প্রকাশ করিতে গেলে ব্যতিক্রম ঘটবার সম্ভাবনা আছে, একথা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু তাহা বলিয়া মাস, পক্ষ, মঞ্জাম ও বৎসর অতীত করা কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। কোন দিনে উকীলদিগের তর্ক বিতর্ক হয়, তাহার পর কত দিন অন্তর রায় প্রকাশ হয়, প্রধানতম বিচারালয় যদি তাহার অনুমতি করিবার একটি নিয়ম করেন, তাহা হইলে আর রায়প্রকাশে অসম্মত বিলম্ব হইতে পারে না।

—১০—

মানব মকদ্দমার বিচার ।

একণে ফৌজদারি আইনের সংশোধন আরম্ভ হইয়াছে। অতএব এই সুযোগে আমরা দণ্ডবিধির একটি ধারার পরিবর্তন করিবার অনুরোধ করিতেছি। ১৮৬০ অব্দের ৪৫ আইনের ৫০১, ৫০২ ও ৫০৩ ধারানুসারে অভিযোগ হইলে তাহার শেষ বিচার এক জন মাজিষ্ট্রেট অথবা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা হইবার বিধি আছে; কিন্তু যদি অনুমতি করিয়া দেখান যায়, এটি আমাদের আইনের একটি প্রধান দোষ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। মানব মকদ্দমা করিতে গেলে বিশেষ আইনজ্ঞতা আবশ্যিক। ইউরোপ ও আমেরিকায় অতিশয় উপযুক্ত বিচারপতিগণও এই সকল মকদ্দমা করিতে গিয়া অনেক সময়ে অবিচার করিয়া বসেন। এমত স্থলে আমরা নিগের অংশিকিত মাজিষ্ট্রেট, সহকারী ও জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট, বা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে যে ইহার সুন্দর বিচার হইবে, ইহা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। আমরা নিগের দেশে ক্রমশঃ সর্বত্র জুরি দ্বারা বিচার হইতেছে। আমরা প্রস্তাব করিতেছি মানব মকদ্দমার বিচার জুরির

দ্বারা করাই কর্তব্য। এক জন ইংরাজ ব্যবহারাজীব বলেন, “ বিচারপতিগণ যদি বিনা জুরিতে মানব মকদ্দমা করিয়া পারিতেন, তাহা হইলে দুই দিবস মধ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেমন হইত। তাহারা যতই বিশুদ্ধাচার হউন না কেন, তথাপি গবর্নমেন্টের ক্রমচারী; গবর্নমেন্টের দিগে টান হইলে বিলম্ব সম্ভাবনা আছে। একণে ভূমিদর্শনে সম্মত করিয়াছে, গবর্নমেন্ট গবর্নমেন্টের কর্মচারিগণ অনেক সময়ে সংবাদপত্রের সম্পাদকের উপরে বিচার করেন। ” এখন ইংলণ্ডে প্রবল সাধারণ মতের সম্মুখে এবং অপক্ষপাতী বিচারপতিদিগের নিকটে অবিচারের সম্ভাবনা তখন ভারতবর্ষে যে মাজিষ্ট্রেটগণ স্থাপিত হইয়াছেন, তাহা সম্ভাবিত নহে। স্বল্পের বিচারপতিগণ সদরের বিচার দিগের ন্যায় স্থিরচিত্ত ও সচ্ছন্দ নহে। সংবাদপত্রের নামে নালীশ হইলে যে বিচার দিগের অনেকে দণ্ড নিবার নিমিত্ত চিন, যাঁহারা অসুতবাক্যের পত্রিকার নালীশের রক্তাক্ত শরণ করিয়া উঁহারা এই কথাই যথার্থ বলিয়া পারিবেন। আমরা তন্নিমিত্ত পুনরায় বলিতেছি, দণ্ডবিধির ৫০১, ৫০২ ও ৫০৩ ধারার মকদ্দমাসকলের বিচার জজ ও জুরির হস্তে দেওয়া কর্তব্য। ক্রমশঃ সর্বত্র সংবাদপত্র স্থাপিত হইতেছে। সম্পাদকগণ সাহসনহকারে বিনয়েরই আলোচনা করিতেছেন। যথাসম্ভবিক অপরাধী, তাহাদিগের হউক, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু হাতুড়িয়া বিচারপতিদিগের যেন মৃত্যু না হয়। অতএব এই ফৌজদারি কার্যবিধির সহিত দণ্ডবিধির পূর্কোক্ত ধারাগুলিকে সংশোধন করা আবশ্যিক কর্তব্য।

—১০—

প্রতিজ্ঞান প্রত্যুত্তর দান।

আমরা গতবারের প্রতিজ্ঞানুসারে আমাদের নদীঘাটস্থিত মিসনরি বের দ্বিতীয়পত্রের প্রত্যুত্তরদানে উইলাম। আমরা যেসব জনগণের প্রতি বিদ্রোহবশতঃ কোন বিবাক্য প্রয়োগ করি নাই, তাহা মিসনরি বারের দ্বিতীয়পত্রের ভাবে স্পষ্টীকৃত হইতেছে। যাহা হউক, আমরা আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, কোন গবর্নমেন্ট অথবা ব্যক্তি বিশেষের রাজত্বের প্রতি দোষারোপ করিলে রাজ্যপ্রতীক প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ অথবা ক্ষতচরণ করা হয় না, এটা যেন যাবতীয় ইউরোপীয়কে বুঝাইয়া দেয়া যায়। এক্ষণে অনেক ইউরোপীয়ের মতামত হইলেই ভারতবর্ষীয়দিগকে গবর্নমেন্টের সম্পাদকদিগকে অসম্মান ও রাজদ্রোহী বলিয়া গণ্য করা যাক।

আমরা দুঃখিত হইলাম, মিসনরি বারের সহিত এখনও দুইটি বিষয়ে আমাদের মতভেদ হইতেছে। প্রথম, তিনি বলেন, “গবর্নমেন্ট প্রজার প্রতিনিধির সংস্কার যেখানে আছে, সেইখানেই মিসনরি বারের দস্যুতা, বিপ্লবপ্রভৃতি নানা অযোগ্য ঘটনা থাকে। তিনি আমাদের ভ্রমসংশোধনার্থ আমেরিকা ও ইংলণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইউরোপে যে সংস্কার বলবান, আমরা তাহা পশ্চাৎসম্মত করিতেছি। আমেরিকায় কেবল সংস্কারের ঐ বিল্য নয়, তথায় ভ্রমশোধনী কাজও হইতেছে। প্রজারাই আমেরিকার শাসনকর্তৃগণকে মনোনীত করেন, এ কথা কোন ব্যক্তি অস্বীকার করেন? অন্য কোন দেশে প্রজার ক্ষমতা আছে? অন্য কোন দেশে

শাসনকর্তৃগণকে এরূপ সাধারণমতানু-বর্তী হইয়া কাজ করিতে হয় না। কিন্তু আমেরিকায় কি নিরন্তর দস্যুত্ব, হত্যা ও বিপ্লব ঘটিতেছে? ইংলণ্ডে রাজার ক্ষমতার পর লোকে নূতন রাজাকে মনোনীত করেন না বটে, কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় প্রতীয়মান হইবে যেখানেও রাজার রাজ্যলাভ প্রজার ইচ্ছাকৃত হইয়াছে। বরেনসউইক রাজবংশ উত্তরাধিকারক্রমে না জয়প্রভাবে ইংলণ্ডে লক্ষাধিকার হইয়াছেন? তাঁহা দিগের প্রথম পুরুষ কি সর্বসাধারণের মতানুসারে আগমন করেন নাই? সম্রাট নেপলিয়ন সর্বদাই বলিয়া ও লিখিয়া থাকেন, “আমি তৃতীয় নেপলিয়ন ঈশ্বরের রূপায় ও লোকের ইচ্ছায় শাসন করিতেছি ইত্যাদি।” ক্রান্ত একনায়কতন্ত্র প্রচলিত সত্য; কিন্তু তৃতীয় নেপলিয়নের ন্যায় লোকে যেমূলনিয়ম স্বীকার করেন, তাহা কোনক্রমেই উপহাস বা উপেক্ষাযোগ্য নহে। মিসনরি বার যে প্রাচীন জর্জীয়দিগকে অসম্মত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সেই অসম্মত হইতেই কি ইউরোপ খণ্ডের বর্তমান স্বাধীনতা শাসনপ্রণালীর মূল পত্তন হয় নাই? কোন ইতিহাসবেত্তা এ জন্য এই অসম্মত দিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করেন? যেদিন আর্কবিশপ লডের শিরশ্ছেদন হয়, সেই দিনই “রাজা ঈশ্বরের প্রতি নিধি” এই মতটী ইংলণ্ডে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৬৮৮ অব্দের বিপ্লবদ্বারা “রাজা প্রজার প্রতিনিধি” এই মতটী বলবৎ হয়। দুর্ভাগ্যবিশ্বজন এক্ষণে জর্জীয়তে ইহার তাদৃশ প্রাবল্য নাই। প্রাচীনে কাউন্ট বিসমার্কের প্রভাবে প্রতিনিধিসভাই সর্ব সর্ব হইয়াছেন। জর্জীয় ইউরোপখণ্ডের মস্তক—বুদ্ধি ও চিন্তার স্থান; ক্রান্ত হস্ত—কার্য্য করিবার উপায়; ইংলণ্ড পদ—দাঁড়াই

বার স্থান। ইংলণ্ডে যে মত বর্তমান হইয়াছে, তাহা যে দীর্ঘকাল ক্রান্ত জর্জীয়তে অলক্ষণে থাকিবে, তাহা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। গবর্নমেন্টের অনুসন্ধান বিষয়িক? প্রজার মত? আমার কষ্ট আমি নিজে যেমন জয় করি অন্য কেহ তেমন জানেন ও বুঝেন না। যে গবর্নমেন্ট সাধারণ মত অগ্রহ করেন, তাঁহাদিগের পদে পদে ভ্রম এটা কি কোন ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন? তৃতীয় নেপলিয়নের মত লোক সর্বদা জয়গ্রহণ করেন। তাদৃশ অলোক সামান্য গুণসম্পন্ন ব্যক্তি কেও স্বীকার করিতে হইয়াছে, অথবা কয়েক ব্যক্তির বুদ্ধিদ্বারা যাহা উদ্ভবিত হয়, তাহা সচরাচর লক্ষ লক্ষ লোক মজল করিয়া না। প্রজার মত, প্রজার অসম্মত ও প্রজার অভাব বুঝিয়া ও জানিয়া বলাই প্রত্যেক গবর্নমেন্টের কর্তব্য। এটা যখন স্থিরতর হইল, তখন গবর্নমেন্টকে প্রজার প্রতিনিধিত্ব আরও বলা সঙ্গত হইতে পারে? আমরা দুঃখিত হইলাম, আমাদের মিসনরি বারের এই সংস্কারের লোকদিগকে ফরাসী জাকবিন ও সোসিয়ালিস্টদিগের মত গণ্য করিয়াছেন। গবর্নমেন্টের প্রতিনিধি হইলেই যে সম্পত্তির প্রাধিকার রহিত করিতে হয়, এটা প্রামাণিক নহে। সমুদায় সম্পত্তি সকলকে সমান অংশে ভোগ করিতে দিলে সমাজ ধিন্ড চলে না। প্রতিনিধিগবর্নমেন্টের অধীনে এরূপ হওয়াও সম্ভাবিত নহে। আমরা স্বীকার করি, প্রাচীন কাল জর্জীয় নৃগণিত্য রোমের অধীনে প্রদেশসকল জয় করিয়া যাবতীয় সম্পত্তি ভূগাংশে বিভক্ত করিয়া দেন; কিন্তু সেটা প্রতিনিধি প্রণয়ন দোষ নহে; তদানীন্তন ব্যক্তি বিশেষ স্বত্ববিষয়ক সংস্কারের দোষই সে প্র

। যে ক্ষেত্রে অসভ্যেরা রোমের ভিন্ন স্থানে স্থায়ী হইয়া বসতি করিতে শুরু করিল, সেই ক্ষেত্রে পুনর্বার উক্ত প্রভেদ আরম্ভ হইল।

শারলমন্ডের পরপর্যন্তও রাজ্য নীত করিবার প্রথা ছিল। তাহা এই বর্তমান প্রতিনিধিপ্রণালীর উৎস হইয়াছে। প্রজার প্রতিনিধি হইয়া বসিয়া যথার্থ বসতির কারণ; এ প্রকার কোনপ্রকার করস্থাপন করা হইতে পারে না; বসন গবর্নমেন্টের প্রকারে প্রজার আপনার স্বার্থ বলিয়া হয়, তখন সেই গবর্নমেন্টের স্বার্থ প্রকারে কোন ক্রমকে ক্রম জ্ঞান করেন

মিসনরি বাস্তুব জানিবেন, আমরা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কিম্বা দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কেন, কোন দেশ বিদেশ করা আনাদিগের অভ্যন্তর আনরা খৃষ্টীয়ান নাহি এবং যুদ্ধের পরা পৃষ্ঠীয়ান হইলেই যে তাঁহাদিগের উন্নতির পরা কাটা হইবে, এ মত নাহি বলিয়াই যে, আমরা নাস্তিক হইয়া, এটিও অস্বীকার কর বাক্য। গবর্নরদের অবলম্বিত রাজনীতির প্রতি প্রারোপ করিলে তাহাকে বিদ্রোহের আশঙ্কা বলা যেমন অন্যায়, খৃষ্টীয় বিশ্বের দৃষ্টি বাদকে নাস্তিকতা বলাও তেমন অন্যায়। মিসনরি বাস্তুব প্রত্যেকের অপরাধ সাহসী হইতে নাহি। ইউরোপে প্রথম সাধারণ মত প্রকার আকার প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে যে শীঘ্র খৃষ্টীয়ানতার অস্তিত্ব লোপ হইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা এবং আনাদিগের বস্তু প্রকার স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তিনি আনাদিগকে বলিতেছেন “যে দেশে খৃষ্টীয়ান হইতে চলিল তাহারা উন্নত হইতে পারেন তাহা হইতে পারেন না।” এতদ্বারা আনাদিগের

মিসনরি বাস্তুবের ধর্মাত্মতার সর্বশেষ পরিচয় হইতেছে, তন্মিমিত্ত আমরা তাঁহাদের প্রশংসাও করিতেছি; কিন্তু খৃষ্টীয়ান ধর্মই যে যাবতীয় জাতির উন্নতির কারণ, তৎস্বীকারে আমরা সন্মত নাহি। সমুদ্রের দুই দিকের নায় সকল জাতির উন্নতি ও হ্রাসের সময় আছে। প্রাচীন কালের গ্রীক ও রোমকে জুপিটারকে পূজা করিতা কিনা করিয়াছিলেন? ইউরোপে এক্ষণে খৃষ্টধর্মাবলম্বীদিগের উন্নতি নরনগেচর হইতেছে বটে; কিন্তু ধর্মবিশ্বাস যে সেই উন্নতির একমাত্র কারণ, তাহার প্রমাণ কি? তবে কেন পূর্বদিগন্ত রোমক রাজ্য তুরস্কদিগের হস্তগত হইয়াছিল? স্পেন কি খৃষ্টীয়ান দেশ নহে? মেক্সিকোতে কি অধিকাংশ লোক খৃষ্টীয়ান ধর্ম গ্রহণ করেন নাই? মিসনর বস্তু যে ইতিহাসকে প্রমাণ মানিয়াছেন, সেই ইতিহাসই বলিয়া দিতেছে, খৃষ্টীয়ান হইতে সাক্ষর সম্বন্ধে মানব মণ্ডলীর অনেক অপকার হইয়াছে। পঞ্চম চারলমন্ডের সন্তান মহৎ লোকদিগের এক গোঁড়াগীতে তাঁহাদিগের অস্তিত্ব মহৎ উদ্দেশ্যও বিসময় ফল প্রসব করিয়াছে। খৃষ্টীয়ান না হইলে তাঁহাদের পুনর্বার মস্তক উত্তোলন করিতে পারিবে না, এ বাক্য অস্বীকার্য নহে।

—৩০—

মৃত বাবু পদমসুমার ঠাকুর ও তাহার কৃত উইল।

আমরা মৃত বাবু পদমসুমার ঠাকুরের কৃত উইলের মর্ম অবগত হইয়া দুই বিষয়ে অধিকতর শ্রীতিলাভ করি যাই। প্রথম, তিনি নিজ জমিদারীর প্রজাদিগের বিষয়ে যে প্রকার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কেহ যে কখন তাহাদিগের উপরে কোনপ্রকার পীড়ন করিবেন, সে সম্ভাবনা নাই। জমিদারী ইজারা ও পত্তনপ্রভৃতি

দেওয়া দূরে থাকুক ২০ বছরের আশে কাল কাহাকে পাট্টা দিবার নিষেধ করা হইয়াছে। সেলামী প্রভৃতি কোন বসতির কারিয়া কেহ প্রজার নিকট হইতে নিষেধিত হইতে পারিবে না। এক্ষণে ব্যবস্থা করিবার হেতু স্থলে লিখিত হইয়াছে, জমিদারের সচরাচর ঐ সকল ব্যবস্থা প্রকাশিত করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদের জমিদারীমধ্যে ঐ রূপ না হয়। এ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তাঁহাদের অশ্রিতবাসিন্যের নায় প্রজা প্রাচীন পালকতা গুণ বিলক্ষণ ছিল।

দ্বিতীয়, তিনি নিজ বিষয়ের যে উত্তরাধিকারক্রমনিরূপণও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি যেন চিরজীবী হইলেন এইরূপ বোধ হইতে পারে। তাঁহাদের বিনয় কখন গোত্রাগত হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি নিজভ্রাতৃতা ও দৌহিত্রদিগকে অধিকার না করিয়া নিজ ভ্রাতৃপুত্র বাবু মসুমোহন ঠাকুরকে অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। যতীন্দ্রবাবুর পুত্র পৌত্র জৈষ্ঠানুসারে অধিকারী হইবেন। যতীন্দ্রবাবুর পুত্রপৌত্রাদির অধিকার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রপৌত্র জৈষ্ঠক্রমে অধিকারী হইবেন। ইহাদের অভাবে প্রথমবাবুর পিতামহের সন্ততির ঐরূপ জৈষ্ঠানুসারে অধিকারী হইবেন। আমরা যে উত্তরাধিকারের কথা কহিলাম, তাঁহাদিগের যতীন্দ্রবাবুর উপভোগ বা বিষয়ের যথেষ্ট বিচারের ক্ষমতা থাকিবে না। তাঁহারা উইলের লিখিত নিয়মানুসারী উপভোগী হইবেন এই মাত্র। যিনি অধিকারী হইবেন, তিনি তখন প্রথম ব্যবহৃত বৈঠকখানার উপবেশন করিবেন।

আমরা উইলের ব্যবস্থার যে

প উপস্থিত হইলে তিনি নিমন্ত্রণপত্র ও
 প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্বোক্ত রাজস্ব
 এই এখানকার পণ্ডিতদিগের প্রধান সম্মান
 তিনি ভারতবর্ষের রাজবাটীর পণ্ডিত
 কার্য হন, তিনি অধ্যাপনা কার্য করিতে
 পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না।
 কোন স্থানে নিমন্ত্রণ হইলে অপেক্ষাকৃত
 অল্প পাইয়া থাকেন। আজিও যে এখানে
 লাভে অপেক্ষা সংস্কৃত শাস্ত্রের সমধিক
 শীল হইয়া থাকে, রাজা ও প্রধান
 মন্ত্রীদের উৎসাহদানই ইহার মূল।

মহারাজ রুদ্রসিংহের সময়েই বর্তমান রাজ
 এবং অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও রম
 ঠানসকল প্রস্তুত হয়। ইহার ৫৬ সহস্র
 ৩৪ শত হস্তী ৩৪ শত অশ্ব ও অসংখ্য
 দাসী ছিল। ইনি ১৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া
 রাষ্ট্র করেন। ইহার সময়ে বোড়শ লক্ষ
 বাৎসরিক আয় ছিল। মহারাজ রুদ্রসিংহ
 দানশীল ছিলেন, যে, ১৭ বৎসরের মধ্যে
 ৭২ লক্ষ টাকা রাজস্ব এবং পিতৃস্বত্ব
 টাকা ব্যয় করিয়াও সম্ভাব্য লাভ
 নাই। পুনরায় ৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন।
 অনেক স্থাবর সম্পত্তিও অনেককে দান
 যান।

মহারাজ রুদ্রসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার
 তনয় মহারাজ মহেশ্বর সিংহ রাজা হন।
 পুত্র সনে বিলক্ষণ জড়ীভূত হইয়া ছিলেন।
 সমুদায় পরিশোধ করিয়া উঠিতে সমর্থ
 হই। ইনি পিতার ন্যায় ধার্মিক ছিলেন।
 দেবর্জনা এবং ধ্যান ধারণায় তাঁহার
 সমস্ত ব্যস্ত হইত। ইনি ১০ বৎসর রাজত্ব
 ১৮৬১ অব্দের আশ্বিন মাসে দুই শিশু
 রাখিয়া পর লোক গমন করেন। বর্তমান
 প্রধাবহার রাজকুমার মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ
 হইয়াছেন। আজি কালি রাজ
 বয়সক্রম প্রায় ১০ বৎসর। ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত
 উত্তর কালে ঠৈপত্বক রাজত্ব প্রাপ্ত হইবেন।
 মহারাজ মহেশ্বর সিংহের পরলোকপ্রাপ্তির
 রাজকুমার অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকিতে এবং
 সারের অধিকতর স্বয়ং হওয়াতে, আমা
 পুত্র হিষ্টেখী প্রজাবৎসল গবর্নমেন্ট
 রাজসম্পত্তি কোর্ট অব ওয়াডের
 করিয়াছেন। করলও সাহেব এই বিষয়ের
 ম্যানেজার। ইনি ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু
 ও কার্যদক্ষ এবং যে কার্যের ভার গ্রহণ
 করেন, তাহা বিশেষ পারদর্শী। ইনি

এত দূর উদারচিত্ত কোন ব্যক্তি বিধিমাতে
 ইহার অপকার চেষ্টা করিলেও তাহার প্রতি
 রুষ্ট হন না। বরং যথাসাধ্য তাহার উপকারের
 চেষ্টা পান। কেহ কেহ উচ্চশ্রুতি বলিয়া বহু
 দক্ষকরসং সাহেবের আংশিক চরিত্রগত মোহো
 দেবায়ণ করিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা তাহার
 প্রতিবাদে বলি, বৃহৎ হইলে মানুষের স্বভাব কখন
 নই অবিকৃত থাকে না। ইহার কিঞ্চিৎ বাগের বৃদ্ধি
 হইয়াছে সত্য বটে; কিন্তু তাৎপর্য শূন্য সহিত
 হুলনা করিলে সে দোষ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া
 মনে হইবে। করলও সাহেব আপনার অধীন
 লোকদিগকে সন্তানবৎ দেখিয়া থাকেন।

যৎকালে বিষয়বিত্তব কোর্ট অব ওয়াডের অধীন
 হয়, তৎকালে রাজসংসারের ম্যুনাধিক এক
 কোটি টাকা দেনাছিল। করলও সাহেব উত্তমর্দি
 গের সহিত ৭৭ লক্ষ টাকার চুক্তি করিয়া ৮ বৎস
 বের মধ্যে ঐ সমুদায় স্বয়ং পরিশোধ করিয়াছেন
 কোর্ট অব ওয়াডের ব্যবস্থা হইবার পূর্বে ভারত
 মায় রাজাদিগের কোন বিষয়ে সুশৃঙ্খলা ছিল না
 সুতরাং বেরূপ বিত্তব তরুণ আয় হইত না।
 অনেক অপরিমিত ব্যয়ও হইত এবং রাজসং
 সারে এমন কতকগুলি অসং লোক ছিল, তাহার
 নিয়ন্ত্রণই কেবল আপন আপন উদর পরিপূরণের
 এবং রাজসংসারকে উৎসন্ন দিবার চেষ্টায় থাকিত
 অর্ধ আশ্রয় করাই উহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল।
 কোর্ট অব ওয়াডের অধীন হওয়াতে আর রাজ
 সংসারের কপর্দকমাত্র স্বয়ং নাই। পূর্বাপেক্ষা
 আয়ের সম্যক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বর্ষে বর্ষে
 ব্যয় বাদে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে।
 আজি কালি গবর্নমেন্টকে ডুমির রাজস্ব দিয়া
 সমুদায় বাৎসরিক আয় ম্যুনাধিক প্রায় ৩০
 লক্ষ টাকা হইয়াছে এবং কোম্পানির কাগজ
 ১৮৭৯৭৭ লক্ষ টাকার ক্রয় করা হইয়াছে।

এ দিকে আয়ের যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, ব্যয়ও
 নিতান্ত কম হইতেছে না। এক্ষণে বাৎসরিক
 ব্যয় প্রায় ১৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকারও অধিক
 হইতেছে। আজি প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে আমরা
 আর অধিক দূর অগ্রসর হইলাম না। এক্ষণে
 করলও সাহেবকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া অধ্যকার
 প্রস্তাব শেষ করিলাম।

বিবিধসংবাদ।

২৩ এ ডিসেম্বর সোমবার।

এবার আমেরিকার পূর্বের ন্যায় তুলা
 অধিক হইয়াছে। আমেরিকার তুলা ভারতবর্ষের তুলা

অপেক্ষা উত্তম এবং অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয়; কিন্তু মধ্য ও পশ্চিম ভারতবর্ষের
 প্রকার চেষ্টা হইতেছে যদি উহার ব্যতিক্রম
 হয়, তাহা হইলে আমাদিগের কোম
 থাকিবে না। ক্রমে ভারতবর্ষের তুলা
 লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা ও উদনগরের মিউনিসিপালিটি
 একত্র করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

রেলওয়ে ও তৎপরিপোষক রাস্তা
 দ্বারা জলপথ বন্ধ হইয়াছে, এ কথা গব
 অপ্রমাণ করেন। কিন্তু সম্প্রতি বারাসতের
 স্ট্রোট কয়েকটি রাস্তার মধ্য খনন করিয়া
 বাহির করিয়াছেন। হালিসহরে কেরিকণ্ড
 অনেক স্থান খনন করিতে হইয়াছে।
 অন্য অন্য স্থান হইতেও সংবাদ পাইতেছি
 শীঘ্র বাহির না হওয়াতে বিস্তার বাটী প
 গিয়াছে। জলপথ বন্ধের একটা বিশেষ
 এই, গত কয়েক বৎসরে সর্বত্র যেমন
 হইতেছে, এমন আর কখন হয় নাই।

গত শনিবার উদনগরের মিউনিসিপালিটি
 করী সভাপতির পদে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত
 বার অতিপ্রায়ে এক সভা করা হয়। আপ
 জাইন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এচ, এস, বীডন সাহেব
 করী সভাপতি হইয়াছেন। হালডেন সাহেব
 হিসাব দশনার্থ একটা সব কমিটি নিযুক্ত
 ছেন। কেবল হিসাব দেখিয়া কমিটি যেন
 না হন, কর প্রদায়ীদিগের কয়েকজনকে
 বন্দী গ্রহণ করা উচিত।

পবলিক ওপিনিয়ন বলে, আগড়ের বি
 নৌরাজকোরা সর্দার আতামহম্মদ খাঁ
 হইয়া লাহোরে আনীত হইতেছেন। এই
 মন্ত্রণা হইতেই সম্প্রতি হাজরাতে এত
 ষাগ হইয়াছে।

পুনর্বার জনরস উঠিয়াছে, নিজামের স
 মন্ত্রী সালারজঙ্গের মনোমালিন্য জগিয়
 সালারজঙ্গ যেপ্রকার আবিপত্য কর
 তাহাতে মনোভঙ্গ না হওয়াই আশ্চর্য।
 নিয়ন্ত্রণ করিবার আটন করাতে বিস্তার
 তাঁহার শত্রু হইয়াছেন।

ডেলিমিউস প্রবণ করিয়াছেন, পঞ্জাবের
 গর্ত মালিরব কোটার নবাব লাহোরের
 তাযাব বিদ্যালয়ের নিমিত্ত কয়েক বৎসর
 বার্ষিক এক লক্ষ করিয়া টাকা দিবেন।
 রিক ৩৫০০০ টাকা সুদ হয় এত টাকা
 ভাবে তিনি কান্ত হইবেন। নবাব নিজে
 হইবেন এবং তাহার আত্মপুত্রকে
 বিদ্যালয়কার্য প্রেরণ করিবেন।

ন, মাতলার উন্নতি হইয়া লাভ হইবে
 নাই। শাববোর্গ ও সুয়েজ খাল
 তির দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া পরিকর
 ক। বিধেয় হয়।

—:—

নূতন পুস্তক।

১। মহাকবি কালিদাসকৃত কুমার
 মল্লিনাথকৃত টীকা সহিত,
 মর্গের কিয়দূর পর্য্যন্ত। শ্রীযুক্ত
 হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের নূতন
 কৃত যন্ত্রে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখো
 মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন।
 রকের উদ্দেশ্য এই, তাৎক্রমে
 শ করিবেন। মল্লিনাথ যে যে
 সমস্যাাদিতে উপেক্ষা করিয়াছেন,
 মোহন ছাত্রদিগের সুবিধার্থে সেগুলি
 করিয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানি
 রূপে পরিশোধিত হইতেছে।

২। বিবিধ পুস্তকপ্রকাশনা, রঘু
 শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত
 প্রকাশক। বহু দনপূর্বে যে রঘু
 আরম্ভ হয়, এই সংখ্যায় (৮ সং
 তাৎ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে
 হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহার
 অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ
 যোগী ও বাঙ্গালার বিশুদ্ধ রীতির
 হইয়াছে।

৩। এখানিও বিবিধ পুস্তক প্রকা
 অন্যতর খণ্ড, কিরাভার্জুনীয়।
 হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহারও অনু
 করিয়াছেন।

৪। পদমঞ্জরী। সংস্কৃত টীকা
 জর বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের
 শ্রীযুক্ত সোমনাথ মুখোপাধ্যায়
 প্রণেতা। যাহারা প্রথমে সংস্কৃত
 করবে, তাহাদিগের সংস্কৃত
 ইহাতে কতকগুলি সংস্কৃত
 লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃত প্রবে

শার্থীদিগের পক্ষে এখানি বিশেষ উপ-
 কারী হইবে।

৫। ভ্রান্তিরহস্য এখানি। নাটক।
 লক্ষীরার যে একটি প্রসিদ্ধ উপন্যাস
 আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এখানি
 লিখিত হইয়াছে।

৬। নীতিরত্নাকর। শ্রী শ্রীনাথ গুপ্ত
 ইহার রচয়িতা। একটি গল্প অবলম্বন
 করিয়া ইহাতে কতকগুলি নীতির উপ
 বেশ দেওয়া হইয়াছে।

৭। রাজনিয়ম ও ব্যবস্থাসংহিতা।
 শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক ইহার সঙ্ক
 লন করিয়াছেন। ইহার যে কয় ফরমা
 আমাদিগের চক্ষুগত হইয়াছে, তাহাতে
 ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর স্বরূপাদি বর্ণিত
 দৃষ্ট হইল। দেওয়ানীসংক্রান্ত প্রচারিত
 আবশ্যিক আইনসকল ইহাতে সংগৃহীত
 হইতেছে। এখানি ইংরাজীর অনভিজ্ঞ
 উকীলপ্রভৃতি ও বিবয়ী লোকদিগের
 পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে।

৮। মনোরঞ্জক রত্ন। এখানি সাম
 যিক পত্রিকা। ইহাতে গুজরাটী ইংরাজী
 হিন্দুস্থানী ও উর্দু ভাষায় লিখিত কয়ে
 কটা প্রস্তাব সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইল।

৯। ভাবতবনীর সত্যর কার্য্য বিব
 রণ।

প্রাপ্ত।

দ্বারভাঙ্গার রাজবংশ।

আমি কালি বাঙ্গালা ও বিহারে যত প্রধান
 উন্নয়নকারী আছেন, দ্বারভাঙ্গার রাজাই সর্বা
 পক্ষা শ্রেষ্ঠ। মহেশঠাকুর এই রাজবংশের
 আদিপুরুষ। তিনি সত্বংশসম্বৃত্ত ব্রাহ্মণের
 সন্তান। প্রবাদ আছে, যৎকালে তিনি খীর অধা
 পক মহেশচন্দ্রে পুনিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন, সেই
 সময়ে তদীয় গুরু দিলীপব সম্রাট আকবরের
 রাজসভায় উপস্থিত হইয়া, আপনার অসাধারণ
 বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতে সম্রাট
 সান্তিশয় সন্তুষ্ট হইয়া এক তাৎক্ষণিক সনকপত্র
 লিখিয়া তাঁহাকে জেলা ত্রিহৃতের অন্তর্গত হাজী
 পদগণা এবং উহার দক্ষিণাধরুণ অতুঃই

যুক্তামালা প্রভৃতি পারিতোষিক প্রদান কর
 মহেশচন্দ্রেব বিহারের প্রতি কিছুদূর আ
 ছিল না; সুতরাং তিনি খীর প্রিয় হ
 হৌনাবস্থানশ্রমে কৃপায় তইয়া মহেশঠাকুর
 লক্ষ বিত্তব সমুদায় দান করেন। তা
 মহেশঠাকুর সমুদায়ের অধিকারী হন।

মহেশঠাকুরের পর ক্রমাগত্রে স্বামশ পুরুষ
 হইলে মহারাজ চন্দ্রসিংহ রাজা হন। এপর্ষ্য
 পুরুষ মধুবনী গ্রামে (দ্বারভাঙ্গার ১০
 মনকতকোণে) অবস্থান করেন। যদিও ঐ
 পুরুষের কীর্তিকলাপবিষয়ে তেমন বিশেষ
 গুণিতে পাওয়া যায় না, তথাপি
 মালা যাইতে পারে, ইহারি যেমন বংশে
 গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদনুরূপ কর্তব্য
 সম্পাদনে এক মুহূর্তের জন ও অনব
 ছিলেন না। সর্দক্ষণ ধর্মচিন্তা শাস্ত্রালা
 প্রভৃতি দাখুনোচিত কার্যে রত থাকি
 এবং আপনাদিগের বিষয়বিত্তবের স
 স্ত্রীর্জি করিয়া যান।

মহারাজ চন্দ্রসিংহ রাজা হইয়া কোন ক
 ১৭তঃ মধুবনী পরিত্যাগপূর্বক দ্বারভা
 আসিয়া বাস করেন। অদ্যাপি মধুবনীতে
 ২৭ীয়েরা অবস্থান করিতেছেন। মহারাজ
 সংহ ত্রিণ বৎসর রাজত্ব করিয়া পর লোক
 ৩৭ন। তিনি মৃত্যুকালে পঞ্চনবতি লক্ষ ট
 নগদ তত্তির বিস্তর স্বাবর সম্পত্তি রাখিয়া য
 শাহার পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ রুদ্ৰসি
 খতুল টৈপত্ব বিত্তবের উত্তরাধিকারী হন।
 রাজ রুদ্ৰসিংহ আত্মীয় দাতা, ধর্মপর
 বত্যানিষ্ঠ ও দীর্ঘপ্রতিপালক ছিলেন। ই
 অব্যাহিত দ্বার ছিল। ইনি নানা স্থানে দেব
 স্তম্ভ, হলধূনা স্থানে বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় খ
 ৭পর পথিক ভ্রানের নিমিত্ত পাশ্চালা সংস্থা
 বৃত্ত বহুবিধ সংক্রিয়ার কার্য্য করেন।
 মখিলান পণ্ডিতগণেব এক জন প্রধান উৎস
 ৭তা ছিলেন এবং পণ্ডিতদিগের বিদ্যা বু
 টংকর্মগুণাবে অনেক লোককে বিস্তর স্বা
 সম্পত্তি দান করিয়া যান। অদ্যাপি রাজস
 ৭ারে কোনপ্রকার ক্রিয়াকলাপ উপস্থিত হই
 মিখিলার তাবৎ পণ্ডিতের সমাগম হইয়া থাকে
 ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ধর্মশাস্ত্র, ন্যায়প্রকৃ
 শাস্ত্রাধ্যয়ী ছাত্রদিগের পরীক্ষা গৃহীত হ
 রাজসভায় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডি
 আছেন, তাঁহারা ই পরীক্ষক। যে ছাত্র পবী
 উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হন, তাঁহাকে প্রথমসাপ
 ৭রূপ এক উচ্চীষ প্রদত্ত হয়। ঐ দিনেই খা
 উহার নাম সন্নিহিত হইয়া থাকে। কোব

প উপস্থিত হইলে তিনি নিমন্ত্রণপত্র ও
 প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্বোক্ত রাজস্ব
 শীঘ্রই এখানকার পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সন্মান
 । তিনি ভারতবর্ষের রাজবাণীর পীকার
 তকার্য হন, তিনি অধ্যাপনা কার্য করিতে
 বা পশ্চিম বঙ্গ গণ্য হইতে পারেন না।
 র কোন স্থানে নিমন্ত্রণ হইলে অপেক্ষাকৃত
 অল্প পাইয়া থাকেন। আজিও যে এখানে
 ালাদেশ অপেক্ষা সংস্কৃত শাস্ত্রের সমধিক
 শীলন হইয়া থাকে, রাজা ও এখন প্রধান
 বিদ্যালয়গণের উৎসাহদানই ইহার মূল।

মহারাজ রুদ্রসিংহের সময়েই বর্তমান রাজ
 এবং অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও রম
 উদ্যানসকল প্রস্তুত হয়। ইহার ১৩৬ সহস্র
 ৩৪ শত হস্তী ৩ ৪ শত অশ্ব ও অসংখ্য
 দাসী ছিল। ইনি ১৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া
 আরোহণ করেন। ইহার সময়ে ঘোড়শ লক্ষ
 বাৎসরিক আয় ছিল। মহারাজ রুদ্রসিংহ
 প দানশীল ছিলেন, যে, ১৭ বৎসরের মধ্যে
 কাটি ৭২ লক্ষ টাকা রাজস্ব এবং পিতৃস্বত্ব
 লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াও সম্ভাব্য লাভ
 নাই। পুনরায় ৭৭ লক্ষ টাকা ঋণ করেন।
 অনেক স্থাবর সম্পত্তিও অনেককে দান
 য়া যান।

মহারাজ রুদ্রসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার
 তনয় মহারাজ মহেশ্বর সিংহ রাজা হন।
 পিতৃ ঋণে বিলক্ষণ জড়ীভূত হইয়া ছিলেন।
 ঋণ সমুদায় পরিশোধ করিয়া উঠিতে সমর্থ
 নাই। তাঁর পিতার ন্যায় ধার্মিক ছিলেন।
 দা দেবার্জনা এবং ধ্যান ধারণায় তাঁহার
 সময় ব্যয় হইত। ইনি ১০ বৎসর রাজত্ব
 য়া ১৮৬১ অব্দের অধিন, মাসে দুটি শিশু
 র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বর্তমান
 প্রবাসবহার রাজকুমার মহারাজ লক্ষীনারা-
 সিংহ তাঁহার জ্যেষ্ঠ তনয়। আজি কালি রাজ
 রের বয়সক্রম প্রায় ১০ বৎসর। ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত
 ল উত্তর কালে ঠৈপত্বক রাজত্ব প্রাপ্ত হইবেন।
 মহারাজ মহেশ্বর সিংহের পরলোকপ্রাপ্তির
 রাজকুমার অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকিতে এবং
 সৎসারের অধিকতর ঋণ হওয়াতে, আমা
 পর পরমহিতৈষী প্রজাবৎসল গবর্নমেন্ট
 াজার রাজসম্পত্তি কোটি অব ওয়াডের
 ীন করিয়াছেন। ফরলং সাহেব এই বিষয়ের
 নেরল ম্যানেজার। ইনি ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু
 শয় ও কার্যদক্ষ এবং যে কার্যের ভার গ্রহণ
 য়াছেন, তাহা সময়ে বিশেষ পারদর্শী। ইনি

এত দূর উদারচিত্ত কোন ব্যক্তি বিধিতে
 ইহার অপকার চেষ্টা করিলেও তাহার প্রতি
 রুই হন না; বরং যথাসাধ্য তাহার উপকারের
 চেষ্টা পান। কেহ কেহ উৎসাহকৃতি বলিয়া মহো
 দয় ফরলং সাহেবের আংশিক চরিত্রগত ঘোষা
 দেখাষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা তাহার
 প্রতিবাদে বলি, বৃহৎ হইলে মানুষের স্বভাব কখন
 নই অবিকৃত থাকে না। ইহার কিঞ্চৎ বাগের বুদ্ধি
 হইয়াছে সত্য বটে; কিন্তু তাৎ গুণাশির সহিত
 তুলনা করিলে সে ঘোষ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতী
 য়মান হইবে। ফরলং সাহেব আপনার অধীন
 লোকদিগকে সন্মানবৎ দেখিয়া থাকেন।

যৎকালে বিনয়বিত্তব'কোট অব ওয়াডের অধীন
 হয়, তৎকালে রাজসংসারের সূনাধিক এক
 কোটি টাকা দেনাছিল। ফরলং সাহেব উত্তমর্গদি
 গের সহিত ৭৭ লক্ষ টাকায় চুক্তি করিয়া ৮ বৎস
 রের মধ্যে ঐ সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন
 কোটি অব ওয়াডের ব্যবস্থা হইবার পূর্বে ভারত
 ার রাজাধিগের কোন বিষয়ে কুশৃঙ্খলা ছিল না
 স্তত্রাৎ বেরূপ বিভব তজ্জন আয় হইত না।
 অনেক অপরিমিত ব্যয়ও হইত এবং রাজসং
 সারে এমন কতকগুলি অসৎ লোক ছিল, তাহার
 নিয়ন্ত্রণই কেবল আপন আপন উদর পরিপূরণে
 এবং রাজসংসারকে উৎসন্ন দিবার চেষ্টায় থাকিত
 অর্থ আত্মসাৎ করাই উহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল।
 কোটি অব ওয়াডের অধীন হওয়াতে আর রাজ
 সংসারের কপর্দকমাত্র ঋণ নাই। পূর্বাপেক্ষা
 আয়ের সম্যক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বর্ষে বর্ষে
 ন্যয় বাড়ে কিঞ্চৎ কিঞ্চৎ উন্নত হইতেছে।
 আজি কালি গবর্নমেন্টকে ভূমির রাজস্ব দিয়া
 সমুদায়ে বাৎসরিক আয় সূনাধিক প্রায় ৩০
 লক্ষ টাকা হইয়াছে এবং কোম্পানির কাগজ
 ১৮৭২৫৭৭ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হইয়াছে।

এ দিকে আয়ের যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, ব্যয়ও
 নিতান্ত কম হইতেছে না। এক্ষণে বাৎসরিক
 ব্যয় প্রায় ১৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকারও অধিক
 হইতেছে। আজি প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে আমরা
 আর অধিক দূর অগ্রসর হইলাম না; এক্ষণে
 ফরলং সাহেবকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া অধ্যকার
 প্রস্তাব শেষ করিলাম।

বিবিধসংবাদ।

২৩ এ ডিসেম্বর সোমবার।
 এবার ৬ আমেরিকায় পূর্বের ন্যায় তুলনা
 জন্মিয়াছে। আমেরিকার তুলনা ভারতবর্ষের তুলনা

অপেক্ষা উত্তম এবং অধিক পরিমাণে উৎ
 দিত হয়; কিন্তু মধ্য ও পশ্চিম ভারতবর্ষে
 প্রকার চেষ্টা হইতেছে যদি উহার ব্যতিক্রম
 হয়, তাহা হইলে আমাদের কোন
 থাকিবে না। ক্রমে ভারতবর্ষের তুলনা উ
 লাত করিবে সম্ভব নাই।

কলিকাতা ও উপনগরের মিউনিসিপালিটি
 একত্র করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

রেলওয়ে ও তৎপরিপোষক রাস্তা
 দ্বারা জলপথ বন্ধ হইয়াছে, এ কথা গবর্ন
 অপ্রমাণ করেন। কিন্তু সম্প্রতি বারাসতের
 জেট কয়েকটি রাস্তার মধ্য খনন করিয়া
 বাহির করিয়াছেন। হালিসহরে কেরিফও র
 অনেক স্থান খনন করিতে হইয়াছে। অ
 অন্য অন্য স্থান হইতেও সংবাদ পাইতেছি,
 নীত্র বাহির না হওয়াতে বিস্তর বাসি প
 গিয়াছে। জলপথ বন্ধের একটা বিশেষ
 এই, গত কয়েক বৎসরে সর্বত্র যেমন
 হইতেছে, এমন আর কখন হয় নাই।

গত শনিবার উপনগরের মিউনিসিপালিটি
 কারী সভাপতির পদে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত
 বার অতিপ্রায়ে এক সভা করা হয়। আপা
 জাইন্ট মাজিষ্টেট এচ, এল, বীডন সাহেব
 কারী সভাপতি হইয়াছেন। হালডেন সাহেব
 হিসাব দর্শনার্থ একটা সব কমিটি নিযুক্ত
 ছেন। কেবল হিসাব দেখিয়া কমিটি যেন
 না হন, কর প্রদায়ীদিগের কয়েকজনের
 বন্দি গ্রহণ করা উচিত।

পবলিক ওপিনিয়ন বালেন, আগড়ের বি
 দৌরাধ্যকারী সর্দার আতামহম্মদ খাঁ
 হইয়া লাহোরে আনীত হইতেছেন। এই
 মন্ত্রণা হইতেই সম্প্রতি হাজরাতে এত
 ষাগ হইয়াছে।

পুনর্বার জনরব উঠিয়াছে, নিজামের
 মন্ত্রী সালারজঙ্গের মনোমালিন্য জন্মিয়
 সালারজঙ্গ যেপ্রকার আদিপত্য কা
 তাহাতে মনোভঙ্গ না হওয়াই আশ্চর্য।
 নিরস্ত করিবার আটন করাতে বিস্তর
 তাঁহার শত্রু হইয়াছেন।

ডেলিমিউস অবণ করিয়াছেন, পঞ্চাষের
 গুণ্ড মালিরব কোটার নবাব লাহোরের
 তাম্বাব বিদ্যালয়ের নিমিত্ত কয়েক বৎসর
 বার্ষিক এক লক্ষ করিয়া টাকা দিবেন।
 রিক ৩৫০০০ টাকা সুদ হয় এত টাকা
 তবে তিনি কাস্ত হইবেন। নবাব নিজে
 যাইবেন এবং তাহার ভ্রাতৃস্পৃহকে
 বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিবেন।

ম তলার উন্নতি হইয়া লাভ হইবে
নাই । শাববোর্গ ও সুয়েজ খাল
র দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া পরিকর
করণ বিধেয় হয় ।

—০০—

মুতন পুস্তক ।

মহাকবি কালিদাসকৃত কুমার
মল্লিনাথকৃত টীকা সহিত,
মর্গের কিয়ৎকরপর্যায় । শ্রীযুক্ত
পরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মুতন
কৃত যন্ত্রে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখো
পাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন ।
কবির উদ্দেশ্য এই, ভাগ ক্রমে
প্রকাশ করিবেন । মল্লিনাথ যে যে
সমস্যাসম্বন্ধে উপেক্ষা করিয়াছেন,
মোহন ছাত্রদিগের সুবিধার্থে সেগুলি
করিয়া দিয়াছেন । পুস্তকখানি
রূপে পরিশোধিত হইতেছে ।

বিবিধ পুস্তকপ্রকাশিকা, রঘু
শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত
প্রকাশক । বহু দনপূর্বে যে রঘু
আরম্ভ হয়, এই সংখ্যায় (৮ সং
খ্যায়) সম্পূর্ণ করা হইয়াছে
হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহার
অনুবাদ করিয়াছেন । অনুবাদ
শৈলী ও বাঙ্গালার বিশুদ্ধ রীতির
হইয়াছে ।

এখানিও বিবিধ পুস্তক প্রকা
শনার অন্যতর খণ্ড, কিরাতার্জুণীয় ।
হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহারও অনু
বাদ করিয়াছেন ।

পদমঞ্জরী । সংস্কৃত টীকা
র বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের
শ্রীযুক্ত মোমনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রণীত । যাহারা প্রথমে সংস্কৃত
করবে, তাহাদিগের সংস্কৃত
ইহাতে কতকগুলি সংস্কৃত
প্রণীত হইয়াছে । সংস্কৃত প্রবে

শাখীদিগের পক্ষে এখানি বিশেষ উপ-
কারী হইবে ।

৫ । জাতিরহস্য এখানি । নাটক ।
লক্ষ্মীনার যে একটি প্রসিদ্ধ উপন্যাস
আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এখানি
লিখিত হইয়াছে ।

৬ । নীতিরত্নাকর । শ্রীশ্রীনাথ গুপ্ত
ইহার রচয়িতা । একটি গল্প অবলম্বন
করিয়া ইহাতে কতকগুলি নীতির উপ-
দেশ দেওয়া হইয়াছে ।

৭ । রাজনিয়ম ও ব্যবস্থাসংহিতা ।
শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক ইহার সঙ্ক
লন করিয়াছেন । ইহার যে কয় কয়
আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে
ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর স্বরূপাদি বর্ণিত
দৃষ্ট হইল । দেওয়ানীসংক্রান্ত প্রচারিত
আবশ্যক আইনসকল ইহাতে সংগৃহীত
হইতেছে । এখানি ইংরাজীর অনভিজ্ঞ
উকীলপ্রভৃতি ও বিষয়ী লোকদিগের
পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে ।

৮ । মনোরঞ্জক রত্ন । এখানি সাম
য়িক পত্রিকা । ইহাতে গুজরাটী ইংরাজী
চিন্তুস্তানী ও উর্দু ভাষায় লিখিত কয়ে
কটি প্রস্তাব সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইল ।

৯ । ভারতবর্ষীয় মতায় কাব্য বিব
রণ ।

প্রাপ্ত ।

ছারভাঙ্গার রাজবংশ ।

তাজ কালি বাঙ্গালা ও বিহারে যত প্রধান
ভূম্যদিকারী প্রভেদে, ছারভাঙ্গার রাজাই মর্যাদা-
পূর্ণ । মহেশঠাকুর এই রাজবংশের
আদিপুরুষ । তিনি সদাশাসন ও ব্রাহ্মণের
সন্মান । প্রবাদ আছে, যৎকালে তিনি স্বীয় অধা-
পক মহেশচন্দ্রে ষ্ট্রনিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন, সেই
সময়ে তদীয় গুরু দিলীপের সম্রাট আকবরের
রাজসভায় উপস্থিত হইয়া, আপনার অসাধারণ
বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া
সাতশয় সন্তুষ্ট হইয়া এক তাম্রকলকে সনন্দপত্র
লিখিয়া তাঁহাকে জেলা ত্রিহতের অর্জগত হাজি
পরগণা এবং উহার দক্ষিণাংশ অর্জুৎ হই

মুক্তামালা প্রভৃতি পারিতোষিক প্রদান করেন ।
মহেশচন্দ্রে বিধেয় প্রতি কিছুমাত্র অসুযোগ
ছিল না ; সুতরাং তিনি স্বীয় প্রিয় ছাত্রের
ধীনাবস্থানশ্রমেক্ষণপাতু হইয়া মহেশঠাকুরকে এই
লক্ষ্য বিত্তব সমুদায় দান করেন । তদা
মহেশঠাকুর সমুদায়ের অধিকারী হন ।

মহেশঠাকুরের পর ক্রমাগত ছাত্র পুরুষ গণ
হইলে মহারাজ চতুর্দশ রাজা হন । এপর্যন্ত ছাত্র
শপুরুষ যুব বী গ্রামে (ছারভাঙ্গার ১০ ক্রোশ
দক্ষিণতকোণে) অবস্থান করেন । যদিও এই যুব
পুরুষের কীর্তিকলাপ বিষয়ে তেমন বিশেষ কিছু
শ্রুতিতে পাওয়া যায় না, তথাপি স্পষ্টই
বলা যাইতে পারে, ইহার সময় যখন বংশে জন্ম
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদনুরূপ কর্তব্য কর্ম
সম্পাদনে এক যুহুর্ভের জন ও অনবর্তিত
ছিলেন না । সর্দক্ষণ ধর্মচিন্তা শাস্ত্রালাপন-
প্রভৃতি সাধু নোচিত কার্যে রত থাকিতেন
এবং আপনাদিগের বিষয়বিত্তবের সম্যক
শ্রীর্ষ্য করিয়া যান ।

মহারাজ চতুর্দশ রাজা হইয়া কোন কারণ
বশতঃ মধুবনী পরিত্যাগপূর্বক ছারভাঙ্গার
প্রায় বাস করেন । অদ্যাপি মধুবনীতে এই
ংশীরেরা অবস্থান করিতেছেন । মহারাজ চতু
সংহ ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পর লোক প্রাপ্ত
হন । তিনি মৃত্যুকালে পঞ্চনবতি লক্ষ টাকা
নগদ সত্ত্বর বিস্তর স্বাবর সম্পত্তি রাখিয়া যান ।
মহার পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ চতুর্দশ
শতাব্দীতে বিত্তব উত্তরাধিকারী হন । মহা
রাজ চতুর্দশ অতিশয় দাতা, ধর্মপরায়ণ,
ন্যায়নিষ্ঠ ও দীনপ্রতিপালক ছিলেন । ইহার
অবারিত ছাত্র ছিল । ইনি নানা স্থানে দেবালয়
সংস্থাপনা, হস্তশিল্প স্থানে বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় খনন,
এবং পশু চিকিৎসার নিমিত্ত পাছালা সংস্থাপন
প্রভৃতি বহুবিধ সৎকার্য্য করিয়া যান । ইনি
মহিলার পণ্ডিতগণের এক জন প্রধান উৎসাহ
দাতা ছিলেন এবং পণ্ডিতদিগের বিদ্যা বুদ্ধির
উৎসাহসুনারে অনেক লোককে বিস্তর স্বাবর
সম্পত্তি দান করিয়া যান । অদ্যাপি রাজসং-
সারে কোনপ্রকার ক্রিয়াকলাপ উপস্থিত হইলে
মহিলার তাবৎ পণ্ডিতের সমাগম হইয়া থাকে ।
ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ধর্মশাস্ত্র, ন্যায়প্রকৃতি
শাস্ত্রাদ্যাদি ছাত্রদিগের পরীক্ষা গৃহীত হয় ।
রাজসভায় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিত
আছেন, তাঁহারা পরীক্ষক । যে ছাত্র পরীক্ষার
উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হন, তাঁহাকে প্রথমশ্রেণীর
স্বরূপ এক উকীল প্রদত্ত হয় । এই দিবসে ছাত্র
উহার নাম সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে । কোন ক্রিয়

বাগী প্রস্তুত করিবার প্রবৃত্তি আনয়ন
 রানী চুক্তিভঙ্গ করেন। এই নিমিত্ত দুই
 করানী যুদ্ধ জাহাজ তাঁহার রাজধানীকে
 করিয়াছে। রানী করানী সম্রাটের
 কতিপয়ে লইবার নিমিত্ত পারিসে গমন
 করেন। চূর্নলেলা নির্মিত্তিতা বশতঃ ভয়
 প্রবলের সংসর্গে আইসে, শেষে
 পড়ে। বর্নিত ব্যাপারটি বোধ হয়
 ক্যেব অন্যতর উদাহরণ চইবে।

ব.সী.সাব যুদ্ধ ক্রমশঃ ভয়ানক হইয়া উঠি
 য়াছে। আখুন্দ ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের
 জিহাদ (পর্শ্বাপ যুদ্ধ) ঘোষণা করিয়া
 তিহি দুই লক্ষ সৈন্যের অস্ত্র ও খাদ্য
 সাগাইবেন। বন্য জাতিসমূহ অস্ত্রধারণ
 করেন। সেনাপতি ওয়াইল্ড সৈন্যে
 এ পারে আছেন, বন্যেরা অপর পারে
 পরিবেশ করিয়াছে।

গবর্নমেন্টের প্রার্থনামুত্বারে সম্রাতি
 ক্রমশঃ স্ট্রেসেফ্রটারিকে এই অস্ত্রোপ
 যুক্তি সচিত ১০ বৎসরের অধিক কাল কাজ
 প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহা হইলে তাঁহার
 স্মরণীয় স্মরণদিগকে কিঞ্চিৎ
 বৃত্তি দেওয়া হইবে। ইহাতে গবর্নমে
 ন্তের ন বশেষ পরিচয় হইয়াছে। তদপ
 না কতিপয়ে হইবে সম্ভব নাই, কিন্তু করণা
 সমস্ত সমভাবে বয়স না হইলে তাঁহা
 লব আভিনন্দনীয় হয় না। সাধারণতঃ
 যের ন্যায়দিগের বৃত্তিদান বিষয়ে
 কখন সচপায় বরা উচিত। একের
 বাব পঞ্চাশ পাঠিবেন, কিন্তু অন্যে নিজেও
 তেছেন না।

১৮ ইঞ্চি বৃষ্টি হই
 ত। তদপরে আর দুই দিবসে ২৪ ইঞ্চি জল
 পড়িল। এত নিম্নকম প্রাবন হইয়া প্রায় ১০.০০০
 ২৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছে
 প্রায় ১০০০০ জন লোক প্রাণ হারাইয়াছেন।
 কতিপয়ে অনেক লোকের সাহায্যের বন্দো
 কল্পিত হইল। গুজরাতি বানকগণ ইহার
 অনেক টাকা দিয়াছেন।

১৯ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে। এদিকে
 আবার অন্যান্য কতিপয়ে নষ্ট হইবার
 প্রকম হইয়াছে।

সিদ্ধিয়ান বলেন, মধুন কোট ও কসমারির
 মধ্যে পরিতীয়েরা বন্দুক হস্তে জমণ করিতেছে,
 সিদ্ধুর বাস্পীয় জাহাজসকল আক্রান্ত হইবে
 এই আশঙ্কা করা হইতেছে। ইহার কষ্ট শত্রু
 হইয়া উঠিল।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট মাতলা বন্দর ও রেল
 ওয়ে ভাণ্ডার কবিবার অস্ত্রোপ করিয়াছেন।
 এতৎসংক্রান্ত কাগজ পত্র গেজেটে প্রকাশিত
 হইয়াছে। গবর্নর জেনরল সাধারণ মত জানি
 বার নিমিত্ত আর ১২ মাস অপেক্ষা করিবার
 মানস করিয়াছেন। গত বৎসর কানিও ৯খানি
 মাত্র জাহাজ আইসে। গঙ্গা অপেক্ষা মাতলাতে
 অধিকসংখ্যক জাহাজ নষ্ট হইতেছে। এগুল
 শোচনীয় বটে, কিন্তু আমাদিগের গবর্নমেন্টের
 যত তৃতীয় নেপলিয়নের অর্ধেক তেজস্বিতা
 থাকিত তাহা হইলে কানিওবন্দর ভিন্নাকৃতি
 প্রদর্শন করিত। শারবোগকে দৃষ্টান্ত স্থানে
 রাখিয়া কর্তব্য কাজ কর।

ইংলিসমান বলেন, সম্রাতি স্ট্রেসেফ্রটারির
 কোমিলে রাজধানী স্থানান্তর করিবার প্রস্তা
 বেন বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হইয়া কলিকাতাই
 রাজধানী হইবে এই নিশ্চয় হইয়াছে।
 নগরের উন্নতিপাথন সমস্ত প্রতিবৎসর রাজ
 কোষ হইতে আটলক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এটা
 কণা অতিশয় কর্তব্য। বঙ্গদেশের যে আয়
 তাহার কিয়দংশও রাজধানীর উন্নতিসাধন
 ব্যয় করিলে কলিকাতা নগরী পরম সুখের স্থান
 হইতে পারে। নগরবাসিন্দা আর মিউনিসিপাল
 কর দিয়া উঠিতে পারেন না।

২৬ এ ভাদ্র বৃহস্পতি বার
 আর একটা জ্বীলোক কলিকাতায় হুত হই
 য়াছে। বামনবস্তির নিকটে একটা এতদেশীয়
 খস্টীয়ান যুবতী এক জন হিন্দুর উপপত্নীরূপ
 ছিল। পূর্বে এক জন খস্টীয়ান তাহার উপপতি
 হয়, এবাংকি তাহার সহিত এক বাগীতে
 থাকিত। সম্রাতি গৃহ হইতে শোণিত বাহির
 হইতেছে দেখিয়া পুলিশ তালা ভাঙিয়া প্রবেশ
 করিয়া দেখেন, তাহার গলদেশ ছেদন করিয়া
 তাহাকে এক গিন্দুর মতো রাখা হইয়াছে।
 শরীর স্ফীত হওয়াতে গিন্দুর ডালা ভাঙিয়া
 গিয়াছে। জ্বীলোকটির খস্টীয়ান উপপতি পূত
 হইয়াছে। এবারও যদি পুলিশ হত্যাকারীকে
 ধৃত করিত না পাতেন তাহা হইলে কলিকাতার
 পুলিশ প্রণালীর সংশোধন বিষয়ে আর তিল
 বিলম্ব করা উচিত নয়।

আমরা আশান্বিত হইলাম সুখময় ও গৌপাল

রাজক নামে যে দুই ব্যক্তিকে পাঁচমাস
 অধিক কাল দমদনার জেলে রাখা হইয়াছে।
 ২৪ পরগণার মার্জিস্ট্রেট তাহাদিগকে মুক্ত
 য়াছেন। সৈনিক মার্জিস্ট্রেটেরা যখন কলিকাতায়
 এত নিকটে এ প্রকার আইনবিভঙ্গ কাজ
 তখন নিরমবর্তিত হইতে দেখে যে কি কাণ্ড
 তাহা সকলে অনুমান করেন। ইংলণ্ডে সার
 বিচারালয়ের ভার বারিষ্টারদিগের হস্তে
 হইতেছে। এখানে কি সৈনিকের হস্তে মার্জিস্ট্রেট
 কেউ ভাণ দেওয়া আর উচিত হইতেছে
 গত বৎসরের বাতালীভুক্তদিগের সাহায্য
 সংগৃহীত টাকার মধ্যে ১.৫০.৪৫২)৫ ট
 ব্যয় হয় এবং ২৭,০০০/১৫ টাকা
 আছে। এই টাকার কিরূপ ব্যয় করা উচিত
 তাহার বিবেচনার্ণ গত কল্য এক সভা হই
 সভাগণ উদ্বাহন কর। প্রদেশীয় দাতব্য সা
 ধাটীসকল সংক্রান্ত করিবার প্রস্তাব করে
 আমাদিগের বিবেচনায় এটাকা এক্ষণে
 রাখা উচিত। ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশের
 দিগের সাহায্যদান অতিশয় আবশ্যক
 হইতেছে।

২৭ এ ভাদ্র শুক্রবার।
 বর্তমান বৎসর জামুয়ারি অবধি জুন
 মধ্য ভারতবর্ষে ১.৯৮০ টী বন্য জন্তু বধ
 য়াছে। এ নিমিত্ত গবর্নমেন্ট ২৮,২৭০ টী
 প্রদান করিয়াছেন।

প্রধানতম বিচারালয়ে তিন জন বিপে
 নিযুক্ত হইবেন। ইহাদিগের এতৎকরে
 টাকা বেতন হইবে। রোপাটের এতৎ
 হইল, তথাপি নাজির ব.হস্তের অসঙ্গত
 রছিল, এটি অতিশয় অন্যায়। মঙ্গল
 ও মোক্ষারেরা ক্রয় করিতে না পারিলে
 লির তত্ত্ব ফল চইবে না।

রাজপুত্রনার অনেক স্থানে অন্যান্য
 য়াতে সকলে ভাঙিফের আশঙ্কা করিতে
 কোথায় অন্যান্য কোথায় আন্তর্গতি। উ
 শঙ্কার কারণ।

ডেপুটি মিস্ট্রের এক জন পত্রপ্রেরক উ
 বের মিউনিসিপালিটির ভূতপুত্র সহকারী
 পতির হিসাব অস্ত্রসঞ্চালনকারী কমিটি
 কয়েকটা মিস্ত্রের অস্ত্রসঞ্চালন করিতে বা
 চেনা- হালডেন সাহেব কন্ট্রোলদাব
 মিকটে দস্তুর লইতেন কিনা? রাস্ত
 রের সময়ে যথেষ্ট পোয়া পড়িত কিনা
 তর কর্মচারিগণ তাঁহাকে উপচৌকন

না? পদ শূন্য হইলে তাহা বিক্রয় হইত কি? পত্রপত্রক বলেন, বর্তমান নিয়ন্ত্রক কর্মচারী গণ হালডেনের দোষের অংশী; অতএব তাহারা যথার্থ বিষয় গোপন করিবেন। ইহাদিগকে কর্মে স্থগিত না করিলে যথার্থ বিষয় হইবে না। আমাদিগেরও এই মত। উপরে মিউনিসিপালিটির নিয়ন্ত্রক কর্মচারীগণ যেরূপে গুণ ত্যাগ করিয়াছেন তাহা ভাল নহে।

২৮ এ ভাদ্র শনিবার।

২৫ এ আগষ্ট পর্যন্ত পঞ্জাবে বৃষ্টি হয়।

চট্টগ্রামের পর্দাখানের অধ্যক্ষ কাশেম উদ্দিন কৃষ্ণদিগকে টাকা দিয়া দোষাভার করিবার বে মনোবস্ত করিয়াছেন, লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় এ মনোবস্ত ইষ্টফলোদ্ভূত হইবে না।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের কাগজ বিক্রয় হইতেছে:—

টাকার সিকা	৯৪৮৮—৯৫
" কোং	৯৫৮—৯৫।০
" পবলিকওয়ার্ক	১০৬০—১০৬।০
" কোং	১০৯০—১০৯।৮
" কোং	১১৫—

ইউরোপীয় সমাচার।

৪ নং সেপ্টেম্বর। টোরি মন্ত্রিবর্গ ঘোষণা করিয়াছেন, তত্পক্ষ সৎবাদপত্র বিক্রয় হইতেছে। সেনাপতি পিল এবং সার্জেন্ট সাহেব টাইমস পত্রে এক এক পত্র প্রকাশিত মন্ত্রিবর্গের পক্ষসমর্থন করিয়াছেন।

৫ নং সেপ্টেম্বর। রাষ্ট্রপতি সাহেব যখন দেশ জয় করিতেছেন, তখন তৎক্ষণাত পুনরান্বলন হইবে।

৬ নং সেপ্টেম্বর। রাষ্ট্রপতি সাহেব ২৩ই জুলাই পর্যন্ত হাজারিবাগে প্রতিনিধি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন।

৭ নং সেপ্টেম্বর। সর্কারী মার্জিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এ. রডক সাহেব ১৮৬৭ অর্ডার ২১ এ অষ্টাব্দে অবধি ২৯ এ নবেম্বর পর্যন্ত চম্পারনে ১৮৬৭ অর্ডার ২১ আইনানুসারে লাইসেন্স টাকার আবেদনের ক্ষমতা চালন করিয়াছেন।

৮ নং সেপ্টেম্বর। ডবলিউ, এফ, মিয়ান সাহেব বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি আইন্ট মার্জিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

৯ নং সেপ্টেম্বর। ত্রিপুরার ডেপুটি মার্জিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী গোলামহোসেন চাকরিভোগে বদলী হইয়া মার্জিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১০ নং সেপ্টেম্বর। এন, মারসন সাহেব বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৮৬৬ অর্ডার ৫ আইনানুসারে হাবডার ঠিকাগাড়ী ও পাল্পার রোজটার হইবেন।

৪ ঠা সেপ্টেম্বর। গত কল, শেকলড নগরে কর্মকারদিগের ভোজ হইয়াছে। মুতন আমেরিকান দূত উপস্থিত ছিলেন। তাহার সম্মানার্থে যে সুরাপান হয়, তিনি তাহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, তিনি শান্তির বরযাত্রী হইয়া ইংলণ্ডে আসিয়াছেন। আমেরিকার লোকেরা ইংরাজদিগকে বন্ধু জ্ঞান করেন, এক্ষণে বন্ধুত্ব উভয় জাতির হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন উভয় জাতির এক্ষণে আর কোন প্রকার মনোমালিন্য নাই। তাহারা এক্ষণে একজাতীয় বলিয়া পরস্পরকে জ্ঞান করিতেছেন।

৫ ই সেপ্টেম্বর। চেষ্টার ও হোলিহেড বেল ওয়েতে যে চর্চনা হইয়াছে, তাহাতে করনারের জুরি মালগাড়ীর এক ধারীকে মনুষ্যনাশের অপরাধে অপরাধী বলিয়াছেন।

আমেরিকার মুতন দূত রেবার্ড জনসন সাহেব শেকলডে আস এক বন্ধুতা করিয়া কহিয়াছেন, ইংলণ্ড ও আমেরিকার সন্ধাব থাকে, আমেরিকার গবর্নমেন্ট তাহাকে যথাসাধ্য সে চেষ্টা পাইতে অনুমতি করিয়াছেন। সৎবাদপত্র সম্পাদকেরা অনুমান করিতেছেন, এক্ষণে মনের মালিন্যের যে কারণ আছে, জনসন সাহেবের বন্ধুতা দ্বারা তাহা অন্তরিত হইবে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া মেটল কোম্পানির সৌদামটনের কুঠিসকল অগ্নি লাগিয়া দহ হইয়া গিয়াছে।

এডিনবরা ডিউকের জীবনসফলি বন্ধন কলিকাতা, মাদ্রাজ, লাহোর, লক্ষী, অযোধ্যা ও ঢাকা হইতে রাজাকে যে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছে, রাজা তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৯ ই সেপ্টেম্বর। বিদেশীয় গবর্নমেন্টের পরস্পরের দোষে পরস্পরের হস্তে অপরাধীদিগকে অপণ করিবার যে আইন আছে, তাহা যেরূপে বিবেচনা করিবে কমিটি নিযুক্ত হন, তাহারা আইনকে আরও প্রশস্ত করিবার অনুরোধ করিয়াছেন।

৮ ই সেপ্টেম্বরের এক টেলিগ্রাম নিউইয়র্ক হইতে আসিয়াছে। ইহাতে জানা যাউতেছে, সেনাপতি গ্রাণ্ট দক্ষিণ বিভাগের দেওয়ানী কর্তৃপক্ষের সাহায্যার্থে টেনসিদিগকে অনুমতি দিয়াছেন।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেন্টগবর্নরের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

২৬ এ আগষ্ট। পালমাউএর সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট টি, জি, চারলস্ কিছু দিনের নিমিত্ত ২৪ পরগণায় বদলী হইবেন।

২৭ এ আগষ্ট। যত দিন কাশেম ডবলিউ গডন বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এচ, এন, হারিস সাহেব হাবডার প্রতিনিধি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন।

২৮ এ আগষ্ট। বাবু লামাচরণ সাহেব ১৮৬৮ অর্ডার ৯ আইনানুসারে কাম্পারনে আসেশ্বর হইয়া তথায় উক্ত আইনানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

গত ১০ ই জুনের খেজুরে বাবু টেবুক্ট সেনের উক্ত স্থানে আসেশ্বর নিয়োগ হইয়াছে। যে বিজ্ঞাপন হয় তাহা এতদ্বারা রহিত হইবে। বাবু দিননাথ বড়ুয়া তেজপুত্রে মুন্সেফ হইবেন।

বাবু রাধাকান্ত বড়ুয়া (যিনি এক্ষণে মিউনিসিপালিটি হইয়াছেন,) বড়পেটার মুন্সেফ হইবেন।

বাবু রাধাকান্ত বড়ুয়ার অনুপস্থানপূর্বক বাবু হারকানাথ ঘোষ বড়পেটার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

২৯ এ আগষ্ট। নিম্নলিখিত তম্র লোকেশ্বর পুলিশের ধৃতকারী বিভাগের অতিরিক্ত সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন।

বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষ প্রথম চক্রবর্ত্তে ১৮ অর্ডার ১ লা মে অবধি।

মুন্সি বকাউলা চক্রবর্ত্তে ১৮৬৭ অর্ডার ১ লা মে অবধি।

বাবু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় পঞ্চম চক্রবর্ত্তে ১৮৬৭ অর্ডার ১ লা মে অবধি।

মৌলবী এলাহি বকস তৃতীয় চক্রবর্ত্তে ১৮৬৮ অর্ডার ১ লা সেপ্টেম্বর অবধি।

বাবু রামচরণ বসু সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিভাগের অন্যতর প্রতিনিধি ডেপুটি মার্জিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন। তাহা নগরখালিতে স্থিত করা গেল এবং তথায় ৬ ই জুলাই উপনীত হইয়াছেন।

বি, এস, রবার্টসন সাহেব গত ২৪ জুলাই অবধি ১৫ই জুলাই পর্যন্ত হাজারিবাগে প্রতিনিধি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন।

সহকারী মার্জিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এ. রডক সাহেব ১৮৬৭ অর্ডার ২১ এ অষ্টাব্দে অবধি ২৯ এ নবেম্বর পর্যন্ত চম্পারনে ১৮৬৭ অর্ডার ২১ আইনানুসারে লাইসেন্স টাকার আবেদনের ক্ষমতা চালন করিয়াছেন।

৩১ এ আগষ্ট। ডবলিউ, এফ, মিয়ান সাহেব বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি আইন্ট মার্জিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ত্রিপুরার ডেপুটি মার্জিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী গোলামহোসেন চাকরিভোগে বদলী হইয়া মার্জিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১৫ ই আগষ্ট। এন, মারসন সাহেব বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৮৬৬ অর্ডার ৫ আইনানুসারে হাবডার ঠিকাগাড়ী ও পাল্পার রোজটার হইবেন।

২১ এ আগষ্ট। ডবলিউ, এচ, ওকলি সাহেব সহকারী বনরক্ষক হইয়া সিকিমে অবস্থিত করিবেন।

২৮ আগষ্ট। বাবু আনন্দময় টমত্র শান্তি
র মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি
বন।

১ লা সেপ্টেম্বর। এচ, এন, বীভন সাহেব
কাতার উপনগরের মিউনিসিপালিটির প্রতি
সহকারী সভাপতি হইবেন।

৩রা সেপ্টেম্বর। সি, সি, কুইন সাহেব যশোর
একজন। মিউনিসিপাল কমিশনের এবং মিউ
নিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

ডবলিউ, কে, ক্রিমোটসন সাহেব শিলচরের
জিলায় হইয়া উপবিভাগ কাছাড়ের সদর
মায়া অবস্থিতি করিবেন।

মুর্শের মিউনিসিপালিটির সভাপতি বঙ্গ
দ্বীপ ব্যবস্থাপক সভার ১৮৬৬ অব্দের ৫
নম্ব অনুসারে ঠিকা গাড়ী ও পাল্কির রেজি
স্ট্রেশন হইবেন। ১৮৬৭ অব্দের ১ লা জুলাই
এই নিয়োগ হইয়াছে।

সেপ্টেম্বর। ২৪ পরগনার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট
ডেপুটি কালেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র সেন পুন-
বর্ধমানের বদলি হইয়া তথায় মাজিস্ট্রেটের
তা পাইবেন।

৫ই সেপ্টেম্বর। টি, এ, ডানো সাহেব আমা
র উপবিভাগের ভার পাইয়া ময়মনসিংহে
স্টেটের ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্নলিখিত সব ডেপুটি জজ হইলেন এজেন্টের
বদলী করা গেল—

জ. কসারাট সাহেব মতিহারী হইতে পাট
নাগপুর।

এস. কুপার সাহেব ছাপরা হইতে মতি
হারী।

জ. ফলড সাহেব পাটনা হইতে ছাপরাতে।
সংস্কৃতের ড কংসা কাম্বারী ডাক্তার এন
মাসুফ নিজ কার্য ও কিছু দিনের জন্য
তঃ প্রাথমিক ডেপুটি কমিশনের কার্য
করবেন।

৬ই সেপ্টেম্বর। বাবু ভুবনমোহন রাহা
মিউনিসিপালিটির সভাপতি (ডেপুটি
কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন)
কাতার অবস্থিতি করিবেন। ২৩ এ আগষ্ট
উক্ত স্থানে আসিয়াছেন।

এফ, ডবলিউ, আর, কাউলি সাহেব চট্টগ্রাম
হানৌর (ব্যাংক) সভার সম্পাদক হই
বেন।

রামশঙ্কর সেন বানাসাটের এক জন
মিউনিসিপাল কমিশনের ও তত্রস্থ মিউনিসিপা
লিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

ততদিন কাপ্তেন পি, সি, ডালনেচর বিদায়
অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন ডবলিউ,
টমাস সাহেব বঙ্গদেশীয় লেপ্টন্যান্ট গবর্নরের
অনুপস্থিত ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে অংশের পুল
প্রতিনিধি সহকারী ইনস্পেক্টর জেনরল
বন।

৮৬৮ অব্দের ১ লা জুন অবধি নিম্নলিখিত
কারিগরি তৃতীয় শ্রেণি হইতে দ্বিতীয় শ্রেণির
কারিগরী কমিশনের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন—

এ, সি, কাশেল সাহেব।

প, টি, কার্বেগি।

লেপ্টন্যান্ট টি, বি, বিবেল।
এম, ও, বাইড সাহেব।
কাপ্তেন এল, ব, খনড্রেট।
লেপ্টন্যান্ট জে, বটলার।
যতদিন সি, ই, মাল সাহেব বিদায় লইয়া
অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন মেদিনীপুরের
প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
টি, এচ, এচ, শট সাহেব আপনার কার্য ও
তত্রস্থ সিভিল ও সেশিয়ন জজের চলিত কার্য
সকল করিবেন।

৮ই সেপ্টেম্বর। মুর্শের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট
ও ডেপুটি কালেক্টর জে, এ, কেবল সাহেব
১৮৫৪ অব্দের ১৮ আইনের ৩৩ ধারানুসারে
ছাপরাপুরে রেইলওয়ে ঘড়ি মকদ্দমা গ্রহণ
করিতে পারিবেন।

২৪ পরগনার সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট
এচ, বি, এচ, রবার্টস সাহেব পূর্ণিয়াতে বদলি
হইবেন।

—:—
আমাদিগের কোর্টটিস্থ সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেন।

১। হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রথমে নিজ
পরিবারের তৎপরে সাধ্যানুসারে স্বকীয় গ্রামের
উন্নতিবিধানে যত্ন করা কর্তব্য। ইহার পর পর
স্বকীয় দেশের ত্রীবৃদ্ধিসাধনও কর্তব্য বটে; কিন্তু
স্বকীয় পরিবার ও স্বীয় গ্রামবাসী জাতবর্গের
কোন উন্নতি সাধন না করিয়া দূরবর্তী অপরি-
জ্ঞানের উপকার ও মঙ্গলসাধনে তৎপর থাকিলে
স্বকীয় জমির নিকট অকৃতজ্ঞ হইতে হয়। অতএব
আমরা এতৎসম্বন্ধে একটী উদাহরণ প্রদর্শন
করিতেছি। অত্রস্থ হস্ত পরিবারসমূহ ত বান
শশিভূষণ দত্ত ও বাবু দ্বারকানাথ দত্ত মহাশয়
দ্বয় শিক্ষিত হইয়া অনেক দিন যাবৎ বিদেশে
থাকিয়া বিলক্ষণ অর্থ উপার্জন করিতেছেন।
শশি বাবু নিম্ন আসামের ডিপুটি ইনস্পেক্টরের
এবং দ্বারিক বাবু উত্তর পূর্ব বিভাগের ইনস্পে
ক্টরী আফিসের হেড ক্লার্কের পদে নিযুক্ত
আছেন। লোকপরম্পরায় শুনা যায়, তাঁহারা
আসাম অঞ্চলে বিদ্যালয়স্থাপন প্রকৃতি বিবিধ
হিতকর কার্যে যে প্রকারেই হউক উৎসাহ
হিতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু কি
অশ্রদ্ধ এ পর্যন্ত আমরা ইহাদিগকে নিজ
গ্রামের হিতোদ্দেশে একটী পরসংক্রমণ বা
করিতে দেখিলাম না।

২। এবার চাকাত্তে ৮ ব্যক্তি মোক্তারি পরী
ক্ষায় কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছেন।

৩। শুনিয়া রাখিত হইলাম, কস বাগ্রাম নি
বাসী কতকগুলি অর্ধাটী কুসংস্কারবিষ্ট লোক
তত্রস্থ লোকের উচ্ছেদ পক্ষে চেষ্টা করিতেছে।
আমরা কালের পণ্ডিত বাবু নিত্যানন্দ চক্রবর্তী

মহাশয়কে বল, তিনি এ বিষয় কর্তৃপক্ষ
আপন করুন।

৪। প্রায় মাসেক কাল যাবৎ নুবাগঞ্জ
নেব অন্তর্গত স্থানসমূহে চৌধুরীর অত্যন্ত
ভাব দৃষ্ট হইতেছে। প্রায় প্রতি দিনই চৌ
ধুরী হইয়া থাকে। এ পর্যন্ত আমরা অনেক
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুরিব সংবাদ অবগত হইয়াছি, নি
বাস্তবাবিবেচনায় এ স্থলে তৎসমু
উল্লেখ বিরত রহিলাম। কেবল একটী
বিষয় লিখিলাম। ও দিন পারাগী নামক
এক ব্যক্তির বাটিতে রাত্রিযোগে কয়েক
প্রবেশপূর্বক একটী স্ত্রীলোকের উপর সম
অত্যাচার করিয়া নগদ ও জিনিষ প্রায়
শত টাকা অপহরণ করিয়া লইয়াছে। শুনি
পুলিশ অনুসন্ধানে যাইয়া মালসহ
ব্যক্তিকে পূত করিয়াছেন।

—:—
আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেন।

২১ এ আগষ্ট শুক্রবার বেলা দুইপ্রহরের
গাজিপুরের নিকটবর্তী পিথাপুর নামক
স্থানকা বন হইয়া গিয়াছে। ঐ স্থানকা দ
এখনকার, মাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছা
খানিত হইয়াছিল। অবগত হইলাম, ম
শুভ ও ইন্দ্র লাল। প্রায় এক মাস
আমরা কৃতবপুর্বে একরূপ অদুত
বিষয় সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম।
আমরা এখান হইতেও কাশীমবাজার
রাণী স্বর্নময়ীর শশসৌভাগ্য আশ্রয় করিতে
তিনি সংপ্রতি এখনকার ভিক্টোরিয়া
এক দারে ৩০০ টাকা দান করিয়াছেন।
ময়ী রাণী স্বর্নময়ী এক বাবে চারিশত টাকা
দান, যদি কিছু মাসিক চাঁদা দিতেন,
তহলে বন্যসমূহীর অপেক্ষাকৃত উপকার হই
কার্যস্থ বিদ্যালয়বাসী রাজা দেবনারায়ণ
একরূপ উপরি উক্ত বিদ্যালয়সমূহে মাসিক
৩০০ টাকা চাঁদা দিতেন। অশ্রদ্ধেশীয়ে
শালী ব্যক্তিগণ একরূপ শুভকর কার্যে
দেবনারায়ণ সাহেব এবং রাণী স্বর্নময়ীর অনু
বোধ না করেন?

এখনকার অধিবাসিগণের মধ্যে চৌ
মিউনিসিপাল কর্তার নিঃসৃত করবার অ
হইতেছে। গত কল্য উক্ত করদয় প্রবর্তিত
ব্যক্তি অভিপ্রায়ে এক সভা হইয়াছিল।
লজ্জাগণ নানা কারণবশতঃ কিছু স্থির ক
পারেন নাই। শুনিতেছি, আগামী সোম

এক সত্য হইবে । তাহাতে বৈরাগ্য পদ্ধতি
স্থিত হয়, পরে জানাইব ।

স্বাভিপুরের ৭ জোন দক্ষিণ জম্মিনিয়া গ্রামে
ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির একটি
ডা আছে । তথায় রেলওয়ের যাত্রীগণের
গমনের নিমিত্ত কতকগুলি একা ও
গাড়ি প্রস্তুত থাকে । তন্মধ্যে তাহাদের
প্রায়ে অধিক কষ্ট ও ব্যয় হয় । গবর্নমেন্ট
বহুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত এখান হইতে
সাপোর্ট ট্রাক সন ইঞ্জিন চালাইবার
প্রায় করিয়াছেন । তদ্ব্যতীত রাস্তা এবং
ন্য উপকরণ প্রস্তুত হইতেছে । বোধ হয়,
এক বৎসরের মধ্যে গাড়ি চলিবে । তাহা
যাত্রীগণ একা আরোহণরূপ দুঃসহ যন্ত্রণা
পরিত্রাণ পাইবেন ।

নারুক্টি নিবন্ধন এ প্রদেশের শস্যের
ক্ষতি হইয়াছে । দ্রব্যাদি ক্রমশঃ এখানে
হইয়া উঠিতেছে । এক মাস পূর্বে যে
১১ সের দরে বিক্রীত হইয়াছিল, তাহা
১০ সের করিয়া লইতে হইতেছে । যদ্যপি
কিছু দিন দ্রব্যাদি এই অবস্থায় থাকে, তাহা
যে সাধারণের অত্যন্ত কষ্ট হইবে,
ত সংশয় নাই ।

ই আশ্র

১৬৮



আমাদিগের কাশীস্থ সংবাদদাতা-
গণাছেন ।

কালেক্টর আফিসের একজন কর্মচারী
খানি আল 'নাউচার' প্রস্তুত করিয়া
সাহেবের আমানত টাকা হঠাৎ ১৪০০০
বাহির করিয়া লয় । সশ্রমে বিচার হইয়া
১২ বৎসর কারাবাস ও ৬ সংস্র টাকা
দণ্ডের আক্সা হইয়াছে ।

গাওঘাট স্টেশনে জম্বুতলাল ঘোষ নামক
৭ বৎসরবয়স্ক একটি বালক কয়েক জন
নিকট 'তোমরা ভিডের ভিতরে গয়
আমতে পারিবে না, আমি বড় বাবু
আমাকে টাকা দাও তোমাদিগকে টিকিট
দিতেছি ।' এই বলিয়া টাকা
পলায়ন করে । পশ্চাৎ ২৮ এ আগষ্ট শুক্র
সন্ধ্যাকালে কোন বাতাসমালায়ে পুলিশ
যুত হইয়া ফৌজদারিতে নীত হয় । ২ রা
ধর বুধবারে মাজিস্ট্রেট সাহেবের বিচারে
৪ মাস নির্যাদ হইয়াছে ।

আমরা শুনিয়া যার পর নাই আশ্চরিত
হইলাম যে, বলিচ পুরের হত্যাকারীরা ধৃত হই
য়াছে । হত্যাকারীদের মধ্যে এক জন এতদে
শীয় মুসলমান আর ছই জন নাবিক আছে ।
পুলিশ যে ছই ব্যক্তিরে পূর্বে হত্যাকারী বলিয়া
পরিচয় লইয়া গিয়াছিলেন তাহারা নিকৃতি প্রাপ্ত
হইয়াছে । মকদ্দমা সেশনে অর্পিত হইয়াছে ।

৪ টা সেপ্টেম্বর }
১৮৬৮ } বারানসী ।



আমাদিগের মজঃফরপুরস্থ সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেন ।

কয়েক দিবস হইল, এখানে কিছুমাত্র
বৃষ্টিপাত হয় নাই । অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ
হইতেছে । ফলতঃ এবার এখানে বৃষ্টির ভাগ
অল্প । সকল জলই বাঙ্গলাদেশে বর্ষিত হইল ।।।

২ । সাতিশয় সন্তোষের সহিত প্রকাশ করি
তেছি, মজঃফরপুরের বিজ্ঞানসভার দিন দিন
শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে । সভ্যতার প্রতি এতদঞ্চলের
প্রায় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাহসরাগ দৃষ্টি
পাতিত হইয়াছে । সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ ;
তন্নিমিত্ত আমবা সভার সেক্রেটারি মহাশুভব
ইমদাদালী খাঁ বাহাদুরকে অসংখ্য ধন্যবাদ
প্রদান কবি ।

৩ । গত ৩রা আগষ্টের পত্রিকায় জেলা
ত্রিভুতের দাসক্রয়প্রথা প্রচলিত থাকার বিষয়ে
সভা প্রকাশিত হইয়াছে, উহা সম্যকরূপে জ্ঞাত
হইয়া লিখিত হয় নাই । এক্ষণে অনুসন্ধান
দ্বারা সে সংবাদের সত্যতার বিষয়ে বিলক্ষণ
সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে ।

৪ । অজ্ঞান হইল, এখানে একটি লিখো
গ্রাফি প্রেস আসিয়াছে । ঈশ্বরেচ্ছায় উহার
দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হউক ।



প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু ।

(গ্রাম্য পাঠশালা ও পণ্ডিতগণ) ।

মহাশয় । আজ কাল গ্রাম্য পাঠশালাসমূহের
চর্চনার এক শেষ হইয়া উঠিতেছে । আমাদি
গের গবর্নমেন্ট যেরূপ সাহায্য প্রদান করিতে
ছেন, তাহা করা না করা উভয়ই তুল্য । পণ্ডিত
মহাশয়েরা মাসিক ৫ টাকা করিয়া বেতন পান

এবং কাহার কাহার এই উপজীবিকা হইবে
সেই পরিবার প্রতিপালন করিতে হয় । হই
এই সঙ্গ বেতনদ্বারা হস্তান্তর প্রাপ্তি
সংসার নির্মূহ করা কিরূপ হুঙ্কর পাঠ
একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন । স্কুলের
দিগের বেতন বৎসর ৫০০ ধানে চালে
হওয়াও হুঙ্কর । শুনিলাম অনেক গ্রামে
পণ্ডিতদিগের ভাগে ঘটিয়া উঠে না ।
গের মধ্যে অনেকে তদ্রবংশে অস্বগ্রহণ
ছেন, সুতরাং অন্য কোন নীচ ব্যবসায় অ
করিতে পারেন না, ইহাতেই এক প্রকার
কবিলে নয় বলিয়া) প্রত্যহ বিদ্যালয়ে
আসা করিয়া থাকেন । শিক্ষক মহাশয়
মধ্যে অনেকেই স্কুলে গমন করিয়া ঘরে
নাই, তেল বাড়ান্ড, ময়রার টাকা, র
বেতন ইত্যাদি ভাবিয়াই অধিক সময় অ
হিত করেন । বালকদিগের নিকট এক এক
পাঠ গ্রহণ করিয়া সত্বত তাহাদিগকে
দেন । একরূপ করিলে, কি প্রকারে বিদ্যাল
কার্য চলিতে পারে? গবর্নমেন্ট সকল
মেটেব কর্মচারীদের উৎসাহাথ বেত
করিয়াছেন, কিন্তু এই গোবেচারাদিগের
এত নির্দয় কেন? এই বিষয় আন্দোলন ক
কতবার কত সংবাদপত্রের সম্পাদক ম
চীংকার করিলেন, কতবার উক্ত হত
পণ্ডিতবর্গের আক্ষেপদানি অবগত হইলে
হইল, কখন শুনিলাম ইহাদিগের বেত
হইবে, কখন শুনিলাম হইবে না । মধ্যে
রাছিলাম এই বিষয় লইয়া অনেক বাদ
হইতেছে, বাদান্তবাদই সার । যত না হয়
মঙ্গলের বিষয় । শিক্ষাবিভাগে এতটাকা
ব্যয় কেন? আমরা এক্ষণে গবর্নমেন্টকে
রোধ করিতেছি যে, যাহাতে বিদ্যালয়
থাকে তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন । উপযুক্ত দ
না পাইলে কেহই সন্তুষ্ট হন না, তাহা এ
বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত ।



কৃষ্ণনগর কলেজ ও তাহার নিয়ম ।
কৃষ্ণনগর কলেজের কাৰ্য্য যেখানে
স্থিত হইতেছে, তাহার অন্য অন্য কলে
সহিত তুলনা করিতে হইলে অনেকাংশে
বোধ হয় । যদিও উক্ত কলেজের
পাল সাহেব মহাশয়েরা এই নিয়ম বিদ্যাল
উপকারার্থে করিয়া আসিতেছেন এবং
কলেজের কাৰ্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় বটে,
বালকদিগের ইহা প্রতিপালন করা সময়ে

কষ্টকর হইয়া উঠে। অন্য অন্য কলেজ
কা এখানে ছাত্রদিগের বেতন আদায়ের
টি অপেক্ষাকৃত শক্ত। মাসের প্রথম দিব
বালকদিগের নিকট বেতন লওয়া হয়,
কেন কোন গতিতে দিতে না পারেন,
হইলে প্রত্যেক দিবস দুই আনা করিয়া
মানার সহিত বেতন দিতে হইবে। এই
কি ছাত্রদিগের পক্ষে উচিত? না ইহা
মতে আদায় করা কলেজের ব্যয়সঙ্গত?
না করিয়া দেখিলে দুঃস্থ বিদেশীয় ছাত্র
র সংখ্যাই অধিক। তাঁহাদিগের স্ব স্ব
হইতে মাস মাস আবিশ্যক খরচ আসিয়া
। তাঁহারা মাসান্তে প্রাপ্য টাকার আগমন
কা করিতে থাকেন, যদি কোন গতিতে
না আসে তাহা হইলে লাটের খাজনার
কলেজের বেতন ধার করিয়া দিতে হয়।
তাছাড়া অনেকের ঘটিয়া উঠে না।
এ অগত্যা নিয়মানুসাবে দুই আনা
দিয়া থাকেন। অনেক কলেজে মাসের
পর্যন্ত বেতন আদায়ের নিয়ম আছে।
ন তত দূর না হউক অন্ততঃ ১০ ই পর্যন্ত
লও বালকেরা সুস্থির হইয়া স্ব স্ব বেতন
পারে এবং তাহাতে অধিক কষ্ট করিতে
। গবর্নমেন্টের ইহাতে বিশেষ ক্ষতি
না। তবে ইহা করিবার আপত্তি কি?
। একক দিবস এরূপ প্রবলবেগে বৃষ্টি হই-
, যে তাহাতে কার্ডিকের ঝড়ের অপেক্ষা
প্রয়ের সংখ্যা অধিক হইয়াছে। আশুলি
মধ্যে কয়েকটি রুহং বাগী অবনিসং হইয়া
ক্ষতি হইয়াছে। আশ্বাদের বিষয় এই,
র প্রাণত্যাগ হয় নাই।

ক্রীঃ—

পাঠ করি, আপনার পাঠকবর্গের অনেকেই
টির এটিকিঙ্গন সাহেবের ১৮৬৬। ৬৭
র রিপোর্টের উপলক্ষে ক্রীষ্ণুজ্ঞ গ্রে সাহেব
মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া
বেন। উহা ছুতপূর্ব ইনস্পেক্টর ও বর্ড-
নিয়র সেক্রেটারি হারিসন সাহেবের উক্ত
হারিসন সাহেবের শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক
জানা আছে। অতএব তিনি ডিরেক্টরের
প্রণালীর যে দোষ গুণপ্রকাশে সমর্থ হই
তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু
ক বিষয়ে তাঁহার ভ্রমও দৃষ্ট হইল। আমি
যয় কিঞ্চিৎ লিখিয়া আপনার নিকট প্রেরণ
তাই।

হারিসন সাহেব প্রত্যেক স্থানেরই ব্যয়
বৃদ্ধির বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু
তাহার কারণ কি তাহার ভাল অনুসন্ধান করেন
নাই। প্রথমতঃ কলেজের অধ্যাপকদিগের
বেতন বৃদ্ধি হওয়াতে যে প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষার
ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে, অথচ অধ্যাপনার কোন
সুপ্রণালী হয় নাই, তাহা অনেকেরই বিলক্ষণ
জানা আছে বটে; কিন্তু কেহই তাহা ধর্মব্য
করেন না। শিক্ষকদিগের যে বেতনবৃদ্ধি হয়,
তাহাতে আমাদিগের কোন আপত্তি নাই।
কিন্তু “গাধা পিটিয়া ঘোড়া করা” আমাদি
গের অনুমোদনীয় নয়। যে স্কুলে শিক্ষক ৩০০।
৪০০ টাকায় বিলক্ষণ ভুষ্ট ছিলেন। এক্ষণে
তাঁহাদিগকে চতুর্গুণ বেতন দেওয়া হইতেছে।
এ বিষয়ে গ্রে সাহেব যে দুঃখপ্রকাশ করিয়া
ছেন, তাহাতে আমাদিগের হাস্য আইসে।
অধিক “মূল্যে গরদা মাল কিনিলে পরে পস্তা
ইতে হয়।”

হারিসন সাহেব লিখিয়াছেন যে, প্রথম
শ্রেণী স্কুল ও তাহার ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি চই
য়াছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণী স্কুল ও তাহার
বালকসংখ্যার হ্রাস হইতেছে। ইহা দেখিয়া
তিনি ভাবিয়াছেন যে, কেবল বাঙ্গলা শিক্ষাপ
যোগী স্কুলের প্রতি মনোযোগ না করিয়া এবং
উৎকৃষ্ট ইংরাজী শিক্ষাপযোগী স্কুলের প্রতি
অনাদর করিয়া মধ্যবিদ্য শিক্ষা দেওয়ার
জন্য দ্বিতীয় শ্রেণী স্কুলের উৎসাহ দেওয়া চই
তেছে। এটি নিতান্ত ভ্রম। পল্লীগ্রামস্থ দরিদ্র
বালকদিগের পক্ষে এই প্রকার স্কুল অতিশয়
হিতকর। প্রথমতঃ তাহাদিগকে নগরে বহু দায়
এবং পিতা মাতার চক্ষুর অগোচরে থাকিতে
হয় না। দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কুলে অধ্য
য়ন করিলে মাইনর স্কলারশিপ পাইবার তরসা
থাকে। এইসকল বিবেচনা করিলে হারিসন
সাহেব বিলক্ষণ বুঝিবেন যে দ্বিতীয় শ্রেণীর
স্কুলের উৎসাহ দিলে দেশের মঙ্গল।

বালিকাবিদ্যালয় উপলক্ষে ক্রীষ্ণুজ্ঞ গ্রে
সাহেব লিখিয়াছেন যে, যদিচ ব্যয়বৃদ্ধি হই
য়াছে, তথাপি এ বিষয়ে কোনপ্রকার উৎসাহ
দেওয়া কর্তব্য। বালিকাবিদ্যালয় যত অধিক
হয় ততই ভাল; কিন্তু যে যে স্কুলে বালক
বিদ্যালয় নাই অথবা উৎকৃষ্টরূপে পুরুষের
শিক্ষা হয় না, তথায় বালিকাদিগের নিমিত্ত ব্যয়
করা বিকল। আমি আসামে যেপ্রকার বালিকা
বিদ্যালয় দেখিতেছি, তাহার অবস্থা মনে করিলে
বেদ হয় যে, অন্য স্থানে যাহাই হউক, এখানে

বালিকা বিদ্যালয়ের নিমিত্ত ব্যয় না করি
বালকদিগের উন্নতিসাধন করাই কর্তব্য।

আমাদিগের কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য যে, দেশ
দরিদ্রসন্তানেরা কোন প্রকারে শিক্ষা গ্র
হয়। কিন্তু কেহই বিবেচনা করেন না যে, ই
তাঁহাদিগের সাধ্যাধীন কি না। লেখা
শিক্ষা করিবার অবসর সবিশেষ আবশ্য
কিন্তু ধন না থাকিলে অবসর কি প্রকারে হই
পারে। যাহারা কোন প্রকারে কার্যক্ষম হই
গৃহকর্ম করিতে বাধ্য হইয়া, তাহারা যে লে
পড়া শিখিবার সময় পাইবে, তাহা কোন প্র
রেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইংরাজেরা বিবে
করেন না যে, তাঁহাদিগের দেশে যে উন্নতি
৫ শত বৎসরে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা এদে
একবারে কিরূপে হইবে। রাজার চেঁচা
যদি দেশের উন্নতি হইত, তাহা হইলে এত
পৃথিবী স্বর্গভূমি হইত। কোন কোন অদূর
সাহেব বিবেচনা করেন যে, নিম্ন শ্রেণীর লোক
শিক্ষা পাইলেই দেশের উন্নতি হইবে; কি
আমরা এ পর্যন্ত কোন দেশের এরূপ কথা
নাই যে, এই উপায়ে উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে

৫। গ্রে সাহেব লিখিয়াছেন, ব্যয়সং
করিবার তিনটি উপায় আছে। (১) ধন
গকে এই প্রকার উপদেশ দেওয়া কর্তব্য।
তাঁহারা প্রধান প্রধান কর্ম পাইবেন, অত
তাঁহাদিগের শিক্ষার ব্যয় তাঁহারাই নি
করুন। (২) তাহার নিম্নশ্রেণী লোক
কেও এই প্রকার পরামর্শ দেওয়া কর্তব্য। (৩)
কেবল দরিদ্রদিগকে রাজকোষ হইতে ব্যয়
শিক্ষা দেওয়া উচিত। এটি শুনিতে
বটে; কিন্তু কার্যে পরিণত করা সহজ
অনেকেই বিবেচনা করেন যে, মিত্র ঘোষ
পাধ্যায় নামধারীনারাই বুঝি ধনী। ই
“তদ্রূপ কুলোত্তম বটেন; কিন্তু অনেকে
পর নাই নির্জন। কেবল জাত্যন্তরোপে ইহ
নীচ ব্যবসায় করেন না। নচেৎ অন্যান্য
এই অবস্থায় মনুষ্যেরা ইতর কর্ম করিয়া থাক
এদেশে যদি প্রকৃত ধনী সংখ্যা করা
অতি অল্পমাত্র প্রকৃত ধনী নয়নগোচর হন।

গোহাটী
৩০ এ আগষ্ট
১৮৬৭।

ক্রীঃ

—:—

মহাশয়! জেলা আদালতের অবনাতন
রপতিগণের অনেকের একটা মহৎ রোগ
হয়। মকদ্দমার দোষ গুণের প্রমাণাদি এ

পক্ষের উকীলগণের তর্ক বিতর্ক শেষ হইয়া
সেই দিবস বা তাহার পর দিবসও বিচার
র অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় না। কখন কখন দশ
দিন কখন বা অধিক বিলম্ব হইয়া যায়।
বন্ধন অর্থাৎ প্রত্যক্ষীকে কতদূর কষ্ট সহ্য
তে হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।
কোন মকদ্দমায় এমনও ঘটয়া থাকে যে,
প্রথম প্রবেশকালে বিচারকের তর্কের ভাব
তে অধীর উকীল মনে করিলেন যে অধীর
হইবে; কিন্তু এক সপ্তাহ পরে হটক, বা
সপ্তাহ পরে হটক, রায় প্রকাশ হইলে
লেন যে, তাহার (উকীলের) আশাশুভা
ভী হয় নাই। তাহার অধিকতর ক্ষোভের
এই যে, রায়ের বিরুদ্ধে একটীও তর্ক করি
সময় পাইলেন না। নীরব থাকিতে না
যা যদি কোন কথা কহিয়া ফেলেন তৎ-
আপীল করিবার উপদেশ প্রাপ্ত হন।
স্বীকার করি, ১৮-৫৯ সালের ৮ আইনের
ধারাসারে বিচারপতিগণ মকদ্দমার প্রমা
গ্রহণ করিয়া "অবিলম্বে কিংবা অন্য
দিন" আপনাদের অভিপ্রায় প্রকাশ
ত পারেন। কিন্তু "অন্য কোন দিন"
ল পক্ষান্ত বা মাসান্ত ভিন্ন কি আর কিছু
না? এক বা দুই দিনের অবসর কি
প্ত নয়? যেসকল মকদ্দমা সহজে বোধ
না হয়, তাহারই মীমাংসাতে ঐরূপ বিল
আবশ্যকতা হয়। সামান্য মকদ্দমাগুলি
কন "অবিলম্বে" নিষ্পত্তি না হয়, তাহা
র অজ্ঞাতনম বুঝিতে আসিল না। মকদ্দমা
নস্তর স্বকীয় অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ না
ল বিচারপতির পক্ষেও অনেক অসুবিধা
য় সম্ভাবনা। উত্তরপক্ষীয় উকীলগণের
প্রবেশকালে অভিযোগসংক্রান্ত আত্মল
তাঁহার মনোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং
অধীর দোষ কি প্রত্যক্ষীর দোষ বিলক্ষণ
বিবেচনা করিতে পারেন। দুই চারি দিন
নিষ্পত্তিপত্র লিখিতে হইলে প্রথমতঃ
মার অবস্থা স্মরণ করিবার চেষ্টাজন্য
লইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ এইরূপে স্মরণ
ত পারিলেও স্বামী বা প্রতিবাদীর পক্ষের
ল কোন কারণ তাঁহার স্মৃতিপথের দূরবস্তী
তে পারে। অতএব এ অবস্থায় যে বিচার
তাহা কত দূর ন্যায্যসঙ্গত পাঠকগণ
গাসে বুঝিয়া লইবেন। ব্যবস্থাপক মহাশ
৮ আইনে মকদ্দমা নিষ্পত্তির দিই নির্দিষ্ট
বার নিয়ম করিয়া অর্থাৎ প্রত্যক্ষী উত্তরপ
র অনেক প্রতি হইবার উপায় করিয়া

দিয়াছেন; কিন্তু বিচারপতি মহাশয়দিগের
প্রসাদে উত্তরোত্তর এই ক্রমের বৃদ্ধি হইতেছে।

২৩ এ ডিসেম্বর } কস্যচিৎ
১২৭৫ } জমদগনিঃ ।

—:—

মহাশয়! কোলীনাপ্রথা প্রচলিত থাকিতে
দিন দিন যে, কত অমঙ্গল হইতেছে, তাহা
লিখিয়া শেষ করা যায় না। ইতিমধ্যে আমা
দিগের এখানে একটী বিংশতিবর্ষীয় যুবতীর
সহিত এক জন সপ্ততিবর্ষীয় পাত্রের উদ্বাহবন্ধন
সংঘটিত হইয়াছে। পাণ্ডীটি অতিশয় রূপলাবণ্য
বতী; কিন্তু তাহার পিতামহসমবয়স্ক তর্জার
সৌন্দর্য্য এবং গুণের কথা বলিয়া শেষ করা
যায় না। সমস্ত গাত্র দক্ষ এবং শ্বেতবর্ণ লোম
পরিব্যাপ্ত। মুখখানি দেখিলে হরিতকি উড়িয়া
যায়। আমরা শুনিলাম, যেসমস্ত স্ত্রীলোক
আপনাদিগের শিশু সন্তানদিগকে ক্রোড়ে লইয়া
বিবাহ দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের
ক্রোড়স্থিত সে শিশুগণ বরপাত্রকে দেখিবামাত্র
উচ্চৈঃস্বরে "মা মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া
উঠিয়াছিল। বরপাত্রকে বরযাত্রীর জন্য অধিক
কষ্ট পাইতে হয় নাই। দৌহিত্র, পৌত্র, ভ্রাতৃ-
পুত্র এবং ঘটকগণা সে কার্য সম্পন্ন
হইয়া গিয়াছে। তাহা কি পরিতাপ!! এই
অবলাব কি ছরদুষ্ট! অথবা তাহার
অদৃষ্টেরই বা দোষ কি? কেবল একমাত্র
কোলীনাপ্রথা—যে এই সমস্ত অনিষ্টের আকর
তাহা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন?

এবার এখানে বর্ধীর অতিশয় প্রাহুর্ভাব
দেখা যাইতেছে। আউস ধান্য একবারে বিনষ্ট
হইয়াছে। আমন ধান্যও যে হইবে সে আশাও
নাই। আবার বুদ্ধি হ্রাসিত দেখা দেন। তাহা
হইলে এ বার দরিদ্র প্রজাদিগের নিশ্চয় মৃত্যু।

গোপালী দুর্গ পুর } আপনার বশব্দ
২ রা সেপ্টেম্বর } জীঃ—
১৮৬৮

—:—

মূল্য প্রাপ্তি ।

- শ্রীযুক্ত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায় ডিহিরি ৩৫০
- ১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বর
- " " গুরুদাস ঘর গণকর
- ১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে ৬৯ আগষ্ট ১৩
- " " গৌরীবল্লভ শর্মা দিক্ৰগড়
- ১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে ৬৯ ফেব্রুয়ারি ৭
- " " চন্দ্রকুমার রায় নড়াইল

১২৭৫ ডায় হইতে ৭৩ আবেশ
শ্রীযুক্ত দুর্জয়মতিউল্লাহ রঙ্গপুর (২ কাগজ) ১

—:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি
বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
বাণ্যাসিক ৫৫০ টাকা; মফস্বলে ডাকম
সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং ট
সিক ৩৫০। তিন মাসের স্থানে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। ছত্তি, বরাতি চিঠি,
অড'র, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন
যাহাতে বঁাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই ট
ধারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

বঁাহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তা
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মু
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রক
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি ক
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে প
ইয়া দেন।

বঁাহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, এক মাসপূর্বে তাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং প
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

বঁাহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
ফরিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হই
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
বেন, তাঁহার সচিত্র স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
চালতিপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বি
ভূষণের বাসিতে প্রতি সোমবার প্রাতঃ
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ।

৪৬ সংখ্যা।

“ প্রবর্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিমহতী ন হীযতাং । ”

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
ম বাধ্যাসিক ৫৫ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫ । ৬ই আশ্বিন। ১৮৬৮। ২১এ সেপ্টেম্বর

মফসলে মাসুলসমেত অি এম বা
বাধ্যাসিক ৭. ও টেক্সাসিক ৩৫.

বিজ্ঞাপন।

পুনঃ প্রাপ্ত নোট।

নিম্নলিখিত অপহৃত অর্ধ ও পূর্ণ নোটগুলি
পাওয়া গিয়াছে। নোটের অধিকারিগণকে
জানান বাইতেছে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট
আবেদন করিবেন।

সংখ্যা	মূল্য	পূর্ণ অথবা অর্ধ
৮৬৬৫৮	১০০	অর্ধ নোট
৮৯৪৪৪	৫০	"
৬৪৬৯০	২০	"
১০২৯৬	২০	"
৪৬৪৫২	২০	"
৮৯৯৩৭	২০	"
৩৫০৭৪	২০	"
৯৯৬৬২	২০	"
০১৭৫৫	২০	ভিজিগা- পেটাম
০১৭৫৪	২০	নোটস।
০৭৭৭০	১০	"
০৩৩৬১	১০	"
৬০৪৬৬	১০	পূর্ণ
৪৮৭২৯	১০	অর্ধ নোট
১৬৮৫৫	১০	"
৮২৮২১	১০	"
০৮২৬৯	১০	"
৩৫৪০১	১০	"
৪৮৮৪২	১০	"
৩৭৮৯৬	১০	"
৩৯৮৫৭	১০	"

৬১	৯২১০৩	১০	"
৬১	৯২১০১	১০	"
৬১	৯২১০২	১০	"
৬১	৫৪১১৫	১০	"
৬৮	৮৯০০৭	১০০	"
৬৮	৮৪৮৬৯	১০০	"

কলিকাতা
পোস্ট অফিস
১৩ ই আগষ্ট
১৮৬৮।

—:—

ইন্দুপ্রভা নাটক।

ষ্ট্যানহোপ মন্ডালয়ে এবং চীনা
পটোলডাঙ্গা ও জোড়াসাঁকোর পুস্তক
পাওয়া যায়। মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপ
কলিকাতা বাগবা

—:—

১৮৬৯ অকের ইংরাজী এন্ট্রাস কে
নোটবুক, প্রথম ভাগ পোইট্রী, টে নিং
ডেমির ভূতপূর্কি হেড মার্টিব এইচ. দত্ত বি
কর্তৃক প্রণীত, ৫৮। ৫ গিরিশবিদ্যার
এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।
১ টাকা।

—:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম
বিদ্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তক
/০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অ
টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার
পাইবেন।

প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য (নগদ) ৥০
এই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় সর্গপর্নান্ত
সংখ্যা নাগরাকরে রামানুজের টীকা ও
লা অম্বাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
ত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহে-
তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে
ত করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১০
অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচা
হইবে। মূল্য ৥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক
ভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে
প্রকাশ যন্ত্রে পত্র লিখিবেন।
প্রাথমিক
১২৭৫
সাক্ষরমাজ } শ্রীচেমচন্দ্র ভট্টাচার্য।

—:—

কলিকাতা নিমতলা ঘাট স্ট্রীট ৬২ সংখ্যক
সংবাদ জানরস্বাকর যন্ত্রে সাহিত্যদর্পণ
ত হইতেছে। এহবার্ধিগণ পত্রাদি লিখিয়া
ক প্রণীত হইলে ১ এক টাকা মূল্যে
ক প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীকুবনচন্দ্র বসাক।

—:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাগী ওদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।
উপরি উক্ত বাগান ও বাগী যাঁহারা ক্রয়
ত অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষ
ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।
মিলেগুয়ার্স আরবো-
খনট এবং কোং

পূর্ণ উপাখ্যান অর্থাৎ সক্রিয়রকৃত নাট
 আনুবাদ ২৥
 ভাগবত ১ ম অর্থাৎ ১২ স্কন্ধ বাৎ ৮
 ঐতিহাসিক বিবরণ সম্পূর্ণ ৮
 আনুবাদসাময়ক এই খণ্ডে সম্পূর্ণ ৫
 ঐতিহাসিক গ্রন্থ সিদ্ধবীরা পতী ৮
 বাবু কাশীনাথ মল্লিকের প্রথমে উত্তম ৮
 দ্বারা রচিত লিখিত ২৩
 আনুবাদসাময়ক পত্রিকা বার্ষিক ৩
 কৃষ্ণ বিলাস বাহাতে গোপালভাঁড়ের ১
 গুল সম্পূর্ণ আছে ১
 বঙ্গদেশ টেমিনি ভারত হইতে ১
 কৃত চূড়ামণি অর্থাৎ রক্ষা নির্ণয় ১৥
 পাণ্ডব কাব্য ৬
 জ্ঞান কাব্য ৬
 কৃষ্ণনা কাব্য ১
 ভ্রমর বদ নাটক ১০
 দশ শিশুর বিবরণ ৬
 হস্তমা গদ্য কাব্য ১
 গীতবিরোগ নাটক ২
 তিল গাইড মাসমেন সাহেব কৃত ১০
 যগন্ধা উপাখ্যান ৬
 মদনালী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত ১৬
 দাচোদ্ধার ১
 তপ্রভা ১
 লাস বাৎ ৮ খনি মাল গণেশচন্দ্র ৩
 কৃত ৩
 স্বদেশ পৃথিবীর মানচিত্র ৫
 রত্নবর্ণ মাল্য দেবদাস অক্ষয় ৭
 তি শকা ৬
 বর শোভালী গদ্যপদ্য পারসীক ১৥
 আর সম্ভব সংস্কৃত হইতে পদ্য আনুবাদ ১
 রত্নবর্ণের ইতিহাস কেদারনাথ দাসকৃত ১
 গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত ২
 তৎসারসংগ্রহ ১
 চীন ইতিহাস সমুদয় ১
 মাস মেন সাহেবকৃত দুই খণ্ড ২
 ট্যে পরিশিষ্ট নাটক ১
 প্রত্নমঞ্জরী ১৥
 কল্পকল্প পরিশিষ্ট ২৫
 বাতা জোড়া- } ক্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
 ৩৫ নং } নগদ বিক্রেতা ।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে ।

কারাগোলা ঘাটে রেলওয়ের সর্বত্র
 রপ্তানির নিমিত্ত মাল লওয়া
 যাইবে ।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
 তেছে যে, যখন কারাগোলা ঘাটে পারাপারের
 ক্রিমার থাকিবে তখন ঐ ক্রিমারে রেলওয়ের
 সর্বত্র রপ্তানির নিমিত্ত সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি লইতে
 ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোং প্রস্তুত আছেন ।

রেলওয়ে দ্রব্যাদি পাঠাইবার ভাড়া অমু-
 সারে ভাড়া লওয়া হইবে । কেবল ক্রিমার হইতে
 সাহেবগঞ্জ ষ্টেশনে লইয়া যাইবার নিমিত্ত
 বেঝাই খরচা ও ভাড়া প্রতি মনে এক
 আনার হিসাবে অধিক লওয়া যাইবে । যে
 ষ্টেশনে দ্রব্যাদি রপ্তানি হইবে সেই ষ্টেশনে
 সমুদায় দিলেও চলিবে ।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে
 হাউস এজেন্সি বোর্ড
 কালকাতা ৭ ই
 সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ ।

সিসিল চিফেন্সন
 এজেন্সি বোর্ড ।

—:—

পুরাণ প্রকাশ ।

বিষ্ণু পুরাণ ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড
 ৮ পৃষ্ঠা (অগ্রিম মূল্য) ১০ ।

যিনি গ্রন্থাভিলাষী হইবেন তিনি ভূজাপুর
 আমতর ষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্য প্রকাশ
 যন্ত্রে অথবা কালকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে
 শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত
 খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন । অগ্রিম
 না পাঠিলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার
 নিয়ম নাই হইত ।

—:—

বিক্রয়ার্থ ।

শঙ্করকল্পক্রম অভিজ্ঞান । সর রাজা রাধা-
 কান্ত দেব বাহাদুরের কৃত । উত্তমরূপে সোণ
 দিয়া মুতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা ।

শ্রীমানন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ ।

—:—

হোমিওপেথিক চিকিৎসা, প্রথম সংখ্যা,
 আমরক, মূল্য চারি
 আনামাত্র ।

কলিকাতার চোরবাগানে জুলুক প্রেসে

ঠনঠনিয়ার সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে এ
 লালবাজারে বেরিনী কোম্পানির হোমি
 পেথিক কারমেশীতে পাওয়া যায় ।

—:—

পুনঃ প্রাপ্ত নোট ।

যে ব্যক্তি ১৮৬৮ সালের ৮ ই আগষ্ট প
 মধ্যে পাটনার ডাকঘোষে নিম্নলিখিত নো
 সকল পাঠাইয়াছেন, তিনি নিম্নলিখিত
 কারীর নিকট সবিশেষ লিখিয়া পাঠাইবেন ।

এ ৮৯০০৭ নং ১০০ টাকার
 এ ৮৪৮৬৯ নং ১০০

ডবলিউ, এইচ, ম্যাগোয়ান ।
 কলিকাতার পোষ্টমাষ্টার ।

—:—

শিক্ষক ব্যক্তিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা
 অর্থাৎ ।

ইউরোপীয় স্বরলিপি সম্বলিত সেতা
 বেহালা, এস্‌রাজ, বংশী, হার্মোনিয়ম ও গা
 প্রভৃতি লিখিবাব সহজ উপায় ; মূল্য ৩ তি
 টাকা । লালদীঘীর পূর্ণ পার্শ্ব দে কোম্পানি
 ও ঠনঠনিয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রী
 হইতেছে ।

কলিকাতা } শ্রীমহেশনাথ চট্টোপাধ্যায়
 ৩ বা সেপ্টেম্বর } পটোনডাখা পোটেটো
 ১৮৮৮ : } লেন ।

—:—

বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী ফোর্ট উইলিয়
 মর্গের অধীন হাইকোর্ট অব জুডিকেল
 ট্রেস্টমেন্টারি ও ইনটেস্টেট বহরিশ ডিক
 হইতে কলিকাতানিবাসী জমীদার মৃত অন
 বল প্রমথকুমার ঠাকুর সি, এস, আই, মহাশয়ে
 লাষ্ট উইল ও ট্রেস্টমেন্টের ও চাই কার্ডসিনে
 প্রবেট, উক্ত মৃত ব্যক্তির লাষ্ট উইল ও ট
 মেন্টের লিখিত তিন জন একজাকউটর ক
 কাতা নিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শ্রী
 শ্রীমোহন ঠাকুর ও শ্রীহর্গপ্রসাদ মুখোপা
 ধ্যায়কে অধ্য দেওয়া হইল । অতএব ষাঁহা
 উক্ত মৃত ব্যক্তির প্রতি কোনপ্রকার দা
 রাখেন, তাহার উক্ত একজিকিউটারদিগে
 নিকট তাহা সত্তর জানাইবেন এবং ষাঁহা
 তাহার নিকট স্বী থাকেন, তাহার উক্ত এক
 কিউটারদিগের নিকট অবিলম্বে আপন আপ
 ষণ পরিশোধ করিবেন ।

কলিকাতা } হ্যাচ এবং হাইল
 ৭ ই সেপ্টেম্বর } প্রকটরস ।
 ১৮৮৮ ।

—:—

ইফ ইটয়া রেলওয়ে।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৬৮ সালের ১ লা অক্টোবর তারিখে এবং তদবধি ২০ ইনডেন্ট ওয়েটে মোট ওজনের এক টন হবে অথবা প্রত্যেক গাড়ির ওজন পরিমাণে তুলনা আমদানী করা হইবে ।

নিম্নলিখিত টেবিলে শ্রেণী বিভাগ অনুসারে হাওড়ার আমিবাব ভাড়া দর্শান যাটতেছে ।

ক্র.সং.	স্থান	প্রত্যেক টনে প্রত্যেক গাইটে	যে তুলনা ২০ পাউন্ড কিসিয়া এক কিউবিক ফুট কিউবিক ফুট হইয়াছে অথবা যাত্রার ২০০ পাউন্ড পরিমিত এক গাইট কিসিয়া ১৫ কিউবিক ফুটের অতিরিক্ত হইয়াছে			যে তুলনা ২০ পাউন্ড কিসিয়া এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে, অথবা যাত্রার ২০০ পাউন্ড পরি মিত এক গাইট কিসিয়া সঙ্গে এক গাইট কিসিয়া র অনধিক হইয়াছে ।			যে তুলনা ২০ পাউন্ড কিসিয়া এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে অথবা যাত্রার ২০০ পাউন্ড পরি মিত এক গাইট কিসিয়া ১৫ কিউবিক ফুটের অতিরিক্ত হইয়াছে ।			যে তুলনা ২০ পাউন্ড কিসিয়া এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে, তথবা যাত্রার ২০০ পাউন্ড পরি মিত এক গাইট কিসিয়া ১৫ কিউবিক ফুটের অতিরিক্ত হইয়াছে ।			ওজন ১৩.৬০০ পাউন্ড অধিক হইলে গাড়ি প্রতি ভাড়া ।
			টা.	আ.	পা.	টা.	আ.	পা.	টা.	আ.	পা.	টা.	আ.	পা.	
১৮	দিল্লী ও গাজি য়াবাদ ।	{ প্রত্যেক টনে প্রত্যেক গাইটে	৬০	৬০	০০	৬৭	৬০	০০	৬৮	৬০	০০	৬৯	৬০	০০	৩৬
১৯	খুরজা	{ প্রত্যেক টনে প্রত্যেক গাইটে	৬৭	৬০	০০	৭৪	৬০	০০	৭৫	৬০	০০	৭৬	৬০	০০	৩৪৬
২০	আলিগড়	{ প্রত্যেক টনে প্রত্যেক গাইটে	৭৬	৬০	০০	৮৩	৬০	০০	৮৪	৬০	০০	৮৫	৬০	০০	৩৩৬
২১	হাজরা	{ প্রত্যেক টনে প্রত্যেক গাইটে	৮৪	৬০	০০	৯১	৬০	০০	৯২	৬০	০০	৯৩	৬০	০০	৩২৬
২২	আগরা	{ প্রত্যেক টনে প্রত্যেক গাইটে	৯৩	৬০	০০	১০০	৬০	০০	১০১	৬০	০০	১০২	৬০	০০	৩১৬
২৩	কিরোআবাদ	{ প্রত্যেক টনে প্রত্যেক গাইটে	১০২	৬০	০০	১০৯	৬০	০০	১১০	৬০	০০	১১১	৬০	০০	৩০৬
২৪	শেকোয়াবাদ	{ প্রত্যেক টনে প্রত্যেক গাইটে	১১১	৬০	০০	১১৮	৬০	০০	১১৯	৬০	০০	১২০	৬০	০০	২৯৬
২৫	ইটোয়া	{ প্রত্যেক টনে প্রত্যেক গাইটে	১২০	৬০	০০	১২৭	৬০	০০	১২৮	৬০	০০	১২৯	৬০	০০	২৮৬
২৬	কানপুর	{ প্রত্যেক টনে প্রত্যেক গাইটে	১২৯	৬০	০০	১৩৬	৬০	০০	১৩৭	৬০	০০	১৩৮	৬০	০০	২৭৬
২৭	আলাহাবাদ	{ প্রত্যেক টনে প্রত্যেক গাইটে	১৩৮	৬০	০০	১৪৫	৬০	০০	১৪৬	৬০	০০	১৪৭	৬০	০০	২৬৬
২৮	মুজাপুর	{ প্রত্যেক টনে প্রত্যেক গাইটে	১৪৭	৬০	০০	১৫৪	৬০	০০	১৫৫	৬০	০০	১৫৬	৬০	০০	২৫৬
২৯	বারানসী	{ প্রত্যেক টনে প্রত্যেক গাইটে	১৫৬	৬০	০০	১৬৩	৬০	০০	১৬৪	৬০	০০	১৬৫	৬০	০০	২৪৬
৩০	জুমানিয়া	{ প্রত্যেক টনে প্রত্যেক গাইটে	১৬৫	৬০	০০	১৭২	৬০	০০	১৭৩	৬০	০০	১৭৪	৬০	০০	২৩৬
৩১	পাটনা	{ প্রত্যেক টনে প্রত্যেক গাইটে	১৭৪	৬০	০০	১৮১	৬০	০০	১৮২	৬০	০০	১৮৩	৬০	০০	২২৬

১। প্রত্যেক টনের ভাড়ার পারবর্ষে প্রত্যেক গাইটের ভাড়া লওয়া যাইতে পারে, যদি প্রত্যেক গাইটের মোট ওজন ৩০০ পাউন্ডের অনধিক হয়।
 ২। খোলা তুলার ভাড়া চতুর্থ শ্রেণির প্রবোর ভাড়ার সমান দরা হইবে। কিন্তু এক খনি গাড়ির নিম্নতম ভাড়া প্রত্যেক মাইলে ১০ পদ যাইবে।
 ৩। তুলার প্রত্যেক টনে ১) আনা অথবা গাইট করা এক আনা হিসাবে হাওড়ার টার্মিনাল রেট দিতে হইবে।
 বোড অব এজেন্সি)
 ২৮ এ আগষ্ট ১৮৬৮।)
 সিসিল ডিকেন্সন
 বোড অব এজেন্সি ।

সাবিত্রীচরিত
কাব্য ।

প্রভোলানাথ চক্রবর্তী রচনা ।
মূল্য ১ এং টাকা ।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রস্তুত করা যায় ।

কলিকাতার মানচিত্র মুদ্রিত হইয়া ক্রিয়মাণ
হইবে । (উত্তম বাপাচ) মূল্য ২ টাকা ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন রচনা ।

কলিকাতা নর্ম্যাল স্কুল ।

সোমপ্রকাশ ।

৬ ই আশ্বিন সোমবার ।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে আগামী বার
খুঁজি দুই সপ্তাহ সোমপ্রকাশ বন্ধ
কবে । ইহার জন্ম অবধি এই রীতি
ব্রহ্মত হইয়া আসিয়াছে ।

কলিকাতা গেজেটে হুগলী কৃষ্ণনগর
গোষ্ঠার মিউনিসিপালিটির সংযুক্ত
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে ।
কমিসনরগণ এক কালে সর্বদা ৭১০ টাকা
র টাক্স লইতে আরম্ভ করিয়াছেন ।

স্থাপন ও অত্যাচার দাঁড় না থাকিত
হইলে আমরা রিপোর্টপাঠে সন্তুষ্ট
হইতাম । হুগলীর রিপোর্টটা কংজে
করিতে ততঃ সভাপতি অক্ষয়প

প্রাচীন, কমিসনরগণ মনোপ্রভৃতির
সামান্য জরমানা মাত্র করেন !!
পুলিশ ও কন্সটারবলের বেতনেই
কংজে টাকা নিশ্চিত হইতেছে ।

কোন স্থানে (মার্জেন্ট্রের কাছারির
টে) রাস্তা ও রেলপথে প্রভৃতি হই
ছে । কৃষ্ণনগরের মিউনিসিপালিটির
পার্ট সর্বাপেক্ষা শ্রীতিকর । কমিসনর

কায় বিভাগ করিয়া লইয়াছেন ।
রিণীর জন শুল্ক ও মাল্যপূর্ণ হও
ত কমিসনরগণ খড়েন্দী হইতে একটা
পাল করিয়া সর্বদা পুষ্করিণীর সহিত

গ করিয়া দিতেন । এতদ্বারা
স্থায় উন্নতি হইতেছে । সভাপতি
সাহেব গোব করিয়া কহিয়াছেন,

“ যখন সত্য ও বিদ্যান কমিসনরগণ আছেন
তখন আরও শ্রীবৃদ্ধি হইবে । ” কৃষকদিগকে
দিগের হস্তে তার্পণ করলে যদি
শ্রীবৃদ্ধি না হয়, কাচার হস্তে হইবে? দুঃখের
বিনয় এই সকল স্থানে কৃষকদিগের অব্ধ
ঘণ করা হয় না । হুগলীঅপেক্ষা গোষ্ঠার
কমিসনরগণ অধিক কাজ করিয়াছেন ।
সভাপতি জে এক, শেরার বলেন পুষ্করি
ণীসকলের পক্ষে জল ও পান্য পরিষ্কার
করাতে স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক মঙ্গল
হইয়াছে । আমরা অন্য অন্য স্থানের
মিউনিসিপালিটির রিপোর্ট দেখিবার
নিমিত্ত কোতুলগ্রন্থ হইয়া রহিলাম ।
উৎকোচগ্রামী কর্মচারী, অসঙ্গত কর,
ভাঙ্গা ও অপরিষ্কৃত রাস্তা এবং চৌকি
দারদীন পণ্ডিত এইসকলেই কলিকাতার
উপনগরের মিউনিসিপালিটির গুণ প্রকাশ
করিতেছে । দেশের মধ্যে এই মিউনিসি
পালিটির সনকক্ষ নাই !!

জমীদার ও কৃষক ।

আয়ারলণ্ড ও বঙ্গদেশের জমীদার
ও কৃষকদিগের পরস্পর বিলক্ষণ মৌখিক
দৃশ্য আছে । এখানকার জমীদারেরা
যেমন স্থানান্তরে থাকিবারায়েব ও গমনস্তা
দিগের উপরে সমুদায় ভার অর্পণ করেন,
আয়ারলণ্ডের জমীদারেরাও সেই প্রকার
করিয়া থাকেন । এখানকার জমীদারেরা
যেমন কোন ভূমিতে প্রজার কোন
প্রকার স্বত্বস্বীকার ও স্বত্বদানে অর্নিচ্ছ,
ইচ্ছা যেমন যত ইচ্ছা করবৃদ্ধি করি
বার চেটা পান, প্রজারা তাহাতে সন্মত
না হইলে তাহাদিগকে উঠাইয়া দেন,
আয়ারলণ্ডের জমীদারেরাও সেইরূপ
করিয়া থাকেন । জমীদার কখন উঠা
ইয়া দেন, এই ভয় থাকতে যেমন এখা
নকার কৃষকেরা ব্যয় করিয়া ভূমির
কোনপ্রকার স্থির উন্নতি সাধন করে না
আয়ারলণ্ডেও সেইপ্রকার কৃষকেরা

ভূমির উন্নতিসাধনে পরাউসুখ । এখা
আইনে যেমন জমীদারের যথেষ্ট
রের প্রতিরোধ না করিয়া ত্রুত ম
ক্ষতা করে, আয়ারলণ্ডেও সেইর
করিয়া থাকে । এখানকার নায় আ
লণ্ডের জমীদারেরাও প্রজার বিদ্যাশি
সভ্যতা ও উন্নতিলাভের প্রতিদ্বন্দ্ব
তবে প্রভেদ এই, আয়ারলণ্ডে বলপূর্ক
চূণের গুদামে বন্ধ করিবার যো নাই এ
মিথ্যা মকদ্দমা করিয়া জয় লাভের স
বনা নাই । অপর, তথাকার কৃষকেরা
কতর সাহসী, তাহারা মধো মধো অব
হইয়া অত্যাচারকারীর উপরে অত
চার করিয়া থাকে, এখানকার কৃষকে
তত দূর করিতে পারে না । উত্তর দেশে
কৃষকেরই দারিদ্র্য সমান, উহারা দি
আনে দিন খায়; অতঃপর উ
দেশের কৃষকেরই অবস্থার উন্নতিসা
একান্ত আবশ্যিক হইয়া উঠিয়াছে ।

আমরা যে কারণে এই বিষয়ে
প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি, তাহা এ
আয়ারলণ্ডের টিপাবেরি বিভাগে উ
লিয়ম স্কলিনামক এক জন জমীদ
আছেন । এক জন পত্রপ্রেরক তাঁহ
রেত্র বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন, “ ট
কটুভাবী, একশুঁয়ে, ধূর্ত ও দুঃপ্রতি
কেবল স্বার্থসাধন করাই তাঁহার জ
দারী কার্যের প্রধান উদ্দেশ্য । ”
দেশে স্কলির সমানধর্মী অনেক জ
দার আছেন সন্দেহ নাই । তাঁহারা য
ধরেন তাহা ছাড়েন না; বাহাকে অ
করা অভিপ্রের্ত হয়, লক্ষ টাকা ব
হইলেও তাহাতে নিরস্ত হন না । আ
তাঁহাদিগের বিলক্ষণ দক্ষতা ও প্রজ
প্রতি অত্যাচারকার্যে সর্বিশেষ পটু
আছে । অতএব স্কলির সহিত য
এ দেশের এক জন রায়, চৌধুরী অথ
মুখোপাধ্যায়ের তুলনা করা যায়, অ
দ্রুত হয় না । স্কলি সপ্রতি একটা নু

জমীদারি কর করিয়াছেন। পূর্বতন জমীদার অতিশয় ভদ্র ও দয়ালু স্বভাব ছিলেন, কৃষকগণ কখন তাঁহার এক পয়সা খাজনা বাকী রাখিত না। তিনি খন জমীদারি বিক্রয় করেন, কৃষকেরা তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিল; কিন্তু বস্তা মন্দ হওয়াতে তিনি সেই অনুবন্ধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। কলি জমীদার হইয়াই কৃষকদিগকে বলিলেন, তোমরা নূতন কবুলতি দাও এবং এই আকার কর যে বৎসর বৎসর নূতন টা লইবে। কেহ কোন ভূমির কোন কার উন্নতিসাধন করিলে যদি আমি সেই ভূমি হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করি, তিনি ভিত্তিপূরণ পাঠিবেন না এবং ২১ দিনের মধ্যে সংবাদ দিলে ভূমি তাগ করিয়া হইতে হইবে। অনেক কৃষকের পুরুষাংশে এই স্থানে বাস ছিল, তাহারা ভদ্রাচারের মায়ার এই প্রস্তাবে অসম্মত হইল। লি দুই জন পেয়াদা ও কয়েক জন লম্ব প্রহরীকে সঙ্গে লইয়া ক্রম ক্রমে দ্বারকে উঠিয়া বাইবার সংবাদ দিতে গেলেন গ্রামে প্রবেশ করিবারাত্র লোকেরা তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। যে বাটীতে গেলেন, সেই বাটী শূন্য দেখিলেন। ক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার নাম উদ্ভারনামক এক কৃষকের বাটীর টঙ্ক হইয়াছে, অর্মানি করেকটি বন্দুক আছে। দুই ব্যক্তি হত হইল; কলি নিজে তর আঘাত পাইলেন; হতাকরীরা পান করিল।

এই ঘটনা লইয়া ইংলণ্ডে ভূমল মালন হইতেছে। করপারের জুরি ব্যক্তিদিগের মুক্তার কারণের অনুসন্ধান সময়ে জমীদারের নিষ্ঠুর ব্যবহার উল্লেখ করিয়া ঘৃণাপ্রকাশ করিলেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকগণও প্রকাশ করিতে ক্রটি করিতেছেন কৃষকেরা যে কাজ করিয়াছে, ১০টাও

অতিশয় গর্হিত হইয়াছে; কিন্তু কথা এই হইতেছে, কেন তাহারা এপ্রকার করিল? আয়ারলণ্ডে কি জন্য সচরাচর এপ্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে? বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে এত ভীক ও শাস্ত্রস্বভাব তাহারাও নীলকরাদিগের অভ্যাসের সহ্য করিতে না পারিয়া নীলকুঠি দাহ ও কুঠির লোকদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। প্রধান ব্যক্তি যদি বিবেচনাপূর্বক কাজ না করেন, কৃষকের ঠৈর্যামীমা অতি ক্রান্ত হয়। ইংলণ্ডের বুদ্ধিমান ও বিবেচক লোকেরা আয়ারলণ্ডের কৃষকদিগকে সমধিক স্বত্ব প্রদান করা হয়, এই প্রস্তাব করিতেছেন। জন কুয়ার্ট মিলের সদৃশ সদাশরলোকেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই জমীদারের অভ্যাসনিবারণের এক মাত্র ঔষধ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যে ভূমিতে ৭।৮ পুরুষ বাস করিতেছে, তথা হইতে উঠিয়া যাওয়া যে কি কষ্ট কর, তাহা ভুক্তভোগিত্রয় অন্যে বলিতে পারেন না। বোধ কর, এক ব্যক্তি আপনার অর্থ ব্যয় করিয়া একটা পাকা বাটী করিলেন। জমীদার যদি স্বেচ্ছানুসাবে তাহার কররুদ্ধি করিতে অথবা প্রার্থিত কর না দিলে একজাকে উঠাইয়া দিতে পারেন, তাহার অপেক্ষা শোচনীয় বিষয় আর কি হইতে পারে? আক্ষেপের বিষয় এই, আয়ারলণ্ডে ও ভারতবর্ষে উভয় স্থানেই আইনে জমীদারকে এই ক্ষমতা দিয়াছে। আইনের ন্যায় বিচার পতিরাও সময়ে সময়ে জমীদারদিগের অভ্যাসের পুবিধা করিয়া দিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের বর্তমান প্রধান বিচারপতি দ্বাখিলা তজদিগ করিবার যে কঠিন নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের ৩ ও ৪ ধারার বৈফল্য সম্পাদিত হইয়াছে। এইসকল অনিষ্টের নিবারণ একান্ত আবশ্যিক। আমরা অহরহঃ স্বচক্ষে এই অনিষ্ট দর্শন করিতেছি।

মকসলের ত কথাই নাই, কলি উপনগরের এক জন জমীদার কয়েক প্রজাকে এক কালে উৎসন্ন দিলে কৃষকদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত বর্ষ ও আশ্রয়ালও উভয় স্থানের ইন্সটিটিউট অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষা তাহা বা বিদ্যাশিক্ষা ক এক বার বিবেচনা করা উচিত। জমীদারদিগের ব্যয়রুদ্ধির ক্ষমতা চিত কর; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাহাদিগের জীবিকার স্বচ্ছল দাও, তাহার পর তাহাদিগের শিক্ষার চেড়া করিও। বাটীর অতিথিশালা থাকিলেও বিবস্ত্র অল্পভ্রমে আনিতে পারেনা। যাহার পক্ষাঘাত, সে কিরূপে সেখানে য বোধ কর, এক জন কৃষক সংবৎসর করিয়া শস্য উৎপাদন করিল; শস্য জন্মিল। কৃষক হর্ষেৎফুল ভাবিতে লাগিল, এ বৎসর সুখে বাহিত করিবে; এনত সময়ে দারের নায়েব কর রুদ্ধির ডিক্রী করিয়া সকল বিক্রয় করিয়া লইতে ইহার পর কষ্ট আর কি আছে? প মের কল ভোগ করিতে না পারা সামান্য ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয়! কালি আদালতের সাহায্যে যে ক কর রুদ্ধি ও লোককে বাস্তবীন কর তেছে, তাহাতে দুঃখিত না হইতে এমত লোক নাই। তত্র জমীদারের কিছু অনুগ্রহ করেন; কিন্তু তাহাদি সংখ্যা অতি অল্প।

যাহারা কৃষকদিগের সর্হিত চির বন্দোবস্ত করিবার বিরুদ্ধ মত প্র করেন, তাঁহা বা বলেন, তাহা হইলে সম্প্রদায় মূল্য হওয়া ভার হইবে। লে ক্রয় করিতে উন্মুখ হইবে না। কর করিতে পাওয়া যায় বলিয়াই জমীদ আদর মূল্য হইয়া থাকে। ইহার

সঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে সকল
 উপস্থিত ও লাভের বিশেষ নূন্যতা
 করা হয়, কিন্তু তাহার ক্রয় বিক্রয়
 তত ? জমীদারেরা আপনাই
 কর করেন, জমীদারির ক্রয় বিক্রয়
 ন্যায়স্বরূপ। যেমন লোকে গবর্ণমে
 ন্ট কাগজ ক্রয় করেন, তাঁহারাও সেই
 জমীদারি কিনিয়া থাকেন। যখন
 তা নিয়োজিত করাই উদ্দেশ্য হইলে,
 তাহা আমাদের সহিত চিরস্থায়ী
 বস্তু হইলে যে সে উদ্দেশ্যের
 বাত জন্মিবে, তাহার কারণ কি ?
 গবর্ণমেন্টের কাগজের মত ত বৃদ্ধি হয়
 তাহাও লোকে ইহা ক্রয় করেন
 ? জমীদারির আয় স্থির হইলেও
 এই প্রকার লোকে ক্রয় করিবেন
 বস্তু মন্দেই। এবং এক্ষণে অনেক
 ক্ষমার ভয়ে জমীদারি ক্রয় করেন না।
 তত আয় ও মুক্ত বন্দোবস্ত থাকিলে
 তাহা থাকিবে না। অতএব এক্ষণে
 তাহা মোহরপ্রভৃতি ক্রয় করিয়া টাকা
 কিনা বাগেন, তাহারা কি জমীদারি
 বিমুখ হইবেন ?
 এই প্রস্তাবের লিখন দাখ হইলে
 ই মেম্বেরের ফেণ্ড অব হাওয়ার
 দলের হস্তে পঠিত হইল। আমরা
 দলপতি যে বিষয়ী সাধারণের
 ক্ষম করিয়া দিবার চেষ্টা পাঠিতে
 ম, ফেণ্ড ও সেই বিষয়ে প্রস্তাব করি
 হন। তিনিও কহিতেছেন, কৃষকদি
 সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা
 ত। তৎকৃত প্রস্তাবের কিয়দংশ এই
 উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।
 প্রস্তাবের ও খাল প্রভৃতি হওয়া। তা
 স্থান উন্নয়ন করিতে
 কৃষকদিগের সহিত যদি চিরস্থায়ী
 প্রস্তাব করা হয়, তাহা হইলে এই প্রস্তাব
 মের এক প্রকার বন্দোবস্ত করা

উচিত (৭) ভিন্ন রূপ ধারণ করিবে।
 প্রবের ও ধাতুর মূল্যবৃদ্ধি অনুসারে কর
 বৃদ্ধির ক্ষমতামাত্র গবর্ণমেন্টকে পরি
 ভাগ করিতে হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট
 এই যৎসামান্য ক্ষমতা ভাগে বিলক্ষণ
 লাভবান হইবেন। লোকে মৌভাগ্য
 শাগী হইবেন এবং সমাজের উন্নতি
 হইবে; অথচ কোন বিষয়ে হস্তার্পণের
 প্রয়োজন রাখিবে না। লোকে সন্তুষ্ট
 থাকিবেন, বৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে, মূলধন
 জন্মিবে এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়া পরস্পরা
 সমৃদ্ধ করিবে। কেবল এই সকল
 উপকারমাত্র নহে; এতদপেক্ষা একটি
 উচ্চতর উপকার এই হইবে যে, আমরা
 (ইংরাজেরা) লক্ষ লক্ষ বিদেশীয়
 লোকের শাসনকর্তা হইয়া সেই
 লক্ষ লক্ষ লোকের মন একরূপে হরণ
 করিব যে আমাদের বিপন্ কালে
 তাহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। কারণ
 অর্থাৎ কোন গবর্ণমেন্ট কৃষকদিগের এই
 স্বত্ব স্বীকার করিবেন না। ১৮৫৭ অব্দে
 আমরা ও বিপাকীরা যথাসাধ্য আমা
 দিগকে দুশাসিত করিবার চেষ্টা পান।
 কিন্তু লোকে আমাদের সাহায্য না
 করাতে সেই চেষ্টা সফল হয় না।
 অতএব আমরা এই স্পষ্ট উপদেশ পাই
 যাই, অবোধায় ন্যায় আমরা স্বহস্তে
 উপরে হস্তক্ষেপ করিব না; পক্ষান্তরে
 অনিয়ম ও আমাদের অনুমোদনীয়
 হইবে না। আমাদের সভা ও সভ্য
 শাসন প্রণালীর যদি পুনর্বার কেহ
 উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা পান, সে চেষ্টা
 বিফল হইবে। কৃষকশ্রেণী সাধারণে
 বিদ্রোহী না হইলে আমাদের প্রভুত্ব
 লোপ হইবে না। অতএব এই কৃষকগণ
 ভূমির যে বন্দোবস্ত প্রার্থী হইয়াছে,
 তাহা প্রদান কর; তাহারা তাহা পাইলে
 অবশ্যই আমাদের মৌভাগ্য ইংরাজ

রাজত্বের অস্তিত্বের উপর নির্ভর
 তেছে জানিবে। এটা কখন ঘটবে
 পরীক্ষা করিলে জানিতে পারিবে,
 ভবিষ্যতে কৃষকদিগের চিরস্থায়ী
 গণও আমাদের বিপক্ষ হন, তাহা
 তাহারা আমাদের পাশে দণ্ডায়
 হইয়া সাহায্য করিবে। তাহারা যে
 বন্দোবস্তের অনুমোদন করেন, তাহা
 গের কথা শুনিয়া বৃহৎ জমীদারদিগ
 বৃহৎ কবা উচিত নয়। আবার
 দেশের জমীদারগণ যাহা বলেন, তা
 সারে অপামর সাধারণকে পদদ্বারা
 করাও আমাদের কর্তব্য নহে। যে
 কৃষকদের ভূমির উপর স্বত্ব আ
 মেখানে সুবিধামত ও সর্বদিগ
 পায় এমত করিয়া চিরস্থায়ী বন্দো
 কর। নিশ্চয় জানিবে প্রতি মে
 বন্দোবস্তের শেষে আমরা যেমন স
 বিষয়ের সুস্বাস্থ্যসন্ধান করি যদি
 হইতে বিরত হই সমাজ আপনা আ
 উন্নত হইবে।” ফেণ্ড অব ইণ্ডি
 প্রস্তাবের শেষাংশী ভবিষ্যদ্বাণীর
 গবর্ণমেন্টের ও সর্বসাধারণের জ্ঞান
 উচিত। তিনি উপস্থিত হারে বলিয়া
 “ এক আদর্শে সকল স্থানের সমান
 স্ত্রুত করা কাহারও সাধ্য নহে। টম
 নের মতাবলম্বীরা যে প্রণালী প্রবর্ত
 করিবার অভিলাষী, তাহা তা হইতে
 পারে না। ইহাই হউক, আর অনি
 হউক, ঘটনাটি এই হইতেছে যে,
 দেশ ও অবোধায় বৃহৎ বৃহৎ জমীদ
 আছেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের উ
 এই যে জমীদারেরা যাহাতে স্বক
 সাধন করেন এবং তাঁহাদের অধি
 যাহাতে সাধারণ উপকারের নিমিত্ত
 সেই চেষ্টা পান। ভারতবর্ষের অন্য
 অংশে কৃষক ভূম্যধিকারীরা আছে। তা
 স্থানের গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে শি

ভূমির অবস্থা ভাল করিয়া শতকরা
টাকা করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করুন।
তে ধনাগারের কখন ক্ষতি হইবে
। সুক্ষমদর্শী লোকেরা ইতিমধ্যে
কদিগের দুই এক জনকে স্থানে স্থানে
তদীয় উপযুক্ত দর্শন করিতেছেন।
পূর্বাভিচার পরিবর্তিচিহ্ন সম্ভেদ
। এই পরিবর্তিপুষ্প কালে উৎকৃষ্ট
প্রদান করিবে। এতদ্বারা আপামর
ধারণ বুদ্ধিমান, সৌভাগ্য শাগী,
ভুক্ত এবং বোধ হইতেছে ধর্ম
ত হইবেন। যদি কুমকদিগের
ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না কর, তাহা
লে যে পরিবর্তী হইবে, তাহা সেই
কলে মূর্তি ধারণ করিবে। স্তম্ভের
(নিম্ন শ্রেণী) ক্ষীণ (বিপ্লবপর-
) হইয়া চূড়াকে (উচ্চ শ্রেণিকে)
তল শায়ী করিবে।”

—:—

ভূমির অবস্থা ভাল করিয়া শতকরা
টাকা করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করুন।
তে ধনাগারের কখন ক্ষতি হইবে
। সুক্ষমদর্শী লোকেরা ইতিমধ্যে
কদিগের দুই এক জনকে স্থানে স্থানে
তদীয় উপযুক্ত দর্শন করিতেছেন।
পূর্বাভিচার পরিবর্তিচিহ্ন সম্ভেদ
। এই পরিবর্তিপুষ্প কালে উৎকৃষ্ট
প্রদান করিবে। এতদ্বারা আপামর
ধারণ বুদ্ধিমান, সৌভাগ্য শাগী,
ভুক্ত এবং বোধ হইতেছে ধর্ম
ত হইবেন। যদি কুমকদিগের
ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না কর, তাহা
লে যে পরিবর্তী হইবে, তাহা সেই
কলে মূর্তি ধারণ করিবে। স্তম্ভের
(নিম্ন শ্রেণী) ক্ষীণ (বিপ্লবপর-
) হইয়া চূড়াকে (উচ্চ শ্রেণিকে)
তল শায়ী করিবে।”

জমীদারের কথা বলিতে পারিতেছি না
বটে কিন্তু যাঁহার অধিকরে আমাদি
গের নিজের বহুশক্তি জমি আছে,
তাঁহাকে প্রতি টাকায় আধ পরস্য করিয়া
জমীদারী ডাকের ব্যয় দিতে হয়। আমা
দিগের পাশ্চাত্তী জমীদারেরাও ঐরূপ
লইয়া থাকেন। জমীদার প্রজার নিকট
হইতে প্রতি টাকায় আধ পরস্য করিয়া
লইলেন, কিন্তু তাঁহাকে ঐ আধ
পরস্যর অনেক কম দিতে হয়। এক্ষণে
বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য, জমীদারী
ডাক জমীদারের উপার্জনের একটি পথ
হইয়াছে কি না? যে জমীদার উদ্যোগ
গুণসম্পন্ন ও প্রজার প্রতি দয়াবান্ হই-
বেন, তিনি না লইতে পারেন, কিন্তু যাঁহা
রা তাদৃশ গুণসম্পন্ন নন, তাঁহাদিগের
লইবার বাধা কি? যখন পথ মুক্ত রহি
য়াছে, তখন লইবার সময়ে কে আসিয়া
হস্তধারণ করিবে?

আমরা আর একটি উদাহরণ দিতেছি,
ইহাতেও পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন
প্রজার নিকট হইতে অর্ধদোহনপটু
জমীদারের সদৃশ দ্বিতীয় নাই। এক জন
জমীদার একটা স্কুল করিলেন।
তখন সাহায্যদানের এই নিয়ম ছিল,
বিদ্যালয়স্থাপিতারা যত টাকা দিতেন,
গবর্ণমেট সেই পরিমাণে সাহায্য করিতেন;
ছাত্র দত্ত বেতন তদ্ব্যযো পরিগণিত হইত
না। উক্ত জমীদার বিদ্যালয়ে নিজ দেয়
অর্থের সংগ্রহাথ নিজ জমাদারীতে গেলেন
এবং প্রজাদিগকে এই কথা বলিলেন,
তাঁহার পুত্রের অধ্যয়নার্থ তিনি একটা
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। অতএব
তাঁহার ব্যয় সমাধানার্থ তিনি পাঁচ বৎ
বৎসরের নিমিত্ত প্রজাদিগের নিকট
হইতে কিছু কিছু প্রার্থনা করেন; পাঁচ
বৎসরের পর তাঁহার পুত্র কলিকাতায়
থাকবেন, তখন আদ্র দিতে হইবে না।
প্রজারা তাঁহার প্রার্থ্যার্থ একটি বৈঠক

করিয়া একবাক্য হইয়া তাঁহার প্রা
পরিপূরণ করিল; কিন্তু জমীদার পাঁ
সরপরে স্বকৃত প্রতিজ্ঞা রূপে অব্যা
দান দূরে থাকুক, প্রজারা বয় ব
ভিক্ষাস্বরূপ যাঁহা দিয়াছিলেন, তা
জমাভুক্ত করিয়া লইলেন। এটা
দিগের সাক্ষাৎ বিদিত বিষয়। অ
কেবল নয় আমাদিগের নিজ ও পাশ্চ
গ্রামের অনেকেও এ বিষয় জানেন।
হয়, এক জন স্কুল ইনস্পেক্টর ও ডে
ইনস্পেক্টরেরও ইহা অবিদিত নহে

—:—

ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের

ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের
এ দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডে অধিকতর
কৃতরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইংল
একখানি পত্র ভারতবর্ষের ১৮
অর্থের নিম্ন লিপিত আয় ব্যয়ের হি
দেওয়া হইয়াছে:

আয়।	
ভূমির ও অধীন রাজস্ব কর	২৩,৪৬,৭৭,
স্বল্প	২,৫৪,৫২
লবণ	৬,০২,৪৩
অহিকেন	৮,৮১,৪২
ফাঁস	২,৩৯,৩৯
ডাকঘর	৩৫,২৩
টেলিগ্রাফ	২৯,৮৯
লাইসেন্স কর	৬৫,৮০,
মোট	৪৮,৬৬,৩২,
ব্যয়।	
সেনাদল	১৬,৩৯,০১
কণ ও স্তম	৬,৯২,৮৭
পাবলিকওয়ার্ক	৩,৭৯,৭৮
বিশেষ ঐ (বারিক)	২,৭৬,১২
রণতির জন্য	৮৮,২৫,
বিদ্যাশিক্ষা	৭৮,৩২
খর্চীয় গিরজা ও পাদরিদের নিমিত্ত	১৫,৫৫

স্বয়ং	২,৩৮,৩২,০০০
স্বয়ংকার্য	১,২৫,০৪,৪১০
স্বয়ং	২,৪৮,৮৯,০০০
স্বয়ং রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়	২,৪২,০২,৮৩০

মোট ৪০,২৪,২০,১৫০
 একটি আট কোটি টাকা ইংলণ্ডের
 দ্বারা গণনা করিতে হইবে। বিচার
 ৭১,৭১,১১০ টাকা, পুস্তিকে ২৬,
 ০০ টাকা, রণতরিতে ২৫,২২,০০০
 এবং শিক্ষাবিভাগে ৭,৩৪,০০০
 অর্থ দেখা যাইতেছে; অতএব
 হইতেছে প্রায় ৯ কোটি টাকার
 ব সম্পূর্ণ দেওয়া হয় নাই। এই
 দেখিয়া আমাদের দুটি ভ্রমের
 সন্দেহ হইল। আমরা জানিতাম,
 য সম্প্রদায়ের নিমিত্ত রাজকোষ
 ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়; কিন্তু
 দেখা যাইতেছে, ১৫,৫৫,০০০
 ব্যয় হইয়া থাকে। আমরা
 দলের ব্যয় ১২ কোটি জানিতাম;
 এক্ষণে ১৬ কোটি (অর্থাৎ বিদ্রো
 সময়ে যে ব্যয় পড়িত) ব্যয় হই
 । আমরা আরও জানিতাম, রণ
 উঠিয়া যাওয়াতে ইংলণ্ডীয় গবর্ণ
 আমাদেরকে এ ভাষা হইতে মুক্ত
 করেন; কিন্তু উল্লিখিত হিসাবে
 তে পাঠ্যক্রম, আমাদেরকে প্রায়
 কোটি টাকা দিতে হইতেছে। কি
 ন আমাদের ক্ষেত্র এ ব্যয়ভার
 প করা হইয়াছে? কয়েকখানি
 জ চীন ও আরব সমুদ্রে থাকিয়া
 গুর বাণিজ্য করা করিতেছে এবং
 ককার ক্রীতদাসব্যবসায় নিবারণ
 কয়েকখানি আছে। ইহার অন্যতর
 জাহাজদ্বারা আমাদের
 উপকার হইতেছে না; তথাপি
 আমাদেরকে ৮৮ লক্ষ টাকা দিতে হই
 কেন? আমরা বিস্ময়বিত্ত হই

লাম, গবর্ণমেন্ট এখানে যে হিসাব
 প্রদান করেন, তন্মধ্যে এনকল ব্যয়ের
 স্পষ্ট হিসাব দেন না। ইচ্ছাই বা কারণ
 কি? এক মৈনিক ব্যয়ে প্রায় অর্ধেক
 রাজস্বের ব্যয় হইতেছে। ১৬ কোটি
 টাকা ত বেতন ও জাহাজভাড়াতে
 ব্যয়; তন্মিত্ত বারিকের ব্যয় আছে। এ
 অংশে মিতব্যয়িতা না হইলে আমা
 দিগের নিস্তার নাই। চির কালই আমা
 দিগের ক্ষেত্রে নূতন নূতন করভার নিক্ষে
 পের চেষ্টা হইবে। রাজস্বমধ্যে গবর্ণ
 মেন্ট হবে ন্যায়ানুগত ব্যবহার কবিতে
 শিখিবেন? ফ্রান্স ও প্রুশিয়া অপেক্ষাও
 ভারতবর্ষের মৈনিক ব্যয় অধিক;
 অথচ মৈন্যসংখ্যাগত বহু বৈলক্ষ্য
 আছে। রাজস্ব বিষয়ে ভারতবর্ষের সহিত
 ইংলণ্ডের বিরূপ সম্বন্ধ হওয়া উচিত,
 তাহা স্থির করা যে একান্ত আবশ্যিক,
 তাহা এই অস্পষ্ট হিসাবদ্বারা সপ্রমাণ
 হইতেছে। ভারতবর্ষের পৃথক সেনাদল,
 পৃথক রণতরির করা সর্বত্রই আবশ্যিক।
 স্টেট সেক্রেটারি যেস্বা পুঙ্কক ব্যয়
 করিতে না পারেন, তাহার উপায় করা
 কর্তব্য। ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার
 হস্তে যত দিন না আরব্যয়দর্শনের ভাব
 আসিতেছে, তত দিন সহস্রবিধ কর
 দিলেও আমাদের নিস্তার নাই। অশুভ
 ক্ষণে ইংলণ্ডের গৃহিত ভারতবর্ষের সেনা
 দলের একতা হইয়াছিল।

—:—

অন্তঃপুরশিক্ষাপ্রণালী।

এ দেশে যেসমস্ত বিষয়ের উন্নতি
 এক্ষণে নগ্ননগোচর হইতেছে, মিসনরিরা
 তাহার অধিকাংশের সূত্রপাত করিয়া
 ছেন। বঙ্গদেশের অন্তঃপুরের স্ত্রীগণ
 আজি কালি যে শিক্ষানুরাগী হইয়া
 ছেন, মিসনরিদিগের যত্নই তাহার প্রথম
 কারণ। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই,
 কয়েক জন খটখটাবলম্বিনী রমণী এ

দেশের অন্তঃপুরস্থিত স্ত্রীলোকদিগের
 শিক্ষার নিমিত্ত কয়েক বৎসরকাল বি
 ক্ষণ পরিশ্রম করিতেছেন। তাহার
 ফল ফলিল, বোধ হয় পাঠকগণ তা
 স্ত্রী অবগত হইবার নিমিত্ত এক
 কৌতূহলাক্রান্ত হইবেন সন্দেহ না
 হত বিবি মলেঙ্গ প্রথমতঃ আমাদের
 বর্তমান অন্তঃপুরশিক্ষাপ্রণালীর উ
 বন করেন। তাঁহার পর বিবি মরে
 এক গুণবতী মিসনরিপত্নী এই প্রণালী
 অনুসরণে প্ররক্ত হন। বিবি মরে
 গুলি ইউরোপীয় ও এতদেশীয় খৃষ্টি
 শিক্ষয়িত্রীকে স্থানে স্থানে প্রেরণ করে
 তাঁহার লিখন পঠন ও স্ত্রী
 কাজের শিক্ষা দিতেন। বিবি মরে
 লের তত্ত্বাবধান করিতেন। ঐ গুণব
 রমণী ইংলণ্ডে গমন করিলে পর তাঁ
 বিদ্যালয়সকল মিস ত্রিটনের হস্তে প
 ছয়। ইনি আমেরিকাবাসিনী। ডা
 জারবোব সাহায্যে তিনি অন্তঃপু
 শিক্ষাকার্যের ভারগ্রহণ করেন। তাঁ
 অধীনে ১৭ জন ইউরোপীয় এবং
 ১ জন এতদেশীয় শিক্ষয়িত্রী আছেন। তাঁ
 প্রথমে স্থানে স্থানে বালিকাবিদ্যা
 স্থাপিত হইয়াছে। মিস ত্রিটন এ দেশে
 স্ত্রীলোকদিগের স্বতাৰ ও অভাব প্র
 রূপে অবগত হইয়াছেন। অনেক ইউ
 পীয়, অন্য কি বিচারপতি কিংগরপ
 আমাদেরকে এই বলিয়া ভৎসনা ক
 বে, এ দেশের পুরুষেরা এত কৃত
 হইয়াও স্ত্রীলোকদিগকে সর্বসাধারণ
 সম্মুখে বাহির হইতে দেন না; ম
 মিস ত্রিটনই আমাদের একরূপ বা
 রের বিক্ষিপ্ত মর্ম্ম অবগত হইয়াছে
 তিনি বলেন, সহসা ওরূপ হওয়া সাধা
 নয়। তাঁহার মত এই, এক্ষণে যেস
 বালিকা জন্মগ্রহণ করিতেছে, তা
 গকে ক্রমশঃ শিক্ষা দিয়া প্রাচীন কা
 হিন্দুসমাজের ন্যায় স্বাধীনতা প্র

ত হইবে। যাঁহারা পিঞ্জরবদ্ধ, পক্ষীর
দীর্ঘকাল অন্তঃপুরে রুদ্ধ হইয়া
ন, তাঁহাদিগকে সহসা স্বাধীনতা
ন করিলে অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইবে।
যে তঁাহার সহিত মিস কার্পেন্ট
মত ভেদ হয়; কিন্তু যাঁহারা এ
র বিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বিগের মনের ভাব
ন, তাঁহারা মিস ত্রিটনের বাক্যকেই
নিক বলিয়া আদর করিবেন সন্দেহ
। মিস ত্রিটন এইপ্রকার সংস্কারের
র্জী হওয়াতে তাঁহার প্রবর্তিত
প্রণালীও তদনুরূপ হইয়াছে।
ারা শিক্ষা করিবার অভিলাষী হন,
দিগের বাটীতে এক এক জন এত
ীয় খৃষ্টীয়ান শিক্ষয়িত্রী প্রেরিত
। থাকেন। আপাততঃ সামান্য
তা পুস্তক, অঙ্ক, ও বিদ্যামাগরের
দেশীয় ইতিহাস পাঠ করান হয়।
ীগণ সূচির কাজও শিক্ষা করেন।
তমপ্রায়ে এক জন ইউরোপীয় শিক্ষ
ী ছাত্রীদিগের উন্নতির পরীক্ষা
ন। মিস ত্রিটন নিজে মধ্য মধ্য
। সকল বিষয় স্বচক্ষে দর্শন করিয়া
কন। ছাত্রীরা প্রায় ২ টাকার অধিক
ন দেন না। যেখানে ইংরাজী শিক্ষা
তথায় ৪ টাকাই উর্জম্ভা বেতন।
বাদিগের নিকটে এক পরমাণু লওয়া
না, বরং অনেকে মিস ত্রিটনের
টে সাহায্য পান। তিনি বিধবাদি
ক নিজের বাটীতে আনিয়া সংগীত
অন্য অন্য বিষয় শিক্ষা দিবার চেষ্টা
ইয়াছিলেন, তাহাতে কৃতকার্য
তে পারেন নাই। এই প্রকারে প্রায়
০ শত এতদেশীয় স্ত্রীলোক ও বালিকা
ত্রিটনের যত্নে শিক্ষালাভ করিতে
ন। গবর্নমেন্ট প্রতিছাত্রীতে এক
কা সাহায্য দান করেন। আমেরিকার
নরিররা মাসিক ১২০০ টাকা দিয়া
কেন; কিন্তু যে ব্যয় হয়, তাহাতে

শিক্ষয়িত্রী ও মিস ত্রিটনকে নিজে অতি
সামান্য অবস্কার অবস্থান করিয়া কাল
হরণ করিতে হয়। যিনি লঙ্কা সাহেবকে
নিজের বাটীতে দর্শন করিষাছেন, তিনি
মিস ত্রিটনের বাটীতে গমন করিলে
দেখিবেন, মিসনরিদিগের ন্যায় তাঁহাদি
গের জীর্ণও অতি সামান্য আহার ও
পরিচ্ছদ পাইয়া জগতের হিতসাধন
করিতেছেন।

মিস ত্রিটনের বিদ্যালয়সকলে
সর্বাংগে অধিক ছাত্রী আছেন।
ডাক্তার রবসনের স্ত্রী প্রায় ১৫০ স্ত্রীলোক
ও বালিকাকে শিক্ষা দিতেছেন; কিন্তু
বিবি রবসনের শিক্ষয়িত্রীগণ ইউরোপীয়
বলিয়া অনেকে উচ্চ বেতনের ভয়ে তাঁহা
দিগকে লইয়া যাইতে পারেন না।
ডাক্তার রবসন নিজে অনেক সাহায্য
করেন। ডাক্তার রবসন এক জন মিসনরি,
ইহা বলিলেই তাঁহার পর্যাপ্ত পরিচয়
হয়। তিনি এ দেশকে এত ভাল বাসেন
যে, তাঁহাকে এক জন বাঙ্গালী বলিলেও
অত্যাঙ্গি হয় না। যাহা হউক, আমরা
বিবি রবসনকে পরামর্শ দিতেছি, তিনি
কতগুলি এতদেশীয় শিক্ষয়িত্রী রাখুন,
অন্যথা সম্যক্রূপে কৃতার্থতালাভ
করিতে পারিবেন না।

তৃতীয় মিসন মহাপুরের মিস নিকল
সনের অধীনস্থ। এই মিসনে বিস্তর এত
দেশীয় শিক্ষয়িত্রী আছেন। তাঁহাদিগের
শিক্ষা ও সচ্ছত্রিতানিবন্ধন অনেক
উপকার হইতেছে। বিবি লুইস নিজের
ব্যয়ে প্রায় ১৫০ ছাত্রীকে শিক্ষা দিতে
ছেন।

এই প্রকারে বিনা আড়ম্বরে কতগুলি
খৃষ্টীয়ান স্ত্রীলোক আমাদের অন্তঃপু
রের বিশেষ শ্রীর্দ্ধিসাধন করিতেছেন।
আপাততঃ এতৎসম্বন্ধে আমাদের কি
কিৎ বক্তব্য উপস্থিত হইল। বিবি রবসন
ভিন্ন আর সকল শিক্ষয়িত্রীই খৃষ্ট ধর্ম

পুস্তক পাঠ করা শিক্ষার একটা প্র
অঙ্ক বলিয়া জ্ঞান করেন এবং
ত্রিটনপ্রভৃতি নিজেই বলেন, খৃষ্টীয়
করাই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য
তাঁহাদের স্বধর্মের প্রতি যে এত ভাল
তন্নিমিত্ত তাঁহারা প্রশংসনীয় হইবে
সন্দেহ নাই; কিন্তু এতন্নিবন্ধন তাঁহাদি
গের শিক্ষাদান কার্যটি সম্পূর্ণ ক
পধ্যায়ী হইতেছে না। তাঁহারা ধর্মবে
আদম ও ইবপ্রভৃতির উপাখ্যানের
শিক্ষা দেন, বাটীর পুরুষেরা ত
সামান্য গল্প এই কথা বলিয়া
তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের অশ্রদ্ধা জ
ইয়া দিয়া থাকেন। পরস্পরের সংস
ও অত্যাঙ্গের বিষয় বিবেচনা করি
এরূপ হওয়া আশ্চর্যের বিষয় ন
খৃষ্টীয় শিক্ষয়িত্রী হিন্দুধর্মকে মি
ও খৃষ্টীয় ধর্মকে সত্য বলিয়া তদনু
সংস্কার জন্মাইয়া দিবার যেমন
করিতেছেন, হিন্দু স্বামীও তে
আপন স্ত্রীকে তাহার বিপরীত বুঝা
দেন। যখন এদেশীয়েরা স্ব স্ব পু
গের বাইবেল শিক্ষাদানে সম্মত ন
তখন যে স্ত্রীলোকে তাহা পাঠ ক
বেন তাহা কাহার অভিপ্রেত হ
পারে? আমরা এ স্থলে মিস ত্রিট
ভৃতিকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি
যদি এক জন স্ত্রীলোক খৃষ্টীয়ান
মেইন সাহেবের আইন অনুসারে
জজের নিকটে আবেদন করিয়া স্বা
সমন দিয়া বলেন, “হয় ছয় ম
মধ্যে আপনি আমার সহবাস ক
আসুন, নচেৎ আমি বিবাহভঙ্গের
করিয়া পত্যস্তর গ্রহণ করিব।”
সমাজের কি ভাব হইবে? যে দিন
রূপ একটা দৃষ্টান্ত ঘটবে, সেই দিন
অন্তঃপুর মিননের শেষ হইবে না
এব বিবি রবসন বাইবেল পাঠ করা
না করা স্বৈচ্ছাধীন এই যে প্রণালী

করিয়াছেন, তাহাই সকলের অব
করা কর্তব্য । অবস্থা বুঝিয়া সকল
করাই উচিত । কেবল অস্তঃপুর
নী বলিয়া কেন ? ডাক্তার মাকলিয়ড
রামর্শ দিয়াছেন, তাহা মিসনরি
বর্ণনের অবলম্বন করা সর্বতোভাবে
য । শিক্ষা দাতা এবং কুমংস্কার দূর
নেত্র রোগের শাস্তি হইলে লোকে
জি স্বর্ণ আর কোন জি গিল্টি করা
প তাহা আপনারা বাছিয়া লইবেন ।
মিসনরি যদি এ দেশের কুমংস্কার দূর
ত পারেন, কি উপকার করা না
?

—:—:—

নূতন পুস্তক ।

১। মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ,
কাণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ । এখানি
নুজ্জকৃত টীকা ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য
বাঙ্গলা অনুবাদের সহিত মুদ্রিত ও
মুদ্রিত হইয়াছে । যাঁহারা ইহার মুদ্রা
আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের
শ্রম এই, ষণ্ড ষণ্ডক্রমে ইহার প্রচার
করুন । আমরা এখানি পাঠ করিয়া
শ্রয় তৃপ্তি লাভ করিলাম । ইহার
আরম্ভ করিবার কাগজ ও মুদ্রাকার্য
সকলই সুন্দর হইয়াছে ।

২। কাশীর কুইন্স কলেজের অধ্যক্ষ
ডাক্তার গ্রিকিথ সাহেব রামায়ণকে
মুদ্রিত করিয়া অযোধ্যাবর্ণন অবধি সীতা
ও রামের বিলাপপর্যন্ত ইংরাজী
প্রণয়ন করিয়াছেন । পদ্যগুলি
দৃষ্টান্তবিশিষ্ট ও অতি মনোহর হই
য়াছে । ইহাতে মহাকবি কালিদাসকৃত
কৃত্তকের অনুবাদ এবং মহাত্মারতের
প্রতি ভক্তি ও আরো দুই একটা
র বর্ণনা দ্রষ্টব্য হইয়াছে । সমুদায়
ই সুন্দর হইয়াছে ।

৩। কবিতা কুমুদাঞ্জলি । শ্রীযুক্ত
কেশোর বন্দ্যোপাধ্যায় কাম্পনা ও

প্রত্যুতপ্রভৃতি কতকগুলি বিষয় লইয়া
বাঙ্গলা পদ্যে এই গ্রন্থখানির প্রণয়ন
করিয়াছেন । কুমুদাংশোরকে প্রথম
শ্রেণির কবি সম্প্রদায়ের অস্থানি বিষ্টি করা
ন্যায়ানুগত হয় না বটে ; কিন্তু তৎকৃত
কবিতাগুলি যে বালকদিগের পদ্যশিক্ষা
পযোগী হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ
নাই ।

৪। সাবিত্রীচরিত । মহাত্মারতের অস্ত
র্গত সাবিত্রীচরিত অবলম্বন করিয়া
এখানি পদ্যে প্রণীত হইয়াছে । শ্রীযুক্ত
তোলানাথ চক্রবর্তী ইহার রচয়িতা ।
এখানিও উত্তম হইয়াছে ।

৫। তত্ত্ববিদ্যা । শ্রীযুক্ত বাবু বিজে
ন্দ্রনাথঠাকুর প্রণীত । ইহাতে জ্ঞানকাণ্ড
ভোগকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের বিষয় বিস্তার
িত করিয়া লিখিত হইয়াছে । এখানি
দ্বিতীয়বার সংস্কৃত হইয়া মুদ্রিত হই
য়াছে । এতৎপাঠে তত্ত্ববুদ্ধিসু ব্যক্ত
দিগের পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শিবে ।

৬। দুঃখদর্পণ । শ্রীযুক্ত অভয়
কুমার সেন গুপ্ত ইহার রচনা করিয়াছেন ।
ইহাতে পাপাত্মার বেদ বর্ণিত হইয়াছে
বর্ণনাটি মধুর হইয়াছে ।

৭। নিদানপরিশিষ্ট । এখানি সংস্কৃত ।
শ্রীযুক্ত হারাধন বিদ্যারত্ন কবিরাজ নানা
গ্রন্থ হইতে ইহার সকলন করিয়াছেন ।
বৈদ্যাশাস্ত্রোক্ত চিকিৎসাব্যবসায়ীদিগের
পক্ষে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শিবে ।

৮। বসন্ত রোগের নিদান ও চিকি
ৎসা । উক্ত হারাধন কবিরাজ ইহারও
সংগ্রহ করিয়াছেন । এখানি বাঙ্গলা
ভাষায় প্রণীত হইয়াছে । বৈদ্যাশাস্ত্রে
গো ও মনুষ্য উভয়েরই বসন্তের বীজে
টীকা দিবার ব্যবস্থা আছে । কিন্তু সংগ্রহ
কার, মনুষ্যবীজে টীকা দেওয়া শ্রেয়ঃ-
কম্প বলিয়া বিবেচনা করেন । মনুষ্য
বীজে টীকা দিবার যে দোষ সচরাচর
দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার তিনি এই

কারণ নির্দেশ করেন, টীকাদাতারেরা সুব
সমু বিবেচনা করিয়া প্রায় গ্রহণ করিতে
পারে না, তাহাতেই অনিষ্ট হয় ।

৯। ইউরোপের বিবরণ । শ্রীযুক্ত
শ্রীনারায়ণ মল্লিক ইহার সকলন করি
ছেন ।

—:—:—

বিবিধসংবাদ ।

৩০ এ ভাদ্র সোমবার ।

ষ্ট্রেটসেক্রেটারি নিকটে আপীল করিয়া
নিমিত্ত কর্তৃক রতলাব রাজা দুই জন প্রতি
প্রেরণ করিতেছেন । ১৮৫৭ অব্দের দিন
করিলে কর্তৃক রতলাব রাজার প্রতি অধিক
উদার ব্যবহার করা কর্তব্য ।

ষ্ট্রেটসেক্রেটারি হাবড়াতে আপাততঃ এক
বতন্ত্র জেলা করিতে অনমত হইয়াছেন ।
ইফোর্ড নর্থকোট এ বিষয়ে পুনর্বার রিপোর্ট
প্রদান করিয়াছেন । হাবড়া ও শিবপুবপ্রভৃতির দিন
স্বরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহাতে হয় পু
জেলা, নচেৎ হুগল হইতে হাবড়াতে কা
গুলি জানরন করা আবশ্যিক হইতেছে ।

এরূপ জনজ্ঞতি, ষ্ট্রেটসেক্রেটারি গবর্নর
বেল ও লেপ্টেনন্ট গবর্নরদিগের সফলভ্রম
ব্যয়ের সীমা কারয়া দিয়াছেন । গবর্নর জেন
এনিমিত্ত ২৮০০০ ও লেপ্টেনন্ট গবর্নর
১২,০০০ টাকা প্রতিবৎসর পাইবেন । সিন
গমন সফল ভ্রমণ বলিয়া পরিগণিত হইবে
না ?

এরূপ জনজ্ঞতি, আগামী জুলাইর
পাঁচ টাকার নোট প্রচলিত হইবে । ইহার স
স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত করা কর্তব্য । আর যাহা
বিভাগীয় ধনাগারে নোট ভাঙ্গান যায়, এ
বন্দোবস্ত করা অত্যন্ত আবশ্যিক ।

কানিওবন্দর ত্যাগ করা না হয় এই প্রা
করিবার নিমিত্ত কর্তৃক জন সেক্রেটারি গভ
বার লেপ্টেনন্ট গবর্নরের ন্যস্ত সাফাৎ কর
ছেন । এক ব্যয় কারয়া পরিচালনা করা কে
নেই বিধেয় হয় না ।

হাজিরাবুকের কারণ প্রকাশিত হইয়া
বন্যাগণ স্তম্ভিত হইয়া গোপনে বাণিজ্য করি
পঞ্জাব গবর্নরকে তাহার নিষেধ করিতে আ
ভূর সন্দেহ জাতামহমদ খাঁ তাহাদিগকে উ
প্রভৃতি করিয়াছিলেন । জাতামহমদ লাহো
হোলে আছেন, কিন্তু বন্যাগণ এক্ষণ পর্য
শান্ত হয় নাই ।

মাস্ত্রাজে পুনর্বার মীলের চাপ বৃদ্ধি হইছে। কাশাশা, নেলোর, বেলারি ও মাস্ত্রাজে রাগে, বিস্তারিত ভাবে মীল-হইতেছে। দক্ষিণ দিকের কাটে এট চাপ কমিতেছে। মীলের নামে আনিগের শীরের মাফিক হয়। আমাদিগের মনী এই মাস্ত্রাজে যেন মীল নাটকের অভিনয় হয়।

একজন জনশ্রুতি সববিচার টেম্পল নিজেব ভাঙে টেম্পল প্রদর্শন কবিবার নিমিত্ত দুট ভাঙে হইয়াছেন। এপ্রকার প্রাক্তজ্ঞা জীবন জন্মের বিষয় সম্বন্ধে নাই।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বেবেনিউ বোড আঞ্জা হাছেন, গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যখন কোন ক্রী হইবে, তখন অবিলম্বে যেন মকদ্দমায় প্রভুত দেওয়া হয়। বিলম্ব হওয়াতে নক স্থলে গবর্নমেন্টকে সুদের হিসাবে নক টাকা দিতে হইয়াছে।

বর্তমান বর্ষে ৪৮,০০০ সিন্দুক অহিনেব প্রীত হইবে। বনিকদিগের অগ্ররোধে স্থানীয় বহাদুরের নিমিত্ত গবর্নমেন্ট ৬০০০ সিন্দুক ক রাখা রাখিরাছেন।

ডেলি নিউস অবন করিয়াছেন, কেবল জ্বরাজাতিকে দমন করিবার নিমিত্ত টেনা প্রিত হইবে। বাবতীয় বনাদিগকে আক্রমণ বিবার যে কল্পনা হয়, তাহা পরিত্যাগ করা হইবে। সেনাপল সিজুশায় হইবেন।

উক্ত পত্র টেম্প আইনের সংশোধনের স্তাব উপলক্ষে বলিয়াছেন, বাকী খাজনার লালের বসুম কমান আবশ্যক।

জাংক জব্দ করিবার ইচ্ছা থাকিলে জমীদার যেক্টী নানীশ করিয়া উহার ব্যয়ে ত্যহার পূনাশ করতে পারেন। বর্তমান গবর্নমেন্টের ট একটী হুর্ভাগ্য বলিতে হইবে, উহারী মনে রঞ্জের উপকার করতে চাছেন, কিন্তু যাযে যেনকল উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে হজাদিগের প্রত পরম শত্রুতা কাশ পা হইতেছে। বিদ্যাশিক্ষার কব জমীদার গের উপরে হইলে কৃষকদিগের আরও রু ক হইবে।

দিল্লীগেজেট বলেন আধোধায় হুর্ভিক হুনি র হওয়াতে গবর্নমেন্ট অবিলম্বে প্রজাবক্ষান পয় অবলম্বন করিবেন। খাল বিল ও পুষ্করিণী মন করিয়া দরিপ্রদিগকে কর্ম দেওয়া হইবে। যোধা ও রহিলখণ্ডের রেইলওয়েব কাজ চত পাদিত হয় এনিমিত্ত প্রধান কমিসনর বেইল য়েকোম্পানিকে উত্তেজিত করিতেছেন। কেবল তযোধায় কেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল কৃতি নানা স্থানেও হুর্ভিকের লিঙ্গন আশঙ্কা করিয়াছে।

নটন সাহেব নামক বোম্বাইয়ের এক জন হুত র্ম সিবিলিয়ান পুস্তকন বোম্বাই ব্যাঙ্ক ৪০,০০০ টাকা কমা পাখিয়া কতিগ্রস্ত হই চলেন। সমস্ত জীবনেব উপার্জন নষ্ট হওয়াতে একোড নর্থকোট রাজকোষ হইতে এই টাকা দবার আঞ্জা করিয়াছেন। যেনকল ব্যক্তি তার বর্ষের কার্যে জীবনযাপন করিয়াছেন, তাহা গের সাহায্য দানে কেহই অনাহা প্রকাশ কার

বেন না। কিন্তু যে সকল বর্ষ এপ্রকার ব্যক্তিবিগে বের ও গবর্নমেন্টের কতি করিল, তাহাদি গের দণ্ড হইবে কি না?

ডুলার কমিসনর রিবেট কার্যক সাহেব তারতবর্ষে আমেরিকার তমাক চাসের চেটায় আছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে এই বীজ বপন করা হয়। তাহূণ ফল হয় নাই বটে, কিন্তু কার্যক সাহেব অনুমান করেন, ক্রমশঃ আমেরিকার তমাক এদেশে হইতে পারিবে। বীতিমত চাগ হইলে কেন না হইবে আমব তাহার কোন কারণ দেখিতেছি না। বঙ্গ দেশে পরীক্ষা করা উচিত।

৩১ এ ভাস্ত্র মঙ্গলবার।

রাজপুতনার কোন কোন সর্কার কতকগুলি দস্যুকে আশ্রয় দেওয়াতে ছোট মোক্রেটারি এ বিষয়ে গবর্নমেন্টকে মনোযোগী হইতে বলিয়া চেন। রাজপুতনার এজেন্টকে সতর্ক হইতে বলা হইয়াছে।

১ লা সেপ্টেম্বর অবধি দলীল ও আদালত ব্যবহারী টেম্প পৃথক হইয়াছে। দলীলের টেম্প গুলি অতি জঘন্য।

পিয়নিয়র বলেন, রাজরাজাতিকে দমন করি বার নিমিত্ত ৬,৫০০ মাত্র টেনা প্রেরিত হই- তেছে। কে শু অব ইণ্ডিয়া যে ২০,০০০ টেনায়ের কথা বলিয়াছেন, তাহা অমূলক। ১০০০ টেনা রাজতে থাকিবে।

ডাক্তর ডাউগলি কুর্ভেব যে চিকিৎসা করি- তেছেন, ইউরোপে শুষ্কিমিত্ত সকলে আশ্চর্য বোধ করিতেছেন। টাইমস অব ইণ্ডিয়া শীত্র ডাক্তরের চিকিৎসা প্রণালী সাধারণ গোচর করিবেন। এপর্যন্ত এই চিকিৎসক যত কুর্ভ বোগীকে দেখিয়াছেন, তাহাদিগের সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। ৬ ৭ মাসের পূর্বে আংগলোক হয় না। উৎকট রোগ হইলে এক বৎসর লাগে। ডাক্তর ডাউগলি যথার্থই "মনব মণ্ডলীর উপকারক" এই উপাধি পাইতে পারেন।

পবলিক ওপিনিয়ন কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, সাকুব খা পুনর্বার আজিম খাঁকে পরাজিত করিয়াছেন। এপর্যন্ত আজিমের টেনাগল গিজনির হুর্গ অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধের পর তাহারী তাহা ত্যাগ করি য়াছে। আজিম খাঁ কোরমে পলায়ন করিয়া চেন। টাইমসাইল খা এই প্রকার সমস্তদিন থাকে পরাজিত করিয়া কাবুলের হুর্গ বলাহিসার কাড়িয়া লইয়াছেন। সায়র আলি খাঁ পুনর্ কারী গিজিনিতে গমন করিয়াছেন। সমস্তদিনকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া উচার নিকটে প্রেরণ করা হইবে। মুহু নসিরুলা খাঁ অ য়াপি আজিম খাঁর হইয়া জেলেলাবাদ অধিকার করিয়া আছেন। এট স্থান লইবার নিমিত্ত টেনা প্রেরিত হইবে। আব হুল রহমান খাঁ আজিম খাঁকে কোনপ্রকার সাহায্য করেন নাই। আজিম খাঁর রাজত্বের শেষ হইল একধার সিয়র আলির আবহুলরহমানের সহিত যুদ্ধাধু হইবে।

উক্তপত্র বলেন, সৈদ আহাম্মদ সুখী নামক একজন ধর্ষ আরব লাহোরে আসিয়া কতক গুলি বস্ত্র প্রদর্শন করিতেছেন। এই কুয়্যাচো

এ গুলিকে মক্শদের বস্ত্র বলাতে বিস্তার লো পরসা দিয়া তাগা দর্শন করিতে যাইতেছেন

আমেদাবাদের কালেক্টর এলিয়ট সাহেব প্লাবনের এক রিপোর্ট করিয়াছেন। রাথ উপরে প্রায় ৮ হাত জল দাড়াইয়াছিল। এ রট সাহেব এই কষ্টের সময় যথোচিত সাচ করিয়াছেন। বোম্বাই গবর্নমেন্ট গৃহতীন লে দিগের সাহায্য ৩০০০ টাকা প্রদান য়াছেন।

১ আশ্বিন বুধ বার।

নবীন ও টেলিপনামক যে দুইব্যক্তির ন মনামহিনী বেণারী বধের অপরাধ দেওয়া তাহাদিগকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়া হত জ্বীলোকের গৃহে অপরাধীদিগের এক জ জুতা ও আর এক জনেব পাঞ্জামা বাহির য়াছে। সেসিয়নে অপর্ণ করলে নবীন ম ট্রেটকে বলিল, আমার যে কিছু সম্পত্তি আ তাহা যেন আমার পুত্র ও পিতাকে দেওয়া হত জ্বীলোকটীকে টেলাস ব্যতিচারিণী ক সে একপে নবীনের ভাগিনীকে বিবাহ করি উদ্যত হইয়াছিল। যনোমোহিনী তাহাতে উত্তর আপত্তি করে। পুলিশ এবার যেপ্র চতুরতা প্রকাশ করিয়াছেন, শীত্র এমত য়ায় নাই সেকলে সুপরিবেষ্টেগেটগণ যত বিদায় না পাইতেছেন তত দিন কলিকা পুলিশের যথার্থ উন্নতি হইবে না।

২ রা আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের প্রধানতম বিচার এই নিয়ম করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অ যত আদালত আছে, তাহার মুহুরিদ প্রতিদিন কমা টাকার হিসাব পাইতে হ এই সঙ্গে জেজুর র। সমাব থাকিবে। মখে প্রধানতম বিচারালয় এই সকল হিসাব করিবেন। সর্গত এই নিয়ম করা উচিত।

কাশ্মীরের বরাকাল নগরে আগামী ব বনে একটী মেলা করিবার বিজ্ঞাপন দিয়া হ তম ও কাশ্মীরেও এই প্রকার মেলা হ রাজা ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও তুর্কিস্তানের ব দিগকে পুরস্কারদিবেন বলিয়া আহ্বান ক চেন। রাজা যেমন এইসকল উন্নতর আরত করিয়াছেন, তেমনি মেক প্রজাি প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিবেন।

আমরা আশ্চরিত হইলাম, লেপ্টনন্ট বর্জমান, ভাগলপুর, কটক, ভোটনাগপুর, রণ, সাহরণ, ত্রিহুত, বাঙ্গসাহী, মালদহ পাবনার স্থানীয় কমচারীদিগকে এই কথা য়াছেন, এইসকল স্থানেব লোকেরা রাবিবেন ও তাহার কার্য করিতে পারিবে চারীরা এইমাত্র দেখিবেন তাহারা গহিত না করেন। ফলতঃ এসকল স্থানে নিরজ উঠিয়া যাইতেছে। কুচবিহার, ঢাকা, চ মুরসিদাবাদ, গয়া, পাটনা, রঙ্গপুর, বগু দিনাজপুরে অসুস্তপত্রব্যতিরেকে কে ব্যবহার করিতে পারিবেন না। আমা মতে এ আইনটী অনাবশ্যক। অস্ত্র ক লইয়া কোন গবর্নমেন্ট বিদ্রোহ নিবারণ ব সমর্থ হন নাই। প্রজাকে নিস্তেজ ও

তাহার শাসন কঠা হইলে গৌরব নাই।
বুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, এত দিনের
সাবহুল রহমত খাঁ আজিম খাঁর সাতাষাণ
প্রেরণ করিয়াছেন। বামিয়েনে তাঁহার
টেনন্য আসিয়াছে। সিয়াবখালি
সর্কত্র টেনন্য সংগ্রহ করিতেছেন। সিয়াব
খাঁ যদি আবহুল রহমতকে শীঘ্র দমন
করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার
প্রলাভ হুজুহ হইবে।

৩রা আশ্বিন শুক্রবার।
সর্কত্র জেনরল আজা দিয়াছেন, কলিকাতা
হইতে মাস্তানা হইতে যত কুলতির ত্রি
গবে প্রেরিত হইবে তাহাদেগের মধ্যে শত
কান্ত: ৪০ জন স্ত্রীলোক থাকিবে।

কুমার রাক্তকুমার রায় তাঁহার জাতি
জ্ঞান বৈদ্যনাথের (পৌত্র) জয়গোবিন্দ
র নামে এই বলিয়া কলিকাতার পুলিশে
শ্রী কবেন যে কুলনের দিবস জয়গোবিন্দ
র বাটতে নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু সুরাপানে
হইয়া তাহাকে গালী দিয়া বলিয়াছিলেন,
স্বামী সম্পত্তি হইতে দেবসেবা হয়, তাহার
যত্ন তিনি স্ত্রীতিমত ব্যয় না করিয়া সামান্য
অতি জঘন্য খাদ্য জ্বব, প্রস্তুত করিয়াছেন।
কুমার রায় এই নিমিত্ত সম্মানের হানি বলিয়া
শ্রী করিয়া ব্রাহ্মণ সাত্বেকে বারিষ্টেব নিযুক্ত
হন। মাজিস্ট্রেট নালীশ অগ্রাণ্য করিয়া
হাছেন। একক বিষয়ের গণ্ডে মীমাংসা
উচিত; এ নিমিত্ত আদালতের সাহায্য
অভিলষ্য হান্যকর হয়। মাজিস্ট্রেট যথা
ই করিয়াছেন; অন্যান্য বিচারপতিরও
কারি বিবাদে অসুস্থসাহ দেওয়াই কর্তব্য।

মফসলের আর এক বাহাদুর আপনার গুণ
মা প্রকাশ করিয়াছেন। নেটিব ওপিনিয়ন
ন, বোম্বাই ও বরদা রেলওয়ে বরার ট্রেনে
জন ভিক্রম দশ টাকা মূল্যের টিকট
করাতে তাহাকে ফৌজদারিতে দেওয়
টানাব মাজিস্ট্রেট ট্রেনের সাহেব বিচার
ন। ট্রেনমাষ্টার নিজে সাক্ষী হন। কিন্তু
বিচারপতি বলিলেন যখন গুণামের চাব
ন মাষ্ট্রবেল নিকট ছিল, তখন তিনি অব
এ চুবন সাহায্য করিয়াছেন। তাহার
রপদসেহরা বলিলেন, তিনি সচ্ছত্র
ন হইল এই চাবি যে সে ভৃত্য লইতে
হত। তথাপি এই বৃহস্পতি ট্রেন মাষ্ট্রের
মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন। আপীল
খামাত্র মেসিয়ন জজ মুজিব আজ্ঞা দিয়া
কিন্তু তথাপি তাঁহাকে ১৫ দিন জেলে
হতে হয়। এই কর্মচারীর নামে অকাং
সেহর নালীশ করা কর্তব্য। এই গুণপুরুষ
হইতে কবে বিচারের ভার লওয়া
হইবে।

৪রা আশ্বিন শনিবার।
পুলিশ ওপি নয়ন বসেন, "মিথাকথা প্রতা
জুয়াচুরি ও হারচুরি শেষ করিয়া পঞ্জাব
ওয়েব চুইয়াম এজেন্ট কর্বেল বি, এল, ক-
পান একত্রে গভনের জয়চোর'দেগের দলে

মিথিত হইয়া তত্র লোক সাজিয়া বেড়াইতে
ছেন।। এককর লোককে বিনা দণ্ডে তাহাত
বর্ষ ত্যাগ করিতে দিয়া গবর্নমেন্ট ভাল কাজ
করেন নাই।

ইউরোপীয়েরা দণ্ড পাইলেও যে সম্পূর্ণ ক্রম
ভেলে থাকে না, তাহার আর এক দৃষ্টান্ত পাওয়া
গিয়াছে। ক্যানামক পঞ্জাবের যে রেলওয়ে কর্ম
চারীর ১৮ মাস মেয়াদ হয়, পঞ্জাবগবর্নমেন্ট ছয়
মাস পূর্বে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইতি
পূর্বে এব্যক্তি অসুস্থতাপত্র লইয়া জেলেব বাহি
ছিল। যাবৎ এই সপক্ষপাত ব্যবহার পরিত্যক্ত
না হইবে, তাবৎ ইউরোপীয় দেগের অভিযা
রের সুন্যতা হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই সেপ্টেম্বর। লণ্ডনের ঠিকাগাড়ে
রানেরা যে ধর্মঘট করিয়াছিল, তাহা ত্যাগ
করিয়া পুনর্বার তাড়া লইয়া গাড়ী চালাই
তেছে।

পিটারসবার্গ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে,
বোখারার আমীরের মৃত্যু হওয়াতে তাহার পুত্র
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।

মাগদালার লাড নেপিয়র এডিনবরাতে
আছেন।

১২ ই সেপ্টেম্বর। রাজী সুইটজারলণ্ড হইতে
প্রত্যাগমন করিয়া একপে উইগসর হুগে
আছেন।

বেবরেও ডগলাম বোম্বাইয়ের বিশপের পদ
গ্রহণ করিয়াছেন।

বেবরেও হিট মীল রাইপনের ডিন হইয়াছেন
বলিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন হইয়াছে। রিচার্ড
বাগালে সাহেব কিউ, সি, ও এম, পি, সালাস
টর জেনরল হইয়াছেন।

কোরেন্স হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে ইটা
লীয় গবর্নমেন্ট ফরাশী গবর্নমেন্টকে রোম
হইতে আপনাদেগের টেনন্য লইয়া যাইবার অসু
রোধ কবেন, কিন্তু ফরাশী গবর্নমেন্ট তাহা
করিতে অসম্মত হইয়াছেন।

সেনাপতি গারিবাডি এক পত্র লিখিয়া
বলিয়াছেন, শারীরিক দৌর্দল্যই কেবল তাহার
মহাসভার সভের পরত্যাগের একমাত্র
কারণ।

আমেরিকান সূত্র রেবডি জনসন সাহেব আপ
নার গবর্নমেন্টেব নিকট হইতে ক্ষমতা পাইয়া
ছেন আলাবামা ঘটিত বিবাদে তিনি নিজে যাহা
বিবেচনা করেন তদনুসারে বিবাদের মীমাংসা
করিতে পারবেন।

গবর্নেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্টগবর্নরের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

৭ ই সেপ্টেম্বর। নিম্নলিখিত সহকারী কমি

সমরগণ আশামে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা
বেন:—

লেপ্টনেন্ট এম; ও, বইড কমরপে।
কাথেন এল, বখওয়েট শিবসাগরের
গত গোলাঘাট উপবিভাগে।

আশামের কামসনরের নিম্ন সহকারী
নাজি জে, বটলার।

৯ ই সেপ্টেম্বর। বাবু বলরাম মল্লিক
মানের অন্তর্গত পদনার মুসেক হইবেন।

১১ ই সেপ্টেম্বর। এচ, এ, সি, রাউটন
কিছুদিনের জন্য কামরপের প্রতিনিধি
সুপার্টেণ্ডেন্ট হইবেন। ২৩ এ আ
গেজেটে জে, পাচ সাহেবকে কামরপে
কারবারে বিজ্ঞাপন হয়, তাহা এতদ্বারা
হইল।

১৪ ই সেপ্টেম্বর। যতদিন বাবু জজকা
বিদায় লইয়া অসুস্থিত থাকিবেন, তত
বাখরগঞ্জে ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি
টর মৌলবী দিলদার হোসেন আহম্মদ
পিরুচপুর উপবিভাগের ভার পাইবেন।

কামরপের অধস্থ জজ বাবু কুলদানন্দ
পাথার প্রথম জেণর অধীন মাজিস্ট্রেট
ক্ষমতা পাইবেন।

কামরপের সহকারী কমসনর লেপ
এম, ও, বইড ১৮৫৯ অর্ডার ১০ আইন
মকদ্দমা করতে পারিবেন।

নিম্নলিখিত তত্র লোকেরা কৃষ্ণনগরের
নিসিপাল কমসনর হইবেন:—

জে, এ, হপকিন্স সাহেব।

স্নোবে জি, এ, সারল।

ডাক্তর আর, মাকলিয়ড।

বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বাবু মৃত্যুঞ্জয় রায়।

হপকিন্স সাহেব আরও কৃষ্ণনগরের
সিপালিটিসুসহকারী সতাপতি হইবেন।

২৩ এ আগষ্টের গেজেটে ১১ ই আ
যে আজ্ঞা প্রকাশিত হয়, তাহা পরিবর্তিত
বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, যে দিনস
এ, এচ, টরবুল সাহেব ডাক্তর ফ্রিট
নিকটে ভার পাইয়াছেন সেই দিবস অবধি
কাশীর অহিদের এজেন্টের প্রতিনিধি
নিম্ন সহকারী হইয়াছেন।

যতদিন বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার স
কার্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, ততদি
গামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় পুর্নিয়া ও কৃষ্ণ
প্রতিনিধি বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

দিনাজপুরের অধস্থ জজ এস, রাইট
তৃতীয় শ্রেণিতে উন্নত হইয়াছেন।

বাবু ভূপতি রায় রঙ্গপুরের অধস্থ জজ হই
কিন্তু অন্য কোন আজ্ঞা না হওয়া পর্যন্ত
তের প্রতিনিধি অধস্থ জজ থাকিবেন।

বাবু মহেশচন্দ্র কুমার চতুর্থ শ্রেণির অধ্যক্ষ জ্ঞানী হইতে থাকিবেন ।

বাবু মহেশচন্দ্র নাথ বসু চতুর্থ শ্রেণির অধ্যক্ষ হইয়া চাকার অতিরিক্ত অধ্যক্ষ জ্ঞান হই

বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় চতুর্থ শ্রেণির অধ্যক্ষ হইয়া কামরূপে থাকিবেন ।

নিম্নলিখিত কর্মচারীগণ ফৌজদারি আইনের কারামুদারের সেশিয়নে ও প্রধানতম বিচারালয় অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচারে উপস্থিত হইবেন:—

নদীয়ার সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর বি. লটমান জনসন সাহেব ।

শেখের সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর এচ. বাউএল সাহেব ।

বীরভূমের সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর লিট. বি. পাউয়ার সাহেব ।

নিম্নলিখিত তত্ত্ব লোকেরা বরিসালের স্থানীয় মাজিস্ট্রেট সভার সভ্য হইবেন:—

ই. ব্রৌন সাহেব ।

মৌলবী দিলনার হোসেন আচন্দ্র বি. এ ।

সহ আসিষ্টান্ট সার্জন নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

১৫ ই সেপ্টেম্বর । যতদিন ডবলিউ. কেবল চাকরি বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এ. লিভেন সাহেব জিহট্টের প্রতিনিধি হইবেন ।

১৬ ই সেপ্টেম্বর । যতদিন ডবলিউ. কেবল চাকরি বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এ. লিভেন সাহেব জিহট্টের প্রতিনিধি হইবেন ।

১৭ ই সেপ্টেম্বর । যতদিন ডবলিউ. কেবল চাকরি বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এ. লিভেন সাহেব জিহট্টের প্রতিনিধি হইবেন ।

১৮ ই সেপ্টেম্বর । যতদিন ডবলিউ. কেবল চাকরি বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এ. লিভেন সাহেব জিহট্টের প্রতিনিধি হইবেন ।

১৯ ই সেপ্টেম্বর । যতদিন ডবলিউ. কেবল চাকরি বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এ. লিভেন সাহেব জিহট্টের প্রতিনিধি হইবেন ।

২০ ই সেপ্টেম্বর । যতদিন ডবলিউ. কেবল চাকরি বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এ. লিভেন সাহেব জিহট্টের প্রতিনিধি হইবেন ।

২১ ই সেপ্টেম্বর । যতদিন ডবলিউ. কেবল চাকরি বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এ. লিভেন সাহেব জিহট্টের প্রতিনিধি হইবেন ।

২২ ই সেপ্টেম্বর । যতদিন ডবলিউ. কেবল চাকরি বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এ. লিভেন সাহেব জিহট্টের প্রতিনিধি হইবেন ।

২৩ ই সেপ্টেম্বর । যতদিন ডবলিউ. কেবল চাকরি বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এ. লিভেন সাহেব জিহট্টের প্রতিনিধি হইবেন ।

২৪ ই সেপ্টেম্বর । যতদিন ডবলিউ. কেবল চাকরি বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এ. লিভেন সাহেব জিহট্টের প্রতিনিধি হইবেন ।

২৫ ই সেপ্টেম্বর । যতদিন ডবলিউ. কেবল চাকরি বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এ. লিভেন সাহেব জিহট্টের প্রতিনিধি হইবেন ।

২৬ ই সেপ্টেম্বর । যতদিন ডবলিউ. কেবল চাকরি বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এ. লিভেন সাহেব জিহট্টের প্রতিনিধি হইবেন ।

২৭ ই সেপ্টেম্বর । যতদিন ডবলিউ. কেবল চাকরি বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এ. লিভেন সাহেব জিহট্টের প্রতিনিধি হইবেন ।

২৮ ই সেপ্টেম্বর । যতদিন ডবলিউ. কেবল চাকরি বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এ. লিভেন সাহেব জিহট্টের প্রতিনিধি হইবেন ।

২৯ ই সেপ্টেম্বর । যতদিন ডবলিউ. কেবল চাকরি বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এ. লিভেন সাহেব জিহট্টের প্রতিনিধি হইবেন ।

৩০ ই সেপ্টেম্বর । যতদিন ডবলিউ. কেবল চাকরি বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এ. লিভেন সাহেব জিহট্টের প্রতিনিধি হইবেন ।

কোরা প্রায় ৭০ হাজার টাকা খরচ করিয়াছেন ।

ধরন ছিল সাহেবের পদে জন ইংলিস সাহেব, ইংলিস সাহেবের পদে এইচ. এস. রিড সাহেব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ।

ইংলিস সাহেবের ক্রমশঃ পদবৃদ্ধি করুন, আমরা যেন তাঁহার দ্বারা উপকৃত হই ।

হোমিওপেথিক ডাক্তার বেরিনী সাহেবের মৃত্যুতে, তাঁহার পরিবারের সাহায্যার্থে এখানকার হোমিওপেথিক ডাক্তার জীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ বসু চাঁদাঙ্গগ্রহ করিতেছেন ।

এখানে অনাবৃষ্টিবশতঃ দিন দিন স্রব্যাতি চূর্ণ হইতেছে, ইতিপূর্বে যে গমের মণ ২.০ ছিল, তাহার ৩ টাকা এবং যে চাউলের মণ ৩ টাকা ছিল, তাহার মূল্য প্রায় ৪ টাকা হইয়াছে ।

এইরূপ সমস্ত স্রব্যাতি ক্রমশঃ মহাঘা হইতেছে । ভারতভূমির যে কি দশা ঘটবে বলিতে পারি না ।

অন্য পাঁচ দিবস গত হইল এখানে আন্তর হুইয়াবস্তির নিকটে একটি পুষ্করিনীতে এক ব্যক্তি জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে ।

গত কল্যা অত্রতা রেলওয়ে এক বাবুর এখানকার মাজিস্ট্রেট সাহেবের বিচারে এক বৎসর পরিশ্রমেব সহিত কারাবাসের অঙ্গুষ্ঠিত হইয়াছে । বাবুজী এখানকার রেলওয়ে বুকিং আফিসের একজন কর্মচারী ছিলেন ।

এলাহাবাদ ৮ ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ ।

আমাদিগের মগরাহ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

মহাশয়! আশার কি অনির্দমনীয় শক্তি! আশা না থাকিলে কেহই জীবনধারণ করিতে পারিত না । দেখুন এদেশের কৃষকগণ নানারূপ প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও আশা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না । এখনও কোন কোন স্থানে আশা প্রযুক্ত কৃষকেরা ধানের বীজ বপন করিতেছে, অন্য বৎসর এমন সময় কেহই বীজবপন করে না ।

অন্য বৎসর জীবন ও ভাদ্র মাসে এখানে যেরূপ ভয়ানক জ্বর ও বিকাব হইয়া অসংখ্য লোক অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া থাকে, এবৎসর সেরূপ হয় নাই; অনেকে অধিক বৃষ্টিপাতকেই উহার কারণ অনুমান করেন । শুনিতেনি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট জীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র কর মহাশয় পুনরায় মগরায় আসিয়া কাছারি করিবেন ।

৪ ১ ৫ ই ও ৩ ই সেপ্টেম্বর মগরায় এলেকার

মধ্যে দুই পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক সর্পদ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়াছে ।

মগরা ১০ সেপ্টেম্বর সন ১৮৬৮

ধুবড়ী সংবাদদাতা লিখিয়াছেন

১। কয়েক দিন এখানে অতিশয় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে; দিবারাত্রি বিরতি ঘরেব বাহির হওয়া কঠিন । ইহাতে শস্যক্ষেপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ।

সম্প্রতি এখানে মোটাচাউল গড়ে দুই মূল্যে বিক্রীত হইতেছিল, বৃষ্টির আধবশতঃ ২০ টাকা ২৫ টাকা হইয়াছে ।

এখানে একটি মহকুমা সংস্থাপিত হইয়াছে কিন্তু আজিও কাছারিঘর প্রভৃতি স্থান নির্মিত না হওয়াতে নিয়মিত কার্যাবলি হইতেছে না ।

এই মহকুমার অতিবিক্রম আসিষ্টান্ট কমিশনার জীযুক্ত বাবু তৃণাভিরাম বসু, রা. রা. ব. ও জীযুক্ত বাবু গাধামোহন গোস্বামী প্রভৃতি ঐকান্তিক পরিশ্রমের সহিত সঙ্ঘটন রূপ ও ন্যায়পরতা দ্বারা প্রজাপুঞ্জের রক্ষণ করিতেছেন । সম্প্রতি ঐ মহকুমা ঘরে ধুবড়ীর জঙ্গলাদি পরিষ্কার হইয়াছে এবং তাঁহাদের অপব্যবসায় গত ১৮৬৭

৯ই সেপ্টেম্বরে এখানে একজন বঙ্গব্রাহ্মণ হত হইয়াছে । বিদ্যালয়টির উন্নতির পক্ষে উহাদের একান্ত যত্ন আছে ।

আজি কালি আমাদিগের গোয়ালপাড়া আমলাগণের বেতনবৃদ্ধি লইয়া ধুমধাম হইয়াছে । সম্প্রতি কালেক্টারির ও দেওয়ানীর কয়েক জন মাস্তুর এবং সদর আমিনী ও কীর নাঞ্জির ভিন্ন আর সকলেরই সুতন বেতনবৃদ্ধি হইয়াছে । কিন্তু চূর্তীগণ বেচারারা কি অপরাধ করিল?

আমাদিগের গোয়ালিয়র সংবাদদাতা লিখিয়াছেন ।

১। অন্য ভাদ্রমাসের শেষ সপ্তাহ, কয়েক দিন বৃষ্টি হয় নাই, শীত হইবে তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি । এবার এখানে বর্ষাকাল পড়িল না । জীবন প্রথম সপ্তাহে কয়েক দিন বৃষ্টি হইয়াছিল, বর্ষাকালের নিয়ম রক্ষা হইয়াছে, প্রথম কিরণ কলিকাতার প্রচণ্ড জীবাণু করিতেছে । ক্ষেত্রের ভূণ পত্র শস্য

আমাদিগের এলাহাবাদ সংবাদ

দাতা লিখিয়াছেন:—

গত ১৫ ই আগষ্ট এখানকার সত্যার্থে মৃত

ছিল সাহেবের স্মরণার্থে চিহ্ন স্থাপনের

প্রায় অবলম্বনের জন্য এক সভা হইল । অত্রস্থ

অন্যত্রস্থ বহুসংখ্য ইউরোপীয় ও দেশীয় লোক

আসিয়া কাছারি করিবেন ।

৪ ১ ৫ ই ও ৩ ই সেপ্টেম্বর মগরায় এলেকার

সকলি শুক হইল; ঘোটক, উষ্ট, গরু
 আর ঘাস পায় না। গবর্ণমেন্টের
 বর্লদপ্রভৃতিকে স্থানান্তরে পাঠাইতে
 হইয়াছে। পুরাতন ঘাস প্রভৃতি অধিক
 বিক্রয় হইতেছে। গম ঢোলা চাউল
 ত সহজেই মজাঘা; তাহাতে এই অন্য
 নিবন্ধন প্রায় ভিত্তিকের মূল্যে বিক্রয় হইতে
 হইয়াছে। কাঁস হইতে সংবাদ আসি-
 সেখানে অনারুষ্টিনিবন্ধন মন্ত্রস্তর হই-
 ত্তাবনা হইয়াছে। মজাশয়। মিকটস্থ কোন
 গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাকাটতি ও লুট চইবার
 শুননা ঘাইতেছে। অনেক লোক মুরার
 নিতে উপাস্ত হইতেছে, এ বাব বোপ হয়
 তবর্ষে সর্কক্রব্যাপী ভয়ানক মন্ত্রস্তর হইল।
 ও রুষ্টি হইলে অনেক রক্ষা হয়, কিন্তু কৈ
 শে মেঘের চিহ্নমাত্রও লাক্ত হইতেছে
 সৌভাগ্যক্রমে ওলাউঠাপ্রভৃতির পরাক্রম
 হয় নাই। মুখলমান ও হিন্দুরা নানা
 দ্বন্দ্ববাস্তান করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। যদি
 দেশের কএক ইঞ্চ জল এখানে হইত, তবু
 উপকার হইত। দিল্লী গেজেটের ও এ
 লয় অন্যান্য সংবাদপত্রের নানা
 সংবাদ দাতৃগণের পত্র চতুর্দিকের
 কথার শুনিয়া মনোমধ্যে নানা
 হইতেছে।

মহারাজ সিঞ্জিয়া পীড়া হইতে অনে
 মুক্ত হইয়াছেন, এখন ফুলবাগে অব-
 করিতেছেন। এখানকার যে নেটিভ ডাক্তার
 ককে ঔষধ পথ্য প্রদান করিতেছেন
 কহিলেন, গোলন্দাজ টেমের ডাক্তার
 বেধ সাহেব বিশেষ যত্নের সহিত চি
 কাঁতে মহারাজের পীড়ার শীঘ্র শান্তি
 হইবে। মহারাজ ডাক্তার সাহেবকে দুই সহস্র
 পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। তিনি পুতুর
 হউক, বা মথোই হউক, বায়ুপারবর্তন
 হইতে যাত্রা করিবেন, তাঁহার অল্পপ-
 কালে পলিটিকেল এজেন্ট কর্নেল সাও-
 রাপে ও প্রধান মন্ত্রী রাজকার্য নিরীহ
 বন। গবর্ণর জেনারেল সাহেব সর্কদা মহা
 র স্বাস্থ্যে সংবাদ লইতেছেন। শুনিলাম,
 প্রদান পীড়া বহুতর মহারাজের
 প্রভু অনেক হাকিম ও বৈদ্য আছেন।
 ইংরেজের প্রতি ইহার যেরূপ বিশ্বাস
 আপনার পরিবারে প্রতিও তাদৃশ
 অত্রস্ত পুরাতন রাজধানীতে অনেক

পুরাতন ও ডাবাবশষ্ট বাজী থাকতে এই
 সময়ে সর্পের দৌবাধ্য হয়, কয়েক দিনের
 মধ্যে অনেকগুলি লোক সপাঘাতে মৃত্যুপ্রাপ্ত
 পতিত হইয়াছে। সম্প্রতি মুরার চাউনিতে চই
 জনকে সর্পে দংশন করিয়াছিল, আমরা জানিতে
 পারিয়া সংবাদপত্রের লিখিত ব্যবস্থাসুসারে
 উক্ত দুইব্যক্তিকে ডিম্বপ্রমাণ ফট কিরি এক মাস
 জলে মিশ্রিত কবিয়া সেবন করাইতে বলি।
 সৌভাগ্যক্রমে দুই রোগীরই ভেদ বর্ম
 হইয়া আরোগ্য লাভ হইয়াছে, একটী রোগী
 অচেতনপ্রায় হইয়াছিল।

৪। যে বলাংকারের মকদ্দমাতী মাজিষ্ট্রেট
 আফিসে লম্বমান ছিল, দোষী ব্যক্তি তাহাতে
 সংপ্রতি বিনাদণ্ডে মুক্তিলাভ করিয়াছে। এই
 মকদ্দমা সংক্রান্ত সকল বৃত্তান্ত নানা কারণে
 লিখিতে নিবস্ত হইলাম।

৫। গত দিন পবে বোধ হয়, মুরার চাউ-
 নীতে একটী উত্তম বিদ্যালয় হইল। গত ২১ এ
 ভাদ্র ওবরসিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু যতনাথ চৌধুরীর
 বিশেষ যত্নে একটী সভা হইয়াছিল। সভায় ব্রিগে
 ডিয়ার জেনারেল, পলিটিকেল এজেন্ট, ক্যাটন
 মেন্ট মাজিষ্ট্রেট, পাদরী রবিনসন সাহেব ও
 অত্রস্ত প্রায় সমস্ত ধনী মহাজন ও বলিক ও
 ৩৪ শত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখানে
 যে একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় আছে, পাদরী সাহেব
 প্রথম তাহার একটী রিপোর্ট পাঠ করি
 লেন। তৎপরে যত্নবাবু উর্দু ভাষাতে বিদ্যার
 মাহাত্ম্য ও বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যবিষয়ে একটী
 সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিলেন। বাবু নবীনচন্দ্র
 চক্রবর্তী মহাশয়ও উর্দু ভাষাতে ভারতবর্ষের
 পুরাতন গৌবের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিয়া অত্রস্ত
 বালকদিগকে উত্তেজিত করিলেন। তৎপবে
 জেনারেল সাহেব উর্দু ভাষাতে বিদ্যালয়ের ও
 বিদ্যালয়স্থাপনের কিঞ্চিৎ ফল বর্ণন করিলেন।
 অবশেষে ইংবাজীতে জেনারেল সাহেব কহি
 লেন যে, বাঙ্গালিরাই ভারতবর্ষের প্রধান গৌরব
 স্বরূপ, বিদ্যাবিষয়ে, ধর্মবিষয়ে, রাজনীতি
 বিষয়ে বাঙ্গালিরাই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্ত হইতেছেন।
 এইদূর্বদেশে সামান্য জীবনোপায়ার্থ অল্পসংখ্যক
 বাঙ্গালী আসিয়াও সভাস্থাপন করিয়া নানা
 বিষয়ের আলোচনা ও সাধারণের উন্নতির
 জন্য অবকাশ সময় অতিবাহিত করিতেছেন।
 বাঙ্গালিরাই বিশেষ যত্নশীল। এইরূপে বাঙ্গালী
 দিগকে নানা সুখ্যাতি করিয়া উপবেশন করিলে
 পলিটিকেল এজেন্ট সাহেব কিঞ্চিৎ বলিলেন।
 অবশেষ চাঁদা সংগ্রহ হইল, জম্মান সহস্রমুদ্রা

এক কালীন চাঁদা হইল। জেনারেল সাহেব
 সাহেবেরাও চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন।
 ব্যতীত মাসিক প্রায় ১২৫ টাকা চাঁদা
 গাছে। গবর্ণমেন্ট নিয়মত সাহায্য করি
 একটী বক্তৃতা হয়।

৬। এখানে একজন সব আসিষ্ট্যান্ট সর্ক
 বার সম্ভাবনা হইয়াছে। কয়েক দিন হইল ন
 বাবুর উদ্যোগে প্রায় ১০০ লোকের স্ব
 করিয়া গবর্ণর জেনারেলের এজেন্ট কর্নেল সা
 বের নিকট এক আবেদন করা হইয়াছে।
 ডিয়ার জেনারেল সাহেব বিশেষরূপে উ
 সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন। শুনিয়াছি, য
 সাহেব যাহাতে দরখাস্ত মঞ্জুর হয় এ বি
 বিশেষ মনোযোগ করিবেন।

৭। নবীন বাবু তিন মাসের অবকাশ ল
 কলিকাতায় যাইতেছেন। তিনি এই স্থানে
 মাস আসিয়াছেন। ইহার মধ্যে এখানকার
 সকল উন্নতির সূত্রপাত করিয়াছেন, ও
 অল্পপস্থিততে উহার অনেক ক্ষতি হই
 ইহার গমনে সকলেই দুঃখিত হইয়াছে।
 বোধ হয় ইনি এখান হইতে বদলি হইবার
 করিবেন। জল বাধু মন্দ বলিয়া বোধ হয় এ
 আর আসিবেন না। তাহা হইলে এখান
 বড় অনিষ্ট হইবে। আমাদেব সকলের
 যে তিনি এখানে আরও কিছু দিন থাকেন।

—:—

আমাদিগের ছাপরাষ্ট্র সংবাদদা
 লিখিয়াছেন।

১। গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় ও কার্য দ
 অতিশয় বিশ্বয় ও কৌতূহলাক্রান্ত হইতে
 এ দিগে এক বিষয়ে এক প্রকার বন্দোবস্ত
 হইতেছে, ও দিগে আবার তাহারই ভঙ্গ
 হইতেছে। আমলাদের পদোন্নতি, বেতন
 এবং স্থানান্তরকরণ, এই তিনটী উপায়
 কোচপ্রান্তে রুদ্ধ করবার জন্য প্রচারিত
 কিন্তু জেলাতে যে কি চমৎকার কাণ্ড হইতে
 তাহা এক বার দেখিলে অবাক হইতে
 পূর্বে এখানকার এক জন মুসলমান জমী
 এ জেলার জজ আদালতের সেরেস্টাদারের
 নিযুক্ত ছিলেন। লক সাহেব জেলার অ
 দর্শনার্থ আসিয়া একরূপ ক্ষমতাপন্ন জমীদার
 জেলার জজের সেরেস্টাদারের পদে প্রতি
 রাখা অবৈধ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে গ
 পাঠান; কিন্তু তিনি কি গয়া কাশী বাই
 লোক, তৎক্ষণাৎ পদ ত্যাগ করিলেন। এ

সেই দিনে তাঁহারি এক জন আশ্বীর কুইয়
 বাবান জমীনার মিবুস্ত হইয়াছেন । বিবে
 করুন, এরূপ বন্দোবস্ত কি ইচ্ছা লাভ
 ২। প্রচণ্ড জীর্ণকালেই সকল আফিসের
 যথেষ্ট স্কুল প্রকৃতিরও প্রাক্তকালে কার্য
 আবার আফিসগুলির নিয়মের পরিবর্ত-
 সঙ্গে সঙ্গে কার্যকালেরও পরিবর্ত হইয়া
 কিন্তু এখানকার স্কুলের সকল কাণ্ডই
 ত ! জীর্ণ গেল, বর্ষা গেল, শরৎকালও
 কিন্তু এপর্যন্ত প্রাক্তকালেই স্কুলের
 হইতেছে । ইহাতে যে বালকদিগের সর্ক
 হইতেছে, তাহা কেহই দেখে না ।

৩। এ দেশ ত অনাবৃষ্টিতে গেল, আর বৃষ্টি
 আর আশা নাই এবং হইলেও কিছুই হইবার
 ধান্যের শেষ হইল, কেবল মজার কত
 হবে । আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, ভয়ানক
 করাল মুখবাদান করিয়া বিহার ও
 অন্য অনেক প্রদেশকে একেবারে গ্রাস
 রতে ধাবমান হইয়াছে । বেহারের অবস্থা
 উদ্ভিষ্যার নায় না হয় । আমাদের গবর্ন
 ট এই বেলা সাবধান হউন । বিডনী হুদামা
 আবার না হয় । গত বার ভারতবর্ষীয় গবর্ন
 ট বেঙ্গাল গবর্নমেন্টের স্কন্ধে দোষারোপ
 রিয়া পরিভ্রাণ পাইয়াছেন । এখার আর
 রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই । পূর্বে এখানে
 তপ চাউল ১ এক টাকায় / ১৫ সের করিয়া
 ক্রয় হইত, এক্ষণে ১ এক টাকায় / ১৩ সের
 ওয়া তার এবং উসনা চাউল ১ এক টাকায়
 সের বিক্রয় হইত, এক্ষণে টাকায় / ১৮ সের
 ওয়া কটিন হইতেছে । গম টাকায় / ৭ সের
 ক্রয় হইত, এক্ষণে টাকায় / ৯ সের পাওয়া
 না । এই রূপ সকল দ্রব্যই অগ্রিমূল্য হইয়া
 টিয়াছে । আবার নিত্য নিত্য বাজারের বেরূপ
 তক তাহাতে দৃষ্টিক সম্পূর্ণগত বোধ হই
 তে । অতএব গবর্নমেন্টের আর নিশ্চিত থাক
 তিত নহে । রাজার প্রজাপালনই প্রধান ধর্ম ।
 র্ম বন্দোবস্ত না করিয়া পরে চাঁদার দ্বারা
 প্রজাপালনের চেষ্টা করা বিফল ।

—:—

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
 মহাশয় সমীপেষু ।

মহাশয় ! আমরা মুগ্ধিত হইয়া লিখিতেছি,
 রসাপাণ্ডা রাস্তা হইতে কালীঘাটরাস্তা

নায়ে যে একটা শাখা রাস্তা বহির্গত হইয়াছে,
 তাহাতে অনেক গাড়ী ও অনেক লোক গমনা-
 গমন করে, তাহা কাহারও অবদিত নাই ;
 কিন্তু চুর্ভাগাবশতঃ সেই রাস্তার এরূপ অবস্থা
 হইয়াছে যে, শকটাদির যাতায়াত করা কঠিন ।
 সে পথ দিয়া যেসকল শকটাদি গমনাগমন
 করে, তাহার আরোহীদিগের গাত্রবেদনা হয়,
 অধিক কি সেই অর্ধক্রোশ পথ আসিতে শকটা
 দিরও এক ঘণ্টার চতুর্থাংশ অপেক্ষা অধিক
 সময় অতিবাহিত হইয়া যায় । কর্তৃপক্ষ কর
 সংগ্রহ করিতে ক্রটি করেন না ; বিলে না হয়
 সময়ে, তাতে না হয় নিলামে, বিক্রয় করিয়া
 কর আদায় করেন ; কিন্তু তাঁহারা কিনিমিত্ত
 রখাসংস্কারে অবহেলা করেন, তাহা বুঝা
 ভার ।

ভবদীয় অঙ্গুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
 শ্রীঃ—
 কালীঘাট

—:—

মহাশয় ! যে ষ্টাম্প কাগজে দলিল রেজিষ্টরি
 হইত, তাহার পরিবর্ত হইয়া একপ্রকার সুতন
 ষ্টাম্প হইয়াছে । মহাশয় ! ষ্টাম্পের পরিবর্ত
 হওয়াতে এখানকার অনেকের ক্ষতি হইয়াছে ।
 কাহারো সুতন নিয়মের বিষয় জানিতে না পারিয়
 পূর্কের ষ্টাম্প খরিদ করিয়া দলিল লিখিয়া ২।৪
 দিবসের মধ্যে রেজিষ্টরি করিবার মানস করি
 য়াছিলেন, তাঁহাদের সেসকল দলিল অগ্রাহ হই
 য়াছে । ইহাতে অনেক লোকের অনেক টাকা
 নষ্ট হইল, অতএব কর্তৃপক্ষের কর্তব্য যেসকল
 পুরাতন ষ্টাম্প লোকে ক্রয় করিয়াছে, তাহা
 ৪।৫ দিনের মধ্যে ফিরাইয়া লইবেন, এইরূপ
 একটা ঘোষণা করেন এবং নিয়মিত সময়ের
 মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া টাকা দেন ।

গত ১১ ই সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুরের " রেজি
 ষ্টরি আদালতে ৯ ইহা প্রকাশ হইয়াছে । পূর্কে
 কেহই জানিতে পারেন নাই । যদি ৩।৪ সপ্তাহ
 পূর্কে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত, তাহা হইলে কেহই
 এমন কর্ম করিতেন না ।

২৮ এ তার } শ্রীঃ—
 ১২৭৫ সাল } শ্রীরামপুর ।

—:—

মহাশয় ! গত ৬ ই তারের এডুকেশন
 গেজেট পাঠে অবগত হইলাম, উক্ত পত্রের
 সম্পাদক মহাশয় স্বীয় সম্পাদকীয় কার্যভাব
 পরিত্যাগ করিয়াছেন । ইহাতে আমাদের
 অন্তঃকরণে এক কালে হর্ষ বিবাদ ও বিস্ময়ের

উদয় হইয়াছে । হর্ষের কারণ এই, তিনি
 কার্যভার অবলম্বন করিয়াছিলেন, পক্ষ
 খুন্স হইয়া তাহা সম্পাদন করাই তাঁহার
 কর্ম ; বাস্তবিক তিনি তাহাই করিয়াছিলে
 যখন তাহাতে কর্তৃপক্ষের অসন্তোষ জন্মিয়
 তখন তাহা পরিত্যাগ করাতে তাঁহার স
 তেজস্বিতা ও সশালস্বতা প্রকাশ হইয়াছে ।

যে মহাশয়'র ঘরে এডুকেশন গেজেট
 পূর্ক আকার ও পূর্ক ভাব (এক প্রকার প
 ছার বলিলেই হয়) পরিবর্তিত হইয়া
 অশেষবিধ উন্নতি সাধিত ও পাঠকবর্গের
 লভা ফলবতী হইয়া আসিতেছিল,
 তাঁহার পদত্যাগ যে অন্ত্যস্ত দুঃখের
 তাহার সন্দেহ নাই ।

সম্পাদক মহাশয় ! অর্ধের ক অ
 মোহিনী শক্তি । কিন্তু প্যারী বাবু যে ত
 চিত্তে তাহার আকর্ষণ অতিক্রম করিলেন,
 অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় (!!!) যাহা
 উক্ত মহোদয় যে এক জন উন্নতাত্মা তাহা
 উপলক্ষে বিলক্ষণ সম্ভ্রমান হইল ।

অবশেষে, শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ স
 মহোদয়ের নিকট আমাদের প্রার্থনা
 কর্তৃপক্ষের যে পত্রখানি তাঁহার সম্পাদক
 পরিত্যাগের কারণ, সেইখানি এবং
 তাহার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার অ
 সাধারণের গোচরার্থ অঙ্গুগ্রহপ্রকাশ
 সোমপ্রকাশে প্রকাশ করেন । তাঁহা
 তাঁহার কর্মপরিত্যাগসংক্রমে দুঃখনিবৃত্তির
 নানাপ্রকার জনরব তুলিয়াছে, তাহা অ
 হইবে এবং কাহারো তাঁহার কর্মত্যাগের
 হেতু জানিতে অন্তিলাবী হইয়াছেন, তাঁহা
 আশা সফল হইবে ।

১৭ ই তার } কস্যচিৎ এডুকেশন
 ১২৭৫ সাল } গেজেট পাঠকস্য

—:—

সম্পাদক মহাশয় ! গত শনিবার ক
 তাহা মহামান্য হাইকোর্টের সাত জন বি
 ত্তির ঐকমত্যে হিন্দুশাস্ত্রসংক্রান্ত একটা
 মার চমৎকার বিচার হইয়া গিয়াছে । সে
 শাসী, ভবানীপুরনিবাসী কাশীনাথ
 কনিষ্ঠ পুত্রবধূ । সন ১২৬০ সালে কাশী
 কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ এবং
 সালের ১৩ ই আশ্বিনে তাঁহার স্বামীর পা
 প্রাপ্তি হয় । তরুণাবস্থাতেই টবধব্যানশ
 হইয়া কেত্রমণি তাঁহার স্বামীর স্তৃত্যের প
 চারি বৎসর আপন পিতৃগৃহে বাস করিয়া

কর্তৃ ঠাহার স্বীকৃতিসহ তিন মাসের নিকট
ইতে গ্রাসাচ্ছাদনাদি পাইবার প্রার্থনায় নালিশ
করেন। জেলায় মকদ্দমাটির ডিক্রী হইল, কাশী
যে তদ্বিক্রমে মহান্য হাইকোর্টে আপীল করি
লেন। ১৮৬৭ অক্টোবর ২৩ ২৩ মার্চ পাঁচ জন বিচার
ক একত্র হইয়া ঐ মকদ্দমা করেন, তৎসম্বন্ধে
অনেক বারামুবাদ হয়। ১৮৬৮ অক্টোবর ৩১ এ
মার্চ রায় প্রকাশ করিবার সময়ে ঐ পাঁচ জন
বিচারপতির মধ্যে অনবরত টেবল সাহেব বিচার
সময় হইতে পুরোঁঠ অপহৃত হইয়াছিলেন ;
তৎসম্বন্ধে অবিষ্ট চারি জন বিচারক আপন
আপন মত প্রকাশ করেন। অনবরত সর বার্নেস
জি. পি. ম্যাককরমেন একমতাবলম্বী
হইয়া ক্ষেত্রমাণের বিরুদ্ধে এইরূপ নিষ্পত্তি
করিলেন যে, যদিও গ্রন্থের পুত্রবধূকে প্রতিপালন
করিতে দর্শিত্য বাধা, তথাপি তাঁহার জীব-
নশায় তাঁহার অবিভক্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক
পুত্রের মৃত্যু হইলে তিনি হিন্দুশাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা
দ্বারা বিধবাপুত্রবধূকে গ্রাসাচ্ছাদন দিতে বাধা
নাই। পরে সবে অনবরত জি. লক ও এক, বি.
কম্প উগাদগের মতে মত না দিয়া ক্ষেত্রমাণের
অনুকূলে এইরূপ নিষ্পত্তি করিলেন, যে হিন্দু
শাস্ত্রানুসারে পুত্রবধূ আপন গ্রন্থবধূ নিকট
ইতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবার অধিকারিণী বটে,
কিন্তু পীড়নাদ কোন বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে
পুত্রবধূকে গ্রন্থবধূর বাস করিতে হইবে।
এইরূপ চারি জন বিচারপতির তুল্যংশে মতের
অনৈক্য হওয়াতে ক্ষেত্রমাণ হাইকোর্টের একজন
বিচারপতির ১৫ বারিয়ার বিধানানুসারে হাইকোর্টের
সকল বিচারকের সমীপে পুনরায় আপীল
করিলেন। জীযুক্ত অনবরত জি. ডি. বেল
জি. পি. বার্মান, এল. এম. জাক্সন, জে. বি.
সুন্দর, এল. এ. লোবস্টা, এ. সি. মাকফাসন ও সি.
এ. ডব্লিউস এই সাত জন বিচারপতি ২৯ এ
প্রাগুক্ত বাঙ্গালা ১৪ ই ডি. বিচারসম্মে উপস্থিত
হইয়া আপীলটির উদ্দেশ্যে বাদামুবাদ প্রদান
করিলেন সকলে একবাক্যে প্রধান বিচারপতির
মতে মত দিলেন এবং যত্ন লিখিত রায় পরে
দেখেন বলিয়া আন্তর্গায় প্রকাশ করিলেন।
কিন্তু ১৮৬৯ বিচারপতিদিগের যত্ন লিখিত
রায় প্রকাশ হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় সাত
জন বিচারপতির কৃত এই বিচার ও হিন্দুশাস্ত্র
বহু এইরূপ বাখ্যাতি যে কতকগুলি শাস্ত্রসম্মত হই
য়াছে, তৎসম্বন্ধে মহাশয় ও মহাশয়ের পদে সু বজ্র
শাস্ত্রের ব্যক্তিগণই বলিতে পারেন। কিন্তু বিচার
টি যে দেশাচার লোকচার ও জনচারবিরুদ্ধ
হইয়াছে একথা কেন বলবে? সংসারকার্য

লিখিত শাস্ত্রানুসারে ব্যক্তির এপর্ষ্যন্ত পুত্রবধূকে
অবশ্য পোষ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কিন্তু এত
কালের পর মহান্য হাইকোর্টের বিচারপতি-
গণের এই অভিনব শাস্ত্রব্যখ্যার তাঁহাদিগের
বহু কালের আন্তি এক্ষণে দূরীকৃত হইল। এক্ষণ
কার ধর্মাবতারের এইরূপ কছেন যে, গ্রন্থের
বৈধবাসয়জননলক্ষ্য পুত্রবধূকে প্রতিপালন
করিতে দর্শিত্য বাধা, কিন্তু ঐ পুত্রবধূকে
গ্রাসাচ্ছাদন দিতে অস্বীকার করিলে পুত্রবধূ
রাজার নিকট নালিশ করিয়া আপন গ্রন্থবধূ
নিকট হইতে যে তাহা পাইতে পারেন এরূপ
কোন বিধি বঙ্গদেশে চলিত হিন্দুশাস্ত্রমতে
দৃষ্ট হয় না। স্ত্রীর পিতা, মাতা, অনধি
কারিণী পত্নী, পুত্রবধূ ও জামাতাদিগের
কলত্র পুত্র কন্যাদির জীবিকা পাইবার যে
ব্যবস্থা শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তাহা এরূপ মকদ্দ-
মাতে খাটিতে পারে না। এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক
করিতে হইলে পত্রবাক্যলয় হয়, আমার এইমাত্র
বক্তব্য যে ঐশ্বরদেবীয় শাস্ত্র বিৎ পণ্ডিতগণ এই
প্রকৃতব বিষয়সম্বন্ধে যত্ন আভিপ্রায় প্রকাশ
করেন।

১৮৬৮ } কস্যচিৎ জিজ্ঞাসোঃ ।
৯ ই সেপ্টেম্বর }

মূল্য প্রাপ্তি ।

জীযুক্ত বাবু ধরনাথ রায়	রামপুরহাট
১২৭৫ আশ্বিন চতুর্দশে কাক্সন	৭
" " দিননাচরণ ভট্টাচার্য	ঢাকা
১৮৬৮ সেপ্টেম্বর চতুর্দশে ৩৯ আগষ্ট	১০
" " জীহরি বায়	শান্তিপুর
১২৭৫ আশ্বিন চতুর্দশে ৭৩ ভাদ্র	১০
" " ক্ষেত্রনাথ চৌধুরী	ভাণ্ডারহাটী
১২৭৫ আশ্বিন চতুর্দশে কাক্সন	৭
" " মাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	জেলা
	বেতিয়া পাথুরিয়াটা
১২৭৫ আশ্বিন চতুর্দশে ৭৩ ভাদ্র	১০
" " প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর	
১২৭৫ আশ্বিন চতুর্দশে কাক্সন	৭
" " দ্বারকানাথ ঘোষ	গোবিন্দগঞ্জ
১২৭৫ আশ্বিন চতুর্দশে অগ্রহায়ণ	৩৫
" " বনমালী গঙ্গোপাধ্যায়	সিমুলিয়া ৫৫
" " মহেন্দ্রনাথ সরকার	সাঁকারিটোলা ৫৫
" " মহিমচন্দ্র বসু	ওয়েলিংটনস্ট্রীট ১০
" " দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	আলীপুর ৫৫
" " বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শাসন ৫৫

জীযুক্ত আর. জিফিথ সাহেব ... বারানসী
১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে ৬৯ আগষ্ট ১৮

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটা
বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মত
বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।
ইহার অগ্রিম মূল্য বাৎসরিক ১০ টাকা এ
বাৎসরিক ৫৫০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল
সম্মেত বাৎসরিক ১০, বাৎসরিক ৭ এবং ট্রেস
সিক ৩৫০। তিন মাসের ম্যানে অগ্রিম মূল্য
গ্রহণ করা যায় না। চিঠি, বরাতি চিঠি, ম
অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্য
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপ
ধারা মূল্য প্রেরণ করবেন।
যাঁহার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহার
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্য
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।
যখন যিনি মফস্বলে হইতে সোমপ্রকাশ
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করি
জীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠ
ইয়া দেন।
যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হই
আসিলে, এক মাসপূর্বে তাঁহাদিগকে চি
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হই
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ ক
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠ
হইবে।
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর স্টেশনের ড
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।
যাঁহার মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ ক
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ক
যাইবে না।
কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইম
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপত্রিক
জানা তাহার পর ১০ জানা দিতে হইবে
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করি
বেন, তাঁহার সচিত্র সতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে
এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর স্টেশনের দক্ষি
চাকড়িপোতায় জীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যা
ভূষণের বাসীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকাল
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ নং ভাগ।

৪৭ সংখ্যা।

“ প্রবর্তনাং প্রকৃতিস্থিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীযতাং । ”

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বাধিক ১০ দশ
ম বাধ্যাসিক ৫৥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

নম্বর ১২৭৫ । ২৭ আশ্বিন। ১৮৬৮। ১২ ই অক্টোবর

মঙ্গলবারে মাস্তুলসংগে অগ্রিম বাধিক
বাধ্যাসিক ৭, ও টেরমাসিক ৩৫০

বিজ্ঞাপন।

কি রা

পুনঃ প্রাপ্ত নোট।

নিম্নলিখিত অপহৃত অর্ধ ও পূর্ণ নোটগুলি
পাওয়া গিয়াছে। নোটের অধিকারিগণকে
জানান বাইতেছে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট
আবেদন করিবেন।

প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য (নগদ) ৥০
এই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় সর্গপর্যন্ত
ম সংখ্যা নাগরাকরে রামানুজের টীকা ও
লা অম্বাবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
ত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহে-
তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে
ত করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১০
ম অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচা-
হইবে। মূল্য ৥০ আনা। বাঁহারা গ্রাহক
কর্তৃক হইতে চাকেন, তাঁহারা আমার নামে
প্রকাশ যন্ত্রে পত্র লিখিবেন।

আবণ
১২৭৫ } জীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য।
স্বাক্ষরসঙ্গ

সংখ্যা	মূল্য	পূর্ণ অথবা অর্ধ
৮৬৬০৮	১০০	অর্ধ নোট
৮৯৪৪৪	৫০	"
৬৪৬৯০	২০	"
১০২৯৬	২০	"
৪৬৪৫২	২০	"
৮২৯৩৭	২০	"
৩৫০৭৪	২০	"
৯৯৬৬২	২০	"
০১৭৫৫	২০	ভিষ্টিগা- পেটাম
০১৭৫৪	২০	নোটস।
০৭৭৭৩	১০	"
০৩৪৬১	১০	"
৬০৪৬৬	১০	পূর্ণ
৪৮৭২৯	১০	অর্ধ নোট
১৬৮৫৫	১০	"
৮২৮২১	১০	"
০৮২৬৯	১০	"
৩৫৪০১	১০	"
৪৮৮৪২	১০	"
৩৭৮৯৬	১০	"
৩৯৮৫৭	১০	"

৬১	৯২১০৩	১০	"
৬১	৯২১০১	১০	"
৬১	৯২১০২	১০	"
৬১	৫৪১১৫	১০	"
৮৮	৮৯০০৭	১০০	"
৫৮	৮৪৮৬৯	১০০	"

কলিকাতা
পোস্ট অফিস
১৩ ই আগষ্ট
১৮৬৮।

ডবলিউ, এইচ, ম্যাগে
পোস্ট মাষ্টার।

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম
বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তক
এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অ
টাফার পুস্তক লইলে ১০ আনার
পাইবেন।
অপূর্ণ উপাখ্যান অর্থাৎ সেরুপিয়ারকৃত
কোর মর্মানুবাদ
ক্রীমঙ্গাগবত ১ম অবধি ১২
গদ্য
ক্রীতীহরিত স্ক্রিবিলস সম্পূর্ণ
ক্রীমঙ্গামঙ্গায়ন দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ
চক্রপাণিটিকিৎসা গ্রন্থ বিষ্ণুরীতা
নিবাসী বালু কাশীনাথ মল্লিকের গ্রন্থের
পণ্ডিতবীর হইয়া লিখিত
নিত্যদক্ষ ২ ভিঃ পত্রিকা বাহিক
কৌতুক বিলাস যাহাতে গোপালত
কৌতুকগুলি সম্পূর্ণ আছে
চন্দ্রহংস : টেলিনি ভারত
উক্ত
বঙ্গতন্ত্র চূড়ামণি অর্থাৎ বঙ্গনির্ধর
নীলাঞ্জন কাব্য

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাগী শুদায়সহ
১৯ নং জোড়া বাগান।
উপরি উক্ত বাগান ও বাগী বাঁহারা ক্রয়
তে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষ
র ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেগারস্ আরবো-
খনট এবং কোং

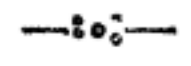
বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পক্রম অভিধান। সর রাজা রাধা-
কান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণ
মুতম বাঁধান, মূল্য ২৫০ টাকা।

ক্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ।

পুস্তকান কাব্য ৫
 পিতৃশ্রী কাব্য ১
 অশ্রু-ময় মাতৃক ১০৭
 বীণা শিশুর বিনয় ৫
 সঙ্গীত গণ্য কাব্য ১
 কবিবিদ্যেয় নাটক ২
 বিদিত আইড মার্শমেন সাহেব কৃত ২০
 অক্ষা উপাখ্যান ৫
 দেশাবলী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত ৩৫
 সিন্ধোদ্ধার ১
 ইতিহাস ১১
 টমাস দাবু খামি ম্যাপ গণেশচন্দ্র ৩
 কৃত ৩
 উদ্দেশ্য পুস্তিকার মানচিত্র ৫
 রতনময় ম্যাপ দেবনাগর লক্ষ্যে ৭
 চিত্রশিল্পী ৫
 নবন বোহীলী গণ্যপন্য পারসীক ১১
 মার সঙ্কর সংস্কৃত হইতে পদ্য অঙ্কবাদ ১
 রতনময় ইতিহাস কেদারনাথ দাসকৃত ১
 গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত ২
 রতনময় সংগ্রহ ১
 মল্লিক ইতিহাস সমুচ্চয় ১
 মার মেন সাহেবকৃত চই খণ্ড ২
 টা পরিশিষ্ট নাটক ১
 রতনময় ১১
 দকলক্ষ্যম পরিশিষ্ট ২৫
 কাতা কোড়া- } শ্রীমত'পচন্দ্র রায়
 ৬৪ নং } নগদ বিক্রেতা ।

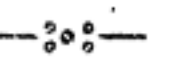
৫ কিম্বার থাকিবে তখন ঐ কিম্বারে রেলওয়ের
 ১ সর্বত্র রঞ্জানির নিমিত্ত সর্বপ্রকার স্রব্যাদি লইতে
 ১০৭ ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোং প্রস্তুত আছেন ।
 ৫ রেলওয়ে স্রব্যাদি পাঠাইবার ডাড়া অল্প-
 ১ সারে ডাড়া লওয়া হইবে । কেবল কিম্বার হইতে
 ২ সাহেবগঞ্জ ষ্টেশনে লইয়া যাইবার নিমিত্ত
 ২০ বেড়াই খরচা ও ডাড়া প্রতি মণে এক
 ৫ আনার হিসাবে অধিক লওয়া যাইবে । যে
 ৩৫ ষ্টেশনে স্রব্যাদি রঞ্জানি হইবে সেই ষ্টেশনে
 ১ সমুদর দিলেও চলিবে ।
 ১১ ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে }
 চাউগ এজেন্সি বোর্ড } সিন্ধি কিফেজন
 কালকাতা ৭ ট } এজেন্সি বোর্ড ।
 সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ ।



পুরাণ প্রকাশ ।

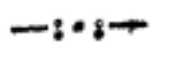
বিষ্ণু পুরাণ ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড
 ৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিম মূল্য) ১০ ।
 কিনি গ্রহণাতিলাষী হইবেন তিনি মুজাপুর
 আমহরষ্ট্রীট ৩৪১ নং ভবনে কাব্য প্রকাশ
 যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে
 শ্রীযুক্ত অগমোহন তত্বালঙ্কারের নামে যত
 খণ্ডে ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন । অগ্রিম
 না পাইলে বিশেষ বিষ্ণু পুরাণ পাঠাইবার
 নিয়ম নাই ইতি ।



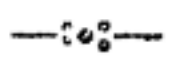
পুনঃ প্রাপ্ত নোট ।

যে ব্যক্তি ১৮৬৮ সালের ৮ ই আগষ্ট পত্র
 মতে পাটনার ডাকঘোষে নিম্নলিখিত নোট
 সকল পাঠাইয়াছেন, তিনি নিম্নলিখিত
 কারীর নিকট স.বিশেষ লিখিয়া পাঠাইবেন ।
 এ ৮৯০০৭ নং ১০০ টাকার
 এ ৮৪৮৬৯ নং ১০০ " "
 ডবলিউ, এইচ, ম্যাগোগান ।
 কলিকাতার পোস্টমাস্টার ।



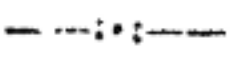
শিক্ষক ব্যক্তিরকে সঙ্গীত শিক্ষা ।
 " শিক্ষক ব্যক্তিরকে সঙ্গীত শিক্ষা " বলিয়া
 যে বিজ্ঞাপনটী ইতিপূর্বে সোমপ্রকাশে প্রকাশ
 হয়, তাহার স্বাক্ষর স্থলে " শ্রীমহেশনাথ চট্টো
 পান্ডায় " এই নামটী অনবধানতাবশতঃ প্রকা-
 শিত হইয়াছিল । তাহাতে জনেকে মহেশনা-

থকে ঐকর্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন ;
 বাস্তবিক মহেশনাথ ঐকর্তা নহেন ।



মহামহোপাধ্যায় বরদাচার্যকৃত বসন্ত
 ভাণ নেপালস্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ডমরুভট্ট
 কর্তৃক সংশোধিত হইয়া দেবনাগরাকারে
 হইয়াছে । মূল্য ১০ আট আনা । কলিক
 সংবাদ আনররাকর যন্ত্র নিমতলা ষাট
 ৩২ সংখ্যক ভবন ।

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক



নদিয়ার নদী ।

সন ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৮
 হইতে ১৩ ই পর্যন্ত নদীয়ার নদী হারে
 সর্বসংতি জলের সাপ্তাহিক
 রিপোর্ট ।

স্থানের নাম	সর্বকমতি	ফুট ই
নদীয়া মাথাভাঙ্গা		
মহানার উপর পদ্মানদীতে		৩৪
নীল মহানায়		১৬
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া		
৪৪ মাইল		১৬
হাট বোয়ালিয়া হইতে		
অনুকায়া		৮
আনুকায়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ		
৩৮ মাইল		১৪
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে জগন্নি নদী		
৩৪ মাইল		১৮
জাগীর্শী নদী ।		
মহানার উপর		১৬
নীল মহানায়		১৮
তথা হইতে জিয়াগঞ্জ		১০
জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া		
৬০ মাইল		১৫
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইল		১৯
জয়ঙ্গী নদী ।		
নীল মহানায়		৫
তথা হইতে করিমপুর		
১৯ মাইল		৬
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা		
৩৫ মাইল		১১
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া		

সাবিত্রীচরিত
 কাব্য ।
 ভোলানাথ চক্রবর্ত্তি প্রণীত ।
 মূল্য ১ এ ৮ টাকা ।
 প্রথম বস্তুর পুস্তকালয়ে পাওয়া যায় ।
 —:—
 কলিকাতার মানচিত্র মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ
 আছে । (উত্তম বাধাই) মূল্য ২ টাকা ।
 শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত ।
 কলিকাতা নর্মাল স্কুল ।
 —:—
 ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে ।
 কারাগোলা ষাটে রেলওয়ের সর্বত্র
 রঞ্জানির নিমিত্ত মাল লওয়া
 যাইবে ।
 চন্দ্রা সদস্যধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
 য়ে, যখন কারাগোলা ষটে পারাপারের

৬-মাইল ১০ ১০
 লন ১৮-৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৭ ই
 রিখের গল ঘাটের জলের মাপ ।
 কুট ইকি
 গজঘাটের উপর
 ত্রীযুক সি টি উইক
 একজিমিটের ই ক নিয়র
 বহঃমপুর ডিবিজন ।

সোমপ্রকাশ ।

২৭ এ আশ্বিন সোমবার ।
স্থানীয় কর ।

অনেক পল্লীগ্রামে ভাল রাস্তা, ভাল
 করিণী ও বিদ্যালয়প্রভৃতি নাই ।
 তৎস্থানে এগুলি করা আবশ্যিক ।
 যের বিনা এতদ্বিধাহ সস্তাবিত নয় ।
 অর্থ কোথা হইতে আইসে । যে যে
 ঠানে সেইগুলির আবশ্যিকতা, সেই
 ঠানেই করা করিয়া তৎসংগ্রহ করা
 কঠিন । আজি কালি অধিকাংশ ইংরা
 জর এই মত হইয়াছে । অনেকে এই
 পার্টিকেই মুখা ও একান্ত অবলম্বনীয়
 মনে করিতেছেন । কিন্তু আমাদের
 বেচনায় এ উপায়ের অবলম্বন কোন
 মেই শ্রেয়স্কর বলিয়া প্রতীয়মান হই-
 তেছে না । এটা যে কেবল অত্যাচারের
 রূপ হইবে এরূপ নয়, এ কার্যটা স্বরূপ
 ই অত্যাচার । যাহার যে বিষয়ের মর্ম-
 হ ও ইচ্ছা নাই, তাহাকে যদি বল-
 স্করক সেই কার্যে প্রবর্তিত করা যায়,
 টী অত্যাচার সন্দেহ নাই । কোন
 মীদার নিজ প্রজাগণের উপকারের
 ক্ষেত্রে একটা রাস্তা বা বিদ্যালয় করি-
 র নিমিত্ত যদি সেই সেই প্রকার নিকট
 তে বলপূর্বক অর্থগ্রহণ করেন, অত্যা-
 র বলিয়া চতুর্দিক হইতে চীৎকার
 শ্রুত হইবে সন্দেহ নাই । জমীদারের
 কাজ করিলে আমরা অত্যাচার
 লয়া নির্দেশ করি, গবর্ণমেন্ট করিলে
 টী যে অত্যাচার হইবে না, তাহা
 ধন হইতে পারে না ।

উল্লিখিত বিষয়গুলির নিমিত্ত যে
 সকল স্থান হইতে কর লইবার কল্পনা
 করা হইতে ছ, তত্রতা অধিকাংশ লোক
 উহার মর্মজ্ঞ নহেন ; সুতরাং তাঁহারা
 যে ইচ্ছাপূর্বক তত্তদ্বিষয়ে এক কপর্দকও
 দান করিবেন তাহা সস্তাবিত নহে ।
 আমরা উহার অন্যতর কোন কোন
 কার্যে চাঁদা করিবার চেষ্টা করিয়া
 দেখিয়াছি, কৃতকার্য হইতে পারি নাই ।
 এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে,
 এসকল বিষয়ে দান করিতে আজিও
 অধিকাংশ লোকের ইচ্ছা জন্মে নাই ।
 তাহা জাঙ্কিলে তাহারা চাঁদায় অর্থদানে
 কোনক্রমে বিমুগ্ধ হইত না । তাহারা
 অনিচ্ছ যখন এটা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে,
 তখন তাহাদিগের নিকট হইতে যে কিছু
 গ্রহণ করা যাউক, সেটা যে অত্যাচার
 চইবে, তদ্বিষয়ে অণু মাত্র সংশয় নাই ।
 আমাদের মতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের
 সচ্ছ গবর্ণমেন্টের রোগীর নিষ্পত্তিকণের
 নায় বলপূর্বক উপকার প্রজার গল
 প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া বিধেয় হয় না ।
 পূর্বকার যে সকল রাজা বলপূর্বক
 প্রজাদিগের দ্বারা ঐ সকল কার্য সম্পা-
 দিত করিয়াছেন, তাঁহারা অত্যাচারকারী
 বলিয়া নির্দেশিত হইয়া থাকেন ।

এ স্থলে আর একটা বিষয়ের বিবে-
 চনা করা আবশ্যিক হইতেছে । পল্লীগ্রামে
 ভাল রাস্তাপ্রভৃতি না হইলে চলিতেছে
 না, এ কথা পল্লীগ্রামবাসী অধিকাংশ
 লোকে কহিতেছে, কি যাঁহারা স্থানীয়
 করস্বত্বের প্রস্তাব করিতেছেন, তাঁহারা
 কহিতেছেন ? নূতনবিধ করস্বত্বের প্রস্তা-
 বকারীদিগের দৃষ্টিতে যত কষ্ট লক্ষিত
 হইতেছে, যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করি-
 তেছেন, তাঁহারা তত কষ্ট অনুভব করি-
 তেছেন না । একের অসুখিত কষ্ট
 শান্তির নিমিত্ত অপরকে বাস্তবিক কষ্টে
 নিপাতিত করিয়া উদ্বেজিত ও অসুখিত

করা বিবেচক গবর্ণমেন্টের ক
হয় না ।

তবে কি পল্লীগ্রামের যে অ
 আছে, তাহাই থাকিবে ? আমাদের
 গবর্ণমেন্ট তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকি-
 ক্রমে চিত্তসম্ভোগ বিধান করে
 এ এক কথা আছে । ইহার উত্তরে ব
 এই, গবর্ণমেন্ট রথ্যানির্মাণ ও বিদ্যা
 প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাবিষয়ে যে সা
 দানপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, এ
 কিঞ্চিৎ বাহুল্যরূপে ও মঙ্গলে প্রবা
 করিতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের এ
 ব্যক্তিদিগকে তত্তদ্বিষয়ে উৎসাহ দি
 আরম্ভ করুন, উদ্দেশ্যসিদ্ধি হই
 যাবৎ প্রজারা স্বয়ং উৎকৃষ্ট রাস
 বিদ্যালয়প্রভৃতির মর্মজ্ঞ না হইতে
 তাবৎ গবর্ণমেন্ট যত্ববান হইয়াও
 চিত্তরূপে অতীতসাধনে সমর্থ হইতে
 না । কলিকাতায় নানাবিধ টাঙ্ক
 ষাহারকার নানা উপায় অবলম্বন
 হইয়াছে ; কিন্তু যে যে স্থানের প্র
 পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা যে কি
 কারের ও সুখের বিষয় তাহা বুঝি
 না পারে, সেই সেই গলির মধ্যে প্র
 করিতে হইলে প্রাণবিয়োগ ও পুতি
 প্রাণশক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায় ।
 গ্রামেও যে এরূপ হইবে না, তা
 প্রমাণ কি ?

—২০২—

কুম্ভকন স চিত্ত স্থায়ী বন্দোবস্ত :
 যদি কৃষকদিগকে জমীদারের অ
 চারমুক্ত, শিক্ষিত ও সৌভাগ্যশ
 দেখিবার ইচ্ছা থাকে, ভূমিতে ত
 দিগকে স্থায়ী স্বত্ব প্রদান করিয়া এ
 পাকা বন্দোবস্ত করা কঠিন । জমী
 রের অত্যাচারনিবারণের যত উ
 করা হউক, এখন প্রজা ও জমীদারের
 সহকৃ আছে, তাহাতে জমীদার অ
 চার করিব মনে করিলে প্রজা

ই পরিজ্ঞান পাইতে পারে না । বন্দোবস্তই ঐ অত্যাচারের দ্বার করিবার একমাত্র উপায় । প্রজাকে শিখাইবার নিমিত্ত সর্বিশেষ আরম্ভ হইয়াছে ; কিন্তু যত চেষ্টা হউন ; যাবৎ তাহাদিগকে অল্পবস্ত্র করা না হইবে, তাহারা কোন শিক্ষাকার্য্যে মনোযোগী হইবে সেই সচ্ছল করিবার উপায় তাহাদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাহাদিগের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহাদিগের শিক্ষার উপযোগী সমুদায় করণের যদি সংযোজন করিয়া দেওয়া তথাপি তাহাদিগের শিক্ষাকার্য্যে যোগী হইবার সম্ভাবনা নাই । তাহারা অল্প বস্ত্রের নিমিত্ত সতত ব্যাকুল । বস্ত্র তাহারা যে ক্ষেত্রের কার্য্যে করা করিয়া বিদ্যালয়ে গমন করিবে, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে । সার্জন ও জীবিকার অর্জন এ উভয় মধ্যে জীবিকার অর্জনের প্রধান্য কেনা করিবেন ? এ অবস্থায় কুবকদিগের শিক্ষার্থ্য্য গর করিলে তাহা বিড়ম্বনাস্বরূপ । কুবকদিগের কোন উপকার নহে না, লাভের মধ্যে কর সংগ্রহের ধান পড়িয়া যাইবে ; তাহাতে যে পক্ষের হউন, এক পক্ষের পীড়ন হইবে এই মাত্র । পীড়ন করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা কয়েক জন পুষ্টি ইনস্পেক্টর ও অর্জনশিক্ষিত গুরু শ্রমের উদরমাংস হইবে সন্দেহ নাই । যদি প্রজাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদিগকে সচ্ছল করা যুগ্ম হয়, এ অনিষ্টের আশঙ্কা কেনা । তখন তাহারা স্বচ্ছন্দে রক্তমাংসা বিদ্যালয়ে গমন করিবে, ক্রমে তাহাদিগের বিদ্যালয়বাসী বর্দ্ধিত হইবে, তখন আর সূতনাবধ কর গ্রহণ প্রণালী

করিবার প্রয়োজন হইবে না ; তখন বর্তমান সাহায্যদানপ্রণালীই তাহাদিগের ইচ্ছালোভাশ্রয়ী হইবে । আমরা কেবল অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া এই বাক্য কহিতেছি না । বর্তমান সাহায্যদানপ্রণালী হইতেই ইহার প্রমাণ হইতেছে । দিন দিন লোকে যত বিহার মর্জজ হইতেছেন, ততই অধিক ব্যয়দান স্বীকার করিয়াও আপন আপন মস্তানদিগকে বিদ্যালয়ে প্রবেশিত করিতেছেন । ১৮৫৪ অব্দে লোকে যেখানে চারি আনা দিয়া মস্তানকে পড়াইতে কাতর হইতেন, এখন সেখানে অন্নানবদনে এক টাকা দিতেছেন । যদি এরূপ হইল, কুবকদিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া অগ্রে তাহাদিগকে সচ্ছল করিয়া তুলাই কর্তব্য । পঁচ ছয় বৎসর কাল ক্রমিক এই সোমপ্রকাশে এই বন্দোবস্তের প্রস্তাব হইয়া আসিতেছে ; কিন্তু আমরা আজি কালি দেখিতেছি, অনেকেরই ইহার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে । আয়ার লেগুর প্রসঙ্গে ইংলণ্ডেও ইহার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে । যখন অধিকাংশ লোকে ইহার পক্ষপাতী হইলেন, তখন এটা যে অবশ্যকর্তব্য কর্ম্ম, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই । ইহার প্রতি যে কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, তদ্বারাও প্রমাণ হইতেছে, এটা অগ্রাহ্য বিষয় নয় । সম্ভ্রান্তি ইহার প্রতি হুঁচী আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে । প্রথম, এখন বাঙ্গালা দেশের জমীদারদিগের সহিত গবর্ণমেন্টের যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, তাহাতে জমীদারেরা নির্দিষ্ট পরিমাণে গবর্ণমেন্টকে খাজনা দিয়া থাকেন, লাভ ও ক্ষতির ভাগী তাহারা হইলেন । যদি প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, আর কোন স্থান ভূমি হইয়া নদীর

উদরমাংগত অথবা বালুকারাশি পরিপূর্ণ হইয়া উর্বরশক্তিহীন ও কৃষিকার্য্যে অযোগ্য হয়, তাহা হইলে উহার খাজনা কিরূপে সংগৃহীত হইবে ? দ্বিতীয়, যে স্থানে বাঁধ, খাল ও পুলপ্রভৃতি আবশ্যক হইবে, তাহারই বা কি উদরমাংগ হইবে ? এ আপত্তির উত্তর এই, আমরা কবিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিতেছি, জমীদারদিগকে খাজনা ভাগ করিয়া তাহা করি নাই । তাঁহাদের মধ্য স্থলে থাকিবেন । তাহাদিগকে খাজনা ভাগ করিয়া প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত হইবার উপায় নাই । তাহা হইলে অন্যান্য অত্যাচার ও গবর্ণমেন্টের স্বাধীন প্রতিক্ষাভঙ্গ করা হইবে । জমীদার বিক্রয়াদি দ্বারা বহুহস্তান্তর হইয়া এখন তাহা কিরূপে লইতে গেলে গবর্ণমেন্টকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেও হইবে । এমত জমীদারেরা যদি মধ্য স্থলে রহিলেন, এখন খাল পুলপ্রভৃতি যে নিয়মে তৈরি হইতেছে, তখনও সেই নিয়মে চিরস্থায়ী জমীদারেরাই তাহা করিবেন । যেখানে বাঁধপ্রভৃতি করা আবশ্যক, অগ্রেই তাহা জানিতে পারা যায় ; প্রজার সহিত বন্দোবস্তকালে অনুমানে তাহার ব্যয় ধরিয়া লইলে চলিতে পারিবে । আর যেগুলি আগন্তুক হইবে, তাহার ব্যয় সমাধানার্থ প্রজার নিকট কিছু কিছু চাঁদা লইলে চলিবে । যে স্থানে নদীগর্ভগত অথবা বালুকারাশি পরিপূর্ণ হইবে, সে ক্ষতি গবর্ণমেন্টকেই সহ্য করিতে হইবে । যেমন স্থানে গবর্ণমেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতেমন অন্য স্থানে চর পড়িয়া গবর্ণমেন্টের লাভ হইবে । কলকাতা ক্ষতি ও পুষ্টিয়া যাইবে ; বরং কোন কোন স্থানে লাভই অধিক হইবে । পরগণার পরিমাণ ও গবর্ণমেন্টের দেয় করের

আছে। যে অমীদারীর যত ভূমি নষ্ট
বে, হারানুসারে কর স্থির করিয়া
হা হইতে অব্যাহতি দেওয়া কঠিন কর্য
বে না। প্রজার ইচ্ছাসামর্থ এই
সমাত্র কষ্ট স্বীকার কর্তব্য।

ভারতবর্ষের ভাবী গবর্নর
জেনরল।

আমাদিগের বর্তমান গবর্নর জেনরল
জন লরেন্স পদত্যাগ করিলে লর্ড
র তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন স্থির
রাছে। শুধিকে ইংলণ্ডের ও এখানকার
নেক ইংরাজী সমাচারপত্রসম্পাদক
নিয়োগে অনশ্চেষ্ট প্রকাশ করিতে
ন। এই গুরুতর প্রতিবাদ দর্শন
রয়া আমাদিগের কি প্রকার সিদ্ধান্ত
নায়াসুগত হয়? আমরা কি এক
অযোগ্য শাসনকর্তার অধীনস্থ হইয়া
পদ সাগরে নিমগ্ন হইতে অথবা এক
উপযুক্ত শাসনকর্তার শাসনস্থ
ভব করিতে চলিলাম? যদি লর্ড
নিউের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত
। যার, লর্ড মের ভারতবর্ষের যোগ্য
শাসনকর্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইবেন
দহ নাই। এখানকার একখানি ইং
রাজী পত্রে এই কথা বলিয়া লর্ড মেরের
ত অনশ্চেষ্ট প্রকাশ করা হইয়াছে
তিনি পরিশ্রমী লোক বটেন; কিন্তু
হার নূতন রাজনীতি উদ্ভাবন করি-
কমতা নাই; তাঁহাকে স্টেটসেক্রে-
রর আজ্ঞাবহ থাকিয়া কাজ করিতে
বে, তিনি স্বাধীনবৃত্তি হইয়া কোন
করিতে পারিবেন না।

একণে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের
প্রকার সম্বন্ধ ও টেলিগ্রাফ প্রভৃ-
দ্বারা নৈকট্য হইয়াছে, তাহাতে
ভারতবর্ষের নিমিত্ত স্বাধীনবৃত্তি
র জেনরলের প্রয়োজন নাই। ইং
স্বয়ংই দিন দিন আমাদিগের শুভা

শুভ চিন্তাশীল হইতেছেন। স্টেটসেক্রে-
টারি এখন তন্ন তন্ন করিয়া ভারতবর্ষের
সকল বিষয় দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।
এ অবস্থার স্বাধীনবৃত্তি গবর্নর জেনর-
লের অনুমাত্র আবশ্যকতা দেখা যাই
তেছে না। অগদীখর করুন, লর্ড ডেল
হাউসির নায় স্বাধীনবৃত্তি গবর্নর জেন-
রল যেন ভারতবর্ষে আর কখন না আই
সেন। তিনি ভারতবর্ষের যে হিত করিয়া
গিয়াছেন, ভারতবর্ষ আজিও তাহার
ধাকা সামলাইতে পারেন নাই।

লর্ড মের ভারতবর্ষীয় ও ভাবতব-
র্ষস্থ ইউরোপীয় উভয়ের ভেদ না করিয়া
তুল্যরূপে উভয়ের শাসন ও পালনকার্য্য
সম্পন্ন করিবেন, এই আশঙ্কা করিয়া ইং-
রাজী সমাচারপত্রসম্পাদকেরা কি
তাঁহাকে অযোগ্য বলিয়া নির্দেশ করি-
তেছেন? লর্ড ডেলহাউসি বেরূপ করিয়া
ছিলেন, যিনি সেইরূপ ভারতবর্ষের
অনিষ্ট করিয়া ইংলণ্ড ও ইংরাজ রাজ
পুরুষদিগের ইচ্ছাসামর্থ করিতে পারেন,
তিনিই কি যোগ্য ব্যক্তি?

ইংলণ্ডের সহিত দিন দিন ভারতব-
র্ষের যেপ্রকার সম্বন্ধ হইতেছে, তাহি
ষয় বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষে আর
স্বতন্ত্র গবর্নর জেনরল নিয়োগ আবশ্যক
বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বোম্বাই ও
মাদ্রাজে এক এক জন গবর্নর আছেন।
বঙ্গালাদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে লেপ্ট-
ন্যান্ট গবর্নর উপাধি রহিত হইয়া এক
এক জন গবর্নর নিয়োজিত হউন। ঐ
উত্তর দেশের সীমার পরিবর্ত ও বৃদ্ধি
করিয়া অধোখা প্রভৃতিকে উহার অন্ত
গত করা হউক। নূতন গবর্নরদিগকে
কতকগুলি বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করা
হউক। তাঁহারা এক কালে সাফাৎ
সম্বন্ধে স্টেটসেক্রেটারির নিকটে গুরুতর
বিষয়সকলের রিপোর্ট করিবেন। স্টেট
সেক্রেটারির কোঁসিল সভা আছে, সভ্য

দিগের এক এক জনের উপরে এক
বিষয় দর্শনের ও গুরুতর বিষয়ের
করিয়া মীমাংসা করিবার নিয়ম থা-
সত্বর ও সুন্দররূপে কার্য্যসম্পাদন
সম্ভব নাই।

ভারতবর্ষে স্বতন্ত্র গবর্নর জেন-
নিয়োগপ্রথা রহিত হইলে কেবল
বায়সংক্ষেপরূপ লাভ হইবে এক
সময় সংক্ষেপরূপ আর একটা মহ
হইবে। এখন স্টেটসেক্রেটারির নি-
কোন বিষয় প্রেরণ করিতে হইলে
জেনরলের হস্ত দিয়া পাঠাইতে
তাহাতে অনেক সময়ান্তিপাত
থাকে।

বহুদূরবর্তী ইংলণ্ড হইতে
বর্ষের শাসনকার্য্য সম্পন্ন হওয়া
বিত নয়, যদি কেহ একরূপ আ-
করেন, তদন্তরে বক্তব্য এই, যদি
জিলিও হইতে এই কার্য্য সম্পন্ন
ইংলণ্ডের সহিত আজি কালি ভার-
র্ষের বেরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ হইয়া
তাহাতে ইংলণ্ড হইতে শাসন
নির্বাহ না হইবার বিষয় কি? প
ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের বহুদূ-
ছিল। একজনকার ন্যায় টেলিগ্রাফ
জাহাজ প্রভৃতির গমনাগমনের সু-
ছিল না। তখন ইংলণ্ড হইতে অ
আনাইয়া কোন কার্য্য করিতে হ
সে কার্য্য ধ্বংস হইয়া যাইত, সু
এক জন স্বতন্ত্র গবর্নর জেনরল নি-
ও তাঁহাকে সমাধিক স্বাধীনতা প্রদ
আবশ্যকতা হইয়াছিল। এখন মে
দায়ের পরিবর্ত হইয়া গিয়াছে,
আর কেন? এখন পূর্ববৎ স্বধী
প্রদানের কল কেবল অনিষ্ট। অ
গবর্নর জেনরলের যদি স্টেটসেক্রেট
অধীনতা না থাকিত, তাহা হ
কুবদিগকে নীলকরের ক্রীত
করণের মহৌষধস্বরূপ কণ্ট্রাক্ট

বাধবদ্ধ হইয়া যাইত । স্বাধীনরাজ্য
 জেনরলেরাই ভারতবর্ষের অর্থ
 কারণ । তাঁহারা অকারণে অথবা
 অন্য কারণে নানা স্থানে সমরানল
 লত করিয়া ভারতবর্ষকে ধনজালে
 ত করিয়াছেন । কাবুলের যুদ্ধ উহার
 উদাহরণ ।

চৌকিদারী টাক্স ও গ্রাম
 চৌকিদার ।

আমরা প্রস্তাবান্তরে স্থানীয় করের
 বাদ করিলাম । সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর
 শীঘ্র প্রজাদিগের একান্ত বিদ্রিক্ত ।
 কর সংগ্রাহক কর্মচারীদিগের
 কেবল যে অত্যাচারের নিদান হয়
 নয়, তদ্দ্বারা অনেকের সামর্থ্যও
 চৌকিদারী টাক্সকেই আজি আমা
 র বাক্যের প্রমাণ স্থলে গ্রহণ করি
 য়া হইয়াছে । চৌকিদারী টাক্সের
 পাত্র নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহাদি-
 ক্রম প্রযুক্ত অনেক অযোগ্য পাত্রও
 অনির্দিষ্ট হইয়াছে । কত
 গৃহের কপাট ও গো মেষপ্রভৃতি
 করিয়া টাক্স আদায় করিতে হয়
 তাহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধান হয়, তাহা
 প্রমাণ হইবে, কত লোক দিতে
 পারেন ।

এ টাক্সে আমরা প্রজার অণুমাত্র
 দেখিতে পাই না । যে কিছু অর্থ
 দিতে হয়, প্রায়ই তাহা সংগ্রাহক কর্ম
 ও প্রহরীদিগের বেতনে পর্যাপ্ত
 হইয়া কিছু উদ্ধৃত থাকে, তাহারাজ
 গত হয় ; তাহার পুনরায় হই
 যে যে স্থানে চৌকিদারী টাক্স হই
 , আর যেখানে হয় নাই, উভয়ের
 মাত্র কিঞ্চিদাত্র বৈলক্ষ্য লক্ষিত
 হইতে পারেই রাস্তা ঘাটপ্রভৃ
 অবস্থা তুল্য । রক্ষাকার্য্যও তুল্য
 সম্পাদিত হইতেছে । বরং স্থানে

স্থানে, দোষতে পাওয়া যায়, যেখানে
 চৌকিদারী টাক্স নাই, এরূপ গ্রামে
 চৌর্য্যের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত অল্প ।

যখন প্রমাণ হইল, চৌকিদারী টাক্স
 প্রভৃতি অপরোধ করের প্রতি প্রজার
 নিতান্ত বিদ্বেষ, তাহাতে অনেকের অসা
 মর্থ্য এবং যেখানে চৌকিদারী টাক্স আছে,
 আর যেখানে নাই, উভয় গ্রামের
 অবস্থা সমান, তখন চৌকিদারী টাক্স
 উঠাইয়া দেওয়াই কর্তব্য । উহা প্রজার
 হৃদয়শূলের ন্যায় হইয়া অনর্থক তাহা
 দিগকে উদ্বেজিত ও অস্থিত করি
 তেছে । যদি পুলিশ কর্মচারীরা রাজ্রিতে
 গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া চৌকিদার
 দিগকে সতর্ক করেন, চৌর্য্যাদি হইলে
 তাহা গোপন না করিয়া তাহা লইয়া
 ধুম ধাম করা ও চৌকিদারের দণ্ড করা
 হয়, এবং এরূপ একটা নিয়ম করা হয়,
 যিনি নিয়মিতরূপে মাসে মাসে চৌকি
 দারের বেতন না দিবেন, তাঁহাকে ঐ
 বেতনের ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ দণ্ড দিতে
 হইবে, তাহা হইলে গ্রামা চৌকিদার
 দ্বারাই সুন্দররূপে গ্রাম শাসন হইতে
 পারে । আমরা দেখিতে পাই, যেখানে
 অধিকতর কড়াবড় আছে, সে গ্রামের
 রক্ষাকার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হই
 তেছে । এখন সচরাচর দেখিতে পাওয়া
 যায়, গ্রামা লোকদিগের একটা অভূত
 পূর্ব গুণ আবির্ভূত হইয়াছে । উহার
 দ্বারাও রক্ষাকার্য্যের সবিশেষ আনুকূল্য
 হইতেছে । পূর্বে গ্রামের মধ্যে চৌর্য্যাদি
 হইলে গ্রামের লোকে পুলিশের উপদ্রব
 ভয়ে তাহা গোপন করিতেন এখন আর
 প্রায় সেরূপ করেন না, এখন গ্রামের
 অধিকাংশ লোকে সাহসী হইয়াছেন
 এবং এসকল বিষয় যত প্রকাশ হয় ততই
 মঙ্গলের বিষয় ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন ।
 ফলতঃ যাবৎ গ্রামস্থ লোকদিগের এই

গণনা ও মের হইয়াছে এবং গ্রামে
 তার তাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত না হইবে
 তাবৎ সম্পূর্ণরূপে অতীক্ৰমিত হই
 নস্তাবনা নাই । কলিকাতাই ইহার
 সেখানে পুলিশের বন্দোবস্তের মূ
 নাই, প্রহরী অসংখ্য, ইনস্পেক্টর ও
 স্পেক্টর জেনরল প্রভৃতি অবস্থান
 বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু হত্যা
 তর হুক্মিয়ার অনুষ্ঠানকালে উহা
 হইতেছে না, পরেও উহার অনুম
 হইতেছে না । অতএব স্থির হইতে
 চৌকিদারী টাক্স করিয়া প্রহরীর সং
 অধিক করিতে পারিলেই গ্রা
 সুন্দররূপে রক্ষা হয় না । তবে চৌকি
 টাক্স লইয়া প্রজাদিগকে জ্বালা
 করিবার আবশ্যিকতা কি ?

এদেশীয়দিগের ইংলণ্ডগমনে কি
 উপকার হইতেছে ?

বারু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
 উর হইয়া কয়েক দিন হইল ইং
 হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করি
 ছেন । আরো কয়েক জন ইংলণ্ড
 এদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন । আ
 পূর্বে আশা করিয়াছিলাম, এদেশী
 ইংলণ্ডে পথ পাতিত করিলে এদেশে
 বিশিষ্ট উপকার দর্শিবে ! কিন্তু
 ইহার বৈপরীত্য লক্ষিত হইতে
 " যিনি লঙ্কায় যাইতেছেন, তিনিই
 হইতেছেন । " যাহারা ইংলণ্ড হ
 প্রত্যাগত হইতেছেন, তাঁহাদিগের
 এ দেশের কোন বিষয় ভাল লাগি
 না । অন্য কথা কি, ইহাদিগের
 কাংশ পূর্বপরিণীত পত্নী পরিত্যা
 উদ্ধৃত হইতেছেন । যাহাদিগের এ
 কোন বিষয়ই ভাল লাগিল না, তাঁ
 গের হইতে দেশের উপকারপ্রত
 মরীচিকায় জললাভ প্রত্যাশার

লক্ষ্যই নাই। তাঁহারা বিলাত
ত কেবল আত্মসুখাভিলাষী হইবার
বিস্তীর্ণা আনিতেন। বোম্বা
বিলাতপ্রত্যগত পারশীর স্ত্রী
ত্যাগের মনোমার বিচারকর্তা বলিয়া
ন, পারশীর স্ত্রী পরিত্যাগ যদি
ও গমনের কল হয়, তাহা হইলে
শীরেরা যেন ত বায়ু গমন না করেন।
আরো কিছু অধিক বলিতেছি,
যদি তাঁহাদের ভাল না লাগে
আর ইংলণ্ডে না যান।

—:—

প্রাপ্ত।

বঙ্গীরদিগের ঐহিক অসুস্থতি।
বায়ু।
(গত প্রকাশিতের পর)

অতি শুষ্ক এবং তরল পদার্থ। মৎস্য
প জলমধ্যে নিমগ্ন থাকে, আমরাও
রূপ বায়ুসাগরে নিমগ্ন আছি। নিশ্বাস
স প্রভৃতি জীবন রক্ষণোপযোগী কার্য
বায়ুদ্বারা সম্পাদিত হয়। ফলতঃ বায়ুই
ধারণের এক মাত্র উপায়। বায়ুর বিস্ত
অল্পেই বিনষ্ট হইতে পারে। ইহা যদি
কোন দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়
ইহার স্বাভাবিক অংশের কিছু
ত ঘটে, তাহা হইলে ইহার নির্মলত্ব
বিনষ্ট হইয়া যায়। নির্মল বায়ু শরীরের
বেকুপ উপকারী, দূষিত বায়ু সেই রূপ
কারী। এক্ষণে নানা কারণে এ দেশের বায়ু
হইয়া আসিতেছে। অন্যান্য দূষিত
মধ্যে মেলিরিয়াটি অধুনা এখানে
ন ইয়া চিয়াছে। পূর্বে পূর্বে প্রস্তাবে
নাম ও কতক দোষোন্মেষ করা হই-
। অন্য তাহার সংক্ষেপ বিবরণে প্রবৃত্ত
গেল। ইহা শরীরের পক্ষে মহানিষ্ট
ইহার গুণ মনুষ্য মাত্রেই অবগত
কর্তব্য। মেলিরিয়াটি যে কি পদার্থ,
র নিরূপণজন্য অনেক রসায়নবিদ্যা
র পণ্ডিত মেলিরিয়া প্রধান প্রদেশে
বায়ুকে রাসায়নিক পদার্থ ও অসুস্থীকণ

বায়ুদ্বারা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়াছিলেন ;
কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই।
বাঃবিক ইহা আমাদের কোন ইঞ্জিনের
গেচর নহে। ইহার উৎপত্তি বিবরে নানা
প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের
বলেন ইহা স্বভাবতঃ ভূগর্ভ হইতে নিঃসৃত
হয়। পরে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়
উচ্চতানে ইহা উপন্ন হয়। শীত কটিকে
ইহা জন্মে না। অন্যান্য স্থানাপেক্ষা কেহ
নিকটবর্তী স্থানে ইহার প্রবল প্রাচুর্য
এবং অনিষ্টকারিতাগুণ প্রধান রূপে লক্ষিত
হয়। কেহ কেহ কহেন, আর্দ্রতা ইহার উৎ
পত্তির একটি কারণ। আর্দ্র ও জলপ্রাণিত
প্রদেশগুলির মধ্যে মেলিরিয়ার আধিক্য
দেখিতে পাওয়া যায় কোন কোন স্থবিজ্ঞ
চিকিৎসক বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র
আর্দ্রতা ও উচ্চতানে ইহা জন্মে না যুক্তিকা
জন, তেজ এবং বায়ু এই চারিটি ভূতই
ইহার উৎপত্তির হেতু। পরন্তু পচা পাশব ও
উদ্ভিদ দ্রব্য হইতেও ইহা উৎপন্ন হয়। যে
দেশ অধিক ঠিক ও আর্দ্র তথায় অসংখ্য
পরিমাণে উদ্ভিদ দ্রব্য জন্মিয়া থাকে এবং
সেই দ্রব্যগুলি য পরিমাণে পচিতে থাকে,
মেলিরিয়াও সেই পরিমাণে জন্মে অনেক
পণ্ডিত বলেন, এমন অনেক দেশ আছে যে
তথায় পাশব ও উদ্ভিদ দ্রব্য পচিতেছে না
অথচ মেলিরিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই
স্থানের স্থিতিকার কেমন শোষণশক্তি ও গুণ
যে ইহা জলপ্রাণিত হইলে অমনি সমুদ্র জল
শোষণ করিয়া লয়। পরে সূর্য্যকিরণ ধরতর
হই। ঐ সকল স্থান বহু শুষ্ক করিতে থাকে
ততই মেলিরিয়া উৎপন্ন হয়। ইহা গরল
ভূত পদার্থ। মানবদেহের পক্ষে বিশেষ অপ
কারী। মগরস্থ কলুষিত বায়ু যদিও অস্বাস্থ্য
কর ও রোগমূলক কিন্তু তাহা মেলিরিয়া নহে,
মেলিরিয়াত একছর পালায়র প্রভৃতি স্বর উৎ
পন্ন হয়। আর্দ্র ও জলপ্রাণিত স্থানবাসীরা
সর্বদাই মেলিরিয়াঘটিত স্বর ভোগ করিয়া
থাকেন। ভূগর্ভ নিঃসৃত উষ্ণ সংহারক বায়ু
অবস্থাতেই মানব দেহোপরি নানা ক্রমতা
প্রকাশ করিয়া থাকে। যেখানে ইহা উৎপন্ন
পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তথায় ইহার অহিত

কারিতা গুণ আশু লক্ষিত হয়। কোন
অর্ধবপোতের নাবিকেরা কোন
ভূমিতে অবতরণ করিয়া এক রজনী
বাহিত করিয়া যেতে প্রত্যাগমনের
স্বাক্ষর হইয়াছিলেন। তথায় ইহা
পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তথায় ইহার অশু
বিলম্বে ফলিয়া থাকে। উষ্ণ বায়ু সে
সপ্তাহ, পক্ষ, অথবা মাসান্তে, অস্ব
স্বাক্ষর হইয়া থাকেন। ঐ সময়ের
পীড়াটি শরীরের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়,
কোনপ্রকার উত্তেজক করণ পাইলেই
বর্জিত হয়। সর্ক সময় মেলিরিয়ার
প্রাচুর্য থাকে না। যে সময় স্থান
জলমগ্ন থাকে, তখন ইহার তেজের
ধর্মতা দেখা যায়। পরে যখন ঐ স্থান
শুষ্ক হইতে থাকে, তখন ইহা সংহা
ধারণ করিয়া চারি দিগে বিস্তৃত হয়
মহায়া বিসপ হিবার আপন লিখিত
প্রদেশের জনগণতঃ তৎ তৎ
মেলিরিয়ার প্রাচুর্যের বিবরণ লি
সময়ে লিখিয়াছেন যে, “আমি মার্ঠার
চারমনকে জিজ্ঞাসা করিলাম মেল
উৎপন্ন সময়ে বানর তা অরণ্য পরিত্যাগ
কি না? তিনি উত্তর করিলেন বানর কি
মাত্রেই যাবিক সংস্কারের বশস্ত্রী
এই মাসের প্রারম্ভে উষ্ণ স্থান
পরিত্যাগ করে। ব্যাঘ্রেরা পর্কতে
পলায়ন করে। কালসার ও বন্য বরাহ
কর্তব্য ক্ষেত্রে গমন করিয়া উপদ্রব
ডাকবাহক ও সৈনিক পুরুষদিগ
অরণ্য দিয়া গমনাগমন করিতে হয়।
সকলে একবাক্য হইয়া বলেন, ঐ সম
প্রাণশূন্য ভয়ানক স্থানে একটা
রবও শুনিতে পাওয়া যায় না। বর্ষা
সর্বদা বারিবর্ষণ হয় ও আবাশ মে
থাকে। তখন বাষ্পোদ্যম বন্ধ থাকে
ঐ অরণ্য দিয়া কথঞ্চিৎ রূপ নির্করণ
স্বাত করা বাইতে পারে। গ্রীষ্মকালে ও
অবাবহিত পরে অর্থাৎ মে এবং
মাসের শেষে ও সেপ্টেম্বরের তার
প্রদিশয় ভাষণকার পারণ করে; পল
প্রাণিসকল অকটোবর মাসে পুনর

১। এই মাসের শেষে কাঠুরিয়া ও পালকেরা সাবধান হইয়া তথায় ন করে নবেশরের আক্রমণের পর মার্চ পর্য্যন্ত সেনাগণ তাহার ভিতর দিয় নাগমন করে। স্থানের উচ্চতা ও উচ্চ ভেদে মেলিরিয়াঘটিত করে। ভিন্ন ভিন্ন কার দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন ইহার কএকটি লক্ষণ গুণ আছে, তাগ নিয়ে প্রদর্শিত হইল।

২ ম। ইহা জলোপরি দিয়া এক স্থানেতে অন্য স্থানে গমন করিতে পারে না। ইহা জল ইহাকে আকর্ষণ করিয়া লয়।

৩ ম। সুখার্ভ ও দুর্কল ব্যক্তির ইহা সহজেই আক্রান্ত হন।

৪ ম। য দেশে ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব, তথাকার লোক অপেক্ষা ভিন্নস্থান বাসী- লোকের সহসা ভীষণরূপে আক্রমণ করে। মেলিয়া প্রধান প্রদেশবাসীরা সর্বদাই এই মেঘন করিয়া থাকেন বলিয়া উহা তাঁহা এক প্রকার সহ্য হইয়া গিয়াছে। অত্যা- ক্রমের নহি। যে, মেলিরিয়াটা তাঁহা বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না।

৫ ম। মেলিরিয়া প্রধান প্রদেশসকল- ত অপেক্ষা রক্তনীতে ভীষণ আকার ধারণ করে। এই সকল প্রদেশের অনাবৃত স্থানে যদি ব্যাপিত হয়, তাহা হইলে অর হইবার সম্ভাবনা। ইহার কারণ হয় ত দুর্ক- ল মেলিরিয়া সকল রক্তনীতে গনীভূত হইয়া থাকে; কিংবা রক্তিতে উহা পরিমাণে উৎপন্ন হয়; অথবা লোকে- র গুণেই হউক, এই কারণ গুলির মধ্যে অন্য কোন কারণে অর হইয়া থাকে।

৬ ম। যখন যানের ২৯ জন নাটিক কোন মেলিরিয়া প্রধান প্রদেশে গমন করি- ল। তন্মধ্যে ২৮ জন দিবসেই জাহাজে গমন করে। অবশিষ্ট ১ জন তথায় অতিব্যস্ত করে বলিয়া আক্রান্ত হইয়া তাহাদের মধ্যে ১৩ জন মৃত্যু গ্রাসে- ত হইল। কিন্তু যাহারা দিবসে প্রত্যগ- তরে তাহাদের এক জনও পীড়িত হয়।

৭ ম। ইহা নিঃস্থানপ্রিয়। বায়ু

অপেক্ষা গুরুত্ব প্রযুক্ত হউক বা পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির গুণেই হউক, অথবা পৃথি- বীর নিকটবর্তী বায়ুসকল বাষ্পপরিপূরিত হয় বলিয়া তাহার সহিত মিশ্রিত হয়। যে কোন কারণে হউক ইহা নিম্ন স্থানে থাকে। অনেক মেলিরিয়া প্রধান প্রদেশস্থ সৈন্য- দিগের বাসস্থানের তালিকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বেশকল সৈন্য ছুই বা তিন তালী গৃহে বাস করে তাহাদের অপেক্ষা এক তালী গৃহবাসীরা অধিক পীড়িত হয়।

৮ ম। ইহা বায়ু দ্বারা সঞ্চারিত হইয়া নিকটবর্তী স্থানসকলে গমন করিয়া তাহাদিগকে পীড়াজনক করিয়া তুলে। বাদার সম্মিলিত নগরগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে যে, যখন বাদার দিক হইতে বায়ু আইসে তখন নগরবাসীরা পীড়িত হন। যখন অন্যান্য দিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে তখন নগরগুলি স্বাস্থ্যকর থাকে।

৯ ম। সুবিস্তৃত শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল ইহাকে আকর্ষণ করিয়া লয় এবং উহা সেই বৃক্ষসমূহে আবদ্ধ থাকে যদি কেহ সেই পাদপসমূহের তল দিয়া গমনাগমন করে, কিংবা তাহাদের তলে নিজা যায় তাহা হইলে মেলিরিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। যাহারা মেলিরিয়া- উক্ত গুণ বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাহারা সেই সেই গাছের তল দিয়া গমনাগমন করে; সুতরাং পীড়িত হয়। গাছগুলি এক পক্ষে যেমন অ- কারক পক্ষান্তরে যেমন উপকারক। ইহা ত্রেনীক বৃক্ষ গুলিকে অতিক্রম করিয়া স্থান- স্তরে বাইতে পারে না।

মেলিরিয়াটি কেবলমাত্র অরোৎপাদক- নহে, ইহা সাধারণের স্বাস্থ্যনাশক। ডাক্তর ওয়াটসন সাহেব বলিয়াছেন, যেখানে মেলি- রিয়া অধিক পরিমাণে জন্মে এবং যথায় ইহা- বহুকাল ব্যাপিতা থাকে। তথাকার লোকেরা মলিন ও পাংশুবর্ণ হয়। তাহাদের শরীর ভগ্ন ও দুঃস্থ হইয়া যায়। অধিকন্তু তাহারা সর্বকার হইয়া পড়ে এবং তাহাদিগের অল্পবয়স্ক তনয় তনয়াদিগের আকার প্রকার দেখিলে বোধ হয় যেন তাহাদের বয়সে

আধকা হইয়াছে। যে পরিমাণে তা- শারীরিক বল বীর্ষের হ্রাস হয় সেই- মাণে মানসিক বুদ্ধিগুলিও নিস্তেজ- আইসে। পাঠকবর্গ একবার এখা- লোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তা- পূর্বোক্ত প্রকার ছন্দশাস্ত্র হইতেই- না, দেখিতে পাইবেন। এখানে দিন- বেকপ মেলিরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইতে- অত্র .) লোকের বেকপ দৈনিক অবস্থা- আনিতেছে; বোধ হয় যেন দেশটি- লয়শান্ত হইবে। কৃষিকার্য ও বজ- অর্থাৎ জল নিগমনের উপায় হইলে- রিয়া, উৎপত্তির নিবারণ হইতে প- বাণিজ্যের ও চিয়স্থায়ী বন্দোবস্তের ক- এখানে কৃষিকার্য এক প্রকার হইয়া থ- কিন্তু জল প্রাণালীগত বিলক্ষণ দোষ ত- জল প্রণালীর বর্ণনা সময়ে বলিয়াছি- অদ্য বলিতেছি যে, উহার প্রতি দয়াবান- বৎসল গবর্নমেন্ট ও দেশের লোক মনো- হউন, অবশ্যই শুভ ফল ফলিবে।

বিবিধ সংবাদ ।

৩ ই আশ্বিন সে মবার ১।

কাখীরগু চুক্তির আশঙ্কা হইয়া এদিকে রুষ্টি আর ধরে না। উক্তর পশ্চিমা- এখন সুখোভায়ে সকলই দক্ষ হইতেছে। সম্প্রতি আলাহাবাদে প্রবল বাত্যা- বস্তুর ব্যতী নষ্ট করিয়াছে। গবর্নমেন্টের- ধানার এই জন লোক হত হইয়াছে। এই- অতি অল্প স্থানে হইবে। ইহা ক্ষুদ্র নদী- তবন্য যে দেশে হইয়া গিয়াছে সেই- রুক্ষ ও বীজী কৃষক হইয়াছে। ভূজবল সিংহনামক এক জন রক্তপূ- শাস্ত্রাঙ্গগণার নিকটস্থ বাদল সিংহনামক- জন ও মীনারকে বধ করবার কার্যে লিপ্ত- হাতে গবর্নমেন্টে যোগা করিয়াছেন যে- ভূজবলকে পুত করিবেন, তিনি ৫০০- নগদ ও কিছু কিছু নিজেই জীবনপ- নকরে পাইবেন; উহার মৃত্যুর পর- উত্তরাধিকারীকে নিয়মিত কবের তৃতীয়- মাত্র দিতে হইবে। রাজপুতনার ঠাকুরদি- শাসন করা অতিশয় কর্তব্য। মধ্য কালে- এর। ইউরোপে বেত্রপ করিতেন, নবাব আ- অধোদ্যার তালুকদারদিগের দ্বারা যে কার্য- তাহা একে রাষ্ট্রপুতনার হইতেছে।

এক জন পুষ্টিগত এক জাল টেলিগ্রাম করায়
 নিকট হইতে ৩৩০০ টাকা লগ
 তাহার তিন বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। এক
 সোনার এক জন ইংরাজ কেরানী এই
 সব সময়ে পূর্ণাঙ্গ একজন বিপ্লবীত জবাব
 দিয়া ছিল যে বিচরণতি, অতিশয় অসন্তোষ
 করেন।

আজিম খাঁর সকল সৈন্য তাঁহাকে পরি
 করিতে তিনি পলায়ন করিতে বাধ্য
 হইলেন। জেলেলাভার সিয়ান জাল হস্তগ
 হইল। আবদুল রহমান খাঁ কামীর সেনাপ
 নিকটে দূত প্রেরণ করিয়াছেন।

ইউরোপীয় আপনাকে লুলুগের ডাক
 এক জন ইনস্পেক্টর বলিয়া পরিচয় দিয়া
 কঠক ইয়া টাকা লয়, তাহার কঠিন
 মনের সহিত অটম ম মেয়াদ হইয়াছে।

৮ ই আশ্বিন বুধবার।
 সোমবার রাত্রিতে বেহুয়ানামক এক জন
 ই কয়েক ব্যক্তিকে এক ছুরিকা দ্বারা
 ত করিয়া মৃত হইয়াছে। এক ব্যক্তির
 হইয়াছে। মাল্লাই উন্নততাগ তাল করি
 মাল্লাই আফিনের নেশায় মগ্নে মগ্নে
 রণ লোকদিগকে বধ কবে। জাবাতে এখ
 দৃষ্টান্ত সর্গদা হয়। তথায় এমত লোককে
 ন ব্যক্তি বধ করতে পারেন।

৯ ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার।
 কেও অব ইণ্ডিয়া বাবু প্রসন্নকুমার
 পুত্র বাবু জামেদার মোহন ঠাকুর পিতার
 ত পাইবার নিমিত্ত প্রথম নতম বিচারালয়ে
 ক বিয়াছেন।

১০ পত্র আবেদন করেন বর্তমান পঞ্জাবী
 মেটসনুহে আর পূর্ণকাং ন্যায় শীক
 নাই। একে কেবল নিঃশ্রেণির শীক
 নের সাখাই অধিক কেও বলেন বেতন
 ওয়াতে উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা প্রবেশ
 ন। এই একটা কারণ বটে, কিন্তু যতনি
 দর্শীয় তদ্র লোকদিগকে কমিসন দেওয়ান
 ততদিন সিপাহী সেনাদলের অবস্থা
 মক্ষ হইবে।

১১ ই আশ্বিন শুক্রবার।
 গত জুলাই মাসে গবর্নমেন্টের তিরকি
 যাবে ১১ ০০, ৯২, ৩৮০ টাকা জমা ছিল।
 বৎসরে এসময়ে ১২, ৩৩, ৪১, ৩১৫, ৩ ১৮ ৩৬
 র জুলাইয়ের শেষে ১৩, ০০, ৮৮৮ ৯ টাকা
 জমা টাকা কমিয়ার কারণ কি?

১০ ই আশ্বিন শুক্রবার।
 আগষ্ট মাসের শেষে সমুদায় ভারতবর্ষে ১০
 ০০, ৮১০ টাকার নোট প্রচারিত ছিল।
 প্রতিভূরূপ নগদ ৬, ২৮, ৭৬ ৬৩১ টাকা
 ত রৌপ্য ৫৬, ৬১, ৭১৮ টাকা, ১৪, ৭৪
 টাকার অমুদ্রিত অর্ধ এবং ৩, ২৫, ৩৪, ৯৫৬
 র গবর্নমেন্টের কাগজ ছিল।

১১ ই আশ্বিন শনিবার।
 গত কলোয় গেজেটে সহকারী মাজিস্ট্রেট
 পর পরীক্ষার সুতন নিয়মাবলী প্রকাশিত
 হইল। আমরা আশ্চরিত হইলাম পূর্বা
 য় সুস্বতন্ত্র পরীক্ষা হইবে। কিন্তু পরীক্ষক
 কর্তৃক করা কর্তব্য। বাঁহারা আপনারা দেশীয়

তথা জানেন না, তাঁহাদিগকে পরীক্ষক কারলে
 কাম উদ্দেশ্য, ই সকল হইবে না।

১৩ ই আশ্বিন সোমবার।
 এক জন আগড় হইতে লিখিয়াছেন, বনোরা
 দক্ষিণাধী হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের দুস্তগন
 বলিতেছেন যেসকল নর্দারকে রুদ্ধ করা হই
 য়াছে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া না দিলে সকল
 কথা হইবে না। প্রায় ১২০০০ সৈন্য সমবেত হই
 য়াছে। সোয়াদের আধুন্য অধ্যাপিত বন্ধুত্ব
 প্রকাশ করিতেছেন। তাহার তড়নায় হিন্দুস্থানী
 বন্দোহীরা পলায়ন করিতেছে। এই হতভাগ্য
 দগকে সাধারণ্যে কমা করা উচিত; বধেই
 নও হইয়াছে।

১৪ ই আশ্বিন শুক্রবার।
 বাজকমার নেওন মেওয়া কলিকাতায়
 উপনীত হইছেন।

ডাক্তর রজমজি বাইরামজি একটা সিপাহী
 রেজিমেন্টের আসিষ্ট্যান্ট সার্জন হইয়াছেন।
 ইংলণ্ড হইতে প্রত্যগমন অবধি তিনি আপন
 স্বীকে ত্যাগ করতে পারসী বিবাহের আইন
 অনুসারে সম্প্রতি তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সহবাসের
 নিমিত্ত নালিশ করেন। ডাক্তর এই আপত্তি
 করেন, যে যেহেতু তিনি প্রাথমিক বিচারালয়ের
 আদিম বিভাগের অধীনস্থ নহেন এবং দ্বিতীয়
 স্তরে তাঁহার স্ত্রী এমন মুখ যে তাঁহার সহবাস
 তাঁহার পক্ষে কঠকর হয়। প্রথম আপত্তিতে
 নকদমা তগ্রাহ্য হইয়াছে। বিচারপতি টাকার
 দ্বিতীয় আপত্তি উপলক্ষে বলিয়াছেন, যদি বিবা
 হিতা স্ত্রী ত্যাগ ইংলণ্ডে বাইবার ফল হয় তবে
 তথায় গমন না করাই কর্তব্য।

১৪ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।
 ২১ এপ্টেম্বরের সিমলাতে এক শিল্পপ্রদর্শন
 হইয়াছে। কতগুলি শকের চিত্রকর চিত্রপট
 ও ফটোগ্রাফ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহারা সক
 লেই ইউরোপীয়। বিশপ কটনের বিদ্যালয়ে
 প্রদর্শন হয়। সর রিচার্ড টেম্পল এক উপলক্ষে
 এক বক্তৃতা করেন এবং গবর্ন; জেনরল নিজে
 প্রদর্শন খুলিয়াছিলেন।

২২ ই আশ্বিন বুধবার।
 বেরারের রুষ্টি হওয়াতে শস্যের পক্ষে কতক
 সু বণ্য হইয়াছে। পঞ্জাবেও কতক রুষ্টি হই
 য়াছে। কিন্তু হিসার বিভাগটা ওনারুষ্টিতে উৎ
 সন্ন হইল। বিস্তর লোকে গৃহ ত্যাগ করিয়া
 গুজরাটের দিকে পলায়ন করিতেছে। নয়দানে
 তৃণ নাই; এক বড়া জল হই আনায় বিক্রীত
 হইতেছে।

২৩ ই আশ্বিন শুক্রবার।
 কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সিয়ান
 জালি খাঁ ও তাঁহার সর্দারগণ ব্রিটিশ গবর্নমে
 ন্টের সহিত ২০ শ্রব ত্যাগ করিবার মানস করি
 য়াছেন। আমীর এক দিবস দরবারে বলিয়াছেন,
 ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট কালাকেও বিপদের সময়ে
 সাহায্য করেন না। তাঁহারা বলবান বটেন; কিন্তু
 অতিশয় আর্ধপর সিয়ান জালি যে একথা বলি
 য়েন, তাহা পূর্নই জানা আছে।

২৪ ই আশ্বিন শুক্রবার।
 সোলনিউস অবগত হইয়াছেন, ভারতবর্ষী
 গবর্নমেন্ট আশ্চরিত হইয়াছেন, ক্রমশঃ উর্দু পরি
 বর্ত্তে ব্যবহার্য আদালতে প্রদেশীয় ভাষা প্রচ
 লিত কর হইবে। এটা বুদ্ধব কাণ্ড।

উক্ত পত্র অরণ করিয়াছেন, স্টেটমেন্টে
 আশ্চর্য্যস্বরে প্রতি প্রেসিডেন্সিতে এরূপ
 এক তালিকা থাকিবে যে, গবর্নমেন্টের কণ
 গণের কোথায় কত ভূমি আছে তাহাতে
 হিসাব থাকিবে। চিত্রিত কর্মচারিগণ
 রূপে আপন আপন প্রেসিডেন্সিতে ভূমি
 তে পারিবেন না।

১৬ ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার।
 গবর্নর জেনরলের অনুবোধানুসারে
 ক্রেটারি বঙ্গদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজে জী
 বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কারণ পাঁচ বৎ
 নিমিত্ত ১২০০ করিয়া টাকা ব্যয় কা
 আশ্চর্য্য দিয়াছেন।

১৭ ই আশ্বিন শুক্রবার।
 কেও অব ইণ্ডিয়াতে টোনসেও সাহেব
 য়াছেন, সর জন লয়েনকে লাভ উপাধি
 হইবে।

১৮ ই আশ্বিন শনিবার।
 সীতানা হইতে বিস্তর ওহাবি ব্রিটিশ
 পলায়ন করিয়া আসিতেছে। সোয়াদের
 ও অধেরনবাব তাহাদিগকে বিস্তর করিতে
 উহারা চিরন্তন হইলে সীমায় শান্তি
 মান হইবে সন্দেহ নাই।

২০ ই আশ্বিন সোমবার।
 আমির সিয়ান আলী খাঁ ভারত
 দূতকে বলিয়াছেন, তিনি ব্রিটিশ গবর্ন
 সাহিত বন্ধুত্ব করিতে অনক্ষ নহেন। স্তন
 তেছে, গবর্নর জেনরল নাকি আশ্চর্য্য
 এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

২১ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।
 আজমিরে অনাবৃষ্টিবিষয়ক তৃণপর্ষ্য
 হইয়াছে। মাদ্রাজ হইতে বিস্তর লোক
 সবে পলায়ন করিতেছে।

২১ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।
 লাহোর ক্রনিকলে লিখিত হইয়াছে,
 জন কুলি এক জন ইউরোপীয়ের নিকটে
 পাইত। এই বেতন প্রদায় করিতে যাও
 ইউরোপীয় তাহা হস্তান্তর কবে। সৌভাগ
 গুলি লাগে নাই। পুলিশ এই ব্যক্তিকে
 করিতে গিয়া দুর্ভাগ্য হন। পরশেষে
 কষ্টে এই ব্যক্তি বৃত্ত হইয়াছে। মুলতানে
 সারী কমিসনর ৪০০০ টাকা জামিনে
 ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়াছেন।

২২ ই আশ্বিন বুধবার।
 এরূপ জনশ্রুতি, হাটদরাবাদের
 ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টে যে টাকা ধারি
 তাহা শোধ দিয়া বেরার প্রত্যাগ করিবা
 বোধ করিয়াছেন।

২৩ ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার।
 ভারতবর্ষীয় সেনাগণ উত্তর পাশ্চ
 পার হইয়া বন্য দগকে আক্রমণ করিয়া পর
 করিয়াছে। বন্যগণ একে একে সন্ধিপ্রার্থন
 তেছে।

২৪ ই আশ্বিন শুক্রবার।
 কেও অব ইণ্ডিয়া অনুমান করেন, ক
 বর্ষে কলিকাতার পরঃপ্রণালী সম্পূর্ণ হই
 ৩০ এপ্টেম্বরের পর্যন্ত কলিকাতায়

ক্তি পড়িয়াছে। গত চৌদ্দ বৎসরে ৬১.৫১
মল হইয়াছিল।

২৫ এ আশ্বিন শনিবার
রাজাদেবনারায়ণ সিংহ, কপূরতলাব
ও চোলপুরের রাজগণ এবং উত্তর পশ্চি
মের অনেক ভদ্র লোক একত্র হইয়া টাকা
করিয়া তত্রত্য প্রধানতম বিচারালয়ের
পূর্ক বিচারপতি এডওয়ার্ডস সাহেবকে
পাঠি চিহ্ন সরূপ ৮০০০ হাজার প্রদান করি
ল। নগদ টাবার অপেক্ষা বিচারপতির
পাঠি সাধারণের হিতকর কোন কাজ করিলে
হইত।

—:—

ইউরোপীয় সমাচার।

গত ১৬ ই সেপ্টেম্বর। ২৪ এ নবেম্বর
মহাসভা স্থগিত থাকিবে।
মাবিসামরার সেনাদলের অগ্রগত বেলুচি
মেণ্টের মেজব পেলিল কম্পানিয়ন অব দ
উপাধি পাইয়াছেন।
পুরু ও ইকুয়েডরের ডুমিকম্পের প্রকৃত
দ টেলিগ্রাফে আনিয়াছে।
শ্রীয়ার রাজা সম্প্রতি এক বক্তৃতা করিয়া
ছেন, ইউরোপীয় শান্তিভঙ্গের কোন
ক্ষণ নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, শান্তি
যে হইবে তাহার আব এক লক্ষ এট
য় সৈন্য ও নাবিকগণ সুসজ্জ রহিয়াছে।
ত হইলে তাহারা যুদ্ধ করিতে পরাধু
না। প্রতিমিধি মনোনীত কারবার ক্ষমত
করবার নিমিত্ত যেসকল বারিষ্টার মকসলে
ছেন, তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে এ ক্ষমতা
অসম্মত হইয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে
ইল কারবার অধুমতি দেওয়া হইয়াছে
তার প্রাতঃকালের টাইমসের এক প্রস্তাবে
কলিওকে ভারতবর্ষের ভাবস্বাং রাজধানী
র প্রস্তাব করা হইয়াছে।
ই সেপ্টেম্বর। মার্গরালার লাড নেপিয়ারকে
মধরাবাসীদিগের স্বত্ব ও স্বাধীনতা দেওয়া
ছে। ইটা গ্রহণ করিবার সময়ে তিনি বলি
ন এটা তাহার নিজের ও সহযোগী বোদ্ধা
র সম্মান চক্কর স্বরূপ গ্রহণ করিলেন।
হারে তিনি স্বচক্ষুদিগকে প্রশংসা করিয়া
লেন, ধর্মপারগ হওয়াতে তাহারা এত
গাম্ভীর্য হইয়া থাকেন।
ত কন্যা যুদ্ধে জনবর হওয়ার প্যারিসের
প আ শরু চক্কর হইয়া চলেন; কিন্তু
ই মার্গরালার মপক্ষ সংবাদপত্রে লেখা
ছে, প্রশাসনিক বক্তৃতা শান্তিসূচক।
নেপালয়ন একত্র ব্যাবিটজে আছেন।
ই সেপ্টেম্বর। মন জন। ইয়ও কানাডার
জেনরল হইয়াছেন। অধ্যকার প্রাতঃ
ইমসের এক প্রস্তাবে পুনর্কার আক্ষেপ
হইয়াছে আবি সনিয়ার যোদ্ধা গকে
পুরস্কার দেওয়া হয় নাই। কাপ্তেন

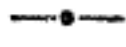
হালিম ফসেট, ওহর এবং মেজর ট্যানকিন
দের নাম কথা হইয়াছে।
ইটালীয় গবর্নমেন্ট করাদী গবর্নমেন্টকে
রোম হইতে সৈন্য প্রত্যাহার করিবার অঙ্গু রাব
করিয়াছেন ঙালগা যে জনবর হয়, তাহা কর্তৃ
পক্ষ বলীক বলিয়াছেন।
তুর্কি স্থানে সাহায্যকারী রুশীয় সৈন্য প্রেরিত
হইবে। সেনাপতি কফমান সেক্ট পিওরস্বর্গে
নাইসার কল্পনা আপাততঃ ত্যাগ করিয়াছেন।
ওরিএটল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষগণ শত করা
১২ টি কালান্ত দিয়াছেন। নাখনাল ব্যাঙ্কের
অধ্যক্ষগণ শতকরা ৬ টাকা ও এক টাকা
পুরস্কার দিয়াছেন।
১৯ এ সেপ্টেম্বর। কর্বেল উইলসন পাটেন
অরল মেয়ের পরিবর্তে আয়ারলণ্ডের প্রধান
নেটোর হইয়াছেন।
গত কল্য সন্ধ্যাট নেপলিয়নের সহিত স্পেনের
রাজী ইসাবেলার সাক্ষাৎ হইয়াছে।
২১ এ সেপ্টেম্বর। স্পেনের বর্তমান রাজবৎ
শেব বিপক্ষ হইয়া কাতিজের সৈন্যগণ ও
হনতরির নাবিকগণ বিদ্রোহী হইয়াছে।
হর্গেব সৈন্যগণও বিদ্রোহী হইয়াছে। ল'টো-
নের ডিউক বিদ্রোহীদগের অধ্যক্ষতা করিতে
ছেন। সেনাপতি দেশবহিক্ত হইয়া
ছিলেন, তাঁ হারা পশ্চাগমন করিয়াছেন। মাড
ইডে শান্তি আছে। ফ্রান্সেব অগ্রগত নিবান
বিভাগে গবর্নমেন্টের পক্ষে প্রতিনিধি মনো
নীত হইয়াছেন। বার বিভাগেও গবর্নমেন্টের
পক্ষের লোক মনোনীত হইয়াছে।
আয়ারলণ্ডের ধর্মসম্প্রদায় সংক্রান্ত কমি
সনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিস
শাশেল, কিলাহো, কিলমোর ও মিথের বিশ
পের পন উচ্চাঙ্গা অন্য অন্য বিশপের এগাকা?
পারবর্ত্ত করতে বলিয়াছেন। ওবলিনের আর্
বশপের পদ ও আটলি ব্যতীত আর সকল
ডনের পদ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে
যেখানে প্রোটেষ্ট্যান্টদিগের সংখ্যা ৪০ জনের
কম সেখানে ধর্মযাজক রাখিবার আবশ্যিকতা
নাই, এই প্রস্তাব করা হইয়াছে। সেক্টনিটরম
বর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আগামী অর্ধ
বর মাসে রুশীয়র সহিত বোধায়ার যুদ্ধ আরম্ভ
হইবে।
২২ এ সেপ্টেম্বর। স্পেন হইতে শেবে দে
টেলিগ্রাম আসিয়াছে তাহারা জানা যাইতেছে
বিদ্রোহীরা সেবিলড ও আঙা সুসিয়ার সমুদয়
অংশ অধিকার করিয়াছে। সেনাপতি প্রিচ
মাদরিড আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতেছেন। মিলি
গণ পদত্যাগ করিয়াছেন। সিনোর কক্ষা কোজি
লের সতাপতি ও প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন।
প্রশিয়ার রাজা সম্প্রতি আর এক শান্তি
সূচক বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহার পূর্ককার
বক্তৃতার িসার্থ কম করা হইয়াছে তাহা
তিনি বুঝিতে পারেন না। ফ্রান্সে আসিলিতে
গবর্নমেন্টের পক্ষের লোক প্রতিনিধি মনোনীত
হইয়াছে।
২১ এ সেপ্টেম্বরের এক টেলিগ্রাম নিউইয়র্ক
হইতে আসিয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে, ঐ

দবস মহাসভা বসিয়া অক্টোবর পর্যন্ত
হইয়াছে।
২৩ এ সেপ্টেম্বর। স্পেন হইতে শেব দে
গ্রাম আসিয়াছে তাহাতে জানা যাইতেছে
বিদ্রোহ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। কৃত ম
ফ্রান্সে পলায়ন করিয়াছেন। তাপাততঃ
করিবার নিমিত্ত প্রতি নাবিকগণ ব্যয়ক
নিযুক্ত হইয়াছেন। সেনাপতি এসপাটো
পাত হইয়াছেন। রাজী ইসাবেলা সান
টিনে আছেন।
এরূপ জনজ্ঞতি করাদী গবর্নমেন্ট ৪-
সৈন্যকে আপন আপন গৃহে বাইবার অ
দিবার মানস করিয়াছেন।
কাপ্তেন টেক পদত্যাগ করিতে গত র
গেজটে দেখা গেল, সর রবার্ট মন্টগমারি
বর্ধীয় কোজিলের সত্য হইয়াছেন। সার্জন
সুডেন ও লন আবি সনিয়ার যুদ্ধে
বাগয়া তাহাদিগকে উচ্চ পদ দেওয়া হইয়া
গত কলের এক টেলিগ্রাম নিউইয়র্ক
আসিয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে, আ
প্রদেশে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া ৩৫ জন কামি
হইয়াছে।
এবার মিসরে ৪ লক্ষ বস্তা তুলী হই
য়া হইয়াছে।
২৪ এ সেপ্টেম্বর। লিডসের লোকে
অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন তাহার
স্মরণের সময়ে রেবার্ডি জনসন সাহেব
য়াছেন, আমেরিকা ও ইংলণ্ড উভয়ের স্বা
ভেদ নাই।
স্পেন হইতে শেব দে টেলিগ্রাম আসি
তাহাতে বিদ্রোহের পরস্পর বিরোধী স
ধা পড়াহে। কিন্তু বিদ্রোহীরা স্পষ্ট জয়
করিতেছে। তাহারা বোরবণ রাজবৎসকে
কৃত করিয়া আতিসাধারণ প্রতিনিধি
স্থাপন করিবার কথা ক হইয়াছে। রাজী
বলা সান বা টনে আছেন।
২৫ এ সেপ্টেম্বর। চারলস মিল্‌স্
বারনেট হইয়াছেন।
স্পেন হইতে শেব দে টেলিগ্রাম আসি
তাহাতে জানা যাইতেছে, বিদ্রোহীরা যুদ্ধ
ওলি অধিকৃত করিয়াছে। তাহারা
আঙালুসিয়া, এন্টিমাদুরা, করনা গালি
ও সান্তাওর প্রদেশগুলি অধিকার করিয়া
তাহাদিগের প্রধান দল সেবিলে আছে,
দিগকে দমন করিবার নিমিত্ত সৈন্য
ভেদে।
২৮ এ সেপ্টেম্বর। স্পেন হইতে শেব দে
গ্রাম আসিয়াছে তাহাতে জানা যাইতেছে
বার নিকটে সেনাপতি লবালকসের ও সা
সহিত শীঘ্র যুদ্ধ হইবে। সেনাপতি নবানি
সেনাদলের অগ্রভাগ লইয়া সরাওব
মিলিত হইয়াছেন। সেনাপতি প্রিম তিন
ফ্রাইগেট লইয়া কার্বেজিনা আক্রমণ কা
ছেন। তত্রত্য শাসনকর্তা আয়সমর্পণ ক
অসম্মত হইয়াছেন। যুদ্ধ শীঘ্রই হইবে। ব
লিড এবং পুরাতন ও সুতন কাতিলের
কাংশ লোকে বিদ্রোহী হইয়াছে। রুশীয়

শ্রীমন্তের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছেন।

৩১ এ. অক্টোবর মাদ্রাসার লাত নেপিয়র হোষ্টলে প্রত্যাগমন করিবেন। মাদাম রাচে লের সোধ সপ্তমণ হওয়াতে তাহার পাঁচ বৎসর মেয়াদের আজ্ঞা হইয়াছে।

২৯ এ সেপ্টেম্বর। স্পেন হইতে শেখ বে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ হইয়াছে, কাথেজিনা ও গ্রাণেডা নগরের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়াছে। রাজকীয় সৈন্যগণ উক্ত স্থান ত্যাগ করিয়াছে। বিদ্রোহী দল এক ঘোষণা দ্বারা আপনাদিগের সংস্থা প্রকাশ করিয়াছে। তাহাও সকলকে প্রতিশ্রুতি মনে নীত করিবার ক্ষমতা, মুদ্রা স্বত্বের স্বাধীনতা, ধর্মের ও বাণিজ্যের স্বাধীনতা দিবার আভিলাষী হইয়াছে। বর্তমান রাজবংশকে দূর করিয়া দেওয়া তাঁহাদিগের অভিপ্রেত।



গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেন্টগবর্নরের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

১৬ ই সেপ্টেম্বর—যত দিন ডবলিউ. ওয়ে-বেল সাহেব বিদায় লইয়া অস্থাপস্থিত থাকিবেন তত দিন ই. এ. এ. মোমাল সাহেব বঙ্গদেশীয় দ্বিতীয় শ্রেণির প্রান্ত নর্থ মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

আর, সি. হামিলটন সাহেব (নিম্ন সম্প্রতি চাকরিভাগে ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন) ২৯ এ আগষ্ট বাধরগঞ্জ কাষাতার এতন করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত মুসকলগণ প্রথম শ্রেণিতে হইয়াছেন—

বাবু জয়গোপাল সেন, সাহাবাদের অস্তর্গত বকসায়।

• টেকমচরণ দাস চাকাত্তে।
• গুরুপ্রসাদ সেন, রঙ্গপুরে।

মৌলবী মুহম্মদ হোসেন চট্টগ্রামের অস্তর্গত সাতকানিয়াতে।

বাবু উমাচরণ কাশ্মিরি ত্রিপুরার অস্তর্গত আমীর গ্রামে।

মৌলবী হুমতুল্লা ত্রিপুরার অস্তর্গত বেঙ্গাগঞ্জে।

বাবু টেকমচরণ দাস চাকার মুসেক হইবেন।

বাবু গুরুপ্রসাদ সেন, মালদাহের মুসেক হইবেন, কিন্তু যত দিন আর এক জন কর্মচারী রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মুসেকের কার্যের ভার না লন তত দিন তিনি তথায় থাকিবেন।

নিম্নলিখিত মুসেকেরা দ্বিতীয় শ্রেণিতে হইয়াছেন।

মৌলবী গজকর আলী হাজারী বাগের অস্তর্গত খড়্গদহে।

• করিদবন্ধ গঙ্গার অস্তর্গত বেহারে।

• অনিফুদ্দিন ভাগলপুরের অস্তর্গত ডেগড়াতে।

বাবু চন্দ্রপ্রসাদ দত্ত বর্ধমানের অস্তর্গত বাম নাড়াতে।

• কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় চট্টগ্রামের অস্তর্গত দিয়াড়ে।

• হরপ্রসাদ সেন, রঙ্গপুরের অস্তর্গত অলিপুরে।

• ভগবানচন্দ্র সেন, ময়মনসিংহের অস্তর্গত নিকলিতে।

• হরিশ্চন্দ্র মিত্র বর্ধমানের মুসেক হইবেন।

• মহেশচন্দ্র রায় কাউখালিতে তৃতীয় শ্রেণির মুসেক হইবেন।

• পার্শ্বতীকুমার রায় হাজারিবাগে তৃতীয় শ্রেণির মুসেক হইবেন।

বাবু ট্রেলোক্যনাথ মিত্র, বি. এল, রাজসাহীর অস্তর্গত বেল মাড়িয়ার মুসেক হইবেন।

যত দিন বাবু ষাণ্ডবচন্দ্র ঘোষ বিদায় লইয়া অস্থাপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর রামকুমার বসু তমোজুক উপবিভাগের ভার পাইয়া মেদিনীপুরে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

যত দিন লেপ্টেনেন্ট কর্নেল ই. এ. রাউলাট বিদায় লইয়া অস্থাপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এফ. এন্ট সাহেব পশ্চিম মুন্সায়ের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিসনর হইবেন।

১৮ ই সেপ্টেম্বর—জে. জি. এন পোগস সাহেব ইংলণ্ডীয় বিউরিয়ার ১৪ ও ১৫ অর্ডার ৪০ আইন ও ভারতবর্ষের ১৮১২ অর্ডার ৫ আইন অনুসারে চাকায় বিবাহের রেজিষ্ট্রার হইবেন।

ডবলিউ. এচ. ওকলি সাহেব দারজিলিংগের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা বালেশ্বরের বিন্যাসিকা সড়ার সভ্য হইবেন।

রেবেরেণ্ড ই. সি. বি. হালাস।
বাবু দেবেপ্রনাথ বসু।

জে. ওয়েষ্টলাও সাহেব যশোরের বিদ্যালয় শিক্ষা সড়ার সম্পাদক হইবেন।

যত দিন বাবু বঙ্কচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদায় লইয়া অস্থাপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাসিরাটের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হীরলাল মুখোপাধ্যায় বারুইপুর উপবিভাগের ভার পাইবেন।

বর্ধমানের মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর আর. টি. সিবের্টার সাহেব তথায় মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১৯ এ সেপ্টেম্বর। মৌলবী ইরাদত আলী বীরভূমের অস্থায়ী জজ হইবেন। ২৬ এ আগষ্টের গেজেটে তাঁহার বাকুড়ার নিয়োগের বে বিজ্ঞাপন হয় তাহা এতদ্বারা রহিত হইল।

২৬ এ আগষ্টের গেজেটে বাবু রামতারক বসুকে বাধরগঞ্জের অধঃস্থ জজের পদে নিযুক্ত করিবার যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহা রহিত হইল।

বাবু নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বরিশালের

চৌআদালতের জজ ও বাধরগঞ্জের অধঃস্থ জজ হইবেন।

যশোরের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ জি. এল. পার্ক সাহেব আপনার কার্যভিন্ন কিছু দিনের জন্য তত্রতা প্রতিনিধি সিবিএল ও সেশন জজের কার্য করিবেন।

যত দিন ডাক্তার এল. এল. শারকোর বিদায় লইয়া অস্থাপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডাক্তার জে. ফকস ২৪ পরগণার প্রতিনিধি সিবিএল আসিস্ট্যান্ট মার্জিন হইবেন।

গোয়ালপাড়ার অস্তর্গত ধুবড়িতে সম্প্রতি যে দাতব্য চিকিৎসালয় হইয়াছে, তাহা চালাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিদ্বিগের এক সভা হইবে।

গোয়ালপাড়ার ডেপুটী কমিসনর।
সিবিএল মার্জিন।

বাবু প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া রায় বাহাদুর।
ধুবড়ির মুসেক।

বাবু কার্তিকনারায়ণ চৌধুরী।
• কাশীনারায়ণ সিংহ বড়ুয়া।

• পদ্মলোচন গোস্বামী।
• গোলোকনাথ গোস্বামী।

ধুবড়ির অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর উক্ত সকার সম্পাদক হইবেন।

২১ এ সেপ্টেম্বর। যত দিন ডবলিউ. এচ. ডি. অইলি সাহেব বিদায় লইয়া অস্থাপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ. ই. ওয়াড সাহেব এম. এ. ভাগলপুরের প্রতিনিধি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী গোলাম হোসেন (যাঁহাকে চাকরিভাগে বদলী করা হয়) ময়মনসিংহে অবস্থিত করিবেন।

যত দিন এ. রাউলাট সাহেব বিদায় লইয়া অস্থাপস্থিত থাকিবেন, তত দিন মেদিনীপুরের সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর এফ. জে. জি. কাঞ্চল সাহেব কাঁচ উপবিভাগের ভার পাইয়া মেদিনীপুরে মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

২২ এ সেপ্টেম্বর। এচ. ক্লার্ক সাহেব ময়মনসিংহের বিদ্যালয় শিক্ষা সড়ার সম্পাদক হইবেন।

যত দিন এচ. সি. বি. সি. বেবান সাহেব বিদায় লইয়া অস্থাপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে. ব্রুডয়েল সাহেব পুরীর প্রতিনিধি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর এবং পদস্থ কটকের কর্মদলের সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণির সব আসিস্ট্যান্ট মার্জিন নবীনচন্দ্র গুপ্ত পালমাউ সদর মহকুমায় দেওয়ানী চিকিৎসার ভার পাইবেন।

যত দিন এফ. টি. ব্রাউন সাহেব বিদায় লইয়া অস্থাপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে. মার্শাল সাহেব চাকার প্রতিনিধি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন।

২৮ এ সেপ্টেম্বর। এল. প্রেবস সাহেব পরগণার প্রতিনিধি সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন।

২৬ সেপ্টেম্বর। কটকের কবরদাহলের
 রিক্টেণ্ট আপাততঃ যে কমতা প্রাপ্ত
 হইল, তন্নিমিত্ত উক্ত মহলসমূহে মাজিষ্ট্রেটের
 গাইবেন।

আমাদিগের এলাহাবাদস্থ সংবাদ
 লিখিয়াছেন:—

গত ২৩ আগষ্ট এলাহাবাদ গব
 স্কুলের ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিত
 রা হইয়াছে। ২৬ জনের মধ্যে ৩০
 ছাত্র পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছে।
 তন্মধ্যে আফ্রানিও হইয়া প্রকাশ করিতেছি,
 ১২ ই সেপ্টেম্বর শনিবার রাত্রিতে গগন
 মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রবিবার অবধি এখানে
 হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সোমবার প্রাতঃ
 অবধি রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকা পর্যন্ত
 বৃষ্টি হইয়াছে যে বড় বড় পুষ্করিণী, নাল,
 প্রভৃতি সমুদয় ভাসিয়া গিয়াছে। জলের
 যে সকল শস্য শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল, তাহা
 হানিসত্তাবনা নাই এবং রবিশবে
 আনন্দ হইয়াছে। সম্প্রতি সমুদায় দ্রব্য
 দুই তিন সের শস্তা হইয়াছে।

এ হওয়াতে দেশের সম্পূর্ণ উপকার হই
 সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা দ্বারা এখানে যে
 মনিস্ট্রি ঘটিয়াছে তাহা দেখিয়া বড় দুঃখিত
 । গত সোমবার বেলা প্রায় দুই প্রহরে
 ঠিক সন্ধ্যা সন্ধ্যা গঙ্গার নিকট হইতে ঠাঁও
 প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া অনেক বড়
 ক ও ঘূহাদি এগে বারে ভূতলশায়ী
 দিয়াছে। এখানকার গবর্ণমেন্টে চাপা
 গাটী পড়িয়া যাওয়াতে দুই ব্যক্তি চাপা
 তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি একেবারে জীবন
 হাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি মৃত প্রায় হইয়া
 তালে আছে।

সোমবারের বৃষ্টিতে এখানকার আতর
 বস্তির নিকটে একটি পুষ্করিণীর নিকট
 দহ পড়িয়াছে। ইহা সূন্যাতিক অর্ধ
 দীঘ ২০২৫ হস্ত পরিমাণে প্রশস্ত এবং
 স্ত গভীর। আশ্চর্যের বিষয় এই যে,
 কোন চলনিকানী রাস্তা ছিল না। উক্ত
 গার তোলা আবাদি জমী ছিল।
 বৃষ্টির জলের স্রোতে কি প্রকারে এত
 নাস্তরিত করিল বলিতে পারি না।

আমাদিগের শ্রীহট্ট সংবাদদাতা
 লিখিয়াছেন।

দিন হইল, অত্রত্য তন্ন লোকেরা এখানে

একটি গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয় হইবার প্রার্থনায়
 আমাদিগের প্রতিনিধি কালেক্টর মাজিষ্ট্রেট
 শ্রীযুক্ত কেদল সাহেবের নিকট আবেদন করিয়া
 ছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার (কেদল সাহেবের)
 নিকট কর্তৃপক্ষ “শ্রীহট্টের পূর্বের গবর্ণমেন্টে
 উঠিয়া যাইবার কারণ কি? শ্রীহট্টবাসীরা তথায়
 গবর্ণমেন্ট স্কুল সংস্থাপনের উদ্যোগে আছেন
 কি না? এবং তথায় স্কুল স্থাপনের উপযোগী
 ভাল গৃহ আছে কি না? এই তিন বিষয় জানিয়া
 রিপোর্ট করিবার আদেশ করিয়াছেন। এই
 কারণে সে দিন কেদল সাহেব এক সভা করিয়া
 ছিলেন। সভায় স্থব হইয়াছে, আপাততঃ স্থানীয়
 চাঁদা দ্বারা একটি গৃহ নির্মিত হইবে। তন্মধ্যে
 এপর্যন্ত ৭০০ অপেক্ষা অধিক টাকা ব্যয়িত
 হইয়াছে।

ক এক দিন অত্রস্থ বৃষ্টি হওয়াতে অকস্মাৎ
 জল বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদ
 দাতা লিখিয়াছেন।

প্রায় দেড় মাস কাল বৃষ্টি না হওয়াতে
 এখানে তয়ানক গ্রীষ্ম বোধ হইতেছে, তন্নিবন্ধন
 পুনরায় ওলাউঠার বিলক্ষণ প্রাচুর্য হইয়াছে।
 গত সপ্তাহে ৩০ জন লোক উক্ত রোগাক্রান্ত
 হন, তন্মধ্যে ১৪ জন ঈশ্বরের কৃপায় আরোগ্য
 লাভ করে অবশিষ্ট হতভাগেরা অচিকিৎসায়
 প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এখনও পীর নগরে
 (যে অংশে ইউরোপীয়দিগের বাস) প্রতি
 দিন দুই তিনটির প্রতি ওলাউঠার প্রকোপ
 দৃষ্ট হইতেছে। দেখিতেছি, এ পর্যন্ত নিবারণের
 কোন উপায় অবলম্বিত হয় নাই, হইবেই বা কি
 প্রকারে? পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে এখানে এক
 দল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। তখন এখানকার
 গবর্ণমেন্টের দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য ও
 সৈন্যদিগের চিকিৎসা এক জন বিচক্ষণ সব
 আসিষ্টান্ট সর্জনদ্বারা নির্বাহিত হইত। কিন্তু
 বিশেষ কারণবশতঃ সৈন্যগণের আড ডা
 এখান হইতে স্থানান্তরিত হয় এবং তৎসঙ্গে
 সবেই সব আসিষ্টান্ট সর্জনের পদ উঠিয়া
 গিয়া তৎস্থানে এক জন নেটিব ডাক্তর নিযুক্ত
 হন। এক্ষণে ইনিই সব আসিষ্টান্ট সর্জনের
 বেশ ধারণ করিয়াছেন, প্রতিবারে সব আসিষ্টান্ট
 সর্জনের ন্যায় দর্শনী না পাইলে তিনি প্রায়
 কাহার বাটীতে পদার্পণ করেন না। তন্মধ্যে
 তাঁহার দ্বারা সকলপ্রকার লোকের চিকিৎসা
 হওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। পরন্তু গত জুলাই

মাসে গাজিপুরের নিকটবর্তী সুরাই নামক
 যখন তয়ানক ওলাউঠা আরম্ভ হয়, তখন
 (নেটিব ডাক্তর) তথায় চিকিৎসার
 হন এবং এখানে ইহার কার্য এক জন ক
 শুর করেন। তদ্বারা যে ঘোরতর অনিষ্ট
 টন হইয়াছিল, তাহা আমরা স্বচক্ষে
 করিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের
 গবর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা যে সব আসি
 সর্জনের পদ পুনঃ স্থাপিত করিয়া গাজি
 একটি প্রধান আভান পূরণ করেন।

১৫ ই সেপ্টেম্বর
 ১৮৬৮

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদ
 লিখিয়াছেন।

এখানকার বেসকল সংবাদ সোমপ্র
 লেখা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে আদি
 সবাদই অন্যতর রাজপুরমদিগের দুর্ভি
 পতিত হয় এবং তাহার বিশেষ অনু
 করিতেও দেখা যায়। কিছু দিন হইল পা
 হইতে কালনা পর্যন্ত যে রাস্তা হইয়াছে,
 যুক্ত স্থানে অর্থাৎ কালনার উত্তর দিকে
 রার মাঠে একটা সাঁকো করা নিতান্ত
 শ্যক প্রতিপন্ন করিয়া সোমপ্রকাশে যে
 হয়, তৈ এপর্যন্ত তাহা কোন প্রভ
 হইল না। বর্জমানের একজিকিউটিব ইঞ্জি
 সাহেব কেন ইহাতে মনোযোগী হইতে
 না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। শান
 পুষ্করিণীর পশ্চিম দিকে, সাঁকো না থা
 অন্যবৃষ্টির বৎসরে জলসেচনে যেরূপ
 তাহা পূর্বে লেখা হইয়াছে, আবার অতি
 তেও এই সকল মাঠের সম্পূর্ণ ক্ষতি
 থাকে। জলে মাঠ সকল পরিপূর্ণ হইলে
 নির্গমনের সুবিধা না থাকায় শস্যসকল প
 উঠে। এই বর্তমান বৎসরে অতিবৃষ্টিনি
 জীবদারার সর্গমঙ্গলাপ্রভৃতি গ্রাম ও মাঠ
 প্রাবিত হইয়া যায়, জল নির্গমের উপায়
 থাকায় ঐ সকল স্থানের বিশেষ ক্ষতি হইয়া
 যদি শানবাদের পশ্চিমে একটা সাঁকো থা
 তাহা হইলে ঐ মাঠসকলের একান্তি হইত
 ঐ স্থানের লোকসকল অনেক চেষ্টা করিয়া
 কিন্তু গবর্ণমেন্টের রাস্তা কে কাটিয়া জল ব
 করিতে পারে? যাহা হউক, গত কর্মের
 অনুতাপ করিবার প্রয়োজন নাই। এখন অ
 অবগত হইলাম যে পবলিকওয়ার্কের
 তাইজার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মুখোপাধ্য

পেয়ে উপর এ রান্ধা মেয়ামত করিবার
হইয়াছে। অমৃত বাবু বেরূপ ভদ্র, কার্য
ও পরিশ্রমী তাহা অনেকেই অবগত
হন। ইনি নিজ সাপুতায় ও অধ্যয়নায়
ক্রমে এক দুঃ উন্নত হইয়াছেন, আমরা
করি ইনি এই দাঁকোর বিষয়ে বিশেষ
যোগী হইবেন। ইহার জন্য সমুহ লোকের
ই হইতেছে।

প্রায় এক বৎসরেরও অধিক হইবে এখানে
ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। সমাজটির
স্বার্থ বিষয়ে সন্দেহান হইয়া এ পর্যন্ত
রা ইহাতে বাকব্যয় করি নাই; এক্ষণে
স্থানিদের পক্ষে অনেক ভরসা হইয়াছে।
বাণী পূর্বতন সুপরিচিষ্ট গাণ্ড বাবু শশি
লাহিত্রির যত্নে সমাজটি স্থাপিত হয়। বর্ধ
নিপতি মহাশয় মহাতাবচস্র বাহাদুর
সমস্ত রায় দিতে স্বীকার করিয়াছেন।
এখনও তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই।
গণ অনেক চেষ্টা ও যত্ন করিয়া সমাজটি
করিয়াছেন। সন্তোষে চাঁদা সং
করিয়া একটা গৃহ করিবার উদ্যোগে
হন। যদিও সত্য ও সূক্ষিত ব্যক্তি
রই ইহাতে যত্ন করা কর্তব্য, কিন্তু অনেকের
নাই। কেহ বলেন, সমাজের অবস্থা আগে
হটুক, বৈহ বালন ইহাতে ভাল লোক
ভাবিয়া দেখিলে এ আপত্তি অকিঞ্চৎকর
। ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে অভিমান থাকিলে
ই হইবে না। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা
আর অর্থশালী ব্যক্তিরা কি, ইহা প্রতি
র দৃঢ়তা আছে, তিনিই ভাল
কি ক্রমে যেন যে কতগুলি লোক আছেন
সকল বিষয়েই কৌশল চলিতেছে।
হটুক, এক্ষণে বর্তমান সত্য মহাশয়দিগকে
রোধ করি, কাহারও আন্তরিক যত্ন করিয়া সমা
রক্ষা করুন। সংস্কৃত দেখিলেও লোকের
প্রবৃত্তি পরিমার্জিত হইতে পারে।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
ক বাবু ভারকামাথ দে বাহাদুর এখানে একটা
ক ও একটা বালকবিদ্যালয় স্থাপিত করি
বিশেষ যত্ন করিতেছেন। সঙ্কল্প উত্তম
দেশহিতৈষী বিচারপতিদিগের ইহা কর্তব্য
সন্দেহ নাই, কিন্তু এখানকার গল্পপ্রভৃতি
র লোকে চাঁদার উপর নির্ভর না করা
আমরা বিশেষ অবগত আছি যে স্থানীয়
দার উপর নির্ভর করা বিড়ম্বনামাত্র। যে

হু নে সাধারণ চাঁদার উপর নির্ভর, সেই স্থানের
বিদ্যালয়েরই অশেষ দুর্দশা। বিশেষতঃ এখান
কার চাঁদার উপর আমাদের কিছুমাত্র বিশ্বাস
নাই। এখানকার দাওবা চিকিৎসালয়টির
জন্য পূর্বতন মাজিষ্ট্রেট হুগ সাহেব যে
চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়াই
আমাদের বিশেষ বিশ্বাস অশ্মিয়াছে। সেই সাধা
রণ চাঁদার উপর নির্ভর হইলে কোন কালে চিকিৎ
সালয়টির শেষ দশা উপস্থিত হইত। কেবল
বর্ধমানাধিপতি মহারাজ বাহাদুর সম্পূর্ণ তার
সইয়াই ইহার জীবুজি করিয়াছেন। অধিকার
বাহ্য শোভা বাহা ধাক্ক; কিন্তু ঐশ্বর্যশালী
লোক নাই বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। কালনার
নিকটবর্তী যেসকল গ্রামে হই এক জন ঐশ্ব
র্য়শালী লোক আছেন, তাঁহাদের দ্বারা সম্পূর্ণ
সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা করা যায় না।
বাস্তবিকও এসকল বিষয়ে তাঁহাদের তাদৃশ
যত্ন নাই। আমরা ডেপুটি বাবুকে এই অনুরোধ
করি, তিনি নিম্নলিখিত উপায়টি অবলম্বন
করিলেই বিদ্যালয়টি ইহার কোন বাধা থাকে
না। সেই উপায় বর্ধমানাধিপতির সাহায্য।
মহারাজ সাহায্য করিলেই এখানে বিদ্যালয়
হইতে পারে এবং স্থানিদের পক্ষে নিঃসন্দেহ
হওয়া যায়। স্থানীয় লোকের নিকট হইতে
এককালীন কিছু কিছু অর্থ লইলে কেহই
তাহাতে কাতর হইবে না। অথচ অধিক টাকা
সংগ্রহ হইয়া স্কুল গৃহের বিশেষ অগ্রকরণ
হইবে। আমরা ভরসা করি ভারকামাথ বাবু
উল্লিখিত উপায় অবলম্বন কারয়া এ স্থানের
মহোপকার করিবেন। তিনি যত্ন ও চেষ্টা করিলে
বর্ধমানাধিপতি ইহাতে মনোযোগ করিতে
পারেন। বিশেষ বর্ধমানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব
কিছু বলিলে ইহা সিদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।
এ বিষয়ে আরও বক্তব্য আছে। তাহা ক্রমে
লিখিতে ইচ্ছা রহিল।

-:--

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেবু।

১। ৮ ই আশ্বিন দিবসের রাত্রিতে এই
ভাজনঘাট গ্রামে, এক বারে চারিটা সিঁদ চুরি
হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে তিনটিতে তন্মবেরা
বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই, কিন্তু অপর
টিতে গৃহস্থের সর্বনাশ করিয়াছে। ইহাতে,
একটা নিম্মিত কন্যার পরিহিত প্রায় ১০ এক-

শত টাকার অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে।
চুরির সংবাদ বাইলে, কৃষ্ণগঞ্জ থানার, জ
দার দুইজন কর্মটাবলের সহিত আসিয়া তদ
মাত্র করিয়া গিয়াছেন। অসুস্থকানক
তত্ত্ব চৌকীদারেরা, কয়েক ব্যক্তির উ
সন্দেহ স্থাপন করে। এই পর্যন্ত করিয়াই
প্রস্থান করিয়াছেন। পরে কিরূপ হয়, বি
পারি না।

১। ১২৭৩ সালে, অনাবৃষ্টির জন্য, দে
সকনাশ হইয়াছিল। বর্তমান বর্ষে তাহার
রীতি ক্রিতি উপস্থিত হইয়াছে। শরৎকাল
প্রায় হইল তথাপি যুধলধারে আবিষ্কার
বর্ষণ নিবৃত্ত হইল না। এই ক্ষুয়োবর্ষায়
প্রদেশের খাল বিল প্রভৃতি সমুদায় জল
একবারে পরিপূর্ণ হওয়াতে, অনেক ভূমি
সহিত জলমগ্ন হইয়াছে এবং তীরস্থ
পত্রাদি দ্বারা উদ্ভানের জল দূষিত হওয়াতে,
চতুর্দিকে মারী বর্জীর্ণ করিবে, তাহারও
বনা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশ, কিজন্য যে
পুনঃ বিপৎ সঙ্কুল হইতেছে, তাহার কারণ
সকান করা আবশ্যিক।

৩। গত ১ জা অক্টোবর হইতে, কয়ে
অধিবাসীর যত্নে ও অধ্যবসায়গুণে, এই
ঘাট গ্রামে, একটা ইংরেজী বঙ্গ বিদ্যালয় স্থ
হইয়াছে। উক্ত ব্যক্তিগণ এই বিদ্যালয়
দিন আপনারা চালাইয়া পবে গবর্নমে
সাহায্য প্রার্থী হইবেন। এ স্থলে ইহা উল্লেখ
আবশ্যিক যে, এখানে একটা অর্ধ আদর্শ
লয়ও আছে। তাহান ঘাট এরূপ বৃহৎগ্রা
য়ে, ইহাতে এক বারে সঙ্কল্পে দুইটা বিদ
চলতে পারে। সুতরাং উদ্ভাদের অন্যতরে
ছানই এই উদ্ভোগের অবশ্য্যকারী ফল, ব
সন্দেহ নাই।

৪। গত ৩৭ এ তার প্রাতঃকালে, দু
ঘাটের সন্নিকট "টুপি" নামক গ্রামের
রক্ষু বহু এক মুহুর্তে বৃক্ষে লম্বমান দুই
ছিল। তাহার পরিধান একখানি জীর্ণ ডি
মাত্র ছিল। পরে সংবাদ পাইলে পুল
অসুস্থকানে এই স্থিৎ হইলে সে মৃতব্যক্তি
সাংসাদিক সামান্য বিবাদে ব্রহ্ম এই রূপে
হত্যা সম্পাদন করিয়াছে।

৫। এই বর্ষায় পল্লীগামের বেরূপ
হয়, তাহা পল্লীগামবাসিদের আর ক
ক্ষমক্ষম হইবার সম্ভাবনা নাই। নগবে অ
বারিবর্ষণ হইলেও সঙ্কল্পে সর্বত্র গতিবি
ষায় এবং জলনির্গমের পথ সুপ্রশস্ত হও
জল তৎক্ষণাৎ বর্জিত হইয়া, নির্দি

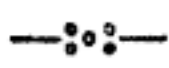
করিতে পারে। কিন্তু পল্লীগামের ভাব, সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে একবার বর্ষন ই একবারে সমুদায় কর্মময় হওয়াতে গমনঃসাধ্য হইয়া উঠে এবং বারিনিঃপথ না থাকিতে তুলন্যাদিপূর্ণ আবাগ প্রভৃতি ক্ষুদ্র গর্তে, অথবা তদভাবে, গৃহ পাই জল সঞ্চিত হয়। বর্ষাকালে পুনঃপুনঃ হওয়াতে উক্ত জলাশয়সকলের জল, দুষ্কৃত হইতে পারে না। কিন্তু বর্ষাবিগমে (শেষে ও হেমন্তে) উহার অঙ্গগত তুলন্য পচিয়া চতুর্দিকে মেলিয়া বিকীরণ করিতে থাকে। সুতরাং ঐ সময়েই পল্লীগামে রৌদ্র প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। এট অনিষ্ট প্রত্যেকের যথেষ্ট নিবারিত হইতে পারে। স্ব স্ব ময়র জল, যাহাতে সঞ্চিত বিদূরিত হয়, তাহার উপায় করিলেই এই অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে। উক্ত ভূমিতে বাসগৃহ নির্মাণ লও জল বায়ু প্রভৃতির সুবিধা হয় এবং স্ব স্ব গৃহসম্বন্ধিত বস্তুভাগ পরিকৃত ও পরিষ্কার রাখিলে গত্যাতের ক্লেশ হয় না।

৬। বেঙ্গল রেলওয়ে সর্ব প্রথমে ব্যবহার লোকের সুখ্যাতির ভাঙ্গন হইয়াছিল। সদ্যোজাত দখির ম্যায় যতই পুরাতন হইত, ততই উহা বিরল হইয়া আরোহীদিগকে প্রদান করিতেছে। গত পূজার পূর্বে কয়েক বক্তৃতে মিলিয়া উক্ত রেলওয়ে গমন করিতেছিলাম। ২য় জেণীর টিকিট ও আমাদিগকে অর্ধচন্দ্র গ্রহণ পূর্বক জেণীর শকটে আরোহণ করিতে হইল। যেরূপে দ্রব্য ঘনসম্মিলনে বোঝাই তাহাতেও আমাদিগকে সেই রূপে বসিতে হইতে হইয়াছিল। সে দিন, এইরূপ ভ্রমণে ভয়ানক কষ্টে পড়িয়া আমাদিগকে অনাত্মের সন্ধিগামি উপস্থিত হওয়াতে মৃতপ্রায় হইয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন। স্থানান্তর বশতঃ তাহাতে অকৃতকাব্য। আমাদিগের স্বক্ধধারণ পূর্বক তথায়ই বসমান থাকিতে বাধ্য হইলেন। মহাশয়! বস আমাদিগের যেরূপ ক্লেশভোগ হইয়া তাহা লেখনীদ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত পাবা যায় না। আমাদের বিলক্ষণ যত্ন জন্মিয়াছে যে, বন্দোবস্ত একটু ভাল হইলে, আরোহীদিগের ক্লেশ নিবারিত হইতে পারে। অধিকসংখ্যক শকট যোগ্যতা, অথবা যুক্ত শকট প্রাণ চালনা কারলেই ত এই

কষ্টনিবারণ হইতে পারিত। কিন্তু বর্তমান এজেন্ট সাহেব এদেশীয়দিগের সুবিধার জন্য তাদৃশ ব্যবস্থা নন বলিয়াই এইরূপ অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহার অব্যাহত ভাবে ক্রমাগত চলিয়া আসিতেছে। তিনি এদেশীয়দিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, শক্তি, জীবন প্রভৃতিকে সামান্য জ্ঞান করেন। তাহার এইসকল গুণে রেলওয়ের কোন কর্মচারীকেই তাহার প্রতি অসুস্থ রক্ত দেখা যায় না।

জেলা নদীয়া ।
২২ এ আশ্বিন
১২৭৫।

ভবদীর বন্দন
লেখক।



সম্পাদক মহাশয়! ২৩ এ ভাদ্রের প্রত্যেকের পাঠে অবগতি হইল যে, বেহাগ উপরাগের বিতর্কের এ পর্যন্ত উপসংহার হয় নাই। কিন্তু আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি যে, এই তর্কের মীমাংসা করণার্থে জীবুজ বাবু রাখালদাস মিত্র ও জীবুজ বাবু প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইহারা উভয়েই পাথুরিয়াঘাটানিবাসী সঙ্গীতপাণ্ডায় জীবুজ কেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় প্রভৃতিকে ইহার মীমাংসক নির্ধারণ করিয়াছিলেন। তাহারাও উপযুক্ত সময়ে একখানি মীমাংসাপত্র প্রকাশ করিয়া তাহাদের নিকট প্রেরণ করেন। আমরা সেই সিদ্ধান্তপত্র বিশেষ করিয়া পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে অতি সুন্দররূপে মীমাংসকরণ শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ প্রয়োগ ও যুক্তিযুক্ত বাক্যদ্বারা অংশ, গ্রহণ, নাস, বাদী, অসুবাদী, সবাদী, বিবাদীর বিশেষ মীমাংসা করিয়া গাঙ্কার স্বরই ঐ উপরাগের জ্ঞান বা বাদী স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এই ভারত ভূমে এমন কেহই নাই যে সত্যের অন্যায়চরণ করিতে সক্ষম। যদি কেঃ ন্যায়বিহীন কার্যে বাকস্ফূর্তি করেন, গুণিগণে তাহা উদ্ভাসের প্রলাপ বাক্যবৎ বোধ করিবেন সন্দেহ নাই। পত্রপ্রেরক মহাশয় সঙ্গীত শাস্ত্রে নিরেট পণ্ডিত অসুমান করি, য হেতু তিনি বাদী স্বর ও গ্রহ স্বর এক স্বর বলিয়া প্রতিপাদন করেন। আবার মীমাংসাপত্র বেহাগকে উপরাগমধ্যে পরিগণিত করিতে তাহাতেও একটু পত্রপ্রেরক কটাক্ষ করিয়াছেন। কলতঃ সে কটাক্ষ কটকাক্ষ মাত্র। শাস্ত্র সিদ্ধ যেসকল রাগ নহে, প্রায় তৎসমুদায়কেই উপরাগমধ্যে পরিগণিত করা যায়। সঙ্গীতপ্রিয় মহাশয় স্বরং লিখিয়াছেন, মূলে বাহার অস্তিত্ব নী থাকি, তাহাই উপস্থিত কথিত হয়। মেরিত পত্র

খানিতে বহুগুলি শব্দার্থ তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, তন্মধ্যে উপ শব্দার্থটি বঙ্গ শব্দার্থ হইয়াছে। যখন কোন প্রাচীন সঙ্গীত মতাদি বেহাগের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তখন বেহাগকে উপরাগ নয় ত কি বহিঃসঙ্গীতপ্রিয় লিখিয়াছেন, প্রাণকৃষ্ণ বাবু আশ্বিন সহবাসে সেতার বাজাইতে শিক্ষা করিয়াছেন। সে কথা অস্বীকার নহে। শাস্ত্রোক্ত তাহার বোধ নাই তখন সহবাসে ক্রিয়াক্ষমিক। বিদ্যে বোধ হয় না। পত্রপ্রেরকের লেখনীতে বোধ হয় হুমতমতে যেন বেহাগ লিখিত আছে। হুমতমতে গ্রহ প্রাণকৃষ্ণ বাবুর কথা দূরে থাক, শরদাসহায় নিজে লিখিয়াছেন কি না সন্দেহ। তবে যদি শরদাসহায় মতই উক্ত মত হয়, তবে হানি নাই। ন হুমতমতে সেই বচনটি (যাহাতে বেহাগ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে) প্রচার করিলে বাদিত হইবে। সঙ্গীতপ্রিয় বলেন, হিমন্ত হুমতমতে প্রচলিত। কিন্তু তাহা প্রমাণ আমরা এ পর্যন্ত ত কোথায় পাই এবং হুমতমতে গ্রহও বড় একটা দেখি পাওয়া যায় না। তবে শরদাসহায়ের অথবা প্রাণকৃষ্ণ বাবুর মতই যদি উক্ত বলিয়া আপাততঃ গণ্য হয়, হটক কতি না এ বার অবধি উক্ত মতদ্বয়কে উক্ত মত বলিয়া আমরা ব্যবহার করিব। কেত্রমোহন গোস্বামী ক্রিয়াক্ষমিক লক্ষ্মীপ্রসাদের শিক্ষা করিয়াছিলেন, সে কথা যথার্থ বলা যায়। কিন্তু বঙ্গ বস্তু দেখি, শরদাসহায়প্রায় উহারা সংস্কৃত মতানুযায়িক সঙ্গীতমত এ পর্যন্ত তাহাকেও শিক্ষা দিয়াছেন কি না এসকলের শাস্ত্রবিষয়ে অনতিকারচর্চার প্রয়োজন কি? দেখিলাম, ইমনও সংস্কৃত মতমত রাগমধ্যে গণ্য হইয়াছে। ইমন যে সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত রাগ নহে, তাহা সংস্কৃত গ্রহণি অসুস্থান করিলে জানিতে পারিবেন। শব্দই যে সংস্কৃত শব্দ নহে, তাহাতে ত কে মহাশয়ের টেচনা নাই। তবে যদি অধুন হিমন্ত দেহাযুক্ত হুমতমতে থাকে বলা যায় না। বেলোয়াল এই শব্দ কি কোন সংস্কৃত শব্দ? না সংস্কৃত গ্রহণি উহাকে বেলোয়ালী বলিয়া নির্দেশ করিয়া মূলে থাকিলে বোধ করি বেলোয়াল এই শব্দটিকে প্রয়োগ করিতেন না, অবশ্যই বলাই বলিয়া লিখিতেন। অতএব হে পাঠক এইরূপ আধুনিক হুমতমতে প্রমাণ আনুপূর্বিক পত্রখানি লেখা হইয়াছে। সং

হচ্ছে । আহা ! এ সময়ে গৃহহীন ভগ্ন কুটীর
 গের কি কষ্ট ! একে তাহাদের বাসস্থান
 অপ্রশস্ত, তাহাতে আবার গৌবৎসাদির
 একত্রে অবস্থান, সেই আশ্রয় ভূগর্ভস্থ
 আবার বর্ষাজলে আশ্রুত হইতে
 চতুর্দিকে ভীষণ জলরাশি পথ ঘাট
 জলময় । বন্যাপীড়িত আশ্রয়স্থান
 গের অসহ্য ক্লেশ স্মরণ করিলে পামাণও
 হয় ।

প্রতি বন্যা প্রথমতঃ দুই তিন দিবস
 পাইয়াছিল ; তাহার পর কিঞ্চিৎ হ্রাস
 যায় ; তৎপরে পুনরায় অত্যন্ত বৃদ্ধি
 প্রায় সপ্তাহকাল স্থিতি করে । বন্যার সময়
 মনোহর হইতে মৃতন জল প্রবাহ স্তব্ধ দেখা
 পতিত হইলেই এই রূপ পুনর্নৃদ্ধি সংঘ
 হয় । এরূপ বৃদ্ধিকে এদেশে "জাঁউনী"
 কহে ।

বিত্ত বন্যায় পূর্ণপ্রাবনপ্রাপীড়িত শ্রীম
 শ্রীম জনপদগুলি পুনর্নির্মাণ ঘোরতররূপে
 হইয়াছে । এভাবে বন্যা আকারে
 অপ্রমিত ভুল্য না হউক, অনিষ্টকারিতা
 বলিতে পারা যায় না । ইহা অক্ষয় যক্তি
 করিয়াছে, দরিদ্রের ধন আশ্রয়সাং কতি-
 বুড়ুকিতের প্রস্তুতাবে ভয় নিষ্কপ
 হাছে, বিস্তারিত বিকট কাতোপরি বিধম
 কর কার সমর্পণ করিয়াছে । গত ভয়ানক
 গৃহহীন ও হতসর্গস্ব হইয়াও প্রজারা
 প্রায়শ্চেষ্টে যে ধান্য জমাইয়াছিল, প্রজাবিত্ত
 সে সকলি বিনষ্ট করিয়াছে । সুপক ও
 ক আউস ধান্য, ইক্ষু, কলায়প্রভৃতি নানা
 শস্যের ধার পর নাই আনিষ্ট গতিয়াছে ।

গত বন্যার পর রাজপুরুষেরা প্রজার ক্লেশ
 রণ ও কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য অনেক
 গণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তদবপ্রতিশুলভায়
 পৃথক হইল । ইতিমধ্যেই এ দেশের ধান্য
 লর দয় বিপন্ন বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে । ক্রমশ
 তান আভির্ভয়াই সম্ভাবিত । প্রজাদিগের
 কাংশই নিঃস - প্রায় সকলেই হতাশ হই-
 । অল্পটম লোকের সাখাও অল্প হইবে
 তাহাদিগকে নিঃসরণ দেখিয়া মহাজনেরাও
 ন বক করিয়াছে । ৪ দিনে হানাসমুদায়
 করণাপলক্ষে যে কাত হইতেছিল তাহাও
 ত হইয়াছে । এখন নিরন্ন লোকদিগের
 দিক শুন দেখিতেছি । দয়ালু রাজপুরুষগণ
 এ দেশের প্রতি শ্রুত দৃষ্টি নিপাতিত করুন
 ইহা উৎসন্ন হইয়া যাইবে । এক্ষণে অন্ততঃ

এক মাসকাল বন্যাপীড়িত গ্রামসকলে তুল
 বিতরণ করা আবশ্যিক । যদি সকল প্রজাকে
 বিতরণ করা না হয়, তাহা হইলে তাহাদের চাস
 ও বাণ উভয়ই গিয়াছে তাহাদিগকে বিতরণ
 আর তাহাদের একপ্রকার ক্ষতি হইয়াছে তাহা
 দিগকে প্রচলিত দরের অর্ধেক দরে চাউল
 বিতরণ করা কর্তব্য । গৃহহীন প্রজাদিগের গৃহ
 নির্মাণার্থ সুবিবেচনাপূর্বক অর্থসাহায্য করা
 উচিত । ঐদৃশ ভয়ঙ্কর বিপদের পুনঃসংঘটন না
 হয় সঙ্কনা স্কুলশলসহকায়ে দৃঢ়তর ও উচ্চ
 তর বান নির্মাণ করা নিতান্ত আবশ্যিক । শে
 যোক্ত কায্যে ত রাজপুরুষেরা করিবেনই, অন্যান্য
 কার্যগুলি ধনাঢ্যবর্গ রাজপুরুষগণ উভয়েরই
 মিলিত হইয়া সম্পন্ন করা উচিত । গত কার্তিক-
 কের বাত্যাপীড়িত লোকদিগের আশুকল্যার্থ
 আমাদের লেপ্টেনেন্ট গবর্ন বাহাদুর অর্থপ্রদান
 করিয়াছিলেন এবং বণিকসম্প্রদায় ও অন্যান্য
 ধনাঢ্য লোকেরাও বিস্তর টাকা দিয়াছিলেন ।
 এখন তাঁহারা এক বার এ দেশের প্রতি এই শ্রীহীন
 দরিদ্র ঘোরতর বিপন্নপ্রস্ত দেশের প্রতি সেই
 কৃপাকটাক নিষ্কপ করুন । অন্যথা দীন হীন
 লোকের আর কোন মতেই পরিত্রাণ নাই ।
 এখন এ দেশ দানশীল দয়ালু মহাজাদিগের
 মহিমাপ্রকাশের উপযুক্ত স্থান হইয়াছে ।

উপসংহারকালে আমরা কাঁথির ডেপুটী
 মাজিস্ট্রেট অনাথ বন্ধু রাই সাহেব ও বালৈ-
 স্বরের আফিসিয়েটে কালেক্টর উদ্যমশীল পণী
 সাহেবকে তহরোধ করিতেছি, তাঁহারা আপন
 আপন এলাকার বন্যাপীড়িত গ্রামগুলি পুনরায়
 দর্শন করুন । আঘাতের বন্যার পর যে রূপ দেখি
 য়াছিলেন, এখন অনেক স্থানে তদপেক্ষা সমদিক
 তৈরশ্য ও চূর্ণশা দেখিতে পাইবেন । এক্ষণে
 গৃহহীন ও নিরন্ন লোকদিগের রক্ষার্থ আশ্র
 কোন উপায় অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য
 সন্দেহ নাই ।

লেখক }
 ১২৭৫ }
 ১০ আশ্বিন } শ্রীকেশবচন্দ্র রায়

মূল্য প্রাপ্তি ।

- শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় চন্দ্রকোণা ৭
- ১২৭৫ আশ্বিন হইতে দালু ওন ৭
- " " উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লক্ষীসরায় ৭
- " " ধর্ম্মবাস হালদার কলিকাতা ১৫
- " " চন্দ্রকুমারমিত্র রঙ্গপুর ৭
- " " হুতিরাম বড়ভাণ্ডার বড়দা ৭

১০ রাজকৃষ্ণদাস মব
 ১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে ৬৯ আগষ্ট
 শ্রীযুক্ত হারিসন সাহেব বারুইপুর
 —:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটা বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
 মলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না ।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
 বাণ্যাসিক ৫০ টাকা ; মফস্বলে ডাকম
 সনেত বার্ষিক ১০, বাণ্যাসিক ৭ এবং ট
 দিক ৩৫ । তিন মাসের ম্যুনে অগ্রিম
 গ্রহণ করা যায় না । ছড়ি, বস্তাতি চিঠি,
 অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অ
 বাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
 দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন ।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, ও
 যেন এক অথবা আধ আনার অধিক
 ও রনীদেয় টিকিট প্রেরণ না করেন ।

যখন যিনি মফস্বলে েতে সোমপ্রক
 মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি
 শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাসুধনের নামে
 ইয়া দেন ।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
 আসিবে, এক মাসপূর্বে তাঁহাদিগকে
 লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
 গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
 একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব
 যাইবে । শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
 হইবে ।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
 ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব ।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রের
 যেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
 যাইবে না ।

কে-৫ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
 করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপং
 জানা তাহার পর ১০ জানা দিতে হ
 যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
 যেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

এই পত্র কলিকাতার মফস্ব
 মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
 চাকড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ
 সুধনের বাগীতে প্রতি সোমবার প্রাত
 প্রকাশিত হয় ।

সাবিত্রীচরিত

কাব্য।

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

মূল্য ১.২৭ টাকা।

১৯০৩ সালের পুস্তকালয়ে প্রকাশিত।

—১০১—

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

—১০২—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণু পুরাণ।

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী

সুভদ্রা পুস্তক।

আসমানের নক্ষত্র।

বাবুদের স্বর্গোৎসব।

(ইংরেজি ভাষা।)

কলকাতা পটোলভাঙ্গা ট্রেনিং ইন টিচিং

উসন বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামস-

র্নাম তট্টাচার্যের নিকটে অথবা শ্রীযুক্ত দেবর-

চন্দ্র বসু কোম্পানির প্রত্যাশে প্রাপ্য।

মূল্য ১/১০ আনা মাত্র।

—১০৩—

নদিয়ার নদী :

সন ১৮৭৮ সালের ১৫ চ অক্টোবর মাস

৪ইতে ২১ এ অক্টোবর পর্যন্ত নদিয়ার

নদী তায়ের সর্গকর্মিত জলের

সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্গকর্মিত জল
	ফুট ইঞ্চি
মহানন্দ উপর পল্লানিতে	২০ ৯
মহানন্দ	৬ ৭
তথ্য হইতে জাগপুর	৩ ৯
১৩ মাইল মধ্যে	
জাগপুর হইতে বহরমপুর	৬ ৯
৩৮ মাইলের মধ্যে	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া	৬ ৭
৫০ মাইলের মধ্যে	
কাটোয়া হইতে নদিয়া	৬ ৯
৪২ মাইলের মধ্যে	

সন ১৮৭৮ সালের ২৬ এ ডিসেম্বর

বহরমপুর গভর্ণমেন্টের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চি
গভর্ণমেন্টের উপর	৫	৬
বহরমপুর	১৬	৯
২৬ এ অক্টোবর		
১৮৭৮		

সোমপ্রকাশ।

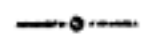
১৮ই কার্তিক সোমবার।

ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের প্রতি কোন গ্রহ বিপ্লব হইয়াছে, আমরা বলিতে পারি না, উপর্যুপরি বিপৎপাত হইতেছে, ইহার শাস্তি নাই। এ বর্ষে শস্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইল। টেক্সটের ও শ্রাবণ মাসের প্রবল বাদলায় ক্ষতি সহ্য করিয়াও কৃষকেরা পুনরায় যে ধান্য

রোপণ করিয়াছিল, কার্তিক মাসে হুই হওয়াতে তাহার অনিষ্ট হইল। আর হয়, এরূপ সস্তাবনা দেখা যাইতেছে আমরা এখনও সকল স্থানের সমা পাই নাই। কি পরিমাণে ধান্যের হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে তেছি না। এই সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়ে রাজপুরুষদিগের সাবধান হ উচিত। প্রথম, কোন প্রদেশে কি মাণে ধান্য জন্মিল, সূক্ষ্মরূপে তা অনুসন্ধান করা। দ্বিতীয়, মহসা বিদে চাউল রপ্তানী হইতে দেওয়া না হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু ঘননাথ চক্রবর্তী বিষ্ণু গোস্বামী ও নীলকমল দেব ইহঁতাদের নাম স্বাক্ষর করিয়া আমাদের নিম্ন একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন; তা স্থানান্তরে প্রচারিত হইল। আমরা সোমপ্রকাশের ত্রাণ গ্রাহকদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহাদের অভিনিবেশসহকারে পত্রখানি প করেন। পত্র প্রেরণ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু বচন্দ্র মেনন ও তাঁহার অনুচর ত্রাণের ব্যবস্থা করিয়া বিস্তৃত হইতে হইয়াছেন, কিন্তু তদুপায় প্র কারিয়া অধুনা আমাদের হৃদয়ে অ মাত্র নূতন বিষয় অথবা দুঃখের উ হইল না। কেশব বাবু যে দিন ত্র সঙ্কীর্্তন আরাধ্য করিয়াছেন, সেই দিন তাঁহা হইতে আমাদের দেশের মহ হইবে বলিয়া যে কিছু আশা জন্মিয়া তাহা অসুখ্য পরিভাগ করিয়া আমরা সেই সময়েই ক্ষুণ্ণকরে কছি ছিলাম, কেশব বাবু চৈতন্য ও খুঁ দির ন্যায় অবতার মধ্যে পরিগণিত বাবু বাসনায়া ব্যগ্র হইয়াছেন। তৎকাল অনেকেই আমাদেরকে ত্রাণদেবী বি চনা করিয়া কুপিত হইয়াছিলেন; বি একগুণে কলহারা তাহার পরিচয় হই

কশবের অনুচর জাহেরা তাঁহাকে পরি
 ণকর্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন।
 হারা তাহার চরণে পাত্ত হইয়া
 নিপাত ও চরণে লেহন করিতেছে।
 তিনিও এই কুসংস্কার ও দুর্কাবহারের
 পনয়ন চেষ্টা পাইতেছেন না; শুনি
 ম, বরং উহাতে অনুমোদন করি-
 তছেন। এখন কেবল দুই চারিটা উ-
 ট পীড়া আরোগ্য করা কার্য্যটী অব-
 ষ্ট আছে, তাহা হইলেই তিনি পূর্ণ
 বতীর হন। এখন আমাদিগের জিজ্ঞাসা
 ই, তাঁহ'র শিবেরা তাঁহাকে কোন্
 বতীর বলিয়া গণনা করিবেন? তিনি
 তনোর সন্দেহসঙ্কীর্ণন লইয়াছেন এবং
 ষ্টের জ্ঞানকর্তৃত্ব লইলেন, নৃসিংচাবতা
 র নায় তাঁহাতে উভয় গুণই দৃষ্ট হই
 চে। উনবিংশ শতাব্দী বলিয়া কি
 ার তাঁহাকে এই অদ্ভুত অবতার
 রয়া ভূদণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন?



মানরকার তার সমর্পিত হইয়াছে,
 তাঁহাদিগের অনেক উল্লিখিত বিপ
 রীত সংস্কার আছে। “ বাঙ্গালি ” এই
 শব্দটী প্রবণত্ববে প্রবিক্ত হইলেই তাঁহা
 দিগের অন্তঃকরণ বিচলিত হয়। এতন্নি
 বন্ধন অনেক সময়ে অনেক অনর্থ ঘটয়া
 থাকে। বিশেষতঃ যে স্থলে ইউরোপীয়
 ও বাঙ্গালি লইয়া কার্য্যসম্বন্ধ উপস্থিত
 হয়, সে স্থলে অধিকতর অনিষ্টঘটনা
 হয়। বিচারপতির মনে করেন, মানুষ
 ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিলেই সকল মন্-
 গুণের আকর, দয়ার আধার, মতোর
 আশ্রয় ও ধর্ম্মের আলয় হয় এবং বঙ্গ
 দেশে জন্মিলে সকল দোষ আনিয়া
 তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই সংস্কা
 বের বশবর্তী হইয়া তাঁহারা স্বকর্তব্য
 সম্পাদন করেন; সুতরাং আইন ও নায়
 সকলই উপহৃত হইয়া যায়। তাঁহাদিগের
 ভ্রমভ্রমনার্থ ডিউক অব ওয়েলিঙটনের
 পত্রের কিয়দংশ কেও অব ইংগিয়া
 হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। মর্থন
 আরাকান জয় করা হ'ল, তৎকালে তথায়
 ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপন করিবার
 প্রস্তাব করা হইয়াছিল। ইহাতে ওয়েলিঙ
 টন বলিয়াছিলেনঃ— “ইউরোপীয় বিশেষ
 তঃ ব্রিটিশ চরিত্র কার্য্যকালে কত নিরুদ্ভ
 ভাব প্রকাশ কবে, তাহা বোধ হ'ল,
 মহাশয় (বোর্ড অব কর্টে'লের সভা
 পতি) অবগত নছেন। যেসকল ব্রিটিশ
 প্রজা (ইহারা কোম্পানির ভৃত্য নহে)
 নীল বপন ও প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহা
 দিগের চরিত্র ও কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত
 করুন। তথাপি ইহারা উপনিবেশী
 নহে। কোম্পানির অনুমতিবাহিতরেক
 এইসকল লোক ভারতবর্ষে আসিতে
 পারিত না; কোম্পানি মনে করিলে
 ইহাদিগকে দূরীভূত করিতে পারিতেন,
 তথাপি ইহারা লুঠ ও অত্যাচারের এক
 শেষ করিয়াছে, এ সকল লোককে কিছু

আফিকার মরুভূমি অথবা আ
 ও অস্ট্রেলিয়ার নায় লোকহীন
 প্রেরণ করা হইবে না। ইহাদি
 যেখানে প্রেরণ করিবার কথা হইবে
 তথায় বিস্তর লোকের বাস আছে
 তাহা বা অসমত ও নহে। আমিও তি
 জাতির অন্তর্গত এই গর্কে ইহারা
 পাপ ও অত্যাচার করিবে। তা
 গের কামাদি রিপু যত আছে, তা
 সকলই চরিতার্থ হইবে, অথচ আ
 ইহাদিগের কিছুই করিতে পারিবে
 ইহাদিগের দোষে লোকের বি
 জাতির উপরে অশ্রদ্ধা জন্মিবে; ইহা
 লেই আমরা উপনিবেশ হইতে ব
 হইব এটা নিশ্চয় জানিবেন। আ
 যতই সভা হই না কেন, আইন ও প্র
 গবর্নমেন্ট দ্বারা শাসিত না হইলে আ
 মর্কপ্রকার কুসংস্কার করিয়া থাকি। আ
 দিগের মত নিয়ন্ত্রককারী জাতি ই
 রোপের মধ্যে আর নাই। ”

—৩০১—

বাঙ্গালি হন।

কলিকাতার গঙ্গার দিকে ক্রম
 চড়া পড়িতেছে জাহাজ আসিবে
 সুবিধা নাই; মাতলাও মহজে বন
 হইতেছে না, অথচ ভাল একটি বন
 না হইলে চণিতেছে না। কম্পলাই
 হইলে এ অর্ভীউ সিদ্ধ হইতে পারে
 এই বিবেচনা করিয়া গবর্নমেন্টে মাতলা
 রেলপথের এলাংশ হইতে কুনি
 পর্যন্ত একটি রেলের রাস্তা করিবার
 প্রস্তাব প্রাচী বদিয়াছেন। সম্বর কা
 খার হইবে ওরূপ বোধ হইতেছে
 তাহার উপক্রম দেখা যাইতেছে।
 বঙ্গদেশীয় গেন্টলমেন্ট গর্গর মাতলা
 বন্দর করিবার চটা পরিত্যাগ
 অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষী
 গবর্নমেন্টে কানিঙপোর্ট কোম্পানির য
 দেখিয়া ও মহমা একটি আরক্ত বিস

ইউরোপীয়দিগের পবিচয়।
 যীহারা কতকগুলি অসৎ ও অপ
 বাঙ্গালিকে আদর্শ করিয়া যাবতীয়
 লির উপরে আপনাদিগের ঈর্ষা
 চরিতার্থ কবেন, তাঁহাদিগকে কিছু
 আমাদিগের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য
 যখন ইহারা দুর্কল ও সাহসহীন
 তখন যত দিন এই অবস্থায়
 কবেন, তত দিন গালিতাজন
 ন। দুর্কলকে যিনি যা বলেন, তাই
 তা পায়। দুর্কলকে অনায়াসে মিথ্যা
 কৃত্য, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি যা ইচ্ছা
 যায়, তাহার এমন সাধ্য নাই যে
 বাদ করে, প্রতিবাদ করিলেই বা
 তাহা কর্ণগোচর করে? অতএব ঐ
 ব্যক্তি আনাদিগকে যে গালি দেন,
 তে আমরা দুঃখিত নহি। আমাদি
 দুঃখের বিষয় এই, যেসকল লোকের
 আমাদিগের ধন প্রাণ ও জাতি

ভাগ করা অবিধেয় বিবেচনা
 আপাততঃ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা
 নাই। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা
 প্রতীয়মান হইবে, কুপি লাইন
 লেপ্টনর্ট গবর্নরের অনুরোধ
 প্রকারান্তরে সম্পাদিত হইয়া
 কুপি বন্দর হইলে আর মাত
 জাচার্জাদি যাইবে না। তাহা হইলে
 মাতঙ্গার কোন প্রকারে উন্নতি
 থািকবে না। কেবল কাঠে আর
 ল কত লাভ হইবে। কাজে কাজেই
 পরিত্যক্ত হইবে। ইচ্ছমাধনজ্ঞানবাতি
 কোন বিষয়েই কাচারো দীর্ঘ কাল
 ও অবসায় থাকে না।

কুপি লাইনের বিষয়ে আমাদের
 এই, এটা যেন লোকালয় দূরে
 কেবল মাঠ দিয়া করা না হয়।
 এটা গ্রামের নিকট দিয়া গেলে
 লসে মানুষে লাভ হইবে একরূপ
 দ্রব্য সামগ্রীতেও লাভ হইবার
 থািনা আছে।

আমাদের এক জন পত্রপ্রেরক
 হইতে লিখিয়াছেন, তথায় দেওয়া
 সময়ে জুয়া খেলার অতিশয় ধুম
 উঠাতে অনেকের মর্কনাশ হইয়া
 কিছু রাজপুরুষেরা উহার
 রণচেষ্টা করেন না। পত্রপ্রেরক
 য, কোন কোন রাজপুরুষের
 জন্ম আছে যে, উহার সহিত পক্ষের
 আছে, তন্নিমিত্ত তাঁহারা উঠাতে
 কপ করেন না। যদি একথাটা বাস্তব
 হয়, বড় হুঃখ ও আশ্চর্যের বিষয়।
 যা মর্কনাস্ত হইতে হইবে, কিন্তু
 কুপি একরূপ বিধি নাই। যে
 প্রকার প্রকার বিবেচনা দেন, তিনি
 লকপ্রাপ্ত হইতে পারেন না।
 কাচারো কাহিরাছেন, রাজা স্বরাজ্য
 দূত অপ্রাণিত্বা ক্রিয়মান

পাশক্রীড়াদি) ও সমাহার (প্রাণিত্বা
 ক্রিয়মাণ পশাঃক্রীড়া) দূর করিয়া দিবেন,
 উঠাতে রাজার মর্কনাশ হয় (১) তবে দূত
 প্রতিপদ তিথিতে ক্রীড়া করিবার
 বিধি আছে সত্য (২) কিন্তু পণ রাখিয়া অব
 শ্য ক্রীড়া করিতে হইবে, কুপি একরূপ
 বিধি নাই। এই বিধি আয়োজনের নিমিত্ত
 ক্রীড়া করিতে হয়, এইমাত্র শাস্ত্র
 আছে; এই নিমিত্ত দূত প্রতিপদের একটা
 নাম কোমুদী হইয়াছে। (৩) মানকাদি
 সেবন যেমন অনর্থকর দূত তদপেক্ষা
 নিকৃষ্ট নহে। ইহা বহুদোষের আকর
 ও চৌর্যের আশ্রয়। (৪) অতএব গবর্নমে

(১) দূতঃ সমাহারৈকৈব রাজা রাজ্যবর্তয়েৎ।
 রাজ্যকরণোচ্চৈতৌ দৌ দৌষৌ পৃথিবীকিতাং
 প্রকাশমেতস্তাস্কর্ষণং মাদ্ধবনসমাহারৌ।
 তয়ো ন ত্যং প্রতীঘাতে নৃপাতথ্যবান ভবেৎ।
 অপ্রাণিত্বিধং ক্রিয়তে তল্লোকে দূতমুচ্যতে।
 প্রাণিত্বা ক্রিয়তে যুক্তং বিজ্ঞয়ঃ সমাহারঃ।
 দূতমেতং পুণ্য কাম হৃষ্টং টেবনকরং মহৎ।
 তস্মাদ্ভ্যুতং ন সেবেত হ্যন্যর্থমপি বুধমান।

(২) শক্ৰশ্চ পুবা দূতং সমর্জ্ঞ সুমনোহরং।
 কাঠকে শক্ৰপক্ষেতু প্রথামেতানি স্মৃতে।
 ক্রীতশ্চ শক্ৰাঃস্তত্র ভয়ং লোভ চ পার্শ্বতী।
 অস্তৌ ক্রীড়করো দ্রাবী গোঃ নিত্যং সুখোষিত
 তস্মা দূতং প্রকর্ষণং প্রতীতে তত্র মানবৈঃ
 তস্মান যুৎ জয়োদস্য তস্য সংবৎসর শূভঃ
 পলায়নো বরকশ্চ লকনাশকবো ভবেৎ।

(৩) ক্রীড়াঃ কাঠিকে তস্য শক্ৰা বা প্রতিপ ত্ৰিধিঃ
 বিফলক্রীড়া মহী তত্র কোমুদী সা স্মৃতা বুধৈঃ।
 ক্রীড়কেন মহী জয়ো মুদা হর্ষে চ টেব দ্বিজ।
 বাতুটৈঃ সকলকটৈঃ সাত টেব কোমুদী স্মৃতা।
 পাছোত্তর খণ্ড।

(৪) ক্রীড়াঃ দূতেন রাতেহ বহুদোষেণ মানদ।
 দেবনে বহুবোদোষাস্তস্মাৎ তৎ পরিবর্জয়েৎ।
 ক্রীতস্তে যদি বা দৃষ্টেঃ পাণ্ডবোহি যুধিষ্ঠিরঃ।
 বরাজ্যং সুমহৎ স্মৃতিতং নাভুঃশ্চ ত্রিদেশোপমান
 দূতক্রীড়ারিত্বান সর্দং তস্মাৎ দূতং ন যোচয়েৎ।
 ইতি মণ্ডভারতে বিরাটপর্ল।

নের ইহার নিবারণে সর্বতোভাবে
 বান হওয়া উচিত। কোন ক্রমে এ
 শৈথিল্যাদর্শন বিধেয় হয় না। স
 জুয়া খেলা মূল হইতে যে একটা
 উৎপন্ন হইয়াছিল, আমরা তদ
 এডুকেশনগেজেট হইতে উদ্ধৃত ক
 দিলাম।

গত শনিবার পুলিশের
 কমিসনরের নিকট একটা আশ্চর্য
 খেলা ও জুয়াচুরির রিপোর্ট আনিয়
 উহার পূর্ব রহস্যপ্রতিবার মহানন্দ
 নামে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের করেন্সী ডিপা
 ন্টের এক জন কর্মচারী অকস্মাৎ অ
 হইতে বাহির হইয়া গিয়া সজ্জার বি
 পূর্বে আফিসে প্রত্যাগমন করে।
 কল নোট বদলাইয়া লোকে ঐ আ
 হইতে টাকা লয়, সেই সমস্ত নোট
 ইয়া রাখা মহানন্দের কর্ম। সপ্তাহ
 মহানন্দের নিকট এক ব্যক্তি আ
 তাঁহাকে বলে, “কত হাজার ট
 নোট তোমার হাতে অতাহ পড়ে,
 তোমার এমন হৃদিশা! তুমি উহার
 দংশ লইয়া জুয়া খেললে অস্প
 মধ্যে এমন ধনাঢ্য হইতে পার যে
 টাকা বেতনের প্রত্যাশায় থাকিবে
 না।” মহানন্দ বলেন “আমি
 খেলিতে জানি না।” আগন্তুক ব
 তাঁহাকে আশ্বাসদাতা কহিল, “এ
 কালমধ্যেই আমি তোমাকে উত্তম
 খেলা শিখাইতে পারি, কিছু
 সংগ্রহ করিলেই হয়।” মহানন্দ
 প্রলোভনে পতিত হইয়া জীর
 বন্ধক দিয়া ঐ কপট বন্ধুর সহিত ব
 বার জুয়া খেলিলে পর ঐ কপট
 তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিল “
 অত্যাশ্চর্যকালমধ্যেই উত্তমরূপ খে
 শিখিয়াছ।” ইহার পর তিনি ম
 ক্ষকে এক জন ধনাঢ্য বাবুর
 খেলিতে লইয়া বান। মহানন্দ

ট ১৯ টাকা জেতেন। তাহার পর
 বাবু মহানন্দকে বলেন, “আমি
 সহিত আর খেলিব না, তুমি
 খেলা দেখিতে পাই।”
 অতি হর্ষযুক্ত হইয়া বাবু গমন
 করেন। তাহার পর দিবস ত্রৈকপট বন্ধ
 সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন,
 বাবু বাবুকে নিকট পরা
 হইয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া রহি
 য়েন এবং তোমার সহিত অনেক টাকা
 খেলিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।
 মাসুখ হইবার এই সময়। ১৫০০
 ২০০০ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক হইতে
 বংসালের ঘাটে নৌকার উপর ত্রৈ
 সহিত করেক ঘণ্টা খেলিলে পরই
 নিশ্চয় জয়ী হইয়া, ব্যাঙ্কের টাকা
 ব্যাঙ্ক রাখিয়া বাকি আশ্রয়
 তে পার।” মহানন্দ ইহাতে সম্মত
 উল্লিখিত বৃহস্পতিবার বংসালের
 ত্রৈকপট বন্ধ ও বাবু এবং তাঁহার
 করেক জন এক নৌকার থাকে এবং
 মহানন্দ ব্যাঙ্ক হইতে যেসকল নোট
 হইতে পরিয়াছিলেন, তাহা হইতে
 টাকার ৩০ কেতা নোট লইয়া
 উপস্থিত হইয়া জুয়া খেলেন।
 মনে মহানন্দ ৫০ টাকা জেতেন,
 হার পর ১০০ টাকা হারেন। শেষে
 বাবু কহেন “আমি ৫০ বা ১০০
 কার দানে সম্মত নাই। আমার নিকট
 ১০০ টাকা আছে, আমি এক বারে সব
 খেল।” মহানন্দ সম্মত হইলে খেলা
 ল এবং তাঁহারই হার হইল। তখন
 ১৫০০ টাকা দিয়া বাকি ৫০০ টাকার
 হইলেন। অনন্তর উক্ত বাবুর কপট
 মহানন্দকে একটা আফিস
 তে ৫০০০ টাকা কর্জ দেওয়াইবেন
 লইয়া যান। মহানন্দ এইরূপে
 মসুরিয়েট গুদামের নিকট আনীত
 কয়েক কাল গাড়িতে অপেক্ষা

করেন এবং তাহার পর ত্রৈকপট
 গেমস্কা তাঁহাকে বলে যে আফিস কর্জ
 হইয়াছে; সুতরাং একপে টাকা পাওয়া
 যাইবে না। মহানন্দ আন্তে আন্তে ৩
 টার সময় ব্যাঙ্কে করিয়া আইসেন।
 আফিসের কর্মচারীরা তাঁহাকে ত্রৈক
 কেতা নোটের কথা জিজ্ঞাসা করিতে
 তিনি সমস্ত সত্য বলায়। তখন পুলি
 সের ইনস্পেক্টর মোরিয়ানী মহানন্দের
 সঙ্গে বাণীতে গিয়া নানা কৌশলদ্বারা
 ত্রৈকপট বাবুকে তাঁহার বাবু হইতে
 প্রেরণ করেন এবং তৎপরে ত্রৈকপট
 খেলোয়াড়কেও প্রেরণ করেন ও তথা
 হইতে ৩ মাইল দূরে গিয়া ত্রৈকপটগুলি
 বাহির করেন। যে ব্যক্তি মহানন্দকে
 ৫০০০ টাকা কর্জ দেওয়াইতে চাহিয়া
 ছিল, তাহার বাবুতে গিয়া একখানি
 ৫০ টাকার নোট পাওয়া যায়, তাহাতে
 আর এক খানা নোটের (০) বসাইয়া
 ৫০০ টাকা করিবার চেষ্টা করা হইয়া
 ছিল।”

—:—

বিদ্যালয়ের সচিব, গ্রহণে
 সূত্র নিয়ম।

আমাদিগের শিক্ষাকার্যের ডিরেক্টর
 শ্রীযুক্ত ডব্লিউ এস, আটাকলন সাহেব
 দারজিলিঙ হইতে ৪ ঠা সেপ্টেম্বর ইন
 স্পেক্টরকে যে একপত্র লিখেন এবং তাহার
 সহিত যে একখানি ফরম পাঠাইয়া
 দেন, তাহা দর্শন করিয়া আমাদিগের
 অন্তঃকরণে এক অনির্ভর্য ভাবে
 উদয় হইল। চিঠিতে লিখিত আছে,
 ১৮৬৭ অব্দের আগষ্ট মাসে সাচায়া
 দানের যে পরিবর্তিত নিয়ম করা হই
 য়াছে, তদনুসারে যাঁহারা সাচায়াগ্রহণ
 করিয়াছেন, অথবা অতঃপর করিবেন,
 তাঁহাদিগকে একপত্র নির্দেশিত ফর
 মের নিয়মানুসারে আবেদন করিতে ও
 তাহাতে এক টাকা স্কুলের ট্যাক্স দেওয়া

দিতে হইবে। কর্মে লিখিত আ
 যাঁহারা আবেদন করিবেন, তাঁহাদিগকে
 লিখিত দিতে হইবে যে, “আমরা প্রকৃত
 স্কুলের স্বার্থার্থি কার্যসম্পাদন
 অর্থে স্বার্থার্থি বিনিয়োগবিধিরে
 হইতে সম্মত আছি।” এত কঠিন নি
 বরিবার কারণ কি? বোধ হয় কোমল
 বাগ্মীতা প্রভাৱণা করিয়াছেন।
 স্পেক্টর তাঁহার নামে অভিযোগ
 করিয়া কিছু করিতে পারেন না
 কিছু উল্লিখিত ট্যাক্সযুক্ত আবে
 গজে স্বাক্ষর করাইয়া লইলে আর
 প্রভাৱণা করিতে পারিবেন না। আ
 লতে অনারাগে অভিযোগ চলিবে
 এতদ্বিধি আর একটা লাভ এই, এ উপ
 কিঞ্চিৎ অর্থগমও হইবে। লোকের
 বিদ্যালয় করিবার ইচ্ছা প্ররুদ্ধ হই
 তত অধিক স্কুলের ট্যাক্স দিবার নি
 করিলে ক্রমে আরবৃদ্ধি হইতে থাকি
 ডিরেক্টর অন্য অন্য বিষয়ক
 নার এটিকেও একটা চুক্তিকার্য করি
 তুলিতেছেন। কিন্তু এটা পেরপ বি
 কিনা, এক বার বিবেচনা করিয়া নে
 আবশ্যিক। বিষয়কর্মমাত্রই পরস্প
 স্বার্থার্থক থাকে, যাঁহারা বিদ্যা
 প্রতিষ্ঠা করিয়া সাচায়াপ্রার্থনা ক
 তাঁহাদিগের কোন স্বার্থসম্বন্ধ অ
 কিনা? তাঁহারা কি কেবল পরোপ
 উদ্দেশ্য করিয়া ইহাতে প্ররুদ্ধ হন
 যদি পরোপকারই বিদ্যালয় প্রতি
 উদ্দেশ্য হইল, যে ব্যক্তি তৎকার্যে
 হইবেন এবং নিজের অর্থ ও সময়
 করিয়া তাহার উন্নতিসাধনচেষ্টা ক
 বেন, তাঁহার নিকট হইতে উল্লি
 প্রকার চুক্তিপত্র লিখাইয়া ল
 কি তদ্রূচিত ব্যবহার হইতেছে
 যদি অনুধাবন করিয়া দেখা
 প্রতীক্ষমান হইবে, যাঁহারা বি
 লয় প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্থদান ক

স্বাধীনতা দানার্থে সাহায্যদাতা গবর্ণ-
 মেন্টের সমস্ত দিন স্বয়ং বিদ্যালয়ে উপস্থিত
 থাকিয়া তত্ত্বাবধান না করেন, তিনি
 ধর্মসার্থী করিয়া কখনই লিখিয়া দিতে
 পারেন না যে আমি বিদ্যালয়ের যথা
 বিধি কার্যসম্পাদনের দায়ী হইব।”

ডিরেক্টর সাহেব প্রস্তাবিত করম
 তাহার পাঠ ও তাহাতে ফাঁপ বসাই
 বার রীতি কি ইংলণ্ড হইতে গ্রহণ করি
 য়াছেন? অথবা স্ববুদ্ধি দ্বারা কল্পনা
 করিয়াছেন? যাহা কারণ হউক, আমি
 দিগের স্মরণ হইতেছে, একবার নিয়ম
 হইয়াছিল, যে গ্রামের পশুতে কোন
 ক্ষেত্রে উপদ্রব করিবে, সেই গ্রামের
 যাবতীয় লোকের দণ্ড হইবে। প্রস্তাবিত
 করম ও ফাঁপ দিবার নিয়মটী ইহারই
 মহোদর। এক জন অবিশ্বস্তের কাজ
 করিল, ইনস্পেক্টর বা ডেপুটী ইনস্পেক্টর
 আলস্যদোষে অথবা অন্য কোন কারণে
 তাহার দণ্ডদানে সমর্থ হইলেন না, শেষে
 রাজশুদ্ধ লোকের দণ্ডদান করিয়া বসি
 লেন। যে দুই চারি জন অবিশ্বস্তের
 কাজ করিয়াছেন, তাঁহারাও স্ব ইচ্ছায়
 করেন নাই; যিনি অস্বাস্থ্যভার গ্রহণ
 করিয়াছিলেন, তরু ত তিনি চাঁদা আদায়
 করিতে পারেন নাই, অবশেষে তাঁহার
 ক্ষেত্রে যাবতীয় ব্যয়ভার পতিত হইয়াছে।
 তাঁহার এমন মজা নাই যে তিনি নিজের
 সমুদায় দিয়া উঠেন। পক্ষান্তরে তাঁহার
 ধর্মনীতি ও কঠোরজ্ঞান এত প্রবল ও
 বিশুদ্ধ নয় যে তিনি তৎকালে এই বিষয়
 ইনস্পেক্টরের করণগোচর করিয়া নিকৃতি
 লাভ করেন। পাঁচ জনের অনুরোধে
 পড়িয়া শেষে প্রবঞ্চক হইয়া দাঁড়ান।

রূপে তাহার নির্ণয় করিবেন? যে অধ্যক্ষ
 সমস্ত দিন স্বয়ং বিদ্যালয়ে উপস্থিত
 থাকিয়া তত্ত্বাবধান না করেন, তিনি
 ধর্মসার্থী করিয়া কখনই লিখিয়া দিতে
 পারেন না যে আমি বিদ্যালয়ের যথা
 বিধি কার্যসম্পাদনের দায়ী হইব।”

ডিরেক্টর সাহেব প্রস্তাবিত করম
 তাহার পাঠ ও তাহাতে ফাঁপ বসাই
 বার রীতি কি ইংলণ্ড হইতে গ্রহণ করি
 য়াছেন? অথবা স্ববুদ্ধি দ্বারা কল্পনা
 করিয়াছেন? যাহা কারণ হউক, আমি
 দিগের স্মরণ হইতেছে, একবার নিয়ম
 হইয়াছিল, যে গ্রামের পশুতে কোন
 ক্ষেত্রে উপদ্রব করিবে, সেই গ্রামের
 যাবতীয় লোকের দণ্ড হইবে। প্রস্তাবিত
 করম ও ফাঁপ দিবার নিয়মটী ইহারই
 মহোদর। এক জন অবিশ্বস্তের কাজ
 করিল, ইনস্পেক্টর বা ডেপুটী ইনস্পেক্টর
 আলস্যদোষে অথবা অন্য কোন কারণে
 তাহার দণ্ডদানে সমর্থ হইলেন না, শেষে
 রাজশুদ্ধ লোকের দণ্ডদান করিয়া বসি
 লেন। যে দুই চারি জন অবিশ্বস্তের
 কাজ করিয়াছেন, তাঁহারাও স্ব ইচ্ছায়
 করেন নাই; যিনি অস্বাস্থ্যভার গ্রহণ
 করিয়াছিলেন, তরু ত তিনি চাঁদা আদায়
 করিতে পারেন নাই, অবশেষে তাঁহার
 ক্ষেত্রে যাবতীয় ব্যয়ভার পতিত হইয়াছে।
 তাঁহার এমন মজা নাই যে তিনি নিজের
 সমুদায় দিয়া উঠেন। পক্ষান্তরে তাঁহার
 ধর্মনীতি ও কঠোরজ্ঞান এত প্রবল ও
 বিশুদ্ধ নয় যে তিনি তৎকালে এই বিষয়
 ইনস্পেক্টরের করণগোচর করিয়া নিকৃতি
 লাভ করেন। পাঁচ জনের অনুরোধে
 পড়িয়া শেষে প্রবঞ্চক হইয়া দাঁড়ান।

.....

সুতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। খৃষ্টধর্মের সহিত অন্য অন্য
 ধর্মের বিরোধ। এখানি ইংরাজী ভাষায়
 লিখিত। খ্রীযুক্ত রেবেরেণ্ড জে, মরে

মিচেল এন, এস, ডি, এখানি লি
 ছেন। ইহার উদ্দেশ্য এই, অনেকে
 ধর্মের প্রার্থিতা বর্জন করিয়া মনে
 তেহেন, জগতে ত্রাঙ্ক ধর্ম প্রবল
 খৃষ্টধর্মের উচ্ছেদসাধন করিবে।
 মিচেল সাহেব বলেন, এটা সে
 ভ্রমাত্মক জ্ঞান। খৃষ্টধর্ম যে ভার
 বাপী হইবে, এটা তাহার পূর্ব ল
 ধর্মের স্বাধিকার বিস্তার হইবার
 এইরূপ লক্ষণই হইয়া থাকে। যে
 ইতিহাস অবলম্বন করিয়া প্রমাণ ক
 ছেন, রোম ও গ্রীসেও এইপ্রকার প
 ক্ষণ ঘটিয়াছিল। ঐ ঐ রাজ্যেও মা
 লোকে উপধর্মবিমোহিত ছিল
 বিদ্বান ব্যক্তির তদানীন্তন দর্শন শ
 ত ক্র ও অনুরক্ত হইয়া খৃষ্টধর্মের খ
 প্ররুত হইয়াছিলেন; কিন্তু কৃত
 হইতে পারেন নাই। শেষে খৃষ্ট
 দেশের ধর্ম হইয়া উঠে। আমাদি
 নব যুবক ত্রাঙ্ক সম্প্রদায় (বাসু বে
 সেনের দল) যেপ্রকার ব্যবহার করি
 ছেন, তাহাতে মিচেল সাহেবের অ
 বড় অস্বস্তি হইতেছে না। কিন্তু অ
 দিগের মত “মিচেল সাহেবের একটা
 হইয়াছে। তিনি ধর্মসম্বন্ধে রো
 গ্রীসের সহিত ভারতবর্ষের যে মা
 রিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই।
 ও গ্রীসে তৎকালে যে দর্শনশ
 ছিল, তাহার মূল ঈশ্বরাত্মসূত না
 সূত্রাৎ আপুনি বসিয়া লো
 তাহাতে তাদৃশ আস্তা ছিল না, ক
 কাঙ্ছেই উহা উপেক্ষিত হইয়া
 উন্মূলিত হয় এবং খৃষ্ট ধর্ম তৎ
 অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু ভারত
 যে এক বেদ প্রচলিত আছে, তা
 মতবাদ এই, ঈশ্বর মনোরূপ ধ
 করিয়া বেদ কহিয়াছিলেন। লো
 উহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস আছে, অত
 উহার উন্মূলন সহজ নহে। আ

দেখিতে পাই, বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়
বিধ ব্যক্তিরই এক এক প্রকারে উচ্চত
সম্বিশেষ শ্রদ্ধা আছে । এহলে এ বিবে-
চনা করাও আবশ্যিক, খৃষ্টধর্ম অপেক্ষা
বেদোদিত ধর্মের এক অংশে প্রধান্য
আছে । খৃষ্ট ধর্ম এক জন মহুসাকে সৈখ
রের পুত্র বলিয়া নির্দেশ করেন এবং
তাঁহার আশ্রয় বাতিরেকে মুক্তি লাভের
সম্ভাবনা নাই, এই কথা বলেন । কিন্তু
বেদ তাহা বলেন না, বেদের প্রধান
প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তাঁহার
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে অন্যকে মধ্য
বর্তী করিতে হয় না । অপর, যে জাতি
খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বন করে, সেই জাতিই যে
উন্নতিশালী হয়, তাহাও সপ্রমাণ নহে ।
মিচেল সাহেব রোম ও গ্রীসের যে উদা
হরণ দিয়াছেন, তদ্বারা বৈপরীত্যই
প্রমাণ হইতেছে । যৎকালে রোম ও
গ্রীসে খৃষ্ট ধর্মের নাম গন্ধা ছিল না,
সেই সময়েই উহা অসামান্য উন্নতি
সম্পন্ন হয় । কিন্তু খৃষ্টধর্মের অধিকারের
পর আর সে রোম ও সে গ্রীস নাই ।

২। সমাসদর্পণ । কলিকাতা গবর্ণ-
মেন্ট বাঙ্গালা পাঠশালার অন্যতর পণ্ডিত
ঐযুক্ত আদ্যানাথ তট্টাচার্য্য সিদ্ধান্ত
কৌমুদী ও সুপঞ্জপুত্রিত্য ব্যাকরণ অবল
ম্বন করিয়া এখানির সংকলন করিয়াছেন ।
বাঙ্গালা ভাষার যতগুলি ব্যাকরণ প্রকাশিত
হইয়াছে, তাহার সমাসপ্রকরণ অতিশয়
সংক্ষিপ্ত, এই প্রকরণটি বিস্তারিত করিয়া
লেখাই সমাসদর্পণকারের উদ্দেশ্য । সে
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে ।

৩। কবিতাকদম্ব । সংস্কৃত আলঙ্কা
রিকেরা কাব্যকে দৃশ্য ও শ্রব্যভেদে দুই
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । শ্রব্য কাব্য
আবার গদ্য ও পদ্য এই উভয় ভাগে
বিভক্ত । আজি কালি বাঙ্গালা ভাষায়
এই ত্রিবিধ কাব্যেরই প্রাচুর্য্য লক্ষিত হই

তেছে । সোমপ্রকাশের একটি বিজ্ঞাপন
দেখিলে কত যে নাটকের হুতি হইয়াছে
দর্শি । পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন । যাহা
হউক এই তিনের মধ্যে পদ্যময় কাব্য
গুলি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট দৃষ্ট হইতেছে ।
এবারেও একখানি উত্তম কাব্য আমাদি
গের হস্তগত হইয়াছে । এখানি **ত্রিযুক্ত**
বাবু মদনমোহন মিত্রপ্রণীত, নাম কবিতা
কদম্ব । আমরা ইহার উৎকর্ষপরীক্ষার্থ
পাঠকগণের অগ্রে করেকটা কবিতা উপ-
স্থিত করিয়া দিলাম ।

কুন্তকর্ণ যুদ্ধবাজাকালে ক্রোধে হত-
চেতনপ্রায় হইয়া এইরূপ বাণী
বলিয়াছিল ।

চটকের পালে যথা বজ্র নিক্ষেপণ,
কিবা মেঘপালে যথা অগ্নিশূকপাত,
সেই রূপ যুদ্ধে মোরে পাঠালে রাবণ,
কি পৌরুষ ? তদ্ব্যজীবী করিলে নিপাত ।

লক্ষ্মণের শত্রু আছে, কলঙ্ক আমার,
তাহাও হু এক নহে অসংখ্য গণনে,
তাহাতে জলদি লজ্জা রোধিয়াছে দ্বার,
তাও যে বানর নয়, সছিব কেমনে ।

কি আশ্চর্য্য, এত বীর সিংহের সংহার,
কেহ কি নাহিল নয় বানর বধিতে,
ধিক ধিক লক্ষ্মা তোরে ধিক শতবার,
নিকীরাকি হিলি তুই নৈকব থাকিতে ।

এই আমি চলিলাম সময় মাঝারে,
ধরিয়া আয়স দণ্ড অগ্নিশূকোপম,
শঙ্কার সঘনে কাঁপে অবলোকি মারে,
ভীষণ মহিবারত যশুপর যম ।

কেনা জানে এ দোর্দণ্ডবীৰ্য্য এ সংসারে,
পারি উৎপাতিতে গিরি শুষ্কিতে সাগর,
অকুটিলুটিলানন দেখিলে আমারে,
বজ্রধব বজ্র ফেল পলায় সত্বর ।

তাড়িত সন্ধান নেগে যথা কক্ষা বাক,
কিবা যথা গজরাজ মদিরাবিহ্বল,
প্রবেশি কদলীবন করে বিনিপাত,
সেইরূপ যুদ্ধে পশি প্রকাশিব বল ।

ধরি স্ত্রীদেব তুণ্ড কুমিতে ধর্মব,
সে দরপে হার হুও উপাধিব টানে,
অকৃতজ্ঞ রক্ষণে বোধিয়া আনিব,
তুবাটন সিংগণ্ডে কক্ষ জাধবানে ।

আরও লি হুর, হুর করি ডাকাইব,
যদি কোন রূপে নাহি রামে ধরিবাবে,
বিগাতার হুতিনাশে উদ্যত হইব,
অচলে প্রলয়কাল হবে একেবাবে ।

পর্কতেশ বিমালয়ে উৎপাতিব রাখে,
ফেলিব সাগরে করি হুহুকার ধনি,
উখলিবে জলনিধি গভীর মিথোষে,
ধর ধর ধর ধর কাঁপিবে ধরনী ।

জলধি অধীর হয়ে উগারিবে জল,
মুহুর্তেকে ধরাপৃষ্ঠ হইবে প্রাণিত,
যেরূপ মধীবে দিতেছিল রসাতল
সমবে মহিবার প্রতিঘ-মোহিত ।

আতঙ্ক জিলোক লোক হবে মুছাকুল
টানিবে টেকলাসেধাম শঙ্কর আসন,
গর্জিবে উদয় কাল নড়িবে ত্রিশূল,
বে দেখায় বীৰ্য্য তার সফল জীবন ।

—অশান তুমি দর্শন করিয়া—

কেহে তুমি তদ্বগুরু ভীষণ দুবতি ।
অঙ্গে শব উন্মলেপ নরহাড়মালী,
নীরবে দিতেছ শিক্ষা সংসারে বিবর্তিত,
তোম নাহি কতু বহু ধরি কুণ্ড জ্বালিত ।

পরিহিত প্রেতবাস নৃকপালদারী,
প্রেতকুণ্ডলমণ্ডলুজলে অভিষেক,
তব সহচর মৃত্যু সর্গগর্ভহারী,
প্রচারিত প্রেতাসনে বসিয়া বিবেক ।
শুনিয়াছি তুতনাথ যোগী তত্ত্বজ্ঞামী,
বড় ভাল বাসে নাকি তব সহসাস,
কি বাহে তোমার নাম ? অহো জানি ক
কতু কতু দর্শন করি অতিলাব ।

শিখরে তুবাররাশি হয়ে বিগলিত,
অবশেষে করে যথা সাগরে বসতি,
সেরূপ জীবন হতে হইলে জ্বালিত,
অন্যেকের তব সঙ্গ বিনা নাই গতি ।

রাজা, প্রজা, চোব, সাধু কাল সহক
লক্ষ লক্ষ লইয় চে আশ্রয় তোমার,
শুনি না একটী বয়্য দেখি না কাহাবে,
বৈরীদের পরস্পর টেব নাই আর ।

বালকে জপুতি কবি দেখাঃহু ভীত,
তাবুক স্ববিবে কর তত্ত্বমন্ত্রদান,
ধনপদগর্ভিতরে শিখাইছ নীতি,
উদানীন বরনীয় তুমি চে অশান ।

১। কলিকাতার ছোট আদালতের
১। ৬৮ নম্বরের রিপোর্ট । গতবৎস
১৪ টী মকদ্দমা অর্থাৎ পূর্ব বৎসর
কা ৬১১০ টী মকদ্দমা কম রুজু
ছিল । প্রত্যহ ১১১ ৯৫ টী মকদ্দমার
দান করা হইয়াছিল । পূর্ব বৎসরের
১৬৬৬ টী মকদ্দমা লইয়া ৩১৮৮০
মা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত
ইচার মধ্যে ১৩,০০০ টিতে অর্থীর
হইয়াছে, ইচার মধ্যে ৬৩৬৮ টী এক
চয় । ১৫৬৫ টী অগ্রাহ্য ৩৬৯৮
শুট, ৯৫৫২ রফা ৩ অর্থীর অল্প-
হত্ব ৩০১৮ টী খারিজ করা হয় । বৎ
শেষে ১,০৩৯ টী বাকী ছিল । এই
লর মধ্যে ৩৯ টী ১০০০ টাকার উপ
মকদ্দমায় ৪০০ অবধি ১০০ টাকা
দিয়া রুজু করা হইয়াছিল । মক
র মূল্য ১৬,৪৫,৭০৪।১০ ছিল ।
মধ্যে ৩,০৪,৩৫১৫/১৫ আদালতে
য়া হয় এবং অর্ধিগণ ৩,০২,৩২০
স্বহস্তে পাইয়া রাজিনামা দিয়া
ন । পূর্ব বৎসরে ১৯,১১,৩৮৪৫
র মকদ্দমা হইয়াছিল । ১৮৬৭ । ৬৮
র মকদ্দমার খণ্ড সক্রম ২,১৬,৫৯৫
টাকা পাওয়া হয় । জজদিগের
ন, বাজীভাড়া, আমলাদিগের
নপ্রভৃতিতে ১,৫৬,২৭।৫ টাকা ব্যয়
য়া ৬০,৩১৮।/ টাকা লাভ হইয়াছে ।
বৎসর মকদ্দমা কমিয়ার কারণ এই,
পূর্বে বিস্তর জুরাচোর দালাল
মাক্তার মিথ্যা মকদ্দমা করিত । ইহা
ক দুর্নীত্ব করাত্ত অল্প টাকায়
চুরিপূর্ণ মকদ্দমা কমিয়ারে ; কিন্তু
ক টাকার মকদ্দমা বরং বৃদ্ধি হই
। লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সন্থাযপ্রকাশ
গাছেন এবং সংখ্যা লইয়া যত দূর
তাহাতে আমাদিগেরও অসন্তো
বারণ নাই ; কিন্তু ছোট আদাল

তের অপকপাতিতা ও সুবিচারের
উপরে লোকের দিন দিন বিশ্বাস বৃদ্ধি
হইতেছে এ কথাতে আমরা সম্মত
হইতে পারিলাম না । ইউরোপীয়গণের
এ সংস্কার থাকিতে পারে । কারণ
বিচারপতিগণ মকদ্দমার কাল ও সংখ্যা
অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদিগের মকদ্দমা
অগ্রে করেন এবং এ স্থলে অধিক মনো
যোগ দেওয়া হয় ; কিন্তু এতদেশীয়
মকদ্দমা কালীঘাটের পাঁটাকাটার
ন্যায় হইয়া থাকে । প্রত্যর্থীর সহিত
অর্থীর ফার কথা কহিতেছেন এমত
সময়ে অর্থীর উকীল মকদ্দমা তুলিয়া
এক তরফা ডিক্রী করিলেন ; প্রত্যর্থী
এই জুরাচুরির সহস্র প্রতিবাদ করিলেও
তাহা গ্রাহ্য হয় না । এতদেশীয়মাজেই
জ্ঞানেন ও বলিয়া থাকেন, ছোট আদা
লতের মকদ্দমা পাফি ফেলার ন্যায়,
যথার্থ বিচার নাই । তবে ব্যয়ের ভয়ে
লোকে অন্যত্র যান না ; কিন্তু গবর্নমেন্ট
এক মুন্সেফে কাছারি করিয়া যদি লোককে
স্বেক্ষান্তমারে ছোট আদালতে অথবা
মুন্সেফের নিকটে যাইতে বলেন, তাহা
হইলে দেখিতে পাইবেন, কোন এতদ্দেশ-
শীয় ছোট আদালতে যাইবেন না । যত
দিনপর্যন্ত প্রধান শ্রম বিচারালয়ের এক
জন বিচারপতি ছোট আদালতের মক
দ্দমার আপীল শ্রবণ করিতে নিযুক্ত না
হইতেছেন, তত দিন কাগজে সুখ্যাতি
হইতে পারে ; কিন্তু লোকের ভক্তি
কিছুতেই হইবে না ।

৫। ভারতবর্ষীয় সত্কার বোডল
বার্ষিক রিপোর্ট । সত্কার আপনাদিগের
বিখ্যাত সদাশয়তা ও স্বদেশহিতৈষিতা
হেতু যেপ্রকার কাজ করেন এ বারের
রিপোর্টেও তাহা প্রকাশ করিতেছে ।

২ রা সেপ্টেম্বর জমীদারগণ ভারত-

র্ষীয় সত্কার শিক্ষা ও রাস্তার কা
বিরুদ্ধে যে সত্কার করেন, তাহার স
রিপোর্ট । এই সত্কার বিষয়ে আ
পূর্বে বলিয়াছি, নূতন কিছু বলি
নাই । আমরা জমীদারদিগের স
যে একমত হইতে পারি না, তাহা
বলিয়াছি । বর্তমান আনুকূল্য দানপ্র
কৃষক শ্রেণিকে স্পর্শ করিতেছে ন
করিবে না । তাহাদিগের নিমিত্ত পূ
বিদ্যালয় আবশ্যিক । জমীদারদি
উপর করছাপন ও কৃষকপীড়ন সম
কৃষকদিগের সহিত চিরস্তায়ী বন্ধে
করিয়া শিক্ষাকর তাহাদিগের নি
লওয়াই পরামর্শ । নিছ জমীদারগণ
বলুন, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি যত
লয় করিয়াছেন, তাহার আয় সমুদায়
কৃষকদিগের নিকট লওয়া হইতেছে
লয় স্থাপনের পূর্ব বৎসরের জমা
সিল বাকী কাগজের সহিত বর্ত
হিসাবের কাগজের তুলনা ক
আমাদিগের কথার যথার্থ সপ্র
হইবে । জমীদারদিগের দ্বারা কৃষ
গের শিক্ষা হইবে এ আশা ত এক
বর্ষের মধ্যে সকল হইবার সম্ভ
নাই । ভারত বর্ষীয় সত্কার জমীদারদি
স্বার্থপর প্রস্তাবের অনুমোদন কর
আমরা দুঃখিত হইয়াছি । এই এক
আমরা সত্কার প্রতি দোবারোপ ক
বাধিত হইলাম । সত্কার জমীদ
সংখ্যা অধিক বলিয়াই ইহা হইয়া
কবে স্বাধীন দেশের লোক স
সত্কার হইতে আরম্ভ করিবেন ? আ
গের উকীলগণের ইহা করা অ
আবশ্যিক । অতিশয় আক্ষেপের
ইহারা ইউরোপের ব্যবহারাজীবদি
ন্যায় রাজনীতির উপরে হস্ত
করেন না ।

প্রাণ

বঙ্গীয়দিগের মৈত্রিক
অনুষ্ঠান

(গতপ্রকাশিতের পর)
বাসগৃহ

অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিত আপন আপন শারী
 স্বাস্থ্যবিধানবিষয়ক পুস্তকে লিখিয়া
 ছেন যে, বাসগৃহের তল উচ্চ ও পরি
 হইবে। তাহা আজ হইলে গৃহ
 বারু আজ হইতে পারে এবং সেট
 সেবন করিলে নানাপ্রকার পীড়া হইবার
 না। বায়ু ও আলোক প্রবেশ অন্য বাতা
 ঠিকিবে। বেসকল দূষিত বায়ু প্রস্থান
 শরীর হইতে বহির্গত হয়, তাহা পুন
 সেবন করিলে শরীরের পক্ষে মহানিষ্ট
 ত পারে। কিন্তু বায়ু গমনাগমনের পথ
 লে উচ্চ দূষিত বায়ু গৃহ হইতে বাহির
 বর, সুতরাং দেহের কোন অনিষ্ট
 ত পারে না। ময়ন ও মনের কৃষ্ণিকন্যা
 বিধ মনোহর বস্ত্রদ্বারা গৃহগুলি ছস
 ত রাখা কর্তব্য। গৃহ ও তাহার নিকট
 স্থানসকল পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা
 তাভাবে বিধেয়। দূষিত জলাশয়াদির
 ট বাসগৃহ নির্মাণ করা অনুচিত। উল্লি
 লম্পন্ন গৃহে বাস করিলে স্বাস্থ্য
 র সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এদেশের
 ন লোক এ প্রকার ঘরে বাস করেন ?
 ধনাঢ্য ব্যক্তির সুরম্য হর্ম্যে বাস
 থাকেন। অবশিষ্ট লোকেরা যেহেতু
 ও গৃহে বাস করেন, বিবেচনা হয়,
 ম্য সুসভ্য দেশের হীন অবস্থার
 করাও সেকপ স্থানে ও গৃহে বাস করে
 মধিকাল বাসগৃহ একতাল কোঠা ও
 দেশটি কিছু নিম্ন ও আজ বজিরা গৃহ
 প্রায় আজ হইয়া থাকে। বায়ু ও
 ঠিক প্রবেশার্থ বাতায়নাদি প্রায় থাকে
 যদি বা কোন পুঁতে থাকে, তাহাও
 র নানাবিধ বস্ত্রদ্বারা বন্ধ করিয়া রাখা
 কোন কালেই উদ্ঘাটিত হয় না। গৃহ
 ক কারাগার বা অন্ধ কূপ বলিলে বোধ
 ক্রুতিকা হয় না। অমেকে গৃহের সুসজ্জা
 রক্ষণতা বিষয়ে একান্ত উদাসীন। তাহা

দিনের পূহের বেয়ালগুলি প্রায় পানের পিক
 ও গরাদিঘারা চিত্র বিচিত্র করা হয়।
 ডাণ্ডা পেঁটরা ও বালু হাঁড়ি, কলসী প্রকৃ
 তিতে গৃহগুলি সুসজ্জীকৃত হইয়া থাকে।
 এই রূপে গৃহগুলি এমত অপরিষ্কার করিয়া
 রাখা হয় যে, তাহায়ে প্রবেশ করিলে
 ঘৃণা বোধ হয়। অন্ন ও বাতীর নিকটবর্তী
 স্থানসকল গৃহ অপেক্ষা অধিক জঘন্য
 ও কদর্য। এ বিষয়ে ধনী, নিধন ইফর,
 ভদ্র, প্রায় সমান। এস্থানগুলির একপ দুয়
 বহা দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহার বিবর বর্ণন
 করিতেও লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হয়। অধি
 কাংশ বাতীর উঠানে নানাপ্রকার আবর্জনা
 রাশিপ্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অত্রতা
 লোকদিগের গরুর প্রতি কেমন প্রগাঢ় ভক্তি
 বলা যায় না। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাতীর
 তিতর বা তাহার নিকটবর্তী স্থানে গোশালা
 দৃষ্ট হয়। প্রায় অনেকেই প.চ বাচুর ও
 ছাগ সহ এক গৃহেই বাস করিয়া থাকেন।
 বাতীগুলি প্রায় তললে আবৃত থাকে।
 কোন কোন বাতী এমত ভাবে আবৃত আছে
 যে প্রায় সহসা দৃষ্টিপথে পতিত হয় না।
 বাতীর চারি ধারের যে কোন পাশে হটক
 প্রায় একটা করিয়া পুকুরিনী থাকে। ইতাকে
 খিডকি বলে। বাঁহারা বড় মানুষ ও বাহা
 মের বড় পরিবার তাহাদের খিডকিরও বড়
 চূর্ণশা। ইহার বর্ণনার উপেক্ষা কই ভাল।
 নানাপ্রকার জঞ্জাল ও অপরিষ্কৃত বস্তু ঐ
 পুকুরিনী ও তাহার চতুর্পাশে নিক্ষিপ্ত
 দৃষ্ট হয়। পুকুরিনীর জলের কথা অধিক কি
 বলিব তাহাকে বিব বনিলেও হয়। এই ত
 আমাদের দেশের বাসগৃহের ও স্থানের
 অবস্থা, ইহাতে যে এদেশীয়দিগের স্বাস্থ্য তল
 হইবে, বিচিত্র কি ?

বিবিধসংবাদ

১১ ই কার্তিক সোমবার

প্রেনিডেন্সি জেলের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার
 লিঙ্কের সতর্কতার আর এক দৃষ্টান্ত পাওয়া
 গিয়াছে। জোজনামক এক জন যুবক মৈত্রিক
 কার্যরত্ব হয়। কারাগ্রবেশের সময়ে সে সবল
 কার্য ও সুস্থ ছিল। কিছু দিনের পরেই তাহার

মৃত্যু হইয়াছে। শরীরস্থান করিয়া
 গেল তাহার শ্রীবা ও বস্তুপ্রকৃতি অ
 নীড়িত হইয়াছিল। এক হার তাহার শীত
 কিন্তু অল্প দিনের পর তাহাকে পুনর্বার
 ততান হয়। অবশেষে পুনর্বার শীত হইল
 প্রকারে এই বস্তুভাগের মৃত্যু হইয়াছে।
 লক্ষ চিকিৎসক, পীড়াশান্তি হইয়াছে
 এবং আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরিষ্কার করিতে
 ক না ? তাহা তাহার জানা উচিত ছিল।
 কলিকাতার মধ্যে এই সকল হইতে
 তখন মক্কেল কি হয় বলা যায় না।
 লিয়নড, কার্ভেল ও রোম সাহেব
 সীর গজার সেতুনির্মাণের বিষয়ে
 স্বরূপ নিযুক্ত হইবেন। কমিসনের কাল
 হইয়াছে, একপে কাজ চাই।
 সর তন লোক আপনার শাসনকা
 কি কাজ করিয়াছেন, শুধিযয়ে এক
 লিখিতেছেন। সেসকটারিগণ সকল
 সংগ্রহ করিবার আজ পাইয়াছেন। সর
 শরৎস তারতর্ঘ্য ত্যাগ করিলে মিনেট
 শিত হইবে।
 এবার সীমাস্থিত যুদ্ধসম্বন্ধে মৈত্রিক
 অভিযন অসম্পূর্ণ হইয়াছেন। প্রকৃত যুদ্ধ
 হয় নাই। এক দিবস মৈত্রিক একটা কো
 পত্রসেনাপলজানে সমস্ত বাত্রি গোলা
 ক রয়াছিল। কেবল বারুদ ও গোলা
 মার হইয়াছে। যখন মৈত্রিক ও আর্মি
 টারী ও জলবিহে কষ্ট পাইয়াছেন, তখন
 শ্রী কামচারিগণ তাহার ন্যায় বিলাস
 মানিয়াছেন। কমিসনের মেজর পপনের
 সৈনিকমণ্ডল এই বিবন্ধে মৈত্রিক বলিতেছে,
 অন্যদিকে বিনয় ক বয়' স ক কবর্তিতে
 মপকার লক্ষ্যকব ব্যাপার ক্রমেও হয়
 ৭১ জন লোকের তাহাতর্ঘ্যতাগের পুরে
 স্থাপিত করতে চায়েন বলিয়া হ' বাধ হয়
 মগের এত খোশামোদ করা হইয়াছে। ম
 ক, এবারের সীমার যুদ্ধে অপকৃত্বভীত
 লোন কাজ হয় নাই। বনগণ অতঃপর
 ব্রিটন কমতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তবে তা
 জয়লাভ হইবে না।
 কলিকাতার গরম পীড়ার চিকিৎসক
 বার্ষিক ব্যয় ৭০,০০০ টাকা নির্ধারিত হইয়া
 মাত্রাক্রমে ইহার চতুর্থাংশও হইবে না। এ
 যে সে বিষয়ে অসংখ্য কেরানী, কিরি
 বখারক, পেয়াদাপ্রকৃতি না রাখিলে কোন
 হয় না।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্মরণার্থে শুক্র-
 তীব্রতরুণী গৃহে এক সভা হইবে ।
 মনরা অতিশয় আত্মাদিত হইয়া
 করিতেছে, ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের প্রা-
 মিত্ত লোকমেটিব সুপারটেণ্ডেন্ট কারিক
 বের যত্নে তথায় একটা বন্দালয় স্থাপিত
 হইবে । রেইলওয়ে কোম্পানি প্রত্যয় মাসিক
 টাকা আশুকূল্য প্রদান করেন । রেলওয়ের
 রাপীয় ও একদেশীয় কর্মচারিগণও চাঁদা
 ছেন । ইহার মধ্যে ১০ জন চাত্র হইয়াছে ।
 এক সংগেব একদেশীয়দিগের বিদ্যালয়
 বিশেষ উৎসাহ দিয়া থাকেন ।
 উঃমস অব ইন্ডিয়া বলেন, মধ্য ভারতবর্ষ
 ত যেসকল লোক চুক্তিকর্মবন্ধন দক্ষিণা-
 প গমন করিয়াছে তাহারা রেইলওয়ে
 বলাক ওয়াক বিভাগে কর্ম পাইতেছে ।
 বক্তৃতা বোম্বাই ও হায়দ্রাবাদে গমন কর-
 তে, খান্দেশ ও নন্দলা হইতে অনেক লোক
 গতেছে ।

লক্ষোটাইমস বলেন, সম্প্রতি এক জন
 রোপীয় তত্ত্ব লোক ভ্রমণ করিতে করিতে
 মসজিদে একখানি পাবস। ঘোষণা দর্শন
 লেন । ইহাধারা রাজকুমার কিরোল শা-
 র প্রজাদিগকে ও বলিয়াছেন, তিনি শীত
 ষ্টিদিগের সাহায্যে উৎসাহাদিগের হস্ত হইতে
 তবর্ন কাড়িয়া লইবেন । পর দিবস সম্পাদক
 গিয়া দেখিলেন ঘোষণাখানি তথায়
 নাই । প্রকার ঘোষণা মতো মতো হইয়া
 ক, কিন্তু সুখের বিষয় এই এ সকলে
 হই চকল হইবেন না ।

লাহোর ক্রাংকেল বলেন, এ পর্যন্ত শাবীন
 গণ গবর্নমেন্টের অজুমতিবর্তীত দেওয়ান
 কে পদচ্যুত করিতে পারিতেন না । কিন্তু
 তি গবর্নমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, বাজগ-
 অনাভ্রমত কাজ করিলে তাহারা মস্তাদ
 চাড়াইতে পা যিবেন । হায়দ্রাবাদের
 বাস হয় এই বহু সংগে চলন করি-

বলিক ও পনিয়ন বলেন লাহোরের দেশীয়
 বর্ষাবিন্যালে পদীক্ষা দ্বাব জনা
 পরীক্ষা বী পঞ্জাব, মধ্য ভারতবর্ষ, বঙ্গ-
 ও কাবুল হইতে আগমন করিয়াছেন ।
 শকা পরীক্ষার নিমিত্ত ইংবাজী জানা
 শকে হইবেন । এই বিশ্ববিদ্যালয়ে
 একগে জানা হইবে ।
 মহামন্ত্র রাশনামক এক জন কেরানী নোট

বভাগে কর্ম করিত । এ ব্যক্তি সম্প্রতি প্রেমারা
 খেলিতে শিখিয়া এক দিবস ১৯ টাকা লাভ
 কারিয়াছিল । নৌকার উপরে এক জন " বড়
 ম সুখের " সহিত ক্রীড়া হয় । গত বৃহস্পতিবার
 এ ব্যক্তির হস্তে ১৫০০ টাকার নোট দেওয়া
 হয় । এই এক ঘটিকা ক্রীড়া করিয়া ১ টাকা লাভ
 করিয়া গবর্নমেন্টের টাকা গুনকার প্রত্যর্পণ
 কারবার আশায় এই ব্যক্তি গত বৃহস্পতিবার
 নোট লইয়া ক্রীড়া করিতে গমন করে, কিন্তু
 সমুদায় টাকা হারিয়া আইসে । এ ব্যক্তিকে
 পুলিষে দেওয়া হইয়াছে । ক্রীড়াকারী " বাবু ও
 ঠাকুর সফচরমণ দ্বিত হইয়াছেন : এই দুরাচারী
 শিবপুর ও বালিতে থাকে । শিবপুরে বিস্তর
 দ্বিতক্রীড়াকারী আছে । বস্ততঃ এই ক্রীড়া
 ক্রমশঃ বাড়িতেছে । পুলিষ জানিয়াও কিছু
 বলেন না । মদশলেত দ্বিত ক্রীড়ার দণ্ড নাই,
 অতএব প্রকাশ্য রূপে ইহা হইতেছে ।

১২ ই কার্তিক মঙ্গলবার ।

বোম্বাই গেজেট কাবুল হইতে সংবাদ পাঠ
 য়াছেন, সিয়ার আলি খাঁ ও আবহুল রহমান খাঁ
 উভয়েই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছেন । আজিম খাঁ
 আবহুল রহমানেয় নিকটে সাহায্য না পাইয়া
 তাহার স্বস্তর বদকসানের রাজার নিকটে সাহায্য
 পাঠী হইয়াছেন । কিন্তু এক্ষণে তাহার মনোরথ
 পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই । কয়েকজন কশীর
 আফিসর বদকসান জরিপ করিতেছেন ।

গত শুক্রবার লর্ডনাট গবর্নর মেডিকাল
 কালেক্‌টর চিকিৎসালয় দর্শন করিতে গিয়াছি
 লেন । উদ্দেশ্য এই চিকিৎসালয়ের আয়তন
 বৃদ্ধি করা হইবে । এই নিমিত্ত দক্ষিণাংশে ভূমি
 ক্রয় করা হইবে । গলির রাস্তাপথ্যস্ত সমুদায়
 ভূমি লওয়া উচিত । পশ্চিম দিগে কতকগুলি
 নিয়ুশ্রেণির মুসলমানের বাস আছে । ইহাদিগের
 বাসস্থানের সম্মখে একটা ভয়ানক নর্দমা রহি
 য়াছে । মুসলমানদিগের বাসস্থানের পুতিগক
 এই নর্দমার অপেক্ষা স্থান নহে । চিকিৎসাল
 য়বানকট হইতে এই বালাই দূর করা অতিশয়
 আবশ্যিক ।

চট্টগ্রামের পূর্ণসীমা উত্তমরূপে নির্ধারিত
 না থাকাতে তত্রতা কমিসনরের অধিবোধে
 কয়েকজন কর্মচারী জরিপ করিতে প্রেরিত
 হইয়াছেন ।

আসিয়াটিক সোসাইটির গত অধিবেশন
 দিবসে এচ বুকমান সংগে টিপু সুলতানের
 পৌত্র রাজকুমার আজিম খান হুত একখানি
 কাব্য প্রদান করিয়াছেন । টিপু সুলতান পুত্র

মহম্মদ সুলতান উল্লাহ তাহার পিতা ছিলেন । আজিম
 মুদ্দিন গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রাণত্যাগ করিয়া
 ছেন । তিনি অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন । কাব
 খানি উপহার পরিপূর্ণ ।

মস্কটে পুনর্বার বিদ্রোহ হইয়াছে । পি
 ষাভক টৈদ সলিম পরাজিত হইয়া এক দুর্গম
 আছেন । তাহার পরিবারবর্গ আশাজে পলায়
 করিয়াছেন । বিদ্রোহিগণ কোনপ্রকার অ
 চার করিতেছে না, সলিমকে দুরীভূত করা তা
 দিগের একমাত্র উদ্দেশ্য । জানজিবরের
 তান আমাদিগের গবর্নমেন্টের অজুরোধে ম
 টের ইমানকে যে কর দিতেন তাহা বন্ধ করি
 ছেন । এই সংবাদ পাইয়া রেসিডেন্ট কর্ণে
 পেলি অবিলম্বে করাচি হইতে পারস্য অধা
 গমন করিয়াছেন ।

ডেলিনিউস অবগত হইয়াছেন প্রয়োজন
 রূপ ষ্টাম্প না থাকাতে কলিকাতার ছোট আ
 লতে ষ্টাম্প প্রচলিত হওয়া আরও কিছু মি
 স্থগিত বহিল ।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, অচিহ্নিত বি
 রপতিগণ কর্মহীন হইলে তাহাদিগকে ত
 পোষণের ব্যয় দিবার যে আজ্ঞা হয়, তা
 একগে ডেপুটি কালেক্টরদিগের পক্ষেও প্রচলি
 করা হইল । তাহারা ১০০ টাকা হইতে ৫
 টাকা পাইবেন । এটা একটা বিশেষ স্বল্প
 নাই ।

১৩ ই কার্তিক বুধবার ।

কিছু দিন হইল, বঙ্গদেশীয় গবর্নমে
 জিজ্ঞাসা করেন, গিরজাপ্রতীতির নিমিত্ত ব্য
 বিশেষ ইউরোপ হইতে যেসকল দ্রব্য আনা
 যেন, তাহার উপরে শুল্ক গ্রহণ করা হইবে
 না? গবর্নর জেনরল এতদ্বত্তবে বলিয়াছে
 শুল্ক গ্রহণ করা হইবে; যদি কোন বিশে
 স্থলে শুল্ক না লওয়া উচিত হয়, তথায়
 পুস্তে তাহা চিত্রা সেই টাকা গবর্নমেন্টের নিক
 লওয়া হইবে ।

আসাম যে ক্রমশঃ অযোধ্যাপ্রতীতির
 এক জন প্রধান কমিসনরের অধীনস্থ হই
 তাহার পূর্ণ লক্ষণ দেখা যাইতেছে । গবর্নমে
 সম্প্রতি আজ্ঞা দিয়াছেন, তত্রতা সুপরি
 ওন্ট ইঞ্জিনিয়র কমিসনরের পবলিক ওয়
 সেক্রেটারির নায় তাহার আজ্ঞাসারে ক
 করিবেন ।

প্রধানতম বিচারালয় সম্প্রতি নির্ধারিত
 করিয়াছেন, দেওয়ানী অথবা কোর্তদা

বাহির করা হইয়াছিল, রাজপুত্রনাশকৃতি
ন সেই সকল নগর অন্তর্গত করা কর্তব্য।
এই প্রকার নগর থাকিলে লোকেব অস্ত
মানী হইলেও নষ্ট হয় না। ইহা দ্বারা প্রতি
১০ ৬ সেব হইল উচিত পারে।

হিন্দু উচিত যিনি বলেন "কল সমুহের ইন
উৎসর্গ সাহেবের স্থানের শিক্ষকদিগের
ত সম্বন্ধে এক বিশেষীত দ প্রেরণ হইয়াছে।
অত্র বেতনে ১০ এ, এম, এ, পান বলিয়া
শিক্ষকদিগের উন্নতি অনাবশ্যক বোধ
হইতে পারে। ৫০ টাকা বেতনে জেলা
স্বাক্ষর হইবে পাশুরা যায়। ১০ আমরা বলি
১০ টাকা বেতনে এক জন শিক্ষিত লোক হই
কুল পরিদর্শনকার্য সুন্দররূপে চলিতে
তবে গবর্নমেন্টে প্রার্থনা সাহেবকে অন্তর্গত
বেতন দেওতে চেন কেন?"

এক জন বিশেষ লোক এক জন উচ্চ
লোকের আচারসম্বন্ধীয় চমৎকার ব্যক্তি
কথা আমাদিগের নিকটে বর্ণন করিলেন।
এক দিন জাতান্তিম্যনের মস্তকে পদা
করিয়া বস্ত্রদানপত্রের সমাজের পদা
কথা কি সুপেব বিদ্যা? আর যোগা বা উচ্চ
তকে লইয়া গোপনে একত্র ভোজনকরেন
বা কতদূর উচ্চগামী হইতেছেন। লাভের
এই যে, পিতা মাতা চর্চাতে অতিমিত্র
র নিকটপদা অর্থ সুদিত হন।

এই প্রকাশ নগর, কাঞ্চিক বাকবীর
শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। এই মেলাব গতিতে
অফলে ওলাউঠা রোগের আরম্ভ হয় কি
দ্বিধা অসুস্থকান কবান কনামা জটিল
পুলিষেব প্রতি আদেশ করিয়াছেন। এ
আমাদের বিবেচনায় পুলিসেব সাহায্যে
সাহেবের প্রতি অপণ করা উচিত

১৮ই কার্তিক শনিবার।
ডাকশন সাহেব বলেন, "আমরা গুরু
অন্যভাবে প্রকাশ করিতেছি, গত কল
রে কলিকাতার ১৯ঠা নিয়ামিনাসী বাবু
চাঁদ সাহেব গঙ্গা সাধি হইয়াছে। গাংবা
বাবু অতি বদমায়ে হিন্দুসমাজিকিয়
পকারী লোক ছিলেন। তখন অনেক
চর্চা হইল। তাহার নাম কবির
কে সাহেবকে প্রতিপত্ত কবিতা গিয়াছেন
আবিষ্কার হইল। তাহার নাম কবির
ইনিবদ্বা হইল। তাহার নাম কবির
করিয়া তুলিয়া চলেন। গাংবা সাহেব
র অতীত

পঞ্জাবের জমীদার ও কৃষকের বিল বিধিবদ্ধ
হইয়াছে। সাত ঘটিকা পর্যন্ত ইহা লইয়া তর্ক
হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টে আজ্ঞা দিয়াছেন,
গবর্নমেন্টের কোন কর্মচারী যখন কোন আদা
লতে দণ্ড পাইবেন, তখন বিচারপতি নিজের
আজ্ঞার এক মকল লইয়া এই কর্মচারী
যেখানে কর্ম করেন, তথাকার কস্তাব নিকটে
প্রেরণ করিবেন। কস্তা যাহা ভাল বিবেচনা
করেন, তদনুসাবে কার্য করিবেন।

দেউলিয়া আইন সংশোধন করা যে
একান্ত আবশ্যিক, তাহা ধৃত ও মূলদ
নতীন ব্যবসায়ীদিগের সাহসদ্বারা সপ্র
মাণ হইতেছে। তিন মাস হইল কস্টোডোলা
উইনথন ও অজিতনামক দুই ব্যক্তি এক
নিলামবর্তী করে। তাহারা উহার মধ্যে দেউ
লিয়া হইবার আবেদন করিয়াছে। কেহ কেহ
গঞ্জিত দব্য না পাঠিয়া নীলামকারীদিগের
নামে নালিশ করিয়াছেন। এসকল লোকের
স্বার্থের দণ্ড না হইলে দেউলিয়া হইয়া কিছু লাভ
করবে এই আশায় অনেক জুয়াচোর ব্যবসায়
আরম্ভ করবে।

সম্রাট প্রধানতম আদালত মীমাংসা করিয়া
ছেন কোন প্রীলোকের নামে ডিক্রী জারী
হইলে পক্ষানবী বলরা উহার অব্যাহতিলাভ
হইবে না, তৎকালে কাবাকু করা হইবে। এ
নয়মতী এক অংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এতদ্বারা
অনেকের প্রতারণার পথ বন্ধ হইবে। কিন্তু অপর
অংশে নয়মতী অনিষ্টকর হইয়াছে। যেসকল
স্বীলোক বাস্তবক দারিদ্রানিবন্ধন অগণ্য
শোভে অসমর্থ হইবেন, তাহাদিগকে কারারুদ্ধ
করিলে চরিত্রভ্রংশ হইয়া সর্বশেষ অনিষ্ট
ঘটিবার সম্ভাবনা।

অমৃতভাঙ্গার পত্রিকা বলেন, "আমেরিকায়
একটি সুতন নগর নির্মাণ হইলে উহা বর্ত শীঘ্র
জানাকীর হয় একপ্রকার কুজাপি দেখা যায় না।
১৮৬৬ খ্রঃ অব্দে লুইবেলীর বাসিন্দা সংখ্যা ৮০
হাজার মাত্র ছিল। ১৮৬৭ অব্দে তৎকাল
বাসিন্দার সংখ্যা ১৪৫০০০ নির্ণীত হয়। এই
বৎসরের মধ্যে ৬৫০০০ হাজার বৃদ্ধ।

মেদাশাক্তর উন্নতিসাধন বোধ হয় যত দূর
ইচ্ছা তত দূর করা যাইতে পারে। ডুরি ডুরি
দক্টারদ্বারা এই বাক্য সমর্থিত হইয়াছে।
গিকার জেগেলের নিকটে ৫০ ব্যক্ত উহার
মেদাশাক্তর পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হন
তাহাকে একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিয়া
তাহার সমুদায় কথাগুলি পুনরুক্তি করিতে বসে।

হয়। তিনি অবলীলাক্রমে এইরূপ করিলেন
অপম হইতে শেব পর্যন্ত তাঁহার একটি
কুল হইল না। জেগেল ইহাতে আশ্চর্য
করায় যে ব্যক্তি বলিলেন, "এ ত অল্প
এ পত্রিকাখানির শেষের শেষপত্রের
কথা হইতে আরম্ভ করিয়া গোড়ার প্রথম
পর্যন্ত আমি পুনরুক্তি করিতে পারি।"
সত্য হইলে অতিশয় সহজ ভাবে ও নিঃ
স্বার্থে লিখিয়া তাহার কথাগুলি
করিলেন।

এডিন বরার উইলিয়াম লাইব্রেরি নামক
জন যাত্রাওয়ালারও অসাধারণতর মেধা
তিনি ডেলি গ্যাডভাইসের নামক সংবাদ
এক বার পাঠ করিয়া তাহার সমুদায় বিষয়
সংবাদবলী ইত্যাদি বলিতে পারিতেন।
অশেষকৃত যে এইরূপ অসাধারণ পরি
উৎকর্ষিত হইতে পারে তাহার বিস্তার
স্বল পাঠে। কেহ বলেন, পদ্য ও গদ্য প্রতি
মুখত করলে, মেধা শক্তির বিস্তার উৎকর্ষ
সাধিতে পারে।

নয়া লিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টেব ক
বর্ণিত হইতেছে।

৩ টাকার সিকা	২৪০	২৪
৪ " কোং	২৪৪	২৪
৫ " পবলক ওয়াক	১০৫	১০
৫ " কোং	১০৮	১০
৫ " কোং	১১০	১১

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২০ এ অক্টোবর। স্পেন হইতে
প্রথম আসিয়াছে, আপাততঃ শাসন করি
নিমিত্ত যে গবর্নমেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন, তা
এক জাজাদ্বারা মনঃস্ট্রীবি ও ধর্ম্মাঙ্গনসকল
করিয়া সেসমুদায়ের কৃমিসকল বাজেয়াপ্ত
য়াছেন। ১৮৩৭ অব্দে অর্থাৎ যেসকল ধর্ম্ম
হইয়াছে সেসকলের প্রতি কেবল এই অ
বর্ত্ত হইতেছে।

মসুর অলকাগা ও রণতীর অধিক ট
বলিাছেন, এক জন রাজা মনোনীত
উচিত। নীচতন্ত্রপ্রিয়গণ সাধারণতঃ চা
ছেন। কিন্তু তাঁহারা বলেন, যদি দেশেব স
রাজকীয় শাসনপ্রণালী চাহেন ত তা
তাগতে সম্মত হইবেন।
নিউ ইয়র্ক হইতে ১৯এ তারিখের যে টেলি
আসিয়াছে, তদ্বারা জানা গেল, ইণ্ডিয়া
প্রান্তীবি সাধারণতন্ত্রপ্রিয়গণ হইয়াছেন

ইনবেস্টমেন্ট অফিসের কার্যক্রম

১ এ অক্টোবর। স্পেন হইতে টেলিগ্রাম

আপনি তদ্বিহীন হইয়াছেন। আপাততঃ

কারী গবর্নমেন্ট নিষ্কর আনিয়াছেন, রাজ

ও ধর্মসংক্রান্ত স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে

স্থাপিত হইবে, ইহার পূর্বে লক্ষণ দেখা

হইছে। তাঁহারা আশা করেন, বিশেষীকৃত

মন্ত্রিসমূহ তাঁহাদিগকে স্বীকার করিবেন।

২ এ অক্টোবর। স্পেন হইতে টেলিগ্রাম

আনিয়াছে, স্পেনীয় দল বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের রাজ

অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩ এ অক্টোবর। এমত জনসম্মতি, স্পেনের

ইসেবেলা ব্রাইটনে বাস করিবেন।

৪ এ অক্টোবর হইতে ২১ এ তারিখের টেলি

প্রকাশ করে, নীচতন্ত্রপ্রিয় দল নিরুৎস

হইয়াছেন এবং সেনাপতি গ্রান্ট যে সত্য

হইবেন তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছে।

৫ এ অক্টোবর। গত কল্যাণ লিবারপুলে

৬ এ অক্টোবর। গত কল্যাণ লিবারপুলে

৭ এ অক্টোবর। গত কল্যাণ লিবারপুলে

৮ এ অক্টোবর। গত কল্যাণ লিবারপুলে

৯ এ অক্টোবর। গত কল্যাণ লিবারপুলে

১০ এ অক্টোবর। গত কল্যাণ লিবারপুলে

১১ এ অক্টোবর। গত কল্যাণ লিবারপুলে

দ্বিতীয় স্বেচছিত।
আর, ডবলিউ, কিং সাহেব।

তৃতীয় স্বেচছিত।
এক, টি, গ্ৰাটস সাহেব।

চতুর্থ স্বেচছিত।
এ. এচ. আইল্‌স সাহেব।

ডবলিউ, ডি, গ্ৰাট সাহেব গত ৩০ এ

আগষ্ট অবধি পঞ্চম স্বেচছিত পুলিষ সুপারিন্টে

২১ এ অক্টোবর—জি, কলেট সাহেব আয়ার

এক জন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হইবেন।

২২ এ অক্টোবর—বাবু রামধোগোবিন্দ রায়

২৩ এ অক্টোবর—মৌলবী ইরাজত আলি

২৪ এ অক্টোবর—জি, জে. বি, ডালটন

২৫ এ অক্টোবর—সি, জি, বেকার সাহেব বি. সি. (যিনি

২৬ এ অক্টোবর—মেজর ডবলিউ, আর, গডন প্রথম

২৭ এ অক্টোবর—মেজর ডবলিউ, টি, ফোগান

২৮ এ অক্টোবর—মেজর এ. ফ্রান্সিস (যিনি একগুণে বিদায়

২৯ এ অক্টোবর—

৩০ এ অক্টোবর—

৩১ এ অক্টোবর—

কাপ্তেন এচ. সি, ডবলিউ, উইক কার

৩২ এ অক্টোবর—

৩৩ এ অক্টোবর—

৩৪ এ অক্টোবর—

৩৫ এ অক্টোবর—

৩৬ এ অক্টোবর—

৩৭ এ অক্টোবর—

৩৮ এ অক্টোবর—

৩৯ এ অক্টোবর—

৪০ এ অক্টোবর—

৪১ এ অক্টোবর—

৪২ এ অক্টোবর—

৪৩ এ অক্টোবর—

৪৪ এ অক্টোবর—

৪৫ এ অক্টোবর—

৪৬ এ অক্টোবর—

৪৭ এ অক্টোবর—

৪৮ এ অক্টোবর—

৪৯ এ অক্টোবর—

৫০ এ অক্টোবর—

৫১ এ অক্টোবর—

৫২ এ অক্টোবর—

৫৩ এ অক্টোবর—

৫৪ এ অক্টোবর—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।
বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্ট গবর্নরের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।
১ এ অক্টোবর—৩০ এ আগষ্ট অবধি
লিখিত পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেন্টগণ উন্নত
প্রথম স্বেচছিত।
লেপ্টনেন্ট কর্নেল সি, রিগা।

মেজর ডবলিউ, আর, গডন প্রথম
ডের পুলিষের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনরল
হইবেন।
লেপ্টনেন্ট কর্নেল সি, রিগা আয়ার
পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইবেন।
মেজর ডবলিউ, টি, ফোগান রাজসাহীর
পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইবেন; কিং আপা-
ততঃ পঞ্চম চক্রবর্তীর প্রতিনিধি ডেপুটি ইন-
স্পেক্টর জেনরল থাকিবেন।
মেজর এ. ফ্রান্সিস (যিনি একগুণে বিদায়
লইয়া আছেন) মানসুন্দের পুলিষ সুপারিন্টে-
ণ্ডেন্ট হইবেন।

আমাদিগের আনুলিখিত সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেন।
আনুলিখিত সংবাদে অতি প্রাচীন কালের
তাঁহা অনেকেই অবগত আছেন। গ্রামসীদ
যেহা প্ৰশস্তে সেরূপ নহে। তাহার কারণ
নিম্নে চূর্ণী মন্দিরে প্রতিবৎসব অনেক
ভাজিয়া ব্যয়। বর্তমান বর্ষে মন্দির সাত
প্রবল বেগে অনেক নিরীক প্রকার বসত
মন্দিরগর্ভে পতিত হইয়াছে। এক স্থানে
ভাজিয়া যাওয়াতে প্রায় ১০। ১২ হস্ত
নিম্নে একটা প্রকাণ্ড কোটার ভিত্তি বাহির
হইয়াছে। যে স্থলে উহা দৃষ্ট হয়, তাহার উ-
চ্চতাঃ ১০০ বৎসর পৰ্যন্ত অপর লো-
কাস ছিল। তাহার উচ্চতা কিছুমাত্র ভাঙি-
পারে নাই। ইটগুলি পুষ্কালের ছোট
ইটের ন্যায়। সম্প্রতি এতদ্ গ্রামস্থ তন্ত্র ম-
গণের আদেশমত অত্রস্থ “ হিতৈষিনী
হইতে এই ভিত্তি খুঁড়িবার কল্পনা হইতেছে
২। ইতিপূর্বে এই আনুলিখিত
৭ মাইল পশ্চিম মালিপোতা ইংরাজী
সাহায্যদানের বিষয়ে লেখা হইয়াছিল।

দিন পরে গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের মাঠে সাধন হইতে থাকিল। গবর্নমেন্টে কএক মাস হইতে সাহায্যপ্রদান করিতেছেন। বিদ্যালয়টি স্থায়ী হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

কৃষ্ণীয়ায় এক ব্যক্তি লিখিতাছেন

সম্প্রতি কৃষ্ণীয়ায় সব ডিবিজনের পুলিশ কর্মচারীদের গায়ে নিম্নোক্ত আঁতড়িত খাকাতে কোনও ক্রমে ১ টা কোন বাগে ৫৭ টা সিঁদ হইতেছে। অন্য ১ বাগে ৩ টা সিঁদ হইয়াছে। তদুপরে আমরা গায়ে সিঁদ দিয়া নগদ ৪-৫ টাকা ও বস্ত্রাদি ৩০-৩৫ টাকা একত্রে ৭০-৭৫ টাকা লইয়া দিয়াছি। ৩০ দিন হইল খানায় এজাতীয় সওয়ার হইয়াছে। একাল পূর্বে দারুণা আসিয়া তদারক করেন নাই।

সম্প্রতি আমাদের নিকটে ছুড়পাড়া গ্রামে ১ কৃষকের স্ত্রী এক কালে ১০-১২ পুত্র ৪ টি সন্তান প্রসব করে। এক কালে ৪ কন্যা ১ পুত্র আর ১ কলে ১ কন্যা। তদুপরে ১ টি কন্যার সেট দিন মৃত্যু হয়। এক দিনে ৪ সন্তান জন্মিত হইয়াছিল। ৩ জন স্ত্রী বর্তমানে আছে। দেখিতে নিতান্ত ক্ষুধ নাই।

—:—

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! হাতমগ্নে আমাদের এখানে একটা আতশয় শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। গোশ্বামী হুগাপুরের নিকটবর্তী চীপাগাছী নামক গ্রামে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়। কয়েক দিনের মধ্যে গভীর হইল, এক জন গৃহস্থের একটি শিশুকে মৃত্যু হইল। হুগাপুরের শিশু সন্তান হারায়া। হুগাপুর গৃহস্থ সমস্ত রাত্রি নিজ সজানের অঙ্গুসঙ্গন করে কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে না পারিয়া অগত্যা গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হয়। পরদিন এক বৃহৎ গভীর অভ্যন্তরে উক্ত শিশুর চির মঙ্গল ও মৃত দেহ দৃষ্ট হইল। তৎকালে পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিশ সব ইনস্পেক্টর ও সার্জন ইকএকার অঙ্গুসঙ্গন করেন। পরদিন নিকটবর্তী হুগাপুর বাগীতে উপস্থিত হইয়া কারণজিজ্ঞাসা করিতে গিয়া ১০-১৫ একটা বিধবা যুবতী স্ত্রী বর্গিত হইয়া মৃত্যু হইল, আমিই

উহাকে কাটিয়াছি। সবইনস্পেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন কি অন্য ভূমি উহাকে কাটিলে? সে প্রত্যুত্তর করিল "কোন কারণ নাই, তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি আমি উহাকে যখনই দেখিতাম তখনই উহাকে কাটিয়া কেলিতে ইচ্ছা হইত। কলা সফাকালে যেমন আমাদের বাগীতে আসিয়াছিল, অমনি উহাকে কাটিয়া কেলিয়াছি। উহার গায়ের অলঙ্কারাদি আমার নিকটে আছে। এই বলিয়া সমস্ত আনয়ন করিয়া সব ইনস্পেক্টরের সমীপে রাখিল। পুলিশ তদন্তের তাহাকে কৃষ্ণনগরে বিচারার্থ প্রেরণ করেন। দায়ার বিচারে কাশ হইবার আশা হইয়াছে।

এখানে চৌকীদারেরা প্রায়ই বাগীতে দেখা দেয় না। মাসের মধ্যে এক বার দেখা হইলেই বড় ভাল। পুলিশ ইনস্পেক্টর কি করেন? তাঁহারা এখন এ বিষয়ে যত্ন করিবেন কেন?

এ বার এখানে আঁতড়িতনিবন্ধন গ্রামখানি এত অপরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখা যায় না। প্রায় সমস্ত গর্ভই দুর্গকময় হলে পরিপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে মহাশয় এ বিষয়ে গুনাগীনা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহা হইলে বাগীতে যাওয়াও চুঘট। অতএব আমরা সকলকে তদুপায়ন করিতেছি, তাঁহারা এ বিষয়ে যত্নবান হউন।

গোশ্বামী হুগাপুর } ২৭ এ অক্টোবর } ১৮৬৮ } আপনার বশব্দ }
 জি:—

—:—

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদি ও পেনকলম। কয়েক দিন হইল স.ই.ই.ই.সেল ডিপার্টমেন্টে একটা উইন্ডকাস, জেনারেল আফসে কতকগুলি রাইটার আবশ্যক হওয়াতে মুনোখিক হইল। আবদনকাবী আবদন করেন। আবদনকারীদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা, এল.এ.ও. বি.এ. পরীক্ষার্থীরা কেহ কেহ ছিলেন। কিন্তু পরীক্ষার্থীরা বলিয়া কেহই পান নাই। সকলেই পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্রথমগুলির মধ্যে একটা নমুনা দেখিয়া পাঠকগণ বুঝিয়া লইলেন। ১৮৫৫ সালের কি কি প্রধান প্রধান ঘটনা তাহার সংক্ষিপ্ত রচনা এবং ল্যাটিন গ্রীক ও গাণ্ডন শব্দ কতগুলির ডিকশেন মাত্র ছিল। প্রথমে মজ্ঞ অপ্রাণমাত্র কতগুলি আবদনকাবী প্রস্তুত হইতে দিনকতক বাহির হইলেন নাই। পরে কতগুলি অপার্থমাণে প্রয়োত্তর করিয়া নিশ্চিত হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদি রক্ষের এই ফল। চিরকালটা পরীক্ষা দিয়া আবার পরীক্ষা না দিলে কণ্ঠের দফা নিশ্চিত। প্রাবে

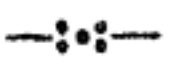
শিক কি এত দিয়াও কী বিশ্ববিদ্যালয়কে কত্রিত হইতে হইয়াছে? এবার অর্থাৎ ১৮৬৮ সালে নুতন আইন হইয়াছে, এই আইন অনুযায়ী দায়গত পরীক্ষার্থীগণকে স্ব স্ব গৃহ হইতে পেনকলম লইয়া যাইতে হইবে। যাহা হউক আফসাদের বিষয় বলিতে হইবে যে কেতু কামচ কালী ও শোয়াত লইয়া যাইতে হইবে না।

২৮ এ অক্টোবর } একান্ত বশব্দ }
 ১৮৬৮ } কাম গবর্নমেন্ট স.লেব }
 শাখারিটোলা } হুগাপুর প্রতি }
 —:—

সম্পাদক মহাশয়! তদ্র লোক কাহাকে বলে? উত্তম বেশ চুবা, সুগন্ধি প্রব্য অঙ্গুলেপন, গাড়ী ঘোড়ায় আরোহণপ্রভৃতি করিলেই কি তদ্র হয়? তদ্র লোক ত ব্যবহারেই জানা যায়। যিনি ন্যায়পথে চলিয়া ন্যায়সম্মত ব্যবহার করেন, তিনিই তদ্র। সম্প্রতি এক জন তদ্র লোকের আচার ব্যবহারের কথা আপনাকে প্রবণ করাই। এই কার্তিক অগস্ত্য পূজোপলক্ষে আমাদের এই মহানগরীর মধ্যে * * * * * কোন সম্ভ্রান্ত * * * * * মহাশয়ের বাগীতে বিদ্যালয়ের গীতাভিনয় হয়। সাধারণতঃ যেপ্রকার গীতাভিনয়ের কথা শ্রবণ করিয়াছেন এবং যেসকল গীতাভিনয় সচক্ষে দর্শন করিয়াছেন এ সেপ্রকার নহে। এই অভিনয়ে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় আছে। কি প্রকার স্ত্রীলোক তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন? নকলেট বেশ। আমরা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া দর্শনেচ্ছায় প্রমত্ত কবিয়াছিলাম, গিয়া দেখি। বাগী প্রায় বেলা ৩ নাটালে পরিপূর্ণ। একে ও বিদ্যালয়ের সকলই আদরস ঘটত। তাহাতে আবার বেশাগণ অভিনেত্রী, অভিনয়কার্য, যত সজারূপে সম্পন্ন হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহাদের আচরণ দেখিলে অবাক হইতে হয়। বিশেষতঃ মাতালদিগের তরল বাণ্যেচ্ছারণ, নব্য বাবুদিগের উত্তেজনা ক্ষুদ্রে পদে পদে সজাতাবিনাশ, ছকু বাবুর (ছকু বাবু একটা সং) কুৎসিত ব্যবহার ও বেশাগণের সহিত একত্রে নৃত্য, স্কন্ধের ধরা পড়িবার কালে বেশাব সহিত কুৎসিত ব্যবহার উপহাসক্ষেত্রে রাণীর বীরসিংহের প্রতি নিশ্চিনীয় আচরণপ্রভৃতি এতদূর গর্হিত হইয়াছে যে, যেসকল আচরণ দেখিয়া কোন তদ্র লোক না সঙ্কুচিত হইয়াছেন? মহাশয়! তদ্র লোকের সত্য মগণ কি প্রকারে যে এই প্রকার ব্যবহার করিলেন তাহা বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ গৃহস্থের বাগীতে গৃহস্থ কুলাজনদিগের সম্মুখে (অনেক কুলনারীনির্মিত হইয়া দর্শনক্ষেত্রে আসিয়াছি

ই প্রকার নিম্নবীর্ণ আচরণ ও অশীল
 লি কতদূর সঙ্গত ও সত্যতা প্রকাশক
 হইতে পারে না। বাবুজী মহা
 উচ্চ ব্যাপার নিজ বাণীতে সম্পন্ন করা
 কোন প্রকার লক্ষ্য বোধ করিলেন না।
 অতি আশ্চর্যের বিষয়। তাঁহার যদি যাত্রা
 এতই ইচ্ছা ছিল, এক দল পেসাদারের
 দ্বারা ক্ষান্ত রাখিলেন না কেন? তাহা
 সকল বিকল্পক পাইত এবং তিনি এত
 ক্ষমতায় হইতেন না। অবশেষে জবাব করি
 এক জন বৃদ্ধ, সন্তোষ সঙ্গীতবিদ্যা বিশা
 ক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান। বৃদ্ধ বয়সে এই
 কি প্রকারে করিতেছেন, তাহা বুঝা তার
 হটক, বাবুজী সত্যতার উচ্চ সোপানে
 হ্রস্ব করিয়া বিলক্ষণ সত্যতা ও সন্তোষ
 প্রদান করিলেন। অন্য বঙ্গবাসীগণ।
 দিন দিন বিলক্ষণ সত্য হইতেছে!!

লি কাতা }
 সমতলাটীট } কসোচিং মর্শকসা।



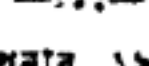
আমরা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও হতবিস্মিত
 মনে, কতিপয় ব্রাহ্ম জীযুক্ত বাবু কেশব
 সন মহাশয়কে ঈশ্বরপ্রেরিত মুক্তিদাতা
 করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া তাঁহার
 পরিব্রাজনের জন্য প্রার্থনা করেন এবং
 কেশব তাঁহার চরণধূলি লেহন করেন
 মনের বিশ্বাস যে এক্ষণে এই ভারতবর্ষে
 চরণপ্রযুক্ত কাহার মুক্তি হইবে না।
 এক জন ঈশ্বরবক্তার। ঐসকল ব্রাহ্মের
 কেশব কেশব তাঁহাদের পত্র কেশব বাবুকে
 "ল প্রজ্ঞা" "পাপীর গতি" প্রভৃতি লিখিত
 দান করিয়া থাকেন। কখন কখন তাঁহারা
 বাবুকে লিখিয়া কোন বিশেষ সঙ্গীত
 রচনা করিতে বাস্তবপথে পরিব্রজন করেন।
 আপ সনাকেও তাঁহারা এনি সংকুচিত
 লিখিয়াছেন যে তাঁহার আদ্যোপান্ত
 দান করা সুকঠিন হইয়াছে। কেশব বাবুকে
 লিখিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা
 আপসনার এক অঙ্গস্বরূপ করা হইয়াছে।
 তারা এক দিবস এক জন ব্রাহ্মকে এই রূপ
 লিখিয়া লিখিতে জবাব করিলাম, "হে দয়ালু
 আমি অত্যন্ত পাপী, ঈশ্বর আমার বাক্য
 শ্রবণ করিবেন না, অতএব আপনি আমার
 তাঁহার নিকট প্রার্থনা করুন।" পত্রের
 কেশব এই কাবে তাঁহাকে লিখিয়া

থাকেন "আপনার দয়ালু পিতাকে এই কথা
 বলিবেন।"
 কেশব বাবুকে এইরূপ অর্থ্যা অধিকার
 প্রদান করা তাঁহাকে পরিব্রাজতা বলা, তাঁহার
 নিকট পরিব্রাজনের জন্য প্রার্থনা করা, তাঁহার
 চরণ লেহন করা, তাঁহার নামে বিশেষ সঙ্গীত
 রচনা করিয়া পথে পথে অর্থবা সমাজে প্রচার
 করা ব্রাহ্মধর্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কার্য। যেসকল
 ব্রাহ্ম এইরূপ আচরণ করেন, আমরা তাঁহাদি
 গিকে সন্তোষ ও আত্মতাবের অমুখোদে সাধু
 নয় বাক্যে কহিতেছি যে তাঁহারা তন্ত্র আচরণ
 করিয়া আপনাদের ও কেশব বাবুর মঙ্গলে
 পথে কষ্টকারণ না করেন। তাঁহার নিকট
 আমরা উপকার লাভ করিতেছি, তাঁহাকে মনু-
 যোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি করা অবশ্যই কর্তব্য।
 কিন্তু তাঁহাকে "পরিব্রাজতা" "ঈশ্বরবক্তার"
 বলা অথবা নীচতবে তাঁহার চরণলেহন করা
 ঈশ্বর এবং সন্তোষের অবমাননা বলিয়া আমাদের
 বিশ্বাস হইতেছে।

ব্রাহ্ম ধর্ম কেবল একমাত্র অধিতীয় পবিত্র
 পরমেশ্বরকে মুক্তিদাতা বলিয়া স্বীকার
 করেন। মনুষ্যের উপাসনা করা ব্রাহ্ম ধর্মের
 সম্পূর্ণ অননুমোদিত কার্য। যে ব্যক্তি অনন্য-
 গতি হইয়া ভক্তির সহিত সেই সত্যস্বরূপ, নাশ
 স্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, পবিত্র করুণাময় পাপীর
 গতি ও আশ্রয় পরমেশ্বরের পরমাপন্ন হইবেন
 এবং তাঁহার নিকট ত্রাণন ও প্রার্থনা করিবেন,
 তিনি তাঁহাকে মুক্তিদান করিবেন। প্রত্যেক
 মনুষ্যের জন্মে তিনি তাঁহাকে লাভ করিব
 ইচ্ছা নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন মনু
 বা পুস্তকে তিনি ঈশ্বর ও মুক্তিলাভের জন্য
 নিয়োগ করেন নাই।

উপসংহারকালে কেশব বাবু নিকট আমা
 রের নিবেদন যে উচ্চ ব্রাহ্মগণ তাঁহার সহকে
 যে রূপ আচরণ করিতেছেন, তাহা যদি তাঁহা
 গহিত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ঐ
 শ্রোত বক্ত করিবার কোন উপায় অবলম্বন
 করিবেন; নতুবা সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস
 জন্মিবে যে, তিনি উচ্চ কার্যে অনুমোদন
 করেন।

শান্তিপুত্র }
 '১৯৯' লক } জীযতনাথ চক্রবর্তী
 ও কার্তিক } জীবিতকাল গোপালী
 জীবিতকাল দেব



মহাশয় "আপনার ১৯ এ আশীর্ষকের
 সোমপ্রকাশে জুবানিবাসী এক ব্যক্তির প্রেরিত
 পত্রের শেষ ভাগ পাঠ করিয়া যার পব নাট
 আশ্চর্যবোধিত হইলাম। পত্রপ্রেরক মহাশয় কাপা

সীমা ও তাহার নিকটবর্তী ১০। ১২ খানি
 একটী ও বিদ্যালয় না থাকিতে তথাকার
 লোকের ও উকীল, মেজার, তালুকদার
 জোতদার মহাশয়গণের সহায়গণের বিদ্যা
 কার নিমিত্ত গবর্নমেন্ট হটতে একটী বিদ্যা
 প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা করিতেছেন। এ উ
 কেমন আশা বলিতে পারি না। যে গ্রাম এত
 লোকে পরিপূর্ণ ও বাহার অধিকাংশ জমী
 জোতদার, মোজার ও উকীল, তথাকার বা
 গণের বিদ্যা শিক্ষার তাবনা কি? লেখার অ
 বোধ হইতেছে গ্রাহ্য নির্জন নহেন, তবে
 তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া যত ও পরি
 সহকারে চাঁদা দিয়া একটী বিদ্যালয় স্থা
 পাবেন না? গবর্নমেন্টের নিকটে সাহায্যের
 আবশ্যকতা কি? যে স্থলে প্রজাগণ মনে কা
 বিদ্যালয় হইতে পারে, সে স্থলে বিদ্যা
 সম্প্রদায় কণা গবর্নমেন্টের উদ্দেশ্য নহে।

এক জন পত্রপ্রেরক লিখিয়া
 গোয়ার আসামে প্রায় ১০০ বর্ষ হইতে
 বর্ষান্তে পানাসকল এক প্রকার কীটে বিনষ্ট
 হইয়া যদ কৃষকগণ তাহা চূর্ণ খান্য গ
 উপর চড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে অন্য
 কীটসকল নষ্ট হইয়া অনেক খান্য রক্ষা হ
 পারে। এ প্রদেশের কৃষকগণ এরূপ ক
 স্থানে স্থানে অনেক খান্য রক্ষা করিয়াছে,
 যখন খান্যকর্তন করা হইবে, তখন খা
 গোড়ামনেত না কাটিয়া কেবল শীঘ্র ক
 হইয়া অবশিষ্ট অংশ ঈশ্বরীয়া জ্বালাইয়া
 কীটসকল এক কালে বিনষ্ট হইবে, পর
 কীটের উপস্থিতের দ্বারা আশঙ্ক থাকিব
 খান্য গোড়ামনেতের এলাকা, মসার
 নবানী এক জন কায়স্থ ইতিমধ্যে নিচ
 নীচ সীচ বলা কবিয়া আকন সেরন ক
 শমনসনে আতিথ্য কবি ক হাচন।

সংপ্রতি পত্রপ্রেরক এম এক ব
 বাণীতে ভাষাভিত্তি হয়। মনুগণ হই বার
 আশঙ্ক ক বস্তু। বাস্তবপথে তৎস্বয়
 বলপূর্বক লইয়া যত কোথায় লইয়া
 তাহা কিছু অল্পসংখ্যক পাত্রিয়া যার
 পাবে বাকিপুত্রের সব ইনস্পেক্ট। জীযুক্ত
 চাঁদ চট্টোপাধ্যায় ডিভিডেনল ইনস্পেক্টর
 বাবু দেবনাথায়ণ বাসুদেবের ম
 বক্ত যত ও পরিজ্ঞানসহকারে প্রত্যক্ষ
 খৌড়িক হস্তগত করিয়া ৯ জন আস
 প্ত করিয়া চালান দিয়াছেন। বিচার হ
 হয় নাই। সম্প্রদায় মহাশয় অনেক ডা
 তির কথা শুনা আছে। বিচার গৌ

মত ডাকাইতির কথা এই প্রথম শুনিলেন।
বর্তমান সম্রাজ্ঞের মধ্যে একটি বালক সর্পিৎ
ম মানবনীয়া সঞ্চার কবিয়াছে।

১২ এ অক্টোবর
শ্রী:
১৮৬৮ সাল
—:—

এক দিনের পর কাশীতে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম
নরী জীগুজ বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রকাশ্যে
আগমন করিয়াছিলেন। তাঁতপূর্বে আরও
এক বার তিনি এখানে আসিয়াছিলেন বটে
কিন্তু স্থানলগ্নিত দম্প্রচাৰের কোন সম্ভাবনা
দেখিয়া তৈনবাসোব সঙ্কিত প্রস্থান করেন।
সংগণ কাশীবাসীদিগের হিন্দু ধর্মে অধিক
করিয়া স্থির কবিয়াছিলেন যে, কাশীতে
কোন অসুবিধ হইবার অনেক বিলম্ব আছে।
প্রবোধে তাঁহারা এক দিন ক্ষান্ত হইয়াছি
গত দশকবার কিছু দিন পরে কয়েক জন
স্থানীয় উপস্থিত হন এবং প্রধানকার
মণ্ডপাণী চিকিৎসক জীগুজ বাবু লোকনাথ
তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। উপস্থিত
সংগণ লোকনাথ মৈত্র প্রভৃতি কয়েক
কর্তারা প্রোৎসাহিত হইয়া তাঁহাদের ধর্ম্মা
কে এখানে আগমন করিবার অভিপ্রায়ে
সংগমন করেন। ১৮ এ অধ্বিন মঙ্গলবার
সকাল বাবু শিবদাস লইয়া এখানে উপস্থিত
এবং দুই দিবস অবস্থতি করিয়া শুক্রবার
আটটার সময় প্রধানকার নন্দ্যাল বিদ্যালয়
পৌত্তলিক ও বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের বিষয়ে
আজীতে একটি বক্তৃতা করেন। অনেক ইউ
রোপীয় ও এতদেশীয় ভ্রম লোক বক্তৃতা
তে তথ্য গমন করিয়াছিলেন। বক্তৃতা
উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ ইংরাজীতে হইয়াছিল
হয়, অনেক ইউরোপীয় তাঁহা স্বীকার করি
য়া উপসংহারকালে দেশের বাবু বলিলেন,
ধর্ম্মে যখন কতকগুলি সন্দেহ ও দোষ আছে,
তাহা সেইরূপ উহাতে সত্য ও পবিত্র অব
স্থিতে গাই। এতএব হিন্দুধর্ম্মের অপকৃষ্ট
বাহি দিয়া উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করিলে
কি ও পবিত্র ধর্ম্ম (খোব হয়, রাজধর্ম্ম)
হইবে। যে দিবস ভাৰতভূমির সার
ধর্ম্ম বিস্তারিত হইবে, সেই দিবস
এই উন্নতিসোপানে পদাৰ্পণ করিব
পব বাক্যে মন মটিকার সময় সত্য ভক্ত হয়
ন। (২ কালিক) প্রাতঃকালে লোকনাথ
মহাশয়ের বাসীতে কেশব বাবু সন্ধ্যার
আজ্ঞা পূর্ণ করিয়া অপরাহ্ন তিনটার

সময় এখান হইতে স্থানান্তর গমন করিয়াছেন।
দেওয়ানী উপলক্ষে এখানে একপ্রকার
অনিষ্টকর আমোদ হইয়া থাকে। এতদেশীয়
দিগের মধ্যে কি ধনী, কি নিধন, কি বালক,
কি বৃদ্ধ শ্যামাপুজার পূর্ণদিন রাত্রি হইতে
ক্রমাগত তিন রাত্রি জুয়া খেলিয়া কে
বা সফল হন, কেহ বা প্রচুর অর্থলাভ
করেন। দেশের এই মতৎ অনর্থ নিবারণ
করিবার উদ্দেশে প্রধানকার মাত্রে কেট
সাত্বে গত বৎসর ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন
যে, কোন ব্যক্তি দেওয়ালীতে জুয়া খেলিতে
পাইবে না। তখাচ গুপ্ত খেলার দ্বারা যে কত
লোকের সর্বনাশ হইয়াছিল, তাহা আমরা
বিশেষ অবগত আছি। গত বৎসর ত জুয়া
খেলিতে পাইবে না বলিয়া কিছু কিছু ব'হাডুয়র
হইয়াছিল, এবার তাহার কিছুই শ্রুতিতে
পাইলাম না। জুয়াখেলা যে এদেশীয়দিগের
সর্বনাশের এক প্রধান কারণ, বোধ হয় সকল
ব্যক্তপুরুষ তাহা অবগত নছেন। যদি তাহারা
এই ভাবিয়া ক্ষান্ত হইয়া থাকেন যে, জুয়া খেলা
নিবারণ করিতে গেলে ধর্ম্মের বিষয়ে হস্তক্ষেপ
করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম হই
য়াছে। রাজপুরুষগণ নিশ্চয় জানিবেন, জুয়া
খেলার সঙ্কিত ধর্ম্মের কোন সংশয় নাই। দুঃত
প্রতিপদে ক্রীড়া করবে শাস্ত্রে এই মাত্র আছে,
কিন্তু দর্শনশাস্ত্র করিয়া জুয়াখেলা খেলিবে,
এরূপ বিধি নাই। রাজা সুদিক্তির নির্কৃষ্ণিতা
করিয়া পণ খিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন, এই
নামত তাঁহার অত্যন্ত চরবস্থা হইয়াছিল।
অতএব জুয়াখেলা বাহাতে এদেশ হইতে এক
বারে অপনীত হয়, সময় গবর্নমেন্টের নিকটে
আমাদের তাহা একান্ত প্রার্থনীয়।

১৯ এ অক্টোবর
১৮৬৮
বারানসী
শ্রীমদ্রূনাথ ভট্টাচার্য্য

মূল্যপ্রাপ্তি।

- শ্রীগুজ বাবু বিহারিলাল শীল জিয়ার ১
- ১ লাটব্রেরি রাসি ছোটনাগপুর
- ২২৫ কালিক হইতে ৭৬ অধ্বিন ১০
- ১ গোপীবিনোদ দাস দিনাজপুর
- ১২৭৫ অধ্বিন হইতে ৭৬ ভাদ্র ১৩
- ১ জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর ৫৫
- ১ চন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ভবানীপুর ৫৫
- ১ উমাচরণ রায় কাশীপুর
- ১৮৬৮ নবেম্বর হইতে ৬৯ অক্টোবর ১৩৫
- ১ রামদাস সেন ছাপরা
- ১৮৬৮ নবেম্বর হইতে ৬৯ এপ্রেল ১

**সোমপ্রকাশসংক্রান্ত
বিশেষ নিয়ম।**

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাজুল না পাইলে
মলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।
ইহার অগ্রিম মূল্যবার্ষিক ১০ টাকা
বাণ্যাসিক ৫।। টাকা, মফসলে ডাক
সমেত বার্ষিক ১০, বাণ্যাসিক ৭ এবং ট
সিক ৩৫।। তিন মাসের স্থানে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। ছুটি, বরাত্তি চিঠি,
অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার
যাহাতে বাঁহার ছবিবা হয়, তিনি সেই
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।
বাঁহার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন,
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক
ও রসীদে টিকিট প্রেরণ করেন।
যখন যিনি মফসলে হইতে সোমপ্র
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি
শ্রীগুজ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
ইয়া হেন।
মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, এক মাসপূর্বে তাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান হাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
একমাসকাল প্রতীক্ষা কবিয়া কাগজ ব
হাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
হইবে।
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
ধরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।
বাঁহার মাজুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
হাইবে না।
কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
চরিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংতি
জানা তাহার পর ১০ আনা দিতে হই
বিন অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিয়ার ইচ্ছা
বেন, তাঁহার সঙ্কিত পত্র বন্দোবস্ত হইবে।
এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
চাকতিপোড়ায় শ্রীগুজ দ্বারকানাথ বি
ভূষণের বাসীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃ
হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ নং ভাগ।

৪৮ সংখ্যা।

“ প্রবন্ধনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ স্বরস্বনো অতিমহতী ন হীযতাং । ”

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
অগ্রিম বাণ্যাসিক ৫৯ সাড়ে পাঁচ টাকা।

নং ১২৭৫। ৩রা কার্তিক। ১৮ ৬৮। ১৯এ অক্টোবর

যদ্যপলে মাসুলসম্মত অগ্রিম বার্ষিক
বাণ্যাসিক ৭. ও ট্রেমাসিক ৫৫.

বিজ্ঞাপন।

কি রা যা

প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য (নগদ) ৯০
এই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় সর্গপর্বে
খন সংখ্যা নাগরাকরে রামাঞ্জের ঢিকা
লালা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ
হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহে-
তীর্থ ও নাগোজী তট্টেব ঢিকাও স্থলবিহীন
কৃত করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১০
খা অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচা-
ত হইবে। মূল্য ৯০ আনা। বাঁহারা গ্রাহক
সীতুক হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে
প্রকাশ বন্ধে পত্র লিখিবেন।

আবণ
১২৭৫
ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র তট্টাচার্য।

—:—

বিজ্ঞপ্যর্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাগী ওদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।
উপরি উক্ত বাগান ও বাগী বাঁহারা কয়
ত অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক
ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেগু'বস্ আর.বা-
খনট এবং কোং

—:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিজ্ঞপ্যর্থ প্রস্তুত।

রাজী বাবলা পুস্তক কাগজ কলম নানা

বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে
/০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক
টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হিসাবে
পাইবেন।

অপূর্ণ উপাখ্যান অর্থাৎ সেরুশিবুরকৃত নাট কের মর্মানুবাদ	২৯
শ্রীমত্তাগবত ১ম অর্ধ ১২ খন্ড বাৎ গদ্য	৮
শ্রীশ্রীহরিত.জি.বিল স সম্পূর্ণ	৮
শ্রীমতানরসায়ন ছই খণ্ডে সম্পূর্ণ	৫
চক্রবর্তীকিংসা গ্রন্থ সিন্ধুরীয়া পটী নিবাসী বাবু কাশীনাথ মল্লিকের গ্রন্থে উত্তম পণ্ডিতদ্বারা হস্তের লিখিত	২৬
নিভাধর্ম'সুরজিকা পত্রিকা বার্ষিক	৩
কৌতুক বিলাস বাঁহাতে গোপালভাঁড়ের কৌতুকগুলি সম্পূর্ণ আছে	১
চন্দ্রহংস ; টেমিনি ভারত ছইতে উদ্ধৃত	১
ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি অর্থাৎ রক্ষনির্ধর	১৫
নীলাঞ্জন কাব্য	৬
পুরঞ্জন কাব্য	৬
মণিকুণ্ডলা কাব্য	১
অভিমতুবধ নাটক	১০
ষ'দশ শিশুর বিবরণ	৬
রমোত্তমা গদ্য কাব্য	১
কৌরববিয়োগ নাটক	২
সিতিল গাইড মার্শমেন সাহেব কৃত	২০
পদ্মগছা উপাখ্যান	৬
সন্দেশাবলী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত	৩৫
পিপ্পলুচাছার	১
নীতিপ্রভা	৯
এটলাস বাৎ ৮ খানি মাপ গণেশচন্দ্র শর্ম্মারকৃত	৩
ভূতবদর্শন পৃথিবীর মানচিত্র	৫

ভারতবর্ষের ম্যাপ দেবনাগর অক্ষরে
নীতিশিক্ষা
অনবর শোহীলী গদ্যপদ্য পাঠ
কাব্য

কুমার সম্ভব সংস্কৃত ছইতে পদ্য অনুব
ভারতবর্ষের ইতিহাস কেদারনাথ দত্তকৃত
ঐ গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত
মনস্বত্বসারসংগ্রহ
প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়
ঐ মাস'মেন সাহেবকৃত ছই খণ্ড
নাট্য পরিশিষ্ট নাটক
চরিতমঞ্জরী
শব্দকল্পদ্রুম পরিশিষ্ট
কলিকাতা জোড়া } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র
সাঁকো ৬৪ নং } নগদ বিক্রয়

—:—

সাধিত্রীচরিত
কাব্য।
শ্রীভোলানাথ চক্রবর্তীসম্বীত।
মূল্য ১ এক টাকা
সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

—:—

বিজ্ঞপ্যর্থ।
শব্দকল্পদ্রুম অভিধান ; সর রাজা রাম
কান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সে
দিয়া মুদ্রন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।
শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ

—:—

মহামহোপাধ্যায় বরনাচাৰ্য রত বদন্তিল
ভাণ নেপালস্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমরবল্লভ পত্ন
কর্তৃক সংশোধিত হইয়া দেবনাগরাকরে মুদ্রিত
হইয়াছে। মূল্য ৯০ আট আনা। কলিকাত

জ্ঞানরসাকর যন্ত্র নিমতলা ঘাট স্ট্রীট
পঞ্চম ভবন ।

শ্রীভূবনচন্দ্র বসাক ।

—:০:—

পুরাণ প্রকাশ ।

বিষ্ণু পুরাণ ।

সম্বাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড
১০ টাকা (অগ্রিম মূল্য) ॥০ ॥

নিম্ন প্রকাশিত লিখিত হইবেন তিনি মৃগাপুর
স্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ
অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে
অধ্যক্ষ জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত
ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন । অগ্রিম
পাঠাইলে বিদেশে বিষ্ণু পুরাণ পাঠাইবার
নাই ইতি ।

—:০:—

হিন্দী পুস্তকের বিজ্ঞাপন ।

শ্রীম. রঘুপ্রভৃতি কবির বিরচিত পোতা
ই আদিতে মানবের ২৬২ প্রকার লক্ষণ
শ্রীম. জি লালের রচিত মাধব তুলোচনার
সহিত মাধববিলাসনামক পুস্তক দেব
স্বাক্ষরে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল; মূল্য ১০
আনা ডাক মাসুল ১০ আনা, কলিকাতা
১৫ জানুয়ারি যন্ত্র নিমতলা ঘাট স্ট্রীট
পঞ্চম ভবন ।

শ্রী ভূবনচন্দ্র বসাক ।

নদিয়ার নদী ।

১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ ই
তহিতে ৭ ৬ অক্টোবর পর্যন্ত নদিয়ার
নদী তীরের নদীতীরে জলের
সাপ্তাহিক রিপোর্ট ।

স্থানের নাম	সর্বকম জল	ফুট	ইঞ্চি
নদীয়া মাথাভাঙ্গা			
মহানার উপর পদ্মানদীতে	৭	৬	
নিজ মহানার	৮	৬	
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া			
৪৪ মাইল	৭	৩	
হাট বোয়ালিয়া হইতে			
আনুক্রমিয়া	১৩	০	
আনুক্রমিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ			

৩৮ মাইল	১৭	০
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে কর্ণালী নদী		
৩৪ মাইল	১৮	০
ভাগীরথী নদী ।		
মহানার উপর	২৬	৬
উহার নীচে নিজ মহানার	১৮	৩
তথা হইতে জিয়াগঞ্জ	৭	৬
জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া		
৬০ মাইল	১৮	০
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইল	২১	৬
জলঙ্গী নদী ।		
নিজ মহানার	৪	০
তথা হইতে করিমপুর		
১৯ মাইল	৪	৪
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা		
৩৫ মাইল	৭	৪
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া		
৬০ মাইল	৮	৮

সন ১৮৬৮ সালের ১০ ই অক্টোবর তারি
খের বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ ।

	ফুট	ইঞ্চি
গঙ্গাঘাটের উপর ১৫		
বহরমপুর		
১০ ই অক্টোবর	১১	৫
১৮৬৮ ।		

সোমপ্রকাশ ।

৩রা কার্তিক সোমবার ।

আমাদিগের পরিচিত এক বিশ্বস্ত
ব্যক্তি কছিলেন, মজঃফরপুরে লোকে
দাম রাখেন কি না, ইহার অনুসন্ধান হই
তেছে । তাঁহার মুখে যেপ্রকার শুনা
গেল, তাহাতে যে সন্দেহ অনুসন্ধান হয়,
এরূপ বোধ হয় না । “ যে সরিষার দ্বারা
ভূত ছাড়ান হইবে, তাহার ভিতরেই
ভূত রহিয়াছে । ” ইহারা অনুসন্ধান
করিয়া বাহির করিয়া দিবেন, তাঁহাদি
গের অনেকে ঐ দোষে অলিপ্ত নহেন ।
আমাদিগের পরিচিত ব্যক্তি বলিলেন,
গবর্ণমেন্ট যদি নিম্ন লিখিত বিষয়গুলির
অনুসন্ধান করেন, কৃত্তার্ঘ্যতালাকে সমর্থ
হইতে পারেন ।

১। “ নফর ” এই শব্দ দ্বারা নির্দেশ
কৃত হইল, মজঃফরপুরে এমন লোক
আছে কি না ।

২। নফর শব্দের অর্থ কি ?

৩। বাহারা নফর শব্দ দ্বারা নির্দেশ
কৃত হইয়া থাকে, তাহাদিগের অবস্থা
কি রূপ ? তাহাদিগের কাজই বা কি ?

৪। যে সকল লোকে মজঃফরপুরে
সচরাচর সাক্ষ্য দেয়, তাহার মধ্যে নফর
বলিয়া পরিচয় দিয়া সাক্ষ্য দিয়াছে, এ
লোক আছে কি না ?

আমাদিগের বিবেচনায় এই উপ
অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধান করা মন্দ
তেছে না ।

—:০:—

গবর্ণমেন্ট ক্রমে ক্রমে সমুদায় ডিপ
টমেন্টের ব্যয় সংক্ষেপ, অপব্যয় নিবারণ
ও সুশ্রাবণী স্থাপন করিয়া সুশৃঙ্খলক
কার্য সম্পন্ন করিবার সঙ্গুপায় বিধান ক
তেছেন ; কিন্তু পবলিক ওয়ার্ক ডিপা
মেন্ট ও রেলওয়ের কিছুই করিতে পা
তেছেন না । আমাদিগের এক জন প
থেরক “ পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট
ও বহরমপুর কালেক্ট ” এই শীর্ষক
কিত একখানি প্রেরিতপত্র প্রেরণ ক
য়াছেন, প্রধানপুরুষেরা তাহার প্রতি
একবার দৃষ্টিপাত করিলেই জানি
পারিবেন, ঐ ডিপার্টমেন্টের কার্য
কিরূপে সম্পন্ন হইতেছে ।

এ ডিপার্টমেন্ট একটা জঘন্য অ
স্থায় রহিয়াছে, কারণ কি ? এ বিভাগে
কি তদ্রলোক প্রবেশ করেন না ? ই
নিয়ার দলে প্রবেশ হইলে কি লোকে
ধর্মজ্ঞান ও সচ্চরিত্রতা বিলুপ্ত হই
য়ায় ? ইহারা পবলিক ওয়ার্ক ডিপা
মেন্টে প্রবেশ করেন, তাঁহারা রাত
রাতি কাগ্যবস্ত হন, গবর্ণমেন্ট কি
জানেন ? এই দাবীটা প্রায় একপ্রক

হইয়া উঠিয়াছে যে, পবলিক
কর্মচারীরা পুনরায় আগিবার
মা রাখিয়া কার্য সম্পন্ন করেন
সুতরাং কাজ শুরু হয় না ; দুদিন
তে মা ধাইতে মেরামত করাইবার
মত তাঁহাদিগকে পুনরাহ্বান করিতে

এই দৌরাণ্ডের নিবারণার্থ আমা
গর বিবেচনার নিম্নলিখিত উপায়ের
লখন বিধেয় হয় । যখন যে নির্মা
র কার্য উপস্থিত হইবে, ইঞ্জিনিয়া-
তাহার নক্সা ও ব্যয়ের অনুমান
য়া এক একটা হিসাব দিবেন এবং
তমত কার্য হইতেছে কিনা, মধ্যে
তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন এবং
শেষ হইলে তাহা দেখিয়া লইবেন ।
বয়ের তার অনিঞ্জিনিয়ার সঙ্গরিজ
ধিক লোকের হস্তে দিতে হইবে ।
ব্যক্তির হস্তে এন্টিমেট ও ব্যয়তার
র কার্য সমর্পিত হইলে পবলিক
ক ডিপার্টমেন্টের চৌধা নিবারণ
যে সুন্দররূপে কার্য সম্পন্ন হইবে,
নক্রমেই তাহার সম্ভাবনা নাই ।
যে লোকের হস্তে ব্যয়তার সম-
র কথা কহিতেছি, তাহার নিয়োগ
ল বিশেষরূপে সাবধান হইতে
ব । একরূপ ধার্মিক লোক নিয়োগ
শ্যক যে সম্মুখাগত অর্থরাশিতে
দিগের মতিভ্রম জন্মাইতে না
ব । আমরা শুনিয়াছি, অনেক সাধু
ব্যক্তিও পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্ট
ট প্রবেশ করিয়া হতচরিত্র হইয়া-
আমরা যখন উল্লিখিত উপায়
খন করিবার পরামর্শ দিতেছি,
গবর্ণমেন্ট জিজ্ঞাসা করিতে
ন, ইঞ্জিনিয়ারদলে কি এক জনও
লোক নাই ? এ প্রশ্নে আমাদের
এই, ঐ দলে কেহই ভাল লোক
এ কথা বলা আমাদের অতি

শ্রেয় নহে । অল্প হটক, অধিক হটক,
ভাল লোক থাকিতে পারেন ; কিন্তু
যখন তাঁহাদিগের দ্বারা চৌধের নিবা
রণ হইতেছে না, তখন আমাদের
নির্দেশিত উপায় অবলম্বন করাই কর্তব্য
হয় ।

মফসলে ন্যায্য ব্যবহার দুর্লভ ।
নগরে সমুদায় বিষয়ই দুর্লভ ও
মহাঘা এবং মফসলে দুর্লভ ও অল্প-
মুনা । নগরে গিয়া বাস কর, কত ব্যয়
পড়িবে, জ্ঞানার্জনের চেষ্টা পাও, কত
ব্যয় পড়িবে, পীড়া হইলে চিকিৎসা
করাও, কত ব্যয় পড়িবে ; কিন্তু মফসলে
এ সমুদায়ই স্বল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হয় । মফ-
সলে কেবল এক ন্যায্য ব্যবহার দুর্লভ ।
ত্রিহৃত হইতে এক ব্যক্তি আসিয়াছেন,
তিনি কহিলেন, মফসলের অবস্থা অতি
শোচনীয়, তথায় বিচারপতি পর্যন্ত
ন্যায় ও আইনগিদ্ধ ব্যবহারে অনুরাগী
নহেন । তাঁহারা ধেরূপ ব্যবহার করেন,
তাহা দেখিলে কোন রূপেই একরূপ বোধ
হয় না যে তাঁহাদিগের উপরে কেহ
আছেন । তথায় সচিব ও ন্যায্য বাব
চার নিত্য দুর্লভ । একরূপ হইবার করে
কত কারণ আছে । প্রথম, উপরের
লোকেরা তাঁহাদিগের কার্যের তত্ত্বাব
ধান করেন না ; তাঁহারা অন্যায় করিলে
নীচের লোকেরা আপনাদিগের অনিষ্ট
শঙ্কার কিছু বলিতে পারেন না ; সুতরাং
তাঁহারা স্বরাচারপরায়ণ হইয়া উঠেন ।
মফসলে অনেক বিধিবিরুদ্ধ কার্য অনুষ্ঠিত
হয় । ত্রিহৃত হইতে আগত ব্যক্তি বলি-
লেন, তথাকার অধিকাংশ হাকিম নীল
করদিগের সবিশেষ সংসর্গ করিয়া
থাকেন ; সুতরাং তত্ত্বতা প্রজাদিগের
সহিত নীলকরের কোন বিবাদ উপস্থিত
হইলে প্রজার জয়লাভ দুর্ঘট হয় ।
একরূপ হওয়া বিশ্বাসের বিষয় নহে । এক

ইউরোপীয় বিচারপতিব ইষ্টের
নীলকরের প্রতি স্বদেশীয় বলিয়া
বত; শ্রেয় আমরা থাকে; তা
আবার ঘনিষ্ঠতানিবন্ধন সুহৃদ্যাব
কাজে কাজেই বিচারকালে বিচার
ইচ্ছা না থাকিলেও চিত্ত নীলকর
পাতী হইয়া উঠে । একরূপ স্থলে স
রের সম্ভাবনা কি ? মফসলের
ব্যক্তির আপনা আপনি অত্য
হইতে বিনিত্র হইবেন, যে সম্ভাব
নাই । সচরাচর তাঁহাদিগের এই স
আছে, দুর্বল ব্যক্তিদিগকে দমন র
উচিত; কোনরূপে তাহাদিগকে বা
দেওয়া কর্তব্য নয় । দুর্বলেরা আপ
গের ন্যায্য প্রাপ্য গণ্ডা ব্যয়িয়া ল
চেষ্টা পাইলেই তাহাদিগের বুদ্ধি
প্রবলেরা এইরূপ মনে করেন ।

আমরা মফসলের বিচাপতিদি
রোগের বিষয় জানাইলাম, একপে
র্নমেন্ট ইহার প্রতীকারচেষ্টা করুন ।

—:—

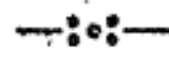
৪ঠা কার্তিক ।

এবার অনেক স্থানেই দুর্ভি
আশঙ্কা জন্মিয়াছে ; দুর্ভিকের যে
প্রধান হেতু অতিরিক্ত ও অনারুষ্টি
বর্ষে তাহা ঘটিয়াছে বঙ্গদেশে অ
ও উত্তর পশ্চিমাংশে অনারুষ্টি । ব
শের অধিকাংশ নিম্ন ভূমির শস্য
রুষ্টিতে নষ্ট হইয়াছে । গত বর্ষে
সকল স্থানের লোকে ভাগরূপ শস্য
নাই । তাহাতে ঐ সকল স্থানের লো
সবিশেষ কষ্ট হইয়াছে । ২৪ পরগ
দক্ষিণাংশের কতক স্থানের লো
কষ্ট অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছে । পক্ষ
উচ্চ ভূমিতে উত্তম শস্য জন্মিয়া
যদি আর একটু বৃষ্টি হয়, সম্পূর্ণ
লাভের সম্ভাবনা ।

তমোলুক, ঘাটাল ও কাঁথিপ্র
স্থানেও সুবিধা নাই । গতবারে “

র দ্বিতীয় বন্য। " এই শিষ্কযুক্ত
 প্রথম পত্র নোমপ্রকাশে প্রকাশিত
 উদ্বার) উহা সমগ্রমাণ হইতেছে ।
 অন্তর্গত চইতে এবার যে একখানি
 পত্র আনিয়াছে, তদ্বারা তথায়
 কক্ষার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হই
 উহার পশ্চিমভাগে যেপ্রকার বৃষ্টির
 শুনা যাইতেছে, তথায় এখানি দুর্ভিক্ষ
 হইয়াছে বলিলে বলা যায়।
 কক্ষলে দুর্ভিক্ষমূল্যে শস্য বিক্রীত
 হইতে ।
 এখন উপায় কি ? বিপদাপন্ন স্থানের
 যত্ন একান্ত আবশ্যিক ; কিন্তু কি
 প্রকার সাহায্য দান করা কর্তব্য ?
 ১৩ মার্চের ১৩ই কার্তিকের কাড়ে
 আনিগের গৃহাদি ভগ্ন হয়, তাহাদিগে
 সাহায্য দান করা হইয়াছিল, তাহা
 আনিগের সংস্কার জগিয়াছে,
 কার সাহায্যদান করা আর না করা
 টাকাতুলি যথ্য নষ্ট হয় : যাহার
 খানিক বাসগৃহ ছিল না, সে ৪।৫
 সামান্য সাহায্য পায়। তাহাতে
 কি উপকার দর্শে ? পক্ষান্তরে
 খানি গৃহ ২৫ টাকার মূল্যে হয় না।
 এবং উল্লিখিত সাহায্যদানপ্রথা
 উচিত না হয় এই আনিগেরা হচ্ছা।
 স্থানে দুর্ভিক্ষমস্তাবনা হইয়াছে,
 এই সময়ে প্রয়োজনানুসারে বাঁধ
 ও বাস্তবভূমি আনয়ন করিয়া
 হইবে এবং যে স্থানে ভালরূপ
 আনিয়াছে তথা হইতে যে স্থানে
 নাই, সেট স্থানে শস্যের আমদানী
 হইবে : গবর্ণমেন্টের এই ভার
 করুন। যে মূল্যে শস্য ক্রয় করা
 এবং শস্য মস্তায়া যাইবার যে ব্যয়
 হইবে তাহার প্রমাণ করিয়া লাভ না
 সম্ভাবিত দুর্ভিক্ষ অথবা দুর্ভিক্ষ
 হইতে পদোশ বিক্রয় করিতে হইবে।
 উপায় আনিয়া হইলে তত্রতা

লোকেরা দুর্ভিক্ষের তাদৃশ প্রকোপ
 জানিতে পারিবেন না, গবর্ণমেন্টেরও
 সাহায্য করিয়া যথায় উপকার করা
 হইবে।



“ ১৮৬৮ অব্দের এদেশীয়দিগের
 বিবাহের আইন। ”

ব্রাহ্মেরা আপনাদিগের বিবাহের
 একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি প্রবর্তিত করিয়াছেন।
 ঐ পদ্ধতির অনুবৃত্ত বিবাহ যদি রাজার
 অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে উহা
 অবৈধ বলিয়া পরিগণিত হইতে এবং
 তদ্বিবাহজাত সন্তানেরা ধনাধিকারবঞ্চিত
 হইতে পারে। এই আশঙ্কা করিয়া
 ব্রাহ্মেরা ঐ বিবাহের বৈধতাসম্পাদনার্থ
 আবেদন করেন। আমরা এতৎসংক্রান্ত
 একটি আইনের পাণ্ডুলেখা ১লা সেপ্টেম্বর
 যর বাবস্থাপকসভায় প্রবেশিত দর্শন
 করিয়া চমৎকৃত হইলাম। উহার
 শিরোনাম লেখা আছে, “ খৃষ্ট ধর্মাব
 লম্বী নয়, একপ কতকগুলি ভারতবর্ষীয়ের
 বিবাহের বৈধতাসম্পাদনার্থ আইনের
 পাণ্ডুলেখা ”। পরে আছে, “ যাহারা
 খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী না এবং হিন্দু, মুসলমান
 বৌদ্ধ, পারসী, ইত্যাদিদিগের প্রণীত পদ্ধতি
 অনুসারে বিবাহ করিবার আপত্তি করে। ”
 প্রথম লেখার উদ্দেশ্য কি : খৃষ্ট ধর্মের
 বেলা খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী নয়, এই কথাটি
 স্পষ্টভাবে লেখা হইল। কিন্তু হিন্দু
 ধর্মাদির প্রসঙ্গে লেখা হইল, তত্তৎ
 পদ্ধতিক্রমে বিবাহ করিতে আপত্তি
 করে। বোধ কর এক ব্যক্তি আর সমুদায়
 কথায় হিন্দু প্রথানুসারে অনুষ্ঠান করি
 তেছে, কেবল বিবাহের সময়ে ঐ প্রথা
 পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রথা অবলম্বন
 করিল, তাহার বিবাহ এই আইনের অনু
 সারে বৈধ হইবে কি না? যদি হয়,
 এটি সমাজের উপকারক না হইয়া অপকা
 রক হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। যদি

কোন হিন্দু দুই টাকা রেজিষ্টারী ফী
 এবং তিন জন সাক্ষী রাখিয়া
 বেশ্যার পালিগ্রহণ করে এবং
 বেশ্যাকে লইয়া আপনায় পৈতৃক
 ভূমিতে অবস্থিতি করে, সেটা সম
 উপকারের না অপকারের হইবে ?
 ব্রাহ্মেরা যখন বিবাহের স্বতন্ত্র
 তির সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন সেই
 তির অনুসারে যিনি বিবাহ করি
 তাহার বিবাহ সিদ্ধ হইবে, এই
 আইন করিলে কি সর্বজন মঙ্গল
 না? তাহা করিলে হিন্দুধর্মাদির
 ব্রাহ্মধর্মের স্বতন্ত্রতা স্বাকার ক
 উহার গৌরব বৃদ্ধি করা হইত স
 নাই। আমরা যে আনিগের আশঙ্কা
 তেছি, তাহাও থাকিত না। ব্রা
 স্বরূপনিকপণ করা কঠিন বিবে
 করিয়া পাণ্ডুলেখাকর্তা উক্ত
 পাণ্ডুলেখা করিয়াছেন, কেহ কেহ
 কপ বলেন; কিন্তু আনিগের বিবে
 এটি অতি অকিঞ্চিৎকর বাক্য।
 আনিগের অবলম্বিত নির্দিষ্ট পদ্ধতি
 মত্রে যে বিবাহ হইবে, তাহাই
 বিবাহ। যদি এ লক্ষণ না হয়, হিন্দু
 মুসলমান প্রভৃতি বিবাহেরও
 লক্ষণ ক বতে হয়। হিন্দুধর্মামু
 বিবাহ করিয়া তাহার অপভ্রব বরা
 সহজ না হয় ব্রাহ্মবিবাহের অ
 করাই বা কিরূপে সহজ হইবে ?
 পাণ্ডুলেখা বরের ১৮ বৎসর এবং
 নার ১৪ বৎসর বিবাহের যে বয়স নির্দি
 করা হইয়াছে, এটি অতি উত্তম হইয়া
 কনার ১৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হই
 পূর্বে সে যদি বিবাহার্থিনী হয়, বি
 মাতার অনুমতি গ্রহণের এবং বহুবি
 কারির দণ্ডের যে বিধি করা হইয়া
 সেটি ও উত্তম কপ। এই পাণ্ডুলে
 একটি অসম্পূর্ণতা দোষও লক্ষিত হই
 ত্রী অথবা স্বামী পরিত্যাগের এ

ইহাতে এবেশিত করিয়া দেওয়া
ব্য।

কলিকতা রাজধানীর যোগ্য
স্থান কি না?

যখন কলিকতায় মিউনিসিপালিটির
ধুম ছিল না, ড্রেন ও পয়ঃপ্রণালীর
গন্ধও ছিল না, তখনকার গবর্নর
জেনরেলেরা কলিকতাকে অস্বাস্থ্যকর
স্থান নির্দেশ করেন নাই, তাঁহারা
লা অথবা দারজিলিঙকে কলিকতার
ধানী করিবার কখন স্বপ্নও দেখেন
নি; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, শত বৎসরের
কলিকতা হঠাৎ এমনি অস্বাস্থ্যকর
স্থানের অযোগ্য হইয়া উঠিল, যে
গবর্নর প্রধান পুরুষেরা নিম্নেবকাল
এখানে থাকিতে সাহসী হন না।
এইরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়
নহে। পূর্বকার প্রধান রাজপুরুষেরা
বিগ্রহাদি বিষয়ে সতত লিপ্ত ছিলেন
নতুন নতুন রাজনীতি ও কার্য্যপ্র
ণালীর উদ্ভাবনের আবশ্যিকতা ছিল;
রাং তাঁহারা পরের অর্থে আপনাদি
কর্তব্য ভোগবাসনা চরিতার্থ করিয়া
স্বাধীনতা করিয়া যান, এরূপ অব
স্থা পাইতেন না; কাজে কাজেই কলি
কতা অস্বাস্থ্যকর, এখানে বাস করিলে
বহুতকাল সংকীর্ণ হইয়া আসিবে,
গবর্নর আতঙ্ক তাঁহাদিগের
স্থান প্রাপ্ত হইত না। এখন
গবর্নর জেনরেলদিগের সে
স্বাধীনতা নাই; সর্জন বিগ্রহাদির তাদৃশ
স্বাধীনতা নাই; এখন আর কোন বিষয়ে
স্বাধীনতা চিন্তায় মগ্ন হইয়া ক্রেশ
নাই; এখন কোন জটিল বিষয়
সম্মত হইলে ফেটসেক্রেটারিই
স্বাধীনতা করিয়া দিয়া থাকেন;
কাজেই একগণকার গবর্নর জেনর
ল ভোগান্তিসাধী হইয়া উঠিয়াছেন।

যে পুত্র পিতার অতুল সম্পত্তির অধি
কারী চটয়া অর্জনকেশ হইতে মুক্ত
হয়, তাহাকে ভোগের উপাস্থিতিতেই
বিসফন পাটু দেখিতে পাওয়া যায়।
অতএব একগণকার গবর্নর জেনরেলেরা
বিলাসী হইয়া যে শৈলবাসের অস্বাস্থ্য
তৎপর হইবেন, সেটা বিস্ময়ের বিষয়
নহে।

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল,
তাহাতে এই স্থির হইতেছে, ইদানীন্তন
গবর্নর জেনরেলদিগের ভোগপ্রিয়তা ও
অস্বাস্থ্যকর স্থানান্তরে রাজধানী করি
বার প্রস্তাবের প্রধান কারণ। অন্যের
অথবা অন্য সুবিধা অসুবিধা পরিগণিত
হইতেছেন। এক্ষণে আমরা যে অনেককে
শৈলবিহারী দেখিতে পাই, সেটা প্রধা
নের অসুকরণমাত্র। শত বৎসরে কলি
কতা যে শ্রীম্পন্ন হইয়াছে, গবর্নর
জেনরল ইহাকে পরিত্যাগ করিলে ইহা
যে ক্রমে সেই শ্রীভ্রষ্ট হইবে, এ অনি
উচিত বিষয় কেহ চিন্তা করিতেছেন না।
পর্যন্তবাস করিয়া শাসন কার্য্যের যে কি
সুবিধা হইবে, তাহাও আমরা হৃদয়ঙ্গম
করিতে পারিতেছি না।

কলিকতা অস্বাস্থ্যকর, ইহা সপ্র
মাণ করিবার নিমিত্ত লাড কানিঙ, উই
লসন ও রিচিনাছেব প্রভৃতি কয়েক
প্রধান ব্যক্তির সূত্বে উদাহরণস্থলে
প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আমাদের
বিবেচনার এ আপত্তি যুক্তিসহ নহে। এক
শত বৎসরের মধ্যে কত প্রধান লোক
কলিকতায় আনিয়াছেন এবং সুস্থ শরীরে
স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছেন। কলি
কতা যদি যমের পঞ্চদ্বার হইত,
আমরা কাহাকেই স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত
দেখিতে পাইতাম না। পক্ষান্তরে যাহারা
কলিকতাতেই রাজধানী থাকুক, এই
মতের সমর্থন করিতেছেন, তাঁহারা উইল
সন প্রভৃতির মৃত্যুর বিশেষ কারণ প্রদ
র্শন করিয়াছেন।

কলিকতা পরিত্যক্ত হইলে রাজধানী
কোথায় হয়, ইহা লইয়াও বি
মতভেদ হইতেছে। কেহ কহিতে
নিম্নায় রাজধানী হউক, কেহ
কহিতেছেন দারজিলিঙে, কেহ বোম্বাই
যখন এ বিষয়ে মতের ঐক্য হই
না, একটি স্থান সর্ব্ববাদিসম্মত
হইতেছে না, তখন রাজধানী যে
স্থানেই থাকুক, এই সি
দ্ধি সঙ্গত হয়।

এপ্রকার দ্বন্দ্বস্থলে আমরা
বাস্তবিক যেরূপ নির্দেশ করি
লাম, তদনুসারেই শ্রেয়ঃকল্প।
জেনরেলের স্বাস্থ্যাস্থ্য লইয়াই
কথা। কিন্তু যদি ভারতবর্ষের
প্রেসিডেন্সিতে এক এক জন গ
বর্নর গবর্নর জেনরেলের পদটি
ইয়া দেওয়া হয়, সমুদায় আপত্তি
হইয়া যায়। যিনি বাঙ্গালা প্রেসিডে
ন্সি গবর্নর হইবেন, তাঁহার যদি কলি
কতা না হয়, তিনি উত্তর পশ্চিমা
বাস করিবেন। ইংলওই আমাদের
রাজধানী হউক। এখন সকল বিষয়
সুবিধা হইয়াছে, এখন ইংলও
ভারতবর্ষ শাসন হুকুম হইবে না। ই
ংলও ভারতবর্ষের রাজধানী হইলে ভারত
বর্ষের অধিকতর উৎসাহসম্বিত
হইবে। এদেশীয়দিগের ব্রিটিশ রাজ্যের
ক্রমে মম গাতিমান জন্মিবে। ইং
লও স্বাধীন শাসনপ্রণালী, এখানে
নাই। এখানে ব্যবস্থাপক সভাপ্রভৃতি
স্বাধীন লোকদিগের প্রবেশানুমতি ও
করিয়া স্বাধীন শাসন প্রণালীর বাস্তব
করা হইয়াছে। ইংলও রাজধানী
হইলে গবর্নর নৈকট্য সম্বন্ধ হইলে সেই
অস্বাস্থ্যকর ও বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত
ভারতবর্ষীয়দিগকে সত্ত্বর তাহার
দেয় ফলভোগী করিবে সন্দেহ নাই।

মাতলা খেলছে।

আমূল্য কার্য সম্পন্ন না করিয়া বিষয় পরিত্যাগ করা ইংরাজ জাতির বশিষ্ঠ নহে। এ স্বভাবের যে বাণিজ্য ঘটিয়াছে, বঙ্গদেশের বর্তমান নষ্ট মাতলা রেলওয়ের পরিত্যাগে তাই হইয়া তাহার পরিচয় দিরাছেন। এক টাকা বায় হইয়া গিয়াছে, আর এক লক্ষ টাকা বায় করিলে উহার চইতে পারে, এ সম্ভাবনা থাকিতে পরিত্যাগ করিয়া আসা কাপুরুষের সন্দেহ নাই। অন্তরের সহিত যদি পাওয়া হয় বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। শিয়ালদহ হইতে সোণাপুর পর্যন্ত আরোহীর শাটে বেশ লাভ হয়। মধ্যে মধ্যে দ্রব্যাদি দ্বারাও হয়। মাতলা হইতে আজি কালি পর্যন্ত অতিশয় আমদানী হইতেছে। যখন কোম্পানিকে গবর্ণমেন্ট যদি সাহিত্য না করিতেন, তাহা হইলে অধিকতর আমদানী হইত। এখন গবর্ণমেন্টের কর্তব্য আপনাদিগের পরিত্যাগ পরিত্যাগ করিয়া উহাদি উৎসাহ বর্ধন করেন। মাতলায় এখন প্রস্তুত হইবার কয়েকটি কলও হইতে চলিয়াছে। ত্রৈলোক্য হইলে একটা আয়ের উৎকৃষ্ট উপায়। আর যদি গবর্ণমেন্ট আমদানী হইয়া মাতলায় জাহাজাদি আনিতে উপায় করিয়া দেন, ক্ষতি হইবার প্রকার সম্ভাবনা থাকিবে না।

অপর, মাতলায় আর অর্থব্যয় করা যাই। জাহাজাদি গমনাগমনের ব্যবস্থা যদি গবর্ণমেন্টের একান্ত অন্তঃস্বত্ব, সোণাপুর হইতে কুষ্টিপার্বত্য সীমানা বুলুন। তাহা খুলিলে কেবল জাহাজ গমনাগমনে লাভ হইবে একটা লাইনে অধিকমাত্রা লোকের

গমনাগমন এবং কাষ্ঠ ও আতব তণ্ডুলের ব্যবসায় দ্বারা অধিকতর লাভ হইবার সম্ভাবনা। দক্ষিণ অঞ্চলে তণ্ডুলের একটা বিলক্ষণ ব্যবসায় আছে, অনেক টাকার ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

—:—

সিয়ার আলি খাঁ ও ভারত-বর্ষীয় গবর্ণমেন্ট।

সিয়ার আলি পুনরায় পিতৃদত্ত সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ছুরাআ আজিম খাঁ দুরীভূত হইয়া আবদুল রহমানের শরণাগত হইয়াছেন আজিম যে সমস্ত অত্যাচার করিয়াছিলেন, সিয়ার আলি তাহার প্রতীকারচেষ্টায় আছেন। তিনি বলপূর্বক যেসকল লোকের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, সিয়ারআলি তাহাদিগের কোন উপায় করিয়া দিবেন, এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। যেসকল সরদার সিয়ার আলির বিপক্ষ হইয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। এইরূপ তিনি আপনার উদার্যাদি গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। বোধ হয় এইসকল বিশেষ গুণ দেখিয়াই তাঁহার পিতা দোস্ত মহম্মদ তাঁহাকে সিংহাসনের অধিকারী করিয়া যান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমাদিগের গবর্ণমেন্ট তাঁহার এই সকল গুণ গ্রহণে সমর্থ হন নাই। আমরা প্রথমাবধি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে তাঁহার সহিত মৈত্রী বিধানের অনুরোধ করিয়া আসিতেছি; কিন্তু কি বুঝিয়া বলিতে পারি না, গবর্ণমেন্ট তখন তাঁহার সহিত সৎ ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু এক্ষণে রুশিয়াকে অগ্রসর দেখিয়া অনেকেই এই অনুরোধ করিতেছেন। আজ্ঞা দেয় বিষয় এই, আমাদিগের গবর্ণমেন্টেরও তাৎপরিবর্ত হইয়াছে। সিয়ার আলি ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট উভয়েই পরস্পর মৈত্রীবন্ধনে উৎসুক হইয়াছেন।

রুশিয়েরা মধ্য আসিয়ায় যে প্রকাল বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে এক্ষণে একপ বোধ হয় না যে, উহার স্থানেই জয়লাভ করিয়া রণকণ্ডু বিক্রয় দন ও রাজ্যবর্ধনলালসাকে চরিত্র করিয়া কৃতার্থমান হইবে। স্বর্ণপ্রসূত বর্ষ জয়লাভ পরিত্যাগ করা সহজ মহাবীর আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষ লোভনীয় হইয়াছিল। ইংরাজরাও ভারতবর্ষে অধিকারলাভ গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতে থাকেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুটশোভা এত উজ্জ্বল হইয়াছে, ভারতবর্ষে অপত্যলাভ তাহার অন্যতর কারণ। এ লোভনীয় বিষয়ের লোভ পরিত্যাগ রুশিয়ের সাধ্যাত্ত নহে উহারা বল অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রতি সন্দেহিত পাত করিতেছে।

যাঁহাদিগের মুসলমান ধর্মের আত্মাত্মিক বিদ্বেষ আছে, তাঁহারা তৈরিত্ব করেন। রুশিয়েরা যদি মধ্য আসিয়া কার্যে প্রভু হয়, মুসলমান ধর্ম উন্নত হইবে। তাঁহাদিগের মতে এটা এ পরম লাভ সন্দেহ নাই; অতএব রুশিয় জয়কার্য তাঁহাদিগের অনতিশ্রেষ্ঠ। তাঁহারা যে ক্ষণে এই চিন্তা করিতে সেই ক্ষণেই ভারতবর্ষের বিষয়ে তৈরিত্ব করেন, রুশিয়েরা খৃষ্টধর্মের ইংরাজেরও খৃষ্টপরাগণ, অতএব যের বিবাদ ঘটবার সম্ভাবনা আমাদিগের গবর্ণমেন্ট যেন এই পতিত না হন। উভয়ের সীমা পরস্পরী হইলে স্বভাবতই বিবাদের কারণ ঘটয়া উঠে। এই নিমিত্ত সশাস্ত্রকারেরা বিষয়ান্তর রাজাকে বলিয়া গণনা করিয়াছেন। বিশেষত রাজা জিগীষু হন, তাঁহার বিবাদ ঘটনার কারণে অসম্ভাব হয় না। ধর্মের এই বিষয় ঘটিত বিরোধের নিবারণে সম

খর্কের সে সামর্থ্য থাকিলে কুরুপা
আমেরিক ইংরাজে এবং আমে-
ও আমেরিকে যুদ্ধ হইত না। এ
গুলি সামান্যও নহে।

খর্কেন ফোন বেগবান নদ শ্রোতো
হইয়া আসিতে থাকে, পর্বত
তৎসদৃশ কোন বস্তু তাহার সন্মুখে
হুত করিতে না পারিলে তাহার গতি
হয় না। কুশিরেরা বেগবান নদে
উদ্ভাসিগের ভারতবর্ষাতিমুখে গতি
করিবার প্রধান উপায় নিরায়ালি।
উদ্ভাসিগের গতিরোধবিষয়ে শৈলরূপ
করিবেন। অতএব আমাদিগের
সম্প্রদায়ের একান্ত কর্তব্য যে সর্বতো
ব তাহার সপক্ষতা করেন।

মৃতন পুস্তক ।

১। প্রহ্লাদবিজয় । এখানি সংস্কৃত
ক। শ্রীযুক্ত রামতারণ শিরোমণি
র রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত
কে গদ্য পদ্য ও প্রাকৃত যেষ্টকার
ই থাকে, ইহাতে তাহা আছে।
কালি সংস্কৃত ও প্রাকৃতের চর্চা
প বিবল হইয়াছে, এ প্রকার নাটক
প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।
প্রার্থনানুসারে শ্রীকৃষ্ণ প্রহ্লাদকে
নাক দৈত্যের অর্থাৎ প্রেরণ করেন।
এ দৈত্যের কন্যা প্রভাবতীর
হুত প্রহ্লাদের পরিণয় হয়, ইহাই
নাটকের বর্ণনীর ইতিহাসের সারাংশ।
এখানি সাত অঙ্কে প্রণীত হইয়াছে।
শিরোমণি প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণী
নহেন; কিন্তু তাঁহার কবিতাগুলি
ও প্রাকৃতের অপেক্ষা সমধিক সুন্দর
হইয়াছে। প্রাকৃতগুলি গদ্য অপেক্ষা
ও অধিকতর নীবস হইয়াছে। এরূপ
বার কারণ এই, প্রাকৃতের বহু প্রকার
দ আছে। প্রাচীনকালের নাটক
গিতারা তদ্র লোক ও ইতর লোকের

পরস্পর কথোপকথনকালে স্বতন্ত্র
স্বতন্ত্র প্রাকৃতের প্রয়োগ করিয়াছেন,
কিন্তু শিরোমণি তাহা করিতে পারেন
নাই। গোড়ীর রীতি অবলম্বন করিয়া
গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। শিরোমণি
গোড়ীর কবিদিগের ন্যায় অনঙ্গ আড়-
ম্বরপ্রিয়। পাঠকগণ তাহাতে এরূপ
অনুমান করিবেন না যে, তাঁহার সমুদয়
কবিতাই আড়ম্বরপূর্ণ। কতকগুলি
কবিতা বিলক্ষণ প্রসাদগুণবিশিষ্ট,
প্রাজ্ঞস, সুতরাং সমধিক মনোহর হই
য়াছে। ফলতঃ অনেকগুলি কবিতার
রচনা প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় হইয়াছে।

২। অরণ্যযাত্রা। এখানি বাঙ্গালা
কলিকাতা সংস্কৃত পাঠশালার অন্যতর
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিনাথ নারায়ণ বাল-
কবালিকাঙ্গের উপকারার্থ রামচন্দ্রের
অরণ্যযাত্রা অবলম্বন করিয়া এখানি
লিখিয়াছেন। আদি কবি বাল্যীকি এই
অংশে রামচন্দ্র, ভরত ও লক্ষ্মণ প্রভৃ-
তির যেষ্টকার চরিত্রবর্ণন করিয়া-
ছেন, তাহাতে এতৎপাঠে বালক বালি-
কাঙ্গের মহোপকারলাভ সম্ভাবনা, অনু-
বাদক লিখিয়াছেন, “ কৈকেয়ীর স্বার্থ
পরতা, দশরথের সতাপালন, রামের
বাক্যানিষ্ঠা, পিতৃভক্তি, ধৈর্য্য ও গাভীর্য্য,
লক্ষ্মণের সরলতা, বীরতাব ও গুণানুরাগ
কৌশল্যার পুত্রবাসল্যা, সীতার পতি
পরায়ণতা ও মহানুভাবতা এবং ভরতের
মহীয়ান ঔদার্য্য, গুণানুরাগ ও ধর্মপ-
রতা, এগুলি ভগবান্ বাল্যীকি এই
অংশে অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়া-
ছেন।” অনুবাদ অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

৩। কাবামঞ্জরী। এখানি শ্রীযুক্ত
বলদেবপালিতপ্রণীত। ইহাতে নানা-
বিধ পদ্যে কবিতার জয়া, কামবন,
প্রভাত, মধ্যাহ্ন, প্রদোষ ও রজনীপ্রভৃতি
কবি বর্ণনীয় কয়েকটা বিষয়ের বর্ণনা

করা হইয়াছে। এগুলি পাঠ করিয়া
কারের যে বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি
তাহার পরিচয় পাওয়া গেল।

৪। কুমুদতী নাটক বনোয়ারিল
রায় হাজার প্রণয়নকর্তা। অবশ্যীপু-
রাজা কিশোরকেতন এই গ্রন্থেব না-
ও বিদর্ভনাথের কন্যা কুমুদ-
নারিকা। কিশোরকেতন এক নি-
স্বপ্নে দেখেন যেন এক তাপসকুম-
তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার প-
গ্রহণেব অসুরোধ করিতেছেন। পশ-
কিশোরকেতন দুর্ভাসা মুনির প্রা-
নুসারে তপোবনে গমন করেন।
থানে সত্যত্রয় মুনির আশ্রমে কুমুদ-
নামিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উভ-
প্রণয়মঞ্চের হইয়া পশ্চাৎ বিবাহ
বিদর্ভনাথ স্বীয় কন্যার বিমলা
নিমিত্ত সত্যত্রয়ের আশ্রমে রা-
আসিয়াছিলেন। নাটকখানি অ-
নয়যোগ্য হইয়াছে। লেখাটী সু-
হইয়াছে।

৫। ইন্দু : ভা। এখানিও বা-
নাটক। গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থকারের প্রশ-
করা যায়, ইহাতে এমন কিছু দো-
পাওয়াগেল না। গ্রন্থকার নানা গ্রন্থে
কিছু লইয়া রচনা করিয়াছেন।
অংশেও বিশেষ চমৎকারিতা

৬। গঙ্গাসা সূক্ষ্মা গতিঃ। এখ-
নাটক। জমীদারের অত্যাচার
করা হইবার উদ্দেশ্যে। অগদীশ
জমীদার বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
নার ভ্রাতৃপুত্রের হত্যার চেষ্টা
ধর্ম্মে তাঁহার রক্ষা করেন এবং
প্রভাবে তঁহা প্রকাশ হইয়া পড়ে।
উৎকোচ গ্রন্থ করিয়া গোপনের
পাইয়াছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মের এমনি
মাজিষ্ট্রেট সরকারিটে গিয়া উভা-
কৌশল জানিতে পারিয়া সকলকে

১০। মনোহরমা । এখানি একখানি
পত্র বহি । কন্যাসম্মানকে লেখাপড়া
এই আবিষ্কার, ইহা প্রতিপন্ন করিবার
জন্য একটা বিদ্যাবতী রমণী ও মুখ
ময়ী : বাবহার গল্পক্ষেত্রে লিখিত হই
ছে । এগ্রন্থও কিছু বিশেষ চাতুর্য্য
কর্ত্ত হইল না ।

১১। বর্ষাবিহারহেতু বিরহিনীবি
প । শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী শব্দে
এই প্রণয়ন করিয়াছেন । সংস্কৃত ছন্দ
লক্ষণ করিয়া এখানি লিখিত হই
ছে । এই ছন্দ পাঠকগণের হৃদয়গ্রাণী
কবি না, তাহার পরীক্ষার্থ আমরা
একটা কবিতা এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া
দািম ।

১২। বর্ষাবিহারহেতু বিরহিনীবি
প । শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী শব্দে
এই প্রণয়ন করিয়াছেন । সংস্কৃত ছন্দ
লক্ষণ করিয়া এখানি লিখিত হই
ছে । এই ছন্দ পাঠকগণের হৃদয়গ্রাণী
কবি না, তাহার পরীক্ষার্থ আমরা
একটা কবিতা এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া
দািম ।

১৩। বর্ষাবিহারহেতু বিরহিনীবি
প । শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী শব্দে
এই প্রণয়ন করিয়াছেন । সংস্কৃত ছন্দ
লক্ষণ করিয়া এখানি লিখিত হই
ছে । এই ছন্দ পাঠকগণের হৃদয়গ্রাণী
কবি না, তাহার পরীক্ষার্থ আমরা
একটা কবিতা এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া
দািম ।

১৪। বর্ষাবিহারহেতু বিরহিনীবি
প । শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী শব্দে
এই প্রণয়ন করিয়াছেন । সংস্কৃত ছন্দ
লক্ষণ করিয়া এখানি লিখিত হই
ছে । এই ছন্দ পাঠকগণের হৃদয়গ্রাণী
কবি না, তাহার পরীক্ষার্থ আমরা
একটা কবিতা এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া
দািম ।

তাড়ত ভলম মল বিঘোর নাদে ।
সংকত সমরত বিরহী বাদে ॥
সাধ কাঁপত অধর ঘোর ঘানে ।
ঘন চাতক বোলত কোষ মনে ॥
ঘন ভগাডুত ভাতায় মেঘ দলে ।
বিল নীচগ খন্দক পূর জলে ॥
নাচায় শি খকুল পুচ্ছা বসারি । (১)
রস মদ পাগর নীর নেহারি ॥
ওকছ জুড়ঙ্গ বৈর উপেখি । (২)
প্রণয়ত খেলত তম্বুদ ডোখি ।
বনপুল চৌদাশ বাস (৩) বিদ্যাশে ।
মধুস উন্মাদ মধুপ বিদ্যাসে ॥
নব তৃণ শোভত শ্যামল বরণে ।
কতুবর আওত মস্তুর গমনে ॥
কেতক দারক, জীবন নাশক,
মম্বথ শায়ক পুঞ্জ ।
কুল বকুলারি, লোচন রোচয়ি
ঘটপদ লোণয় গুঞ্জে ॥
আধাবদাশত, মালতী পুষ্পিত,
সৌভত বাহত বাতে ॥
কুজত তীতব, বর্ষ সুগা স্বর,
নাচত কুঞ্জত গাতে ॥
শোভিত নদোবন, পদ্মমনোহর,
ভাসিত নীর নদীনে ।
বাল তৃণাকুর, শ্যামল সুন্দর,
রাঞ্জত রমা পুলিনে ।
নবস ড ক্রম, পাশি নবোদক,
ক্রীড়ন কুণ্ডক তীরে ।
হংস বলাকর্কি, শৈবল ভেতাধি,
চক নিবেশয় নীথে ॥
পানপ পরব শোভত তরুণে ।
চিত শাবক বেলত করুণে ॥
ঘের মলীত্ব হ্রততী পাশে ।
হে ন যতন বন প্রাণ উদাসে ॥
কোশ তকী, মূল বনক আভাসে ।
উজার খত ভল মগন বিলাসে ॥
ধান্য গোচ যত অবনত গাতে ।
হেলত দালত বাত আঘাতে ॥
মৃগকুল মোদত গহন বেড়াওয়ে ।
শরত শশক দল ইত উত যাওয়ে ॥
শুকর খেলত পঙ্ক মাঝাবে ।
মহিষ সুখতাচত সরহি সাতারে ॥

(১) বিজ্ঞার করিয়া । (২) উপেক্ষ করিয়া
(৩) গন্ধ ;
(৪) বকসেবী (৫) সিন্দা তরুই, (৬) সরোববে

১৫। হিতসাধিনী । এখানি আ
পত্রিকা । প্রথম খণ্ড ও প্রথম সংখ
পত্রিকাব উদ্দেশ্য, ঈশ্বরস্তোত্র, বি
বর্ষা ও শারদের ছন্দ এই কয়টা বি
সম্মিবেশিত দৃষ্ট হইল । ইহাতে
এবং মিত্রাকর ও অমিত্রাকর
বিষয় কয়টা লিখিত হইয়াছে । এ
পত্রিকা স্থায়ী হইবে, আশা
এরূপ বোধ হয় না ।

—:—
প্রাপ্ত ।

১৬। হিতসাধিনী । এখানি আ
পত্রিকা । প্রথম খণ্ড ও প্রথম সংখ
পত্রিকাব উদ্দেশ্য, ঈশ্বরস্তোত্র, বি
বর্ষা ও শারদের ছন্দ এই কয়টা বি
সম্মিবেশিত দৃষ্ট হইল । ইহাতে
এবং মিত্রাকর ও অমিত্রাকর
বিষয় কয়টা লিখিত হইয়াছে । এ
পত্রিকা স্থায়ী হইবে, আশা
এরূপ বোধ হয় না ।

১৭। হিতসাধিনী । এখানি আ
পত্রিকা । প্রথম খণ্ড ও প্রথম সংখ
পত্রিকাব উদ্দেশ্য, ঈশ্বরস্তোত্র, বি
বর্ষা ও শারদের ছন্দ এই কয়টা বি
সম্মিবেশিত দৃষ্ট হইল । ইহাতে
এবং মিত্রাকর ও অমিত্রাকর
বিষয় কয়টা লিখিত হইয়াছে । এ
পত্রিকা স্থায়ী হইবে, আশা
এরূপ বোধ হয় না ।

১৮। হিতসাধিনী । এখানি আ
পত্রিকা । প্রথম খণ্ড ও প্রথম সংখ
পত্রিকাব উদ্দেশ্য, ঈশ্বরস্তোত্র, বি
বর্ষা ও শারদের ছন্দ এই কয়টা বি
সম্মিবেশিত দৃষ্ট হইল । ইহাতে
এবং মিত্রাকর ও অমিত্রাকর
বিষয় কয়টা লিখিত হইয়াছে । এ
পত্রিকা স্থায়ী হইবে, আশা
এরূপ বোধ হয় না ।

এবে মর্ষ রক্ষা করিতে ভাল বাসে, তারি গদিয়ান মহাজনের নিকট টাকা হুত রাখিয়া প্রায়শ শতকরা বার্ষিক ১৮ ১ ও কোন কোন স্থলে ১২ টাকা ও স্থল ব অধিক টাকা রাখিলে স্থান করে ৯ টাকা পাইয়া থাকে। যাহারা মহাজনের নিকটে গচ্ছিত রাখিতে অল্প লাভ বিবেচনা, অথচ অল্প টাকা খাটাইয়া নানাবিধ পথে নিজ ব্যয় পোষাইয়া লইতে চায়; তারাই কৃষকদিগের নিকটে উক্ত নিয়মে লইয়া টাকা ও ধান্য কর্ত্ত দিয়া থাকে। কৃষকভিন্ন অন্যান্য লোককেও সোণা বন্ধক রাখিয়া আবশ্যকমতে প্রতি মাসিক আধ আনা অথবা তিনপাই টাকা কর দেয়। মফস্বলের একপাশে ৪১. টাকা হুদে গচ্ছিত টাকা রাখিয়া টাকা হুদে কৃষকদিগকে টাকা কর্ত্ত দিলে হুদে কার্য সুবিধামত চলিবে কি না ও হুদে উন্নতি হইবে কি না, তাহা ব্যাঙ্ক কর্ত্তাদিগের পূর্বেই বিবেচনা করা হইবে।

কৃষকদিগের সম্পত্তির মধ্যে কৈবল করে বলনগর; মূল্যবান বস্তু আর কিছুই না। সেই গর উত্তম হইলে তাহার ১৫ ও অধম হইলে ৫ টাকা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত কৃষকের প্রতি লাভলে অথবা তিনটি করিয়া বলদ থাকে তাহা লইলে তাহাই বিক্রয় করিয়া মহা লাভ প্রাপ্তি করিতে হয়।

কৃষকদিগের এখনও একপ সংস্কার বন্ধ হইয়াছে যে ইংরেজেরা ফাকি দিয়া হুদে যাদু কর্ত্ত লইয়া দেশে চলিয়া যাইয়া গর (নোট) দিয়া টাকা লওয়া তাহার দেখায়। এ প অবস্থার ব্যাঙ্কের নিয়ম বহুচিন্তাশীলতা আবশ্যিক এবং ব্যাঙ্ক কর্ত্তাদিগের একপ ভ্রমতা আবশ্যিক যে প্রণালী দেখিয়া কৃষকেরা গবর্নমেন্টের প্রায় ও আপনাদের ভবিষ্যতুত্তি এবং উপকার সহজেই হুদে করিতে

বঙ্গীয়দিগের বৈদিক অমূল্যতা।
(গতপ্রকাশিতের পর)

পূর্বে পূর্বে পত্রিকাসকলে পরিণয় ও শিক্ষা প্রণালী, রাজকীয় এবং ইংরেজাদি ভিন্ন জাতীয় বঙ্গদিগের কার্য্যালয়ের কার্যপ্রণালী ও মাদকসেবনপ্রভৃতি বিষয় লিখিত হইয়াছে। অন্য দেশীয় নারীগণের হুদে বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে।

বিদ্যা অমূল্য ধনে বিদ্যার অজ্ঞান তিমির বিনষ্ট হয়; হিতাহিত বিবেচনা হয়; বিদ্যা লোকদিগকে নম্র বিনীত মরল ও সংস্কার বাপন করে। বিদ্যার রসাস্বাদনে কোমল রসনাও অধিক কোমলস্বভাব প্রাপ্ত হই। সুধানন্দবাক্য বারি বর্ষণ করিয়া শোবনস্তম্ভ লোকদিগের তাপিতাস্ত্যকরণ শীতল করে। বিদ্যার সুখসমৃদ্ধতা ও সমৃদ্ধিবুদ্ধি হইতে পারে। বিদ্যাকপ কল্পবৃক্ষে নানা বধ সুখ ও শুভকর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! এমন অমূল্য বিদ্যায়নে এদেশীয় প্রায় যাবতীয় অজ্ঞান নিতান্ত বন্ধিত। এদেশীয়েরা আপন আপন পুত্র দিগকে বিদ্যাভূষণে ভূষিত করিবার মন, নাতিশয় বহু ও চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু কন্যাগণের বিদ্যোপার্জননিমিত্ত কিছুমাত্র মন ও কোন প্রকা উপায় অবলম্বন করেন না। চেষ্টা অন্তরে থাকুক, তাহাদিগকে টাকা প্রদান করা আবশ্যিক কি না বোধ করি অনেকেই তাহা জ্ঞানেও এক বার ভাবেন না। অজ্ঞানগণ অজ্ঞানস্বভাব থাকিয়া যাবজীবন দাসীর ন্যায় গৃহকার্যসকল নির্বাহ করেন বোধ করি তাহাই তাহাদের অভিপ্রায়। পুত্রেরা বিদ্যাবান হইলে দেশ দেশের ও সংসারের উপকার হইতে পারে, স্ত্রীগণ বিদ্যাবতী হইলে সেইরূপ অথবা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে দেশের ও সংসারের সৌভাগ্য সাধন হওয়া অসম্ভব নহে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে সুন্দর শিক্ষিত হইলে সংসার কি অভ্যাশ্রয় অনির্ভরচরী সুখস্বাদনই হয়। কোন স্থলের অসুখ থাকে না। গৃহকার্য সুলভি কেমন সুচারুবেপে নির্বাহ হইতে পারে। শিশুগণও কেমন সুন্দরবেপে প্রতি

পালিত হইতে পারে। সংসার বাপন হইতে প আবলাগণ চির কাল সুখ থাকিবে, ইহা জগদীশ্বরের অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে তিনি নারীগণকে পুরুষদিগের ন্যায় বুদ্ধি স্বরূপশক্তি প্রভৃতি মানসিক বুদ্ধিগুলি প্রদান করিতেন না। অথবা অনেকেই স্ত্রী প্রচলিত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন ও স্বীকার করিতেছেন এবং অনেক দেশেই ভ্রমসম্মত স্থানে স্থানে বালিকাশিক্ষা স্থাপিত করিয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। এগুলি দেশের শুভ সম্বন্ধ নাই। সাংসারিক অধিকাংশ ও সুখ দুঃখ স্ত্রীগণের প্রতি নির্ভর করে। তবে স্ত্রীগণকে অজ্ঞানাবৃত রাখা কি প্রযুক্তি ও ন্যায় সুগত বলিতে পারা যায়। জাত্ত্ববিোধ, গৃহবিজ্ঞান, প্রতিবাদ, অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণের সহিত বিসম্বাদনি প্রায় যাবতীয় সাংসারিক লভ্য স্ত্রীগণের সুখতানিবন্ধনই ঘটি থাকে। স্ত্রীজাতি ঘন, হিংসাও পরনিন্দা প্রভৃতির কিছু অধিক বশীভূতা। অসংখ্য অবলাগণ শিশুশালিনাদি কার্যে নিয়োজিত হইয়া পুত্রপুত্রীর ন্যায় স্বাভাবিক সংসারের বশবর্তী হইয়া উক্ত কার্য সমাধা করিয়া থাকেন। কিন্তু কি আশা আমরা তাহাদেরই হস্তে এতদূর উন্নতির দার দিয়া সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইতে পারি? কি কখন পুত্রপুত্রী হইতে পারে? স্ত্রীগণকে প্রতিপালনার্থে হিতাহিতজ্ঞান মুগ স্ত্রীগণের হস্তে অর্পণ করা উচিত হইতে পারে। সমর্পণের ন্যায় হয়। অসংখ্য গণ শিশুশালিনগণকে সর্বদা ভূত ভয়প্রদান প্রচার ও তাড়না করিয়া থাকেন। বালক বালিকাগণ এই স্থানে হইলে শিক্ষা করে ও ভবিষ্যৎকালে অনেক সুখ মাতার দোষে অনেক বালক চৌর্যের অভ্যাস হয়। বালকগণ অসংখ্য প্রবৃত্ত হইলে অনেক সুখ মাতা স্নেহ বা মলাবশতঃ তাহাদিগকে নিষেধ করেন ক্রমে ক্রমে তাহাদের সেই পহিত বুদ্ধিগুলি এমন অভ্যাস হই, যার দোষে অসংখ্য তাহারা তাহা হইতে পারে

মাতার মত্রে ও যেরূপে প্রতিপালিত
 পিতার অপেক্ষা মাতার কিছু বিশেষ
 ও অসুস্থ হয় এর মাতার নিকট
 থাকিতে ভাল বাসে। শাস্ত্রকারেরা
 সঙ্গদোষে খতাব নষ্ট হয়। যাহার
 সহবাস তাহার যেমন খতাব হয়;
 তাই বালকেরা মাতাদিগের সনস্কৃত দোষ
 কার করিয়া বসে। এই রূপে অজ
 রা বালক বালিকাদিগের বিশুদ্ধ কোমল
 মনঃ ও দৃষ্টিত করিয়া কাস্ত হন
 নহে, নানাবিধ কারণে তাহাদের
 ভ্রম ও করিয়া থাকেন। এদেশীয় স্ত্রীগণ
 স্বয়ং অপেক্ষা কিছু স্বপ্নভীর। তাঁহারা
 উপদেবতা ও ভূতপ্রেতানিতে ভক্তি
 বাস করিয়া থাকেন। এতদ্বিক্রমে বহু
 মনঃনিষ্ঠ ঘটয়াপাকে। সন্তানের পীড়া
 অনেক মুখ মাতা উপদেবের আবি-
 স্তান করিয়া রোজা আনা বা কাড়াই
 ব্যবস্থা করেন। তাহাতে অনেক
 মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক মুখ
 সন্তানের যথার্থিত আহ্বারের
 করিতে পারেন না। তাহাতে
 বালক উদরানয় ও অজীর্ণতাদি
 বিধ রোগাক্রান্ত হন। কেহ কেহ বা
 হইয়া থাকেন ও সাময়িক কার্যের
 হন। কেহ কেহ বা আঁচরেই মৃত্যু
 নিপতিত হইয়া মুখ মাতাদিগকে স্বপ্ন
 মসবিনী হংসীর প্রতিপালক দুর্ভাষা
 হুৎসের ন্যায় ওত্থাপ ও পোকার্ত করিয়া

উপকার হইল, ইহা যত দিন না জানা যাইবে,
 তত দিন আর ভেদ করা কর্তব্য নহে। জটিল
 দিগের পক্ষে এটি এক শিক্ষা।

আজমীরে রামায় মহাশয়দিগের যে আবেগ
 আছে তাহার তথ্যক মনস্তত্ত্ব ধর্মীয়ান হইয়া
 মঠ ও সংস্কৃত সম্পর্ক; আত্মসাৎ করিবার
 চেষ্টা পান। এ নিমিত্ত মক্কা হওয়াতে তত্বে
 হেপুসী কমিসনর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বিশেষ
 ধর্মসংগঠনের নিমিত্ত যে সম্পত্তি থাকে, তাহা
 বাক্তি বিশেষের নহে। অতএব ধর্মীয়ান মহা-
 বকে মঠ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। উক্ত হই-
 য়াছে।

সর বাগস পিকলের ন্যায় ব্যবহার্য
 এদেশে অতি অল্পই আসিয়াছেন। কিন্তু আমরা
 দেখিতেছি এখানে প্রধান বিচারপতির অনেক
 সিদ্ধান্ত মুক্তি ও চিরাগত ব্যবহারের বিরুদ্ধ হই
 য়াছে। তিনি সম্পত্তি নিষ্পত্তি করিয়াছেন
 কোন বিধি নিষেধ বালিয়া বহিত হইবে না ও
 বন্দন্য হইবে। যে বাক্তি কাল্পনিক স্বাধীন সম্পত্তি
 মিলিয়ে ক্রয় করিয়াছেন, তাহা প্রত্যাশন করি
 য়া হইবে না। পুস্তকপুস্তক ভরণ পোষণ না করিবার
 ব্যবস্থার সিদ্ধান্তও এই ন্যায়। বাক্তি ক্রমণ
 আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে কি?

কমিসরিটের এক জন বেরাণী ১০০০
 টাকার জালিয়াত অপরাধে দৃষ্ট হইয়াছেন। পুস্তক
 সময়ে তাহা জড়িত হইবার একটা মরুমুম।

বেঙ্গল সরকারের সীমিত জবাবদি লটরা
 গাইবার নিমিত্ত গবর্নমেন্ট একখানি সতন্ত্র
 জাতি করিয়াছেন। আপাততঃ বঙ্গদেশে
 শমনবীল জাহাজে খাওয়া ও যন্ত্রপ্রকৃতি মাংস
 খাওয়া অসম্মানস্ত লোকদিগের কষ্ট হওয়াতে
 এক উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে।

আমেরিকা ও বহুলখণ্ডের শাখা রেলওয়ে
 কোম্পানি রেলগাড়ি শাখা রেলওয়ে চালাইবার
 ভাবনা এখন অভিনব হইয়াছেন। তাঁহারা
 আরও দুই হইবে ও বিক্রয় জাড়া রুটি কদিবান
 প্রস্তুত করিয়াছেন। উঠিয়া যাওয়া অপেক্ষ
 এ ব্যবস্থার মঙ্গল নয়।

মক্কালাইট বলেন, দিল্লীর লোকদিগের
 সংস্কার চেষ্টা হইলে কাবুলে যাঁহাদের নিমিত্ত হাজ-
 রায় বেনামসংগ্রহ করা হইয়াছে। কাবুল ও
 হিন্দীরা লাহরী সার লোকের মন চঞ্চল
 হইয়াছে।

এ পর্যন্ত পঞ্জাব গবর্নমেন্ট আপনাদিগের
 বন্দন্যরীতিগকে সংবাদপত্রে লিখিতে নিষেধ
 করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু কাশ্মীর জল্প

লোকেই এটি নিষেধ আছে; করিতে না প
 ত্ত পনিয়ন করেন। গবর্নমেন্ট এক্ষণে
 দিয়াছেন, লেখাতে বাধা নাই; কিন্তু
 প্রকাশ্য সম্পাদকতা করিতে পারিবেন
 এক) খেঁচ তথাপি চাই।

উক্ত পত্র বলেন, এক দল পাঠান
 বর্ষে ভ্রমণ করিতে চল, গবর্নমেন্ট তাহা
 ভ্রমণ নিষেধ করিয়াছেন। ইহাদিগের
 স্ত্রী, পুরুষ ও বালক ১৫০ জন। ইহা
 বন্দন্য বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় ইহা
 পাথের দেওয়া হয়। তুলতানপুরে উপনীত
 পাঠানেরা আপনাদিগের বন্দন্য চাহে।
 না পাইয়া তাহারা লণ্ডন হুস্তে পুলাকে
 মণ করিয়া কয়েক জনকে আহত করে।
 কষ্টে ইহারা পরাজিত ও রক্ত হইয়াছিল
 অসম্মানগকে খাইবার প্রতীতি স্থান
 বাইতে হইবে। অতঃপর থাকিলে ইহারা
 এখানে অধেশে যাঁহাতে পারিবেন না। অতএব
 দিগের বন্দন্য কাড়িয়া লওয়া নতান্ত অপ
 সিন্ধ হইয়াছে।

ডে. ল্যানউস জীবন করিয়াছেন, হী
 মিষ্টনামক এক জন সুবেনার বিদ্রোহের
 লক্ষ্যে বীরত্ব প্রকাশ করিতে গ
 কাহাকে ১৮৫৫ টাকার আয়ের এক অংশ
 হেন।

বোধ টংগেট কাবুল হইতে সংবাদ
 য়াছেন, আবদুল রহমান খাঁ যাদ আক্রমণ
 অপণ না করেন, তাহা হইলে সম্রাট আবি
 হীপকে আক্রমণ করিতে যাঁহবেন।
 আলি সিংহাসনে পুনরায় আবেগন ব
 কয়েকটা যথার্থ রাজনীতিজ্ঞের বাত ক
 চন। আভিমতীর পরধারকে স্বাক্ষর
 প্রেরণ করা হইয়াছে। যে সকল সর্দির
 তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্যতা হইবে করেন, তাহারা
 প্রাপ্ত হইয়াছেন। আজম খাঁ বলপূর্বক
 দিগের নিকটে যে সকল টাকা লন আলী
 দিতে চাহিয়াছেন। দিল্লীর আলির বিশেষ
 না থাকিলে দোস্ত মহম্মদ খাঁকে মনো
 করতেন না। অন্যত জনপ্রকৃত আশুদ ৪০
 জাহান লটরা তাহা ভবন আক্রমণ করিবেন

১৮৫৫ খ্রিঃ ১২ মঙ্গলবার।
 কয়েক জন সুদূর ভ্রমণ আপন আপন ম
 ফৌজদার বিচার করিবার উদ্দেশ্যে চা
 লেন, কিন্তু ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট ই
 অসম্মত হইয়াছেন।
 সম্পত্তি লক্ষ্যবিত্তাগের কমিসনর ত

বিবিধ সংবাদ।

এই আর্ধিন সোমবার।
 গবর্নমেন্ট গবর্নমেন্ট কলিকাতা বাসীদি
 কলিকাতা বাসীদি উপকার করিয়াছেন। জটিল
 কলিকাতা প্রতিবাদ করা করা একদে
 রতাপে ভেদ করিবার মানস করিয়াছি
 তাহারা স্থানীয় ক্ষণ হইতে অসব্যর
 শেষে তাহাদের গবর্নমেন্টের নিকটে
 চাহিয়াছেন। গবর্নমেন্টের বালিয়া
 তন এ সাহায্য দিতে সম্মত নহেন।
 যে আর্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে কি

য়দিগের বস্ত্র ও অস্ত্রের নিমিত্ত স্থানীয় ইতে ব্যয় করিবার অনুমতি চাহিয়াছি-
আমরা অজ্ঞানিত হইলাম, অযোগ্য
কমিসনর বুলিয়াছেন, এ সকল চাঁদা
হওয়া কর্তব্য। ইংলণ্ডের ন্যায় এদেশে
ই বুলিষ্টের হইবে না। এখানকার 'নীতি'
বীৰগণ কেবল সরকারী বাকু ও
বষ্ট করিতে আছেন।

গরার আনুষ্ঠানসমূহ ইহার মধ্যে মুকুলে
বইয়াছে।

কো টাইমস অবগত হইয়াছেন, তত্রত্য
ন আধিবাসীকে অবৈতনিক মাজিস্ট্রেট
র প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ক পত্র বলেন, কাশ্মীরের রাজার সহিত,
র তত্ত্বায়গণের বিবাদ হওয়াতে কয়েক
তদেশীয় রাজা আপন আপন রাজ্যে
র কারখানা করিতেছেন। অনেকের সং
আছে কাশ্মীরের জলবায়ুর গুণে তথায়
উত্তমশাল হয়, কিন্তু আমানিগের বোধ
উত্তম পশম ও উপযুক্ত তত্ত্বায় হইলে
রের প্রধান্য লুপ্ত হইতে পারে।

লোব হেরাল্ডের এক জন পত্রপ্রেরক মহা
এক জন সরকারী কমিসনরের অভিযোগ
এক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। সরকারী কমিসনর
জন লেক্টমট। ইনি মন্যে মন্যে মুগয়

ত আসিয়া কৃষকদগকে বলপূর্বক অ'প
ীকারী করিয়া লন, পর্যায়ক্রমে গৃহে বাইয়
গরে কাজ করিতে হয়। লেক্টমট এমত
যে একটা ব্যয় আঘাতে নিজে এক
পলায়ন করিলেন। ব্যয় তখন জন হতভাগ
ন কৃষককে তির তির করিল এবং তির
ক লোকের নিকট হইতে আপনাব খান
সংগ্রহ করে। এই দু'রায়া কে? তাহার
ব অশ্রুতকান আবশ্যক।

২৯ এ আধিন পুধবার।

বোম্বাই গেজেটের ভূতপূর্ব সম্পাদক জে.
মাক্‌লিন সাহেব লণ্ডন হইতে উক্ত পত্র
দিয়াছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তন্ন করিলে
ক এতদেশীয় রাজ্যপ্রাধিকার অপেক্ষাও গবর্ণ
র উপরে অধিক অসম্পষ্ট হইবেন। মাক
সাহেব বলেন কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী
বস্ত্র করাই তাঁহার আভিমত। বোম্বাই
গণ সর্দদা আক্ষেপ করেন, বঙ্গদেশে সাম্রা
ব্যার্থে যথেষ্ট টাকা পাওয়া যায় না। কিন্তু
লিন সাহেব বলিয়াছেন, বঙ্গদেশের টাকায়
ইপ্রকৃতি স্থান রক্ষা হইতেছে। বোম্বাই

য়ের ভূমির কর অধিক বলিয়া তত্রত্য লোকে
মনে করেন অধিক 'দেন', কিন্তু যদি প্রদেশীয়
রাজস্বপ্রণালী হয়, বোম্বাই জানিতে পারেন
বঙ্গদেশ অথবা বোম্বাই ইহার কে অধিক টাকা
প্রদান করে।

গত মাসে ভাবতবর্ষীয় চিত্রশালিকায় ১৬.
৬৫৭ জন গমন করিয়াছিলেন। ইহাদিগের
মধ্যে ১৪,৭২০ জন এতদেশীয় পুরুষ ও ১২০০
জন স্ত্রীলোক; ৪২০ জন ইউরোপীয় পুরুষ ও
১৬৮ জন স্ত্রীলোক ছিলেন। প্রত্যহ গড়ে ৬৩-
জন গমন করিয়াছিলেন। শুক্রবার ছাত্র
তির আর কেহ এখানে বাইতে পারেন না। রবি
বার বাইবার নিষেধ নাই।

১ লা জানুয়ারি অবধি ৭ ই অক্টোবর পর্যন্ত
কলিকাতায় ৯১'৪৯ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। গত
১৪ বৎসরে এই সময়ের মধ্যে গড়ে ৬৩'৬৪
অল হইয়াছিল।

সম্প্রতি নৈচাটির ট্রেসনের নিকটে কয়েক
জন দস্যু রাত্রিকালে রেলওয়ের যাত্রিদিগকে
প্রহার করিয়া লুঠ করিয়াছে। এই স্থানে একটা
খানা আছে, কিন্তু আমরা যেক'র স্ত্রীনিহত
পাই, তাহাতে সব ইনস্পেক্টর তির আর কোন
ব্যক্তি কোন কাজের নহে।

৩০ এ আধিন রুহস্পতিবার।

সকল খানায় বদমাইদিগের এক এক
তালিকা আছে। কিছু দিন হটল অ'লাচাবাদের
উচ্চিষ্ট সুপরিটেণ্টেণ্টের কার্যালয়েব এট'ল-
লিকাতে বাবুলালনামক এক ব্যক্তির নাম
থাকে। পুলিশকর্মচারিগণ এই ব্যক্তির নাম
যথায় তথায় প্রকাশ করাকে বাবুলাল নালিশ
করেন আপীলে ক্রমশঃ মকদ্দমা প্রধানতম
বিচারালয়ে যায়। বিচারপতিগণ বলিয়াছেন,
সমাজের লিফার্ণ সকল দেশে বদমাইশেব
তালিকা রাখা হয়; কিন্তু এগুলি অতি গোপনে
রাখা কর্তব্য। অনেক সময়ে শত্রুতানিবন্ধন
অনেকের নাম এই খাতায় উঠে। এতদনুসাবে
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পুলিশ ইনস্পেক্টর জেন-
রল যাবতীয় কর্মচারীকে আজ্ঞা দিয়াছেন, বদ
মাইশের তালিকা কোন মতে যেন প্রকাশিত
না হয়। আমরা অজ্ঞানিত হইলাম কর্বেল পিউ
এই প্রকার বঙ্গদেশে এক সরকুলার দিয়াছেন।

বিতাগীয় ত্রেজুরিফার্ম প্রকরীদিগের সূতন
বন্দোবস্ত হইয়াছে। দিনের বেলা প্রহরীরা শূন্য
বন্দুক লইয়া চৌকি দিবে, কিন্তু রাত্রিতে
সকলের বন্দুক বাকর পূর্ব থাকিবে। ত্রেজুরির
নিকটে সকল প্রহরীকে থাকিতে হইবে।

পুলিষের হস্তে ধনাগার আনা অবধি
রিভাকার্যে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটয়াছে।

কয়েক জন ইউরোপীয় লোকের মাত্র
মাজিগিরি করিতেছে। সম্প্রতি কয়েক
জাহাজ হইতে তটে লোক আনিবার সময়ে
প্রদর্শন করিয়া প্রত্যেক আরোহীর নিকট
টাকা করিয়া ভাড়া লইয়াছে। ধানচা
এই এক সূতন নীলা।

সম্প্রতি বিচারপতি লক এক ডিক্রী
মকদ্দমা উপলক্ষে আজ্ঞা দিয়াছেন, দেউ
ঠেবার অব্যবহিত পূর্বে যদি কোন ব্যক্তির
তি নীলামে বিক্রীত হয়, তথাপি আফিম
আসাইনি ঐ টাকা উঠাইয়া লইতে পা
এক ব্যক্তি দেউলিয়া হন; দিনাজপুরে
সম্পত্তি থাকতে আফিসিয়াল আসাইনি
জজকে উক্ত সম্পত্তি দিতে বলেন। ইতি
এক জন ডিক্রীদার তা'লা নীলাম করিয়াছি
তৎপরে ৩০ দিন গতও হইয়াছিল। ড
ডিক্রীদার আপন টাকা পাইলেন না। এ
স্তের সহিত বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচার
সিদ্ধান্তের ঐক্য নাই। আমাদিগের মতে
অনিষ্টের মূল হইবে।

১ লা কাৰ্ত্তিক শুক্রবার।

দে ও অবইশিয়া বলেন, ত্রিভুত চ
ও তরকটস্থ প্রদেশে চুক্তিফ হইবার বি
সম্ভাবনা। এবর্থে উক্ত প্রদেশে অর্ধ পরি
বৃষ্টি হইয়াছে। যদি বনা ক্ষতুর শেষে বৃষ্টি
হয়, তাহা হইলে শীত কালে শসেব বি
হানি হইবে এ দিকে তগলি জেলায়
আধিকা হেতু চক্‌বার চাস নষ্ট হইয়া গিয়া
তথাকার লোকের তৃতীয় বার বপন
য়াছে। তগলিতে ব. রোগ তীব্রকারে
দিয়াছে।

কালকাতায় এক জন রাজস্ব দাববান
নামে এক মেথর'নীতে ভয়ানক রূপে
হত করিয়াছে। উক্ত দাববান ঐ মেথর
প্রতি আসক্ত হয় কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক
ইচ্ছার বন্দবস্তী না হওয়াতে সে তাহাকে
তর রূপে আহত করে, তৎপরে আ
করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু কৃতকার্য
পারে নাই।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের চুক্তিফের
অনেক দূর হইয়াছে। সম্প্রতি বৃষ্টি
শসের অনেক সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু
শসের মূল্য বনে নাই।
বঙ্গীদিগের মোচনার্থ বনষ্টান্দি

পরিষদ ধর্মসম্মেলনকে আনুষ্ঠানিকরূপে রাজ্য
স্বায়ং শাসিত অঙ্গরোধ করিয়াছেন ।

২রা কার্তিক শনিবার ।

উত্তর মেওকে আনুষ্ঠানিক নিমিত্ত অদ্য কলিকতা
হইতে ফিরোজশাহ নামক বাঙ্গালী পোস্ত
অগমন করিয়াছে ।

শ্রী ইউরোপীয়ান কনসপ্টিবল বলেন,
যুগসি মিসনরি উত্তর আফ্রিকায় এক
কিয়া করিয়াছেন । গলজিবিয়া ও সেনি
র মধ্যস্থিত ভূমিতে কতিপয় খৃষ্টিয়ানের
আছে, ইত্যাদিগকে পূর্বে কেহ জানিতেন
মুসলমানেরা ইত্যাদিগের পূর্ন পুরুষদিগকে
কা জয় কালে তাড়াইয়াছিল, তদবধি
এইখানে আছে ।

কম আমেরিকায় সম্প্রতি ভয়ানক ভূমিকম্প
হইয়া গিয়াছে । বিস্তৃত গাণিহত্যা হই
এই কম্পটী ভয়ানক স্থান ব্যাপিয়া হইয়

—:—

ইউরোপীয় সমাচার ।

১ই অক্টোবর : স্পেন হইতে টেলিগ্রাম
গাছে সেনাপতি সেবানো মহাসমা-
মার্জিত প্রবেশ করিয়াছেন । সেনা
প্রিম বার সলোনাতে প্রবেশ করিয়া সান্ত
মাদরে পরিচরিত হইয়াছেন । রাজী ইসে
উঁহার রাজত্বনাশের প্রতীতি করিয়া
পোপ আপন রাজ্যে রাজীকে আশ্রয়
সম্মত হইয়াছেন ।

সেনাপতি ককমান তুর্কিস্থান হইতে পিটস
আসিয়াছেন ।

নট্যান্টনোপল হইতে সংবাদ আসিয়াছে,
নের যে বিপদের বড় বড় করে, তাহা
হইয়াছে ।

লটা ও অলেক্সান্ডর বন্দুগগর্ভে টেলি
সুন্দররূপে পাতা হইয়াছে ।

ই অক্টোবর : প্রমোদ প্রেসিডেন্সিতে এক
শ্রীমশ্রী বিদ্যালয় করিবার কা
বৎসরের নিমিত্ত ১০,০০০ টাকা করিয়া
আজ্ঞা হইয়াছে ।

রলস মিসন সাহেবের পদে সর
উত্তর ভারতবর্ষীয় কোম্পানির সভ্য হইয়া
মাটিন হেলডে সাহেব নছেন ।

কের দিন পিটারবোর বিলাস হইয়াছেন ।

ই অক্টোবর : গত ভয়ঙ্কর সেনাপতি
এডিনবরো হুইককে স্পেনের রাজা
র আশ্রয় করিয়াছেন ।

১০ ই অক্টোবর । গতকল্য গাডফ্রিড
সাহেব তাঁহার মনোনীতকারীদিগের অগ্র
বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, কনগ্রেশন না
করিলে কেহ প্রতিনিধি মনোনীত করিবার মত
দিতে পারিবেন না, এ নিয়ম রহিত করা উচিত
গবর্নমেন্ট যে অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করিতেছেন
তাহা কন্যায় এবং সবিশেষ মিতব্যয়িতা আব
শ্যক । তিনি আপামর সাধারণের শিক্ষাবিস্তার
সপক্ষতা করিলেন । আয়ারলণ্ডের ধর্মসম্প্র
দায় উপলক্ষে তিনি বলিলেন, তাঁহার মত অপ
রিবর্তিত আছে । আয়ারলণ্ডের ধর্মসম্প্রদায়
অন্যত্রের মত স্বতন্ত্ররূপে রহিয়াছে এবং ইহা
বহিত কব অতি কঠর্য । একধর্মাত্মক লোক
দিগের টাকায় অন্য ধর্ম শিক্ষা দেওয়া তাঁহার
মতে অতিশয় অন্যায় ।

গত রাত্রির গেজেটে বাম্বা ও কড়াইয়ের
জুয়ের টাকা পুনরায় বিভাগ করিবার আজ্ঞা
প্রকাশিত হইয়াছে ।

পালমাল গেজেটে ডকটর এক জন
গনধর সেনরলের সেক্রেটারির পত্র
প্রকাশিত হইয়াছে । তিনি বলেন, বোম্বাইকে
কারতবর্ষের রাজধানী করা অতিশয় আব
শ্যক ।

—:—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্টগবর্নরের আদেশানুসারী নিয়োগ ।

৮ ই অক্টোবর । আর, এচ, হেনি সাহেব
চম্পাবনে ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর
হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা
পাইবেন ।

বর্জমানের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী
কালেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র সেন কিছু দিনের
জন্য মানভূমে বদলী হইয়া মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা
পাইবেন ।

নিম্নলিখিত কর্মচারীগণ ১৮২২ অক্টোবর
৩ ১৮২৫ অক্টোবর ৯ আইন অনুসারে স্থানীয়,
বাকুড়া, বর্জমান ও মেদিনীপুরে কালেক্টরের
ক্ষমতা পাইবেন ।

এফ, জোস সাহেব সি, এস ;

বাবু তারকনাথ ঘোষ ;

গোবিন্দচন্দ্র বসু ।

৯ ই অক্টোবর । এফ, এচ, মাকলিন সাহেব
হাবড়ার সহকারী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর

হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেট ও
কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন ।

এচ, এল, হারিসন সাহেব বেরিনিউ বে
প্রতিনিধি জুনিয়র সেক্রেটারি হইবেন ।

তাঁহার অনুপস্থানকালে এ, মে
সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের প্রতিনিধি
রর সেক্রেটারি হইবেন ।

১০ ই অক্টোবর । জে, ডি, ওয়াড
প্রথম শ্রেণির মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হই
কিছু আপাততঃ চট্টগ্রামের প্রতিনিধি অতি
ক্ষমতা পাইবেন ।

জে, এল, ব্রৌন জীহটে দ্বিতীয় শ্রেণির
স্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন ; কিন্তু আপা
মুসলিমাবাদে প্রতিনিধি প্রথম শ্রেণির মাজি
ও কালেক্টর থাকিবেন ।

যে দিবস জে, সি, ডক্সন সাহেব ভা
ভাগ করিয়াছেন, সেই দিবস যদি পূ
নিয়োগস্থ হইবে ।

কলিকাতার কালেক্টর জে, মে
সাহেব ১৮২৮ অক্টোবর ৯ আইন অনুসারে
কাতা, ২৪ পবগনা ও হুগলিতে কালেক্টর
ক্ষমতা পাইবেন ।

যত দিন এচ, ডবলিউ, বাহার সাহেব
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন
শ্রেণির সাহেব বড়ডার প্রতিনিধি
অনুপস্থিতিতে হইবেন ।

এ, ইয়াডল সাহেব কিছু দিনের নি
বাকুড়াতে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি মাজি
ও কালেক্টর হইবেন ।

যত দিন এ জে, আর, বেনব্রিজ
বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত
জে, কে, ওয়েস্টের সাহেব বর্জমানের
শ্রেণির মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন ।

১লা অক্টোবর অধি নিয়ন্ত্রণ শাসনক
নিম্নলিখিত কর্মচারীগণ পঞ্চম হইতে
শ্রেণিতে হইয়াছেন ।

বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায় ডবলিউ,
শিখ সাহেবের পরিবর্তে । (যিনি উচ্চ প
য়াছেন)

আর, টি, সিনেটর সাহেব, বাবু রামনা
সুমান্দারের পরিবর্তে । (যিনি পদভাগ
য়াছেন)

জে, আর, বি, রস সাহেবের মৃত্যু হই
নিয়ন্ত্রণ শাসনকার্যে পঞ্চম বর্ষ কক্ষ
গণ ২রা অক্টোবর অধি উচ্চ পদ পাইয়া
দ্বিতীয় শ্রেণিতে ।

টি, টুইডি সাহেব ।

তৃতীয় শ্রেণিতে ।

বাবু হেমচন্দ্র রায় ।

চতুর্থ জেনীতে

বু লক্ষীকান্ত রায় ।
০ ই অক্টোবর ১৫ত দিন মেজর জে, এফ, বিনার লইয়া রুপান্তরিত থাকিবেন তত লপ্টন জে এম এ বট কামরূপের প্রতি ডেপুটী কমিসনার হইবেন ।

৪ পংগনার বেপুী মা জে টে ও ডেপুটী জি ব'বু ব্রহ্মসুন্দর মত্রে থাকিবন্ত বিতাগে হইয়া ছগলী, বর্জমাম, বাঁকুড়া ও মেদি ১৮২২ অক্টে ৭ আইন ও ১৮২৫ ৯ আইন অনুসারে কলেজের কমতা বন ।

—:—:—:—:—

আমাদিগের আনুলিয়াস্ত সংবাদ
লিখিয়াছেন ।

গত ১৭ ই আশ্বিন ইংব'জী ২৯ সেপ্টে মন বার দিবা ০ ঘটিকার সময় আনুলি হৈতমিনী সত্বে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে সমুদয় সভ্য লোক এবং সভার সভ্যগণ ষড় থাকিয়া মতাসমারে হে সভার কার্য করিয়াছিলেন । রাণাঘাটের বর্তমান গা স'ধুসক'বস'ধুস সুবিজ্ঞ হৈতমী মাজিস্ট্রেট জীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর পেন টপস্থিত ছিলে এবং তাঁহারি আগ্রহ উক্ত সভার সভার অধিবেশন হয় এবং সম্পাদক শরৎ বাবু গাও বর্ষের এবং বর্জমা সভার সমুদয় আগবায় রুতাও পাঠ লভ্যপরে রামশঙ্কর বাবুর প্রস্তাবক্রমে ষড়ী সভা হইতে সমাজের নাম হইবে য় আটচালা গৃহ প্রস্তুত হইতেছে উহার প্রস্তাব সমাধা করবার ব্যয় এবং সমাজ বিদ্যালয়ের আবশ্যক স্রব্য সামগ্ৰী প্রস্তুত করার ব্যয় সর্ব সময়ে ১০৫ টাকার একটী হইবে । উহার মধ্যে গ্রামস্থ মছোদয়গণের ট হইতে ৫০ টাকা আক্ষরিত হইয়াছে শষ্ট বয়েক টাকা সংগ্রহ করবার আঁক য় রামশঙ্কর বাবু স্থানীয় জমিদার মহাশয় ক পত্র লিখিয়াছেন । পারশেষে দিবা ১১ সময় সভাপতি বাবু ক্ষত্রগে পাল রায় গয় একটী সুনীলত বক্তৃতা করেন, বক্তৃ অতিশয় মধুর হইয়াছিল । তাঁহার বক্তৃতা হইয়া কণেকপরেই সভাভঙ্গ হয় ।

উপসংহারকালে আমরা রাণাঘাটের ডিপুটী স্টেট অশেষ গুণাধিত রামশঙ্কর বাবুকে বাদ প্রধান না করিয়া নিরস্ত হইতে পারি না । তাঁহার এই হৈতমিনী সভার প্রতি

যে রূপ যত দেখিতে ছ, তাহাতে ইহা যে শীঘ্র উন্নতির সোপানে অরোহিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই । ইনি এট সভার এক জন প্রধান সভ্য হইয়াছেন । আনুলিয়ার মধ্যস্থিত রাজস্বাগুলির প্রতিও ইহার বিশেষ যত্ন আছে এবং শুনীলাম স্বায় উহার প্রতিবিধান করিবেন । রামশঙ্কর বাবুর ইতিপূর্বে সংবাদ পত্রে সুখ্যাতি অর্জন করিয়া আসিয়াছিলাম ; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার কর্ম স্বচক্ষে অবলোকন করিতেছি । ইনি যে প্রকৃতির লোক, তাহাতে কোন ব্যক্তি ইহার কার্য দেখিয়া ধন্যবাদ প্রদান না করিবেন ?

২। এখানকার ডাকঘরটা সুন্দররূপ চলিতেছে । গবর্নমেন্ট যে এতদিনেব পরে ইহার প্রতি নেত্রপাত করিয়াছেন সেও সুখের বিষয় । পূর্বে ইহার আবশ্যক স্রব্যাদি সমুদয় প্রদত্ত হইয়া ছিল এবং কএক সপ্তাহ অতীত হইল আনুলিয়ার ব্যবহারপযোগী মোটর প্রভৃতি আসিয়াছে এক্ষণে গৃহ প্রস্তুত করিবার বিষয়ে একটু মনোহান হইল আমাদিগের ঐকান্তিক শ্রমণ ।

কিছু দিন হইল এখানকার এক জন নীচ জাতীয় পীড়িত ব্যক্তি রাণাঘাটের সবডিবিজ্ঞানের সন্নিকটস্থ জীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন দত্ত মহাশয়ের বাগানেব মধ্যে গমনপূর্বক গলদেশে রক্তুবজান করিয়া রক্ষোপার মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছে এই ব্যক্তি তিন করিয়া জীবন ধারণ করিত । ইহাও এট হুম্মতি হইবার কারণ কি বুঝে পারিলাম না । পুলিশ নিয়মমত অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কিন্তু পরিশেষে অসম্মত হইতে প্রমণ পান ।

৪। অতিশয় আনুলিয়ার বিষয় এই যে সংপ্রতি রাণাঘাটনিবাসী জীযুক্ত বাবু ভুবন মোহন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্যোভাগী ব্রাহ্মণের যত্নে তথায় একটী উপানন্দ সমাজ সংস্থাপনের সংকল্প হইতেছে । উদ্যোগী উত্তম বটে, কিন্তু সাধন তত্ত্বাত সুকটিন । শুনীলাম তথাকার কি ধনাঢ্য কি দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের লোকই ইহার সম্পূর্ণ প্রতিদন্দী হইয়া উঠিয়াছেন । উক্ত সভা হইতে দেশের যে অমূল্য হইবে ইহাতেই তাঁহাদিগের দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে । ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ত রাগ করিতেই পারেন, কারণ সকলেই চক্র ঘূর্ণিত করিতে শিখিলে তাঁহাদিগের অন্ন মায়া যায় ।

৫। শুনীয়া হুম্মিত হইলাম যে কএক দিন হইল গোয়াড়ির জজ আদালতের নিকটস্থ রাণী বর্জমায়ী প্রকটিনীতে উক্ত নগরস্থ জনৈক পতি

বিহীন রমণী যোর তিমিয়ারত রজনী শীঘ্র হস্ত পদ পরিধেয় বসনধারা বন্ধন করি জীবনে জীবন সমপণ করিয়াছে ; প্রভা পুলিব কর্তৃক শব ভোলা হয় ।

৬। এগাব এদিগে বন্যবাহির উপস্থব বিক । এমন গ্রাম নাই যেখানে ১০৫ টী বি না করে । ইহার নিশাকালে দলবদ্ধ হ জনাকীর্ণ স্থলে এবং প্রান্তরে গমন করি গ্রামস্থ ব্যক্তির অনেক ক্ষতি করিয়া থাকে ইহাদিগের অবয়ব তদ্রূপ । দস্ত ছুটী দেখি কৃতান্তের অক্ষুণ্ণ বলিয়া বোধ হয় । আ য়ার মধ্যে কএকটী আগমন হইয়াছিল, তন্ম ২ টী কএক বক্তিকর্তৃক হত হইয়াছে কএকটী গতিক মন্দ দেখিয়া অন্য স্থানে করিয়াছে । প্রথম বরাহটি মরিবার পূর্বে অবলাব প্রাণহত্যা করিয়া বরাত অবতা নাঃ ন'ম রাখিয়া গিয়াছে ।

আমাদিগের মগরাস্ত সংবাদ
লিখিয়াছেন ।

মহাশয় ! আমরা গত ৮ ই সেপ্টে বঙ্গনা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রথম চক্রে জী বাবু নংকুম্ব ঘোষ, তৃতীয় চক্রে জী মৌলবী এলাহি বকস, চতুর্থ চক্রে জী মুদী বহাউল্লা ও পঞ্চম চক্রে জীযুক্ত বাবু নাপ মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা ডিটে পদাধিমেটে পুলিশ অতিরিক্ত জাতি সুপারটেণ্ডেট হইয়াছেন দর্শন করিয়া পর নাই অসম্মিত হইলাম ; কিন্তু উ গানিফ খা (যেমি জেলা ২৪ পংগনার ডি টিব ইনস্পেক্টর ডিউত) কি কারণে ডি টিব পুলিশ হইতে থাকিগ্র হইলেন, জানতে পারিলাম না । ইহার মত পুলিশ দক্ষ মাজেলার অব কেই নাই । উ ব্যক্তিকে উপযুক্ত পদ না দিলে অনেকের ক্ষোভ আছে ।

১। পুর্বে সময় উপস্থিৎ খাল দিয়া জন ডাক্তার যতঃ চিন্তা দেবগণিতে ডে জলময় হওয়াতে হই বক্তি জলে ড কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাঁহার নি নাই । অশিষ্ট আট জনের প্রাণরক্ষা হয় ২। এ প্রদেশে বাদশাহ নৈরাজিতবন্ধ শস্য এক কালে নষ্ট হ য়তে প্রজাগণ নাই কর্তৃপক্ষেরে ত করি এমন কি কোন কোন ব হই এ অন্যভাবে থাকিতে হয়, এই

মেটের নিকটে সাহায্যের আকাঙ্ক্ষায় চাত
ন্যায় ছিল, অদৃষ্ট ক্রমে আসেবার মহাশ
১ লা অক্টোবর মগরায় আগমন হইয়াছে।
যে বিষয় কি করেন বলা যায় না, প্রকার
বিবেচনা করিয়া টাঙ্গ ধাৰ্য্য করিলে ভাল
যেন মজার উপর খাঁড়ার ঘা না হয়।

৩। বর্ষা শেষ না হইতে কইতে প্রজাগণের
কারার্থে স্থানে স্থানে সরকারি রাস্তা সকলের
মেট হইতে সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে
ল রুদ্ধ অনেকই মজুরি খাটিতেছে বটে।
কষ্টে যাইতেছে না। কিছু সাহায্য দিলে
হয়, অধিক কষ্টে পড়িলে নানা উপায়েও
শীঘ্র যায় না।

৪। উত্তিমধ্যে থানা দেবীপুত্রের এলেকা
সবেড়িয়া গ্রামে দুটি জীলোক পরস্পর
বাদ করে, সেই সুরে একটী প্রাণ নষ্ট হয়,
কারী পুলিশের দ্বারা পৃথক হইয়া প্রেরিত
হে।

৫। ডায়মণ্ড হারবরের সন্নিহিত হাঁড়ায়
মোট একটী সূতন দুর্গ নির্মাণ ক্ষতিতে
করিয়াছেন। বোম্ব তয়, এতী সমুদ্রপথ
জন্য হইতেছে।

৬। এখানকার বাবা ও মাঠসকল এ বৎসর
একরূপ পরিপূর্ণ যে স্রমের প্রযত্নতা হইলে
ক হইতে কুজ্জাটিকার ন্যায় বাস্প উঠিতে
যায়।

৭। ৩ই অক্টোবরের মধ্যে এখানে একটী
কার ও একটী জীলোকের সন্দেহে
নষ্ট হইয়াছে।

গরা।
৩ই অক্টোবর }
৮৪৮।

**আমাদিগের তমোলুবস্থ সংবাদ
লিখিয়াছেনঃ—**

১। এখানকার সুযোগে ডেপুটী মাজিষ্টেট
বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দুই মাসের
কইয়া বাটী হইতেছেন। তাঁহার এই দীর্ঘ
র বিচ্ছেদ এ দেশের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের
কথা। তিনি যেরূপ বাগে ও অস্বাভাবিক
করিতেন তাহা শুনিয়াই চলে। তজ্জন্য
সাদারদের তাক্স ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়া
সম্মত নই। তাঁহার অবসর
নিশ্চেষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ আগ
রিয়া ১০ মাস সাধন করতে থাকি

বেন। শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার বহু মহাশয় এই
অবসরকালের নিমিত্ত গুরীয়ায় কলে আগমন করি
রাছেন। তাঁহার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা
যে, তিনি যেন যাদব বাবুর ন্যায় দেশের হিত
সাধনে কার্যমনে যত্নবান্ হন।

২। আমাদেবের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে
এখানকার অন্যতর জমীদার কলিকাতানিবাসী
বাবু মনমোহন দে মহাশয় এখানকার ইংলি
বিদ্যালয় নির্মাণের নিমিত্ত শত মুদ্রা দান করিয়া
ছেন এবং কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিবেন,
এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন। মনম
বাবুর এই দানকার্য্যটি প্রশংসার সন্মত নাই।
তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান
করিয়া প্রার্থনা করি, যেন তিনি স্বীয় অধিকারস্থ
স্থ প্রজাবর্গের মানসিক ও সাংসারিক উত্তয়
বিষ উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিয়া অতুল বশো
ভাজন হইতে থাকেন।

৩। দেভোগনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনারা
য় প্রধান এখানকার বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎ
সালয়ের মেম্বর পদে মনোনীত হইয়াছেন।
তাঁহার দ্বারা বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের বিশেষ
উপকার হইবার সম্ভাবনা।

৪। এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের নেটিন
ডাক্তর শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার গুপ্ত প্রায় পাঁচ
বৎসরপরে তিন মাসের বিদায় লইয়া বাটী গমন
করিয়াছেন। এখানকার পবলিকওয়ার্ড ডিপাটী
মেটের ডাক্তর বাবু অধিকাচরণ রক্ষিতের উপর
টুক কার্যালয়ের ভার অর্পিত হইয়াছে।

৫। মহাশয়! এখানকার মিউনিসিপাল
রাস্তাগুলির কোন কোন স্থান নদীজলদ্বারা ভয়
হইয়া সাধারণের গতিবিধির অসুবিধা ঘটয়াছে
এবং গলি বাজার কোন কোন স্থলে ময়লা
পাতত থাকিতে দেখা যাইতেছে। ইহা দ্বারা
প্রমাণ হইতেছে যে, মিউনিসিপাল কমিটির স্বক
র্ষসাধনে বিশেষ মনোযোগ নাই। কমি-
টী এই সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা অসম্ভব-
শক।

৬। জনশ্রুতি এইরূপ যে, মফসলের কোন
প্রাচীনজলপূর্ণ ক্ষেত্রে একটী বোয়াল মৎস্য
একটী অষ্টাদশবর্ষীয় যুবককে অর্জুগ্রাস করিয়া
ছিল। উভয়কেই মৃত্ত ভাসিতে দেখিয়া তত্রত্য
লোকে এই অতৃপূর্ণ পদার্থটি কাঁথির মাজি
ষ্টেট রাটে সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।
সত্য হইলে অতি আশ্চর্যের বিষয় বলিতে চই
বে সন্দেহ নাই। মৎস্যগী নাকি নয় হস্ত
দীঘ।

৭। এখানকার কোর্ট ইন্স্পেক্টর বাবু
চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গড়বতায় ও তর্পাকায়
ইং এখানে পরিবর্তিত হইয়াছেন এবং এক
প্রতিষ্ঠাবান পুলিশ ইন্স্পেক্টর বাবু ভগ্ন
বতী মৌদনীপুরে বদলি হইতেছেন। শ্রী
ইহার স্থলে বাবু অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়
তেছেন। ইনিও তাঁহাদের পূর্বপুরুষ
স্বমসহিষ্ণু, উৎসাহপূর্ণ, কার্যক্ষম
জনষ্টন সাহেব এখানকার ডিট্রীট সুপ
শেট হইয়া কেবল পুলিশের লোক
এখানে এখানে ঘুরাইয়াই মাঝিতছেন
তাঁরা আমরা বুঝিতে পারি না।

২ই অক্টোবর
১৮৮৮।

**আমাদিগের বীরভূমস্থ সং
বাদ লিখিয়াছেন।**

মগরায়! কান্দড়া গ্রামের পশ্চিম
টুকু, বনয়ারীগঞ্জ দিয়া কাটোয়া পর্যন্ত
রাস্তা গিয়াছে। এতী সূতন প্রস্তুত হইয়া
কৈরি ৯ আয় হইতে ইহাব বায় নির্মাণিত
পাকা রাস্তা কেবল পথিকদের গমনাগ
মুগমহেতু কিন্তু এই রাস্তাটী পথিকদের
ধনার হেতু মাত্র হইয়াছে। এই রাস্তার
কোন স্থান এমন কর্জময় হইয়া দাঁড়াই
যে গরু বাছুরের ত কথই নাই, বলবান
দৈবাৎ প্রোথিত হইয়া গেলে উত্তোলিত
হয় কইসাধা হয় না। পথিকগণ এ
ত্যাগ করিয়া আলি পথে গমনকে অগ্র
কর জ্ঞান করেন। দেখুন, এমন অবস্থায়
রাস্তা নির্মাণের উদ্দেশ্য কি বিফল হইল।
আমরা কাটোয়ার ডিঃ মাজিষ্টেট কা
বাবুকে বিলক্ষণ জ্ঞানি। এ প্রেণীর মধ্যে
এক জন কার্যক্ষম কর্মচারী। তিনি যে
য়ের অসুস্থজ্ঞান করেন না, ইহা অগ্র কো
বিষয় নহে।

২। মহাশয়! এখন কালের সঙ্গে সঙ্গে
প্রতিগ্রামেই শাখা পোষ্ট আফিস স্থাপিত
দেখা যাইতেছে। কোন গ্রামে বা স্থানীয় ক
শি কগণ এই সূতন ডাকঘরের কার্য্য করি
ছেন, কোন স্থানে আবাব পরস্ত্র লোক নি
হইতেছেন। কলে এ সংস্থাপন কিছু
সুবিধাবাদায়ক হইতেছে না। কিন্তু
কোন স্থানের লোকেরা এই ডাকঘরগুল
করিবার জন্য যে অসং উপায় অবলম্বন কা
ছেন, ইহা অগ্র হঃখের বিষয় নহে। সে

আম, কোন এক শাখা পোষ্ট অফিস
রাইপুরের কতিপয় ব্যক্তির নামে কতক
ব্যারিং পত্র আইসে। শিরোনামার
মারী " প্রাইভেট " প্রভৃতি কথাগুলি
থাকে। যাঁহাদের নামে ছিল, তাঁহারা
পত্র করিয়া দেখেন অত্যন্তরে কিছুই লেখা
এখন " ব্যারিং " পত্র আইলে সহসা
ধনে সম্মত হইতেছেন না। অতঃ এই
জিত করিলাম। এই কুরীতিশ্রোত রুদ্ধ
সেই শাখা পোষ্ট অফিসের নাম
করিতে ক্ষান্ত হইব না।

দেখিলাম, রাইপুরের রাত্রিবিদ্যালয়টি
উত্তমরূপে চলিতেছে। ৩৭ জন ছাত্রের
অঙ্করা পুস্তকে দেখা গেল। ছাত্রগুলিকে
মনোযোগেব সহিত অধ্যয়ন করিতে
যা'র পর নাই আশ্চর্যিত হইলাম, বস্তুতঃ
স্কুল স্থানে স্থানে স্থাপিত হওয়া এখন
প্রয়োজনীয় হইয়া দাড়াইয়াছে। নিম্ন
লোকমধ্যে জ্ঞানভূমি সমৃদ্ধিক বলবতী
যাইতেছে।

ধর্মকর্তুর ন্যায় বীরভূমি স্কুলের
ডিংহাউস নির্মাণের কথা মধ্যে মধ্যে
থাকে। পূর্বে এই গৃহখানি কাঁচা হইবে
হইয়াছিল, এখন শুনিলাম, কর্তৃপক্ষ
কপায়া করিয়া জুনিবার জন্য ধরাস
হইয়াছেন ও ব্যয়স্বরূপ আয় সংগৃহীত
হে। মূল কথা এ শ্রুত কার্য সম্পাদনে
দীর্ঘ সূত্রী হওয়া ভাল দেখায় না।

সে দিন রাইপুরে এক শে'চনীয় বাণী
টুট হইয়া গিয়াছে। জনৈক ব্রাহ্মণ আগামী
পূজার জন্য কাঠসংগ্রহমানসে এক বৃক্ষ
নে, কয়েক জন মজুরকে নিযুক্ত করেন
সেই বৃক্ষটি হইতে কিছু ঘুরে উপবেশন
। তাহার পুত্র সঙ্গে ছিল। বৃক্ষটি তাদৃশ
ধর্ম; কিন্তু বিদীর লিখন কে খণ্ডন করে?
পতনোদ্ভূত হইলে সকলেই তথা হইতে
ন করে; কিন্তু হতভাগ্য ব্রাহ্মণের পলায়ন
ায়ত্ত হইয়া উঠিল না। বৃক্ষটি ঘাড়ে
য়া গেল; তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবাণী
গ করিল।

বনয়ারী আবাদ রাজ সংসারের অন্যতর
য়ান জীযুক্ত বাবু রামলাল সরকার 'মহাশ-
বাণীতে পূজার সময় " নলদময়ন্তী "
কর অতিনয় হয়। অতিনয়কার্য অতি
রূপে নির্মাহিত হয়। অতিনেতৃগণ বেরূপে

আপন আপন কর্তব্য কার্য সম্পাদন করেন,
তাঁহাতে তাঁহাদের তুরসী প্রশংসা করিতে হয়।
২৫ এ আশ্বিন
১২৭৫।

—:—
প্রেরিত

মান্যবর জীযুক্ত লোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

খানা নাকাশীপাড়ার অন্তর্গত সুনতানপুর,
আড়পাড়া, নারায়ণপুরপ্রভৃতি কয়েকখানি
গ্রামের নিকট দিয়া বহুদূর ব্যাপী একটি বৃহৎ
বিল আছে। কাটাখাল নামে উহার
একটি প্রসিদ্ধ খাল নিশ্চিন্তপুরের কুলীর পূর্ব
দিয়া ভাগীরথী নদীর সহিত সংযুক্ত থাকিতে
বৎসর বৎসর তথায় বন্যা আসিত; কিন্তু
ভাগীরথী দূরস্থ থাকিতে বন্যা তাদৃশ প্রবল
বেগে আসিতে পারিত না। উহাতে বিলের
স্থানে স্থানে পূর্বে বিস্তর শস্য উৎপন্ন হইত।
একণে গদানদী অতিশয় নিকটস্থ হওয়াতে
বন্যা প্রবলরূপে আসিতেছে। তিন চার বৎসর
কাল সমুদয় শস্য জলমগ্ননহেতু নষ্ট হও
য়াতে ক্রমাগত ১৬। ১৭ খানি গ্রামের প্রজা
সকল একে বারে নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে। এমন
কি এ প্রদেশে তিয়ারতরে চর্চিতক মন্যকু ততে
অদ্যাপি বিয়াজ করিতেছে। এ বৎসর আমা
দিগের ক্লেশনিবারণজন্য প্রজাবৎসল জী. জীনতী
মহারাণীর অনুগ্রহে তথায় একটি মৃত্ত-
কার বাঁধ দেওয়া হয়। উহাতে এ প্রদে-
শের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা বটে, কিন্তু
ধাতাতের সুখ বৈকুণ্ঠেও নাই, সে কথা মিথ্যা
নহে। যে হেতু এই খালের উভয় পাশের সমতল
ভূমির স্থানবিশেষে বাগ তন্ন হইয়া অনেক টেম
স্তিক খান্য জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। যে স্থানে
বাঁধটি তন্ন হয়, উচ্চতা প্রযুক্ত ঐ স্থান দিয়া আর
জল বহির্গত হইবার উপায় নাই। বর্ষার জলে
বিল পরিপূর্ণ এবং নিম্ন ভূমি সকল জলমগ্ন রহি
য়াছে। ইহাতে স্বাস্থ্যের ও কৃষিকার্যের বিস্তর
ক্ষতি ও তীরস্থিত ভূগ ও কুগাচ্ছপ্রভৃতি পচিয়া
উর্গময় বাষ্প বায়ু ক্রমে দূষিত হইতেছে।
লোকসকল পীড়িত হইতেছে। চুঃখের
বিষয় এই যে এ প্রদেশে অদ্যাপি ভালরূপ
চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় নাই, এ দিকে
আশ্বিন মাস উপস্থিত। নিম্নভূমিমত্রেই জলমগ্ন
রহিল, রবিশস্য বপনের উপায় নাই। একণে
ঐ খালের মধ্যে কোন নিম্ন স্থানে বাধ কাটিয়া
জল বহির্গত করিয়া না দিনে কোনরূপে শস্য

হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে এ প্রদেশের
প্রকার সর্বনাশ উপস্থিত, মহিমার্ণ। জী
গবর্নর বাহাদুর দীন হীন প্রজাগণের
কৃপাকটাক করিয়া ঐ বাধট কাটিয়া সমস্ত
জল বহির্গত ও পশ্চাৎ তথায় একটি কপা
পুল প্রস্তুত করাটয়া এ প্রদেশের মঙ্গল
করন। বর্ষাপ বিলের জল বহির্গত না
বন্ধ থাকে, তাহা হইলে অন্তত ২০
হাজার বিঘা উর্বরা ভূমি পতিত রহিবে।
প্রজাগণ একেবারে উচ্ছন্ন দশা প্রাপ্ত হ
তাহার আর সন্দেহ নাই।

জীহারধন মুখোপাধ্যায়
২৬ ভাদ্র } সাং আড় পাড়া।

জেলা করিদপুরের অন্তঃপাতী খানা ভূমি
অধীনস্থ গ্রামসমূহ জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং তা
তত্রত্য লোকদিগের অনেক পরিমাণে
হইতেছিল দোষিয়া কিয়দিন হইল, তথ
পুলিস কর্তৃপক্ষ উহার প্রতিবিধানার্থ মনো
হন। তদনুসাবে তথাকার পুলিষ হইতে
শেখান্য একখানি পরযাণা লইয়া কাপাস
নামক গ্রামে উপস্থিত হওয়াতে তথ
লোকেরা উক্ত পেরাদাব নিকট স্ব স্ব
জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিবেন এরূপ অঙ্গী
করিয়াছিলেন, কিন্তু জঙ্গল পরিষ্কারে
অর্থায় হইবে দেখিয়া উঁহা কিয়ৎ পরি
পরিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত রইয়াছেন। মহা
নস্পূর্ণ জঙ্গল পরিষ্কার হইলে সর্বসাধা
যত্নপ মঙ্গল হইত, কিয়ৎকাল পরিষ্কারে
কিছুই হয় নাই। তথাকার লোকেরা
জন ভয় দেখান সস্ত্রত নানাপ্রকার
সহ্য করিতে এবং অমূলক পীড়া দিতে
অর্থ ব্যয় করিতে সম্মত, তথাপি সাফা
এক কপাটকও ব্যয় করিতে সম্মত না
তত্রত্য পুলিস স্ত্রেতে পুনর্বার এ বিষয়ের
সম্মান হইলে ভাল হয়

গবর্নমেন্ট প্রায় সকল স্থানেই ছই
বিদ্যালয় স্থাপনপূর্বক তথাকার নৌতা
সোপান করিয়া দিতেছেন, কিন্তু ঐ
অন্তর্গত প্রায় অধিকাংশ স্থানেই ভাল
লয় ন'ই। যদিও কোন কোন স্থানে ছই
সামান্য বিদ্যালয় আছে, তাহাতে কিছু
শিক্ষাবিতাগের কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান কা
জানিতে পারিবেন। পূর্বে লিখিত কাপাস
গ্রাম ও তাহার নিকটবর্তী প্রায় ১০। ১২
গ্রামে একটীমাত্র বিদ্যালয় বাই। ঐ
স্থানে ধেসকল ভদ্র লোক আঃ তাঁহা

পা অধিকাংশই প্রকৃষ্ট জেলা বিভাগের
 কীল মোড়ার এবং তাগুকার ও জোতদার
 দ্বারা পরিগণিত। এই সকল ব্যক্তির এবং
 আকার সর্মসাদারনের সন্তান সন্ততির
 মিত্র যদি গবর্নমেন্টে হইতে অথবা
 প্রাপ্তি হইত হইত। তাহা হইলে গবর্নমেন্টে
 নানা প্রদেশের ন্যায় তথাকথিত লোক
 গের নিকটেও ক্রত হইত। তাহান হইত
 নাই।

এই অষ্টোত্তর }
 ১৮৫৮। } স্থাননিবাসী।

—০০—

লোয়াস আসামে অধিকতর বৃষ্টি হওয়াতে
 অনেক নষ্ট হইয়াছে। যে কিছু ছিল,
 এক প্রকার কীটে বিনষ্ট করিতেছে।
 দুর্ভিক্ষলক্ষণ এ দেশে লক্ষিত হইতেছে।

—০০—

পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টে ও
 বহনমপুত্র কালেজ সঙ্গী।

পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের লোকেরা
 পূর্ণনাশপূরিত ও দক্ষতার সঞ্চিত কার্য
 যাই থাকেন, তাহা কাহারও প্রবর্তিত নাই।
 বহনমপুত্র কালেজ বাটী নির্মাণে তাঁহাদের
 পর কাটা প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৮৫২
 ল হালিডে সাহেবের সময় এই বাটী নির্মাণ
 পূর্ণ হয়। প্রাক্ত সাহেবের সময় প্লান প্রস্তুত
 হইতেই পর্যবেক্ষিত হয়। বীডন সাহেবের
 আমলেই অর্থাৎ ১৮৫৩ সালের ১৯
 হই উহার তিষ্ঠিপ্রস্তর নিখাত হইয়াছিল।
 পবে অজগরের গতির ন্যায় উহার কার্য
 অল্পে চলিতে থাকে। গত সংসর ২৭
 সন জামুয়ারি মাসে এই বাটী সম্পন্ন হইলে
 সকলেরই বোধ হইয়াছিল, কিন্তু মধ্যে
 ষ্টমাসে বাটীর আশা গোড়া ফাটয়া যায়।
 ল বলে, ইহা দেখিয়া ২ পুদমন এক জর্জবিত্ত
 ট্রেনিয়র বাবরান সাহেব বিশেষ প্রস্তান
 পবে ইন উন তিনি করিয়া অনেক
 ট্রেনিয়র সাহেব আসিয়া বাটী পরীক্ষা
 লেন। যদি কোন বাজারীক বৃত্ত কাণ্ডে
 প বাঘাত হইত তাহা হইলে বেগ হয়
 র মাতা কাটা মাঠে। যিনি প্লান করিয়া
 লেন ও সাহেব এবং যিনি পাঠাইয়াছেন
 প সাহেব তৎপ্রতি জোরকর গারে আর
 কাক বসি। ক্রম হইয়া গেল ফাটা
 দবল। সঙ্গী সারা হয়। তাহাই

হইতে হইতে বর্ষাকাল আসিয়া উপস্থিত।
 ছাদের জল ঘরের বাহিরে কিছুই পড়ে না, সমু
 দায়ই ঘরে পড়িতে লাগিল। সেই সময়ে আবার
 লেপ্টনটে গবর্নর সর্গেই এখানে আসিবেন জন
 রব উঠিল। বর্ষাকালীরা বড় বিত্রত হইলেন
 ছাদের উপর তৈল সিন্দুর প্রভৃতি দ্বারা রঙ করিয়া
 দিলেন। গবর্নর সাহেব তাহাতেই জুলিয়া
 গেলেন। বর্ষাকালীরাও "বামন গেল ঘর ত
 লক্ষ্য কুলে মন হইলেন। চয় মাসে যে বর্ষ
 না হইতে পারিত গবর্নর সাহেব আসিবেন
 বলিয়া প্রায় ২০ দিনের মধ্যে সেই কাজ হইয়া
 ছিল। তিনি যৎকালে আটসেন, তৎকালে
 বাটী। গালারিব আসনগুলি নির্মাণ করা
 ছাড়া আর কোন কার্য থাকি ছিল না। কিন্তু
 প্রায় ২ মাস হইতে চলিল, তিনি এখান
 হইতে গিয়াছেন। ইতিমধ্যে আব কিছুমাত্র
 কার্য হয় নাই। বিবিমান সাহেবের দোষেই
 হটক, অথবা প্লানকর্তা প্রাপ্তি ছিল সাহেবের
 দোষেই হটক, গত বনে বাটী কাটিয়া গিয়াছিল
 মন্য বটে। কিন্তু আমরা সবক্ষে দেখিয়াছি,
 বিবিমান সাহেব বিশেষ কার্যদক্ষ লোক ছিলেন।
 তিনি এই বাটীর কার্যদর্শনাথ প্রতিদিন
 অব্যাহত হই বার করিয়া আগমন করিতেন।
 কিন্তু তাঁহার পদে যে উইকস সাহেব নিযুক্ত
 হইয়াছেন, তিনি শাদা কি কাল কি বাঙা লোক,
 তাহা বোধ হয় তাঁহার অফিসের লোক ছাড়া
 অন্য কেহই দেখিতে পার না। তিনি এই স্থানে
 আসিয়া অবধি কয় দিন কালেজ বাটী দর্শনাথ
 গমন করিয়াছেন, ইহা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা
 করা কর্তব্য। ফল বশী, আমরা লেপ্টনটে গবর্নর
 সাহেবকে অনুরোধ করি যে, তিনি এক বাব
 ট ৫০ নম্বর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান
 যে তাহান গমনের পবে বহনমপুত্র কালেজ বাটীর
 কত দূর কার্য হইয়াছে এবং এই বাটী কালেজ
 অফিসরদিগের হস্তে অর্পণ করিবার আর কত
 দিবস আছে? ইহা হইলেই তিনি সমুদায়
 জানিতে পারিবেন। আমরাও আর অধিক
 লিখিয়া কষ্ট পাঠিবার প্রয়োজন নাই। এই বাটীর
 বিষয়ে আমাদের আরও কিছু বক্তব্য রহিল।

—০০—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ দুখোপাধ্যায়	পুরী
১২৭৫ কার্তিক হইতে ৭৬ আশ্বিন	১০
শ্রীযুক্ত রাধামোহন গোস্বামী	খণ্ডপুরী
১২৭৫ কার্তিক হইতে ৭৬ আশ্বিন	১০

শ্রীযুক্ত অমৃতনারায়ণ আচার্য মুন্সীগাঁ
 শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষাল কলিকাতা
 —০০—
 সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি
 বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
 সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।
 ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
 বাণ্যাসিক ৫০ টাকা, মফস্বলে ডাক
 সমেত বার্ষিক ১০, বাণ্যাসিক ৭ এবং
 সিক ৩০। তিন মাসের স্থানে অগ্রিম
 গ্রহণ করা যায় না। ছুটি, বহুটি চিঠি,
 অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার
 বাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
 দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন,
 যেন এক অথবা আশ আনার অধিক
 ও রশীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।
 যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
 মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টার
 শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাকৃষ্ণের নামে
 ইয়া দেন।

যাহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
 আসিবে, এক মাসপূর্বে তাহাদিগকে
 লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
 গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
 একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব
 যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
 হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
 দূরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।
 যাহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
 বেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
 যাইবে না।

কেন্দ্র সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
 করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপত্র
 আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হই
 যিনি অনিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
 হইলে তাহার সঞ্চিত পত্র বন্দোবস্ত হইবে

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
 মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
 চাকড়িপোড়ায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বি
 কৃষ্ণের বাটীতে প্রতিদোমবার প্রাতঃ
 প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ নং ভাগ।

৪৯ সংখ্যা।

“ প্রযত্নাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীযতাং । ”

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ মূল্য
ম বাণ্যাসিক ৫৯ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ১১ই কার্তিক। ১৮ ৬৮। ২৬এ অক্টোবর

মকমলে মাসুলগমেত অগ্রিম বার্ষিক
বাণ্যাসিক ৭. ৬ টেক্সাসিক ৩৫.

বিজ্ঞাপন।

কি রা ম্যা
নামী

পুস্তক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য (নগদ) ৯০
এই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় সর্গপর্বাঙ্ক
সংখ্যা নাগরাকরে রামানুজের টীকা ও
আমুবাণের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
হইয়া বিস্তারিত হইতেছে। ইহাতে মাহে-
চীর্ষ ও নাগোজী ভট্টের টীকা ও স্থলবিশেষে
করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১০
অর্ধাং ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচা-
হইবে। মূল্য ৯০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক
কৃত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে
প্রকাশ যন্ত্রে পত্র লিখিবেন।

ক্রীষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:—

বিক্রয়ার্থ।

সংস্কৃত ভাষা ২৪ নং বাণী ওদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।
উপরি উক্ত বাগান ও বাণী যাঁহারা ক্রয়
ত অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন খাফ
ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেশ্বারস্ আরবো-
খনট এবং কোং

—:—

বিবিধ জব্যাদি বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা

বিধ জব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকানিতে
/০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক
টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হিসাবে
পাইবেন।

বিদ্যাভূমির নাটক	১
কুকুমারী নাটক	১
পদ্মাবতী নাটক	৫০
শর্মিষ্ঠা নাটক	১
নবীনতপস্বিনী নাটক	১
চন্দ্রবিলাস নাটক	১
রামাভিষেক নাটক	১
দলভঞ্জন নাটক	১০
আনকী নাটক	১
শ্রেমাধিনী নাটক	১০
ইন্দুপ্রভা নাটক	১
নলদময়ন্তী নাটক	১
জ্যোতিরহস্য নাটক	১
কীচক বধ নাটক	৫০
অর্ধশৃঙ্গল নাটক	১০
বেশ্যাসক্তি নিবর্তন নাটক	১
কলিকৌতুক নাটক	১০
লীলাবতী নাটক	১০
কুমুমকুমারী নাটক	১
কৌরববিয়োগ নাটক	২
শিববিবাহ নাটক	১০
মধুক সনাসি নাটক	১
সপত্নী নাটক	১
পুনর্বিবাহ নাটক	১০
রমণী নাটক	১
শ্রেমকরা বিষমদায় নাটক	১০
শ্রীকৃষ্ণ রাজার উপাখ্যান নাটক	১০
নবনাটক বহুবিবাহ নিষেধ	১
কাদম্বরী নাটক	১
মুকুন্দাবলী নাটক	১০

নবরমণী নাটক	
মণনাটক	
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক	
প্রাণেশ্বর নাটক	
বঙ্গব্যবহার নাটক	
বাল্যবিবাহ নাটক	
বালোদ্ধার নাটক	
বিধবা পরিণয়োগ্রসব নাটক	
বিধবামনোরঞ্জন নাটক	
উর্ধ্বশী নাটক	
এবঁই আবার বহুলোক নাটক	
কিছু কিছু কুষ্টি নাটক	
বিক্ষম নাটক	
কলিকাতা জোড়া-	ক্রীষ্ণভাষ্য
সাঁকে ৬৪ নং	

সাবিত্রীচরিত
কাব্য।

শ্রীতোলানাথ চক্রবর্ত্তিপণ্ডিত।
মূল্য ১ এক টাকা

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

—:—

বিক্রয়ার্থ।

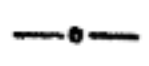
শব্দকল্পক্রম অভিধান। সর রাজা
কান্ত দেব বাহাদুরের কৃতে। উত্তমরূপে
দিয়া মুদ্রন বাঁধান, মূল্য ২৫০ টাকা।
শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্তবাণী

—:—

পুরাণ প্রকাশ।

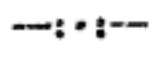
বিষ্ণু পুরাণ।
অমুবাদ ও টীকা সমেত প্রাচীন
৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিম মূল্য) ৯০

নি গ্রন্থাভিলাষী হইবেন তিনি মৃগাপুর
স্ট্রীট ৩৪:১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ
অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে
ক অগমোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত
ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম
পাইলে বিশেষ বিষ্ণুপুস্তক পাঠাইবার
নাই ইতি।



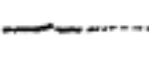
হিন্দী পুস্তকের বিজ্ঞাপন।
ম. রঘুপ্রভৃতি কবির বিরচিত দোহা
ই আদিত্য মানবের ২৬২ প্রকার লক্ষণ
মঞ্জি লালের রচিত মাধব সুলোচনার
সহিত মাধববিলাসনামক পুস্তক দেব
শঙ্করে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। মূল্য ৯
আনা, ডাক মাসুল ৮ আনা; কলিকাতা
দ জ্ঞানবন্ধকর যন্ত্র নিমতলা ঘাট স্ট্রীট
প্রকাশ্য ভবন।

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক ।

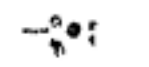


বন্দোপাধায় কোং ।
তদ্বারা সর্বাধিকারকে জ্ঞাত করা যাউ
যে, সম্প্রতি অনগুয়াডষ্টার অব কোম্বিসিয়া
উইক এবং ব্রিটিশ প্রিন্স জাহাজে ভ্রমণ
আমদানী হইয়াছে। এইসকল জাহাজে
কোং দিগের লগুনস্ব এসেক্টগণ হইতে
স্বত্ব ও অন্যান্য জবাবদি আমদানী
হইতে এবং যেসকল জবাবদি আমদানী
তাহার ইন্ডয়েস প্রাপ্ত হইয়াছেন।
কোম্বিসিয়ার প্রধান ভ্রমণালয় আমহরষ্ট
২৬ নং ভবনে মৃগাপুর মেডিকেল হলে
সভাবাজার স্ট্রীট ৩৯ নং ভবন শাখা ভ্রমণ
টাটকা, বিল্ডিং, এবং উৎকৃষ্ট ভ্রমণ সকা
ত মূল্যে খুজরা বা এক কালীন অধিক
পথে বিক্রয়ার্থ নিয়ত প্রস্তুত আছে।

কলিকাতা
ই আগষ্ট



নূতন পুস্তক ।
আসমানের নয়া ।
বাবুদের দুর্গোৎসব ।
(হুতোমি ভাষা)
কলিকাতা পটোলভাঙ্গা টেনীং ইন ট্রিটি
বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামস-
ত্যাগোবর্মা নিকটে অথবা শ্রীযুক্ত বরদা-
শ্যমন্যরের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য
মাত্র।



নদিয়ার নদী ।

সন ১৮৬৮ সালের ৮ ই অক্টোবর মাস
হইতে ১৪ ই অক্টোবর পর্যন্ত নদিয়ার
নদী তায়ের সর্বাধিক জলের
সাপ্তাহিক রিপোর্ট ।

স্থানের নাম	সর্বাধিক জল ফুট ইঞ্চি
নদীয়া মাথাভাঙ্গা	
মহানার উপর পজানদীতে	১২
মহানার	৮
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া	
৪৪ মাইল	৬
হাট বোয়ালিয়া হইতে	
আমুকদিয়া	১৩
আমুকদিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	
৩৮ মাইল	১৭
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদী	
৩৪ মাইল	১৮
ভাগীরথী নদী ।	
মহানার বার	২০
মহানার নীচে	১৫
তথা হইতে জঙ্গিপুর	৫
জঙ্গিপুর হইতে কাটোয়া	
৬০ মাইল	১১
কাটোয়া হইতে নদীয়া	
৪৬ মাইল	১৪
জলঙ্গী নদী ।	
মহানার	১০
তথা হইতে করিমপুর	
১৯ মাইল	১
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা	
৩৫ মাইল	৪
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া	
৬০ মাইল	৩

সন ১৮৬৮ সালের ১২ এ তারিখের
বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ ।
ফুট ইঞ্চি
গঙ্গাঘাটের উপর ৮ ৬
বহরমপুর } শ্রীযুক্ত সি. ই. উইল
১২ এ অক্টোবর } একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার
১৮৬৮। } বহরমপুর ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ ।

১১ই কার্তিক সোমবার ।
উপনগর ও তাহার অবস্থা ।
কলিকাতার উপনগরবাসিন্দিগের

সুখ ও সমৃদ্ধতার সম্পাদনার্থ
মিউনিসিপালিটির স্বীকৃতি হইয়াছে, তা
র্তাহাদিগের নিকটে কর প্রদানার্থ
নগরবাসিন্দিগের স্বীকৃতি হইয়াছে, তা
তাহার নির্ণয় করিতে পারিতেছি
এক মাত্র কর দান বিষয় ব্যতি
পুলিব প্রভৃতি অনেক বিষয়
তাহার সস্তা দেখিয়া গবর্নমেন্ট
অনায়াসে অনুমান করা যায়; কিন্তু
কর দান সম্বন্ধ পরিত্যক্ত হইলে উ
য়ের মিউনিসিপালিটির এমন
ধাকে না যে তদ্বারা ইহার সস্তা অ
হয়। রাস্তা প্রস্তুত করা ও তা
সংস্কার করা, নর্দমা ও পুষ্করিণী প্রভৃ
পরিষ্করণ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা, এ
কুদ্রকার্য্য। মহামহিম মিউনিসিপালি
এ সকল বিষয় লক্ষ্য হয় না! কর
দারেরা যে পরিমাণে টাকা লন, তা
রিমাণে কাজ করিলেন কি না? যথ
খোয়া দিলেন, কি পুরাতন রাস্তা
করিয়া কেবল স্থানে স্থানে কত
খোয়া দিয়া কাজ শেষ করিলেন?
ব্যক্তি তাহা দেখিয়া লন? প্রতিব
রাস্তার কন্ট্রোল লইবার বিষয়
দেওয়া হয়, কিন্তু কমিসরিএট ও প
কওয়ার্ক কন্ট্রোল্লের ম্যায় চিরকালের
ক্টদারের হস্তেই কন্ট্রোল্লের ভার প
হয়। ইহারা বহুকালের পাকা লে
ইহাদিগের কৃত কার্য্য যে মন্দ
এ কথা বলিতে তা আমাদিগের ম
হয় না! রাত্রিতে ও বর্ষাকালে লো
পদ ও শকটের চক্র রাস্তার মধ্য
গর্তে পতিত হইয়া যে ভয় হয়, তা
তে কন্ট্রোল্লদারের দোষই বা কি
পথ চলে ও যে শকট চালায়, তাহ
দোষ। দেখিয়া পথ চলিলে গর্তের
পড়িতে হয় না।

কলিকাতা ও উপনগর এ উভ

যে বরফুলার রোড নামে একটি
 রাস্তা আছে। আমরা এক কার
 হার অবস্থার বর্ণনা করিয়াছি। ইহার
 কার করিবার তার কলিকাতার মিউ
 সিপালটির হস্তে দেওয়া হইয়াছে।
 তার মাস মজুর খাটিতেছে; কিন্তু এ
 র্ধাত হর্তাগাকমে আমরা এক দিনের
 মিত রাস্তাটীর উত্তম অবস্থা দর্শন
 হিতে পারিলাম না। রাস্তার পূর্বে
 গে মিউনিসিপাল রেলওয়ে। ইহাতে
 তার অলনির্গমের পথ এক দিকে
 হইয়াছে। গলির মুখ অপেক্ষা
 লওয়ের এক উচ্চতা যে অতিক্রম
 কটাতির গমনাগমন সম্পন্ন হয়। এই
 র নয়, মিউনিসিপাল রেলওয়ের এক
 খ ছাড়িয়া কলিকাতার দিগে
 রের বেড়া দেওয়া হইতেছে। এক
 রা কত লোকের যে বাটীর ও গলির
 হিরে আসিবার পথ রুদ্ধ হইতেছে,
 তা বলা যায় না। মধ্যে মধ্যে দ্বার
 ছে মতা; কিন্তু সেটী লোকের সুবিধা
 রা রাখা হইতেছে না। ইহাতে
 হ হইতেছে, অনেক ভাড়াটিয়া ভূমির
 তা পলায়ন করিবে এবং ত্রিবিধ
 সেই ভূমির মুগাও কমিয়া যাইবে।
 নগরের আর একটা কন্ড এই দিনের
 া খালধারতির অন্যত্র চৌকীদারকে
 ধারি যো নাই। অন্ধকার ও বর্ষার
 তিতেও পাহারাওয়াল বড় দর্শন
 না। গড়পার গ্রামে এক দিবস যিনি
 করেন, তাঁহারই এই সংস্কার জন্মে।
 শ সন্মেলার মধ্যে এই অংশ
 আজিম খাঁর অধীনস্থ বলিয়া
 হয়। যেমন রাস্তা, সেইপ্রকার
 রকার কার্য। স্বাস্থ্যকার বন্দো
 র ত কথাই নাই।
 মিউনিসিপালিটি স্বকর্তব্যসাধন
 তছেন না বলিয়া আমরা আক্ষেপ
 াম বটে; কিন্তু যত দিন এ প্রকার

মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত থাকিবে, তত
 দিন রাস্তা ২ ভূতির উৎসর্গসাধন ও
 স্বাস্থ্যকার মহুপায় বিধান হইবার সম্ভা
 বনা মন্দ। সাধননির্গমের কাজ সাপ
 নারা না করিলে ভাল হয় না। আমরা
 যে স্থানে বাস করি, তথাকার রাস্তা
 ভূতি উৎকৃষ্ট হইলে আমরা তির কে
 তাহার কলতোঙ্গী হইবে? অতএব ঐ
 গুলির উৎসর্গসাধনবিষয়ে আমাদের
 রই সবিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যিক;
 কিন্তু আমরা যত্ন যত্নবান না হইয়া অপ
 রের হস্তে সেই কার সমর্পণ করিয়াছি।
 এপ্রকার কার্যের কল যে আশানুরূপ
 হইবে না, তাহার এক প্রকার নিছাঁড় হইয়া
 আছে। যে পিতা ভূতিভুকৃত্তোর হস্তে
 পুত্রের স্বাস্থ্যকারি তার সমর্পণ
 করিয়া নিশ্চিত থাকেন, তাঁহার মনো
 বাঞ্ছা প্রায় পূর্ণ হয় না। অতএব আমা
 দিগের কর্তব্য, আমরা ক্রমক্রমে বিষ
 যের উৎসর্গসাধন যত্ন যত্নবান হই
 এবং গবর্নমেন্টেরও কর্তব্য, ক্রমে পক্ষা
 য়েতের বন্দোবস্ত করিয়া আমাদের
 ঐ বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তুলেন।
 অন্যথা গবর্নমেন্টেরও যত্ন সফল হইবে
 না; আমরাও কার্যের লোক হইব না

--:--

ভরলমতি যুবকগণ।

নবযুবকদিগের চতুরতা, দক্ষতা,
 অধ্যবসায় ও ক্ষুদ্রপ্রতিজ্ঞতা দর্শন করিলে
 মানবযাজেরই আহ্বান জন্মে। ডিসরেলি
 সাহেব গর্ভী করিয়াছিলেন, যুবকদিগের
 দ্বারা যে দেশ রক্ষা পায় ও যে দেশের
 ঐরুদ্রি হয় তাহার পৌরব রাখিবার
 স্থান হয় না। তাঁহার সে গর্ভী অশোভমান
 নয়। কিন্তু যখন চতুরতা কেবল রুখা
 আড়ম্বরে পরিণত হয়, অধ্যবসায় আপ
 নার বাহ্য সম্মানলাভচেষ্টার পর্যাবসিত
 হয় এবং অমূলক ও অসঙ্গত প্রস্তাব
 লইয়া দেশের কল্যাণসাধন দাঁড়ায়,

তখন অতিশয় আক্ষেপের বিষয়
 উঠে। যুবকদিগের মন অতিশয়
 তাঁহারিগের অনুমানশক্তি অত্যন্ত
 অতএব মধ্যে মধ্যে তাঁহারা যে
 প্রস্তাব করিবেন, তাহা বিস্ময়জনক
 কিন্তু সেই প্রস্তাবগুলি যদি দেশের
 কল্যাণবিরোধী হয়, তাহা হইলে
 দিগের মুখ বন্ধ করিবার চেড়া পা
 কর্তব্য। আমাদের যুবকসমাজ
 মধ্যে এপ্রকার একদল লোক দেখি
 পাওয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা অ
 আড়ম্বরপ্রিয়। কাজ যত হউক না হ
 ধুম ধাম হইলেই তাঁহারা আপ
 গকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন। রা
 বিরোধী হউক, সমাজের বির
 হউক, আর দেশের উন্নতির প্রতিব
 হউক, কিছু মূতন হইলেই তাঁহারা
 করিলেন, দেশের উন্নতি, সনাতন
 ও কুরীতিসংশোধন হইল। তাঁ
 যদি একটা পুস্তকালয় অথবা তর্ক
 কের সভাস্থাপন করেন, যাবৎ লে
 নন্ট গবর্নর অথবা বিচারপতি কি
 প্রতিপোষক অথবা দর্শক না হই
 তাবৎ তাহা সার্থক ও পরিশ্রম স
 বোধ করেন না। যদি কেহ একটা সাম
 প্রবন্ধ পাঠ করিবার অতিসাহী
 তৎপ্রবণার্থ অন্ততঃ দশ জন ইউরোপ
 ভ্রমলোককে আহ্বান করা হয়; কি
 ইউরোপীয় ভ্রম লোকেরা উপস্থিত হ
 কি শ্রবণ করেন? কোন নূতন বিষয়
 তাহা নচে প্রগাঢ় চিন্তা ও অবি
 পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা বিজ্ঞান, সাহি
 অথবা ইতিহাসসংক্রান্ত কোন প্র
 মীমাংসা করিতেছেন, ইউরোপীয়ে
 মতান্তরে উপস্থিত হইয়া কি তা
 দেখিতে পান? তাহা নহে। "আ
 কত দূর শিক্ষা করিয়াছি," তাকা প্র
 করা হয় এই মাত্র। ইউরোপীয়ে
 বিক ভ্রমতানিবন্ধন প্রকাশ্যরূপে নি

না ; কিন্তু তাঁহারা মনে মনে
প করেন । যাঁহারা এ দেশের প্রকৃত
তাঁহারা স্থিতি ; কিন্তু অনেক
অনেক ইউরোপীয় এই সকল ভব-
ত বালককে বন্দমান দেশীয়দিগের
নিমিত্ত জান করিয়া থাকেন । এইটাই
হইতেছে । প্রত্যেক ব্যক্তির
আপন জনগণত ভাব ব্যক্ত করি
অধিকার ও স্বাধীনতা আছে, কিন্তু
সেই ভাব দেশের যাবতীয় লোকের
ভাব বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন
তিবাদ একান্ত আবশ্যিক
উঠে ।

আমরা বেদলের প্রশ্ন কহিতেছি
এক কালে যাবতীয় দেশের
দর্শনেচ্ছু হইয়াছেন । দেশের
উচ্চতা নাটক, বর্তমান
শিবিভাগ রহিত হউক,
মত যুবকেরা আপন আপন পরি-
গতী পরিভ্রমণ করিয়া দারিদ্র্য
করুন, ইহাদিগের এই অভিলাষ ।
শৈরচার দর্শন করিয়া আমরা
শয় বিস্মিত ও হুঁস্বিত হইয়াছি ।
রাজনীতি সমাজস্থ নিমিত্ত
মধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে বিমুখ হই-
আমরা শুনিয়া অতিশয় হুঁস্বিত
ম, ইহাদিগের কেহ কেহ কামাশী
নে প্রবেশ করিতে উদ্যত হই-
ন । সৈনিকের কাজ অতিশয় সমা-
কাজ সন্দেহ নাই ; কিন্তু য ব্যক্তি
পরিভ্রমণ করিয়া কেবল অর্থ ও
গৌরবের আশয়ে বিদেশীয়
হইয়া তাহারিবারণ করেন,
র তাহা সম্মানের না হইয়া অগৌ-
নিমিত্ত হয় । এই নব্য দল চির
ছেন, যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট
দিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ না
কোন বিদেশীয় রাজার সেনা
প্রবেশ করিয়া রক্ষণ ও স্বপৌ-

রুপপ্রকাশ করিবেন । কতকগুলি উচ্চশো-
ণিত অপরিণামদশী যুবক এইপ্রকার
আড়ম্বর করিতেছেন । ইহাদিগের
সংস্কার এই, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি
পাইলেই বিদ্যার ও কর্তব্যসম্পাদনের
শেষ হইল, তৎপরে তাঁহারা না পাবেন
এমত কাজ নাই । আমরা রাজপুরুষের
ইউরোপীয় ভদ্র লোক ও রাজকর্মচারী
দিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা
যেন এই সকল লোককে দেশের অথবা
কৃত বিদ্যামণ্ডলীর প্রতিনিধি বলিয়া জ্ঞান
না করেন । ইহারা এক বিজাতীয় দল ।
দেশে ইহাদিগের কোন ক্ষমতা নাই
এবং ইহাদিগের সহচরভিন্ন ইহাদিগের
কথা আর কেহ শ্রবণ করেন না । এ-
স্থলে গবর্ণমেন্টের প্রতিও আমাদের
বক্তব্য এই, তাঁহারা বিহিত বিবেচনা
করিয়া নব যুবকদিগের সেনাদলে প্রবেশ
করিবার বাসনা চরিতার্থ করিয়া আপ-
নাদিগের কর্তব্যসম্পাদন করেন ।

লাড' নেপিয়র, শাসনিক রণ ও
বালক অপরাধিগণ ।

মান্রাজের শাসনকর্তা লাড' নেপি-
য়র নথার্থ তত্ত্বাজের ন্যায় এ দেশের
সমাজ ও শাসনপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টি
রাগিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন । তিনি
পক্ষপাতশূন্য হইয়া এদেশীয়দিগের
চিত্তচিন্তা করেন । অপক্ষপাতী বলিয়া
তিনি সকল সময়ে স্বদেশীয়দিগের প্রণয়
ভাজন হইতে পারেন না । যে যে কারণে
তিনি ভারতবর্ষস্থিত ইউরোপীয়দিগের
অপ্রিয় হইয়াছেন, উদারভাবে সকল
বিষয়ে স্বাভিপ্রায় প্রকটন করা তাহার
অন্যতর কারণ । যে দল বিবেচনা করেন,
ভারতবর্ষীয়দিগের উপরে যত ক্ষমতা
প্রকাশ করিবে, যত তাঁহাদিগের প্রাণা-
লাভের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবে, ততই
ব্রিটিশ রাজ্য বদ্ধমূল হইবে, লাড' নেপিয়র

সে দলই নহেন । তাঁহার সংস্কার
প্রকার মনোরঞ্জন করিয়া শাসন-
তৎপনা, "তোমরা আমাদের অর্থ
আমরা যাহা মনে করি করিতে পা-
এটা সর্বদা ভারতবর্ষীয়দিগের
পথে উদ্ভিত করিয়া শাসন করা এ-
অনেকের মত ; কিন্তু লাড' নেপিয়র
কার্য্য দেখিয়া বোধ হয়, পরাজিতদি-
তাঁহাদিগের হীনাবস্থা বিস্মৃত কর
শাসন করাই তাঁহার মতে শাসনক-
প্রকৃত কর্তব্য কর্ম্য । এই নিমিত্ত
যেসকল প্রস্তাব করেন, তন্মধ্যে
মহেচ্ছতার পরিচয় পাওয়া যায় ।
সর্বদা সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হ-
পারিতেছেন না বটে ; কিন্তু তাঁহার
ভারতবর্ষীয়দিগের ভক্তির উত্তরে
যুক্তি হইতেছে ।

কিছু দিন হইল, লাড' নেপি-
একটা উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিয়াছিলেন
তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে ব-
অপব্যয় অপরাধীদিগের চ-
সংশোধনার্থ কারাগার স্থাপন
কর্তব্য । ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট দ-
নুতন ব্যয়িকের নিমিত্ত ৫০ লক্ষ
ব্যয় করা অন্যায় জ্ঞান করেন না ;
এ বিষয়ে অর্থের অসম্বন্ধিতর আ-
করিয়া প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া
লাড' নেপিয়র ত্রিনিমিত্ত সাক্ষাৎ
ফেট মেজরদের নিকটে পত্র লি-
একশ্রে অপব্যয় অপরাধীদি-
প্রায় বেত্রযাত করিয়া ছাড়িয়া দে-
হয় । লাড' নেপিয়র বলেন, এখান
সমাজেব যে অবস্থা এবং লো-
গের আত্মসম্মানের যেরূপ সং-
আছে, তাহাতে যে ব্যক্তিকে এক
শারীরিক দণ্ড দেওয়া হয়, চির কা-
নিমিত্ত তাঁহার সম্মান ধিনষ্ট হইয়া
বালকগণের পক্ষে চির কালের নি-
না হটক, বহুকালপর্য্যন্ত এই

কে । পর ভাকোড নর্থকেট ইহার
তর দিরা বলিয়াছেন, চির কালের নিমিত্ত
লক্ষ থাকে কিনা, ইহার অনুসন্ধান
রা আবশ্যিক ।

শারীরিক দণ্ডের বিষয়ে এদেশীয়
গের যে মত, তাহা সমাচারপত্রে
প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু দুঃ
খের বিষয় এই ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ এখান
র কয়েক জন কুসংস্কারাবিষ্ট ইউ
রোপীয়ের মতকে সমস্ত ভারতবর্ষের
ত অপেক্ষা গুরুতর ও অধিকতর আদ
র্শীয় জ্ঞান করেন । দশ বেত অপেক্ষা
চল বৎসর মেয়াদ খাটিতে অথবা
বিশ্ব অরিমানা দিতে প্রস্তুত, এরূপ
কোর সংখ্যাই এ দেশে অধিক । এক
র শারীরিক দণ্ড হইলে সে ব্যক্তিকে
কাল নতমস্তক থাকিতে হয়, এ কথা
সে ভারতবর্ষীয় বলিবেন । আইন
রেরা অগত্যা দণ্ডানব্যবস্থা করেন ।
রাধীর চরিত্রদোষসংশোধনই দণ্ডের
ক্ষণ, বৈরনির্যাতন ও চিরকালের
মত হয় ও অপমানিত করিয়া
আইনের উদ্দেশ্য নহে । কিন্তু শারী
দণ্ডে উহাই আইনের উদ্দেশ্য ইহা
তপন্ন করিয়া দিতেছে । আমাদিগের
মেটে ইহা স্বীকার করেন না ।
ারা এ বিষয়ে আমাদিগের আশু
নের সংস্কার এত অগ্রাহ্য করেন
ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ আমাদিগের গনো
ভাবও জানিতে পারেন নাই, গবর্ণ
মন্ত্রক করিয়াছেন, প্রধানতম বিচা
র বারদ্বার নিয়ম করিয়াছেন, তথাপি
ফেটেরা যে বিবেচনাপূর্বক শারী
দণ্ড দেন না তাহা কোন ব্যক্তি
কার করিতে সাহসী হইবেন ? এবে
ইউরোপীয়েরা ১৮৬৪ অব্দের ৩
নের বন্ধন হইতে কার্যত মুক্ত
তে এই দণ্ড নাই; সেনাদলে এ দণ্ড
গিয়াছে । কিন্তু এই অসত্যকালো

চিত আইন আমাদিগের ব্যবস্থাপুস্তককে
কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে । এতদপেক্ষা
আপেক্ষের বিষয় আর কি আছে ? লাড
নেপিরর এই বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া
আমাদিগের যথাস্থান হৃদয়গত ভাব প্রকাশ
করিয়াছেন । বর্তমান গবর্ণমেন্টের পরিবর্তন
হইলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবার বিল
ক্ষণ সম্ভাবনা আছে । অতএব আমরা
উদ্ধাকে অনুরোধ করিতেছি, কিছুতেই
যেন তিনি ইহা হইতে বিরত না হন ।

সীমাহিত বন্যতা তপন ।

রোমরাজ্যের শেবাবস্থায় সম্রাটগণ
বন্যজাতিদিগকে দমন করিতে অসমর্থ
জন এবং অর্থহারা তাহাদিগকে বশীভূত
করিয়া নিরস্ত করিয়া রাখেন । ইহাতে
তাহারা কিছুদিন নিরস্ত হইত বটে,
কিন্তু অর্থলোভ পুনর্বীর বলবান হইত,
এবং পুনর্বীর অত্যাচার করিত । পর
শেষে এই বন্যগণই রাজ্য নষ্ট করে ।
ব্রিটিশসিংহ কোন যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার
করেন নাই । একপ প্রতাপশালী হইয়াও
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে রোমক সম্রাটের
ন্যায় অর্থহারা সীমাহিত বন্যদিগকে
বশীভূত করিয়া রাখিতে হইতেছে,
বন্যগণ পালা আয়ের ন্যায় মধ্যে মধ্যে
সামান্য আসিয়া দেখা দিতেছে, গবর্ণমেন্ট
তাহাদিগের দমনার্থ সৈন্যপ্রেরণ করি
তেছেন । বন্যগণ সম্মুখ সংগ্রামে পরা
জিত হইতেছে, কিন্তু তাহারা সন্ধিপ্রার্থ
না করিবামাত্র গবর্ণমেন্ট নিরস্ত হইতে
ছেন । ইহাতে কি কল হইতেছে ? পীড়া
পীড় দেখিবামাত্র পর্বতীয়েরা ক্ষমা
প্রার্থনা করে; কিন্তু যেইমাত্র ব্রিটিশ
সৈন্যগণ পশ্চাৎগমন করে, সেই ক্ষণেই
অসত্য শত্রুগণ পুনর্বীর পূর্ববৎ অত্যা
চার করিবার চেষ্টা পায় । ধনক্ষয়,
সৈন্যক্ষয় ও সময়ে সময়ে গবর্ণমেন্টের
সম্মানক্ষয়ও তাইয়া থাকে । এ অবস্থা
কত দিন থাকিবে ?

বনোরা ইটা, গর শস্যশালী
এতি যেপ্রকার সতৃকনয়নে দু
করিত, সীমাহিত বনোরাও সেই
ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করি
আগন্তক আক্রমণকারীর সঙ্কে
চির দাল ভারতবর্ষ লুট করিয়াছে
কাল আমাদিগের বণিকগণ মধ্য
যাতে বাণিজ্য করিবার পথ মুক্ত ক
নিমিত্ত বন্যদিগকে কর দিয়াছেন ।
গবর্ণমেন্টের অধীনে তাহা হয় না
লণ্ডের হাইলণ্ডারেরা যেসকল লুট
করিয়া কৃষকবৃত্তি অবলম্বন করি
অলস ইসকজায়ী ও সোয়াড়ী
সেবক করিতে অনিচ্ছ, পরবনুষ্ঠান
দিগের কুলক্ষমগত ব্যবসায় ।
গবর্ণমেন্ট তাহা বন্ধ করিয়াছেন ।
গেঁড়া মুসলমানদিগের ধর্ম প
ধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী । এই
কারণে শত্রুতা ঘটিয়াছে । যে সে
ধর্মের নাম করিয়া শত শত বনোয়
তবর্ষের আক্রমণে প্রবৃত্তিবিধান ক
পারেন । অনেকের পক্ষে ধর্ম অ
অর্থলোভ আক্রমণপ্রবৃত্তির প্রধান
য়া ইহারা যেহুপূর্বক ভারতবর্ষীয়
মেণ্টের সহিত সৌজন্য করিবে, তাহা
হয় না ।

বন্যজাতিদিগকে নিঃশেষিত
হউক, আমরা এমন নিষ্ঠুর প্র
করিতেছি না; কিন্তু তাহারা যা
আর অত্যাচার করিতে না পারে
করা নিতান্ত আবশ্যিক । সিন্ধু
পারে আর সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করা আম
গের অতিমত নহে । সীতানা, বে
প্রভৃতি স্থান শাসন করিতে গির
তবর্ষকে আর বিক্রম ও বিপন্ন ক
বিধেয় নয় । তবে কি উপায়ে উ
দিগকে দমনে রাখা হইবে, এক
প্রশ্ন এই । আমরা পূর্বক করিয়াছিল
এখনও করিতেছি, একটা সতৃ

মহারাজ সিদ্ধিয়া ।

আমীর শিয়ার আলি খাঁ ত্রিটিশ মণ্ডের সহিত মৌলানা বন্ধনে সান্তি মুহম্মদ হইয়াছেন, তাঁহার অতি পূর্ণ করা অবশ্য কর্তব্য । পারস্যের ক্ষমতা মনোমুখ্য । যে সাধারণ জন, রুশ, যার বিরুদ্ধে সেই সাধারণ শিয়ার আলির সহিত আর এক বন্ধন করা কর্তব্য । পিণ্ডারিদিগকে হার মান করা হয়, সেই প্রকার হারের ও তারতবর্ষের ঠৈন্যাগণ এক করিয়া প্রত্যেক বন্য জাতিতে আক্রমণ করুক । মোগাডের আধুনের সমুদয় সৌকরিগকে বন্দীভূত করিয়া তবর্ষে আনয়ন করা হউক । হিন্দু শিগকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিয়া তবর্ষে প্রত্যাসন্ন করিবার আজ্ঞা করা হউক । ইতালিগের হাতে অস্ত্র উঠে হইতেছে না । প্রত্যেক জাতিতে সজিত করিয়া আমীরের অধীনস্থ করুক । এইপ্রকারে ঘাতিগ বন্য জাতিতে নায়কধীন করিয়া আমীরের সমর্পণ করিলে আর উদ্ধার কবে না । এইরূপ করিলে বনের ম লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃষক হয়ে মনোনিবেশ করিবে । দুই বৎসর ১০,০০০ টৈনা ছেৎগ অপেক্ষা এত ৫০,০০০ টৈনাদ্বারা কার্য সম্পন্ন । অতিশয় আবশ্যিক ।

গঙ্গাযাত্রা ও ডাক্তার মহেশ্বরের
স কার ।

"পান ও ভোজন কর এবং আনন্দে লাতিপাত কর " এই বাক্যের সাধকতা পাদনার্থ ডাক্তার মহেশ্বরের সরকারী শিক্ষা করেন নাহি । যখন তাঁহার চিন্তা তৎকালে এক দিন কথা প্রসঙ্গে তিনি এই অতিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, "ডাক্তারী শিখিলে যদি আমা হইতে দেশের কিছু উপকার হয়, এই নিমিত্ত

আমি শিখিতেছি ।" তাঁহার একগকার কায্যারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তিনি সেই পূর্বমনোরথটা বিস্মৃত হন নাই । চিকিৎসাক্ষেত্রে ইহে চিষ্টিত্বিতার পরিচয় পাও । বাইতেছে একপ মহে তিনি জর্নাল অর মেডিসিন নামে যে পত্র প্রচার কবিত্তে আরম্ভ করিয়াছেন, তদ্বারাও তাঁহার সর্বেশয় পরিচয় হইতেছে । তাঁহার পত্রখানি কেবল চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় লইয়া পরিপূরিত করা হয় না । তিনি মধ্যে মধ্যে এ দেশের আচার ব্যবহারাদি বিষয় লইয়া তাহার দোষ গুণ বর্ণন করিয়া থাকেন । হিন্দুরা যা কিছু করিয়াছেন, যে সমুদায়ই মন্দ, যে দলের এই প্রকার সংস্কার, তিনি তৎপ্রতি নতেন । সমাজ সংস্কার দর্শনোৎসুক চিষ্টিত্যী ব্যক্তির সচরাচর যেকপ হইয়া থাকেন, মহেন্দ্র বাবু সেইরূপ লোক । মেডিসিন জর্নালের অষ্টম সংখ্যায় তিনি একাধারা প্রসঙ্গে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া উহার যে গুণ দোষ বিচার করিয়াছেন, তদ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে । লোকে বৃদ্ধ পিতা মাতাকে গর্ভার হত্যা করিতে লইয়া যায়, তিনি একথা বলেন না । তিনি বলেন, অনেক স্থলে গঙ্গাযাত্রার বিশেষ উপকার দর্শে, তিনি স্বয়ং তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখি যেন । ইহার যে দোষ আছে, তিনি তৎপ্রক্ষেপেও বিরক্ত হন নাই । তিনি স্বদেশীয়দিগকে উহার সংশোধন বিষয়ে যত্নবান হইতে অনুরোধ করিয়া ছেন । আমাদিগের সমাজের একগণে যেকপ অবস্থা তাহাতে এই প্রণালী অবলম্বনই আবশ্যিক । যে বিষয়ের আংশিক দোষ আছে তাহা এককালে পরিত্যাগ না করিয়া তৎসংশোধনচেষ্টা পাওয়াই কর্তব্য । তাহা হইলেই আমাদিগের সমাজের যথার্থ মঙ্গল হইবে ।

রাজার যুদ্ধাদি আপন উপস্থিত হইলে প্রজা অনুরক্ত কিনা তাহা যেমন পরিচয় হয়, প্রজার বিপন্ন হইলে রাজা প্রজার প্রতি স্নেহবান কিনা তাহা রও তেমনি পরিচয় হইয়া থাকে । বিদকালট গুণের নিকবন্ধকপ । যে রাজাকে বিপদাপন্ন দেখিরা তাহার উদ্ধার চেষ্টা না পান, তিনি রাজাসনের যেমন নতেন । আমরা প্রজার বিপন্নকালে রাজাকে উদাসীন দেখিলে ত্তেকপ বিখিত হই, রাজাকে প্রজার বিপদে চেষ্টা পাইতে দেখিলে সেইরূপ আনন্দ হইয়া থাকি । মহারাজ সিদ্ধিয়া স্বরাজ্যে চুক্তিকপ্রাচুর্ভাব দর্শন করিয়া প্রজার ক্ষেত্রে উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহা কেবল আমাদিগের আশঙ্কের নিমিত্ত হইয়াছে একপ নহে, তাহা অনেক শিক্ষার আদর্শ স্বরূপ হইবে । পাঠকগণ গোচরার্থ আমরা তাঁহার উদয়না পক্ষে অনুরোধ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ।

"এ বৎসর অনাবৃষ্টিবিবন্ধন শস্য হইয়া নাই এবং দেশে চুক্তিক উপস্থিত হইয়া একপ সংবাদ পাওয়া গেল, অনেক গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে প্রজাদিগের পলায়ন রাজ্যের পক্ষে অবিপদজনক বলিতে হইবে । লোকে দাসত্যাগ করাতে পলীগ্রামসকল শূন্য হইতেছে । অসুতাবে লোকে চৌর্যাদি চুরি সহজেই প্রবু হইতেছে রাজ্যের স্বকণ দস্থানল বৃদ্ধি হইতেছে । আমরা মহারাজ সিদ্ধিয়া এই বিপত্তির সময়ে দিগের সাহায্যের নিমিত্ত এমন অন্য উপায় ও সতর্কতা অবলম্বন করিবেন করিয়াছেন, যাহা হইতে তাহারা এই সময়ে প্রায় উপকার লাভ করিতে পারেন । তদনুসারে সাধারণের বিশেষতঃ দার, পাটেয়ার, জমীদার, চৌধুরী প্রভৃতির নিমিত্ত বিজ্ঞাপন করা যাইবে, বর্তমান চুক্তিকের সময়ে প্রজার মঙ্গলের নিমিত্ত এবং তাহাদিগের

কোমরপীড়াপীড়ি না হয়, এমিসিত
গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য রাজস্বের প্রথম কিস্তি
বেলাই দেওয়া গেল।

আরও বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, এই
অফিসের তার সময়ে আদালতের অর্থাৎ প্রত্য
ধীর সকাশে সমনাদির খরচা বাবে অধিক
গ্রহণ করা যাইবে না। নিত্যকাল আবশ্যিক
ভিন্ন অনাবশ্যিক ব্যয় কাহারও যেন না
কর।

যাহাতে প্রকারা য য গ্রামে অরকট
পাইয়া বুশলে এবং নিরুপদ্রবে থাকিতে
পারে, এ এমিসিত গ্রামের জমিনা প্রভৃতি
প্রধান লোকেরা বিশেষ বয় পাইবেন। এত
দর্শন যাহা ব্যয় হইবে তাহা তাঁহারা রাজকীয়
ধন্যগার হইতে প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা
নিম্ন প্রজাতিগকে কীর্তি প্রদানে কার্পণ্য
করিবেন না যদি তাঁহাদের নিকট অর্থ না
থাকে তাহারা য য মহাজনের নিকট ঋণ
করিয়া এ কার্য সমাধা করিবেন। যত দিন
গবর্ণমেন্ট সরকারি কার্য বিস্তার করিয়া
অথবা অন্য প্রকারে দরিদ্র প্রজাতিগের জীব
নো য়ের কোন বিশেষ উপায় না করিতে
ছেন, তত দিন উপরি উক্ত পদ্য অবলম্বনীয়

যাহাতে প্রকারা আহারাভাব দেশ
হইতে অন্যত্র পলারন না করে এ বিষয়ে
সতর্কতা অবলম্বন আশ্যক। এমিসিত
রাজ্যের সীমাও এ সময়ে সতর্করূপে রক্ষণীয়
এমিসিত যাহা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে তাহা
রাজকোষ হইতে পদান করা যাইবে।

এই ঘোষণার অন্তর্গত কতদূর কার্য
কর, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেন্ট প্রথম সতর্কতা রাখি
বেন। মহারাজের বংশপরম্পরায় যেকপ
প্রকারজনবৃত্তি ও বদাম্যতার আদর আছে
মহারাজ এ সময়ে তাহা প্রদর্শন করিতে
ক্রটি করিতে নন। মহারাজ এ বিষয়ে রাজ্য
প্রদান ও সন্তোষ করণচাণী এবং ভূস্বামীদিগের
উপর বিশ্বাস পূর্কক অধিক মিত্র করি যেন।
আপাততঃ বিপৎপ্রতিকারে তাঁহারা সকলেই
অস্তরের সহিত চেত্বী করি যন।

মুদ্রন পুস্তক ৬ ১/২

১। পার্বজ বিদ্যোগ অর্থাৎ অভিন
নু্যথ কাব্য। শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস

মুখোপাধ্যায় অমিত্রাকর হলে ইহার
প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থকার বিজ্ঞ পন
হলে লিখিয়াছেন ' অমিত্রাকর হলে
এখনও অনেকের অপ্রীতিকর আছে,
তাহাতে আমার গ্রন্থকার কবিত্বশক্তি
হীন। ' "অমিত্রাকর হলে অনেকের অপ্রী
তিকর " এ বাক্যটি যেমন স্বরূপবাচক
হইয়াছে, " গ্রন্থকার কবিত্বশক্তিহীন " এ
বাক্যটি সেরূপ হয় নাই। আমরা এই
গ্রন্থের বহু স্থলে গ্রন্থকারের কবিত্বশ
ক্তির পরিচয় পাইয়া প্রীতিলভ করি
লাম। পাঠকগণের প্রীত্ব কয়েকটি
কবিতা এহলে উদ্ধৃত হইল।

" যেন বৈতথনে, তাতা মুনি জন মত
কবেশি পাণ্ডবায়ুজ, তাজি বাতকু,
বীথিয়া কুটীর, মরি, বিস্ময়বর,
বিজনে ফেলিলা কাল দীপ্তাবে হৃদয়
বিতস মাগধ তথা, খাপদ প্রচরী
ভূত বাকন করে সুগল মারুত
বস্ত্রী বন, অমে জমিলা পাণ্ডব
নিবড় অননো এবে কবিরা মুগয়া
পোষিলা উদর মুনি ক ব সম্বাদে
কড় উপদ্রষ্ট, কাটাইলা কাল মুখ
শিষ্ট আলপনে, কিছা দেব-ভজ-কায়ে।

২। বিষ্ণুপুরাণ, ত্রিতীয় খণ্ড। ইহা
তেও প্রথম খণ্ডের ন্যায় উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা
অনুবাদ ও শ্রীধর স্বামিকৃত টিকা আছে।

৩। বোধবিকশিনী। এখানি অর্ধ
মাসিক পত্রিকা। ইহাতে ঈশ্বরস্তুতি, ভূমি
কা, শ্রু শিকা, বিজ্ঞান গটিক প্রয়োক্তর ও
জড় পদার্থের স্বরূপ এই কয়টি বিষয়
সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইল।

৪। উত্তর পড়া মাসিক পত্রিক সংখ্যা।
ক্রমশঃ ইহার উৎকৃষ্ট লিখিত হইতেছে।

— ১০১ —

প্রাপ্ত।

বঙ্গীদিগের টেলিগ্রিক

অনুরূপ

পূর্ব পূর্ব পত্রিকায় পরিচর ও শিকা
প্রণালী গবর্ণমেন্ট ও ইংরেজাদি ভিন্ন
জাতীয় বণিকগণের কার্যালয়ের কার্যপ্রণা,

মানকসেবন, জল ও জলপ্রণালী, বায়ু, জ
গণের সুখ তাদি বিষয় লিখিত হইয়াছে। অ
সুভিচা রের প্রথার বর্ণন করা যাইতেছে

এখানে পৃথক স্থানে ও পৃথক গৃহে প্রস
হইবার ও এক স্থানে একাদিক্রমে কয়েক
দিবস আবদ্ধ থাকিবার এবং অন্যান্য কতি
পয় নিরম এ. এ. পালনের প্রথা প্রচলিত
আছে। কোন সময়ে এই প্রথা প্রচলিত
হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বলিতে পার
বায় না; কিন্তু প্রথাটি যে পুরাতন তা
বিলক্ষণ অসুমান হইতেছে। যেন না প
পুরুষাক্রমে উক্ত প্রথানুসারে কার্য হ
আসিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথাটি
বহু অংশে উৎকৃষ্ট। প্রসবসময়ে ও প্রসব
প্রসূতিদিগের শরীর হইতে সর্বদা শোণি
প্রদি নিগত হইতে থাকে বলিয়া তাগদি
গকে ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন গৃহে বাস করাইতে
হয়। গর্ভমোচনাঙ্কে নানা কারণে উভাদিগে
শরীরের অভ্যস্তরস্থ যন্ত্রসকল বিশৃঙ্খল ভাব
পর ও স্রব হারা থাকে। স্ত্রীত্যাং তাহা
গকে কিছু নিবন এক স্থানে আবদ্ধ রাখ
বর্তব্য। এ সময়ে শরীরচালনা করিলে অ
প্রিমিত শোণিতপাতের সম্ভাবনা থাকে।
প্রসবিত্রীদিগের শরীর ও শাকহলী প্রভৃ
বেদনামুক্ত, অরল ও দুর্ভীল কর। এই জন
তাগদিগকে উক্ত স্থখ (কাল) তাপ, ল
ও বলকর আহার দিবার প্রথা আছে, কি
অত্র তা আধুনিক লোকেরা অজ্ঞতা, ব
আলস্যবশতঃ ভিন্ন ব্যৱহাচল্যভয়ে এ
প্রথাকে নিতান্ত অসম্মত এবং মণিত করি
তুলিয়াছেন। এতৎকার লোকেরা শরী
রক্ষণোপযোগী নরনার্যের একপাত্তপত্রি
স্থলক যে কৃতিক তা শুবরে
কুটীর অপেক্ষাও নিরুপদ্রবে মণ্ডাল করি
থাকেন। গোকল স্থান অধিকার অপকৃত্র এক
বস্থলগুলি করিযে কালো বোজের দুখান
লোকন করে নাই, কাল জবখিম স্থানে
গৃহগুলি মিশ্রিত হয় অধিকাংশ প্রসব
নীয়ে প্রায় চারি পাঁচ ডাক ও প্রসব ও
৩ ডাক। তাহার মধ্যে অল্প-অ
চতুর্পরিমিত উচ্চ হইয়া থাকে। প্রায়
ভীর আতুতদর হেঁড়ামাত্রের ডাক

নারিকেল বা তাল পত্রা দ্বারা
ও ঘেরা সেগুলিকে এ প্রকারে
করা হয় যে, বায়ু গমনাগমন ও
প্রবেশ করিতে পারে না। এদেশী
জীবিদেরা যে কিলুপ পারফ্রী তাহা
সুস্থি ও নবপ্রসূত বালক বালিকা
লাজন পালনের নীতি নীতি বেখিলেই
ন অনুভব হইতে পারে। এই খানেই
রা নিজ নিজ দ্বিতব্য রীতিনীতির পরি
চালন করিয়া থাকেন। নব প্রসূতির
লাজ কেমনে আশানী শরনাগার, শয্যা
অপন বসনাদি বিষয়ে করেদিগের
কা বরফ উহাদিগের কিছু অধিক
দেখা যায়। করেদিগের ঘোষের
বিদ্যা কৃপার মেয়াদের চ্যুনাধিকা
পাকে। কিন্তু ইহাদের মেয়াদের কাল
বারে নির্দ্ধারিত করা আছে। সে এক
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, অধিকাংশ প্রসবি
ক প্রায় এক মাস কাল করেদির অবস্থার
কতে হয়। উহাদিগের আহারের ব্যবস্থা
ও চমৎকার। এক বেলা এক মুষ্টি অন্ন
উপবরণও সেই রূপ। আর এক বেলা
যোগে কাটাইতে হয়। শয্যা একপ
ন্য যে, তাহার কথা লিখিতেও ঘৃণা হয়।
টা ছেঁড়া মাজুন বা টটা একটা ছেঁড়া
লাপা পড়িতে। কখনো কখনো একখানি
ও মলিন বস্ত্র। কতকগুলি
কাপড় ঘরের চুলা টুক
ও প্রায় প্রায়শঃ মনঃ যত্ন
নয়ন করিয়া রাখেন। কখনো কখনো
নয়ন করিয়া রাখেন। কখনো কখনো
নবীচাদি কতকগুলি কপড় সামগ্রী মাত্র
কাল বলা। কখনো কখনো ছুই শতা খাটতে
লাপ বিদ্যে তাহা স্নানকাগারে এক বা দুই
লাপ অল্পকৃত প্রস্তুত করা হয়। এবে
ঘেরা আলস্যের বিশেষ বশীভূত। কোন
যেই তৎপন্ন নহে। প্রসবের অতি অল্প
বস পূর্বে বা কখনো কখনো প্রসব পূর্বে
ও অতি অল্প কাল থাকেন। সুতরাং কাচ
লাপার ভাঙ্গা হয়। উক্ত আর্ড কাঠের
ন গুলী পরিষ্কৃত হয়। উহাতে প্রসূতি
কাল এবং

বালক বালিকাদিগের গলমধ্যে প্রবেশ
করিয়া তাহাদিগকে পীড়িত করিয়া তুলে।
প্রসূতিদিগের দুঃখের কথা অধিক কি
বলিব, তাহাদিগকে অল্পটুকু জানে কেহ স্পর্শ
পর্ষাদ করে না। একটা বীচজাতীয় স্ত্রীলোক
উহাদিগের সেবা সুস্বাধা করিয়া থাকে।
প্রসূতিদিগের যে দুর্দশা, শিশুদিগেরও এই
দুর্দশা দেখা যায়। সম্প্রতি সুতন একটি নত
প্রচলিত হইয়াছে। ইহাকে হরির লুঠ বলে।
ইহার নিয়ম অতি বিস্ময়কর। প্রসবান্তে
প্রসূতিদিগকে ও সদ্যঃ প্রসূত বালক বালি
কাদিগকে স্নান করিতে হয়। বিশেষ কোন
নিমাই নাট, বধেচ্ছাচারী বলিমেও অভ্যক্তি
হয় না। অনেক ধাত্রীবিদ্যা বিৎ পণ্ডিত বলি
রাছেন, যে-গৃহে নির্মূল বায়ু গমনাগমন ও
আলোক প্রবেশ করি। থাকে ও বাহার
মেয়ে শুষ্ক এসত গৃহট প্রসূতি ও বালক
বালিকাদিগের বাসের উপযুক্ত। তাহারি
ধের শরনার্থে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুকোমল
শয্যা দেওয়া বিধে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরি
ধান করান আবশ্যিক। প্রসবান্তে কএক দিবস
শির ভাবে এক স্থানে আবদ্ধ রাখা কর্তব্য।
লঘু ও পুষ্টিজনক আহার দেওয়া উচিত।
লঘু পানীয় বস্ত্রাদি দ্বারা শিশুদিগের গাত্র
সর্জনী আবৃত রাখা আবশ্যিক। তাহাদিগকে
চাপ এবং গর্ভত দুগ্ধ পান করান কর্তব্য।
উহারা বলেন যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম
হয়, তাহা হইলে প্রসূতি ও শিশুদিগের
শরীরের বিশেষতঃ জীবনের সঙ্কে ব্যাঘাত
ঘটিতে পারে। কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত বরচিত
শাণ্ডিক স্বাস্থ্যবিধান বিষয়ক পুস্তকে
লিখিয়া গিয়াছেন যে, এক সময়ে লণ্ডন নগ
বন্দু সূতিকাগারের দোষ থাকিতে প্রতি বৎ
সর তাহার মত বালক জন্মিত হইত, তাহার
অধিকাংশই বনসদনের অভ্যুপিত হইত।
আর বাহারা জীবিত থাকিত, তাহারা প্রায়
চিরকাল হইয়া থাকিত। প্রসূতিদিগেরও উক্ত
রূপ দুর্দশা ঘটিত। অতএব এদেশীয় প্রসূতি
ও শিশুদিগের যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে, বিচিত্র
কি। এখানকার সূতিকাগৃহের প্রথমে দোষে
অধিকসংখ্য শিশু ও প্রসূতি প্রসবগৃহেই
জীবনবিসর্জন করিয়া থাকেন। অনেকই

চির গ্রহইয়া পড়েন। কিন্তু অত্রতা সূতিকা
গৃহের প্রথমে পরিবর্তন কর একপ সস্তা
বনা হোখি না। এখানকার অধিকাংশ
লোকেই অপিকিত; সুতরাং তাহারা সকল
বিষয়েই অনভিজ্ঞ। অতি অল্পসংখ্যাত
যে সুশিক্ষিত লোক আছেন, তাহারাও
অশিক্ষিতদিগের মনে পড়িয়া মারা বাইতে
ছেন। দেশের কুপ্রথাগোত শিকারীদিগ
কর হইতে পারে না। সেই শিকারীর গবর্ণ
মেট ও দেশীয় ধনাঢ্যদিগের প্রতি নিষ্ঠর
করে। মহাবান প্রজাবৎসল গবর্ণমেট
আপন কর্তব্য কর্ম একপ্রকার নির্বাহ কর
তেছেন। দেশীয় ভাগ্যবান ব্যক্তিরা হস্ত
ওগাইর বসিয়া আছেন। তাহারা অলীক ও
অনর্থক আনোদাদিতে ও নিজ নিজ ইঞ্জির
সেবাতে প্রতিবৎসর যে রাশি রাশি অর্থ
ব্যয় করিয়া থাকেন যদি তাহার অল্প সং
মাত্র বিদ্যাশিক্ষার্থ ও দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাপন
জন্য প্রদান করেন, তাহা হইলে এদেশ
অন্যান্য সুলভ্য দেশের সহিত সকল বিষয়ে
সমকক্ষ হইতে পারে।

বিবিধ সংবাদ।

৪ঠা কার্তিক সোমবার।

আমরা প্রায় এক হইয়া প্রকাশ করিতেছি
দ্বারতালার রাজার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক জেন
করলও সাহেব ইংলণ্ডে যাইবার সময়ে প্রাণ
ত্যাগ করিয়াছেন। করলও সাহেব নীলক
দিগের মধ্যে ধার্মিক ছিলেন। নীল কামিনী
পুত্র তিনি নীল ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া ইন
টার্ক কামিনী হন। অনন্তর তিনি দ্বারতাল
গমন করেন। তাহার বংশে সুতপূর্ক রাজার
গিয়া প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা অধিরাছে। করল
সাহেব কৃষকদিগের স্বার্থ বিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর
চেষ্টায় বেহারের নীলকরদিগের সহিত কৃষ
দিগের পুনর্বার সৌহার্দ্য হইয়াছে। এ প্র
প্ৰচলিত লোক অতি অল্পই দেখা যায়।
দ্বারতালার রাজার অনেক সুবিধা করিয়া দিয়া
বটে, কিন্তু এখনও অনেক অপব্যয় আ
তাহার নিবারণ হইলে আরো অধিক ট
সঞ্চয় হইতে পারে।
ইঞ্জিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন অবগত হ
ছেন, গবর্ণর জেনরল ও প্রধান সেনাপ
নীত্র পেনসোয়ারে গমন করিবেন। তাহার অ

আলি খাঁ গবর্নর জেনরলের সহিত
করিতে আসিবেন । ভারতবর্ষীয় গবর্নর
পূর্ণিমা জন্মীতির যে পূর্ণিমা হইয়াছে
শিখিগের অঙ্গ আফ্রিকার বিষয় ।
সিখিগের হৃদয়বীজিত প্রাচ্যবিগকে
করিতেছেন । জয়পুরের রাজা শ্বেনে
ইষ্টা ইয়া দিয়াছেন । রাজগণ
অসময়ে বিস্তর সজ্জা করিতেছেন ।
প্রামাণিক লোকপুত্র শুনিলাম, স্বাং
ল জয়পুর প্রকৃতি স্থানে বিস্তর হুতি
হয় নাই ।

দিলী অঞ্চলে অনা... এত প্রাচুর্য
যে (মকবলীইট ব...) যমুনার মধ্য
গঙ্গার গাড়ী বাইতেছে ।

আলেক জগুর এটি পদত্যাগ করাতে
ইয়ের বিখ্যাতালয়ের মহাপতা কৃতজ্ঞতা
রে উহার মন্ত কার্য স্বীকার করিয়াছেন ।
ইয়ের কৃত বন্দ্যমণ্ডলী উহারে এক আঁত
পত্র প্রদান করিয়াছেন । ইহার প্রত্যুতঃ
সর আলেকজগুর এটি আক্ষেপ করিয়া
ছেন, গবর্নরকে এতিকে সরকারী রাজ
শত করা ৩৫।৫০ টাকা সেনাপলে
করেন, এতিকে পিক'ক'থের
এক টাকামাত্র দিতেছেন । এটি অসু
ভব সমা নহে ।

শনিবার কলিকাতার জড়িনদিগের
পত্র পত্র পত্র প্রকৃতিবাসুপারে পুন
বস্তীর কর শতকরা ১০ টাকা নির্ধারিত
৩০।৩৭ মাত্র আয়রুজিব বিষয়ে বেঙ্গল
ন ব্যয় সংক্ষেপের বিষয়ে সঙ্গপ নছেন ।

আজগাড়ীর এক যুবতী স্ত্রী দাকিগাতে
জগুর একট পত্র লিখিয়া উহার সহিত
প্রাপিনী হইয়াছেন । ওয়েলসীর সম্প্রদায়
এক পুত্র হইত এক পত্রবরা জানাইয়াছেন
সী সত হইত । এখন স্ত্রীলোকদিগের স্বামী
র কা, এই নিমিত্ত পুত্র পস্তাব না
রা স্ত্রীলোকেরা নিজে ব্যবহার প্রস্তাব
হইতেছেন

ভারতবর্ষীয় গবর্নর মেজর জয়পুর
বিখ্যাতালয়ের হিসাবের অঙ্গসহান করাতে
পত্রী সংবাদপত্রসমূহ অসন্তোষ প্রকাশ
হইতেছেন । মেজর ইব'ল বলের নামে ১০

খরচ লিখিত আছে, কিন্তু মেজর বেল
কল পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা
ত কারবার নিমিত্ত এই টাকা লইয়াছিলেন,
অর পরিষ্কারের পুরস্কারস্বরূপ লন নাই ।
কবিশেষের চরিত্র কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা

পাওয়া গবর্নরমেটের পক্ষে অতিশয় লজ্জাকর ।

গবর্নরমেটে অবগত হইয়াছেন, বেয়ার ও
অখোণ্ডার কোন কোন কর্মচারী নকর লইয়া
থাকেন । স্বয়ংরাবারের রেসিডেন্ট ও অনো
পারি জগান কমিসনার এই অমায়্য ব্যবহারের
নিবারনার্থ এক এক সরকুলার করিয়াছেন ।
সৈনিক কর্মচারীগণ ও নিয়ম বহিষ্কৃত প্রণালী
থাকিতে এইসকল ব্যবহার বাইবে না ।

বাবু প্রসন্নকুমার তাঁকুরের পরিবর্তে বলরাম
পুনের রাজা দিখিতর সিংহ ভারতবর্ষীয় বাব
হাপক সত্কার সত্কা হইয়াছেন ।

ফলিকাতার মিউনিসিপাল বেলগরের
বাস্তার দিগে তাবের বেড়া দেওয়া হইতেছে ।
বেধানে অল্প লোকের প্রাণবিয়োগসম্ভাবনা
সেখানে সাবধান হওয়া অতিশয় আবশ্যিক ।

অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন, "সংপ্রতি নড়া
ইল বাবুদিগের একটী বৃহৎ ট্রষ্টিক নিশ্চিত চাঁদনি
তালিয়া পড়িয়াছে । এই চাঁদনীএ বীচে নাচ
গান ভোজন ইত্যাদি দেওয়া হইত । যে সময়
চাঁদনীটি তালিয়া পড়ে, তখন তাহার ফলে ৩
জন ব্রাহ্মণ আহ্বার করিতে হইত । ইহারিগের
৩ জন সৌভাগ্য ক্রমে চাঁদনী ফুলশাশী হইতে
যা হইতে পলায়ন করে । অপর তিন জনের মধ্যে
এক জন অর আর এক জন অত্যন্ত লাভ
হইয়াছে । আর এক জন ইট চাপা পড়িয়া
শাণত্যাগ করিয়াছে । এই সময় নড়াগে প্রাচ
হকার আমলা উপস্থিত । সৌভাগ্যক্রমে তাহা
বের কেহ প্রাণে নষ্ট হন নাই । এক জন আমলা
এই ঘটনায় চক্ষু প্রত্যক্ষ করেন । তিনি
বলিলেন, যখন চাঁদনীটি তালিয়া পড়ে, তখন
কয়েকটী কামানে অগ্নি দিলে যেহেতু লক্ষ
হয় সেইরূপ খড় খড় করিয়া একটী কামানক
পক্ষ হইল এবং তারি পদ ধূলিরূপে উড়িয়া এক
ধাবে অক্ষয়ময় করিয়া ফেলিল । ববুদের
তাবৎ কোটাগুলি কাপিয়া উঠিল যেখানে
চাঁদনীটি তালিয়া পড়িয়াছে, সেখান হইতে
এখন পর্যন্ত পচা গন্ধ বহিত হইতেছে । এট
জন্য অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন, হয় ত
আরো মাদ্রাস চাপা পড়িয়া মরিয়াছে । বাবুদের
আর কয়েকটী পুরান কোটা আছে । আমরা
অজ্ঞরোধ করি, সেগুলি উহার সত্বর তালিয়া
কেনেন

প্রয়াগহৃত বলেন, "সংপ্রতি এখানে একটী
বড় শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে । এক জন
কৃষক এক গাড়ী গম লইয়া বাজারে বিক্রয়
করিতে আইসে । সমস্ত গিনে ৩০ টাকার গম
বিক্রয় করিয়া বাকী গাড়িতে বোকাই করিয়া

তাহার উপর মস্তক দিয়া রাস্তিতে মিছা
ফেলিল । ইতিমধ্যে এক জন দলু
তাহার ক্রাশসংহার করিয়া পলায়ন
যেমন সে এই কাণ্ড করিয়া পলায়ন কা
অন্য সে গাড়ী হইতে নিকটবর্তী আর
খানি গাড়ীতে পতিত হওয়ার গাড়রান
কার করিয়া উঠে । পুলিশ ইহার কিছুই
জান করেন নাই । আমরা তাহার পর
প্রাত্যাকালে ঘটনাকালে উপস্থিত হইয়া
লাম, হত ব্যক্তির গলার অঙ্গ অংশমাত্র
সংলগ্ন আছে ।

রাস্তিহালে লক্ষবে মেলা দেখিয়া
বালক গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল, পথি
এক জন দলু তাহার নাসিকাক্ষেদন ক
অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লইয়াছে ।

৪ টা কার্তিক মঙ্গলবার ।
অনেকের সংকর পাচে, মালীশের
সাইসেগ লটলে আর মণ্ডুর না । কিন্তু ল
অটোমিক মার্ভিটেট আলকক সাহেব
কোম্পানির এই অণ্ডাথে ১৫০ টাকা জরি
ফরিয়াছেন । কিন্তু কুক কোম্পানির বাসি
পেয়াদা জরিমানার টাং আদায় করিতে
সে প্রকৃত হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে । বি
লগমকল ইউরোপী দিগকে যে প্রাজ
ইহা তাহার ফলমাত্র ।

ই গুরান ডেলনিউস অবগত হইয়া
গত সপ্তাহের এক রাস্তিতে ভাগলপুরে হা
বাস্তীয় লকটে দাকা লাগিয়া করে
অস্বাস্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন । খুনত হর
তবে আর অসুস্থতারের প্রয়োজন কি ।

পত্রাবলী সীমা হইতে সংবাদ আসি
করেনো পশ্চাৎ গমন করিয়াছে । আশ্চর্য্য
৪৩ বন্দ্যমণ্ডল অথেকা তাবর্ষীয় সেন
আবক লোক হত ও লাহত হইয়াছে ।
সেনাপ ও ওয়াটলড বেঙ্গল'র গৃহ করিতে
তাঁহা সীতলর নহে ।

পত্রাবলী বাবুগোপন করিতে বাইবার
মহ'র জ সিখিয়া হৃদয়বীজিত লোক
সাহাবার তিন লক্ষ টাকা দিয়াছেন । বে
বরের নিমিত্ত হুদী বহৎ পুকারিনী হইতে
হীন লোকেরা তাহার পরিষ্কার করিয়া অর
হোলকারের রাজ্যে কতক রুটি হইয়াছে

বোহাই বিখ্যাতালয়ের পুস্তকা
প্রধান কেবাণী বাবু গণপতবা ও টংল
কৃত "আমালিগের হাটলও বাসের
নামক পুস্তক মজারাজীর তাহার অ
করিবার অসুমতি পাইয়াছেন ।

বাদ হইবে । মধ্য ও পশ্চিম ভারতবর্ষের
সর্দার এই অঙ্গুগণের নিমিত্ত বঙ্গ
শ করিয়াছেন । বঙ্গভাষার উন্নয়ন
উচিত হইতেছে ।

সম্প্রতি যখন একখানি বাঙ্গালী শকট
নদের সেতু পান হইতেছিল, তখন এক
বেইলওয়ে ট্রাকিং য়। বিপদের সাঙ্কেতিক
পতন-কবিয়া শকটের গতি বন্ধ করে ।
চালক, প্রহরী ও আরোহীগণ ভাবিলেন
কোন স্থান বা তর হইয়াছে, কিন্তু অন্য
ট্রাকিং য়র একটা ইটরোপীয় স্ত্রী লোকের
শকটে উঠিয়া তাহা চালাইতে বসিলেন ।
ট্রাকিং য়র পতন হইতে না
বলিয়া তিনি এচকোশলতার শকট স্বগত
হইলেন । এ বাঙ্গালী কোম্পানির কার্য
অবিলম্বে দূর করা কর্তব্য ।

৬ টি কার্তিক বুধবার ।

লিসমান প্রবণ করিয়াছেন, সঙ্গের সেতু
গবর্নমেন্ট আর এক সেনা নিযুক্ত
এ বিষয়ের তর্ক শেষ হবে হইবে? কে
ঘাটে কেহ কাটখোলায়, কেহ কাশী
সেতু করিবার কথা বলিতেছেন । ভারত
গবর্নমেন্ট চাকদেহের নিকটে সেতু করিবার
লাভ করেন । কয়েক ব্যক্তি বাঙ্গালী ঘাটে
নৌকার সেতু করিবার বিজ্ঞাপন দিয়া
। কাটখোলার ঘাটে সেতু করাই পরামর্শ
এ আর এক বড় কোম্পানির হস্তে
যা কর্তব্য ।

শিক্ষা, শিক্ষা ও নাব্য রাজস্ব
গবর্নর জেনরলের সচিব সাক্ষাৎ কবিয়া
কাশীরের প্রধান মন্ত্রী জোহালাপ্রসাদ
জয়ন কুপারাম অখালায় সাক্ষাৎ করিবেন
নবেদর সব জন লোক অখালায়
গয়ে খুলিবেন ।

কুর্পের এক জন ইউরোপীয় শিক্ষক
গকে চা পান করাইবাতে আমল লোকের
বিরুদ্ধে নালী করিয়াছেন । সুপ্রিম
ও পক্ষান্তরে এ বিষয়ের অঙ্গুগণ
করেন ।

সচিব মন্টগমারি মার্টিন সাহেবেব যুক্ত হই
। তিনি পূর্বে ভারতবর্ষীয় রণতরির
গে ছিলেন । মার্টিন সাহেব ভারতবর্ষের
কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন ।

ভক্ত কাকাকে বলে, তাহা তিনি জানতেন
ভারতবর্ষের অনেক প্রধান কর্মচারীর অব-
রাজনী তর প্রকৃত বর্ণনা করিতে অনেকে
শত্রু হইয়াছিলেন । তাহার শেষ পুস্তকে
পঞ্জাবী মহামতিদের কাহিনীকণের
মতনয় লেখা গিয়াছেন । সব জন লোক
টি মন্টগমারি বিপক্ষিত মার্টিন সাহেবেব
তদনয় বর্ণনা হইতে বঞ্চিত হইবে ।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে এক ব্যক্তি
না হইয়া কোলের মধ্য কাশী হইয়াছে
এই নিয়ম হইয়াছে । মন্ত্রাজের শাসন
না পণ্ডিত এ নিয়ম প্রচলিত করিবার
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টকে অঙ্গুগণ করি
।

৬ টি কার্তিক বুধবার ।
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট বোম্বাই গবর্নমেন্টকে
মন্ত্র টি একটা ধনাগার স্থাপন করিবার আজ্ঞা
দিয়াছেন । পারস্য অধাভের ও আফ্রিকার রণ
তরসমূহের সমুদয় ভার ভারতবর্ষের কয়েক
ক্ষেত্রের এই পূর্ণ লক্ষণ ।

মন্ত্রাজের অধঃগত মাহুবা জেলার শার্প
সাহেবনামক এক জন সিবিলিয়ান ট্রাইমাস মাত্র
জজের কাজ করেন । তিনি স্থানান্তরিত হইলে
তাহার এক জন উকীল তাঁহাকে এক মতিন
প্রদান করিয়া ট্রাইমাসে শার্প সাহেবের পূর্ণ
দিকাধীর প্রতি কতক নিম্না ছিল । মন্ত্রাজ
গবর্নমেন্ট সংবাদপত্রে এই বিষয় অবগত হইয়া
শার্প সাহেবের মিনটে কৈফিয়াত চান । শার্প
সাহেব বলেন, তিনি অভিনন্দন লইতে চান
নাই । মতিনা ভাগ করিয়া দেওকোশ অস
রাছেন, এতদ সময়ে পূর্বে উকীল তাঁহাকে
অভিনন্দন পর দিয়া যান, কিন্তু তিনি তাহা
পাঠও করেন নাই । যাহা হইল এই অভিনন্দন
পত্র ও প্রীতি উভয়েরই গোবর প্রকাশ করি
তেছে ।

অলিউ, জে সাহেবনামক বোম্বাইয়ের
এক জন যুবক সিবিলিয়ান উকীল প্রেসিডেন্সি
জুজাল ও যাবতীয় স্থানের সংক্ষিপ্ত ইং
লি ভাষার ভাব পাঠিয়াছেন হস্তার সাহেব
ইংলণ্ড হইতে প্রত্যগমন করিয়া বঙ্গদেশের এই
প্রকার জুজাল ও ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত
হইবেন ।

সব উইলিয়ম মিরর উত্তর পশ্চিম কালের
ইউরোপীয় অধঃপক্ষদের এদেশীয় ভাষার
পরীক্ষা দিয়া আজ্ঞা দিয়াছেন । বাহাদুরের
এদেশে কাজ করিবার বাসনা থাকে, তাহা
শিক্ষকমাত্রেরই এদেশের ভাষা জানা আব-
শ্যক ।

সুজরাটমিত্র বলেন, সম্প্রতি পুনর্ভুক্ত
সংসার হইয়াছে অনেক সর্দার ব্যয়েভ তরে
বাইরে চান নাই । পোলিটিকাল এজেন্ট যের
ব, ল তাঁহা হইতে ভয় প্রকাশন করিয়া লইয়া
নয়াছিলেন । পথে কের পাতে পলায়ন করেন
এই নিমিত্ত মজর, ল তাঁহাদিগের জন্য প্রহরী
নিযুক্ত করিয়াছিলেন । আমরা যে দরবারে আ-
পত্তি করি কেন, পঠকগণ দেখুন ।

কাশীরের রাজার ঘোষণাসূত্রে লেনগরে
মলা হইয়া কলিকাতা, বোম্বাই উত্তর পশ্চিমা
ফল, কাবুল, বাকসান, খোকন্দপ্রভৃতি স্থান
হইতে বিস্তর বণিক আসিয়াছিলেন । রাজা ২০টি
পুরস্কার দিয়াছিলেন । টোঙ্গা, গলাবন্দ ও
শাল বিক্রিত হইয়াছে । বিস্তর অর্থ আসিয়া
ছিল, কিন্তু ইমারকাম্মর সেনাপলে বিস্তর অধঃ-
প্রয়ে জন তরুয়াতে নাশের মূল্য অর্থ হইয়াছে
বনিকগণ বয়, চা ও দেশেব শুল্ক কমাইবার
আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা তাহা
অগ্রহ করিয়াছেন । রাজা যদি বিবেচনাপূর্বক
কাজ করিতে পারেন তাহা হইলে কাশীরের
বাণিজ্য অনেক উন্নতি হইবে ।

বাকুমার কিরোজশাহ সীমান্ত বন্য
প্রদর্শন হইতে কাবুলে গমন করিয়াছিলেন ।

আমীর সিয়ার আলি খাঁ তাঁহাকে
উক্ত স্থান ত্যাগ করিতে বলেন । কিরোজ
অর্থের অসঙ্গতির চল করিতে আমীর
কিছু টাকা ও কতকগুলি অস্ত্র দিয়া বিদায়
রাছেন । কয়েক দিবস কিরোজশাহ
ছিলেন, কাহারও সহিত আলাপ করিবার
মতি পান নাই । সিয়ার আলি মিত্রের
করিতেছেন । আমোদিগের গবর্নমেন্ট
অধঃপক্ষের কাহাকে শত্রু করি
তুছেন ।

শোয়াভের আখুন্স সিয়ার আলির সহিত
ক হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রস্তাব
ছিলেন । আমীর তাঁহাব পত্রের কো-
নে নাই । এতীকুর্খাহার ভারতবর্ষীয় গবর্ন
প্রতি সুজরাটের মামান ।

কালকাতার প্রথম সম্প্রতি এক দল
পুত্র করিয়াছেন । ইহারা উত্তর পশ্চিমা
অধঃ কলিকাতা পর্যন্ত অমন করিত ।
গের সর্দার চিবপুরে পরা পড়িয়াছে ।
গের নিকটে অনেক অলঙ্কার পাওয়া গিয়া
তাহাই কামিসনর উঠিয়া থাকিয়া অধঃ
সকল লোক পুনর্কায় প্রস্তাব পাঠিয়াছে ।

ডেলি মিউনিসিপালিটি সংবাদপত্র
পুলিষের গবর্নর করিয়া বলিয়াছেন
রোপীয় ইনস্পেক্টরের আপনাদিগের
কর্ম বুঝেন না । এদেশীয় প্রকরণ
দিগের অঙ্গুগণ করে । আলসা ও অত
ইহাদিগের স্বভাব সহ সে দিবস অ ম
সেখিয়ারি এক জন চৌকিদার প্রকাশ্য
মাতাল হইয়া আপনায় প ও কনতার প
হিত্তে হে চর্চগনিবন্ধন পুলিষের দশা
সমান । কনষ্টেবলেরা অত্যাচার কবে ই
ইরগণ চোর ডাকহীক পরিবার কে
কেনে

কেনে অথ ইতিয়া বলেন, এবাব ১৮০০
প্রবেশিকা ও ৫৫০ জন এল এ পবীকা
ছেন । এত ছাত্র এক স্থানে সববেত হন
বাঙ্গী কলিকাতার না থাকতে জেনরল আ
কুচি ও প্রেসিডেন্সি কালেজে পরীক্ষা হই
এবার দেখা শুনার বড়ই সুবিধা হইবে ।

গত শনিবারের ভারতবর্ষীয় গেজেটে
শিত হইয়াছে, টেলনক ও সিবিলিয়ানগ
ন্যায় গবর্নমেন্টের চাপলেনগণও এতদ্দে
ভাষায় পরীক্ষা দিলে পুরস্কার পাঠিবেন । গ
জেনরল আবে আজ্ঞা দিয়াছেন, চাপলে
বদলী হইলে তাঁহাদিগের পরিবারের পা
দেওয়া হইবে । গবর্নমেন্টের চাপলেনগ
পক্ষে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা কিসে হত
জনীয় ভাষা আমরা বুঝকে পারিলাম না ।
বারে পণেয় প্রধানও আতশয় অন্য
মাউন্টেন সাহেব বাটা অসারলগের নি
করিতেছেন তাহা ভারতবর্ষের নিমিত্ত ক
মচাসভায় কি এমত এক জনও লোক নাই

বোম্বাই গবর্নমেন্টের অঙ্গুগণে ভারতব
গবর্নমেন্ট উকীল প্রেসিডেন্সির সংস্কৃত
বেতন তির রেজিষ্ট্রার ফীর কামিসনর লই
আজ্ঞা দিয়াছেন । কী দিবার ব্যবস্থা না করি
পণ্ডিত বেতন দিবার ব্যবস্থা করা হইবে ।

সমস্ত জেলায় এক জন করে
 হুকার্ডক করিয়া দিয়া সমস্ত
 বি বিলিয়ারে, জেলের হাঁস পাখালের
 থাক দিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে হুকার্ডক
 বেশ করে না এবং তাহার বন্দোবস্ত ভাল
 হে। স্বাক্ষর পত্রের জেলে এক জন ডাক্তার
 ব্যবস্থা করা হইবে। বিনি রাগ করুন, স্বার্থ
 খা বলা কর্তব্য। আমাদিগের বিশ্বাস এই
 হাছে, ডাক্তার লিখ থাকিতে এই জেলের প্রকৃত
 রূপিত কখনই হইবে না।

অবোধায় কত জন গ্রীলোক পেশন কোল
 পেশন তাহার নির্ণয় করিবার জন্য এক জন
 কর্মচারীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ডেলি মিউনিসিপালিটি বলেন, পাড়নের রাজা মান
 সাহ উত্তিয়াতোপিকে ধৃত করিয়া দিয়া
 লন বলিয়া গবর্নর জেনরল তাঁহাকে পেশন
 দবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এ ব্যক্তি নিজের
 মিত্রের হইয়াছিলেন। উত্তিয়াতোপি বহু
 গের যোগ্য কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু যে
 মিত্রের হইয়াছিল, এক প্রধান গবর্নমেন্টের
 হাধাকে পুত্রের মেওয়া আত্মপক্ষোচিত বন্দ
 হইয়াছে।

উক্ত পত্র বলেন বঙ্গদেশের সেন্ট্রাল গব
 র্নমেন্টের আর্থনিক্যাল বার্ষিক খে ১০০০ টাকা
 হওয়া হয় গবর্নর জেনরল তদন্ত লিটলসেল
 লইতে চাহিয়াছিলেন। লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর
 এই আপত্তি করেন, এই টাকা এত অল্প যে
 হাধার গোপনীয় সেক্রেটারির ব্যয় মজ হইতে
 হওয়া হয়, অতএব ইহার উপবে কর্তৃপক্ষ
 মন্যায়। গবর্নর জেনরল তদন্ত করতঃ
 করিয়াছেন। বেসকল ব্যক্তি ১০০ টাকার
 উপর সপরিবারে নির্ভর করেন, তাহাদিগের
 নকটে করগ্রহণ কষ্টকর নহে।

৭ ই কার্ডিক শুক্রবার।

১০,০০০ টাকা ব্যয়ে ৩৯ ও মাতলার মুখে
 হুকার্ডক আনোক জাহাজ হইতেছে।

কুণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে হিন্দু ব্রাহ্ম স্বাক্ষরকারী
 এক ব্যক্তি স্ত্রীকে বিবাহের বিলের সম্পূর্ণ অধু
 মানন করিয়া বলিয়াছেন, বিবাহতঃপর স্ত্রীকে
 নিমিত্ত করে কী দ্বারা করা উচিত। পত্রপ্রেরক
 বলেন কর্তৃত্ব, রক্তশক্তিহীনতা, গুরুতর
 পাপাচরণ ও পরস্পরের সম্মতিকে বিবাহতঃপর
 কারণ বলিয়া নির্দেশিত করা কর্তব্য। বিনি
 হাধাকে ইচ্ছা বিবাহ করুন, রক্ত বৈশ্য বিব
 হতা গ্রী হুকার্ডক যে ব্যক্তি কোন আত্মীয়ের বিবহা
 তীর সহিত ব্যক্তিগত করিতেছেন, আইনে তাহা
 লিখ বলিয়া স্বীকার করুক; স্বামী স্ত্রীপাশ্চাত্ত

হইলে গ্রী বিখ্যা বিলাপনা করিয়া পত্ন্যন্তর
 গ্রহণ করুন। কিছু কাল সহবাসের পর স্বামী
 অন্য পত্নী ও পতি অন্য গ্রী গ্রহণ করুন, উক্ত
 সম্বন্ধ হইলে এ কাজ হইতে থাকুক। সমাজের
 ক সুখের অধিক হইবে! সোনা গাজি ও মেহুলা
 রাজারের অধিকাংশী দেবীসদে ও অতঃপর
 গহ্ব হইতে চলিলেন, ইহা কি অল্প আনন্দের
 ববর

গবর্নর জেনরল অরপুরের রাজার হুর্তিকনিবন্ধ
 যোবনা ভারতবর্ষের গেজেটে প্রকাশ করিয়া এই
 মতিলাব প্রকাশ করিয়াছেন, অন্য অন্য রাজা
 রাও বেন এই হুটাতের অনুসরণ করেন আমরা
 বলি পর জন লরেন্স আপনার বিবরণ
 না কুলেন।

হেইসেক্রেটারী সংশ্লিষ্ট চাপলেন দিগের
 বেতনহুতির আজ্ঞা দিয়াছেন। হুটলগের
 ধর্মসংক্রান্তের বেসকল চাপলেন ৭০০ টাকা
 পাইবেন, তাঁহারা ৮০০ টাকা পাইবেন। চাপ
 লেনেরা শিক্ষা ও বিচারবিভাগের কর্মচারীদি
 গর ম্যায় পেশন পাম গবর্নর জেনরল এই অল্প
 কোষ করিয়াছেন। টোয়ি মন্ত্রিবর্গ একপে মাদ
 টান সাহেবের তাকনাহ মৌড়া খুটিয়ান হই
 য়াছেন, অতএব আমাদিগের পাদরি গবর্নর
 জেনরল যে প্রস্তাব করেন, ইংলণ্ডে তাহা যে
 গ্রাহ্য হইবে তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু
 ভারতবর্ষের সর্বসাধারণ এবং বিস্তর ইউরো
 পীয় গবর্নমেন্টের ধর্মসংক্রান্ত রাজনীতির
 প্রতিবাদ করিতেছেন। আর রলগেব
 প্রোটেষ্টান্ট সম্প্রদায়ের উচ্ছেদের পথ এখন
 কার ধর্মসংক্রান্ত ব্যয় লইয়া হুটাতক অরু
 হইবে সন্দেহ নাই।

৮ ই কার্ডিক শনিবার।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সংবাদপত্রসমূহ
 নলেন, আগরা ও মিরাটের কালেক্টরেবা বাতা
 রের নিরিখ করিয়া দিয়াছেন। একখানি সংবাদ
 পত্র বলেন আগরার কালেক্টর কর্তৃক জন ধনি
 ককে অতা দারিয়া আজ্ঞা দিয়াছেন, প্রতি
 টাকায় ২২ সেহের ছান আটা বিক্রয় করিলে
 দণ্ড হইবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পলাবে সক
 লই শোভা পায়। আগরকালে সকলানিয়ন রক্ষা
 করা চলেনা সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়া হুতা
 হারিতে হয়, আত্মরা পূসে জানিতাম না। বাহা
 হুটক হুতা দারা কাজটা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের
 হাকিমের অধুসরণ হইয়াছে।

বঙ্গালোর হেরালড বলেন, নিজাম আজ্ঞা
 দিয়াছেন, তাঁহার রাজ্যে পারসী ও মাদ্রাজী
 কর্মচারী নিযুক্ত করা হইবে না। মাদ্রাজীদিগকে

তিনি জুরাচোর বলেন। মাদ্রাজক নিজাম
 অধতে উৎকোচগ্রাহী মৌলবীদিগের হুটে
 রের তার মেওয়াতে হাধারে ১০০০ ট
 জরিমানা দিতে হইয়াছে। উকীলগণ মিরাট
 কৃত হিন্দ; পারসী ও মাদ্রাজীগণ গেলেন
 লবীসদে হইলেন না; কাহার দারা বি
 হইবে।

হিন্দু হুটেবিনী বলেন, গবর্নমেন্টের মি
 মাছে, রাজকীয় কর্মচারীরা এক বৎসরে এক
 করিয়া হুটী পাইবে। সংশ্লিষ্ট গবর্নমেন্ট মি
 করিয়াছেন রাজকীয় কার্যকারকেরা যে
 গ্রহের হুটী পাইয়া থাকেন, তাহা তাপ (অ
 বৎসরের মধ্যে ২ বার) করিয়া গ্রহণ করি
 য়ারিবেন। কিন্তু তৎপর যদি কিছু অবশিষ্ট থাক
 তবে তাহা তৃতীয় কাগ বলিয়া গ্রহণ করি
 পাইবেন না। কিন্তু সেই অবশিষ্ট হুটী পুন
 যেন অধু গ্রহের হুটী পাইবেন, তখন তাহার স
 একত্র করিয়া ২ ভাগে ভোগ করিতে প
 যেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৫ ই অক্টোবর। স্পেন হইতে
 গ্রাম আসিয়াছে, সেনাপতি সেরানো মহা
 রাহে মাক্রিডে প্রবেশ করিয়াছেন। সেনাপ
 ত্রম দারসিলোনাতে প্রবেশ করিয়া অতি
 সমাদরে পরিগৃহীত হইয়াছেন। রাজী ইসে
 শাকার রাজধানের প্রতিবাদ করিয়াছে
 পোল আপন রাজ্যে রাজীকে আত্মর মি
 সম্বন্ধ হইয়াছেন।

সেনাপতি কফমান তুর্কিস্থান হুটে পি
 বর্গে আসিয়াছেন।

কনস্টান্টিনোপল হইতে সংবাদ আসি
 হুলতানের ধিপক্ষেরা যে স্বতন্ত্র কবে, তা
 ৭৭১ পাড়িয়াছে।

মালটা ও আলেকজান্ডিয়ার সমুদ্র
 টেলিগ্রাফ সুন্দররূপে পাঠা হইয়াছে।

৭ ই অক্টোবর। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সি
 এত একটা গ্রীনশুল বিলাসের করিবার
 পাঁচবৎসরের নিমিত্ত ১৫০০০ টাকা ক
 দিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

চারলস সিংস সাহেবের পদে সর
 ত্রিক হেলিডে ভারতবর্ষীয় কোমিলের
 হইয়াছেন। মার্টিন হেলিডে সাহেব নছেন

লণ্ডন ১৩ ই অক্টোবর। মাদ্রাজে
 ওয়ারিওটনে এক বক্তৃতা করিয়া আ
 রাজ্য সংক্রান্ত রাজনীতির সম্বন্ধে
 কনসারবেটিব দলের আমিতবারিতার
 যোগ্যরূপে করিয়াছেন। তিনি এই
 গবর্নমেন্টের দোষ দিয়াছেন, আপন
 দলের প্রতিমিথি মনোনীত করিবার

রা সরকারী টাকা ব্যয় করিতেছেন।
রলগের ধর্ম সম্প্রদায় রহিত করিবার
রীতাহার চূড়ান্ত প্রাপ্ত হইয়াছে।

দাকার প্রাতঃকালের টাইমস বলেন,
বর সীমার বৃদ্ধি বিবরণ বিস্তৃত
হইয়াছে। ভারতবর্ষে গবর্নমেন্ট
মাত্র টেনা প্রেরণ করিয়াছেন।

২ ই অক্টোবর। দাকার প্রাতঃকালের
গেহরালডে এক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে।
ইংলণ্ড করা হইয়াছে আফগানিস্তান
আমীর সিরাজ আলি খাঁর সহিত পুনর্বার
করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

৩ ই অক্টোবর। মরিশাস ডিপ্লোমেটিক পত্র বলেন ৩০,০০০
টেনা যথেষ্ট হইবার আশা পাইয়াছে।
৪ ই অক্টোবর। মরিশাস হইয়াছে বরোর (নগর
র) প্রতিনিধিগণকে ১৬ ই ও ১৭ ই মর্মে
মনোনীত করা হইবে। ১৮ ই অবধি ২০
কাউন্সিলর (জেলায়) প্রতিনিধিগণ
নিত হইবেন।

৫ ই অক্টোবর। ম্পেন হইতে টেলিগ্রাম
হইয়াছে, সকলে অনুমান করিতেছেন, পটুগাল
রাজ্যসিদ্ধান্তকে সিংহাসন দিবার প্রস্তাব
হইয়াছে।

৬ ই অক্টোবর। হইতে শেষে সাংবাদ আসিয়াছে
হইয়াছে জানা গেল, ইণ্ডিয়ান প্রদেশের প্রতি
মনোনীতকারীদের সংখ্যা করাতে
পাইয়াছে।

৭ ই অক্টোবর। নীচতর্র আপেক্ষা ১০
হইয়াছে। নীচতর্র প্রদর্শন
করতলক বলিয়া দাওয়া করিতেছেন
জনকতি সাইমরের পরিচালিত
করিবার চেষ্টা হইবে।

গবর্নমেন্টে বিস্তারিত

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেন্টগবর্নরের

আদেশসমুহ

নিয়োগ।

৩ ই অক্টোবর—ডবলিউ. ডবলিউ. কিয়া
সাহেব শালিকার লবণের মোলাসমূহের
ব্যয়ক হইবেন।

৪ ই অক্টোবর—টি. এম. মডেল সাহেব
সম্মেলন জনা কলিকাতার প্রতিনিধি
যে ডেপুটি লিখিত মর্মে হইবেন।

৫ ই অক্টোবর—অধ্যক্ষ রামনাথের

প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু শ্রমধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বিতীয় জে.এ.এ.র মুন্সেফ হইবেন।

৬ ই অক্টোবর—সার্জন মনোহর
মুখোপাধ্যায় বিদ্যার লইয়া অনুপস্থিত থাকি-
বেন, তত দিন দানাপুরস্থিত ১১ গণিত এতদে
শীর রেজিমেন্টের নেটিব ডাক্তার সেখ সাহাবু
চাপরার দায়িত্ব চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

৭ ই অক্টোবর—ডবলিউ. রাইট সাহেব বিদ্যার
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু
গঙ্গানারায়ণ সরকার কটকের ছোট আদালতের
প্রতিনিধি জজ ও অধ্যক্ষ জজ হইবেন। তিনি
আরও কটকে মুন্সেফের কামতা পাইবেন।

৮ ই অক্টোবর—বাবু গঙ্গানারায়ণ সরকারের অনুপস্থানকা-
লে বাবু রামরাজেশ্বর ভট্টাচার্য্য মুরসিদাবাদের
প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

৯ ই অক্টোবর—লেপ্টেনেন্ট জি. এম. এস.
কারমার কিছু দিনের জন্য লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের
এক জন এডিক্ট হইবেন।

১০ ই অক্টোবর—জেনারেল এচ. বেবরলি সাহেব
নিজের কার্যের উপর রাজধানী বিভাগের
রেজিষ্টারের কার্যের ভার পাইবেন।

১১ ই অক্টোবর—পি. ডি. ডিকেন্স সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ন
মেন্টের প্রতিনিধি গণের সেক্রেটারি হইবেন।

১২ ই অক্টোবর—মৌলবী আমান আল-হাম্মদ বাবু ডায় এক জন
ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া
প্রথম জে.এ.এ.র অধীন মাজিস্ট্রেটের কামতা
পাইবেন।

১৩ ই অক্টোবর—নওগাঁর রেভেন্যু এডওয়ার্ড পেসনকট
বিবাহের রেজিষ্টার হইবেন।

১৪ ই অক্টোবর—ডবলিউ. এ. জে. শেরিডান বিদ্যার
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন সব
আসিষ্টান্ট সার্জন কাশীকঙ্কর মিত্র সুরহইয়ের
চিকিৎসার ভার পাইবেন।

১৫ ই অক্টোবর—নিম্নলিখিত অতিরিক্ত
ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর গণ নিম্ন
ভার শাসনকার্যের বর্ষ জে.এ.এ.তে কার্যরূপে
নিযুক্ত হইবেন:—

ক্রীষ্ণমৌলবী আমান আল-হাম্মদ
নওগাঁখালিতে

এচ. বি. বিমস সাহেব বর্ষ জে.এ.এ.র ডেপুটি
মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন

এ. সি. মেট সাহেব মুন্সেফের এক জন
মিউনিসিপাল কমিশনার ও কেরিকণ্ড কমিটির
সভ্য হইবেন।

বাকমকলের দায়িত্ব চিকিৎসালয় চালাইবার
নিমিত্ত নিম্নলিখিত তত্ত্ব লোকেরা সভ্য হইবেন

এচ. বি. বিমস সাহেব।
জে. এক, মালগুয়েল সাহেব।
বাবু সদাশিবলাল।

আর, সি. টোরনডেল সাহেব কলিক
উপনগরের মিউনিসিপালিটির সহকারী
পাত হইবেন।

১৭ ই অক্টোবর—যে দিবস এচ.
সাহেব তারার্পণ করিয়াছেন, সেই দিবস
ই, জে সাহেব মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি
ও সেশিয়ন জজ হইবেন।

১৮ ই অক্টোবর—যে দিবস সাহেব
কার্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, তত
এচ. বালকোর সাহেব বনোহরের প্রবি
অতিরিক্ত জজ হইবেন।

জে. এক, ব্রৌণ সাহেব বাধরগঞ্জের প্রবি
অতিরিক্ত জজ হইবেন।

বাবু গঙ্গানারায়ণ সোম বরিসালের
আদালতের জজ ও বাধরগঞ্জের অধ্যক্ষ
হইবেন।

১৯ ই অক্টোবর—জে. এক ব্রাতবর
মুরসিদাবাদের সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কা
হইয়া দ্বিতীয় জে.এ.এ.র অধীন মাজিস্ট্রেটের
পাইবেন।

ই. এ. ব্রাতবর সাহেব রাজসাহীর সহ
মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয়
অধীন মাজিস্ট্রেটের কামতা পাইবেন।

২০ ই অক্টোবর—ডবলিউ. ডিয়ইল
বিদ্যার লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত
ডবলিউ. এস. ওয়েলস সাহেব তাগন
প্রতিনিধি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

২১ ই অক্টোবর—চিরাপুত্রির ৬ নং
প্রাথমিক সর্বস্বের কাপ্তেন জি. ব্যাটেন
ও জয়সিদ্ধি পার্কতে মাজিস্ট্রেটের
পাইবেন।

আর, এচ. পিস সাহেব চট্টগ্রামে প্রবি
দ্বিতীয় জে.এ.এ.র মাজিস্ট্রেট ও কা
হইবেন।

২২ ই অক্টোবর—বাকমকলের দায়িত্ব
অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন ডাক্তার ডব
ডি. ক্রিগাট পুরীর প্রতিনিধি সিডিল
ট্রাষ্ট সার্জন হইবেন।

২৩ ই অক্টোবর—যে দিবসে দ্বিতীয়
যের দ্বিতীয় জে.এ.এ.র ডেপুটি ইনস্পেক্টর
ই. বি. বেকার সাহেব প্রথম জে.এ.এ.তে
হইবেন।

ডবলিউ. আর. গডন সাহেব দ্বিতীয়
ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল হইবেন।

৩০. এ আগষ্ট অবধি পুরোজ্ঞ নিয়োগের
হইবে।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত সাতকারার মুন্সেফ
লবী জুফল হোসেন বীরভূ মর অন্তর্গত রাম
হাটে বদলী হইবেন।

মি. ই. পোটার সাহেব রূপপুরের সহকারী
জ্যেষ্ঠ ও কালেক্টর হইবেন; কিন্তু আপাততঃ
দুই দিনের জন্য তত্ত্বতা প্রতিমিহি তাইন্ট
জ্যেষ্ঠ ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

—:—

আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদ-
তা লিখিয়াছেন।

প্রায় সাত মাস কাল বৃষ্টি না হওয়াতে
পান তয়ানক গ্রীষ্ম বোধ হইতেছে, তন্নব্বন
ধায় ওলাউঠার বিলক্ষণ প্রাচুর্য হইয়াছে।

সপ্তাহে ৩০ জন লোক উক্তরোগাক্রান্ত
তন্মধ্যে ১৪ জন শবের কৃপায় আরোগ্য
ত করে; অবশিষ্ট ১৬ জনেরা অচিকিৎসা
প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এখনও পীর নগরে

য অংশে ইউরোপীয়দিগের বাস) প্রতিদিন
তিনটির প্রতি ওলাউঠার প্রাণেপ মুষ্টি হই-
তেছে। দেখিতেছি এপর্ষয় নিবারণের কোন

য অবলম্বিত হয় নাই, হইবেই বা কিপ্র-
কারে প ৮ ছয় বৎসর পূর্বে এখানে এক জন
বোগীর টোনা ছিল। তখন এখানকার গব-
র্নর দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য ও টেননা-

ব চিকিৎসা এক জন বিচক্ষণ সব আসি-
সার্জন দ্বারা নিরূহিত হইত। কোন
সময় ব্যৱবহৃতঃ টেননাগণের আড ডা

ন হইতে স্থানান্তরিত হয় এবং তৎ সূত্রে
ই সব আসিষ্টাট সার্জনের পর উঠিয়া
তৎপূর্বে এক জন নেটিব ডাক্তার নিযুক্ত

একগনে ইনিট সব আসিষ্টাট সার্জনের
সারণ করিয়া বসিয়াছেন। প্রতিবারে সব
সিষ্টাট সার্জনের ন্যায় দর্শনী না পাইলে

প্রায় কাহার বাজীতে পদার্পণ করেন না।
প্রায় তাঁহার দ্বারা সকল প্রকার লোকের
সে হওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

গত জুনই মাসের গাজিপুরের
টবটী সরাই নামক গ্রামে বহন তয়ানক
উঠা আরম্ভ হয়, তখন ইনি (নেটিব

র) তৎস্থ চিকিৎসার্থ প্রেরিত হন এবং
নে ইহার কর্ত্ত এক জন কম্পৌণ্ড করেন।
রা যে দোরতর অনিষ্ট সংঘটন হইয়াছিল

আমরা বৃচকে প্রত্যক করিয়াছি। বাহা

হটক, একগনে আমাদের সঙ্গর গবর্নমেন্টের নিকট
প্রার্থনা যে সব আসিষ্টাট সার্জনের পর পুনঃ
স্থাপিত করিয়া গাজিপুরের একটী প্রধান অস্ত্র-
পুস্তক করেন।

১৫ ই সেপ্টেম্বর

১৮৪৮

—:—

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেন।

১। কয়েক মাস গত হইল, ইহল পুরের
অন্তর্গত গোবাইর হাটে একটী পোষ্ট আফিস
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে কেবল এক জন
ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টার নিয়োজিত আছেন; কিন্তু

পত্রবাহক নিযুক্ত করা হয় নাই। খান'র এলাকা
জুজু চৌকিদারদিগের দ্বারা পত্রাদি বিলি করা
হয়। পত্রবন্টনার্থ চৌকিদারেরা স্বতন্ত্র বেতন

পায় না। অতএব তাহারা নির্জারিত মাতুল
অপেক্ষা যে অতিরিক্ত পরিশ্রম লইবে আশ্চর্য
কি? শুনিতে পাই তাহারা নাকি প্রতিপত্রে

অতিরিক্ত দুই তিন পরশানা পাইলে নিরীহ
ব্যক্তিকে পত্র দিতে চাহেনা, কিরাইয়া লইয়া
যয়। ইহা কি অত্যাচার নয়? আমরা অবগত

হইয়াছি, ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টারের বেতন দিয়া
এই আফিসে ৩৭ টাকা মাসিক উজ্জ্বল থাকে
এতদ্বারা কি এক জন পদাটিক নিযুক্ত করা

যায় না? যদিও এক জনদ্বারা বন্টন করাইলে
কিছু বিলম্ব পত্রাদি লোকের হস্তগত হইবার
সম্ভাবনা, তথাপি অতিরিক্ত পরিশ্রম দিতে যত

কষ্ট হয়, তাহাতে তত বোধ হইবে না। অতএব
ইনস্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টারের সমীপে আমাদের
সাহুসয় প্রার্থনা, অবিলম্বে পত্রবাহক নিযুক্ত

করিয়া লোকের অসুবিধা দূর করুন।
২। বিক্রমপুরের গ্রাম্য নৌকাপথ ঘোর
জঙ্গলাবৃত্ত, সুতরাং লোকের গমনাগমনের

পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হয় বলিয়া ইতিপূর্বে
স্থানীয় শাস্তিরক্ষকগণ, আধিরপাড়া, বাহের
ঘাটা, হুটকটীয়া ও মোরাদাবাদপ্রকৃত খাল

গুলির জঙ্গলপরিষ্কার কর্ত্তপক্ষের সমীপে
রিপোর্ট করেন, তদনুসাবে উল্লিখিত খালগুলির
তটস্থ স্থানের অধিকারীদিগের নিকটে পরো

য়ানা হইয়া বাস্তা পরিকৃত হইয়াছে। শুনি
লাম চান্দারদি, বলাইল ও চৌরমদন এই তিন
খালের বিষয়েও উক্তরূপ রিপোর্ট করা হইয়াছে।

এই সকল নৌপথ পরিকৃত হইলে লোকের যে
কত উপকার ও সুবিধা সাধন করিবে, তাহার

ইয়ত্তা নাই। শাস্তিরক্ষকগণের ইহাই
কার্য।

৩। লাইসেন্স (পান) ব্যতীত
বন্দুকাদি আয়ের অস্ত্রের ব্যবহার করিলে
শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে, এই বলিয়া গবর্ন

হইতে সাধারণের আপনাদর্শ এক আদেশ
দ্রিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বিনা
অনেককেই বন্দুকাদি ব্যবহার করিয়া অ

জীবের হত্যা সম্পাদন করিতে দেখিয়াখাছি
৪। ১৫ ই তারের চাকাকাল্পে
লাম এক জন শত্রু প্রেরক লিখিয়াছেন যে,

কেহ যোগ্য পাত্রের প্রার্থনা অবলম্বন করিলে
করণে নিরতিশয় বেদনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে
আমরা পত্রপ্রেরককে যদি এমন বি

ষিত নরানম কে, যে যোগ্য লোকের কৃত
কার্যের বখোচিত প্রার্থনা শুনিয়া কাজর
কিয় পত্রপ্রেরক মহাশয় ইহাও যেন মনে রা

খে, ব্যক্তিবিষেধের কেবল প্রার্থনা ক
করিলেই হয়না, তাহার ক্রটি থাকিলে,
প্রতি দৃষ্টি করাও উচিত। মানুষের স্বভাব

এই যে, যে যাহাধারা কোনবিষয়ে উপকৃত
নে তাহার গুণের বিষয়ই বলিয়া থাকে,
বিপরীত দিকে বড় একটা দৃষ্টি করেনা।

৫। প্রায় চট মাস যাবৎ এ অঞ্চলে নে
চুরির বিলক্ষণ প্রাচুর্য দেখা যাইতেছে। খ
কর্মচারীদের মুখে অবগত হওয়া
ঠাণ্ডা; সপ্তাহ কালো মধেই ৩৭ জন নে

চোনকে মেজিষ্টেটীতে প্রেরণ করিয়াছেন।
হয়, কাঠের চপ্টুল্যত ই ইহার কারণ।

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

গত ১ লা কার্ত্তিক শুক্রবার অপরাহ্নে
দার মুত হনমোহন দত্ত বাবুর উদ্যানের টেব
খানার এতদ্বন্ধের চরবস্তার সমালোচনা

তৎপ্রতিষ্ঠাকার উপায়বদাননিমিত্ত মজিল
টিটচাষনী সত্য একটী বিশেষ অধিবেশন
তাৎস দেশস্থ অনেক তত্ত্ব ও সম্ভাস্ত ব্যক্তি

আগমনে সভাপ্রল আতশয় উজ্জ্বল বেশ ধ
করিয়াছিল। সভারত সভাপতি জমী
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রসমুদ্র দেশের বর্তমান আ

বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ মনোহর বক্তৃতা করে
তাহার মধ্য নিম্নে একটীকট হইতেছে:—
ইতিপূর্বে মজিলপুরে সংস্থত শাস্ত্রের

কণ অশুশীলন ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তা
সম্পূর্ণ লোপাপাত্তির সম্ভাবনা দেখা যাইতে
ইহা নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় বলিতে হইত।

অপেক্ষা পশ্চিমদিগের অধিক ইহার
 ক'রণ। একটা উৎকৃষ্ট সংস্কৃত চতুষ্পাঠী
 করা আবশ্যিক। ইংরাজী শিক্ষার নিমিত্ত
 সকলেরই অনুযোগ দেখা যায়, কিন্তু
 ত বৃৎপ জলাভ হইতে পারে। এরূপ
 হইতেছে না। মজলপুর হইতে ইংরাজী
 পয় উঠিয়া যায়, কিন্তু অনেক অসুবিধা ও
 ত দুইটি গণকমেটে সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়
 তথ্যারা আমাদের অনেক সুবিধা হই-
 এই দুইটি বিদ্যালয়ের মিলন হইয়া
 ত একটি প্রধান বিদ্যালয় হয় তাহার
 চিন্তা করা আবশ্যিক। সামান্য সামান্য
 হয়ে সানানরূপ শিক্ষাদ্বারা এখনকার
 র এয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। দুইটি
 পয় একত্রিত হইলে চ'ত্রসংখ্যাবৃদ্ধি,
 ক্ষি স্ত্রীশিক্ষার নিয়ম উৎকৃষ্টতর
 এ লদেশের যে মহৎ উপকারসাধন হইতে
 তাণ বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই বুঝতে
 না। বাঙ্গালী ভাষার এক্ষণে অনেক উন্নতি
 হইছে এবং মজলপুর বঙ্গবিদ্যালয় হইতে
 তাহা নামাল স্কুল, মেডিক্যাল কলেজ ও
 র এংলাজ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া
 নিম্নমাত্র হইতে কিন্তু গত দুই আশা
 য় হইয়াছে। তৎকাল দুই ফল লাভ হইতেছে
 পয়। যদিও অসুসংগত ও অসংগত
 তিদিবসসময়ে এক বিদ্যালয়ে প্রীতি
 মাত্র হইয়া দেখে। অনেক উপ
 য়ে যে ক'রণ অসংগত ইংরাজী
 মো বিদ্যা শিক্ষিতে পারিতেছেন না, ইহ
 মাত্র বর্তমান বলতে হইবে। পুস্তকপত্র
 এর আভ্যন্তর প্রচলিত হইয়াছে এবং
 স্পষ্ট রস মনে। ইহার
 মান্য ক'রণ। উপায় হইতেছে। এ
 ত নিবারণের উপায়। গণকমেটে ইহার
 হইতে। ক'রণে। কিন্তু তাহাও বিদ্যালয়
 দেশীয় লোকেরা যদি দুঃপ্রতিজ্ঞ হন এবং
 ত্রয় শিক্ষার জন্য যত্ন করেন, অনেক রক্ষা
 পারে। দেশের অনেক যুনা শিক্ষায়, হইয়া
 পয়। ক'রণ। থাকে। আলসা। পের
 ত। হইবে। তাহাদের মতো না। পাপ
 দেশ। পয়। যুনা। পের উপর সমুদায়
 দিত্য। করিতেছে, অতএব তাহারা
 ত। পি। পের। অসংগত। একটা। একট
 পয়। হইতে পারে। একটা উপায়। কয়।
 পয়।

হইয়া নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রস্তাব ধাৰ্য্য হইলঃ
 ১। প্রতিমাসে মজলপুর হইতে যিনি গভার
 এক একটা অভিবেশন হইবে।
 ২। একটা সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপনার জন্য
 আপত্ততা দেশের কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে
 অনুবোধ ও সাহায্যদানের চেষ্টা করা হইবে।
 ৩। মজলপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের পুষ্কিনস্থান
 ও তাহার উন্নতির নিমিত্ত দেশস্থ জমীদারগণের
 নিকট আনুকূল্যপ্রার্থনা ও সাধারণের নিকট
 সাহায্যসংগ্রহের চেষ্টা দেখা যাইবে।
 ৪। জয়নগর ও বহুদুর বিদ্যালয়দ্বয়ের সম্মিলন
 জন্য উক্ত উভয় বিদ্যালয়ের সম্পাদকদি
 গকে অনুরোধ করা যাইবে।
 আমাদের দেশস্থ লোকদিগের সাধারণ
 হিতের বিষয়ে পূর্নাপেক্ষা যত্নের শৈথিল্য হই
 যাচ্ছে, এই জন্য উন্নতির সকল উপায় থাকিয়াও
 কোনটা বিশেষ ফলোপধায়ী হইতেছে না।
 ঈশ্বরপ্রসাদে এই সত্যটি যদি চিরস্থায়ী হয়
 এবং দেশভিত্তিক ব্যক্তিগণ ইহার উদ্দেশ্যে
 সকল সাধনজন্য সবিশেষ উৎসাহ ও যত্ন প্রদর্শন
 করেন, তাহা হইলে অচিরে এ দেশের দুঃস্থতা
 অনেক পরিমাণে হাস হইবে তাহার সন্দেহ
 নাই।

মজলপুর } হইউ
 ১৫ কার্তিক }

—১০—

মহাশয়! অতদৃষ্টি ও অনাধুনিক যুক্তি
 কব কবন হইতে সংলগ্ন মাট। বিজ্ঞ। ক'রণে
 মুগ্ধী বালাম হাউল উৎপন্ন হইত, এক। ক'রণে
 ন (কোপী) পাটের চাস হওয়ায় বিস্তর।
 চাউলের আমদানী কমিয়াছে, এটির নিত্য
 উপেক্ষণীয় কথা নয়।
 গঙ্গাটিকুরী, বনয়ারী গঙ্গ ও কাটোয়ার (কোপী
 কণাধীন) রাস্তার শোচনীয় অবস্থার বিষয়
 পূর্বে আমরা সোমপ্রকাশে প্রচারিত কাব্যচিত্র
 লাম। অন্য দেখিলাম আপনার বীরত্বময় সংবা
 নদাতাও তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা
 পরামর্শ এই, সে জন্য আমাদের বাসিন্দাদের
 করাই বক্তব্য। আমাদের চীৎকার করা অসং
 বোধনমাত্র। ইহাবশরে, গঙ্গাটিকুরীর কান্দন
 উপর পুল নিষ্পত্ত হওয়াতে যে যে উপায়
 নশিয়াছে, তাহার উল্লেখ না করা সম্ভব বোধ
 হয় না। ১ম পূর্বে উক্ত নদীর জল দেখি
 প্রণালীদ্বারা বহির্গত হইয় গঙ্গাতে পতিত
 হইত অধুনা (অর্থাৎ পুল নির্মাণের পর)
 তাহার একটা উচ্চ পুলদ্বারা বন্ধপ্রায় হই

য়াতে কান্দনের অন্যতর পার্শ্ব সমস্ত
 কেত্রই জলমগ্ন হইয়া থাকে। এতলে য
 এরূপ আপত্তি করিবেন যে অতি পূর্বে
 মাত্র প্রণালীদ্বারা সমুদয় জলই নিঃ
 হইত, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে
 কান্দনের স্বাভাবিক খাল, বিধীরেই হস্তনি
 অবক্র, অগতীর এবং বনয়ারতন, কু
 অন্যতর খালের এক চতুর্থাংশ জল
 অক্ষয়। ২য় যখন অধিক জলোচ্ছ্ব
 তখনই পুলের তিত্তর দিয়া প্রোতাঃ বহিয়া
 এবং তখন জয়নগর বেগ হইয়া যে অনি
 বনা হয়, একটা দুটো দিনেই তাহার
 উপলব্ধি হইবে। পূজার পূর্বে কয়েক জন
 ও একটা শ্রীলোক এক দিবস ডোঙ্গায় প
 তেছিল। ডোঙ্গা যখন পুলের টান জলে
 স্থিত হইল, মাঝিক আর তাহাকে রা
 পারিল না। পুলের স্তম্ভে খাকা লাগিয়া
 ছুটিয়া গেল। নদীতীরে বাসকেতু স
 সস্তরণক্ষম বলিয়া পুরুষ কয়েকটির কষ্টে
 রক্ষা হইল। কিন্তু কাথিছাল কলেজের
 শ্রীযুক্ত বাবু ইস্রমাথ বন্দোপাধ্যায় অপ
 রন বজুব নাহাণো জবনা শ্রীলোকটিকে
 না করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে সেট (অস্ত
 রস্ত গভীর) জলমগ্ন হইয়া যখন
 যাত্রা করিতে হইত। ৩য় জলোচ্ছ্ব হ
 পুলের উভয় পাশের দুই কুয়া ধায়
 ততৎ স্থলে গর্ত হইয়া পুলের ত কবাই
 বাস্তারও কর্মগতো নষ্ট হয়। তখন, যে
 সেট ডোঙ্গা, পোদীর ভাগে প্রাণসংশয়।
 কি পুল তাড়িয়া ফলই আমাদের উদ্দেশ্য
 তাণ নয়। পুলের ফুফের সংখ্য বৃদ্ধি ক
 উভয় দিক রক্ষা হইবে সম্ভব নাই।
 গঙ্গাটিকুরীর বঙ্গবিদ্যালয়, সাহা
 বিপদকে বিপদ দেখে না। অসহায়ে জ
 করিল, নিরবসয়ে পৌড়িয়া গিয়া গবর্গে
 হস্তধাবণকার্যাতে, তিলাকের অন্তর্গত
 নের ভয় করে নাই। বিদ্যালয় এক্ষণে
 জন্য চেষ্টিত আছে। সকলের কাছেই সু
 হস্ত পাতিতেছে, দেখিয়া কি কাহারও
 উচ্ছ্বাস হইয়া এ হস্তে বিস্ত্রপাত হইবে
 বনয়ারী আবারে মগরাজ ত মৌনপ্র
 করিয়াছেন, এদিকে দুষ্টিপাত করবেন ন
 করুন। উদ্দেশ্যনিত যুবক ইস্রবাবু ইহার
 প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বিদ্যালয় যদি চ
 অক্ষয় হয়, স্বীয় অন্নচিত্তা ত্যাগ করিয়াও
 আঁসিয়া ইহার চতুর্দারণ করিবেন। এ
 যদি কেচ বিদ্যালয়ে সাহায্যদান করেন, স

সে সাহায্য দেওয়া এবং অল্পবয়স্কদের তত্ত্বাবধান করা হইবে।

স্বাধীনতার বীরত্বময় সংবাদপত্র লিখিত বনয়ারী আবাদে * * * ক্রীমুক বাবু সরকারের বাণীতে পূজার সময় * * * নাটকের অভিনয় হয় ইত্যাদি * * * কলিকাতার থাকি, নাটকাতিনয়ও * * * পূজার সময় বনয়ারী আবাদে * * * টেক সরকার বাবুজীর বাণীতে * * * কিছুই দেখিলাম না। "নলদময়ন্তীর" * * * গান ও হইয়াছিল, বটে। তাহাও * * * হওয়াতে আমাদিগকে * * * পুনঃ পুনঃ করিতে হইয়াছিল। * * * মাহাশয়কে এক খানি "শক্তি পত্র" * * * তখনই করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রী শ্রীনাথায়ন ঘোষাল।
নিবাস গঙ্গাটিকুরী।

মাহাশয়! পূর্বে সোমপ্রকাশে হিন্দুহষ্টেলের শিক্ষণী বিষয়ক প্রতিবাদে আমরা বলিয়াছি যে বিশেষ কারণ বশতঃ প্রাবেশিক ফীতে হইলে অন্ততঃ ৫ টাকা করা উচিত। আমাদের সেই প্রস্তাবটি ফলোপধায়ী হইল। অল্পদিন হইল ক্রীমুক প্যারীচরণ মাহাশয় ও ডাইরেক্টর মাহাশয় প্রাবেশিক ফী ৫ টাকা কমাইয়া দিয়াছেন।

সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেছি যে, মাহাশয় প্রস্তাবিত লাইব্রেরি এফপার্যন্তও পিত হয় নাই। প্যারী বাবু ও সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট গোপাল বাবু কি জন্য এতদ্বিধরে উদ্যোগ প্রকাশ করিতেছেন বলিতে পারি না। মাহাশয় বিষয়ে তাঁহাদিগের একরূপ লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। প্রথম প্রথম প্রবীর জন্য কতই আড়ম্বর করা হইয়াছিল। শেষে পরীক্ষার মূহিক প্রসবেই ন্যায় সফল হইল।

আমরা আগ্রহসহকারে প্যারী বাবু ও গোপাল বাবুকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা উক্ত সাধনে তৎপর হউন। তাহারা সচেষ্ট হইলে আমরা আর কাহার মুখ চাহিয়া থাকিব?

আমাদিগের পূর্ন প্রস্তাবিত সভা হইলীর সময় যেন সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট মাহাশয় মনোযোগ করেন।

হষ্টেলের চার্করুদ্দি সঠিত বিষয় লইয়া

আমরা অমৃতবাজার পত্রিকায় কলিকাতা হিন্দুহষ্টেলের বিরুদ্ধে বাহা লিখিয়াছিলাম, গত ২০ এ আশ্বিনের অমৃতবাজার পত্রিকায় টি.মাহাশয় মাহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার লিখিত কথাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া দেখিলাম, সংবাদপত্র আধাদের প্রধান প্রতিবাদী হনয়ঙ্গম না করিয়া কতকগুলি নিরর্থক কথা লইয়া আড়ম্বর করিয়াছেন। সংবাদপত্র একস্থলে বলিয়াছেন, কেবল বাবুগিরির জন্য রিডিংলাম্প প্রকৃতির ব্যবহার প্রচলিত করা হইয়াছে। সংবাদপত্রের এইরূপ লিখন ভঙ্গীতে প্রকারান্তবে প্যারী বাবুকে দোষী করা হইতেছে। আমরা সংবাদপত্রকে জিজ্ঞাসা করি প্যারী বাবুর ন্যায় এক জন স্থপতির হিতৈষী মাহাশয় কি বিদ্যার্থী বালকদিগকে সৌধীনতা শিক্ষা করাইতে ভাল বাসেন? পাঠ করিবার নিমিত্ত পূর্বে যেরূপ আলো দিবার নিয়ম ছিল তাহাতে পড়ার অসুবিধা, বিশেষতঃ হষ্টেলের স্থানসকল অপরিষ্কৃত থাকে বলিয়া প্যারী বাবু তাহা রহিত করিয়া দিয়াছেন। মৃতরাং বোর্ডারগণ অবস্থানসারে রিডিংলাম্প ও সেজ ক্রয় করিয়াছেন। ইহাতেই কি বাবুগিরি করা হইল? অগ্রশচাৎ বিবেচনা না করিয়া এক জন মান্যবর সদাশয় ব্যক্তির স্বল্পে দোষ ভার নিক্ষেপ করিয়া চাপলা প্রকাশ করা কি সংবাদপত্রের উচিত কাজ হইয়াছে? না? ইহাতে তাহার কোন স্বার্থ আছে? একরূপ করিলে কি নিশ্চুকতাদোষে দুঃখিত হইতে হয় না? আমরা পূর্বে যে কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়া "স্বাধীনতা" সমর্থন করিয়াছিলাম, সংবাদপত্র তাহা একটী কথাও বলেন নাই, ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে চার্করুদ্দি অসাময়িক হয় নাই। অন্যথা তিনি চাড়িয়া কথা কহিতেন না। সংবাদপত্র বোর্ডারদিগের বিষয় বাহা লিখিয়াছেন তাহাও সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। হষ্টলে বোর্ডারের সংখ্যা চিবকাল সমান থাকে না। অনেকে পরীক্ষার্থী হইয়া চাড়িয়া যান, পক্ষান্তরে অনেকে পরীক্ষা সময়ে আসিয়া থাকেন। সংবাদপত্র এখন একবার হষ্টলে আগমন করুন, দেখিতে পাইবেন আরও ৫০ জন প্রাবেশিক ফী দিয়া বোর্ডার হইয়াছেন।

আমরা সংবাদপত্রকে চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি, যে ৬ জন বোর্ডার হষ্টলে চাড়িয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ৫ জনই অনাবিধ অসুবিধা নিরাকরণার্থ গিয়াছেন, চার্করুদ্দির অন্য নহে।

সংবাদপত্র হষ্টলে থাকিবার সুবিধা প্রাবেশিক ফী সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন। আমাদিগের প্রতিবাদের উদ্দেশ্য নহে। সুবিধা অনধিকার চর্চার আবশ্যিকতা নাই বলিয়া নিরস্ত হইলাম।

সংবাদপত্র মাহাশয় আমাদের প্রতিবাদ মর্মগ্রহণ না করিয়া যেরূপ চাপলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রকৃত হুঃখিত হইয়াছি।

গত পরশ্বঃ পুকলিয়ার ডেপুটি মাহাশয় ক্রীমুক বাবু রাখালদাস হালদার (ইংলণ্ড ফ্রান্স দিগ্বিদ প্রকৃতি দেশ সকল করিয়া আসিয়াছেন) মাহাশয় হষ্টলে আসিয়াছিলেন। তিনি গত দুই দিবস রাত্রিকালে জমণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বোর্ডারগণকে হুঃখিত করিয়া গিয়াছেন। রাখালদাস বাবু এক উদারচেতা লোক। তাঁহার সহবাসে সব সুস্থ হইয়াছিলেন।

শ্রী:—
শ্রী:—
১২৭৫ সাল

মাহাশয়! গুপ্তপাড়া গ্রামে যে ইংরেজ বদ্যালয়টি আছে, তাহাতে গবর্নমেন্টের স্কুল নাই; কেবল ভাত্রবেতন ও গ্রামস্থ কতিপয় ব্যক্তির সাহায্যে প্রায় ৮০ বৎসর হইল চালাইতেছে। সম্প্রতি বর্তমান বর্ষে উহার বয়স অপরূপ অনেক স্থান হওয়াতে উহার স্থায়িত্ব প্রতি অনেকের সংশয় জন্মিয়াছে। উক্ত গ্রামে যে কত উপাধ্যায় বালা বাজল্য: য'চা হটক এই বিদ্যালয় বর্তমান অবস্থা মাহাশয় বর্তমানাবস্থা হইতে কয়েক মাহাদিগকে বাধ্যতন তাহার বিদ্যালয় করিয়াছেন। এস্তরে ইহার বক্তব্য ক্রীমুক বাবু গ্রামটি মাহাশয়ের অধিকার নহে। এতএব তিনি য' উঃ প্রাতি কৃপা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাব পরহিতৈষী গুণের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। এদান যথার্থ হিতকর 'ত' হ' কেই অধীকার করেন না। আমরা কৃতজ্ঞত সহকারে স্বীকার করি, মাহাশয়ই আমাদিগের স্বল্পপ্রায় বিদ্যালয় রক্ষণীকে পুনঃ পল্লিত করিলেন। বলি, যদি বন্দেশীর ধনাত্ম মাহাশয়গণ সকল এই প্রকার সাহায্যে উৎসাহিত হন, তাহ হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়। আমাদিগের বিদ্যালয় রক্ষণীর ফলস্বরূপ পূর্বে সন্দেহ নাই হইত।

গুপ্তপাড়া স্কুল } শ্রীমহেশমোহন
৪ কার্তিক ১২৭৫

যেমন সাংসদগণের মতামত বিচারিত হইয়া উচিত।

এই বিধানে একই স্থানে এক সময়ে ৩৪ টি বিবাহ হয় তাহা হইলে রেজিষ্টারমহাশয় সকল স্থানে এক সময়ে কি প্রকারে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

এই বিধানে একই স্থানে এক সময়ে ৩৪ টি বিবাহ হয় তাহা হইলে রেজিষ্টারমহাশয় সকল স্থানে এক সময়ে কি প্রকারে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

এই বিধানে একই স্থানে এক সময়ে ৩৪ টি বিবাহ হয় তাহা হইলে রেজিষ্টারমহাশয় সকল স্থানে এক সময়ে কি প্রকারে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

এই বিধানে একই স্থানে এক সময়ে ৩৪ টি বিবাহ হয় তাহা হইলে রেজিষ্টারমহাশয় সকল স্থানে এক সময়ে কি প্রকারে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

এই বিধানে একই স্থানে এক সময়ে ৩৪ টি বিবাহ হয় তাহা হইলে রেজিষ্টারমহাশয় সকল স্থানে এক সময়ে কি প্রকারে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

অবস্থা সমান নহে, সুতরাং দরিদ্র লোকদিগের পক্ষে বিবাহ হওয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিবে।

এই বিধানে একই স্থানে এক সময়ে ৩৪ টি বিবাহ হয় তাহা হইলে রেজিষ্টারমহাশয় সকল স্থানে এক সময়ে কি প্রকারে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

এই বিধানে একই স্থানে এক সময়ে ৩৪ টি বিবাহ হয় তাহা হইলে রেজিষ্টারমহাশয় সকল স্থানে এক সময়ে কি প্রকারে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

এই বিধানে একই স্থানে এক সময়ে ৩৪ টি বিবাহ হয় তাহা হইলে রেজিষ্টারমহাশয় সকল স্থানে এক সময়ে কি প্রকারে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

এই বিধানে একই স্থানে এক সময়ে ৩৪ টি বিবাহ হয় তাহা হইলে রেজিষ্টারমহাশয় সকল স্থানে এক সময়ে কি প্রকারে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

এই বিধানে একই স্থানে এক সময়ে ৩৪ টি বিবাহ হয় তাহা হইলে রেজিষ্টারমহাশয় সকল স্থানে এক সময়ে কি প্রকারে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

এই বিধানে একই স্থানে এক সময়ে ৩৪ টি বিবাহ হয় তাহা হইলে রেজিষ্টারমহাশয় সকল স্থানে এক সময়ে কি প্রকারে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

এই বিধানে একই স্থানে এক সময়ে ৩৪ টি বিবাহ হয় তাহা হইলে রেজিষ্টারমহাশয় সকল স্থানে এক সময়ে কি প্রকারে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

এই বিধানে একই স্থানে এক সময়ে ৩৪ টি বিবাহ হয় তাহা হইলে রেজিষ্টারমহাশয় সকল স্থানে এক সময়ে কি প্রকারে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

এই বিধানে একই স্থানে এক সময়ে ৩৪ টি বিবাহ হয় তাহা হইলে রেজিষ্টারমহাশয় সকল স্থানে এক সময়ে কি প্রকারে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

এই বিধানে একই স্থানে এক সময়ে ৩৪ টি বিবাহ হয় তাহা হইলে রেজিষ্টারমহাশয় সকল স্থানে এক সময়ে কি প্রকারে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

এই বিধানে একই স্থানে এক সময়ে ৩৪ টি বিবাহ হয় তাহা হইলে রেজিষ্টারমহাশয় সকল স্থানে এক সময়ে কি প্রকারে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাণ্যাসিক ৫০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং ট্রেডমাসিক ৩৫। তিন মাসের ভ্যানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। ছাপ, বরাতি চিঠি, মনি-অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে বাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপাধারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

বাংলা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাহার যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ওরসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া জীবুক দারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

বাংলাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্বে তাহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বাবের পত্র বেরাির পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

বাংলা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ১০ আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাহার সর্বত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যমাণ্ডি।

ত্রিযুক বাঙ্গা মহেঞ্জনায়ায়ণ সিন্ধ	মুল্যের
১০০০ বার্ষিক হইতে ১৩ আশ্বিন	১৩
ত্রিযুক বাঙ্গা গোবিন্দকৃষ্ণ বর্জমান	১৩
ত্রিযুক আর. সাউয়াস	রুকনগর
১০০০ বার্ষিক হইতে ১৬ আশ্বিন	১৩

সোমপ্রকাশ

৫০ সংখ্যা

“ প্রবর্তনাং প্রকৃতিস্থিতায় পার্থিবঃ মনস্কানো অতিমহতী ন দ্বীয়তাং । ”

মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
 বাণ্যাসিক ৫৫ সাড়ে পাঁচ টাকা ।

সন ১২৭৫। ১৮ ই কার্তিক। ১৮ ৬৮। ২রানবেষর

{ মনস্কলে মাসুলসংগত অগ্রিম বার্ষিক
 বাণ্যাসিক ৭. ৩ টরমাসিক ৩৫. ৫

বিজ্ঞাপন ।

কি রা

১২
 ১৩

তেক বগু ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য (নগদ) ৥
 ই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় দর্গপর্ষা
 সংখ্যা নাগরাকরে রামানুজের জিকা ও
 না অম্বুবাংদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
 হইয়া বিতরিত হইতেছে । ইহাতে মাছে
 ষষ্ঠ ও নাগোজী ভট্টের জিকা ও স্থলবিশেষ
 করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১-
 অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচা
 হইবে । মূল্য ৥ আনা । যাঁহারা গ্রাহক
 কৃত হইতে চাহেন, যাঁহারা আমার নামে
 গাভা ব্রাহ্ম সমাজপত্র লিখিবেন । বিশেষীয়
 দিগকে / ০ এক আনা ডাকমাশুল দিতে

বিবণ
 ১৭৫
 সঙ্গসমাজ } ক্রীতচন্দ্র তট্টাচার্য্য ।

—:—

ক্রান্তি পরীক্ষার্থগণের পাঠোপযোগী
 মূল্যক মামসাক মুদ্রিত হইতেছে । হাবড়া
 কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর ক্রীতচন্দ্র
 মামবচস্র তর্কসঙ্ঘ মহালয়ের নিকট
 পত্রসহ ই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ
 ত তিনি এই উত্তর দেন, “এরূপ একখানি
 বিলক্ষণ অসম্ভাব ছিল, আপনি তাহা
 রিয়াছেন । প্রত্যেক বাঙ্গালা কুলে ছাত্র
 শ্রেলির ত কথাই নাট, অন্যান্য উচ্চ
 গুলিতেও এই গ্রন্থ শিক্ষিত হয়, ইহা
 র আন্তরিক ইচ্ছা । হুগলি নর্ম্যাল স্কুলের
 যবর অধ্যক্ষ ক্রীতচন্দ্র বাবু ব্রহ্মনোহন

মলিক মহাশয়কে আপনার মানসাক আমি
 দখিতে দি, তিনি লিখিয়াছেন যে কালীপ্রসন্ন
 বাবুর মানসাকের অধিকাংশ দেখিয়াছি এবং
 মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য
 সকল হইয়াছে । কলতঃ বাঙ্গালা কুলসমূহের
 পক্ষে গ্রন্থখানি বড় কাজের হইয়াছে এবং
 অল্প বিষয়ের একটি অস্তাব প্রদান করিয়াছে ।

ক্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় ।

—:—

বিক্রয়ার্থ ।

গারডেন বীচ ২৪ নং বাড়ী গুণাহসক
 ১৯ নং জোড়া বাগান ।

উপরি উক্ত বাগান ও বাড়ী যাঁহারা ক্রয়
 করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন বা
 রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন ।

গিলেশ্বারস আর্স
 গনট এম কে

—:—

বিবিধ জ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত ।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা
 বিধ জ্রব্যাদি পাণ্ডুরা যয় এবং পুস্তকালিতে
 / ০ এক আনার হিসাবে কামিসন দি, অধিক
 টাকার পুস্তক লইলে / ১০ আনার হিসাবে
 পাইবেন ।

- বিদ্যাসুন্দর নাটক ১
- কুকুমারী নাটক ১
- গজাবতী নাটক ১
- শশীনা নাটক ১
- নবীনতপস্বিনী নাটক ১
- চন্দ্রবিলাস নাটক ১
- রানাজি. বক নাটক ১
- মলকজন নাটক ১
- আনকী নাটক ১

- শ্রেমাধিনী নাটক
- ইন্দুপ্রভা নাটক
- মলকময়ন্ত্রী নাটক
- জান্তিরহস্য নাটক
- কীচক বন নাটক
- স্বর্ণশূঙ্খল নাটক
- বেশ্যাসক্তি নিবন্ধ নাটক
- কলিকৌতুক নাটক
- লীলাবতী নাটক
- কুমুমকুমারী নাটক
- কৌরববিয়োগ নাটক
- শিববিবাহ নাটক
- সম্রাজ্ঞী নাটক
- সপত্নী নাটক
- পুনর্বিবাহ নাটক
- রমণী নাটক
- শ্রেমকরা বিবমদায় নাটক
- ক্রীতচন্দ্র রাজার উপাখ্যান নাটক
- নবনাটক বস্ত্রবিবাহ নিবেদন
- কামধনী নাটক
- মুকুতাবলী নাটক
- নবরমণী নাটক
- মহানাটক
- প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক
- প্রাণেশ্বর নাটক
- বঙ্গব্যবহার নাটক
- বাল্যবিবাহ নাটক
- বালোদ্ধাত নাটক
- বিধবা পরিবেষ্টিতসম নাটক
- শিশুসামান্যজন নাটক
- উর্ধ্বশী নাটক
- এরাই আবার বস্ত্রলোক নাটক
- কিছু কিছু কৃত্য নাটক
- বিক্রম নাটক
- কলিকাতা জোড়া
- সাঁকে ৫৫ নং

ক্রী. প্রকাশক
 নগদ বিক্র

সোমপ্রকাশ

শ. ত. গ. ।

১ সংখ্যা ।

“ প্রবক্তাণাং প্রকৃতিস্থিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিমহতী ন হীযতাং ”

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বাবিক ১০ মণ
ম বাণ্যাসিক ৫৥ সাড়ে পাঁচ টাকা ।

সন ১২৭৫। ২রা অগ্রহায়ণ ১৮৬৮। ১৬ ইনবেষর

মকমলে মাহুলসমেত অগ্রিম বাবিক
বাণ্যাসিক ৭. ও টেক্সাসিক ৩৫. ১

বিজ্ঞাপন ।

ধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সংস্কৃত
বিদ্যাধিকারী নাটক গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায়
সম্বলিত বঙ্গাকবে কলিকাতা প্রাকৃতবক্ত্রে
ত আরম্ভ করিয়াছি, বোধ হয় মূল্য ১৫.
বিত্ত হইবে। অতএব ইহাতে আর কেহ
পূর্ণ করিবেন না।

বিদ্যা ষাট।
এ কাঙ্ক্ষিত } শ্রী আনন্দ মুখোপাধ্যায়
১২৭৫

—:—

বাল্মীকি রামায়ণ ।

প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য (নগদ) ৥.
এই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় সর্গপর্বত
য় সংখ্যা নাগরাকরে রামায়ণের টীকা ও
লা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহে-
র্ষী ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে
ত করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১০
অথবা ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচা-
হইবে। মূল্য ৥. আনা। যাঁহারা গ্রন্থক
কৃত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে
তা ব্রাহ্ম সমাজে পত্র লিখিবেন। বিদে
প্রাকৃতবক্ত্রে ১ এক আনা ডাকমাংশ
হইবে।

বিদ্যা
১২৭৫ } শ্রী চম্পক তর্কচর্চা ।
সমাজ

—:—

অনুভূতি পরীক্ষাখণ্ডের পাঠোপযোগী
মূল্যক মানসাক্ষ মুদ্রিত হইতেছে। ৮০ পৃষ্ঠা
র স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত
মাদবচন্দ্র তর্কসঙ্ঘাত মহাশয়ের নিকট

এক পত্রসহ ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ
করাতে তিনি এই উত্তর দেন, “এরূপ একখানি
গ্রন্থের বিলক্ষণ অসম্ভাব ছিল, আপনি তাহা
দূর করিয়াছেন। প্রত্যেক বাঙ্গালা স্কুলে হাত
বৃত্তির স্রেনির ত কথাই নাই, অন্যান্য উচ্চ
শ্রেণিগুলিতেও ঐ গ্রন্থ শিক্ষিত হয়, ইহা
আমার আন্তরিক ইচ্ছা। হুগলি মধ্যম স্কুলের
যোগ্যবর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুরনোহন
মল্লিক মহাশয়কে আপনার মানসাক্ষ আমি
দেখিতে দি, তিনি লিখিয়াছেন যে কালীপ্রসন্ন
বাবুর মানসাক্ষের অধিকাংশ দেখিয়াছি এবং
মুস্তকপঠে কহিতেছি যে গ্রন্থকাবের উদ্দেশ্য
সফল হইয়াছে। ফলতঃ বাঙ্গালা স্কুলসমূহের
পক্ষে গ্রন্থখানি বড় কাজের ঘটয়াছে এবং
অল্প বিনয়ের একটি অভাব পূরণ করিয়াছে।”

শ্রী কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ।

—:—

ঠানঠানিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল
ডাকার বাবুর্ষে ড্রাপার কোম্পানির লোককে
মংপ্রণীত ও মংপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
ঐতিহাস	১ টাকা
রামইতিহাস	১ টা
ভূষণসার ব্যাকরণ	১০ আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৫. টা
নীতিসার (২ ম ভাগ)	৫. টা
প্রচারিত।	
মুস্তকোপ ব্যাকরণ	৫. টা

শ্রী দ্বারকানাথ শর্মা

—:—

পুরাণ প্রকাশ ।

বিষ্ণু পুরাণ ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড

৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিম মূল্য) ৥. ।
যিনি গ্রন্থাভিলাষী হইবেন তিনি মূল্য
আমহরষ্টকটীট ৩৪।১ নং তবনে কাব্যপ্র-
বক্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যা
শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে
খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অ
না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাই
নিম্নম নাই উক্ত।

—:—

বিক্রয়ার্থ ।

শককল্পক্রম অভিধান। সর রাজা
কান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে বে
দিয়া মুতন বাধান, মূল্য ১৫. টাকা।

শ্রী আনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ

—:—

বিক্রয়ার্থ ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুলামসর
১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা
করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা ব
রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেঞ্জারস, আরবো

খনট এবং কো

—:—

বিবিধ জবাবদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত ।

টংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম
বিদ জবাবদি পাওয়া যায় এবং পুস্তক
১০ এক আনাব হিসাবে কমিসন দি, অধি
টাকার পুস্তক লটলে ১০ আনার হিস
পাইবেন।

বিদ্যাধিকার নাটক
কৃষ্ণকুমারী নাটক
পদ্মাবতী নাটক

কট বস্ত্র ও নিকট শিক্ষা দেওয়া
তেছে। ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষ তাঁহার
থাকে ভূয়োদর্শনসমুখিত বোধ করিয়া
বাক্য তুল্য জ্ঞান করেন; কিন্তু
মরা স্পষ্টাকরে এই অনুদার ব্যবহা-
প্রতিবাদ করিতেছি। কোন শাসন
প্রকাশ্যরূপে লোককে এত অবি-
স করিয়া শাসন করেন নাই। সর জন
হইতে জাতিবৈব আরও বৃদ্ধি
ল। গাৰ্ভীয় ভারতবর্ষীয় কি গুণ
দ্রোহী? এক লক্ষ সিপাহী বিদ্রোহী
; কিন্তু তাহাদিগের দমনার্থ মহত
ভারতবর্ষীয় অস্ত্রধারণ করিয়া-
লেন। তাহাদিগের সাহায্যে পঞ্জাব
গ পায়? কাহার দিল্লী জয় করিয়া
? ইহাতেও এত অবিশ্বাস প্রকাশ
কৃত রাজনীতিজ্ঞোচিত কার্য নহে।
রক বৎসরপরে ইংরাজেরা দেখিতে
ইবেন, সর জন লরেন্সের এ রাজনীতি
কল বিধায়িনী নয়। কত অর্থ অনর্থ
য়ত হইল। একগকার সৈনিক ব্যয়
দ্রোহের সময়ের ব্যয়ের প্রায় তুল্য
য়াছে। লেড সাহেব অধিকতর চেড়া
রয়া যাঁহা কমাইয়াছিলেন, তাহার
গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এই কারণে
ককে এত কর্তার বহন করিতে
হুছে। এত টাকা ত গেল; কিন্তু
ল সৈন্যের প্রতি কি সমান বিবে
করা হইতেছে? এতদেশীয় সৈন্য
র আর্দ্র ও ক্ষুদ্র কুটীর কি ঘুচিরাছে?
রোপীয় সৈন্যগণ যে শ্রেণি হইতে
ানীত হয়, তাহার জন্মাবস্থিহ্নে ভার
র্ষের বারিকের ন্যায় বাটীতে থাকে
; কিন্তু যে শ্রেণি হইতে সিপাহীরা
ইসে, তাহার গবর্ণমেন্টের পর্ণকুটীর
পক্ষা উত্তম গৃহে বাস করে। লোকে
এরূপ মনে করেন, যে গবর্ণমেন্ট মনে
লে মহত মহত দেশীয় সৈনিক পান

বলিয়া তাহাদিগের বাসস্থান ও স্বাস্থ্যের
বিষয়ে তত মনোযোগ কেন না। সৈন্যিক
অমুণক বলিয়া বিবেচিত হইবে? ফলতঃ
এইরূপ বোধ হয়, যেন এক জন সিপা
হীর জীবন অপেক্ষা গবর্ণমেন্ট একটা
বস্তুর উপর অধিক মায়্য করিয়া
থাকেন। এত টাকা যখন ব্যয় করা
হইল, তখন সকল সৈন্যের উত্তম বাস
স্থান করা হইল না কেন? ইংলণ্ডে সৈন্য
পাওয়া কঠিন হইয়াছে। এ দেশে পরি
শ্রমের মুগ্ধা এত বৃদ্ধি হইতেছে যে, গব
র্ণমেন্ট যদি এতদেশীয় সৈন্যদিগের প্রতি
অধিক বিশ্বাস ও স্নেহপ্রদর্শন না
করেন, তাহা হইলে দশ বৎসর পরে
আর সৈন্য পাওয়া ভার হইবে।

—:—

ভারতবর্ষের সাংস্কার আটম।

ভারতবর্ষের আইনসংক্রান্ত কমিসন
রগণ রাজ্যীর নিকটে এ দেশের সাক্ষ
বিষয়ক আইনের যে পাণ্ডুলেখা প্রদান
করিয়াছেন, তাহা ও কমিশনরদিগের
মত গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। কমি
সনরদিগের এ বিষয়ে যে সময় অতিবা
হিত হইয়াছে, তদ্বিনয় বিবেচনা করিলে
তাঁহাদিগের পাণ্ডুলেখার প্রশংসা
করা যায় না। ডাক্তর লর্শিওটন প্রিবি
কৌন্সিলের এক আজ্ঞা প্রচার করিবার
সময়ে আক্ষেপ করির ছিলেন, ভারত
বর্ষের নিম্নতর আদালতসমূহে অনেক
অপ্রাসঙ্গিক সাক্ষা ও দলীল প্রমাণরূপে
গৃহীত হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখা
আইন কমিসনরগণদ্বারা এবিষয়ের অস্প
মাত্র উৎকর্ষ সাধিত হুই হইল। ডাক্তর
লর্শিওটনের মতামতের তাহার কেবল
নথি লঘু করিবার চেড়া পাইয়াছেন, এই
মাত্র। এপর্যন্ত যেসকল সাক্ষা ও দলীল
প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইত তাঁহারা
তাঁহার অধিকাংশ পরিভাগ করিয়াছেন

বটে; কিন্তু তৎপরিবর্তে প্রমাণগ্রহ
বিশেষ নিয়ম করা হয় নাই।

উল্লিখিত পাণ্ডুলেখার
ধারাতে আছে, আদালত শব্দে
য়ানী ও কোজদারি উভয়বিধ বিচার
অর্থাৎ আইন অথবা অর্থী প্রত্য
লক্ষ্যক্রমে তাঁহাদিগের সাক্ষা
করিবার অধিকার আছে, তাঁহাদি
বুঝাইবে? কোজদারি আইনের ১৪৪
স্থানে একগে পুলিস কর্মচারীদিগে
বিশেষ ঘটনার অসুসজ্ঞানার্থ স
গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহা
আদালত শব্দে অভিহিত হইবেন
না, বিশেষ করিয়া লেখা উচিত হি
কোজদারি আইন অনুসারে পুলি
রিপোর্ট সাক্ষা বলিয়া পরিগণিত
না, এটাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দে
উচিত ছিল ভবিষ্যতে গেলোযোগ
বার সম্ভাবনা।

যখন যে বিষয় লইয়া মকদ্দমা
স্থিত হয়, যদ্বারা তাহার প্রমাণ হই
সম্ভাবনা থাকে, সে সমুদায় প্র
সাক্ষা হইতে লইবে, কিন্তু বিচারপা
সাক্ষা লইলেই তাহা প্রমাণ বলিয়া
করিবেন না। এক ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তি
যে বিষয় বলিতে শুনিয়াছেন, অ
লিখিতে দেখিয়াছেন, তাহা
হইবে না; কিন্তু যে স্থলে এগুই
বিচার্য হইবে, অর্থাৎ যখন স্মানির
ক্ষমা উপস্থিত হইবে, সে সময়ে এই
প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে। এই
ধারা উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৪৫ অ
হুই আইনে এ বিষয়ে বিশেষ বিধি
এই তৃতীয় ধারা হইয়াছে অনেক অস
ও অপ্রাসঙ্গিক সাক্ষা অগ্রহা হইবে

কমিসনরগণ বলেন, যাঁহায় কা
নামে দেয়া লিখিত থাকিলেই যে ত
গ্রহা হইবে তাহা নহে। এটা
হয় নাই। অনেক স্থলে এদেশীয়

বেলগুয়ে ও খালপ্রভৃতি সামান্যতঃ
 শের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের প্রধান উপায়।
 প্রকৃত নীতিশাস্ত্রজ্ঞেরা নদীধীন
 লোকের বাসের অযোগ্য বলিয়া নির্দেশ
 করিয়া গিয়াছেন। খালনদীর্ঘ প্রতিনিধি।
 মত যে খালটার প্রসঙ্গ করিতেছি,
 হইলে কেবল যে বাণিজ্যের সুবিধা
 দেশের উন্নতি সাধিত হইবে তাহা
 কৃষিকার্যেরও বিঘ্ন উপকর
 হইবে। সুন্দরূপ জলনির্গমের পথ
 ক্ষেত্র জল দানের উপায় না থাকিতে
 চরান্টি ও অনার্চি উভয়েতেই শস্যের
 ক্ষতি ঘটিয়া থাকে। খাল হইলে উভ
 ই সদুপায় হইবে।
 দক্ষিণাঞ্চলের প্রতি সময়ে সময়ে
 ও বরুণ উভয়েরই কোপদৃষ্টি নিপতিত
 তন্ত্রিবন্ধন তত্রতা লোকদিগকে যার
 নাই কট ভোগ করিতে হয়। বর্ষ
 গ বাতিরেকে সৌভাগ্যেই উদয় হয়
 দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা এত দিন যে
 ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার ফল
 প এককালে দ্বিগুণ সৌভাগ্য লাভ
 লেন। এক দিকে কৃষ্ণি যাইবার
 গুয়ে অপর দিকে খাল হইল।
 এমনয়ে এই দুটা মহোপকারক
 কার্য আরম্ভ করিতে রাজপুরুষেরা
 যাদের যোগ্য পাত্র হইয়াছেন। অতি
 নিবন্ধন দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা
 শয় কষ্ট পাঠিতেছেন। এসময়ে
 দিগেব বর্ষনিবারণের উপায়
 একান্ত আবশ্যিক হইয়া উঠিয়াছে।
 গুয়ে ও খাল এ দুটীই সেই সদুপায়
 হইবে। দেশাপন্ন ব্যক্তিদ্বিগকে
 ২ অর্থদান আমাদিগের অভিমত
 তাহাতে লোকের ক্লেশনিবৃত্তি
 য। খাটাইয়া দিলে তাহাদিগের
 দিনের একটা খার নিদ্রিষ্ট থাকে,
 ক্ষেত্র চির কালের মহোপকারক
 গুলিও সাধিত হইয়া যায়। তবে

একটু বিশেষ বিবেচনা করা কর্তব্য,
 সঙ্কলের সময়ের নির্দিষ্ট মজুরী দিবার
 নিয়ম না করিয়া যাহাতে লোকের লং
 সার নির্কৃত হয়, এইরূপ বিবেচনা
 করিয়া মজুরী দেওয়া উচিত।

আমরা অনেক বার যে বিষয়ের প্রস
 ঙ্গ করিয়াছি, এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ
 করা অবৈধ হইতেছে না। বারাসতে ও
 নদীয়া জিলায় যে কয়েকটা নদীর স্রোত
 বন্ধ হইয়া যাওয়াতে জলনির্গমের পথ
 বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সেগুলি কাটিয়া
 তাহার স্রোত প্রবল করিয়া দেওয়া
 কর্তব্য। তাহা হইলে এই স্থানগুলি কেবল
 যে স্বাস্থ্যকর হইবে এরূপ নয়, তদ্বারা
 বাণিজ্য ও কৃষিকার্যাদিরও সবিশেষ
 উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও শাহাব
 অনুচরগণ।

এবারও বাবু কেশবচন্দ্র সেনের অনু
 চরগণের বাবহারবিষয়ক প্রেরিত পত্র
 দ্বারা সোমপ্রকাশের অনেক স্থান পরি
 পূরিত হইয়াছে। অনুচরেরা কেশব বাবুর
 আশ্রয়বাতিরেকে মুক্তিলাভের উপায়
 নাই ভাবিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে
 (পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা নয়) আরম্ভ
 করিয়াছেন, দেবিতা পত্র প্রকেবা
 বিস্ময়প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু পূর্ণি
 বীত সেগুলি ধর্ম বলিয়া প্রচলিত, অব
 স্মৃতি ও আদৃত হইতেছে, কুসংস্কার
 শূন্যচিত্ত হইয়া তাহার স্বরূপ নিরূপণ
 করিয়া দেখিলে বিস্ময় জন্মিবার অণু মাত্র
 কারণ থাকে না। প্রকৃত ধর্মের তত্ত্ব গুহায়
 নিহিত হইয়াছে। যেগুলি বাস্তবিক
 ধর্ম নয় সেই গুলিই ধর্ম বলিয়া অশুচি
 হইতেছে। প্রকৃত ধর্ম যদি জগতে প্রচ
 লিত হইত, সকল লোকেই একধর্মাব
 লম্বী বলিয়া পরিগণিত হইতেন, কখন
 ধর্মভেদ হইত না। মানুষের ভ্রমপ্রমা

দাদিনিবন্ধন জগতে প্রকৃত ধর্মের
 দুর্ভাগ হইয়া উঠিয়াছে। কি খৃষ্ট কি
 মান, কি হিন্দু, কি নবরচিত ব্রাহ্ম
 ইহার অবয়বরচনার বিষয় যদি
 লোচনা করিয়া দেখ, দেখিতে পা
 কতকগুলি প্রণালী ও পদ্ধতিবদ্ধ
 সূচনাই ধর্ম বলিয়া আদৃত হইয়া
 খৃষ্টিয়ানেরা বলেন, বাইবেল প্রমাণক
 হিন্দুরা বলেন বেদপ্রমাণক এবং
 মানেরা বলেন কোরাণপ্রমাণক
 বাইবেলে জলসংস্কার মুসলমান
 স্বকচ্ছেদাদি এবং হিন্দুধর্মে উ
 নাদি কতকগুলি ক্রিয়ানুষ্ঠানের
 আছে। সকলের সারসংগ্রহ কা
 য়ে আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম বিরা
 হইয়াছে, তাহাতেও অমস্তক অন্ন
 নাদি এবং উপাসনাকালে একত্র
 বেত হইয়া নয়নমুদ্রণাদি কতক
 ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রবর্তিত হইয়াছে।

মানুষের যেমন ধর্মপ্রবৃত্তি আছে,
 মনি অবলক্রিয়ানুষ্ঠানপ্রবৃত্তিও দৃষ্ট
 তেছে। ক্রিয়ানুষ্ঠানঃবৃত্তির প্রা
 নিবন্ধন এক ঈশ্বরের উপাসনা য
 তীয় ধর্মের প্রতিপাদ্য হইলেও
 মেঘদ্বারা নিবাকরের ন্যায় উহাদ
 সমাজস্থ হইয়া রহিয়াছে। অতীতবর্ষ
 ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলির প্রতি লোকের এ
 দৃঢ়তন্ত্রি জন্মিয়া গিয়াছে যে, উহার
 মাত্র অন্যথাচরণ হইলেই লোকে
 করে, অধর্মস্পর্শ হইল এবং ক্রিয়ানু
 ঠান হইলেই মনে করে, ধর্ম রক্ষি
 ও পুণ্য উপার্জিত হইল। কাজে কাজে
 প্রকৃত ধর্ম যে ঈশ্বরোপাসনা তাহা
 বলকর হইয়া যায়; সে দিকে লোকে
 তাদৃশ দৃষ্টি থাকে না। পদ্ধতিবদ্ধ ক্রি
 যানুষ্ঠান ধর্ম বলিয়া আদৃত হওয়াতে ধর্মে
 যে কতদূর অপকর্ষ হয়, তাহা রোম
 কাথলিক ধর্মদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে
 প্রটেস্ট্যান্টদিগের যে খৃষ্টধর্ম, উহাদি

পোর্ট আফিস ও তাহার অগার
মিঃ

অনেক ডাকঘরকরা যথাসময়ে পত্র
দেয়া, অনেকে পত্র কেলিকা দেয়, অর্থাৎ
কোন বিকট হইতে কৌশলে অতিরিক্ত
পরমা লয় যথাসময়ে পত্র না পাওয়া
অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। লেখক
ও সমাচারপত্রসম্পাদকেরা পোর্ট আফিস
সের প্রতি উল্লিখিতপ্রকার দোষারোপ
করিয়া সচরাচর যে আক্ষেপ করিয়া
থাকেন, আমরা আজ সে আক্ষেপ করি
তেছি না। আমাদের আক্ষেপ এই
বিনা মাসুলে অথবা অপব্যয় মাসুলে
যেসকল পত্র প্রেরিত হয়, পোর্ট আফিস
তাহার মাসুল গ্রহণের যে নিয়ম করিয়াছেন
সেটা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। এ নিয়ম
দ্বারা পরের অপরাধে পরের দণ্ড করা
হইতেছে। এক ব্যক্তি মাসুল না দিয়া
চিঠি পাঠাইল, অন্য ব্যক্তির দণ্ড হইল
আমরা বিত্তম মাসুল লইবার কোন
যুক্তিই দেখিতে পাইতেছি না। হয় সমা
চারপত্রের ন্যায় অগ্রে টিকিট দেওয়া
না হইলে চিঠি ডাকঘরে লওয়া হইবে
না এই নিয়ম উক্ত অথবা যদি চিঠি
লওয়া হয় বিত্তম মাসুল লওয়া
হইবে না। যে বিনা মাসুলে
পত্রগ্রহণ করে, তাহার কিছুমাত্র অপ
রাধ নাই। যাহারা মাসুল না দিয়া পত্র
প্রেরণ করে, তাহা দিগের ও ইচ্ছাজনিত
একঘাটী হয় না। অনেক স্থানে টিকিট
পাওয়া যায় না, চিঠি না পাঠাইতে
কার্যক্ষতি হয়। অগত্যা তাহা বিনা
মাসুলে পত্র পাঠাইয়া থাকে। একপ
স্থলে কি পত্রগ্রহীতার বিত্তম মাসুল
গ্রহণরূপ দণ্ডবিধান বিধের হয়? যাহারা
পর্যাপ্তরূপ মাসুল না দিয়া পত্রপ্রেরণ
করে, সেটাও তাহা দণ্ডে অনিচ্ছাসম্মত
হয়। তাহার পত্রের ওজন বুঝিতে পারে
না। পত্র ওজন করিয়া যে পরপ্রেরণ
করেন এ সুবিধা সফল হইবে না। ডাকঘরে
একপ পত্র গ্রহণ করাই অনুচিত। মাঝ
দোমে হটুক, এদের অপরাধে অপরাধ
দণ্ড হওয়াই উচিত। তাহা হইলে
পত্র আবার সেট দণ্ড বিত্তমরূপ গৃহী
তর। অতএব এই নিয়মটির সংশোধ
করা অতিশয় উচিত।

লেই কার্য কালে ধর্মবিশ্বাস প্রাধ হইয়া
যায়। অতএব কর্তব্য, বালাকালে যখন
বালকেরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, সেই
সময় অধি বিদ্যা প্রবন্ধনাদি পরিভাষা
উপদেশের ন্যায় ঈশ্বর বিষয়ক উপদেশ
দেওয়া কর্তব্য। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি
ও পালন কর্তা। পাপ কর্ম করিলে তিনি
পর কালে তাহার দণ্ড বিধান করিবেন,
এইরূপ উপদেশ সাধারণে প্রদান
করিলে ক্রমে ঈশ্বরের প্রতি
দৃঢ় ভক্তি জন্মিতে থাকিবে এবং
পাপকর্মের অনুষ্ঠানে ভয় ও অশ্রদ্ধা
জন্মিয়া উঠিবে। একেবারে সাধারণ উপ
দেশে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী
কাহারই বৈষম্যতা ও আপত্তি হইবার
সম্ভাবনা নাই। এরূপ কোন ধর্মাবলম্বী নাই
যে তিনি ঈশ্বরকে সৃষ্টি কর্তা ও পালকের
দণ্ডদাতা না বলেন। তবে এক কথা
আছে, কেহ কেহ আপত্তি করিবেন,
বালকের ঈশ্বরের বিষয় বুঝিবে কেন?
এবং কোন একখানি ধর্মপুস্তক অবলম্বিত
না হইলেই বা কিপ্রকারে তাহাতে
তাহানিগের সংস্কার জন্মিবে? ইহার উত্ত
রে বলা এই, ঈশ্বরের বিষয় বুঝা বাল
ক ও বৃদ্ধ সকলেরই সমান। বাঁহীর
সৃষ্টি একটি পদার্থ সূক্ষ্মরূপে বুঝা যায়
না, মানুষ যে তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ
ও তাঁহার বিষয় বুঝিবার চেষ্টা পান
সেটা তাঁহার অহঙ্কারের কর্ম। আমরা
যে তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারিনা
তাহাতেই তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পাই
তেছে। আমরা যদি তাঁহাকে জানিতে
পারিতাম তাহা হইলে সময় বিশেষে
তাঁহার প্রতি অর্জিত জন্মিত। তাঁহার
প্রতি ভক্তি করা এবং পাপকার্যে স্রগা
কর, বালাবানি আমাদের অত্যন্ত
করিতে হইবে। যখন অবসর পাইব
তখনই তাঁহার উপাসনা করিব, তাহাতে
দেশ কাল বিবেচনা ও একত্র সমবেত
হইবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার মতিমা
ও সৃষ্টিকৌশলজ্ঞানার্থ কোন গ্রন্থ
অবলম্বনের আবশ্যকতা নাই। জগতের
প্রত্যেক পদার্থই সেই গ্রন্থ। তাহা দেখি
য়াই নিয়ত কাল তাঁহার প্রতি ভক্তি
শিক্ষা করিব।

রও সেই ধর্মবিশ্বাস; কিন্তু উর্দুদিগের নীরা
জনাদি অংশে ক্রিয়ানুষ্ঠান দৃষ্ট হয়।
প্রটেক্টোরী ঐশ্বরিক অনুষ্ঠান করেন
বলিয়া কাথলিকেরা উর্দুদিগকে অধা
র্ষিক বোধ করেন।

বোধ হয়, এখন পাঠকগণ বুঝিতে
পারিলেন, কোন পদার্থ জগতে ধর্ম
বলিয়া আদৃত হইয়াছে। এক ঈশ্ব
রের উপাসনা সমুদায় ধর্মের প্রতি
পাদ হইলেও ক কারণে যে
মতভেদ হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় পাঠ
কগণ বুঝিতে পারিলেন। ক্রিয়ানুষ্ঠান
ও ক্রিয়ানুষ্ঠান নিষামক গ্রন্থ এ সমু
দায়ই সমুদায়কল্পিত। সমুদায়কৃত
বলিয়াই ধর্মবিষয়ে এক ভেদ হইয়া উঠি
য়াছে। একের কৃত অনুষ্ঠানপদ্ধতিতে
অপরে শ্রদ্ধা করে না। সুতরাং সকলে
একপদার্থবলম্বী হইতেছে না। কিন্তু প্রকৃত
ধর্ম যে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা,
তাহাতে মতভেদ নাই।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন,
কেশব বাবুর কতকগুলি অনুচর যে
তাঁহার পূজা করিবেন, আর কতকগুলি
যে তাহাতে বিপ্রতিপত্তি করিবেন তাহা
আশ্চর্যের বিষয় কি না? ক্রিয়ানুষ্ঠান
পদ্ধতি হইতেই সমুদায় পূজা ও উপধর্মের
সৃষ্টি হইয়াছে। ক্রিয়ানুষ্ঠানপদ্ধতিতে
সমুদায়ের মনকে এমন দুর্বল করিয়া তুলে
যে, কিঞ্চিদধিক ক্রমতাসম্পন্ন ব্যক্তির
পূজা দৃষ্টিত বলিয়া বোধ হয় না। অন্য
অন্য অনুষ্ঠানের সহিত এ অনুষ্ঠানটাও
আদৃত হইয়া উঠে।

সমাজবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরোপাসনা
করিতে গেলেই অনুষ্ঠানের ও অনুষ্ঠান
হইতে সমুদায়পূজা ও উপধর্মের সৃষ্টি
হইবে, যদি এরূপ হইল, তবে কিরূপে
জগতে ঈশ্বরোপাসনা প্রবর্তিত হইবে
এবং ঈশ্বরোপাসনা প্রবর্তিত না হইলে
কিরূপে বা নাস্তিকতা প্রাদুর্ভাব নিবারণ
হইবে, এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থাপিত
হইতে পারে। ইহার উত্তর এই, ধর্ম
নীতির ন্যায় বালাবধি ধর্মের আলো
চনা না হইলে তাহা জন্ময়ে বদ্ধ মূল হয়
না। বদ্ধ মূল না হইলেও তাহাতে দৃঢ়তর
মূল জন্মে। দৃঢ়তর মূল না জন্ম

তথাপি উহাকে পুলিবে দেওয়া হয়।
 উইটের নিকটে হিসাব দেওয়াতে লেপ্ট
 লেন, হিসাব ঠিক হইয়াছে। তদনুসারে
 টাকাই পাওনা থাকে না। তথাপি
 ক বলিলেন, বালক দোষ স্বীকার করি
 । রবার্টস সাহেব বলিলেন, এরূপ অবস্থায়
 াধী প্রায় দোষ স্বীকার করে। কারণ তা
 করিয়া দোষ স্বীকার করান হয়। বালক
 হইয়াছে। পুলিবে ইনস্পেক্টর সাক্ষ্য দিয়াছেন
 র সম্মুখে লেপ্টনেন্ট বালকটিকে তিনবার
 র করিয়াছিলেন। লেপ্টনেন্ট একজন ইউ
 ার, স্ত্রতরাং মালিকিউট এ দোষের কোন
 ক ন করিলেন না। এই সকল ব্যক্তির
 ই লোকের ক্রমশঃ ইংরাজ চরিত্রের
 অত্যন্তি ভাঙতেছে।

আমেরিকার এক ব্যক্তি এক চক্রের এক
 করিয়াছেন চক্রের দুই পর্বে আরোহী
 র বসিবার স্থান। তাহার মধ্যদেশ আবৃত।
 ও চালক শকটের মধ্যে থাকে। অথ
 ও বৃত্তিতে কষ্ট না পায় এমন শকট হইলে
 ক উপকার হইবে।

কমলাইট জনরবে প্রবণ করিয়াছেন, গব
 আমীর সিয়র আলিকে টাকা ও অস্ত্র
 সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন।
 তিওরার অতিশয় অগ্রকণ্ঠ হইয়াছে।
 ক সিকুর অন্তর্গত হারদরাবাদ হইতে শস্য
 যাইতেছেন। অনেকে বাসস্থান ত্যাগ
 াছেন।

ডলিনিউস বলেন, মাস্তাজেব উপকূলে
 বাত্যা হওয়াতে পেনিনসুলার কোম্পা
 মইল সাহায্য ভিত্তিতে পারিতেছে না।
 হীদিগের কোন আশঙ্কা নাই, তবে জা
 আসিতে বিলম্ব হইবে।

উক্ত পত্র জনরবে প্রবণ করিয়াছেন জ'মু
 অবধি রেবেনিউবোড উঠিয়া গিয়া বঙ্গ
 র গবর্নমেন্টের একটী বিভাগমাত্র হইবে।
 সুসারে পবলিক ওয়ার্কের ন্যায় রাজস্ব
 পের এক জন পৃথক সেক্রেটারি হইবেন।
 র মাসে ইডেন সাহেব আসিতেছেন তিনি
 মন করিলে প্রধান সেক্রেটারী ও ডাম্পিয়র
 র রাজস্ব স'ক্রান্ত সেক্রেটারি হইবেন। অতি
 সেক্রেটারি বেলি সাহেবকে স্থানান্তর ঘাই
 ইবে। রেবেনিউ বোডের আসন্নকাল
 হত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা হইতে বয়ং
 ব্যাঘাতই হইতেছে। তবে কতকগুলি ফেরা
 অল্প মারা যাইবে। বোধ করি গবর্নমেন্ট

ইহাঙ্গের প্রতি বিশেষভাবে চিন্তা করিবেন
 হিন্দু হিটলিগনী পত্র বলেন, কয়েক দিন
 বাবৎ এখানে ওলাউঠার বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়া
 হইছে।

২৭ এ কার্তিক বুধবার।
 গত রবিবার এক জন জুরাটোর হাটখো-
 লায় এক জন মহাজনের নিকটে গিয়া বলে
 দেবেজ্ঞনাথ যোশনামক এক ব্যক্তি ৮০০০
 টাকার কোম্পানির কাগজ বন্ধক রাখিয়া ৩০০০
 টাকা কর্জ লইবেন। অধিক সুদ দিবার লোভ
 দেখাইবাতে মহাজন নিজের এক জন সরকারের
 হস্তে ৩০০০ টাকা প্রেরণ করিলেন। বেবেজ্ঞ
 বাবুর সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে জুরাটোর
 সরকারকে বলিল যদি তুমি প্রেমাতা খেল, দ্বিগুণ
 টাকা পাইতে পারিবে। হতভাগ্য সরকার
 তাহাতে সম্মত হওয়াতে এক সন্দিগ্ধে
 ৫৯০০ টাকা হ'রিস। তাহাকে নেখা করা
 ইয়া সেদিবস তথায় রাখা হয়। পর দিবস
 ১০ পুনর্দার লোভে পড়িয়া অবশিষ্ট
 ১০০ টাকা হারে। জুরাটোরেরা এপর্ষ্যন্ত
 তাহাকে ছাড়ে নাই। ১০ টা বাজিব:মাত্র
 তাহাদিগের এক ব্যক্তি নোটগুলি করেলি
 আফিসে তালাইতে গেল; কিন্তু মহাজন ইতি
 পূর্বে সংবাদ দেওয়াতে সে ধৃত হইল। সাতজন
 ধর্ত পুলিবে অপরিভ হইয়াছে, প্রথম দুরাখ্যা অন্য
 পি লুকান্নিত আছে। দ্যাক্তীকার অতিশয়
 প্রহর্ত্য হইয়াছে। স্ত্রম অসুস্থান ও গুরু দণ্ড
 বিধান আবশ্যক।

বুসারার ও সিরাজের মধ্যবর্তী পারস্য টলি
 গ্রাফ পুনর্দার ছিন্ন হইয়াছে। বন্য আরবগণ
 এই কাজ করিতেছে।

১৮ ই নবেম্বর গবর্নর জেনরল কলিকাতায়
 উপনীত হইবেন।

পিয়নিয়র বলেন নিকাম সালারজেন
 ১০,০০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন বলিয়া
 বে জনরবে ইংলিসমানে প্রকাশিত হয়, তাহা
 অমূলক।

ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান নগরে মর্শ্বনদিগের
 সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। লণ্ডনে প্রায়
 ১০০০ মর্শ্বন পরিবার আছে। মর্শ্বনেরা বহু
 বিবাহ করিয়া থাকে। যেসকল ইংরাজ
 মর্শ্বন হইতেছে, তাহারা প্রায় আমেরিকার
 অন্তর্গত ইউটানগরে বাস করিতেছে। এই
 নগরী মর্শ্বনদিগের বন্দাবন। মর্শ্বননামে ক্রম
 শঃ অনেকে বহুবিবাহ করিবেন। খৃষ্টিয় ধর্মের
 এই আর এক উপসর্গ হইয়াছে।

একণে ৯৪ জন বঙ্গদেশীয় (ইহার
 উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবকে ধরিতে হইবে)
 সিবিলিয়ান বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে আছেন
 বিদায়ের সূতন নিয়ম হওয়াতে অনেকে বি
 লইতেছেন। এই আর একটি ব্যয়ের দ্বার উ
 টিত হইল।

গবর্নর জেনরল আর্জা দিরাডেন, ইংল
 অস্ট্রেলিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট মুদ্রা ১০০ টাকা মু
 এনেশে প্রচলিত হইবে। অর্জসর্বোৎকৃষ্ট
 থাকিবে। গবর্নমেন্টে নিজে এই দরে লইবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টে সিদ্ধান্ত করিয়া
 কোন সিবিলিয়ান বিদায় লইয়া যদি সর্ব
 কার্য্যভুরোধে প্রত্যগমন করিতে বাধিত
 তাহা হইলে বিদায়ের অবশিষ্ট ভাগ ছয় মা
 মধ্যে আবেদন কবিলে পাইবেন।

গবর্নমেন্ট আরও স্থির করিয়াছেন, বহু
 কাজ করিয়া যাহারা পেন্সন লন, তাঁহারা
 দার সরকারী কার্য্য করলে বেতন ও পে
 উত্তর পাইবেন। পীড়ানবন্ধন যাহারা পে
 লইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এ নিয়ম
 বেন।

২৮ এ কার্তিক বৃহস্পতিবার।

১লা অক্টোবর শ্যামের রাখার সূত্র
 য়াছে। গত গ্রহণ দর্শন করিবার নিঃস
 অকালে ঘাইর পীড়িত হইয়াছিলেন। ৩৪
 বয়সক্রম হইয়াছিল, ইংরাজ মধ্য তি ১৮
 রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা ইংরাজী, ব
 প্রকৃতি অনেক ভাষা জানিতেন। বিজ্ঞ
 প্রতি তাঁহার বিশেষ বর ছিল। তাঁহার
 শ্যাম দেশের ব নিজেদের সর্বশেষ ক্রীড়া
 য়াছে। ভারতবর্ষ তিন্ন আর কোন দেশে
 বাগিচা জাহাজ নাই। ইউরোপীয়দিগের
 শাহাঃ বিশেষ সমাদর ছিল এবং যাহাতে অ
 খকে ইউরো পীয় তাঁহার রাজধানীতে বাস
 বাসায় করেন, তিনি সর্কাদা সে চেষ্টা করি
 ব্রিটিশ সূত সর্ব জন বোরিও শ্যামের বিব
 চইখণ্ড পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ ক
 রাজার সদাশয়তা ও মনস্তের বিধর জানা বা
 পারে।

বেঃসাইয়ের কাথিড্রাল প্রস্তুত করি
 নিমিত্ত বিদ্যালয়ের যে টাকা গ্রহণ করা
 তাহা প্রতর্পণ করা হইয়াছে। এটী বুদ্ধির
 ক্ষেত্রনাথ মিত্রনামক এক জন সব
 টীক সার্জন এক বেখার বাগীতে গিয়া
 ধারবানকে প্রহার করাতে তাঁহার এক
 মেঘাণ হইয়াছে। অধিকাংশ সব আদি

পান সুপরিষ্কৃতের কমতা পাইবেন ।
স্বরপূর্ব বিভাগের বিদ্যালয়সমূহের ইন
স্পেক্টর, বেলেট সাহেব এম. এ. তৃতীয়
শ্রেণিতে উন্নীত হইবেন ।

নিম্ন লিখিত তদ্রলোকেরা স্ট্রেট সেক্রেটারি
কলিকতায় শিক্ষাবিভাগের চতুর্থ শ্রেণিতে
কর্তৃত্ব হওয়াতে পঞ্চালিখিত কালেজ
সময় ।

১. ডবলিউ. গারেট সাহেব চাক কালেজ ।
২. লেখত্রিঙ্গ সাহেব কলকাতার কালেজ ।
৩. এম. মাজেল সাহেব রেবেনিউবোডের
নিম্ন সেক্রেটারি হইবেন ।

৪. মনরো সাহেব রেবেনিউ বোডের প্রতি
জ্ঞানীয় সেক্রেটারি হইবেন ।
৫. জে. আর. বেন. ডব্লু সাহেব দিনাজপুরের
নিম্ন সিভিল ও সিসিয়ন জজ হইবেন ।

৬. এল. হারিসন সাহেব বর্তমানে প্রথম
শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর
হইবেন ।
৭. ডব্লিউ. এল. আবদুল ও সাহেব মফ
স্বর্তী থাকিবেন তত দিন কটকের শিবিরে
১৮ অক্টোবর ২২ আইনের ১৯ ধারানুযায়ী
বিচার কার্যের ভার কটকের প্রতিনিধি
মাজিষ্ট্রেট, কাকউড সাহেবের হস্তে
সম্পন্ন হইবে ।

৮. ডব্লিউ. বাবু লক্ষীনাথ বড়ুয়া বিদ্যালয় লইয়া
পরিষ্কৃত থাকিবেন তত দিন মৌলবী আহম্মদ
শিবসাগরের প্রতিনিধি মুম্বৈ হইবেন ।
৯. ডব্লিউ. বাবু রাজরাজেশ্বর ভট্টাচার্য্য সর
স্বামী কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিবেন, তত
দিন বাবু বামদয়াল ঘোষ ডায়মণ্ড হাটের
প্রতিনিধি মুম্বৈ হইবেন ।

১০. বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় বি. এল.
স্বামীজীর অস্তিত্ব সাংকল্যের প্রাধান্যে মুম্বৈ
হইবেন ।
১১. ইনবেঞ্চর । ডব্লিউ. এফ. মিয়াস সাহেব
কলিকতায় বিদ্যালয়িক সত্বার সম্পাদক
হইবেন ।

যশোরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি
কালেক্টর মৌলবী আজারুল হক স্বদেশীয় শাসন
কার্যের বর্ধিত শ্রেণিতে নিযুক্ত হইবেন ।
নিম্নলিখিত তদ্রলোকেরা পুরীর বিদ্যালয়িক
সত্বার সভ্য হইবেন—

১. চৌধুরী কাশীনাথ দাস ।
২. বাবু রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ।
৩. চন্দ্রি যাক ।

৪. নন্দকিশোর দাস ।
৫. ইনবেঞ্চর । সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর
জে. এ. হপকিন্স সাহেব চুয়াডাঙ্গা উপবি-
ভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
কর্তৃত্ব কমতাচালন করিবেন । তিনি আরও
দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি জাইট মাজিষ্ট্রেটের
পদস্থ থাকিবেন ।

আমাদিগের এলাহাবাদস্থ সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। এখানে আজি কালি ধর্ম্মালোচনার প্রাচ
লভি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম,
এখনকার চকের রাস্তার ধারে প্রায় প্রত্যহ প্রাতঃ
কাল ও সন্ধ্যার সময় এদিকে পান্ডিত্য বাইবেল
ঘোষণা করেন, ওদিকে মুসলমানেরা কোরাণ
অন্য দিকে কিন্তু পণ্ডিতেরা হিন্দুশাস্ত্রঘোষণা
করেন, সকল স্থানেই লোকের এত জনতা হয়
যে এক এক দিন শাস্ত্রীয় যাতায়াত করা কঠিন
হইয়া উঠে । এতকিছ এখানে হুইট ব্রাহ্মসমাজ
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।

২। এখনকার দুটি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে
ভারতবর্ষীয় শাখাসমাজটির উপর ত্রীভুজ বাবু
কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বিশেষ যত্ন আছে
দেখিতে পাওয়া যায় । কেশব বাবু আপন
শিষ্যদলসমভিব্যাহারে সিমলা পাহাড় হইতে
প্রত্যাগমন করিয়া এখনকার ভারতবর্ষীয় শাখা
সমাজের সভাগণকে লইয়া এক দিবস প্রাতঃ
কাল ছয় ঘণ্টিকা হইতে রাত্রি দশ ঘণ্টিকাপর্যন্ত
ব্রাহ্মোৎসব করেন এবং তাঁহা দিগকে নানাপ্রকার
উপদেশ দেন । শিষ্যদলসম ভবতীরে কেশব
বাবুর উৎসবপ্রণালী অপরূপ আশ্রয়, পাঠ
আলোচনা, সঙ্গীত ও খেল কত্রালের সঙ্গ
প্রভৃতি উৎসব দটে ; কিন্তু বাস্তবিক লে উৎসব
ভঙ্গের সময় সকলে চণ্ডায়মন হইয়া কেশব
বাবুকে সাক্ষাৎ প্রণিপাত করা ও তাঁহার চরণ
ধরিত্তা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করা মর্মে বৃক্ষিতে
না পারিয়া আমরা বড় দুঃখিতা হইয়াছি ।
সম্পাদক মহাশয় যদি আপনকার অগ্ররোধে
কেশব বাবু আমাদিগকে তাঁহার মর্মে বুঝাইয়া
দেন, তাহা হইলে অত্যন্ত বাঞ্ছিত হইত ।

৩। বেক্রপ চূর্ণোৎসব উপলক্ষে বাঙ্গালা
দেশের লোকসকল আমোদ প্রমোদ করিয়া
থাকে, তরুণ এদেশের লোকসকল রামলীলা
উপলক্ষে নানাপ্রকার আমোদ করিয়া থাকে ।
পঞ্চমীর দিন হইতে আরম্ভ হইয়া বিজয়া দশ
হইলান

মীর দিনপর্ষন্ত রামলীলার আভরণ হয় ।
মীর দিবস সন্ধ্যার প্রাকালে রণক্ষেত্রের এ
দিকে আপন দলবলসমভিব্যাহারে রাম লক্ষ
অন্য দিকে টেনন,সামন্তসমভিব্যাহারে রাবণ উ
স্থিত হন । তৎপরে উত্তর দলে ঘোরস
র্ষা হয় । রাম (ত্রয়াল বালকে সঙ্গে) অ
লাভ করিয়া সীতার উদ্ধারপূর্ক মহা আভরণ
পথে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কাগজ
নির্মিত বাবন রণে পরাজিত হইয়া রণস্থলে আ
সবাজির সহিত তথ্যসাং হইলেন । এই সঙ্ক
দেখিয়া ব্রোভাযুগের ইতিহাস স্মরণপথার
হইয়া মনে করণার উদয় হয় । মেলাস্থা
লোকেব্র হান্তি ঘোড়ার এত জিড় হয়
তাহার সংখ্যা করা অতি কঠিন ।

৪। পূর্নাবধি দেয়ালির সময় (শ্যামাপূ
সময়) এদেশে দীপদান ও জুয়াখেলার ক
দুম হইয়া থাকে । এমনকি আমরা এখানে
দশী ও আমাৎসব এই দুই দিবস রাস্তার প
এরূপ জুয়া খেলার ধুম দেখিয়াছি যে খেল
ভেড় ও লোকের কলরবে রাস্তাচলা
হইত, কিন্তু এবৎসর সেরূপ দেখি না

৫। কয়েক দিবস গত হইল এখানে এ
বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল । এক তাম
দুই মাসের একটি সন্ধানকে দরের দার হই
একটি বানবে উঠাইয়া লওয়া গিয়া এক খে
চালে উপর বালকটির সহিত খেলা ক
ছিল, এমন সময় ঐ বালকের মাতা দে
উচ্চৈঃস্বরে বোদন করিয়া উঠাতে বানব
হয়। যায় । তৎপরে অন্যান্য লোক আসিয়া
গটিকে চাল হইতে নামাইয়া লয় ।
হটুক পো দাগেব বিসম্ব বালিতে হইবে গে
গাড়ে যায় না ।

৬। উৎসব পালনকালে (একসর হ
দলীপমণ্ড) গবর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলি
ইনস্পেক্টর তিন মাসের অবকাশ লওয়া
গুরুমন্ড সি নামক এক ব্যক্তি উচ্চ ব
নযুক্ত হইয়াছেন ।

৭। কয়েক দিবসাবধি মহারাজ সি
বাচস্প এখানে বাজা বাজিয়েব শিালয়ে
স্বত কাব্যেতছেন । এ দেবালয়টি মহাৎ
পেতুক ।

৮। আগরা হইতে হাটকোটের এক
বিচারপতি এলাহাবাদে আসিয়াছেন
অদ্য হইতে এখানে বিচারকাব্য সম্পন্ন
আরম্ভ হইয়াছে । আমরা হাটকোটের
ও বিচারসন প্রভৃতি দেখিয়া অ
হইলান

আমাদিগের পৌরাণিকরূপে বাস
লিখিয়াছেন ।

। তাহাশেষে শেষ সপ্তাহে এখানকার
কিছু কথা লিখিয়াছিলাম এবং তদ্বিবরণ
করিতে আসিয়া ব্যক্তি করিয়াছি । আশ্বিন
পূর্ণিমায় এ অঞ্চলে হুজিরের লক্ষণ
পায়, তবে সৌভাগ্যক্রমে ইহাশেষে
সপ্তাহে এক পক্ষী বাই হওয়াতে শস্য
সম্পূর্ণ ক্ষাস্যুখে পাতিত না হইয়া এক
দেড় জনা রকমের ফল উৎপন্ন হই-

। ইহাতেই এ পর্যন্ত প্রকৃত হুজির
ন অন্যথা দেখা যায় নাট । যখন
প্রথম অসম্ভব মহাঘা হইতে আবৃত্ত হয়,
মহাঘোরের অনেক পক্ষী বাজারানী ভাঙা
উড়িয়া হইয়াছিল । মহারাজ এই সপ্তাহ
হইয়া ছয় মাসের অবসর পূর্ণ হইয়া
এক সোমবার প্রকাশ করেন এবং

যে নিরাজ্য লোকের জনসংখ্যার
করেন এবং সামান্য লোকের যাহা হইবে
উপার্জন করিতে পারে, এই জন্য স্থানে
কৃপাশ্রয় ক্রমে আবৃত্ত হইবার আয়ো
হইতেছে । মহাঘোরের এই সোমবার
সপ্তাহান্তে প্রকাশিত হইয়াছে এবং

গবর্নমেন্ট মহাঘোরের পক্ষী
বন্দনা ও উদার ভাবে পক্ষী
খানে মাস বড় মহাঘা হইয়াছে । ১। ২।
মাসের মত, তাহাও পাওয়া যায় না ।
মহাঘোরের কষ্ট ও বলদ স্থানান্তরে প্রেরিত
কোমর মাসান্তে শস্যও অসম্ভব মহাঘা ।
বিভিন্ন লোকদের মরণ কষ্ট হইতেছে তাহা
স্বাক্ষর করিয়া তাহা এখানে পবলক-
করিতে আসিয়া সামান্য লোকের কাছ পাঠি-
এই বন্দনা ও উদার ভাবে পক্ষী
গোষ্ঠী হইতে কাগজে তাহা অবগত
করেন

। মহাঘোরের পক্ষী হইতে
পবলক করিয়া আসিয়া কষ্ট দল লোক
হইলে । সপ্তাহ হইতে পক্ষী
বন্দনা ও উদার ভাবে পক্ষী
গোষ্ঠী হইতে কাগজে তাহা অবগত
করেন

। মহাঘোরের পক্ষী হইতে
পবলক করিয়া আসিয়া কষ্ট দল লোক
হইলে । সপ্তাহ হইতে পক্ষী
বন্দনা ও উদার ভাবে পক্ষী
গোষ্ঠী হইতে কাগজে তাহা অবগত
করেন

। মহাঘোরের পক্ষী হইতে
পবলক করিয়া আসিয়া কষ্ট দল লোক
হইলে । সপ্তাহ হইতে পক্ষী
বন্দনা ও উদার ভাবে পক্ষী
গোষ্ঠী হইতে কাগজে তাহা অবগত
করেন

৩। মহারাজ রাজ্যের ত্রীভুজির জন্য অর
একটি শ্রুত কার্যের কল্পনা করিতেছেন, অর্থাৎ
খাল খনন করিবার জন্য ইঞ্জিনিয়ারের নিকট
একটি নকশা ও আশুমানিক ব্যয়ের তালিকা
চাহিয়াছেন । এই কার্যটি করিলে তাবী হুজি-
কের আশঙ্কা যাইবে ও প্রজাদের সুখসমৃদ্ধি
রুদ্ধি হইবে তাহার সন্দেহ নাই ; অত্রত্য মহারাজ
এতদিন সাধারণ কার্যে বড় হস্তক্ষেপ করেন
নাট । এখন তাঁহার এইসকল কার্য দেখিয়া সক
লেই সুখী হইতেছেন । রাজধানীতে বিদ্যা
চর্চীর সুবিধা করিলেই ভাল হয় ।

৪। এখানে বাঙ্গালী বাবুদের যে কালীবাড়ী
আছে, পূজার তিনদিন ঐ স্থানে ধুমধামে
বাবরা আমোদ আশ্বাস করিয়াছেন । এক দিন
নগরবাসীদের নাট ও অত্রত্য কোন বিখ্যাত গায়-
কবগান হইয়াছিল, আহারাতিরও মন্থ আয়ো
জন হয় নাই ।

৫। বিজয়া দশমীর দিন (যাহাকে এদেশে
দশমী বলে) মহারাজের রাজধানীতে
মহাসমারোহে সৈন্যদিগের পরিদর্শন (রিভিউ)
হইয়া গিয়াছে । মহারাজের সৈন্যদল ও মুবার
ফৌজী হইতে পোরাজাদের অনেক সৈন্য একত্র
হইয়া বিবিধ কৌশল ও ক্রীড়া করিয়াছিল ।
বিজয়া দশমীর দিন পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে
মহাসমারোহ হইয়া থাকে ।

৬। আসিষ্টান্ট এঞ্জিনিয়ার বাবু ক্ষেত্রনাথ
চট্টোপাধ্যায় গত সেপ্টেম্বর হইতে ৪০০ টাকা
বেতনে প্রথম জ্ঞানীতে উন্নতি পাইয়াছেন ।
তান কাঁচি বাঙ্গালা নিম্নাণবিসয়ে বিশেষ
সুখান্ধি পাইয়াছেন । তাহাজ হইলে এই কর্মের
জন্য একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হইয়া যাইতেন ।

৭। বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্তীর অসুপস্থিতিতে
অত্রত্য সতাসকলের অনেক চরবস্থা হইয়াছে ।
নবীন বাবু এখান হইতে বদলি হইয়া অনাজ
বাঁচবেন, এইরূপ জনরব শুনা যাইতেছে ।
ইহাতে অনেক চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছেন । কিন্তু
নবীন বাবু শীঘ্র এখানে আসিবেন, এমন
শাস্ত্রদে চিহ্ন লিখিয়াছেন ।

৮। আশ্বিন মাসের মতো এখানে কএকটি
ভয়ানক ভয় হইয়াছে । তন্মধ্যে নিম্নলিখিত
দুইটি বড় ভয়ানক ।

১। একদিন প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে শস্যদিগের
অনেক প্রাণ গাড়ী একত্রিত হইয়া বাজিযাপন
করিতেছিল । তন্মধ্যে এক জনের গলদেশে
কতকটা কড়াতে সে মৃত হয় । এই হত্যার

কিছু পরেই অর্থাৎ প্রাতঃকালে পুলিস
অনেক লোক একত্র হয় । ব্যাণ্টনমেন্ট
স্টেট ২। ৪ জন গাড়োরানকে ধৃত ক
হাজতে রাখেন । কিন্তু নানা অসুস্থতানে
হত্যাকারীর সন্ধান না হওয়াতে গাড়োর
গকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে । ঘটনাস্থী
স্থানে পুলিসের সম্মুখে অনেক লোকের
হয়, অর্থাৎ কিছুই ঘটনা উঠিল না । এই
অসত্য ও ভয়ানক স্থানে যে বিচক্ষণ ও
পুলিস চাই, এ বিষয় অনেকবার সোমপ্র
ও অন্যান্য কাগজে লেখা হইয়াছে । গবর্ন
এ বিষয়ে মনোযোগী হইলেই হয় । নানা
ও ড. কাইতের দৌরাখোর কথা শুনা
বোধ হয়, প্রবোর মূল্য হই তাহার
কারণ ।

৯। সব আসিষ্টান্ট সার্জনের জন
জেনরলের এজেন্ট কর্নেল মীড় সাহেবের
যে দরখাস্ত করা হইয়াছিল, তাহা লাম
উত্তরে হাস্পাতালের ইনস্পেক্টর জেন
সাহেব লিখিয়াছেন যে, শুদ্ধ ডাউনিং
লক হাস্পাতাল আছে, দেশীয় ডাক
হাতে তাহার ভাব দেওয়া যাহতে পারে
তবে ইংরাজ ডাকের অধীনে যেমন
নেটিব ডাকের আছে, আর এক জন
নেটিব ডাকের দেওয়া যাইতে পারে ।
শেষ কি হয় বলিতে পারি না । আমাদে
ডাকের উপর বিলাস ও শ্রদ্ধা নাই ।

১০। এখানে শীত অসুভূত হইতেছে ।
পরিবারবানামত যেমন সর্পত্রচ আদি
তেছে, এখানে সেইরূপ হইতেছে ।

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্প
মহাশয় সমীপেষু ।

অদ্য প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, মু
একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে ।
সমাজগী ত্রীভুজ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের
ক্রমশঃ উন্নতিসোপানে পদাৰ্পণ করিতে
আমি অগ্রে মনে করিতাম, ভারতভূম
দিনে একটি সুসংস্থান প্রসব করিয়াছেন
দ্বারা মহাশয় বামমোহন রায় মহাশয়ের
রিত দশম ভারতবর্ষ বাস্তব হইবে । ইহার
দেশগণে অনেকের মন হইতে ঘৃণা দ্বৈ
কারপ্রকৃতি পশুবৎ ব্যবহার একেবারে

ধর্মের। প্রকাশিত হইবে ও শ্রীমত
 তৎকালের সজ্ঞানসম্মত একতাস্ত্রে বন্ধ হইয়া
 তৎকালের অপকৃত স্বাধীনতাররূপে
 পূর্ণ করিয়া সুখী করবে। কিন্তু কি সুখের
 । যখন আম উঁহার শিবাগনমধ্যে নয়ন
 রূপ করি, তখন তাঁহাদের অধিকাংশ সময়
 গড়ঘরে কেণব করেন দেখিতে পাই।
 খোল করতাল শঙ্খাদির বাদ্যে সমাজ
 পাবপুরত হয়, যখন টেকব তন্ত্রের হই
 জন লোক লইয়া একতাস্ত্রিত গীতা
 করেন, যখন তাঁহারা 'ঐতদ্দেশীয় ব্যক্তি
 মধ্যে দিয়া নগরকীর্তন করিতে বর্হগত হন,
 আর আমার উক্ত আশা কখনোও হৃদয়ে
 পায় না। কি আশ্চর্য! ঐশ্বরের নিকট প্রা
 করিবার জন্য এত বাহ্যত্বযব ও শঙ্খাদি
 যে কি আবশ্যিকতা হইয়াছে তাহা জানি না।
 হট্টক এখানকার প্রিয় ব্রাহ্ম আত্মবর্গকে
 আসা করি যে পূর্বে কলিকাতায় নেবুতলা
 সমাজকে কি এই আত্মধর জন উপহাস
 হইত না? তবে কেন তাঁহারা সেই প্রথমে
 এত আদর করিতেছেন? না তখনকার
 অজ্ঞ ছিল, এখনে তাহা খুলিয়া গিয়াছে
 তাহা লগিতেছে, কেনই বা ধীমান দেবে
 ঠাকুর মহাশয়ের সমাজ হট্টতে বিচ্ছিন্ন
 কুলি স্ত্রীকে ধারে ধারে ভিক্ষা করিয়া
 পাতায় একটী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ
 পন করিবার চেষ্টা করিতেছেন?
 কেশব বাবু শিষ্যদিগের আপনার চরণপূ
 ন কর, কেন অনুমোদন করেন?
 ঐশ্বরসেবকদিগের নিকট হট্টতে অযথ
 ক্রম ক্রিয়া মনকে নিকৃষ্ট করেন? কেন
 ঐশ্বরকে চরণতলে নিপতিত দেখিয়া অস
 রমায় পশুগমন থাকেন? ভাল বলুন
 এগুলি কি পাম পিতার অতিশ্রুত কার্য?
 'বসেন' আপনি জানেন যে, নিজে মনুষ্য
 ; আপনি ঐশ্বরপ্রসাদে অনেক গুণ পাই
 তেন, তাহা কেবল তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়
 নজন্যে। কিন্তু প্রলাস লইবার জন্য নহে। গত
 স আপনার যে বিনয় দেখা গিয়াছে
 ত সকলকে দাঁস খত লিখিয়া
 হুঁচিলেন ও অনেকক্ষণ ভ্রমতে পড়িয়া
 লের চরণপূ লি লইবারও বাসনা বন্ধ করি
 ছিলেন। এখন সে বিষয় কোথায় গেল?
 পনার শিষ্যগণ যতদিন আপনাকে অস্বস্তার
 আন করিবে এবং চরণপূ লি লেখেন করিবে
 তদিন আমরা আপনার উক্ত বিনয়কে

নিজে গৌরববৃদ্ধিবজন, খীকার করিব সম্ভ
 নাই।

একান্ত বশব্দ }
 জামালপুর } জীতা:

-৩০-

মহাশয়! গত বারের সোমপ্রকাশে ব্রাহ্মসম
 প্রচারক জীবুজ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও জীবুজ
 যদুনাথ চক্রবর্তীপ্রভৃ ত স্বাক্ষরিত যে পত্র এক
 টিত হইয়াছে এবং তৎমধ্যে সম্পাদকীয় প্ত্রে
 বাঁধা কিছু লেখা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া
 উত্তরস্থলে আমাকু লিখিতে বাধ্য হইলাম,
 অগ্রগত করিয়া সোমপ্রকাশে পাঠকবর্গের
 গোচর করিলোচরণীয় হইবে।

কোন কোন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজ জীবুজ কেশব
 চন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতি ভক্তির পবা কাষ্ঠী
 প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে "প্রভো" পত্রিকাত,
 "ও পাপীর গতি" প্রভৃ ত শব্দে সম্বোধন
 করিতেছেন একথা সত্য। তাঁহারা যে কেন
 এরূপ করেন, তাহাষয়ে আমি যুক্তিপ্ৰদর্শন
 বা বিচার করিতে চাহ না। আমার এইমাত্র
 জ্ঞানসা, উক্ত মহাশয় এরূপ ব্যবহার চাহেন
 কনা, ইহা তাঁহার অনুমোদনীয় কি না,
 তন ইহাতে সজ্ঞষ্ট কি বিরক্ত, আম যত দুঃ
 লান তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম
 যখন মুন্সেরে এ বিষয়ে মহা আন্দোলন হয়
 যখন মুন্সের ব্রাহ্মসমাজে হঠা লইয়া ব্রাহ্মসম
 মণ্ডে মতভেদ হয়, সেই সময় মহাশয় কেশবচন্দ্র
 সেন সিমলা হইতে মুন্সের আগমন করিলেন।
 সকল বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি
 এই কার্তিক রবিবারের প্রাতে মুন্সেরসমাজে
 উপস্থানার পব মতভেদ বিষয়ে উপদেশ দিবার
 চলে একটী সুশীঘ্র বিজ্ঞাপন করিলেন। তাৎ
 পরঃ সমাজসমাজে উপস্থিত থাকিয়া বহু
 শুনিয়াছি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি তিনি এরূপ
 ব্যবহার চাহেন না এবং ইহাতে তিনি বিরক্ত।
 বক্তৃতার মধ্যে হই তিনি স্বামে বলিয়াছেন
 "আমি তোমাদিগকে যেসকল উপদেশ দিয়া
 থাকি, তদনুযায়ী কার্য করিলেই আমার এত
 যথেষ্ট তর্কে ও ক্রোধতা প্রকাশ করা হইবে
 বাহ্যের সম্মান প্রকাশ করিয়া কেন আমার
 নিষ্ঠসাধন কর? আমি এ সম্মান চাই না,
 আমি ইহাতে লক্ষ্যত হই। আমি জগতে প্রভু
 হইতে আসি নাই, জগতেব সোকাদিগের চরণ
 সেবা করিতে আসিয়াছি, আমাকে তোমরা সেই
 কার্যে নিযুক্ত কর। তোমরা যদি আমাকে ভ্রুতা
 বলিয়া গ্রহণ না কর, আমি স্থানান্তরে যাঁইব।

আমার এ চাকুরির অভাব নাই; যেখানে
 সেই খানেই ত চাকুরি জুটিবে। এ
 কথাতে কি বোধ হয়? যদি গোস্বামী মহা
 সে দিন মুন্সের সমাজে উপস্থিত থাকি
 তাহা হইলে বোধ করি তিনি তাঁহার প
 উপস্থিতকালে ব্রাহ্মসমাজ মহাশয়ের
 চাহিতেন না। অতঃপর আমার বিনীত
 পার্বনা এই বাহ্য ব্রাহ্মসমাজ মহাশয়কে অব
 বলে খীকার করিতেছেন তাঁহাদিগকে
 কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কিন্তু যাহা
 লইয়া এসকল গোলযোগ তিনি সম্পূর্ণ
 নির্দোষ। বিনা কাবলে তাঁহাকে কেহ
 কহিলে আমাদের সহ্য হয় না। আপনি এক
 লিখিয়াছেন যখন ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মসম
 আরম্ভ হয়, তখনই জানিয়াছি কেশব বাবু
 তাঁর হইবার বাসনায় ব্যগ্র হইয়াছেন।
 নেব সুগী কিছু মধু, ইহাতে শীঘ্র চিত্ত
 মন কলে, খেয়াল কি প্রদ ভাঙ্গা ব্রাহ্মস
 সকলে গাইতে কি বুঝিবে পাবেন না। কী
 কি চাসা কি তদ্রূপে জীলোক সকলেই
 দতে পাবেন। এই জন্য সরল কীর্তনের
 গীত প্রস্তুত হয় এবং সেই ক্ষুদ্রের অনু
 মুক্ত ব্যবহার করা হয়। ইহার কোন স্থানে
 বাবুর অবতার হইব'ব ব্যগ্রতা প্রকাশ
 তছে? এই উপদেশে আপনি উক্ত মহা
 "অতুত অবতার" প্রভৃ ত বাক্যে বিজ্ঞপ
 রাছেন। বর্হমান বর্হমান তাঁহার মত
 বিশেষ রূপে না জানিয়া যাহা মনে
 তাহাই লেখা আপনার ন্যায় ভ্রু বন্ধ ও দুঃ
 সম্প্রদায়ের কখনও উচিত হয় না। এ
 আপার ও আপনার পাঠকবর্গের মনে
 বাবুর প্রতি যে সন্দেহ হইয়াছে, তাহা দূর
 লষ্ট আমরা কৃত্যব হই।
 ১৩ ম কার্তিক }
 ১৭৯০ শক } জীবুজসেনের ভ্রু

মহাশয়! শ্রমিতে পাই, কলিকাতা
 অস্বস্তিকব হইয়াছে, এরূপ আপত্তি
 গবর্গের জ্ঞানবেল এবং প্রবান প্রধান রা
 ধের টেকলবাস করিয়া থাকেন। ভাল উক্ত
 দানী যের অস্বস্তিকব বলিয়া বাসো
 হইল না। কিন্তু উক্ত পশ্চিমফালেব লে
 গবর্গেরবা কোন আপত্তিতে বাজবানী
 ত্যাগ করি, প্রায় শৈলবিহাবেই পাঁচ
 কটা হইয়া যান তাহা জানিতে পারা যায়
 বোধ হয় এ প্রদেশের অসহ্য ঐশ্বর

দান কারণ। সত্য বটে এই ক্ষুদ্র আমানগের
 যুদ্ধার্থী লোকের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর
 যুদ্ধার্থী হস্তাধারনসম অট্টালিকার মধ্যে
 খসের টাটির বায়ু সেবন করিতে থাকেন।
 আদিগের পক্ষে এই ক্ষুদ্র সুখকর হয় তাহার
 ন্দই।

এই অঞ্চলের ভূতপূর্ণ লেপ্টনেট গবর্নর
 মুক্ত অন্তরেবল ডুমণ্ড সাহেব যে পাঁচ বৎসর
 শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন
 হাকে ৬ মাস বালু রাজদ নীমগে থাকতে
 যা যায় নাই। বৎসরের আটমাসের আদক
 ল পক্ষে বাস করিতে ন।

শুনা যাচ্ছে, এ প্রদেশের বর্তমান লেপ্ট
 ট গবর্নর জীপুঞ্জ সার উইলম মীয়র সাহেব
 ডুমণ্ড সাহেবের নায় ভোগান্তিলাঘী নহেন।
 কে তাহার প্রমাণ ত কিছুই দেখিতে পাওয়া
 না। হীন ও কার্যভার গ্রহণের অনতি
 বিলম্বেই নাকনীতালেব পাছাড়ে যাত্রা
 যাচ্ছেন।

সম্পাদক মহাশয়! যদি এপ্রদেশের শাসন
 আদিগের বৎসবেব তিন ভাগ কাল পর্তে
 গাই নিশ্চিত হইল, তবে কি নিমিত্ত অনর্থক
 ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এলাহাবাদে গ
 স্ট হউস্ এবং আর আর সরকারি গৃহ
 মত হইতেছে।

গবর্নমেন্ট যৎকালে আয় ব্যয়ের উপর দৃষ্টি
 করেন, চাপবাসি গড় তই মার। মায়
 এক বাঁজব ভোগান্তিলাঘেতু বাজ
 ত নষ্ট হয়, তাহা এক বার চক্ষু উন্মিলন
 যা দেখেন না। প্রধানের তুল্করণ সর্দি এই
 থাকে। লেপ্টনেট গবর্নরের দেখানো
 ন্য প্রধান কামচারীসহ তৎপথবস্ত্রী
 ত থাকেন, তখনই সরকারী দনাগা
 প্রতিবাসব সে কত অপব্যয় হয় তাহা
 লে বিশদ্রাখিত হইতে হয়।

এ বৎসর বোঁহলখণ্ড আমাট আগ
 ত স্থানে অনাগ্রহিত্তে এখন চর্ভিকমুলে
 বিক্রীত হইতেছে। লোকের মান পব নাই
 ইয়াছে। রবিশস্য যে উত্তমরূপ ক্ষে
 লক্ষণ দেখা দাঁতেছে না।

আব মজার উপায় খাড়াব মা' কাখায়
 মন্ট চার্ভ পাছত'প দশন করয়া' প্রজ
 উপায় অবলম্বন করিবেন, না যাঁতে
 আব কষ্টরূক হয় তাহার উদ্যোগ হই
 সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তার উইলম
 সাহেব শৈববহার পাছত'গ করিয়া

স্বীয় রাজ্যে কিপ্রকার শাসন হইতেছে তাহা
 দর্শন কারবার মানস করিয়াছেন। সেটী তাহার
 কর্তব্য কর্ম বটে কিন্তু যে আড়ধর করিয়া যা
 তেছেন তাহাতে প্রজাদিগের এ সময়ে কষ্টের
 লাঘব না হইয়া বরং বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিবিমখে
 অনুমানক ৫০।৫৫ টা হস্তী, ১০০।১৫০ অথ
 ২০০।২৫০ বলদ, ৩০০।৪০০ উষ্ট্র, তাজর টেন
 সামন্ত এবং তিন চারি হাজার লোক থাকে
 মোরাদাবাদের প্রজারা এখন অস্বাভাবে কষ্ট
 পাইতেছে, তথায় আবার লেপ্টনেট গবর্নর পো
 বন লইয়া প্রায় এক মাস কাল থাকিবেন
 সম্পাদক মহাশয়! এইরূপ আড়ধর করিয়া
 বপদাপন্ন স্থানে যাওয়া কি এক জন সু ব
 শাসনকর্তার সমুচিত কার্য হইতেছে?

উপসংহারকালে মীয়র সাহেবের নিক
 এই প্রার্থনা যে, এক্ষণে রাজধানীতে উত্ত
 রাগবাজী প্রস্তুত হইল, আর যেন পাছাড়ে
 থাকিয়া অনর্থক দনাগার খালী না করেন এবং
 চর্ভিকপীড়িত স্থানগুলি যদি দেখা
 মানস থাকে, তাহা হইলে যেন অনেক প্রম দ
 করিয়া না যান।

কস্যচিং
 মোরাদাবাদ বাসিনঃ
 —o—

মুরসদাবাদের অন্তঃপাতী কিয়গঞ্জ, বালু
 চর, মহিম'পুত্রপ্রভৃতি স্থানে অতিশয় জ্বর হইয়া
 অনেকে কষ্ট পাইতেছে। জ্বরের এরূপ প্রা
 ভ'ব কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অধিকতর
 অ'ক্ষেপের বিষয় এই যে, এক্ষণে স্থানে একটি
 উত্তম চিকিৎসালয় নাই। এখানে অনেক ধন
 বান লোক আছেন, তাহারা কেবল মাত্র
 মালার এবং উত্তম আভরণসংগ্রহেই বাস্ত
 কিন্তু একটা ভাল ডাক্তারখানা করিব
 কাহার চেষ্টাও নাই।

ক্রীণোঃ

মহাশয়! গত আঘাট ও জ্বাবনের বন্য
 :ব্যয় ত আপনাকে জানাইয়াছি, কিন্তু ৩০ এ
 ভাস্ত তক্রম একটা বন্য হইয়া দেশকে পুনর
 প্রাবিত করিয়াছে। গত দুই বারের নষ্টাবধি
 গাটা ছিল, এ বারে আর তাহার কিছুই নাই।
 অ'ক পদ'হও মাঠে জল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে
 প্রজাদিগের পান্য ইক্ষু তুত কাপাস ইত্যাদি
 সমুদায়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তারি তবকারি
 কিছুট পাওয়া যায় না। কলিকাতা অঞ্চলের
 নায় এ দেশে প্রত্যহ তারি তবকারি ও অন্যান্য

জ্বরের বাজার বসে না। শান রবি প্রভৃতি
 ষ্ট বারে ২।৩ ক্রোশ অস্তরে একটী এক
 বসিয়া থাকে। লোককে টেডল লবণ ও অ
 আবশ্যিক জব্যাদি ৭৮ দিনের পরিমাণে
 রাখিতে হয়। এ ছরবস্তার সময়ে সে
 সকল স্থানে এবং সকল বারে বসে না।
 .কান স্থানে বসে। তাহার জব্যাদি দে
 দেখিতে কে কোন দিগে যে লইয়া যায়,
 ইয়া থাকে না। পান্য ত পাওয়া হু
 য়াছে। অধিকতর আক্ষেপের বিষয় এ
 দেশের এত ছরবস্ত্র'তেও আমাদিগের রাজ
 'দগকে এ অঞ্চলের প্রজারক্ষার কোন
 অবলম্বন করিতে দেখিতেছি না। প্রথম
 পর আবাদ ও বন্যপীড়িতদিগের সাহায্য
 পান্য ও চাউল আসিয়াছিল, তাহা তিন্ন
 ও তৃতীয় বন্যাতে আর কিছুই আইসে
 তাহাও সব ডিবিজনের নিকটবর্তী স্থানস
 বিস্তরিত হইয়াছিল। ছরবস্ত্রী স্থানে হয়
 আমরা এক্ষণে সাহায্যের কোন অভিপ্রায়
 পারি না। কাঁথি অঞ্চলে যদিও বন্য
 ছিল, তথাপি সে দিগে আবাদ হইয়াছে।
 অমরশী, বরজপুর, ডুক্রামুঠা, সুক্রামু
 জলামুঠাপ্রভৃতি যেসকল পরগণায় কেলে
 জল প্রবেশ করিয়াছিল, তথায় একটী
 নাই। মাঠসমূহর শূন্যাকার হইয়া রহিয়া
 অধিবাসী দগের অধিকাংশ গৃহ প'ত
 ছরবস্ত্রার এক শেষ হইয়াছে। লোকে এক
 কাল কি খাইয়া যে বাঁচিয়া থাকিবে, তা
 .কান উপায় দেখিতেছি না। খাজনা, প
 পালিকপালন ও আগামী চাসের ব্যয় যে
 নির্দাহ হইবে, লোকে তাহা তাবিয়াই ক
 হইয়াছে। কাঁথিব ডেপুটী কালেক্টরের
 সকল পরগণার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত
 উচিত।

উল্লিখিত পরগণাসকলে আবাদ না
 য়াতে আমরা অন্য অন্য স্থানের দানের
 নির্ভর করিয়াছিলাম, কিন্তু পূজার পব
 প্রায় ১ মাসের অধিক কাল বৃষ্টি না হওয়া
 দানের অন্তঃস্থ ব্যাঘাত হইতেছে। ইহার ম
 চতুর্দিক হটতে হাটাকার রব উঠিয়াছে।
 ও চাউলেব দর দিন দিন বাড়িতেছে। লে
 পুনরায় চর্ভিকপীড়না করিতেছেন। গবর্নমেন্ট
 এই বেলা সাবধান হওয়া ও উপায়বিধান
 উচিত। আমাদের জেলার কালেক্টরের এক
 গা দাঁমিতেছে না।

পরিশেষে সাতিশর ছুখের সহিত প্র

তচ্চি যে, আমাদের পরম বন্ধু মহাশয়
সেই সাহেব ডেপুটি কমিসনরের পদে প্র
হইয়া আসাম অঞ্চলে বাইতেছেন। তাঁহার
সকলেরই প্রার্থনীয়। কিন্তু তাঁহার ন্যায়
খকাতর ন্যায়বান্ মুহূর্ত্তব্য মহামনা
বোধ হয় আমরা আর পাইব না।

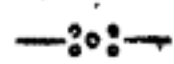
গোবিন্দপুর
ই কার্তিক } ক্রী:-
২৭৫।

কুলী লাইন।

গবর্ণমেন্টে মাতলা রেলওয়ের একাংশ
কুলী লাইন হইবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া
এ প্রদেশবাসিগণ এই সংবাদ অবগ
কি পর্যন্ত আশ্বাসিত হইতেছে, তাহা
প্রকাশ করা যায় না। কেহ কেহ
তাহা, এত দিনের পর দক্ষিণ দেশের
গোর উদয় হইল। কেহ কেহ কহিতেছে,
আমাদিগের প্রাণরক্ষার আর এক
উদ্যতন করিয়া দিলেন, আরও কেহ
প্রকাশ করিতেছে যে, এতাবৎকালপর্যন্ত
রেলওয়ে কোম্পানি যে ক্ষতি সহ্য করিয়া
যাচ্ছেন, এই বারেই তাহাব নিঃসন্দেহ
হইবে। ইতিপূর্বে আমবা ২। ৩ বার
প্রস্তাব গ্রহণ হইবার সংবাদ গ্রহণ করিয়া
আনন্দিত হইয়াছিলাম, তাহার পর
কার্যোদ্ধান না হওয়াতে সে আনন্দ অস্ত
হইতে দূরীভূত হয়। কিন্তু গত ১৮ ই
কের সোমপ্রকাশে এই কার্য আরম্ভ হইবার
গ হইতেছে দেখিয়া পুনরায় আমাদিগের
করণে বঙ্গল আনন্দের সঞ্চার হইল।
আমরা বিনীতভাবে গবর্ণমেন্টকে এই
প্রার্থনা করিতেছি যে, যাহাতে ট্রেসনগুলি
গানের সম্মিলিত হয়, সে বিষয়ে যত্নবান
এবং অতি সত্বর উক্ত কার্য আরম্ভ করিয়া
।

এ বৎসর দেবতার অভ্যাচার জেলা ২৪
দক্ষিণ প্রদেশের শস্যের লক্ষণ অনিষ্ট
হইছে এই কার্য আরম্ভ হইলে নীচ হীন প্রজা
করিয়৷ দিনান্তি করিতে সক্ষম
এবং গবর্ণমেন্টের সাহায্যে বিশেষ
সাহায্য করিবার আবশ্যিক হইবে না।

ইচ্ছ।
ই কার্তিক } ক্রী:-
২৭৫।



পর্যন্ত বঙ্গদেশ বিদ্যা, সত্যতা ও সমু
ভারতবর্ষের অন্য অন্য প্রদেশের উপরে

প্রাধান্য রাখিয়া আসিতেছেন যেখানে এক
জন বাঙ্গালী আছেন, সেইখানেই উন্নতি,
সেইখানেই সামাজিক অবস্থার পরিষ্কার; কিন্তু
আমরা মুঃখত হইতেছি, বাঙ্গালীদিগের সকল
কার্যের একটি সীমা আছে, সে সীমা কেহই অতি
ক্রম কাহতে সমর্থ হইতেছেন না। আমাদিগের
উন্নতত্ব এক কয়েকটি পদার্থ হইতেছে।
এবমতঃ এক ব্যক্তি বহু পারিশ্রম করিয়া বিশ্ব-
বিদ্যালয়ে উপাধি লইলেন। তৎপরে নিত
এমে একটি বিদ্যালয়, তৎপরে একটি রাজসমাজ
স্থাপিত করলেন। অনন্তর একটি সাহিত্য সভা
হইল। সেখানে মণে মণে ধনসঞ্চয় ও তর্ক
বিতর্ক হয়। কেহ কেহ রাজনীতিসংক্রান্ত হই
একটি বিষয়ের তর্ক করেন; কিন্তু উন্নতির এই
শেষ সীমা। কলিকাতা অবধি লাহোরপর্যন্ত যে
খানে যত বাঙ্গালী আছেন, সকলেরই উন্নতির
এই পরা কাষ্ঠ। বিদ্যালয় ত্যাগ করিযাত্র
অধ্যয়নের শেষ হইল। ওকালতি, ডেপুটি মাজি
স্ট্রেটি, কেরানীগিরি অথবা অন্য কোন কাজ
লইযাত্র বিলাস আসিয়া জটিল। বেলা আট
টার পূর্বে নিদ্রা তল হয় না। উত্তম তাহর,
উত্তম পরিচ্ছদ সটকায় তমাক খাওয়া ও খোস
গল্প করা এই অভ্যাস দাঁড়ায়। ইউরোপে বিদ্যা
লয় ত্যাগের পর যেপ্রকার ষাখার্থ শিক্ষা হয়,
বাঙ্গালীদিগের তাহা নাই, বরং অনেকে যাহা
বিদ্যালয়ে শিক্ষা করেন, সংসারিক কার্যে প্রবৃত্ত
হইয়া তাহা ক্রমশঃ ভোলানাথকে উৎসর্গ করিয়া
দিতে থাকেন। কোন বিষয়ে আমাদিগের প্রগাঢ়
মনোযোগ হয় না, কোন বিষয় আমবা আপ-
নারা অসুসন্ধান করিয়া স্থির করি না। আমাদি
গের শিক্ষা পরের পারিশ্রমে উপবে নির্ভর
করে। কোন উপযুক্ত গ্রন্থকার যাহা বলেন,
কোন দেশমান্য ব্যক্তি যাহা করেন, তাহাই
আমাদিগের গ্রাহ্য ও অসুসন্ধানীয় হয়। আমরা
যে জনরবের উপরে এত বিশ্বাস করি, তাহার
কারণই এই। যিনি যাহা বলিলেন, আমরা
তাহা বিশ্বাস করিলাম, কথা কত দূর সত্য, তাহা
স্বাভাবিক আলস্যনিবন্ধন আমরা অসুসন্ধান
করিয়া স্থির করতে পারি না। এই নিমিত্ত
স্বভাবতঃ সত্যপ্রিয় হইয়াও কার্যতঃ আমরা
বিদেশীদিগের নিকটে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরি
চিত হইতেছি। আমরা স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধি
বাঙ্গালীদিগের অপেক্ষা আইন কোন ছাতিই
শিক্ষা করিতে পারেন না। তথাপি এই আলস্য
নিবন্ধন আমাদিগের বিচারপতিগণ ক্ষোভান্বিত
অপেক্ষা দেওয়ানী মকদ্দমা ভাল করিতে
পারেন। দেওয়ানী মকদ্দমা দলীলের উপরে

নির্ভর করে। অপ্রায়সে দলীলের সাজসজ্জা
যাখার্থ স্থির করা যায়। উত্তর পক্ষের সাক্ষি
শপথপূরক আপন নিগ্ন রাখিবার
পায় বাঙ্গালী বিচারপতি সত্যাসত্য
বুঝতে পারেন না। সুতরাং অনেক ম
অবিচার করেন। এই স্বাভাবিক আলস্যনিব
আমরা এপর্যন্ত একটি প্রকৃত মুতন
গ্রন্থকার দেখিতে পাইতেছি না। যেসকল গ্র
থিতে পরিশ্রম ও অবিচল বিবেচনাশক্তি চ
করিতে হয়, আমরা সেসকলেব দার যার
নাটক, গল্প, অসুবাদপ্রভৃতি আমাদিগের প্র
গ্রহ হইতেছে। সকল কাজেই আমাদি
গাধত্ব প্রকাশ পাইতেছে। আমরা কোন
রণ হিতকর কার্য করিবার সময়ে ষাখার্থ
অপেক্ষা শত গুণ বাড়ধর করি। আমরা
করিলাম, দীর্ঘ দীর্ঘ বন্ধুতা হইল, দাত
বিষয়ে বন্ধুগণ পদরিদিগের ন্যায় হই যি
কালস্থায়ী উপদেশ দিলেন; কিন্তু চ
বহিতে স্বাক্ষরের বেলাই কারা হাঙ্গী। ই
কারণ কি? আমরা কি স্বভাবতঃ কৃপণ তা
তাহা নয়। আমাদিগের আলস্য প্রবল ও মু
প্রগাঢ়তা নাই, ইহাই আমাদিগের ষাখ
অনর্থের মূল। আমরা এক ঘটিকাকালের
লইয়া এক জন মুঃখীর উপকার করিতে প
না। ইউরোপে দানশীল লোকেরা স্বচক্ষে দ
ও পীড়িত লোকদিগকে দর্শন করেন। স্বা
কষ্ট দেখিলে পরের মুঃখ যত জানা যায়
ক্রটিতে তাহা হয় না। আমরা নিকটস্থ
বেশীর যোগ দর্শন করিতে পারি না, সুত
স্বাখ দানের সময়ে ইউরোপীয়গণ আমাদি
অপেক্ষা এত বদান্যতা প্রকাশ করেন। স
তৃতীয় নেপলিওন সম্রাটের জীবনব্য
লাখিবার সময়ে স্বচক্ষে শিবির ও
ক্ষত্রসকল দর্শন করিয়া আইসেন
কোন বাঙ্গালী হতা পাবেন? অতএব আ
যে ভগ্নে গমন করিলেই দিগেই দেখিতে
অবস্থা স্ব মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের অ
নিবন্ধন আমরা একটি নিষ্ঠুরত সীমার
হইতে পারি না।

কিন্তু ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থানের লোকে
ক্রমশঃ আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রদ
করিতেছেন। আমাদিগের প্রাচীন কালের
কার, রাজকুমার ও বীরগণ আপন আপন
সময়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে এই ব্যবসায়
লোকদিগে। কাব্যদর্শন ও তাঁহাদিগের বাস
ক্রমণ করিতেন। কত দূর হইতে ষাখার্থ
শিষ্য আসতেন। রাজকুমারগণ যে দে

সোমপ্রকাশ

১১ খ ভাগ

২ সংখ্যা।

“ প্রবক্তানাং প্রকৃতিছিন্তায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিমহতী ন হীযতাং ”

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ মূল্য
অগ্রিম বাণ্যাসিক ৫৥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ৯ ই অগ্রহায়ণ ১৮৬৮। ২৩ এ নবেম্বর

মফসলে মাসুলসমেত অগ্রিম বা
বাণ্যাসিক ৭. ও ট্রেডমাসিক ৩৫

বিজ্ঞাপন।

সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সংস্কৃত মূলবিভাগমিত্র নাটক গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় টীকাসহিত বঙ্গদেশে কলিকাতা প্রাকৃতবন্ধে মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি, বোধ হয় মূল্য ১৥০ নির্দ্ধারিত হইবে। অতএব ইহাতে আর কেহ ইস্তাপন করিবেন না।

পাখুরিয়া ঘাটা }
১১ এ কার্তিক } শ্রীশঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়
অনু ১২৭৫

—:—

বাল্মীকি রামায়ণ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

এই পুস্তক তৃতীয় অবধি নবম সর্গপর্যন্ত দ্বিতীয় সংখ্যা নাগরাকরে রামায়ণের টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ বন্ধে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাধবী খর ভীষ্ম ও নাগোজী ভট্টের টীকা ও স্থলবিশেষে উদ্ধৃত করা হইতেছে ও ইহা প্রতি সংখ্যায় ১০ করমা অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। মূল্য ১৥ আনা। বাহারা গ্রাহক জ্ঞেয়ত্বক হইতে চাহেন, বাহারা আমার নামে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে পত্র লিখিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে ১০ এক আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে।

আখিন }
১২৭৫ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য।
ব্রাহ্মসমাজ

—:—

ভাষ্যবৃত্তি পরীক্ষার্থীগণের পাঠোপযোগী শুভস্বরমূলক মানসাক্ষ মুদ্রিত হইতেছে। বাবু জেলার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট

এক পত্রসহ এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করাতে তিনি এই উত্তর দেন, “এরূপ একখানি গ্রন্থের বিলক্ষণ অসম্ভাব ছিল, আপনি তাহা পুর করিয়াছেন। প্রত্যেক বাঙ্গালা স্কুলে ছাত্র বৃত্তির অধিকতর কথাই নাই, অন্যান্য উচ্চ জ্ঞেয়গুলিতেও এই গ্রন্থ শিক্ষিত হয়, ইহা আমার আন্তরিক ইচ্ছা। হুগলি স্কুলের যোগ্যের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু রক্ষনোদয় মল্লিক মহাশয়কে আপনার মানসাক্ষ আমি দেখিতে দি, তিনি লিখিয়াছেন যে কালীপ্রসন্ন ব'বুর মানসাক্ষের অধিকাংশ দেখিয়াছি এবং মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সকল হইয়াছে। কলতঃ বাঙ্গালা স্কুলসমূহের পক্ষে গ্রন্থখানি বড় কাজের হইয়াছে এবং অল্প বিষয়ের একটী অস্তাব পূরণ করিয়াছে।”

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়।

—:—

ঠানঠানিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল ডালার বাবু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ কোম্পানির দোকানে মংগলীত ও মংগলচরিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
ঐতিহাস	১ টাকা
রামইতিহাস	১ ট
ভূষণসার ব্যাকরণ	১ আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	১ ট
নীতিসার (২ ম ভাগ)	১ ট
প্রচারিত।	
মুদ্রাবোধ ব্যাকরণ	১ ট

শ্রী বালকানাথ শাস্ত্রী

—:—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণু পুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ১০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি আমহরইটীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্য বন্ধে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রহায়ণ তর্কসিদ্ধান্তের নিকট হইয়া অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠানি হয় নাই ইতি।

—:—

বিজ্ঞপ্তি

শব্দকল্পক্রম অভিধান। সরস্বতী কান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে মিয়া মুতম বাঁধান, মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীমানন্দচন্দ্রবেদান্তবাগী

—:—

বিজ্ঞপ্তি।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাগী শুদামস

১৯ নং কোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাগী বাঁধান করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট জামাইবেন।

শ্রী বালকানাথ শাস্ত্রী

খনট এবং কে

—:—

বিবিধ সর্বাঙ্গি বিজ্ঞপ্তি

প্রস্তুত।

ইন্দ্রাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম বিধ প্রবাদি পাঠেরা যাহা গ্রন্থ পুস্তক ১০ এক আনা হিন্দবে কমিসন দি। ১০ টাকার পুস্তক হইলে ১০ আনার পাঠবেন।

বিদ্যাসুন্দর নাটক
কৃষ্ণকুমারী নাটক
পদ্মাবতী নাটক

করেন, তাঁহারা চমৎকৃত হন। তাঁহারা মনে করেন, কতই কাজ ও কতই দেশের উন্নতি হইতেছে; কিন্তু যঁাহারা কার্যে ব অন্তর দর্শন করেন, তাঁহারা হতাশ হন। লর্ড মেয় যদি এই বাহা আড়ম্বরে উপেক্ষমাণ হইয়া কার্যসম্পাদনে ব্যগ্র-মনা হন, তাহা হইলে তিনি যে এক জন সারবান কার্যদক্ষ লোক, ইহাই সম্ভাষণ হইবে। এখন সফি বিগ্রহের সময় নয়। এখন এইরূপ কাজের লোকই আমাদি-গের প্রার্থনীয়। আমাদিগের দেশের কল্যাণকর কার্য এখনও অনেক অব-শিষ্ট আছে। শূন্যগর্ত রিপোর্ট লিখি-বার ক্ষমতা দ্বারা তৎপরিপূরণ সম্ভা-বিত নয়। কোন প্রদেশে কোন বিষয়ের অসঙ্গতি আছে, কোন বিষয়ে বিশৃঙ্খলা আছে, এ দেশের লোকে কোন বিষয়ের নিমিত্ত খিদামান আছেন, ইহারা কোন প্রার্থনা পূরিত না হওয়াতে কষ্ট অনুভব করিতেছেন, এ গুলির সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যিনি ঐ সকলের প্রতীকার করিতে পারি-বেন, তিনিই এক্ষণকার যোগ্য গবর্নর জেনরল। এখন লর্ড ক্লাইব, ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড ডেলচাউসিথ্‌জ্‌তির সদৃশ লোকে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। তবে আমাদিগের এক সন্দেহ আছে, পাছে তিনি স্বাধীনভাবে কার্য করিতে গিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের বিরোধী স্বার্থেব অনুষ্ঠান করিয়া ইউরোপীয়দি-গের মনোরঞ্জে প্রবৃত্ত হন। যাবতীয় বিষয় ফেটেমেন্টারির গোচর করিয়া করিতে হইবে, এ নিয়ম থাকিলে যেমন কক্ষিত কার্যকতি হয় বটে; কিন্তু মহান অনর্থ সম্পাদিত হয় না।

গবর্নমেন্টের কন্ট্রোল

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এক্সচেঞ্জ গেজেট ও সংবাদপত্রে গব

র্নমেন্টের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্যের নিমিত্ত কন্ট্রোল্টের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে। পাবলিকওয়ার্ক ও কমিস রিএট বিভাগে অধিকতর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। লোকে ভাবেন, যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অল্প দর দেন ও উত্তম রূপে কাজ করিবার প্রতিজ্ঞা করেন, তিনিই কন্ট্রোল্ট প্রাপ্ত হন, কিন্তু ইহার তুল্য ভ্রম আর নাই। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সত্য; অনেক আবেদন করেন তাহাও সত্য, কিন্তু এতোক বিভাগে কয়েক জন করিয়া কন্ট্রোল্টদার আছেন, তাঁহারা ভিন্ন আর কেহ কন্ট্রোল্ট পান না। কমিস রিএট বিভাগে আলু অথবা অন্য দ্রব্যের কন্ট্রোল্ট দেওয়া হইবে, যখন এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহার পূর্বে পূর্বতন কন্ট্রোল্টদার সহস্র সহস্র টাকায় সেই সেই দ্রব্য ক্রয় করেন। তাহার অর্থ কি? তাঁহারা জানেন,—ফলতঃ তাহাই হয়,—বিজ্ঞাপন হইক, আর সহস্র লোকে আবেদন করুন, তাঁহাদি-গের কন্ট্রোল্ট কিছুতেই হাতছাড়া হইবে না। যঁাহারা গুঢ় বৃত্তান্ত জানেন, তাঁহা-দিগকে বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। গবর্নমেন্ট অল্প মূল্যে উত্তম দ্রব্য পাইবেন কি না, এই অভিপ্রায়ে বিজ্ঞা-পন হয় না। বিভাগীয় মহামতিগণকে যিনি পূজা করিতে পারেন, তিনিই কন্ট্রোল্ট পান। নিয়মিত কন্ট্রোল্টদারেরা কোন দেবতার কিরূপ পূজা করিতে হয়, তাহা জানেন। তাঁহাদিগের রুচ কোন কাজই দুর্ভিত চকে দৃট হয় না। সর্বসা-ধারণে সচরাচর দেখিতে পান, এক জন রাস্তার কন্ট্রোল্ট লইয়া প্রতিবৎসর দেশের আমা ইট দেন এবং সম্পূর্ণ সংস্কার না করিয়া স্থানে স্থানে খনন করিয়া কেবল ছুটে চারি কড়ি পোয়া ফেলিয়া দেন; কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারগণ প্রতি বৎসর কন্ট্রোল্টদারের কার্যের প্রশংসা

করিয়া রিপোর্ট করিয়া থাকেন। গ-মেন্টে ইহাতেই সঙ্কট হন। সরকার টাংগা যায়; রাস্তা ঘাট জঘন্য হ-দ্রব দিয়া ত কথাই নাই। কেবল দল চোরের উন্নয় পূর্ণ হয় মাত্র। দিবস কন্ট্রোল্ট দিবার কয়েক ঘটিকায় পূর্বে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছি-বাহিরের কন্ট্রোল্টদারকে দিবার য-ইচ্ছা থাকিলে কি এ প্রকার হইত? এই অনিষ্ট নিবারণ করা উচিত। কন্ট্রোল্টের কাজ যে ভাল হয় না, সকলে স্বীকার করেন, অথচ কন্-না দিয়া কোন কাজ করান হয়। এক্ষণকার কন্ট্রোল্ট প্রণালীকে লু-অপর নাম বলিলে হয়। ইঞ্জিনিয়ারদি-কেরাণীরা পর্যাপ্ত বড় মানুষ হইতে-কন্ট্রোল্টদারকে প্রথমতঃ বিভাগের-নের পূজা করিতে হয়, তৎপরে খ-ঞ্জির, তৎপরে কেরাণীদিগের। এই-শতকরা প্রায় ৪০ টাকা উৎকোচ-উৎসৃষ্ট হয়। কন্ট্রোল্টের নিজের-সর্বাপেক্ষে চাই। ইহাতে কাজ ভাল-বার সম্ভাবনা কি? স্থানীয় প্রধান-যখন টাকা লইয়াছেন, তখন-কার্যের নিন্দা করা সাধারণতঃ নয়।-মেন্ট ভাবেন, ইউরোপীয় হইলেই-ও সচ্চরিত্র হন; কিন্তু কার্যে অ-ভদ্রতা ও সচ্চরিত্রতা লক্ষিত হ-বিশেষতঃ ইঞ্জিনিয়ারদের অধিক-উপরে লোকের অনুমাত্র বিশ্বাস-এটমকম ব্যক্তি স্বদেশীয়দিগের-সাপ্তাহিকপুকে আর্দ্র হইয়া আ-যাবতীয় অকার্য করিতেছেন। এ-ইউরোপীয়ের দণ্ড নাই; সুতবাং-নির্ভয়ে স্বকার্যসম্পন্ন করিতেছেন-লিকওয়ার্ক ও কমিসরিএটের এ-কর্মচারীগণের প্রায় শতকরা-যে চোর, তাহা বলা বাস্তব-ইহারা প্রধানদিগের অনুমত-

আমরা চুরি না করিলেও চলে না। আমরা অনেক ওভরনিয়রের মুখে শ্রবণ করি। যথার্থ চিন্তা দিলে তাহা সত্য। অতএব হয় ২ টাকার চুরি ৫ টাকা করিয়া চুরির অংশ লও, চুরি ২ টাকার হয়, এই রীতি দাঁড়াইয়াছে। অনেক জন ভদ্র কামচারী ইহা করিতে না পারিয়া পদচ্যাব করিয়াছেন।

যাঁহারা কলিকাতারদিগের কার্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন তাঁহারা নিজেই যখন মন্দ ভগ্ন যথার্থ কাজ হইবার সঙ্গে সম্পর্ক কি? চারি দিগে চুরি, চারি দিগে লুট। আমাদের গবর্ণমেন্ট কাগজে "ভাল" দেখিলেই ভাল জ্ঞান করেন। প্রত্যেক বিভাগের কামচারীরা ফিউমেনদিগের ন্যায় পরস্পরের দোষ গোপন করিয়া আত্মোদর পূরণ করিতেছেন। ইহার নিবারণের কি কোন উপায় নাই?

— ১০৩ —

ক্রিয়ানুষ্ঠানের অনিচ্ছা

আমরা গত বারে প্রতিপন্ন করি-
নাম, জরাজীর্ণ উপনয়নাদি
কর্তৃত্ব ক্রিয়ানুষ্ঠান ধর্ম বলিয়া আদৃত
ও সৈবিত হইয়া থাকে; তাহাতেই
জগতে এত মন্দভেদ হইয়াছে। ক্রিয়ানু-
ষ্ঠানগুলি যদি চ্যাব হইয়া একমাত্র
বেব আরাধনা মধ্য বলিয়া আদৃত
হইলে এক বিনা দ্বিতীয় ধর্ম জগতে প্র-
বর্তিত হইত না। আমরা সকলকেই এক
ধর্মাবলম্বী দেখিতে পাইতাম। ক্রিয়ানু-
ষ্ঠানসম্বন্ধে মতভেদ হওয়াতে কেবল যে
একধর্মাবলম্বী মতই আর ধর্মাবল-
ম্বী অকণ্ট মৌহাক ও মমসুখহুঃখতা
ক্ষীণ হইতে না, এতমাত্র নয়, আরো
বহুতর মত মন্থ বটিতেছে। ক্রিয়ানু-
ষ্ঠানসম্বন্ধে মতভেদ হওয়াতে ধর্মনী-
তি একমাত্র প্রবর্তিত হইয়া পড়িয়াছে। জগতে
অপকারী শক্তি অসুখমণ্ডী। তাহারা

মনে করেন, স্ব স্ব ধর্মশাস্ত্রোক্ত কতগুলি
ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে পারিলেই ধর্মরক্ষা
করা হইল; তাহার পর মিথ্যা প্রবন্ধনা
পরদারগমনাদি যা কর কিছুতেই ক্ষতি
নাই। তাঁহারা ধর্মনীতিকে ধর্মের অঙ্গ
বলিয়া বিবেচনা করেন না। এই নিমিত্ত
জগতে মিথ্যা প্রবন্ধনাদির এত প্রা-
ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ
হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। অবস্থাকে
বস্তু জ্ঞান করিয়া তাহাতে দৃঢ় ভক্তিমান
হইলে বস্তুতে এইরূপ অনাদর হইয়া
থাকে। এই কারণেই যে ধর্মে অধিক
সংখ্য ক্রিয়ানুষ্ঠানের বিধি আছে, সেই
খানেই মিথ্যা প্রবন্ধনাদির সমধিক
প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সেই
ধর্মাবলম্বীর নিকটে ধর্মনীতিঘটিত
উপদেশগুলি একান্ত অনাদরোপহৃত
হইয়া চালাইয়াছে। সে উদার উপদেশ
প্রদান করিয়া খৃষ্ট দেবত্বলাভ করিয়া
গিয়াছেন, যে উপদেশগুণে খৃষ্টধর্মাবল-
ম্বীরা আপনাদিগকে এত গৌরবান্বিত
জ্ঞান করেন, কিন্তু ধর্মে তৎসদৃশ অনেক
মহান উপদেশ আছে; কিন্তু কিন্তুদিগের
ক্রিয়ানুষ্ঠানবাহিনী এবং দীর্ঘকালীন
পরাদীনতা ও মূর্খতার প্রাধান্যনিবন্ধন
সেগুলি একান্ত অনাদৃত হইয়া আছে।
আমরা পাঠকগণের দর্শনার্থ তাহার
কয়েকটা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“ন পাপং প্রতি পাপং মাং
সাধু রেব সদা ভবেৎ।
আত্মনৈব হতঃ পাপো
যঃ পাপং কর্তৃমিচ্ছতি। ১।
অনিষ্টকারী প্রতি অনিষ্টকারী
হইবে না, নিয়ত কাল সাধু ভাবাপন্ন
থাকিবে। যে পাপাত্মা অন্যের অনিষ্ট
করিবার ইচ্ছা করে, সে আপনিই হত
হয়।
“তে সাধবঃ সুজ্ঞান-
শৈল্পিয়ঃ ভূষিতা চ ভূঃ।

অপকারিষু ভূতেষু
যে ভবন্তু উপকারিণঃ। ২।
যেসকল ব্যক্তি অপকারকারী
প্রাণির উপকার করে, তাহারা ই সুজ্ঞান
সাধু, তাঁহাদিগের কর্তৃক পৃথিবী ভূষিত
হইয়াছেন।

উপকারিষু যঃ সাধু
বদ তস্য হি কোণঃ।
অপকারিষু যঃ সাধুঃ
স সাধুঃ স্তিরুচ্যতে।
যে ব্যক্তি উপকারকারী ব্যক্তির প্রতি
সাধু ভাবাপন্ন হন, তাহার গুণ কি? যে
ব্যক্তি অপকারকারী ব্যক্তিতে সাধু ভা-
বাপন্ন, পণ্ডিত বা তাঁহাকে সাধু বলিয়া
নির্দেশ করিয়া থাকেন।

দুঃখিতোত্তোহি ভূতেভো-
হৃদুরোগজরাদিভিঃ
ভূয়ঃ বোহুঃখমপর
মঘৃণোদাত্তুমর্হতি।
প্রাণিসকল হৃদুঃ রোগ ও জ্বরাদি
হেতুক স্বভাবতই দুঃখগ্রস্ত হইয়া আছে।
নিষ্ঠুর হইয়া তাহাদিগকে অন্য হৃদুঃ
দেওয়া উচিত নয়।

অদোষঃ স্কন্ধভূতেষু
মশ্চোগঃ স ভাঃ সাক্ষরং।
মর্কেদ্রবজরঃ কাশি-
স্তপশ্চ স্বর্গগামিনঃ।
কোন প্রাণির অনিষ্টহেতু না কখন
সদা মন্দোষ, সত নিষ্ঠা, সরলতা, মর্ক-
তীব উদ্ভিন্নকর, কখন এগুলি স্ব-
সাধন।

দ্বিসাম্যপি তি য়ে দোমান্
ন বর্নঃ কদাচন।
কৌর্ভগ্নি গুণাংশৈচ।
তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।
যেসকল ব্যক্তি শত্রুও দোষবলে
না, ওনই কেবল কীর্তন করেন, তাঁহারা
স্বর্গগামী হন।
যে পরেবাংশিঃ দৃষ্টা
ন তপস্বি বিসংসরাঃ।

প্রকৃষ্টাঙ্গাভিনন্দিত
 ত নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ।
 যমকল ব্যক্তি পরের সম্পত্তি দর্শন
 তাপিত না হন, প্রহৃত মৎসর-
 ও আনন্দিত হইয়া তাহাতে অভি
 করেন, তাহার স্বর্গগামী হন ।
 মাক্রোশমুঃ স্তবমুখ
 তুলাং পশ্যন্তি যে নরাঃ ।
 শাস্তানোক্তিতায়া
 ত নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ।
 যমকল মনুষ্য স্তবকারী ও নিন্দা-
 উভয়কেই তুল্যরূপে দর্শন করেন,
 শাস্তায়া ও জিতায়া মানবগণ
 গামী হন ।
 পটৈঃ পরিগৃহীতং যৎ
 তৃণমপাটবীগতং ।
 মনসাপি ন হিংসন্তি
 তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ।
 যমকল ব্যক্তি পরপরিগৃহীত
 তৃণেরও মনে মনে হিংসা
 না, তাহার স্বর্গগামী হন ।
 কর্মণা মনসা বাচা
 নোপচাপয়তে পরং ।
 সর্বথা শুদ্ধতাবোধঃ
 স যতি জিদিবং নরঃ ।
 যে ব্যক্তি কার্য বাচা ও মনে অন্যকে
 পত না করেন এবং সর্বতোভাবে
 ভাবাপন্ন হন তিনি স্বর্গে গমন
 ন ।
 তিন্ন তিন্ন ধর্মাবলম্বীরা ধর্মাবোধে
 ফলক ক্রিয়ানুষ্ঠানে রত না হইয়া
 উপরিলিখিত উপদেশগুলির অল্প
 কার্যের আচরণে যত্ববান্ ও দৃঢ়
 হইতেন, সংসার স্বর্গমম সুখময়
 হইত সন্দেহনাই । যে যে ধর্মাবলা
 যে ঈশ্বর প্রতিমাপূজা দেখিতে
 ন না, সেই ঈশ্বর সেই সেই ধর্মাব
 বিকল ক্রিয়ানুষ্ঠানে যে ক্রুরূপে

অনুমোদন করেন, আমবা তাহা বুঝিতে
 পারি না ।

মফসলে কোর্সদারী আদালত
 থাকিয়া লাভ কি ?

মফসল কোর্সদারী আদালতের সচ
 হাচর ঘেরূপ বিচার দেখিতে পাওয়া
 যায় তাহাতে আমরা অন্যতরিনা কিছু
 মাত্র লাভ দেখিতে পাই না । ঐসকল
 আদালতে প্রায় সন্ধিচার হয় না, অথচ
 ঐ আদালতগুলি থাকতে গবর্নমেন্ট
 ও প্রজা উভয়েরই বিলক্ষণ ক্ষতি হই-
 তেছে । গবর্নমেন্টের ক্ষতি এই, মাজি-
 ষ্ট্রেট, আসিষ্টেন্ট মাজিষ্ট্রেট, জাইন্ট
 মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের
 বেতন ও ইহাদিগের প্রত্যেকের আম
 লার বেতন ও অন্য ব্যয়ে গবর্নমেন্টের
 অল্প অর্থ ভক্ষিত হইতেছে না । প্রকার
 অনিষ্ট এই, তাহার অন্যকর্তৃক পীড়িত
 হইলে ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া ন্যায়
 আদালতে যান, কিন্তু সেখানে ন্যায়
 হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদিগের কেবল
 অর্থ ও সময় নষ্ট ও যৎপরোনাস্তি কষ্ট
 হয় । একটা অভি সামান্য মারিপিটের
 মকদ্দমায় কেহ মূলকল্পে ৫০ টাকা ব্যয়
 না করিয়া পার পান না । শেষে অপ্রি-
 তিত হইয়া আসিয়া বিপর্কের নিকটে
 লঙ্ঘিত ও ধিকৃত হন ।

কোর্সদারী মকদ্দমার ন্যায় বিচার
 হইবার অনেকগুলি প্রতিবন্ধক আছে ।
 প্রথম, কোর্সদারী মকদ্দমার বিচার সাক্ষীর
 উপরেই নির্ভর করে । কিন্তু যেসাক্ষীর
 বাক্যে বিশ্বাস করিয়া মীমাংসা করিলে
 ন্যায় বিনা অন্যায় হইবার সম্ভাবনা
 নাট, তাহা সত্যবাদী তদু সাক্ষী
 সচক্ষে কোর্সদারী আদালতে যান না ।
 মিথ্যা সাক্ষী দিয়া জীবিকা অর্জন যাহা
 দিগের ব্যবসায়, ঐসকল আদালত সেই
 সকল সাক্ষীতেই পরিপূর্ণিত । অর্থাৎ বা

প্রত্যাখী কিস্কিৎ ব্যয় করিলেই তাহা
 গর অনারোগে আদালতে লইয়া যাই
 পারেন । তাহা সাক্ষীবাক্যে নি
 কিলে বহু ন্যায় বিচার হয়, তদনু
 কষ্টসাধ্য হইতেছে না । আমরা এক
 উদাহরণ দিতেছি, এতদ্বারা আমাদি
 বাক্যের তাৎপর্য পাঠকদিগের হৃদয়
 হইবে । দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত, ডিম্ব, ডি
 প্রভৃতি ৪৫ জন টেম্বেয়ের (১) বাটীম
 প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে প্রহার করি
 উহার যখন প্রহার করে, তৎক
 সেখানে কেহই ছিল না । টেম্বেয় প্র
 বেদনায় চীৎকার করিয়া উঠিলে
 অন্য অন্য লোক আত্মনাশ্রবণে তথ
 গিয়া উপস্থিত হইল । তাহার ম
 টেম্বেয়ের বাটীর মধ্যে যায়, ত
 দেখিল, দেবদত্ত প্রভৃতি 'প্র
 করিয়া নিহত হইতেছে । পশ্চাৎ টেম
 আদালতে অভিযোগ করিল এবং
 সকল ব্যক্তি দেবদত্তাদিকে তাহার বা
 মধ্যে দেখিরাছিল, তাহাদিগকে মা
 মানিল । সাক্ষীর আদালতে গি
 যথার্থ কথা বলিল । পক্ষ
 প্রতিবাদী দেবদত্তাদি কতকগুলি সা
 মাজাইল, নিয়া এই প্রমাণ করিল
 তাহা টেম্বেয়ের বাটীতে যায় ন
 এবং তাহাকে প্রহার করেনাই । বিচ
 পতি তাহাতেই বিশ্বাস করিয়া টেম
 যের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন । ইহা
 কেবল যে অবিচাররূপ অনিষ্ট হ
 এক্ষণ নয়, দেবদত্তাদির কুক্রিয়
 প্রস্রবণ দেওয়া হইল ।

দ্বিতীয়, কোন সাক্ষী সত্য ক
 তেছে, আর কোন সাক্ষী মিথ্যা ক
 তেছে, সকল বিচারপতি সে সূক্ষম
 বুঝিতে পারেন না, বুঝিতে পারিলে
 পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বুঝিবার চেষ
 না করেন ।

লোক ১৩টি অল্পই ছিল বাহাদেবের স্বর
নাই। স্বরাক্রান্তদিগের মধ্যে বাহাদেবের
ক চিকিৎসার অভাবে যে কত মারা
গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। বহরমপুরের
স্ট্রনমেন্টটি উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া
স্বীকৃত আছে; কিন্তু ঐ সময়ে ইউরোপীয়
স পাতালে রোগী রাখিবার স্থান ছিল
। কয়েক জন সৈনিক মারাও পড়িয়া গিয়া
। ইউরোপীয় বিশেষতঃ সৈনিকদিগের পীড়া
লে গবর্নমেন্টের যেকোন যত্নাদি হইয়া থাকে
হা হইতে ক্রটি হয় নাই। এক জন স্বাস্থ্য
কারী হেলথ অফিসর আগমন করিলেন
। গেল তিনি এখানকার বিল খালী প্রকৃতি
পরিদর্শন করিয়া গেলেন। ঐ স্থান পূর্ণ করিয়া প্রকৃত
প্রণালী করিবারও নাকি প্রস্তাব হইল
। প্রস্তাব অনেক দিন পূর্বে হইয়াছিল। কিন্তু
কিছুই হইল না। তাহার কিছুই আমরা
তে পারিলাম না। ঐ স্থানের প্রকৃতি
কমিটে না কমেন্ট আর এক রোগ
রোগ ওলাউঠা দেখা গিয়াছে। ইহার
ভাবে খাগড়া বহরমপুর কাই গেরা
জীবন্ত স্থানসকলে একেবারে হল
। পড়িয়া গিয়াছে। আমরা এখানকার প্র
নী নিবাসী নহি স্বতরাং আমাদের পরিচিত
বাসীদিগের মধ্যেই বাহার পীড়া হইতেছে
। আমরা তাহারই সংবাদ পাই; নিবাসীদিগের
বাদ অধিক পাই না। যখন আমাদের প্রবা
দিগের মধ্যেই পীড়া এত প্রাণ
ন হইতেছে তখন নিবাসীদিগের ইহাদের
ধিকারই সামান্যবস্ত যে কিছুকিছু
হইতেছে তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না।
ই পীড়ার উপস্থিতিতে বহরমপুরে
ল অদ্য ৪ টা অগ্রহায়ণ হইতে তিন মণ্ড
র জন্য বন্ধ হইয়াছে। বহরমপুর কালে
র ছাত্র সকল (বাহাদেব অধিকাংশই
দেশস্থ) অভিজ বর্ষদিগের কর্তৃক
জ নিজ দেশে প্রেরিত হইয়াছে; কালে
নাই বলিলেই হয়। কেবল বাহাদেব আগ
বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার্থী প্রেরিত হই
ছে তাহার এবং গবর্নমেন্টের বেতন

ভুক্ত শিককেরাই পলাইতে পারেন নাই।
এখানকার বারিকে পাঁচ কোম্পানি ইউরো-
তেছে। দেশীয় সৈন্যেরা স্থানান্তরে প্রেরিত
হয় কিনা তাহা এখন স্থির বলি যায় না।
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ইউরোপীয়দিগের
পীড়া হওয়াতে গবর্নমেন্ট সাবধান হইয়া
ছেন; কিন্তু দেশীয়দিগের এই পীড়া তাঁহা
দের গর্নগোচর হইয়াছে কিনা তাহা বলি
তে পারা যায় না। অতএব আমাদের এই
পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই বিষয়
গবর্নমেন্টের গোচর হয় এবং অতি সজ্ঞে
ইহার কোন প্রতীকার চেষ্টা করা হয়।
আমাদের বিবেচনার গভীর ভল এবারে বড়
দুখিত হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরে ফাস্ট
নে যেকোন জল কমিয়া যাইত এবার ইতি
মধ্যেই সেইরূপ কমিয়াছে, তাহাতেই আবার
গর্ননাই শব্দ প্রকৃতি হইতেছে। অতএব
আমাদের বিবেচনা গভীর মোহনা করিয়া
জলস্রোত কিছু প্রবল করিয়া দেওয়া হয়
। হাতে শব্দেপ এক বারে নিবন্ধ হয় এবং
চেরিটেবেল ডিম্পোজারিস ক্রান্ত আর দুই
জন নেটিব ডাক্তার কিয় নের জ্য নিযুক্ত
করিয়া দেওয়া হয়; তাঁহারা গমনাগমনস
মর্থ লোকদিগের বাসাতে গিয়া ঔষধ প্রদা
ন দ্বিপূর্নক চিকিৎসা করেন। আমাদের
নিভাস্ত প্রার্থনা এই যে গবর্নমেন্ট শীঘ্র
এই তিন উপায় অবলম্বন করিয়া পরে তাহা
কিছু অন্য উপায় থাকে, তদ্বিধয়ে। অনুসন্ধান
করেন।

— — —

দেশীয় কৃষকদিগের অবস্থা।
বাংলাদেশে বসন্তে লক্ষীসুদর্শন কৃষিকর্ম
সদর্ক রাজসেধায়ান্তিকার্যে নৈব নৈব চ
এ দেশের কৃষকদিগের যেকোন অবস্থা,
তাঁহাতে পেরিলিখিত প্রকারের অর্থ অনু
গত হয় না; অনুধাবন করিয়া দেখিলে সচ
কেই প্রতীক্ষমান হইবে, তাঁহা পকার ব্যব
সায়ের মধ্যে কৃষিজীবীর অধিকতর দুর্দশা
পন্ন। এখানকার কৃষকদিগের যেকোন দুর্
বস্থা, বোধ করি একপা আন কুত্রাপি নাই।

ইহারা প্রকৃত দীন হীন। অল্পবস্ত্র
একপ কৃষক এ দেশে অল্পমাত্র দুই
কৃষকেরই কুটীরমুশ এক বা দুইখানি
ছাথের কথা কি বলব সকলকার সকল
চালে খড়ও নাই। অনেক কৃষকই অর্থ
বা অনশনে দিনান্তিপাত করিয়া থাকে
অনেকের একতম দ্বিতীয় পরিধা
নই। অধিক কি, অনেকের ভোজনপা
জলপাত্র পর্য্যন্তও নাই। শাস্ত্রকারেরা
যাহারা পরিভ্রমী, তাহার কখন কষ্ট
না; কিন্তু কৃষকদিগের অবস্থা দর্শন কা
উক্ত বাক্যের যথার্থ্য বলা হয় না। কৃষক
অতিশয় আনপারায়ণ কেশসহনশীল
নিরীহ; কিন্তু উহাদেরই অধিকতর
দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই ইহ
পারশ্রম দেখিয়া থাকিবেন। উহারা গ্রা
নের প্রচণ্ড রোজে দগ্ধ হইয়া এবং বর্ষ
মুখলধার বৃষ্টিতে ভিজিয়া প্রাতঃকাল
সন্ধ্যাপর্য্যন্ত ক্ষেত্রের কার্য করিয়া থ
তাহাদের কষ্ট দেখিলে বোধ করি পা
দ্রবীভূত হয়। যদি কেহ কৃষকদিগের
স্থার কারণবিজ্ঞান জন, তাহার উত্তর
দৈব বিড়ম্বনা এবং জমীদার ও মহা
অত্যাচারই হইবার কারণ। ইহার প্র
বিবরণ নিম্নে বিশেষ করিয়া লিখিত
প্রথম। দৈববিড়ম্বনা। এখানকার
কার্য্য দৈবের উপরে সম্পূর্ণরূপে
করে। দৈব অনুকূল জন, তাহা হই
শস্য প্রাপ্তির কিছু আশা থাকে, প্র
হইলে একবারে হতাশ হইতে হয়।
বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব বাঘাত
প্রায় প্রতিবৎসরই শস্যের হানি
থাকে। এতদ্বিক্রম কৃষকেরাও
গ্রস্ত হয়। অন্যান্য গুসল্য দেশে কৃ
খ্যের যেকোন স্বশৃঙ্খলা আছে, এখানে
সেইরূপ স্বশৃঙ্খলার কৃষিকার্য্য নির্মা
তাঁহা হইলে প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমা
উৎপন্ন হইতে পারে। এ দেশের
যেকোন উর্দ্বরতাশক্তি, তাহাতে যে
ব্যাপ্যত হয়, বড় দুঃখ ও লক্ষ্যের বিধা

দিত। জমীদার। এখানকার জমীদার
 যার যে ক্রম দয়াশীল ও প্রজাবৎসল
 হার বর্ণনার অণুমাত্র আবশ্যিকতা নাই।
 ঠকগণ একবার ৩ দেশের কৃষকদিগের
 কৃষকদিগকে পীড়ন ও তাহাদিগকে
 শাস্ত করিবার জন্যই বোধ করি জমী
 দারের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহার
 প্রকার সম্বন্ধে কৃষকদিগের পরিশ্রম
 যোগ্যতা কিছু উপার্জন করে, জমীদার
 গণ উদর পূর্ণ করিতেই প্রায় সমস্ত
 শক্তি হয়। প্রথমতঃ বাৎসরিক কর
 দেয়। তৎপরে পিতৃমৃত্যুজ্ঞান পুত্র কন্যা
 পরিণয়াদির উপলক্ষ কি বা অন্য কোন
 কারণে প্রায় প্রতিবৎসর নির্দিষ্ট কৃষক
 গণ নিকট হইতে কিছু কিছু লইয়া
 লয়। মধ্যে মধ্যে জমীদারীতে গমন করা
 হয়। কৃষকদিগের নিকট হইতে নজর
 প কিছু লওয়া হয়। জমীদারীর মধ্যে
 বন্ধন বা অন্য কোন কার্য করিলে
 কৃষকদিগের নিকট হইতে বায়ের অতিরিক্ত
 করিয়া লয়। বাবুদের পারিষদ বর্গের
 ন্য কোন আণীয় অথবা অন্তর্গত ব্যক্তি
 প্রকার দায় বা শুভকর্ম উপস্থিত
 হইলে কিছু কিছু দান করা থাকেন। কিন্তু
 জমীদারীতে বরাত দেন। গোমস্ত
 কৃষকদিগকে পীড়ন করিয়া আদায় করে।
 কৃষক ও জমীদার যদ্যৎ করি লইতেছেন।
 ইহার যদি এক বৎসর খাজনা
 অক্ষম হয়, তাহা হইলে অমনিন প্রকার
 করিয়া বসেন। তদনন্তর স্বতন্ত্র ভাতি এক
 নতঃ; জমীদারের ইচ্ছার উপর নির্ভর
 করে বৎসরে টাকায় চারি আনা
 মাত্র অর্থাৎ পর্যন্ত লইয়া থাকেন।
 তাহা যদি খাজনা দিতে বিলম্ব করে,
 হইলে দুইশতাব্দীর অবধি থাকে না।
 তাহা যদি খাজনা আদায় হয়। অন্যদ্বারা
 বসাইতে পারেন ও প্রহার করেন।
 তাহা যদি আদায় না হয় পরে পেয়ালা
 করিয়া দেন। পেয়ালা উচ্চদিগের
 হইতে কেহ চারি আনা কেহ বা

আই চান করিয়া লইয়া থাকে। একদিন
 বাকী খাজনা ও নিরিখপ্রভৃতির নাশ
 আছে। প্রায় দুই তিন বৎসর অন্তর জমী
 দার করুণী করা হয়। কৃষকেরা যদি দিতে
 অক্ষম হয় অমনিন নিরিখের নালিস
 করিয়া বসেন। এই করুণীর উপলক্ষে
 জমীদার ও কৃষকে প্রায় দাবী হেলাম
 হইয়া থাকে উভয় পক্ষের দুই একটা হত
 আহত হইতেও দেখা যায়। এইরূপ বিবিধ
 অত্যাচারে কৃষকেরা একেবারে সর্বস্বান্ত
 হইয়া পড়ে। অনেকে দেশ ছাড়িয়া অন্য
 দেশে গিয়া বাস করে। এই ত জমীদারের
 অত্যাচার, এতদ্বিষয় উচ্চদিগের আমলা
 বর্গের অত্যাচার আছে। ইহারও হিসাব
 আনা, পার্শ্বপ্রভৃতি বাব করিয়া বৎসরের
 মধ্যে চারি বা ততোধিক কৃষকদিগের নিকট
 হইতে কিছু কিছু লইয়া থাকে। কৃষকেরা
 যদি দিতে অক্ষম বা অক্ষম হয়, তাহা
 হইলে খাজনার টাকা হইতে কর্তন করিয়া
 লয়।
 তৃতীয়। মহাজন। কৃষকদিগের কাহারই
 প্রায় মূল ধন নাই। তাহারা প্রতিবৎসর
 মহাজনদিগের নিকট হইতে টাকা কর্তন
 লইয়া খাজনা ও আবাদপ্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ
 করিয়া থাকে। পরে শস্য বিক্রয় করিয়া
 মহাজনের ঋণ পরিশোধ করে। মহাজনদি
 গের নিকট ধানও কর্তন পাওয়া যায়
 ইহাকে বাড়ী বলে। বাড়ীর নিয়ম এই,
 কৃষকদিগের ঘরের ধান ফুরাইলে মহাজন
 দিগের নিকট হইতে ধান লইয়া থাকে।
 পরে মূল ধান হইলে প্রত্যর্পণ করে
 মহাজনের ঋণের উপর কেহ শলী প্রতি পাঁচ
 কেহ বা আট পালি করিয়া ধান্য লয়। কৃষ-
 কেরা ধান্য দিতে অক্ষম হইলে বাজার দরে
 ধানোর মূল্য স্থির করিয়া বত টাক ধার্যা
 হয়, সেই টাকার মত লিখিয়া লয়। টাকা
 কর্তন লইবার বিবিধ রীতি আছে। বত
 লিখিয়া লওয়া হয়, স্বর্ণ রৌপ্যাদি দ্রব্য বা
 জমী বন্ধক রাখা হয় এবং কিস্তী ও চোটা
 দেওয়া হয়। খেতের এই, ইহার স্বদের কিছু
 মাত্র স্থিরতা নাই। মহাজনেরা ইচ্ছা
 মত স্বদ লইয়া থাকেন। সাধারণতঃ খাজার এক

দড় বা দুই পরসার হিসাবে লেখা
 কিন্তু মৌখিক একটা বন্দোবস্ত থাকে
 বন্দোবস্তের অমুসারে কেহ প্রতি
 টাকার তিন কেহ বা চারি পরসার পর্য্য
 লইয়া থাকেন।
 চোটোর নিয়মটা বড় সহজ নয়।
 নের বত ইচ্ছা ততই স্বদ লইয়া থাকে
 কেহ মানে টাকার এক, কেহ দুই, কেহ
 কেহ বা চারি আনা, কেহ বা আরও
 স্বদ গ্রহণ করেন।
 কিস্তী। ইহার নিয়ম কিছু অধিক
 পীড়াকারী। ইহা একপ্রকার নীলের দ
 পুরুষ সূত্রমে প্রায় শোধ যায়
 কোন ব্যক্তি যদি এক টাকা কিস্তী
 তাহার নামে খাজার এক টাকা খরচ
 এক মাসের অগ্রিম স্বদ দুই আনা
 আনা এক পরসার এবং তাগিদদারের
 পরসার মোট দশ পরসার কর্তন করিয়া
 অবশিষ্ট সাড়ে তের আনা প্রদান করা
 যিনি বত টাকা লয় এইরূপ নিয়মে প্র
 করা হই। থাকে। স্বদসমেত উক্ত
 এক মাস কয়েক দিবসের মধ্যে পরি
 করিতে হয়, কিন্তু নিঃপিত সময়ে
 শোধ না কালে কিস্তী খেলাপী স্বদ
 তাহার নামে কিস্তী খরচ লেখা হয়
 রৌপ্যাদি দ্রব্য ও ভূমিবন্ধকের নিয়ম
 স্বর্ণরৌপ্যের নামে টাকার এক পরসার, রৌপ
 দেড় পরসার, পিত্তল ও কাঁসার দুই পর
 করিয়া স্বদ দিতে হয়। ভূমিবন্ধকে
 খেতের নিয়ম প্রায় এক প্রকার। কৃষকে
 একপে টাকা প্রায় কর্তন লয় না। ক
 তাহাদের নিজ জমীও নাই ও স্বর্ণ রৌপ্যা
 সামগ্রীও প্রায় নাই। কৃষকেরা যাহা
 উপার্জন করে, জমীদার ও মহাজনদি
 পূজাতে সমুদয় শেষ হইয়া যায়। পূজ
 উল্লিখিত হইয়াছে যে, কৃষকেরা শস্য বি
 করিয়া মহাজনের ঋণ পরিশোধ করে
 কিন্তু দৈবব্যঘাত বশতঃ যদি শস্য না
 তাহা হইলে কৃষকদিগের দুর্বস্থার প
 সীমা থাকে না। মহাজনেরা উচ্চদিগ
 ধরিয়া আনাইয়া জমীদারদিগের ন্যায় প
 ও প্রহার করেন। পেয়ালা নিযুক্ত করি

। অবশেষে বলদ গরু বেচিয়া কন ও
 বাস্ত করেন। সুবিধা এই, মহাজনেরা
 শ বড় ভাল বাসেন না। বলে, কলে,
 লে টাকা আদায় করেন। কেহ কেহ
 দিগের নিকট হইতে তাহার জোত
 এর করিয়া জমীদার সংসার হইতে
 ন নাচে খারিজ করিয়া লইয়া ইহাকে
 টাড়া করেন। কৃষকেরা জমীদার ও
 নকট ক্রীতদাসের ন্যায় থাকে।
 দাধারণের কল্যাণবর্জক ও জীবন
 তাহাদের পরিশ্রম স্তূত কৃষিজাত
 কণ ও ব্যবহার করিয়া আমরা জীবন
 ও সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছি।
 তাহাদের প্রতি একপ অত্যাচার ও
 দিগকে ইদৃশ দুর্দশ প্রাপ্ত করা কি মান
 ত, কর্ম?

আমি এক জন পল্লীগ্রামনিবাসী এবং
 বসায় করি, তাহাতে আমাকে নানা
 ও অনেক গৃহস্থের বাটতে ঘাইতে
 আমি কৃষক, জমীদার ও মহাজনদিগের
 ও জমীদারের কাছারিতে ও ঘায়া
 কৃষকদিগের পরিজনগণের দুর্দশা
 কৃষকদিগের প্রতি জমীদার ও তাঁহার
 রিগণ এবং মহাজনেরা বেকপ
 চার করেন, তাহাও স্বচক্ষে দেখিয়া
 এই হঃভগা নিরীহ কৃষকদিগের
 কি চিঃ কালই এক প থাকিব ?
 কি তাহার উন্নতি হইবে না ? দয়াবান
 মট কি ইহাদের প্রতি রূপাবলোকন
 ন না ? গবর্ণমেট উহাদিগকে বিদ্যা
 ত্তি করিবার জন্য বিশেষ উদযোগী
 হইয়াছেন। ইহা তাঁহাদের
 কন্ম বটে; কিন্তু কৃষকদিগের বেকপ
 ন অবস্থা, তাহাতে যে উহা আপন
 দিগকে জ নার্জন করাইতে শক্ত হয়,
 মতেই একপ বিবেচনা হয় না। বাহারী
 বস্ত্রের মিমিও সদাই লালসিত ও
 জমীদার ও মহাজনের অহঃ অত্যা
 দক্ষ হইতেছে, তাহারা সন্তানদিগকে
 ারে শিক্ষাদান করিবে। অগ্রে তাহা
 ক অন্ন বস্ত্রে সচ্ছন্দ করুন; জমীদার ও

মহাজনদিগের অত্যাচার হইতে মুক্ত করুন।
 লাড' কর্ণওয়ালিস জমীদারদিগকে যে স্বত্ব
 দিয়া গিয়াছেন, সেই স্বত্ব কৃষকদিগকে
 প্রদান করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীন করুন।
 এবং তাহার। বাহাতে অন্ন স্বদে মহাজন
 দিগের নিকট হইতে টাকা কর্জ পায় এমন
 উপায় করুন, তাহা হইলে যদি গবর্ণমেণ্টের
 মনোরথ কথঞ্চিৎ সফল হয়। কৃষকদিগের
 শিক্ষা দিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করি
 তেছেন তাহাতে কেবল কৃষকদিগের দুর্দশা
 ও ক্লেশ বৃদ্ধি করা হইতেছে। কারণ জমীদার
 পত্তনদার, ইজেরদার ও লাখেরাজদার
 ভোগারা আপন ঘর হইতে কখন নির্জারিত
 কর দিবেন না; কৃষকদিগকে পীড়ন করিয়া
 আদায় করিবেন। পরিশেষে বক্তব্য এই ইহা
 দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য সূতম কোন
 প্রকার উপায় করিবার আবশ্যিকতা নাই।
 কৃষকদিগের মধ্যে বাহাদের অবস্থা কিছু
 ভাল তাহারা আপন অবস্থানুসারে নিজ
 নিজ সন্তানদিগকে গুরুমহাশয়ের পাঠশা
 লায় ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য কৃত বঙ্গ ও
 ই বেঙ্গী বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রেরণ করিয়া
 থাকে। উহাদিগের অবস্থার উন্নতি হইলে
 উহারা তাহা করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

জনাই } ভবদীয় নিতান্ত
 ২ ই মবেশ্বর }
 ১৮৩৮ । } বশব্দ।

বিবিধসংবাদ।

২রা অক্টোবর সোমবার।
 আমরা গত বয়ে টালির খালের এ. . .
 গড়িয়া হইতে যে খাল হইবার কথা লিখিয়া
 ছিলাম, সংবাদভাষ্য দোষে তাহাতে আংশিক
 সম হইয়াছে। ঐ খালখনন আশ. . .
 আরম্ভ হইতেছে না। অপাততঃ কাওরা পুষ্টি
 হইতে আরম্ভ হইবে।
 আমরা অধিকাংশ স্থান হইতেই আরম্ভ
 শ্রম উৎসাহিত হইতেছি। ইহা পাছে মহা-
 মারর আরম্ভ না হয় হইয়া দাঁড়ায়, এই শঙ্কা
 আছে। স্বানে স্বানে গবর্ণমেণ্টের ত্রযালয়
 হইতে সাহায্য দেওয়া হইতেছে, কিন্তু তাহা
 পর্যাপ্ত নহে।
 সম্প্রতি মাস্তাজের প্রধানতম বিচারালয়ের
 সেশিয়নে এক জন এতদেশীয় উকীল এক

ব্যক্তির পক্ষসমর্থন করিতে আইসেন।
 ষ্টেরেরা এই বলিয়া আপত্তি করেন; উকী
 আদিম বিভাগে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা ক
 পারেন না; কিন্তু বিচারপতি সর্ আইডাম বি
 হৌন এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াছেন।
 ষ্টেরদিগকে সকলো টাকা দিয়া উঠিতে প
 না। উহাদিগের অপেক্ষা এতদেশীয় উ
 গের দ্বারা অধিক কাজ হইবারও সম
 আছে। কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ে
 এই উদার দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর্তব্য।
 মাস্তাজের উপকূলে অদ্যাপি
 বাত্যা হইতেছে। করালী মেইল জাহাজ
 হীদিগকে নানা হেতু ও সূতন আরোহী ও
 লইতে অসমর্থ হইয়া পাণ্ডুরিতে গমন
 যাচ্ছে।
 অবশ্যপ্রাণামক যে ব্যক্তি ১৮৫৭
 দিনীতে কাপ্তেন ডগলাসকে বধ করিয়াছি
 বলিয় খুঁত হইয়াছেন, তাঁহাকে সেশিয়নে
 করা হইয়াছে।
 মফস্বল হইট আধন করিয়াছেন, তা
 অবধি পোস্টোয়াব পর্যন্ত যে রেলওয়ে
 তাহাব ভূমিপরিমাণ কাৰ্য্য শেষ হইয়া
 ল'হোর অবধি রাতুল পর্যন্ত পর্য্যন্ত শীঘ্র রেল
 আরম্ভ হইবে।
 পঞ্জাবের খোকালের হ্রাস হইতে
 রামসিংহের একপে কয়েক শতমাত্র
 আছে। ইহার কন্যাব দৃষ্টান্তানি
 তাঁহার উপরে লোকের অভক্তি জন্মিয়া
 বারিষ্টেরদিগের দাবা মকদ্দমা কবান
 পহজ বিষয় তাহার এক দৃষ্টান্ত পা
 গয়াছে। গত শনিবার টাওনামক এক
 ইউরোপীয় দেউলিয়া আদালতে এই বি
 আরম্ভন করেন। যে গতন পূর্বে গালি
 লবনের গোলায় এক জন কন্দকারী ছিলে
 ইহাকে কেন অপরাধে ফৌজদার সেশি
 আপন করা হয়। ইহাতে তিনি রক্ষা পা
 কিন্তু এক টাকা ধারিষ্টেরদিগকে দিতে হইয়
 য. দেউলিয়া আইনের আশ্রয় না লইলে
 আর নিজস্ব পান না। তথাপি সব বা
 পক্ষ প্রথমতম বিচারালয়েই উকীল
 আদম বিভাগে উপস্থিত হইতে দি
 চান না।
 পঞ্জাবের শস্য এক কালে নষ্ট হইল। পে
 মার ভয় আর সম দায় শস্যের শস্য জ্ব
 গয়াছে। অনার্যই নিবন্ধন রবিশস্যের বী
 বর্জন করা হইল না। মাজোয়া . . .
 রাজপুতনা হইতে দিল্লী অকালে বিস্তর লে
 আসিতেছে। শস্য অগ্নিমূল্যে গম গড়ে ১২
 বিক্রীত হইতেছে।
 লেপ্টনান্ট আর, টি, বাচনামক মিরাত

ন আফিসর বিস্তার করা করিয়া তৎক্ষণাৎ
অসম্মত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন
দীড়া, সুরাপান ও বেশ্যাসক্তি যুবক
দিগের সঙ্গনাশের হেতু হইয়াছে।
গবর্ণমেন্ট পক্ষাৎ একজনকার অপেক্ষা
সৈন্য রাখিবার মানস করিয়াছেন।
সী পুরিতাক্ষ শিবির পুনর্দার সৈন্যদার
রিত হইতেছে।

সমেরি কাপেটের বোধাইয়ে উপনীত
হইলেন। তাঁহার সহিত একটি বালিকা আসি
লেন। ঠান মিস কাপেটের পালিত কন্যা।
বোধাইয়ের অনেক সন্তানসন্তুলোক মাজেগন
গিয়া তাঁহার অভির্পনা করেন। কয়েক
শিক্ষার্থীও এই সঙ্গে আসিয়াছেন। স্কী
ল বিদ্যালয়সমূহে ছেঁটে সেক্রেটারি মিস কা
পেটকে সম্পূর্ণ কমতা দিয়াছেন। তিনি আপ
আমেদাবাদে গমন করবেন। মিস কাপে
যদি অবস্থা বুঝিয়া চলিতে পারেন তাঁহা
ক অনেক কাজ হইতে পারে।

৩রা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

উল্লেখ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, কমিস
সম্মুখে বোধাই বাকের জুতপুস্ত; অধিক
য়াছেন, ব্যাঙ্ক সন শঙ্ক ১৮৮ লক্ষ টাকা
হইয়াছে। কিন্তু কত জন ইহাতে বড়মানুষ
হইলেন, কত নিঃস্ব ইংরাজ ইংলণ্ডে গিয়া
বী করিতেছেন, তাহা কমিসনের কল্পন
করা বর্জ্য।

ফুডারিক বরণ স্ক্রুফটনামক এক জন
চোর ইউরোপীয় বেবেগু তাঁরসনের নামে
চাঁদা পুস্তকে স্বাক্ষর করিয়া চাঁদা আদায়
করিয়াছেন। সিমসন কোম্পানির অংশী
লাভ সাহেব এ ব্যক্তিকে পূত করিয়া
যে। দিয়াছেন এক জন মুসলমান এ ব্যক্তি
দারী ছিল মালিকটের বাটস সাহেব উই
স্বীয়ের চর মাস ও মুসলমানের দুই মাস কার
র আদেশ দিয়াছেন। এবার ক্রফে জালে
রাপে সিমসনে দেওয়া কর্তব্য ছিল।

পস্থান বাকের পোস্তরের জুয়াচুরিতে
কর সঙ্গনাশ হইল। সিকিয়ান বলেন এ
পারসী বন্দিক আশ্রয় হইয়া বিষপানে
কৃত্য করিয়াছেন। আর এক জন যাজ
র কট বাবু সত্য করিতে না পারিয়া গ
ক্লেদন ক বাক চেক্টা পান। ব্যাকসকলের
যে সকল জুয়াচুরি হয় তাহার শেষ ফল
এই প্রকার দাঁড়িয়া অধিকতর আটক

বয়স এই কমচারী ও ডরেটের মনোনীত
কারি সময়ে সাবধান হওয়া হয় না।

কলিকাতার জুটিসদিগের হইল নরক কার্ক
কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।
দাশন্য ভাগের ডেপের পরীকার পূর্বে উত্তর
বিভাগে ডেপ হইবার আজ্ঞা হইয়াছে। অত
এব কার্ক সাহেব আর তিন বৎসর কলিকাতায়
কিছু দিন এত দিন মিউনিসি
পালটির বেতন খাইয়া ইংলণ্ডে কি করিলেন,
তাহা নানা সীরা জানিতে চান।

বোধাইয়ের জুটিসেবা ডেপ করিবার মানস
করিয়াছেন। মাজাজের মিউনিসিপালিটি পুঃ
প্রণালী করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের নিকটে
১২ ৮০,০০০ টাকা কর্জ চাহিয়াছেন। মাজা
পেব ঠানসনকেই সনাপেনা সুস্থমান দেখা
যাইতেছে।

কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা
পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ১৭৩৪ জন ও এল, এ.
নিমিত্ত ৪২৪ জন পরীক্ষার্থী হইয়াছেন। এই
সকলের মধ্যে ১৭৬২ হিন্দু, ২০১ জন ব্রাহ্ম
১১৬ জন খৃস্টীয়ান এবং ৮।৯ জন মুসলমান
৮৪ জন লাটিন, ১ জন এক, ৪১ জন আরাব,
৩২২ জন সংস্কৃত, ১২ জন পারসী, ২৫২ জন
উর্দু, ৫৮ জন হিন্দী, ১৩ জন উর্দীয়া ও ১০
৯৫ জন বঙ্গ ভাষায় পরীক্ষা দিবেন। ৬৮ জন
প্রবেশিকা এবং ২১৫ জন এল এ. পরীক্ষার্থী
কলিকাতায় পরীক্ষা দিবেন। বোধাইয়ে ৬৫০
জন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবেন।

সম্প্রতি পেসোয়াবে হুটী অগ্রিকাণ্ড হই
গিয়াছে। প্রথম অর্ঘতে দুই লক্ষীলোক ও সত্তর
আশী হাজার টাকার প্রদান হইয়াছে
দ্বিতীয়র্ঘতে ৮০ মন বারুদ জ্বলিয়া গিয়াছে,
একটি লক্ষীলোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং
প্রায় এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

৪ঠা অগ্রহায়ণ বুধবার।

গাজামে পুনর্দার হু উক হইবার সস্তাবন
হইয়াছে। অনাবৃষ্টি নিবন্ধন সর্গপ্রকার শসাই নষ্ট
হইয়াছে। এবার যখন সর্গত্র অরকট তখন
গবর্ণর জেনরল দরবার না করিয়া অন্যায় করি
য়াছেন। এতদেশীয় রাজগণ তাহা হইলে
এই বালয় তয় করিতেন যে, এত কষ্টেব
বয়সে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কোন তয় করেন না।

ডালনিউস অংগত হইয়াছেন, ভারতবর্ষীয়
গবর্ণমেন্ট লবণের মজুল সর্গত্র একবিধ করি
বার প্রস্তাব করিয়াছেন। এটি অতিশয় আব
শ্যক।

উক্ত পত্র জবণ করিয়াছেন বিস্তার ক
কাতাবাসী এই বলিয়া আবেদন করিতে
যে, চৌরজিতে না হইয়া কলিকাতার মধ্য
ভাট আদালত স্থাপিত হয়। এই আ
প্রচা করা কর্তব্য। এতদেশীয় অর্থ
বির সংখ্যাই অধিক। চৌরাজিতে আ
খাকিতে বিশেষ অক্ষু বিধা হয়।

কিরোজসাহ এফণে ক'বুলে আ
আমীর সিয়রআলি খাঁ উ'হাকে বালার
হুর্গে বাসস্থান দিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় বি
নিজ ব্যয়ও আমীরের নিকটে পাইতে
সোয়াডের আখুদ যুদ্ধ সর্গত্র করিতে
কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাঁহার বিরুদ্ধাচ
করিলে তিনি গোলযোগ করিবেন না।

বোধাইয়ের পারসীরা মেইন সাহেবের
বিবাহের বিলের প্রতিবাদ করিতেছেন।

শিয়ালকোটের এক জন স্বর্ণকার এবং
স্বর্ণের নিকটে ৩০০ মহম্মদ শাহী মুদা
রাখিয়া ১০০০ চলিত টাকা কর্জ করে।
সময়ে সে প্রত্যাগমন করিতে মহান্ত আ
খলিয়া খুলিয়া দেখিলেন, সকল টাকাই
ধূর্ক স্বর্ণকার ধৃত হইয়াছে। পুলিশ তাহার
হইতে ১১৬০ টী মেকী টাকা বাহির
য়াছেন। কলিকাতায়ও অনেক মেকি
প্রস্তুত হয়।

আমীর সিয়রআলি খাঁর পুত্রবর্জ
য়ারে আসিয়াছিল। অ বহুল রহম
অগ্রসর হওয়াতে তিনি গবর্ণর জেন
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আনিতে পারিলেন

৫ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় পৌ
আইনের সংশোধনার্থ যে পাণ্ডুলেখ্য
পিত হয়, তাহা আপাততঃ স্থগিত রহিল।
লেখাখানি আইন কমিসনরদিগের দ
উল্লেখ প্রেরিত হইয়াছে।

এবার মধ্যভারতবর্ষে উত্তম তুলা জন্মি
অন্য অন্য বৎসর অপেক্ষা এবার এক মাস
অমরাবতীর বাজার তুলা প্রেরিত হই
এখানকার তুলার আস আরও উত্তম না
আমেরকার সহিত প্রত্যোগিতা সম
নাই।

নিউজিলাণ্ডে পুনর্দার যুদ্ধরক্ত হই
আদিমবাসীরা সম্প্রতি এক যুদ্ধে ইংবাজ
নলেব অনেক ক্ষতি করিয়াছে। উপনি
যা হইয়া থাকে তাহাই হইতেছে।
হটক আর পরাভয় হটক, আদিম বাসি

খবী ত্যাগ করতে হইবে । ইউরোপীয়
অন্য জাতির অবস্থান বড় সহিতে
না ।

বোম্বাইয়ের মিউনিসিপালিটি খাতা
১০,০০০ টাকা উচ্চরণ কার্য
উহার বিরুদ্ধে কোর্টদ্বারা নালিশ
করা হইয়াছে ; কিন্তু নালিশের পূর্বে যথেষ্ট
করিয়াছেন । বোম্বাইয়ের মিউনিসিপালিটির
করা আবশ্যিক । এখানে হালডেন
কিছু বলা কাহারও মত হয় নাই ।
কর্তৃপক্ষের ক্ষতি কর । এখানকার মিউ
অস্তিত্ব নাই । কলিকাতার
এক জন এতদেশীয় খৃস্টীয়ান
কুলিগণনার ব্যতিক্রম করিয়া পদ
কিন্তু কিছুদিন পরে আবার কর্ম
করা ।

আগামী সোমবার প্রধানতম বিচারালয়ের
সিটিন্গ বসিতেছে । বোধ হয়, বিচারপতি
আসনগ্রহণ করিবেন । এবার অনেক
অপরাধের মকদ্দমা আছে ।
কলেজের গেজেটে লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর এক
সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত
ও বড়ঘাটে দু'তরীড়া নিবেদন
করিয়াছেন ।

কল্যাণের জন লরেন্স কলিকাতায় আগ
করা ।
রিচার্ড টেম্পল বোম্বাইয়ে গমন করি
কেন । তত্রতা রাজস্বসংক্রান্ত বিষয় দর্শন
করা ।

মিস কাপেন্টর এদেশের জেল প্রণালীর
লোম্বায়েপ করাতে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট
কমন্ডার এক দীর্ঘ রিপোর্ট প্রস্তুত করি
কেন । এত বোগ, আমাদিগের শাসন
লীর কেবল কাগজের উপরে নির্ভর । আট
বা দিয়া রিপোর্ট লিখিতে পারিলেই কাজ
কেন । অত্যন্তদর্শনের আশংকতা
কেন ।

কুণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, ভারতবর্ষ
অধিক পরিমাণে বিলাতী বস্ত্র ও চা
কমলা আসিয়াতে বাইতে না পারে এট
শেয় রুশীয় গবর্নমেন্ট শতকরা ২৫ টাকা
করিয়াছেন । রুশিয়ার অধিকৃত আসিয়ায়
কমলাপ্রেরণের সময় আসিয়াছে ।
মামরা আফ্রানিতে হইয়া প্রকাশ করিতেছি,
কর মৌএট প্রত্যেক জেলে খ্রীলোকদিগের
কবার পতন স্থান করিতেছেন । দেওয়ানী
দিগেরও থাকিবার স্থান বস্ত্র হইবে ।

এবার আসামে বখেই চা ও ধান্য জন্ম
যাচে । শিবসাগরে চা ভাল হয় নাই

নাগপুর অবজারবর নিশ্চয় বলিয়াছেন, মধ্য
ভারতবর্ষে হুজিরের কোন আশঙ্কা নাই ।
সকলের প্রার্থনা ত তাহাই ; কিন্তু আমাদিগের
আশা যে পরিপূর্ণ হয় বোধ হয় না ।

পঞ্জাবের লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর অধ্যাপি
নীমার নিকটে আছেন । সিয়ানআলি খাঁ
পসোয়াবে আসিবেন এখন ও সে সত্যবনা
আছে । আবহুল রহমেনের সহিত যুদ্ধ শেষ না
হইলে ইহা হইতেছে না । আবহুল রহমেন যে
জয়ী হন বোধ হইতেছে না । তিনি যে স্থান
পত্নিত্যাগ করিয়া আসিতেছেন, তখাকার
লোকেরা বিরোধী হইতেছে, তাহার সৈন্যগণও
বড় অসুস্থ হইবে ।

৬ ই অগ্রহারণ শুক্রবার ।
সেকন্দ্রা বেগমের কন্যা সাজিদান বেগম
তুপানের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন ।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সর্দার
আবহুল রহমেন খাঁ তুর্কিস্থানের বিরোধশক্তি
করিয়া বামিয়ান উপত্যকার আসিয়াছেন ।
তখার সিয়ানআলি খাঁর বেসকল সৈন্য ছিল
তাহারা তরে পলায়ন করিয়াছে । কতকগুলি
সর্দারের দলে জুটিয়াছে । ক্ষুদ্র কাবুলে আসি
তাঁহ'র অভিপ্রায় । সিয়ানআলি খাঁ আপন
পুত্র জাকুব আলি ও সর্দার ইসমাইল খাঁকে
বামিয়ানের দিগে প্রেরণ করিয়াছেন । কিন্তু
সৈন্যগণ বেতন না পাওয়াতে অসন্তুষ্ট হইয়াছে ।
একপ জনসংখ্যা কাবুলের অনেক সর্দার গোপনে
আবহুল রহমেনের সাহায্য করিতেছেন । বোধ
হয় সিয়ানআলি খাঁ কাবুলে অধিক কাল
থাকিতে পারিলেন না ।

৭ ই অগ্রহারণ শনিবার ।
লাহোরের বিখ্যাত পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ শাস্ত্রী
যাবতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার ভার পাই
য়াছেন । গবর্নর জেনরল এই কার্যের নিমিত্ত
বার্ষিক ২৪,০০০ টাকা দিশার মানস করিয়া
ছেন । ছুইটলি টোলা সাহেবে যত্নে এই মহৎ
কার্য হইতেছে ।

আর এক জন এতদেশীয় বারিষ্টার বোম্বা
ইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ে প্রবেশ করিয়া
ছেন ।

সেপ্টেম্বর মাসে যে ছয় মাস শেষ হয়,
তাহাতে মধ্যভারতবর্ষে ১৮ টি মেলা হইয়াছিল ।
উহার মধ্যে মধ্যম বিভাগে ১৪ টি হয় । সর্বা
পেক্ষা চাঁদার মেলায় অধিক অর্থাৎ ১৪,০০০

লোক সমবেত হইয়াছিল । এই স্থানে
টাকার দ্রব্য বিক্রীত হয় । অন্য অন্য
গড়ে ৫০০০ লোক হইয়াছিল ।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের
বিক্রীত হইতেছে ।

৪ টাকার সিকা	২৪৪০ । ২০
৪ ২ কোং	২৪৪০ । ২০
৫ ২ পবলিকওয়ার্ক	১০৪৫ । ১০
৫ ২ কোং	১০৯ । ১০
৫৪ ২ কোং	১১৩০ । ১১

ইউরোপীয় সমাচার ।

লণ্ডন ৫ ই নবেম্বর । প্রুশিয়ান রাজা
মহাসভার কার্যারম্ভ করিয়াছেন । রাজা
দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় লইয়া
করিয়াছেন । তিনি উৎকর্ষ সাধনের
করিয়া বলিয়াছেন বিদেশীয় গবর্নমেন্ট
সহিত তাহার সম্পূর্ণ সত্বাব আছে । তিনি
নের বিপ্লবের বিষয়ে অসুন্মোদন করিয়াছেন
গতকাল রাইট সাহেবকে এডিনবরা নগর
স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে ।

যে যে প্রধান প্রধান বিষয়ে তিনি
হইয়াছেন তাহার উল্লেখ করিবার সময়ে
সাহেব বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের তথ্য
তিব বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই ।
কেই জে দেশের প্রতি অমনোযোগী দেখা
তিনি আরও বলিলেন, প্রুশীয়া ও অস্ট্রিয়া
শেন যুদ্ধই ইউরোপীয় রাজগণের ঘেবর
বার প্রধান কারণ ।

নিউইয়র্ক হইতে ৪ টা নবেম্বরের যে
গ্রাম আসিয়াছে, তাহাতে জানা যাইবে
নীচতন্ত্রপ্রিয় দলে নিউইয়র্ক ও নিউ
প্রদেশে আপনাদিগের পক্ষের প্রতিনিধি
নিত করা হয় ।

৬ ই নবেম্বর । ৫ ই নবেম্বরের এক টেডি
নিউইয়র্ক হইতে আসিয়াছে । ইহাতে প্র
করে, ২৫ টি প্রদেশের লোকের সৈন্য
ঘাটের সভাপতি হইবার বিষয়ে ২০৩ টি
৭ সভ্য সাহেবেব অসুস্থলে নতুন প্রদেশের
মত হইয়াছে । নীচতন্ত্রপ্রিয় দলের ২৭
প্রতিনিধি মহাসভায় প্রবেশ করিয়াছেন ।
সাধারণতন্ত্রপ্রিয় দলের সংখ্যা অল্প
পেক্ষা তিন অংশের দুই অংশ অধিক
হইয়া কমিয়াছে ।

৭ ই নবেম্বর । ভারতবর্ষের পার্শ্ব
নিমিত্ত টাইমস অব ইণ্ডিয়া ইংলণ্ডের প্রতি
নৈমিত্তিকারীদিগের নিকটে যে আ

ভেদে, তদ্বিষয়ে অন্যকার চাঠনস পত্র
 দীর্ঘ প্রস্তাব আছে। সম্প্রতি লাড সালি
 মাফেটের যে যে বক্তৃতা করিয়াছেন.
 অনুকরণ করিয়া টাইমস তারতবর্ষে
 চাসের নিমিত্ত পত্রী পাইবার প্রস্তাব
 চেন। গত ১৯০১ ট্রাফোর্ড নর্পকোট
 ময়কে ১৯০১ সাল দিয়াছেন। ১৯০১
 জ মোজ একের মধ্যে আক্রমণ করিতে
 পরাজিত ও দুর্নীত হইয়াছে।
 ই নবেম্বর। সর ট্রাফোর্ড নর্পকোট ভাবত
 খালকাটা কোম্পানির উৎকলিত খাল
 ক্রয় করিবার নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিয়া

ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের এক অতিনন্দ
 প্রত্যুত্তর দিবার সময়ে লাড মেয় বলিয়া
 ভাবতবর্ষের সর্গস্থানে কৃষিকাষের উন্নতি
 খাল করা অতিনন্দ আবশ্যিক। তিনি
 গছেন, ইংলেণ্ড যে প্রণালী অবলম্বন কর
 তারতবর্ষে তাহা সহজে করা যাউতে
 বে। এক্ষণে তারতবর্ষের শাসনকার্য
 ত যে প্রকার বিস্তার পত্র লেখালেখি হইয়া
 তৎপ্রতি লাড মেয় মোঘাবোপ কবিয়া
 গছেন, পত্র লেখার পরিবারে কাজ করা
 অতিশ্রেষ্ঠ হইয়াছে। তিনি আরও বলি
 ম, স্থানীয় কর্মচারীদের জোরামশনঘাড়া
 ত উপকার হয়, সেট উদ্দেশে শাসন করি
 অন্য প্রতি বিভাগে পৃথক প্রণালী করা
 য়।
 সনাপতি প্রিন্স স্পেনীয় সেনাদলের মার্শল
 প্রধান অধ্যক্ষ হইয়াছেন। তিনি যাব
 সৈনিককে সাধারণ সভাসমূহে যাঁতে
 ম করিয়াছেন।
 হৃৎপূর্ণ রাজী ইসাবেলা পারিসে উপনীত
 াছেন।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।
বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্টগবর্নরের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

১১ ই নবেম্বর। টি. জে. সি. প্লাউডেন
 ১১২৪ পাইলটার সহকারী মাজিস্ট্রেট ও
 লইয়া ১১২৪ পাইলটার সহকারী মাজিস্ট্রেট
 টের কমতা প্রাপ্ত হইবেন।
 নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা বাচির দাতব্য চিকিৎ
 পুর চালাইবার সভার সভ্য হইবেন।
 লেপ্টনেন্ট কর্নেল জে. এ. ডাবলিউ।

এচ, ট্রেনকোর্থ সাহেব।
 অ'র. ডবলিউ. কিঙ সাহেব।
 বাবু গিরিশচন্দ্র মিত্র।
 মুন্সি সনানন্দ সহায়।
 জে, কেলি সাহেব কলিকাতার মেডিকাল
 কলেজের চিকিৎসালয়ের ধাত্রী বিভাগের
 হাউস সার্জন হইবেন।

১১ ই নবেম্বর। দেবগড়ের মুন্সেফ বাবু শীত
 লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আপাততঃ যে কমতা
 আছে, তদ্বিষয় ভাগলপুরের নিম্নলিখিত স্থানের
 বেলগড়ের ক'র্ড লাইনের মকদ্দমা নিষ্পত্তি
 করিবার কমতা পাইবেন।

- (১) সূর্যগড়ের মুন্সেফের সীমার মধ্যস্থিত
 পরগণা চকাই, গিরিধো, খন্দনবোকা,
 ও সালিমাবাদ।
- (২) মুন্সেফের মুন্সেফের সীমার মধ্যস্থিত
 পরগণা পরিতপাড়া।
- (৩) ভাগলপুরে মুন্সেফের সীমার মধ্যস্থিত
 পরগণা খন্দনে।

কলকাতার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি
 কলেজের এ, ক্রেমেন সাহেব ১৮৬৪ আর্ডার
 ৭ আর্টন অনুসারে মকদ্দমা করিবার কমতা
 পাইবেন।

যত দিন মৌলবী গোলাম মকদ্দম বিদায়
 লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু
 সূর্যকান্ত চৌধুরী মওগাঁর প্রতিনিধি মুন্সেফ
 হইবেন।

১২ ই নবেম্বর। ডবলিউ. বি. ওলডহাম
 সাহেব চারজিলিডের প্রতিনিধি সহকারী কমি-
 সনর হইয়া মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেজের
 কমতা প্রাপ্ত হইবেন। আর যত দিন ডবলিউ,
 বি, ডি, মটন সাহেব মকদ্দমে থাকেন, তত দিন
 তিনি তত্ত্বতা কোর্ট আদালতের প্রতিনিধি
 জ্ঞ হইবেন।

জে, টুইডি সাহেব কৃষ্ণনগরের এক জন
 মিউনিসিপাল কমিসন ও মিউনিসিপালিটির
 সহকারী সভাপতি হইবেন।

লেপ্টনেন্ট এম. টি. সেল (যিনি কপে ছোট
 নাগপুরের কখন মহলের থাকবন্তি কাষে
 নিযুক্ত আছেন তিনি) যত দিন ছোট নাগপুরে
 থাকিবেন তত দিন নিজপদপ্রভবে তত্ত্বতা
 কমিসনরের সহকারী হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ত্রিপুরার বিদ্যালয়
 সভার সভ্য হইবেন।

- এ, ডবলিউ, ক্রেমেন সাহেব।
- ডবলিউ, ডে'ব সাহেব।

বাবু মোহিনীমোহন বর্ডন।
 কাছাড়ের সহকারী কমিসনর ও, জি, অ
 মাকউইলিয়ম কুলিরককের কমতা পাইবে
 কিন্তু তিনি তত্ত্বতা প্রতিনিধি কমিসনর
 ডবলিউ, এডগার সাহেবের অধীনস্থ হই
 এই কমতা প্রাপ্ত হইবেন।

ডবলিউ, হেনাম সাহেব পাটনা, গয়া
 সাহাবদে ১৮৩৩ আর্ডার ৯ আইন অনুসারে
 ডেপুটি কলেজের কমতা পাইবেন।

১৪ ই নবেম্বর। যত দিন বাবু প্রসন্নকু
 সর্গাদিকারী বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকি
 তত দিন পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাব
 সম্প্রদায় কলেজের প্রতিনিধি অধা
 করিবেন।

১৬ ই নবেম্বর। ডাক্তার জে, জে, মনি
 এস, বি, কাছাড়ের প্রতিনিধি সিভিল আসি
 সার্জন হইবেন।

বাবু টমান, মহেন্দ্রলাল বসু বর্ডমান ও
 লির প্রতিনিধি বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবে

১৭ ই নবেম্বর। নিম্নতর শাসনকার্যের
 লিখিত কর্মচারীগণ বর্ত হইতে পঞ্চম ঘো
 উন্নীত হইবেন।

- মৌলবী মহম্মদ।
- বাবু শীতাকান্ত মুখোপাধ্যায়।
- * আনন্দচন্দ্র সেন।

গবর্নর জেনরলের সম্মতিক্রমে লেপ্ট
 গবর্নর বাবু ইশ্বরচন্দ্র ঘোষালকে বক্ত
 ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্যপদে নি
 করিয়াছেন।

যত দিন লেপ্টনেন্ট কর্নেল জে, এস, বে
 বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত
 লেপ্টনেন্ট কর্নেল ই, এ, রাউলাট ছোট
 ত্বের প্রতিনিধি কমিসনর হইবেন।

লেপ্টনেন্ট কর্নেল রাউলাটের অনুপ
 কালে ডবলিউ, ও এ, বেকেট সাহেব প
 দুয়ারের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর হইবেন।
 জে, ডবলিউ, এডগার সাহেব, ড
 জে'বির প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর হইবেন।

—:—

আমাদিগের আনুলিয়াস্ত সং
 দাতা লিখিয়াছেন।

১। গবর্নমেন্ট আজ কাল দেশের
 সাধারণ পবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টে
 রুষ্টি করিতেছেন। কিন্তু উহর কর্ম
 স্থানে সমান হয় না। সম্প্রতি নদীয়া

এতৎসংক্রান্ত অনেক কার্য আরম্ভ হইয়াছে। এখানে ৪।৫ জন ইঞ্জিনিয়ার আসিয়াছেন। গবর্নমেন্টের ইহাতে মাস মাস ঘেরাপ বাধ হইতেছে, তাহার অনুরূপ কর্ম টেক? একরূপ জন-ক্রান্তি যে কএকটি খাল কাটান হইবে, কিন্তু তাহাও যে কবে আরম্ভ হইবে, তাহারাই বলিতে পারেন। আমাদিগের এতৎসংক্রান্ত একটা বক্তব্য আছে, এই অবসরে তাহা গবর্নমেন্টের গোচর করা কর্তব্য।

সোমপ্রকাশপাঠকবর্গের অনেকেই অবগত আছেন যে, কলিকাতা হইতে আরম্ভ হইয়া একটা সুবিস্তীর্ণ রাজপথ বাসন্ত, জাঙ্গল, রানাঘাট, উলা, কৃষ্ণনগর, দেবগ্রাম, কালিগঞ্জ, লাখুণীপ্রভৃতি গ্রামসমূহের মধ্য দিয়া তেলা বহরমপুরের কাসিমবাজারপর্যন্ত গমন করিয়াছে। ঐ রাজপথটিকে সচরাচর লোকে "কোম্পানির রাস্তা" কহিয়া থাকে। ঐ রাস্তাটী থাকায় এ দেশের যেকোন উপকার হইয়াছে, তাহা বর্ণনাভীত। উহার স্থানে স্থানে সাঁকো এবং আবশ্যিক মত বৃহৎ বৃহৎ পুলও আছে। খড়ে পার হইয়া বহরমপুরপর্যন্ত এই সীমার মধ্যে অনেকগুলি পুল প্রস্তুত হইয়াছে। কৃষ্ণনগর ও মাগাকোলে। মধ্যবর্তী এক স্থানে গবর্নমেন্ট কএক বৎসর হইল, তাল রুকের একটা সেতু নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। তদ্বারা পশ্চিমদিগের অনেক কষ্টনিবারণ হইয়াছে বটে, কিন্তু পুলটী সুবিধাজনক নহে। প্রতিবৎসর উহার সংস্কার করিতে হয়, তাহাতে বিলক্ষণ ব্যয় হইয়া থাকে। উহার নিমিত্ত এ প্রদেশে তালরুক্ষ ধূন্য হইল। যখন হঠক, আমাদিগের মতে এই পুলটী পাকা করা প্রজ্ঞাহিত্তবী গবর্নমেন্টের একান্ত কর্তব্য। কএক দিবস হইল আমি কার্যে লক্ষ্যে ঐ সেতুর উপর দিয়া গমন করিয়াছিলাম। দেখিলাম, উহা স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে। তাহার উপর দিয়া গাড়িপ্রভৃতি চলিতে পারে না। পশ্চিমদিগেরও অতি সাবধানে গমনাগমন করিতে হয়। এটা পাকা হইলে আর এ উপস্রব থাকে না।

২। সোমপ্রকাশে শান্তিপুর হইতে ছোট আদালত ও মুনসেফি আদালত রানাঘাটে উঠিয়া বাইবার প্রসঙ্গ হইয়া যে দুইখানি পত্র প্রকাশ হইয়াছে, তদ্বিবয়ে আমাদিগের আর কিছু বলা বাহুল্য। মহাশয় উহাতে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সম্পূর্ণ অশ্রমোদনীত। শান্তিপুর অপেক্ষা রানাঘাট আজি কালি সংস্করণে সুবিধার স্থান হইয়াছে। এখানে

আদালত দুইটি স্থাপিত হওয়া বিধেয়। শান্তিপুরের পত্রপ্রেরক যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা কোন কার্যের নহে। শান্তিপুরে অধিক লোকের বাস বাসিয়াই কি তথায় আদালত থাকিবে? তিনি লিখিতেছেন যে যদি এখানকার বিচারালয়ের রানাঘাটে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে তথায় মনুষ্য তন্ত্রের প্রাহৃত্য অধিক হইবে। ইহার সহিত আদালতের কিসংক্রমণ আছে? যদি মাজিষ্ট্রেটের কার্যারই উঠিয়া গেল, এ দুই আদালত থাকায় ফল কি? কেবল গবর্নমেন্টের পুলিস থাকিলেই তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। আর একটা বিষয় এ স্থলে ব্যক্ত করা অবশ্য কর্তব্য। রানাঘাট সবডিভিজন পূর্ক দিগেই অধিক বিস্তৃত এবং অনেক ভদ্র ভদ্র গ্রাম আছে। তাঁহাদিগের কোন ব্যক্তিকে মকদ্দমা উপলক্ষে শান্তিপুরে উপস্থিত হইতে হইলে তীর্থযাত্রার ন্যায় পাপের লইতে হয়। কষ্টেরও পরিসীমা থাকে না। এ বিষয় গত বারের শক্তিকার সুবর্ণপত্রীর এক মহাশয় বিস্তারিত করিয়া বলিয়াছেন। উপসংহারকালে আমরা পুনঃ পুনঃ গবর্নমেন্টকে অনুরোধ করি, তচ্ছি, যাহাতে বিচারালয় দুটি রানাঘাটে হয়, তাহা করেন।

৩। গত বারের পত্রিকায় বনগ্রাম মকদ্দমা হইতে যে ১১ জন ডাকাইত গেরেস্তার হইয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়াছে দেখা হইয়াছিল। কএক দিন হইল তাহাদের সেগনে বিচার হইয়া গিয়াছে। ১১ জনের মধ্যে ১ জনের ৪ চারি বৎসর কারাবাস অপরা ১০ জন অব্যাহতি পাইয়াছে।

৪। সম্প্রতি আনুলিয়া ডাকঘরে প্রান্ত দিন এত পত্র আসিতেছে যে, এক জন লোক দ্বারা উহার বন্ধন করিতে হইলে স্থানান্তরের লোকেরা, নিরুন্মিত সময়ে পত্র পাহতে পারেন না। ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে অনিশ্চিত বলিতে হইবে। আমরা কএকবার এ বিষয় সোমপ্রকাশে ও অন্য অন্য পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি এক্ষণে লিখিতেছি, গবর্নমেন্ট ঘেরাপ দয়াপরতন্ত্র হইয়া উহার আবশ্যিক স্রবণাদি অর্পণ করিয়াছেন, সেটরূপ উহার নিমিত্ত এক জন খতর হরকবা নিযুক্ত করিয়া আধিসের অতঃপর করুন।

৫। এ প্রদেশের শস্যের গতিক বড় মন্দ। চাউল ত ক্রমশই দুর্ঘা লা হইতেছে। টেকমিক খানের লক্ষণ ভাল নহে। গবর্নমেন্ট রপ্তানী বন্ধ করুন, নতুবা দেশের কষ্টের সীমা থাকিবে না।

আমাদিগের মেদিনীপুরস্থ লখাতা লিখিয়াছেন।

মহাশয়! প্রায় দুই মাস হইল জল না হওয়ায় কৃষকেরা খানের আশায় এক প্রকার হইয়াছে এবং দিন দিন শস্যের দুলাহুতি চতুর্দিক হইতে হুতিকালঙ্কা ও হাহাকার উঠিয়াছে। বর্ষান্তে নিয়ন্ত্রণদেশকল ক হা গিয়াছিল, আবার অনাহুতিনিবন্ধন শস্য স্থানগুলিও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। সুতরাং ভরের মধুর যে পুনরায় উপাস্ত হইবে সমুদয় লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই বেলা খান না হইলে শস্য অনিবার্য হইয়া উঠিবে।

২। গবর্নমেন্ট ইংরাজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক বাবু শ্যামাচরণ দাস চাই হইতে পরিবর্তিত হইয়া পুনরায় এখা দ্বিতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি বিদ্যান তেমনি সচ্চরিত্র ও নয় এখন আম স্থলের প্রান্ত প্রহ আনিবে।

৩। এখানকার পুলিথে ডিগ্রেড, ডি টান সাকার ও সপ্পেও ইত্যাদি নানা চলিতেছে। হুটের সময় শিপ্টের পালন হই স্থলের বিধায় শান্তিগোবর মাথা না হয়।

৪। আমাদিগের সদর আমিন বাবুর দোষটী ক্রমে শুধরাইতেছে; কিন্তু স তাহার একটা কার্যদর্শনে আমরা অসন্তুষ্ট হই।

৫। এখানে ও মক্কেলে আরের প্রা পলা যাইতেছে। রাজপুরুষদিগের এবিসয়ে যোগ করা উচিত, নতুবা কেবল মিউনি লটির ওকালত সাক ও জরিমানায় কিছুই না।

মেদিনীপুর
১লা অক্টোবর

আমাদিগের কোরহাটি স্থ সং দাতা লিখিয়াছেন:—

ইতিমধ্যে বিক্রমপুরে দুই বৃহৎ চুরি গয়াছে। তাহার একটা জীৱগর ট্রেনের ক্রশাইল গ্রামনিবাসী এক ভদ্র ব্যা বাটীতে হইয়াছে। এই চুরিতে প্রায় বনা সোনা রূপার অলঙ্কারপ্রভৃতিতে প্রায় ১০ চাকার টাকার প্রব্য অপহৃত হইয়াছে। অ বাজনাটী খানার অন্তর্গত লাহাজুর কোন বন্দ্যবসায়ী মহাজনের গৃহে হইয়া

ব্যান্ধিত প্রায় ৫। ৬ হাজার টাকা অপহৃত
 উভয় চবিবই স্থানীয় পুলিশ মনো
 সহকায়ে অনুসন্ধান করিতেছেন ; কিন্তু
 পর্যন্ত কিছু করিতে পারেন নাই ।
 ব্যক্তি চৌধুরী যে অনেকসংখ্য ব্যক্তি এক
 হইয়া করিয়াছে, তাহা স্পষ্টই লক্ষিত
 উক্ত মহাজনের দোকান গৃহের পশ্চাৎ
 অন্তিক স্থান ব্যাপিয়া কতক অঞ্চল
 , তথায় লোকের বড় বাতায়ানত নাই ।
 ত্রিভুজ চূড় হয়, তৎপব দিন প্রাতে দৃষ্ট
 , জে অঞ্চলের মধ্যে এমন একটা প্রাঙ্গণ
 হইয়াছে যেন তাহা দিয়া অনেক লোক
 গমন করিয়াছে । এতদ্বারাই অনুমান হয়,
 চৌধুরী অল্পসংখ্য লোককর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়
 । বোধ হয় বিক্রমপুর দলবদ্ধ দস্যুদিগের
 ইহা হইয়া থাকিবে । যাহা হউক, পুলিশ
 যোগপূর্বক অনুসন্ধান করিলে ছুরাখ্যার
 হাতে পারিবে না ।
 গত ১১ টি চত্রের সোমপ্রকাশে মদাধী
 কুমার নিকটবর্তী কুলপদ্মী নামক স্থানের
 তার বিষয় যে প্রকাশিত হয়, অবগতি
 বিন্দ্যালেব এক জন পুলিশ ইনস্পেক্টর
 আশ্বিন মাসে উক্ত দস্যুতাসংলিষ্ট ছুরা
 ধৃত হইয়া বিচারাদীনে নীত আছে ।
 সূতাসম্পর্কে জেলার কর্তৃপক্ষদিগের যে
 প্রায় চইয়াছিল, আমরা বিশ্বস্তরূপে অব
 হইয়া তাহা গ্রন্থলে প্রকাশ করিতেছি ।
 বরিশালের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট
 ব অনুমান করেন যে, ইহাদস্যুতাসম
 চরিত মহাজনের সহিত কোন ব্যক্তির
 থাকিতে সে নৌকাখুশন পূর্বক টাকা
 ব্যাদি লইয়া গিয়াছে । অতএব ডাকাইত
 লয়া খুঁঠ অভিযোগ যদি কোন দরখাস্ত
 তাহা হইলে তৎপ্রযায়ী অনুসন্ধান করা
 ত পারে । এই অভিপ্রায়সহ তিনি ইনস্পেক্টর
 জনরল সাহেবের সমীপে এক রিপোর্ট
 ন । ইনস্পেক্টর জনরল মহোদয় এতৎ
 কোন আদেশ না করিয়া তাহাতেই
 এক প্রকার নিরস্ত থাকেন । কতিপয় দিন
 জেলার কর্তৃপক্ষের সমীপে এই খালিয়া
 প আইসে যে সোমপ্রকাশে জানা
 মাসারীপুরের নিকটে বাস্তবিকই ডাকা
 হইয়াছে । অতএব সর্বশেষ মনোযোগ
 অনুসন্ধান করা ডাকাইতগণকে ধৃত করা
 যর অবশ্যক । ১১ তদনুসাবে বরিশা
 সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব আইবন খাঁ
 ১ এক জন ইনস্পেক্টরকে নিয়োজিত

করেন । ইনস্পেক্টর বাবুও ফুল্লুর কোমলসহ
 করে ছুরাখ্যাদিগকে ধৃত করিয়াছেন ।

৩। কোন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিলাম,
 বহন কোদালিয়াব নিকটস্থ পদ্মতে ঘূর্ণ ফলে
 একখানা নৌকা ডুবিয়া ৩ তিন জন লোকের
 মৃত্যু হইয়াছে । খেদের বিষয় সন্দেহ নাই ।

**আমাদিগের মগরাহ সংবাদপত্র
 লিখিয়াছেন:—**

৩০ এ অক্টোবর সন্ধ্যার সময় মগরার সন্ন
 হিত এক ব্যক্তি শূলবেদনার যন্ত্রণায় একটা রুক্ষে
 উদ্ধমনধারা মানবলীলা সধরণ করিয়াছে ।

২। এখানকার রাজাসকলের সংস্কার ও
 মজুরদিগকে খাটাইবার নিমিত্ত এক জন অতি
 রিক্ত ইংরাজ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কাল
 টের আসিয়াছেন ।

৩। কার্তিক মাস শেষ হইল, এপর্যন্ত
 বিশুমাত্র রুষ্টি ন হওয়াতে ডেলা জমীর দান
 সকলের বিশেষ আনন্দ ঘটতেছে ।

৪। যদি ইতিমধ্যে আর কোন ঠেব প্রতি
 ক্ষক না হয়, তাহা হইলে নষ্টাবশষ্ট ধানের
 মধ্যে হই কি তিন আনা দল হইবে,
 সকলে এইরূপ অনুমান করিতেছেন ।

৫ ই নবেম্বর
 ১৮৬৮

—:—

প্রেরিত ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
 মহাশয় সমীপে
 বীরভূম ।

মহাশয়!—হৃদয়িক উপস্থিত হইলে চারি দিকে
 হল পুল পাড়য়া যায়? কিন্তু কি উপায় অবল
 ধন করিলে, তাহা পুনঃ উপস্থিত হইতে না
 পারে পূর্ণ হইতে তৎপ্রতি কাণকৈও যত্নবান
 দেখা যায় না । এ বৎসর কোন স্থলে বা অতি
 রুষ্টি অবধান যার পর নাই লোকের ক্রোধ হইয়
 গিয়াছে, আবার কোন স্থলে বা রুষ্টি অল্প হই
 য়াছে । ফলে সমষ্টি দারতে গেলে এ বৎসর
 ফল সূচকরূপে জন্মে নাই । প্রকৃত হৃদয়িক না
 হউক, চাউলের হ্রস্বপাতানিবন্ধন সাধারণ
 গতাঃ অল্পকষ্টে যে মানবায়া চইবে, তাহা বদ
 ক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে । নিয়ু ভূমতে জল
 নিগমনের পথ প্রস্তুত ও উক্ত স্থানে কৃপণমন
 কারী হলে, এই কৃপণধিনারক ব্যাপার যে
 পুনঃ সংঘটিত হয় না, এ কথা সাহস করিয়া
 বলা যাইতে পারে । অন্য যে এই প্রস্তাবের

অবতারণা করলাম তাহার উদ্দেশ্য
 বীরভূম প্রদেশ দিয়া যে নদীগুল
 থাকে, তাহাদের মধ্যে ময়ূরাক্ষী অ
 বেগবতী । যে যে স্থান দিয়া ইহা বহমান
 ধর্ষা কালে প্রাবন হইলে, ততৎ স্থানে
 আনষ্ট সাধন করে না । খানা ময়ূরেশ্বরের
 গর্ত খড়দ, ছাতয়া, উদানপুরপ্রভৃতি
 ধার দিয়া বহু কাল হইতে একটা বাধ
 কয়েক বৎসর অতীত হইল, তাহা ত
 গিয়াছে । সেই অবাধ বর্ষ
 উক্ত গ্রামবাসীদের ক্রেশের একশেষ
 তেছে । বন্য আইলে চার দিকে অলভি
 কিছুই দেখা যায় না । অধবাসীরা কষ্ট
 প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকে বটে ; কিন্তু
 দের গৃহগুল এক বারে ধরাশায়ী হয়, য
 কালের ক্ষতি হইয়া যায় । আর তাহার
 বৎসর হা অন্ন ঘো অন্ন করিয়া বেড়ায় । ট
 রাতে অতর্কিতরূপে বন্য আইলে য
 হান হয় না, তাহারই বা নিশ্চয় কি?
 তাহারা কি শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছে
 তাহাদগকে হস্তালবধান করেন এম
 কেহই নাই? শুনিলাম, অধিবাসীরা
 উপায় করিয়া দিবার জন্য স্থানীয় বিচার
 মহাশয়দের সমীপে পুনঃ পুনঃ আবেদন
 ছিল । কিন্তু চঃখের বিষয়, তাহা তাঁহাদের
 ধানের যোগ্য বিষয় চইয়া উঠে নাই । তাঁ
 সেই আবেদনপ্রতি কিছুমাত্র মনো
 করেন নাই । এখন এ বিষয়ের যথাযথ
 কন হইয়া কিছু উপায় করয়া দেওয়া হয়,
 আমাদের একান্ত প্রার্থনা ।

২। বীরভূমের জল বায়ু স্বাস্থ্যকর
 প্রসিদ্ধি আছে, আজি কালি তাহার
 স্তর দেখা যাইতেছে । অনেকগুলি
 নানা পীড়ার আক্রমণ হইয়াছে বলিলে
 করি, অত্যুক্তি হয় না । রাইপুর, স্কুলপ্র
 গ্রামে যত্ন রোগের বিলক্ষণ প্রচর্চাব
 যায় । পূর্বে আমাদের এই সংস্কার ছিল
 বাঁহারা পানদোষে আপনাদের শরী
 নবীয্য করিয়া তুলেন কেবল তাহারা
 পীড়ায় অভিভূত হন । কিন্তু এখন
 দেখতেছি যে অল্পবয়স্ক শিশুগণও এ
 হইতে মুক্ত নহে । অধিকাংশ স্থলেই বাল
 এই পীড়া হইতেছে । আবার দেখুন, কা
 হইতে বসুগণের অনেকগুলি গ্রাম অ
 সেখানে অব আতি ভীষণ পানাবণ করি
 লে দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাহা
 প্রকৃত জর । এমন একখানি গৃহ দেখ
 ১৮৬৮ যাইবে না দেখানে ২১ জন গৃহ

রোগের কঠোর যত্ন না করি-
 ত। অন্যস্থানের কথা বলিতে পারি না, বন-
 আবাদে ১৫ দিন মধ্যে স্ত্রীনাথিক ১০০
 লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এই হারে যে
 স্থানে প্রাণ ক্ষয় হইতেছে না, এ কথা কে
 রাখে? এমন অবস্থায়, ইহা এপিডেমিক
 বটে কিনা, দেখা আবশ্যিক হইয়াছে।
 পীড়ার প্রথমাবস্থার লক্ষণ মাত্র দেখা
 যায়। এই সময়ে প্রকৃতরূপে প্রতিবিধি
 ইহার প্রকোপের লঘুতা সম্পাদন করা
 বাধ্যতাজিরা গেলে বেগ নিবারণ করা
 কষ্টসাধ্য হয় না।

ঠা কার্তিকের সোমপ্রকাশে কোন
 পোষ্ট আফিসের প্রতিফুলে বাহা লিখিত
 ছিল, তৎপ্রতিবাদে এক জন পাঠক সে
 যে বাক্য ব্যয় করিয়াছেন, তাহা অনধিকার
 বলিয়া প্রতীক্ষ্যমান হইল। তিনি পুথ্যাপুথ্য
 দেখিবেন সে পত্রের কোন্স্থলেই এমন
 লেখা নাই, যে সেই শাখা পোষ্ট আফিস
 কর্মচারীর দোষনিবন্ধন বিবদমান কুরীতি
 (ব্যাপ্তি পত্র লিখিয়া আয় বৃদ্ধি করণ)
 ন হইয়াছে। বাহাব প্রতি সেই ডাকঘরের
 তাব অপিত আছে, তিনি যে বিরূপ
 লোক তাহা বিলক্ষণ জানি। তিনি
 পরমজ্ঞ। তাঁহার সমস্ত ধার্মিক অমায়িক
 মন্ত্র দেখা যায়। আমি স্পষ্টভাবে
 তহি এ বিষয়ে কর্মচারীদের কিছুমাত্র

নার্থ বিস্তর ব্যয় করিয়াছেন। স্ত্রীনাথিক বিশ
 সহস্র টাকা হইবে।

গত ১৪ ই শনিবার, বহুবাজারের বাবু গ্রাম-
 শীলের লেননিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু যাদবচন্দ্র
 দত্ত কার্তিক পূজার উপলক্ষে প্রায় সাত আট
 সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া স্বদেশীয় বিকীরণ
 করিয়াছেন এবং বিস্তর ইউরোপীয় ও দেশীয়
 নিমন্ত্রিত সন্তান ব্যক্তি অল্পত ব্যয়ামক্রিয়া
 দর্শন করিয়া নেত্রের চরিতার্থতা সম্পা
 দন করিয়াছেন। কৌতুকদর্শনার্থ সমাগত
 বিস্তর অপরিচিত ব্যক্তিও নিমন্ত্রিতবৎ সমাগত
 হইয়াছিলেন। বহুসংখ্যক আতিথিও পরম
 পরিতোষ লাভ করিয়াছেন। বলিতে পারি যাদব
 বাবু এক জন উদারবেতা সং প্রকৃতির লোক ও
 নীলবৎসল। বাহা ইউক, উক্ত ধনাঢ্য মহাত্মার
 থাকিতেও কেন বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষানল
 হইতেছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশের কর্তৃক ক্রম
 মনি উক্ত দয়াসু মহাত্মার কর্তৃক কি প্রতি
 হইতেছে না? ইহারা কি মনে করিলে দুর্ভি
 ক্ষ নিরূপিত হইতে পারে না? অবশ্যই হইতে
 পারে। অতএব আম'র সামুদ্রিক প্রার্থনা এই যে
 তাঁহার দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে রূপাকটাক এন
 গার নিষ্ক্ষেপ করেন, তাহা হইলে মঙ্গলপকার
 সাধিত হইবে।

২রা অগ্রহায়ণ } সোকারিটোলা
 ১২৭০ সাল } ক্রী:-

নাই। তবে আমিও প্রতিবাদকারী পাঠক
 সতর্ক করিয়া দিতেছি তিনি যেন ভবি
 কোন বিষয় ভাল করিয়া বুঝিয়া প্রতি
 প্রবৃত্ত হইয়েন।
 ময়ূরী আবাদ
 মলা বী জু
 ৭ এ কার্তিক } ক্রী:-

১২ ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার মৌলবী আব
 খিক সাহেব মহাসমারোহে স্বকীয় কন্যার
 হইক কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। লক্ষ্য ও
 ধার্মিক এবং অন্যান্য বিস্তর সন্তান
 নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে
 মর দল বাইয়ের নাচ ও অন্য অন্য অনেক
 র হয়। তাহাতে দর্শকগণের নিকট
 মিলক্ষণ সুখ্যাতিলাভ হইয়াছে।
 এক এই মহাত্মা সুখ্যাতির যোগ্য পাত্র।
 মত ধার্মিক দয়াসু ও পরহিতৈষী লোক
 ময়ূরনগোচর হইয়া থাকে। শনিলাম
 মৌলবী সাহেব ঐসকল কার্যসম্পাদ

মহাশয়! রেলওয়েবাবু নামটী কি ভয়ানক!
 বাবুদের ব্যবহার দেখিলে ভয় শঙ্কিত
 হইয়া লক্ষ্য লক্ষ্য নরমুখ কারয়া। ঘৃণা
 ঘৃণার জড়ীভূত হইয়া এ মান মান লইয়া পলা
 য়ন করে। আমি বাবুদের চারুত্র বিশেষরূপে
 অবগত আছি কারণ আমি * * * * *
 টোরা এরূপ হইবেন না কেন? শিক্ষক লেখক
 করেন, চারুত্রগণ ও তাহার জগুক বো প্রবৃত্ত হয়।

ইহাদিগের বিশেষতঃ টেলিগ্রাফের বাবুদের
 হৃদয়সীমা নাই। পূর্বে ইহাদিগের ধার্মা
 সিক বেতনবৃদ্ধি হইত, পবে বার্ষিক হয় এবং
 একনে হইবৎসরেও কিছু হয় না, তথাপি বাবু
 দেব প্রার্থিত্য দেখে কে?

বাবুদের চরিত্রসংশোধনের যে দুটি উপায়
 আছে, তাহা অবলম্বন করিলেও অনেক উপ
 কার হইতে পারে। এই বিভাগে অধিকাংশ
 নব্য সম্প্রদায়ের লোক। যৌবনকালে যে মনে
 নানাপ্রকার কুপ্রবৃত্তির সঞ্চার হয়, তাহা সক
 লেই স্বীকার করিয়া থাকেন। একে কুসুবা,

তাহাতে অবকাশ নাই যে বাণী গমন
 পরিবারের সহিত আমোদ প্রমোদ ক
 স্তুরাং পরিবাহনই মনে করিয়া সর্বদা
 সুব্যবহার করতে প্রবৃত্ত হন।

ইহাদিগের বৎসরে ২১ দিনমাত্র
 কাশ পাইবার নিয়ম আছে। বেক
 তাহাও প্রাপ্ত হন না। অতএব আম'র
 বিভাগের কর্তৃপক্ষকে সর্বদা অল্পবোধ
 তেছি, যেন ইহাদিগের অবকাশ চয় মা
 দন করিয়া দেন।

২। অপর উপায়টির বেলত্রে কো
 সয়ং ব্যবস্থা করিয়াও করিতে পাবেন
 সঞ্জীক বাস করিলে যে চরিত্র সংশোধন
 তদ্বিনয়ে বড় সঞ্চয় নাই। কর্তৃপক্ষ সপা
 বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন ও প
 দিগকে কর্মস্থানে লইয়া যাইবার কালে প
 প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু স্থানের
 এই যে এই পাস প্রথম আনয়নকালে
 হইয়া থাকে, তাহার পর আর দেওয়া হ
 হইতাপ অগ্রবেতনহেতু কেহ পরিবার আ
 গাহস করেন না। বিশেষ এই পাসে ব
 পথবা কেশ্যে আসিবার যো নাই। ক
 না হইলে কে বা ইহাদিগের চরিত্র সং
 ধরে ও কেই বা পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ
 উপসংহারকালে বহুব্যয় এই যে উদার
 অবলম্বন কারয়া ইহাদিগের পাসের নি
 ক্রিয়ের বহনবৃত্তির ব্যবস্থা করিলে উ

বহার আনয়ন ও তদ্বাচা চরিত্রসং
 হইতে পারে।

১২ ই নবেম্বর } সোম চৈত্র সোমপ্রকাশ
 ১০৮০ } পাঠকসমূহ।

মহাশয়, সন্তান কালিকাতায় ব্যয়ামি
 বিলক্ষণ চেষ্টা হইতেছে। এই বিদ্যার
 দূর উপকারিতা আছে তাহা একনে অ
 বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু অনেকে
 দোষে এই বিদ্যার আসৎ ব্যবহার করিতে
 তাঁহার ইচ্ছাক একসী আমোদস্থল করিয়া
 তেছেন। আমরা বিশেষ জানি, কলিক
 কোন সন্তান বাবুর আলয়ে কে এক দিন
 কালে এই ব্যয়ামশিক্ষার প্রশংসা হয়।
 জন অবলম্বিত অধিকারিত লোক ব
 কারয়া বাবুদিগের মনোবঞ্জন করেন। যদি
 মত রক্ষণ প্রকৃত করিয়া বহুসংখ্যক
 সময়ে এই কার্য হইত, তাহা হইত
 ক্ষোভের হইত না। কিন্তু পুত্র নাচওয়া
 মত অনাদৃত স্থানে বিদ্যা প্রকাশ করা

পৌরব হইতেছে। এইরূপ হইতে থাকিলে
 'সোমপ্রকাশ' উপকার না হইয়; অপকার ঘটিবে
 এবং অনেকের চক্ষে ইহা বুল বুল লড়াই প্রকৃ
 ত নায়ায় একটি তামাশার জিহ্বাস বলিয়া
 মনে হইবে। প্রকৃত ভঙ্গ লোকের আর ইহাতে
 প্রতি থাকিবে না।

উপসংহারকাল বাবুদিগকে কহিতেছি যে,
 তাহাদিগের যদি বায়ামবিদ্যায় উৎসাহ দিবার
 উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহার অনেক পথ আছে.
 আমাদের তাহা অবলম্বন কবিতে পারেন। কিন্তু
 ইহা রূপে কতকগুলি নিয়মাদি বসাইতে হইলে
 উৎসাহ দিয়া বায়ামবিদ্যায় অপকর্মসাধন
 হইতে পারে না।

কলিকাতা
 ১৯১১

পূর্বে যখন আমাদের গ্রামে ডাকঘর ছিল
 একদিন হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরস্থিত সোণা
 পুর গ্রামের ডাকঘর হইতে মহাশয়ের পত্রিক
 প্রেরণ হইতাম। তখন উহা বৃহস্পতিবারে পাঠ
 হইত। কিন্তু এ স্থানে ডাকঘর হওয়াতে রবিবার
 তাহা সোমবারে পূর্বে উহা পাঠ না। অন্যান্য
 গ্রামের পত্রিক পূর্বে এ স্থানে সে সময়ে পৌঁছিত
 হইত। তাহার দ্বিতীয় সময় প্রতিবাহিত হইত
 এ স্থান হইতে অন্যত্র স্থানে পৌঁছিতেও
 অনেক সময় লাগে। 'সোমপ্রকাশ' লোকের এ ডাক
 ঘর সাহায্য গ্রহণ না করিয়া সোণাপুরী অথবা
 কলিকাতার ডাকঘরের ডাকঘরের দ্বারা
 পত্র প্রেরণ ও গ্রহণ কবেন। আমি যে ডাক
 ঘর কথা কহিলাম, ইহা এক্ষণে বিষ্ণুপুরের
 ডাকঘর বলিয়া নির্দিষ্ট হইতেছে। কিন্তু যদ্যপি
 সোমবারে ডাকঘরের সহিত যোগ হইয়া বঙ্গ
 প্রদেশের ডাকঘরের শাখা হয়, তাহা হইলে উক্ত
 বিপাক সুসংগত হয় এবং তাহা হইলে গবর্ণ
 মেন্ট ও আপক লোক হইতে পারে। কারণ
 সোমবারে ইহার নিবর্তন কখনও নামক
 অনেক বাণিজ্যোপজীবী লোক আছেন,
 তাহাদিগের পত্র প্রাপ্ত হইলে অন্যান্য
 গ্রামের লোকের মত অসংগত হইবার ভয়
 নাই। তাহা যোগে প্রেরণ কবিতে পারেন।

নিম্নোক্ত বর্ষসদ
 শ্রীমদুরাম হাওরা

নিম্নায় অভিজ্ঞত আছেন। এক গোলযোগেও
 নিম্নাতঙ্গ হইতেছে না। এমন যুগে বাবু কখন
 কেহ প্রায় দৃষ্টিগোচর করেন নাই। কোথায় কত
 শত শত প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে
 কিছুই খবর হয় না। কতকগুলি নিয়ম করাই
 মার, কার্যে কিছুই হইতেছে না। যে কোন স্কুলে
 হটক, প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীগণ অন্ততঃ নিয়মিত
 একবৎসরকাল পাঠ না করিলে স্কুলের কর্তারা
 তাহাদিগকে পরীক্ষার্থ প্রেরণ করিতে পারি
 বেন না বলিয়া যে নিয়ম আছে, তাহা থাকা
 আর না থাকা উভয়ই তুল্য। ইহার কারণ কি?
 যেসকল পরীক্ষার্থী নির্দোষ পরীক্ষায় অনি
 র্দোষ হইয়া থাকে, তাহারা প্রায় কেহই থাকি
 থাকেন না। সকলেই কোন না কোন একটা স্কুলের
 ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরী
 ক্তার দিন উপস্থিত হয়। কোন কোন স্কুলে কো
 র্ণওয়াল প্রবেশিকা শ্রেণিছিল কি না সন্দেহ; কিন্তু
 তথা হইতে ২০২৫ টির মত প্রায় আগমন
 করেন না। যে যে স্কুল হইতে উক্ত কাণ্ড চলির
 সম্পাদন হয় তত্ত্ব স্কুলের বর্তমান কর্তৃপক্ষের
 ক্ষমতা ও ছাত্র লগুয়াই কার্য, তাহারা ছাত্রগণের
 যোগ্যতা অযোগ্যতা দেখিয়া প্রেরণ করেন না
 সুতরাং প্রতিবৎসর অনেকেই অসুখী হইয়া
 থাকে। যখন এসব, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মবহি
 র্ত কার্য হইতে চলিল, তখন রেজিষ্টারের গাচ
 নদ্রা তির আর কি বলা যাইতে পারে? আগ্রহ
 থাকিলে একপ্রকার ঘটনা হইত না। যাহা হটক
 রেজিষ্টার আমার কথার সত্যতা বিনয়ে অণু
 মাত্র বিধানা করিয়া সূক্ষ্ম অনুসন্ধান
 করুন, নিশ্চয় জানিতে পারিবেন।

১২৭৫ } একান্ত বর্ষসদ
 ৫ ই অগ্রহায়ণ } শ্রীমদুরাম হাওরা।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল চক্রবর্তী	মগরা
১২৭৫ কার্তিক হইতে পৌষ	৩৬০
২২ ছারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কুঞ্জীগোপালপুর	
১২৭৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৬ কার্তিক	১৩
২২ হরিনারায়ণ রায়	বারুইপুর ৫৫০
২২ মনোহর মুখোপাধ্যায়	
১২৭৫ কার্তিক হইতে টৈত্র	৫৫০
২২ অমৃতচন্দ্র গুহ	বানরীপাড়া
১৮৮৮ নবেম্বর হইতে ১৯ জানুয়ারি	৩৬০
২২ মাসবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত	বালী ৫৫
চাইবালা রিডিংরুমের	শেওড়া
১২৭৫ কার্তিক হইতে টৈত্র	৭

২২ শ্যামা চরণ শ্রীমানী, শিখুলিয়া
 ২২ কেশবচন্দ্র ঘোষ ছাপরা
 —:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটা
 বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
 মূল্যে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
 বাণ্যাসিক ৫৫০ টাকা; মফস্বলে ডাকমা
 সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং টৈত্র
 সিক ৩৬০। তিন মাসের মূলে অগ্রিম
 গ্রহণ করা যায় না। ছত্তি, বরাদ্দি চিঠি, ম
 অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্য
 যাহাতে বাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উ
 দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

বাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাহ
 যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূলে
 ওরসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বলে হইতে সোমপ্রকাশ
 মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করি
 শ্রীযুক্ত ছারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে পাঠ
 ইয়া দেন।

বাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হই
 আসিবে, এক মাসপূর্বে তাহাদিগকে চি
 লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হই
 গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার প
 একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ ক
 যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠা
 হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের ডা
 ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

বাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ ক
 বেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ক
 যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছ
 করিলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপত্র
 আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হইবে
 যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করি
 বেন, তাহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্বা
 মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ
 চার্জপোস্তে শ্রীযুক্ত ছারকানাথ বন্দ্যো
 ভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে
 প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১১ শং ভাগ।

৩ সংখ্যা

“ প্রবর্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিমহতী ন হীযতাং । ”

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা
অগ্রিম বাণ্যাসিক ৫৫ সাড়ে পাঁচ টাকা।

নং ১২৭৫। ১৬ ই অগ্রহায়ণ। ১৮৬৮। ৩০ এ নবেম্বর

বৎসরে মাসিকমতে অগ্রিম বা
বাণ্যাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৫

বিজ্ঞাপন।

“ হিন্দু মহিলা নাটক । ”

(যোড়াসাঁকো অভিনয়
সভা হইতে পুর-
স্কার প্রাপ্ত ।)

উক্ত নাটকে হিন্দু মহিলাগণের চরিত্র
বর্ণিত হইয়াছে। ঠনঠনে করণওয়ালিস জিউ
১৮৬৮ নং সংস্কৃত মঙ্গের পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত।
মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রীবিপিনমোহন সেন গুপ্ত।

কলিকাতা অষ্টম বর্গে জোড়াসাঁকোর বাগী
চৌধুরী মহোদয়ের কীটের মতো মৃত রাধানাথ কুণ্ডের
করণ আনন্দ শরমা ১/১৬৭ বিঘা জম বিক্র
স্বার্থ করে। চৌধুরী উক্ত সবকারী নর্দমা
করণ ১ নং রাস্তা, পশ্চিম শান্তিরাম সিংহের
খরিদারী (বসন্ত বাগী সংলগ্ন) পূর্ণ রাম
লাচন গুপ্তের পুত্রগণী। কেহুগণ গড়পার
প্রাপ্তের ১০৩ নং বাগীতে শ্রীযুক্ত বাবু বিক্র
স্বার্থ করে। যোগাযোগের নিকটে অনুসন্ধান করিলে
জামিনে পাবিবেন।

কলিকাতা }
সন ১২৭৫ }
১০ ই অগ্রহায়ণ }
শ্রীবিবকৃষ্ণনাথ গুপ্ত
সং হালিসঙ্গর

সাধারণকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, সংস্কৃত
লিপিভাষ্যমিত্র নাটক গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায়
রীকাসম্মিলিত বঙ্গকরে কলিকাতা প্রাকৃতযন্ত্রে
মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। বোধ হয় মূল্য
১৫০ নির্ধারিত হইবে। অতএব ইহাতে আর
বেত চম্পাপন করিবেন না।

পাণ্ডুরিয়া ষাটী }
১১ এ কার্তিক }
অনু ১২৭৫ }
শ্রী জ্ঞানেন মুখোপাধ্যায়

নির্দাসিতের বিলাপ শীঘ্র মুদ্রিত হইয়া প্রকা
শিত হইবে মূল্য আশ্রয় কারীর প্রতি ৪০ এবং
বিনা আশ্রয় কারীর প্রতি ৫০ বার জানা যদি
ইতি মধ্যে কেহ আশ্রয় করিতে চাহেন, সোম
প্রকাশ বহুলায়ে নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠা
ইবেন।

১২৭৫ }
২১ কার্তিক }
শ্রীশি

বাল্মীকি রামায়ণ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

এই পুস্তক তৃতীয় অবধি নবম সর্গপর্যন্ত
দ্বিতীয় সংখ্যা নাগরাকরে রামায়ণের সীকা ও
বাল্মীকি অনুবাদের সচিত্র কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাত্রে
ধরু তীর্থ ও নাগোজী তটের সীকা ও তৎসম্বন্ধে
উদ্ধৃত করা হইতেছে ও ইহা প্রথম সংখ্যায় ১
স্বরমা অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও সচ
বিত হইবে। মূল্য ৪০ জানা। ইহারী প্রাপ্ত
শ্রীযুক্ত হইতে চাহেন, ইহারী আমার নামে
কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে পত্র লিখিবেন। বি
শেষ প্রত্যাশ্যকে ১ এক জানা ডাকমাষ্ট
দিতে হইবে।

আশ্রয় }
১২৭৫ }
একসমাজ }
শ্রীহেমচন্দ্র ডাট্টচার্য্য

চাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীগণের পক্ষে যোগ্য
শুভকরমূলক মানসাক্ষ মুদ্রিত হইতেছে। ইহা
কেন্দ্রের স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত
পঞ্চত মাসবসন্ত তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পত্র
এক পত্রসহ এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ
করিতে তিনি এই উত্তর দেন, “ একপত্র প্রেরণ

এছের বিলম্বন অসম্ভাব ছিল, আপনি
দূর করিয়াছেন। প্রত্যেক বাল্মীকি হিন্দু
বৃত্তির স্মরণিত কথাই নাই, অন্যান্য
স্মরণিততেও এই গ্রন্থ শিক্ষিত যু
জ্ঞানার আন্তরিক ইচ্ছা। জগলি নর্দমাল
যোগ্যের অদ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ও
মল্লিক মহাশয়কে আপনার মানসক
স্মরণিত দি, তিনি লিখিয়াছেন যে কলি
বাবুর মানসাক্ষের আধিকাংশ দেখিয়াছি
মুদ্রকপেঠে করিতে হইবে গ্রন্থকর্তার
সফল হইয়াছে। ফলতঃ বাল্মীকি হিন্দু
পক্ষে গ্রন্থখানি বড় কাজের হইয়াছে
অক্ষ বিনয়ের একটী আভাব পূরণ করিয়াছে
শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে
ডাকের বাড়ী হইয়া আবার কোম্পানির দে
মংপ্রদীত ও মংপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তক
বিক্রয় হইতেছে

প্রণীত	মূল্য
শ্রীমদ্ভাগবত	১
বৈষ্ণব চরিত	১
ভৃগুসংহিতা	১
নীতিসার (১ম ভাগ)	১
নীতিসার (২য় ভাগ)	১
প্রচারিত।	
হৃদয়বোধ কবিতা	১

পুরাণ প্রকাশ।

বিশ্ব পুরাণ
অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক
৮০ পৃষ্ঠা অগ্রিমমূল্য ১০০।

তিনি গ্রন্থাভিলাষী হইবেন তিনি মুজাপুর মহাশ্রেষ্ঠীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ করিয়া কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে যুক্ত অগমোহন তর্কালঙ্কারের নামে স্বতন্ত্র ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইলেন। অগ্রিম পাইলে বিশেষ বিক্ষুণ্ণতার পাঠাইবার সম নাই ইতি।

—:—:—

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে লোণা গুণ্ডন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীমানন্দচন্দ্রবেদাস্তবার্গীশ।

—:—:—

বিক্রয়ার্থ।

গান্ধেন রীচ ২৪ নং বাগী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ৪ বাগী বাঁহাটা ক্রম তে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত নিবন্ধে জানাইবেন

গিলেগু'রং আরবো-
খনট এবং কোং

—:—:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত।

ইংরাজী বঙ্গী পুস্তক কারাগার কলকাতা দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অর্ধেকের পুস্তক লইতে ১০ আনার হিসাবে কমিসন।

পুস্তক বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়প্রণীত ১৮ পৃষ্ঠা মহাভারত ১৫ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তমরূপে প্রস্তুত করা

গুণ্ডন কারমা কোপিয়া অথবা গুণ্ডন কলিকাতা

হাস্যদের জীবনচিত্র উত্তমরূপে প্রস্তুত করা

কঠাকুৎস প্রাচীন কবি ওয়ালানাথের পুস্তক

বিবিধ স্বাক্ষরিত

স্বপ্নবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য

শব্দকল্পদ্রুম মূল্য ১৫০ টাকা

নামসামুহ সংস্কৃত ও পদ্য ৥
গীতগোবিন্দ জয়দেব গোবামী প্রণীত মূল ১০
ও যখনাথ ন্যায়পঞ্জাননকৃত গদ্য ১০
কৌতুক স্বরসিনী ইংরাজি কেমেষ্ট্রি হইতে
বিবিধ আশ্চর্যজনক বিদ্যা দর্শন হয় ১০
প্রাতমুর্তি সহিত ১২৭৬ সালের ফুল পত্রিকা ৥

ঐ হাফ পত্রিকা ১০

চূর্ণামল পদ্য ১

কমলতারিণী ৥

সঙ্গীত চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত ৫

চরিতমঞ্জরী ইংরেজি মিউজিকের বিষয়

বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ১০

ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এপ্রিলে কি ১০০

কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য ১

শব্দের মোহিনী শক্তি ১

গণেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রণীত বঙ্গী এটলাস

উত্তম বিধবাবিবাহ নাটক ৩ বার মুদ্রিত ১

কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত ১

কামিনীকুমার রসরসাকরাসুর্গত নাটক

নাট্যকাণ্ডিত সুবস কাব্য ৫০

মণিকুণ্ডলা কাব্য প্যাণীমোহন বন্দ্যোপা-

ধ্যায়প্রণীত চূর্ণামলপত্রের মত লেখা ১

ত্রৈলোক্য লক্ষ্মী ২৫০

ভূচিত্রাবলি ৩২খানি বাজালা মাপ

সহিত ৪৫০

সঙ্গীত টেচন্যাচারিতামৃতপ্রসঙ্গ ১

কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত ২ খণ্ড

একত্রে ২

উষাহরণ পদ্য ১

চিত্রপদেশ বিষ্ণু শর্ম্মা সংস্কৃত ১

কলিকাতা জোড়া- } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়

সাঁকো ৩৪ নং } নগদ বিক্রয়।

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের নবেম্বর মাসের ১৫ হইতে
২১ এ নবেম্বর পর্যন্ত ভাগীরথী নদীর
সর্বকম ত জলের সাপ্তাহিক
রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্বকম ত জল
মহানার সহিত পানানদীর জোগেরস্থান	ফুট ইঞ্চি
মহানার	২০ "
তথা হইতে জলিপুর	১০ "
১০৫ মাইল মধ্যে	২ "
জলিপুর হইতে বহরমপুর	
৪৬ মাইলের মধ্যে	২ ৩

বহরমপুর হইতে কাটোয়া
৫০ মাইলের মধ্যে ২
কাটোয়া হইতে নদীয়া
৪৬ মাইল মধ্যে ২
সন ১৮৬৮ সালের ২৪ নবেম্বর
পুর গজঘাটের জলের মাপ।

ফুট
গজঘাট উপর ১
বহরমপুর ১৪ নবেম্বর ১৮৬৮
শ্রীযুক্ত সি. ই. উইলিং
একান্তিক উইলিং ইঞ্জিনিয়ার
বহরমপুর ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

১৬ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।
এতদেশীয় সৈন্যদল।

এতদেশীয় সৈন্যদিগের শি
অস্ত্রবিসয় লইয়া ইংলণ্ড ও ভারত
উভয় স্থলেই তর্ক বিতর্ক হইতে
সৈন্যদলসংক্রান্ত প্রধান সংবাদ
"আরমি ও নেবি গেজেট" আ
করিয়া বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় সৈ
গকে ইউরোপীয় সৈন্যদিগের অ
নিকৃষ্ট অস্ত্র প্রদান করা হইলে বি
যে স্থলে উভয়বিধ সৈন্য একত্র
করিবে, তথায় এতদেশীয় সৈন্যগণ
ও শিক্ষাব নিকৃষ্ট হানিবন্ধন অধিক
মাণে হত হইবে সন্দেহ নাই। উক্ত
এ কথা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু
সর জন লরেন্সের মতকে বেদো
মতের ন্যায় অবিচার্য্য জ্ঞান করিয়া
রাছেন, মূল নিয়ম ধরিয়া ধেরূপ
অবস্থা বিবেচনা করিলে সিপাহীদিগ
স্বাইডার রাইফল দেওয়া উচিত হয়
ভারতবর্ষেও অনেকের এই মত। যাহা
এতদেশীয়দিগকে প্রকাশ্যরূপে
শাস করিয়া কাঁচা করা সর জন
সেব অভিযত। কোন শাসনকর্তা
ভারতীয়দিগকে একপ্রকার অপমান ক
নাই। বিদ্রোহের সময়ে তিনি অ
কাজ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁ
অন্ততঃ জানা উচিত ছিল, যে সর্ক
ধারণে সাহায্য না করিলে কেবল

রিক আইনে, এনফিল্ড রাইফলে ও কয়েক সহস্র ইউরোপীয় সৈন্যে ভারত বর্ষ রক্ষা করিতে সমর্থ হইত না। রাজার প্রতি প্রজাদিগের আন্তরিক ভক্তি থাকা একান্ত আবশ্যিক; কিন্তু রাজা যদি প্রজাদিগের প্রতি অবিশ্বাস করেন, তাহা হইলে ভক্তির উদয় হয় না। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে শীকেরা স্পষ্টাক্ষরে আপনাদিগের অস্ত্রের নিকট ভাবিসরের অভিযোগ করিয়া উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করা হয় নাই। এ অবস্থায় এসকল লোকে যে অকপট প্রভুভক্তশালী হইবে, এ আশা করা বিড়ম্বনা মন্দেচ নাই।

ভারতবর্ষীয় সৈন্যাদিগকে নিকট অস্ত্র দিবার কারণ কি? এই কারণ বোধ হয়, তাহারা বিদ্রোহী হইলে ইউরোপীয় সৈন্যকে তাহাদিগকে অন্য-রাসে দমন করিতে পারিবে। যদি এই কারণ হয়, তাহা হইলে ত সিপাহীরা কণ্টকস্বরূপ হইল। অর্থব্যয় করিয়া এ কণ্টক রোগের প্রয়োজন কি? তাহাদিগকে রাখা কি উদ্দেশ্যই বা সিদ্ধ হইতেছে?

বর্তমান বন্দুক লইয়া তাহারা কোন ইউরোপীয় সৈন্যদলের সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারেন না। সীতানা প্রভৃতি স্থানের সেনাগণ ও আফগানদিগের তোড়া দার ও জিঞ্জালেরও সিপাহীর ত্রৌণবেস অপেক্ষা প্রাধান্য আছে। এসকল শত্রুর সহিতও তাহারা তুল্য প্রতিযোগী হইয়া যুদ্ধ করিতে শক্ত হয় না। তবে কি তাহাদিগকে কেবল এতদেশীয় রাজসংগণ ও স্বদেশীয়দিগের ভয়প্রদর্শনাথ রাখা হইয়াছে? ভারতবর্ষীয়েরা এ অবস্থায় কি ভাবিবেন? বুদ্ধিমান ও স্বদেশ-প্রেমী সৈনিক ও আফিসরগণ কি এই অবস্থায় আপনাদিগের ব্যবসায়ের প্রতি

ধিকার দিবেন না? সৈন্যগণ স্বদেশীয় আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা করে বলিয়াই তাহাদিগের ব্যবসায়ের এত গৌরব কিন্তু আপনাদিগের বর্তমান গবর্ণমেন্টের রাজনীতি এমনি চমৎকার যে, সৈন্যগণ স্বদেশীয়দিগের রক্ষাকর্তা না হইয়া ভয়ের কারণ ও ঘৃণার পাত্র হইতেছে। আফগানদিগের সৈন্যকে একটি মহৎ গুণ। স্বদেশীয়দিগের অকপট অসুরাগ ও গৌরবলাভ তাহাদিগের পুরস্কার। বর্তমান গবর্ণমেন্ট কেবল যে ভারতবর্ষীয় সৈন্যাদিগকে এই গুণ ও এই পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করিতেছেন এরূপ নয়, আশিনারাও স্নেহ ও ভক্তির অভাজন হইতেছেন।

রাজস্বস্বরূপে এদেশীয় সৈন্যগণ গলগ্রহস্বরূপ হইতেছে। তাহাদিগের হইতে প্রকৃত কাজ হইল না, তাহাদিগের নিমিত্ত এত টাকা ব্যয় করা বিধেয় হয় না; সর জন লরেন্স “সৈন্যের বন্ধু” বলিয়া গর্ব করেন; কিন্তু তাহা কি সকল সৈন্যের সম্বন্ধে হইতেছে? সিপাহীদিগের স্বাস্থ্য, বাসস্থানপ্রভৃতির নিমিত্ত তিনি কি করিয়াছেন? বর্তমান প্রণালীর অধীনে বেশতকরা ৫০ জন সিপাহী পীড়ায় প্রাণত্যাগ করে না, ইহাই আশ্চর্য। যুদ্ধের ত কথাই নাই, “এক জন সিবিలిয়ান” ইংলিসমানে লিখিয়াছেন, হাজারার যুদ্ধে অন্য অন্য যাবতীর রেজিমেন্টে যত লোক হত হয় ২০ ও ২৪ গণিত পঞ্জাবী দলে তত সৈনিক হত হইয়াছে। শীকগণ কি ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছেন না? তাহাদিগের অপেক্ষা অন্যদিগের বন্দুক ভাল। ভারতবর্ষে উত্তম বন্দুকও আছে, কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে তাহা দেন নাই, এটা বুঝিয়া তাহারা মনে মনে কি ভাবিতেছেন? এদেশীয় সৈন্যদের ইউরোপীয় আফিসরগণ উচ্চস্বরে কহি

ডর রাইফলের জন্য চীৎকার করিতেছেন।

আমাদিগের বর্তমান গবর্ণমেন্ট উল্লিখিত দূষিত রাজনীতিতে যে মহত্তর অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইবার বনা আছে, এ স্থলে তদুল্লেখ করা আবশ্যিক হইতেছে। নিকটকালে ভারতবর্ষের নিমিত্ত রুশীয়ার সহিত ইংল্যান্ড যুদ্ধ ঘটনা হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা আছে। ইহার উদ্যোগলক্ষণও লক্ষ্য হইতেছে। পেনসোয়ার অবধি বর্তমান পর্যন্ত স্থানে স্থানে দুর্গ হইতেছে। পঞ্জাবে অধিকতর সৈন্য যাইবে। আপনাদিগের গবর্ণমেন্টের উপরে আপনাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। সিপাহীরা আলীহ থাকুন, আর আবদুল রহমান হউন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের স্বাধীনতা কেহই আদরবান হইবেন না। আফগানদিগের রুশীয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবারই সমধিক সম্ভাবনা। ভারতবর্ষে লুণ্ঠও একটা সামান্য লোভনীর পাত্র নহে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট যদি উল্লিখিত ব্যবহারদ্বারা এ দেশীয়দিগের অশ্রুশত্রু করিয়া রাখেন, রুশীয়ার আক্রমণে প্রস্তুত হইলে কেবল ৬০ ইউরোপীয় সৈন্য কি এ উত্তর ভারতবর্ষে সফল হইবে? রুশীয়ার ভারত ও বোখারীদিগকে ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে রণশিক্ষা দিতে হইবে। প্রণালীতে শিক্ষিত হইলে তাহাদের অস্ত্র কষ্টসাধ্য হইবে মন্দেচ না। তাহারা আবার যখন আফগানদিগের সহিত মিলিত হইয়া রুশীয়ার সৈন্যের ভাষ্যতবর্নে প্রবেশ করিবে, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের যে কি বিপত্তি হইবে, এই সময়ে তাহা এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

উপসংহারকালে আমাদিগের বর্তমান গবর্ণমেন্ট উল্লিখিত দূষিত

নারী-স্বর্গ যোনারীং
 ন কঃতীঃ পোষণং ।
 মহাঃ কেশমাপ্নোতি
 নরকঃ স গচ্ছতি ।
 যে বঃক্রীঃ স্ত্রীঃ প্রতি দয়া না করে
 তাহার ভরণ পোষণ না করে, সে
 কেশ প্রাপ্ত হয় এবং নরকে গমন
 করে ।

ব্রাহ্মণী কহিলেনঃ—
 সহধর্ম্যচরৈঃ ধাতা
 স্ত্রীঃ ভাষ্যাপতী দ্বিজ ।
 তস্মাৎ প্রতি ধর্ম্যে মাং
 ন বাহ্যং কৰ্ত্তুমহ্মি ।
 বিধাতা ভাষ্যঃ ও পতিকে সহধর্ম্যচর
 ঈ স্ত্রীঃ সজ্ঞন করিয়াছেন । অতএব
 আমাকে মহৎ ধর্ম্যের বহিভূত করা আপ
 উচিত হইতেছে না ।
 পতিনায়াঃ পরোধর্ম্যঃ
 পতিরবহি দৈবতং ।
 পতিরব পরোধর্ম্যঃ
 পতিরব পরা গতিঃ
 পতি স্ত্রীর পরম ধর্ম্যস্বরূপ, পতি
 তস্বরূপ, পতিই শ্রেষ্ঠ বন্ধু, পতিই
 গতি ।

ধর্ম্যমর্থঞ্চ কামঞ্চ
 যশঃ স্বর্গতিমেব চ ।
 পত্যা প্রদনে স্ত্রী সৰ্ব্ব
 মেতৎ প্রাপ্নোত্যমংশয়ং ।
 পতি প্রসন্ন থাকিলে স্ত্রী ধর্ম্য অর্থ
 ও স্বর্গ এ সমুদায় নিঃসংশয় প্রাপ্ত
 করেন ।

স্বর্গা মনসা বাচা
 স্ত্রী পতিমনুভ্রতা ।
 হৈশ্চ মহাভাগা
 দেবৈরপি পূজ্যতে ।
 য স্ত্রী কর্ম্ম মন ও বাক্যে পতির
 অনুরক্ত হন, ইহলোকে থাকিতেই
 ঈ ও তাঁহার পূজা করেন ।
 তদ্বারা ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের

সতীত্বেরও সবিশেষ পরিচয় পাওয়া
 যাইতেছে । এদেশীয় রমণীগণ গৃহকর্মে
 রত থাকেন বলিয়া অনেকে ভাবেন এ
 দেশের পুরুষেরা নারীদিগকে দামীর
 কর্তব্য কাযেই নিয়োজিত করিয়া
 রাখিয়াছেন । অতএব তাঁহাদিগের অব
 স্থাও অতি হীন ; কিন্তু যদি অনুধাবন
 করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান হইবে,
 এতদ্বারাও ভারতবর্ষীয় স্ত্রী ও পুরুষের
 সমকক্ষ ভাবের সবিশেষ পরিচয় হই
 তেছে । পুরুষেরা অর্থোপার্জনকার্যে
 ব্যাপৃত থাকেন এবং স্ত্রীগণ তাহার
 রক্ষণাবেক্ষণ ও গৃহকর্ম্মসম্পাদনের ভার
 গ্রহণ করেন । ভারতবর্ষীয় রমণীদি
 গকে যে রক্ষণাদি কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিতে
 হয়, অর্থের অসঙ্গতি ও জাতিভেদ
 তাহার প্রধান কারণ । হিন্দুজাতি
 সমাজীয়ের সকলের হস্তে অন্নগ্রহণ
 দূরে থাকুক, স্বশ্রেণীর সকলের পাক
 করা স্রবাও তক্ষণ করেন না ; সুতরাং
 স্ত্রীদিগের উপরে ঐ ভার সমর্পিত হই
 য়াছে ।

আমরা উপরে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীপুরু
 ষের যে সুখময় অবস্থার বর্ণন করিলাম,
 অধুনা সুরাপান ও লাম্পটাদি দোষের
 প্রাহুর্ভাব হওয়াতে উহার বহু ব্যতিক্রম
 ঘটিয়াছে । যে যে পুরুষের অন্য মতি
 হইয়াছে, তাহাদিগের স্ত্রীদিগেরও তাহা
 দিগের উপরে উপরিলিখিত শ্লোকবর্ণিত
 ভক্তি ও প্রণয়াদি নাই ।

—০০—

শস্যের অবস্থা ।

রেবেণিউ বোর্ড সম্প্রতি অক্টোবরের
 শেষপর্য্যন্তের শস্যের যে অবস্থার
 প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এইঃ—

আনাম । কামরূপে আতিবৃষ্টিতে
 ও কীটে শস্যের বহু অনিষ্ট করি
 য়াছে মনে করা হইয়াছিল, তত হয়
 নাই । নওর্গা, কনয়া ও জয়স্মিয়া পূর্বেতে

উত্তম শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা ।
 মধ্যবিধ শস্য হইবে । লক্ষ্মীপুর ও
 নাগরের শস্যের অবস্থা উত্তম ।

ভাগলপুর । কালেক্টর অ
 করেন, আট আনা অবধি বার
 পর্য্যন্ত শস্য জন্মিতে পারে । কমি
 বলেন, দক্ষিণাংশের অবস্থা অতি
 তথায় উর্দ্ধমণ্ড্য অর্ধেক শস্য হ
 ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ৬।৭ আনার
 অনুমান করেন না । অনাবৃষ্টিনি
 অর্ধেক চারা নষ্ট হইয়াছে । আ
 রবিশস্য নষ্টপ্রায় হইয়াছে । যত
 তাদ্র মাসের শস্য না হয়, তত
 বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা । ইতি
 বৃষ্টি হইলে রবি শস্য বাঁচিতে প
 অদ্যাপি কৃষকদিগের প্রকৃত ক
 নাই ; কিন্তু শ্রমজীবীদিগের বি
 ক্রেশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে । প
 ও জমীদারদিগকে বলা হইয়াছে, হ
 হইবামাত্র যেন তাঁহারা মংবাদ
 কমিশনার বলিয়াছেন, শ্রমজীবীদি
 কক্ষ দেওয়া আবশ্যিক হইয়াছে ।

মুজের । আউস ধান্য ভাল হইয়
 আমন চারি আনা অধিক হইবে
 অনাবৃষ্টিনিবন্ধন রবিশস্য নষ্ট হইবে
 এখনও দুর্ভিক্ষ হয় নাই ; কিন্তু মা
 দান আবশ্যিক হইবে ।

পূর্ণিয়া । আমন ভাল হইবে, এ
 উচ্চ ভূমিতে হয় নাই । রবিশস্য
 অবস্থা উৎকৃষ্ট । শস্যের মূল্য মধ্যবিধ

মাঁওতাল পরগণা । রাজম
 আমন ভাল হইল না । রাফি না হওয়া
 রবিশস্য অল্পমাত্র জন্মিয়াছে । লো
 গোলায় অধিক শস্য সঞ্চিত নাই ;
 হইয়াছে । দেবগড় । আউস উত্তম
 য়াছে, অর্ধেক আমন হইবার সম্ভাব
 দুমকারও ঐ অবস্থা । গরায় শস্য
 আমন হইতে পারে । কমিশনার অনু
 করেন, যদি রবিশস্য ভাল হয়, ...

দক্ষিণাংশবাহিরেকে আর সকল
বড় কষ্ট হইবে না। রবিশম্য ভাল
হইলে দুই মাসপরে কষ্ট দিতে
। দরিদ্রগণ কোথায় কর্মের নিমিত্ত
ব, কর্মসমর এই কথা স্মিচ্ছাসা
। বোড বলিষ্ঠাছেন, যদি রেলও
কর্ম পাওয়া যায় তাহা হইলে
মেটে কিছুই করিবেন না, নচেৎ
কষ্টটাবীয়া বন্দোবস্ত করিবেন।
বর্জনানবিতাগে। বাঁকুড়া। আউস
হয় না। আমন ও ইক্ষু অবস্থা
ণ ভাল; কিন্তু রুটি না হইলে চারি
নষ্ট হইবে। রবিশম্য হইতে
হইয়াছে; কিন্তু কি পরিমাণে
বে তাহার স্থিরত নাই।

সিঁহভূম। আট আনা অধি বার
পর্যন্ত শম্য হইতে পারে। দুর্ভিক্ষের
কাজ নাই।

বঙ্গমান। আট আনা অধি বার
শম্য জন্মিতে পারে। কৃষকেরা
এ জল সেচিয়া দিতে হইবে।

ভূগলী। দশ আনা শম্য হইতে
। লোকে দুর্ভিক্ষে আশঙ্কা করেন

হাবড়া, উত্তম শম্য জন্মিবার
বনা। অনারুচিমনস্কন কৃষকেরা
কর্ম বপন করে নাই।

গোদনীপুর। অনারুচিমনস্কন শম্য
হইতে হইবে। উত্তম শম্য
নাথ মফস্বলে। উত্তম হইয়াছে।
মহল ও পশ্চিমাংশে দুর্ভিক্ষ
। তামালুকের বড় মন্দ অবস্থা
। দিতে বার আনা শম্য হইতে
। তিমি ও ইক্ষুর অতিশয় দুর্ভিক্ষ।
নীপুরে বর্ষাকাল রবিশম্য যাহা
অনারুচিমনস্কন তাহাও বপন করা
হইবে।

উগ্রন। বেপ্রকার শম্য হইবে,
করা গিয়াছিল, অনারুচি নিব

কন তাহা হইল না। সিকি শম্য নষ্ট
হইয়াছে। পর্যন্ত অঞ্চল ও উচ্চ স্থানে
কিছুই হইল না। আর একটা বিষয় এষ্ট,
অনেকগুলি জাহাজ চাউল লইতে আসি
তেছে।

ছোট নাগপুর। লোহারডগা।
মধ্যবিধ শম্যলাভের সম্ভাবনা। পালা
মাউয়ে আমন ও রবি শম্য নষ্টপ্রায়
হইয়াছে। গড়ে দুই আনা অধি চারি
আনা শম্য হইবে। শস্যের মূল্য দিন
দিন বৃদ্ধি হইতেছে। গয়ার অনেক
বাণারী যাহা কিছু চাউল ছিল ক্রয়
করিয়া লইয়া যাইতেছে। ডেপুটি কমি
সনর চাউল রপ্তানী বন্ধ করিবার প্রস্তাব
করিয়াছেন; কিন্তু কমিসনর ও বোর্ড
উহাতে সম্মত নছেন।

মানভূম। মধ্যবিধ শম্যলাভের
সম্ভাবনা। শস্যের মূল্যবৃদ্ধি হয় নাই।
সিঁহভূমেরও ক্রমশঃ অবস্থা; কিন্তু
স্থানে স্থানে টাকায় আট সের চাউল
বিক্রীত হইতেছে। হাজারিবাগ ও খড়গ
দেবার অবস্থা ভাল; কিন্তু শস্যের মূল্য
অতিশয় বৃদ্ধি হইতেছে।

কটকবিভাগ। বালেশ্বর। সুবর্ণরেখার
উত্তরপর্যন্ত আমন ছয় আনা পরিমাণে
হইতে পারে। তথা হইতে বস্তানদীপর্যন্ত
দুই আনা এবং মদর বিভাগের অনাত্র
দশ আনা হইবার সম্ভাবনা।

কটক। মদর বিভাগ ও জগৎ-
সিংহপুরে উত্তম শম্য জন্মিবার সম্ভা
বনা। যাকপুবে আট আনা ও
কেন্দারাপাড়ায় নয় আনা হইবে।
মরিসা ও তিমিত্তিন্ন অন্য রবিশস্যের
অবস্থা ভাল। কেন্দারাপাড়া ও যাক
পুরে অধিক শম্য নাই; কিন্তু অনাত্র
১১ সের অধি ১৭ সের চাউল বিক্রীত
হইতেছে।

পুরী। শস্যের অবস্থা মন্দ। স্থানে
স্থানে মূল্য দিয়াও পাওয়া যাইতেছে না।

চাউলের মূল্য প্রত্যহ বৃদ্ধি হইতে
গবর্ণমেন্টের গোলায় ৩,৯৭,৫৪৭
চাউল আছে। রেবেণিউ বোর্ড এ
য়দিগের দুঃখে কাতর হন না
ইহার মূল্যবৃদ্ধি করিবার আশঙ্কা
ছেন।

কাছাড়। ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ
উত্তম শম্য হইবার সম্ভাবনা। প
বিভাগে অধিকাংশ শম্য নষ্ট হইয়া
গড়ে তিন আনা পাওয়াও কঠিন
গঞ্জের অবস্থা অন্য অন্য বৎসরের
নচে।

রাজধানীবিভাগ। ২৪ পর
দক্ষিণাংশের শম্য এককালে নষ্ট
য়াতে দরিদ্রদিগকে কর্ম দেওয়া হইতে
কমিসনরকে আশঙ্কা দেওয়া হইয়াছে।
পক্ষে তিনি এক একে রিপোর্ট এ
করেন। সাতক্ষীরায় শম্য কতক
হইয়াছে। বসিহাট ও বারুইপুরে
আনা শম্য হইবে। বারাকপুরে
আনা মাত্র পাওয়া যাইবে। বারাস
ডায়মণ্ড হাব্বের বিলে ধান্য জন্মিয়
কিন্তু ডাক্তারুনির শম্য নষ্ট হইয়াছে।
বিভাগের অবস্থা ভাল নহে। যশে
উত্তম শম্য জন্মিয়াছে। নদীয়াতে
ভাল হইয়াছে; কিন্তু রবিশম্য
না। রাজনাহীর অবস্থা ভাল। পা
বার আনা হইবে। মালদহের
ভাল নহে।

উপরে শস্যের অবস্থা যে এ
বর্ণিত হইল, তাহাতে কোনরূপে
বোধ হইতেছে না যে, এ বার লে
দৃষ্টিতে চালাবে। এখন যদি রপ্তানী
করা না হয়, দুর্ভিক্ষক্রেম সহ্য ক
হইবে মন্দেই নাই। বিপদকালে শ
নিয়ম রক্ষা হয় না।

—:—

কলিকাতা মিউনিসিপালিটি।
“দশে মিলে করি কাজ;
জিনি নাহি লাজ।” আমাদিগের ম

লিটিসকল এই প্রবাদবাক্যে :
 সাধনের একশেষ করি গেছেন ।
 সিংগের-সংস্কার এই, দশ জনে এক
 অতি গর্হিত কাজ করিলেও লজ্জা
 মিউনিসিপাল কমিসনরেরা রাজ
 বার্তা ও রাজস্বসংক্রান্ত নূতন
 নিয়মের সৃষ্টি করিতেছেন । বোম্বা
 মিউনিসিপালিটি বাণিজ্যের উপরে
 কবিবার চেষ্টা পাইয়া তারতবর্ষকে
 যান্ত্রিক করিয়াছেন । মফস্বলের মিউনি
 লিটিসমূহের সচিৎ ত কাহার
 হয় না । সেখানে যেমন অত্যাচার
 কাচ ও চুরির প্রাক্ত্তাব কাজেরও
 নিবিশ্বাস্য । কিন্তু কলিকাতার
 সরা কয়েক বিষয়ে পৃথিবীর আদর্শ
 গাছেন । ইউরোপীয় ও এতদেশীয়
 কসংখ্যা করিয়া জড়িস নিয়োজিত
 যদি ন্যায্য হয়, তাহা হইলে ২০ জন
 দেশীয় আর এক জন ইউরোপীয়
 নিয়মে নিয়োজিত করা কর্তব্য । কিন্তু
 নিয়োগ দুরে থাকুক, উভয়জাতীয়
 সের সংখ্যাও সমান নহে । সতাপতি
 পনার ইচ্ছানুসারে কাজ করেন ।
 এক আর কর দিয়া উঠিতে পারেন
 যে বাটীর দশ টাকা ভাড়া হয় না,
 আর ভাড়া ২০ টাকা ধরা হয় । নাম
 আপীল আছে ; কিন্তু এক শত
 কের মধ্যে দুই জনের কর কমে কি
 বন্দেহ । এই অনিষ্টনিবারণার্থ বার
 রূপরূপ উপায় অবলম্বন করিবার
 নাই । প্রধান মহাপুরুষদিগের প্রিয়
 ত্রা মিউনিসিপালিটিকে একচেটিয়া
 যাছেন । তাঁহাদিগকে ছাড়ান হইতে
 র না । কেহ পূর্ণ বেতন পাইতেছেন,
 চ কিছুই করিতে হইতেছে না ।
 আর ব্রহ্মদৈত্যের চুল সোজা করা
 হইয়াছে । লোকের ত শুধের সীমা
 । কথায় কথায় নালিশ ও করিমানা
 তছে । আইন অনুসারে জড়ি

সদিগের মতে সতাপতির কাজ করা
 কর্তব্য ; কিন্তু কাব্যতঃ জর্ডীসেরা হগ সাহে
 বের আজ্ঞা রেজিষ্টারী করিতেছেন মাত্র ।
 এই ত অবস্থা । জর্ডীসদিগের গঠ অধি
 বেশনবিবসে যে এক প্রস্তাব হইয়াছে,
 তাহা সর্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর ।
 এক জন জর্ডীস প্রস্তাব করেন, প্রত্যেক
 মিউনিসিপালিটির নিগের এক একটা
 বাজার করা প্রথম কর্তব্য কর্ম । এই মূল
 নিয়ম স্থির করিয়া উক্ত সহস্রটি বসেন,
 ধর্মতলার বাজারে সকল প্রকারই জুড়িয়া ;
 বাজারটি ময়লায় পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ ;
 অতএব আর একটা বাজার করা উচিত ।
 প্রস্তাবিত বাজার ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত
 হইবে ; কিন্তু এতদেশীয়দিগকে টাকা
 দিতে হইবে । সতাপতি ও কয়েক জন
 ইউরোপীয় জর্ডীস আগ্রহসহকারে এই
 প্রস্তাবের সবিশেষ অনুমোদন করেন ।
 সৌভাগ্যক্রমে এতদেশীয় ও অবশিষ্ট
 জর্ডীসেরা লজ্জিত হইয়া এই পক্ষপাত
 পূর্ণ প্রস্তাবের প্রতি ঘোরতর আপত্তি
 করাতে ইহা আপাততঃ অগ্রাহ্য হইয়াছে ।
 আমরা "আপাততঃ" শব্দটি প্রয়োগ
 করিলাম, তাহার কারণ এই সতাপতি
 বাহা মনে করেন, তাহাই হয় ; তাবিষাতে
 এক সত্যের গবর্ণমেন্টের ধামাধরা জড়িস
 দিগকে আহ্বান করিয়া হগ সাহেব যে
 স্বীয় অতীষ্ট সিদ্ধ করিবেন, তাহা স্পষ্টই
 বোধ হইতেছে ।

কি লজ্জাকর ব্যবহার ! ধর্মতলার
 বাজার এক জন এতদেশীয়ের বলিয়াই
 যত গোলযোগ । ইহার অবস্থাসংক্রান্ত
 যে কথা বলা হয়, তাহা অমূলক । যদি
 এক জন ইউরোপীয় কোনক্রমে ইচ্ছা
 করিত করিতে পারেন, তাহা হইলে
 আর মিউনিসিপাল বাজারের প্রয়োজন
 হয় না । শক সাহেব কিছু দিন ক্রমাগত
 মকদ্দমা করিয়া বাবু হীরলাল শীলকে
 ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন । তাঁহার এই

অভিপ্রায় ছিল যে, হীরলাল
 বাজার ত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁহার
 চেষ্টা সকল হয় নাই । এক্ষণে
 বাজার করিয়া পুরাতন বাজার ত্যা
 দেওয়া হগ সাহেবের চেষ্টা হইয়া
 ব্যক্তিবিশেষের প্রতি এপ্রকার ব্যব
 অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আ
 বস্ততঃ হগ সাহেব ও কয়েক জন ই
 পীয় জড়িসের ব্যবহার দেখিয়া আ
 গের লজ্জা হইতেছে, ইহারাই অ
 ভারত বীরদিগের আদর্শ হইতে চা

—।।—
 সুপ্রসঙ্গ ।

মাতলা রেলওয়ের একাংশ
 কুপিলাইননামে যে রেলওয়ে হ
 সংকল্প হইয়াছে, এখনও তাহার
 পরিমাণাদি কার্য শেষ হয় নাই । ব
 রীরা পরিমাণাদি করিতেছেন, অ
 এসময়ে তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সা
 করা আমাদিগের কর্তব্য । আমরা
 দিগকে পুনরায় অনুরোধ করিতে
 তাঁহারা যেন গ্রামের নিকট দিয়া
 লইয়া যান । ইহাতে যদি কিঞ্চিৎ
 বাহুগ্য হয়, তাহা খীকার করা উ
 পরিণামে লাভ হইবে । যদি বল যে
 টেমেন করা হটক গ্রামবাসীরা
 খানে গিয়া আরোহণ করি
 এ বাক্য যুক্তিসহ নহে । একটা উদ
 প্রদর্শন করিলেই ইহার অসারতা
 মাণ হইবে । সোণাপুরে এখন
 টেমেন আছে । মালভঞ্চ, মাহিনগর,
 হরপুর প্রভৃতি ৫।৬ মাইল দু
 গ্রামের লোকেরা অন্য গতি নাই ব
 এখন সোণাপুরে গিয়া রেলগা
 আবেহণ করেন ; কিন্তু যদি মা
 গ্রামে একটা টেমেন হয়, ত্র
 লের ষাণ্ডীয় লোক ত্র টেমেনে
 হণ ও অবরোহণ করিবেন, উহাতে
 রেলওয়ের লাভ হইবে না ?
 মাইল পথে আরোহী ও বাণিজ্য

যে উপার্জন হয়, তাহা কি লাভকর
নয়? পঞ্চাশত্রে সম্বন্ধে ২। ৩ টি
স্টেশন না করিয়া যদি সোণাপুৰ ও রাম
নগর এই দুইবর্তী স্টেশন হয়, মালমুফ-
প্রভৃতি গ্রামের লোকেরা তখনও সোণা
পুৰে গাড়িতে উঠিবেন, তাহা হইলে কি
ফল পাইবে? ৬ মাইল পথের লাভ কতি হইল
যা? রামনগর তৎকালে গ্রামেব নিকটবর্তী
হইবে। গ্রামের নিকট দিয়া রাস্তা না
হইলে আমরা যে কতি গণনা করিলাম
তাচা হইবে সম্ভব নাই।

আমাদিগের এই প্রস্তাবটি লেখা
সমাপ্ত হইলে আমরা শুনিলাম, কৃষ্ণি
পাইন এক্ষণে স্থগিত রাখিল। আপাততঃ
ভিড়িয়া হইতে খাল কাটা আরম্ভ হইবে।
পাঠকগণ এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া আমা
দিককে অব্যবস্থিত মনে কবিত্তে পারেন;
কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে
গবর্ণমেন্টের অব্যবস্থাই আমাদিগের
ব্যবস্থিতের কারণ বলিয়া প্রতীয়মান
হইবে।

সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধার।

মহাজন লরেন্সের অধিকারকালে
তার একটা মহৎ কার্য সম্পাদিত হইল।
তদ্বারা কেবল যে তাঁহার নাম স্মরণ
করা হইবে একটা নয়, ভারতবর্ষেব বিনা
শাস্ত্রমুখ সংস্কৃত গ্রন্থগুলিও কিছুমান
সংগৃহীত হইল। আমরা যে নিমিত্ত ইহার
সম্মত করিয়াছি, নিম্নোক্ত ত্রুটি এডুকেশন
গেজেটের প্রস্তাবটি পাঠ করিলেই
রিস্কু টরুপে তাহা পাঠকগণের হৃদয়
ম হইবে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট প্রাচীন সংস্কৃত
সাহিত্যের জয়: আবিষ্কার ও রক্ষাধিধান
করণে যত্নবান হইয়াছেন। লাহোরের প্রসিদ্ধ
বং প্রদান পাইতে বাধ্য হইয়া গবর্ণর জেনরেল
র সমীপে এই আবেদন করেন যে, এতদ্দেশ
ীয় রাজাদিগের পুস্তকালয়। এবং ইউরো

পের কোন কোন স্থানে যেসকল সংস্কৃত
গ্রন্থ বিন্যাস আছে, সেই সমুদায় সংগ্রহ
করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করা হয়। এই
আবেদনপত্রের বিষয়ে মত আনিবার নিমিত্ত
গবর্ণর জেনরেলের ব্যবস্থাপনবিভাগের সহ
কারী সেক্রেটারি হোয়াইটলি ঠোঁক সাহে
বের প্রতি অর্পণ করার তিনি বলেন, এ কার্য
কেবল ইউরোপেই সম্ভবজনক রূপে সাধিত
হইতে পারিত, এক্ষণে এ চেষ্টা কাল
সাপেক্ষ। যাগা হউক, ভারতবর্ষের গবর্ণমে
ন্টের অনুমোদনানুসারে তিনি এ বিষয়ে মত
দিরাছেন এবং হোম সেক্রেটারি পত্রদ্বারা
সমস্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে জানাইয়াছেন
যে, দেশীয় রাজাদিগের পুস্তকালয়ে যত
প্রকার অমুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক আছে,
সেগুলি দেবনাগরী অক্ষরে আটপেজি
খাকারে মুদ্রিত হইবে এবং বাদশাহর বাবু
রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মাল্লাজের বর্নাল সাহেব
অথবা বোম্বাইয়ের ডাক্তর বহ্লায়ের ন্যায়
এক জন উযুক্ত সম্পাদকের দ্বারা মুদ্রাঙ্কণ
কার্য সমাধা হইবে। প্রত্যেক পুস্তকের ৫০
কাপি করিয়া ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের হোম
ডিপার্টমেন্টে প্রদান করিতে হইবে। অবশিষ্ট
অর্থাৎ ১৫ কাপি (দুই শতাধিক
মুদ্রিত করিবার আবশ্যক নাই) সাধারণে
বিক্রীত হইবে, অথবা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বা
শাসনকর্তারা উপযুক্ত বিবেচনা করিলে অন্য
প্রকারেও ব্যবহার করিতে পারিবেন।

আরও নির্দেশ করা হইয়াছে যে, কতক
গুলি উপযুক্ত কৃতবিদ্য লোক পুস্তকসকল
বাছিয়া এবং পরীক্ষা করিয়া আনিবার নিমিত্ত
এবং মৃতন পুস্তক অমুসন্ধান করি
বার নিমিত্ত প্রতি বৎসর সমস্তাৎ প্রেরিত
হইবেন। তাঁহারা যে যে স্থানে গমন করি
বেন, তথায় তাঁহাদের ভ্রমণের উদ্দেশ্যে
লোককে বুঝাইয়া দিবেন। পুস্তকের অধি-
কারী মূল্য চাহিলে, তাঁহাকে ন্যায্য মূল্য
দিয়া পুস্তক ক্রয় করিতে হইবে। ভ্রমণকা
রীরা তাঁহাদের স্ব স্ব স্থানী। গবর্ণমেন্টের
নিকট রিপোর্ট প্রদান করিবেন। এইসকল
রিপোর্ট হোম ডিপার্টমেন্টে গবর্ণর জেন
রেলের নিকট প্রেরিত হইবে। ভারতবর্ষ

এবং ইংলণ্ড উত্তর স্থানের সুশিক্ষিতেরা
এই ভার প্রাপ্ত হইবেন। ইউরোপে নিযুক্ত
ব্যক্তির ভারতবর্ষের ট্রেট সেক্রেটারি
এবং এ দেশে নিযুক্ত ব্যক্তির আপনাদে
স্থানীয় গবর্ণমেন্টদ্বারা গবর্ণর জেনরেল
পত্রাদি লিখিবেন।

পুস্তকাদি ক্রয় করিতে হইলে বা অন্য
রূপে পাইতে হইলে যে স্থানে উহা ক্রয়
করা বা অন্যরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে
ততৎ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বা শাসনকর্তার
তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিবেন। গবর্ণর জেন
রেল ইনকোমিসন বিবেচনা করেন, ইউরো
পীয়দিগের যেসকল পুস্তক অধিকতর অধি
মত অর্থাৎ বেদ, বেদান্ত এবং তাহাদের
টীকা, টীপনী, ব্যাকরণ, অভিধান, স্মৃতি
ও দর্শন এইসকল গ্রন্থই অধিক প্রয়োজন
নীয় বিবেচিত হইবে। নির্দীচিত পুস্তক
সমূহের মুদ্রাঙ্কণ একজনকার দেবনাগরী অক্ষরে
পাঠ্যরূপে সমাধা হইবে। গবর্ণমেন্ট
এতদর্থ বার্ষিক ২৪০০০ টাকা ব্যয় মঞ্জুর
করিয়াছেন। ইহা বেকপ ও ততর কার্য
তাহাতে আমাদের বোধে আরও কিছু বেণ
হইলে ভাল হয়।

চাঁদনী চিকিৎসালয়।

আমরা উক্ত চিকিৎসালয়ের ১৮৬৭
অব্দের রিপোর্ট। প্রাপ্ত হইয়াছি বিস্তর ই
রোপীয় ও এতদেশীয় ভদ্র লোক ১৭৯
অব্দে এই চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।
এতদেশী দরিদ্র পীড়িত লোকদিগের
সাহায্যার্থ ইহা স্থাপিত হয়; কিন্তু ক্রমশ
গবর্ণমেন্ট সাহায্য করিতে সকল শ্রেণির
লোকে সাহায্য পাইতেছেন। ১৮৬৫ ও
১৮৬৬ অব্দে চিকিৎসালয়ের ব্যয়োগ
যোগী অর্থ না থাকিতে সর্বসাধারণের
নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। তদ
নুসারে ৬৪.২ টাকা চাঁদা উঠে। সংবৎ
১৮৬৭ সনে ৫৬,১৯৩। ১৫ টাকা আয় হয়।
তন্মধ্যে ৪৮,৭২৯ ৮/৫ টাকা ব্যয় হইয়া
ব্যাক ৭৪৬৪ টাকা জমা হইয়াছে।
চিকিৎসালয়ের ২,৯১,৯০০ টাকা গবর্ণমেন্ট

কাগজ ৩।৫। পর পরটা, চিকিৎসা
 পার্কটিটে এক একটা শাখা আছে।
 ১৮৬৭ অব্দে চাঁদনির চিকিৎসা
 ১৩২০ জন রোগী ছিল এবং বাহির
 ১,৭০৭৬ জন রোগী আসিয়া
 করা হইয়া যায়। বাহারা ৩ চিকিৎসা
 ছিল তাহাদিগের গড়ে ১৬.৭৪
 হইয়াছে। পূর্ববৎসরে ২৪০৬
 হইয়াছিল। বাহিরের
 মধ্যে ১,৭০,৩৭৬ জন আরো
 করিয়াছেন। এতদ্বারা চিকিৎসা
 ও চিকিৎসকদিগের বিশেষ গুণ
 পাইতেছে। ডাক্তার বেলির মত
 বিস্তৃত হইয়াছে। কোন চিকিৎসা
 শর্কসামারের এত প্রিয় হইতে
 নাই। দরিদ্রদিগের এক্ষণে শ্রদ্ধা-
 অতিঅল্প লোক দৃষ্ট হন। চাঁদ
 চিকিৎসকগণ কাপাউণ্ডারদিগের
 নিষ্ঠুর না করিয়া আপনারা সকল
 করিয়া থাকেন। ইহাই ৩ চিকিৎসা
 প্রধান কারণ।
 চিকিৎসালয় সমূহের কার্যবিবরণও
 বিশেষ প্রীতিকর। চাঁদনির চিকিৎসা
 লয়দ্বারা দরিদ্রদিগের বিশেষ উপ
 হইতেছে। অতএব ইহার উন্নতি
 সকলের যত্ন ও সাহায্য দান করা
 কর্তব্য।

বিবিধসংবাদ।

৯ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

গত শনিবার পিপল্‌স্‌ ব্যাঙ্ক বনাম টমাস
 মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার সময়ে ছোট
 লালের প্রধান জজ কেগান সাহেব আক্ষেপ
 য়াছেন যে, জজ হওয়া অবধি তিনি এই
 মদমার ন্যায় অন্য কোন মকদ্দমায় এত বিশ্
 তা দর্শন করেন নাই, এক জন যুবক আট
 অজ্ঞত নিবন্ধন নিয়মের সীমা অতিক্রম
 হওয়ার হয় না; কিন্তু এক জন আইনজ
 পণ্ডিত বারিষ্টার চীৎকার করিয়া এক জন
 বিচারপতিকে নিরস্ত করিবার যে চেষ্টা
 তাহা অতিশয় দুঃখী। ইংরাজ বারিষ্টার

ও আটবির ক্লার্কদিগের আনা উচিত ১০।১৫
 জনের এক কালে চীৎকার ক্রমবাহু মকদ্দমার
 উকীলদিগকে দেওয়া উচিত। এই মকদ্দমায়
 অর্ধশতাব্দে আটিকল্ড ক্লার্ক আটকিন ও
 প্রত্যর্ষীর পক্ষে বারিষ্টার জাকসন ছিলেন। মক
 দমার বেসকল আদালত গোল হয়, এ মিষ্ট
 তৎসনাগী তাহাদিগেরও হইয়াছে। তবে মকদ্দ
 মার উকীল ও সমস্ত আদালতকে সাধারণ্যে
 তৎসনা করা কেগান সাহেবের উচিত হয় নাই।

কলিকাতায় আর্শেণী বিদ্যালয়ের প্রধান
 শিক্ষক কাষ্টকার সাহেব ছাত্রদিগকে আর্শেণী
 তাহার কথোপকথন করিতে নিষেধ করেন।
 এক দিন সন্ধ্যাকালে কয়েকটি ছাত্র মাতৃতা
 য় কথ্য কথ্যে কাষ্টকার তাহাদিগকে
 আত্যাঙ্কিক প্রহার করিয়াছিলেন। পুলিশে
 নালিশ হওয়াতে ৩০ টাকা জরিমানা
 হইয়াছে। শাসন বটে।

কলিকাতার ছোট আদালতে একদল শর্ক
 দালাল আছে। ইহারা কেবল জুরাচুরি করিয়া
 উপার্জন করে। পূর্বে ইহাদিগকে মোক্তার
 বলিয়া গণ্য করা হইত। কিছু দিন হইল কেগান
 সাহেব ইহাদিগকে দূরীভূত করিয়াছেন। তথা
 পি ইহারা আদালত পরিভাগ না করাতে
 লাইসেন্স টাক আদায়ের ইহাদিগকে কর দিতে
 বলিয়াছেন। দালালেরা বিব্রত হইয়া জজের
 নিকটে এই সার্টিফিকেট চাহিয়াছে যে, তাহা
 দিগকে আদালত মোক্তার বলিয়া গণনা করেন
 না। কেগান সাহেব বলিয়াছেন আদালত ত্যাগ
 না করিলে তিনি এই সার্টিফিকেট দিবে না।
 কলিকাতার ছোট আদালত বনমাইসের বাসা
 দালালেরা তাহার প্রধান রক্ষক।

মধ্য ভারতবর্ষে রাজপুতনার অল্পকষ্ট দিন
 দিন হু হু হইতেছে। দ.ব.প্র লোকের দিনপাত
 করা ভার হইয়াছে। আফগানেব বিষয় এই গবর্নর
 জেনরলের বর্তমান এক্সেস্ট কর্নেল মিড রাজা
 দিগকে পূর্তকার্য আরম্ভ করিয়া লোকদিগকে
 কল্প দিতে প্ররোচিত দিতেছেন। কোন কোন
 স্থলে অন্নদান করা হইবে। অন্য অন্য বৎসর
 এক্সেস্ট শীতকালে জমলের সময়ে বিস্তর লোক
 লইয়া গমন করেন। কর্নেল মিড এবার ছয় জন
 মাত্র লোক লইয়া জমণ করিতেছেন।

গত সোমবারে লেপ্টনন্ট গবর্নর মেজর
 হোবেগেনকে সঙ্গে লইয়া কানিঙ বন্দর
 দর্শন করিতে গিয়া কয়েকটি স্তূতন বস্তা করি
 য়ার আজ্ঞা দিয়াছেন। গবর্নমেন্টের দ্রব্য বোঝাই
 চারি খানি জাহাজ কানিঙে আসিতেছে। পোট
 কানিঙ কোম্পানির চাউলের কুল দেখিয়া

গ্রেসাহেব সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহাতে বোধ হ
 তেছে গবর্নমেন্ট কানিঙ ত্যাগ করিতেছেন ম
 এ পর্যন্ত কয়েক জন জুরাচুরি অর্থ অপ
 করিয়া কেবল অনিষ্ট করিয়াছে। গবর্ন
 মৎ ও উপযুক্ত লোকের হস্তে ভার দিলে কে
 বৎসর মধ্যে কানিঙের সবিশেষ উন্নতি হই
 পারে।

কলিকাতার পুলিশ কমিসনর সম্প্রতি
 রোপীয় ইনস্পেক্টর ও কনষ্টেবলদিগকে আ
 দিয়াছেন, রবিবার তাহারা পুলিশ আদালতে
 আসিয়া বাজার ও দোকানসকল দর্শন করি
 বাহারা কম বাটখরা রাখেন তাহাদিগকে
 এই আজ্ঞায় কর্মচারীরা অসন্তুষ্ট হইয়া
 তাহারা বলেন রবিবার বিজ্ঞানসম্মত। এ দি
 গিবজার না গিয়া বাজার বাজারে জমণ
 তাহাদিগের পক্ষে কষ্টকর। অন্য দিনে বি
 কার্যী হইবার সুবিধা নাই?

সম্প্রতি একটা মাস্ত্রাজী জীলোক তা
 উপপত্তির সহিত বিবাদ করিয়া ধার দে
 টাক লডেনম পান করিয়া প্রাণত্যাগ করি
 তে। করণার বখন অল্পসময় করেন, তখন এ
 আশ্চর্য বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। মার্খা ও
 সনামক এক জন ইংরাজ আফিসরের
 বোতল হইতে কতটা মাস্ত্রাজী জীলোক
 লাডনম পান করে। বিবি ওরেল প্রত্যহ
 পোয়া লাডনম খাইয়া থাকেন। যে দিবস
 নম না পান সে দিন এক ভরি অহি
 খান! !। বাঘবাজারের "দল" একতর
 সিদ্ধিয়া উঠিবেন।

১০ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার

সম্প্রতি লাহোর পেসোয়ার, দেরা ইস
 খা ও কানালপুরে ডুমকম্প হইয়া
 কানালপুরে প্রায় অর্ধমিনিট কম্প ছিল।
 কুম্বনগবে ওলাউঠা হওয়াতে গবর্ন
 এক জন অতিরিক্ত সব আসিষ্টান্ট সার্জ
 তথ্যর যাইবার আজ্ঞা দিয়াছেন। সর্কজ
 হইতেছে।

লাইসেন্স গ্রহণ না করাতে ক
 ব্যাঙ্কর নামে পুলিশে নালিশ হয়। প্রত্য
 গের বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতে বলাতে মিউনি
 লকর্মচারী বেধি সাহেব বলেন, তাঁহার
 প্রমাণ নাই, ইহাতে অবৈতিক মাস্ত্রাজী
 ক সাহেব একপ্রকার মিথ্যা নালিশ করিয়া
 করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে তৎসনা ক
 বিস্তর মকদ্দমা খারিজ করিয়াছেন;
 বেধি সাহেব পীড়ানিবন্ধন আদালত

রন । মিউনিসিপাল কমিচারীরা বড় প্রশংসা
ভেছেন !

নিজামের রাজ্যের প্রধান মৌলবীর পদচূ-
র বৃত্তান্ত বাজালোর বেগমভে প্রকাশিত
হইয়াছে । এক রানীর এক মকদ্দমার রানী
মৌলবীকে এক লক্ষ টাকা উৎকোচ দেন ।
তার বিপক্ষ দুই লক্ষ টাকা দিয়া জয়লাভ
করেন । রানী মজীর নিকটে আপীল করিলে
মুসলমান হইল । ইহাতে প্রকাশ পাইল একটা
রানীর জালায় মণে নোট ও মোহর কাঁচিরা
পরে মোবক্বা দিয়া মৌলবীর নিকটে দুই লক্ষ
টাকা দেওয়া হইয়াছিল । জালা খুলিয়া দেখা
গেল, যেসব দেওয়া হইয়াছিল মোবক্বা ও নোট
স্বত্ব সেই ভাবে আছে । মৌলবী বলিলেন,
মণে টাকা ছিল তাহা তিনি জানিতেন না
কবল মোবক্বা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন ।
জালায় জজ বলিলেন, যখন তাহার নিষ্পত্তি
পীল নাই, তখন মোবক্বা গ্রহণ ও অন্যায় ।
মৌলবীর দুই বৎসর মেয়াদ হইয়াছে । তার
ই জন মৌলবী পদচূত হইয়াছেন । এই মকদ্দ
মায় যে দুই জন মুসলমান উকীল ছিলেন তাহা
রগকে হাদিসদাবান হইতে বহু কৃত করা হই
য়াছে । উৎকোচগ্রাহীদের যথোচিত দণ্ড হয়
বলিয়াই উগ্রাদিগের এই ভ্রম্পূ বৃত্তির নিবারণ
হইতেছে ন । “ মর্কোদগুজিতোলোকোহল
তাহি শুচিন রঃ । ”

পুনাঅবজারনর বে'হাই বেলওয়ে'র পইন্ট
গানদিগের একটা আত গাহ ত অব্যাহতার
প্রদর্শন করিয়াছেন । ককট স্টেশ
নর এক জন পইন্টমান বিনা অসুস্থতিতে
শ দিবস অসুস্থত বাকিতে পদচূত
হয় । ১২ই নবেম্বর বেলা ১০ ঘটিকার সময়ে
আবতীয় পইন্টমান বলিল, পদচূত ব্যক্তিকে
পুনরায় কর্ম না দিলে তাহারা আর কর্ম
করবে না । তখন ১৪ খানি শকট পাপে ছিল.
তার মধ্যে ৭ খানি আরোহীর শকট । স্টেশন
স্ট্রীট ও তৎস্থানীয় বাণিজ্যায়ক তাহারা কি
দাব করতেছে তাহাদিগকে বুঝাইলেন । তাহা
বুঝাইবার জন্য রেলওয়ে আইন পাঠ করিলেন
তথাপি তাহারা শান্ত হইল না । ক্ষত শকট আ
গতে লাগিল । বিপদ উপস্থিত, তখন কি কবেন
স্টেশনমাস্টার ও বাণিজ্যায়কপ্রকৃতি উচ্চতর কর্ম
চারীরা পইন্ট দারয়া আবেতীদিগের প্রাণরক্ষা
করিলেন । অপরাধীদেরকে কঙকানের সেসি
য়নে দেওয়া হইয়াছে ইহাদিগের গুরু দণ্ড
নিধান করা কর্তব্য ।

বিবি মাকছুগাল ও হানিগান মীলগিরিতে

হত হইয়াছেন । হত্যাকারীদেরকে মৃত্ত করিবার
জন্য মার্জিনেট ২০০ টাকা পুরস্কারের ঘোষণা
করিয়াছেন । দুটি এতদেশীয় জীলোক ও একটা
শিশুর হত্যা ধরিবার নিমিত্ত ৫০ (পঞ্চাশ)
টাকা দিবার বিজ্ঞাপন হইয়াছে । মাদ্রাজের
পুলিব কমিসনরের দ্রব্য লইয়া এক জন চৌকি
দার পলায়ন করাতে তাহাকে মৃত্ত করিবার
নিমিত্ত ১০০ (এক শত টাকা) দিবার বিজ্ঞা
পন হইয়াছে । দুইজন ইউরোপীয় জীলোকের
জীবন ও কমিসনরের কিঞ্চিৎ দ্রব্য সমান ।
এই দ্রব্য তিন জন এতদেশীয়ের জীবন অপেক্ষা
অধিক মূল্যবান ।।।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়র গ্রন্থণ করি
য়াছেন, আজিম খাঁ কশ্মীরদিগের অধীনে কর্ম
বীকার করিয়াছেন । তিনি কশ্মীরদিগের বেতন
ভোগী এক দল আফগান সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া
আমুনদীর দিগে প্রেরিত হইয়াছেন । সিয়র আ
লিব পুত্র জাকুব খাঁ ও সেনাপতি ইস্মাইল খাঁ
সরস্বজিতে উপনীত হইয়াছেন । তাহারা
সৈন্যদিগকে চারি মাসের বেতন দিয়াছেন ।
সিয়র আলির অর্পের অপ্রতুল হওয়াতে অতা
চার করিয়া টাকা লইতেছেন ।

কলিকাতার ছোটআদালতের মোক্তারেরা
সাইসেল করদান হইতে অব্যাহত পাইয়াছেন
কিন্তু এ ব্যক্তিদিগকে ছোটআদালতে বাইতে
দেওয়া উচিত নহে ।

চীনেয়া একপে ইউরোপ ও আমেরিকার
ডাকট্রাম্প দ্বারা গৃহের দেওয়াল সজ্জিত করি
তেছে । এই নিমিত্ত চীনস্থিত মিসনরীরা আগে
বিকা ও ইউরোপের ব্যবহৃত ট্রাম্প দাতব্য
স্বরূপ আনাইয়া দেক টাকায় ১০০০ ট্রাম্প
বিক্রয় করিতেছেন । যে সকল চীন শিশু মতা
শিতার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তাহাদিগের রক্ষা
এই টাকা বিনিয়োগিত হইবে ।

গতকল্য নীচজাতীয় এক জন ইউরোপীয়
এক নাবিকের ২ টাকা কাড়িয়া লওয়াতে চর
মাসের নিমিত্ত কারাভোগ হইয়াছে । উত্তরোত্তর
ইহাদিগের উপদ্রব বাড়িতেছে ।

১১ই অগ্রহায়ণ বুধবার ।

উদয়পুরের রাজা শসোর শুল্ক উঠাইয়া
দিয়া হুর্ডিকপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ
পুস্তকাধা করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন । আমাদি
গের গবর্নমেন্ট কেবল কাগজে রিপোর্ট লিখিয়া
সম্মত হইবেন না কি ?

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন ১৮
৬৯ অঙ্কের ১লা জাজুয়ারি অবধি যেসমস্ত পত্র
মধ্যে টাকা ও নোট থাকিবে, তাহা অবশ্য

রেজিষ্টরি করিতে হইবে । রেজিষ্টরি না করিলে
আর চারি আনা দণ্ড হইবে ।

মফসলাইট অসুস্থমান করেন, আগামী মার্চ
মাসেব মধ্যে দিল্লীর রেলওয়ে সুবিধানাপর্ষ্য
খুলিবে ।

আসামের সীমার পুনর্কার ঘোষণা আরম্ভ
হইয়াছে । মণিপুত্রীয় ও খোরমাজাতির পরস্পর
বিবাদ হওয়াতে তাহারা পরস্পরের গ্রামসমূহ
বৃষ্ঠ করিতেছে ।

কয়েক জন আরব ও পরসংবাসী এক কোম্পানি
করিয়া চারখানি বাষ্পীয় জাহাজ ক্রয়
করিয়াছেন । তাহারা ভারতবর্ষ হইতে বসোর
ও বোগদাদপর্ষ্যন্ত এইসকল জাহাজ বাণিজ্য
প্রেরণ করিবেন । আমাদিগের বণিকগণ অসু
খি একটা বস্ত্রের কলণ করিতে সাহসী হইলে
না ।

গুজরাটে এক জন সুতন কেশবচন্দ্র সেন দে
দিয়াছেন । হরিকৃষ্ণ মহারাজ জী পূর্বে এ
পল্লীগ্রামের শিক্ষক ছিলেন । তিনি পুরাণ
মনায় উত্তমরূপে শিক্ষা করেন । কিছু দিন হই
তিনি আপনাকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া
ঘোষণা করিয়া জী পুত্র ত্যাগ করিয়াছেন
হরিকৃষ্ণ প্রথমতঃ স্বামিনারায়ণনামক এক জ
বৈষ্ণবের শিষ্য ছিলেন । তাহার গুরু তাহা
এত ভাল বাসতেন যে অন্য অন্য বৈষ্ণব
তাহার মত গ্রহণ করিয়া চলতে আজ্ঞা দেন
অনতিতিলবে হরিকৃষ্ণ গুরুর বিরুদ্ধে ধর্মঘোষ
করিয়া নিজের মত বিশুদ্ধ বলিতে লাগিলেন
বৈষ্ণব দল তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না
তাহার একপে অনেক শিষ্য হইয়াছে । হরিকৃষ্ণ
আপন ধর্মঘোষণার্থ স্থানে স্থানে গমন করিয়া
বাসনা করিয়াছেন । একবার কলিকাতার আ
বেন কি ? তাহা হইলে “ মহারাজ জী
ও মহারাজ প্রভুর ” একবার লড়াই দেখা যায় ।

সম্প্রতি আরাকানের উপকূলে ঝড় হই
বিস্তৃত ভিত্তি করিয়াছে ।

শান্তপুর হইতে রাণাঘাটে আদালত
উঠিয়া আসিল ।

আমরা এদেশীয় লোকদিগকে এক বিষয়ে ম
যোগী হইতে অসুরোধ করতেছি । কলিকাত
ছোটআদালতের এলাকা বৃদ্ধি করিবার বি
শীল বিবেচিত হইবে । মেইন সাইবেব ২০০০ ট
পর্ষ্যন্ত ক্ষমতাবৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছে
ইউরোপীয় বণিকগণেরও এই মত । এলা
বৃদ্ধি হইক, কিন্তু আপীল প্রার্থ হইক । এত
পীয় মকদ্দমাসকলের স্বরূপে নিষ্পত্তি হয়
বাঁহাং দেখিয়াছেন তাহারা ই জানেন, গ

মোট অংশই কাগজে ভাল বেধিলে সস্তা
ধাকেন।

অঘোষা আকবর আলোয়ারের রাজার
কার্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন। রাজা অসৎ
মন্ত্রীগণেরা বেষ্টিত হইয়াছেন। প্রথমে যে আশা
করা গিয়াছিল ইনি তাহা পূর্ণ করলেন না।

১২ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

বোম্বাইয়ে একপ্রকার সুতন জুয়াচুরি
উঠিয়াছে। কা সমআলিনামক এক পুস্তক
বিক্রেতার বাণীতে মেনকা বাই নামে একী
ক্রীলোক আসিয়া বলিল, "তুমি একী ক্রীলোক
ককে মেনকা করিবে? এ সে সম্মত হওয়াতে
মেনকা তাহাকে যমুনা বাই নামে এক ক্রী
লোকের বাণীতে লইয়া গেল। সেই বাণীতে
মিকা হটল। মেনকা ঘটকালিরূপ ৫০ টাকা
পাইল। পুস্তকবন্দেতা সুন্দরী ক্রী পাইয়া
আপন আশীর্বাদিগের নিকটে হইতে ২৫০ টাকার
অলঙ্কার চাহিয়া আনিয়া তাহাকে সজ্জিত
করিয়া বাণীতে লইয়া গেল। কিন্তু কি ভাগ্য
দোষ! তিন ঘটিকার পর নব বিবাহিতা যুবতী
অলঙ্কারসমেত পলায়ন করিল। অসুস্থকালে
প্রকাশ পাইল যমুনা একী বেয়া। ইহাদিগের
নামে পুলিসে নালিশ হইয়াছে। যমুনা আ
কিছু দিন বিলম্ব করলে মেটন গাছেরের আইন
অনুসারে অলঙ্কারগুলিকে জীঘন করিয়া
লইতে পারত।

মাদোয়ারে অর্গত আওযাব ও গলুয়ের
কয়েক জন ভূতপূর্ক বিদ্রোহী ঠাকুর স্বদেশে
প্রত্যগমন করিয়া আপন আপন জায়গীর
বলপূর্ক অধিকার করিয়াছেন। ইহাদিগকে
ফসন করিবার উপায় হইতেছে।

যে পূর্বের রাজা প্রজাদিগের কষ্ট নিব
রণার্থ গুজরাট হইতে শস্য আনয়ন কর
ছেন। কিন্তু এপূর্ক শস্যের শুল্ক রহিত ক
নাহ। যে পূর্ক আলোয়ার ও গুজরাটের নায়
হাতভাগ রাজ্য ভাঙতবধি আর নাই।

অঘোষা অর্গস ল খত হইয়াছে, তত্রতা
রাজাদিগের বিবাহত কাইসর শাহী ক্রমশঃ
ভয় হইতেছে। বাণীতে ইহার মধ্যে শূগাল ও
দেশের বদমাইস বাস করে। ইহা পারিষ্কার করা
হয় না। গবর্নমেন্ট এই বাণীতে তালুকদার
দিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। ইহারা ইহার
প্রতি যদি স্বপ্রকাশ না করেন, তাহা
হইলে গবর্নমেন্টের গ্রহণ করা কঠব্য। অঘো
ষার তালুকদারদিগের মুখ সর্কণ দেখা যাই
তেছে।

রামকৃষ্ণনামক এক ধর্ম এক ভাল
মেডাল ও কয়েকখানি ভাল প্রশংসাপত্র
করিয়া লাহোবে কক্ষ লইবার চেষ্টা পাওয়াতে
তাহার কঠিন পরিশ্রমের স্মৃতি তাহার মাস
কারাবাদের আদেশ হইয়াছে। মেডালখানি
চার্লস নেফট কোম্পানি প্রস্তুত করিয়া দেন;
ইহাতে লিখিত থাকে রামকৃষ্ণ বিদ্রোহের সময়ে
অনেক কাজ করতে গবর্নমেন্ট তাহাকে
এই মেডাল পুরস্কার দিয়াছেন। যে
ব্যক্তি প্রশংসাপত্রগুলি মুদ্রিত করে তাহার

৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। চার্লস
নেফট কোম্পানি গবর্নমেন্টের অনুমতি না
লইয়া এই মেডাল করিয়াছিলেন; তাহাদিগের
কি হইবে?

বালিকাবিক্রয় অদ্যপি চলিতেছে।
রজনীগঞ্জেট বলেন, মাদ্রাজ হইতে ত্রয়োদশ
সর্দারী বালিকা আনিয়া বিক্রয় করা হয়।
সম্প্রতি এক জন মুসলমানের এই অপরাধে
পাঁচ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

অরকোডের বিশপের কন্যা ও জামাতা
কাথলিক ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন। জামাতা
এক জন প্রোটেষ্ট্যান্ট পাদরী ছিলেন। যাবতীয়
উপধর্মের যে গতি খৃষ্টিয় ধর্মের সেই গতি
হইতেছে। যখন খৃষ্ট সেই "দয়াল প্রভু" রহি
লেন, তিনি মধ্যস্থ না হইলে ক্রোধাক্ত ও ঠেবর
নির্ধাতনপ্রিয় ঈশ্বর জ্ঞান করিবেন না। যখন
অলৌকিক কাণ্ডে বিশ্বাস করা খৃষ্ট ধর্মের মূল
হইতেছে, তখন রাজাকে ধর্মের মস্তক বলিয়া
লোকের মন পরিতৃপ্ত হয় না। উপধর্মে বাহ্য
আভূষণ আশ্রয়। সম্প্রতি রিচুয়ালিষ্টেরা যে
প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে অধিকাং
শ ইংরাজ পুনর্ন্যায় কাথলিক হইবেন। অবশি
ষ্টাংশ প্রকাশ্যরূপে খৃষ্টধর্ম পরিত্যাগ করি
বেন।

মাদ্রাজের শাসনকর্তা লাড নেপিয়র জল
প্রণালীর উন্নতিসাধনার্থ সর্বেশেষ যত্ন
বান হইয়াছেন। তিনি কেবল রিপোর্টে তৃপ্ত
নন, কাজ চান। আমাদিগের ডাক্তর লিঙ্ককে
মাদ্রাজের জেলসমূহের উন্নতিসাধনার্থ প্রেরণ
করিলে কি ভাল হয় না?

চমাব রাজার নিজ ক্রীড় সন্থিত বিবাদের
পত্র কারণ প্রকাশিত হইয়াছে। রানী রুচ
রত্র হওয়াতে রাজা তাঁহাকে নিজ বাণী হইতে
বিস্কৃত করিয়া পলীগ্রামস্থিত এক বাণীতে
প্রেরণ করেন। তাঁহার অলঙ্কার গ্রহণ করা হয়
নাই। রানী পিতার নিকটে যৌতুক পান নাট।
মতঃ অব তাঁহার ডুমিসকল বাজেআপ্ত করি
বার কথা মিথ্যা। রাজা গবর্নমেন্টকে বলিয়াছেন
অসুস্থকালে করিলে রানীরই দোষ প্রকাশিত
হইবে। তিনি যথেষ্ট বৃত্তি দিতে সম্মত আছেন।
বিভ্রান্ত ক্রীকে আর গ্রহণ করিবেন না। এ
বিষয়ে গবর্নমেন্ট অনুরোধও কবিত্তে পারেন
না। রাজগণ বহু বিবাহ করেন ও শত শত
বেশ্যা রাখেন, তাহার ফল এই মথার্থ বিবাহিতা
ক্রী শেষে পর পুরুষকে গ্রহণ করেন।

১৮৫৭ অব্দে শোরাপুরের রাজা বিদ্রোহী
হইয়া দেওর তয়ে আত্মহত্যা করেন। বিদ্রোহ
শান্তির পর গবর্নমেন্ট হায়দরাবাদের নিজামকে
শোরাপুর পুনর্কার দেন। সম্প্রতি এক জন ধর্ম
আসিয়া আপনাকে শোরাপুরের রাজা বলিয়া
পরিচয় দিয়া উক্ত রাজ্য প্রত্যাগণ করিতে বলে,
হায়দরাবাদের রেসিডেন্ট অনুসন্ধান করিয়া
ইহার খুঁড়তা জানিতে পারিয়াছেন। দক্ষিণ
তের এই প্রতাপচাঁদকে গমন সতর্ক করিয়া
চাহিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৩ ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার।
সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বলেন, " বাবু প্রিয়
ব্রজবোষ আসিষ্ট্যান্ট সার্জন হইয়া ইংলণ্ড
হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি রেজুনে
কর্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

ইংলিসমান এক টেলিগ্রাম পাইয়াছেন।
এতদ্বারা জানা যাইতেছে, সর্দার আবদুল
রহমান খাঁ বামিয়ানের নিকটে এক ঘোরতর যুদ্ধে
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছেন। সিয়র আলির
সেনাপতিগণ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইতে
ছেন। আজিম খাঁর সহিত সিয়র আলির
যুদ্ধশেষপর্যন্ত আবদুলরহমান চূপ করিয়াছি
লেন; আর কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিলে তিনি অসু
লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার মাতাকে
অপমান করাতে তিনি শীত কালেই যুদ্ধার্থ অগ্র
সর হন। আমাদিগের গবর্নমেন্টের কর্তব্য কর্ম
ক, তাহা বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

সিয়র আলি খা এক প্রকার পারস্যের অধীনতা
স্বীকার করিয়াছেন। হিবাটের নিকটস্থ পারস্য
সৈন্যগণ উপনগরের শাসনকর্তব্য নিকটে রসন
লইতেছে। শাসন কর্তা সম্প্রতি অনিচ্ছা প্রকাশ
করাতে আমীর তাঁহাকে বলিয়াছেন, পারস্যীক
সেনাপতি বাহা চাহিবেন, তাহা দিতে হইবে।
সম্মত হইয়া পারস্যের অধীনতা স্বীকার করিয়া
করিতেছেন।

কে ও অব ইণ্ডিয়া বলেন, ৬৩৭ জন ছাত্র
বাহ হৃথের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা
দিত্তেছেন। গত বৎসর অপেক্ষা ১০০ জন
অধিক হইয়াছেন। ১০ জন এম. এ পরীক্ষা
দবেন। বি. এলের নির্মিত ৬ জন আবেদন
করিয়াছেন।

উক্ত পত্র অনুমতি করেন, ১০ ই জানুয়ারি
লাড মেয় কলিকাতায় উপনীত হইবেন।

উক্ত পত্র অবল কবিয়াছেন, মেইন সাহেব
আর এক বৎসর ভারতবধি থাকিবেন। কেন
আর কষ্ট পাইবেন?

ইংলণ্ডে অবস্থান করিতে যাইবার মনঃ
যে ভারতবৃত্তি পরীক্ষা দারা প্রাপ্য, সেই পরীক্ষা
প্রাপ্য ৬ ৫ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

প্রধানতম বিচারালয় যাবতীয় অধ্যক্ষ জ
ও মুন্সেফদিগের নিকটে কয়েকখানি করিয়া
আইন পুস্তক, সাফের আইন ও ১৮৬২ অব
অবধির মজির পুস্তক প্রেরণ কবিবার মানঃ
করিয়াছেন। এ অতিশয় কর্তব্য।

১৪ ই অগ্রহায়ণ শনিবার।

দিল্লী গেজেটে লিখিত হইয়াছে ১৩ ই নবে
এক জন দলভাগী ইউরোপীয় গোলন্দাজ
মার এক জন ইউরোপীয় পেনোয়র চঠতে
টকে গমন কবে। তাহারা উক্ত লোকেব বেশ
ত্যা ডাকবাঙ্কালয় গমন ক'বয়া সুরাপান-
তি নীচকার্য করে। টেকালে দুই জনে
করিতে গিয়া এক দক্ষিণ এক জন আফি
র ভারতবর্ষীয় ভৃত্যকে অকারণ বদ করি
ছ। পেনোয়রের কামসনবের সম্মুখে এই
হয়। হত্যাকারীকে সে সময়ে দেওয়া হই
ছ। সৈন্যের বিচার সামরিক বিচারালয়ে
বা এই হত্যানিবন্ধন আটকের লোকেরা
শস্য বিক্রয় হইয়াছেন। ইউরোপীয়দিগকে
লেব আদালতের অধীনস্থ করিতে যত
হইবে, ততই পাপরুদ্ধি হইবে দেশ ক্রমশঃ
রক্ত ইউরোপীয়দিগের পরিপূর্ণিত হইতেছে।
আমরা আত্মাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি,
সৈন্য স'হের বদদেশীয় ধাবস্থাপক সত্য
িল অর্পণ করিয়া আমলাদিগকে বদলী
র প্রস্তাব করিয়াছেন। কবসংক্রান্ত
না দেওয়ানী আদালতের হস্তে দিবার
র কি হইল?

দেয়া রাত্রি ৮ টার সময় বরাহনগরনিবাসী
পবনেশী শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চৌধুরীর স হত
শিপদ বন্ধোপাধায়ের বিদবা 'তাগিনেয়ী'
ধনী দেবীর ব্রাহ্মণতে বিবাহ হইবে।

মুদ্রিত লিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের কাগজ
ত হইতেছে।

কার সিকা	২৪	২৪৮
কো	২৪	২৪১
পাবলিক ওয়ার্ক	১০৪৫	১০৫
কো	১০৮৫	১০৯
কো	১১২৫	১১৩

—১০২—

বিজ্ঞাপন।

ইফইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

কয়লার কন্ট্রাক্ট।

১৯ অক্টোবর ১ লাঃ জ'পুয়ানি অবধি চয়
ল এই কোম্পানির পাথু বয়া কয়লার
জন। আগামী ডিসেম্বর মাসের ৭ টি সাম-
ই প্রচুরপর্ষাঙ্ক নিয়মাকবকারী উহার
গ্রহণ করিবেন।

বেদন কবিলে টপুদের ফর্ম পাওয়া
পারিবে।

অব এজেন্সি
গুয়া বলায়
সিউসী প্রায়ার
কাতা ১৮৮৮
বেষর

সিসিল ডিকেন্স
বোড অব এজেন্স

—১০৩—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ই নবেম্বর। অদ্য মহাসভাক
হইবে। আরল মেয় ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে
যাত্রা করিয়াছেন। কল্যা অবধি বোম্বাই ব্যাঙ্ক
কমিসন কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাহারা শুক্র
বারপর্ষাঙ্ক কার্য স্থগিত রাখিবেন। ঐদিবস
ডিরেক্টরদিগের হিসাব দেখা হইবে।

স্পেনের প্রতিনিধি মনোনীত
করিবার সময়ে মত দিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন।
স্পেনের সাহায্যকারী সৈন্যগণকে কিউবাধীপে
প্রেরণ করা হইয়াছে।

১২ই নবেম্বর। লুডন মহাসভার সভ
মনোনীত করিবার পরহানা বাহির হইয়াছে
১০ ইন্ডিসেম্বরের মধ্যে কার্য শেষ হইবে।

সর রাউণ্ডেল পামার অকসফোর্ডের প্রতি
নিধি হইবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছেন।

সম্প্রতি প্রায়ার রাজা যে বক্তৃতা করিয়া
ছেন, মণিটউর পত্র তাহার প্রশংসা করিয়া-
ছেন। লাড মেহে। ভোজের দিবস ডিসরেলি
সাহেব যে বক্তৃতা করেন এবং লাড ষ্টানলি
মধ্যস্থতা শান্তিকার যে প্রস্তাব করিয়াছেন
তাহারও সুখ্যাতি করা হইয়াছে।

আলাবামাঘটিত বিবাদের নিষ্পত্তির নিমিত্ত
ইংলণ্ড ও আমেরিকা অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর
করিয়াছেন। উভয় জাতির কয়েকজন কমিস
নর ও এক জন বিদেশীয় রাজা মধ্যস্থ হইবেন।

১৩ই নবেম্বর। আলাবামাঘটিত বিবাদের
নিষ্পত্তির নিমিত্ত প্রায়ার রাজা মধ্যস্থ হইয়া
ছেন।

সানজুয়ান জাহাজঘটিত বিবাদের নিষ্প
ত্তব জন্য স্টুটজরলণ্ডের সভাপতি মধ্যস্থ
হইয়াছেন।

এরূপ জনশ্রুতি সব উইলিং ম্যান্ স্কিলড
ইথনেরের পরিবর্তে আয়ারলণ্ডের প্রধান সে-
পতি হইবেন। বোধ হয়, বিশপ টেট কান্টার-
বরির আর্কবিশপ হইবেন। মাগদালার লাড
নেপিয়র ভারতবর্ষে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি
আপাততঃ কোয়েঙ্গে আছেন। সেনাপতি ফেরা
রের মৃত্যু হইয়াছে।

১৪ই নবেম্বর। কানাডার লুডন গবর্নর জেন
রল সর জন ইয়ঙ ব'খ চিল্লের নাইট গ্রাণ্ড
ক্রস হইয়াছেন।

গতকল্যা অবধি বোম্বাই ব্যাঙ্ক কমিসনরের
পুনর্বার আধবেশন হইতেছে। গবর্নমেন্টের পক্ষ
ডিরেক্টরদিগের জবানবন্দী লওয়া হয়। তাহার
বলিয়াছেন, অক্ষয় কবল নিজ প্রাতিভাবে
টাকা কর্ত্ত্ব দিতেছেন, তাহা তাঁতাবা জানিতেন
না। এ বিষয়ে অক্ষয় ঐহাদিগের অনুমতি
লইয়া কাজ করেন নাই।

সেনাপতি প্রিন্স এক সরসুলারদ্বারা প্রকাশ
করিয়াছেন, মাদ্রাসাতে সাহায্যকারী সৈন্য
প্রেরণ করা তাঁহার আভ্যন্ত নহে। স্পেনের
যাবতীয় দল এক ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন,
বাজার দ্বারা শাসন করা অতিশয় কঠিন হই
য়াছে। গীতপ্রস্তাবকারী রসিনের মৃত্যু হই
য়াছে।

১৩ই নবেম্বর। বিশপ টেট কান্টার
আর্কবিশপ হইয়াছেন।

বেসকল ব্যক্তি লাড ষ্টানলিকে মনোনীত
তান গতকল্যা তাঁহাদিগের অধ্রে বক্তৃতা
বলেন, ইউরোপীয় গবর্নমেন্টসমূহ যে যুক্ত
করিতেছেন, তাহা উচ্ছেদের কারণ বটে।
শান্তিবন্ধ হইবে এটা যদি নিশ্চিত হয়
হইলে প্রশ্রয়ার অবধানে সমুদায় জ
একত্র হইলে ফ্রান্স কোন আপত্তি করিবে
তিনি আরও বলিলেন, তুরস্ক রাজ্য
হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে গোলযোগ হইবার
বনা। উপসংহারে তিনি বলিলেন, আরার
ধর্মসম্প্রদায়ের যে কুপ্রথা আছে তাহার স
ধন করা তাঁহার অভিপ্রায়। কৃষকগণ যে
সাধন করিবে, তাহা হইতে তাহারা
না হয় এ চেষ্টাও তিনি করিবেন।

প্রতিনিধি বাণ্ডেন ঘটিত মকদ্দমায়
জন করাশী সংবাদপত্রের সম্পাদকের দ
য়াছে।

গলইস সংবাদপত্রে মিথ্যা বক্তব্যের
বাদ প্রচার হইয়াছিল বলিয়া সম্পাদকের
ইয়াছে।

বিসুবিয়স পর্দাতে ভয়ানক অগ্নি
হইতেছে।

২৪ এ নবেম্বর। এপর্যন্ত মহাসভায়
প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন, তাহাদি
অধিকাংশ লিবরল দলজুক্ত। ২৮৩ জন লি
ও ১৫৬ জন কনসারবেটিব সভ্য হইয়াছে।

২৩ এ নবেম্বর। এপর্যন্ত বক্ত প্রতিনি
মনোনীত হইয়াছেন তাহাতে দেখা যায়
৩৩০ জন লিবরল ও ১৮০ জন কনসারবে
সভ্য হইয়াছেন।

২১ এ নবেম্বর শনিবার আরল ও কান্টার
মেয় ত্রিগুসিতে জাহাজবোহন করিয়া
মাফেটেরে বেসকল কেনিয়ানের মৃত্যু
তাহাদিগের স্মরণার্থ গত কল্যা হাইড প
অনেক কেনিয়ান সমবেত হইয়াছিল।

মাদ্রোষ্টান সাহেবকে পরাজয় করিয়া
ফর্টিস জেনরল ইও লিস এডিনববা বিশ্ব বদ
য়েব চামেলর হইয়াছেন। রাইট অনরে
জেম স. মনক্রিফ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেব
হইয়াছেন।

মাসগোর বিশ্ববিদ্যালয়ের বেটেরের প
নিমিত্ত লো সাহেব ও লাড ষ্টানলি প্রার্থী
উভয়ের দিগে সমান মত হওয়াতে চামে
ডিউক অব মন্টোজ মিজের অতিরিক্ত
লাড ষ্টানলির পক্ষে দিয়া তাঁহাকে রেটের ক
ইয়াছেন।

গণমেণ্ট বিজ্ঞাপন ।

স্বদেশীয় লেপ্টনেন্টগবর্নরের

আদেশানুসারী

নিয়োগ ।

১ ই নবেম্বর । মৌলবী গোলাম আলানী মুন্সেফ হইবেন । মৌলবী গোলাম আলো অল্পস্থানকালে বাবু ব্রজেন্দ্র আয়ার মুন্সেফ হইবেন ।

মৌলবী আবহুল মজিদ কালনার মুন্সেফ হই

৪ নবেম্বর । হাজারিবাগের অতিরিক্ত কমিসনর সি. এ. এস. বেডফোর্ড মানভূমে বদলী হইয়া মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কমতা পাইবেন ।

৬ এ আগষ্টের গেজেটের আজ্ঞা কারিয়া আদেশ হইতেকে যে সার্জন জে. এ. মালড কটকের প্রতিনিধি সিবিলাসার্জন

১৩ নবেম্বর । ২৪ পরগণার প্রতিনিধি সহ পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এফ. গ্রেবস সাহেব বদলী হইবেন ।

১৫, মাকগিল সাহেব হারকাতে দ্বিতীয় জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর

১৬ দিন বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ বিদ্যায় লইয়া স্থিত থাকিবেন, তত দিন মেহেরপুরের বাবু গণেশচন্দ্র চৌধুরী কৃষ্ণনগরের নিধি মুন্সেফ হইবেন ।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা গৌহাটীর বিদ্যা সভার সভ্য হইবেন ।

লেপ্টনান্ট এ. ডি. বটার । বাবু ভেমচন্দ্র

১০ এ নবেম্বর । বাবু অমূলচন্দ্র মলিক নাগ অন্তর্গত লোহারডগার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় জেণির অধীন টেটের কমতা পাইবেন ।

১১ এ নবেম্বর । ষত দিন বীরভূমের মাজি মফসলে ভ্রমণ করিবেন, তত দিন ডেপুটি টেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু উমাচরণ

পাধ্যায় ১৮৫৪ অব্দের ১০ আইনের ১

১২ এ নবেম্বর । ষত দিন বীরভূমে প্রথম জি. এস. টি. হারিস সাহেব বীরভূমে প্রথম

ডবলিউ. ই. ওয়াড সাহেব বর্ধমানের প্রান্ত নিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন ।

জি. কে. ওয়েবস্টার সাহেব বর্ধমানের সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কমতা পাইবেন ।

ষত দিন মৌলবী আবহুল খালিক বিদ্যায় লইয়া অল্পস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু বঙ্গচন্দ্র চক্রবর্তী ঢাকার অন্তর্গত পলাসের প্রান্তি নিধি মুন্সেফ হইবেন

২৩ এ নবেম্বর । তৃতীয় জেণির সব আসিষ্ট্যান্ট সার্জন প্রিয়নাথ বসু বিশেষ কার্যে নদী ঘাটে প্রেরিত হইবেন ।

টি. এফ. বিগনলড সাহেব ২৬ এ অক্টোবর কার্যে প্রত্যোগমন করিয়াছেন । ঐ দিবস অবধি তিনি বালেশ্বরের প্রথম জেণির প্রতিনিধি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন ।

এ. পি. মাকডলেন সাহেব হাজারিবাগের সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া বরহি উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম জেণির অধীন মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কমতা পাইবেন । তিনি আরও প্রধানতম বিচারালয় ও সেশিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন ।

সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর টি. ই. করহেড সাহেব মেহেরপুর উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কমতা পাইবেন । তিনি আরও প্রধানতম বিচারালয় ও সেশিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন ।

সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জে. এ. হপকিন্স সাহেব মাগুরা উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কমতা পাইবেন ।

সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর এফ. এচ. মাকলম্বিন সাহেব চুরাডাঙ্গা উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম জেণির অধীন মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কমতা পাইবেন । তিনি আরও প্রধানতম বিচারালয়ে ও সেশিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন ।

নদীয়ার জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে. টুইডি সাহেব ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন ও ৮৩২ অব্দের ৬ আইনের মকদ্দমার আপীল গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

দারজিলিঙের ডেপুটি কমিসনর মেজর ডবলিউ. বি. ডি. মটন নিজের কার্যভিত্তিক অধিকার বিচারপতির কার্য করিবেন ।

গোয়ালপাড়ার প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর টি. শ্মিথ সাহেব নিজের কার্যভিত্তিক প্রতিনিধি অধিকারের কার্য করিবেন ।

পশ্চিম চুরারের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর ডবলিউ. ও. বেকট সাহেব নিজের কার্যভিত্তিক প্রতিনিধি অধিকারের কার্য করিবেন ।

২৪ এ নবেম্বর । রাজসাহির ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মুন্সি দরিরুদ্দিন অন্ন মেদিনীপুরে বদলী হইয়া মাজিস্ট্রেটের কমতা পাইবেন ।

পালামাউয়ের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী ফইজুল্লা রাজসাহীতে বদলী হইয়া মাজিস্ট্রেটের কমতা পাইবেন ।

মেদিনীপুরের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু অমদাপ্রসাদ নিম্নতর শাসন কার্যের ষষ্ঠ জেণিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ষত দিন বাবু কালিদাস দত্ত বিশেষ কার্যে অল্পস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু কালীচন্দ্র কটকের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় জেণির অধীন মাজিস্ট্রেটের কমতা পাইবেন ।

সহকারী আপথিকারী সি. হাট সাহেব নবাবপুরে ৪ নং থাকবস্তুর কর্মচারীদের চিঠি দ্বারা ভার পাইবেন ।

জি. কে. ওয়েবস্টার সাহেব লোহারডগার প্রথম জেণির সহকারী কমিসনর হইয়া মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কমতা পাইবেন ।

প্রেরিত ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।

মহাশয় । প্রাচীন পত্রী গ্রামসমূহের ইতিহাস অল্পস্থানে প্রস্তুত হইলে, প্রাচীন গ্রামসমূহের ইতিহাস প্রাচীন দশায় উপস্থিত থাকে, ক্রমে ক্রমে বিবিধ কারণে তাহার বায়ু হুম্বিত হয় এবং সেই দোষ এক সময়ে আনবার্য হইয়া ঘোরতর পোচনীয় অবস্থাপাদন করে । এইরূপে এক বার যে গ্রাম হুম্বিত হইয়া অস্তিত্ব হার, তদ্বিবাসীরা পরিত্যাগ করিলে, আর কখনই তাহাতে গমন করিতে সম্মত হয় না । তখন গ্রামটি শূন্য বনময় হইয়া উঠে । এইরূপে বহুসংখ্যক গ্রাম ভিন্ন ভিন্ন ও বিনষ্ট হইয়াছে ।

আমাদের নিবাস ভূমি ইষ্টাপুর একতী পল্লিগ্রাম, সুতরাং কালক্রমে যে ইষ্টাপুর বিনষ্ট হইবে ইহা আশ্চর্যের বিষয় । কালে ইহা কি অভ্যন্তরীণ কি

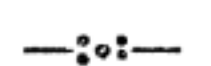
কার শোভাতেই সুশোভিত ছিল । খন্দ্য
 াচীন কালের উত্তম উত্তম নেবালয়
 বস্ত্রীর্ণ জলাশয়প্রভৃতি ইহার পুরাকাল
 শোভাগেবে পরিচয় প্রদান করিতেছে ।
 হায় ! কালের কি ক্রান্তিগণ্য পরিবর্তন
 যে রম্য হর্ম্মসমূহের শিষ্টতৈপুণ্যে দর্শক
 অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিয়াছে, কাল
 যে তাহার ভয়াবহা উপস্থিত হওয়াতে
 যিকাজনক মুর্চ্ছিত হইয়াছে । যেসকল
 য় বর্ম্মীয় শোভাসম্পাদনের ও বহু
 প্রাণীণ প্রাণবিকার একমাত্র প্রদান
 ঠিয়াছিল, যেসকল স্থান বহুজনসমাকীর্ণ
 পূর্ণ ছিল, এক্ষণে তাহা জনশূন্য
 য় হইয়া বন্য জঙ্গলেব আশ্রয়
 হইয়াছে ।

১৯৩৮ সালের মহামারিই (এ অক্ষ
 ারিত্যয় প্রথমে এই গ্রাম হইতেই উদ্ভূত
 আমাদের জগৎমব উচ্চরূপ শ্রীমংশের
 প্রধান কারণ । সেই ঘোরতর দুর্ঘট
 ময় ইহার প্রায় তৃতীয়াংশ লোক অকালে
 বলে কবালিত হয় । এই শোচনীয় অব
 ামাদিগের দয়ালু গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা প্রতি
 দৃষ্টিপতিত হয়, গ্রামিক অপরূপ পুষ্
 তিলের পক্ষোদ্ধার ও গ্রামের অভাবের
 গমনান করণী পথঃপনালী প্রস্তুত
 ার জন উদ্যোগ হয়, আর এরূপ প্রস্তুত
 ছিল, কতকগুলি রাস্তাও সংস্কৃত হইবে ।
 ারে একজন ওয়াশয়ার এখানে
 া যে যে রাস্তা ও রাস্তাগুলি পরি
 হইবে, তাহার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া
 ন প্রস্থান করেন । ১৯৩৮ প্রস্তুত
 মফাহার্ম চাঁদা কবি জন বনগ্রাম
 ার এক জন কর্ম্মচারী এখানে আসিয়া
 লোকের নিকট হইতে অনেকগুলি টাকা
 করিয়া চলিয়া যান । এরূপে প্রায় দুই
 অতীত হইল । তৎপরে একটি পুষ্করিণী
 তন্য হইতে হইতেই অত্যন্ত বৃষ্টি হও
 তাহার কথ্য সেইপর্যন্ত শেষ হইল ।
 য়ঃপনালী খনন করিবার কথা ছিল, কিছু
 ন দুইটি কথ্যক্রমে খাত হইয়াই
 ায়কে পশিষ্রাছে » ইত্যাদি বাক্যের

অতিকষ্টে কলযাপন করিতেছেন । সম্পাদক
 মহাশয় ! আমরা বড় আশা করিয়াছিলাম, আশা
 দেব দয়ালু গবর্ণমেণ্টের কৃপায় অতঃপর আমরা
 স্বাস্থ্যসুখে সুখী হইব । কিন্তু রাজকীয় কার্যকারক
 দিগের দোষেই বলুন, অথবা আমাদের দুর
 দুষ্টবশতই বলুন, তাহাতে বঞ্চিত হইলাম, ইহা
 কি সামান্য আক্ষেপের বিষয় ! সংপ্রতি শ্রীযুক্ত
 বাবু মতিমচন্দ্র পাল মহোদয় এই মহাকুমার
 (বনগ্রামে) আগমন করাতে আমাদের চির
 সঞ্চিত আশা বলবতী হইয়াছে । ভরসা করি
 তিনি তাঁহার অনামন্য দয়াগুণের বশবতী
 হইয়া তাহা সফল করিবেন । এক্ষণে তাঁহার
 নিকট দ্বিনয়ে প্রার্থনা এই যে, উক্ত সংগৃহীত
 অর্থদ্বারা হটক, অথবা আর কিছু চাঁদা
 সংগ্রহ করিয়াই হটক, অথবা বাহাতে পুষ্ক
 প্রস্তুত বিষয়গুলি সুসম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে
 যত্নবান হইয়া এই দুর্দ্দশাপন্ন গ্রামবাসী ব্যক্তি
 বর্গের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় করিয়া আপনাদের
 মহাত্মা এই নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন ।

অবশেষে ইচ্ছাও বক্তব্য যে, এই গ্রামবাসী
 শ্রীযুক্ত দীননাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মদন
 মোহন চট্টোপাধ্যায় মহোদয় প্রধান উদ্যোগী
 হইয়া কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি
 রাস্তা সংস্কার করিতেছেন । এইরূপ দেশহিত
 কর কার্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে যে তাঁহাদিগের সদা
 শয়তা প্রকাশিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য যে
 তাঁহারা অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন,
 তাহার সন্দেহ নাই ।

ইচ্ছাপূর্ব্বক }
 ১৯ এ কার্তিক } ত্রিতারাশ্রম বন্দোপাধ্যায়



মহাশয় ! গোস্বামী দুর্গাপুরে প্রতিবৎসরই
 রাসযাত্রা উপলক্ষে একটি বৃহৎ মেলা হইয়া
 থাকে, এ বারেও হইয়াছে । মেলাতে দূর দেশ
 হইতে অনেক বাণিজ্যব্যবসায়ী আসিয়া
 থাকে এবং বিলক্ষণ লাভ করিয়া প্রতিগমন
 করে । এই সময়ে এখানে কত লোক যে সমা
 গত হয় তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না ।
 প্রায় এক মাস কিম্বা ততোদিককাল এইরূপ
 থাকিয়া পরশেষে মেলাটিই ভঙ্গ হয় ।

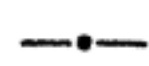
মেলার দক্ষিণ দিকে আনন্দ বাজারনামক
 একটি বাজার বসে । এখানে নানা প্রকার
 কুৎসিত আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে । সন্ধ্যার
 পর অনেক ভদ্রসন্তানকেও এখানে দেখিতে
 পাওয়া যায় । ইহারা দিনের বেলায় চুপ করিয়া
 থাকেন, রাত্রি সমাগত হইলেই পেচকের সঙ্গে

সঙ্গে আসিয়া দেখা দেন । মনে করেন
 তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না ; কিন্তু
 কেবল মনকে চোক ঠার হইয়া দাঁড়ায়,
 বিবেচনা করেন না ।

প্রতিবৎসরই জুয়া খেলার বিলক্ষণ
 হইয়া থাকে পুলিশের সুখের দিন আর
 মেলার দিনে এক বার বাহর হইলেই
 পোকাই হইয়া যায় । মহাশয় ! আশ্চর্য্য
 এই, যখন মার্জিষ্টেট কিংবা উপরিতন
 পুলিশকর্ম্মচারী আসেন তখন আর উহা
 দেখিতে পাওয়া যায় না ।

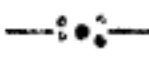
এ বার মার্জিষ্টেট সাহেব মেলা পা
 করিতে আসিয়াছিলেন । ইনি নীল
 সঙ্গে বড় আসেন না ।

গোস্বামী দুর্গাপুর



সম্পাদক মহাশয় ! কয়েক দিবস হইল,
 কার্যোপলক্ষে ওসমানপুরে আসিয়া
 চট্টপাথের গ্রামগুলির দুর্ববস্তার কথা
 অত্যন্ত ছুঃখিত হইলাম । কৃষ্ণপুর, জ
 ও অ জইল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীর চত
 মন্দিরগাড়ীয়া ও কৃষ্ণপু নামক বৃহৎ
 টী বিল আছে । এই দুই বিলের জল
 সাবে পচিয়া অত্যন্ত পুষ্টিগ্ধ
 বাপক আরের প্রাকৃত্যব হয় তাহাতে
 পল্লী এক কালে উৎসন্ন হইতেছে । ক
 এসমুদায়ের প্রতি দুর্দ্দশিত করিয়াও করি
 না । অতিক্রম দুঃখের বিষয় এই, গ্রামের
 দার মহাশয়দিগের হইতে ইহার সচপায়
 পারে । কিন্তু পরস্পর অটনকাহেতু তাহ
 তেছে না । বঙ্গদেশের সমুদায় বিলের
 বহু জল কোন কৌশলক্রমে বাহির
 অনেক উর্দ্বার ভূমি বাহির হইয়া তাবী
 কাশকার নিবাণ হইতে পারে । অ
 আমার প্রার্থনা এই, আমাদের হিতৈষী
 মেন্ট হিতৈষী ব্যক্তিদিগের সাহায্য
 এবিষয়ের সম্পাদনে যত্নবান হন ।

১২৭৫ সাল }
 ১লা অগ্রহারণ } ত্রীরজনীকান্ত টেম
 ওসমান



সবিনয় নিবেদন ।
 ইঞ্জিয়ান মিরার সম্পাদক আমাদের
 মিথ্যাপবাদ ঘোষণা করেন, তদ্বিষয়ে ২৫
 কের সোমপ্রকাশে সে পত্র প্রকাশিত হইয়া
 তৎপরে উক্ত সম্পাদক পুনর্দ্বার লিখিয়া
 যে মিরাবে তিনি আমাদের আপত্তির

দেন নাই, তিনি তত্ত্ববিদেহীদিগের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার প্রস্তাবটি সাধারণ প্রস্তাব কোন বিশেষ ঘটনা বা ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লেখা হয় নাই। এই উত্তর শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। তাঁহার প্রস্তাবের উপসংহারকালে সম্পাদক যত দূর হইতে পারে স্পষ্টাভিধানে বর্তমান গোলযোগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "একপাক্ষিকতার ব্যাপার লইয়া আমাদের কোন কোন একু আপত্তি উপস্থাপন করিয়াছেন।", "একপাক্ষিকতা কি? পাত্ত, " বিশ্বাসের স্বচ্ছতা, বিশ্ববুদ্ধি ও তীক্ষ্ণানিবন্ধন এই বিবেচ্যতা সঞ্চারিত হইয়াছে।" এই বিবেচ্যতা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে? অপিচ " তাঁহার বিনয় মমতা ও অসম্পর্কের ভাবকে ত্রাসীম্য এবং তত্ত্বের ক্রিয়াসকলকে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা বলিয়া প্রচার করিতেছেন। " ঐসমস্ত তত্ত্বের চিহ্ন কি? কোন কোন কার্যকে ঐ বিনয় মমতা ও তত্ত্বচিহ্ন বলা হইতেছে এবং কাহার উহাকে অবধারিত প্রচার করিতেছে? মিরার সম্পাদক আমাদের এই কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিবেন। এসমস্তও কি তিনি সাধারণ প্রস্তাব বলেন? তবে আমরা অক্ষম হইলাম। এই প্রস্তাবের লেখক কেশব বাবু তাঁহার সন্দেহ রাই। তিনি বলুন, আমাদের সহিত তাঁহার পশ্চিমাঞ্চলে তর্ক বিতর্ক আপত্তি ও প্রতিবাদে পর তৎসম্বন্ধে তিনি এই প্রস্তাব লিখিয়াছেন কি না? তিনি আমাদের কোন পত্রের উত্তর দিয়াছেন তাহা, আমরা কিছুই বলি নাই, আমরা কেবল বলিয়াছি যে, আমাদের আপত্তির উত্তর দিয়া হইয়াছে। অতএব আমরা জিজ্ঞাসা করি, তিনি আমাদের কোন কোন মতাবলম্বীদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপসংহারকালে আমাদের কৃত আপত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন কি না?

কেশব বাবুর সম্বন্ধে তাঁহার শিষ্যগণ বেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। ইংরাজ মিরার সম্পাদকও তাহা স্বীকার করিতে সাহসী হন নাই। বাহা হউক আমরা কেশব বাবুকে তক্ষণ অপরাধী করি নাই। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে তাঁহার মত কি আমরা জানি না, তিনি আমাদের কোন স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, সেই জন্য আমরা তদ্বিষয়ে মনস্তিষ্ঠা এই কথাই বলিয়াছি। এলাহাবাদে তাঁহার সহিত আমাদের যে তর্ক বিতর্ক হয়

তাহাতে তিনি এইরূপে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্র। ব্রাহ্মদের বর্তমান গোলযোগ ও আচরণে ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট হইতেছে, আপনি নিবারণ করুন।

উ। অনিষ্ট হইতেছে কি না, তাহা আমি জানি না। বাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের ইষ্ট হয়, আমি তাহাই করিব, সে বিষয়ে তোমাদের পরামর্শ শুনিব না।

প্র। আপনি ব্রাহ্মদের এই ব্যবহারগুলি নিবারণ করুন না কেন?

উ। আমি কোন বিষয় স্পষ্ট নিবারণ করি না, ইহাও করিব না।

প্র। এই কার্যগুলি পৌত্তলিকতা কি না?

উ। তোমরা এত কাল আমার সঙ্গে ছিলে, তথাপি এপ্রশ্ন করিতেছ। পৌত্তলিকতা কি তোমাদের জানা উচিত।

প্র। আপনি কি আপনাকে পরিজ্ঞাতা মনে করেন?

উ। আমাকে কখন বলিতে শুনিয়াছ?

প্র। আপনার শিষ্যেরা আপনাকে " গ্রেট ম্যান " বলেন, তদ্বিষয়ে আপনার মত কি?

উ। আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন এবিষয়ে উত্তর দিব না। ততদিন এবিষয় লইয়া গোলযোগ হইবে।

প্র। আপনাকে পরমেশ্বর বলিয়া পুষ্প দিয়া যদি কেহ আপনার পূজা করে, আপনি নিবারণ করিবেন না?

উ। আমার গায়ে বিষ্ঠা দিলে আমি যেমন নিবারণ করি না, পুষ্প দিলেও সেইরূপ করিব না।

শেষে তিনি এই কয়েকটি কথা বলিলেন ব্রাহ্মধর্ম তত্ত্ব এবং জ্ঞানের মধ্যপথ। তত্ত্বের অপব্যবহার করিলে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা এবং জ্ঞানের অপব্যবহার করিলে শুকতা ও নাস্তিকতা হয়। ব্রাহ্ম উত্তরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবেন।

আমরা এ কথা কখনই বলি না যে, কেশব বাবু আপনাকে মুক্তিদাতা জ্ঞান করেন, কিন্তু বোধ হয় তাঁহার অন্তরে অন্তরে এরূপ বিশ্বাস আছে যে, তিনি এক জন " গ্রেট ম্যান " তাঁহার শিষ্যগণ ইহা মুকুটধরে বলেন এবং তাঁহার কথার ভাব তদ্বীতে ইহা প্রকাশ পায়। ব্রাহ্মেরা তাঁহার সম্বন্ধে বেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা তিনি অন্যান্য মনে করেন কি না, সংশয়হীন। যখন কোন ব্রাহ্ম তাঁহার পদতলে বিলুপ্ত হইয়া

ক্রন্দন ও প্রার্থনা করেন, তিনি অচল দণ্ডায়মান থাকিয়া ঐ ব্যক্তির মস্তকে হস্ত স্থাপন করেন। ইহার অর্থ কি, আমরা পারি না এবং ইহাতে অনুমোদনের প্রকাশ পায়। আমরা তাঁহাকে ঐ ব্রাহ্মকে একটি প্রতিমমন্ডার করিতে (বা দেখি নাই। কেশব বাবু যখন স্পষ্ট উত্তর না এবং পক্ষান্তরে এইরূপ ব্যবহার করেন, সাধারণে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। তিনি ঐসকল কার্যে অনুমোদন করেন। যের এক জন পত্রপ্রেরক বলিয়াছেন, বলা অন্যায়, যে চতু কেশব বাবু মুলেরে বলেন, " আমাকে ভৃত্যের মত দেখ, প্রভু দেখিও না। " কেশব বাবু আপনাকে এ বলিয়া ভৃত্য বলাতে তাঁহার বিনয় প্রকাশ রাখে সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনাকে কে বলিয়া যোষণা করে না। বাহা হউক, কেশব বাবু এই কথা বলাতে কিছু এমন প্রমাণ হইতেছে না যে, তিনি উক্ত কার্যসকলে অনুমোদন করেন না। ইহাধারা এইমাত্র প্রমাণ পাবে যে, তিনি আপনাকে প্রভু বলেন কিন্তু কেশব বাবু তাঁহার চরণাবলুপ্তিত গণের প্রতি বেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা কথিত হইয়াছে; তাহার মীমাংসা কি হইবে? তিনি আপনাকে ভৃত্য বলেন, আর শিষ্যদিগের মস্তকে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া ইহার মীমাংসা কি? আমাদের পত্রের ৩১ একবার " উক্তসম্বন্ধে " আমাদের প্রদান করুন, আমরা গ্রহণ করি।

শান্তিপুত্র }
অগ্রহায়ণ ১৭৯০ } ত্রীমহনাথ চক্রবর্তী

ব্রাহ্মদের বর্তমান গোলযোগে কেশব বাবুকে দাবী মনে করিয়া নানান আন্দোলন করিতেছেন। আমি অনেক কেশব বাবুর সংসর্গে ছিলাম, আমার তাঁহাকে কখন অন্যায়পথে পদনিষ্কেপ করণ মনে করেন নাই। বস্তুতঃ তাঁহার মত সার্বভৌম চিত্ত লোক স্তম্ভলভ। কতিপয় ব্রাহ্মের চিত্ত ব্যবহারজন্য তাঁহাকে দোষী করা বিযুক্ত মনুষ্যের কর্তব্য নহে। আমি এলাহাবাদে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, মহাশয় আপনি ত দুর্বলতাবশতঃ আপনাকে পরিমর্শন মনে করেন না? তাহাতে লজ্জিত ও হতবুদ্ধি হইয়া উত্তর করিলেন যে, পরেই কথার আমাকে দাবী করিতেছ কেন? আমি কোন দিন এরূপ কথা বলিয়া থাকি,

সোমপ্রকাশ

১) ৫ ডাল

৪ সংখ্যা।

“ প্রবক্তাণাং প্রকৃতিচিন্তায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিমহতী ন হীযতাং । ”

মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দণ
ব্যাংগাসিক ৫৪ সাত্কে পাট টাকা।

নং ১২৭৫। ২৩এ অগ্রহারণ। ১৮৬৮। ৭ ডিসেম্বর

বকসলে মাহুলসমেত অগ্রিম বা
ব্যাংগাসিক ৭, ও টেকনাসিক ৩৫-

বিজ্ঞাপন।

“ হিন্দু মহিলা নাটক ”

(লোড়ানাকো অভিনয়

সভা হইতে পুর-

কার প্রাপ্ত।)

উক্ত নাটকে হিন্দু মহিলাগণের চরিত্র
ত হইয়াছে। ঠনঠনে করণকরালিস স্ট্রিট
নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তবা
১ এক টাকা।

ক্রিপিপিনমোহন সেন গুপ্ত।

কলিকাতার অন্তর্গত লোড়ানাকোর বারা
ঘোবের স্ট্রিটের মধ্যে সূত্র রাখানাথ কুণ্ডের
আমাব খরিদা ১/১৫/ বিঘা জমি বিক্র
আছে। চৌহদ্দি উত্তর সরকারী নর্দমা,
গলির রাস্তা, পশ্চিম শান্তিরাম সিংহের
বাগী (বসত বাগীচ সংলগ্ন) পূর্বে রাম
নায়ের পুকুরনী। ক্রেতৃগণ গড়পার
রুরের ১০৪ নং বাগীতে জীযুক্ত বাবু বিপ্র
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে অনুসন্ধান করিলে
তে পারিবেন।

কলিকাতা } ক্রিষ্টবৃক্ঠনাথ গুপ্ত
নং ১২৭৫ } সাং হালিসহর
ই অগ্রহারণ }

ধর-ভীষ ও নাগোজী ভট্টের সীকা ও স্থলবিশেষে
উদ্ধৃত করা হইতেছে ও ইহা প্রতি সংখ্যায় ১০
করমা অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচা
রিত হইবে। মূল্য ৪০ আনা। বাঁহারা প্রাক্ত
প্রণীত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে
কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে পত্র লিখিবেন। বিদে
শীর প্রাক্তনিককে ১০ এক আনা ডাকমাশুল
দিতে হইবে।

আখিন }
১২৭৫ } ক্রিষ্ণেন্দ্র তর্কাতার্ক্য
ব্রাহ্মসমাজ }

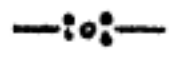


ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল
ডাকার বাকুর্ঘ্যে আদার কোম্পানির লোককে
বৎপ্রণীত ও বৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
ক্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ ট
সুবৎসার ব্যাকরণ	১ আনা
নীতিসার (১ র ভাগ)	১ ট
নীতিসার (২ র ভাগ)	১ ট

প্রচারিত।

সুধবোধ ব্যাকরণ ৫ ট
ক্রিষ্ণারকানাথ শর্মা



পুরাণ প্রকাশ।

বিক্র পুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড
৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ৪০।
যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুজাপুর

আমহরষ্ট্রীট ৩৪। ১০ নং ভবনে কাব্য
বস্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ
জীযুক্ত জনমোহন তর্কালঙ্কারের নামে
খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন।
না পাইলে বিদেশে বিক্রপুস্তক পাঠ
নিরূপ নাই ইতি।

—:—:—

বিজ্ঞপ্তি।

গারভেন রীচ ২৪ নং বাগী গুলাবসহ
১৯ নং লোডা বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাগী বাঁহারা
করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নির
রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেওয়ারস্ আনবো
খন্ড এমং কো

—:~:~:~:—

বিবিধ জব্যাদি বিজ্ঞপ্তি।

প্রস্তত।

ইংরাজী ব'দানা পুস্তক কাগজ কলম
বিবিধ জব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তক
১০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি।
টাকার পুস্তক লইলে ১০ আনার হিসাবে
পাইবেন।

জীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়
গম্য ১৮ পর্ক মহাত্মারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে
সংযত করা

লগুন কারমা কোপিরা অর্থাৎ ৩৫
বলি
মহাত্মদের জীবনচরিত উত্তম রূপে
হরঠাকুরপ্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ
গভীসং

বাল্মীকি রামায়ণ।

দ্বিতীয়খণ্ড।

ই পুস্তক দ্বিতীয় অবধি নবম সর্গপর্যন্ত
সংখ্যা নাগরাকরে রামায়ণের সীকা ও
অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ বস্ত্রে
হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহে-

এই নিয়মদ্বারা সম্পত্তি প্রতীক্ষমান
 তহে, কুমিতে প্রকার স্থায়ী স্বত্ব
 প্রকার রাজাকে নিয়মিত কর দান
 পিতৃপিতামহাদিক্রমে এই কুমি
 কাল ভোগ করিতে পারিত । সমুদ্রে
 দ্বিধির দ্বাদশ অউম ও বট ভাগ
 এর বে বাকছা আছে, সেই রাজার
 কৃত মর । চীকাকার কুল কতট
 এর এই মীমাংসা করিয়াছেন, কুমির
 র্ঘ ও অপর্ঘ এবং কর্ঘাদিক্রমের
 ও গৌরব বিবেচনা করিয়া বট
 দ্বিধিগ্রহণবিধি কলা হইয়াছে ।
 আমরা যে বাক্যগুলি কছিলাম,
 প্রমাণ নিয়ে উদ্ধৃত হইল ।
 যথা কলেন সুজ্যোত
 রাজা কর্তা চ কর্ঘনাং ।
 তথাবেদ্য নৃপোরাটে
 কল্পয়েৎ সততং করান্ ।
 তাহাতে রাজা অবৈক্যাদি কার্যের
 কৃষাদিপ্রবৃত্ত ব্যক্তির কৃষাদি
 এর কলভাগী হন, সেইরূপে রাজা
 উ সতত করকল্পনা করিবেন ।
 তথাপ্পাণ্ড্যমহম্বাদ্যং
 কার্যো কোবৎসবট্ পদাঃ ।
 তথাপ্পাণ্ড্যপ্রীতবো
 গাষ্ট্রাদ্রাজ্যকিকঃ করঃ ।
 যমন জলোকা বৎস ও জমর অল্প
 রক্ত কীর ও মধু গান করে,
 সেইরূপ সুগন্ধে না করিয়া
 হইতে বাবিক কর গ্রহণ করিবেন ।
 পঞ্চাশস্তাগআনেয়ো
 রাজা পশুহিরণ্যয়োঃ ।
 যানানামভ্যমোভাগঃ
 ভোঁদাদশএব বা ।
 রাজা মূল হইতে উৎপন্ন পশুহির
 পঞ্চাশৎ ভাগ এবং কুমির উৎকর্ষ
 র্ঘ ও কর্ঘাদিক্রমের লাঘব
 বিবেচনা করিয়া ধানের দ্বাদশ
 অথবা বট ভাগ গ্রহণ করিবেন ।

রাজা রাজারকা ও কর সংগ্রহার্থ
 যে গ্রামপতি, বিংশতীশ, শতশন, সতশ
 পতি প্রভৃতি ঋকিতপুরুষ নিয়োজিত
 করিতেন, তাঁহারা কৃতা বলিয়াই নির্দি-
 শিত হইতেন, জমিদারস্থানীয় বট
 শ্রেণীর লোক ছিলেন না । ইহারও প্রমাণ
 উদ্ধৃত হইতেছে ।

যানি রাজপ্রদেয়ানি
 প্রত্যহং গ্রামবাসিত্তিঃ ।
 অন্নপানেজানাদীনি
 গ্রামিকস্তান্যাপ্নু য়াৎ ।

গ্রামবাসীরা বার্ষিক করতত্ত্ব রাজাকে
 প্রতিদিন যে অন্ন পান কাষ্ঠাদি প্রদান
 করিত, গ্রামাধিপতি আপনার জীবি
 কার্থ তাহা গ্রহণ করিতেন । শত-
 শাদিরও রুতির ঐরূপ তিস্ত তিস্ত বাবস্থা
 ছিল ।

মহু এইরূপ গ্রামপতিশ্রুতির নিয়োগ
 ও তাঁহাদিগের রুতিবিধানবাবস্থা করিয়া
 শেরে লিখিয়াছেন ।

রাজোহি রক্ষাধিকৃতঃ
 পুংসাদায়িঃ শঠাঃ ।
 কৃত্যাতবন্তি প্রায়োণ
 ভেত্তোরকেদিমাঃ শ্রজাঃ ।

যে হেতু বাহারা রাজার রক্ষাধিকৃত
 হন, তাহারা প্রায়ই পরস্বগ্রহণশীল ও
 বঞ্চক হন, অতএব তাহাদিগের হইতে
 রাজা নিত, প্রজা রক্ষা করিবেন ।

উপরে যেসকল প্রদর্শিত হইল, তদ্বারা
 সম্পত্তি প্রতীক্ষমান হইতেছে, সাক্ষাৎস
 যুক্ত প্রকার সহিত রাজার চিরস্থায়ী
 বন্দোবস্ত করা উচিত । কিন্তু বঙ্গদেশে
 আর এখন সেরূপ হইবার সম্ভাবনা
 নাই । গবর্নমেন্ট অত্রতা জমিদারদিগের
 সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা
 পাশে বন্ধ হইয়াছেন । এখন ধর্ম্মজ্ঞ গবর্ন
 মেন্টের উৎসেহন সাধারণত নয় । এখানে
 জমিদারকে মধ্য রাখিয়া প্রজার সহিত
 স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে হইবে । তবে
 যে যে স্থানে জমিদারের সহিত স্থায়ী
 বন্দোবস্ত নাই, ততৎ স্থানে প্রজার

সহিত সাক্ষাৎ সহজে স্থায়ী বন্দ
 করাই কর্তব্য । ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট
 রাজার নিকটে যে রাজ্য গ্রহণ
 হইল, সেই রাজার সেই রাজ্যে যে
 স্থায়ী ছিল, গবর্নমেন্টেরও সেই
 স্থায়ী বিধেয় । আমরা পূর্বেই
 করিয়াছি, হিন্দু রাজার রাজ্যের
 প্রকার কুমিতে চির স্বত্ব ছিল ।

—:—

মহুবিনিয়োগ (উইল) ।

ইহে বৎসরের অধিক কাল
 ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট একটা
 বিষয়ে সর্বসাধারণের মতগ্রহণার্থী
 রাখিলেন । ১৮৬৫ অব্দের ১০ অ
 হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধতির সা
 শ্রেণির লোকের উত্তরাধিকার ও
 বিনিয়োগপত্রশ্রুতির বাবস্থা
 হয় । ইংলণ্ডে সম্পত্তিবিভাগাদির
 নিয়ম আছে, এই আইনে ভারতবর্ষ
 ইংরাজদিগকে তাহার অনেকগুলি
 মুক্ত করা হইয়াছে । এই আইনের
 রাধিকারের) যে অংশটিতে
 বিনিয়োগাদি বাবস্থা আছে, সেই
 গুলি ভারতবর্ষীয়দিগের বিষয়ে প্রচ
 করা উচিত কিনা, গবর্নমেন্ট
 জানিবার অভিলাষী হন । তখন ১৮
 অব্দের ১০ আইন নূতন প্রচলিত
 ছিল ; এই হেতু সর্বসাধারণে গব
 মেন্টের এ প্রস্তাব উত্তরদান করেন ন
 লাড জাণবোরগের মত জিত
 করাতে তিনি তৎকালে উচ্চ
 রাখিতে বলেন । তৎপরে গবর্নমেন্ট
 তিস্ত স্থানীয় গবর্নমেন্ট, কমিসনর, বি
 পতি এবং কয়েক জন এদেশীয়
 লোকের মত জিজ্ঞাসা করেন । উহ
 আর সকলেই বলিয়াছেন, ইংরাজদি
 দায়বিনিয়োগবিষয়ে যেসকল বি
 প্রতিপালন করিতে হয়, তাবৎ
 দিগকেও তদধীনস্থ করা উচিত ।

এখানে বহুকালাবধি মুসলমানদিগের
 বিনিয়োগব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কিন্তু
 র অব্যবহিত পূর্বে বাচনিক দায়বিনি
 করাই অনেকের অভ্যাস। রাজধানীর
 টাট লোকেরাই কেবল লিখিত দায়
 যোগ করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের
 সংক্রান্ত বিশেষ ব্যবহার ও বিশেষ
 মনাই বটে কিন্তু দায়বিনিয়োগ
 য়ে নিষেধও নাই। বরং দায়ভাগ
 যে অতিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়া
 তাহাতে দায়বিনিয়োগ হিন্দু
 দিগের অনুমোদিত ইহাই প্রতী
 হয়। দায়ভাগকার বলেন, পিতা
 কৃত ধন যাহাকে যাহা দিয়া যাই
 তাহা সিদ্ধ হইবে। দানের বিষয়ে
 তাহার ইচ্ছাকৃত বিনিয়োগ সিদ্ধ
 অন্য বিষয়ে না হইবে কেন? অন্য
 র বিনিয়োগ করিবার নিষেধও
 সে ক্ষমতা না থাকিলে পিতার
 কৃত ধনের আশু বিনিয়োগে যে
 তাহা প্রভুতা আছে, তাহার
 ত জন্মে। দায়বিনিয়োগবিষয়
 নানাপ্রকার মিথ্যা মকদ্দমা ও
 পনাদিও ঘটিয়া থাকে। অতএব
 ৫ অক্টোবর ১০ আইনের দায়বিনিয়োগ
 ক্রান্ত নিয়মগুলি যাহাতে হিন্দু ও
 মান সাধারণে প্রচলিত হয়, তাহা
 কর্তব্য। তবে কোন কোন বিষয়ে
 দিগের প্রথার সহিত আমাদি
 প্রথার বৈলক্ষ্য হওয়া উচিত।
 হ হইলে পূর্বেকার দায়বিনিয়োগ
 হইবে, এ নিয়মটি এদেশীয়দিগের
 করা উচিত নহে; উত্তর দেশের
 নিয়ম ভিন্নবিধ। অপর চির
 র নিমিত্ত কোন দান বা বন্দোবস্ত
 ল ইংলণ্ডে তাহা অগ্রাহ্য হয়,
 আমাদিগের সমাজের যেপ্রকার
 তাহাতে চির কালের নিমিত্ত
 বস্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া

উচিত। দায়বিনিয়োগবিষয়ের
 সাক্ষ্য
 গ্রহণ প্রকৃতির যে নিয়ম করা হইয়াছে,
 তাহা আমাদিগের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয়
 হইতেছে।

আমাদের যুবকগণের
 ব্যায়ামচর্চা

আমরা বারবার বলিতেছি, বাহ্য
 আড়ম্বর আমাদিগের নব যুবকগণের
 একটি মহৎ রোগ হইয়াছে। এই কারণে
 আমরা এ পর্য্যন্ত বাহাতে জগতের
 উপকার হয়, এরূপ কোন কার্যসম্পাদনে
 সমর্থ হইলাম না। আমাদিগের নিজের
 উপকার হয়, এরূপ কার্যও আমাদিগের
 দ্বারা অল্পই সাধিত হইতেছে। দর্শক
 ও প্রশংসাকারীর সমাগমবাতিরেকে
 নব যুবকগণ কোন কার্যই উৎসাহসহ
 করে করিতে সমর্থ হন না। যে সাহস
 ও অধ্যবসায়গুণে পূর্বেকার ইউরোপী
 য়েরা আমেরিকার বন পরিষ্কৃত করিয়া
 বন্যদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করেন,
 যে সাহস ও অধ্যবসায়গুণে জলময়
 জাহাজের একমাত্র জীবিত ইউরোপীয়
 নাবিক নির্জন স্থাপদগণবেষ্টিত
 হইয়াও আত্মরক্ষা সম্পাদন করেন,
 সেই সাহস ও অধ্যবসায় আমাদিগের হয়,
 এটা আমরা কার্যমোনবাক্যে প্রার্থনা
 করিয়া আসিতেছি। এই নিমিত্ত যখন
 আমাদিগের কতকগুলি যুবক প্রথম
 ব্যায়ামচর্চার আরম্ভ করেন, তৎকালে
 আমরা অতিশয় আশ্চর্যিত হইয়াছি-
 লাম। শারীরিক বল মানসিক তেজস্বি
 তার প্রধান হেতু। ব্যায়ামের আশ্রয়
 গ্রহণ ব্যতিরেকে শারীরিক বললাভ
 হুঘট। অতএব আমাদিগের যুবকগণ
 প্রকৃত উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন।
 কিন্তু আমরা দুঃখিত হইতেছি, পূর্বা
 কালের আদেশের ন্যায় আঁটি বিঁধিবামাত্র
 কীট প্রবেশ করিয়াছে। যে আড়ম্বরপ্রি
 য়তা আমাদিগের পরম শত্রু, ব্যায়ামেও
 তাহা লক্ষপ্রবেশ হইয়াছে।

যুবকগণ শারীরিক বলবৃদ্ধিচেষ্টায়
 বস্ত্রধান না হইয়া কোশল শিক্ষার ও
 সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন,
 কতর আবেশের বিষয় এই, নৃত্য গী
 নায় বড়মাহুদিগের বাটীতে ব্যায়াম
 “অভিনয়” ও হইতেছে। অ
 “অভিনয়” শব্দটী প্রয়োগ করিল
 কারণ ইহা এক প্রকার তামাসা দাঁ
 তেছে। যাত্রা, পাঁচালি ও নাটকাদি
 দলের ন্যায় ব্যায়ামেরও দল হইয়া
 নৃত্যগীতকারী দল হইতে এ দেশে
 কি অনিচ্ছাপ্রাপ্তি হইতেছে তাহা
 রও অবিদিত নাই। এ দেশের গ
 মাত্রই প্রায় গোল্ফ ও মাতাল;
 কীরা কতদূর সফলিত তাহার পরি
 দিবার প্রয়োজন নাই। ব্যায়াম
 দলেও ক্রীমকল গুণের আবির্ভাব
 য়াছে। গানবাদ্যশিক্ষা অন্য
 দেশে শিক্ষাজ্ঞ বলিয়া পরিগ
 হয়; কিন্তু এ দেশে এটি অনি
 কাবণ হইয়া উঠে। তাহার গান
 শিখিতে যার, তাহার প্রায়ই মা
 সেবী হয় বলিয়া পিতা মাতা সন্তা
 গকে ক্রে বিসয় শিখিতে দেন না। ব্য
 শিক্ষাও যদি গান বাদ্যের ন্যায় অ
 ক্টের কাবণ হইল; ইতার পর দুঃখের
 আর কি আছে? অতএব আমরা
 তাহা যুবকদিগকে সতর্ক করিতে
 তাহার সনুষ্ঠান করিয়াছেন; যি
 সাবধান হইবেন, কলিকাতার অন্য
 দলের ন্যায় “বড় মাহুদের” মন
 করিবার নিমিত্ত ইহাকে যেন এ
 তামাসার বিষয় করিয়া না। তুলে
 পূর্বে কালে রোম ও গ্রীসে সর্ক মাম
 ণের সম্মুখে ব্যায়ামচর্চা হইত; যি
 তাহার সহিত ব্যক্তি বিশেষের বাটী
 ব্যায়ামচর্চা প্রদর্শনের তুলমা হই
 য়ে না। আমরা পুনরায় কহিতে
 যুবকেরা যেন আপনাদিগের শিক্ষা

অধিকার ন্যায় কতকগুলি অলস, অশিক্ষিত, মাদকসেবী হিন্দী হলাকের মাদের কারণ না করেন। আমরা যদিগকে আর একটা মনোপরিচালিত। কেবল কাঠবিড়ালের ন্যায় মন প্রোয়াক্ষন প্রকৃতি শিখিলেই সামঞ্জস্য লাভ হয় না। অধারোহণ কাবাহন, যুগপ্রকৃতি শিক্ষা করা আবশ্যিক। যুবকেরা সেমানে নিমিত্ত একান্ত অভিনয়ী হইয়া। এই উচ্চাশা অতিশয় প্রশংসন। গবর্নমেন্টও অতির কালের মধ্যে মনোরথ পূর্ণ করিবেন সন্দেহ নাই। হ্রুশীর অথবা ফরাসী কামানের তলবার হস্তে দণ্ডায়মান হইবার পূর্বোক্তপ্রকার সাংসিক কার্য করা একান্ত কর্তব্য।

—:—

গবর্নমেন্ট এবং ওহা বিবরণ।

ক্রম সাহেব আবিজিনিয়ার ভ্রমণ স্তম্ভে লিখিয়াছেন, উক্ত দেশের সামারা এক কর্ণে মাকড় দেয়। আর কর্ণে একটীমাত্র মাকড় থাকে, আর বিষয়ে আবিজিনীয়দিগের সংস্কার রাজিকালে তাহারা হুমাবাঘ হইয়া। এই নিমিত্ত সকলে খানসামাদি অতিশয় ভয় করে। খানসামারাও দিগের স্বাধসামনার্থ লোককে দর্শন করিয়া অর্থ উপার্জন করে। তবর্ষে এইপ্রকার একমাকড়বি কতকগুলি হুমাবাঘ হইয়াছে। কে ইহাদিগকে ভয় করেন না; কিন্তু দিগের গবর্নমেন্ট ইহাদিগের ত বিত্রত হইয়াছেন।

সীতানার যুদ্ধের পর নৌলবী মন আলীপ্রকৃতি কয়েক জন ওহাবি পান। এই মকদ্দমার প্রকাশ হয়, বাজালা, পাটনা ও পঞ্জাবের কিয় প ওহাবিরা নিয়মিতরূপে কর

আদার করিয়া থাকে। ত্রিটিশ গবর্নমেন্টকে উৎসাহন করিবার উদ্দেশে এইটাকা সংগ্রহীত হয়। অনেক লোকে ধর্মযোদ্ধা হইবার অভিপ্রায়ে নোরাডের আধুন্দের নিকটে গমন করিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে ওহাবি মৌলবীরা গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া মানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ইহাদিগের যত্নস্বকারিতার প্রকৃতি কি এবং কিম্বেই বা ইহারা দমনে থাকে, তাহার অমুসজ্ঞান হই তেছে। গবর্নমেন্ট হানীর কর্মচারিগণ ও পুলিশকে সতর্ক হইতে বলিয়াছেন। জনরত এইরূপ, কেবল ওহাবি মৌলবী নয়, হামে স্থানে দুই এক জন ভ্রাঙ্কণও বিদ্রোহঘোষণা করিতেছেন। গোপনে অমুসজ্ঞান হইতেছে; সকল বিষয় সংবাদ পত্রের গোচর হওয়া সম্ভাবিত নয়; কিন্তু আমরা এপর্যন্ত যত দূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এইমাত্র বলিতে পারা যায়, গবর্নমেন্ট কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

আমরা উদ্বেগের কোন কারণ দেখি তেছি না। ওহাবিরা গণনার অতি অল্প মাত্র। তাহাদিগের অধাবসায়ও তরুণ। কেবল কয়েক জন ধূর্ত মুখে আড়ম্বর করিয়া কিছু কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া আমোন করিতেছে এইমাত্র। হিন্দুদি গের কথাই নাই। মুসলমানেরা ইহাদি গকে ধর্মার্থ যুদ্ধে প্রবর্তিত করিবার যে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা বিফল। তবে আলিহাবাদের পণ্ডিতের ন্যায় দুই এক জন ওহাবিদিগের অর্থ লইয়া ঘোষণা করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে হিন্দুর মনে বিকার জন্মিবার সম্ভাবনা। উদ্র মুসলমানমাজেই ওহাবি ঘূণা করেন। মুসলমানজাতির অধি চেষ্টার সহিত ওহাবিদিগের আহার হার নাই। অতএব মুসলমানমাজের প্রতি সন্দেহ করা অন্যায়। ওহাবিদিগের

কি কমতা আছে? আরবদে নন্তমন্তক হইয়া আছে। এ অ নোরাডের আধুন্ আছেন। তাঁহার কমতা কি? এই ব্যক্তি গরের মনে আপনি আমোন ছেন। যাহা হউক, যখন ওহাবি প্রতি সন্দেহ জন্মিয়াছে, তখন ত গের প্রতি দুই রাখা মন্দ নয়; গবর্নমেন্ট যেপ্রকার আড়ম্বর করি ছেন, তাহাতে ওহাবিদিগকে অমু প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে। অধিক তারতবর্ষীর তাহাদিগের কোন সং জানেন না। গবর্নমেন্ট বিবেচনাপ কাজ না করিলে ইহারা আবিজিনি হুমাবাঘ হইয়া উঠিবে। প্রকাশ ইহাদিগের প্রতি উপেক্ষা করাই ক

—:—

মকদ্দমার ফৌজদারী আদালতের মাপ করা কর্তব্য।

আমরা মধ্যে মধ্যে মকদ্দমারী আদালতে যে প্রকার অি দেখিতে পাই, তাহাতে রূপে একরূপ ইচ্ছা হয় না যে, মকদ্দ ফৌজদারী আদালত আর দীর্ঘ অবিলুপ্ত থাকে। উহা রাখিয়া গব টের বহু অর্থব্যয়ে কেবল অযম অধ্যয় করা হইতেছে। অ দেখিতে পাইতেছি, দিন দিন লো ফৌজদারী আদালতের প্রতি অর্ধ রুদ্ধ হইতেছে। পুলিশ শান্তির প্রধান সাধন। পুলিশ না হইলে ক কমে চলিবার সম্ভাবনা নাই। আমাি পুলিশও উৎকৃষ্টবস্ত নহে। সংশোধন একান্ত আবশ্যিক হইয়া রাহে; কিন্তু এখন যেপ্রকার স্বতন্ত্র প ও স্বতন্ত্র ফৌজদারী আদালতের ব আছে, একরূপ থাকিতে অন্যতর কা স্ত্রি হইবার সম্ভাবনা নাই। উ একতাসম্পাদন কর্তব্য। সে এ

র, এখন এই প্রস্তাবের উত্থাপন
 আমরা ইহার উত্তরস্থলে কলিকাতা
 পুলিশ কমিশনার ও ডিট্রিক্ট
 পরিশেপের স্থলে যোগা
 ট ও যোগা ডেপুটি মাজিস্ট্রেট
 কনিয়োজিত করা এবং ভাল
 দেখিয়া পুলিশের অন্য অন্য কর্ম
 করা হউক। উহাদিগের যে কোন
 দেওয়া হউক, তাহাতে আমাদি
 আপত্তি নাই; আমরা ভাল কাজ
 সুবিচার চাই এবং আশঙ্কিত
 এখন যেমন বড় ঘর দেখিয়া
 মাঝে ডেপুটি মাজিস্ট্রেট নিয়ো
 করা হয়, তখন যেন মেরুপ না হয়।
 হর সময়েই ঘর দেখা আবশ্যিক
 কাজের সময়ে তাহা দেখিবার
 জন নাই। যিনি উপযুক্ত হইবেন,
 কেই তত্বপদে নিয়োজিত করা
 । পুলিশে উৎকৃষ্ট লোক নিয়োগ
 উহার দোষসংশোধন ও উত্তরের
 হইলে যে উপকার লাভ হইবে,
 কয়েক দিন হইল, তাহার পর্য্য
 না করিয়াছি। পুলিশ কর্মচারীরা
 হলে পিঙ্গা অপরাধের অশু
 করিলে সুক্ষম বিচার হইবার
 সম্ভাবনা। ভাল লোকে যদি
 ভয় ও সঙ্করিত লোক লইয়া
 তান ও অপরাধের বিচার করেন
 আপীলের ব্যবস্থা ও যে অশু
 কারীর দোষ প্রকাশ হইবে,
 পদচুক্তি, পদাধিনতিপ্রভৃতি
 নিয়ম হয়, তাহা হইলে সুক্ষম
 না হইবে কেন?
 কারণে এ প্রস্তাবের অবতারণা
 ইয়াছে, তাহা এই—চারীত অদি
) কতকগুলি দ্রব্য চুরী করিল।
 র্ধ তাহা বাজারে নীত হইল। পুলি
) নামগুলি কল্পিত বটে, একই ধরনের
 র।

যের লোকে ধরিয়া চোরিত দ্রব্যসহ
 চোরকে অন্যত্র মফস্বল আদালতে উপ-
 নীত করিল। যেসকল ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল,
 তাহাদিগের বাক্য দ্বারা অপরাধের দোষ
 সপ্রমাণ হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য!
 বিচার কালে দুটি সরস্বতী আসিয়া
 বিচারপত্রের কক্ষে অধিক্তিত হইলেন।
 সমুদায় ওলট পালট হইয়াগেল! চোরের
 স্বহস্ত লিখিত এক খানি চিঠি ছিল। দুটি
 টাকার পক্ষবান্ হইয়া উড়াইয়া লইয়া
 গেল। মকদ্দমা ডিসমিস হইল; চোর
 সহাস্যবদনে গৃহে প্রত্যঃগমন করিল।

যে আদালতে এই প্রকার বিচার
 হয়, সে আদালত রাখা কি উচিত?

—:—

বাবু হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু।
 আমাদিগের দেশের গণনীয় লোক-
 গুলি ক্রমে ক্রমে আমাদিগকে পরি-
 ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। বঙ্গদেশ এক
 একটা করিয়া ভূবণহারী হইতেছেন।
 কলিকাতার ছোট আদালতের তৃতীয়
 জজ বাবু হরচন্দ্র ঘোষ বৃহস্পতিবার
 রাত্রি ১০টার সময় প্রাণত্যাগ করিয়া
 ছেন। তিনি প্রথমে মুন্সেফ হন। তৎ-
 পরে নানা কাজ করিয়া কলিকাতার
 দ্বিতীয় মাজিস্ট্রেট ও তৎপরে ছোট আদা
 লতের জজ হইয়াছিলেন। সকল বিষ
 য়েই নতন তাঁহার সুখ্যাতি শুনা যাইত।
 কি ইউরোপীয় কি এদেশীয় সকলেই
 তাঁহার সদ্বিচারে সন্তুষ্ট হইতেন।
 এপর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রদোষ আমাদি
 গের স্মৃতিগোচর হয় নাই। সকলের
 মতিভঙ্গ অমায়িক ব্যবহার, শিকড়িচার,
 অতিবিসংকারপ্রভৃতি তাঁহার কয়েকটা
 বিশেষ গুণ ছিল। তিনি এমন লোক-
 প্রিয় ছিলেন, শত্রুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যুর
 পর তাঁহার উপরে অনেকের দৃষ্টি নিপ-
 তিত হইয়াছিল। এই প্রকার লোকের
 মৃত্যু সত্যিই শোচনীয় মনে হইতে
 পারে।

উহার অর্থার্থ রূপ কল্যা ছোট
 লত বন্ধ হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের জেল ও তত্ত্ব
 অত্যাচার।

ভারতবর্ষে জেলের মধ্যে
 সকল কাণ্ড হয়, তদ্ব্যতীত
 করিলে শরীর রোমাঞ্চিত
 উঠে। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার এ
 পার না, তাহার কারণ কি? ক
 স্থানীয় কর্মচারীরা পরস্পরের
 গোপন করিয়া রাখেন। এদে
 সমাচারপত্রে উহা প্রকাশ হইলে
 র্ণমেন্ট উহা গ্রাহ্য করেন না।
 মেন্ট তাবেন “এতদেশীয় ম
 পত্রের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।
 জেলের অতি উপযুক্ত লোক;
 হইতে একরূপ কাজ হইতে পারে না।
 বাহা হউক, পরর্নমেন্ট রিপোর্টে জে
 যত প্রশংসা শ্রবণ করুন, কর্মচারি
 ও ইনস্পেক্টর জেনরল গুণ র্তাহার
 শিত দেখিয়া যতই আরক্তমনন
 অদ্যপি জেলের মধ্যে তরঙ্গর প
 অত্যাচার হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে
 এবং ইউরোপীয়েরা উহার অধিকাংশ
 অনুষ্ঠান করেন, এই বলিয়া যেকিছু শে
 পার। দিক্‌নিউস একখানি ইংর
 সংবাদ পত্র। তিনি বলেন, ক
 জেলে মেঘর কয়েদী না থাকতে অ
 ডাক্তার মটন কয়েক জন মুসলমান
 পাইখানা পরিষ্কার করিতে বসে
 এক ব্যক্তি অসম্মত হওয়াতে
 তাহার পৃষ্ঠে ২৫ বেত মারিয়া
 সপ্তাহ এক নির্জরন ক্ষুদ্র গৃহে বন্ধ ক
 রাখেন। পুনর্বার ঐ কাজ করি
 বলাতে সে পুনর্বার অস্বীকার করি
 আবার ২৫ বেত ও এক সপ্তাহ নি
 কারাবাস হইল। তৃতীয় বার আ
 করা ও তৃতীয় বার অস্বীকার করা হই

র, এখন এই প্রস্তাব উত্থাপন
 মারা ইহার উত্তরস্থলে কবি-
 পুলিস কমিসনর ও ডিট্রিক্ট
 পরিটেণ্টের স্থলে যোগা
 ট ও যোগা ডেপুটি মাজিস্ট্রেট
 ক নিয়োজিত করা এবং ভাল
 দেখিয়া পুলিসের অন্য অন্য কর্ম
 করা হউক। উহাদিগের যে কোন
 দেওয়া হউক, তাহাতে আমাদি
 আপত্তি নাই; আমরা ভাল কাজ
 সুবিচার চাই এবং আশ্রয়
 এখন যেমন বড় ঘর দেখিয়
 মাঝে ডেপুটি মাজিস্ট্রেট নিয়ো
 করা হয়, তখন যেন মেরুপ না হয়।
 হের সময়েই ঘর দেখা আবশ্যক
 কাজের সময়ে তাহা দেখিবার
 জন নাই। যিনি উপযুক্ত হইবেন,
 কেই তত্বপূর্বে নিয়োজিত করা
 হউক। পুলিসে উৎকৃষ্ট লোক নিয়োগ
 উহার দোষসংশোধন ও উত্তরের
 হইলে যে উপকার লাভ হইবে,
 কয়েক দিন হইল, তাহার পর্য্য
 না করিয়াছি। পুলিস কর্মচারীরা
 স্থলে গিয়া অপরাধের অশু-
 করিলে সুক্ষম বিচার হইবার
 সম্ভাবনা। ভাল লোকে যদি
 তর ও সচ্ছিত্র লোক লইয়া
 কান ও অপরাধের বিচার করেন
 আপীলের ব্যবস্থা ও যে অশু-
 কারীর দোষ প্রকাশ হইবে,
 পদচুক্তি, পদাবনতিপ্রকৃতি
 নিয়ম হয়, তাহা হইলে সুক্ষম
 না হইবে কেন?
 কারণে এ প্রস্তাবের অবতারণা
 হইয়াছে, তাহা এই—চারীত অদি
 ১) কতকগুলি দ্রব্য চুরী করিল
 র্ধ তাহা বাজারে নীত হইল। পুলি
 নামগুলি কল্পিত বটে, কিন্তু ঘটনাটা
 মর

যের লোকে ধরিয়া চোরিত দ্রব্যসহ
 চোরকে অন্যত্র মফস্বল আদালতে উপ-
 নীত করিল। যেসকল ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল,
 তাহাদিগের বাক্য দ্বারা অপরাধের দোষ
 সপ্রমাণ হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য!
 বিচার কালে দুই সরস্বতী আমিয়া
 বিচারপতির কাছে অধিক্ত হইলেন।
 সমুদায় ওলট পালট হইয়াগেল! চোরের
 স্বহস্ত লিখিত এক খানি চিঠি ছিল। দুই
 টাকার পক্ষবান্ হইয়া উড়াইয়া লইয়া
 গেল। মকদ্দমা ডিসমিস হইল; চোর
 সচাস্যবদনে গৃহে প্রত্যঃগমন করিল।
 যে আদালতে এই প্রকার বিচার
 হয়, সে আদালত রাখা কি উচিত?
 —:—
 বাবু হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু।
 আমাদিগের দেশের গণনীয় লোক-
 গুলি ক্রমে ক্রমে আমাদিগকে পরি-
 ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। বঙ্গদেশ এক
 একটা করিয়া ভূসংহার হইতেছেন।
 কলিকাতার ছোট আদালতের তৃতীয়
 জজ বাবু হরচন্দ্র ঘোষ বৃহস্পতিবার
 রাত্রি ১০টার সময় প্রাণত্যাগ করিয়া-
 ছেন। তিনি প্রথমে মুন্সেফ হন। তৎ-
 পরে নানা কাজ করিয়া কলিকাতার
 দ্বিতীয় মাজিস্ট্রেট ও তৎপরে ছোট আদা-
 লতের জজ হইয়াছিলেন। সকল বিষ
 য়েই নতন তাঁহার সুখাতি শুনা যাইত।
 কি ইউরোপীয় কি এদেশীয় সকলেই
 তাঁহার সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইতেন।
 এপর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রদোষ আমাদি
 গের স্মৃতিগোচর হয় নাই। সকলের
 নিকট অসামিক ব্যবহার, শিষ্টাচার,
 অতিশয়সংকারপ্রভৃতি তাঁহার কয়েকটা
 বিশেষ গুণ ছিল। তিনি এমনি লোক-
 প্রিয় ছিলেন, শত্রুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যুর
 পর তাঁহার উপরে অনেকের দৃষ্টি নিপ-
 তিত হইয়াছিল। এপ্রকার লোকের
 মৃত্যু সান্ত্বন্যর শোচনীয় সন্দেহ নাই।

তাঁহার অরণ্য রক্ত কল্যা ছোট
 লত বন্ধ হইয়াছিল।
 —:—
 ভারতবর্ষের জেল ও তত্ত্ব
 অত্যাচার।
 ভারতবর্ষে জেলের মধ্যে
 সকল কাণ্ড হয়, তদ্বৃতাভ
 করিলে শরীর রোমাঞ্চিত
 উঠে। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার এ
 পায় না, তাহার কারণ কি?
 স্থানীয় কর্মচারীরা পরস্পরের
 গোপন করিয়া রাখেন। এদে
 সমাচারপত্রে উহা প্রকাশ হইলে
 র্ণমেন্ট উহা গ্রাহ্য করেন না।
 মেন্ট ভাবেন “এতদেশীয় ম
 দপত্রের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।
 জেলের অতি উপযুক্ত লোক;
 হইতে একরূপ কাছ হইতে পারে না।
 বাহা হউক, পরর্গমেন্ট রিপোর্টে জে
 যত প্রশংসা প্রবণ করুন, কর্মচারী
 ও ইনস্পেক্টর জেনরল গুণ রত্নাভ
 শিত দেখিয়া যতই আরজুনয়ন
 অদ্যপি জেলের মধ্যে ভয়ঙ্কর প
 অত্যাচার হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে
 এবং ইউরোপীয়েরা উহার অধিকাংশ
 অনুষ্ঠান করেন, এই বলিয়া যেকিছু
 পার। দিক্‌নিউস একখানি ইংর
 সংবাদ পত্র। তিনি বলেন, ক
 জেলে মেপর কয়েদী না থাকতে অ
 ডাক্তার মটন কয়েক জন মুসলমান
 পাইখানা পরিষ্কার করিতে বসে
 এক ব্যক্তি অসম্মত হওয়াতে
 তাহার পৃষ্ঠে ২৫ বেত মারিয়া
 সপ্তাহ এক নির্জনে ক্ষুদ্র গৃহে বন্ধ ক
 রাখেন। পুনর্বার এই কাজ করি
 বলাতে সে পুনর্বার অস্বীকার করি
 আবার ২৫ বেত ও এক সপ্তাহ নি
 কারাবাস হইল। তৃতীয় বার আ
 করা ও তৃতীয় বার অস্বীকার করা হই

নকার ২৫ বেতের এবং হস্তাঙ্গা
য়েদিকে বিষ্ঠার পায়ে বন্ধন করিয়া
হা হার পায়ে বিষ্ঠা দিবার অনুমতি
ন। বিষ্ঠা মাখাইয়া তৎপরে তাহার
উপরে কলসি কলসি জল ঢালা
ন।

এই ব্যক্তি বেতের বস্ত্রণা, কচি ও
পেঁকোতে শীর্ণ ও রোগাক্রান্ত হইয়া
হইয়া পড়িয়াছে। কি নিষ্ঠু-
রা! কি নিষ্ঠুরতা! যাহার সামান্য
শক্তি আছে সে ব্যক্তিও এমন
করে না। তারতর্ষে ত জাতিভি-
ন প্রবল; যেখানে জাতিভেদ নাই,
খানে পছেরও অভিমানে আছে।
ধর, এক জন ভদ্র ইংরাজ কোন
পরাধে করেন হইয়াছেন, জেলের
কর্তা তাহাকে মেথরের কাজ করিতে
গলেন, তিনি কি তাহা করিবেন?
গমেন্ট কি ইহাকে চরিত্র সংশোধন
ন করেন? মেথরের কাজ মুসলমান
লে তাহার জাতিনাশ হয়, এ কথা
আমাদিগের সভ্য গবর্নমেন্টের বিবে
যোগ্য ও গ্রাহ্য হইবে না? সর জম
জ এই জেলখ্যাকের কি দণ্ড বি
করেন আমরা তদর্শনার্থী হইয়া
করিয়া রহিলাম। তিনি নিশ্চয়
নবেন, এইপ্রকার গর্ভিত ও উদ্ধত
চারী হইতেই অনেক সময়ে অনেক
দ উপস্থিত হয়।

ক্রিয়ানুষ্ঠান।

আমরা পূর্ব পূর্ব পাত্রে প্রতিপন্ন
রাহিলাম, মনুষ্যপ্রণীত কতকগুলি
বিশেষের অনুষ্ঠানই জগতে ধর্ম
আদৃত হইয়াছে। তাহাতেই
এক ধর্মভেদ দৃষ্ট হইতেছে এবং
জন ধর্মনীতিবন্ধন প্রথ হইয়াগি
এবং প্রকৃত ধর্ম যে আদিভীর

ঈশ্বরের উপাসনা ও তাঁহার প্রতি ভক্তি
শ্রদ্ধা তাহার বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।
আমরা দেখিলাম, কোন কোন সমাচার
পত্রসম্পাদক আমাদিগের অভিপ্রায়
সম্যক্ জ্ঞায়মান করিতে পারেন নাই।
তাঁহার ধর্মনীতির বিষয় যে পরোপ
কারাদি ও ধর্মের বিষয় যে ঈশ্বরোপাসনা
এ উভয়ের অন্বেষণ করিয়া উভয়কেই ধর্ম
সংক্রান্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছেন। এ উভয়ের মধ্যে অসুত্র।
পরোপকার আমাদিগের কর্তব্য; কিন্তু
অন্যভক্তি ও অন্য অন্য কারণে যদি আমরা
তৎ সম্পাদনে অশক্ত হই, আমরা পাপী
হইব না। পক্ষান্তরে যদি ঈশ্বরোপাসনা
না করি, পাপী হইব। ধর্মনীতিবিষয়ে
রও কতকগুলি এরূপ আছে, তাহার
অকরণে অথবা অন্যথাচরণে পাপী
হইতে হয়। আমরা যদি চৌধুরাদি
কার্যে রত হই, অথবা সভ্য ব্যাক্যের
অন্যথাচরণ করি, পাপী ও দণ্ডনীয়
হইব। এইপ্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রতি-
বাদ করা আমাদিগের অভিপ্রায় নহে।
অলসংস্কার, মনুষ্যের আশ্রয়গ্রহণ
করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা, মনুষ্যপূজা
ও তৎ হেতুদি ক্রিয়ানুষ্ঠানই আমাদি
গের বিদ্বিষ্ট। প্রেসকল অনুষ্ঠান অনি
ষ্টের মূল। তাহা হইতেই উপধর্ম প্রাদু
ভূত হইয়াছে। তাহা হইতেই জগতে ধর্ম
ভেদ হইয়া জাতিবৈরপ্রভৃতি প্রসূত হই
য়াছে। যাঁহারা কেশবচন্দ্র ব্রহ্মসংস্কারকে,
যাঁহারা খৃষ্টকে, আর যাঁহারা রাম ও
কৃষ্ণকে মুক্তির সোপান ও ঈশ্বরবতার
বলিয়া বিবেচনা করেন, উপধর্ম সম্বন্ধে
তাঁহাদিগের পরস্পরের যে কি প্রভেদ
আছে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।
যে ঈশ্বরের যাবতীয় কার্যে পরম
উদার্য লক্ষিত হইতেছে, ব্যক্তিবিশেষের
আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ হইবে
না, তিনি যে এই বিধান করিবেন, এটা

নিতান্ত অসুদারের ক
একত্র হইয়া উপাসনা না-ক
প্রীতিগাত হয় না, যদি কা
সংস্কার থাকে, তাহাও নি
দার্যাবৃত্তি সম্বন্ধে নাই।
দায় কাও বিশাল ও প্রশস্ত
শক্ত বিধান যে তাঁহার
হইবে, তাহা কোনক্রমেই সভ্য
তাঁহার উপাসনার স্থান, ক
কাল, পাত্র ইহার কোন নিয়
তাঁহার অসুত্র স্বত্বের বিষয় পর্য
করিয়া যখন তাৎপদয় হইবে,
তাঁহার আয়োজন করিতে হইবে।
জনে একত্র হইয়া ঈশ্বরের উ
করিলে অমোহ হয়। যাঁহার
আনন্দ অনুভবনিমিত্ত একত্র উ
করিতে চান করুন, তাহাতে
নাই। কিন্তু যাঁহারা পাঁচ জনে
হইয়া উপাসনা না করিলে উপাসনা
হয় না এই প্রকার বিবেচনা করেন
যেসকল ব্যক্তি এইপ্রকার উপ
সম্মত না হন, তাহাদিগের দণ্ড বি
উদ্ভূত হন, তাঁহাদিগের তুল্য ভাব
নাই। দণ্ডভয়প্রদর্শনদ্বারা অস
লভী, মনুষ্যকে সাধু এবং অধা
ধার্মিক কাণ্ডকার চেষ্টার তুল্য
আর নাই।

— ২০ —
স্বতন্ত্র পুস্তক।
১। ১৯৭৫। ২। ১৯৭৫।
কাশীর রাজার সভা পণ্ডিত, এ
নিবাসী প্রকৃত সমাচার প্রচার
সকলকে নিশ্চয় হইতে ক
ন্যায় শাস্তির সার্বভৌমতা হইয়া
যাঁহারা পূর্ণকালে নায়েগার
বিষয় গুলি জানিবার বাসনা। বং
দিগের পক্ষে এখন উপকার লভ
২। ১৯৭৫। ৩। ১৯৭৫।
নিও উক্ত সুধীর্ষ প্রিন্সিপাল

চরিত্রে আদ্যোপান্ত জীবন বর্ণিত হইয়া থাকে, এছাড়া গ্রন্থরচনা করেন নাই। ন সংস্কৃত কবিত্রিগের রীতি রিগা ইহার প্রণয়ন করিয়া কাতার এসিক রাজা রাধা-যে প্রকার সঙ্কলিত ও ধার্মিক এবং তাঁহার বিরোধে হিন্দুধর্মের হইয়াছে, এই সকল নানা ছন্দে ইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাতে আপ বিস্তৃত শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়া

১। এইচ, টি কোলত্রক সাহেব দায়ত্বের ইংরাজী অনু-হাই কোর্টের উফীল শ্রীযুক্ত শচন্দ্র সর্কালকার পরিলিচের এখানি মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া আইন ব্যবসায়ী ইংরাজীজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এখানি বিশেষ উপকারক। এখানি অতিউৎকৃষ্ট কাগজে অক্ষরে সুন্দররূপে মুদ্রিত হই-

৪। হিন্দু মহিলা নাটক। শ্রীবিপিন ন সেনগুপ্তপ্রণীত। ইহা হিন্দু গণের বর্তমান হীনাবস্থাপ্রকাশ। ইহার গল্পটি এট। কুপুর চণ্ডারাম রায়নামক এক গৃহস্থের আর ও বসন্তকুমার নামক দুইটা স্ত্রীমতি ও গোলাপী নামী দুই কন্যা ছিল। প্রমত্তকুমার পুত্র ায় দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন দেশীয় প্রথানুগারে অল্প বয়সেই কুমারের বিবাহ হয়। নটবর বন্দো চণ্ডারামক এক জন প্রতিবেশী জ্ঞানের মনোরথনামী একটা গা কন্যার অশীতি বর্ষাধিক বয়সে ট বরপাত্রের সহিত বিবাহো-সর ঘরে এবং বসন্তকুমারের

স্ত্রীর প্রজোদর্শন উপলক্ষে কাদার সময় স্ত্রীগণের নিলক্ষণ ব্যবহার; প্রমত্তকুমা-রের স্ত্রীর পরম্পর সাপত্য ব্যবহার ও কোন্দল; প্রমত্তকুমারের দ্বিতীয় স্ত্রী শশীমুখীর শত্রু ও ননান্দদিগের সহিত দুর্জীবহার; বসন্তকুমারের স্ত্রীর অল্প বয়সে গর্ভধারণ ও ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সন্তানের মৃত্যু, গণক ও সন্ন্যানিহারী স্ত্রীদিগের অদৃষ্ট ও স্বামিসমাগমগণনা, হর নাপতিনীর নিকট শশীমুখী ও নিস্তারিণীর স্বামি বশীকরণ ঔষধগ্রহণ; স্বামিস্থখে বঞ্চিত হইয়া কামিনীনামী একটা প্রতিবেশী কুলীনকন্যার গৃহ-ত্যাগ ও সোণাগাণ্ডিতে অবস্থান এবং তথায় তৎস্বামিসমাগম; প্রমত্তকুমারের প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত শিশু সন্তানের শীকা উপলক্ষে স্ত্রীদিগের ওকাছারা ডান কাড়ান; হর নাপতিনীর সাহায্যে কুপারামের কনিষ্ঠা বিধবা কন্যা গোলাপীর গৃহত্যাগ; প্রমত্তকুমারের পুত্রের মৃত্যু ও তৎ স্ত্রীর গলদেশে সুরপ্রদান এবং এই উপলক্ষে প্রমত্তকুমারের সঙ্গীক বরুণাবাদে মাজিষ্ট্রেটের কাছারী গমন-প্রভৃতি বর্ণনায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। এখানি যে উদ্দেশ্যে প্রণীত হইয়াছে, সুসিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে এ স্ত্রীলোকদিগের অবস্থাসূচক ব রাদি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

৫। সীতার বনবাস। শ্রীযুক্ত রাসবি-হারী মুখোপাধ্যায় বাবলা পদ্যে ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। পদ্যগুলি মন্দ হয় নাই। চাকামূলতন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

৬। নীতি পুষ্পাঞ্জলি। এখানি শ্রীযুক্ত লোহারাম শিরোরত্ন প্রণীত, দ্বিতীয়বার সংস্কৃত। ইহাতে কতকগুলি নীতিবিষয় পদ্যে রচিত হইয়াছে। পদ্যগুলি কিশল্য হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ স্বয়ংই পরীক্ষা

করুন। আমরা করেকটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সৌভাজ্য।

একজাতি তরুণের, একজাতি কল ধরণে গুণে মধে অন্য ভাব, খনিজাত মন যত, পরম্পর একমত সহজে না হয় তেম ভাব, এক গর্ভে জন্ম হয়, একভাবে সবে র সেইরূপ সৌভাজ্যগণে, এই বেতু নিরন্তর, একতাব পরম্পর, হবে, সব এই ভাবে মনে হলে তার বিপরীত সবে ভাবে বিপ কুরীতি বলিয়া, লোকে যো সৌভাজ্যে ভিন্ন ভাব, এটি বড় কুবতাব-বিবুদ্ধ বল দোষে। স্বভবে শত্রুতা বার, অপরে মিত্রতা কখনই নহে সম্ভাবিত। এই কথা মনে কবে, নাহি ভাল-বাসে পৃথক করে অপরে নিশ্চিত। সৌভাজ্যের প্রহরসে, না বার অন্তর সৌভাজ্যের কনয় স জন, মধুধ্ব নাহি তার, সেই পশু নরকাল স্নেহশূন্য বখা পশুগণ। তাই সঙ্গীগণ যত, যদি হয় একমত, সবলুখ নিবাসে তবার, তাহার বিরল ভাবে, এ ভাবত মীন আছে মাত্র নিজীবের প্রায়, যত মাজু মিত্র-সুত, হইলে সৌভাজ্য দেশের উজ্জ্বল হয় মুত, সৌভাজ্য শির করে, ক্রোধতমোহন পরম্পরে পার বচসুখ।

বিবিধসংবাদ।

১। এই অগ্রহায়ণ সোমবার ১ অধ্য বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এরূপ জনস্রুতি নাগপুরের রাজা গের এক জন উচ্চতর কর্মচারী তহবিল করাতে তাঁহার চাবিরের অসুস্থতান করা নিয়মবহির্ভূত প্রবেশের চশাই এই। কাগজে সুখ্যাতি হইলেই হইল। লক্ষ্যেরে টাকার ২ লের গম বিক্রীতেতে। পড়াব গবর্ণমেন্ট স্রুতি এক আত্মা দিয়াছেন। কাশীর আত্মা হইরাধী যে করেক দিন জীবিত থাকে, সে দিন তাঁহার ধোরা কিম্বরণ প্রত্যহ এক দিবার নিয়ম আছে। শেষ করেক দিবস করিয়া আহার করান ইহার উদ্দেশ্য।

কট যত্ন জানিলে লোকের সহজেই অস্বাভাবিক
 হইবে। জেলের নিয়মিত খাদ্য এ অবস্থায় ভাল
 লাগে না। ইহাতে ব্যয়ও অধিক পড়ে না।
 চরিত্র অপরাধীরা আট দশ আনার খাদ্য
 গ্রহণ করে। কিন্তু পবলিক ও পিনিয়ন হলেন,
 গভর্নমেন্ট আফ্রা নিয়াছেন। এই অতি
 কম ব্যয় করা হইবে না।

নিয়মবহিত কর্মচারীদের হুবিচার ও
 রপনতার আর এক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে
 ঠিকঠিকের স্মরণ থাকিতে পারে। কতিপয়
 মক এক জন সীমান্ত সর্দার লেপ্টনেন্ট গ্রে
 মক এক জন ডেপুটি কমিসনরকে ধুত করিয়া
 গিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার প্রতি
 খাচিত সম্মান প্রদর্শন করা হয়। লেপ্টনেন্ট
 ক্রমাৎ করিয়া কতিপয়কে রক্ষা করেন।
 তার বলিতেছেন, লেপ্টনেন্ট গ্রে স্পষ্টাতিধানে
 লীকার করিয়াছিলেন। সর্দার যদি তাঁহাকে
 ধুত দেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে
 মন কাজ করিবেন না। প্রধান বিচারালয়ে
 বিষয়ের ঘটন অঙ্গসন্ধান হয়, লেপ্টনেন্ট গ্রে
 গারের এক সাক্ষীর জবানবন্দী না হয় এই
 ক্ষেত্রে তাহাকে আদালত হইতে ধুত করিয়া
 গিয়া গিয়াছেন। এ পর্যন্ত কোন চুক্তি আফ্রা
 নাই। যাহা হউক, টৈনিক বিচারপতির
 অতিশয় দুশনীয় বোধ হইতেছে। তিনি
 বরাহিলেন, এতদেশীয়দিগের সহিত যে
 ম হয়, তাহা তজ করিলে দোষ নাই।

মহম্মদ বক্রনামক কলিকাতার ডাকঘরের
 জন পেয়াদা রেজিষ্টারি পত্র হইতে নোট
 করাতে তাহার পাঁচ বৎসর মিথ্যাদ হই
 হ। ডাকঘর পেয়াদার অতিশয় ধর্ম ও উৎসাহ
 অনেকে দরিদ্র, দুখ ও স্ত্রীলোকদিগের
 টে নিয়মিত মাফুল থাকিলেও প্রতিপত্রে
 পয়সা করিয়া লয়। রেজিষ্টারি পত্র হইলে
 মিস বেন অগ্রে চাহা হইয়াছে।

মহম্মদসিংহ বলিয়া কুমার্টমে যে ব্যক্তিকে
 ক বৎসর জেলে রাখা হয়, তাহার আপীল
 তি আগরার প্রধানতম বিচারালয়ে
 পতি হইয়াছে। এ ব্যক্তি যে মহম্মদসিংহ নহে,

প্রকৃত মহম্মদসিংহ স্বীকৃত হইয়া
 আগ করিয়াছে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ হইয়া
 । তথাপি কুমার্টনের ডেপুটি কমিসনর
 ম রামনে তাহাকে ছাড়েন নাই এবং
 ম কুকসন তাহার দণ্ডবিধান করিয়াছি
 । প্রথমতঃ এই মক্কমা নিবিলিয়ান কল
 সাহেবের নিকটে হয়। তিনি এ ব্যক্তিকে

নিরপরাধ জানিতে পারিয়া মুক্ত করিবার
 মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্র বহুলী হও
 যাতে পারেন নাই। কর্ণেল রামসে আসিবা
 মাত্র উহার পরিবর্ত হইয়া গেল। কর্ণেল জন
 আমলার চক্রান্তে এই ব্যক্তি এক কষ্ট পাইল।
 প্রধানতম বিচারালয় আপীল নিষ্পত্তি করিবার
 সময়ে টৈনিক বিচারপতিদিগের প্রতি বিশেষ
 দোষারোপ করিয়াছেন। এইসকল লোক কেবল
 সেনাদলে থাকিলেই ভাল হয়।

গত শনিবার হুতন বিবাহের বিলের
 আপত্তি বঞ্জন করিবার সময়ে মেইন সাহেব
 বলিয়াছেন, আমাদিগের প্রজাগণকে আমরা
 স্বাধীনতা দিতে চাহি। কিন্তু তাহারা সেই উপ
 কার বুঝিতে না পারিয়া কেবল কুতর্ক করিয়া
 ধর্ম ও দেশাচার ধরিয়া দোলাযোগ করিতে
 ছেন। “আমাদিগের প্রজাগণ” একথা গব
 র্ণমেন্টের এক জন এই প্রথম বলিলেন। মেইন
 সাহেব যে স্বাধীনতা দিতে চান, অগদীশ্বর
 আমাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা করুন।

অনরবেল আসলি ইউডেন সাহেব কলিকা
 তার উপনীত হইয়া স্বীয় কার্যস্থার গ্রহণ করি
 য়াছেন। ডাম্পিয়ের সাহেব অস্তিরিক্স সেক্রেটা
 রি ও টুয়াট বেলি সাহেব মকামলের এক জন
 জজ হইতেছেন। এরূপ জনজ্ঞতি ইউডেন
 সাহেব শীঘ্র ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের এক জন
 সেক্রেটারি হইবেন।

আমরা অবগ করিলাম ডাকঘরসমূহের এক
 জন সহকারী ডিরেক্টর জেনরল হইবেন। এপ
 দের কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

বঙ্গদেশের পবলিকওয়ার্কবিভাগের প্রধান
 অফিসার ডোমেন খানামক এক
 ব্যক্তি ৩৩ বৎসর চরমাস জগাদারের কাজ
 করাতে গবর্নর জেনরল তাহা বেদয়া তাবিয়া
 মাসিক ৩ টাকা পেঙ্গন দিবার অঙ্গুবোধ করেন।
 সর জন লরেন্স আরও প্রস্তাব করিয়াছিলেন,
 দশ টাকার নীচের যত ভৃত্য আছে ৩৫ বৎসর
 কাজ করিয়া শারীরিক অসামর্থ্যনিবন্ধন পদ
 ত্যাগ করিলে তাহাদিগকে মাসিক ৪ টাকা
 পেঙ্গন দেওয়া কর্তব্য। সর ট্রাকোড মার্শ কোট
 উক্ত প্রস্তাবে সন্মত হইয়াছেন।

পিয়নিয়র অবগ করিয়াছেন, বারাকপুরের
 কাণ্টোনমেন্ট মাজিষ্ট্রেট মেজর বরণ খারতালার
 রাজার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হইবেন। এটি
 একপ্রকার শুভ সংবাদ। তাহা হইলে বারাক
 পুরের সীমান্ত লোকেরা হুবিচার প্রাপ্ত হন।
 এ ব্যক্তি দেশীয় ভাষা জানেন না। আইনেও
 অজ্ঞ।

কলিকাতার অস্ত
 হুকা স্ত্রীলোককে এক
 বধ করিয়া তাহার অস্ত
 রাহে। করণার অঙ্গসন্ধান
 যেমত হইয়া থাকে হত
 নাই।

ডেলিনিউস অবগত
 হবার বিভাগের
 ইউনান সাহেব অঙ্গ
 বিভাগের অধ্যক্ষ
 ডিউস বর্ধা বলিয়াছেন
 মধ্যে যে করেকটা হত্যা
 ঘরা পড়িল না। ইনি হু
 অঙ্গসন্ধানের সময়ে কণে
 এমন অঙ্গপন্থক লোককে
 বিভাগের প্রধান করা

হুই এ, মেডিস সা
 তি প্রধানতম বিচারালয়ে
 ইনি মীলামকারী মে
 ইহার আর এক আতা
 কলিকাতার সর্দারকে তি
 হইলেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা
 জর হইতেছে। জর যে
 আমাদের পূর্বে বিশ্বাস
 আমাদের সে অমর্তী গিয়া
 পড়িয়াছে। ইহার উপা
 যায় না। গবর্নমেন্ট কি
 জন নেটের ডাক্তার আ
 টিয়া দিতে পারেন। কিন্তু
 কুইনাইমও মানেনা, ডা
 ৩ বৎসর হইল, যে তয়া
 এবার কার জর, তাহা
 গত ফাল্গুন চৈত্র মাসে ও
 লার বিস্তার লোক মরিয়া
 যাতে ও একপে জর অ
 ধরের এদেশসম্বন্ধে কি

ঢাকাপ্রকাশ বলেন,
 মেলাতে যেসকল কাইয়
 গ্যাদি ক্রয় বিক্রয় করি
 রক্ষণাবেক্ষণজন্য গবর্ন
 হইয়াছে। তথাপি মহম্মদ
 গিরিধারী শীকারিবাড়ীর
 লইয়া ১০ ই নবেম্বর সখ
 ট্রেনের অন্তঃপাতী দাউ
 দিকে কীর্তিনাশা নদী দি

অকস্মাৎ প্রায় ২০ জন
কাথোগে আসিয়া বাদীর
৪৬০।। আনি মূল্যের
পূর্নক কাড়িয়া লইয়া
১র সব ইনস্পেক্টর ও ইন
ট্রাপাধ্যায় তদন্তে নিযুক্ত
হওয়ার সম্ভাবনা নাই।
ায়ণ মঙ্গলবার ।

৬ রুস্তা প্রকাশিত হই
রুফ পড়িয়া গিয়াছে।
এককালে রাস্তার উপরে
এক ধান্যক্ষেত্রে আছে।
ও গান্ধী বোট বিনষ্ট হই
হুত হইয়াছে যে, পথ চলা
দুর স্থিতি হইয়াছে তাহাতে
হুত হইয়াছে দেখা যাই
ক ক্ষতি হইয়াছে। এই
নামক এক জন ইংরাজ
করিয়াও জাহাজ হইতে
কে ডীরে আনয়ন করিয়া

ক যে ব্যক্তি করেশি আকি
কান নোট লইয়া প্রেমারা
গত কল্য বিচারপতি
ন পরিগ্রহের সহিত হই
ম। এ ব্যক্তির পূর্নসকর
লঘু হইয়াছে। এডো
চার তাহাকে প্রবৃদ্ধি দিয়া
সর জেলে থাকিতে হইবে।
তাকবের ১৮ মাস করিয়া

জের হস্তে বিস্তর কাজ
জন অতিরিক্ত জজ প্রেরণ
হইবে।

আর এক জন "তদ্র"
এক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া
নামক এক ব্যক্তি আপ
পরিচয় দিয়া রেঙ্গুল হইতে
করিয়া সিঙ্গাপুরে পলায়ন
সে নাম পরিবর্তন করিয়া
সমস্তান এবং রেঙ্গুলের এক
র বিস্তর সম্পত্তি আছে।
টাকা কর্ত্ত করিয়াছে।
মিয়াছেন। এ ব্যক্তি জুয়া
করিয়াছেন গন্দেচ নাই।
২২০০ টাকার হুত হইবে।

হারানচক্র বন্দোপাধ্যায় কমিসরিএট বিভা
গের কর্ণেল ওয়ালটনের নাম জাল করিয়া
৭০০০ টাকা ছুরি করাতে তাহার হুই বৎসর
মিয়াদ হইয়াছে ।

কলবিননাথক কাছাড়ের এক জন
চাকর এক জন কুলিকে প্রহার করাতে
তাহার মৃত্যু হয়। জুরি সামান্য আঘাতের অপ
রাধে দোষী বলাতে বিচারপতি কিয়ার এক
বৎসর মাত্র মিয়াদ দিয়াছেন। তথাপি কসাই
টোলার জুরির কড়ক উন্নতি হইয়াছে বলিতে
হইবে। বিনা দণ্ডে অব্যাহতি দেন নাই।

বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ের জজ
সর জোসেফ আর্নল্ড পদত্যাগ করিতেছেন।
এমত জনজ্ঞতি, সর বার্নেস পিককও শীঘ্র
পদত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে সর ওয়ালটর
মর্গাপ কলিকাতার ও বিচারপতি কিয়ার উত্তর
পশ্চিমাঞ্চলের প্রধানতম বিচারালয়ের প্রধান
বিচারপতি হইবেন।

রুগম্পরিবার বেলা ৪ ঘটিকার সময়ে গবর্নর
জেনরলের বাটীতে দরবার হইবে।

পঞ্চাবের কষ্ট দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। হুঁশি
য়ারপুর হিমারপ্রভৃতি স্থানে কেবল ছুতিক
নহে পীড়াও হইয়াছে। গুরগাঁতে ছুতিকশীক
তদিগের যে সাহায্য দেওয়া হইতেছিল অর্থা
ভাবে তাহা বন্ধ হইয়াছে। শস্য অগ্নিমূল্য।

৮৪ গণিত ইউরোপীয় রেজিমেন্টের সার্জন
মেকর ক্লার্ক ডবলিনের চিত্রশালিকার কানপুরের
বিদ্রোহী জৌলাপ্রসাদের অস্থিমাত্রাবশিষ্ট দেহ
প্রদান করিয়াছেন। জৌলাপ্রসাদ আতিতে
রাক্ষস ছিলেন। ১৮৫৭ অর্ধে তিনি নানা সাহে
নেব অধীনে এক জন ব্রিগেডিয়ার হইয়াছিলেন।
কানপুরের হত্যাকাণ্ডে লিঙ্গ থাকিতে ১৮৬০
অর্ধে তাহার কাশী হইয়াছিল। এই মৃতদেহ
ডাক্তর ক্লার্কের হস্তে কিপ্রকারে গেল? আমরা
ভাবিয়াছিলাম, মৃত ব্যক্তির প্রতি অপমান কর
কর্ণেল নীলের দণ্ডেই গিয়াছে।

মহারাজ হোলকার বণিক ও কমিসন এজেন্ট
উপাধিতে বোম্বাইয়ের আদালতে এক ব্যক্তির
নামে নালী করিয়া ১২০৭৮ টাকার ডিক্রী
পাইয়াছেন। মহারাজ প্রকাশ্যরূপে বাণিজ্য
করেন ও টাকা খাব নেন। তাহার মকদ্দমাসকল
সর্দার আদালতে হয় জয়লাভ করিলে তিনি
ডিক্রীজারি করিয়া টাকা আদায় করেন। কিন্তু
তাঁহার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারি করিতে গেলেই
রাজার স্বয় প্রদর্শন করা হয়। হোলকার বুঝি

মান লোক তাঁহার বর্তমান মন্ত্রীও এ
উপযুক্ত লোক। কিন্তু যে কাজ করিতে
তাহা অতিশয় লজ্জাকর।

১৮ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

এ বৎসর অবধি কলিকাতার ঘোঁক
প্রাতঃকালে না হইয়া টবকালে হইবে।

অদ্যকার গেজেটে একটা উত্তম আজ্ঞা
শিত হইয়াছে। যেসকল স্থানে সিবিল স
আছেন, ততৎ স্থানের জেল তাঁহার অধ
হইবে। মাজিস্ট্রেটেরা আপন আপন
ওপে দর্শকমাত্র হইতেছেন। মাজিস্ট্রেটদি
হস্তে এত কাড় যে, জেলের অধ্যক্ষতা
মাত্র হইয়া উঠিয়াছে। সুবসিদাবাদ ও চ
সিবিল সার্জনদিগের হস্তে গুরুতর কার্য
থাকাতে তাঁহারা জেলের ভার পাইতেছেন
আলিপুর, শ্রেসিডেন্সি, হাজারিবাগ
দিঘার জেলে পূর্নাবধি সিবিল সার্জন
দায়ক আছেন। এই অতিরিক্ত কার্যভার
য়াতে সিবিল সার্জনদিগকে কয়েদির পরি
বর্ধিত বেতন দেওয়া হইবে। অর্থাৎ ৫০০
দির অধিক হইলে ১৫০ টাকা, ৩০০
৫০০ পর্যন্ত ১০০ টাকা, ১৫০ অবধি
পর্যন্ত ৭৫ টাকা এবং ১৫০ কয়েদির কম হ
৫০ টাকা দেওয়া হইবে। কয়েদি কা
বাড়িলে, বেতনও কমিবে, বাড়িবে। সব
ষ্টান্ট সার্জনেরা এদেশীয় বলিয়া জে
ভার পাইবেন না। এদেশীয় ও ইউরো
বলিয়া কার্য দিবার রীতি কবে অস্ত
হইবে?

কলিকাতার আনাসেবিও ব্যাঙ্কে এ প
১০০০ টাকা মাত্র জমিয়াছে। লোকে গব
ন্টের সেবিও ব্যাঙ্কেট টাকা দিতে চান।
এবং আনা ব্যাঙ্ক উঠাইয়া দেওয়া কর্তব্য
হইবে।

লও সাহেব এবার মাস্ত্রাজে অমন করি
গিয়া একটা মহৎ আবিষ্কৃয়া করিয়াছে
তাকোরের রাজার পুস্তকালয়ে বিস্তর সং
ও তামিল পুস্তক আছে। পুরাণ, ন্যায়,
শাস্ত্র, আনুর্সেদমটিক অনেক পুস্তক রহিয়া
লও সাহেব এসকলের এক তালিকা ক
ছেন। পুস্তকালয়ের ভারপ্রাপ্তীরা পুনঃমুদ্র
অন্য পুস্তকসকল দিতে প্রস্তুত আছে।
মাস্ত্রাজ গবর্নমেন্টের এ বিষয়ে মনোযোগী
কর্তব্য।

গত বৎসরের ন্যায় এবারও পালমপু
মলায় নানা দেশ হইতে বিস্তর মুক্তি আ

। ইহার স্থিতি কর্ণেল ফরসিথের অস্থ
(পত্রাবী অভিধানে "আজ্ঞা") অস্থ
কয়েক জন সর্কার ঐ সময়ে উপস্থিত
। কিন্তু যত লোক আসিয়াছেন, সে
প্রত্যেক জন ক্রীত বিক্রীত হইতেছেন না।
রা দরবার, মেলাপ্রতী আর্কবরের
ই অধিক পাই।

সিদ্ধি ত্রিটিম হুত সম্প্রতি আজ্ঞা দিয়া
যেসকল দ্বিজাতীয় চীন ত্রিটিম প্রজা
ত্রিটিম গবর্নমেন্টের আজ্ঞায় লইতে
তাঁহাদিগকে চীনের বস্ত্র ভাগ করিতে
বস্ত্র জাতি প্রকাশ পায়। এটি এই
র বীকৃত হইল। ও দিকে চীনের গবর্ন
এক ঘোষণা দ্বারা প্রজাদিগকে খুঁটিয়ান
নিষেধ করিয়াছেন। ত্রিটিম জাতীয় ও
মাবলধীর পাম্পর সমাগম হইলে প্রায়ই
অসমঙ্গল ব্যবহার হইয়া থাকে।

ড মের ও মাদদালার লাভ নেপথ্য
এক আহারে ভারতবর্ষে আগমন করি
ন।

টের গোলযোগ লাভ হইয়াছে। টেম
ক সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে। টেম ও
। তুরকীর অস্থচরেরা সূতন ইমামের
তা স্বীকার করিয়াছেন। ইমাম টেম
ন উপযুক্ত লোক এবং লোকে তাঁহার
ম সুখী হইতেছেন। কর্ণেল পেলিও নির্ক
নবধন এই ব্যক্তির সহিত ত্রিটিম
মেন্টের বিবাদ হইতে হইতে গিয়াছে।

১৯ এ অগ্রহাষণ সূত্রপতিবার।

স্রুতি এক ঘণ্টা বে প্রবল হাওয়া হয়,
তে ইউরোপীয় বণিকদিগের ১,৭০,০০০
র সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। বিস্তার চাউল
য়া গিয়াছে। ৫৮২ টি গের মহিষ মূল্য
১ টাকা, ৩২৭৩ বিঘ ধান্য মূল্য ১৭৯২৭
১৯ খানি নৌকা মূল্য ১৭,৯২৭ টাকা
৮৪,৩০৫ টাকা মূল্যের বাগী ও তদ্ব্য
স্রব্য নষ্ট হইয়াছে। ঐ প্রদেশে কাঠের
হয় বলিয়া কতি আরও অধিক হইয়াছে।
ব সময়ে ঘরে প্রায় হই হস্ত জন পাঁকাই
স। বাস্তব্য এত প্রবল হয় যে, কিছুতেই
হল বহুকৃত হয় নাই।

সার্ট মের কৃষকার্থে অভিশপ্ত অস্থরক।
র নিজেই চাষ ও বিস্তার গরু ও লাঙ্গল
। ভারতবর্ষে আসিবার সময় তিনি এ
বিক্রয় করিয়াছেন। কৃষিকার্য্যস্থরক
নকর্তা হইতে ভারতবর্ষের সবিশেষ উপ
পাতকের আশা আছে।

একপে নিয়ম আছে, সিবিলিয়ানেরা ২৫
বৎসর কাজ করিলে বাৎসরিক ৬০০ টাকা
পেন্সন পান। বোম্বাইয়ের কতকগুলি সিবিলি
য়ান সূতন পেন্সন ও বিদায়ের নিয়মে ও এই
পেন্সনে সন্তুষ্ট না হইয়া ৬০০০ টাকা পেন্সন
প্রার্থনা করিতেছেন। সমুদায় রাজস্ব ভাগ
করিয়া দিলে ভাল হয় না?

আমরা প্রথম করিলাম, ভারতবর্ষের নিমিত্ত
পুনর্কার পৃথক রণতরি দল হইবে। এই সঙ্গে
পৃথক সেনাদলও করা কর্তব্য।

নবীন ও টেকলাসনামক বে হই জন এত
শৈশীর খুঁটিয়ান মনোমোহিনী নামী একটা বেনা।
কে কলবিদ্যাপ্রতিবে বধ করে, গভ কলা তাহা
দিগেব দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহার হই
জনেই তরুণবয়স্ক। নবীন বেন্যাটিকে বাহির
করিয়াছিল। পরে তাহার সহিত টেকলাসের
জাগিনীর বিবাহের সন্ধ হইয়, মনোমোহিনী
তাহাতে ঘোরতর আপত্তি করিতে হই জনে
তাহাকে এক দড়ি গলায় দিয়া বধ করিয়া এক
সিঙ্কুরের মধ্যে রাখিয়া যায়। বেন্যাটী যখন
নামী বেন্যার বাগীতে থাকিত। হত্যাকারীরা
ঘর রুদ্ধ করিয়া বাইবার সময়ে তাহাকে বলে,
মনোমোহিনী তাহার মাসীর বাগীতে
গিয়াছে। যত জন প্রত্যাগমন না করে তাহার
গৃহী দেখিবে। হই তিন দিবস গেল তথাপি
মনোমোহিনী প্রত্যাগমন না করিতে যখন
তাহার গৃহের ঘরে গিয়া দেখিল, পোণিত ও
জল বাহির হইতেছে। পুলিশে সংবাদ দেও
য়াতে ইনস্পেক্টর রিডেয় তাহারা প্রবেশ
করিয়া দেখিলেন, জীলোকসীর মুত দেহ একটা
সিঙ্কুরের মধ্যে রাখা হয়, দেহটা ক্ষীত হওয়াতে
ডালার পশাতের কবজা তাহারা ডাল উঠি
য়াছে। ঘরে হই জোড়া জুতা ও এধনি চাতি
হইল। ইহা ধরিয়া অস্থসজ্ঞান হয়। পরে নবী
নের বাক্সমধ্যে তিনখানি অলঙ্কার ও গৃহের চাবি
বহুকৃত হয়। বিচারপতি মার্কেবি দ্বারা কোন
কারণ দর্শন না করিয়া ফানীর আজ্ঞা দিয়াছেন।
ইনস্পেক্টর রিডেয় চেপ্টায় এই হুরাখারা ধও
পাইল। সুপরিচেষ্টে উ ইউরান শিক্ষা করুন।

২০ এ অগ্রহাষণ শুক্রবার।

কু ও অথ ইণ্ডিয়ান লগুন হুত সংবাদদাতা
বলেন, মাদটোন সাহেব মন্ত্রী হইলে টাইট
সাহেব ভারতবর্ষের সেক্রেটারী হইবেন। টাই
টসাহেব সেক্রেটারী হইলে ভারতবর্ষের সৌভা
গ্য বালভে হইবে। বসন্ত: লাডটোনলি, সালি
সবরি হালিকল, ও টাইট সাহেবত্বির ভারত

বর্ষের সেক্রেটারী হইবার উপযুক্ত লোক
ও প্রায় দেখা যায় না।

হিন্দু হিটোথিলী বলেন, দেখিতে
এখানে ওলাউঠার বিলক্ষণ বৃদ্ধি হই
য়াছে। অনেক লোক মরিতেছে। এখন
ওলাউঠার নির্মূর্তিত সময় নাই।

উক্ত পত্র বলেন, " জীনগর ট্রেসনে
কার এল দল অমঙ্গল্য চোর ৩০৩৮/
সম্মেধের মালসহ ধৃত হইয়াছে। কয়েক
অনেক স্থলে চুরি করার কথা স্বীকার পা
ইবারের দলে বনোবরের কতক লোক
ধৃত ব্যক্তির বিচারালয়ে প্রেরিত হইয়
২১ এ অগ্রহাষণ শনিবার।

সেনাপতি গ্রাণ্ট আমেরিকার স
হইবেন দেখা বাইতেছে। অধিকাংশ
মত তাঁহার অস্থকুলে হইয়াছে। বিনা
কেবল নিজগুণে উচ্চপদারূ হইবার
প্রধান হুঁষ্টান্ত। আমাদিগের জ্ঞান
নাম সেনাপতি গ্রাণ্ট নিজ কমতা জা
নিমিত্ত কখন অশৈশীরদিগকে করানী
সম্বোধন করেন নাই এবং তিনি
বোম্বা নাট্যশালায় তাহার পরিচয় দে
ডেলিনিউস বলেন, হুইটিন ও করতায়
ইংলণ্ডের ন্যায় হিসাবপ্রণালী করিতে
অর্পের কত লাভ হইয়াছে, তাহা
ধীর গবর্নমেন্ট স্থানীয় গবর্নমেন্টের
জানিবার নিমিত্ত লিখিয়াছেন। কে কি
দেখা বাউক, আমরা ত দেখিতেছি
লাভ হয় নাই।

শিবনগর বলেন, উত্তর পশ্চিমাক
নতম বিচারালয় উক্ত প্রদেশের ছোট
স ল উঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন।
লটর মাগান বলেন, এইসকল
অধিক কাজ মাই। ছোট আদালত
লোকের এত অবিধাস যে লক্ষ্যরূত
টাকার স্থলে ৫০ টাকা দেওয়ান, তাহা
গ্রহণ কবেন। বঙ্গদেশের ছোট আদ
ধ্বংসকর্তে কয়েক লক্ষ মিত্যাবাদী সা
রাজ্য ভোগ হইতেছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের
বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিকা	৯৪।
৪ " কোং	৯৪।
৫ " পবলিক ওয়াক	১-৪৫।
৫ " কোং	১-৩৫।
৫। " কোং	১৩১৫।

উরোপীয় সমাচার ।

১৮ টি নবেম্বর । গতকল্য পর্যন্ত ২৪৯
নিধি মনোনীত হইয়াছেন, ইহাদিগের
১ জন লিবরল ও ৩৮ জন কনসার
এক জন কনসারবেটির মাফেটের
হইয়াছেন । লডস, গ্রাসগো, বর
ও যাবতীয় স্তূতন প্রতিনিধির নগরে
লের সভা হইয়াছেন । সর রবার্ট পিল
নরিবুল ওয়ার টামওয়ার্থের প্রতি
নোনীত হইয়াছেন । লো সাহেব বিনা
ত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি
ন । মাড্রিডের প্রিন্সিপালের প্রতিনিধি
ন । রিফরমলিগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভাগে যেসকল লোককে প্রতিনিধি
র চেষ্টি পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই
হইয়াছেন । লিঙ্কলনের বিশপ টেটের
যুক্ত হইয়াছেন ।

২১ নবেম্বর । গত কল্য পর্যন্ত ২৪ জন
বেটি ও ১২৯ জন লিবরল সভ্য মনো
য়াছেন ।

লসের রাজকুমার সঙ্গীক পারিসে উপ
য়াছেন । অন্য প্রত্যেকের মাসদালার
নপিয়র জিওসিতে জাহাজারোহণ
ন :

২১ নবেম্বর । এপর্যন্ত ৩৫৪ জন লিবরল
জন কনসারবেটির প্রতিনিধি মনো
য়াছেন ।

দালার লাড নেপিয়র আলেকজান্ডি
পনীত হইয়াছেন ।

াবামা ঘটিত কমিসন ওয়ারিওটনে
।

মিসরের পাশাকে ভারতবর্ষীয় ষ্টার
ন করা হইবে ।

২১ নবেম্বর এপর্যন্ত ৩৮০ জন লিবরল
জন কনসারবেটির প্রতিনিধি মনো
য়াছেন । লেও সাহেব উইকলের প্রতি
ার হইয়াছেন । লড আবারলি ডিনের
ধ হইবার চেষ্টির কৃতকার্য হন নাই ।
বিডলফ ডেমবিগলিয়ারে পরাজিত
ন । জর্জ ক্যামেওশ, আর্করাইট সাহেব
ারবিশিষ্টদের প্রতিনিধি হইবেন ।

রাত্রির গেজেটে আকবিশপ টেট ও
বারনেটের নিয়োগ প্রকাশিত হই

পার্ক হইতে একদী মতং অর্গুংপাত
।

৩০ এ নবেম্বর । বোম্বাই ব্যাঙ্ক কমিসনের
কার্য ৪ টা ডিসেম্বর শুক্রবার পর্যন্ত স্থগিত
হইয়াছে । রবার্টসন সাহেবের অবানবন্দী তিন
দিবস হয় । সেনাপতি টানলি সেনাপতি
স্পেন্সনের পদে পশ্চিম বিভাগের সৈন্যধ্যক্ষ
হইয়াছেন । পিল অর ওয়েল্‌স সঙ্গীক কোপেন
হেগেনে উপস্থিত হইয়াছেন । মাদ্রিডের কতক
গুলি লোক সাধারণতঃ স্থাপনের জন্য মত
প্রকাশ করিয়াছেন । পাঁচখানি ফরাশী সংবাদ
পত্র বাঙেনের বিষয় প্রকাশ করিতে সম্পাদক
দিগের মেয়াদ ও অধিমানা হইয়াছে । একখানি
ফরাশী বাম্পীয় জাহাজ সুয়েজের খালের মধ্য
দিয়া গমন করিয়াছে ।

রাজকুমার চারল্‌স্‌ ক্রমেনিয়ার মহাসভা
খুলিবার সময়ে বলিয়াছেন, নিরপেক্ষতাব অব
লম্বন করিয়া কার্য করা তাঁহার শাসনের প্রধান
কর্তব্য কথ্য হইয়াছে । মন্ত্রিবর্গ পদত্যাগ করি
য়াছেন ।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন ।
বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্টগবর্ণরের
আদেশানুসারী
নিয়োগ ।

২০ এ নবেম্বর । ডবলিউ, ফিডিয়ান সাহেব
কটকেব সহকারী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইয়া
দ্বিতীয় জেণির অধীন মাজিষ্টেটের কমতা
পাইবেন ।

২৪ এ নবেম্বর । নিম্নলিখিত কর্মচারীরা
নিজ নিজ পদত্যাগে আপন আপন জেলার
জলের দর্শক হইবেন । যশোহর, হুগলী, মেদি
নীপুর, বাঁখংগা, ময়মনসিংহ, পূর্ণীয়া, নাহা
বাদ, বর্ডমান, দিনাজপুর, ত্রিহৃত, সাহরন,
গয়া, বাঁকুড়া, রাজসাহী নদীয়া, ত্রিপুরা,
করিমপুর, রঙ্গপুর, জীহট, কটক, মুর্শের, ভাগ
লপুর, চট্টগ্রাম, বীরভূম, চম্পারণ, নওয়া
খালি, বালেশ্বর, পাবনা, বগুড়া, হাবড়া,
ও পুরীর মাজিষ্টেটগণ । লোহারডগা, কাছাক
চরও, মানিক্‌ঘ, সিংহভূম, কামরূপ, গেরুল
পাড়, লক্ষীপুর, নওগাঁ ও দারজিলিঙের
ডেপুটি কমিসনরগণ । দেবগড়ের সহকারী কমি
সনর ।

২৫ এ নবেম্বর । মুরসিদাবাদের মাজিষ্টেট
ও কালেক্টর এচ হাকি সাহেব প্রথম জেণির
প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন ।

২৩ এ নবেম্বর । বত দিন ডবলিউ, ডবলিউ,
ডালি সাহেব সরকারী কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে

প্রাকবেন, তত দিন এ, এম, মাকগ্রিগর
কাছাকের প্রতিনিধি পুলিব স্থপরিষ্টে
হইবেন ।

বত দিন বাবু টেডরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বইয়া অস্থপস্থিত থাকিবেন, তত দিন চ
সহকারী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর জে. জে.
সব সাহেব আপনায় কার্যভিত্তিক
প্রতিনিধি রেজিষ্ট্রারের কার্য করি
ময়মনসিংহের ডেপুটি মাজিষ্টেট ও
কালেক্টর বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম, এ
ভূমে বদলী হইয়া মাজিষ্টেটের কমতা
হইবেন ।

২৭ নবেম্বর । সি, এ, উইলকিন্স
ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্টেট ও কা
হইয়া দ্বিতীয় জেণির অধীন মাজিষ্টেটের
পাইবেন ।

হাবড়ার দ্বিতীয় জেণির সাইট মাজি
ও ডেপুটিকালেক্টর জি, ই, মাকগিল
মেদিনীপুরে প্রথম জেণির প্রতিনিধি
মাজিষ্টেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন ।

শিলঙের চিকিৎসাকর্মচারী ও সব
ষ্টাট কমিসনর ডাক্তর জে. ডবলিউডি
ও অস্তিত্ব পর্যাতে দ্বিতীয় জেণির
মাজিষ্টেটের কমতা প্রাপ্ত হইবেন ।

বত দিন বাবু টেডরবচন্দ্র বঙ্গ বিদ্যায়
অস্থপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু
মোহন মজুমদার দিনাজপুরের অন্তর্গত
গকে প্রতিনিধি যুক্ত হইবেন ।

২৮ এ নবেম্বর । ই, ডুমগু সাহেব
রের মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন ।

এস, সি, বেলি সাহেব পাটনার মাজি
ও কালেক্টর হইবেন ।

এ, বি, শামার সাহেব মুর্শেরের মাজি
ও কালেক্টর হইবেন ।

যশোহরের সহকারী মাজিষ্টেট ও বা
সি, এচ, বৌএল সাহেব চম্পারণে বদলী
প্রথম জেণির অধীন মাজিষ্টেট ও
কালেক্টরের কমতা পাইবেন ।

ময়মনসিংহের ডেপুটি মাজিষ্টেট ও
কালেক্টর বাবু ব্রজনাথ সেন আতিয়া
ভাগের ভার পাইবেন ।

করিমপুরের ডেপুটি মাজিষ্টেট ও
কালেক্টর বাবু ভগবানচন্দ্র বসু ময়মন
বদলী হইয়া মাজিষ্টেটের কমতা পাইবেন
হুজুরায় ডেপুটি মাজিষ্টেট ও
কালেক্টর ই, এম, রেলি সাহেব করিমপুরে
হইয়া মাজিষ্টেটের কমতা প্রাপ্ত হইবেন

নীয়ার সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর
বলিউ, জিবান সাহেব কুষ্টিয়া উপবিভা
তার পাইয়া মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
কমতা পাইবেন । তিনি আরও কুষ্টিয়ার
ম স্কুল কর্মচারী হইবেন ।

ড. বালেট সাহেব পদ ত্যাগ করিতে
জি, এন পোগস সাহেব ডাকার মিউনি
সিটির সহকারী সভাপতি হইবেন ।

বু মহেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছন্দকার
চিকিৎসালয় সত্বর সস্তা হইবেন ।

সি কমুত লাল লোহাডগার প্রতিনিধি
হইবেন ।

ল. বি. রবার্টস সাহেব আরার বিদ্যালয়
সম্পাদক হইবেন ।

এ নবেম্বর ১৫ ত দিন জে, এ, হপকিন্স
উপস্থিত না হইতেছেন, তত দিন যশো
ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
প্রতাপচন্দ্র টট্টোপাধ্যায় মাগুরা উপবিভা
তার পাইবেন

মৌলবী ফরিদুল্লহ পূর্ণিয়ার অন্তর্গত আড়া
মুন্সেফ হইবেন ।

বু গোকুলচান গঙ্গার অন্তর্গত জাহান্না
মুন্সেফ হইবেন ।

ত দিন মৌলবী মোস্তাজিম হোসেন বিদায়
তস্থপস্থিত থাকিবেন, তত দিন সেরাজ
মুন্সেফ বাবু কলীপ্রসন্ন মুখোপা
বি. এল, বোয়ালিয়ার প্রতিনিধি
হইবেন ।

ত দিন মৌলবী আবদুল জম্মর বিদায়
তস্থপস্থিত থাকিবেন, তত দিন মৌলবী
মুন্সেফ চট্টোমের অন্তর্গত হাওলা প্রতিনিধি
মুন্সেফ হইবেন ।

জ, আণ্ডারসন সাহেব কিছুদিনের জন্য
মুন্সেফের প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও
কালেক্টর হইবেন ।

ত দিন ডবলিউ, ও. এ বেকেট সাহেব উপ
না হন, তত দিন এক গ্রান্ট সাহেব পশ্চি
রে চতুর্থ শ্রেণীর প্রতিনিধি ডেপুটি কমি
থাকিবেন ।

লা ডিসেদর। ডাক্তার আর, মাকলিন্ড
হরের চিকিৎসা কর্মচারী হইবেন । কিন্তু
স সর্জন এক, জে, আরল প্রহ্লাদমন্ড না
তত দিন নদীয়ার প্রতিনিধি চিকিৎসা
রী থাকিবেন ।

ত দিন ডি, লেসি সাহেব বিদায় লইয়া
স্থিত থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ, আর

ত্রিণ সাহেব পুরীর প্রতিনিধি পুলিশ কুপরিটে
গেট হইবেন ।

আমাদিগের ক্রীড়ার সংবাদস্বাতা
লিখিয়াছেন ।

এখানে এক দল কুরারী আছে । তাহার
সর্জন পুলিশের সমক্ষেই জুরা খেলিয়া থাকে ।
কিন্তু কি জন্য যে পুলিশ তাহাদিগের প্রতি
তক্ষেপণ করেন না, আমরা বুঝিতে পারি
তেছি না । আমরা অত্রত্য মাজিস্ট্রেট সাহেব ও
পুলিশকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা এই
সর্বস্বাতকর ক্রীড়ার সত্ত্ব নিবারণ করিয়া মহৎ
উপকার সাধন করুন ।

কজুরি, আগ না, সিংহচাপক, পাগলা,
বনভাগপ্রকৃতি পরগণায় ওলাউঠার প্রাক্তর্য
হইয়াছে । ইহার ইচ্ছায় এস্থান এখন পর্যন্ত
এক প্রকার ভাল আছে ।

এখানে মিউনিসিপাল কমিটি স্থাপনের
প্রস্তাব হইয়াছে । কমিটি যদি কেবল প্রজা
নীকন পূর্ণক কর গ্রহণ না করিয়া কাজ
করেন তবেই ভাল ।

অত্রত্য নবানত জাইন্ট মাজিস্ট্রেট কেবল
সাহেব এ দেশের বিষয় ভাল জানেন না । বিশেষ
যতঃ বাকলা ভাষা ভালরূপে না জানাতে করি
য়ানি, আসামী কিম্বা সাক্ষীগণের মনের ভাব
সুন্দর রূপে বুঝিতে পারেন না । অতএব আমরা
মাজিস্ট্রেট ক্রীড়াক পিটার্সন সাহেবকে অনুরোধ
করিতেছি তিনি যেন আপাততঃ তাঁহার হস্তে
রহৎ মোকদ্দমার ভার অর্পণ না করেন । কেবল
সাহেবের আর একটী দোষ এই, তিনি সাক্ষিগ
কে অনেক দিবস ক্লেণ দিয়া থাকেন ।

গত অতিবৃষ্টিতেই অনেক ধান্য গাছ পচিয়া
গিয়াছিল । আবার গতকার্তিক মাসে বৃষ্টি না
হওয়াতে নষ্টাবশিষ্ট ধান্য ছিল, তাহারও
অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে । চাউলের দর দিন দিন
বৃদ্ধ পাইতেছে । পূর্বে যে চাউল ১১. ১১/৮
দরে বিক্রয় হয়, তাহা এক্ষণে ২০. ১ ২/৮
হইয়াছে । ক্রমে আরো অধিক মূল্য হইবার
সম্ভাবনা ।

গত সপ্তাহে অত্রত্য জজ আফিসে একটী
খুনের মকদ্দমার বিচার হইয়া গিয়াছে । হত্য
কারী চারি ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাবাসের
আদেশ হইয়াছে ।

আগামী কল্য অত্রত্য মাইনার স্কলানি
পরীক্ষা স্থলিত হইবে । এবার এই পরীক্ষার পরী
ক্ষার্থী সংখ্যা অনেক হইয়াছে । নয়ানকুল স্কুল,

বাসবিহারী স্কুল, হাতক স্কুল এবং
স্কুলে সুনামিক ৪০ চল্লিশ জন হইবে
অত্রস্থ সেখাট স্কুল হইতে প্রবেশ
খাঁও সাত জন মনোনীত হইয়াছেন ।

১৭৯০ শক
৮ই অগ্রহায়ণ

আমাদিগের মগরাস্থ সংবাদ
লিখিয়াছেন:—

১। ডায়মণ্ডহারবারের ডেপুটি মাজি
ডেপুটি কালেক্টর ক্রীড়াক বাবু হেমচন্দ্র
পরচতুর্থ শ্রেণীস্থ ছিলেন, তৃতীয়
উন্নীত হইয়াছেন । উপস্থিত ব্যক্তির
হইলেই আমদের হয় ।

২। বাকীপুরের সব ইনস্পেক্টর ক্রী
নিমাইচান চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কু
সকর্তব্য সম্পাদন করিতে তাঁহার দ
সতনবৃদ্ধি হইয়াছে ।

৩। ইতিমধ্যে মগরার মধ্যে দুই ব্য
কনে মানবলীলা সত্ত্বরণ করিয়াছে ।

৪। গত ১০ ইনবেম্বর অবধি ১৫
ডেপুটি বাবু মগরার কাচারী করিবেন ।
পত্রিকা সর্জন মকদ্দম ল জমণ করিলে
মঙ্গল হয় ।

১৬ ইনবেম্বর
১৮৬০ সাল

আমরা মালিপোতা হইতে
খিত সংবাদগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি

মালিপোতার যুবকগণের মধ্যে এখা
ইং বাং বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ।
মাস অবধি তাহা ১৪ টাকা করিয়া
সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে ।

গত ১৬ ই নবেম্বর অবধি মালি
একটী শাখা ডাকঘর খুলিয়াছে । ড
কালেক্টর তার অত্রত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ
শেফকের উপর অর্পিত হইয়াছে বিপ
ডাকঘরের কার্য সুচারুরূপে চলিতেছে

শীতের প্রারম্ভে এই স্থানে একটী
আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে । ম
সময় অবধি গ্রাম জঙ্গলময় হওয়াতে
বৎসরাবধি শীতকালে এইরূপ উৎপা
তেছে । সে দিন বেলগড়িয়ায় একটী
য়াছে ।

কিয়দিবস অতীত হইল, বেলগড়িয়া

গের বহুনা সহ্য করিতে না পারিয়া
প্রাণত্যাগ করিয়াছে ।

পর হইতেই এ প্রদেশে চূর্ণান্ত ওলা
বর্তাব হইয়াছে । কয়েক ব্যক্তি এই
হইয়া মানবলীলা সংবরণ করি-
ক এই দারুণ পীড়া, তাহাতে এখানে
কের অভাব, ইহাতে কি বিষমর ফল
কে ভাবিয়া দেখুন ।

—:—

দিগের কোরহাটী সংবাদ-

লিখিয়াছেন:—

সম্প্রতি জীনগর পোষ্ট আফিসের
লিফট ইন্সপেক্টর, সোনারক ও নারা-
ইয়া চাকর পৌছিবীর নিয়ম হইয়াছে
গর হইতে পুলিন্দা লইয়া বাইবার
পক্ষ ইন্সপেক্টর অতিরিক্ত দুই জন পদা
করিয়াকেছেন । আমরা বুঝিতে পারি
এতদ্বারা জীনগরের ডাক চাকর
কি সুবিধা হইল; প্রত্যুত সময়ে
লবিলম্ব হইবারই সম্ভাবনা । আমরা
চনার অতিরিক্ত দুই জন পদাতিকের
করিয়া কর্তৃপক্ষ সঙ্গত কাজ করেন
মরা জানি বন্টনকারীর অল্পতানিবন্ধন
ডাক ঘরের পত্রাদি বিলি করিবার
হইয়া থাকে । অতএব আমরা নির্দ্বন্দ্ব
কর্তৃপক্ষের সমীপে তর্জুরোধ করি,
নিয়ম রহিত করিয়া পূর্ববৎ ডাক গম
নিয়ম করা হউক এবং এই অতি
করাধরকে জীনগরের পত্র বন্টন
মুদ্রা করা হউক, তাহা হইলেই
পত্রাদির শীঘ্রপ্রাপ্তিবিশয়ে বিলম্ব
বে ।

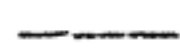
জের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট বিমলাচরণ
ন কোন কার্যে আমরা অতিশয়
ত করিয়া থাকি । তিনি সম্প্রতি
নী হইতে মীরকাশিম পর্যন্ত একটী
প্রাণের প্রস্তাব করিয়া চান্দা সংগ্রহ
ন । কতক টাকার অসুমানিক হিসাব
হার অর্ধেক প্রাপ্তিজন্য গবর্নমেন্টে
করিয়াছেন । স্থানীয় চান্দার প্রায় ১২
টাকা সংগৃহীত হইয়াছে । তরসা করি,
গবর্নমেন্টে বিমলা বাবুর বাসনাপূরণে
বেন না । এই রাস্তাটী নির্মিত হইলে
নী অঞ্চলের লোকের যে কত উপকার
হইবে বলা যায় না । এই রাস্তার

বিমলা বাবুকে চির স্মরণীয় করিবে । হুঃখের
বিষয় এই যে, ডেপুটি বাবু বিক্রমপুরের পশ্চিমাং
শের প্রতি বড় একটা দৃষ্টিপাত করেন না ।

৩। বিশ্বস্ত লোকমুখে শুনিলাম; এবার
বারুণী মেলার পুলিব কনষ্টাবল হইতে অত্যন্ত
অত্যাচার হইতেছে । ইহারা অনর্থক কোন
একটা ছল করিয়া লোককে যন্ত্রণা দিয়া চারি
আনা আট আনা করিয়া বলপূর্বক লয় । পুলি
ঘের উপরিতন কর্তৃপক্ষ কোথায়? তাঁহারা
কি ইহা দেখেন না? শুনিলাম মুঙ্গগঞ্জের
ডেপুটি মাজিস্ট্রেট বাবু নাকি নিয়ত মেলায়
ধাকিয়া তস্বাবধান করিতেছেন । তিনি কি
উল্লিখিত দৌরাখ্যের বিষয় শুনে নাই
ত্বিতরে প্রবিশ্ট হইয়া তস্বাবধান না করিলে
কাজ হয় না । লওড়ধারী কনষ্টাবল হইতে
যাহাতে কোনরূপ অত্যাচার না হইতে পারে
তৎপ্রতি বিমলা বাবুর স বিশেষ মনোযোগ
দেওয়া কর্তব্য ।

৪। ক্রমেই এ অঞ্চলে ধান চাউল চূর্ণুল
হইয়া উঠিতেছে । পূর্বে যে চাউল ৩০ সের
টাকায় পাওয়া যাইত, এখন তাহা ২৩ সেরের
অধিক পাওয়া যায় না । গত দুর্ভিক্ষের পূর্বেও
এই সময়ে এই দরে ধান চাউল বিক্রীত হইত ।
এবারও যে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে মুখ
হওয়া যায়, এমন সম্ভাবনা নাই ।

৫। কাচাদিয়া পোষ্ট আফিসের কার্য সুন্দর
রূপে চলিতেছে । ইহা তত্রত্য ডেপুটি পোষ্ট
মাষ্টারের অমকুশলতা ও কার্যনিপুণতার ফল
সন্দেহ নাই । কিন্তু কর্তৃপক্ষের এই পোষ্টমাষ্টা
রের প্রতি সুদৃষ্টি নাই । ইনি অতি অল্প বেতন
পাইয়া থাকেন, তৎপ্রতি ইনস্পেক্টর পোষ্ট
মাষ্টার মহাশয়ের দৃষ্টিক্ষেপ একান্ত কর্তব্য ।



তমোলুক সংবাদদাতা লিখিয়া

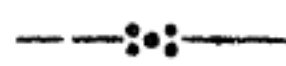
ছেন:—

১। আমি আক্ষেপ সহকারে প্রকাশ করি
তেছি যে, এখানকার ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যা
লয়ের চাত্রগণের ব্যবহারোপযোগী মানচিত্র
গোলকপ্রকৃতি কিছুই নাই । এই দুই বস্তু
অভাবে শিক্ষাকার্যে যে কিরূপ বাধাত
ঘটিয়া থাকে, তাহা অন্যান্যসে বোধগম্য হইতে
পারে । তরসা করি কমিটির অধ্যক্ষ মহাশয়গণ
ও ইনস্পেক্টর জীযুক্ত মাটিন মহোদয় এই অভাব
ঘরের অপনয়নে স বিশেষ মনোযোগী হইবেন ।

(২) এখানকার নবাগত ডিঃ মেডিক
জীযুক্ত বাবু রামকুমার বহু মহাশয় বিদ্যালয়
কিংসালর ও মিউনিসিপালিটির উন্নতির
স বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন । গত ২২ এ
তাঁহার বাঙ্গলাতে একটী সভার অধি
হয় । তাহাতে সমুদায় মেম্বর ও অন্যান্য
চারি জন সভ্য লোকের সমাগম হইয়া
বিদ্যালয়প্রকৃতির উন্নতসাধন সভার
উদ্দেশ্য । অল্পবেতনভোগী হতভাগ্য
গণের উপর কি তাঁহাদের শুভদৃষ্টি নিপ
হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে?

(৩) এঃবৎসর এ প্রদেশেও ধানের
সুবিধা দেখা যাইতেছে না । প্রথমতঃ
দৃষ্টিনিবন্ধন কৃষিকার্যের ব্যাঘাত ও বীজ
বিনাশ এবং শেষাবস্থাতেও অনাবৃষ্টি
অনিষ্ট । এখন পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থন
বেন, পুনরায় হতাবশিষ্ট ব্যক্তিগণকে
দমন নাটকের অভিনয় দেখিয়া সন্তুষ্ট
না হয় ।

(৪) আমরা বহু দিন অবধি তমো
বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সা
কাচারি তমোলুকে উঠাইয়া আনিবার
রোধে চীৎকার করিয়া আসিতেছি । কি
ফাছেই বা বলি আর কেই বা শুনে!
রাজপুরুষগণ নিজেই যখন বিলাসিতা
নিবন্ধন রাজধানী ত্যাগ করিয়া শৈলবাস
সমরক্ষেপণ করিতে নিতান্ত আতলাঘী,
তাঁহারা অধীনস্থ কর্মচারীদের বিলা
তার বিরুদ্ধে কি কোন কথা বলিতে পা
আমরা চীৎকার করিতে করিতেই ত
যাহারের শাসনকালী অতিবাচিত করি
দেখা যাউক মের মহোদয়ের শাসন
আমাদের মনোতীষ্ট সিদ্ধ হয় কি না ইতি



প্রেরিত ।

মান্যবর জীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্প
মহাশয় সমীপেষু ।

মহাশয় ! গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে বী
শীঘ্রকাকিত পত্রখানি পাঠ করিয়াছি; প
রক ধীরকুমির জল বায়ু এবং পীড়ার অব
রূপ লিখিয়াছেন, তাহা অপ্রকৃত নহে ।
শের স্থানে স্থানে অবরোগ বিলক্ষণ প্র
ইয়া উঠিয়াছে । উপযুক্ত চিকিৎসক না থা
দিন দিন যে কত মনুষ্য মৃত্যুমুখে পতিত

তাহার সংখ্যা কে করিবে। কিন্তু ইহার গবর্নমেন্টের নিকট যৌনন করা যুখা। পনের যে যে অংশ করে করে উৎসর্গ কর হইয়া গেল, গবর্নমেন্ট তৎসংস্থানের উপকার করিতে পারিয়াছেন, দেখিলে গবর্নমেন্টের তদ্বিষয়িনী চেষ্টা পর্য্যালো করিলে অবাক হইতে হয়। আমাদের পুরুষেরা অস্তিত্ব: এইরূপ বুঝিয়া লইয়া যে, সং— ৭ ৭৫০ ৭৫০ ৭৫০ লোকের হইলেও আপাততঃ দেশীয় রাজস্বের ক্ষতি হইবে না; সুতরাং তাহার উপকারের তত প্রয়োজন কি? বাঁহাদের আমাদের কেবল অর্ধ লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়া বঁাহারা জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাদের নিকট আর কিছু উপকার প্রত্যাশা বিড়ম্বনামাত্র।

ত্রয়োদশ ময়ুরাকী নদীর বাঁধের বিষয়ে বলিয়াছেন, তাহাতে তাহার আংশিক জম অথবা হইতেও পারে, তিনি অল্পরোধ হইয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন। ময়ুরাকী উত্তর কুলে বড়গুলি বাঁধ দৃষ্ট হয়, বৎসরজাতীয় জমীদারগণ নিজ প্রজা মঙ্গলার্থ প্রস্তুত করিয়া বহুকালাবধি মারাই তাহার রক্ষার উপায় বিধান এবং কোন বাঁধ ভগ্ন হইলে পুনর্নির্মাণ করিয়া ন। ছাতিয়া ও খড়মহপ্রকৃতি প্রেরণ ও ঐরূপ জমীদারের কৃত এবং রক্ষিত। ১০ বৎসর গত হইল, বন্সার জলে ঐ বাঁধটি যাওয়ার জমীদার গত বর্ষে অল্প প্রজাণিগের মনোরক্ষার্থ পুনরায় সামান্য উহার নির্মাণকার্য সমাধা করিয়াছিলেন। ময়ুরাকী এ বার তাহাও গ্রাস করিয়া ফেলি-। বাঁধটি বধোচিতরূপে প্রস্তুত করিয়া ন। প্রজাণিগের যে সর্বনাশ হইবে তাহার হইবে; কিন্তু উহার জন্য রাজপুরুষদিগকে জ্ঞান করার ফল কি? জমীদার যখন ঐ গ্রামের লাভ আক্সসাৎ করেন, তখন লাভহারিহের মূল্যধার উক্ত বাঁধটি নিজ প্রস্তুত করিয়া দিয়া আপনার প্রজাণি রক্ষা করুন।

১৭৭৭ সাল } ময়ুরাকী
২৭৫ সাল } কস্যাচিহুচিতবন্ধ

আর, সি, এচ, এ, ড্যাল সাহেবের পত্র প্রাপ্তি ও বক্তৃতা।
বুঙ্গুল আর্টস স্কুলের বর্তমান প্রতিনিধি

অধ্যক্ষ জীযুক্ত বাবু হারকানাথ সিংহ আবে-
রিকানিবাসী বেতরেও ড্যাল সাহেবপ্রেরিত একখানি পত্র ২৩ এ নবেম্বর রুহস্পতিবারে প্রাপ্ত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লাভঃ করণে তৎসম্বন্ধে হাজীগণের আপনামার্থ লিখার সেকেন্ড মাস্টার জীযুক্ত বাবু জীমোহন চক্রবর্তীর হস্তে পত্রখানি সমর্পণ করেন। কিন্তু তিনি সে দিন অসমর্থ নিবন্ধন উক্ত কার্যে হস্তক্ষেপে অসমর্থ হইয়া উক্ত স্কুলের সিনয়ার খাচ মাস্টার জীযুক্ত বাবু ঐহিকচক্র মুখোপাধ্যায়ের হস্তে অর্পণ করিলেন। বিশেষজ্ঞ ও কাব্যদক্ষ ঐহিক বাবুর অনুমতঃস্থারে স্কুলের একটা প্রকল্প গ্রহণে বাবু তীয় চক্র সমবেত হইলে উক্ত বাবু নিম্নলিখিত প্রকারে বক্তৃতা করিলেন। “এখানে সকল শিক্ষক মহাশয় ও বাবতীয় হাজীগণ উপস্থিত আছেন। আমাদের স্কুলের বর্তমান প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল বাবু হারকানাথ সিংহ মহাশয় ড্যাল সাহেবের নিকট হইতে অন্য (২৬ এ নবেম্বর রুহস্পতিবার) যে পত্রখানি পাইয়াছেন, তাহার মর্ম্ম জানাইবার নিমিত্ত তিনি নিতান্ত অতি লাভী হইয়াছিলেন; কিন্তু কার্যাক্ষরে ব্যাপৃত থাকিতে নিজে অসমর্থ হইয়াছেন। এজন্য আমি সেই পত্রের মর্ম্ম তোমাদিগকে জানাই তেছি।” এই বলিয়া পত্রোদ্ঘাটন করিয়া খান কাগজের উপরস্থ ছবির ন্যায় এক খণ্ড কাগজ হাজীগণকে দেখাইয়া কহিলেন, “দেখ এই যে আমার হস্তে কাগজখণ্ড দেখিতেছ, উহা কি অনুমান কর? যিনি বলিতে পারিবেন, তিনি জিন্ন অন্য কেহই যেন হস্তান্তোলন না করেন। তাহা তে সকলকেই নিরুত্তরপ্রায় দেখিয়া নিজেই বলিলেন, যে মহাত্মার স্কুলে তোমরা পাঠ করিতেছ, সেই মহাত্মার বেতরেও ড্যাল সাহেবের স্বদেশপ্রচলিত নোট। ইহা সেই দেশটির অন্য কুত্রাপি প্রচলিত হইবে না। সেই মহাদেশ আমেরিকা এই নামে খ্যাত এবং ঐ মহা দেশ স্বাধীনতা দেবীর আবাসমন্দির কথিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ১০ টাকার মূল্যসংখ্যার নোট হয় নাই। শুনিতে পাই আগামী জামুয়ারি মাস অবধি এখানে পাঁচ টাকার নোট প্রচলিত হইবে। কিন্তু আমার হস্তস্থ এই যে নোটখানি দেখিতেছ, ইহার মূল্য পাঁচ আনা মাত্র। ইহা কেবল আমেরিকা বাসীদিগের সুবিধার জন্য। ড্যাল সাহেব অদৃষ্টপূর্ব্ব এই নোট কেবল তোমাদের দর্শনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন এবং পত্রে এই লিখিয়াছেন যে “আমার স্কুল হস্তস্বরূপ পরিচর্যা শিক্ষক

মহাশয়েরা য য হাজীগণসহ কুশলে হইতে ? জামুয়ারি মাসে কলিকাতায় উপনীত একটা বাটা ক্রয় করিব এবং ঐ বাটাতেই আর্টস স্কুল, ব্রাঞ্চ স্কুল অর্থাৎ অটোমটোরিবিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় এই স্কুল যখন সামঞ্জস্য থাকিতে দেখিব, আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ জানিবেন ইতি”। বি করিয়া দেখ, আমাদের সাহেব কেমন পরিত ও বিদেশাশুরক্ত। এমন দিন কি উপ হইবে, যে দিন ড্যাল সাহেবের ন্যায় দেশের হিতৈষিতাবৃত্তি বলবতী হইয়া দূবে থাকুক। স্বদেশের জীবুদ্ধিসামর্থ্য অনুবৃত্ত থাকিতে তোমাদিগকে আদেশ ক যখন তোমরা হিতৈষিতা বৃত্তির আজ্ঞা পালন করিবে এবং যখন হিতৈষিতাবৃত্তি জিত হইয়া কি স্বদেশ কি বিদেশে সকল অনুবৃত্ত হইতে তোমাদিগকে কহিবে তোমরাও স্বকর্তব্যবোধ তৎসম্পাদন যান হইবে, তখন তোমরা ড্যাল সাহেবের স্বরণীয় হইবে। আর তোমাদের জন্য নি মহাশয়েরা এত যে ক্রেশ ও পরিচর্যা ক চেন, সে সমুদায় সার্থক হইবে।

শ্রীধারিটোলা
৩-এ নবেম্বর
১৮৬৮

মহাশয় যত দেশ সত্যতারদিকে তেছে, ততই সেই সঙ্গে সঙ্গে যে দেশে ক্রটি পরিবর্তিত হইতেছে, তদ্বিনয়ে অ সংস্কারমাই, এখন যে চারি দিকে অভিন চলিত হইতে অরম্ভ হইয়াছে, তাহ কালের অনুরূপ কার্য হইতেছে। যে যাত্রা প্রচলিত আছে, তাহা ক্রটিপা নিবন্ধন আর তাদৃশ আনোদপ্রদ ভয় তৃপ্তিকর হওয়া দূবে থাকুক, যেখানে হয় তাহার ঐশীমায় পদাঙ্গণ করিতে হয় না। এমন অবস্থায় বাঁহারা এই আ প্রথা প্রচলিত করিতে উদ্যোগ ও প্রয়া বাঁহাদিগকে যে প্রকারে হটক, উৎসাহ অনুৎসাহ দেওয়া প্ররক্ত নহে। য কুটবুদ্ধি, মন্দস্বভাব, তাঁহাবই চিত্র অ করিয়া জুকুট দেখাইয়া থাকেন। তাঁহাদের মনোমুগ্ধতা বা ঐশীমার্থ প্রকাশ না, ইহা বলা বহুল্যমাত্র।

গত পুজার সময় ধনস্বামী আবাদ রাজসং
 রের দেওয়ান রামলাল বাবুর বাড়ীতে বে
 ময়ন্ত্রী নাটকের অভিনয় হয়, তাহা সুখ্য
 প্রকৃতরূপে অভিনীত হয় নাই, এইরূপ
 স্বপূর্ণ পত্র সেদিনকার সোমপ্রকাশে
 ত হইয়াছে, দেখিলাম। পত্রপ্রেরক
 লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিবার
 আর ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমার প্রতি যে
 তর কর্তৃত্ব (সংবাদদান) অর্পিত
 হ, তাহার ক্ষতি হইতে পারে, এই বিবে
 র অগত্যা তদ্বিবরে প্রবৃত্ত হইলাম। পত্র
 ক বলেন, "টেক নাটকের ত কিছুই দেখি-
 না। নলদময়ন্তীর পাল। যাত্রা হইয়াছিল
 "। কি আশ্চর্য! বাহারা রাজ্যক কিবা
 , তাহারা তির ত সকলেই দেখিয়াছিলেন
 একখানি নাটকের অভিনয় হইতেছে।
 কি না, বাহারা নিতান্ত বোধশক্তিহীন
 তাহাদেরই হৃদয়ে তাহা লক্ষ্যবেশ হয়
 কিন্তু আপনার পত্রপ্রেরক ত এক জন
 জানা শুনা লোক, তিনি যে যাত্রা ও
 নয়ের তারতম্য করিতে পারেন নাই, ইহা
 ক্ষাতের বিষয় নহে। এই নলদময়ন্তী নাটক
 অবিকল মাহাত্ম্য মেঘনাদ বধ নাটকের
 ত অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল।
 গায়ে অভিনীত হইবে বা ৭ সচরা
 নাটকে যতগুলি গীত থাকে, তাহার
 কা ইহাতে গানের ভাগ কিছু অধিক সরি
 ত করিয়া দিয়া পল্লীগ্রামের অভিনয়োপ
 করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে নট
 নপথ্যগৃহপ্রভৃতি সকলই ছিল। তবে
 ন আপনার পত্রপ্রেরক এ অভিনয়কে
 "পালা যাত্রা" বলিয়া উল্লেখ করি-
 বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ করি,
 এর এ অভিনয়ে সংশ্রব আছে, তাঁহাদি
 অপ্রতিভ করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য।
 ২৪৩৮-এ আপনার পত্রপ্রেরককে অনু
 করিতেছি যে, তিনিই একখানি "শুভ
 দিন, নতুবা সকল বিষয় প্রকাশ
 দিব।

রীআবাদ
 বীরভূম
 ই অগ্রহারণ

ক্রীগো :-

কেশনিবাসী হিন্দু পুরুষেরা পর লোক
 ইলে দায়তাপের ব্যবস্থাসূত্রে অনেক
 আশ্রয়তর সম্বন্ধী বর্তমান থাকিতেও হুর-

তর কুইথেরা তাঁহারদিগের ধনে অধিকারী হন
 যদিও দায়তাপে ধনস্বামীর উত্তরাধিকারী-
 দিগকে ঐ অধিকারী নিকটসম্বন্ধীদের তরন
 পোষণের জন্য বাধিত করা হইয়াছে, তথাপি
 মূল ধনীর দায়াদবর্গ, কচিং ঐ বিধান পালন
 করিয়া থাকেন। সুতরাং ধনীর মৃত্যুর সঙ্গে
 সঙ্গে তদীয় হতভাগ্য পরিবারগণকে অস্বাস্থ্য-
 দনের নিমিত্ত বার পর নাই নিরুপায় হইতে হয়।
 এমন কি, অনেক স্থলে তাঁহারিগকে তরন
 পোষণ ও অবস্থানাদির জন্য অন্যের গলগ্রহ
 পর্যন্ত হইতে হইয়া থাকে। নিরুপায় বাস্তিদি
 গের রাজস্বারে প্রার্থনা করা এক মাত্র উপায় ;
 কিন্তু আমারদিগের প্রধানতম বিচারালয়
 মন্ত্রপ্রতি পুত্রবধূর তরন পোষণ স্বশুরের
 অবশ্য কর্তব্য নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে মৃত
 ধনীর হতভাগ্য অধিকারী পরিবারের সমস্ত
 আশা তরসা একেবারে ক্ষিন্ন হইয়া গিয়াছে।
 মহাশয়! পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীপরিবারেরা যদি
 ধনস্বামীর নিকট বা তদীয় বিষয় হইতে তরন
 পোষণ পাইতে ব্যক্তি হয়, তবে তাহারা কি
 উপায়ে উদরার সংস্থান করিবে? বাহারা
 প্রকাশ্য স্থানে গেলে কৌলিক আচার ব্যবহার
 তদজন্য অপবাদগ্রস্ত হয়; বাহারা স্বভাবতঃ
 লক্ষ্যপরতন্ত্রতানিবন্ধন গৃহ বহির্গতা হইতে
 পারে না, বাহারা বালাবধি অস্তঃপুরবাসিনী
 কামিনীগণের এবং একমাত্র পতির মুখতীর
 দেখে নাই, সেই কুলকামিনীরা কি একপে
 উদরার সংস্থানের জন্য পথে পথে দ্বারে দ্বারে
 ভ্রমণ বা তৃত্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে? সম্পা
 দক মহাশয়! বিবেচনা করুন, প্রধানতম বিচা
 রালয়ের এ সিদ্ধান্ত হিন্দুদিগের কুলধর্মের
 মস্তক পদদ্বারা মর্দন করিতেছে কি না?

কলিকাতা। } একাত্তাঙ্গুগত।
 ১৫ই অগ্রহারণ }
 ১২৭৫। } ক্রীকৈলাসনাথ বসু।

—:—

মূল্যপ্রাপ্তি।

ক্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানচন্দ্র রায় উকীলাবাদ
 ১২৭৫ অগ্রহারণ হইতে ৭৬ কার্তিক ১৩
 " " কিশুসিংহ রায় রঙ্গপুর
 ১৮৩৮ ডিসেম্বর হইতে ৩৯ নবেম্বর ১৩
 " " রসিকলাল রায় নলহাঙ্গী
 ১২৭৫ পৌষ হইতে ফাল্গুন ৩৬
 " " হরিশোভন রায় জুকেশটীট
 ১২৭৫ অগ্রহারণ হইতে ৭৬ কার্তিক ১০
 আসামের রাজা গোঁহাঙ্গী
 ১২৭৫ অগ্রহারণ হইতে ৭৬ কার্তিক ১৩

২ টাচারন চট্টোপাধ্যায় হুগলি
 ১৮৩৮ ডিসেম্বর হইতে ৩৯ নবেম্বর
 " " শনিমোহন পালচৌধুরী শীতল

—:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি
 বিশেষ নিয়ম।

অনিম বলা এ পত্র-প্রেরক পাইলে
 বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
 বাণ্যাসিক ৫০ টাকা। মকসলে ডাকম
 সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং টেক
 সিক ৩৬। তিন মাসের ম্যানে অগ্রিম
 গ্রহণ করা যায় না। হুগলি, বরান্ডি চিঠি,
 অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন
 বাহাতে বাহারা সুবিধা হয়, তিনি সেই উ
 দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

বাহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তা
 যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মু
 ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

বখন বিনি মকসল হইতে সোমপ্রকা
 মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্ট্রি ক
 ক্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পা
 ইয়া যেন।

বাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হ
 আসিবে, একমাসপূর্বে তাঁহাদিগকে
 লিখিয়া জানান বাইবে, কাল অতীত হ
 গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার
 একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বহ
 যাইবে। শেষ বারের পত্র বেরারিং পা
 হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
 ধরে চিঠি আইলে আমরা শীত্র পাইব।

বাঁহারা মাতুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
 যেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
 যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ই
 করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
 আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হইবে
 বিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা ক
 যেন, তাঁহার সঙ্কিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ প
 মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের দ
 চাকড়িপোড়ায় ক্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বি
 ভূষণের বাসিতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকাল
 প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১ নং ভাগ।

৪ নং খণ্ড।

“ প্রবক্তানাং প্রকৃতিছিন্তায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিমহতী ন ছীয়তাং । ”

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
অগ্রিম বাণ্যাসিক ৫৥ সাত্বে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ৩০ অগ্রহায়ণ। ১৮৬৮। ১৪ ডিসেম্বর

মাসিক মাসিক মাসিক অগ্রিম বার্ষিক
বাণ্যাসিক ৭, ৩ ত্রৈমাসিক ৩৫

বিজ্ঞাপন।

“ হিন্দু মহিলা নাটক ”

(জোড়াসাঁকো অভিনয়

সভা হইতে পুর-

স্কার প্রাপ্ত।)

উক্ত নাটকে হিন্দু মহিলাগণের দুবন্দু
বিত হইয়াছে। ঠনঠনে করনওয়ালিস স্ট্রীট
নং ১২ সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব
ল্য ১ এক টাকা।

শ্রী বিপিনমোহন বেন গুপ্ত।

ইন্ডিয়ান রেলওয়ে।

বড় দিনের ছুটির সময়ের টিকিট।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করা
হইতেছে যে, যদকল এপ্টেম্বর হইতে বর্তমান
সেপ্টেম্বর মাসের ২১ এ তারিখে বা তৎপরে
যদকল রিটার্ন টিকিট বাহির হইবে
দ্বারা আগামী জুলাই মাসের ৪
মাস পর্যন্ত প্রত্যগমন সাধিত হইবে।
বাড় অব এপ্টেম্বর }
ইন্ডিয়ান রেলওয়ে }
উলটাইনী স্টেশন }
সিলিকাটা ১৮৬৮ }
ই ডিসেম্বর। }
সিসিল ডিমেন্সন
বোড অব এপ্টেম্বর

সির্সাগিতির বিলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত
হইতে। পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী ফরমার
ফর্ম আর্থাৎ ২১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৫০ আনা
চাপ আবশ্যিক হয়, ঠনঠনিয়া সংস্কৃত যন্ত্রের
কালয়ে অথবা পটোলডাঙ্গা বাজুর্থে ব্রাদার
কোর পুস্তকালয়ে অগ্রসন্ধান কার্যেই
হইবে। ইতি

১২৭৫ সাল
২৫ অগ্রহায়ণ
সংস্কৃত কলেজ

শ্রী শিবনাথ ভট্টাচার্য্য।

কলিকাতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকোর বারা
ণসী ঘোষের স্ট্রীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ কুণ্ডের
দক্ষণ আনার খরিদা ১/১৫০ বিঘা ভূমি বিক্র
য়ার্থ আছে। চৌহদ্দি উত্তর সরকারী নর্দমা,
দক্ষিণ গলি রাস্তা, পশ্চিম শান্তিরাম সিংহের
খরিদা বাগী (বসত বাগী) সংলগ্ন) পূর্ব রাম
লোচন রায়ের পুকুরনী। ক্রেতৃগণ গাড়পার
মুজাপুরেব ১০৪ নং বাগীতে শ্রীযুক্ত বাবু বিক্র
দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে অগ্রসন্ধান করিলে
জানিতে পারিবেন।

কালিকাটা }
সন ১২৭৫ }
১০ ই অগ্রহায়ণ }
শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত
সং হালিসহর

বাল্মীকি রামায়ণ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

এই পুস্তক তৃতীয় অবধি নবম সর্গ পর্যন্ত
দ্বিতীয় সংখ্যা নাগরাকরে রামায়ণের টীকা ও
বাঙ্গালী অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাছে-
ব্দ্য তীর্থ ও নাগোজী স্ত্রীর টীকা ও স্থলবিশেষে
উদ্ধৃত করা হইতেছে ইতি প্রক্তি সংখ্যায় ১০
ফর্ম আর্থাৎ ১০০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচা
রিত হইবে। মূল্য ৥০ আনা। বাহারা এতক
অনীতুক হইতে চাহেন, তাহারা আমার নামে
কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে পত্র লিখিবেন। বিদে
শীয় গ্রাহকদিগকে ১০ এক আনা ডাকমাসুল
দিতে হইবে।

জাম্বিন }
১২৭৫ }
ব্রাহ্মসমাজ }
শ্রী হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—১০৫—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল
ডাঙ্গার বাজুর্থে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে

মংপ্রণীত ও মংপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তক
বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
ঐতিহাস	১ টা
রামাই তহাস	১ টা
ভূষণসং ব্যাকরণ	১ টা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	১ টা
নীতিসার (২ য় ভাগ)	১ টা

প্রচারিত।

মুদ্রণ ব্যাকরণ ৫ টা
শ্রী স্বরকামাপ শর্মা

—১০৬—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণু পুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক
৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিম মূল্য) ৥০।

যিনি গ্রন্থাভিলাষী হইবেন তিনি মুজা
আনন্দ স্ট্রীট ৩৪। ১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ
যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়
শ্রীযুক্ত জগদগোহন তর্কালঙ্কারের নামে
খণ্ডেব ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অ
না পাঠলে বিদেশে বিষ্ণু পুরাণ পাঠাই
নিয়ম নাই হইবে।

বিক্রয়ার্থ।

গার্ডেন রীচ ২৪ নং বাগী গুদামসহ
১৯ নং জোড়াসাঁকো বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাগী যোগে
করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন লি
খিত ব্যক্তির নিকটে জানাইবেন।

শিলেপ্রবাস আরবো-

খনট এবং কোং

বিবিধ জব্যাদি বিক্রমার্থ

প্রস্তুত ।

রাজী বঙ্গালী পুস্তক কারাগ্র কলম নামা
ব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে
এক আনাব হিসাবে কমিশন দি । অধিক
পুস্তক লইলে ১০ আনাব হিসাবে
ধন ।

যুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়প্রণীত
৮ পদ্য মণ্ডিত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তম
কব্য ৬০

গুন ফারমা কোপিয়া অর্থাৎ ভ্রমণ কল্পা-
২৥০

স্বদেশের জীবনচিত্র উত্তম রঞ্জিত ১

চন্দ্রপ্রভাত প্রাচীন কবিগণলাদিগের
২৫৫

রী রক শাস্ত্রবিদ্যান ১

মুদ্রপ্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য ১০

স্বদেশ সঞ্চিত দায়িত্ব ১৥

মথ তরঙ্গিনী ১

স্বনাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোবজ্রন ২

স্বনাথ জু কাব্য কবিবর ঘরকানাথ রায়
১

সরস্বতী সংস্কৃত ও পদ্য ৥

স্বনাথ গোবিন্দ জয়দেব গোবিন্দী প্রণীত মূল
নাথ নায়পঞ্চাননকৃত গদ্য ১০

স্বনাথ তরঙ্গিনী ইংরাজি কোম্পিউটিং হইতে
আশ্চর্যজনক বিদ্যা দর্শন ১০

স্বনাথ সচিত্র ১০৭৬ সালের ফল পঞ্জিকা ৥
ঐ কাফ পঞ্জিকা ১০

স্বনাথ পদ্য ১

স্বনাথ সচিত্র ৥

স্বনাথ চণ্ডী মূল ও অঙ্কন সচিত্র ৫

স্বনাথ স্বদেশী উৎকৃষ্ট মিউজিক বিময়
১০

স্বনাথ স্বদেশী উৎকৃষ্ট ১০

স্বনাথ ১৮ ১৯ সালের এপ্রিলে কী ১৥০

স্বনাথ স্বদেশী পদ্য আদিবঙ্গীয় কাব্য ১

স্বনাথ স্বদেশী শক্তি ১

স্বনাথ স্বদেশী শক্তি বঙ্গলা এটলাস উত্তম
৩

স্বনাথ স্বদেশী শক্তি ১

স্বনাথ স্বদেশী শক্তি ১

সঙ্গীত টেবলচারতাম্বলগ্রন্থ	৭
কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত	২ খণ্ড
একত্রে	২
উষাহরণ পদ্য	১
হিতোপদেশ বিষ্ণু শর্ম্মার সংগৃহীত	১
কলিকাতা জোড়া- } ক্রীড়াপত্র রায়	
সাঁকো ৬৪ নং	নগদ বিক্রয়তা ।

নদিয়ার নদী ।

সন ১৮৬৮ সালের নবেম্বর মাসের ২২ হইতে
৩০ এ নবেম্বর পর্যন্ত ভাগীরথী নদীর
সর্বকমতি জলের মাস্তাহিক
রিপোর্ট ।

স্থানের নাম	সর্বকমতি জল
	ফুট ইঞ্চি
পদ্মানদীর সহিত ভাগীরথীর মহানার যোগের স্থান	২০ ০
মহানার	১০ ০
তথা হইতে জঙ্গিপুর	
১৩ ৥ মাইল মধ্যে	২ ০
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর	
৪৬ মাইলের মধ্যে	২ ০
বহরমপুর হইতে কাটোয়া	
৫০ মাইলের মধ্যে	২ ৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া	
৪৬ মাইল মধ্যে	২ ৯
সন ১৮৬৮ সালের ৩ ডিসেম্বর বহরম পুর গজগাটের জলের মাপ ।	
	ফুট ইঞ্চি
গজগাটের উপর	১ ১
	২ ০
বহরমপুর	
৩ ডিসেম্বর	ক্রীড়ক সি ই উইল একজন উর্গির টাঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন ।

সোমপ্রকাশ ।

৩০ এ অগ্রহায়ণ সোমবার ।

আমরা গতবারে ব্যায়ামচর্চাবিব
য়ক যে প্রস্তাবটি লিখিয়াছিলাম, এক
জন পত্রপ্রেরক তাহার প্রতিবাদ করিয়া
আমাদিগের নিকটে একখানি পত্র
প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে
প্রকটিত হইল । আমরা পত্রখানি দেখিয়া
তুষ্ট হইলাম । পত্রপ্রেরক বলেন, কয়েক
জন অযন্য বালক ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া
অভিনয় করিয়া বেড়াইতেছে ; কিন্তু

অধিকাংশের এ হুস্পৃহুতি নাই ।
কাংশ লোকই যাহাতে বখার্থ উপ
হয়, এইরূপে ব্যায়াম শিক্ষা ক
ছেন ।

আমরা ব্যায়ামচর্চাশীল কতক
ব্যক্তির ব্যবহাররূতান্ত্র অবগ
সাধারণে যে অসুযোগ করিয়াছি
তাহাতে আমাদিগের দোষ হই
সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমরা নবযুবক
রূথা আড়ম্বরপূর্ণ যেসমস্ত কার্য
করিতেছি, তাহাতে ক্রমশঃ আ
গের হৃদয়ে এই সংস্কার বদ্ধমূল
তেছে যে, তাহাদিগের হইতে আ
গের দেশের জীবিত হইবার সম্ভ
নাই । যেসকল কার্যে শারীরিক
উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন,
দিগের নব যুবকেরা তাহার কেহ ন
কল্পনাশক্তিমান অল্পস লোকেরা
সমস্ত কার্যে পটু হন, এ দেশের
যুবকেরা ততৎকার্যেই পটুতা প্র
করিতেছেন । আমাদিগের পূর্ব
যেরা সাংসারিক বিষয়ের উ
সংধনে উদাসীন হইয়া যে
ধর্ম লইয়া কালক্ষেপ করিয়া
ছেন, নব যুবকেরাও তাহা লই
কালান্তিপাত করিতেছেন । ঐ বি
ইহাদিগের দিন দিন দল বৃদ্ধি হইতে
কিন্তু অন্য কোন শ্রেয়স্কর বিব
বৃদ্ধি নাই । বাণিজ্যার্থী হইয়া জা
করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিতে
পাঠকগণ একরূপ কর দল দেখা
পারেন ? দলবদ্ধ হইয়া বস্ত্র ও ক
প্রভৃতির কল করিয়াছেন, বস্ত্র
এপ্রকার কতগুলি নব যুবক আ
পল্লীগ্রামে গিয়া কৃষিকার্যের উ
দিত্তেছেন এবং স্বয়ং কৃষিকার্যের
ষ্ঠান করিতেছেন, একরূপ দলবদ্ধ ক
নবযুবক আছেন ? এটা আমাদি
দেশের জল বায়ুরই দোষ । আমরা

গাজের লোক হইতে পারিব না। বাহাতে গালগম্প আছে, আমোদ আছে, পরিশ্রম নাই, এইরূপ কার্য্য করিয়াই আমরা কাল কাটাইব। বোধ হয়, কিঞ্চিৎ এই নিমিত্তই আমরাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। গালগম্প ও আমোদ ভাল বানি ও পরিশ্রম করিতে পারি না বলিয়াই “ইন্ডুজারি” আমরাদিগের অধিক ভাল লাগে এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মের নাম করিয়া আমোদ প্রমোদের উপায় করিয়া দিতে পারেন, তিনি ঈশ্বরানুগ্রহীত অথবা অবতার বলিয়া আদৃত হইয়া থাকেন, তাঁহার মতই শীঘ্র প্রচলিত হয়। এই মূল হইতে এ দেশে কঠোরতা ও কিশোরীভঙ্গপ্রভৃতি অসংখ্য দলের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা উপরে আমরাদিগের পূর্বপুরুষদিগের সহিত নব যুবকগণের যে সাদৃশ্য দিলাম, সেটা অনুচিত হইল। তাঁহাদিগের ক্রেশ-মহিমুতা ও বিষয়বিশেষে শ্রম ও অধ্যবসায়শীলতা ছিল এবং তাঁহাদিগের যাবতীয় কার্য্য নিরমবদ্ধ ছিল। তাঁহারা অনেক বিষয়ে অনেক ক্ষমতাও দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা একটা অদ্ভুত সংস্কৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। কাব্যের রচনাকৌশল দেখিলে কে না চমৎকৃত হন? নাটকাদির ভাষা লালিতা ও গম্পরচনার চাতুর্য্য দেখিলে কাহার হৃদয় বিস্ময়রসে আপ্ত হইতে পারে? দর্শনশাস্ত্রগুলিও তাঁহাদিগের অনামান্য বুদ্ধিমত্তা, ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমরাদিগের নব যুবকেরা কি ইহার একটা বিষয়েও ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন? আড়ম্বর ও গালগম্পই ইহাদিগের মনোভঙ্গি এবং যথেষ্টাচারিতাই ইহাদিগের উন্নতির পরা কাণ্ড। পাঠকগণ বিরক্ত হইবেন না। আমরাদিগের নব যুবকদলে কেহই উৎসাহাদি

গুণসম্পন্ন নাই, এ কথা বলা আমরাদিগের অজ্ঞানতা নহে। আমরা যখন যে বিষয়ের পর্যালোচনা করি, অধিক কাংশের দোষ গুণ ধরিয়া তাহাতে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি।

—:~:~:~:—

মন্ত্রিপরিবর্ত ও ভারতবর্ষ।

ডিমরোলি সাহেব ইংলণ্ডেশ্বরীর মন্ত্রি পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং গ্লাডস্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। ইংলণ্ডে দলাদলি বিলক্ষণ প্রবল, তাহার সহিত আমরাদিগের কোনপ্রকার স্বার্থসম্বন্ধ নাই; কিন্তু এতোক মন্ত্রিদল পরিবর্তের সহিত ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারির পরিবর্ত হওয়াতে কার্য্যতঃ আমরাদিগকে সুখ দুখের ভাগী হইতে হয়। উইলিয়ম গ্লাডস্টোন সাহেব মহাশয় এক জন অগ্ৰসররূপ। রাজস্ববিষয়ে তিনি ইউরোপের মধ্যে না হউন, ইংলণ্ডে অদ্বিতীয় কিন্তু যে মহেচ্ছতা, প্রশস্তচিত্ততা, স্থির প্রতিজ্ঞতা ও গভীরপ্রকৃতিতানিবন্ধন পিট, পামরফটন, ফোনলী প্রভৃতি বিখ্যাত হইয়াছেন, গ্লাডস্টোন সাহেব তন্নিমিত্ত খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। বিষয় বিশেষে তাঁহার পরম প্রাণীয়া প্রদর্শন সামর্থ্য আছে বটে; কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন দক্ষতা নাই। গ্লাডস্টোন সাহেব কোপন স্বভাব; তিনি নিজ মতকে অখণ্ডনীয় জ্ঞান করেন; তাঁহার দলঃ কোন ব্যক্তি তাঁহার অমতে কার্য্য করিতে পারেন না। তিনি সকলের অগ্রণী বটেন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে আনুষ্ঠানিক ভাল বাসেন না। তিনি আমেরিকার দক্ষিণ বিভাগে ক্রীতদাসপ্রণালীর রক্ষণ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কার এই, যাহাদিগের গায়ের চর্মা শুক্কনয়, তজ্জাতীয় লোকেরা নিকৃষ্ট এবং তাহাদিগকে ক্রীতদাস করিয়া রাখা অদৈবিক নয়। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার স্নেহদৃষ্টি

নাই। তিনি কখন ভারতবর্ষের উপকার করেন নাই। ভারতবর্ষ দাসের ন্যায় থাকিয়া ইংলণ্ডের নাধন করুন, এই তাঁহার সংকল্প। তিনিই প্রথমে এ দেশের রাজস্ব ইংলণ্ডের নিজের কার্য্যে ব্যয় করিবার প্রদর্শন করেন। তাঁহার পর মুনারে লাড পামরফটন চীনের ব্যয়, পারস্যের দূতের ব্যয়প্রভৃতি দিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া গ্লাডস্টোন সাহেব ইংলণ্ডের প্রশংসা লইবার নিমিত্ত ভারত নামে ইংলণ্ডস্থিত কয়েক সহস্র টাকার বেতন লিখিবার প্রথা প্রবর্তিত করে। ভারতবর্ষের প্রতি উদার ব্যবহার এবং ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যের প্রশস্ত নেত্রে দৃষ্টি পাত করা অত্যাসনয়। তাঁহার স্বভাব ও এইরূপ, তিনি প্রধান মন্ত্রী হইয়া ভারতবর্ষের বিষয় যখন তাঁহার পক্ষে গীত হইবে, তখন ভারতবর্ষের কল্যাণ প্রাপ্তি হইবে, আমরাদিগের একরূপ বোধ হয় না। তবে উপস্থিত বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন ব্যক্তির স্বভাবপরিবর্তের ন্যায় গ্লাডস্টোন সাহেবের যদি স্বভাবপরিবর্ত হয় বলা যায় না।

গ্লাডস্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন, শুনিয়া আমরাদিগের চিত্তে অসন্তোষ জন্মিয়াছে, ট্রাইট ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি হইয়া শুনিয়া তেমনি আনন্দ জন্মিয়াছে। সোমবার টোলগ্রাম আইসে, জন সাহেব ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি হইয়াছেন। এই মহাত্মা সেক্রেটারি হইয়া ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন করিবে, বাণিজ্যের ভার ট্রাইট সাহেব হস্তে দিয়া গ্লাডস্টোন সাহেব

অব আর্গিলকে ভারতবর্ষের সেক্রেটারি করিয়াছেন। এসংবাদ আর্গিলকে অধিক তর বিস্মিত করিতেছে লাড আর্গিল ভারতবর্ষের বিষয় বহু জানেন বটে ; কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার উদার দৃষ্টি নাই। তিনি লাড ডেলহাউসির অবলম্বিত রাজনীতির অনুমোদক ; আন্তর্জাতিকদের এক জন প্রধান ছাত্র। তিনি যে প্রশস্ত নেত্রে সকল বিষয়ের বিবেচনা করিতে পারিবেন, একরূপ বোধ হয় না। এখানে আমরা মিডিল সর্কিস, সেনাদল ও শাসন কার্যের দ্বার উদ্বাটনের নিমিত্ত চীৎকার করিতেছি। ব্লাইট সাহেব অথবা লাড ডেলহাউসির সদৃশ মহা ভ্রূতব লোক ফেট সেক্রেটারি হইলে এই চফটার অনুমোদন করিতেন ; কিন্তু লাড আর্গিল এসকলের প্রতিবন্ধকতা করাই শ্রেয়স্কর রাজনীতি জ্ঞান করিবেন। আমরা দিব্য চক্ষু দেখিতে পাইতেছি, সিন্ধুদল পরিবর্ত হওয়াতে আয়ারলণ্ডে হতা হউক, আমাদিগের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কল্যাণ : যত দিন লাড ডেলহাউসি প্রধান মন্ত্রী ও লাড আর্গিল ভারতবর্ষের সেক্রেটারি থাকিবেন, তত দিন আমাদিগের উন্নতি হইতে সম্ভাবনা থাকিবে মনে হয় নাই। ইংল্যান্ডের দলদলির সচিব আমাদিগের মনপ্রণালীর প্রকাশ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও নহে। এই কুপ্রথা রহিত করি চেষ্টা পাওয়া উচিত কি না, আমরা সর্গসাধারণের অগ্রে এই প্রস্তাব করিলাম।

— — —
স্ট্যাম্প আইনের নূতন পাণ্ডুলেখা।
ক্রেল সাহেব বাবস্থাপক সভায়
আইনের যে নূতন পাণ্ডুলেখা
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা
বাগপুরুষ পাঠ করিয়া দেখিলাম,

বর্তমান গবর্ণমেন্টের রাজস্বসংক্রান্ত রাজনীতির পরিবর্তন হয় নাই। কোন প্রকারে রাজস্ব বৃদ্ধি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে। এ দেশের পূর্বতন ভূপতিগণ পুত্রের বিবাহ, কন্যার বিবাহ, কন্যার অন্নপ্রাশন বলিয়া টাকা লইতেন, আমাদিগের রাজপুরুষেরা আইন ও বিচারের নাম করিয়া সেই টাকা লইতেছেন। ক্রেল সাহেব গর্ভ করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখা স্ট্যাম্পের মূল্য কমান হইয়াছে; কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, এ গর্ভের কারণ লক্ষিত হয় না। কেবল খত, কবলা, পাট্টা, কবুলতি, একরার ও বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয় লইয়াই প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখাটি হইয়াছে। ১৫০০০ টাকার নীচের খতের স্ট্যাম্প কমান হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহার উপরের খতের স্ট্যাম্প অসঙ্গত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ক্রেল সাহেব বলেন, স্ট্যাম্প মূল্যের খত ও কবলাই এ দেশে অধিক ; কিন্তু যদি মূল্য ধরিয়া বিবেচনা করা যায় অধিক টাকার খত ও কবলা হইতেই স্ট্যাম্পের মূল্য অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হয়। কোন ব্যক্তি ২০০ খানি ৩০ টাকার কবলাকে এক লক্ষ টাকার কবলার সমান জ্ঞান করিবেন ? যেখানে চারি টাকা ছিল, সেখানে তিন টাকা হইয়াছে। এ দিকে যেমন কিছু উপকার হইয়াছে, ও দিকে তেমন অপকার হইয়াছে। আট আনার নীচের কাগজে খত ও কবলা হইবে না। কবলার সম্বন্ধে লাড ; কিন্তু খতের সম্বন্ধে কতি। ক্রেল সাহেব ভান করিয়াছেন যেন নিম্ন শ্রেণির উপকারার্থ গবর্ণমেন্ট রাজস্ব ত্যাগ করিতেছেন ; কিন্তু তাঁহার জানা উচিত ছিল, বর্ষাকাল পড়িলামাত্র সহস্র সহস্র কুবক ১০। ২০। ৩০ টাকা করিয়া ঋণ করে। তাহারা পূর্বে দুই আনা ও

চারি আনার কাজ পাইত, তাহাদিগকে আট আনা দিতে হইবে। আবার বৎসরের অধিক কালের পাট্টা ও কবুলতি হইলে তাহাকে কবলার ন্যায় জরিপ করিয়া তদনুসারে স্ট্যাম্প দিতে হইবে। এক বিঘা ত্রয়োত্তরের কর বাধি ২ টাকা। কুবক পাঁচ বৎসরের মিয়াকরিয়া পাট্টা লইল। একগণে তাহার বিঘা হইবে, তাহা এক বার বিবেচনা করিয়া দেখা হউক,

পাট্টার স্ট্যাম্প	১০
কবুলতির ঐ	১০
রেজিফরি ফী	১০
মোস্তার সনাক্ত	
করিবেন তাঁহার ফী	১
রেজিফরের আমলাগণকে	১
পাথের (দুই দিবসের)	১
মোট	৪১০
পাঁচ বৎসরের কর দশ টাকামাত্র	
কিন্তু ৪১০ টাকা আইনের কল্যাণে	
যাইতেছে।	

উল্লিখিত পাণ্ডুলেখা প্রস্তাবকারীক অবিবিচারিতার আর একটা পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। একগণে স্ট্যাম্প মূল্যের স্ট্যাম্প লিখিত দলীলের ২০ গুণ দণ্ড দিলে পর্যাপ্ত হয়। কিন্তু পাণ্ডুলেখা ফৌজদারী দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইচ্ছা করিয়া কেহ এ কার্যে সহায় করেন না। স্ট্যাম্প লিখিবার কারণ কি ? দলীল পাকা হইবে বলিয়া ত ? কোন ব্যক্তি অর্থব্যয় করিয়া কাঁচা দলীল করিবেন ? নিতান্ত অবস্থাবৈশিষ্ট্য অথবা আশঙ্কি না হইলে কেহ স্ট্যাম্প মূল্যের স্ট্যাম্প লেখাপড়া করেন না। ক্রেল সাহেব এক প্রকার মাথার দিব্য দিয়া বিচারপতিদিগকে বলিতেছেন, একরূপ স্থলে দলীল প্রদানদিগকে ফৌজদারীতে অর্পণ করিতে হইবে। এখানে এতৎসংক্রান্ত আর

কর্তব্য বিষয়ের উল্লেখ করাও অনঙ্গত হইতেছে না। বর্চস সাহেব যে ভয়ঙ্কর আইন করিয়া দরিদ্রদিগকে আদালত হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন, সেই আইনের সংশোধন করিয়া নাগীশের রসুম কমান কর্তব্য। অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া ও প্রজাদিগকে নিস্তেজ করিয়া শাস্তিরকা করা এবং ভ্রাতাদিগকে বধ করিয়া ব্রজোহ্নিবারণ করা ঘেরূপ, রসুমবৃদ্ধি করিয়া মকদ্দমা কমানও সেইপ্রকার।

উপসংহারকালে সম্পত্তিঘটিত কব-
তার রসুমবৃদ্ধির একটা মুলনিয়মঘটিত
আপত্তি উপস্থিত হইতেছে। সম্পত্তির
মূল্য বাড়িতেছে। ১০০ টাকার ভূমি
১০০ টাকায় বিক্রীত হইতেছে। ১ টাকার
ভূমিতে ৪ টাকা লওয়া হইল। আবার
রসুমের হার বৃদ্ধি কেন? ইহাকে কি
কি বিষয়ে ছইকার কর লওয়া বলে
?

—:—

১০ আইন ঘটিত মকদ্দমা ও বঙ্গ-
দেশীয় গবর্ণমেন্ট।

এ দেশের কালেক্টর ও ডেপুটী কালেক-
টর ১০ আইনসংক্রান্ত মকদ্দমায়
অপটু। তাঁহাদিগের হইতে অতি
অবিচার হয়, ইহাতে বিরক্ত হইয়া
কারণে এই সকল মকদ্দমা দেওয়ানী
আদালতের শিক্ষিত বিচারপতিদিগের
হস্ত দিবার নিমিত্ত বহু দিন অবধি
কর করিতেছেন। আট বৎসর
রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারীদিগকে
শাস্তি করিয়া দেখা গেল। ঐ সময়ের
তাঁহারা লোকের পূর্ণ
স্বার্থ পালিলেন না। আমরাদিগের
স্বার্থ জঙ্গ ও কমিসনরগণ, উকীল
বস্তাপকগণ, জমীদার ও প্রজাগণ
এই একবাক্যে দেওয়ানী আদালতে
সংক্রান্ত মকদ্দমা লইয়া যাইবার অনু-
প্রার্থনা করিতেছেন। লেপ্টনেন্ট

গবর্ণর স্বয়ং মফস্বলে গিয়া জমীদারদি-
গকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হন, এতৎ
সম্বন্ধে সকলে যে কথা কহিতেছেন
তাহার মূল আছে। এক জন বহুদশী
উপযুক্ত ভূতপূর্ব জজ এতৎসংক্রান্ত
এক পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। টম-
সন সাহেব নদীয়াতে ছিলেন। নদীয়া
জেলাতেই অসংখ্য করঘটিত জটিল মক-
দ্দমা হয়। টমসন সাহেব নিজের ভ্রমোদ-
র্শন বলে জানিতে পারেন, কালেক্টর ও
ডেপুটী কালেক্টর হইতে এ বিষয়ে সাধা-
রণে সুবিচার হয় না। লাভের মধ্যে এই
হয়, যে তাঁহারা শাসনকার্যে যথাবিধি
মনোনিবেশ করিতে পারেন না। এ
সমস্ত পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতী-
য়মান হয়, পূর্বেসকল পাণ্ডুলেখ্য বিধিবদ্ধ
করিবার আর আপত্তি নাই। অধিক কি,
অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন, ১ লা
নবেম্বর অবধি দেওয়ানী আদালতে
কর সংক্রান্ত মকদ্দমা নিষ্পাদিত হইবে;
কিন্তু হঠাৎ ঐ সাহেবের মত পরিবর্ত
হইয়াছে। অনিষ্টরুদ্ধেদনার্থ কুঠার
উত্তোলিত হইয়াছিল, সহসা আঘাতকা-
রীর হস্ত রুদ্ধ হইয়া গেল। ইহার কারণ
কি? ইহার যুক্তিসিদ্ধ, ন্যায়সিদ্ধ ও
রাজনীতিসঙ্গত কোন কারণই প্রত্যক্ষ
হইতেছে না। আমরা শুনিতে পাই-
তোছি, অতি সামান্য কারণে উল্লিখিত
বিষয়টির সম্পাদনে বিষয় জন্মিয়াছে।
কতগুলি সিভিলিয়ান এই আপত্তি করি-
য়াছেন, ১০ আইনঘটিত মকদ্দমা দেও-
য়ানী আদালতে গেলে তাঁহারা বিচার
কার্য শিক্ষা করিতে পারিবেন না। এ
আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। এক জনের
সর্বনাশ হইয়া আর এক জনের শিক্ষা
হউক, এটা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ বাক্য।
ইহার অপেক্ষা অন্যায় আর কি
হইতে পারে? বিভাগীয় কর্মচারীগণ
যদি বিচারকার্যে শিক্ষিতে এতই ইচ্ছুক,

তাঁহারা গবর্ণমেন্টের নিকটে এই
করুন যে, বিচারকার্যের জন্য
দিগের এক দলকে পৃথক নিয়োগ
করা হয়। অন্য সহকারী মাষ্টার
কলা থাকবস্তির তত্ত্বাবধায়ক, প
অফিসেনের সহকারী, পরে কালেক্টর
ও বিচারপতি, আবার কিছুদিন
রেবেণিউ বোর্ড বা বঙ্গদেশীয় গব-
র্নমেন্টের জুনিয়র সেক্রেটারি, পুন
মাষ্ট্রেট, আবার সেক্রেটারি, তৎ
এককালে জেলার জজ, যাঁহাদিগ
এই রূপে সর্বকার্যে শিক্ষিত করি-
তে চেষ্টা করা হয়, তাঁহাদিগের অনেক
যে কোন কাজের হন না, গবর্ণমেন্ট
এটা জানিয়াও জানিতে পারেন
তাঁহাদিগের অনেকে বিচার কার্যে
জানেন না; তাঁহাদিগের সুবিধা হইলে
তাঁহারা অনায়াসে বিচারকার্যে
অপস্থিত হইয়া শাসনকার্যে
করিবেন; কিন্তু দেশের মঙ্গলার্থ তাঁ
দিগের কৃত অনিষ্টনিবারণচেষ্টা করি-
লেই তাঁহারা চীৎকার করিবেন,
সামান্য আশ্চর্যের বিষয় নহে
গবর্ণমেন্টের একরূপ স্বার্থপর লোভ
কথা শ্রবণ করা উচিত কি না? যাঁহা
এক বার বিচারকার্য আর বার শা
কার্যে এইরূপে নানা কাণ্ড করিয়া বেড়
তাঁহাদিগের হইতে বিচারকার্যে
হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, গব-
র্নমেন্ট স্বয়ংই কেন তাহা একবার বিবে
চনা করিয়া দেখুন না। তাঁহাদিগের
হইতে কোন বিচারই ভাল হয় না।
উত্তর পক্ষেই আপীল করেন। ছা
মকদ্দমার ত অবধি নাই। অজেরা
প্রধানতম বিচারালয় বিরক্ত হন
সরকারী অর্থ নষ্ট হয়; বিচারপতি
দিগের সময় রগা ব্যয়িত হয়; অর্থাৎ
খীদিগের সময় ও অর্থ নাশের ত কখন
নাই। মকদ্দমাশ্রয় অসৎ লোকদিগের

কেবল এ অবস্থা প্রার্থনীয়, কারণ একবার এ আদালত আবার ও আদালত কয়েক বার এইরূপ করাইতে পারিলেই দুর্বল শত্রু শান্ত হইয়া আইসে ।

উপসংহারকালে আনরা ত্রে সাহেবকে স্পষ্টাঙ্কবে কহিতেছি, ১০ আইনের মকদ্দমা যদি দেওয়ানী বিচারালয়ের হস্তে দেওয়া না হয়, জানিয়া শুনিয়া সাধারণের অনিষ্ট করা হইবে ।

—১০৩—

হৃদয় পুস্তক ।

১। বিপদই সম্পদের মূল। শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় এই নাটক ধ্যানের প্রণয়ন করিয়াছেন। লোকে যত বিপদগ্রস্ত হইতে না কেন, পরিণামে তাহার সৌভাগ্যলাভের সম্ভাবনা থাকে, ইহা প্রতিপন্ন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। নীলগদর পতি এলগন্দেনপতিরে আক্রমণ করাতে বিদরের রাজপুত্র মনোহর তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিয়া এলগন্দেনপতির সহিত নীলগদরপতিকর্তৃক পরাজিত ও বন্দীভূত হন। নীলগদরপতি স্বহস্তে এলগন্দেনপতির মস্তকচ্ছেদনপূর্বক মনোহরকে বন্দী করিয়া উমারপুরে আপনার কারাক্ষক কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করেন। পথে যাইতে যাইতে মনোহরের অশ্বপোত জলমগ্ন হয়। মনোহর নদী তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে অজ্ঞানাবস্থায় তীরে সমুত্তীর্ণ হন। তথায় তাঁহার বান প্রস্থ ধর্মাবলম্বী পিতৃব্য তাতারে দেখিতে পাইয়া তাঁহার মুছাপনোদনপূর্বক তাঁহারে আপনার আশ্রমে আনয়ন করেন; কিন্তু আপনার পরিচয় প্রদান করেন না। একদা মনোহরের পিতৃব্য তাঁহার নিমিত্ত কলাহরণ করিতে গিয়া আর আশ্রমে প্রত্যাগত না হইয়া সেনাপতিবেশে নীলগদরপতিরে আক্রমণ করিতে গমন করেন। মনোহর পদ চােরে সমস্ত রাত্রি তাঁহার জীবনদাতার

অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে বন উত্তীর্ণ হইয়া চিনুরের রাজার রাজধানীতে সমুপস্থিত হন। তথায় যোগিন ও মোহিন নামক দুই ব্যক্তির সাহায্যে বিদুরের রাজার সহিত তাঁহার পরিচয় ও রাজবাটীতে অবস্থিত হয়। এই দুই ব্যক্তি বিদুরের রাজপুত্রের সহচর। উহারা ঘোরতর মাদকসেবী রাজপুত্র স্বাং অতিপানদূষিত ছিলেন বলিয়া উহাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং উহাদের অনাতর মোহিনকে আপনার ভগিনী প্রদান করিবার মানসে স্বীয় পিতারে অনুরোধ করিয়া তাঁহার মত করেন। কিন্তু রাজমহিষী উহার স্বভাব অবগত হইয়া উহারে ভনয়া প্রদান করিতে কোন মতেই সম্মত হন না। রাজা মহিষীর অনুরোধে উহাতে নিরস্ত হইয়া নবাগত মনোহরকে কন্যাপ্রদানে কৃতসংকল্প হন। রাজপুত্র উহা অবগত হইয়া আপনার সহচরদ্বয়কে উহা জ্ঞাপিত করাতে তাঁহার মনোহরের হত্যা সম্পাদনে প্ররোচিত করে। মনোহর এই বিষয় অবগত হইয়া রজনীযোগে শয্যা পরিত্যাগ পূর্বক নীলগদররাজ্যে পলায়ন করেন এবং মোহিন দৈবচূর্বিপাকবশতঃ তাঁহার শয্যায় শয়ান থাকে। রাজপুত্র মনোহর বোধে মোহিনকে হত্যা করিয়া যোগিন দ্বারা অশ্বপূরোদানে প্রেরণ করেন চিনুরপতি এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বীয় পুত্র ও যোগিনকে নির্ভাসিত করেন। পরিশেষে মনোহর নীলগদরপতিরে পরাজয় করিয়া স্বীয় পিতৃব্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় চিনুরে আগমনপূর্বক পিতৃব্যের অনুমতিক্রমে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ পূর্বক পিতৃব্যের সহিত স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন করেন। গ্রন্থ ধ্যানের অদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখা গেল রচনা মন্দ হয় নাই

জম সংশোধন।

অগ্রহায়ণ মাস ৩০ এ ময়, অমাবস্যা ১ লা ১ হইয়া কয়েক স্থানে ৩০ এ অগ্রহায়ণ হইয়াছে

বিবিধসংবাদ।

২৩ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

মজার গবর্নমেন্টের জ্যাতিরিদ সাহেব আর একটা সুতন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হন। এটি অতিশয় সুন্দর হইয়াছে। সুন্দর রূপে লিখিত হয় না।

সিদ্ধ নিউস করাতির জেলের অধ্যক্ষ মটনের বিচক্ষণতার আর এক দৃষ্টান্ত কহিয়াছেন। ডাক্তার যে মুসলমান ব্যক্তি সত্যতাচার করেন, তাহার বিষয় পত্র প্রকাশিত হওয়াতে ডেপুটি জে সংবাদদাতা জ্ঞান করিয়া কয়েক স্থগিত করেন। রবিবারেও কয়েকদিনগকে পত্র প্রকাশ করা হয়। সিদ্ধ নিউস গবর্নমেন্টকে পত্র অত্যাচারের বিষয় জ্ঞান করিতে হইল।

উপনগরের মিউনিসিপালিটির গণবেশনদিবসে মৌলবী আবদুল লাতফ কয়েক দিন কিছু দিন দ্বিতীয় লোকের চৌকিদারি করাইতে যুক্ত করা উচিত। পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট কাম্বুদ বাট কয়েক দিনের ক্ষতিপূরণ হইয়াছে। আর চরবস্তা নাই, অতএব মিউনিসিপাল আর ক্ষতি করা উচিত নহে। আদায়ের ফনা নাই কামসলদগণ চতুর্থ ত্রেমাস লিখিবার নামক ৩০ টাকা বেতনে চা অতিরিক্ত কোর্সে নিযুক্ত করিবার মান প্রম

তেছে।
উই লয়ম লিন নামক ভাসুতধর্মী যের এক জন শকটচালক ভাগলপুর শকট স্থগিত না বাশিয়া ক্রতবেগে চালাই এক মালগাড়ীতে দাক লগে এবং কয়ে আরোহী গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। এ বোড এবং কয়ে বিচারালয়ে অর্পণ কর প্রথম তম বিচারালয়ে ইহার কঠিন পরি স্তিভ এক বৎসর মেয়াদ হইয়াছে

লালচাঁদ জুগী ও নবীনচন্দ্র রক্ষিত অপর্যাপ্ত সেসিয়নে অর্পিত হয়। কিন্তু অধ্যক্ষ ডাক্তার লিখ উভয়কেই উত্তম ব ইহাদিগের বিচার স্থগিত রাখিল। সীত ঘোষনামক এক ব্যক্তি হত্যা করিবার পায়; এ ব্যক্তিকেও বাতুল বলা হইয়াছে

সম্প্রতি কৃষ্ণবাগানে দিগম্বরীনারী যে লোক হত হয়, তাহার হতাকাশিগণ খুঁজিয়াছে। হরপুরী নামক এক ব্যক্তি দিগম্বরীর মরদেহ উপপত্তি ছিল। সে রাজ্যে দিগম্বরীর হতাকাশিত। দিগম্বরীর প্রায় ৩০০০ টাকা লসে অলঙ্কারাদি বস্তু রাখিয়া কর্তৃত্ব করিত। হরপুরী মধো মধো তাহার নিকটে বাস করিত। হরপুরী নিকটে ৩০০ টাকা লসে ৩ দিন ২০০ টাকা চাকিবাঃ দিগম্বরী তাহার সম্মত হইয়া পূর্ণকার স্বপ্ন পরিশোধ কবিয়া তাহার বাণী হইতে যাইতে বলে। হরপুরী হইতে তাহারে নন্দনা বলত "তুমি ৩ দিন জানিতে পারবে।" হতয়ার কয়েক দিন পূর্বে হরপুরী বৈশ্যব তাঁহি, হরকালী রায় হরপুরী নামক তিন ব্যক্তিকে দিগম্বরীর মতে আনয়ন করে। দিগম্বরী তাহাদিগকে সতে নিবেদন করে। হতয়ার রাজিতে হরপুরী হরপুরী খুলিয়া দেওয়াতে পূর্ণোক্ত ব্যক্তির মধ্যে প্রবেশ করে। হতয়ার জীলোককে ক্ষুধার্তা বধ করে। হরপুরী আপন ও মৃতদিগের দোষ স্বীকার কবিয়াছে।

আবুল রহমান খাঁ পরাজয়ের নিশ্চিত হইয়া আসিয়াছে। বামিয়াতে যুদ্ধে প্রায় ২০০ টেনা একত্র হইয়াছিল।

গত অক্টোবর মাসে কলিকাতার টাকার ৩,৭৫,৯১১ টাকা ও বোম্বাইয়ে ৯৯,৯৬৯ মুদ্রিত হইয়াছে। মাস্তাজের টাকশালের কক্ষেরীকে ছাড়িয়া দেওয়াতে অক্টোবর মাসে বন্ধ ছিল।

৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নিম্নলিখিত টাকা জমা ছিল:—

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের	২৯,২৯,০২০
দেশীয়	১,৪০,৭৯,০৮৬
ব্রিটিশ প্রজের	৫২,৮৬,৯০২
হর পশ্চিমপ্রদেশের	১,০৫,১৪,৪৪৯
মাদ্রাস	৩৪,২৮,৪৫৬
বঙ্গের	৯৯,২০,৮০০
বোম্বাইয়ের	১,২৭,৫৬,৫৮১
ভারতবর্ষীয়	৩৯,৮৭,৮০০
প্রজের	১,৬৫,৭১,৯৮৮

মোট টাকা ৮,০৭,১৪,৬০৪
 ৩ বৎসর এ সময়ে ১০,০০,১৮,৬৭৮ টাকা
 প্রতি বৎসর জমা টাকা কমিতেছে।

২৪ এ অপ্রত্যাশিত মঙ্গলবার।
 পুন টাইমস প্রকাশকের হাজার মানি

করিয়া এইরূপ লিপিতে। ন। বরাজা ইচ্ছা পূর্বক আশাদিগের গবর্নমেন্টের সহিত কৃত সন্ধি তল করিতেছেন। ন। গোপনে বাকুর ৫ প্রায় ২০,০০০ এনফি। ড রাইফল লইয়া গিয়া টেনাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন এবং প্রকাশ্যরূপে বলিতেছেন, তাহাদিগকে শীঘ্র ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের হস্তে হস্তান্তর করিতে হইবে। রাজা মিসনরিদিগের সাহায্য করেন এবং আপনায় করেকটি পুত্রকে মিসনরি মার্কেট অধীন রাখিয়াছেন। তথাপি রঞ্জনের সংবাদপত্র বলেন, সম্প্রতি এক জন গণশিক্ষক পুত্রদিগের (ব্রহ্মদেশীয় পুরোহিতদিগের) বিরুদ্ধে কথা বলাতে তাহাকে বধ করা হইয়াছে। বর্তমান রাজ্য নিরক্ষর, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি; কিন্তু স্বাধীন ব্রহ্ম অধিকৃত করা রেজুলেশন সেরা অভিপ্রায়। অতঃপর আমরা পূর্বোক্ত দোষগুলির কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

পুনর জেলের যে সমস্যার তত্ত্ব, এক জন কয়েদিকে রাজিযোগে বাহিব করিয়া লইয়া এক জন আয়ার প্রাণবধ করিবার চেষ্টা পাওয়া গিয়াছে। তাহার ও কয়েদীর বাবজীবন স্বীকৃত হইয়াছে। জেলের প্রহরী কয়েদিকে চাড়িয়া দেওয়াতে তাহারও হই বৎসর মিয়াদ হইয়াছে। বোম্বাই গবর্নমেন্ট জেলের ইনস্পেক্টরকে ভৎসনা করিয়াছেন। গবর্নমেন্ট ভাংবেন এদেশীয় সংবাদ পত্রের কথা সত্য নহে, এবং প্রতি কথায় বলেন 'প্রমাণ নাও।' কিন্তু পরসী ব্যয় করিতে পারিলে জেলে বাসিয়া সকল কাজ হয়। আমলারা উৎকোচ লন, কেনা জানেন, কিন্তু কোন ব্যক্তি কোন আমলকে দণ্ড দেওয়াতে পাবেন?

বোম্বাই গেজেটের এক জন পত্র প্রেরক বলেন, করাশী মনিটরিংয়ের মায় ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট এক পত্র নিজ মুখপত্র করিবেন। স্ট্রটনকার সাহেবকে সম্পাদক করিবার কথা হয়, কিন্তু তাহার কর্তব্য বোধে সকল সময় অতিবাহিত হওয়াতে তিনি অসম্মত হইয়াছেন। সব রিচার্ড টেম্পল ও সর উইলিয়াম মাকফিল্ড সম্পাদকতা করিবেন। সব রিচার্ড টেম্পলের কি এত অবসর আছে।

ডেপুটি নিউস প্রবণ করিয়াছেন, কুন্ডিয়ার ডেপুটি আদালতের জজ বাবু গোপ্রসাদ ঘোষ বাবু হরচন্দ্র ঘোষের পদে নিযুক্ত হইবেন। বাবু হর্গপ্রসাদ ঘোষ আতিশয় উপযুক্ত বিচারপতি। কৃষ্ণগড়, কির্দোলি, তবতপুর, আলোরার

উদয়পুর ও টঙ্ক হর্তিকনিবন্ধন শস্যের বহিত হইয়াছে। আমরা চাঃখিত হইলাম, যাদের রাজ্য। নজে প্রজাদিগের সাহায্য। ৩০টা পাঠেছেন না। একুশনি সংবলেন, তিনি প্রায় সমস্ত দিন মাতাল থাকেন। এই দুবকের চরিত্র সংশোধনের কোন উপায় নাই?

২৫ এ অপ্রত্যাশিত মঙ্গলবার।
 টাইমস অব ইন্ডিয়া বলেন, সর ষ্ট্রাকোৎ কোট ১০০ টাকা করিয়া বোম্বাই বিখ্যাত প্রায় পাঁচটা পুরস্কার দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। আলাহাবাদের মাজিস্ট্রেট সম্প্রতি এক তামাড়া দিয়াছেন। প্রয়াগদূত বলেন পূজা এক আমোদ কোন কারণেই এতদে গণ আলাহাবাদের মধ্যে কোন ভারতবর্ষী জাহাজে বা গান করিতে পারিবেন না। বোম্বাইতে হইলে পূর্বে অসম্মতি লইতে হইবে। একে রাষ্ট্রায় দুবে থাকুক সজ্জার পর নিজেব বৈটকখানায়ও চোলক বাজাইতে পারেন না। পিয়ারনয়র মাজিস্ট্রেটের কার্যের যোজন করিয়া বালয়গছেন, যেখানে ইউরোপীয়দিগের বাস সেখানেই কেবল এতদে গণ ভারতবর্ষীয় যন্ত্রযন্ত্র লইয়া গান করিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষীয় ইংলিশদিগের জয় জাতিবৈর ও কুসংস্কারেরা পারপূরিত এমী জাহার অনাতর দৃষ্টান্ত। জন ভারতবর্ষীয়ের প্রাতবাসী এক জন হইলেই তাহাকে চোলক ডানপুয়ায় তাড়িয়া ফেলিতে নচেৎ এই স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। যেমন মাজিস্ট্রেট তেমনি সাংবাদিক সংবাদপত্র। গবর্নমেন্টেরও কি এই মত?

দলদার বাতুলালয়ে বাতুলের সংখ্যা অধিক হওয়াতে আলীপুরে একটা অতিরিক্ত প্রস্তুত করিবার আয়োজন হইয়াছে।

মুম্বাইয়ের রবটস নামক এক জন ইংলিশ পত্র সাংবাদিক ভারতবর্ষীয় বেলগে ট্রেসনের সহকর্মী ট্রেসনমাস্টারকে অপমান করাতে ট্রেসনার ১০০ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অনেক মহামতি এতদেশীয় ট্রেসনমাস্টারদিগের সাহায্য করিয়া বিবাদ করেন।

আমরা চাঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতে রাখাঘাট উপনির্ভোগে উর্জসংখ্যা চাঃখিত শস্য জন্মিত। পূর্বে যেপ্রকার অসম্মতি করিয়াছিল তাহা হয় নাই। পূর্ন পূর্ন বৎসর এসময়ে নদীয়া বিস্তার নিয়া বেলগেতে গমন করিয়ে উত্তর পর্বে বত হইয়া দৃষ্টি চলিত।

সংখ্যা সন্নিবিষ্ট ও অন্য অন্য ২০ বৎসর পূর্ণ
হইত, এবার সন্নিবিষ্ট আতি ২০০০ হই
। অন্য অন্য শস্যের ত কথাই নাই ।

২৬এ অগ্রহরন বৃহস্পতি বার ।

রদার শুইকুমার মকায় প্রেরণ করিবার
ক হীরকখচিত বে চন্দ্র তপ প্রভৃত করি
লেন, তাহা প্রেরিত হইল না । রাজার
র. অসম্মতি হওয়াতে তাহা বিক্রীত

। ইহার মূল্য ২৫ লক্ষ টাকা ; বানি
ল আরও অধিক হইবে । কেহই অখণ্ড
তপ এর করিতে সমর্থ না হওয়াতে
খণ্ড খণ্ড করিয়া বিক্রয় করা হইবে ।

সকল রাজা রাজসিংহাসনের অবমাননা
বার নিমিত্তই অগ্রহরণ করিয়াছেন ।
তুঙ্গিগে অগ্রকর্ষ হওয়াতে মধ্যভারত
ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সেনা সংখ্যা
করিয়া স্থানান্তরিত করা হইতেছে ।

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পুলিষ
হাবাদের নিকটে এক জন ঠককে ধৃত
রাছেন । এ ব্যক্তি বৈরাগীর-বেশে প্রায়
জন লোককে বিষপান করাইয়া তাহাদি

সর্বত্র অপহরণ করিয়াছিল । ইহার বস্ত্র
ধুতুরার বীজ বাহির হওয়াতে ঠক
ল সে প্রত্যহ এই বীজ ভক্ষণ করে । সে
লর সম্মুখে ধুতুরা ভগা করিয়া অচে
হইয়া রহিল, কিন্তু পরিশেষে এ ব্যক্তি

জন দোষ স্বীকার করিয়াছে : এই ঠক
হাকালে ইউরোপীয়দিগকে হত্যা
বার কাণ্ডে লিপ্ত ছিল ।

মাস্ত্রাজের এক জন মাজিস্ট্রেট প্রস্তাব
থাকেন, যেদকল ব্যক্তি হত হই বন গাছ-
র হত্যাকারীদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত
হইবে। মাস্ত্রাজ গবর্নমেন্ট এই প্রস্তাব
করিয়াছেন । সেকালে ইউরোপে সাক্ষার

হত্যাকারী আসবাসাত্র হত ব্যক্তিগ
হাতে শোণিত বহির্গত হইত । মাস্ত্রাজ
মেন্টের সেই সাক্ষার আছে না কি ? ইউ
পীয়দিগের মৃতদেহ প্রকাবে প্রকৃত, কিন্তু
ও মুসলমানের মৃতদেহের সংকর কবিত্তে
দলে বর্ণের প্রাতি হস্তক্ষেপণ করা হইবে ।
পত্রের সীমাবদ্ধ কতকগুলি বন্য পুন-

কার দোষায় আরম্ভ করিয়াছে । ইতি পূর্বে
যাহারা “ বিনীতভাবে সর্ক প্রার্থনা ” কর-
য়াছিল তাহাদিগের মধ্যে একটি ভাতি এ বি
বরে প্রধান্য প্রদর্শন করিতেছে । ভারতবর্ষ
ত্যাগের পূর্বে শান্তিস্থাপন করা সর জন লরে
গের আভিপ্রের্ত ছিল ; সুতরাং বন্যদিগকে
অপহৃত করিয়া সর্কপ্রার্থনা করাইতে হইয়া
ছিল । তাহার ফল এইরূপই হইবে ।

মহারাজ জঙ্গ বাহাদুর শীঘ্র কলিকাতায়
আনিবেন । সব জন লরেন্সের নিকটে বিদায়
লওয়া ও লাড মেয়ের সহিত আলাপ করা
জঙ্গ বাহাদুরের উদ্দেশ্য । সর জন লরেন্স যদি
জঙ্গ বাহাদুরকে বার্ষিক বাণিজ্যের একচেটিয়া
ত্যাগ করাইতে পারেন, তাহা হইলে বড় ভাল
হয় । বন্যদিগের সহিত জঙ্গ বাহাদুরের
অনেক সৌহার্দ্য আছে ।

মহারাজ হোলকার গবর্নমেন্টের নিকটে কত
কটা খনি জমা করিয়া লইয়াছেন । রাজা বাণিজ্য
উত্তম বুঝেন । শাসনভার অন্যহস্তে দিয়া
কবল বাবসায়্য করিলে কি ভাল হয় না ?

সম্প্রতি প্রধান বিচারপতি নিম্পত্তি করিয়া
ছেন, যখন সব রেজিষ্টার কোর হকীল বেতি
ইরী কবিত্তে অসম্মত হইবেন, তখন তাহান
আজ্ঞার বিরুদ্ধে রেজিষ্টার জেনরলপর্ষান্তের
নিকটে আপীল না করিয়া এক কালে দেওয়ানী
আদালতে নালীশ চলবে না । নিরোবেষ্ট
নাসিকাম্পর্ষ । সর 'বার্ষিকপিককের ইমানীত্ব'
এক এক নিম্পত্তি দর্শন করিয়া আমরা বিস্ময়া
বৃত্ত হইতেছি ।

গত শুক্রবার সর রিচার্ড টেম্পল কলিকা
তায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন । প্রধান সেনাপ
তিও উপস্থিত হইয়াছেন । সর রিচার্ড টেম্প
লব স্মরণার্থ নাগপুরে এক মরবার হইয়াছিল ।

২৭ এ অগ্রহরণ শুক্রবার

বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পূর্বে কালে যেসকল
লক্ষণ হইয়া থাকে, তাহা লক্ষিত হইতেছে ।
বাড়ননামক এক জন ফরাসী প্রতিনিধি ১৭৫১
বৎসর গোলযোগে হত হন । লোকে সম্রাটকে
এই হত্যার কারণ বলিয়া জানেন : সম্প্রতি
কতকগুলি লোক এক চাঁদা করিয়া বড়িনের
একটি স্মরণার্থ ক্ষত করিবার মানস করিয়াছেন ।
বাহারে ইহা স্মরণার্থ ক্ষত হইবে, কিন্তু কলে
এতদ্বারা লোকের মনকে বিদ্রোহে উৎসাহিত
করা চক্রান্তকারীদিগের অভিপ্রের্ত । কয়েক
খনি সংস্কারপত্রে । সম্প্রতি লোককে উত্তে

জিত করিয়া ৪৩ পাইয়াছেন ; তথাপি
যোগ বাইতেছে না । সম্রাট নিজ মুখপত্র
জানাইয়াছেন, বিপ্লবের চেষ্টা পাইলে তিনি
তর দণ্ড বিধান করিবেন । কিন্তু গোল
অনিবার্য হইয়াছে বোধ হইতেছে । সর
কেবল দণ্ডের প্রদর্শনধারা বিদ্রোহ
চেষ্টা না পাইয়া যে কারণে এই রূপ ঘটিল
তাহার অঙ্গুসন্ধান করিয়া তাহার উৎস লন
পাওয়াই কর্তব্য ।

খৃষ্টের ত্রয়োবিংশ উপলক্ষে গবর্নমেন্ট
বনিকদিগের আফিসসমূহ আগামী বৃহ
অবধি বিবহার পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে ।

অন্য তিন মাস হইল, প্রধানতম বি
লরের আদিম বিভাগে একটা মকদ্দমা হই
অবীর নাম সর্কমঙ্গলা দেবী ; প্রত্যখী র
যেখাল । সর্কমঙ্গলা রামচন্দ্র ঘোষালের
বধু । অলঙ্কার ক'ড়িয়া লইয়া বা টি
কৃত করা হয় এই কাবল লদর্শন করিয়া ম
হইয়াছে । অবীর পক্ষে বারিষ্টার পিকাড
ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; প্রত্যখীর
বারিষ্টার উভক ও রামসন রহিয়াছেন ।
কের মকদ্দমা বলিয়া মাক্রে সাহেব ও বার
পচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিনা অর্থগ্রহণে ম
কারতেছেন । আদালতে প্রত্যহ বিস্তর
প্রাঙ্গতেছেন । সর্কমঙ্গলা আনাদিগের ব
পক ও কুতপুঙ্গ চেপুটী মাজিস্ট্রেট বার
চন্দ্র ঘোষালেরও অত্ববধ । সর্কচন্দ্র
মকদ্দমা স্থলে বারিষ্টারের পশ্চাতে
জাতার সাহায্য করাতে অনেকে আশ্চর
হইয়াছেন । কিন্তু আমরা আশ্চর্যের
কারণ দেখিতেছি না ।

সাপ্তাহিক পত্র বলেন, ' রিচার্ড
নামে এক জন গেরু ১১২ বৎসর বয়সে
লগ্নে প্রাণত্যাগ করিয়াছে ।

আমরা শুনিলাম, সম্প্রতি গাজিপুর্য়ে
আলার একটা পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহা
মস্তক ছর সেটা জীবিত নাই ।

২৮ এ অগ্রহরণ শনিবার ।

সে যাই বা ক কামসন ইংলেণ্ডে
ব্যক্তির সখ্য লইয়াছেন, তাহাদিগের
অন্তত অন্তত বিবরণসকল প্রকাশিত হই
কুতপুর্ষ সেক্রেটারি বেলের'র সাহেব গ
পুনাত্তে অখ হইতে পাত্ত হইয়া যে
আঘাতে প্রাপ্ত হন । তিনি মৌখিক সা
দিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ; কিন্তু সব চ

জন তাঁহাকে অগ্র উপস্থিত হইতে বলিয়া
 ম। এস, ডি, বাট সাহেব এক জন সিবিসি
 ৩ গবর্নমেন্টের ডিরেক্টর ছিলেন। ইনি
 জ নীকার কার্য্যেছেন, ব্যাঙ্কের টাকায়
 শক্র করিয়া প্রায় চারি লক্ষ টাকা লাভ
 রন। এইসকল ব্যক্তি আবার ভারতবর্ষীয়
 গর চারত্রের আদর্শ হইতে চান। বস্তুতঃ
 নকার ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজগণের ধর্ম-
 ত অনেক নিকৃষ্ট হইয়াছে।

ডোল নিউস গবর্নমেন্টের কন্ট্রোল্টের আর
 উদ্বোধন হইয়াছেন। ৮ ই ডিসেম্বর কলিকাতা
 মাস্টার আর্টিকেল ২০০ জীবন টেনিসিককে
 গণ্ডে লইয়া বাটবার নিমিত্ত আহাজ তাড়া
 ৯ ই ডিসেম্বর বিজ্ঞাপনটি এক্ষেত্রে
 জটে প্রকাশিত হয়। ১১ ই ডিসেম্বরের
 হই প্রথমে পর কন্ট্রোল্টের আর আবেদন
 হইবে না। এই কথা বলা হয়, সম্পূর্ণ হই
 সর সংগ্রহ দেওয়া হইল না। গবর্নমেন্ট
 এই সকল বিজ্ঞাপনের অর্থ যোগে সমর্থ?
 নকার বাজার ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে।
 গবর্নমেন্টের কাগজ অধিক পরিমাণে বিক্রীত
 তছে না। ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহে সুস্বস্থি করি
 লেন, পরে আবার মন্দ বাড়াইয়াছেন।
 মন্ত্রিলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের কাগজ
 ত হইতেছে।

সিকার সিকা	৯৪।	৯৪৮০।	৯৪৮
কোং	৯৪৮।	৯৪৮০	
গবালক ওয়ার্ক	১০৪৮।	১০৫	
কোং	১০৭৮।	১০৮	
কোং	১১১৮০।	১১২	

ইউরোপীয় সমাচার।

১লা ডিসেম্বর। কনসারভেটিভদল
 মারসেট ও ইয়ার্কশায়ারের অন্তর্গত
 রাইডিঙে কৃতকার্য হইয়াছেন।
 গদালার লাড'নেপিয়র সুপ্রিমাল দর্শন
 তছেন।
 পন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, বালো-
 কতকগুলি লোক একনাহক শাসনপ্রণালী
 করিবার অভিপ্রায়ে সমবেত হয়, কিন্তু
 পতন্ত্রপ্রিয় দল তাহাদিগকে দুরীকৃত
 হে। গবর্নমেন্ট বাবতীয় প্রিকেক্টকে বল
 ষ, বাহাতে গোলযোগ মা হয়, তাঁহারা
 তষ্টা পান।

২রা ডিসেম্বর। আবল বেয় ও লাড'নেপি
 রর গত কল্য সুপ্রিমাল আহাজে আরো
 হণ করিয়া ভারতবর্ষে যাত্রা করিয়াছেন।

বিবি ডিসরেলিকে বাইকৌন্টেস বোকনসিল
 উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

৩রা ডিসেম্বর। ডিসরেলি সাহেব ও অন্য
 অন্য মন্ত্রী এক সরকারদ্বারা সকলকে জানাই
 য়াছেন তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন,
 পদত্যাগ করাই কর্তব্য।

ম্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী হইবেন সকলে
 এই অনুমান করিতেছেন।

এপর্যন্ত ৩৮৪ জন লিবরল ও ২৭২ জন
 কনসারভেটিভ প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন।

৪ঠা ডিসেম্বর। ডিসরেলি সাহেবের
 অঙ্গুরোধে রাজী ম্লাডষ্টোন সাহেবকে আহ্বান
 করিয়া মন্ত্রিদল নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা দিয়া
 যেন।

গত কল্য বোম্বাই ব্যাঙ্ককমিসন পুনর্কার
 বলিয়াছেন, সভাপতি সর চারলস জাকসন
 ১০ ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কার্য শেষ করি
 যেন।

বোধ হয়, প্রধান বিচারপতি সর আলেক
 জণ্ডাব কোবর লাড চাপেলর হইবেন।

সুতন মন্ত্রিদল নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে
 ম্লাডষ্টোন সাহেব আরল গ্রানবিল, আরল
 ক্রাবেগুম, ও কাড'ওয়েল সাহেবের সহিত
 পরামর্শ করিতেছেন।

সম্প্রতি পারিসে যে গোলযোগ হয়, তাহাতে
 মটমার্ট পিরজার ৩২ জনকে ধৃত করা হই
 য়াছে।

৫ ই ডিসেম্বর। জনরব উঠিয়াছে, তুরস্কের
 গ্রিসের সহিত বিনাদারিত্ব হইয়াছে। এই জনরব
 সত্য কিনা তাহার বিশেষ প্রমাণ আবশ্যিক।

নিউইয়র্ক হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে,
 লিওনার্ড সাহেব বলিয়াছেন, প্রাচ্যরাজ্যকে
 মধ্যস্থ না করিয়া এক কমিসনদ্বারা আলা
 নামা ঘটিত বিষয়ের মীমাংসা করা উচিত।

৬ ই ডিসেম্বর। অদ্যকার প্রাতঃকালে অব
 জারবব বলেন, ডিউক অব অরগিল ভারতব
 র্ষীয় সেক্রেটারি হইবেন স্থির হইয়াছে। জন
 ব্রাইট সাহেব বোড অব ট্রেডের অধ্যক্ষ হইবেন।
 আরল গ্রানবিল উপনির্দেশের সেক্রেটারি, ডিবে
 ট্রব কটোক সাহেব আগারলওয়ের সেক্রেটারী,
 লাড ক্রস ওয়ার্ক বিভাগের সেক্রেটারি হইবেন।
 গত কল্যের টেলিগ্রাম অনুসারে অন্য অন্য
 নিয়োগ হইবে।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।
 বঙ্গদেশীয় লেপ্টনর্টগবর্নরের
 আদেশানুসারী
 নিয়োগ।

২রা ডিসেম্বর। ৬ ই নবেম্বর অবধি
 ডবলিউ, নারেট সাহেবের অস্থান
 পর্যন্ত ডবলিউ, বি, সিবিও.ষ্টান
 চাকা কালেজের এক জন প্রতিনিধি আ
 হইবেন।

৩রা ডিসেম্বর। বাবু টকলাসঞ্জ
 ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে
 বিভাগে ডেপুটি কালেক্টরের কমতা পাই
 রেবেবেণ্ড এ, ডবলিউ, ডিউক, দানা
 চাপলেন হইবেন।

রেবেরেণ্ড এক, এম. এক, এক, মাজ
 ডি, ডি, দার জিলিওব চাপলেন হইবেন।

রেবেরেণ্ড ডবলিউ, বি, ডব্লিউ চাকার
 লেন হইবেন।

নিম্নলিখিত কর্মচারিগণ রাজধানীর গে
 লীকা দিবার যে চক্রবাক হইবে, তাহার
 নিধি ডেপুটি সুপারটেণ্ডেন্ট হইবেনঃ—

প্রথম জেণির সব আসিস্ট্যান্ট সার্জন
 বচন্দ্র ঘোষ।

প্রথম জেণির সব আসিস্ট্যান্ট সার্জন
 ন'খ ব্রহ্ম।

প্রথম জেণির সব আসিস্ট্যান্ট সার্জন
 মদর ঘোষ।

নিম্নলিখিত কর্মচারিগণ কলিকাতা
 উপনগর গোবীজে লীকা দিবার চক্রবাক
 প্রাতিনিধি সুপারটেণ্ডেন্ট হইবেনঃ—

বিতীয় জেণির সব আসিস্ট্যান্ট সার্জন
 কালিদাস বসু।

বিতীয় জেণির সব আসিস্ট্যান্ট সার্জন
 চন্দ্র দত্ত।

প্রথম জেণির সব আসিস্ট্যান্ট সার্জন
 মুখোপাধ্যায় মুসিন্দাবাদের অন্তর্গত বহু
 বেব দাতব্য চিকৎসালয়ের ভার পাইবেন।

৪ঠা ডিসেম্বর। নিম্নলিখিত ৩৪ লো
 গোয়ালপাড়ার দাতব্য চিকৎসালয় চালাই
 সভার সভ্য হইবেন। বাবু পূর্ণানন্দ বসু,
 জে, এ, ফইড সাহেব। বাবু পদ্মলোচন
 রেবেরেণ্ড ট্রাডন বাবু বাসুদেব মদেধর,
 কুমার দত্ত ও সাধুরাম দাস।

কামরূপের সহকারী কমিশনার এ,
 কাচেন সাহেব বড়পেটা উপবিভাগের
 পাইবেন।

স্টেনট জে. বর্ডলার আসামের কমসন
সহকারী হইবেন ;
দ্বারকানাথ মিত্র মাদারগঞ্জের প্রাতি
স্নেহ হইবেন ।

অতুলচন্দ্র বসু পুরীর প্রতিনিধি মুঙ্গের
হইবেন ।

আবহুলহোসেন ত্রিছতের 'অন্তর্গত
প্রতিনিধি মুঙ্গের হইবেন ।

এস. বীডন সাহেব কলিকাতার উপ
একজন টিউনসিপাল কমসনের হইবেন ।

এম. লুইস সাহেব যশোহরের প্রাতি
অতিরিক্ত জজ হইবেন ।

সি. মেরিটন সাহেব পদত্যাগ করিতে
এ ব্রাহ্মন সাহেব প্রেসিডেন্সিকালেক্টর
নব অধ্যাপক হইবেন ।

স্টেনট গবর্নর অনবেবল আসনী টেডেনকে
অদেশীয় বাবস্থাপক সত্তার একজন সতা
হইবেন ।

ডবলিউ. পি. ডেবিস সাহেব মেদনীপুরের
সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন ।

ক. আডাম্‌স্ সাহেব নগরীর পুলিষ
সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন ।

ডবলিউ. জে. কিলবি সাহেব ত্রিছতের
পুলিষ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন ।

লিখিত ভঙ্গলোকেরা ত্রিছতের বিদ্যা
সত্তার সতা হইবেন ।

জর. ডবলিউ. ই মাসল ।

লাঘট সাহেব ।

বিলাত আলি খাঁ ।

বু ভগাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ই ডিসেম্বর : যশোহরের প্রতিনিধি
মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু
সরকার পাণ্ডিত জীশচন্দ্র বিদ্যারথের
কৃতিকালপথ্য বাগের হাট উপবি
তার পাইবেন ।

ডবলিউ. ই. ওয়ার্ড সাহেব বর্ধমানের মিউ
সিটিটির সহকারী সতাপতি হইবেন ।

ই ডিসেম্বর : বাবু গোরদাস বসু খুলনা
ভাগের তার পাইয়া যশোহরে মাজি
র ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন ।

ম চক্রবর্তীর সবেয়ের জে এচ ও
১৮২২ অর্ডার ৭ আইন ও ১৮২৫ অর্ডার
সন অনুসারে ১৮পুর ও কুচবিহারে কালে
ক্ষমতা পাইবেন ।

লকেড, এ. ওরালেনস সাহেব নদীয়ার
রী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয়
অধীন মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন ।

যত দিন বাবু অভয়কুমার দত্ত বিদ্যায় লইয়া
অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন মৌলবী নসিরু
দ্দিন চাকা, বহর ও নারায়ণগঞ্জের ছোট আদা
লতের প্রতিনিধি জজ হইবেন ।

মৌলবী নসিরুদ্দিনের অনুপস্থিতিকালে
বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু চাকার প্রতিনিধি প্রথম
অধঃস্থ জজ হইবেন ।

বাবু মহেন্দ্রনাথ বসুর অনুপস্থান কালে
বাবু টেংকচরণ দাস চাকার প্রতিনিধি
অতিরিক্ত অধঃস্থ জজ হইবেন ।

তৃতীয় চক্রবর্তীর অরিপের ডেপুটি কালে-
ষ্টর বাবু সাতকাড় রায় রাজসাহী বিভাগে
বদলী হইয়া ১৮২২ অর্ডার ৭ আইন ও ১৮৩০
অর্ডার ৯ আইন অনুসারে রাজসাহী ও রাজ
ধানীবিভাগের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন ।

বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় তৃতীয় চক্র-
বর্তীর অরিপের ডেপুটি কালেক্টর হইবেন ।

ডবলিউ. এফ. মিয়াস সাহেব কিছুদিনের
নিমিত্ত বাখরগঞ্জে দ্বিতীয় জেলির প্রাতি
নিধি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন ।

কামরূপের সহকারী পুলিষ সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি,
এচ. কে. সাহেব বগুড়াতে বদলী হইবেন ।

ই. এম. মোসলী সাহেব পূর্ণিয়ার সহকারী
মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া কৃষ্ণগঞ্জ উপবি
ভাগের তার পাইয়া মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালে
ষ্টরের ক্ষমতা পাইবেন ।

—:—

আমাদিগের বীরভূমি সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেন:—

এ দিকে এ বার সূচারূপে ফসল জন্মে নাই ।
ভাঙ্গাভূমির কথা দূরে থাকুক, নিম্ন ভূমিতে প্রতি
বৎসর যে হাবে ধান্য জন্মিয়া থাকে, তাহার
অর্ধেকও পাওয়া চকর । এখন এখানে চাউল
প্রতি টাকায় কাঁচি ১৫ সের বিক্রীত হইতেছে ।
অন্যান্য আহারীয় দ্রব্যও অধিমূল্য হইয়াছে
চারিদিকে আশঙ্কা পড়িয়াছে যে ৭৬ সাল ত
সমীপবর্তী. এ মদন্তরেও বা চুক্তিকদা
কশকে কস্মাৎ কস্ম করিয়া তুলে ।

২। বিপদ বিপদেরই অনুবর্তী হইয়া থাকে
জ্বরের প্রকোপ প্রশমিত না হইতে হইতেই
বন্যায়ী আবাদে বিস্তৃতির লক্ষণ দেখা
দিয়াছে । ৩। ৪ দিন মধ্যে অল্পম ৫। ৬ জন গভাস্ত
হইয়াছে । ৫। ৬ বন্দদেশের প্রতি একটু ভয়কুল
দৃষ্ট দিন !!!

৩। সে দিন দাপঃ বিভাগের বাকলা ও

মাইনার হস্তির পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে, প্র
মধ্যবিধ ছিল । কিন্তু কেমন একটা কথা
লাম । এ পরীক্ষাতেও নাকি সংক্রামক
(প্রসুচুরি) ধরিয়াছে ।

৪। শুনলাম, কাটোয়া অঞ্চলে গোব
রীকাননপ্রথা প্রচলনবিষয়ে প্রয়াসবান
গ্রাহিলেন বলিয়া তথাকার ডিঃ জিজি
মালিকদাস বাবু ও সব আসিষ্ট্যান্ট সা:
চক্রবাবু গবর্নমেন্ট হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত
ছেন ।

৫। রাইপুরের শাখা ডাকঘরটি স্থায়ী
রাছে । কিন্তু এ পর্যন্ত সীলপ্রকৃতি ডাক
আসবাব আনিয়া পৌঁছে নাই । এই অভাব
নীত্র পরিপূরিত হয় এই আমাদের
পক্ষীয় মহাশয়ের নিকট একান্ত প্রার্থনা ।

৬। সিউড়ি বঙ্গ বন্দ্যালয়টি অতি উত্তম
চলিতেছে । প্রতি বৎসরেই ৫। ৬ জন ছা
পাইয়া থাকে । কৃতবিদ্যা সম্পাদকের
কার্য্যতার পাড়নে ফুল যে সূচারূপে চ
থাকে, তাহার এই একটা প্রমাণ ।

৭। বন্যায়ী আবাদ ফলে প্রবেশিকা
কার্য্য নিঃসৃত পুস্তকসকল অধ্যাপিত
এই কল্পনা হইতেছে । ক্ষু লসীর প্রতি এখা
মহারাজের বরূপ কৃপাদৃষ্টি আছে, তা
বে এ বঙ্গনা কার্য্যে পরিণত হইবে তাহার
নাই ।

—:—

আমাদিগের মগরাঙ্গ সংবাদ
লিখিয়াছেন:—

৩০ এ নবেম্বরের সোমপ্রকাশে খা
নবাসী জীযুক্ত বাবু যতনাথ চক্রবর্তী মহাশ
প্রেরিত পত্রের মধ্যে জীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র
মহাশয় যে একটা প্রস্তাব উত্তর প্রদান
য়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা যৎপরো
বস্ময়াসিত হইলাম । আমরা কেশব ব
পরলক্ষণ বলিয়া জানি, তাহাতে তিনি য
নিমিত্ত এরূপ চক্রান্তে প্রস্তুতির উত্তর
ছেন তাহার তাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম
তাহাতে তাহার বিদ্যা ও বুদ্ধির কৌশল
আর কিছুই আমাদের বোধনয় হইতেছে
এরূপ চক্রান্তে উত্তরগুলি না দিয়া যদি
সরলভাবে দিতেন তাহা হইলে বোধ হয়
কের কেশব বাবুর উপরে বিপন্নিত ভাবের
হইবার সম্ভাবনা ছিল না ।

২ রা ডিপেন্ডার বামনাগ্রামে একটা বালক
নিমগ্ন হইয়া মানবলীলা সমরণ করিয়াছে।
সম আতপ চাউল মগরার হাটে ৩০ টাকা
মণ বিক্রয় হইতেছে।



আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদ-

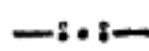
লিখিয়াছেন:—

সোনারঙ্গ গ্রামের রাস্তাপরিকল্পণ, খাল
ও বিদ্যালয়ের উন্নতিসম্বন্ধে ইতিপূর্বে মুন
জর ডিপুটী মাজিস্ট্রেট বাবু বিমলাচরণ
মহাশয়ের যত্নে উক্ত গ্রামস্থ কতিপয়
প্রধান ব্যক্তি একত্রিত হইয়া এক
করেন। তাহাতে মীরকাদিমের খাল সংস্কার
প্রস্তাব উপস্থিত হইয়া তৎসম্পর্কে তর্ক
হইলে পর তাহার আবশ্যিকতা বিবেচিত
কর্তব্য কতিপয় ব্যক্তি চীদাঙ্গদানে
কারপুস্কক স্বাক্ষর করিয়াছেন। শুনিলাম
দিক ৭০০ সাত শত স্বাক্ষর হইয়াছে।
পর রাস্তা পরিষ্কারের বিষয় উল্লেখ হইলে
সম্মতিক্রমে সোনারঙ্গের তিনটি রাস্তা অবশ্য
সংস্কার উচিত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।
যে সোনারঙ্গনিবাসী কোন সভা সভ্যতা
সময়ী কিপ্রকারে রক্ষিত ও উন্নত হইতে
তদ্বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থিত করেন; কিন্তু
সময়ের বিষয় এই যে তৎপ্রতি কেহই
কটা মনোযোগ করিলেন না। কারণ কি?
লক্ষ্যবাহী দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধিত
অতএব তাহার রক্ষণ ও উন্নতিবিধানে
করা নিতান্ত অনায়াস।

স্বল্পমুখে অবগত হইলাম কোন চুরি মক
আসমা মৃতকরণ পক্ষে তীক্ষ্ণতা প্রকাশ
ত, নারায়ণগঞ্জ স্টেশনের হেড কনষ্টেবল
হইয়াছেন। বর্তমান পুলিশের সকল
আছে। হুস্করিত্রতা, অত্যাচারিতা,
গাংতা, তীক্ষ্ণতা যে গুণের অন্বেষণ করা
তাঁহাই এখানকার পুলাপে সুলভ।

কাকালেজের এক জন ছাত্র রিক্রমপুত্রের
ন ও আধুনিক ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন,
নপুর জতিবিস্তীর্ণ ও প্রসিদ্ধ স্থান। অতএব
ইতিহাস জানিতে সকলেরই ইচ্ছা জন্মিতে
। ইতিপূর্বে কেহই ইহার প্রণয়নে প্রবৃত্ত
। বিবেচনা করিতে গেলে এটি বিক্রমপুর
বিগনের পক্ষে সাধারণ অস্তাব ছিল না।
তি সেই অস্তাবের পূরণ দেখিয়া অনেকেই
গাদিত হইতে পারেন। এখন জগদীশ্বরের

সমীপে প্রার্থনা প্রণেতা ইতিহাস মুদ্রিত করিয়া
কোনমতে কতিগ্রস্ত না হন।



আমাদিগের কালনাথ সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন।

এখানকার মিউনিসিপাল চৌকিদারিৎ সূতন
বন্দোবস্ত হইয়াছে, অথচ সকলেই স্বীকার
করিতেছেন যে পূর্বমত কাজ হইতেছে না।
পূর্বে এই গ্রামের চুরাডগণই চৌকিদারের
কাজে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু ভূতপূর্ব ডিক্রিট
সুপরিটেণ্ডেণ্ট হেরিশ সাহেব কৌশলে ইহা-
দিগকে পরচ্যুত করিয়া কতকগুলি হিন্দুস্থানী
লোককে এইসকল পদে নিযুক্ত করিয়া যান।
কিন্তু ইহাদের দ্বারাও উত্তম কাজ হইতেছে না
জানিয়া বর্তমান ডিক্রিট সুপরিটেণ্ডেণ্ট উই-
শরলি সাহেব আদেশ করিয়াছেন, যে কামার
কুমার গোয়লাপ্রভৃতি ভাল জাতিসকল
এ কাজের প্রার্থনা করিলে পাইতে পারিবে।
বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইদীও যে বিশুদ্ধ
প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা কোন
মতেই বোধ হয় না। কারণ চুরাড জাতির
দ্বারা এ কাজের যেমন সুবিধা হইবে, অন্যান্য
সুখবিলাসী লোকের দ্বারা সেসকল হওয়া সভা
বিত নহে। চৌর্যভয়নিবারণ করাই কাজটির
প্রধান উদ্দেশ্য। যোরতর অস্বকারাক্ষর নিশীথ
সময়ে প্রজাদিগের দ্বারে দ্বারে জন্ম করা, অতি
গোপনীয় স্থানসকল অসুসন্ধান করিয়া দেখা
সাহসপূর্বক দস্যুগণের সম্মুখীন হওয়া চুরাড
জাতির দ্বারাই সম্ভাবিত। সুখবিলাসী ব্যক্তি
দ্বারা এ সকল আশাকরা বিড়ম্বনামাত্র। স্বয়ং
এ কাজসম্বন্ধে চুরাড জাতির অনেক বীরত্বের
বিষয় শুনা গিয়াছে। বিশেষতঃ ইহাদিগকে এ
কাজে নিযুক্ত রাখিলে ইহারা দেশের অন্যান্য
পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইতে পারিবে না। পূর্বে যে
এক এক মহল এক এক চৌকিদারের জেদ্দা
থাকিত, সে প্রথা উঠাইয়া দিয়া প্রজাদিগের
আরও অসুবিধা করা হইয়াছে। তাহাতে এই
এক বিশেষ উপকার বোধ করা হইত। যে মহলে
চুরি হইত সেই মহলের চৌকিদার চোর ধৃত
করিবার পক্ষে যত্ববান হইত। অর্থাৎ যাহাতে
তাহার সীমামধ্যে কোন অত্যাচার না হয় সে
সর্বদা সেইমত যত্ন করিত। এক্ষণে চুরি হইলে
চৌকিদারদিগকে কিছুই বলিবার বিষয় নাই।
তাহারা কেবল শোভার জন্য আছে মাত্র।
সাহেবদিগের অতিলাভ যে কলিকাতার প্রথা
সমস্ত পল্লীগ্রামে শীঘ্র প্রবর্তিত করিয়া গ্রামের

শোভা বৃদ্ধি করেন; কিন্তু এরূপ স্থানে
সম্ভব কি না; দেখা উচিত। চৌর্যভয় নি-
হইবে বলিয়াই চৌকিদারের প্রথা প্র-
করা হইয়াছে। যদিও অন্যান্য আশু
কাজও ইহাদের দ্বারা নির্বাহিত হই-
কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য প্রজাদিগের বি-
রক্ষা করা হয়। যদি কাজটা শোভার জ-
হইল, তবে সাহসী ও সবল লোকদিগকে
সকল পদে নিযুক্ত করা আবশ্যিক। বিশেষ
স্থানীয় কোন বিষয়ের সূতন বন্দোবস্ত
তথাকার প্রজাদিগের মত লওয়া উ-
আমরা শুনিয়াছি, সকলেই বলিয়া থাকে
পূর্বে যে চৌকিদারের প্রথা ছিল
উত্তম ও প্রজাদিগের সুবিধাজনক
বর্তমান পুলিশ ইনস্পেক্টর বাবু বামরেন্দু
এ জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু
দিগের দ্বারা মত তাহা কে অন্যথা করে

সম্প্রতি বঙ্গমামের সিবিএল সারজন
সাহেব ও ডিক্রিট সুপরিটেণ্ডেণ্ট উই-
সাহেব এখানে আসিয়া আপন আপন
পরিদর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়া গিয়া
সীকারেও বিলক্ষণ আমোদিত হইয়া গিয়া
দাতবা চিকিৎসালয়টি দেখিয়া বিশেষ
হইবার কারণ এই যে, রাজা বাহাদুর
ধাকিবার জন্য দশটি গুলি প্রস্তুত করিয়া
ছেন। ইহাতে বিশেষ উপকার হইতেছে

আমরা দেখিতেছি, প্রাণনাথ বাবুর
ক্রমেই উন্নত হইতেছে। এককটি উপযুক্ত
কও নিযুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে গ্রামের
যত্ববান হইলেই বিশেষ কাজ হইবে।

এত দিনের পর এখানে একটা রী-
বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।
রত্নাস্ত্র ক্রমে লিখিব।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।
ব্যাগ্রাম চর্চ।

মহাশয় ২০এ অক্টোবরের সোমপ্রকাশ
কগণের ব্যাগ্রামচর্চা এই শীর্ষক দি
একটি প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তৎপাঠে
আমাদিগের হর্ষ ও বিবাদ উভয় উ-
হইল। উক্ত বিষয়ঘটিত যেসকল
উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন,
নিতান্ত অমূলক নহে এবং তৎসম্বন্ধে

প্রদান করিয়াছেন, তাহাও নবযুবক পক্ষে একান্ত অমূল্যবস্তু। বিবাদের বিষয় আপনাদের প্রস্তাব পাঠে এরূপ বোধ হয় যেমনস্ত বাচক ব্যায়ামচর্চা করিতে তাহাদিগের সকলেই মিলিত হইয়া বড়দিগের বাণীতে অভিনয় করিয়া থাকেন। যে আমাদিগেরই এইপ্রকার সংস্কার হে এরূপ নহে, বোধ করি সোমপ্রকাশ পত্রের এইরূপ হইয়া থাকিবে। অতএব তাহাদিগের এই প্রকার অমূল্য জম মুরী করিবার অভিপ্রায়ে নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিতে বাধ্য হইলাম।

কালে বালকগণকে ব্যায়ামশিক্ষা দিতে করা হয়, তৎকালে কোন বিশেষ নিয়ম হয় নাই, সুতরাং যে বেহাশিখিতে আসিয়া তাহাকেই উক্ত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। দিন পরে প্রকাশ হইল তাহার মধ্যে কতক এরূপ বালক আছে যে, তাহারা ব্যায়ামের শারীরিক উৎকর্ষসাধনে তত সফল কেবল উহাদ্বারা তাহারা নৃত্যাদিতে বিশেষ ও পটু হইবে, ইহাই তাহাদিগের প্রধান লক্ষ্য। অনন্তর যখন বর্তমান অদের জাতি-শাস হইতে কলিকাতার স্থানে স্থানে উক্ত বিদ্যালয় হইয়া বিশেষ বিশেষ নিয়ম লাগিল সেই সময়ে ঐসকল বালক হইত হইল এবং তাহাদের কতকগুলি একত্র একটি দলবদ্ধ করিয়া আপনাদের নর্তক খ্যাত হইল এবং আমোদপ্রিয় ধর্মিলোক বাণীতে অভিনয় করিতে আবৃত্ত কবিল। তত তাহাদিগের প্রথমাবধি ঐ অভিনয় তাহাতে আবার বড় মানুষ মহাশয়দি-প্রশংসা। ইহাতে তাহাদিগের আরো হইয়া উঠিল। এইরূপ দেখিয়া ব্যায়াম সস্তার সভাপতি ও সভ্য মহাশয়েরা সমু-বিদ্যালয়ের বালকগণকে সাবধান করিলেন এবং কয়েকজন বালকের প্রতি তাহাদিগের সন্মত হওয়াতে তাহাদিগকে লয় হইতে বঞ্চিত করিলেন এবং বিদ্যা হে এরূপ কঠিন নিয়ম প্রবর্তিত করিলেন যদি কোন বালক অভিনয়কার্যে হয় তাহাকে বিদ্যালয়ে আর লওয়া হইবে এবং তাহার বিশেষ দণ্ডবিধান হইবে। উক্ত আমাদের বক্তব্য এই যে তৎকালে সস্তার আর একটি বালক অভিনয় কার্যে হইবে এবং যে অল্পসংখ্যাত প্রথমা-কালে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইবে এখনও

কুকর্ষোৎসাহক মুখ ধনীদিগের আমোদজনক হইয়াছে।

আপনি নব যুবকগণকে আড়ম্বরশ্রিয় এবং তাহাদিগের কার্যসকলকে আড়ম্বররূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব পাছে আপনি এই সাধারণ মঙ্গলকর কার্যকেও আড়ম্বর বোধে জন্মে পড়িত হইয়া থাকেন তাহার নিবা-রনজন্য আমি অন্য এই প্রস্তাবটি লিখিতে সাহস করিলাম, অল্পএই করিয়া স্থানদানে বাধিত করিবেন।

শ্রী ঘঃ—

—:—

সম্পাদক মহাশয়। আমাদিগের এই হত ভাগ্য করিনপুত্রের ভয়ানক জলকষ্টের বিষয় লিখিতে লিখিতে লেখনী ক্ষয় হইতে লাগিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ইহার কোন উপায় হইল না।

গত আশ্বিন মাস হইতে এখানকার খাল স্বল্পতোয় হওয়াতে তাহার স্রোতোবিহীন বহু জল কেহই ব্যবহার করেন না। এখন সকলে অত্রতা জলাসমূহের জলই ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রায় মাসাধিক কাল গত হইল, উহারও জল নিতান্ত কটু ও কষায় হইয়া পীড়াৎপাদক হইয়াছে। অনন্যোপায় হইয়া উক্ত জল ব্যবহার করাতে এখানে স্বরোগের বিলক্ষণ প্রারম্ভ হইয়াছে। অমূল্য জম করিলে প্রতি বাসাতেই ২৪ জন স্বরোগাক্রান্ত ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে। গবর্নমেন্ট মনোযোগী না হইলে আমরা ত ইহার কোন উপায় দেখিতে পাই না। হয় খালগুলির পঙ্কোদ্ধার করিয়া স্রোতস্থান করুন, অথবা জলকষ্টনিবারণের অন্য কোন উপায় করিয়া দিন।

এবংসর অত্রতা গবর্নমেন্ট বিদ্যালয় হইতে ৫ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রেরিত হইয়া ছেন। উত্তর করুন সকলেই কৃতকার্য হউন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম উক্ত বিদ্যা লয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় অত্রতা গবর্নমেন্ট বিদ্যালয়টিকে নোয়াখালীর গবর্নমেন্ট স্কুলের ন্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য কমিটিতে প্রস্তাব করিবেন। যথার্থ হইলে নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

আগামী ১ লা জাগুয়ারি হইতে আমাদি-গের এখানকার বার্ষিক কৃষিপ্রদর্শনী মেলা আরম্ভ হইবে। আমরা অধ্যক্ষগণকে বিনয়ের সহিত নিবেদন করি, কৃষিপ্রদর্শনী মেলাতে কেবল কৃষকদিগের ষোপার্জিত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিয়া

সুশৃঙ্খলরূপে বাহাতে তাহারাই পুরস্কৃত সর্বতোভাবে তাহাতে দৃষ্টি রাখিবেন। তাহাদিগের নাম দিয়া অর্থাৎ সাহেব ও বাবুদিগের নাম দিয়া অর্থ প্রদর্শনী মেলা নাম দিয়া সাহেব ও বাবুদিগের উদর পূর্ণ করা হয় হইলে ইহার কৃষিপ্রদর্শনী মেলা নাম দিয়া সাহেব কি বাবুপ্রদর্শনী মেলা নাম দেওয়া সম্ভব হয়।

আজি কাল এখানে ব্রাহ্মদিগের নি-শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। কা-সমাজে আসিতে দেখা যায় না। কেবল জন ব্রাহ্মধারা সমাজের কার্য নির্বাহিত থাকে।

শ্রীঃ—

হিন্দুধর্মই এখানকার আদিম ধর্ম। ত-ধর্ম ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি কয়েকটি ধর্ম প্রচলি-য়াছে। সম্প্রতি আর একটি নব ধর্মের আ-হইয়াছে। ইহার নাম " গুরু সত্য হরি ব-এই মতটি দেশের পক্ষে মহানিষ্টকর হই-ইহার বিশেষ বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল। গণ পাঠ করিয়া দেখুন, এটি দেশের ই-অনিষ্টসাধক তাহা সহজেই বুঝিতে পারি-এত দিন এটি গোপনভাবে ছিল, এক-ইহা প্রচারিত হইয়াছে। প্রায় ৯-বৎসর এই মতটি প্রচলিত হইয়াছে। ইহার উ-অতি সুন্দর ও অদ্ভুত। সুখসাগরের স-হালিসহর গ্রামের দক্ষিণ এবং কাঁচড়া প-উত্তর ঘোষপাড়া নামে একটা গ্রাম অ-উক্ত গ্রামনিবাসী " রামশরণঘোষ উপ-খিত মতটির আবিষ্কার করেন। তিনি উৎকট পীড়ায় পীড়িত হন। বহুবিধ বহুবিধ চিকিৎসা ও নানাপ্রকার উপায় ক-কিছুতেই রোগশান্তি হইল না। পরি-ধন্য অসহ্য হইলে এক দিবস তাগীরধি-জীবনবিসর্জন করিতে উদ্যত হন। এমত-দৈববাণী হইল তোমার জলমগ্ন হইয়া প্রা-ত্যাগের প্রয়োজন নাই। তুমি অহরহঃ কা-বাক্য এবং তজ্জসহকারে " গুরু সত-বল " বলিয়া জপ করিও, তাহা হইলেই হইতে মুক্ত হইবে। তিনি এই কথা শ্রুতি-সমস্ত চিন্তে গৃহে প্রত্যাপন্ন করিয়া নি-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক উক্ত দৈববাক্য জপ ক-অল্পদিবসমধ্যেই আরোগ্যলাভ করেন। দেখিয়া অন্যন্য নিকটবর্তী গ্রামনিবা-প্রতিবাসী কথ্য ব্যক্তির প্রতিদিন তাহার

নাগত হইতে লাগিলেন এবং কৃতাকাল
 টে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অতিকা
 চরণের উত্তর আরোগ্যের কারণ জিজ্ঞাসা
 করিতেন। স্বাভাবিক মহাশয়ের যোগ কিছু
 তাই ভঙ্গ হইল না। উপস্থাপিত বৎসর দিন
 এইরূপ ক্রমে তৈবৎ এক দিবস তাঁহার যোগ
 ভঙ্গ হইল। তাহারা দেখেন, সম্মুখে কএক জন
 লোক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন কেন বাপু! তোমরা এখানে
 আমার সন্নিপে দণ্ডায়মান রহিয়াছ। তাঁহারা
 এইরূপ প্রত্যুত্তর দিয়া হওয়াতে আপনাদিগকে
 চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং গদগদ স্বরে
 বলিতে লাগিলেন আমরা আপনকার আরো
 গ্যের কারণ জানিতে নিতান্তই অভিলাষী হই
 য়াছি। এক্ষণে যদি অমুগ্রহপূর্ণক বলেন তাহা
 হইলে পরমোপকৃত হই। তিনি গর্জিতস্বরে
 বলিলেন আমি “ গুরু সত্য হরি বোল ” বলিয়া
 রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছি। তোমারাও বল অবশ্যই
 আরোগ্যলাভ করিবে। তাঁহারা এই বাক্য শিথো
 ধাৰ্য্য ও অনোধ বিবেচনা করিয়া তাহাই করিতে
 লাগিলেন। সময়ক্ৰমে বা বিশ্বাসবলে কাহার
 কাহার আরোগ্যও হইল। এইরূপে ক্রমশই
 এই মতটি চারি দিগে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এখন
 প্রায় প্রান্তপ্রদেশে ও নগরে এই ধর্মালোক
 প্রবেশ করিয়াছে। এদেশীয় অধিকাংশ অশি
 ক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রী এই ধর্মভূষণে ভূষিত হই
 য়াছেন। এখন স্থানে স্থানে এক এক আড্ডা
 খোলে পাওয়া যায়।

এই যোগ পাড়ার আড্ডা। উক্ত রামশরণ
 ঘোষের বংশপরম্পরা উক্ত ধর্ম প্রতিপালন
 কাণ্ডে আসিতেছেন। প্রতিবৎসর নোলমাসার
 সময় এখানে মহাসমারোহপূর্ণক একটি করিয়া
 মেলা হইয়া থাকে। এই সময়ে এই স্থানে এই
 ধর্মাক্রান্ত নানাজাতীয় স্ত্রী ও পুরুষ নানা দিগ
 দেশ হইতে আসিয়া একত্রমিলিত হন। হাতী
 খোড়া গাড়ি পালকীপ্রভৃতিতে মেলাস্থানটি
 পরিপূরিত হয় এবং বিবিধ মনোহর ও উপা
 দেয় দ্রব্য সামগ্রীর দোকান বসে। লোকের
 কোলাহলে গ্রাম পরিপূর্ণ হইয়া যায়। আমো
 দের পরিমীমা থাকে না। নানাজাতীয় স্ত্রীপুরুষ
 একত্র শয়ন ও একত্র ভোজন করে। ঘোষ
 বংশীয়দিগের আগের সীমা নাই। বিবিধ উপা
 দেয় ও সুখান্য সামগ্রীতে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া
 যায়। টাকা রাখিবাব স্থান থাকে না। ঘুংঘের
 কথা কি বলিব! কতশত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রপন ঘোষ
 বংশীয় ব্যক্তিগণকে অর্ঘ্যপ্রদানপূর্ণক প্রণাম
 করেন ও তাঁহাদের পরবুলি সর্দাঙ্গে লেপন ও

লেহন করেন। বিশপেরা রোমান ক্যাথলিক
 দিগকে বেরূপ সম্মান ও উপঢৌকনাদি প্রদান
 করিতেন, প্রদেশীয় আড্ডার কর্তারা ঘোষ
 বংশজদিগকে সেইরূপ প্রতিবৎসর সম্মানচিহ্ন
 স্বরূপ কিছু কিছু কর দিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় প্রদেশস্থ আড্ডা। ইহাদের আচার
 ব্যবহার কিছু অধিক বিস্ময়কর। ডোম, হাড়ী,
 বাগী যে কোনজাতীয় হউক না কেন কেহ না
 কেহ এই আড্ডার কর্তা হইয়া বসে। ইহাকে
 গুরু বলে। লোকে পর কালের নিস্তারকর্তা
 নীক্ষাগুরু অপেক্ষা ইহাকে অধিক ভক্তি করিয়া
 থাকে। ইহাদের আধিপত্যের সীমা নাই।
 ইহাদের গৃহে কোন সামগ্রীরই অভাব দেখা
 যায় না। ইহাদের সেবকেরা কোন প্রকার
 সুখান্য সামগ্রী পাইলে আপনারা ভক্ষণ না
 করিয়া এমন কি প্রাণসম পুত্র কন্যাতিগকে
 বঞ্চিত করিয়া কর্তার নিকট উপঢৌকন দেয়।
 অধিক কি ধন, প্রাণ, যৌবন, মান এবং কুলশীল
 সকলই একেবারে প্রভুর হস্তে সমর্পণ করিয়া
 বসে। কত শত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে উহাদিগকে
 প্রণাম করেন এবং উচ্ছ্রিত ভক্তি ও চরণরেণু
 সর্দাঙ্গে লেপন ও লেহন করেন। কোনপ্রকার
 পীড়া হইলে গুরুপূজা মনন করা হয়। প্রতি
 শুক্রবার রজনীতে গুরুর বাগীতে একটি করিয়া
 অধিবেশন হয়। এই দিবস এই দলাক্রান্ত স্ত্রীপু
 রুষেরা একত্র মিলিত হন এবং আমোদ প্রমো
 দাদি করেন। যে স্থলে এত স্ত্রীপুরুষের সমাগম
 দেখাটেন যে কিরূপ ব্যবহার হয়, পাঠকগণ
 সহজেই বুঝিয়া লউন। যিনি এই দলভুক্ত হইতে
 অভিলাষী হন, তাঁহাকে এই দিবস গুরুর সন্নিপে
 আপনার অভিপ্রায় জানাইতে হয় এবং গুরুর
 গম্ভীর ভক্তি করিতে হয়। গম্ভীর ভক্তির
 কারণ এই, তাঁহার মনে বিকার আছে কিনা
 গুরু তাহার পরীক্ষা করেন। যিনি উক্ত করিতে
 অক্ষম হন, তাঁহাকে দলে লওয়া হয় না। আমা
 দের দেশের লোকের কি জন্ম! কোন কালে কে
 আরোগ্যলাভ করিয়াছে দেখিয়া, সেই ভক্তিতে
 নীচ জাতীয়ের নিকটেও দানের ন্যায় হইয়া
 থাকেন। তাঁহারা কর্তার নিকট নিজ নিজ অভি
 লাষ ব্যক্ত করেন। কর্তা গর্জিত এবং সাহসকার
 বাক্যে তাহার প্রত্যুত্তর দেন। এই দলের ব্যবহার
 এরূপ জঘন্য যে, তাহার বর্ণনা করিতেও লজ্জা
 হয়। ইহাদের মতে স্ত্রীভেদ এবং জাতিভেদ
 নাই। অস্বদেশীয় অধিকাংশ বিধবা স্ত্রী ও
 লম্পট পুরুষ এই দলাক্রান্ত হন। এখানে সক
 লের সকলপ্রকার অভিলাষ সিদ্ধ হইতে পারে

এই দলবদ্ধ হইলে বিবিধ ব্রত বৈধব্যভ্রাণী
 করিতে হয় না। গুরু কল্পতরু ন্যায় সর্ব
 কাম সিদ্ধিকর্তা। এখানে সকল ফলই সুপ্রা
 জগমাথক্রে অস্ববিচার নাই জানা যায়।
 এক্ষণে এদেশেও অস্ববিচার প্রায় রহিত
 আসিবে। ব্রাহ্মণপ্রভৃতি নানা বর্ণের
 উক্ত রজনীতে একত্র ভোজন করেন
 গান বাজ্য করেন। নারীরা পুরুষের অঙ্গে
 পুরুষেরা স্ত্রীর অঙ্গে শয়ন করে। স্ত্রী
 পরস্পর পরস্পরের গায়ে চলিয়া পড়েন।
 তাই লজ্জা বোধ হয় না। এইরূপে প্রায়
 রজনী অতিবাহিত করিয়া কল্পতরু গুরুকে
 পাতপূজক নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান
 থাকে। পাপমতি চরিত্রপ্রকৃতি পুরুষ ও কাম
 অজবয়স্ক বিধবা ও অধিকাংশ কুলীনকন্যা
 সুখলাভার্থ এই ধর্মাক্রান্ত হয়, ইহারা পূর্ণ
 পাপে পরিপূর্ণ ও সমাজকে কলঙ্কিত করি
 ধর্মসাপন ইহাদের উদ্দেশ্য নহে, ইঞ্জিয় চর্চা
 করাই প্রধান উদ্দেশ্য। সম্প্রদায় মহাশয়
 কি ভয়ানক অবস্থাতেই পতিত হইয়াছে।
 অবস্থার উন্নতি ও স্ত্রীবৃদ্ধির কারণ। সেই
 বিধম গোলযোগ ঘটয়াছে। লোকে
 লিত বিস্ময় হিন্দু ধর্মের প্রতি বিলক্ষণ
 হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা শিক্ষিত হই
 তাঁহারা অন্য ধর্মের আশ্রয় লইতেছেন।
 যাঁহারা অশিক্ষিত তাঁহারা এই দলাক্রান্ত
 হন। ধর্মের গোলযোগ হওয়াতেই দেশে
 প্রকার কুরুধর্মের স্রোত প্রবল হইতেছে।
 ভয় না থাকিলে কুরুধর্ম কদাচ ভয় হয় না।

তারিখ ২৯ এ নবেম্বর } ভবদীয়
 সন ১৮৬৮ সাল }
 জনাই।

—১০১—

কিছুদিন অতীত হইল মহাশয়ের
 সোমপ্রকাশে যতনাথ চক্রবর্তী ও বি
 গোপালপ্রভৃতি স্বাক্ষরকারী মহাশ
 পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হই
 কিম্ব ১৬ই অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে
 বাবু কেশববাবুর পক্ষ হইয়া যে খীয়
 স্থিতচিত্ততার বিশেষ পরিচয় প্রদান
 ছেন, তদর্শনে অধিকতর বিস্ময়াপন্ন
 ইনি কি সেই বিজয় বাবু? বোধ করি
 বেন। তাহা হইলে কি এক মুখ হইতে
 কখন নির্গত হয়? “কি” আবার য
 স্পষ্টাকরে লিখিয়াছেন “য” যা
 কার্যে কেশব বাবু বিনা দোষে আগতে
 হইতেছেন, তাঁহাদিগকে অনেক অনুন

আম, কিছুতেই তাঁহাদিগের উদ্যম ভঙ্গ
না; অবশেষে সংবাদপত্রদ্বারা সাধা
গোচর করিলাম। তখন ইনি সেই
বাবু না হইয়া যান না। বাবু এপ্রকার
কেন এবং তাহাতে ভীতই বা হই
গরণ কি? ইহাতে কি তাঁহার গৌরবের
হইতেছে না? পূর্বে সাবধান হইলে আর
কথাই সহ্য করিতে হইত না। তিনি
লিখিয়াছেন “আমরা কেশব বাবুর
ঘোষণা করি না।” ঘোষণা
কাহাকে বলে? অজ্ঞানকে জ্ঞানো
প্রদান না করা যদি অন্যায় হয়,
গামীকে সুপথ না দেখান যদি অধর্ম
কেশব বাবুর কি অধর্ম স্পর্শ হইতেছে
গরণ বিজয় বাবু প্রত্যুত্তি বলেন “কোন
তাঁহার পদাবনত হইলে তিনি তাঁহাকে
গ করেন না।” নিবারণ করা কি কেশব
অবশ্য কর্তব্য নহে? বিজয় বাবুকে এ
লিপিতে কে অমুরোধ করিয়াছিলেন?
তিনি মিররসম্পাদকের তাড়না আর
করিতে পারিলেন না, অথবা কেশববাবু
গরণ করিয়া ভীত হইলেন। এই জন্যই
কবানীদিগকে লোকে এত ঘৃণা করিয়া
তাঁহার। আপনাবাই ঘৃণার ভাজন হই-
। আমার এই কয়েক পংক্তি দেখিয়া,
ইজী ক্রোধাক্ত হইয়া, করে করাল কর
গণপূর্বক বন্ধপরিষ্কর হইয়া সমর সাগরে
গ করিবেন, আমিও সামান্য তৃণ
দি লইয়া আত্মরক্ষার ক্রটি করিব না।
মি ওহলে, যত্নবাবুকে ধন্যবাদ না দিয়া
ইতে পারিলাম না। তিনি একবার যাই
ছেন অন্য তাহাই বলিয়া স্বপক্ষসমর্থন
ছেন। বোধ করি তাঁহাদিগের গৃহভেদ
হ; সেই জন্যই গোসাইজী, অন্যায়ের
কেশববাবুর আশ্রয় লইয়াছেন। আমি
বাবুর ভক্ত নহি এবং তাঁহাকে ঘণণ করি
ব অন্যায় দেখিলে সকলকেই বলিতে
ই মাত্র।

সংস্কারকালে, কেশববাবুর পদানত মহা
গর নিকটে, আমার জিজ্ঞাসা এই, যদি
হইলেই ঈশ্বরানুগ্রহীত হয় ও তাঁহার
সুপারে তদীয় ভক্তগণ ঈশ্বরসমীপে
পারেন। তাহা হইলে জগদ্বিখ্যাত সঙ্কট
নিস্ ও শিশুরে মনুষ্যগণকে হস্ত
খরের নিকট প্রেরণ করিতে পারিতেন।
দি সঙ্করিত হইলেই হয়। তাহা হইলে

সমস্ত সঙ্করিত ব্যক্তির উপাসনাই ধর্ম হইত।
আমাদিগের চিরজ্ঞান হিন্দুধর্ম কি অপরাধ
করিয়াছে?

ইং টেলিগ্রাফ অফিস }
দানাপুর ৪ ঠা নবেম্বর } ক্রীযো:
১৮৩৮

—:—

মহাশয়! গত ২৭ এ কার্তিক এখানে একটি
তয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। জিলা
হাওড়ার অন্তর্গত রাউতড়া গ্রামনিবাসী
বৈকুণ্ঠনাথ হাজারা সম্প্রতি কিঞ্চিৎ অর্থ উপা
র্জন করিয়াছেন। ধর্ম হইলেই লোকের উত্তম
বাসস্থানাদি নির্মাণ করিবার অভিলাষ হয়।
এ ব্যক্তির সেই ইচ্ছা বলবতী হওয়াতে ইট
গড়াইবার ব্যয় নির্দীপ্য নগদ ৫০০ টাকা
বাটীতে পাঠায়। দস্যুরা ইহার সন্ধান পাইয়া
ঐ রাত্রেই সকলে আগমনপূর্বক উহার সর্গম
লইয়া গিয়াছে। ইহার। টাকা ও অলঙ্কারে
হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। পিতল ও
কঁদারপাত্র গুলিতে হস্তক্ষেপ করে নাই। কুঠন
কালে ছুর্তেরা এত বাটুল নিক্ষেপ করিয়াছিল
যে প্রতিবেশীদিগের দেহ বাটীর বাহির হইতে
পারেন নাই। ষ্ট্রেন আমতার সব ইনস্পেক্টর
শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় আগ
মন করিয়া ডাকাইত ধরিবার জন্য অত্যন্ত
ধুমধাম ধরিতেছেন। পাছে “বহ্মারস্তে লঘু
ক্রিয়া” হইয়া পড়ে এই আমার শঙ্কা।

একদে এ দেশের প্রায় সকল মাঠই শুষ্ক
হওয়াতে রজনীযোগে দস্যুগণের গমনাগমনের
বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। অতএব পুলিশের
কর্তৃপক্ষ মহোদয়গণের নিকট আমার প্রার্থনা
এই যে, তাঁহারা আপন আপন অধীনস্থ কর্মচারী
দিগকে গাঢ়নিদ্রায় আর অভিভূত থাকিতে
না দেন। পরে দৌড়াদৌড়ি করা অপেক্ষা
পূর্বে সতর্ক হওয়া বিধেয় সন্দেহ নাই।

রাউতড়া
জিলা হাওড়া }
২ অগ্রহায়ণ } কসচিৎ জমণকারিণঃ।
১২৭৫

—:—

হিন্দুপেট্রি যুট ও সাবিত্রীচরিত।
৯ ই নবেম্বরের পেট্রি যুটে সাবিত্রীচরিতের
সমালোচন দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম।
সাবিত্রী পাঠ করিয়া আমাদের যেরূপ সংস্কার
অন্নিয়াছে এবং সোমপ্রকাশ ও এডুকেশন
গেজেটে যেরূপ মত প্রকাশিত হইয়াছে, পেট্রি
যুটে তাহার বিপরীত দর্শন করিলাম। বোধ
করি, বিজ্ঞ সম্পাদক মিজে ঐ প্রস্তাবটি লেখেন
নাই। অন্য কাহাকেও তাহার ভার দিয়া থাকি

বেম। যিনি হউন, লেখক বিধম অর্থে
হইয়াছেন।

পেট্রি যুট আমাদের দেশের অতি
সমাদপত্র। তাঁহার মত ও বাক্য অ
আদরনীয়। পেট্রি যুটে সাবিত্রীচরিতের
লোচন দেখিয়া অনেকের আশ্চি
পারে। আমরা সেই জম নিরাকরণার্থ
ধারণ করিলাম।

সমালোচনকারী লিখিয়াছেন, “
নিক ভাব যেরূপ থাকুক না কেন, ৩৪
এক জন রাজাকে ঘোড়কের রাজা ও মহ
রাজা বলিয়া বর্ণন অতিনিকৃষ্ট হইয়া
আমরা সাবিত্রীর ৩৩ পৃষ্ঠা পাঠ করিলাম,
বর্ণন দেখিতে পাইলাম না। আদ্যন্ত পড়ি
কেন স্থানেই তাদৃশ লেখা দৃষ্ট হইল না।
করি পেট্রি যুটে মুদ্রাক্ষনের তুল হইয়াছে
পৃষ্ঠা না হইয়া ৪ পৃষ্ঠা হইবে। ৪ পৃষ্ঠায়
লিখিত লেখাটি দেখিয়া সমালোচন
অপের তুল করিয়াছেন।

“অধপতি নরপতি, আর, রাজরাণী,
কিরূপে তোমায় চাড়ি বরেন পরানী
৪ পৃষ্ঠায়

পাঁচ বংশের কালকেও ইহার অর্থ বু
পারে; কিন্তু বিজ্ঞ সমালোচনকারী
বুঝিতে পারেন নাই। তিনি অধপতি
ঘোড়কের রাজা বুঝিয়াছেন। ইহাতেই, তাঁ
বাল্লা ভাবায় যেরূপ ব্যুৎপত্তি ও পৌ
ইতিবৃত্তে যেরূপ জ্ঞান, তাহার পরিচয় প
যাইতেছে। বাল্লা পুস্তকের উপর
লোকের সমালোচন কত দূর সঙ্গত ও ন
তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

সমালোচনকারী লিখিয়াছেন,
পৃষ্ঠায় ছই পংক্তিতে সাবিত্রীর বর্ণন
দরিদ্র ৯ ইটী তাঁহার তুল। পাঠকগণ
দর্শন করুন।

“নববিকসিতা বালা দিব্যকান্তিমত
উজলি চৌদিক রূপে, চলে মুহুগতি
রূপের চটায়, যেন আকাশ নন্দিনী
চমকিলা ধরাতল চপলা কামিনী।
অতুল সৌন্দর্য মাঝে, কিন্তু দেখে আর
স্থিরদৃষ্টি, ধীরভাবে অতি চমৎকার।
প্রশংসে যুবতীকুল চঞ্চল নয়ন,
চপল স্বভাবে আর, যত কবিগণ
কি এ নবীনী বালা লাজের সহিত
ধীরভাবে স্থানেত্রে করে বিমোহিত।
পবিত্রতা মাথা রূপ এ হেন ললনা
নাহিক অগতে আর করিতে তুলনা।

পবিত্রতা দেবী পৌরকোলাহল
হতে না পারি, আজি যার বনস্থল।

৩ পৃষ্ঠা

কি পর্যাপ্ত নহে? কতকগুলি কল
দায়িত্ব দিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণন না
কি নায়িকা বর্ণিত হয় না? গ্রন্থকার
কারিয়া তাহা ভাগ করিয়াছেন। সাবি
ত্রীচরিত্রে চিত্র করা তাঁহার উদ্দেশ্য
মনোভা, পবিত্রতা, পাতিভ্রতা, ধর্ম-
ভুক্তি সদৃশ সকল বর্ণন করাই তাঁহার
অভিপ্রায়। তিনি তাহা সাবিত্রীচরিত্রে
নে পূর্ণ চিত্রিত করিয়াছেন।

সমালোচনকারী লিখিয়াছেন “কবি ভাষা
বিশেষ অত্যন্ত অক্ষরগণকারী। মিষ্ট
কল দ্বারা তাহাকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়া

এ কথা অতি অগ্রহ। আজি কালি
বিশুদ্ধ রীতিতে বালালা পদ্য লিখিত
হলে, সাবিত্রীচরিত্রে স্থানে স্থানে সেই
অবলম্বিত হইয়াছে; কিন্তু গ্রন্থকার কাহা
ভাষা অক্ষরগণ করেন নাই। মাইকেলের
বিত্রীচরিত্রে ভাষাতে অনেক অন্তর।
কলী ভাষা ছরছ ও ককশ, সাবিত্রীচরি
ভাষা সরল ও মধুর।

সাবিত্রীচরিত্রকার, মুখে চন্দ্রের বা পঙ্কজ
না, নেত্র মৃগনয়নের উপমাভুক্তি যে
কগুলি কবিগণের সাধারণ সম্পত্তি হইলে
সে অন্য কাহাও তাহা অপহরণ করেন
। সাবিত্রীচরিত্র নব নব ভাবে পরিপূর্ণ।
তে এত সূতন ভাব আছে যে, সমুদায়
ত কবলে ধাব এক খানি গ্রন্থ হয়। নিম্নে
তার কয়েকটি গৃহীত হইল:

“ভুলো না খাইতে যথা শিরীষমঞ্জরী
অতি কোমলাঙ্গী, মম চামর-কঙ্করী,
সুগায়ত সুশীতল ধরিয়া চামর,
এ বসনে বসিতেছে মোরে নিরস্তর।”

৬ পৃষ্ঠা

অনেকে শিরীষ কুম্মকে কোমল বস্তুর
বর্ণনা দিয়া থাকেন, কিন্তু চামরস্বরূপ বর্ণন
সূতন। যিনি শিরীষমঞ্জরী দর্শন করিয়া
ন, তিনি ইহাতে চমৎকৃত হইবেন।

“না চলে চরণ ছেবে নেত্র অনিমগ্নে,
ফনিনী হেরিলে যথা আলোক উজ্জ্বল,
না নড়ে পুলকে রহে মোহিত অচল।”

এ ভাব আর কোথায় নাই। আলোক
খিলে মোহিত হইয়া ধরা ধরিয়া স্থির থাকে,
সর্পের প্রত্যক্ষিত প্রকৃতি। যিনি ভূজ-

কের এই স্বভাব জ্ঞাত আছেন, তিনি এতৎ
পাঠে পরিতুষ্ট হইবেন।

“সুপক্ক সুরস কলভরে অবনত,
দেখ সই! চারি দিকে তরু লতা কত,
পথিকের ক্রমা ক্রান্তি হরিবার তবে,
প্রকৃতির সদাশ্রিত যেন ধরে ধরে।”

৭ পৃষ্ঠা

“সম্মুখে হেরিলা বনে সুনীলবরণ
হোম-মুমুখিখা উঠি, চাকিছে গগন;
যেন জলস্তম্ভল, সাগর-সমরে,
উঠি শূন্য পথে মিলে নীল জলবরে।”

১৭ পৃষ্ঠা

উন্নত হীরকভাতি শত শত তারা,
যেন দেবগণ বর্ণে মেলি নেত্রতারী,
নিরখিছে অগতের সব আচরণ।

২১ পৃষ্ঠা

“সুনীল আকাশে পূর্ণ শশী পরকাশে,
সুবর্ণ কলস যেন নীল জলে তাসে।”

২১ পৃষ্ঠা

“ভাঙিল চন্দ্রবিন্দু সাবিত্রী কপালে
উজলে-ইল্লা যথা মৃগশিরাতালে।”

৮৪ পৃষ্ঠা

“বাঁধিলা কবরী সুল নীল কেশপাশে
যেন মেঘ বনীভূত পশ্চিম আকাশে।”

১০২ পৃষ্ঠা

“সুনিগরী কোলে বধূ সৈ শোভা কি কর
স্বর্ণলতাকোলে যেন প্রবাল পত্রব।”

১১৪ পৃষ্ঠা

“যুবজন করে সদা বিনয় ভক্তি,
সতীত্ব প্রত্যয় পূর্ণ সাবিত্রীবদন
না পারে রেহিতে, যথা মধ্যস্থত পর।”

১১৮ পৃষ্ঠা

“..... চমু গভীর নিদ্রায়,
বাঁড়ল এত যে নিশা নহে অসুপ্ত,
আর ত পিঙ্গর দুবে করিলে চলিত,
সে পিঙ্গববাসী শুকনারে কদম্ব
বুঝিতে, কতেক দুবে করিল গমন।”

১৫৩ পৃষ্ঠা

সমালোচনকারী কি এ গুলিকে সূতন বাদ
করেন না? বন্য সুস্বাদ কল প্রকৃতির সদাশ্রিত
সুপক্ক, মুমুখিখা জলস্তম্ভের ন্যায়, নক্ষত্রপুঙ্খ
দেবগণের নেত্রতারানামূহ ইত্যাদি ভাবগুলি
আর কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়াছে?

সমালোচনকারী বলেন,—“গ্রন্থকার চন্দ্র-
মনোহারিত্বসম্পাদন অত্যন্ত অপারগ ও
ভাষার মধুরতা সাধনে তাঁহার অত্যন্ত অক্ষমতা

আছে।” “হই একটী ভীল হইলেও সাধা
গতঃ চন্দ্রের গ্রন্থন বিফল হইয়াছে।”

এ কথা নিতান্ত অগ্রহ। সাবিত্রীচরিত্রে
ভাষা বেরূপ প্রাকল ও মধুর এবং ছন্দ বেরূপ
সুস্বাদ ও মনোহর, বালালা পদ্য গ্রন্থে এ
ভাষা ও ছন্দ অতি অল্প দৃষ্টিগোচর হয়।
উপরে যে কবিতাগুলি প্রদর্শিত হইয়া
তাহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন।
সমালোচনকারীর সমুদায় সাবিত্রী হইতে অল্প
এক পংক্তিও কর্কশ ভাষার ও কদর্যা ছন্দ
উদাহরণ দেখান উচিত।

তিনি লিখিয়াছেন,—“এই গ্রন্থ ক
গুণের যথোপযুক্ত অংশ আছে, ইহা না বিন
যেমন অন্যান্য হয়, সেইরূপ গ্রন্থকারের
তাঁহার উচ্চাভিলাষের অক্ষর হইয়াছে এ
বলিলে চাটুকায়িত হইবে।”

এ কথা অবিশ্বাস্য। আমরা মনো
পূর্কক আদ্যস্ত পাঠ করিয়াছি। সাবিত্রীচরি
বিশয়টী যেমন উৎকৃষ্ট, গ্রন্থকারের ক্ষমতা
তাঁহার উপযোগী হইয়াছে। পতিভ্র
পতিভ্রম ও ধর্মভাবই সাবিত্রীচরিত্র কা
জীবনস্বরূপ। গ্রন্থকার তাঁহার উপদেশ
মনোহররূপে গ্রন্থের সর্ব স্থানে প্রদান করি
ছেন। সাবিত্রীচরিত্র প্রসাদগুণে ও প্রী
নব নব ভাবে পরিপূর্ণ। প্রথম চটতেই
অমিয়া গিয়াছে। পাঠকালে উত্তরোত্তর
হাস্যভঙ্গি জন্মে এবং পাঠকের মনে অতুল
আনন্দেব সঞ্চার হয়। যিনি আদ্যোপান্ত
চরিত্র পাঠ করিবেন, তিনিই এ কথা স্বী
করবেন।

ঈদৃশ ক্ষমতা কি পর্যাপ্ত নহে?
অপেক্ষা আর কি অধিক ক্ষমতা প্রকাশ
হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

সমালোচনকারী আরও লিখিয়াছেন
“গ্রন্থাবের কল্পনাশক্তি কিম্বা নাটকী
অথবা ভাষায় উত্তম অধিকার নাই।”

সাবিত্রীচরিত্র পুরাতন গল্প বলিয়া
ইহাতে গ্রন্থকারের কোন ক্ষমতা প্রকাশ
নাই এমন নহে। স্থানে স্থানে যে পরি
ও অতিরিক্ত সূতন বর্ণন সন্নিবেশিত
অধ্যাত্মিককে সুস্বাদ ও স্বভাবানুগত
রাছেন, তাহাতেই তাঁহার কল্পনাশক্তি
কীয় গুণের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাত্ম্যরূপে বর্ণিত আছে—সাবিত্রী
কিক রূপলাবণ্যশালিনী হইবেও কোন
তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় অল্প হয়

স্বভাবসঙ্গত নহে। এ জন্য সাবিত্রীচরিত
তাহার পরিবর্তন করিয়া একরূপ বর্ণন করি
যে সাবিত্রী আপন অমূৰূপ বলিয়া
নীত না হওয়াতে অন্য কাহাকে পাত্রে
করিতে চান নাই।

পূর্ক উপাখ্যানে আছে—সাবিত্রী মনে
সত্যবানকে বরণ করিয়া, সত্যমধ্যে
আর নিকট নিগমুখে আপন মনোগত ভাব
করেন, কিন্তু তাহা কন্যাজনোচিত
শীলতার বিরুদ্ধ, সুতরাং অস্বাস্তাবিক।
নিমিত্ত সাবিত্রীচরিতে তাহা পরিবর্তিত
হইয়াছে। সাবিত্রী খীয় সখীর দ্বারা পিতার
আপন অভিপায় জানাইয়াছেন, একরূপ
হইয়াছে।

সত্যবানকে বর্ণিত আছে—মদ্ররাজ চ্ছিতা
ত্রীকে তপোবনে লইয়া গিয়া সত্যবানকে
দান করিয়া আসেন, কিন্তু তাহা সাধারণ
হিন্দুপ্রথার বিবোধী এবং তাহাকে
ত বর্ণনের অবসর নাই। এ কারণ সাবি
রতলেখক তাহার অন্যথা করিয়াছেন,
সত্যবানকে মদ্রপুরে কন্যাকস্তার আলায়ে
দান করা হইয়াছে। উহাতে হিন্দুরীতি
ও পরিণয় উভয়রূপে বর্ণিত হইয়াছে।
সাবিত্রী যেরূপ স্তুতিবাদ করিয়া যমের
তা ও বরলাভ করিয়াছিলেন, তাহা সম
ত ও স্বভাবসঙ্গত নহে। এ জন্য গ্রন্থকার
লে এই স্থল চর্চিত্রিয়া দিয়াছেন এবং পরে
নিমিত্ত স্বপ্নবর্ণনাকালে সংক্ষেপে তাহার
করিয়াছেন। উহাতে পুনরুক্ত্যদোষও
হইয়াছে।

শ্রীমদর্গস্থ উপাখ্যানাংশ অতি চমৎকার
বর্ণিত হইয়াছে। অঙ্গ রাজা চ্যামৎসেন
কন্যাপূর্ক সহসা চক লাভ করিলেন
পবে সত্যবানের স্বপ্ন রক্তাস্ত ও গুরুবধু
যমের নিকট স্বপ্নের নেত্রলাভ বর
ছেন, শুনিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন।
নে পুনরায় শালনাথ্য প্রাপ্ত বরের
না বলিতে বলিতে মৃত আসিয়া উপনীত
এবং একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্র
জানা গেল প্রকৃতিবর্ণ শাল সিংহাসন
নিমিত্ত চ্যামৎসেনকে আহ্বান করি

বিত্রীচরিতে অনেক স্তূতন বর্ণন সংযো
হইয়াছে। প্রথম সর্গে বন তপোবনের
দ্বিতীয় সর্গে স্বপ্নে সত্যবানের বরমালা
তৃতীয় সর্গে সাবিত্রীর মৃত্যুচরিত্র

পারিচয়, চতুর্থ সর্গে বিবাহার্ঘ্য পুত্রের বিদায়
ও পুরপ্রবেশ, পঞ্চম সর্গে সাবিত্রীর স্বপ্নরূপে
গমন ও হৃৎকার্য্য, ষষ্ঠ সর্গে বিলাপ, সপ্তম সর্গে
স্বপ্নকথন ইত্যাদি অনেক স্তূতন বর্ণন করা
হইয়াছে। এই বর্ণনগুলি অতি মনোহর।

গ্রন্থকার কেবল আখ্যায়িকার স্থল অংশ
অপরিবর্তিত রাখিয়াছেন। তন্ত্র আদ্যোপান্ত
পরিবর্তিত করিয়া সাবিত্রীচরিতকে প্রকৃতির
অনুগত ও সৌভবান্বিত করিয়াছেন।

গ্রন্থকার সর্গস্থানে গ্রন্থগত ব্যক্তিদিগের
ভাষা, অবস্থা ও স্বভাব রক্ষা করিয়া বর্ণন
করিয়াছেন। কোন স্থলে তাহার টেপনীত্য
হয় নাই। ইহার তুরি উদাহরণ দিতে পারিতাম;
কেবল প্রস্তাববাক্যভায়ে ক্ষান্ত হইলাম।

এই সকলদ্বারা কি গ্রন্থকারের কল্পনা
শক্তির ও নাটকীয় গুণের বিশেষ পরিচয় প্রদ
শিত হয় নাই?

গ্রন্থকারের ভাষায় উত্তম অধিকার নাই।
এ কথায় আমরা হাস্যসম্বরণ করিতে পারি
লাম না। গ্রন্থকার বাঙ্গলা ভাষা জানেন কি না
পূর্কোক্ত কবিতাগুলিতেই তাহা প্রমাণীকৃত
হইয়াছে।

আর যে কয়েকটি দোষ লিখিত হইয়াছে,
তাহাতে বাক্যব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন।

সমালোচনকারী অনেক দোষারোপ করি
য়াছেন, কিন্তু তিনি উদাহরণপ্রদর্শন করিয়া
তাঁহার বাক্য সমপ্রমাণ করেন নাই। তাঁহার
নিকট প্রার্থনা, হয় তিনি উদাহরণ দেখাইয়া
তাঁহার মত সমর্থন করেন, না হয় আপনার
অম স্বীকার করেন।

অনেক সময় পেট্রিয়টে বাদলা পুস্তকের
উপর অযথা উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।
পেট্রিয়ট সম্পাদকের কর্তব্য একটু বিবেচনা
করিয়া বাঙ্গলা পুস্তকের দোষ গুণ বিচার
করেন।

২. এ অগ্রহায়ণ। এক জন পাঠক।

—১০২—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ ভট্টাচার্য্য; আলাহাবাদ	৩৬
" " উমেশচন্দ্র মণ্ডল	চুচুড়া
১২৭৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৬ কার্তিক	১৩
" " কেদারনাথ দত্ত	মিরট
১২৭৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৬ কার্তিক	১৩
" " ললিতমোহন রায়	চকদীঘী
১২৭৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৬ কার্তিক	১৩

২. ২ তারিখীপ্রসাদ ঘোষ পোস্তা
১৮৩৮ মবেধর হইতে ৬৯ অষ্টোবর
শ্রীযুক্ত যুগি গোলামহোসেন রঙ্গপুর
—:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি
বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাহুল না পাইলে
মূল্যে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
বাণ্যাসিক ৫।। টাকা; মফস্বলে ডাকমা
সম্মত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং টেক
সিক ৩৫। তিন মাসের ম্যুনে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। ছপ্তি, বরাতি চিঠি, ম
অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্য
সাহায্যে তাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উ
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

সাঁহার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁ
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক ম্যু
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বলে হইতে সোমপ্রকাশ
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্ট্রি করি
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাজুগুপের নামে পাঠ
ইয়া দেন।

সাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হই
আসিবে, একমাসপূর্ক তাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান হাইবে, কাল অতীত হই
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ ক
হাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠ
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের ড
ধরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

সাঁহার মাহুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ ক
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ক
হাইবে না।

কেন সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ই
ফরিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপৎজি
স্বামা তাহার পর ১০ আনা দিতে হইবে
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করি
বেন, তাঁহার সঙ্কিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষি
চাকতিপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্য
জুগুপের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১) শ স্তম।

৩ সংখ্যা।

“ প্রবক্তানাং প্রকৃতিচিন্তায় পার্থিবঃ সুরস্বনা স্তিমিত্বনী ন হীয়তাং। ”

মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
প্রিয় বাণ্যাসিক ৫৫ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ৮ ই পৌষ। ১৮৬৮। ২১এ ডিসেম্বর

মফসলে মাহুলসমেত অগ্রিম বাণ্যাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৫।

বিজ্ঞাপন।

ইদানীন্তন কতগুলি অসংলোক বর্ধলাল
র বশবত্তী হইয়া অনেক পুস্তক পূর্নক
সংস্করণকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহার
কৃত আম না করিয়া অনেক বহু মাস
ত গ্রন্থের কোন অংশ একটু এক পালট
য়া সেখানি নিজের “সংস্করণ” লিয়া
কবেন এবং তাহাদের পৌত্তাগঃ পতঃ
ত গ্রন্থ গ্রন্থের স্থলবিশেষে সমস্ত
স্থল গ্রন্থসঙ্গে এই শোচনীয় ব্যাপার স্পষ্ট
তছে।

সাধারণ্যে এই একটা সংস্কার আছে
স্থল গ্রন্থে ব্যক্তিবিশেষের নামিকতা নাই
রাং যে সে মনে করিলে ছাপিতে পারেন।
যত পুস্তি সংগ্রহ করিয়া যত পরিচয়
চষ্টা করিয়া কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের
সংস্কার করা হউক না, বে মনে করিলে
সেখানি ছাপিতে পারেন লোকের চক্ষে
দিবার মত কিছু পাবর্ত্ত করেন।
বসিটীতে সংস্কৃত প্রবেশ হইয়া অবদি
উপস্থলের বাহুল্য দেখ যাতেছে।
সংস্কৃত পুস্তকে বটভার্য বাতঃ
তে চলিল।

আমার প্রকাশিত বেনীসংহার নাট
প্রতি এরূপ অত্যাচার না ঘটে, এই
বিজ্ঞাপন দিতেছি যে জীযুক্ত জগন্নাথ
কালঙ্কারকৃত টীকা সহ বেনীসংহার
খানি রেজিষ্ট্রাবি করান গেল, যদি কেহ
সংস্কারের অনুমতি না লইয়া তাহার কর্তৃক
ত বেনীসংহার নাটকের পাঠ বা টীকা
আপনগ্রন্থে নিবেশিত করেন তাহা
কাপিরাইট আইন অঙ্গসারে কার্য নাসে
ন করা যাইবে।

কালীঠনঠনে } জীকেশরনাথ বন্দ্যো-
অগ্রহারণ } পাধ্যায় প্রকাশক

মুদ্রাবোধসার

স্বল্পায়স ও পরসময়ের মধ্যে সংস্কৃত
ভাষায় প্রবেশাধকার জন্মে এই অভিশ্রমে
মুদ্রাবোধ ব্যাকরণের অতি প্রয়োজনীয় অংশ,
তাহার সংস্কৃত বাখ্যা ও বাঙ্গালা ভাষায়
তাহার তাৎপর্য। জীযুক্ত পণ্ডিত লোহারাম
শিরোরক্ষকর্তৃক সংগৃহীত হইয়া বাঙ্গালা
অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠার্থগণের
সুবিধার জন্য সূত্রসকল পদাইয়া দেওয়া হই
য়াছে, সূত্রানুসারে পদসমাধনের রীতি প্রদর্শন
করা হইয়াছে। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।
কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত আছে।

২৭ এ অগ্রহারণ } অীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
১২৭৫

হুজাপুর মেডিকেল হল।

১। এতদ্বারা আমাদিগের ঔষধজন্মকারক,
সুহৃদ, সহকারী, ও সর্দসাহায্যকে জ্ঞাত করা
যাইতেছে যে, ত্রিতীয় ত্রৈমাসিক ইণ্ডেন্ট
সম্বন্ধে অর্নবপোত “ষ্টারঅব স্কোমীয়া, ওয়ার
উইক, ব্রিটিশ প্রিন্স” দ্বারা দশ সহস্র টাকা
মূল্যের ঔষধ পূর্ন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।
এতদ্বির সম্প্রতি আমরা বিলাত হইতে
ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ইণ্ডেন্ট
সম্বন্ধে “ব্রিটিশ ক্লাগ, কিং আর্কব, ও
ব্যাকস” নামক অর্নবপোতদ্বারা ৮০ বাক
ইউরোপীয় ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত
ঔষধ মূল্যানধিক সাত সহস্র টাকা মূল্যে জন্ম
করা হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক ইণ্ডেন্ট
উপলক্ষে চিকিৎসোপযোগী ঔষধ ও ঔষধ
প্রস্তুতকরণের ও ঔষধবিক্রয়করণের নানাবিধ
সামগ্রী ও সজ্জা ও বিবিধ টেব জাদি

ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বি
হইতে পৌছবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও
উত্তমরূপে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকি।

৪। এই সমস্ত ঔষ্যাদির আসল বি
চালান ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে ই
হইলে, আমাদিগের টীটে ৩৫ সংখ্যক প্রধান
খালয়ে জীযুক্ত বাবু গোপীনাথ দেব নিকট
সভাবাজার টীটে ৫৫ সংখ্যক ভবনে
ঔষধালয়ের খানেজর জীযুক্ত বাবু নন্দ
পাল হালদারের নিকট দেখিতে পা
ইতি।

কলিকাতা } বন্দ্যোপাধ্যায় এবং
৫ ই ডিসেম্বর }
ইং সন ১৮৬৮

ইডইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

বড়দিনের ট্রেন।
এতদ্বারা সর্দসাহায্যকে অবগত
যাইতেছে যে, আগামী বড় দিনে রবিবা
ন্যায় আরোহী ট্রেন চলিবে।

বোড অব এ. এ. স } সিসিল কিফেন্সন
ইডইণ্ডিয়া }
ডেলহাউসী }
কলিকাতা } বোড অব এ. এ.
৫ই ডিসেম্বর

পোর্ট কালিঙা ল্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট

রিক্রাশন এণ্ড ডক কোম্পানি
লিমিটেড।

উক্ত কোম্পানির রাইস মিলনামক চ
লের কল মাত্রে পোর্ট সম্প্রতি প্রস্তুত
যাছে, তাহাতে ধান উত্তমরূপে পরিষ্কার হই
চাউল প্রস্তুত হইবে। ধান্য হইতে হাউ
প্রস্তুত করিবার নিম্নলিখিত মূল্য দায়া হইল

মনকরা মূল্য ।

পাঁচ টাকার
বিক্রয় টেবিল চাউল ৥
কলিকতা
বিল চাউল ৥

কালিকা
ডিমেস্বর
কালিকা
ডিমেস্বর

এক উদ্যোগের মহোৎসব ।

হাতে অশ্রু ও হাঁপানি কাল চরৎকার
আবোগ্য হইতেছে । কিন্তু একটি ঔষধ
প্রকারে পূর্ণ প্রকাশিত আর আ
এতাদৃশ উপকার হইতেছে না । এই
পুনরায় বিজ্ঞাপন যত দিন না দেওয়া
তত দিন অশ্রু ও হাঁপানি কাশের ঔষধ
আর আর রোগের ঔষধ কেহ যেন না
। অশ্রু রোগের আশাতীত শুভ ফল
অনেক অনেক আরোগ্য সমাচার
মেদিনীপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু
জনাব মহাশয়ের পত্রখানি দর্শনা
র বিদিতার্থ প্রকাশ করা যাইতেছে ।
উক্ত রোগধর্মের ঔষধ যাহার প্রয়ো
বে দুই টাকা আট আনা পাঠাইলে
পারিবেন ।

শ্রী ভোমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সহর অফিসে পত্রাব
নকলপত্র ।

মেদিনীপুর ৩ নবেম্বর ১৮ ৮৮

প্রথম কুরেয়ু ।
দ্বিতীয় বেদন মিনে—
শ্রীযুক্ত আপনাকে কৃতজ্ঞতা উপহার
হাতে, অল্পগ্রহপূর্বক ক্ষমা কব
অশ্রুরোগে আমায় যত্নপ যাতনা
এই যত্ননা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি
হাতে আমি জীবনের প্রতি
ব্যাভিলাষ, জীবনরূপায় মহাশ
আপনাব প্রেরিত ঔষধসেবন
দাকন যত্ননা হইতে মুক্ত হই
যে আমার উপকার করিয়াছেন,
জীবনে পরিবেশন করিতে
কবল প্রীতিপূর্ণ উপহার দিতেছি
আপনার জন্মভূমি কোথায়? আপনি
৩ দিন অবস্থিতি করিতেছেন?
রেন? অল্পগ্রহপূর্বক লিখিবেন ।
রী ঔষধ এই সম্যাসী কোথায়
হাকে কিছু উপহাররূপ দেওয়া

বাহতে পারে কি না? আমার অশ্রুরোগ
আরোগ্য দেখিয়া মেদিনীপুরের সকল মন্ত্রদা
র মধ্য হুস্তুল পড়িয়াছে ।

অল্পগ্রহ বন্ধু

শ্রী নবীনচন্দ্র নাগ

“ হিন্দু মহিলা নাটক ” ।

(জোড়াসাঁকো অভিনয়

সভা হইতে পুর-

স্কার প্রাপ্ত ।)

উক্ত নাটকে হিন্দু মহিলাগণের চরিত্র
বর্ণিত হইয়াছে । ঠনঠনে করনওয়ালিস স্ট্রীট
১৭৬ নং সংস্কৃত যন্ত্রে পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য
মূল্য ১ এক টাকা ।

শ্রী বিপিনমোহন সেন গুপ্ত ।

শির্কাসিতে বালাগ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত
হইয়াছে । পুস্তকের কলেবর ৮ পত্রী ফরমার
১৪ ফরমা অর্থাৎ ২১২ পৃষ্ঠা । মূল্য ৮ আনা
যাহার আবশ্যক হয়, ঠনঠনিয়া সংস্কৃত যন্ত্রের
পুস্তকালয়ে অথবা পটোলডাক বাডুঘো ব্রাদার
এও কোব পুস্তকালয়ে অল্পসমান কারনেই
পাইবেন ইতি ।

১২৭৫ সাল
২১এ অগ্রহায়ণ
সংস্কৃত কলেজ } শ্রী শ্যামাধ তট্টাচার্য,

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল
ডাকার বাডুঘো ব্রাদার কোম্পানির দোকানে
মন্ত্রপ্রীত ও মন্ত্রপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
ঐতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ টা
ভূষণসার ব্যাকরণ	১ আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	১ টা
নীতিসার (২ য় ভাগ)	১ টা

প্রচারিত ।
মুদ্রাবোধ ব্যাকরণ ৮ টা

শ্রী শ্যামাধ তট্টাচার্য

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রেরিত ।

ইংরাজী বালাগ পুস্তক সংগ্ৰহ কলম নানা

বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তক
/০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি । অ
টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হিস
পাইবেন ।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের
গদ্য ১৮ পত্রী মহাত্মারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে
সংযত করা

লগুন ফারমা কোপরা অর্থাৎ ঔষধ ক
বলি

মহম্মদের জীবনচরিত্র উত্তম রঞ্জিত
হরুঠাকুরপ্রভৃৎ প্রাচীন কবিওয়ালাদি
গীতসংগ্রহ

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান
প্রায়শ্চিত্ত উৎকৃষ্ট কাব্য
আরু স্বপ্নদ দাসিনী
প্রথম ভরণিণী

যত্নাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোরঞ্জন
নয়নাথ মু কাব্য কবিবর ষারকানাথ
প্রণীত

রাসরসামৃত সংস্কৃত ও পদ্য
গীতগোবিন্দ জয়দেব গোবিন্দ প্রণীত
ও যত্নাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত গদ্য

কৌতুক ভরণিণী ইংরাজি কেমেট্রি
বিবিধ আশ্চর্যজনক বিদ্যা দর্শন হয়
প্রতিমূর্ত্তি সহিত ১২৭৬ সালের কুল পঞ্জিক
এই সকল পঞ্জিকা

দুর্গামঙ্গল পদ্য
কমলতারিণী
সঙ্গীত চণ্ডী মূল ও অল্পবাহ সহিত
চরিতমঞ্জরী ইংরাজি মিউজিক
বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে

ইংরাজি ১৮ ২৯ সালের এট্রাঙ্গেল কী
কুমারীকুমার পদ্য আদিবসপ্রধান কাব্য
শ্রমের মোহিনী পঞ্জিকা

গণেশচন্দ্র শর্ম্মকৃত বাঙ্গলা এটলাস
কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত
বিধবাবিবাহ নাটক

কামিনীকুমার রসরসাকরাস্তর্গত
নাট্যকাষটিত সুরস কাব্য

মণিকুণ্ডলা কাব্য প্যাণীমোহন বন্দ্য
ধ্যায়প্রণীত হুর্গেশনন্দিনীর মত লেখা
ঔষধসিদ্ধ লহরী
ভুচিভাষালি ৩২খানি বাঙ্গলা
সহিত

সঙ্গীত টেচন্যাচরিতামৃতসংগ্রহ
কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত ২
একত্রে

উদ্বোধন পত্র ১
 উত্তাপদেশ বিষ্ণু শর্ম্মার সংগৃহীত ১
 কাকাতা জোকা- } জীপ্তাপচন্দ্র রায়
 কা ৬৪ নং } নগদ বিক্রয়তা ।

পুরাণ প্রকাশ ।

বিষ্ণু পুরাণ ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড
 ৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ১০ ।
 যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুজাপুর
 হার্টস্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ
 অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে
 ক অগমোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত
 ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন । অগ্রিম
 গাইলে বিদেশে বিষ্ণু পুরাণ পাঠাইবার
 নাই ইতি ।

বিক্রয়ার্থ ।

গার্ডেন রীচ ২৪ নং বাগি ওলাহসহ
 ১৯ নং জোড়া বাগান ।
 উপরি উক্ত বাগান ও বাগি বাঁহারা কয়
 ত অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, মিয় শাক
 ব্যক্তির নিকট জানাইবেন ।

মিলেওয়ারস্ আরবো-
 খনট এবং কোং

কলিকাতা নিবাসী জীবকুটনাথ গুপ্ত
 কতর অন্তর্গত জোড়াসাঁকো বারানসী
 র কীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ কুণ্ডের
 কুমি তাঁহার খরিদা বলিয়া উহা বিক্রয়
 পত্রের ক্রেতৃগণকে অজ্ঞান করিতেছেন
 এতদ্বায্য সকলকে জ্ঞাত করিতেছি যে,
 কুমি তাঁহার খরিদা নহে এবং কেহ যেন
 ক্রয় না করেন ।

কাকাতা
 বাগান } জীপ্তাপচন্দ্রের কুণ্ড
 পোষ

লোচন রায়ের পুস্তকনী। ক্রেতৃগণ কুপার
 মুজাপুরের ১০৪ নং বাগিতে জীবকুট বাবু বিক্র
 দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে অজ্ঞান করিলে
 জ্ঞানিতে পারিবেন ।

কলিকাতা } জীবকুটনাথ গুপ্ত
 সন ১২৭৫ } সাং হালিসহর
 ১০ ই-অগ্রহায়ণ

সতকার্য বিজ্ঞাপন ।

৩০ এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে হালিসহর
 নিবাসী বাবু কৈকুটনাথ গুপ্ত তাঁহার খরিদা
 জোড়াসাঁকো বারানসী ঘোষের কীটের মধ্যে
 মৃত রাধানাথ কুণ্ডের দরুন ১/১৫০ বিঘা ভূমি
 বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন ; কিন্তু তিনি ঐ
 ভূমি বিক্রয়ার্থ বিগত ১২৭৪ সালেব ২১ এ মাঘ
 সোমবার তারিখে বাবু প্যারিমোহন বন্দ্যোপা
 প্যায়ের মোকাবেলায় ষ্টাম্প কাগজে রীতিমত
 বায়নাপত্র লিখিয়া দিয়া গবর্নমেন্ট নোট
 ১১৪৯১ নং এক কেতা ১০০ টাকা ও নগদ ১
 টাকা একুনে এক শত এক টাকা বায়না লইয়া
 ছেন, এক্ষণে আমার উকীলের বাগিতে কবলা
 প্রতীতি কাগজ পত্র তাঁহার শাকরার্থ সমস্ত
 প্রস্তুত রাখিয়াছে; কিন্তু এতাবত উক্ত গুপ্ত মহা
 শয় ঐ সকল কাগজ পত্র শাকর না করিয়া
 বাবু প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা
 আমার নিকট সর্বদা শারীরিক অসুস্থতা
 বিষয়ক তান করিয়া কালবাজ করত আমার
 সহিত লিখিত পঠিত ও বায়না কৃত বিষয়ের
 বিক্রয়ার্থ পুনর্বার সাধারণে বিজ্ঞাপন দিয়া
 ছেন ; সুতরাং আমি এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সাধা
 রণকে সতর্ক করিতেছি যে যেন কেহ উক্ত
 বিষয় ক্রয় না করেন । বাবু কৈকুটনাথ গুপ্ত রীতি
 মত কবলা শাকর করিয়া উক্ত বিষয় বিক্রয়
 না করিলে আমাকে দগত্যা তাঁহার নামে আদা
 লতে মালিশ করিয়া বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়া
 লইতে হইবে ।

কলিকাতা } জীবলাইচাঁদ সিংহ
 সন ১২৭৫ } ১ লা পৌষ

নদিয়ার নদী ।

সন ১৮৬৮ সালে ক্যডিসেবর
 মাসের ৭ তারিখে গিরখী
 নদীর সর্বত্র জলের
 সাপ্তা ৮৮ রিপোর্ট ।

স্থানের নাম সন্মকমিত জল
 কুট ইচ্ছা
 মহানার উপর পজানদীতে ১০০

মহানার ১০
 তথা হটেতে জাতিপুর ১
 ১৩৫ মাইল মধ্যে ১
 জাতিপুর হইতে বহরমপুর ২
 ৪৬ মাইলের মধ্যে ২
 বহরমপুর হইতে কাটোয়া ২
 ৫০ মাইলের মধ্যে ২
 কাটোয়া হইতে মধীয়া ২
 ৪৬ মাইল মধ্যে ২
 সন ১৮৬৮ সালের ১০ ডিসেম্বর
 পুর গজঘাটের জলের মাপ ।

কুট
 গজের উপর
 বহরমপুর } জীবকুট সি. ই, উইল
 ১০ ডিসেম্বর } একডিকিউটের ইচ্ছা
 ১৮৬৮ । } বহরমপুর ডিবিজন ।

সোমপ্রকাশ ।

৮ই পৌষ সোমবার ।

সব জন লবেঙ্গ ও তাঁহার ভারত-
 বর্ষপরিভাগ ।

সর জন লরেন্সের শাসনকাল

হইয়া আসিল; তিনি ভারতবর্ষ
 ভাগ করিয়া চলিলেন । তিনি বি
 শ্বতাব্দের লোক, তিনি ভারতবর্ষ বি
 শাসন করিলেন এবং ভারতবর্ষের
 কি উপকার করিলেন, এ সময়ে এ
 গণনা করা একান্ত আবশ্যিক হইতে

সর জন লরেন্স অতিশয় ধার্মিক
 ধার্মিক ব্যক্তির সত্যবাদিতা স্বক
 নিষ্ঠা ও সাধুতা প্রভৃতি যেসকল
 থাকে, ইহাতে সে সমুদায় লক্ষিত
 তবে একটা দোষ এই, ধর্মবিষয়ে
 কিছু গোঁড়ামী আছে । গোঁড়
 থাকিলে অনেক প্রতি অনুচিত অবি
 প্রভৃতি যে যে দোষ থাকে তাহ
 তাহা অদৃষ্ট নয় । এ দেশীয়েরা ধ
 র্মাবলম্বী নন বলিয়া ইনি এ দেশ
 গকে সমুচিত বিখ্যাগ বরি
 না । এতদ্বিবন্ধন যাবতীর কাষে তা

পাতশূন্য ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। কেবল এতাবশ্যই নয়; এদেশীয়দের উপরে বিশ্বাস ছিল না বলিয়া তাঁহার অধিকারকালে অসঙ্গতরূপে ক'র ব্যবস্থা করিয়াছে। এ স্থলে ইহাও বলা যে এদেশীয়েরা ভিন্নধর্মাবলম্বী, এবং পাছে ইহঁারা বিদ্রোহাচরণ করিয়া তাঁহার এই আশঙ্কা ও এতদ্বিত্বজনক বিশ্বাস ছিল বটে; কিন্তু তিনি ইহঁাদের প্রতি অশ্রদ্ধা করিতেন না। তিনি তাঁদের মধ্যে ইহঁাদের সংসর্গলাভের ও তাঁদের বিদ্রোহোন্মুল্লনের চেষ্টা করিতেন। তিনি কলিকাতার বিশপের আদেশে বাস্তবিকভাবে প্রত্যাশিত সমাদর করিয়াছেন। ধর্মবিষয়ে তাঁর ক্রটি আত্মসমীক্ষিত আছে বটে; তিনি ধর্মোক্ত ও অন্য ধর্মবিদ্রোহী তাঁর উপস্থিত হইয়া তাঁর উৎসাহবর্জন করিয়াছেন। সর লর্ডেন হিন্দুদিগের গঙ্গাস্নানপ্রথার প্রতিবন্ধিতা করিবার চেষ্টা পান, তিনি তাঁর সম্মতি প্রদান করেন নাই।

অত্যাচারনিবারণবিষয়ে সর জন লর্ডেনের বিশেষ ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল। ইচ্ছানিবন্ধন তিনি সমাচারপত্রের প্রসার করিয়াছিলেন। সমাচার কাহার কোনপ্রকার অত্যাচারের প্রচার হইলে তিনি তৎক্ষণাতঃ প্রতিকারচেষ্টা করিতেন।

যে রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধা করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে বস্ত্রবান্ধন, এই ইচ্ছার মূল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে রেলওয়ে ইচ্ছা ছিল, কার্যসেতুপূর্ণ হই। বোধ হয়, তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও অধাবসায়গুণ তত প্রবল নয়। এদেশীয়েরা বাহাতে উন্নতিলাভ করেন, তিনি তাঁহার উপায়সমূহে মনোনিবেশ করিতেন না। কৃষকদিগের বিদ্যা

শিক্ষার্থীতাহার যত্ন ও ভূমিতে তাহা দিগের স্বত্বসম্পাদনচেষ্টা দ্বারা তাহা সম্ভব হইতেছে। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধির বিশেষ তীক্ষ্ণতা নাই বলিয়া তিনি প্রকৃত উপায়ের উদ্ভাবনে সমর্থ হন নাই; সুতরাং এ বিষয়েও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। অন্য অন্য শ্রেণির উন্নতিলাভ হয়, এটাও তাঁহার মনোগত ছিল, কিন্তু সজাতীয়েরা ও স্বদেশীয়েরা পাছে বিরক্ত হন, এই শঙ্কায় এ মনোরথটাও পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তিনি এ দেশে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণপ্রথা প্রবর্তিত করিবার চেষ্টায় সাহসী না হইয়া ছাত্রবৃত্তিব্যবস্থাপন দ্বারা সেই অতীত আংশিক সম্পন্ন করিয়াছেন।

সর জন লর্ডেন শাসনপ্রণালী সম্পর্কে কিছু নূতন করিতে পারেন নাই। ইউরোপীয়েরা পূর্বে পূর্বে অধিকারের ন্যায় ইহঁার অধিকারেও মকদ্দম আদালতের অগম্য হইয়া আসছেন। পুলিশও কার্যকর উৎকর্ষলাভ করিতে পারেন নাই। অন্য অন্য বিষয়েও বিশেষ উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল বিচার কার্যসম্বন্ধে একটি উন্নতির কাজ হইয়াছে। মুন্সেফদিগের আদালতগুলি অতিশয় নিরুৎসাহিত হইয়াছিল। উচ্চ আদালতের বেতনবৃদ্ধি করিয়া উহার কিঞ্চিৎ উন্নতিসম্পাদন করা হইয়াছে।

সর জন লর্ডেন অবিসম্মতিরূপে প্রকার অসুবিধাজনক হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে অভিনন্দন দিবার বিষয়ে সম্প্রতি যে মত প্রকাশ হইয়াছে, তদ্বারা তাহা প্রতীক্ষিত হইতেছে। তাঁহার বিষয়ে কতগুলি লোকের যে সংস্কার আশা করা হইয়াছে, নিম্নে যে পত্রখানি প্রচারিত হইতেছে, তদ্বারা পাঠকগণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

“ সর জন লর্ডেন সামান্য পদস্থ ছিলেন,

ক্রমে উন্নতিলাভ করিয়াছেন; স্মরণে কি তাঁহাকে পদত্যাগকালে অভিনন্দনপত্র দিবে না? আমায় “ পরম বন্ধু ” ফ্রেড অব ইণ্ডিয়া বলিয়া করুণস্বরে রোদন আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বনিকসমাজ ও মিসমরিচি এই মাথার দিয়া দিতেছেন, সর জন লর্ডেন সিমলায় থাকিতে বনিকদিগের বিন্দিত হইয়া থাকে, এ সময়ে তাহাও হইয়া স্বদেশের গৌরবক্ষার্থ এ বিষয়ে হওয়া উচিত। ভারতবর্ষীয় সত্তা ও বন্ধুত্ব অন্য অন্য লোককে ফ্রেড গ্রাহ্য করিয়া না, তাঁহারা অভিনন্দন দিবে না। তিনি স্থির করিয়াছেন, তবে এই কথা রাখা হইবে, যদি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্ব লোকে বঙ্গদেশের ও সাধারণের উপরে প্রভুত্ব করিতে পারিতেন তাহা হইলে “ জাম লর্ডেন সাহেবের ” নিমিত্ত কৃত প্রকাশ করিতেন।

ফ্রেড যে ভিক্ষা চাহিতেছেন, অতি বৎসামান্য। স্বর্ণার্থ-অট্টালিকা নয়, স্তম্ভ নয়, প্রস্তরের প্রতিমূর্তি নয়, পট নয় এবং ফটোগ্রাফও নয়, সাধারণ লিখিয়া সকলে বল যে সর লর্ডেন সাধারণের উপকার করিয়া এই সামান্য ভিক্ষাদানে বনিকগণ অসন্তুষ্ট হইয়া দোকানদারেরা অসন্তুষ্ট, মিসমরিচি কৃত নাড়িতে নাই। ভারতবর্ষীয় ও বঙ্গদেশের ত কণাই নাই। বঙ্গদেশে সিবিলিয়ানগণও অসন্তুষ্ট হইতে পারেন কারণ কি? ফ্রেডের অনুরোধ কি রোদনের ন্যায় বিফল হইবে?

সর জন লর্ডেন যে উপায়ে নিজ জাতার পরিবর্তে পঞ্জাবের প্রধান কর্মচার পদে অধিকৃত হন তাহা বহু জন নাই। হেনরি লর্ডেন ঋষি লোক ছিলেন; ধর্ম তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। জন লর্ডেন ডেলহৌসির প্রধান কর্মচারী ছিলেন। পঞ্জাবের বন্দোবস্ত-ব্যবহার গুণে সর্দার ও শীত বিদ্রোহকালে গবর্নমেন্টের হইয়া অসন্তুষ্ট করেন—হেনরি লর্ডেনের দ্বারা হইয়া

চতুর্দিকে হাছাকার বেজার পর
 গা, নগরের পর নগর, এদেশীয় পর
 দশ বিদ্রোহীদের হস্তগত হইতেছিল,
 প্রত্যহ এক এক জন পুরাতন উপ
 সেনাপতি অথবা দেওয়ানী কর্মচারীর
 সংবাদ আসিতেছিল, তখন কয়েক
 ব্রিটিশ সৈন্য দিল্লীর সম্মুখে শিবির
 পন করে এবং শীকদিগের সাহায্যে
 হাছাকার রাজধানী অধিকার করিয়া লয়। সেই
 সৈনিকগণ হেনরি লরেন্সের শিক্ষিত।
 লসন এড. রাডেস্, হডসন প্রভৃতি
 গণ হেনরি লরেন্সের ছাত্র। যখন প্রথম
 হাছাকার হস্ত হইল, তখন সর জন লরেন্স
 হাছাকার হস্ত হইতে পারেন নাই। রবার্ট
 গমরি মিয়ানমারের বিদ্রোহশাস্তি
 পন, এতদ্বিবারের পর প্রধান কমিস
 সংবাদ পান। পেসোয়ার অঞ্চলের
 সিডনি ফটন ও নিকলসন হইতে হয়।
 ঐ সময়ে কতগুলি উপযুক্ত কর্মচারী
 লন তাঁহাবাই বিদ্রোহশাস্তি করেন।
 সর জন লরেন্সের এইপর্যন্ত প্রশংসা
 হইত পারে যে, তিনি তাঁহাদের পরা
 অগ্রাহ্য করেন নাই। তিনি নিজের
 মধ্যে বারবার সেনাপতি আসনকে
 কামানে ও রসদে সম্মুখস্থ গ্রামদল
 করিতে করিতে দিল্লী আসন্ন করিতে
 গমনা করেন। তাঁহার পরামর্শের
 মরণ করিলে সপাটু অবধি দিল্লী
 স্ত সাহায্যে বিদ্রোহ হইত। সেনা
 র পঞ্জাবের সহিত সম্ভব থাকিত
 সৈন্যগণ হস্তবল হইয়া শত্রুদল তেদ
 চতুর্দিক পরিমাণ পলায়ন করিয়া
 ত, সর জন লরেন্স য বিদ্রোহের ওরুদ্ব
 তে পারেন নাই। তাহা ইহাতেই প্র
 হইতেছে। যেপে ও যে দারনে হইক,
 হের সময়ে যে বশ হয়, সেই বলে সর
 লরেন্স লাড এলগিনের মৃত্যুর পর
 র জেনারেল জন তখন অথলায় যুক্ত
 তছিল, ইংলণ্ডের লোকেরা তাবিত্তে
 ন মধ্য আসিয়ার লোকে অস্ত্রধারী
 সিন্ধুর নিকটে আসিয়াছেন। ভারত
 য়রা এই সুযোগে অস্ত্র ধারণ করিতে

পারেন এমত বিপদের সময় পঞ্জাবের
 রক কর্তা ৯ তির খার কোন ব্যক্তি শাসন
 কার্যের উপযুক্ত নহেন। অনন্তর সর জন
 লরেন্সকে গবর্নর জেনারল পদে প্রতিষ্ঠিত
 করা হয় এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি
 কি করিয়াছেন? সাধারণের হিতকর কোন
 মহৎ কার্য তাঁহাচার হইয়াছে? তাঁহা
 হইতে রেলওয়ের তৃতীয় জোনের আরোহী
 দিগের সুবিধা হইয়াছে একথা অবশ্য
 স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু এটাকেও তিনি
 সম্পূর্ণ। পাওয়াইতে পারেন নাই, বিশেষতঃ
 তাঁহার আজ্ঞাসম্মত রেলওয়ের প্রথম ও
 দ্বিতীয় জোনিভিন্ন অন্য শকটে আলোক
 দেও। হয় না। তিনি খৃষ্টিয় ধর্মের যে
 সাহায্য করিয়াছেন, তিনি নৈনিক ব্যয় যে
 বৃদ্ধি করিয়াছেন তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয়দিগের
 কৃতজ্ঞ হইবার কোন কারণ নাই। তাঁহাব
 শাসনকালমধ্যে তিনি একটি সংকার্য
 করিবার চেষ্টা পান; কিন্তু যথাসময়ে মন্ত্রী
 দিগের তাড়নায় তাহা হইতে বিরত হন।
 তিনি কৃষকদিগের স্বার্থ বন্ধু; এবং সাহায্যে
 তাহাদিগে উন্নতি হয় এটা তাঁহার আন্ত
 রিক ইচ্ছা; কিন্তু তিনি যে চেষ্টা পাইয়াছেন
 তাহাতে কৃষকগণ মিথ্যা অশা পাইয়াছে
 মাত্র। ইহাতে বরং জমিদারদিগের সহিত
 তাহাদিগের মনোভঙ্গ ও তাহাদিগের কষ্ট
 বৃদ্ধিই হইয়াছে। সিবিলসার্ভিসের দ্বার
 বিস্তৃতরূপে উন্নতি না করিবার কারণ
 সর জন লরেন্স। গবর্নমেন্ট নিজ ব্যয়ে যে
 কয়েক জন এদেশীয়কে ইংলণ্ড প্রেরণ করি
 তেছেন তন্নিমিত্ত আমরা সর ষ্ট্রোফোর্ড নর্থ
 কাটের নিকটে খাণী হইয়াছি। সর জন
 লরেন্সের রাজস্বপ্রণালী প্রশংসনীয় নয়।
 ব্যয়বৃদ্ধি করিয়া শেষে যে সে প্রকারে কর
 আদায় করা তাঁহার রাজনীতি। তাঁহার
 সময়ে যে কয়েকটি কর করা হইয়াছে,
 তাহাব সম্মুখায় করকারী কর। মিউনিসিপাল
 প্রণালী স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু লোকে
 অভ্যাচারপীড়িত হইয়া প্রত্যহ চীৎকার
 করিতেছে, তথাপি তিনি এতদ্ব্যতিরিক্ত অত্যা
 চার নিবারণ করিতে সাহসী হইতে পারেন না।
 বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে তাঁহা হইতে বিশেষ

ইষ্টলাভ হয় নাই তাঁহার অধীনস্থ
 চারীরা তাঁহার চক্ষে ধূলি দি। ১৮৬৪
 ১০ ই জামুয়ারির মন্তব্য ব্যক্তি করিয়া
 শিকারের প্রস্তাবে কেবল ক
 লোককে চটান হইয়াছে। রেলওয়ে,
 খালপ্রভৃতি বিষয়ে তিনি কি করিয়া
 তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।
 দিকে ১১ কোটি টাকা ব্যয়িক ব্যয়
 এবং কৃষীয়ার ভয়ে পেসোয়ার পর্যন্ত
 হুঁসর মধ্য দিয়া রেলওয়ে হইতেছে, এ
 ভারতবর্ষের উদ্যোক্তা পূর্ববাহ
 একটি উত্তম রাস্তাপার্থ্যন্ত হইল না।
 জলসেচনার্থ খাল কাটা যে কবে
 তাহা ঈশ্বর জানেন। গবর্নমেন্ট
 পাঁচক্রোশ দুরবর্তী একটি অর্ধপা
 ননী আছে; অল্প টাকায় ইহার স
 করিলে ২০ এক লোকের উপকার হয়,
 জন লরেন্স এক জন ইঞ্জিনিয়ার
 করিয়াও ইহার এক বার পরিদর্শন
 লেন না। আমাদিগের বিচার
 বিচারপ্রণালী সর জন লরেন্সের
 ধার ধারেন না। বিশেষের মধ্যে এই,
 ষ্ট্রাম্প আইন করিয়া দরিদ্রদিগকে
 আপন স্বত্বাধিকার অসমর্থ করিয়া
 সর জন লরেন্স লাড ডেলহৌসির
 শ্রিতা ধারণ করেন, একথা অনেকে
 কিন্তু আমরা তাঁহাতে উহার বিপরীত
 হার দেখিতেছি। এ দিকে তিনি সর
 ফিয়ারকে এক সামান্য টেলিগ্রা
 জন্য ভৎসনা করিলেন ওদিকে
 নি ও আপন সেক্রেটারিগণ কত
 সিমলাবাসে ব্যয় করিলেন তাহা এ
 চক্ষু উন্মোচন করিয়া দেখিলেন
 কোন গবর্নর জেনারেলের সময়ে সেক্রেটা
 রীত প্রভৃৎ কত নাতি; অর্থাৎ সর জন
 ৪৫ বৎসর ভারতবর্ষ কাটাউলেন !!
 শের ও বঙ্গদেশীয় দিবিলিয়ানদিগের
 তাঁহার সে ভাব তাহা কাহার অ
 নাই। গাটুকার ক্ষেত্র পঞ্জাব ও হিন্দ
 দিগের কৃতজ্ঞতার উপরে নির্ভর করি
 কিং স্ট্রোফোর্ড চুক্তিকালে যে ব্যক্তি
 শাবকদিগের গন্ধ কাটিয়া তাহাদিগকে

হইতে অসমর্থ করে, তাহার ভাব
গণ বুঝিতে পারিয়া তাহার যেরূপ কার
হইয়াছিল, পঞ্জাবিগণ বিংশতিবর্ষ
সর জন মরেন্সের নিবটে সেইরূপকার
হইবেন। বলপূর্বক শাসন করা সর
রেন্সের রাজনীতি। ভারতবর্ষ যদিগকে
শাসন কর্তা এত অবিশ্বাস করেন না।
পারল বিপদকালে তিনি কোন কাজ
সমর্থ হন নাই, তাহার প্রমাণ ১৮
বর্ষের দুর্ভিক্ষ। তাঁহার বিশেষ প্রাণ
বিষয় এই তিনি সং ও মতাবাদী, যে
তাঁহার যে সংস্কার আছে, তদ্বিকল্পে
কাজ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার
র দোষশূন্য নয় বলিয়, তাঁহা হইতে
বিশেষে অনিষ্ট ঘটয়াছে। তিনি
ন্য পদ হইতে উচ্চতম পদ পাইয়া
অধ্যবসায়দ্বারা লোকের বত দূর
হইতে পারে, তিনি তাহার দৃষ্টান্ত,
নিজের ইয়তিভিন্ন তাহার কার্যমধ্যে
কিছু দেখা যায় না। পঞ্জাবী কর্মচারী
মন্টের বেতনভোগী পাদরী ও ইউরো
পীয়গণব্যতীত আর কেহই তাঁহার
কৃতজ্ঞ হইবেন না। হেনরি মরেন্সের
গবর্নর জেনরলের পদ ছিল। সপাহীর
তাঁহার প্রাণত্যাগ লাভ এলগিনের
অপারার যুদ্ধখচিত কাল্পনিক ভয়
তের ১ জন মরেন্স শাসনকর্তা হইয়া-
এর সকল কারণে লোকে তাঁহাকে
বন্দনগানে উৎসুক নহেন।

—:~:~:~:—

শরীতন্ত্র ও তাহার প্রথম।
এবার অন্য অন্য বৎসর অপেক্ষা
তার আধিক্য হইয়াছে। ভারতবর্ষের
ক স্থান হইতে আমরা জ্বর, ওলা-
প্রভৃতি সংবাদ পাইতেছি। যে
স্থানে অতিশয় অনাড়ম্বর হইয়াছে,
যে ইহার মধ্যে বসন্তের প্রাদুর্ভাব
হইতেছে। যত দূর সাধ্য গবর্নমেন্ট
ঘটাইতেছেন। ওলাউঠার সংবাদ
বামাত্র গবর্নমেন্টের চিকিৎসকগণ
পলিয়া তথায় গমন করিতেছেন।

মাজিস্ট্রেটেরা মৃত্যুর সাপ্তাহিক হিসাব
প্রদান করিতেছেন। বঙ্গদেশের যাব-
তীয় মিছিল ও সব আসিফাণ্ট মার্জিন
এবং পুলিশ কর্মচারী হিসাব করিতেছেন।
পূর্ব পূর্ব বৎসরে গবর্নমেন্টের যেপ্রকার
উদাসীনা লক্ষিত হইত, এবার
তাহা নাই। তথাপি অসংখ্য লোকের
মৃত্যু হইতেছে। কয়েকটা বিভাগ ক্রমশঃ
লোকশূন্য হইতেছে। অন্য অপেক্ষা
মৃত্যুর সংখ্যা অধিক হইলেই এই
অবস্থা ঘটয়া থাকে। লোকসংখ্যা
করা আমাদের গবর্নমেন্টের অভ্যাস
নয় আমাদের দেশীয় লোকেরাও
এ বিষয়ে সাহায্য করেন না, তাহা
হইলে প্রতিবৎসর কত লোক কমিতোছে
তাহা জানিতে পারা যাইত এবং ভার
তবর্ষের লোকসংখ্যা দিন দিন যে কমি
তেছে, তাহার নিশ্চয় হইত।

ইহার প্রতিবিধান করা কর্তব্য ;
কিন্তু সেই প্রতিবিধানের উপায় কি,
অথ্রে অনুসন্ধান করা উচিত। এ বিষয়ে
গবর্নমেন্টের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকা
বিধেয় হয় না। তাঁহার মধ্যে মধ্যে
সাহায্যদান করিতে পারেন এইমাত্র ;
কিন্তু এই সাহায্যে তাদৃশ ফল হয় না।
যে ব্যক্তির শরীর পারায় পরিপূরিত
হইয়া রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে পটি দিলে
তাঁহার কি উপকার হইবে? শরীরের
মধ্য হইতে পারা বাহির করিয়া মূল
শোধন না করিলে শরীর আরোগ্য
লাভ করিতে পারে না। আমাদের
বাসপ্রণালীই রোগের নিদান। সভ্যতা
মূলক কতকগুলি নূতনপ্রকার অভ্যাস
হইয়া উঠে। চিকিৎসকমাত্রই বলিবেন
অসত্য; জাতীয় জীলোকেরা প্রসবকালে
কোন যত্ননা ভোগ করে না। ময়দানে
কাজ করিতেছে, এমন সময়ে প্রসব
বেদনা হইল, তাহার স্বচ্ছন্দে প্রসব
করিল; কিন্তু যেখানে সমাজ সভ্য হই

যাছেন, দেখানে প্রকৃতির উপর নি
করিলে চলে না। এই হেতু সভ্য জ
মধ্যেই অধিকতর প্রসবকষ্ট দৃষ্ট
অন্য অন্য পীড়ার বিষয়েও এই নি
যেসকল কারণে অসভ্য ব্যাধের
করিতে পারে না, তাহাতে সভ্য
বাসীকে নিঃসংশয় রুগ্ন হইতে হই
আমাদের বাসস্থানপ্রণালী পূ
এইপ্রকার ছিল; কিন্তু তখন
লোকের এত পীড়া হইত না যে
এ কথা অনেকে জিজ্ঞাসা করেন। এ
স্তরে আমরা বলিতেছি, তদানি
লোকদিগের অভ্যাস, পরিশ্রম, চি
ভূতির সহিত এখনকার লোকের
বিষয়ের বহু অন্তর হইয়াছে।
অল্প পরিশ্রমে আহার চলিত। এ
মধ্যে দুই তিন জন রীতিমত কাজ
তেন। এক জন চাকুরি করিলে
জন বসিয়া আহার করিতেন। এ
সেসকলের পরিবর্ত হইয়াছে।
সকলকেই পরিশ্রম করিতে হইবে
সকলেরই অধিক চিন্তা হইয়াছে
বৎসর অতিক্রম হইতে না হইতে
কেশ আসিয়া দেখা দেয়, পূর্বে এ
ছিল না। এমন অবস্থায় যেসকল
পূর্বে লোকের পীড়া হইত না, এ
সেগুলি পীড়ার কারণ হইয়া উঠিল
একগে আর পূর্কের ন্যায় বাস
রাখিলে চলিতে পারে না। ব
চতুর্দিকে কোপ; খিড়কীর পুকুর
পূর্ণ; পশ্চিম দিগে বাঁশ; মলমুক্ততা
নির্দিষ্ট স্থান নাই, সেগুলি রীতি
পরিষ্কৃতও হয় না; বাটার গৃহস
বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না; উঠ
যেখানে সেখানে ময়লা; গ্রামের
যদি কেহ আপনার ভূমিতে শূক
কারখানা করে, তথাপি আমরা তা
বাড়ি নিষ্পত্তি করিতে পারি না। এই
কারণেই আমাদের দেশে এত প

হচ্ছে। যখন আমাদের অত্যন্ত
প্রকার হইতেছে, তখন যে আশা
র সেই সেই কালের স্বাস্থ্যরক্ষার
নী পরিবর্তন করা আবশ্যিক হইয়াছে,
আমরা এপর্যন্ত বুঝিতেছি না।
নে পীড়া হইতেছে সেইখানকার
করাই “ গবর্ণমেন্ট ঔষধ দিলেন
বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। গব-
ট মনে মনে বিরক্ত হন; কিন্তু কি
ন লোকসজ্জাতরে সাহায্য দেন।
ফেটেরা সর্বদা বিভাগের পীড়ার
বিভ্রত হন, চিকিৎসকদিগের
স ফেলিবার অবসর থাকে না। এটা
শয় শোচনীয় অবস্থা। এ অবস্থা
গবর্ণমেন্ট সহস্র দান করিলেও
দর হইবে না; একান্ত উপায় আমা
র হস্তেই রহিয়াছে। আমরা যদি
নাদিগের বাসস্থানের প্রতি দৃষ্টি
করি, এত অনিষ্ট হয় না। কৃত-
মাত্রেরই এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা
যা। তবে গবর্ণমেন্টকে একটা কাজ
তে করবে। আমাদের মিসিউনিস
টি নিষ্কৃত অবস্থায় আছে। এটা
নের দোষ নহে, মিসিউনিসিপা
র সভ্য মনোনীত করিবার দোষেই
হচ্ছে। মিসিউনিসিপালিটিসমূহে কেবল
ক জন করিয়া স্থানীয় “বড় লোক”
কন; কিন্তু কার্যদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার
ত তাঁহাদিগের অল্প লোকের
ক থাকে। মিসিউনিসিপালিটির মধ্যে
বন্দ্য ও স্বাধীন লোকদিগকে প্রবেশ
তে দেওয়া কর্তব্য। এক কালে না
ক, অমৃত; অর্দ্ধাংশ সভ্যকে লোকে
নীত করনে, এই নিয়ম করা উচিত
নিসিপালিটির আয় ব্যয়ের সম্পূর্ণ
তা তাঁহাদিগের হস্তে দেওয়া কর্তব্য।
নিসিপাল টাকা হইতে অমৃত;
বৎসরপর্যন্ত পুলিশের ব্যয় লওয়া
ত নহে। পুলিশের বেতনে সকল

টাকা উড়িয়া যায়। স্বাস্থ্যরক্ষার উপ
সোগী কোন কাজ হয় না। এক্ষণে পুলি
যের বেতন বলিয়া যে টাকা লইয়া
লাভ জ্ঞান করা হইতেছে, ঔষধ ও
চিকিৎসকের বেতনে তাহা নিঃশেষিত
হইতেছে, লাভের মধ্যে লোকের কষ্ট ও
অনিষ্ট হইতেছে মাত্র। এইপ্রকার
সর্বত্র মিসিউনিসিপালিটি করিয়া গ্রামের
জঙ্গলপরিষ্কার, পচা পুষ্করিণীর পঙ্কো
দ্ধার আথবা পরিপূরণ এবং বাসস্থা
নের প্রণালীপরিবর্তনপ্রভৃতির নিয়ম
করিলে কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশের
অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারিবে;
লোকেও স্বাস্থ্য অবলম্বন করিতে শিক্ষা
করিবেন।

ভারতবর্ষের নিক্ষেপা আফিসরগণ।

১৮৫৭ অব্দে বিদ্রোহঘটনা হও
রাতে বিস্তর আফিসর নিক্ষেপ হইয়া
পড়িয়াছেন, তৎপরে কোম্পানির ইউ
রোপীয় সৈন্যগণ রাজকীয় সেনাদলের
সহিত একত্রিত হইলে আরও কতকগুলি
কর্মচারী হন। ইহাদিগের অধিকাংশ
শের সেনাদলের মধ্যে থাকিয়া সৈনি-
কের কাজ করা অভ্যাস ছিল; তাঁহারা
ত্রিগুণ বেতন পাইলেও কোনক্রমে
সৈনিক শিবির ত্যাগ করিতে চাহিতেন
না। কিন্তু ইংলণ্ডীয় সৈনিক কর্তৃপক্ষ
কোম্পানির আফিসরদিগের উপরে
নির্দিষ্ট ব্যবহার করিতে বিস্তর আফি
সরকে ত্রিশকুব অবস্থাপন্ন হইতে হয়।
সর চারলস ডড কতক গুলিকে পদ
ত্যাগ করান; অবশিষ্টগুলির নিমিত্ত
স্টাফকোর প্রস্তুত হয়। যাহারা স্টাফ
কোরে প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহারা ব্যবসায়
সৈনিক; চলকাল পারেড ও যুদ্ধভিন্ন
আর কিছুই জানেন না, কিন্তু ভাগ্যগুণে
দেওয়ানী কার্যে নিযুক্ত হইবার স্বত্ব
পাইলেন। স্টাফকোরে বেতন অধিক,

তদনুসারে অনেক সৈনিক পুলিশ কা
কেচ কেহবা বিচারকার্যে নিযুক্ত হইলে
ত্রৈমাসিক কার্যে উহার অভ্যাস ন
সুতরাং পদে পদে উহাদিগের অ
গ্যতার পরিচয় হইতে লাগিল। প
ন্স, বাচ', বাউইপ্রভৃতি কয়েক
বাতিরেক কোন লেপ্টনান্ট ক
পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইয়া কি করি
পাড়িয়া ছন? ইহার ছাড়িয়া যান
কোন কাজ না দিলেও নয়! কিন্তু দেওয়
কার্যে ইহাদিগের অভ্যাস নাই সুত
উহা ভাল লাগে না। এতএব উহ
যে অযোগ্যতা প্রদর্শন কবি
তাহা বিচিত্র কি? অদ্যাপি অ
আফিসর কোন কাজ করিতেছেন
অথচ সম্পূর্ণ বেতন লইতেছেন।
নাশ্বর্গত প্রদেশসমূহে এক পুলি
যা হা হউক; সমুদায় বঙ্গদেশে তিন
মাত্র কান্টোনমেন্ট মাজিস্ট্রেট আ
নিয়মবাহিত প্রদেশেই ত্রৈমাসিক
দিগের প্রাভুত্ব। স্বতন্ত্র লো
ক্রমশঃ আপনা দগের শাসন ও বি
প্রণালীর উপরে ঘৃণাপ্রকাশ ক
ছেন। পঞ্জাবে একটা প্রধান বিচার
ও তথায় শিক্ষিত বিচারপতিগ
শিক্ষিত ব্যবহারাজীব গমন কর
গোলাযোগ বাধিয়াছে। এইসকল ক
গবর্ণমেন্টকেও অগত্যা ক্রমশঃ সি
য়াদগকে নিয়মবাহিত প্রদেশ
হের বিচারকর্তা করিতে হইতেছে। ক
কাজে নিক্ষেপা দগের দলবৃদ্ধি হইতে
যাছে অনেক রাজকীয় আফিসরও বে
লোভে স্টাফকোরে প্রবেশ
যাছেন। তাঁহাদিগকে ও পূ
আফিসরদিগকে ধরিলে এক
দল নিক্ষেপা লোক দেখিতে প
যায়। ইহাদিগের কোন কাজ
ইহার আপন আপন অব
স্বস্ত্য নহেন। গবর্ণমেন্ট ইহাদি

সংগ্রহ জ্ঞান করিতেছেন। করপ্রদা
রাও বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন নিকর
নিকরদিগকে সম্পূর্ণ বেতন দিয়া
রাখিবার ফল কি ?

আমরা তন্নিমিত্ত গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ
করিতেছি এইসকল আফিসরকে কিঞ্চিৎ
কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিয়া পদত্যাগ করিয়া
পল্লী লইবার প্রবৃত্তি দিন। পর্যাপ্ত পুর
স্কার লাভ হইলে অনেকে সম্মত হইবেন।
স্টাফকোর রাখিবার কোন প্রয়োজন
নাই। কতকগুলি আফিসরকে দেওয়ানী
স্বার্থের নিমিত্ত প্রস্তুত করা এই দল
টির উদ্দেশ্য; কিন্তু এ উদ্দেশ্য সিদ্ধি
হইতেছে না। পূর্বে স্টাফকোর ছিল
১০; কিন্তু তখন জন মালকম, আলেক
সান্ডার বাণস, অর্থর কনলি, এলড্রেড
স্টার্টজার হেনরি লরেন্স প্রভৃতি কার্য
ক্ষম উপযুক্ত লোক দৃষ্ট হইয়াছেন।
এইসকল ব্যক্তির বিংশাংশ গুণবিশিষ্ট
ক জন আফিসর কি এক্ষণে দৃষ্ট হন ?
কতকগুলি সরকারী টাকা নষ্ট
হইতেছে এইমাত্র। সৈনিকগণ শিবি
র বাহিরে না আইসেন ইহাই প্রার্থ
না।

—:—

বিবিধসংবাদ।

১লা পৌষ সোমবার।

আমরা শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম, গবর্ণর
স্বদেশের নিজ সেক্রেটারি জে. ডি. গডন
কর্তৃক মন্ত্রীপুত্রের কামনায় পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন
স্টাফকোর ও বিমর গডন সাহেবের স্বভাবসিদ্ধ
একজন জনকর্তি গবর্ণমেন্টের মুদ্রাবন্ধ
কালের তদ্ব্যবস্থাপনাকর্মী ৩০০০ টাকা বেতনে
ক জন চিহ্নিত কর্মচারী নিযুক্ত হইতেছেন।
উক্ত আচার্য কর্মচারীকে নিযুক্ত
করিলে ব্যয়সংক্ষেপে এ কার্য সম্পন্ন হইতে
পারে।
স্বদেশীতির নামে সামাজিক বিদগ্ধ হইল
মেরিকার অনুকরণ করিতেছেন। এই নিয়ম

যহারাচ লওন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসন পত্র
লটার নিমিত্ত খ্রীলোকের পরীক্ষা দিতে
পারিবেন। কেহি জ বিশ্ববিদ্যালয়েও এই প্রথা
প্রচলিত হইয়াছে।

বাবু রামকৃষ্ণবাবু কয় এম. এ. বোম্বাই
য়ের এলফিনষ্টোন কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক
হইয়াছেন। পূর্বে এক জন ইউরোপীয়
এই কার্য করিতেন। ইউরোপীয়দিগকে
এখানে সংস্কৃতের অধ্যাপক করা একপ্রকার বিত
র্ষনা।

যদি আজ অবিদিত কলিকাতার টাউন
বাগন দেখিতে যাইবেন। ঠাঁহাকে কব দিতে
হইবে। ইউরোপীয় অধিবাসীরা উদ্যানটীর
ব্যয়পুণ্যোগী অর্ধ প্রদান না করাতে পুলিশ
কমিসনর কদসংগ্রহেব মানস করিয়াছেন।

২৪ পরগণার দ্বিতীয় অধ্যক্ষ জজ বাবু কৃষ্ণ
লাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার ছোটআদালত
তের চতুর্থ জজ হইয়াছেন। ইহাতে সকলেই
আশ্চর্য হইবেন। এখন যদি ২৪ পরগণার
উপজজ সনর আমীন বাবু খ্যামধন মুখোপাধ্যায়
কে কৃষ্ণবাবু পদে নিযুক্ত করা হয়, তাহা
হইলে ত্রণের পুরস্কার হয়।

নৈহাটী ট্রেসনের নিকটে একটী বৃহৎ শূন্য
রায় কারখানা আছে প্রখ্যাত বস্ত্র শ্রমিক
থাকে এবং শ্রমিকের তৈলপ্রভৃতি প্রস্তুত হয়
ইহার চূর্ণক্ষে গ্রামের লোকের অতিশয় কষ্ট
হইয়াছে। কেবল কষ্ট নয়, পীড়াও হইতেছে।
কয়েক বৎসর যাবৎ এই স্থানে গলাউঠা বিরাট
করিতেছেন। এ বার বিস্তর লোক প্রাণত্যাগ
করিতেছেন। এই কারখানা অবিলম্বে বন্ধ
করা করণ।

মহারাজ রণবীর সিংহ হাজারার গত যুদ্ধে
গবর্ণমেন্টের যে সাহায্য করেন, তন্নিমিত্ত সর
জন লরেন্স স্বহস্তে এক পত্র লিখিয়া তাঁহাকে
ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। সব জন লরেন্স
বলিযাছেন, যখন ও ঘট বার গবর্ণমেন্ট সাহায্য
প্রার্থনা করেন, ততবার রাজা ইংলণ্ডের
প্রতি অনুব্রতি প্রদর্শন করিয়াছেন। মিত্র রাজ
গণের উৎসাহবর্জন করিলে তাঁহাদিগের অনু
রাগ দৃঢ় বন্ধনুল হয়।

শনিবারের ভারতবর্ষীয় গেজেটে দৃষ্ট হইল
সিংহল গবর্ণমেন্টের অনুরোধানুসারে ভারতব
র্ষীয় গবর্ণমেন্ট কলম্বোর কলেজকে কলিকাতার
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছেন। সিং
হলে কি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় হইবে ?

রেওয়ার রাজা সব জন লরেন্সের সহ
সাক্ষ্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় আসি
তেন।

নবেম্বর মাসের খেবে ১০,৪০,৮৯,২৯
টাকার গবর্ণমেন্টের নোট প্রচলিত ছিল। এ
দুইসংখ্য ৬,৩০,০০,০০০ টাকা, ৩৩,৬,৭১
টাকার অনুদ্রিত রৌপ্য, ১,৪৭,৫০৫ টাক
অনুদ্রিত স্বর্ণ, এবং ৩,৭২,৮০,০৬১ টাক
গবর্ণমেন্টের কাগজ ছিল।

পিয়নিয়র বলেন, সর উইলিয়ম মিয়র
অনুবোধে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পা
নীর বাবতীয় ট্রেসনে বেঞ্চ রাখিবার মানস কর
য়াছেন। অরোহীদিগের পক্ষে এটি সুখ
হইবে সন্দেহ নাই।

আমরা ডেলিনিউস পাঠ করিয়া স্থাখি
হইলাম বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের উপযুক্ত সেক্রেটারি
তকসন সাহেব পীড়ানিবন্ধন আবির্ভবে ভার
বর্ষ ত্যাগ করিতেছেন।

মহাশয় আফিস হইতে কষ্টারনামক
ইংরাজ তর্কবিল তর্করূপ করিয়া পলায়ন করে
ঠাঁহার বিষয় উত্থাপন করিয়া ডেলিনিউ
বলেন, ক আসাবুতা কোন জাতীয় এক চেটি
নহে। মনক্রম সাহেব তাবতবর্ষে প্রত্যায়ন
করিয়াছেন, তিনি সাবুতার বিষয়ে বাহা বা
রাষ্ট্রলেন তাগ স্বয়ং করিয়া জাতিপরম্পরে
নন্দা কবা না হয় আমা পূর্বেই অনুভব
এ দেশের সংবাদপত্রসম্পাদকদিগকে এ
রাপ করিবার প্রয়োজন নাই। ইংরাজী সংবাদ
পত্র বিশেষতঃ ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াকে বি
বিশেষ করিয়া অনুভব করা উচিত।

মকমলের এক জন জমীদার নীল ব
করিতে আসিয়া ১০০০০ টাকা প্রাপ্ত হ
চাষি জন জুয়ানের তাঁহাকে ৮০০০ টাক
ঠাঁহাইয়া লয়। ইহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি
আপনাকে পার্টিয়ালার রাজাব পুত্র বলি
পরিচয় দিয়াছিল। পুলিস অনুসন্ধান করি
ধর্মদিগকে পৌজদা বতে অর্পণ করিয়াছেন।
২রা পৌষ মঙ্গলবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত টেলি
গ্রাম পাঠিয়াছেন।

পেন্দোয়ার ১০ ই ডিসেম্বর। কাবুল হই
৩রা ডিসেম্বর পর্যন্তের সংবাদ পাঠ
গিয়াছে। এপর্যন্ত যুদ্ধ হয় নাই। সিরার আ
খা এক পরিখাবেষ্টিত শিবিরে থাকিয়া বি
করয়া শত্রুসংহার করিবার চেষ্টায় আছেন

খা ও আবহুল-রহমান খাঁ আমীরের
 তদ কারিগরী কাবুলে যাইবার চেষ্টা পাইতে
 কিন্তু তাঁহাদিগের জয়ের কোন সম্ভাবনা
 বিস্তর টেনে গিয়া আলির মলে আসি
 । বোম্বাইগেজেট পুনর্বার বামিয়ানের
 এক বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু
 মন্তের সংবাদেই অধিক বিশ্বাস হয় ।

শায়ানপুর বিভাগে চারি মাসের মধ্যে
 গুরু প্রাণভাগ করিয়াছে । এত মড়কে
 কি, ইহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত
 বন কর্মচারী প্রেরিত হইয়াছেন ।

ত বৃহস্পতিবার খাপার টোলঘরের
 একটি অঙ্গর হত হইয়াছে । এটির
 ১৩ ফুট ৯ ইঞ্চি ও পরিধি ১৭ ইঞ্চি ।

৮৬৭।৬৮ অর্ধে মধ্যাহ্নভবে ষ্টাম্প
 ৭,৮১,৯৬১ টাকা পাওয়া গিয়াছে ।
 ২২২২ অর্ধে এ ব'র শতকরা ২০ টাকা
 লাভ দেখা যাইতেছে

শ্রীতে বসন্তের প্রাধিক্য হইয়াছে ।
 হইতেও এই প্রকার সংবাদ আসিয়াছে
 ৩ রা পৌষ বুধবার ।

শ্রীলর রাজা এক বৎসরের নিমিত্ত শস্যের
 গিত করিয়াছেন, আগরা হইতে শস্য আ
 নিমিত্ত বশিকদিগকে টাকা দেওয়া হইয়াছে,
 স্থানে স্থানে অনাধিগের দাওয়াখ
 হইয়াছে । সবলকায়দিগকে কক্ষ
 নিমিত্ত সাধারণের হিতকর একপ কতক
 কার্য আবস্ত হইবে । যাহাদিগের শস্য
 মালে নষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে কর দিতে
 না । যাহাদিগের আংশিক ক্ষতি হইয়াছে
 রা শৈ খল্য করিয়া দিবেন । রাজার কর্ম
 ন এক্ষণে সাধুতাপূর্বক কাজ করলে

শাসন কমিসনরের অনুবোধে নাগপুর
 জাদ, টেবুল ও মঙ্গলপুরে একটি
 খানা হইতেছে । লোকের কষ্ট পাইয়া
 আনিতে হয় বলিয়া ভাণ্ডার হইল ।
 । মধ্যাহ্নভবের স্মরণার্থে আ
 নাই ।

ই ডিসেম্বর লাড মেয় বোম্বাইয়ে নামিবেন
 হওয়াতে তত্রতা গবর্নমেন্ট তাঁহাকে
 করিবার নিমিত্ত ধারীতি আবেদন কর
 ন । লাড মেয় তৎপরে মাস্ত্রাজে গিয়া
 মেপিগরের সহিত ক্রিপ্টমাগ তোলের
 মদিবস অতিবাহিত করিবেন ।

সম্প্রতি আদিম বিভাগে বিচারপতি মর্শ্বা
 ণের নিকটে একটি গুরুতর মকদ্দমা হইয়া
 গয়াছে । প্রায় তিন বৎসর হইল, দেবনারায়ণ
 ঘোষ নামক খড়হের এক জন ধনী লোক
 হই বিধবা স্ত্রী রাখিয়া বিনা উইলে প্রাণ
 ত্যাগ করেন । তাঁহার বড় স্ত্রীর জাতা রাইমো-
 হন ঘোষ ও অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়নামক এক
 ব্যক্তি এক জাল উইল প্রস্তুত করিয়া আপ
 নারা অছি হন এবং এই কথা প্রচার করিয়া দেন
 মর্শ্বগণের অসম্মতিতে কেহ কোন কাজ করি-
 বেন না । যে স্ত্রী অছিদিগের কথা না শুনি-
 বন, তাঁহাকে মাসিক ১৫ টাকামাত্র ভরণ
 পোষণার্থ দেওয়া হইবে । দেবনারায়ণের জাতা
 ও জাতুল্পুত্র ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম
 করা হয় নাই । বেনীমধব গোস্বামী দেবনারা
 য়ণের গুরু, তাঁহার পুত্রকে এই উইলদ্বারা
 রাখাঝারের একখানি বাগী দেওয়া হয় ।
 এবং গোস্বামী নিজে উইলের সাক্ষী হন
 রাইমোহন ও অন্নদাপ্রসাদ ২৪ পরগনার জ
 নকটে ১৮৬০ অর্ধের ২৭ আইন অনুসারে
 দেবনারায়ণের স্ত্রী বিধুবাণি ও কনিষ্ঠা স্ত্রী
 ক্ষেত্র মণির নামে সার্টিফিকেট দ্বয় তাহার
 পর অবধি তাহারা সৃষ্টিতে আরত করে
 কয়েক সহস্র টাকা মুলের এক বাগী বিক্রয়
 করিয়া তাহারা ক্ষেত্রমণিকে রুদ্ধ করিয়া ব
 পূর্বক কবালিতে থাকর করাইয়া লয় । বিধুবা
 জাতার দাওয়া করেন : তিন মাস পর্যন্ত ক্ষেত্র
 মণিকে রুদ্ধ রাখা হইয়াছিল । পরে তিনি মুক্ত
 হইয়া প্রধানতম বিচারালয়ে নালীশ করেন ।
 এই নালীশ আরত হইয়াছে এমত সময়ে রাই
 মোহন ও অন্নদা প্রসাদ ক্ষেত্রমণির উকীল বাবু
 রমানাথ লাহার নিকটে গিয়া বলিল, উভয় পক্ষে
 রদা হইয়াছে, অতএব মকদ্দমা চালাইবার
 প্রয়োজন নাই । তাহা বা আটর্নীর ব্যয় পর্যন্ত
 দিয়া ছিল; কিন্তু ধূর্ততা প্রকাশ পাওয়াতে মকদ্দম
 চলিতে লাগিল । ইহাদিগের ধূর্ততা সম্পূর্ণ
 রূপে প্রকাশ পাইয়াছে । বিচারপতি মর্শ্বাণ
 সিদ্ধান্ত করিয়াছেন উইল জাল ও তদনুসারী দান
 অসিদ্ধ; যে বাগী বিক্রীত হয় তাহাও অসিদ্ধ
 বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । রাইমোহন, অন্ন
 দাপ্রসাদ ও বেনীমধব গোস্বামীকে কোর্ডদা
 বিতে অপণ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে । এপ্রকার
 ধূর্তদিগের কঠিন দণ্ড হওয়া আবশ্যিক ।

ডেলি নিউস বলেন মুসিদাবাদেব নবাব
 টংলও দর্শনার্থ গবর্নমেন্টের অনুমতি পাইয়া

ছেন । নবাব এই মাসের শেষে দুই পুত্র সা
 ব্যাহারে বোম্বাই গিয়া আর্জেন্ট আনোণ
 বেন । কর্নেল লেগাড তাঁহার সাক্ষত
 করিবেন ।

উক্ত পত্র বলেন নাগা ও কুকিদিগের স
 গণকে শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত কয়েকটি দ
 বদ্যালয় স্থাপনের আজ্ঞা হইয়াছে । এটি
 করনা । বিদ্যাশিক্ষা ব্যতিরেকে তাহাদি
 শান্ত্যভাব করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই ।

অদ্যকার গেজেটে দৃষ্ট হইল, স্ত্রী
 ও হুগলিতে গাড়ী পালকীর ভাড়ার ত
 প্রচলিত হইবার আজ্ঞা হইয়াছে । ১ লা
 রারি অবধি নিরিখ হইবে । মিউনিসি
 রান্সা সমূহের সুপারবাইজর গাড়ী প্রত
 রেজিষ্টার হইবেন ।

বঙ্গদেশীয় বাস্তুপক সত্তার ১৮৬৮
 ৬ আইন (বিভাগীয় নগরের স্থানীয় কর
 .য়র আইন) আগামী ১ লা এপ্রেল
 প্রচলিত হইবে । মার্জিটেটগণকে প
 দগের নাম প্রেরণ করিতে বলা হইয়াছে ।

বালেঘরে আটটি সূতন রাস্তা করিবার
 হুমকয় করিবার ঘোষণা হইয়াছে । এ
 হর্তকের সময়ে হওয়াতে বোধ হইতেছে
 .লাকদিগকে কর্ম দিয়া রক্ষা করা গবর্ন
 মাত্রেতে । আমরা আশা করিতে হইলাম
 বাহেব নিজে সতর্ক আছেন, এবং কর্ম
 দগকে যথোচিত রূপে সাবধান হইতে ক
 ছেন ।

৪ ঠা পৌষ বৃহস্পতিবার ।

আগামী ১৮ ই কাশ্মীরি, প্রেসি
 কালেজে গলফ্রাইট ছাত্রদের পরীক্ষা
 পাঁচবৎসরের নিমিত্ত বার্ষিক নিয়মে ১০০
 করিয়া দুই ছাত্র বৃত্তি দেওয়া হইবে ।
 পরীক্ষার্থীগণ পাঠের পূর্বপ ষ্টেটসেফে
 নকটে ১০০০ টাকা পাইবেন । যাঁহারা ই
 গিয়া ছাত্রবৃত্তি হারাইবেন, তাঁহাদের
 গমনার্থ এই প্রকার সহস্র টাকা দেওয়া
 বিশুদ্ধ ইউরোপীয় ত্রিশ যাবতীয় ভারত
 এই ছাত্রবৃত্তি পাইতে পারিবেন । অর্থাৎ
 অথবা মাতার মধ্যে এক জন তাবত
 হইলে হইবে ।

ডিকসন সাহেব ভারতবর্ষ ত্যাগ ক
 গবর্নর জেনরল তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া এ
 লিখিয়াছেন । ডিকসন সাহেব যে প্রকার
 তাহকারে ব্যাঙ্কের কার্য সম্পাদন

জন এবং তাঁহার পরামর্শে গবর্ণমেন্টের বে উপকার হয়, তাহা স্বীকার করা হইয়াছে।

রাজকুমার গোলাম মহম্মদ মল্লিকের উপ কার্ণ ১,৩৫,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার উপস্থিত হইতে ১০০ মুসলমান, ৫০ জন খ্রীষ্টীয়ান ও ২০ জন ব্রাহ্মণকে সাহায্য করা হইবে। মল্লিকের কমিসনের এই টাকার অর্ধ হইয়াছেন। এই দানশীলতা প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রকার দর্শনভেদের কোন প্রয়োজন ছিল না। রাজকুমার।ক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা খ্রীষ্টানদিগকে অধিক স্নেহ করেন?

সম্প্রতি একখানি ব্রিটিশ জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে পণ্ডিতদিগের শাসনকর্তা নাবিকদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন। মেসেজারিস কোম্পানি বিনা ব্যয়ে ইংলিগকে কলিকাতায় আনয়ন করেন, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট য় দিতে চাহাতে তাঁহারা তাহা লইতে অস্বীকার করেন। গবর্ণমেন্ট তন্নিমিত্ত ফরাসী শাসন কর্তা ও মেসেজারিস কোম্পানির নিকটে কৃত কৃত্য প্রকাশ করিয়াছেন।

রানপুরের নবাব শীখ রাজ্যের মধ্যে মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। প্রজার আদেশে রাজাদিগের প্রকার নিষেধ করা হইয়া বটে কিন্তু সত্য কালে এ নিষেধ ফলোপার্জনী হয় না, প্রত্যুত বিরক্তিকারক হয়।

৫ই পৌষ শুক্রবার।

বোম্বাই রেলওয়ের যে অংশ তিলদিগের দখল মধ্য দিয়া গিয়াছে, তথায় তিলেরা দখল দৌরাত্ম্য কবে। অনেকবার তাহারা টেইলঅষ্ট করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। সর্দেই নিয়ম বলেন সর্দারদিগের অস্বীকার পাইয়া তাহারা এই সকল উপদ্রব করে। এবং তিনি আপনার আত্মবহ এক রেজি-সিপাহী চাহিয়াছেন। আমরা বিস্ময়প্রাপ্ত হইয়া, বোম্বাই গবর্ণমেন্ট এই প্রস্তাবের অনুমতি করিয়াছেন। যতই দৌরাত্ম্য হউক না, একজন উৎকর্ষিত রেলওয়ে কর্মচারির সৈন্যবাহিনী দেওয়া অতিশয় অন্যায়।

মাদ্রাসাইতে ব্রিটিশ পলিটিকাল এজেন্সি অধীনে একটি আদালত ও জেল হই-ছে। ব্রাহ্মদেশে ইংলণ্ডের কোন প্রজা-রাজ করিলে তথায় তাহার বিচার হইবে।

ইংলণ্ডে ক্রয় বিক্রয়ের একটি সূতন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এক পেন্সিওনার এক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

তন্মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপন কারিরা তন্মারা এক প্রকার বিনিময়ে অপর দ্রব্য ক্রয় করেন। কেহ বলেন আমার একটি কুকুর আছে তৎপরিবর্তে আমি একটি আঙ্গুর চাই ইত্যাদি। এটা মন্দ নয়। কিন্তু আমি নি-মের আশঙ্কা হইতেছে কখাইটোলার অনেক নীলামের ন্যায় দ্রব্য দেওয়াই সার হইবে।

স্প্রেটের লিখিত হইয়াছে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট এদেশীয় সৈন্যদিগকে আইডর হুই-থাকুক এন ফলড রাইকলও দিবেন না। কিন্তু এদেশে রাইকল মুক্ত কামান, কার্ভুজ প্রভৃতি প্রস্তুত হইবে। জমীদারের, কাছারিতে খর্চ প্রজ্ঞাকে আনয়ন করা হইয়াছে। “করদাও” বলিয়া জমীদারের গম্ভীরা চিৎকার করিতে ছেন। যথার্থ পাওনা বটে, এবং প্রজা টাকা আনিয়াছে। তথাপি দিবে না। দাও দাও বারবার বলাতে প্রজা বলিল সহজে ত নহে। কাড়িয়া লইতে পার ত লও। গবর্ণ-মেন্টের সহিত প্রজার একরূপ ব্যবহার যেন না হয়।

৬ই পৌষ শনিবার।

টাকার বাজার ক্রমশঃ স্তব্ধ হই-তেছে। গবর্ণমেন্টের কাগজের মূল্য কমিতেছে এবং বাজার হুদ ও বাটার পুনর্কার বৃদ্ধি কর-িয়াছেন।

পালমাল গেজেটে রুশীয় রাজী নৃত্ত দ্বিতীয় কংগ্রেসের এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্র রাজী শীখ পুত্র (অতঃপর সম্রাট) পালকে লিখেন। তিনি বলেন প্রজাদিগকে বুদ্ধিমান ও তর্ক শক্তিমান করা উচিত নহে প্রজাদিগকে কর্তব্য কর্ম এই হইতেছে তাহারা কেবল চুপ করিয়া থাকিবে। একটি মুক্ত অপেক্ষা এক জন উপযুক্ত লেখকের লেখ-নীতে অধিক ক্ষতি করে। যে লেখক রাজনী-তিজ্ঞ হইবাব চেষ্টা পাইবেন তাহাকেই সাইবির-য়াতে প্রেরণ করিবে। রুশীয় গবর্ণমেন্ট এক পরামর্শ বিস্মৃত হন নাই। তত্রত্য সর্বপ্রধান লেখক আলেকজান্ডার হাজেনকে নির্দাসিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের যদি কেহ রুশীয় গবর্ণ-মেন্টের প্রতি অসুভাষা বান হইয়া থাকেন, অতি নিবেশ পূর্বক তাহার এই পত্রখানি পাঠ করা কর্তব্য।

বঙ্গদেশের কাথলিকবিশপ গবর্ণমেন্ট বাটীর গোপন দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবার অসু-মতি পাইয়াছেন। এটা একটি মহৎ সুলক্ষণ।

উত্তর পশ্চিমঃ কলের দুর্ভিক্ষনীড়িত লোক

দিগের সাহায্যার্থ সর উইলিয়াম মিলার সা-রণের নিকটে চাহার প্রস্তাব করিয়াছেন। বেলা সর্বসাধারণের বন্ধ শরিকর হওয়া ক-এবার কোন দেশ স্বল্পে থাকিবেন, হয় না।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিদ্ধা	৯০০।
৪ " কোং	৯০০।
৫ " পব লকওয়ার্ক	১০০।
৫ " কোং	১০০।
৫ " কোং	১১০।

ইউরোপীয় সমাচার।

৭ই ডিসেম্বর। তুরস্ক গবর্ণমেন্ট প্র-জাদিকে এক পত্র দ্বারা স্পষ্টাতিধানে প্র-ইয়াছেন, তিনি যদি ক্রীটের শাস্তি সা-ইয়া না করিবার বিষয়ে অঙ্গীকার ও-জ্ঞান না করেন, তাহা হইলে অবিলম্বে স-হত সুলতানের মিত্রতার ও মু-সংযোগ রচিত হইবে। সাধারণতঃ প্র-কাডিয়ে অস্ত্রধারণ করিয়া রাষ্ট্রায়-দিয়াছিল। সৈন্যগণ তাগাদিগকে ছি-র করিয়াছে।

আবিদিনিয়ার হুদে যেসকল সৈন্যদিগের বা-জী তাহা দিগকে এক এক নেডাল দি-য়া দিয়াছেন।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

৩রা ডিসেম্বর—জে, বারলো সাহেব-তেব সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হ-াষতীয় জেলির অধীন মাজিস্ট্রেটের ক-পাইবেন।

৮ই ডিসেম্বর-সাহাবাদের বেবেরেও-ফর গণ্টাফ খ্রীষ্টীয়ানদিগের বিবাদের সা-কট দিতে পারবেন।

৯ই ডিসেম্বর। ৩রা ডিসেম্বর অ-লেপ্টনেন্ট ডবলিউ, হুদকিন্সন পুরুলিয়ার-রে অষ্টার হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তির ১৮৫৮ অক্টর আইনের ২ ধারানুসারে কটকের বাতুলাল-দর্শক হইবেন।

ডবলিউ, রাইট সাহেব।
বাবু রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাবু কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় পশ্চিম-মানের অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের মুসলক হইবে।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী চট্টগ্রামের অন্তর্গত
দেওয়ানের মুদ্রক হইবেন।

১০ ই ডিসেম্বর—রেবেরেণ্ড জে, এস,
গিগিন এম, এম দমদমার প্রতিনিধি চাপলেন
হইবেন।

ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর আর,
এচ, রেণি সাহেব বেতিয়া উপবিভাগের ভার
হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা
পাইবেন। তিনি আরও প্রধানতম বিচারালয়
সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম
বিচার করিতে পারবেন।

বাবু কালীশঙ্কর রায় ফরিদপুর ও ভূষণার
চাট আদালতের জজ হইবেন।

মৌলবী আনোয়ার আলি জিহাদের অধ্যক্ষ
হইবেন; কিন্তু খত দিন বাবু গিরিশচন্দ্র
সাম সরকারী কার্যে পলকে স্থানান্তর থাকেন,
তত দিন পাটনার ছোট আদালতের প্রতিনিধি
হইবেন।

এল, ডবলিউ, হচিন্সন সাহেব পাটনার
অধ্যক্ষ হইবেন।

১২ ই ডিসেম্বর—সি এফ, ওয়াসলি সাহেব
পাটনার কমিসনরের বিশেষ সহকারী হইবেন।

জে, ওকিনলি সাহেব পাটনার প্রতিনিধি
মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি
কালেক্টর বাবু রামকুমার বসু ২৪ পরগণায়
দায়িত্ব হইয়া মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার
চাট আদালতের অন্যতর জজ হইবেন।

ই, অ'ই, শটলওয়ার্থ সাহেব গয়ার বিদ্যা
সভার এক জন সভ্য হইবেন।

রেবেরেণ্ড জে, এ পেজ সাহেব সূর্যসান
দেওয়ানের বিবাহ ও বিবাহের সার্টিফিকেট দিতে
পারিবেন।

১৪ ই ডিসেম্বর—লেপ্টেনেন্ট ডবলিউ, ই,
চেসাম হাজারিবাগের পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট
হইবেন।

লেপ্টেনেন্ট কর্নেল সি, রিয়ার (যিনি এক্ষণে
বিদায় লইয়া আছেন) ভাগলপুরের পুলিশ
সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন।

ষত দিন লেপ্টেনেন্ট কর্নেল সি, রিয়ার বিদায়
লইয়া অস্থাপিত থাকিবেন তত দিন সি
অনিল সাহেব ভাগলপুরের পুলিশ সুপারি-
ন্টেন্ডেন্ট হইবেন।

হাজারিবাগের সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন-
ডেন্ট আর, এফ, এচ, পিট সাহেব মানসুমে
দায়িত্ব হইবেন।

ষত দিন বাবু ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায়
উপস্থিত না হন তত দিন বগুড়ার সব আসিস্ট্যান্ট
মার্জিন বাবু হরনাথ রায় সেরাজগঞ্জ উপবিভা-
গের চিকিৎসা ও তত্ত্ব দাতব্য চিকিৎসালয়ের
ভার পাইবেন।

ষত দিন এচ, সি, কর্নল সাহেব বিদায়
লইয়া অস্থাপিত থাকিবেন, তত দিন ডাক্তার
জি, এফ, হফ বগুড়ার প্রতিনিধি দেওয়ানী
চিকিৎসা কর্মচারী হইবেন।

টি, এচ, এচ, পিট সাহেব মেদিনীপুরের সহ
কারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া মাজিস্ট্রেট ও
ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

১৫ ই ডিসেম্বর—বাকুড়ার সহকারী মাজি-
স্ট্রেট ও কালেক্টর আর, এম, ওয়ালার সাহেব
ঘশোহরে বদলী হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন
মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাই
বেন।

সি, ডি, সি উইন্টার সাহেব বাকুড়ার সহ
কারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয়
শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ডবলিউ, এচ, পেজ সাহেব ঢাকার সহকারী
মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির
অধীন মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

মৌলবী মজিবুদ্দিন আহম্মদ জিহাদের অন্ত
র্গত রসুলগঞ্জের মুদ্রক হইবেন।

বাবু কাশীনাথ দাস চট্টগ্রামের অন্তর্গত
দনদীপের মুদ্রক হইবেন।

বাবু যাদবচন্দ্র দে জগলীর অন্তর্গত উলুবে
ড়িয়ার মুদ্রক হইবেন।

বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মলিক জগলীর অন্তর্গত
শালিকার মুদ্রক হইবেন।

১ লা জামুয়ারি অবধি পাটনার মাজিস্ট্রেট
মিঠাপুরের জেলদশক হইবেন।

—১০—

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেন:—

গোয়ালিয়ার অঞ্চলে হুর্ভিক্ষের লক্ষণগুলি
ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হইতেছে। তিস্তাকের
সংখ্যা যে কত বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা বলা যায়
না, অনেক গৃহস্থের পরিবারও ধারে ধারে মুষ্টি
ভিক্ষা করিতেছে। কোন কোন জীলোক চীরবাস
পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ২।৩ টী সন্ধান
কোঁড়ে করিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে।
তাহাদের শুষ্ক মুখ ও স্তান কাঁপিতে দেখিলে হৃদয়
বিদীর্ণ হয়। এখানে পবলিকওয়ার্কে ইতর
লোকেরা কাজ পায় বটে; কিন্তু তদ্র লোকেরা

ত আর কুলী মজুরের ন্যায় খাটিতে পারেন না
গোধুম ৮।৯ সের টাকায় বিক্রয় হইতেছে
চাউল প্রভৃতি শস্যও ঐ হিসাবে ক্রিতেছে
এখনও এক আদ পসলা বৃষ্টি হইলে কিছু উপ
কার হইত; কিন্তু তাহার ত আর সম্ভাবনা
নাই; এখন দিন দিন শীতের প্রাচুর্য লক্ষিত
হইতেছে। ঘাস না হওয়াতে গো মহিষাদি
কষ্টের আর পরিসীমা নাই। এখানে ব্রিটিশ
গবর্নমেন্টের যেসকল সামরিক অফিসার, হস্তী
বন্দ আচে, তাহাদের ঘাস, ভূষণপ্রভৃতি
আয়োজনের জন্য গবর্নমেন্ট বড় ভাবিত হই
য়াছেন। আশা, এটোয়া, কানপুরপ্রভৃতি স্থান
হইতে ঘাসপ্রভৃতি সংগ্রহীত হইতেছে। আ
কালি একটি অশ্বের জন্য মাসে প্রায় একশ
টাকা পড়িতেছে। মহারাজ খীর রাজস্বের সক
স্থানে ঘাসপ্রভৃতির বিক্রয় ও রপ্তানি বন্ধ ক
য়াছেন। ইংরাজ গবর্নমেন্ট আর ক্রয় করি
পান না, মহারাজ আপনার অশ্বপ্রভৃতির জন্য
সংগ্রহ করিতেছেন।

পূর্বেই লিখিয়াছি বর্তমান হুর্ভিক্ষের জন্য
মহারাজ কর আদায় স্বগিত করিয়া ও ব্যবসায়ি
শুল্ক গ্রহণ রহিত করিয়া এক ঘোষণা
প্রকাশ করেন; কিন্তু এখন শুনিতেছি, মহা
রাজের কর্মচারীদের অনেকে উক্ত ঘোষণা
বিপরীত আচরণ করিয়া স্থানে স্থানে অত্যাচার
করিতেছে। মহারাজের সকল বিষয়ে উক্ত
বন্দোবস্ত ও উপযুক্ত কর্মচারী না থাকায়
অনেক বিষয়ে ইহাঁর দুঃখ হইতেছে।

২। পলিটিকেল এজেন্ট কর্নেল ডেলি
সাহেব ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন
এবং কর্নেল সাওয়ার সাহেবের নিকট হইতে
স্বকীয় কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সাওয়ার
সাহেব প্রায় সকলের সহিত সন্মান প্রকাশ
করিতেন, তাহার গমনে সকলেই দুঃখিত হই
য়াছেন। শুনিলাম, কর্নেল ডেলি সাহেবে
সহিত মহারাজের বড় সম্ভাব নাই। কর্নেল সা
ওয়ার সাহেবের সহিত ইহাঁর সম্প্রীতি হইয়াছিল
মহারাজ পঞ্চাবপ্রভৃতি অঞ্চলে যান নাই, কর্নেল
ডেলি সাহেবের আগমনবার্তা শ্রবণ করি
লক্ষ্য হইতেই প্রত্যায়র্তন করিয়াছেন। বে
কেচ বলেন, সাওয়ার সাহেব তাহার অস্থাপ
তিতে রাজকার্য চালাইতেছিলেন, এবং
তাহার গমনে এ বিষয়ে কিছু বিশৃঙ্খলা হই
পারে, এ জন্য আসিয়াছেন, বন্দোবস্ত করি
আবার যাইবেন।

৩। মধ্যভারতবর্ষের গবর্নর জেনরলে
এজেন্ট কর্নেল মীড সাহেব বাৎসরিক পি

এখানে আসিয়াছেন। মহারাজ এক দিন ছাউনীতে ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সম্মান বিজ্ঞাপক ২১ তোপ গুন্ডা মীড সাহেব কর্তৃক মহারাজ আহূত হইলেন। শুনিলাম, ৪।৫ দিন হইল, সাহেব নিজের কোন বিশেষ কার্য্যে গিয়াছেন, এখানে শীত প্রত্যাবর্তন করিবেন। ছুটিকের জন্য মীড সাহেবের কোন কর্মচারী ও অন্যান্য সহচর আসেন কান্টনমেন্টে মাজিস্ট্রেট আমাদিগকে জানাইলেন যে তিনি প্রত্যাগমন করিলে তোমাদের সহিত এক দিন আনিব, যদি আসেন তবে কল্প লোক আমরা আনিতে পারি।

১। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চেম্বারলেনের সশ্রুতি মেজর জেনারেল হইয়াছেন, শীত স্থানান্তরিত হইবেন। ইহার গমনের কার সকলেই সুখিত হইবেন। যে মহা সঙ্ঘিয়া নানা কারণে ইংরাজদের প্রতি ছিলেন, এই চেম্বারলেন সাহেবের উদার সামাজিকতাগুণে বশীভূত হইয়া এখন এই ছাউনীতে আসিতেন। আমাদের নায়ক লোক ও বাহার নিকট সমাদর পাউয়া। এই সময় টেনাডিগের ব্যায়ামার্থে প্রত্যবে ঘরন টেনিক পুরুষের ব্যায়ামক্ষেত্রে রণবাহুর সহিত ব্যায়ামকার্য্য কবে, তোপজনি, কস্তুর ও অশ্বের দেখারবে চতুর্দিক আলোকিত হইবে। এখন কাহারও আর অসুস্থনিদ্রার আভি হইতে ইচ্ছা হয় না। এই সময়ে ভ্রমণ ও লনা কি সুখপ্রদ !!

খালপ্রভৃতির গতিবোধ যে পীড়িত প্রধান কারণ, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুবার নদীর জল শুষ্ক না হইলে এত জনে এক বাধ প্রস্তুত করা হইয়াছে। জলের গতি বন্ধ হইয়াছে। এবার বর্ষা আসিতে এখানে একরূপ আবাদি পীড়া হইবে, বঙ্গদেশের এপিডেমিক প্রসীড়িত কল ইহার সমকক্ষ হইয়াছে বলিলেও

১২৭৫ সাল }
এ অগ্রহায়ণ

আমাদিগের শ্রীচিহ্ন সংবাদদাতা হইয়াছেন।
শ্রীচিহ্নে অসুখ বড় মন্দ; আমাদিগের

মনে দুঃভক্তির আশঙ্কা হইতেছে। বর্ষার কতি বৃষ্টিতেই অনেক ধান্য পচিয়া গিয়াছিল। বর্ষা ছিল, কার্তিকের অনাবৃষ্টিতে তাহাও অর্ধ নষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে আবার একপ্রকার কীট প্রবেশ করিয়া সমুদায় ধান্য নষ্ট ও কৃষকদিগকে নিরাশ করিতেছে, চাউলের মূল্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। এখনই ২৫০ আড়াই টাকার মূল্যে মধ্যমপ্রকার চাউলের মণ পাওয়া যায় না; তৈলের সের ৪০ আট আনা হইয়াছে। এক্ষণে ওলাউঠা আবার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছে। চাক, লক্ষণী, আগনা, জঙ্গুরী, সোণা উতা, আতুয়াধান, সিংহ চাপড়, পাগলাপ্রভৃতি এ জেলার প্রায় সমুদায় পরগণাতেই এ রোগের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য হইয়াছে। এমন গ্রাম নাই যেখানে ওলাউঠা নাই, এখানেও দেখা দিয়াছে।

আমাদিগের প্রতিনিধি পুলিশ ডিক্টেট সুপারিন্টেন্ডেন্ট গুড সাহেব এ বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অন্যতর ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী দেলওয়ার আলি খাঁ সকল বিষয়ে, বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় আইনে এবং আর্সিষ্টেন্ট মাজিস্ট্রেট বিজি সাহেব ভাষার পরীক্ষায় অসুত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৩। অল্পস্থ নবনিযুক্ত সদর থানার পুলিশ ইনস্পেক্টর ঈশান বাবু এখানে আগত হইয়াছেন। ইনি এক জন কার্য্যদক্ষ সংস্কারবের লোক।

২০ এ অগ্রহায়ণ
১২৭৫ সাল

আমাদিগের আনুলিয়ায় সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

আমাদিগের নদীয়া জিলার সুবিচারক কার্য্য দক্ষ প্রজাঃহৈতবী মাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত এচ. বেল সাহেব মফস্বল জমণোপলক্ষে রাণাঘাটের সব ডিবিজনে কয়েক দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যে যে উদ্দেশ্যসাধনার্থ স্থানীয় বিচারপতিগণ বৎসরের মধ্যে কয়েকমাস মফস্বল পর্যটনে প্রেরিত হন, বেল সাহেব এখানে প্রায় তৎসমুদয়গুলি প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। রাণাঘাট সব ডিবিজনের নিকটস্থ কয়েকখানি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে, ইনি তাহা অবলোকন করিয়াছিলেন। রাণাঘাট, উস এবং শাক্তিপুুরের মিউনিসিপালিটী এবং দাতব্য চিকিৎসালয়সকল স্বচক্ষে দর্শন করিয়া উহা

দিগের উন্নতির নিমিত্ত বহুতর হিতকর বিষয় নিম্নলিখিত করিয়া গ্রামবাসীদিগের প্রশংসা করিয়াছেন। নদীয়ার সারজন শ্রীযুক্ত ম্যাকলিন্ড সাহেব কএক তাহার সহিত কালাতপাত করেন। শুনিয়া সাধারণ আশ্লাদত হইলাম যে, রাণাঘাটের গবর্নমেন্ট সাহায্যকৃত ইংরাজী স্কুলের গৃহ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বেল সাহেব তত্রিত, মিউনিসিপাল কর্তৃক হইতে ৩০০ নিজ হইতে ৫০ সর্বসমেত ৩৫০ টাকা করিয়াছেন। আনুলিয়া বঙ্গবন্দ্যালয়ের প্রতীহার বিলক্ষণ অসুস্থ হইল। বাহাতে উন্নত হয় তাহাষয়ে তাহার বিবরণ আছে। কএক দিবস তিনি অসুস্থ হইয়া আসিয়া অত্রিত্য অভিনব স্কুলগৃহ দর্শন করিয়া গিয়াছেন এবং ইহার সর্বদা উদ্ভাবনানি রাণাঘাটের ডিপুটি মাজিস্ট্রেট বাবুকে নিশ্চিত করিয়া বলিয়াছেন। আমরা আর একটী হিতকর বিষয়ের নিমিত্ত উক্ত মহোদয়ের একান্ত বাধিত হইলাম। ইতিপূর্বে রাণাঘাটে হইতে আনুলিয়ার মধ্যগামী সুখসুখী রাস্তার বিষয় সোমপ্রকাশে প্রকাশ করা হইয়াছে। এতদিনপবে উহার গতি হইবার উপায় পাওয়া গিয়াছে। উল্লিখিত মাজিস্ট্রেট সাহেব এই রাস্তার সৌন্দর্য্য ও উহাতে অধিকসংখ্য লোকগমনাগমন দেখিয়া উহার সংস্কার ও উন্নয়ন করিবার বিষয়ে রাণাঘাটনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীগোপাল পালচৌধুরি মহাশয়কে অসুস্থ করেন। শুনিয়া সুখী হইলাম যে এপ্রকার শ্রীগোপাল বাবুর অন্য মত হয় নাই। টৈপতুক রাস্তাটি পাকা করিবার সমুদয় প্রদানে অসুস্থ অক্ষম হইয়া গবর্নমেন্টের সমর্পণ করিয়াছেন। এক্ষণে বোধ হয় উহার কাহারও হইবে।

২। আজি কালি এ প্রদেশে আবার উচ্চ কালস্বরূপ উলাউঠা প্রবর্তিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে অনেকে জী নিদারুণ বোগে আক্রান্ত হইয়া জলের করাল দণ্ডে পরিত হইয়াছেন। আনুলিয়ার প্রজাবৎসল গবর্নমেন্ট এইস্থানের নিমিত্ত কয়েক ঔষধ প্রদান করুন। এই সময় সারজনদিগের অধীনস্থ কয়েক জন সব, শ্রীচিহ্ন সারজনকে মফস্বলে পাঠাইলে ভাল হইবে।

৩। আমরা শুনিয়া চঃপিত হইলাম আনুলিয়ার নিকটস্থ হবিবপুর সাহায্য ইংরাজি বিদ্যালয়টি বাহাতে উন্নীয়া যায়, মাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বেল সাহেব একরূপ অতিপ্রায়

ছেন। তিনি বলেন, হবিবপুর রাসাঘাট
শান্তপুরের অধিক দূরত্ব নহে। অতএব
দূর স্থানে বিদ্যালয় থাকিলেই উহার
লভ্যে পারে, তবে ইহার নিমিত্ত স্বতন্ত্র
বনাবশ্যক।

সম্রাট এপ্রদেশে বন্য বরাহ ও ব্যাঞ্জের
শূন্যতা কলিকাতা হইতে কয়েক জন
ইউরোপীয় তন্ত্র লোক লিকারে আসি
শুনলাম, তাঁহাদিগের সহিত তুরঙ্গ
প্রভৃতি অনেক আছে। আহুলায়ার
হবিবপুর ও বেলগড়ের মধ্যে তাঁহা
শবির হইয়াছে। বাহ্যাত্তর সাধনা
যদি কিছু কাজ কবিত্তে পারেন, তবেই
বিষয়।

চাউল ত দিন দিন দুর্লভ হইতেছে।
আপাততঃ ৮-০ সিকার ওজনে ২০-
২৫ টাকা করিয়া মন বিক্রয় হইতেছে।
আমরা শুনিয়া আত্মানিত হইলাম।
শীপাড়া ধানার অন্তর্গত মুড়াগাছাব গ্রামী
শ্রীযুক্ত বাবু অগস্ত্য মুখোপাধ্যায় মহাশয়
শর উন্নতির নিমিত্ত গবর্নমেন্টের নিকট
পোর্ট পাঠাইয়াছিলেন, আনাদিগের বক্ত
লেপ্টনান্ট গবর্নর শ্রীযুক্ত জে সাহেব
ব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন। জগৎ
এক জন প্রকৃত দেশহিতৈষী, সকল স্থানের
হার মহাশয়দগের তাঁহার অপরূপ কার্য
উচিত।

—:—

শ্রেণিত।

ন্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

নবশয় সমীপেযু।

ধান্যরাজক কীট।

নবশয়! ক্রমে সমাচার পত্রে যে সমস্ত
ন অবগত হওয়া যাইতেছে, তাহাতে
তঃ উপলব্ধি হইবে যে, এবার ভারতবর্ষের
স্থানেই সুচারুরূপে পশা জন্মে নাহ।
পশ্চিমাঞ্চলে অনাবৃষ্টি (অসময়ে কোন
স্থানে) বৃষ্টি ও ঝড়, সুবর্ণরেখার বাহার
প্রাবন, বঙ্গদেশের দক্ষিণভাগে অতিশয়
সৌপ্রভৃতি স্থানে প্রথমতঃ অতিশয় ও
অতঃপর বর্ষা আসাম প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলে
জন্মবার অনুবিদ্যা, এইসকল ঘটনা
ই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবে যে, ভারত
বর্ষে মঙ্গল নাই।

রাজসাহীর উত্তর পূর্বাঞ্চল ও বড়ার

দাক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে (১) ও বরেন্দ্র (২)
দেশ। ১ মৃত্তিকা ও বর্ষার গুণে, এখানে আমন
ধান্যতির এমন অন্য কোন পশ্য জন্মে না
যাহারা এপ্রদেশের লোকের জীবিকার অর্ধ
সাধ্যার্থ হইতে পারে। কিন্তু দরামির গজৎ
পাতার কৃপার কাহারই অভাব থাকে না।
সুতরাং কেবল এক আমন ধানের বলেই,
এপ্রদেশের লোকে মহাসুখস্বচ্ছন্দে কালাতি
পাত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দানশক্তিও
বঙ্গদেশের মধ্যে অপ্রসিদ্ধ নহে। এপ্রদেশে
এমত প্রচুর ধান্য জন্মে যে, এখান হইতে কাল
কাতা, ফরাসডাঙ্গা, কালনাপ্রভৃতি স্থানে
অধিকাংশকাল রপ্তানি হইয়া থাকে। যখন
উৎকলের হুর্ডিকে (প্রায় সকল স্থানেই) ২।৫
সের করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়াছিল, তখনও
এখানে ৫।৬ পসরী দরে চাউল পাওয়া
গিয়াছে। গত বর্ষে অত্যন্ত বর্ষা ও ঝড় হও
রাত্তে, ধান্য ভাল হয় নাই। তথাপি ২০।২৪
পসরী দরে ধান্য বিক্রয় হইয়াছিল। এবার
টেকাঠের শেষ অবধি ক্রমাগত ১৪।১৫ দিবসের
আত্যন্তিক বর্ষনে, চানের অনেক বিঘ ঘটে।
পরে তৎপ বর্ষার ধানের তাদ্রক জিরুজি না
হইয়া শেষে একরূপ ফলিয়াছিল। তাহাতে
লোকের কোন কষ্টের সম্ভাবনা ছিলনা। কিন্তু
হায়! কি আক্ষেপের বিষয়!! কি কৃষ্ণনেই
নির্দয় ও সর্গআশাবিনাশক শীষকর্ষক কীট
আসিয়া কৃষকদের আশা তরসা সকলই এক
বারে উচ্ছিন্ন করিল।

এই দুই কীট দেখিতে মাটিয়া বর্ষ, প্রায়
আড়াই অঙ্কলী দীর্ঘ, (কিঞ্চিৎ অধিক) এক
যবোদর স্থল, মস্তক কৃষ্ণবর্ণ ও দুট এবং সমস্ত
শরীর অত্যন্ত কোমল। ইহারা কেবল ধান্য
শীষের সঙ্কিস্তল সকল কাটিয়া দেয়। প্রথমে
কৌশল ও শিল্প পতনে সময়, ইহারা বিচালীর
নীচে গিয়া কুণ্ডলাকারে বিশ্রাম করে। শীষ
কাটা তিন্ন, ইহাদের ধান্য কিম্বা অন্যান্য প্রবোর
সহিত কোন সংশ্রব নাই। কীটের প্রাণ অত্যন্ত
ক্ষণভঙ্গুর। কাবন অতি সংসামান্য আঘাতে
মৃত্যুবরণ হয়।

প্রথমতঃ ধানের মধ্যে একরূপ হৃৎকবৎ

- (১) এখানে অত্যন্ত বর্ষা হয়। এই স্থানেরই
বিশেষ ভাব লিখা হইল।
- (২) এখা ডাঙ্গা প্রদেশে ধানের গাছ
করিয়া রোপণ করা হয়। কীটসকল এখানেও
প্রস্তাবিতরূপে বহুতর অনিষ্ট সাধন করি
য়াছে।

পদার্থ জন্মে। তখন ঐ নির্দয়েবা শীষ ক
প্রবৃত্ত হয়। (৩) এবং পরে যখন ধানের ম
তগুল পুষ্ট হইল, তখন অবধি এখন পর্য্য
কাটিতে পুরাশুধ হয় নাই। সে প্রায়
মাস গত হইল। কৃষকদের ধান্যকর্ষণ ও ম
মধ্যে চাস করিতে প্রায় ফলন মাস গত
তৎপরে তাহার চাস ও বপনকার্যে আঘা
প্রথম ভাগ অতিবাহিত করে। মাঘ ও কা
নিয়ন্ত্রানসকলে কর্ষণ ও বপন করিবার ক
এই যে, বর্ষার জল নিয়ন্ত্রানেই অগ্রে স
হয়। এ সময়ে কৃষিকার্যে অবহেলা করিলে,
কদের কখনই মঙ্গল হয় না। সুতরাং
কৃষকদের সকলে মিলিত হইয়া, ধান্য কুড়
নিবৃত্ত থাকে, তবে আগামী বৎসরের
কার্য কিরূপে সম্পাদিত হইবে? অতএব
বাহুল্য করিয়াও বর্তমান ধান্য আরম্ভ
আগামী বর্ষের কৃষিকার্য সমাপন করি
উপায় নাই। ইহার চারিটি কারণ আছে।
নতঃ এপ্রদেশের লোকসংখ্যা গতবর্ষ অ
কছু অধিক হয় নাট যে, তাদ্বারাই অধিক
অমে উক্ত ধান্য সকল হস্তগত হইবে।
রতঃ বাহারা অন্যান্য স্থান হইতে ধান্য ক
ধান্য লইবার প্রত্যাশায় আসিত, তাহার
চর্চনা দেখিয়া তাহাতে স্তমিত হইয়া
তৃতীয়তঃ কৃষকদের শস্যবলই সকল বলের
চতুর্থতঃ কৃষিকার্যের গুরুই প্রধান ম
গরুর রক্ষার জন্য ধান্যবিহীন বিচালী
কাটিতে হইবে। তাহাতে অন্যান্য বৎ
ন্যায় সময় আবশ্যক। কারণ ধানের গাছ
ত স্থান হয় নাই। অতএব উক্ত ধান্য
সঞ্চয়ের যখন কোন সহপদার দেখা যায়
তখন উহার অধিকাংশ ন দেবায় ন
হইয়া মষ্ট হইবে। শস্য িয়ের ফল অতি
নয়নগোচর হইয়াছে। বাস্তবে সামান্য
৭।৮ পসরী দরে বিক্রয় হইয়াছে। এপ্র
অবস্থা শেষে যে কিরূপ ভীষণকার
করিবে, তাহা প্রজা... ব্রিটিস গব
এবং মঙ্গলয়... মাত্রই
করিতে পারেন।

সোমপ্রকাশে কীটদমনস্বক্রে যে দুটি
নির্দিশিত হইয়াছে, তাহা প্রসিদ্ধ বলিয়া
হয় না। মেহেতু ঐ নির্দয় কীট বহুস্থান
সুতরাং তাহাদিগকে কিরূপে শুদ্ধাচন
নিবারণ করা যাইতে পারে? যে সময়
তাহার মনুষ্যের নয়নগোচর হয়, তাহার
(৩) এখানে আর কি কার্য হইবে

হিত পরেই উহার বহুসংখ্যক ও বহুস্থানব্যাপী
 য়া উঠে। উহাদিগকে দেখিয়া বোধ হয়
 ন উহার আকাশ হইতে প্রবল বারিধারার
 য় তুপতিত হইয়াছে। বর্ষা অধিক হয় বলিয়া
 নিতে স্থানকল্পে ২।০ হস্ত পরিমিত বিচালী
 ক্রিয়া থাকে। ভূমিকম্পসময় তাহা দৃষ্টি
 রিয়া ফেলাইবার রীতি এপ্রদেশে বহুকাল
 প্রচলিত আছে। অতএব উহা ভবিষ্যতের
 ট নিবারণের উপায় বলিয়া গ্রহণ করা
 তে পারে না। অবশেষে পাঠকগণ! একবার
 র্দ্ধশাপন্ন কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।
 হারা কি ভাবাপন্ন হইয়াছে?

জননীয়ে, দূতবন্ধে বাঞ্জিরাখি, যদি
 সন্মুখে, বধয়ে পুত্রে, শাস্ত্রব হুর্ধতি।
 তাতে জননীর মন, বধা অক্ষমতা
 হেতু হয়, বিবাদে আকুল। সেই মত,
 কুবীবল্য মাঠে হেরি, নির্দয়, নাশক
 কীট, শীঘ্রচ্যুত তুপতিত ধান্য, করি
 হাহাকার, কান্দিতেছে, হইয়া আকুল,
 দিবানিশি, অন্য কর্ম, ত্যজি এক মনে।
 জেলা রাজসাহী। } বশব্দ
 কয়ট মাড়িয়া। } শ্রী হরকুমার সরকার
 ১২৭৫। অগ্রহায়ণ।

—:—:—

কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজের
 ডিক্কা।

সর্বিনয় নিবেদনমিমাং—

কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজগৃহ পুনঃসংস্কৃত হই
 হ। উহা অনুমান সাড়ে চারি শত টাকা
) তির সম্পন্ন হইবে না। প্রায় মাস
 ইহার কার্য আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু অর্থা
 প্রযুক্ত এ পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠিল না।
 প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রায় দুই শত টাকা
 স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং তদ্ব্যতীত এক শত
 টাকা সংগৃহীত হইয়া সমাজসংস্করণে দস্ত
 ছে। আমরা ভারতবর্ষীয় কতিপয় প্রধান
 ব্রাহ্মসমাজ ও ত্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ
 প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার নিকট ডিক্কা
 স্থানবিশেষ হইতে উপকৃত হইয়াছি।
 আপনার সজদয় পাঠকবর্গের নিকট
 র্ত্তিকারিতেছি যে, এমন কি কপর্দিক
 প্রদান পূর্বক আমাদের এই চরণের সময়ে
 তা করিয়া বাধিত করুন।
 নাতিলায়ী মহাশয়ের কৃষ্ণনগরস্থ প্রসিদ্ধ
 কবরু রামচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট
 লে প্রাপ্ত হইবে।

একান্ত বশব্দ
 কতিপয় ব্রাহ্ম
 কৃষ্ণনগর।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার
 প্রতিবাদকারিগণ।

কেশব বাবুকে লইয়া সংবাদপত্রে যোরতর
 আন্দোলন চলিতেছে। এত দিন আমরা নিস্তর
 ভাবে দর্শন করিলাম। ইহার তথ্য জানিবার
 নিমিত্ত আমাদের একান্ত ত্রুৎসুক্য ছিল এবং
 যতদূর জানিতে পারিলাম তাহা সাধারণের
 গোচর করা আবশ্যিক বোধ হইতেছে। বৃথা
 গোলযোগ করা নিন্দক ও কাপুরুষের কার্য।
 যাহাতে সত্য, পবিত্রতা ও শান্তির রাজ্য
 বিস্তারিত হয় তাহার উপায় চিন্তা করাই সাধু
 দিগের কর্তব্য। প্রথমে ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক
 ত্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও তাঁহার সঙ্গী
 হই এক জন কেশব বাবুর প্রতি গুটিকত ব্রাহ্মের
 পৌত্তলকপ্রায় ভক্তি দেখিয়া সংবাদপত্রের
 সহায়তাদ্বারা তাহার অপনোদনের চেষ্টা পান।
 তাঁহাদিগের অভিপ্রায় যে শুভ তাহা কেনা
 স্বীকার করিবেন? অনেক অনেক ধর্মপ্রচারক
 ঈশ্বরবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। কেশব
 বাবু অসাধারণ ধর্মনিষ্ঠাদ্বারা লোকদিগের মন
 যেরূপ আকর্ষণ করেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিও
 সেই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। যাহা
 হউক, বিজয় বাবুর শেষ পত্রদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়
 মান হইতেছে যে, কেশব বাবু নিজে কোন
 দোষে দোষী নহেন, তাঁহার শিষ্যগণের অবধা
 ব্যবহারই অসুযোগের কারণ। এক্ষণে সংবাদ
 পত্র ঘোষণাদ্বারা কি বল লভ হইয়াছে তাহা
 এক বার অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। কেশব
 বাবু সাধারণের নিন্দা ও উপহাসের আশ্পদ
 হইয়াছেন। তাঁহার বোধবান অথবা কেশব
 বাবুর সহিত বিশেষরূপে পরিচিত তাঁহার
 জনপ্রবাদদ্বারা চালিত হন না; কিন্তু বাহ্যদর্শী,
 ধর্মহৃদয়শূন্য, কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তিগণ আমোদ
 প্রমোদের একটী প্রকাণ্ড বিষয় পাইয়াছেন।
 এমন কি অনেক সংবাদপত্রসম্পাদকও আপ
 নাদিগের স্বাভাবিক উদার্য ও গাঢ়ীয়া পরি
 ত্যাগ করিয়া এই দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া
 ছেন। মহাশয়! তাঁহাদিগের অল্প বিবেচনা
 হেতু যদি সাধারণের মনে জাত সংস্কার সজাত
 হয় অথবা কোম নিফলক ব্যক্তির ঘোষণা
 হয় ইহারা কি তল্লিমিত্ত ঈশ্বরের নিন্দা আপ
 নাদিগকে দায়ী মনে করেন না? আমরা কেশব
 বাবুর দোষোদ্দেশ্যের পর তাঁহার সহিত বারং
 বার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়া দেখিলাম,
 তিনি পূর্বে যেরূপ সরল ছিলেন এখনও সেই
 রূপ আছেন এবং আপনাকে ঈশ্বরের আরোপ

করা হুরে থাকুক, তিনি আপনাকে হু
 পাপী বলিয়া স্বীকার করেন এবং অ
 ও অন্যের জন্য ঈশ্বরভিন্ন অন্য কেহ মুদি
 নাই, মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া থাকেন।
 বাবুরা সংবাদপত্রের সাহায্যে যে বাণ
 দিগের মতে) দোষী ব্যক্তিদিগের উপর
 করিবার মানস করিয়াছিলেন, তাহা
 এক জন নির্দোষী সাধু ব্যক্তির উপর
 হইয়াছে। ইহাদ্বারা তাঁহাদের স্বাধীন
 প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু প্রগাঢ় বিজ্ঞ
 কারে কার্য না করিতে তাঁহারা অনেক
 অনিষ্টের কারণ হইয়াছেন। বিজয়
 আমরা যেরূপ তদ্রূপকৃত ও ধর্মভা
 বলিয়া জানি, তাহাতে তাঁহার শেষ পত্র
 প্রকাশিত না হইলে আমাদের মন
 সন্দেহে আকুলিত থাকিত। তিনি যে এক
 উদ্দেশ্যে অন্য এক বিপরীত করিয়া ফে
 ছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। সাধু
 বিবেচনা করিতে পারেন যে, এ সময়ে
 বাবু প্রকাশ্যে কেন আপনার নির্দোষিতা
 মান করুন না? একথা বলিবার কাণ্ডার
 কার আছে? তিনি যখন দোষী নহেন,
 নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য ব
 নহেন। তিনি নিজের বৃথা নিন্দা যে শু
 ছেন না এমনত নহে; কিন্তু তিনি সাংসা
 লোকের ন্যায় লোকের প্রশংসালোভে
 নিন্দাতয়ে যদি নীয়মান না হইয়া আ
 আপনি ঠিক থাকিয়া কার্যদ্বারা আপনার
 চরু হিতে থাকেন, ঈশ্বরের নিকট তিনি
 রাণী হইবেন না। প্রতিবাদকারিগণ তাঁ
 সঘর্ষে সাধারণের মনে যে কুসংস্কার জ
 তেছেন, তাহার নিবারণ করা তাঁহাদিগে
 বিশেষ কর্তব্য।
 এই স্থলে সাধারণ ব্রাহ্মগণের প্রতি
 দিগের নিবেদন যে, এক্ষণে জ্ঞান ও স্বা
 তার কাল। তাঁহারা কোন প্রকারে যেন ই
 দের অবমাননা করেন। ইহাদ্বারা এক নি
 পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার ও অন্য নি
 িয়ের বুদ্ধি, অহঙ্কার ও অসুদারতা উৎ
 হইতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম যেরূপ জ্ঞান ও স্বা
 তার ধর্ম, তাহাতে সেইরূপ প্রীতি ও উদার
 থাকা আবশ্যিক। মূল মত ও বিশ্বাসে ব্রা
 সাধারণের ঐক্য থাকিবে; কিন্তু রুচি ও অভ
 বিবেচনার সামান্য বিষয়ে পরস্পরের মতে
 অটমক্য দৃষ্ট হইতে পারে। ইহা স্বীকার
 করিয়া ইহারা অন্য ভ্রাতৃদিগকে সর্ববিধ
 আপনাদিগের মতস্থ করিবার চেষ্টা পাইবে

র জন্মে পশ্চিমবঙ্গ এবং অসিদ্ধমনোরথ
বন কাহার সন্দেহ এই।

কাতপয় শান্তিদর্শনেচ্ছ।

—:০:—

শান্তিপুত্র তাহার প্রধান
অভাব।

শান্তিপুত্রের অধ্যাপি প্রায় ৬০০০ লো
ক বসতি আছে। চাকা ব্যতীত বঙ্গদেশের
কোন মফস্বল নগরে এত লোকের বাস নাই।
সমসঙ্গে শান্তিপুত্র অবিখ্যাত নহে। পূর্বে
এখানে সংস্কৃতের বিলক্ষণ চর্চা ছিল।
নে নদীয়ার তুল্য পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু
এ সমুদায়ের পরিবর্তন হইয়াছে। শান্তি
বিদ্যালয়শীলন অল্প। যাহা কিঞ্চিৎ হই
তাহা কিছুই নহে বলিলে হয়। বিদ্যা
ব্যতীত চরিত্রের নির্মলতা হয় না।
পুত্রের প্রচীন সত্যতা আছে; কিন্তু যে
নীতিসংক্রান্ত দোষ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে
পিতা তাহা রক্ষিয়াছে। বরং তদানীন্তন
স্বজ্ঞতার উপরে ইদানীন্তন কালের বাহা
তা, তদ্বন্দ্যে সূত্রা প্রধান আসন প্রাপ্ত
হইয়াছে। এল্লিবন্ধন সমাজের অবস্থা আরও
দাঁড়াইয়াছে। এই দুর্বস্থা দূর করা কর্তব্য।
শান্তিপুত্রের প্রকৃত উন্নতি হয়, কিসে
তৎ দর্শনীয় ঘটিত কলঙ্ক যায়, ইহা
সাধা হইতেছে।

শান্তিপুত্র উপবিভাগের দৌত্য প্রভাবে
রামশঙ্কর সেন তথাকার ভার পাইয়াছেন,
শঙ্কর সেন এক জন প্রসিদ্ধ লোকযত্ন জে,
ড, বেথুন ও এক, জে. মৌএট শিক্ষা বিভাগ
কর্তা ছিলেন, সে সময়ে রামশঙ্কর সেন
লালেজের সর্গপ্রধান ছাত্র বলিয়া খ্যাতি
কবিয়াছিলেন। তাহার পব তিনি কয়েক
র বিশেষ সুখ্যাতির সহিত শিক্ষকতা
। ইহার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে ডেপুটি
স্টেটের পদ দেওয়া হইয়াছে এবং এক্ষণে
দেশে যত প্রধান শ্রেণির উপযুক্ত কর্মচারী
জন, তিনি তাহার মধ্যে পরিগণিত।
ক্রমশা বলেন তৎপ্রতি বিশেষ মনো
দেওয়া কর্তব্য। উপবিভাগের ভার পাইবা
তিনি তাহার অভাবগুলি জানিতে পারি
ন। তিনি সস্ত্রতি প্রস্তাব করিয়াছেন,
পুত্রের একটি জেলা স্কুল করা কর্তব্য।
কৃষ্ণনগর কালেজ প্রথমতঃ স্থাপিত হয়,
অনেকে তাহা শান্তিপুত্রের করিতে বলিয়া
ন। কেবল সদর মহকুমা কৃষ্ণনগরে হও

য়াতে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই। শান্তিপুত্র
শান্তিপুত্রের চারিটি বিদ্যালয় আছে; ইহার
মধ্যে সর্গপ্রধান ৪০০ মাত্র ছাত্র অধ্যয়ন করি
তেছে। গবর্নমেন্ট ইহার মধ্যে দুটিতে সাহায্য
দেতেছেন। কিন্তু আমরা চ্ছাখিত হইলাম একটি
বিদ্যালয়ও ভালরূপে চালিতেছে না। রাম
শঙ্কর বাবু বলেন, গবর্নমেন্টের বিদ্যালয় হইলে
স্বজ্ঞগণ তথায়ই গমন করিবে। ছাত্রদের যে
বক্তন হইবে তাহাতেই ব্যয়নির্কাহ হইতে
পারিবে। বস্তুতঃ লোকসংখ্যা ও ধনের বিষয়
বিবেচনা করিলে এ অনুমান মিথ্যা হইতেছে না।
ইনস্পেক্টর উডে সাহেব এই প্রস্তাবের অগ্র
মাদন করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি ডিরে
ক্টর আটকিন্সন ও বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট এত
সদুচ্চানের কোন ব্যাঘাত করিবেন না। শান্তি
পুত্র সদর মহকুমা নহে সত্য; কিন্তু যদি লোক
সংখ্যা ও তাঁহাদিগের অভাব বিবেচনায় বিদ্যা
লয় স্থাপন করা কর্তব্য হয় তাহা হইলে শান্তি
পুত্রের একটি প্রথম শ্রেণির জেলা স্কুল করা
কর্তব্য হইতেছে। ইহা না পাকাতে আমাদের
একটি প্রধান জনপদের শিশুগণ ও বয়স্কগণ
শুশ্রিষ্ট রক্ষিয়াছেন। যদি অতিরিক্ত ব্যয় করা
গবর্নমেন্টের নিতান্ত অনভিপ্রের্ত হয় তাহা
হইলে হুগলির ব্রাহ্ম স্কুলকে শান্তিপুত্রের লইয়া
দাওয়া কর্তব্য। হুগলি কালেজের পার্শ্বেই একটি
শাখা বিদ্যালয় রাখিবার কোন প্রয়োজন
নাই।

তাহা সিদ্ধ হইবার ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। হু
পাশ্বতী স্থানসকলের দরিদ্র লোকেরা
মুলে চিকিৎসাত হইবে এই তাঁহার অভি
কিন্তু সেনকল লোক হই তিন-ক্রোশ
গয়া চিকিৎসা ও ঔষধ লাভ করিতে
নাই। হুগলির তাহা লোক অল্প, সুতরাং
পর ন্যায় তথায় দাতব্য চিকিৎসালয়ের
জনও তাহা নহে। এদিকে সংক্রামক
রোগে লোকে যজ্ঞনাশ হইতেছে; তা
প্রাণত্যাগও করিতেছে। অধিকাংশ লোক
হীন, ঔষধ ক্রয় করিতে বা চিকিৎসকের
দয়া উঠিতে পারে না। একটি দাতব্য
শালয় ছিল, তাহাও বহুদূরে নীত
এ অবস্থায় গবর্নমেন্টের সহায়তা অতিশয়
শ্যক হইয়া উঠিতেছে। হুগলি, বালি, বে
সাহগঞ্জ, বাঁশবেড়িয়া, দেবানন্দপুর, মে
ত্রিবেণী প্রভৃতি গ্রাম রোগের যজ্ঞনাশ
হইয়াছে। আরও কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম
আমি তাহাদের নাম করিলাম না। এ
গ্রামের জন্য কি একটি দাতব্য চিকিৎসা
অন্ততঃ পাঁচ ছয় মাসের জন্য করা গবর্ন
উচিত বোধ হয় না? প্রজাদিগের বি
দরিদ্র অক্ষম প্রজাদিগের চর্চনা দে
নিশ্চিত থাকি প্রজাদিগের গবর্নমেন্টের
নহে। তাঁহাদের ত্বরায় এ বিষয়ের অগ্র
কিয়না উপায়বিধান করা উচিত। আ
প্রস্তাব, হুগলির নিকটে একটি চিকিৎসা
এবং ত্রিবেণীর নিকটে আর একটি চিকিৎসা
স্থাপিত হয়। হুই জন নেটিব ডাক্তার ও বি
ঔষধ হইলেই কাব্য নিকাহ হইবে। গবর্ন
কোষ শূন্য হইবে না, কিন্তু প্রজাদের পরম
সাধিত হইবে।

২৯ নবেম্বর }
১৮৬৮ সাল } অনেক হুগলি নিব

সবিনয় নিবেদন।
মহাশয়! হুগলির চতুঃস্থিত পল্লীগামে
এবংসর জ্বালা রোগের বড় প্রাচুর্য হই
য়াছে। প্রত্যেক গৃহে প্রায় দুই একটি পীড়িত
লোক পাওয়া যায়। দরিদ্র লোকেরা যার পর
নাই কষ্ট পাইতেছে। একে অব্যাদি দুর্মূল্য
তাহাতে আবার পাঁচ বৎসর রোগের সেবা,
লোক আর ঔষধ ও চিকিৎসকের ব্যয় দিয়া
উঠিতে পারে না। এখানে একটিও দাতব্য
চিকিৎসালয় নাই। যদিও মহম্মদ মুশিনের
অগ্রগণ্য ও দেশভিত্তিকভাবে হুগলিতে একটি
দাতব্য চিকিৎসালয় অধিককাল অবধি ছিল
এক্ষণে তাহা হুগলির উঠিয়া গিয়াছে। ডাক্তার
সাহেবদের খাতিয়ার সুবিধা হয় বলিয়া বোধ
হয় চিকিৎসালয়ী এইরূপ স্থানান্তরিত হই
য়াছে। কিন্তু মহম্মদ মুশিনের যে অভিজ্ঞতা

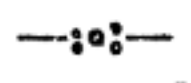
কৃষকগণ! আমরা কায়মনোবাক্যে পা
কিয়না এবং মহাজনের নিকটে ঋণগ্রহণ
হইয়া বাহা কিছু উপার্জন কর, ফলকালে
দল উদাসীন লোক তোমাদিগের সেই
মের ফল কাড়িয়া লয়। তোমরা তাহার
ভাগ (খোলা) মাত্র পাইয়া, সান্ত্বনয়
সস্তাপ অগ্রভব করিয়া থাক! তোমার
এই বর্তমান নিদারুণ ছাখরাশি দূর কর
জন্য অনেকেই সাধ্যপৰ্য্যন্ত চেষ্টা ক
ছেন, কিন্তু বাহার চেষ্টায় তোমরা বল

নে আরোহণ করিতে সক্ষম হইতে সেই প্রধান রাজপুরুষ তোমাদিগেব এত ছুঃখ দুর করিতে অদ্যাপি চেষ্টাবান হন সুতরাং অন্যের চেষ্টায় কি হইতে পারে ? এক দিনে আমরা তোমাদিগকে এক শুভ দ দিতেছি, বোধ করি প্রগদীশ্বর এত দিন তোমাদিগের সমস্ত ছুঃখ দুর করবেন।

শুকগণ ! তোমাদিগের সুখসমৃদ্ধি, বাঁহার মনোবোধ অধীন, সেই প্রধান রাজপুরুষ নিঃসন্দেহে তাঃসুতরাং ৩১শ্বর আসিতেছেন,) স্বয়ং এক জন কৃষক, তিনি কৃষকের বন্ধু হইবেন সন্দেহ নাই।

পার্থে যে পরিমাণে পরিশ্রম ও যে পরিমাণে প্রায়, তোমাদিগের বন্ধু ভারতবর্ষের গবর্নর জেনরল তাহা সকলই হইবে। তিনি আপন কৃষি ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া এবং অতল ব্যয়সাধি লক্ষ্যন করিয়া তোমাদিগের ছুঃখ দুর করিবার জন্য এই ভারতবর্ষে আসিতেছেন। তোমরা কালের সঞ্চিত ছুঃখ দুর করিয়া সেই ভারতবর্ষের সুতন প্রভু মহামতি লাড মেয়র মহোদয় আগমন প্রতীক্ষা কর, তিনি ভারতবর্ষে আসিতে হইয়া তোমাদিগের মনোঃখ দুর করিবেন।

কলিকাতা }
২৭৫ সাল }
৪ অগ্রহায়ণ } ক্রীতকলাসন'খ বহু।



পয়ঃপ্রণালীসকল অপরিষ্কার থাকিলে র যেসকল অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা হইবে তাহার কিছুই অসম্ভাব নাই। সত্য বর্ষাকালে অতিরিক্ত নবজন্ম সাধারণ্যে ক অনিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু পরিমাণ পরিতে পয়ঃপ্রণালীসকলেব অপরিষ্কৃততঃ ন অল্প অনিষ্ট হয় নাই। যদ্যপি পয়ঃপ্রণালীসকল পরিষ্কৃত থাকে, পয়ঃপ্রণালীসকল সঙ্কৃত হয় " এমনি ও পান্য পরিষ্কারীগুলির পক্ষোদ্ধার ও পরিষ্কার করা তাহা হইলে রৌদ্রানিত হুর্গন্ধ ও হুর্গন্ধপন্ন মারীভয় সম্বন্ধে সামান্য উপকার হইবে। এইসকল অনিষ্ট নিবারণজন্যে একটি সাহায্যস্বকনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইবে। সভা প্রথমে গবর্নমেন্ট রাস্তার পয়ঃপ্রণালীগুলি দেখাট মৃত্তিকায় পরিষ্কার হইতে দেখিয়া সেইগুলি পরিষ্কার করিবার জন্য বারাকপুয়ের কন্ট্রোলমেন্ট মাজিস্ট্রেট আবেদন করেন। মাজিস্ট্রেট তত্ত্ব

মতি প্রদান করিলে কার্য আরম্ভ হয়, এমন সময়ে এক জন সন্তোষ কবতাপর গোশ্বামী মহোদয় বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কার্যের প্রতিবন্ধকতা করিতে লাগিলেন। পরে মাজিস্ট্রেট সাহেব স্বয়ং আসিয়া তাহার আপত্তি খণ্ডন করিয়া যান। মাজিস্ট্রেট সাহেব গমন করিলেন, পুনর্কার কার্য আরম্ভ হইল, পুনর্কার গোশ্বামী মহাশয় বিয় জন্মাইতে লাগিলেন। এবারে স্থির করিয়াছেন, মাজিস্ট্রেট সাহেব উপস্থিত না থাকিলে তিনি কোনক্রমেই সভাকে পয়ঃপ্রণালীটির সংস্কার করিতে দিবেন না।

ক্রীযুক্ত—তমীদার মহাশয়ও তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদিগের যে কি অনিষ্ট হইতেছে অথবা ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা তাঁহারা ভিন্ন অপরের বুদ্ধিবল ক্রমতাই। এ দিকে গবর্নমেন্টের "ওয়াটার পাইপ" (পলতা হাটে কলিকাতা পলতা) দ্বারা, যে প্রণালীর অনুসরণ করিয়া পূর্বে গ্রামের কোন কোন অংশের জলসকল নির্গত করা হইত, তাহা বন্ধ হইয়াছে সুতরাং একটি সুতন প্রণালী কাঁড়িয়া গঙ্গা বা খালের সঙ্গে সংযোগ করিয়া না দিলে গ্রামের সেইসকল অংশের জল বাহির হইবার আর উপায় নাই। এই সুতন প্রণালী নির্মাণ করিবার সময়ও কাহার কাহারও আপত্তি করিবার সম্ভাবনা আছে। ইহাতে তাঁহাদিগের আপত্তিঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু পরিণামে তাঁহারা যে কতপরিমাণে তাহার পূরণস্বরূপ পুরস্কার পাইবেন, তাহা বিবেচনা করিলেই চলিতে পারিবে।

অপর পুরাতন প্রণালীগুলির সংস্কার সম্বন্ধে কাহারও অকারণ আপত্তি করা নিতান্ত অবিবেকতা ও শোণিতোচ্ছতার কার্য্য সন্দেহ নাই। যাহা হউক এক্ষণে যাহাতে এই শুভ কার্য্যটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে মাজিস্ট্রেট সাহেব একটু মনোযোগ করিয়া সভার আশুকল্য করিলে দেশের মনোপকার করা হয়। তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াই হউক অথবা পুলিশ প্রহরী নিয়োজিত করিয়াই হউক পয়ঃপ্রণালীগুলির সংস্কার না করাইলে গ্রামের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

১০ ই ডিসেম্বর } একান্ত বশমত।
কলিকাতা } ক্রীঃ--
১৮৩৮ সাল }

মুদ্রা প্রাপ্তি ।

ক্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দেব বালেখর
১২৭৫ শোখ হইতে ৭৬ অগ্রহায়ণ ১৩

- * * মহেশচন্দ্র বসু কলিকাতা
 - * * ভুবনমোহন বসু সীতাপুর
 - * * মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী কালীপুর
- দক্ষিণ পূর্ব বিভাগে কল ইনস্পেক্টর

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটা বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাজুল না পাইলে কলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা বা মাসিক ৫।০ টাকা; মকসলে ডাক সমেত বার্ষিক ১৩, মাসিক ৭ এবং মকসল ৩৫।০। তিন মাসের মূল্যে অগ্রিম গ্রহণ করা যায় না। ছদ্ম, বরাত্তি চিঠি, অড'র, নোট ও ট্রাম্প টিকিট, ইহার অগ্রহাতে বাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

বাঁহার ট্রাম্পটিকিট পাঠাইবেন, যেন এক অথবা আধ আনার অধিক ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মকসল হইতে সোমপ্রকাশ মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি ক্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে হইয়া দেয়।

বাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় আত্মীয় আসিবে, একমাসপূর্বে তাহাদিগকে লিখিয়া জানান বাইবে, কাল অতীত গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বাগাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর স্টেশনের ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাঠাইব।

বাঁহার মাজুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ বাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপত্র আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহার সঞ্চিত স্বতন্ত্র মাজুল হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর স্টেশনের চাকরিপোস্তায় ক্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাপ্ত প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১১ নং ভাগ।

৮ সংখ্যা।

প্রবন্ধালায় প্রদর্শিতায় পার্থিবঃ স্বরস্বনো স্তিমমতী ন স্বীয়তা

মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ মন
বর্ষ বাধ্যাসিক ৫৫ সাড়ে পাঁচ টাকা।

নং ১২৭৫। ২২ এ পৌষ। ১৮৬৯। ৪ঠা জানুয়ারি

{ স্বক্বেলে মাহুলসমেত অগ্রিম
মাধ্যাসিক ১, ও ত্রৈমাসিক ৫

বিজ্ঞাপন।

হরিনাতি ইং নং বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ অক্টোবর
শিক্ষা পরীক্ষা দিগের পাঠনার্থ একতী
নী করা হইবে। ঠাংহারা উহাতে প্রবিষ্ট
রা অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা ১৫ ই
জুয়ারির মধ্যে প্রধান শিক্ষকের নিকটে
সমাদি অবগত হউবেন।

ডিসেম্বর }
১৮৬৮ }
ক্রীড়ারকামাধ শর্মা
হরিনাতি বিদ্যালয়ের
অধ্যক্ষ।

জাপুর মেডিকেল হল।

এতদ্বারা আমাদিগের ঔষধক্রয়কারক,
সহকারী, ও সর্জসাধারণকে জ্ঞাত করা
তেছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ইণ্ডেন্ট
অর্ধবপোত "ষ্টারঅব কোসীয়া, ওয়ার
ক, ট্রিটস প্রিন্স" দ্বারা দশ সহস্র টাকা
এর ঔষধ পূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

উক্ত সম্প্রতি আমরা বিলাত হইতে
নং ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ইণ্ডেন্ট
ক " ব্রিটিশ ফ্লাগ, কং আর বর, ও
কন ৯ নামক অর্ধবপোতক্রয়দ্বারা ৮৩ বান্দ
রোপীয় ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত
মূল্যনামিক সাত সহস্র টাকা মূল্যে ক্রয়
হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক ইণ্ডেন্ট
লক্ষে চিকিৎসোপযোগী অস্ত্র ও ঔষধ
তকরণের ও ঔষধবকয়করণের নানাবিধ
ক্রী ও সজ্জা ও বিবিধ ঔষধাদি
নং ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত
তে পৌঁছিবেন।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও খুচরা
রূপে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকি।

৪। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আসল বিলাতি
ন ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে ইচ্ছুক

হইলে, আমহাষ্ট কীটে ৩৫ সংখ্যক প্রধান ঔষ
ধালয়ে ক্রীড়ক বাবু গোপীনাথ দেব নিকট কিম্বা
সভাবাজার কীটে ৫৫ সংখ্যক ভবনে ব্রাহ্ম
ঔষধালয়ের ম্যানেজর ক্রীড়ক বাবু মঙ্গোগো-
পাল হালদারের নিকট দেখিতে পাইবেন
ইতি।

কলিকাতা

৫ ই ডিসেম্বর
ইং নং ১৮৬৮

} বন্দোপাধায় এবং কোং

যৌবনোদ্যান।

ও অন্যান্য কবিতাবলী।

শ্রীরাজকৃষ্ণমুখোপাধ্যায় এম. এ. বি. এল
বিরচিত। মূল্য ১/০ চর আনা। ১৭৬ নং
কর্ণওয়ালিস কীট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে পাওয়া
যায়।

শ্রীরাজকৃষ্ণমুখোপাধ্যায়।

ইনানীন্তন মতগুলি অসংলোক অর্থশাল
সারি বশবত্তী হইয়া অনেকের স্বলোপপূর্ণক
গ্রন্থসংস্করণকার্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা
বিহিত অমনা করিয়া অনেকের বহু আয়াদ
সংস্কৃত গ্রন্থের কোন অংশ একটু ওলটপালট
করিয়া সেখানি নজের "সংস্করণ" বলিয়া
প্রচার করেন এবং তাহাদের সৌভাগ্যবশতঃ
হয় ত এরূপ গ্রন্থের স্বলবিশেষে সমাদর হয়।
সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে এই শোচনীয় ব্যাপার স্পষ্ট
হইতেছে।

সাধারণ্যে এই একটা সংস্কার আছে
সংস্কৃত গ্রন্থে বাস্তবশেষের আমিকতা নাই
সুতরাং যে সে মনে করিলে ছাপিতে পারেন।
আর যত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া ও যত পরিশ্রম
ও চেষ্টা করিয়া কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের
নষ্টোদ্ধার করা হউক না, কেহ মনে করিলে

অমনি সেখানি ছাপিতে পারেন। লো
ধাল দিবার মত কিছু পরিবর্ত
ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃত প্রবেশ হই
এরূপ উপক্রমের বাহুল্য দেখা যা
ক্রমে সংস্কৃত পুস্তকে বটতলার
লাগিতে চলিল।

পরন্তু আমার প্রকাশিত বেনীসং
কের প্রতি এরূপ অভ্যচার না
নিমন্ত বিজ্ঞাপন দিতেছি যে ক্রীড়ক
হন তর্কালঙ্কারকৃত গীকা সহ বে
নাটক খানি রেজিষ্টারি করান গেল, ব
তর্কালঙ্কারের অজুমত না লইয়া তাঁ
সংস্কৃত বেনীসংহার নাটকের পাঠ
লইয়া আপনগ্রন্থে নিবেশিত করে
হইলে কাপিরাইট আইন অঙ্গুসারে গ
নালিস করা যাইবে।

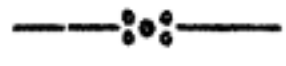
কলিকাতা ঠনঠনে } ক্রীকেন্দারনাথ
২৭ এ অগ্রহায়ণ } পাধ্যায় প্র

মজিলপুর নিবাসী ক্রীড়ক বাবু
চক্রবর্তী "মহা-য়" (তাঁহার কনি
আমাকে তাঁহার স্বাধর অস্থাবর বাবত
স্তির রক্ষণাবেক্ষণের তারাপন কনি
আমার অজ্ঞাতে ও অমতে উক্ত সম্প
কেহ ক্রয় বা বন্ধক গ্রহণ করিবেন না।

মজিলপুর
১০ ই পৌষ } ক্রীমোপালচন্দ্র চক্র
১২৭৫

৮ ই ও ৯ ই মাঘ, ইংরাজী ২০ এ
জানুয়ারি বুধ ও রহস্পতিবার হুগল
বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা হইবে
যত বিষয় সকলে পরীক্ষা গ্রহণ করা
ক্রতিলখন ও হস্তাক্ষর।
ভাষা ও ব্যাকরণ।
পাঠী গণিত।

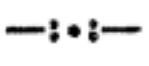
পুস্তকালয়ে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
 বঙ্গবাহী প্রস্তুত আছে মূল্য ১০ মাত্র।
 ক্রীষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।



এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
 যে অদ্য হই প্রহরের সময় রামধরন
 নামক খানসামা চারলস নেফিউর ঘরের
 ৪ নম্বরের গোল্ড হানটিং বিপীটার
 একটা মূল্য ৭০০ শত টাকা ও গলার
 আর চেইন ১ ছড়া ১০০ শত মূল্য ৩০০ শত
 ছুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছে, যে ব্যক্তি
 এই বস্তু আমাকে বাহির করিয়া দিতে
 সবেন তাহাকে ১০০ টাকা পারিতোষিক
 দিবে।

বয়স ১৭। ১৮ বৎসর, বর্ণ কাল, বাবরি
 সম্মুখের দিকে ছাটা, অবয়ব দীর্ঘাকার,
 কাঁকি দীঘ, সম্মুখের দুইটা দাঁত
 উচ্চ, দেখিতে স্ত্রী নয়, শরীর কৃশ,
 মা অঞ্চলে বাঁড়ী।

৩০০ টাকা জুমরাইল }
 ৩ ই পোম }
 ১৯৫১ সাল } ক্রীষ্ণকিশোর রায়



নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে
 ১৫ ই হইতে ২১ ই পর্যন্ত ভাগীরথী
 নদীর সর্বাধিক জলের
 সাংখ্যিক রিপোর্ট।

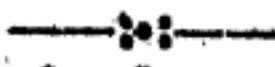
স্থানের নাম	সর্বাধিক জল	ফুট	ইঞ্চি
মহানার উপর পআনদীতে	১৪	৭	
মহানায়	৮	৯	
তখ হইতে জঙ্গিপুর			
১০ মাইল মধে	১	৬	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর			
৪৬ মাইলের মধে	২	৯	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া			
৫০ মাইলের মধে	২	৯	
কাটোয়া হইতে নদীয়া			
৪৬ মাইল মধে	২	৬	
সন ১৮৬৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর বহরম			
জঘাটের জলের মাপ।			
গজের উপর	ফুট	ইঞ্চি	
			৯০

পূর্ব }
 ডিসেম্বর } ক্রীষ্ণকিশোর সি. ডি. উইল
 ১৯৫১ } একাডেমিক-উইল টেকনিয়র
 বহরমপুর ডিভিজন।

সোমপ্রকাশ।

২২ এ পৌষ সোমবার।

এবার হরিনাতি ইং সৎ বিদ্যালয়ের
 ৪ টি ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীনার্থ
 গমন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ৩ টি
 উত্তীর্ণ হইয়াছেন।



শিক্ষাবিভাগ।

শিক্ষাবিভাগস্থ আগা গোড়া সমস্ত
 লোকেই এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া
 থাকেন যে, এই বিভাগস্থ কর্মচারীদের
 প্রতি বিচার নাই, সর্বাধিক ডিরেক্টর
 সাহেবের মনোবোঁগ নাই এবং গবর্ণমে
 ন্টের বিলক্ষণ তাক্ষীলা আছে। তাঁহারা
 প্রকৃত আক্ষেপের কারণ প্রদর্শনার্থ
 কছেন যে, ৫ বৎসর হইল ইহাদিগের
 গ্রেড (অর্থাৎ পদানুসারে বার্ষিক
 নিয়মে বেতনবৃদ্ধি) হইবার প্রস্তাব
 হইয়াছে। ওরূপ বেতনবৃদ্ধির তাৎপর্য
 এই যে, এই বিভাগস্থ কর্মচারীদের
 আর অপেক্ষাকৃত অল্প; ইহাদের উপরি
 লাভ নাই; অথচ ইহাদিগকেই সমাজ
 মধ্যে সর্বপ্রকার ভদ্রতা রক্ষা করিয়া
 চলিতে হয় এবং সময় ক্রমশই যেরূপ
 হইয়া উঠিতেছে তাহাতে অল্প আয়ে
 এবং বরাবর একবিধ আয়ে ভদ্র লোকে
 আর মান সম্মান রক্ষা করিয়া সংসার
 চালাইতে পারেন না; সুতরাং অধিক
 আয়ের জন্য তাঁহাদিগকে বিব্রত হইয়া
 বেড়াইতে হয়; কাজে কাজেই অসন্তোষ
 ও কর্তব্য কর্মের প্রতি উদাসীন্য হয়।
 তাহা না হইয়া কর্মচারীদের সন্তুষ্টিতে
 কার্য নিরূহ করেন এবং ভাল ভাল
 লোকসকল এই বিভাগে স্থায়ী হইয়া
 থাকিতে পারেন, ইহাই গ্রেডসৃষ্টির
 উদ্দেশ্য। গ্রেড হইল; কিন্তু কাহাদের
 হইল? যাহারা পাঁচ শত টাকার
 অধিক বেতন পান, তাঁহাদের! পাঁচ
 শতের অধিক বেতনভোগীরা ক্রমশঃ

বর্জিত বেতন পাইয়া এ ডিপার্ট
 মেন্ট হইয়া থাকেন, ইহা কা
 হার্যের নহে; কিন্তু এটাও ত
 চনা করা উচিত যে, যাহারা
 (৫ শ বার্ষিক) পান, তাঁহ
 প্রায়ই আর্থনিক ব্যয় নিরূহ হইয়া
 শাই কিছু না কিছু সঞ্চয় থাকে; তা
 আরও অধিক পাইলে ঐ সঞ্চয়
 প্রাচুর্য হইবে। কিন্তু যাহারা
 বেতন পান, তাঁহাদের অল্পবয়স
 ও পরিবারপ্রতিপালনেই মন
 তাঁহারা কিছু অধিক পাইলে তাঁহ
 ঐ কষ্টের কতক নিবারণ হইয়া
 রতা হইতে পারে। অতএব এ ছে
 বিবেচ্য যে, কোন পক্ষেই বেতন
 করা সর্বপ্রায়ে কর্তব্য? বর্জিত
 পাইলে যাহারা অধিক জমা ক
 পারিবেন তাঁহাদের? না যাহার
 বস্তুসংগ্রহের জন্য অস্থির ও লা
 তাঁহাদের?

ও কথা ত্যাগ করিয়া আবার
 সাহেবদিগের গ্রেড হইবার পর,
 শ্রেণীস্থ দেশীয় শিক্ষকেরা আপ
 দুঃখ জানাইয়া প্রকৃত কোন গ্রেড
 বার জন্য ডিরেক্টর সাহেবের
 আবেদন করেন এবং “ আপ
 বিষয়ে বিবেচনা করা যাইতেছে ”
 ভাবে উক্ত সাহেবের নিকট হইতে
 প্রাপ্ত হন; কিন্তু আজ ৪
 বৎসর হইল, অদ্যাপি সেই বিবে
 কোন ফলই লক্ষিত হইল না।
 টেজরি পোর্ট আফিসপ্রভৃতি গ
 আফিসস্থ কেরানীদের পর্যাস্ত
 হইয়া গেল, সম্প্রতি আদালত
 লাদিগেরও গ্রেড হইতে চলি
 হতভাগ্য দেশীয় শিক্ষকেরা
 তাকাইয়া রহিলেন। ইহার
 পাপে অসিয়া শিক্ষাবিভাগে
 করিয়াছেন, তাহা জগদীশ্বর

ভাগ ভারতবর্ষের ইতিহাস।
 ক্রীষ্ণক এচ. উড্ডে
 বাঙ্গালার মধ্যবিভাগের
 ক্লাসসমূহের ইনস্পেক্টর

সংস্কৃত বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীদের
 পঠিত হইবে। পঞ্চালিখিত বিষয়ে
 সপ্রতি ৪। ৫। ৪
 লিখিত হইবার সপ্তাবনা আছে।
 সাহিত্য ও ব্যাকরণ
 দশমিক ভাগাংশ পর্যন্ত

সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল
 সূর্যে ব্রাহ্মণ কোম্পানির লোকালয়ে
 ও মৎপ্রচারক নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি
 প্রস্তুত হইয়াছে—

প্রণীত	মূল্য
ইতিহাস	১ টাকা
মহাভারত	১ টা
ব্যাকরণ	১ আনা
ভাস্কর (১ ম ভাগ)	১ টা
ভাস্কর (২ ম ভাগ)	১ টা
প্রচারিত।	
ব্যাকরণ	১ টা
ঐহারকানাথ শর্মা	

বিবিধ জব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তাব।

ইংরাজী বাঙ্গালী পুস্তক কাগজ কলম নানা
 বিধ জব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে
 ১০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক
 টাকার পুস্তক মইলে ১০ আনার হিসাবে
 পাইবেন।

ক্রীষ্ণক বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়প্রণীত
 গদ্য ১৮ পর্ক মহাভারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তম
 সংবত করা ৩০

লণ্ডন ফারমা কোম্পানী অর্থাৎ ঔষধ কল্যা-
 বলি ২১০

মহম্মদের জীবনচরিত উত্তম রঞ্জিত ১

হরঠাকুরপ্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের
 গীতসংগ্রহ ১

শারীরিক স্বাস্থ্যবধান ১

প্রণয়প্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য ১০

আব্দ সর্ঘদ দায়িনী ১৪

প্রথম তরঙ্গিনী ১

যছনাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোরঞ্জন ২

নয়নামঞ্জরু কাব্য কবির যারকানাথ রায়
 প্রণীত ১

রামরসামৃত সংস্কৃত ও পদ্য ১১

গীতগোবিন্দ জয়দেব গোঁস্বামি প্রণীত মূল
 ও যছনাথ নায়কপ্রণীত গদ্য ১১০

কৌতুক তরঙ্গিনী টংরাজি কেমেট্রি হইতে
 বিবিধ আশ্চর্যজনক বিদ্যা দর্শন হয় ১০

প্রতিমূর্ত্তি সহিত ১২৭৬ সালের ফুল পঞ্জিকা ১১

ঐ হাফ পঞ্জিকা ১০

হুর্গামঙ্গল পদ্য ১

কমলতারিণী ১১

সঙ্গীত চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত ৫

চরিতমঞ্জরী ইহাতে মিউটীনির বিষয়
 বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ১১০

ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এন্ট্রান্সের কী ১১০

কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য ১

স্বপ্নের মোহিনী শক্তি ১

গণেশচন্দ্র শর্মা কৃত বাঙ্গলা এটলাস উত্তম
 কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত ৩

বিপবাবিনাহ নাটক ১

কামিনীকুমার রসরসাকরাসুগত নায়ক
 নায়িকাঘটিত সুরস কাব্য ১০

মণিকুণ্ডলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপা-
 ধায়প্রণীত হুর্গেশনাথের মত লেখা ১

ঔষধসিদ্ধি লক্ষী ২১০

কুচিআবলি ৩২খানি বাঙ্গলা
 সহিত
 সঙ্গীত টেডন্যচরিতামৃতগ্রন্থ
 কামিনী নাটক আইনসংযুক্ত ২
 একত্রে
 উদাহরণ পদ্য
 হিতোপদেশ বিষ্ণু শর্মার সংগৃহীত
 কলিকাতা জোড়া- } ক্রীষ্ণকপ্রকাশ
 সাকো ৩৪ নং } নগদ বিক্রয়

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণু পুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক
 ৮ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ১০।
 যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুক্ত
 আমহরষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্র
 যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যা
 ক্রীষ্ণক অগমোহন তর্কালঙ্কারের নামে
 খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন।
 না পাইলে বিদেশে বিষ্ণু পুরাণ পাঠা
 নিয়ম নাই ইতি।

বিক্রয়ার্থ।

গায়ডেন রীচ ২৪ নং বাগি শুদামসহ
 ১৯ নং জোড়া বাগান।
 উপরি উক্ত বাগান ও বাগি বাগান
 করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন
 রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেডারস্ আনবো
 থনট এবং কো

হালিসহব নিবাসী ক্রীষ্ণক টেকুঠনাথ
 কলিকাতার অস্থগন্ত জোড়াসাকো বার
 ঘানের স্ট্রীটের মধ্যে মুক্ত রাধানাথ কু
 দরুণ ভূমি ঠাহার খরিদা বলিয়া উহা বিক্র
 সংবাদপত্রে ক্রেতৃগণকে অজ্ঞান করিতে
 আমি এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করিতেছি
 উক্ত ভূমি ঠাহার খরিদা নহে এবং কেহ
 উহা ক্রয় না করেন।

কলিকাতা
 চোরবাগান } ক্রীষ্ণকপ্রকাশ
 ৪ঠা পোষ
 ১২৭৫

মৎপ্রণীত কবিতাকুসুমালি সং

বিভাগের কয়েক জন দেশীয় কর্মী
 গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন
 ; কিন্তু ইহাতে অপরাপর কর্মচার
 অধিকতর বিষয় হইয়াছেন। এই
 দ তাঁহাদের নজাতীয় ভ্রাতৃগণের
 ত দর্শনজনিত ঈর্ষাবশতঃ নহে ;
 ন হতাশতা বশতঃ। তাঁহারা জাবি
 হন যে, যখন উচ্চ উচ্চ কয়েক জন
 ারীকে (যাঁহারা এ বিষয়ের জন্য
 ক্ষীরদিগের নিকট হু কথা বলিতে
 তেন, মোর করিতে পারিতেন,
 ানাযাতার বিচার করিতে পারি
 , সমবেত হইয়া ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত
 দন করিয়া একটা গোলযোগ
 তে পারিতেন তাঁহাদিগকে) কিছু
 দিয়া মুখবন্ধ করা হইল, তখন
 াপরকে কিছু না দেওয়াই কর্তৃপ-
 প্রকৃত উদ্দেশ্য। মধ্যে এক বার
 ঠের সাহেবদরুত শিক্ষকদিগের
 র নিয়মাবলীর এক ফর্দ কোন
 সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।
 তে যেরূপ অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি
 লিখিত হয় তদ্রূপে সাধারণেই
 ষ্যাব জন্মিয়াছিল; কিন্তু এখন
 া ভাবিতেছেন যে তাহাও যদি
 তথাপি 'নাই মামা অপেক্ষা কাণা
 ভাল' নামে ভাল ছিল; কিন্তু
 ২সর অতীত হইল সে কথারও
 কোন উচ্চবাচ্য নাই। ফলতঃ যখন
 দিকে সকল বিভাগস্থ সকল কর্ম
 ই গ্রেড হইয়া গেল বা হইতে চলিল
 কয়েক জন দুর্ভাগ্য দেশীয় শিক্ষ
 াতে বঞ্চিত রহিলেন, তখন
 া অবশ্যই এই অনুমান করিতে
 ম সে তাঁহাদিগের ডিপার্টমেন্টের
 ক সাহেবের এ বিষয়ে মনোযোগ
 অথবা তাঁহার কথা গবর্নমেন্টে
 হয় না; কিন্তু এই উত্তর অনুমা
 াদের পক্ষে সমান ক্রেশকর।

উপরি উক্তরূপ অবিচারসংক্রান্ত
 হেতুবাদে তাঁহারা আরও কছেন যে,
 এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে
 সমস্ত কালেজেই সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যা
 পনা হইতেছে; কিন্তু সংস্কৃতের অধ্যা
 পকদিগের প্রতি গবর্নমেন্টের সমুচিত
 আস্থা নাই। প্রেসিডেন্সি কালেজে
 প্রফেসর ও আসিস্ট্যান্ট প্রফেসর সমুদায়ে
 ১০ জন ইংরাজ ও বাঙ্গালি আছেন।
 তাঁহারা বার্ষিক বর্দ্ধিত বেতনের নিয়মা
 নুসারে সকলেই ৫ শতের অধিক কেহ
 কেহ ১২।১৩ শ টাকা পর্য্যন্ত বেতন
 পাইয়া থাকেন; কিন্তু ঐ কালেজে সংস্কৃ
 তের প্রফেসর ও আসিস্ট্যান্ট প্রফেসর যে
 দুই জন আছেন তাঁহারা কত পান?
 এই কয় বৎসরের মধ্যে সেই ৩ শ ও
 ২ শ টাকা তিন এক কর্দিকও তাঁহাদের
 বৃদ্ধি হয় নাই। কেন? তাঁহারাও ত
 প্রফেসর। যখন অন্য বে কেহ (বাঙ্গা-
 লীপর্য্যন্ত) আসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হইয়াও
 তৎসংখ্যা প্রবেশ করিলেই গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত
 হইতেছেন তখন তাঁহারা না হন কেন?
 ওখানকার সংস্কৃত প্রফেসর কুম্বকমল
 ভট্টাচার্য্য বি, এ, কি এত অযোগ্য
 লোক যে তাঁহাকে গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত
 করিতে পারা যায় না? অথবা এস্থলে
 যোগ্যযোগ্যতার বিচারের প্রয়োজন
 কি? যখন তাঁহাদিগকে প্রফেসরের
 পদ দেওয়া হইয়াছে, তখন তাঁহারা যে
 সেই সেই পদের সমুচিত 'যেগিয়া' ইহা
 অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।
 যদি তাঁহারা অযোগ্য হন, তবে তাঁহা
 দিগকে অমন পদ দেওয়া হইল কেন?
 বস্তুগত্যা পদের অনুসারে বেতনের
 নিয়ম হওয়াই মায়সঙ্গত। অতএব যখন
 ইংরাজী প্রফেসরমাত্রই ৫ শত ও
 বার্ষিক নিয়মে বর্দ্ধিত বেতন পাইতে
 লাগিলেন, তখন সংস্কৃত প্রফেসরেরা
 কি অপরাধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা

ঐ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হইতে বা
 হইবেন? ইহাতে কি সংস্কৃতভাষা
 দিগের প্রতি গবর্নমেন্টের অনাস্থা
 হয় না?
 তাঁহারা আরও কছেন যে, এ
 ডেন্সি কালেজের সংস্কৃতভাষা
 গের প্রতি গবর্নমেন্টের অবিচার
 বিষয় উপরিভাগে যাহা যাহা উল্লি
 হইল, মফস্বলস্থ কালেজসমূহের
 তাধাপকেরা যে কেবল ক্রমাত্র
 চার অনুভব করেন একরূপ নহে, তাঁ
 দের আরো কিছু বেশী আছে। সমু
 মফস্বল কালেজে এক এক জন
 সংস্কৃত প্রফেসর আছেন, তাঁহাদি
 "উঠানকাইট অবধি চণ্ডীপাঠ পর্য্য
 অর্থাৎ ফাট ইয়ার ক্লাশ হইতে যে
 ইহার ক্লাশ পর্য্যন্ত চারিটা ক্লাশ
 অধ্যাপনা করিতে হয়, তন্মিত্ত ছ
 দিগের লিখিত রাশি রাশি কা
 মংশোধন করা আছে। তাঁহা
 পদের পূর্বে 'আসিস্ট্যান্ট'
 একটা উপপদ দেওয়া হইয়াছে; কি
 উহার অর্থ তাঁহারা বুঝিতে পারেন
 যখন একটা এই প্রফেসরের পদ
 তখন তাঁহারা কাহার আসিস্ট্যান্ট
 যদি এমন ভাবা যায় যে তাঁহারা এ
 আসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের পদে নিয
 হইয়াছেন; কিন্তু সময় হইলে তাঁহা
 উপর আর এক এক জন প্রফেসর নিয
 হইবেন, তাহা হইলে আবার এই
 উল্লিখিত হয় যে, সে সময় কবে হইবে
 যখন সকল শ্রেণীতেই সংস্কৃতের অ
 পনা হইতেছে, যখন প্রতিবর্ষেই কে
 উচ্চতর হইয়া উঠিতেছে এ
 সেই কোম' তাঁহাদিগকেই পড়াই
 দেওয়া হইতেছে, তখন আর কি হই
 সে সময় হইবে, ইহা অন্ততঃ তাঁ
 গকে জানাইয়া দেওয়া উচিত
 জানিতে পারিলে, যদি কসুত

অধীন হয়, তাঁহারা তদর্থ চেষ্টা করিতে পারেন। যদি এমন কথা যায় যে ছাত্রসংখ্যার অত্যন্ত বৃদ্ধি না হইলে ঐ পদের সৃষ্টি হইবে না, তাহাও যুক্তির সহিত দাঁড়াইতে পারে না। উহা এইরূপে স্পষ্ট করিয়া দেখ, কর্তৃপক্ষের মনে মনে একটা নির্দ্ধারিত ছাত্র সংখ্যা আছে, মকসুল কালেজে যত দিন সে সংখ্যা পূর্ণ না হইতেছে, তত দিন কোম' যত উচ্চ হউক, কার্য্য যত কঠিন হউক, পরিশ্রম যত ক্লেশকর হউক, আসিষ্ট্যান্ট সংস্কৃত প্রফেসরদিগকে তাহা করিতেই হইবে। কিন্তু ঐ সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাঁহাদের উপর আর এক জন প্রফেসর আসিয়া বসিবেন। ইহা কি যুক্তি সঙ্গত? ঐ সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাঁহাদের এক জন আসিষ্ট্যান্ট নিযুক্ত হইবেন ইহাই যুক্তিসঙ্গত। যুক্তি এবং সকল স্থানের সকল ডিপার্টমেন্টের আচারিত ব্যবহার দৃশ্য দেখিলে কেহই দ্বিতীয়টী ভিন্ন প্রথমটীকে সঙ্গত বলিতে পারিবেন না। আর ছাত্রসংখ্যার হ্রাসান্তিরেকে প্রফেসরদিগের লিখিত কাগজসংশোধনের ক্ষুদ্র ন্যূনাতিরেক হয় এই মাত্র; নচেৎ পাঠনবিষয়ে ন্যূনাতিরেক অধিক নাই। ১০ টী ছাত্রকে পড়াইবার জন্য শিক্ষকে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হইবে ১০ টী ছাত্রকে পড়াইতেও তদপেক্ষা অত্যন্ত কম শ্রম করিতে হইবে না। এক জন শিক্ষকের পক্ষে অবাধে চারি গণিতে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপনা। যে কিরূপ কঠিন কর্ম্ম তাহা যাঁহারা করিতে না কবিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয় হইবার নহে। কিন্তু মকসুল কালেজে যে কয়েক জন সংস্কৃত অধ্যাপক রাখা হইয়াছে, ইহাদের প্রায় সকলকেই ডা. গাড়ীর ঘোড়া বলিলে বলা যায়। প্রফেসরদিগকে যত টানাও ততই টানি

বেন কিছুতেই না বলিতে জানেন না। তাঁহারা যে এত খাটেন, মুখের রক্ত উঠান শরীরশাত করেন-ভজজন্য বেতন পান কি? ১৫০ হেডমত টাকা। দেড় শত টাকা কিছু কম টাকা নয়; তবে কথা হইতেছে এই যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের হুই জন অধ্যাপকে যে কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করেন, মকসুলের ইহাদিগকে একাকী অবিকল সেই কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিতে হয়, অথচ তথাকার এমিষ্ট্যান্ট প্রফেসরেরও যে বেতন, ইহারা তাহাও পান না। কেন? ইংরেজি প্রফেসরদিগের সময়ে প্রেসিডেন্সির প্রফেসর ও মকসুলের প্রফেসর বলিয়া বেতনের তারতম্য হয় না, তবে সংস্কৃত প্রফেসরদিগের বেলায়ই হয় কেন? অতএব তাঁহারা অনুমান করেন যে, কর্তৃপক্ষেরা যেরূপ মুখে বলেন, যদি অন্তরে সেইরূপ সংস্কৃতের প্রতি আস্রা করিতেন এবং যদি ডিরেক্টর সাহেব এইসকল বিষয়ের কখনও অনুধাবন করিতেন, চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে কদাপি এরূপ বৈষম্য থাকিতে বা হইতে পারিত না।

সংস্কৃত গবর্নমেন্টের অনাস্রা বিষয়ক প্রমাণপ্রদর্শনার্থে তাঁহারা আরও বলেন যে, ইংরেজি কালেজে যিনি যিনি প্রফেসর বা আসিষ্ট্যান্ট প্রফেসররূপে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনিই গ্রেডের অনুভূত হইয়াছেন; কিন্তু সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল বাবু প্রমথকুমার সর্কা বিকারীও অদ্যাপি গ্রেডের অনুভূত হইলেন না!! বিদ্যালয়গণের পর সংস্কৃত কালেজের যেকিছু শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে প্রমথ বাবু তাহার মূল। যে প্রমথ বাবুর বিদ্যা, যত্ন ও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমেই সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরা এল, এ, বি, এ, ও এম, এ, পরীক্ষায় কৃত-

কার্য্য হইতেছে, সেই প্রমথ বাবু কালেজের প্রিন্সিপাল—পড়িয়া লেন। গ্রেড হইল না!! অপরাপর কলেজের আসিষ্ট্যান্ট প্রফেসরদিগেরও হইল। ইহা কি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের লজ্জার বিষয় নহে? সংস্কৃত কালেজের মহামহোপাধ্যায় যে কয়েক জন প্রফেসর আছেন তাঁহারা এরূপ অসুখ লোক যে, তাঁহাদের অসুখের সেই পদ পূরণ করা কঠিন হইবে; ইহাও কি আক্ষেপের বিষয় নহে? তাদৃশ অসাধারণ অধ্যাপক মহাশয় একটি গবর্নমেন্ট প্রধান কালেজ রাখাও যাবজ্জীবন প্রায় একরূপ বেতন অতিবাহন করিলেন!!

পূর্কোন্নিখিতরূপে অবিচারিত প্রমাণ প্রদর্শনার্থে তাঁহারা ইহাও থাকেন যে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে প্রাপ্তি বা পদোন্নতিবিষয়ে এক্ষণে কোন বিচার নাই। যাঁহারা অনুরোধ অধিক জোর, তাঁহারা ইহাও থাকে। বিদ্যা বুদ্ধি দীর্ঘকালবধি প্রভূত অনুভূতির নিকট দাঁড়াইতে পারে না। ইহার প্রমাণার্থে অবাধ্য বায় করিতে হইবে না, এই এ মাত্র দুটো দিলেই পর্যাপ্ত হইবে। সমধিক বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বহু শিক্ষক বাবু বনমালী মিত্র ও নবীন দাস প্রভৃতি প্রার্থী থাকিতেও হেডমাস্টার খাড মাস্টার বাবু চণ্ডীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটক হাইস্কুলের হেডমাস্টারি পদ দেওয়া হইল এবং এ কার ইংরেজি বিদ্যাবিজ্ঞ অতুল্য বাঙ্গালী যে কয়েক জন আছেন, যিনি তাঁহাদের মধ্যেই এক জন গবর্নমেন্ট হইল হেড মাস্টারি পদে উন্নীত করিয়া আসিষ্ট্যান্ট

ধার্মিকতা ও ভদ্রতায় বঙ্গভূমির
রূপ সেই প্রাচীন শিক্ষক
রাজনারায়ণ বসুকে উপরি বর্ণিত
হেড মাস্টার চণ্ডীবাবুর অধীনে
মাস্টার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।।।

—:০:—

সিবিলসার্ভিস পরীক্ষা।

যাঁহারা এদেশীয়দিগকে জাত্য-
নপরবশ দেখিয়া উপহাস করেন,
যাঁহারা ইহাদিগকে জাতিভেদবশবস্তী
। উচ্চপদপাঠের অবোধ্য বিবে-
করেন, তাঁহারা এক বার ইংলণ্ড
রাজপুরুষদিগের সিবিলসার্ভিস
কাৰ্য্যবিষয়ক অভিমানটির বিষয়
চিন্তা করুন। বিবেচনা করিলেই
তে পারিবেন, অভিমান পরিত্যাগ
কেনন কঠিন কর্য। এ দেশে সিবিল
পরীক্ষাপ্রথা প্রবর্তিত হয়,
এ দেশের যাবতীর লোকের
প্রবর্তিত। অত্রতা সমাচারপত্র
দেখিয়া এ নিমিত্ত অফে প্রহর চীৎ
করিতেছেন, ভারতবর্ষীয় সভাপ্র
এ বিষয়ে উদাসীন মছেন। কিন্তু
যথা অভিমানে রাজপুরুষদিগকে
অভিভূত করিয়া রাখিতে যে,
যাঁহারা উল্লিখিত বিষয়ের উপযোগিতা
বশ্যকতা সন্দেহম করিতে পারি-
না। সে অভিমান এই, ভারত-
যদি সিবিলসার্ভিস পরীক্ষাপ্রথা
বর্ত্ত করা হয়, অধিকসংখ্য ভারত
সিবিলিয়ানপদে অধিক্রুত হইবেন,
এসীয়দিগকে তাঁহাদিগের অধীন
চলিতে হইবে। ইউরোপীয়েরা
দেশীয় ও ক্ষেত্রজাতীয়, আর ভার
যেরা বিজিতা, বিজিত জাতীয় হইয়া
জাতীয়ের উপরিপদ হইবেন,
যানাম্ভ ক্ষেত্রজাতীয়ের এটা মহা
। এ অভিমান সে অস্তি অকিঞ্চিৎ
ইহা অভিমানশূন্য ব্যক্তিত্বের

বোধগম্য হইবার নহে। যিনি যে পদের
যোগ্য হইবেন, তিনিই সেই পদ পাই
বেন, তাঁহার জাতি ও বর্ণ বিবেচনা
নহে, ইহাই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত।
আমরা অকস্মাৎ এ প্রস্তাবের প্রসঙ্গ
করিলাম কেন, পাঠকগণ তাহা শ্রবণ
করুন।

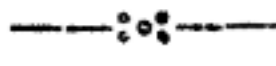
কলিকাতার ভারতবর্ষীয় সভা ভার-
তবর্ষে সিবিলসার্ভিস পরীক্ষার আবশ্য-
কতাপ্রতিপাদন করিয়া যে আবেদন
করেন, ফেটসেক্রেটারি তাহার যে উত্তর
দিয়াছেন, তাহাই আজি আমাদের
এ প্রারম্ভের কারণ। উত্তরপত্রের স্তূল
তাৎপর্য্য এই, “সিবিলসার্ভিসের পদ-
গুলি একরূপ লোকের হস্তে সমর্পণ করা
আবশ্যিক, যাঁহাদিগের দ্বারা রাজ্যের
স্থাপন হইয়া প্রজাসাধারণের সমধিক
উপকার দর্শবার সম্ভাবনা। যাঁহারা
ইংলণ্ডে যাইয়া লেখা পড়া শিখেন
এবং সেখানকার উৎকৃষ্ট রীতি নীতি
এবং রাজকার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে দেখেন
তাঁহাদিগের মধ্যেই এইপ্রকার কার্য্যক্ষম
লোক অধিক হইবার সম্ভাবনা। অতএব
ইংলণ্ডভিন্ন অন্যত্র পরীক্ষাপ্রহণের
নিরম করা বিধেয় নহে।”

“ইংলণ্ডভিন্ন অন্যত্র পরীক্ষাপ্রহ
ণের নিরম করা বিধেয় নহে।” এই
বাক্যের সমর্থনার্থ, যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে
যে, যাঁহারা ইংলণ্ডে যাইয়া লেখা পড়া
শিখেন এবং তত্রতা রীতি নীতি ও
রাজকার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে দর্শন করেন,
তাঁহারা সমধিক কার্য্যক্ষম এবং তাঁহা-
দিগের দ্বারা প্রজাসাধারণের সমধিক
উপকার দর্শবার সম্ভাবনা। এই যুক্তি
সারবত্তী ও অখণ্ডনীয় কিনা, অথ্রে বিবে
চনা করা আবশ্যিক। যাঁহারা সিবিল
সার্ভিস পরীক্ষার্থী হইয়া ইংলণ্ডে গিয়া
লেখা পড়া শিখিবেন, তাঁহাদিগের
তথ্য কিরূপ শিক্ষা হইবে? তাঁহারা

তথ্য গিয়া কেবল সিবিল সার্ভিস
কার্য্য নির্দিষ্ট গ্রন্থগুলির অধ্যয়ন
বেন এইমাত্র। যে অধ্যয়নমলে
ব্যব ও কাব্যক্ষমতা জন্মিবার সে
হয়, তাঁহাদিগের সে শিক্ষা এই
হইবে। তাহা যদি হইল তবে,
সিবিলসার্ভিসের নির্দিষ্ট পুস্তক
পড়িবার নিমিত্ত সেখানে যা
প্রয়োজন কি? এখানে বসিয়া
আমরা সেগুলি শিখিতে পারি,
পুরুষদিগের তাহাতে কিছুমাত্র
নাই। ইংলণ্ডের রীতি নীতি ও
প্রণালী দর্শনের বিষয়ে বক্তব্য
সেগুলি এ দেশের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট
যয়ে সন্দেহ নাই তদর্শনে উৎকৃষ্ট
লাভের যে সম্ভাবনা তাহাও অ
নহে; কিন্তু যাঁহারা এইগুলি দর্শন
রাছেন, তাঁহারা অজ্ঞাত ও অস
ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া আইসেন
তাঁহাদিগের কথা দূরে থাকুক, যাঁ
আজ্ঞানাল এইগুলি দর্শন করিয়া
তাঁহাদিগেরও পদে পদে প্রমাদ
হয়। পক্ষান্তরে যাঁহারা কখন ই
দর্শন করেন নাই, তাঁহাদিগের অনেক
সর্বশেষ কাব্যক্ষমতা দৃষ্ট হইতেছে
একরূপ হইল, তাহা হইলে এই সি
করা সম্ভব হয়, কাব্যক্ষমতা হওয়া
পদার্থ; তাহা হইলে দেশভেদের অপেক্ষা
যাঁহাদিগের চিত্তে সেই ক্ষমতার
আছে তাঁহারা যে দেশে লেখা
শিক্ষা করুন, সেই দেশেই তাঁহাদি
সেই ক্ষমতা জন্মিবে। তাঁহাদিগের
ণের রীতিনীতি প্রভৃতি দেখা হই
না এমন নয়। তাঁহারা স্বচক্ষে
তেছেন না বটে; কিন্তু গ্রন্থে ও সম
পত্রাদিতে তাহা সর্বদা দর্শন কা
ছেন। গ্রন্থাদিতে পাঠ করিয়া যদি
অন্য দেশের রীতিনীতি প্রভৃতি জা
না পারিতাম, তাহা হইলে ইতি

বাহির করা হইয়াছে। এই কি নব
গণের সারথী ও বিজ্ঞতার একটি
প্রমাণ নহে?

পৌষ } একান্ত বশব্দ
ক্রীঃ—



শ্রীমত! শুনিলাম, সেদিন অত্রতা রাজ
গঞ্জে একটি আশ্রম স্থাপন হইয়া
ছে। বাজারে এক জন মন্দ্য বিক্রয় করি
ল। তাহার স্ত্রী তাহার পার্শ্বে প্রায় ৫। ৬
পয়সা পূর্ণ একটি খলিয়া সম্মুখস্থ
উপরে রাখিয়া বসিয়াছিল। অল্প অল্প
ইয়াতে এমন সময়ে এক জন আসিয়া
ঐ পয়সাপূর্ণ খলিয়াটী লইয়া প্রস্থান
করিল। লোকটি ধর ধর বলিয়া চীৎকার
করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান
হোয়। একটি বেণীর বাটীমধ্যে প্রবেশ
করিল। লোকটিও প্রবেশ করিবার উদ্যোগ
করিল। সেই বাটীমধ্যে ও তাহার বাটী
মধ্যে বাটীমধ্যে তাহাকে বাটীমধ্যে প্রবেশ
করিতে নিষেধ করিয়া বলিল, চোর অন্য দিকে
যাও। এখানে আইসে নাই।
লোকটি কি করে, জোর করিয়া অপরের
মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং
কি করিয়া আসিতে হইল। কি আশ্রম
সময়ে শত শত লোকের সম্মুখে এবং
রক্ষকের কাছে এই কাণ্ড ঘটয়া গেল।
লোকটি তাহাদের বাজারে ঘুরিয়া কি করেন
নিজান্তে ছোট লোক নহেন। পায়ে জুতা
দেখিয়া পলাইবার সময় একখানি
কিছিয়া গিয়াছে। অনুমান হয় অত্রতা
গুলিগোর বা বেণীসজ্জা ব্যক্তির হাত
হইয়া থাকবে। পুলিশ একটি মনো-
বিলেট পরিষ্কার পারেন এবং এই ক্ষুভা
কারী অনুসন্ধানের অনেক সুবিধা হইতে

ইতিপূর্বেই ঐ রূপ আঁচ একটি ঘটনা
গিয়াছে। এক জন দোপানী সত্রতা
তে কতগুলি বস্ত্র দৌত করিয়া গাতি
ম পানী বাঁসগাছ ও জঙ্গলে এক
বেলা দিক বেলা থাকিতে অক্ষকার
বন্দ্য হয়। মধ্য দিয়া সত্রতার প্রাকালে
হইতেছিল। তাহার সঙ্গে একটি ছোট
জন মন্দ্য এক জন আসিয়া
হইয়া তাহার পুত্র লইয়া টানা

টানি আরম্ভ করিল। চীৎকার করাতে চতুর্দিক
হইতে লোক আসিয়া পড়াতে কাজেই
তাহাকে পলাইতে হইল। সম্পাদক মহাশয়।
কলিকাতার গঞ্জে যে একটি গুলীর আড্ডা
থাকে এগুলি তাহার দল। যেখানে গুলির
আহুতাব সেইখানেই এই রূপ চৌর্যাদির
বিষয় স্থানিতে পাওয়া যায়। যাহা হউন
পুলিশের একটু সতর্ক হওয়া উচিত।

৩। সম্প্রতি এ স্থানে একটি শূগল কিণ্ড
হইয়া প্রায় ১৫। ১৬ জনকে দংশন করিয়াছে।
শূগল ও কুকুর কিণ্ড হইয়া দংশন করলে
হাটকোবিয়া হইয়া প্রায়ই মৃত্যু হয়। বোধ
হয় যে কয়েক জন শূগলদষ্ট হইয়াছে তাহা
দের মৃত্যু অনশয়। শুনিলাম কয়েক জন পরিষ্কার
লোকসমূহে শূগলটির জীবনসংহার করি
য়াছে। গাজীপুর গ্রামটি একরূপ জঙ্গলপূর্ণ ও
মধ্যম এক শূগল থাকে যে, মধ্যম সময়
দেখিলে বোধ হয় যে এটি শূগলপ্রধান স্থান।
মধ্যে মধ্যেই এক ঘর মাত্র মনুষ্যের বসতি
আছে। এস্থানের শূগলগুলি নিকটস্থ গঙ্গা
শব্দমাংস উৎকণ করায় এবং মনুষ্য সহবাসে
একরূপ সাহসী ও মাংস লোলুপ হইয়াছে যে কুকু
রকে ভয় করা দূবে থাকুক, মনুষ্য নিকটে
দাঁড়াইয়া থাকিলেও কিছুমাত্র ভীত হয় না
এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎকাল পর্যন্ত
থাকলে তাহার গাত্র হইতে মাংস উৎকণ
করিতে সক্ষম হইতে হয় না। পূর্বে এই শীতকালে
অনেক দায়েই জামাদের অঞ্চলে শূগল
শীকার করিতে আসতেন। তখন এত শূগা
দৌরাহা ছিল না। এখনে তাহার
আইসেন না, গ্রামস্থ জঙ্গলপূর্ণ হইয়াছে।
গত বর্ষে একটি নেকড়িয়া বাঘ আসিয়াছিল
এবংসকল একটি আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ কর
য়াছে। বোধ হয় আগামী বর্ষ অবশিষ্ট জ্যেষ্ঠ
সঙ্গে জানিতে পারে। যাহা হউক, যে যে
প্রকারে এ স্থানের জঙ্গল কর্তন করা আবশ্যিক

২৪ এ ডিসেম্বর } কস্যচিৎ পার্ঠকস্য
১০ ২০

—:—
মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় রত্নপুর	
১০৭৫ পৌষ হইতে ৭৬ টৈজ্য	১০
১০ ১১ করিচরণ গুহ ময়মনসিংহ	১০
১০ ১২ টৈকলামচন্দ্র দেব বড়বাজার	৫।
১০ ১৩ ষ্ঠারকানাথ মিত্র কলিকাতা	৫।
১০ ১৪ শ্রীমানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা	১০

শ্রীমত! শুনিলাম, সেদিন অত্রতা রাজ
গঞ্জে একটি আশ্রম স্থাপন হইয়া
ছে। বাজারে এক জন মন্দ্য বিক্রয় করি
ল। তাহার স্ত্রী তাহার পার্শ্বে প্রায় ৫। ৬
পয়সা পূর্ণ একটি খলিয়া সম্মুখস্থ
উপরে রাখিয়া বসিয়াছিল। অল্প অল্প
ইয়াতে এমন সময়ে এক জন আসিয়া
ঐ পয়সাপূর্ণ খলিয়াটী লইয়া প্রস্থান
করিল। লোকটি ধর ধর বলিয়া চীৎকার
করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান
হোয়। একটি বেণীর বাটীমধ্যে প্রবেশ
করিল। লোকটিও প্রবেশ করিবার উদ্যোগ
করিল। সেই বাটীমধ্যে ও তাহার বাটী
মধ্যে বাটীমধ্যে তাহাকে বাটীমধ্যে প্রবেশ
করিতে নিষেধ করিয়া বলিল, চোর অন্য দিকে
যাও। এখানে আইসে নাই।
লোকটি কি করে, জোর করিয়া অপরের
মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং
কি করিয়া আসিতে হইল। কি আশ্রম
সময়ে শত শত লোকের সম্মুখে এবং
রক্ষকের কাছে এই কাণ্ড ঘটয়া গেল।
লোকটি তাহাদের বাজারে ঘুরিয়া কি করেন
নিজান্তে ছোট লোক নহেন। পায়ে জুতা
দেখিয়া পলাইবার সময় একখানি
কিছিয়া গিয়াছে। অনুমান হয় অত্রতা
গুলিগোর বা বেণীসজ্জা ব্যক্তির হাত
হইয়া থাকবে। পুলিশ একটি মনো-
বিলেট পরিষ্কার পারেন এবং এই ক্ষুভা
কারী অনুসন্ধানের অনেক সুবিধা হইতে

—:—
সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি
বিশেষ নিয়ম।

আগ্রম মূল্য ও ডাকনাশুল না পাইলে
থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।
ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
বাণ্যাসিক ৫।। টাকা মফস্বলে ডাক
সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং
সিক ৩৬। তিন মাসের প্যানে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। ছুটি, বরাতি চিঠি,
অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার
যাহাতে ফাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সে
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

ফাঁহার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন,
যেন এক অথবা আপ আমার অধিক
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টার
শ্রীযুক্ত ষ্ঠারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে
ইয়া দেন।

ফাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় আশীত
আসিবে, একমাসপূর্বে ফাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল আশীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
একমাসকাল প্রতীক্ষণ করিয়া কাগজ
পাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
দরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

ফাঁহারা মাতুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
বেন, ফাঁহাদিগের সেই পত্রাদি জব্দ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশ বিজ্ঞাপন দিতে
বিলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপত্র
খানা তাহার পর ১০ খানা দিতে হই
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
বেন, তাহার সচিত্র স্বাক্ষর আবশ্যিক হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
চালতিপোড়ায় শ্রীযুক্ত ষ্ঠারকানাথ
ভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃ
প্রকাশিত হয়।

পাঠে কি ফল হইত? আমাদিগকে প্রাচীন কালের স্বতন্ত্রত্বজ্ঞানে নিতান্ত অন্ধ হইয়া থাকিতে হইত।

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তদ্বারা ফেট সেক্রেটারির প্রদর্শিত যুক্তি ভয়দেহ বিকলাঙ্গ আপত্তিমাঝ বলিয়া প্রতীতমান হইতেছে সন্দেহ নাই। জে. জে. স্মিথেরা স্বভাবতই বিজিতদিগকে আপনাদিগের সমকক্ষ দেখিতে অনিচ্ছ। সুতরাং তাঁহারা অতি অকিঞ্চিৎকর রূপে আপত্তি করিয়া বিজিতদিগকে নিরস্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টা পান। অতি প্রাচীনকালের কথা থাকুক, যে রোম সমুদায় রাজ্যের অপেক্ষা সমধিক সম্ভ্রান্তসম্পন্ন হইয়াছিলেন, বিজিতদিগের প্রতি যাহার অপেক্ষাকৃত উদার ব্যবহার দৃষ্ট হইত, সেই রোমই আপনায় প্রাধান্যগর্ভবিশ্বাস হইয়া যাবতীয় কার্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না। বিস্তর স্বস্তা-হস্তি করিয়া প্রিভিয়ারদিগকে কমল ও ভূক্তি পদ লাভ করিতে হইয়াছিল। এম, লিভিয়স ড্রুসস ইটালিকানদিগকে রোমের নাগরিকত্ব প্রদানে অধ্যবসায়-প্রদান হওয়াতে হত হন। অতঃপর ফেটসেক্রেটারি আমাদিগের প্রার্থনা পূরণবিষয়ে যে বিষ্ময় হইবেন, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। অন্যের কথা থাক, এই ইংলণ্ড মেদিন আমেরিকার স্বাধীনতাদানে মহজে সম্মত হন নাই। তদন্তর আমেরিকা কোন ক্রমে দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা দান করিতে পারিলেন না। ইহার কারণ কেবল প্রাধান্যগর্ভ। আপনাদিগের প্রাধান্য অন্য অতিমান পুরিত্যাগ করা সহজ নহে, একথা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু জপুরুষদিগের বিবেচনা করা কর্তব্য সময়ে যে পরিবর্তন আবশ্যিক তাহা উচিত। তাহার বিপরীত ব্যবহার

কারী হইলে অনিষ্ট হয়। রোম নগর যে উৎসন্ন হয়, এটা তাহার অন্যত্র প্রধান কারণ

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, শীয়দিগকে সকল পদে ও সকল কার্যে অধিকারিত রূপে প্রবেশাধিকারদানের কাল উপস্থিত হইয়াছে। এ সময়ে বাধা দেওয়া উচিত হয় না। তাহাতে উত্তর পক্ষেরই অনিষ্ট। বিশেষতঃ আমাদিগের রাজপুরুষেরা আমাদিগকে উন্নত করিয়া তুলিবার চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু যদি তাহারা বিষয়বিশেষে অসু-দার ব্যবহার করেন; আমাদিগকে উচ্চ পদদানে রূপগতা করেন, তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হওয়া ভার হইবে। এদেশীয়দিগকে বহু উন্নত পদ প্রদান করিবেন, ততই ইহাদিগের উন্নতির পথ পরি-কৃত হইবে।

—:০:—

নিম্নতর বিচারপতিনিয়োগ।
একণে যদি অজ্ঞতা অচিরিতা বিচারপতিদিগের যোগ্যতাদি বিষয়ের অসু-সন্ধান করা যায়, অধিকাংশ উপযুক্ত লোক দৃষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। পূর্ক-তন মুন্সেফদিগের অপেক্ষা একধকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ বহুগুণে উৎকৃষ্ট। একণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে যে এই পদ প্রদান করিবার নিয়ম করা হইয়াছে, এটা তাহারই ফল। কিন্তু 'হুঃখের বিষয় এই, এই অভ্যুৎকৃষ্ট নিয়মমধ্যেও ইহার অপকর্ষক একটা দোষ প্রবিষ্ট হইয়াছে। যে যে বিষয় হইতে আমাদিগের ইচ্ছা লাভ হয়, যথোচিত সতর্কতাসহকারে তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে না পারিলে তাহা হইতে সচরাচর অনিষ্ট হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত স্থলে যে অপ-কার হইতেছে, তাহা এই:—

সম্প্রতি আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে

বহির্গত হইবার অব্যবহিত মুন্সেফপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই হইয়াছে। বরং কম অল্প; মও নাই। অন্য কথা কি পর-কারী, সমনপ্রভৃতির পরস্পর-প্রভেদ আছে, তাহাও ইহারা বিচারামনে বলিয়া ইহাদিগকে শিক্ষা করিতে হয়; সুতরাং ইহা হইতিন বৎসর পর্য্যন্ত আম-একান্ত অধীন হইয়া থাকিতে হ-লারা ইহাদিগের সুখ্যাতি করে-কিন্তু সে সুখ্যাতির একটা নিগূ-আছে। সে অর্থ এই যে বি-অতিশয় নিরীক্ষা ও অযোগ্য; খ-চারিগণ বাহা করেন, প্রায় তা-বিচারপতির এই অযোগ্যতা-কোন কোন স্থানে দেখিতে-যায় এক এক জন আমলা বিচার-বেতনের অপেক্ষা অধিক উ-করিয়া থাকেন। সকল কাজেই-প্রত্যক্ষী দিগকে উৎকোচ দিতে-মুন্সেফদিগের ক্ষমতাবৃদ্ধি হ-তাঁহারা অনেক জটিল মকদ্দমা-ছেন; কিন্তু এ অবস্থায় সুবিচারে-দূর সম্ভাবনা তাহা সকলেই বু-পারেন। যেখানে আমলার প্রভু-খানে মঙ্গল নাই, এটা সর্ব্ববাদি-বাক্য

এই অনিষ্টনিবারণ অবশ্য-অতএব আমরা প্রস্তাব কি-কেবল অসুরোধপরতন্ত্র হইয়া বি-পতি নিয়োগ করা যেন আর না-যাঁহারা অসুভ: তিন বৎসরপ-ওকালতি না করিবেন, তাঁহাদি-মুন্সেফি পদ প্রদান করা বিধেয়-পূর্বে এই নিয়ম ছিল। তখন মুন্সে-৩০০ টাকার উপরের মকদ্দমা করি-পারিতেন না। ৩০০ অবধি ১০০০ ট-পর্য্যন্তের মকদ্দমা এক জন বহুদর্শী

নর নিকটে হইত । এখন মুন্সেফ বেতন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে ; যে তাহা কেন না হইবে, আমরা তা পারিতেছি না । পূর্বে আদালত জজদিগের পরামর্শ করিয়া মুন্সেফ নিযুক্ত হইত ; প্রধানতম বিচারালয়ের ক্ষমতা নাই ; লেপটনেন্ট গব- হস্তে নিয়োগভার গ্রহণ করিয়া ইহাতে অধিকসংখ্যায় অনুপযুক্ত নিয়োগেরই সমধিক সম্ভাবনা হইত ; কিন্তু এখন দেশের বিচার কথায় এবং সুবিচারের উপরে গবর্নমেন্টের কীর্তি ও অস্তিত্ব করিতেছে, তখন গবর্নমেন্টের পক্ষ হইয়া কাজ করা কর্তব্য । গব- ট যদি প্রধানতম বিচারালয় ও জজদিগের মত লন, তাহা জানিতে পারিবেন, বিচারপতি পূর্বে ওকালতি করা একান্ত ঠিক । ইংলণ্ডে এই নিয়ম থাকিতে বিচারপতিগণ সবিশেষ খ্যাতি করিয়াছেন ।

—:—

এতদেশীয় রাজসমূহের প্রকৃত উন্নতির উপায় কি ? ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট যোধপুরের এক বৎসরের সময় দিয়া বলি ম, এই সময়মধ্যে যদি তিনি স্বীয় উত্তমরূপে শাসিত না করেন, তাহা তাহাকে টঙ্কের ভূতপূর্ব নবাবের মত পদার্পণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইবে । যোধপুরের রাজা যে মন্ত অকর্মণ্য ও অত্যাচারপরায়ণ হইয়াছেন তাহা তাহার অনেকগুলি লিপি দিয়া অনেকের সম্পত্তি হরণ করিয়াছেন । শাসনকায্য এক

জন মন্ত্রীর হস্তে রহিয়াছে ; রাজা অধিকাংশ সময় নর্তকী ও তাঁড়দিগের সহবাসে অতিবাহিত করেন । এই চুক্তির সময় জয়পুরাধিপতিপ্রভৃতি অনেক অনেক সংকল্প করিতেছেন ; কিন্তু যোধপুরের রাজা কিছুই করিতেছেন না বলিলেই হয় । এই কর্তব্যের সময়েও জোধপুরের কর আদায়ের ক্রটি নাই । শাসনদোষে রাজস্বের হ্রাস হয়, যোধপুর ইহা স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ করিতেছে । রাজা যদি যথার্থ উপযুক্ত ও দেশহিতৈষী হইতেন তাহা হইলে এইসকল অনিষ্ট কখনই হইত না । চুক্তিঅনিবারণ মনুষ্যের সাধ্যাত্তম নয় বটে ; কিন্তু উপযুক্ত শাসনকর্তা হইলে চুক্তিঅসময়ে লোকের কষ্ট অনেকাংশে কমিতে পারে ।

যোধপুরের রাজার এইপ্রকার অনেক দোষ দৃষ্ট হইতেছে বটে ; কিন্তু এই একটা প্রশ্ন হইতেছে যে, এতদেশীয় রাজগণ উপযুক্ত হইলেও প্রজাগণের যথার্থ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে কি না ? আমরা অনেক বার বলিয়াছি, প্রজাদিগের বিদ্রোহের ভয়ে মুশাসনের প্রধান কারণ । সমস্ত দেশের রাজারা এই প্রজাদিগের জীবন ও সম্পত্তির উপরে অসীম ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে চাহেন ; কিন্তু প্রজাদিগের আপত্তি ও পরিণামে বিদ্রোহের ভয়ে তাহাদের সে অভিলাষ সম্পূর্ণ হয় না । শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রজাদিগের স্বাভাবিক ও আবশ্যিক স্বত্ব । ঐ স্বত্বানুরূপ কার্যদ্বারা আমেরিকা, গ্রীস, ইটালী ও স্পেনের স্বাধীনতালাভ হইয়াছে । ইংলণ্ডেও এই স্বত্ব পরিচালিত হইয়াছিল । প্রথম চার্লসের মস্তকচ্ছেদন ও দ্বিতীয় জেমসকে দূর করাই ইংলণ্ডের স্বাধীনতার প্রকৃত কারণ । কিন্তু এতদেশীয় রাজাসমূহের প্রজাগণের ঐ স্বত্ব নাই । ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট রাজাদিগের সিংহাস

নের স্বায়ত্ত্বের প্রতিজ্ঞারূপে রহিয়াছে । সুতরাং তাহাদের বিদ্রোহের ভয় নাই । আবার ব্রিটিশ রেসিডেন্ট সর্ব বিধ প্রস্তাব করিতে তাহারা অনায়াসে দেশের অসীমক্ষমতাশালী শাসনদিগের ন্যায় রাজকায্যেও মনোযোগ করিতে অসমর্থ ; তথাপি রাজার নিমিত্ত সমুচিত বশ্যতাব প্রদর্শন করেন । মধ্য ভারতবর্ষের একজন কর্নেল গত রিপোর্টে লিখিয়াছেন, “রাজার যেরূপ ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের আওতাধীন ঠাকুর ও জমিদারগণের ন্যায় ক্ষমতাধীন নহেন ।” জমিদারগণ একটা ক্ষুদ্র রাজ্য ; ইহাদের সকলেরই সৈন্য গুলি করিয়া সৈন্য আছে ; সর্বাধিক কেরাই করপ্রদান করেন না । বেলাই আইন মানেন না, রাজারা যে উচিত করিতে চাহেন, জমিদারগণ তাহার বিরুদ্ধতা করেন । এইপ্রকার শোষণ অবস্থা সর্বাপেক্ষা যোধপুরেই অধিক দৃষ্ট হয় এবং বোধ হয়, ইহাই রাজ্য উদ্বাসীনের প্রধান কারণ । এতদেশীয় রাজাদিগের গবর্নমেন্টের বিবেচনা কর্তব্য যে, তাহারা রাজাদিগকে যে সমস্ত করিতেছেন তাহা সর্ব সাধারণের উন্নতির জন্য অনিষ্টের কারণ হইতেছে ; স্বাধীনতা থাকিতে রাজারা কর্তব্যে উন্নত হইয়াছেন ; ও দিকে প্রজাগণ শাসনকায্যে গভীর উন্নতি বিষয়ে হতাশ হইয়া রাজার প্রতি যথোচিত সম্মানপ্রদান হইয়া হইয়াছেন ; সুতরাং রাজার দৃষ্টি, অবিচার, মুর্থতা ও কুসংস্কার বিলক্ষণ প্রাক্তর্ভাব হইতেছে ।

এই অনিষ্টনিবারণের উপায় রাজাদিগকে কেবল সং পরামর্শ দ্বারা থাকিবার সময় অতীত হইয়াছে । গবর্নমেন্ট এক কালে রাজাদিগের স্বাধীনতা প্রদান করুন, নচেৎ

কাজ করুন। এই উদ্দেশ্যের মধ্যে
 অপেক্ষা শেষ অবলম্বন
 কারণ এক কালে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা
 ম করিলে রাজগণ পূর্ব কালের
 কেবল যুদ্ধ বিগ্রহদ্বারা পরস্পর
 ম্পরের রাজ্যহরণের চেষ্টা করি
 তাহাতে রাজ্যের অনিষ্ট হইবারই
 সম্ভাবনা। অতএব তাহা না করিয়া
 দিগের কার্যের উপরে বিশেষরূপে
 ক্ষপ করাই গবর্ণমেন্টের কর্তব্য।
 বা চিরকালের নিমিত্ত একপ বাব
 করিতে বলিতেছি না। গবর্ণমেন্ট
 ততঃ রাজাদিগকে বর্তমান মুখ
 চরিত্র মন্ত্রী বিচারপতি ও কর
 ষাহকদিগের পরিবর্তে কৃতবিদ্যা
 চারীদিগকে নিযুক্ত করিবার অনু
 ন করুন, কলিকাতা, অগরা, বোম্বাই
 মাদ্রাজে বিস্তর কৃতবিদ্যা প্রাপ্ত হওয়া
 বে। তাঁহারা মন্ত্রিপুত্রভূক্তি কাধ্যে
 যুক্ত হইলে রাজ্যের সবিশেষ উন্নতি
 তের সম্ভাবনা। মধ্যে মধ্যে ছুই এক
 ইউরোপীয় সিভিলিয়ানকেও কিছু
 নের নিমিত্ত প্রেরণ করা হউক। এত
 শীয় রাজগণ কেবল আড়ম্বরের জন্য
 সকল সৈন্য রাখিয়া থাকেন, তাহাদি
 ক ছাড়াইয়া দিয়া বিদ্যালয় স্থাপিত
 হউক। এইসকল কাজ হইলে
 জারা ক্রমশঃ কৃতবিদ্যা ও স্ব স্ব কর্তব্য
 রজনে সমর্থ হইবেন; প্রজাগণেরও
 সাহসবৃদ্ধি হইবে। যখন সুবিচার ও
 ষ্টিরক্ষা কর্তব্য বলিয়া সকলের বোধ
 য়িবে, তখন রেসিডেন্টদিগকে সামান্য
 রামর্শদানব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে
 স্তার্পন করিতে নিষেধ করা হইবে।
 ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট রাজাদিগকে যে ত্রিশ
 র অবস্থায় রাখিয়াছেন, তাহাতে এই
 গালীই অবলম্বন করা বিধেয় হইতেছে।

সুতন পুস্তক।

নির্বাসিতের বিলাপ। এখানি পদ্য
 মর গ্রন্থ। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের
 অন্যতর ছাত্র শ্রীযুক্ত শিবনাথ তর্কচাৰ্য্য
 ইহার রচনা করিয়াছেন। সোমপ্রকাশ
 পাঠকগণ গ্রন্থকারের কবিত্বশক্তির
 সহিত পরিচিত আছেন। সময়ে সময়ে
 সোমপ্রকাশে এই পদ্যগুলি প্রচারিত
 হইয়াছিল। অতএব উহার বিষয়ে আমা
 দিগের কিছু অধিক বলা আবশ্যিক হই
 তেছে না। এইমাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত
 হইবে, পাঠকগণকে উহা পাঠ করিয়া বৃথা
 সময়ক্ষেপ হইল বলিয়া আক্ষেপ করিতে
 হইবে না।

২। কাব্যপ্রকাশিকা পঞ্চম খণ্ড।
 ইহাতেও সংস্কৃত শকুম্বলা ও কুমার সম্ভব
 চলিতেছে। ক্রমে ক্রমে ইহার
 লক্ষ্য হইতেছে।

৩। চৈত্রমেলার দ্বিতীয় সম্বৎ
 সনিক (১৭৮৯ শকের) বিবরণ।
 ইহাতে উক্ত মেলার উদ্দেশ্য ও এতৎ
 সংক্রান্ত অন্যান্য বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে,
 মেলাস্থলে যেসকল বাঙ্গলা ও সংস্কৃত
 কবিতা পঠিত হয় এবং যে বস্তু তা করা
 হয়, তাহাও উক্ত হইয়াছে। দেশীয়
 লোকেরা পাম্পর সম্ভাবসম্পন্ন হন,
 এবং অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বদে-
 শের কল্যাণকর কার্যসম্পাদনে সমর্থ
 হন, ইহাই এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য।
 মেলার অধ্যক্ষেরা এটিকে কৌতুককর
 ব্যাপার করিয়া না তুলিয়া যদর্থ ইহার
 সৃষ্টি হইয়াছে, যদি ইহাকে তৎসাধনো
 পযোগী করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা
 হইলে একটি মহৎকার্য সম্পাদিত হইয়া
 উঠিবে সন্দেহ নাই। আমাদিগের এক
 জন পত্রপ্রেরক গতবৎসরের এতৎসংক্রান্ত
 আয়ব্যয়বৃত্তান্ত দেখিতে না পাইয়া
 আক্ষেপ করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার
 কৌতুহলবিনোদনার্থ আর ও ব্যয়সমষ্টি

উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সাহায্যলক্ষ
 ১৪৩৩, এবং ব্যয় ১৪৪২/১০ টাকা।

৪। চিত্তবিনোদ কাব্য। ব
 নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ইশানচন্দ্র বসু
 আক্ষর বাঙ্গলা পদ্যে ইহার প্রণয়ন
 হেন। যথেষ্টাচারী যুবকদিগের বা
 রণন করিয়া তাঁহাদিগকে তিরস্ক
 সূচুপদেশদানই ইহার উদ্দেশ্য।
 উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

—:—

বিবিধসংবাদ।

১৫ ই পৌষ সোমবার।

সিটনকার সাহেব পররাষ্ট্রবিভাগের
 টারি হইয়া একটি উত্তম কাজ করিতে
 ইতিপূর্বে সেক্রেটারি আফিসের এক
 সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের দর্শনার্থ
 যোগ্য পত্রসকল রাখা হইত। সিটনকা
 সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্পাদকদিগকে সংবাদ
 করিতেছেন। সেক্রেটারি কি এতদেশী
 বাদপত্রের সম্পাদকদিগকে কোন রি
 সংবাদ প্রেরণ করা পরামর্শসিদ্ধ জ্ঞান
 না?

বিদ্যালয়সমূহের জন লব্ধকে
 প্রদান করিবার প্রস্তাব পরিত্যাগ করি
 গত নগরলাভার লাভবিশেষের বাণী
 মঞ্জলিত হইয়াছিল। গবর্ণর জেনরল,
 গবর্ণর এবং বিস্তর ইউরোপীয় ও এ
 তম লোক তথায় উপস্থিত হইয়াছিলে

ডাক্তার ভাউদাজি বোম্বাইয়ের শ
 ছেন। টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া বলেন
 অপেক্ষা অধিক সম্ভ্রান্ত লোককে
 করা সম্ভাবিত নয়। যাহা সর সাইমর
 ল্ড করিলেন, তাহা সর বাটল কিয়
 লোকেও করিতে সাহসী হন নাই। ক
 প্রকার নিয়োগ হইতে এখনও অ
 আছে। সর বার্বেস পিকক থাকিতে
 না

লাড মেয়ের সহিত বোম্বাইয়ে
 ৬০০০তে মাগদালায় লাড নেপিয়
 চিত্ত সম্মান হয় নাই। সকলেই স্ত
 জেনরলের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ক
 কিন্তু থিওডোরের জয়কারীকে অ
 স্মরণ করিয়াছিলেন। লাড নেপিয়
 পের সকল স্থানে সম্মান পাইয়াছেন

সাক্ষরী তাঁহাকে যথোচিতরূপ সমাদর
হতে তাঁহাদিগের একপ্রকার অকৃতজ্ঞতা

ভারতবর্ষীয় টাইমস বলেন, থাকবলি
গর নিমিত্ত প্রধান কর্মসময়ের আর এক
কারী নিষ্পত্তি করিবার আশা হইয়াছে।
বেতন ৮০০ টাকা হইবে। সর রিচার্ড
ও নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশসমূহের কর্মচার
র নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। পঞ্জাবের
আকাউন্টেন্ট জেনরল আর, টেলর
ক কলিকাতার মনিঅডর আফিসের
করা হইয়াছে।

ড মের বোধাই হইতে পুনায় গমন করি
লাড মের বোধাইয়ের জিজি ভাই
য় ও বালিকাবিদ্যালয় দর্শন কর

বাই গেজেট কাবুল হইতে সংবাদ পাই
আবুল রহমান খাঁ কাবুল আক্রমণার্থ
সৈন্য আনয়ন করাতে সিয়ার আলি
রাট ও ঘোরিয়ানস্থিত শাসনকর্তারা
ন অধিকার করিয়াছেন। তুর্কিস্থানের
আবুল রহমানের উপরে বিরক্ত হও
লাদনহকারে আমীরের প্রভুত্ব স্বীকার
হ। আবুল রহমানের অনেক সৈন্য
র দলে আসিয়াছে। সর্দার বিপর হইয়া
র্খনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সিয়ার
ত হন নাই। হয় শীঘ্র যুদ্ধ করিয়া
চেষ্টা পলায়নভিন্ন আবুল রহমানের
র নাই।

অম খাঁর সময়ে কাবুলের শাসনকর্তা
মসুদ্দিন খাঁ সিফুতে পলায়ন করিয়া
। ইহাকে সেখানে বাসস্থান দেওয়া
। কাবুলের পলায়িত সর্দারদিগকে
কটে রাখা উচিত নহে।

বাই ব্যাকের ভূতপূর্ব সেক্রেটারি স্বেয়ার
জবানবন্দি গৃহীত হইয়াছে। সর চার
নের প্রায় বাবতীয় প্রণের উত্তরদান
তনি, হয় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের দোষ
চেষ্টা স্মরণ ন হই বলেন। পরিশেষে সর
আক্রমণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি
আয় ব্যয়ের বিষয়ে কোন সংবাদ রাখ
করিতো?" সকল দোষই প্রেমচাঁদের
আক্রমণের কারণ হইতে চাহ"। এক
পূর্ব ডিরেক্টর বলিয়াছেন, স্বেয়ার
মধ্যস্থদিগের পরামর্শ না হইয়া ব্যক্তি
বিনা বন্ধকে টাকা কর্তৃত্ব দিতেন।

এক সময়ে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ২৫০০০ টাকা মাত্র
কর্তৃত্ব দিতে বলেন; কিন্তু স্বেয়ার সাহেব পাঁচ
লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। এই প্রকারে ব্যাকের
এত ক্ষতি হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলিমিটেশন বলেন, সম্প্রতি কতগুলি
লোক সুন্দরবনে কাঠ কাটিতে যাওয়াতে পোট
কামিও কোম্পানির এক জন (ইউরোপীয়)
সহকারী তাহাদিগের লাইসেন্স দেখিতে চান।
দেখাইতে বিলম্ব হওয়াতে সহকারী এক জনকে
প্রহার করিলেন। ইহাতে কাঠুরিয়ারা রাগা-
ষিত হইয়া দলবদ্ধ হওয়াতে সহকারী আপনার
বন্দুকধারা চারি জনকে আহত করিয়াছেন।
এপ্রকার ঘটনা বিরল নহে, এতএব
আমাদিগের মতন কিছুই বলিবার প্রয়োজন
রাখে না। গবর্নমেন্ট সুন্দর বনজী পোট কামিও
কোম্পানিকে দিয়া অতিশয় অন্যায়ে করিয়া
ছেন। কোম্পানি অপরিমিত কর লওয়াতে
লোকের সবিশেষ কষ্ট হইয়াছে।

হিন্দুপেটিয়ট আক্ষেপ করিয়াছেন যে, কয়েক
জন বাঙ্গালী ভারতবর্ষীয় ষ্টার পান তাঁহাদি
গের মধ্যে চারি জনের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু
এ বার এত ষ্টার বিতরিত হইল, তন্মধ্যে এক
জন বাঙ্গালির নামও নাই। পঞ্জাবী শাসনক
র্তারা বাঙ্গালিদিগকে ভাল বাসেন বলিয়া ইহা
করেন নাই।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন, "পাঠকবর্গ অব
গত থাকিতে পারেন, ঢাকার ভূতপূর্ব জেলের
রডিক সাহেব অন্য কোন শাস্তি প্রাপ্ত না হইয়া
বাঁকুড়ায় পরিবর্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু
রডিক যে কারণে হটক ঢাকার মায়ী প্রতিভ্যাগ
করিতে না পারিয়া জেল ইনস্পেক্টর সাহেবের
নিকটে এই বলিয়া আবেদন করেন যে, আমি
ঢাকার পূর্ব কর্ম না পাইলে আর কাজ করিতে
অভিলাষী।" "সাঁকট সাহেব তাঁহার কর্ম
ত্যাগের প্রার্থনা করেন। পরন্তু
জেলের নামেব দায়িত্বের কারণে সিংহ
নামক দফতার পূর্ব গোলমেয় হইয়া
বলিয়া তাহাদিগকে একবারে বন্দী
গিয়াছেন।" এতদ্বারা কি জেলের
পরিচয় হইতেছে না?

"খামরাইনিবাসী তিন জন সুরপার একদা
গ্রামান্তর হইতে স্থলমে আসিতেছিল, হঠাৎ
একটা সামান্য ঘূর্ণা বায়ুতে এক ব্যক্তি তৎক্ষ
ণাৎ অপর দুই জন তৎপরদিবস প্রাণত্যাগ করি
য়াছে!"

হিন্দুহিতৈষিনী বলেন, "পাঠকবর্গ।

ডাকহিতের অসাধারণ দয়াক কথা বক্ত
নাই। আমরা আলি একটি দস্যুর দয়াক
আপন করি। এক জন স্কুলের শিক্ষক
আন্দোলনকে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাড়ী
তেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে একটি বৃদ্ধ লোক
এক দিন বহরের খালে সন্ধ্যার পর নৌক
ইয়া নিদ্রিত ছিলেন। রাত্রি বধন দ্বিতীয়
তখন জাগ্রত হইয়া দেখেন তাঁহাদের
কীর্তিনাশা (পদ্মা) নদীর মধ্যস্থলে
ডাকী নৌকার ৮ জন দস্যুর দ্বারা অ
হইয়াছে। বৃদ্ধ লোকটি দস্যুদিগের
অনেক অমুনয় করাতে দস্যুগণ তাহাদি
কোন পীড়া না দিয়া জিনিস পত্র প্রায়
টাকা নৌকা হইতে গ্রহণ করে। এক জন
বৃদ্ধ লোকটিকে বলিল, মহাশয়! ত
তাগবানদিগের সর্দানাশ করিয়াই প্রতিপ
হইতেছি। আপনি বৃদ্ধ, আমাদিগকে মনু
বেন না। বোধ করি আপনারা নালিশ ক
করুন, তাহাতে আমাদের তর নাই। ক
দের বাড়ী আরো এক দিবস দুরে রহি
অতএব পাথের বাবত আপনাদিগকে
আনা দিতেছি ইহা দ্বারা আবশ্যিক
করিয়া বাড়ী যাইবেন, আর এই বনাত
গায় দিয়া শীত নিবারণ করিবেন, বলি
গণ্ডা পয়সা ও বনাত খানা বৃদ্ধের চতু
দস্যুগণ প্রস্থান করিয়াছে। দস্যুদিগের
দয়া কেবল অল্প সোভাগ্যেব চিহ্ন নয়!"

১৬ ই পৌষ মঙ্গলবার।

মধ্যভারতবর্ষে খাল ম্রব্য দুর্গ লা হও
তদ্রত্য ১০০ টাকার নীচের কর্মচারীদি
শতকরা ২৫ টাকা করিয়া বেতন বাড়
দিবার আশা হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট ১২ ই ডিসেম্বর
স্তের কাবুলের সংবাদ পাইয়াছেন। মি
আলি খাঁ গিজনির দশক্রোশ দুববতী
ও ঘন ঘন গ্রামে শিবির স্থাপন করিয়া
তদ্বার পতিত হওয়াতে সৈন্যগণ অগ্রসর
কিতেছে না। সর্দার আবুলরহন খ
আক্রমণ খাঁও নিকটবর্তী গ্রামে আছেন,
দিগের অনেক সৈন্য দলত্যাগ করিয়া
এবার সিয়ারআলি বখাখ বুদ্ধিমত্তা ও
প্রকাশ করিয়াছেন।

ওয়াকারনামক যে ব্যক্তি ব্রহ্মদেশের র
প্রতি অত্যাচার করিবার দোষারোপ ক
রেজুন টাইমসে পত্র লিখিয়াছিল, সে আ
কান নহে, জাতিতে অশ্বগীয়। মাতাল

করাতে তাহাকে জেলে দেওয়া হইয়া
 ব্রহ্মদেশের রাজাকে একমাত্র প্রকৃত
 শপথ করাইবার বে কথা ওয়াকার
 ছিল, তাহা সত্য নহে। ওয়াকার রাজার
 চারে মাসলাই ত্যাগ করে নাই। সে
 দেশীয় এক ব্যক্তির নিকটে কতকগুলি
 লইয়া এক চেক দেয়। কিন্তু যে ব্যক্তির
 চেক দিয়াছিল, তিনি টাকা দেন নাই।
 পের তরে ওয়াকার রেজুনে পলায়ন
 আইসে। যেসকল ইউরোপীয় আসিয়া
 রাজাদিগের অধীনে কর্ম গ্রহণ করে,
 দিগের প্রতি অত্যাচারের কথা সন্তো
 করা উচিত নহে।

চের রাজার মন্ত্রী খাবাহার সাহেব
 গমন করিতেছেন। কচসংক্রান্ত কোন
 ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষের গোচর করিবার
 তিনি গমন করিবেন।

সকল পক্ষপ্রকৃতি পশু এবং শাবু ও
 অন্য প্রভৃতি আদ্যপি মাসোয়াতে আচে
 দায় তথায় নীলামে বিক্রয় কাচবার
 বোঝাই হইতে এক জন অসহ্য গমন
 করেন। আর্বিংনীয়াগণের কি এত অব
 ?

প্রতি বাজালোরে এক জন মুসলমান
 ১২০ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করি
 ন। পলাসির যুদ্ধের দশ বৎসর পূর্কে
 জন্ম হয়। তিনি হুদুদার আলি ও টিপু
 নর কথা দর্শন করিয়াছিলেন। ওয়ারেন
 এস অবধি সর জন লরেসপর্গার সকল
 জেনরেল ঠাকুর জীবন কালে এদেশে
 সেন। এক শত বর্ষ পর্যন্ত তাহার জ্ঞান
 বিংশতি বর্ষ তিনি নিত্য লিখন
 চলে।

পরিষ্কার বলেন দার জিলিও কাসারোগের
 প্রকৃত্ত্ব হইয়াছে।

কোটাভমস বলেন, ২৪ এ ডিসেম্বর কান
 ৪৫ আর্ডার পর হইখানি মন্ত্রণালীতে
 পা দাকা লাগিয়াছে। একখানি শকট
 চবার অনতিবলয়ে আর এক খানি
 তে এই দুঘটনা হইয়াছে। কি ক্ষতি ২৫-
 তাহা এখানে জানা যায় নাই।

আর, বি. চাপমান সাহেব ভারতীয়
 মেচের রাজসংক্রান্ত সেক্রেটারি হও
 সকল সংবাদপত্র বিশ্বয়প্রকাশ করি
 চেন। টডেন সাহেবকে এই পদ দেওয়া
 ছিল; কিন্তু বোধ হয় সর জন লরেস
 ঘটিত বিবাদ বিস্মৃত হন নাই।

ডেলিনিউন জনরবে গ্রহণ করিয়াছেন, স্টেট
 সেক্রেটারি ইংলণ্ডে হই কোর্ট টাকা কর্তৃ
 বেন। বোধ হয়, এই টাকা জলসেচনারি খালের
 নিমিত্ত কর্তৃ করা হইতেছে। ডিউক অব
 আর্গিল সম্প্রতি বলিয়াছেন, এককর কার্য
 করিতে গেলে কর্তৃ করা কর্তব্য। এই কর্তৃ
 হইবে বলিয়া স্টেটসেক্রেটারি এক্ষণে আ
 ভারতবর্ষে ছুটি প্রেরণ করিবেন না।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, লাড মেয়
 নাজাকে না গিয়া রাজপুতনা ও উত্তর পশ্চি
 মঞ্চল হইয়া ১২ ই জুলাই তারিখ কার্য গ্রহণ
 করিবেন। ছুটি কপী তত লোকদিগের অবস্থা
 বচকে দর্শন করা তাঁহার অভিপ্রেত। লাড মেয়
 প্রতি উত্তম কাজ করিতেছেন, বচকে দর্শন
 রিলে ছুটি কনিবারের প্রকৃত উপায় অবলম্বন
 করিতে পারিবেন।

সম্প্রতি এক জন বেশী তাহার উপপতি
 ১১৫ জনদিকারপ্রবেশ ও ক্ষতির নালী
 ত্রাতে মালিক্টেট রবার্টস সাহেব তাহা
 প্রকৃত্ত্ব করিয়া বলিয়াছেন, 'উপপতি ও উপ
 পতি'র বিবানে পুলিশের চক্ষুপ করা
 মন্যায়। আমি দেখিতেছি, যেখানে কোন
 বন্দাসংক্রান্ত নালী হয়, পুলিশ তথায় যেন
 স্থাপন করিতেছেন। অন্য অন্য বসয়ে যখন
 পুলিশের সন্ধ্যা, যথার্থ প্রয়োজন হয়, তথায়
 পুলিশ এমত আগ্রহ প্রদর্শন করেন না।
 বন্দাসংক্রান্ত কি শাস্তিরকার প্রয়োজন নাই?

১৭ ই পৌষ বুধবার।

পঞ্জাবের ফেলসনুহেন স্থানলোকদিগের
 নিমিত্ত এক এক জন স্ত্রী লোক তত্ত্বাবধায়
 নীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে এমন জনপ্রকৃতি মাদলাল
 নাউনেপিয়র তিন মাসের মধ্যে ইংলণ্ডে
 প্রতিগমন করিবেন।

ক'উটেস মেয় লেডি ফিটজারলডের সহিত
 নর আমসেট জিজিভাইয়ের বাজীতে গমন
 করিয়াছিলেন। কতকগুলি এতদেশীয় ভদ্র
 লোক তথায় তাঁহাকে সম্মাননা করেন। লেডি
 মেয় অতঃপর জিজিভাই দাতব্য বিন্যাসের
 চারিদিকে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া
 ছিলেন। বিদায় লইবার সময়ে তিনি কয়েকজন
 এতদেশীয় ভদ্রলোকের চক্ষুদর্শন করিয়া
 ছিলেন। এ দেশের অনেক মধ্যম শ্রেণির বিবি
 এমত কাজ করিলে সমাজচ্যুত হন।

ডাইস সবার মকদ্দমার প্রবি কোর্সিলে
 আপীল হওয়াতে সিবিলায়ান ফিটজ পেট্রিক

সাহেব গবর্নমেন্টের সাধারণ
 তথ্য করিতে গমন করিতেছেন
 কিছু দিন হইল, ডাক্তার মোএ
 রাছেন; বাম্বাইর বালক কলেজ
 বার নিমিত্ত প্রেসিডেন্সি জেলের
 বালকবিভাগ করা কর্তব্য। এট
 রাতে লেফটেনেন্ট গবর্নর মকদ্দমার
 জেলে বালকবিভাগ করিবার আ
 ছেন।

পাবলিক ওপিনিয়ন বলেন, মূল
 কেন্দ্রপব্যস্ত বাম্পীর আর্জাজে বিন্য
 বার নিমিত্ত তিন জন ইউরোপীয়
 করিয়াছিল। পঞ্জাবের প্রধান আ
 গের এক জনের তিন বৎসর এক
 জনের ছয় মাস করিয়া মেয়াদ দিয়া

কাবুলীর মহাজনদিগের সহিত
 গের বিবাদ হওয়াতে সোমবার হই
 রাজা হইয়াছিল। ৫০ জন ধ
 প্রত্যেকের ১০ টাকা করিয়া করি
 রাহে।

আসিয়াটিক সোসাইটির গত
 দিবসে খুলনার এচ. জে. রেপি সা
 বন্দসংক্রান্ত একটা প্রবন্ধ পঠিত
 সুন্দরবন কর্তৃক ও লোকপূর্ণ জি
 দিতোর সময়ে সমুদ্রের তীরে
 মধ্যে তিনটা প্রধান নগর ও কতগুলি
 ১৬৮০ অব্দে এক জাবল বাত্যা হ
 দুটি উচ্চসমুদ্র তরঙ্গ আসিয়া
 ৩ প্রায় ৪৫ লক্ষ লোকের প্রাণ
 অবলিষ্ট লোকেরা উপর অক্ষ
 করিয়া আইসেন। তৎপরে ১৭৩৭
 ষার বাত্যা হওয়াতে অনেক অনিষ্ট
 হহার উপরে মগ ও পটি গিজ বে
 অত্যাচার হওয়াতে সুন্দরবন
 হীন হইয়াছে। আবাদ করিতে
 গাজী মন্দির ও মসজিদ বাহির হই

মহীকূরে বিদ্যালয়কার ক্রমশঃ
 ভাব হওয়াতে ভারতবর্ষীয় গবর্ন
 মের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার আর্জা
 গজার স্তম শিকক কর্ণেল হে
 হইয়াছেন। ভূতপূর্ন রাজার পা
 গ্রহদিগকে পেন্সন ও কতককে
 দিয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছে।

জন ব্রাইট সাহেবকে ভারতব
 টারির পদ দিতে চাহা হইয়া
 তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই।
 এই অধীকারের কারণস্বরূপ

শ্রমালীতে শাসিত হয় তিনি
দিন করেন না। এমত অবস্থায়
একটি করিলে সংস্কারের বিরুদ্ধ
হয়। আইট সাহেব ভারতবর্ষের
দর্শন করিতে চাহেন তাহা এক
অসম্ভব; অতএব তিনি সেন্টারি
না ইউক কতক উন্নতি নশচয়ই

গের প্রধান সেনাপতির মাতা বিবি
৩৯ বৎসর বয়সে প্রাপত্যগ

অন্যদিকসে পুলিস কমিসনর হুগ
৫৫ জন ইউরোপীয় পুলিস কর্মচা
হাজ দিয়াছিলেন।

লাগে পুনর্বার বিদ্রোহ হইয়াছে।
দরিদ্র অশান্ত উপনিবেশ আক্রমণ
৩ জন লোককে বধ করিয়াছে
গণ আপনাদিগের ক্ষয় আপ
ছে। তাহাদিগের ভূমি কাড়িয়া
কি ত্যাগ করিলে ভাল হয় না?
ডিলেটর সীতারামপুর হইতে নীতা
কড লাইনে রেইলওয়ে শকট গমন
ছিল। সর রিচার্ড টেম্পল লিওনার্ড
প্রোটেক সাহেব শকটে ছিলেন।
পর্যন্ত শকটখানি গমন করিয়া

৮ ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

পাখা চালাইবার নিমিত্ত লেপ্ট
একটি পাটেটে লইয়াছেন। এ
দিবসাবধি হইতেছে।

হুর্ভিকপীড়িতদিগের সাহায্য
দ্বারা ১,০০,৩০৬ জন লোককে
দেওয়া হইতেছে; অর্থাৎ প্রত্যেক
জন লোকে সাহায্য পাইতেছে।
৩০০ লোকে একটা পুষ্করিণী
হই। এইসকল কার্যে প্রায় যাব
র অর চলতেছে।

খণ্ড ও মিরাতে গো মহিষ চুরির
ম্বাতে পুলিষের ডেপুটি ইনস্পেক্টর
স্টনট কর্নেল ডেবিস ছয় মাস
ধরিতে নিগূঢ় থাকিবার আজ্ঞা

দুত যে বাসীতে আসেন, তাহার

সম্মুখ দিয়া লোকচুরিাললে সান্ত্রীগণ অতিশয়
তাড়না করে। সরকারী রাস্তায় অনেক গাড়ী
চলে। হুর্ভাগ্যক্রমে দুতের বাটর সম্মুখ দিয়া
গমন করিলে গাড়োয়ানগণ গালী সহ্য করিয়া
থাকে। সে দিবস এক মল লোকের সহিত
গুরখাদিগের দাঙ্গা হইতে হইতে রহিয়া গিয়াছে
দুতের বাটর সম্মুখে নেপালীয় সান্ত্রীব পরি
বর্তে ভারতবর্ষীয় সন্ত্রী অথবা পুলিষ প্রকরী
রাখা কর্তব্য। আর গুরখাগণ মদ্যপান করিয়া
রাস্তায় বৃহৎ বৃহৎ ভোদালি লইয়া ভ্রমণ করে।
অত্র পারণ করিয়া নগর ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ হই
তেছে। মুরসিদাবাদের নবাবের শরীররক্ষক
দিগকে তলবার ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

হিন্দুহীতেঘিনী বলেন, অত্রত্য বেচারামের দেউ
রীর রমাই চাঁদ বেহারী ১৬ ই ডিসেম্বর তাহার
পুত্র অলক্ষ্য সন্তত চোরিত হইয়াছে বলিয়া
এজাহার কবে। কএব দিন হইল আমীরমুহাম্মদ
এক আয়ার সহিত বাবু বাজারের বাস্ত 'য় ফ
গলককে প্রাপ্ত হইয়াছে। আমীরমুহাম্মদ তত স
বেবের সন্তানের হৃদ-খাজীর কার্যে নিযুক্ত হইবার
ন্য প্রার্থনা কবে। জজ সাহেব স্তন্যপরীক্ষা করিয়া
তাহার পুত্র দেখিতে চাহেন, আমীরমুহাম্মদের পুত্র
এখানে না থাকায়, রমাইচাঁদের স্ত্রীকে বলিয়া
তাহার সন্তান লইয়া দেখাইতে চলিয়াছিল
আজকালকার অবস্থা সবলদিগের মধ্যে ও
ধর্মত্যাগবরুল রহে নাই।

উক্ত পত্র বলেন, গত ১৮ ই ডিসে
ম্বর রাতে মুলফত গঞ্জ স্টেশনের অধীন গজনগ
হাট খোলাব নিকট নদীতে বিক্রমপুরের ভবা
টেকর নিবাসী নন্দকুমার জুগী প্রভৃতি গুড় বান
সান্ত্রীগণ নৌকা লাগাইয়া নিদ্রিত ছিল। ৬ জন
ডাকাইত নৌকাবরসী কাটিয়া অনেক দূরে
নিয়া নৌকা হইতে ১১৩০ আনার মাল অপ
রণ করিয়াছে।

উক্ত তারিখে সেই স্থলে বিক্রমপুর মাইজ
পাড়ার পূর্ণচন্দ্র সাহার নৌকা হইতে ডাকাইত
গণ ঐভাবে জিনিস অপহরণ করিয়াছে। তদ্রূপ
এই যে কাহাকেও প্রাণে (আঘাত করে নাই।
পুলিষ অসুস্থজান করিতেছেন।

১৯ এ পৌষ শুক্রবার।

সিমলার কাথলিক অনাথালয়ে যেসকল
শিশু ও শিকশকপ্রভৃতি আছেন, তাহাদিগকে

বিনা ব্যয়ে সাধারণ ভাণ্ডার হইতে ঔষধ দি
আজ্ঞা হইয়াছে আগরা ও মুহুরির অনা
য়ের অব্যয়গণ ঐ প্রকার 'বধ' চাহেন
ধীর জেনরল এই 'যুক্তিসিদ্ধ' আবেদন
করিয়াছেন। আমরা কালীঘাটের হালদা
গকে অসুযোগ করিতেছি, কালীঘাটে
সকল অনাথ লোক অত্র পায় তাহাদিগের
সাধারণ ভাণ্ডার হইতে ঔষধ প্রার্থনা ক
নজির উত্তম রহিয়াছে।

আমাদিগের ভূতপূর্ব রাজসংক্রান্ত
মাসি সাহেব মহাসভায় প্রবেশ করিবার চে
অকৃতার্থ হইয়াছেন। কাঞ্চেল সাহেবও প
নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের অগ্রর সে
টারি ওয়াইলি সাহেব এবং অর্ডে টিবিবি
ও ইষ্টইউক সাহেব রুতকার্য হইয়াছেন।
টিবলিয়ানের নিমিত্ত ভারতবর্ষের সব
আজ্ঞাদিত হইবেন।

বিখ্যাত ফরাশী বাসিষ্টর মস্তুর বেরি
মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ১৭৯০ অব্দে তখন
কারয়াছিলেন; অতএব প্রথম নেপাল
অষ্টাদশ লুই, দশম চারল্‌স, লুই ঘি
এবং তৃতীয় নেপলিয়নের রাজত্ব দর্শন
যাচেন বেরিয়র হুতভাগাদিগের প্রধান
কারী ছিলেন। ১৮১৫ অব্দে তিনি প্রসিদ্ধ স
মংশলনের সমপন করিয়াছিলেন। তৃতীয়
পলিয়ন যখন লুই ফিলিপের সময়ে বিদ্রব ক
আসিয়া ধৃত হন, তখন বেরিয়রের দ্বারা
সমপন হয়। তথাপি বেরিয়র নেপলিয়ন ব
বাবর বিপক্ষতা করিয়াছেন ইউরো
দারভীর বাসিষ্টর অপেক্ষা ইহার বক্তৃতা
ছিল; যেমত সুন্দর সেইপ্রকার মহা
ও মনোহর অঙ্গ ভঙ্গী ছিল। বেরিয়রের
বাসিষ্টর ছিলেন; তাঁহার পুত্রও এক জন
ষ্টর। তিন পুরুষই বক্তৃত্যশক্তি
বিখ্যাত।

মাস্ত্রাজ গেলওয়ে কোম্পানি দেড়
হুই পরসী ভাড়া করিয়া কয়খান
শকট করিতেছেন। এগুলি আমাদিগের
শ্রমির শকটের ন্যায় আজ্ঞাদিত, কিন্তু
মধ্যে আসন নাই।

কুর্গের ভূতপূর্ব রাজার কন্যা গে
বিক্টোরিয়া হংলওখমীর পোষ্য কন্যা ও
পাত্রী ছিলেন। মাস্ত্রাজের ৩৮ গনিত সি
রেজিমেন্টের কর্নেল কাঞ্চেলের সহিত

বিভাগীয় বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু এ
সাহেব তাঁহার সুখ হয় নাই। তিনি এক
প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। সম্প্রতি
ল কাশেল হঠাৎ অদৃশ্য হইয়াছেন। ইহার
উ সম্প্রতি আছে এবং নিজে বুদ্ধিমান
স্বাভাবিক ছিলেন। কেহই ইহার অস্তিত্ব
করিতে পারিতেছেন না।

বেলেয়ার বন্দরের অধ্যক্ষ কতগুলি কলবর
চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। আন্দামানে অল্পই
থাক আছে। তথায় বিস্তারিত জ্ঞান হয়। কিন্তু
এই আটমাত্রসার। তথায় উত্তম কাফি
ত পারে। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টে মাস্ত্রাজ
দেশের কৃষিক্ষেত্রকে বীজ প্রেরণ
তে বলিয়াছেন। এডেন হইতে কতগুলি
ও আন্দামানে প্রেরিত হইতেছে।
জন লংককে সুপ্রভা রাধিয়া প্রভাগ
লে কিরোজ জাহাজ এগুলিকে আন
করিবে।

গোয়ালপুরের এক জন ওয়া সর্পের বিষ
রোগের প্রকৃত ঔষধ প্রকাশ করিয়াছে। সেনা
সার্ভিসের সন্দেহে এ ব্যক্তি একটা
নাককে ভাল করে। কয়েকটা কুকুর ও মূষ
এই ঔষধ দিয়া সর্পদ্বারা দংশন করাইয়া
হইয়াছে, তাহাদিগের মৃত্যু হয় নাই।
কল সর্প বিনা ঔষধে যখন অন্য জন্তকে
ন করিয়াছে তখন তাহাদিগের মৃত্যু হই
। সেনাপতি সার্ভিসে এবিধ ডাক্তার
কে লেখা পাঠাইয়াছেন। ইহার পরীক্ষা
আবশ্যিক।

আগামী বর্ষে মক্কাবলের দেওয়ানী আদালত
সর্বস্বত্ব ৭০ দিবস বন্ধ থাকিবে। দুগোত্র
৩২ দিবস বন্ধ স্থির হইয়াছে।
রাজকুমার আজিমজার কলপরিশোধপত্র
১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইতেছে। ইহার
শয় অন্যান্য। পদচুক্তি রাজকুমারগণের
উচিত, ব্যবহার প্রকার নির্দিষ্ট জাতি
নির্মিত টাকা দিতে হইলে সর্বসাধারণে
দিগের উপরে ক্রমশঃ বিরুদ্ধ হইবেন।
আপীয়ে পদচুক্তি রাজবংশীয়গণ পূর্ব রাজ
এক পরমা পান না। এটি আজিমজা
তর ঘন স্মরণ থাকে।

কলেজের গেজেটে প্রথম উপাধি ও প্রের
পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব
১১ জন এস. এ. এবং ৯১ জন প্রবে
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এল. এ.
প্রথম শ্রেণিতে ১২ জন, দ্বিতীয়
শ্রেণিতে ৮১ জন, তৃতীয় শ্রেণিতে ১০৪ জন

এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রথম শ্রেণিতে ১৪৩
জন, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৪৩৪ জন ও তৃতীয়
শ্রেণিতে ৩১৩ জন কৃতকার্য হইয়াছেন।
প্রবেশিকা পরীক্ষার সংখ্যার সর্বাপেক্ষা জেনারেল
আসেবিলি তৎপরে হওয়ার ও তৎপরে হিন্দুকুল
দাড়াইয়াছে। কিন্তু পরীক্ষার্থীর সহিত কৃতকার্য
ছাত্রের সংখ্যা করিলে প্রথম আসন হিন্দুকুল
ও দ্বিতীয় আসন হওয়ার ইচ্ছা লের হইতেছে।
আমরা চাঃখিত হইলাম, জেনারেল আসেবিলি
বিদ্যালয়ে অধিকসংখ্যক অকৃতকার্য ছাত্র দেখা
যাইতেছে।

২০ এ পৌষ শনিবার।

আমরা আলাদিত হইলাম, বণিক সম্প্রদায়
য়ের উপযুক্ত ও জগৎহিতৈষী সেক্রেটারি উড
সাহেব কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।
উড সাহেব বড় সময়ে আসিয়াছেন। বর্তমান
চুক্তির সময়ে তাঁহার ন্যায় লোকের দ্বারা
বিশেষ উপকার হইবে। প্রতিনিধি সেক্রেটারি
এ. বি. শেকলটন সাহেব গত বছরের সময়ে যে
প্রকার কার্য করেন, তাহাতে সর্বসাধারণে
তাঁহার নিকটে অবশ্যই কৃতজ্ঞ হইবেন।

শ্রী সাহেব হুর্ভিক্ষসম্বন্ধে প্রথম ভ্রমে পতিত
হইয়াছেন। বণিকসম্প্রদায় পত্র লিখেন যখন
অনেক স্থানে বিশেষতঃ কাশীপ্রভৃতি স্থানে
হুর্ভিক্ষ, তখন তাঁহার সাধারণ চাঁদা গ্রহণ
করিতে প্রস্তুত আছেন। লেপ্টনান্ট গবর্নর এই
পত্র গবর্নর জেনারেলের নিকটে প্রেরণ করিয়া
বলিয়াছেন, বেহারপ্রকৃতি স্থানে বিশেষ কষ্ট
হইয়াছে আরও হইবার সম্ভাবনা। বঙ্গদেশের
কষ্ট না দেখিয়া চাঁদা করা অসুচিত। আপাততঃ
সাধারণ কার্যদ্বারা কর্ম দিলে যথেষ্ট হইবে।
শ্রী সাহেব নিতান্ত স্বার্থপরতা প্রকাশ করিয়া
ছেন, গত বছর ও হুর্ভিক্ষের সময়ে কি উত্তর পশ্চি
মাঞ্চল হইতে বঙ্গদেশে সাহায্য আইসে নাই?
সর্বসাধারণ এখন চাঁদা দিতে ইচ্ছুক। অতঃ
পর বাণিজ্যসংক্রান্ত কষ্ট বা অর্থকষ্ট হইলে
চাঁদা উঠা ভার হইবে। বেহারে লাগিলে বলিয়া
এখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সাহায্য প্রেরণ
করিতে না দেওয়া অতিশয় অন্যায।

সম্প্রতি পঞ্জাবের স্থানে স্থানে ভূমিকম্প
হওয়াতে একটা বিশেষ উপকার হইয়াছে।
পৃথিবীর উপরিভাগের কয়েক আঙ্গুলী নীচের
সমুদায় মৃত্তিকা ভূমিকম্পদ্বারা জলসিক্ত হই
য়াছে। ভূমধ্যস্থ জল যে কম্প দ্বারা উঠি
য়াছে, তাহা বোধ হইতেছে। এই প্রকারে
পরমেধর অনিষ্টের সহিত ইষ্টসাধন করেন।
সদ্য ভারতবর্ষের কমলের অবস্থা যত

বোধ হইয়াছিল, তত নয় সং
রাছে। কিন্তু কলিকাতার দোকানদার
মধ্যে চাউল অধিমূল্য করিয়াছেন
সম্প্রদায় গবর্নমেন্টকে অসুতো
মব্যের মূল্য ও শস্যের রক্তানির এক
তালিকা প্রকাশিত করেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, ৩০
লাভ মের মাস্ত্রাজে যাত্রা করিয়াছেন
পীড়িত স্থান তবে স্বচক্ষে দর্শন কর
না।

আমরা পুনর্বার গবর্নমেন্টকে আ
ভেছি নেপালীয় হুতের বাণীর
কয়েক জন পুলিশ কর্মচারীকে
কল্য আমরা পুনর্বার স্বচক্ষে দেখিল
প্রহরীগণ রাস্তার লোককে তাড়াত
তেছে। গুরখাগণ গোঁয়ার কলিকা
যানেরা কম গোঁয়ার নহে। এক
হয় এটা প্রাথমীয়।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টে
বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিক্কা	৯৩।০
৪ " কোং	৯৪।।
৫ " পবলিক ওয়ার্ক	১০৩.।
৫ " কোং	১০৮।।
৫।। " কোং	১১২।।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন
বঙ্গদেশীয় লেপ্টনান্ট গবর্নর
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

৮ ই ডিসেম্বর। লেপ্টনান্ট
ডেবিস জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার
হইবেন।

- নিম্নলিখিত ভ্রমলোকেরা কর্মকার
বিদ্যালয়সভার সভ্য হইবেন,
বাবু অট্টবন্দনারায়ণ সিংহ।
" মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" সারদা প্রসাদ ঘোষ।
" দিননাথ রায়।
" শ্রীমন্ত লাল দে।
" বিশেষ্বর চক্রবর্তী।
" শ্রীনাথ দত্ত।
" মীর সাহাদ আলি।

সহকারী কমিসনর নিজ পদগুণে
ক্রটরি হইবেন ।

ডিসেম্বর । হুগলীতে সাটিক্রিকেট
কারে আদায় হইতেছে, তাহার অল্প
এল, হারিসন সাহেবকে নিযুক্ত
ই ডিসেম্বর তাঁহাকে যে বিদায়
রাহিল, তাহা এতদ্বারা রহিত হইল ।
ডিসেম্বর । বেবরেণ্ড উইলিয়ম,
উইলফ্রিস কলিকাতার এক জন বিদ্যা
ক্রটরি হইবেন ।

সাহাবাদের মাজিস্ট্রেট মকদ্দম
ত দিন তত্ত্ব্য প্রতিনিধি জাইন্ট
ও ডেপুটি কালেক্টর সি, সি, ক্রিবেল
১৯ অক্টোবর ১০ ও ১৮৩২ অক্টোবর ৬
মুগারে মকদ্দমার আপীল প্রবণ
রিবেন ।

ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
মুখোপাধ্যায় তথায় মাজিস্ট্রেট
পাইবেন ।

বলিউ, ডবলিউ, এলিস সাহেব যশো
মন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
দ্বিতীয় জেথির অধীন মাজিস্ট্রেটের
ইবেন ।

রুপ্রসাদ সেন মালদহের সাধারণ
সতার অন্যতর সত্য হইবেন ।

মিনীকুমার মুখোপাধ্যায় বরিসালের
বিশেষ সবরেজিষ্টার হইবেন :

ন বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ বিদায়
পস্থিত থাকিবেন, তত দিন গবর্নমে
উকীল বাবু জগদানন্দ মুখোপা
চনিধি প্রধান উকীল হইবেন ।

মুকুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় গবর্নমে
নিধি কনিষ্ঠ উকীল হইবেন ।

এস, লব সাহেব বিদায় লইয়া
থাকিবেন, ততদিন এ, ডবলিউ
এম, এ বঙ্গদেশীয় শিক্ষাকার্যের
প্রতিনিধিস্বরূপ থাকিবেন ।

বস লব সাহেব বিদায় লইয়া গমন
ন, সেই দিবসাবধি পূর্ণোক্ত নিয়োগ
ইবে ।

ডিসেম্বর । ফরিদপুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট
পুটি কালেক্টর বাবু ভগবানচন্দ্র বসু
ইয়া মাজিস্ট্রেটের কমতা

ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি
পচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল,

ময়মনসিংহে বদলী হইয়া মাজিস্ট্রেটের কমতা
পাইবেন ।

মুন্সি তারিক উল্লা কিছু দিনের নিমিত্ত কুচ
বিহারে থাকবন্তের প্রতিনিধি কর্মচারী হই
বেন ।

যত দিন বাবু কালীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সর
কারী কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিবেন, তত
দিন বাবু হারকানাথ ভট্টাচার্য্য বি, এল, রাজ
সাহীর অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের প্রতিনিধি মুন্সেফ
হইবেন ।

জে, ক্রফোর্ড সাহেব রাজসাহীর সহকারী
মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় জেথির
অধীন মাজিস্ট্রেটের কমতা পাইবেন ।

যতদিন সি, এফ, মণ্টেসর সাহেব বিদায়
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন সি, টি,
বকলাও সাহেব বর্জমানের প্রতিনিধি কমিসনর
হইবেন ।

২৯ এ ডিসেম্বর । কুমারখালির ডেপুটি মাজিস্ট্রেট
ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ সর
কার কিছু দিনের নিমিত্ত সদরমহকুমা পাবনার
বদলী হইবেন ।

পাবনার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছুদিনের
নিমিত্ত কুমারখালি উপবিভাগের জার পাই
বেন । তিনি সেসিগনে অর্পণ করিবার মকদ্দমার
প্রথম বিচার করিতে পারিবেন ।

ই, এম, রেলি সাহেব ফরিদপুরের বিশেষ
সব রেজিষ্টার হইবেন ।

বাবু রামগোপাল চাকি এল, এল, শিব
সাগরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন ।

যতদিন ডাক্তর টি, পি, রাইট বিদায় লইয়া
অনুপস্থিত থাকিবেন ততদিন ডাক্তর এন, বি,
বলি ভাগলপুরের প্রতিনিধি সিবিল সার্জন
হইবেন ।

ইউরোপীয় সমাচার ।

২২ এ ডিসেম্বর । পোপ এক বক্তৃতা
দ্বারা স্পেনের ধর্মসম্প্রদায়ের অবস্থার নিমিত্ত
আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন ।

যেসকল গ্রীক তুরস্ক হইতে দূরীভূত হই
রাছেন, তাঁহাদিগের স্বার্থরক্ষার্থ ইংলণ্ড ফ্রান্স
ও অস্ট্রিয়া অসম্মত হইয়াছেন ।

মাদ্রিডে সাহেব অনেক ব্যয়সংক্ষেপ
করিবার এবং করপ্রদানসঙ্গতি অমুগারে
প্রতিনিধি মনোনীতের কমতার পরিবর্তে

স্বাধীন মতপ্রকাশকমতা দিবার অস্বী
করিয়াছেন ।

কিজন্য ভারতবর্ষের সেক্রেটারির পদ
করা হয় নাই, আইট সাহেব তাহার কারণ
রাছেন । তিনি ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী
অনুমোদন করেন না । তাহার সংশোধন
তাঁহার সাধ্য নহে । অতএব তিনি
অবস্থার শাসনভার লওয়া অন্যায়
করেন ।

২৪ এ ডিসেম্বর । ইউরোপীয় গবর্ন
সমূহ দূতসভাদ্বারা বিবাদভঙ্গনের যে প্র
করেন, তুরস্ক গবর্নমেন্ট তাহাতে অসম্মত
রাছেন

২৬ এ ডিসেম্বর । গ্রীস ও তুরস্কের
দূতসভাদ্বারা তজন করিবার চেষ্টা অ
হইতেছে । দূরীভূত গ্রীকদিগকে রুমেলিয়া
গমন করিতে দেওয়া হইতেছে । গ্রীক ম
চারিকোটী টাকা কর্ত্ত করিবার সম্পূর্ণ অ
দিয়াছেন ।

বিজ্ঞাপনদ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে, মা
পূর্বে স্ট্রেটসেক্রেটারি ভারতবর্ষের উপরে
প্রেরণ করিতে ক্ষান্ত হইবেন না ।

২৪ এ ডিসেম্বরের এক টেলিগ্রাম নিউ
হইতে আসিয়াছে । ইহাতে প্রকাশ করিতে
দক্ষিণ বিভাগের বিদ্রোহে যেসকল ব্যক্তি
ছিলেন তাঁহাদিগকে সতাপতি জনসন স
রূপে ক্ষমা করিয়া পূর্ণতন স্বত্ব প্রদান ক
ছেন ।

১৬ ই ফেব্রুয়ারি মহাসভার অধি
হইবে । গিফোর্ড সাহেব প্রধান বিচারপ
রাছেন । জেম্‌স্ সাহেব তাঁহার পদে
হইবেন ।

৩১ এ ডিসেম্বর । তুরস্ক গবর্নমেন্টে
লণ্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া স্পষ্টাভিধানে বা
ছেন, সন্ধিপ্রস্তাবে যে পাঁচটি বিষয়ের
বলা হইয়াছে, তাহা লইয়াই তর্ক হইবে ।
তুর্কির হওয়ারতে সুলতান দূতসভ
বিবাদমীমাংসা করিতে সম্মত হইয়াছেন
বলিয়াছেন, অন্য কোন প্রস্তা উদ্ভিত করি
তাঁহার দূত চলিয়া আসিবেন ।

এই সভার উদ্দেশ্যে রুশীয় গবর্নমেন্ট
তানকে বলিয়াছেন, গ্রীকদিগকে তুরস্ক
বহিষ্কৃত করিবার আজ্ঞা আপাততঃ
করা কর্তব্য । কিন্তু সুলতান বলেন, গ্রীস
প্রতিভূ প্রদান করেন তবে তিনি এ
প্রাক্ত করিতে পারেন, নচেৎ কোন মতেই

সোমপ্রকাশ

১১ নং ভাগ।

৭ নং খণ্ড।

“ প্রবর্তনাঃ কৃত্তিমিত্যৈ পার্থিবঃ সত্যহীনাঃ সত্যমসত্যমী ন হীযতাং । ”

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ মূল্য
অগ্রিম বাণ্যাসিক ৭৫ সাড়ে পঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ১৫ ই পৌষ। ১৮৬৮। ২৮এ ডিসেম্বর

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ মূল্য
বাণ্যাসিক ৭, ও টেক্সমাসিক ৩৫০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ইমানীত্বন কতগুলি অসংলোক অর্থহীন
সার বশবর্তী হইয়া অনেকের স্বভুলোপপূরক
গতসংস্করণকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা
নির্দিষ্ট ক্রম না করিয়া অনেক স্বল্প আয়
সম্পত্তি গ্রহণে কোন অংশ একটু ওলটপলট
করিয়া সেখানি নিজেদের “ সংস্করণ ” করিয়া
প্রকাশ করেন এবং তাহাদের সৌভাগ্যবশত
সংস্কৃত গ্রন্থের কুলবিশেষে সমানর কুল
সংস্কৃত গ্রন্থসমূহকে এই শোচনীয় ব্যাপার সাধু
হইতেছে।

সাদারণ্যে এই একটী সংস্কার আছে
সংস্কৃত গ্রন্থে ব্যক্তিবিশেষের স্বামিকতা নাট
সংস্করণে যে সময়ে করিলে ছাপিতে পারেন।
যদি মত পূর্ণি সংগ্রহ করিয়া ও যত পরিশ্রম
করিতে কষ্ট করিয়া কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের
সংস্কার করা হইত। কেহ মনে করিলে
সম্মতি দেখান ছাপিতে পারেন, লোকের চক্ষে
সিদ্ধিবার মত কিছু পরিবর্তন করেন।
ইনিবিসীতে সংস্কৃত গ্রন্থের অধিক
রূপ উপভোগের বাস্তব দেখা যাইতেছে।
সংস্কৃত পুস্তকে বর্তমান বাস্তব
সংস্করণে চলে।

পরন্তু আবার প্রকাশিত বেদীসংস্কার নাট
র প্রতি একপ অত্যাচার না হইতে, এই
মত বিজ্ঞাপন দিতেছি যে ত্রীযুক্ত রায়শ্রী
সংস্করণকার্যে টীকা সহ বেদীসংস্কার
করানি প্রকৃষ্টারি করান গেল, যদি কেহ
সংস্কারের বস্তুমতি না লইয়া তাঁহার কর্তৃক
সংস্কৃত বেদীসংস্কার নাটকের পাঠ বা টীকা
প্রকাশনগণ্ডে নিবেশিত করেন তাহা
লে কাপিরাইট আইন অনুসারে তাঁহার নামে
কর্তব্য করা যাইবে।

কলিকাতা ৪নং ঠিকানে } ত্রীকোণেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক

ইন্ডিয়ান রেলওয়ে।

বড় দিনের ছুটির সময়ের টিকিট।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করা
যাইতেছে যে, যেসকল এস্টেটন হইতে বর্তমান
মাসের ২১এ তারিখে বা তৎপরে
যে সকল রিটার্ন টিকিট বাহির হইবে
তদ্বারা আগামী জাহুয়ারি মাসের ৪ঠা
সংস্কার পর্যন্ত প্রত্যগমন সাধিত হইবে।

বোর্ড অব এজেন্সি } সিসিল ডিকেন্সন
ইন্ডিয়ান রেলওয়ে }
ডেলহাউসী কোয়ার্টার }
কলিকাতা ১৮৬৮ } বোর্ড অব এজেন্সি
৫ই ডিসেম্বর।

মজিলপুর নিবাসী ত্রীযুক্ত বাবু গীতানাথ
চক্রবর্তী মহাশয় (তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র)
আমাকে তাঁহার স্বাবর অস্থাবর ধাবর্তীয় সম্প
ত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভারপর্ণ করিয়াছেন।
আমার অজ্ঞাতে ও অমতে উক্ত সম্পত্তির কিছু
কেন্দ্র বা বন্ধন গ্রহণ করিবেন না।

মজিলপুর }
১০ ই পৌষ } ত্রীশোপালচন্দ্র চক্রবর্তী
১২৭৫

৮ ই ও ৯ ই মাস ইংল্যান্ডী ২০ এ ও ২১ এ
জাহুয়ারি বৃহৎ বৃহস্পতিঃ কুলি নর্মাল
বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা হইবে। নিম্নলি
খিত বিষয় সকলে পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবে :
ক্রতলিখন ও বস্তাবন্ধন।
ভাষা ও ব্যাকরণ।
পাঠ্যপুস্তক।
ভূবৃত্তান্ত।
১ ম তাঁর ভারতবর্ষে ইতিহাস।

ডিসেম্বর } ত্রীশোপাল এচ. উড্ডী
১৮৬৮ } বাঙ্গালান মধ্যবিভাগের
কুলসমূহের ইনস্পেক্টর

আগামী ২১ এ জাহুয়ারি বৃহস্পতি
কলিকাতা নর্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীদিগের
পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। পঞ্চালিখিত বিষয়
পরীক্ষা গ্রহীত হইবে। সম্প্রতি ৪।৫ টী
টাকার বৃত্তি খালি হইবার সম্ভাবনা আছে।
বাঙ্গলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ
অঙ্ক দশমিক ভগ্নাংশ পর্যন্ত
বাঙ্গালার ইতিহাস।

ভূগোলের চারিভাগের কুল কুল বিষয়ে
পরিচয়।
বাচনিক পরীক্ষা আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা।
কলিকাতা } বাঙ্গালার মধ্যবিভাগের
১৯ এ ডিসেম্বর } কুলসমূহের ইনস্পেক্টর
১৮৬৮

মুকুবোধসার।
বজ্রায়ান ও বজ্রসময়ের মধ্যে সংস্কৃত
ভাষায় প্রবেশাধিকার জন্মে এই অভিপ্রায়ে
মুকুবোধ ব্যাকরণের অতি প্রয়োজনীয় অংশ,
তাঁহার সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বাঙ্গলা ভাষায়
তাঁহার ভাষণার্থে ত্রীযুক্ত পণ্ডিত লোহারাম
শিরোরত্নকর্তৃক সংগৃহীত হইয়া বাঙ্গলা
অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠ্যবিগণের
সুবিধার জন্য বৃহৎকল পদাটীয়া দেওয়া হই
যাছে, বৃহৎকল পদাটীয়ার ব্রীতি লক্ষণ
করা হইয়াছে। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।
কলিকাতা নর্মাল বিদ্যালয়ের কুলসমূহের
প্রস্তুত আছে।

২৭ এ জাহুয়ারি }
১২৭৫ } ত্রীশোপালচন্দ্র চক্রবর্তী

মজিলপুর মোডকেল হল।
১। এতদ্বারা আমাদিগের উদ্দেশ্য
সুন্দর, সংকারী, ও সর্বসাধারণকে

শ্রীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য	১
প্রবন্ধমণ্ডিত শক্তি	১
শশচন্দ্র শঙ্করত বঙ্গলা এটলাস উত্তম	৩
এ উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত	৩
ধবাবিবাহ নাটক	১
মিনীকুমার পসরদাকরাস্তর্গত নারক	১
ঘটিত স্তম্ভ কাব্য	৫০
শ্রীকুমার কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপা-	
নীত চর্গেশনন্দিনীর মত লেখা	১
ধসিঙ্গু লহরী	২১০
চিত্রাবলি ৩২খানি বঙ্গলা	মাণ
	৪১০
শ্রীক টেচনাচরিতামৃতগ্রন্থ	৭
দ্বিতীয় নাটক আইনসংযুক্ত	২ খণ্ড
	২
সংগ্রহ পদ্য	১
তোপদেশ বিষ্ণু শর্মার সংগৃহীত	১
কাতা ভোড়া- } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়	
কা ৬৪ নং } নগদ বিক্রেতা।	

দক্ষ ভূমি ভাড়া খরিদা বলিয়া উহা বিক্রয়ার্থে
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে আমি এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করিতেছি যে
উক্ত ভূমি ভাড়া খরিদা নহে এবং কেহ যেন
উহা ক্রয় না করেন।

কলিকাতা }
চৌরবাগান }
৪ঠা পৌষ }
১২৭৫ }
শ্রীচন্দ্রশেখর কুণ্ড

—:—

সতর্ক বিজ্ঞাপন।

৩০ এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে হালিসহর
নিবাসী বাবু বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত ভাড়া খরিদা
জোড়াসাকো বারানসী ঘোষের ঠীটের মধ্যে
মৃত রাধানাথ কুণ্ডের দক্ষ ১/১৫০ বিঘা ভূমি
বিক্রয়ার্থে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন; কিন্তু তিনি ঐ
ভূমি বিক্রয়ার্থে বিগত ১২৭৪ সালের ২১ এ মাঘ
সোমবার বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপা-
ধ্যায়ের মোকাবেলায় ষ্টাম্প কাগজে রীতিমত
বায়নাপত্র লিখিয়া দিয়া গবর্ণমেন্ট নোট
১১৪৯১ নং এক কেতা ১০০ টাকা ও নগদ ১
টাকা একত্রে এক শত এক টাকা বায়না লইয়া
ছেন, এক্ষণে আমার উকীলের বাটীতে কবলা
প্রভৃতি কাগজ পত্র ভাড়া স্বাক্ষরার্থে সমস্ত
প্রস্তুত রাখিয়াছি; কিন্তু এ পর্যন্ত উক্ত গুপ্ত মহা-
শয় ঐ সকল কাগজ পত্র স্বাক্ষর না করিয়া
বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা
আমার নিকট সর্বদা শারীরিক অসুস্থতাদি
বিষয়ক তান করিয়া কালব্যাজ করত আমার
সহিত লিখিত পত্রিত ও বায়না কৃত বিষয়ে
বিক্রয় পুনর্বার সাধারণে বিজ্ঞাপন দিয়া
ছেন; সুতরাং আমি এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সাধা-
রণকে সতর্ক করিতেছি যে যেন কেহ উক্ত
বিষয় জেয় না করেন। বাবু বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত রীতি-
মত কবলা স্বাক্ষর করিয়া উক্ত বিষয় বিক্রয়
না করিলে আমারে হগত্যা ভাড়া নামে আদা-
লতে নানীশ করিয়া বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়া
লইতে হইবে।

কলিকাতা }
সন ১২৭৫ }
১ লা পৌষ }
শ্রীবলাইচাঁদ সিংহ

—:—

মহাপ্রসীদ কবিতাকুমারালি সংস্কৃত
যন্ত্রে পুস্তকালয়ে ও কলিকাতা নর্মাল বিদ্যা-
লয়ে বিক্রয় প্রস্তুত আছে মূল্য ১০ মাত্র।
শ্রীকৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।

—:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর তারিখে
৮ হইতে ১৪ই পর্যন্ত ভাগীরথী
নদীর সর্বকমতি জলের
সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্বকমতি
ফুট	
মহানার উপর পদ্মানদীতে	১৪
মহানার	৮
তথা হইতে জলিপুর	
১৩১ মাইল মধ্যে	১
জলিপুর হইতে বহরমপুর	
৪৬ মাইলের মধ্যে	২
বহরমপুর হইতে কাটোয়া	
৫০ মাইলের মধ্যে	২
কাটোয়া হইতে নদীয়া	
৪৬ মাইল মধ্যে	২
সন ১৮৬৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর	
পুর গজঘাটের জলের মাপ।	
গজের উপর	ফুট

বহরমপুর }
১৭ ডিসেম্বর }
১৮৬৮। }
শ্রীযুক্ত সি. ই. উইলসন
একান্তি উর্টব ইঞ্জিনিয়ার
বহরমপুর ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

১৫ ই পৌষ সোমবার।
শ্রীলোকেশ সাক্ষ্যগ্রহণ।

এখানকার ব্যবস্থাপক সভার
শোধিত ফৌজদারি আইনের প
লেখ্য ইংলণ্ডস্থিত আইন কমিশন
গের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। অ
দিগের ফৌজদারি আইনের
অংশে সংশোধন যে একান্ত আব
তা সাধারণে স্বীকৃত হইয়াছে।
আমরা একটা মহৎ অনিষ্টের উ
প্রবৃত্ত হইলাম। অন্য পুরবাসী শ্রী
দিগকে সাক্ষী বলিয়া দেওয়ানী
লতে লইয়া যাওয়া হইল না; কিন্তু
দারি আদালতে হাজার বিপরীত বা
দৃষ্ট হয়। যে মে বক্তিকে ঐ
লতে আনয়ন করা হয়। পু
১৩৫ ধারার অন্তর্গত দাবতীয় মক
শ্রীলোকেশকে ১৪৪ ধারার দ্বারা

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণু পুরাণ।

মুদ্রণ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড
৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিমমূল্য ১১০।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইবে। তিনি মুজাপুর
৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ
অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে
জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত
ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম
হইলে বিশেষ বিষ্ণু পুরাণ পাঠাইবার
বাই হইত।

বিক্রয়ার্থে।

গিলেডেন স্ট্রীট ২৭ নং খাতি গুদামসহ
১৯ নং ভোড়া বাগান।
উপরি উক্ত বাগান ও বাটী সাধারণ ক্রয়
অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন সাক্ষ
ব্যক্তির নিকট সন্ধান হইবে।

গিলেডেন স্ট্রীট আরবো-
খনট এবং কোং

—:—

হালিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত
কাতার অন্তর্গত জোড়াসাকো বারানসী
র ঠীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ কুণ্ডের

নয়ন করিতে পারেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস জীলোক সাকীদিগকে আদালতে আহিত হইবার যত্নটা হইতে মুক্ত করিয়া একটি প্রচলিত দেশাচারের কটেক মস্তক অবনত করিয়া গিয়াছেন। জীলোকদিগকে আদালতে লইয়া গেলে শীয়েরা মনে কষ্ট পাইবেন, এই মস্তকে পূর্বোক্ত বিধি করা হয়। যখন মানরকা উদ্দেশ্য হইল, তখন কি ক্রমে ফৌজদারি ও দেওয়ানী আদালত বালিয়া প্রভেদ করা হইতেছে? বরং দেওয়ানী আদালতে সম্মান আছে। এদেশের ফৌজদারি আদালতকে সূচনা করিয়া ইহার তথায় দাঁড়ালে অপমান হয় জ্ঞান করেন। কয়েক বৎসরাবধি জীলোকদিগের গবর্ণমেন্ট ও ব্যবস্থাপকগণ চিরন্তন সংস্কারের বিরুদ্ধ কাজ করিয়া আসিতেছেন। বিচারপতিগণ ও জীলোকদিগের বাস্তব লাগিয়াছে। দিন হইল, প্রধানতম বিচারালয় স্থাপন করিয়াছেন, দেনার ডিক্রীতে পুরবাসিনী জীলোকদিগকে বন্দী করা যাইবে। এদেশের জীলোকদিগকে বন্দী করিয়া আসিয়াছেন। আজও সামাজিকেরা ইহাঁর পরাধীনতানিগড় ভয় করিয়া মাই; অতএব ইহার যে ইউরোপীয় জীলোকদিগের ন্যায় স্বচ্ছন্দে মর্কট গমনা বিচার্য সম্পাদন করিবেন তাহা সম্ভব নহে। এতদ্বিবক্ষিত স্থানে স্থানে বিচার হইতেছে। আমাদিগের জীলোক ধাতুর লোক আছেন, তাহা ই অবগত আছেন। এক জনকে বন্দী করিবার নিমিত্ত কোন পুলিশ মায় তাঁহার জীর নাম করিলে কামচারী ১০১৫ টাকা পাইয়া আসে উক্ত জীলোককে খামায় বন্দী করেন। আমরা এপ্রকার হুট

একটি দৃষ্টান্ত দর্শনও করিয়াছি; কেবল লাইবেল আইনের অনুরোধে ব্যক্তি বিশেষের নাম করিতে সমর্থ হইলাম না। যত দিন সমাজ জীলোকদিগকে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান না করিতেছেন; যত দিন আমাদিগের ফৌজদারি আদালতের কার্যপ্রণালী সংশোধন না হইতেছে; যত দিন বর্ধার্ক লোক পুলিশে প্রবেশ না করিতেছেন, ততদিন আদালত ও পুলিশে গমন হইতে জীলোক সাকীদিগকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। যিনি জীলোক সাকী মানিবেন, তাঁহাকে কমিউন দ্বারা পরীক্ষা করাইবার ব্যয় দিতে বাধ্য করা কর্তব্য। জীলোকদিগের অবস্থা ও সমাজসংক্রান্ত ব্যবহার বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন করাই বিধেয়।

—:০:—

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও পরীক্ষার কাল।

বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষণে এ দেশের একটি প্রধান লক্ষ্য স্থল হইয়াছে এবং তাঁহার হস্তে দেশস্বাধারণের ও ব্যক্তি বিশেষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য অনেক নির্ভর করিতেছে। দেশের শাসনকর্তাদিগের বিজ্ঞতা ও ন্যায়পরতার কিঞ্চিৎ মাত্র ক্রটি হইলে যেমন বহু লোকের ক্ষয়ক্ষতি হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণের বিবেচনা ও অবধানতার দোষেও তদনুরূপ অশুভ ফল উৎপন্ন হইতে পারে। এই নিমিত্ত সাধারণের ভাব, অভাব ও অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ইহাঁদিগের কার্য করা বিধেয়।

আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকনির্বাচনবিষয়ে অনেক অনবধানতা দৃষ্ট হয়। বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ সাধারণ ছাত্রগণের হিতার্থ, ইহার পরীক্ষকগণের তদুপযোগীকর্তৃকগুলি লক্ষণ বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যিক। পরীক্ষকের যেমন বখোচিত বিদ্যা থাকা আবশ্যিক,

তেমনি পক্ষপাতশূন্যতা একটি অাবশ্যক গুণ বলিয়া বিবেচনা করা কবি। যদি ছাত্রগণের বর্ধার্ক গুণের বিচার গুণানুসারে পুরস্কার দান না হয়, হইলে পরীক্ষা ব্যাপারের প্রভেদ কি? পরীক্ষাদ্বারা শিক্ষার উন্নতি বনাই বা কি? এক্ষণে যে প্রণালী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইতেছে, নির্দোষ বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষ বিশেষের শিক্ষকদিগের উপরেই পরীক্ষার ভার অর্পিত হইয়া থাকে ইহাতে অনেক পক্ষপাত হয়। মতঃ শিক্ষকগণ আপন আপন গণের সহিত অপরাপর ছাত্রের পরীক্ষা করেন। যেখানে আত্মীয় ও পরজনে স্থানে সুবিচার করা যে কত দূর কার্য, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ক্রটিমের ন্যায় দৃঢ়চিত্ত বিচারক কয় হইতে পারেন? আত্মীয়ের প্রতি পক্ষবাসনা এত প্রবল যে, যাঁহারা ন্যায়পরতার অংশমাত্র ভ্রংশকে পরম অধর্ম্য করেন, তাঁহারাও ভ্রমাক্রম হইয়া অনবধানতা করেন। যাঁহাদিগের তত সংস্কার নাই, তাঁহাদিগের ত কথন নাই।

দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষকদিগকে বিচারিত্ব শিক্ষকের কার্য করিতে হয়। মরণসমক্ষে স্বীয় ছাত্রগণের বে উপায় গৌরবর্দ্ধি হয়, তজ্জন্য তাঁহাদিগের মন স্বতঃ বাধ্য হইবে সন্দেহ বিহীন। তাঁহারা যেসকল বিষয়ের পরীক্ষা করিবেন, সেইসকল বিষয় বিচাররূপে শিক্ষা না দিয়া নিরস্ত থাকি পারেন না। অতএব স্পষ্ট না হউ গোপনভাবে পরীক্ষিতব্য বিষয়সকলের যে ইঙ্গিত করা হয়, তাহা বাধ্য। এরূপ হইলে পরীক্ষক শিক্ষকদিগের ও অপর শিক্ষকদিগের ছাত্র

নাহাযাঞ্জিবিষয়ে অনেক ইতর
য কেন না হইবে ?

তৃতীয়তঃ ছাত্রগণের উদার শিক্ষা
। অনেকে পরীক্ষক শিক্ষকদি-
আপনাদিগের মৌত্যাগের বিধাতা
য়া তাঁহাদিগের শিক্ষাধীন হইবার
ত খাবমান হন। তাঁহারা যে
যে টুকু শিক্ষা দেন, যে কয়েকটি
বলেন এবং যে তাহ প্রকাশ
ন যত্নপূর্বক তাহাই স্মৃতিতে ধারণ
তে পারিলে ছাত্রগণ পুরুষার্থ বোধ
ন। যদি অন্যাসে কার্যাসিদ্ধি হয়,
আর আয়াস স্বীকার করিতে চায় ?
বিদ্যালয়োক্তীর্ণ অনেক ছাত্রের
শাস্ত্ররূপ কল উপলব্ধ হয় না, এই
তার অগ্রদূত ও অন্যাসসিদ্ধ শিক্ষাই
তার কারণ। আমরা অনেক বার
খরাচি পরীক্ষকদিগের কতগুলি
র প্রশ্নদ্বারা পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন হয় ;
গণ সেইগুলির উত্তর কঠিন করি-
জন্য যত্নবান্ হন ; সকল বিষয়ে
পত্তি লাভ করিতে তত প্রয়াসবান
না।

আমরা পরীক্ষকনির্বাচনবিষয়ে অন
নতাজনিত যে দোষগুলির উল্লেখ
রলাম, একটু যত্ন করিলেই তাহার
সংকরণ হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যা
য়র অধ্যক্ষেরা শিক্ষকপরীক্ষকের
সাহিত্য করুন। শিক্ষকমাত্রেরই পরী
ক্ষ হইতে পারেন না, এরূপ বলা
আদিগের তাৎপর্য্য নহে। যিনি যে
বিষয়ের শিক্ষা দেন, তিনি সে বিষয়ের
পরীক্ষক না হন। ইহাই আমাদের
স্বভাব। ইহাতে পরীক্ষকের অভাব
বে, এ আশঙ্কা করা যথা। প্রবেশিকা
পরীক্ষার নিমিত্ত প্রেসিডেন্সী কলেজের
অধ্যাপকদিগকে মনোনীত করিলে
আমাদের আপত্তির কারণ থাকে না।
অন্যান্য কলেজের যদি এমন অধ্যাপক

াওয়া যত্ন নে তাঁহারা পরীক্ষিতব্য
বিষয়ের শিক্ষাদান করেন না, তাঁহারাও
পরীক্ষক হইতে পারেন। অন্যান্য পরীক্ষা
বিষয়েও এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করা
কর্তব্য। পরীক্ষকের অভাবপূরণের
আর এক উপায় আছে। আমাদের
শিক্ষাবিভাগের প্রধান কর্মচারীরা কি
এ বিষয়ের সহায়তা করিতে পারেন
না? তাঁহাদিগের মধ্যে বিদ্যাপারদ
র্শীর অভাব নাই। মনে করিলে এ নিমিত্ত
যে তাঁহারা সময় পাইতে পারেন না
ইহাও বোধ হয় না। ডিরেক্টর ও ইন্-
স্পেক্টর মহাশয়েরা এ কার্যভার গ্রহণ
করিলে বিদ্যাধ্যাপনের যথার্থ তত্ত্বাব
ধান হয় এবং কোন বিষয়ে কাহারও
আপত্তি হইতে পারে না। যদি পরীক্ষ
কের সংখ্যা আরও অধিক আবশ্যিক
হয় ; ডিগ্রীপরীক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমে
ন্টের অন্যান্য বিভাগস্থ বিদ্যাভিচারদ
কর্মচারীদিগকেও আহ্বান করা যাইতে
পারে। ডিগ্রীপরীক্ষার্থীর সংখ্যা
অধিক নহে, অনেকে গৌরবের কার্য
বলিয়াও ইহাতে সময় ও উৎসাহদান
করিতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময় যে
এ দেশের অবস্থাচিত হয় নাই, ইহা
আমরা অনেক বার বলিয়াছি, এখনও
বলিতেছি। শীতকালে পরীক্ষার নিয়ম
হওয়াতে যাবতীয় বিদ্যালয়ের বার্ষিক
বন্দোবস্ত এই সময়ে কঠিন হয়,
সুতরাং এই সময়ে ছাত্রগণকে অধিক
অবকাশদান আবশ্যিক হইয়া পড়ে।
এ দেশে শীতকাল অধিক পরিশ্রম
করিবার কাল, সে সময়ে এদেশীয়দি-
গের কিঞ্চিৎস্বাত্রও সময় নষ্ট হইলে
অনেক কার্যক্ষতি হয়। বিশেষতঃ এ
দেশীয়েরা স্বভাবতঃ শ্রমকাতর, তাহা-
দিগকে কোন প্রকারে পরিশ্রমী করিয়া
তুলিতে পারিলে একটা মহৎ উদ্দেশ্যসাধন

হয়। এরূপ স্থলে শীতকালে দীর্ঘাবক
দিলে তাহাদিগের অলস প্রকৃতি
আরও অধিকতর প্রসার দেওয়া হ
এই নিমিত্ত ছাত্রদিগের শীতাবক
আমাদিগের অন্যায় বলিয়া বোধ
আমাদিগের মতে গ্রীষ্মের আর
পরীক্ষাকার্য্য শেষ হইয়া ছাত্রেরা গ্রী
ষ্মকাল কিছু অধিক পাইলে তত
হয় না। এখন যে রূপ নিয়ম চলিতে
তাহাতে গ্রীষ্মকালে বিদ্যালয় বন্ধ
করিলে চলে না। শীতকালে অ
কাজের সময়ও রুখা গত হইয়া য
পরীক্ষাকালের নিয়ম পরিবর্তন
সামান্য কার্য্য বটে, কিন্তু ইহাতে
যথেষ্ট। এক এক ছাত্রের বৎসরে
এক মাস কাজের সময় বাড়িলে তা
সমষ্টি ধরিয়া বিবেচনা করিলে বি
স্থিত হইতে হয়। সাধারণের এ
ও লাভ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ
বিবেচনাযোগ্য।

—:—

বাবু কেশবচন্দ্র সেন, তাঁহার অগ্রদূত
পত্রপ্রেরকগণ।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার
চরগণের ব্যবহারবিষয়ক বিস্তর
সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়া
আরো অনেকগুলি দীর্ঘ পত্র আ
গের হস্তে রহিয়াছে। এক বিষয়
অধিকতর আন্দোলন করা আমা
ব্যবহারানুগত নহে। বিশেষতঃ
বাবু ও তাঁহার অগ্রদূতগণ বা
ব্যবহার করিতেছেন। এতদুদ্ভূত
প্রবীণদিগের বিরাগ ক্রিয়বার স
সম্ভাবন্য। অতএব পত্রপ্রেরক
নিকটে আমাদের সাহুনের আ
এই, তাঁহারা উপস্থিত বিষয়ে আ
প্রেরণ না করেন, যেগুলি আমা
হস্তে আছে, তাহাও প্রকাশিত
না, ইহাতে কেহ ক্ষুব্ধ না হন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুচরগণ ভালরূপে লেখা পড়া জানেন না অতিমান করেন। আমাদেরও দিন এই সংস্কার ছিল। কিন্তু তাঁহার কার্য দেখিয়া এখন বিপরীত জন্মিতেছে। মানুষের চরণ লেহন এতী কি কৃতবিদ্যের লজ্জাকর বাপার নহে? কৃতবিদ্যের এত নীচ কার্যে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা আগে ইহা জানিতাম না। বাবু ও তাঁহার অনুচরগণ বিদ্যার মাননা করিবার নিমিত্ত কি বিদ্যা লিখিয়াছেন? বাবু বিজয়কৃষ্ণ রায়ের আমোদ প্রেরিত পত্র লিখিয়াছেন, কেশব বাবুর দোষ তিনি অকার্য্যে বা অসুচর কার্য্যে মানন করেন, তিনি যে দোষী নন, তাহা এই নূতন স্তম্ভিতাম। এক ব্যক্তি উদাত্ত হইয়াছে, আর এক সেখানে আছেন, তিনি চেষ্ঠা করিলে হননোদাত্তকে নিবারণ করিতে পারেন; কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না তিনি কি প্রত্যাশা করিয়া হইবেন? আমরা কেশব বাবুকে সরলহৃদয় জানিতাম কিন্তু বাবু যখনাথ তাঁহার অগ্রে যে প্রার্থা করেন, তিনি তাহার যে উত্তর দেন, তাহা তাহার সরলহৃদয়তার লেশও লক্ষিত হয় না। যে রাজনীতিজ্ঞ লোক সন্ধি বিগ্রহ চিন্তা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার মুখ হইতেও এইপ্রকার অটীক ও কুটিল উত্তর শুনিতে হয় না।

বাবু কেশবচন্দ্রের কোন অলোকমানসে যে তাঁহার অনুচরেরা হইত তাহা তাঁহার চরণরেণু লেহন এবং তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানেন, আমরা তাহা বুঝিতে

পারিতেছি না। তিনি সচ্চরিত্র ও ধার্মিক, যদি তাঁহার এই গুণ তাঁহার অনুচরগণের মোহের কারণ হয়, তাহার জুল্যবিস্ময়কর বিষয় আর নাই। মানুষের যেরূপ হওয়া উচিত, তিনি তাহাই হইয়াছেন। তাহাতে অলোকমান্যতার অণুমাত্র সম্পর্ক নাই, এরূপ সচ্চরিত্র ও ধার্মিক লোক সহস্র সহস্র দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যে দেশে ও যে সময়ে ধার্মিক ও সচ্চরিত্র লোক দর্শন হইবে, সেই দেশে ও সেই কালে যদি কেশব বাবু প্রাহুভূত হইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি কথঞ্চিৎ চরণরেণু লেহন প্রবৃত্তি বিধায়িনী ভক্তির উদয় হইত, কিন্তু এ দেশে নয়, সে কালেও নয়। যদি বল তাঁহার উৎকৃষ্ট বক্তৃতাশক্তি আছে, প্রাচীন কাজের ডিম্বস্থিতিস ও সিমিত্রের কথা দূরে থাকুক, ইদানীন্তন কালের বর্ক ও মেরিডান প্রভৃতির কথা দূরে থাকুক, তিনি কি বক্তৃতাশক্তিতে ডাক্তার ডাক্তার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাঁহার বক্তৃতাশক্তিতে কি ডাক্তার ডাক্তার অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বলতা আছে? তাঁহার ধর্ম্মানুভাব কি ডাক্তার ডাক্তার অপেক্ষা শ্রবণ? কয় জন লোকে ডাক্তার ডাক্তার চরণরেণু লেহন করিতেছেন, আর কয় জন লোকেই বা তাঁহাকে অবতারন্থে গণনা করিয়া তাঁহার চরণাবনত হইতেছেন? কেশব বাবু এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশেষ ক্ষমতা আছে বলিয়া যদি তাঁহাকে দেববৎ পূজা করা এবং তাঁহার চরণরেণু লেহন করা সংগত হয়, যাবতীয় বিষয়ে যিনি অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে কি করা উচিত? প্রধানতম ইতিহাসবেত্তা নেবুর জুলিয়স সীজারের বিষয় যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, কেশব বাবুর অনুচরেরা তাহা একবার মন দিয়া শ্রবণ করুন।

তাঁহার (সীজারের) নানা গুণ ছিল। তিনি অনুপম অধাবসকারে ও অবলীলাক্রমে মনোবৃত্তিগুলির কার্য্যে বিনিয়োগ করিতে পারতেন। তাঁহার অলোকমান্য সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার অসামান্য উপবুদ্ধি ছিল। তাঁহার নিজের অধিক এবং অদৃষ্ট তাঁহার প্রতি মন, তাঁহার এই সংস্কার ছিল। এবং ফ্রান্স তাঁহার এই দৃঢ়তর বিশ্বাস। তিনি যেবিসয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন এইহেতু তিনি যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, তাহার অধিকাংশে পিতা ও অভ্যাসলক্ষণ লক্ষিত হইত। তাঁহার বক্তৃতা ও ভাষা রচনার তদানীন্তন কোন সম্প্রদায়ের অনুগত নহে। তাঁহার নৈসর্গিক যে ক্ষমতা ছিল, এ সকলই তাঁহার উদ্বেগে তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ দর্শন বিজ্ঞানাদি বিষয়ে তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। * * * লিখন বিষয়ে তিনি অসামান্য প্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। সুশিক্ষিত আমাদের ন্যায় তাঁহার কথোপকথন ক্ষমতা ছিল, তাঁহার কোন প্রকার ভয় ছিল না। তিনি অসুখ কৃষ্ট বক্তৃতাশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। * * * তাঁহার সংগ্রামেই আপনা হইতেই হয়, তিনি কখন যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন নাই। এতদ্ভিন্ন তিনি অমায়িক ও সরলহৃদয় ছিলেন। তিনি কখনকাল আলস্যে পড়িতে পারিতেন না। এইরূপ তাঁহার বিস্তার গুণ বর্ণিত হইয়াছে। অধিক এইমাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে, তিনি একদা রোমনগরের একাধিক করিয়াছিলেন এবং নানা দেশ ও পদ তাঁহার বাহুবলে বিজিত

র অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।
বে ব্যক্তির এত গুণ ও কমতা ছিল,
যেকেরা কি তাঁহাকে দেববৎ আরা
করিয়াছিলেন? রোমকেরা কি তাঁহার
মন্দিরনির্মাণ অথবা পূজাবিধি
কর্ত্ত করিয়াছিলেন? তাঁহাকে
তার মধ্যে গণনা করিয়া তাঁহার পূজা
দূরে থাকুক, তিনি “সত্রাট” এই
ধি লইবার আকাঙ্ক্ষী হওয়াতে
যেকেরা তাঁহার আণবধ করে।

—:০:—

মৃতন পুস্তক।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার
করিয়াছি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
আদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১। যৌবনোদ্যান ও অন্যান্য কবি-
লী। এখানি শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ
পাধ্যায়কর্তৃক পদ্যে বিরচিত।
এত যৌবনোদ্যান; বসুমতী ও বাল
মুখপ্রভৃতি কয়েকটি বিষয় সন্নি
গত হইয়াছে। সচ্চারিত্র যুবকগণ
এপে যৌবনমূলত্ব কাম হুরাকাঙ্ক্ষা
গাভাদিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াও স্বীয়
বিনিস্ত্র সুবুদ্ধি প্রভাবে তাহা হইতে
উদ্ধৃত হইয়া সংকর্মে কৃতসংকল্প
তাহা ইহাতে রূপকচ্ছলে বর্ণিত হই-

২। গ্রন্থকার ইহাতে আপনার বিলক্ষণ
শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া-
বসুমতী ও বালকের মুখপ্রভৃতি
ও ইহা অপেক্ষা কবিত্ব নূনতা
হয় না। এইখানি গ্রন্থকারের
গ্রন্থ; কিন্তু তাঁহার কবিতাগুলির
তরঙ্গী দেখিলে তাঁহাকে মৃতন গ্রন্থ
বলিয়া বোধ হয় না। গ্রন্থ
যদি স্বাবলম্বিত পদ্ধতি পরিত্যাগ
কল্পে দিনের মধ্যেই এক

৩। রামায়ণ গ্রন্থকার হইবেন।

৪। দুর্গোৎসব নাটক। শ্রীযুক্ত
বিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার

প্রণেতা। সর্কভৌম উপাধিধারী এক
জন ধনবান প্রণেতা হুতী ব্রাহ্মধর্মাব
লম্বী পুত্র ছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্ম হইয়াও
পিতার দুর্গোৎসবে ব্যাঘাত করেন
নাই। চন্দননামক এক জন অর্ধ
শিক্ষিত এক উচ্চ ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ
পুত্রের সহচর ছিল। সে তোষামোদ
বলে এই ব্রাহ্মণের সমস্ত পরিবারের
বিশেষত কনিষ্ঠ পুত্রের একান্ত অনুরাগ
ভাজন হইয়া বিদ্যাভূষণ উপাধিধারী এক
জন সুভাষী পুত্র সর্কভৌমের
সভাপতি হইয়া তিনি চন্দননামের
স্বভাবে বর্ণনায় অতিশয় বিরক্ত
হইয়া সর্কদা তাহারে তৎসনা করিতেন
এবং তাহা হইতে যে পরিণামে বিশেষ
অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা তাহা সর্কদা
সর্কভৌমকে কহিতেন। চন্দননাম ইহাতে
আপনার ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া
বিদ্যাভূষণকে চৌর্য্যাপবাদপ্রস্তুত করি
বার চেষ্টা পায়; কিন্তু পরিণামে তাহার
সে চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়ে। গ্রন্থ-
কার এই বিষয়টি লইয়া গ্রন্থখানি প্রস্তুত
করিয়াছেন। ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ
করিয়া দেখা গেল, চন্দননামের চাতুরী
প্রকাশিত অন্য কোন স্থানেই রচনা
চাতুর্য্য দৃষ্ট হইল না।

৩। বিলাপলহরী। শ্রীযুক্ত বাবু
বলাইচাঁদ সেন ইহার প্রণেতা। ইহাতে
এক বণিকের পুত্রশোকে ক্রন্দন ও এক
জন বন্ধুকর্তৃক তাহার মামুনা মিত্রাকরে
বর্ণিত হইয়াছে। কবিতাগুলি মন্দ হয়
নাই। কলিকাতা হিন্দু প্রেসে এই পুস্তক
কথানি মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহা
বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। ইহার
অবয়ব নিতান্ত ক্ষুদ্র; আর কিছু বৃহৎ
হইলে ভাল হইত।

৪। রামায়ণ গ্রন্থ। এখানি সংস্কৃত
গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত মহাকবি মুদগল ভট্ট ইহার
প্রণেতা। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র

ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া
ইহাতে আর্ধ্যাঙ্ক্রে রামের মা
বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার অষ্ট
শত সংখ্যক শ্লোকদ্বারা গ্রন্থখানি
করিয়াছেন। কবিতাগুলি মন্দ নহে

বিবিধসংবাদ।

৮ই পৌষ সোমবার।

সম্প্রতি কলকাতায় এক জন চা-ক
জন কুলকে অত্যন্ত প্রহার করিয়া বধ ক
তাহার বেদও হইয়াছে, তখনলক্ষ লোক
গবর্ণর চাকেরের অধ্যক্ষ ডাক্তর ডেবিড
এই বলিয়া তৎসনা করিয়াছেন, ধর্ম ত
না হউক কাম্বাহুরোধেও মজুরদিগের
ধর করা উচিত। ডাক্তর ডেবিডসন কল
অত্যাচারের সংবাদ পাইয়াও তদ্বিব
চেষ্টা পান নাই। কর্তৃপক্ষ ইউরোপীয়
শাসনীয় উপরে নিতর না করিয়া অপর
রূপ দণ্ডবিধান আরম্ভ করুন।

কিছু দিন হইল, নাটোরে ওলাউঠার
ভয় হওয়াতে কুমার চন্দ্রনাথুরায় ও
দ্বাতা চাকরসক ও ঐশ্বরদ্বারা পীড়িত
বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

সিটনকার সাহেব কলিকাতার বি
লয়ের বাইস চাকেলার হইতেছেন;
লরেন্স চাকেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ম
দ্বারা চাকেলারকে আতনন্দন প্রদান ক
জন্য সিটনকার সাহেব চেষ্টা পাইতে
এটি নিতান্ত বাড়াবাড়ী। সর জন লরেন্স
দ্যালয়ের কোন সত্য একটা বণ
করেন নাহ।

বাবু চন্দ্রচোতন চট্টোপাধ্যায় বঙ্গ
ব্যবস্থাপক সভার অন্যের সভ্য হইয়া
কুমার হরেন্দ্র কৃষ্ণের দুই বৎসর পারপু
য়াতে তাম পদভাগ করিলেন। সু
দিগের মধ্যে এক জনকে সভ্য করা ক
গবর্ণমেন্ট কেবল কর্মীদিগের প্রা
গণকেই লইতেছেন, অপর জাতির যো
নিধি প্রণেতা কি সমগ্র হয় নাই?

নেপাল হইতে এক জন মৃত কলিক
আসিয়াছেন। হনি মৃগাপুরের মৃত
জির উদ্যানে আছেন। লাভ মেয়ের
সাক্ষাৎ করিয়া মৃত প্রাণিগমন করিবেন।

নেপাল গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণ
কর্তৃকগুলি আইনের অধিবাদ করিয়া

রাজ্যে প্রচলিত করিয়াছেন। এটি প্রশংসিত
কিন্তু সেকালে পণ্ডিত ও কাজ
বিশেষ বিচারের তার থাকিলে কোন কাজ
না। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে রাজগণ কলিকাতা, বোম্বাই
মাদ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী
কর্মচারী মনোনীত করেন না কেন?
কেন বি ড্রাগ ইংলও হইতে প্রত্যাগমন
করেন।

প্রতি নাগাগন মনিপুরের সীমার নিকটে
চার করতে গবর্নর জেনরলের এক্সেস
রে হইবার আদেশ পাইয়াছেন। মনিপুর
আপনারিগের সীমাসকল গড়বদ্ধ করিয়া
করে তিনি এই চেষ্টা পাইবেন। এই
গবর্নর জেনরল কতকগুলি তলবা
সম্মত হইয়াছেন।

কার্যের নিমিত্ত পুষ্করিণী ও কূপ করিবার
গবর্নমেন্ট অল্প মুদে টাকা কর্তৃক দিয়া
ন। পঞ্জাবে এই প্রথা কয়েকবৎসর উঠিয়া
ছিল। এবার হওয়াতে গবর্নর
ল পুনরায় একপ্রকার কর্তৃক দিবার আজ্ঞা
করেন যেসকল স্থানে চুক্তিক হইয়াছে,
সেই স্থানে একপ্রকার সাক্ষ্য করিলে লোক
গণ উপকার জ্ঞান করিবেন।

প্রসিদ্ধ মাদ্রাজী রোজমেন্টের কামের
নামক এই জন আফিসর অসচ্ছরিত্রতা
ন পদচ্যুত হইয়াছিলেন। ইহার পুনরায়
সর্দারী গোলযোগ করতে ভারতবর্ষীয়
মেন্ট সাধারণ ব্যয়ে ইহাদিগকে
ও প্রেরণ করিয়াছেন। লেপ্টনান্ট লে
ত পুনরায় অত্যন্ত দাঙ্গা করিয়াছিলেন।
লোক যত ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন ততই

একটি বিদ্যাতী পাপ আমাদিগের
গবেশ করিতেছে। সোভানেডর বাজ
ইংলও বস্তুর লোক কৃতনক্ষ ও হত
। মারকুইস অব হের্ডিওস সম্প্রতি
এক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু
ছাখিত-ইইলাম, এইসকল চেষ্টাতে সতর্ক
এবার কলিকাতার অনেক যুবক দোড়
। বাজির টিকেট ক্রয় করিতেছেন। দুাত
ও কখনই মঙ্গল নাই।

এ অবগত হইলাম, ঢাকা দ্বিতীয়
এ ব'বু মাহেশ্বরনাথ বসু ২৪ পরগণার
ধরত জন্ম হইয়াছেন।

এ ও কলৌলির রাজগণ দরহুদিগের
বহুত্ব ব রয়াছেন সবলকার লোক

দিগকে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত জয়পুরের
রাজা খোকানদের তীরে একটি বাঁধ করিবার
আজ্ঞা দিয়াছেন। অগরার এক জন বণিক
নিজ ব্যয়ে বিস্তর লোককে তন্ন দিতেছেন।
লাহোরের এক জন তন্ন লোক একপ্রকার কার্যে
ছেন। হুর্ডিকের সময়ে ভারতবর্ষীয়গণ পত্না
বতঃ যে আঞ্জর দেন, তাহা এবারও হইবে।
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট কি করিবেন? আমরা
বলিতেছি, যখন ভারতবর্ষের অধিকাংশে
হুর্ডিক তখন চাউলের রপ্তানী বন্ধ করা
কর্তব্য।

৯ ই পৌষ মঙ্গলবার।

হুর্ডিকনিবন্ধন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যেসকল
শিল্প অনাধ হইতেছে মাজিষ্ট্রেটেরা তাহাদি-
গকে মিসনরিদিগের অধীনে রাখিতেছেন।
প্রত্যেক শিল্পের নিমিত্ত সরকারী দনাগার
হইতে দুই টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। আমরা
গবর্নমেন্টকে সতর্ক করিতেছি, যাহা উৎকলে
হইয়াছে তাহা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হইলে অনেক
ক্ষা উঠিবে। সকলে বলিবেন, এই সুযোগে
গবর্নমেন্ট প্রজাগণের জাতিনাশ করিতেছেন।

আমরা আক্লাদিত হইলাম, গবর্নর জেনেব-
লের নায় প্রধান সেনাপতি এক জন এতদে-
শীয় আফিসরকে আপনার এক জন এডিকও
বলিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাকে ১৫০ টাক
বেতন দেওয়া হইবে। তন্ন লোকের ন্যায়
বেতন হইলে ভাল হইত।

প্রধানতম বিচারালয় স্থির করিয়াছেন, বি
এল উপাধিপ্রাপ্ত ও প্রথমজন্মের কমিটি
উকীল তিন্ন আর কাহাকে মুসেণের পদে
নিযুক্ত করিবেন না। আর্টর্গণও এই পদ
পাইতে পারিবেন।

পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্য ভারত
বর্ষের স্থানে রুষ্টি হইতেছে। বর্ষণ অধিক
হয় নাই। তথাপি এতদ্বিবন্ধন শস্যের মূল্য
কতক কমিয়াছে।

আমরা আক্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, ১০০
টাকার নীচের গবর্নমেন্টে কর্মচারীগণ ও
অচিহ্নিত কর্মচারীদিগের নিয়মামুসারে বৎসরে
এক মাস বিদায় পাইতে পারিবেন। কিন্তু এ
প্রকার বিদায় লইলে গবর্নমেন্ট কোন অতিরিক্ত
ব্যয় করিবেন না। আবশ্যিক হইলে বিদায়
প্রাপ্ত কর্মচারীকে এক জন প্রতিনিধি দিতে
হইবে। সর জন লরেঞ্জ সকল জেলি- মচারী
দিগের প্রতি সন্মান বহু করেন, এটি তাহার

চেষ্টা। আমরা দিগের বিষয়ে যে কিছু
গেলেন না এটি বড়ই আক্ষেপের হইতেছে
একপে প্রত্যেক কৌজলারি মোস্ত
রেবেনিউ এক্সেস্টকে ফীবল্প ২৩ টাকা
বৎসর দিতে হয়। মুসেফদের উকীলগণ
সদর আমীনের উকীল গণ ১৫ টাকা ও
উকীলগণ ২৫ টাকা দিয়া সকল আ
ধাইতে পারেন; কিন্তু মোজারদিগকে
পেকা অধিক দিতে হয়। এ নিমিত্ত অ
সর্দারী আক্রমণ করেন। এই আক্ষেপের
কারণ আছে, এবং আমরা ত্বরসা করি
মেন্ট এই অনায়াসী দূর করিবেন।

ডেলিনিউস অবগত হইয়াছেন, লাড
কনুগোদে সর জন লরেঞ্জ জাগুয়ায়ির
ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবেন। সুতন গবর্নর
রল রাজনীতিবিদ্যাব নিমিত্ত এই আ
করিয়াছেন। লাড মেয় ও সর জন লবেস
য়েরই ইহাতে গৌরব প্রকাশ হইতেছে।

উক্ত পত্র বলেন, লাহোর মিসন ক
১২০ টাকার ৭ টি ছাত্রবৃত্ত হইতেছে।
মেন্ট ইহাব অর্ধেক প্রদান করিবেন। উ

মনি অর্ডর অফিসের কষ্টারনামক যে
চারী তর্কবিল তদ্বরণ করিয়া পলায়ন
তিনি মাদ্রাজে ধৃত হইয়াছেন। ফষ্টার
পও কোম্পানির জাহাজে ইংলও প
করিতেছিলেন।

টেকলাশ ও নবীন নামক যে চট্টজন যু
হত্যা করে গত কল্য তাহাদিগের কাশী
গিয়াছে। মুকুকাল পর্যন্ত তাহার আ
গকে নির্দোষ বলিয়াছিল। তাহার বলে
মোহিনী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে, ত
কেবল গে'লবে'গের ভয়ে তাকে সি
মদো রাখিয়াছিল।

সম্প্রতি ত্রিভুজলার এক হোটেল
হওয়াতে যামনব'ঙ্গর খানার ইনস্পেক্টর
তাহার অসুস্থকামে গমন করেন।
স্পেক্টর অসুস্থকামের পরিবর্তে হো
সুরাপান ও মা'সকে জন্ম করিয়া
৫০০ টাকা উৎকোচ চাহিয়াছিলেন। এ
হগ সাহেবকে জানাইবাতে পার্পের ৭৫
অবিমানা করিয়া তাহাকে পদচ্যুত ক
য়াছে। কৌজলারিতে অর্পণ করা উচিত
বে'সাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৩৯ জন
শিকাপরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৪৮ জন কৃত
হইয়াছেন।

১০ ই পৌষ বুধবার

এক জন অসচ্ছরিত্র সর ট্রাকোড ন
আশ্চর্যী ঘাটের নিকটে একটি স্থায়ী
প্রস্তত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। ইতি

ন সেতু করা উচিত কি না, এনিমিত্ত
ন বসিয়াছেন। এত গোলযোগ না করিয়া
কালে কিছু আধক ব্যবস্থা করা একটা স্থায়ী
করাই উচিত।

বিবার লাড মেট্র, লে ডেমের এবং মাগনা
লাড নেপিরর বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়া
। বোম্বাইয়ের লোকেরা সম্মানের সহিত
দিগকে প্রসন্নগমন করিয়াছেন।

লিসমান বলেন, এলিউটন সাহেব
য় লইলে রাজধানী বিভাগের কমিসনর
ন সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের রাজস্ব
সেক্রেটারি হইবেন। চাপমান সাহেব
নে আছেন সেই খ'নেই ভাল। ইডেন
কে প্রতিনিধি করা কর্তব্য। বঙ্গদেশীয়
মেন্টের সেক্রেটারি হইলেই রাজস্বের
ন রাখিতে হয়।

ত বাবু জগন্নাথশঙ্কর শেঠের পুত্র বাবু
ক জগন্নাথ এক পর উপলক্ষে বোম্বাইয়ের
পীয় সমাজকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন,
দাথে অনেক ভদ্র ও স্ত্রীলোক তথায়
হত হন। বোম্বাই গার্ডিয়ান ইহাতে
হইয়া বলিয়াছেন, হিন্দু পর উপলক্ষে
করিলে খৃষ্টীয় ধর্ম বরুড় কাজ হয়। এ
কথা প্রধানকার অনেক মহম্মতি বলেন,
বিচারপতি কিয়ৎ এক বার নদীয়াব রাজা
ত গিয়া বিলক্ষণ গালি খাটয়াছিলেন।
ধর্ম কি এমন ভঙ্গপ্রবণ যে, হিন্দুর বাটতে
প্রবেশে উৎসাহ হয়?

প্রত উঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রধানতম
লয়ের বারিষ্টার নিউটন সাহেব বিচার
নিকটে আবেদন করেন, আলাহাবাদের
জজ একটা মকদ্দমাশ্রবণের সময়ে ক্রোধ
ক ব্যাধিলেন, এ অবস্থায় তাহার (নিউ
) মক্কেলের সুবিচারের আশা নাই। অত
তিনি মকদ্দমাটী প্রধানতম বিচারালয়ে
ন করিবার প্রার্থনা করেন। বিচারালয়
ছেন, এই আবেদন গ্রাহ্য করিলে একটা
পথ প্রবর্তিত করা হইবে। মকদ্দমার
মক্ হইবামাত্র উকীল বিচারপতির
বিবাদ করিয়া এপ্রকার আবেদন করি
এই বিবেচনায় তাহার নিউটন সাহেবের
। অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

জন লয়েস সেন্ট জেবিসের বিদ্যালয়ের
তাবিক প্রদানের সময়ে উপস্থিত থাকিতে
ছাত্রগণ তাহাকে এক অভিনন্দন প্রদান
ছেন। সেন্ট জেবিসের বিদ্যালয় কাব
গের অধীনস্থ।

ডেলি নিউসের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন,
গত বুধবার সাহেবগঞ্জের নিকটে একখানি
বাস্পীর শকট আসিতেছিল, এমন সময়ে একটা
হস্তী কলখানিকে অপর হস্তী বোধ করিয়া
রাগান্বিত হইয়া যুদ্ধ করিতে গমন করে। হস্তী
শুণ্ধারা কল খরিবার চেষ্টা করিবারাত্র শত
ভাগে ছিন্ন হইয়া পতিত হইল। কলখানি
তাহার উপর দিয়া যাওয়াতে কতক অংশে ভগ্ন
হয়। হুইখানি অপর শকট এক কালে চূর্ণ হই
য়াছে। চালক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। আরো
হীদিগের কিছু ত হয় নাই?

মনিপুরের রাজার অধারোহী শ্রীদিগের
নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট ২০০০ তলবার
প্রদান করিয়াছেন।

কর্মোলা ও কালকার মধ্যে বর্ষ আবিষ্কৃত
হইয়াছে। আপাততঃ অনেক লোক নদীগর্ভ
হইতে বর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এক জন করানী মনিটিউর পত্র তাহা
ধর বাণিজ্যের বিষয়ে এক রিপোর্ট প্রকাশ
করিয়াছেন। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে, তা
তবর্ষে পাঁচটিমাত্র করানী বাণিজ্য ঘূহ আছে
টনি বলেন, ভারতবর্ষে ইউরোপীয় উপনিবেশ
হইবার দুটি বিষয়। প্রথমতঃ জল বায়ু এবং দ্বিতী
য়তঃ ভারতবর্ষীয়গণ যেপ্রকার বিদ্যাশিক্ষা
করিতেছেন, তাহাতে ইউরোপীয়দিগকে বিপর
হইতে হইবে। রুশীয়দিগের অগত্যা রাজনী
তির বিষয় ভারতবর্ষে অনেকে বুঝিয়াছেন।
করানীগণও অধীনস্থ জাতিকে শিক্ষিত করা
বপনের কারণ জ্ঞান কবেন। ইংলণ্ডের নিকটে
আমাদিগের কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, ইহা
ধ'রা সকলেই তাহা বুঝিতে সনর্থ হইবেন।

বরদার গুইকুমার এমত ভয়ানক দুর্ভিক্ষের
গময়ে আপন রাজ্য হইতে অন্তঃস্থ শস্য রপ্তানী
বন্ধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বাহিরে যাইবার
পক্ষে এ নিয়ম করা উচিত ছিল। কিন্তু দেশে
অন্য অন্য স্থানকে সাহায্য না করা অতশয়
নিষ্ঠুরতা। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট রসায়ন শস্য
আমদানী যদি বন্ধ করিতেন তাহা হইলে কি
হইত?

১১ ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

ডবলিউ, ডবলিউ, হট্টার সাহেব ট্রাম্প ও
ট্রেনরির সুপারভেন্টেণ্ট হইয়াছেন। একাঙ্কে
পরিশ্রম অল্প, অতএব হট্টার সাহেব বেকড
কমিসনের অনেক সাহায্য করিতে পারিবেন।

আমরা স্থাধিত হুলাম, গবর্নমেন্টের প্রধান
উকীল বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ পীড়ানিবন্ধন

হই মাসের বিদায় লইতে বাধিত হইয়
বগুড়া দিনাজপুর ও মালদহের ক
গ্রামে সূতন মিউনিসিপাল (বঙ্গদেশীয়
পক সত্তার ১৮৬৮ অক্টর ৬.) আইন
হইয়াছে। অন্য অন্য স্থানের মাজি
কমিসনরদিগের নামপ্রেরণ করিবার
পাইয়াছেন।

আগামী ১১ ই ও ১২ ই ফেব্রুয়ারি মে
দিগের পরীক্ষা হইবে। ১৫ ই ও ১৬ ই
জুনিয় এবং ২২ এ ও ২৩ এ দ্বিতীয়
কালতির পরীক্ষা হইবে।

ডাক্তর আগাসান গবর্নমেন্টকে জা
ডেম, এ বৎসর দারজিলিঙে সিক্কোনা
গবিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

শ্যামদেশেও ব্রাহ্মণের বাস আছে
বাজবংশ ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি করেন।
সূতন রাজার অতর্কত সময়ে ব্রাহ্মণেরা
যেক ও মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন।

গঙ্গার খাঁ প্রবমান সেতু হয় তাহার
কাহার কি আপত্তি আছে, সেতুকমিসন
জানিতে চাওয়াছেন। বসিক ও জাহাজের
দগের আপত্তি হইবে।

মির হাজ নামক যে ব্যক্তি ১৮৫৭
কাপ্তেন ডগলাসকে দিল্লীতে বধ করে, এ
মৃত্যুদণ্ডের আশা হইয়াছে। সে যে
কাপ্তেন ডগলাসকে বধ করে, তথায়
ফাঁসী হইবে। আমরা তরসা করি, মির
পক্ষে ১৮৫৭ অক্টোবর সমুদায় বিষয়
হিত হইবে। এক যুগ গেল, তথাপি কি
ধাতন স্পৃহা যায় না?

বোম্বাইয়ের একখানি সংবাদপত্র
গুইকুমারের বিক্রমে সংবাদপত্রে যাহা লি
খ্য কর্ণেল বার তাহাকে তাহার কিছুই জা
দেন না। এ অবস্থায় রাজাকে দোষ
রখা। যাহা হউক গুইকুমারের শাসন
ও রেসিডেন্টের চরিত্রের অল্পসন্ধান কি
সময় আসিয়াছে।

আবদুল রহমান খাঁ যেপ্রকার পর
হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ আইনে তা
নচে; তিনি ও সিয়ারআলি খাঁ পুনর্দা
প্রস্তুত হইতেছেন। আবদুল রহমানের
আজিম খাঁ আসিয়াছেন, কিন্তু সিয়ার
বল অধিক এবং আবদুলরহমান অ
অপেক্ষা আশুরকার চেষ্টাই পাই
কুশিয়েরা বোম্বাইর রাজাকে জুমারখ
য়া দিতেছে। কিন্তু তথায় এক

খাকিবেন। তাঁহার হস্তে প্রধান ক্ষমতা
 হবে। রূশীয় গবর্নমেন্টের সম্মতি ভিন্ন
 মিত্র মৃত্যুদণ্ড দিতে সমর্থ হইবেন না।
 সর্বপ্রকারে বোখারাকে ভারতব
 কোন এতদেশীয় রাজ্যের ন্যায় হইতে
 ।

মায় কতগুলি লোককে সি. এস. আই
 দি দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার মধ্যে আমরা
 হুটের রাজা, পণ্ডিত মানফুল, কর্ণেল
 নবাব গোলাম হোসেন খাঁ ও মার্শমান
 বের নাম দেখিতেছি।

পারনামক যে বানক চীনের মধ্য দিয়া হিমা
 হইয়া ভারতবর্ষে আসবার চেষ্টা পাই
 লেন, চীন শাসনকর্তাদিগের প্রতিবন্ধকতা
 তিন তিন পথান্তে আসিয়া সাজা
 যোগ্যগমন করিতে বাধিত হইয়াছেন।

দ্যাবিধি ৪ ৪। জাঙ্গারি পর্যন্ত প্রধানতম
 লয়ের আদিম বিভাগ বন্ধ থাকিবে।
 বিভাগে চারিদিনমাত্র ছুটি হইয়াছে।
 বিষয়ে উত্তম বিভাগের একতা করা
 বণিকসম্প্রদায়ের অনুরোধে গবর্নর
 রা জাঙ্গারি শনিবারও বন্ধ দিবার
 দিরাছেন।

লিক ওপিনিয়নে লিখিত হইয়াছে, অধা
 মিসরিএট কন্ট্রাইর বাবু ব্রজলাল দরিদ্র
 কর্ম দিবার জন্য ২৫০০০ টাকা ব্যয়
 খানেহরের কুলচক্র পুষ্করিণীর সংস্কার
 ছেন। সিরসাবিভাগ জনশূন্য হই-
 লহারদার ও চৌকিদারভিন্ন গ্রামসমূহে
 ক দেখা যায় না। ইহারা ছয় ক্রোশ
 ল আনয়ন করিয়া প্রাণধারণ করে।
 গগে অসংখ্য হরণ ছিল; পশুগণ
 জলের অভাবে স্থানান্তর পলায়ন
 । ১১৭৩ ও ১২৭৩ অব্দ তুল্য হইবে
 তেছে।

১২ ই পৌষ শুক্রবার।

আফিসের এ. সি. ফষ্টারকে পুলিশে
 হইয়াছে। মাজিস্ট্রেট রবার্টস সাহেব
 ত অসম্মত হইয়াছেন। ইউরোপীয়
 ধর্মার্জনা করা যত হইবে ততই
 ৥ হইবে।

স বলেন, বারাকপুরের ভূতপূর্ব
 মাজিস্ট্রেট মেজর বোরণ দ্বারা
 নক্ষকমাত্র হইয়াছেন। রাজার
 খানের নিমিত্ত গবর্নমেন্ট এক
 ৥ বের অনুসন্ধান করিতেছেন।

ইংলণ্ডের বিচারপাতগণ সম্মতি সিদ্ধান্ত
 করিয়াছেন, মহাসভার তর্কের সময়ে যদি
 ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করা
 হয় এবং সেই রিপোর্ট অবিকল কোন সংবাদ
 পত্রের সম্পাদক প্রকাশ করেন, তাহা হইলে
 লাইবেলের নালীশ হইবে না।

কেবল ভারতবর্ষে নহে, ইংলণ্ডের মিউনিসি
 পালিটিসমূহেও চুরির বিলক্ষণ সুবিধা আছে।
 লাক্সেমিয়ায়ের অন্তর্গত সাউথপোর্টের মিউনি
 সিপালিটির আকাউন্টান্ট টি, বি, হডকিন্সন এক
 লক্ষ টাকা তহবিল উচ্চরূপ করিয়া বিচারালয়ে
 আত্মদোষ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার বারি
 ষ্টর বলেন, খাতাপকল যথারীতি রাখা হইত
 না। এমত অবস্থায় অস্বাধী লোক সঞ্চয়
 করিতে না পারিয়া এই কাজ করিয়াছে। এই
 সকল কারণে সেসময়ে তাহার ১৬ মাস মেয়াদ
 হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট বিভাগীয় মাজি
 স্ট্রেটদিগকে জানাইয়াছেন ১৮৭১ অব্দে লোক
 সংখ্যা করা হইবে। ইতিমধ্যে তাঁহারা প্রস্তুত
 হইয়া থাকুন। গবর্নমেন্ট যদি এক সামান্য
 উপায় অবলম্বন করেন তাহা হইলে প্রতিবৎসর
 লোকসংখ্যা হয়। এক ঘোষণাধারা বলুন,
 লোকসংখ্যার উদ্দেশ্য এই, যদি মৃত্যু অধিক
 হয় ত গবর্নমেন্ট তন্নিবারনের চেষ্টা দেখিবেন,
 কোন প্রকার করস্থাপনের উদ্দেশ্যে ইহা
 হইবে না। প্রত্যেক চৌকিদার আপন আপন
 মহলার লোক ও বাগীর সংখ্যা করিয়া খানায়
 দিক। এই প্রকার খানা হইতে বিভাগীয় মাজি
 স্ট্রেটের নিকটে এবং তথা হইতে গবর্নমেন্টের
 নিকটে অনায়াসে হিসাব ঘাইতে পারে। চৌকি
 দারদিগকে পদচ্যুতির তদ্বশদর্শন করিলেই
 তাহারা স্বার্থ সংখ্যা করিবে। অল্প ব্যয় ও
 সময়ে এই মত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

১৩ ই পৌষ শনিবার।

আমোদাবাদের বণিকেরা তথা হইতে বীর
 গ্রাম পর্যন্ত একটা রেলওয়ে কন্সট্রাকশন নিমিত্ত
 গবর্নমেন্টের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। এই
 রেলওয়ে বোম্বাই রেলওয়ের সহিত মিলিত
 হইবে। বণিকগণ বলেন, যে ছই কোটি টাকা
 রাস্তা কন্সট্রাকশন নিমিত্ত আবশ্যিক, তাহা তাঁহারা
 চাঁদা করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। এক্ষণে
 চুক্তিক হইয়াছে অল্প বেতনে বিস্তর মজুর
 পাওয়া যাইবে, অতএব গবর্নমেন্ট যেন এই
 সুযোগ পরিত্যাগ না করেন।

আমোদাবাদ হইয়া প্রকাশ করি
 বাস উপবিভাগের ভারপ্রাপ্ত
 মাজিস্ট্রেট বাবু আনন্দমোহন মজুমদার
 গিয়া প্রতি গ্রামের লোকসংখ্যা এবং
 বিদ্যালয় চিকিৎসালয় প্রভৃতির অবস্থা
 করিয়া রিপোর্ট করিতেছেন। যেখানে
 সাধারণের হিতকরকার্যের নিমিত্ত
 দিতেছেন, আনন্দ বাবু সেখানে স্থানীয়
 হইতে সাহায্য দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

স্থানে অমীদারেরা আপন আপন বাজ
 বেসকল একচেটিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা
 করা হইয়াছে। যাহারা কম বাটখরা রা
 তাহাদিগের দণ্ড হইতেছে। এই কর্মচার
 পরগণার ডেপুটি মাজিস্ট্রেটদিগের মধ্যে
 প্রধান এবং বারাসত উপবিভাগ ই
 হস্তে থাকে সকলেই এই প্রার্থনা করিতেছে

ব্রহ্মদেশের কতকগুলি জুয়াচোর এক
 টাকা লইয়া ১৬০ টাকা দিবে বলিয়া সি
 লোককে ঠকাইতেছিল। টাকা লইবার
 ইহারাদিগের নিকটে এক এক চুক্তি
 এই বলিয়া লিখাইয়া লইত যে, তাঁহারা
 ৭০ টাকা দিলেন, কিন্তু যদি কিছু না পান
 লতে নালীশ করিতে পারিবেন না। কর্তৃ
 ইহাদিগকে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিবার আ
 দিয়া এই জুয়াচুরি বন্ধ করিয়াছেন। আ
 দরিদ্র লোক হতসর্গস্ব হইয়াছে। এইস
 জুয়াচুরি সর্বনাশ হয়, কিন্তু লোকের কি অ
 তথাপি এককালে বড় মজুদ হইবার আ
 যায় না।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের কা
 বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিকা	৯১৫০। ৯
৪ " কোং	৯২৫। ৯
৫ " পবলিক ওয়ার্ক	১০২। ১০
৫ " কোং	১০৬। ১০
৫ " কোং	১১১। ১১

ইউরোপীয় সন্নাচার।

১৭ ই ডিসেম্বর। অধ্যকার মর্নিং পে
 বলেন লাড মেয়কে পুনরাজ্ঞান করিয়া ল
 সালিসবরিকে গবর্নর জেনরল করা হই
 বলিয়া যে জনজ্ঞতি হয় তাহা অমূলক।
 তুরস্কের সহিত গ্রীসের যুদ্ধ নিবারনার্থ ই
 রোপীয় গবর্নমেন্টসমূহ চেষ্টা পাইতেছেন।

১ এ ডিসেম্বর । স্পেন হইতে শেষ যে
আসিয়াছে তাহাতে প্রায় এই
মিউনিসিপাল সভ্য মনোনীত হইতে
হইয়াছে কোন গোল যোগ নাই ।

২ এ ডিসেম্বর । স্পেন হইতে শেষ যে
আসিয়াছে তাহাতে প্রায় এই
মিউনিসিপাল সভ্য মনোনীত হইতে
হইয়াছে কোন গোল যোগ নাই ।

৩ এ ডিসেম্বর । স্পেন হইতে শেষ যে
আসিয়াছে তাহাতে প্রায় এই
মিউনিসিপাল সভ্য মনোনীত হইতে
হইয়াছে কোন গোল যোগ নাই ।

৪ এ ডিসেম্বর । স্পেন হইতে শেষ যে
আসিয়াছে তাহাতে প্রায় এই
মিউনিসিপাল সভ্য মনোনীত হইতে
হইয়াছে কোন গোল যোগ নাই ।

৫ এ ডিসেম্বর । স্পেন হইতে শেষ যে
আসিয়াছে তাহাতে প্রায় এই
মিউনিসিপাল সভ্য মনোনীত হইতে
হইয়াছে কোন গোল যোগ নাই ।

৬ এ ডিসেম্বর । স্পেন হইতে শেষ যে
আসিয়াছে তাহাতে প্রায় এই
মিউনিসিপাল সভ্য মনোনীত হইতে
হইয়াছে কোন গোল যোগ নাই ।

৭ এ ডিসেম্বর । স্পেন হইতে শেষ যে
আসিয়াছে তাহাতে প্রায় এই
মিউনিসিপাল সভ্য মনোনীত হইতে
হইয়াছে কোন গোল যোগ নাই ।

৮ এ ডিসেম্বর । স্পেন হইতে শেষ যে
আসিয়াছে তাহাতে প্রায় এই
মিউনিসিপাল সভ্য মনোনীত হইতে
হইয়াছে কোন গোল যোগ নাই ।

৯ এ ডিসেম্বর । স্পেন হইতে শেষ যে
আসিয়াছে তাহাতে প্রায় এই
মিউনিসিপাল সভ্য মনোনীত হইতে
হইয়াছে কোন গোল যোগ নাই ।

১০ এ ডিসেম্বর । স্পেন হইতে শেষ যে
আসিয়াছে তাহাতে প্রায় এই
মিউনিসিপাল সভ্য মনোনীত হইতে
হইয়াছে কোন গোল যোগ নাই ।

১১ এ ডিসেম্বর । স্পেন হইতে শেষ যে
আসিয়াছে তাহাতে প্রায় এই
মিউনিসিপাল সভ্য মনোনীত হইতে
হইয়াছে কোন গোল যোগ নাই ।

১৫ ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাজ্যের বক্তৃতা
পঠিত হইবে ।

স্পেনের টেলিগ্রামে ব্যক্ত করে কাভিজের
সাধারণতন্ত্রপ্রিয় দলকে ২ত ব্যক্তিদিগকে সমা
হিত করিবার নিমিত্ত ৪৮ ঘণ্টিকার সময় দেওয়া
হইয়াছে । বিদ্রোহিগণ আত্মসমর্পণ করিতে
চাহে ।

এটনা পর্যাতে আর এক প্রবল অধ্যৎপাত
হইয়াছে ।

গত কল্যের নিউইয়র্কের টেলিগ্রামে প্রকাশ
করে মহাসভা সভাপতি জনসনের বক্তৃতা
পাঠে অনুমোদন করেন নাই ।

১১ ই ডিসেম্বর । মনিওপোই বলেন, পিকি
নক হুত সর রুথফোর্ড অব লকফ রাজকুমার
কঙ্কে বলিয়াছেন, মিসনরি ঘটিত বিবাদ তদ
নের তার রণতরির অধ্যক্ষ কেপেলের হস্তে
আছে ।

১৪ ই ডিসেম্বর । স্পেন হইতে শেষ যে
টেলিগ্রাম আসিয়াছে তাহাতে জানা যাইতেছে
কাভিজের বিদ্রোহিগণ টেনসিদিগের হস্তে
আত্মসমর্পণ করিয়াছে ।

সুতন মন্ত্রিদলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ
নযুক্ত হইয়াছেন ।

করষ্টার সাহেব লিফাসংক্রান্ত সেক্রেটারি,
অটওয়ে সাহেব পরবাক্তি বিভাগের অণ্ডর সেক্রে
টারি; লাড নর্থক্রক যুদ্ধ বিভাগের অণ্ডর
সেক্রেটারি, শালিফি সাহেব বাণিজ্যের অণ্ডর
সেক্রেটারি, আর্পার ওয়েলেসলি পিল সাহেব
নরিন্দ্র আইন বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটারি এবং
সর কোলমান ও লয়লেন জজ আডবোকেট
হইয়াছেন ।

রনেব মুক্তসংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ।

লাডষ্টানলি রাসাম সাহেবকে লিবিয়া
ছিলেন আ বসিনিয়াতে রুছাবস্থায় সে কষ্ট হয়
তাহার ক্ষতিপূরণরূপ গবর্নমেন্ট তাঁহাকে
৫০,০০০ টাকা এবং ডাক্তার ব্লাঙ্ক ও লেপ্ট
নেন্ট প্রিডোকে ২০,০০০ টাকা করিয়া প্রদান
করিবেন ।

১৫ ই ডিসেম্বর । অন্য রাজ্যের বক্তৃতা পঠিত
হইয়াছে । বক্তৃতাতে কেবল এইমাত্র প্রকাশ
করে পূর্বতন মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করাতে সুতন
মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং প্রতিনিধি
মনোনীত হইলে বক্তের পর মহাসভার কার্য
রস্ত হইবে ।

ক্রিটেশীপসম্বন্ধে সুলতান যে প্রস্তাব করেন,
ওসের বর্নমেন্ট তাহা মঞ্জুর্য করিয়াছেন ।

এক হুতকে প্রত্যানয়নার্থ একখানি
কনষ্টাণ্টিনোপালে প্রেরিত হইয়াছে ।
হুত এখেল ত্যাগ করিয়াছেন ।

ভারতবর্ষের রণক্ষেত্রের কামান
অবস্থার অনুসন্ধানার্থ ডিউক অব
এক কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন ।

১৭ ই ডিসেম্বর । কনষ্টাণ্টিনোপাল
শেষে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে
করে কতগুলি লৌহাত্ত ছুরক আহার
দিগে প্রেরিত হইয়াছে ।

হাউস অব কমন্স ১৯ এ কেজরারি
হাউস অব লাডস ১১ ই কেজরারি
স্থগিত থাকিবে ।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন ।
বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্টগবর্নরের
আদেশানুসারী
নিয়োগ ।

৫ ই ডিসেম্বর । এ, জি, মাকলিন
বিত্তীয় প্রোগ্রাম মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর
বেন ।

১৬ ই ডিসেম্বর । যশোহরের প্র
আইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর
কুইন সাহেব ১৮-৫৯ অফের ১০ ও
অফের ৬ আইন অনুসারে আপীল
করিতে পারিবেন ।

ষত দিন ডাক্তার আর, মাকলিন
কার্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, ত
ডাক্তার ডি. পি. স্কিপটন যশোহরের চি
কর্মচারী হইবেন ।

১৭ ই ডিসেম্বর । ভাগলপুরের সি
সেসিয়ন জজ এচ, আর, মাদকস
নজ পরগণাে সীওতাল পরগণার ডেপু
সনর হইবেন ।

কলিকাতার প্রতিনিধি মাজিস্ট্রেট
মিলার সাহেব সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত হইলে
এচ. সি, বি, সি, রোবান সাহেব ভাগ
প্রতিনিধি আইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী
ই হইবেন ।

সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর
সন সাহেব জলীপুর উপবিভাগের তার
মুবসিদবাদের মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কা
কমতা পাইবেন ।

এ, ডবলিউ, কসারাট সাহেব স
পরগণার এক জন সহকারী কমিসনর

উপবিভাগের ভার এবং মাজিস্ট্রেট ও
কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি
১৮-৫৪ অফের ১৮ আইন অনুসারে
মার বিচার করিতে ও দণ্ড দিতে পারি-
...
... সি, এম, শ্বিথ সাহেব পুনীয়ার ডেপুটি
... মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া প্রথম
... মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।
... লিখিত ভদ্র লোকেরা তমোলুকের দাতব্য
... সালয় চালাইবার সত্তার সত্য হইবেন:—
... বাবু অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়।
... অধিকাচরণ রক্ষিত।
... মন্ত্রপের সহকারী কমিসনর পি, টি.
... গি কসারা ও জয়ন্তিয়া পরীতে বদলী
...
... ময়লিখিত কর্মচারিগণ ১৮৩৩ অফের
... আইন অনুসারে ফরিদপুর, ময়মনসিংহ,
... ও চাকার ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা
...
... দেশেব চতুর্প চক্রবর্তীর রেবেণ্ডিউ
... লেপ্টনেন্ট ডবলিউ, জে, টুয়াটি।
... কারী রেবেণ্ডিউ সরবের লেপ্টনেন্ট এম,
... কায়ান।
... ময়লিখিত সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট
... প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হইবেন।
... যুক্ত বি, রাটে সাহেব।
... এ, এচ, জেমস সাহেব।
... সি, পি, ক্রাউচ সাহেব।
... ই ডিসেম্বর। বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ২৪
... দ্বিতীয় অধঃ জজ হইবেন।
... রাইট সাহেব চাকার অতিরিক্ত অধঃ
... হইবেন; কিন্তু যত দিন মৌলবী নাজির
... সরকারী কার্যোপলক্ষে স্থানান্তর
... তত দিন উক্ত জেলার প্রতিনিধি প্রথম
... জজ হইবেন।
... গলপুরের অধঃ জজ বাবু নরোত্তম
... প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হইবেন।
... লবী আবহুল মজিদ চতুর্প শ্রেণির অধঃ
... হইয়া দিনাজপুরস্থিত হইবেন।
... লিখিত ভদ্রলোকেরা কটকের অধঃ
... সত্য হইবেন।
... যুক্ত ডবলিউ, রাইট সাহেব।
... বৈদ্যনাথ পাণ্ডিত।
... বিদ্যনাথ চৌধুরী।
... জে, এচ, জে বারাকপুরে
... মাজিস্ট্রেট ও ছোট আদালতের

জজ হইয়া ২৪ পরগণার মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা
পাইবেন।
বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশীয়
ব্যবস্থাপক সত্তার অন্যতর সত্য হইবেন।
অধোপার রাজার বাসিন্দিত গবর্নর জেনর
লের প্রতিনিধি এজেন্ট কাপ্তেন ডবলিউ, এল,
রাণ্ডাল রাজবাটীর মধ্যস্থিত অপরাধের বিচার
করিবার নিমিত্ত ২৪ পরগণার মাজিস্ট্রেটের
ক্ষমতা পাইবেন।
ডবলিউ, ডবলিউ, হন্টার সাহেব ষ্টাম্প ও
ষ্টেসনরির প্রতিনিধি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইবেন।
যত দিন পি, ডি, ডিকেন্সন সাহেব বিদায়
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ,
এম, স্টার সাহেব প্রতিনিধি প্রেসিডেন্সি
ডিক্টিরি রেজিষ্টার হইবেন।
মেজর এচ. পি. ডবলিউ, উইলকিন্সন
নগরের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হই-
বেন।
হরলের সহকারী কমিসনর লেপ্টনেন্ট ডব
লিউ, ই, রুথারফোর্ড আসামে প্রথম শ্রেণির
অধীন মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।
যত দিন বাবু নামহল ভদ্র দাস বিদায় লইয়া
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু রাজেন্দ্র
মার বসু চাকার অন্তর্গত মকসুদপুরের প্রতি
নিধি মুসেক হইবেন।
১৯ এ ডিসেম্বর। যত দিন মৌলবী আনোয়ার
আলি উপস্থিত না হন, তত দিন বাবু মধুনাথ
গুপ্ত পাটনার ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ
ও অধঃ জজ হইবেন।
এফ, ডবলিউ, বি, পিটস সাহেব জিহট্টে
সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন; কিন্তু
আপাততঃ তত্রতা প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট
ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।
ই. জে, বাটিন সাহেব ২৪ পরগণার সহকারী
মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া আপাততঃ প্রতি
নিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্ট
হইবেন।
এচ. এস. বিদান সাহেব ২৪ পরগণার সহ
কারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া আপাততঃ
প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্ট
হইবেন।
আর, পাচ সাহেব বাথরগঞ্জের সহকারী
মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া আপাততঃ প্রতি
নিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
হইবেন।
ডবলিউ, এফ, মিয়াস সাহেব বাথরগঞ্জের

সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া
আপাততঃ প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও
কালেক্টর হইবেন। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণির
নিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কা
হইবেন।
ডবলিউ, ই. ওয়াড সাহেব কিছু
নিমিত্ত বর্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণির প্র
মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।
২১ এ ডিসেম্বর। ই, ডুমণ্ড সাহেব
একপে বিদায় লইয়া আছেন পুরীর মাজি
ও কালেক্টর এবং নিজ পদগুণে করদম
সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সহকারী হইবেন।
এ. টি, মালিন সাহেব ফরিদপুরের
মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।
টি, নন্দী সাহেব রাজসাহীর সহ
মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া আপাততঃ
নিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কা
হইবেন।
ডবলিউ, এচ, বার্ণার সাহেব রাজস
সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া
মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাই
তিনি আপাততঃ দ্বিতীয় শ্রেণির প্র
জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হই
বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় যিনি একপে বিদায়
আছেন ময়মনসিংহের অন্তর্গত নেত্র
মুসেক হইবেন। তাঁহার অনুপস্থানকালে
হারকানাথ মিত্র প্রতিনিধি মুসেক হইবে
বাবু মধুরানাথ বসু ময়মনসিংহের অ
মদারগঞ্জের মুসেক হইবেন।
যত দিন জে, বি, ওয়ার্গন সাহেব
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এ
ফকন সাহেব পুনীয়ার প্রতিনিধি মাজিস
কালেক্টর হইবেন।
রাজসাহীর সহকারী পুলিশ সুপারিন্টে
ড. এ. বি, মাল্ল ওয়েল সাহেব হাজারি
বদলী হইবেন।
২ এ ডিসেম্বর। যত দিন টেন্দ
হোমেন সরকারী কার্যোপলক্ষে স্থা
থাকিবেন তত দিন মৌলবী হোসেন
গরার প্রতিনিধি বিশেষ সব রেজিষ্টার হই
যত দিন ই, ডুমণ্ড সাহেব বিদায়
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে
গেডিস সাহেব পুরীতে দ্বিতীয় শ্রেণির প্র
মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর এবং নিজ প
করদমালের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সহ
হইবেন।

প্রেরিত।

মান্যবর জীবু সোমবার

মহাশয় সমীপে

বাইটঘর বাসিগণের অধ্যবসায়

ও উৎসাহ।

বাকালিদিগের উৎসাহ ও অধ্যবসায়
কাল সমান থাকে না, পদে পদে ইচ্ছা
প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। ইহারা কো
প্রবৃত্ত হইলে প্রথমতঃ বাধ্যত্বের
হইয়া থাকেন; কিন্তু শেষে সমুদায়ই
ব্যর্থ হইয়া যায়। রোগ উৎপাদিত হইয়া
উৎসাহ প্রায় হইতেছে; নানাবিধ অ
বিষয়সম্ভাবনায় বদেশীয়গণ রুগ ও
হইতেছেন; দেশের আত্মস্বরূপ উৎসাহ
ক্রমে শিথিল হইয়া বাইতেছে; বদেশ
এমনই অধ্যবসায় ও উৎসাহ যে, ইহার
প্রতিবিধান না করিয়া নিরুৎসাহ হইয়া
আছেন; কিন্তু এদিকে আপাতমনোরম
আড়ম্বর করিতে প্রতীতি করা হইতেছে ন

বাইটঘর একতী অনতিবৃহৎ পল্লীগ্রাম
পদ্মা নদীর সন্নিকটবর্তী পূর্বতীরে ও
শালা শাখা বেলগুয়ের ডাবী ট্রেন
নন্দের অপর পারে অবস্থিত। ইহাতে
সখ্যক বিশিষ্ট ভ্রমলোকের বাস,
কতিপয় কৃতবিদ্যা ও সংস্কৃত সঙ্গ
বৃষ্টি হন। কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে, উ
মাহুত্বমির উন্নতিসাধনে তাড়ন যত্নবান
দেশের আত্মস্বরূপ অবস্থা অতিশয় শো
ইহাতে অনেকগুলি প্রধান প্রভাব বৃষ্টি হ
শীয়গণ যদি যত্নশীল হইয়া তৎপ্রতি
মনোযোগী হন, তাহা হইলে সহজেই এ
উৎকৃষ্টাবস্থা হইতে পারে। কিন্তু
পরিভ্রমণের বিষয়! তাঁহারা এ
একবারে উদাসীন হইয়া রহিয়াছেন।
অনেকেই ঘরের কথা খুলিয়া বলেন না,
আমাদিগকে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া বা
হইতেছে। কি কবি, ক্ষমতা নাই; সাহা
নাই; উৎসাহদাতা নাই; সুতরাং অন
হইয়া দেশের ও বদেশীয়গণের জীবিত্তির
সম্বাদপত্রের শরণ লইলাম। পাঠকগণ!
দিগের এই দুঃখটা মার্জন্য করিবেন।

প্রতিবৎসরেই এই সময়ে বাইট ঘর
ভৌমিক আগের বিলক্ষণ প্রচেষ্টা হইয়া
প্রত্যেক বাড়ীতেই ৪৫ টী করিয়া রুগ
দেখা যায়। গ্রাম মধ্যে অনেকগুলি অ

রাজপুত্রবধো এবং অনেক ভ্রমলোকে চাঁদা
করিয়া এক অল্পকেন্দ্র করিয়াছেন। তাহাতে
গবর্ণমেন্টও অনেক সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।
উক্ত অল্পকেন্দ্রে প্রায় ২০০ লোক আহার করি
তেছে। তাহাদিগকে পরিধের বস্ত্রাদিও দেওয়া
হইতেছে। বাহারা কর্ম করিতে সক্ষম তাহা
দিগকে ব্যবসায় অনুসারে কর্ম দেওয়া হই
তেছে।

অন্য ৩। ৪ দিবস গত হইল, এখানে
কিঞ্চিৎ বৃষ্টি হওয়াতে গম ও চোলাপ্রভৃতির
অনেক উপকার হইয়াছে। এ বৎসর বৃষ্টি না
হওয়াতে মদী ও পুকুরিনীপ্রভৃতির জল শুষ্ক
হওয়াতে মৎস্য অত্যন্ত মূল্য হইয়াছে।
বাজারে উত্তম রোহিত মৎস্য ৩ তিন পয়সা
সের পাওয়া যায়।

আগামী বৃষ্টি দিনের ভূটিতে আমাদিগের
কমিসনর এবং ডেপুটী কমিসনর সাহেব বাহা
হরেরা লক্ষ্যে গমন করিবেন।

আমাদিগের মগরাস্থ সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন:—

আজি কালি বেঙ্গল পুলিশ টেনশ্বিপটরগণের
যথেষ্ট বেতনবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ২৫০
দ্বিতীয় শ্রেণীর ২০০, তৃতীয় শ্রেণীর ১৫০ এবং
চতুর্থ শ্রেণীর ১০০ টাকা। ইহাতে অনেক
উপযুক্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা
আছে। ইহার মধ্যে যখন কোন শ্রেণীতে কর্ম
খালি হয়, কর্তৃপক্ষ যদি উপযুক্ত ব্যক্তি বিবে
চনা করিয়া নিম্নশ্রেণীর কোন ব্যক্তিকে সেই
পদে প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহাদিগের
উৎসাহের আর একটী কারণ হয়, কিন্তু তাঁহারা
তাহা করেন না, তাঁহারা যাকে ইচ্ছা তাহাকে
ই পদে দিয়া থাকেন, ইহাতে যথার্থ উপযুক্ত
ব্যক্তির উৎসাহ ভ্রম ও মনোবেদনা উপ-
স্থিত হয়।

২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীবুজ
স্বিথ সাহেব গত ১১ ই ১২ ই ডিসেম্বর দুই
দিবস মগরায় থাকিয়া কাছারি করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার মগরার হাটে মুতন
উত্তম আতপ চাউল ৩৯/৮ ও সিদ্ধ চাউল ২১/০
টাকা করিয়া মণ বিক্রয় হইয়াছে।

৯ ই ডিসেম্বর বনসুন্দরীয়া গ্রামে এক ব্যক্তি
সর্পদংশনে মানবলীলা সধরণ করিয়াছে।

মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।
যত দিন বাবু অতয়চন্দ্র দাস বিদায় লইয়া
অস্থিত থাকিবেন তত দিন বাবু রামকুমার
বহু চাকার কমিসনরের নিজ সহকারী হইবেন।
বাহুড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
কালেক্টর মৌলবী আশান আহমদ তখার মাজি
ষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেন।

গাজিপুরের নিকটবর্তী সৈয়দপুর গ্রামে
কতগুলি চোর এক জন গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি
করিতে যায়। কিন্তু চোরেরা তাহাদিগের
কার্ঘ্যের স্তম্ভপাত কবিত্তে করিতেই গৃহস্থামী
জাগ্রত হইয়া উঠে এবং দস্যুগণকে ধরিবার
চেষ্টায় লক্ষ্য ধাবমান হয়। ইহাতে চোরের
মধ্যে এক জন নির্ভয় পলায়ন না করিয়া গৃহ-
স্থকে আক্রমণ করে। গৃহস্থ আর কোন উপায়
না দেখিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত চোরকে লাঠি
দ্বারা প্রহার করে, তাহাতে চোর পঞ্চদশ প্রাপ্ত
হয়। পুলিশকর্তৃক হত ও হস্তা এখানে আনীত
হইয়াছে। বিচার হইতেছে। পূর্বে এইরূপ এক
সাহেব এক জন চোরকে গুলি করিয়া মারে,
তাহাতে শুনিয়া ৬ সাহেব বক্রিস পায়। এ বার
টিব, দেখা যাউক কি হয়।

এই গ্রামে আর এক দুষ্ট দুই জন পশিককে
চুরা খাওয়াইয়া তাহাদিগের সর্বস্ব অপহরণ
করে। ইনিও সেখানে অর্পিত হইয়াছেন।

এখানে এখন পর্য্যন্ত বৃষ্টি কোন লক্ষণ
কত হইতেছে না। দ্রব্যাদির মূল্য দিন দিন
বৃদ্ধি হইতেছে। জুন মাসে এখানে টাকায়
সের চাউল বিক্রীত হইয়াছে, কিন্তু আজি
ল ৮ সের পাওয়া ভার।

আমরা কীসি হইতে নিম্নলিখিত
চারগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

এ বৎসর এখানে বর্ষা না হওয়াতে কৃষ
নিতান্ত হতাশাস হইয়াছে। অনেকে
গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বিষয়
করিয়া প্রতিপালন হইবার চেষ্টায় গমন
তেছে। স্রব্য সামগ্রী অধিমূল্য হইয়া উঠি
। বাজারে চাউল ৮ সের ও গম ১২ সের
হইতেছে। এ বৎসর জগদীশ্বরের মনে
ক আছে তাহা তিনিই জানেন। অত্রত্য

পুষ্করিনী আছে । তৎসমুদ্রের জল
 ও পানীয় ইত্যাদি দ্বারা একরূপ দূষিত
 হয়েছে যে, তাহাকে একপ্রকার বিষ
 ও অত্যাচ্ছন্ন হয় না । অনেকেই আবার
 ব্যবহার করিয়া থাকেন । ইহাতে পীড়া
 বার অসম্ভাবনা কি? মল পরিত্যাগ
 আরেব উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত না থাকিতে
 ক' বাড়ীর পশ্চাভাগে রাখীকৃত মল জমা
 থাকে ; এতদ্বিক্রম বায়ু বিলক্ষণ দূষিত
 পীড়িত পাদন করে । গ্রাম মধ্যে জল
 বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়, ইহাতে যথা-
 সূচ্য কিরণ প্রবিষ্ট ও বিস্তৃত বায়ু সঞ্চার
 হইতে পারে না । একবার সোমপ্রকাশে
 পুষ্করিনীপ্রভৃতির পঙ্কোচ্ছার বিষয়ে
 লোকদিগকে অসুরোধ করা হইয়াছিল,
 তাহাতে কিছুই ফলোদয় হয় নাই ।
 নিরুৎসাহ না হইয়া গ্রামবাসীদিগকে
 না করিতে প্ররুষ্ট হইলাম । আবর্জনা
 র পরিষ্কারবিষয়েও স্বদেশীয়দিগের
 অব্যবস্থিততা প্রকাশ পাইয়া থাকে,
 বাড়ীর পার্শ্বভাগেই সমুদায় ময়লা
 গ করিয়া থাকেন ; সুতরাং ময়লা
 বহুতর বায়ুতে গ্রামখানি নিরন্তর পর
 কে । এই সমস্ত কারণবশতই ঘাইট
 রোগের বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য । মহাশয়
 যদি নিঃস্ব চ'সাদিগের আবাসস্থান
 তাহা হইলে আমরা তাহাদিগের মুখা
 হইয়া রোদন করিতাম না । কিন্তু যখন
 শিষ্ট কৃতবিদ্যা লোকেব বাসস্থান
 তাহাদিগের এইরূপ অব্যবস্থিততা
 কাজেই ক্ষুব্ধ হইতে হয় । ততভাগ্য
 এমনই প্রবস্থা ! অরাজক হইয়া
 ষ্ট পাঠেছি, পরিবারবর্গ আর্জনাদ
 চন, ওদিকে দেশের বিদ্রোহান্তির
 সাজঘরে বারোয়ারি পূজার অনুষ্ঠান
 চ, কিন্তু অসময়ে গ্রামের প্রকৃত স্থায়
 অবস্থার উন্নয়ন করিতে কেহই যত্নবান
 ন না । ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৃতবিদ্যা
 মধ্যে একরূপ ঘটনা কয়টি সম্বন্ধিত হই
 ? প্রদেশের কথা কি বলিব ! অসুরোধ প্রাচ
 স্বন এবার শীতাবকাশসময়ে দেশে
 ভক্তিভাজন জনক জননী ও প্লেথাম্পদ
 গণের সন্দর্শনজনিত সুখ লাভ করিতে
 না । ঘাইটঘরবাসিগণ ! আর কত
 তমঃ এইরূপ মেহনঃপ্রায় অভিজুত
 কষ্ট পাঠবে :

গ্রাম মধ্যে অনেকগুলি কাঁচা রাস্তা আছে,
 কিন্তু তাহার একটীরও অবস্থা উৎকৃষ্ট নয় ।
 অনেকে উল্লিখিত পথগুলির দুই পাশে মল মুত্র
 পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সুতরাং ঘাইবার
 সময় নাসিকা বক্রবৃত্ত করিয়া ঘাইতে হয় ।
 বর্ষাকালে পথগুলির নিত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা
 ঘটিয়া উঠে, একে ত মলমুত্রজনিত দুর্গন্ধ
 তাহাতে আবার একরূপ পঙ্কিল হইয়া থাকে যে
 অনেকে পাদস্থলিত হইয়া উক্ত পঙ্কমধ্যে
 পতিত হইয়া থাকেন । কি বিড়ম্বনা ! গ্রামে অন্য
 বিধ রাস্তা না থাকিতে সমুদায়কে ঐ নরকতুলা
 স্থান দিয়াই গমনাগমন করিতে হয় ।
 পাঠকবর্গ ! গ্রামবাসিগণের আশ্চর্য্য চিত্ত
 বৃত্তি দর্শন করুন । ইহারা বৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক
 কর্ত্তমাস্ত হইয়া ঐ অঘন্য স্থান দিয়াই গমনা
 গমন করিবেন, তথাপি সকলে উৎসাহিত
 হইয়া রাস্তাগুলির ভালরূপে সংস্কার করিবেন
 না ॥ কি আশ্চর্য্য !!!
 গ্রাম মধ্যে অনেকগুলি ডোবা আছে ।
 বর্ষাকালে উক্ত ডোবাগুলি জলপূর্ণ হইয়া
 গমনাগমনের বিস্তর অসুবিধা সঞ্জন করে ।
 বিশেষতঃ নিকটস্থ জললেখ পত্রাদি সর্সর্বা
 উহাতে পতিত হওয়াতে উক্ত জল দূষিত
 হইয়া মেলিয়া উৎপাদন করে । গ্রামবাসিগণ
 যদি সচেষ্টি হইয়া মণ্যে মণ্যে পয়ঃপ্রণালী করিয়া
 উক্ত ডোবাগুলি পরিপূরিত করিয়া দেন, তাহা
 হইলে দেশের কত মঙ্গল হয় ।
 ঘাইটঘরে একটা সাহায্যকৃত ইংরাজী বঙ্গ
 বিদ্যালয় আছে । কিন্তু দেশীয়দিগের উৎসাহ
 ও অধ্যবসায় গুণে ইহার বিলোপদশা উপস্থিত ।
 স্কুলের সম্পাদক স্বয়ং তৈষয়িক কার্য্যে বাস্ত
 শুতরাং স্কুলের নিজে মনোযোগ দিতে পারেন
 না । স্কুলে ছাত্র নাই ; অর্থ নাই ; উৎসাহদাতা
 নাই ; সম্পাদক ও শিক্ষকদিগের কর্তব্যপরায়
 নতা নাই, বস্তুতঃ স্কুল এক প্রকার নাই বলিলে
 বলা যায় । প্রায় অর্দ্ধবৎসরকাল বিদ্যায়ুই
 পর্য্যবসিত হয় । আমরা আগ্রহসহকারে কর্ত্ত
 পক্ষকে অসুরোধ করিতেছি, তাহারা হয় সচেষ্টি
 হইয়া স্কুলী উৎকৃষ্টাবস্থা করুন, নয় সাহায্যবান
 বন্ধ করিয়া উৎসন্ন করিয়া দেওন । স্কুল রাখিয়া
 ও রূপ ছেলেখেলা করিবার প্রয়োজন নাই ।
 ঘাইটঘরে একটা ঘাইটঘরহিতৈষিনী সভা
 ও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল । কিন্তু
 ঘাইটঘর বাসিগণের সূদূর অধ্যবসায় ও উৎসাহ
 গুণে পুনর্নতিবিলম্বেই তাহা উৎসন্ন হইয়া
 গিয়াছে । ঘাইটঘরের সমুদায় বিষয় লিখিতে

গেলে একখানি প্রহ্ন হইয়া উঠে, ও
 বাহুল্যভয়ে অধিক লিখিতে পারিলাম
 উপকার জ্ঞান করিলে তবিধাতে আর
 বিষয় লিখিয়া জানাইব ।
 ঘাইটঘরবাসিগণ ! উৎসাহিত
 পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়গুলির পঙ্কোচ্ছার
 যত্নবান হও । ইহাতে স্বদেশের উন্নয়ন
 হইবে । ঘাইটঘর আমাদের দেশ ; ইহার
 ও অবনতির সহিত আমাদের উন্নতি ও
 তির বিশেষ তৈকট্য সম্বন্ধ আছে । আমরা
 সচেষ্টি হইয়া ইহার উন্নতিসাধন না করি,
 হইলে দেশের মঙ্গল কোথায় ? কাপুরুষের
 সকল বিষয়ে অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া
 কি ধূর্ততা ও অবিম্বলকাষিতার কার্য্য
 ঘাইটঘর বাসিগণ ! তোমরা নিজের অসু
 ও অন্যব্যবসায়দোষে যেরূপ রূপ ও হী
 হইতেছ, ইহাতে কি তোমাদের কিছু মা
 অসুভূত হইতেছে না ? যদি বল গ্রামের
 ও ময়লা ইত্যাদি পরিষ্কার করিতে
 অর্থের প্রয়োজন, বিশেষতঃ দরিদ্রলোক
 মেধরপ্রভৃতির বায়ু নির্ম্মা হ করিতে অক্ষম
 এব কি প্রকায়ে গ্রামের পঙ্কোচ্ছার হইবে?
 ভবে বক্তব্য এই, তোমরা প্রতিবৎসর
 সবে ও তদানুর্ভূতক যাত্রা গানপ্রভৃতি অ
 যত টাকা ব্যয় কর, অন্ততঃ তাহার অ
 এই শুভ কর্ম্মেও নিমিত্ত দান কর । ফ
 ইচ্ছায় সুখ সন্তোঃগার্ঘ্য যাত্রাদিতে অর্থব্য
 করিয়া সেই টাকা এই মঙ্গলকার্য্যে দান
 কি মনস্বিতার কার্য্য নহে ? একরূপ করিলে
 নামে কত মঙ্গল হইবে ? এতদ্ব্যতীত সর্সর্বা
 গের নিকট একটু কিছু চাঁদা করা হউক,
 সকল টাকা জমা করিয়া কিছু মূলধন
 হউক এবং সেই মূলধন রক্ষার ভার কোন
 কুশল ক্ষিপকর্ম্মার হস্তে ন্যস্ত হউক ।
 য়ারিতে যে টাকা ব্যয় করা হয়, তাহা উ
 জমা করা হউক । এইসকল টাকাতাই
 হইবে । যদি কিছু অনটন হয়, তাহা হইলে
 মেটের নিকট প্রার্থনা করা হউক । প্রজা
 গবর্গমেষ্ট কখনই সাতাঃযাদানে বন্ধমুক্তি
 না । রাস্তাগুলি পাকা করা হউক ও
 উত্তয়পাশে মলপ্রক্ষেপ রহিত করাইয়া
 পানি যথানিয়মে পরিষ্কার করা হউক ।
 হইলে সর্সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে ।
 ক্রীঃ—
 —:—
 মঙ্গলপুরহিতৈষিনী সভার
 মাসিক অধিবেশন ।
 গত ৮ ই অগ্রহায়ণ রবিবার অপরায়
 পব জমীদার হরমোহন দত্ত বাবু উদ
 বৈঠকখানায় মঙ্গলপুরহিতৈষিনী সভার
 হায়নমাসিক অধিবেশন হয় । এই সভায়

স্পেনের হুতন হুত নিম্নের আলমাজে সম্রাট
লিয়নের নিকটে আপনায় সনন্দ প্রদান
করা হইয়াছে।

তুরস্ক গবর্নমেন্ট ইউরোপীয় গবর্নমেন্টসমূহ
বলিয়াছেন, যদি প্রথম পাঁচটি করায়কে
করিয়া সন্ধি হয় তবে তাঁহারা হুতসভা
বিবাদসীমাংসা করিতে প্রস্তুত আছেন।
সর রিচার্ড মেইনের স্বত্বসংবাদ প্রকাশিত
হইয়াছে।

লগুন ১৮ ই ডিসেম্বর। তুরস্কের সহিত
সর বিবাদের উল্লেখ করিয়া মনিটর পত্র
প্রকাশনা করিতেছেন, ইউরোপীয় গবর্নমেন্ট
একসাক্ষ্য হইয়া এই বিবাদঘটিত অনি
শ্চয়তা সম্পন্ন করিবেন।

তুরস্ক যুদ্ধলাহাজল সিরিজে ইলসিস
আক্রমণ ও অবরোধ করিয়াছে।

যাবতীয় গ্রীককে তুরস্ক ত্যাগ করিতে বলা
হইয়াছে; যাহারা গমন না করিবে, তাহা
কে তুরস্ক প্রজা বলিয়া গণনা করা হইবে।
লাবালেট মারকুই ডি মুষ্টিয়ারের পদে
উপবিভাগের এক মন্ত্র কুন্ডেট স্বরাজ
গণের মন্ত্রী হইয়াছেন।

৩ এ ডিসেম্বর। সর সাইমর ফিটজারল্ড
অথ ইণ্ডিয়ার এক জন অতিরিক্ত নাইট
কমান্ডার হইয়াছেন।

তৎকাল লোক লাড আর্গিলের সহিত
ফ্রান্সে গমন করেন। তাঁহাদিগের
সনন্দনের প্রত্যুত্তররূপ তিনি বলিয়া-
লাড ডেলহোসি বলিয়া যান, জনসেচনাধ
পর ব্যয় সরকারী রাজস্ব হইতে না দিয়া
করিয়া নির্বাহ করা উচিত, তাঁহারও সেই

৩ দিবসের মধ্যে গ্রীকদিগকে তুরস্ক ত্যাগ
করিতে হইবে।

আমাদিগের শ্রীহট্ট সংবাদদাতা
ধরিয়াছেন।

তুরস্ক তুর লোকেরা যে গবর্নমেন্ট স্কুলের
আবেদন করিয়াছেন, বোধ হয় শীঘ্রই
প্রতিষ্ঠিত হইবে। কর্তৃপক্ষ পূর্বে অত্রতা
ট হাউস গবর্নমেন্ট বিদ্যালয়ের জন্য
নীত করিয়াছিলেন; কিন্তু অত্রত তুর
সেই গৃহের অনুপস্থিততা বর্ণন করিয়া
পূর্ন বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত
স, ক্রাক সাহেবকে আর একটা ভাল গৃহ
র জন্য অনুরোধ করেন। ক্রাক সাহেব

তুরস্কের লিবিয়া পাঠাইয়াছেন, বাহাতে
শ্রীহটে শীঘ্র গবর্নমেন্ট বিদ্যালয় স্থাপিত হয়
তা হাই সকারে করা কর্তব্য; কিন্তু আপন
দিগের এই প্রার্থনা (ভাল ঘরের প্রার্থনা)
ডাইরেটর সাহেবকে জানাইয়া তদনুমতি
লাভের প্রার্থনা করিলে অনেক
গৌণ হইবার সম্ভাবনা আছে; অতএব আমার
বিবেচনায় আপনাদিগের পূর্নপ্রদত্ত গৃহেই
সমস্ত হওয়া উচিত। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে
ভাল গৃহ পাওয়া যাইতে পারিবে। ইহাতে
অত্রত তুরলোকেরা সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

গত কল্যা অত্রতা মিসন স্কুলের বার্ষিক
পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। তদুপলক্ষে অদ্য প্রাতে
একটা সভা হইয়া আগামী কল্যা অবধি ১১ দিব
সের জন্য কল বন্ধ হইয়াছে।

১০ ই পৌষ
১২৭৫

—:—
প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়। সুবোধ্য ত্রিপুরা মাড্রিটেট বাবু
গৌরলাস বসাক মহাশয় খুলনা উপবিভাগের
তার প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা তাঁহাকে
কিছু জানাইতে ইচ্ছা করিয়া আপনার দেশ
মান্য মোমপ্রকাশের আশ্রয় লইলাম, অত্রগ্রহ
পূর্নক আমাদিগের এই প্রস্তাবটি পত্র
করিয়া বাধিত করিবেন।

গৌর বাবু। আপনি খুলনায় চলিলেন,
এই সম্বাদটি শুনিয়া অত্র আন্তরিক যে অসীম
আনন্দ অনুভব করিতেছি, তাহা লেখনীমুখে
আকর্ষণ করা মাদুল জনের সাধ্যাতীত। আপ
নার বাগহাট উপবিভাগের স্থায়ী কীর্তিই, আমা
দিগের এই আনন্দোদ্দীপনের একমাত্র কারণ।
আপনি আমাদিগের খুলনায় গিয়া ঐরূপ
কীর্তিকল্প প্রস্তুত করিবেন কিনা, তাহা ভবি
ষ্যতে রহিয়াছে; কিন্তু আমাদিগের সম্পূর্ণ
ভরসা এই যে, আপনার যে সাধুপ্রকৃতিতে
বাগহাটবিভাগের মনুষ্যেরা আপনার নিকট
চিত্র কালের জন্য পনী হইয়া রহিয়াছেন, আম
রাও তাহার কোনপ্রকার শুভ ফললাভে
বঞ্চিত হইব না। গৌর বাবু। একনে অগদীধর
সমীপে সর্কাস্তঃ করণে এই প্রার্থনা করি যে,
আপনি খুলনায় সুদীর্ঘকালস্থায়ী ও সর্ভপ্র

কার বিষয়বিমুক্ত হইয়া আ
প্রকাশ করিয়া জনসমাজে
খুলনাবিভাগের মধ্যে
পাবে টেনহাটী নামক এক প্র
ই প্রামের পুর্নকালের লু
আপনি লোকমুখে অবগৎ
কিন্তু কালের করাল করুণা
সে সুখসমৃদ্ধি কিছুই নাই
শোভা ও সমৃদ্ধিতে পরিপূ
স্থান তরানক অললাকীর্ণ
বাসযোগ্য হইয়া রহিয়াছে
পুর্নক বিদ্যালোচনা বর্ষা
আমোদ প্রমোদে কালা
অধুনা সেই স্থানে লোন্স-কুৎসা
বিবাদ বিসম্বাদ এবং মোহিতা ইত্যাদি
অসৎ অনুষ্ঠানের দ্বারা শুভীবর
জীবন অকর্মণ্য হইয়া যাইছে। গৌ
অনিক কি কহিব; যেসকল অত্যা
জীবনে মনুষ্যনামে অশকল, যেসকল
গ্রামনিবাসিগণকে বৎসরোন্মত্তি
করিতে হয়, টেনহাটীনিবাসী মনুষ্যদি
সমস্ত অতাবই রহিয়াছে; একনে বদি
ইরপ্রসাদে টেনহাটী গাের উপর,
অনুল দৃষ্টি পতিত হয় তবেই ত্র
অত্রকালের মধ্যে গ্রামখানি একবারে
হইয়া যাইবে। আমরা এবিষয়ের জন
ক্রমে আপনাকে আরো কিছু লিখি
লাবী রহিলাম। সম্মানপূর্নক নিবেদন

১৮-৩৮ পুর্নক
২৯ এ ৩ ডিসেম্বর

—:—
এই স্থানে (ক্রিদপুরে) প্র
১ লা জামুয়ারি অবধি যে ক্ষয় প্রদর্শন
পলক্ষে একটা সামান্য মেলা হইয়া থাকি
রও জামুয়ারি মাসের প্রারম্ভে দিবস হই
কার্যের অনুষ্ঠান হইবে। তদুপলক্ষে
কার্য হইয়া থাকে, মহা তুরস্কের তাহা
হইতেছে। এই মেলায় ৭ দিন স্থায়ী হ
দিন পূর্নক হইয়াছে ইংরাজী ও এদেশের
ভূতি প্রদর্শিত হইবে এবং অপরাহ্নে
কৌতুককর ক্রীড়া হইবে। দ্বিতীয় দিন
উৎকৃষ্ট ফলাদি প্রদর্শিত হইয়া, শে
রূয়ের দৌড় হইবে। ৩ রা জামুয়ারি
বলিয়া মেলার কোন কার্যই হইবে না।
পূর্নক দিনের ন্যায় ব্যবসায়ীদিগের বি
চলিবে। চতুর্থ দিবসে প্রথমতঃ এ

পরীক্ষা হইয়া বলবান ও বিবিধপ্রকার ক্রীড়া।। পঞ্চম দিবসে কার্ণা প্রদর্শনান্তর বালকগণের পরীক্ষা করা হইবে। এদেশীয় বলবান কৃষি গো, মহিষ ও ছকবতী হইবে। এই দিনে স্থানীয় স্ত্রীস্বয়ং ও কর্মচারী ও পরীক্ষিত হইবে। প্রদর্শিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যসমূহ পারিতোষিক প্রদান ও পুরস্কার হইয়া মেলার সুরা করা হইবে।

কার্য্যে যেসকল অর্পণ ব্যয়িত হইবে তাহাদের জমিদার, তালুকদার ও মোক্তার হাদয়গণের নিকট হইতে সাংগ্রহ করা হইয়াছে, গবর্নমেন্ট ও প্রদান করিয়াছেন। এই কার্য্যের দায়িত্ব বাহাদুরগবর্ন চন্দ্র বসু। ইহারই এই বিষয়ে অর্পণ করিয়া থাকেন, এই বিষয়ে এই যে, উক্ত বাবু এবার রিত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহে যাই অনেক অনুমান করিতেছেন যে, গুলে এই মেলার কার্য্যটি এক হইবে, কিন্তু আমরা বিবেচনা করি যে জমিদার প্রকৃতি মহোদয়দিগের হারা এই কার্য্যটি সমাচিত হইতেছে, সুতরাং রাণকীর কোন কার্য্যকারক উদ্যোগ করিলেই হইতে পারে।

আমাদিগের মেলার অধিনায়কগণের বিষয়ে বক্তব্য এই পারিতোষিক প্রদান করিতে হইবে। অন্যান্য প্রকারে যেমন আমবা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দর্শন করিয়া দেখা হইবে।

কর্তব্য হইবে। যদিও কোন কোন স্থানে সূচন করা হইয়াছিল, জলের মত হইয়া যাইতেছে। আমবা নাই। এক্ষণে বাজারে ৮০ ব ৮৫ সের চাউল প্রাপ্ত হইতেছে। খেপকার দেখা যাইতে বিশেষ অনিষ্ট থাকিয়া নাই।

কিন্তু চারি দিনের সংবাদ শুনিয়া ভয় হইতেছে।

কাব্রনপুর } একস্য
১২ ৭৫ }
১২ পৌষ } পাঠকস্য

— ১০ —

ওকালতী পরীক্ষা।

সম্পাদক মহাশয়! উক্ত শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষার কাল আগতপ্রায়। যেসকল মনুষ্য অহিনিত আইনশিক্ষাজনিত পরিজ্ঞানে শরীরের শোণিত শুদ্ধ করিয়াছেন, স্বকীয় সাহায্যে তৎপব সম্পূর্ণ সহায়হীন একরূপ অনেক লোক এই পরীক্ষাপ্রদানাকাল হইয়াছেন, ইংরাজী ভাষানিজ্ঞান মুনসেফ আদালতের উকীলেরাও (যাহাদের ওকালতী পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্ট পরীক্ষা হইবে) এই পরীক্ষাতে উপস্থিত হইবেন। উকীলেরা নিজ অদৃষ্ট ও পরিজ্ঞানের ভাগ ভিন্ন অন্যংশ গ্রহণ ও ভোগ করেন না; বরং ইহাদের দ্বারা প্রজাপুঞ্জের উপকার সাধিত ও স্বয়ং স্বকীয় হয়। এই মাত্র নয়, তাঁহাদিগের হইতে ইংলণ্ডে খবীর ধনাগাবেরও যথেষ্ট সাহায্য হইয়া থাকে। এবম্বিধ পুন্যকাজকীর্তিগণের পরীক্ষার প্রসঙ্গ ও উত্তরপত্রদর্শনকালে কিঞ্চিৎ করণজন্য হওয়া উচিত। একজনকার পরীক্ষা প্রণালী অত্যন্ত কঠিন। দেওয়ানী, রেজিষ্টার, ফৌজদারী এই তিন সংক্রান্ত তিন প্রসঙ্গ প্রসঙ্গ হয় ও প্রত্যেক বিষয়ে ১২ টী করিয়া প্রশ্ন হইয়া থাকে। এক এক দিবসে এক এক বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণই বিধেয়। অপর কোন দিবসে কোন বিষয়ের পরীক্ষা হইবে পূর্বে তাহার নিয়ম ও প্রচার করা বিধিসিদ্ধ। উল্লিখিত ১৮৫৬ অব্দের প্রচারিত বিধি সম্মত। এই আইনে পরীক্ষাকালক্রীর সুবিধার্থে কোন কোন পুস্তক হইতে প্রশ্ন হইবে তাহা নির্ধারণ করিয়া দিবস নিয়ম আছে। সুতরাং কোন দিবসে কোন বিষয়ের পরীক্ষা হইবে পূর্বে তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া সেই বিধানের অনুমোদিত হইবে। এইগুলি বিবেচনা করিয়া পরীক্ষক মহোদয়ের কাৰ্য্য করিলে হতাশ পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্র জন্ম না।

কসংচিৎ বাকরাজ্যবাসিনঃ।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনাথ বিখাস	পাটনা
১৮৬৯ জামুয়ার হইতে ডিসেম্বর	১০
" " রাখালচন্দ্র রায় লাখটিয়া	১৯

- ইংরাজী নকল কলিকাতা মঠমতালক
- কলিকাতা নন্দাল-কল
- মালিপোতা কল
- ১৮৬৯ জামুয়ার হইতে ডিসেম্বর
- মৌলবী মহম্মদ রসিদ খা ন
- ১৮৬৯ জামুয়ার হইতে ডিসেম্বর

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না। ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা বাণ্যাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে ডাকসমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং টিকিট ৩৬। তিন মাসের স্থানে অগ্রিম গ্রহণ করা যায় না। ছুটি, বরাতি চিঠি, অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার আদায় বাহাতে স্বীকার সুবিধা হয়, তিনি সেই দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহাদের এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বলে হইতে সোমপ্রকাশ মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি কলেক্টর দ্বারা বিদ্যাভূষণের মাঝে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবসের সময় অতীত হইয়া আসিবে, একমাসপূর্বে তাঁহাদিগকে লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ হইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠাইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের দ্বারা চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাঠিব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেও সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপত্রিক আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবসের উচ্চা করিবেন, তাঁহার সঠিক স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঁদড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

খবরলাল
পুস্তক
প্রকাশনা
আফিস
পটপালট
বলিয়া
গাবত:

“ প্রবাসীরা প্রকৃতিবিদ্যায় পার্থিবঃ স্বরস্বতী স্মৃতিমহতী ন হীযতা । ”

মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক, ১০ মূল্য
মূল্য বাধ্যাসিক ৫৫ সাড়ে পাঁচ টাকা । } সন ১২৭৫। ২৯ এ পৌষ। ১৮৬৯। ১১ই জানুয়ারি { মকমলে মাহুলস
মাধ্যাসিক ৭,

বিজ্ঞাপন।

সর্পাঘাতপ্রতীকার অর্থাৎ সর্পবিবনাশক
গাবলী ব্যবস্থাসহিত সংগৃহীত হইয়া ক্ষুদ্র
কাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য তিন আনা
মৈত্রীপুর গবর্ণমেন্ট
কালারিড্যালয়। } শ্রীহরনাথ দাস
১ ডিসেম্বর ১৮৬৮

নিদানতঃ (২) অন্তঃসেক্য পীড়াসমূহ।
(৩) টাইফিক পীড়াসমূহ (৪) স্নায়ু মণ্ডলের
পীড়াসমূহ।
মূল্য ১০ টাকা, ডাকমাহুলসহিত ১০।।
কলিকাতা লালবাজার হিন্দু কলেজ ২১৩ নং
বাগীতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট পাওয়া যাইবে।

—:— বাল্মীকি রামায়ণ তৃতীয় খণ্ড

এই পুস্তক প্রথমাবধি প্রকাশ হইতেছে।
ইহাতে নাগরাক্ষরে মূল ও টাকা এবং সর্দশেবে
বাক্যলা অঙ্কবাদ আছে। বাঁচার আবশ্যক
হইবে, তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে আমার
নামে পত্র লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের (দশ
ফরমার) মূল্য ১০ আনা। বিদেশীয় গ্রাহক
দিগকে ১০ আনা মাহুল দিতে হইবে।

কলিকাতা }
ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মজাপুর মেডিকেল হল।

১। এতদ্বারা আমাদিগের ঔষধত্রয়কারক,
হুহুদ, সংকারী ও সর্দশোধারকে জ্ঞাত করা
যাইতেছে যে, দ্বিতীয় ট্রেনমাসিক ইণ্ডেন্ট
সম্বন্ধে অর্ধবপোত্ত “ টার অব স্কোদীয়া, ওয়ার
উইক, ব্রিটিশ প্রিন্স ” দ্বারা দশ সহস্র টাকা
মূল্যের ঔষধ পূর্বা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।
এতদ্বারা সস্ত্রতি আমরা বিলাত হইতে
ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ট্রেনমাসিক ইণ্ডেন্ট
সম্বন্ধে “ ব্রিটিশ ফ্লাগ, কং আর্দার, ও
ব্যাকস ” নামক অর্ধবপোত্তত্রয়দ্বারা ৮৩ বাক্স
ইউরোপীয় ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত
ঔষধ জ্ঞানামিক সাত সহস্র টাকা মূল্যে ক্রয়
করা হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম ট্রেনমা
উপলক্ষে চিকিৎসোপযোগী অস্ত্র
প্রস্তুতকরণের ও ঔষধবিক্রয়করণের
সামগ্রী ও সজ্জা ও বিবিধ ট
ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে
হইতে পৌছিতে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও
উভয়রূপে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকি

৪। এই সমস্ত জব্যটির আঙ্গল
চালান ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে
হইলে, আমহাট্ট স্ট্রীটে ৩৫ সংখ্যক প্র
থালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ দেব নিব
সতাবাজার স্ট্রীটে ৫৫ সংখ্যক ভবা
ঔষধালয়ের ম্যানেজর শ্রীযুক্ত বাবু
পাল হালদারের নিকট দেখিতে
ইতি।

কলিকাতা }
১ ই ডিসেম্বর } বন্দোপাধ্যায় এ
ইং সন ১৮৬৮

যৌবনোদ্যান।

ও অন্যান্য কবিতাবলী।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় এম, এ,
বিরচিত। মূল্য ১০ ছয় আনা। ১
কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে
ঘায়।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়
—:—

ইদানীন্তম কতগুলি অসংলোক
সার বশবর্তী হইয়া অনেক স্বল্প
গ্রন্থসংকলনকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।
বিহিত জ্ঞান না করিয়া অনেক বহু
সমস্ত গ্রন্থের কোন অংশ একটু ও
করিয়া সেখানি নিজের “ সংকলন ”
প্রচার করেন এবং তাহাদের সৌভা

হরিনাতি ইং সন বিদ্যালয়ের ১৮৬৯ অব্দের
শিকা পরীক্ষার্থীদের পাঠার্থ একটী
করা হইবে। ইহারা উহাতে প্রতিষ্ট
অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা ১৫ ই
য়ারির মধ্যে প্রথম শিক্ষকের নিকটে
মাদি অবগত হইবেন।

ডিসেম্বর }
৩৮ } শ্রীহারকানাথ শর্মা
হরিনাতি বিদ্যালয়ের
অধ্যক্ষ।

নীত চিত্তবিনোদ কাব্য ১ ম খণ্ড। অতি
লত, অমিত্রাক্ষরে রূপকচ্ছলে ইহাতে
তবর্ষের বর্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। এত
ক মহাশয়ের বর্তমান বক্তব্যভাবে অপর
বাঁচার পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।
শ্রীশ্যামচন্দ্র বসু।

চিকিৎসাশ্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব
অর্থাৎ

প্রিন্সিপলস্ এবং প্রাকটিকাল্ অব
মেডিসিনের

খণ্ড ৮ পেজি ফরমার ১৩৮ পৃষ্ঠা
বাঁদা, শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর মুখোপা
বি, এ, এম, বি, কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া
শিত হইয়াছে।

খণ্ড খণ্ডের বর্ণিত বিষয় (১) সাধারণ

জা. বিশেষে সমাদর হয় :
কলিক. শোচনীয় ব্যাপার স্পষ্ট
পরীক্ষা। কলী সংস্কার আছে
পুস্তক। শেষের স্বামিকতা নাই
টীকা। রলে ছাপিতে পারেন।
বাক্য। করিয়া ও যত পরিচয়
অক্ষ। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের
১. কেহ মনে করিলে

পারেন, লোকের চক্ষে
হু পরিবর্ত কবেন।
সিঙিতে সংস্কৃত প্রবেশ হইয়া অবধি
উপভবের হাঙ্ক দেখা বাইতেছে।
সংস্কৃত পুস্তকে বটতলার বাতাস
চলিল।

আমাব প্রকাশিত বেনীসংহার নাট
এরূপ অত্যাচার না ঘটে, এই
বিজ্ঞাপন দিতেছি যে শ্রীযুক্ত জগন্নাথ
কালস্কারকৃত টীকাসহ বেনীসংহার
নি রেজিষ্টারি করান গেল, যদি কেহ
হারের অসম্মত না লইয়া তাঁহার কর্তৃক
বেনীসংহার নাটকের পাঠ বা টীক
অপনগ্ৰহে নিবেদিত কবেন তাহা
কপিরাইট আইন অনুসারে তাহার নামে
করা যাইবে।

তাঃ ঠনঠনে। } শ্রীকেশবনাথ বন্দো-
অগ্রহায়ণ } পাদ্যায় প্রকাশক

—:—
লপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ
মহাশয় (তাহার কনিষ্ঠ পুত্র)
তাঁহার স্বাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্প
কন্যাবেকনের ত্যাগপত্র করিয়াছেন।
অজ্ঞাতে ও অন্তঃ উক্ত সম্পত্তির কিছু
বা বন্ধক গ্রহণ করিবেন না।

পু. } শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্তী
পৌ. }

—:—

গামী ২১ এ জামুয়ারি রত্নস্পতিবার
তা নর্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীদের
আরম্ভ হইবে। পশ্চাৎস্থিত বিষয়
গৃহীত হইবে। সম্পত্তি ৪ : ৫ টী
রূপে পালি হইবার সম্ভাবনা আছে।

লাঃ সাহিত্য ও ব্যাকরণ
দর্শনিক ভ্রমণে পর্য্যট
লাব হইত হাম।

ভূগোলের চারিভাগের স্থূল স্থূল বিষয়ের
পরিচয়।

বাচনিক পরীক্ষা আরম্ভি ও ব্যাখ্যা
কলিকাতা } বাঙ্গালার মধ্যবিভাগের
১৯ এ ডিসেম্বর } কুলসমূহের ইনস্পেক্টর
১৮ ৯৮

—:—
নির্কাসিতের বিলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত
হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী করমাত্র
১৪ করমা অর্থাৎ ২১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৫০ আনা
বাঁহার আবশ্যক হয়, ঠনঠনিয়া সংস্কৃত যন্ত্রের
পুস্তকালয়ে অথবা পটোলডাঙ্গা বাজুর্ঘো ব্রাহ্ম
এও ফোর পুস্তকালয়ে অগ্রসন্ধান করলেই
পাইবেন ইতি।

১২৭০ সাল }
২৫এ অগ্রহায়ণ } শিবনাথ ভট্টাচার্য,
সংস্কৃত কলেজ }

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল
ডাঙ্গার বাজুর্ঘো ব্রাহ্মার কোম্পানির লোকের
মংপ্রণীত ও মংপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রামইতিহাস	১ ট
ভূষণসার ব্যাকরণ	১ আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	১ ট
নীতিসার (২ ম ভাগ)	১ ট

প্রচারিত।
মুদ্রবোধ ব্যাকরণ ৫ ট
ক্রীষ্ণারকানাথ শর্মা

—:—

ববিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত।

ইংরাজী বঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা
বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে
/০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক
টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হিসাবে
পাইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়প্রণীত
গদ্য ১৮ পর্শ মহাভারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তম
সংস্কৃত করা ৬০

লঙ্কন ফারমা কোপিয়া অপাং ত্রযধ কল্পা-
বলি ২৥০
মহম্মদের জীবনচরিত উত্তম রঞ্জিত ১
হরুতাকুৎসভূতি প্রাচীন কবিগুরালাদিগের
গীতসংগ্রহ ১

শারীরিক বাহ্যবধান
কেশবপ্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য
আক্স সহিত দারিনী
প্রথম তরঙ্গিনী
যহনাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোরঞ্জন
লয়লামজ্জু কাব্য কবির দ্বারকান
প্রণীত

রাসরসামৃত সংস্কৃত ও পদ্য
গীতগোবিন্দ জয়দেব গোস্বামিপ্রণী
ও যহনাথ নারায়ণকাননকৃত গদ্য
কৌতুক তরঙ্গিনী ইংরাজি কেমেটরি
বিবিধ আশ্চর্যজনক বিদ্যা দর্শন হয়
প্রতিমূর্তি সহিত ১২৭৬ সালের স্থূল পঞ্জি
এ হাফ পঞ্জিকা

চুর্গামঙ্গল পদ্য
কমলতারিণী
সঙ্গীক চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত
চরিতমঞ্জরী ইহাতে মিউজিানের
বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে

ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এট্রাঙ্গের কী
কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রদান কাব্য
অপ্নের মোহিনী শক্তি
গণেশচন্দ্র শর্ম্মকৃত বাঙ্গলা এটলাস
কানজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত
বিদবাবিবাহ নাটক
কামিনীকুমার রসরসাকরাঙ্গত
নাট্যিকাযটিত সূত্রস কাব্য

মণিকুণ্ডলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দে
দ্যম্প্রণীত চুর্গেশনানন্দীর মত লেখা
ত্রযধসিদ্ধ লহরী
ভূচিত্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গলা
সহিত
সঙ্গীক টেতন, চরিতামৃতগ্রন্থ
কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত
একত্রে

উষাহরণ পদ্য
চিত্তোপদেশ বিষ্ণু শর্ম্মার সংগৃহীত
কলিকাতা ভোড়া- } শ্রীপ্রভাচন্দ্র
সাঁকো ৬৪ নং } নগদ বিক্র

—:—

পুরাণ প্রকাশ।
বিষ্ণু পুরাণ।
অনুবাদও টীকা সমেত প্রত্যেক
৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ৥০।
যিনি গ্রন্থাভিলাষী হইবেন তিনি মূ

মহরত্নী ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ
 ক্র অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে
 যুক্ত অগমোহন ভট্টাচার্য্যের নামে যত
 গুর ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম
 পাইলে বিদেশে বিক্রয়পত্র পাঠাইবার
 মন নাই ইতি।

৪৬ মাহে অথবা ২
 সন ১৮৬৯ সালের ৪ঠা ৮ মূনারি বহরম
 পুর গজঘাটে কালের মাপ।
 গজের উপর কুট ইঞ্চি

সোমপ্রকাশ।

২৯ এ পৌষ সোমবার।
 নবাগত সিবিলায়নগণ।
 সম্প্রতি ৩৯ জন পরীক্ষার্থী
 জিয়ান ভারতবর্ষে আগমন করিয়া
 তাঁহারা যে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন
 রাখেন, যে পুরস্কার ও সম্মান
 রাখেন এবং ১৮৬৬ ও ১৮৬৭
 তাঁহারা সিবিলা সর্কিসের প্রথম
 পরীক্ষায় যে সংখ্যা ও পুরস্কার
 রাখেন তাহা কলিকাতা
 লিখিত হইয়াছে।

—:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীট ২৪ নং বাগি ওদারসহ
 ১৯ নং কোড়া বাগান।
 উপরি উক্ত বাগান ও বাগি ঘাঁহারা কয়
 রতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন ব্যাক
 ত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

উনচত্বারিংশ সাংবৎসরক
 ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ই মাঘ শনিবার উনচত্বারিংশ
 সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

গিলেওয়ার্স আশ্রম-
 খনট এবং কোং

১লা মাঘ অবধি ১০ ই মাঘ পর্যন্ত বুধবার
 ভিন্ন প্রতিদিস ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সন্ধ্যা
 ৭ ঘটীর সময়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা
 হইবে।

—:—

হালিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত
 লকাতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকো বারানসী
 ঠাকুরের মধ্য মৃত রাধানাথ কুণ্ডের
 কুমারী হার খরিদা বলিয়া উহা বিক্রয়
 বাদপত্রে ক্রেতৃগণকে আহ্বান করিতেছেন
 যে এতদ্বারা সকলকে আত্ম করিতেছি যে
 কুমারী হার খরিদা নহে এবং ক্রেতৃ যেন
 ক্রয় না করেন।

১১ই মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে ৮ ঘটীর
 সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সাংকালে
 ৭ ঘটীর সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান অচার্য্য মহাশ
 যের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ } শ্রী স্ব. ব্রহ্মনাথ ঠাকুর
 কলিকাতা ১৭৯০ } সম্পাদক।

—:—

সকাতা
 বাগান }
 ১ পোষ
 ৭৫

শ্রী চন্দ্রশেখর বসু

—:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের
 ২২ এ হইতে ৩১ এ পূর্বাংক ভাগীরথী
 নদীর নকশাচিত্র কালের
 সাংখ্যিক রূপে।

মহাকবি শ্রী হালিদাস শ্রী ত সঙ্কৃত কুমার
 সম্ভব মলিনাথের চীকার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে
 এবং মলিনাথের চীকার যেসকল চরিত্র পদের
 ব্যাখ্যা উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গের
 সুবিধার নিমিত্ত, পত্রের শেষে আতিরিক্ত চীকা
 রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। পদ ও পদের অর্থ সঙ্কি
 দ্বারা পরস্পর মিলিত থাকিলে অন্যথাই অর্থ
 বোধের ব্যাঘাত হয়, এ জন্য চীকার পদ সক
 লের সঙ্ক বিব্রম করা হইয়াছে। পুস্তকের কিয়
 দংশ মুদ্রিত হইলে কতিপয় ভ্রান্তি অথবা পত্রকে
 দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা দেখিয়া
 সন্তোষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সোমপ্রকাশে
 উত্তমরূপে সংশোধন হইয়াছে বলিয়া, তাহার
 প্রশংসা করা হইয়াছে।

এই পুস্তক প্রচার আবশ্যিক হইবে তিনি
 সংস্কৃত ভাষায় অধ্যয়ন করিলে অথবা অমাত
 নিকট পত্র লিখিলে পত্রিতে পাঠিবেন ইহার
 মূল্য ২ টাই টাকা।

কলিকাতা
 সংস্কৃত যন্ত্র }
 ২৯ এ পৌষ }
 ১২৭৫ }

আমরা অতিশয়
 অধিকাংশ সিবিলা
 সামান্য বিদ্যালয়ে
 ছেন। ইহাদিগের মত
 এবং ৬ জন বি, এ।
 উপাধিধারী দুট হই
 কাহারও কোন বি,
 উপাধি নাই এবং সা
 অধ্যয়ন করিয়াছেন
 বলিয়া লেখা পড়া
 প্রথম যখন সিবিলা
 দিয়া প্রবেশ করিবার
 অধিকসংখ্যক বিশ্ব
 পরীক্ষা দিয়া এ দেশে
 ক্রমশঃ এ অবস্থার পরিবর্তন
 এক্ষণে অল্পই রুতবিদ্য লোক
 করিতেছেন। ইহার কারণ নিম্নে
 অনেক বলেন, ভারতবর্ষের
 সর্কিসের তাদৃশ বেতন না থা
 ইংলণ্ডের উপযুক্ত লোকেরা
 আগিতে চান না; কিন্তু আমরা
 প্রকৃত কারণ বলিয়া চীকার
 পরীক্ষার নিয়মই উপযুক্ত লোকের
 মনপ্রতিরোধক হইয়াছে। যে
 ধনবান ও নিজে পণ্ডিত, তিনি
 আপন সম্মানকে অর্জশিক্ষিত
 কোন কার্যে প্রবেশ করিতে

স্থানের নাম	সংস্কৃত	ফুট	ইঞ্চি
মহানার উপর পদ্মানদীতে	১৪	৬	
মহানায়	৮		
তথা হইতে জলপুত্র			
১ ১/২ মাইল মধ্য	১	৬	
জলপুত্র হইতে বহরমপুর			
৪৬ মাইলের মধ্যে	২		
বহরমপুর হইতে কাটোয়া			
৫০ মাইলের মধ্যে	২		
কাটোয়া হইতে নদীয়া			

ত হন না। এখন ভারতবর্ষেরাই
 বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্তির পূর্বে
 চানদিগকে কোন ব্যবসায় অবলম্বন
 করতে দিতেছেন না, তখন ইংলণ্ডের
 কেরা তদ্বিপন্নীত কাজ করিবেন, ইহা
 নক্রমেই সম্ভাবিত বলিয়া বোধগম্য
 না। শাসন ও বিচারকার্যে প্রতিষ্ঠা
 করিবার ইচ্ছা থাকিলে পূর্বে যথার্থ
 তত্ত্ববিদ্য হইতে হয়। গৃহে বসিয়া পাঠ
 ল যে কৃতবিদ্য হওয়া যায় না, তাহা
 কল্প প্রথমতঃ যথা
 প্রণালীপূর্বক শিক্ষা
 । বিংশতিশতাব্দী অধিক
 হয়, যাঁহারা ভুক্ত-
 হা বলিতে পারেন।
 রিলেও তথাপি মে
 থাকে, ইহা অনেক
 র স্বীকার করিতে
 ক, নুতন সিবিলিয়ান
 পূর্ণ শিক্ষা হয় না,
 এ দেশে আসিয়া এত
 হতা ও বিজ্ঞানানু
 াকে না। এইসকল
 র্কিসে অর্দ্ধশিক্ষিত
 রিতেছেন। যাঁহাদি
 াছে, তাঁহারা কখন
 অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া
 তবর্ষে সিবিল সার্কিসে আসিতে
 যোগ্য হইবেন না। এ অবস্থায়
 ক ধনিমত্তান কয়েক শত টাকা
 তনর লোভে এখানে আসিবেন ?
 ত অল্প বলিয়া উপযুক্ত লোকে
 সিত্তেছেন না। এ কথা অমূলক ; যে
 কার শিক্ষা ত্যাগ করিয়া আসিতে
 তাঁহার ক্ষতিপূরণ করে এমন
 তন পৃথিবীর কোন দেশের গণমেট
 ত পারেন না।
 সিবিল সার্কিস কমিসনরগণ কি
 বিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্রদিগকে

আসিতে নিবেদন করিয়াছেন ? তাহা
 নহে ; কিন্তু কার্যে তাহাই ঘটিয়াছে।
 যে বয়সে পরীক্ষা দিতে হয়, তদ্ব্যতী
 বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম সন্মান লওয়া
 সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই ৩৯
 জনের মধ্যে এক জনের ১৯ বৎসর বয়ঃ
 ক্রম। ১৭ বৎসরের সময়ে ইহাকে
 পরীক্ষা দিতে হইয়াছে। ৩ জনের
 ২০; ৯ জনের ২১; ২১ জনের ২২; ৫
 জনের ২৩ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে।
 এক্ষণে পরীক্ষা দিবার অন্ততঃ তিন
 বৎসর পূর্বে নির্দ্ধারিত পুস্তকসকল
 পাঠ করিতে আরম্ভ করিতে হয়। এই
 ৩৯ জন গড়ে ২১ বৎসর ৮ মাসে শেষ
 পরীক্ষা দিয়াছেন। প্রথম পরীক্ষার
 সময়ে মাড়ে উনিশ বৎসর বয়ঃক্রম
 ছিল। সকলকেই গড়ে ১৭ বৎসরের
 সময়ে বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে
 হইয়াছিল। ১৭ বৎসরের মধ্যে কত জন
 কৃতবিদ্য হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম
 উপাধি লইতে সমর্থ হন ? যাঁহারা
 পাদরী, সামান্য দোকানদার, মুচি ও
 ধোপা প্রভৃতির মস্তান, তাঁহারা কেবল
 প্রথম ৮০০ টাকার লোভে বিশ্ববিদ্যা
 লয় ত্যাগ করিতে পারেন। সিবিল
 সার্কিস কমিসনরগণ ২২ বৎসরের উপ
 রের পরীক্ষার্থী গ্রহণ করিবেন না
 কৃতমস্কপ হইয়াছেন ; সুতরাং আমা
 দিগের বিচার ও দেশশাসনের ভার
 কতকগুলি অর্দ্ধশিক্ষিত নীচ শ্রেণির
 ইংরাজের হস্তে পতিত হইতেছে।
 ২১ বৎসরের পূর্বে ভারতবর্ষীয় বিশ্ব
 বিদ্যালয়সমূহে বি, এ, উপাধি পাইবার
 যো নাই। যাঁহারা এম, এ, হইতে চাহেন
 তাঁহাদের উপাধি লইতে গেলে ধরম
 যায়। বি, এ, হইয়াও এক বৎসরের
 মধ্যে পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়া
 সম্ভাবিত নয়। অতএব যে ভারতবর্ষীয়
 সিবিলিয়ান হইতে চাহিবেন তাঁহাকে

এল, এ পরীক্ষা দিয়া ইংলণ্ডে যা
 হইবে। পক্ষান্তরে এ দেশের উকী
 সচরাচর বি, এ, অনেকে এম, এ
 বি, এল, উপাধি লইয়া থাকেন।
 অন্য বিভাগেও ক্রমশঃ বহুজ
 প্রবেশ করিতেছেন। অতএব
 কালপরে দৃষ্ট হইবে উকীল, আম
 কর্মচারীরা কৃতবিদ্য, কেবল শাসন
 ও বিচারপতিগণ অর্দ্ধশিক্ষিত। সি
 সার্কিসের বর্তমান পরীক্ষাপ্রণালী
 আর কি হইতে পারে ?
 আমরা তন্নিমিত্ত বলিতেছি
 বৎসরকে মুনসংখ্যা বয়ঃক্রম
 উচিত। ২৭ বৎসরে সিবিলিয়ান
 কার্যারম্ভ করিবেন, তাহাতে বরং
 কার হইবে। শূন্যহীন বালক ম
 ট্রেটদিগের অপেক্ষা ইহারা অ
 কাজ করিতে পারিবেন। কৃতবি
 লোক আসিবেন। ভারতবর্ষের সি
 সার্কিসে প্রবেশ করা ইংলণ্ডের অ
 লাভবংশীরও স্নান্যার বিষয় ত
 করেন, কেবল অকালে পাঠসমাপ্তি ক
 কেহই আসিতে চান না। উচ্চ
 শ্রেণির ইংরাজেরা যত আসেন, ত
 মঙ্গলের বিষয়। সিবিল সার্কিস কমি
 গণ এক্ষণে তাঁহাদিগের দ্বারে ক
 রোপণ করিয়াছেন। বাহাতে ভার
 নীয়েরা অধিক সংখ্যায় সিবিলিয়ান
 হন, কমিসনরগণ এই অতিপ্রায়
 করিতে গিয়া ইংলণ্ডের কতগুলি
 লোককে বৎসর বৎসর প্রেরণ করি
 ছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের
 অনিচ্ছা নিবারণার্থ সচেষ্টিত হ
 কর্তব্য হইতেছে।
 —:—
 মর আলেকজান্ডার গ্রান্ট ও
 শিক্ষাকার্য।
 বোম্বাইয়ের শিক্ষাবিভাগের ড
 পূর্বে ডিরেক্টর মর আলেকজান্ডার এ

সেক্রেটারির নিকটে এক পত্র
 প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথম
 তবর্ষের প্রতি প্রেসিডেন্সিতে যত
 রাজস্ব আদায় হইবে তাহার শত
 কিসদংশ তত্তৎ স্থানের শিক্ষাহেতু
 করা হয়। দ্বিতীয়, শিক্ষাবিভাগের
 উচ্চতর কর্মচারীদিগকে চিহ্নিত কর্মচা
 ন্যায় বেতন, বিদায় ও পেন্সন
 করা হয়। অতিশয় দুঃখের বিষয় এই
 এই সময়ে সর ফোর্ড নর্থকোট
 গভর্ণমেন্টের দলদলের অনুরোধে পদত্যাগ
 করেন। তিনি ভারতবর্ষের শিক্ষাবি
 গের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে
 লেন। ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত
 প্রতিষ্ঠা স্থাপন, নিজ হইতে বিশ্ববি
 লয়ের ছাত্রদিগকে পুরস্কারদানপ্র
 ত কার্যদ্বারা সর ফোর্ড নর্থকো
 টের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অনুরাগের
 প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লর্ড আর্গিল
 গভর্ণমেন্টের অনুসরণ করিবেন কি না, বলা
 যায় না। নাহা ইউক, সর আলেকজান্ডার
 গভর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনাময়িক নহে। অত
 এই বিষয়ের আন্দোলন করা উচিত
 হইতেছে।

গভর্ণমেন্ট এক্ষণে বিদ্যাশিক্ষার
 মত অনেক টাকা প্রদান করিতেছেন।
 যদি দেশের যত অভাব তদনুসারে
 শিক্ষা হইতেছে না, তাহা তাঁহার
 পনারাই স্বীকার করিয়াছেন। নিম্ন
 গণের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত এপর্যন্ত
 হইয়াছে? সর জন লরেন্স শিক্ষা
 রর প্রস্তাবমাত্র করিয়া আর কিছুই
 করেন না। তিনি জমীদারদিগের
 ক্ষমতা গ্রহণ করিবার মানস করি
 ছিলেন, তাহাতে কৃষকদিগের বরং
 ক্ষতিরই সম্ভাবনা সস্তাবনা ছিল।
 কৃষকেরা বিদ্যালয়ের নিমিত্ত আপ
 রাই কর দিতে প্রস্তুত আছে, তাহার
 পরিবর্তে কেবল চিরস্থায়ী বন্দো

বস্ত প্রার্থনা করে। গভর্ণর জেনারেল সাহ
 সহকারে ইহা করিলে সাধারণ সভা
 ও মজলের সহিত সরকারী রাজস্বেরও
 বৃদ্ধি হইত; কিন্তু তিনি জমীদার ও
 নিজ মন্ত্রীদিগের আপত্তিনিবন্ধন এই
 উত্থানে সমর্থ হইলেন না। কেবল
 ছোট্ট সাহেব কৃষকদিগের যথার্থ অবস্থা
 বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু গভর্ণমেন্টে
 মধ্যে আর কেহই তাঁহার মতের অনু
 মোদন করেন না। কৃষকদিগের সহিত
 চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার সময়ে
 পাহিত হইয়াছে; কিন্তু গভর্ণমেন্টের
 এই কার্যস্থানে সাহস হইবার অদ্যাপি
 বিলম্ব আছে। এতাবৎকাল লোকদিগকে
 কি অসত্য ও মুর্থ থাকিতে হইবে?
 গভর্ণমেন্ট দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে স্বীকার করি
 য়াছেন, প্রজাদিগকে বিপদকালে আহার
 দিয়া রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য।
 আহারপ্রদানদ্বারা প্রজাদিগের শরীর
 রক্ষা যেমন অবশ্য কর্তব্য, শিক্ষাদানদ্বারা
 তাহাদিগকে সত্য করাও কি তদ্রূপ
 নহে? শরীর অপেক্ষা কি মন নিকৃষ্ট?
 লোকসংখ্যা অধিক হইলে রাজার
 বলবৃদ্ধি হয়; এই নিমিত্ত দুর্ভিক্ষকালে
 আহার দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু
 প্রজাগণের সত্যতা বৃদ্ধি হইলে কি
 রাজার অধিকতর বলবৃদ্ধি হয় না?
 এই বিষয় বিশেষরূপে পর্যালোচনা
 করিয়া দেখিলে প্রথমতঃ বিদ্যাদানের
 ভার গভর্ণমেন্টের উপরেই পতিত হই
 তেছে। অতএব আমরা সর আলেকজ
 ঞ্ডার গভর্ণমেন্টের প্রথম প্রস্তাবের অনুমো
 দন করিয়া বলিতেছি, যে প্রদেশে যেরূপ
 রাজস্ব, সেই প্রদেশে তদনুরূপ বিদ্যালয়
 স্থাপিত করা আবশ্যিক হইতেছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাববিষয়ে আমাদের
 বক্তব্য এই যে, শিক্ষাবিভাগের উচ্চতর
 কর্মচারীগণ পর্যাপ্ত বেতন পাইতেছেন,
 অতএব আমরা তাঁহাদের বেতনবৃদ্ধি

প্রকৃতিতে অনুমো
 না। এদেশীয় শিক্ষ
 করাই গভর্ণমেন্টের
 এ দেশে অধিকাংশ
 বী; ইহাদিগের
 ভার নিহিত র
 দ্বারাই অসামর সা
 কালেজে প্রবিষ্ট
 ইংরাজ শিক্ষকে
 লইতে পারেন না
 নিম্নতর শিক্ষকদি
 এত অল্প
 কার্যান্তরপ্রাপ্তির
 শিক্ষাবিভাগে প্র
 মেন্ট অদ্যাপি এ
 কেন? অসন্তুষ্ট
 কি প্রকৃত কাজ হ
 আমাদের মত
 গের বেতন বৃদ্ধি
 বিদ্যালয় সংস্থাপ
 কৃষকদিগের সহিত
 করিয়া শিক্ষার
 দিন রাজস্বের কি
 কার্যে নিয়োজিত
 যত দিন নিম্ন জ
 তত দিন দে
 হইবে না।

উত্তর পশ্চিম
 হইতে দুর্ভিক্ষ
 আনিতেছে। দি
 স্থান লোকশূন্য
 গ্রামে জমীদার
 আর লোক নাই
 এক্ষণে কষ্ট হয়
 প্রকৃত দুর্ভিক্ষ
 আমরা আঞ্জা
 কার্তিক মাসে
 শের অনেক

বিবেচনা করিলে
আশঙ্কা নাই।
এই, সম্প্রতি পঞ্জা
চর রুষ্টি হওয়াতে
কা পাইবে। কিন্তু
বিভাগের কফের
লক্ষ্মপুর, আজমির
যাবতীর দরিদ্র
র উপর নির্ভর
৫৫ অক্ষর দৃষ্টান্ত
হইয়াছেন। এবার
বলয়ন করা হই
রিণী, কূপ ও রাস্তা
রহিলখণ্ডের রেল
সুস্থ হইবে। রাজ
জনরলের এজেন্ট
পরিচেষ্টেওঁটে ইঞ্জি
এই কফের সময়ে
হইছেন। কফ আরস্ত
বলঙ গবর্ণমেন্টের
কা না করিয়া এক
ও একটা খাল
এই রাস্তায় আবাণ
হইতেছে। যাহারা
দিগকে উদ্যানে
নওয়া হইতেছে।
নগের গো মহিষ
করিয়া আহাব
বল রাস্তাপ্রভৃতি
বিন্যতে অতিশয়
খারে দুর্ভিক্ষপী
তত্রতা পোলি
কণ তুরক হইতে
অভিলাষ করিয়া
সম্প্রমূল্যে বিক্রীত
ওঁটে শস্য আসি
কর্মচারীগণ কোন
ছেন না। ভারতব
উইলয়ম নিয়রকে

বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষের সময়ে দরিদ্রদি
গকে রক্ষা করা গবর্ণমেন্টের কর্তব্য কর্ম।
যত টাকা লাগে যেন ব্যয় করা হয়।
সর্বসাধারণে চাঁদা দেন ভালই, নচেৎ
গবর্ণমেন্ট আবশ্যকমত ব্যয় করিবেন।
স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ
স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে। যে
বাক্তি সাহায্য চাহিবেন, তিনিই পাই
বেন; উহার মধ্যে স্বার্থ সঙ্গতিপন্ন
লোক থাকিলেও তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য
করা হইবে না। মানুষের যতদূর সাধা
গবর্ণমেন্ট তাহা করিতেছেন, আমরা
এ নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের নিকট নিতান্ত
কৃতজ্ঞ হইলাম। গবর্ণমেন্ট কেবল আপ
নার সীমার মধ্যেই সাহায্য দিয়া নিরস্ত
নছেন, টঙ্কের নবাবকে সাহায্যরূপ
এক লক্ষ টাকা ৫ টাকা সুদে কর্ত্ত
দিয়াছেন। উদয়পুরের রাজাকেও মাসিক
৫০০০ টাকা দেওয়া হইতেছে। আগামী
জুলাই মাসপর্যন্ত সাহায্য দেওয়া
হইবে।

গবর্ণমেন্ট যথাসাধ্য কাজ করিতে
ছেন; এসময়ে সর্বসাধারণে যেন নিরস্ত
হইয়া না থাকেন। আমরা শুনিয়া
দুঃখিত হইলাম, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের
ধনী লোকেরা সাহায্যদানে তাদৃশ
তৎপর নছেন। যখন গবর্ণমেন্ট এত চেষ্টা
করিতেছেন, তখন আমরা সাহায্য না
করিলে মাতৃভূমির প্রতি অকৃতজ্ঞতা
প্রকাশ করা হইবে।

এই প্রস্তাবটা লেখা শেষ হইলে আমরা
অবগত হইলাম, গত সোমবার ভারত
বর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য সম্পন্ন
হইলে সর জন লরেন্স সভ্যদিগকে
আর কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব করিবার অনু
বোধ করিয়া বলিলেন, যদিও ব্যবস্থাপক
দিগের মধ্যে কয়েক জন শাসনকার্যে
লিপ্ত নছেন, তথাপি তাঁহারা মনে করুন
যেন তাঁহাদিগকে শাসনসম্বন্ধে একটা

কমিটিবরূপ নিযুক্ত করা হইল দুর্ভিক্ষ
নিবারণের যে যে উপায় অবলম্বন করা
হইয়াছে, তাহার বর্ণনা করিয়া, এ সম
কি কর্তব্য তাহা বিবেচনা গবর্ণমেন্ট
সকলের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি
বলিলেন, বঙ্গদেশের বণিকসম্প্রদায়
চাঁদা করিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি
নিজে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ও কর্মচারী
গকে বলিয়াছেন, যদিও কতক টাকা
অনুপযুক্ত পাজে পতিত হয়, তথাপি
যেন তাঁহারা সাহায্যদানে কৃপণতা
করেন। স্থানীয় কর্মচারীগণ শস্য জ
করিবার আশঙ্কা পাইয়াছেন; নি
পাছে তাঁহারা দ্রব্যের মূল্য অধিক করি
তুলেন তাঁহারা এই ভাবনা হইতে
কিছু কণ তকের পর সকলে এই ক
কটা বিষয় স্থির করিলেন:—উত্তর প
মাঞ্চলের রেবেণিউ বোর্ড ও মধ্য ভা
বর্ষের গবর্ণমেন্ট দ্রব্য সকলের যথ
মূল্য জানিয়া গেজেটে প্রকাশ করি
থাকুন। যেসকল স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়া
তত্রতা মিউনিসিপালিটি সমূহ শস্য
উপরে কর সংগ্রহ করিতে পারি
না। চাঁদা সংগ্রহ করা হউক; নি
সাধারণ দত্তা করিবার প্রয়োজন না
আমরা সর জন লরেন্সের নিকটে
কার্যের নিমিত্ত নিতান্ত কৃতজ্ঞ
তেছি। লোকে যত পাবেন সাহায্য করি
থাকুন; কিন্তু গবর্ণমেন্ট ইতর বি
না করিয়া সাহায্য প্রদান করুন।
জন লরেন্স ইংলণ্ডে গমন করিতেছে
দেখিয়া গেলেন দেশের লোকদি
প্রতিনিধিগণের পরামর্শ গ্রহণ করি
কত উপকার দর্শে। অতএব স্বদেশ
প্রতিগমন করিয়া তিনি এতদেশীয়
গকে গবর্ণমেন্টের ছেনরলের কোমি
প্রবেশ করিতে দিবার প্রস্তাব করি
তাহা কখনই অগ্রাহ্য হইবে না। রা
বিষয়ে এতদেশীয় প্রতিনিধিদি

সম্মত কমতা প্রদান করিলে সমাধক উপকার লাভের সম্ভাবনা। আমরা বঙ্গদেশীয়দিগকে পুনর্বার বলিতেছি, এসময়ে যেন কেহই রূপগত ভুল না করেন। যাঁহার মাসিক ৩০ টাকার আয়, তিনিও চেষ্টা করিলে অসুতঃ এক ব্যক্তির এক মণ্ডাহের চাউলের মুনাফাতে পারেন। সাধারণ বিপদকালে হিরচিত্তে শাসনকর্তাদিগের সহিত একমত হইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বিপদছাড়ার করিতে পারিলেই যথার্থ প্রতিসাধারণ মহত্ব ও গৌরব হয়। পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান দেশের ইতিহাস নিরন্তর ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভারতবর্ষীয়গণ যে এই মহত্ব লাভের লোক করেন না, আমরাদিগের এ বিশ্বাস নাই।

—:—

অসুতবাজার পত্রিকাসংক্রান্ত
মকদ্দমা।

অসুতবাজারপত্রে একটা প্রস্তাব লিখিত হয়। যশোহরের অন্যতর ডেপুটি মাজিস্ট্রেট রাইট সাহেব তাহা নিজ প্রাণিন্দুচক বলিয়া ফৌজদারিতে নালিশ করেন। মাজিস্ট্রেট ও জাইন্ট মাজিস্ট্রেটের উপরে প্রত্যাখ্যগণ সন্দেহ প্রকাশ করিতে মকদ্দমাটা সেনিয়ন জজের নিকটে হইয়াছে। এই মকদ্দমা দশ দিন পর্য্যন্ত হয়। যেমন যোরতর আক্রমণ সেইপ্রকার দৃঢ়তার সমর্থনও হইয়াছিল। আরশেষে সেনান জজ প্রত্যাখ্যদিগকে যাবতীয় স্থির করিয়া বাবু রাজকুমার মিজের কবৎসর মেয়াদ ও ১০০০ টাকা জরিমানা এবং সম্পাদকের ছয় মাস মেয়াদ ৩০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

এই মকদ্দমা ও বিচারসম্বন্ধে করে টী গুরুতর কথা উল্লিখিত হইতেছে। অসুতবাজারের স্বাধীনতা আছে সত্যকথা; কিন্তু সেই স্বাধীনতা সাবধানে লক্ষ্য করা কর্তব্য। বিদ্রোহপ্রকাশ ও

ব্যক্তিবিশেষের নিন্দা করিলে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা সুরিক্ত হইয়া যায়। যেখানে সাধারণ হিতার্থ ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রদোষ প্রকাশ না করিলে নয়, সেইখানেই কেবল উহা করা কর্তব্য; কিন্তু সে স্থলেও দেখিতে হইবে যে, সাধারণের উপকারার্থ বাহা আবশ্যিক, তদপেক্ষা অধিকতর দোষোদ্দেশ্য হইল কি না? অসুতবাজার পত্রিকার যে রাইট সাহেবের সম্বন্ধে অন্যান্য কাজ করা হইয়াছে, তাহা আমরাদিগকে দুঃখ সহকারে স্বীকার করিতে হইতেছে। সংবাদপত্র সাধারণের স্বাধীনতা ও শাস্তির প্রধান রক্ষক, যেখানে অত্যাচার সেইখানেই সংবাদপত্রের সম্পাদককে নির্ভয়ে প্রতিবাদ করিতে হইবে; কিন্তু যেখানে কেবল ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রদোষ বা কুব্যবহার লইয়া কথা সেখানে পূর্বে আদালতের সাহায্য লওয়া কর্তব্য। রাইট সাহেব যদি যথার্থই মন্দ কাজ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা পূর্বে বিচারালয়ের গোচর করাই উচিত ছিল। আমরাদিগের মধ্যে অনেকের এ বিষয়ে ভ্রম আছে। যাহা ব্যক্তিবিশেষ ও সমাজের করা কর্তব্য তাহা গবর্নমেন্টের স্তম্ভে নিক্ষেপ করা অতিশয় অন্যায়। অতএব রাইট সাহেবের বিরুদ্ধে প্রস্তাব লেখা যে অসুচিত হইয়াছিল, এটা অপকপাতী ব্যক্তিমা ত্রেই স্বীকার করিবেন। পক্ষান্তরে রাইট সাহেব সমুচিত গাভীর্ষ্যসহকারে মকদ্দমাটা চালাইতে পারেন না। তাঁহার প্রতি যে সৈধ্যাপূর্বক প্রস্তাব লেখা হয়, এটা আমরা বিশ্বাস করি না; কারণ সংবাদপত্রের একপ্রকার ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ক্ষত্রতা থাকা অসম্ভব। এসকল স্থলে টেরনির্যাতনকে উদ্দেশ্য করা অতিশয় অসুচিত। যখন চরিত্র লইয়া কথা হইতেছে, তখন তাহার নিন্দা

লক্ষ্যতা সপ্রমাণ উদ্দেশ্য সাধিত হবার বিচারাল আদালতে ইহা ভাল হইত। যখন আমরা বি বলিতে পারি না স্পষ্ট বোধ হয় গেীর প্রতি অসুতব প্রথমতঃ অপরা প্রেমের সহিত মে আমরা, এ অ হয় না, বলিয়া পূর্বে আদালত সাহায্যে লাইবেলের মকদ্দম বিশেষতঃ যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তখন এসকল ম রালয়ে হওয়াই উপপতিগণ লাইবে পারেন না। প্রত্য মমা প্রধানতম করিবার নিমিত্ত ছিলেন, কিন্তু আ এই যে, প্রধানতঃ প্রাচ্য করেন নাই আমরা অ সম্পাদক ও রাষ্ট্র অতিশয় দুঃখিত প্রস্তাবটা লেখা অ নাই, কিন্তু তাঁহার ছেন ও যেপ্রকার ছেন, তাহা উহা কর্তর।

তাম দিগের
আমাদিগের লিখ
থাকে না। আমরা
বসায় ও উৎসাহস

পরিত্যাগ করিয়া
 তৎসমুদয়ে একবারে
 বিদ্যালয়ে পাঠকালে
 পুস্তকসমূহ বেঙ্গল
 ও পরীক্ষামত্রে
 কা বেঙ্গল মৈপুণ্য
 সিন প্রাপ্ত হই তাহা
 হই। তখন আমাদি-
 ত দেও, ইতিহাস ও
 ও সমুদায় বিষয়ে
 নি করিতে পারিব।
 র স্বয়ং যে, বিদ্যালয়
 রে প্রবেষ্ট হইলে
 সঙ্গ শিক্কাহুরাগ
 ক হয় না। বিদ্যালয়
 যের তি. তস্থাপন
 সংসারে প্রবিষ্ট
 জ্ঞানিয়া থাকে।
 পাঠ কর, ইহার
 হইবে। যিনি কখন
 নাই, অর্থাৎ
 ত্যাগ না করিয়া
 বহুদলিতা লাভ
 নহোপায়্যায় বলিয়া
 আধুনিক পরী
 স্ত্রণ বিখ্যাত হই
 দান ভারি বিংগ।
 ও মনু পরাশরপ্রভৃতি
 কালে শিক্ষালাভ
 তাহা স্বকীয় ভ্রয়ো
 পরিপূর্ণ অপূর্ণ কাব্য
 রত্নপ্রভৃতির প্রণয়
 হইয়াছেন। এতাদৃশই
 বিদ্যালয়ের শিক্ষা
 সংসারে প্রবিষ্ট
 পরিভাগ না
 আচার ব্যবহার দী
 করি। যে বহুদ
 তাহাই প্রকৃত শিক্ষা
 যের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা
 না করিয়া উল্লিখিত

পদ্ধতি অবলম্বন করি তাহা হইলে, অন্য
 যানেই বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে
 পারিসম্ভব নাই। এক্ষণে দেখা আবশ্যিক
 কি প্রকারে উক্তপ্রকার বহুদলিতা লাভ
 করা যাইতে পারে। সংসারে থাকিয়া সখা
 দপত্রের সাহায্যে বেঙ্গল ভূমৌদর্শন জ্ঞানিয়া
 থাকে সেক্ষণ আর কোন বিষয়ে জ্ঞান না।
 অতএব মনোযোগসহকারে সখাদপত্র
 পাঠ করা আবশ্যিক। কিন্তু এক্ষণে অনেকেই
 ইংরাজীপ্রিয় হইয়া দেশীয় সখাদপত্র
 প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন। ইহাতে উ
 কারের সঙ্গে সঙ্গে বিলক্ষণ অপকারও
 সঞ্চিত হইতেছে। বিদেশীয়দিগের আচার
 নীতি ও বহুল পরিমাণে হৃতন সখাদ জানা
 বেক্ষণ উপকারের বিষয়, স্বদেশীয়গণের
 আচার ব্যবহার না জানা ততোধিক অপ
 কারের বিষয় বলিতে হইবে। আমাদিগের
 আচার ব্যবহার দেশীয় সখাদপত্রে যত
 পাওয়া যাইবে তত কখনই উ রাজী সখাদ
 পত্রে পাওয়া যাইবে না। অতএব মনো
 যোগসহকারে বাঙ্গালী সখাদপত্র পাঠ
 করিয়া আমাদিগের আচার ব্যবহারবিষয়ে
 অভিজ্ঞতা লাভ করা সর্বপ্রথমে কর্তব্য।
 শিক্ষাবিষয় আমাদিগের আর একটি
 অভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমরা কাব্য
 নাটকপ্রভৃতি শাস্ত্রের যত আলোচনা করিয়া
 থাকি পুরাতন ও বুদ্ধান্ত ব্যবহারতৎ
 বন্ধনপ্রভৃতি প্রয়োজনীয় শাস্ত্রের তত
 আলোচনা করি না। এক্ষণে দেশীয় ভাষার
 যত কাব্য ও নাটক প্রণীত হইতেছে, তত কি
 পুনাট্যাদি শাস্ত্রের প্রণয়ন হইতেছে?
 শাস্ত্রের আলোচনার আমাদিগের
 যেপ্রকার বহুশীল হওয়া উচিত, পুরাতন
 প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলনবিষয়েও সেই
 প্রকার বহুশীল হওয়া বিধেয়।
 বিদ্যালয়ে অধ্যয়নসময়েও আমাদিগের
 একটি বিশেষ ত্রুটি হইয়া থাকে। আমরা
 সংসারের আর সমুদায় সমস্তই আলোচ
 ও বৃথাকার্য্যে অতিবাহিত করিয়া পরীক্ষা
 সময়ে অনুচিত পরিভ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া
 থাকি। হয় ত এতদ্বিবন্ধন পীড়িত হইয়া
 পরীক্ষা দিতে পারি না, মনু পরীক্ষিত হও

তে দীর্ঘকাল কষ্ট ভাগ করিয়া থাকি। এ
 প্রকার পাঠে তাদৃশ ফলোদয় হয় না। ইহাতে
 পঠিত বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে
 পারা যায় না, কেবল ম তোতাপাখীর
 ন্যায় ব্যাখ্যাগুলি কঠিন করা হয়। আর
 যদি সচেষ্ট হইয়া সংসারকাল নিরামিতক
 পরিভ্রমপূর্বক পাঠ্য বিষয়গুলিতে ব্যু
 পত্তি লাভ করি, তাহা হইলে অনেকা
 ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় সম্ভব নাই।
 এক্ষণে আমরা শিক্ষাবিষয়ে বেক্ষণ অ
 বস্থিততা প্রকাশ করিতেছি, পরিণামে এ
 দ্বারা বিস্তর অনিষ্ট সঞ্চিত হইতে পারে
 পঠদশায় নিরামিত পরিভ্রম করিয়া অ
 শ্যক বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ ক
 কর্তব্য। তৎপরে বিদ্যালয় পরিত্যাগ কা
 য়াও পাঠে বিরত না হইয়া জ্ঞানগর্ভ
 সমূহ অধ্যয়নপূর্বক বহুদলিতা লাভ করি
 সংসারের উপযুক্ত হওয়া উচিত।
 আমাদিগের এই প্রস্তাবটি পাঠ করি
 অনেকে মনে করিতে পারেন যে, বিদ্যালয়
 শিক্ষা না করিয়া সংসারে থাকিয়াই ব
 দলিতা লাভপূর্বক শিক্ষিত হওয়া যাই
 পারে, কিন্তু তাহা নহে। পূর্বেই উল্লি
 হইয়াছে যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্র
 শিক্ষার তি. তস্থ; নথরূপ, হৃতরাং ইহা
 অবলম্বন না করিলে প্রকৃত শিক্ষালাভ ক
 যাইতে পারে না। বিশেষতঃ প্রথম প্র
 আবশ্যিক বিষয় শিক্ষা করিতে বিশেষ
 উ সাহ ও অধ্যয়ন আবশ্যিক করে; য
 লয়ে কলে মিলিয়া অধ্যয়ন করিলে যে
 উৎসাহ ও অধ্যয়নের সঞ্চার হইতে প
 ঘরে বসিয়া একাকী অধ্যয়ন করিলে সে
 হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিদ্যালয়ের শি
 মিত্রেরী স্বরূপ। ইহাতে পদমিক্ষেপ
 যাই উচ্চতর শিক্ষামন্দিরে উপ
 হইতে হইবে। অতঃপর সর্বপ্রথমে বিদ্যালয়
 বিষয় মনোযোগসহকারে শিক্ষা
 কর্তব্য।
 বিবিধসংবাদ।
 ২২ এ পৌষ সোমবার।
 আমরা আলাদিত হইয়া প্রকাশ করি

পরগণার সমস্ত আমিন বাবু খ্যামখন মুখো
 ার ছগলির ছোট আদালতের প্রতিনিধি
 হইয়াছেন। আপাততঃ তিন মাসের
 মত ইনি গমন করিতেছেন। ইনি যেপ্রকার
 ক, ইহাকে এই পদে অথবা উহার জুলা
 ন উচ্চ পদে স্থায়ী করিয়া দিলে ইহার
 পর যথার্থ পুরস্কার হয়।

গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, অন্য অন্য
 ার পরীক্ষা দিয়া পুরস্কার লইবার পূর্বে
 ত্যক বঙ্গদেশীর সিবিলিয়ানকে সর্বাঙ্গ্রে বল
 টংকল ভাষায় এবং উত্তরপশ্চিমাতলের
 বিলিয়ানদিগকে সর্বাঙ্গ্রে হিন্দুকানী ও পারস্য
 ার পরীক্ষা দিতে হইবে। যাহারা পরীক্ষা
 ার নিমিত্ত দুই মাস বিদায় পাইবেন, তাঁহা
 গর সেই সময় বার্ষিককাল বলিয়া পরিগণিত
 বে। আজ্ঞাটি উ ৫ম হইয়াছে; ইহাতে সিব
 ানগণ সর্বাঙ্গ্রে আপন আপন প্রেসিডেন্সির
 া শিক্ষা করিতে পারিবেন।

হাজরা জাতের শত্রুতা ও খাদ্যভাবনিব
 সর্কার আবহুল রহমন খাঁ বা মিয়ানা হইতে
 খাদ্যে পশ্চাদগমন করিয়াছেন। সিয়ান
 লির সহিত সন্ধি করা তাঁহার আত্মপ্রেরিত হও
 ত আজ্ঞামতঃ। তাঁহার শিবির ত্যাগ করিয়া
 ক চলিয়া গিয়াছেন। সিয়ান আলি সন্ধি
 তে অনঙ্কু হওয়াতে আবহুল রহমন
 ানি আক্রমণ করিবার চেষ্টায় আছেন।
 ত ইহার ষ্ট্রাংগলের সহিত সিয়ান আ
 া অ.এম.নলের যুদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে আব
 রহমন পরাজিত হইয়াছেন। যুদ্ধ খাঁদিগের
 বা পরস্পর ষ্ট্রাংগল হইয়াছে।

মনিঅডব আফস হইতে ছ ও লইলে যদি
 ক. হারা যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয়
 নকল লইতে হইলে সমান বাঁটা দিতে
 বে এ পঞ্চম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বায়ের
 মত একতাই দিতে হইত না। দ্বিতীয় বায়ে
 ঙ্ক ও তৃতীয় বায়ে চতুর্থ ও পঞ্চ বাঁটা করা
 বা। গবর্ণমেন্টের পোষ্ট অফিসে পত্র দ্বারা
 হইবে, তাহার দণ্ডস্বরূপ সঙ্গসাধারণকে
 ষ্ট্রাংগল বাঁটা দিতে হইবে। সূক্ষ্ম বিচার বটে !!
 বিবাস টমসন সাহেব রাজধানীবিভাগের
 তিনি কামসনর হইয়াছেন কৃষ্ণনগরের
 স্কটেল বেল সাহেব লিগাল রিভেরুজাব
 জে, মনরো সাহেব কৃষ্ণনগরের স্কটেল
 লেন।

মাজাজের গোবীজের চীকাদারগণ কিছু

দিন কার্যালিকা করিয়া কার্যনক হইবামাত্র
 পদত্যাগ করেন বলিয়া চীকাদারগণের অধ্যক্ষ
 ডাক্তার শাট চীকাদারদিগের নিকটে এক এক
 একরার লইতেছেন যে, তাঁহারা কয়েক বৎসর
 করিয়া কার্য করিবেন। চীকাদারগণ অল্প
 বেতন পান বলিয়াই কৰ্ম ত্যাগ করেন।

মাজাজের অনেক স্থানে ব্যাঘ্রের উৎপাত
 হওয়াতে কৃষকগণ পলায়ন করিয়াছে। তজ্জত
 গবর্ণমেন্ট ত্রিমিত্ত প্রত্যেক ব্যাঘ্রবধের পুর
 স্কারস্বরূপ ১০ টাকা দিতে চাহিয়াছেন।
 লোকদিগকে নিঃশঙ্ক করিতে এইসকল অনিষ্ট
 ঘটনা হইতেছে।

বোম্বাইয়ের বণিক সম্প্রদায় ও এতদেশীয়
 সস্তা লাড মেয়কে অভিনন্দন প্রদান করি
 য়াছেন। লাড মেয় ইহা গ্রহণের সময়ে বল
 য়াছেন, তিনি সামান্য তদ্রলোকস্বরূপ ইহা
 লইলেন; যত দিন তিনি গবর্ণর জেনরলের
 পদ গ্রহণ না করেন, ততদিন সকলে যেন
 তাঁহাকে সামান্য তদ্র লোকের ন্যায় জ্ঞান
 করেন। লাড মেয় বোম্বাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের
 মূল স্থাপিত করিয়া মাস্তাজ বাঁজা করিয়া
 য়াছেন।

কাশ্মীরের রাজা খীর পুত্রকে শাসন বিখা
 ইবার নিমিত্ত এক কোর্শল করিয়া
 তাঁহাকে তাহার অধ্যক্ষ করিয়াছেন। কয়েক
 জন উপযুক্ত কক্ষচারী রাজকুমারের সহায়তা
 করিবেন। এই কোর্শল যাহা করিবেন, তাহা
 রুদ্ধে কেবল রাজার নিকটে একটী মাত্র আপীল
 হইবে। মন্ত্রিগণকে যেন বুঝিয়া সুকৃষ্ণ
 নযুক্ত করা হয়।

২. এ পৌষ মঙ্গলবার

গত শনিবার রাণীগঞ্জে নটনের কূপনদের
 পরীক্ষা হইয়াছিল। প্রথমে নলদীর চিত্রসকল
 বাসুকাপরিপূর্ণ হওয়াতে ভাল উঠে নাই।
 এই নলদ্বারা আর্ষসিনিয়তে অনেক উপ
 কার হইয়াছিল।

রাজপুতনাওভূতি স্থানের হুর্ভিকনিবার
 গাথ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট বেসকল উপায়
 অবলম্বন করিয়াছেন, মর ষ্ট্রাংকড নর্থকোট
 তাহার সম্পূর্ণ অঙ্গমোদন করিয়া এক পত্র
 লিখিয়াছেন। এই পত্রে লিখিত হইয়াছে যে
 হুর্ভিকের সময়ে গবর্ণমেন্ট বেসকল সাহায্য
 দিবে তাহাতে তাঁহার অমত হইবে না। এমত
 বিপদ কালে গবর্ণমেন্টের উপরে প্রতিপালনের
 ভার পতিত হয়, ইহা খীকার করা হইয়াছে
 দেশের যেমত অবস্থা গবর্ণমেন্ট এক্ষণে ঠিক

দেইপ্রকার ?
 আলাহাবাদে
 উর" নামক
 পত্র প্রকাশ
 দায়োমত
 পর্যন্ত বিশেষ
 ছিল। কিন্তু
 তেছি, এবার
 এত পীড়া হ
 বর্ধমানের পল

সম্প্রতি তিন জন লোকের
 করিয়া মূলতান হইতে কেহিতে বা
 জাহাজে বিনা ডাক্তার বাইবার ডেপুটি পণ্ড
 তাহাদিগের বেদণ হইয়াছে, পবলিক
 নিয়ন তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কাগ্লেম বি
 অত্যাচারকারী ও অবিচারক বলিয়া
 দিয়াছেন। ইউরোপীয়ের দণ্ড পক্ষাবী স
 পত্রের চক্ষুশূল হইবে সন্দেহ নাই।
 সর্গ সাধারণে কাগ্লেম বিডনের অঙ্গ
 করিবেন

মার্কেটল ব্যাঙ্কের সাহেবসিংহ
 এক জন দারবানের অনেক টাকা চুরি যাব
 আর চাই জন দারবানকে সন্দেহ করে।
 কোন প্রকারে তাহাদিগের চোখ সপ্রমা
 ার সত্যাবনা না থাকতে সে টাকার
 উন্মত্ত হইয়া একটী পচনল রিবলবার
 দারবানদিগকে গুরুতর আঘাত করিয়া
 হত্যা করিয়াছে। চৌকিদারদিগের সন্ম
 এই কাজ করে; কিন্তু কেহই তাহাকে
 করিতে সাহসী হয় নাই। পরশেষে করে
 ইউরোপীয় ক-প্টেবল আসাতে জমাদার
 চক্ষু করে। মাওত ব্যক্তিগণ চিকিৎস
 আছে; কিন্তু তাহাদিগের জীবন
 হইয়াছে।

২. এ পৌষ বুধবার।

টেলিগ্রাফের ডিরেক্টর জেনরল কর্নেল
 সনের প্রকৃৎ বাসুদারে ভারতবর্ষীয় গব
 আজ্ঞা দিয়াছেন, ভারতবর্ষের যে সে
 টেলিগ্রাম প্রেরিত হইলে দলদী কথার
 এক টাকা দিতে হইবে। অষ্টোবর অবধি
 নিয়ম হইয়াছে এবং এতক
 য়াছে।

ভারতবর্ষীয়
 দিগের অনেক
 আড় ডাক বসি
 জলদাতা হই

শ করেন।
তহে। কিন্তু
কলিকাতা
ক মধ্যবর্তী
প্রতি মাটল
রা বর্ধমানের
হৃতীয় জেণির
বয়া থাকেন।
ইহাঙ্গই অধি
তাঁহাদিগের
রা অক্ষরব্য।

মরণ আছে, মূলমিণের রেক
রিটন সাহেব গবর্নমেন্টের নিকটে কিছু
টাকা পাইবার মিলিত আদালত বন্ধ
বলিয়াছিলেন, বহু দিন টাকা না পাইবেন
ন কাজ করিবেন না। তিনি আরও প্রধান
র কর্নেল ফিচার সহিত অকারণ বিবাদ
ছিলেন। এই বিষয় ভারতবর্ষীয় গবর্ন
গোচর হওয়াতে সর জেন লরেন্স বলি
বিচারপতি হইয়া এককায় ব্যবহার
হার পর নাই অন্যান্য। প্রধান কমিসন
মসয়ে গবর্নর জেনরল বলিয়াছেন, করিটন
তাঁহাকে রুখা অপমান করিয়াছেন
কারী কর্মচারীদিগের সম্মানরক্ষা করা
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।
চারপতি এইপ্রকার অন্যান্য ব্যবহার করি
তাঁহাকে সমুচিত দণ্ড দেওয়া হইবে।
লিশমান ত্রিহৃত হইতে সংবাদ পাইয়া-
নীলকরদিগের সহিত কৃষকদিগের পুনর্স্বা
হইবার উপক্রম হইতেছে। নীলকরেরা
করিয়াছেন বটে। কিন্তু তাহাও পর্যাপ্ত
লিয়া কৃষকগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছে। নীল
মেনেজারদিগের কার্যের প্রতি দৃষ্টি না
ল বিবাদ সঙ্গী হইবে।

সোমবার গবর্নর জেনরল কতকগুলি এড
লোককে সমাদরপূর্ণ গ্রহণ করিয়া
উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে কতকগুলি
আসিয়াছিলেন। নেপালের দূত ও তদ-
আকিসবগণ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই
নীল আকিসরদিগের বস্ত্র ও সা-রিক ভাব
আলাদিত হইয়াছিল। দূত সর জেন
সর নিকটে বিদায় লইয় উপাচোকন প্রদা
লাভ েরেব সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
স্বদেশে গমন করিবেন।

কৃষকসমাজের গত অধিবেশনদিবসে
বাবু হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর নিমিত্ত
সুচক একটি মস্তব্য লিপিকা করিয়াছেন।

২৫ এ পৌষ বৃহস্পতিবার
খণ্ড আমেরিকান বনিক জর্জ পির্বাডি
দ্বিষ্টদিগের বাসাবার্থ আর
পদান করিয়াছেন। পির্বাডি
প্রতিবৎসর
আমেরিকায়
কেবল লণ্ডনের
শুধু ৩৫ লক্ষ
ল ব্যক্তি আর
শেষজি জিজ

তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিক দান করিতেছেন।
পর্ষমানের রাজার উদ্যানে সর্বোৎকৃষ্ট পশু
৩ পক্ষী সংগৃহীত ছিল। কিন্তু আনরা স্থাখিত
ইলাম গত দুই বৎসরের মধ্যে কতকগুলি উত্তম
প্রাণভাগ করিয়াছে। চার্লি সিংহ ও
তিনটি বৃহৎবায়ু এবং কতকগুলি উত্তম ও
স্থপাণ্য পক্ষী নষ্ট হইয়াছে। রাজা এ পর্যন্ত
ইহাদিগের পবিবর্তে সুতন অল্প আনয়ন করেন
নাই। রাজার উদ্যানে বঙ্গদেশের একটি মনোহর
স্থান; তাহার সৌন্দর্য্য কমিলে অতিশয় দুঃখের
হইবে। রাজা সুতন অল্প পাইলে ক্রয় করিবার
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কেবল ইচ্ছা
কি হইবে? যত করিয়া আনয়ন করিতে হইবে।
রাজার বাগীতে কতকগুলি অতিশয় আশ্চর্য্য
ও নানা বর্ণের উত্তম মারবল চীপ হইতে আসি
য়াছে।

২৬ এ পৌষ শুক্রবার।
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট লেপ্টনান্ট গবর্নর
দিগের মায় প্রধান কমিসনরদিগকেও অতি
বৃত্ত কর্মচারী ও পেয়াদাশ্রুতিকে পেন্সন
দিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। তাঁহারা কেবল দুই
মাসান্তে পেন্সন ভোগীদিগের এক এক তালিকা
প্রেরণ করিবেন। প্রত্যেক বিষয়ে ভারতবর্ষীয়
গবর্নমেন্টের মত লইতে বিলম্ব হওয়াতে এই
আজ্ঞা হইয়াছে।

সোমবার বাবু হরচন্দ্রঘোষের স্মরণার্থ টউন
হালে এক সভা হয়। বিচারপতি নর্মান সভা
পতির আসনগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় চট
শত ইউরোপীয় ও এতদেশীয় তত্ত্বলোক উপ
স্থিত ছিলেন। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ইডেন
ফগান, গডন, সিটনকার প্রভৃতি সাহেবেরা
ছিলেন। সাধারণ চীপাদারা হরচন্দ্রঘোষে-
একটি সম্পূর্ণ চিত্রিত প্রতিমূর্তি করা সকলে
মত হইয়াছে। উদ্য হইলে সেই টাকা প্রদেশী
দাতব্য সভার হস্তে দেওয়া হইবে। হরচন্দ্রঘোষ
স্মরণার্থ স্মরণেব পত্র ছিলেন। তিনি বড়সমাজে
মিলিত হইতেন না। তাহাপি সর্কসাধারণে
তাঁহার তত্ত্বতা ও দক্ষতা জানিয়া মৃত্যুর পর
এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

পাটনায় দিন দিন খাদ্যদ্রব্যসকল অতিশয়
চর্শ্ব লা হইতেছে।
মাস্ত্রাজেব বাতুলানয়েব বাতুলদিগনে
বৎসরের সুতন দিবসে জোজ দেওয়া হইয়া
ছিল।

২৭ পৌষ শনিবার।
মিরজাজিনামক যে ব্যক্তি কাপ্তেন ডগল
সকে বিদ্রোহকালে বধ করিয়াছিল বলিয়া
কাশীকার্ঠে প্রাণভাগ করিয়াছে, তাহার মৃত্যুর
সময়ে এক জন ইউরোপীয় তত্ত্বলোকে মুক্তা
গিয়াছিলেন। ইহাতে মফসলাইট ক্রোধামিত
হইয়া বলিয়াছেন, এসকল লোকের দাশী
সেখিত বাওয়া অতিশয় অন্যান্য। অবশ্য
এক জন ভারতবর্ষীয়ের মৃত্যুদর্শনে স্থাখিত
হওয়া ইউরোপীয়ের পক্ষে অতিশয় নিন্দার
বিষয়। ভারতবর্ষে আসিতে হইলে আর দূরার
প্রয়োজন কি আছে?

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০ এ ডিসেম্বর। তুরস্ক ও গ্রীসের
বিবাদভঙ্গনার্থ ২২১ জাহুয়ারি পারি
সভা হইবে। খেসেলিতে আর ৫০,০০০
সৈন্য রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

কিউবা দ্বীপে অনেক সাহায্যকারী সৈন্য
সৈন্য প্রেরিত হইতেছে।

৩১ এ ডিসেম্বর। তুরস্ক ও গ্রীসের
ভঙ্গন হইবার সম্ভাবনা হইতেছে।

ক্রিটের বিদ্রোহীরা ইনসিস বাস্পীয়
অর্পণ করিয়াছে। তাহারা ইহাকে জলময়
নাই; কেবল সাইরাতে আটক করিয়া
যাছিল।

১লা জানুয়ারি ১৮৬৯। গবর্নমেন্ট
সরিক রাজস্বের হিসাব প্রকাশ করিয়া
গতবর্ষে সর্বশুধু ৭১,৮৬০,০০০ টাকা
হইয়াছে। শুষ্ক, ষ্টাম্প ও ডাবঘরে
অপেক্ষা ৬৪,৪০,০০০ টাকা কম; কিন্তু
হইতে ৩ কোটি টাকা ও বাজে আদায়
৬৭,১১,৬১০ টাকা অধিক আয় হইয়াছে।

অধ্যমাত্রিড হইতে যে টেলগ্রাম
যাছে, তাহাতে জানা যাইতেছে, মালা
বিদ্রোহের সম্ভাবনা হওয়াতে সেনাপাত
লারোস তথায় সামরিক আইন প্রচা
ছেন। ৭৮০ অশ্রুধারী বিদ্রোহী গড়
অস্বয়ক্য করিতে প্রস্তুত হইতেছে।

২২ জানুয়ারি। স্পেন হইতে শেষ যে
গ্রাম আসিয়াছে তাহারা জানা যাইতেছে,
পতি কাথেলারোস মালাগার বিদ্রোহী
পরাজিত করিয়া পুনর্স্বা শান্তিস্থাপন
ছেন।

ওবারেণ্ড গারনী কোম্পানির নামে
হইবে।

কাপ্তেন লাবল মণ্ডিরার আপাত
রিচাড মেইনের প্রতিনিধি হইয়াছেন
ষ্ট্রাণ্ডিনেপোল হইতে গত কল্যের এক
গ্রামে জানা যাইতেছে, দুতসভায় প্রতি
প্রেরণমিত্ত গতকল্য মূলতানকে অ
হইয়াছে। লোকে বলিতেছেন, কুয়াদ
দূত হইয়া এই সভায় যাইবেন। দুত
প্রথম অধিবেশন কবে হইবে তাহা অ
বর হয় নাই।

গত কল্য সন্ধ্যাট নেপলিয়ন ট্রল
বাগীতে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। ব
কালে তিনি বলিয়াছেন, একগণ ইউ
রুগণ পরস্পরের সহিত সৌহার্দ
নিমিত্ত যে চেষ্টা পাইয়া থাকেন, তাহা অ
সুখকর। এই ইচ্ছা থাকিলে যাবতীয়
প্রেরণও সীমাবদ্ধ হইতে পারে। সন্ধ্যা
করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ অক্টর নায়
অধে শান্তি বজায় থাকিবে। সভা
পক্ষে শান্তি অতিশয় প্রেরণজনীয়।

৪ঠা জানুয়ারি। ৯ ই পারি
সভা হইবে স্থির হইয়াছে।

রাল ফ্রেগের্ডন ও ডিউক অব বকিংহাম
প্রতির দুঃস্বপ্নে একমত হইয়াছেন।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্টগবর্নরের
আদেশানুসারী

নিয়োগ।

এ ডিসেম্বর ১৮৬৮। যে দিবস জি.
কামিল সাহেব খ্যীয় কার্যে তার গ্রহণ
হইলেন, সেই দিন অবধি তিনি মেদনীপুরের
মিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হই

গেছেন এচ. ডবলিউ গার্লট্‌ আর, ই
নের এক জন মিউনিসিপাল কমিসর হই

তকীর উপবিভাগের অন্তর্গত ত্রীপু
সম্প্রতি যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত
হইল, নিম্নলিখিত তদ্র লোকেরা সেই চিকিৎ
সালয় চালাইবার নিমিত্ত সভাপতি হইবেন।

ক্রীষক বাবু যোগেশচন্দ্র ঘোষ।

- ১ গোপীনাথ কায়।
- ২ যোগেশচন্দ্র সরকার।
- ৩ উমাচরণ রায়।
- ৪ জগদীশচন্দ্র সরকার।

যতদিন এচ বালকোর সাহেব বিদায় লইয়া
উপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জি. এ. পিপর
ব চক্রবর্তী ও চট্টগ্রামের প্রতিনিধি অতি-
শ্রম হইবেন।

এ, মোল্লান সাহেব ফরিদপুরের সর রেজি
স্ট্র হইবেন।

যত দিন বাবু চন্দ্রকিশোর রায় বিদায় লইয়া
উপস্থিত থাকিবেন তত দিন বাবু বরদা প্রসন্ন
বি. এল চট্টগ্রামের অন্তর্গত কাঠহাটাবির
প্রতিনিধি মুসলফ হইবেন।

যত দিন মোল্লানী সমাউদ্দিন বিদায় লইয়া
উপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু জগদকু
মাপাধ্যায় বি. এল, খীরভূমের অন্তর্গত আম
সাব প্রতিনিধি মুসলফ হইবেন।

এ, ডবলিউ. মলোনি সাহেব রাজসাহী বিভা
প্রতিনিধি কমিসনর হইবেন।
বাবু গুরুপ্রসাদ সেন মালদহের দাতব্য
চিকিৎসালয়ের সভাপ অন্যতর সভাপ হইবেন।

৪ ঠা জামুয়ারি ১৮৬৯। নিম্নলিখিত তদ্র
কেরা যশোরের বিদ্যালিকা সভার
সভাপতি হইবেন।

এ, আনলি সাহেব।
বাবু নবীনচন্দ্র সেন বি এ।
২ দক্ষিণাপ্রসাদ বসু বি, এল।
টি, বি, লেন সাহেব রেবেনিউ শোডের
প্রতিনিধি সেক্রেটারী হইবেন।

আর, এল, মাজলস্ সাহেব রেবেনিউ
বোডের প্রতিনিধি কনিষ্ঠ সেক্রেটারি হইবেন।
কটকের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
ঈর বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রী
পাড়া উপবিভাগের তার পাইয়া কটকে ১৮৬৮
অক্টোবর ৯ আইনঅনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা
পাইবেন।

জে, এস, আবদুল ও সাহেব কটকের প্রতিনিধি
জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
হইবেন।

টি, এম, কার্কেউডসাহেব দ্বিতীয় শ্রেণির
প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
হইবেন। তিনি আরও কটকের কমিসন-
রের বিশেষ সহকারী হইবেন।

যে দিবস ডবলিউ, ডবলিউ, হুটাব সাহেব
ইউরোপ হইতে বিদায়ান্তে তারতর্ঘ্যে প্রত্য
গমন করিয়াছেন, সেই দিবসাবধি তিনি বীরভূ
মির সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।
কিন্তু আপাততঃ স্টাম্প ও স্টেশনরির প্রতি
নিধি সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন।

চতুর্থ চক্রবর্তীর বেবিপিউ সরবেয়র লেপ্ট
নেন্ট ডবলিউ, জে. টি ওয়াটি ১৮৩৩ অক্টোবর
৯ আইনঅনুসারে ২৪ পরগনার ডেপুটি কালেক্টর
হইবেন।

৫ ই জামুয়ারি। এ, আর, টমসন সাহেব
বাংলাধানী বিভাগের প্রতিনিধি কমিসনর
হইবেন।

যত দিন এক, আর, কফেল সাহেব সরকারী
কার্যোপলক্ষে অন্যদেশস্থ থাকিবেন, ততদিন
এচ. বেল সাহেব প্রতিনিধি লিগাল রিসেপ্ট
সব হইবেন।

জে, মনো সাহেব ননীয়াতে প্রথম শ্রেণির
প্রতিনিধি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

যত দিন বাবু পঞ্চনন বন্দ্যোপাধ্যায় বিদায়
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন বাবু
শ্যামধন মুখোপাধ্যায় জগলী জীবামপুর ও
হুঁহুড়ার শিবিরের ডোই আদালতের প্রতিনিধি
জম্ম হইবেন।

পবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট
৩ এ ডিসেম্বর ১৮৬৮। চক্রবর্তী শ্রেণির

একজাকউটিব ইঞ্জিনিয়ার হুটি, এ,
ফেলি সাহেব ১৮৬৮ অক্টোবর ১০ ই ডি
বিকালে ত্রিহৃত বিভাগের তার গ্রহণ ক
হেন।

যতদিন এক, এম, এবারেল সাহেব বি
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত
দ্বিতীয় শ্রেণির একসিকিউটিব ইঞ্জি
জি, ডবলিউ, বিবিয়ান সাহেব (যিনি স
ইউরোপ হইতে পীড়া নিবন্ধন বিদায়
প্রত্যাগমন করিয়াছেন) জগলী নদী বিভাগ
প্রতিনিধি একসিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার হইবেন।

৪ ঠা জামুয়ারি ১৮৬৯। দ্বিতীয় শ্রেণির
সহকারী ইঞ্জিনিয়ার বাবু মহেশচন্দ্র বসু
দিনের অন্য সেলাই ইনবেন্ডিগেশান
বিভাগে বিভাগে বদলী হইবেন।

কাকিনিয়া হইতে এক জন লি

ছেন:—

১। রঙ্গপুরের মেলা ১লা জামুয়ারি
আরম্ভ হইয়াছে। এই মেলায় বিস্তর
অর্থ, গো, মাটি, ঠুঁটপ্রভৃতি বিক্রয়
হইয়াছে। মেল সপ্তাহ কাল থাকিবে।
কার্য শেষ হইলে, তদ্বিবরণ মহাশয়ের
বর্গকে জানাইতে ইচ্ছা বহিল।

২। এখানকার দ্বিতীয় ডুমাদিকার
কৈলাসচন্দ্র বায় চৌধুরী গত ৫ ই
প্রত্যুষসময়ে প্রান্তাগ করিয়াছেন।
বাবু অন্নব্রসেই বেক্রম সন্দানের আধার
উঠিয়াছিলেন, ইন কিছুদিন জীবিত প
কাকিনীয়া ও রঙ্গপুরবাসী জনগণের
উন্নতিসম্ভাবনা ছিল। নিদারুণ কাল
একালেই গ্রাস করিয়া আমাদের সে
উন্মূলিত করিল।

৩। কয়েক দিন হইল, রাজসাহী বি
পাঠশালাসমূহের ইনস্পেক্টর বাবু কা
মুখোপাধ্যায় ও কাকিনীয়ার বর্তমান
বাবু মহিমারজন রায় চৌধুরী অত্র
ও বালিকা স্কুলে উপস্থিত হইয়া পরী
করিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছেন। মহি
রায় চৌধুরী ইতিমধ্যেই দুই দিবস
লয়ে উপস্থিত হইয়া ছাত্রীগণে
কিছু কিছু পুরস্কারবিতরণ করি
দারদিগের এরূপ বিদায়ভাগ স
নের বিষয় সন্দেহ নাই।

১। রঙ্গপুর স্কুলের দিন দিন উন্নতি লাভ করছে। গত বৎসর এই স্কুল হইতে তিন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছে, এবং রঙ্গপুর স্কুল হইতে পাঁচ জন ছাত্র পরীক্ষার্থী হইয়া কৃষ্ণনগর কলেজে গমন করিয়াছেন। রঙ্গপুর স্কুল প্রধান কর্মীদিগের যত্ন ছিল, তখন দিন দিন অবনতিই দৃষ্টি হইত, এক্ষণে গবর্নমেন্টের তত্ত্বাবধানে প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের যত্নে সমদিক উন্নতিলাভ করিতেছে।

২। এই গ্রাম মধ্যে একটি শূকরের কারখানা কয়েকটি পচাপুকুরিণী থাকিতে গ্রামের কল্যাণে অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। সর্বদা ঐ শূকরগুলির বাষ্পরাশি ও শূকরমল মূত্রের স্পর্শে গ্রামস্থ সমুদায় লোকের অসুখ হইয়া থাকে। আমরা কালিকানীয়ার ডুমুরী মহাশয়ের নিকটে সাহায্যে প্রার্থনা করি যে সমস্ত ঐ সকল অসুখবিধা দূর করিয়া গ্রামবাসীদিগকে স্বাস্থ্যস্থখে সুখী করুন।

—:—:

আমাদিগের হোরহাটিস্থ সংবাদ-
লিখিয়াছেন:—

গত বৎসরাদিক কাল অতীত হইল, কতিপয় হৈতুধী ব্যক্তির যত্নাভিলাষে কোচাদিয়ায় শুল্ককরীনাথী একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। নিরাজ্ঞয় দরিদ্রদিগের জীবিকা, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য এবং প্রয়োজনানুসারে পথ, ঘাট, পুকুর প্রভৃতির সংস্কার ও পরিষ্কার করা শুল্ককরীনাথী উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, সভাপতি হইয়া তদনুসরণে কার্যসাধন করিতে গেলেন ইচ্ছা হইয়া দেশের সমদিক মঙ্গল হইবার জন্য। উক্ত গ্রামনিবাসী বাবু হারকানাথ এই সভা স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী হইয়া গেলেন। ইহার বার্ষিক অধিবেশন প্রতি বৎসরকারে হইয়া গিয়াছে। শুল্ককরীনাথী ও অন্যান্য নিম্নমাদিসম্বন্ধে আগাধারিতরূপে লিখিতে আমাদিগের নারহিল।

২। মহাশয়! আমরা পি, সি, এস প্রণীত স্কুলের বাবুলা এন্ট্রেন্স কোমের উন্নতি আশায় অর্থপুস্তক পাঠ প্রীতিলাভ করিলাম। অন্যান্য মত ইহা আংশিক কলোপনায়ক পাত, পাত, তদ্বিত, বৎ বাচ্য,

সমাস, বিশেষ্য, বিশেষণ, লিঙ্গভেদ, শব্দার্থ সমস্ত কঠিন বাক্যের ব্যাখ্যা, সংস্কৃত বচন, ইত্যাদি ভূগোলাদি হইতে নানা প্রমাণ ও ছন্দ, প্রভৃতির লক্ষণ বিশদরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কঠিন কঠিন অংশ ৩ বাক্য সমূহের অর্থ করিবার কালে প্রথমে তাহাদের সাধারণ অর্থ এবং তৎপরে তৎসম্বন্ধে কি অর্থ ও তাব প্রকাশিত হইতেছে, প্রণেতা তৎসমুদায় বুঝাইয়া দিতে বিলক্ষণ প্রয়াস পাইয়াছেন, তদ্বিষয়ে কৃত কার্যও হইয়াছেন, বলিতে হইবে।

আমরা অনেক টীকাকারকে দেখিতে পাই, তাঁহারা কেবল পুস্তকস্থিত বাঙ্গলার মাত্র অর্থ পাত্রে ও সমাস বাহাতে বাঙ্গলগণের কঠিন হয় তাহারই চেষ্টা করেন; বিদ্যালয়িকার প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি বড় একটা লক্ষ্য রাখেন না; সুতরাং তাঁহাদের অবলম্বিত উচ্চবিদ্য উপায় দ্বারা যে ছাত্রদিগের প্রকৃত প্রস্তুতাবে কিছুই উপকার হয় না তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আমরা যে অর্থপুস্তকের বিষয় বলিতেছি, তাহা সে অভিশ্রমে লিখিত হয় নাই। এখানি প্রণেতাব পরিভ্রমশীলতা ও অসুস্থচিত্তসার বিলক্ষণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে বাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের উত্তমরূপ শিক্ষা ও অজ্ঞানসে জ্ঞান লাভ হয়, গ্রন্থকার তদ্বিষয়িণী চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। এই অর্থপুস্তক ঢাকা স্কুলসম্বন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে।

ইতিপূর্বে আমরা কোচাদিয়া পোষ্ট আফিসে ডিপুটি পোষ্ট মাস্টার বাবু লালমোহন বটব্যাল মহাশয়ের অমূল্যতা ও কাব্যনিপুণতার বিষয় সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম। শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম, কর্তৃপক্ষ তাঁহাব বেতন ১০ টাকা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। গুণে পুণ্ডরিক না হইলে কি হয়?

গত সপ্তাহে অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। এ বাবু এই বিদ্যালয় হইতে দুই জন ছাত্র ছাত্রী বৃত্তির পরীক্ষা প্রদান করিয়াছেন অগদীধর করুন ইহারা উত্তরেই কৃতকার্য হউন।

—:—:

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেন।

১। আফ্রাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এখানকার ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুরসাদাবাদ নিবাসিনী দেসভিটেশিনী

শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী এক কালীন ৫০ টা টাকা বর্ষমানাধিপতি ২৫ টাকা দান করিয়াছেন। মহারাজ বাহাদুর এখানকার চিকিৎসালয়ের নিমিত্তও এক কালীন ৫০ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহা দ্বয়ের এই নিমিত্ত আমরা চিরদিন বাধ্য রহিলাম।

২। কিশোরিন হইল, মেদিনীপুরের ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত বেনল্ডস সাহেব মহাশয় লোকের অবস্থা দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন অনেক প্রজা তাঁহার পদাবনত হইয়া এতদ্বয়ের বিষয়ে কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া বস্ত করিতে প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু এখনও ত কিছুই শুনিতে পাইলাম না। কিশোরিন সাহেব মহাশয় প্রজাদিগের দৈবহিত জনিত বিপুল ক্ষতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সদয় হইবেন।

৩। কালেক্টর মহাশয় এখানকার ইংরাজী বিদ্যালয়ে কতিপয় শ্রেণীর পরীক্ষা গ্রহণ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন।

৪। এ বৎসর এখানকার বঙ্গ বিদ্যালয় একটি ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু বৃত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। ইংরাজী বিদ্যালয়ের দিকে বোধ হয় শ্রমের দৃষ্টি হইয়াছে। উপযুক্ত পরি তিন বৎসরই বালক প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

৫। এ প্রদেশে চাউল ও তৈল উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। পরে দাড়াইয়া বলা যায় না।

—:—:

আমাদিগের কালনাথ সংবাদ-
লিখিয়াছেন:—

বিশেষ আনন্দের বিষয় যে, এখানকার সমাজটি ক্রমেই উন্নত হইতেছে; যখন বৎসর ইহার বয়ঃক্রম হইতে চলিল, তখন আইহার পতন হইবার সম্ভাবনা দেখি না। এ একটি উপাসনাত্মক শ্রম করিবার উদ্যোগ হইতেছে। বর্ষমানাধিপতিব নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায় তিনি ২৫ টাকা দান করিয়া অন্যান্য সদস্যর ব্যক্তিগণও বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। বাহারা দানে অঙ্গীকৃত হইয়াছেন তাঁহারা মুদ্রা প্রদান করিয়া এই কার্য সম্পন্ন করুন। শুনিতেছি, কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয় নিকট সাহায্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তিনি এ বিষয়ে যুক্তহস্ত, সুতরাং সন্তোষ পূর্ণ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

এখানকার জীবদ্বারার মাঠের সীকোর
 বাহা পূর্বে সোমপ্রকাশে লেখা হইয়াছিল,
 মত হইলান বেঙ্গল গবর্নমেন্ট হইতে বর্জ
 মর একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের নিকট
 মন্য পত্র আসিয়াছে। এই বারে সাকোণী
 ত হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

এখানকার বন জঙ্গল ও পুষ্করিণীপ্রভৃতি
 ক্ষার থাকতেই বোধ হয় এবার পীড়ার
 ণ প্রাচুর্য দেখা যাইতেছে না। যদিও
 উঠা ও বসন্ত রোগে কেহ কেহ আক্রান্ত
 তছেন, কিন্তু কাহারই জীবন বিঘ্ন হই
 না। ইহার এ দেশের প্রতি এইরূপ প্রসন্ন
 কন ইহা আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

পুলিষ ইনস্পেক্টর বাবু রামরঞ্জে ঘোষ
 য়ের মুখে শুনা গেল এবার একফলে
 ক মাত্র শস্য আনিয়াছে। অনেক কৃষকও
 ব্যস্ত করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে এ দেশ
 ত যাহাতে রঙানি না হয়, তাহা করাই
 য। চাউলের দর এমন সময়ে খরুপ থাকে,
 ার তাহা অপেক্ষা বেশি। ক্রমে আ ও বৃদ্ধ
 তছে। এখন ভাল চাউল ২৥০ আনা
 চাউল ২.৫২০ রকমে পাওয়া যায় না।

য়ে ৮ দিন হইল এখানকার মিশনরি স্কুলের
 কগণের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। অবধারিত
 স রেবরেণ্ড মেগডলেন সাহেব উপস্থিত
 ত না পারায় ডেপুটী মাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত
 কানাথ দে বাহাদুর বালকগণের পরীক্ষা
 ০ দিন সে দিন পুরস্কারবিতরণ হইল না।
 গন হৃৎশূন্য হইয়া প্রতিগমন করেন। পত্র
 সাহেব আসিয়া বালকগণকে পুরস্কার
 ডেপুটী বাবু একটা নোডেল দিয়াছেন।

আমরা ডেপুটী বাবুর কার্যপ্রণালী দর্শন
 াঁহার বিষয়ে কিছু না লিখিয়া কোন
 ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। দেখা যাই
 ত যে, এই বিচারপতি মহাশয়ের সকল বিষ
 বিশেষ দৃষ্টি আছে। গ্রামে বন জঙ্গল না
 ত, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। রাস্তা
 তিতেও বেশ যত্ন আছে। প্রজাগণের সুখ
 মর জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইনি
 বিবেচনাপূর্বক লাইসেন্স টাক্স ধার্য
 রাছেন, যে তাহাতে একটীও আপিল হয়

অথচ কয়ের সূচনতা হয় নাই। বর্জমানের
 ষ্ট্রেট হেরিশন সাহেব তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা
 ইহাকে পত্র লিখিয়াছেন যে, ইহার কার্য
 লী নিতান্ত শ্রীতিকর। নিকটস্থ কোন গ্রামে
 ার সম্বন্ধ শুনিলে ইনি তথায় যাইয়া সহ

পায় করিয়া থাকেন। গ্রামের অবস্থা, স্থানের
 আস্থা ও প্রজার অবস্থাদি দর্শন করা বিচার
 পতিদিগের যেমন কর্তব্য তাহা ইনি করিয়া
 থাকেন। ইহার শাসনপ্রণালী প্রশংসনীয়।
 এরূপ বিচারপতি এখানে দীর্ঘকাল অবস্থান
 করেন, ইহা প্রায় সকল লোকেই প্রার্থনা করিয়া
 থাকেন।

**আমাদিগের আহুলিয়াহ সংবাদ-
 দাতা লিখিয়াছেন:—**

১। মহাশয়। সম্প্রতি রাণাঘাটের ডিপুটী
 মাজিস্ট্রেট মহাশয়ের নিকট একটা চমৎকার
 মকদ্দমার বিচার হইয়া গিয়াছে। বিবরণ এই
 কয়েক দিন অতীত হইল, রাণাঘাটের ডাকঘরে
 পশ্চিম প্রদেশ হইতে একটা বালি আসে, যখন
 ডাকঘর বাবু ঐ বিষয়সম্বন্ধে লেখা পড়া করেন
 তৎকালে তত্রত্য আবগারির দারগা মহাশয়
 ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। পোষ্ট মাস্টার বাবু
 পুলিন্দাটী ভারি ও নরম দেখিয়া সহসা আশ্চ
 র্যান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের দ্বারা
 জানিতে পারিলেন যে, উহাতে আফিন রহি
 য়াছে। আফিন এরূপ করিয়া ডাকে আসা
 নিতান্ত রাজনিয়মবিরুদ্ধ জানিয়া ইতস্তত
 বিবেচনা করিতেছেন, এমনত সময় আবগারির
 দারগা মহাশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ঐ মাল
 গেরেস্তার করিলেন। ডাকঘর হইতে দাবগা
 বাবুকে একটা মাল না দিয়া যাহাব নামে ঐ
 দ্রব্য আসিয়াছিল, মুন্সি বাবু তাহার আলয়ে
 পত্রবাহকের দ্বারা পাঠাইয়া দেন, দারগা
 মহাশয়ও উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন।
 শুনিলাম নামাঙ্কিত ব্যক্তি (বোধ হয় পূর্বে
 জানিতে পারিয়া) ঐ মাল ও পত্রপ্রদানে অস
 দ্যতি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু দারগা মহাশয়
 ঐ ব্যক্তিকে দ্রব্যসমেত কৌজদারিতে অর্পণ
 করেন। ডিপুটী বাবু বাহার নিকট হইতে এই
 বালি আসিয়াছিল, তাহাকে এখানে আনা হইয়া
 মকদ্দমার এই বিচার করিলেন যে, যে ব্যক্তি
 কর্তৃক ইহা প্রেরিত হইয়াছে তাহার ২৫০ এবং
 বাহার নামে আসিয়াছে তাহার ২৫০ সর্বসমেত
 ৫০০ টাকা উভয় পক্ষে আদিমান হইল, এবং
 ঐ টাকা আবগারির দারগা এবং হরকাকে
 পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হইল, এ মকদ্দমার কি
 রূপ বিচার হইয়াছে পাঠকগণ সহজে অনুভব
 করিতে পারেন। আমাদিগের মতে ঐ জরি
 মানার কিয়দংশ তত্রত্য সুযোগ্য কার্যদক্ষ
 ডাকঘর শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে

দেওয়া উচিত ছিল, কারণ তিনিই ইহার
 অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এই মকদ্দমার
 হয় আপিল হইবে, বিচারে যে হয় বি
 জয়ী করিব না।

২। রাণাঘাটের মিউনিসিপালিটির
 একনে কিছুই হইতেছে না। ন্যায় র
 গুলি অন্যান্যি পাকা হইল না। আমরা এ
 নিমিত্ত তত্রত্য সুযোগ্য ডিপুটী মাজিস্ট্রে
 রামশঙ্কর সেন মহাশয়কে অনুরোধ করি
 তিনি যেন ইহাতে উদাসীন না হইয়া য
 কার্যগুলি সুন্দররূপে ৩ সপ্তাহে সম্প
 তদ্বিষয়ে যত্নবান হন। ইহার নিমিত্ত আম
 আমাদিগের লেখনীধারণ করিতে না হয়

৩। ইতিপূর্বে আহুলিয়া গ্রামের
 পরিকারের নিমিত্ত অত্রত্য হিতৈষিনী
 হইতে যে রিপোর্ট রাণাঘাটের ডিঃ মাজি
 বাবুর সমীপে পাঠান হইয়াছিল এতদ্বিবস
 তাহার হুকুম আসিয়াছে। ডিপুটী বাবু
 দ্বারা গ্রামে নোটিশ জারি করিয়া ১ সপ
 মধ্যে সমুদয় জঙ্গল পরিকার করিয়া দিয়া
 আমরা এবিষয়ের নিমিত্ত উল্লিখিত হি
 মহোদয়ের নিকট একান্ত অনুরোধ হইল

শুনিলাম আশ্চর্যান্বিত হইলাম, যে গা
 একটি পতিবহীনা নীচজাতীয় রমণী তা
 টের এক স্বর্ণকাণের আপনে এক এক খানি
 সর্বাভরণ বিক্রয় করিতে গিয়া দর পাড়া
 এই রমণী পুণে ঐ নগরের কোন এক জ
 িবদ গৃহস্থের আলয়ে কন্ড করিত; তখা
 এই দ্রব্য গুলি আদ্যসাৎ করিয়া বিক্রয় ব
 উদ্যত হইয়াছিল। শুনিলাম ঐ স্বর্ণ
 দ্বারা ঐ আভরণগুলি নিশ্চিত হয়। মে
 চিনিতে পারিয়া গ হুশ্চরিত্রা কামিনীকে
 সমর্পণ করিয়াছে। পুলিষ ইহার তনন্তে
 রূপ নিযুক্ত হইয়াছেন।

৫। এপ্রদেশে ওলাউঠা একপ্রকার
 রন হইয়াছে। পূর্বাশ্রম রোগীর সংখ্যা
 কল্প; কেবল স্থানান্তরে ২।৪ টীর স
 পাওয়া যাইতেছে। যথা হটক এই অ
 প্রজানাশক পীড়া নিঃশেষিত হইলেই ম
 বিষয় হয়।

৬। আহুলিয়াহিতৈষিনী সত্তার, যত
 প্রতি সম্পাদকের বিনীতভাবে নিবেদ
 যে, তাঁহাৎ ন শ দাতব্য টাকা দ্বারায়
 ইয়া সত্তার উৎসাহ বর্জন করেন
 একটা বিশেষ হিতকর বিষয়ের নিমিত্ত
 একান্ত আবশ্যিক হইয়াছে। উপসং

বালাকপুর ও তরিকটস্থ গ্রামসমূহের হোদরাদিগকে জানাইতেছি যে সংগ্রহিত বাবু কামাখ্যাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বালাকপুরে ব. এজেন্ট পদে নিযুক্ত করা হইল। ইনি তরিকট রেলওয়ে স্টেশনের হেড ক্লার্ক পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অতএব আমরা আমাদের সস্তার আন্তরিক প্রদানে প্রদান করিয়াছেন তাঁহারা অল্পমূল্যে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে উক্ত বাবুর হস্তে টাকা দিয়া অল্পমূল্যে ক্রয় করিবেন।

—:—
প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অগ্রহায়ণ জোড়াসাঁকোস্থ বঙ্গবিদ্যালয় চতুর্থ সাংবৎসরিক পরিভৌমিক বিতরণ সমাহিত হইয়া গিয়াছে। বিদ্যালয়টি সামান্য পাঠ শালার ন্যায় সম্পাদক মহাশয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসীতে কুবনমোহন তেওয়ারি মহাশয় কর্তৃক স্থাপিত হয়। তেওয়ারি মহাশয় বহুবার ও এক বৎসর কালের মধ্যে উহার উন্নতি করেন। তৎপরে প্রাত্যহিক ক্রম তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত সত্যপদ চন্দ্র ও মল্লিক উভয়ে অধ্যক্ষ ও সম্পাদকের ভার গ্রহণ হইয়া সাতিশয় উৎসাহসহ-

দ্বিতীয় বৎসরে পাঠশালাটির আরো উন্নতি করেন। তৎপরে কোন কারণে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যত্ন পদ ত্যাগ করিয়া জোড়াসাঁকো নিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দরাম শ্রীযুক্ত মনিমোহন মুখোপাধ্যায় ও গোষ্ঠবিহারী মল্লিক অধ্যক্ষ, সম্পাদক ও স্ত্রী সম্পাদকের কার্য গ্রহণ করিয়া এ প্রকারে উহার কার্যসমাপনা করিয়া গেলেন। উহার পাঠশালাটির অনেক অভাব দূর করিয়াছেন এবং বিদ্যালয় কলাইবার প্রণালীসকল একরূপ সুন্দর প্রবর্তিত করিয়াছেন যে, এক্ষণে পাঠশালা একটি বিদ্যালয় বলিয়া গণনা করিলে হয় না। এস্থানের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ পূর্বে উক্ত বিদ্যালয় অভাবে বিস্তর শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া বালকদিগকে শিক্ষা প্রদান করাইতে, তাঁহারা এই ক্ষণে বিদ্যালয়টিকে সন্নিকটে পাঠশালা আপন সন্তানদিগকে এই খানেই পাঠাইয়া

পাঠান। এখানে অল্পমূল্যে ১০ জন ছাত্র; অধিকাংশই ভদ্রবংশীয়। প্রত্যেক বালককে অবস্থান্তরে ১০ ও ১০ আনা করিয়া বেতন দিতে হয় এবং কয়েকটি স্থায়ী বালক বিনা বেতনেও পাঠ করিয়া থাকে। এই জন শিক্ষকের মধ্যে এক জন পণ্ডিত অর্থাৎ সংস্কৃতজ্ঞ অপরটি নর্মাল স্কুলের ছাত্র। বিদ্যালয়টি পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত, প্রথম শ্রেণির বালকদিগের ইতিহাস ও অক্ষবিদ্যাতে ব্যুৎপত্তি হইয়াছে এবং অধ্যক্ষ মহাশয় ও শিক্ষকদিগকে যেরূপ যত্নবান দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, আগামী বৎসরে প্রথম শ্রেণির ছাত্রেরা বঙ্গলা ছাত্র বৃত্তির পরীক্ষাদানে সমর্থ হইবে। সম্পাদক মহাশয়ের সর্বদা শারীরিক অসুস্থতাহেতু কার্যব্যঘাত হইবার আশঙ্কায় গত আশ্বিন মাসাবধি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মল্লিককে দ্বিতীয় সহকারী সম্পাদকপদে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং তিনি বিশেষ যত্নের সহিত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন, পারিভৌমিক বিতরণ উপলক্ষে নিকটস্থ অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীযুক্ত বনমালী সেন মহাশয় সস্তাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বহু বালকদিগকে পারিভৌমিক বিতরণ করেন।

১২৭৫ }
২২ পৌষ } শ্রী:—

—:—

মহাশয়! কতকগুলি সঙ্কল্প বক্তির প্রভুত্ব যত্নে যে বঙ্গভাষার একরূপ জীবিত হইয়াছে বোধ হয় তাহা কাহরই অবিদিত নাই। ঐ সন্যাসের নানা ভাষার গ্রন্থ অল্পবাদ এবং স্বীয় স্বীয় বুদ্ধির চালনাদ্বারা বহুতর পুস্তক মুদ্রণ প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয়দিগের এবং বঙ্গভাষার অনেক অভাব পরিপূরণ করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহারা যদি একরূপ শত্রু না করিতেন, বঙ্গভাষাকে কখনই ভাষামণ্ডল গণনা করা যাইত না। ইহাদেয় মধ্যে কেহ কেহ একরূপ কতগুলি পুস্তকপ্রচারে নিযুক্ত হইয়াছেন বাহা সম্পন্ন হওয়া বহুকালসাপেক্ষ; কিন্তু "মুখ্য জীবন কণ্ঠহারী এবং স্বদেশের হিত যখন বর্তুঁকু পারা যায়, তাহাই সম্পন্ন করা ভাল" এই মহৎ বাক্যের বশবর্তী হইয়া, ইহারা আবল্যিত বিষয়ের যখন বর্তুঁকু পারিতেন, তাহাই জনসমাজে প্রচার করিতেছেন। ইহাতে ক্রমেই যে, সমাজের অনেক উপকার সাধিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ

কি? কত একটি বঙ্গভাষার ইহাদের বিলক্ষণ বখানতা দৃষ্ট হয়। ইহারা প্রথমতঃ এক গ্রন্থের কয়েক ছেদ প্রচার করেন। পর আর কয়েক অধ্যায় মুদ্রণ প্রচারসময়ে প্রথমবারের কয়েকটি ছেদ তাহার সংকল্প করিয়া দেন। ইহাতে হইলি বিষয়ে আমরা অসুখিত হইতে হয়। ইহারা প্রথমে প্রচেষ্টা করেন, পরধারে মুদ্রণ কয়েক অধ্যায়। তাঁহাদিগের প্রথম বারের পুস্তক পুনর্বার ক্রয় করিতে হয়; কিন্তু উহা সপক্ষে সুখকর নহে। কারণ অনেকেরই সক্তি নাই যে, তাঁহারা একরূপ পুস্তক বার ক্রয় করিতে পারেন।

এই প্রস্তাবের বখানতা প্রতিপাদ টেলিমেস এবং ছতোম পৈচার নক্সা হইতে পারে। ঐ গ্রন্থ রচয়িতারা পরে হই ভাগ কেন একত্র প্রচার করুন না; তাহাতে রই আপত্তি নাই; কিন্তু তাঁহারা প্রথম বার গুলি গ্রন্থের যে অংশ প্রকাশিত করেন পর প্রচারের সময়ে ততগুলি গ্রন্থের সেই পরিভাগ করিয়া প্রচারিত করিলেই হয়। এই বিষয়ে উক্ত মহাশয়রা দুঃখ করেন ইহাই আমাদের একান্ত অন্তিম

জোড়াসাঁকো } বঙ্গভদ
১০ ই পৌষ }
১২৭৫ } শ্রীহরকুমার সরকার

—:—

সম্পাদক মহাশয়! আমরা সামান্য সন্তান। আমরা অসহায় দরিদ্র ও নিবিদ্যালোক বিরহিত। আমরা হুঁতগ আমাদিগের রাজপ্রতিনিধির রাজত্বন গবর্ণমেন্টে হাউসের উত্তরাংশে ৭।৮ মাত্র অন্তরে অবস্থিত হইয়াও বোধ হয় কোন নৃশংস হস্তের অন্যায়চারী পূর্ণতম মান শাসনকারী অপেক্ষা ভয়ানক নিষ্ঠুর দিকারভুক্ত হইয়া অক্ষবিগড়ন করিয়া তিপাত করিতেছি। সম্পাদক মহাশয়, কি যে (কাল) কৃত্রিম লেখা পড়ার আমাদিগের রাজী বতিন পরিগ্রহসমিত স্তর প্রেরণ দণ্ডবিধান করিয়াছেন চক্রক ব্যাপার অহরহঃ আমাদিগের প্রবর্তিত হইতেছে।। আমরা সামান্য আমাদের অবস্থা মহাশয়ের দৃবদর্শী ন অলক্ষিত নহে। আজি আমাদের ধান্য হইয়া বাকী লুট কেসায় হইয়া গেছে।

পতি পরম্পরের ভাব ও ব্যবহারবিধিক
 নী শ্লোক পাঠ করিয়া যার পর নাই
 দিত হইলাম। শ্লোকগুলি স্ত্রী পুরুষের
 সম্বন্ধ, অকপট প্রণয় এবং আন্তরিক
 আত্মিক বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে। পূর্ক
 হিন্দু জাতির মধ্যে যে ঐরূপ বিশুদ্ধ
 প্রণয় ছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ
 আর আপনি উপসংহারকালে বলি-
 য়ে ইদানীন্তন কালে সুরাপান ও লাম্প
 দাঘের প্রাদুর্ভাব হওয়ার উৎপত্তি
 বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; ইহাও
 করি। কিন্তু মহাশয় কি বিবেচনা করেন
 খানে সুরাপান ও লাম্পট্যাঙ্গি ঘোষ নাই,
 স্ত্রী পুরুষের অকৃত্রিম প্রণয় ও সরলতা
 আছে? আর স্ত্রী পুরুষ উভয়ের
 চরিত্র হইলেই কি বিমল প্রণয় হয়?
 লি তাহা নহে। উভয়ের ধর্মধর্মভুক্তি
 ও স্বভাব ইত্যাদির সম্পূর্ণ না হইলে
 একতা না হইলে এবং পরম্পরের
 প্রথম হইতেই স্নেহ পরিবার
 জন্মাইলে কখনই স্বার্থ প্রণয় হয় না।
 গের সমালোচন বর্তমান অবস্থার সহিত
 অবস্থার তুলনা করিতে গেলে অনেক
 পরিবর্ত লক্ষিত হয়। পূর্বকালে স্ত্রী-
 পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন এবং
 গের অনেকাংশে স্বাধীনতা ছিল; বিশেষ
 তৎকালে বিবাহবিষয়ে পিতা মাতার
 আধিপত্য ছিল না। যেমন অশ্রুত পুরুষ
 পন মনোমত রূপগুণসম্পন্ন পাত্রী
 মান করিয়া মনোনীত করিতেন, সেইরূপ
 কামিনীগণও আপন ইচ্ছামত পতি
 করিতেন এবং পরম্পরের মন পর-
 ত্বহীন হইলে, পিতা মাতা বা আত্মীয়
 সাহায্যে পরিণয়কার্য সম্পন্ন হইত। পতি
 পন্যপ ও স্বামী ও সহধর্মিনী শব্দের
 তাহাদিগের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম
 হইত। এতলে উভয়ের প্রকৃত
 হইবে কেন? অধুনা উপরিউক্ত
 বিপরীত ভাব দেখা যাইতেছে।
 তির মধ্যে শিক্ষা প্রায়ই নাই, বিবাহের
 ত কথাই নাই। পিতা মাতার হস্তে কন্যা
 বিবাহ তার সম্পূর্ণ নিপত্তিত রহিয়াছে।
 এক অনীতিবর্ষীয় পাত্রের সহিত
 বালিকা কন্যার পরিণয়সম্বন্ধ স্থির
 হন এবং পাত্র সহশস্যবৃত্ত বলিয়া
 ক কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন। কেহবা

বয়ঃস্থা রূপগুণসম্পন্ন কন্যার সহিত একটী
 শিশুর বিবাহ দিয়া নিজ কুলের গৌরবস্থাপ
 করিতেছেন। কোন কোন বিদ্যাবান সচ্চরিত্র
 সুরূপসম্পন্ন যুবা সামাজিক রীত্যনুযোযে
 কুৎসিতা নিগুণা রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে
 বাধ্য হইতেছেন। হয় ত কোন বালক স্বয়ং
 করে বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছেন; বয়ঃক্রম পরিণত
 হইলে "মনের মত" স্ত্রী দেখিয়া বিবাহ করি-
 বেন করনা করিয়া রাখিয়াছেন। ও দিকোসংসা
 তাঁহার পিতা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন।
 বালক সম্পূর্ণ অসিদ্ধান্তেও পিতার অমুরোধ
 লক্ষন করিতে পারিলেন না, দেশের ব্যবহার-
 মূসারে এবং স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ ভাবী স্ত্রী
 বয়ঃক্রম আকৃতি এবং লেখা পড়াপ্রভৃতির
 বিষয় কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারি-
 লেন না। মনে ভাবিলেন, পিতা কখন মন্দ
 পাত্রীর সহিত বিবাহ দিবেন না। পরে শুভ
 মুষ্টিসময়ে যেমন ব্যাঘাতসহকারে প্রণয়িনীর
 পতি মুষ্টিপাত করিলেন, অমন এক কদাকার
 ভীষণ মুষ্টি তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল।
 পাত্রের হৃৎ কম্প হইতে লাগিল এবং বাসর
 গৃহকে সমালয় বিবেচনা হইতে লাগিল। সম্প্রা-
 দক মহাশয়। আমাদের হিন্দু জাতির মধ্যে
 এই রূপ বিবাহই বিস্তর হইতেছে, এমন কি,
 পুরা কালের ন্যায় আর একটী বিবাহ
 ক্রিয়াও সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না; স্ত্রীর
 এক্ষণে স্বার্থ দাম্পত্য প্রণয় অতি বিরল।
 এতদ্বারা আমার এরূপ বলা হইতেছে না যে,
 অধুনা হিন্দু জাতির মধ্যে স্ত্রী পুরুষের পবিত্র
 প্রণয় ও সরলতা নাই। ফলতঃ আমাদের
 বর্তমান বিবাহবিধি যে অনেক সচ্চরিত্র
 ব্যক্তিকে ও অনেক সুশীলা রমণীকে ইহকালের
 পথম সুখদায়ক দাম্পত্য প্রণয় হইতে বঞ্চিত
 করিতেছে এবং সমুদয় জীবন ক্লেশময় করি-
 তেছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| মেদিনীপুর | } | কস্যাচিং |
| ১৮ ই পৌষ | | পাঠকস্য |
| —:— | | |
| মূল্যপ্রাপ্তি। | | |
| শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ বড়ুয়া | | তেজপুর |
| ১৮৬৯ জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে জুন | | ৭ |
| " " মহেশ্বরনাথ বসু | | বড়ু |
| ১৮৬৯ জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ডিসেম্বর | | ১৩ |
| " " ব্রজনাথ রায় | | অক্ষয়পুর |
| ১৮৬৮ ডিসেম্বর হইতে ৬৯ মে | | ৭ |
| " " হরকৃষ্ণার সরকার | | রামপুরঝোলালিয়া |

১৮৬৯ জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ডিসেম্বর
 " " কৈলাসচন্দ্র রায় দেহুড়না
 " " শশীভূষণ গাঙ্গুলী হাটখোলা

**সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটা
 বিশেষ নিয়ম।**

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
 কলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।
 ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
 বাণ্যাসিক ৫০ টাকা; মফস্বলে ডাক
 সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং ট
 সিক ৩৫। তিন মাসের মূল্যে অগ্রিম
 গ্রহণ করা যায় না। ছদ্ম, বরাত্তি চিঠি,
 অডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অ
 যাহাতে স্বীকার সূবিধা হয়, তিনি সেই
 দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

স্বীকার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, ও
 যেন এক অথবা আধ আনার অধিক
 ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
 মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্ট্রি
 শ্রীযুক্ত হারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
 ইয়া দেন।

স্বীকারদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
 আসিবে, একমাসপূর্বে স্বীকারদিগকে
 লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
 গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
 একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বদ
 যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
 হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর স্টেশনের
 ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

স্বীকার মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রের
 বেন, স্বীকারদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
 যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
 করিলে স্বীকার প্রথম তিন বার প্রতিপৎ
 আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হ
 যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
 বেন, স্বীকার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার শ্রীযুক্ত
 মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর স্টেশনের
 চাকরিপোতার শ্রীযুক্ত হারকানাথ
 ভূষণের বাসীতে প্রতিনোমবার প্রাত
 প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১ নং ভাগ।

১০ সংখ্যা।

“ প্রবন্ধনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিমহতী ন ধীযতাং । ”

মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
মাসিক ৫৫ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ৬ ই মাঘ। ১৮৬৯। ১৮ই জানুয়ারি

সকালে সাহসসম্মেল অগ্রিম বার্ষিক
মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৫।

বিজ্ঞাপন।

ইটইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

খান, শস্য, আটা ও ময়দার
তাড়া কমাওয়ার বিষয়।

আগামী ১৩ই জানুয়ারি এবং তদবধি
শস্য, আটা ও ময়দা অল্পের একমণ বস্ত
আউক, তাহার বিবেচ্য তাড়া প্রতি মাইলে
এক মণে এক পাইয়ের অষ্টমাংশ হইবে।
ভাগলপুরের নিয়ম কোন স্টেশন হইতে
লপুরে বা তদূর্ধ্ব হটক, অথবা ভাগলপুর
হর উর্ধ্বতনস্থ কোন স্টেশন হইতে অদি
উর্ধ্ব হটক এবং দিল্লী ও জবলপুরে
শস্যের যে গমনাগমন হটক তাহাতেও
নিয়ম থাকিবে।

বিপুলে রহিত করা না হয়, এই নিয়ম
ই মাঘ পর্যন্ত চলিবে।

ড অব এজেন্সি
ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে
লহাউসী কোয়ার
লকাতা ১৮৬৮
ডিসেম্বর।

সিসিল কিকেনসন

বোর্ড অব এজেন্সি
ডিসেম্বর।

—:—

নিঅডার ছুটির নকল লইবার, টাকা
ত বা অন্য স্থানে পাইবার, অথবা অচলিত
পুনশ্চ চলত বা নাম পরিবর্তন কার
জন্য মনিঅডার আপিসের কার্যাবলীর
দরখাস্ত করিতে হইলে ইতিপূর্বে এই
ছিল যে, এক দরখাস্তে উপরি উক্ত বস্ত
র প্রার্থনা করা হটক না কেন কেবল
ত্র বাটা লওয়া হইত। এক্ষণে এই
পন করা যাইতেছে যে, ভবিষ্যতে উপরি
এক একটি বিষয়ের পৃথক পৃথক বাটা
যাইবেক।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস দেব
এজেন্ট মনিঅডার আপিস
কলিকাতা।—

হরিনাতি ইং সং বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ অকের
প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের পাঠমার্গ একটী
জেনী করা হইবে। দ্বারা উহাতে প্রতিষ্ট
হইয়া অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা ১৫ই
জানুয়ারির মধ্যে প্রধান শিক্ষকের নিকটে
মিহ্মাদি অবগত হইবেন।

৩- ডিসেম্বর

১৮৬৮

শ্রীধরকান্য শর্মা
হরিনাতি বিদ্যালয়ের
অধ্যক্ষ।

—:—

মৎপ্রণীত চিত্রবিনোদ কাব্য ১ গ খণ্ড। অতি
সুলালিত অমিত্রাকরে রূপকচ্ছলে ইহাতে
ভারতবর্ষের বর্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থ
লেখক মহাশয়েরা বর্তমান বড়বাজারে অপর
লাল শাহার পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রীশিবানন্দ্র বহু

—:—

চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব

অথাৎ

প্রিন্সিপলস্ এবং প্রাকটিক্‌স্ অব

মেডিসিনের

প্রথম খণ্ড ৮ পৌজি ফরমার ৭৬৮ পৃষ্ঠা
উত্তম বাদা, জীবুক বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপা
ধ্যায় বি, এ, এম, ডি, কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া
প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের বর্ণিত বিষয় (১) সাধারণ
নিদানতত্ত্ব (২) অন্তরুৎসেকা পীড়াসমূহ।
(৩) দৈহিক পীড়াসমূহ (৪) জায়্বনগুলোর
পীড়াসমূহ।

মূল্য ১০ টাকা, ডাকমাসুলসহিত ১০।।
কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হস্টেল ২১০ নং
বাগীতে জীবুক বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট পাওয়া যাইবে।

—:—

বাল্মীকি রামায়ণ

তৃতীয় খণ্ড

এই পুস্তক প্রথমাবধি প্রকাশ হইতে
ইহাতে নাগরাকরে মূল ও টিকা এবং সর্কা
বাকলা অনুবাদ আছে। দ্বারা আব
হইবে, তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে অ
নামে পত্র লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের
ফরমার) মূল্য ১০ আনা। বিদেশীয় ও
দিগকে ১০ আনা মূল্য দিতে হইবে।

কলিকাতা
ব্রাহ্মসমাজ

শ্রীহেমচন্দ্র তট্টাচার্য

মজাপুর মেডিকেল হল

১। এতদ্বারা আমাদিগের ঐশ্বর্যক্রম
সুন্দর, সহকারী ও সর্কসাধারণকে আত্ম
দাইতেছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ই
সম্বন্ধে অর্ধবপোত “ টার অব কোসীয়া, ও
উইক, ট্রিটস প্রিন্সস ” দ্বারা দশ সহস্র
মূল্যের ঐশ্বর্য পূর্ক প্রাপ্ত হওয়া গিয়া
এতদ্বারা সম্প্রতি আমরা বিলাত
ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ই
সম্বন্ধে “ ট্রিটস ফলান, কিং আবর্থা
ব্যাকস ৯ নামক অর্ধবপোতক্রমদ্বারা ৮৩
টউরোপীয় ঐশ্বর্য লাভ হইয়াছে। এই
ঐশ্বর্য স্মানাদিক সাত সহস্র টাক মূল্যে
করা হইয়াছে।

২। আগামী বৎসর প্রথম ত্রৈমাসিক ই
উপলক্ষে চিকিৎসা-পাঠ্যগী অস্ত্র ও
প্রস্তুতকরণের ও ঐশ্বর্যবিক্রয়করণের নাম
সামগ্রী ও সজ্জা ও বিবিধ টউষ
ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বি
হইতে পৌছিবেন।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও
উদয়রূপে ঐশ্বর্য বিক্রয় করিয়া থাকি।

এই সমস্ত প্রবন্ধের আসল বিলাতি
ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে ইচ্ছুক
আমহার টীটে ৩৫ সংখ্যক প্রধান ঐক
ক্রিয়ুক্ত বাবু গোপীনাথ দেব নিকট কিম্বা
আমহার টীটে ৫৫ সংখ্যক ভবনে ব্রাহ্ম
সংসদের ম্যানেজর ক্রিয়ুক্ত বাবু নন্দগো-
হালদারের নিকট দেখিতে পাইবেন

কাতা } বন্দোপাধ্যায় এবং কোং
ডিসেম্বর
সন ১৮৬৮

—:~:~:~:—

যৌবনোদ্যান।

অন্যান্য কবিতাবলী।

শ্রীমতী কৃষ্ণমুখোপাধ্যায় এম. এ. বি. এল
সন ১৯০৬ হর আনা ১৭৩ নং
পালিস টীট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে পাওয়া

শ্রীমতী কৃষ্ণমুখোপাধ্যায়।

—:~:~:~:—

শ্রীমতী কৃষ্ণমুখোপাধ্যায়ের বিলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত
হইছে। পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী করমার
মূল্য অর্থাৎ ২১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৫০ আনা
আবশ্যক হয়, ঠনঠনিয়া সংস্কৃত বস্ত্রের
পটোলডালা বা কুর্খো প্রায়
পুস্তকালয়ে অহুসজান কারলেই
হইতে পারে।

৫ সাল
অগ্রহারণ
কলেজ } শ্রী শিবনাথ তর্কাতার্য,

—:~:~:~:—

ঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল
বা কুর্খো প্রায় কোম্পানির দোকানে
ও মংগ্রচারত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
ঐতিহাস	১ টাকা
রামইতিহাস	১ ট
ভূষণসার ব্যাকরণ	১ আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	১ ট
নীতিসার (২ ম ভাগ)	১ ট
প্রচারিত।	
মুদ্রাবোধ ব্যাকরণ	১ ট
শ্রীধরকান্যন পদ্মী	

—:~:~:~:—

বিবিধ প্রবন্ধ বিক্রয়ার্থ

প্রস্তাব।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম মানা
বিবিধ প্রবন্ধি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে
/০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক
টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হিসাবে
পাইবেন।

ক্রিয়ুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়প্রণীত
গদ্য ১৮ পর্ক মহাত্মারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তম
সংস্কৃত করা ৬০

লগুন কারমা কোণিয়া অর্থাৎ ঐকধ কল্পা-
বলি ২৥০

মহম্মদের জীবনচরিত উত্তম মুদ্রিত ১
হরতাকুরপ্রভৃৎ প্রাচীন কবিগুরালাদিগের
গীতসংগ্রহ ১

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান ১
প্রণয়প্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য ১০
আব্দুল সাহিব দার্বিনী ১৥
প্রথম তরঙ্গিনী ১
বহুনাথ বোম্বাই সংস্কৃতমমোরজন ২
লয়লামজ মু কাব্য কবির ষারকানাথ রায়

প্রণীত ১

রাসরসামৃত সংস্কৃত ও পদ্য ৥

গীতগোবিন্দ জয়দেব গোখারিপ্রণীত মূল
ও বহুনাথ মায়রপঞ্চাননকৃত গদ্য ১৥০

কৌতুক তরঙ্গিনী ইংরাজি কেমেটরি হইতে
বিবিধ আশ্চর্যজনক বিদ্যা দর্শন হয় ১৬

প্রতিমূর্ত্তি সহিত ১২৭৬ সালের কুল পঞ্জিকা ৥
ঐ হাক পঞ্জিকা ১০

দুর্গামঙ্গল পদ্য ১

কমলতারিণী ৥

সঙ্গীত ৮৩ মূল ও তজুবাদ সহিত ৫

চরিতমঞ্জরী ইংরেজি মিউজিগের বিষয়
বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ১০

ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এষ্টালের কী ১৥৬

কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য ১

শব্দের মোহিনী শক্তি ১

গণেশচন্দ্র শর্ম্মকৃত বাঙ্গালা এটলস উত্তম
কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত ৬

বিধবাবিবাহ নাটক ১

কামিনীকুমার রসরসাকরাতর্গত নায়ক
নাট্যকাব্যটিত সুরস কাব্য ৫০

মধিকুণ্ডলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দোপা-
ধ্যায়প্রণীত হর্গেশনাথিনীর মত দেখা ১

ঐকধসিদ্ধ লহরী ২৥০

তুচিআবলি ৩২খানি বাঙ্গালা
সহিত

সঙ্গীত টেডন্যাচারিতামৃতগ্রন্থ
কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত

একত্রে
উদ্বাহরণ পদ্য

হিতোপদেশ বিকু শর্ম্মার সংস্কৃত
কলিকাতা কোড়া- } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র

সাঁকো ৩৪ নং } নগর বিতে

পুরাণ প্রকাশ।

বিকু পুরাণ।

অজুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক
৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ১০।

যিনি গ্রহণাতিলাসী হইবেন তিনি মু
আমহার টীটে ৩৪১১ নং ভবনে কাব্য

বস্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ
ক্রিয়ুক্ত জগদমোহন তর্কালকারের নামে

খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন।
না পাইলে বিদেশে বিকু পুরাণ পাঠ
নিয়ম বাই ইতি।

—:~:~:~:—

বিক্রয়ার্থ।

গারভেন রীচ ২৪ নং বাসী ওনারদ
১৯ নং কোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাসী বাহা
করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, সি
রিত ব্যক্তিগর নিকট জানাইবেন।

সিলেগুদলু আরবে
খনট এবং কে

—:~:~:~:—

ঐনচত্রারিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ই মাঘ শনিবার ঐনচত্র
সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১লা মাঘ অবধি ১০ ই মাঘ পর্যন্ত
তির প্রতিদিবস ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে

৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পাঠ ও
হইবে।

১১ই মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে ৮
সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়

৭ ঘণ্টার সময়ে ক্রিয়ুক্ত প্রধান আচার্য
য়ের ভবনে বন্দোপাধ্যায় হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীবিজেত্রনাথ
কলিকাতা ১৭৯০ } সম্পা

কবি কালিদাস প্রণীত সংস্কৃত কুমার
মলিনাথের টীকার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে
মলিনাথের টীকার বেলকল হরহ পদের
উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহা, পাঠকবর্গের
র নিমিত্ত, পত্রের শেষে আভ্যন্তরীণ টীকা
সহিত হইয়াছে। পদ ও পদের অর্থ সঙ্গী-
রম্পর বিলত থাকিলে অনায়াসে অর্থ
ব্যাখ্যাত হয়। এ জন্য টীকাপুস্তক পদ সঙ্ক
বিষয় করা হইয়াছে। পুস্তকের কিয়
মুদ্রিত হইলে কতিপয় প্রসিদ্ধ অধ্যাপককে
ত দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা দেখিয়া
ব-প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সোমপ্রকাশে
রূপে সংস্কৃত হইয়াছে বলিয়া, তাহার
করা হইয়াছে।
ই পুস্তক বাহার আবশ্যিক হইবে তিনি
ত যজ্ঞে অনুপ্রস্থান করিলে অংশ অংশ
পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। ইহার
হই টীকা।
লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, প্রেসি
কালেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের সুবিজ্ঞ অধ্যা
এই পুস্তক আপনাদিগের চাত্তবর্গে
বলিয়া মনোনিবেশ করিয়াছেন। এক্ষণে
ইরূপে সর্বত্র পরিগৃহীত হইলে আমি
কল জ্ঞান করিব।

লিকাতা }
স্বতন্ত্র }
এ পৌষ }
১৫

—:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসের
১লা হইতে ৭ই পর্যন্ত ভাগীরথী
নদীর সর্বকমতি জলের
সাম্প্রতিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্বকমতি জল	ফুট	ইঞ্চি
মহানার সহিত পদ্মানদীর			
যোগের স্থান		১৪	"
মহানার		"	"
তথা হইতে জগদীপুর			
১৩৭ মাইল মধ্যে		১	৬
জগদীপুর হইতে বহরমপুর			
৪৬ মাইলের মধ্যে		২	"
বহরমপুর হইতে কাটোয়া			
১০ মাইলের মধ্যে		২	"
কাটোয়া হইতে নদীয়া			
৪৬ মাইল মধ্যে		২	"

সন ১৮৬৯ সালের ১১ জানুয়ারি বহরম
পুর সজঘাটের জলের মাপ।

গভের উপর }
ফুট }
ইঞ্চি }
বহরমপুর }
১১ই জানুয়ারি }
১৮৬৯। }
শ্রীযুক্ত সি. ই. উইল
একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
বহরমপুর ডিবিজন।

—:—

বিজ্ঞাপন।

২৪ পরগনার অন্তঃপাতী কোলালিয়ায় যে
গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালা ছিল,
তাহা উঠিয়া হইয়াছে ইং. সং. বিদ্যালয়বাদি.
মধ্যে আসিয়াছে। বাহারি যত সন্তানাদিকে
তথায় পড়াইবার বাসনা করেন, তাঁহারা ইং. সং.
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকটে উপস্থিত
হইলে নিয়মাদি অবগত হইতে পারিবেন।
নমুনারে ৪ চারি শ্রেণী করা হইয়াছে। প্রথম
শ্রেণীর ১০ আট আনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর ১০
ছয় আনা; তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ১০ চারি
আনা চাত্তবেয় বেতন স্থির করা এবং তত্ত্বাব
ধানাদির উত্তমরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।
১২৭৫ সাল }
৪ ঠা মাঘ }
ঐ. বা. কানাথ শর্মা
অধ্যক্ষ।

সোমপ্রকাশ।

৬ ই মাঘ সোমবার।
ভারতবর্ষের জেল

জেলকে যমালয় বলিয়া অনেকের
সংস্কার আছে। এপ্রকার সংস্কার হই-
বার তিনটি কারণ লক্ষিত হয়। প্রথম,
জেলে কি হয়, বন্দীদিগের অবস্থা কিরূপ,
তাহাদিগের আহারাদি ও খাটনীর
নিয়ম কিপ্রকার, তত্ত্বাবধায়কাদি কর্ম
চারীরা তাহাদিগের প্রতি কিরূপ বাব
হার করেন, সাধারণে ইচ্ছা করিলেই
জেলে গিয়া এসকল দেখিতে পান না।
তাঁহারা কারাগৃহে বান্ধিদিগের মুখে
শুনিয়া মনোমধ্যে কারাগারের একটা
ভাব রূপমা করিয়া লন; সুতরাং
সে ভাব বিস্তৃত হয় না। রূপনাশক্তি
প্রায় ভাঙা ভরাবহ করিয়া তুলে।
দ্বিতীয়, তত্ত্বাবধায়কাদি কর্মচারীদিগের
অধিকাংশ উপরি লাভের অহেষণে

ভংগপর। একে ত গবর্ণমেন্ট বন্দীদিগের
যে আহারাদি দেন, তাহা পর্যাপ্ত ন
তাতে আহার স্বার্থপর কর্মচারী
তাহার অংশগ্রহণচেষ্টায় বিমুখ
না। তাহাদিগের কেবল অর্জনচেষ্টা
মাত্র দোষ নয়, তাহারা অববেচক, প
হু:খানভিজ, নির্দয়। গবর্ণমেন্ট বন্দী
দিগের খাটনীর অতি নিষ্ঠুর নিয়
করিয়া দিয়াছেন। কর্মচারীগণ যদি বন্দ
দিগের শক্তি বিবেচনা করিয়া খাটাই
লন, তাহা হইলেও কয়েদিদিগের কষ্ট
অনেক লাঘব হয়; কিন্তু কর্মচারীদিগে
সে বিবেচনা নাই। তৃতীয়, জেলের
নিয়মগুলি আছে, তাহা বহুদোষহু
তাহার অধিকাংশদ্বারা বন্দীদিগের
দোষসংশোধনের চেষ্টা না হই
তাহাদিগের প্রাণনাশেরই চেষ্টা
হইয়া থাকে।

আমরা ইতিমধ্যে কলিকাতা প্রে
ডেলি জেল ও বর্জমানের জেল দর্শ
করিয়া আনিয়াছি। সেই দর্শনফল অ
পাঠকগণের নয়নসমক্ষে উপনীত হ
তেছে।

প্রথম, বাসগৃহ। পূর্বে বাসগৃহগুলি
বেপ্রকার আর্দ্র ও বায়ুসঞ্চারহীন অ
কারময় ছিল, এক্ষণে সেপ্রকার নাই
অনেক সংশোধন হইয়াছে। আর্দ্রতা
দূর করিবার নিমিত্ত মেজ ও দেয়া
নূতন টাইল বসান, রঙ দেওয়া ও বে
করা হইয়াছে। বায়ুর গমনাগমন
আলোকপ্রবেশের উপায় করাও হ
য়াছে। কিন্তু এ অংশে এখনও অনেক
নুনতা আছে। প্রেসিডেন্সি জেলে
কয়েকটি ঘর অন্ধকারময় দৃষ্ট হইল। বা
প্রবেশার্থ রুজু জানালা বসান হইয়া
বটে; কিন্তু পাশে জানালা না থাকায়
গৃহের সর্বস্থানে বায়ু গমনাগমন ক
না। এ বিষয়ে বর্জমান জেলের উৎ
লক্ষিত হইল। তথায় চতুর্দিকেই জন

গাছে; গৃহগুলিও অন্ধকারময় নয়। প্রিন্সিডেন্সি জেলে আর একটা মহাপকারক দোষ দৃষ্ট হইল। এই হিমপ্রধান ঋতুতে, এ সময়ে গৃহে কপাট বন্ধ করিয়া থাকিলেও কষ্ট বোধ হয়; কিন্তু প্রিন্সিডেন্সি জেলের অনেক গৃহের লৌহময় জানলা ও দরজার কপাট নাই; হিমে কয়েদিদিগের যার পর নাই কষ্ট হয়। একমাত্র কখনই শীতনিবারণের ময়ল।

দ্বিতীয়, পরিচ্ছদ। পুরুষের এক এক জাতিয়া ও এক এক জামা। ইহাতে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়কালেই কয়েদিদিগের কষ্ট হয়। এদেশীয় বন্দীরা উহাতে অভ্যস্ত নয়; সুতরাং গ্রীষ্মকালে উহার পরিধানে ক্লেশ জন্মে, শীতকালে উহাতে শীতনিবারণ হয় না। বর্ধমানের কয়েক জন কয়েদী আমাদের সমক্ষে বক্তৃতা করিল, তাহারা শীতে সাতিশয় কষ্ট পায়। তাহারা বলিল পূর্বে যে পুঁতি চাদরের বন্দোবস্ত ছিল, তাহাই তাহাদের পক্ষে ভাল।

তৃতীয়, আহার। বর্ধমান অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। কলিকাতা ও ত্রিপুরাবন্দীদের লোকের অপেক্ষা দেখানকার লোকের ক্ষুধা অধিক। তথাকার লোকে সচরাচর এক সের চাউলের ভাত খাইয়া থাকে; কিন্তু সেখানে কয়েদিদিগকে প্রাতঃকালে ৪ ছটাক এবং বৈকালে ৬ ছটাক চাউলের অন্ন খাইতে দেওয়া হয়। উহাতে উহাদিগের অর্দ্ধাশনমাত্র হইয়া থাকে। তত্রত্য কর্মচারীরা কহিলেন, উহারা ক্ষুধার আলার সময়ে সময়ে মাটি ও সুরকিজড়তি ভক্ষণ করে। খাদ্য জ্বা দিবার এই ব্যবস্থা আছে, চাউল, ডাইল, তরকারি এবং মস্তাহের মধ্যে এক দিন হিন্দুদিগকে মৎস্য ও মুসলমানদিগকে মাংস দেওয়া হয়। মাংস দিবার ব্যবস্থাটী কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। হিন্দু ও

মুসলমান সাধারণে মৎস্যের ব্যবস্থা এই লেই যথেষ্ট হইল। মাংসে অতিরিক্ত ব্যয় লাগে। ঐ ব্যয়ে কয়েদিদিগকে ভাল চাউল, ভাল ডাইল ও ভাল তরকারি দিলে কয়েদিদিগের স্বাস্থ্যের পক্ষে মহোপকার দর্শিতে পারে। উহাদিগকে যে সমস্ত জ্বা দেওয়া হয়, আমরা দেখিলাম, তাহার সমুদায় স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে। প্রিন্সিডেন্সি জেলে যে চাউল দেখা গেল তাহা নিতান্ত অপকৃষ্ট; তাহা ভক্ষণ করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার সমধিক সম্ভাবনা। বর্ধমানের জেলের চাউল ভাল। ভাল বলিতেছি বলিয়া পাঠকগণ এক্ষণ বিবেচনা করিবেন না যে, তথ্য উৎকৃষ্ট জাতীয় সরু চাউল দেওয়া হয়। আমরা কয়েদিদিগকে উৎকৃষ্ট জাতীয় সরু চাউল দিবার অনুরোধ করিতেছি না। আমাদের মতে উহাদিগকে মোটা চাউল দেওয়াই কর্তব্য। কিন্তু যে চাউল স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারক, তেমন চাউল দেওয়া উচিত নয়। বর্ধমান জেলের চাউল মোটা বটে; কিন্তু ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল; পক্ষান্তরে প্রিন্সিডেন্সি জেলের চাউল অতিশয় অপকারক। বর্ধমানের জেলের চাউল যেমন ভাল, তরকারি তেমনি জঘন্য। উহার ভক্ষণ দ্বারা পীড়িত আহ্বান করা হয়। বর্ধমান জেলের মধ্যে বেগুন প্রভৃতি তরকারি উৎপন্ন হইতেছে কিন্তু কয়েদিদিগকে এমনি তরকারি দেওয়া হইয়াছে যে পোষ্যাদিতেও তাহা ভক্ষণ করে না। তাহার শরীরে নখ প্রবিষ্ট হয় না। তাহা ভক্ষণে সদাঃ রোগ জন্মে। গাছে উত্তম বেগুন ফলিয়া রহিয়াছে; কিন্তু কয়েদিদিগকে যে কেন জঘন্য জ্বা দেওয়া হয়? কে দেয়? এক্ষণ জ্বা দিয়া কেহ লাভ করে কি না? আমরা তাহার নির্ণয় করিতে পারিলাম না; গবর্ণমেন্ট তাহার নির্ণয় করিবেন।

গবর্ণমেন্ট হইতে যে অর্দ্ধাশো পযোগী খাদ্য জ্বা দিবার বিধি আছে, সকল জেলের সকল কয়েদী তাহাও সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয় না। চটকমাংসের শতভাগের ন্যায় তাহার ভাগ হয়। যেসকল ব্যক্তি কারা মুক্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগের অবশেষের মুখে আমরা এই কথা শুনিয়াছি। একটা জ্বীলোক রসাপাগলার জেল হইতে বর্ধমানের জেলে প্রেরিত হয়। আমরা উহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বর্ধমান ও রসাপাগলা ইহার মধ্যে কোন স্থানে আহারাদির সচ্ছন্দতা আছে। জ্বীলোকটা উত্তর করিল, রসাপাগলার জেলের কর্মচারীরা তাহাদিগের খাদ্য জ্বাদির অংশ গ্রহণ করিত, বর্ধমানে তাহা করে না। পক্ষান্তরে বর্ধমানের কোন কোন ভদ্র কয়েদিকে জিজ্ঞাসা করা গেল, তথ্য অত্যাচার ও উৎকোচ গ্রহণাদি স্রোত প্রবাহিত আছে কি না? তাহারা উত্তর করিলেন, বর্তমান জেলের অধীনে অত্যাচারাদি হয় না, কিন্তু ইহার পূর্বগত জেলের সময়ে নানা প্রকার খোলাযোগ হইয়া গিয়াছে। জেলে অত্যাচার ও উৎকোচ গ্রহণাদি যে চলে, এতদ্বারা কি তাহা ব্যক্ত হইতে পারে বাইতেছে না? তবে এগুলি প্রশ্ন করা বঠিন। আদালতের আমলারা উৎকোচ গ্রহণ করেন, কে না জানেন? কিন্তু কর জনে তাহা প্রশ্ন করিরা দিতে শক্ত হন?

চতুর্থ, খাটনী। ইহার নির্দ্ধারিত সময় ও ইহার প্রকার যুক্তি এবং এদেশের লোকের স্বভাব ও অভ্যাসের নিতান্ত বিরুদ্ধ। যাহারা এতৎসংক্রান্ত নিয়ম করিয়াছেন, তাহারা যে মনুষ্য স্বভাবের অভিজ্ঞ, কোনক্রমে এক্ষণ বোধ হয় না। প্রভাত হইলেই বন্দীদিগের খাটনী আরম্ভ হয়; অপরাহ্ন টার সময়ে উহার শেষ হয়; মধ্যে কেব

সার্বিক এক দৃষ্টি বিচার দেওয়া হয়।
 শে একরূপ লোকসমূহ খাতুর লোক
 ইনাইবে, সারাদিন পরিশ্রম করিতে
 ৭ শ্রমতী আবার কেমন তাহাও
 ার পাঠকগণ অবগত হউন। বর্ধ
 মর কর্মচারীরা খলিলেন, যাহারা বন্দী
 হইয়া জেলে আইসে, তাহাদিগকে
 মে ঘানি গাছে দেওয়া হয়; তাহাকে
 ত দিন ঘানি গাছ ফিরাইতে হয়।
 ন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন,
 াদিগের দেশের লোকের একরূপ
 শ্রম সাধ্যাত কি না? যাহারা
 পরিশ্রমী, তাহারাও সারাদিন
 াধে একপ্রকার ক্লেশকর কর্ম করিতে
 হয় না।

কারাগারে যত অন্যায় ও অত্যাচার
 বর্ণিত প্রকার খাটনীই সে সমুদায়
 মূল। যাহাদিগের কিছু সজ্জিত
 ত, তাহারা উৎকোচ দিয়া খাটনীর
 হইতে পরিজ্ঞান পাইবার চেষ্টা
 , আর যাহাদিগের সজ্জিত না থাকে
 ারা এক দিন প্রাণপণে ঘানি গাছ
 লয়া পর দিন অবশ্য হইয়া পড়ে।
 হুঁত করিতেছে কর্মচারীরা এই
 করিয়া তাহার উপর পীড়ন আরম্ভ
 ন। একে ত জেলে বন্দীদিগের অর্দ্ধা
 ব্যবস্থা, অসমর্থ বন্দীর তাহারও
 ার কতক কর্তন হয়, ইহার উপরে
 র আভরণ আছে। জেল কর্মচারীরা
 তপন্ন বন্দী পাইলে গৃধুতুল্য হুঁত
 প্রায় ১৫ দিন কাল তাহার সহিত
 ার বন্দোবস্ত ও তাহার বাটীতে
 পত্রাদি লেখান হয়। জেল
 য ইহাকে রঙে রাখা বলে। কমি
 বসাইয়া অনুসন্ধান করিলে গুচ
 তুল প্রকাশ হওয়া শুরু হয় না।
 ানের জেলডাক্তার মার্কেল সাহেব
 ই আমাদিগের অগ্রে কহিলেন,
 বক্তি তাঁহাকে উৎকোচদানের

কথা কহিয়াছিল। আমরা যে দিন
 প্রেনিভেলি জেল দেখিতে যাই, সে
 দিন জেলর তথায় উপস্থিত ছিলেন
 না। আমরা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা
 করাতে ডাক্তার লিঙ্ক বলিলেন, জেলের
 এক জন রক্ষক উৎকোচগ্রহণের চেষ্টা
 পাইয়াছিল, তাহাকে পুলিশে দেওয়া
 হইয়াছে, সেই নিমিত্ত জেলর পুলিশে
 গিয়াছেন।

উল্লিখিত অসঙ্গত খাটনীর ব্যবস্থা
 কেবল যে অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবস্থা
 রের মূল একরূপ নয়, বন্দীদিগের পীড়া
 রও প্রধান কারণ। পাঠকগণ একবার
 জেলের অন্তর্বর্তী চিকিৎসালয়ে আমা
 দিগের সহিত আগমন করুন, রোগী
 ও ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করুন, কি পীড়া
 অধিক? তাঁহারা বলিবেন, উদরাময়
 রোগগ্রস্ত হইয়া অনেকে ঐ স্থানের
 আশ্রয় গ্রহণ করে। যাহারা সাধাতীত
 পরিশ্রম করে এবং উদরপূরিয়া অন
 না পায়, তাহাদিগের যে ঐ পীড়া
 হইবে, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে।

এফণে উল্লিখিত দোষগুলির সংশোধন
 ও প্রতীকারের উপায় চিন্তন আবশ্যিক।
 মানুষ ক্রোধ লোভাদির বশীভূত হইয়া
 কুকর্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহার হুঁসুপ্তিনিব
 স্তন সমাজের নানা অনিষ্টঘটনা হইয়া
 থাকে। যদি দণ্ডবিধানদ্বারা অসং
 লোকদিগের অসং প্রবৃত্তির নিবারণ
 করা না হয়, লোকজিতি হুঁসুপ্ত হইয়া
 উঠে। এই হেতু দণ্ডবিধান আবশ্যিক।
 যাহাতে দোষী ব্যক্তির দোষসংশোধন
 ও অপরাধদোষীর উৎসাহতঙ্গ হয়, এই
 উদ্দেশ্য করিয়াই দণ্ডপ্রণয়ন কর্তব্য।
 কিন্তু যাহাতে দোষী ব্যক্তির প্রাণনাশ
 সম্ভাবনা হয়, একরূপ দণ্ডবিধান উচিত
 হয় না। জেলে খাটনীর ও আহার দিবার
 যে ব্যবস্থা আছে, তাহা বন্দীদিগের
 অনেকের অসাময়িক হত্যার কারণ

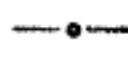
হইয়া উঠে। বন্দীরা লোকসমূহ
 বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া
 গবর্ণমেন্টের বৈরনির্ধাতনার্থী
 তাহাদিগের প্রাণসংহারের সঙ্কল্প
 হওয়া উচিত? পাঠকগণ এত
 একরূপ অনুমান করিবেন না যে, ব
 জেলে নিরুপায় বন্দীরা থাকিয়া আ
 কালক্ষেপ করুক, আমরা এই প্র
 করিতেছি। যাহাতে তাহাদিগের ত
 অভ্যাস থাকে, কুকর্মপ্রবৃত্তি সং
 ও চরিত্র নোষ সংশোধিত হয় এবং
 তঙ্গ না হয়, অথচ গবর্ণমেন্টের কিছু
 আয় হয়, এইরূপ করিয়া খাটনী
 করাই উচিত। যে ব্যবস্থা এই:—

বন্দীরা ১০ টা অবধি ৫ টা
 কর্ম করিবে। যাহার যেমন ক্ষমতা,
 বিবেচনা করিয়া কর্ম দেওয়া হই
 এক কর্মে এক জনকে সারাদিন
 না রাখিয়া মধ্যে মধ্যে কর্ম পা
 করিয়া দিতে হইবে। যে ব্যক্তি ও
 কালে ঘানি গাছ ঘুরাইবে, তা
 বৈকালে চট ও শতরঞ্জপ্রভৃতি বু
 দেওয়া কর্তব্য। এইরূপে খাটনীর ব
 করিলে বন্দীরা সোৎসাহচিত্তে
 প্রবৃত্ত হইবে সন্দেহ নাই। তা
 গবর্ণমেন্টের অফণকার অপেক্ষা
 লাভ হইবার সম্ভাবনা। কেবল এই
 নয়, তাহাদিগের নিজেরও একটা ম
 কারলাভ সম্ভাবনা আছে তা
 প্রাতঃকালে ও বৈকালে বধেফট
 পাইবে। ঐ সময়ে তাহাদিগকে
 নীতির উপদেশ দেওয়া এবং
 পড়া শিখান উচিত। এখন লেখা
 শিখাইবার যে ব্যবস্থা করা হইয়া
 সেটা বিড়ম্বনামাত্র। সারাদিন গো
 াদির ন্যায় খাটিয়া কাহাকেই পাঠে
 অর্জবার সম্ভাবনা থাকে না; সহু
 শ্রবণ নিতান্ত কষ্ট হইয়া উঠে। এ
 বন্দীদিগকে আহার দিবার যে

ছে, তাহারও পরিবর্তন করা একান্ত
 বশ্যক। তাহাদিগকে উন্নত পুরিয়া
 হার দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। আমরা
 ঙ্গের জেলের যে অনায় ব্যবহার ও
 আচারের বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি,
 রবার্টের একমাত্র উপায় ভাল
 কেরদ্বারা দৃঢ়তর শুদ্ধাবধান। যাঁহাদি
 ন্যায়গত দয়া, কর্তব্যকর্তব্যবোধ,
 বেচনা ও অন্যায়ার্জনে ঘৃণা আছে,
 দূশ পরীক্ষিতচরিত্র সুশিক্ষিত
 ক্রমিককে মনোনীত করিয়া অনুসন্ধান
 পদে নিয়োজিত করা কর্তব্য।
 হারা পুঞ্জপুঞ্জ অনুসন্ধান করিলে
 এই অত্যাচার করিতে সাহসী হইবে
 যদি কেহ একরূপ বলেন, এখন উন্ন
 কাল খাটনীর নিয়ম ও অর্জাশন
 র ব্যবস্থা আছে, তথাপি অনেকের
 মংশোধন হয় না, তাহারা পুনঃ পুনঃ
 করিয়া কারাগারে গিয়া রুদ্ধ হয়,
 তাহারা যদি আমাদের প্রস্তাবা
 প স্বচ্ছন্দভাৱে অধিকারী হয়,
 কসংখ্য লোকে কারাবাসে অনু
 হইবে। ইহার উত্তরে আমাদের
 এই, মেরুপ লোক অল্পমাত্র।
 দিগের তিন কুলে কেহ নাহি, বাংলা
 ল কারা প্রবিষ্ট হইয়া পিঞ্জরবদ্ধ
 র নায় স্বাধীনতা সুখের অরমজ
 আছে, তাহারাই ক্রম করে। কিন্তু
 কাংশই ও সুখে সুখী হইতে চায়
 ঠৈস্বরবিহারবঞ্চিত হইয়া এক স্থানে
 হইয়া থাকা কি সামান্য ভোগ?
 দিগের অনেকে একরূপ আছে,
 রা বাটীর কর্তা; তাহাদিগের
 ত্রাদির ভরণ পোষণ তাহাদিগের
 র্জনের উপরেই নির্ভর করে।
 রা যখন কারাগারে রুদ্ধ হইল,
 কালে তাহাদিগের স্ত্রীপুত্রাদি অন্যের
 ত লালারিত হইয়া বেড়াইতে

লাগিল, তাহারা কি মা উপার্জন করিয়া
 নবর্ণমেন্টকে দিতে লাগিল। এটা কি
 সামান্য কাকের বিষয়?

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, গবর্ণ
 মেন্ট যদি যথার্থই করেদিনিগের কল্যাণ
 কাম হইয়া থাকেন, আমরা খাটনীপ্র-
 ত্তির যে মূতন ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব
 করিলাম, তদনুরূপ কার্যা করুন, অতীতি
 লাভে সমর্থ হইবেন।



বিচারপতি কিয়ার ও আমাদের
 ব্যবস্থা ও বিচারালয়

বিচারপতি কিয়ার বিশেষ চিন্তা
 না করিয়া কখন কোন বিষয়ে স্বাভি
 প্রায় ব্যস্ত করেন না। অতএব কি
 সমাজ, কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি
 আইন যে বিষয়ে বিচারপতি যখন কোন
 অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা সর্বসা
 ধারণের মনোনিবেশপূর্বক শ্রবণ ও
 ত্তিরচিত হইয়া তাহার পর্যালোচনা
 করা কর্তব্য। সমাজিক বিজ্ঞানমত
 গত বার্ষিক অধিবেশন দিবসে বিচার
 পতি কিয়ার এ দেশের আইন, আদা
 লত, জেল, পুলিশ ও ভূমির বন্দোবস্ত
 বিষয়ে একটা উত্তম বক্তৃতা করিয়া
 ছেন। জেলের বিষয়ে আমাদের যে
 বক্তব্য, তাহা পাঠকগণ প্রস্তাবাম্বরে
 দর্শন করিবেন, আগামী বারে বক্তব্য
 শোন দেখিতে পাইবেন। পুলিশ
 ও ভূমির বন্দোবস্তের বিষয়ে আমরা
 অনেক বার যে মত প্রকাশ করিয়াছি,
 বিচারপতি কিয়ার সেইপ্রকার মত
 ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব তদ্বিষয়ে
 বাক্য ব্যয় করা পুনরুক্তিমাত্র হইবে।
 আইন আদালত ও বিচারের বিষয়ে
 তিনি যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন,
 অদ্য তাহাই আলোচনীয় হইতেছে।

পৃথিবীর মধ্যে তিনখানিমাত্র
 আইনসংগ্রহ গ্রন্থ সকলের আদর্শ স্থল

হইয়া আছে। প্রথম অক্টিনিয়নের ম
 দ্বিতীয় কোড নেপলিয়ন। এই দুই
 প্রথম শ্রেণির অন্তর্গত। আইন আ
 তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্গত বলিয়া প
 নিত হইয়া থাকে। আর এক
 সংগ্রহ ইহাদিগের অপেক্ষা বড় নি
 নয়। সেখানি ভারতবর্ষের দণ্ডবি
 অক্টিনিয়ম, নেপলিয়ন ও আকবর ক
 জন অতিশয় উপযুক্ত লোকের পর
 লইয়া আইনসংগ্রহ করিয়াছিলে
 ইংলেণ্ডে ব্যবহারাজীবের অপ্রতুল
 কোক, মানস্ফিল্ড, এলেনবরা, এ
 ডেন, লিওহরটপ্রভৃতি ইদানীন্তন
 প্রাচীনকালের যে সে ব্যবহারাজী
 সহিত প্রতিযোগিতাপ্রদর্শনে ম
 কিন্তু মহাসভায় অতিশয় গোল
 হয় বলিয়া বিশুদ্ধ যুক্তির অনু
 আইন অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়। উ
 বিচারালয়ের নিষ্পত্তি অবলম্বন করি
 ইংলেণ্ডের যাবতীয় বিচারালয়ের
 হয়; কিন্তু এ সকল এত অধিক, জ
 ও পরম্পর বিরুদ্ধ সে, বহুকাল অধ
 না করিলে বিশেষজ্ঞ হইবার পো
 ব্যবহারাজীবিত্র কেহ ইংলে
 আইনসমূহের স্থূল মর্ম ও গ্রহণ ক
 শক্ত হন না। বিচারপতি কিয়ার
 ভারতবর্ষে এ গোলযোগ নাই। এ
 কার ব্যবস্থাপকগণের মন স্বার্থ ও
 দলিপ্রভৃতির প্রাদুর্ভাববলে বিরূ
 দ্বিভিত নয়। কিন্তু এখানকার আইন
 মরল ও প্রণালীবদ্ধ নয়। বিচার
 কিয়ার ইহার একটা কারণের উ
 করিয়াছেন। তিনি বলেন, এ দে
 প্রধান আইনগুলি ইংলণ্ডীয় আইন
 মনরদিগের নিকট হইতে প্রস্তুত
 আইনে। এখানকার ব্যবস্থাপক
 তাহার কোন মূল নিয়মের পরি
 করিতে সমর্থ হন না। আইন কমি
 গণ অতিশয় উপযুক্ত লোক বটে

উর্ধ্বাধার। এ দেশের অবস্থা
 গাব অবগত নহেন; তাঁহাদিগের
 মরণে অসুখ; কাজে কাজেই তাঁহাদি
 র কৃত আইনসকল সর্ব্বাকসুন্দর হয়
 । তাঁহারা আপনারা আপনাদিগের
 রতা ও অযোগ্যতার বিষয় স্বীকার
 রয়া গবর্নমেন্টকে এই পরামর্শ দিয়া-
 ন কৌজদারী কাযাবিধি ভারতবর্ষীয়
 স্থাপক সভাতেই প্রস্তুত হয়। বিচা
 তি কিয়ার যে দোষের উল্লেখ করি
 ছেন, ইহাই যে কেবল সকল গোল
 গের কারণ তাহা নয়। তিনি নিজে
 কার করেন, নেপলিয়ন অথবা আক
 র ন্যায় এক জন অনাধারণ বুদ্ধি
 পন্ন লোক অধ্যক্ষতা না করিলে
 স্থা সংগ্রহ হয় না। গোলযোগে যে
 কাঙ্ক্ষ হয় না তাহার সম্ভেদ নাই;
 ত্ত কেবল নির্জনেও হয় না। যে সকল
 ক জটিনিয়ন, নেপলিয়ন ও আকব
 র সাহায্য করেন, তাঁহারা কেবল
 হারাজীব নহেন, তাঁহারা রাজনীত
 লন এবং সকলে আপন আপন সম
 লোকদিগকে উত্তমরূপে জানিতেন
 তবর্ষের ব্যবস্থাপকগণ সে ধাতুর
 ক নহেন। সভ্য বটে একগুণে কয়েক
 এতদেশীয় সভ্য ব্যবস্থাপক সভার
 বশ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা একগু
 যে তাঁহাদিগের নিকটে দেশের অবস্থা
 সস্তাবিত নহে। ইংলণ্ডে যে সকল
 আইন হইয়াছে, হাউস অব কমন্স
 হার প্রসূতি। ভারতবর্ষের ইউরো
 ব্যবস্থাপকগণ প্রায় বুদ্ধি বিবলি
 । তাঁহারা যথার্থ ব্যবহারাজীব ও
 নীতিজ্ঞ নহেন। ইংলণ্ড হইতে যে
 এক জন আইনসংক্রান্ত সভ্য আই-
 তাঁহাদিগের সকলে প্রথম শ্রেণির
 নহেন। মর বার্ণেস পিকক ও
 সাহেব যে দুই জন উপযুক্ত লোক
 হাদিগের এক জনও রাজনী

তিজ্ঞ নহেন; রাজনীতিজ্ঞ না হইলেও
 যথার্থ ব্যবস্থাপক হওয়া যায় না।
 তাঁহারা আবার এ দেশের কিছুই
 জানেন না। এ প্রকার লোকের দ্বারা
 কাজ হওয়া সম্ভাবিত নয়। কতগুলি
 বুদ্ধ কুমন্ত্রকারবিশিষ্ট নিবিলিয়াম,
 এক জন পক্ষপাতদূষিত ইংলণ্ডীয় ব্যব
 হারাজীব, দুই জন না ব্যবহারাজীব
 না ব্যবস্থাপক বণিক এবং কয়েকজন
 কেবল পদে বড় ভারতবর্ষীয় সর্দার
 ইহারা কি বিচারপতি কিয়ারের উদ্দেশ্য
 সাধন করিতে পারেন? এসকল লোক
 হইতে মধ্যে মধ্যে কল্টার্ট আইনের ন্যায়
 ভয়ানক ব্যবস্থা হইবারই সম্ভাবনা। অত
 এম ইহাদিগের দমনকর্তা স্বরূপ ইংলণ্ডে
 কয়েকজন কমিসনর থাকেন, এটি প্রার্থ
 নীয়। কমিসনরগণ বিষয়বিশেষে ভ্রমে
 পতিত হন, একথা আমরা স্বীকার
 করি না। যেখানে মেইন সাহেবের ন্যায়
 ব্যবস্থাপক সর্ক্রে সর্ক্রে সেখানে বহু অনর্থ
 ঘটবার সমধিক সম্ভাবনা। ফলকথা এই
 যতদিন ভারতবর্ষের যথার্থ বুদ্ধিমান
 লোকদিগকে গ্রহণ করা না হইবে, তত
 দিন ব্যবস্থা প্রণয়ন বিষয়ে যে গোলযোগ
 হইবে তাহা নিবারণীয় নহে। এ দেশে
 ইংলণ্ডের টেম্পলের ন্যায় আইনশিক্ষা
 স্থান করা আবশ্যিক। প্রতিনিধি প্রণালী
 কিয়দংশে বিস্তারিত করিয়া মধ্যম
 শ্রেণির অধিকসংখ্যক লোককে শাসন
 ও ব্যবস্থা প্রণয়নকার্যে নিযুক্ত করা
 কর্তব্য। অথ্রে এসকল হইলে পশ্চাত
 ইংলণ্ডের আইন কমিসনরদিগের হস্ত
 হইতে মুক্তিলাভ প্রস্তাব শোভা পাইবে।
 তাঁহার থাকিতে আর কিছু না হউক, ইংলণ্ডে
 পক্ষপাতপূর্ণ আইন প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবে
 না। ইংলণ্ডীয়দিগের এই পুণ্য যে দিন
 লুপ্ত হইবে, সেই দিন অবাধ ইংরাজ
 রাজত্বেরই ক্ষয়ারস্ত গণনা করিতে
 হইবে।

আমাদিগের বিচারালয়ের
 বিচারপতি কিয়ার যে কথা বলি
 তাহাই সাধারণের মত। একগুণকার
 ফেরা জেনার জজদিগের অপেক্ষা
 উপযুক্ত কিয়ার সাহেব তাহা মু
 স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, জজ ও
 জজদিগের আপীল আদালত উ
 দিয়া এক কালে প্রধানতম বিচা
 আপীল করিবার নিয়ম করাই
 কিন্তু যত দিন সিভিল সর্কিস না
 ততদিন তাহা হইতেছে না। পার
 না পারুন বকল সাহেবের মদুশ
 আর কিছু কাল বিরক্ত করিবেন
 নাই। এ স্থলে একগুণ অনিষ্ট নিব
 এক উপায় আছে। খাসআপীল
 যে একটা প্রভেদ আছে, তাহা
 করিয়া সর্কিসহলেই ঘটনা ও আইন
 পৃথক্রে প্রধানতম বিচারালয়ে
 করিতে দেওয়া কর্তব্য। প্রধানতম
 রালয়ের বিচারপতিগণ চেফটা
 এটা অনায়াসে করিতে পারেন।

—১০—

কৃষকসমিতি চিত্তাঙ্গী বন্দোব
 বস্তুর সেপান।
 জন ট্রেচি সাহেব সম্প্রতি ভার
 ব্যবস্থাপক সভার এক সভাপকার
 নের পাণ্ডুলেখা উপস্থিত করিয়া
 উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের এক জন কুমক
 রের অনুমতি না লইয়া ঠিকা জমি
 পন্ন করে; জমিদার তা
 ভূমি হইতে বহিষ্কৃত
 দেন। এ বিষয়ে নাগীশ ও আপী
 রাতে প্রধানতম বিচারালয়কে
 বর্তমান আইনের অনুসারে জমী
 কার্যের অনুমোদন করিতে হই
 কিন্তু বিচারালয় বলেন, জল দিন
 উপস্থিত হয় না, সেই ক্ষেত্র নিমি
 গনন করিলে ওজা ভূমিচ্যুত
 আইন অতিরিক্ত অসঙ্গত। ট্রেচি

প্রস্তাব করিয়াছেন, উল্লিখিত
কূপ খনন করিয়া প্রজা ভূমিচ্যুত
না। জমীদার যদি প্রজাকে ছাড়া
দেন, তাহা হইলে সে যে উন্নতি
করিতে পারে তাহার ক্ষতিপূরণ
ত হইবে। এই বিষয় লইয়া বাব
সভার তর্ক বিতর্ক হয়। কয়েক
প্রকৃত জমীদারের স্বত্ব হানি
বলিয়া প্রতিবাদ করেন। কিন্তু সর
বলিয়াছেন, তাহার শাসন
যদি এই প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইত,
হইলে তিনি আপনাকে গৌরবা-
জ্ঞান করতেন। তাহার অনুরোধে
পাণ্ডুলেখাটা সিলেক্ট কমিটির হস্তে
দেওয়া হইয়াছে।

আমরা প্রজার সহিত চিরস্থায়ী
বন্দোবস্ত যে প্রস্তাব করিয়া আসি
ছি, এটা তাহার প্রথম সোপান সন্দেহ
নাই। কিন্তু প্রস্তাবকর্তা প্রকৃত পথে
পূর্ণ করিতে পারেন নাই। জমীদার
কাড়িয়া লইবেন বলিয়া প্রজা
খনন করতে পারে না, বাবস্থাপ
প্রজাকে এই ক্ষমতা দিয়া ক্ষতি
দিতেছেন। যোগ কর, প্রজা মুণ্ড
বিনিয়োজিত করিয়া মরু ভূমিকে
করিয়া তুলিল, জমীদার কর বৃদ্ধি
লন; প্রজা অসম্মত হইয়া ভূমি
করিল। প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখাটা
বদ্ধ হইলে সে ক্ষতি পূরণ প্রাপ্ত
। কিন্তু সে সে ক্ষতিপূরণ কিছ: প
? জমীদার কি সহজে দিবে
? অর্থাৎ যথার্থ মূল্য স্থির করিবেন ?
আদালতকে ইহার মীমাংসা
ত হইবে; ইহাতে কেবল মকদ্দ
সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।
নির্বাহার্থ যদি আইন করা কঠিন
তাহা হইলে ক্ষতিপূরণের মকদ্দমা
করা আবশ্যিক হয়, কিন্তু একটা

স্থায়ী বন্দোবস্তব্যতিরেকে উহার সম্ভা
বনা নাই। স্পষ্ট প্রতীক্ষমান
হইতেছে, বাবস্থাপকগণ ক্রমশঃ প্রজার
সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভিপ্রে
ধাবমান হইতেছেন; কিন্তু এক কালে
প্রকৃত পথে পদার্পণ করিতে সাহস হই
তেছেন না। যখন অনিষ্ট প্রত্যক্ষ হই
তেছে, তখনসাত্তস সহকারে যথার্থ উপায়
অন্বেষণ করা কি উচিত নহে? জমীদা
রেরা অসম্মত হইবেন গবর্ণমেন্ট কি এই
শক্তি করিতেছেন? গবর্ণমেন্ট যদি জমীদার
দিগকে উপেক্ষা করিয়াসাত্ত সঙ্ক্ষে
প্রস্তাব সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করেন,
তাহা হইলেই তাহাদিগের অসন্তোষের
প্রকৃত কারণ ঘটে, আর যদি তাহাদিগকে
মধু বস্তী রাখিয়া করেন, সে অসন্তোষের
সম্ভাবনা কি? যদি কেহ না বুঝিয়া অস
ন্তোষ প্রকাশ করেন, বুঝিতে পারিলেই
তাহা ঘুর হইবে। যাহা হউক, ট্রেচিসাংগে
অতিরিক্ত সদনুষ্ঠানে করিয়াছেন, আমরা
তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি। তিনি
কেবল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদিগের
নিমিত্ত আইন করিবার চেষ্টা না করিয়া
ভারতবর্ষের সমুদায় কৃষকের নিমিত্ত
করিবার চেষ্টা করুন। যদি গবর্ণমেন্ট
এক কালে কৃষকদিগের সহিত স্থায়ী
বন্দোবস্ত করিতে একান্তই সাহস না হয়,
আপত্ততঃ এই আইন করা উচিত যে,
যে ভূমিতে কূপ, উদ্যান বাটী, কারখানা
প্রভৃতি করা হইবে কখনই তাহার
কার্য্যক্রম করা হইবে না। কৃষকেরা সচ
রাচর সামান্য কুটীরে বাস করে। বাহা
দিগের সম্মতি আছে, তাহারাও তবে
উঠিয়া যাইতে হইবে, এই শস্যায় ভাল
ঘর করে না। করবৃদ্ধির ভয় সামান্য ভয়
নহে; এই নিমিত্ত কৃষকগণ কোনপ্রকার
স্থিরতার উন্নতির কাষে যত্নবান দৃষ্ট হয়
না। সর জন লরেন্সের শাসনকালের

শেষাংশে কৃষকদিগের স্বত্বের
মাত্র হইল। তিনি কৃষকদিগের স্বত্ব
বন্ধ হইলেন বটে; কিন্তু যখনসময়ে সা
ও অধাবসায় প্রদর্শন করিতে না পারা
সাধন করিতে পারিলেন না।
শাসনকর্তা কৃষকদিগকে জমীদার
মহাজনের চক্র হইতে রক্ষা করিতে প
বেন, তিনি স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তিনাতে
যোগ্য পাত্র হইবেন সন্দেহ নাই।

সর জন লরেন্সের সম্মানার্থ
ভোজদান।

কতগুলি সিভিলিয়ান ও সৈনিক
পুরুষ গুণ্ড সোমবার চৌনহালে সর
লরেন্সের সম্মানার্থ এক ভোজ দিয়াছেন
সর উইলিয়াম মানসকিলড অধ্যক্ষ
করিয়া তাহার প্রসংশাসূচক একটা
বক্তৃতা করেন। সর জন লরেন্স প্র
স্তরদানকালে আপনায় শাসনসম্বন্ধে
কয়টা কথা বলেন, তাহার অনেক
উদ্যোগে ভূষিত। তিনি আফ
স্থানের বিষয়ে যে রজমতি অব
করিয়াছিলেন, তাহতে যুক্তিট
বাই। এটা তাঁহার গৌরবের বিষয় স
নাই; কিন্তু হাজার ও দুইদিনের যু
বধরণে সম্মত করিয়াছেন, সেটা
কর নহে। সর জন লরেন্স চুক্তি
নির্বাহার্থ যে উপায় অবলম্বন করি
ছেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের
কৃতজ্ঞতারনে আশ্রয় হইতে সন্দেহ
এটা তাহার যথার্থ প্রশংসার বিষয়।
অন্যে তাহার যে প্রসংশালাভ হয়,
মিত্ত সর রবার্ট মন্টগমরিপ্রভৃতিকে
বাদ দিয়া তিনি সন্নিবেচনার কাজ
য়াছেন। লোকদিগের বিষয়ে যে
প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, সেটা অ
প্রসংশনীয়। এ দেশীয়দিগের স
প্রণয়ে অবস্থান করিবার বিষয়ে
দিগকে কে পরামর্শ দিয়াছেন,

র উদ্যোগের বিশেষ পরিচয়
 আছে। ১৮৫৭ অব্দে ভারতবর্ষের
 আন্দোলন করলে ইংরাজ সৈন্যগণ
 দেশরক্ষা করিতে পারিত না, এই
 স্বীকার করিতে সর জন লরেঞ্জের
 মনোমাহিমা প্রকাশ হইয়াছে, একপনয়,
 তে অনেক ইংরাজের বিলক্ষণ শিক্ষা
 ব।

—:—

চুতন পুস্তক ও পত্রিকা।
 ১। বিদ্যালয়গুরুত উপক্রমণিকার
 প্রসিদ্ধি অমুখ্য। প্রেসিডেন্সি কলেজের
 প্রিন্সিপাল সংস্কৃত ভাষ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু
 কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অমুখ্য করি
 য়েছেন। এখানি দ্বিতীয়বার সংস্কৃত,
 প্রথম শুলের অবিরোধে অনেক মূল্য
 পত্রিবেশিত হইয়াছে; স্থানে স্থানে
 কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। এতৎ
 দ্বারা ইহার অবয়ব পূর্নাপেক্ষা
 দেড়গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে
 প্রিন্সিপাল বিদেশীদিগের নর অধিক
 প্রস্তুত স্বদেশীদিগেরও বিশেষ উপ
 দর্শবে। ফলতঃ এখানি সংস্কৃত
 পত্রিকার একটি সুন্দর উপায়
 হইছে।

২। সর্পঘাতপ্রতীকার। মেদিনী
 কলেজ বিদ্যালয়ের অন্যতর শিক্ষক
 বাবু হৃদয়নাথ দাস ইহার সম্পাদন
 করিয়াছেন। ইহাতে কতগুলি পরীক্ষিত
 পরীক্ষিত সর্পবিষনাশক ঔষধ
 উল্লেখ হইয়াছে। চিকিৎসকদের
 মন পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

৩। লম্পটদমন। ইহাতে গ্রন্থ
 র নাম নাই। গ্রন্থকার এতদ্বারা
 লম্পটদমন হইবে, মনে করিয়া এতৎ
 প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের
 মতে হইতেছে, বৈপরীত্য ঘটিলেই
 লম্পটটা বৃদ্ধি হইবারই সম্ভব
 বন।

৪। হিতশিক্ষা তৃতীয় ভাগ। এ
 খানি কলিকাতা নর্মাল স্কুলের প্রধান
 শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যো
 পাধ্যায় প্রণীত। নানা হিতকর বিষয়
 লইয়া এখানি রচিত হইয়াছে। ব্যাকর
 ণের সঙ্ক্ষিপ্তকরণও ইহার অন্তর্ভুক্ত
 দৃষ্ট হইল। এব্যবস্থাটী আমাদের
 বিবেচনার উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল
 না।

৫। রিকলেটর। এখানি ইংরাজী
 সাপ্তাহিক পত্রিকা। আলাহাবাদে প্রকা
 শিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা এক
 সংখ্যা দেখিয়া সমাচার পত্রের বিষয়ে
 মতামত প্রকাশ করা বিধেয় হয় না।
 ইহার দ্বিতীয় সংখ্যায় একটি অশুভলক্ষণ
 লক্ষিত হইল। ইষ্টইন্ডিয়া রেলওয়ের
 টেলিগ্রাফের সুপারিন্টেন্ডেন্ট গ্লানির
 অভিযোগের ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিবিধসংবাদ।

২৯ এপ্রিল সোমবার।
 আগরার চিত্রশালিকা। অধ্যক্ষ কারলাইল
 সাহেব সম্প্রতি এক মূর্তি কুস্তীর উন্নয়ন
 ৩৮ টী প্রস্তর এবং কতকগুলি গহনা ও
 মনুষ্যকেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কুস্তীর পচামাংস
 ভয় তক্ষণ করে না, এ কথা ইহা দ্বারা প্রমাণ
 হইতেছে। কারলাইল সাহেব অমুমান করেন
 কুস্তীরেরা জীলোকের মাংস অধিক উপায়ের
 জ্ঞান করে।

কানানোরের নর্মাল বিদ্যালয়ের দুই জন
 ছাত্র এক জন শিক্ষককে প্রহার করিতে উত্বে
 গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার
 আজ্ঞা দিয়াছেন। তাহারা দুই বৎসর পর্যন্ত
 গবর্নমেন্টের কোন কাজ পাইবে না।

দিল্লী অঞ্চলে অনারুর্কিনিবন্ধন প্রায়
 ১০,০০০ গো মহিষ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। গুর্জ
 না হইলে আরও ভয়ানক কাণ্ড হইবে। এক
 কলসি জল চারি আনার বিক্রীত হইতেছে।

১৮৬৭-৬৮ অব্দে পঞ্জাবের রেলওয়ের নিমিত্ত
 ৯৪,৩৮,৪৭৮ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে
 ১,০২,২৬৮ টাকা সরকারী রাজস্ব হইতে এবং
 ৯৩,২৩২,১৬ টাকা সংস্থীত মূল ধন হইতে
 ব্যয়িত হইয়াছে।

অমৃতসর বিভাগের অন্তর্গত আজম
 গাঁও নামের উর্ধ্ববিলদার উৎকোচ গ্রহণ
 উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন
 মেরাদ ও ৪০০ টাকা করিমানা হইয়াছে
 ইতো ইউরোপীয় করেন পুণ্ড্রেনে দৃষ্ট
 সম্প্রতি বেঙ্গলিয়ার হইতে ৪ জন ও জা
 হইতে ৮ জন মন আসিয়াছেন। মনের
 না করিয়া কেবল ইংরাজসেবার দিনপাত ক
 কাখলিকেরা ক্রমশঃ এ দেশে বহুমুল
 হেন।

কিরোজ জাহাজ ভয়ঙ্কর হওয়াতে স
 লয়েল আগামী ১৯ এ জাহাজরি পি ও
 মির সেইল জাহাজে এ দেশ ত্যাগ করি
 য়েছেন।

১লা ফেব্রুয়ারি অবধি বাঁহারা টেলি
 সংবাদ প্রেরণ করিবেন, তাহাদিগকে
 ব্যবহার করিতে হইবে। বাঁহারা টেলি
 আড ডা হইতে দুই খাকিবেন তাহারা
 পত্র পাঠাইলে টেলিগ্রামে যাইবে। এ
 পূর্বক টাম্প হইতেছে। টাম্পের দুই
 সংবাদ প্রেরিত হইলে রসিদ স্বরূপ একটি
 প্রেরিতার নিকটে প্রেরণ করা হইবে। এ
 সর্বসাধারণে সর জন লরেঞ্জের নিকটে
 হইতেছেন।

সর জন লরেঞ্জ আর একটি মহৎ উ
 করিলেন। ১লা এপ্রেল অবধি ডাকের
 কমিতেছে। এপযুক্ত সিকিভেলার
 পত্রের ম'মূল দুই পয়সা দিয়া অর্ধ
 পর্যন্ত এক আনা এবং অর্ধতোলা
 প্রতি অর্ধতোলা অথবা তাহার তমাংশে
 আনা মাসুল লাগিত গবর্নর জেনরল
 দিরাছেন, ১লা ফেব্রুয়ারি অবধি অর্ধ
 পর্যন্ত দুই পয়সা, এক তোলা পর্যন্ত এক
 এবং তদুপরি প্রতি তোলায় এক আনা
 লাগিবে। সংবাদপত্রের মাসুল পাঁচ
 পর্যন্ত দুই পয়সা করা কর্তব্য। আমরা
 হইলাম, এ নিমিত্ত শীঘ্র আবেদন হইবে।

গবর্নমেন্ট কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়
 আবুল বকর সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত হইয়
 এবং সিয়ারআলি নিজ জয়ের স্মরণার্থ
 দিয়াছেন। গবর্নমেন্ট সিয়ারআলি
 টাকা দিয়া সাহায্য করিতেছেন, তাহা
 লাভানে প'ছিয়াছে। এক জন রুশীয়
 কাবুলে আসিয়াছেন, একজনরও অমূলক।
 সপ্তে সন্দেহ করেন, সিয়ার আলির
 রুশীয়দিগের কোনপ্রকার বন্দোবস্ত হই
 এক দল রুশীয় অখাবোহী অকসেস
 কাবুলের কিয়ৎংশ দর্শন করিয়া গি

ডের আখুন্দ। সয়ার আলকে ব্রিটিশ গব
টর মিত্র দেখিয়া তাঁহাকে আধ্যাতিক জ্ঞান
আছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার
ত আখুন্দ এক ঘোষণা করিয়াছেন।

স্বৈরী এর লামাটনিয়র কালেজ কলিকাতার
বদালায়ের অন্তর্গত হইয়াছে।

র জন লরেন্স পদত্যাগকালে নিম্নলিখিত
কদিগকে উপাধি প্রদান করিয়াছেন। মিন

জেলার অন্তর্গত কুছালি পরগণার চৌধুরী

নাসিং শাসনকার্যের সহায়তা ও বিদ্যার

গাহ নামের নিমিত্ত বায়বাহার উপাধি পাই

ম মেডিকাল কলেজের সব আসিষ্ট্যান্ট

ন বাবু রামনারায়ণদাস রায় বাহাদুর ও

বী জামিজ খাঁ খাঁ বাহাদুর উপাধি পাই

ন।

ক্যাব গবর্নমেন্টের প্রমোশুসারে ভারতবর্ষীয়

মেন্টে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যখন কোন ক

সবর মহকুমা হইতে পাঁচ মাইলের অধিক

ম করিবেন, তখন তিনি পাথের পাইতে

বেন। এ পর্যন্ত ১০ মাইলের ভিতরে

থর দেওয়া হইত না, এটি কিছু অধিক অনু

ইল।

কলা বেলা ৪।৪৫ সময়ে অতিশয়

হইয়াছিল। পূর্বে হইতে পশ্চিম দিগে

হই মিনিট পর্যন্ত দোলায়মান হয়

কালিকা সকল পাততপ্রায় হইয়া

কম্পের সময়ে দৃষ্টিত কামানে

র ন্যায় একটা শব্দ হয়। পৃথিবীর ভ

প্রধান কামসম্বর, উত্তরপাশ্চমাঞ্চল ও পঞ্জাবের
লেপ্টনান্ট গবর্নর এবং কাটানুওস্থিত হেসি
ডেন্ট সর জন লরেন্সের নিকটে বিদায় লইতে
আসিয়াছেন।

আমরা ইউরোপীয় টেলিগ্রাম দর্শন করিয়া

অতিশয় মুগ্ধিত হইলাম সর হারবার্ট এড

ওয়ার্ডস প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সর হারবার্ট

এডওয়ার্ডস সর হেনরি লরেন্সের এক জন চা

ছিলেন। পঞ্জাব তাঁহার নিকটে অনেক বিষয়ে

কণী আছেন। তিনি পঞ্জাবী কর্মচারিত্ব

সুন্দর যথেষ্টাচার করিতেন বটে; কিন্তু জা নিয়

শুনিয়া কখন অবিচার করেন নাই। বিদ্রোহের

সময়ে সর হারবার্ট এডওয়ার্ডস শীকদিগকে

বিস্তৃত রাখিবার নিমিত্ত অল্প চেষ্টা করেন নাই।

পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া তিনি সর্দদা

ভারতবর্ষের কলাণ ও ভারতবর্ষীয় জিগের রাজ

নীতিসংক্রান্ত উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টা পাইতেন

সিভিল সার্ভিসের দ্বারা উদ্বলিত করিবার নিমিত্ত

তিনি বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি নিজ গুরু

সর হেনরি লরেন্সের জীবনচরিত লিখিতে চি

লেন। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে এই

গ্রন্থখানি হয় ত শেষ করিতে পারেন নাই।

মাস্টারের প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত

অধ্যাপক পিককোড সাহেব সংস্কৃত গ্রন্থ সক

লের সংগ্রহ করিবার ভার পাইয়াছেন। চলিত

ভাষার যে সকল গ্রন্থ সাহিত্য ও ইতিহাস

কামসমবের অধীন না থাকিয়া
বর্ষীয় গবর্নমেন্টের অধীনস্থ হইবেন। কিন্তু
তিনি তাঁহার মৃত্যুদণ্ড দিবেন, তখন প্রধান
সমরের অসুখতি লইতে হইবে।

পঞ্জাবের লেপ্টনান্ট গবর্নর সর ডোন

মাকলিন্ড সর জন লরেন্সের নিকটে

লইবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন।

১২ ই জাঙ্গুয়ারি মঙ্গলবার আবুলমের

বর্ষে গবর্নর জেনরলের কার্যভার গ্রহণ

বেন। সর জন লরেন্স ১৩ ই জাঙ্গুয়ারি এ

ত্যাগ করিয়াছেন।

গত কল্যা চৌনহালে বঙ্গদেশের সাম

বিজ্ঞানসত্তার সাধনসারক অধিবেশন হইয়া

বিচারপতি কিয়ার সভাপতির আসন

করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভার নি

পৃথক গঠনা থাকিতে ডেলহৌসি ইনষ্টিটিউট

একটি গৃহের নিমিত্ত আবেদন করা হই

আমরা মুগ্ধিত হইলাম, সভার সভ্য সংখ্যা

হইতেছে না।

৩০ এ পৌষ মঙ্গলবার।

প্রধানতম বিচারালয়ের আটনী বাবু

নাথ বসু এক মক্কেলের নামে বিল ক

অন্য টাকা লওয়াতে প্রধানচারপত তাঁ

হয় মাসে নিমিত্ত গৃহ গঠ করিয়াছেন

হিন্দুপোটিয়টের একজন পত্র

বলেন মলহাটি শাখারেলওয়ার এক জন

ভারতবর্ষ অবেদন ও একাদশের

টেঙাট একগ অবধি ব্রিটিশ ব্রঙ্কের প্রধান

করে।

সম্প্রতি হোচে যে প্রদর্শন হয়, তাহাতে
 বঙ্গদেশীয় সর্কারগণ আপনানিত হইয়াছেন।
 সর্কারগণ প্রথম জেলির টিকেট লইয়াছিলেন,
 কিন্তু ইউরোপীয়দিগের আসনগ্রহণের পূর্বে
 আসন প্রাপ্ত হন নাই। পুলিশ প্রহরীগণ চাবুক
 পট্টয়া সর্কারদিগকে নিকটস্থ হইতে দেয়, নাই।
 কয়েক জন উপযুক্ত লোক আসন প্রাপ্ত হন
 নাই। এতদেশীয় রাজগণের অপেক্ষা হত-
 ত্যাগ্য লোক আর নাই। ইংরাজ রাজকর্মচারী
 দিগের ভয়ে তাঁহাদিগকে প্রদর্শন ও দরবার
 প্রভৃতি স্থানে আসিতে হয়। আসিলেও
 সম্মান পান না। গবর্নমেন্ট মনে করিলে কি
 নিবারণ করিতে পারেন না?

শিক্ষাবিভাগে খাকা হুংখের নামান্তর
 হইয়াছে, তাহার আর এক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে
 কিনা কানাড়ার কয়েক জন নিম্নতর শিক্ষক
 দিগের জন্য অন্য বিভাগে প্রবেশ করাতে
 মন্ত্রাজ গবর্নমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, বিভাগীয়
 প্রধানদিগের অনুমতিতে কেহ অন্য বিভাগে
 প্রবেশ করিতে পারিবেন না। চতুদ্দশ লুইয়ের
 মতে একজন ফরাসী আফিসর অনেক দিন
 বসন না পাইয়া এক দিবস রাজাকে বলি-
 লেন, "তাঁহা! আপনার সহিত তিনটি কপা
 হইতে যেতন নচেৎ বিদায়।" রাজা, বললেন
 "তোমার সহিত চারিটি কথা আছে, দুইয়ের
 বসিও নহে"। নিম্নতর শিক্ষকদিগের এই
 কথা ঘটিয়াছে।

চা-কর বলধিন এক জন কুলির উপরে যে
 আচার করে, তাহাও যথেষ্ট ঘৃণাপ্রকাশ করিয়া
 ও হোলডার সভা ভারতবর্ষীয় গবর্নমে-
 ন্টকে এক পত্র লিখিয়াছেন। গবর্নর জেনরল
 তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন
 তাহাতে এপ্রকার আচারা না হয়, সভার
 অন্তর সেট চেষ্টা পাওয়া কর্তব্য। নিম্নজেলির
 ইউরোপীয় অধ্যক্ষ থাকিতে তাহা হইবে না।
 কংগ্রেস এতদেশীয় কর্মচারীদিগকে
 প্রাধান্য করেন না কেন? তাহা হইলে এই
 প্রকার আচারা হইতে পারে না।

মাড়োয়ারে সম্প্রতি একজন বৃদ্ধি বীরী
 প্রকাশ নারী সম্মুতা হওয়াতে তত্রত্য রাজা
 হার উদ্যোগীদিগের কঠিন পরিশ্রমের সহিত
 তৎ বৎসর মেয়াদ দিয়াছেন। ইহাতে সন্তোষ
 প্রকাশ করিয়া গবর্নর জেনরল বলিয়াছেন,
 প্রধান উদ্যোগিত্তির আর সকলের মেয়াদ
 মাইলে ভাল হয়।

১ মাঘ বুধবার।
 ব্রিটিশের হুংখ বঙ্গদেশে ব্যাপিয়া হই-

রাছে। কাছাড়ের অন্তর্গত সিলচর হইতে
 টেলিগ্রাম আসিয়াছে, বিস্তর হুংখ পাতত
 হইয়াছে। তত্রত্য বাজারসী ভুগর্ভে মগ হই
 রাছে।।

সৈন্য আজিমুদ্দিন খাঁর পুত্র সৈন্য শফিকুদ্দিন
 লক্ষ্যেয়ের তালুকদারসভার সম্পাদক ছিলেন
 তিনি আপাততঃ লক্ষ্যেয়ে একালতি করিতে
 ছেন। লক্ষ্যেয়াটাইনস বলেন, যে ছাত্রকে গবর্ন
 মেন্ট মনোনীত করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবেন,
 বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট শরিক দিনকে সেই ছাত্র
 বলিয়া মনোনীত করিয়াছেন। তিনি যতদিন
 সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত
 ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিবেন, ততদিন তাঁহাকে
 মাসিক ৩০০ টাকা দেওয়া হইবে। বঙ্গদেশে
 কি আর লোক ছিলেন না, অবেধ্য হইতে
 বঙ্গদেশের ছাত্র লওয়া হইল। এটা পঞ্জাবী
 চাল দেখা বাইতেছে। যে সাহেব জানিবেন,
 চালের উপরে কিঞ্চি আছে।

কাশ্মির হাদিয়ত আলি প্রধান সেনাপতি
 এতদেশীয় এডিক্ট হইয়াছেন।

১. ই জামুয়ারিতে যে সপ্তাহের শেষ হয়,
 তদ্ব্যয় সমুদায় ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল
 লাক্ষেয়াই কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে। ২ ই ব্রিটিশীতে
 মেঘাভ্রম ও বাতাস হইয়াছিল, কিন্তু বিস্মৃপাত
 হয় নাই। অথলা, জলন্দর, দিসা, রাউলপিণ্ডি
 লক্ষ্যেয়া, পাটনা, জয়পুর, আলাহাবাদ ও অমল
 পুরে বৃষ্টির লেশমাত্র নাই।

গবর্নমেন্ট অবগত হইয়াছেন কচের রাজ্য
 কতকগুলি প্রজা আফিকা হইতে দাসক্রয়
 করিয়া আনয়ন করে। গবর্নমেন্ট তিমিত্ত ত
 ত্রত্য রেসিডেন্টের দ্বারা রাজ্যকে জানাইয়াছেন
 যদি এই দূষিত ব্যবসায় বন্ধ না করেন, তাহা
 হইলে তাঁহাদিগকে অগত্য হস্তক্ষেপ করিতে
 হইবে।

২ মাঘ বৃহস্পতিবার।

গত কল্যা রাইট অনরেল রচার্ড, সৌধ
 ওয়েল, বোর্ক আরল অব মেয়, মনিক্রোয়ারের
 বাইকোর্ট মেয় এবং নামের বাবন নাম কে,
 পি, ভারতবর্ষের রাজপ্রতিবি ও প্রধান শাসন
 কর্তার পদ গ্রহণ করিয়াছেন। লাড মেয় যখন
 কলিকাতার আগমন করেন, তখন বিস্তর এত
 দেশীয় ও ইউরোপীয় এবং কয়েক লক্ষ সৈনিক
 উপস্থিত ছিলেন। সব জন লয়েল যত দিন
 ভারতবর্ষে থাকিবেন, তাঁহাকে গবর্নর জেনর
 লের সম্মান প্রদান করা হইবে।

সব জন লয়েল নেপালীয় হুংখের

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল।
 আফানিত হইলাম, হুংখের বাসিতে পুলিশ
 নিযুক্ত করা হইয়াছে।

হুমার হেরজক ও মুন্সি আমীর
 গোপনীয় দ্বার দিয়া গবর্নর জেনরলের
 প্রবেশ করিবার স্বত্ব পাইবেন।

ডেলিমিউস অবণ করিয়াছেন কলিক
 মিউনিসিপালিটি বেসাদিগের পরীক্ষা ও
 মির চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত যে ব্যয় নির্ভ
 করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট তাহাতে
 ট হইয়া বলিয়াছেন, মন্ত্রাজের দ্বারা
 দিগের চিকিৎসকে রেজিষ্টার করা ক
 ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের অবলম্বিত প্রণ
 অনুসরণ করিলে অল্প ব্যয়ে বখার্খ কাজ হই
 হু সাহেব মাসিক ১৬,০০০ টাকা ব্যয় করি
 কারখানা করিয়াছিলেন। অক্ষিগণ যদি
 রক্ষণ করিতে চান তাহা হইলে হু
 ফরিদি ও বরসিয়ার, একজন ইঞ্জিনিয়ার
 অন্ততঃ ৩০ জন চাপরাশী প্রেরণ ক
 এখানে সেই সেকেনে নবাবি চাল।

৩ রা মঘ শুক্রবার।

আমরা মন্ত্রাজ এথেনিয়ম দর্শন
 হুংখিত হইলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট যে
 লক্ষ টাকা রাজকুমার আজিমজার জন্য প্র
 করিয়াছেন তাহা তাঁহার পোজন হইতে বা
 এক লক্ষ টাকা করিয়া কর্তন করিবার
 প্রকাশ করিয়াছেন। আজিমজার ৭০ ব
 বয়সক্রম হইয়াছে এবং তাঁহার শরীরও
 এ অবস্থায় বৃদ্ধি কমান ভাল নহে। কিন্তু
 দিগের পদচূত রাজকুমারগণকে বলা উচি
 তাঁহারা পদচূত হইলে তদ্ব্যয়তে কোন
 সাহায্য পাইবেন না। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট এ
 যে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন কোন দেশের
 পদচূতদিগের প্রতি এমত ব্যবহার করেন না।
 তৃতীয় নেপলিয়ন আলফ্রস বংশীয়দিগের
 নীয় আমদারিগুলি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছে

কয়েকটা আর্গুমেন্ট সম্পাদক কাশ্মের
 পি. মুরের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি অনেক
 সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিয়া বিলক্ষণ
 লাভ করিয়াছিলেন। কাশ্মের মুরের অন্তঃ
 নির্মল ছিল। কিন্তু খতাবতঃ তাঁহার
 কিছু অধিক ছিল। তদ্ব্যয়জন সর্দাদাই
 পতিত হইতেন। উত্তরীয়েগে তাঁহার
 হইয়াছে।

ইঞ্জিয়ান মিস্তার পত্র একপল সাপ্তা
 হইল।

৪ঠা মাঘ শনিবার।

হুকেশন গেজেট বলেন, "ক্রীমুজ বাবু
পচন্দ্র ঘোষ বি. এ. দেশীয় প্রচলিত
কাসমস্তের একটি রুহং জন্ম প্রকাশিত
রা দিয়াছেন। অধিনী নকত্রের যোগতারার
ত সুখ্যের সংক্রমণ হইলেই বর্ষের আরম্ভ
ঐ দিনের নাম মহাবিষুব শেষ সংক্রান্তির
একনে যে দিনে ঐ সংক্রান্তি ধরা যায়।
ইংরাজী ১০ ই এপ্রিল। কিন্তু ক্রান্তিপা
খন অধিনী নকত্রের যোগতারার সহিত
র সংক্রমণ—অর্থাৎ সম অয়নাংশ একনে
শ এপ্রিলে ঘটতেছে। সুতরাং প্রচলিত
কাসুসারে সাত দিন পূর্বে আমাদিগের
রারম্ভ হইতেছে। ইংরাজী ২১ শে এপ্রিলে
ঐশাখ ধরিলে ঐ জন্মের সংশোধন হয়।
অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন, "দিগাপাতি
কুমার প্রমথনাথ রায় রামপুর বোয়ালিয়া
ত দিগাপাতিয়াপর্ষ্যস্ত রাস্তা ৬৬
র্ষ ১৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।
আরও তাঁহার জিলাস্থ ছতিকপীড়ত
দিগের সাহায্যার্থে ৩৫০ টাকা দিয়াছেন।
পাতব্যের জন্য লেঃ গবর্নর তাঁহাকে ধন্য
দিয়াছেন।"

—:—

ইউরোপীয় সন্নাচার।

৬ ই জামুয়ারি। কাবালেটি হইতে
লিগ্রাম আসিয়াছে, তন্মারা জানা যাই-
ল, সুলতান পারিসস্থিত তুরস্ক দূতকে
ফ দ্বারা স্বান্তিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে
হইয়াছেন, তৎপরে ৯ ই জামুয়ারি দূত
ইবে।
৭ ই জামুয়ারি। মাদ্রিড হইতে যে
মি আসিয়াছে তন্মারা জানা যাইতেছে
ক্যাডিজ ও মালাগাতে যে উপদ্রব
হা দূত পূর্বেই জীর অগ্রচরণ করি-
ল এই ভাবে আপাততঃ গবর্নমেন্ট এক
করিয়াছেন। ইটালীতে অদ্যাপি
গ রহিয়াছে, সেনাপতি কতোন
পনের তার পাঠিয়াছেন।
জামুয়ারি। তুরস্ক ও গ্রীসের বিবাদ
যে দূতসভা হইয়াছে, তন্মারা
জন ৩৪বার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।
ট্রাফোর্ড নপকোট হডসন বে কোম্পা-
র্নর মনোনীত করিয়াছেন।
জামুয়ারি। অদ্যকার লেবার্ট হেরালড
পিটোপলার্কর পুত্র ও একটাই বন-

শ্ৰীম্বরগণ তুরস্ক গবর্নমেন্টের নিকটে আত্ম
সমর্পণ করিয়াছেন। সুলতান ছইখানি লৌহা
রত জালাল করিয়াছেন।

আয়ারলণ্ডে কতকগুলি কৃষিসংক্রান্ত
অভ্যুত্থার ও গোলযোগ হইয়াছে।

তুরস্ক ও গ্রীসসংক্রান্ত দূতসভার অধিবে
শন কলা নিশ্চিত হইবে।

৯ ই জামুয়ারি। ভারতবর্ষের ট্রেটসেক্রে-
টারি মৃত সর হারবার্ট এড ওয়াডাসের নিমিত্ত
প্রশংসা সূচক এক মন্তব্য লিখিয়া তাঁহার স্মরণ
ার্থ একটি স্তম্ভ করিবার মানস করিয়াছেন।

টাইলাউসের গবর্নমেন্টের উকীলের প্রতি
করাশী সম্রাট এই বলিয়া দোষারোপ করেন,
উকীল সংবাদপত্রের দিকে অন্যায়রূপে পক্ষ-
পাত করিয়া কার্য করিয়াছেন। এই নিমিত্ত
উকীল পদত্যাগ করিয়াছেন। কালিষ্টদিগের
ঘড়যন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রপ্রিয়দিগের সংখ্যা
স্পেনে বৃদ্ধি হইতেছে।

১১ ই জামুয়ারি। করাশী আয় ২০
সংক্রান্ত হিসাব প্রদান করা হইয়াছে। ১৮৬৮
অর্থে হিসাবের অতিরিক্ত ৩,৪০,০০০,০০০
ফ্রাঙ্ক অধিক আয় হইয়াছে। ১৮৭০ অর্থে
১,৭৩,৬০,০০০,০০০ ফ্রাঙ্ক আয় ও ১৬,৫,০০০
০০০,০০০ ব্যয় হইবে, স্থির করা হইয়াছে
রিপোর্টে বলা হইয়াছে, শান্তিরক্ষার সাপ-
রণ সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে এমী সকলের সংস্কার
হইয়াছে। সম্রাট নেপোলিয়ন সাধারণ মজলাস
যে চেষ্টা পাইয়াছেন তাহারও উল্লেখ করা
হইয়াছে।

কোরেন্স হইতে যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে
তাৎপাতে প্রকাশ করে ইটালীর সমুদায় গোল
যোগের শান্তি হইয়াছে। সেনাপতি সর চারলস
সোর চেলসিয়া হস্পিটালের লেপ্টনেন্ট গবর্নর
হইয়াছেন।

১২ ই জামুয়ারি। গ্রীস ও তুরস্কের বিবাদ
ভঙ্গনার্থ যে দূতসভা হইয়াছে, নির্দিষ্ট দূত
গণ আপনাদিগের মন্তব্য জানাইয়া সেই
সভাকে এক পত্র লিখিয়াছেন। গ্রীসের দূত
তুরস্ক দূতের সহিত সমান সম্মান পাইবেন না।
বাইকোর্ট ফ্রাঙ্ক ফোর্ডের মৃত্যুসংবাদ
প্রকাশিত হইয়াছে।

লেবার্ট হেরালড বলেন, ক্রিটের বিজোহি
গণ আপাততঃ যে গবর্নমেন্ট নিযুক্ত করিয়া
ছিল, তাহার সতঃ গণ অনেক যুদ্ধের পর আত্ম
সমর্পণ করিয়াছেন। চারি জন হত হইয়াছেন।

সকলের কাগজ পত্র তুরস্ক কর্তৃপক্ষের
হইয়াছে।

ইউরোপীয় গবর্নমেন্টসমূহ তুরস্ক
সহিত গ্রীক দূতের সমান সম্মান
বিরুদ্ধে যে মীমাংসা করিয়াছেন, গ্রী
মহর রাগের তবিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন
তিনি টেলিগ্রাফ দ্বারা এখেল হইতে উ
চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। দূতগণ গ্রীস ও তু
দূতকে বলিয়াছেন, যত দিন সঙ্কর তর্ক
তত দিন তাঁহারা যেন কোন গোলযোগ
করেন।

—:—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্ট গবর্নরের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

৬ ই জামুয়ারি। নিম্নলিখিত সরকারী
সুপারইন্টেন্ডেন্টদিগের উন্নীতি গ্রাহ্য করা
দ্বিতীয় হইতে প্রধান শ্রেণিতে।

- জে, বি, গোল্ড সাহেব।
- জি, জে, কলি।
- ডবলিউ, আর, গ্রিগ।
- তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে।
- ই, এম, শাউয়ার সাহেব।

ডাক্তর জে, গ্রিগ পদত্যাগ করিতে এ.
লিউ ককরণ সাহেব কুমিলার বিদ্যালয়
সভার সভ্য হইবেন।

৮ ই জামুয়ারি। জে, ছইট মোর সা
নয়মনসিংহে সরকারী মাজিষ্টেট ও কালেক
হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্টেট
কমতা পাইবেন।

যতদিন এ, আবারক্রি সাহেব বিদায় ল
ইংলণ্ডে থাকিবেন, ততদিন জে, এম, লে
সাহেব চাকর প্রতিনিধি সিবল ও সিনি
জ্ঞ হইবেন।

পুলিশ ইনস্পেক্টর জে, টমাস সাহেব ১৮
অক্টোবর ৩১ এ অক্টোবর অবধি ২৮ এ নবে
পর্ষ্যন্ত দারজিলংয়ের পুলিশ সুপারইন্টেন্ডেন্ট
কাব্যতার পাইয়াছিলেন।

৯ ই জামুয়ারি। যে, এম, স্টে সাহেব
এ, প্রেসিডেন্সি কালেক্টর সিবিগ ইন্সপেক্টর
বিভাগের অধ্যাপক হইয়া তৃতীয় শ্রেণিতে
উন্নীত হইলেন।

১১ ই জামুয়ারি। কাগেন এ, ই, কা

পরের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিশনার হই-
 হুগুনের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিশনার
 ন ই, জি, লিলিওট্টোন ১৮-৬৮ আন্ডার
 হইনের ১ ধারানুসারী কর্মতা পাইবেন।
 এ ডিসেম্বর অবধি বাবু মহানন্দ মুখো
 শিবসাগরের দেওয়ানী চিকিৎসা
 হইরাছেন।

তদ্বিন এল, আর, টটেমহাম সাহেব
 লইয়া অসুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন
 এল, ওয়েলস সাহেব হাবডার প্রতি
 মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেজের হইবেন।
 ই জাহুরারি। বাবু অধিকাচরণ রায়
 মালদহের সব রেজিষ্টার হইবেন।
 তদ্বিন ডাক্তর এ, ফেমিঙ বিদ্যায় লইয়া
 স্থিত থাকিবেন, ততদিন ডাক্তর জে,
 ইট মুবসিলাবাদের প্রতিনিধি সিরিল
 হইবেন। তিনি আরও নিজপদে
 কুলপ্রেরণবিভাগের অপেক্ষ হইবেন।

পবলিকওয়ার্ক বিভাগ।

ই জাহুরারি। দ্বিতীয় শ্রেণির স্থানীয়
 ই ইঞ্জিনিয়ার জে, আর, কে, উইলিম
 বর্ধমানের স্থানীয় রাস্তা হইতে
 বিভাগে বদলী হইবেন
 লিখিত তদ্র লোকেরা স্টেট সেক্রেটারির
 চুক্তি করিয়া বঙ্গদেশে ই জিনিয়র হইয়া
 পয়াদেন।

সি, আডলী-চতুর্থ শ্রেণির একজিকি
 ই জিনিয়র।

বিলিউ, জে হিথ চতুর্থ শ্রেণির একজিকি
 ই জিনিয়র।

সি, লেচ'র প্রথম শ্রেণির সহকারী
 নিয়র।

এস, পাট'ডিস প্রথম শ্রেণির সহকারী
 নিয়র।

বিলিউ, ব্রাসিডটন-দ্বিতীয় শ্রেণির ঐ
 আর, ডি, মর্গান ঐ ঐ।

ই জাহুরারি। চতুর্থ শ্রেণির একজিকি
 ই জিনিয়র জে, এম, লক সাহেব মহানদী
 উচ্চবিভাগে বদলী হইবেন।

উদ্ধৃত।

এখানকার শাসনসম্পর্কে
 টেবিলিক মত।

কুপদেশবাসী সিগকীড নামক কোন
 সশ্রুতি ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিভ্রমণ

করিয়া গিয়া এক জন বদেশীর প্রধান রাজমস্ত্রীর
 নিকট বেত্রকার নিআপনী প্রদান করিয়াছেন,
 নিম্নে সেই বিআপনীর সারাংশ সঙ্কলিত হইল।

সিগকীড সাহেব বলেন, ইংরাজাধিকৃত
 ভারতবর্ষ বেশ কাল সাম্রাজ্য অপেক্ষা চর সাত
 গুণ অধিক বৃহৎ। এই দেশ বিংশতি কোটি
 মানুষের নিবাসভূমি। ইংরাজেরা এই মহাদে
 শের অধিকারলাভ করিয়া একদে প্রভুত্বপ্রাপ্তি
 অথবা স্বাধীনপ্রচারের লোভে জলাঞ্জলি দিয়া
 কেবলমাত্র উপচিকীর্ষাবৃত্তিপ্রেরিত হইয়াই
 লৌহবর্ষ, তাজিত বার্তাবহ এবং কৃষিপ্রদর্শনী
 সংস্থাপনাদি সাধারণ হিতকর কার্যের অমুঠানে
 ব্যাপৃত হইয়া আছেন। একদে ভারতবর্ষের
 টেবিলিক বাণিজ্যে ২০ কোটি টাকার স্বর্ণ
 এবং রৌপ্য ব্যতীত ৩০ কোটি টাকার স্রব্য ও
 রপ্তানীর পরিমাণ ২৭০ কোটি টাকার স্রব্য
 ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর অসুনে ৪৪ কোটি গজ
 বিলাতী খান বিক্রীত হইয়া থাকে। অর্থাৎ
 এত খান বিক্রীত হয় যে, তদ্বারা সমস্ত কুম
 গুল উপযুক্ত পরি বিংশতিবার পরিবেষ্টিত হইতে
 পারে।

ভারতবর্ষে যে রেলওয়েসমস্ত প্রস্তুত হইয়া
 উঠিয়াছে, তাহাতে ৬ কোটি টাকা খরচ হইয়া
 গিয়াছে। গবর্নমেন্ট ঐসমস্ত টাকার নিমিত্ত
 ব্যয় নারী হইয়া আছেন বলিয়াই রেলওয়ে
 সমুদায় প্রস্তুত হইতেছে। গবর্নমেন্ট সম্প্রতি
 কল্যাণকর্মকার্যে মনোযোগী হইয়া তৎকর্তব্যে
 ২০ কোটি টাকার অধিক ব্যয় করিতে মনস্থ
 করিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষে গবর্নমেন্টের
 নিজের অথবা গবর্নমেন্টের সাহায্যপ্রাপ্ত
 ১৯ হাজার বিদ্যালয় আছে। ঐ সমস্ত বিদ্যা
 লয়ে অসুনে ৩ লক্ষ দেশীয় বালক বিদ্যাধ্যয়ন
 করিতেছে।

দিক্ত ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের যে কোন
 ক্রটিই লক্ষিত হয় না, এমত নহে। ভারতবর্ষের
 জল বায়ু ইংরাজদিগের লভ্য হয় না। তজ্জন্য
 তাঁহারা ওখানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে
 পারেন না। যে ইংরাজ ভারতবর্ষে যান
 তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য, শীঘ্র শীঘ্র বড়মানুষ
 হইয়া বদেশে ফিরিয়া আইসেন। সুতরাং ভার
 তবর্ষের প্রতি তাঁহাদিগের সাদৃশ মমতা জন্মে
 না। আর একটী দোষ এই যে, ইংরাজেরা
 দেশীয় লোকদিগের সংশ্রব ভাল বাসেন না।
 তাঁহারা সচরাচর অত্যন্ত সাহকার এবং
 গর্ভিত ব্যবহার করেন। তজ্জন্য যেপরিমাণে
 দেশীয় লোকেরা লেখা পড়া শিখা করিয়া

রাজকার্যে প্রার্থী হইতেছে, সে
 ইংরাজদিগের সহিত তাহাদিগের প্রতি
 এবং টেরস্তাব উপস্থিত হইতেছে।
 গেজেট।

আমরা মালিপোতা হইতে
 ষিঁত সমাচারগুলি প্রাপ্ত হইয়া
 ১। গত ৪ঠা জাহুরারি গবর্নমেন্ট স
 মালিপোতা ইং বাং বিদ্যালয়ের
 পরীক্ষাকার্য সমাহিত হইয়া গিয়া
 কেয়া পরীক্ষিত বিষয়ে যেসকল প
 প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা প্রীতিপ্রদ
 হইবে। পরীক্ষাবসানে বিদ্যালয় দিবস
 বকাশ হইয়াছিল। ছাত্রেরা বিআমাতে
 অভিনব উৎসাহসহকারে অধ্যয়নকা
 হইয়াছে। আগামী জীপকমী পরী
 বিদ্যালয়ের অবকাশের অব্যবহিত
 বোধ হয় পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকেরা য
 পুরকৃত হইবে।

২। নিরতিশয় আফ্লাদসহকারে
 করিতেছি যে কলিকাতা ষিঁদিরপু
 পাতী ডুটকলাসের রাজপরিবার
 কুমার সত্যসত্যসোবাল বাহাদুর ঐ
 লয়ে এককালীন ৫০ টাকা দান করি
 তদ্বারা বিন্যালয়ের আনন্দক বা
 বাগী অনেকগুলি স্রবোর যথেষ্ট সা
 য়াছে। এতাবত মালিপোতা উক্ত
 কুমার বাহাদুরের নিকট যাবজ্জীবন
 পাশে বন্ধ রছিল। আমরা জগদী
 লাধনা করি, একদম মহানুভব লো
 জীবী হইয়া দেশে মঙ্গলবর্ধন করিতে

৩। সম্প্রতি এখানে ৪ঠাৎ এক
 শানক আসিয়া যৎপবোনাস্তি উপস্থ
 করিয়াছিল। অনেকগুলি পেশু তাহা
 কবলে কবলিত হয়। প্রায় ৪'৫
 হইল, নবলার মাঠে সেটি হত হইয়া
 জ্বলেব যাদুল প্রাচুর্য, তাহাতে ব্যা
 ইদ্রুণ অত্যাচর নিতান্ত বিষয়ক
 নহে। দেশীয় শাস্ত্রিককেয়া আরও
 তস্রাবেশে থাকুন, তাহা হইলে ক্রমশ
 সর্গাজীন জীৱন্তি হইবে। সে দিন অ
 খন্ডির পর জঙ্গলকর্তনের নিমিত্ত
 ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইয়া
 সেখানি কি মরীচবিহীন বপু
 খেল !!

৪। অত্রতা অভিনব স
 আফিসের কাথ্য একদে ঘের

তে ইহার স্থায়িত্বের বিষয়ে নিঃসন্দেহান
 পাওয়া যায়।
 শান্তিপুরের ক্ষুদ্র মন্দির বিচার
 মাগামী ১৯ এ জাহ্নুয়ারি রানাঘাটে উঠিয়া
 এ রূপ আবেদন আসিয়াছে। মুন্সেফ
 নতলী আপাততঃ শান্তিপুরেই থাকিল
 পের বিষয় এই, ব্যবহারাজীবদিগকে
 পদবীতে পদার্পণ করিতে হইল।
 বিচারালয়গুলির একত্র সম্মিলনই
 বুঞ্জির অনুমোদিত
 এখানে দিন দিন গোচোরের বিলক্ষণ
 লক্ষিত হইতেছে। সচরাচর এমনও
 থাকে, যে যে গৃহস্থের গরু চুরি যায়,
 গরুরা গরু অনুসন্ধান করিয়া দিব
 উহার নিকট হইতে বিলক্ষণ ছটাকা
 অথচ তিনি গরু পান না। মন্দ নয়
 কলস্ক সহমরণ। পুলিশের কার্যকারিতা
 ই সমান। কেবল "বাকোতে পর্ক
 কার্যে তিলাকার"।

হবীবপুরে একটা পোষ্ট আফিস সংস্থা
 চেষ্টা হইতেছে শুনিয়া যার পর নাই
 মিত হইলাম। কিন্তু কৃতার্বতালাভের
 একথা যেন বেল সাহেবের কর্ণগোচর না
 হবীরপুবাসীরা সতর্ক থাকিবেন।
 ১০ ই জাহ্নুয়ারি অপরাহ্নে এখানে
 মিনিট কালের মধ্যে বারত্বেয় ভূমিকম্প
 গিয়াছে। এতাদৃশ কম্পন অদৃষ্টপূর্বক।

পৌষ }
 ৫

মাগদিগের আনুলিয়ায় সংবাদ-
 লিখিয়াছেন:—

আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, এ দেশে
 আফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে পত্রাদি
 সময়ে হস্তগত হইবে। কিন্তু হর্তাগা
 স আশা ফলবতী হইতেছে না। স্তমভ
 গবর্নমেন্ট যেরূপ ডাক সংক্রান্ত নিয়ম
 দিয়াছেন, তাহার অল্পরূপ কর্ম হয় না।
 অনতিল্প কর্মচারীগণই ইহার প্রধান
 সময়ে সময়ে ইহারা পত্রাদি এরূপ
 প্রেরণ করেন যে, তাহাতে অনেকের
 শেষ অনিষ্ট হয়। এখানে ভবনীয়
 শ্রুতি প্রায় ৫. ৭ খানি সংবাদ
 হইলে, কিন্তু অধিকাংশ ২ ৩ দিবস
 মাগদিগের হস্তগত হইতেছে। সোম

প্রকাশ প্রায় বৎসরব্যধ প্রতি মঙ্গলবারে এখানে
 আসিত। কিন্তু এক্ষণে বৃহস্পতিবারে
 পাওয়া বাইতেছে না, ইহার কারণ কি? সে
 দিবস, মালিপোতা হইতে একখানি রেয়ারিং
 পত্র আনুলিয়া ডাকঘরে আসিয়াছিল।
 পত্রখানির উপর অঙ্কন ৫। ৭ টী মোহর দেখিয়
 হঠাৎ বোধ হইল যে এই ক্ষুদ্র পত্রখানি ভাবত
 বর্ষের প্রান্ত ভাগ হইতে আসিয়াছে। মালি
 পোতা এখান হইতে ৫ মাইলের অধিক নহে।
 সেখান হইতে নিরক্ষিতরূপে পত্র পাইতে হইলে
 ৪ ঘণ্টার মধ্যে পাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু পত্র
 খানি শান্তিপুর হইতে পূর্ব দিকে না আসিয়া
 প্রথমতঃ পাণ্ডুরায় গমন করে, তথা হইতে
 কলিকাতাপ্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগর
 পর্যটন করিয়া পরিশেষে ৪। ৫ দিন পরে
 এখানে উপস্থিত হইয়াছিল। বাহা হউক,
 এরূপ করিয়া পত্রাদি আসিলে ঘর ঘর পোষ্ট
 আফিসের প্রয়োজন কি? শান্তিপুরের ডেপুটি
 পোষ্টমাস্টার বাবু বোধ হয় উক্ত পত্রখানি অমথ
 শতঃ এরূপ স্থলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমরা
 ভরসা করি পোষ্টমাস্টার বাবু ভবিষ্যতে দাব
 ধান হইবেন।

২। গত ১৮ ১৮ সালের এস, এ, ও প্রবে
 শিকা পরীক্ষার ফল কলিকাতা গেজেটে প্রকা
 শিত হইয়াছে। কৃকনগর কলেজের এস, এ,
 পরীক্ষার ফল গত বর্ষের ন্যায় হয় নাই। প্রবে
 শিকায় এক প্রকার সমানই হইয়াছে। কৃক
 নগর কলেজে ২৬ জন চত্বের মধ্যে এস, এ
 পরীক্ষায় সর্বশুদ্ধ ১৫ জন, প্রবেশিকা পরীক্ষায়
 ৩১ জনের মধ্যে ১৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৩। এবৎসরও সুভাগাছা ইংরাজি বঙ্গ
 বিদ্যালয় হইতে মাইনর ছাত্রবৃদ্ধি কেহ প্রাপ্ত
 হন নাই। ৭ জনের মধ্যে তিন জন তৃতীয়
 শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। চঃখের বিষয় এই
 কুল স্থাপনাবধি এ পর্যন্ত একটা ছাত্রও ছাত্র
 বৃদ্ধিগ্রহণে সমর্থ হইল না। সুভাগাছায় অনেক
 গুলি ভদ্র ও জমীদারের বাস আছে, এখানে
 প্রতিবৎসর বিদ্যালয়ের এরূপ ঘটনা নিতান্ত
 শোচনীয়। বিদ্যালয়টির পক্ষোদ্ধার করা অধ্যক্ষ
 মহাশয়দিগের একান্ত কর্তব্য।

৪। শুনিয় সুখী হইলাম যে, "নাকানী"
 পাড়া খানার অন্তর্গত "সোণাডালার জমীদার
 বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায় ন্যায়পরতার সহিত
 প্রজাপালন করিতেছেন। ইহার অপরিমিত
 যত্নে এখানে একটা ইংরাজি বিদ্যালয় ও ডাক
 ঘর সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রজার হিতসাধনে

বাবু একান্ত অসুস্থ। হুটের সময় এ
 পালনসময়ে উক্ত হিতৈষী মহোদয়
 প্রধান হুটীভুক্ত। এরূপ জমীদারের
 দেশের অনেক হিতকর বিষয় সম্পন্ন
 পারে। তদ্রূপ লোকের মানসকার্যে বাবু
 পর্যন্ত স্বীকার করিতেও উদ্যত।

৫। রানাঘাট সবডিবিজনের মধ্যে
 ডিরা গ্রামে গরুর উপদ্রবে লগ্ন্য হয়
 কৃষকেরা একপ্রকার ও বিষয়ে হতাশ
 রাহে। গবর্নমেন্টের উচিত যে, যাহাতে
 উপদ্রব না থাকে তাহার উপায় করেন।

—:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদ
 মহাশয় সমীপে।

কালী অফিসের হর্তিকের বিষয় আপন
 ইতিপূর্বে লিখিয়াছি এবং মহাশয়ও অন্য
 অনেক সংবাদ পত্রে জ্ঞাত হইতেছেন। এ
 এখানে ভিক্টরের সংখ্যা যে কত বৃদ্ধি হই
 তাহা বলা যায় না। আমরা এক্ষণে
 কের কষ্ট আর দেখিতে পারি না। এ
 অল্পবেতনভোগী কর্মচারীদের যে
 কার কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তা
 বর্ণনাভীত। আপনকার গত সপ্তা
 পত্রে পাঠ করিয়া অবগত হইলাম যে,
 ভাবতবর্ষে খালস্রব্য চূর্ণমূল্য হওয়াতে তত
 ১০০ টাকার নীচের কর্মচারীদের শত
 ২৫ টাকা করিয়া বেতন বাড়াইয়া দিবার আ
 হইয়াছে। আমরাও এক আবেদন পত্র আম
 গের ডেপুটি কমিসনার সাহেব বাহাদুরকে দি
 অন্য প্রস্তত করিয়াছি। আজি কালি এখান
 অরুকেত্রে প্রায় ৫০০ লোক প্রত্যহ আ
 করিতেছে। অসুস্থান করি উক্তব্যার ছবি
 অপেক্ষা এখানকার হর্তিক যোত্রতর হই
 উঠিল। বাজারে দ্রব্যাদির মূল্য দিন দিন হ
 হইতেছে। এক্ষণে চাউল ৭। ০ ও গম ১০
 বিক্রয় হইতেছে।

আমি আশ্বাসিত হইয়া একটা শুভ সংব
 আপনাকে ও আপনার পাঠকবর্গকে জ্ঞাত ক
 তেছি যে, বর্তমান দায় হইতে এখানে বঙ্গদেশ
 বাবুরা একটা রিডিং রুম করিয়াছেন। এক্ষণে
 অত্যন্ত অল্প বলিয়া অধিক পুস্তকাদি সং
 করা হইতেছে না এবং অধিক মূল্যের সংব
 পত্রাদিও লওয়া হইতেছে না। কলতা আপন

৩ খানি ইংরাজী সংবাদপত্র আমা হইবার
শ্রেণণ করা হইয়াছে। এক্ষণে অসমীয়াবরের
এই স্থায়ী হইলে অভিনয় হুণ্ডের বিখ্য
ব।

—:—

২৯ এ পোষের সোমপ্রকাশে একটা পরি-
ব লিখিত হইয়াছে যে, মণিঅডার হুণ্ডের
ল মইতে হইলে মূল হুণ্ডের সহতুল্য বাঁটা
একটি মৃত্তন প্রথা হইয়াছে এবং
নি বলিয়াছেন, এই নিয়মটি অত্যন্ত অস-
। প্রথমতঃ আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি যে,
প্রথাটি আর্থে অভিনব নহে। মণিঅডার
নিসের স্থাপনাবধি হুণ্ডের নকল মইতে
ল, মূল হুণ্ডের মত সমান বাঁটা গ্রহণ করা
আছে। এক্ষণে যে মৃত্তন নিয়ম হইল
তা বাস্তব করিয়া। এই পত্রের সহিত
সংগত হইতেছে, অল্পগ্রহ করিয়া সোমপ্র-
কাশ করিলে আপনার পাঠক বর্গের
সংগত হইবে।

আপনি উক্তি করিয়াছেন যে, ডাকবরের
আবধানতার জন্য স্বর্নসাধারণের নিগ্রহ করা
ক প্রকারে অবিপের। কিন্তু হুণ্ডসকল
কমল ডাকযোগে মার' বায় এমত নহে,
এ অধিকাংশ নকল হুণ্ডের মরখাতের
দ্বারা প্রতীকমান হইতেছে যে, অনেকগুলি
অপহৃত হয়, কতকগুলি বা দখলি কারে
সংগত হইবার পর হারাইয়া যায় ও কতক
বা ডাকে প্রেরিত হইবার পূর্বে কে'রা
। আপনি এই আপিসের অরিবেচনা
যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা অমূলক
প্রমাণ করিবার নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ লিখ
। সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া বাধিত
বেন।

শ্রী প্রসন্নকুমার দাস দেব

—:—

পারিতোষিক দান।

উৎসাহমান সমাজোদ্ভূতির অন্যান্য কারণের
একটি প্রধান কারণ বলিয়া প্রতীমান হয়।
সময়ের লোক যে বিষয়ে যে পরিমাণে উৎ-
প্রাপ্ত হয়, সেইসময়ের লোকের সেই
রে উদ্বুদ্ধরূপ উত্তমভিত্তিক হুই হইয়া
ক। প্রাচীন রোমকদিগের বীরত্ববিধরে
ব্রিসীম উৎসাহ দান না থাকিলে বোধ হয়
রাজ্য বীর ভূমির অল্পম উদাহরণহল
তা অতিহিত হইত না। আলকুড ও

এলভেবেথ প্রকৃতি রাজ্য ও রাজীগণের অপ
রিমিত উৎসাহ না পাইলে বোধ হয় শিল্প ও
বাণিজ্য ইংলণ্ডের অসামান্য পৌরবুদ্ধি করিত
না। আমরা যে ভারতবর্ষকে অমূল্য কাব্যের
সকলের আশ্রয় বলিয়া মাথা কবিতা থাকি,
বিক্রমাবিত্যপ্রকৃতি গুণগ্রাহী মহাত্মাদিগের
অসীম উৎসাহদানই তাহার প্রধান কারণ
বলিতে হইবে। কলতঃ উৎসাহ না পাইলে
মানবজগতের কোনপ্রকার বৃত্তিই যে বলবতী
য় না, এ বিষয়ের অধিক উদাহরণ দেওয়া
বাহুল্যমাত্র। যতপ্রকার উৎসাহদানপ্রথা
আছে, বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ দানই সর্বাঙ্গেক
মঙ্গলকর। আমাদিগের দেশের বর্তমান সময়ের
উন্নতি যেহেতু আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে,
তবিষয়ের উন্নতিও সেইরূপ দেশের বালক
গণের উপর নির্ভর করে। অতএব দেশের তবি
ব্যৎ উন্নতির আশা করিতে গেলে যে বিদ্যা
লয়ের বালকগণের পদে পদে উৎসাহবর্জন
করা অবশ্য কর্তব্য, ইহা দেশ হইতেই পরিণাম
দর্শী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। এইরূপ
উৎসাহ বর্জন উপদেশ ও পারিতোষিকাদিদান
রূপ নানা উপায়ে হইতে পারে। তন্মধ্যে নিম্নত
কাল বাক্যদ্বারা বালকগণের উৎসাহ বর্জন
করা যেহেতু লিঙ্গগণের অবশ্য কর্তব্য সেইরূপ
মধ্যে মধ্যে পুস্তকাদি পারিতোষিক দানদ্বারা
উৎসাহবর্জনও কর্তব্য কর্তব্য। পারিতোষিক
বলিয়া অতিসামান্য মূল্যের একখানি পুস্তক
দিলে বালকের মনে যেহেতু আনন্দমিঞ্জ
অপূর্ণ উৎসাহ রমের উদয় হয়, বোধ হয় লক
লক সুবর্ণ মুদ্রা দিলেও তাহার সেরূপ আন
র্কচরীত না। এইরূপ উৎসাহ
প্রাপ্ত হই
পথে থাকি
বালকগণও তাহাদিগের এই দৃষ্টান্তে অস্বস্ত
করে।

গোবিন্দপুর বিদ্যালয়ের পারিতোষিক
দানই অন্য আমাদিগের এই প্রস্তাবের মূল।
এই বিদ্যালয়টি প্রথমতঃ যৎকিঞ্চিৎ বারইয়ারি
পূজার নিমিত্ত সংগৃহীত চাঁদার ধনে স্থাপিত
হয়। মধ্যে বাঁহাদের মুখ চাহিয়া বিদ্যালয়টির
স্থারিত্বের আশা করা যায় কার্যকালে তাঁহাদের
অনেকে শিথিলপ্রবণ হওয়াতে বিদ্যালয়টির
বিলোপসঙ্কা ঘটয়াছিল। পরে উক্ত গ্রামের
অমীদার বদেনহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ
বিশ্বাস বর্মানায়ের একপট বর ও হস্তাবলদ্বানে
বিদ্যালয়টি পুনরায় উন্নতির পথে অগ্রসর হই

তেছে। পূর্বাঙ্গেকা এক্ষণে ইহার হাজির
রখি হইয়াছে এবং এ বৎসর একটা বালক
নর হাজিরত্ব পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছে
দিন মহাসমাধোহে ইহার পারিতোষিক
কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে
লয়ের বার্ষিক বিবরণ কথিত হইলে শ্য
বাবু যবন্তে বালকগণকে পারিতোষিক
করেন। পারিতোষিক পুস্তকগুলি উৎকৃষ্ট
সর্কপ্রধান পারিতোষিক ২০ টাকা
একটা বৌপ্যমর মেডাল ছিল। সমধিক
দের বিবরণ এই যে অধিকাংশ বালকই পা
ষিক লাভ করিয়াছে। পারিতোষিকদান
পন্ন হইলে শ্রীযুক্ত বাবু পরশুরাম বিশ্বাস
বাবু কালীকুমার বিশ্বাস বিদ্যালয়ের
পর অবস্থা বর্ননপূর্বক এক একটা বক্তৃতা
উত্তরের বক্তৃতাই সকলের হৃদয়গ্রাহিনী
ছিল। পরশুরাম বাবু বিদ্যালয়টির স্থাপ
কারমনোবাকো ইহার মঙ্গলচেষ্টার
বহিয়াছেন। বলিতে কি, ইহার একপট
পরিগ্রহ না থাকিলে আমরা বিদ্যালয়টি
মান উন্নতি কদাচ নবনগোচর করিতে
তাম না।

১৮৬৯ }
৮ জাহুয়ারি } ঐউ

মজিলপুহিতৈষিনী সভার
পৌষ মাসিক অধি
বেশন।

গত ১৬ ই পৌষ মঙ্গলবার অপরাহ্নে
সভার অধিবেশন হয়। অমীদার শ্রীযুক্ত
দাস দেবের অল্পবৃত্তিতে অমীদার শ্রীযুক্ত
ই নিরারণ দত্ত সভাপতির কার্য স
করেন। সভার প্রথমতঃ গত সভার
বিবরণ পরিত হইল এবং পূর্ননির্ধারিত
সকল কত হুর কার্যে পরিণত হইয়াছে
তৎসম্পাদনের প্রতিবন্ধক বা কি কি,
আলোচিত হইল। আমাদিগের দেশের লে
হঠাৎ উৎসাহিত ও হঠাৎ নিরাশ হন।
তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে, বলিব
কোন কার্য সম্পন্ন হয় না, সকল কার্যই
সাপেক্ষ এবং ক্রমাগত বর ও চেষ্টার
আমাদিগের সকল কর্তব্য যদিও আমরা
করিতে না পারি, তথাপি তাহা জানিতে
সাধন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিলেও
কললাভ হয়। ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে স

এই সংঘটিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ
 আমাদের সভাজেব যেরূপ অবস্থা,
 তাহা পঁচ জন একত্র হইয়া কোন সংবিধ
 আলোচনা করিলেও আপনার এবং
 অন্য মন সংযুক্ত হইতে পারে, ইহাও
 তাহাদের বিষয় নয়। সতীর কল হাতে হাতে
 হইলে যাঁহার ইহার আশঙ্কতা বুঝেন না,
 তাঁহাদের এই গুণ তাৎপর্য, বিস্ময় না হন।
 তাঁহাদের একটী বিশেষ প্রস্তাব (বঙ্গবিদ্যালয়ে
 তাম্বিক দান) লইয়াই সতীর কার্যক্ষেত্র
 বহু দিবসাবধি এই বিদ্যালয়ের প্রতি
 য লোকদিগের সৃষ্টি নাই, ইহাতে ইহা
 দিন দিন হীনত্ৰী হইয়া যাইতেছে। ইহার শিক্ষ
 সুপণ্ডিত এবং পরিষ্কারী এবং বৎসর
 ইহা হইতেই ২। ৩ টী চাত্র পরীক্ষার্থী
 হইলেন, কিন্তু তাহাতে কি হইবে? সাধারণতঃ
 নিরুৎসাহ তাব সঞ্চারিত হইয়াছে।
 নিরাকরণার্থ পারিতোষিকদানই একটী
 উৎসাহকর কার্য। দেশের প্রায় সকল
 কথাসাধা কিঞ্চিৎ দাতব্য স্বীকার করে
 এই কার্যে ভনায়মে সম্পন্ন হইতে পারে।
 দাতব্যসংগ্রহ হইলে আগামী মাসে পারি
 য়ক দান হইবে স্থির হইল।

এ পৌষ } সম্পাদক।
 ২৭৫

আমাদিগের দেশে সাধারণ
 প্রতিপ্রাধান্য না থাকতে যে কতপ্রকার
 সাধিত হইতেছে তাহাঁহঁগণনা করা কাহা
 য়া সম্ভব নহে। যে ধর্মনীতি লোকের
 ও গৌরব বর্দ্ধনের একমাত্র উপায়, যে
 তর অসম্ভব হইলে দেশে রাষ্ট্রবিধ্বংস
 হইয়া সিংহবিক্রান্ত নরপাতিকেও
 হই করে। ধর্মনীতির আনুকূল্যবর্তি
 অসামান্য শ্রুত ফলপ্রদায়িনী বিদ্যাও
 হইয়া যায় এবং যে ধর্মনীতি মানবজাতির
 সৌভাগ্যসঞ্চারের উৎসস্বরূপ, তাহা
 তাহার কোন কোন দেশের লোকদের
 পড়াশুনার তিকাব কাঁতে হইয়াছে। অস
 বচারালয়ে আমলাগণ এই বিদ্যা সমস্ত
 পড়ার দান না করিলেও প্রতীতি হয়
 ইহাও তাহাঁহঁগণনা করিতে যে পুস্তক
 হন, তাহাঁহঁগণনা করা আমাদের
 দায় নহে। সতীর কার্যক্ষেত্র
 উৎসাহকর কার্য। তাহাঁহঁগণনা
 অধিক অনিষ্ট হয় না। তাহাঁহঁগণনা

কাহারও সন্ধান করিতে দেখিলে চিংকাব না
 করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। আমি
 এরূপ বলিতেছি না যে ইহারা সকলেই ঐ
 চরিত্রের লোক; কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া
 দেখিলে চতুর্থাংশও ভাল পাওয়া হইবে
 এই দলের কোন কোন মহাত্মা ধর্মলোভ সঞ্চার
 করিতে না পারিয়া আদালতের নথি হইতে
 সমন বা ইস্তাহার জারির রসিদপ্রকৃতি কাগজ
 (যাহাতে প্রায় বিচারকর্তার স্বাক্ষর থাকে না)
 বাহির করিয়া লইয়া অতিপ্রায়মুহূর্ত্ত
 আর একখানি রাখিয়া দেন। বাহ্যিক বায়ে এই,
 তদানক কার্যে সম্পাদিত হয়, তাঁহার বিলক্ষণ
 উপকার হয় সন্দেহ নাই। এক্ষণে কোন পক্ষ
 আদালতে কোন কাগজ অপরিবর্তিত রাখিতে
 ইচ্ছা করিলে তাহাকে ঐ কাগজের আবেত
 সকল (ইহাতে বিচারকের স্বাক্ষর ও মুদ্রা
 অঙ্কিত থাকে) লইতে হয়। সম্প্রতি এক ব্যক্তি
 এই উপায় অবলম্বন না করিতে তাহার ফল
 প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাশয়! আমাদিগের দেশের
 নিরুৎসাহ ধর্মাদিকরণগুলির পঙ্কোচ্ছারে কর্তৃপক্ষ
 আর কত দিন অনবহিত থাকিবেন? যদি
 প্রাচীন সম্প্রদায় না হইলে কার্য না চলে, তবে
 এরূপ কতগুলি নিয়ম সংস্থাপন করুন যে ইহারা
 আপনাদিগের স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যা প্রকাশ করিতে
 না পাবেন আপাততঃ নথির কাগজ পরিব
 র্তনের নিবারণ বিষয়ে কোন উপায় উদ্ভাবন
 নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যে কোন
 কাগজ আদালতে দাখিল হইলে, তাহাতে
 বিচারকের স্বাক্ষর ও মুদ্রা অঙ্কিত করিবার
 নিয়ম করিলে আর পরিবর্তনের সম্ভাবনা
 থাকিবে না (১) নিবেদন ইতি।

১৪ ই পৌষ } কস্যচিৎ
 ১২৭৫ } অমণকারিণঃ

মূল্য প্রাপ্তি :

- শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণলাল চৌধুরী মালদহ ১৩
- ১৮৩৯ জামুয়ারি হইতে ডিসেম্বর ১৩
- " " রাক্ষসুয়ার মুখোপাধ্যায় ত্রিভুজ ৭
- " " রাজা গোপীলাল পাড়ে পাকোড় ১৩
- " " গোলোকচন্দ্র সেন দিনাজপুর ১৩
- " " কৃষ্ণকিশোর নেউগি বাগবাড়ার ৫৥
- " " ঠাকুরদাস সেন কলুটোলা ৫৥

(১) সম্প্রতি জেলা হাঁহড়ার
 ডেপুটি মহাশয়েরা ঐরূপে কার্য করিলে সাধা
 রণের বিশেষ উপকার হয়।

- " " জরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়
- " " হুর্গামোহন দাস বরিশাল
- " " হারকানাথ ঘোষ গোখিন্দপল্লী

—:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
 শুলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
 বাণ্যাসিক ৫৥ টাকা; মফস্বলে ডাক
 সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং ট
 সিক ৩৫। তিন মাসের স্থানে অগ্রিম
 গ্রহণ করা যায় না। ছড়ি, বরাতি চিঠি,
 অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অ
 যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
 দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন,
 যেন এক অথবা আধ আনার অধিক
 ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
 মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি
 শ্রীযুক্ত হারকানাথ বিদ্যালয়ধনের নামে
 ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
 আসিবে, একমাসপূর্বে তাহাদিগকে
 লিখিয়া জ্ঞানান নাটবে, কাল অতীত
 গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
 একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব
 বাইবে। শেষ বাবের পত্র বেয়ারিং
 হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
 গরে চিঠি আঁইলে আমবা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রের
 বেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
 বাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
 করিলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপং
 আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হই
 যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
 বেন, তাহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
 মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
 চ্যাকিপোস্তায় শ্রীযুক্ত হারকানাথ বি
 ত্ত্বধনের রাণীতে প্রতিনোমবার প্রাতঃ
 প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১১ নং ভাগ।

১১ নং খণ্ড।

“ প্রবক্তাণাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিমহতী ন হীযতাং ”

প্রতি মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা
প্রতি মাসিক ৫৫ পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ১৩ই মাঘ। ১৮৬৯। ২৫এ জানুয়ারি

যদিও মাসিকসময়ে অগ্রিম বার্ষিক
বাণ্য সিক ৭, ও ট্রেডমাসিক ৩৫।

বিজ্ঞাপন।

উদ্যোগের মহোৎসব।

অর্থাৎ, হাটপাঠিকা, প্রমোদ, এবং উপদংশ
গের উৎসব প্রস্তুত হইয়াছে, যাঁহার প্রয়োজন
২০ টাকা পাঠাইলে পাইবেন।

অর্থাৎ }
পত্রাব }

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রের চূড়ক আয়োগ সমিতির।

আপনার প্রচারিত মহোৎসবের বিষয় জ্ঞাত
হইয়া আমরা অনেক দিন হইতে উৎসাহসহকারে
উৎসবের কার্যকারিতার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া
আমাদের অনেক হস্তান্তর
করিয়াছি। তরসা করি অনেক পণ
এবং সুবন্দ্য হর্ষা উভয় স্থান হইতে মণ
প্রধান অস্ত্রীকে মিলিত
করিতেছে।

কলিকাতা }
হাটখোলা }

ব. শ্রীমহেশচন্দ্র অধিকারী

২য়। এক জন ভ্রমলোক তাঁহার কয়েক জন
জন্য উৎসব আনিয়াছিলেন, যে যে লোকের
আনিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অরোগ
প্রাপ্ত হইয়াছেন। একটা রোগী প্রমেহরোগে শ্রয়
হইয়াছিল।

মুর্গী জেলা }
নন্দীয়া }

ব. শ্রীঅবোঁরনাথ আচার্য্য

হরিনাতি ইং সৎ বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ অক্টোবর
বেশিকা পরীক্ষার্থীদের পাঠনার্থ একটা
করা হইয়াছে। যাঁহারা উহাতে প্রতিষ্ট
অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা

প্রধান শিক্ষকের নিকটে মিয়মাদি অবগত
হইবেন।

৩০ ডিসেম্বর }
১৮৬৮ }

শ্রীদ্বারকানাথ শর্মা
হরিনাতি বিদ্যালয়ের
অধ্যক্ষ।

মৎপ্রণীত চিত্তবিনোদ কাব্য ১ ম খণ্ড। অতি
সুন্দরিত অমিত্রাকরে রূপকঙ্কলে ইহাতে
ভারতবর্ষের বর্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থ
খেক্ষক মৎপ্রণয়ের বর্তমান বড়বাজারে অধর
লাল শাহার পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু।

চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব

অর্থাৎ

প্রিন্স সিম্পলস্ এবং প্রাকটিক্যাল অব
মেডিসিনের

প্রথম খণ্ড ৮ পেজি ফরমার ৭৬৮ পৃষ্ঠা
উত্তম বঁাদা, শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপা
ধ্যায় বি, এ, এম, ডি, কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া
প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের বর্ণিত বিষয় (১) সাধারণ
নিদানতত্ত্ব (২) অন্তরুৎসেক্য পীড়াসমূহ।
(৩) দৈহিক পীড়াসমূহ (৪) স্নায়ু মণ্ডলের
পীড়াসমূহ।

মূল্য ১০ টাকা, ডাকমাসুলসহিত ১০।০
কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হস্টেল ২১০ নং
বাগীতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট পাওয়া যাইবে।

বাল্মীকি রামায়ণ

তৃতীয় খণ্ড

এই পুস্তক প্রথমাবধি প্রকাশ হইতেছে।

ইহাতে নাগরাকরে মূল ও টীকা এবং সর্বা
বাল্লা অনুবাদ আছে। যাঁহার আ
হইবে, তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে
নামে পত্র লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের
ফরমার) মূল্য ১০ আনা। বিদেশীয়
দিগকে ১০ আনা মাসুল দিতে হইবে।

কলিকাতা }
ব্রাহ্মসমাজ }

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নূজাপুর মেডিকেল হল

১। এতদ্বারা আমাদের উৎসবক্রম
সুন্দর, সংকারী ও সর্কসাধারণকে জ্ঞাত
হইতেছে যে, দ্বিতীয় ট্রেডমাসিক ই
সম্বন্ধে অর্থাৎপোত “ ট্রার অব স্কোশীয়া,
টেইক, ব্রিটিশ শ্রীম স ” দ্বারা দশ সহস্র
মূল্যের উৎসব পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া গিয়া
এতদ্বারা সম্প্রতি আমরা বিলাত
ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ট্রেডমাসিক ই
সম্বন্ধে “ ব্রিটিশ ফলাগ, কিং আর্থার
বাকস ৯ নামক অর্থাৎপোতক্রমদ্বারা ৮০
ইউরোপীয় উৎসব প্রাপ্ত হইয়াছি। এই
উৎসব স্মরণার্থিক সাত সহস্র টাকা মূল্যে
করা হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম ট্রেডমাসিক ই
উপলক্ষে চিকিৎসোপযোগী অস্ত্র ও
প্রস্তুতকরণের ও উৎসবক্রমকরণের নাম
সামগ্রী ও সজ্জা ও বিবিধ টেল
ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে
হইতে পৌঁছাবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও
উত্তমরূপে উৎসব বিক্রয় করিয়া থাকি।

৪। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আসল
চালান ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে
হইলে, আমহাট্টে ৩৫ সংখ্যক প্র

শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ দেব নিকট কিছা
র ক্রীটে ৫৫ সংখ্যক ভবনে ব্রাহ্ম
য়র ম্যানেজর শ্রীযুক্ত বাবু নন্দগো-
পালদেবের নিকট দেখিতে পাইবেন

পিতা } বন্দোপাধ্যায় এবং কোং
ডিসেম্বর }
নং ১৮ ৬৮ }

বৌবনোদ্যান ।

ও অন্যান্য কবিতাবলী ।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় এম. এ. বি. এল.
মূল্য ১/০ ছয় আনা । ১৭৬ নং
লিস ক্রীট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে পাওয়া

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ।

দাঁসিতের বিলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত
। পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী কবিতা
মা অর্থাৎ ২১২ পৃষ্ঠা । মূল্য ৮ আনা
আবশ্যক হয়, ঠনঠমিয়া সংস্কৃত বস্তুর
লয়ে অথবা পটোলডাঙ্গা বাড়ীর
পুস্তকালয়ে অঙ্গুসন্ধান করিলেই
ইতি ।

২ সাল }
অগ্রহায়ণ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য,
ত কলেজ }

ঠমিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল
বাড়ীর কোম্পানির দোকানে
ও মৎসারত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
ইতি—

প্রণীত	মূল্য
ক্রীতসংগ্রহ	১ টাকা
কৌমুদী	১ টা
ভূষণসার ব্যাকরণ	১ আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	১ টা
নীতিসার (২ য় ভাগ)	১ টা
প্রচলিত ।	
ভূষণসার ব্যাকরণ	৫ টা
শ্রীধারকানাপ শর্মা	

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত ।

রাজী ব'ঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নামা

বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে
/০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি । অধিক
টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হিসাবে
পাইবেন ।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়প্রণীত
গদ্য ১৮ পর্দা মহাত্মারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তম
সংযত কঃ ৬০

লগুন ফারমা কোপিয়া অর্থাৎ ভ্রমণ কল্পা-
বলি ২৥০

মহাত্মদের জীবনচরিত উত্তম রচিত ১
হরঠাকুরপ্রভৃতি প্রাচীন কবিগুণালাদিগের
গীতনংগ্রহ ১

শারীরিক স্বাস্থ্যবধান ১

প্রায়শ্চিন্ত উৎকৃষ্ট কাব্য ১০

আলম সখিনী নাট্যিনী ১৥

প্রথম তরঙ্গিনী ১

যত্নাথ সোবরুত সংগীতমনোরঞ্জন ২

লয়লামঞ্জু কাব্য কবির হারকানাথ রায়
প্রণীত ১

রাসরসামৃত সংস্কৃত ও পদ্য ৥

গীতগোবিন্দ জয়দেব গোস্বামিপ্রণীত মূল্য

ও ঘটনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত গদ্য ১১০

কৌতুক তরঙ্গিনী ইংরাজি কেমেস্ট্রি হইতে
বিবিধ অক্ষরসংক্রান্ত বিদ্যা দর্শন হয় ১/১

প্রতিমুর্তি সহিত ১২৭৬ সালের ফল পঞ্জিকা ৥

ঐ হাক পঞ্জিকা ১০

চর্চামঞ্জল পদ্য ১

কমলতারিণী ৥

সঙ্গীত চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত ৫

চরিতমঞ্জরী ইংরেজি মিউজিকের বিষয়

বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ১০

ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এন্ট্রান্সের কী ১৥১

কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রদান কাব্য ১

শ্রীমতের মোহিনী শক্তি ১/

গণেশচন্দ্র শর্ম্মকৃত ব'ঙ্গলা এটলাস উত্তম

কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত ৩

বিদবাবিবাহ নাটক ১

কামিনীকুমার রসরসাকরাসুর্গত নায়ক

নায়িকাঘটিত সুরস কাব্য ৫০

মণিকুণ্ডলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দোপা-
ধ্যায়প্রণীত চূর্ণেশনান্দিনীর মত লেখা ১

ভ্রমণসিদ্ধ লহরী ২৥০

ভূচিত্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গালা মাপ

সহিত ৪৥০

সঙ্গীত টেচনচে রিতামৃতগ্রন্থ ৭

কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত ২ খণ্ড

একত্রে ২

উদ্বোধন পদ্য
হিতোপদেশ বিষ্ণু শর্ম্মার সংগ্রহীত
কলিকাতা জোড়া- } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র
সাঁকো ৬৪ নং } নগদ বিক্রয়

পুরাণ প্রকাশ ।

বিষ্ণু পুরাণ ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড
৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ৥০ ।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মূল্য
আমহরষ্টক্রীট ৩৪১১ নং ভবনে কাব্যপ্রক
বস্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যাল
শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে
খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন । অ
না পাইলে বিদেশে বিষ্ণু পুরাণ পাঠাই
নিয়ম বাই ইতি ।

বিক্রয়ার্থ ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান ।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাহারা
করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন
রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন ।

গিলেসপী স আর্বো-

খন এবং কোং

মহাকবি শ্রীকালিদাস প্রণীত সংস্কৃত ক
সম্ভব মল্লিনাথের টীকার সহিত মুদ্রিত হই
এবং মল্লিনাথের টীকা বেসকল ছরুহ প
বাখ্যা উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহা পাঠকব
সুবিধার নিমিত্ত, পত্রের শেষে অতিরিক্ত
রূপে প্রদত্ত হইয়াছে । পদ ও পদের অর্থ স
দ্বারা পরস্পর মিলিত থাকিলে অনায়াসে
বোধের ব্যাঘাত হয়, এ জন্য টীকাপুস্তক
লের সন্ধি বিশেষ করা হইয়াছে । পুস্তকের
দংশ মুদ্রিত হইলে কতিপয় প্রসিদ্ধ অধ্যাপ
দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা দে
সন্তোষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সোমপ্র
উত্তমরূপে সংস্কৃত হইয়াছে বলিয়া, তা
প্রশংসা করা হইয়াছে ।

এই পুস্তক বাহার আবশ্যক হইবে
সংস্কৃত বস্ত্রে অঙ্গুসন্ধান করিলে অথবা
নিকট পত্র জিখিলে পাইতে পারিবেন ।
মূল্য ২ ছই টাকা ।

আজ্ঞাদেব সহিত প্রকাশ করিতেছি

কালেক্টর সংকৃত শাস্ত্রের সুবিধিত অধ্যয়ন এই পুস্তক আপনাদিগের হাজিরগের বালিয়া বনোমীত করিয়াছেন। এক্ষণে এইরূপে সর্কজ পরিগ্রহীত হইলে আমি সফল জানা করিব।

কলিকাতা
সংকৃত বঙ্গ
১৯ এ পৌষ
১২৭৫

—:—

বিজ্ঞাপন।

১৪ পরগণার অস্তাপাতী কোলালিয়ায় যে মেম্ট সাহায্যকৃত বঙ্গালী পাঠশালা ছিল। উঠিয়া বিনাতি ইং সং বিদ্যালয়বাসীর আসিয়াছে। যাঁহারা যৎ সন্তানাদিকে পড়াইবার বাসনা করেন, তাঁহারা ইং সং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকটে উপস্থিত ল নিয়মাদি অবগত হইতে পারিবেন।
৪ চারি জেনী করা হইয়াছে। প্রথম ১০ আট আনা; দ্বিতীয় জেনীর ১০ আনা; তৃতীয় ও চতুর্থ জেনীর ১০ চারি।
ছাত্রদেয় বেতন স্থির করা এবং ছাত্রদির উত্তমরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।
১৫ সাল } জীবরক্ষা নাথ লক্ষ্মী
১৫ মাঘ } অধ্যক্ষ।

—:—

মাগলা রেলওয়ের বাসবপুর ষ্টেশনের ত চরবর্তী চাকুরিয়া সাহায্যকৃত ইং বাং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খুঁজা আছে।
৩৫ টাকা।

ক্রীড়াসামরায়।
অধ্যক্ষ।

সোমপ্রকাশ।

১০ ই মাঘ সোমবার।
এতদেশীয় সৈন্যদিগের অস্ত্র।

সর জন লরেন্স পদত্যাগের কিয়দিক পূর্বে স্টেট সেক্রেটারিকে লিখিয়া গিয়াছেন, সিপাহীদিগকে এনফিলড ও পিষ্টার রাইফল দেওয়া কর্তব্য। ইতি পূর্বে বোম্বাইয়ের ৩১ টী সেনাদলের ৮ রেজিমেন্টে এনফিলড, লাফা ও লেকবের হুন্লা রাইফল দেওয়া হইয়াছে, যাহাকে অদ্যাপি হয় নাই; অন্যের ত কথাই নাই। সর জন

লরেন্স এদেশীয়দিগকে যেরূপকার অবিভাগ করিতেন, তাহাতে তাঁহার এই প্রস্তাব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আইডর না দিবার কারণ কি? সমান অস্ত্র পাইলেই কি এদেশীয় সৈন্যগণ ইংরাজদিগকে দুর্গভূত করিতে পারে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব কেবল কি সিপাহীদিগের হস্তে নির্ভর করিতেছে? সর জন লরেন্স সে দিবস ভোজস্থানে সম্মুখে স্বীকার করিয়াছেন, এদেশীয় সর্কসাধারণে সাহায্য না করিলে কখনই ১৮৫৭ অক্ষের বিদ্রোহশান্তি হইত না। বিংশতি কোটি লোক দুর্ভাগ্যবিত্ত হইলে কি ১০,০০০ ইউরোপীয় সৈন্য রাজ্যরক্ষায় সমর্থ হইত? ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শরীর ও অস্ত্রবলের উপরে স্থাপিত হয় নাই। কোন রাজাই শরীর ও অস্ত্রবলের উপর নির্ভর করিয়া স্থায়ী হয় না। এটা যেন আমাদের শাসনকর্তাদিগের স্মরণ থাকে। আমাদের দেশের রাজগণ হই এক পুরুষের মধ্যে অপসর্গ ও অস্ত্রাচারী হইয়া পড়েন। ব্যক্তি বিশেষের উপরে সাধারণের সুখ দুঃখ নির্ভর করে। হয় ত এক জন উপযুক্ত নৃপতির হস্ত হইবামাত্র তাঁহার সন্তানগণ হইতে ভরানক অনিষ্ট হয়। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ ও অব্যাহতি ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে না। উন্নতি ইহার অঙ্গান্তরণ। ভারতবর্ষীয়েরা এটা বিলক্ষণ জানেন। এই সাম্রাজ্য রক্ষা আমাদের একান্ত আবশ্যিক। যতই দোষ থাকুক না, ভারতবর্ষীয়েরা ব্রিটিশ জাতিকে পৃথিবীর মধ্যে ভদ্র ও ন্যায়পরায়ণ বলিয়া জানেন। ইংলণ্ডের মহাত্ম্য ব্যক্তির স্বাধাতিপক্ষপাতী নছেন, এটা এদেশের অধিকাংশের সংস্কার। যেনকল ইংরাজ ভারতবর্ষে

থাকিয়া আমাদের প্রতিশ্রুতি করেন, তাঁহারা ইংরাজ আমাদের স্বত্বস্বার্থ বর্জন করেন। ইহার কারণ এই, সেখানে অন্যায় কথা বলেন, তিনি এক দর হইয়া থাকেন। ব্রিটিশ জাতি নৈসর্গিক ভদ্রতা ও ঐশ্বর্য্যগুণে জোর প্রধান ভদ্ররূপ হইয়া যাইছে। যত দিন এই গুণটি বিরাজ থাকিবে, তত দিন সিপাহীদিগ থাকুক, চারি লক্ষ রুশীয় সৈন্য সিজুর কুলে আইসে এবং সেই সিপাহী ও ইউরোপীয় উভয় বিদ্রোহী হয়, তথাপি সাম্রাজ্য জাতির হস্তপরিভ্রম হইবে না। একবার হইয়া সাহায্য করিবে। যে রূপা বাগাড়ম্বর নহে, তাহা অক্ষের বিদ্রোহদ্বারা সম্মান হইবে। যখন ব্রিটিশ জাতির ভদ্রতা ও গুণের উপরে সাধারণের ভরসা দূর, তখন এত অবিশ্বাস কেন? করিতে হইলে তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট অস্ত্র ও উচ্চতম শিক্ষা দেওয়া উচিত। যদি এ শিক্ষা দিতে হয়, তবে একান্ত সৈন্য রাখাই বেতনভোগী সৈনিকদিগের উপর অবিশ্বাস করিলে তাহারা কি অকৃত্রিম প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতে পারে? আমি ভাল বাসিব না। অপর আমাকে ভাল বাসি। এটা লাভ ডেলহৌসির ভ্রম সংস্কার ছিল। ইউরোপীয়দিগের সিপাহীদিগকে আইডর রাইফল উত্তম শিক্ষা দাও, সিপাহীদিগের ইহা অনিষ্টের হইবে না। যদি সমান অস্ত্র হইলেই বিপক্ষগণ সর্ক করিতে সমর্থ হইত, তাহা হয় পরাজয় বাবস্থা হইত না।

এত গৌরব থাকিত না ।
সৈন্যগণ একপে নীচ শ্রেণি
মনোনীত হইতেছে । এটা
সমস্যা ।

উদ্দেশ্য নির্ধারণের বিদ্যামুখী-
লনের প্রতিবন্ধকতা ।
জন লরেন্স পদত্যাগের সময়ে
একটা ছুপনের অনিচ্ছের বীজ
রয়া গেলেন । এদেশীয়েরা যে
শিক্ষা ও সভ্যতা প্রাপ্ত হন, এটা
অভিপ্রেত নহে । তিনি জমীদার
শ্রেণির প্রতি অসুকুল ছিলেন
ইট সাহেবপ্রভৃতি যে সংস্কার
গ্যাবানদিগের অনসুকুল মত
রেন, সর জন লরেন্সের সে
সংস্কার নাই । ব্রাইট সাহেব
সমাজহিতৈষীরা সমাজের
ধনী ও দরিদ্র উভয়ের মধ্যে
কিরিয়া দিয়া উভয়ের মঙ্গলিত্তি ও
সুখ্যতাসম্পাদনে যত্নবান ।
উচ্চ শ্রেণিকে নিম্নে আনয়ন
নিমিত্ত প্রয়াসবান নহেন । নিম্ন
স্তর শ্রেণির স্বহৃদ পান, এট
গর চেফটা ; কিন্তু সর জন লরে
টা ও সংস্কার ইহার বিপরীত ।
নে করেন, এ দেশের উচ্চতর
লোকদিগকে নিম্ন শ্রেণির মদুশ
র করিয়া তুলিতে পারিলেই
ই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব
চশ্রেণির লোকের সামান্যরূপ
ক, তাঁহাদের গাহম ও অধ্যব
স্পতা হউক, তাঁহারা কোন-
রাজদিগের সমকক্ষতালাভে
চন, নিম্ন শ্রেণির বিক্ষিপ্ত
স চউক এইমাত্র, সর জন লরে
হার এইপ্রকার । তিনি কুবক
কু ছিলেন সভ্য কিন্তু যত দিন
াহসহীন ও সামান্যমাত্র শিক্ষিত

থাকিবে, তত দিন তাঁহার বহুতা
থাকিবে । ভারতবর্ষীয়েরা শীকদিগের
নায় চিরকাল শিশুতুল্য অবস্থায়
থাকেন, ইহাই সর জন লরেন্সের অভি
মত । এই জন্য তিনি শাসনের পাঁচ
বৎসর কেবল নিয়মবহিত্রুত প্রণালী
সাধারণে প্রচলিত করিবার চেফটা পাইয়া
সাধারণের অপ্রিয় হইয়া এ দেশ ত্যাগ
করিলেন । ইংরাজী শিক্ষা এ দেশের
মভ্যতা ও সাহসরুদ্ধির প্রধান কারণ ;
কিন্তু যাহাতে এই শিক্ষা কমিয়া যায়,
সর জন লরেন্সের এই চেফটা । এই
উদ্দেশ্যে তিনি এ দেশীয় ভাষায় বিশ্ব
বিদ্যালয় করিবার চেফটা পাইয়াছিলেন ।
এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়াই তিনি
যাইবার সময়ে নিম্নলিখিত অন্যান্য
কাজটা করিয়া গিয়াছেনঃ—

এ পর্যন্ত গবর্ণমেন্টের বিদ্যালয়স-
মূহের যাবতীয় ব্যয় গবর্ণমেন্টে সাফাৎ
মথক্ষে করিয়া আনিতেছেন । সর জন
লরেন্স স্থির করিয়াছেন, ভূমির কর
হইতে যেসকল বিদ্যালয় স্থাপিত হই-
য়াছে, তন্মিত্ত যাবতীয় বিদ্যালয়কে
শ্রেণিবদ্ধ করিয়া গবর্ণমেন্টের দেয় টাকার
পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিতে হইবে । এই
প্রকার শ্রেণিবদ্ধ হইলে পর যদি অতি
রিক্ত ব্যয় হয়, তাহা ছাত্রদের বেতন ও
অন্য অন্য দানদ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে ।
বিদ্যালয়ের স্থায়ী কর্মচারীদিগের বেতন
মাত্র গবর্ণমেন্টে প্রদান করিবেন ; অতি
রিক্ত ব্যয় স্থানীয় মূল ধন হইতে করিতে
হইবে । প্রতিবৎসর বিদ্যালয়ের ব্যয়
করিয়া গবর্ণমেন্টের দেয় টাকা অপেক্ষা
যদি অধিক ব্যয় হয়, তাহা হইলে স্থানীয়
টাকা হইতে সাধারণ ধনাগারে সেই
টাকা প্রেরণ করিতে হইবে । ছাত্রদের
বেতনপ্রভৃতি গবর্ণমেন্টের ধনাগারে
প্রেরিত হইবে । স্থানীয় গবর্ণমেন্টসমূহ

ইহার উপরে কর্তৃত্ব করিবেন । যে বি
লয়ের স্থানীয় আয় অল্প হইবে, তা
গবর্ণমেন্ট প্রদত্ত টাকা সমান থাকি
কি না তাহা উক্ত গবর্ণমেন্টসমূহ
করিবেন । যেখানকার লোকে অন্য
বিষয়ে সাহায্য না করিবেন, তত্রস্তা বি
লয়ের লোপ হইবে । উত্তরপশ্চিমা
পঞ্চাব, মধ্যভারতবর্ষপ্রভৃতি স্থ
বিদ্যাশিক্ষার্থ কর করা হইয়াছে, তা
এ নিয়ম খাটিবে না ।

উল্লিখিত আঙ্কার কারণ ও উদ্দেশ্য
বিষয়টা চিন্তা করিলে আঙ্কার জ
কিন্তু ফলের বিষয় চিন্তা করিলে এক
খিদামান হইতে হয় । সর জন
য়াছেন, প্রতিবৎসর যখন বিশ্ববিদ
য়ের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তা
বঙ্গদেশে বিদ্যামুরাগ সবিশেষ বি
হইয়াছে । এখন গবর্ণমেন্ট কিঞ্চিৎ সা
করিলেই এখানকার লোকে আপন
গের শিক্ষাকার্য্যে আপনারা ক
তুলিতে পারিবেন । প্রস্তাবিত বি
দ্বারা ব্যয় সংক্ষেপেরও সম্পূর্ণ সম্ভ
আছে । কিন্তু এ উদ্দেশ্যের অসুরূপ
লাভের সম্ভাবনা নাই । উক্ত অ
প্রচলিত হইয়া যদি তদসুরূপ কার্য্য
আমরা স্পষ্টাকরে কহিতে পারি, এ
শীকদিগের উচ্চ শিক্ষার পথে ক
ক্ষেপ করা হইবে । লক্ষসাহায্য বি
লয়ে উদার শিক্ষা হওয়া দূরে থা
সকল স্থানে সামান্য শিক্ষাও সুর
রূপে সম্পন্ন হইতেছে না । অতএব
আশা চুরাশা সন্দেহ নাই । এ মনে
যে পূর্ণ হইবে না হেমিডেঞ্জি কা
ও মিসনরি বিদ্যালয় উভয়ের অন্তর
করিলেই সুরূপে প্রাণীমান হই
লোকে কেবল এই কথা বলিবেন
জন লরেন্স শিক্ষাকর করিতে
ব্যর্থ মনোরথ হন, সেই রাগে
এখানকার বর্ধমান বিদ্যালয়

ইহার লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। নচেৎ
 ীর কণ্ঠের অর্থ কি? তাহার অর্থ
 "ভোমরা শিক্ষার দিকে চাহিতে হইবে
 অতএব গবর্ণমেন্ট আর বিদ্যালয়ের
 া ব্যয় দিবে না। হয় টাকা দাও নচেৎ
 মাদিগের বিদ্যালয় বন্ধ হউক।"
 তঃ মধ্যম শ্রেণির শিক্ষার মূলে
 প্রকারে আঘাত করা হইল। লোকে
 আজ্ঞার আর এই একটা অসৎ উদ্দেশ্য
 উল্লেখ করিবেন, যে মিসনরিগণ
 শের জেনুট হইবার অভিলাষী হই
 ন, তাঁহাদিগের মতে সমুদায় বিদ্যা
 ার ভার তাঁহাদিগের হস্তে দেওয়া
 য়। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে
 মেন্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রতুল্যা
 মরি বিদ্যালয় হইতে ছাত্র বাহির
 না। পুস্তক কমাইয়া, মিসনরি পরী
 করিয়া, আপনাদের মতে সিণ্ডিকে
 চালাইয়া ও মিসনরিরা প্রেসিডেন্সি
 লজের অর্ধেক ফণ্ড প্রদর্শন করিতে
 হইলেন না। তাঁহারা ভাবেন এত
 ায়েরা অলস ও বায়কুঠ। গবর্ণমেন্ট
 উদ্যমী হন, তাহা হইলে প্রেসিডেন্সি
 লজ প্রভৃতির অধোগতি হইবে।
 ালয় উঠিয়া যার দেখিলেই লোকে
 াদিগের হস্তে শিক্ষাতার সমর্পণ
 বন। কয়েক বৎসরোধি মিসনরিগণ
 নীতিজ্ঞের অবলম্বিত বক্রপথে মক্ষ
 করিয়া শিক্ষাবিবয়ে হস্তার্পণ করি
 চেড়া পাইতেছেন। সর জন লরেঞ্জ
 র জেনরল হওয়াতে তাঁহাদিগের সেই
 রথ পূর্ণ হইবার আশা জন্মিয়াছিল।
 কথা এই হইতেছে, মিসনরিদিগের
 শিক্ষাতার দিকে ভারতবর্ষ সম্মত
 বন কি না? পঞ্জাব হইতে পারেন;
 দেশ হইতে পারেন; কিন্তু বঙ্গদেশ
 যাই ও মাল্ভাজ কখন সম্মত হইবেন
 উপসংহারে আমরা পুনরায় কহি-
 তি, বর্তমান আজ্ঞা প্রচলিত হইলে

আপাততঃ এদেশের বিবম অনিষ্ট হইবে
 সম্ভব নাই। ৫০ কোটি টাকা রাজস্বের
 মধ্যে এক কোটি টাকা শিক্ষাকার্যে
 ব্যয় কি বড় ব্যয় হইতেছে? শিক্ষাব-
 যক্ষে লোকে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন,
 এটি আর্থনীত; কিন্তু যাবৎ রাজনীতি
 সংক্রান্ত স্বাধীনতা লাভ না হইতেছে,
 তাবৎ এ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন সম্ভাবিত
 নহে।

ভারতবর্ষের জেল।

জেল খাটনী ও আহারদানের যে
 নিষ্ঠুর ব্যবস্থা আছে, তাহা যেমন বন্দী-
 দিগের উৎকোচদানপ্ররুতি উত্তেজিত
 করিয়া দেয়, জেলরক্ষক ও তাঁহার সহ
 কারীর বেতনের যে ব্যবস্থা আছে,
 তাহাও তেমনি তাঁহাদিগের উৎকোচ
 গ্রহণপ্ররুতি উদ্দীপিত করিয়া তুলে।
 জেলরক্ষক ১০০ বা ৭৫ টাকা বেতন
 পান এবং তাঁহার সহকারী ২০ টাকা
 পাইয়া থাকেন। এক্ষণে অধিকাংশ
 স্থলে ইউরোপীয় জেলরক্ষক হইয়াছেন।
 একশত টাকা বেতনভোগী ইউরোপী-
 য়ের এবং কুড়ি টাকা বেতনভোগী
 এদেশীয়ের উৎকোচগ্রহণলোভ সম্বরণ
 করা কেমন কঠিন, তাহা বহুজ্ঞ ব্যক্তি
 দিগের অবিদিত নহে। জেলরক্ষক
 কন্সিসন পাইবেন, এই যে নিয়মটী
 আছে, তাহাও অত্যাচারের অন্যতর
 প্রধান কারণ। এই সকল মূল হইতেই
 কারণারে অসুগ্রহ ও নিগ্রহের তত্ত্বি হই-
 য়াছে। কতকগুলি বন্দী অসুগ্রহভাজন
 হয়, তাহাদিগকে অধিক শ্রম করিতে
 হয় না, তাঁর বাহারা তাহা না হয়, তাহা
 দিগের কণ্ঠের পরিসীমা থাকে না।
 এগুলি বাস্তবিক ঘটনা। ভাল লোকের
 নিয়োগব্যতিরেকে এসকল দোষের
 সংশোধনসম্ভাবনা নাই। ভাল লোকের
 নিয়োগ অধিকব্যয়সাপেক্ষ। এ ব্যয়

কোথা হইতে আইসে? এক্ষণে
 নিয়ম আছে, তাহাতে অধি-
 জেলে গবর্ণমেন্টের লাভ হওয়া
 থাকুক, অনেক কতি হয়।

কয়েদিরা "পেটভাতা"
 দেয়, ইহাতে লাভ বিনা অলাভ
 সম্ভাবনা নাই। তথাপি যে লাভ
 তাহার কয়েকটি বিশেষ কারণ
 প্রথম, সকল জেলে খাটাইবার
 নাই। দ্বিতীয়, অসুগ্রহপাত্রে
 বিধি খাটে না। তৃতীয়, বাহাতে
 হইবার সম্ভাবনা, অনেক জেলে
 নীর ব্যবস্থা ও উপায় নাই। গ
 স্থানে স্থানে কাপড়ের, কাগ
 চাউল প্রভৃতি লাভজনক দ্রব্য
 করুন। প্রত্যেক জেলার এক
 জেল না রাখিয়া এক একটী
 স্থানে এক একটী জেল
 বা দুই তিনটী কল করিয়া অন
 জেলার কয়েদিদিগকে সেই স্থা
 যন করিতে হইবে। যে কলে য
 আবশ্যক, তাহাদিগকে তাহাতে
 হইবে। অন্য অন্য বন্দীদ্বারা অন
 লাভকর কার্য করাইয়া লওয়া
 এক্ষণে করিলে কলে যেমন এক
 কিছু অধিক ব্যয় হইবে, তেমন
 স্থানে জেলনির্মাণ ও তাহার
 জেলরক্ষক ও তাহার সহকারী
 ডাক্তারের ব্যয় ও অন্য অন্য নি
 হইবে না। ইহাতে এক দি
 সংক্ষেপ, অপর দিকে বিলক্ষ
 হইবে। আমরা বর্জমানকেই
 স্থলে গ্রহণ করিলাম। এখানে
 অধিক কয়েদী নাই; কিন্তু সমু
 ঠান আছে। বাহাতে অধিক
 কয়েদিদিগকে তেমন কাজ দে
 তেছে না, সুতরাং গবর্ণমেন্টে
 হইতেছে। কিন্তু এখানে য
 স্থান লইয়া একটী কা

এবং হুগলী মেদিনীপুর প্রভৃতি
র জেল উঠাইয়া দিয়া তত্রত্য
দিককে ঐ স্থানে আনয়ন করিয়া
টাটাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে
টের ঐ ঐ স্থলের জেলের ব্যয়
হাইবে, কলে ত্রিগুণ চতুগুণ
হইবে. কয়েদিরাও ভিন্ন ভিন্ন
কর্মচারীদের অত্যাচারের
তে পরিত্রাণ পাইবে। আর
এই লাভ হইবে, যেখানে কল
সেখানে ভাল লোক অধিক
সম্ভব নাই। তিনি বন্দীদের
বুঝিয়া সকলকেই নিয়মিত সময়
তুল্যরূপে খাটাইয়া লইবেন।
সুগৃহীত, কেহ বা নিগৃহীত হই
বন্দীদের প্রতি নিষ্ঠুর বাব-
দারী যেমন, অনুগ্রহ করাও তেমনি
অনুগ্রহ করিলে তাহার প্রাণ
থাকে। যেসকল বন্দি পুনঃ
রাগারে রুদ্ধ হইবার চেষ্টা পায়,
অনুমান করি অনুগ্রহের
তাঁহাদের মধ্যে অধিক।

মা) গত বারো মাসের খাটনীর
ও সময় এবং আহারপরিবেশের
ভাবে করিয়াছি তদনুরূপ কার্য
কর্য আবশ্যিক। এগুলি অতিশয়
কাণ্ড, সভ্য কালের ও সভ্য গবর্ণ-
মেণ্টের ন্যায়। কয়েদিদিগকে যদি
কর্ম পরিশ্রম করান হয় এবং
ন দেওয়া হয়, তাহার কারণ
ব্যাখ্যারে আসিবে না, এ যুক্তি
স্বাভাৱিক নহে; ইচ্ছা কোন ক্রমেই
স্বীকার হয় না। যে শিক্ষক কেবল
উপদেশদ্বারা ছাত্রের শিক্ষা-
পান, তিনি বিফল প্রবৃত্ত হন
হই। গবর্ণমেন্টের এই উদ্দেশ্য
যে, বন্দীদের চরিত্র
শুদ্ধ হইবে, তাহার কারণ

গারে আলস্যে কালক্ষেপণ না করিয়া
কর্ম ও পরিশ্রমশীল হইবে এবং এক
একটি ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া জীবিকা
অর্জনর পথ পরিষ্কৃত করুক। কিন্তু
এখন যে বাবস্থা আছে, তদ্বারা
ইহার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবারই
সম্ভাবনা নাই। প্রথম, চরিত্রশোধ-
নের প্রথম ও প্রধান উপায় যে মনুষ্য-
বিশেষণ তাহাদিগের তাহা ঘটে
না; তাহা শ্রবণ করিবার তাহাদি-
গের অবসরও নাই। উদয়ান্ত খাটিয়া
শরীরে অবসাদ জন্মে; উৎসাহ না
থাকিলে কোন কাজ ভাল লাগে না।
দ্বিতীয়, অত্যন্ত অসঙ্গত খাটনী হইলে
খাটনীর প্রতিক স্বভাবতঃ বিদ্বেষ জন্মে।
সুতরাং কোনপ্রকার খাটনী শিখি-
বার নিমিত্ত প্রবৃত্তি ও উৎসাহ হয়
না। তৃতীয়, অনেক অত্যধিক শ্রম ও
অর্জাশনদোষে পীড়িত ও ভয়দেহ
হইয়া পড়ে; অনেকের প্রাণ বিয়োগও
হইয়া যায়। বৈরনির্ধাতনাখীর ন্যায় নিষ্ঠুর
বাবহার করা আমাদের গবর্ণমেন্টের
সদৃশ কর্ম নহে। ১০ টা অবধি ৫ টা
পর্যন্ত খাটাইবার সময় করাই উচিত।
প্রাথমিক অবধি বেলা ৮ টা পর্য্যন্ত
উপদেশ প্রদানের এবং ৯ টার মধ্যে
আহারদানের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। যদি
বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদিগকে উপদেশকের পক্ষে
নিয়োজিত করা হয়, আর তাঁহারা, কুকর্ম
করিলে ঈশ্বর, সমাজ ও আপনার
সমক্ষে কি কি অনিষ্ট হয়, তাহা বুঝা
ইয়া এবং তাহার উদাহরণস্বলে সেই
শ্রোতা বন্দীদের ও অন্য অন্য
কুকর্মশীল ব্যক্তিদিগের কাফের বিষয়
বর্ণন করিয়া উপদেশ বাক্যগুলি তাহা
দিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন, অনেকের
হৃদয় প্রশস্ত হইয়া উঠে সম্ভব
নাই।

এদেশীয় রাজগণের কর্তব্য।

এতদেশীয় রাজগণের যদি
রাজ্যের শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ
নের বাসনা থাকে, তাহাদিগের
কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের
বিদ্য ও উপযুক্ত লোকদিগকে
কার্যে নিয়োজিত করেন। ত্রিবাঙ্কু
রাজা এই রাজনীতি অবলম্বন কর
এদেশীয় রাজগণের আদর্শ স্থল
ছেন। জয়পুরের রাজাও এই নীতি
বলন করিয়াছেন। রেওয়ার রাজাও
অবলম্বন উদ্যোগী নহেন। মস্কারি
রের রাজাও এই পথের পথিক হ
ছেন। কৃতবিদ্য ব্যক্তির শাসনক
নিয়োজিত হইলে যে রাজ্যের সবি
উন্নতি হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কৃত
দিগেরও মঙ্গলের সোপান হইবে। ত্রি
গবর্ণমেন্টের অধীনে উচ্চতর রাজনী
সংক্রান্ত স্বহস্তের মনোরথ পূর্ণ
সম্ভব নয়। গবর্ণমেন্ট তৃতীয় নেপ
নের ন্যায় কেবল বাক্যই শ্রু
দেখাইয়া আসিতেছেন, কিন্তু এপ
তাহা কার্যে পরিণত করিতে সমর্থ
নেন না। শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতির
উচ্চ আশারও রক্ষি হয়। আমাদের
এ আশা পূর্ণ হইবার উপায় ন
একগুণে গবর্ণমেন্টের অধীনে প্রয়োজন
কের অভিমত নহে। তাহার কারণ
উচ্চ বেতনের উচ্চ পদগুলি ভারতবর্ষ
গকে দেওয়া হয় না। ব্রিটিশ গবর্ণমে
অধীনে স্বাধীনরূপে কার্য করিবার
মাত্র উপায় এক ওকালতী আছে;
দেশ শুদ্ধ লোকে উকীল হইতে
চলে না। ইহার মধ্যেই উকীলের স
বিলক্ষণ রক্ষি হইয়াছে। দেশের
সাধনার্থ আপনার ক্ষমতা বিনিয়ো
করিয়া চিরস্মরণীয় হইবার উপায়
নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে
দিগের কাহার জীবনচরিত্র লিখি

লক্ষ্য ও হুঁহু, ভিন্ন অধিক লিখি
 বিষয় পাওয়া যায় না। এক উৎকৃষ্ট
 চিন্তা, অপর বিদ্রোহী হওয়া, ইহা
 ভারতবর্ষের পক্ষে চিরস্মরণীয়
 তৃতীয় উপায় নাই। আমা
 র মধ্যে শাসনকার্যে দক্ষ লোক
 পাওয়া যায় না, একথা বলিলে ভ্রমকে
 করা হয়। সূর্য কালে সূর্য দেশেই
 উৎকৃষ্ট লোক দৃষ্ট হন। উপযুক্ত
 নকর্তা যদি তাঁহাদিগের অনুসন্ধান
 হত হন, পাইতে পারেন। যাহা
 উচ্চতর শাসনকার্যে নিযুক্ত হন,
 ইহা ক্রমশঃ বলবতী হই-
 ত। এতদেশীয় রাজগণ অনাচারে
 চবিত্তার্থ করিতে পারেন। ইহাতে
 দিগের যশঃ, প্রজাগণের মঙ্গল ও
 শীর্ণদিগের গৌরববৃদ্ধি হইবে। আর
 একটা বিশেষ উপকার হইবে এতদ্দে
 রাজগণের অবলম্বিত উদারতর
 নীতি দর্শন করিয়া ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট
 লজ্জায় পড়িয়া তদনুসরণ চেষ্টা
 তে হইবে। এতদেশীয় রাজগণ
 মাদিগের সেনাদলে উত্তম রাইফল
 হার করাতে স্র জন লরেঞ্জের সদৃশ
 ক্ষুণ্ণ লোকেও সিপাহীদিগকে
 ফলত রাইফল দিবার প্রস্তাব করি
 হন। গবর্নমেন্ট কোন বিষয়ে এদে
 রাজগণের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া
 কবেন ইহা সন্দেহিত নহে। এদেশীয়
 বিদ্যাদিগকে রাজকার্যে নিযুক্ত করি
 অপর লাভ এই, ইহারা দেশের
 কের অবস্থা বুঝিয়া যেরূপ কাজ
 তে পারিবেন বিদেশীয়েরা যতই
 যুক্ত হউন, না কেন, কখনই সেরূপ
 তে পারিবেন না। এদেশীয় রাজগণ
 কাল আপন আপন রাজ্য ভোগ
 ন, এটা সর্বসাধারণের বাঞ্ছনীয় ;
 শাসন ব্যতিরেকে সে মনোরথ
 হওয়া সন্দেহিত নয়। এদেশীয় রূত

বিদ্যাদিগকে শাসনকার্যে নিয়োজিত
 করাই শাসন হইবার একমাত্র উপায়।

—:০:—

ভারতবর্ষের পুণাতন ও চুচন
 গবর্নর জেনারেল।

সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সর জন লরে-
 জের প্রশংসাত্ত বের এক স্থানে লিখি-
 য়াছেন " ভূতপূর্ব শাসনকর্তারা, অনেক
 কেই এপ্রদেশস্থ সংপ্রদায় বিশেষের
 তুষ্টি ধন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইনি
 (সর জন লরেঞ্জ) কোন সংপ্রদায়ের
 অম কী করেন নাই। " এতৎ
 পাঠে একটা চিরন্তন প্রবাদবাক্য আমা
 দিগের স্মৃতিপথে আকৃষ্ট হইল, " যিনি
 সকলকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা পান,
 তিনি কাহাকেই সন্তুষ্ট করিতে পারেন
 না। " তৃত্যগাক্রমে সর জন লরেঞ্জ
 এই প্রবাদ বাক্যের একটা সুতন উদাহরণ
 হইয়া গেলেন। সর জন লরেঞ্জ অসৎ গব
 র্নর জে-রল ছিলেন না, কিন্তু তিনি প্রায়
 কাহারই অকপট অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা
 ভাজন হইতে পারিলেন না, এটা সামান্য
 চুৎখের কথা নয়। আমরা অন্যের কথা
 ধর্তবা করি না। ব্যক্তি বা সম্প্রদায়
 বিশেষের হৃদয় রাগদেবাদি দোষে কলু-
 যিত ও বিচলিত হইতে পারে; কিন্তু
 তিনি যাহাদিগকে পালন করিতে আসি
 য়াছিলেন এবং যাহাদিগের হিতচেষ্টা
 করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ে রাগ-
 দেবাদির প্রসর সত্ত্ব বনা নাই। তথাপি তাহ
 রা যে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন না;
 এটা পরমশচেষ্টার বিষয়। ইহা সৎ শাসন
 কর্তাদিগের পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর।
 রাজ্য প্রীত হইলেই সৎ শাসনকর্তা
 মাত্রেই অস্বাভিক চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া
 থাকেন। কত্থের জুই শিষ্য রাজা চুম্বন্তের
 নিকটে উপস্থিত হইলে রাজা জিজ্ঞাসা
 করিলেন, আপনাদিগের তপস্যা নির্বিঘ্নে
 সম্পন্ন হইতেছে ত? তাঁহার উত্তর

করিলেন, আপনি রক্ষা
 ধর্ম ক্রমার বিঘ্ন হইবার স
 এত কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে
 লাগিলেন, আজি আমার রাজ্য
 তেতাবে সার্থক হইল। ওজার
 লাভ যে কি প্রীতিকর পদার্থ, স
 কর্তা তিন্ন অন্যের তাহা অ
 নহে।

প্রজারা তাঁহার গমনবালে সে
 অভিনন্দন দিলেন না। তাঁহা
 অনুক্ষ বাবহারের কারণ, কি
 কি অকৃতজ্ঞ; অকৃতজ্ঞতাই কি সে
 অপরিণামদর্শী; অকৃতজ্ঞতা
 বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন; নি
 ধাবন করিয়া দেখিলে এ অ
 দেবরোপ ন্যায়ানুগত বলিয়া
 মান হয় না। আমাদিগের
 যেগুলি প্রকৃত কারণ বলিয়া উ
 তেছে, তাহা একৈকক্রমে প
 শিত হইতেছে।

সর জন লরেঞ্জের অবলম্বিত
 প্রণালী এবং তাঁহার সংস্কার
 দোষই প্রধান কারণ। তিনি
 দিগের অকৃতজ্ঞ মিত্র ও অকপট
 প্রজারা তাঁহার কোন কাযে
 পরিচয় পান নাই; বরং চুর্ভি
 তাঁহার বিপরীত প্রমাণই
 তিনি চুর্ভি কালে নিশ্চিন্ত
 লার বসিয়া রহিলেন, এ দি
 কাণ্ড হইতে লাগিল। এ
 তিনি যথার্থ প্রজাহিতৈষী
 লেপ্টনেন্ট গর্নর ও রে
 উপরে নির্ভর করিয়া নি
 পারিতেন না। ফলত,
 তাঁহার সদৃশের পরি
 উৎকৃষ্ট অবসর তাঁ
 হইয়া গিয়াছে।
 তাঁহার প্রতি নীত
 দ্বিতীয়, তিনি

এর বিদ্যাশিক্ষাপ্রচেষ্টা যে
 চেষ্টা পান, তাহাতেও তাঁহার
 চিহ্নিততার পরিচয় হয় নাই।
 এরূপ কর ভাল বাসেন না; কিন্তু
 ইহাদিগের ক্ষমতা সেই কর্তার
 করিয়া হিতসাধনচেষ্টা পাইয়া
 ইহাতে প্রত্যয় ভুক্ত না হইয়া
 তাঁহার উপরে রুষ্ট হন; সুতরাং
 রুষ্ট উপকার চেষ্টা তাঁহা
 অমৃত জ্ঞান না হইয়া বিংতুল্য
 । যে যে কাজ ভাল বাসেনা, যদি
 তাহাকে এই কথা বলে, তুমি যদি
 কাজ কর, আমি তোমার উপ
 করিব, তাহাতে কি সে সম্মত হয়?
 সেই উপকারকে উপকার জ্ঞান
 তাঁহার নিকটে রুষ্ট হন? সর
 রেক্স যদি গবর্ণমেন্ট হইতে অধিক
 অনুকূলের অঙ্গীকার করিয়া প্রজা
 ক অবশিষ্ট অর্থদানার্থে প্রবর্তিত
 চেষ্টা পাইতেন, তাহা হইলে
 তাঁহার সদাশয়তা বুঝিতে পারি
 এবং তাঁহার প্রস্তুতবে সম্মত হই।
 হর চেষ্টা পাইতেন সম্মত না হই।
 হয়, লোকে কেবল বাক্যে ভুলেন
 ন। সর জন লরেন্স য কঠোর হিত
 এন সেগুলি প্রায় বাবোই
 হর। তিনি যদি দেশ সাধারণ
 র কোন মহৎ কার্যের অনু
 পারিতেন, তাহা হইলে
 সংকরাধ বাধ্যমান হই
 ই।
 অবিধরে একান্তিকতা
 ক্ষে নিত্য নিবিদ্ধ।
 হুলাকপে দর্শন করা
 তাহা বিধেয় যে
 ধর্মে একান্তিক অমু
 কখন প্রজাতির হইতে
 খৃষ্টধর্মে একান্তিক
 দর্শনদিগের উপরে

তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তুমি যদি
 আমাকে বিশ্বাস না কর, আমি যে
 তোমাকে বিশ্বাস করিব, ইহা স্বতঃস্ফূর্ত
 অনুমোদিত নহে। এই কারণে তিনি প্রজার
 বিশ্বাসভাজন হইয়া যাইতে পারেন নাই।
 তিনি যে এদেশীয়দিগকে বিশ্বাস করি
 তেন না, সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রই তাহর
 প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত পত্র লিখি
 য়াছেন "ইনি (সর জন লরেন্স) আপনি
 বলেন, যখন এদেশে বহুসংখ্যক
 খৃষ্টধর্মাবলম্বী হিন্দু ও মুসলমানদিগকে
 বিশ্বাস করিতেন না? সাপ্তাহিক পত্র
 মিসনরিদিগের কবলালিত, সর জন লরেন্স
 মিসনরি তত্ত্ব ছিলেন, অতএব এদেশে
 উত্তর লিখন বিশ্বাসনীয় ও আদর্শীয়
 সন্দেহ নাই
 পঞ্চম উপধর্মবিমোচিত ব্যক্তি
 গের অনশ্রুতার একটি কারণ এই, তাঁহার
 বলেন, সর জন লরেন্স অতি অলক্ষণ
 ক্রান্ত। তাঁহার অধম কলাবধি লোক
 এ দেশের নিমিত্ত সুস্থির নন উপযুক্ত
 দৈব বিপদ হইয়া গন। একের শাসন
 কালে দুই বার দুর্ভিক্ষ ও দুই বার প্রবল
 বড় একপ কেহ কখন দেখেন নাই।
 তাঁহার গমন সময়েও বঙ্গদেশে অদুর্ভ
 পূর্ব ভুক্ত হই। গেল। ইহাতে গৃহা দ
 পতিত হইয়া এবং কোন কোন স্থান
 ভূগর্ভে মগ্ন হইয়া লোকের বিস্তর ক্ষতি
 হইয়াছে। দৈবঘটনার উপরে মানুষের
 প্রভু নাই, উপধর্মবিমোচিতেরা তাহা
 বুঝে না। যত্নের আগমনে এসকল অম
 দন হর, তাহাকে অলক্ষণ ক্রান্ত বিবে
 চনা করিয়া তাহাঁর প্রতি অমনুবর্ত হয়।
 বস্তু, সর জন লরেন্স যতগুলি প্রকার
 অপ্রিয় কাজ করিয়াছেন, তাহার সহিত
 প্রিয় কাজগুলির ন্যূনত্বেরক বিবেচনা
 করিলে অপ্রিয় কাজগুলি অধিক হইয়া
 উঠে। সুতরাং সেই অপ্রিয় কার্যের মধ্যে
 প্রিয়কার্যগুলিও মগ্ন হইয়া গিয়াছে।

সেই প্রিয়কার্যগুলিও একপ খাচুর
 যে সাধারণে তাহার কলোপধারি
 বোধে সমর্থ হয়।
 এইসকল বিষয় বিবেচনা করি
 আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে,
 সকল প্রকার সর জন লরেন্সের
 অনুাগ জন্মে নাই, তাঁহারা অতিম
 না দিয়া উত্তম কাজই করিয়াছেন।
 তাঁহারা দিতেন, কেবল যে তাঁহাদি
 কাপ্পনিক ব্যবহার প্রকাশ হইত এ
 নগ, তাঁহাদিগের অসারতারও পরি
 হইত। এতদ্বারা তাঁহারা যে স্বক
 বুঝিয়াছেন তাহার প্রমাণ হইয়া
 আর এই এক ইষ্টলাভ হইয়াছে, তা
 গবর্ণর জেনরলদিগের মধ্যে বা
 প্রকার অনুরাগকে প্রবলীক
 জ্ঞান করিবেন, তাঁহারা অকপট
 প্রকার হিতসাধনচেষ্টা করিবেন
 সেই চেষ্টা মৌখিক না করিয়া ক
 পরিষ্কর করার প্রকৃত উপায়ের
 যনে যত্নবান হইবেন।
 প্রস্তাবটি ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ
 উঠিল। এক্ষণে সংক্ষেপে স্মৃতি
 জেনরলের বিষয়ে কিছু বলিয়া প্রস্ত
 উপসংহার করা বিধেয় হইতেছে।
 হেদের আগমনে সকলেই হর্ষে
 হইয়াছেন। সকলের মনেই আশা
 য়াছে, তাঁহা হইলে আমাদিগের বি
 ইষ্টলাভ হইবে। অতএব আমাদি
 প্রার্থনীয় এই, তিনি কেবল সিমলায়
 ও দরবারে সরকারী কার্যের আ
 স্বদেশে প্রতিগমন না করেন।
 হইতে প্রকার মহানরখ পূর্ণ হয়, ই
 আমাদিগের একান্ত বঞ্ছনীয়।
 দুর্ভিক্ষ নিকষস্বরূপ সমুখে উপ
 এই সময়ে তিনি আশ্রয়গণের পা
 দিয়া প্রকার প্রীতিলভের চেষ্টা কর
 এ বার তাঁহাকে আমরা কেবল এ
 বিষয় দেখাইয়া দয়া নিরস্ত হইল।
 পৃষ্ঠীকা করিয়া রহিলাম।
 বিবিধসংবাদ।
 ৩ ই. মাঘ সোমবার।
 মাদপুর ও বরিশতস্থী স্থানের কৃ
 ক্রমশঃ শুষ্ক হওয়াতে লোকে অতিশয়
 হইয়াছেন।

সাহেব পুনর্নির্মাণের নির্দেশাদেশকে ইতোমধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। সাহেব কাজ পারেন জায়েজী পারেন এক চটাইতে বড়ই ভয়পন্ন। তিনি যথেষ্ট রকম গিয়া বারবার অকৃতকার্য হইতে তথাপি চেষ্টার ত্রুটি নাই।

প্রধান বিচারপতি আজ্ঞা দিয়াছেন কোন মতেই মজেলের নামে যে বিল করিবেন তাহার বর্ধাংশ আদালত বাদ দেন তাহা হইলে ফিল্ডজারের সমুদায় ব্যয় আটনীকে দিতে। রাখান'ল ব'ল এই আজ্ঞার কারণ বোধ হইতে।

গবর্নমেন্ট ৮০০০ টাকা ব্যয়ে লাড এলগি একটা স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপন করিবার মানস করেন। ত্রিভুজাকার গিরজায় ইহা হইবে। এলগিনের নাম তারতবর্ষীয়দিগের শতকর্মের স্মরণ নাই। তাঁহার নিকটে ভারত কান বিপণ্ডে ক্ষণী নগেন। আমরা ভাবিয়া ম লাড এলগিনকে যে ২০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহাই অধিক হইতে। লোকে স্মরণার্থ চিহ্ন করুন না করুন যেটাই মজে করিবেন এপ্রথা মঙ্গল নয়।

দেওয়া হউক, টাকা আনানিগেরই হইবে। মপালী'র দ্রুত শনিবার ১৯৪৭বর্ষের ৩০ জুলাই মেম্বর সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপচৌকন প্রদান করিয়াছেন। গবর্ন-লাড খেলাত প্রদান করিয়াছেন। লাড মপালী'র টেননা'দিগের সুশিক্ষার প্রণয় হইলেন।

জায়েজী প্রথম আদালতের উকীল নীল খে পাখায় ৮০০ টাকা বেতনে কাম্বী'র এক জন কর্মচারী হইয়াছেন। তাহা উকী'কে জখ'তে আফ্রান করিয়াছিলেন।

র মুখোপাধ্যায় কলকাতার বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন'রম, এ উপাধিধারী। রুতবিদ্যার শাসন কার্যে গ্রহণ করা এতদেশীয়দিগের একান্ত কর্তব্য।

কালতি পরীক্ষাগারে হিন্দুসৈনিকের প্রবেশ পত্তিত হইয়াছেন। যেসকল দ্বিতীয় উকীল ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা এই শেখবার বক্তৃতায় পবীক্ষা দিতে হইবে। ইংরাজি ভাষায় উকীলেরা যার পা'কা নিবান পর পাইবেন তাহা'দিগকে আইনের উপদেশ প্রদান পরীক্ষা দিতে হইবে। তবে নিম্ন উপ-অবধে পরীক্ষার অস্থ সকলকে দেওয়া হইল।

জিরামপুরের নিকটে সম্প্রতি কতকগুলি হত্যা হইয়া গিয়াছে। যে প্রকার পুলিশ তাহাতে লোকের প্রাণ ও সম্পত্তি যে আছে তাহাই আশ্চর্য।

হিন্দুপেট্রি ব্লট বলেন সম্প্রতি মলহাটে? শাখা রেলওয়ে'র যে ইউরোপীয় কর্মচারী এক প্রতিমা ফুলিয়া লইয়া যায় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাসারে পুলিশ তাহাকে ধৃত করিয়া প্রতিমাকে পুনর্নির্মাণ যথা স্থানে লইয়া গিয়াছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ হইবামাত্র লেপ্ট নাট গবর্নর এবিষয়ে তদ্বিধান করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির নিকট প্রতিমার পুনরুত্তিষেকের ব্যয় লওয়া উচিত।

উক্ত পত্রে দুই হইল, শিলার সাহেবের সচিব পোটিকামিও কোম্পানির পুনর্নির্মাণ মিলন হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি অনেক দিন অবধি ইহার সূচনা হইয়াছিল।

৭ ই মাস মঙ্গলবার।

শনিবারের ভারতবর্ষীয় গেজেটে নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপনগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্ন সপ্তাহের গেজেটের আজ্ঞা রহিত করিয়া চৌধুরী লক্ষণসিংহকে "রাজা" উপাধি দেওয়া হইয়াছে। আলাহাবাদের অজগত ময়রাগড়ের তহশিলদার ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মিরমদত আলি "খাঁ রাহাটর" হইয়াছেন। পাঞ্জাব মহারাজার নরপতি সিংহ "মহেন্দ্র" উপাধি পাইয়াছেন।

১৮৬৮ অব্দে শেষে সমুদায় ভারতবর্ষে ১০,২৯,৯৮,৩৬০ টাকার মোট প্রচলিত ছিল। ইহা প্রতিশত্বরূপ ৫,৫৭,১৬,০১৯ মগল টাকা ২,০১,৭১৮ টাকার অমুদ্রিত রৌপ্য ১,৪৭,৩৯১ টাকার স্বর্ণমুদ্রা এবং ৩,৯১,৭০২৮ টাকার গবর্নমেন্টের কাগজ ছিল।

সব জন লবেগের টেননিক সেক্রেটারি কর্নেল সাইমব রুম ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয় এডিনবার্গ ডিউককে লইয়া ভারতবর্ষ প্রদর্শন করিবেন। কর্নেল বেন দুই জন গবর্নর জেনরালের সেক্রেটারি ছিলেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় পর জন লবেজ ইহাকে কোন পুরস্কা দিয়া গেলেন না।

শনিবার ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে'র হাবড়া স্তিত মাল গু'রামে জগি লাগিয়া বাটী'র এক কালে তদ্বিধান হইয়াছে। প্রায় দশ লক্ষ টাকার প্রমা'ন হইয়াছে। এই বাটীতে রেলওয়ে'র কোম্পানির বাবতী'র প্রয়োজনীয় ত্রব্য'খানিক লক্ষ হইবার সময়ে সব জন লবেজ'র লাড মে'র তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্রকল'র জাহাজের

নাবিক'দের সাহায্যে অন্য আ'পাইয়াছে। অনেকে অনুমান করে ফুলিস পড়িয়া এই দুর্ঘটনা হইয়া

যে দিনস লাড মে'র কলিকাতার সে দিন চাঁদপালের ঘাটে অতিশয় ছিল। ডবলিউ উইলসন নামক

বিভাগের এক জন প্রধান ফেরাণী ছিলেন। তাঁহাকে সরিয়া যাইতে বল তাহে'তু তিনি সরিয়া যাইতে না পারা জন পুলিশ কর্মচারী তাঁহাকে তুমি'র করিয়া প্রহার করে। তিনি পুলিশ

প্রহরীদিগের নামে যে নালী'শ করে। উইলসন সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করি'ছেন, যে ব্যক্তি জনতার মধ্যে থাকে

দশ জনের সহিত কতক অত্যাচার করে। উইলসন সাহেব যে নালী'শ একটা বালিকাটির এমত নালী'শ করিতে পারেন না। ইংবাজ হইয়া

রণ নালী'শ করা অতিশয় লজ্জাকর সাহেব আশ্চর্য্য বিচার করিয়াছেন। একত্র হওয়ায় মান হটলেই পুলিশ

পারিবেন, তাহার নালী'শ হইবে আদালত এমত বিচার করেন ত অনেক স্বস্থে আইন গ্রহণ করিবেন।

উৎকলের অজগত বেলাধারী রাজা ভাগীরথী মহেশ্বর বাহাদুর গত সময়ে এক লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় লোকের সাহায্য ক'রিতে তাঁহাকে

দেওয়া হইয়াছে। এই নিয়ন্ত'র কমিস'র এক মরবার করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রাম ও চাঁদার দুই হাতিখানার অস্থ'রায় কয়েক জন সৈনিক নিযুক্ত হইবেন। অগোপ্যায় নিয়ন্ত্রণ শর'ক'র্য'পোশা'রী প্রচলিত করিবার

হাছে।

ইন্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়ন'র এক কৌতুকাবহ উ'চরণ প্র'ছেন। এক জন সাক্ষী জ'ব'র সময়ে বলে "সাহু এট দেখিয়া এই শুনিয়াছি।" মালিক'স্টেট সময়ে বলেন, "এই সাহু অকৃত ইহাকে আদালতে আনয়ন না অতিশয় অন্যায় করিয়াছেন ই'ত হওয়াতে সেনিয়ন জ'জ মা'ক্তি লেন "সাহু" অর্থে "আমি নিজে যাহা দেখিয়াছিল ও"

জিঙ্কট যখন আজ্ঞা দেন, তখন হার জম জানিতে পারিয়াছিলেন ; প্রকৃত বড় ভয়ানক বলিয়া সাহস জমের কথা বলিতে পারেন নাই । লোকের উপরে দেশের বিচারপ্রণালী হইতেছে । ইহাতে যে লোকে ঘৃণা করিবেন, তাহা আশ্চর্যের বিষয় কি ? কর্নেল সিডের শাসনকালের সাহসপরিকর্ষণ করিয়া সর জম লরেন্স আজ্ঞাদেয়াছেন । অক্ষয়শে কৃষি বিস্তার কৃষকেরা প্রায় লিখিত পাট্টা লয় না । মকররি পাট্টা লইতে অসম্মত । গবর্নর প্রধান কমিসনরকে বলিয়াছেন, তাহার আপনাদিগের প্রকৃত স্বার্থ ইচ্ছা পান । কিঞ্চিৎ সত্যতা প্রবেশ ল তাহারা কৃষির নর্দানা বুঝিতে না ।

সে রেলওয়ে আরম্ভ হইতেছে । এক কোম্পানী এই ভার পাইয়াছেন । ধনের শতকরা ৮ টাকা কৃষকের জামীন । আপাততঃ টিহারাণ অবধি রাইলওয়ে হইবে । পরে বসোবা ও মরাইবার সম্ভাবনা । টিহারাণ হইতে ইয়া বুসায়ার পর্যন্ত রেলওয়ে হইলে ও ভারতবর্ষের বাণিজ্যের অনেক র ।

হলের টেলিগ্রাফসকল প্রধানকার জেনারেলের অধীনস্থ হইয়াছে । কর্নেল শীজ সিংহলে গমন করিবেন । সিংহ-রতবর্ষ হইতে পৃথক রাখাই অন্যান্য । মরা প্রসিদ্ধ জুরাচোর । এক জন চীন বার্মীয় কাশাঙ্গে কয়েক শত মন প্রক্রয় করে । কলে দিয়া দেগা গেল অগ্নি হয় না । পরীক্ষা দ্বারা প্রকাশ ই জুরাচোর প্রান্তরে বাস রও দিয়া মরা বিক্রয় করিয়াছে । বিক্রেতা জুরাচহ নাই । কিন্তু ক্রতারও বুঝতে চ ।

আরোপ করিয়াছেন, পেটকানিও পক্ষে সুন্দরবন দেওয়া অতিশয় চেষ্টা সুন্দর বনে কাষ্ঠ কাটিলে না এটা চিরস্থান সংস্কার ছিল । গবর্নরমেন্টের সামান্যমাত্র লাভ ম কাষ্ঠ এত দুর্ঘূলা হইতেছে ময় পাকাদি করিতে আরম্ভ

সম্প্রতি ২৬ গণিত পঞ্চাশী পদাঙ্ক য়েডি মর্ট আগরা চইতে জহালায় থাকিতেন । তাহাদিগের নিমিত্ত একখানি বিশেষ শকট জেপি প্রেরিত হয় । মিঃ ট হইতে এক দল ইউরোপীয় টেনা প্রেরণ করা আবশ্যক হওয়াতে তত্রত্য টেনমাষ্টার শীকদিগকে নামিয়া যাইতে বলেন, কিন্তু তাহাদিগের কর্নেল আপি করাতে শকট ছাড়িয়া দেন । কিন্তু মোজাফ নগরে উপনীত হইলে দিমীর বাণিজ্যব্যয় এক টেলিগ্রাম করিয়া শকট ছুটিত করিলেন । কলখানি ইউরোপীয় টেনাদিগের নিমিত্ত চলিয়া গেল । শীকদিগকে প্রায় ২৪ ঘটিকা মোজাফ নগরে কষ্ট পাইতে হয় । আক্ষেপের কারণ নাই, ইউরোপীয়দিগের সুবিধা লইয়া কথা হইলে যাবতীয় ভারতবর্ষীয়ের তাগেই এইরূপ হইয়া থাকে ।

আগামী জুলাইমাসে মধ্য ভারতবর্ষের প্রধান কমিসনর জর্জ বাবেল সাহেব প্রত্যাগমন করিবেন । মধ্য ভারত প্রবেশ কিতে পারিলে তিনি এ দেশে আর আসিতে ন ।

মহীশূরের লোকেরা তত্রত্য রাজার শিকক কর্নেল কেনসকে এক অভিনন্দন প্রদান করিয়া ছেন । কর্নেল শিকক হওয়াতে সকলেই আজ্ঞা দিত হইয়াছেন । অভিনন্দন প্রদ তারা বলেন, যদি ও রাজাকে মহীশূর প্রতর্পণ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদিগের মনে তর ও সন্দেহ রহিয়াছে । রাজা কৃতবিদা হইলে আপত্তি চলিবে না বলিয়া কর্নেল কেনসের আগমন এত সুখের হইয়াছে । লাড ডেলহউসি নামে য়াহাদিগের চকের জল পড়ে তাঁহারা দেখুন ভারতবর্ষীয়েরা ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের রাজনীতি সংক্রান্ত সত্যনিষ্ঠার উপরে কিরূপ সন্দেহান হইয়াছেন ।

সম্প্রতি সিটনকার সাহেব ইডেন উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যান ; কিন্তু তাঁহার টিকট নু পাকাতে পুলিশ প্রহরী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া নাই । হগ সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন, অর্থ না হলে কেহ উদ্যান প্রবেশ করিতে পারিবেন না । উদ্যানে সাধারণ সম্পত্তি । অতএব এই প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন প্রধানতম বিচারালয়ে নালীশ হইবে ।

হরপুরি, টেবকাব তাঁতি হর, ডুয়া ওধরকালী রায়মাদক যে চারি ব্যক্তি কৃষ্ণবাগানের হত্যা কাণ্ডে লিপ্ত থাকতে বেসিয়নে আর্পিত হয়, তাহাদিগের বিচার হইয়াছে । হরকালী রায়ের দেহের প্রমাণে না থাকতে তাহাকে মুক্ত করা

হইয়াছে । আর তিন জনের কাশী হই বিচারপতি মাকফাসেন আজ্ঞা দিবার সময়ে য়াছেন, তাহাদিগের প্রত্ন ময়াপ্রকাশ করি কোন কারণ নাই । উচিত দণ্ডসন্দেহ নাই ।

৮ ই মাঘ বুধবার ।
আমাদিগের স্মৃতি নগরীর জেনবলও কালে সমাপ্ত করিতে বাস করিবার মানস য়াছেন । সাংক্রামিক রোগের শীজ, উপশম না ।

কলিকাতার জজিদিগের ইঞ্জিনিয়র সাহেব পুনর্বার পীড়ানিবন্ধন ইংলণ্ডে য়া ছেন । জজিগণ ইংলণ্ড হইতে আর এক ইঞ্জিনিয়র আনয়ন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে । ক্লার্ক সাহেবের বিখ্যাত ডেপুটি স্ক্রুনে স্ক্রুনে হইয়াছে । ক্লার্ক সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটি গমন হইলে কি ভাল হয় না ?

উইলসন সাহেব হগ সাহেবের নামে নালীশ করেন, মাজিষ্টেট রবার্টস তাহা অ করাতে ইউরোপীয়েরা অতিশয় বিরক্ত ছেন । বিস্তর লোক প্রত্যহ টেনিক স পক্ষে বাণ প্রকাশ করিতেছেন প্রধানতম রাসয়ে আপীল করিবার নিমিত্ত সকলে করিতেছেন । রবার্টস সাহেব যে অন্যায় নি করিয়াছেন তাহাতে রাগ চটেতে প'বে । ইউরোপীয়েরা এই উপলক্ষে একটা সঙ্ঘপদেশ করুন । রবার্ট সাহেব হগ সাহেবের নামে না না লওয়াতে তাঁহাদিগের যেমন মর্মা বেদনা হইয়াছে, মফবলেব মাজিষ্টেটেরা রোপীয়দিগের নামে নালীশ না লওয়াতে পর লোকের সেই প্রকার মর্মাঙ্ক পীড়া অনেক মফবলমাজিষ্টেট ইউরোপীয় নামের নালী প্রাণ্য করেন না ।

হারজিৎসিঙের জেলে ৬০০০ টাকা একটা পাণ্ডুরির ভুঞ্জল হইতেছে । দ সিংহে উক্তকটি পাণ্ডুরি তার , অতএব ই লীভ হইবার সম্ভাবনা ।

গতকল্য সর জম লরেন্স কলি ভাগ করিয়াছেন । লাড মেয় ও উক্ততর কর্মচারী স্মৃতপূর্ব গবর্নর রলের সমানার্থ তাঁ হ'র স্মৃতি জাহাজ গমন করিয়াছিলেন । ইহার পূর্বা দিবস মেয় এক টেবক করতে সর জম ল স্মৃতি অনেক এতদেশীয় ভ্রমলোক করিতে আসিয়াছিলেন ।

কলিকাতার মুসলমানসভা সর জম ল এক অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন । রেল আরোহিসভাও এক অভিনন্দন দেন ।

জন লরেন্স মিজে তাহা গ্রহণ না করিয়া
সেক্রেটারির দ্বারা সম্মান প্রেরণ করি
ন।

কটক একখানি টংরাঙ্গী সংবাদপত্র প্রক
ষ্টতে আত্ম হইয়াছে। অন্ধ্রদেশে এক
দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র বাহির হই
ল। এটি প্রকৃত উন্নতির চিহ্ন।

মাস জোস সাহেব মাজাজের ডোট আদ
র উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন। কয়েকজন
জন আমলাকে দুঃখী হইয়াছে। তাহা
সম্পন্ন আদালতে কি এক বার জোস
সাহেব পাঠ হইয়া ভাল হয় ন?

ইয়াট হুগ সাহেব বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক
সভার পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার
যে কার্যভার আছে, তাহাতে তাঁহার
ভার গ্রহণ করাই অন্যায় হইয়াছিল।

সাম, কাটাড় ও মণপুরে জুমি সম্পন্ন
মতিলয় কতি হইয়াছে। মণপুরে জেল
ঘর হইয়াছে। কপেব সময়ে পৃথিবী ত
ন্যায় প্রায় ২০ ফুট উচ্চ হইয়াছিল। শ
হু হো পৃথিবী ক্ষতি হওয়াতে নীলবা
সি, অপাণমত জল ও বন বহুগত হয়
হইল। বাকী পৃথিবীর ২০ ফুট নীচে মা
হে। ১০ টি জাহাজগোলা নিবন্ধন জুমিক
নীর জন প্রায় এক মটিক পর্ষদ উচ্চ
হইয়াছিল। মণপুরে কেবল ৫টি বাট
আছে। অনেক স্থানের নদীতীর ভাঙ
গড়াইছে।

হায়ে একটা শনা ভাল হইল না। বসন্তে
অনেক স্থানের এই অসুখ। খ্রীষ্ট ও বহু
আর্থিক দানও হয় নাই। দীওতাল ও
মটিল অসুখ বান্য হইয়াছে। গয়াতে
মান মাত্র হইয়াছে। এই বেলা রবিবস
১০টা পাওয়া কর্তব্য।

কপে সমুদায় ভারতবর্ষের ৩০ টি আপীল
মাঞ্জির কোমলে আছে। হার মাধ্য
বঙ্গদেশ হইতে হইয়াছে। এগুলি ধার
ঘটিত। এত আপীল হওয়া অবশ
কিন্তু আজ কাল প্রধানতম বিচার
সমকল অল্প বিচার হইতেছে, তাহাতে
আর তত বিশ্বাস নাই। উইল, বিবাহ
লকদিগের স্বত্ব লইয়া যেখানে কথা
দিগের ব্যারিষ্টার জাজেরা সেখানে প্রায়
করতে সমর্থ নহেন। রাধাকান্ত
উইলসনসহ বিচার ইহার একটা

৯ ই মাস সু-স্প-তথ্য।

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন,
প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে বহু সিভিলিয়ান
আছেন, তাঁহাদিগের শতকরা ২০ জনের অধি
ককে এক কালে ইংলণ্ডে যাইতে দেওয়া হইবে
না। সমুদায় বঙ্গদেশে এক্ষণে ২৪৬ জন সিভি
লিয়ান আছেন, ইহাদিগের মধ্যে ৪৯ জন
বিদায় পাইয়াছেন। বিদায়ের আবেদন আকা
উর্টাণ্ট জেনরলের দ্বারা গবর্নমেন্টের নিকটে
পৌরণ করিতে হইবে। পীড়া ও বিশেষ কারণ
ধী কালে নিয়মতিরিক্ত বিদায় দেওয়া হইবে।

ডাক্তার টনিয়র গবর্নর জেনরলের চিকিৎ
সক হইয়াছেন। ইনি হোমিওপেথি মতে চিকিৎ
সা করেন।

সর্বোত্তর জেনরলের প্রস্তাবানুসারে গবর্ন
মেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, পূর্ন্বার্ধ্যবিভাগের কর্ম
চারীদিগের ন্যায় অবিপেব কর্মচারীদিগেরও
প্রত্যক্ষীয় ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে

পদত্যাগের কিছুদিন পূর্বে সর জন লরেন্স
স্ট্রেট সেক্রেটারির নিকটে এক পত্র লিখিয়া
প্রস্তাব করেন মাজাজ ও বোম্বাইয়ের শাস
কর্তাদিগের ন্যায় বঙ্গদেশের লেপ্টনান্ট গবর্নর
একটা মজিসতা করা কর্তব্য। বঙ্গদেশশাসন
অপেক্ষাকৃত গুরুতর, অতএব এপ্রস্তাব অসম্ভব
হয় নাই।

বেবেলিউ বোড উঠিয়া যাতেছে বলিয়া
যে জনরব উঠিয়াছে, তাহা অমূলক। যদি বহু
দেশে এক জন পূর্ণকর্মতাবান গবর্নর হন, তাহা
হলে বোড উঠিয়া গিয়া রাজস্ব বিভাগে এক
জন অতিরিক্ত সেক্রেটারি হইবেন। কিন্তু আজি
ও আমলাই সংখ্যা কমিবে না।

তিন দিন বিচারে পা গুত কল্যা এ. সি
কর্তৃক মকদমার শেষ হইয়াছে। জুর উ হা-
দোষী বলাতে বিচারপতি মাকফার্সন তাঁহা
বহিন পরিশ্রমের সহিত চারিবৎসর মিয়াদ
দেয়াছেন। এই হস্তাগ্রা বিখ্যাত আর্কাউন্টান্ট
কর্তৃক সাহেবের পুত্র। কলিকাতায় একটা ইন্
রোপীয় বেস্কার সঙ্গ পড়িয়া ইগাব বিস্তর রেনা
হয়। তদ্বিমত এই ব্যক্তি তদ্বিধা ভাগিয়া
ইংলণ্ডে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। এত
মকদমা উপলক্ষে বিচারপতি মাকফার্সন সাক্ষী
পিচি সাহেবের সাক্ষর প্রতি বিশেষ দোষ
রোপ করিয়াছেন।

যেসকল স্থানে জলকষ্ট হইয়াছে, তথায়
কয়েকটা করিয়া নদীর কূপনয় প্রেরিত হইবে।
মধ্য ভারতবর্ষের নিম্নস্থ অনেক নল ইংলণ্ড
হইতে আসিতেছে।

বাঙ্গালার হেরাল্ড বলেন, মাজাজের
গবর্নমেন্ট আজ্ঞাসের প্রধান ও এক জন
শ্রুতি শনিবার এতদেশীয় কর্মচারী
খৃষ্টিয় ধর্মের বিষয়ে উপদেশ দেন।
মুতন বৎসর উপলক্ষে কেবলীরা এ
সাহস সাফাৎ করিতে গমন করেন। কি
উপদেশেও কেহ খৃষ্টিয়ান হন নাই
সাহেব রাগ করিয়া বলিলেন, যদি আগামী
উপদেশ নিষ্ফল হয় তাহা হইলে তিনি
তরুর মূলচ্ছেদ করিবেন। সর জন লরেন্স
গেলেন আর কেন?

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে
আবদুল রহমানের সহিত সিয়র আলির
হয়, তাহাতে আবদুল রহমান সম্পূর্ণর
জিত হইয়াছেন। সিয়র আলি খাঁর
জাকুব খাঁ সর্গাপোকা সমরতৈপুলা
করিয়াছেন আজিম খাঁ রণস্থলে বন
হন। আবদুল রহমান কয়েকজন সওয়ার
পলায়ন করিতে ছলেন, কিন্তু তিনিও
পড়িয়াছেন।

এই যুদ্ধ শেষ হওয়াতে অতিশয় সুবিধা
চারি বৎসর গৃহযুদ্ধ হওয়াতে আফগান
এত কষ্ট হইয়াছে যে, আফগানের গব
সিয়র আলিকে যে হাতি প্রেরণ করিয়া
কাবুলে তাহা ভাঙ্গাইবার টাকা নাই।

বোম্বাই ব্যাঙ্ক অংশীদারগণে শত ব
টাকা লাভ প্রদান করিয়াছেন। মাজাজ
বতকরা ৭৪ টাকা লাভ হইয়াছে।

অস্ত্রের মারি অধ্যাপক কালকোচ স
নব ত্রুণা ও কাশ করিয়াছেন। আমে
ও লয়া শিরার মধ্যে পচকার করিয়া দি
নষ্ট হয়। সন্ত্রাস্ত বরাহনগরের একটা জী
এই উপদে অস্ত্রাগালাভ করিয়াছে।
ফরার ইহার পরীক্ষা করিবেন।

গত ৩০ এনবেগরে ভারতবর্ষের য
ধনাগারে ৭,১৫,২২,৪০০ টাকা মাত্র
৫মা টাওয়া অভিশয় ক হইবে।

লালা মনরায় ১২ বৎসর উত্তর
লর গবর্নমেন্টের উকীল ছিলেন।
করতে সর উইলিয়ম মিয়র দাঁকার
পুণ্ডারস্বরূপ তাঁহাকে একটা সর্ভের
করিয়াছেন।

১৭৭ গণিত ইউরোপীয় বি
দলের লেপ্টনান্ট জডান বিবি ই
এক জীলোককে বাতিচাখিনী কার
তাঁহার স্বামীর বাসিতে রাজি হইবে

হাওয়ার সহকারী মাজিস্ট্রেট তাঁহাকে
মনে অর্পণ করিয়াছেন।

সম্প্রতি পঞ্জাব ও রাজপুতনার স্থানে স্থানে
হওয়াতে শাসকের কতক মজল হইয়াছে।
ইলিম মিয়ব বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে বলি
অনাচারে কেহ প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহা
দায়ী হইতে হইবে। এই বারে ঠেকে
হইয়াছে।

রসোর রাজা ইংলণ্ডের গবর্নমেন্টের
ট কয়েক জন আফিসর ও রণতরির অধ্যক্ষ
হইয়াছেন।

১০ ই মাঘ শুক্রবার।

কল্যাণিক সমাজ লাভময়কে এক অতি
প্রদান করিয়াছেন। গবর্নর জেনরল প্রত্যা
ধানকালে বলিয়াছেন, ইংলণ্ডপর্যন্ত
সম্রাজ্ঞ টেলিগ্রাফ, ভারতবর্ষের রেলওয়ে
স্বত্বনকার্যের নিমিত্ত যত টাকা ব্যয়
করে তাহা তিনি করিবার মানস করিয়া
হইবার বক্তৃতা ত অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে
কি বর্ষণ করে, এখনও আমরা স্থির
হইতে পারি নাই। তবে ইহার তদ্রূপ আশঙ্ক
হইতেছে। মেইন সাহেব আমাদিগের
বর্ষীয় প্রজাগণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু
সম্রাজ্ঞ "আমাদিগের সম প্রজাগণ" বলিয়া

নিয়ম বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট
কর্মচারীদিগের বিদায়ের যে নিয়ম
করেন, সর ষ্ট্রাকোডনর্নকোট তাহা কিরা
পাঠাইয়া দিয়াছেন। ভূতপূর্বে ষ্ট্রেট
টারি বলিয়াছেন, বিদায়ের নিয়মগুলি
উদারভাবাপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ভারত
গবর্নমেন্ট কোন পরিবর্তন করিতে চান
নবিলিয়ানদিগের বিদায়ের নিয়ম সকল
ত সুবিধার হইল, অচিহ্নিতদিগেরও
হইবে কেন তাহার কোন কারণ দেখা

পত্র অবগত হইয়াছেন, রাজা দিনকর
রওয়ার মন্ত্রিত্ব হইতে ছুড় করা হই
হার কার্যসকল লোকের এত অপ্রীতি
বিদ্রোহ হইবার উপক্রম হইয়াছিল।
নিমিত্ত কলিকাতায় আসিতে আসিতে
প্রতিগমন করিয়াছেন। তিনি বন্দেল
জন সিংহলিয়ানকে চাহিয়াছেন।
রওয়ার আছেন। রওয়ারে দিন
কাজ করিয়াছেন, তৎসংক্রান্ত
কাশিত বস্তু দৃষ্ট।

সম্প্রতি ইংলণ্ডে দুই জন শীক পুলিশে নীত
হয়। এক জনের বয়সক্রম ৭০ ও তাহার পুত্রের
২৫ বৎসর। ইহাদিগের উপাধিকারের কোন
উপায় ছিল না এবং রাত্রিতে মাঠে ও রাস্তায়
শয়ন করিয়া থাকিত। পুলিশে ইহারা বলিল,
এক জন ইংরাজ তাহাদিগকে লইয়া যান;
কিন্তু ইংলণ্ডে গিয়া চাড়াইয়া দেওয়াতে
তাহারা অসজ্জতিনিবন্ধন যেখানে সেখানে
থাকিতে বাধিত হয়। মাজিস্ট্রেট ইহাদিগকে
বিদেশীয় অনাথালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। মধ্যে
মধ্যে একবার শে'চনীয়া অবস্থা ঘটিয়া থাকে।
যেসকল ইংরাজ ভারতবর্ষীয় ভৃত্য লইয়া
ইংলণ্ডে যান, ধর্ম্মতঃ তাঁহাদিগকে এইসকল
লোককে ভারতবর্ষে আসিবার পাথেয় দেওয়া
কর্তব্য।

বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয় সিদ্ধান্ত
করিয়াছেন, জাহাজের অধ্যক্ষগণ নাবিকদিগকে
বোম্বাইয়ে চাড়াইতে পারিবেন না। নাবিকেরা
পদত্যাগ করিতে সম্মত থাকিলে ও সে পদ
ত্যাগ গ্রাহ্য নহে। এটি অতিশয় যুক্তিসিদ্ধ
নীমাংসা। ইচ্ছাছ'রা লোকেরের সংখ্যা অনেক
কমিবে।

সিলং হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "গত
কল্যাণ (১১ ই জানুয়ারি) সন্ধ্যার পূর্বে এখানে
ভয়ানক ভূমকম্প হইয়া গিয়াছে। বেলা ৪
ঘণ্টা ৫০ মিনিটের সময় মেঘগর্জনের ন্যায়
শব্দ হইয়া কম্প আরম্ভ হয়। ঘর দুয়ারপ্রভৃতি
তাবৎ হুলিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে ৩ বার কম্প
হইয়াছিল। শেষ কম্প ৫ ঘণ্টা ৮ মিনিটের
সময় হয়। জীবন্ত জানরেল লায়াল সাহেব
মৃত্যু বাজালা প্রস্তুত করিতেছিলেন,
তাহার চিমনি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জীবন্ত
লেপ্টেনেন্ট কর্নেল বিতার এখানকার ডেপুটি
কমিসনর। তাঁহার বাজালা সিলঙের মধ্যে
উৎকৃষ্ট। তাঁহার বাজালাবও চিমনি ভাঙ্গিয়া
গিয়াছে ও দেয়াল চিড় খাইয়াছে। এখানকার
কমিসরিএট আফিসর মেজর মর্টগিউয়ের উত্তম
বাজালা আছে। এ বাজালায়ও স্থানে স্থানে
চিড় খাইয়াছে ও চূর্ণ খালি খসিয়া গিয়াছে। "

১১ ই মাঘ শনিবার।

অধ্য নবদুর্ভাগ্যব্রাহ্মদিগের সাধুসম্মতিক সভা
ও উপাসনা হইবে। ব্রাহ্মগণ সংকীর্ণন করিতে
করিতে মৃত্যু ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ ও তাহা উৎ
সর্গ করিবেন। দুই প্রহরের সময়ে এক বার ও
সন্ধ্যার সময়ে আর এক বার উপাসনা হইবে।
রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়ে চৌবহালে বক্তৃতা ও

ইংরাজীতে ব্রহ্ম গীত হইবে। এই বক্তৃ
কারণ কি? বাজালা হইয়া ইংরাজীতে
করিবার কারণ ত আমরা বুঝিতে
লাম না।

আব্রাহাম ফিলটন'মক ভারতবর্ষীয়
রেলওয়ে কর্মচারী স্ট্রীম'থ বিখ্যাসনাম
জন মজুরকে প্রহার করাতে তাহার মৃত্যু
বিচারকালে পীড়িত স্ত্রীহার আপত্তি
হইয়াছিল। জুরি সামান্য প্রহারের নিমিত্ত
বলাতে বিচারপতি মাকফাসন ইহার চর
ঘোষাদ দিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ইংরাজ
অপকপাতিতা ও দয়ার বড় দৃষ্টান্ত
করিতেছেন।

লণ্ডন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ষ্ট্রেট
টারি পঞ্জাবের কৃষকসংক্রান্ত আইন
করিয়াছেন। সর জন লরেন্সের এ অল্প
বিফল হইল।

লক্ষীএর ইউরোপীয় সৈন্যগণ দলবদ্ধ
দলবদ্ধ করিতেছে। সম্প্রতি এনটি
পীয় স্ট্রীলোকাক শকট হইতে নামাইয়া
অলঙ্কার মাচন করিয়া লইয়াছে। রাজ
মণনউর্দৌসার অশ্ব ও শকট দুটবার চু
য়াছে। ইউরোপীয়েরা মফস্বলের আদা
অধীন নহে; প্রধানতম বিচারালয়ের
জুরগণ তাহাদিগের হত্যার অপরা
"সামান্য প্রহারের" অতিমত প্রকাশ
ইহাতে পাপের যদি প্রমাণ না হইবে,
আর কিসে হইবে?

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের
বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার মিক্সা	৯৪৭।৯
৪ " কোং	৯৪৭।৯
৫ " পবলিকওয়ার্ক	১০৪৭।১০
৫ " কোং	১০৮০।১০
৫ " কোং	১১০৭।১১২

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৫ ই জানুয়ারি। আরল অব
ওন ও রেভডি জন সাহেব লাড ষ্টান লর
আলাবামাঘটিত দিবাদের নীমাংসার্থ উ
পক্ষে আক্ষব করিয়াছেন।

টাইমস বলেন, ভূমকম্পের স্মৃতি গ্রীসের
হওয়াতে প্রিন্স অব ওয়েলস এখানে
পারিলেন না।

ব্রেজিলের শেষ সংবাদে প্রকাশ করে
গীয়দিগের সহিত ব্রেজিলীয়দিগের
এক ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া সমুদায় পাবাগীয়
নষ্ট হইয়াছে। ২০০ অশ্বচর লইয়া
পলায়ন করিয়াছেন। প্রিন্স অব ওয়ে
তাঁহার স্ত্রী কোপেনহেগেন হইতে যাত্রা
য়াছেন।

১৭ ই জাম্মুয়ারি। অধ্যক্ষ হুতসভার
 অধিবেশন হইয়াছে। যেসকল গবর্নমেন্টের
 অধিনায়ক, তাঁহারা গ্রাহ্য করিলে পরবর্ত্ত
 একবাচ্য হইয়া আপনাদিগের মন্তব্য
 ক জানাইবেন। হুতগণ স্থির করিয়াছেন,
 যে যে পাঁচটি প্রস্তাব করিয়াছেন—তাহার
 প্রস্তাবসাধারণ নিয়ম ও যুক্তিসঙ্গত।
 প্রস্তাবের তর্কের প্রয়োজন নাই, কারণ
 এই বিষয় নিরীক্ষিত বিচারালয়ের হস্তে অর্পণ
 হইবে। প্রথম বিষয়টি প্রথম তিন প্রস্তাব
 অন্তর্গতমাত্র। গবর্নমেন্টসমূহ গ্রীষ্মক
 যন তিনি যেন জাতি সাধারণ আইন অঙ্গ
 কার্য করেন। গ্রীষ্ম বর্ষ এই প্রস্তাবে
 হইবে। তাহা হইলে হুতগণ নিজেদের প্রস্তাব
 ফরাইয়া লইবেন।

১৭ ই জাম্মুয়ারি। পারস্য হুতসভার
 প্রথম অধিবেশন হইয়াছে। টিহার
 হুতগণ সেই দিনের শিবা হওয়াতে
 তাহাকে পরিত্যক্ত করিয়াছেন।

১৭ ই জাম্মুয়ারি—হুতগণ স্থির করিয়াছেন
 প্রথম প্রস্তাবও প্রথম তিন প্রস্তাবের
 অন্তর্গত হইয়াছে। চতুর্থ প্রস্তাব বিচারালয়ে
 অর্পণ করা হইবে। গ্রীষ্ম যদি হুত সভার প্রস্তাব
 গ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তাহাকে বলপূর্বক
 ত করিবার বিষয়ে ইংলণ্ড আশ্রিত করি
 যেন।

১৮ ই জাম্মুয়ারি। হুতগণ হুত সভার
 প্রথম অধিবেশন করিয়া নিজেদের হুতকে সন্ধিপত্র
 করিবার নিমিত্ত টেলিগ্রাম করিয়াছেন।
 গবর্নমেন্টসমূহ স্থির করিয়াছেন, গ্রীষ্ম যদি
 হুত সভার প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে
 তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকিবেন।

১৮ ই জাম্মুয়ারি। হুতগণ হুত সভার
 প্রথম অধিবেশন করিয়া নিজেদের হুতকে সন্ধিপত্র
 করিবার নিমিত্ত টেলিগ্রাম করিয়াছেন।

১৯ ই জাম্মুয়ারি। আলিওয়ালার
 হুতগণ প্রথম অধিবেশন করিয়া আমেরিকার
 হুতগণের প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন।
 হুতগণের প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন।
 হুতগণের প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন।

—১০১—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।
 বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্টগবর্নরের
 আদেশামুসারী
 নিয়োগ।

১৩ ই জাম্মুয়ারি। যত দিন এম, বি, রচ-

মোড় সাহেব বিদায় লইয়া অঙ্গুপস্থিত থাকি
 যেন ততদিন জে, এস, লার্ভিং সাহেব হুতগণের
 প্রতিনিধি, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন।

যত দিন বাবু টেকবচরণ দাস সরকারী
 কার্যক্রমে থাকিবেন, তত দিন বাবু রাজেন্দ্র
 মার বসু চাকার প্রতিনিধি সনদমুদ্রক হইবেন।

যেদিবস কর্নেল এচ, হপকিন্সন কার্যক্রম
 অর্পণ করিবেন সেই দিবসাবধি লেপ্টনেন্ট কর্নেল
 ডবলিউ, আগু আসামের প্রতিনিধি কমিশনার
 হইবেন।

যতদিন লেপ্টনেন্ট কর্নেল আগু কার্যক্রমে
 থাকিবেন, তত দিন লেপ্টনেন্ট কর্নেল এচ,
 এস, বিহার আসামের প্রতিনিধি বিচারস
 ক্রিয় কমিশনার হইবেন।

পি, টি, কর্নেলি সাহেব কিছুদিনের নিমিত্ত
 কসারী ও অঙ্গুপস্থিত পরিত্যক্ত হইবেন।
 তিনি চতুর্থ শ্রেণির প্রতিনিধি ডেপুটি
 কমিশনার হইবেন।

জে, ওকিনি সাহেব পাটনার মিউনিসি
 পালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

যত দিন মৌলবী সুলতান বিদায় লইয়া
 অঙ্গুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন বাবু শিবশরণ
 লাল ভাগলপুরের অন্তর্গত তেঘরার প্রতিনিধি
 মুদ্রক হইবেন।

২৮ এ ডিসেম্বরের টেনাল অর্থাৎ আর, টি,
 সিবের সাহেব কিছুদিনের জন্য রাবীন্দ্র
 উপবিভাগের ভার পাইবেন। তিনি বাবু
 হাতে মাজিষ্ট্রেটের কক্ষতালন করিবেন।

যত দিন জি, জি, মরিচ সাহেব কার্যক্রমে
 থাকিবেন, তত দিন জি, এ, পিয়ার সাহেব
 যশোরের প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুদ্রক হইবেন।

৬ ই জাম্মুয়ারির গেজেটে তাঁহার চাকার
 গ্রামের প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুদ্রক হইবার যে
 বিজ্ঞাপন হয়, তাহা প্রত্যাহার হইল।

বর্তমানের অন্তর্গত হুতগণ বাবু
 মননগোপাল সোম এগম শ্রেণিতে উন্নত হই
 যেন।

নদীয়ার অন্তর্গত বনরার গ্রামের মুদ্রক
 শিবলাল মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে
 উন্নত হইবেন।

বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ দিনাজপুরে তৃতীয়
 শ্রেণির মুদ্রক হইবেন। কিন্তু যত দিন বাবু
 মোহনলাল পাড়ে উপনীত না হন তত দিন
 পুরীর প্রতিনিধি মুদ্রক থাকিবেন।

যত দিন বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ কার্যক্রমে

থাকিবেন, তত দিন বাবু উমচরণ দত্ত
 পুরের প্রতিনিধি মুদ্রক হইবেন।

যত দিন বাবু শ্যামধন মুখোপাধ্যায়
 তুরে থাকিবেন, তত দিন বাবু মাদবচন্দ্র
 ২৪ পরগণার অন্তর্গত খালিপুরের মুদ্রক
 হইবেন।

বাবু চন্দ্রশঙ্কর দত্ত বর্তমানের অন্তর্গত
 মার মুদ্রক হইবেন।

মুন্সি ডকেন আহম্মদ বর্তমানের
 বামননাড়ার মুদ্রক হইবেন।

১৪ ই জাম্মুয়ারি। চন্দ্রপুরের সহকারী
 জেট ও ডেপুটি কালেক্টর সি, এচ,
 সাহেব প্রধানতম বিচারালয় ও সেসিয়ার
 করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করি
 যেন।

৯ ই জাম্মুয়ারি অর্থাৎ এ, সি,
 সাহেব ত্রিহতার প্রতিনিধি জাইন্ট
 ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

১৫ ই জাম্মুয়ারি। নিয়লি, যত
 কটকের বিদ্যালয় সকার সভাপতি
 ডবলিউ, ফিডিয়ান সাহেব।

বাবু অগস্ত্যোদয় রায়।

২ টি দানাধ পাণ্ডিত।

জে, আশুসান সা
 মোড়াল কালেক্টর অন্যতম
 হইবেন।

যত দিন মৌলবী মহম্মদ মামুদ বিদায়
 অঙ্গুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু
 শ্যাম চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ত্রিপুরার অন্তর্গত
 গরের প্রতিনিধি মুদ্রক হইবেন।

৭ ই জাম্মুয়ারি ডবলিউ
 সাহেব কটকের মাজিষ্ট্রেট ও
 কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন।
 তিনি প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি
 কালেক্টর হইবেন।

যেদিবস এ, টি, মাকালন
 রের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের
 হইবেন, সেই দিবসাবধি মাজি
 হইবেন।

যেদিবস অর্থাৎ এ, বি, ক
 প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও
 সেই দিবসাবধি তিনি প্রথম
 মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হই

১৬ ই জাম্মুয়ারি। ডাক
 দিনের নিমিত্ত চাকার প্র
 হইবেন।

সেবকের সহকারী কমিসনর এ. ডবলিউ. স্মিথ সাহেব ভারতবর্ষের রেলওয়ের কাজে নিযুক্ত হওয়া, টেবলনাথ, মহাশয়পুর জগদীশপুরের আড়ডার মধ্যে রেলওয়ে বাবতীর মকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা পেলেন। বাকী উপবিভাগের অন্তর্গত চন্দন নগর ও বাবতীর রেলইলওয়ে ঘটিত মকদ্দমার বিচারও তাহার হস্তে দেওয়া গেল।

রাণীগঞ্জের সহকারী মাজিস্ট্রেট কে. আর. লিট সাহেব গোবিন্দপুরের মাজিস্ট্রেটের কাজে নিযুক্ত হওয়া, টেবলনাথ, মহাশয়পুর জগদীশপুরের আড়ডার মধ্যে রেলওয়ে ঘটিত বাবতীর মকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

জামতারার সব আসিস্ট্যান্ট কমিসনর এ. কে. জার সাহেব কারমতারা জামতারার মকদ্দমার আড়ডার মধ্যে কডলাইন ঘটিত বাবতীর মকদ্দমা করিবার ভার পাইলেন।

এ. জামুয়ারি। নেপটনট ডবলিউ. মনমসন চতুর্থ শ্রেণিতে নিযুক্ত হইয়া ডেপুটি কমিসনর হইবেন।

গার্ক সাহেব হুগলীর প্রতিনিধি হইয়া ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

গ্রিমলি সাহেব হুগলীর মাজিস্ট্রেট হইয়া মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কমিসনর হইবেন।

—:—

আমাদিগের গাজিপুরে সংবাদদাতা হইলেন।

যে কালি এপ্রদেশের হুর্ডিফ্রিষ্ট ব্যাংক হায্যার্থ অনেক স্থানে চাঁদা হইয়া আমাদিগের মাজিস্ট্রেট সাহেবও এখানে একটা সত্কা করিয়াছিলেন। হেবের অনুরোধে অনেকগুলি ধনী হস্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু লক্ষ্যে শুধু ১২৫ টাকার অধিক উঠা টেরোপীর কোয়টার হইতে প্রায় হইয়াছে। এপ্রদেশের বড়মাস্ত্র নাচপ্রভৃতিতে ব্যয় করিতে কিন্তু এসব বিষয়ে কিছু দিতে দবল খাতের এড়ান বিবেচনা হইয়াছে।

১। ১লা জামুয়ারিতে আমাদিগের এখানকার কৃষিপ্রদর্শনী মেলা আরম্ভ হইয়া গতে বৃষ্টিপতিবার শেষ হইয়াছে। মেলায় খুম খাম ও বাহ্যাদ্বয়ের ত্রুটি হয় নাই। সিংহদ্বারনির্মাণ, দরবারগৃহসজ্জা, ঘোড়দৌড়, মানুষের দৌড় কুস্তি এবং বাজি পোড়ান হইয়াছিল। যাহা হউক, স্ত্রের বিষয় এই প্রকৃত কৃষকদিগকে এ বার অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনকরূপে পারিভ্রমিক দেওয়া হইয়াছে। এ বার আমরা আমাদিগের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট জীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন রায় মহাশয়কে যথোচিত উদ্যোগ উৎসাহ ও পরিশ্রমসহকারে মেলায় প্রায় বাবতীর কার্য সম্পাদন করিতে দেখিয়া সমধিক সন্তোষলাভ করিয়াছি। ভগবান বাবুর অমূল্যস্থিতিতে আগামী বৎসর তিনি এইরূপ প্রমসহকারে কার্য করেন, ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয়।

২। আমাদিগের ছোট আদালতের জজ বাবু কালীকঙ্কর রায় মহাশয় এখানে সমাগত হইয়া অনেক স্ত্রুতন আমলা নিযুক্ত করিতেছেন। আমরা কালীকঙ্কর রায় মহাশয়কে অনুরোধ করি, নিরপেক্ষভাবে যথাযোগ্য কার্যক্রম ব্যক্তিগণকে যেন তিনি নিযুক্ত করেন কেবল প্রশংসাপত্রের উপরে নির্ভর না করিয়া স্বতাব চরিত্রের প্রতিও যেন একটু দৃষ্টি রাখেন।

মধ্যে কেবল ১৭ জন ইংরাজী ভাষাতে অধিক সকলে উর্দুতে পরীক্ষা দিয়াছেন। এখ হুর্ডিফ্রিষ্টের পরীক্ষকেরা এবার এর না ছাপাইয়া নিজে নিজে পরীক্ষার্থীদিগকে লেখাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু শুনিতেন পরীক্ষা স্থানে কিছু গোলযোগ হইয়াছিল।

৩। সে দিন এখানকার গবর্নমেন্টসংক্রান্ত হুর্ডিফ্রিষ্ট বহল হুর্ডিফ্রিষ্ট গিয়াছে। পুলিশ এ পর্যন্ত অল্প সজানই করিতেছেন।

৪। এখানে এখন পর্যন্ত হুর্ডিফ্রিষ্ট কোন লক্ষণ দেখা বাইতেছে না। চাউল টাকার ৯ সের এবং গম ১০ সের। এখানে আরও এক বৎসর অষ্ট্রের ডিউটি অর্থাৎ এখানে যে যে লক্ষ্য আমদানী হইবে তাহার উপর কর লওয়া হইবে না।

—:—

আমরা ফরিদপুর হইতে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। ১লা জামুয়ারিতে আমাদিগের এখানকার কৃষিপ্রদর্শনী মেলা আরম্ভ হইয়া গতে বৃষ্টিপতিবার শেষ হইয়াছে। মেলায় খুম খাম ও বাহ্যাদ্বয়ের ত্রুটি হয় নাই। সিংহদ্বারনির্মাণ, দরবারগৃহসজ্জা, ঘোড়দৌড়, মানুষের দৌড় কুস্তি এবং বাজি পোড়ান হইয়াছিল। যাহা হউক, স্ত্রের বিষয় এই প্রকৃত কৃষকদিগকে এ বার অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনকরূপে পারিভ্রমিক দেওয়া হইয়াছে। এ বার আমরা আমাদিগের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট জীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন রায় মহাশয়কে যথোচিত উদ্যোগ উৎসাহ ও পরিশ্রমসহকারে মেলায় প্রায় বাবতীর কার্য সম্পাদন করিতে দেখিয়া সমধিক সন্তোষলাভ করিয়াছি। ভগবান বাবুর অমূল্যস্থিতিতে আগামী বৎসর তিনি এইরূপ প্রমসহকারে কার্য করেন, ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয়।

২। আমাদিগের ছোট আদালতের জজ বাবু কালীকঙ্কর রায় মহাশয় এখানে সমাগত হইয়া অনেক স্ত্রুতন আমলা নিযুক্ত করিতেছেন। আমরা কালীকঙ্কর রায় মহাশয়কে অনুরোধ করি, নিরপেক্ষভাবে যথাযোগ্য কার্যক্রম ব্যক্তিগণকে যেন তিনি নিযুক্ত করেন কেবল প্রশংসাপত্রের উপরে নির্ভর না করিয়া স্বতাব চরিত্রের প্রতিও যেন একটু দৃষ্টি রাখেন।

৩। গবর্নমেন্ট স্কুল ১ মাসের নিমিত্ত বন্ধ

হইয়াছে। কুলসম্বন্ধে আমাদিগের অনেকগুলি লিখিতব্য আছে।

৪। গত রবিবার প্রায় ৫ ঘটিকার সময় এখানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

—:—

আমাদিগের গোরালিয়ারে সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। গত ৫ই গৌর প্রাতঃকালে এখানে প্রায় দুইঘণ্টাকাল বৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে এ অঞ্চলের বিশেষ উপকার হইয়াছে। হুর্ডিফ্রিষ্টের আর বড় আশঙ্কা নাই। লক্ষ্যার্থীরা অনেক কমিয়াছে। কৃষকেরা কেত কর্বণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেত্রে পূর্বে যেসকল লক্ষ্য বপন করা হইয়াছিল, তাহার পক্ষে বিশেষ উপকার হইয়াছে। এই সময়ে আরও কিছু বৃষ্টি হইলে সকল আশঙ্কা দূর হইতে পারে। জল না হওয়াতে লোকের জরামি পীড়া হইয়া যে কষ্ট হইতেছিল, এক্ষণে আর তাহা নাই। এখন আর প্রায় লোকের পীড়াই নাই বলিলেও হয়।

২। আমাদের প্রিয় বন্ধু বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় অবকাশান্তে পুনরায় গত ১৩ ডিসেম্বর এখানে আসিয়াছেন; নবোৎসাহ ও নবোদ্যমসহকারে ইংরাজী ও বাঙ্গালী সত্য উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্ন করিতেছেন। এটা সিভিল স্টেশন নহে; একটা ব্যাংক নমেন্ট। কামুস্থানের মধ্যে কেবল দুইটা বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট) আছে, কামুস্থারিও ও এঞ্জিনিয়ারি। ইহাতে ২০।২৫ ৩০।৪০ টাকা এইরূপ অল্পবেতনপ্রাপ্ত কর্মচারীই অধিক। আমাদের যেসকল বঙ্গীয় জাতীয় বিদ্যালয়ে বৎসামান্য পড়িয়া অধোপার্জনীয় অল্পস্বরণ করিয়াছেন এবং যদেশে ও উত্তর পশ্চিমের কোন স্থানে কর্ম প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা ইহা এখানে আসিয়াছেন। বিদ্যালয়ে অধিক না পড়িলে ও অল্প বয়সে অধোপার্জনের ইচ্ছা হইলে লোকের যত আশ্রয় ও মনোর উন্নতি হইতে পারে তাহা বিলক্ষণ বোধগম্য হয়। আমি এখানে এক বৎসর হইল আসিয়াছি, সকল বিষয় বিশেষরূপে দেখিলাম, কিন্তু বাহ্যতে মনুষ্যের উন্নতি হয়, এরূপ যত্ন এখানকার কাহারও দেখিলাম না। কেবল দুই পংক্ত লিখিয়া ও দুইটা ইংরাজী কথা কহিতে শিখিলেই আমাকে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। এক্ষণে তাহার বিহার পরিবার

পালন ইত্যাদি সামান্য বিধিয়েই অনেকের মত উদ্দেশ্য বজর হিরাহে। আমি যে এক ভূষা, ঈশ্বর আমার উপর যে নানা গুরু ভার দিয়া রাখিয়াছেন, আজীবন যাহার প্রাণগত স্বর করিতে হইবে, এসকল কাহা উত্তর বিবরণ নহে, এখানকার কল শিক্ত শ্রমীর বলিয়া নহে, আমাদের বাঙ্গালী শ্রমিকের মধ্যে বাহারা বিশেষরূপে শিক্ত, তাদের মধ্যে এইরূপ ভাব, তবে যিনি যত্ন ও অধ্যবসায়সহকারে বিদ্যাবিষয় শ্রমবিষয়ে কিছু উৎকর্ষ লাভ করিতে চান তিনি "বন গায় শিয়াল রাজা" চান। তিনি বাবু কেশবচন্দ্র সেনের অবতার বলিয়া লোকের পূজা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন। এই সকল কথা শ্রমীরা বাঙ্গালীদিগের প্রকৃত অভ্যুত্থানের হতাশ হইতে হইয়াছে। পূর্বে আমাদের যুবকরা আত্মীয় স্বজনের তিরস্কারে শ্রমিকের শরণাগত হইতে ঘাইত, এখন শ্রমিকের প্রসাদে পশ্চিমাঞ্চলে পলাইয়া গিয়াছে। এ অঞ্চলের মধ্যে অনেক বাঙ্গালী লেখা ভয়েতে লাগিয়াছেন। কোন কারণে এখানে শ্রমীরা আসিয়াছে, আবার গোলকিরর একটা স্থান, সাধারণত স্থান নহে; কাহা এইখানে ঐরূপ পলাতকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। অতএব, বাহারা লেখা ভয়েতে দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছে, এখন করিয়া তাহাদের আর কত দূর হইবার করা যায়। তবে আমি যে অন্য স্থানের লীগন অপেক্ষা এখানকার বাঙ্গালীদের স্থপতি করিয়া আসিয়াছি, তাহার কথা আছে। এ অঞ্চলের কোন স্থানের লীদের অর্ধেক তামাকের ধূমপান করিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। কোন স্থানের লীরা অজ্ঞতঃ ইংরাজী কথা ও ইংরাজী ভাষাতে লিখিবার জন্য সত্যি স্থাপন করেন। ত অবশ্যই এখানকার বাঙ্গালীরা প্রাথমিক নবীন বাবুর ন্যায় এখানে দুই একটা পয়স্ক বাঙ্গালী আছেন, ইহাদের দ্বারা বসদনে বাঙ্গালীদিগের বিশেষ নাম হইবে। স্থানে স্থানে যদি একটা দুইটা বাঙ্গালী থাকেন তাহা হইলে যে কাজ হইতে নবীন বাবু হুঁইতে আমি তাহা করি। এক্ষণে যেসকল বাঙ্গালী আছেন, তাহারা যে কারণেই আসুন, যেন কেবল শ্রমীর বিহার ও অর্থোপার্জনপ্রকৃতি জীবনের অন্য কার্যেই পরিতৃপ্ত হইয়া না থাকেন।

৩। কলিকাতায় বড় দিনে যেসকল সমারোহ ও আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায় এই টৈনিক পুরুষপরিবেষ্টিত অল্পসংখ্যক ইংরাজদের মধ্যে তাবুশ দেখিবার সম্ভা বনা নাই। তবে সেইদিন প্রাতঃকাল হইতে নব্বাপর্ষিক রাজপথের দুই পার্শ্বে দেখা গেল কোন কোন গৌমস্তা নানাধিক প্রযোজ্য উপচৌকন কমিসরিএট সাহেবেকে দিতেছে, কন্ট্রোলিং এজিনিয়ার ও ওভারসিয়ারদিগকে বিবিধ উপচারে নৈবেদ্য দিতেছে ইত্যাদি দেখিয়া আমরা অনেকাংশে ক্ষুব্ধ সার্থক্যসাধন করিয়াছি। এরূপ উপচৌকন বা পুজার অতিপ্রায় কি? আমরাও বড়দিনের উৎসব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হই নাই, আসিষ্টাণ্ট কমিসরি জেনারেল কর্ণেল রাণ্ডার সাহেব তাঁহার অধীন কর্মচারিদিগকে ৫০ টাকা দিয়াছিলেন। তাহাতে এখানকার সমস্ত বাবু গোয়ালিরর সহরের নিকট গুণ্ডী একটা মনোহর উদ্যানে আমলিত হইয়া বিবিধ উপচারে আহালাদি করিয়া পূজার পর আবার ঘুরার চাউনীর একটা একাধা স্থানে নর্তকীদের নৃত্য দর্শন করিয়াছেন। এই উৎসবক্ষেত্রে বাঙ্গালী ও হিন্দু স্থানি ডিম ১৫.১৬ জন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। মধ্যে মধ্যে চা, সুরাপ্রভৃতি উদ্যোগকে পরিবেশন করা হইয়াছিল। কোন কোন সাহেব মাতাল হইয়া পাড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, বড়দিনের এ এক নুতন ব্যাপার ও নুতনপ্রকার আমোদ। আমি আতিশয় পথিক বড়দিনের আমোদ ভোগ করিতেছি, এটা আমার পক্ষে একটা বধম ফাড়া হইয়া উঠিয়াছিল।

৪। গত দুই জানুয়ারি মেসরু জেনারেল চেম্বরলেন সাহেবের বাড়ীতে একটা বহা সমারোহ হইয়া গিয়াছে। এখানকার প্রায় হইতর স্ত্রী সকলই সপরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আহালাদির আয়োজন, মনুষ্য হইয়া ব্যায়াম চর্চা, আতোষবাঞ্জীপ্রভৃতি বিবিধপ্রকার আমোদকর অনুষ্ঠান হইয়াছিল মহারাজের পোষ্য পুত্র সভাসদ ও অসুগত লোক সমভিব্যাহাবে আসিয়াছিলেন। সেদিন এই স্থানে লোকসংখ্যা হইয়াছিল। মহাশয় এই উৎসবটী বড়দিন উপলক্ষে কি অন্য কোন কারণে তাহা বলিতে পারি না।

৫। এখানে পবলিক ওয়ার্কসে অনেক ওভারসিয়ার, সব ওভারসিয়ার একাউ-

টাউন্টপ্রকৃতি কর্মচারী জমিয়াছে। যের বিবরণ এই, এক জন ২০.২৫ বেতন ধারী সব ওভারসিয়ার এক মাসের গাড়ী, খোড়াপ্রকৃতি আসবাবের সহিত বাহারী করিতেছেন যে, অধিক বেতন কর্মচারী তাহা দেখিয়া অবাক হন সম্মেহ নাই। অল্পই অনেক ভদ্র ভদ্র সাহেব এইসকল আত্যাচার দেখিয়া এই ডিপার্টমেন্টে প্রতি ঘণ্টা প্রকাশ করেন, কিন্তু ওভারকে আইন মত ধরা কাহারও সাধ্য নহে। এখানে একজন খরচে পাঁচ জনের অধিক লাগিতেছে।

৬। মহাশয়! এই একবৎসর কাল শ্রমিকের যেসকল বিষয় পাঠকবর্গকে ইবার তাহার প্রায় অনেক জানাইয়াছি, এখন তাহাদের প্রায় অনেক বিষয়ে পরিষ্কার হইয়াছে; বোধ হয় এখন হইতে আর সাধারণতঃ পারিবারিক মাসুলে কর্মক্ষেত্রে গুলি বেড়ায় আমিও সেই কর্মক্ষেত্রে স্থান হইতেছি। বোধ হয় নুতন স্থান হইতে আনুতন নুতন বিষয় লিখিব।

রঙ্গপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

১। রঙ্গপুরের উত্তর প্রদেশসমূহ ইত্যাদি উচ্চবহুরের অধীন ছিল। গত কয়েক বছর হইল, ইংরাজ গবর্নমেন্টের অধিকৃত হইল। অনেক ধনভা পাহাড়িয়া জগাত কমে সাপানে আরোহণ করিতেছে। এ দেশে লোক অতি অল্প কোন স্থানে ভদ্র মান্রও প্রতিগোচর হয় না। হিন্দু জাতির রাজবংশী এখানে প্রধান। রঙ্গপুরের রাংশে যত মনুষ্য আছে, তন্মধ্যে মুসলমান আট জানা, রাজবংশী চারি জানা, আদায় চারি জানা হইবে। মফস্বলে বিস্তৃত বংশী তাহাদের ব্যবসায় করিয়া পনবান রাঙে এবং স্কলপ্রভৃতিতে পাড়িয়া তাহা পরিগনিত হইতেছে। অন্যত্র জাতির কার্যদ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। দেশে যেমন কামার, কুমার, তিল, পুখর পুখর জাতিতে তিরতির ব্যবসা এখানে ভোগন নাই। মুসলমান ও বাহারা যে কার্য করিতে পারে তাহা ব্যবসায়দ্বারা জীবিকা নিরীচ কমে দেশের মহিলাগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী।

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাফুল না পাইলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না ।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা বাণ্যাসিক ৫৫০ টাকা ; মফস্বলে ডাক সমেত বার্ষিক ১৩০০ বাণ্যাসিক ৭ এবং সিক ৩৫০ । তিন মাসের ম্যুনে অগ্রিম গ্রহণ করা যায় না । ছুটি, বরাতি চিঠি, অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার আয়াহাতে বাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন ।

বাঁহার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, যেন এক অথবা আদ আনার অধিক ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন ।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশ মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টার ক্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাজুসনের নামে হয়।

বাঁহুদিগের মূল্য নিবার সময় অতীত আসিবে, একমাসপূর্বে বাঁহুদিগকে লিখিয়া জানান যাইবে, কাণ অতীত গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ যাইবে । শেষ বাবের পত্র বেয়ারিং হইবে ।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের পরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব ।

বাঁহার মাফুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ যেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ যাইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে চরিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপত্র আনা তাহার পর ১০ আনা নিতে হইবে যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করেন, তাহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে ।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের চাকতিপোতার ক্রীযুক্ত দ্বারকানাথ জুসনের বাসিতে প্রতিসোমবার প্রকাশিত হয় ।

এই পত্র প্রকাশক সমুদায় নির্দোষ হইয়া সময়ে কৃষকব্যা বিষয়েও সন্মানের সাধন করিয়া থাকে । স্ত্রীলোকের ইচ্ছাশিক্ষায় পুস্তকাদি অনেক প্রণয়ন করিয়া থাকে । তাহারা কেবল কৃষকদিগকেই আহার করিয়া কাব্যোপন করে । কখনকখন উৎসব পালন ও বস্ত্র আচার করে না এক এক কোম্পানি করিয়া পিনাক্তিপত্র করে । যাহারা স্বাস্থ্য বা প্রাণের কাঙ্ক্ষা করে যায়, তাহাদিগের একবারই তাহা হস্ত কাপড় থাকে । তাহাদের লোককে দেওয়ানিয়া বলে । তাহারা বাড়িতে না থাকিলে কলিকতা ও এক মুষ্টি তুল্য পায় না । এ দেশের নগর পরিষ্কারও করিয়া । অঙ্গনাগণ যাহা একখানি মূল বজ বুক বাঁধা করিয়া থাকে । ঐ সময়ে তাহাদিগকে মোকাপড়া দিতে বলে । মোকাপড়ের অর্থ যৌবন প্রাপ্ত কালেতে ও বক্ষঃস্থলে উৎসব স্থানেই কাপড় হয়, তজ্জন্য মোকাপড়া বলিয়া থাকে । এক মৎসের অত্যন্ত প্রিয় । একটা পেড়াইয়া অনেক অন্ন খাইতে পারে । শের বিবাহপদ্ধতি একপ্রকার ভালই হয় । বাল্যবিবাহ প্রায় নাই । মোকাপড়া হলে অনেকই বিবাহ দিতে সম্মত হয় না । কতিপয় সমুদায় জাতিরই বিধবাদিগকে আর পাত্রপাত্র করার রীতি আছে, তজ্জন্য অত্যন্ত পাপ অতি অল্প হইয়া থাকে । শের পান উৎসব হইয়া তামাক কেটে বিলাত আলু, ইক্ষুও কোন কোন স্থানে যায় । এ দেশের বাণিজ্য খান বাউরা মারা, স্টামার, কালীগঞ্জ, কালীনিয়া, পাক ও কামক স্থানে এক একটা মৎস হস্তাধারিত হস্তদেশীয় উৎসব প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে প্রেরিত হইয়া থাকে । এ দেশের লোকের অন্যান্য দেশে কোচাড়িয়া ক বলে ।

করে । তদুপে, এক জনের মৃত্যু হইয়াছে । অবশিষ্ট চারি জনই পাল হইয়াছে । গত বৎসর রঙ্গপুরের তন্ত্র মহাশয়েরা যে, রঙ্গপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে সুবর্ণ ঘটিকা সহ অভিনন্দনপত্র দিয়াছিলেন, এবং শর তাহার সুফল ফলিল ।

৪। গত ২৮ এ পৌষ রবিবার অপরাহ্ন বেলা ৫। ঘটিকার সময়ে এখানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে । এই কম্পন প্রায় অর্ধ ঘণ্টা কাল পর্যন্ত ছিল । আমরা জানাবধি একটা প্রবল ভূমিকম্প দেখি নাই, সূর্য্যিকা এবং গৃহাদি অত্যন্ত কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছিল । মনুষ্যসকল ভীত হইয়া গৃহান্তঃস্থর হইতে অল্পদূরত্ব হইয়া ঐকাল মধ্যে হইবার এমন প্রবল বেগে কম্প হয় যে, আমরাই গৃহে থাকিতে সাহসী হই নাই । অনেকেই এই কম্প দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন ।

২৯ এ পৌষ ১৯১৫ সাল

প্রেরিত ।

মান্যবর ক্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেবু ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ।

মহাশয় ! আমরা সাতিশয় কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, ক্রীল ক্রীযুক্ত বর্জমানাশি পতি মহারাজ অমুগ্রহপুরঃসর আমাদের বিদ্যালয়ে আশ্রিতরিক্ত দান করিয়া আমাদের চরিতার্থ করিয়াছেন । ভরসা করি, অপরা পর মহাশয়ারাও এইরূপ উৎসাহদানবিষয়ে মহাশয়ের অনুকরণ করিয়া দেশের উপকার সাধন করিবেন ।

অগদীশ্বর করুন, যেন অল্পকালমধ্যেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া আমরা আপনার সুচচারিত পত্রিকার সুভূষণ করিতে সমর্থ হই ।

গঙ্গা নিকুরী } ক্রীষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১০ ই জুয়াড়ি } সম্পাদক ।
১৮৬৮

মূল্যপ্রাপ্তি ।

- ক্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষাল ৬০টকা
- ১৮৬৯ জানুয়ারি হইতে মার্চ ৩৫০
- ৯ " দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য মানবাজার ৭
- " " মুন্সি ওজুস্তর আলী আলীপুর ৫।০
- " " বাজীবলোচন রায় বহরমপুর ১৩
- ৯ " বিপিনবিহারি মুখোপাধ্যায় দারজিলিং ১৮৬৯ জানুয়ারি হইতে জুন ৭

সোমপ্রকাশ

১১ নং ভাগ।

১২ সংখ্যা।

“ প্রবচনানি প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সংস্কৃতো স্মরিতমহতী ন হায়তানি । ”

সিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
অগ্রিম বাণ্যাসিক ৫৥ সাত্বে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ২০এ মাঘ। ১৮৬৯। ১লা ফেব্রুয়ারি

বঙ্গবলে মাহুলসমেত অগ্রিম বা
বাণ্যাসিক ৭, ও ট্রেডমাসিক ৩০।

বিজ্ঞাপন।

ভূর্গোৎসব নাটক।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে
শ্রীমতী নন্দাল কলে জীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারয়ের
কালনা মোড়কেল হলে প্রাপ্য।
১৥ আট আনা।

শ্রীশ্রীবানন্দ ভট্টাচার্য্য
সংস্কৃত কলেজ

হরিনাতি ইং সং বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ অব্দে
বিশ্বকা পরীক্ষার্থীদের পাঠনার্থ একতী
নী করা হইয়াছে। যাঁহারা উহাতে প্রসিদ্ধ
য়া অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা
শিক্ষকের নিকটে নিয়মাদি অবগত
বেন।

ডিসেম্বর }
১৮ }
শ্রীধারকাননাথ শর্মা
হরিনাতি বিদ্যালয়ের
অধ্যক্ষ।

প্রণীত চিত্তবিনোদ কাব্য ১ ম খণ্ড। অতি
লিত অমিত্রাকরে রূপকঙ্কলে ইহাতে
তবর্ষের বর্ষমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রহ
ক মহাশয়েরা বর্ষমান বড়যাজাবে অধর
ল শাহার পুস্তকালয়ে তথ্য করিলে পাইবেন।

শ্রীশ্রীশানচন্দ্র বসু

চিকিৎসাপ্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব
অর্থাৎ
প্রিন্সিপলস্ এবং প্রাকটিক্‌স্ অব
মেডিসিনের

প্রথম খণ্ড ৮ পেজি ফরমার ৭৬৮ পৃষ্ঠা
বাঁদা, শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপা
বি, এ, এম, ডি, কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া
শিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের বর্ণিত বিষয় (১) সাধারণ
নিদানতত্ত্ব (২) অন্তরুৎসেকা পীড়াসমূহ।
(৩) দৈহিক পীড়াসমূহ (৪) স্নায়ু মণ্ডলের
পীড়াসমূহ।

মূল্য ১০ টাকা, ডাকমাহুলসহিত ১০।০
কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হস্পিটল ২১০ নং
বাগীতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট পাওয়া যাইবে।

—ঃঃ—

বাল্মীকি রামায়ণ

তৃতীয় খণ্ড

এই পুস্তক প্রথমাবধি প্রকাশ হইতেছে।
ইহাতে নাগরাকরে মূল ও গীতা এবং সর্কশেষে
বাকলা অনুবাদ আছে। যাঁহারা আবশ্যক
হইবে, তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে আমার
নামে পত্র লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের (দশ
ফরমার) মূল্য ১০ আনা। বিদেশীয় গ্রাহক
দিগকে ১০ আনা মাহুল দিতে হইবে।

কলিকাতা }
ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মজাপুর মেডিকেল হল।

১। এতদ্বারা আনাদিগের ঔষধতত্ত্বকর্তক,
মুহুর, সহকারী ও সর্কসাধারণকে জ্ঞাত করা
হইতেছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ইণ্ডেন্ট
সম্বন্ধে অর্নবপোত “ স্ট্রার অব কোমীয়া, ওয়ার
উইক, ব্রিটিশ প্রিন্সস ” দ্বারা দশ সহস্র টাকা
মূল্যের ঔষধ পূর্ক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।
এতদ্বারা সম্প্রতি আমরা বিলাত হইতে
ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ইণ্ডেন্ট
সম্বন্ধে “ ব্রিটিশ কলাগ, কিং আর পর্, ও
বাকস ” নামক অর্নবপোতত্রয়দ্বারা ৮৩ বাস
ইউরোপীয় ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত

ঔষধ মূল্যানুসারে সাত সহস্র টাকা মূল্যের
করা হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক
উপলক্ষে চিকিৎসোপযোগী ঔষধ ও
প্রস্তুতকরণের ও ঔষধবিক্রয়করণের
সামগ্রী ও সজ্জা ও বিবিধ ঔষধ
ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বি
হইতে পৌঁছাবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও
উত্তমরূপে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকি।

৪। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আদুল বি
চালন ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে ই
হইলে, অমহাষ্ট্র-স্ট্রীটে ৩৫ সংখ্যক প্রদান
খালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ দেব নিকট
সভাবাজার স্ট্রীটে ৫৫ সংখ্যক ভবনে
ঔষধালয়ের ম্যানেজর শ্রীযুক্ত বাবু নন্দ
পাল হালদারের নিকট দেখিতে পাই
ইতি।

কলিকাতা }
১ টি ডিসেম্বর } বন্দোপাধ্যায় এবং
ইং সন ১৮৬৮

নির্দাসিতের বিলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকা
হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী ফ
১৪ ফরমা অর্থাৎ ২১০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১০
যাঁহারা আবশ্যক হয়, ঠনঠনিয়া সংস্কৃত
পুস্তকালয়ে অথবা পটোলডাঙ্গা বাবু
এও কোর পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করা
পাইবেন ইতি।

১২৭৫ সাল }
২৭এ অগ্রহায়ণ } শ্রীশিবনাথ ভ
সংস্কৃত কলেজ

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়

১ত ও মং ১ত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
হইতেছে:—

প্রতি	মূল্য
ঐতিহাস	১ টাকা
বামইতিহাস	১ টা
ভূমণসার ব্যাকরণ	১ আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	১ টা
নীতিসার (২ য় ভাগ)	১ টা
প্রচারিত ।	
মুদ্রাবোধ ব্যাকরণ	৫ টা
শ্রীধরকান্যক শর্মা	

—২০১—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত ।

ব্রাহ্মী বঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা
দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে
এক আনার হিসাবে কমিসন দি । আপক
র পুস্তক লইলে / ১০ আনার হিসাবে
বন ।

যুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়প্রণীত
৮ পর্ক মহাভারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তম
৬০

জন কারমা কোণিয়া অর্থাৎ উদয় কল্যা-
২৥০

হৃদয়ের জীবনচিত্র উত্তম বঙ্গত ১
প্রতাপপ্রভু প্রাচীন কবিত্বলাদিগের
১২গ্রহ

বীরিক স্বাস্থ্যবধান ১

যুগপ্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য ১০

শিখর সঙ্ঘদ দায়িনী ১৥

প্রথম তরঙ্গিনী ১

তনয় ঘোষকৃত সংগীতমনো-রঞ্জন ২

রত্নামৃত মু কাব্য কবির দ্বারকানাথ রায়
১

৩

সদস্যমৃত সংস্কৃত ও পদ্য ৥

শ্রীগোবিন্দ জগদেব গোস্বামিপ্রণীত মূল্য
নাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত গদ্য ১০

কৌতুক তরঙ্গিনী ইংরাজি কেমেরি হইতে
আশ্চর্যজনক বিনোদন হয় ১০

চমুর্ভি সহিত ১২৭৬ সালের ফুল পত্রিকা ৥

ঐ হাক পত্রিকা ১০

জল পদ্য ১

তারিণী ৥

৩তী মূল ও অনুবাদ সহিত ৫

ইহাতে মিউজিতির বিবরণ

ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এক্ট্রোনেগী কী	১৥০
কুমারীকুমার পদ্য আদিত্যপ্রদান কাব্য	১
স্বপ্নের মোহিনী শক্তি	১/
গণেশচন্দ্র শর্ম্মকৃত বঙ্গলা এটলাস উত্তম	
কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত	৩
বিধবাবিবাহ নাটক	১
কালিনীকুমার রসরত্নাকরাস্তর্গত নায়ক	
নারিকায়টত সুরস কাব্য	৫০
মণিকুণ্ডলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপা-	
ধ্যয়প্রণীত হর্গেশনাশ্বিনীর মত লেখা	১
ঐশ্বরসিকু লংরী	২৥০
ভূচক্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গলা	মাপ
সহিত	৪৥০
সটীক টেতনাচরিতামৃতগ্রন্থ	৭
কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত	২ খণ্ড
একত্রে	২
উষাহরণ পদ্য	১
হিতোপদেশ বিষ্ণু শর্ম্মার সংগৃহীত	১
কলিকাতা জোড়া- } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়	
সাঁকো ৬৪ নং } নগদ বিক্রেতা ।	

পুরাণ প্রকাশ ।

বিষ্ণু পুরাণ ।

অনুবাদ ও টাকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড
৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ৥০ ।

যিনি গ্রহণাতিলাষী হইবেন তিনি মুজাপুর
আমহরষ্টটীট ৩৪১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ
ঘরে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে
শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তনালঙ্কারের নামে যত
পণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন । অগ্রিম
না পাঠিলে বিদেশে বিষ্ণু পুরাণ পাঠাইবার
নিয়ম নাই ইতি ।

বিক্রয়ার্থ ।

গান্ধেয় ২৪ নং বাগী গুণামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান ।

উপরি উক্ত বাগান ও বাগী যাঁহারা ক্রয়
করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষ
রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন ।

গিলেগারস্ আরবো-
খনট এবং কোং

মহাকবি শ্রী কালিদাস প্রণীত সংস্কৃত কুমার
মঙ্গল মল্লনাথের টীকার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে
এবং মল্লনাথের টীকার বেশকল ছন্দ পদের
সংস্কৃত লিপিক্রিত হইয়াছে, তাহা, পাঠকবর্গের

সুবিধার নিমিত্ত, পত্রের শেষে অতিরিক্ত
রূপে প্রদত্ত হইয়াছে । পদ ও পদের অর্থ
দ্বারা পরস্পর মিলিত থাকিলে অনায়াসে
বোধের ব্যাঘাত হয়, এ জন্য টীকাপূত পদ
লের সঙ্গি বিশ্লেষ করা হইয়াছে । পুস্তকের
দংশ মুদ্রিত হইলে কতিপয় প্রসিদ্ধ অধ্যাপ
দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা দে
সন্তোষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সোমপ্র
উত্তমরূপে সংস্কৃত হইয়াছে বলিয়া, তা
প্রশংসা করা হইয়াছে ।

এই পুস্তক যাঁহাব আবশ্যিক হইবে
সংস্কৃত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে অথবা তা
নিকট পত্র লিখিলে পাঠিতে পারিবেন ।
মূল্য ২ টাই টাকা ।

আজ্ঞাদেব সহিত প্রকাশ করিতেছি, এ
ভঙ্গী কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের সুবিজ্ঞ
পকগন এই পুস্তক আপনাদিগের চাতুর্য
পাঠ্য বলিয়া মনোনীত করিয়াছেন । এ
ইহা এইরূপে সর্কত্র পরিদৃষ্ট হইলে
শ্রম সকল জ্ঞান করিব ।

কলিকাতা
সংস্কৃত যন্ত্র }
২৯ এ পোষ }
১২৭৫ }
শ্রীক্ষেত্রমোহন সুখোপ

—২০২—

বিজ্ঞাপন ।

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী কোদালিয়া
গবর্নমেন্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গলা পাঠশালা
তাহা উদ্বিগ্ন করনাতি ইং ২২ বিদ্যালয়
মধ্যে আসিয়াছে । যাঁহারা স্থান সন্তান
তথায় পড়াইবার বাসনা করেন, তাঁহারা
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকটে উপ
হইলে নিয়মাদি অবগত হইতে পারিবেন ।
নমুদায়ের চারি শ্রেণী করা হইয়াছে :
শ্রেণী ৥০ আট আনা, দ্বিতীয় শ্রেণীর
৫০ আনা, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর
আনা চাত্রেদেয় বেতন স্থির করা এবং
যাঁহাদের উত্তমরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে
১২৭৫ }
৪ টা মাং }
শ্রীধরকান্যক শর্মা
অধ্যক্ষ ।

—২০৩—

মংপ্রণীত কবিতাকুসুমাজলি সংস্কৃত
পুস্তকালয়ে ও কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে
বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে মূল্য ৥০ আনা
শ্রীকৃষ্ণেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

—২০৪—

বাঙ্গালী স্ফটিক।

স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের এটলান হুইল প্রস্তুত।
 ৩২ খানি মাপ আছে। উত্তমরূপে
 ন। কলবুক সোসাইটি, সংস্কৃত যন্ত্রের
 কালবে, মর্শাল স্কুলে ও পটলসিং
 র্ঘা ব্রাদার্সের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।
 ৪৥ টাকা।

শ্রীশ্রীকমল ঘোষাল।

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসের
 ৮ই হইতে ১৪ই পর্যন্ত তাগীরখী
 নদীর সর্বকমতি জলের
 সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্বকমতি জল ফুট ইঞ্চি
পদ্মার সহিত তাগীরখীর মহানার যোগের স্থান	১৪ ৭
মহানার	৮ ৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর	১ ৬
১৩৥ মাইল মধ্যে	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর	২ ৯
৪৬ মাইলের মধ্যে	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া	২ ৯
৫০ মাইলের মধ্যে	
কাটোয়া হইতে নদীয়া	২ ৩
৪৬ মাইলের মধ্যে	
সন ১৮৬৯ সালের ১৪ জানুয়ারি বহরম গজঘাটের জলের মাপ।	ফুট ইঞ্চি ৬ ৯

মপুর
 এ জানুয়ারি } জীবু সি টি, উইল
 ৬৯। } একজিন উটিব ইঞ্জিনিয়ার
 ডিবিজন। নদীয়া রিবার

সোনপ্রকাশ।

২০ এ মঘ সোমবার।

উত্তর পূর্ব সীমার বনাগণের দৌরাখ্যা।
 আর একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইবার উপ-
 ম হইয়াছে। পঞ্জাব ও আশামের
 মা আশামের গবর্নমেন্টের দৃষ্টি ত্রণ
 রূপ হইয়াছে, তাহা হইতে সর্বদা
 গানিত নিগত হইতেছে; তাহা শুধু
 হইতেছে না। মধ্যে মধ্যে আমরা শুনিতে
 হই, বনোরা দৌরাখ্যা করাতে গবর্ন-

মেন্ট সৈন্য প্রেরণ করিতে বাধিত হই-
 তেছেন। কিন্তু আশামের মনে
 এই সংশয় উপস্থিত হয়, তাহারা এত
 দুর্বল; কখন কয়েক জনমাত্র সিপাহীর
 সহায়ী হইয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না।
 তাহাদিগের এ প্রকার সাহসিকরূপে হয়।
 বন্যদিগের সহিত যুদ্ধ হইলেই তাহাদি-
 গের গৃহদাহ ও গ্রাম লুণ্ঠ করা হয়,
 ব্রিটিশ সেনারা তাহাদিগকে শৃগাল
 কুকুরের ম্যায় প্রাণে বধ করে। যদি
 পরস্মলুণ্ঠনই বন্যদিগের দৌরাখ্যা করি-
 বার প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ত
 তাহাদিগের বড় লাভের কারণ থাকে
 না, গবর্নমেন্ট এত দণ্ড দেন; তাহাদি-
 গের এত ক্ষতি হয় যে, লাভ ও ক্ষতির
 তুলনা করিলে ক্ষতির ভাগ অধিক
 হইয়া পড়ে। তথাপি তাহারা প্রতিবৎ-
 সর দৌরাখ্যা করে, দণ্ড ও পায়, ইহার
 কারণ কি? আশামের এই কারণ
 বোধ হয়, স্থানীয় কর্মচারীরা তাহাদি-
 গের সহিত ব্যবহার করিতে জানেন না।
 প্রায় বিংশতি বৎসর কাল পঞ্জাবের
 সেনারা বন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া
 আসিতেছে; কিন্তু ফল একরূপই হই-
 তেছে। বনোরা লুণ্ঠ গ্রাম দাহ করিয়া
 ও কতকগুলি লোক ও পশুকে ধৃত
 করিয়া লইয়া যায়। ব্রিটিশ সৈন্যগণ তৎ-
 পরে তাহাদিগের পর্বতে প্রবেশ করে
 তাহাদিগের যাঁহা কিছু সঞ্চিত থাকে
 সমুদায় উৎসন্ন হয়; প্রাণিহত্যার ত কথাই
 নাই। বনোরা দণ্ড পাইয়া পরিশেষে কমা
 প্রার্থনা করে এবং সেনাপতি আপনার
 যোদ্ধাদিগের সাহসের প্রশংসা করিয়া
 প্রত্যাগমন করেন। কিছুদিন শান্তি স্থাপন
 হয় কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে আবার যে
 সেই হইয়া দাঁড়ায়। সৈন্যপ্রেরণ ও
 গুরুতর দণ্ডবিধানের বিলম্বণ পরীক্ষা
 হইল; কিন্তু তাহাতে কোন কাজ হইল

না। একদেবেই অনিষ্টের কা-
 ত্মিবারণের উপায় অনুসন্ধান
 আবশ্যিক। নিয়মবহির্ভূত দেশে
 চারিগণের অবিহ্ব্যকারিতা ও
 যে ইহার অন্যতর কারণ, ম
 তাহার এক প্রমাণ পাওয়া গিয়া
 পাঠকগণ পূর্বে অবগত যেটি
 কুকুরা দৌরাখ্যা করাতে তাহা
 দমনার্থ সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে
 দৌরাখ্যের প্রকৃত কারণ হইয়া
 কয়েক জনজমী দার হস্তী ধ
 নিমিত্ত কতকগুলি হস্তী ও
 শত লোককে প্রেরণ করেন।
 লুণ্ঠাঙ্গী জাতির দেশে গিয়া অত
 করে। আলি আহম্মদ নামক এক
 এ বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিয়া
 সে একটা সুন্দরী জীলোকের
 বলপ্রকাশ করে, তাহাতে
 ফুঙ্ক হইয়া কয়েক জনকে বধ
 নিকটস্থ এক গ্রাম লুণ্ঠ করে।
 কয়েকজন পুলিশ প্রহরী উপস্থিত
 লুণ্ঠাঙ্গীরা দুই জনকে আহত
 পলায়ন করিল।

আলি আহম্মদ ও তদলগ্ন
 বন্যদিগের ক্ষেত্র সমুদায় দোবন্ধে
 বেন তাহা আশ্চর্যের বিষয় মনে
 আক্ষেপের বিষয় এই, স্থানীয়
 রীরা নিগূঢ় কারণের আবিষ্করণে
 নহেন। তাহারা প্রকৃত কারণের
 স্থান না করিয়া লেপ্টনেন্ট গবর্নরে
 রোধ করিয়াছেন, ব্রিটিশ প্রজা
 উপরে অত্যাচার হইয়াছে;
 ইংলণ্ডের রাজসীমামধ্যে
 করিয়াছে; অতএব তাহা
 দণ্ডবিধান আবশ্যিক।
 সংস্কার আছে, নিয়মবহির্ভূ
 গণ বন্যদিগকে যেমন শ
 পারেন, পৃথিবীর মধ্যে আ-

রেন না। এই হেতু গবর্ণমেন্ট ভাল কিছুই জিজ্ঞাসা করেন না। টৈন্য বামাত্র তাহা দেওয়া হয়। গবর্ণমেন্টে শাস্তি স্থাপন চেষ্টা পাওয়া উচিত, কিন্তু প্রকৃত কারণের অনুসন্ধান করিয়া যুদ্ধে প্রস্তুত হওয়া বিধেয় হয় বনোরা অতি সামান্য শত্রু। তাহারান সম্মুখ যুদ্ধ করে না। যাহারা কয়েক পুলিশপ্রহরী দেখিয়াও পলায়ন করে, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধের কিয়োজন আছে? কর্মচারীরা প্রথমতঃ বিচার করেন। নিয়মিত আদালতে বা গবর্ণমেন্টের নিকটে অভিযোগ করা তাহার প্রতীকার করিতে হয়, তাহা জানেন না; তাহারা প্রত্যেককে দেশের শাসনকর্তা জ্ঞান করে জন পুলিশ প্রহরীর কৃত কাজও তাহারা গবর্ণমেন্টের কাজ বলিয়া বিবেচনা করে। আর অভিযোগ করিলেই বা ব্যক্তি তাহাদিগের হইয়া সাক্ষ্য দেন? কে বা তাহাদিগের পক্ষসমর্থন করে? সদিচারেরও সম্ভাবনা নাই অবস্থায় তাহারা আপনারা আপনাদের ইচ্ছানুসারে প্রতিবিধান সে করিবে বিচিত্র নহে। লুশাহিরা দলবদ্ধ কোন স্থান আক্রমণের ভয়প্রদর্শন করে না। পর্তু ততলে যে কতগুলি প্রহরী ও টৈনিক আছে, তাহারা তাহাদিগের দমনে সক্ষম। অতএব যুদ্ধে প্রস্তুত না হইয়া কাহারও এ ঘটনা হইয়াছে, অগ্রে লেপ্টনেন্ট অনুসন্ধান করা উচিত।

অতি মহোপকারক বিষয়গুলোর আলোচনা হয়। বিচারপতি ফিয়ার অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন। ডাক্তর জন মন গোল্ডস্মিথের বিষয়ে বলিয়াছিলেন, তিনি যে বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছেন, তাহাই অপ্রকৃত হইয়াছে। বিচারপতি ফিয়ারের বিষয়েও সেইরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কি বিচারপ্রণালী, কি জেলের তত্ত্বাবধান, কি জমীদারি বন্দোবস্ত, কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, যে বিষয়ে তিনি যাহা বলেন, তাহাই সঙ্গত ও লোকের চমৎকারিতার কারণ হয়।

বিচারপতি ফিয়ার সামাজিক বিজ্ঞানমত। গত অধিবেশননিবসে একটা গুরুতর বিষয়ের উত্থাপন করিয়া ছিলেন। আমাদিগের জমীদারগণের প্রকৃত পদ কি? তাহাদিগের কি কি কর্তব্য কর্ম? তাহারা তাহা সম্পন্ন করিতে পারিতেছেন কি না? সম্পন্ন করিতেছেন না যদি একরূপ হয়, তাহাৎ কারণ কি? মুসলমানদিগের সময়ে জমীদারেরা সামান্য করসংগ্রাহকমাত্র ছিলেন। মুসলমান রাজ্যে বংশপরম্পরায় কোন পদের অধিকারী হওয়া হুঘট ছিল না। এই হেতু বিচারপতি ফিয়ার তাহাদিগকে প্রকৃত অধিকারী জ্ঞান করেন না। লর্ড কর্ণওয়ালিস ইংলণ্ডে গমনায় এ দেশে এক দল ভূম্যধিকারী পরিবার মানস করিয়া ১৭৯৩ অব্দের ১ আইন করেন; কিন্তু তিনি যে যে উপকার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, জমীদারেরা তাহা পরিপূর্ণ করিতে পারেন নাই। জমীদারেরা আপন আপন জমীদারীতে অবস্থিতি করিয়া সর্দার কুবক হইয়া কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন করিবেন, লর্ড কর্ণওয়ালিসের এইটা অভিপ্রায় ছিল। ইংলণ্ডীয় জমীদারেরা যেপ্রকার জমীদারিতে বাস করিয়া বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া ভূমির উন্নতিসাধন করেন,

আমাদিগের জমীদারেরা তাহা করেন না। কি নিমিত্ত এই শোচনীয় অবস্থায় হইয়াছে? প্রণালীগত কোন দোষে হইতেছে? বিচারপতি ফিয়ার বা পত্তনী, দরপত্তনী, ছেপত্তনী, গজমাপ্রভৃতি এই অনিষ্টের কাণ্ড আমাদিগের জমীদারদিগের কেবল লইয়া কথা; কি প্রকারে সেই টাকার আশ্রিত তাহারা তাহার বিবেচনা করেন না। সেই টাকার কিয়দংশ যে উৎপাদকারিণী ভূমির উৎকর্ষসাধনার্থে দেওয়া উচিত তাহা তাহারা জানেন না, কর আদায় হয়, জমীদার তাহা দেখি পণ লইয়া পত্তনী দেন। পত্তনী আবার কুবকদিগের শোণিত শেফ করিয়া নিজের কিঞ্চিৎ লাভ রাখি দরপত্তনী দেন। এই প্রকার শেন কুবকের ক্ষেত্রেই পতিত হয়। মধ্যে কতগুলি লোক থাকেন, তাহারা উপভোগ করেন মাত্র। কিন্তু উপস্বত্বে হইতে হইলে কতগুলি কর্তব্য করে অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়, তাহারা তাহা স্বীকার করেন না; এটা একটা ম অনিষ্ট সংঘটনাট। লর্ড কর্ণওয়ালিস এ অনিষ্ট প্রতিকারের উপায় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরাধিকারীরা ১৮১৯ অব্দের ৮ আইন করিয়া দেশের এই অসঙ্গল করিয়াছেন। কেন তাহাদিগের দোষ দেওয়াও অন্যায় তৎকালে দেশের যেপ্রকার অবস্থা ছিল তাহাতে তাহাদিগকে অগত্যা এই আইন করিতে হয়। ১৮১৯ অব্দের ৮ আইনে হেতুবাদ পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীকর্ম হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট একপ্রকার অনিচ্ছাতেই এই আইনটা করেন। বর্তমানের রাজা ও অন্যান্য জমীদার জমীদারি পত্তনী দিয়াছিলেন। অনেকে বিস্তর টাকা দিয়া পত্তনী লন। পত্তনী অগ্রাহ্য করিলে তাহাদিগের ক্ষতি হয়

ক. মদ্যের উৎপাদনের
রাজস্ব বন্দোবস্ত।
র কৃতবিদ্যের 'মুখিক'
সামাজিক বিজ্ঞানমতের
ছেন না, সভার ও সভাপ-
হার কারণ নহে। সভার

লিঙ্গা ৮ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ইংলণ্ডের জমীদারদিগের সহিত দেশের কুম্ভকারিগণের তুলনা করা যায়। উভয় স্থলে একরূপ বন্দোবস্ত ইংলণ্ড আমাদিগের জমীদারেরা আপাদিগের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতে পারিবেন একরূপ বোধ হয় না। অত্যাচার রিয়া লাভ করিবার সুযোগমতে কেবল ধর্ম্মভয়ে লোক তাহা হইতে ব্রত হয়, পৃথিবীর একরূপ অবস্থা যে খন ছিল বা হইবে, তাহা আমাদিগের অধগমা হয় না। কোন রাজা স্বৈচ্ছাকৃতক আপনার কমতা সীমাবদ্ধ করি ছেন? একগকার ইউরোপীয় গবর্ণ- টমন্স-বে অত্যাচারে বিমুখ দৃষ্টি, সাধারণ মৃত ও প্রজাদিগের অস- মাহ তাহার প্রধান কারণ। ইংলণ্ডী জমীদারগণের ধর্ম্মনীতি আমাদিগের জমীদারদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা মরা অস্বীকার কার না; কিন্তু তাঁহা- ভূমির উন্নতিসাধনে অধিকতর যত্ন ন হন, ধর্ম্মনীতি তাহার প্রধান উদ্দেশ্য নহে। ইংলণ্ডের কুম্ভকেরা সাহসী নকে কৃতবিদ্যা এবং সকলেই আপন পন স্বত্ব বুঝতে পারে। অমশীল কুম্ভদিগের ইংলণ্ডে কুম্ভিকার্য্যভিন্ন বিকা অর্জনের অনেক উপায় আছে। ব্যবস্থায় জমীদার যথেষ্ট ব্যবহার তে সমর্থ হন না। আরও একটা গর কারণ আছে। কুম্ভদিগের কে মহাসভার সভ্য ননোনীত করি বিষয়ে মত প্রদান করিতে পারে। সহ থাকতে জমীদারকে প্রজার সুরক্ষিত করিতে হয়। ইংলণ্ডে সাধা- ত প্রবল আছে। এক জন জমীদার বিধবা স্ত্রীলোককে মেছুয়া রে যাইয়া জীবিকা অর্জনের উপ দিয়া যেমন তাঁহার পৈতৃক ভ্রাত্তা ভূমিগুলি হরণ করিয়াছিলেন,

ইংলণ্ডে একপ্রকার একটা ঘটনা হইলে সকলে একবাক্য হইয়া জমীদারী প্রণালীর উন্নয়নসাধন করেন। এ দেশে সাধারণ মত তত প্রবল নাই। এ দেশের কুম্ভকেরা সাহসী নহে যে জমীদার তাহাদি- দিগকে ভয় করিবেন; এ দেশে মহাসভা নাই যে কুম্ভদিগের মতের নিমিত্ত তাহাদিগের ছন্দাসুর্য্যক্তি করিতে হইবে। নিপীড়িতেরা যদি অত্যাচারকারীর চেটার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে, তাহা হইলেই অত্যাচার বন্ধ হয়; আমা- দিগের কুম্ভকেরা কি সে প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে? কেন পারে না? যদি কেহ জমীদারের মতে মত না দেয়, তাহা হইলে কয়েকটি করবৃদ্ধির অভি- যোগে তাহাব স্বক্ৰম হইয়া যায়। তাহার দরিদ্র মুখ; আদালত, আইন ও আমলারা জমীদারের পক্ষ। কুম্ভক- দিগের বিদ্যাশিক্ষা না হইলে নাহম- ক্রমবে না; অত্যাচারও বাইবে না। বর্ত্তমান অবস্থার বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় অল্প কুম্ভকে বহন করিতে পারে। চির- স্থায়ী বন্দোবস্ত না হইলে তাহাদিগের শীঘ্র সঙ্গতি হইবার উপায় নাই।

—:০:০:—

গবর্ণমেন্টের বেতনভোগী পুরোচিত-
দিগের বিষয়ে ভারতবর্ষীয়দিগের
কর্তব্য কর্ম্ম ।

গ্লাডস্টোন সাহেবের মত নয় যে, আয়ারলণ্ডে প্রোটেষ্ট্যান্ট পুরোচিত থাকেন। ইংলণ্ডের লোকেরা একবাক্য হইয়া এ বিষয়ে তাঁহার সপক্ষতা করি- তেছেন। আয়ারলণ্ডের অধিকাংশ লোক কাথলিক। কাথলিকদিগের প্রদত্ত কর লইয়া প্রোটেষ্ট্যান্ট পুরোচিতের বেতনদান অন্যান্য, ইংলণ্ডের এ বোধ হইয়াছে। নুতন মহাসভার অধিবেশন হইলেই এ বিষয়ের তর্ক আরম্ভ হইবে। ইংলণ্ডের লোকেরা যেপ্রকার সত্য মনোনিীত করিবার মত প্রকাশ করি

যাচ্ছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইবে গ্লাডস্টোন সাহেবের প্রস্তাব হইবে। আয়ারলণ্ডীদিগের অধিকাংশ কাথলিক বটেন; কিন্তু তাঁহা- রান। এক খৃষ্টানসম্প্রদায়ের টা- সম্প্রদায়ের পুরোচিতকে দেওয়া অন্যান্য কার্যা বলিয়া বিবেচিত হইবে, তখন ভারবর্ষের বি- ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রদত্ত অর্থদ্বা- ধর্ম্মাবলম্বী পুরোচিতদিগকে দে- লন করা যে কতদূর অনায় তা- রাসেই বোধগমা হইতে পারে। বর্ষে অধিক পরিমাণে হিন্দু ও- নের বসতি। ইহাদিগের ধর্ম্মের খৃষ্টধর্ম্মের কোনপ্রকার সৌ- নাই। অতএব ইহাদিগের প্রদত্ত হইতে বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা পুরোচিতদিগকে দেওয়া কি বিধে- তেছে?

গ্লাডস্টোন সাহেব যৌবনকালে মত একাংশ করেন যে, শাসনক- ধর্ম্মঘোষকেরও কার্য্য করিতে হ- সে সময়ে তিনি আয়ারলণ্ডে এ- ট্যান্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সপক্ষতা- ছিলেন; কিন্তু তিনি তখনও- ছিলেন, সম্পূর্ণ তিরধর্ম্মাবলম্বী- বর্ষীয়দিগের টাকার খৃষ্টীয় পুরে- প্রতিপালন অসুচিত। খৃষ্টীয় পুরে- দিগের নিমিত্ত ব্যয় ক্রমশঃ অধিক- পড়িতেছে। লাভ হালিকার্য্য এটি- হওয়াতে লাহোরে এক জন- বিশপ নিরোজিত হন নাই; ত- সর জন লরেঞ্জের চেফার জ-টি ছিল- শুনা যাইতেছে, ১৮-৭০ অব্দ অবধি- দেশে আর এক জন আকাডিকন- কয়েক জন পাদরি নিরোজিত হই- সর জন লরেঞ্জের মত এই যে, প্রে- জেলায় যেমন এক এক জন মাজি- আছেন, সেইপ্রকার এক এক জন

নিরোজিত হন। সব জম লরে
 মপত্তা ছিল না। তিনি আমা
 র্থ খুঁটান্ পুরোহিতদিগকে
 ঠাণ্ডা ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদি
 ত আমাদিগের যে কি উপকার
 তিনি তাহা এক বারও বিবেচনা
 নাই। আমরা আপনাদিগের
 হিতের বেতন প্রদান করি। ইউ
 রোপেও ক্রমপ আপনাদিগের পুরো
 হিতের বেতন আপনাদিগে প্রদান করুন।
 আমরা আপনাদিগকে সর্কসা বলিয়া
 বলি। আমরা গবর্ণমেণ্টের মুখা
 লিখিয়া কোম কাজ করিতে
 না; কিন্তু তাঁহারা স্বার্থসম্বন্ধে যে
 মিত্ত স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন না করিতে
 তাহা আমরা বুঝিতে পারি
 না।

আমাদিগের একটি কর্তব্য কর্ম
 এই সময়ে মহাসভার নিতটে
 আবেদন করা উচিত হইতেছে।
 তা যখন আয়ারলণ্ডের বিষয়ে সুবি
 দিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন
 দিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন,
 বোধ হয় না। অগ্রাহ্য করিলে
 তার অব্যবহিতের ন্যায় কাজ
 হইবে এবং ইউরোপের সমুদায়
 তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।
 ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সামান্য ব্যয়
 ৫০ লক্ষ টাকার নিমিত্ত লাইসেন্স
 হইতেছে। কেবল অর্ধ বলিয়া নয়,
 মন মনোমুগ্ধ মিসনরিদিগের প্রতি
 কৃত্য ছিল। সেই হেতু তিনি
 বিদ্যালয় মিসনরিদিগের হস্তে
 রূপান্তর করিয়া গিয়াছেন। ইউ
 রোপে মিসনাদিগের পরিভ্রমণ অল্প
 তাহাদের মিসনাদিগকে
 হয়, সেই প্রকার শাসনসম্বন্ধে
 সংস্কার ও অঙ্গ ইংলণ্ডে পরি
 হন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট তাহা

গ্রহণ করেন। মিসনরিদিগের হস্ত হইতে
 শিক্ষাতার গ্রহণ করা ইউরোপে অধি
 কংশ লোকের মত। বিদ্যালয়ে কোন
 বিশেষ ধর্মের শিক্ষা না হয়, এটি অস্ট্রি
 য়াতেও স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু আমা
 দিগের গবর্ণমেণ্টে কতগুলি গৌড়া মিস
 নরিব হস্ত দেশের শিক্ষাকার্যের ভার
 সমর্পণ করিয়া আপনাদিগের কর্তব্য কর্ম
 সম্পাদন করা হইল, তাহারা নিশ্চিত
 হইবার উপক্রম করিতেছেন; বিশ্ববিদ্যা
 লয়ের মহাসভার অধিকাংশ সভা মিস
 নরি কেন? মিসনরিরা যাহা মনে করেন,
 বিশ্ববিদ্যালয়সম্বন্ধে তাহাই করিতেছেন,
 এটা কি সত্য নহে?

উপসংহারকালে আমাদিগের বক্তব্য
 এই, ইউরোপে যে বিষয় দৃষ্টিত বলিয়া
 পরিভ্রমণ হইতেছে, তাহা আমাদিগের
 দেশে বহুমুগ্ধ হইলে আমাদিগের দেশের
 লোকেরা সম্মুখে হন কি না? এই বিপদ
 ঘটিবার পূর্বে কি কোন উপায় অবলম্বন
 করা উচিত নহে? অতএব আমরা তা
 তবর্মী সভাকে অনুরোধ করিতেছি,
 তাঁহারা একটা সাধারণ সভা করিয়া
 প্যারিসকোমিট সভার এক আবেদন
 প্রেরণ করুন। এক্ষণে ইংলণ্ডের লোকের
 মনের যে তাব, তাহাতে এ আবেদন
 প্রার্থনা হইবে একরূপ বোধ হয় না।

—:—

স্বদেশীয় পুস্তক ও পত্রিকা।

১। কপনসিদ্ধি। এখানি পাক্ষিক
 পত্রিকা। পটোল ডায়া ট্রেং ইনফিটিউ
 শনের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসর্কস্ব বিদ্যা
 ভূষণ ইহার প্রণয়ন করিতেছেন। ইহার
 দুই এক সংখ্যা দেখিয়া বোধ হইতেছে,
 সম্পাদকের যদি অধাবসায় শিথিল
 না হয়, তাহা হইলে এখানি ক্রমে উন্নতি
 পথে পদার্পণ করিবে। আমরা পাঠকগ
 গণের দর্শনার্থ ইহার একটা প্রস্তাব
 স্থান ঘুরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

২। সপত্নীশঙ্কর নাটক। শ্রী
 মনোমোহিনী নামে দিনাজপুরের
 রমণী ইহার রচনা করিয়াছেন। সপ
 হইতে যে যে অনিষ্ট কর, তাহার
 করিয়া বহুবিধ চর নিন্দা করাই
 গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোকের
 বলিয়াই যে কিছু প্রশংসা করা যাউ
 কিন্তু উচ্চতে বাস্তবিক প্রশংসার যে
 কিছুই দৃষ্ট হইল না।

৩। নীতিমালা। বালকদিগের নী
 শিক্ষণযোগ্য কয়টি বিষয় পদ্যে প্র
 হইতেছে। তাহার শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানা
 বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার রচনা করিয়াছেন।

৪। শিশুবন্ধন। এখানি শ্রীযুক্ত চ
 মোহন চট্টোপাধ্যায়প্রণীত। ইহার
 বালক ও বালিকাগণের শিক্ষিতব্য
 কটি বিষয় সম্বন্ধে হইয়
 রচনা প্রণয়ন ও বাঙ্গালার রীতি বি
 হইতেছে।

৫। সর্পঘটো চিত্রিত। ক
 বাজুর অস্ত্রধর্মী বস্ত্রে সুত্র
 লেখকো নামে দে। নট। ট
 নানা ভাষি সর্পের বিবরণ ও সর্প
 ব্যক্তির চিত্রিতসংক্রান্ত লিখিত
 আছে। গ্রন্থকার উপক্রমণিকার
 স্থানে লিখিয়াছেন, “ আমরা
 প্রকার সর্পচিত্রিতের বিবরণ
 লিখিতেছি, উহা অর্থাৎ বলিতে
 হয় না; কিন্তু ইহা বলিতে পারি,
 ভূমণ্ডলে কোন কোন অর্থাৎ বিষয়
 গণের মধ্যে নিলিখিত সর্পচিত্রিত
 একটা। ” এ গ্রন্থে লিখিত বিষয় ও চি
 সংপ্রণালীর পরীক্ষা করিয়া দেখা উচি
 কলিকপুরাণ। কলিকাতা বে
 টোলার শ্রীযুক্ত বাবু বলাইচাঁদ
 ৬। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ কলিকপু
 যে অনুবাদ করেন, তাহা অবলম্বন
 পদে। এখানির রচনা করিয়াছেন।
 স্থানে পদ্যগুলি মনোহর হইয়াছে।
 ৭। কুমারসত্ত্ব। শ্রীযুক্ত ক্ষে

মুখে:পাখ্যায় মল্লিনাথরুত টীকায়
এখানি মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহাতে
ন অবধি সপ্তম সর্গ পর্যন্ত আছে।
নাথ যে যে শব্দের অর্থ ছাড়ি লিখি
ছেন, কেবলমোহন সেগুলির অর্থ করিয়া
ছেন। গ্রন্থখানি উত্তমরূপে পরিশোধ
হইয়াছে।

ক:বাপকা শকা। এখানিও সংস্কৃত।
কুবরদাপ্রসাদ মজুমদার খণ্ড খণ্ড
ম যে গ্রন্থাবলি প্রচার করিতেছেন,
তাহার পঞ্চম খণ্ড। ইহাতে টীকা
ত শকুন্তলা ও কুমারসম্ভবের কিয়
প আছে। ক্রমশঃ উচার উৎকর্ষ
কৃত হইতেছে।

—১০১—

রেলওয়ের ব্যয় অস্পষ্ট নয়, কর্তৃচা
অনেক, তত্ত্বাবধায়ক ও পুলিশও
ছেন, কিন্তু যাহাতে রেলওয়ে কোম্পা
ও মহাজনদিগের ক্ষতি না হয়,
ই তাহা করেন না, এটা সামান্য
য ও কোম্পানির বিষয় নহে। নিম্ন
খত পত্রখানি আমাদিগের অলিপ্রায়
করিয়া দিবে। মর জন লরেন্স
ওয়ের অত্যাচারনিবারণের অমু
করিয়া গিয়াছেন, এখন লর্ড মের
যয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা প্রদর্শন করুন।
মহাজন ইহার বাস্তব অর্থ যাহারা
প্রকার ব্যবসায়ধারা জীবিকা নির্বাহ
এই সম্প্রদায়ের লোক প্রায় তেলি
ল, শুঁড়ি, বেণেশ্রুত সামান্য জাতি।
দগের বিদ্যালয়িকা কতগুলি সামান্য
হস্তাকরপরিষ্কার এবং জমাখরচবোধ
ই যথেষ্ট হইল। অতএব রেলওয়েধারা
দর প্রতি যেসকল অত্যাচার হইয়া
তাহা মহাশয়েরা বা যাহাদিগের দ্বারা
প্রতিকার হইতে পারে তাহারা
তে পারেন না। রেলওয়ে হওয়ার কত
মহাজন ট্রেনের নিরীকট গোলা করি
ন। ইহাদিগের সকল মাল রেলওয়ের
তে পাঠান ও আনান হইয়া থাকে এবং

রেলওয়ে তিন নদীপ্রভৃতির প্রায় স্রবধি নাই;
সুতরাং ব্যবয়ি রেলওয়ের স্রবধি উপর
সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। কিন্তু রেলওয়ের
বন্দোবস্তে ইহাদিগের মাপে চুচো খ-১ হই-
তেছে। রেলওয়ের দ্বারা যে ক্ষতি হইয়া
থাকে, তাহার নিমিত্ত নিত্য রেলওয়ে
কোম্পানির ও তাহাদিগের কর্মচারীদিগের
নামে আদালতে মালিশ করিতে হয়।
যাহাদিগের সহিত মর্জনা কাজ, তাহাদিগের
সহিত ববাদ করিয়া কাজ চলে না এবং কাজ
ঠাইয়া দিতে হইলে কতকগুলি টাকা যাহা
লোকের নিকট পাওনা আছে তাহা কতি
আর বহুব্যয়ে য গুণামবর গদিঘরপ্রভৃতি
গোলাবাটী প্রস্তুত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ
মূল্যেও বিক্রয় হওয়া ভার এবং অন্যান্য
অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়।

গত বৎসর এখান হইতে তিন জন মহা
জন কলিকাতার ঘৃত পাঠান। এক জনের ৯
মটকি এক জনের ২ মটকি ঘৃত ভাঙ্গিয়া
যায়। কলিকাতা হইতে সহায়প্রাপ্তনাক
ট্রেনে জানান হইল। বুকিং বাবু কহিলেন
আমিও হাবড়া হইতে ত্র পাইয়াছি কএক
মটকি ঘৃত ভাঙ্গা তথায় পৌঁছিয়াছে;
কিন্তু ইহার নিমিত্ত রেলওয়ে কোম্পানি
দায়ী নহেন। সেহেতু মৃত্তিকাপাত্রের ঘৃত
পাঠাইলে মহাজনের নিজের জখম ইহা
মহাশয়েরা জ্ঞাত আছেন। মহাজনরা এই
বাক্য শুনিয়া আপন আপন গোলায় গেলেন
কত নোকশান হইল তাহারি হিসাব করিতে
লাগিলেন। কয়েক দিনপরে আর এক জন
মহাজন ঘৃত পাঠান। ঠৈকালে মহাজনকে
রসিদ দিয়া বিদায় করা হইল; গাড়ি বন্ধ
হইল; উভয় পাশ্বে লেবেল দেওয়া হইল,
খালসিকে ছদুম হইল, গাড়ি টিক কর,
রাত্রিতে গাড়ি বাইবেক। অর্ধরাত্রি এক জন
খালসিসমভিব্যাহারে বুকিং বাবু গাড়ি
খুলিয়া মটকির ভিতর হইতে প্রায় অধ
মণ ঘৃত একটা কলসীতে বাঁ র করিয়াছেন,
এমত সময়ে রেলওয়ে পুলিশের চাপরাসী
দেখিতে প টিয়া গেল নরিয়া উঠিল। ক্রমে
অনেক লোক আসিয়া পৌঁছিল। তৎকালে
পুলিশ ইনস্পেক্টর সাহেবকে সম্বাদ হইল।

ইনস্পেক্টর আসিয়া দেখিলেন, বাবু
ঘৃত, হাতে ঘৃত এবং সম্মুখে এক ক
রহিয়াছে। তখন বধাযোগ্য তদার
বা ও খালসিকে চালান দিগেলেন।
সাহেবের বিচারে বাবু ২ বৎসর ও
৬ মাস কারাবাস হইল। এখানে
আমাদের গো-নে অমুমুজ্ঞানে জান
এ কাজ ট্রেনের অনেকেই জ্ঞাত
আর পূর্বে মহাজনদিগের যে মটকি
ঘৃত নোকশান হইয়াছিল, তাহা গাড়ি
লাগিয়া বা দৈবঘটনায় নহে; তাহাও
ঘৃত বাঁহর করিয়া মটকি
দেওয়া হয়। ঐ দিবস রেলওয়ে পুলিশ
চাপরাসীর সহিত ইজ বাবুর
কারণে কথাস্তর হয়। একারণ গো
হইয়া পড়িল। মহাজনেরা ইহাতেই
করিলেন আর অত্যাচার হইবে না।
গত কার্তিক মাসে এক ব্যক্তি এক
ঘৃত পাঠান। তাহার ২ খানি
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহা গাড়ির
ভাঙ্গিল কি ইষ্ট্রেনে আবার অবতার
যাছে, বলিতে পারি না। শুনিতে
২৪ দিন মধ্যে এক গাড়ি ঘৃত
দেখা চাই ইহাতেই বা কি হয়, কিন্তু
বহুদূর জ্ঞাত আছি, অর্থাৎ মন ১৩৭০
যত ঘৃত এখান হইতে কলিকাতা
য়াছি, তাহার কিছুমাত্র রেলওয়েতে
হয় নাই। মহাশয় ইহার কি কোন
হইবে না? আমরা আর কত ক্ষতি
বিস? সামান্য ক্ষতির বিষয় কত বর্ণনা
তাহা নিত্য কর্ম, মহাশয়ের কাগজে
হইবে না। একটি বর্ষমান বিষয়ের
বিষয় কল্প হই: ১৯ এ তাহারি ক
হইতে লবণ চালান হইয়াছে।
রসিদ পাইয়া ট্রেনে ডিজ্ঞাসা করা
লেন লবণ আসিয়াছে, কিন্তু ওয়ে
সে নাই; একজন প্রত্যহ প্রাতে
করিয়া থাকি, ট্রেন মাষ্টার
দিয়া থাকেন। অন্য অষ্টাহ
চলিতেছে, এই আটদিনে
যাহা লাভ হইত তাহার
মধ্যে গাড়িতে মাল আছে

তাই হবে এইসকল ক্ষতি আনা
করতে হইল, কিন্তু কোন কারণে
গেল এক দিন মাল লইতে বিলম্ব
৩ টাকা রোজ পরিয়া লবণ
ষ্টেসন মার্টারের আ ছ তবে মহা
হ: ন্যায্য ক্ষতি স্থির হয় তাহা
মধিকার ষ্টেসনমার্টারকে দে-রা না
এই পত্রখানির বিষয় ভালো
য়া বাহাতে আনরা এইসকল পত্রখা
রিজ্ঞান পাই, তদ্বিষয়ে মদ্রাশয় অসু
য়া রেলওয়ে কোম্পানীকে অসুরোধ
ইতি।

৫ মাল
ই মাঘ

—৩০—

বিবিধ সংবাদ।

১৩ ই মাঘ সোমবার।
যীশু গবর্নমেন্ট পত্রাবলি লেপ্টন-ট
নিকট চইতে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়া
হ'র মর্মে এই, আ জম খী ও আবহুল
চই শত অল্পের দক্ষিণ বন হইতে
ডা দুব-স্বত দুয়ার গ্রামে উপস্থিত
টল গবর্নমেন্টের নিবটে বাসস্থান
রিয়াছেন। গবর্নর বেনবুল বসিয়া
ছেন, পরবর্তী ন্যায় তন পলায়িত
র আশ্রয়দানে সক্ষম আছেন। কিন্তু
মার নিকটে থাকিতে ও কোন মড়
পারবেন না। সর্দারগণকে কাশী
নকাতার বন্দুকের দোহা করিয়া
পর কা-সে এক ব্যক্তির মৃত্যু
ছিল। এটি জাঙ্গালার বিষয়-টে
ব ইওয়া' জাঙ্গালার মৃত্যু হেন সিন্ধু
র বাহিন্য ক্রমশঃ কমতেছে কোকে
তে না পাঠিয়া নৌদ্বারা ডুব ছেড়া
হ'র কারণেই রেলওয়েতে তাড়
এবং রেলওয়ে কোম্পানি যথো
রে প্রবাদ লক্ষ্য যান না। সম্প্রতি
গবর্নমেন্টের নিকটে অভিযোগ
বর্বর্ষীয় রেলওয়ে দ্বারা তাঁহারা
ত স্থানে যখনকল শস্য প্রেরণ
নেক ষ্টেসনে চুরি যায়। অভি
ওয়ে কোম্পানি মনোযোগ
ণে এইদেশীয় বণিকগণ
ধব হতে এত অসুখ

অবোধ্যাব কর্মসনর সে টেক্সট টকার সাহেব
বাবর্তীয় মার্জিনেটকে বলিয়াছেন, হত্যার
মকদ্দমা হইলে তাঁহারা পুলিশের রিপোর্টের
উপরে নির্ভর না করিয়া আপনারা যথারীতি
সাক্ষীর জবানবন্দী করিবেন। কর্মসনর আরও
বাবর্তীর চেপুটি কর্মসনরকে বলিয়াছেন, বিচার
পালিয়েব আঞ্জা ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে যেন রক্ষ
না করা হয়। এত আঞ্জার কারণ এই, সম্প্রতি
এক ব্যক্তির মুক্তাব আঞ্জার পরও তাহাকে
১৩ নং রক্ষ করিতে হইয়াছিল। টকার
সহেব এই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, রক্ষ
নাওর বাহুবগণ, চেপুটা না করিলে তাহাকে
১৩ ক দিন হোল থাকিতে হইত বলা
যায় না। নিয়মবাহিত প্রদেশের কার্যক্রমালী
যে ডাক্তার তাহার আর কি প্রমাণ আব-
শ্যক।

১৩ ই মাঘ বঙ্গলবাব।

গত শ্রাবণ মাসের ২৩ তারিখের বাতীতে
মদ্রা জাঙ্গালার সর্দারের অভিবেদন হওয়াতে
ডাক্তার মোএট জেলপ্রণালীর বিষয়ে একটি
প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। জাঙ্গালার ইহাতে
আনন্দপ্রকাশ করেন। ডাক্তার মোএট হাউএল
সাহেবের কয়েকটি মত খণ্ডন করিয়া পৃথক পৃথক
প্রণালীর অনুমোদন করেন। অতঃপর সভার
দশকগণ বিচারপতিবান হটে আতিথ্যস্বীকার
করিলেন। বিচারপতি কিয়দ জাঙ্গালার ও
জাঙ্গালার দুই ক রবার একত্রে উপায় অবলম্বন
করিয়াছেন।

মহানুরের ভূতপু - রাজার পরিবার ও অসু
চবদিগকে গবর্নমেন্ট দারিদ্র ১,৫৫,৫০৬ টাকা
র হু নিবাব আঞ্জা দিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের অণ্ডর সেক্রেটারি
এ. হাউএল সাহেব াঙ্গালার বিভাগের বিষয়ে
একটি রিপোর্ট করার ভার পাইয়াছেন।
ডাক্তার মোএটের সময়ে শিক্ষাবিভাগের কি
অবস্থা ছিল এবং আর্টিকল সাহেব কি করি
য়াছেন, এ দুটির যম ত রতমা করা হয়।

বাবু দাদাতাই নগরাজ ইংলণ্ড হইতে বোম্বা
হলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহার আগমনে
ঠাই ইওয়ান আসোসিয়েসনের অনেক ক্ষতি
হইবে।

বুশাহি জাতির দুই জন সর্দার মৃত হইয়া
চাকার প্রেরিত হইয়াছেন। বন্যগণের আর
কোন শঙ্ক নাই।

মহারাজ হোলকর সম্প্রতি ভূমির যে বন্দো
বস্ত করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণের অসন্তোষ

হইয়াছে। রাজা বলেন, যেসকল ভূমির
ছিল না, সে সনুদায় করিত হওয়ার তে তি
স্থাপিত করিয়াছেন।

১৫ ই মাঘ বুবার।

সিগুর আলি খাঁর সন্ত আবহুল রহম
আজিম খাঁর সম্প্রতি যে যুদ্ধ হয়, তাহার
এত সংবাদ আনিয়াছে। জাঙ্গালার দুর্গের
৮০০ মাত্র টেন, থাকতে আবহুল র
তাঙ্গা আধিকার করিতে গমন করেন।
আমীর এই সংবাদ পাইবামাত্র সটপনে তাঁ
আক্রমণ করতে যান। আবহুল রহমেনের টেন
তাঁহাকে পরতাগ করিয়া আমীরের
জাপাতে সর্দারকে পলায়ন করিতে হইত। অ
খাঁ সনুদায় পলায়ন করিয়াছিলেন। হত্য
আক্রমণের, এক্ষণে শান্তিমা স
হইয়াছে। এক্ষণে আমীর ও আবহুল র
খাঁকে পক্ষবে থাকিতে দিলে ইহা ঘট
বিত নয়।

৩৩ জুলাইর এক জন চিবিৎসক গালবা
বাটারির দ্বারা সপদট এক ব্যক্তিকে
করিয়াছেন। দংশনের ১২ ঘটিকা প
প্রক্রিয়া ও আমো নিয়া ব্যবহার করতে গ
আরোগ্য লাভ হয়।

রেল জাঙ্গালার কমাতে দুর্ভিক্ষপীড়িত
সমুদায়ের মূল কমিয়াছে।

লক্ষী টাঙ্কনস বলেন, তদ্রত, সেনা
সর্দার হনে প্রবর্তী নিযুক্ত পরতে হইতে
দুর্ভিক্ষের অভ্যুতর বন্ধ হইয়াছে।

দিল্লী গেজেট বলেন, কর্ণেল কিটিও য
রের রাজকে এই ভুলোবাধ করেন যে, ি
পাঁচ জন সর্দারকে লক্ষ্য এক সভা ক
গাঁহাদগের হস্তে শাসনভার অর্পণ ক
রাজা ইহাতে সক্ষম হইয়াছেন। রাজা স
ঠাকুর দপে যে বিনা অছে, তাহার মী
সার চেষ্টা হইতেছে। রেসিডেন্টদিগের
উপায় অবলম্বন এক্ষণে অবশ্যক।

হিন্দু ষ্টেটবীণী বলেন " গত ১৭
জাঙ্গালার বিভাগে জেলের বাগান হই
ছয় জন বন্দী কক্ষ করতে করিতে নিবি
পলায়ন করিয়াছে। শুনা গেল, উহার টল
বাতাবিক পরক্ষণ পরিধান করিয়া কয়ে
কাপড় তথায় জাগ করিয়া গিয়াছে। প্রবর্তী
গেব চকে কিরূপে ধূলা দিয়া কয়েদীরা প্র
করিল, তাবিয়া কেহ যেন বিস্ময় প্রকাশ
করেন। এখনকার প্রবর্তীরা যে চক্ষুমান, কা
দ্বারা তাহার বড় পরিচয় পাওয়া যায়।

পতন গতি কোন দিন জানি পাহারাওয়া-
লেলের পুকুরীপলারনের রিপোর্ট করিয়া
!

আমাদিগের কমিসনর সাহেব কুর্কদিগের
রাখা বরণজন্য পটনসহ ট্রিষ্ট এং
ডাঃ বাইরেডেন। আড়ধর তাই; কিন্তু
মরা স্তনিত্তি পৌরায় নাকি অনেক
মিত হইয়াছে।

১৬ ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

আমরা আশ্চর্য হইয়া অবগত হইলাম,
স্বর্গীয় গবর্নমেন্ট সমুদায় বেগের ব্যয়
বিধ করিবার মানস করিয়াছেন। একগে
সাধারণ প্রতিবেদন প্রতি বার্ষিক ৩৮
১ ব্যয় পড়ে, বোধ হইয়ে ১০০ টাকা লাগে।
মেন্ট একটা মোট করিতে চাহেন। এটি
সব বিচার টেম্পলেব বার্তাশ্রুততার
চয়। তিনি অত্র সমুদায় ভরতবধে খাপ
সর মূল্য একবিধ করবার চেষ্টা দেখুন।

সারঘাট রেলওয়ে প্রকল্পের কতক বিস্তারিত
দি আসিয়াছে। মঙ্গলবার আবেদী একটা
ন পুন্য হইতে আগমন করিয়া সোরঘাটের
চ না মিতেছিল, এমন সময় শকটের গতি
বন্ধ হইল। চালক পোন প্রকারে মূর্ছ
তে সমর্থ হইল না। তখনই তৃতীয়, এক
ন দ্বিতীয় ও এক খনি প্রথম স্রাণ শকট
খ লাগিয়া এককালে চূর্ণ হইয়াছে। প্রথম
শকট হইতে কেবল এক ব্যক্তি লক্ষদিয়া
হইয়া রক্ষা পাইয়াছেন। তৃতীয়
গতে নিস্তার লক্ষ্যের আরোহী ছিলেন।
জনকে মৃত অবস্থায় বাহির করা হইয়াছে।
মকের শরীর ভয়ানক আঘাত পাইযছে।
জন পাইটবারীর প্রত্যুৎপন্নমাত্রেয়
সকল আরোহীর জীবন নষ্ট হয় নাই।
কি পাটচ কাইয়া অবশিষ্ট শকটগুলি
খর পো জানে। তথায় ভূমিসমান হও
ত চালক স্থগিত করতে পারিল। এই
টনার স্মৃষ্কান করা আবশ্যিক। চালক
প্রহরী এই সময়ে সুবাপন করিয়াছিল কিনা,
হার সন্ধান লওয়া কর্তব্য।

সম্প্রতি এক জন পাঠান বঙ্গুতে আসিয়া
জন শীক টেনিককে বধ করে। পৃথ হই
পবে এ ব্যক্তি বলে, এক জন সাহেবকে
করা তাহার আত্মঘাত ছিল, সে এক
কে দেখতেও পাইয়াছিল; কিন্তু তাহার
ভোতা হওয়াতে ও সাহেবের গাত্রে
ক ব্রজ থাকতে যে আঘাত করিতে নাহী

হয় নাই। এক জন কাকবধ উদ্দেশ্য হওয়াতে
সে চিরন্তন শত্রু শীককে বধ করিল। বঙ্গুতে
পঞ্জাবী লিঙ্ক আইন নাই। তথাপি দ্বিজরাটের
ক মসনর এ ব্যক্তির যেমত বিচার অমনি ফাঁদী
দিয়াছেন। দণ্ডাজ্ঞা হইলে পর পাঠান একখান
চাল ও তরবার চাহে। তাহা হস্তে করিয়া যুদ্ধ
কারতে করিতে প্রাণত্যাগ করা তাহার উদ্দেশ্য
ছিল। এ প্রার্থনা অবশ্যই গ্রাহ্য হয় নাই।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, লাহোরে একদল
ওহাবি ক্রমশঃ দল বৃদ্ধ করিতেছে। লাহোরে
ওহাবি থাকা সম্ভব নহে।

ব্রোডের প্রদর্শনে সুবাতের কালেটের হুপ
নাহেব বাবু বাইরামজি জিজি তাইকে অপমান
সূচক কথা বলিয়াছিলেন। প্রদর্শনে এ ব্যত্কার
বন্দন নহে। এটি প্রদর্শনের একটা উপদর্গ হইয়া
উঠিয়াছে। ঘাটা বটক, আমরা আক্সাদিত হট
লাম, হোপ সাহেব আপনার দোষ স্বীকার
করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। অন্য অন্য
উৎসাহের ইহা শিক্ষার বিষয় হওয়া কর্তব্য।

পুন্যর অন্তর্গত কজাডের মামলার ববু
নারায়ণগণেশ শাস্ত্রী ১৮-৬৭ অর্কে বোম্বাই বেল
ওয়ে কোম্পানিকে বলেন, মৌলির সেতুটি ভয়
প্রায় হইয়াছে। কোম্পানি তাহাকে মনোযোগী
না হওয়াতে নারায়ণগণেশ বাগাই গবর্নমেন্টে
জানাইয়াছিলেন। তদনুসারে কনুসকন হও
য়াতে যখনই দেখা গেল সেতুটি ভয়প্রায় ৫ই
য়তে এবং কিছু দিন পরে ইহা ভাঙ্গিয়া পড়ে।
তিনি যথাসময়ে সংবাদ না দিলে অনেক
পানেশের সম্ভাবনা ছিল। এই নিমিত্ত বোম্বাই
গবর্নমেন্ট তাঁহাকে রাও সাহেব উপ নি দিয়
৩০০ টাকা মূল্যের এক জোড়া শাল পুরস্কার
দিয়াছেন। এসকল পুরস্কার অতিশয় শ্রীতকর
ও উৎসাহবর্জক।

জবলপুরের বসন্ত রোগেব আতর্ভাব হই-
য়তে। কলিকাতায়ও ইহা দেখা দিয়াছে।

গত কলং বোরঘাটের রেলওয়েতে ভয়ানক
চঘটনা হইয়া ১১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। বিস্তা
রিত বিবরণ আইসেন নাই।

মাখনাল পের অবগত হইয়াছেন, কলি
কাতার নিম্নতর বিদ্যালয়সমূহে উপদেশ দিবা
নিমন্ত গবর্নমেন্ট এক জন পদার্থ বিজ্ঞান অধ্য
পক নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এট
পদটি এক জন ক্রমদেশীয়কে দেওয়া হইবে।

১৭ ই মাঘ শুক্রবার

পঞ্জাবের খোকাদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ কমি
তেছে। রাসসিংহের কন্যা অতিশয় বাঁচতা

রনী হইয়াছে, তথাপি তিনি তাহাকে
করেন নাই। পূর্বে শিষ্যগণ তাঁহাকে
বলিয়া জামিত; এক ব্যক্তি পরীক্ষা
ব্রজ চুরি করে। তিন দিনস পর্যন্ত
অনুসন্ধান করিয়া বার্ষমনোরথ হুওয়া
তাঁহাকে পরত্যাগ করিয়া একথা সর্
ত অনেকের স্তম্ভি গিয়াছে। এ
আমাদিগের উন্নতিশীল ব্রাঙ্ক
দয়াল প্রভুব কমতা বিস্তারের চেষ্টা
কেন?

ম স্রাজ গবর্নমেন্টের অরূপে গবর্ন
রল ১২০০ টাকা বেতনে একজন বটিনি
কর্তা (আর্টিস্টিকট) নিযুক্ত করিবার নি
ষ্টেটেমেন্টের পত্র লিখিয়াছেন। কনি
তাব জল বায়ু কার্ক সাহেবের অসহ্য এই
বোধ হয় মাস্রাজ গবর্নমেন্ট যদি এই
তাঁহাকে প্রদান করেন তাহা হইলে দক্ষনি
লের জল বায়ু ও পর্যাপ্ত কার্য্য দ্বারা উ
পদীর অনুগ্রহ হইবে।

সিঙ্কোনার চাস উত্তমরূপে হওয়াতে
র্নমেন্ট ই পক্ষ কুরানাস চাস করিতে মনস্থ
তছেন। ডাকতর আওসন বলেন দারজি
ও দক্ষিণ দিকিম এই রক জগতে পারি
দেই বে জলে ইহা চাস ছিল; কিন্তু এ
কম হওয়াতে এ দ্রব্যের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি
তেছে। আমাদিগের গবর্নমেন্ট যদি নাঞ্চ
তর এত না করেন তাহা হইলে চা, ক
কু ন ইন ও বস্ত্র। বিষয়ে আমরা পূ
প্রদান হইতে পার।

আমরা স্রবণ করিয়া আক্সাদিত হট
মহারাঞ্জ হোলকর একটা বস্ত্রের কল আন
ছেন। তিনি কতকগুলি উইবোপ য ত
কেও আনয়ন করিনে। কলিকাতার ওয়া
ড়তে এটি সূত্র কল হইয়াছে; কিন্তু
সকল সামান্য মাত্র হইতেছে আমাদি
গবর্নমেন্ট অনায়াসে কয়েদিগের দ্বারা
কল চালাইতে পারেন। আলীপুরেও জে
প্রকার কল গণির সূত্র হইতেছে তাহাতে
কল হইলেও যে এই প্রকার চলিবে না ত
কোন কারণ নাই।

চারদ্রাবনে ওলাউঠার প্রাচুর্য হইবে
এনগরী অতিশয় অপরিষ্কৃত। শবির ব
অন্য কেন স্থানে শকটারোহণে গমন অস
রাস্তাপকলে প্রকর আছে তাহা কল দিয়া
বসান হয় না। নিজামের রাজধানী অপেক্ষ
পব ও গোয়ার্লিয়র বিংশতি গুণ উত্তম।

লিকাভার জমিদারদের অভিনবনের
লাভ মের বলিয়াছেন " আমি কলিকা
আসিয়া যথেষ্ট দর্শন করিয়াছি। এই নগ
রতি এবং লোকদিগের যাক্ষ ও সস্তোষ
মিত্র যেসকল কাজ অবশ্যক তদ্বিধে
স্পূর্ণ যত্ন থাকিবে " আস্তে হটক না
বর্নর জেনেরল যদি নগরবাসীদিগের
জন্মাইতেচাহেন তাহা হইলে হুগ সাহে
পুনর্বার পঞ্জাবে প্রেরণ করিয়া ওয়াকোপ
সকল পুনরানয়ন করুন। হুগসাহেব
শ্রোণির অশ্রিয় হইয়াছেন কোন কাজ
হইতে না কিন্তু লোকে করতাবে শশব্যস্ত
হইছেন।

ওইকুমারের জাতাব কারবোধের বিষয়
সংবাদপত্রে লিখিত হওয়াতে সর সই
হটকরাজ ডাক্তার হটককে প্রেরণ করেন যে
তে মনোহররাও রুদ্ধ আছেন ডাক্তার হটক
দর্শন করিয়া বলিয়াছেন এমী অস্বাস্থ্য
নহে। বাটীজী প্রশস্ত ও সস্তোষকর।
হর রাও কোন শীড়ার কথা বলিলেন না
র প্রতি কুবাবহার করা হয় না বায়ুসেবনার্থ
একটী নির্দ্ধারিত দু মণে অন্ন করিতে
হয়, কিন্তু সবধনা প্রধরী থাকতে তিনি
রোহণে অন্ন করিতে অনিচ্ছুক। ওইকুম
একটী দোষ কালিত হইল। কিন্তু জাতাকে
কারাকর রাখিয়াছেন আমরা তাহার
জানিতে চাই।

আস্রাজ টাইমস আবেপ করিয়াছেন
কার একটী হত্যাত্ত পুলিষে ধৃত করিতে
ভছেন না। যদিও এই অতি
কিন্তু গবর্নমেন্ট কতক জল অমু
ক সৈনিক কর্মচারীকে পুলিষের
বলিয়া কোন কাজ হইতে দিতেছেন না।
প্রতি মফসলের একজন জমিদার যে
ক ব্যক্তির নামে ৮০০০ টাকা ঠকাইবার
শ করেন মাজিষ্টেট রবার্টস তাহা অগ্রাহ
রাছেন। জমিদার প্রেমারায় হারিয়া মিথ্যা
শ করিয়াছিলেন। প্রেমারার অতিশয়
ভাব হইয়াছে। ইহার নিমিত্ত কঠিন আইন
আবশ্যক।

বাবুল রহমতের শেষ সেনাদল পরাজিত
হে, বিকজি বর্দা সানরাজ খা আনী
সনপতি জাগলন খার দ্বারা পরাজিত
দীকৃত হইয়াছেন।
দাশীপুরের আঞ্জিলো ব্রাদস অমুনত পত্র
দ মৌয়ার মদ রুদ্ধত করিতে শিয়াল

দহের মাজিষ্টেট কুমার হোত্র কৃষ্ণ তাঁহাদিগের
১০০০ টাকা জারমানা করিয়াছেন। আঞ্জিলো
ব্রাদস বলেন, তাঁহারা পরীক্ষার্থ ইহা করিতে
ছিলেন। লাভের নিমিত্ত নহে। জালা জালা ম
পরীক্ষার্থ হইতেছিল? পথ ভুলিয়া গাছে উঠি
না কি?

গত কল্যা গবর্নর জেনরলের বাটীতে দ'বার
হওয়াতে বিস্তার লোকে গমন করিয়াছিলেন
সব জন লরেঞ্জের সময় অপেক্ষা এ দরবারে
বাহ্য আড়ম্বর ও নিয়ম অধিক দৃষ্ট হয়। সর
জন লরেঞ্জ সকলকে সমভংগে গ্রহণ করিতেন।
কৃষ্ণবাগানে যে তিন ব্যক্তি হত্যা করে, গত
কল্যা প্রেসিডেন্সিভেলের নিষটে তাহাদিগের
কাশী হইয়াছে। হত্যাকারিগণ কিছুমাত্র
তত্ত্ব প্রশ্ন করে নাই।

কচের রাজা শসের মাতুল স্বর্গত করি
য়াছেন।

মেজর ইবাগবেল কেও অব হাঁওয়ার বিরুদ্ধে
লিখিয়া বলিয়াছেন এ সংবাদপত্রখানি
গবর্নমেন্টের মুখপাত্র জ্ঞান করা অম এমী
সকলেই জ্ঞানেন। তথাপি মেজর বেলে বলেন
সর জন লরেঞ্জ অন্যায় করিয়া কেওকে
হীহার সংক্রান্ত বাগজ পত্র প্রদান
করিয়া ছিলেন।

১৮ ই মাঘ শনিবার

কান্দি হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন গতকল
রাত্রি ৩ কি ৪ রিটার সময় মনোহারি বাজাবে
এক খানি ঘর দৈবাৎ অগ্নি লাঘিয়াছিল, সখা
সময় পাইলেই সাহায্য করিয়া থাকেন, পবন
দেব শুভাগমন করিয়া অগ্নি দেবের সাহায্য
করিলেন এবং তিনি প্রায় ২ ঘণ্টাকালে একে
একো সমস্ত পরিশ্রান্ত তস্মীভূত করিলেন !! চহা
পর মধ্যে সংকীর্ণ রাস্তার দুই পার্শে অগ্নি জ্বলি
ছে, প্রাণতয়ে কেহই সাহস করিয়া কপর্দক মূল
র দ্রব্যও রক্ষা করিতে পারেন নাই। লঠন, পে
টা ছাতা, চুকা প্রভৃতিতে প্রায় ৩০০০ টাকা
দ্রব্য দহ হইয়াছে। পৌতাগাত্রেমে কোন কোন
দোকানী বিস্তার দ্রব্য লইয়া বিক্রয়ার্থ স্থানান্তরে
মেলায় গিয়াছিল, নচেৎ আবে বিলক্ষণ ক্ষতি
হইত

সেরাজগঞ্জ হইতে এক ব্যক্তি লিখি
য়াছেন। গত রাত্রি ৯ টার সময়ে অত্র গঞ্জে
বাপড়ের পটীতে তরানক অগ্ন্যুৎপাত হইয়া
গিয়াছে ২৫। ৩০ ঘর দহ হয়, অনেকের মহা
মূল্য দ্রব্য তস্মসং হইয়াছে। বহু লোক উপস্থি
ত হওয়াতে আর অধিক ক্ষতি হয় নাই। পুলিষ

উপস্থিত ছিলেন। এখন বৎসর নাই যা
২। ৩ বার এই রূপ শোচনীয় কাণার না ঘ
তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চহা ত
পাকা ঘর প্রস্তুত করেন না। কাঁচা ঘরে
৫০০ বা অধিক টাকা ব্যয় হয় এবং প্রতি ব
বেই তস্ম ১২ হুয় সেও ভাল তথাপি পাকা
হয় না।

—:—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্টগবর্নরের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

১৯ এ জামুয়ারি। হুগলীর সহকারী মা
জিষ্টেট ও কালেক্টর ডবলউ, এচ, গ্রিম ল সা
দ্বিতীয় জে. এর প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্টেট
ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

২০ এ জামুয়ারি। নওয়াখালির ডে
মাজিষ্টেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু গোকুলচ
রায় চট্টগ্রামে বদলী হইয়া প্রথম জে
অধীন মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যে দিবস কাপ্তেন টি, এচ, সি উইল, ক
তার ৬ পর্ণ করিয়াছেন, সেই দিবসাবধি চট্ট
মের পর্তত তফলের অন্তর্গত সঙ্গর সহকা
কমিসনার এ, রাটে সাহেব কিছু দিনের নি
উক্ত তফলের ডেপুটি কমিসনারের কার্যভ
পাইয়াছেন। তিনি ১৮২২ অক্টর ৭ আইন
১৮২৫ অক্টর ৯ আইন অনুসারে চট্টগ্রামে ক
ইয়ের ক্ষমতা পাইবেন।

যশোহরের ডেপুটি মাজিষ্টেট ও ডেপু
কালেক্টর বাবু ভগবানচন্দ্র বসু বর্জমানের বদ
হইয়া মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন লেপ্টনেন্ট এচ, এম, রামসে বি
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন লেপ্টন
এ, আর, উইলকিন্সন বঙ্গদেশে পুলিষ ইন
ইর জেনরলের নিজ সহকারী হইবেন।

যত দিন লেপ্টনেন্ট উইলকিন্সন কার্যভ
থাকিবেন, তত দিন ডবলউ, জে, কিল
সাহেব সাহরনের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরি
শেপ্ট হইবেন।

যত দিন মেজর এফ, এন, মাইলস বিদ
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন আ
এচ, জি, আরবিণ সাহেব মালদহের প্রতি নি
পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইবেন।

২৪ পরগণার সহকারী পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট

১৮, জনশ্রী সাহেব মুবাসদাবাদে বদলী
বেন।

কটকের সহকারী পুলিশ সুপারিটেন্ডেন্ট
এম, ব্রডসডেল সাহেব ত্রিভুতে বদলী
বেন।

২১ এ জুলাই। যত দিন ডাক্তার জে, সি,
লক্ষ বিদায় লইয়া অসুপস্থিত থাকিবেন,
তত দিন ডাক্তার জে, বি, আলেক
ডাক্তারের এজেন্টের প্রতিনিধি প্রধান সহ
রী হইবেন।

পুনীয়াব ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
বাবু বিলকানন্দ মুখোপাধ্যায় মানভূমে
লী হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেট
বেন।

যত দিন বাবু গোবিন্দমোহন ঘোষ বিদায়
য়া অসুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন রাজস্ব
ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
ডাক্তারের মিত্র তদ্বতা কমিসনরের
তিনি নিম্ন সহকারী হইবেন।

২২ এ জুলাই। যত দিন বাবু মনুসুন্দর
বিদায় লইয়া অসুপস্থিত থাকিবেন, তত
বাবু গনানায়ায়ণ স্যাকার চট্টগ্রামের প্রতি
অতিরিক্ত অধ্যক্ষ হইবেন।

জ. এম, আব্দুল হক সাহেব কটকের সাধা
বদলী পলাশী সড়ক সম্পাদক হইবেন।

ডবলিউ, জে, হবেল সাহেব চাকার প্রতি
স বদলী সেন্সিট সজ হইবেন।

জে এম কুটস সাহেব গরার মাজিস্ট্রেট সি
সদর জজ হইবেন। তদনিত ৩ দিন
নিত না বেন, তত দিন এচ, ডবলিউ, আলেক
কার সাহেব গরার প্রতিনিধি সাধা ও
সদর জজ হইবেন।

ত দিন এচ, ডবলিউ, আলেকজার কাবি
র থাকিবেন, তত দিন কিছু কালের নিমিত্ত
সি, কিবোজ সাহেব সাহাবাদে দ্বিতীয়
নির প্রতিনিধি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হই
বেন।

জে, ওয়াড সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত
মাজিস্ট্রেটের প্রতিনিধি জাইট মাজিস্ট্রেট ও
পুটি কালেক্টর হইবেন।

ত্রিভুতের সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর
এম, বাবর সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণির প্রাত
মি জাইট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
বেন।

২৩ এ জুলাই। ২৩ পরগণার ডেপুটি
মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কালী

চরণ ঘোষ কিছু দিনের নিমিত্ত কুমার বনের
কমিসনরের সহকারী হইয়া রাজধানী বিভাগের
সকল জেলা ও বাখরগঞ্জ মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা
পাইবেন।

বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ফরিদপুরের
বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

যত দিন মুঙ্গ মাসয়্যুলা বিনায় লইয়া অসু
পস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু ঠাকুরদাস
মুখোপাধ্যায় বগুড়ার প্রতিনিধি মুঙ্গ হই-
বেন।

২৫ এ জুলাই। ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও
ডেপুটি কালেক্টর বাবু রাসবিহারী বসু বাঁকা
উপবিভাগের ভার পাইয়া ভাগলপুরে মাজি-
স্ট্রেটের ক্ষমতা চালম করিবেন।

বাকার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
ঈব মৌলবী অ বহুল গফুর সাহরণে বদলী হইয়া
মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা চালম করিবেন।

সাহরণের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি
কালেক্টর ই, ই, ফিশার সাহেব লোকারডগার
বদলী এং পালাম'উএ স্থিত হইয়া প্রথম
শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২৬ এ জুলাই। ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও
ডেপুটি কালেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ সরকার, যিনি
একপে বিদায় পাইয়া আছেন, পুনর্বার কুমার
খালি উপ বিভাগে নিযুক্ত হইবেন।

কুমারখালির ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি
কালেক্টর বাবু মঞ্জীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সদর মহ
কুমার পাবনায় বদলী হইবেন।

যত দিন টি, ওয়েলডন সাহেব বিশেষ
কার্যে নিযুক্ত থাকিবেন, তত দিন জে, মাস্টার
সাহেব ছরঙ্গের প্রতিনিধি পুলিশ সুপারিটেন্ডে
ণ্ট হইবেন।

যত দিন কলেব্রন জি, বি, ফিশার বিদায়
লইয়া অসুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ই, এ,
বাইমস সাহেব ত্রিপুরার প্রতিনিধি পুলিশ সুপ
ারিটেন্ডেন্ট হইবেন।

সব আসিষ্ট্যান্ট মাজিস্ট্রেট চয়ালরক্ষ মোম
হুগলীর অন্তর্গত সুলতানগাঁও দাওবা
চকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

লেফটেনেন্ট এ, এচ, গিল এক জন সহকারী
বেহেনিউ সরবেয়র হইবেন।

ত্রিভুতের সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর
ডি, এম, বীরবন সাহেব দীওয়ার উপবিভা
গের ভার পাইবেন।

দীওয়ার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি
কালেক্টর এচ, ডোংস সাহেব সদর মহকুমা
ত্রিভুতে বদলী হইবেন।

পবলিক ও:
১৩ ই জুলাই
১ লা ডিসেম্বর অব
সিগন বহরমপুর হইতে
ভাগে বদলী হইয়াছেন
প্রথম শ্রেণির ওবরসি:

ঐ দুর্গাদাস
প্রথম শ্রেণির পটীকা
ট, ডবলিউ, এচ, স্ট্রপল
বাবু বিপ্রদাস মিত্র ও
কীর্ষ হইতে স্থানীয় বিভাগে
নিযুক্তি দিত একসিকিউরি

নিয়ন্ত্রণ পশ্চাতি দিক স্থানে
চতুর্থ শ্রেণির একসিকিউরি
সি, সি, আডলি সাহেব কলিকাত
ইঞ্জিনিয়ারের বিভাগে।

চতুর্থ শ্রেণির একসিকিউরি ই
লিউ জে, ডবলিউ, হিথ সাহে
বিভাগ।

প্রথম শ্রেণির সহকারী ইঞ্জিনিয়ার
লজার সাহেব কটক বিভাগে।

প্রথম শ্রেণির সহকারী ইঞ্জিনিয়ার
রাইডিস সাহেব বাবরপুর্ন বিভাগে
দ্বিতীয় শ্রেণির সহকারী ইঞ্জিনিয়ার
ডবলিউ, ব্রাসিওটন সাহেব ভাগলপুর
প্রথম শ্রেণির সহকারী ইঞ্জিনিয়ার
সাহেব বহু ভাগলপুর হইতে আস
হইবেন।

১৫ ই জুলাই। দ্বিতীয় শ্রেণির
কিউটি ইঞ্জিনিয়ার জি, ডবলিউ,
সাহেব ১৮৬৮ অফের ৩১ এ ডিসেম্বর
এগলী নদী বিভাগের ভার গ্রহণ করি

চতুর্থ শ্রেণির একসিকিউরি
বলিউ, জে, ডবলিউ, হিথ সাহে
অফের ২১ এ ডিসেম্বর উপর
বভাগে গমন করিয়াছেন।

চতুর্থ শ্রেণির একসিকিউরি
ই, হইতে দাবে বক্রানের (স্থানীয়
তার ১৮৬৮ অফের ২৭ ই ডিসেম্বর
এক করিয়াছেন।

প্রথম শ্রেণির সহকারী ইঞ্জিনিয়ার
রাইডিস সাহেব ১৮৬৮ অফের ২৭
আরাক্ষে বাবরপুর্ন বিভাগে গমন ক
মধ্য আসান বিভাগে প্রথম
কারী ইঞ্জিনিয়ার জে রবিন্দ্র সা
বিভাগে প্রতিনিধি একসিকিউরি
হইবেন। তিনি ১৮৬৮ অফের ১০

গর গ্রহণ করিয়াছেন।
ফাৎ সহকারী ইঞ্জিনিয়ার
ব ভাগলপুর বিভাগে

সহকারী ইঞ্জিনিয়ার জে.
অফের ১২ই ডিসেম্বর
এ বিভাগে গমন করিয়া-

ডের প্রথম শ্রেণির স্থানীয়
এ, লায়ন সার্ভে পরীক্ষা
পাঠিয়াছেন।

পরীক্ষার্থী ওবরসিয়ার বাবু
অফের ৪ঠা ডিসেম্বর
আসাম বিভাগে গিয়াছেন।

নিব পরীক্ষার্থী সব ওবরসিয়ার
৪ চট্টোপাধ্যায় সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত

— ১০ —

উরোপীয় সমাচার।

২২ এ জ্যুয়ারি। ডিউক অব ব্রাভা
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

২৩ জ্যুয়ারি। স্পেনের গবর্নমেন্টে
মেন্টকে কিছুটা ছাঁপ বিক্রয় পরিবার
হইয়াছে।

২৪ জ্যুয়ারি। ওয়াশিংটনের গবর্নমেন্টে
উহার উত্তর ভূখণ্ডের সহিত আপন-
সনাদল একত্র করিবার কোন চেষ্টা
করা নাই।

২৫ জ্যুয়ারি। প্রাতঃকালের সংবাদপত্রসমূহ
নপলিয়নের শাস্তিসূচক বক্তৃতার
উহার ও ফরাসী জাতির প্রশংসা করি

২৬ জ্যুয়ারি। যে শেষ টেলিগ্রাম আসি
তার মর্ম এই, তাতিসাধারণ সভার
আনীত সভ্যদের অধিকাংশ রাজ-

প্রণালীর অনুমোদন করেন।

২৭ জ্যুয়ারি। সত্য সত্য এচ. ট্রেসিন
প্রতিনিধি বলিয়া মনোনীত হইয়া-
কস্ত উৎকোচ-পত্র অপরাধে মহা

২৮ জ্যুয়ারি। বহিষ্কৃত হইয়াছেন।

২৯ জ্যুয়ারি। মিরাস্টিভ সেন্টেয়ারি
বাকস্টার
ভাবে এক সংকল্প অব প্রকাশ করি

৩০ জ্যুয়ারি। ত্রি-বক্তাদের প্রাণ অংশে
যথাসাময় করিতে হইবে।

৩১ জ্যুয়ারি। গারনী কোম্পানির
ব্যবসায় উঠা
হাদিগের উপরে দেওয়া হইয়াছে,

উহার অধিকাংশকে দায়ী করিবার নিমিত্ত
চামরি আদালতে মালীশ করিয়াছেন।

২০ এ জ্যুয়ারি। দুতসভা যাহা বলিয়াছেন
সুলতান তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

২১ এ জ্যুয়ারি। মহাসভার অধিবেশনদিবসে
সভার নেপোলিয়ন বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন,
সেনাদল সংক্রান্ত আইন অনুসারে মহাসভা

২২ এ জ্যুয়ারি। 'অপ ও টেনা প্রদান করিয়াছেন,
তাছাড়া দেশে আর কোন অনিষ্টশক্তি নাই।
একশ্রেণী ফাৎ য সে বিপদের সম্মুখীন হইতে পারেন।

২৩ এ জ্যুয়ারি। শান্তির সময়ে
যতদূর আবশ্যিক তাহা বিবেচনা করিতে
কুন্সের টেনা ও নাভিকদলকে পর্যাপ্ত
বিবেচনা করিতে হইবে।

২৪ এ জ্যুয়ারি। খুর্সাপেক্ষা সোক্রা
সংখ্যা অধিক নহু বটে কিন্তু অল্পসবল
উৎকৃষ্ট অস্ত্রাগারও টেনিকভাণ্ডার
পরিপূর্ণ; নিচু

২৫ এ জ্যুয়ারি। নাভিকদল
শান্তির টেননাগণ সুশিক্ষিত; যুদ্ধ
আহাৎ গুলি পুনঃনির্মিত এবং
চুর্গগুলি উত্তম অবস্থা
পন্ন হইয়াছে।

২৬ এ জ্যুয়ারি। সভার বলিলেন
ফাসেব ক্ষমতা রক্ষার্থে
টেননাগণের উৎকর্ষসাধন
আবশ্যিক। তিনি আরও
বলিলেন, বিদেশীয় গবর্নমেন্ট

২৭ এ জ্যুয়ারি। সমূহের সাহিত্য
উহার সম্পূর্ণ সম্ভাব আছে
কুরস ও গ্রীসের বিবাদভঞ্জন
প দুতসভা হয় এবং দুতগণ
সকল বিষয়ে একবাক্য হইয়াছেন

২৮ এ জ্যুয়ারি। উপসংহারকালে
সভার এই অভিলাম প্রকাশ
করিয়াছেন যে, সর্ব সাধারণে
উহার রাজনীতি অনুমোদন
করিবেন। তিনি এক কালে
সকল বিষয়ের পরিবর্তে ভাল
বাসেন না। গবর্নমেন্টে
বল ও প্রচার খবরিনতা থাকে,
এই উহার অভিপ্রায়।

২৯ এ জ্যুয়ারি। সকলে অনুমান
করিতে ছেন দুতসভা যাহা
করিয়াছেন, তাছাড়া তুরস
ও গ্রীসের ববদশান্তি হইবে।

৩০ এ জ্যুয়ারি। উত্তর ভূখণ্ডের
গবর্নমেন্ট বাবেরিয়া ও ওয়াট
সর্গের রাজার সহিত এই ভাবে
সজ্জি করিবার চেষ্টায়
আছেন যে, উহাদিগের পরম্পরের
প্রভা গণ পরম্পরের সেনাদলে
প্রবেশ করিতে পারিবেন।

৩১ এ জ্যুয়ারি। গিগউইচ
ইসপাতালের অধাফের
পদে উঠিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক
বিভাগে পরিমিতরূপে ব্যয়
করিবার বিধি হইবে।

৩২ এ জ্যুয়ারি। রাজ্যী এক
আজ্ঞা প্রচার করিয়া গিরজার
বেদিসকলে আলোক দিবার
নিষেধ করিয়াছেন অধিকাংশ
কিছুগুলি এই আজ্ঞা প্রতিপালনে
সম্মত হইয়াছেন।

৩৩ এ জ্যুয়ারি। পেরা ২৪
এ জ্যুয়ারি। রনতরীর অধাক
হোবাট পাশা মিত্র হইতে
ক্রিটে গমন করিয়াছেন।
গ্রিসের রাজা অঙ্গীকার
করিয়াছেন, যতদিন বিচারালয়
আজ্ঞা না দেন ততদিন ইন

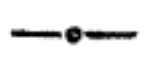
৩৪ এ জ্যুয়ারি। গিস বাস্পীয়
জাহাজ বন্দর ভাগ করিতে
মিসরের পাশা ৫-০-০-০
টেনা সুলতান দিয়া সাহায্য
করিবেন।

উদ্ধৃত।

‘ইণ্ডিয়ান মিরর ও লংস
সংক্রমণ লরেন্স বাহারের
রাজ্য প্রণালী ও চরিত্র
লইয়া বিস্তর তর্ক হইয়াছে।
কিন্তু যিনি যেরূপ লিখুন
ইন্ডিয়ান মিরর সম্পাদক
তাছাড়া চূড়ান্ত করিয়া
বাঙ্গালির মধ্যে ইনি যেরূপ
লবেগ সাপেক্ষ লোক,
এরূপ আর কেহ নহে।
যে লোকের সকল কার্যের
অভিপ্রায় খুঁজিয়া তাছাড়া
কিছুর ভাবিতে পারে যে,
উন্নত ব্রাহ্মদিগকে লরেন্স
বাহার কিছু করা হইয়া
ইণ্ডিয়ান মিরর সম্পাদক
কৃত আবদ্ধ হইয়া এরূপ
মতাবলম্বী হইয়াছেন
বৎস লরেন্স বাহার উন্নত
শীল ব্রাহ্মদিগের সাংসদিক
অধিবেশন দেখিতে যান
ও কোন লোককে বাটতে
ডাকেন, এমন নিমলায়
উহার কিছু লইয়া যান।
কিন্তু ব্রাহ্মদিগের
অভিপ্রায় খুঁজিতে
কিছুর ভাবনা। যেরূপ
খাস্মিক ও সং উহার
উহার সিদ্ধান্তের
কোন বিপরীত কাহিনী
কেন ইহা সম্ভাবনা
হইয় না। কিন্তু ই
খর মিররের প্রস্তাব
পড়িলে একটা ভাব
য উহা বাঙ্গালির
লেখা, না ইংরাজের
লেখা। তিনি বলেন
যে ‘‘গবর্নমেন্ট’’
বলে ‘‘ল’দিগকে
যাইতে দেওয়া উচিত
নয়, সেখানে যে যে
কাণ্ড হয়, তাহা
বাঙ্গালির রূপ নীতি
জ্ঞান, তাহাদিগকে
দেখিতে উচিত নয়।
অতএব এরূপ স্থানে
যে বাঙ্গালিদিগকে
লরেন্স সাহেব যাইতে
দেন নাই, তাহা
হইয়াছে। এগালিটি
কাণ্ডের দেওয়া হইয়া
ইংরাজদিগকে না,
বাঙ্গালিদিগকে? এ
ইন্ডিয়ান মিরর
সম্পাদক ইংরাজ
কর্তব্য পড়িয়া
হইয়াছেন, না
অপকপাতিতা
দেখাটতে
লিখেন? আমরা
বরাবর দেখিতেছি,
যে ও ইণ্ডিয়ান
মিররে বড়
সম্প্রীতি, অর্থাৎ
বাঙ্গালির
এত শত্রু যে,
ইংরাজ ও
বাঙ্গালি জাতি
বৈরীর উদ্বেক
করিয়া দেওয়া
ইংরাজের
লখন উদ্দেশ্য।
বাঙ্গালি হইয়া
লিকে এত ঘৃণা
করে সেবার্ত্তি
কি! ব্রাহ্ম
কি এই ফল
যে, স্বদেশের
উপর ঘৃণা
জন্ম দেয়।
বাঙ্গালিদের
নীতিজ্ঞান নাই,
উহার
জীলোকদিগকে
কি সাহসে
প্রকাশ
স্থানে
আনিতেছেন?
আমরা
ব্রাহ্মদিগের,

তর্কন করিয়া থাকেন, এখানে বাহার্য
 তবর্ষদেখীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন,
 ও আবার ইংলণ্ডে গিয়া ভারতবর্ষীয়
 মিত্র হইয়াছেন এবং ইংলণ্ডে উচ্চ পদ
 দ্বারা ভারতবর্ষীয়দিগকে সমকক্ষ ভাবি
 কন। কিন্তু তাহা বলিয়া কি তাঁহারা
 পর লোভ পরিত্যাগ করিতে পারি
 ন? কর ও নয়নযুগলই ইহার স্পষ্ট প্রমাণ।
 ব্যক্তি কবে শুনিয়াছেন, বা ইতিহাস
 পাঠ করিয়াছেন, যে জাতিকে ক্ষমতা থাকি
 জাতিকে এ প্রকারে পরিত্যাগ করিয়া
 অধিক কি, এই ত ইংলণ্ডে ইংরাজেরা
 দেয় প্রতি এত অসুস্থ ও আমাদিগের স
 সমব্যবহার করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহার
 দিগের জন্য বিশেষ কি করিয়াছেন? তাঁ
 যদি এদেশীয়দিগের আন্তরিক হিতৈষী
 ন এবং ভবিষ্যতে এদেশীয়দিগের হস্তে
 ভারতবর্ষের রাজত্ব সমর্পণ করিতে কৃতসং
 হইতেন, তাহা হইলে কখনই সিবিলা
 পরীক্ষাটিকে ইংলণ্ডের একচেটিয়া করি
 না এবং সৈনিক বিভাগটিকেও ইংরাজ
 স্বক্ৰান্তর করিয়া রাখিতেন না। তবে
 তা যুগের ন্যায় কাল আসিয়া উপস্থিত
 তাহা হইলে টহাও সম্ভবিত্ত পারে। আকা
 হম হইতে ফলেৎপত্তিও হইবে না, আর
 দিগেরও ক্ষুধাশান্তি হইবে না। ইংরা
 স্বার্থ-স্বত্ব-শূন্য হইয়া কিছু এ দেশ জয়
 নাই, ইংলণ্ডের মান ও সম্পত্তিবৃদ্ধিই তাঁর
 প্রয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। নচেৎ এত দিনে
 পূর্ক লক্ষণ দেখা যাইত। এখন এদেশীয়
 রাজনীতিসংক্রান্ত স্বত্ব প্রায় কিছু
 নাই, একথা বলাও বোধ হয় অসঙ্গত হয়
 তৈ, আমরা আফিসর হইতে পারিতেছি,
 পদ প্রাপ্ত হইতেছি? আমাদের কি
 ? সামান্য মাজিষ্ট্রেটের পদও এতদেশীয়
 ভাগ্যে ঘটে না। “বিভালের ভাগ্যে
 ছেড়ার , ন্যায় এক আখটি জজের পদই
 আমাদের রাজনীতিসংক্রান্ত স্বত্বের
 ? তাঁহার জনৈক আমরা গবর্নমেন্টের
 পীড়পীড় করিতে পারি না? এটি কি আ
 গর অসঙ্গত প্রার্থনা? এই আমাদের চি
 লর স্ব। ভারতবর্ষ চিবকাল আমাদেরই
 ছিল এবং ভারতবর্ষের রাজনী
 ত্রান্ত স্বাভাবিক বিষয়েই আমাদের
 ছিল, তথা মুসলমান রাজত্ব আমাদের
 দেয় অনেকাংশে রোপান হয়, এ কথা যথার্থ
 কিন্তু তথাপি তৎকালেও এদেশীয়েরা

প্রধান সেনাপতিও হইতে পারিতেন, এবং
 প্রধান মন্ত্রিপদেও ইহাদের সম্পূর্ণ স্বত্ব ছিল।
 ইংরাজ রাজত্বে তাহার কি আছে? অতএব
 যেটি আমাদের চিরকালের স্বত্ব, তাহা এখন
 আমাদের হস্তগত না হয় কেন? আমরা অবশ্যই
 এ প্রার্থনা করিতে পারি, গবর্নমেন্টেরও ইহা
 অবশ্যই দেওয়া কর্তব্য। ইহারা স্বরাবয় বলি
 যাও আসিতেছেন, “দিবেন” কিন্তু কাজে তাহা
 দিতেছেন না। এইসকল প্রমাণদ্বারা কি স্পষ্ট
 অনুমিত হইতেছে না যে, এদেশীয়দিগের হস্তে
 ভারতবর্ষশাসনের ভারার্পণ করিবার কথাটি
 কেবল প্রলোভনমাত্র? সে প্রলোভনটি আব
 শ্যক কি? যদি মনে এক, বাহিরে আর হয়,
 তবে সে ভাবে থাকি— ইংলণ্ডীয়দিগের চির
 কাল কষ্ট পাইবার আবশ্যকতা কি? আর
 আমাদেরই বা এত দুঃখ দিবার প্রয়োজন কি।
 স্পষ্টই বলা ভাল, তোমরা হাজার উপযুক্ত
 হইলেও কখনই পরাধীনতা-শৃঙ্খলমুক্ত হইতে
 পারিবে না, আর আমরাও সাধ্য থাকিতে ইহার
 লোভসম্বরণ করিতে পারিব না। তোমরা উচ্চ
 উচ্চ পদে একবারে বঞ্চিত থাকিবে এবং সৈনিক
 বিভাগেও প্রবেশ করিতে পারিবে না, আর
 আমরাও কম্বিন কালে তোমাদিগকে দিতে
 পারিব না। তাহা হইলে ত সকল বিষয়ে সুবি
 দা হয়। আমরাও আর অনর্পক চীৎকার করি না
 এবং গবর্নমেন্টকেও ব্যস্ত হইতে হয় না।
 একেবারেই আমাদের মুখবন্ধ হইয়া যায়।
 আর যদি ভারতবর্ষের শাসনভারপ্রদানের কথা
 দুবে থাকুক এতদেশীয়দিগকে অন্ততঃ সকাবি
 য়ে উপযুক্ত ও আত্মরক্ষাসমর্থ করিয়া তুলিতে
 অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয়দি
 গের জন্য সৈনিক বিভাগের স্বার উন্মোচন
 করিয়া দিউন। ইহাতে আর যেন কখনো বিষয়
 করা না হয়। কল্পলিতিকা।



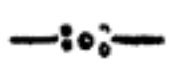
আমাদিগের শ্রীহট্ট সংবাদদাতা
 লিখিয়াছেন।

অত্রত্য স্থানসমূহ ২। ৩ মাস যাবৎ ওলাউ
 ঠার প্রাচুর্য হইয়াছে; কিন্তু একদ
 পর্যন্ত নিঃশেষিত হয় নাই। ইতিমধ্যে আবার
 বসন্তরোগের প্রভাবও মধ্যে মধ্যে লক্ষিত হই
 তেছে। রোগের এরূপ প্রভাব আরো কিছু কাল
 স্থায়ী হইলে এ দেশের যে কি দশা হয়, বলা
 যায় না।
 ২। অত্রত্য সেখাট মিসন স্কুলের সাত জন

হাজ প্রবেশিকাপরীক্ষা প্রদান করিয়াছি
 তদ্ব্যতীতই কনমাত্র কৃতকার্য হইয়া
 আফ্রাদের বিষয় এই, ইহারা উত্তরেই
 জেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এখানে গত ২৮ এ পৌষ রবিবার পাঁচ
 সময় দুই বার এবং গত ১ লা মাঘ
 ৩ টার সময় একবার ভূমিকম্প অতিশয়
 ও অনেকক্ষণ স্থায়ী হইয়াছিল এমন কি,
 বয়স্কগণের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম,
 বৎসরের মধ্যে এরূপ ভূমিকম্প হয় নাই।

৩ ই মাঘ
 ১২৭৫ সাল



প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশস
 মহাশয় সমীপেষু।

সুসভ্য রাজপুরুষদিগের যত্ন ও অধ্য
 নবন্ধন এ দেশে দিন গ্রামে গ্রামে
 নগরে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে। বদ
 গবর্নমেন্ট সে জন্য বিপুল অর্থব্যয়েও
 নছেন, তথাবদায়কাদগেরও অভাব
 আজ কালি বিদ্যালয়সমূহে যেরূপ শিক্ষা
 প্রচলিত আছে, তাহাতে বিদ্যালয়
 প্রকৃত উদ্দেশ্য যে চরিত্রশোধন ও আত্ম
 তাহা পরিত্যাগ করিয়া অপর
 পরিপোষণ হইতেছে। প্রথমতঃ সাহা
 বিদ্যালয়সমূহ প্রায়ই অস্বদেশীয়দিগের
 সমর্পিত; কতকগুলি বা মিসনারিদিগের
 ন্যস্ত। আমাদের দেশের স্কুল সন্থের স
 কেয়া প্রায় অনসাহায্যসংপেক্ষ, সুতরা
 সমূহ যথা বিধান সংগৃহীত না হওয়াতে
 দিগকে সাধারণসমক্ষে নিন্দনীয় হইতে
 এবং ইহাতে সাম্প্রতিকও তাঁহারা অনেক
 তদ্বিষয়ে দোষী। মিসনারি ম্যানেজার
 অর্থের অভাব নাই, তথাবদায়কের
 অনেক স্থলে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া
 তাঁহাদের দোষে যেরূপ অনিষ্ট হইবার সম
 শিককগণ সক্রিয়, সুশিক্ষিত ও
 সম্পন্ন হইলে ততোধিক অনিষ্ট হইবা
 বনা। শিক্ষকতাকার্যের ন্যায় গুরুতর
 বিবল। ইহাতে অনন্ত আত্মার
 কার্য করিতে হয়। পিতা মাতা যে সন্তান
 নয়নপথের অন্তরাল করিতে সংকুচিত

রা হইলেও বাহাদিগের জ্বকোমল মুখ
 জনক জননী মানসপটে অঙ্কিত থাকে ।
 ানাধিক সজ্ঞানকে শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ
 নিশ্চিত ও যেম কোন দুর্ভাগ্য তার হইতে
 ইয়া থাকেন। তাহাতে যদি শিক্ষকের
 ালয়সমূহের কর্তৃপক্ষীয়েতা চরিত্রমোখে
 হন, তাহা হইলে বালকগণের ইষ্ট হইয়া
 কুঃ; করং সেইসকল সন্তান শিক্ষকগ
 তাবের অধিক অনুকরণের বণবন্তী হইয়া
 াব ধারণ করে এবং শুদ্ধ পিতা মাতার
 স্বরূপ হয় না, দেশের কষ্টকস্বরূপ হইয়া
 । এদেশীয় বিদ্যালয়সম্পাদকদিগের
 নাই, কিন্তু যেসকল ধর্মপ্রচারকেরা
 ান্থিক ও ভূমধ্যস্থ সাংসারের বক্ষ্য বিনীর্ধ
 া, যাঁহারা স্কটলণ্ডের পরীতশিখর হইতে
 ার্ধ হইয়া ভারতভূমি বঙ্গসাদনের জন্য
 ান করিয়াছেন, যাঁহারা ভারতবর্ষে থাকিয়া
 াকেশ ও গলিতমাংস হইয়াছেন, যাঁহা
 ার সাহায্যে এ দেশে প্রথমে বিদ্যালোক
 ার্ধ হইয়াছে, আজি কালি তাঁহাদিগের মধ্যে
 কেহ গেই মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি কিম্বত হইয়া
 ান্য সাংসারিক সম্প্রদায়ের মধ্যে গণিত
 াছেন। তাঁহাদিগের হস্তে যেসকল স্কুল
 া, ক্রমে ক্রমে তাহাদের আমকের শোচনীয়
 া লক্ষিত হইতেছে। যাঁহাদিগের লোকের
 া করা একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁহারা হৈ যে আবার
 াদোলের আকরস্বরূপ ব্যক্তিবর্গের আশ্রয়
 াপের প্রোত প্রবাহিত করিতেছেন, ইহা
 ান্য আক্ষেপের বিষয় নহে। তাঁহাদিগের দয়
 ার্ধ হইয়াছে পরিমাণে অধিক। আর তাঁহারা
 ার্ধনা হন, আমাদের এরূপ ইচ্ছা নহে।
 াল পটে, কিন্তু উহা বিবেককে অতিক্রম
 াল বিষয় কল উৎপাদন করে। কিছু
 ার্ধে শ্রুতিপ্রাচীনাম.য. মধ্য বিভাগের ইন
 ার্ধ মঠাশয়ের মিসনরি ইন্স্টিটিউটসমূহের
 ার্ধ হইয়াছিল। তাঁহারা সে সন্দেশ
 াকও নহে। এক্ষণে আর তাহার উপেক্ষা
 ার সময় নাই। মিসনরি মঠাশয়েরা ধর্ম্মাব
 ার্ধিত ালরা যেন তাঁহাদিগকে অজ্ঞান
 ার্ধপরায়ণ মনে না করেন। অবিলম্বে
 ায়া মিসনরি স্কুলগুলি দেখুন, তাহার
 ার্ধে কত অন্যান্য আছে, তাহা দেখিতে
 ান। বোধ হয়, ইনস্টিটিউট মঠাশয়দিগের
 ার্ধিগের উপরে অনেক পরিমাণে বিশ্বাস
 া এবং তজ্জন্য হয় ত অনেক সংঘে সত্য
 ার্ধে বাবুরা মিথ্যাবাদী ও বুঝা নিন্দা
 ার্ধিতা তিরস্কৃত হইয়াছেন। কিন্তু ইন

স্পেটর মহাশয়েরা যেন মনুষ্যকে অপূর্ণ মনে
 করিয়া কার্য করেন, তাহা হইলে সকল সংশ-
 রই আশু নিরাকৃত হইবে; অ.ম.রও লেখনী
 ধারণের কল সার্থক হইবে।

সাহাপুর } অসুগত
 ১৫ ই মাঘ } ক্রীকৈঃ
 —:~:~:~—

আমাদিগের গবর্নমেন্টের প্রতি আশংগানদি-
 গের যে আশ, তাহা পশ্চাৎলিখিত বিষয়টীতে
 প্রকাশ করিবে। এক জন আশংগান পীড়িত
 হইয়া চাঁদনির চিকিৎসালয়ে গমন করে। তথায়
 তাহাকে যেপ্রকার ঔষধ, শয্যা, বস্ত্র ও আহা'র
 দেওয়া হয় তাহাতে সে নিতান্ত কৃতজ্ঞ হইয়া
 আমাদিগের নিকটে এক দিন বলে, " বাবু।
 আমার দেশে অতি নিকট আশ্মীয় ও এরূপ
 দয়া করেন না। দয়া ও দাতব্যের বিষয়ে ইংরাজ
 দিগের সহিত অন্য কোন জাতির তুলনা হয়
 না। দেখ কেবল লোকের উপকারের নিমিত্ত
 কলিকাতায় কত আলয় আছে। আমরা তন্নি-
 মত্ত ইংরাজদিগকে যথার্থ ভাল বাসি।
 ইংরাজদিগের সহিত আমাদিগের ধর্ম্মে
 মিলমা বলিয়া যে ভিন্ন ভাব হয়।

" তোমাদিগের আমীরকে আমাদিগের
 গবর্নমেন্ট প্রতি মাসে এক লক্ষ টাকা দিতে
 ছেন; তোমরা ইহার কি উদ্দেশ্য স্থির করি-
 য়াছ? "

" ইংরাজ গবর্নমেন্ট কেবল রক্ষীয়া
 রূপে রাখিবার নিমিত্ত এই সাহায্যদিত্তেছেন।
 কিন্তু আমাদিগের দেশগ্রহণের বিষয়ে তাঁহা-
 দিগের কোন লোভ নাই। "

" তবে তোমরা এক জন ইংরাজ দূতকে
 কাবুলে বাইতে দিতে এত অসম্মত কেন? "

" কেবল ধর্ম্মে মিলে না বলিয়া আমাদিগের
 মৌলীগণ সর্কদা কাফকে ধৃত করতে বলেন। "

" ভাল, তোমাদিগের দেশে চাঁর বৎসর
 পর্যন্ত গৃহ যুদ্ধ হইতেছে। যদি আমরা এক
 দল সৈন্য প্রেরণ করিয়া তোমাদিগের দেশে
 শান্তি স্থাপিত করি তাহাতে আপত্তি কি
 আছে? "

" বাবু। সেটা কখন হইবে না। রক্ষীয়া
 জাত্রমণ না করিলে আমরা একটা ব্রিটিশ
 সৈনিককে বিনাযুদ্ধে কাবুলে প্রবেশ করিতে
 দিব না। তোমাদিগের গবর্নমেন্টও যে পুন-
 র্কার সৈন্য প্রেরণ করিবেন, তাহা আমাদিগের
 বোধ হয় না। "

এ অঞ্চলের (বনগ্রাম ও সাতকিরা উ-
 ডাগের কিয়দংশ) ন্যায় চর্ভাগ্যস্থান
 আর দুর্ভাগ্যের হয় না। ইহা নদীয়া
 পরগনার সজিবুল; যশোহরও পূর্ব
 এখানে কোনপ্রকারই সমস্তুতান দৃষ্ট
 এমন কি আপনাদিগের জীবনযাত্রা
 বাহা আবশ্যিক, তাহার নিমিত্তও এ
 লোকের ঘর নাই। গোবর্ডাঙ্গা ও বনগ্রা
 ইহার চতুর্দিকে ১০ ক্রোশের মধ্যে
 বঙ্গলা বিদ্যালয় নাই। সংপ্রতি কয়েক
 গ্রামে কয়েকটা গুরু মর্ধ্যাল পাঠশালা
 হইয়াছে। তাহারও উন্নতিপক্ষে কাহার
 দৃষ্ট হয় না। উক্ত দুই স্থানজিয় উপরি
 স্থানের মধ্যে এক জন বাঙ্গলা টিবদ্যে
 জন নেটিব ডাক্তার ইহার কিছুই নাই।
 হইলে কেবল উপবাসঘারা চিকিৎসা
 হয়। জন দুই হাতুড়ে নাপিত চিকিৎসা
 াঞ্চলের সর্ক সর্কা। গত ৩ বৎসরের
 ামক জুরে আমাদিগের কয়েকখানি গ্রাম
 সমপ্রায় হইয়াছে। কেবল কুইনাইনধ
 আরোগ্যলাভ করিয়াছে; তন্নিম
 লাকই বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ
 য়াছে অন্য অন্য স্থানে চিকিৎসা
 থাকিলে গ্রামের লোকে গবর্নমেন্টের
 জানাইয়া ঔষধ ও চিকিৎসক আনায়, আ
 এখানকার লোকেরা এমন অলস, যে
 তও পাতেন না। গবর্নমেন্টকে জানাই
 স্তরায় গবর্নমেন্ট হইতে কোন উপকার
 হয় না। এইসকল গুরুতর বিষয়ে যখন এ
 লোকের ঘর নাই, তখন রাস্তা ঘাট
 জঙ্গল অপ রক্ষা; ও পচা পুষ্ক রণ্যাদির প
 রপ্রভৃ.ত বিষয়ে তাঁহাদিগের মনোযোগ
 সম্ভাবনা কি? মহাশয়! তাহা দাঁটার
 লোকে যে কতপ্রকার আভাব আছে,
 একপত্র কপ্রকারে জানাইব। ক্রমে এক
 বিষয় লইয়া মহাশয়ের পত্র আঞ্চলিক
 বার মানস করিয়াছ। আমি নিঃস্ব
 পারি। এ দেশের উৎকার এ দেশের
 হইতে হইবে না। যদি আমাদিগের দয়
 ার্ধমেন্ট এই দরিদ্র অলস দেশের কল্যাণক
 একটি গবর্নমেন্টস্কুল ও একটি দাতব্য চি
 সালয় স্থাপন করেন, তাহা হইলে একটি
 প্রদেশের মহান উপকার করা হয়।

আমাদিগের বনগ্রাম উপবি
 সুযোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কা
 ক্রীয়ক বাবু মহিমাচন্দ্র পাল অতিশয়

বিদ্যালয়স্থাপনপ্রকৃতি দেশহিতকর
 তাঁহার বিলক্ষণ যত্ন আছে । তাঁহার তুল-
 লোক সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না ।
 তাঁহার নিকট বিনয়পূর্ণক প্রার্থনা এই
 যেন এ হৃত্যগা স্থানটির প্রতি একটু
 করে ।

এ অঞ্চলে ধান্য এ বার আট আনা
 হয় নাই । রবিশস্য প্রায় হয় নাই
 হয় । কেবল খেজুর গাছের উপর
 কবিয়া এ স্থানের লোকে জীবিকানির্ভার
 পাবেব মালঞ্জারি করিতেছে । কান্তন
 বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই ।
 পারে কি হয় বলা যায় না । একপনে ষোটা
 টাকা মণ বিক্রীত হইতেছে ।

এ পৌষ বেলা জুম্মান ৪ ঘটি
 ময় এখানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া
 প্রায় ৫০ মিনিট কম্প হইয়াছিল
 বাড়ী, বৃক্ষাদি বিলক্ষণ নড়িয়াছিল ।
 হইয়াছিল যে, আর কিয়ৎকণ নড়িলে বৃক্ষ
 ভূমিসংগ হয় । ইহাতে পুষ্করিণীদিগের জল
 তীরে ১০ হাত কি ২ হাত উঠিয়াছিল ।
 জলকম্প ১ ঘণ্টার ও অধিক কণ ছিল
 মাঘ } কসোচিং কাএবা নিবা সনঃ
 পাঠকস্য ।

—:—

অনেক দিন গত হইল আমরা
 সোমপ্রকাশে দত্তকপুত্রবিষয়ক একটি
 প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলাম । আমরা
 পুত্রের দ্বারা স্বীয় সন্তানের স্থান
 অত্যন্ত জঘন্য কার্য এবং পরের
 পিতৃস্বার্থন করা অপেক্ষা লজ্জার
 আর মাত্র । বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাঝেই বুঝিতে
 দত্তকদাতা, দত্তকগ্রহীতা এবং স্বয়ং
 সময়ে সময়ে আন্তরিক বিষম বেদনা
 কবিত্ব থাকেন । জন্মগামিক সন্তানকে
 করা বিধি সামান্য অপলোভে বিক্রয় করা
 ত বড় পাপানুসঙ্গের কার্য । তাহা কে না
 ত পারে ? সন্তানদাতা যখন ঐসকল
 মনোমধ্যে আন্দোলন করেন, আপন
 ক পরগৃহে পুত্ররূপে অবস্থিত করিতে
 ন, নিঃসন্দেহ তিনি তখন নিদারুণ দুঃখ
 প সহ্য করিতে পারেন । আবার যিনি
 গ্রহণ করেন, তিনি যখন পুত্রকে প্রতিপা
 দত্তকের মুখ হইতে স্তম্ভুর পিতৃস্বার্থন
 ক পান, তখনই তাঁহার মনে একটী অনি
 ভাব উপস্থিত হইয়া পুনঃ পুনঃ যাতনা

দিতে থাকে । সোক তাব হৃত্যগাক্রমে যিনি
 দত্তকের গ্রহীতৃপিতা হইয়াছেন, তিনিই তাহা
 সম্যক অবগত আছেন । দত্তকের অবস্থা আরো
 ভয়ঙ্কর । তিনি যখন জানাপন্ন হন, আপন
 পিতৃপরিবর্তনের কথা লোকের মুখে শুনে
 তখন কি তাঁহার মনে একদা লজ্জা ও দুঃখের
 আবির্ভাব হয় না ? মনে করুন, সেই হৃত্যগা
 দত্তকের জন্মদাতা ও গ্রহীতৃ পিতা একত্র বসিয়া
 আছেন এবং দত্তকও তথায় উপস্থিত । এমত
 সময়ে কোন অপরিচিত ব্যক্তি দত্তকের পরিচয়
 চাহিয়া পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিল ; তখন
 তিনি কি উত্তর দিতে পারেন ? তখন তাঁহার
 মন লজ্জা ও গুণাতে অকুলিত হয়, কণ্ঠ ও
 ভিহ্না শুক হয় এবং জীবন একেবারে অসার
 ও অকর্মণ্য ভারমত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয় ।
 তখন যদি পারেন, তবে আত্মজঘন্যত্ব
 গোপন করতে পারিলে তাঁহার মনে তৃপ্তি
 ভয়ে । সমাজেও তিনি ঐরূপ পদে পদে লজ্জা
 ও আত্মলঘুতা প্রাপ্ত হন । ইহা অপেক্ষা তাঁহার
 আর একটী ভয়ঙ্কর অবস্থাও কখন কখন গটিয়া
 থাকে । দত্তকের গ্রহীতার নিকট স্বজনেরা দত্ত
 ককে আসিদ্ধ কারবার জন্য মকদ্দমা কবিয়া
 কোন কোন স্থলে উচ্চতম আদালতপর্যন্ত
 আসিয়াও কৃতকায্য হইয়া থাকেন । এরূপ
 স্থলে দত্তকের কি শোচনীয় অবস্থা ঘটে !!
 " তাঁতি কুল বৈধন কুল হারাইবার " ন্যায়
 জন্মদাতার ও গ্রহীতার বংশ হইতে বিচ্যুত
 হইয়া মহা বিপদগ্রস্ত হন !!! তখন আবার
 পিতার নাম জিজ্ঞাসা করলে একেবারে হতাশ
 ও কিংবক্তব্যবিমূঢ় হইয়া থাকেন !!! এ কি
 সামান্য বিপদ ও দুঃখের বিষয় ! সম্পাদক
 মহাশয় ! আমরা দত্তকবিষয়ক এতরূপ অনেক
 অনেক শোচনীয় অবস্থা মধ্যে মধ্যে অবগত
 হইয়া থাকি । অতএব আমাদের জম্মুরোধ
 এই যে, দত্তকগ্রহণপ্রথা বাহাতে রহিত হয়,
 হিন্দুসমাজ সর্দাস্তঃকরণে তাহার চেষ্টা করুন ।

১৪ই মার্চ }
 ১২৭৫ } শ্রী টেকলাসনাথ বসু

মূল্যপ্রাপ্তি ।

শ্রীযুক্ত বাবু আনানন্দ মিত্র মূল্যভান
 ১৮-৩৯ ফেব্রুয়ারি হইতে ১০ ডাল্লয়ারি ১৩
 ২ " মহেশ্চন্দ্রনাথ তট্টাচার্য্য গোবিন্দগঞ্জ
 ১৮-৬৯ ফেব্রুয়ারি হইতে জুলাই ৭
 ২ " জয়গোপাল চক্রবর্তী ডায়মণ্ডহারবার
 ২০৭৫ মাঘ হইতে টেত্র ৩৫০

শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী শান্তিপুর
 -১০:-

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটা বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমালুল না পাইলে
 বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না ।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
 ষাণ্মাসিক ৫০ টাকা ; মফস্বলে ডাকম
 সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ট
 সিক ৩৫০ । তিন মাসের ম্যনে অগ্রিম
 গ্রহণ করা যায় না । চণ্ডি, বরাত্তি চিঠি,
 অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অ
 যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
 দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন ।

যাহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তা
 যেন এক অথবা আদ আনার অধিক
 ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন ।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
 মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি
 শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাতৃধনের নামে
 ইয়া দেন ।

যাহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
 আসিবে, একমাসপূর্বে তাহাদিগকে
 লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
 গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
 একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব
 যাইবে । শেষ ষাবের পত্র বেয়ারিং
 হইবে ।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
 ঘরে চিঠি আইলে আমবা পত্র পাঠিব ।

যাহারা মালুল না দিয়া পত্রাদি প্রের
 বেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
 যাইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
 করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপ
 আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে
 যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
 বেন, তাহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
 মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
 চাণ্ডিপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ
 তৃধনের বাসীতে প্রতিসোমবার প্রাত
 প্রকাশিত হয় ।

নদিয়ার নদী ।

ন ১৮৬৯ সালের জাভুয়ারি মাসের
১৫ই হইতে ২১এ পর্যন্ত তাগীরখী
নদীর সর্ককর্মতি জলের
সাপ্তাহিক রিপোর্ট ।

স্থানের নাম	সর্ককর্মতি জল	ফুট ইঞ্চি
তাগীরখীর সহিত পদ্মানদীর যোগের স্থান	১৪	"
মহানার	৮	"
তথা হইতে জঙ্গিপুর		৬
১৩ মাইল মধ্যে		
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর	২	"
৪৬ মাইলের মধ্যে		
বহরমপুর হইতে কাটোয়া	২	"
৫০ মাইলের মধ্যে		
কাটোয়া হইতে নদীয়া	২	"
৪৬ মাইলের মধ্যে		

সন ১৮৬৯ সালের ২৫ জাভুয়ারি বহরমপুর জঘাটের জলের মাপ ।

ফুট ইঞ্চি

৬ "

পূর্ব জাভুয়ারি } স্নীযুক্ত সি. ই. উইলকিন্সন
একাজাকি উটিব টেকনিয়র
নদীয়া লোকাল রিবার
ডিভিজন ।

সোমপ্রকাশ ।

২৭এ মাঘ সোমবার ।

সংবাদপত্র ও তাহার মানুল ।

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট পত্র ও টেলিগ্রাফের মানুল কমান্ডার সাধারণের কৃতি মহোপকার করিয়াছেন ; কিন্তু বিষয়ে আক্ষিপ্ত একটা ক্রেটি দৃষ্ট হইতেছে । দিন দিন সংবাদপত্র পাঠের হারুন্ধি হইতেছে ; কিন্তু সংবাদপত্রের ডাক মানুল এত অধিক যে, অধিকাংশ লোক ব্যয়ের ভয়ে তৎপাঠে অসমর্থ হইতে পারেন না । ইংরাজী দৈনিক সমাচারপত্র পাঠ মফস্বলের লোকের মধ্যে এক জনের ভাগে পৌঁছিতে না সক্ষম, অথচ সংবাদপত্রের একটি কামতা হইয়া দাঁড়াই-
ছে । ইউরোপে সংবাদপত্রের মানুল

এ দেশের সংবাদপত্রের মানুল অপেক্ষা অল্প । আমেরিকার গবর্নমেন্ট সাফাৎ সহজ সংবাদপত্রের নিমিত্ত ব্যয় করেন । সম্পাদকগণ পরস্পরের সহিত খেদকল কাগজ বিনিময় করেন, আমেরিকার তাহার মানুল নাই । ইংলণ্ডেও অনেক সুবিধা আছে । অর্থাপি ইংলণ্ডের অনেকে আরও মানুল কমান্ডার চেফায় আছেন । ভারতবর্ষে ক্রমশঃ চেফা পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক । আমরা আহ্লাদিত হইলাম, এ বিষয়ের তর্ক আরম্ভ হইয়াছে । এক্ষণে যে ওজনে যে মানুল আছে, তাহার অর্দ্ধেক করা সাধারণের মত । এই ব্যবস্থা করিলে এতদে শীঘ্র সংবাদপত্রসকলের সবিশেষ উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই । ইহাতে গবর্নমেন্টেরও অনিষ্ট নাই । পরিমাণে অল্প হউক, সংখ্যায় যদি আর অধিক হয়, তাহা অশ্রান্তকর হয় না । সংবাদপত্র এক্ষণে জ্ঞানলাভের একটা প্রধান উপায় হইয়াছে ।

গবর্নমেন্ট ও মিসনরিবিদ্যালয় ।

বিদ্যার যত অধিকতর অনুশীলন হইতেছে, ততই মিসনরিদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিতেছে ; ততই তাঁহাদিগের হৃদয়ে একটা ভ্রমাত্মক সংস্কার বদ্ধমূল হইতেছে । তাঁহারা মনে করিতেছেন, যদি ভারতবর্ষের যাবতীয় বিদ্যালয় তাঁহারা হস্তগত করিয়া লইতে পারেন, তাঁহাদিগের ইউনিভার্সিটি হইতে পারিবে । সর জন লরেন্স তাঁহাদিগের ছন্দাসুবত্তী ছিলেন, তিনি গমন সময়ে গবর্নমেন্ট বিদ্যালয়গুলি শ্রেণি বদ্ধ করিবার ছল করিয়া যে একটা প্রস্তাব করিয়া গিয়াছেন, সেটী মিসনরিদিগের মনোরথসিদ্ধির অনুকুল হইয়াছে । মিসনরিরা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের বিদ্যালয়সকল ক্রমাংশে গব

র্নমেন্টের বিদ্যালয় অপেক্ষা নিকট নহে, অথচ অল্প ব্যয়ে তাঁহাদিগের বিদ্যালয়ের কার্য সম্পাদিত হয় । আমরা ইহার প্রতিবাদে সূত্র তৈরি হইতেছি । মিসনরি বিদ্যালয়ে উপস্থিত শিক্ষক আছেন সত্য ; কিন্তু তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য এই উচ্চশিক্ষার শিক্ষাপ্রণালী গবর্নমেন্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর ন্যায় সর্বাঙ্গীন নহে ; উহা অপেক্ষা অনেক নিম্নেই নাই । শিক্ষাপ্রণালী নিম্নলিখিত উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়গুলি গবর্নমেন্টের বিদ্যালয় অপেক্ষা সর্বাংশে নিকট দৃষ্ট হইতেছে । নিম্নলিখিত তালিকা তাহা সপ্রমাণ করিয়া দি-
য়াছে :—

বিদ্যালয়	গবর্নমেন্টের	মিসনরি
১১৭৮	৪৪১৩	৭২৫
২২২	২৮১	৫৭৬

১৮৬৪ অব্দে ডাক্তার ডকের পাঠ্য পুস্তক কমিয়া যায় । সেই মিসনরি বিদ্যালয় হইতে অপেক্ষা অধিক ছাত্র পরীক্ষার্থী হইতে

কর্তার ন্যায় গ্রন্থপাঠের নিয়ম থাকিলে
ইহা হইত না, তাহা নিম্নলিখিত
লিপিমাধ্যমে সপ্রমাণ হইতেছে।
১৮৭৭ অব্দ অবধি ১৮৬৩
বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়
১৮৭১ জনমাত্র অন্য অন্য
হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা
মধ্যমের মধ্যে গবর্ণমেন্ট বিদ্যা
১৮৭২ জন ও অন্য অন্য বিদ্যালয়ে
কম জন, এ, গবর্ণমেন্টের ছাত্রদিগের
৩ জন বি, এ, এবং অন্য বিদ্যালয়ে
১ জন ছাত্রমাত্র বি, এ পরীক্ষা
পাঠকগণ একবার বি, এ
ফলটি দর্শন করুন।

১৮৭১	১৮৭২	১৮৭৩	১৮৭৪	১৮৭৫	১৮৭৬	১৮৭৭
৩	৪	৩	৬	৩	৬	৬
২	১	১	১	১	১	১
০	০	০	০	০	০	০
০	০	০	০	০	০	০
০	০	০	০	০	০	০

কি অসম্ভব নয়? অনেকে বলেন, এ
ডেঙ্গি কালেজে বিস্তর অর্থ ব্যয়
কিন্তু নিজে যে তালিকাটা দেওয়া
হইছে তদ্বারা সে আশ্চর্য্য দূরীভূত
হইবে।

১৮৭৭	১৮৭৮	১৮৭৯	১৮৮০	১৮৮১	১৮৮২	১৮৮৩
৩	৪	৩	৬	৩	৬	৬
২	১	১	১	১	১	১
০	০	০	০	০	০	০
০	০	০	০	০	০	০
০	০	০	০	০	০	০

১৮৭১	১৮৭২	১৮৭৩	১৮৭৪
৩	৪	৩	৬
২	১	১	১
০	০	০	০
০	০	০	০
০	০	০	০

গত বি, এ, পরীক্ষায় সর্বশুদ্ধ ৭৭
জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহার মধ্যে এক
জন শিক্ষক ও সেন্ট জেবিয়েরের একটী
ছাত্রভিন্ন প্রথম শ্রেণির ১৪ জনের
মধ্যে ১২ জন গবর্ণমেন্ট ছাত্র। এই ১২
জনের মধ্যে ৩ জন প্রেসিডেন্সি কলেজ
জেব। ফির্চর্চ, জেনারেল আর্সেনিয়ু, ডাব-
ডন এবং সর্কাগেফা অধিক আড়ম্বর
পূর্ণ কাথিড্রাল কলেজের এক জন
ছাত্র। প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হইতে
পারেন নাই। অবশিষ্ট ৬৩ জনের
মধ্যে ১৪ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে
২০ জন; ফির্চর্চ হইতে আট জন, জেন
রেল আর্সেনিয়ু হইতে ৫ জন; কাথিড্রাল
হইতে ৪ জনমাত্র এবং বিশপ কলেজ
হইতে ১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ডাবডন
ক্রীমপুর কলেজ ভবানীপুরের লণ্ডন
মিসনারিবিদ্যালয়প্রভৃতি হইতে এক
জনও উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।
ইহাতে কি প্রমাণ হইতেছে? প্রেসি
ডেন্সি কলেজের সহিত ফির্চর্চ অথবা
কাথিড্রাল মিসন কলেজের তুলনা করা

এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে
যতটা প্রেসিডেন্সি কলেজের নিমিত্ত
ব্যয় হয়, তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ ছাত্রের
বেতনপ্রভৃতি হইতে সংগৃহীত হয়।
গবর্ণমেন্ট এই বিদ্যালয়টির নিমিত্ত
৩৫০০০ টাকা ব্যয় করেন যেপ্রমাণ
হইতে সরকারী মনোমতের ব্যক্তিগত
কোটি টাকা ব্যয় হয়, তদ্রূপ সর্বপ্রথম
বিদ্যালয়েই নিমিত্ত এ ব্যয় কি অসম
সামান্য নহে? মিসনারিদিগের বিদ্যালয়
কি অসম ব্যয় হয়? কাথিড্রাল মিসন
কলেজ দৃষ্টান্ত স্থলে গৃহীত হই
তেছে। এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বা
মাছেব নিজে বেতনের রেজিফের স্বাক্ষর
করেন না। কেয়ক জন অধ্যাপকের
নামে ১০০। ১৫০ টাকা করিয়া লে
হয়; কিন্তু ইহাদিগের প্রত্যেকের

আম উক্ত বরের নিত্য অমোঘ বলিয়া
চিত্ত হওয়াতে ডিপুটী বাবু অগ্রকুল
পাঠ করিতে অধ্যু হইয়াছেন। আমাদের
এই স্থানে গুরুপ গুরুপ নিত্য
এক সাধারণের জন্ম সমত।

২। অত্রতা চৌকিদারী টাকের প্রায় ৯০
আছে। আপাততঃ তাহার ৫। ৬ শত
পূর্ণ প্রস্তুত রাখা গুলির সংস্কার, আব-
মত ২। ১ টী সেরু নির্মাণ সাধারণের
স্বাভাবিক স্থানে ২। ১ টী সুউন্ন রাস্তা এবং
নির্গমের প্রস্তুত প্রণালী প্রস্তুত
ই স্থর হইয়াছে এবং এতৎকর্মসম্পা
র এই নিয়ম স্থির হইয়াছে যে, এক
সব ওত্তরসিয়র সর্দাদা তত্ত্বাবধারণ
বেন, আমহু ভদ্র লোকেবা সর্দাদা সৃষ্টি
থবেন এবং ওত্তরসিয়র বাবু মণ্ডে মণ্ডে
দর্শন করিয়া যাইবেন। এইসকল কার্য
কালির মধ্যেই আরম্ভ হইবে।

৩। গ্রামের দক্ষিণাংশের জল সুজী নদীতে
উত্তরংশের জল বলে পতিত হইয়া বর্জ
হয়, কিন্তু গবর্নমেন্টে রাস্তাদারা সুজী নদী
এ গ্রামের অন্যান্য জমিদারদিগের দ্বারা
লব্ধ জল নগ্নননের পথ রুদ্ধ হওয়াতে
অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্য ও শস্যের যে
পরিণাম হইতেছে, তাহার সৌক-
শ্যে রাস্তাতে একটি রীতিমত সেতু প্রস্তুত
কর নিমিত্ত ওত্তরসিয়র বাবু এবং বিলের
জল যোগাতে নির্গত হয় তাহা উপায়
সমর্থ প্রস্তুত ডিপুটী বাবু সদা অগ্রকুল
রাখবেন। প্রণয়, তাঁহাদের এই আশ্রয়
স্বাক্ষর থাকে।

৪। সুজী নদী পনন করিয়া গঙ্গার সহিত
গ করিয়া দিলে কৃষি বাণিজ্য ও স্বাস্থ্যের
কতদূর উপকার হয়, তাহা এক বার আপন
সোমপ্রকাশে প্রকাশ হইয়াছিল এবং
যুক্ত বেল সাহেবের সমীপে এতদর্থ জানে
ও হইয় ছিল। গত ডিসেম্বর মাসে যখন
নি এখানে শুভাগমন কার্যক্রম হইল, তখন
এই নদী খননের কথা পুনঃ পুনঃ উপস্থাপন
করি। তৎপরে তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া
সুজী নদীর কিয়দংশ পরিদর্শন পূর্বসর ইহ
কর্ম করা যে অতি আবশ্যিক ও উচিত
ক উপকার হইবে, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার
করাছেন ও সংশ্রুতি ডিপুটী বাবু ওত্তরসিয়র
বুও ইহা পরিদর্শন করিয়া আমাদিগের
স্বাক্ষর সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন এবং

এতৎকার্য সম্পাদনার্থ ইরিগেশন কোম্পানির
বিশেষরূপে লিখিবেন বলিয়া স্বীকার করি-
য়াছেন। আমরা কার্যমতীকাকে প্রার্থনা
করিতেছি, উক্ত কোম্পানি গাঙ্গু গ্রহ সৃষ্টিগত
পূর্ণক কৃষি বাণিজ্যাদির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলোৎসর্গের
নিধান হইবে এবং মেলেমিয়া সৃষ্টিগত প্রধান
উপায়স্বরূপ এই হিতকর কার্য সম্পাদন
করিয়া আমাদিগের চিত্তকৃত অত্যাভাঞ্জন
হইতে যেন মুক্তি না করেন।

বহুকালব্যাপী মহামারীর প্রারম্ভে অধি
কাংশ লোক জ্বালকবলিত হওয়াতে গ্রামের
জলপূর্ণ হইয়াছে; প্রতিবৎসবেই জলকর্ক
নের এক এক বার বড় মুষ ধাম পড়ে এবং
তন্ত্রিজন সকলের বিশেষ কষ্টও হয় কিন্তু ফল
কিছুই হয় না। কর্তনদ্বারা জলের সুসন
হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়। এই নিমিত্ত একে এট
স্থর হইয়াছে যে, জলময় ভূমির অধিকারীর
বহু অথবা প্রজাবিলীদ্বারা ঐ জল ভূমিতে
যাহাতে আবাদ হয় তাহার উপায় করিবেন।
জলের সুনামিক বিবেচনার ২৩ বা ৪ বৎ
সরের নিমিত্ত নিকা দিলেই প্রজারা আবাদ
কিতে সম্মত আছে। এক্ষণ হইলে যে
অধিবাসীদিগের কেবল স্ব স্ব সুখ সর্বাঙ্গিত
হইবে সমত নহে, ইহা স্ব স্ব পরিণামে বিলক্ষণ
লাভও হইবে।

৬। এখানে একটি বিদ্যেভিনীপ হাট
পনার্থ ডিপুটী বাবু বিশেষ ধর প্রকাশ করিয়া
ছেন। এখানকার যাবতীয় সাধারণ হিতক
কার্য এই সভার ধীনে সম্পন্ন হয় ইহা প্রা
সম্পূর্ণ আভিপ্রত। গ্রামবাসীরা তাঁহার অতি
প্রায়স্বরূপ কার্যে করিয়া আপনাদিগের হিত
সাধন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বোধ কর
অগামী রবিবারে ইহার প্রথম আদিদেশ
হইবে। সভা কিরণ কার্যকারিণী হয় পশ্চা
আপনার গোচর করিব।

৭। ডিপুটী বাবুকে যেরূপ গুরুপ
বলিয়া আমাদিগের শুনা ছিল অচক্ষে তাহার
প্রত্যক্ষভূত হইল। লোক ইহাকে যেরূপ গু
গ্রামে মণ্ডিত বলত, তাহার একটিও অরে
পাত বলিয়া বোধ হইল না। শিল্পতা, সমস্ত
সম্প্রদায়িকতা প্রকৃতি যেসকল গুণ থাকিলে
মহুপ নামের যথার্থ পৌররাজ্য হয় ইহা
তাহার সকলই বিদ্যমান আছে। বিশেষতঃ
সম্প্রদায়িকতা, অমায়িকতা ও দীনদয়ালুতা
লক্ষণ সর্দাদাই তাঁহার মুখমণ্ডলে লক্ষিত হয়।

১৮ ১৯
শ্রী রামচন্দ্রাল ঘোষ ল
এ জমিদারি বঙ্গভাগিনী স্বত্ববিদ্যালয়

এতদেশীয় সংবাদপত্রে একথা লি
হইয়াছে। ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অ
গের গবর্নমেন্ট ও বিস্তর উক্তের কর্ম
কোন বিষয়ের অগ্রগণ্য কল্পিতে অসমর্থ
অনিন্দুক হইলে এই কথা বলি
যখন এতদেশীয় সংবাদপত্রসমূহ
হইয়া দাড়াইয়াছে, যখন এদেশী
প্রত্নেব দ্বারা চালিত হইতেছেন, য
পত্রের পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে
সংবাদপত্রের বিক্রয়ে যে দোষাবো
তাৎকালিক দুর্বলতা ও তাহার কারণ
অগ্রগণ্য করা কর্তব্য এবং যে দোষ
হইয়া থাকে যদি সেটী বাস্তবিক
সংশোধন একান্ত আবশ্যিক। ক
অদেশীয়দিগকে শিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগে
কাশ করিতে চান, তাঁহারা আপনাদিগে
না হইলে অনিষ্ট হইবে। ইতিপত্তি হয়
এক্কে বাসন কর্তারা সংবাদপত্রের অনেক
প্রবণ করেন। সংবাদপত্রসমূহ গব
র্নমেন্টের অধীন ক্ষমতার একমাত্র সীমা
যনায় অমূলক সংবাদ দিলে কেবল যে
রণ লোকের মনোহর হয় এক্ষণ নয়, গ
টও কথা বিবেচনাই হইয়া পড়ুন। আম
নে যাহা পাব হইয়া পাবে প্রতিভাত হই
যখন, সংবাদদাতাদিগের মনে এক্ষণ ক
লোক আশ্রয়। তাহার প্রায় বঙ্গ
কথা কল্পিত করেন না। ইতিপ
পত্রের উপরে সংবাদপত্র লিখিত দে
অগ্রগণ্যের ভার হয়, তাহারা প্রায়
পাতে যথোচিতরূপে স্বত্বর্থে সম্প
করেন না।

তাঁহারা পত্রের লোকের অগ্রগণ্য
অভিপ্রায় রাখেন। দশ শত, সহস্র
লক্ষ লক্ষ আমরা যাহা কথ
আমাদিগের প্রাচীন যুগের ইতিহাস
সৃষ্টি। একল যুগেই "লক্ষ লক্ষ" লো
সৃষ্টি হইয়াছে। এত লোক থাক
না, তাহা বঙ্গ ও লোকের এক
কেনা করেন না। ইদানীন্তন কালে
র হইয়াছে। যবে বঙ্গীয় সিদ্ধান্ত
তামরা সহজে স্পষ্ট করিয়া
স্থির করিতে চাই না। এই নি
হইতে যে সকল সংবাদ আঠমে
গুলির মধ্যে অসত্য না থাকুক
থাকে। যদি এক জন কর্মচারী
লায়ে গননা করেন, তাহলে

কালোরা—ইহঁদের মস্তিষ্ক রাজস্ব
 বন্ধে আত্মসম্মতির উপরে যে অত্যাচার
 রিতেছে, ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয়
 উভয়েই তাহার প্রতিবাদ উত্থাপন করি
 য়ছেন। তথাপি মস্তিষ্ক অমোঘাচরণ
 হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন না। এক জন
 খ্যাত অষ্ট্রীয় জেলাপতি বলিয়াছি
 যখন সাক্ষিন্দ্বারা সকল কাজ চলে, কিন্তু
 সাক্ষিনের উপরে বসে চলে না। ইহার
 অর্থ এই, বিদেশীয় শত্রু ও স্বরাষ্ট্রের
 দ্রোহদমনার্থ বল আবশ্যিক; কিন্তু
 দ্বারা অত্যাচারে শাসন অতিশয় অম
 লকর। আমরা দুঃখিত হইলাম, ইংল
 ্যের মস্তিষ্ক কেবল বলের উপরে নির্ভর
 করিয়া কার্য্য করিতেছেন। ভারতবর্ষীয়
 কোন বিষয়ে দুঃখিত হইবেন, কোন
 বিষয়ে ইংরাজ নামের কলঙ্ক চাইবে,
 তাহা তাঁহারা এক বারও চিন্তা করেন
 না। মস্তিষ্ক কেবল দলাদলির
 পুরোধে ব্যয়সংক্ষেপ দেখাইয়া
 শংসাল হইতেছেন। যাহাতে জাতির
 কল হইবে, সে লাভ কি যথার্থ লাভ?
 ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলও অনেক গুণে
 শ্রেষ্ঠ। আমাদের উপরে অত্যাচার
 করিয়া আপনাদের কর্তব্য লঘু করেন
 ও ইংলওীয় সর্বসাধারণের অস্তিত্ব
 ভুল নহে। কেবল মস্তিষ্ক এই কৌশল
 প্রয়োগ করিয়াছেন।

—:—

১. রাজপুরুষদিগের স্বজাতি
 পক্ষপাতিতা।
 বঙ্গদেশীয়েরা বিষয়বিশেষে ইউরো
 পীয়দিগের তুল্য, অথবা তাঁহাদিগের
 অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শন
 করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের অপেক্ষা
 কয়েক পদলাভ দূরে থাকুক, তাঁহাদি
 গের তুল্যপদতলাভেও সমর্থ হইতে
 পারেন না। এমন দুঃসভা, এমন গুণজ্ঞ গব
 মন্টের অধীনেও যে স্বেচ্ছা বিসদৃশ

ব্যবহার হয়, তদর্থ অনেক বিষয় প্রকাশ
 করিয়া থাকেন; কিন্তু তদর্থই আমাদের
 স্মরণে মনে মনে মনুষ্য বিস্ময়রসের আবি
 র্ভাব হয় না। জেতুজাতীয়েরা প্রায়শই
 গর্বাক্ত হইয়া থাকেন। সেইহেতু তাঁহারা
 প্রাণান্তেও বিজিতের সহিত ব্যবহার
 কালে সমকক্ষতা প্রদর্শনে সক্ষম হন না।
 সে সময়ে তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে
 উদার্যাদি গুণ অস্তিত্ব হইয়া যায়।
 এই হেতু বিজিতসুব্যক্তি যখন
 কোন দেশ জয় করিতে যান, তত্রতা
 লোকেরা তাঁহাকে বহুতর মঙ্গল
 সম্পন্ন দর্শন করিলেও মস্তিষ্ক তাঁহার
 অধীনতাস্বীকারে অনুরাগী হয় না।
 তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলে তিনি
 তাহাদিগকে অভীষ্ট বিষয় হইতে
 বঞ্চিত করিয়া রাখিবেন, তাহাদিগের
 মনে এই আশঙ্কা জন্মে। এ আশঙ্কা
 অমূলকও নহে। ফলতঃ জেতুগণ বিজি
 তদিগকে যদি সমকক্ষ হইতে না দেন,
 তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। আশ্চর্য্য এই
 আমাদের জেতুজাতীয় রাজপুরুষেরা
 আমাদের যোগ্যতার অপলাপ
 করিয়া আপনাদিগের সাধুতাখ্যাপন
 চেষ্টা পাইতেছেন, আমরা যে পদের
 যোগ্য হইয়াছি, আমাদেরকে যদি
 সে পদ না দেওয়া হয়, সত্য রাজগণ
 তাঁহাদিগকে অন্যায় ও গুণের অনাদর
 কারী বলিয়া নির্দেশ করিবেন, তাঁহা
 দিগের এই শঙ্কা। এবিধ ব্যবহারদ্বারা
 রাজপুরুষদিগের কেবল যে স্বজাতি
 পক্ষপাতিতাদোষ প্রসব হইতেছে
 এরূপ নয়, আমাদের উৎসাহভঙ্গ হই
 তেছে, এ ব্যবহারে আমাদের উন্নতি,
 পথে কষ্টকরোপণ করা হইতেছে সন্দেহ
 নাই। পাঠকগণ অতিনিবেশপূর্বক
 নিম্নলিখিত পত্রখানি এক বার পাঠ
 করুন।

পবলিক ওয়ার্কডিপার্টমেন্টনামক যে

গবর্ণমেন্টের একটি প্রধান বিজ্ঞ
 তাহা আপনিও বোধ হয় তাপন
 পাঠকগণ ইচ্ছা করেন। সময়ে সময়ে
 ও তাপনকার ই রাজি ও বাঙ্গাল
 মহাশয়েরা এই ডিপার্টমেন্টের
 বিষয় লইয়া মতামত প্রকাশ করিয়া
 ব্যবহার। এই ডিপার্টমেন্টের
 কিন্তু সে কথা অন্য আমার বক্তব্য
 এই ডিপার্টমেন্টে আমাদের দেশীয়
 চারী কতগুলি আছেন ও ইংরাজ
 কৃষকদিগের তুলনায় তাঁহাদের অবস্থা
 ইহাই আগার অন্যকার বক্তব্য।
 লডকেনি বাহাদুরের যত্নে অল্পকালে
 মহা নগরিতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে নির্মিত
 গিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হইয়া তাঁহ
 উ সাহেবের ক্রমে এপর্য্যন্ত ৩৮ জন
 সন্তান এগিনিয়ার কর্ম্মে পরীক্ষায় উ
 হইয়া রাষ্ট্রকর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা
 অনেকেই বিজাতীয় জাতদিগের অপেক্ষা
 কার্য্যদক্ষতা দশা ইহা তাগিত হইতেছেন। বাস্তব
 ইহাদেও প্রায় সকলেই ইউরোপিয়ানদিগের
 অপেক্ষা অধিক শারীরিক পরিশ্রম করি
 য় স্ব স্ব অর্পিত কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন।
 গবর্ণমেন্টের অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে
 ও ইউরোপিয়ান বলিয়া ইতর বি
 দেখা যায়, এ ডিপার্টমেন্টে তাহার
 গন্ধও নাই। বোধ হয়, আইন প্র
 নকর্তা ঐ ইতর বিশেষ রাখিতেই ভুলি
 থাকিবেন!!! কুড়কি টমাসন কলেজের
 দূরে থাকুক কলিকাতা কলেজ হইতেই
 জন পরীক্ষার্থী হইয়া রাজকর্ম্ম গ্রহণ
 য়াছেন। প্রায় ১০ বৎসরের মধ্যে উ
 দের ৪ জন মাত্র ১০০ একশত টাকা হই
 আরম্ভ করিয়া এত দিনে ৫০০ টাকা বে
 প্রথম শ্রেণীর অফিসিয়ার এগিনিয়ার
 য়াছেন, ইহাদের সমকালে যে
 বিলাতি সাহেবেরা কর্ম্মারম্ভ করি
 য়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশই এ
 কি টি ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট এগিনি
 ইয়াছেন। বাঙ্গালিদের লাভ
 পর্য্যন্ত। সম্পাদক মহাশয়! হৃদয়ের
 বলিতে কি, যে দোষ এক জন ইংরাজ

বলিয়াই গণ্য হয় না, সেই দোষে
 টমেন্টে এক জন বাঙ্গালির ফাঁশির
 থাকে। বিচার যেত দূর! এত
 কান বাঙ্গালি একজিকিউটিভ
 প্রভৃতি বড় কর্ম পাইতেছেন না
 ? কেহ কি ঐ কর্মের উপযুক্ত হয়েন
 ? কি গবর্নেন্ট দিতে চাহেন না? ২ রা
 জব ডেলি নিউসপাঠে অবগত হই
 ম যে লেপ্ট.ন্ট গবর্নর বাঙ্গালিদিগকে
 সাহ দিবার জন্য দুই জন গার্মি
 ট সেক্রেটারির পদ সৃষ্টি করিতে
 যাত হইয়াছিলেন। কিছু দিন পূর্বে গ্রে
 জুরই জগদীশ বাবুকে পুলিশ সুপারিটে
 ট করিয়াছিলেন। তবে তিনি এক জন
 গ্যামবেও বাঙ্গালিকে একজিকিউ
 ট এঞ্জিনিয়ার হুত প্রাপ্য কর্ম অর্পণ
 হইতেছে না?

উদাহরণস্বলে এমটি বিষয় বিবেচন
 হইতেছে। প্রথম শ্রেণীর গার্মিট সার্জন
 নিয়ার বাবু জেলামাধ দাস হাশয়কে
 একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার করিবার জন্য
 রক্ষন এঞ্জিনিয়ার, সুপারিটেণ্ডেন্ট ও
 প এঞ্জিনিয়ার কর্ণেল নিকলস্ সাহেব
 মধ্যস্থতিন বার তত্ত্বাবধি করিলেন তথাপি
 ঐ পদবুদ্ধ হইতেছে না। তিনি কি
 যুক্ত নহেন? না, বাঙ্গালি বলিয়া দোষ
 আছে। তিনি শাস্ত্র সজ্জিত বিদ্যান পরি
 নীল ও বিশেষ কর্মদক্ষ।

কস্যচিং একান্ত বশ্যতঃ
 যথার্থ বাদিনঃ

— ১০০০ —

আমীর সিয়র আলি ও
 ভারতবর্ষীয় গবর্নেন্ট

জাতীয় সিয়রআলি খাঁ পেমো-
 টপনীত হুইয়া গবর্নর জেনরলকে
 সন্মান করিয়াছেন, তিনি তাঁহার
 অস্থানীয় আগমন করিবেন ত্র
 ন তাঁহার সঙ্গিত লাড মেয়ে সাহা
 বে। আরবাসেও তিনাব প্রদান হই
 অবাবিষ্টি পাইই গবর্নর জেনরল

অস্থানীয় গমন করিবেন। কলিকাতা
 হইতে অস্থানীয় একগে তিন দিবসের পথ
 হইয়াছে; যদি কেহ আফগানস্থান
 পতিকে দর্শন করিবার বাননা করেন,
 তিনি অনায়াসে উক্ত স্থানে গিয়া
 স্বাভীক সম্পাদন করিতে পারেন। তিনি
 যত দিন ভারতবর্ষে থাকিবেন, ততদিন
 ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের নিকটে
 আতিথ্য স্বীকার করিবেন।

দোস্ত মহম্মদ খাঁ লাড কানিঙের
 রাজত্বের প্রারম্ভকালে নিজে আগমন
 করিয়াছিলেন। তিনি যে কারণে পেমো
 হারে আগমন করেন, তাহা পেকা গুর
 তর কারণে তাঁহার পুত্র ভারতবর্ষে
 আগমন করিয়াছেন। তখন আমী
 রকে আহ্বান করিয়া পারস্য ও ভারত-
 বর্ষ এ উভয়ের মধ্যস্থলে রাখা হয়, এখন
 সিহাবআলিকে রুশীয়ার মধ্যস্থলে রাখা
 আবশ্যক হইয়াছে। আমীরকে কি
 প্রকারে সম্মান করা হইবে? অনেকে
 এই প্রশ্ন করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার
 মীমাংসাও করিতেছেন। এক জন ভার
 তবর্ষীয় রাজা আলেকজান্ডারের প্রশ্ন
 ক্রমে বলিয়াছিলেন “আপনি আমাকে
 রাজার ন্যায় ব্যবহার করিবেন।”
 সিয়র আলির বিবরণেও আমরা সেই
 প্রকার পরামর্শ প্রদান করিতেছি। ভারত
 বর্ষস্থিত ইংরাজগণ সর্বদা এই গর্ক
 করিয়া থাকেন যে, আমাদিগের তুল্য
 আর কেহ নাই। ইহারা একরূপ ভাবে
 আমাদিগের মহত্ত্ব ও দর্শন করেন যে,
 যে ব্যক্তিকে ইহাদিগের প্রাধান্য ও
 অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তিনি
 ইহাদিগের গর্কিত ব্যবহারে অতিশয়
 অসন্তুষ্ট হন। যেখানে প্রিয় সম্ভাষণ
 আবশ্যক, সেখানে ইহারা প্রচুর ন্যায়
 আক্রা করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত
 আমাদিগের রাজগণ ইহাদিগের প্রতি
 একপটভাবসম্পন্ন নহেন। এই বিষয়টী

স্মরণ করিয়া যেন আমীর সিয়র আলি
 সহিত ব্যবহার করা হয়। কেহ কেহ
 তেছেন, আমীরকে এই সম্ভাষণ
 করা উচিত যে, তিনি আমাদিগের
 মেন্টের অনুমতিভিন্ন কোন বিদে
 রাজার সহিত সন্ধি বিগ্রহ করিতে
 বেন না এবং তিনি ইংলণ্ডের
 নিকটে করপ্রদান করিবেন কেহ
 হাজার কিয়দংশ শিবির স্থাপ
 ইজারা করিয়া লইবার পরামর্শ দি
 ছেন। লাড মেয়ে এইসকল অসং
 বাকা যেন শ্রবণ না করেন। সিয়র
 খাঁ এক জন আফগান। আফগান
 মধ্যে তিনি অতিশয় অভিমাত্রী
 বিখ্যাত। তিনি হিরাটে পলায়ন
 ছিলেন, তথাপি আজিম খাঁর
 সন্ধি করিতে সম্মত হন নাই। এ
 অভিমাত্রী ব্যক্তিকে আপনার হাতে
 কোনপ্রকার সম্ভাষণ বন্ধ করি
 চেষ্টা পাওয়া বিধেয় হয় না। তিনি
 পাশে বন্ধ হইলেও যে আফগান
 তাঁহার কার্যে অনুমোদন করি
 এরূপ বোধ হয় না। তাঁহার
 তেজস্বী জাতি। ইহাদিগের মনে
 এই অভিমাত্র আছে, আমাদিগের
 কেবল আফগানদিগের নিকটে
 জেরা পরাজিত হইয়াছেন। এখন
 তাঁহার ইংরাজদিগকে পরাজিত
 পারেন না, ইহাদিগের মনে
 বিশ্বাস নাই। অতএব আমীর
 রাজার কোন অংশ পবিত্যাগ
 যান, অথবা কাশ্মীরবিপতির পদ
 দণ্ডায়মান হন, তাহা হইলে তাঁ
 শাহ সুজার ন্যায় কড়কোণ
 হইবে। আফগানেরা ব্রিটিশ গবর্ন
 সহিত মৈত্রীবন্ধনে সম্মত আছে,
 তাঁহার অধীনতা স্বীকারে সম্মত
 কোন ব্রিটিশ সৈন্য ইহাদিগের
 মতিবাহিতরেকে কাবুলে প্রবেশ

ত কলুসারে প্রথম শ্রেণির একজিকিউটিভ
নিয়ম সি. এস, আইজাক সাহেব ২৩
স্মারি অবধি ১৫ ই জামুয়ারি দুই এই
পশ্চিম চক্রবর্ত্তের প্রতিনিধি রূপেইটে
ইঞ্জিনিয়ারেব কাজে করিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণির পরীক্ষার্থ সহকারী ইঞ্জিনিয়ার
সি. এচ, নাটটিঙেল সাহেব পাটনা
রাস্তা বিভাগে স্থিত হইয়াছেন। তিনি
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে
গমন করিয়াছেন।

৩-এ জামুয়ারি। চতুর্থ শ্রেণির একজিকিউটিভ
ইঞ্জিনিয়ার এ. এফ. ওয়াটসন সাহেব
জামুয়ারি অপারেটর বহরমপুর বিভাগে
লইয়াছেন।

৪-এ জামুয়ারি। চতুর্থ শ্রেণির একজিকিউটিভ
ইঞ্জিনিয়ার এ. এফ. ওয়াটসন সাহেব
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে

৫-এ জামুয়ারি। চতুর্থ শ্রেণির একজিকিউটিভ
ইঞ্জিনিয়ার এ. এফ. ওয়াটসন সাহেব
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে

৬-এ জামুয়ারি। চতুর্থ শ্রেণির একজিকিউটিভ
ইঞ্জিনিয়ার এ. এফ. ওয়াটসন সাহেব
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে

৭-এ জামুয়ারি। চতুর্থ শ্রেণির একজিকিউটিভ
ইঞ্জিনিয়ার এ. এফ. ওয়াটসন সাহেব
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে

৮-এ জামুয়ারি। চতুর্থ শ্রেণির একজিকিউটিভ
ইঞ্জিনিয়ার এ. এফ. ওয়াটসন সাহেব
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে

৯-এ জামুয়ারি। চতুর্থ শ্রেণির একজিকিউটিভ
ইঞ্জিনিয়ার এ. এফ. ওয়াটসন সাহেব
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে

১০-এ জামুয়ারি। চতুর্থ শ্রেণির একজিকিউটিভ
ইঞ্জিনিয়ার এ. এফ. ওয়াটসন সাহেব
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে

১১-এ জামুয়ারি। চতুর্থ শ্রেণির একজিকিউটিভ
ইঞ্জিনিয়ার এ. এফ. ওয়াটসন সাহেব
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে
১৯ এ ডিসেম্বর পূর্নাঙ্কে

তাহাতেই কেবলসকল একজন মনোর
করিয়াছে। মনো মনো গিরিনিঃসৃত নিখিঃনী
সকলেও অল্প অল্প বারিপত্তনের চিত্র
গোয়ালিপুর হটতে আশ্রয়
ক্রোশ পথ হইবে। কিন্তু এই টুকু পথে
ডাকে আসিতে গেলে ৫-১৪ টাকা
মহারাজের যে অতুল
করিবার সুবিধা
ধাসেই করিতে পারে। কিন্তু
ইহার তাৎপ উৎসাহ দেখা যায় না।
নাওয়ার সাহেবের কল্যাণেই
কারণেই হটক হুতিকের জন্য
পত্র বাহির হইয়াছিল ও
কিছু ঘাণ দেওয়া হইয়াছিল।
ঘোষণাসুধায়ী বড় কার্য
হটক, এদিকে রাস্তার জন্য
অনেক দিন হটতে নিয়োজিত
তথাপি ভালরূপে শেষ হইতে
না।

আগ্রায় পৌঃছিয়াই শুনিলাম,
নক বসন্তের গের
৫০০ লোক
প তত হইয়াছে। এই
পারিলাম না।

রেল গুয়ে
পৃথিবীর মধ্যে
হুতরাং
নাভাব।
(দর্পনগৃহ)
বায় বনুনার
বাগ ও
সেখেন নাই,
দেখা উচিত।
ক্টানে নামিলাম
দিলি বাওয়া
কয়নক
তৎপর
কারে
ছিলাম
নভে
সভা।
যে,
অনেক
একটি
দের

নার্কি
নাঃ টোয়োগী
দুব
মন
নহে,
দেখিলাম না।

মহাশয়!
বর
কলিকাতা
ভাজ
উদ্যোগী
করিয়াছেন,
অধ্যয়ন
কাব্য
ভূগোল
পাঠ
বধ
তৎপ
আজ
করণে
মাতৃ
আনন্দ
লেব
৩৫
তাহ
গেলের
প্রয়াস
দেশের
অর্থে
বঙ্গ
বসেন।
সকলে
য যী
অহা
হইয়া
মাসে
খুলিবে।
তাহ
বপা
বনী
হইতে
আগামী
পারে।
লাহ
১০

আমাদের যেরূপ ভাবে খেলায়, অনেক
রূপ দেখা যায় না। কেশব বাবুর ও
নি প্রচারকের ফলস্বরূপ এখনকার
যথার্থ পবিত্রতা বরণ।

—২০—

আমাদিগের আনুগিয়াস্ব সংবাদ-
লিখিয়াছেন:—

দনের পরে আমাদিগের নদীয়া জিলার
বিচারপতি এইচ, বেল সাহেব স্থানা
লেন। কয়েক সপ্তাহ অতীত হইল,
ডুতপূর্ন মাজিস্ট্রেট জীবুজ্ঞ মনরো
দীয় পদাঙ্ক হইয়া বিচারাসনে উপ
ছেন। যেহেতু যেরূপ উৎসাহ
তাহার প্রজা ও জমীদার
সহায়তা করিয়াছিলেন, সেইরূপ
তরো উন্নতি হইয়াছে। ইনি পূর্বে
চারিষ্ঠার ছিলেন, তৎপরে ছোট
জজ হইয়া ক্রমশঃ জেলার মাজি
সহায়তা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু স্বীয়
প্রত্যাহ্বিতঃ এবং স্বকার্যে, সুন্দররূপ
হেতু গবর্নমেন্টের আইন উপদে
স্বায়ত্বের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।
ন. ন. হে, ইহাতে ত্রিংশ গবর্নমেন্টের
স্বীয় স্বার্থে অনেক গুরুতর বিষয়ে
সিদ্ধ হইবে। ফলতঃ বেল সাহেব
ন. ন. চতুর তাহাতে এপদ তাহার
ক হইয়াছে। আমাদিগের অভিনব
মনরো সাহেব কিরূপ সুবিচারক,
পু বিশেষরূপ প্রকাশ হয় নাই।
নগর কলেজের কার্যপ্রণালী অন্য
রূপ অপেক্ষা উৎকৃষ্টভাবে সম্পন্ন
কৃতিকাত্মক প্রেসিডেন্ট কলেজের
করণ্য করলে অভ্যুত্তি হয় না।
বেশিকা ও এল এ পরীক্ষার ফল
প্রকাশে প্রকাশ করা হইয়াছিল
সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে
স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। এবার
ন চাত্র পরীক্ষার্থী হইয়াছিলেন
প্রথম শ্রেণীতে ১ জন দ্বিতীয়
তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া
কলেজে বি এ শ্রেণী হইয়া
নি স্থানেই এরূপ হয় নাই।
গা প্রিন্সিপাল জীবুজ্ঞ স্মিথ
ইহার নির্দিষ্ট ধন, বাস

দেওয়া কর্তব্য। শিথ সাহেব হইতে কলেজের
অনেকাংশে পঞ্জোক্ত হইয়াছে। আমাদি
গত বৎসর উক্ত কলেজের গণিতাধ্যাপক মাস্টার
সাহেবের পরলোকগমনের পর কলেজের
শোচনীয় ঘটনাসমূহে অনেক ভাবনা ব
য়াছিল। কিন্তু তদীয় পুত্র জীবুজ্ঞ বাবু স্বীবে
শ্বর মিত্র এম এ মহাশয় যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম
সহকারে কার্য করিয়াছিলেন তাহাতে ডুতপূর্ন
শিক্ষক মহাশয়ের শোক অনেকাংশে সঞ্চার
হইয়া বীরেশ্বর বাবু গণিত বিষয়ে
এক জন বিশেষ পারদর্শী, ইনি চতুর্দিককে
বৎসর ভাবে শিক্ষাদান করেন।

৩। আমাদিগের নিরতিশয় আশ্বাসসহকারে
প্রকাশ করিতেছি যে, আনুগিয়া বঙ্গবিদ্যালয়
ও পোস্ট অফিসের গৃহ এতদিন পরে সুন্দররূপ
পঞ্জিত হইয়াছে। যে যে মহাশয়েরা ইহার
নির্দিষ্ট সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন তাহাদি-
গের নিবট আমরা কনুহীত হইলাম।

৪। সংপ্রতি বারাকপুরের যে যে ভদ্র ইং
রাজ ও বঙ্গালী মহাশয়েরা আনুগিয়াস্ব হিটে
স্বীয় সত্তার তত্ত্বতা এডেক্ট বাবু কামাখা
প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে স্ব
দাতব্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সমাজের
অর্থসংগ্রহকের সমীপে প্রদত্ত হইয়াছে।

৫। এবার এদেশে চাউলের গতি বড়
মন্দ। শস্যাদি ভালরূপ উৎপন্ন হয় নাই। কৃষ
কেরা অতিশয় ভাবিত হইয়াছে।

—:—

আমাদিগের তমোলুকস্ব সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেন

১। কয়দিন হইল, এখানকার সুযোগ্য
ডঃ মাজিস্ট্রেট জীবুজ্ঞ বাবু ঘাদবচস্ব যোষ মফঃ
স্বল পরিশ্রমে নির্গত হইয়াছেন।

২। গত ২৮ এ পৌষ রবিবার বেলা প্রায়
অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার পর এ প্রদেশে একটা প্রবল
ভূকম্পন হইয়া গিয়াছে। পুত্রবীর বারিরাশি
বহুক্ষণ আন্দোলিত হইয়াছিল। এরূপ
কম্পন সচরাচর দেখা যায় নাই।

৩। এখানে ওলাউঠার এত দিন কোন প্রাণ
ভাবই ছিল না। কেবল পুণ্যকাম গঙ্গাসাগরের
প্রত্যগত বঙ্গবাসিগণ হইতেই ইহার সঞ্চার
হইয়াছে। তথ্যচ ষোণ্যবর ডেঃ মাজিস্ট্রেট যাত্রি
গণকে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই।
ডেপুটি বাবু এই কার্যটি যে দেশের কতদূর
বঙ্গলজনক হইয়াছে বলিতে পারি না। সকলে

এই এতদ্বিধিত তাঁহাকে ধন, বাস প্রদান
কর্তব্য।

৫। এবৎসর এই নগরমধ্যে আর একটা
রাস্তার প্রাণ প্রস্তুত হইয়া মাজিস্ট্রেটের সা
প্রেরিত হইয়াছে। ইহতে আনুমানিক
প্রায় ১০০ টাকা। এই টাকা ফেরিফণ্ড
প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল কার্যের
নকার বর্তমান ডিঃ মাজিস্ট্রেট বাবু ঘাদব
স্বাধের শাসনকালী স্বরণীয় হইয়া থাকি
নন্দেহ নাই। ইহার করণ, তিনি দীর্ঘ
ও ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া লোকের এই
ইতসাধনক্রমে জীবনযাপন করুন।

—:—

আমাদিগের রঙ্গপুরস্ব সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেন।

১। গত ১৩ ই মাঘ আমাদিগের উ
পূর্ন বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর জীবুজ্ঞ জি,
বনেট সাহেব মহোদয় এবং রঙ্গপুর স্কুল
হের ডিপুটি ইনস্পেক্টর জীবুজ্ঞ বাবু হরমো
সেন, উত্তরে কাকদীয়ার উপস্থিত হই
বহুতঃ বালক ও বালিকা স্কুল পরীক্ষা ক
পঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। এই দিবস কাকদী
ইংরাজী স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পার
বিক বিতরণও হইয়াছে। কাকদীয়ার জমী
গাবু মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী মহাশয় পু
কল বহুস্তে বিতরণ করিয়াছেন।

২। গত তিন চার দিবস হইল, এ
দেশে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বায়বর্ষণ হওয়া
গস্যের অনেক উপকার হইয়াছে, তথা
প্রবাসবলের মূল্য সমভাবেই র হইয়াছে।
খানে চাউল কাটা ওজনে উত্তম। আদ ম
গোটা এক মণঃ টোল টাকায় আড়াই সে
পৌনে তিন সের অধিক নয়, লবণ
যুত ১/১ সের, দইল অত্যন্ত সুমূল্য, ত
কারী ইত্যাদিও প্রায় উৎকৃষ্ট।

৪। আমাদিগের বর্তমান ডুতপূর্ন
জীবুজ্ঞ বাবু মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশ
ব্যবস্থার গ্রহণ করিয়া অবধি অত্যন্ত অমস
গারে সমুদায় কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করি
তেছেন। রায় চৌধুরী মহাশয় এই অল্প ব
সেই যেরূপ বিশেষরূপে, ধর্মোন্নতি প্রভৃ
সংকার্যে যত্নবান হইয়াছেন, বোধ করি সম্রাট
পত্নাম উচ্ছল করবেন সন্দেহ নাই।

—:—

আমাদিগের কোরহাটীস্ব সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেন:—

১। ই নীচ পাঠিতরূপে আমাদিগের সু বিচার
দান যেরূপ আবশ্যিক, তাহা নির্মাণ, খালখনন
ও তাহার সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে প্রচার

আহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টে
মিত্ত আবেদন করিয়াছেন।

পর্যায় ২৯ এ জারুয়ারি। এথেন্স হইতে যে
আসিয়াতে, তাহাতে বোধ হইতেছে

বর্ণমেন্টে পারিসের দূতসভার কথা এখন
রুশীয় সম্রাট গ্রীসকে জিজ্ঞাসা করিয়া

বক্তৃতবে প্রত্যুত্তর দান করা
হইবে।

পর্যায় ৩০ এ জারুয়ারি। ব্রাজিলের
প্রতিনিধি বিপলি সাহেব প্রতিনিধিত্ব

চ্যুত হইয়াছেন। কারলো ও আর্থ
নর প্রতিনিধিগণের নামে যে আবেদন

তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ব্রাজিলের গার্নি কোম্পানির অধ্যক্ষদিগের
যে নালিশ হয়, তাহা কোর্ট অব কুইঙ্গ

আদালতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

লোরায়ের রাজার সম্পত্তি বাজে আস্তিত্ব
প্রদানের মহাসভা সম্মতি দিয়াছেন।

ডাক্তার ওয়ালেসি দূতসভার মীমাংসা ও
নেপালিয়নের এক পত্র লইয়া এথেন্সে

হইয়াছেন। গ্রীস দূতসভার কথা শুনি
এই সংস্কার ক্রমশঃ বন্ধমূল হইতেছে।

রুশীয় গবর্ণমেন্টে এবিষয়ে গ্রীসকে পরামর্শ
দেওয়া হইবে।

পর্যায় ৩১ এ জারুয়ারি। সিওয়াড সাহেব
রিকার দূতকে উপদেশ দিয়াছেন, তুর-

সহিত গ্রীসের যত দিন বিবাদ থাকিবে,
তিনি উভয় গবর্ণমেন্টের বার্তাবাহক

—:—

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টন্যান্টগবর্ণরের

মাদেশাঙ্গসারী

নিয়োগ।

১ এ জারুয়ারি। লেপ্টন্যান্ট ই, এচ, ডিল
সহকারী রেবেণ্ডি সববেয়র হই-

এ জারুয়ারি। মেজর জে. বরণ স্বরতা
এক জন নিউ ইংল্যান্ড কমিসনর হই

পুণের ছোট আদালতের জজ বাবু
কিষ্কর রায়মিত্রের কম্পো উপরে তত্ত্বতা

কাজ হইবেন।

২৮ এ জারুয়ারি। সি, এ, ফিশার সাহেব
কিছুদিনের নিমিত্ত পাটনার প্রতিনিধি পুলি
সুপারইন্টেন্ট হইবেন।

২৯ এ জারুয়ারি। আফ্রিকার মুন্সেফ
মুন্সি ফরিদপুর পুণীয়ার অন্তর্গত গঙ্গ ওয়ার
মুন্সেফ হইবেন।

গঙ্গওয়ারার মুন্সেফ টেন আলি হোসেন
আফ্রিকার মুন্সেফ হইবেন।

১১ ই জারুয়ারি অবদি অবাং যত দিন
কাপ্তেন এ. ই. কাহেল উপস্থিত না হন, তত
দিন লেপ্টন্যান্ট এচ. জে. পিট শিবসাগরের
ডেপুটি কমিসনর ও অধ্যক্ষ জাজ হইবেন। তিনি
চতুর্থ শ্রেণিতে নিযুক্ত হইবেন।

নিম্ন লিখিত কর্মচারীগণ ১৮৬১ আর্ডার
২৫ আইনের ৪১২ ধারানুসারে মাজিস্ট্রেটের
কমতার মূল্য কর্মচারীদিগের বিচার হইতে
আপীল গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বড়পেটার সহকারী কমিসনর এ, সি,
কাহেল সাহেব।

মঙ্গলদিহর অতিরিক্ত সহকাযী কমিসনর
জে. জে. এস ডাউবার্গ সাহেব।

মঙ্গলদিহর মুন্সেফ বাবু তিলকচন্দ্র গুপ্ত
দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেটের কমতা
পাইবেন।

যতদিন এক, ডবলিউ, জে, রিজ সাহেব
বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন
এচ এস, বিডন সাহেব ২৪ পরগনার প্রতিনিধি
অতিরিক্ত জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালে
ইর হইবেন।

ডাক্তার ই, সি, বেন্সলি যিনি এক্ষণে বিদায়
লইয়া আছেন, বশোহরের সিবিল আসিষ্ট্যান্ট
সার্জন হইবেন।

ডাক্তার সি, জে, জাকসন মেদনীপুরের
সিবিল সার্জন হইবেন।

ডাক্তার তার মাকলিয়ড ছাপরার দেওয়ারনী
চিকিৎসা বন্দুচারী হইবেন।

ডাক্তার জে, বি, আলেন বেহারের অফিসে
এজেন্টের প্রতিনিধি প্রধান সহকারী হইয়া
তথায় বাইবার নিমিত্ত মেদনীপুরের চিকিৎসার
ভার সহ আসিষ্ট্যান্ট সার্জন দীনবন্ধু দত্তের
হস্তে দিবার কমতা পাইয়াছেন।

৩০ এ জারুয়ারি। সহরনের ডেপুটি মাজি
স্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ লোহার
ডগায় বদলী হইয়া পালামাউএ স্থিত হইয়া
মাজিস্ট্রেটের কমতা পাইবেন।

২৫ এ জারুয়ারি। অফিসের আজাদারা সাহেবের

ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টর
ফিশার সাহেবকে পালামাউএ বদলী কা
বে বিজ্ঞাপন হয়, তাহা রহিত হইল।

যতদিন এক, ডবলিউ, জে, রিজ
বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন
২৪ পরগনার প্রতিনিধি জাইন্ট মাজি
স্ট্রেট কালেক্টর ই. জে. বাটন সাহেব
আর্ডার ১০ ও ১৮৬২ আর্ডার ৬ আইন সহ
মকদ্দমার আপীল গ্রহণ করিতে পারিবেন।

যতদিন ডাক্তার ভেলামাথ বসু
বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন সব
ষ্ট্যান্ট সার্জন কিশোরীমোহন সেন ক
রের চিকিৎসার ভার পাইবেন।

১ লা ফেব্রুয়ারি। বাঁধগঞ্জের ডাক্তার
ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
সি, হামিলটন সাহেব মুন্সেফ বদলী
দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেটের কমতা
পাইবেন।

জিহ্মের সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর
জে. বারলো সাহেব সাহরণে বদলী
দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেটের কমতা
পাইবেন।

ত্রিপুরার সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর
এ, ডবলিউ, ক্রোম সাহেব নওরাখা
বদলী হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজি
স্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কমতা পাইবেন।

নওরাখার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও
কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ কামিল ত্রিপুরার
হইয়া মাজিস্ট্রেটের কমতা পাইবেন।

২রা ফেব্রুয়ারি। যতদিন কাপ্তেন টি,
লেউইন বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকি
ততদিন মেজর জে, এম, গ্রেহাম চট্টগ্রাম
পর্কট অফিসের প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি
কমিসনর হইবেন। তিনি পুলিষ সুপারইন্টেন্ট
মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কমতা পাইবেন।

যতদিন এচ, এ, আর, আলেক
সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন,
দিন ডবলিউ, এস, ওয়েলস সাহেব চট্টগ্রাম
প্রতিনিধি সিবিল ও সেশিয়ন জাজ হইবেন।
তিনি আরও জে, ডি, ওয়ড সাহেবের
হইতে অতিরিক্ত জজের কার্যভার গ্রহণ
করবেন।

পবলিকওয়ার্ক বিভাগ।

১৭ ই জারুয়ারি। ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট

ছিলেন। বাসার ১২ সের;
এক বলপূর্ণ ১২ সের বি র
। অথচ রাজা শস্যের শুষ্ক
র নিমিত্ত আঙ্গুরি কংস
ত সাফা করতে গমন কবি
টবে

পণ্ডিত বানফ্রা পেন্সন লওয়ারে পঞ্জাব
মোঃ অনুবাদক পণ্ডিত মহীপাল
টনাট গবর্নরের মিরনুসি হইয়াছেন।
আর এক জন নিয়মবদ্ধিত ইউরোপীয়
জারী সরকারী তত্ত্বীল তছরুপ করিবার
রাখে দৃত হইয়াছেন। ইহার নাম শোল
ম। ইনি দিল্লির হেল আদালতের প্রধান
নী।

পবঙ্গক ও পিয়ন বলেন কাহোরের
নক সবলকার ধৃত ছুর্ভকনিবারনী
নকটে সাহায্য পাইয়া আলস্যে
থ্য পরিত্যেছে। সবলকারদিগকে
ইয়া আহাির দেওয়া অসু হত। এই
হিসাবও ও পেসোয়ারের রেলওয়ে
ক না কেন?

বাটের ছুঘটনার বিস্তারিত বৃত্তান্ত
ইয়াছে। ২০ জি মৃত দেহ বাহির
। আরও কতগুলি তন্ন শবট ও
র মধ্যে আছে জানা যায় নাই। এই
জন ও তর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন।
য়ে কর্মচারীদিগের সন্দেহে বি র
মাধ্যম সাধ্য হতভাগ্য আরোপীদি
সাধা করা হইয়াছে।

পারিবার বাজার বৈন্যদিগকে রণ
রিকার নিমিত্ত ইংলণ্ডীয় গবর্নমেন্ট
আর প্রেরণ করিবেন এবং রাজ্য নিচে
না করতে এই আক্রমণ হইয়াছে, বলিয়া
অব টা রাতে দে সাবার প্রকাশিত
ডালিনি স তাহা অসুলক লিয়াছেন।
এমত কোন প্রার্থনা করেন নাই।
ইংলণ্ডের কতকগুলি লোকে এই
বিস্ময় করিয়াছিলেন।

২০ এ মাস বুধবার।
রখাটেব মুঘটনার অপ্রদক্ষািথ বোম্বাই
এক কমিসন নিযুক্ত করিতেছেন।

চালক ও শ্রমী বলিয়াছে, রেইলে শিলির
পড়াতে পড়তে আতশর জ্বলিত হয়। কিন্তু
বলপূর্ণ কোম্পানির আক্রমণে, প্রতিকপে
বাস্তব্য থাকবে, শকট ঘাইবার সময়ে সেই বা
সুখ) হেলের উপরে ফেলিয়া কবি হইবে। বিশেষ
বস্তু বর্ষ কালে একত্রিত হইতে যখন মুঘটনা হয়
না, তখন কেবল শ পরে হওয়ার সম্ভাবিত নহে,
এই মুঘটনা উপলক্ষে বোম্বাইয়ের গবর্নমেন্ট
ইউরোপীয় সমাজ ও সংবাদপত্রসমূহ বন্দে
শব গবর্নমেন্ট ইউরোপীয় সমাজ ও ইংরাজী
সংবাদপত্র অপেক্ষা প্রধান প্রকাশ কর
ছেন বাহা হউক, কমসনানুষ্ঠে গের অসু হপ
কল ত দে যতে পাওয়া যায় না। এটি একটি
আতশরমণে পরগণিত হইবা উঠিল।

গবর্নমেন্ট অযোগ্যের প্রধান কমিসনরনে
টলিগ্রাম কাতে তিনি বলিয়াছেন, (কু ও অব
র সুরা সপ্র ত য বলেন, অযোগ্যের তালু
র ও কৃষকদিগের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হই
রাতে এবং আরও গোলযোগের সম্ভাবনা
চাহা সম্পূর্ণরূপে অসুলক। শির নয়ও এক
ম্বা বলিয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম কলে, লেফটিন্যান্ট গবর্নর স
ান দিয়াছেন উত্তর পশ্চিম কলের প্রায় অর্ধ
হানে প্রচুর হাটী ওয়াতে প্রকৃত ছুর্ভিক হইবা
সম্ভাবনা নহে। শস্যের অনেক সু বধা
হইয়াছে।

বঙ্গদেশের স্বাধিক মসনর ডাক্তার ডি। বি
শ্বথ এবার রথের সময়ে পুীতে গমন কর
ছিলেন। সোনপ্রকাশে জীব স্বাক্ষরত পত্র
পাঠ করিয়া গবর্নমেন্ট তাঁহাকে বিশ্বাস কর
করিতে বলেন। আরও আক্রান্ত হ
লাম, পত্রপ্রেরক বাহা বলিয়াছিলেন, ত প্রক
শিস তাহা অসুলক দর্শন করিয়াছেন। শব
ও প্রকল্পে সাহেব যাত্রীদিগের বিষয়ে বে
বল করিয়াছিলেন, তাহা এত দিনে পর বিধ
বধ হইল বোধ হইতেছে।

দারজিলিঙ আতশর টাইলর, বলেন ট
কানপর্যন্ত যে রেলওয়ে করবার প্রস্তাব হয়
সে বিষয়ে টুট সেক্রেটারি কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
করেন নাই। শীঘ্র এই মীমাংসা হইবে এবং
পূর্ব বঙ্গলাব রেলওয়ে কোম্পানি এই ক
তার গ্রহণ করিবেন। ভারতবর্ষের মঙ্গলাব এই
রেলওয়ে করা আবশ্যিক। তাহা হইলে
সমলাবাসনবর্ধন এত বিশৃঙ্খলা ও এত টা বা
তপব্যয় হয় না।

২০ এ মাস বুধবার।
আ স্ট্রানি সার্জার কমিউনিস্ট ও মুইপ
উত্তর ভারত ও তাহার চিকিৎসা। চিকি
নিমিত্ত ভারতবর্ষে আগমন করিয়া
উত্তর ইংলণ্ডীয় গবর্নমেন্টেব বাহা প্রে
হইয়াছেন। চিকিৎসকগণ ইউরোপের অ
স্থানে অসুস্থতার করিয়া আসিয়াছেন।
কাল ভারতবর্ষে থাকিয়া চিকিৎসালয়
তাহার হিসাব প্রকৃত দর্শন করা তাহার
প্রতিশ্রুত। এখন কর এক জন উপযুক্ত
রাজী চিকিৎসক ও এতদেশীয় সব আস
বর্জনে উত্তর ভারতবর্ষে গী করা কর্ত
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট আক্রমণ দিয়া
কান কর্মচারী অনেকগুলি পদের প্রতি
থাকলে যে পদের উচ্চতর বেতন, তা
অধিক বেতন পাইবেন না। ইহাচার্য এ
বধা নষ্ট নিবারিত হইবে। অর স্থানীয় শ
কর্তাদিগের আশ্রিত লোকগণ ও উচ্চত
দীর্ঘকালস্থায়ী কর্মচারীদিগের অপেক্ষা অ
বেতন পাইতে পারিবেন না। এ পর্যন্ত এক
সহকারী মা জট্টেট প্রতিবাদ তাইট মা জ
ও প্রতিবাদ মা জট্টেট হইয়া এক জন স
তাইট মার্জিটে, অপেক্ষা অধিক বে
নইতে।

লাচ মৌপির ম সুরাজের প্রধান মন্দি
রীসকলের সংকটের প্রস্তাব ব রয়তে
জন বেতন শে কল্প জর। একথা বলেন
বাটী ও লাত গবর্নমেন্টের কাছালয় করা উ
প্রতিশ্রুত এলি উত্তর পরামর্শ। বাটী
থাকবে উৎকর্ষ হইবে।

কর্নেল মৌ পেসোয়ার রাজার মন্ত্রী হইয়াছে
চনি কর্নেল স্টিভেট পুট্টুথ বিস্তারিত সমস্যা
হাজার জু প্রদর্শন ন ট। তাইট প্রতুল।

সম্প্রতি বল হুয়াবুর রাজা বিচার
করাতে স হুত লাষবজারের অধ্যয়ন
শন করিয়া সম্ভাবনাত করিয়াছেন। বি
পতি ফরাব এই সম্ভাব অ্যাক। পুস্তকাল
বিস্তারিত সংকৃত ও হু দেখিয়া রাজা অধিক
সম্ভাবনাত করিয়াছিলেন।

বোর ঘাটের উচ্চমানি বন্দন বোম্বাই
লোকেরা বিশেষ চকুলিত হইয়াছেন। পুন্য
জারবর বলেন, যত লোক মরিয়াছেন বচি
রেলওয়ে কোম্পানি ঘোষণা করিয়াছেন, লো
তাগা বিখ্যাপ করেন নাই। অনেক
অভিযোগ করিতেছেন, রেলওয়ের খালা
প্রকৃত অহুত লোকদিগকে প্রতাপন করিব
অসীকার করিয়া তাহারিগের সম্পত্তি আশ্রয়

সংখ্যায় ৬০০ টাকা নিজ ব্যয় পড়ে।
এ টাকা মিসন ফণ্ড হইতে দেওয়া হয়
বটে কিন্তু ইহারা সমুদায় সময় শিক্ষা
কার্যে বিনিয়োগিত করেন। এক ব্যক্তি
অর্জনিকক ও অর্জন মিসনারি বলিয়া পরি
গণিত হইতে পারেন না। ফলতঃ যথার্থ
ব্যয় ধরিলে প্রেসিডেন্সি কালেক্টর
অপেক্ষা ব্যয় কম হয় না।

—:—
উনকমটাঃ

ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব
প্রদানের সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিল।
এবার নুতন কর করা হইবে? কি
যে রূপ আছে, সেই রূপ থাকিবে? এই
প্রশ্ন লইয়া আন্দোলন হইতেছে। ফে ও
মব ইণ্ডিয়া ইনকম ট্যাক্স স্থাপন প্রস্তাব
করিয়াছেন। আমাদের রাজস্ব সংক্রান্ত
মন্ত্রী মর রিচার্ড টেম্পল সে 'দ্বিবস'
গণিক সমাজের ভোজের সময়ে ইউরো
পীয়দিগকে বলিয়াছেন, তিনি উইলসন
আর্চবিশপের ন্যায় কেবল স্বদেশীয়দিগের
স্বার্থসম্বন্ধেই কার্য করিবেন। মর
রিচার্ড টেম্পল এতদেশীয়দিগের মত
প্রকাশ করেন না, তাহার কারণ আছে,
তিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত, সে সম্প্রদায়ের
স্বার্থ এই যে ভারতবর্ষ চিরকাল মুখ
স্বার্থ হইয়া থাকুক, তাহারা অত্রত্যা লোক
গণকে শিশুর ন্যায় বলপূর্বক শাসন
করেন। কিন্তু ইংল্যান্ড ইহার সম্পূর্ণ
পরীতা লক্ষিত হইতেছে। লো
উইলসন স্পষ্টাভিধানে কহিয়াছেন তিনি
কোন বরস্থাপন না করিয়া ব্যয়
ক্ষেপ ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিয়া
ভারতের লক্ষ্যতা সম্পাদন করিবেন।
এদেশের যেরূপ অবস্থা তাহা বিবেচনা
করিলে এক্ষণে যে কর আছে তাহাই
সহ্য হইয়াছে। মর জন লরেন্স যে
রকম বৎসর শাসন করেন, তাহাতে
কর ভার হ্রাস হইয়াছে। পঞ্জাবী

রাজনীতিজ্ঞেবা রাজস্ববিৎ নহেন।
ব্যয়বৃদ্ধি করিয়া যে নে শকারে তৎসং
গ্রহ ট্যাক্সবর্ষের রাজনীতি, কিন্তু এত
নিবন্ধন সাধারণের অতিশয় অসন্তোষ
অস্বীকারে। আমাদের রাজস্বসং
ক্রান্ত মন্ত্রী চতুরতা ও পরিশ্রমসহকারে
যদি কার্য করেন, অনায়াসে অনেক
বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া কর্তার
লঘু করিয়া তুলিতে পারেন। পবলিক
ওয়ার্ক ও কামসরিএট বিভাগে অসঙ্গত
অর্থব্যয় হয়। অনায়াসে এই ব্যয় কমিতে
পারে। ইংলণ্ডীয় রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রী
মৈনিক ব্যয় কমাইতেছেন। মর রিচার্ড
টেম্পলও চেষ্টা করিলে ঐরূপ করিতে
পারেন।

উইলসন সাহেব এক জন বিখ্যাত
রাজস্ববিৎ ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু
তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া যে ভূমি কর
স্থাপন করেন, তাহা সাধারণের
অসন্তোষকর হইয়াছিল। ইউরোপীয়েবা
সাধারণে তাঁহার চেষ্টার অনুমোদন
করেন নাই। অধিকাংশ ইউরোপীয়
ইনকম ট্যাক্সের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।
লাইসেন্স ট্যাক্স হইলে ত তাঁহার
সাধারণে চিৎকার করেন। মর
রিচার্ড টেম্পল ইহা দেখিয়া যদি সতর্ক
না হন, তাহা হইলে তাঁহার বুদ্ধির
প্রশংসার কারণ থাকিবে না। ইনকম
ট্যাক্স এদেশের লোকের পক্ষে অতিশয়
অসন্তোষকর। ইউরোপীয় সমাজের
প্রশংসা যদি শাসন কার্যের পুরস্কারের
পরা কাটা হয়, ইউরোপীয় সমাজের
সকলের নিকটেও সে প্রশংসা লাভ হই
তেছে না। সে দেশ শাসন করিতে
হইবে, তত্রতা লোকেরা সন্তুষ্ট হন এই
উদ্দেশ্য রাখিয়া কাজ করাই প্রকৃত রাজ
নীতিজ্ঞের কর্তব্য।

—:—

বিষয় বক্তব্য।

সুন্দর দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে
অতিশয় সুন্দর। আত্মহত্যার
বৈধতা, আর অন্যকে বধ করিব
হইবে, যে নে ব্যক্তি মনে করি
প্রকার বিষয় সংগ্রহ করিতে
ইউরোপীয় রসায়নবিৎ পণ্ডিতেরা
কল ধাতুজ ও উদ্ভিজ্জ বিষ অবি
করিয়াছেন, সেগুলি চিকিৎসকের
স্বাপত্র ব্যতিরেকে ইংরাজী ঔষধ
তন্ত্র পাওয়া যায় না; কিন্তু কাঠ
ধুতুরা, অধিকেন, হরিতালপ্র
বিষগুলি যে সে দোকানে বিক্রীত
এতনিবন্ধন সর্কদঃ হত্যা ও নানা
শোচনীয় কাণ্ড ঘটয়া থাকে। মর
সত্যতার বৃদ্ধি সহিত আত্মহত্যার
প্রয়। এদেশের বিস্তর লোকে অধি
টেল মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিয়া
ভাগ করে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে
দ্বারা অনেক সদোজাত কন্যা হত
রাছে। ধুতুরা সর্কত্র পাওয়া যায়।
ঠকদিগের প্রধান ও অমোঘ
প্রধান প্রধান নগরে বেশাদি
ধুতুরা খাওয়াইয়া অচেতন করিয়া
দিগের অলঙ্কার অপহরণ করা
কাশীতে এক দল মেথর আছে; ই
অশ্বশালার নিকটে গিয়া এক প্র
ফুদ্র গুলি অশ্বের সম্মুখে ক্ষেপণ
এই উদ্ভিজ্জ বিষ আহার করিয়া
অশ্বের মৃত্যু হয়। মৃত অশ্বকে নগর
বাড়ির লইয়া যাউতে হইলে মেথর
প্রতি অশ্ব চারি টাকা, পাইয়া পাঠে
এই সামান্য লাভের নিমিত্ত এই
স্বারা এমত মূল্যবান জীব নষ্ট করে
সম্প্রতি মরমনসিংহের মাজিষ্ট্রেট গ
র্গেন্টেক জানাইয়াছেন এক দল
কাঠ বিষ খাওয়াইয়া বিস্তর গো
করিয়াছে। এক জন মুসলমান বখা
তাহাদিগের সহচর। ঐ ব্যক্তি গুরু

আর ল করিয়া গিয়া বিস খাওয়া-
 আসে। মুচিরা প্রতি গরুতে
 ৪ টাকা দেয়; তাহাদিগের
 ট। বিস আমাদিগের দেশে
 চুর পরিমাণে যে পাওয়া যায়,
 র দুটা পুস্তক এই বলিলে হয়,
 মিত্রের দুরাআরা এক জন গৃহ
 শত গরু বিনটে করিয়াছে।
 বিনটে করিতে অনেক বিষ
 হইতে পারে না। আমাদিগের
 অধাধে দশ লক্ষ গরু সারিবাব
 পাওয়া যায়। আমাদিগের দেশের
 যতকিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্ত
 মনুষ্য ও পশুর প্রাণ বধ
 উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য
 এই অনিষ্ট নিবারণার্থ এইরূপ
 আইন করা কর্তব্য, যে সে ব্যক্তি
 বিক্রয় করিতে পারিবেন না। একগে
 প্রতি গরুবণিকের দোকানে
 কাঠ বিস কুঁচিলা ও হরিভাল
 ইহার ইহার ইহার আবশ্যিক;
 কেবল বিস বিক্রীত
 চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ব্যতি
 তাহা বিক্রীত হইবে না। গাজার
 সেরূপ হয়, সেই প্রকার অনুমতি
 লইয়া কেহ ধুতুরার চারা করিতে
 বেন না। এই নিয়মগুলি করা
 বাজারে এক ব্যক্তিকে বিক্রীত
 অধিকেন বিক্রয় করা হইবে
 এই প্রকার ব্যবস্থা করা অতিশয়
 শয়ক। অধিকেন বিক্রয়ের একটা
 মীমা করা অতিশয় কর্তব্য।
 স্বচক্ষে দেখিয়াছি একটা দ্বাদশ
 বালক কোষ্ঠ ভ্রাতার সহিত
 করিয়া অধিকেনের দ্বারা প্রাণ
 করিয়াছে। এ বস্তু এত মূল্য
 হইলে এই হতভাগ্য শিশুর কখন
 লক্ষ্য হইত না। গবর্ণমেন্টের আর
 ইহার ইহার ইহার উচিত নহে।

আয়ব্যয়।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের আয়ব্যয়
 হতাশ্রীনের দৈববাণীর ন্যায় নিত্য
 হুর্কোথ হইয়া উঠিয়াছে। অন্যো দৈব
 বাণীতে দন্তক্ষুট করিতে পারিতেন না,
 দেবপূজকদিগের বাহার যেরূপ স্বার্থ
 সুরোখিনী ইচ্ছা, তিনি উহার সেইরূপ
 অর্থ করিয়া দিতেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণ
 মেন্টের আয়ব্যয় বিষয়েও আমরা সেই
 প্রকার অন্ধ হইয়া আছি, রাজস্ববিৎ
 মন্ত্রী যখন যাহা বুঝাইয়া দেন, আমরা
 তাহাই বুঝিয়া থাকি। ... নামো মুনির্যসা
 মতংন তিস্রং ৩ যিনি যখন নূতন আই
 দেন, তিনিই তখন কিছু নূতন করেন।
 এক জন আসিয়া বলিলেন, আর অপেক্ষ
 ব্যয় এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে
 ইনকম ট্যাক্স না করিলে রাজ্য রক্ষা
 হওয়া ভার। আর এক জন আসিয়া
 ইহার বিপরীত করিলেন। তিনি গণনা
 করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, আর ব্যয় প্রায়
 সমান, অতএব ইনকম ট্যাক্স প্রয়োজন
 নাই। তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া করিলেন
 আর ব্যয়ে বড় টৈলক্ষণা লক্ষিত হই
 তেছে না, অতএব ইনকম ট্যাক্স না
 করিয়া লাইসেন্স ট্যাক্স করিলেই চলিবে।
 এই প্রকার নানা মুনির নানা মত
 দেখিয়া আমরা কি স্থির করিব? আপা
 ততঃ কি এই স্থির হইতেছে না যে আর
 অপেক্ষা ব্যয় অধিক অথবা ব্যয় অপেক্ষা
 আর অধিক অথবা উভয় সমান রাজস্ব
 বিৎসন্ত্রিদিগের কেহই সূক্ষ্মরূপে ইহার
 নির্ণয় করিতে পারেন ন, যিনি যখন
 নূতন আইসেন, তিনিই একটা নূতন মত
 করিয়া যান।

আর ব্যয়সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণ
 মেন্টের একটা অসুখ তাব দৃষ্ট হই-
 তেছে। আর ব্যয়ের সম্ভাব্যধানের
 মুখ্য উপায় যে ব্যয় সংক্ষেপ, সে দিকে
 তাহাদিগের দৃষ্টি নাই। অনিবাশ্রিত

রূপে ব্যয়ভাগেরই ক্রমশঃ হ্রাস
 তেছে। এক এক মহাপুরুষের
 আছে, ব্যয় বহু হইয়া হইক, তা
 কমাইবার আবশ্যিকতা নাই, যাই
 সেই ব্যয় চলিয়া যান, তদনুক্রম আ
 অধিবণ করাই কর্তব্য। তদর্থ
 অন্য উপায় অবলম্বন করিতে
 তাহাও অবিধেয় নহে। অনেকের
 মতাবলম্বনহেতু জুরাচুরি জাল ও
 রণা, তহবিল তহুরূপাত প্রভৃতি
 ঘটিয়া থাকে। উক্ত মতাবলম্বনহেতু
 বিশেষের যখন নানা দোষ ঘটিবে
 তখন গবর্ণমেন্টের যে ঘটবে না,
 সম্ভাবিত নহে। গবর্ণমেন্টের প্রজা
 ড়ন দোষ ঘটিতেছে। করে করে প্র
 বাতিবাহ্য হইয়া পড়িয়াছে। সে
 রাজারা অপরাধিকে বস্ত্রণা দি
 নিমিত্ত নানা বস্ত্রের উদ্ভাবন করি
 বর্তমান রাজপুরুষেরাও তমনি নিত্য
 করে উদ্ভাবন করিতেছেন। প্র
 ক্ষেপে ট্যাক্সের আঘাত লাগে।
 রাজা হইয়া প্রজাকে এতপে উদ্ভি
 বিধেয় নয়। এদেশের আভিধানিক
 রাজা এই শব্দের প্রকৃতিরঙ্গন
 এই অর্থ করিয়াছেন। যে রাজা
 রজনকারী নছেন, উঁহাকে রাজা
 ধারনা। ব্যয় সংক্ষেপের পথ নাই
 নয়। উহার প্রণস্তাথ থাকিতে
 কর্তার প্রকার ক্ষেত্রনিকেশ ক
 প্রজাপীড়ন করা রাজোচিত
 নহে। বা মক আর ব্যয় হিসাব
 সময় আসিয়াছে, নূতনবিধ কর
 কল্পনা হইতেছে। এই নিমিত্ত
 এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম

—:—

বিবিধসংবাদ।
 ২০ এম্বাৎ সেম্বার।

বঙ্গদেশের অচলিত বিচারপতি
 ন্যায় বোম্বাইয়ের বিচারপতিদিগের বেত

সোমপ্রকাশ

১৪ ভাগ।

১৪ সংখ্যা।

“ প্রবক্তাণাং প্রকৃতিস্থিতায় যথার্থিব্যঃ সরস্বতী স্মৃতিমন্তনী ন স্বায়তাং । ”

মূল্য ১ এক আগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
বাণ্যাসিক ৫। সাড়ে পাঁচ টাকা।

নম্বর ১২৭৫। এই কাঙ্ক্ষন। ১৮-৬৯। ১৫ই ফেব্রুয়ারি

মফস্বলে মাহুলসমেত ৩
বাণ্যাসিক ৭. ৩ টৈত্রমাসিক ৩৫।

বিজ্ঞাপন।

চন্দ্রাবতী নাটক।

মিঃ মাইচাঁদ শীল কর্তৃক আড়পুলি নাট্য
অভিনয়ার্থে বিরচিত। বহুবার ১৭২
সাল হোপ যন্ত্রে প্রাপ্য। মূল্য এক টাকা
মূল্য ১।

কলিকাতার নিকটবর্তী মিউনিসিপালখালি
মালিকগণ যাহারা বাঙ্গালা কাউন্সিলের
সালের ২ আর্টনের ১ ধারার মর্মানু
মিউনিসিপাল বাগী ভাড়া বিষয়ে অগ্রগ্রহ
করে, তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া দেওয়া
যে উক্ত ধারার বিধান অনুসারে
মিসিপাল কমিসনরগণকে বাগী খালি হইবা
সংবাদ দিতে হইবে। যদি বহু দিন খালি
তবে প্রত্যেক কোর্টাটারের প্রথমেই উক্ত
দ দিতে হইবে। আর যে তারিখে প্রথম
দ দেওয়া হইয়াছে সেই তারিখ হইতে
ইন অগ্রসারে যত টাকা রেহাই দেওয়া
য তাহা গণনা করা হইবে।

কলিকাতার নিকটবর্তী স্থান
সকলের মিউনিসিপাল কমি
সনরগণের চেয়ারম্যান

হইয়া অধ্যয়নের বাগনা করেন, তাঁহারা
প্রধান শিক্ষকের নিকটে নিয়মাদি অবগত
হইবেন।

৩০ ডিসেম্বর
১৮-৬৮

শ্রীদ্বারকানাথ শর্মা
হরিনাতি বিদ্যালয়ের
অধ্যক্ষ।

—:—

মৎপ্রণীত চিত্রবিনোদ কাব্য ১ ম খণ্ড। অতি
সুন্দরিত অমিত্রাকরে রূপকম্বলে ইহাতে
ভারতবর্ষের বর্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রহ
শেষে ক মহাশয়েরা বর্তমান বড়বাড়ারে অধর
লাল শাহার পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রীদ্বানচন্দ্র বহু।

—:—

চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব
অর্থাৎ

প্রিন্সিপালস্ এবং প্রাকটিক্স অব
মেডিসিনের

প্রথম খণ্ড ৮ পেজ ফরমার ৭৬৮ পৃষ্ঠা
উত্তম বঁাদা, শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধরসাদ মুখোপা
ধ্যায় বি, এ. এম, বি, কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া
প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের বর্ণিত বিষয় (১) সাধারণ
নিদানতত্ত্ব (২) অন্তরুৎসেক্য পীড়াসমূহ।
(৩) দৈহিক পীড়াসমূহ (৪) স্নায়ু মণ্ডলের
পীড়াসমূহ।

মূল্য ১০ টাকা, ডাকমাহুলসহিত ১০।।
কলিকাতা লালবাজার হিন্দু কলেজ ২১৩ নং
বাগীতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট পাওয়া যাইবে।

—:—

বাল্মীকি রামায়ণ

তৃতীয় খণ্ড

এই পুস্তক প্রথমাবধি প্রকাশ হইতেছে।
ইহাতে নাগরাকরে মূল ও টাকা এবং সর্বশেষে

বাঙ্গলা অনুবাদ আছে। শাহার আ
হইবে, তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে
নামে পত্র লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের
ফরমার) মূল্য ১।। আনা। বিদেশীয়
দিগকে ১। আনা মাহুল দিতে হইবে।

কলিকাতা
ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র তর্কট

মৃজাপুর মেডিকেল হ

১। এতদ্বারা আমাদিগের ঔষধত্র
সুন্দর, সংকারী ও সর্বসাধারণকে অ
যাইতেছে যে, দ্বিতীয় টৈত্রমাসিক
সম্বন্ধে অর্নবপোত “ ট্রার অব কোসী
উইক, ব্রিটিশ প্রিন্স স ” হইয়াছে।
মূল্যের ঔষধ পূর্ন প্রাপ্ত হওয়া গি
এতদ্বারা সম্প্রতি আমরা বিলাত
ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ টৈত্রমাসিক
সম্বন্ধে “ ব্রিটিশ ফলাগ, কিং আর্ন
বাকস নামক অর্নবপোতত্রয়দ্বারা
ইউরোপীয় ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই
ঔষধ ম্যানাধিক সাত সহস্র টাকা মূল্যে
করা হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম টৈত্রমা
উপলক্ষে চিকিৎসোপযোগী আ
প্রস্তুতকরণের ও ঔষধবিক্রয়করণের
সামগ্রী ও সজ্জা ও বিবিধ তৈ
ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে
হইতে পৌঁছবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও
উত্তমরূপে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকি।

৪। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আসল বি
চালান ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে
হইলে, আমহাষ্ট্রীটে ৩৫ সংখ্যক প্রধা
খালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ দেব নিকট

ভূর্গোৎসব নাটক।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে
শ্রীমতী শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের
ও কালনা মেডিকেল হলে প্রাপ্য।
১। আট আনা।

—:—

হরিনাতি ইং সৎ বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ অক্টোবর
পরীক্ষার্থীদিগের পাঠনার্থ একটী
করা হইয়াছে। বাহারা উহাতে প্রতিষ্ট

করিয়া। মালতীকে একাধিক
 যা অঘোরবটের শিখা কপাল
 গা শুকবধমণ্ডিত বৈরনির্ভাতনের
 র পাইলেন। তিনি তাঁহাকে নরবলি
 র নিমিত্ত শ্রীপর্কতে লইয়া গেলেন।
 র সৌদামিনী তাঁহাকে রক্ষা করি-
 মাধব শ্রিয়াবিরহে কিপ্ত প্রায় হইয়া
 অসমভিবাচ্যারে তাঁহার অধ্বন
 তে আরক্ত করিলেন। অনেক কষ্টের
 মালতীকে দেখিতে পাইলেন পরে
 র সম্মতিক্রমে উভয়ের বিবাহ হইল।
 যে গ্রন্থ দেখিয়া অশ্রিত হইয়াছে,
 নি সংকৃত মালতীমাধব অবলম্বন
 রা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু লেখক
 দিক সমুদ্র করিয়া আপনাব
 পনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পাঠেন
 । আমাদিগের প্রাচীন কালের
 গণ ঘরে বসিয়া ভূগোল বর্ণনা
 তেন। এটা দোষ সন্দেহ নাই; কিন্তু
 দাব প্রাচীন কালের বলিয়া মার্জিত
 থাকে; কিন্তু এখনকার এসোব মার্জ
 নহে; শ্রীপর্কত মধ্যতরতবর্ষস্থিত।
 তারতবর্ষে বৃহৎও অধিকসংখ্যক
 নাই। এখনও তথ্য কয়েকটিমাত্র
 ন নগর আছে। মধ্য তারতবর্ষে
 প উক্ত একটিও পর্কত নাই যে,
 হইতে সমুদ্র দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু
 রক্ষ শ্রীপর্কতে বসিয়া বন্ধুকে সান্তনা
 বার নিমিত্ত বলিতেছেন, “ দেখ
 ন হইতে কত সমুদ্র, কত নদ, কত
 কত নগর দেখা যাউতেছে। ”
 ন নদ, কোন নদী ও কোন সমুদ্র
 ন হইতে দেখা যায়? অতি উক্ত
 ত হইলেও কি তথা হইতে
 ব সমুদ্র অথবা বঙ্গদেশীয় অখাত
 ন করা সম্ভাবিত হয়।

বন্ধুকে ব্যায়ে আক্রমণ করিলে মাধব
 “ টেক ” “ টেক ” কে কোথায় আছে?
 বলিয়া এষ্ট শ্রীলোককে সমুদ্র অঙ্গন
 করিয়া দিলেন নিজে নদীয়ার
 অধ্বনোদে গমন না করিয়া একটা শ্রী
 লোককে “ কি হইতেছে ” দেখিতে
 বলিলেন এটা নিত্য কাপুরুষের কাজ।
 কোন গ্রন্থকার কখন মারককে এরূপ
 কাপুরুষ করিয়া বর্ণন করেন নাই।
 মকরন্দর অভিনয় অতিশয় মনো
 হর হইয়াছে। তাঁহার অভিনয়ে, চতুরতা,
 ভীকবুদ্ধিতা, সদাশয়তা ও অকপট
 মিত্রাভাগ প্রকাশ পাইয়াছে।
 অঘোরবটের পূজা মন্ত্রপাঠ,
 কপালকুণ্ডলার বলিদানের উদ্যোগ
 হইয়াছে বলিয়া জিজ্ঞাসা এগুলি
 অতি সুন্দর হইয়াছিল। মাধব বধন
 মালতীর উদ্ধারসাধন করিলেন তখন
 তাঁহার মনোরথ বিফল ও বোগনিদ্ধির
 ব্যাঘাত হইল দেখিয়া তাঁহার প্রমত
 কোথ গালী না দিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা
 সহকারে কটিবন্ধন, অব্যাকুলভাবে মাধ
 বকে খড়্গাঘাত করিবার উদ্যোগ,
 নয়নরক্তমা ও অঙ্গভঙ্গি এগুলি অতি
 শর চমৎকার হইয়াছিল। বৃদ্ধ
 মন্ত্রীর বোগবেশ ও ঈশ্বরের উপরে
 নির্ভর করিয়া শোকস্বরূপ অশ্রীতকর
 হয় নাই। মালতীর অভিনয় উত্তম হই
 রাহে। কামন্দকীর প্রভুপন্নমতি
 শ্রীজনহুল্লভ প্রশান্ত সাহস ও চতু
 রতা অতিশয় আনন্দিত করিয়াছিল।
 চন্দ্রোদর মেঘাড়র বিভ্রান্ত জল
 প্রপাত প্রভৃতিও বার পর মাট শ্রীতি
 কর হইয়াছিল এখনকার একটা
 নবান্দোর মায় বাদ্য আমরা আর
 কোথায়ও শ্রবণ করি নাই।

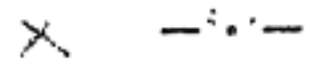
-:০:-

মৃত্যু পুস্তক।

চিকিৎসা প্রকরণ ও চিকিৎসাতত্ত্ব

শ্রীযুক্ত বারু গঙ্গাশ্রম
 এম. বি. নানা ইংরাজী
 কইতে বাঙ্গালা ভাষার
 করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা
 গ্রন্থের বিলম্ব অসঙ্গতি
 দ্বারা একাংশে উহার সু
 পূরণ হইয়াছে। এতৎপা
 পরম প্রাতিলাভ করিয়া
 রচনা এরূপ প্রাঞ্জল হইয়াছে
 পোধকালে প্রায় কোন স্থলে
 থাকে না। সংগ্রহকার পারি
 শব্দের সকলনবিষয়ে সবিশেষ
 একটা উৎকৃষ্ট রীতি অবলম্বন
 ছেন। অনেক স্থলে বাঙ্গালা ভাষা
 বাদিত ইংরাজী সংজ্ঞা এবং
 অক্ষরে ও ইংরাজী অক্ষরে ইং
 সংজ্ঞা ব্যবহার করা হইয়াছে। এ
 প হইয়াছে, নিম্নোক্ত
 পাঠকগণের সুদয়ঙ্গম হইবে
 “ মেলেরিয়ার উৎপত্তিবিষয়ে হই মত
 কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বিখলিত
 পদার্থ হইতে ইহা উদ্ভূত হয়। কেহ কে
 যে, অরুণ জল সূর্য মৃত্তিকা হইতে ই
 রূপে নির্গত হইয়া থাকে। বিগলিত
 হইতে যে মেলে রিয়া উদ্ভূত হয়, তাহা
 খিত কারণবশতঃ অনেকে বিখ্যাস
 থাকেন। প্রায় সকল মেলে রিয়াযুক্ত
 পদার্থে পশ্চিম সময়ে বাস কর। সম
 লহবার পর উহার অবশিষ্টাংশ সূর্য মতে
 লের জলে বিগলিত হইলে এককল সূর্য
 ত্বকের চইয়া উঠে। অতি শ্রীপর্কলে
 সকল স্থান পীড়াজনক নহে। কিন্তু
 বিশেষতঃ উহার শ্বেতাংশে জলদ্বারা
 বিগলিত হওয়াতে সচরাচর উহা অ
 হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে ধান্য কাটিয়া
 পর উহার অবশিষ্টাংশ সূর্য মতে বিগ
 আখন ও কার্জিক মানে তত্তৎস্ব
 প্রাচুর্য অধিক। কোন কোন
 প্রস্তুত করিবার পর উহার অংশ
 কবিবার জন্য বঙ্গদেশে বসি সূর্য
 উহা বিগলিত হইলে তরিকটব
 পদ্য পুনঃ মেলে রিয়া উদ্ভূত হয়

কর নির্ধারণ করিতেছেন। মিউনিসিপাল সভাপতির নিকটে আবেদন করিতেছেন; কিন্তু তিনিও তাহা গ্রহণ করিতেছেন না। মিউনিসিপাল সভাপতি এদেশীয়দিগের যে অপ্রিয় হইয়াছে, তাহার দুই প্রধান কারণ আছে। প্রথম তাহাঙ্গের উপরে করনির্ধারণের ভার অর্পিত হয়, তাঁহারা প্রায় যথেষ্ট ব্যবহার করেন। দ্বিতীয়, যে কর সংগৃহীত হয়, তাহার অধিকাংশ ইতস্ততো বিয়ত হইয়া থাকে। মিউনিসিপাল সভাপতির প্রকৃত উদ্দেশ্য যে গ্রামবাসীদের পরিকরণকার্য্য, তাহার প্রায় কিছুই হয় না।



আমাদিগের রাজপুরুষেরা পল্লীগ্ৰাম পুলিশের উৎকর্ষসাধনবিসয়ে উদ্যোগ নহেন, বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেন্ট গবর্নর কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা যথেষ্ট পত্রখানি প্রকাশ করিলাম, তাহা স্পষ্টাক্ষরে কহিয়া দিতেছি যে পুলিশের উৎকর্ষসাধন একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু তাহার উপায় কি? পল্লীগ্ৰামে কলিকাতাপ্রভৃতির ন্যায় ব্যবস্থা পুলিশপ্রণালী প্রবর্তিত হইবার ক্ষমতা বিধান হইবার আবশ্যক নাই। গবর্নমেন্ট পুলিশের সহায় আর অধিক ব্যয় দিবে না। পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। পল্লী গ্রামবাসীদিগের এক্ষণে অবস্থা নয় যে, তাহারা কষ্ট ব্যয় দান করে। আপাততঃ তদ্ব্যতিরিক্ত সুব্যবস্থা, গ্রামের বর্জিত লোককে দায়ী করা এবং বদমায়েদিগের বিশেষরূপে শাসন করা কর্তব্য। গ্রামের লোকেরা যদি পর্যায়ক্রমে গ্রামে গিয়া রাত্রিকালে ভালরূপে বিশ্রাম করেন এবং দ্রুত ও নিশ্চিন্ত হইলে গ্রামের প্রাণ

লোকেরা তাহার অনুসন্ধান করেন, কেবল ঘটনা বিবরণ চেষ্টা উঠে। এখন পুলিশ কর্মচারীদিগের তত্ত্ব দানাদি বিশেষ অর্থে অনেক হলে তাহা কলোপস্বায়ী হয় না। অনেক স্থলের পুলিশ কর্মচারীদিগকে বিলক্ষণ অলস দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামের প্রধান লোকদিগকে দায়ী করিয়া যদি এইরূপ নিয়ম করিয়া দেওয়া হয় যে, তাহারা পুলিশ কর্মচারীদিগের আলস্য ও কর্তব্য উপেক্ষা দেখিলে রিপোর্ট করিবেন, যদি না করেন এবং চৌর্যাদি ঘটনা হলে চৌরাদির অনুসন্ধান করিয়া না দেন, দণ্ডনীয় হইবেন, তাহা হইলে অনেক কাজ হইবে।

তিন চারি মাস পূর্বে জনাইয়েছর ও লাঠা রোডের অতিশয় প্রাচুর্য্য হইয়াছিল। অত্যান্ত তিন শত লোক কালকবলে নিহত হইছে সম্প্রতি একটি শৃগাল কিন্তু ইয়া প্রায় দশ বার জন লোককে দংশন করিয়াছে, তাহারা সকলেই এখনও ভীত আছে। পশ্চাৎ কি হয় বলা যায় না। বৎসর বন্য বরাহ আসিয়া অতিশয় উপদ্রব করিতেছে; ক্ষেত্রের শস্যসকল বিষ্ট করিতেছে। কৃষকেরা বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। কেবল একটি লোককে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা সকলেই পলায়ন করিতে কাহাকেও আঘাত করিতে পারে নাই। এখানে যেকোন ভদ্র ও মনিজোকের বাস, তাহারা যদি সকলেই বিশেষ মনোযোগী হইয়া গ্রামের উদ্ধার কর্তন এবং পশ্চাৎ ও পুরাতন মুষ্কারিণ লোকের পক্ষাভাব প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে মারীভয় শৃগাল ও বন্য বরাহাদি কিছুই প্রাচুর্য্য হইতে পারে না। আমরা দেশের লোকের নিকট এসকল প্রার্থনা করি। দয়াবান গবর্নমেন্টসমীপে প্রার্থ্য। এই তাহারা জনাই গ্রামের প্রতি একবার কৃপাবলোকন করিয়া অবিলম্বে এখানে মিউনিসিপালিটি প্রণয়ন প্রবর্তিত করিয়া জনাইবসীদিগের সকল কষ্ট বিনষ্ট করুন

১১ ই
 মারায়ণ মু
 নিকটবর্তী
 মান্য হু
 ইতি হইয়া
 চই জন প
 নগদ ও অধিকারী ছিলেন।
 টকা লইয়াছিল, তাহার
 অবশেষ কদিন ও করকারী
 অমনি বাটীটার খে
 সেই আলো
 এই মনে বচ, না
 বাহির হই
 ধারণ করিয়া
 সে জিজ্ঞাসা
 লইয়া এখা
 জিজ্ঞাসিত
 করিতে আ
 স্বরে বলি
 পাইক ও
 প্রহার কর
 ছন তা বল
 বলাতে ছব
 সাংঘাতিক
 প্রহার কর
 ও পক্ষর ভ
 সে জীরাম
 হইয়াছে।
 র হওয়া
 দ্বারা অন্য
 গৃহে প্রবেশ
 করিলে সে
 চিন্তিতে পার
 তাহার হস্ত
 তাহার হস্ত
 সেও অন্য
 হইয়াছে
 দশন করা
 সংসার। নি
 যেকোন ছ
 গকে দেখিত
 হয়। কি ছদ্মা

দিগের অধরাধুর্ভাবে হতাশ হইলে
অপার ছাঃসংগরে নিম্ন এই

—:—

ধন্য নিবেদন মিদঃ

১১ ই মাসের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ
সামাজিক সভা ও উপাসনাবিষয়ে অদ্য
সামাজিকতার বিভিন্নসংবাদস্বল্পে লিখিত
হইয়া গৌনহালে হংরা
ব্রাহ্মসংগীত ও বক্তৃতা করিবার কারণ
সংগীত পারি না।

সংগীত সে পোমধ্যে বলেন, " বাঙ্গালী
সংগীতের উৎসাহিত বক্তৃতা ও পুস্তকাদি প্রকাশ
কেননা ও খ্যাতিলাভ উদ্দেশ্যমাত্র
নে কে কাগনহে। সুশাস্ত্র যে স্বীকার
ন, ব্রাহ্মসংগীতের সঙ্গপ্রদান
ইহার আরণ করাই মনুষ্যের কর্তব্য।
জ্ঞান ও শ্রুত্যা প্রেরিত হইয়াই মহাশয়
সংগীতের উৎসাহিত লোকের নিমিত্ত
সংগীতের এবং জ্ঞানী ও সঙ্গগণের নিকা
স্বীতে বক্তৃতা বিষয়ক বক্তৃতা ও বক্ত
করয় ছিলেন।

সংগীত কেশব বাবু গৌনহালে বাঙ
ছিলেন, " কেহ কেহ যে অনুমান করেন,
সংগীতের বক্তৃতা বাঙ্গালীসংগীত
ন করিয়া গৌনহালে উপনীত হইবেন,
হে। বক্তৃতা জ্ঞান ও ধর্ম উদ্দেশ্যিত
অংশে এক সময়ে পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্য
স্বীতি ও এক পরিবারের ন্যায় সমস্ত
হইয়া পরম পবিত্র ব্রাহ্মসংগীত অবলম্বন
। "

সংগীতের ব্রাহ্মবাদী ব্রাহ্মসংগীতের
মহাশয়ও পূর্বে বক্তৃতা করিয়াছিলেন
যেমন পূর্বে দিক হইতে উদ্ভূত হইয়া
সংগীতের বক্তৃতা প্রকাশ করে, সভা
সংগীতের বক্তৃতা প্রকাশ হইতে
হইয়া পৃথিবীর সমস্ত হইবে। " এই
ভাষ্য ও মতঃ বক্তৃতা করিয়া হইয়া
বক্তৃতা হইয়া গৌনহালে বক্তৃতা ও গীত
ছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইতেছে।

ই প্রথম ও ক্ষমতা খালাসেই হইয়া
সংগীতের বক্তৃতা ও ব্রাহ্মসংগীত প্রতিষ্ঠিত
হইয়া

সংগীতের বক্তৃতা (ভারতবর্ষীয়
সংগীত) উপসংহতময়ঃ তিনি মহাশয় রাম
সংগীতের প্রকাশ হইয়া ব্রাহ্মসংগীতের

নাথ ঠাকুর মহাশয়কে নমস্কার ও ধর্মবাদের
প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন, "আদি ব্রাহ্মসমাজ
হইতে এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রোতোরূপে
বহির্গত হইয়াছে, এই প্রোত যেই স্থানে
নিরুদ্ধ না থাকিয়া সমস্ত দেশ প্রাবিত করে।
এই ধর্মমন্ত্রের ভিত্তি হইতে ইষ্টকসকল যেমন
পরস্পর সংযুক্ত থাকিয়া রহে অকার্য্য
করিয়াছে, ব্রাহ্মসংগীতের বক্তৃতা প্রকাশ হইয়া
গৌনহালে উদ্দেশ্য সংসাধন করুন। "

উপসংহারস্বল্পে প্রার্থনা এই, যাহাতে
আদি ও নব ব্রাহ্মসমাজ পূর্নবৎ পরস্পর এক
ভাবে অবলম্বন করিয়া সামাজিক ও আধ্যাত্মিক
উন্নতিসাধনে যত্নবান হন, তদ্বিষয়ে
মহাশয়ের নিঃসন্দেহ প্রার্থনা লেখনী
লিখিত হউক।

কলিকাতা } একান্ত অনুগত
১০ ই মাস }
১২৭৫ } শ্রীশ্রী রাম পালিত

আমরা অনেক পরিশ্রমে সাধারণের
উপকারার্থে এখানে উৎকৃষ্ট দেওয়ানী কার্য্য
বিধান গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া কতিপয় মহা
শয়র প্রদত্ত অর্থসাহায্যে উহার প্রথম ও
দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, অবশিষ্টাংশ
মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় নিশ্চয় ও কৃতবিদ্য পন্থা
বদান্য মহোদয়দের সাহায্য গ্রহণ কর
আবশ্যক।

আমরা শুনিয়াছি মহাশয় সংগীত মুদ্রাঙ্কন
নিবাসী ভূম্যধিকারী মান্যের ব্রাহ্মসংগীত বাবু সূর্য
কান্ত, অচার্য্য মহাশয় অতীত বদান্যের এবং
সাধারণের উপকারসম্পাদনে অগ্রসর। আমরা
উহার সেই গুণবস্তুর প্রতি নির্ভর করিয়া সাহু
নয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি অসুগ্রহপূর্ব
দেওয়ানী কার্য্য বিধানের অবশিষ্টাংশ মুদ্রাঙ্ক
নার্থ অমাদ্যকে ১০০ টাকা প্রদান করিয়া
একটি কীর্তনস্বল্প স্থাপন করুন। উহার প্রদত্ত
অর্থসাহায্যে এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি প্রচারিত
হইয়া সর্ব সাধারণে উপকৃত হউক, ও উহার
অগণ্য ধর্মবাদের প্রদান করুক। এবিধ মহত
কার্য্য সম্পাদন করা কৃতবিদ্য পন্থাধর্মের নিয়ম
কর্তব্য কর্ম্ম বলিয়াই সূর্যকান্ত অচার্য্য মহাশ
য়ের সমীপে আমরা এই প্রার্থনা করিলাম।
যদি আমাদের প্রার্থন পূর্ণ করা সূর্যকান্ত বাবুর
অভিপ্রোক্ত হয় তাহা হইলে তিনি উহার অর্থ
কার্য্যসম্পাদনের নিকট টাকা পাঠাইয়া কলি
কাতা জোড়ানাকে ব্রাহ্মসমাজে আমাদের

নিকট পত্র লিখিলেই আমরা উহা প্রাপ্ত
পারিব।

শ্রী রামচন্দ্র ভট্ট
গ্রন্থসম্পাদক
শ্রীলোহারাম শর্মা

—:—

মহাশয় ' প্রায় চই মাস অতীত হইল
নয়নার কালেক্টর ব্রাহ্মসংগীতের বেল সাহেব
এক জন নিবুল সার্জনসহ এই বড় জাগ
অগমন করিয়াছিলেন। মহাশয়ীর কার্য্য
গত মহাশয়ীর নিবুল সার্জ ও শাসের ক
মাণে হান হইয়াছে এবং কি উপায়
করিলে তাহাতে উহা অব্যাহত হইতে
সমাগত ভয় মহাশয়দিগের সহিত ই
নানা বিষয়ের কথোপকথন এবং অ
স্বীকার পূর্বক একল অবস্থা প্রত্যক্ষ
এই স্থির করিয়া গিয়াছেন যে, রানাঘা
ডিবিজনের ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট একজন
সায়রসহ এখানে আসিয়া রাস্তা প্রান্ত
ভলনকশপত্র তর সুবিকৃত উপায়
করিয়া যাইবেন এবং তিনি স্বস্থানে
ওলাউঠারোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রত
রার্থ উক্ত রোগের ঔষধ সর্ববেই প্রেরণ
বেন। অন্যত্র তিনি কৃষ্ণনগরে গমন ক
স্বাস্থ্যবস্থা কয়েক পরিত্যক্ত করিয়া
অত্র তাহা ডাক্তার ব্রাহ্মসংগীত
ও যত্নাথ চট্টোপাধ্যায় বিশেষ প
স্বীকার পূর্বক উহার (কালেক্টরের)
ঔষধদ্বারা অনেক রোগীকে অরোগ্য
হইল। এতদ্বিধেই উহার সকলেই দীন
ওকৃত ভাষ্যসংগ্রহ হইয়াছেন
নাই। আর কালেক্টর মহোদয় এখানে অ
কালে সমাগত ব্রাহ্মসংগীতের সা
দ্বারা যেরূপ পত্র হইয়াছিল এবং
রনের চিত্রক, বাবা উহার যেরূপ
বেশ দৃষ্টি ও উৎসাহ আছে, তাহা
উহার নিকট চট্টোপাধ্যায় পাঠ
লাগ।

২৫ এ ডাক্তার ব্রাহ্মসংগীতের
বাবু রামচন্দ্রের সেন ব্রাহ্মসংগীত বাবু
সরকার নামক এক জন ওভরদিয়ারসহ
আসিয়া ব্রাহ্মসংগীত বাবু সর্কোথর
প্রসন্ন ঘোষপুত্রি অনেক ভয়
বাহারে এ গ্রামের সকল স্ব
ইহার প্রকৃত অবস্থা ও
লিখিত চিত্রক কার্য্যসম্পাদনে
হইয়াছেন।

১। এখানে মিউনিসিপল
করা কর্তৃপক্ষের অভিপ্রোক্ত
কর্তৃপক্ষ

পুর আঁমে দরখাস্তের বিচার হয়।
 ডির কলেব এক জন সাহেব ও
 ল কমিসনর ছিলেন ও ওএলস
 াম থকেন। এই চেয়ারমান সাহে
 বেচনা ও বিচারশক্তি ইন তদ
 করিয়াছেন। ইনি অবশ্যই
 অপেক্ষা বিধান ও সমধিক
 ইনেন। আবেদনর ল হেব বাণীর ক ছে
 বড়াইয়াছেন হই একটি কথাও জিজ্ঞা
 রাছেন। ইহার সে সা উপসর্গ কিছুই
 জালা বিষয়ে এমন সুপণ্ডিত যে, এক
 পাত হইল কি না অমনি আবেদন
 সমুদয় মনগ্রহ করিলেন, এবং তাঁহার
 দক্ষতা যে কি দলিল কি কোন
 উপর কিছুই অপেক্ষা রাখেন না। বলমতি
 মাত্র (রিজেষ্টেড) বলিয়া সকল
 স্তম্ভেই অলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন,
 টেম্পারি ও গান্ধীয়াবিষয়ে এতদূর যে
 ত আবেদন কারী প্রজার অভিলাষ রোদ-
 অবচনা প্রজাগণ অধিক আর্জি নাদ বা
 কমাইবার যুক্তিপ্রদর্শন করিলে "চাপ
 বলিয়া ত্বর দেখান। বাঙ্গালি কমি
 বাবুটি নিতান্ত অবিচার হইতেছে দেখিয়া
 র পক্ষে হই এক কথা বলিয়া
 ন দেখিলেন তাঁহাকে কেবল
 কবিয়াছে মাত্র ও কথা শুনি
 করিয়া রাখিলেন। দাঁড়িয়াল
 এক সাহেবটি ক্রমাগত অবি
 গলেন। সম্পাদক মহাশয় !
 করিলেই আপনি সাধ
 বেন যেকিতদূর অবিচার
 হইল। অত্রতা একজন ভদ্র সন্তান একটি
 টীহিতে ৯ টাকা মাসিক তাড়া পাইয়া
 নেন। তাঁহার ১৬ টাকার হিসাবে টাক দিতে
 তেছে। এই তনায় নিবারণার্থ দরখাস্ত
 লে সাহেব তনীয় দরখাস্ত পাঠ করিয়াই
 ত তাব কেমন এজেন্ট আছে কি না
 তে চাহিলেন। অমনি ১ টাকা মূল্যের
 কাগজে দীতিপূর্বক লিখিত এজিমেণ্ট
 হইল। সাহেব তাহা দেখিয়াও কোন কথা
 লিয়া "আপল রিফাউন্ড" লিখিলেন
 বিচার। মহাশয়! একপ বাহাবকে উৎ
 ন ও ঘোর অসহায়তা আর কি বলা
 য় পারে? ইহার কি কোন প্রতিবিধানো-
 নই? মহামহিম পণ্টমেন্ট গবর্নর ও গবর্নর
 নবল বাহাদুর প্রজাপুত্র প্রতি এইরূপ

কাতপয় আবে চক এচারা কর্তৃক কৃত অবি
 চার দেখিয়া কি ছুপ করিয়া থাকিবেন? তাঁহারা
 কি ইহার তদন্ত করিবার নিমিত্ত উদ্যুক্ত হই
 বেন না?

শিবপুর } বন্দন জী শ, চ, ম,
 ২৪ এপ্রিল ১২৭৫

মহাশয়! সাটিকটেট টাকের অন্তর
 আসেসর জীক ববু কানাইলাল ঘোষাল
 মহাশয় হালদহবের বাবনায়ীদগের নামে সাট
 কটেট টাক দিয়া একট তালিকা ও নোটসল
 একটি চাপডাসীকে সপ্রাত এ স্থানে প্রেরণ
 করিয়া গলেন। যেকল সামান্য ব্যক্তি নিজ
 অর্প সামর্থ্য নিয়োগপূর্বক একপ্রকার যথাকথ
 কং তাবেই দিনাতপাত করিয়া আসিতেছে,
 তিন সেই তালিকামধ্যে তাহাদিগের নাম
 পণ্ডিত সন্নিবেশিত করিয়া রাখা হইলেন,
 সুতরাং তাহাদিগের উপরেও নোটসজারি করা
 হইয়াছে। আইন অনুসারে হাদগের বাৎ রি
 অয় ৫০০ শত টাকা বা ততোধিক, কেহ
 তাহাদিগের উপরেই কর ধর করা হইবে।
 যেকল ব্যক্তিকে তিনি নোটিশ দিয়াছেন,
 তাহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি আমার প্রতিবাস
 এবং সকলেই আমার এক দেশবাসী। তাহাদ
 গের আয়ের নিষ্কিষ্ট সংখ্যা আমি অবগত
 থাকি আন না থাকি, কিন্তু একপ্রকার নিচ্ছ
 বলা হইতে পারে যে, তাহাদিগের যাহা আয়
 দরা হইয়াছে, তাহাদিগের অনেকেরই তাহাব
 হাজ্জেকও আয় হইবে না। সুতরাং কেন যে
 তাহাদিগকে কর দিতে হইবে, কিছুই বুঝিতে
 পাবি না। সত্য তাহারা ইচ্ছা করিলে সকলেই
 আপীল করিতে পারিবে; কিন্তু আবার এই
 নিয়ম সে, আপীল করিবার পূর্বে তাহাদিগকে
 দেয় কর জমা করিতে হইবে। আমার প্রথমে
 জিজ্ঞাস্য এই, যেন তাহারা আপীল করিয়া
 নিষ্কৃতি পাইতে পারে; কিন্তু অকারণ কেন
 তাহাদিগকে রূপা বষ্ট ও অর্পব্যয়ে নিষ্কিষ্ট করা
 হয়? অপর ইহার প্রশ্ন কি যে, তাহারা
 আপীল করিয়াই নিষ্কৃতি পাইবে? তাহারা
 প্রায় সকলেই মুখ, পল্লিগ্রামনিবাসী আদাল
 তের কাছাট তাহারা সহজে ঘাড় পাতিয়া লইতে
 চায় না এবং সকলে লইতে জানেন না।
 তাহাদিগের অর্পেরও তেমন সক্ষমতা নাই যে
 মোক্তার দ্বারা নিজ কর্যাসাধন করিতে পারে।
 সকলে কাজ কেলিয়াও আদালতে গমনা
 গমন করিতে পারে না। এমন স্থলে যে

আপীল করিয়। বিপদ হহতে উত্তীর্ণ হ
 ইহা অসহায়ের সম্বন্ধেই হরাশামাত্র।
 এমন লোকসকল এই হালসহরে দেখিতে
 বাহাদিগের আয় কোনরূপেই ৫০০ টাকা হ
 না, তাহাদিগকেও সাটিকটেট কর দিতে
 য়াছে। এই স্থলে আমার আগত করা ক
 যে, পূর্বে অনেকের টাক নিষ্কারিত হই
 য়াছে এবং অনেক টাকা দিয়াছে। এ কার
 কতগুলি মুতন লোকের নামে নোটিশ বা
 হইয়াছে; যাহা হটুক, যখন কতকগুলি ব্য
 অকারণ পীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে, ত
 যে তার কতকগুলি লোক সহ্য করিতে হইবে
 একপ কখনই বলা হইতে পারে না। অ
 আসেসর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, হালিস
 যয়ং উপস্থিত হইয়া বিশেষরূপে তথ্য ল
 পরে কি কর নিষ্কারণ করা তাঁহার পক্ষে ক
 নছে? তিনি যে যথার্থরূপে কর্তব্য সাধন
 করিয়া লোকের পীড়নো কারণ হইয়া
 তাহা জনসাধারণকে তরসা করে দিয়া গ
 বনেট এ বিষয়ের প্রকৃত তথ্যসম্বন্ধে
 উপযুক্ত উপায় অবলম্বনপূর্বক সামান্য অ
 বাধিত প্রায় অসহায় দীন প্রজাবর্গের উপর অ
 চার নিবারণের সুব্যবস্থা করিবেন।

হালসহর }
 ২৩ মার্চ }
 ১৭৯০ শক } শ্রী উমানাথ গুপ্ত।

১। মহাশয়! বনয়ারী আবেদনর কি
 হুং বাঙ্গালীগণনামে একখানি জনপদ আ
 এানকার রাজসংসারের ব্যয়ে এই গ্রামখ
 স্থাপিত হয়। সেখানে প্রতিবৎসর পৌষম
 একটী মেলা হইয়া থাকে। উত্তারণ সং
 ত্রিতে এই মেলায় কার্য আরম্ভ হইয়া
 সপ্তাহ কাল ব্যাপিয়া চলিয়া থাকে। ন
 স্থানীয় লোকের সমাগম হইয়া থাকে।
 বিক্রয় কিছু অল্প হয় না। শুনিলাম, এক
 মেলায় তাবী দম হইয়াছিল। বিপনীসং
 তদধুরূপ ছিল। ফলতঃ বিলম্বীয়া দ্রব্য
 অকলে অনায়াসলভ নহে। এ মেলাটী স্থাপি
 করিয়া বেঙ্গলায় এ প্রদেশের লোকের যে তা
 সুবিধা হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।
 ২। এখন বাসিকবিদ্যালয়ও নানা স্থ
 প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সেইসময় বিদ্যালয়ে
 কার্যতার উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর হস্তে অপি
 হইলে যে কাজ সুচারুরূপে চলে, তাহার সন্দে
 নাই। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এরূপ কার্য

বিভিন্ন প্রায় বাবতীর সব আলি টোটে
 র্ম ও এতদেশীয় চিকিৎসককে
 শব্দ পরিশ্রম পূর্বক কাজ করিয়া
 । সব আলি টোটে সার্জনদিগের
 বাবু অনুদাচরণ কাহ্নিদিগি ও
 হার অধীনস্থ এতদেশীয় চিকিৎসক
 ঠাকুরদাস সকলের অপেক্ষা
 ধান্য প্রদান করিয়া গবর্নমেন্ট হইতে
 াদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

ইনস্পেক্টর জেনরল ডাক্তর গ্রিগ
 ক্রম করিয়াছেন, অনেক চিকিৎসা
 র নিকটে পচা পুষ্করিণীসমূহ
 াতে হ্রদ্য সংখ্যা অধিক হয় ।
 টনটে গবর্নর এই অনিষ্টনিবারণের
 া দিয়াছেন ; কিন্তু কিম্ব এই অনি
 র নিবারণ হইবে ? এটি কেবল
 কংসালয়ের নিকটবর্তী ডোবা পরি
 করিয়া হইবার নহে । ততস্থানের
 তিসম্পাদন আবশ্যিক । এনিমিত্ত
 াদিগের মিউনিসিপালিটিসমূহে
 অধিকতর টাকা দেওয়া কর্তব্য ।
 র্মেন্ট পুলিশের নিমিত্ত মিউনিসি
 ট টাক্সের অধিকাংশ ব্যয় করাতে
 নিমিসিপালিটিসমূহ বর্ধার্থ কাজ
 তে পারেন না ।

করিতে পারে না । তিনি উৎকোচগ্রাহী
 নন, অতএব তাঁহাকে স্বল্পে আনিবার
 যো নাই । তাঁহাকে স্থানচ্যুত করাই
 তাহার প্রেরণসম্পন্ন বিবেচনা করিয়াছে ।
 দশচক্রে ভগবান ডু হ, দণ্ডে চক্র
 করিয়া যদি নারায়ণদীন বাবুকে অপদস্থ
 করিয়া তুলে তাহাতে বিশ্বাস নাই । কিন্তু
 হুঃখের বিষয় এই যে, এক জন স্বকর্তব্য
 পরায়ণ মিলোত্ত কার্যাদক, পুলিশ কর্মচারী
 বিনা অপরাধে অপদস্থ হইলেন । নারায়ণ
 দীন বাবু ও হানিকর্খার তুল্য উপ
 যুক্ত লোক পুলিশ কর্মচারীদিগের মধ্যে
 অস্পন্ন আছেন । ইহাদিগের প্রশংসা
 দই সর্বদা আমাদিগের প্রতিগোচর
 হইয়া থাকে ; কখন আমরা ইহাদিগের
 হন্যাম শুনি নাই । আমরা শুনিলাম,
 নারায়ণদীন বাবু নামে সম্প্রতি এইরূপ
 একটি মফসসমা হইয়া গিয়াছে যে, তিনি
 এক ব্যক্তির ২৫ টাকা কাড়িয়া লইয়া
 ছেন । বিপক্ষেরা যে তাঁহার পশ্চাতে
 লাগিয়াছে, এতদ্বারাই সেটী নিঃসন্দেহ
 রূপে সম্মাণ হইতেছে । আমরা নারা
 যণদীনকে খতদূর জানি, তাহাতে স্পষ্ট
 করে কহিতে পারি, তাঁহা হইতে এরূপ
 কার্য সম্পন্ন হইবার কোন ক্রমে সম্ভা
 বনা নাই । তাঁহার ধর্মজ্ঞান অস্পন্ন যদি
 এপ্রকার সম্ভাবনা করা যায়, তথাপি
 এরূপ সম্ভাবনা করা যায় না যে, তিনি
 এমন অবিস্ময়কারী ও নির্দোষ যে,
 চোরাডোর কর্তব্য কার্য সম্পাদন করিয়া
 চির কালের অর্জিত বশে অলাঞ্জলি
 দিবেন । তিনি টালিগঞ্জ থাকিতে আমরা
 নিঃশঙ্ক আছি । তাঁহার প্রতাপে দস্যু
 তক্রান্তি সঙ্কচিত হইয়া আছে ।

দোষ হইয়া উঠিয়াছে । তা
 করিতে গিয়া অতি আ
 গুলিও পরিভাগ করেন ।
 অন্যায় হয় তাহার প্রমাণ
 জেনসংক্রান্ত প্রস্তাবমধ্যে
 ছিলাম, প্রেসিডেন্সি জেলে
 যে চাউল ও বর্জমান জেলে
 দেওয়া হয়, (যাহা আমরা
 দেখিয়া আসিয়াছি) তাহা অতি
 তাহাতে পীড়া জন্মে । বর্জমান জে
 তরকারি এমনি বদর্যা পাকা ও
 যে, গো মহিষেও তাহা খাইতে প
 না । অথচ জেলের মধ্যে উত্তম তর
 জন্মে, গাছেও চইয়া রাখিয়াছে ।
 যে উৎকোচগ্রহণ ও অত্যাচার
 তাহার প্রমাণার্থ আমরা লি
 ছিলাম, আমরা যে দিন যাই, সে
 প্রেসিডেন্সি জেলের এক ব্যক্তি উৎ
 এহণাপরাধে পুলিশে প্রেরিত হা
 বর্জমানের জেল ডাক্তর আমা
 সঙ্গে বলিলেন, তাঁহাকে এক ব্যক্তি
 গোচ দিতে চাহিয়াছিল, তিনি
 গ্রহণ করেন নাই ; অপর, এই
 একটি স্ত্রীলোক (এ স্ত্রীলোক
 পাগলার জেল হইতে তখন
 আমাদিগের প্রশ্নানুসারে কছিল,
 পাগলার জেলে তাহাদিগকে যে
 দ্রব্য দেওয়া হইত, কর্মচারীরা তা
 অংশ গ্রহণ করিত ।

বাবু নারায়ণদীন ডেওয়ারি
 ও তাঁহার বিশদগণ ।

আমরা শুনিয়া হুঃখিত হইলাম,
 কজন কুণোকে চক্র করিয়া পুলিশ
 স্পষ্ট বাবু নারায়ণদীন ডেওয়ারির
 াতে লাগিয়া তাঁহাকে ব্যতিবাস্ত
 য়া তুলিয়াছে । তাহাদিগের অতি
 ত এই, তিনি টালিগঞ্জে না থাকেন ।
 হইলেই তাহারা স্বল্পে আপনা
 র অতীতমাধন করে । তিনি সে
 ন থাকিতে তাহারা স্বাভিলম্বিত
 াচার ও অন্যায় কার্য সম্পাদন

উপসংহারকালে আমাদিগের
 রোধ এই, অনুবাদক আবশ্যিক বিষয়
 পরিভাগনা করেন । আমাদিগের
 সংক্রান্ত প্রস্তাবমধ্যগত আরো অ
 গুলি আবশ্যিক বিষয় পরিভাগ
 য়াছে ।

—:—:—

গবর্নমেন্টের অপ্রবাদক ।
 সংক্ষেপপ্রিয়তা লেখকদিগের একটি
 প্রশংসনীয় গুণ ; কিন্তু বাঙ্গালা সমাচার
 পত্রের অনুবাদকের সেটী গুণ না হইয়া

—:—:—
 ভারতবর্ষীয় গবর্নর - জনরল ।
 কেমন লোকের তরতদ্বার
 জেনরল হওয়া উচিত, তাঁহার কর্তব্য

গবর্ণর বিবেচনার্থ আজি এপ্র
 রণা করা হইতেছে না,
 তা'তবধে গবর্ণর জেন
 আবশ্যক কি না,
 বচারণ এই প্রস্তাব অবত্যা
 যখন ভারতবর্ষের শাসনভার
 কাম্পানির হস্তে ছিল, তখন
 গবর্ণর জেনেরল পদ একান্ত
 ছিল। এখন এখানে এই কেম্পা
 প্রতিনিধি এক জন সর্বশক্তিমান
 পুরুষ না থাকিলে গোপনক্রমে
 না। বিশেষতঃ তখন যুদ্ধ বিগ্র
 স্তিয়ার প্রাচুর্য্য ছিল। তখন
 কুম্ভেরা সক্রমণে পরিবেষ্টিত
 ন। সে সময়ে ডিরেক্টর সভার অনু
 লইয়া যাবতীয় কাৰ্য্য সম্পা
 দ্যায়ত্ত্ব নয়। এখনকার নায় তখন
 তত্ত্বপ্রদানেরও সুবিধা ছিল না।
 গবর্ণর জেনেরলকে অনেক সময়ে
 গী হইয়া অনেক কাৰ্য্য করিতে
 কাজে কাজেই সর্বচ্চ পদে সবি
 ক্ষমতাসম্পন্ন এক জন প্রধান
 অবস্থান একান্ত আবশ্যক হইয়া
 ছিল। কিন্তু এখন সে সমুদায়েরই
 হইয়াছে। এখন শাসনপ্রণালীর
 সম্বন্ধে অন্য প্রকার হইয়াছে। এখন
 সফৎসম্বন্ধে ইংলণ্ডেশ্বরীর
 পত হইয়াছে। এখন ইংলণ্ডেশ্বরী
 সেক্রেটারি নাম দিয়া এক জনকে
 করিয়া দিয়াছেন। এখন গবর্ণর
 গলের কুঁকি কর্ম্ম গিয়াছে। এখন
 গবর্ণর জেনেরলের পূর্ববৎ ক্ষমতা
 তাঁহাকে টেটসেক্রেটারি
 ন হইয়া চলিতে হয়।
 হইতেছে টেটসেক্রেটারি
 গবর্ণর জেনেরলকৃত অজ্ঞা
 অন্য প্রকার ব্যবস্থা
 তদবধি যখন গবর্ণর জেন
 বৎ স্বধীনতা নাই এবং

তাঁহার তাদৃশ উপযোগিতা নাই, তখন
 আর মধ্য স্থলে এক জন বহুবেতনভুক্ত
 কর্মচারী রাখিয়া ভারতবর্ষের অর্থস্থংস
 করা কেন? অনাবশ্যক এক কশর্দকও
 ব্যয় করা উচিত নয়। গবর্ণর জেনেরলের
 বেতনপ্রকৃতিতে কেবল সেবর্ষে বর্ষে ৫৬
 লক্ষ টাকা ব্যয় হয় একপ নয়, তিনি যদি
 কিছু খ মখেয়ালি হন, অর্থাৎ টাকা
 জনাতঞ্জলি দেওয়া হয়। সর জন লঙ্কা
 দরবার ও সিমলাবাসপ্রিয়ত হেতু অন
 র্থক কতকগুলি টাকানষ্ট করিয়া গেলেন।
 গবর্ণর জেনেরলের পদ রহিত হইলে
 কাৰ্য্য চলিবার বাধাও সম্ভাবনা নাই।
 এখন ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই
 গবর্ণর ও লেপ্টান্ট গবর্ণর হইয়াছেন।
 লেপ্টান্ট গবর্ণরদিগের পূর্ণ ক্ষমতা
 প্রদান করিলেই চলিবে। যেট
 সেক্রেটারি এক্ষণে গবর্ণর জেনেরলস্থানীয়
 হইয়াছেন। উক্ত গবর্ণরেরা তাঁহার নিকট
 দায়ী হইয়া সফৎসম্বন্ধে তাঁহার সচিব
 লিপি পড় করিবেন সন্ধ বিগ্রহেরতঃ
 প্রধান সেনাপতির কঙ্ক নিষ্কপ্ত হউত।
 য স্থলে যখন যুদ্ধ উপস্থিত হইবে
 তত্রতা গবর্ণর তাঁহার অমাত্যতা করি
 বেন। এখনও গবর্ণর জেনেরলেরা মন্ত্রর
 কাৰ্য্য করেন এইমাত্র। বিশেষ বিশেষ
 গবর্ণরের উপরে বিশেষ বিশেষ কাৰ্য্যের
 ভার সমর্পিত হইবে সন্দেহ নাই। পূর্বা
 োক্ত মেধিহানভূত প্রব নক্রমে বন্ধ
 হইয়া রাশিচক্র যেমন পরিভ্রমণ
 করিতেছে, উল্লিখিতপ্রকার ব্যবস্থা
 হইলে গবর্ণরেরাও তেমনি সেক্রে
 টারির মতানুগত হইয়া য য কর্তব্য
 সম্পাদনে সমর্থ হইবেন। এ ব্যবস্থায়
 এই আর এক লাভ হইবে, তিন্ন তিন্ন
 প্রদেশের গবর্ণরদিগের স্ব স্ব প্রদেশের
 আয়ব্যয়ের সমতাবিধানে সবিদ্রম্ব সম
 জিবে। এত লোক মিতব্যয়িতার
 অভ্যাস হইয়া উঠিবে। মিতব্যয়িতাই

আর ব্যয়ের সমতাবিধানের মুখ্য উপায়
 এ উপায় অবলম্বিত হইলে করে
 প্রজাকে বিস্তৃত করিয়া তাহাঙ্গিণের
 গজনক হইতে হইবে না। এখন প
 ও বিচারাদি কার্য্য দিন দিন ব্য
 করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিতে
 এ সমস্ত গবর্ণর জেনেরলের পদ উ
 দিয়া তাঁহার বেতন বাঁচাইতে পারি
 সকল বিষয়ে অনেক অনুকূল হইবে

—:—

শালতীমাধা নাটকের অভিনয়

গত ২৫এ মাঘ শনিবার রা
 আমরা পাথুরিয়াঘাটায় নালতী
 ধব নাটকের অভিনয় দর্শন করি
 গিয়াছিল। নাটকের গল্প এই
 বিদর্ভনগরের মন্ত্রিপুত্র মাধব নিজ
 মকন্দের সচিব পদ্মাবতী ন
 উপস্থিত হইয়া তত্রতা মন্ত্রীর
 মালতীকে দর্শন করেন এবং তাঁ
 তি আসক্ত হন। মালতীরও
 অনুরাগসম্ভাব হয়। মকন্দও
 তীর সহচরী মদয়ন্তিকার প্রতি অস
 হইবেন নায়ক নায়িকাদিগের পর
 মিলনের চেষ্টা হইতেছে, এমন
 অঘোরঘণ্ট নামক এক জন যোগী
 মিত্রির উদ্দেশে মালতীকে বলি দি
 নিমিত্ত এক শ্মশানে লইয়া গে
 মাধব তথায় উপস্থিত হইয়া যোগ
 বধ করিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন ক
 রাজার এই চেষ্টা ছিল যে মদয়ন্তি
 ভ্রাতা নন্দনের সচিব মালতীব বি
 হয়; কিন্তু পরিব্রাজিকা কামন্দ
 কৌশলে সে চেষ্টা সকল হইল
 উহারই কৌশলে কামন্দ স্ত্রী
 বাসরগৃহে প্রেরিত হইলেন। সেই
 মদয়ন্তিকা পতি লাভ করিলেন। ম
 নকয়ন্তিকাকে লটরা পলায়ন ক
 আসিতেছেন, এমন সময়ে - নগর
 তাঁহাকে ধরিল। মাধব তাঁহার সাহ

আমি শকুন্তলা মহানিধি নামে একখান
সংস্কৃত অভিধান সংকলন করিতে আশ্রয় কর
ছি, উহা পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে, সংস্কৃত
ধর্ম শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে । প্রত্যেক খণ্ডের
মূল্য ২ হুই টাকা । গ্রহণের
কালের পুস্তকালয়ে অথবা সংস্কৃত কালেক্ট
র নিকটে অর্ডার করিলে পাঠ্যে পার
বেন ।

১৭৫ সাল } কলিকাতা সংস্কৃত কালেক্ট
ল ফাউন্ডেশন } কলিকাতা সংস্কৃত কালেক্ট

— ০ —

অমিরার নদী ।

সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের
১লা হইতে ৭ই পর্যন্ত ভাগীরথী
নদীর দৈর্ঘ্যমাত্রি ভলের
সাপ্তাহিক রিপোর্ট ।

স্থানের নাম	সদরদপ্তর ভল	ফুট	ইঞ্চি
ভাগীরথীর সঙ্গিত পদ্মানদীর যোগে		১০	৬
স্বন		৬	"
৩৩ মাইলের মধ্যে		১	৬
৩৬ মাইলের মধ্যে		২	"
৩৯ মাইলের মধ্যে		২	"
৪২ মাইলের মধ্যে		২	৬

সন ১৮৬৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গের
সংস্কৃত কালেক্টর ভলের মাপ ।

৩১ পৃষ্ঠা } ক্রী. যু. ক. সি. হ. ডি. হ. প্রকৃতি
৩২ পৃষ্ঠা } কলিকাতা টেলিগ্রাফ নদীর
৩৩ পৃষ্ঠা } লোকাল ব্যবহার বিজ্ঞান ।

সোমপ্রকাশ ।

৫ ই ফাল্গুন সোমবার ।
নারিকেল ডাঙ্গার অপর পাশে একটি
দাইখানা আছে । এখানে প্রত্যহ প্রায়
১০ গরু হুত্যা হয় কদাইরা স্থান পরি
ত কবে না; তন্নিমিত্ত এপ্রকার দুর্গন্ধ
ছিন্ন হয় যে, অর্দ্ধ ক্রোশ পরিধির
ধা সোকেব বাস করা কঠিন হইয়াছে ।

উপনগরের মিউনিসিপালটি কি এপ্রকার
সাধারণের অনিষ্টের বিষয়ে হস্তার্পণ
কি হে সাহসী হন না? সোকেব যে
প্রকার কষ্ট, তাহাতে মেপটনট গবর্ন
রের এ বিষয়ে হস্তার্পণ করা কর্তব্য ।

— ১ —

আমরা কলিকাতার পুলিশ কমিস
নরকে অনুরোধ করিতেছি, যদি উপনগ-
রের শাস্ত্রকার্য্যে গুরুতর জ্ঞান
করেন, তাহা হইলে এখানকার পুলিশের
ভার কনস্টাবুলরি কর্মচারীদের হস্তে
দিবার প্রস্তাব করুন । গড়পারগ্রাম
কলিকাতা নগরের ৪০ হস্ত দূরস্থিত; কিন্তু
দিনের বেলায় এখানে হত্যা হইলেও
এক জন পাহারাওয়াল পাইবার যো
নাই । সর্কদা সিঁদ হইতেছে । পুলিশ
মনয়ে অনুশা হন । উপনগরে যথেষ্ট
মংখাক প্রহরী নাই । রাত্রিতে পাহারা
ওয়াল দুর্ভাগ পদার্থ । উপনগরের উপর
মস্তুরা ও দস্যরের কোপ পড়িয়াছে ।

— ২ —

এক জন যুবক ইংরাজ নাবিক
তাহার কাপ্তেনকে বধ করিতে মান্দ্রা
জের প্রধানতম বিচারালয় তাহার
ফাঁশীর আজ্ঞা দিয়াছেন । জুরি ও
বিচারপতি লঘুদণ্ডের কোন কারণ পান
নাই । কিন্তু মান্দ্রাজ মেইল এব্যক্তিকে
ক্ষমা করাইবার নিমিত্ত চেষ্টায় আছেন ।
অন্যতঃ তাহার জেলের মধ্যে ফাঁশী
হয়, তাহার শেষ প্রস্তাব হইয়াছে ।
মান্দ্রাজ মেইল বলেন, কতগুলি এতদে
ফাঁশীর সম্মুখে এক জন ইউরোপীয়ের
ফাঁশী হওয়া বড় দুর্ভাগ্য বিষয় । আমবাও
বসিতেছি দুঃখের বিষয় মনে হ কি?
ইউরোপীয়েরা শাপ কন্ম করিতে জানেন,
ভারতবর্ষীদের এটা আজিও টের পান
নাই । কোন ইউরোপীয়ের মৃত্যু হইলেও
তাঁহাকে গোপনে রাত্রিকালে গোর
দেওয়া কর্তব্য । ইউরোপীয়েরা অন্য

অন্য লোকের ন্যায় পীড়ায়
করেন, অসভ্য ভারতবর্ষীয়
সংস্কার হইলে বিজ্রোহ হই
আছে ! বাস্তবিক দোষ
তেই ত ইউরোপীয়দিগে
এত শ্রীরক্তি হইতেছে ।

— ৩ —

গবর্নমেন্ট একটা সর্বেশের প্রা
ও প্রশংসনীর সদনুষ্ঠান করিয়া
এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা
সমস্ত বিষয় আছে, উপযুক্ত শিক্ষ
অভাব তদ্ব্যপ্যে প্রধান । মিস. বা
ভারতবর্ষে অমিরা এই অভাবের
করণার্থ সর্বেশের যত্নবতী হন ।
অমিকান্স স্ত্রীবিদ্যালয়ের শি
কার্য্যে পুণ্ডিতদিগের দ্বারা ম
হইতেছে । সেখানে অমিরপুর মিসন
সেখানে পুণ্ডিতগণ শিক্ষয়িত্রীমকে
ইহাতে সম্পূর্ণ কললাভের সম্ভা
থাকিতে মিস কার্পেন্টের কার্যক
ম্যাল বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্র
করেন । মর মিসিস বার্ডন এ বি
প্রধান প্রধান লোকের মত জি
করেন ; তাহাতে বহু মতামত ও
আপত্তি হয় । মর জন লরেন্স
কণ্ডের আপত্তি করিয়া বলেন,
যদি সাহায্য করেন, তাহা হইলে ত
পর্দীর গবর্নমেন্ট সাহায্য করিতে পা
কিন্তু মিস কার্পেন্টের কেবল গবর্ন
রের অনুরোধের উপরে নির্ভর না ক
ইলঙে গমন করেন । বিদ্যাশিক্ষাবি
মরটাকোর্ড নর্থবোর্ডের আতিশয়
সাহ ছিল । তিনি এ বিষয়ে হস্তার্পণ
লেন । কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্র
এক একটা নর্ম্যাল বিদ্যালয় করি
নিমিত্ত প্রত্যেক স্থানে মাসিক ১০০০
দিবার আজ্ঞা হইল । নানা জনের
আপত্তিবিহীন আধাত ৩০ পাঁচ

করিয়া দেখিবার নিমিত্ত
 হয় হইতেছে। কলিকাতার
 লয়ে এই কাৰ্য্য আরম্ভ করি
 হইয়াছে। এ বিষয় লইয়া
 হইবে তাহা আশ্চর্য্যের
 কিন্তু আমাদিগের স্ত্রীলোক
 উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া উচিত
 বিষয়ে মতভেদ নাই। তবে
 এই হইতেছে, হিন্দু শিক্ষার
 ত করিবার সময় আসিয়াছে কি
 আমরা ইহার আন্দোলনপ্রারম্ভ
 হই করিয়াছি সে সময় উপনীত
 । অন্ততঃ ইহার পরীক্ষা করা
 গবর্ণমেন্ট সেই পরীক্ষামাত্র
 চেন। এক্ষণে আমাদিগের স্ত্রীলো
 সাধারণে শিক্ষা পাইতেছেন না,
 ক্ষা পাইতেছেন তাহাও সামান্য
 তাহার। সূচীর কাজ শিক্ষা ও
 ানি সামান্য পুস্তকমাত্র পাঠ
 কোন স্ত্রীলোক এপৰ্য্যন্ত যথার্থ
 হন নাই। সাহিত্য ও ইতিহাস
 চর্চা করা যায়, এমন এক জন স্ত্রী
 ও এপৰ্য্যন্ত ভারতবর্ষে দর্শন দেন
 কৃতবিদ্যা পুরুষমাত্রই এই দুঃখ
 করিতেছেন। যেমন স্ত্রীবিদ্যা
 া, সেইপ্রকার নিজে কুঠ
 হইয়া অল্প স্ত্রীর সঞ্চয় করাও
 । আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা সকল
 সুকিয়া উৎসাহ না দিলে আমরা
 মঙ্গলমতে সমর্থ হইব না।
 আমরস্বামী প্রধান স্ত্রীনা হইলে
 মহামতীর চিত্তে আনিব না”
 রিলি সাহেব প্রথম বার বলত
 অকুতর্থাৎ ও লিখিত হইলে বিবি
 রিলি এই পদ করিয়াছিলেন। এই
 াকের সেই প্রতিজ্ঞা ও তদ্বিবন্ধন
 হের অন্য তিসরেরিগর এত মঙ্গল
 হইয়াছে। আমাদিগের স্ত্রীলোক
 কি বিবি ডিসরেরিগর সদৃশ উচ্চ

মনা কারবার চেষ্টা পাওয়া উচিত নহে ?
 র্থা প্রতিবন্ধকতাচরণ করা কি উচিত ?
 যখন এই সদসুষ্ঠানের আরম্ভ করিবে
 তখনই এইপ্রকার প্রতিবন্ধকতা হইবে।
 এ স্থলে আমরা অতিশয় মতকে হইয়া
 কাজ করিবার অনুবোধ করিতেছি।
 মিস কাপেন্টার শিক্ষারস্ত্রীদিগকে বিদ্যা
 লয়ের মধ্যে রাখিবার যে প্রস্তাব করি
 রাছেন, তাহা আপাততঃ তাগ করা
 কর্তব্য। যে সকল স্ত্রীলোক নখাল বিদ্যা
 লয়ে আসিবেন, তাঁহাদিগকে আরম্ভ
 শকটে আনয়ন করা কর্তব্য। বিদ্যালয়ে
 যে সে পুরুষ দর্শন যাইতে পারিবেন
 না। যে সমস্ত স্ত্রীলোক নখাল বিদ্যা
 লয়ে শিক্ষার্থ আসিবেন, তাঁহাদিগের
 নোভ ও উৎসাহ জন্মে একরূপ অর্থদানের
 ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

— ১ —
 বঙ্গদেশের দাতব্য চিকিৎসালয়
 সম্বন্ধে ১৮৬৭ অকের
 রিপোর্ট।

গত বৃষবারের কলিকাতা গেজেটে
 বঙ্গদেশের দাতব্য চিকিৎসালয়সমূহের
 ১৮৬৭ অকের রিপোর্ট প্রকাশিত হই
 য়াছে। পূর্বে সাংখ্যিক রিপোর্ট প্রকাশ
 করিবার নিয়ম ছিল; কিন্তু বার্ষিক
 রিপোর্টের নিয়ম হওয়াতে অসঙ্গত
 বিলম্ব হইতেছে। ১৮৬৭ অকের শেষে
 মর্কশুক ১৩৫টী চিকিৎসালয় ছিল।
 ১৮৬৬ অকে ১০৩ টী থাকে। ফলতঃ
 ১৮৬৭ অকে ৩২ টী নূতন চিকিৎসালয়
 হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১২টী জমীদার ও অন
 অন্য লোকের সাহায্যে এবং ২০ টী বিনা
 টাঁদার কেবল ব্যক্তি বিশেষের বদান্যতায়
 চলিতেছে। গবর্ণমেন্ট কেবল ঔষধ ও
 চিকিৎসকের বেতন দিয়া থাকেন।
 ৩ ৩৫.৯৪৯ জন রোগী চিকিৎসার্থ
 আগমন করিয়াছিলেন। গড় ধরিয়া
 প্রতিহ ৪২২৬ জনের চিকিৎসা হয়।
 চিকিৎসালয়ে ১৭০.৫৪ জন রোগী

ধাকিত। ১৮৬৬ অকে হুর্ভিকনি
 পীড়া অধিক হওয়াতে ১৯,৭৫৫
 হইয়াছিল; কিন্তু ১৮৬৭ অকে
 রের বোগীই অধিক। চিকিৎসা
 বোগীর মধ্যে ৩,০৮৬ জনের
 শত করা ১৮-৯৯ জনের মৃত্যু হইয়া
 পূর্বে বৎসরে ২৯ ৪২ জনের মৃত্যু
 য়াছিল। এটা শ্রীতিকর সন্দেহ
 চিকিৎসালয়সমূহের ৪,৫৬,৬৬
 মূল ধন ৩,৩৬২২৭।৫ টাকা আ
 ২,৫২,৯৮১।১৭। টাকা ব্যয় হইয়া
 ২৪৬।।/১০ টাকা জমা ছিল। শ্রী
 গীর আহারার্থ দেড় আনা মাত্র
 হইয়াছে।

এতদেশীয় অনেক জমীদার চি
 সালয়ের নিমিত্ত সাহায্য করিয়া থাকে।
 এক্ষণে প্রায় সকল জমীদার এ বি
 যত্ববান হইতেছেন, এটা অতিশয় সু
 বিষয়। সকল জেলা অপেক্ষা যশো
 এতদ্বিষয়ক যত্ন অধিক পরিমাণে
 হইতেছে; কিন্তু লোকসংখ্যা ধরিয়া
 বিবেচনা করা বাক, ইউরোপীয়দি
 দান আমাদিগের অপেক্ষা অধিক।
 এতদেশীয়েরা ৩৭,১৪৯।।/১৫
 দান করিয়াছেন, পক্ষান্তরে ইউরো
 দিগের দান ২২,৩১৯।।/৫ টাকা
 তেছে। ইউরোপীয়েরা কেবল ধ
 দান করেন, তাঁহাদিগের স্বার্থসম্বন্ধে
 তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমাদি
 অন্ততঃ চারি গুণ অধিক দান
 উচিত।

দিনাজপুর, মালদহ, বর্ধমান, বাঁ
 ও মুর্শীগীতে সংক্রামক জ্বর হইয়াছি
 যশোহর, ২৪ পরগণা, কুষ্টিয়া, হু
 রাজশাহী, মালদহ, উৎকল ও তা
 ওলাউঠা হয়। কয়েকটা বিভাগে
 হইয়াছিল। ওলাউঠা বরাবর প্রায় স
 রিয়াছে, কিন্তু ১৮৬৭ অকে অ
 স্থানে জ্বর বড় অধিক হয় নাই। দুই

সোমপ্রকাশ

১ নং ভাগ।

১৫ নং পৃষ্ঠা।

“ প্রবন্ধনাং প্রকৃতিস্থিতায় পার্থিবঃ সগ্ৰনো স্ত্রীনিমহনী ন স্বায়তা। ”

মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা
 বাণ্যাসিক ৭৪ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। .২ ই ফাল্গুন। ১৮৬৯। ২২ ফেব্রুয়ারি

মফসলে মাসুলসমেত অগ্রিম ১০ টাকা
 বাণ্যাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৫০ ট

বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষের বিবরণ।

প্রথমবার মুদ্রিত। এবারে স্থানে স্থানে ব্যবহার
 বিষয়ের পরিবর্তন কর হইয়াছে এবং
 লি. দেশের নতুন, গরুত, উৎপন্ন, বাণিজ্য
 লাসমূহের বিবরণ সর্বস্বত্ব লিখিত হই
 কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রে পুস্তকালয়ে
 যন্ত্রে যন্ত্রোপাধায় কোং যন্ত্রে

ই ফাল্গুন } শ্রী শিবকৃষ্ণ শর্মা।
 ১২৭৫

চন্দ্রাবতী নাটক।

শ্রীমহাশয় শ্রী শিবকৃষ্ণ শর্মা আড়পুলি নাট্য
 যন্ত্রে অতিনন্দন বিবচিত। বর্তমান ১৭২
 পানচোপ যন্ত্রে প্রাপ্য। মূল্য এক টাকা
 মাসুল ১০।

—:—

দুর্গোৎসব নাটক।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রে পুস্তকালয়ে
 শ্রীমহাশয় শ্রী শিবকৃষ্ণ শর্মা বিদ্যারত্নের
 ও কালনা মেডিকেল স্কুলে প্রাপ্য।
 ১০ আট আনা।

—:—

কলিকাতার মিকটবস্ত্রী মটু মিসপালপাল
 মালিকগণ বাহা বাহালা কাউন্সিলের
 সালের ২ আইনের ১ ধারার মন্ত্র
 মটু মিসপাল বাগী ভাড়া বিষয়ে অগ্রগত
 করে, তাহাদিগকে স্বরণ করিয়া দেওয়া
 হইতে যে উক্ত ধারার বিধান অনুসারে
 মিসপাল কমিসনরগণকে বাগী খাল হইয়া

তবে প্রত্যেক কোর্টাটানের প্রথমেই উক্ত

সংবাদ দিতে হইবে। আর যে তারিখে প্রথম
 সংবাদ দেওয়া হইয়াছে সেই তারিখ হইতে
 এই আইন অনুসারে যত টাকা রেহাই দেওয়া
 হইবে তাহা গণনা করা হইবে।

আলিপুর } কলিকাতার মিকটবস্ত্রী স্থান
 ১ ফেব্রুয়ারি } সকলের মিউনিসিপাল কমি
 ১৮৬৯ } সনরগণের চেয়ারম্যান

—:—

হরিনাতি ইং সং বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ সালের
 প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের পাঠদান একটা
 প্রণী করা হইয়াছে। যাহারা উচ্চতর প্রতিষ্ঠা
 হইয়া অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাহারা
 প্রধান শিক্ষকের নিকটে নিয়মাদি অবগত
 হইবেন।

৩০ ডিসেম্বর } শ্রীদ্বারকানাথ শর্মা
 ১৮৬৮ } হরিনাতি বিদ্যালয়ের
 অধ্যক্ষ।

—:—

মৎপ্রণীত চিত্রবিনোদ কাব্য ১ ম খণ্ড। অতি
 সুন্দরিত অমিত্রাকরে রূপকন্দলে ইহাতে
 ভারতবর্ষের বর্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থ
 লেখক মহাশয়েরা বর্তমান বড়বাজারে অপর
 লাল খাতাব পুস্তকালয়ে তথ্য করিলে পাইবেন।

শ্রী ট্যানচন্দ্র বসু

—:—

বাল্মীকি রামায়ণ

তৃতীয় খণ্ড

এই পুস্তক প্রথমবার প্রকাশ হইতেছে
 ইহাতে নাগরাক্ষয় মূল ও ভীকা এবং সকলে
 বঙ্গলা অনুবাদ আছে। যাহার আশঙ্ক
 হইবে, তিন কলিকাতা গ্রন্থালয়ে প্রাপ্য
 নামে পত্র লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের ১ ম
 ফরমান) মূল্য ১০ আনা। বিশেষীয় গ্রন্থিক
 লিখকে ১০ আনা মাসুল দিতে হইবে।

কলিকাতা }
 বাঙ্গালনাথ } শ্রী হেমচন্দ্র তর্কালথ্য।

মৃজাপুর মেডিকেল হল।

১। এতদ্বারা আমাদের ঐশ্বর্যক্রমক
 সুন্দর, সংকারী ও সর্বসাধারণকে জ্ঞাত
 হইতেছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ই
 সম্বন্ধে অর্থাৎ " টার অব ফেসীয়া, ট
 উইক, ট্রিটস প্রিন্স " দ্বারা দশ সহস্র
 মূল্যের ঐশ্বর্য পূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়া
 প্রতিনিয়ত সশ্রুতি আমরা বিলাত
 ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ই
 সম্বন্ধে " ট্রিটস ফলাগ, কিং আব্দুল
 বাকস নামক অর্থাৎ অর্থপোতক্রমদ্বারা ৮৩
 ইউরোপীয় ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়াছে। এই
 ঐশ্বর্য সুনামিনঃ দাত সহস্র টাকা মূল্যে
 করা হইয়াছে।

২। আগা বাধের ১০০ ত্রৈমাসিক ই
 উপলক্ষে চি. পোসোপযোগী স্বল্প ও
 প্রস্তুতকরণের ও ঐশ্বর্যক্রমকরণের নাম
 সামগ্রী ও সজ্জা ও বিবিধ টেডিয়া
 ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বি
 হইতে পৌঁছাবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও
 উত্তমরূপে ঐশ্বর্য বক্রমকরণ থাকি।

৪। এই সমস্ত ঐশ্বর্যক্রমকরণের
 চালান ও অন্যান্য দলিল কল দেখিতে হই
 হইলে, অমরাই হইতে ৩৫ সংখ্যক প্রমা
 দালয়ে শ্রীদ্বারকানাথ শর্মা নামক
 সভাবাজার স্ট্রীটে ৫৫ সংখ্যক ভবন
 ঐশ্বর্যক্রমকরণের স্থানেই উক্ত ঐশ্বর্যক্রমকরণ
 পাল হইলে তাহাদের নিকটে দেখিতে হইবে
 হইবে।

কলিকাতা }
 ৫ ই ডিসেম্বর }
 ইং সন ১৮৬৮ } বাঙ্গালনাথ শর্মা

—:—

আমাদিগের এ প্রস্তাবের অবতারণার
হল।

রেবেরেও লালবিহারি দে প্রথমে
শ্রমজীবী ও কৃষকদিগের শিক্ষাদানের
আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া তাহা
দিগের শিক্ষার্থ কতগুলি বিদ্যালয়
আবশ্যক ও কি উপায়ে তাহার ব্যয়
সংস্থান হইবে, ইহার বিচার করিয়া
ছেন। তিনি অনুমান করেন, বাঙ্গালা
দেশে ৪০০০০০০ লোকের বসতি,
যদি ১০০০ লোকের নিমিত্ত এক
কটি বিদ্যালয় আবশ্যক। এ নিয়মে
৪০০০০ বিদ্যালয় করা কর্তব্য। প্রতি
বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় ১০ টাকার
সমান হইলে ৪৮ লক্ষ টাকা ভর,
স্বাধানে ব্যয় ৩ লক্ষ, ৮০ টী নর্মাল
স্কুলে ৩ লক্ষ, ৮০ টী প্রাইমারী
স্কুলে ৩ লক্ষ এবং গৃহপংস্কারাদির
নিমিত্ত ৩ লক্ষ সমুদায়ে ৬০ লক্ষ
টাকা ব্যয়। তিনি ৬০ লক্ষ টাকার
ব্যয় যে ফর্দ দিয়াছেন, তাহা এইঃ—

লবণের উপরে টাক্স	২২ লক্ষ
জমিদারের নিকটে	৭ ট্র
পবর্ণমেন্ট	২১ ট্র
স্কুলিং ফী	১০ ট্র
মোট	৬০ ট্র

রেবেরেও লালবিহারী দে শ্রমজীবী
কৃষকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্যয়ের যে
ব্যয় করিয়াছেন, তাহা করিয়া তদনু
অভীষ্ট ফললাভ হইবার সম্ভাবনা
হইবে কি না, এ বিষয়ের বিবেচনা করি-
অর্থে তিনি যে আয়ের ফর্দ দিয়া-
তৎসংগ্রহ সাধ্যারত্ব কি না এবং
যে রীতিতে উহাদিগের শিক্ষাদান
করিয়াছেন, সেটী আদরণীয় ও
স্বাভাবিক কি না, তাহা বিবেচনা কর্তব্য।
বলেন, সকলকেই বিদ্যালয়ে গিয়া
করিতে হইবে, এইপ্রকার একটী

আইন করিতে হইবে, যে বিদ্যালয়ে না
হইবে, সে দণ্ডনীয় হইবে। শিক্ষাদা-
নকে বলপ্রয়োগ্য করিবার প্রস্তাবটী
কলমপূর্ণ হুকে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।
কৃষকদিগকে যদি বল-
পূর্বক বিদ্যাশিক্ষাকার্যে প্রবর্তিত
করা এবং তাহাদিগের নিকট হইতে
বলপূর্বক স্কুলিং ফী আদায় করা হয়,
তাহাদিগের শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ
জন্মিবে। প্রসিয়ার ন্যায় বলপূর্বক বিদ্যা
দানস্থান বন্ধদেশ নয়। এখানে শিক্ষা
কার্য বরাবর প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে।
অর্থব্যয় করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করা এ
দেশের অভ্যস্ত নহে। অধ্যাপকেরা
ছাত্রদিগের আহাৰব্যয় দিয়া চিরকাল
অধ্যাপনাকার্য সম্পাদন করিয়া আসি-
য়াছেন। এ দেশ চিরপরাধীনতাস্থলে
বদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, অতএব এদেশীয়
দিগকে বলপূর্বক শিক্ষাদানকার্যে
প্রবর্তিত করা অসম্ভব হইতেছে না,
রেবেরেও লালবিহারী এই যে যুক্তি
প্রদান করিয়াছেন, এটি নিতান্ত অকি-
ঞ্চিৎকর। এদেশীয়দিগের রাজনীতি
সংক্রান্ত চিরপরাধীনতাই ছিল; কিন্তু
শিক্ষাসম্বন্ধে কোন কালে সে অধীনতা
ছিল না। বিশেষতঃ এদেশীয়েরা এক্ষণে
এক স্বাধীনতাপ্রিয় জাতির আশ্রয়-
স্থায় অবস্থিত করিতেছেন। ইহাদি-
গকে ক্রমে সকল বিষয়ে স্বাধীনতা-
রসজ্ঞ করা উচিত; কিন্তু রেবেরেও
লালবিহারী যে প্রস্তাব করিতেছেন,
তাহাতে ইহাদিগের যে বিষয়ে চিরকা-
লের স্বাভাবিক ছিল, তাহাও বিলুপ্ত
হইতে চলিল।

প্রস্তাবলেখক আয়ের যে পস্থা
উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও রুচিকর
ও সুসাধ্য হইতেছে না। লবণের টাক্স
বৃদ্ধি করিতে গেলে কৃষকদিগেরই কষ্ট

বৃদ্ধি হইবে। যেসকল জুবোর উ-
পার্জন্য দেবের অনুগ্রহাপেক্ষী
তাহা মহাঘা ও খুলতায়, দাঁ
অগত্যা সময়ে সময়ে মহাঘা
জন্য কষ্টভোগ করিতে হয়;
যে জুবোর উৎপত্তিবিষয়ে টেবো
কৃপা অপেক্ষণীয় নয়, তাহাও
অন্যান্য জুবোর ন্যায় হুমুলা হই,
নিতান্ত কষ্টকর হইবে সম্ভব
এ নিমিত্ত জমিদারদিগের নিকট
করগ্রহণ যে বিধেয় নয়, আমরা ক-
বার তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি, তাঁ
যে অর্গ দিবেন, তাহা প্রকারান্তর ক-
কৃষকদিগের নিকট হইতেই আদায় ক-
লইবেন। প্রতিকার্যে যদি তাহাদি-
নিকট হইতে সূতন সূতন করগ্রহণ
হয়, তাহাদিগের সহিত যে ছাত্রী ব-
বস্ত করা হইয়াছে, তাহার অধ-
ধাকে না।

তবে কি শ্রমজীবী ও কৃষকদিগে
শিক্ষার কোন উপায় করা হইবে না
ইহার উত্তরদানস্থলে আমাদিগে
বক্তব্য এই, এ-টী স-র উপায় না
সে উপায় গুরুটে নিউ বিদ্যালয়
তাহার অধীনস্থ পাঠশালাগুলি। কেউ
কেবল শ্রমজীবী ও কৃষকদিগের শি-
দানকার্যে বিশেষরূপে বিচিন্তা
করা হউক। ইহাতে আরও এক
বিশিষ্ট উপকারলাভ হইবে। এক
ক্রমকল পাঠশালায় উচ্চ শ্রেণী
মধ্যম শ্রেণীর বালকেরাও অধ্যয়ন ক-
তেছে, কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দে-
যায়, প্রতীয়মান হইবে, পাঠশালাগুলি
দ্বারা কে কে শ্রেণীর উচ্চ শিক্ষার প্র-
কৃতা জন্মিতোছে। সে প্রতিবন্ধক
অতিক্রান্ত হইবে এবং যে গুরুপাঠশা-
লারূপ কার্যটী আরম্ভ হইয়াছে, তাহা
ব্যয়ও বিফল হইবে না। এক্ষণে প্রথ-

ম শ্রেণীর উচ্চকার শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেছে। সে ইচ্ছা গবর্ণমেন্টের মাধ্যমে ক্রমেই পূর্ণ করিয়া আনেক গুরুপাঠশালার অঙ্গীকার ও শ্রমজীবীদিগের নিমিত্ত উচ্চশিক্ষিত করা হউক এবং তাহাদিগের মঙ্গল হয়, তাহাদিগের উন্নতির স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হউক। মঙ্গল হইলে উৎসুক হইয়া তাহারা স্বতই শিক্ষাকার্য্যে যত্ন করিবে। তাহাদিগের শিক্ষার ব্যয় তাহাদের গবর্ণমেন্টের যে অবশ্য্য প্রস্তাবলেখক তাহা সুন্দররূপে প্রদান করিতেছেন। তিনি তাহাদিগের অসুখ বন্দোবস্তের পাত্র প্রেরণ করিতেছেন। বঙ্গদেশে যে আর হইতেছে, তাহাদিগের শিক্ষার্থ যে ব্যয় দেওয়া হইতেছে, তাহা কোনরূপে তাহাদের অনুমত। আজিও গবর্ণমেন্টের অনেক অংশীদার আছে। এদেশীয়দিগকে শিক্ষান উচিত কি না, এই প্রশ্নের সমাধান পর যখন গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশে বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা উদ্ঘাটন করিতেছেন কি টাকা কোথায় পাওয়া যায়, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল? এখন কেন এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে? অনটন হইলে পরোক করদ্বারা পরিপূরিত হইয়া আসিবে। অপেক্ষা কর এদেশীয়দিগের একান্ত আশা।

খানি কুশীয়া, কোনখানি আফ্রিকা বাহির করিয়া লইতেছেন। কামলরিয়া হাসা ও নমস্কার করিতেছেন। এটী কামলরিয়ার নহে, ইংরাজ জাতির চিত্রপট। পরের জন্য আপনার অনিচ্ছা আর কোন জাতি এত বনে নাই। ওয়াটলুর যুদ্ধের পর ইংলণ্ড ইউরোপের কর্তা হইল। তিনি না থাকিলে কখনই নেপলিয়নের পতন হইত না, কিন্তু সহস্র সহস্র টৈন্যা ও মোটি কোটি টাকানু ক্রিয়া ইংলণ্ড কয়েকটীমাত্র সামান্য উপনিবেশ লইয়া সম্বলিত হইলেন; লাভ জর্জীয় ও কুশীয়ার হইল। গৃহে প্রত্যগমন করিয়া স্মরণ দেখিলেন, ছয় শত কোটি টাকা ধন হইয়াছে। জর্জীয়ের উপরে ইংলণ্ডের বড়ই প্রেম, জর্জীয়ের যত বার বিপদ হইয়াছে, তত বার ইংলণ্ড টৈন্যা ও টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন; কিন্তু আপনার কাজ হইবামাত্র জর্জীয়ের রাজকুমারগণ ইংলণ্ডকে অপমান করিয়াছেন। তথাপি কলা যদ ফাশী টৈন্যাগণ বার লিনে প্রবেশ করিয়া রাইন নদীস্থিত প্রদেশটি গ্রহণ করে, পরন্তু ইংলণ্ড নিঃসন্দেহ রাজনীতি পদদ্বারা মলন করিয়া যুদ্ধযোষণা করিবেন। কিন্তু লণ্ডন ভ্রমসাৎ হইলেও এক জন জর্জীয়ের উচ্চপ্রকাশ করেন কি না সন্দেহ। কাফিদিগকে ক্রীত দাস করিয়া কষ্ট দেওয়াতে ইংলণ্ড স্থগিত হইয়া ২০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া তাহাদিগের স্বাধীনতা সম্পাদন করিলেন। অন্যাপি প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ইংলণ্ড ক্রীতদাসত্ব নিবারণ করিতেছেন। এটি প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। ফরাশী আবাদকরগণ আফ্রিকা হইতে কুলি বলিয়া ক্রীত দাস লইয়া যাইতেন। ইংলণ্ড বলিলেন, ও কাজ করিও না। তবে লোকের আবশ্যক হয় ত আমার ভারতবর্ষীয় পুত্রগণ তোমা

দিগেব ইচ্ছাকৃতের কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিবে। ফরাশী গবর্ণমেন্ট কুলি লইয়া যাইবার স্বত্ত্ব পাইলেন। ডেনমার্ক আর রাজকুমারী ইংলণ্ডের উত্তরাধিকারীকে প্রদান করিয়া কিঞ্চিৎ পণ প্রদান করিলেন। উদ্ভূতায় জনবুল বর্ক হইল। লোক নহেন। অমনি ডেনমার্কীয় উপনিবেশে ভারতবর্ষের কুলি প্রেরণ আদ্য দিলেন; কিন্তু ইংলণ্ডের উদ্ভূতায় বিষম ফল উৎপাদন করিতে হইল। ইংলিশমানের পারিসম্মত সংসদে দাতা বসেন, সম্মতি আমেরিকার মত এখানি ক্ষুদ্র নৌকাতে চারি জন ভারতবর্ষীয় কুলি লক্ষিত হয়। এক ফরাশী কাপ্তেন তাহাদিগকে দেখিলেন। নিকটে গিয়া কাপ্তেন দেখিলেন তাহাদিগের সকলের গলদেশে ছিদ্র নিষ্করের জাহাজ তুলিয়া কারণ জিজ্ঞাস্য করিতে ইহারা বলিল, উপনিবেশে আবাদের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা পলায়ন করিতেছিল। মাদ্রাসা পড়িয়া আহাৰ নিঃশেষিত হওয়ায় তাহারা দশ দিন অনশন থাকে। ব্যক্তি ক্ষুধা সহ্য করিতে না পারিয়া জলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। তাহারাও অধৈর্য্য হইয়া আত্মহত্যা নিমিত্ত গলদেশে ছুরিকা দেয়। ব্যক্তি কয়েক ঘণ্টার পর প্রাণত্যাগ করে। এক ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিয়া ফ্রান্সে গমন করিয়াছে। তাহাকে এ দেশে প্রেরণ করা হইবে। উপনিবেশের আবাদে উৎসাহ কষ্ট। যেনন প্রশ্ন, সেইপ্রকার যত্ন। আবাদকর্মসমূহ সমান। প্রহার তাহাদিগের অস্ব। উপনিবেশ হইতে যে সকল প্রত্যাগমন করে, তাহাদিগের মত তাহার উৎসাহ বর্ণনা করিয়া থাকে। কিছু মুখ মরিসমে আছে। কিন্তু রোগ, গায়ানা, বোরবণ, মিচেল

উপনিবেশে কুলি প্রেরণ করা উচিত।

নেপলিয়নের অধঃপতনের পর ইংলণ্ড একখানি পর কোর্ট করিয়া লাভ করিবার এক প্রতিশ্রুতি প্রকাশিত হইল। লাভ কামলরিয়ার কোরতার ক্ষেত্রে নানা দেশ ও প্রদেশের ছিল। কোনখানি আশিয়া, কোন

আমের সহিত তিন মাস কলিকাতার আসসা
ন করিয়াছেন।

কমল মুন্সীর বিচার করিলেন। অনেক বিচার
সাক্ষীর আদালত দেখিলেই যে অপ-
ক্রে মুক্তি দিয়া থাকেন, ইহার তুরি তুরি
প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু এই মহাশয় সাক্ষী
সাক্ষীর টেবিলে দেখিয়া স্বয়ং তদারক
লেন। একপ ধর্মভীত নায়কগণের বিচার
এপ্রদেশে না থাকিলে বহুতর অনর্থ
ত। এখানে সর্বদাই জটিল কৌতূহলী মক-
উপস্থিত হয়। ডেপুটি বাবু অনেক মিথ্যা
দায়িত্ব দিয়াছেন। ইহার নিকট মিথ্যা
দায়িত্ব উপস্থাপন করিতে কাহারও সাহস হয়
একপ সমান্য সমান্য মকদ্দমায় এপ্রকার
রূপে বিচার করিয়া থাকেন। এতাহুশ ন্যায়
বিচারপতি অগণ্য ধর্মাত্মদের পাশ্বে সন্দেহ
আমি এক দিন বিষ্ণুপুরে গিয়া ইহার
সাক্ষী দেখিয়া অপরিমিত আনন্দ লাভ
করিয়া আসিয়াছি। বিচারের সময় রাগ ছাড়া
হইয়া অত্যন্ত মূহুর্তাবে বিচার কার্য নির্বাহ
করিয়া থাকেন।

ডেপুটি বাবু যে সময় লেগো আসিয়া উপ-
স্থিত হন, সে সময় স্কুলের সময় মত, তখন
৮টা, অন্যান্য কার্যসূর্যে অধিকক্ষণ
কর্তে না পারাতে স্কুল দেখিতে পারলেন
তদ্বিষয়ে আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছি।
করি ডেপুটি বাবু আমার এই ক্ষোভ নিব-
ার করিবেন। আমি পূর্বে তাঁহার আসবার
সময় পাইলে অবশ্যই প্রাতঃকালে স্কুল যগা
ম। যৎকালে আমি বিষ্ণুপুর গমন করিয়া-
লাম, সেই সময় তাঁহার নিকট লেগের বিষয়
স্বতন্ত্রে উল্লেখ করিয়া বিস্ময় অবগত করাইলে
নির্ভরতা প্রদর্শন লিখিয়া লইলেন এবং
লেন, তাহাতে সত্বর গৃহসংস্কার হয় আমি
কি করিয়া দিব। অগত্যা তখন নিকট প্রাপ্ত
নিরাপদে থাকিয়া একরূপ দেশের ক্রীড়ি
ন করিতে থাকুন।

ইফ্রয়ারি } জেলা বাকুড়াব অস্থাপত্য
লেগো পানপুও আদালত
ন্যায়ালয়ের ১ মাসিক
ক্রীড়াপূর্বক শস্যঃ

—৩৩—

সম্পাদক মহাশয়! এই বড় জাগলীতে যে
স্বীকৃতিদ্বারা সত্য সংস্থাপনের কথা সামগ্র
প্রকাশ করিয়াছিলাম, ৮ ই মার্চ তারিখ
আমি প্রথম আধবেশন হইয়াছি। প্রথমতঃ
আমি অধ্যবসায় উৎসাহ ও যত্নশ্রুতি যে

সকল তৎপারিত সত্য সংস্থাপনের অধ্যবসায়
হইতে পারে তৎপারিত একটি বক্তৃতা করা
হইল। তৎপরে বাহাতে স্বয়ং সত্যসিদ্ধ এবং
বাহাতে সামাজিক ও সামাজিক উন্নতি সাধিত
হয় তাহাই যে, সত্যসংস্থাপনের উদ্দেশ্য তাহা বিল
নরূপে ব্যক্ত করা হইল। অন্তর সত্যের কার্য
কাবলসকল মনোনিীত হইলে পর সত্য তৎ
হইল। তৎপরে ২৩ এ মার্চে সত্যের দ্বিতীয়
আধবেশন হয়। আত্মতমানপ্রকৃত কীট প্রবিষ্ট
হইয়া অল্পবয়স্কসময়েই বাহাতে সত্য-
সিদ্ধি করিতে না পারে তৎপারিত একটি
বক্তৃতা এবং সত্যের অবশ্য প্রতিপাল্য কতি-
পন্ন নিয়ম ও সত্যসংস্থাপনের কর্তব্যের বিষয় সংক্ষেপ
রূপে পরিষ্কার হইল। অন্তর সাধারণ হিতকর
নির্দিষ্ট নিয়মসকল নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ
ভাবে প্রযুক্ত প্রাতিপালন পক্ষে সাধ্যমত চেষ্টা
করিবেন বলিয়া নির্দিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রতিজ্ঞা
পূর্বক নিয়ম পক্ষে স্বাক্ষর করিলেন। পশ্চাৎ
এমের রাষ্ট্রাঙ্কল বাহাতে রীতিমত প্রচেষ্টা
হয় বাহাতে আবার হয় জলশয়সবল পক্ষে
থাকে বাহাতে বিদ্যালয়গুলির উন্নতি হয় এবং
যে যে বিষয়ের সহিত সমাজের বিশেষ সম্বন্ধ
অছে বাহার অধ্যয়ন নিবন্ধন সমাজের
অবনতির সত্যবনা আছে তৎপারিত দৃষ্টি
রাখা এবং তাহা কাৰ্য্যে পরিণত করিবার
সম্পূর্ণ চেষ্টা প্রকৃতই আশাতত সত্যের কাৰ্য্যের
সীমা বলিয়া নির্ধারণ হইয়াছে। এম সাক্ষীর
যে রূপ অধ্যবসায় লাভ হইল ইহার প্রমাণ-
বাদ উহা (অধ্যবসায়) স্বীকৃতি হয় তাহাতে
বলক্ষণ কল লাভের সত্যবনা।

নবীরা জেলার জুজুপু মার্চিষ্টে) ঐযুক্ত
বেল সাহেব এবং রাণাধর টেপুর্মা মার্চ
টেক্ট ঐযুক্ত রামশঙ্কর সেন তৎপরে দয় সূত্র নীতি
কিয়মত প রদশন করিয়া একপ মত প্রকাশ
করয়াছিলেন উহা পূর্বে লোকের কাছে
সংপ্রতি পরস্পরায় শুভ হতো যে উক্ত জেলার
বর্তমান মার্চিষ্টে ঐযুক্ত মনরো সাহেব মত
নয় সূত্র নীতি বিশেষ রূপে পরিদর্শন করিয়া
যদি আনকতর লোকের উপকার সাধিত হইবে
এমত বিবেচনা করেন তাহা হইলে ইহার
সংক্রমে পক্ষে তিনি বিশেষরূপে যত্ন করিবেন।
উক্ত সাহেব দেশের থাকিয়া একপ সূত্রাতি
লাভ করিয়াছেন, তাহার সাধারণ হিতসাধন
তৎপরে তাহা একপ বলবতী বলিয়া লোক পর
স্পরায় প্রভু হইয়াছে এবং সূত্র নীতি এখন
করিবে তত্বীরবতী বহুতর আমের কৃষ্ণ বাণিজ্য

উৎসাহ প্রকৃতির বিশেষ উপকার
সহিত রূপে সাধিত হইবে বলিয়া ব
যত্নবিশ্বাস আছে, তাহাতে এক
নিশ্চয় বলতে পারি যে, ইনি ইহার
অনুমোদনীয় বলিয়া বিবেচনা করিলে
কীম মনলোভের নিদান হুত সূত্রী না
রূপ এই হিতকর কার্য সম্পাদন করিয়া
দিগের দয়াবান গবর্নমেন্ট প্রজ্ঞা
পনের পরাকর্তা প্রদর্শন করুন ইহা আ
একান্ত প্রার্থনীয়

১৮৩৯ } কীরামপুরাল ঘোষা
১০ ই ফেব্রুয়ারি } সঃ সঃ বড়জাগলী

—৩৪—
বিনয়পূর্বক নিবেদনমিদং—

সম্পাদক মহাশয়! আপনার গত স
সামগ্রিক রূপে রাণাধর টেপুর্মার সংবাদদাতা
বেল সাহেবের সূত্র বিচারের দোষ প্রদর্শন
করেন, তাহা কতদূর সত্য আমরা তাহা
ইচ্ছা করি না। বোধ হয় সংবাদদাতা
বাহাতে অসঙ্গত হইবেন, নতুবা বেল
সাহেবের এক প্রমাণ কেন? বেল সাহে
কমল মুন্সীর বিচারের মত
সাক্ষীর মকদ্দমায় ও কৃষ্ণনগরবাসী
বাবু লালমোহন ঘোষের সহিত উন
সাহেবের মকদ্দমায় তাহা অপ্রকাশ না
সাহেব এই মকদ্দমায় বিচার করিয়া
সাধারণের প্রমাণসংগ্রহ ও তারতম্য
অনুসন্ধান হইবেন?

২০ ই ফেব্রুয়ারি } জনৈক পত্রিক
১২৭৫ } বাণাঘাট

—৩৫—

মহাশয়! রাণাধর টেপুর্মা ডেপুটী
টেক্ট ঐযুক্ত বাবু বাণেশ্বর সেন মহাশয়
স্বয়ং সত্য বর্ণনা করিয়াছেন। মকদ্দম
শনে বর্ণিত হইয়া যে যে কাজ করিতে
সামগ্রিক বাবু সত্য লক্ষ্য করিয়াই প
করেন। গত সোমবাসী সোমপ্র
সাহেবের উক্ত সূত্র রূপেই প্র
হইয়াছে। সামগ্রিক বাবু স্বয়ং অধীন
সমস্ত আম পরিদর্শন করিয়া গত সে
পূর্ণিকালে সত্যসংস্থাপন করিয়া
এম মকার বর্তমান মুন্সীর আদালত মা
নয় স্বয়ং প্রমাণ ডেপুটী বাবু পদমত
স্বত্ব হইয়াছে। তিনি তদায় প্রমাণ
বিচারকার্য সম্পাদন করিতেছেন।
অধীনস্থ অন্যান্য স্থানের যে সাপ মক
বিচার করুন ই, এখানে সত্যসংস্থাপন

তাইতেছে। প্রতিদিন পূর্নাক্ষ একাদশ
 সময়ে তিনি বিচারামনে উপবিষ্ট হইয়া
 সপর্ষ্য বিপুল পরিশ্রমসহকারে মক
 র তন্ন করিয়া বিচার করিতেছেন,
 প্রায় অনেকেই তাঁহাকে পরিশ্রমশীল
 কৃষ্ণকণ্ঠে সাধু বাবু প্রদান করিতেছেন।
 রামশঙ্কর বাবু প্রকৃত সাধু বাবুর পাত্র
 তাঁহার বিচারপ্রণালী বেরূপ বিশুদ্ধতা বা
 ব্যবহারমার্গ ও ধর্মনীতি তরুণ বিশুদ্ধ
 পরিপূর্ণ দেখিয়া আমরা সাতিশর সন্তুষ্ট
 হই। তাঁহার রাজকার্য বিষয়ে পরিশ্রম,
 ক্রমবিকাশ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে,
 স্বীয় অধীন (কৌশলদারী আমলা।)
 দ্বারা উপরে কোন কর্মের মিত্র করেন
 পায় সমুদয় বিষয় স্বয়ং তন্ন তন্ন করিয়া
 লইয়া কাজ করিয়া থাকেন। আমরা
 তাঁহার আগমনসম্বন্ধ জানিয়া প্রকৃত
 তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণাভিপ্রায়ে
 গমন করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি
 মনে আমাদিগকে সাধু সন্মানে গ্রহণ
 ত আমরা যাব পাব নাই আক্লান্তিত ও
 হইয়াছি। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া
 বে দেশভিত্তিক যে যে বিষয়ের প্রসঙ্গ
 তাহাতে তাঁহার দেশহিতৈষিতা বিনোদ
 পরিণামদর্শিতা এবং মহাজ্ঞ উভয়তাব্যুৎপন্ন
 ন পবিচয় হইয়াছে। আমরা তাঁহার
 অমায়িকতা নীতিশক্তি তদ্রূপ প্রকৃতি
 গুণেও অত্যন্ত প্রীত ও বাঞ্ছিত হইয়া
 প্রদান করিতেছি। শান্তিপুর একটী
 চিকিৎসালয় ও একটী গবর্নমেন্ট টি
 বিদ্যালয়ের স্থাপনাও তাঁহার ঐকান্তিক
 ও মন দেখিয়া প্রায় সকলেই উহাতে
 দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এখানে
 উৎকৃষ্ট জলাশয় অথবা বড়বাকের সমু
 খাল খনন এক জন সঙ্কল্পিত সব আঃস
 গর্ভন আনয়ন ও এক জন (মিউনিসিপ
 বয়ে) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসি
 সভার প্রতিনিধি সভাপতি নিয়োজন
 অনেকেই তাঁহাকে গবর্নমেন্টকে জামা
 কল্পরোধ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি
 সব সহিত অস্বামান করিয়া কহিয়াছেন
 স্তাবিত বিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগী
 তিনি গবর্নমেন্টকে ক্রমশঃ বিষয় অবকা
 য়ে জামাঃ করেন। এখানকার পুলিশের
 প্রণালী সংশোধন ও সংস্কারপ্রদ
 হেড কনষ্টেবল পদে বহন বিষয়ে তাঁহার

গের ঐকান্তিক প্রার্থনা আমরা বোধ করি
 তাঁহার উহা ডেপুটী বাবুকে অবশ্যই পরিষ্কার
 করিবেন। বস্তুতঃ অত্রত্য পুলিশ সব ইনস্পেক্ট
 টর ও হেড কনষ্টেবল নানা কারণে অনেকের
 আক্ষেপের কারণ হইয়া উঠিয়াছেন। রামশঙ্কর
 বাবুও পুলিশের বর্তমান কার্য প্রণালী দেখিয়া
 অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।
 উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে, ইতিপূর্বে
 আমরা ডেপুটী বাবুকে যে সকল সদগুণাবলী প্রদান
 করিয়াছিলাম, এক্ষণে তৎসমস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ
 করিয়া চক্ষুর্কর্ণের বিবাদ তখন করিলাম। আমরা
 রামশঙ্করবাবুকে পরম পিতা পরমেশ্বর সন্নিধানে
 প্রার্থনা করিতেছি এই যে রামশঙ্কর বাবু দীর্ঘ
 জীবী হইয়া কিছুকাল রাণাঘাটে থাকিয়া সুবি
 চার বিতরণ ও দেশের কিতরত প্রতিপালন
 করিয়া সাধারণ সমাজের যশোভাজন ও কর্তৃপ
 ক্ষের স্নেহভাজন হউন।
 এখানকার ছোটআদালত গত জ্যৈষ্ঠ
 মাসে রাণাঘাটে উঠিয়া গিয়াছে। এজন্য
 অত্রত্য অধিকাংশ বিষয়ী লোক মকদ্দমা
 করিতে অসম্মত হইয়াছেন। অল্প টাকার মক
 দমা প্রায় সকলেই স্থগিত করিয়াছেন। অধিক
 ব্যয় ও পরিশ্রম এবং কষ্টই তাহার প্রধান
 কারণ। বস্তুতঃ রাণাঘাটে উক্ত আদালতটী
 উঠিয়া যাওয়াতে শান্তিপুরের ন্যায় অমান্য
 দেশস্থ প্রায় সমস্ত বিষয়ী লোক যার পর নাই
 কষ্ট পাইতেছেন। উকীল মোক্ষারেরা বাসার
 অভাবে ঘরে ঘরে উপাসনা করিতেছেন।
 গাঙ্গুলীর অপ্রতুলতা ও খাদ্য জব্যাদির চরম
 নাতা নিবন্ধন অধী প্রত্যর্বিগণের অতাবনীয়
 কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। রাণাঘাট হইতে উক্ত
 আদালত পুনর্বার শান্তিপুরে উঠিয়া আইসে,
 ইহাই প্রায় সমস্ত ব্যক্তির অভিপ্রায়। এ বিষয়ে
 গবর্নমেন্টের অনুমতিপ্রত্যাশায় একখানি
 সুন্দর আবেদন পত্র প্রস্তুত হইয়াছে। সক
 লই তাহাতে স্বাক্ষর করে সব নানাব্যক্ত
 করিতেছেন। প্রত্যাশিত নাম সংখ্যা স্বাক্ষরিত
 হইলে উহা যথ্য স্থানে প্রেরিত হইবে।
 শান্তিপুর }
 ১০ টি কক্সিয়া } শ্রীশ্যামাচরণ সান্যাল
 ১৮৬৯।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল শীল মুরসিদাবাদ ৭
 * উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লক্ষীপুরাই ৭
 ৯ রাজনারায়ণ দাস কৌণ্ডুর রোসড়া ৭

শান্তিপুর
 শ্রীযুক্ত বাবু এল, মার্টিন বেঙ্গলীপুর

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাছুল না পাইলে
 বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।
 ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
 বাণ্যাসিক ৫।০ টাকা। মক্খলে ডাক
 সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং
 সিক ৩৫। তিন মাসের জন্যে অগ্রিম
 গ্রহণ করা যায় না। ছদ্ম, বসতি চিঠি,
 অর্ডর, নোট ও ট্রান্সপোর্টিকিট, ইহার
 বাহাতে বাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
 দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।
 বাহার ট্রান্সপোর্টিকিট পাঠাইবেন,
 যেন এক অথবা আপ আনার অধিক
 ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।
 যখন যিনি মক্খলে হইতে সোমপ্র
 মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি
 শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাকৃষ্ণনের নামে
 ইয়া দেন।
 বাহাদিগের মূল্য দিবার সময়ে অতীত
 আসিবে, একমাসপূর্বে তাহাদিগকে
 লিখিয়া জানান বাইবে, কাল অতীত
 গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
 একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ
 বাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
 হইবে।
 মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর স্টেশনের
 ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাই।
 বাহার মাছুল না দিয়া পত্রাদি প্রের
 যেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
 যাইবে না।
 কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
 চাইলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পত্র
 আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হই
 যেন অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
 যেন, তাহার সাক্ষত খরচ বন্দোবস্ত হইবে।
 এই পত্র কলিকাতার দাক্ষণ
 মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর স্টেশনের
 চাকরিপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ
 কৃষ্ণনের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃ
 প্রকাশিত হয়।

সর বিদ্যালয় লইয়া ইউরোপে থাকিবেন, তত সার্জন টি, মাথু দারজিদিগের প্রতিবিধি বল সার্জন হইবেন।

তৃতীয় জেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন কালী র মিত্র কিছুদিনের নিমিত্ত ছাপবার দাতব্য কংসালয়ের ভার পাইবেন।

৬ ই ফেব্রুয়ারি। যত দিন ডাক্তর জে, এফ, ওয়াইজ বিদ্যালয় লইয়া তস্থপস্থিত থাকি তত দিন ডাক্তর এচ, সি, সটক্রফ চাকার

তিনিধি সিভিল আসিষ্টাণ্ট সার্জন হইবেন। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগ।

৭ ই ফেব্রুয়ারি। তৃতীয় জেণির তিনিধি সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট ও ইঞ্জিনিয়র টি, এস, জাক সাহেব মেজর ডবলিউ, এস, টেলরের

পস্থানকালে রক্ষধানী চক্রবর্তীর প্রাত সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়র হইবেন। তিনি

ককরাইর পূর্ণাঙ্কে স্বীয় কর্তব্য ভার গ্রহণ

৮ ই ফেব্রুয়ারি। চতুর্থ বাবু উমাকান্ত ঘোষ

বিভাগে পরীক্ষার্থী তৃতীয় জেণির

৯ ই ফেব্রুয়ারি। মহাসভা

১০ ই ফেব্রুয়ারি। মহাসভা

১১ ই ফেব্রুয়ারি। স্পেন হইতে শেষ

১২ ই ফেব্রুয়ারি। এবেস হইতে শেষ

১৩ ই ফেব্রুয়ারি। মুতসভা

১৪ ই ফেব্রুয়ারি। মুতসভা

করিয়াছিলেন, তাৎপরে গ্রীস খে সম্প্রতি দিয়া- ছেন। তাহা লইয়া গত পোমবার কাউন্ট ওয়া লেকি এবেস ত্যাগ করিয়াছেন।

স্পেনিয়ার জাতিসাধারণ সভা অকারণ গবর্নমেন্টের প্রতিবন্ধকতা ক্রমে তল হই- য়াছেন।

কানাডা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ডি আসিষ্টাণ্টের হত্যাকারী হইপানের ফাঁসী হইয়াছে।

স্পেন হইতে টেলিগ্রামে প্রকাশ করে, মহা সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

সেনাপতি সেরাণো প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, আপাততঃ গবর্নমেন্ট গৌরবসহ- কারে কার্য করিতেছেন। তিনি অনুরোধ করিতেছেন, পরিমিত ব্যয় এবং নানা বিভাগের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া দেশের উৎকর্ষ সাধন করা কর্তব্য।

গত কল্যা ফিশ মজার বাজীতে মন্ত্রীদিগকে মহাসমারোহে একটা ভোজ দেওয়া হইয়াছে।

মাদ্রিডে সাহেব বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের প্রোটেক্টাণ্ট সম্প্রদায় উঠান মন্ত্রীদিগের স্থির করণ। তিনি শীঘ্র এইবধে যত্নবান হইবেন।

ডেলি নিউস বলেন, কমিসারিএট বিভাগের

ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্রসমূহ পুনস্কার মধ্য

১০ ই ফেব্রুয়ারি। এখানে সংবাদ

১১ ই ফেব্রুয়ারি। এখানে সংবাদ

১২ ই ফেব্রুয়ারি। এখানে সংবাদ

১৩ ই ফেব্রুয়ারি। এখানে সংবাদ

১৪ ই ফেব্রুয়ারি। এখানে সংবাদ

১৫ ই ফেব্রুয়ারি। এখানে সংবাদ

আমাদিগের লাহোরস্থ : দাতা লিখিয়াছেন:—

১। মাঘমাসের শেষ হইল। তথাপি

এবার উত্তরপশ্চিম মধ্য ভারতবর্ষ

২। কয়েক দিন হইল অত্রস্থ মিসনরি

এই কলেজের অধীনে একটা রজনী

৩। সম্প্রতি পঞ্জাব রেলওয়ের আসি

৪। এখানে দুটা জৈনমন্দির বিদ্যালয়

৫। এখানে দুটা জৈনমন্দির বিদ্যালয়

৬। এখানে দুটা জৈনমন্দির বিদ্যালয়

৭। এখানে দুটা জৈনমন্দির বিদ্যালয়

৮। এখানে দুটা জৈনমন্দির বিদ্যালয়

৯। এখানে দুটা জৈনমন্দির বিদ্যালয়

১০। এখানে দুটা জৈনমন্দির বিদ্যালয়

১১। এখানে দুটা জৈনমন্দির বিদ্যালয়

পিটীয়া ঘটিয়াট বেচিয়াও টাক দিয়া
 ছিল। তখন ফাইব পারসেন্টের দর
 ম, তাহার পর সেদেব হাক পারসেন্টের
 হইল, (কিন্তু রস্তু ঘাট মবাবি
 মরূপ ছিল তাহাই আছে) প্রজা
 খাইয়াও টাক দিতে লাগিল। তাহার
 ন্যায় মরার উপর খাড়া হা, এই বার
 ষ্ট্র ম এক দিবস হইল, এক জন ডা
 বিলাসিতা মোর আসেসর আসিয়া পূর্নকার
 সেই পরমাণে বজ্জিত আসেস, মাশের উপর
 আবার মতন করিয়া কাহারও স্থিষ্ণ তাহার বা
 রে ম টাক বাড়াইয়া যান। এই আসেসরট
 ষাখালা কিছুই বুঝেন না, বাজালিরা বুঝাইয়া
 দেন বুঝেন না, বা বুঝিতে পারেন না। বাজা
 লিদিগের সদর বাটীর অবস্থা দেখিয়াই অন্দরমহ
 লেবে যে ঐরূপ অবস্থা তাহা স্থির করিয়া লন।
 তাহারো এতদেশীয়দিগের বাটীর সমুখটাই
 যে চিকন চাকন ও ভিতরে যে কিছুই নহে,
 তাহা তাহার উদ্বেগই নাই। সদরের টেবঠক
 না দেখিয়াই বাটীর সমুদায় কুঠারির এক দবে
 টাক ফেলেন। কেহ যুক্ত করিলে রসিক সাহেব
 ঐরাতিতে রসিকতা করিয়া উপাস করেন
 ও টাক বাড়ান। এইরূপে তিনি তাহার উপ
 য তা ইচ্ছা কেলিয়া যান। প্রজারা আশা বায়
 নিবৃত্ত করিবার জন্য, দরখাস্ত করিয়া কেবল
 অপমানিত হইয়া আসিয়াছেন। এবার
 শিবপুরের দরখাস্ত শুনারি দিবসে যে
 সাহেবটি চেয়ারমান থাকেন, তিনি কোন
 কথা না শুনিয়াই সকল দরখাস্তের পুঠেই
 (বিজেক্টেড) এই কথা লিখিয়া কলঙ্কিত
 করিতে লাগিলেন। এইরূপ দেখিয়া অনেকেই
 তা বিচারের আর প্রত্যাশা না করিয়া নিজ
 নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। যাঁহারা
 কতুপস্থিত, তাঁহাদের দরখাস্ত তাড়াহুড়
 (বিজেক্টেড) হইতে লাগিল। দুই এক
 জন সাহসের উপর ভর করিয়া যুক্তি করি
 লেট সাহেব চক্ষু রাঙাইয়া উঠিলে সাহেব
 (চূপ কর) বলিয়া পমক দেন, কাহার বেসায়
 বা তাপরাসি নিকাল দেও বলিয়া তর্জন গর্জন
 করেন। বাজালিরা সবচেই ভীত, কি আ
 পাঠে মারিয়া ফেলে, এই ভয়ে অপমান স
 করেন। শুনিতে পাই, এই সাহেবটি নাকি কা
 ডার কাচারির অন্যতর মাজিস্ট্রেট। যদি এইরূপ
 হইতে বিচারশক্তি হয়, তাহা হইলে ক গবর্নমেন্ট
 ভাল লোকের হস্তে বিচারতাব দিয়াছেন।
 এইরূপ লোক উত্তম (অথবা) মধ্য রূপ

শক্তি না হইলে এ প্রদেশের আর জের নাই।
 যাহা হউক, বাজালি কমিসনর বাবুরা যখন
 দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের কথা গ্রাহ্য হইতে
 চেনা, তাঁহারা কেন উঠিয়া আসিলেন না?
 তাঁহাদিগকে সাক্ষীগোপাল করিয়া অবিচার
 হইতে লাগিল, দেখিয়া তাঁহারা মাছুব হইয়া
 কেমন করিয়া তাহাতে থাকর করিতে লাগি
 লেন? হায়! হায়! বঙ্গভূমি! তোমার সম্বন্ধে
 রাই ভীত ও কাপুরুষ হইয়া তোমার মর্সনাশ ক
 রিতে লাগিল। যেরূপে উক দিবসে বিচার হই
 য়াছে, ঐরূপ বিচার কি গবর্নমেন্টেব অতিমত?
 লোকের কখনই নহে। বোধ হয়, উপরের সা
 বেদা এখনকার প্রজারা যে এত দুঃ প্রণী হুত
 হইতেছে, ইহার বিস্ত বিসর্গও জানেন না।
 মলিতে গ লতে রাস্তায় রাস্তায় অমুক দিন
 অমুক গ্রামের দরখাস্তের শুনারি হইবে, বলিয়া
 নোটিস দেওয়া হইল, এক জন ঢোল ঘাড়ে
 করিয়া "যাহার যাহা অ'পত্তি আছে সে তাহা
 প্রতিবাটীর প্রতি এক আনা মুলের ট্রাম্প
 গাগচে মিউন সপ'ল কাচারিতে দাখিল করিয়া
 তথায় শ্রয়ণ ব প্রতিনিধিধারা উপস্থিত হউক"
 এই কথা বলিয়া চোড়া দিয়া যাইল। যদি
 শেষ কালে এইরূপ বিচার হইবে তাহ
 হইলে এরূপ ভয়মি সবিবার কি আবশ্যিকতা
 ছিল? এইরূপ করিতে কি ইচ্ছা প্রকাশ পাই
 তেছে না যে, কতগুলো ট্রাম্প বিক্রয় করাই উহার
 প্রধান উদ্দেশ্য মাত্র? ইহা কি প্রকাশ হইতেকে
 না যে, সকল কার্যই বিচারপূর্নক হইতেছে
 বলিব অথচ বিচুই বিচার করিব না? গবর্ন
 মেন্ট রক্ষাদণ্ড সপ'লেই অসম্বনীয় করিয়া
 চেন। অথচ মরিতে যাইলেই উহা টানিয়া লই
 বেন? হে উপরিতন কর্তৃপক্ষ মহোদয়গণ!
 উৎপীড়িত প্রজাদিগের প্রতি এক ব'র কৃপা
 বটুক করুন হে মহামহিম লেপ্টনেন্ট গবর্ন
 ও গবর্নর জেনেরল বাহাদুর। এই সমস্ত ঘটনা
 সত্য কি না, প্রজাদিগের প্রতি অবিচার হই
 তেছে কি না, এক বার তদন্ত করুন। আমাদি
 গের নিকট হইতে যাহা লইবেন তাহাই দিব;
 কিন্তু এরূপ বেন বুঝিতে পারি যে, আমরা যাহা
 লিখেছি তাহা আমাদিগের বাটীর যেরূপ আ
 বা যেরূপ আয় হইতে পারে সেই মতই দিতেছি
 উক্তি।

ক্রীষক বাবু রতনলাল ঘোষ রায়বাহাদুর মহা
 শীতকালের প্রারম্ভে মফস্বল দর্শনে আসিয়া
 ছিলেন। ইহান মায় কর্তব্য ক'র্বে অতিনিবি
 ও বিদ্যেৎসহী ভ্রমোগ্য বিচারপতি সব ডি
 জানে অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।
 মহাশয় কেবলমাত্র জৌজারী ও কালেক্ট
 মকদ্দমা নিষ্পত্ত ক'রয়ই নিজ কর্তব্য কা
 সম্প দিত হইল এ'র বিবেচনা করেন না।
 কি সে এপ্রদেশের উচ্চ জ'য়, কি সে প্রদে
 শাস্ততাধাপন্ন হয়, সে বিষয়ে সর্বদা যত্ন
 আছেন।
 সোতলপুর খানার অন্তঃপাতী টেনাদী
 নামক গ্রামে সাংযুক্ত বাজালা বিদ্যালয়ে
 সম্পাদক ক্রীষক বাবু রামধন মণ্ডলের সম্প্র
 পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহার যত্নে
 উক্ত বিদ্যালয়ের অতিশয় উন্নতি হইতেছিল।
 ডেপুটী বাবু নফসলে আসিয়া তাঁহার মৃত
 ঘটনা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলে
 গব'র পাঠে তাঁহার বিরোধে বিদ্যালয়েব এক
 নতি হয় এই আশঙ্কায় টেনাদী ও তৎপা'খ
 বস্তী গ্রামের তহ তদ্র লোকাদগকে ডাকাইয়া
 তাহ'র উত্তম বশোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।
 রতন বাবুর এইরূপ যত্নে বিদ্যালয় পূর্নবৎ
 তেছে, বরং পুর্নাপেক্ষা অধিক উন্নতি হইবা
 সম্ভাবনা। ইদুচ কোল, কোতলপুর, বিষ্ণুপুর
 শক্ত অনেক গ্রামের বিদ্যালয় দর্শন করিয়া
 ছিলেন। যাহাতে অধিকারস্থ বিদ্যালয়সমূহে
 কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে ই
 সবিশেষ মনোযোগী। শিককদিগের সহ
 অত্যন্ত যত্ন বহার করেন। ইহার প্রকৃতি অতি
 নয় ও নিরহঙ্কার। ইহাব সহিত লজ্জাবশে যে নি
 পথ্য অনির্কামীয় শ্রীতি লাভ হয়, তাহ
 লিখিয়া শেষ করিতে পারি না।
 সম্প্রতি মফস্বলকে ইচ্ছা একটি সুবিচারেব
 সংবাদ দিতেছি। গত পৌষ মাসে আঙ্গাদী
 মুসলমানী লেগো গ্রামের দীননাথ মণ্ডলের খাল
 বাটী পুষ্করীঘর ঘাট হইতে চুরি করিয়া লইয়া
 বাটীতছিল, নন্দ বাদনী নামক এক ব্যক্তি
 দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধ'রয়াছিল, পরে
 চাকীদার আসিয়া তাহাকে পুলিশ দেয়। পুলি
 ষের হেডকনষ্টেবল তদারক করিয়া রিপোর্ট
 দিলে মকদ্দমার দিন সাক্ষিগণের অটনকতা
 বশতঃ ডেপুটী বাবুর সন্মুখে হওয়ার তে তিন
 শয়ই লেগো আসিয়া তদ্রলোকদিগকে জিআসা
 করিয়া চুরির অহ্যতা সপ্রমাণ করিয়া
 যান, পরে ৬ ই ফেব্রুয়ারি আঙ্গাদী মুসলমানী

শিবপুর } বঙ্গদর্শন
 ১৭ ই ফেব্রুয়ারি } ক্রীষক
 মহাশয় : গড়বেতার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট

প্রভৃতি স্থান যথালয়। বিশেষতঃ
করাণী উপনিবেশে অতিশয় কষ্ট হয়।
আমাদিগের গবর্নমেন্ট স্বার্থপর লোক
দিগের প্রদত্ত রিপোর্টে দর্শন করেন,
কুলিরা মুখে আছে এবং অনেক উপা
র্জন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করে;
কিন্তু যাহারা প্রত্যাগমন করে তাহা-
দিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বর্ধাৎ বৃত্তান্ত
জানা যায়। সত্য কথা বলিতে কি?
আমাদিগের গবর্নমেন্ট প্রতিবৎসর
বিনা মূল্যে আপনাদিগের কয়েক
সহস্র প্রজাকে বিক্রয় করেন।
ভারতবর্ষে অপরিমিত লোক নাই;
আমাদিগের পূর্ভকার্যবিভাগের কর্মচারী
রিগন, কাফিকর ও চাকরগণ মজুরের
নিমিত্ত চিন্তার করেন। যে কর্ম্ম ভারত
বর্ষে আছে, তাহার উপযুক্ত শ্রমজীবী
লোক ভারতবর্ষে নাই; কিন্তু গবর্নমেন্ট
পরের নিমিত্ত আপনাদিগের প্রজা ও
স্বার্থক্য করিতেছেন। যদিও সংগ্রাহক
দিগের লাভমেষ্ট্র প্রভৃতি হইয়াছে,
তথাপি অধিবাস কুলি পরিণাম
বৃদ্ধিতে না পারিয়া উপনিবেশে যার
তাঃদিগের কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না।
শতকরা ২৫ জন আর স্বদেশে প্রত্যা
গমন করে কি না সন্দেহ। উপনিবেশে
কুলিপ্রেরণ বন্ধ করা কর্তব্য। যে দেশ
কৃষি সেই দেশের লোকেব দ্বারা হওয়া
উচিত। যে যে উপনিবেশে অধিক
সংখ্যক উপনিবেশকারী গমন করেন
না, তাহাতে এই প্রকাশ পায় এই
স্থানে বাস সুখকর নহে।

—:—

ডাক্তার ডেবিড স্মিথ ও
অগরাথকের।

বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য কমিশনার ডাক্তার
ডেবিড, বি. স্মিথ পুরীর বিষয়ে একটি
উত্তম রিপোর্ট করিয়াছেন। আমরা এই

তীর্থ স্থানের যে যে দোষের উল্লেখ করি
রাহিনাম ডাক্তার স্মিথ সে সমুদায়
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পাণ্ডাদিগের
ধূর্ততা, পুরীর বাসিন্দাদের জঘন্যতা,
ময়লা, ও খাদ্যদ্রব্যের কদম্ব্যতা
এগুলির তিনি অতি উত্তমরূপ বর্ণনা
করিয়াছেন। ডাক্তার স্মিথের রিপোর্টের
একটি মহৎ ফল এই, ইহার মধ্যে রাগ
দ্রব্য প্রকাশ মাই।

পূর্বে সমুদ্রতটে স্থিত। এখানে
মিউনিসিপালিটি নাই। কিন্তু বর্তমান
মাজিষ্ট্রেট রেবাণ সাহেব যত দূর সম্ভব
স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া থাকেন
কিন্তু শত শত বৎসর ধরিয়া যে স্থানে
যে মল সঞ্চিত হইয়াছে তাহা পরিষ্কৃত
করা অঙ্গীর অশ্বশালাব অপেক্ষাও
কঠিন এবং হরকিউলিস অপেক্ষা কমত
পর লোকের কাজ। নগরের নর্দীমাগুলি
পরিষ্কৃত নহে, সকল গুলি, টাল ও সমান
নাই, এই নিমিত্ত স্থানে স্থানে জল আট
কাইয়া থাকে। সর্বশুদ্ধ ৩,৩৩৩ বাটী
আছে। স্থায়ী বাসিন্দাদের সংখ্যা
২৫০০০-৩০,০০০ হইবে। পূর্বে পূর্বে
প্রতিবৎসর গড়ে এক লক্ষ যাত্রী এখানে
সমবেত হইতেন। ১৮৪৯ অব্দে ১,৫০,০০০
এবং ১৮২৩ অব্দে ২২৫,০০০ যাত্রী হয়।
কিন্তু এক্ষণে লোকের ভক্তি ক্রমশঃ কমি
তেছে। গত বৎসর গড়ে ৫০০০০ যাত্রী
গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু যে নগর
৩০০০০ লোকের বাসসমাধানে পর্যাপ্ত
নয়, সেখানে চঠাৎ অতিরিক্ত লোক
৫০,০০০ গমন করিলে কত কষ্ট হয় তাহা
সহজে অনুভব করা যাইতে পারে।
পূর্বে প্রত্যেক লোকের ভাড়াঙ্গীরা ঘর
আছে। এইসকল গৃহে স্ত্রীপুরুষ ভেদ
না করিয়া বিস্তর লোককে বাসস্থান
দেওয়া হয়। রেবাণ সাহেব বলেন,
যাহারা আরোহণপূর্ণ তৃতীয় শ্রেণির
রেলওয়ে লকট দর্শন করিয়াছেন, তাহারা

বাসস্থানের অবস্থা বুঝিতে
কেবল শরীরটী ধরে এম
কণ থাকে তত কণ লোক
ইহাতে স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম
সামান্য দয়া ও সমদ্রু
হিত হইয়া যায়। ডাক্তার
একটি ক্ষুদ্রগৃহে ৪৫ জন
এক জনের ওলাডটা হই
পাশে কয়েক ব্যক্তি রক্ষ
প্রস্তুত করিতেছিল।
ইচ্ছা ব্যক্তিগণ সেই খা
করেন। এগুলি পরিষ্কৃত
শত শত বৎসরের
নগরে কয়েকটি বৃহৎ
কিন্তু একটিরও জল
পুরীতে অগম্যার্থের
হয়, তাহা সকলে জা
পাণ্ডা ও রাজার অ
হয়। জঘন্য পাশ্চাত্য
তবকারী প্রভৃতি যা
ইহাতে পীড়া না
অতি বৎসর শত শ
প্রাণত্যাগ বা করিবে
ধর্ম্মমন্ডলে
করা অতিশয় অশু
ধর্ম্মনীতির উৎকর্ষ
প্রজার জীবনরক্ষ
কর্তব্য। ডাক্তার
জন স্বাস্থ্য রক্ষণে
ইচ্ছা অঙ্গীনে
আগিফোর্ট মাজ
সে মন্দিরে প্রা
পরীক্ষা করিতে
বাটীগুলির
প্রস্তাব করিয়া
সালয় হয়, ইহ
এগুলির সম্প্র
এসকল করি
মে টাকা

সৌম্যকাল ।

বিমানিকার্যও কিঞ্চিৎ
 রিতে হইলে গবর্ণমেন্টে
 র্শন করেন। পুরী এমত
 যে তথা হইলে এত টাকা
 জন লোকের হাতের
 প্রস্তাব করিয়াছিলেন।
 গবর্ণমেন্টে বিভাগীয়
 এবং বানু অফিসে মুখো
 য় মিত্রপ্রভৃতি ইত্যাদি প্রতি
 ক্রমস্থিৎও এই মত ;
 গর মতে যাত্রীদিগের
 পায়বিশানার্থ কর প্রত
 ৪। ধর্মোৎসবে কোত্র
 যদি এ অভিপ্রায়ে কর
 ত্তি হইত হয়, তাহা হইলেই
 ৫। লোকে বিনা বটে
 মাসহ নাই। স্থানান্তরে
 আফ্রানপূর্বক অধিক
 ত সরাইসে খাদ্যের
 াকা বহুতর অধিক
 ত তাহাতে অসম্মত
 ৬। পাণ্ডারা কত বা
 হা দিতেই বা কে
 ব মঙ্গলার্থ পথের
 লয় হইবে। তাঁহা
 নপালিটি পৃথক
 এ টাকার নিমিত্ত
 ৭। বিধেয় হয় না।
 ৮। এমতল কাজ
 বয় না দিবেম
 ৯। ত এই বা
 ১০। প্রস্তাব করি
 নিকটে অন্ততঃ
 ১১। যে স্থান
 রিবেন, তত্রতা
 দিয়া অনুমতি
 গকে প্রত্যেক
 হতে হইবে।
 ১২। তপত্র লইবে।

প্রত্যেক পাণ্ডা করেক জন নির্ভারিত
 যাত্রীর অধিক সঙ্গে লইতে পারিবে না।
 যে স্থান হইতে যাত্রী লইয়া যাইবে,
 তত্রতা মালিহেটের নিকটে প্রত্যাগমন
 কালে পাণ্ডাসকলকে হিসাব দিতে
 হইবে। যদি পীড়ার হত্যা হয় তাহার
 মুক্তিবিদ্ধ কারণ প্রদর্শন করিতে
 হইবে। আমরা গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ
 করিতেছি, তাঁহারা অবিলম্বে ব্যবস্থাপক
 সভায় এক বিল অর্পণ করেন। ইহাতে
 যাত্রীর উপরে হস্তক্ষেপের কোন সম্ভা
 বনা নাই।

১৮৬৭-৬৮ বঙ্গদেশ গোবীজে
 জীমার রিপোর্ট।

আমরা কুচক্র চানচকারে জীমার
 করিতেছি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের নিকটে
 হইতে ১৮৬৭-৬৮ অর্কের জীমারবিভাগে
 এবখানি রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি।
 গোবীজে জীমার নিমিত্ত বঙ্গদেশে
 চারিটা চক্রাভূ হইয়াছে। প্রত্যেক
 চক্র এক এক জন তত্ত্বাবধায়ক অছেন।
 এই তত্ত্বাবধায়কদিগের অধীন করেক
 জন করিয়া জীমার রাখা হয়। সমু
 দ্রায় বঙ্গদেশকে চক্রাভূে বিভক্ত করিয়া
 এক জন সাধারণ তত্ত্বাবধায়কের অধী
 নস্থ করাই গবর্ণমেন্টের ইচ্ছা। এতী যত
 দিন না হইতেছে তত দিন নিবিল সার্জন
 দিগকে জীমাদারদিগের উপরে কর্তৃত্ব
 করিতে হইবে। জীমাদারদিগের মধ্যে
 অধিকাংশ পূর্ব দেশীয় জীমাদার।
 কেত কেত গোবীজে জীমার চক্র
 করিয়া বসন্তের বীজ ব্যবহার করিয়া
 থাকেন। ইহাদিগের অনেকের কার্যের
 রিপোর্ট বিশ্বাসযোগ্য নহে। যাহারা
 যথার্থীতি শিকা পাইয়াছেন, এমত
 সকল লোককে জীমাদার না করিলে
 সমর্থ কাজ হইবে না।

১৮৬৭। ৬৮ অর্কে নিম্নলিখিতসং
 খ্যক ব্যক্তির জীমার হইয়াছিল:—

নাম: বিকাশের চক্রাভূ ১৮৬৭-৬৮ অর্কের জীমার চক্রের নাম	খরি ১৮৬৭-৬৮	সফল ১৮৬৭-৬৮	সফলতা ১৮৬৭-৬৮
বিকাশের চক্রাভূ	১৮৬৭-৬৮	১৮৬৭-৬৮	১৮৬৭-৬৮
বিকাশের চক্রাভূ	১৮৬৭-৬৮	১৮৬৭-৬৮	১৮৬৭-৬৮
বিকাশের চক্রাভূ	১৮৬৭-৬৮	১৮৬৭-৬৮	১৮৬৭-৬৮
বিকাশের চক্রাভূ	১৮৬৭-৬৮	১৮৬৭-৬৮	১৮৬৭-৬৮

এই মঙ্গলের মধ্যে ১৮৬৭ অ
 পুনর্বার জীমার দিতে হয়। কলিকতা
 ও তদ্বিকটস্থিত জেনারেলের লোক
 সর্বপেক্ষা বুদ্ধিমান ও সত্ব হওয়া
 গোবীজে জীমার জীমার
 ডাক্তার চারনসকে ধন্যবাদ। তাঁহা
 তদধীনস্থ সব আফিসটার সার্জনদি
 যত্ন অধিকাংশ জীমার ফল হইয়া
 অন অনা স্বানেও ব্যবহৃত উন্নিত
 যাইতেছে। কিন্তু লোকসংখ্যা বিবে
 করিলে জীমাদারের সংখ্যা অনেক
 রহিয়াছে। আর বর্তমান রিপোর্ট
 এটলকল জীমারের নিমিত্ত তা
 বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে না। জীমার
 রক্ষা করিবার নিমিত্ত ডাক্তার চার
 চেটা পাইতেছেন। এতী করা অ
 আবশ্যিক। আমরা অফিসদি
 লাম কতকগুলি কাঁচের নলের নি
 গবর্ণমেন্ট টাকা দিতে সম্মত হইয়া
 জীমার আরও চক্রাভূ করা ক
 তাহা গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিয়া
 এটি বত দিন না হইতেছে, তত দিন

নাই। কিন্তু মন্ত্রীর বিবেচনা করা
 উচিত, যে অবস্থায় ইউরোপ ও আমেরিকা
 কায় অধিক কর আদায় হয়, ভারত
 তাহা হয় নাই। মৃতন কর স্থাপন
 করার সময়ে দেখা কর্তব্য, তদ্বারা
 ভারতের কি উপকার হইবে? যে করের
 নিম্নস্বরূপ উপকার না হয়, সে কর
 নিষ্ফল মূল, তাহাতে কেবল দেশের
 ক্ষয় করে এইমাত্র। সর রিচার্ড
 টেম্পল এই নিয়ম ধরিয়৷ কাজ করিলে
 ক্ষতি পাবেন, এক্ষণে আর মৃতন
 করের প্রয়োজন নাই। এতদেশীয়
 শ্রেণির উপরে কর করা কর্তব্য বলি
 তি যদি স্বার্থপর ও ভারতবর্ষ
 নী নোকদিগের কথা শুনিয়া কাজ
 করেন, তাহা হইলে অন্যান্য করা হইবে।
 নি ব্যয়সংক্ষেপ ও অপব্যয়নিবারণ
 য়ে সবিশেষ চেষ্টাবান হউন। ইহার
 এক পথ আছে। সেনাদলের প্রাকৃত
 ক্ষমতার নিমিত্ত ব্যয় দিতে কেহ কাতর
 ন; কিন্তু তাহাদিগের বিলাসপ্রিয়তা
 ত্যাগ করিবার নিমিত্ত কেহ সম্মত
 । অপব্যয়নিবারণের শত শত স্থান
 আছে। পূর্নকার্যবিভাগ তন্মধ্যে একটী
 ন। এটী চোরের নাতিমূল। সর
 ড টেম্পল চতুর ও পরিশ্রমী। যৎ
 ২২ পরিশ্রম করিলেই এ বিভাগের
 ব্যয় হইতে পারে। কমিসরি এট
 গটীও মন্দ নয়। সৈন্যদিগের বস্ত্র,
 দিগের খাদ্যপ্রতীতিতে বিস্তর
 ব্যয় হয়। আমরা একটী
 দিতেছি, প্রতিবৎসর ইউরোপীয়
 দিগের নিমিত্ত মৃতন লেপ করা
 প্রতি লেপের নিমিত্ত সৈনিক
 বিভাগ ১২ টাকা মূল্য লন। বৎস
 এগুলি নীলামে চতুর্থাংশ মূল্য
 ত হয়; কিন্তু পর বৎসর গবর্নমেন্ট
 ার এই লেপ সম্পূর্ণ মূল্যে ক্রয়
 । এই একটীমাত্র দৃষ্টান্ত। অনু

সন্ধান করিলে সর রিচার্ড টেম্পল আরও
 অনেক উদাহরণ পাইবেন। ইংলণ্ডের
 ব্যয় বলিয়া যে পাঁচ কোটি টাকা লওয়া
 হয়, তদ্বিবরণীও সর রিচার্ডের বিবেচনীয়
 হইতেছে। আমাদিগের ক্ষেত্র দুর্ভেদ কর
 ভার নিষ্ক্ষেপ করিয়া কোন ব্যব করিয়া
 ইংলণ্ডের এক পরমা গ্রহণ করাও উচিত
 নয়। যখন পৃথিবীর সর্বপ্রধান রাজনীতি
 জগৎ ব্যয়সংক্ষেপ করিতেছেন, তখন
 আমাদিগের রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রী কেন
 তাহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইবেন
 না, আমরা তাহার কোন কারণ
 দেখিতেছি না। এটী আমাদিগের দেশে
 অতিশয় আবশ্যিক হইয়াছে। কয়েকটী
 বিভাগে যে আতান্তিক অপব্যয় হইয়া
 থাকে তাহা সর্বসাধারণে একবাক্যে
 স্বীকার করিতেছেন। ইংলণ্ডে এমন
 অবস্থায় যে মন্ত্রী এ দেশের সংশোধন
 করিতে না, তাহাকে দুইদিবসও পদস্থ
 থাকিতে হইত না। সর রিচার্ড টেম্পল
 বুদ্ধিমান; সিমলায় না গিয়া রাজধানীতে
 থাকিয়া এ বার এই উদ্দেশ্য সাধন করেন
 আমাদিগের এই অনুরোধ।

—:—

১৮৬৭।৬৮ অকের শিক্ষাসংক্রান্ত
 রিপোর্ট।

১৮৬৭।৬৮ অকের বঙ্গদেশের
 শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্ট এ বার যথা
 সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। ডিরেক্টর
 পূর্ন পূর্ন বৎসরে ইনস্পেক্টরদিগের
 রিপোর্টের উপরে বরাত দিয়াই
 কাজ সারিতেন, এ বার তিনি নিজেও
 পরিশ্রম করিয়াছেন।

১৮৬৮ অকের ৩১ এ মার্চ সমুদায়
 বঙ্গদেশে গবর্নমেন্ট ও গবর্নমেন্টের
 সাহায্যকৃত ৩,৪১১ টী বিদ্যালয় ও
 ১,৪৫,১৪২ জন ছাত্র ছিল। ১৮৬৭ অক
 অপেক্ষা ৫০৩ টী বিদ্যালয় ও ২৩,৬৬২
 জন ছাত্র অধিক হইয়াছে। ফলতঃ বিদ্যা

লয়ের সংখ্যা শতকরা ১৭ ৫
 সংখ্যা শতকরা ১৯ জন বৃদ্ধি
 ডিরেক্টরের ন্যায় আমরাও
 এটি যথার্থ(সাত্তিশয়) শ্রীতিক
 বিদ্যালয়ের সহিত গবর্নমেন্টে
 কার সংক্রমণ নাই, তাহার বিস্তর জান
 জানা যায় নাই। কেন জানা যায়
 ডিরেক্টর তাহার শ্রীতিকর কারণ
 শন করেন নাই। ইনস্পেক্টর ও ডে
 ইনস্পেক্টরেরা মনে করিলে
 দুজের থাকে না। যত দূর জানা গিয়া
 তাহাতে ২, ৯৬টী বিদ্যালয় ও
 ২১২ জন ছাত্র লক্ষিত হইতে
 বঙ্গদেশের লোকসংখ্যার ম
 ছাত্রের সংখ্যার তুলনা করিলে
 দিগকে অবশ্যই শোকসহকারে স্বী
 করিতে হইবে যে, প্রয়োজনানু
 বিদ্যা শিক্ষা হইতেছে না। ডিরেক্টর
 নিম্নশ্রেণির বিদ্যা শিক্ষার বিষয়ে
 মত প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু সর্ব
 ধারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন য
 দিগের সুশিক্ষার উপরে দেশের প্র
 মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, তাহাদিগে
 নিমিত্ত কি হইতেছে? বঙ্গদেশের
 ১৬,৭৪,০১৬ টাকা রাজস্বের
 হইতে শতকরা ১.০২ টাকা বিন
 শিক্ষার্থ ব্যয়িত হইয়াছে; কিন্তু
 দিগের হইতে অধিকাংশ রাজস্ব উ
 হর, তাহারা ইহার এক পরমাও শি
 গ্রাণ্ট হয় নাই, বলিলে নিত
 অন্ত্যুক্তি হয় না। ইহা কিলজ্জাকর নছে
 উল্লিখিত বর্ষে সমুদায় বিদ্যা
 ২৭,৪২,১২৪ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে
 ইহার মধ্যে ১০,৮২,৬৯৮ টাকা ছাত্র
 দত্ত বেতনে ও স্থানীয় আয়ে উঠিয়াছে
 সাধারণ ধনাগার ১৬,৫৯,৪২.৬ টা
 মাত্র প্রদান করিয়াছেন। পূর্ন বৎস
 অপেক্ষা ২৪৩,১৮৯ টাকা অধিক
 হইয়াছে। ইহার মধ্যে স্থানীয়

৫০৩ টাকা উঠিয়াছে । গবর্ণ
৪৭,৬৮৯ টাকা দিতে হই
৩৭ অর্কে প্রত্যেক ছাত্রের
২১১ টাকা ব্যয় পড়ে, এ বার
টাকা ব্যয় হইয়াছে । পূর্বোক্ত
৯,৪২৬ টাকার মধ্যে ডিরেক্টরের
কমের নিমিত্ত ৪৩,৭৩৫ টাকা ও
স্পষ্টেরদিগের নিমিত্ত ২,৭৩৯,৮১৮
ব্যয় হইয়াছে । এই টাকা বাদ
কেবল শিক্ষার নিমিত্ত ১৪,২৩
টাকা মাত্র ব্যয় হইয়াছে । বলিতে
। এই ব্যয়ের মধ্যে মেডিক্যাল কলে
ব্যয় ছাড়িয়া দিলে বঙ্গদেশের প্রকৃত
ব্যয় ১২ লক্ষ টাকার অধিক হয়
কারণ মেডিক্যাল কলেজে যেসকল
পরীক্ষিত হইয়া বহির্গত হন, বঙ্গ
ভিন্ন অন্য অন্য প্রদেশেও তাঁহারা
সমকল্পে প্রেরিত হন । এই ১২
টাকার মধ্যে সর্বসাধারণে কেবল
স্বরূপ ৬,০১,৫৩৬ টাকা প্রদান
গাছেন । গবর্ণমেন্টের নিয়মিত দান
দিতে অনেক বিদ্যালয়ে এই টাকা
না হওয়াতে অধিকাংশ টাকা ব্যয়
হইয়াছে । লোকে যে বিদ্যালয় শিক্ষার
ধক অনুরাগী হইয়াছেন, এইরূপ
তাহার আর কোন প্রমাণ আব
? আইনশ্রেণিসমূহের নিমিত্ত
ব্যয় হয়, তাহার সম্বলন হইয়া ৭৫১
অধিক ব্যয় হইয়াছে । ভিন্ন ভিন্ন
লক্ষে ৫৫১ জন উপদেশ প্রদান করি
লেন । বঙ্গদেশের ১২৫৯ জন ছাত্র
শিক্ষা পরীক্ষাফলে উপস্থিত হন,
দিগের মধ্যে ৬৫৮ জন উত্তীর্ণ হই
লেন । এই ৬৫৮ জনের মধ্যে গবর্ণ
ট বিদ্যালয় হইতে ৩০১ জন, সাধা
বিদ্যালয় হইতে ২৩৭ জন স্বাধীন
বিদ্যালয় হইতে ১১৫ জন এবং শিক্ষক
হইতে ৪ জন আইসেন । ৩৬৭ জন
পীকার্থীর মধ্যে ১৬৪ জন উত্তী

র্ণ হন । গবর্ণমেন্ট কলেজের ১১৫, সাধা
কৃত কলেজের ৪৫ ও স্বাধীন বিদ্যালয়ের
২ জন উত্তীর্ণ হন । আর চুই জন শিক্ষক
ছিলেন । ১৯৫ জন বি, এর, মধ্যে ৯২
জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন । ইহাদিগের মধ্যে
৫৯ জন গবর্ণমেন্টের ছাত্র, ২৩ জন সাধা
স্বতন্ত্র কলেজসমূহ হইতে আইসেন ।
হুগলীকলেজের এক জন ভূতপূর্ব ছাত্র
এবং ৯ জন শিক্ষক উত্তীর্ণ হইয়াছেন ।
১৩ জন এম, এ হন । ইহাদিগের মধ্যে
প্রেসিডেন্সি কলেজের ৮ জন, সংস্কৃত
কলেজের ১ জন, হুগলী কলেজের ২
জন এবং ফুটচ কলেজের ২ জন । এই
তালিকার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে,
সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতাসত্ত্বেও গবর্ণমে
ন্টের বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, বিশেষতঃ
প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণ প্রধান্য
প্রদর্শন করিতেছেন ।

—:—

সুতন পুস্তক ।

১। শব্দসোমমহানিধি । এখানি
সংস্কৃত অভিধান । কলিকাতা গবর্ণমেন্ট
সংস্কৃত পাঠশালার ব্যাকরণাধ্যাপক মহা
মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত তারানাথতর্কবাচ
স্পতি ইহার সংকলন করিয়াছেন । ইনি
যে বৃহৎ অভিধানগ্রন্থের ভারগ্রহণ
করিয়াছেন, সেখানি নয় । এখানিও
নিতান্ত ক্ষুদ্র হয় নাই । ইহা খণ্ড খণ্ড
প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে
ইহাতে কাব্যাদিপ্রসিদ্ধ শব্দসকল
স্থলভ নহে । এখানি সংস্কৃত ব্যবহারী
দিগের পক্ষে সবিশেষ উপকারী হই
য়াছে । যাহারা শব্দের ব্যুৎপত্তি
নোৎসুক, ঐতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের কৌতু
হল চরিতার্থ হইবে ।

২। মেদিনী । এখানি প্রাচীন সং
স্কৃত অভিধান । ইহাকে নানার্ধকোষ
বলে । টাকা কলেজের সংস্কৃতের অধ্যা

পক শ্রীযুক্ত নোমনাথ মুখোপা
সংশোধন করিয়া এখানি মুদ্রিত
প্রচারিত করিয়াছেন । আজি
সংস্কৃতের বেঙ্গল চর্চা আরম্ভ
রাছে, তাহাতে সংস্কৃত অভিধান
স্বতন্ত্র প্রচার হয়, ততই মঙ্গল
বিষয় । বিশেষতঃ সংস্কৃত কাব্য
গ্রন্থের অধিকাংশ লেখকদিগের পরিপূ
র্ণাভিধান স্থলে নানার্ধ কোষের না
গ্রহণ একান্ত আবশ্যিক হয় ।

৩। তটিকাব্য । কলিকাতা সং
বিদ্যালয়ের পুস্তকাদ্যক শ্রীযুক্ত অগ
তর্কালঙ্কার জয়মঙ্গল ও তরতমহি
টীকাসম্মত মুদ্রিত ও প্রচারিত ক
আরম্ভ করিয়াছেন । এখানি প্রথম
তর্কালঙ্কার পদচ্ছেদ করিয়া সাক্ষ
চিহ্নদ্বারা কর্তৃপদ ক্রিয়াপদ
বিশেষ বিভক্তি, বচন, কারক, ম
প্রকৃতি প্রদর্শন করিয়াছেন । যে
খানি আমাদের হস্তে পতিত
রাছে, তাহার অক্ষর, কাগজ ও
প্রকৃতি সমুদায়ই উৎকৃষ্ট দৃষ্ট হইল

৪। পুরাণপ্রকাশ তৃতীয় ও
খণ্ড । ইহাতে মূল বিষ্ণু পুরাণ,
স্বামিকৃত টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদ
বেশিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত অগ
তর্কালঙ্কার খণ্ড খণ্ড ক্রমে ইহা
করিতেছেন ।

৫। মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত
রাম তৃতীয় খণ্ড । শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র
চার্য্য রামানুজকৃত টীকা ও বা
অনুবাদ সহিত ইহা প্রচার ক
ছেন ।

৬। বিবিধ পুস্তক প্রকা
দশম খণ্ড । ইহাতে মহাকবি
মূল লোক তৃতীয় সর্গ
পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত মল্লিনা
টীকা ও হেমচন্দ্রচার্য্যকৃত বা

কার্যে চলিবার কোন উপায় দেখা যায়
 শ্রী শিক্ষক প্রায়ই পাওয়া যায় না। যদিই
 কোন প্রকারে পাওয়া গেল, তিনি যে
 শিক্ষকপে দক্ষ, ইহা স্পষ্টরূপে লক্ষিত
 হয়। সূচীকার্যে আর কিছুতেই যে
 তার তাৎপৰ্য অধিকার নাই, তাহা অর্গোণে
 লক্ষ্য পাইয়া যায়। এরূপ স্থলে শিক্ষিকা
 গণ কতদূর কার্যকরী হয়, তাহা আপনিই
 চিন্তা করিয়া লউন। এখন বালিকাবিদ্যা-
 যাহারা চাতুরীরূপে অধ্যয়ন করিতে
 উদ্যোগ পান, তাহারা যে অধিকবয়স্ক নহে,
 তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। এমন কি, তাহাদের
 বয়স হইতে ১১-১২ বৎসরের অধিক হইবে না।
 তাহারা সামান্য সামান্য পুস্তক ও সূচীকার্য
 পড়িয়া যে মোজা বোনা কারপেটের জুতা
 তৈরি করণপ্রকৃতি রূক্ষ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে
 পারেনা, ইহা স্পষ্টাভিধানে বলা বাইতে
 পারে। প্রাচীর দেখুন, যে স্রোতীর লোক হইতে
 তাহারা পাওয়া গিয়া থাকে, তাহারা অধি-
 কৃত বিদ্যাবলম্বিনী; আর যে যে স্থানে
 তাহাদের প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহা নিতান্ত
 প্রায়শঃ। এখনও যে পল্লীগ্রামগুলি পূর্ববৎ
 প্রায়শঃ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা
 তাহা কবি সকলেই স্বীকার করিবেন। উদ্বল
 আমাদের বালিকাদিগকে এরূপ বিদ্যাবি-
 শিষ্টিকার সঙ্ঘানে প্রেরণ করিতে,
 তাহা তাৎপৰ্যসম্বলিত হইবেন তাহাতে
 সন্দেহ নাই। এইসকল কারণে এখন
 বালিকাবিদ্যালয় স্থানে স্থানে স্থাপিত
 হইতেছে, সেই সেই স্থলে এখনকার অর্জিত
 শিক্ষক নিযুক্ত না করিয়া নিম্নলিখিত
 বালিকাগণের কাছাকাছি করিলে যে কতক কলোপ
 হয়, এ কথা সাহস করিয়া বলা বাইতে
 পারে। আমরা যে শ্রীলক্ষিকানিয়োগবিষয়ে
 সন্দেহী তাহা নহে। তবে কিনা, যে শ্রীলক্ষিক
 বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে,
 তাহা বিদ্যালয় হইতে যে পর্যন্ত উপযুক্ত
 শিক্ষিকা না বাহির হইয়া আইসেন, সে
 ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাবটী কার্যে পরিণত
 হইবে, অপেক্ষাকৃত কিছু ভাল কাজ হয়।
 আমরা যে প্রস্তাব করিতে যাইতেছি,
 এই।

আপাততঃ বালিকাবিদ্যালয়ে প্রথমশ্রেণী
 পণ্ডিতনিয়োগের ব্যবস্থা করা হউক।
 স্কুলমাত্রিক কোনসম্বন্ধে বালিকা
 গণনোক্তাব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া শিক্ষা

প্রদান করিবেন। শিক্ষাপ্রতি বাহাতে তাহা-
 দেয় প্রকৃতি থাকে, সে চেষ্টা করিবেন। তাহারা
 সহকারিতা করিবেন জন্য এক জন দরজি
 রাখা হউক। এই ব্যক্তি বালিকাদিগকে সূচী
 কার্যে শিক্ষা দিবেন। কারপেটের জুতা
 অপেক্ষা পিরান, ছাপকানপ্রকৃতি প্রস্তুতকরণে
 আমাদের বালিকাগণ পটুতা প্রদর্শন করিতে
 পারিলে আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থমান
 করিব।

১২৭৫ } অমুগত
 ২৯ মাঘ } শ্রীগোকুলবিহারী মিত্র।

মহাশয়! গত ১২ ই মাঘ রবিবার বেলা ৪
 ঘটিকার সময় এপ্রদেশে যখন জুমিকম্প উপস্থিত
 হইয়াছিল, তখন আমরা শ্রীলক্ষিকুল মহারাজ
 স্যার দি. যজ্ঞ সিংহ বাহাদুরের সম্মতিব্যাধারে
 তদীয় সভায় গুণে উপস্থিত ছিলাম। অতএব
 তদর্শনে উক্ত মহারাজ স্যার পারিষদগণের সহিত
 তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ কথোপকথন করেন। পরে
 শ্রীমহারাজ একটা নিষ্কণ্ডে অর্থাৎ উপস্থিত
 হইয়া উক্ত জুমিকম্পের বিষয় চিন্তা করিতে
 করিতে হিন্দী ভাষায় তদ্বিষয়ে একটা উৎকৃষ্ট
 কবিতা রচনা করিয়া পারিষদদিগকে
 শ্রবণ করান। তাহাতে তাঁহারা তাঁহার স্বাক্ষ-
 ন্যাস কবিতাশক্তি এবং উৎকৃষ্ট ভাব অরলো-
 কন করিয়া যথোচিত সম্ভাষণ প্রকাশ এবং
 প্রশংসা করিলেন। পরে সকলে শ্রীমহারাজকে
 অমুরোধ করিলেন, যে উক্ত কবিতাটি সর্বসা-
 ধারণের গোচরার্থ কোন সম্বাদপত্রে প্রকাশ
 করা হয়। স্তত্ররূপে তিনি তাহাতে সম্মতি
 প্রদান করেন। কিন্তু কোন কারণবশতঃ তাহা
 কাল তাহা কোন স্থানে প্রেরিত হয় নাই।
 অধুনা তাঁহঁর আত্মসুখে আমরা উক্ত রচ-
 নাটি মহাশয়ের সন্নিধানে প্রেরণ করিলাম। আপ-
 নার সুবিধায় পত্রিকায় ইহাকে কিঞ্চিৎ স্থান
 দান করিলে আমরা অতীব বাঞ্ছিত এবং উপ-
 কৃত হইব। কবিতাটি এই:—

পালো তলী বীতিতে সুনীতি প্রজাপ্রীতিপরি
 লার নিগুদিন কীহে সুখ দৈ আমাল মো।
 কল কুল বিবিধ বিতান দেশ দেশ ছনো।
 বাটিকা সমান কারীবারী চহঁগোল মো।
 মাঘ বদি তেরস চতুপ যাম রবিবার।
 ইঞ্জীগ্রহ সর্বং টপ প্রকৃতি স্ত্রগোল মো।
 বিবিধর বিয়োগ টপ সংস্কার নব প্রীতমতে।
 ধরা ধরানী মন তরো ডমডোল মো।
 অস্যার্থঃ।
 ছে লয়েল সাহেব মহাশয়, জুমি পূর্ণ রীতি

সুখীতি এবং শ্রীতিসহকারে উত্তমরূপে
 দিগন্তে পালন এবং অমূল্য সুখপ্রদান
 রাজি মিন প্রেরণ করিলে, আর বিগুণ পণ্ডিত
 বিবিধ কল কুল ও বিতান এবং বাটিকা
 মোজামাকুতি ক্যানিগারীশ্রুতি দেশে
 বিস্তার করিলে। অনন্তর সুযোগবশতঃ
 সর্বং মাঘের কৃষ্ণপক্ষ জ্যৈষ্ঠাশ্রী চতুর্থ
 রবিবারে বিবিধর বিয়োগ বিয়োগ
 নবপ্রিয়তমের সংযোগপ্রাপ্তে ধরনী ক
 হইবার তদ্বিষয়ক সেই প্রচণ্ড জুমিক
 "ডমডোল" অর্থাৎ মহাশয়ালয়
 প্রদেশে উপস্থিত হইল।

এই কবিতাটি কোন বিখ্যাত কবি
 লেখা হয় নাই। জুমিকম্পের পর দিবসে
 লডমেত সাহেব মহাশয়ের আগমনের পূর্বে
 মহারাজ একাকী গৃহমধ্যে বসিয়া আভ্যন্তর
 সময়ে তাঁহার মনে অকস্মাৎ উদয় হয়
 মহাশয় ইহা রচনা করিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত
 সাহেব মহাশয়ের শ্রীমানপ্রশংসা ইহার
 থাকতে ইহার অধিক গুরুত্ব হইয়াছে
 ইহা তাঁহার সহ গুণের এক সাক্ষ্যস্বরূপ
 যাহা অতএব তদীয় স্বার্থার্থ ইহা সাধ-
 গোচর করা অথবা প্রকাশ করা যে
 বোধে আমরা ইহাকে মহাশয়ের নিকট
 করিলাম। আপনি কৃপা করিয়া ইহাকে
 করিলে পত্র বাণিত হইবে।

ইহা এক প্রধান উপস্থিত মুগনিঃসৃত
 এবং তদীয় অতপ্রায় স্বাক্ষর বাক্য।
 ইহাতে রূপকালঙ্কার নিবেশিত করা হই
 তথাপি ইহারে সারাংশে কোন লঘুতা
 ইহাতে গত প্রধান শ্রীলক্ষিকুল মহাশয়ের
 পরিচয় বিলক্ষণ পাওয়া যাইতেছে। মহা
 তাঁহার শ্রীমানপ্রশংসার প্রত্য সঙ্গীত না
 এবং প্রকারে তদীয় গুণাত্মক কখনই ক
 না, যে কেহ ইনি এক সামান্য ব্যক্তি ন
 অথোনা প্রদেশের মধ্যে ইনিই সেই অতি
 মহাশয় সর্ব দিগন্তে সিংহ বাহাদুর, যে
 এস আই ইনি কেবল নিজ ক্ষম ১৩ সাধ
 বলে এতাবগ অধিপত্য লাভ এবং মশ
 করিয়াছেন আর ইহা কে শ্রীমতী মহারাজ
 ক্রীয়া আপন ত বর্তমান কবিতাপত্র
 এক সম্বাদপত্রে বরণ করিয়াছেন। অতএ
 বিধ মহাশয় অতপ্রায় সম্বাদপত্রে প্রচার
 কখনই অক্ষয় হইতে পারে না।

১৮ ই ফেব্রুয়ারি } শ্রীকেন্দরনাথ শর্ম্মণ
 ১৮৬৯ } লক্ষ্যকারি সম্পাদকস্য

মহাশয়। নিত্য আকাশসংস্কারে আনা
তচ্ছিবে, প্রেসিডেন্সি কলেজের সুপ্রসিদ্ধ
শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দরাম বসু, বি. এ.
তর্জী গবর্নর সেনরল সর্জী লরেগা মহোদয়
পিত ইংলেণ্ডে অধ্যয়নপূর্ণ হইয়া পরীক্ষার
প্রথম স্থান গণ্য হইয়া গিয়াছে। ইংলেণ্ডে
অধ্যয়ন করিয়াছেন। আনন্দরাম হই
সকাল হিন্দু হষ্টেল অবস্থান করেন।
তাঁহার সঙ্গিত তাঁহাদের বিশেষ
আলাপ ছিল। আনন্দরাম তাঁহার এই কৃত
প্রদর্শনে যে কিপর্যায় আনন্দিত হইয়াছি
বর্ণনা করেন। আনন্দরাম অতিশয় সরল,
সত্যবাদী ও সৎমানস। তিনি এক বৎসর
তিনি পরীক্ষা (বি. এ. ইংলেণ্ডে অধ্যয়ন
প্রাপ্তি পরীক্ষা এবং গিল ফ্রাইল্ট)
করেন। তদনন্তর প্রথম ক্রমক্রমে বিশেষ প্রতি
সহকারে কৃতকার্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন।
সীঃ ফল অদ্যাপি প্রকাশ হয় নাই। ইহার
কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, এত
উজ্জ্বল কৃতকর্ম্যে লাভ করুন।
আনন্দরাম অতি তরুণ বয়সে। তিনি
বয়সেই সংস্কৃত, ইংরাজী ল্যাটিন
অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সকলেই তাঁ
কপাতী হইয়াছিলেন। মদ্য বিভাগ
সমূহের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত এইচ. উ.
এ, মহাশয় তাঁহাকে সঙ্গ করিয়া লইয়া
অসম্পূর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু বিনয়
স্বভাবের স্বীয় ধর্মপত্নীর সঙ্গিত বিশেষ
করে আনন্দরামের ইংলেণ্ডে প্রেরণ
করেন।
আনন্দরাম আসাম দেশবাসী। তিনি চারি
কাল কলিকাতায় অধ্যয়নপূর্ণক এইরূপ
প্রতিপত্তিলাভ করিয়া এক্ষণে ইংলেণ্ডে
করেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে সাধু, ইচ্ছা
করুন। মদ্য বিভাগে প্রার্থনা করি
নি ইংলেণ্ডে বিদ্যায় প্রতিপত্তিলাভ
সুপ্রদীপ্ত প্রদর্শনপূর্ণক অদেশের
করুন।

মদ্য আনন্দরামের বি. এ. বিশেষ সঙ্গ
নি বিদ্যায়সময়ে যেসকল শিক্ষিত
প্রদর্শন করিয়াছেন।
অক্ষয় নির্গত হয়।
ষ্টেলবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বজ্রমালী
খত বিদ্যায়সময়ে কবি হইয়া উ
ছিলেন—
“ শ্রীতিপুস্তক উত্তর ”
আনন্দ ! এত দিনে মফল তোমার

বাসনা চলিলে এবেল জিয়া অপার
জলদি, ইংলেণ্ড দেশে লভিতে সুকল ;
প্রদানিতে বঙ্গ সঙ্গ সন্তোষ বিমল।
মনের আনন্দে আজি ধরিয়া সুতান।
উর্দ্ধকরে তব নাম করিব রে গান।
নীলিমা রঞ্জিত পথ দিশাল সাগর।
উরি বাও মনস্থখে অতর অস্তর।
বঙ্গের কমলা সঙ্গে গুহে মতিমান।
যাবেন রক্ষিকা হয়ে পরিয়া নিধান।
সহনয় জ'তুতনে সন্তোষ বিতরি।
যাও সুখে গুণময় ! আশীর্বাদ করি।
পূর্নাবেন বঙ্গলক্ষী তোমার কামনা।
মনের সঙ্গিত এই করি রে কামনা।
সমানে কিরিয়া আসি কে গুণনিধান।
রাখিও আদরে বঙ্গ বাড়া'ও সন্মান ;
সৌভাগ্যে তোমার মম গুহে গুণময়।
আনন্দ জলধিতলে ডাসিছে হৃদয়।
হোক হৃষ্ট বঙ্গ পুত্র হেরিয়া তোমায়।
মাও সুখে হে আনন্দ " বিদায়, বিদায় "
শ্রীতিভাবে গুণদার ! লও রে বিদায়
কর রে মঙ্গলযাত্রা রেখ রে আমায়
তোমার সরল মন) ভুলনা কখন
(১) আশ্রমবাসীবে এই য়েহেব ভাজন।
না কি কিছু কিবা আর দিব উপহার,
কি আছে য়েহের দন সুযোগ্য তোমার।
শ্রীতিগুণে আজি এই করিষু গ্রন্থন
কবিতাকুম্মমালা। বাসনা এখন
দোলাব তোমার গলে হৃষিত অস্তরে।
আশা করি প্রিয় চির রাখিবে আদরে
তুমি ত আনন্দ নানা গুণের নিধান।
যতনে রাখিবে এরে বাড়া'বে সন্মান।
সরল অস্তরে দিষু শ্রীতিময় হার।
পর গলে হোক মন প্রসন্ন আমার। ”
হিন্দু হষ্টেল }
৮ নং ক্রয় দি } বঙ্গবদ
১৮-৬৯ } শ্রী আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

মূল্যপ্রাপ্তি ।

- শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী ধানু লিয়া ৩৫
- ” ” সুর্যকান্ত আচার্য্য মুকুটগাড়া ১৩
- ” ” গোপালচন্দ্র মল্লিক চীনেবাজার ৫৥
- ” ” আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল ৫৥
- ” বনমালী গঙ্গোপাধ্যায় শিমুলিয়া ৫৥
- ” ” যাদবচন্দ্র মিত্র ঠনঠনিয়া ১০

(১) হিন্দু হষ্টেল ।

বঙ্গভা পবলিক লাইব্রেরি
বর্তমান গুরুত্রে বি. এ. কল
-১০০-

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি
বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।
ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকার
বাণ্যাসিক ৫৥ টাকার মফসলে ডাক
সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং
সিক ৩৫। তিন মাসের ভ্যানে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। ছড়ি, বরাতি চিঠি,
অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার
সাহায্যে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।
যাহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন,
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক
ওরসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।
যখন যিনি মফসল হইতে সোমপ্রকাশ
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
ইয়া দেন।
যাহাদিগের মূল্য দিবার সময় অসুবিধা
আসিবে, একমাসপূর্বে তাহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অসুবিধা
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং প
হইবে।
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।
যাহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।
কেক সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ই
করিলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপত্রিক
আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হইবে।
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
করেন, তাহার সঙ্গিত যতদূর বন্দোবস্ত হইবে।
এই পত্র কলিকাতার মফসল
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ
চাকড়িপোড়ায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বি
ভূষণের বাসীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকাল
প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ।

১১ মংখ্য।

“ প্রবচনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিমহতী ন হ্যযতাং ।

মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ মূল্য
মাসিক ৫।। সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ১৯ এ ফাল্গুন। ১৮৬৯। ১ লা মার্চ

{ মকমলে মাহুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক
মাসিক ৭. ও টেরমাসিক ৩০।

বিজ্ঞাপন।

ইংরাজী টীকার জন্য নিম্নলিখিত টীকা
মর সুপারিটেটও অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়কদি
ক জানাইবেন ॥

উত্তর ডিবিজান।

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন মিত্র

সব এসিষ্টেট সারজন

সাং ১ নং হেগলকুর্ডে গলি।

মদ্যডিবিজান।

শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস রায়

সব এসিষ্টেট সারজন

সাং নিমুগানসামার গলি—

দক্ষিণ ডিবিজান।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র দত্ত

সব এসিষ্টেট সারজন

সাং চাউলপটীবোড ভগানীপুর।

যে বালকের বাহু হইতে বীজ লইয়া টীকা
ওয়া যাইবেক, তাহাকে যৎকিঞ্চৎ দেওয়া
সহ বালকটিকে যদি গাড়ি করিয়া আনা
যা থাকে, তাহা হলে এই হসাবেও আনা
ক দেওয়া আবশ্যিক হইতে পারে।

টীকাদারগণেরা বকশীস চ হিতে পারিবে
কিন্তু যদি কেহ খেচুপূঙ্গক দেন তাহা
তে নিষেধ নাই ॥

অনেক অযোগ্য লোক তাহারা জানায় যে,
ইংরাজী টীকার আফিসে তাহারা কন্ম করে,
নং সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে,
তাদের দ্বারা টীকা লইবার আগে টীকাদার
র সার্টিফিকট দেখিতে চাইবেন।

টি ইং এডমণ্ডষ্টন চারলস

ইংরাজী টীকার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক।

ইতি তারিখ ২২ এ ফেব্রুয়ারী

১৮৬৮ সাল

কাব্য প্রকাশ।

আমি “ কাব্যপ্রকাশ ” নামক সাময়িক
পত্রপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা প্রত্যেক
খণ্ড ৫ ফরমা অর্থাৎ ৪০ পৃষ্ঠা। কল্পনা আছে
যে, ইহাতে ক্রমশঃ সংস্কৃত ছন্দোপায় কাব্য
সকল প্রকাশ করা যাইবে। সংস্কৃত বিদ্যালয়
য়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্দারদি-
কারি মহাশয়ের অনুমত্যামুসাবে সংস্কৃত
বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণের আদায়নার্থ প্রথমতঃ
সঙ্গীত কাটকাব্য আরম্ভ করিলাম। ইহাতে
বালকগণের সুবিধার নিমিত্ত সাড়ে তিন চার
ছাড়া পদ বিশেষ, সঙ্গ বিশেষ, বিস্তৃতি, বচন,
পুরুষ, কারক, সমান, কালপ্রভৃতি প্রদর্শিত
হইতেছে। ইহা ছাড়া বোধ হয়, যে ব্যক্তির
কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি আছে, সে ব্যক্তিও অন্য-
য়সে অপঠিত শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ
হইবে।

কাব্যপ্রকাশের মূল্যের নিয়ম।

উৎকৃষ্ট কাগজে মদ্যবধ কাগজে

মুদ্রিত

মুদ্রিত

উপস্থিত ক্ষেত্র

প্রতি প্রত্যেক খণ্ড

নির্মিত গ্রাহকের

প্রতি প্রত্যেক খণ্ড

যিনি কাব্যপ্রকাশ গ্রহণাভিলাষী হইবেন,
তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অথবা
মুজাপুর কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট অগ্রিম
মূল্য ও পত্র পাঠাইবেন।

শ্রীভগ্নমোহন তর্কালঙ্কার।

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে

গ্রাহকগণের প্রতি প্রত্যেকখণ্ড আট আনা

শ্রীভগ্নমোহন তর্কালঙ্কার।

ভারতবর্ষের বিবরণ।

পঞ্চমবার মুদ্রিত। এবারে স্থানে স্থানে
হারিক বিষয়ের পরিবর্তন করা হইয়াছে
বাকলা দেশের নদী, পর্বত, উৎপন্ন, ব
ও জেলাসমূহের বিবরণ সবিস্তর লিখিত
রাছে। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রে পুস্তক
ও শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কো
প্রাপ্তবা।

৮ ই ফাল্গুন

১২৭৫

শ্রীশশিভুষণ শর্মা

চন্দ্রাবতী নাটক।

শ্রীনিমাইচাঁদ শীল কর্তৃক আড়পুলি
শালায় অভিনয়ার্থ বিরচিত। বহুবাজার
নং ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে প্রাপ্য। মূল্য এক
ডাকমাহুল ৮।

—ঃ—

ভূর্গোৎসব নাটক

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রে পুস্তক
ভগানী নন্দাল স্কুলে ত্রিকালীপ্রসন্ন বিদ্যা
নিকট ৭ কালনা মেডিকেল স্কুলে
মূল্য ১০ কাট আনা।

হরিনাতি ইং সং বিদ্যালয়ে ১৮৬৯
প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের পাঠনার্থ
জ্ঞেয় করা হইয়াছে। ইহা বা উহাতে
হইয়া অধ্যয়নের বাসনা করেন,
প্রধান শিক্ষকের নিকটে নিম্নলিখিত
হইবেন।

৩০ ডিসেম্বর

৩৮

শ্রীদ্বাবকানাথ
হরিনাতি বিদ্যালয়
অধ্যক্ষ।

মংপ্রণীত চিত্তবিনোদ কাব্য ১ ম খণ্ড
মূল্য এক ডাকমাহুলে

দ্রব্যের বস্তমান্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। এ
মহাশয়েরা উক্তমান বড়বাজারে অধ
িকার পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন
ক্রীতশানচন্দ্র বসু।

—:—

বাল্মীকি রামায়ণ

তৃতীয় খণ্ড।

এই পুস্তক প্রথমাবধি প্রকাশ হইতেছে
এখন আগরায়কে মূল ও টীকা এবং লক্ষ্যপে
এই পুস্তক আছে। যাঁহার আবশ্যিক
স্বার্থের বালিকাতা ব্রাহ্মণমাতে আমা
র পুস্তক লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের (১০
মূল্য ১০ আনা। বিদেশীয় গ্রাহক
এই আনা মূল্য দিতে হইবে।

বাল্মীকি রামায়ণ ক্রীতশানচন্দ্র বসু।

এই পুস্তক সঙ্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল
আকার বাহুর্যে এদার কোম্পানির লোকানে
প্রকাশিত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
প্রকাশ হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
ঐতিহাস	১ টাকা
রামইতিহাস	১ টা
ভূমণসার ব্যাকরণ	১ আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	১ টা
নীতিসার (২ য়)	১ টা
প্রচারিত।	
মুদ্রবোধ ব্যাকরণ	১ টা

ক্রীতশানচন্দ্র বসু।

—:—

আমি শব্দসোমহানিধিনামে একখানি
সঙ্কৃত অভিধান সংকলন করিতে আরম্ভ করি
য়াছি। উহা পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে, সম্প্রতি
প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের
মূল্য ২ টাই টাকা। এছাড়া মহাশয়েরা সংস্কৃত
পুস্তকালয়ে অথবা সংস্কৃত কালেক্ট
রখানার নিকটে অনুসন্ধান করিলে পাঠিতে পারি
বেন।

১৯০৫ সাল) ক্রীতশানচন্দ্র বসু।
১৯০৬ সাল) কলিকাতা সংস্কৃত কালেক্ট

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তত।

রাজী বালা পুস্তক কাগজ কলম নানা

বিবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদি
/০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক
টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হিসাবে
পাইবেন।

প্রাণকৃষ্ণ ত্রযধাবলী	৪ টাকা
প্রাক্তীন অবমেড়িনী গঙ্গা	
প্রসাদ ডাক্তর প্রণীত	১ টা
মেঘদূত সঙ্গীত	১১ টা
কুমার সঙ্গীত	২১ টা
ধেনীসংহার সঙ্গীত	২১ টা
নিধান সঙ্গীত	৪ টা
ক্রীমভাগবত সঙ্গীত	৩২ টা
সুশ্রুত	১ টা
ভট্টিকাব্য ভয়মঙ্গল ও মলিনা- খের গীকা সহিত	৩২ টা
উইলিয়ামস সংস্কৃত ডিক্সনানি প্রথম ইংরাজী পার সংস্কৃত মন য়ার উইলিয়াম সাহেবকৃত	৫ টা
ক্রীয়ুক্ত বাবু কার্ণা প্রসন্ন সর্গ মণ্ডে দয়ের প্রণীত গদ্য ১৮ পদ্য মহাত্মার ১৭ খণ্ড সম্পূর্ণ	৬০ টা
ঐ ৬ ঐ বিরাটপর্ন	৩ টা
ঐ ৭ ঐ উদ্যোগপর্ন	৩ টা
ঐ ৮ ঐ ভীষ্মপর্ন	৩ টা
ঐ ৯ ঐ দ্রোণপর্ন	৩ টা
ঐ ১০ ঐ কর্ণপর্ন	২ টা
ঐ ১১ ঐ বলি পর্ন	২ টা
ঐ ১২ ঐ সৌপ্তিক পর্ন	১ টা
ঐ ১৩ ঐ ক্রী পর্ন	১১ টা
ঐ ১৪ ঐ শান্তিপর্ন রাজপর্ন	৩ টা
ঐ ১৫ ঐ মোক্ষপর্ন	৩ টা
ঐ ১৬ ঐ অমুশাসন পর্ন	৩ টা
ঐ ১৭ ঐ শেষ পাচ পর্ন	৩ টা
বিচার তর্ক প্রণী অর্থাৎ বেদান্ত দর্শ- নাসূত্রের বিচার ও মীমাংসা বহুল প্রমাণ সহিত	১ টা
ক্রান্তি মণ্ডল	১ টা
অষ্টাবিংশতি তত্ত্বক্রান্তি	৩২ টা
প্রাচীন সংহিতা ২০ খণ্ডে সম্পূর্ণ	২৫ টা
আত্মতত্ত্ব বিবেক ভাষ্য সহিত	৩ টা
উত্তর তৈময় নারায়ণী গীকা সহিত	
১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ	১০ টা
সিদ্ধান্ত কৌতুহী সম্পূর্ণ	১৮ টা
ঐ শেষ খণ্ড	৭ টা
বিবেকরত্নাবলী বেদান্তদর্শনের মত ও বিচার	২৫ টা

কর্মাকর কর্মকাণ্ড কিংবা
স্বয়ংক্রিয় কুলত্রক সাহেবকৃত
রাজী তরঙ্গমা

কলিকাতা জোতা-
সাঁজো ৬২ মা

—:—

বালা চিত্রাবলী।
কয়েকখানি অভিনব এটলাস দৃষ্টে
ইহাতে ৩২ খানি মাপ আছে। উৎ
বাধান। স্কলবুক সোসাইটি, সংস্কৃত
পুস্তকালয়ে, নর্মাল স্কুলে ও পটোল
বাড়ী এাদর্শদিগের পুস্তকালয়ে পাওয়া
মূল্য ৩১ টাকা।

ক্রীমীলকমল ঘোষাল।

—:—

২৪ পরগণার অস্ত্রপাতী কোমালি
গবর্নমেন্ট সাহায্যকৃত বালা পাঠশাল
তাহা উর্দিয়া হরনাতি ইং সং বিদ্যাল
নথ্যে আঁসিয়াছে। যাঁহারা স্ব স্ব সন্তান
তদায় পড়াইবার বাসনা করেন, তাঁহার
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকটে উ
হইলে নিয়মাদি অবগত হইতে পারি
বন্দুকারে ৪ চারি শ্রেণী করা হইয়াছে।
শ্রেণীর ১০ আট আনা। দ্বিতীয় শ্রেণীর
৩য় আনা। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর
আনা। ছাত্রদের বেতন স্থির করা এবং
ধানাদির উত্তমরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।
১২৭৫ } ক্রীতশানচন্দ্র বসু
৪ ঠা মাঘ }

—:—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণু পুরাণ।

অনুবাদও টীকা সমেত প্রত্যেক
৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ১০।
যিনি গ্রন্থাভিলাষী হইবেন তিনি
আমচরষ্ট্রটীট ৩৪ ১ নং ভবনে ক্রয়
করিতে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ
ক্রীয়ুক্ত জগদ্বোজন তর্কালঙ্কারের নামে
খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন।
না পাইলে বিদেশে বিষ্ণু পুরাণ পাঠ
নিয়ম বাই হইত।

—:—

বিক্রয়ার্থ।

গারভেন রীচ ২৪ নং বাজী গুদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।
উপরি উক্ত বাগান ও বাজী

দ সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত
নাথ দত্ত ইহার প্রকাশকর্তা।
কাশীমুক্তি ববেক। এখানিও
এছ। পরমহংস পরিভ্রাজক
সুরেশ্বরচাৰ্য্যাবিরচিত। ইহাতেও
না অনুবাদ আছে।

১। ধাত্মশিক্ষা, দ্বিতীয় ভাগ।
শ্রীযুক্ত বাবু যত্ননাথ মুখোপাধ্যায় ইহার
করিয়াছেন। প্রসবকালে বাতি
দ ঘটিলে হাইকে কি উপায়ে প্রসব
তে হয়, কথোপকথন রীতিতে
দি উপদেশ এবং বাধক বেদনার
সংশ্লিষ্ট করেকটি উপকারক
ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।
প্রচাৰে যে বহুল উপকারক
র সজ্ঞাবনা, সে কথা বলা বাহুল্য।
প্রাথমিক সহজ করিবার
ত কথোপকথনের রীতি অবলম্বন
ছেন, তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধিও হই-
কিন্তু এ রীতি আমাদের অসু-
ত হইতেছে না। এ রীতি অবলম্বন
ত অনেক অনাবশ্যক কথা প্রয়োগ
ত হইয়াছে। ইহাতে অকারণ
র অবয়ব রক্ষিত হইয়াছে। সফ্রেটিন
স্টোর প্রণালী এখন আর
লাগে না। এ রীতি পরিভাগ
সহজগদ্যে লিখিলে অনেক
প হইত।

২। চণ্ডকৌশিক নাটক। এখানি
কেশবীন্দ্ররচিত সংস্কৃত চণ্ডকৌ-
নাটকের অনুবাদ। অনুবাদের
যে ন্যায় অনুবাদকের সহায়
লক্ষিত হইল। তিনি যে কিছু
সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহা হৃদয়
হইয়াছে।

৩। সঙ্গীতমঞ্জরী। শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ-
সেন ঙ্গ ইহার রচনা করিয়া-

ছেন। ঙ্গের বিষয় লইয়া গীতগুলি
রচিত হইয়াছে।

১১। সূতন পত্রিকা। কোঙ্গ কোম্পা-
নির যন্ত্রে মুদ্রিত। শ্রীযুক্ত বাবু রসিক
লাল ঠাকুরের যত্নে এখানি মুদ্রিত ও
প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে নানাপ্রকার
ব্যবস্থা, শুভদিনাদি নির্ণয়, ইডোম্প আইন,
লাইসেন্স টাক্সভুক্তি বিবিধ প্রয়োজ-
নোপযোগী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।
ইহার বর্ণনাদিক্ৰমশর্ন সবিশেষ শ্রীতি-
কর হইল।

১২। নারীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয়
ভাগ। বামাবোধিনী পত্রিকার ঘেসকল
বিষয় প্রচারিত হয়, তাহা হইতে সংগ্রহ
করিয়া উহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হই-
য়াছে।

—:—
প্রাপ্ত।

কলিকাতার ভিক্টরগন।
কলিকাতার মধ্যে কতকগুলি নানা
শ্রেণির জুয়াচোর আছে। লোককে ঠকাইয়া
আপন আপন উদর পূরণ করা ইহাদিগের
উদ্দেশ্য, অতএব ইহাদিগের বর্ণনা করিলে
বোধ হয়, পাঠকবর্গ অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।
ভিন্ন স্থানের লোক বিদেশীয়াগণ ও তরলমতি
স্ববকেরা ইহাতে সতর্ক হইতে পারেন।
আমরা অন্য নিম্নতম শ্রেণির জুয়াচোর ভিক্টর
কদিগের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।
ইহার মধ্যে বৈকব, বৈকবী, ফকির,
সন্ন্যাসী ও গাধকদিগকে গণ্য করিতে হইবে।
কতকগুলি লোক বর্ধ দারিদ্র্যতা
ও জীর্ণতানিবন্ধন ভিক্ষা করে; কিন্তু অধি-
কাংশ ভিক্টর সবলকার অলস লোক। সর্ক
প্রকার ভিক্টরের মধ্যে বৈকবগণ অধিক
ছরাচার। ইহাদিগের অঙ্গে উদর পূর্ণ হয় না
কেহ কেহ বাজারের তোলা পায়; কিন্তু
সং পরিভ্রম কি কেহই জানে না। ইহাদি-
গের অধিকাংশ উপনগরে বাস করে। বস্ত্রতঃ
উপনগরের একটি স্থানই ইহাদিগের ঘাট।
পরিপূর্ণ। বাটীতে ইহারা দিয়া বস্ত্র পরিধান

করে। বৈকবীদিগের গায়ে অলস
যবেষ্ট তৈজস আছে। রাত্রি ছুই
সময়ে কেহ গহনা বন্ধক দিয়া
বর্জ করিতে চাহিলে অনেক বৈকব
হইতে নিরাশ হইয়া যায় না।
অবধি ছুই এহরপ যত ভিক্ষা
করিতে করিতে সুযোগ পাইলে চুরী
বাটী প্রত্যগমন আহার ও অপরা-
নিজা, সন্ধ্যার সময়ে গাঁজার ধূম
সম্যাপন গীত ও পশুব্য ব্যবহার ইহা
দৈনিক কার্য। ইহাদিগের শত করা
এক খানি মুদ্রিত পুস্তক পাঠ ক-
পারে না। ভিক্ষা চাহিবামাত্র না
“ বাবাজি ” অভিলাপ দিয়া খা-
বৈকবীরাও প্রাতঃকালে ভিক্ষা
বৈকবগণ গৃহস্থের বাহির বাটীর
যেমন পরিত্যাগ করে না, বৈকবীদি-
এ জাতি। ইহারা এক বিষয়ে বড় নি-
অনেক গৃহস্থ কন্যা ও স্ত্রী এই “ স-
ধর্মাবলম্বিদিগের ” পরামর্শে গৃহ ত্যাগ
রা থাকেন। লম্পট পুরুষেরা ইহা
নিকটে নিরাশ হয় না। যাহার
বৌবন ও লাভ্য নাই, সে অন্যকাহাকে
ইয়া দিয়া লম্পটের মনস্তৃষ্টি করে।
সন্ধ্যার পর যখন বাবাজিরা গাঁজা
মের নেসার কপোতনেত্র হইয়া “
ভক্তর ” সহিত হরি নাম করেন, বৈক-
ভখন মংল্য ও তরকারির পয়সা উপ-
করিতে থাকে।

ফকিরেরা মুসলমান। কারবালার
কাশ থাকে। ইহারাও অলস; কার-
বাটীতে ও মসজিদে আহার পায়;
করিয়া যাহা পায় তাহাতে গাঁজার ব্যয়
পূর্ববাল্লা হইতে অনেকে ফকির
গোরাচাঁদের নাম করে। ইহা
অনেকে প্রধানতম বিচারালয়ে অ-
করিতে আইসে। গাঁইটের পয়সা ব-
করিয়া ভিক্ষা করিয়া ইহারা আহার
সন্ন্যাসীদিগের অন্তর্বে বাবাজিদিগের
সেই নেশা, সেই আলস্য, সেই ইতিহাস
ইহাদিগের মধ্যে অনেক উদ্ব-
৫

কি নাবা ঠকাইয়া লয়। রাত্রিতে
 য় সম্রাসী মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা
 হার শতকরা ৩০ টীয়া সংবাদ
 ন। মায়কদিগের মধ্যে ছই শ্রেণি
 শ্রেণি কলিকাতাবাসী। বৈষ্ণব বাবা
 ন্যায় ইহাদিগের চরিত্র অপরূপে
 নোকান ও গৃহস্থের বাটীতে ইহার
 গুর কার্তন করিয়া বেড়ায়। এইসকল
 এক মধ্য মধ্যে ছই একটী বালিকাকে
 ইয়া, চীনে দীর্ঘস্থানে বিক্রয় করিয়া
 ক আয় একপ্রকার গায়ক বর্ধমান, ও
 পূর্ণ হইতে আইনে। বৈশাখ, কাৰ্ত্তিক
 নামে ইহার প্রাতঃকালে গোপীময়
 তাল অথবা ডুক ডুক লইয়া গান করে
 রা সকলেই সজ্জতিপন্ন ব্যক্তি; সকলেই
 ও অন্নের স স্থান আছে। জমীদারের
 ও লাঞ্ছনপ্রভৃতির ব্যয় পোষাইবার
 বহু ইহার ভিক্ষা করে। রাজধানীতে
 রা ভিক্ষাব্যতীত কখন বা লুচি ভাঞ্চে
 নে ফণার হয় সেখানে অনাহুত আগার
 যা বেড়ায়। এদলে বড় অধিক চোর
 কিন্তু আদালতে ইহাদিগের মিথ্যা
 দিবার নিমিত্ত লোকের প্রয়োজন হয়,
 রা বট চলার মিঠাইকরদিগের দোকানে
 কান করিয়া এইসকল গোপীময়
 কিস্তি দিয়া অমুরোধ করিতে এই
 গন কখন কখন কাটেন না। আর
 ণ ভিক্ষুক একাংশী স্তুতি পর্কদি
 সকার পরে অল্প ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ
 বৈকুণ্ঠ হাটবে " বলিয়া, বেড়ায় কিন্তু
 গের মধ্যে অনেক জাঙ্গী ব্রাহ্মণ। গুলির
 যেরোপনা করণ করে। ইহার অল্প
 কিন্তু রাস্তায় গণগাড়ী চোড়া, অগচ
 এই সকল আক্রমণের হেনরও গাত্র
 করে না।
 মার কতকগুলি ভিক্ষুক আছে। ইহার
 উপলক্ষে গঙ্গাও রে দীর্ঘস্থানে ভিক্ষা
 ইহাদিগের মধ্যে বাকগুলি লক্ষ্য
 গুলি গাঁইট কাটা এবং গুললেট মলম
 টীয়ে বস্ত্র, কলকারিদি চুরির স বাস
 ল জানে। এতদ্ভিন্ন বহুগুলি বাসক
 বেড়ায়। ইহার চীনে বাসার

লালদীঘীপ্রভৃতি স্থানে চুরির পছা খুঁড়
 বেড়ায়। মিথ দেওয়া শিক্ষাকরিবার পূর্কে
 গাঁইট কাটা ব্যবসায় শিক্ষা করে। ইহার
 নাছে ডবান্দা। শকটের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া
 যায়। হয় পয়সা নচেৎ প্রহার না দিলে
 ইহার ছাড় না। যেসকল বাবাজি খালের
 বাবে সজ্জার পর ছরিনাম করেন, এই শিশু
 গুলি ইহাদিগেরই সম্ভান। এতদ্ভিন্ন রিক্ত
 আর এক দল ভিক্ষুক আছে। মাংস অথবা
 পিটার শাক, কন্যার বিবাহ, পুত্রের উপ
 নয়নের ছল করিয়া অনেক টাকা আয়সা
 করে। বর্ধমান অঞ্চলের কেহ কেহ পুজার
 বা, চালাইবার নিমিত্ত "দামো রের বন্যায়
 ঠাটী ঘর সকলই গিয়াছে। এই ভান
 করিয়া ভিক্ষা করে। আর ক কগুলি
 বিলাসী জুয়াচুরি শিখিয়া বিদ্যালয় ও রাঙা
 কবি বলিয়া চীনা সংগ্রহ করে। বারইয়া
 রি চীনা এক্ষণে অনেক কনিয়াছে; তথাপি
 ল অঞ্চলের কতকগুলি লোক চীনারির
 নামে আপন আপন টেল লবণের স স্থান
 করিয়া লয়। গুলিখোর ও মাতাল নিতান্ত
 অসজ্জতিপন্ন হইলে চুরি ও সজ্জার পর
 অল্প ইহার ভানব্যক্তিকে আর এক উপায়
 অবলম্বন করে। পর্জীগ্রাম হইতে ছইন
 মীহারী কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাঁহার
 ইহাদিগের দ্বারা বঞ্চিত হন। " মহাশয়
 আমার মাতার হত্যা হইয়াছে সংকায়
 করিতে পারিতেছি না " বলিয়া, ভিক্ষা করে।
 মী হাতের সময় আসিয়াছে, আর উপায়
 নাথ কিলে এই উপায় অবলম্বিত হয়।
 আর এক দল ভিক্ষুকে বিদ্রুত হওয়া
 উচিত নয়। ই-ারা বিষ্ণুপুর হইতে তমর
 বিক্রয় করিতে আইসে। এক স্কে কুলি
 ও শীতলা অপর স্কে তমরের বোচকা
 থাকে; বস্ত্রও বিক্রীত হইতেছে, আগারের
 চা মও জুটিতেছে। স্বর্ণ বদিক ও তন্দুবার
 দিগে পচক উৎকর্ষের ব্রাহ্মণকে
 বিদ্রুত হওয়া উচিত নছে। রজন করিয়া
 অমি বাসায় প্রত্যাগমন না করিয়া এই
 মহামতিরা দন বাড়ী বেড়াইয়া যান।
 এই প্রকার ব্যবসায়ী ভিক্ষুকদিগের
 জনা লোক বিব্রত হইয়াছেন। অনেকে

এই নিমিত্ত যথা দরিদ্র ও অক্ষমদি
 সাহায্য করিতে সঙ্কচিত হন।
 আইনে ভিক্ষা নিষেধ; কিন্তু সে
 ব্যতীত এ আইন অমুসারে পুলিশ
 কাজ করিতে পারেন না। এই
 লোককে ভিক্ষা দেওয়া আর পাপের
 দেওয়া সমান।

—:—

বিবিধসংবাদ।

১২ই কাল, শুক্র ১২৭৫

২৭ এ মাসের সোমপ্রকাশে গবর্ণমে
 মসনরি দিওয়ালয়প্রস্তাবে পূর্ণ পূর্ণ ব
 কাখিডাল কালেজে এক জনও বি এ,
 নাই বলিয়া; যে লেখা হইয়াছে, সেগী জমব
 হইয়াছে " ১৮ ১০ অর্কে প্রথমতঃ ঐ বিদ্যা
 ব এ প্রেলি চয়। প্রথম বৎসরেই চারিজন উ
 হইয়াছেন।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধে নিমিত্ত ভার
 সাতকোটি টাকা প্রদান করেন। ইংলও
 কোটি শোধ দিয়াছেন। অন্যটি তিন
 বাকী আছে। এগুলি অক্ষমণ্য কামান
 বরাদ্দ যেন শোধ দেওয়া না হয়।

উত্তর পশ্চমাঞ্চলে প্রচুর রুষ্টি হওয়া
 তত্রতা লেপ্টনাক্ট গবর্ণর সর্দারসাদারকে
 বাদ নিয়া বসয়াছেন। চীনার আর প্রয়ো
 নাই। পর উইলিয়ম মিল্লর এই রিপনক
 যেক্রকার চতুর্ভা, চুবদর্শিতা ও অমশীল
 প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে স
 রণে পন্যবান প্রদান করা কর্তব্য। বেগ
 অবস্থা কি প্রকার, তাহা বঙ্গদেশীয় গবর্ণ
 টের প্রকাশ করা কর্তব্য।

গবর্ণমেন্ট ও মাপ একবিধ করি
 নিমিত্ত যে কমিসন জন উইলিয়ামে রিপে
 দেয় তাবতবধীয় গবর্ণমেন্টে মতপ্রক
 করিয়াছেন। কয়েক ছই চর মত গুলি
 হইছে। আদিকাশ সভা দেশে ফরাসী ও
 প্রচলিত হওয়াতে প্রথম প্রথমে ও প্রচলি
 হইবে

মহুস ডাকাইত হাবিস আট বৎসর মেয়
 খাতিয়া মুক হওয়াতে কামসব হগ ও কয়ে
 জন দরালু ইউরোপীয় ভদ্রলোকে তাঁহ
 কোন সঙ্গ প্রাণেয় উপায় করিবার নিমি
 যন্ত হইয়াছেন। এবং, কিন্তু অতঃপর সংকট
 পাবে। কিন্তু এইসকল দরালু লোককে আন
 অমুরোধ করতেছি, ইহার অমুগ্রহ করি
 হকিগকে অজেলিয়া অথবা আমেরিকা

সে চেটা প্রশংসনীয় সন্দেহ
কিন্তু সে চেটা আড়ম্বরমাত্র না
কলোপধারিনী হয় এটাও সকলের
। কলোদেশ করিতে গেলে তাহার
উপায় অবলম্বন আবশ্যিক। সে
কি ? উদ্যোগকারী আনাদিগের
বাক্যবগণের সেটা জানা কর্তব্য।
দিবসে একমাত্র পুরাণপাঠ ও
ত বা দলানলি করিয়া হিন্দুধর্ম রক্ষা
বন, যদি একরূপ ভাবিয়া থাকেন,
র তুল্য বিড়ম্বনা আর নাই। ইহা
র্তার উপায়, রক্ষার উপায় নয়।
কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া রক্ষার
অবলম্বন করিতে হইবে। কাল
প্রকার চইয়াছে। যে সময়ে হিন্দু
র সৃষ্টি হয়, তাহার সহিত বর্তমান
র তারতম্য করিলে যুগান্তর উপ-
বলিয়া বোধ হয়। যে এক ইংরাজী
হিন্দুসমাজমধ্যে প্রবেশ করি-
, তাহা মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়া
য়াছে। এখন অধিকাংশ লোকের
গুণ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করি
ইচ্ছা ও ক্ষমতা জন্মিয়াছে। পূর্বে
লোকেরা যে কথা বলিয়া গিয়া-
বহুদোষদূষিত হইলেও তাহাই
গমন করিয়া চলিতে হইবে, এখনকার
কর সে মত নয়। এখনকার
কর স্বাধীনরূপ কার্য্য করিবার ইচ্ছা
য়াছে। হিন্দুধর্ম অতি প্রাচীন
র ধর্ম। তখন হিন্দুসমাজ রক্ষার্থ
লি আবশ্যিক, ধর্মসংস্থাপকেরা
সেই বিধান করিয়াছিলেন। তখন
গুলিতে সবিশেষ উপকার দর্শিয়া
। এখন কালের বহু পরিবর্তন হই-
। এখন সেই সেই নিয়মের অধি-
শ উপকারক না হইয়া অপকারক
উঠিয়াছে। যে ভ্রাতা প্রবলবেগে
হিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহার
প গমন করিতে গেলে কেবল যে

অকৃতার্হ হইতে হইবে একরূপ নয়, শীঘ্র
অবসন্ন হইয়া পড়িতে চাইবে। ভ্রাতার
অনুকূল গমনই বিধেয়। অতএব উল্লিখিত
সভাস্থাপনকারীরা যদি হিন্দুসমাজের
শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া বাস্তবিক
খিদ্যামান হইয়া থাকেন এবং হিন্দু নাম
রক্ষার অকপট চেটা জন্মিয়া থাকে,
তাঁহারা হিন্দু ধর্মের সংস্কার করিয়া
ইহাকে বর্তমান সময়ের উপযোগী ক-
রিয়া তুলুন। যে যে দোষগুলি মারাত্মক
রূপে উন্নতির প্রতিবন্ধকতা করিতেছে,
তাঁহার সংশোধনে যত্নবান হউন।

যদি বলেন, হিন্দুধর্মের কখন পরি-
বর্তন হয় নাই, ইহার পরিবর্তন করিতে
গেলেই ইহার উচ্ছেদ হইবে, তাহা
বলিতে পারেন না। হিন্দু ধর্মের পূর্বা-
পর ইতিবৃত্ত আলোচনা করুন, বহু পরি-
বর্তন লক্ষিত হইবে। প্রথম বেদের সৃষ্টি
হয়। জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড, বেদের
এই দুটা প্রধান ভেদ আছে। এ উভয়ের
এক উৎপত্তিকাল নয়। বেদের পর মনু
প্রভৃতি সৃষ্টির সৃষ্টি হয়। হিন্দুধর্মের
কেবল এইমাত্র পরিবর্তন হইয়াছিল, একরূপ
নয়। পূর্বে চাতুর্বর্ণ্য বিবাহ ও সমুদ্রযাত্রা
স্বীকারপ্রভৃতির নিয়ম ছিল, কলির
প্রথমে কতকগুলি পণ্ডিত একত্র হইয়া
সেগুলি রহিত (১) করিয়া যান। যদি একরূপ

(১) দীক্ষাকালং ব্রহ্মচর্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ
দেবেরণ স্তুতোৎপত্তি দস্তকন্যা প্রদীয়তে ॥
কন্যানামসর্গানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়িদ্ধিজাগ্রাণাং ধর্মযুদ্ধে নিহিংসনং ॥
বানপ্রস্থাজমস্যাপি প্রবেশো বিধিলেখিতঃ।
বৃত্তস্বাধ্যায় সাপেক্ষমঘসংকোচনং তথা।
প্রায়শ্চিত্তনিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকং ॥
সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপাকৈ পশোঽঙ্গণং ॥
দত্তৌরসেতবেষান্ত গুহ্যেহেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেহু দাসগোপালকুলমিত্রার্জসীরিণাং ॥
ভোক্তারতা গৃহস্থস্য তীর্পসেবাতিদুরতঃ।
ব্রাহ্মণাধিষু শূদ্রস্য পকুণ্ডাদি ক্রিয়াপিচ ॥
ভৃগু গমরশৈক্বেব বৃদ্ধাতিমরণং তথা।
ইত্যাদীনতিধায়।

হইল, তাহা হইলে এমন সিদ্ধান্ত
যায় না যে হিন্দুধর্মের সংস্কার
যাইতে পারে না। অতএব
সভাস্থাপনের উদ্যোগকারীদিগে
তাঁহারা সময়ে সময়ে কতগুলি
লোককে সভাস্থলে আহ্বান
কি কি পরিবর্তন করা আ-
তাঁহার পরামর্শ করিয়া সেই সেই
বর্তন করুন এবং আপনারা তদ-
আচরণ করুন। বিজ্ঞ ও প্রধান
যে বাধহার করেন, তাহা সহজে
পরিগৃহীত হয়।

হিন্দুসমাজের সংস্কার ও ক-
রূপ পরিবর্তন না করিলে হিন্দু
যে দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকিবে
তাহা নিঃসন্দেহরূপে বোধগম্য
তেছে। উহার সূত্রপাত হইয়াছে
মন্ত্রদায়ের অধিকাংশ হিন্দু
মধ্যে অনেকগুলি উন্নতির দুরতি
প্রতিবন্ধক দর্শন করিয়া এ সম-
পরিত্যাগে অসুরাগী হইয়াছেন। তা-
ইহার প্রমাণস্বল। যাঁহারা তা-
প্রবর্তিত হইতেছেন, তাঁহারা যদি সং-
হিন্দু সমাজ পাইতেন, বোধ হয়
পরিত্যাগ করিতেন না। দেখিতে প-
যাইতেছে, যাঁহারা ইংরাজীতে কৃত
হইতেছেন, তাঁহারা বর্তমান হিন্দু
জের প্রতি বীতরাগ হইতেছেন।

পুরাণপাঠপ্রণালীপ্রবর্তন ও
লির ভয়প্রদর্শনদ্বারা তাঁহাদি
সমাজের প্রতি অসুরক্ত করিয়া
সহজ ও সস্তাবিত নয়। তাহাতে
অধিকতর অনিষ্ট ঘটনা উঠিবে। য-
দলানলিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন,
দিগের কৃতবিদ্যা সম্বন্ধেই বি-

এতানি লোক-গুণ-বৎ কালরান্দো
নিবৃত্ততানি কাম্যনি ব্যবস্থাপূর্ক
সমস্তুশ্চাপি সাপ্ননাং প্রমাণং বে
ট

নাড়াইবেন মন্দেহ নাই। দশপ
বন্দু সন্তানকে ইংরাজী শিক্ষিতে
মুখ করিয়া রাখিবেন, ইহা
নহে।

-১০০-

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের
পারিতোষিক দান।

ত ২৭ এ ফেব্রুয়ারি শনিবার কলি
কার বিশ্ববিদ্যালয়ের গারীফোল্ড
দিগকে প্রাশংসাপত্র দেওয়া হই
ল। বেলা ৪ টা বাজি বামাত্র গবর্নর
নরল আগমন করেন, মহাসভার সভা
বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত বস্ত্রপরিধান

রয়া তাঁহাকে সমারোহে টোনডালে
তুল্যমান করিলেন এবং সভাস্ত সমস্ত
লোক প্রত্যাখ্যানদ্বারা তাঁহার সম্মাননা
করিলেন। বিস্তর এতদেশীয় ও ইউরো
পীয় স্ত্রীলোক সভায় আগমন করিয়া

চলেন। পারিতোষিক প্রদত্ত হইলে
র বাইস চ্যান্সেলর সিটনকার সাহেব
সংক্ষেপে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক-বৃত্তান্ত
বর্ণন করিয়া বলিলেন, এতদেশীয় ধনী
ও পণ্ডিতেরা শিক্ষার নিমিত্ত বিস্তর
স্বয়ং দিতেছেন, এটা অতিশয় আনন্দের
বিষয়। তিনি সচ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকু

র নামই প্রধানতঃ উল্লেখ করিলেন।
আমরা দুর্ভাগ্য হইলাম, এ বার
সভার সাহেবের বক্তৃতা বখাযোগ্য
করিতে পারি নাই। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়
র বার্ষিক চ্যান্সেলর, অতএব তাঁহার
অপ্রামাণিক বিবরণ পরিভাগ করিয়া

ফরাসি ক্রম বিসর্গ প্রসঙ্গ
করিতে উচিত ছিল বিশ্ববিদ্যালয়
র বর্তমান প্রণালী উল্লেখ করি অপ
লোকে যে হাজার প্রতি দোষাবোপ
তাঃ কতদূর মঙ্গল, প্রণালী
নির্দেশক বিধি অগম্য হইবে,

বন্দু ইহা তাঁহার বক্তৃতা
ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া

তিনি সব জন লরেঞ্জের প্রশংসা করিয়া
অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন।
সব জন লরেঞ্জের নিকটে শিক্ষাবিভাগ
খণী নহে। অতএব প্রোভূবর্গ যে তাঁহার
কৃত এই প্রশংসাগান ক্রেশকর জ্ঞান করি
বেন, তাঃ আশ্চর্যের বিষয় নহে। সিটন
কার সাহেব বঙ্গদেশী নিবিলিয়ানদিগের

ত হইয়াছেন মন্দেহ নাই, অন্যথা
তিনি ইহাতে এতদেশীয়দিগের কেবল
ওৎসাহিত ও বিচারকার্যে মস্তকু থাকি
বার অতিপ্রায় প্রকাশ করিতেন না।
বক্তৃতাটা দীর্ঘ ও উজ্জ্বল হইয়াছিল;
কিন্তু শূন্যগর্ভ।

বাইস চ্যান্সেলর পর লাড' মের
একটা বক্তৃতা করিয়া ছাত্রদিগের উৎ
সাহবর্জিত করেন। আমরা তাঁহার বক্তৃতা
মাঝে একটা আশ্বাসনবাক্য শ্রবণ করিয়া
পরম প্রীতিলভ করিলাম। তিনি স্পষ্ট
করে বলিয়াছেন, বিদ্যাশিক্ষানিবন্ধন

যদি ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য অলুপিত হয়,
তথাপি তিনি শিক্ষাকার্যে বন্ধ করি
বেন না। আমাদের সমাবেশ থাকিলে
আমরা এই বাক্য স্বর্ণাকরে লিখিয়া
দিই।

—

আর একটি অনাচার।
ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিবর্গের আর একটা
অনাচারের প্রতিবাদ করিতে হইল। পাঠ
করণ ট্রুভোপীয় সমাচারসূত্রে দেখি
লেন, প্রাভফোন সাহেব রণতরিসংক্রান্ত
প্রায় দেড়কোটি টাকা ব্যয়সংক্ষেপ
করিয়াছেন। এক কুমণ্ড নাবিক বিদায়

পাইবে না, একখানি জাহাজও বিক্রয়
করা হইবে না, কাহার বেতন কমিবে
না, বরং কতকগুলি নাবিকের বেতন
বৃদ্ধি করা হইবে অর্থাৎ ব্যয়সংক্ষেপ
হইবে। রাজস্ব বিদ্যাবিদের এককর
চমৎকার শক্তি দর্শন করিয়া ইংলণ্ডীয়

লোকেরা যে আশ্চর্যিত হইবেন, তাহা

আশ্চর্যের বিষয় নহে। কেনা ইহাতে
আশ্চর্যিত হইবে? কিন্তু কেবল হতভাগ্য
ভারতবর্ষীয়ের ইহাতে চর্ষের কারণ নাই।
ইংলণ্ডের নৈনিক ও রণতরিসংক্রান্ত
ব্যয়সংক্ষেপ অর্থ আমাদের ক্ষেত্রে
ভারক্ষেপণ করা। ভারতবর্ষের সমস্ত
ইংলণ্ডের সেনাদল একত্রিত করিবার

জ্বালার আমরা অদ্যাপি জুলিতেছি।
জাঃ ৩১শী গবর্নমেন্ট এই নিমিত্ত কয়েক
খানি পৃথক রণতরি করিবার প্রস্তাব
করেন। মন্ত্রিবর্গ ইহাতে সম্মতি দেন
নাই; কিন্তু বলিয়াছেন, তাঁহারা যেমন
সৈন্য ভাড়া দেন, সেই প্রকার রণতরিও
ভাড়া দিবেন। কেও অব ইণ্ডিয়া

বলেন, যেইমাত্র জাহাজগুলি ভারতব
র্ষের সীমায় (ভারত সাগরে) আসিবে
সেই অবধি এগুলি ভারতবর্ষীয় গবর্নমে
ন্টে আঞ্জাবীন ও গবর্নমেন্টকে বেতন
ভাড়া প্রভৃতি দিতে হইবে। সচরা
চর রণতরির কক্ষচারীদিগের বে
তন দেওয়া হয় তদপেক্ষা অধিক

বেতন লাগিবে। আমরা বোধ করি
চাইলডার্ম সাহেব রণতরিসংক্রান্ত ব্যয়
সংক্ষেপের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তদ
সাং ইহা হইতেছে। এটা ইংলণ্ডী
কর্মপ্রদাতাদিগের পক্ষে অতিশয় সুখে

বিষয় হইল মন্দেহ নাই; কিন্তু যে ক্ষতি
মে ভারতবর্ষে হই হইল। যেসকল
জাহাজ-পৃথিবীর অন্য অন্য অংশে অ
র্জনা হইবে, সেগুলিকেও ভারতবর্ষে
ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করা হইবে। বে
কার প্রভুত্ব হওয়া উচিত। তা

রণতরিব অধিক অথবা তদধীনস্থ আ
সরণের হইবে না। তাঁহারা ভারতবর্ষ
গবর্নমেন্টের নিকটে দারী প্রদান স্বীক
করিবেন না। যেমন অতিরিক্ত সৈন্য
ও অকর্মণ্য কামান প্রভৃতি ভারতবর্ষে
দেওয়া হয়, কতকগুলি জীব জাহাজ

দিয়াও সেই প্রকার আমাদের ক

ভাব রাখা কর্তব্য। এই বন্ধু হুট ও হারী
এই আমার নিজস্ব বাসনা।

নিউজিল্যান্ডে বেসকল পৌরাণ্য [ও মিউ-
টা হইয়াছে, তাহা বিবর্তন আদি বিশেষ হুঃখিত
ইয়াছে। এই হুঃখিতা স্মার না হয়, এনিমিত্ত
পনিবেশের গর্ভমেন্ট ও তত্ত্বতা লোকেরা
বিশেষ তেজস্বিতা ও সচিবতা প্রদর্শন করি-
ন, আমার এমত দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

বৎসরের ব্যাপে যে ডালিকা আপনাদি-
গ নকটে দেওয়া হইবে, তাহাতে ব্যয়
প্রদর্শন করিবে।

আয়ারলণ্ডের অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে
বৎসর আর হেবিয়স কার্পস আইন লুগিত
খিটে হইবে না, আমার এমত বিশ্বাস
হইবে।

কৃত্তী কালে রাজী বলিয়াছেন, মিউনিসিপাল
সভার সভ্য মনোনীত করিবার সময়ে বেস-
কল ব্যবহার হয় তাহা বিবেচনা করা ক-
র্য। মিউনিসিপাল করেরও অঙ্গসম্বন্ধ হইবে।
দ্যাশিকা বৃদ্ধি দেউলিয়া আইনের উৎক-
র্ষণ এবং আয়ারলণ্ডের শাসনসংক্রান্ত বন্দ-
স্তর বিষয়ে শীঘ্র বিবেচনা আরম্ভ হইবে। এ-
বিষয়ে যে আইন আবশ্যিক তাহাতে মহাস-
র অনেক সুবিধা ও পরিচয় লাগিবে।

আমর বিধান আছে, এই কুসত্তর
বিবেচনার সময়ে আপনারা...স্বাভাবিক
সমস্যা...প্রতি মনোযোগ দিয়া
প্রকৃত উন্নতি লক্ষ্য করিয়া, কাজ করি-
ন। সকলের প্রতি সমান বিচার করিবার
অবলম্বন করিয়া আপনারা সকলের
কর্তা সাধন করুন।

এতদ্বারা আয়ারলণ্ডের লোকের একতাব
এবং তাঁহারা আইন ও গবর্নমেন্টের প্রতি
খচিত আস্থা করিয়া পূর্বতন বিরোধ বিস্মৃত
এই আমার আশিষ্টাব্দ। বন্ধুতার সময়ে
কোন উল্লেখ করা হয় নাই।

লণ্ডন ১৮ ই ফেব্রুয়ারি। র্যাড কেবলস
দিগের চাউসে কনসারভেটিভ দলের অগ্র-
গণ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

শেষ তর্কের নিমিত্ত হুটসতার অধ্য পুন-
র আধিবেশন হইবে।

বেলজিয়মের গবর্নমেন্টের অজুরোধে তত্ত্বতা
সভা লকসেপের রেলওয়ে প্রকল্প করি-
তার কোন করানী কোম্পানির হস্তে না
যায় বিধি করিতে করানী সংবাদপত্রসমূহ
প্রকাশ করিয়া মহাসভাকে এই আইন
হুট করিতে বলিতেছেন।

করানী গবর্নমেন্ট এক সরকারদ্বারা জানা
ইয়াছেন, সাধারণ ও প্রকাশ্য সূত্রে করিবার
বিষয়ে সশ্রুতি বেসকল সুব্যবহার প্রকাশিত
হইয়াছে, তাহা বন্ধ করা তাঁহাদিগের ইচ্ছা।

নিউইয়র্ক ১৮ ই ফেব্রুয়ারি। আমেরিকার
মহাসভার যে কমিটী বিদেশীয় গবর্নমেন্টসমূহের
সহিত সঙ্ঘর্ষ বিবেচনা করেন তাঁহারা এক
বাক্য হইয়া সতাপিতিকে এই তত্ত্বতা করিবার
মানস করিয়াছেন যে, আলাবামা ঘটিত দাওয়ার
বিষয়ে ইংলণ্ডের সহিত সশ্রুতি যে সন্ধি প্রস্তাব
হইয়াছে, তাহা অগ্রাহ্য করা কর্তব্য। সেন্ট জুরান
দ্বীপসমূহে যে সন্ধি হইয়াছে, তাঁহারা তাহা
গ্রাহ্য করিতে বলিয়াছেন।

লণ্ডন ১৯ ই ফেব্রুয়ারি। হুটসতার প্রস্তা-
বের বিষয়ে গ্রীস যে উত্তর দিয়াছেন সত্য তাহা
গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। তুরস্কের সহিত গ্রীসের
বিবাদের শেষ হইল।

হুটসতার কার্য শেষ হওয়াতে সভা ভঙ্গ
হইয়াছে রণ্ডারির অধ্যক্ষ হনটন হুটস
অল্প বেতনে গ্রিগউইচ চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ
হইয়াছেন।

রাজীর বন্ধুতার প্রস্তাবের স্বরূপ মহাসভা
অভিনন্দন দিয়াছেন।

ফস্টে সাক্ষরের প্রথের প্রত্যুত্তরে লো-
সাহেব বলিলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট টেলি-
গ্রামে বলিয়াছেন, আভিসিনিয়ার যুদ্ধের নিমিত্ত
তাঁহারা ৭ কোটি টাকা ব্যয় করেন, ইহার মধ্যে
৪ কোটি শোধ দেওয়া হইয়াছে।

বেলজিয়মের মহাসভার কমিটি লকসেপ
গের রেলওয়ে মিল গ্রাহ্য করিবার অজুরোধ
করিয়াছেন।

ডবলিউ, এচ, শিখ সাহেব ওয়েস্ট মিনিস্টরের
সিদ্ধ প্রতিনিধি বলিয়া বীকৃত হইয়াছেন।

গ্রীসের প্রত্যুত্তর পাইয়া উক্ত দেশের সহিত
গ্রীসের সত্য পুনঃস্থাপনের ঘোষণা করিয়া হুট
সভা ভঙ্গ হইয়াছে। তুরস্ক ও গ্রীস তাঁহাদিগের
কথা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সভা তাঁহাদিগকে
ধন্যবাদ দিয়াছেন। গ্রীসের রাজা হুটসতার
প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া রুশীয় সম্রাট
টেলিগ্রামদ্বারা রাজা সর্ভের নিকটে হর্ষ প্রকাশ
করিয়াছেন।

সেনাপতি বালকোর টেলিগ্রাম সেক্রেটারি
আফিসের পদত্যাগ করিবার মে প্রস্তাব করেন,
তাহা গ্রাহ্য হয় নাই।

২০ ই ফেব্রুয়ারি। রাজকুমার লিওয়া
লুডের কঠিন পীড়া হইয়াছে। তদ্বিমিত্ত

রাজী মহাসভার এড্বেস গ্রহণ লুগিত
হেন।

মার্চেন্টস, ফোম্পানির অধ্যক্ষ চাইল
কৌজদারি সোময়নে অর্পণ করা হইয়
পারিস হইতে শেষ সংবাদে এক
করানী সংবাদপত্রসমূহে, বেলজিয়মের
যুদ্ধ করিবার কথা প্রকাশ করিতেছেন।
ওয়েল বেলজি সংবাদপত্র বলেন, বেলজি
স্বাধীন শাসনপ্রণালীই করানীদিগের
কারণ।

পেরা ২২ ই ফেব্রুয়ারি। ঘোষণা হই-
হুটসতার প্রস্তাবে সম্মত হওয়াতে
দেশের সহিত তুরস্কের বন্ধুতাব পুনরায়
গ্রীস এই সম্মতি দেওয়াতে তাঁহার বির-
সকল সজ্ঞা হইতেছিল, ফলতান তাহা
বার আজ্ঞা দিয়াছেন।

—:—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন বঙ্গদেশীয় লেন্টনর্টগবর্নরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১০ ই ফেব্রুয়ারি। ডেপুটি মাজি-
স্ট্রেট কালেক্টর বাবু ভগবানচন্দ্র বসু
দিনের নিমিত্ত বর্তমানের কমিস্যনরের প্রতি-
নিজ সহকারী হইবেন।

১৩ ই ফেব্রুয়ারি। রেবেরেণ্ড এক,
মাজুচেলি মাজিষ্ট্রেটের সাধারণ বিষয়
সভার সভ্য হইবেন।

১৭ ই ফেব্রুয়ারি। যত দিন ডবলিউ
মর্নি সাহেব উপস্থিত না হন, তত দিন
১১ ই ফেব্রুয়ারির অপরাহ্ন অবধি এ-
বি, সি, রেবাণ সাহেব তাগলপুরের প্রতি-
মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

১৮ ই ফেব্রুয়ারি। চট্টগ্রামের প্রতি-
মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
ডবলিউ, কার, কাউলি সাহেব ১৮৬৯
১০ ও ১৮৬২ অর্ডার ৬ আইন অনুসারী
মার আপীল গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২০ ই ফেব্রুয়ারি। যত দিন জি, ট
সাহেব বিদায় লইয়া অস্থগ্নস্থিত থাকি-
তত দিন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কা-
বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায় তদ্রূপ উপবি-
তার পাটয়া প্রথম অর্ডার মর্নি মাজি-
কক্ষতা চালন করিবেন।

২২ ই ফেব্রুয়ারি। সি, জে, ব্রৌণ
বমড সাহেবের অস্থগ্নস্থানকালে কলি-
প্রতিনিধি সহকারী কালেক্টর হইবেন।

বিচার ও রাজনীতিসংক্রান্ত বিভাগ।

৭ ই ফেব্রুয়ারি। যত দিন ডবলিউ. আর, সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকি-
ত দিন এ. বেয়ার সাহেব লোহারডগার
বি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইবেন।
৮ ই ফেব্রুয়ারি। বি. বঙ্গদেশের বাবু
ভার অন্যতর সভ্য হইবেন।

৯ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন
১০ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন
১১ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন

১২ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন
১৩ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন

১৪ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন
১৫ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন

১৬ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন
১৭ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন

১৮ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন
১৯ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন

২০ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন
২১ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন

২২ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন
২৩ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন

২৪ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন
২৫ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন

২৬ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন
২৭ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন

২৮ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন
২৯ ই ফেব্রুয়ারি। সখ আসিষ্টেণ্ট সার্জন

নিকলির মুগ্ধক বাবু ভগাবানচন্দ্র বেন
ময়মনসিংহের প্রতিনিধি মুগ্ধক হইবেন।

-৩০০-

আমাদিগের মগরাহ সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন।

১। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ, বাবুচর, আজিমগঞ্জ ও বহরমপুর নগরে জুয়াখেলা নিবারণ আইন ১ লা ফেব্রুয়ারি হইতে প্রচলিত হইবার আদেশ হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশে জুয়াখেলার অত্যন্ত প্রচলিত্ব এখানে উক্ত আইন প্রচলিত হইলে ভাল হয়।

২। মফস্বল পুলিশের বার্ষিককালীন পেঙ্গন কণ্ঠের সন ১৮৯৮ সালের এপ্রেল মাস অবধি সেপ্টেম্বর মাসপর্যন্ত আর ব্যয়ের বাণ্যাসক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আর ৪,৩৬,৩৫৪(৪) ব্যয় ১.৪০।/১০ বাবে উদ্ধৃত ৪,৩৪৯৫২।।৩ টাকা আনা গেল।

৩। পূর্বে কাওরাপুকুর হইতে মগরা পর্যন্ত খাল কাটিবার কথা শুনা গিয়াছিল, সংপ্রতি কাওরাপুকুর হইতে তাহা আরম্ভ হইয়াছে।

৪। খানা সুলতানপুরে এক জন সব ইন ইনস্পেক্টর ছিলেন। কিছু দিন হইল তথায় আর এক জন অন্তরিক্ত সব ইনস্পেক্টর আসিয়াছেন। শুনিলাম, ঐ খানা তালিয়া আর একটা সুলতান খানা সিধুল বেড়িয়াতে হইবে। এটি হওয়া আবশ্যিক, কারণ ইহার এলেকা সমুদ্র পর্যন্ত।

৫। সংপ্রতি বৃষ্টি হওয়াতে খানের পক্ষে কৃষ্ণ উপকার দর্শিয়াছে।

৬। মগরার সম্বন্ধিত মর্ঘাদাগ্রামে একটা বালকের বয়ে অগ্র লাগিয়া জীবন নষ্ট হইয়াছে।

৭। পল্লপুকুরিয়া গ্রামে বোড়াকাইতির নিয়ম যাচা ২ রা নবেম্বরের সোমপ্রকাশে প্রকাশ করা গিয়াছে, তাহার আসামীরা সেশিয়ন আদালত হইতে জুরি বিচারে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। আজি কালি জুরি বাবুদের আসামি ভাড়া রোগ জন্মিয়াছে।

৮। ডায়ম গুহারবারের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র কর মহাশয় এক মাসের বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এপর্যন্ত তাঁহার স্থানে অন্য কেহ আসিয়া উপস্থিত হন নাই।

৯। একে একে একানকার হই এক গ্রামে খলাউঠা আসিয়া দর্শন দিতে আসিয়া কয়-
৩১।

১১। একানকার গবর্নমেট রাস্তা
কার্য একে সমাপ্ত হইয়াছে।

১২। মগরার হাটে সরু সিঁড়ি চাউনে
২০ আনা, লবণ টাকায় সাত সেব হই
কাঠ তিন মণ দশ সেব, টেতল নয় পোয়া
হইতেছে। কেবল মৎস্য ও তরকারী সর্ক
সুলভ আছে।

মগরা
২০ এ ফেব্রুয়ারি
১৮৬৯

-৩০০-

আমাদিগের কোর্সটিহ সং
দাতা লিখিয়াছেন।

লোহজল, তিরুজখাঁ প্রভৃতি গ্রাম
এই স্থানের মধ্য দিয়া বে একটা রাস্তা উ
যুখে চলিয়া গিয়াছে, তদ্বারা দেশীয় ও
শীয় অসংখ্য লোক গমনাগমন করিয়া
কিন্তু হাংবের বিষয় এই যে, সংপ্রতি তাহ
লোকের চলাচল অত্যন্ত কঠিন হইয়া
গাছে। আমবা অনেক দিন যাবৎ জে
পূর্দপাশে অতি সন্নিকটে কয়েকটা
খানা দেখিয়া আসিতেছি। চূর্ণক
নিকট দিয়া গমনাগমন করা বড়ই ক
এতদ্বারা কি গমনশীল পথার্থী লোক
যাঙ্কবে ব্যাঘাত হয় না? এই অন্তর্না
করিবার জন্য আমরা কাহার নিকট ব
প্রকৃত পক্ষে স্থানীয় পুলিশেরই ইহা
কর্তব্য। কিন্তু আমাদিগের জীনগণের
কর্মচারিগণদ্বারা ইহা কোন মতেই
নয়। ইহারা প্রায় সর্বদাই এই রাস্তা
গতায়িত করিয়া থাকেন, তথাপি যে
প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি পতিত হয় না,
আশ্চর্যের বিষয়। পরস্পরা শুনিতে
এই গ্রামটিতে যখনী জ্ঞানজ্যোতির্দীপিকা
সভার সভ্যগণ ১০ম নিয়মালুসংগে (১
জনালুসংগে সভা গ্রামের স্বাস্থ্যবিধানাপ
কীয় সাহায্য গ্রহণ করিবেন) মুনশী
ডিপুটী মাজিস্ট্রেট বাবুর সমীপে এতদধ
রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন। তরসা করি
বাবু রাজার পাশ হইতে পায়খানা করণী
ইয়া দিবার আবেদন গ্রাহ্য করিয়া সভ্য
মনোরথ পূর্ণ করিবেন।

এই স্থানে একটা পোষ্ট আফিসের প্র
নবিধয়ে আমরা অনেক দিন যাবৎ স
পত্রে লিখিয়া আসিতেছি। কিন্তু ক
কেন যে সংপ্রতি মনোযোগ দেন না, বা
পারি না। আজি কালি এতদকলস্ব মে

পত্রাদি প্রেরণ ও সাময়িক সাবানপত্র ও স্কুলের বিলাদি প্রাপ্তিবিশয়ে বড়ই অসুবিধা হইতেছে। এই অঙ্কলের জন্য যে অতিদূরে একটা ডাকঘর আছে, উহার কর্মচারিগণের দোষে যথাসময়ে পত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এইরূপ মানাবিধ অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিতে হয় বলিয়া আমরা একটা ডাকঘরের জন্য প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি। এখানে পোষ্ট অফিস প্রতিষ্ঠিত হইলে বিলক্ষণ আর হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ আমরা অবগত আছি, অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিনা বেতনে পোষ্টমাস্ট্রের কর্ম করিতে সম্মত আছেন। এইরূপ ব্যয়ের সুবিধাসম্বন্ধে যদি কর্তৃপক্ষ ডাকঘর সংস্থাপন না করেন তাহা হইলে আমরা আর কি করিব?

—১—

আমাদিগের পাবনার অন্তঃপাতি ভারেঙ্গাঙ্গ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। এবার আমাদিগের ভারেঙ্গা ইংরাজী স্কুল হইতে প্রায় ৮।৯ জন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিতে গিয়াছিল। শুনিতে পাই এক জন ছাত্র মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই বিদ্যালয় হইতে অন্যান্য বৎসর ৪।৫ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন। এবার স্কুলের অবস্থা বড় মন্দ। মহাশয়! এই স্কুলটী ইতঃপূর্বে পাবনার মফস্বলস্থ স্কুলসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল, কেবল কতকগুলি অন্যাগ কারণে স্কুলটী ক্রমে হ্রস্বস্থায়িত হইয়া পড়িয়াছে। এখন প্রায় অধিকাংশ দাতব্য প্রদাতারা দাতব্য দিতে কষ্ট বোধ করেন। সেক্রেটারীর উচিত, তিনি স্কুলেব প্রতি বিশেষ মনোযোগ বিধান করেন। নতুবা স্কুলটীর ভিত্তিব্য বড় মন্দ। তাঁহার বিশেষ বিবেচনা করা উচিত যে, যে স্কুলের ছাত্রের দৈনিক উপস্থিতির সংখ্যা ৮।৯ ছিল, সেই স্কুলে এখন ১২।১৫।২ জন ছাত্রের অধিক উপস্থিত হয় না।

২। আজি কালি পুলজানা বঙ্গবিদ্যালয়ের অবস্থা উত্তম। এখন এই বিদ্যালয়টী ভালরূপ চলিতেছে। শিক্ষক মহাশয়েরা বিশেষ মনোযোগের সহিত কার্য করিয়া থাকেন, ছাত্র সংখ্যা ৪০ জনের কম নয়। বার্ষিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। মহাশয়! এ বিদ্যালয়টী হুংখী সরিঙ্গসজ্ঞানদিগের বিদ্যাত্যাসের স্থান, ইহাতে এক আনা দুই আনার অধিক বেতন

দিয়া যে পড়ে এমন ছাত্র এক জনও নাই। আমার বিশেষ প্রার্থনা এই, সেক্রেটারি মহাশয় যেন বিদ্যালয়ের বেতনের হার আর অধিক না করেন।

৩। মহাশয়! আমাদের বাসগ্রামে আজি কালি বড় তরুণের ভয় হইয়াছে।

৪। মহাশয়! পাবনা জেলায় এ বার বড় ভাস ও পাশা খেলার ধুম। কি জেলার প্রধান স্থান, কি মফস্বলস্থ পাড়াগাঁ যে স্থানে ঘাইবেন প্রায় সেই স্থানেই কি স্থলিকিত কি অশিক্ষিত, সবলেই এট ক্রীড়ার অসুরোধে লেখাপড়া সব ভাড়িরাছেন। যাঁহারা স্থানীয় লোকের আদর্শ, তাঁহারাও দিন রাত্রি আমোদে উদ্বৃত্তপ্রায়। মহাশয়! এতশিবজন এদেশের অল্পকতি হইতেছে না। আমরা প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিকে বিশেষরূপে অসুরোধ করিতেছি, যে তাঁহারা এই বাসনে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া জীবনের সার্থক কার্যে লিপ্ত হউন।

মহাশয়! কয়েক দিন হইল ভারেঙ্গার নিকট বর্ডী মথুরানামক স্থানে কয়েকজন সাহেব আসিয়াছেন। মফস্বলে সাহেব আসিলে যে যে কষ্ট হয় তাহা সকলেই হইতেছে। এখন গবর্নমেন্টের নিকট প্রার্থনা এই, সস্তর ইহারা স্থান ত্যাগ করুন।

আমাদিগের রঙ্গপুর কাকিমীয়াঙ্গ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

আমরা হুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, গত ১৬ই মাঘ রাত্রি এক প্রহরের সময়ে ঘোড়ামারাঙ্গুতি স্থানে শিলাবৃষ্টি ও প্রবল ঝটিকা হইয়া এই স্থানের বিস্তর ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। শিলাবর্ষণে ঐ সকল স্থানের তামাক প্রায় তৃতীয়াংশ নষ্ট হইয়াছে। প্রবল বাতায় ঘোড়ামারার নিকটবর্তী ত্রিপ্রোতার ঘাটে প্রায় ১০।১৪ খান মহাজনের নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে।

২। শুনিয়া হুঃখিত হইলাম, গত ২৩ মাঘ অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময়ে রঙ্গপুরের সদর স্থানে অগ্নি লাগিয়া অনেকগুলি উকীল ও মোক্তারের বাসা দগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই অগ্নুৎপাতে অত্রত্য অগ্নিবাসীদিগের অনেক ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই।

৩। কয়েক দিন গত হইল, কাকিমীয়া ও ভুবভাগুর গবর্নমেন্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয় দ্বয়ের বার্ষিক পরীক্ষা নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

পরীক্ষা হলে র
মাষ্ট্রর বাবু চন্দ্রন
তত্র লোক উপ

৪। গত ২৪

মহাশয়ের যদে
এই দিবস রঙ্গপু

মহাশয়ও ঘো
উপস্থিত ছিলে

হুঃখিদৌড়প্রভৃতি
অগ্রগণ্য হইয়া

কারলাভ করি

৫। শুনিয়া
বালিকাবিদ্যাব

মাসিক ২৪।

দিবার জন্য
ইনস্পেক্টর বাবু

উঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃ
স্তিনি আশা

হইবেন না।

৬। প্রায়
একটা ধর্মসভা

মারজন রায়
এবং সঙ্গাজের

সম্মত আছেন

অত্রত্য মানব

লাভ হটেবে স

৭। ভুবভ

মোহন রায়
মহৎকার্য্য করি

ছেন। তিনি

জীবনরকার্ণে

য়াছেন।

মান্যবর

ব'
গত :
লাম, যে
৪ঠা জা
নামক
ন্টের ত
সংক্ষেপ
ভূততা
ঐ পত্র

সোমপ্রকাশ ।

উক্ত তিনখানি পত্র
খল্যম এবং দেখি
সাহেবের অনুবাদ
দর্শন করিয়াছেন,
নহে। সকলগুলিই
ব বাস্তবিকই বাঙ্গা
তে পারিয়া একে
এ বিষয়ের সত্যাস
অন্য প্রমাণের
মরালেক্টনষ্ট গবর্নর
করি যে, তিনি এক
ছারা গত ৪ ঠা
"লিফাভিভাগ"
অনুবাদ করিয়া
সাহেব উইকলি
করিয়াছেন এবং
বিভাগ করিয়া
জের প্রিন্সিপাল
উক্ত হইয়াছিল,
খত হয় নাই।
এফসবদিগের
হইতেছে মন
বিত্ত তদপেক্ষা
রূপ সোমপ্র
কিন্তু র বঙ্গম
কালেক্টর
একটুমাত্র
কসবদিগের
র লিখিয়া
শুক বিষয়
প্র অনুবাদ
কোনরূপেই
তাছাই যদি
প্রয়োজন
প্রস্তাবে
র সংক্ষিপ্ত
১৫ ই
ইয়তে,
প্রয়োজন
সাহেব
হইলে
তাল

উহা তিনি অনুবাদ করিয়া কর্তৃপক্ষের গোচর
করিতে সাহসী হইবেন কি না? যাহা হউক
আমরা উহা দেখিবার জন্য সতৃষ্ণনয়নে উইকলি
রিপোর্টের প্রতি প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।
এক জন পাঠক।

মহাশয়! ফৌজদারী মকদ্দমার কার্য
বিধি পচালত হওয়া অবধি অনেক স্থলে সেগন
আদালতে অনেক মকদ্দমা জুরির দ্বারা বিচার
হইয়া আসিতেছে। আবার সেই জুরিদের হলে
এমত অসীম ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা
ঘটনানুসারে জজের অতিপ্রায়ের বিপরীত
নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং তাহার উপর
প্রধানতম বিচারালয়ে কেবল আইনসার্ত্ত
হেতুবাদে আপীল হয়, যে আইনের
নিষ্পত্তি সেগন আদালতে জজের দ্বারাই হইয়া
থাকে। সুতরাং জুরির নিষ্পত্তির উপর আর
আপীল নাই। জুরির এইরূপ অসীম ক্ষমতা
থাকাতেই হউক, কিম্বা জুরি নির্দোষের দোষেই
হউক, আমরা দেখিতে পাই, অনেক স্থলে জুরির
বিচারে অনেক নির্দোষী ব্যক্তি দণ্ড পাইয়া
থাকে, আবার স্থলবিশেষে অনেক দোষী
ব্যক্তি নির্দোষ বলিয়া মুক্তিলাভ করে। এরূপ
ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে
জুরি নির্দোষের দোষই ইহার প্রধান কারণ
বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হয়। আমরা সেই সেকলে
পুরাণ পাণ্ডী মোক্তার ও অনন্যিচ্ছ জমীদার
ও গ্রামস্থানিপ্রভৃতিকে অনেক সময় জুরির
আসনে বসিতে দেখিয়াছি। মহাশয়! তাঁহারা
মনুষ্য প্রকৃতির পর্বীক্ষক হইয়া বিচারাসনে
বসেন, তাঁহাদের দূরদর্শী ও প্রকৃতিস্থ হওয়ার
অতিশয় আবশ্যিক; কিন্তু একজনকার জুরিগণের
নয়নে তেমন লোক প্রায়ই পাওয়া যায় না।
তাঁহারা, হয় অন্ধভ্রাতৃতাগোনে ঘটনার প্রকৃত
মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না, না হয় স্বার্থানুরোধে
পক্ষপাতপরায়ণ হন, সুতরাং এমত স্থলে
সুবিচারকার উপায় বারুই থাকে। মহাশয়!
আমরা উপরে যাহা লিখিলাম, ইহা আমাদের
গের কল্পনা সঙ্কত নয়; কিন্তু বহু দিন ধরিয়া
জুরির বিচার দেখিয়া আমরা এই অভিজ্ঞতা
লাভ করিয়াছি। অতএব আমরা জুরিনির্দোষ
কারী রাজপুরুষদিগকে অনুরোধ করি যে,
যে স্থলে জুরির বিচার একেবারে চূড়ান্ত হয়
এবং সেট বিচারের উপর অনেক লোকের
শারীরিক সুখ দুঃখ এমন কি জীবনপর্যন্ত
সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, এমত স্থলে তাঁহারা

যেন স্বার্থ কৃতবির, নিঃস্বার্থ ধর্ম্মপরায়ণ লোক
দেখিয়া জুরি মনোনীত করেন। জুরির দোষে
আমাদিগের ন্যায়পর গবর্নমেন্টের সুবিচারের
উপর সাধারণের অশ্রদ্ধা না হয়।

১২৭৫ সাল }
২৭ এ মাঘ } ক্রীটিকলাভন, খ বঙ্গ।

মহাশয়! ২৭ এ মাঘের সোমপ্রকাশের
২০৭ পৃষ্ঠার তৃতীয় স্তম্ভ হইতে "ক্রীটিক"
বাফরিত ৩ পত্রখানি লিখিত হইয়াছে, তদুপ
লক্ষে লিখিত বক্তব্য উপস্থিত হইল,
প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

পত্রপ্রেরক অতি প্রদান বিষয় লক্ষ্য করিয়া
স্বমত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু ২। ১ টি প্রয়ো
জনীয় কথা বলেন নাই। গবর্নমেন্ট দেশীয়
সংবাদপত্রের কথা শুনিতেছেন, উহার মনো
যোগ্য সহাদসকলের জন্য সাহেব অনুবাদক
নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহাতে উপকার হই
বেছে, সকলই সত্য; কিন্তু বাঙ্গালা কাগজের
এই অভ্যুদয়সুখ গৌরব অস্তুমিত হইবার
এবং উহা কর জন বাঙ্গালীর স্বার্থসিদ্ধির
বলিয়া পরিচিত হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং
এই অনিষ্টমূলের অধিকাংশ, কাগজক্ষেই
নিহিত আছে, বিশেষরূপে তাহার উল্লেখ
করেন নাই; কেবল কয়েক জন সংবাদদাতার
উপর কিঞ্চিৎ দোষারোপ করিয়াই নিবৃত্ত হই-
য়াছেন।

পত্রপ্রেরক উক্তরূপ অনিষ্টের চুটী কাবন
নির্দেশ করিয়াছেন। ১ ম কোন কোন সংবাদ
দাতার সংবাদ মিথ্যা এবং অতিবর্নন দোষে
দুষিত। ২ ম বাঙ্গালা কাগজে লিখিত বিষয়ের
অনুসন্ধানের ভার যেসকল কর্ম্মচারীর উপর
আর্পিত হয়, তাহাদিগের আলস্য ও উদাস্য।
এ চুটীই ঠিক কথা, ইহাতে অধিক বক্তব্য নাই;
কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এ স্থলে সম্পা-
দক মহাশয়েরা কি সম্পূর্ণ নির্দোষ? তাঁহারা
স্ব স্ব কাগজের গৌরবরক্ষা ও উদ্দেশ্যসাধনতা
বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিলে কি এরূপ অনিষ্টের
সম্ভাবনা আছে? কাগজের উন্নতি অস্তুমিত
সম্পাদক, লেখক, সংবাদদাতা, পত্রপ্রেরকপ্র-
ভৃতি সকলের উপরই নির্ভর করে; কিন্তু
আবার এসকলের উৎকর্ষাপকর্ষ একমাত্র সম্পা-
দকের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। তিনি
যদি এই সকলের নির্দোষতা না হন, বোধ
হয়, উল্লিখিতরূপ অনিষ্টের কোন সম্ভাবনা

থাকে না। অগ্রকর্তী হলবাহী বিপদগ্রামী হইলে
 পশ্চৎবর্তী অপরাধ কি? বাঙ্গালা কাগজের
 গৌরবহানির আরও অনেক কারণ আছে।
 প্রথমে সম্পাদকগণের মতের অসঙ্গতি এবং তাঁহা
 লোকের কাগজ পাঠে উৎসাহ। এই দুইটী
 প্রধান। আমরা কোন কোন সম্পাদককে অল্প
 দিনের মধ্যে একটু বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত
 প্রকাশ করতে দেখিয়াছি। যাহারা ইংলী
 কাগজ পাঠ করিতে পারেন এবং কোন
 কাহারো বাঙ্গলা কাগজকে কিছু থাকে না বলিয়া
 উহাকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। এ স্থলে ইহাও
 বলিতে হয় যে, যদিও বাঙ্গালা কাগজের দোষ
 আছে, তথাপি কাহারো উহাকে ঘত ভাঙিয়া
 করিয়া থাকেন, বর্তমান বাঙ্গালা কাগজ তত
 ভাঙিলেও সামগ্রী নষ্ট। চতুর্থমাত্র বাঙ্গালী
 মুক্তি না থাকিলেও কোন দিনও যথ যথ নিয়-
 মিত হয় না। কোন কোন সম্পাদক (১) পাঠক
 উচিত মনুষ্য হন, সব ভাল হইয়া যায়।

যদি কাগজের কাগজের চরম হয়, সম্পাদক
 পূর্ব আয় কমিয়া যায়, ব্যক্তি বিশেষের বিরোধ
 ভাঙন হইতে হয়, তবু এংলিকের অসঙ্কোচ
 ভাষা উপযুক্ত বিষয়ে অভাবে অযোগ্য অল্প
 যুক্তনীয় বিষয় বা কাগজ পুস্তক করা জরুরী
 ভিত্তি। গ্রাহকের মনস্তৃষ্টিজন্য, সময় সময়ে
 নিজ সম্পাদকের লখনী হইতেও অনেক অল্প
 যুক্তনীয় কথা নির্গত হইতে দেখা যায়।
 সংবাদপত্রের স্বাধীনতারূপ সৌভাগ্য যাহা
 কাগজদেহ ও অনাপ লাভ করিতে পারেন তাই
 বাঙ্গালীরা ইংলিশ পাঠে তাহা প্রাপ্ত হইয়া
 ছেন। অতএব যাহাতে উক্ত স্বাধীনতারূপ
 হিতকর বিষয়ে অপরাধবোধ না হয়, বাঙ্গালী
 সম্পাদকমত্রেই যে বিষয়ে মনোযোগী
 হইয়া উচিত।

সংস্কৃত বাঙ্গালা কাগজের মধ্যে সামান্য
 কাগজ প্রধান। আমরা উহাও কল্যাণী। এট
 জন্য বিক্ষোভ করিয়া বলিতেছি, তাঁহার কোন
 কোন সম্পাদক তাহা প্রকাশকদের প্রায়ই মন
 জড়াক্ত ও মধ্য উৎকর্ষ হয়। অশ্লীল

যদিও মন বসাবাদ প্রবেশ করেন, সম্পাদক
 মনুষ্য হইয়া কিছু করিতে পারেন না। সম্পাদক
 দক্ষ মনুষ্য হইয়া একপ্রকার মত প্রকাশ বিধি
 পশ্চৎ অপমান প্রাপ্ত বুদ্ধিতে পারিয়া বিধিক
 মত প্রকাশ করেন, তাহা দোষের না হইয়া শুধু
 হইয়া যায়।

তান মতঃপর তাঁহাদিগকে বিশেষতঃ আল
 য়ার সংবাদদাতকে সতর্ক করিয়া দিবেন।

-১০২-

পনের টাকা বেতনতে গী এক বাঙ্গালা
 জ্বলের পণ্ডিতের জী হুজপোষা একটী কন্যা
 ক্রোড়ে করিয়া ট টী শত্রু স্বপ্নানের সচিত
 বেলা চারিটার সময় গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত।

শিশুধর (সনোদনে) ও পোড়ারমুণী!
 এই রত্নের টুকু গেলে বড় শীত করবে যে, কা
 গায় দেবো? কন তুই আমাদের গায়ের চানর
 সেন্দ্র করে কোচ দিলি?

মাতা। (সবিবাদে) ধর ক'নিব নে
 বাবা! এই শুকুলে বলে। দেখ নেকি কোচ
 দিয়েছিলাম বলে কেমন করিয়া হয়েছে। আগে
 ঘাম কাল চর্ম ছিল

জ্যেষ্ঠ। মা! বোসেনের উমোর কেমন গায়ে
 জামা, পায়ে জামা, রাঙা জুতো, মাতার টিপ
 হাতান শীত হোক না কেন, একটুও শীত
 লাগে না। আমাদের ঘর সেই রকম কিনে
 দিল, তবে পায়, মাতায়, গায় কোথাও আর
 শীত লাগে না।

কনিষ্ঠ। (শুনিয়া উচ্চস্বরে) মা! আমার
 পায়ের জামা রাঙা জুতা দেও। বলে
 (রোদন ও ধূলায় পতন।)

মা। (সনোদনে) ওঠ বাবা জ্বরের! ওঠ
 আর কেঁদে না, জাক মিসে আয়ুক, তোমা
 পাঞ্জামা আর রাঙা জুতো আনিয়া কবে কিনে
 দিতে বলবো।

জ্যেষ্ঠ। (অঞ্চলপায় পরিয়া) মা!
 জামার জন্যেও অমনি আঙুলে বলিল। কাগা
 বলি গা বলবি

মা। হ্যাঁ বলবো, তৈব আগে আগে
 আয়ুক, হুজনের জন্যেই আঙুলে বলবো।

এই সময়ে জ্বল হইতে সহসা পণ্ডি
 তের উপস্থিত।

পা। (গৃহনিকে রোদন করিতে দেখ
 ও ক'ক হুকে?

গ। (সনোদে) আর কি হুকে? আমার
 মাতা হুকে অবস্থিত হুকে? এরোচ তাপুট
 হয়েছে, এই মেত্র চেলে শীত কর।

প। কেন কি হয়েছে? চেলে ধূলায় পড়ে
 কাঁচ কেন? ওঠ বাবা জ্বরের! ওঠ। অমন
 ধূলোয় পড়ে কাঁচ কেন বাবা ওঠ। ততলে
 কব তলেও কি অমন ধূলোয় পড়ে কাঁচ?
 বাবা ওঠ।

জ। আগে আমার উমোর মত পাঞ্জামা

রাঙা জুতো রাঙা মোসাই এনে দেও
 তবে উটবো ও ও। বলিয়া উচ্চস্বরে রোদন
 গ। ই নাও, আমি সাধ করে বলি যে,
 চাকরী চেড়ে দাও। এই দেশ কাল। পনের টাকা
 আর কি চলে। শত্রুর মুখে চাই দিয়ে
 চেলে একটী কোলেও মেয়ে, বুড়ো শাস্ত্র
 হুম এক জন, আমি এক জন, ও কটাকায়
 কি খেতে কুলোয় না পড়ে কুলোয়। মেয়ে
 ত পেট করে হুনা খেতে পেয়ে যান দ
 মাচটা হইয়ে গেছে। বেদ শাস্ত্রি তাঁক
 বার ত্রেতার পরমাটা আসা মান কতে চা
 ভাল মদ সামগ্রী খেতে ইচ্ছে করেন, যে ট
 টানি, পরনায়ও কুলোয় না নিতেও পারি
 এই ম'ব মাসে শীত ছেলেগুলি অমনি সক
 বাকলে শীতে হ'ই কবে। ভাল কা খে
 পায় না পড়েও পায় না। রেজ মকালে
 ম'ব পড়ে পাঠশালে যেতে কাঁদে।
 আমাবত ওপ'ব এক র'ত মোনা ক
 গড়ে উঠলো না। এই ত চা। ১০ বৎসর
 চাকরী কচ্চো, টক ত আর এক পয়সাও বা
 না। ও চাকরী চেড়ে দাও, ওতে এই
 আব আমাদের খড়ো ঘর, কাঁশাব মল
 না।

প। ও হ্যাঁ! কি বলব, অমন সহানের
 গো-বেচ চাকরী কি হতে আছে? এই
 শীত হুনের পরিচার এঙ্কেশব মে
 সম্পাদক মহাশয় লিপোচন এ, পন
 গ্রাম হুজুরি পদ আপকা গৌরবের অ
 আমরা ব্যক্তি বলি কাগজকে শিক্ষা দি
 বিদ্র ভাবী মঙ্গলে বিজ রোপ ক
 জামড়া হুতে ভাল মেয়ে ক'ল
 উচিত। জানিস না কাগজের হুনা
 বের না'য় লখনকার কা অম
 মনুষ্য নিজে খোলা হুয়া পড়ে
 কেচেনা। তবে এখনও কিছু পা ট
 কাবনা ম'ব হুনা ম'ব দে ত ম'ব
 নামান'ব ক'ব, যতযোগী এক প'ব ম'ব
 এঙ্কেশব মেমেট সম্পাদক মহাশয়
 কিছু ক্ষাভপ্রকাশ করিয় ছিল
 তাই জনের পাঠে কাগজের হুনা
 দেশ কাল পার দেবে মেচ'ব ক'ব
 আশঙ্ক করিয়া প'ব কাব য'ব প'ব
 কাটা খুঁজি ও খ'ব কাগজের হুনা
 নিজ পাঞ্জামা এই মেয়ে'র প্রতপো
 দু'দী প্রাপ্ত বলিগির সক'কে শুন
 ছেন। শোনে নিফক'ব মে'ব মন'হু

শক্তিও একপ্রকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন।
তিনি বলেন, "শিক্ষকদিগের বেতন হ্রাস
হলে বাবুগিরি বাড়িবে। বাবুগিরি বাড়িলে
শ্রুতর কাজ ভাঙ্গরূপ সম্পন্ন হইবে না।
মলি হাবী আদপে না খেয়ে ছেঁড়া কাপড়
প্লাই হবে পরে এক কাজ করতে হয়। এ গৌর
বর কাজ !!! প্রশংসা ও ধর্মই ইহার একমাত্র
স্বার্থ।"

তাল, যিনি লিখেছেন, তিনি কি কাজ
করেন?

প। শিক্ষাবিভাগের এক বরকম কঠা
প্রইয়।

তিনি কত মাইনে পান?

প। বোধ করি এখন মাসিক হয় শত
মাত্র বেতন পান।

শিক্ষালনপূর্ক) ছ' উ-উ !!

ন তবে লিখতে পারেন। তাল এক বারেট
টার মাইনে হয়েছে?

প। না, প্রথমে তিনি এক সামান্য স্কুল
এ হ্রাস বিশ চাঃ প্রশ টাকা মাসিক পেতেন,
হুই শ, তিন শ, করে এখন ঐ বেতন পান।

তাল, তাঁদের ন্যায় তোমাদের মাইনে
বাড়ল না বেন? আর তিনি যে এত
মাইনে পান তাঁর কি বাবুগিরি নাই?

প। তিনি বড় লোক, ইংরাজী বিদ্যা
জানেন, তাঁর কত সূখাতি, তাঁর মাইনে
তার ভাখনা কি? আর বাবুগিরির বিষয়
জানিন', বোধ হয় না থাকতে পারে।

একথা আমি জানি না। তিনিই কালের
লোক, নিজ বুঝলেট, মাইনে বাড়িয়ে
কেন। আর যার এত টাকা মাইনে

হুই তাঁর মেগের হাতে সোনার বাউসী,
তাকই সাজী আট পৌরে পবেন। বাবুও
লাগায় দেন। চাকবে তেল মাখিয়ে
কল হায়ে দেয়।

তু, ন কি তাতে চুঃখিত হও।

বালাই! তা হবো কেন? ভগমান
যত দিয়েছেন, তাঁরা জন্ম জন্ম তাই
করুন। তবে কিনা তেঁদের চ দেশের
ল কচ্চি মঙ্গল কাজ" বলে বেড়াই।
ক তোমাদের মগ চলে খেতে পার না,
মলি।

হোক ও কথায় আমাদের হৃদয় নষ্ট।
তুমি পা দেয়। কাপড় ছাড়, ১৭৫

হাঁ দিই, তুমি এখন আর ছেলেপান

লয়ে নিমে থেকে না, ওদের নিয়ে ঘরের মধ্যে
য.ও (এই বলিয়া হুঃ মধ্যে প্রস্থান।)

৫ ই ফ'স্কন } কস্যাচিং
১২৭৫ } বাঙ্গালা শিক্ষকস।

—ঃঃ—

ড্যান সাহেবের স্কী রাগেড স্কুল
অর্থাৎ অবৈতনিক দরিদ্র বিদ্যা
লয়েব পারিতোষিক
বিভরণ।

উল্লিখিত গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত ড্যান সাহে
বর অবৈতনিক দরিদ্র বিদ্যালয়ে ২০ এ ফেব্রু
য়ারি শনিবারে পারিতোষিক বিতরিত হইয়াছে
হট্টলে কচুরাল ও কিজিকাল এই দুই
প্রকার পারিতোষিক বিতরণ হয়। যদ্বারা
মানসিক উন্নতি সাধিত হয় তাহাই ইন্টেল
কচুরাল প্রাইজ, অর্থাৎ পুস্তক, যাহা শারীরিক
পুষ্টিবিধায়ক তাহাই কিজিকাল, অর্থাৎ সূখাদ্য
দ্রব্য। কিজিকাল হুই প্রকার, স্বাভাবিক ও
কৃত্রিম। স্বাভাবিক অর্থাৎ ফল মূল। কৃত্রিম
অর্থাৎ ময়দার দোকানের সুমিষ্ট সামগ্রী।
পারিতোষিক বিতরণদিবসে মিস নাইট, বেটি
শ্যান সাহেব, রাগেড স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট
এবং ইউসফুল আটস স্কুলের প্রতিনিধি প্রিন্সি
পল বাবু ছারকানাথ সিংহ ও প্রধান সংস্কৃত
শিক্ষক বাবু জরগোপাল সরকারপ্রভৃতি অনেকে
উপস্থিত ছিলেন।

শাখারিটোলা } একান্ত বশব্দ
২২ এ ফেব্রুয়ারি }
১৮৯৯ } এক জন দর্শক

—ঃ—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত রামযাদব বসু কটক	১০
" বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য স্মৃতি	৭
" ছারকানাথ মল্লিক পদোলডাঙ্গা	১০
" কুঞ্জবিহারী বসু টালিগঞ্জ	১০
" পূর্ণচন্দ্র রায় যশোহর	১০
" নীলগোপাল মণ্ডল বাওয়ালী	১০
" সূর্য কুমার রায় চৌধুরী বারুইপুর ৫৫	
" সিকলিাল রায় নলহাটী	৩৫
" লালমোহন খন্দোপাধ্যায় কাশী	১০
" কালীচরণ রায় চৌপীড়া	১০
ভয়ালুসিন আহম্মদ গৌ হাটী	৩৫
মহম্মদ হামেদ লাভপুর	১০
তরতবদীয় সত্য	১০

বাসস্তার স্কুল রাখরগঞ্জ
—ঃ—
সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি
বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
সমলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।
ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
বাণ্যাসিক ৫৫০ টাকা, মফস্বলে ডাক
সম্মত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং
সক ৩৫০। তিন মাসের স্তানে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। ছুটি, বরাতি চিঠি,
অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার
সাহায্যে বাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

বাহার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন,
যেন এক অথবা আদ আনার অধিক
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।
যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টার
শ্রীযুক্ত ছারকানাথ বিদ্যোভূষণের নামে
ইয়া দেন।

বাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, একমাসপূর্ক উপহাদিগকে
লিখিয়া জানান বাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ
বাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়্যারিং প
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
দরে চিঠি আঠলে আমবা শীজ পাইব।

বাঁহার মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
বেন, উপহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
হইবে না।

কেন সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
চরিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি
আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হইবে।
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার হস্তা ক
বেন, তাহার সঙ্কিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ প
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের দ
চাকড়িপোতার শ্রীযুক্ত ছারকানাথ বিদ
ভূষণের বাণীতে প্রতিনোমকার প্রাত্যাকা
প্রকাশিত হয়।

২২

প্রেসিডে।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সৌমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! গত মাঘ মাসের শেষ পনের দিন পত্রিকা অক্ষয়ল বানিবর্ধন হইয়াছে। তন্মধ্যে এক দিবসাক প্রায় বাতাসই নিলক্ষণরূপই রুষ্টি হইয়াছিল। কৃষকেরা "ষদ বর্ষে মাসেব শেষ, মন্য বাজার পুণ্য বেশ, এ এই প্রবাস সুরন কারিয়া আর" চিয়াস্তা মনস্তরে। তাদৃশ আশঙ্কা করিতেছে না। যে দিবস বাতাস হয়, সেই দিন কুমারপুরনামক গ্রামের নিকট এক নাড়ক বাড় এবং রুষ্টিতে অবসর হইয়া প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে।

কাটোয়ার সুযোগে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টর এবং সব রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস দত্ত বি. এ. বি. এন. মাসুলে কাটোয়া করিতে বর্ধিত হইয়াছেন। ইহার মাগ মাসে ১৫ক. সংস্কার এবং বিনোদনাদি আমরা অনেক দেখিতে পাইনি। এই ক্ষয়ন ভ্রমণ সময়ে চিন যে কেবল মকদ্দমাবারায় লিখিয়াই সমাধিসম্পন্ন করা হইল একপ ডাবেন, স্তম্ভা নয়, ইত্য. বসরে পুলকের কার্য, পরিদর্শন, গলা কাটা? নোকানদায়েব বাটখারা পরীক্ষা এবং পাখবতী গ্রামগুলিব রাস্তা ঘাট তদারকপ্রকৃত সমস্ত কার্যই পরিত্যক্ত থাকেন। ইহারই প্রসাদে ককড়সাহ গ্রামের পতনোন্নয়ন বিদ্যালয় পুনঃস্থাপিত হইয়াছে। অগতঃ পরসমীপে প্রাণনা ইনি এই স্থানে দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইয়া দেশেব হিতসাধন করিতে থাকুন।

মহাশয়! "কালস্য কুটিল্য গতি" একপে ইংরাজী না জানিলে মাথুন মগ্ধই নয়। অজ্ঞতা ইংরাজীতে হই চারিটা খালাগালি লিখিয়া রাখা অধুনাতন সত্যতাস অচ হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ ইংরাজী লিখিয়া ফল কি হইতেছে? এদিকাপন স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে সুরাপান, আত্মাভিমান, দেশহিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিয়া পাপতরঙ্গে দেশকে নিমজ্জন কর হইতার ফল। "মিথ্যা কবা বলিব! কিন্তু কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে পাইবে না" এই একটা সংস্কৃত জন্মিয়া গিয়াছে। সংবাদ পত্রে লেখা চাট (কাবল বিদ্যাপ্রকাশ করিতেই চাইবে) অথচ লিখিবার বিষয় নাই; সুতরাং মিথ্যা একটা বাহা ইচ্ছা লিখিয়া পাঠ ইলাম। আপনি প্রতিবাদ করিলেন, পুরস্কার স্বরূপ খালাগালি খাইলেন। বন্ধুবান্ধব জিজ্ঞাসা

কারলে বলিলাম "কি কাণ ভাই! অপ্রতিভ হইতে হয়! এ এই কারণেই নবা মল এত ঘূর্ণ হইয়া উঠিতেছেন। এই কেতুই প্রতীকমান হইতেছে যে "কালস্য কুটিল্য গতি" একথাটা একান্ত সত্য।

১২ই ফালগুন } অগ্রসীত
১২৭৫ } শ্রী:কাটোয়া সমীপবাসী।

মহাশয়! বেলাড় অঞ্চলের লোকের কি সৌভাগ্য! যে আসেসরটি শিবপুরে আসেস করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি বেলাড় অঞ্চলে আসেস করেন। তথায় বাহাদিগের বাটী উপ অনায় হারে কর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তাঁহাবা বিচারের জন্য; মিউনিসিপাল চেয়ারমানেন নিকট আবেদন করিলে তাঁহাদিগের সৌভাগ্য ক্রমে বিচারদিবসে হাবডার কাছারির সুযোগে ম্যাজিস্ট্রেট টটনহাম সাহেব চেয়ারমান জন ও বাবু গণিলাচন্দ্র ঘাল বাবু কেশবনাথ ভট্টাচার্য; ও বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) এই কএক জন সুযোগে কৃত বহু ব্যক্তি কমিসনর হইয়া ছিলেন। শুনিলাম তত্রত্য ব্যক্তিদিগের পক্ষে বর্ধার্থ সুবিচাব হইয়াছে। তবদৃষ্টক্রমে আমাদিগের অঞ্চলের বিচারদিবসে টটনহাম সাহেব চেয়ারমান ছিলেন না। আমাদিগের বিবেচনা হয় যে উক্ত মহোদয়গণ যদি আমাদিগের পরধ্যাক্ষেব বিচারার্থ আসীন হইতেন, তাহ হইলে আমাদিগেরও আক্ষেপের বিষয় থাকিত না। যাচা হউক আমরা সকলে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট পুনর্নির্দ্ধারের প্রার্থনায় আবেদন করিব সক্ষম করিয়াছি; দেখা যাউক।

শিবপুর } বন্দন
২৫ ফেব্রুয়ারি } শ. চ. ম. ভূত্য

জনাই গ্রামে গবর্নমেন্ট সাধারণকৃত একটি ইংরাজী একটা বঙ্গ এট ছিবধ বিদ্যালয় আছে। পার্টকগণ অন্য ইংরাজী বিদ্যালয়টির বিতরণ পাঠ করুন। বঙ্গবিদ্যালয়টির বিষয় সম যাহুসারে আপনাদিগকে অবগত করাষ্টিব। ইংরাজী বিদ্যালয়টির নাম জনাই ট্রেনিং স্কুল। যোগ কর, আপনারা অনেকেই ইহার নাম শুনিয়া থাকিবেন কেন না এক সময়ে ইহার ষণ্মসোরত পুপিবীৰ নাম স্থান পরিদর্শন করি য়াছিল। কিন্তু একপে সেই সোরভেব অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। আমাদিগের দেশে

লাকের অধ্যবসায় ও উৎসাহে থাকেনা; ক্রমশই তাহার আইসে। তৎসঙ্গ বিদ্যালয়টির মন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ধায় বাবতীয় গবর্নমেন্ট সাধারণকৃত মবে, প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইত। বোধ করি সর্দাপেক্ষা নিকট হইয়াছে। লক্ষীর বর্তমান অস্থা দেখিলে মন এ অপার-স্থঃখসাগবে নিমগ্ন হইয়া যায়। লোক হইতে পুনরায় যে এট উন্নয়ন ও ষণ্মী হয়, এমত প্রত্যাশা করা যায় কারণ কাহারো যদি সেই ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে একপ হুরবস্থ ই বা যটবে একপে মহাশয়ের জগন্মান্য পত্রিকায় বিষয় কিছু লিখিলে সৌভাগ্যক্রমে যনি মেটের নয়নপথে নিপতিত হয় এবং যদি পুনরায় ইহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন হইলে ইহার বিশেষ উন্নতি হইবে সন্দেহ এই ভরসায় ইহার অবয় লিখিতে অধ্যায়ন করিলাম। গ্রামস্থ কতিপয় ভদ্র ও ব্যক্তির যত্নে ও উৎসাহে বিশেষতঃ মৃত বেথুন সাহেবের পরোপকারিতা এবং হিতৈষিতাশুণে ইংরাজী ১৮৫০ অব্দে লয়সী প্রতিষ্ঠিত হয়। তলতঃ পূর্বোক্ত মহোদয়ই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ইহার ছাত্র বড় সঙ্গ নহে, অস্থান তিন শত হইবে মাসিক বাষট্য অধিক হইয়া থাকে। কেরানী, মালী এবং ছাত্রবানাদির বেতিতে মাসে স্থানাদিক চারি শত ব্যয় হয়। পূর্বে গবর্নমেন্ট মাসিক এ টাকা প্রদান করিতেন, একপে সূতন প্রসারে আয়ের তৃতীয়াংশের এক অংশ করেন; ইহাতে বিদ্যালয়ের বিশেষ ষণ্মিয়াছে। ইহার কর্তৃত্বভার গ্রামের কতি লোকের হস্তে সমর্পিত আছে। ইহার সম্পাদক ও কয়েক জন মেম্বর আছে। দেই মহাস্থগারে বিদ্যালয়েব কার্য হইয়া থাকে। কুবীর বহু আড়ম্বর বস্ত্রদর্শন করিয়া পার্টকগণ মনে পাবেন যে, ইহাও বালকদিগেব অধিকাংশ হইতেছে। কিন্তু আপনারা বাব ইহার অন্তরদর্শন করেন, তাহ সহজে আপনাদিগের সেই ভ্রমের হইতে পারে। ইহার কেবল আড় কার্যে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় কথা বলিতে কিইহাতে বালকগণে

প্রকাশ করেন। এতদেশীয় চোরেয়া এমত গুরুতর
নিকটে শিক্ষা পাইলে অধিতীয় হইবে।
বলাতী চুরি ও বিলাতী মিথ্যা কথা এদেশের
স্বাভাবিক কক মারিগা দেয়। ইকিন দেশা
রে থাকিলে ত.হার ও এদেশের পক্ষে মঙ্গল।
যে সকল ইউরোপীয় ভ.বেন, ভারতবর্ষীয়
গের পক্ষুখে কোন ইংরাজের দণ্ড দলে
ইংরাজচারিত্রের উপরে এতদেশীয়দের অত্যাধ
হইবে, তাঁহার। মাস্ত্রাজের হত্যাকারী খরণট
কে কমা কারবার নাম ও শ.সনকর্তার।ন.টে
আবেদন করিয়াছিলেন। এই গুরুতর বিষয়
বেচনার্থ অ.ভরজ কৌ.গল বসে। কিন্তু
কলে একব্যক্তি হইয়া আবেদন অগ্রাহ্য কর
ছিলেন। খরণটম এক জন ইংরাজ কাণ্ডেবকে
করে।
অনীদার বাবু হরমোহন ঠাকুর ভাগলপু
র উপনগবে একটা দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপিত
করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নাই।
অনীদার যদি ষথার্থই বিদ্যার উৎসাহ দিতে
হেন, তবে গবর্নমেন্ট বিদ্যালয়ের সাহায্য
করুন। কিন্তু টাকার নিমিত্ত ইহার উত্তম
কথা বাটী হইতেছে না। বিদ্যালয়কার বিষয়ে
সাদলী করলে চলে না।
বিশপ কালেজ উঠিয়া যাইতেছে। এখানে
পষ্ট ভাষা নাই এবং ইহা রাখিবারও প্রয়ো
জন নাই। বিদ্যালয়ের যে মূলধন আছে তন্মারা
ন খৃষ্টীয়ান বিদ্যালয়ের সাহায্য হইবে।
মরা বালভেজ, উহার ফণ্ড লরেন্স অনাথা
য়র নিমিত্ত দেওয়া কর্তব্য।
মফসলে জর্জিস অব দি পিস নিয়োগের বিল
শব্দে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এতদেশীয়দিগকে
পদ হইতে বহিস্কৃত করা কি ইচ্ছার উদ্দেশ্য?
একদম কলিকাতায় বাম্পীয় আলাকের
মন দী.প্ত নাই। জর্জিসগণ ইহার অনুসঙ্গ
থ এক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। কমিটি
যোগ আড়ম্বর মাত্র। গাসকোম্পানিকে
উচিত, সমুদায় রাস্তায় সমান আলো
এমত পরমাণে বাম্প দেন ভালই,
তৎ অন্য কোন কোম্পানিকে এই ভার
প্রদা হইবে।
গত শুক্রবার লেপ্টনান্ট গবর্নর স্মাইন সাহেব
পুর রিচার্ড টেম্পলপ্রকৃতি বাবু যতীন্দ্র
হন ঠাকুরের বাটীতে নাটকান্তিনয় মর্শন
রয়া বিশেষ সম্ভাষণ লাভ করিয়াছেন। এত
দীয় সংসীতসম্বন্ধে অনেকের যে কুসংস্কার
তাঁহা এবার গিয়াছে।

বেয়ারে ১৮৩১ অব্দে ১০ আইন প্রচলিত
হইয়াছে। তত্রত্য এতদেশীয় খৃষ্টীয়ানগণ
এই আইনের অধীন হইবেন না।
মনিমাধব সেননামক যে ব্যক্তি ওরিএটাল
ব্যাককে ঠকাইরার অপরাধে সেনিয়নে অপিত
হইয়া মুক্ত হয়, সে সম্প্রতি দেউলিয়া
হইবার আবেদন করিয়াছিল। তাহার নাম
করিয়া আর এক ব্যক্তি ব্যাককে ঠকাইয়া
টাকা লয় মনিমাধব এই কথা দেউলিয়া আদা
লতে বলে। কিন্তু বিচারপতি কিয়ার ইহা অবি
স্থাস করিয়া তাহাকে দুই বৎসর কারারোধের
সাজা দিয়াছেন।
২৩ এ ফাল্ডন মঙ্গলবার।
আমরা আজাদিত হইলাম, ভারতবর্ষীয়
গবর্নমেন্ট স্থির করিয়াছেন, বাটী করিবার
নিমিত্ত টেনিক আফিসরদিগকে খেটাকা কর্ত্ত
দেওয়া হইবে তাহা এক কালে দেওয়া হইবে
না। বাটী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবার অন
তিপূর্বে তৃতীয়বাংশ, অর্ধেক হইলে আর
একাংশ এবং শেষ হইলে অবশিষ্টাংশ দেওয়া
হইবে। সর জন লরেন্স টেনিকদিগের নিকটে
বাহবা লইতে গিয়া বেশ দুঠাইয়া দিতে বসিয়া
ছিলেন। সমুদায় টাকা লইয়া কেহ পলায়ন করি
লে বা প্রেমারায় হারিলে কি হইত? টাকা দেও
য়াই পরামর্শসিদ্ধ নয়। দেওয়ারী কর্মচারিগণের
হস্তে দেশের শান্তি ও সুখ নির্ভর করিতেছে,
কিন্তু কোন কর্মচারী বাটীর নিমিত্ত টাকা চাহেন
না। সর জন লরেন্স আর কিছুকাল থাকিলে
টেনিকদিগের কন্যাপুত্রের বিবাহের ব্যয়ও
সাধারণ ধনাগার হইতে দিবার কথা বলি
তেন।
মাস্ত্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষার
কাগজ চুরি যাওয়াতে তত্রত্য শিক্ষা বিভাগের
ডিপার্টমেন্ট পরীক্ষার্থিদিগকে "তম্র লোক"
বলিয়া সম্বোধন করিতে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া
ছেন। পুলিশের দ্বারা বাটী বেষ্টিত করিয়া পরী
ক্ষার্থিদিগের তল্লাসী লওয়া হয়। এই প্রকার
লজ্জাকর ব্যবহারের এই প্রকৃত দণ্ড। মাস্ত্রাজের
অচিহ্নিত কর্মচারীদিগের পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি যাও
য়াতে পরীক্ষা সুগিত হইয়াছে। যেসকল ব্যক্তি
এই কাজ করে তাহাদিগকে আর পরীক্ষা দিতে
দেওয়া উচিত ননে। গবর্নমেন্টের কর্মচারী
হইলে তদ্রূপে পদচ্যুত করা কর্ত্তব্য।
১৪ ইফাল্ডন বুধবার।
ভয়লোকের বাটীর নিকটে বেশ্যায় থাকা
কত অনিষ্টের বিষয় তাহার আর এক দৃষ্টান্ত
পাওয়া গিয়াছে। পাতুরিয়া ঘাটীতে হীরালাল

বসাক নামক ২২ বর্ষের এক যুবক তাহ
জীকে হানের উপরে উঠিতে সক্ষম
করিত। ঐ হানের সহিত পাশ্চবর্তী এ
লয়ের সংযোগ ছিল। ঝালিকাটী বে
গান বাধ্য এবং ও তাহাদিগের সহিত
কখন করিতে ভাল বাসাতে ঐ নিষেধ
করে। গত শুক্রবার হীরালাল কোথায়
করতে না পারিয়া জীকে বধ করিয়া
হত্যা করিয়াছে। বেশ্যাদিগের শরীর পরী
তাহাদিগকে বতন্ত্র পলীতে রাখিবার যে
হইয়াছে, তাহা বোধ হয় গর্ত্তেই মষ্ট হই
অবলপুর ক্রনিকেল বলেন, সম্প্রতি দা
হইতে রেলওয়ে পকট বাইবার সময়ে তিন
শকট কোন নদে ছিন্ন হইয়া পতিত হইয়া
সৌভাগ্যক্রমে কাহার প্রাণনাশের স
পাওয়া যায় নাই। কেন, ব্যক্তি ইহার মি
?
সমাজিক নিয়মসজা স্থির করিয়া
সমুদায় বলদেশে: ৩৬৩ বালিকাবিদ্যালয়
৭৬৩৩৩৩ হাজী হ। গড়ে প্রত্যহ ৫
জন উপস্থিত। এইসকল বিদ্যালয়
নিমিত্ত ২৬৯ জন গুণ্ড ও ১৬২ জন শিক্ষ
আছেন। হাজী শিক্ষয়িত্রীদিগের জা
বিদ্যালয়সমূহের থাকদিগের নাম প্র
করা কর্ত্তব্য।
ডেলিনিউস বলেন, কমিসনর হগ আ
আজায় নিমাইচরণ মলিকের ষাট বক্ত ক
ছেন। এই ষাটটী রেলওয়ে স্টেশনের নি
এবং প্রত্যহ শত শত লোক এখানে
ধরেন। এজন্য নান্দীশ হইতেছে। হগ স
বের কারখানাটী কি?
১৫ ইফাল্ডন বৃহস্পতিবার।
এ, মনি সাহেব বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থা
সভার এক জন সভ্য হইয়াছেন।
বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট, আজা দিয়াছেন
সকল গুদামে, ইজ্ঞে প্রস্তুত হয়, এরূপ ট
থাকিলে, তাহার মেজে রাস্তা হইতে অত
হইকুট উচ্চ নচেৎ হইকুট নীচ হইবে। ব
লাগিলে টুল রাস্তায় গড়াইয়া আসিতে
পারে এই উদ্দেশ্যে আজাটী হইয়াছে।
এবার ১৪ জন ছাত্র অনর পরীক্ষা মি
ছেন। তির পন এম এ উপাধি প্রাপ্ত হ
ছেন।
ছোটনাগপুরের কমিসনর কর্নেল হটন দু
কোট পর্যন্তে একটা বার্ষিক মেলা করিব

করাতে লেপ্টনান্ট গবর্নর চালা ও মুহুর নিমিত্ত ১০০০ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ভোটদিগের সহিত

ক' করা এই মেসার উদ্দেশ্য।

দিগের সভাপতি হুগ সাহেব ভয়মা

য় পাইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন।

১৩ ই ফাল্গুন শুক্রবার

গবর্নমেন্ট অধীকার করিয়াছেন, তিনি

ত্যাগমন করিলে উক্ত পদ পুনর্বার

প্রাপ্ত হইবে। লেপ্টনান্ট গবর্নরের বদামত

অন্ত ই। হুগ সাহেব প্রত্যগমনকালে যে

দিবস এক ত্যাগ করিবেন সেই দিবস

অবাধ সম্পূর্ণ তন পাইবেন।

১২ ই ফাল্গুন শুক্রবার

ক্লার্ক সাহেবের ন্যায় ইংলণ্ডে

পাইয়া সম্পূর্ণ বেতন দিবার

ক্ষতি কি ছিল? ইঞ্জিয়ান

পবলিক ও পিনিয়ন বলেন, ১২ ই

ফাল্গুন শুক্রবার

ক্লার্ক সাহেবের ন্যায় ইংলণ্ডে

পাইয়া সম্পূর্ণ বেতন দিবার

ক্ষতি কি ছিল? ইঞ্জিয়ান

পবলিক ও পিনিয়ন বলেন, ১২ ই

ফাল্গুন শুক্রবার

কেবল কেন? ধলেশ্বর নদীতে ডাকাইতি

করার ইচ্ছাও কি এই প্রকার নহে?

ডেলিভারি অবগত হইয়াছেন, আগামী

৬ ই মার্চ শনিবার সরিচাড

টম্পল আয় ব্যয়ের হিসাব

প্রদান করিবেন।

১১ ই ফাল্গুন শুক্রবার

১৩ ই ফাল্গুন শুক্রবার

বহুজার বালিকা বিদ্যালয়ের

পারিতোষিকাবতরণ হইয়া

গিয়াছে। আমরা রিপোর্ট

পঠ করিয়া ইহার উন্নতি

সম্বন্ধে পরম আশীর্ষিতা

করিলাম। প্রথম শ্রেণীর

পাঠ্য পুস্তকগুলি ইহার উন্নতির

প্রথম পরিচায়ক। এই

শ্রেণীতে ধর্মনীতি, পদার্থবিদ্যা,

ইতিহাস, ও অক্ষ প্রভৃতি

পঠিত হইতেছে। রিপোর্টলেখক

প্রতিপোষক অন্তর্ভুক্ত

এল, এস জার্নল সাহেব ও শিক্ষক

পণ্ডিত মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ

ও ককিচাঁদ ঘোষের

৮, ৭৮১ টি সংবাদ প্রেরিত হয়। গত

১৫ ৮ ৭ ৬ টি হইয়াছে।

অসম ও অসম বিধরে

রেইলওয়ে কোম্পানি

সমূহ যাই প্রকার

কোন বন্দোবস্ত করিতে

পারেন হইলে

অতুত পূর্ণ মঙ্গল হয়।

ভারতবর্ষীয়

রেলওয়ে কোম্পানির

আইন

শব্দট

আমেরিকার

প্রণালী

অনুসারে

করা

তাহা

এদেশের

উপযুক্ত

নহে

বলিয়া

পরি

হইতেছে।

-১০০-

ইউরোপীয় সমাচার।

১৫ ই ফেব্রুয়ারি।

মাত্রিড হইতে

গ্রামে প্রকাশ

কবে, কিউবার

গবর্নর

স্পেন

হইতে

সাহায্যকারী

টেনা

চাফিয়া

বিদ্রোহীরা

হাবানার

নিকটে

আছে।

সাধারণ

সভা

সেনাপতি

১৩ ই ফাল্গুন শুক্রবার

১৩ ই ফাল্গুন শুক্রবার

১৩ ই ফাল্গুন শুক্রবার

১৩ ই ফাল্গুন শুক্রবার

১৩ ই ফাল্গুন শুক্রবার

১৩ ই ফাল্গুন শুক্রবার

১৩ ই ফাল্গুন শুক্রবার

১৩ ই ফাল্গুন শুক্রবার

১৩ ই ফাল্গুন শুক্রবার

১৩ ই ফাল্গুন শুক্রবার

১৫ ই ফেব্রুয়ারি।

মাত্রিড হইতে

গ্রামে প্রকাশ

কবে, কিউবার

গবর্নর

স্পেন

হইতে

সাহায্যকারী

টেনা

চাফিয়া

বিদ্রোহীরা

হাবানার

নিকটে

আছে।

সাধারণ

সভা

সেনাপতি

করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিয়ম থাক
রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন ।

গিলেগুয়ার আরম্ভো-
ধনট এবং কোং

সোমপ্রকাশ ।

১৯ এ ফাল্গুন সোমবার ।

বাক্সালা সমাচারপত্রের অনুবাদক
স্থানান্তরে দর্শন করিবেন, তিনি সোম-
প্রকাশপ্রচারিত প্রস্তাবগুলির আব-
শ্যিক অংশ পরিভাগ করিয়া অনুবাদ
করাতে কেবল আমরা নহি, পত্রপ্রের-
করাও অসম্মত হইতেছেন । তিনি যদি
এরূপ অনুবাদ করেন, এতদর্থ গবর্ণমে-
ন্টের অর্থ ব্যয় ব্যর্থ হইয়া যাইবে । অত-
এব আমরা অনুবাদক মহোদয়কে অনু-
রাধ করিতেছি, তিনি সোমপ্রকাশের
প্রস্তাবগুলির আন্দোপান্ত অভিনিবেশ
পূর্বক পাঠ করিয়া স্বকর্তব্য সম্পাদন
করেন । আমরা জানি বিফল বাগাড়ম্বর
আরা সোমপ্রকাশের কোন অংশ পরি-
পূরিত করা হয় না ।

— — —

কলিকাতা পটোলডাকার গোলদীঘী
স্বাস্থ্যকাম হইয়াছে । আমরা যখন
দর্শিত, দেখিতে পাই, লোকে সেই
স্বাস্থ্যকাম জল তুলিয়া লইয়া যাই-
তেছে । কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষক কো-
মিটি পক্ষিল জলপানে কি পীড়া জন্মে
? ইহাতে কি অগ্নির উদ্দীপন হয় ?
স্বাস্থ্যরক্ষকে আমাদের এই কথা
স্বাক্ষর করিবার ইচ্ছা হইল, বিক্রিয়
স্বাস্থ্যরক্ষকের কণিক স্রাব ও উদর পূরিয়া
পক্ষিল জলপান ইহার অন্যতর কোনটা
স্বাস্থ্যরক্ষকের সমধিক বিঘাতক ? এ দীঘী-
স্বাস্থ্যরক্ষকে জলপূর্ণ করা হইল না কেন ?
স্বাস্থ্যরক্ষকের এ প্রশ্ন ধৃষ্টতামাত্র । ইহার
কোন জন স্বামী আছেন, ইহাকে জলপূর্ণ
করা আবশ্যিক ও উচিত হইলে তিনি
করিতেন সন্দেহ নাই । দীর্ঘিকাটী জল

শূন্য হওয়ার লোকের আত্মনিক কষ্ট
হইয়াছে, তাঁহারা সতত কষ্ট প্রকাশ
করিতেছেন । একথা জানানও অনায়াস ।
দীর্ঘিকাশ্রমীর চক্ষু কণ আছে, তিনি
সে কষ্ট দেখিতে ও শুনিতে পাইতে-
ছেন, তথাপি যে প্রতীকার করিতে-
ছেন না তাহার নিগূঢ় কারণ আছে ।
তিনি যদি চক্ষু কণ মুদ্রিত করিয়া থাকেন,
তাঁহার যদি পরস্পরে হুঃখ বোধ না হয়,
তাঁহাকে বিরক্ত করাও বিধেয় হয় না ।
স্বাস্থ্যরক্ষকেরই কর্তব্য তিনি সমাচার,
পত্র বিজ্ঞাপন দিয়া এবং দীর্ঘিকা
দ্বারা লোক নিয়োজিত করিয়া উহার
জল ব্যবহার নিবারণ করিয়া দিয়া স্বক-
র্তব্য সম্পাদন করেন ।

অল্পব্যয়ে সর্বত্র নোট প্রচলন ।

একগুণে ভারতবর্ষের সমুদায় স্থানে
স্বল্প ব্যয়ে যেখানে সেখানে নোট
ভাঙ্গান যায় না । ইহার উপায়বিধানের
চেফা হইতেছে । এক ব্যক্তি সেই উপায়
প্রদর্শন করিয়া একখানি পুস্তক মুদ্রিত
ও প্রচারিত করিয়াছেন । লেখক পিয়-
নিয়র সঃবাদপত্রে প্রথমতঃ আপনার
মত প্রকাশ করিয়াছিলেন । কেরলি
কমিসন এ বিষয়ে কোন সং যুক্তি
প্রদানে সমর্থ হন নাই । সর উইলিয়ম
মান স্ফিল্ড ও সর রিচার্ড টেম্পল
বলেন, রেলওয়ে ও বাণিজ্যবৃদ্ধি হইলেই
এ উপায় হইয়া উঠিবে । তাহা যত দিন
না হইতেছে, তত দিন বর্তমান চক্রবাড়
গুলি রহিত করা সম্ভাবিত হইতেছে
না । বস্তুতঃ কেরলি কমিসনের রিপোর্ট
তে যে কোন নূতন উপায় উদ্ভাবিত
হইয়া প্রদর্শিত হয় নাই, তাহা আমরা
লেখকের সহিত স্বীকার করিতেছি । লে-
খক যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, সেটীও
সম্ভব হইতেছে না । তিনি বলেন, প্রত্যেক
বিভাগীয় কমিসনরের অধীনে নোট

ভাঙ্গাইবার এক একটা চক্রবা
উচিত । সোমকল নোট কেব
সেই বিভাগে চলিবে । তাহার
যাইতে হইলে সেই সেই বিভাগে
নোট লইতে হইবে ।।। যদি এ
বটীর বিস্তারিত বিবেচনা করিয়া দেখা
স্পষ্ট প্রতীকমান হইবে, এটী বে
গবর্ণমেন্টের নয় সর্বসাধারণের
অনিষ্ট ও ক্লেশকর হইবে । বোধ করি,
জন রক্ষাধনীবিভাগে দশ ম
টাকার নোট লইলেন । হাবড়া ব
নের কমিসনরের অধীনস্থ । তথায়
মানবিভাগের ভিন্ন অন্য নোট
বে না । অতএব পৃথিক ১০,০০০ ন
টাকা লইয়া বর্তমান নোট ক্রয়
লেন । রাজমহলে তাঁহাকে আ
নোট ক্রয় করিতে হইল । ৭২ ঘটি
মধ্যে দিল্লীতে দশ লক্ষ টাকা না প
ইলে এক জন বণিককে দেউলিয়া হই
হয় । আমাদের লেখকের মতে
করিতে হইলে এই টাকা দশ দি
দিল্লী যাইতে পারিল না । এতাব
অনিষ্ট নয়, ইহাতে জালের ও তহ
তরূপ হইবার বিলক্ষণ প্রাধ
হইবে । বাণিজ্যের বৃদ্ধি না হইয়া
উহার চূঁস হইবে । নিম্নে যে উপা
নির্দেশিত হইতেছে, তাহা যদি
লভিত হয়, সর্বত্র নোট প্রচলিত
বার অনেক সুবিধা হইতে পারে ।
বিভাগে বৎসর বৎসর কত টাক
নোট প্রচলিত হয়, তাহার এক চি
করিয়া তৎপরিমাণে স্থানীয় ধনাগ
টাকা রাখা উচিত । পাচ টাকা
স্বল্প নোট হইক । যিনি ১০০০ টা
নোট ভাঙ্গাইতে আসিবেন, তি
অনারাগে ২০০।১০০ টাকার
লইতে পারিবেন ; বাজারেও ইহা
লইতে অসম্মত হইবেন না । চক্রবা
সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করিতে হইবে

সোমপ্রকাশ

১৭ সংখ্যা।

“ প্রবক্তাণাং প্রকৃতিহিনায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিমহতী ন হায়তাং । ”

মূল্য ১ এং অগ্রিম বাম্বিক ১০ দশ
গ্রাম বাধ্যাসিক ১১ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ২৬ এ কাঙ্কন। ১৮ ৬৯। ৮ ই মার্চ

মকম্বলে মাকুলসমেত অগ্রিম বা
বাধ্যাসিক ৭. ৩ টেম্বাসিক ৩৫.

বিজ্ঞাপন।

কাশীমুক্ত বিবেক।

পরমহংস পরিভ্রাজক শ্রীমান সুরেশ্বাচাৰ্য্য
চিত্ত বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত দিনকু ঘোষ
শিখিত মূল্য ১০ আনা। পটোলডাঙ্গা কালে
টিটে ১১ নং জি, সি, ঘোষ পুস্তকালয়ে
প্রকাশিত।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ
বিক্রেতা।

—:—

ইংরাজী ও বাঙ্গলা পুস্তক ও কাগজ কলম
দির লোকান নিম্নলিখিত স্থানে স্থাপিত হই
ক। মকম্বলের আড়ারের সহিত মনি অডর
পরি ডাপট, মহাজনি হুণ্ডি পাইলে সত্তর
ত মূল্যে অডার আঞ্জাম করা আইবেক।
আর ট্রাম্প পাঠাইবেন প্রত্যেক মুদ্রায় বেশী
আনা প্রেরণ করিবেন।

পি. এম. মিত্র কোং

চীনেবাজার ২৬ নং কোমিং ইষ্টীট

—:—

চবিত মঞ্জী।

অন্য ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দ্বিতীয়
মুদ্রিত হইতেছে। সঙ্গী পুনঃপ্রচারিত
এবারে মূল্যে আবির্ভাবে কএকটি
বিষয় সন্নিবেশিত হইল। শ্রীযুক্ত উড়ে
দায়ের অনুমতিক্রমে লাড হয়েলেস্লির
মুক্তান্ত ও লাড হেষ্টিংসের শাসন বিব
লিত হইয়াছে এবং প্রথম বারে যে দুই এক
র জেনরেলের শাসন সময়ে ঘটনাগুল
ক হইয়াছিল, এবারে সেগুলিও উল্লেখ
শিত করিলাম। অধিকন্তু এবারে উল্লেখ
উপক্রমণিকাও যোগিত হইল। সুতরাং
স্বতন্ত্র মুদ্রিত চরিতমঞ্জরী পাঠ ইংর
ভারতবর্ষে আগমন অবধি লাড কানিংহের

রাজা শাসনের শেষ পর্যন্ত সমুদায় হস্তান্তরই অব
শ্য হওয়া যাইতে পারিবে।

কাব্য প্রকাশ

প্রমাণ কাব্যপ্রকাশ এ নামক সাময়িক
পত্রপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহার প্রত্যেক
খণ্ড ৫ করমা অর্থাৎ ৪০ পৃষ্ঠা। কল্পনা আছে
যে, ইহাতে ক্রমশঃ সংস্কৃত হুস্পাপ্য কাব্য
সকল প্রকাশ করা যাইবে। সংস্কৃত বিদ্যালয়
য়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্দাধি-
কারি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে সংস্কৃত
বিদ্যালয়স্থ ভ্রাজগণের অধ্যক্ষার্থ প্রথমতঃ
সটীক ভাট্টকাব্য আরম্ভ করিলাম। ইহাতে
বালকগণের সুবিধার নিমিত্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন
দ্বারা পদ বিশেষ, সন্ধি বিশেষ, বিভক্তি, বচন,
পুরুষ, কারক, সমান, কালপ্রভৃতি প্রদর্শিত
হইতেছে। ইহা দ্বারা বোধ হয়, যে ব্যক্তির
কিছুমাত্র ব্যাপ্তি আছে, সে ব্যক্তিও অন্য
মানে অপঠিত শ্লোক বাখ্যা করিতে সমর্থ
হইবে।

কাব্যপ্রকাশের মূল্যেব নিয়ম।

উৎকৃষ্ট কাগজে মধ্যবধ কাগজে
মুদ্রিত মুদ্রিত

উপকৃষ্ট ক্রেতার

প্রতি প্রত্যেক খণ্ড
নিম্নমিত্র গ্রাহকের

প্রতি প্রত্যেক খণ্ড

যিনি কাব্যপ্রকাশ গ্রহণাভিলাষী হইবেন,
তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অথবা
মুদ্রাপুত্র কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র আমার নিকট অগ্রিম
মূল্য ও পত্র পাঠাইবেন।

ভ্রাজগনোহন তর্কালঙ্কার।

পুর্বাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে।

আইকগণের প্রতি প্রত্যেক খণ্ড আট
অন্যোহন তর্কালঙ্কার

ভারতবর্ষের বিবরণ।

পঞ্চমবার মুদ্রিত। এবারে স্থানে স্থানে
চারিক বিবরণের পরিবর্তন করা হইয়াছে
বাঙ্গলা দেশের নদী, পাহাড়, উৎপন্ন, ব
ও জেলাসমূহের বিবরণ সবিস্তর লিখিত
রাছে। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তক
ও শ্রীযুক্ত বচনোপাধ্যায় কোং
প্রাপ্ত।

৮ ই কাঙ্কন

১২৭৫

শ্রীশশিভূষণ শর্মা।

—:—

হুর্গোৎসব নাটক

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তক
ভগলী নর্মলে কুলে শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যা
নিকট ও কালনা মোড়কেল হলে প্র
মূল্য ১০ আট আনা।

মঃপ্রণীত চিত্তবিনোদ কাব্য ১ ম খণ্ড
মূল্যে অমিত্রাকরে রূপকম্বলে ই
ভারতবর্ষের বর্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়া
গেছে, মহাশয়ের বর্তমান বহুখণ্ড
লাল শাহার পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পা
শ্রীশশিভূষণ শর্মা

বাম্বীক রামায়ণ

৩ তীয় খণ্ড।

এই পুস্তক প্রথম দি প্রকাশ হইয়া
ইহাতে নাগরাকবে মূল ৩ টিকা ১০ সন
বাঙ্গলা অনুবাদ ৭ সাড়ে পাঁচ আ

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে আমার
পত্র লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের (দশ
খণ্ড) মূল্য ১০ আনা। বিদেশীয় গ্রাহক
কর্তৃক আনা মাহুল দিতে হইবে।

প্রমাণ } ক্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল
র বাড়ীতে ব্রাহ্মণ কোম্পানির লোকালয়ে
নীতি ও মৎসচারিত নিয়মিত পুস্তকগুলি
হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
ক্রীমইতিহাস	১ টাকা
ব্রাহ্মইতিহাস	১ টা
ভূগণসং ব্যাকরণ	১ আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	১ টা
নীতিসার (২ য)	১ টা
মৎসচারিত।	
মুদ্রবোধ ব্যাকরণ	১ টা

শ্রী হারকানাথ শর্মা

যিনি শব্দসোমমহানিধিনামে এককাল
অভিধান সঙ্কলন করিতে) আবিষ্কার
উক্ত পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে, সংস্কৃতি
খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের
মূল্য দুই টাকা। গ্রহণেচ্ছ মহাশয়কে সংস্কৃত
পুস্তকালয়ে অথবা সংস্কৃত কালেক্টে
নিকটে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারি

৫ সাল } ক্রীতারান বর্মা
ফাঙ্কন } কলিকাতা সংস্কৃত কালেক্ট

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থী
প্রস্তুত।

বাঙ্গালী বঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম মানা
ব্যাধি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে
আনার হিসাবে কমিস্যনাদি অধিক
আনার হিসাবে ১০ আনার হিসাবে

১০	টা
১১	টা
১২	টা
১৩	টা

নিদান সটীক	৪	টা
ক্রীমভাগবত সটীক	৩২	টা
সুশ্রুত	১০	টা
তত্ত্বিকা বা ভয়মঙ্গল ও মন্ত্রিনা- খের টীকা সহিত	৩২	টা
উইলিয়াম্ স সংস্কৃত ডিক্শনারি প্রথম ভাগের পরে সংস্কৃত মনি য়ার উইলিয়াম সাহেবের	৫০	টা
ক্রীমক বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মণ্ডে দেয়ব প্রণীত গদ্য ১৮ পর্ষ মহাত্মবত		
১৭ খণ্ড সম্পূর্ণ	৩০	টা
১৮ টা বিবটপর্ষ	৩	টা
১৯ টা টোদাগপর্ষ	৩	টা
২০ টা ভীষ্মপর্ষ	৩	টা
২১ টা দ্রোণপর্ষ	৩	টা
২২ টা কর্ণপর্ষ	২	টা
২৩ টা শল্য পর্ষ	২	টা
২৪ টা সৌপ্তিক পর্ষ	১	টা
২৫ টা শ্রী পর্ষ	১১	টা
২৬ টা শান্তিপর্ষ রাজপর্ষ	৩	টা
২৭ টা মোক্ষপর্ষ	৩	টা
২৮ টা ভীষ্মদ্রোণ পর্ষ	৩	টা
২৯ টা শেষ পাঁচ পর্ষ	৩	টা
বিচার তরঙ্গিনী অর্পাৎ বেদান্ত দর্শ- নাভ্যর্গত বিচার ও মীমাংসা বহুল প্রমাণ সহিত	১	টা
সংস্কৃত মর্ষণ	১	টা
অষ্টাবিংশতি তন্ত্রসংক্রান্তি	৩২	টা
প্রাচীন সংহিতা ২০ খণ্ডে সম্পূর্ণ	২৫	টা
অব্যক্ত বিবেক ভাষ্য সহিত	৩	টা
উত্তর নৈষধ নাট্যশ্রী টীকা সহিত		
১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ	১২	টা
সিদ্ধান্ত কোশলী সম্পূর্ণ	১৮	টা
এ শেষ খণ্ড	৭	টা
বিবেক-দ্বাবলী বেদান্তদর্শনের		
মত ও বিচার	২৪	টা
কর্মাজন কর্মসংক্রান্ত বিসয় সিদ্ধান্ত ২	২	টা
দায়ভাগ কুলত্রক সাহেবের		
১০	টা	
কলিকাতা কোড়া- } ক্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় সাঁকো ৩৪ নং } নগদ বিক্রয়		

১০ টা
১১ টা
১২ টা
১৩ টা

বাঙ্গলা চাঁচড়াবলী।
কয়েকখানি অভিনব এটলাস দৃষ্টে প্রস্তুত।
ইহাতে ৩২ খানি মাপ আছে। উত্তমরূপে
বাধান। কুলবুক সোসাইটি, সংস্কৃত বক্ত্র

পুস্তকালয়ে, মধ্যম কুলে ও পটোল
বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে পাওয়া
মূল্য ৪৮ টাকা।

শ্রীমীনকমল ঘোষাল।
-:০:০:-

পুরাণ প্রকাশ।
বিষ্ণু পুরাণ।

অনুবাদও টীকা সমেত প্রত্যেক
৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিমমূল্য ১০।
যিনি গ্রন্থাভিলাষী হইবেন তিনি
আমহরইটীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্য
যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ
ক্রীমক জগদ্বোধন তর্কালঙ্কারের নামে
গণ্ডেব ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন।
না পাইলে বিশেষ বিষ্ণু পুরাণ পাঠ
নিয়ম নাই হইত।

বিক্রয়ার্থী।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাসি গুণাচন্দ্র
১১ নং জোড়া বাগান।
উপরি উক্ত বাগান ও বাসি যাঁহার
করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিয়
এত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।
গিলেগারস্ আরবো
খনট এবং কো

—:০:০:—

১৮৭০ সালের ইংরাজী এন্ট্রান্স বে
নানে গেন প্রফেসর প্রণীত। মূল্য ১১।
প্রস্তুত আছে। যাহার জয়োজন
তিনি আমার নিকট অথবা কুলবুক সোস
পুস্তকালয়ে তত্ত্ব কালেক্টে পাইবেন।
১১ নং কলেজস্ট্রী } ক্রীমক জগদ্বোধন মঙ্
পাইলডাল

সোনিপ্রকাশ।

২৬ এ ফাঙ্কন সোমবার।
ভা. ভবনীয় সনাতন বন্দ্রকণী
সভা।
কতগুলি হিন্দু অগ্রমাণ হিন্দু
রকার উদ্দেশে উক্ত নাম দিয়া এ
ধর্মসভা স্থাপন করিতেছেন। যিনি
ধর্মাবলম্বী, তিনি যদি তাহার বি
দশা দর্শন করিয়া তাহার রকার

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্টগবর্নরের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১০ এ ফেব্রুয়ারি। দেবগড়ের সহকারী কমি
শনর এ. ডবলিউ. কসার ট সাহেব ভারতবর্ষীয়
রেলওয়ের কড লাইনের নিমিত্ত জুম লইবার
ক্ষমতা পাইবেন।

১১ এ ফেব্রুয়ারি। এচ. এম. বিতন সাহেব
বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের প্রতিনিধি অফিস
সেক্রেটারি হইবেন।

১২ এ ফেব্রুয়ারি। জরিশেব ডেপুটিকালেক
টর বাবু চৌধুরী মুখোপাধ্যায় নিয়মিত
কাগজের উপরে চাকর ডেপুটি মাজিস্ট্রেট হইয়া
প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা
পাইবেন।

নদীয়ার সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর
এচ. লটম'ন জনসন সাহেব ২৪ পরগণায় বদলী
হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি
কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি প্রধানতম
বিচারালয় অথবা সেরিয়রে অর্পণ করিবার
স্বাধীন প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

১৬ এ ফেব্রুয়ারি। এল. বি. বি. কিওস'হেব
ষষ্ঠ দিন বিনায় লইয়া ইউরোপে থাকিবেন,
তত দিন ডবলিউ. এচ. এম. সাহেব রাজ
সাহেব দেওয়ান জরিপের প্রতিনিধি সুপার
টেণ্ডেন্ট হইবেন। তিনি রাজধানী বিভাগে
কালেক্টরের ও হুগলীতে মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি
কালেক্টরের ক্ষমতা চালান করিবেন।

১৭ এ ফেব্রুয়ারি। বাবু উমাকরণ গঙ্গোপা
ধ্যায় বাবাসহেব সাধারণ বিনা শাস্তার
সভা হইবেন।

ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু
দাবকানাথ দে কাটোয়া উপবিভাগেব ভার
পাইবেন।

ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু
কালীকান্দ'স দত্ত বি.এল কালনা উপবিভাগের
ভার পাইবেন।

১৮ রা মার্চ। আসামের সহকারী কমিস
নর লেপ্টনেন্ট এল. লইস হাজারিবাগে বদলী
হইয়া মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা পাই
বেন।

ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু
দারবানানথ সেন কিছু দিনের জন্য হুগলীতে

স্থিত হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেটের
ক্ষমতা পাইবেন।

এচ. এল. ডাম্পিয়র
বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারি।
বিচার ও রাজনীতি
সংক্রান্ত বিভাগ।

২২ এ ফেব্রুয়ারি। নিম্নলিখিত তম্র লোকেরা
কাছড়াপ ডার দাতব্য চিকিৎসালয় সভার
সভা হইবেন।

- বাবু মহিমচন্দ্র রায়।
- মহেন্দ্রনাথ রায়।
- প্রসন্নকুমার সেন।
- শ্যামাচরণ দে।
- ঠাকুরচরণ মুখোপাধ্যায়।
- ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।
- সুখীকুমার সেন।

২৫ এ ফেব্রুয়ারি। জীহটের অন্তর্গত মরিগ
গঞ্জের প্রতিনিধি মুন্সেফ মৌলবী আজাহারুদ্দিন
তৃতীয় শ্রেণিতে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত হইলেন।

লেপ্টনেন্ট উইলিয়াম. বেরিটন. বাট কলি
কাতার এক জন শাস্তিরক্ষক জন্মিত হইবেন।

নিম্নলিখিত তম্র লোকেরা বঙ্গদেশ বিচার
ও উৎকলের মধ্যে শাস্তিরক্ষক জন্মিত হইবেন।

- লেপ্টনেন্ট উইলিয়াম বেরিটন বাট।
- জন. ফটর, কাঞ্চল সাহেব।
- ইউইও. এডমন্টোন. কিশার।

ষষ্ঠদিন বাবু ভগবানচন্দ্র সেন সরকারী
কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিবেন, তত দিন
বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ময়মনসিংহের
অন্তর্গত নিকলির প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

পাবনার প্রতিনিধি মুন্সেফ মৌলবী আলি
আজাদ সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত হইবেন।

বাবু রত্নমোহন দত্ত দিনাজপুরের অন্তর্গত
বীর গঞ্জের মুন্সেফ হইবেন, কিন্তু আপাততঃ
বাকিপুরের প্রতিনিধি অক্ষয় জ্ঞান থাকিবেন।

ভাগলপুরেব অন্তর্গত মধুপুরের প্রতিনিধি
মুন্সেফ মৌলবী মজিদ নাটিক সম্পূর্ণ রূপে নিযুক্ত
হইবেন।

পূর্ণিয়ার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জের প্রতিনিধি
মুন্সেফ বাবু দানেশচন্দ্র রায় তৃতীয় শ্রেণিতে
সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত হইবেন।

বাবু টম্বরচন্দ্র মিত্রের মৃত্যু চন্দ্রপ্রান্তে
মেদনীপুরের অন্তর্গত কন্টাইয়েব মুন্সেফ বাবু
রামায়ান লাল দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নত হইবেন।

নিম্নলিখিত তম্রলোকেরা মানুাঘাটের মিউ
নিসিপাল কমিসনর হইবেন।

বাবু রত্ননাথ পালচৌধুরী।

১০ রাওরাজেশ্বর পালচৌধুরী।

১১ ব্রজেনগোপাল পালচৌধুরী

১২ যছনাথ মুখোপাধ্যায়।

যতুন্দিম ডাক্তার সি. জে. ২

লইয়া ইউরোপে থাকিবেন, তত দিন

জে. জে. মণিথ মেদনীপুরের প্রতিনিধি

আসিষ্টান্ট সর্জন হইবেন।

নিম্নলিখিত তম্রলোকেরা জলপাই

দাতব্য চিকিৎসালয়সভার সভা হইবেন

এফ. জে. জার. ওয়াকার সাহেব

বাবু দিননাথ বন্দোপাধ্যায়।

১৩ বাগেন্দ্র দেব রক্ষিত।

মুন্সেফ রহিম বক্স।

বাবু চন্দ্রকান্ত সেন।

১৪ জীবেশ্বর ঠাকুর।

ডাক্তার কে. মাকলিয়ন সভার সভ

হইবেন। ডেপুটি কমিসনর নিজ পদগুণে

হইবেন।

২৭ এ ফেব্রুয়ারি কাপ্তেন কিউ. ডি.

রঙ্গপুরের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইবেন

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের যে অংশট

দেশীয় লেপ্টনেন্ট গবর্নরের সীমার মধ্যে

লেপ্টনেন্ট এচ. এম. রামসে তাহার

পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন।

লেপ্টনেন্ট এ. আর. উইলকিন্সন পু

ইনস্পেক্টর জেনরলের নিজ সহকারী হই

কাপ্তেন ডবলিউ. এন. নিবেট সা

পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইবেন।

এচ. এন. বেলিসাহেব মুরসিদাবাদের

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইবেন, কিন্তু আপ

২৪ পরগণার প্রতিনিধি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট

বেন।

ময়মনসিংহের সহকারী পুলিশ সু

প্রেণ্ট এ. সি. বাষ্ট সাহেব চাকায় বদলী

বেন।

গয়ায় সহকারী পুলিশ সুপারিন্টে

ডবলিউ. বাটলসেন সাহেব লোহাবড়গ

হইবেন।

নদীয়ার সহকারী পুলিশ সুপারিন্টে

কে. জি. বরণ সাহেব ২৪ পরগণায়

হইবেন

গৌরেশ. এবল. ককেন সাহেব কল

এক জন শাস্তিরক্ষক জন্মিত হইবেন।

১ লা মা। বাবু দাবকানাথ মিত্র

অন্তর্গত ভোটিমাড়িতে তৃতীয় শ্রেণির

হইবেন। তিনি সাত দিন উপস্থিত না

কালীমোহন রায় প্রতিনির্দিষ্ট
বন ।

ডালগেশ সাহেব মোস্তাফা
উন মিউনিসিপাল কমিশনার

স্বাভাৱিক বর্জ্যমানের একজন
মিউনিসিপাল কমিশনার হইবেন ।

এ. উ. বন ।

বঙ্গদেশী মুগবর্জ্যমানের সেক্রেটারি ।

আমাদিগের কালনাঙ্ক সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেন ।

আমাদের অবদান আছেন, উত্তরায়ণ সংক্রান্ত
কালে কালনাঙ্ক বিলম্বিত হইয়া থাকে ।
শেষতঃ দুসপ্তাহের সংখ্যা এক অধিক হয়
যে দিনের সংখ্যা চলি জার হইয়া উঠে ।
যদিও, যখনসময়মত কাবল এই অতি
সকাল বঙ্গ এখানে একটী পিরের দীঘী
বড় দীঘী) তাহা উঠাতে জান কবাই যখন
গর উঠিয়া দীর্ঘ অতি বহু ও বহু
পাতন । ইহাও উপত্যক বিষয়ে অনেকে
এক কথা কহিয়া থাকেন : কিন্তু সেসকল
প্রমাণ করা হইতে পারে না । এই দীঘী ও
গর নিকটবর্তী সয় মসজিদ ও কালনার পূর্ক
শিম সীমান পিরের আয়না দেখিয়া বোধ
হয়, যখনসময়ের একাদিপত্যসময়ে এখানে
এই স্বর্গশালী মুসলমান অবস্থান করিতেন ।
এই তিনই বৃদ্ধক হইয়া মজলিস সাহেব
এই কারণ করিয়া থাকিবেন । এই মজলিস
সাহেবের আস্থানটি এখানকার প্রসিদ্ধ স্থান ।
এখানে দুইটী ভাবশিষ্ট মসজিদ আদ্যপি বর্ত
মান হইয়াছে । যদুও ইহাও উপস্থিত রূক
তার সমাধির হইয়াছে কিন্তু ভাবশিষ্ট
স্ববেদনামূলক পাম পত্র এবং প্রবেশদ্বারে
স্ববেদন খিলান পাপদের উপরে খোদাই কার্জ
কালে সকলের সম্মত হইয়া থাকেন । ইহাও
ইহাও বঙ্গ পুরাতন প্রধারী : এই মস
জিদ রাস্তার (চৌদ্দ দীঘী ও বড় দীঘী) পয়
গর সীমা হইয়াছে তাহার) এখানকার
বনহে । এই সকল দ্বারা জনা হইতেছে

যে কালনা বহু পুরাতন গ্রাম ও পূর্বে এ গ্রামে
দুসপ্তাহের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। যখন
একাধিপত্য থাকার বিষয়ে আর এক প্রমাণ
এই যে, এখানকার গোশ্বামীদিগের বাটী
(যাহা এক্ষণে দেবালয়ে পূর্ণ হইয়াছে তাহাকে)
তখন "খানাবাড়ি" বলিত । এই বাটী আশ্চা
ন্য অতি নিক । ক্রমে এক্ষণে সকলই পরি
বর্ত হইয়া গিয়াছে ।

এখানকার স্তন স্থাপিত টেনিং স্কুলটি
ক্রমে উন্নত হইতেছে । বালকের সংখ্যা ১৩৫
হইয়াছে বেহ কেহ কমে করেন স্কুলী অত্র
মিশনবি স্কুলের প্রতিযোগী । নিবেদনা করিয়া
দেখিলে তাহা জন্মাত্র । মিশনবি স্কুলেব অব
স্থাব সঠিত লনা করিতে গেলে এক স্কুল
কোনক পক্ষেতে পড়িয়া থাকে । তবে অনেক
এক কালে, এক স্কুল থাকিত ও পৃথক বিদ্যা
লয়েব প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন এই গ্রাম
হইতে মিশনবি স্কুল প্রায় এক মাইলেও
দূরত্ব হইবে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকদিগের গমন
গমন বশেষতঃ সন্ধ্যাবেল যথোচিত কেশ
হইয়া থাকে । এ গ্রামে বালকের সংখ
নিতান্ত স্তন নহে যে দুইটী বিদ্যালয় চলিতে
পারে না । কত গ্রামে দুই কোথায় বা ততো
ধিক বিদ্যালয় রহিয়াছে । সুতরাং এ বিদ্যাল
য়টি যে মিশনবি স্কুলের ক্ষতিকারক নয়,
তাহা আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি । আমরা
এইরূপ মনে বা প্রাথনাও করনা যে, এই উন্নতি
শীল বিদ্যালয়টির কিছুনা জ ক্ষতি হউক ।
ইহাও দ্বারা এ গ্রামের উপকার হইয়াছে
সন্দেহ নাই ; যদি এই স্তন বিদ্যালয়টি মিশ
নবি বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতিকারক নহে
প্রমাণ হইতেছে, তবে এক্ষণে ইহাতে গবর্নমে
ন্টে কিছু সাহায্য করা একান্ত আবশ্যিক ।
রাজপুত্রগণ যতোযোগ না করিলে, ইহার
স্থায়িত্বের পক্ষে বিশ্বাস নাই । আমরা স্থানি
লাম, বর্তমান মার্জিয়েট ওয়াড সাহেব
এ জনা মনোযোগী হইয়া স্কুল ইনস্পেক্টর
সাহেবকে লিখিয়াছেন । তাহা কার্যে পরিণত
হইলেই মঙ্গল । পরশেষ আমরা এই বিদ্যা
লয়স্থাপিতাকে পরামর্শ দি, তিন ইহার
জন্য একটী কমিটী নিযুক্ত করুন । কমিটীর
তন্বিমত কোন কার্যে নির্দিষ্ট না হয় । অত্র
এখন বঙ্গরপতিকে তাহাও সভাপতি করা
হউক । বঙ্গ বিশেষতঃ যেরূপ
এক চিত্তকর কার্যে জনক সৃষ্টিস্বরূপে চলিতে
পারে না ।

এখানে মোটাচাউল ২/০ কমে পাও
যায় না ; ভাল ২৥ টাকা । কলাই ১৮ পর্য
দাড়াইয়াছে । শান্তিপুর চাকর হানাঘাট
উলাপ্রভৃতি স্থানের বাবসারীরা এখন হই
গোলআলু ও চাউলপ্রভৃতি লইয়া যাওয়া
ক্রবদির মূল্যের তাড়ন সৃষ্টি হইয়াছে ।
হটক এবার শস্যের মূল্য নিতান্ত অপ্রীতি
নহে

এখানকার গঙ্গা নদীর নিতান্ত শেব
উপস্থিত দেখা যাইতেছে । জাটার সময় হাট
পার হওয়া যাইতেছে । গঙ্গার বাসেতে এ
নকার বাবসারীর সম্পূর্ণ ক্ষতি হইবে ।

আমাদিগের গোয়ালিয়র সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেন ।

ক্রমাগত এখানে তিন বার রুষ্টি হই
গিয়াছে । প্রথম বারে যে রুষ্টি হয়, তাহার
কার্যের পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়াছে ।
ক, অনাবৃষ্টিনিবন্ধন যেসকল ডুমি এক
অক্ষয় হইয়া পাতত হইল, এক্ষণে তা
অধিকাংশই কর্ষিত হইয়া শস্যের
উঠিতেছে । শেষ দুইবারের বর্ষ অতি সাম
শীত কালে এখানে যে উন্নয়ন গ্রীষ্ম অ
হইয়াছিল তাহার কিছু হ্রাস হইয়া
শস্যের মূল্য যে পরিমাণে কমিয়াছে, তাহা
চুক্তিফীড়িদিগের বিশেষ কষ্ট দুই হয় না
হই তিন মাসপূর্বে যে চাউল টাকায় ১/৫
বিক্রীত হইয়াছে এক্ষণে তাহা ১/৬ সের
লইতে হইতেছে । অন্যান্য প্রকারের
এইরূপ । ইতিমধ্যে আর দুই এক প
ভাল রূপ হইলে সাধারণের কষ্ট অ
নিবারণ হইবে সন্দেহ নাই ।

এই চুক্তিফের সময়ে মহারাজ সি
পশ্চাৎ লিখিত কার্গীর দ্বারা তাঁহা
সমূহের মহোপকার করিবার চেষ্টা পাইতে
দেখিয়া আমরা যার পর নাই আশ্চরিত
লাম । গোয়ালিয়রের ৩৮ ক্রোশ দক্ষিণে সি
নামে মহারাজের একটী রাজ্য আছে । তাহা
লোক দুর্ভিক্ষে কষ্ট পাইতেছে । বিপর
দিগকে কোন প্রকারে সাহায্য দিয়া উপ
বিপদ হইতে রক্ষা করেন, এই অভিপ্রায়ে
রাজ সিদ্ধিয়া সিপরীতে একটী মহৎ
নামেব আদেশ করিতেছেন । এখান
পালটিকেন এক্সেস্ট জীযুক্ত কয়েক
সাহেবের হস্তে তাহার আবশ্যিক ব্যয় অ
হইয়াছে । বোধ হয়, আগামী মার্চ মাসে
অন্ত হইবে । ইহাতে অনেক দুর্ভিক্ষ
লোক বন্দ করিয়া জীবিকানির্ভার করি

২রা কাছন শুক্রবার।

বোম্বাইয়ের 'মামলা'র চিরস্থায়ী হইল। ভারত বর্ষীয় গবর্নমেন্টে আশ্বিন মাসের ৮-০০ টাকা ভেতন নির্ধারণ করিয়াছেন।

গবর্নমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, যেসকল সরকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের স্থায়ী পদ নাই, তাঁহাদিগকে মাসিক ২০০ টাকা ভরণ পোষ দ্বারা দেওয়া হইবে, এষ্ট অতিরিক্ত সরকারী দপ্তরের পক্ষে হইবে। এবং ইটরে পীর কর্মসূচি রিগনই এই সুবিধা ভোগ করিবেন।

কলিকাতার খাল সুতন করিয়া কাটা হইতেছে। মাসিকতলা অবধি বালিয়াখাটা পর্যন্ত বীধ করিয়া জল সিঞ্চন করা হইয়াছে। কিন্তু আনানিগের বোধ হইতেছে, খাল কাটা ভাল হইতেছে না। খালের যে-যে স্থান দিয়া যায় তথায় ইট দিয়া বীধ পরিবার নিমিত্ত উভয় পাশে ইটের স্তূপ করা হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারগণের চক্ষু কিপ্রকার বোঝায় বলা যায় না। কিন্তু আমরা এককাল ক্রিষ্টক ইটের নির্মাণ করিয়াছি।

অপেক্ষা গেল্পেটে ডাম্পিংয়ের সাহেবকে বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারি করা হইয়াছে। ইডেন সাহেব বিচার ও রাজনীতি বিভাগের সেক্রেটারী হইয়াছেন। বি. এচ. শর্ক সাহেব পুনর্মুখিক হইয়া রাজধানী বিভাগের কমিশনার হইয়াছেন। যে বেঙ্গল সাহেব চুক্তিকালে সব সিসিল বীডনের সাহায্য করিয়া ১৫ লক্ষ লোককে পৃথিবী ভাগ কাইয়া চাউল সস্তা করিয়া উৎকলের অধিক উপকার করিয়াছেন। তিনি তত্রস্থ কমিশনার হইয়াছেন। ইডেন সাহেব অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা দেখুন।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত কলকাতার উপবিভাগে প্রেমারা ধোনা নিবারণের আইন প্রচলিত হইয়াছে। এষ্ট সাধারণেরা করা হয় কেন?

৩রা কাছন শনিবার।

এপথ্য বৃত্ত বিভাগ সুরক্ষা বিভাগের একটি উপবিভাগ বালিয়া পরিদপ্তর হইত। সাধারণ ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট ইহাকে পৃথক বিভাগ করিয়া ছইটলি স্ট্রাক সাহেবকে সম্পূর্ণ সেক্রেটারী করিয়াছেন। কিন্তু সর্বসাধারণ ভাবিবেন না যে, ইগা দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার স্থায়ীত্বের বৃদ্ধি হইল। সব জন লরেস মত গ্রহণের সময়ে আমাদিগের ব্যবস্থাপক গণকে বিদ্যালয়ের চাকরির ন্যায় হস্তান্তর করিতে

বলিতেন, লাভ যের দেরি হইত করিতেন। বর্তমান নিয়মানুসারে সকল বিবরণের ক্ষমতা শাসনকার্যবাহী গবর্নমেন্টের হস্তে হইল। তাঁহারা বিবেচনা না করিলে কোন বিল ব্যবস্থাপক সভায় অর্পিত হইবে না। স্থানীয় গবর্নমেন্টসমূহ যেসকল আইনের প্রস্তাব করিবেন তাহা সুরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী দ্বারা করিবেন। যখন যে বিল-গণের বিষয়ে ব্যবস্থা হইবে, তখন তাহার সেক্রেটারি ফৌজলের তর্কের সময়ে উপস্থিত থাকিবেন।

১৮৬৮ অক্টবর ২রা মার্চের বিজ্ঞাপন সকলের বোধগম্য না হওয়াতে ওকালতির পরীক্ষকগণ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যেসকল দ্বিতীয় শ্রেণীর উকীল ১৮৬৩ অক্টবর পূর্বে ওকালতি পরিচালিতেন, তাঁহারা কেবল আগামী পবীক্ষায় বাঙ্গালাতে উত্তর লিখিতে পারিবেন। পাটনা, ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, ২৪ পরগণা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কটক ও গোহাটিতে পরীক্ষা হইবে। এই সম্বন্ধে সাধারণের দিলে কি প্রতি হইত? বাহারা ইংরাজী জানেন তাঁহারাও কি এই প্রশ্ন পাইতেন?

—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্ট গবর্নরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২রা ফেব্রুয়ারি। ড. পি, স্কটন বঙ্গদেশের এক জন অউনিসিপাল কমিশনার হইবেন। ৪টা ফেব্রুয়ারি ঢাকার সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এ. এম. হাকিমগর সাহেব ১০ই ফেব্রুয়ারি অবধি কিছু দিনের নিমিত্ত ছিটিতে বন্দী হইয়াছেন।

নিম্ন লিখিত কর্মচারিগণ ১৮৬৮ অক্টবর ১৩ই আইনের ১০ ধারা অনুসারে মুদ্রাসংক্রান্ত ক্ষমতা পাইবেন:—

হরজের সহকারী কমিশনার লেপ্টনেন্ট ডবলিউ. ই. কথারকোট হাজারিবাগের অন্তর্গত বরহির সহকারী কমিশনার এ. পি. মাকডনেল সাহেব।

কুচবিহারের কমিশনারের নিজ সহকারী বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যায় জল পাইপুড়িতে। লোহারডমার প্রতিনিধ সহকারী কমিশনার জি. কে. ওয়েবস্টার সাহেব।

পালামাউএর ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মংগল লোহার ডগতে।

লক্ষীপুরের অতিরিক্ত সহকারী জে. এক. কাহেল সাহেব।

গোবিন্দপুরের অতিরিক্ত সহকারী এচ. ডবলিউ. যেকেন সাহেব ম মানজুরের অতিরিক্ত সহকারী স. এ. এল. বেডফোর্ড সাহেব।

মানজুরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট কালেক্টর বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিংহ

৫ই ফেব্রুয়ারি। চট্টগ্রামের ডেপুটি কালেক্টর বাবু:

পাখার বাবু হেমচন্দ্র করের অনুপস্থানে হারব উপবিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইয়া উটের ক্ষমতা পাইবেন।

কটকের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জল বন্দী হইয়া মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বেঙ্গল জি. গ্রেগাম সাহেব তত্রস্থ করিয়াছেন, সেই নিবন্ধন হইতে, আর সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত ঢাকার প্রথম প্রতিনিধ মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

৬ই ফেব্রুয়ারি। যত দিন বাবু মংগল লোহার লক্ষীপুরে তত্ত্বপস্থিত থাকিবেন তত দিন বাবু রাধাকামারায়ণ সেন মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধ মাজিস্ট্রেট টাক্স জমা হইবেন।

যত দিন বাবু জনরজন গাল উপনিয়োগ হইবেন, তত দিন তৃতীয় শ্রেণীর সব আনিসিপাল কমিশনার রায় সাওতাল পাইলাসে টাকার প্রতিনিধ হইয়া হইবেন।

বিশেষ কারণে, নিম্নকৃত ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু জগন্মোহন রায় ও বর্ধমান খাল ও জলসেচক কমিশনার বালেগু, কটক ও পুরীতে ছুটি দিনের জন্য নিযুক্ত হইবেন।

৮ই ফেব্রুয়ারি। যত দিন এচ. এম. স্ট্রাংগন সাহেব বঙ্গাল লটকা তত্ত্বপস্থিত থাকিবেন তত দিন ই. ডি. লকটউড সাহেব তত্রস্থ প্রতিনিধ সিবিল ও মেসিয়ার জজ হইবেন।

এচ. বি. সিমসন সাহেব মুর্শিদাবাদের নিম্ন লিখিত মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

এ. সি. স্ট্রেট সাহেব মুর্শিদাবাদের মাজিস্ট্রেট হইয়া মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আপাততঃ তত্রস্থ প্রতিনিধ হইবেন।

জি.সি. ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।
সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জে.
সাহেব মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা

ইলিস সাহেব নগরীর প্রতিনিধি
ট্রেডিং হইবেন।

সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট
করা গলা...

সাহেব নগরী হইতে ময়মন

সাহেব ভাগলপুর হইতে

সাহেব ভাগলপুরে।

সাহেব ভাগলপুর হইতে লক্ষী

সাহেব ময়মনসিংহ হইতে

সাহেব শিবসাগর হইতে

সাহেব বঙ্গদেশের

সাহেব ভাগলপুরে

সাহেব ভাগলপুরে

সাহেব ভাগলপুরে

সাহেব ভাগলপুরে

সাহেব ভাগলপুরে

সাহেব ভাগলপুরে

সাহেব ভাগলপুরে

সাহেব ভাগলপুরে

সাহেব ভাগলপুরে

সাহেব ভাগলপুরে

সাহেব ভাগলপুরে

সাহেব ভাগলপুরে

সাহেব ভাগলপুরে

তিনি কলিকাতা ও ২৪ পরগণার মাজিস্ট্রেটের
ক্ষমতা পাইবেন।

লেপ্টেনেন্ট বাটি প্রেসিডেন্সি জেল ও বাঁকুড়া
জেলের দর্শক হইবেন।

যত দিন বাবু মদনসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদায় লইয়া অস্থায়িত থাকিবেন, তত দিন
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চাকর অধর্গত
নানায়গঞ্জের প্রতিনিধি মুদ্রিত হইবেন।

যত দিন বাবু তৈরলোকনাথ মিত্র বিদায়
লইয়া অস্থায়িত থাকিবেন, তত দিন বাবু রাখাল
চন্দ্র বসু হাটসহীরা অধর্গত বেলামানার
প্রতিনিধি মুদ্রিত হইবেন।

যত দিন বাবু শুভপ্রসাদ সেন বিদায় লইয়া
অস্থায়িত থাকিবেন, তত দিন বাবু নৃত্যগো
পাল মল্লিক মালভের প্রতিনিধি মুদ্রিত হই
বে

যত দিন বাবু রামপ্রসাদ দাস বিদায় লইয়া
অস্থায়িত থাকিবেন, তত দিন বাবু গণেশচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায় চাকর অধর্গত মনসুপুরের
প্রতিনিধি মুদ্রিত হইবেন।

ডবলিউ. জে. মণ সাহেব ভাগলপুরে
প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর
হইবেন।

পবলিকওয়ার্ক বিভাগ।

তৃতীয় শ্রেণীর সেকেন্ডারী ইঞ্জিনিয়ার এক, ই.
ব্যাটসন সাহেব প্রথম রাজধানী বিভাগ হইতে
সরকারি খাল বিভাগে কিছু দিনের নিমিত্ত
বদলী হইবেন।

প্রথম শ্রেণীর স্থানীয় এন্ডারসিয়ার বাবু
উমেশচন্দ্র মিত্র নদীয়া হইতে ভাগলপুরে বদলী
হইবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী ইঞ্জিনিয়ার জে.
এফ. মাল্লভয়েল সাহেব আসাম বিভাগে স্থিত
হইবেন।

ইউরোপীয় সনাতন।

লণ্ডন ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। আয়ারল্যান্ডীয় বিশ
পগণ তথায় এতদী পর্যন্ত কবিবাবু আবে
দন কবিয়াছিলেন, গবর্নমেন্ট তাহা অগ্রাহ্য
করিয়াছেন। কর্ণেল হেগাসন পুলিশ কমিশনার
হইয়াছেন। স্ট্রটজ অবধি বোম্বাইপর্ষদ টেলি
গ্রাফ করিবার কোম্পানির অংশ বিতরিত হই
য়াছে।

আলজিরিয়া হইতে শেষ সংবাদে প্রকাশ
পবে গঠকলা ১২০০ করানী টৈন্য ৩৮০০
দেশীয় যোদ্ধাকে পরালয় করিয়াছে। করানী

সৈন্যগণ বিদ্রোহী দেশের পশ্চিমাবর্ত হইয়া
গত কালের এক টেলিগ্রাম লেখক
হইতে আসিয়াছে। ইত্যং প্রকাশ করে
হইতে কাপ্পীর সমুদ্র পর্যন্ত বেলগয়ে ক
ভাব একতী গোপনীয় কোম্পানিকে
নিমিত্ত সম্রাট আজ্ঞা দিয়াছেন।

পেরা ৫ই ফেব্রুয়ারি। প্রিন্স অব ওয়ে
পার্বতী আলেকজান্ডিয়াতে উপনীত
হইয়াছেন।

গ্রিসেব মন্ত্রিবর্গ পশ্চিমগ করিয়াছেন।
জিরিয়াতে আরও যুদ্ধ হইয়াছে

লণ্ডন ৫ই ফেব্রুয়ারি। কের্ণেল জে
অকসকেডেব জাতিগকে নৌকার
খেলিতে বলিয়াছেন। ২০এ মার্চ এই
হইবে।

ওয়ারিউটন সাহেবের প্রতিনিধিত্ব
স্থিত হইয়াছে।

এথেন্স হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, এ
সুতন মন্ত্রিবর্গ সুতসভার প্রস্তাব গ্রাহ্য
হইবে।

৬ই ফেব্রুয়ারি। পারিস হইতে টেলি
আসিয়াছে, মার্কুইস ডিমুর্সিয়ায়েব মৃত
হইয়াছে

আয়ারল্যান্ডেব বিশপগণ এক ঘোষণা
বিষয়ী লোকনিগের পরামর্শ ও স
চা হইয়াছেন।

সর আর্নর গিগেসকে ডবলিনেব প্রতি
হইতে চ্যুত করা হইয়াছে। ফিপস সাহেব
ঈবরির প্রতিনিধিত্ব ভাবাইয়াছেন।

রাজীব শরীফ অসুস্থ হওয়াতে
মহাসভা খুলিতে পারবেন না

পেরা ৭ই ফেব্রুয়ারি। এথেন্সে অদ
মন্ত্রিবর্গ নিমুক্ত হন নাই। সুতন মন্ত্রিবর্গ
মাত্র পশ্চিমগ করিয়াছেন। সুতসভার
গ্রাহ্য করা হইবে কিনা ইত্যং উত্তর
নিমিত্ত এইসকল আর আট দিন সময়
হইয়াছে।

৮ই ফেব্রুয়ারি। ইংলণ্ডে সংবাদ আ
যাকে, খুইয়ে জগদ্বিবে এডেনববার
উদ্যমশা অস্থরীপে উপনীত হইয়াছে
বিকাগ সাহেব ওয়ালিভফোডের যথার্থ
মনি ব লয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। প্রধান
পত সশ্রুতি সর চাবলস টিবিলিয়নেব
টিবিলিয়ান সাহেবের ?) বিরুদ্ধে এক ব
করতে তিনি পদব্যাগ করিয়াছেন।
মাত্তোন সাহেব উত্তাকে ইটা কবিত
নাই। তিনি তন্নিত্ত কোষকের ডিউ
নিকটে দোষ স্বীকার করিয়াছেন।

শিক্ষণে নিযুক্ত রাখিলে বিশেষ আনন্দ ঘটায়। পুলিশ অধ্যক্ষদের কর্তব্য মধ্যে মধ্যে ভীদারগণকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যান।

তৎসর জিলাবতী নদীর জল সেতু অতিক্রম করিয়া বাঁধ ভঙ্গ করিয়া ধারণ লোকের অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমেরকেরই মিনিত আছে। আমেরকট নিবারণার্থ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট জৈধরচন্দ্র মিত্র প্রায় এক মাসকাল ঘাটাল কুর্ভাখানা গ্রামে অমন করিয়া দরিদ্র লোকের সঙ্কট সাহায্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে আসিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু বহননাথ শীল মহাশয় ব্যয়ক জন ও ভারসীয়ারপ্রভৃতি যত্নপূর্বক সঙ্কটবিধরে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। জলপ্রাবনে ঘাটালের মডেল ইকলেট নির্মিত গৃহীত হইয়া অদ্যাপি পাত্ত হইয়াছে, বালকগণের শিক্ষার বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, স্মৃতিশক্তি প্রকৃত করিবার জন্য ইহা উদ্যোগী দেখিতেছি না।

ঘাটালে অনেক ভদ্রলোক আছেন, উর্জসংখ্যা ৩০০০ হইলে যে সমান; একটা বিদ্যালয়গৃহ প্রস্তুত হয়, তাহাযে কাহারো মনোযোগ দেখি না। শুনতেছি আহানাবাদে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট তম বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ অনেক আক্ষেপ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ইন্দা সংগ্রহ করিয়া বিদ্যালয়গৃহী প্রস্তুত করাইয়া দিবেন। তাহা হইলে সকলে পীরম আনন্দিত হন।

গতবৎসর ঘাটালে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন হইবে বলিয়া এক সভা হয় এবং বিদ্যালয় গৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য চাঁদা হয়। ওয়াট মন কোম্পানির ঘাটালস্থ প্রধান কর্মচারী জীযুক্ত টরণ বুল সাহেব মহাশয়ের যথেষ্ট টাকা দিবার কথা আছে এবং জীযুক্ত জৈধরচন্দ্রবিদ্যা সাগর মহাশয় ৫০০ পাঁচশত টাকা প্রাক্ষর করিয়াছেন, আপাততঃ ৩০০ তিনশত টাকা দিয়াছেন, অপরাপর ভদ্রলোকেও কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছেন। তথাপি অদ্যাপি বিদ্যালয় গৃহ প্রস্তুত হইবার কোন উদ্যোগ দেখি না কেন? আর কেই বা মেনেছেন হইয়াছেন তাহাও জানা যায় না।

ইতিমধ্যে ঘাটালখানার অস্ত্রপাতী উদয় গঙ্গনিবাসী সীতারাম উপাধ্যায়ের বাড়িতে ডাকাইতি হয়। যেরাত্ৰিতে ডাকাইতি হয় সে রাত্ৰিতে ঘাটালখানার জমাগার ও কনষ্টাবল প্রভৃতি উদয়গঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

লাহোরস্থ সংবাদ

মহাশয়! যে স্থানে

সেই স্থানের ব্যক্তি শো

সংখ্যা, আচার ব্যবহ র,

প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে: রূপ

প্রথমে লেখা উচিত।

নতুবা অমিত্র

গৃহস্থ দেশীয় জাতারা

কৌতূহলাক্রান্ত

হইয়া সস্তোষেব সহিত

এখামকার সংবাদ

সকল না পড়িতে পারেন।

এই জন্য সংবাদ

পত্রে যত দূর লেখা যাইতে

পারে স্মৃতিশক্তি সংবা

দেব সংস সঙ্কে এইসকল

বিষয় অল্প অল্প

করিয়া ক্রমে লিখিতে

চেষ্টা করিব।

১। লাহোর কলিকাতার প্রায়

সাত শত কোশ দূরে অবস্থিত,

ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম

কোণে স্থিত। লাহোর ভারতবর্ষের মধ্যে

একটি প্রধান ও পুরাতন

নগর। এখানে যে সকল

পুরাতন অট্টালিকা, মুসলমান ও হিন্দু

বাজাদের কীর্তি অদ্যাপি

বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাতে

ইহা যে কিরূপ সমৃদ্ধিশালী

নগর ছিল তাহা বলা যায় না।

এক্ষণে যদিও তাড়ন সমৃদ্ধ

নাই; কিন্তু পঞ্জাব গবর্ণমেন্টের

রাজধানী বলিয়া ইহার

ঐর্ষ্যের অল্পতা নাই।

নগরের চতুর্দিক

বাগিচা প্রায় এক কোশ উচ্চ

প্রাচীরে পরিবেষ্টিত আছে।

মগরের গভ্যায়ত করিবার

বার্গী অতি উচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। ইহা মুসলমান সম্রাটদিগের কুতূবপুরে মহারাজ রণজিৎ সিং কর্তৃক নির্মিত। এখান ইংরাজদের পতাকা ইহার অধরে উডডীয়মান হইতেছে। হার! কাহাঁ গতি! কিছুই স্থির নহে। বাহাদের এই কীর্তি তাহাও কি এক দিনের ভরে মনে রাখিল যে, ইহা তাহাদের বংশাবলির চিহ্ন হইতে এক ভিন্নজাতীয় রাজ্য কাড়িয়া লই এই দুর্গমধ্যে মুসলমানদিগের অনেক রাজপ্রাসাদ, দর্পণগৃহ, সেনানিবেশপ্রস্থান রহিয়াছে, মহারাজ রণজিৎ সিং মুসলমানদিগের অনেক মসিদ ও গৃহনষ্ট করিয়া আশ্রয় মনোমত সেনানিবেশপ্রস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন। চর্গী অতি মনোহর স্থানে নির্মিত হইয়াছে। সম্মুখে রাবী নদী ও বিস্তীর্ণ বাগিচা, পশ্চাতে নগর।

১। এক একটা দুর্গ ৩। অট্টালিকা, খালে ঘাটাল কোণে ও সায়ংকালে এই কবী যে কিরূপ সুখজনক তাহা না! আরি অনেক অনেক নগর কিন্তু এরূপ মনোহর উদ্যানপরিবেশ কখন নগর ও জীবনগোচর হয় না! মেষ্ট উদ্যানের পারিপাট্য ও সুশৃঙ্খলিত বন্দার বিশেষ মনোযোগী।

নগরের উত্তর পশ্চিম কোণে সুদৃঢ় আছে। দুর্গী অতি উচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। ইহা মুসলমান সম্রাটদিগের কুতূবপুরে মহারাজ রণজিৎ সিং কর্তৃক নির্মিত। এখান ইংরাজদের পতাকা ইহার অধরে উডডীয়মান হইতেছে। হার! কাহাঁ গতি! কিছুই স্থির নহে। বাহাদের এই কীর্তি তাহাও কি এক দিনের ভরে মনে রাখিল যে, ইহা তাহাদের বংশাবলির চিহ্ন হইতে এক ভিন্নজাতীয় রাজ্য কাড়িয়া লই এই দুর্গমধ্যে মুসলমানদিগের অনেক রাজপ্রাসাদ, দর্পণগৃহ, সেনানিবেশপ্রস্থান রহিয়াছে, মহারাজ রণজিৎ সিং মুসলমানদিগের অনেক মসিদ ও গৃহনষ্ট করিয়া আশ্রয় মনোমত সেনানিবেশপ্রস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন। চর্গী অতি মনোহর স্থানে নির্মিত হইয়াছে। সম্মুখে রাবী নদী ও বিস্তীর্ণ বাগিচা, পশ্চাতে নগর।

রণজিৎ সিংহের সমাধিসম্মিলন, বাগিচার সমাধিসম্মিলনপ্রভৃতি আরও অনেক স্থল দেখিবার যোগ্য স্থান আছে। রণজিৎ সিংহের সমাধি অতি মনোহর। কাহাঁ খচিত প্রাচীর, ছাদপ্রভৃতি বিবিধ প্রস্তরে রঞ্জিত, একটা স্তম্ভের চূড়া স্বর্ণময় বাজবিক লাহোরী দেখিলে মনোমধ্যে কিরূপ অভূতপূর্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, যে না দেখিয়াছে, সে বলিতে পারে না।

লাহোর বন্দা অদ্য এই পর্যন্ত বাগিচা অন্যান্য বিষয় ক্রমে ক্রমে লিখিতে এক্ষণে করেকটা স্মৃতিশক্তি সংবাদ দিতেছি।

১। গত ২৩ এ ও ২৪ এ এখানে বৃষ্টি হইয়াছে। লোকে কহিতেছে যে

প্রকাশক

১। আগের প্রকাশক ব'বু নবীনচন্দ্র
 মুর যন্ত্র ও উদ্যোগে এখানে একটি
 ইহার আয়োজন হইতেছে।
 শকুন্তলানাটক হিন্দীভাষায় অনু-
 ভূত। পণ্ডিত মনমুল ও কয়েক জন
 গাঙ্গুলী জাতা ইহাতে যোগ দিয়া-
 ২। এখানে বাইনাচ, কুৎসিত পান ও
 মদ্যের প্রচলিত, তাহাতে নাটকাত্মনয়রূপ
 বিশুদ্ধ আশ্রমের পথ প্রদর্শন করিয়া দিতে
 পারিলে বোধ হয় অবশ্যই উপকার হইবে।
 ৩। হোলির কুৎসিত আমোদ এ অঞ্চলের
 কত্রই প্রায় সমান। প্রকাশ্যে রাজপথে
 পুরুষ একত্র হইয়া কুৎসিত গীত ও নৃত্য
 করে। চক্র করিয়া বস্ত্রসংখ্যক লোক মদ্যপান
 করে।
 ৪। এখানে সাধারণ উন্নতিবিধা
 নীনারী একটি সভা আছে। ইহাতে বাঙ্গালী
 পক্ষাবী উভয়েই সভ্যশ্রেণীভুক্ত।
 হিত্যসংক্রান্ত, বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক
 কৃতি সাধারণ হিতকর বিষয়সকল আলো-
 চিত হয়; কিন্তু দেশীয় লোকদের কোন অনুষ্ঠানে
 প্রথম যেরূপ উৎসাহ ও উদ্যম থাকে
 তদনুসারে তাহাদের সে উৎসাহপ্রিয় প্রায়
 হইতে দেখা যায়; এখানেও সেইরূপ
 যাইতেছে। লাহোর এত বড় স্থান, এখানে
 কাত্যব পেশুন সভার ন্যায় একটি বৃহৎ সভা
 উচিত, কিন্তু স্থানের বিষয় এই যে, উৎ-
 সর্গ আট জন সভ্যও পাওয়া চকর।

আমাদিগের কালনাশ সংবাদদাতা
 প্রকাশিত—
 পুস্তক মাঝিট ব'বু হাবকান'প'দ বাচ-
 অসমস্তর কালনাশিত তৎসং সকলেরই
 প্রক হইয়াছে। আমবা জানিতাম, উক্ত
 কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন করিলে সে বিচার
 কাল সে স্থানে থাকতে পাবেন।
 বাহাছর ত একরূপ যন্ত্র ও পরিশ্রমে
 কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন করিতেছিলেন, যে

না। বিশেষতঃ বালিকাবিদ্যালয়টি ত ইহারই
 যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং ইনি বিশেষ চেষ্টা
 কারিয়া বিদ্যালয়ের জন্য ৪ হাজার টাকা সংগ্রহ
 করিয়াছেন, অবিলম্বে গৃহ আরম্ভ করিবার মানস
 করিয়াছিলেন; গ্রামের উপকারের জন্য বন
 জঙ্গল পরিষ্কার করা ইতেছিলেন; টেনিং বিদ্যা
 লয়টি থাকিতে উন্নত হয় তজ্জন্য একান্ত যত্নবান
 হইয়াছিলেন। সম্প্রতি ইনি মফস্বল স্থানসকল
 পরিদর্শন করিয়া প্রজাদিগের সুবিধার জন্য
 কোথায় কি কি করা উচিত তাহা লিখিয়া
 আনিয়াছিলেন। স্বরায় পরিবর্তের কথা শুনি-
 লেন। ইনি আটমাস কাল নিয়ত পরিশ্রম ও
 ভ্রমণ করিয়া এ স্থানের অভাবসকল যেরূপ
 অবগত হইয়াছিলেন এবং সেইসমস্ত অভাব
 সুবীকরণ করিতে যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন
 অন্য বিচারপরি হইলে এসকল কাল এত শীঘ্র
 হওয়া সম্ভাবিত নহে। কারণ যেমন কেন উপ-
 যুক্ত লোক আছেন না, এস্থানের ও অন্যান্য
 স্থানের অবস্থা ও অভাব জানিতেই তাঁহার
 অধিক সময় নষ্ট হয়, কিন্তু সে বাহাছর সেই সম-
 যের মধ্যে সেইসকল অভাব মোচন করিয়া
 স্থানের জীবনসাধন করিতে পারিতেন। আমরা
 মুক্তকণ্ঠে প্রীকার করিতেছি যে, জীবন্ত বাবু
 কালিকাদাস দত্তও যথার্থ উপযুক্ত বিচারপতি
 সন্দেহ নাই, কিন্তু এই পরিবর্তী বিহুদিন
 বিলম্বে হইলেই সর্কারী মজল হয়। ইনি যে
 স্থানে যাইবেন, সেইখানেই শুভানুষ্ঠান করিবেন
 সভ্য; কিন্তু এখানে যেসকল দেশহিতকর
 কার্যের সংকল্প করিয়াছেন তাহা সম্পন্ন করিয়া
 যান, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। যদি বিচারটি
 উত্তম হইতেছে, স্থানীয় অনেক বিষয়ের
 বিশেষ উন্নতি হইতেছে, মফস্বলপরিদর্শনের
 যথার্থ ফল হইতেছে, তবে এত শীঘ্র ইচ্ছাকে
 স্থানান্তরিত করিবার কি কারণ, তাহা আমরা
 কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু একথা বলিতে
 পারি, যে প্রায় গ্রামের সমস্ত লোকেই একজন
 সুখী নহেন; অনেক স্থানে আমরা এই অন্যায
 পরিবর্তের কথা পকখন শুনিতে পাইতেছি।
 ইনি য চিরকালট এই স্থানে থাকুন যদিও
 এমন অসমস্ত প্রার্থনা আমাদের নাই, কিন্তু
 কয়েকটি শুভকর কার্য (বিদ্যালয় হইলী

বিশেষ) সমাপন করিয়া স্থানান্তরিত হন
 আমাদের প্রার্থনা।

আমরা অত্যন্ত আশাদের সহিত
 করিতেছি যে, জীবন্ত ডেপুটী বাবুর অ-
 ক্রমে বর্তমানাধিপতি জীল জীবন্ত ম-
 চন্দ্র বাহাছর অত্রত্য বালিকা বিদ্যালয়ের
 হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

এখানকার নিকটবর্তী অনেক স্থানে
 চুরির সংবাদ শুনিতে পাইতেছি। কয়েক
 হইল, নাদনঘাটনামক স্থানে একটি ডাক
 হইয়া গিয়াছে। পুলিশ ইনস্পেক্টর জীবন্ত
 রামরায়, ঘোষ মহাশয় ইহার তদারক ক-
 রছেন। কল কি হয়, পরে জানাইব। যাহা
 এইসকল অভ্যচার মুক্তিমান হইয়া আ-
 গকে বাবু চন্দ্রশেখর রায়কে স্মরণ করিতে
 যাদেয়। বাস্তবিক তাঁহার সময়ে পশুদমন
 হইয়াছিল, এখন সেপ্রকার কিছুই নাই।
 পুলিশের কাজ যে আড়ম্বরপূর্ণ তাহা সকল
 স্বীকার করিয়া থাকেন, সুতন পুলিশ হই-
 ক হইবে, লোক ত সুতন নয়? যাহা হ-
 দস্তায় হইতে রক্ষা করা গবর্নমেন্টের কর্তব্য
 এখন অনেক স্থান হইতে এ সংবাদ পা-
 যায়।

ইহার মধ্যেই এখানে এত রৌদ্রের উত্ত-
 হইয়াছে, যে তাহাতে বিশেষ ক্লেশ হই-
 থাকে। মধ্যে ওলাউঠার প্রাচুর্য হইয়াছিল
 কিছু মৃত্যুর সংখ্যা অল্প। মধ্যে বৃষ্টি হওয়ার
 এই পীড়া অনেক কমিয়া গিয়াছে।

—:—

প্রেরিত।

মান্যবর জীবন্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
 মহাশয় সমীপেষু।

গত ২৬ এ কেজরারি শুক্রবার বেলা ৪ টার
 সময় বড়বাজার গবর্নমেন্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গালা
 পাঠশালার পারিতোষিকদানকাৰ্য্য সম্পন্ন
 হইয়াছে। অন্তরেবল জক্তি স্ জীবন্ত মারকা-
 নাথ মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া
 বহুতে বালকগণকে পারিতোষিক প্রদান
 করেন। যে ৫ পাঁচটি বালক বাঙ্গালা অষ্টমতনিক
 হাতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গবর্নমেন্ট
 বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পড়িবার অনুমতি পাই-
 য়াছে; তাহাদিগকে রৌপ্য পদক ও অন্যান্য
 জ্ঞানীর বালকদিগকে পুস্তক প্রদান করা হয়।

আমদারী ৩৪১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ
 বহু অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে
 জীবিত জগন্নাথ তর্কালঙ্কারের নামে যত
 ধর্মের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম
 না পাইলে বিশেষ বিক্রয়পত্র পাঠাইবার
 নিয়ম নাই ইতি।

—:~:~:~—

বোম্বাই হইতে আমদানী।	
মিতাকবা ৩ অধ্যায় সম্পূর্ণ	৭
পরাম্বর সংহিতা।	২
সঙ্গীত বিক্রয়পত্র	৮
ধাতুমঞ্জরী	১১
গীতগোবিন্দ ও রাধাবিনোদ কাব্য	
সঙ্গীত, জয়দেব কৃত	১১
বিদ্যমুখমণ্ডন সঙ্গীত	১
কলিকাতা ঠানঠানে ২২৬ নং	} ক্রীকেন্দারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—:~:~:~—

ইন্ডিয়ান রেলওয়ে।

এপ্রেলমাসে ট্রেন গমনাগমনের পরিবর্তন।
 এক্ষণে কেবল শনিবার আপরাহ্ন ২ টা ৩৮
 মিনিটে (কলিকাতার সময় অপরাহ্ন ৩টা ১০
 মিনিটে) যে গাড়ী পাণ্ডুরা পর্যন্ত যায় তাহা
 বর্তমান পর্যন্ত যাইবে।
 এক্ষণে কেবল সোমবার প্রাতঃকাল ৭টা
 ৩ মিনিটে যে গাড়ী পাণ্ডুরা হইতে চাড়ে,
 প্রাতঃকাল ৬ টার সময় (কলিকাতার
 সময় ৬টা ৩২ মিনিট) বর্তমান হইতে
 চাড়ে। পাণ্ডুরা হইতে ছাড়িবার সময়
 রূপ আছে সেইরূপ থাকিবে।
 বোম্বাই অব এজেন্সি
 ইন্ডিয়ান রেলওয়ে
 ডেলহাউসী কোয়ার্টার
 কলিকাতা ১৮৬৯
 ৯ ই মার্চ।

—:~:~:~—

চরিত মঞ্জরী।

অর্থাৎ ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
 পুস্তক হইয়াছে। এখানে ইহাতে এককী
 তন বিষয় সন্নিবেশিত হইল। জীবিত উদ্ভে
 হোমরের অল্পমরিক্রমে লন্ডনে লেখকের
 বন হস্তান্ত ও লর্ড হেষ্টিংসের শাসন বিবরণ
 লিখিত হইয়াছে। এবং প্রথমবারে যে দুই এক
 ন গবর্নর জেনেরলের সময়ের যে ঘটনাগুলি
 লিখিত হইয়াছিল, এখানে সেগুলিও উহাতে
 লিখিত করিলাম। অধিকতর উহাতে এককী

উপক্রমণিকা বোঝিত হইল। সুতরাং এই
 পুস্তক হিত চরিতমঞ্জরী পাঠে ইংরেজদের ভারত
 বর্ষে আগমন অবধি লাডক্যানিওর রাজ্যশাস
 নের শেষ পর্যন্ত সমুদায় হস্তান্ত আবশ্যকমত
 অবগত হওয়া যাইতে পারিবে। আর ইহাতে
 মিউটিনির হস্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।
 সংস্কৃত বস্ত্রের পুস্তকালয়ে ও জোড়াসাকো
 ৬৪ নং দোকানে জীবিত প্রতাপচন্দ্র রায়ের
 নিকটে প্রাপ্য।

মূল্য ১।

ক্রীকালী প্রসন্ন রায়।

—:~:~:~—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাড়ি ওদাঘনহ
 ১৯ নং জোড়া বাগান।
 উপরি উক্ত বাগান ও বাড়ী বাঁহারা জর
 করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক
 স্মিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেগুৱান্স আরবো-
 খনট এবং কোং

-:~:~:~-

১৮৭০ সালের ইংরাজী এন্ট্রান্স কোসের
 মানে কোন প্রফেসর প্রণীত। মূল্য ১।।
 যাহার প্রয়োজন হইবে, তিনি আ
 মায় নিকট অথবা জুলবুক সোসাইটির
 পুস্তকাগারে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।
 ১১ নং কালেকটরীট } ক্রীকালী প্রসন্ন রায়
 পটোলডালা

-:~:~:~-

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের
 ২২ হইতে ৫ই মার্চ পর্যন্ত ভাগীরথী
 নদীর সর্গকমতি জলের
 সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্গকমতি জল ফুট ইঞ্চি
ভাগীরথীর সহিত পদ্মানদীর যোগের স্থান	১০ ২
মহানাদ	৬ ২
তথা হইতে ভক্তিপুর	
১৩১ মাইল মধ্যে	১ ৬
ভক্তিপুর হইতে বহরমপুর	
৪৬ মাইলের মধ্যে	২ ২
বহরমপুর হইতে কাটোয়া	
৫০ মাইলের মধ্যে	২ ২

কাটোয়া হইতে
 ৪৬ মাইলের মধ্যে
 সন ১৮৬৯ সালের ১০ই
 পুর গজঘাটের জলের মাপ।

সন ১৮৬৯ সালের ৪ টা মার্চ তারিখে
 গজ ঘাটের জলের মাপ।

কুট
 ৫৭
 বহরমপুর } জীবিত সি. ই. উইল
 ৮ মার্চ } কিউটিব ইঞ্জিনিয়ার মন্ত্রী
 ১৮৬৯ } লোকাল রিবার ডিবিজ

সোনপ্রকাশ।

৩ রা চৈত্র সোমবার।
 শস্যের অবস্থা।

গত বুধবারের গেজেটে ফেব্রু
 রির অর্ধাংশ পর্যন্ত নানা স্থানে
 শস্যের অবস্থার তত্ত্ব প্রকাশিত
 রাহে। কেন্দ্রািপাড়া বিভাগে
 হওয়াতে আমন ধান্য ও রবিশস্য
 অনেক উপকার দর্শিয়াছে। জর
 মূল্য সমান ও যথেষ্ট শস্য আছে।
 ধনন কার্যে ৪,৫০০ লোকে কর্ম
 রাহে। কটকে রুষ্টি হইয়াছে। ২
 কেন্দ্রারিপার্শ্বস্থের পুরীর সংবাদ এই
 চাউল ১২ সের বিক্রীত হইতেছে
 কর্মের অভাব নাই। বালেশ্বরে চাউ
 ১০ সের অবধি ৮২ সের পর্যন্ত। বি
 কণ রুষ্টি হইয়াছে। সুবর্ণরেখার তীরে
 শস্য এককালে নষ্ট হওয়াতে পূর্তকার
 দ্বারা সাহায্য দেওয়া হইতেছে।

ভাগলপুর বিভাগ। মধুপুরে সা
 ন্যরূপ রুষ্টি ও রবিশস্য যৎসামান্য
 রাহে। ভাগলপুর ও বাঁকা উপবিভাগে
 সমুদায় শস্য নষ্ট হইয়াছে। মুন্সেরে
 স্থানে স্থানে কতক চাউল হইয়াছে
 কয়েকটা পরগণায় কিছুই হয় নাই
 রবিশস্য ছয় আনা হইতে পাঁচ
 রুষ্টিতে কিঞ্চিৎ উপকার হইয়াছে
 পূর্ণিয়ার অবস্থা ভাল। রাজমহলে শ

যদিও অদ্যাপি দুর্ভিক্ষলক্ষণ
তাহে না। মাঁওতালপরগ
অনিউশকা আছে। দুমকার
নহে।

বিভাগ। বিহারে বৃষ্টি হয়
ও পুকুরিণীসকল শুষ্ক হও
অতিশয় জলকষ্ট হইয়াছে।
পতর অল্পকষ্ট অদ্যাপি হয় নাই,
কালেক্টর আশঙ্কা করেন, এক
র মধ্যে বৃষ্টি না হইলে দুর্ভিক্ষ
। শস্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়
সাহরনেরও এই অবস্থা। চম্পা
। কষ্ট নাই, কিন্তু দক্ষিণ পূর্ব
। অত্যন্ত কষ্ট হওয়াতে অনেকে
। কাজ করিতেছে। ত্রিহুতের
। পূর্ববৎ। বৃষ্টি হয় নাই। হাজারি
। অর্ধেক শস্য হইয়াছে। মানভূমের
। পালামাউরের অতিশয় দুঃ
। হইয়াছে।

—:—

১৮৫৯ অক্টোবর ১০ তারিখের
বিশেষণ।

সিলেক্ট কমিটি বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থা-
সভার ১৮৫৯ অক্টোবর ১০ আইন
শাধনার্থে যে পাণ্ডুলেখা উপস্থিত
। তাহা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়
। পূর্বে কালেক্টরদিগের নিকটে
। মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইত, দেও
। আদালতে তাহার বিচার হইবে।
। মকদ্দমার বিচারের সময়ে
। মত উল্লিখিতদ্রব্যকে আর কেহ
। করিতে পারিবেন না। এটা
। রণের মত। অতএব এ প্রস্তাবটা
। শয় সঙ্গত হইয়াছে। ইহাতে ডেপুটি
। ক্টরেরা অসম্মত হইতে পারেন।
। টি কালেক্টরমাত্রই অনুপযুক্ত
। আমরা বলি না। উর্ধ্বাঙ্গের
। কায়ে। এত সময় অতিবাহিত
। হইবে, উপযুক্ত লোক হইলেও

উর্ধ্বাঙ্গেরা যথোচিত পরিশ্রম করিয়া
মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার সময় পান
না। উর্ধ্বাঙ্গের অধিকাংশের যথা-
রীতি আইন শিক্ষা নাই এটাও স্বীকার
করিতে হইবে। মোক্তারদিগকে বহি-
কৃত করা হইয়াছে; ইহাও সামান্য উপ-
কারক নহে। ইহারা অনেক মকদ্দমার
প্রকৃত অবস্থার বহু বিপর্যয় করিয়া
ফেলেন; সুতরাং অনেক স্থলে যথার্থ
বিচারের ব্যাঘাত জন্মে। সিলেক্ট কমিটি
১৮৫৯ অক্টোবর ৮ আইনের বিধি অনু-
সারে মকদ্দমাগুলি করিবার যে প্রস্তাব
করিয়াছেন, তাহাও অতিশয় সঙ্গত
হইয়াছে, কিন্তু উল্লিখিত পাণ্ডুলেখার
প্রারম্ভে একটা অন্যায় চেষ্টা দৃষ্ট হইল।
১৮৫৯ অক্টোবর ১০ আইন কুবকদিগের
সনন্দ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহার
অনুগত স্বত্ব গুলি বঙ্গদেশ, বিহার উৎ-
কল ও কাশীর কুবকদিগকে দেওয়া হয়;
কিন্তু সিলেক্ট কমিটি পাণ্ডুলেখ্যে কেবল
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তভুক্ত মহলসকলের
প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন। উৎকলে
এ বন্দোবস্ত নাই, তাহা বলিয়া কি
প্রদত্ত স্বত্ব হরণ করা হইবে? প্রধানতম
বিচারালয় রাজকুমার রায় বনাম আসা
বিবির মকদ্দমায় স্থির করেন, জমী
দারের স্বত্ব বাজে আগু হইলেও প্রজার
স্বত্ব লোপ হইবে না। সদরলণ্ডের মাপ্তা
চিফরিপোর্টে আছে ১) বঙ্গদেশের প্রজা
গণ ২০ বৎসরের এক হাজারে প্রাথিল্য
প্রদর্শন করিলে বিপরীত প্রমাণভাবে
বর্জিত কর হইতে রক্ষা পাইবেন। উৎ-
কলের প্রজাদিগকে এ স্বত্ব কেন না
দেওয়া হইবে? ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক
সভা ১০ আইনদ্বারা যেসকল স্বত্ব প্রদান
করিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা
তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ নহেন।

(১) ১৮৬৫ অক্টোবর ১০ তারিখের
নিষ্পত্তি ১০ পৃষ্ঠা।

আমরা অমেক বার বলিয়াছি,
স্থলে প্রজাগণ ইমারত, উদ্যান, পুকুর
প্রভৃতি করিয়াছেন, তথায় কোন জ
করবৃদ্ধি করা উচিত নহে। সাময়িক
হটক, আর স্থায়ী বন্দোবস্ত হটক,
বিবেচনা করা উচিত নহে। ১৮৫৯
অক্টোবর ১১ আইনের ৩৭ ধারায়
কি? প্রধানতম বিচারালয় এই ধা
টির সহিত ১০ আইনের সম্মত
নাই। করবৃদ্ধির ভয় থাকিতে কুবক
কমতাসত্ত্বেও উত্তম বাটী, উৎ
উদ্যান প্রস্তুত করে না। আজিও অনেক
পল্লীগামে দৃষ্ট হয়, তিন কোশের মধ্যে
একটা উৎক পুকুরিণী নাই। বর্ষ
সময়ে বিলের জলে চলে। পুকুরি
করিলে জমীদার এত করবৃদ্ধি করে
যে, কেহই বায় করিয়া তাহা ধনন করিতে
ইচ্ছুক হয় না। ৪ ধারায় সিলেক্ট কমি
দখলী স্বত্বভুক্ত ভূমির করবৃদ্ধি
প্রস্তাব করিয়াছেন। ১৮৬৫ অক্টো
১৪ জন বিচারপতি একবাক্য হইয়া ক
বৃদ্ধির যে নিষ্পত্তি করেন, তাহা আই
বলিয়া গণনা করা কর্তব্য। দখলী
স্বত্ব জন্মিবার ধারাটা বিশদ করিয়া
দেওয়া উচিত। বোধ কর এক জন ১
বৎসরের মেয়াদে পাট্টা লইল; তাহার
পর দুই বৎসর গেল, জমীদার জমী
ছাড়াইলেন না। এ স্থলে যদি দখলী
স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা স্পষ্ট করিয়া বল
কর্তব্য। ইহা লইয়া সর্বদা গোলযোগ
ঘটিয়া থাকে।

প্রধানতম বিচারালয় নিষ্পত্তি করি
য়াছেন, পাট্টার অতিরিক্ত ভূমি জরিপে
বাহিব হইলে তাহাতে প্রজা অনধিকার
প্রবেশদোষে দূষিত বলিয়া পরিগণিত
হইবে; পরগণার হারে কর লওয়া অথবা
প্রজাকে উক্ত অতিরিক্ত খণ্ড হইতে
বহিষ্কৃত করা জমীদারের বেস্বাধীন।
আইনেও এই ধরার প্রকারান্তরে সাহায্য

বিভিন্ন
বিভিন্ন

নিম্নোক্ত একখানি
বিভিন্ন
বিভিন্ন

১২৭৫ সাল }
১লা কাঙ্ক্ষন }
উত্তরানন্দ শর্মা
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ।

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত।

ইংরাজী বঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা
বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে
এক আনার হিসাবে কমিসনাদ। অধিক
টাকার পুস্তক লইলে ১০ আনার হিসাবে
পাইবেন।

প্রাকৃতিক জীববিদ্যা	৪ টাকা
প্রাকৃতিক জীববিদ্যার গণনা	
প্রসাদ ডাক্তার প্রণীত	১০ ট্র
মেঘনাদ সঙ্গীত	১১০ ট্র
কুমার সঙ্গীত	২১০ ট্র
বেণীসংকর সঙ্গীত	২১০ ট্র
নিদান সঙ্গীত	৪ ট্র
শ্রীমদ্ভাগবত সঙ্গীত	৩২ ট্র
সংস্কৃত	১০ ট্র
উটিকা বা জয়মঙ্গল ও নন্দিনী	
খের সীকা সহিত	৩২ ট্র
উইলিয়াম স সংস্কৃত ডিক্শনারি	
প্রথম ইংরাজী পুস্তক সংস্কৃত মনি	
য়ার উইলিয়াম সাহেবকৃত	৫০ ট্র
শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়	
দলের প্রণীত গদ্য ১৮ পর্ক মহাকাব্য	
১৭ খণ্ড সম্পূর্ণ	৬০ ট্র
৫ ৬ ট্র বিরাটপর্ক	৩ ট্র
৫ ৭ ট্র উদ্যোগপর্ক	৩ ট্র
৫ ৮ ট্র ভীষ্মপর্ক	৩ ট্র
৫ ৯ ট্র দ্রোণপর্ক	৩ ট্র
৫ ১০ ট্র কর্ণপর্ক	৩ ট্র
৫ ১১ ট্র শল্যপর্ক	২ ট্র

৫ ১২ ট্র সৌভিক পর্ক	১
৫ ১৩ ট্র শ্রী পর্ক	১১
৫ ১৪ ট্র শান্তিপর্ক রাজধর্ম	৩
৫ ১৫ ট্র মে'কধর্ম	৩
৫ ১৬ ট্র তমুশাসন পর্ক	৩
৫ ১৭ ট্র শেষ পাচ পর্ক	৩
বিচার তরঙ্গিনী অর্থাৎ বেদান্ত দর্শন	
নাট্যগত বিচার ও মীমাংসা বহুল	
প্রমাণ সহিত	১
জ্ঞানি দর্পণ	১
অষ্টাবিংশতি তত্ত্বজ্ঞান	৩০
প্রাচীন সংহিতা ২০ খণ্ডে সম্পূর্ণ	২৫
আত্মতত্ত্ব বিবেক ভাষ্য সহিত	৩
উক্তর মনন নাট্যগণী. সীকা সহিত	
১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ	১২
সিদ্ধান্ত কৌমুদী সম্পূর্ণ	১৮
৫ শেষ খণ্ড	৭
বিবেকরত্নাবলী বেদান্তদর্শনের	
৩০ খ বিচার	৩১
কর্ম ও কর্মফল বিষয় সিদ্ধান্ত ২	
দায়ভাগ কুলত্রক সাহেবকৃত ইং-	
রাজী তরঙ্গমা	১০
কলিকাতা ভোড়া-	
সংস্কৃত ৬৪ নং	

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র
নগর বিক্রয়

বঙ্গালা ভূচিত্রাবলী।
কয়েকখানি অক্ষর এটলাস দৃষ্টে প্রস্তুত
ইহাতে ৩২ খানি মাপ আছে। উত্তম
বাহান। কলিকাতা সোসাইটি, সংস্কৃত
পুস্তকালয়ে, নর্মাল স্কুলে ও পটোল
বাড়ীয়া ব্রাদারদিগের পুস্তকালয়ে পাওয়া
মূল্য ৪১ টাকা।

শ্রীনীলকমল দোষাল।

পুরাণ প্রকাশ।
বিষ্ণু পুরাণ।
অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক
৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ১০।
যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন, তিনি মূল্য
আমহরষ্ট্রটীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্র
যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিনা
শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে
খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন।
না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠ
নিম্নম মাইট্রিক।

বিষ্ণু পুরাণ চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে।
কলিকাতা সংস্কৃত বিনালায়ে অথবা
কলিকাতা সংস্কৃত বিনালায়ে অথবা
কলিকাতা সংস্কৃত বিনালায়ে অথবা

যিনি কাব্যপ্রকাশ গ্রহণাভিলাষী হইবেন,
তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিনালায়ে অথবা
কলিকাতা সংস্কৃত বিনালায়ে অথবা
কলিকাতা সংস্কৃত বিনালায়ে অথবা

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার।
—৩০৩—

পুরাণ প্রকাশ।
বিষ্ণু পুরাণ চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে।
কলিকাতা সংস্কৃত বিনালায়ে অথবা
কলিকাতা সংস্কৃত বিনালায়ে অথবা
কলিকাতা সংস্কৃত বিনালায়ে অথবা

প্রসাদ ডাক্তার প্রণীত
মেঘনাদ সঙ্গীত
কুমার সঙ্গীত
বেণীসংকর সঙ্গীত
নিদান সঙ্গীত

শ্রীমদ্ভাগবত সঙ্গীত
সংস্কৃত
উটিকা বা জয়মঙ্গল ও নন্দিনী-
খের সীকা সহিত
উইলিয়াম স সংস্কৃত ডিক্শনারি
প্রথম ইংরাজী পুস্তক সংস্কৃত মনি
য়ার উইলিয়াম সাহেবকৃত
শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়
দলের প্রণীত গদ্য ১৮ পর্ক মহাকাব্য
১৭ খণ্ড সম্পূর্ণ
৫ ৬ ট্র বিরাটপর্ক
৫ ৭ ট্র উদ্যোগপর্ক
৫ ৮ ট্র ভীষ্মপর্ক
৫ ৯ ট্র দ্রোণপর্ক
৫ ১০ ট্র কর্ণপর্ক
৫ ১১ ট্র শল্যপর্ক

করেন, সাক্ষাৎসহজে তাঁহাদিগের অধী প্রত্যাধীর্ণ সহিত সংক্রমণ হয় না। সুতরাং তাঁহাদিগের বিধা প্রবন্ধনাদি বিষয়ে প্রকৃতি জন্মে না। এ আবেদনটি সুস্থিতিক্ত বটে, কিন্তু আমরা কখন ভাল উত্তীলের প্রকণ হুর্নাম শুনি নাই। আটর্নীদ্বারা মকদ্দমাগ্রহণের প্রথা অবলম্বন করিলে যেমন একটী আশঙ্কা দূর হইবে, তেমন একপে কতকগুলি যে উপকার আছে, তাহা উৎসন্ন হইবে।

আটর্নী মহাশ্ব থাকতে কতকগুলি রূপা ব্যয় হয় মাত্র; অনেকে তন্নিমিত্ত মকদ্দমায় বারিউর নিয়োগ করেন না ও করিতে পারেন না। আর একটী বিশেষ অনিষ্ট আছে। অনেক উপযুক্ত বারিউর বলিয়াছেন, সাক্ষাৎ সহজে মফস্বলের কথা শ্রবণ করিলে যত কাজ হয়, আটর্নীদ্বারা তত হয় না। ফলতঃ উকীলেরা অগ্রে বক্তৃতা করিবেন, কি বারিউরে করিবেন, এই প্রশ্নের মীমাংসার্থ প্রধান বিচারপতি যে উপায় (আটর্নী দ্বারা মকদ্দমা গ্রহণ) অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিস্তৃত নহে। এটী কেবল একটী ছলমাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

—:—

আভ্যন্তিক ব্যয়।

১৮-৬৯।৭০ অব্দের আয়ব্যয়রূতান্ত লইয়া যে দিবস তর্ক হয়, সে দিন প্রধান সেনাপতি ভীক্ষুমে বলিয়াছিলেন, সর রিচার্ড টেম্পলের হিসাব বিস্তৃত ও বিশদ নহে। বস্তুতঃ যেপ্রকার ব্যয়ের তালিকা প্রদান করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া যে সে ব্যক্তি বলিবেন, যথোচিত সাবধানতা-সহকারে হিসাব করা হয় নাই এবং ব্যয় সংক্ষেপেরও বিশেষ চেষ্টা পাওয়া হয় নাই। বন হইতে ৪৩,৬৬,০০০ টাকা আয় হয়; কিন্তু কর্মচারীর বেতনপ্রদ

তিতে ২৮-৪৮ লাভ ১৫,১৭,৫ শের হই অংশে কি অন্যায় নহে বধি দেখিয়া আনি বা আক্রান্ত ব্যক্তিকে অন্য কোন বি- কর্ম দিতে না পারিলে বনবিভাগে নিযুক্ত করা হয়। সুমির রাজস্ব ২০,৫৯, ৫৫,০০০ টাকা সংগ্রহের ব্যয় ২,১৯,৬৭. ৯০০। ইহাও যখন অধিক বলিয়া বোধ হইতেছে, তখন বনরক্ষার ব্যয় যে নিতান্ত অনঙ্গত, একথা কে না বলিবেন? ২৫, ৯৩,৭০০ টাকা দান, পুনঃপ্রদান এবং কড়তি পড়তি বলিয়া লেখা আছে। ইহার অর্থ কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এক লাঠিমেজ টাক্সে টাকা ফেরত দেওয়া হয়; কিন্তু তাহা এত অধিক হইতে পারে না। লবণের উপরে শুল্ক করা হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে লবণ আনিতহে; অর্থাৎ ১৮,২৬, ৬০০ টাকা ব্যয় হইতেছে। এ ব্যয় কি অধিক নয়? আদালত ও পুলিশের ব্যয় যেমন কমান হইয়াছে, তেমন পাদরি ও গিরজার ব্যয় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। রণতরীর বিষয়ে এখানকার গবর্নমেন্টের কথা বলিবার ক্ষমতা নাই যথার্থ; কিন্তু অধিক দিন হয় নাই চাইলডল সাহেব মহানতায় বলিয়াছেন, রণতরি তাড়া দিয়া ইংলণ্ডীয় গবর্নমেন্ট ৭,৬০,০০০ টাকা পাইবেন। তবে ৪১ ৩০,৮০০ টাকার অর্থ কি? সর রিচার্ড টেম্পল তেজস্বী বলিয়া অভিমান করেন, তিনি যদি যথার্থ তেজস্বী হইতেন, তাহা হইলে এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া ভারত বর্ষের নিমিত্ত পৃথক রণতরিদল রাখি ব্যয় প্রস্তাব করিতেন সন্দেহ নাই। কাগজ, কলম ও মুদ্রাকনের নিমিত্ত ২২. ৭৭ ৯০০ টাকাও অধিক বোধ হইতেছে। বিস্তারিত নহে হয়। ইংলণ্ডীয় গবর্ন

নে হইতে কাগজ চেষ্টা পাইলে এ বিব- সংক্ষেপ হইতে পারে মুদ্রাবস্ত্র হইলেই গবর্নমে- কাজ হইতে পারে। রিপোর্ট মুদ্রিত করিবার নি- অব ইতিয়া মুদ্রাবস্ত্রের সচি- আছে, তাহা রহিত করা অি- ইহাতে কয়েক সহস্র টাকা এতদক্ষীর রাজা ও সর্দার প্র- ৯১,২৭,৭০০ টাকা পেমল- হয়। এ বিষয়ের বিস্তারিত- প্রকাশ করা কর্তব্য। বাজে- নামে ৪১.৬০,০০০ টাকা লিখিত- রাহে। এ বাজে খরচ কি? আর- কোটি টাকা সামান্য নহে ইহা- গবর্নর জেনরল ও মন্ত্রিবর্গের নিম- কত টাকা ব্যয় আছে? সর- টেম্পল কি কোন ব্যয়সংক্ষে- পাইয়াছেন? সৈন্যসংলগ্ন- বর্ষীয় গবর্নমেন্ট ডেটমেন্টের- পরাধীন; কিন্তু পাবলিকওয়ার্ক- গের ব্যয় অন্যায়সে কমিতে- আমাদিগের দেশের পূর্বতন অ- কারী রাজগণ অর্থাভাব হইলেই- প্রধান লোকদিগকে রুদ্ধ করিয়া- লইতেন। বর্তমান গবর্নমেন্ট- করেন না বটে; কিন্তু কথায়- করবুদ্ধি আরম্ভ করিয়াছেন, ফ- উহার সহিত ইহার বড় বৈলক্ষণ- যথেষ্ট ব্যা- করিলেন; দেখিলেন- হইয়াছে; আবার একটী মূতন কর- বসিলেন। ব্যয়সংক্ষেপের য- চেষ্টা হইল না। ইংলণ্ডের

দানঘাটনামক

ইয়া গিয়াছে।

ত গঞ্জ এখান

ক মঙ্গতিসম্পন্ন

মিতা নহে। উক্ত রাত্রি

এ পরে এক দল দস্যু প্রায় ৩০ জন

ক, হঠাৎ শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়

নামক এক জন প্রধান ব্যবসায়ীর দোকান

আক্রমণ করিল এবং উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মধ্যম পত্রকে অস্ত্রের প্রহার করিয়া তাঁহার

নিকট হইতে লোহার সিন্দুকের চাবি

চাহিল, কিন্তু তাৎক্ষণিক এই ব্যক্তির নিকট

চাবি না থাকতে দস্যুগণ কুড়ালি ও অন্যান্য

অস্ত্রদ্বারা সিন্দুক ভাঙিবার অনেক চেষ্টা

আরম্ভ করিল কিন্তু তাই কৃতকাব্য হইতে

পারিল না; অবশেষে রাত্রির যে ৩ : ৫ শত

টাকা ছিল (অবকাশ পয়সা) তাহা লইয়া

ই দোকানের পার্শ্ববর্তী ক্ষণায় ২ টি

দোকান লুপ্ত করিয়া সর্বসম্মত প্রায় ৭৮

শত টাকা লইয়া পলায়ন করিল। দোকানে

যেসকল দ্রব্যাদি ছিল, তাহা কিছুই লয় নাই।

মহাশয় উক্ত গঞ্জ প্রায় ৯ : ১০ জন চৌকী

দার আছেন, কিন্তু সে সময়ে তাহারা কিছ

গ্রামস্থ এক ব্যক্তি ও কথায় আইসে নাই

এবং তাহাদের পরেও চৌকীদারদিগকে উপ

স্থিত হইতে দেখা যায় নাই; কেবল কুমী

দারের এক জন বাঙ্গালি ছাত্রবান। যব্যক্তি

এ দিবস সেখান কার কুমীদারি করিয়াছেন

ছিল, দস্যুগণ যখন পলায়ন করে, তখন

তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া একাকী

প্রায় অর্ধ ঘণ্টাকাল তাহাদিগকে আট

কাইয়া ক্রমাগত নাড়াঘা না পাইয়া পরি

শেষে আহত হইল। দস্যুরা অবকাশ পাইয়া

পলায়ন করে।

মহাশয়! বন্দ্যোপাধ্যায়ের দোকানে

সিন্দুকে ১০০০ টাকার পয়সা ও ৭৫০০

টাকা নগদ ছিল; দস্যুরা ভাঙিতে পারিলে

যথেষ্ট লাভ করিত; কিন্তু তাৎক্ষণিক কিছুই

করিতে পারে নাই এবং যে ব্যক্তির নিকট

চাবি ছিল, বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সে

ব্যক্তি সেই রাত্রিই কালনার বাটবার

জন্য নৌকার গমন করিয়াছিল। দস্যুরা পলা

য় করিলে ক্রমে লোক জুটিতে লাগিল এ

২১ জন চৌকীদারও আসিয়া উপস্থিত

হইল। গানায় স বাদ গেলে পর দি

প্রাতে জমানার ও কয়েক জন বনষ্টে

আসিয়া তদারক করিতে আরম্ভ করি

কালনার রিপোর্ট করাতে এই দি

বেলা ২১ প্রহরের সময় তথাকার ইন্স্পেক

বাবু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন

ধুম ধাম করিয়া তদারক করিতে ছেন, ক

জন লোককেও সন্দেহ করিয়া ধরা

য়াছে।

মহাশয়! দানঘাট এটা বৃহৎ গ

এখানে অনেক স্থানের লোক আইসে

নানাবিদ ব্যবসায় হইয়া থাকে বি

এক মঙ্গল শ্রী লোকও আইসে, ক

আশ্রয়। এখানে পূর্বে নাট প্রায়

দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বিবেচনা বি

বুঝিতে পার না; আমাদেব দেশে উ

ইতিহাসক্রমে প্রায় সর্বদাই হইয়া থা

তথাপি পুলিশ কি জন্য এখন অস

বলিতে পারি না।

৪৪ চত্র } দানঘাট

১২৭৫ }

মৃত্যু পুস্তক:

১। শম্ভুনাথ পণ্ডিতের জীবনচ

বিধরক উপদেশ। বাবু দিননাথ সায়

বহরমপুরে এখানি পাঠ করিয়াছিল

শম্ভুনাথ এক জন কাশ্মীরী এখা

পুত্র। তাঁহার পিতা কলিকাতায় আ

সদর আদালতের পেকার হন। শি

শম্ভুনাথকে সুশিক্ষা দিয়াছিল

শম্ভুনাথ প্রথমতঃ অতি সামান্য

হইয়া যেপ্রকার ক্রমশঃ উচ্চতম

লাভ করেন, তাহা উত্তমরূপে ব

হইয়াছে। তিনি অতিশয় তদ্রুপ

ছিলেন। তাঁহার অহঙ্কার ও আভয়

লেশ ছিল না; তিনি দয়ার স

ছিলেন। মাসিক ২০০০ টাকা

ছিলেন।

পাঠে বসিয়া এ
মন্ত্রি মণ্ডল প্রচারিত
এবং ডাক হইত প্রাচ
এবং এ প্রামেব অবস্থা
সামান্যগুলি বিস্তার
করা হইয়াছে। আনাদিগের
শিব কোষ শান্তিপ্রিয় হই
দস্যু দস্যু তক্ষণদির পীড়ন
আপনার অসভ্যতার পরিচয়
ইহা হইতে নহেন। দস্যু তক্ষণদিও
সেব সভ্যতার ও শান্তিপ্রিয়তা
করিয়া স্বচ্ছন্দে আপনাদিগের
সম্পাদন করিতেছে। আজ কালি
দিগের একাদশ বৃহস্পতি। যে
পুলিস কর্মচারী দস্যু তক্ষণদির
র উৎসব করেন, তাহারা ক্রমে
কৃত হইতেছেন। বাবু নারায়ণ দীন
হারি ইচ্ছা নিদর্শন। ইনি পুণ্ড্র
কলে ছুটেয়া স্বচ্ছন্দে পারিক্ত
না; এই নিমিত্ত প্রধান রাজপু
কর্তাকে পুলিশ হইতে দূরীভূত
কর্তার বাগ্ন হইয়াছেন। বে
কর্তারী বাগ্নটী চিকন ও
র বাগ্ন: ৩ পাতাসম্বন্ধে কাজ
তে পাঠে। আজ কালি তাঁহারই
শিব কোষে প্রথম করুন, আর
না বহুসময় করুন, তাহাতে
নাই; তাঁহার আনন্দসমীক্ষা
আপনাদিগের সমস্ত খর্চীট
ম করুক, তাহাতেও ফাঁদ নাই;
ল প্রকাশ হইয়া গেল ন; হইলেই
।

মহাশয়! গত ২৬এ কালন মোমবাণ রক্ত

কলেলা বন্ধমানের কালনার স্তম্ভপাতী

এইসকল সর্বস্বত্ব হরণে মা।
এ বার পুনরায় শুকালতীর পরীক্ষা হইবে।
বোম্বাই সাহেব দ্বিতীয় বার পরীক্ষার কথা পূর্বা
বধি বলিয়া আসিতেছেন।

সেনাপতি জাট আমেরিকার সত'পতির
পরে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পূর্বতন মন্ত্রি
বর্গকে ডাড়াইয়া সুসম হস্তী নিযুক্ত করিয়াছেন।
সিওরান্ড সাহেবের পদত্যাগী ভাল চইয়াছে।
তিনি পদস্থ থাকিলে বোধ হয় আলাবামাঘটিত
বিবাদ সহজে ঘাটত না।

২৭ এ ফাল্গুন মঙ্গলবার।
গতকস্য একসঙ্গে যাহে নিম্ন লিখিত টাকার
পুল হইল বিক্রীত হইয়াছে:—

সিম্পল প্রতিসম্মুকে মোট	২২০	১৩৭৬।	৩০২৮.২০০
কম্পার	১৫৪৫	১৩.১৯.৫০/১৫	২০৩৯২৭৫

কাজান'বাদের লাইসেন্স কর আদায়ের
স্বাক্ষর আত্যাচার প্রকাশিত হইয়াছে। সকল
ধাক্কায় আর না ধ'ক্কায় কব সকলকেই দিতে
চইতেছে। কুববপর্ষদও পরিত্রাণ পায় নাই।
কুসুসক'ন করিলে সর্বত্র এইপ্রকার আত্যাচার
প্রকাশ হইবে। অধিক কর আদায় করিতে
না পারিলে বোড বিরুদ্ধ প্রকাশ করেন।
নৃতিকে কমিসনের বিধি আছে। উহাতে এই
সকল কাণ্ড হইতেছে।

পঞ্জাবের লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর পেসোয়ারের
বন্দুকারীদিগের নিকট হইতে ৩রা মার্চ নিম্ন
লিখিত সম্ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন:— "অন.
(২রা মার্চ) প্রাতঃকালে আমরা খাইবার উপ
ত্যকার আমীরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
উঠানে হ'রসিংহের সঙ্গে আনয়ন করিয়াছি।
সমরুৎ দিয়া যাইবার সময়ে ওত্রতা আরম্ভ
কায়ান হইতে রাজকীর সন্মানের যোগ্য ভোপ
হয়। তাঁবুতে নামিবার সময়েও এই প্রকার
চইয়াছে। আগামী কলা আমরা শ'বরে প্রবেশ
করিব। আমাদিগের প্রভুত্বগমনে অমীর
বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কাবুল সহজে তাঁহার
আব কোন ভাবনা নাই বোধ হইতেছে।"

ডেলিনিউস বলেন, মিস কার্পেটের পীড়িত
হওয়াতে শীত্র ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার বাসনা
করিয়াছেন।

পঞ্জাবের অঙ্গগত ঋণ বিভাগে একটা ঘণা
কর হত্যাকাণ্ড হইয়াছে। ৫০ টাকা অসজ্ঞারের
লোতে এক জন হুগায়া তাহার প্রাতবেশীর
একটা অতিশয় সুন্দরী কন্যাকে বধ করে

কন্যারী কামিনীকে কটে এই হুগাচার তাহার
বর্ষেরদন করিয়া অলঙ্কার লইয়াছিল। তত্রত্য
সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এই ব্যক্তিকে
ধৃত করিয়াছেন। দেওয়ালের মধ্যে গর্তের
ভিতরে হতভাগ্য বালিকাটির অলঙ্কার ও ছিন্ন
কর্ণ পাওয়া গিয়াছে। অপরাধী দোষ খীকার
করিয়াছে। শিশুদিগের গাত্রে অলঙ্কার দিবার
কুপ্রথাগী কবে ধাবে? প্রতিবৎসর কতই শিশু
পিতামাতার অভিমানের কারণে হত হইতেছে।

ইংলণ্ডে একটা গুরুতর মকদ্দমা হইতেছে।
মিস স'বিন নামে একটা স্ত্রীলোক এক কাথলিক
ধর্ম্মালয়ে মন হইয়াছিলেন। মনের বিবাহ না
করিয়া সামান্য আহার ও সামান্য পরিচ্ছদ
সম্বল্ট থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনার কাল বাপন
করেন; কিন্তু অনেকের নামমাত্রে আমাদিগের
বেফব বাবাজিদিগের ন্যায় সংসার ত্যাগ করা
হয়। মিস স'বিন যে ধর্ম্মালয়ে যান, তথায় বিবি
ষ্টার নামে এক জন স্ত্রীলোক তত্ত্বাবধায়িনী
ছিলেন। তত্ত্বাবধায়িকারা যাহা মনে করেন,
তা'হা করিতে পারেন। এতদ্বিবন্ধন মিস স'বিনের
উপার অতিশয় আত্যাচার হয়। তিনি সম্পূর্ণ
আহার পাইতেন না, অতি জঘন্য মেঘমাংস
মাত্র পাইতেন। যথেষ্ট বস্ত্র ছিল না, শীত
নিবারণ হয় এমন শয্যা দেওয়া হইত না। তিনি
মাতাপিতাকে পত্র লিখিতে পারিতেন না।
তিনি যে পত্র লিখিতেন, তত্ত্বাবধায়িনী তাহা
গোপন করিতেন। তাঁহাকে মঙ্গলোক সম্রমাণ
করিবার নিমিত্ত ঈার বলপূর্বক তাঁহার আতাকে
এক অপমানসূচক পত্র লিখাইয়াছিলেন।
তাঁহাকে চোরপর্ষদে বলা হয়। মিস স'বিন
তিনিমিত্ত কতিপূর্বের নালীশ করিয়াছেন।
যেখানে প্রকৃতির বিরুদ্ধ চেষ্টা হয়, সেখানেই
নিশ্চয় পাপপ্র্যোক্ত প্রবাহিত হয়।

২৮ এ ফাল্গুন বুধবার।
আমীর সিরারআলি খাঁ ভারতবর্ষে সমাদরে
গৃহীত হওয়াতে আজিম খাঁ এ দেশে আর
আসিতেছেন না। তিনি হয় পারস্য নচেৎ
বোখারাতে গমন করিবেন।

অখালার দরবারে যাইবার নিমিত্ত অনেক
সর্কার ও রাজা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। এসকল
দরবারে অনেকের অনেক মানের আয় নষ্ট হয়।

এত দিনের পর বোধ হয়, সূর্যমংশনের
প্রকৃত ঊষ্য বাহুব হইল। ডাক্তর জন শট
মাস্ত্রাজ টাইমসে লিখিয়াছেন, যত দুঃ সম্ভব
এতদেশীয় ওষাদিগের গাছড়া ও মন্ত্র পরীক্ষিত
করিয়া একটীতেও কৃতকার্য হন নাই। অজ্ঞে

লিয়ার অধ্যাপক হালিবে.
নিরা এ দেশের কেউটে ও
করিতে পারে না। কিন্তু তা'হা
সহিত লাইকর পটাশ মিষ্ট্রাক
মধ্যে পিচকিরি করিয়া
হইবে। ডাক্তর শট বলিয়া
যে কেবল সর্পবিষ নাশ
নহে, রসায়নদ্বারা বিঘাণ
পুনরায় সাংঘাতিক কা
অনেক পরীক্ষার পর ড
বলিতেছেন, তখন তাঁহার কৃতকার্য হই
সম্ভাবনা আছে।

দোলের পূর্ণ দিবস ত্রৈলোক্যানাথ মুখো
প্যায় ও দ্বারকানাথ বসু সে'নাগাতি
কামিনী বেলায় নিকটে গমন করিয়া সুরাপ
করে। কামিনী নিজে মাতাল হইলে পর
হুই ব্যক্তি চলিয়া আইসে। শযায় শয়ন করি
বেশ্যা তমাক খাইতেছিল, ইতিমধ্যে তাহা
অগ্নি পতিত হয়। সে নিদ্রিত হইলে
প্রজ্বলিত হইল। অত্যন্ত মাতাল হওয়া
তা'হার অর্ধেক শরীর দগ্ধ হইলে সে আগণি
হইল। কিছু ক্ষণপরে তাহার মৃত্যু হইয়া
করণারের জহুমদ্বানে ইহা প্রকাশ হইয়া
বেশ্য'র শেব দশা প্রায় তরঙ্গুর হয়।

উত্তর পশ্চিম'কালের প্রধানতম বিচারী
আলাহাবাদের ছোট আদালতের জজের
সুসারে স্থির করিয়াছেন, যেখানে টেস
শি'বির আছে, তত্রত্য কোন আফিসর শিবি
সীমার বাহিরে বাস করিলেও ছোট আ
তের অধীন নহেন। ইহাদিগের নামে না
করিতে হইলে কাটোনমেন্টের ছোট আদার
করিতে হইবে।

ডেলিনিউস প্রজ্ঞাব করিয়াছেন, যখন
ইঞ্জিনিয়র অথবা অন্য কোন গবর্নমেন্টের
চারী নিত্যক নির্কী দ্বিতানিবন্ধন গবর্নমেন্টে
অর্থকর করিবেন, তখন সেই টাকা তাঁ
বেতন হইতে লওয়া কর্তব্য। প্রধানতম বি
লয়ের ইঞ্জিনিয়র বারণ কানর বিনা কারণে
ভুল করিতে গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে ১৫
টাকার ডিক্রী হইয়াছে। এসকল স্থলে ডে
উদেব প্রস্তাবানুরূপ কার্য কবাই কর
এক জন ভূতপূর্ব ইঞ্জিনিয়র উৎকোচ না
লেই কর্টাষ্টবিদিগের সহিত গোল
করিতেন। নালীশের ব্যয় গবর্নমেন্ট দি
বলিয়া এ ব্যক্তি বিনা নালীশে কখন
দিতেন না।

ষ্টেট সেক্রেটারি আজা দিয়াছেন, যে

১৮৬৯ অব্দে ১৬,২৭,৬০০
 ১৮৬৯৭০ অব্দে ১৬,
 এবিধের ব্যয় করা হইবে।
 বর্ষের কি উপকার হইবে
 ছিল। শিক্ষাকার্যের
 টাকা দেওয়া হইবে;
 ১৮৬৯,৮১,২০০ টাকা দেওয়া
 । এ বিধের যে ব্যয় কমান হয়
 রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রীর প্রার্থনার
 সম্বন্ধ নাই।
 সরিচার্ড টেম্পল ইনকম ট্যাক্স
 প্রাপ্ত অতিশয় আবশ্যিক জ্ঞান করিয়া-
 তন কিন্তু সর্বসাধারণে এই আবশ্য-
 নতা স্বীকার করেন না। তিনি ইউরো-
 পীয়দিগের চিত্তরঞ্জনের নিমিত্ত বলি-
 ত, তাঁহারা লাইসেন্স ট্যাক্স শত
 এশ টাকা দিতেছিলেন; ইনকম
 ১০ মেই হারে হইতেছে। অতএব
 দিগের আক্ষেপের কারণ নাই।
 তিনি যে কেবল ইউরোপীয়দি-
 গের জন্য বরাদ্দ প্রণয়ন করিতেছেন
 এটি তাঁহার স্বরণ ছিল না। ভারত
 ক বিবেচন, ইহা বিবেচনা করিয়া
 না করেন, তিনি প্রথমে পুরু-
 র পরমা ভর বোঝা যায় নাই।
 ম সাহেব বার্ষিক ১০০০ টাকার বেতন
 পাইদিগকে লাইসেন্স ট্যাক্স হইতে
 ক করেন; সরিচার্ড টেম্পল ৫০০
 কা গর্নামেন্টের আয়েন উপর কর করি
 হইল। ভূমি, ও গবর্নামেন্টের কাঙ্ক্ষ
 হইত ৫০০ টাকা সাহায্য প্রায় হয়,
 ব সাহেব ৫০০ টাকা বেতন
 হইত কমান্ড ১০০০
 মার সাহেব বেতনভোগীদিগের
 বে কয় অধিক প্রস্তাব জাতিস্বয়
 মার হইত। যুদ্ধের সময়ে ৫ টাকা
 যান্ত্রিক করা হইবে এবং শাসিত
 যবে একটা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না।
 সরিচার্ড টেম্পল নবাবের মন্তব্যার্থ

এই কথা বলিয়াছেন; কিন্তু সর্বসাধা-
 রণে এই বিবেচনা করিতেছেন যে, এটি
 প্রবোধমাত্র প্রতিবৎসর আফ্রিক
 হইয়াও বে গর্নামেন্ট অর্থের অসঙ্গতি
 দূর করিতে না পারেন, তাঁহাদিগের
 রাজস্ব সংক্রান্ত রাজনীতির উপর লোকের
 বিশ্বাস থাকা সম্ভাবিত নয়। বিশেষতঃ
 সরিচার্ড টেম্পল কালেক্টরদিগকে
 যেপ্রকার ক্ষমতা দিতেছেন, তাহাতে
 আত্যন্তিক অত্যাচার হইবে। লাইসেন্স
 ট্যাক্সদ্বারা অতিশয় অত্যাচার প্রকা-
 শিত হইয়াছে। এক ব্যক্তি ৫০০ টাকা
 মূলধন লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করে;
 তাহার বার্ষিক আয় ৫০০ টাকা ধরা
 হইয়াছে একুশ শত শত দুটো আছে।
 তাহা হইতে, ইনকম ট্যাক্সরূপ দ্বৈত
 বিসয়টী পরিত্যক্ত হইলেও সরিচার্ড
 টেম্পলের দ্বারা বারম্বার টী প্রীতিকর
 হয় নাই। কর্তার লঘু ও আবশ্যিক
 ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া যিনি সামান্য ব্যয়
 সম্পাদন করতে পারেন, তিনিই
 যথার্থ রাজস্ববিৎ জাইট সাহেব বলি-
 য়াছেন। বলদ্বারা শাসন করিবার
 ইচ্ছা হইলে রাজনীতিকতার প্রয়োজন
 নাই। এক জন অতি মূর্খ ও অত্যাচার
 কারীও ওরূপ শাসন করিতে পারে।”

	আয়
ভূমির রাজস্ব	২০,৫৯,৫৫,০০০
গভর্নামেন্টের রাজস্ব	১৯,০০,০০০
বন	৪০,৬৬,০০০
আবকাধী	২,২৮৯,০০০
সাক্ষাৎসংক্রান্ত কর	৯,০০,০০০
সুন্দক	২৭৭,০৫,০০০
লবণ	৫,২৬৮,০০০
আইসেন	৮০৮,৬৫,০০০
ট্যাক্স	২,৩৯,৬৯,০০০
ট্যাক্সাল	১০,৬৮,০০০
ডাকঘর	৬৮,৭৫,০০০
টেলিগ্রাফ	১০,০০,০০০
আদালত	৮৬,৫১,০০০

পুলিষ	৩০
কাহাজ	৪৮
বিদ্যা শিক্ষা	২৮
হাট	২৬,১
অন্য অন্য	৯৬
সৈন্য চল বাজে আদায়	৭০
পবলিক ওয়ার্ক	৬৪
মোট	৪৯,৩৭
অতিরিক্ত পবলিক ওয়ার্ক পরিয়া ভয়সন	৩১৭
প্রধান মোট	৫২,৫৫,৩৯
গবর্নামেন্টের কার্য: হাট	২,৯৯
সরিস ফোর্স	৫১৮
সামান্য পুনঃপুনঃ ইত্যাদি	২৫,৯৬
ভূমির রাজস্ব	২,৯৬
বন	২৮৭
আবকাধী	২৬৩
সাক্ষাৎসংক্রান্ত কর	৩০
সুন্দক	১৮২
লবণ	৩২৫
আইসেন	১,৭২৪
ট্যাক্স	২,৬৪
ট্যাক্সাল	৮৬
ডাকঘর	৭০৬
টেলিগ্রাফ	৪৪৭
প্রদেশীয় ও পলীগ্রামের মণ্ডলদিগকে	৩৪,৪৫
শাসন	১০০
আদালত	২৮৬৯
পুলিষ	২০৭৪
কাহাজ	৪৭৩
বিদ্যা শিক্ষা	২১০২
গিরজা	১৬১১
চিকিৎসকগণ	৪১০
কাহাজ ও মুদ্রাঘর	২২৭৭
বিশেষত্ব দ্বারা ইত্যাদি	২০৫৫
রাজ্যদিগের পেন্সন	১৮৮১
বাজে	৩৯০০
পেন্সন	৭১১
সেনাদল	১২৮৭
নিয়মিত পত্র ও	৫৩৭
কর্মচারীর বেতন	১৫৬৪
বেলগুয়ের নিয়ন্ত্রণ	১৪৬
বিনিয়োগের ক্ষতি	
ইংলণ্ডে ব্যয়	৭,৯১
রেলওয়ের অংশীদিগের	১,২৭
অতিরিক্ত পবলিক ওয়ার্ক	৩৫৪
মোট	৫০,৫৫,৩৯

সর রিচার্ড টেম্পলের আশ্রয় বৃত্তান্ত
ও বাবস্থাপক সভা ।

গত বৃহস্পতিবারে বাবস্থাপক সভায় সর রিচার্ড টেম্পলের প্রদত্ত আয় ব্যয়বৃত্তান্ত "ইয়া ডক" বিতক হইয়া গিয়াছে । রিচার্ডের প্রদত্ত বৃত্তান্ত ও তাঁহার প্রস্তাবিত ইনকমট্যাক্স যে অনুমোদিত নয়, তাহা তদ্বী রাই সপ্রমাণ হইতেছে । বলেন নাহেব বলেন, যেসকল পূর্তকার্যো লাভ নাই, কর্ত্ত না করিমা সরকারী রাজস্ব হইতে তাহার ব্যয় করা কঠব্য বটে ; কিন্তু গবর্ণমেন্টে যে ১১ কোটি টাকা বারিকের ব্যয় করিতেছেন, তাহা যদি দুই তিন বৎসরে করেন, তাহা কর্ত্ত করা কঠব্য । এত অধিক টাকা কালে ধনাগার হইতে লইলে সরকারী আয়াদিগের প্রতি অত্যাচার করা হইবে ।

সর রিচার্ডের বাক্য উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রস্তাববাহিনী হইয়া উঠিবে, অতএব আনরা তাহা না করিয়া প্রধান সেনাপতিপ্রতীতি দুই এক বাস্তির বাক্য মাজের উদ্যে প্রবৃত্ত হইলাম । সর রিচার্ড টেম্পল আপনার পূর্বাধিকারীর (মাসি নাহেবের) নিন্দা করিয়া আপন গৌরববৃদ্ধি করিবার চেড়া পাওয়াতে সর উইলিয়ম মান্ স্ফিল্ড দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ভারতবর্ষের রাজস্ব এক্ষণে যে রূপ অবস্থায় আছে, এমন আর কখন ছিল না । এ বিষয়ে ভারতবর্ষের সহিত কোন দেশের তুলনা হয় না । তথাপি অকুলান কেন ? তথাপি কি নিমিত্ত কর্ত্ত হইতেছে ? বারিকের নিমিত্ত কর্ত্ত করা উচিত, ইহা ক্রমান্বয়ে তিন জন ফেট সেক্রেটারি বলিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু অতিশয় আশ্চর্যের বিষয়, এক্ষণে সেই রাজনীতির পরিবর্ত্ত করিয়া ইহাকে নিয়মিত ব্যয়ের মধ্যে ফেলিয়া রাখা করবৃদ্ধি করা হইতেছে ; সর উইলি

য়ম মান্ স্ফিল্ড উপসংহারে বলিলেন, প্রকৃত অকুলান নাই, কেবল বৃদ্ধিবার ভ্রমে ইহা দাঁড়াইতেছে । এদিকে কর বৃদ্ধি করা হইতেছে ; ওদিকে কর্ত্ত করাও হইতেছে, এটা অতিশয় আশ্চর্যের বিষয় । সর রিচার্ড টেম্পল ইহার প্রত্যা স্তরে বলিলেন, সর উইলিয়ম মান্ স্ফিল্ড গবর্ণমেন্টের এক জন সভ্য অতএব তাঁহার এসকল প্রস্তাব করা উচিত নহে । কিন্তু তিনি তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তির খণ্ডন করিয়া সমস্ত সংস্থাপনে সমর্থ হইলেন না ।

সর চেনরি ডুরাও স্পষ্টাভিধানে কহিলেন, কোন গুলি নিয়মিত আর কোন গুলি অনিয়মিত, পূর্ত্তকার্যো তাহা কেহই বুঝিতে পারেন না । আমরা দুঃখিত হইলাম, গবর্ণর জেনরল বলিলেন, বারিকের ব্যয় রাজস্ব হইতে দেওয়া বর্ত্তব্য । ইংলণ্ডের দুর্গসকল কর্ত্ত করিয়া করাতে অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া তিনি এই কথা বলেন ; কিন্তু কথা হইতেছে, দুই বৎসরের মধ্যে আট কোটি টাকা বারিকের ব্যয় করিলে কিরূপে অকুলান দূর হইবে ? ইনকমট্যাক্সে কি এই টাকা সংগৃহীত হইবে ? ইনকমট্যাক্সে এ টাকা সংগ্রহ করিতে গেলে কি প্রজাপীড়নের একশেষ হইবে না ? যখন এত টাকা ট্যাক্সে উঠিবার সম্ভাবনা না রছিল, তখন কতক কর্ত্ত ও কতক ট্যাক্স একরূপ না করিয়া সমুদায় কর্ত্ত করিয়া, করাই শ্রেয় । ক্রমে ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া যদি খণ্ড পরি শোধ করা হয়, তাহা হইলে কার্য হইল, অথচ প্রজাপীড়ন করিতে হইল না । একটা আঙ্কাদের বিষয় এই, লাড মেয় ইংলণ্ডের ব্যয়ের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করিবার "চেড়া পাই-বেন" এই কথা বলিয়াছেন । যত্ববান হইয়া এটা প্রকাশ করা একান্ত আব শ্যক । প্রকাশ না করাতে অনেকে অনেক প্রকার সন্দেহ করেন ।

পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া সর রিচার্ড টেম্পলের প্রস্তাব সভারও অনুমোদিত হইবে ; সর উইলিয়ম মান্ স্ফিল্ড বিখ্যাত রাজস্ববিৎ, তাহা অপেক্ষা অনেক অংশে স্পষ্টাকারে বর্ত্তমান কর্ত্ত করিয়াছেন । বাস্তবিক ইনকম ট্যাক্স প্রয়োজন নাই, বাস্তবিক অকুলান তাঁহার বড় হইবার ইচ্ছা আছে ; মৃতন না করিলেও বড় হওয়া আর এতদ্বিত্তির তাঁহার ইনকমট্যাক্স প্রস্তাব অন্য কারণ লক্ষিত হয় না ।

শিক্ষাবিভাগের সিনেট ;
আমাদিগের এতৎসংক্রান্ত ব্যয় বৃত্তান্ত শেষ হয় নাই । এই হেতু পুনঃ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইল বিদ্যালয়ের নিয়ম আছে, ইউরোপীয় অথবা আমিয়াথের কোন প্রস্তাবের পরীক্ষা দেওয়া অবশ্যক । অধিকাংশ এংলো-ইন্ডিয়ান ছাত্র হয় না হুবা পারসী হুবা আরবিতে পড়া দেন ; কিন্তু মে কাল কালেজের উপাধি লইতে হইলে লাতিন না জানা হয় না । গিল নাইটে ছাত্ররক্তি করিতে হইলেও লাতিন জানা আব শ্যক হয় আটকিন্সন সাহেব তন্নিমিত্ত জন লাতিন অধ্যাপক নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছিলেন ; কিন্তু সর জন স্ফিল্ড এই বলিয়া ইহা অগ্রাহ্য করিলেন যে, দেশীয় ছাত্রগণের যদি লাতিন শিক্ষা আশ্চর্যিক ইচ্ছা থাকে, তাঁহারা তাহা বেতনপ্রদান করুন । "আটকিন্সন সাহেব ইহার এই উক্তব দেন, যদি নিয়মে কেহিজে সংস্কৃত অধ্যয়ন নিযুক্ত করা হইত, তাহা হইলে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন না । "আটকিন্সন সাহেবের প্রদর্শিত এ যুক্তি আন

করা হইবে।
১৫ মার্চ।

১৬ মার্চ।
১৭ মার্চ।

১৮ মার্চ।

১৯ মার্চ।

২০ মার্চ।

২১ মার্চ।

২২ মার্চ।

২৩ মার্চ।

২৪ মার্চ।

২৫ মার্চ।

২৬ মার্চ।

২৭ মার্চ।

২৮ মার্চ।

২৯ মার্চ।

৩০ মার্চ।

৩১ মার্চ।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

১৯ এ

১৯৩৩ সালের ১৫ই মার্চ।

২০ই মার্চ।

২১ই মার্চ।

২২ই মার্চ।

২৩ই মার্চ।

২৪ই মার্চ।

২৫ই মার্চ।

২৬ই মার্চ।

২৭ই মার্চ।

২৮ই মার্চ।

২৯ই মার্চ।

৩০ই মার্চ।

৩১ই মার্চ।

১৯৩৩ সালের ১৫ই মার্চ।

২০ই মার্চ।

২১ই মার্চ।

২২ই মার্চ।

২৩ই মার্চ।

২৪ই মার্চ।

২৫ই মার্চ।

২৬ই মার্চ।

২৭ই মার্চ।

২৮ই মার্চ।

২৯ই মার্চ।

৩০ই মার্চ।

৩১ই মার্চ।

১৯৩৩ সালের ১৫ই মার্চ।

২০ই মার্চ।

২১ই মার্চ।

২২ই মার্চ।

২৩ই মার্চ।

২৪ই মার্চ।

২৫ই মার্চ।

২৬ই মার্চ।

২৭ই মার্চ।

২৮ই মার্চ।

২৯ই মার্চ।

৩০ই মার্চ।

৩১ই মার্চ।

কর্তব্য লেফটেনেন্ট গবর্নরের প্রতিনিধিত্ব
 পনীর সেক্রেটারি হইয়াছেন।
 কাপ্তেন এচ. হোরেল পুনর্বার কলিকাতার
 চাকরীভোগের অর্পিত হইয়াছেন।
 ১৩ ই মার্চ এল. ডবলিউ. হুইলার সাহেব
 বিদ্যালয় কমিশনার সম্পাদক
 ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কার্যভার গ্রহণ না
 হইলে, তত দিন এল. বাবর সাহেব প্রতিনিধি
 হইবেন।
 ১৬ ই মার্চ। কম্পোজিট সচিব কামিনার
 লেফটেনেন্ট ই. এন. ডি. লাটৌচ কিছু দিনের
 বিদায় কামিয়া ও জয়পুর পর্যায়ে বরদী
 হইবেন।
 যে দিবস টেনগাম সাহেব কার্যভার অর্পণ
 হইবেন, সেই দিবসাবধি জি. ই. মাকগিল
 সাহেব হাবড়াতে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি
 হইবেন।
 ডবলিউ. এল. হুইলি সাহেব রাজসাহীতে
 প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি হইবেন।
 ডবলিউ. এচ. হোরেল সাহেব বর্তমানে
 দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট
 ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।
 এচ. এল. ডাম্পিয়র
 বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারি।
 চাকরী ও রাজনীতিসংক্রান্ত বিভাগ।
 ১০ ই মার্চ। যত দিন মৌসবী মঞ্জুর মাসুদ
 বিদ্যালয় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন
 বাবু মাসুদ চক্রবর্তী ত্রিপুরার অন্তর্গত নসির
 গরের প্রতিনিধি মুনসেফ হইবেন।
 বাবু রত্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী ও
 চুড়ার এক জন মিউনিসিপাল কমিশনার
 হইবেন।
 যত দিন এল. ওয়াকোপ সাহেব সি. বি.
 বিদ্যালয় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন
 আর. বি. কফেল সাহেব হুগলী, বর্ধমান ও
 ২৪ পরগণার প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ
 হইবেন।
 ১১ ই মার্চ। নিম্নলিখিত তর লোকেরা
 চাকরীভোগের সকার সত্য
 হইবেন।
 জে. এন. জি. চিক সাহেব।
 সি. ডি. উইলি সাহেব।
 বাবু হরিহর মুখোপাধ্যায়
 মৌসবী আশান আহম্মদ।
 যত দিন এল. হুইলি সাহেব বিদ্যালয় লইয়া

অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এচ. ডি.
 রিচার্ডসন সাহেব বাঁকুড়ার প্রতিনিধি সি.
 ও সেনিয়র জজ হইবেন। রিচার্ডসন সাহেবের
 অনুপস্থিতকালে জে. এক. জোন সাহেব ত্রিপুরার
 প্রতিনিধি সিবিএল ও সেনিয়র জজ হইবেন।
 বরিসালে যে কার্য করিতেছেন তাহার
 শেষ করিয়া রিচার্ডসন সাহেব বাঁকুড়াতে গমন
 করিবেন।
 লেফটেনেন্ট ডবলিউ. বি. বার্চ কলিকাতার
 উপনগরের এক জন মিউনিসিপাল কমিশনার
 হইবেন।
 যত দিন বাবু রমেশচন্দ্র বসু বিদ্যালয় লইয়া
 অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু জগবন্ধু
 গঙ্গোপাধ্যায় বীরভূমের অন্তর্গত উখড়ার প্রতি
 নিধি মুনসেফ হইবেন।
 ১৩ ই মার্চ। রাণাঘাটের ডেপুটি মাজি
 স্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামশঙ্কর সেন
 রাণাঘাট, বীরমগর ও কাচড়াপাড়ার দাতব্য
 চিকিৎসালয়ের অন্যতম সত্য হইবেন।
 দ্বিতীয় বিভাগের বিশেষ ডেপুটি ইন
 স্পেক্টর জেনরল জেমস, হোরেলিগ, রেলি
 সাহেব নিজ কার্যের উপরে কলিকাতার অতি
 রিক্ত ডেপুটি কমিশনার হইবেন। তিনি আরও
 কলিকাতার এক জন জজ হইবেন।
 ১৬ ই মার্চ। যত দিন সি. ই. লাক সাহেব
 সরকারী কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিবেন,
 তত দিন এ. জে. আর বেণ্ড্রিজ সাহেব মেদনী
 পুরের প্রতিনিধি সিবিএল ও সেনিয়র জজ হই
 বেন।
 যত দিন এ. জে. এলিয়ার্ট সাহেব বিদ্যালয়
 লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এল.
 আর টটেনহাম সাহেব দিনাজপুরের প্রতিনিধি
 সিবিএল ও সেনিয়র জজ হইবেন।
 ১৩ মার্চ। পুলিশবিভাগের নিম্নলিখিত
 প্রতিনিধি নিয়োগগুলি গ্রাহ্য করা গেল।
 ১৮-৬৮ অক্টোবর ১লা আগষ্ট অবধি প্রথম
 শ্রেণির প্রতিনিধি ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনরল
 জে. এচ. রেলি সাহেব। মেজর রিবলির
 মৃত্যুর পর অবধি ১৮-৬৮ অক্টোবর ২৫ এ অক্টোবর
 পর্যন্ত, অর্থাৎ যে দিবস ই. বি. বেকার সাহেব
 ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।
 ডবলিউ. আর গডন সাহেব ১৮-৬৮ অক্টোবর
 ২৫ এ অক্টোবর পর্যন্ত।
 এ. ইভেন্স।
 বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারি।

১৯০১ সালে ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা
 সমস্যা সম্বন্ধে
 সমস্যা সম্বন্ধে গ্রহণ হইয়া
 হইলে দেশের কত দূর বৃদ্ধি ও
 ইহা সময়ে সময়ে জানা যাইবে
 ইংলণ্ড এবং আমেরিকার উভয়
 দেশে দশ দশ বৎসরান্তর ও কাল
 পাচ বৎসরান্তর লোকসংখ্যাগ্রহণ
 সালে ও ১৮৬৫ সালে ভারতবর্ষের উভয়
 দেশের লোকসংখ্যা গ্রহণ হইয়াছে। ১৮
 সালে মধ্য প্রদেশের, ১৮৩৭ সালে বিহার
 দেশের লোকসংখ্যা গ্রহণ হয়। ১৮৬৫ স
 কলিকাতা নগরের লোকসংখ্যা গ্রহণ হ
 ছিল, কিন্তু দেশের অন্যান্য স্থানের ল
 সংখ্যা কখন গ্রহণ করা যায় নাই।
 ৩। ১৮৭১ সালে ইংলণ্ডের দশম শ্রেণি
 সংখ্যা গ্রহণ হইবে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের
 অতি প্রসিদ্ধ দেশ। অতএব সেই সালে
 মহাদেশের অন্তর্গত সমস্ত প্রদেশের
 সংখ্যা গ্রহণ করিতে স্থির করা গিয়াছে।
 ৪। লোকসংখ্যা গ্রহণ করার
 কাল। গৃহস্থানী স্বীয় পরিবারস্থ সমস্ত
 সংখ্যা ও বয়স ও বৃত্তি ও কত জন
 ও কত জন স্ত্রী কাহার বা কি অবস্থা
 সকল কথা পূর্বে অবগত না হইলে স
 প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যোগাইতে পারিবেন
 তরুণ ও প্রজাদের স্থিতি রীতি জান না
 রাজ্য বৃদ্ধিসিদ্ধ ব্যবস্থাকরণপূর্বক তা
 যথাবিধি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে তাহ
 হন না। নিরূপিত সমস্যা সম্বন্ধে লোকসংখ্যা
 করিলে দেশের কত দূর বৃদ্ধি ও কত দূর
 হয়, ইহা সময়ে সময়ে অবগত হইয়া
 দেশের সহিত স্বীয় রাজ্যের ভারতমা
 প্রজাদের অধিক সুখ সচ্ছন্দতা ও উন্নতি
 বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন ও সর্জনসাধনের
 কার্য বিষয়াদিনির্মাণকার্যে সক্ষম হইতে
 বেন।
 ৫। আরো দেশের নানা ভাগবি
 লোকদের সংখ্যাবিবেচনার কৃষিকার্য ক
 চলিতেছে, ইহাও লোকদের স্থিতিরীতিপ
 জানা যাইতে পারে। তাহা অবগত
 প্রজাপালনার্থে কত লস্যাতি প্রচুর এবং

কোথাও তাঁহারদি
ঠি দিবেন।

কট পারিতোষিক
গ্রাহকদের টাকা পরস

১৯০৭-০৮-১১-১২-১৩। তাহারা কোন গৃহ

নিকট জোর করিয়া পরস লইতে চেষ্টা

এলে কিহা কোনপ্রকারে দুঃখ দিলে গৃহস্থ
নিকট পুসীম খানার আনাইবেন কিহা কালে
কির সাহেব থাকিলে তাহার নিকট গিয়া আনা
ইবেন।

—:—

আহানাবাদস্থ সংবাদদাতা লিখি
য়াছেন।

আহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর
শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় কায়িক,
বার্ষিক ও মানসিক পরিশ্রমসহকারে যেরূপ
বিচার করিতেছেন তাহাতে এখানকার সকল
লোকেই তাঁহার প্রতি সম্মতি আছে, কেহই
তাঁহার প্রতি বিরাগ বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন
না। সম্প্রতি ডেপুটী মাজিষ্টেট ঈশ্বর বাবু
প্রতি যেসমস্ত গ্রামের লাইসেন্স টার্ক দাখ্য ও
আদায়ের ভার হয়, ডেপুটী বাবু সেইসমস্ত
গ্রামের সমস্ত লোকের সাহিত পরামর্শ করিয়া
লোকের অবস্থার প্রতি সৃষ্টিপাত করিয়া আইন
অনুসারে যেরূপ কর দাখ্য ও আদায় করিয়া
ছেন, তাহাতে কেহই অসন্তুষ্ট হন নাই।

এখানকার টার্ক আদায়ের ভার প্রাপ্ত আসে
সর শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়
গত বৎসর আহানাবাদ মহকুমায় সাধারণ
লোকের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন,
তাহা মহাশয়ের সোমপ্রকাশে প্রকাশ হইয়াছে
এবং আসেসর রমেশ বাবু শ্রীদাম কর্মকারকে
যে অন্যায়পূর্বক ফাড়ীদার ও কনষ্টাবলদ্বারা
বন্দনপূর্বক ফাড়ীদার ও কনষ্টাবলদ্বারা খড়ার
গ্রাম হটতে মাটালে লইয়া যান, তাহাও
ভ্রমের কালেটর মহোদয়ের গোচর করা হই
য়াছিল। তৎকালে প্রধান কর্মচারী মহাশয়ের
আসেসর রমেশ বাবুকে সাবধান করিয়া দিলে
ও আহানাবাদে অন্য কোন লোকের প্রতি
আদায়ের ভার দিলে এ বৎসর একরূপ ঘটনার
বস্তাবনা ছিল না। গত অগ্রহায়ণ মাসে আসে
সর রমেশ বাবু আহানাবাদ মহকুমায় টার্ক
দাখ্য করিতে আসিয়া যৎকালে প্রজানর্গকে
অন্যক কষ্ট দেন, তৎকালে বেশ হঠেঘী দয়ার
সাগব শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়
দেশে উপস্থিত ছিলেন। দেশস্থ সকলে আসে
সর বাবুর উপদ্রবে ব্যাকুল হইয়া উপায়ান্তর

না দেখিয়া বিদ্যালয় মহাশয়ের নিকটে
বীর হাথের কথা জ্ঞাত করাইলে তিনি
মতঃ ইহাদের কষ্টনিবারণজন্য রমেশ
পত্র লিখিলেন। আসেসর বাবু তদ্বিষয়ে
যোগ না করাতে বিদ্যালয় মহাশয়
মেটে রমেশ বাবুর সকলপ্রকার অত্যাচার
কথা গোচর করিলেন। প্রজাবৎসল দর
র্নমেন্ট এ বিষয়ের অনুসন্ধানজন্য বর্ড
কাপেটর শ্রীযুক্ত হেরিসন সাহেব মহো
আহানাবাদ মহকুমায় প্রেরণ করেন। কা
হেরিসন সাহেব ও বিদ্যালয় মহাশয়
অনন্যকর্মী ও অনন্যমনা হইয়া প্রায় দু
কাল পরিশ্রমসহকারে ঘাটাল, খড়ার,
পাই, রাখানগর, চন্দ্রকোণা, রামজীব
বন্দনগঞ্জ, বাপী, দেওয়ানগঞ্জ, খানাকুল,
গরপ্রভৃতি গ্রামে তদন্ত করিয়া গিয়া
হেরিসন সাহেবের রিপোর্টে গবর্নমেন্ট
সর রমেশ বাবুর বিরুদ্ধে কি হুকুম দেন,
জানিবার জন্য আহানাবাদমহকুমায়
প্রজা উন্মুখ হইয়া রাখিয়াছেন। মহ
কোন আসেসরকে ৫০০ পাঁচ শত টাকা
মুানে লাইসেন্স টার্ক দাখ্য করিতে শুনি
কি? আহানাবাদ মহকুমায় যে যে ব্যক্তি
পাঁচ শত টাকার কম তাহাদের ২৫০
একত্র এক বিলে টাকা আদায় হইয়াছে;
এইসকল ব্যক্তির এক কারবার নয়; এক
নয় এবং পরস্পর কোন সম্পর্ক নাই।
আসেসরকে জীলোকের প্রতি অত্যাচার
দেখিয়াছেন কি? এখানে রমেশবাবু
গ্রামের অনেক ব্যক্তির বাসীভ বলা
প্রবেশ করিয়া জীলোকের শরীর ও অ
দেখিয়া টার্ক দাখ্য করিয়াছেন।

লাইসেন্স টার্ক দাখ্য ও আদায় উ
কয়েক জন ফাড়ীদার প্রকার প্রতি অ
কারিয়া কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছে, তাহা
সন সাহেবের অনুসন্ধানসময়ে প্রকাশ
হাচ্ছে।

মাজিষ্টেট, ডেপুটী মাজিষ্টেট, মু
প্রভৃতি সকল কর্মচারীর বদলি আছে
আহানাবাদ মহকুমায় ফাড়ীদারগণের কি
হওয়া নাই? এখানকার ফাড়ীদার
সকল হাকীমদের অপেক্ষা বড় লোক
ফাড়ীদারকে এক গ্রামে বহুকাল বাসিলে
রণের বিশেষ আনন্দ ঘটবার সম্ভাবনা।
প্রায়ই ফাড়ীদারেরা গ্রামের প্রধানদিগের
সুত হয়। বিশেষতঃ প্রধানের লোককে

সূত্রব বর্ণনাপত্র ১
এই দেশীয় লোক
যে যে বয়স প্রাপ্ত হইলে
পীড়া ও সূত্র হইয়া থাকে, ও
যে স্থানে অল্প মাগু, এইসকল
পারে। তাহা হইলে স্বাস্থ্য
সাবলম্বনে যত্ন ফলেৎপাদিত
ও নিরূপণ করা যাইতে পারে।
কি তত্ত্বপত্রে প্রত্যেক জনের বংশ
কি বাবসায় লিখিবার রীতি আছে।
কালে লোকসংখ্যার ও রক্তিব অর্থাৎ কত
যত্নে, শিল্প বাবসায় কতদূর চলি
এই সমস্ত বিষয়েই অতি হিতজনক
পাওয়া যাইতে পারে।
পরাধের ও অপরাধিগণের বৃদ্ধি কি
ও সাধারণ লোকদের মধ্যে কত দুর্ব
মুখিত হয়, এবং নুনা খঞ্জপ্রভৃতি অক্ষম
কির উপকারপ্রাপ্তে প্রয়োজন, এই
বিষয় জানিবাব নিমিত্তেও লোকসংখ্যা
করা আবশ্যিক।
গবর্নমেন্ট কোটি কোটি প্রজাদের পক্ষে
কর্তব্যসাধনে উৎসুক হইয়া লোকসংখ্যা
কার্যে প্রবর্ত হইয়াছেন। অতএব প্রজা
সংগত হইয়া সহকারী হইবেন এবং কর্তৃ
গণের পক্ষে অমূলক ভীতির কিহা অন্যত
বলে এই কার্যে পবিত্রমুখ না হন এই
।
এই লোকসংখ্যাগ্রহণ সূতন টার্ক
কিহা টার্করূপে করিবার কল্পনাও নাই।
কি ঘরেব কি অন্য কোন বিষয়ের টার্ক
এব অতিপ্রায়ও নাই।
টর সংখ্যা গ্রহণ করিবার জন্য এবং
বয়স জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন তাহা এক
প্রমে প্রায় হইবার নিমিত্তে গৃহস্থ প্রত্যেক
কে এক একখানি কাগজ দেওয়া যাইবে
কত দিনে আপনার পরিবারের
কত জন থাকেন, কত সই কাগজে তাহা
প্রত্যেকের নাম ও স্থিতি পুঙ্খ ও বয়স
ও রক্তিব লিখিয়া আনাইবেন। সে
রা লেখা পড়া করতে পারেন, তাহারা
এইসকল কথা লিখিতে ইচ্ছুক হইলে

বোম্বাইতে আমদানী ।

মিতাকরা	১
পরাশর সংহিতা ।	২
সঙ্গীক বিষ্ণু পুরাণ	৮
চাতুর্মঙ্গলী	১৥
সীতগোবিন্দ ও রাধাবিনোদ কাব্য	
সঙ্গীক, জয়দেব কৃত	১৥
বিদ্যকমুখমণ্ডন সঙ্গীক	১
কলিকাতা	
টনঠনে	
২২৬ নং	

মার নিকট
পুস্তকাগারে ও
১১ নং কালে
পটোলডালা

শ্রীযুক্ত বহননাথ মুখোপাধ্যায়শ্রী
শিক্ষা বিত্তীয় ভাগ মুদ্রিত হইয়া পটোলডালা
বাহুর্বা ত্রাদর্শ কোং পুস্তকালয়ে বিক্রয় হই
তেছে । উক্তম কাপড়ে বাধান মূল্য ১৥০ টাকা ।
প্রথম ভাগ । ১ ঐ

শিক্ষকদিগের
প্রস্তাবটী ব্যক্তি
সাধারী হয় । আমরা
সরতর্ষ্যার গবর্ণমেন্ট ডিরেক্টর

চরিত মঞ্জরী ।

অর্থাৎ ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ।
যু দ্বিত হইয়াছে । এ বারে ইহাতে এককটি
বিষয় সন্নিবেশিত হইল । শ্রীযুক্ত উদ্ভো
দেব অহমতক্রমে লর্ড ওয়েলেসলির
মৃত্যু ও লর্ড হেষ্টিংসের শাসনবিবরণ
খত হইয়াছে এবং প্রথমবারে য হুই এক
গবর্ণর জেনেলের সময়ের য ঘটনাপুলি
ভুক্ত হইয়াছিল, এবারে সেগুলিও উহাতে
বর্ণিত করিলাম । অধিক উহাতে একটি
ক্রমিকা যোজিত হইল । সুতরাং এই
দ্বিতীয় চরিতমঞ্জরীশাঠে ইংরেজদের ভাবত
আগমন অবধি লর্ড ক্যানিংয়ের রাজ্যশাস
শেষপর্যন্ত সমুদায় বৃত্তান্ত আবশ্যিকমত
গত হইয়া যাইতে পারিবে । আর ইহাতে
টিমির বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে ।
কৃত যথেষ্ট পুস্তকালয়ে ও মোড়াসাকো
নং লোকানে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায়ের
কটে প্রাপ্য । মূল্য ১৥০

শ্রীকালী প্রসন্ন রায় ।

বিক্রয়ার্থ ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাগি ওদামসহ
১৯ নং মোড়া বাগান ।
উপরি উক্ত বাগান ও বাগি যাঁহারা ক্রয়
তে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষ
ক ব্যক্তির নিকট জানাইবেন ।

গিলেগ্রাস্ আরবো-
গনট এবং কোং

নদিয়ার নদী ।

সন ১৮৬৯ সালের মার্চ মাসের ৬ হইতে
১০ই মার্চ পর্যন্ত ভাগীরথী নদীর
সর্বকমতি জলের সাপ্তা
হিক রিপোর্ট ।

স্থানের নাম	সর্বকমতি জল	ফুট	ইঞ্চি
ভাগীরথীর সহিত পদ্মানদীর যোগের স্থান		১০	৯
মহানায়		৬	৯
তথা হইতে জগদ্বীপ			
১০৥ মাইল মধ্যে		১	৬
জগদ্বীপ হইতে বহরমপুর			
৪৬ মাইলের মধ্যে		২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া			
৫০ মাইলের মধ্যে		২	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া			
৪৬ মাইলের মধ্যে		২	৬

সন ১৮৬৯ সালের ১৫ ই মার্চ তারিখে
বহরমপুর গজঘাটের জলের মাপ ।

	ফুট	ইঞ্চি
বহরমপুর	৪৮	৯
১৫ মার্চ		
১৮৬৯		

শ্রীযুক্ত সি. টি. উইলকিন্স একত্রি
কিউটিব ইঞ্জিনিয়ার নদীয়া
লোকাল বিবার ডিবিজন ।

সোমপ্রকাশ ।

১০ই টেত্র সোমবার ।
অধস্তন শিক্ষকদিগের বেত
প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে । সো
শের পত্রপ্রেরকেরা ডিরেক্টর সা
এ বিষয়ে উত্তেজিত করিবার
নানা স্থান হইতে পত্রপ্রেরণ

বের প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া
বিদ্যালয়ে কোনরূপ বায় হয়
কিরূপ শ্রেণীবিভাগ করা উচিত,
সকল অনুমোদন আরম্ভ করিয়াছে
কেহ কেহ বর্ষ নিয়ম করিয়া বে
বৃদ্ধির সীমা নির্দেশে ব্যগ্র হইয়াছে
সেটী আমাদিগের অনুমোদিত ন
যাহাতে শিক্ষকের পদগুলি তা
লোকের লোভনীয় হয়, সেইপ্রকা
বন্দোবস্ত করাই কর্তব্য । শিক্ষক
কার্য অতি গুরুতর । যাঁহারা অ
বেতনভুক্ত সামান্য ব্যক্তিদ্বারা এই ক
সম্পাদন করিবার চেষ্টা পান, আ
গের মতে তাঁহারা সন্নিবেশিত
নছেন । বালকদিগের প্রথমাবধি
ভাল লোকের নিকটে শিক্ষা হই
ততই তাহাদিগের মঙ্গল হইবে ।

সময়ে সময়ে প্রজাসংখ্যা করা
গবর্ণমেন্টমাজের কর্তব্য । ইহা
নানা প্রকার উপকার আছে । "নর
লিপি " এই শীর্ষক দিয়া গবর্ণমেন্ট এ
নি পত্র প্রচার করিয়াছেন, উহা
পরিষ্কৃত করিয়া দিবে : আমরা
স্বামিন্যুরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম
মতে য লোকসংখ্যা করিতেছেন
ত তাহাদিগের সহ বিনা অ
নাহি । প্রজার কল্যাণকাম
হইয়াই তাঁহারা এই

১৮৭০ সালের ইংরাজী এক্টাস কোসের
ন কোন প্রফেসর প্রণীত । মূল্য ১৥ ।
যাঁহারা প্রয়োজন হইবে, তিনি আ

অধিক পরিষ্কার
কর হইবে, উ
এরূপ বিবেচনা না

বিজ্ঞান ও বিশ্ববিদ্যালয়।
রাপথের অন্য অন্য প্রদেশের লো
ইংলণ্ডের শিল্পীদিগের অপেক্ষা
ক শ্রেষ্ঠ, ইহার কারণ কি? ১৮-৬৭
ক তাহার অনুশীলন হয়। তাহাতে
কাশ পাইল, ফ্রান্স প্রভৃতির অতি
মান্য বিদ্যালয়েও বিজ্ঞানের সমধিক
আছে। ভারতবর্ষে প্রকৃত বিজ্ঞা
অনুশীলন নাই বলিলে হয়। কুড়কি
লজ ও মেডিক্যাল কলেজ সমূহে যে
আছে এইমাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের
কাংশ কৃতবিদ্যা ছাত্রকে একটি পুষ্প
র্শন করিয়া তাহার জাতি জিজ্ঞাসা
লে উর্দ্ধনয়ন হইয়া থাকেন। আমি
ক সোসাইটি বিজ্ঞানের এই শোচ-
দর্শা দর্শন করিয়া প্রস্তাব করিয়া-
ন, বিদ্যালয় সমূহে যাহাতে বিজ্ঞা
সমধিক চর্চা হয়, তাহা করা কর্তব্য।
রা প্রবেশিকাশ্রেণি হইতে ইহার
স্ত করিতে বলেন; কিন্তু আমরা
ত হইলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট
প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া, সে সময়
পি আইসে নাই এইমাত্র উত্তর
করিয়াছেন। শিথিলতার সময়
চমৎকার কথা। আরস্ত্র না
ময় কখনই হইবে না। কোন
কালে প্রধান সেনাপতি
ন? মেডিক্যাল কলেজে
হইতেছে না? অন্য অন্য
ছাত্রেরা শিথিতে না পা

ও শিল্পে যে
ফাজাব কি
হ? মানসিক
াহিত; প্রভৃতিতে
গণ দক্ষতা প্রদর্শন
হইতে; কিন্তু যাহাতে প্রগাঢ়
বাগ হয়, যাহাতে প্রকৃতির অভ্য
প্রবেশ করিবার ইচ্ছা জন্মে, আমা
দিগের সেই শিক্ষার অতিশয় প্রয়োজন।
বিজ্ঞান আমাদের নিকটে ঋণী নহে;
আমাদিগের শিল্পশিক্ষা নাই বলিলে
হয়। অতএব সোসাইটির প্রস্তাবানু
সারে কাজ করা অতিশয় আবশ্যিক হই
রাছে। সর্বত্রই প্রকৃত বিজ্ঞানশিক্ষার
আরম্ভ করিয়া দেওয়া উচিত। বাঙ্গালা
বিদ্যালয়েও ইহার অনুশীলন আবশ্যিক।
ইহার অনুশীলন আরম্ভ হইলে কয়েক
বৎসরকাল অল্পতরমাত্র বিশ্ববিদ্যা
লয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ছাত্র বহির্গত
হইবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে
কতি কি? ক্রমে বিজ্ঞানবিদের সংখ্যা
বৃদ্ধি হইবে। অনেকগুলি অর্দ্ধশিক্ষিতের
অপেক্ষা অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ছাত্র
দর্শন কি প্রার্থনীয় নহে? এক্ষকার
শিক্ষা দিলে কয়েক বৎসরের মধ্যে
আমাদিগের শিল্পের অভূতপূর্ব
উন্নতি হইতে থাকিবে সন্দেহ নাই।

— ১০০ —

উকীল ও বারিষ্টার।

সম্প্রতি একটি মকদ্দমায় উকীল
বাবু অক্ষয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত
বাবু মনোমোহন ঘোষের
কৃত্য করিবার অধিকার লইয়া
হয়, তদ্বারা আমাদিগের
ম দূরীকৃত হইয়াছে। আমরা
ন, যিনি অধিকতর মাননীয় হন,
শেবে বক্তৃতা করিয়া থাকেন।
র বক্তৃতা সর্বশেষে হয়।
দ পিকক ও ক্লিয়ার সাহেব

বেলিমাহেবের অমতে সিদ্ধান্ত
হেন, বারিষ্টারেরা উকীলদিগের
বক্তৃতা করিতে পারিবেন।
বিচারপতি বলেন, বহুদর্শী উকীল
বারিষ্টারের পরামর্শীমাত্র থাকিবে
মীমাংসাটা কেবল যে যুক্তি
হইয়াছে এরূপ্যনয়, উকীলদিগের উ
ভঙ্গর কারণ হইয়া উন্নতির প্রতি
হইতে চলিল। এ বিষয়ে কোন
নাই। পূর্বতন সদর আদালত
ষ্টরদিগকে প্রধান্য প্রদান
তেন না, এক্ষণে প্রধানতম বিচার
হওয়াতে যে অবস্থা দাঁড়াইয়া
তাহাতে উকীলদিগের নহিত
ষ্টরদিগের সমকক্ষতাব হওয়া উচিত
সাধারণ্যে বারিষ্টারেরা প্রধানতম বিচার
রালয়ের অপেক্ষা প্রধান নহেন।
সাহেব খীকার করিয়াছেন, উকীল
ওয়েট মিনিষ্টারের বারিষ্টারদিগের
কক্ষ বিশেষতঃ সম্পত্তিঘটিত মক
উপস্থিত হইলে সর্বসাধারণে বারিষ্টার
অপেক্ষা উকীলদিগকে অধিক মনো
করেন। মকদ্দমার আইনে উকীলদিগকে
প্রধান্য অব্যাহত রাখিয়াছে। ফৌজ
মকদ্দমায় কেবল লোকে বারিষ্টারের অ
অন্বেষণ করেন; তাহার কারণ অনেক
অবিদিত নয়। প্রধান বিচারপতি বারিষ্টার
বারিষ্টারেরা যেক্ষকার আটর্নীর নিয়ম
বিবরণপত্র লইয়া প্রস্তোত্তর করে
উকীলেরা মেরূপ করেন না। আটর্নীর
সাক্ষ্যগ্রহ করিয়া মকদ্দমা সাজা
দেন। উকীলেরা যদি বারিষ্টারদিগকে
সমান সম্মানপ্রার্থী হন, তাহা হইলে
আটর্নীর দ্বারা মকদ্দমা লইতে থাকি
যাঁহারা ইহা পারিবেন, তাহাদিগকে
বারিষ্টারদিগের তুল্য সম্মান ও
প্রদান করা হইবে।
প্রধান বিচারপতির অভিপ্রায়
যাঁহারা আটর্নীর দ্বারা মকদ্দমা প্র

সোমপ্র

খ ভাগ।

“ প্রবর্তনা প্রকৃতিস্থিতায় পার্থিবঃ সরস্বতা স্রুতিমহর্নি। ”

মূল্য : এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা
 বাণ্যাসিক ৫৫ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ১৭ই চৈত্র। ১৮৬৯। ২৯এ মার্চ

মঙ্গলমাসে মাসুলসমেত ২
 বাণ্যাসিক ৭, ও টেরমা

বিস্তারপন।

কলকে জানান যাইতেছে, ঠিকানায়
 রেলওয়ের সোনাপুর ডাকঘর হইয়া
 লেখা থাকিতে অনেক চিঠি মাতলায়
 উপস্থিত হয়, তাহাতে আমাদিগের
 পাইবার বিলম্ব এবং মাতলার ডেপুটি
 স্ট্রোরের কার্য ক্ষতি হয়। অতএব ভবি-
 য়াহারা আমাদিগের নিকটে পত্র প্রেরণ
 ন, তাঁহারা “ কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব
 পুত্র ডাকঘর হ. যা চৌদ্দপোতা ” এই
 লিখিবেন। “ মাতলা রেলওয়ে ” ইহা
 বার প্রয়োজন নাই।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক।

—ঃঃ—

তৃতীয় ভাগ অষ্টপাঠ বাধ্য ইংরাজী
 ভাষায় অনুবাদ সমেত ত্রীশ্যামচরণ
 পাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১।০, গ্রন্থকাক্সী
 কলিকাতা সংস্কৃতপ্রেসডিপজিট
 ব'মু জ ব্রাঙ্গস এণ্ড কোং কোকানে ও
 পাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রেসে তত্ত্ব করিলে
 ন। ”

—ঃঃ—

সমাধরণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে,
 মার্চ তারিখে শনিবার বেলা ১১
 সময় মোকাম বর্জমান দামোদর ডিবিজ
 কজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র সাহেবের আপিসে
 রায়ণ ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী বাক সী
 ইয়ার্টনামক খালের সন ১৮৬৯ সালের
 এপ্রেল অবদি সন ১৮৭০ সালের ৩১ মার্চ
 এক বৎসরের নিমিত্ত মাসুল আদায়ের
 প্রকাশ্য নীলামে বিলি করা যাইবে।

তোক নীলাম ডাকনীয়া ব্যক্তিকে নীলাম
 করপূর্বে ১০০ শত টাকা আমানত
 হইবে এবং বাহাদিগের ডাক অগ্রাধা

হইবে, তাহাদিগের আমানতী টাকা কেবল
 দেওয়া যাইবে এবং উক্ত পনের নীলাম ডাক
 নীয়া ব্যক্তির আমানতি টাকা ইতারার প্রথম
 কিস্তির পরমাণে জামিনী টাকা আদায় দিলে
 কেবল দেওয়া যাইবে।

উপরি উক্ত বিষয়ের অন্যান্য সংবাদ নিয়
 থাকরিত সাহেবের সমীপে প্রাপ্ত হইবে।

এইচ, ডবালউ, গারনল্ট, কাপ্তান আর, ই,
 একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র, দামোদর
 ডিবিজন।

—ঃঃ—

কামিনী নাটক।

বহুবাজার ২৪৯ নং স্ট্যানহোপ প্রেসে
 প্রাপ্য। মূল্য এক টাকা। ডাক মাসুল এক
 আনা মাত্র।

—ঃঃ—

বাল্মীকি চণ্ডকৌশিক নাটক।

সিমুলিয়া কীনারিপাড়াহিটৈবিষয়ে ও
 কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত
 আছে, মূল্য ২।০ আনামাত্র।

ক্রীতবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল।

—ঃঃ—

বাল্মীকি রামায়ণ

চতুর্থ খণ্ড।

প্রত্যেক খণ্ড ১০ ফরমা।

এই পুস্তক নাগরাকরে মূল ও গীকা এবং
 বাঙ্গলা অনুবাদেব সহিত প্রকাশিত হইতেছে।
 প্রত্যেক খণ্ডেব মূল্য ১।০ আনা। বাহারা নিষ্ক-
 মিত গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমা
 নামে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে পত্র লিখিবেন।
 বিবেচনীয় গ্রাহকদিগকে প্রত্যেক খণ্ডে অতি-
 রিক্ত এক আনা মাসুল দিতে হইবে।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ } ক্রীতবীনচন্দ্র তর্ক চার্য্য

মানবজন্মভুক্ত ও ধার্তি
 দ্বিতীয় খণ্ড।

সাধারণের ক্রয়োপযোগি এই
 নির নির্ধারিত অগ্রিম মূল্য কেবলনাএ ৪
 ডাকে ৪।০। লিখিত বিষয় (১) অস্বাভাবিক
 (২) অস্বাভাবিক প্রসবশ্রেণিতে দীঘসু গ্রী
 বোপক প্রসব, সংকীর্ণতগদ্বারীর প্রসব,
 নের হস্তপদাদির অগ্রে বহিকৃতি, বমজ
 অল্পত স্রুণিপ্রসব, ইত্যাদি (৩) সক্র
 শ্রেণীতে নাড়ের অগ্রে বহিকৃতি, অপা
 শোণিতপাত, তগবিদারণ, জরায়ু উল
 পড়া ইত্যাদি। এসকল প্রসবে ধাত্রী ও
 তার কর্তবা (৪) হস্তকৃত ও বাস্তবিক
 যের বিবরণ (৫) স্তৃতিকাগারস্থ বিহ
 ইত্যাদি রোগ ও চিকিৎসা। কোদিত্ত অ
 ইত্যাদিও দেওয়া গিয়াছে। পুস্তক, কলি
 কালেজ স্টি টের ৫৫ নং ভবনে ক্রীতবীন
 চরণ মহালানবিসের নিকটে, অথবা
 নিকটে হালদহে পাওয়া যাইবেক।

ক্রীতবীনচন্দ্র কান্ত গি

সিবিএল মেডিকেল আপিসার

—ঃঃ—

সম্প্রতি দক্ষিণ মগদায় যে ইং বাং বি
 প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রধান নি
 প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৫০ টাকা। প্র
 প্রশংসাপত্রবহু আবেদনপত্র আমা
 প্রেরণ করিবেন।

কলিকাতা

কলিকাতা টোলা

} ক্রীতবীনচন্দ্র কব

—ঃঃ—

কালীমুক্তি বিবেক।

পরমহংস পণ্ডিত্রাজক ক্রীতবীন ক্রবেশ
 বিবচিত্ত বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত দিনবন্ধ
 প্রকাশিত মূল্য ১।০ আনা। পটোলচাঁদ

ধী।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বারে ইহাতে কএকটি
তাইল। ত্রিযুক্ত উড়ে।

আচোদয়েব অচ্যুতক্রমে লর্ড ওয়েলেসলির
জীবনবৃত্তান্ত ও লর্ড হেষ্টিংসের শাসনবিবরণ
লিখিত হইয়াছে এবং প্রথমবারে যে দুই এক
কম গবর্ণর জেনেবলেব সময়ের যে ঘটনাস্থলি
পরিভ্রম্য হইয়াছিল, এবারে সেগুলিও উহাতে
নিবেশিত করিলাম। আধিক্য উহাতে একটা
উপক্রমণিকা যোজিত হইল। সুতরাং এই
পুস্তকমুদ্রিত চরিতমঞ্জরীপাঠে ইংরেজদের ভারত
বর্ষে আগমন অবধি লর্ড ক্যানিংয়ের রাজ্যশাস
নব শেষপর্যন্ত সমুদায় বৃত্তান্ত আবশ্যকমত
অবগত হওয়া যাইতে পারিবে। আব ইহাতে
মউটিনের বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।
সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও জোড়াসাঁকো
৬৪ নং লোকানে ত্রিযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায়েব
নিকটে প্রাপ্য।

মূল্য ১০
শ্রীকালী প্রসন্ন রাই।

—:—:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাগি গুণামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাগি যাঁহার ক্রয়
করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষ
রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেশ্বারস্ আরবো-
খনট এবং কোং

—:—:—

১৮৭০ সালের ইংরাজী এ-টাঙ্গ কোর্সের
মানে কোন প্রফেদন প্রদীত। মূল্য ১৥।
যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি আ
মার নিকট অথবা স্কুলবুক সোসাইটির
পুস্তকাগারে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

১১ নং কালেক্টরী }
পটোলডাঙ্গা } শ্রীবরদাপ্রসাদ মজুমদার

—:—:—

ত্রিযুক্ত সহন্য মুখোপাধ্যায়প্রণীত দাত্তী
শিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত হইয়া পটোলডাঙ্গা
বাবু মদন চন্দ্র কোং পুস্তকালয়ে বিক্রয় হই
তেছে। উত্তম কাপড়ে বাধান মূল্য ১৥- টাকা।
প্রথম ভাগ। ১ ঐ
(শরীর পালন মূল্য ১০ আনা)

—:—:—

বিবিধ জব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম ন
বিধ জব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদি
/০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অ
টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হিস
পাইবেন।

শ্রী শ্রী মঠেতনগীতা }
শ্রী মঠেতন দেবের } ৩০ টাক
রাগকল্পক্রম

শকসাধন মুক্তাবলী অর্থাৎ বোপ	
দেবীর মুক্তবোধ	২৥- ৩
বন্ধুবিলাস	১ ৩
সতীত্বচিত্রভাষ্যকাব্য	১ ৩
তত্ত্ববিদ্যা	১৥- ৩
মাতোৎসব	১ ৩
শ্রীকম'হাস্য	১৥ ৩
বতগালা	১৥ ৩
প্রভাসখণ্ড প্রথম	১০ ৩
ঐ দ্বিতীয়খণ্ড	১০ ৩
উত্তরগীতা সটচক্রনিরূপণ	
প্রভাত	১ ৩
যোগবাশিষ্ঠ নন্দকুমারকৃত	৫ ৩
জানকী নাটক	১ ৩
চরিতমঞ্জরী দ্বিতীয়বার	
মুদ্রিত	১০ ৩
জীবনবৃত্তান্ত	১০ ৩
পারিজাত করণ	১০ ৩
নন্দবিদায় যাত্রা	১০ ৩
গীতাবলী রাজা রামমোহন রায়-	
প্রণীত	১০ ৩
দক্ষসংহিতা	৫ ৩
লিখিতসংহিতা	৫ ৩
শান্তাতপসংহিতা	১০ ৩
বাসসংহিতা	৫ ৩
আপস্তম্ব সংহিতা	৫ ৩
যুক্তি চিন্তামণি	১০ ৩
শুভসা শিষ্ট	৫ ৩
বিদবাবজ্ঞানা	১০ ৩
কীচকবধকাব্য	১০ ৩
বিমাতা মনোরঞ্জন নাটক	৫ ৩
বিক্রম নাটক	১০ ৩
স্বভাবদর্শন	১০ ৩
কৌতুক শতক	১০ ৩
বীরবাহুবলী	১০ ৩
কীচকবধ নাটক	৫ ৩

ক বা ১ ম খণ্ড
কালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।
শ্রীশ্রীশ্যামচন্দ্র বসু।

সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল
কালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।
শ্রীশ্রীশ্যামচন্দ্র বসু।

প্রণীত	মূল্য
ঐতিহাস	১ টাকা
রামইতিহাস	১ ঐ
ভূমণসার ব্যাকরণ	১০ আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৫ ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৫ ঐ

প্রচারিত।
মুক্তবোধ ব্যাকরণ ৫ ঐ
শ্রীশ্রীশ্যামচন্দ্র শর্মা

আমি শকস্কোমমহানিদিনামে এবখামি
পুস্তক অভিধান সংকলন করিতে আরম্ভ করি
ক উক্ত পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে, সম্প্রতি
ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের
২ টাই টাকা। গ্রহণেচ্ছ মহাশয়েরা সংস্কৃত
পুস্তকালয়ে অথবা সংস্কৃত কালেক
র নিকটে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারি

শ্রী তারানাথ শর্মা
কলিকাতা সংস্কৃত কালেক

শ্রী শ্রী শ্যামচন্দ্র বসু
শ্রী শ্রী শ্যামচন্দ্র বসু
শ্রী শ্রী শ্যামচন্দ্র বসু

—:—:—

পত্রিকা- } জানা
 ৩৪ নং } নগদ বিক্রয়
 —:—

নাদির নদী

১৮৬৯ সালের মার্চ মাসের ১৩ইতে
 ১৯ মার্চ তারিখ ভাগীরথী নদীর
 নদীমাত্ত লেব সাঙ্গা
 (৩৮ ফিট)

স্থানের নাম	সর্বকমতি ডল	ফুট	ইঞ্চি
ভাগীরথী	১০	৬	০
মহানগর	৬	০	০
ভাঙ্গা	১	৬	০
ভাঙ্গাপুর	২	০	০
৪৬ মার্চের মধ্যে	২	০	০
৫০ মার্চের মধ্যে	২	০	০
৪৬ মার্চের মধ্যে	২	৩	০

১৮৬৯ সালের ২২ এ মার্চ তারিখে
 পুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ।

কুট ইঞ্চি
 ৩৮

ক্রীষ্ণ সি. টি. উইলসন একজন
 সিভিল ইঞ্জিনিয়ার নদীয়া
 লোকাল রিবার ডিবিজন।

সোনপ্রকাশ।

১৭ই চৈত্র সোমবার।
 রাজপুরুষেরা দেশের কল্যাণকর
 প্রকৃত হইলে প্রজারা যোগ
 কর, অন্য কোন কার্যে নেরূপ হর
 অতএব রাজপুরুষমাত্রেয় কর্তব্য।
 প্রজার হিতসাধনকার্যটিকে
 নাদিগের কর্তব্যমধ্যে প্রধানরূপে
 করেন। দুঃখেব বিনয় এই, অনেক
 পুরুষই এ বিষয়ে উদাসীন্য প্রদর্শন
 ন। কালনার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট
 দ্বারকানাথ দে কয়েকমাসমাত্র
 নায় গিয়াছেন। এই স্বপ্ন সময়ের
 তিনি তথায় রাস্তা ও বিদ্যালয়

প্রভৃতি নানা দে
 হইয়াছিলেন। তা
 তাঁহার উপরে যার ই সম্বন্ধ
 হইয়াছেন। গোষ্ঠে প্রকাশ করা হই
 য়াছে, তাঁহাকে বদলী করা হইবে।
 ইহাতে তত্রতা জোঁকেরা অতিশয় ক্ষুব্ধ
 হইয়া আনাদিগের নিকটে পত্র বি. প
 তেছেন।

—:—

ইনকম টাক্স আইন

ইনকম টাক্স আইন রাজনীতিমত
 যত আবশ্যক হউক, বা না হউক,
 এতী সর রিচার্ড টেম্পলের বৈরনিযা
 তনের একটি উদ্যোগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের
 ও বঙ্গদেশবাসীদিগের উপরে তাঁহার
 সম্পূর্ণ বিদ্বেষ আছে। তিনি সেই বিদ্বেষ
 চরিতার্থ করিবার স্বযোগ পাইয়াছেন।

উইলসন মাঠে যখন ইনকম টাক্স
 স্থাপিত করেন, তৎকালে তিনি কর
 সংগ্রহের ব্যয় বাদে টাক্স ধার্য করিয়া-
 ছিলেন; কিন্তু সর রিচার্ড টেম্পল সক
 লের বেলায় এ ব্যবস্থা করিতেছেন না।
 বণিকগণ কর্মচারিপ্রভৃতির ব্যয় বাদ
 পাইবেন; কিন্তু জমীদারেরা পাইবেন
 না। ভারতবর্ষের সভা এ বিষয়ে সে
 আবেদন করেন, তাঁহার প্রত্যাশ্তরে বঙ্গ
 হইয়াছে, যেসকল জমীদার আপন
 আপন জমীদারিতে থাকেন, তাঁহাদি
 গকে কর সংগ্রহের ব্যয় নিতে হইবে না,
 অসুপস্থিত জমীদারদিগের এত দূর
 প্রকাশ্যে প্রয়োজন নাই। সর রিচার্ড
 টেম্পল হয় জমীদারির বিষয়ে কিছুই
 জানেন না, নতুবা অজ্ঞতার ভান করিয়া
 ছেন। আনোরপুর পরগণার চারি লক্ষ
 প্রজা আছে; জমীদার একাকী কি এই
 চারি লক্ষের নিকটে কর সংগ্রহ করিতে
 পারেন? কোন দেশে কর্মচারিব্যতি
 রেকে জমীদারির কর সংগৃহীত হইয়া

এ বার অদালত

প্রধান রাজপুরুষ, রাজা
 ক্রমে ক্রমে তথায় উদয়
 সর জন লরেন্স অতিশয় ন
 তাঁহার সময়ে যাঁহারা বঙ্গ
 স্বর দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁ
 হার এ বারের দরবারের ব
 করিয়া গঠিতে পারিবেন। আনাদি
 বর্তমান গবর্নর জেনরল লর্ড মের
 জন প্রসিদ্ধ বিলাসী লোক; বি
 বিস্ময়কর বারে ইহার বন্ধমুক্তি তা না
 ইনি মধো এক দিবস মাতলাব
 দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। আ
 দেখিলাম, ইহার নিমিত্ত অর্থ ও শ
 রেলগাড়িতে চলিয়াছে। অন্য
 গবর্নর বা লেপ্টনেন্ট গবর্নর একরূপ ক
 নাই। তথায় কিয়ৎকালের নিমিত্ত যা
 অর্থ শকট লইয়া যাইবার প্রয়োজন
 না। রেলগাড়ি এক কালে নদীর
 পর্য্যন্ত গমন করে। ইহাতেই ল
 মেয়ের বিলাসিতা অনুমিত হইবে
 প্রকার বিলাসপ্রিয় লোক যে দরবার
 অধিনায়ক, তাহা যে স্বপ্ন বারে স
 হইবে, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত
 বিশেষতঃ জেটর গবর্নরেন্টো এ
 ও সমুদ্র প্রদর্শনই এ দরবারের উদ্দেশ্য
 যত আবশ্যক অর্থ ব্যয় হইবে, ততই ই
 উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

অনেকে ইহার ফলবর্ণনা
 বলেন, দরবারের দ্বারা সরদার ও
 গের প্রভুত্ব বন্ধ হইবে; কিন্তু অ
 এ কথা বলি না। অধিকাংশ
 এটিকে কৌতুকবয় ব্যাপার
 করিয়া তামাশা দেখিতে যান।
 মনয়ে মনয়ে দেহগণ বস্তু তা হয়, তা

রতাগ করুন।

রদিগকে আপনা
রয়া লউন এবং তাঁহা
দিগকে লইয়া গতা করিয়া রাজ্যের
হিতার্থিত চিন্তা করুন। তাহা হইলে
কেবল যে তাঁহাদিগের মহিমামুরূপ
কাৰ্য্য হয় একরূপ নয়, রাজা ও সরদারগণ
অকপটভাবে তাঁহাদিগের অনুরক্ত ও
ভক্ত হইয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই।

—:—

বল ও সাহস হই।

আমরা হাজার বুদ্ধিমান হই, হাজার
কার্যনক্ষ হই, হাজার বিশ্বস্ত ও ধার্মিক
হই, বাবৎ বল ও সাহসমস্পন্ন না হইব,
তাবৎ কেবল যে আমরা প্রতিষ্ঠালাভে
অগমর্থ হইব একরূপ নয়, স্ব স্ব প্রাপ্য
পদাদিলাভে বঞ্চিত হইব সন্দেহ নাই।
কেবল ভদ্রতার কাঙ্ক্ষা হয় না, সেই সঙ্গে
ভয় ও ভক্তিসমস্তাব একান্ত আবশ্যিক
আমাদিগের রাজপুরুষেরা ভদ্রতা
করিয়া আমাদিগের যত করিয়াছেন,
বোধ হয়, কোন রাজা এত করেন না।
আমাদিগের বল ও সাহস নাই, তাঁহারা
আমাদিগকে ভয় ও ভক্তি করেন না।
সুতরাং আমাদিগের সমুদায় মনোবৃত্তি
পূর্ণ করেন না।

বুদ্ধি, বিদ্যা, সভ্যতাদি যাবতীয় গুণ
বল ও সাহসের নিকটে পরাস্ত হয়।
সেই অসামান্য সভ্যতাদি গুণ
আমাদিগকে কি নিরস্ত করিয়া রাখিতে
পারিবে? আমাদিগের রাজপুরু
ষেরা কি আমাদিগের অপেক্ষা চিন্তুতা
আমাদিগকে সমধিক ভয় ও ভক্তি করেন
না? অর্জুন যোরতর অপমায় করিলেন,
মহাদেব তাঁহার বলপরীকার্য্য করিতে
রূপ বাবণ করিয়া তাঁহার নিকটে উপ
স্থিত হইলেন। মগধবিবাদ উপলক্ষে
যোরতর যুদ্ধ হইল। মহাদেব তাঁহার
অসংকসামান্য বল চর্শন করিয়া প্রীত ও

শ্রমস্ব হইলেন। তাহাতে এক ঘণ্টা
তেছেন, মহাদেব অর্জুনের অধিক
সামান্য পৌরুষ চর্শনে যেপ্রকার শ্র
লাভ করিলেন, তপস্যায় সেরূপ শ্র
হন নাই। ফলতঃ বীর্য্য ও সাহস লো
নিকটে ঘেরূপ আদরনীয় হয়,
গুণ সেরূপ হয় না।

আমরা উন্নতি উন্নতি বলিয়া অ
কোলাহল করিতেছি। কিন্তু যে উ
বাতিরেকে অন্য উন্নতি অবগণিত
আমরা সে উন্নতির কোন চেষ্টা
তেছি না। রাজপুরুষেরা সে উন্ন
চেষ্টা করিবেন, এ আশা করিয়া
বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। রাজার
বিদ্রোহশঙ্কা আছে, তখন রাজ
চেষ্টা পাঠিবেন ইহা কোনক্রমেই
বিত্ত নহে। ইংরাজেরা ত বিদ্রো
রাজপুরুষ, আমাদিগের বৈদেশীয়
রাও বিদ্রোহভয়ে প্রজারা বাহাতে
বীর্য্যহীন হইয়া নিরীহ হয় এ চ
ক্রটি করেন নাই।

বলবীর্য্য সাহসমস্পন্ন হইলে
যে আমরা রাজদ্বারে প্রতিষ্ঠা
সমর্থ হইব একরূপ নয়, আত্মাঙ্ক ও
মানরক্ষাও শক্ত হইব। এখন
ইউরোপীয় আমাদিগকে প্রহার ক
আমাদিগকে নিতান্ত কাপুরুষের
ধর্ম্মাধিকরণের শরণাপন্ন হইতে
আমরা মুটে উপহারের মুক্তি প্রত্যা
দান করিতে পারি না। যেপ্রকার
কাল পড়িবাছে, মুক্তির বিনিময়ে
দান না করিলে চলে না। নোরাখ
ডিষ্ট্রিক্ট পুণ্ড্র সুপরিটোওর্ট
জগদীশ হার যদি তত্রত্য সিবিলা
নের প্রহারের প্রতিপ্রহাররূপ প্র
দান করিতে পারিতেন, সিবিলা সর্জ
কি উত্তম শিক্ষালাভ হইত না? অ
গুণে আমাদিগের তেজস্বিতা জন্ম
কিন্তু সেই জেতস্বিতারক্ষার উপ

নাম প্রাপ্ত ও কাম
প্রাপ্ত মায়, ভারতবর্ষের
সাম্রাজ্যের বহিরা নস্রাট
হইতেন, বিজিত রাজগণ
সভায় উপনীত হইয়া বিনয়
আমানাদিহারা আপনাদি
পর্দান প্রাণ পরিচয় দান করিতেন,
আমাদিগের অভিমান চরিতার্থ হইত।
রাজপুরুষেরা সেই ভারতবর্ষে
পত্নী ও সন্তানপন্থী লাভ করি
ন, প্রাচীন চিন্তু সম্রাটদিগের স্বভা
প্রাপ্ত হইয়াছেন। দরবারও ইহা
আমাদিগের অভিমান চরিতার্থ করিবার
য হইয়াছে। রাজগণ বড় বয় ও
শক্ত হইয়াও প্রধান প্রকৃতিবো
দরবারস্থলে আগমন করেন।
অদৃষ্টবাদীরা বলেন, শুভ বিবর
ক, স্মার অশুভ বিষয় হউক, বাস্তব
বর্ষের ভোগাদৃষ্টবলে হইয়া থাকে।
ভবর্ষের দরবারগুলি ইনকম টাক্স
আমাদিগের ভোগাদৃষ্টের ফল। দরবারে
প্রাপ্ত হইয়া যত অনটন হইবে,
ইনকম টাক্সের শতকরা বৃদ্ধি
কোন গুণ সংসর্গজ, কেবল যে
ভবর্ষের ব্রিটিশ অধিকারমাপা ইনকম
বৃদ্ধি হইবে, তাহা নয়, যেসকল
ও মনোর দরবারে আমাদিগের
ধর্ম্মাধিকারপ্রদর্শনার্থে যত বায়
রা স্বয়ংস্থ হইবেন, আমাদিগেরও
রাজ্যমধ্যে ইনকম টাক্স অথবা
সদৃশ লোকবিদ্রিষ্ট অথবা বৈরাগ্য
উদ্ভিত করিতে হইবে।
আমাদিগের ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা
যদি দরবারপ্রিয় হইয়া থাকেন,
আমাদিগের প্রতাপ ও মহাধর্ম্মপ্রদর্শ

আবশ্যক নাই। এইরূপ বলিতে
সম্মত। আসিয়া উপস্থিত হইল এবং
ক প্রদত্ত হইল। গঙ্গাধর বাবুপ্রভৃতি
জন সেই গোলযোগে অন্তর্ভুক্ত হইলেন,
স্বাস্থ্যসাধন করিলেন এবং উপহার বা
চতুর্থাৎ চাঁদা সংগৃহীত হইতে লাগিল।
কয়েক জন উপস্থিত হইতে পারেন নাই
উপস্থিত সভাগণের মধ্যে তৎক্ষণাৎ
টাকা স্বাক্ষরিত হইল। তন্মধ্যে কয়েক
মীদারেরও স্বাক্ষর দেখিলাম। অবশেষে
তিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা

শয়! অনেকেই রাজনীরায়ণ বাবুর বিদ্যা
মস্তা, ঠৈর্গণ্য, গাঙ্গীর্ঘ্য, পদ্মনিষ্ঠা, কষ্ট
তা, সদাশয়তা এবং অমায়িকতা গুণের
র জ্ঞানেন। তিনি পদনিবন্ধন অনেকের
ত পাড়িয়াছিলেন বটে; কিন্তু গুণেতে
কর অগ্রগণ্য। আমরা আর অধিক কি
উঁহার সদৃশ লোক বঙ্গদেশে এমন কি
বর্ষেও অল্প আছেন। সভার কার্যবিবরণ
ভিনন্দন মুদ্রিত হইতেছে। আরও চাঁদা
ীত হইতেছে।

বিদ্যাপুর }
৮৬৯ }
৭ই মার্চ } কস্যচিং দর্শকস্য

—:—

শ্রীলক্ষ্মীপুস্তক বিজ্ঞানগ্রামের মহা-
রাজের অসামান্য
বদান্যতা।

শ্রীলক্ষ্মীপুস্তক বিজ্ঞানগ্রামের মহারাজের বিদ্যা
গিতা, দেশহিতৈষিতা ও বদান্যতার বিষয়
করি মহাশয়ের ও মহাশয়ের অগাধিখ্যাত
প্রকাশপাঠকবর্গের অবিদিত নাই। সাধা
বিদ্যাশিক্ষা ও আনোন্নতির বিষয়ে
মহারাজ অকাতরে দান করিয়া থাকেন
ক ও বালিকাবিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসা
অন্নচক্রপ্রভৃতিতে দেশ বিদেশে উক্ত মহা
প্রতিবর্ষে প্রচুরপরিমাণে অর্থ ব্যয় করিয়া
র সাধকতা সম্পাদন করিতেছেন। গত
য়ারি মাসের প্রারম্ভে উক্ত মহারাজ কলি
য় আগমন করিয়া প্রায় দুই মাস কাল
রপুর গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই
ম স্থাপিত গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যা
র গৃহনির্ম্মাণার্থ উক্ত মহারাজের নিকট
কং আশুকৃপা প্রার্থনা করাতে আনন্দের
ত ৫০০ পঞ্চ শত মুদ্রা এক কালে দান
য়া গিয়াছেন। এবিধ অলৌকিক গুণস-

পন্নবদান্য মহোদয়গণ,
জীবী করুন, তাহা হইলে
গের সীমা থাকিবে না এবং আপামর সাধার
ণের বিদ্যা ও আনোন্নতির পথ পরিষ্কৃত
হইবে।

বিদ্যাপুর } একান্ত বলবদ
৭ই ফেব্রু } শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্র-
১২৭৫ } ভূতি বঙ্গবিদ্যালয়ের মেধরগণ

—:—

মহাশয়! গত ২০ এ মাঘেব পত্রিকায়
আমাদিগের অঞ্চলের শোচনীয় অবস্থার বিষয়
লিখিবার সূত্রপাত করিয়াছি; অন্য আমাদি
গের বিদ্যাশিক্ষার কষ্টের বিষয় মহাশয়ের এবং
গবর্ণমেন্টের গোঁচর করিতেছি; মহাশয় আমা
দিগের এই মহৎ কষ্টটী দূর করিতে যত্ন করি
বেন। পূর্বে লিখিয়াছি, এই স্থান নদীয়া ও
২৪ পরগণার সঙ্কীর্ণ। এ অঞ্চলে ভদ্র
লোকের বাস অল্প। সকল গ্রামে ভদ্র লোক
নাই; যেসকল গ্রামে আছেন। তাহাও অধিক
নহে। ভদ্রের মধ্যে এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণই অধিক।
এক এক গ্রামে ৪। ৫ ঘর হইতে ৭০। ৮০ ঘর
পর্যন্ত ব্রাহ্মণের বাস আছে। আমাদিগের কাছ
বার চতুঃপার্শ্বে দুই ক্রোশের মধ্যে গোলা,
পিপীলি, মুরদপুর, বড়ি, গোবরা, গোবিন্দ
পুর, চান্দুড়িয়া। (এই গ্রামে একটি প্রসিদ্ধ হাট
ও বাজার আছে) চন্দনপুর, গল্পড়া, কোটা,
বেড়বাড়ী, বাউড়ী, বাগাচাড়া। (এই গ্রামে
একটি হাট, বাজার ও কতকগুলি মল্লিক গুরু
মহাশয়ের বাস আছে, ইহারা একপে ব্রাহ্ম হই
য়াছেন) দিঘা ও মদনপুর এই কয়েকখানি
গ্রামে ৪০০। ৫০০ শত ঘর ব্রাহ্মণ ও ৩০। ৩০
ঘর কায়স্থের বাস আছে। নবশাখ জাতিও
নিতান্ত কম নহে। উক্ত গ্রামসমূহের মধ্যে
যদিও কয়েকখানি গ্রামে অপেক্ষাকৃত অধিক
ভদ্র লোকের বাস আছে, কিন্তু তথায় বিদ্যাৎ
সাহী ও ধনবান লোক না থাকিতে কোনপ্রকার
সমসুষ্ঠান হইবার সম্ভাবনা নাই। যে যে গ্রামে
২। ১ ঘর ধনবান আছেন, তথায় ভদ্রলোক
নাই ও যেখানে ভদ্রলোক আছেন, তথায় ধন
বান নাই। বিশেষ এ অঞ্চলের আরও দোষ এই
যে, এখানে যে কয়েক জন কৃতবিদ্য কমতাবান
লোক আছেন (অতি অল্প) তাঁহারা আপনা
দিগের জ্ঞী পুত্রাদি বিদেশে রাখিয়া চাকরি
করেন; স্বদেশের কোন হিতচেষ্টা করেন না।
এইসকল কারণে কোন একটী গ্রামে বা নিকট
বর্তী ২। ৩ খানি গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন হই-
বার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং গবর্ণমেন্টের

স্থান (৩৩৩৩ আচ্চি) খুলশিয়ার
ইম্পেটর বাবু জীবনকৃষ্ণ ব
সেটীও উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত
লিখিয়াছেন। ঘোর অন্ধকার
আছে; তাহাও থাক না। মহাশয়
মিক আরই ইহার প্রধান কারণ; সে স্থান
প্রাবল্ট হইয়া বহু প্রাণি নষ্ট করিয়াছে।
পাঠশালার চাত্তের হ্রাস হইয়াছে। অ
সকলে আরোগ্যলাভ করিতে পারে নাই
মহাশয় আমাদিগের এই দুঃসংসীতি বি
করিলেন না। এই তয়ানক আর হইতে যে
বালক পরিভ্রাণ পাইয়াছে, তাহাদিগের
রিক বল ত গিয়াছে, কিঞ্চিৎ মানসিক বল
বার পথ ছিল, তাহাও নষ্ট হইতে চ
বস্তু মহাশয়! আমাদিগের নিবিড় বন
একটী ক্ষুদ্র পথ কষ্টকল্পারা রুদ্ধ করিবেন
ভূদেব বাবু! বস্তু মহাশয়ের কথা শুনিয়া
দিগের অঙ্কের যত্নস্বরূপ ক্ষুদ্র পাঠশ
উঠাইয়া দিবেন না। হ্যাঁ! কম হইয়াছে
দিন আপেকা করুন; এই পাঠশালাটি উ
দিলে আমাদিগের যার পর নাই কষ্ট হ
আশা করসা, উৎসাহ, স্বয়প্রভৃতি সকল
বারে নষ্ট হইবে।

১২৭৫ সাল } কাশবা নিবাসিনঃ
৩০ ফাল্গুন } পাঠকস্য

—:—

এখানকার পোষ্ট আপীসটী অতি
স্থায় আছে। তাহার যে পরিমাণে আয়
তদনুরূপ উন্নতি হওয়া উচিত; কিন্তু
তাহার কিছুই দেখিতেছি না। যাহার
আয় প্রায় ৫০ টাকা, তাহার একখান
গুচ ও পত্র রাখিবার একটী সামান্য
দেওয়া উচিত; এই ব্যয়ে এখানে এ
পোষ্ট মাস্টার ও হরকরা হইতে পারে
তাহা হয় নাই।

এ স্থানে বাণিজ্যসব্বাদির আমদ
রপ্তানি করিতে হইলে, দুই তিন দিবসে
পর্যন্ত শকট না হইলে চলে না। শকট
অধিক হওয়াতে এ স্থানের প্রেরিত ও
স্থানের আনীত দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত

বাবু তারকনাথ শ্রামা
 ঢাকা দিয়াছেন তাহাতে
 বড় পড়তি হইয়াছে। শুনিলাম, যক্ষ্মানাম
 মহারাজের নিকট সাহায্যার্থে আবেদন
 পত্রিকা প্রেরিত হইবে।

৩। গত ১লা আগষ্ট হইতে চকদেবীর
 সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিববস্ত্রে সারন
 প্রসাদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৬ জন
 উপস্থিত শিক্ষক এবং ৩ জন পণ্ডিত নিযুক্ত
 হইয়াছেন। বিদ্যালয়টি এবং চিকিৎসালয়টি
 যক্ষ্মানাম শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত্ত্বা
 বধানে আছে। আমাদের আবেদনের বিদ্যাস
 গর মহাশয়কে সতাপাত করিয়া একটি স্বর্ণ
 স্তম্ভ কারলে ভাল হইত।

৪। আমাদের প্রত্যবাসী গ্রামের অধিকা
 শই চকদেবীর রাইবাবুদের জমিদারী
 সারন প্রসাদ বাবু মুক্ত হইয়াছে জমি
 দারীর তত্ত্বাবধানে ভার শ্রীযুক্ত বাবু রম্ভাবন
 চন্দ্র রাই মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু গোপেন্দ্র
 চন্দ্র রাইয়ের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ইনি অল্প
 কালমধ্যেই প্রজাবৎসলতা, দয়, দীক্ষণা,
 অপকপাতিতা, বিনয় এবং অপরহিতৈষিত্বের
 পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহ হেত সকল প্রজা ই
 স্তম্ভিত হইয়াছে। উক্ত রূপায় ইনি দীর্ঘ জীবিত
 হইলে ইহার দ্বারা এ অঞ্চলের অনেক মতাপ
 কার সাধিত হইবে। আমাদের গেল একটা অল্প
 বোধ এই, বঙ্গদেশের উচ্চবর্গকে পানী দিয়া
 তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে পারিলেই
 এবং সম্বাদ পত্রিকায় মতামতের উত্তম
 শুভাচীন কানিয়া সুখ্যাত প্রাপ্ত হইলেই প্রভু
 বড় লোক হইয়া যায়, ততম ত্তন যেন কখন
 পণ্ডিত না হন।

৫। গত ১৮ই কাশ্বন রবিবার শ্রীকৃষ্ণপুর
 মনসী শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ মিত্রের কেঠা
 উত্তর শুভ বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন
 হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষের অনেক বাস
 হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ
 ৩৭১ টি
 সন ১২৭৫

মূল্যপ্রাপ্তি ।

- শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ তট্টাচায়া শান্তিপুর ১০
- শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ তট্টাচায়া শান্তিপুর ১০
- শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ তট্টাচায়া শান্তিপুর ১০
- শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ তট্টাচায়া শান্তিপুর ১০
- শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ তট্টাচায়া শান্তিপুর ১০

শ্রীযুক্ত টি. ই. কর্ণেড বেঙ্গলপুর
 —:০:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটা বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
 পত্র সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
 বাণ্যাসিক ৫।০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল
 সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং ট্রেস
 মক ৩৫।। তিন মাসের মূলে অগ্রিম মূল্য
 প্রেরণ করা যায় না। শুদ্ধি, ববাস্তি চিঠি, ম
 গড় র, নাট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন
 দ্বারাতে স্বীকার স্তাবধা কর, ত্তন সেই উপ
 দ্বারা মূল্য প্রেরণ করবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহ
 যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যে
 ষ্টাম্পটিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশ
 মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টার করিয়া
 শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাসাগরের নামে পাঠা
 ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অত্যন্ত চেষ্টা
 আসিবে, একমাসমূলে যাঁহাদিগকে চিঠি
 লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অত্যন্ত চেষ্টা
 যেন এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহাব পর
 একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা
 যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান
 হইবে।

সোমপুর ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা
 শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ কবি
 যেন, যাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গহন করা
 যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে নিয়োজন নিতে ইচ্ছা
 করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রাত পংক্তি
 কামা তাহার পর ১০ আনা দিতে হইবে।
 যিনি অধিক কাল নিয়োজন দিবার ইচ্ছা করি
 যেন, তাহার সহিত প্রতত্ত্ব বন্দোবস্ত হইবে।

১৯৫৫ পত্র কালকাতার দক্ষিণ পূর্ব সোম
 পুর পোস্টের দক্ষিণ চাকতিপোতার শ্রীযুক্ত দ্বার
 কানাথ বিদ্যাসাগরের বাড়িতে প্রতিসোমবার
 প্রাতকালে প্রকাশিত হয়।

গোবিন্দগঞ্জ
 ১৩ই জুলাই

আমরা প্রাচীন প্রধান
 লোক এবং আমাদের
 আমরা ইংরাজী
 আমাদের কর্ম
 আমরা ইংরাজী সাক্ষ্য
 এই সুর বদয়া কত
 এহাতিরকার সহ
 নিম্বাপন করিতেছি। স
 বৎসর ব্যয়ক্রম চক্লে
 লইতে হইবে এবং এ
 ইংরাজী সাক্ষ্য
 ১৯৪ নম্বরের
 আর এই বৎসরের
 সম্পাদক মহাশয়
 আমাদের সর্ভনাশ
 আমরা যদি উচ্চ
 প্রাপ্তপাতি
 প্রকাশ
 চরনিত হই।

শ্রীকৃষ্ণপুর
 ১৯৫৫ পত্র
 ১৯৫৫ পত্র
 ১৯৫৫ পত্র
 ১৯৫৫ পত্র

র জন লয়েল লাভ উপাধি পাইবেন।
র সিলিল বীর্ভনের একখানি চিত্রপট
গাছে। এখানকে বেলবিভিন্নর বাসিতে
হইবে।

নকবর ধীপসমূহে বিস্তর বোধেষ্টিয়া সম
হওয়াতে উক্ত ধীপগুলি বেয়ার বন্দরের
নকর্ভর আশিনহু হইয়াছে। এই বোধেষ্টি
গেব দৌ য়ো চট্টগ্রামের অনেক জাহাজা
কে প্রতিবৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

আমেরিকা একখানি পত্র বসেন, হিসরি
তীবে এনটী সুভস বাহির হইয়াছে।
পা অনেক আশিবীয় প্রতিমূর্ত আছে।
চটী নদীর তল দিয়া গমন করিয়াছে।
র গঠন আঁত চমৎকার। ইহাতে লবাস
তেবে, পূর্বে আমেরিকায় সভা লোক
গমন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন,
পঞ্জীয় বণকগণ আমেরিকায় যাইছেন

১৩ই চৈত্র শুক্রবার :
গতকাল কলকাতা গবর্নমেন্ট সংক্রান্ত
লঙ্কের বার্ষিক পরিতোষক বিতরণক্রিয়া
াদন হইয়াছে।

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন অন্য কয়েক
স হইল, যশোহরে জীযুক্ত ওএষ্টলও
আর্নল সাহেব কর্তৃক ৫ জন মুসলমান সবা
লা: রাজবিদ্রোহী বলিয়া দৃঢ় হইয়াছে।
অন্য গবর্নর জেনরল অধ্যাপ্য যাত্রা করি
ছেন। শনিবার তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া
মীর সিয়ানজলি খাঁকে গ্রহণ করিবেন।

এক জন ফরাসী বিজ্ঞানবিৎ বলিয়াছেন,
প্রধান নেশে সূর্যের আতপে বাঙ্গীয়
কটপ্রভৃতি অন্যথাসে চালান যাইতে পারে।
নি পারিস, টুলনপ্রভৃতি স্থানে আতপে
প্র কঙ্গ চালাইয়া রক্তন করিয়াছেন। এখান
র ইঞ্জিনিয়ার গণ কি এই পরীক্ষা করিতে
পারেন?

কাবুলের অম্পট সৎবর এই, অজিম
খুল রচমন খাঁ বাকে যাইবার চেষ্টা
ছেন, কিন্তু যাবতীয় উপতাকা রুদ্ধ হওয়াতে
হায়া বায়ুকাহন হইয়া পারসে; যাইবার
মনঃ করিয়াছেন। সম্প্রতি একতী স্ত্রী যুদ্ধে
প্রতিম খাঁর পুত্র জয় লাভ করিয়াছেন।
ই যুদ্ধে তস্কারুলের শাসনকর্তা হত হইয়া
ছেন।

চীনের যুবক লম্বাট পরীক্ষার্থী সম্প্রতি চণ্ড
নিয়া মৃতপ্রায় হওয়াতে তাঁহার মাতা অহি
সূন ব্যবহারের বিরুদ্ধে আত্মা দিয়াছেন। যে

কর্মচারী সম্রাটকে
মস্তকচ্ছেদন করা হই
উৎসন্ন করিল।

১ লা এপ্রেল অবধি কলিকাতার ছোট
আদালতে স্ট্রাম্প ব্যবহৃত হইবে।

১৪ই চৈত্র শুক্রবার :
ডেলিনিউস এদেশের কটাষ্ট্রনালীর
বিরুদ্ধে পুনর্নার প্রতিবাদ করিয়াছেন। উৎ
কোচ না দিলে কোন ব্যক্তি কটাষ্ট্র পান না।
কয়েকজন প্রধান কর্মচারী ভিন্ন আর সকলে
কটাষ্ট্রের অন্ন আহার করেন। এক জন উপ
যুক্ত রাজস্বমন্ত্রী হইলে পবলিক ওয়ার্ক ও কমিস
রিয়োটের অনেক সংস্কার কথিত পারিতেন।
সব রিচার্ড টেম্পল স্বদেশীয়দিগকে চটা
ষ্ট্রতে চাহেন না।

মধ্যবিভাগের বিদ্যালয়ের পরিদর্শক উডে
সাহেব বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন। এই
পদ হারিসন সাহেবকে প্রদান করা কর্তব্য।

১৫ই ও ১৬ই এপ্রেল পুনর্নার ওকালতি
পরীক্ষা হইবে। যেসকল পরীক্ষার্থীর বাচনিক
পরীক্ষায় ২০ নম্বর হইয়াছে, তাঁহারা ই কেবল
পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

মানিকগঞ্জের অস্তর্গত ধানকোয়ার ভূমী
দার বাবু গিবীলচন্দ্র রায় ও গোবিন্দচন্দ্র রায়
বিদ্যার উৎসাহ দেওয়াতে ডিরেক্টর ও বঙ্গদে
শীয় গবর্নমেন্ট তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান
করিয়াছেন।

১৫ই চৈত্র শনিবার :
ইংলণ্ডের একখানি সংবাদপত্র বলেন,
যেসকল ইউরোপীয় গ্রীলোক ভারতবর্ষে যান,
তাঁহাদিগের শতকরা এক জন সতীত্ব রক্ষা
করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

কেও অব ইণ্ডিয়া বলেন, ওয়াইলি সাহেব
উৎকোচগ্রহণপরাধে মহাসজা হইতে বহিষ্কৃত
হন নাই। তিনি গবর্নমেন্টের ভৃত্য বলিয়া
প্রতিনিধি হইতে পারিলেন না।

গবর্নমেন্ট আত্মা দিয়াছেন, তিপুবংশীয়
রাজকুমারদিগের ক্ষমার মৃত্যু অথবা পুত্র
হইলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পয় দেওয়া হইবে।
আমরা এই ব্যয় দিবার কোন কারণ দেখিতেছি
না।

আমীর সিয়ানজলি আগমন কবার
সম্বন্ধে কমিসনর ও ডেপুটি কমিসনর আপন
আপন কান ভাগ করিয়া তথালার তামাসা
দেখিতে গিয়াছেন। এটি আশ্চর্য অন্যায়
এবং উহাতে সাধারণ কাহী কৃতি হয়।

- ১০ কোং
- ৫১ কোং

—:—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞ বঙ্গদেশীয় লেন্টনেন্টগবর্ন আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ। ১৬ই ম
নিম্নলিখিত তত্ত্বলোকে কটকের সা
বিদ্যালিকা সতার সভ্য হইবেন—

- বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়।
- বিচন্দ্রানন্দ রাস।
- দিননাথ সরকার।
- চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- দারকানাথ চক্রবর্তী।

জি. এচ. কে. সাহেব বঙ্গদার সা
বিদ্যালিকা সতার সভ্য হইবেন।

নিম্নলিখিত তত্ত্বলোকে বালেখরের
রণ বিদ্যালিকা সতার সভ্য হইবে—
জে. এচ. টমসন সাহেব
রেবেণ্ড বি. বি. শিখ।

১৭ই মার্চ। বাবু গোবিন্দচন্দ্র ম
বিহারের ফর্মর বন্দ্যোবস্তের নিমিত্ত
ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

১৮ই মার্চ। যতদিন ডবলউ
সাহেব বিশেষ সবকারী কার্যে
স্থানান্তর থাকিবেন ততদিন এক, ডবল
পিটসন সাহেব জীহটে তীয় অধি
নিদি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

১৯ই মার্চ। বাবু কালিদাস পালিত
সহকারী কমিসনর হইয়া হাজারিবাগ
কার্যে আসিয়াছেন। ১৮৬৮ অব্দে
তহসারে কালেক্টরের কমতা পাইবেন
সি. ডি. সি. উইন্টার সাহেব
সাধারণ বিদ্যালিকা সতার এক জন
বেন।

২২ই মার্চ। দারজিলিঙের সহকারী
সনর ডবলউ. বি. ওলডফাম সাহেব ট
গেব অস্তর্গত হুমলঙে স্থত হইবেন।
যতদিন কাপ্তেন এচ. হো পদান্ত
বেন ততদিন টি. ডি. ইলাস সাহেব
দিগের বিচারালয়ের প্রতিনিধি জ

পর প্রতিনিধি ডেপুটী

১৭ই মার্চের কাপ্পেন পাদম্‌স, লেপ্টেন্যান্ট রামসে, এচ, এম, বেলি সাংগেব এবং কাপ্পেন নিবেটের বদলীর যে আঙ্কা হয় তাহ রহিত করিয়া পঞ্চাশিখিত বন্দাবস্তু হইতেছে ।

২৪ পবগাব প্রতিনিধি পুলিষ সুপারিটেণ্ট এচ, এম, বেলি সাংগেব রাজসাহীর প্রতিনিধি পুলিষ সুপারিটেণ্ট এচ, এম, হারিস সাংগেব উক্ত কার্য করিবেন ।

লেপ্টেন্যান্ট এচ, এম, রমসে সাংগেব পুলিষ সুপারিটেণ্ট এচ, এম, হারিস সাংগেবের সহায়তায় বঙ্গদেশের মধ্যস্থিত ডাবতবর্গীয়া রেল লাইনে আশেপাশে পুলিষের প্রতিনিধি সহকারী ইন্স্পেক্টর জেনরল হইবেন ।

ই. আই. শটলওয়ার্থ সাংগেব ২৪ পবগাব পুলিষ সুপারিটেণ্ট এচ, এম, হারিস সাংগেবের সহায়তায় হইবেন ।

এচ, এম, ওয়েলিংটন গয়ার পুলিষ সুপারিটেণ্ট এচ, এম, হারিস সাংগেবের সহায়তায় হইবেন ।

লেপ্টেন্যান্ট ডবলিউ, ডি, বস সিংহভূমের পুলিষ সুপারিটেণ্ট এচ, এম, হারিস সাংগেবের সহায়তায় হইবেন ।

ডবলিউ, কাম্বল সাংগেব বীরভূমের প্রতিনিধি পুলিষ সুপারিটেণ্ট এচ, এম, হারিস সাংগেবের সহায়তায় হইবেন ।

এ হইবে ।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী

পাবলিক অফিস বিভাগ

দ্বিতীয় হস্তে পুলিষ সুপারিটেণ্ট বাবু শিবচন্দ্র মল্লিক কিছুদিনের নিমিত্ত বালেশ্বর হস্তে প্রথম শাখার বদলীর বদলী হইবেন ।

কাপ্পেন এম, সি, বেলি সাংগেব, ইন্ডোরা হইতে লতাগনন কাল কল্যাণীয়া, গারবন ইন্স্পেক্টর হইয়াছেন ।

ইন্স্পেক্টর বাবু দেবদাস সাংগেবের সহায়তায় রাজসাহীর বিভাগ হইতে প্রথম প্রান্ত টেক্সেস বিভাগে বদলী হইবেন ।

দ্বিতীয় প্রান্ত পরীক্ষার্থী সহকারী ইন্স্পেক্টর এচ, ডি, পেয়ারসন সাংগেবের সহায়তায় লতাগনন বিভাগে বদলী হইবেন ।

দ্বিতীয় প্রান্ত পুলিষ সুপারিটেণ্ট এ, সি, গাল সাংগেব পাটনা শাখা হইতে ব্রহ্মপুত্র বিভাগে বদলী হইয়াছেন ।

প্রথম প্রান্ত পুলিষ সুপারিটেণ্ট বাবু শিবচন্দ্র মল্লিক দ্বিতীয় প্রান্ত টেক্সেস বিভাগ হইবে । পাটনার শাখা হস্তে বিভাগে বদলী হইবে ।

—১০—

ইউরোপীয় সমাচার ।

৩য় মার্চ ১৯ই মার্চ । টেটনেসে প্রায়শবৎ সাংগেব এবং টেমিক সেক্রেটারী পদে পদোন্নতি করিয়াছেন ।

১০ই মার্চ । ১৯ই মার্চ । ১৯ই মার্চ ।

১০ই মার্চ । ১৯ই মার্চ । ১৯ই মার্চ ।

১০ই মার্চ । ১৯ই মার্চ । ১৯ই মার্চ ।

১০ই মার্চ । ১৯ই মার্চ । ১৯ই মার্চ ।

১০ই মার্চ । ১৯ই মার্চ । ১৯ই মার্চ ।

লগ্নের বিষয়ে তুষ্টিকর বক্তব্য করিয়াছেন।

আয়ারলণ্ডের বিস্তৃত লোক একত্রিত হইয়া কলিকাতায় প্রোটেস্টান্ট উঠাইবার কমতা মহাসভার নাই।

পনের শেষ সংবাদে প্রকাশ করে, যোর দীর্ঘদিনকে পুনরায় নিম্নলিখিত কাণ্ডজে লযোগ হয়, তাহা কাম্য হইবে।

গুয়াশিউটন হইতে টোলগ্রাম আসিয়াছে, তাহা গ্রাউন্ড রাজস্ব আধিকার প্রাপ্ত করিয়া

কলিকাতার আইরণ নাকীর নিকটে এক জন করিয়া আয়ারলণ্ডের প্রোটেস্টান্ট উঠাইবার কমতা মহাসভার সাপ্তাহিক সভার কার্য প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, আয়ারলণ্ডের যাহাতে মঙ্গল হইতে তাঁহার সম্পূর্ণ হইল। অপকপাতী জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থা করিয়া লোকের দত্তা বৃদ্ধ করা তাঁহার একান্ত বাসনা।

আয়ারলণ্ডের প্রতি নিম্নলিখিত ও বগাইবি মহাসভা হইতে বহুকৃত হইয়াছেন।

গাউন্ড আন্টিমের গমল্লা ডনিগালে হত হই ন। লাক্সিস্যারে কয়েকটি ডুমিকম্প হই।

সর জন লরেন্স লণ্ডনে উপনীত হইয়া কাম ও বেঞ্জামিনের বিবাদ উত্তরণে ও মধ্যস্থ হইয়াছেন।

রাষ্ট্রিতে কর্ণেল নর্থের প্রামুস্যে গ্রাউন্ড সাবেব কমন্স বাণীতে বলিয়াছেন, কড়াই সর্দারগণের যেসকল কোম্পানির কাগজ, তাহা বাজে আশ্রয় করিয়া যাহা লাভ হই হ, তাহা লুঠকরী টেন্ডিগকে দেওয়া হইবে। চেম্বার সাহেবের প্রামুস্যেবে গ্রাউন্ড সাবেব বলিলেন বাণীর লুঠেব তার সমু টাকা দেওয়া হইয়াছে।

ভারতবর্ষের জলসেচক কোম্পানিসংক্রান্ত কমিটির রা প্রার্থা হইয়াছে।

মগদালার গাউন্ড বেপায়ের বেতনবৃদ্ধি। কমন্সদিগের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে।

স অব লাডকে এই বিল অর্পণ করা নিয়ম হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের নোকার বাচ কলা হইয়া য়াছে। অস ফোড পুনর্বার জম্মী হইয়া ন।

পনের শেষ টেলিগ্রামে প্রকাশ করে, রিট্রোহ নার্ব সৈন্য প্রেরিত হওয়ার সৈবিল ও কাডি র মধ্যস্থিত রেলওয়ে বন্ধ হইয়াছে। প্রতি

নিম্ন সভার অগ্রাংশ

নিম্নলিখিত ঘূর্ণা প্রকাশ করা গাত সেরানে.

উঁহাদিগকে পনাবদ প্রদান করিয়াছেন।

১৮ই মার্চ। আয়ারলণ্ডের প্রোটেস্টান্ট স্প্রদায় না উঠিয়া যায়, এ বিষয়ে যে আবে দন হইয়াছে, তাহাতে ৫০ জনের উপরে পিয়ব, ১০০ ডেপুটী লেপ্টেনন্ট, মাজিষ্ট্রেট ও জমী দার স্বাক্ষর করিয়াছেন।

—:—

আমরা গড়বেতা হইতে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি প্রাপ্ত হইয়াছিঃ—

গত ১৭ই মার্চ রাত্রিকালে গড়বেতার চৌকিতে একটা অত্যশ্চর্য্য অথচ লোচনীয় ব্যাপার ঘটয়া গিয়াছে। ঐ চটির উত্তর দিকে গবর্নমেন্ট টুঙ্করোডের পশ্চিম পার্শ্বে আফ্রাদী নামে এক জন বেশ্যা লবণ ও তামাকের দোকান করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছিল। একদিন রাত্রিকালে সে হঠাৎ "কাটিল রে কাটিল বে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। নিকটস্থ চৌকি দার ঐ ভয়ানক আর্জনাদশ্রবণে তৎক্ষণাত্ চিত্তে চীৎকারকারীর অমুসন্ধানার্থ অন্য একটা জীলোকসহ আলোক লইয়া যে খাচী হইতে চীৎকারধ্বনি আসিয়া শ্রোতার অরণ বিবরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল সেই বাণীতে গমন করিল। বাইরা দেখিল আফ্রাদী বেশ্যা ঘরের ভিতর মেজের উপরে মৃত্যুবস্থ পতিত আছে এবং মৃত্যুর গলদেশে অজ্ঞাঘাতেব চিহ্ন হইতে অর্নগল রুধিরধারা বেগবতী হইয়া বহিয়া পড়িতেছে। শুনিলাম বেশ্যাটির অনেক গুলি অলঙ্কার ছিল। সেই অলঙ্কার অপহরণ মানসে কোন ছদ্মআ লম্পটবেশধারণ করিয়া এই ভীষণ ঘটনা ঘটাইয়াছে। এই সংবাদ নিক টস্থ পুলবে প্রকাশ হইবার পর অবদিননা প্রকার অমুসন্ধান হইতেছে। গড়বেতার বর্ত মান সবইনিম্পেষ্টের বাবু মহেশচন্দ্রসমিত্র অনেক অনেক মকদ্দমা করিয়া গবর্নমেন্টেব সুখ্যাতিভাজন ও অর্মানের পনাবাদেব পাত হইয়াছেন, ইহাতেই ভরসা হয় যে, কৃত্যাপরাপ ব্যক্তি পরা পড়িলেও পড়িতে পারে।

২। গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে একফলে নিম্নলিখিত আয়ত হইয়া প্রায় প্রতিগ্রামে প্রতিদিন ২১১ টী মনুষ্যকে শমনসদনে পাঠা হইতেছে। এখানকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রতনলাল ঘোষ মহাশয় উঁহার নিবারণার্থ অনেক চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহার আদেশে

সর চুক্তি হইবে বলিয়া তা, বর্তমান মাসের প্রারম্ভে কয়েক রাতে সে ভাবনা সুব হইয়াছে।

চাউল। ৬ লের বিক্রয় হইতেছে।

৪। গড়বেতার সাহায্যকৃত হইতে এ বৎসর ৭ টী ছাত্র চ'ত্রবৃত্তি পর প্রদানার্থ গিয়াছিল। সুখের বিষয় এই উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহা কেবল মতাপতি বাবুর (ডেঃ মাঃ) অসাধারণ বিদ্যোৎসাহ রূপ লতার সুখাময় ফল।

৭। বিষণপুরষ্টেসন এলাকার বা কুচেকোল, তেলশায়েরপ্রকৃতি গ্রামে উঠার প্রার্থিতাব হইয়াছে। এই সময় বা হইতে ঔষধ ও এক জন নেটীব ডাক প্রেরণ করা নিতান্ত উচিত হইয়াছে।

৮। গড়বেতার সবভিজননের তার কর্মচারী কয়েকমাস মক্কেলে গমন করিলেন। তিনি অমণার্থ গিয়া বিন্যালয় পনাদি সাধারণের অনেক হিতকর কার্য, আসিয়াছেন।

—:—

আমাদিগের শ্রীহট্ট সংবাদ লিখিয়াছেন।

শুনিলাম এখানকার নব প্রতিষ্ঠিত গ্রাউন্ড আফ্রাদী চিরস্থায়ী হইয়াছে। এই পূর্নস্থান হইতে মনারায়ের টিলা উপরি য়রে উঠিয়া যাইবে। ঐ গৃহ পূর্বে এ ভাবী গবর্নমেন্ট স্কুলের জন্য মনোনীত ছিল।

যে লুসাই জাতির বিপক্ষ হইয়া দিগেব মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রকৃতি গমন ছিলেন, শুনিতে পাই তাহারা সচি হইয়াছে।

এখানে আজও জুরাখেলার প্রার্থিতাব রহিয়াছে।

এখানে নাইওবপুরনামক স্থানের বাকুণী উপলক্ষে প্রতিবৎসর একটা মেলা থাকে। বাকুণীর দিবসটির টেত্র মাসের বিবাহের হইতে লোকসমাগম হয় নাম "প্রেমতলার মেলা"। এখানে আরও হইয়াছে, এই মেলাতে কিছু হয় না। মেলাতে কেবল কতকগুলি জী পুরুষ সমবেত হয়। সন্নিহিতে এক মন্দির আছে। তথায় অসক যত্র ট

মাতুলি করত্যা দিতে
তে বাজলা যুনের

তামা এক এক রান পরপেয়েল সাবকা
দেখা চমৎকৃত হইয়া থাকে তাহার আশা
দিগের নামধামে। পশ্চিম পশ্চিম নাম
অথচ পত্র পত্র না হইলে তাহার নাম
সীমা থাকে না। তাহার মনঃসংযোগ
কামন, তখন স্পষ্টই বুঝা যায়। তাহার
প্রতি সৎবাদের কোমলোৎসাহ।

—১০২—

প্রেরিত।

মান্যবর ত্রিযুক্ত সোমপ্রকাশনামানিক
মহাশয় সমীপেষু।

স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বাবকে প্রতি-
শ্রদ্ধা

বাবু সোমপ্রকাশনামানিক ১৫। ১৩ বৎসর
মেদিনীপুরের শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁর
হইত বৎসরের অধিককাল পিছুত হইয়াছেন
এবং আশঙ্কিত হইতে না পারিয়া সঙ্গতি
তিন শিক্ষা বিভাগ হইতে অসমর্থ গ্রহণপূর্বক
পদমূল লইতেছেন। তিনি যে কেবল শিক্ষা বি-
ভাগ হইতে অবসর হইতেছেন বলিয়া আমা-
দের ফোভ আছে নহে; তাঁহার মেদিনীপুর
ত্যাগই আমাদের অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।
তিনি এক্ষণে এলাহাবাদে রহিয়াছেন। তাঁহার
চক্ষুবিৎসারোগ কোনপ্রকারে উপশম হইতেছে
না। মেদিনীপুরের বিন্দী, বুদ্ধ, সমাজিক উন্নতি,
স্বার্থমতি যাহা কিছু হইয়াছে, সকলই তাঁর
স্বার্থ বাবা অর্থাৎ স্বহস্তে এবং তিনিই
তাঁহার মূল। সোমপ্রকাশনের তিনিই একমাত্র
প্রাণিতা। বাল্যবিদ্যালয় ও সোমপ্রকাশন
পত্রের তিনিই প্রধান সাহায্যকারী। বঙ্গ
সমাজিক সভা, এটি সর্বদা তাঁর তিনিই
একমাত্র শিক্ষা কার্যে তিনিই প্রধান।
তাঁহার যে অসংখ্য বিনিয়োগ, তাহা বঙ্গসমাজ
ও অবিদিত কথা নাহি। এখানে তাঁর স্বার্থের
কৃত বিন্যাস উচ্চপদার্থে সুষমাভর সঙ্গ
কথা কথিত হইতে যথাসম্ভব করিতে হইবে।
স্বার্থমতি তাঁর অন্তরে চিরদিন সোমপ্রকাশন
আমের উজ্জ্বল মনঃসংযোগ দিয়াছেন। মেদিনীপুর
এবং তাঁর তাহার সর্বদা সঙ্গ ছিল, তাঁর
তিনি সমস্ত সমস্ত গ্রাম উন্নত হইতে উপেক্ষা
করিয়াছেন। সোমপ্রকাশনের জীবনের প্রধান
স্বার্থ মেদিনীপুর। উন্নতকরে ব্যয়িত হই-
তাহার। এজন্যই তাঁর মেদিনীপুরে যাইয়া
নিকট বিশেষ স্বার্থী, তাঁর আর সন্দেহ নাই।

স্বার্থমতি তাঁর অন্তরে চিরদিন সোমপ্রকাশন
আমের উজ্জ্বল মনঃসংযোগ দিয়াছেন। মেদিনীপুর
এবং তাঁর তাহার সর্বদা সঙ্গ ছিল, তাঁর
তিনি সমস্ত সমস্ত গ্রাম উন্নত হইতে উপেক্ষা
করিয়াছেন। সোমপ্রকাশনের জীবনের প্রধান
স্বার্থ মেদিনীপুর। উন্নতকরে ব্যয়িত হই-
তাহার। এজন্যই তাঁর মেদিনীপুরে যাইয়া
নিকট বিশেষ স্বার্থী, তাঁর আর সন্দেহ নাই।

আমাদিগের বঙ্গসোমপ্রকাশনামানিক
সংবাদ
প্রতিবৎসর বঙ্গসমাজিক সভার
সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া থাকে। এই
প্রায় দুই চার। এজন্য লোকের সভা
নির্ভর হইয়া থাকে। এ কারণ
১৮৭৩ সালে এই সভার বার্ষিক অধিবেশন
অসমর্থ হইতেছে।
সভা সম্বন্ধে বঙ্গসমাজিক সভার
সভার আশঙ্কিত হইতেছেন।
১৮৭৩ ইং সালের জানুয়ারি মাসে
সভার বার্ষিক অধিবেশন হইতে
চোমপ্রকাশনামানিক সাহায্যে
সভার আশঙ্কিত হইতেছেন।
১৮৭৩ ইং সালের জানুয়ারি মাসে
সভার বার্ষিক অধিবেশন হইতে
চোমপ্রকাশনামানিক সাহায্যে
সভার আশঙ্কিত হইতেছেন।

কার প্রশস্ত যে দুয়ার পাড়ি দেওয়া
 বকদিগের কর্তকর হইয়া উঠে। জলপাই
 র বাজারের নিম্ন দিরা আর একটা ক্ষুদ্র
 তিস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার
 "কলা"। কলার জল অতিশয় অশুণ
 । এখানকার বাঁহারা তিস্তার কিছু
 অবস্থিতি করেন, তাঁহারা এার কুপের
 ব্যবহার করিয়া থাকেন। এখানকার
 দি পূর্বে ছিল না, এক্ষণে অনেক হই
 হ। আমরা শিশব কালে নেত্রটার দুলাক
 হাম, এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ হইল। এখান
 লোকেরা পরিধেয় বসনে, বড় ধার
 না। সকলেই এক এক কোপীন পরিয়া
 ছা গমনাগমন করিয়া থাকে। পূর্বে
 হয়, ইহার বস্ত্র কিরূপ তাহা আদৌ
 নত না, এক্ষণে সুসভ্য ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট
 নসংক্ষে অনেক সভ্য লোক দর্শন
 রা উদ্ভাঙ্গনের মধ্যে আমেরিক রীতিমত
 পরিধান করিতে দেখা যাইতেছে।
 শের স্ত্রীলোকমাত্রেই একটা চমৎ
 মৈসগিক গুণ আছে; ইহা বা কটিতে
 বকে দুই খানি স্বতন্ত্র বস্ত্র ধারণ করে
 মুখ হাতে গস্তকপর্যন্ত খোলা থাকে।
 দিগের দেশের স্ত্রীলোকের মত ইহা
 কে পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় না।
 শে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের প্রাচুর্য
 ক। ইহার দৈনিক বাজার হাট করিয়া
 ন এবং সময়ে সময়ে ইহাদিগকে স্বামীর
 অন্য অন্য লোকের সহিত হস্তধারণপূর্বক
 র্ধ করিতেও দেখা যায়। এদেশের
 ন উৎপন্ন শস্য ধান, কলাই, পাট, আলু
 ক, সরিষা, ছোলা এখানে অতি চুর্ম
 াচার ৪৫ টাকার কম মন পাওয়া যায়
 এখানকার কি ধনী, কি উপায়গীন দাবজ,
 লেই একরূপ বেড়ার ঘর প্রস্তুত করিয়া
 যাপন করে। এখানে অনেক ইংরাজ
 তন্ত্র বাজারী ও এদেশীয়েরা দস্যর
 প। সাধারণ এদেশে টাটী কছে, প্রস্তু
 দ্য গৃহের চতুর্পাশে দেওয়ালের ন্যায়
 রা তন্মধ্যে বাস করেন। এদেশে ঘরামিত
 বধ খড়গুলি চালের উপর সাজাইয়া

রাখে। ইহ
 না। সমুদর
 কার স্থানে কতকটা চাপাইয়া
 স্তরাং একটু অধিক বৃষ্টি হইলে ঘাে
 মধ্যে স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে
 ইষ্টকনির্মিত বাটী এ দেশে অতি বিরল,
 তাহার কারণ মাটির তেজ নাই এবং বালি
 আছে বলিয়া ইট অল্প এবং কতকষ্টে
 প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানকার কাছারি
 প্রকৃতি সমুদর খড়ের ঘর। ইটের মধ্যে
 ম্যাগাজিন জেল এবং অত্রত্য রাজার শিব
 মন্দির প্রকৃতি করেকটি কীর্তি আছে। এখান
 কার বাজার নিতান্ত মন্দ নহে। প্রায় সকল
 প্রয়োজনীয় জব্বাই পাওয়া যায়। সওদাগ
 রের কএকখানি দোকান আছে এবং তাহার
 কলিকাতা হইতে সর্কদা জব্বাদি আনিয়া
 বিক্রয় করিয়া থাকে। বস্ত্রাদি চুর্মূল্য
 শালকাঠ এখানে অপব্যাপ্ত পাওয়া যায়।

বিবিধ সংবাদ।

১০ ইংরেজ সোমবার।

বক্তব্য বিষয়ের একাংশ লইয়া কার্য করিলে
 যে অনিষ্ট হয়, "অধ্বানা হত" ইতি উক্তপঠিত
 গুণিষ্ঠিরবাক্য বাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহা
 রাই অবগত হইয়াছেন। কৃষকদিগের শিক্ষাকর
 প্রসঙ্গ লইয়া আমরা এই ভাবে কহিয়াছিলাম,
 স্তন ক ও স্তন বিদ্যালয় করিয়া বধা জাড়
 ধর না করিয়া যে গুরুটে বিও শাঠশালা আরম্ভ
 হইয়াছে ও য.হাতে ব্যয় হইতেছে তাহার
 ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারিবে। শিক্ষাদপন ইহার
 মধ্যগত একটা বাক্য উক্ত বক্তব্য মতা আশঙ্কা
 লন করিয়াছেন কিন্তু শিক্ষাপর্ষদের প্রস্তাব
 লেখক নিশ্চয় জানিবেন, গুরুটের পাঠশা
 লার দ্বারা বিধেয় গামদিগের যে সংস্কার জা
 য়াছে তাহার অনপা চয় নাই। তদ প্রাণে
 একুলি হইয়াছে সেই সেই প্রাণে তাহা বিদ্যা
 লয় হইবার যিগ জাময়াছে

সর জন লায়স পাঠাগ করিবার সময়
 পঞ্জাবের প্রাণে আশঙ্কিত এক জন এতদেশীয়
 বিচারপতি নিম্নোক্তরূপে প্রস্তাব করিয়া যান,
 সর জোনাত মাকলিয়ড এই বলিয়া তাহাতে
 আপত্ত করিয়াছেন, কোন শীক এ পর্যন্ত
 উক্ত পদে উপস্থিত নাই। বঙ্গদেশ হইতে
 এক জন বিচারপতি লইয়া গেলে শীকদিগের

শান্তনয় কষ্ট হইয়া...
 করিয়া জানিলাম, তত্রাত,
 বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের নিচে
 মোক্তারগণের এই "চ
 রাহে। প্রসন্ন কুমার ঘোষ এক
 ধরী। যে মকদ্দমা পুলিশ চ
 তাহার অবিকারশে অপরাধী...
 রাহে। এ অবস্থা অতিশয় সুখকর।

গত শুক্রবার সব রিটাড টেম্প
 বসীতে একটা সামাজিক মতলিস
 গিয়াছে এদেশের অনেকে তথায় আকৃত হ
 ছিলেন। তাঁহারা রাজস্বসংক্রান্ত মস্তুর
 তায় সন্তোষলাভ করিয়াছেন।
 আমরা অবগত হইলাম, মাদ্রাজের
 বিদ্যালয় কেবল লিখিত প্রশ্নের লি
 উত্তর লইয়া সন্তুষ্ট না হইয়া বাচনিক পর
 গ্রহণের সক্ষম করিয়াছেন। এ নিয়মটী
 অন্যান্য হইয়াছিল।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও বঙ্গদেশের ২০
 সংবাদপত্রের অধিকারী ভাবে... করিয়া
 দশ তোলা পর্যন্তের সংবাদপত্রের এই পর
 অধিক মাসুল লওয়া উচিত নহে। মাসুল
 হইলে সংবাদপত্রের গ্রাহকবৃদ্ধি হইবার
 সম্ভাবনা আছে।

বিদ্যাটে অতিশয় ওলাউঠা হইতে
 আন্তিম শীর গুলেরা অন্যান্য বিবি
 তক্রাবুল আদকার করিয়া রাখিয়াছেন
 ক্রাকব আলি শী তথায় থাকতে সিয়ার
 খীর আশঙ্কা নাই। বিখ্যাত আকবর
 পুত্র জেলাসুন্দর শী আমীরের জামাতা
 বিদ্যাটে হইয়া পেমোয়ারে পলায়ন ক
 তামীর ইষ্টকে কমা করিয়াছেন।

সুপ্রতি হুগ সাহেব বিদ্যালয় লইবার
 কলকাতার জটিলদিগকে পরামর্শ দিয়া
 বাঁহারা যেন সতর্ক হইয়া ইষ্টনিয়র
 প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ক্রাক সাহেব আশ
 কসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক বলিয়া মা
 তিনি ক'হাবও কথায় আপনাব মত
 করিতে চান না। তাঁহর আর একটা গুণ
 জটিলসেবা পক্ষে তথ্য পান এই নিমিত্ত
 বিষয়ের ব্যয়ে তাহা এক কালে না
 খও খও করিয়া দেন ক্রমশঃ তথ্য

গত শনিবার মনরল আসে বিদ্যালয়ের পারিতোষিকবিতরণ হইয়াছে। সর হেনরি হুরাও সভাপতির অসম গ্রহণ কবিয়াছিলেন।

বারিষ্টারদিগকে উকীলদিগের উপরে প্রধানা দিয়া প্রধান বিচারপতি তাহার কতক আনষ্ট অমুত্তব করিতে পারিয়াছেন। সর বার্নেস পিচ অতার অন্তিমপরে অমুকুল বাবুকে লিখিয়া পাঠান, তিনি (উকীল) বাদ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ও আব হুই তিন জন প্রধান উকীলকে বারিষ্টারের পদ দেওয়া হয়। অমুকুল বাবু ইহাতে অসম্মত হই য়াছেন।

হিন্দুপেট্রিয়ট আলীগড় ইনষ্টিটিউট জর্নাল দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন, গবর্নমেন্টের স্বত্ব বিদ্যালয় আছে, তাহাতে সমুদায় ভারতবর্ষে ৩০ লক্ষ হিন্দু ও ১০০০০ মুসলমান অধ্যয়ন করিতেছেন। ৩০০০০ বালক ও ৮০০০ বালিকা মিসনরিদিগের নিকটে শিক্ষা পাই তেছে।

সানিরাং ও গয়াতে শিলাবৃষ্টি হইয়া শসের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। অনেক শস্য মাঠে জল পকরা ছিল, অড়ে উড়িয়া গিয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার হুগলীর অন্তর্গত কাওরা পাড়ার রাজকুমার দাসের বাসিতে প্রায় ৩০ জন ডাকাইত পড়িয়া প্রায় ৬০০০ টাকার অলঙ্কার লইয়া গিয়াছে। নিকটে দাঁড়ি আছে। সংবাদও দেওয়া হয়। কিন্তু যেমত খবর আছে, পুলিশ প্রহরীগণ গোলাবারাগের সময়ে আইসেন নাই। নিকটস্থ এক জন ভদ্র লোকের তন জন পাঠক সাচসপূর্ণক সসুগনকে আক্রমণ করিয়া এক জনকে হত ও আন এক জনকে হারত করে। হত হইলে ডাকাইতগণ ভীত হইয়া অস্তিত্ব থাকাকে লক্ষ্য পলায়ন করিয়াছে।

শরদিবস সুপারিন্টেন্ডেন্ট খেদাটী তাহিয়া উপস্থিত জন বন্দুকের এক জন সফল পূর্ণ হইয়াছে। এবার সীকাব করিয়াছে, তাহার তির দিবসে কতকগুলি লোক তাহার বাসানে আঁত ধরায়, কিন্তু তাহার কে সে জানেন না। অমুকুল বাবু গবর্নমেন্টের অফিসে আসিয়াছিল, সকলে তন্মুগ্ধ করিতেছেন। মৃত ব্যক্তিকে কত চিন্তিতে পারেন নাই। পাঠকদিগের পুরস্কার প্রদান করা কঠিন।

মাদ্রাজের মিউনিসিপালিটি পণ্ডিতগিরি কালী গবর্নমেন্টের ছাত্র হইয়াছেন। তাঁহারা

একটি প্রধান রাটার উভয় পাখ স্বত্ব ব কার্য করার আশা দিয়াছেন। যিনি করিতেছেন তাঁহার নামে নালীশ হইতে তত্রতা আশ্বাৎক ৫০:৭ জানিতে পা য়েন, চূপকাম না করিলে পীড়াবিক হইতে মধ্যভারতবর্ষে যত টাকা পাওরী স্বরণ কাদায় হয়, তত্রতা প্রধান ক তাহার আর্জক মুর্জিফপীড়তদিগের যার্প প্রসান করিয়াছেন।

অমুকুল বাবুকে লিখিয়া পাঠান, তিনি (উকীল) বাদ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ও আব হুই তিন জন প্রধান উকীলকে বারিষ্টারের পদ দেওয়া হয়। অমুকুল বাবু ইহাতে অসম্মত হই য়াছেন।

১২ টি টের বুধবার।

প্রধানতন বিচারালয়ের আদিম বিভাগ প্রধানা পুরাতন পোষ্ট অফিস বা উঠিয়া আনয়তে। সেট পাল বিন্য থাকতে অর্থী প্রত্যখী। উকীলদিগের শয় অমুকু বিদা হইত।

হাওড়ার নিকটস্থ বাওড়া গ্রামে গড ডাকাইতি হইয়াছে। অমুকুল বাবু হইতে ক্রমশই পুলিশের ত্রীর্ঘ

আরারলগে একটা আশ্চর্য্য জুগর্ভন প্রকাশিত হইয়াছে। পৃথিবীর গর্ভ দিয়া শ্রোত বাহিয়া থাকে। স্থানে স্থানে জল যায়। এই জলের গুণ এই, কোন উদ্ভিদ প হইলে অপ্রদিনেই মরণে প্রস্তুত হইয়া যায়, ত পত্রের অর্ধেক উদ্ভিদ ও অর্ধেক প্রস্তুত হইয়া হয়। এমত অনেক গুলি দেখা গিয়াছে। জল প্রস্রবের পরমণ্ড অধিক পরিমাণে মিত্র থাকতে পত্রাভিতে সেগুলি লাগিয়া তাহাকে প্রস্রব করিয়া ফুলে।

পেরায়াড়ার জমিদারদিগের হুই বা কালদিগের গমতা ও বয়েক জন লালি এক জন মুসলমান প্রজার বাসী মুঠ কবি লপরাগে স্থানীয় সপমান মপত মন। মপুরেব ডেপুটি মার্জিটেট আতশয় মর কারে সাক সাংঘ করিয়াছিলেন। কিন্তু অপর্যাপ্ত দমকে নির্দোষ বলিয়াছেন। বাক্য এক জন জুবরকে উপস্থিত নি চেষ্টা পাওয়াতে একে মৌতদ রিত্ত প দরা হইয়াছে। তদ্র ও কৃতবিনা ম গকে জ্বর না করতে অবিচার হয়। মর শেব না হইলে জ্বরকে চাড়িয়া নেতৃত্ব চিত। জ্বর মনোনীত করবার ভার কা এর হস্ত হইতে লইয়া জজের হস্তে কর্তব্য।

২২০০। তাহার। ২২
এদিগের হস্তে দেওয়া অন্যায়
সর ওয়ালটর মর্গান অধস্থ
কো অমুমোদন করিয়াছেন।
বর্নমেট বলিয়াছেন এক ব্যক্তির
তার দেওয়া অমুকুল।
এফলে। ২২০০। যেরূপকার অমুমুসজান
হইলে। তাহা অসম্মত হইলে তাহারা হওয়া
সম্মত হইত নাহ।

ইংলণ্ডীয় রাজসংক্রান্ত মন্ত্রী লো সাহেব
প্রতি এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন
যাহার মতে সেই রাজসংক্রান্ত মন্ত্রী যিনি
সুতন কর স্থাপিত না করিয়া পুরাতন কর
উঠাইয়া দেন। কিন্তু এ দেশের রাজনীতিজ্ঞ
দিগের মত বিপরীত। সুতন করার প্রয়োজন
হইলেও যিনি ব্যয়বৃদ্ধি করিয়া করস্থাপ
নর আবশ্যকতা সম্মান করিতে পারেন,
তিনিই বড় লোক।

ভারতবর্ষের একখানি সুতন ইতিহাস
প্রকাশ করা গবর্নমেন্টের অভিপ্রায়। এই
মুদ্রিত কাগজের আর, ডি. অসবরণ ইংলণ্ডে
প্রকাশ পত্র সংগ্রহ করিতেছেন।

কলিকাতার পুলিশের অমুমুসজানকারী
ভাগ বঙ্গদেশীয় পুলিশের সচিত একত্রিত
ইল। বেলি সাহেব উভয়েই কর্তা হইলেন।
পরিশোধিত ইউনানের কি কনতা
ছিল?

বনিক কাবাসাঈ জাহাজের বোম্বাইয়ের
শীল অনাপালয়ের বালকদিগকে ৫০০ টাকা
দান করিয়াছেন। ইহার সুদস্বরূপ বাবির
৩০০ টাকা অসু হইবে, তাহার প্রতিবন্দক
বালকদিগকে মিষ্টান্ন পুওয়ান হইবে। সা
ভাসেনক আর্নল্ডের এক দিবস এই ভেঞ্জন
ইবে। তাঁহাদের স্বতন্ত্র এই উপায়ে প্রদান করা
হইয়াছে। মানসী বৈদ্যের পক্ষে হইয়াছে।

গত বঙ্গের মন্ত্র হই ২০০ নিকশা টিউ
পাণ্ডীর পুস্তক পু ও শিশু সাহায্য পাঠ
হইয়াছে। ইহা দিগের পুস্তক পত্র বিক্র
স্বয়ংক্রমিক হইবে। তাহা পত্র আচে
কাজ পাই বা বলিয়া। তাহা পড়িয়া
লিয়া সকলেই জান করে। স্থানীয় সনাতন

শ্রী আমাদিগের হস্তগত হয় নাই।
এবং তাঁহারা আমাদিগের দেশের
তকাম হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে
আমাদিগের অনুরোধ এই, তাঁহারা অগ্রো
বসয়ে মনোনিবেশ ও ইহার উপায়া
নে প্রবৃত্ত হন।

—:—

পুলিষ ও ফৌজদারি বিচার।
আমাদিগের পুলিষের তুল্য অত্যা
আর নাই; ইহাকে যত গালি সহ্য
তে হয়, এমত অন্য কোন বিভাগীয়
চারীকে সহ্য করিতে হয় না। পুলি
সহিত তুলনা করিলে পবলিকওয়ারক
চারীদিগকে বহুত্বে সুখী বলিতে
। এ দিকে চোর ও দস্যু প্রভৃতি দুষ্চ
গণের সহিত পুলিষের মপতৃত্ব।
দিকে মাধু লোকেরা পুলিষকে অক
জ্ঞান করিয়া ঘৃণা করেন। দণ্ড
লে অপবাহীরা শত্রু হয়, তাহারা
কৃতি পাইলে সর্বসাধারণে পুলি
বিপক্ষ হন। কোন দিকেই নিস্তার
ই। পুলিষ আপনার এই শোচনীয়
তার এই কারণ প্রদর্শন করেন,
আদিগের প্রচুর কমতানাই। তাঁহারা
নীভূত ব্যক্তিকে কোন কথা বলিতে
রেন না। মাজিস্ট্রেটেরা তাঁহাদিগের
থায় অ, বখাস করেন এবং অনেক
জিস্ট্রেট সুযোগ পাইলে তাঁহাদিগকে
ও দিতে ছাড়েন না। তাঁহারা পূর্বতন
কাহিত কামনরের কথা উল্লেখ
রয়া বলেন, প্রথম প্রথম বদমাইস
গকে ধরিয়া অননি হাজতে রাখা
ত, অনেকের চয় মাস এক বৎসর
খাস্ত বিচার হইত না। ইহাতে দস্যুরা
ত হইত, ডাকাইতি ও কামিয়াছিল।
কণে পুলিষ কাহারে ২৩ ঘণ্টার অধিক
খিতে পারেন না এবং কথায় কথায়
লিষের দণ্ড হয়। পুলিষ পূর্ববৎ
খস্কাচার ও অদীম কমতার যে প্রার্থী
ইয়াছেন, তাহা আর প্রদান করা

উচিত নহে। এখ
যাছে, তাহা অমু... তুর
থাকিলে পুলিষ অনেক কৃতকার্য
হইতে পারেন; কিন্তু পুলিষ ও বিচার
প্রণালীতে একটা মহৎ বোম আছে,
তাহাতেই পুলিষের কৃতার্থতালাভের
বাঘাত অঘোতেছে। এ দেশে সম্পত্তির
অপেক্ষা লোকের শারীরিক স্বাধীন
তাকে সামান্য জ্ঞান করা হয়। এক
টাকার দেওয়ানী ডিক্রী হইলে তাহার
আপীল হইয়া থাকে। কিন্তু এক মাস
মিরাদ ও ৫০ টাকা জরিমানার আপীল
হয় না। সম্পত্তিঘটিত মকদ্দমাগুলি
শিক্ষিত বিচারপতির দ্বারা সম্পাদিত
হইতেছে; কিন্তু যে ফৌজদারি মকদ্দ
মায় লোকের ধন মান ও প্রাণের উপরে
আঘাতসম্ভাবনা আছে, তাহার বিচার
তার কতকগুলি আইনের অনতিজ্ঞ
মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি মাজিস্ট্রেটের হস্তে
সমর্পিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে পুলিষ
যেসকল মকদ্দমা নিজে চালান দেন,
তাহাতে অধিকসংখ্যক লোকে দণ্ড
পাইলে পুলিষের সুখ্যাতি হয়, সুতরাং
পুলিষ যে সে প্রকারে দণ্ড দেওয়াইবার
চেষ্টা পাইয়া থাকেন। এ স্থলে অনেক
নির্দোষের যে দণ্ড হয় তাহা বলা বাহুল্য।
অপর, পুলিষ যে গুলি বি, সি, ও ডি
তালিকাভুক্ত করিয়া দেন, তাহাতে
দণ্ড না হয় এই তাঁহাদিগের চেষ্টা।
এ তালিকাতে তাঁহারা যেমন দণ্ড দেও
রাইবার চেষ্টা পান অন্য অন্য মকদ্দমা
সেইপ্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করেন।
এইসকল কারণে স্বার্থ বিচার হওয়া
অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। আমরা
তন্নিস্ত প্রস্তাব করিতেছি, প্রতি ফৌজ
দারী আদালতে এক এক জন আইনজ্ঞ
উকীল নিযুক্ত করা কর্তব্য। পুলিষ
ইহার আজ্ঞা লইয়া প্রমাণসংগ্রহ করি
বেন। উকীল বিবেচনাসহকারে আইন

সমাচারী
না থাকতে মো...
প্রায় ভাল হইতেছে না।
কতক প্রমাণ পাইয়াই অ...
নেনিয়নে অর্পণ করেন, তথা
মকদ্দমা হয়; শিক্ষিত ব্যবহ
উভয়পক্ষ সমর্থন করেন। তখন
নূতন প্রমাণ পাইবার সম্ভাবনা থা
না। পূর্বে আইন বিরুদ্ধ যে কাজ হ
নায়, তখন আর সংশোধনের
থাকে না, কাজে কাজেই অনেক
স্বার্থ অপরাধী নিষ্কৃতি পাইয়া থা
কণত; প্রথম আদালতে পুলিষ
প্রমাণ পর্যাপ্ত জ্ঞান করেন, হ
আইনে তাহা পর্যাপ্ত বলিয়া বিবে
হয় না। কিন্তু প্রথমাবধি যদি এক
উপযুক্ত লোকে রাজ্যীর পক্ষ হইয়া
দমা তদ্বির করেন, তাহা হইলে এ
অনিষ্ট ঘটে না। এক্ষণে শিক্ষিত
চারাজীবের অভাব নাই, অতএব
ইনস্পেক্টরের পদ রহিত করিয়া
ফৌজদারি আদালতে এক এক
উকীল নিয়োজিত করা অতিশয়
শ্যক হইতেছে।

—:—

ভা...
বা...
বা...

ইউরোপ হইতে এই সমাচার
যাছে যে, স্টেট সেক্রেটারি সম্প্রতি
তবর্ষের শাসনও নানী পরিবর্ত
বার নিমিত্ত এক বিল অর্পণ করিয়া
সব স্টাফোর্ডনার্থ মোট গবর্ন
রলকে যেসমস্ত কমতা দিবার
করেন বর্তমান স্টেট সেক্রেটারি
আগিলও তাহা করিয়াছেন।
বঙ্গদেশে এক জন সম্পূর্ণ কমতা

ন উপর হইবে

বাহাই ও মাদ্রাস

র গবর্ণর, গকে গবর্ণর জেনরলের
নরপেক হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা
দিবার চেষ্টায় আসছেন। এই প্রস্তাব
কার্য্যে পরিণত হইলে ভবিষ্যতে ভারত
বর্ষে গবর্ণর জেনরলের প্রয়োজন হইবে
না। তাহাতে ভারতবর্ষের বায়সংক্ষেপ
রূপে মতান উপহার লাভ হইবে মন্দেহ
নাই।



আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া আজি
একটি শোকজনক সমাচার পাঠকগণের
গোচর করিতেছি। ২৭ পরগনার অন্তঃ-
পাতী হরিনাথের বাবু মাধবচন্দ্র মুখো-
পাধ্যায় ১৩ ইংরেজ বৃহস্পতিবার রাত্রিতে
দেহভাগ করিয়াছেন। ইনি হরিনাথ
গ্রামের অলঙ্কাররূপ ছিলেন। মাধা-
বের হিতের যে কোন কার্য্য উপস্থিত
হউক, মাধব বাবু সবলের অগ্রসর হই-
তেন। তাঁহার চরিত্রগত কোন দোষ
ছিল না। তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় সরল
এবং হিন্দুধর্মে তাঁহার অকপট আস্থা
ছিল। তাঁহার তুল্য উত্তম লোক সচরা-
চর অপ্রাপ্য করেন না। দয়ালু জীমু-
তবান শত্রুরের প্রায় রক্ষার পক্ষ হইত
অথবা আত্মদেহ অনুপস্থিত ক্রিান্ত উদ্যত
হইলে শত্রুর তাঁহাকে বশীলেন, আমরা
সদৃশ ক্ষুদ্র প্রাণী কত জীবিত হইত কত
মৃত হইত; কিন্তু ভোগ্যের মত লোক
সচরাচর কম প্রাপ্য করেন না। আমরাও
বাবু মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিষয়ে
ঐরূপ বজিত্তি। ফল হইতে তাঁহার মৃত্যুর
হরিনাথের অনেক কতি হইল।

নাম পুস্তক

১। দমরুদী। এখানি সংস্কৃত গ্রন্থ।
বৃহস্পতি কালোজের সংস্কৃত ভাষাপক
শ্রীযুক্ত রামধি নামে বড় মধ্যভারতীয়
নন্দোপাখান হইতে সংগ্রহ করিয়া

সংস্কৃত গদ্যে ইহার প্রথম করিয়াছেন
এস্থানি অতি সরল সংস্কৃতে লিখিত
হইয়াছে।

২। তৃতীয় ভাগ ঋতুপাঠবাখ্যা।
বঙ্গভাষা ও ইংরাজী অনুবাদও ইহাতে
সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাখ্যা ও উভয়বিধ
অনুবাদ সকলগুলিই উৎকৃষ্ট হইয়াছে।
ইহার সাধালাভ হইলে অপরের
নিকটে অধ্যয়নের প্রয়োজন হইবে না।

৩। রাজনিয়ম ও বাবস্থাসংহিতা।
শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক ইহার
প্রণয়ন করিতেছেন। বাকডোন ও কেন্ট
যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া বাবস্থা
সংগ্রহ করেন, বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক সেই
উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। এই সংগ্রহ
উকীল ও আইনশাস্ত্রার্থীদের পক্ষে
অতিশয় উপকারী হইবে। দেশে উত্তম
হইয়াছে, কিন্তু একটা অভাব দেখা
যাইতেছে গ্রন্থকার কেবল বিচারাল-
য়ের নজির ধরিয়া সম্বল্ট থাকেন কেন?
আত্মমত প্রকাশ করা কর্তব্য। এই
মতের অনুমোদনের নিমিত্ত বিচারাল-
য়ের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিলে গ্রন্থ
খানি কেবল ব্যবহারাজীবের পক্ষে নহে,
সাধারণ পাঠকেরও প্রতীক হইবে।

৪। ছাত্রবোধ। হিন্দুস্তানের অন্যতর
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় ইহার রচনা
কর্তা। পুস্তকখানি পদ্য ও গদ্যে পরি-
পূর্ণ। ইহার মধ্যে বিস্তর নীতিগত উপ-
দেশ আছে। দ্বারকানাথ রায় নূতন
লেখক নছেন; তিনি এক জন কবি-
লিঙ্গা বিখ্যাত। পুস্তকখানির নাম
ছাত্রবোধ; কিন্তু পণ্ডিতদিগেরও এত
পাঠে সুখে সমক্ষে হইবে।

শ্রীশ্রী

অমৃতসর। পঞ্জাব।

অমৃতসর নগরের প্রায় ১০ মাইল দূ-
রত পঞ্জাবের মধ্যে ইহা একটা অতি সমৃদ্ধি
সম্পন্ন প্রাচীন নগর, বিশাখা ও রেবতী সিন্ধু
নদীর এই দুই উপনদীর মধ্যবর্তী। রামদাস
নামক শিখদিগের চতুর্থ গুরু ১৫৮১
খ্রীঃপূঃ এই স্থানে অমৃত সরোবর নামে
একটি জলাশয় খনন করেন, সেই জন্য এই
নগরের নাম অমৃতসর হইয়াছে। এই
সরোবরটী শিখদিগের প্রধান তীর্থস্থান।

ভারতবর্ষে গবর্ণরমেণ্টের
শীত গবর্ণরমেণ্টের মধ্যে
দেয়, তাহা এতদ্বারা
ব; কিন্তু আমাদিগের অমু-
দ, বিপরীত ঘটনা হইবে।
১৮৭৫ গবর্ণর যদি কোন বিষয়ে
কর্তব্য হন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণরমেণ্টের
ত. বশিরা এই প্রস্তাব পুনরুত্থাপন
মতে পারিবেন। ইহাতে গোলযোগ
ইহার বিলক্ষণ সস্তাবনা আছে। ফলতঃ
সপ্টমার্চ গবর্ণরের সহিত ভারতবর্ষীয়
গবর্ণরমেণ্টের এপ্রকার সংগ্রহ বাধ্য
চিত্ত নহে। অতএব লর্ড অর্গিল যে
পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা তাগ
রা কর্তব্য; তিনি পরীক্ষা করিতেছেন
কিন্তু এ পরীক্ষায় আমাদিগের অমঙ্গল
হইবে। বঙ্গদেশে এক জন সম্পূর্ণ
ক্ষমতাপন্ন শাসনকর্তা নিয়োগের প্রয়ো-
জন। যেপ্রকার কার্য্য বাস্তব হইয়াছে
হইতেছে তাহাতে বর্তমান প্রণালীতে
কাজ হওয়া দিন দিন কঠিন হইয়া পড়ি-
তেছে। সবল প্রশাসন অথবা বঙ্গ
দেশ রক্ষণ ও মতঃ। এখানে যাহা ইচ্ছা
করিবার বোধ নাই। সকল বিষয়ে গবর্ণর
মেণ্টের মতক হইয়া চলিতে হয়। অত-
এ বঙ্গদেশে এক জন পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন
গবর্ণর নিয়োগ করিয়া তাঁহার একটি
প্রমত করা উচিত। এই নিম্নলিখিত
কাজ গবর্ণরগণী মতঃ রাখা কর্তব্য
গোলাপ ও এতদ্বারা মতঃ রাখাও
অতিমতঃ আমাদিগের (সেপ্টেম্বর)
বিশেষ এই প্রণালীর প্রবর্তনবিষয়ে
শেষ ঘটনানি:
লর্ড অর্গিল আমাদিগের
প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহা হইতে পরি-

মালের সংক্রান্ত সমস্যা এই স্থানে
 সমারোহে মেলা হয়। শুনিলাম ঐ সময়ে
 সংখ্যা যাত্রীর সমাগম হয় এবং অল্প
 মনুষ্যপ্রভৃতি জল বিক্রয় হয়। প্রায়
 শতাব্দী হইল মুসলমান সম্রাট শিখদি
 উন্নতিতে জাতক্রোধ হইয়া এ সরোবর
 রাইয়া দিয়াছিল এবং হিন্দুধর্মের নিষিদ্ধ
 অনেক অত্যাচার করি ছিল; কিন্তু অব
 শিখেই একতাবলখন করিয়া মুসল
 মগিকে পরাস্ত করিল এবং এই অমৃত
 রাবরের উদ্ধারসাধন করিল।

এই সরোবরী দেড়শত ফুট হইবে
 তে অনেক জল আছে, অসংখ্য লোকে
 ন করে, তথাপি ইহার বারি অতি মিশ্রল
 রহিয়াছে শুনিলাম, পর্কতনিঃসৃত
 হইতে ইহাতে জল আসে। এই জলা
 ময়র চিক মধ্যস্থলে বিষ্ণুর মন্দির নির্মিত
 হইয়াছে। এই মন্দিরটির ভিতর উপর
 খরদেশ এবং চতুর্দিক স্বর্ণপাত্র মণ্ডিত
 এবং মধ্য মধ্য শ্বেত, পীত, লোহিত
 প্রভৃতি বিবিধ মূল্যবান প্রস্তর খচিত হই
 ছে। জলাশয়ের উপকূল হইতে মন্দিরে
 ইবার অন্য মনোহর প্রস্তরের সেতু নির্মিত
 হইয়াছে। পুষ্করিণীর চতুর্দিকে পর্যটন করি
 য়ার ও বসিবার জন্য প্রস্তরের টাইল বসান
 হইয়াছে। যখন আমরা শিখদিগের এই
 গুহের দরবার (এ অঞ্চলে লোকে ইহাকে
 গুহদরবার কহে) দেখিতে গমন করি,
 ইহার চতুর্দিকের মনোহর দাব দেখিয়া বোধ
 হইল, কবিদিগের বর্ণিত কৈলাস বা বৈকুণ্ঠ
 নামে গমন করিতেছি। আগার তাজমহল
 তারতবর্ষ মধ্যে একটি আশ্চর্য্য পদার্থ বটে,
 কিন্তু এই গুহদরবারের গভীরতা, উপাসক
 দলের পবিত্র ভাবপ্রভৃতি দেখিলে মনো
 মধ্যে যে রূপ অনির্করণীয় ভাবের আবি
 র্ভাব হয়, তাহা বোধ হয় তাজমহলে হয় না।
 আমরা দুই দিন ঐ স্থানে গিরি ছলাম;
 দুই দিনই স্থান উৎসব লক্ষিত হইল
 পুষ্করিণীর কূলে কোন স্থানে উচ্চৈশ্বরে
 বাবা নানকের ওষু পঠিত হইতেছে
 শ্রোতৃগণ একমনে শুনিতেছে, কোনস্থানে
 মনদের দেশের কথকদিগের ন্যায় কথা

হইতেছে, চতুর্দিক
 আছে। কাম হই
 বিষ্ণুর তামলয়
 নামে গুহ শাশ্রুধারী কামের ন্যায় শি
 উপাসকেরা নয়ন মুদ্রিত করিয়া উপবিষ্ট
 রহিয়াছে। সেতুর দুইপাশে বোণী সন্ন্যাসী
 প্রস্তুতি নিতান্ত ভাবে উপবেশন করিয়া
 আছে। এসকল দেখিতে দেখিতে আমরা
 মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। দেখি
 লাম গুহের মধ্যস্থলে বহুমূলা আসনের
 উপর গুরু মনকের বৃহৎ গ্রন্থ স্থাপিত হই
 য়াছে ও স্বর্ণখচিত বস্ত্রের দ্বারা ঐ গুরু গ্রন্থ
 আচ্ছাদিত রহিয়াছে। উপরে মহামূল্য চন্দ্রা
 তপ; প্রাচীরে মনোহর কারুকার্য; বিবিধ
 রত্নখচিত মনোরম সোণের ফল, প্রস্তরের
 উপর আশ্চর্য্য কাচিত কার্য; মধ্য মধ্যে
 দর্পণ সংস্থিত হওয়াতে এসকলের প্রতিবিম্ব
 পতিত হইয়া গৃহটী যে রূপ অনির্করণীয় ভাব
 ধারণ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না।
 মহাশয়! এসকল বিষয় অচক্ষে না দেখিলে
 ভালরূপে জ্ঞানদম করিয়া দেওয়া
 যায় না। দেখিলাম, এই গুহের ভিতরে
 উপরে ও চতুর্দিকে অগণ্য নর নারী উপ
 বেশন করিয়া রহিয়াছে। নবাগত যাত্রীর
 মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ও ক্রিণাদি দিয়া যাই
 তেছে। গ্রন্থের সম্মুখস্থ স্থানটী পরমা কড়ি
 ও খান্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। গুহের এক
 পাশে বাদ্যসহকারে মনোহর সঙ্গীত হই
 তেছে। যদিও আমরা গান বুকিতে
 পারিলাম না, তবু স্বরের মধুরতা
 তামলয় বিস্ময়ভাব শুনিয়া হৃদয় আর্দ্র
 হইয়া গেল। শুনিলাম, ঐ স্থানে প্রায় অষ্ট
 প্রহরই এইরূপ উৎসব হইয়া থাকে। মহারাজ
 রণজিৎ সিং ও মনোহর শিখ জাশীর প্রধান
 লোকদিগের হইতে মন্দিরের এক আর্দ্র
 হইছে। এক স্থানে এক স্বর্ণকাশি
 দেখা আশ্চর্যের বিষয়। রণজিৎ সিং যে কত
 বড় সম্রাট ছিলেন বলা যায় না; তিনি যথার্থ
 পুষ্করিণীর মনোহর ছিলেন। কাশীর বিশেষ
 রের মন্দিরও রণজিৎ সিং কর্তৃক স্বর্ণ
 মণ্ডিত হয়। মহাশয়! কাশীর বিশেষের
 মন্দিরেও সর্কাদী উৎসব হয় বটে; কিন্তু

প্রায় রাত্রি দিন পূজা
 যাপন করেন প্রত্যহ নাম
 কিছু কিছু পাঠ করিয়া পা
 বর্ষে চৈতন্য, রানচন্দ্র, নান
 সময়ে একটা একটা মহৎ
 করিয়া যে কি কাওই করিয়া
 ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। আপনার
 বর্গের মধ্যে যদি কেহ শিখদিগের
 ব্যবহার ধর্ম নিয়ম প্রভৃতি জানিতে
 আমি সম্বর্ষ্ট চিত্তে অবকাশমতে আপ
 পত্রে প্রকাশ করিতে পারি। মহাশয়!
 এর ইংরাজ বাহাদুরেরা কি কাশী
 বিশেষের মন্দির সকল দেবার
 অবলীলাক্রমে উপাসকসহকারে
 করেন কিন্তু এখানে শিখদিগের ক
 তন করিয়াই হউক বা বিজ্ঞোহ ঘটনা
 বার ভয়েই হউক জুতা খুলিয়া যাইতে
 গবর্নর জেনরল বাহাদুরও জুতা
 এখানে গমন করেন।

আপনার পাঠকবর্গের মধ্যে
 এসকল অঞ্চল দেখেন নাট, তাহার
 শাসন্য পরিভ্রমণ ও ব্যয় করিয়া ভারত
 এইসকল কারি এক এক বার দেখিয়া
 তাহা হইলে জানিতে পারেন যে এই
 ভী ভারতবর্ষে কি গা এতদূর
 ছিলেন।

অপর নগরটীও অতি বৃহৎ ও
 কাশী গলিগলম সর্কাদী অটালিক
 প্রায় হিন্দু ও জিন্দ ও অতি উচ্চ
 গুলি অতি সর্কাদী, কিন্তু তাহা
 কাশীর নগরসংস্কারে যে রূপ জন্মা
 সে রূপ নহে, গুরুগোবিন্দের নামে
 সিংহবৃহৎ এখানে একটা মন্দির ও
 দুগ আছে এখন এই দুগটী
 সৈন্য রহিয়াছে। নগরটির চতুর্দিক
 ও উচ্চ সুদৃঢ় প্রাচীর এবং

আমীর শান্তি

৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
৬৭
৬৮
৬৯
৭০
৭১
৭২
৭৩
৭৪
৭৫
৭৬
৭৭
৭৮
৭৯
৮০
৮১
৮২
৮৩
৮৪
৮৫
৮৬
৮৭
৮৮
৮৯
৯০
৯১
৯২
৯৩
৯৪
৯৫
৯৬
৯৭
৯৮
৯৯
১০০

করিতে পারিবেন। আমীরের মিকট আমীর
মা দেখাইলে চলিবে কেন?
আমীরের মিকট আমীর
বিগত রাজনীতে সমস্ত রাজি অবিজ্ঞান
হইয়াছে, এখনও এমনি হইতেছে
বে কারার সাধ্য গৃহ হইতে বহির্গত হয়।
শনিবার অমাবসার দিন রুটি আরও
হইয়াছে। তাহাতে আবার এ বার
সময়ে বর্ষা হয় মাই। যদি কয়েকদিন
বাশিরা হয় তাহাতে হানি নাই বরং
অমীর উপকার। আমীর সিরারআলীর
এ অঞ্চলে শুভাগমনে বলিতে হইবে।

মহালয়! বলদেশের ইন্ডরপূর্ব জুটান
রাজ্যধীন প্রধান দেশসমূহ কিকপ
এবং কোন স্থানে কিকপ টেশনমালা, বেগ
বতী স্রোতবতী নিকর নদী ও মনোহর
শান্তিরদাম্পন বিপিন এবং কোথায় বা
চুগম হিংস্র জন্তুপূর্ণ কাননপ্রকৃতি
হইছে, তাহা আমানিগের দক্ষিণে শহ
অনেক পাঠক অবগত নন। তাহার এদে
শের প্রকৃত রাজপথপ্রকৃতির বিবরণ অবগত
নন বলিয়া এদেশ মানববিবর্তিত অটবী
জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং কখন এ স্থানে
আসিতে হইলে গমন অপেক্ষাও
কষ্ট বাধ করেন। অতএব এ দেশের কিঞ্চিৎ
বিবরণ সংক্ষেপে সৌন্দর্যপ্রকাশে প্রকাশ করা
একাঙ্ক কর্তব্য। অন্য জুটান রাজ্যধীন জল
পাইগুড় জিলার বিবরণ কিঞ্চিৎ বর্ণিত
হইতেছে

জলপাইগুড় একটা জেলা বলিয়া পরি
গণিত বটে; কিন্তু দেখিতে সামান্য পল্লীগাম
এখানে কমিসনের ডিপুটি কমিসনের আসি
ষ্টাট কমিশন, ডিপুটি মাতি ট্রিক্ট ডিষ্ট্রিক্ট
সুপারিন্টেন্ডেন্ট পলিট পোর্ট আপিসপ্রকৃতি
কছারি ও বঙ্গীয় গবর্নমেন্টের মিলিটারি
সংক্রান্ত রেজিমেন্ট এবং দুর্ভবিহারের
রাজার সমস্ত বিহারের হিসাবাদি কাখিবার
নিমিত্ত একটা অডিট আপিস ও একটা
ছাপাখানা আছে। তিস্তানদী স্রোত নিয়ে
প্রবাহিত এবং উহাতে নৌকাদি গমন
গমন করিয়া থাকে; তিস্তা অতি সামান্য
নদী। ইহার স্রোত জগানক এবং বর্ষাকালে

অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও উপ
যুক্ত সময়ে রুটি না হওয়াতে মহত্তর হই
বার উপক্রম হইয়াছে। শুনিলাম এখা
কিছু রুটি হওয়াতে সমস্ত মূল্য পূর্বাংক
অনেক কমিয়াছে। আমরা ১৩ই ১৪ই ১৫ই
মার্চ এই তিন দিন দেখিতেছি, আকাশ বর্ষা
কালের বেশ পরিণত করিয়া আছে এবং মধ্যে
মধ্যে এক এক পদম রুটি হইতেছে। শুনিলাম
এই রুটিতে এ অঞ্চলে এবার বড় উপকার
হইবে। এখন ক্ষেত্রসকলের জাব অতি
সুন্দর। আমাদের অঞ্চলে ডাক্তার আখন আসি
পান্যক্ষেত্রের বেকপ মনোহর শোভা হয়
এখানে এই সময়ে গোশুম আদি শস্য
ক্ষেত্রেরও সেইরূপ শোভা হইয়াছে।

আজিও এখনে বিলক্ষণ শীত অসুত
হইতেছে; বিশেষতঃ আজি কালি বাদলা
হওয়াতে ও বায়ু প্রবাহ হওয়াতে আরও
শীত বোধ হইতেছে। বোধ হয়, চৈত্র মাসের
শেষ পর্যন্ত শীত থাকিবে।

কাবুল হইতে আমীর সিরার আলি
অন্য ১৩ই মার্চ প্রাতঃকালে লাহোরে
আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি লাহোরে
চারি দিন থাকিবেন। তাহার সন্মানার্থ লাহোরে
মহাসমারোহ হইতেছে আতোমবার্তী
নৃত্য গীতপ্রকৃতি গবর্নমেন্টের ব্যয়ে হই
তেছে অতঃসরে আগামী শুক্রবার আসি
বেন এবং দুই দিন এখানে থাকিবেন।
এখানেও সমারোহে অনেক ব্যয় হইবে
এখান হইতে জন্দালুখিয়া প্রকৃতি হইয়া
অমীর সিরার আলির বাগানসমূহ সজিত দেখা
করিতে যাইলে অস্থানে বড় পুন
আমীর সিরার আলির আগমনসংক্রান্ত যে
এক প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে
দেখিলে প্রত্যেক স্থানে এইরূপ বিজ্ঞাপন
হওয়া হইয়াছে যে, আমীরের স্বাস্থ্য হার
জন, যেখানে যত অর্থ ব্যয় আবশ্যক হইবে
রাজসংগ্রহে বিনাশ্রুতিতে তাহা ব্যয়

উদ্যোগ হইতেছে।
একটি পবিত্র উদ্যান মগ
কারি বিদ্যমান রহিয়াছে।
সময়ের কএকটি রুহৎ
সহ। তথায় ইংরাজ
রাজকার্য ও বাসস্থান হই
হায় কারে কুটিল গতি!!
সর পঞ্চ বের মধ্যে প্রধান বাণিজ্য
এখান হইতে অচুর পরিমাণে তুলা
নোল লাহোরী লবণ ও কাপড়ী
নানা স্থানে রপ্তানি হইতেছে। শুনি
এখানে প্রায় সহস্র ঘর শাকবগন
আছে। অত্র এক জন বণিক পারিশ
প্রাশনে অনেক পুরস্কার পাই
ইহা তিন চন্দনকাঠের ও হস্তিদন্তের
পত্র এখানে প্রস্তুত হয়। মনি
ও ব্যবসায়ী এখানে অনেক আছে
স্বয়ং প্রসাদে এ স্থানে দিন দিন আর
সম্পন্ন হইতেছে।
এস্থানের জল বহু লাহোরী অপেক্ষা
সুন্দর; ভূমিও বনক্ষণ উর্বরা। গবর্নমেন্ট
পক্ষ হইতে যেকোন খালখননের আয়োজন
হইলে তাহাতে ভবিষ্যতে এ অঞ্চলে
আর আশঙ্কা থাকিবে না।
এখানে একটা মিসনরি ও একটা গবর্ন
মেন্ট হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত কিছু বড় খনি
এখানে ১০। ১২ টি বই বাসালী
এই ১০। ১২ টি আশা একত্র হইয়া
ও অগভীর। অনেক অনেক
কিছু পানি, কিন্তু সে বিষয়ে বড়
শিলা নাই। বড় টাকার হস্তাব
নন্দনীয় নহে। উক্ত স্থানে এক দুর্গ
অর্থোপার্জন করিতেছেন।
রোপকার প্রকৃতি কায়েত অনেক
আছে।
কমিশনের ডিপুটি কমিশনের

সে. মপ্রকা

১ নং ভাগ।

২১ নং

“ প্রবন্ধসমূহ : তদ্বিতীয় পার্থিব: সঙ্গস্থানো স্মৃতিমধনী ব স্মরণ্যম। ”

মূল্য ১ এক আদ্রিস বার্ষিক ১০ মন
বাণ্যাসিক ৫৯ সাত্বে পাচ টাকা।

সন ১২৭৫। ২৪এ টেত্র। ১৮৬৯। ৫ই এপ্রেল

সকলে মাসুলসমেত আ৫
বাণ্যাসিক ৭, ৩ টেমাসিক ৩

বিজ্ঞাপন।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ

গামী ৩০এ টেত্র রবিবার সন্ধ্যা ৭। ঘট

কার সময়ে এবং

নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ

গামী ১লা বৈশাখ সোমবার প্রত্যুষে
টকার সময়ে হইবে। ব্রাহ্মগণ উক্ত উক্ত
সময়ে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ
আগমনপূর্বক ব্রাহ্মোপাসনা করিবেন।

—:—

মূত্রকৃষ্ণ রোগের মহৌষধ।

মহৌষধি রোগ প্রকৃত বাহাদিগের মূত্রপার
হইয়া অধিক কষ্টে প্রস্রাব হয়, আমি
নীতি মতে ঐ ব্যাধির এক মহৌষধ প্রাপ্ত
হি এবং তদ্বারা অনেকে আরোগ্যলাভ
হইতে, এক দিবস তক্ষণ করিলে অশীতি
কর ব্যাপিও আরোগ্য হইবে, অতএব তাহা
কিছুমাত্র কষ্ট নাই। অতএব বাহাদি
প্রয়োজন হয়, ডাক মাসুল সমেত ৫৬.
পোষ্ট ট্রাম্প অথবা ছুটী আমার নিকটে
ইনে ঔষধসেবনের নিয়মাবলীসহ ঔষধ
পারিবেন।

ডেপুটি মুবসিদাবাদের অধীন আভিম
গঙ্গাধর রাই ধনপত সিংহ বাহাদরের
জমিদারি কাছারীর দেওয়ান
শ্রী গঙ্গাধর রাই।

—:—

শ্রী কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত দ্বিতীয়
দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত হইয়া পটোলডাঙ্গা
আদর্শ কোং পুস্তকালয়ে বিক্রয় হই
উত্তম কাপড়ে বাধান মূল্য ১।। টাকা।
ভাগ। ১ টি
পালন মূল্য ১। আনা

—:—

সকলকে জানান যাইতেছে, ঠিকানায়
মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ডাকঘর হইয়া
এইরূপ লেখা থাকতে অনেক চিঠি মাতলায়
দিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে আমাদিগের
পত্র পাঠবার বিলম্ব এবং মাতলায় ডেপুটি
পোষ্টমাস্টারের কার্য ক্ষতি হয়। অতএব ভবি
ষ্যতে বাহারা আমাদিগের নিকটে পত্র প্রেরণ
করিবেন, উহারা “ কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব
সোনাপুর ডাকঘর হ যা চীফ ডিপোস্তা ” এই
মাত্র লিখিবেন। “ মাতলা রেলওয়ে ” ইহা
লিখিবার প্রয়োজন নাই।

সে. মপ্রকাশ সম্পাদক।

—:—

“ তৃতীয় ভাগ অক্ষুণ্ণ ব্যাখ্যা ইংরাজী
ও বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ সমেত শ্রীশ্যামাচরণ
মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১।।, গ্রহণকারী
ব্যক্তির কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিট
রীতে বামুন্নি প্রাদস এণ্ড কোং দোকানে ও
বহুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রেসে তক্ষণ করিলে
পাইবেন। ”

—:—

সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে
সন হালের ২০ মার্চ তারিখে শনিবার বেলা ১১
ঘণ্টার সময় মোকাম বর্জমান দামোদর ডিবিজ
নের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের আপীনে
রূপনারায়ণ ও দামোদর নদের মসাবকী বাক্ মী
ও গাইয়ার্টনামক খালের সন ১৮৬৯ সালের
১ লা এপ্রেল অবদি সন ১৮৭০ সালের ৩১ মার্চ
পর্যন্ত এক বৎসরের নিমিত্ত মাসুল আদায়ের
ইজারা প্রকাশ্য নীলামে বিলি করা যাইবে।

প্রত্যেক নীলাম ডাকনীয়া ব্যক্তিকে নীলাম
আরম্ভের পূর্বে ১০০ শত টাকা আমানত
করিতে হইবে এবং বাহাদিগের ডাক অগ্রাহ্য
হইবে, তাহাদিগের আমানতী টাকা ফেরত
দেওয়া যাইবে এবং উক্ত পনের নীলাম ডাক

নীয়া ব্যক্তির আমানত টাকা ইজারার
কিস্তির পরিমাণে জামিনী টাকা আদায়
করত দেওয়া যাইবে।

উপরি উক্ত বিষয়ের অন্যান্য সংবাদ
ব্যক্তিগত সাহেবের সনীপে প্রাপ্ত হইবে।

এইচ, ডবলিউ, গারনন্ট, কাল্পান আর
একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, দামোদর
ডিবিজ

—:—

কামিনী নাটক।

বহুবাজার ২৪৯ নং ট্যানহোপ
প্রাপ্য। মূল্য এক টাকা। ডাক মাসুল
আনা মাত্র।

—:—

বাঙ্গলা চণ্ডকৌশিক নাটক।

সিমুলিয়া কাঁটারপাড়াহিটৈতবী যন্ত্রে
কলিকাতা নর্ম্যাল স্কুলে বিক্রয় প্র
আছে, মূল্য ১।। আনামাত্র।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা নর্ম্যাল স্কুল।

—:—

বাণ্যাসিক রামায়ণ

চতুর্থ খণ্ড।

প্রত্যেক খণ্ড ১০ করমা।

এই পুস্তক নাগরাকরে মূল ও গীকা
বাঙ্গলা অনুবাদের সহিত প্রকাশিত হইতে
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১।। আনা। বাহারা বি
মিত গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, তাহারা আ
নামে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পত্র লিখিবেন
নিবেদনীয় গ্রাহকদিগকে প্রত্যেক খণ্ডে অ
রি ৩ এক আনা মাসুল দিতে হইবে।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ

শ্রীহেমাঙ্গ তটীচা

—:—

তকল্য সাত বেগের বাগীতে ইষ্টার পার্ক
 কে যে ভোজ হয়, তাহাতে সব রান
 উপস্থিত ছিলেন। তাহার সম্মানার্থে সুরা
 রিলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন লোক
 করিয়া তরতর্ভ শাসন করা অতি
 তিন; অতএব তিনি আত্মসহকারে
 জেনরলের পদত্যাগ করিয়াছেন।

ত কল্য ডোবার মহানাতে প্রথম বাত্যা
 কল্য হইতে আগত আনিশার্প জাহাজ
 করিয়াছে।

ত কল্য অনেক কষ্টে ডোবারে বলন্তির
 প্রদর্শন হইয়াছে।

টি সংবাদপত্র বলেন, যেসকল কবাণী
 ৬০ মাসের বিদায় অতীত হইয়াছে
 দিগকে পুনর্বার শিবিবে আনিবার আয়ো
 ৬০,০০০ টেনকে ছাড়াইয়া দেওয়া
 হইবে।

—:—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেফটন্যান্টগবর্নরের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৪ এমার্চ। সি. এক, মাগ্রাথ সাহেব পাট
 হকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া
 জেণীর অধীন মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
 কনতা পাইবেন।

৯ এমার্চ। নদীয়ার প্রতিনিধি মাজিস্ট্রেট ও
 কালেক্টর জে. মনরো সাহেব প্রথম জেণিতে
 হইবেন।

১০ এমার্চ। প্রতিনিধি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর
 উ. ওয়েবেল সাহেব প্রথম জেণিতে
 হইবেন।

১১ এম, জি, চিক সাহেব বাবুদার সাধা
 বিভাগ সত্য হইবেন।

১২ এমার্চ। নন্দীয়া সাহেব বিদায় লইয়া
 অস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ,
 সাহেব রাজসাহির প্রতিনিধি ডাইনে
 ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

১৩ এমার্চ। বাবু বজেন্দর বন্দোপাধ্যায়
 লইয়া অস্থিত থাকিবেন, তত দিন
 ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু
 মোহন চট্টোপাধ্যায় নাটোর উপবিভাগের
 হইয়া প্রথম জেণীর অধীন মাজিস্ট্রেটের

ও সেসিওনে সমর্পণ করিবার স্বাক্ষর প্রথম
 বিভাগ করিবার কনতা পাইবেন।

১৪ এমার্চ। সি. স. সাহেব বিদায় লইয়া
 অস্থিত থাকিবেন, তত দিন কাশেম, ডব
 লিউ জে, সিটন বঙ্গদেশের প্রতিনিধি বন
 রক্ষক হইবেন।

১৫ এপ্রেল অবধি নিম্নলিখিত ক্ষত্র
 লোকেরা অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর হই-
 যেন

সি. ডবলিউ, উইলমট সাহেব প্রথম
 জেণিতে।

বাবু কালীপ্রসন্ন পালিত দ্বিতীয় জেণিতে।

এ. ডবলিউ, কসারাট, জে, বি. লাড ওয়েল
 ও এচ, এফ. মেটকাফ সাহেব তৃতীয় জেণিতে।

ডবলিউ. এম, স্মিথ সাহেব চতুর্থ জেণিতে।

এ. রাইট, ও জে, এক, বামহাট সাহেব পঞ্চম
 জেণিতে।

আর. এচ. বেণিসাহেব ষষ্ঠ জেণিতে।

ডগলাস. চোয়াইট সাহেব সপ্তম জেণিতে।

মঙ্গলদিহিব অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর
 জে. জে. এস, ডাইবর্গ সাহেব তৃতীয় জেণিতে
 উন্নীত হইবেন।

শিবসাগরের প্রতিনিধি অতিরিক্ত কমি
 সনর সি. জে. কাউই সাহেব সপ্তম জেণিতে
 সম্পূর্ণ রূপে নিযুক্ত হইবেন।

১৬ এপ্রেল অবধি নিম্নতর শাসন কার্যের
 পশ্চাৎস্থিত কর্মচারিগণ উন্নীত হইবেন।

প্রথম জেণিতে।

টি, এ. ডলো সাহেব।

ডবলিউ, সি. কটলি।

দ্বিতীয় জেণিতে।

বাবু কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।

এফ, জে, আর, ওয়াকার সাহেব।

বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু।

তৃতীয় জেণিতে।

বাবু প্রতাপনারায়ণ সিংহ।

এস, সি. হামটন সাহেব।

ই. বি. গডফ্রি।

মৌলবী আবদুল অকর।

বাবু ভগবানচন্দ্র বসু বর্তমানস্থ
 মৌলবী দলিলমিন।

চতুর্থ জেণিতে।

বাবু পূর্ণচন্দ্র নিয়োগী।

গোকনচন্দ্র রায়।

গোলোকচন্দ্র রায়।

কালী প্রসাদ সেন।

৩০ এমার্চ। চট্ট
 রেজিটার বাবু নীলমনি
 টার হইবেন।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি
 টার বাবু নৃত্যলাল দে
 রেজিটার হইবেন।

বাবু টমাস মহেন্দ্রলাল বসু
 সম্পূর্ণ সব রেজিটার হইবেন।

বাবু স্মরণচন্দ্র বসু বীরভূমের সা
 বিভাগ সত্য হইবেন।

এচ, এল. ডাম্পিয়র।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

১০ ইমার্চ। ১৮৬৮ অব্দের ১৪ আই
 ১২ ধারানুসারে ডাক্তার এ. জে, পেইন
 কাতা ও উপনগরের বেণ্যা চিকিৎসা
 অধ্যক্ষ হইয়া চিকিৎসাকার্যের বন্দোব
 সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক হইবেন।

২৩ এ মার্চ। বত দিন সব আদি
 সার্জন অনরঙ্গ পাল উপনীত না হন,
 দিন তৃতীয় জেণির সব আর্সিষ্টান্ট স
 গোপালচন্দ্র দে সাওতাল পরগণার গো
 ঠীকার প্রতিনিধি ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট
 বেন।

২৪ এ মার্চ। মহিষাদলের অন্তর্গত র
 বাজারের দাতব্য চিকিৎসালয় চালা
 নিমিত্ত নিম্নলিখিত ত্রয়লোকেরা সত্য
 বেন।

- ১ রাজা লক্ষণ প্রসাদ গর্গ।
- ২ বাবু যাদবচন্দ্র বোষ।
- ৩ কাশিচন্দ্র দাস।
- ৪ নীলমনি মণ্ডল।
- ৫ রাধাগোবিন্দ বসু।

বত দিন ডাক্তার সি. টি. ও, উড
 বিদায় লইয়া অস্থিত থাকিবেন, তত
 মেডিকাল কালেক্টর চিকিৎসালয়ের প্রতিনি
 হাউস সার্জন ডাক্তার জে, এচ, জনস্টোন
 নার কার্যের উপর প্রতিনিধি পুলিশ
 হইবেন।

২৫ এ মার্চ। আর, বডাম সাহেব
 তগার প্রতিনিধি সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট
 হইবেন।

সি. বেবন সাহেব মুন্সেরের প্রতিনিধি
 কারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন।
 পুলিশের নিম্নলিখিত প্রতিনিধিগণ
 হইল।

বেলিক এক ব্যক্তিরে খুঁজ কাঠে বাস।
প্রত্যর্ধিকে বেধিতে পাইয়া সে অধীর নিকটে
৫ টাকা চাহিল; অর্থাৎ এক টাকা দেওয়াতে
সে দেনবারকে প্রেরণ করিল না। এ বিষয়ে
জজদিগের নিকটে মালীশ হওয়াতে হপকিনসনে
পুনর্দ্যুত করা হইয়াছে। এক জন এতদেশীয়
হইলে পুলিশে প্রেরণ করা হইত সন্দেহ নাই।

এক জন মাতাল ইউরোপীয় সম্প্রতি কান
পুর রেলওয়ে ট্রেনে গমন করে। শকট স্থগিত
থাকিতে সে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিল না
কিন্তু চাঁড়া মাত্র এক মাতাল যমজ পাড়িয়া
উঠিতে যাইবে, তেমন হেটলে পতিত হইয়া
শকট চড়ে হত হইয়াছে। মাতালকে শকট
উঠিতে দেওয়া হইবে না। এমত নিয়ম আছে
ট্রেনমাইল কি নিমিত্ত এট হতভাগ্য
ট্রেন হইতে বাহকৃত বরেন নাই তাহা জানি
উচিত।

মাসেলিন, দিয়া না গিয়া ত্রিগুণ হইত
অর্থাৎ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মেইল
আরোহণের গমনাগমনের বন্দোবস্ত হই
য়াছে। ইটালীর রেলওয়ে কোম্পানিসমূহ
শকট প্রস্তুত করিতেছেন। আরোহীদিগে, স্থান
ধর্ম আহার ও নিদ্রা শকট হইবে। ইটালী
হইয়া অশ্মনির মধ্য দিয়া মেইল গমনাগমন
করিলে অনেক সময় বাঁচবে।

২০ এ টেত্র বৃহত্তিবান।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যসভা ১৮
৭১ সনের পরীক্ষার পুস্তক প্রকাশ করিয়া
ছেন। আমরা আশ্চর্যিত হইলাম, সাহিত্য
ও ইতিহাস সম্বন্ধে উন্নতি দৃষ্ট হইল। এক মাস
মান প্রতন পাঠন ছিল, তাহা গিয়া ইংলণ্ডের
ট উগান পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। প্রাচীন ইতি
হাস গ্রন্থ, এ. পরীক্ষার্থীদিগকে পঞ্চম চার
লসেন ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে। ধোম ও
ঐতিহাস ইতিহাস পাঠ না করিলে ইউরোপের
ইতিহাস ইতিহাস বুঝা সহজ হয় না। মস
মানের ভারতবর্ষের ইতিহাস পক্ষপাত
এবমূর্তি, এখান পরিভাগ করিয়া এলকিনষ্টোন
পুনঃ প্রকাশ করা অতিশয় কর্তব্য। ব্রিটিশ সভা
প্রেরণ ইতিহাস মরে ও কাঠটিলিতে পাওয়া
যাইবে। আমরা চাঞ্চল্য হইলাম বাঙ্গালী
পুস্তক সেই সেকলে ভাবে রছিল। এফ
কার চলিত বাঙ্গালার সহিত রাজদূতপ্রভৃতির
বাঙ্গালী তুলনা হয় না।

চাপরার বাবু বনয়ারিলাল তথায় একটি
পুস্তক প্রকাশ করিয়া একটি সরাইয়েন নিমিত্ত

গবর্নমেন্টের হস্তে এক লক্ষ টাকা দিতে
চাছেন। তিনি বলেন এই টাকা চাপরার
মিউনিসিপালিটির হস্তে থাকিবে। সবাই
হইতে টাকার যে উপস্থাপন হইবে, তাহার কিয়
ংশ পরিষ্কার মিসনকারীদিগকে আহার দিতে
ব্যয় হইবে। মাসিক ১০ টাকা বেতনে দুইজন
সঙ্গী থাকিবেন। সমস্তে বার্ষিক ১০০০
টাকা ব্যয় হইবে এবং মিসনকারীদিগকে সংবাদ
পত্র নিমিত্ত প্রত্যেক দুই প্রকানের সময়ে একটি
সেপ হইবে। পাটনায় কমিশনরের অধুবাধে
১০০০। ২ গবর্নর আফ্রিকাসহকারে বাবু বনয়ারি
লালস দান গ্রহণ করিয়া টাকাকে সাফা
সফা পত্র লিপিয়া ধন্যবাদ দিয়াছেন।

নিয়মিত হস্তে প্রণালীর অধীনে কত সুখে
বাস করা যায়, তাহার আর এক দৃষ্টান্ত পাওয়া
গিয়াছে। বাঙ্গালীর আর্টিন ও উকীল জাফর
লক্ষ্মীএক কমিশনরের নিকটে একটি আপীলী
মকদ্দমার তর্ক করিতে গমন করেন। তাঁহারা
আদালতে যাওয়াসময় কতি সাহেব বলিলেন
ইংল্যান্ডে অবিলম্বে মকদ্দমাল গমন করিবার
আজ্ঞা হইয়াছে। কবে প্রত্যাগমন করিবেন,
কিন্তু নাই। বাবুহাজীবাণু শুধু মুখে
প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু অর্থাৎ আলাহাবাদ
হইতে ইটালীদিগকে আনাটগাছিলেন। তাঁহান
পক্ষ এতী বড় তামাসাদ কথা নয়। যিনি শাসন
কার্য্য করেন, তিনিই আবার বিচারপতি এনি
শুধু কি ভয়ানক নহে?

বোম্বাইয়ের ডাক্তার উইলসন কলিকাতায়
আগমন করিয়াছেন। তিনি শীঘ্র স্থানান্তর
গমন করিবেন। এতদেশীয় সমাজ উইলসন
বাহুকে বড় চিনিছেন না।

আদালতি বেসাতিগণের বেজিষ্টরি অসুস্থ
হইবে। ডাক্তার এ জে পেটন শ্রাবণায়ক হই
য়াছেন। তাঁহার অধীনে ই কন দর আসি
সার্জন নিযুক্ত করা হইয়াছে। কলিকাতা
ভয়ে কলিকাতা ভাগ করিয়া পলায়ন করি
য়াছে।

২৪ এ ম'চ লাহোরে ভূমিকম্প হইয়াছে।
আমরা আশ্চর্য হইলাম, গবর্নমেন্ট রাস
তুলনা আত্ম জালে বলিয়াছেন, গবর্নর জাফর
দিগের সহিত তিনি বন্দোবস্ত না। তাহা
হইলে তাঁহার স্বপ্নশোধের নিমিত্ত ২ লক্ষ
টাকা দিবার কথা ছিল, তাহা হইবে
না।

গত সোমবার জন, কয়েক জন বেবু অর
ণাথ ভারতবর্ষীয় সভাপতি হইয়া সভা হই

২৭
মেলের শাসনপ্রণালী
ছিলেন। বিচার
বিষয়ে ভারতবর্ষীয়গণ
নিকটে অধী।

মকদ্দমলাইটের নামে
নিয়ম আদালত ১০০০ ট.
যে আজ্ঞা দেন, আপীলে তাহা
বাহিয়াছে। মকদ্দমলাইট বলেন, কয়েক
দেশীয় উচ্চ পদের অধিকারী। যে
টাকাদিগের ১০,০০০ টাকা দণ্ড হইল,
পীয় অধিকারী হইলে সে দোষে অনেক
দণ্ড হইয়া থাকে। সম্পাদক উপস্থাপনা
আসা করিয়াছেন এই সকল বিচার
করিয়া এতদেশীয়েরা কি মনে করি
সুখ বিচার।

ফেও অব ইণ্ডিয়া বলেন, ৪ টাকা
কাগজের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত
রিচার্ড টেম্পল আগামী সপ্তাহে কলি
প্রত্যাগমন করিবেন। রাজধানীতে
পবলিকওয়ার্ক বিভাগের প্রতি হুষ্টিপাত
কি ভাল হয় না?

উক্ত পত্র বলেন, আগামী শীতকালে
সাহেব পদত্যাগ করিবেন। তিনি অ
কাল এদেশে থাকেন, এই নিমিত্ত আ
করা হইয়াছিল; কিন্তু অসুস্থ হইতে এ
আইনের উপস্থাপনের পর হইতেছে।
মাহেব তাহা এখন পরামর্শ। মেইন বা
ক্ষমতার বিষয়ে সতর্ক নাই; কিন্তু
কমতা। তাঁর ভারতবর্ষের মঙ্গলাথ
সুত করেন নাই।

২১ এ টেত্র শুক্রবার

আগামী বর্ষের প্রবেশিকা পরীক্ষায়
বিত্ত ব্যক্তিগণ পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া

ইংরাজী সাহিত্য।
ডাক্তার ডবলিউ রবসন।
জে. কে. রসস সাহেব।
এইচ. হব. টিস সাহেব।
গোভাল্ড জন মেনার সাহেব
সিক ও ল্যাটিন।
এ ডবলিউ ম্যারেট সাহেব।
রডার্ড য়ে এন এম-ট সাহেব
সংস্কৃত ও বাঙ্গালা
পণ্ডিত হরিনাথ নাথ
বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঠ্যসূচী
 ও উর্দু
 ইতিহাস
 ইংরাজী সাহিত্য
 সি এইচ, টনি সাহেব
 রেভারেন্ড ডবলিউ সি ফাইক সাহেব
 গ্রিক ও লাতিন
 এ ডবলিউ গার্ডেট সাহেব
 রেভারেন্ড যে এস বমট সাহেব
 আরবি ও উর্দু
 এইচ, বালকমান সাহেব
 সংস্কৃত ও বাঙ্গলা
 রেভারেন্ড কে এম বনোপাধ্যায়
 পণ্ডিত মহেশচন্দ্র নায়ক
 ইতিহাস
 রেভারেন্ড ডাক্তর যে এম এলবি সাহেব
 ই. লেপ্ত্রিক সাহেব
 গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান
 যে, এ, ওনডিস সাহেব
 এম, এইচ, এন, বিবি সাহেব
 মনোবিজ্ঞান ও নীতি বিজ্ঞান
 ডক্টর সি নেসকম সাহেব
 রেভারেন্ড এস ডাইসন সাহেব
 ডবলিউ জি, উইলসন সাহেব
 রেভারেন্ড ই. কট সাহেব
 ২০ এ টি কলিবার
 এম এম এম ২০ জন দেশ বি
 টি এম এম ৩০ জনের গবাম
 এইসঙ্গে দেশে জমা পি
 ১৯ এম এম এম বিস্তার

নাচে। বেঙ্গল রেজিষ্টার করিতে একবার
 মাত্ৰ উৎকোচ চলিবে। বাহার বাজীর অধা
 রত হার সেও কিছু ব্যয় করিয়া রক্ষিত বেশ
 হইবে। বেশ্যাদিগকে এক স্থানে রাখিবার
 ক্ষমতা কি?

আমীর শিয়ার আলির সন্দানার্থ সৈন্যদি
 গের রণকৌশল প্রদর্শন করা হয়। তাহাশনে
 আমীর বলিয়াছেন, ব্রিটিশ সৈন্যদিগের অপেক
 ঙ্গাল সৈন্য আর মাই এবং যুদ্ধ ব্যবসায় দক্ষ
 পক্ষী আনন্দকারক।

ইংলণ্ডে কাঞ্চলিক দপ্তরলয়স্থিত যে মক
 দ্দমা হইতেছিল, তাহাটের হিসাবরিখ ৫০০
 মাকার ডিক্রী পাইয়াছেন। বিশেষতঃ বিবস
 পর্যন্ত এই মকদ্দমা হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেণ্টের কাগজ
 বক্রীত হইতেছে।

৩ টাকার সিকা	৯২৭। ৯০
৪ " কোং	৯০। ৯০
৫ " পবলিকওয়ার্ক	১০৫। ১০৫
৬ " কোং	১০৭। ১০৮
৭ " কোং	১১২। ১১২

ইউরোপীয় সমাচার।

২৩ এ মার্চ। আয়ারলণ্ডের, ধর্মসম্প্রদায়
 সংক্রান্ত বিলের উপরে কল্য রাত্রিতে ভঙ্গ
 দালিতে পুনর্বার তর্কোত্ত হইয়াছে।

সর বাউগেল পামার বলিয়াছেন, প্রোট
 ষ্ট্যান্ট পুরোহিতদিগকে চাকরিয়া গিরজার
 সম্পত্তি বাজেআপ্ত করা মঙ্গল নয়।
 কিন্তু সকল সম্পত্তি লুপ্ত হইয়া অন্য
 বস্তুর হিত। লো সাহেব এতদ্বারা এ
 পক্ষী করিয়াছেন। অন্য রাত্রিতে তর্কের শেষ
 হইবে।

মাগদালেন লান্ড নেপিয়ারের বোম্বুই
 বল বিপ্লব হইয়াছে। প্রোট্টনন মজুরগণ
 ষ্ট্রাইক করিয়া কর্ম ত্যাগ করিয়াছে। বঙ্গ
 শব্দ নবাব মাসলিমে উন্নীত হইয় নেন।

২৪ এ মার্চ গত রাত্রিতে আয়ারলণ্ডের ধর্ম
 সম্প্রদায় সংক্রান্ত বিলের উপরে পুনর্বার তর্ক
 ওয়াশিংটন ও হাউ সাহেব বিলে
 নকসে বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহি সাহেব বলি
 য়েছেন এই বিল বিপ্লব হইলে আয়ারলণ্ডে
 বর্তমান প্রভাবের অধিক বিস্তার হইবে।

গণ সাহেব বক্তৃতা করিয়া অগ্রসরকারে
 মূল্যে সমর্থন করিয়া বলিলেন, ইহা যুক্তি ও
 বিচারসম্মত। বিলের মুক্ত মুক্ত অংশ অবশ্যই
 গমিটি দ্বারা স্থিতি হইবে।

বলখান। দ্বিতীয়বার পঠিত হইল।
 ৩৬০ জন ইহার তত্ত্বগোচন ও ২৫০ জন প্রতি
 বাদ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ মার্চ। গত রাত্রিতে ভঙ্গ
 হাউসে প্রোট্টার কটেক সাহেব বলেন আর
 কনিয়ান কয়েদি ছাড়িয়া দেওয়া গবর্নমে
 ণ্টের অভিপ্রেত নহে।

গত কল্য মন্ত্রিসভার অধ্যক্ষতা করি
 সময়ে সত্রাট নেপলিয়ন এক বক্তৃতা করিয়া
 বলিয়াছেন, প্রজাগণ যথার্থ ও যুক্তিসম্মত
 উৎকর্ষে যে ইচ্ছা করিবেন, তাহা চরিতার্থ
 করা আত্মীয় অবশ্যক। কেবল বিপ্লবসূচক
 চেষ্টা সকলের নিন্দার কারণ হইবে।

২৫ এ মার্চ। প্যারিসের শেষ টেলিগ্রামে
 প্রকাশ করে, তিন ব্যক্তি বিদ্রোহসূচক বক্তৃতা
 করিয়া কারাগারে গিয়াছেন। এমত জনসংগঠিত
 কেনী মতদ্বয় প্রকাশ হইয়াছে।

এমত জনসংগঠিত এমলা শাপেল হইতে
 আটওয়ার্থ পর্যন্ত রেলপথে চলাইবার নিষিদ্ধ
 এক প্রেশীর কোম্পানি আবেদন করিয়াছেন।

সর জন লেগেব' পঞ্জাবের বাহর
 লরেগা উপাধি হইয়াছে।

পারস্য অধাভের টেলিগ্রাফের যে ৭
 মাইল পরিমাণে তার সমুদ্রে ফেণন করা হইয়া
 ছিল, তাহার পুনরুদ্ধার হইয়াছে।

স্পেনের সুতন শাসনপ্রণালীর পাণ্ড
 লখ্য প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রধান ধারা
 গুলিতে এই স্থিতি হইতেছে যে, এক ব্যক্তিকে
 রাজা করিয়া সেনেট ও প্রতিনিধিসভা করিয়া
 যাবতীয় লোককে প্রতিনিধি মনোনীত ক
 য়ার ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

২৮ এ মার্চ স্পেনের শেষ সংবাদে প্রকাশ
 করে না বাবে একটা কালিষ্ট (১) ঘটনায় পৃ
 হইয়াছে। সাধারণ সত্তাতে আবও বিদ্রো
 সূচক বক্তৃতা হওয়ার পরে প্যারিসে আর কয়ে
 জন পুত হইয়াছেন। কতকগুলি লোক সাক্ষা
 ত্রিতে আসেন, মস্তুর লাবলেট তাহাতে অ
 মত হইয়াছেন। সরকারী পক্ষে নিযুক্ত খা
 য়ার আইনের যে পরিবর্তন কবিবার বি
 জামেরিকার সেনেটের দ্বারা বিধিবদ্ধ হই
 প্রতিনিধিসভা তাহা অগ্রাহ করিয়াছেন।

৩০ এ মার্চ। গতকল্য টোকালগার কোয়
 আর্নেট কোমোর অবগাথ। বস্তুর লোক সমবে
 হইয়াছিলেন। কিন্তু টোকালগার হটের কে
 হাউ হয় নাই।

মহারাষ্ট্র চলীপ সিংহ বন্দোবস্ত এক
 বাজিটেট হইয়াছেন।

(১) জন করাস চম্পূর্ন রাজী
 বন্দার পিতৃব্য। কালম। তিনি ইসাবেল
 পমুচ্যত কারব র নিমন্ত বিদ্রোহী হইয়া
 কাল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার অ
 দিগকে কলিষ্ট বলে। ২৭

মহানগর	৩	
তথা হইতে জলিপুর		
১০৭ মাইল মধ্যে	১	৯
জলিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৬ মাইলের মধ্যে	২	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	২	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৩
সন ১৮৬৯ সালের ২৯ এ মার্চ তারিখে		
মপুব গজঘাটের জলের মাপ।		
	ফুট	ইঞ্চি
	৩৭	৯
মপুব	}	শ্রী যুক্ত সি. ই. উইলকিন্স একজন কিউটীক ইঞ্জিনিয়ার নদীয়া লোকাল রিবার ডিভিজন।
মার্চ		
১৯		

—১০১—

হিন্দুধর্মাবলম্বী এক ব্রহ্মণ যিনি সন ১৮৬৯
সন ১৫ মার্চ সোমবার সাঁইখিয়া ইষ্টেসনে
অতিমুগ্ধ হইতে পাত্ত
হইতে, তাহার অবস্থার বিবরণ।
নাম অক্ষয়। কৃষ্ণবর্ণ। বয়সক্রম অনুমান
বৎসর : স্বাভাবিক আকৃতি। বসন্তের দাগ
নাথকর উপর হইতে কপাল পযন্ত ক্ষতে
। মস্তক গোপ দাড়ি এবং তুরূ মুগুন করা।
তেহ কলুচব হয় যেই ব্যক্তি লক্ষ্য
লাহাবাদ) তীব্র করিয়া প্রত্যাপন করিতে
। উহঁর সঙ্গে একটা সুবর্ণ এবং একটা
র অসুরীয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

গবর্ণমেন্ট বেলুচ-খ
পুলীসেব এমিষ্টান্ট
হনোপট্টা জেনরল
হেবের অফিস
২২ এ মার্চ
সাল

(স্বাক্ষরিত)
কিউ. ডি. পাসঙ্গ
কাপ্তেন আসি
ষ্টেন্ট ইনস্পেক্টর
জেনেরেল

করণ এং চিকিৎসাতত্ত্ব।
১৮৬৯ সালের ২৯ এ মার্চ তারিখে
৩ দিন প্রচীপত্র মর্মে ৮ পোজ ফরমার
পৃষ্ঠা উত্তম বর্ণনা ১০ টাকা ডাকমা
সহিত ১০।।। শ্রীগঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়
বি, কর্তৃক সংগৃহীত। যাহার প্রয়োজন
ব, কলিকাতা কালবাজার হিন্দুহষ্টেল ২০৮
তখনে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের
টত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

নোমপ্রকাশ।
২৯ এপ্রিল সোমবার।
বাবু অক্ষয়কুমার ঠাকুরের উইলের
মকদ্দমার শেষ হইয়া গিয়াছে। বাবু
প্রমোহন ঠাকুরের জয় ও জ্ঞানেন্দ্র
মোহন ঠাকুরের পরাজয় হইয়াছে।
জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে মকদ্দমার সমুদায় ব্যয়
দিতে হইবে। প্রধানতম বিচারালয়ের
ইদানীন্তন জাব দেখিয়া আমাদের
পূর্বে এরূপ অনুমান হয় নাই যে, এপ্র
কার বিচার হইবে। বোধ হয়, অনরেল
ফিয়ার সাহেব বিচারপতির আসনে
উপবেশন এবং আডবোকেট জেনরল
কোই সাহেব উইলের পক্ষসমর্থন করা
তেই এরূপ ঘটিয়াছে। রাজা রাধাকান্ত
দেবের উইল ও জয়কালীর মকদ্দমার
বিচার দর্শন করিয়া প্রধানতম বিচার
ালয়ের উপরে আমাদের নিতান্ত
অনাছা জন্মিয়াছে। জীবদশায় আমার
বিষয় আমি যা ইচ্ছা তাই করিতে
পারি, অন্য কথা কি জলে ফেলিয়া
দিলেও কেহ নিবারণ করিয়া রাখিতে
পারেন না; কিন্তু মৃত্যুকালে সেই বিষ
য়ের আমি যথেষ্ট বিনিয়োগ করিলে
সিদ্ধ হইবে না, ইহার তুল্য অদ্ভুত
সিদ্ধান্ত আর কি আছে? হিন্দুশাস্ত্র
কারেরা স্বত্তের যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়া
ছেন, যদি যথেষ্ট বিনিয়োগকমতা না
থাকে, তাহা অনুপপন্ন হয়। যিনি
যে বিষয় অর্জন করেন, অথবা সে
বিষয়ের অধিকারী হন, তাহা চির অনু
মন্ন থাকিয়া নিজ বংশের নামরক্ষা
হয়, হিন্দু মাত্রেই এই ইচ্ছা। কাচার
বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ভার সমর্পণ
করিলে অথবা কিপ্রকার ব্যবস্থা করিলে
বিষয় রক্ষা হয়, বিষয়াদিকারী যেমন
বুঝিতে পারেন, অনো সেরূপ পারেন
না। এরূপ স্থলে বিচারপতির নিজ
ইচ্ছামত উইল অগিদ্ধ করা যে কতদূর

খান, কোন
হইবার সম্ভাবনা নাই।
অপর, সদাশয় ব্যক্তি
ও চেটা এই, সমাজ
শ্রোত প্রবল না হয়। ব্যক্তি
হইলেই সমাজ উৎসন্ন হইয়।
কিন্তু জয়কালীর মকদ্দমার নিষ্
দর্শন করিয়া স্পষ্ট বোধ হইতে
ব্যক্তিচারের প্রস্তর দিয়া হিন্দু
জকে উৎসন্ন করাই অত্রতা প্র
তন বিচারালয়ের উদ্দেশ্য।

—১০২—

মাস্ত্রাজের লাড নেপিয়র ও
বিদ্যালয়ের উপদেশক।
মাস্ত্রাজের শাসনকর্তা লাড নে
য়র বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ জন উপদে
নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। এ
ব্যক্তি বাটীপ্রভৃতি প্রস্তুত করি
ও কলের বিষয়ে, দ্বিতীয় ব্যক্তি পদ
ও রসায়ন বিদ্যার বিষয়ে, তৃতীয় ব্য
ইতিহাস ও সাহিত্যের বিষয়ে, চ
ব্যক্তি জ্যোতিষ বিষয়ে এবং প
আইনের বিষয়ে উপদেশও শি
দিবেন। এই সকল লোককে উচ্চ
শ্রোতন দিয়া মাফাংস্বক্ষে ইংলও হ
মানয়ন করা তাঁহার অভিমত। শ
কর্তার দুই জন মন্ত্রী তাঁহার প্রস্তা
মূল যুক্তির অনুমোদন করিয়াছে
কিন্তু উপদেশকের কর্তব্য কার্যের বি
মতভেদে হইয়াছে। এক জন বলেন, ব
প্রস্তুত করিবার উপদেশকের প্রয়ো
নাই; আর এক জন সংস্কৃত অধ্যা
নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। এ
যের মাস্ত্রাজের ডিরেক্টরের
জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়া
এ বন্দোবস্তে কতকগুলি টাকা ব্যয়

বার ৩৩...
 ৭ ইউরোপ ও আমেরিকা
 প্রণালী আছে; কিন্তু
 যৌক্তিক জিজ্ঞাসা হই
 তাহা হয় নাই। শিক্ষা
 বিশেষ উন্নতি না হইলে বিশ্ব
 উপদেশক হইতে কাজ হয়
 না। পাউএল সাহেব বলেন শিক্ষার
 হস্তক্ষেপের পক্ষে ভাল, ইউরোপে উপ
 দশ দিবার যে প্রণালী আছে, তাহা
 তদ্রূপ নগের হৃদয়গ্রাহী হইবে না।
 উন্নয়ন অবস্থা বিবেচনা করিলে এখন
 হইতে হইতেছে না। আইনের উপ
 দশশ্রেণীতেই তাহার পরীক্ষা হই
 তছে। অধ্যাপক বকিয়া বানমাত্র
 প্রদর্শন কিছুই শ্রবণ করেন না। তাঁহার
 কেবল গৃহে পাঠ করিয়া পরীক্ষা দেন।
 যদি যদি উপদেশ শ্রবণ না করিয়া
 পরীক্ষা দিয়া নিয়ম হয়, কল্যা আইন
 শ্রম শূন্য হয়।
 প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কি? কয়েকজন উ
 দ্দেশক করিলে ইতিহাস, দার্শনিকতা, বিজ্ঞান
 নর যে উচ্চতর শিক্ষা হইবে, যাবতীয়
 বদ্যসমূহের ছাত্রগণ তাহার ফলভোগী
 হবেন। এক্ষণে প্রতি কালেক্রে প্রত্যেক
 বয়সের নিমিত্ত এক এক জন অধ্য
 াপকের প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাদ
 হ হইলে এইসকল বিদ্যালয়ের স্টেট মেট
 রিক অধ্যাপকের নিমিত্ত বর্ধমেন্ট
 সাহায্য দেন তাহা সাধিবেন। কেবল
 ার সংশোধনের উদ্দেশ্য যদি এই হইবে
 তাহা হইতে পারে, তাহাতে অনিষ্ট বিনা
 ইচ্ছাভঙ্গ হইবে না। যাহারা শিক্ষা
 পক্ষে কেবলমাত্র প্রবেশ করিয়াছেন,
 তাহারা যে কেবল উপদেশ শ্রবণ করিয়া
 তাহা লাভ করিবেন, তাহা হইবে

নই সম্ভাবিত নহে। তবে কয়েক
 যেরূপ শিক্ষা ও অধ্যাপকনিয়োগের
 নিয়ম আছে, তাহা অল্পধিকারী যদি
 লাভ নেপিয়রের প্রস্তাবানুসারে কার্য
 হয় তাহাতে আপত্তি নাই। এবং তাহাতে
 বিশেষ উপকারলাভনজাবনা আছে।
 কালেক্রে যে শিক্ষালাভ হইবে, বিশ্ব
 বিদ্যালয়ের উপদেশকের নিকটে উপ
 দেশ শ্রবণ করিয়া কেবল যে তাহা
 মার্জিত হয় তাহা উচিত এক্ষণে নয়, নূতন
 নূতন বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইবে। ফলতঃ
 লার্ড নেপিয়রের যদি এটা অভিপ্রায়
 হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তাব কার্যে
 পরিণত করা আবশ্যিক।

—১০১—

অর্চিত কর্মচারীদের পক্ষ
 সম্মতি ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট খাজ
 দিচ্ছেন, নিম্নতর শাসন ও অর্চিত
 বিচারকার্যে যেসকল কর্মচারী নিযুক্ত
 আছেন, ৫৫ বৎসর বয়স্ক হইলে তা
 হারা আর পদস্থ থাকিতে পারিবেন
 না। যে স্থলে ডেউমেস্ট্রটারি বিশেষ
 আজ্ঞা দিবেন, সেস্থলে এ নিয়ম খাটিবে
 না। এই নিমিত্ত যাবতীয় কর্মচারী
 বয়স্ক ও কার্যকাল জানিবার নিমিত্ত
 বর্ষে এক এক তালিকা প্রেরিত হই
 য়াছে। ১৮৭০ আকের জারুয়ারি অবধি
 এটা নিয়মানুসারে কার্য আরম্ভ হইবে।
 অনেক এনিমিত্ত স্থগিত হইয়াছেন
 । বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ বৎসরের অধি
 কাশ কাজ করিতে পারেন না; বর্তমান
 নিয়মানুসারে তাহারা ২৯ বৎসরে কার্য
 আরম্ভ করেন, ৩০ বৎসরের সময়ে
 তাহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হয়।
 অর্চিত কর্মচারীগণের পক্ষে এ নিয়ম
 না করা অন্যায়। যাহা বিচার বহন
 তাহাদিগের অধিক বয়স্ক হইলে বরং
 কাজ আরও ভাল হয়। ইংলণ্ডের অনেক
 বিচারপতি বৃদ্ধ। ডাক্তার লিগ্জটন ৯০

বৎসর বয়স্ককালেও আইনের কৃষ্টি
 তর্কের মীমাংসায় সমর্থ হইয়াছেন।
 প্রিবি কোর্টের বর্তমান জজদিগের
 সকলেই বৃদ্ধ। এদেশে ৬০ বৎসরের
 মধ্যে কাহারই বুদ্ধিমান হইয়া
 প্রত্যুত ৪০ বৎসরের পর অবধি ৬০
 পর্যন্ত বুদ্ধির পরিণামাধিকার হয়। অত
 এ ৬০ বৎসরপর্যন্ত মীমাংসা অতি
 শয় কর্তব্য। বোধ হয় কর্মচারীগণ
 আবেদন করিলে শ্রবণমত তাহা শ্রবণ
 করিতে পারেন।

—১০২—

এতদেশীয় ও ইউরোপীয়
 ইঞ্জিনিয়ারগণ।
 এতদেশীয় ইঞ্জিনিয়ারগণের প্রতি
 যে আবিচার হইয়া থাকে, তাহা কা
 রও অবিদিত নাই। যাহারা আমাদি
 গের উন্নতির পক্ষে কষ্টক্ষেপণে অ
 রাগী, তাহারা বলিতেছেন, এতদেশী
 যেরূপ উপযুক্ত হইলে সুপরিটেণ্টেণ্ট
 ইঞ্জিনিয়ারের তাহাদিগের উন্নতি
 নিমিত্ত গবর্নমেন্টকে অনুরোধ করিতেন
 সকলে না করুন কোন কোন সুপরিটে
 ণ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার এই অনুরোধ করিয়া
 ছিছেন; কিন্তু গবর্নমেন্ট তাহা গ্রহণ
 করেন নাই। এতদেশীয় ইঞ্জিনিয়ার
 কিসে অল্পবৃদ্ধ? বিপক্ষে? বলেন
 ইঞ্জিনিয়ার হইলে মর্কদা পরিশ্রম করিতে
 হয়, এতদেশীয়েরা তাহা পারেন না
 কিন্তু একথা সম্পূর্ণ অসূচক। যথা
 পরিশ্রম এতদেশী কর্মচারীরাই করিয়া
 থাকেন। মজুর সংগ্রহ, কট্টাভিগণের
 বৃত্তি জানিবার, সকল বিষয় যত্নে
 নর্শন এসকল কাজ এতদেশীয় ইঞ্জিনি
 যারগণ হইতেই হইয়া থাকে। ইউরো
 পীয়েরা হিসাব প্রস্তুত করিয়া কট্টা
 দেন এবং সকল কাজ হইয়া গেলে এ
 ার দর্শন করিয়া আইনমত। ইউরোপ
 হইতে যেসকল ইঞ্জিনিয়ার আইনমত

ন করিব

বাটং দর্শকস্বা

বরাহনগর

কেন্দ্র অব ইণ্ডিয়া।

প্রথম ফে ৩ অব ইণ্ডিয়া বঙ্গদেশ

নগরকে অক্রমণ করিতেছে

অন্যত্র যে অন্তর্ভুক্ত; জুরিগি, উৎসাহী ও অল্পবয়স্ক এ কথা স্পষ্টাভিধানে উল্লেখ করেন ফে ৩ অব ইণ্ডিয়া কোন প্রকার বাস্তব প্রমাণ অথবা নিশ্চয়তা তখন তাহার অনেক বাটা বাদ দিয়া করিতে হইবে; অতএব যে দোষটী ত দেখা গিয়াছে, তাহা সর্জন আচে এ যারা বিদ্রোহ কবিবেন, তাঁহাদিগের মহা বৈ। ফে ৩ যে দেশের পরিচায়ক, তাঁহারা পর প্রধান শক্তি, বঙ্গদেশে কোন উন্নতি তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না; যাহা ভারতবর্ষীয় জানেন না, তাঁহারা তাহা করিয়া বলিয়া বেড়ান, বাঙ্গালী কর্মচারী পরে ভারতবর্ষের সকল স্থানের লোক এই মহামতিগণ বে দলেত আনত সেই দলভুক্ত; অতএব তাঁহারা নিশ্চয় বহে। তথাপি ফে ৩ যাহা বলিয়াছেন বে প্রদর্শন করিয়াছেন তৎপ্রতি এক কালে করা উচিত নহে।

আদিগের বিচারপতিগণ যে প্রকার উচ্চত ও অজ্ঞ তাহাতে জুরিপ্রণালী অতি সৌভাগ্যীয়। যে অবস্থায় ইংলণ্ডে ইহা তা ও সুবিচারের প্রধান প্রতিষ্ঠা হয়, অবস্থা এ দেশে রহিয়াছে। আমাদিগের ন জুরিগের বার আনা আইন আনেন সন্তুলে কতগুলি অপক্ষপাতী লোক স্বীকার করেন তাহা প্রাথমিক, কিন্তু ইংলণ্ডের মহাশয়ের সভ্যগণ উৎসাহে মনোনীত হন, এদেশেও মনেকে তাহা জুরিগের উৎসাহে বিচার চেয়ে। এক কালে তাহা গ্রহণ করেন তাহা স্বীকার করিয়া হইবে; কিন্তু এ দেশে যে দোষ দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিয়া উত্তম ভাবে তাহাতে জুরিপ্রণালী প্রতীত হয়। অতএব আনয়

বাধ করি, ফে ৩ অবস্থাতঃ বলিয়াছেন যে সময়ে সকলে একবাক্য হইয়া এই প্রণালীতে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। প্রণালীটি উত্তম। আমাদিগের কালেক্টরগণ যথার্থ ভ্রম ও কৃত বিন্যাসলোকদিগকে জুরির বণেন না। জুরি আদালতের দশ কোশ পরিষ্কার মনোস্থিত লোকদিগের মধ্য হইতে জুরির মনোনীত করা কঠিন। নিয়মও এই; কিন্তু কায়দাঃ সদর মহকুমায় কতগুলি লোকদিগের ভ্রম লোককে লভ্য। পরগণাঃ দর্শকস্বরূপ গ্রহণ করা গেল। এখানকার জুরিপ্রণালী মধ্য উপনগরের তিন কোশ পরিষ্কার বাহিরের এক জন জুরির মনোনীত করা বাসত্য, তাহা নিবাধে, পাশ্চাত্যপ্রভৃতি গ্রামে অতিশয় উপযুক্ত লোক আছেন, পৃথিবীর অর্থ দিলে ইহারা উৎসাহিত হন না। ২৪ পরগণা, কল্যাণ, যশোহর চাকপ্রভৃতি স্থানে জুরিপ্রণালী যথার্থ বিচার হয়, তাহা অজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইবে প্রণালী ভারত ছাড়া জেলা। এখানকার যেমন পুলিশ, তেমনি আদালত, সেইপ্রকার জুরি। জুরির তালিকা দেখিলে শতবরা পাঁচ জন কৃতবিদের নাম দেখা যাইবে না। এমত স্থলে যে আবিচার হইবে তাহার সন্দেহ কি; জুরি মনোনীত করা ভার কোন এতদেশীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটে প্রদান কর, জেলার যাবতীয় গ্রাম হইতে যথার্থ কৃতবিদ্য লোকদিগকে জুরির কন, তখন দেখিলে বাহিরদাস সবকারের নাম মকদ্দমা আর হইবে না। বেঙ্গাপুরীক মন্দ লোক হইবে, তাহার অন্যান্য কবিলে আবার আক্ষেপ কর কেন; আমরা আরো বলিতেছি, বিচারশেষ না হইলে জুরিদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া অনুচিত। যেখানে জুরিপ্রণালী আছে সেখানে বিচারপতিগণ কল্প দাবিবার প্রণালী পরা আবধিক। গবর্নমেন্ট এই কাজ করন, তখন আর আক্ষেপের কারণ থাকবে না। জুরিপ্রণালী গত যৎকল সোব বাহির হইতেছে তন্নিমিত্ত কালেক্টরগণ দায়ী। এই প্রণালীটি কলকিত হয় ২ ইচ্ছা ইচ্ছাদিগের মনোগত অতিশয়। এই নিমিত্তই হইয়া প্রায় ভাল লোককে লন না। গবর্নমেন্ট কি উচ্চঃ অবগত আছেন?

ক্রীঃ—

—১০ঃ—

মহাশয়! এখানে ১৮৬৮ অব্দের বাঙ্গলা চাকপ্রতি পরীক্ষায় মেদিনীপুর গবর্নমেন্ট বাঙ্গলা বিদ্যালয় প্রথম হওয়াতে কর্তৃপক্ষ

মত হুবারে শ্রীযুক্ত প ওত রমানাথ চর্কব প্রথম শিক্ষক ৩০ শ্রীযুক্ত পার্শ্বচাঁচরণ মুখাধ্যায় দ্বিতীয় শিক্ষক ১১ শ্রীযুক্ত জয়নাথ তৃতীয় শিক্ষক ৫ শ্রীযুক্ত উনয়চাঁদ সপ্তম ৪ বর্ষ শিক্ষক ৫ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দে ৫ ম শিক্ষক ৫ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ ৬ষ্ঠ শিক্ষক টাকা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা অতিশয় আত্মাদের বিষয় সন্দেহ নহে। কিন্তু পারিতোষিকদানটি ক্রমাগত হুনে হইলেই ভাল হইত। শিক্ষকগণ কিছু পাইলেই আনন্দের বিষয় হয়।

একদে মেদিনীপুর বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে গৃহস্থিবিও আবশ্যিক হইয়াছে, সুতরাং সম্পাদক ডেপুটি ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্টর মহোদয়ের যত্নে অনেক টাকা প্রাপ্ত হইয়াছে। চাকপ্রতি বেতনের টাকা কেই অধিক টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্নিমিত্ত কদের অনেকটা চাকি করা হইয়াছিল হটক, যত শীঘ্র নুতন গৃহীত প্রাপ্ত হয় তাহা ভাল। মেদিনীপুর বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত জয়নাথ দাস কুন্স কুন্স একটা সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন অতি উপযুক্ত ও ভ্রম, ইহার এইরূপ চিকিৎসা পীড়াদর্শনে আসবা অতিশয় হু হইয়াছি, প্রার্থনা কর জগদীশ্বর শীঘ্র ইচ্ছা করুন। বিদ্যালয়ের মহাশয় বাঙ্গলা বিদ্যালয়গনুদের স্পেশিয়েল ইন্সপেক্টর ছিলেন, ইনি সেট সময়েই পীড়িত হইয়া তৎসময় ডেপুটি ইন্সপেক্টরদ্বারা এই লয়ে নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রায় ১৪ বৎসর ইনি এই বিদ্যালয়ে কাৰ্য্য করিয়া অতি প্রতিপালিত করিয়াছেন।

মেদিনীপুর } অসুগত
২০ গ মার্চ }
১৮৬৯ } ক্রীঃ—

—১০ঃ—

কাপ্তেন বাবু।

বাবু অনেক প্রকার আছে। চকু বাবু, বাবু, নবাব বাবু প্রভৃতি। এগুলি অসুগত হইলে বাবু হইতে উপায় হইয়াছেন। চিকিৎসকদের ন্যায় বস্ত্র ও অলঙ্কারপরিধান, মান কেশ পরিচর্যা, চিকিৎসা এতদুল্লি চকু বাবুর চিত্র। দস্তা বাবুর নাই, অথচ বাবুর চেঁড়া বৃত্তমাসুদী ক হইবে। নবাব বাবুগণ যথার্থ ধনবান। উত্তম বস্ত্র, উত্তম আহার বুঝেন। দান করিতে উপায়। তবে দোষের মধ্যে এক গুণ

ীয়া ও পীরসোর উপরে তিনি স্পষ্ট
 প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁর
 ত মৈত্রী করা ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের
 আবশ্যিক। তাঁহার সহিত মৈত্রী
 হইলে রুশীয়ার প্রেসর নিবারণের
 পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। দরবারগুলি
 করের একটি প্রধান হেতু। এই
 আমরা ইহার অসুরক্ত নহি; কিন্তু
 মরা মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, এ দরবারে
 বায় হইল, তাহা বিফল হইল না।
 আর আলির সহিত মৈত্রী হইলে
 রণামে একটি মহৎ ইচ্ছা ফল লাভের
 সম্ভাবনা আছে।

—:—
 প্রাপ্ত।

যাইতেছে, এখানকার প্রধানতম বিচার
 অয়কালী দেবীর মকদ্দমায় যে সিদ্ধান্ত
 রাখেন, চাঁদা করিয়া তদ্বিরুদ্ধে প্রিবিকৌ
 লে আপীল হ'বে। এটা করা অতিশয় আব
 ক। কেবল আমানিগের উত্তরাধিকারের
 হুরোধে নহে, সমাজের ধর্মনীতি রক্ষা
 মিত্ত আপীল করা অতিশয় উচিত। প্রধান
 বিচারালয়ের বারিষ্টার বিচারপতিদিগের
 টী রোগ জন্মিয়াছে। তাঁহারা ভাবেন
 দেশীয়দিগের সামাজিক আচার ব্যবহারের
 অন্যথা করিতে পারেন, ততই ভাল হয়।
 ক জন বিচারপতি অস্ত্রপুস্তক জ্রীলোক
 গকে দেওয়ানী ডিক্রীতে জেজে দিতে
 দ্যত হইয়াছেন। আবার কতকগুলি
 কাস্ত করিয়াছেন, স্বামীর সম্পত্তির অধি
 ী হইয়া বৎসরান্তে অগ্ৰহৃত্য করিলে
 কান দোষ নাই। চিন্তাসূত্রকারেরা পিও
 ন নিম্নমানেরে ধনাধিকারবাস্তা করিয়া
 ন। ব্যক্তিকারিণীর পিওদানে অধিকার
 ই। তাহার মৃত পতির পিওদানে সাহু
 গ প্ররুতি হইবারও সম্ভাবনা নাই
 কালী যে জরী তাহার সন্দেহ নাই;
 মীর মৃত্যুর পর তাহার কন্যা হইয়াছে
 পি বারিষ্টার বিচারপতিগণ এই জ্রীলোক
 ক সম্পত্তির অধিকারিণী করিয়াছেন।

এই আত্মঘাটা হিন্দুসমাজের বর
 নাই অবমাননা করা হইয়াছে। এটা
 বলবর্তী থাকিলে বেশ্যাবৃত্তির আত্যন্তিক
 প্রসার হইবে সন্দেহ নাই।

আমরা প্রধান বিচারপতিকে একটি কথা
 বলিতেছি, হিন্দু আইন ঘটন মকদ্দমা উপ
 িত হইলে এক জন সিভিলিয়ান ও এত
 দেশীয় বিচারপতিকে সঙ্গে লওয়া অতিশয়
 আবশ্যিক। বারিষ্টারগণ দায় ও সমাজ
 ঘটন বিষয়ের স্বার্থ বিচারে সমর্থ নহেন।
 তাঁহারা সম্প্রতি যে কয়েকটি বিচার করিয়া
 ছেন এদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী তাহার এক
 টারও অস্বমোদন করিতেছেন না

—:—

বিবিধ সংবাদ।

১৭ই টেব্রু সোমবার।

পোটকানিঙ কোম্পানির স্তম্ভরবন ইজারা
 যাইতেছে। এই ইজারাতে কোম্পানির এক
 লক্ষ টাকা অ'য় হয়, কিন্তু গবর্নমেন্ট ৯০০০
 টাকামাত্র লাভ পান। লোকের অতিশয় কষ্ট
 হওয়াতে রেভিনিউ বোর্ড ইজারা ছাড়াইবার
 পংবাদ দিয়াছেন। ইজারা গেলে দরিদ্র লোকে
 বস্ত্রন করিয়া বাঁচিবে।

আলোয়ারের রাজা নীমরাণার ঠাকুরে
 জায়গির বাজেআপ্ত করিয়া ছিলেন। ইহার আ
 বার্ষিক ৪০,০০০ টাকা। ঠাকুর গবর্নমেন্টের
 নকটে আপীল করতে রাজা জায়গির ছাড়ি
 নতে বাধ্য হইয়াছেন।

বাঙ্গালী বলেন, বহরমপুর কালেক্টর অধক্ষ
 হাও সাহেবের অগ্রবোধে প্রধানতম বিচারালয়
 দাওয়া দিয়াছেন, বারীরা পূর্বতম প্রণালী তমু
 গারে জুনিয়র জাজবৃত্তির পরীক্ষা দিয়াছিলেন
 শাহারা আটন প্রণিতে প্রবেশ করিয়া প্রথম
 প্রণির ওকালতির পরীক্ষা দিতে পারবেন
 এটি উত্তম কাল হইয়াছে। ওকালতির চার
 দিগের কী কমান্টলে কি ভাল হয় না? বিশ্ব
 দ্যালয়ের চ'ত্রগণ ৫ টা দা দেন, উকীল জেজির
 লক্ষার্থগণ দশ টাকা দিয়া থাকেন।

নওরাখালির সিভিল সার্জম ডাক্তার ভূবাণ্ড
 বাবু জগদীপনাথ ব্যয়কে প্রহার ও অপমান
 করিতে উঁহার কোর্টদারিতে ৩০০ টাকা ডি
 মানা হয়। মুন্সেফ ক'তপূরণস্বরূপ ৩০ টাকা
 ডিক্রী দিয়াছেন। আমরা আশান্বিত হইলাম
 এই নির্যোধ গোঁয়ারকে দেওয়ানী চাঁকৎসকের

হয়, প্রস্তুত করিবার
 বায়; কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারগণ
 আশ্চর্যিত রাখেন; কিছু
 সাৎ হইয়াছে। রেজুপে স.
 বাটী; চান হইতেছে, এম
 ভাঙ্গিয়া পড়িল !!

চাকার জে, এন, পোংস স.
 বারিষ্টার হইয়াছেন।

ডেলিবিউস অবগত হইয়াছেন, লেপ্ট
 গবর্নর গুর্নীর হই জন এতদেশীয় সহ
 নক্রেটারির নিমিত্ত ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট
 নকটে প্রস্তাব করিয়াছেন। শাসনবি
 গুর্নাম্ব দিতে পারেন নিম্নতর শাসন
 বিভাগ হইতে এইপ্রকার দুই ব্যক্তিকে
 নীত করা গে সাহেবের অভিধেত।

অম্বলা হইতে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম
 যাইতে—

“ ২৭ এ মার্চ শনিবার। গবর্নর জেনরল
 বেলা ৬ টার সময়ে উপনীত হইয়াছেন।
 পর সমারোহে বঁহাকে গ্রহণ করা হয়। রে
 ষ্ট্রসন হইতে উঁ'র প্রায় এক ক্রোশ পথ হ
 ইহার উত্তর পাশে সৈন্যগণ দণ্ডায়মান
 উত্তম বস্ত্রে শোভিত সহচরদিগের সহি
 র জেনরল ক্রসসর হন। পাতিয়ালা
 কোটা ও অন্য অন্য রাজে, ব সৈন্যগণ এ
 উপস্থিত ছিল। ১৪এ অবধি আর্মীর
 আলি এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন। অন্য
 সমায় মহাসমারোহে দরবার করিয়া উঁ
 গ্রহণ করা হইবে। বিস্তর লোকে অ
 গমন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে
 গুলি নিয়মিত সময়ে চট ঘটিকাপরে উ
 চটতেছে। এই নিমিত্ত ভ্রমণকরিগণকে
 রাজি গাজিগু'বাদ রেলওয়ে সংপ্রব
 অপেক্ষা করিতে হইতেছে। অনেক
 পশ্চ'তে পড়িয়া থ কতে লোকের
 কষ্ট হইতেছে। ”

২৮ এ মার্চ বুধবার। গত কলা ম
 রাচের দরান হয়। আমীরকে ঘেদকারে
 করা হয় ত'তে তিনি বিশেষ সখে
 করিয়াছেন। উঁ'কে গ্রহণ করি
 গবর্নর জেনরল ব'লিয়াছেন, “ আমীর
 আলি খাঁ। মহাবীর ও আয়ার লেগেণ্ট

ইহাঙ্গিগের বিজ্ঞানমৈশুনা অধিক
 কহ নাই, কিন্তু তাঁহারা এক কালে
 ক্রিষ্টিয়ান ইঞ্জিনিয়ার হইয়া থাকেন
 হইলে যেপ্রকার তত্ত্বাবধান
 আবশ্যিক, তাহা ইহাঁরা করিতে
 যেন না। ইহাঁর একটা বাস্তবিক কা
 আছে। ইঞ্জিনিয়ারদিগকে সর্বদা বি
 অঙ্গ লোকের সহিত বাবহার করিতে
 দেশীয় ভাষা না জানিলে এই বাবহার
 না; সুতরাং এদেশীয়দিগের স্বক্
 কার্যকার পণ্ডিত হয়, নবাগত
 ক্রিষ্টিয়ান ইঞ্জিনিয়ার স্বাক্ষর করিয়া
 লগ্না লন এইমাত্র। বাহা হউক, বাহাঁরা
 লও হইতে আইসেন, তাঁহাদিগকে
 উচ্চতর বেতন দেওয়া হয়, তাহাতে
 মাদিগের তত আপত্তি নাই; কিন্তু
 হাঁরা এদেশে থাকিয়া ক্রুড়কি অথবা
 মিন্ডেলস কালেজ হইতে বহির্গত
 হাঁদিগের মধ্যে তারতম্য করা
 কেন? এক জন সামান্য টৈনিক
 কালে প্রথম শ্রেণির ওভরসিয়ার
 হাঁ, এক জন এতদেশীয় সর্ক নিম্ন পদ
 হাঁ কার্য আরম্ভ করেন। ইউরোপী
 হাঁ অতি অল্প কালমধ্যে উন্নতিলাভ
 যেন, এতদেশীয়ের ভাগ্যে তাহা হাঁ
 বিদ্যা বুদ্ধিতে যদি তুসনা করা যায়
 এতদেশীয় সহকারী ইঞ্জিনিয়ারগণ ইউ
 রোপীয় টৈনিক সহকারী ইঞ্জিনিয়ারদি
 গের অপেক্ষা প্রধান বলিয়া প্রতীয়মান
 হাঁ। কাজ এদেশীয় হাঁতে অধিক হয়;
 হাঁ উন্নতির বেলা এ হাঁ জন তারতবর্ষীয়
 ক্রিষ্টিয়ান ইঞ্জিনিয়ার হাঁতে পারেন
 হাঁ। এটি কি অবিচার নহে? ইউরোপীয়
 ইঞ্জিনিয়ার হাঁতে অধিক অপকর্ম ও গবর্ণ
 মেন্টের অধিক ক্ষতি হয়। ইহাঁদিগের
 তন ভোগী লোক আছেন; ইহাঁদিগের
 মে কষ্ট হাঁ লওয়া হয়। গবর্ণমেন্টের
 মাহুদারে কষ্ট হাঁ বিজ্ঞাপন দেওয়া

হাঁ হাঁ, কিন্তু নিম্নলিখিত বক্তৃতা
 কাজ পান।
 পশুদিগের প্রতি নির্ভরতা
 নিম্নলিখিত।
 "পশুদিগের প্রতি হাঁপ্রকাশ
 কর্তব্য কর্ম এবং তাহাতে লাভও
 আছে। এই শিরোনামে আমরা এক
 খানি ক্ষুদ্র পুস্তক পাইয়াছি। এট প্রব
 হাঁ এক জন ইউরোপীয় লিখিয়াছেন
 এবং পশুদিগের প্রতি নির্ভরতা নিবারণ
 সত্য লেখককে পুরস্কার দিয়াছেন।
 ইহা বাঙ্গলা ও উর্দুতে অনুবাদিত হাঁ
 যাচ্ছে। আমরা অতিশয় আনন্দমত
 করে এই পুস্তকখানি পাঠ করিলাম।
 লেখক চলিত ধর্মনীতি অবলম্বন করিয়া
 তর্ক করিয়া গিয়াছেন। পশুদিগের প্রতি
 নির্ভরতা অতিশয় অন্যায়। ইহাঁদিগের
 হাঁতে মানবমণ্ডলীর অনেক উপকার
 হয়। পীড়ার সময়ে ও অসুস্থ পরি
 শ্রমের পর পশুদিগকে খাটাইয়া লওয়া
 নিতান্ত মনুষ্যের কার্য। ইহাঁতে ক্ষতিও
 আছে। পশুগণ সূক্ষ্ম থাকিলে অধিক
 কাজ করিতে পারে। আহাঁরের নিমিত্ত
 কোন কোন জন্তুকে বধ করিতে হয়।
 কিন্তু তাহাদিগকে যাতনানা দিয়া বধ
 করা উচিত। উদরপূরণের নিমিত্ত স্ত্রী
 আবশ্যিক হয় বটে; কিন্তু বধ্য জন্তুকে
 অকারণ কষ্ট দেওয়া উচিত নহে। ইংল
 ঙ্গের শীকারীরা খেঁচশিরাালের মাংস
 ভক্ষণ করেন না; তথাপি ইহাঁকে
 বধ করা হয়। স্ত্রীলোক ও পাদরিরাও
 শৃগালের লাঙ্গলকর্তন করা গোরবের
 বিবরণ জ্ঞান করেন। লেখক এই ক্রীড়া
 নির্ভরতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।
 যে পশুর মাংস ভোজ্য না, তাহাকে
 বধ নিতান্ত অসুচিত। রামচন্দ্রকে বাঙ্গা
 যে ভৎসনা করিয়াছিলেন তাহাতে
 তারতবর্ষীয়দিগের এ বিষয়ে দয়া সবি

বিবেচনা কর। যুগযু
 যুগযুগের যুদ্ধ কে
 রজার কষ্ট। অহাঁ
 ও অর্থলোভ এইসকল
 হাঁ মৌরব পরস্পর
 যেটা জয়ী হাঁ তাহার অধি
 য়ারিলেন। এহঁলে অর্থলোভই
 কিন্তু এই অর্থলোভ অধর্মের কারণ
 এইপ্রকার অর্থলোভে নরহত্যা
 লেও ত চলে। মাহুদের বেলায় যে
 পাপ বলিয়া পরিগণিত হয়, প
 বেলায়ও তাহা পাপ বলিয়া গ
 হাঁবে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর যে যে জী
 যেপ্রকার গতির নিয়ম করিয়া
 হাঁ, তাহার বাতিক্রম করিলেও
 হয়। ঘোড় ঘোড়ও অন্যায়। ইহাঁ
 অর্থলোভের প্রাবল্য হাঁ হয়। আ
 লেখকের সম্পূর্ণ অনুমোদন ক
 বলিতেছি যে জাতি পশুদিগের
 দেখিতে ভাল বাসেন, তাহাদিগের
 হাঁয়া যায়। রোমকেটা যখন বি
 ও আলমাদোবে আপনাদিগের
 ক্ষমতা হীন হাঁতেছিল, সেই সম
 সিংহ, হস্তী, বায়ুপ্রভৃতিকে প
 রের প্রাণবধে নিয়োজিত ক
 আন্দোল করিতেন। এক্ষণে ইউরো
 মধ্যে স্পেন সত্যতা, বিদ্যা, বুদ্ধি ও
 সকল জাতিব অপেক্ষা নিরুচ্চ। শে
 যেরা হাঁবে সচিত্র যুদ্ধ জাতিমা
 আমোদের মধ্যে প্রধান বলিয়া গ
 করেন এইপ্রকার মুসলমান রা
 হাঁবস্তার সময়ে দিল্লী, মুর্শিদ
 হাঁ স্থানে সর্করা পশুহৃত হাঁ
 যে বাস্তব পশুদিগকে কষ্ট দেয়,
 কখন মাহুদের প্রতি করা প্রকাশ

এই গ্রন্থে অপরাধীকে অর্পণ
করা সর্বদা কর্তব্য কর্ম। সভা যে
গাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন,
তাঁহাতে সভা যে ধন্যবাদের যোগ্য
এ কথা বলা বাহুল্য, লেখকও ধন্যবাদের
পাত্র সন্দেহ নাই।

অন্যান্য দ্রব্য

গত ২৭ এ মার্চ শনিবার অস্থায়ী
দরবার হইয়া গিয়াছে এই দিবস উক্ত
নগরে দরবারস্থ গবর্নর জেনরল
আমীর সিরার আলি খাঁর সহধর্মী
করিয়াছেন। গবর্নর জেনরলের সেক্রে
টারিগণ, প্রধান সেনাপতি ও ৫৫০০
সৈন্য, মাদ্রাসার লাড নেপিয়ার,
পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সেনা
নর্ট গবর্নর, পাণ্ডীচালা, কিল্ল, নাবা
প্রভৃতির রাজা এবং অন্য অন্য বিস্তর
লোকে উপস্থিত ছিলেন। বৃহস্পতিবার
সিরার আলি খাঁ অস্থায়ী উপস্থিত হন,
তাঁহাকে দুই দিবস অপেক্ষা করিতে
হইয়াছিল। গবর্নর জেনরল মহাসমা
রোহে নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।
তাঁহার ও প্রধান সেনাপতির পটমণ্ডলে
সেই প্রস্তুত পরিসর ভূমি বসননয় নগর
হইয়া উঠিয়াছিল। বেলা সাড়ে চারি
ঘটিকার সময়ে আমীর উপস্থিত হন।
তাঁহার সহিত সাত জন সর্দার ও তাঁহার
বহুবীর্য পুত্র আবদুল্লা খাঁ ছিলেন।
সর্দারগণের মধ্যে উজ্জ্বল চুব মহম্মদ খাঁ
অধিকতর সম্মান প্রাপ্ত হন। ইনি দোস্ত
মহম্মদ খাঁর মন্ত্রী ছিলেন। আমীর
আগমন করিবামাত্র গবর্নর জেনরল
তাঁর বাহিরে গিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা
করেন। গবর্নর জেনরলের সিংহাসনের
পাশে আমীরকে আসন দেওয়া হইয়া
ছিল। আসনস্থানি সর্কাংশে গবর্নর
জেনরলের তুল্য। সিরার আলি খাঁর
বয়স অনুমান ৪৬ বৎসর। তিনি সুল

কার; অতিশয় দীর্ঘাকার নহেন। তাঁ
মুখশ্রী দেখিলেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ
বলিয়া বোধ হয়। যখন ব্রিটিশ
শাহ সুলতান সহিত প্রথম সাক্ষাৎ
তখন উক্ত বৃপতি কহিবুর প্রভৃতি
মণ্ডিত হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন।
সিরার আলি খাঁ সেক্রপ করেন
তিনি জাঁক জমক ভাল বাসেন
তাঁহার পরিচ্ছদদ্বারা বড়মানুষী
শিত হয় নাই। রাজতীর নাম
তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হইলে অ
বলিলেন, তাঁহাকে যে প্রকারে সম
করা হইল তাহাতে তিনি সবি
নস্তোষ লাভ করিলেন। তিনি আর
রেলওয়ে দর্শন করেন নাই, এ
তাঁহার বিস্ময়প্রকাশ অসঙ্গত
তিনি ব্রিটিশ সেনাদল দর্শন
সর্কাপেক্ষা অধিকতর সন্তোষ প্র
করিয়াছেন। তাইলগুণী গগদ্বারা তাঁ
মন অধিকতর আকৃষ্ট হয়। আরম
কামান এবং এনফিল্ড ও স্নাইডার
ফল দর্শন করিয়া তিনি প্রীত হইয়া
গবর্নর জেনরল তাঁহাকে প্রায় এক
টাকার স্রব্য উপঢৌকন প্রদান ক
কিন্তু আমীর গবর্নর জেনরলের
তলবারখানি অধিকতর সন্তোষসহ
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এতদে
সর্দারগণকে দর্শন করিয়া বলি
ইহাঁদিগের আকারে মরদানার প
পাওয়া যায় না। বাহাদিগের
সৈনিকদ্বার বক্ষ, তাঁহাদিগের এ
হওয়া অনৈসর্গিক নয়। পর দিবস
গবর্নর জেনরল আমীরের সহিত সা
করিতে যান। সিরার আলি খাঁ তাঁ
নিজের তলবারখানি প্রদান করিয়া
যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে
হইতেছে, সিরার আলি ব্রিটিশ
মেজের কামতা দর্শন করিয়া ইহাঁদি
সহিত সৈন্যবাহিনী উৎসুক হইয়া

সভা
ল বাসে। লেখক
হন, পশুর প্রতি
ন যে কোন ব্যক্তির
ত পারেন। সকল
নিষ্ঠুরতার নিবেদ
মাদিগের দেশে পূর্বে পশু
সালয় ছিল। বিস্তৃত
করুন না কেন, আমাদিগের
প্রাণি গুরুভৃতির প্রতি দয়া প্রদ
করিতে জানেন না। শকটে ঘোজিত
ও অশ্বের কটদর্শন করিলে অশ্রুঃকরণ
স্থ বিচলিত হয়। বোধ কর, অশ্ব
বেলা নয় ঘটিকা অর্থাৎ পাঁচ ঘটিকা
স্থ ক্রমাগত আরোহী বহন করি
। একে ক্ষুদ্র জীব, তাহাতে আহার
। তথাপি ভাড়া চাই; চলিতে
। ক্রমাগত চাবুক পড়িতেছে।
পাড়ির গাড়োয়ানেরা বোধ হয়
পেক্ষা নিষ্ঠুর। ইহারা মানবজা
সহিত কি প্রকার ব্যবহার করে
। সকলেই জানেন। গরুর গাড়ির
চারানেরাও সামান্য নিষ্ঠুর নহে।
রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছে; ক্রমাগত
পৃষ্ঠে ও শৃঙ্গ আঘাত হইতেছে।
দুই দিবস বোঝা বহন করিয়া হত
পশু চলিতে পারে না; কিন্তু
চারান প্রহার করিতে লাভে না।
। সর্কাদ এই অত্যাচার দর্শন
তেছি। ইহার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে
হইয়াছে। বোধ হয় তাই। ব্যব
ক সভা ইহার নির্মিত আইন করি
। আমরা কৃষকেরা স্বদেশীর
অনুরোধ করিতেছি, পশুদিগের
নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভার সহকারী
। তাহারা এই সকল দুর্কাব্যহার
করুন।

বোম্বাই এবং একজন দেশভক্তের কার্যে
 বিলম্ব করা উচিত হয় না।
 পাবলিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা ডিগ্রেটেডে
 বিস্তারিত কর্ম আরম্ভ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত
 প্রায় দশ হাজার লোক এই বিভাগে কর্ম করিয়া
 দিনপাত করিতেছে। সংপ্রতি পূর্তকর্মের
 আদিকনিবন্ধন একজন সহ ওভারসিয়ার
 বের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়। রুড্রী কলেজ হইতে
 খরীফে প্রীত চাত্র মানিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া
 রত্না একজাকটুটি ই.জি.মিয়াব লেপ্টেনেন্ট
 পার্ক সাহেব এখানে সহ ওভারসিয়ারের
 পরীক্ষা গ্রহণের ঘোষণা করেন। পরীক্ষা
 পূর্ব সংখ্যা ৯ জন হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৩
 জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পার্ক সাহেব
 ওভারসিয়ার ত্রীযুক্ত বাবু যখনাথ চৌধুরী
 মহাশয়কে পরীক্ষক মনোনীত করিয়া
 ছিলেন। যখনাথ বাবু যে একজন অতি উপ
 যুক্ত লোক তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহার কৃত
 কৌশলপূর্ব প্রস্তুতি দেখিয়া অনেক কুরসী
 সংস্কার কাব্য হইল। পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণ
 করতে হইলে যেন যখনাথ বাবু নামের পক্ষ
 পাতশূন্য বন্দীক বা ক্রমে পরীক্ষক নির্ধা
 রন করা হয়।
 এবংসর এ প্রদেশের কমিসরিয়েট বিভাগে
 ফাস বন্দবেব ন্যায় হুলস্থূল লাগিয়াছে।
 কমিসরিয়েট জেনরল ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের
 স্তম্ভন নিয়মের বশবর্তী হইয়া অকর্মণ্য অল্প
 বেতনভোগী কেরানীদিগকে পদচ্যুত করিয়া
 তৎস্থানে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করতে
 আদেশ করিয়াছেন। তদনুসারে ডেপুটি কম
 সরিয়েট জেনরল সাহেব উক্ত বিভাগের
 সংখ্যা কমাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি
 একবারে কয়েক পদচ্যুত করিতেছেন। ক'হা
 কেনা ভাবতববেব অস্তিম সীমায় (কসলী
 প্রভৃতি স্থান) বদলি করিতেছেন। এখানে
 ৩০ টাকার একটী পদ একবারে উঠিয়া গেল
 এবং একজন ৩০ টাকার কেরানী আশ্রয়
 পদলি হইয়া বাঙালিতে উপারম্ব কেরানিগণ
 ২০, ২৫, ৩০, বিংশ টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া
 ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৫, ৫০, ৫৫, ৬০, ৬৫, ৭০, ৭৫, ৮০, ৮৫, ৯০, ৯৫, ১০০
 ১০৫, ১১০, ১১৫, ১২০, ১২৫, ১৩০, ১৩৫, ১৪০, ১৪৫, ১৫০, ১৫৫, ১৬০, ১৬৫, ১৭০, ১৭৫, ১৮০, ১৮৫, ১৯০, ১৯৫, ২০০
 ২০৫, ২১০, ২১৫, ২২০, ২২৫, ২৩০, ২৩৫, ২৪০, ২৪৫, ২৫০, ২৫৫, ২৬০, ২৬৫, ২৭০, ২৭৫, ২৮০, ২৮৫, ২৯০, ২৯৫, ৩০০
 ৩০৫, ৩১০, ৩১৫, ৩২০, ৩২৫, ৩৩০, ৩৩৫, ৩৪০, ৩৪৫, ৩৫০, ৩৫৫, ৩৬০, ৩৬৫, ৩৭০, ৩৭৫, ৩৮০, ৩৮৫, ৩৯০, ৩৯৫, ৪০০
 ৪০৫, ৪১০, ৪১৫, ৪২০, ৪২৫, ৪৩০, ৪৩৫, ৪৪০, ৪৪৫, ৪৫০, ৪৫৫, ৪৬০, ৪৬৫, ৪৭০, ৪৭৫, ৪৮০, ৪৮৫, ৪৯০, ৪৯৫, ৫০০
 ৫০৫, ৫১০, ৫১৫, ৫২০, ৫২৫, ৫৩০, ৫৩৫, ৫৪০, ৫৪৫, ৫৫০, ৫৫৫, ৫৬০, ৫৬৫, ৫৭০, ৫৭৫, ৫৮০, ৫৮৫, ৫৯০, ৫৯৫, ৬০০
 ৬০৫, ৬১০, ৬১৫, ৬২০, ৬২৫, ৬৩০, ৬৩৫, ৬৪০, ৬৪৫, ৬৫০, ৬৫৫, ৬৬০, ৬৬৫, ৬৭০, ৬৭৫, ৬৮০, ৬৮৫, ৬৯০, ৬৯৫, ৭০০
 ৭০৫, ৭১০, ৭১৫, ৭২০, ৭২৫, ৭৩০, ৭৩৫, ৭৪০, ৭৪৫, ৭৫০, ৭৫৫, ৭৬০, ৭৬৫, ৭৭০, ৭৭৫, ৭৮০, ৭৮৫, ৭৯০, ৭৯৫, ৮০০
 ৮০৫, ৮১০, ৮১৫, ৮২০, ৮২৫, ৮৩০, ৮৩৫, ৮৪০, ৮৪৫, ৮৫০, ৮৫৫, ৮৬০, ৮৬৫, ৮৭০, ৮৭৫, ৮৮০, ৮৮৫, ৮৯০, ৮৯৫, ৯০০
 ৯০৫, ৯১০, ৯১৫, ৯২০, ৯২৫, ৯৩০, ৯৩৫, ৯৪০, ৯৪৫, ৯৫০, ৯৫৫, ৯৬০, ৯৬৫, ৯৭০, ৯৭৫, ৯৮০, ৯৮৫, ৯৯০, ৯৯৫, ১০০০

মধ্য ভারতবর্ষীয় প্রতিমণ্ডি শাসনকর্তার সেক
 রেটারি হইয়া চলিলেন এবং তাঁহার পদে
 কর্ণেল সাওয়ার সাহেব নিযুক্ত হইয়া আসিতে
 ছেন। আগামী ১১ লা মার্চ ডেলি সাহেবের
 নিকট হইতে কার্যভার গ্রহণ করিবেন। ইতি
 পূর্বে বধন ডেলি সাহেব মসিরাবাদে বদলি
 হইয়া যান, তখন সাওয়ার সাহেব তাঁহার কর্ম
 করেন। সেই সময়ে এখানে হুতিক আরম্ভ হয়।
 মহারাষ্ট্র সিদ্ধিয়া কেবল সাওয়ার সাহেবের
 উদ্যোগে ও প্রবর্তনায় তৎকালে (গত আগষ্ট
 মাসে) স্বীয় রাজ্যমধ্যে শস্যের শুষ্ক রহিত
 করিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট আইন প্রণয়ন
 করেন। তন্মারা মহারাষ্ট্রের প্রজাসমূহের
 অনেক উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই। সাওয়ার
 সাহেব আসিয়া পূর্বের ন্যায় উদ্যোগসহকারে
 ক'হা ক'হেন এই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। মধ্যে
 এখানে বসন্তরোগের কিছু প্রাচুর্য হইয়াছিল।
 কিন্তু তাহার আর কোন চিন্তাই লক্ষিত হই-
 তেছে না।

—:—

আমাদিগের কোর্টটি স্থ সংবাদ

দাতা লিখিয়াছেন।
 অধ্য আমরা জীনগর পুলিশের কার্যদক্ষ
 তার প্রশংসা না করিয়া কাঙ্ক্ষ থাকিতে পারি
 লাম না। প্রায় ৪১৫ মাস যাবৎ যশোহর অক
 লীয় কতকগুলি দলবদ্ধ চোর আসিয়া বিক্রম
 পুরে সমধিক উৎপাত করিতেছিল। এমন কি
 এই কয়মাস এতদকালে চুরির এত প্রাচুর্য
 হইয়াছিল যে, প্রায় প্রত্যহই আমরা চুরির
 সংবাদ শুনিয়া হুঃখিত হইতাম; কিন্তু জীনগর
 পুলিশের কার্যকৌশলে ও সবিশেষ শাসনে
 এখন আর আমাদিগকে তরুণ উৎপাত ভোগ
 করিতে হইতেছে না। ইতি পূর্বে সাহাবাদ
 নগর গ্রামের চৌকীদার সন্দেহক্রমে উল্লিখিত
 চোরদিগের এক জনকে ধৃত করিয়া পুলিশে
 পাঠায়। এই দুর্ভাগ্য হইতেই উহার অন্যান্য
 সহচরগণের নাম ও বসস্থানাদির রক্তাক্ত পুলিশ
 অবগত হন। তদনন্তর উক্ত চৌকীদার অন্যতর
 হেড কনষ্টেবল মিঃ আনুল ওয়াহেদ বিক্রম
 পুরের নাম স্থানে অন্বেষণ ও সন্ধান অল্প
 সন্ধান করিয়া আর কয়েক জনকে লোপ্ত সহ
 ধৃত করিয়া মেজিষ্ট্রেটে প্রেরণ করেন। তৎ
 পর কর্তৃপক্ষের আদেশানুসারে ঐ চৌকীদার
 প্রথম শ্রেণীর হেড কনষ্টেবল বাবু দলবদ্ধ
 অন্যান্য সহচরগণকে ধৃত করিবার উদ্দেশে

যশোহর অকলে গমন করিয়া
 আনিয়াছেন। এখন এইসকল চো
 রের মেজিষ্ট্রেটে বিচারধীন আ
 গত ২৮ এ মাস জীনগর ট্রে
 কেয়াইন নিকাসী ত্রীযুক্ত বসন্ত
 যের বাগীতে চুরি হইয়া প্রায় ১৫০
 ফারাদি অপহৃত হইয়াছে। পুলিশে
 করা কর্তব্য
 এ বৎসর তত্ত্ব ইংরেজী বিদ্যালয়
 একটী চাত্র জাতীয় রক্তির পরীক্ষা প্রদা
 য়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কৃতকার্য
 করিয়াছেন, কিন্তু স্বাস্থ্যপ্রাপ্ত হন নাই।
 ইতিপূর্বে কর্তৃপক্ষ জীনগরের
 সংস্কারবিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ করিয়া
 বলিয়া কনষ্টেবল হয়। এখন তাহার নাম
 শুনিতে পাই না। যামাদিগের চাকাই ক
 দিগের মনোযোগই এইরূপ। তাঁহারা যে
 যের বধন প্রস্তাব দেন তাহা প্রায়ই
 পরিণত হয় না, আন অমনি শেষ হইয়া
 এই খাণ্ডিখননবিধকে প্রস্তাবেরই কত
 দেখিলাম। বাহা কটক, আমরা জীনগরের
 দারদিগের সমীপে প্রার্থনা ও অসুরোধ
 তাঁহারা এবিধে সবিশেষ মনোযোগী হই
 খালটি সংস্কৃত হইলে তাঁহাদিগের নিজ প্র
 সহিত অন্যান্য অনেক লোকের উপকার হই
 সম্ভাবনা।

আমাদিগের বঙ্গযোগীন্দ্র সংবাদ

দাতা লিখিয়াছেন।
 ১। গত বাঙ্গলা জাতীয় রক্তির পরী
 আমাদিগের বঙ্গযোগীন্দ্র গবর্নমেন্ট সাহ
 প্রাপ্ত ইংরাজী বঙ্গ বিদ্যালয়ের ফল সাত
 সন্তোষকর হইয়াছে। এই বিদ্যালয় হই
 ৩ জন চাত্র বাঙ্গলা রক্তির ও এক জন চাত্র
 নং স্কলার্শিপ পরীক্ষা প্রদান করেন। সক
 উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিন জন চাকা কালে
 যের কলে ও দুই জন চাকা নখাল স্কুলে
 লাভ করিয়াছেন। গত টেম্, ৪ মাসে দুর্ভাগ্য
 ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ত্রীযুক্ত
 বিমলাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয় উক্ত স্কুলে
 উন্নতির জন্য ২০০ টাকা প্রদানে অঙ্গীক
 করিয়াছেন। অবসর করি, তিনি এই স্কুল
 ৩ টাকাগুলি পাঠাইয়া স্বকীয় বদান্যতার স
 শেষ পরিচয় দিবেন।
 ২। সংপ্রতি এই স্থানেব অন্তর্গত লাক
 পাড়াতে ওলাউঠা রোগের প্রাচুর্য হইয়াছে
 কয়েক ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

৪ ঠা কালগুন রবিবার ঢাকা ব্রাহ্ম
 ণদক শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ সেন
 'য়েব সহ'ত ব্রাহ্মধর্মমোদিত
 ভাটপাড় নিবাসী ব্রাহ্মধর্মপঞ্জী
 বীনারায়ণ গুপ্তের কন্যা শ্রীমতী
 শ্রীমতী বনবাণী কার্য সম্পাদিত হই
 য়লে অনেক ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী

কালগুন রবিবার সন্ধ্যা ৬ টায়
 কতিপয়
 নবযুবকের যত্নে গোপালপুর গ্রামে
 একটা সভা স্থাপিত হইয়াছে।
 প্রথম প্রস্তাবমান বরাই সভার প্রকৃত
 উদ্দেশ্যরূপে কাব্য সাহিত্য হওয়া

১। মহাশয়! মীরশামসুদ্দিন খান লখননাব
 কত অসুস্থ হইল। কত স
 ঠা হইল,
 ঠা হইল। কি
 ঠা হইল। কি
 ঠা হইল। কি

—১০৭—

আমরা শান্তিপুর হইতে নিম্নলিখিত
 ঠা হইয়াছে।

শান্তিপুরে একটা গবর্ণমেন্ট ইংরাজী বিদ্যা
 স্থাপনের জন্য যত্ন হইতেছে। ব্রাহ্ম
 ডেপুটি মাজিস্ট্রেট বাবু রামপ্রসাদ সেন মহা
 বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী। গ্রামস্থ সমস্ত
 ই উহার এই সাধু অভিপ্রায়ে সহায়ত
 ত্রেন। প্রায় ২০ বৎসর গীত হইল শ্রীযুক্ত
 কলসত প্রমাণিক প্রকৃতি, কতিপয় ভ্রম
 এই মর্মে গবর্ণমেন্টে এক আবেদন
 ঠালেন যে, এখানে কলকাতার কালেক্টর
 কুল সংস্থাপিত হয়। তদন্তের তপন
 ডেপুটি গবর্ণর লিখিত হইলেন যে,
 ঠামবাসী লোকে একটা বাড়ী নির্মাণ করিয়া
 ঠা হইলে ব্রাহ্ম কুল সংস্থাপিত
 হইয়াগেলতঃ তখন গ্রামের লোকের
 বাহায়ে তাহা সম্পন্ন হয় নাই। সম্প্রতি
 ঠা বাবু মেরুপ মান্নাচৌধুরী হইয়াছেন
 তে এবাব আশীংসক হইতেছে। গত
 কাল গুন রবিবার রামপ্রসাদ বাবু
 গ্রামস্থ লোকদিগকে আশ্বাস করিয়া একটা
 করিয়াছিলেন। সভার উদ্দেশ্য এই যে,
 গ্রামস্থ লোকে একটা গহ নির্মাণ করিয়া
 পারেন, তবে গবর্ণমেন্টে বিদ্যালয় স্থাপ
 ন হইতে গবর্ণমেন্টে আবেদন করা যায়। এই

প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন এবং অনেক
 টাকা আঁকর করিলেন। এক্ষণে গবর্ণমেন্টের দয়া
 হইলেই এই শুভ কার্য সম্পন্ন হয়। আমরা
 ঠা হইলেই এই শুভ কার্য সম্পন্ন হয়। আমরা
 ঠা হইলেই এই শুভ কার্য সম্পন্ন হয়। আমরা
 ঠা হইলেই এই শুভ কার্য সম্পন্ন হয়। আমরা

২। এখানে শ্রীযুক্ত বিলক্ষণ প্রসূর্ত্য
 আবার প্রাথমিক ওলাট্টা আগমন করি
 তেছে।

৩। গোবীন্দ্রী টীকা হইয়া অনেক উপকার
 পাইতেছেন।

৪। অত্রতা রোডওতরশিয়াব বাবু ঠা
 নাথস্বয়ং মহাশয়ের কার্যদক্ষতা দেখিয়া
 আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।

৫। একটা ভদ্রবংশীয় বিদ্বার গর্ভ
 পাত হইয়া বড় গোলযোগ হইতেছে। তথাপি
 বদবাবিবাহ প্রচলিত হইল না।

৬। শান্তপুরে একটা দাতব্য চিকিৎসালয়
 হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে যেন সহ
 দয় ধার্মিকপ্রবর রামপ্রসাদ বাবু নিশ্চিত না
 থাকেন।

—১০৮—

আমাদের হ্রী হুইট্‌স সংবাদদাতা
 লিখিয়াছেন।

অত্রতা নওয়ানডক স্কুলের ২৩ জনের
 মধ্যে কেবল ২ জন ছাত্র মাইনার বৃত্তি প্রাপ্ত
 হইয়াছে জানিয়া, অবশেষে তদুত্তীর্ণ ছাত্রগণের
 কত জন কেবল প্রথম-সর্পিএ প্রাপ্ত হইয়াছে,
 অবশেষে হইবার জন্য ঢাকার দক্ষিণপূর্ব বিভাগ
 ঠের স্কুল ইন্সপেক্টর আফসে টেলিগ্রাফ করা
 হইয়াছিল। তদন্তের জন্য গিয়াছে, সমুদায়ে
 ২০ টি বালক উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহা অতিশয়
 সন্তোষকর সম্ভব নাই। একটা নওয়ানডক
 স্কুলের শিক্ষকগণকে দমনাদ দেওয়া উচিত।

আমাদের স্কুল শ্রীযুক্ত এক যে কোবর্গ
 সাহেব দীর্ঘ বিদায়ের পর এখানে পুনর্বাগত
 হইয়াছেন। ইনি অত্যন্ত স্নেহ ও সচ্ছন্দ
 এমন কি ইহা তুল্য অল্প ক্রীড়ে আর আসি
 য়াছেন কি না সম্ভব। ইহার বিচারে পরাজিত
 হইলেও কেহ অসন্তুষ্ট হয় না। কোবর্গের স্বভা

বহু অতি উত্তম ও নিরঙ্কর, প্রতিনিধি
 এ, লিবিয়ন সাহেব কর্তৃক নিযুক্ত হইল এবং
 হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

এখানে মোজারী পরীক্ষা হইয়াছে
 ১১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সুপ্রাথমিক ৮ জন
 উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা দেন। তন্মধ্যে বাচনি
 পরীক্ষায় ১৮ জনমাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন
 সম্পূর্ণ ফল এবাবৎ জানা যায় নাই।

ইতিমধ্যে কর্তৃক নিযুক্ত অল্প অল্প
 হওয়াতে ওলাট্টার প্রভাব একপ্রকার তির
 হিত হইয়াছে; কিন্তু তওলাদি পূর্বের মা
 মহাভা ব্রহ্মাণ্ডে; পরন্তু তেলের মূল্য আ
 হুঁড়ি পাইয়াছে।

অনেক দিবস হইল, লজ্জার প্রসিদ্ধ জমীদার
 মৌলবী আলী আহম্মদ সাহেবের জমীদার
 আদমপুর নামক স্থানে বন্য মূল্যই জাতির এ
 দল আসিয়া কয়েক ব্যক্তিকে হত এ
 তত্রতা খানার এক জন হেড কনষ্টে
 লকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিয়া যা
 সম্রাতি আমাদিগের সুতপূর্ণ সহকা
 ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট গুড সাহে
 ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনরল বিকার সাহে
 কালেক্টর মাজিস্ট্রেট কেবল সাহেব এবং আ
 ঠাষ্ট মাজিস্ট্রেট কম্পবেল সাহেব তাহাদিগে
 দমন করিবার জন্য এক দল টেনন্যসমিতিবাহী
 যাত্রা করিয়াছেন। প্রথমোক্ত তিন ব্যক্তি টেন
 সহকারে সুসাইদিগের বাসস্থানপর্যন্ত যাই
 এবং অসিষ্টাষ্ট মাজিস্ট্রেট সাহেব বাহার
 নামক স্থানে থাকিয়া তাহাদিগের আহার
 যোগাইবেন। উপরি উক্ত জমীদার আলী
 মদ টেনন্যগমনের রাস্তা প্রস্তুত করাই
 দিয়াছেন। বাহারঘাটে আরো ৮ জন হেড
 ঠাবল ও ৮ জন কনষ্টাবল প্রেরিত হইতে
 স্ত্রী যাত্র, তথাকার পুলিশ অনেক কাজ
 য়াছেন। পূর্বে যে কাছাড়ে এক দল
 আসিয়া দৌরাণ্ডে করিয়া গিয়াছে লিপি
 লায়, তসুমান হয় যে তাহাশও সুসাইদি
 এক দল হইবে। তাহাদিগের বিক্ষে, আম
 গের কমিসনর সিমসন সাহেব কাছাড়ে
 পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ডেলি সাহেব ও
 গার সাহেব গমন করিয়াছেন। স্ত্রী যাত্র
 যেক্ট নাকি এ বিষয়ে মনিপুরের রাজার
 চাহিয়াছেন।

১২৭৫ সাল }
 ১৩ ফালগুন }

সোমপ্রকাশ

১১ নং ভাগ।

১৮ নংখা

“ প্রবর্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিব্যঃ সুরস্বনো অতিমহতী ন স্বায়তাং ।

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ মণ
ম বাণ্যাসিক ৫৯ সাড়ে পাঁচ টাকা ।

সন ১২৭৫। ৩ রা চৈত্র । ১৮-৩৯। ১৫ ই মার্চ

মক্কেলে মাহুলসমেত অগ্রিম বা
বাণ্যাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৫০

বিজ্ঞাপন।

পরিমাণকে জ্ঞাত করা বাইতেছে যে,
১৯০২ সালের ২০ মার্চ তারিখে শনিবার বেলা ১১
১২ সময় মোকাম বর্ধমান দামোদর ডিবিজ
একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের আপীনে
আওয়াজ ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী বাক সী
ইঘাটনামক খালের সন ১৮৬৯ সালের
এপ্রেল অবধি সন ১৮৭০ সালের ৩১ মার্চ
এক বৎসরের নিমিত্ত মাহুল আদায়ের
প্রকাশ্য নীলামে বিলি করা যাইবে।

প্রত্যেক নীলাম ডাকনীয়া ব্যক্তিকে নীলাম
কালের পূর্বে ১০০ শত টাকা আমানত
করা হইবে এবং ঘাটদিগের ডাক অগ্রাধা
১০০, তাহাদিগের আমানতী টাকা ফেরত
দেওয়া যাইবে এবং উক্ত পনের নীলাম ডাক
ব্যক্তির আমানতী টাকা ইজারার প্রথম
১০০ পারবাণে জামিনী টাকা আদায় দিলে
উক্ত দেওয়া যাইবে।

পলিটিক্স বিষয়ের অন্যান্য সংবাদ নিয়
মত সাহেবের সমীপে প্রাপ্ত হইবে।
চ, ডবলিউ. গারনস্ট, কাপ্তান আব, ই,
একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, দামোদর
ডিবিজন।

—:—

কামিনী নাটক।

হাজার ২৪৯ নং ষ্ট্যানহোপ প্রেসে
মূল্য এক টাকা। ডাক মাহুল এক
মাত্র।

বাল্মীকি চণ্ডকৌশল নাটক
মুলিয়া কামারিপাড়াহিটবিঘ্নে ও
তা নর্ম্মাল স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত
মূল্য ১/০ আনামাত্র।

শ্রীমদ্বীমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল।

সম্প্রতি কলিকাতা নগরায় যে ইং বাং বিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রধান শিক্ষকের
প্রার্থন। মাসিক বেতন ৫০ টাকা। প্রার্থীগণ
প্রশংসাপত্রসহ আবেদনপত্র আমার নিকটে
প্রেরণ করিবেন।

কলিকাতা }
কমলিয়া টোলা } শ্রীহেমচন্দ্র কর

বাল্মীকি রামায়ণ চতুর্থ

খণ্ড।

প্রত্যেক খণ্ড ১০ করমা।

এই পুস্তক নাগরাকরে মূল ও গীকা এবং
বাঙ্গলা অনুবাদের সহিত প্রকাশিত হইতেছে।
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১/০ আনা। ইহার নিয়-
মিত গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমার
নামে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে পত্র লিখিবেন।
বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে প্রত্যেক খণ্ডে অতি-
রিক্ত এক আনা মাহুল দিতে হইবে।

কলিকাতা }
আদি ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

—:—

মানবজন্ম তত্ত্ব ও ধাত্রী বিদ্যা দ্বিতীয় খণ্ড।

সাধারণের ক্রয়োপযোগি এই বৃহৎ গ্রন্থখা-
নির নির্ধারিত অগ্রিম মূল্য কেবলমাত্র ৪ টাকা।
ডাকে ৪।০। লিখিত বিষয় (১) বাতাবিক প্রসব।
(২) অন্বাতাবিক প্রসবক্ষেপিতে দীঘসূত্রী প্রসব,
রোধক প্রসব, সংকীর্ণতগম্বারীয় প্রসব, সস্তা
নের হস্তপদাদির অগ্রে বহিকৃতি, মরুত প্রসব,
অন্ত তাপ্রণিপ্রসব, ইত্যাদি (৩) স্ত্রী প্রসব
ক্ষেপিতে নাড়ের অগ্রে বহিকৃতি, অপরিমিত
শোণিতপাত, ভগবিদারণ, জন্মান্ত উল্টিয়া
পড়া ইত্যাদি। ঐসকল প্রসবেধাত্রী ও প্রসো-
তার কর্তব্য (৪) হস্তকৃত ও বাঙ্গল সাধা-

ঘোর বিবরণ (৫) স্মৃতিকাগারস্থ বিব
ইত্যাদি, রোগ ও চিকিৎসা। কোদিত্ত অ
ইত্যাদিও দেওয়া গিয়াছে। পুস্তক, কলি
কালেজ টিউরে ৫৫ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বা
মহালানবিসের নিকটে, অথবা
নিকটে মালদহে পাওয়া যাইবেক।

শ্রীঅন্নদাচরণ কান্তি
সিভিল মেডিকেল আপিসার

—:—

কাশীমুক্তি বিবেক।

পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমান সুরেশ্বর
বিদ্বিচিত্ত বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত দিনবন্ধু
প্রকাশিত মূল্য ১/০ আনা। পটোলডাঙ্গা
জিহীটে ১১ নং জি, সি, ঘোষ পুস্তক
পাওয়া যায়।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র
বিক্রেতা।

—:—

ইংরাজী ও বাঙ্গলা পুস্তক ও কাগজ
ইত্যাদির দোকান নিম্নলিখিত স্থানে স্থাপি
য়াছে। মক্কেলের অরডারের সহিত মনি
ক্রেজরি ডিপট, নতাজনি হুণ্ডি পাইলে
সুলভ মূল্যে অর্জাম করা যাইবে
যাঁহারা প্রাপ্ত পাঠাইবেন প্রত্যেক দুই
১/০ আনা প্রেরণ করিবেন।

পি, এন, মিত্র কোং

চীনেবাজার ২৬ নং কেনিং স্ট্রীট

কাব্য প্রকাশ।

আমরা কাব্যপ্রকাশ নামক নাম
পত্রপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহার প্রত্য
খণ্ড ৫ করমা অর্থাৎ ৪০ পৃষ্ঠা। কল্পনা
যে, ইহাতে ক্রমশঃ সংস্কৃত পুস্তক
সকল প্রকাশ করা যাইবে। সংস্কৃত বিদ্যা
য়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্মা

সোমপ্রকাশ ।

রর অনুমতঃস্বারে সংস্কৃত
প্রণেতার অধ্যয়নার্থ প্রথমতঃ
ব্যবহার করিবাম। ইহাতে
বিধার নিমিত্ত সাংস্কৃতক চিত্র
ব, সজ্জি বিগেব, বিতাক্ত, বচন,
স, কারক, সমাগ, কালপ্রভৃতি প্রদর্শিত
পত্র। ইহা দ্বারা বোধ হয়, যে ব্যক্তির
মনঃস্বপ্নপতি আছে, সে ব্যক্তিও অন্য-
ন প্রচারিত শ্লোক বাখ্যা করিতে সমর্থ

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল
ডাকায় বাড়িঘে আদার কোম্পানির কোমানে
মংগনীত ও মংপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
ঐসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ টা
ভূষণসার ব্যাকরণ	১ আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	১ টা
নীতিসার (২ য়)	১ টা ভাগ
প্রচারিত।	
মুদ্রবোধ ব্যাকরণ	৫ টা

ত্রিহারকানাদ শর্মা

আমি শব্দশ্চোমমহানিধিনামে একখানি
সংস্কৃত অভিধান সংকলন করিতে আরম্ভ করি
য়াছি। উহা পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে, সম্প্রতি
প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের
মূল্য ২ ছই টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা সংস্কৃত
যাত্রাব পুস্তকালয়ে অথবা সংস্কৃত কালেক
র মার নিকটে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারি
বেন।

১৯৭৫ সাল) ত্রিতারনাথ শর্মা
১লা ফাল্গুন / কালকাতা সংস্কৃত কালেক।

**বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত।**

ইংরাজী বঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা
বিধ দ্রব্যাদি পাণ্ডয় দার এবং পুস্তকাদিতে
এক আনার হিসাবে কনিমন দে। অধিক
টাকার পুস্তক লইলে ১০ আনার হিসাবে
পাইবেন।

দ্বৈতক উপপাথলী	৪ টাকা
প্রাকটিক অধ্যয়ন ডিগ্রি পত্র	
অন্যান্য ডাকের প্রণীত	১০ টা
মেনরুচ সঙ্গীক	১৫ টা
কুমার সঙ্গীক	২৫ টা
দেবীসংকর সঙ্গীক	২৫ টা
নন্দার সঙ্গীক	৪ টা
ক্রমব্রাগবত সঙ্গীক	৩২ টা
মুদ্রিত	১ টা

তা টাকায় জয়মঙ্গল ও মল্লিনা-
থের টীকা সহিত ৩০
উইলিয়ামস সংস্কৃত ডিকশনারি
প্রথম ইংরাজী পরে সংস্কৃত মনি
য়ার উইলিয়াম সাহেবকৃত ৫০ টা

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহো
দয়ের প্রণীত গদ্য ১৮ পর্ক মহাত্মারত

১৭	খণ্ড সম্পূর্ণ	৬০	টা
ঐ ৬	ঐ বিরাটপর্ক	৩	টা
ঐ ৭	ঐ উদ্যোগপর্ক	৩	টা
ঐ ৮	ঐ ভীষ্মপর্ক	৩	টা
ঐ ৯	ঐ দ্রোণপর্ক	৩	টা
ঐ ১০	ঐ কর্ণপর্ক	২	টা
ঐ ১১	ঐ শল্য পর্ক	২	টা
ঐ ১২	ঐ সৌপ্তিক পর্ক	১	টা
ঐ ১৩	ঐ শ্রী পর্ক	১৫	টা
ঐ ১৪	ঐ শান্তিপর্ক রাজপর্ক	৩	টা
ঐ ১৫	ঐ শকুনি পর্ক	৩	টা
ঐ ১৬	ঐ তরুণায়ন পর্ক	৩	টা
ঐ ১৭	ঐ শেষ পাঁচ পর্ক	৩	টা

বিচারকব্রজী অর্থাৎ বেদান্ত দর্শ-
নাভ্যন্তরিত বিচার ও মীমাংসা বঙ্গল
প্রমাণ সহিত ১ টা
অক্ষতি মর্ষণ ১ টা
অষ্টাবিংশতি তন্ত্রাঙ্কিত ৩২ টা
প্রাচীন সংহিতা ২০ খণ্ডে সম্পূর্ণ ২৫ টা
আত্মতন্ত্র বিবেক ভাসা দ্বিত ৩ টা
উত্তর ইন্দ্রমথ নাথায়নী টীকা সহিত
১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ ১২ টা
সিদ্ধান্ত কোমুর্দী সম্পূর্ণ ১৮ টা
ঐ শেষ খণ্ড ৭ টা
বিবেকসম্মাবলী বেদান্তদর্শনের
মত ও বিচার ২৫ টা
কর্মোত্তম কর্মকণ্ড বিষয় সিদ্ধান্ত ২
দ্বয়ভাগ কুলত্রক সাহেবকৃত ইং-
রাজী ভাষ্যমা ১০
কলিকাতা ছোড়া- } ত্রিপ্রতাপচন্দ্র
সাকো ৩৪ নং } মগন বিক্রয়

—১০—

বঙ্গালা ছুটিপ্রাবলী।

কয়েকখানি অভিধান এটলাস দুইটি গদ্য
ইহাতে ৩০ খানি ম্যাপ আছে। উইলিয়াম
বাখান। কলকাতা সোসাইটি, সংস্কৃত
পুস্তকালয়ে, নর্মাল স্কুলে ও পটোল
বাড়ীয়া আদরবিগেব পুস্তকালয়ে পাওয়া
মূল্য ২৫ টাকা।

ক্রীলকমল ঘোষাল।

—১০—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণু পুরাণ

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক
৮ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ১০।
যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন, তিনি

কাব্যপ্রকাশের মূল্যের নিম্নম।
উৎকৃষ্ট কাগজে মধ্যবধ কাগজে
মুদ্রিত মুদ্রিত

সংস্কৃত প্রেতার } ১১।
প্রত্যেক খণ্ড }
মুদ্রিত প্রেতার } ১৫।
প্রত্যেক খণ্ড }
যিনি কাব্যপ্রকাশ গ্রহণাভিলাষী হইবেন,
তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অথবা
শ্যামপুর কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট অগ্রিম
পত্র পাঠাইবেন।

প্রগমোহন তর্কালঙ্কার
-১০১-

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণু পুরাণ চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে।
প্রথমখণ্ডের প্রতি প্রত্যেকখণ্ড আট আনা।
প্রগমোহন তর্কালঙ্কার।

ভারতবর্ষের বিবরণ।

পঞ্চম খণ্ড মুদ্রিত। এখানে স্থানে স্থানে বাব
ভারতবর্ষের বিবরণ করা হইয়াছে এবং
বঙ্গদেশের বিশেষত্ব, পার্বত্য, উপদ্বীপ, বাণিজ্য
প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু বস্তু লিখিত হই
বে। কলিকাতা সংস্কৃত যাত্রাব পুস্তকালয়ে
ও শ্রীযুক্ত বেঙ্গাল প্রেসে পাওয়া যাইবে।

১৮৭৫ সাল)
ক্রীলকমল

মাগধন্য চিত্র বনোদ কাব্য ১ ম খণ্ড। জ
মূল্য ১০। অমিত্রাকর কপালমলে উহাতে
অন্যান্য বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। এ
বেঙ্গল মহাশয়ের পঞ্চম খণ্ডের অর্থ
লাল পাঠ্য পুস্তকালয়ে ত্রু কাল পাঠ্য।
ক্রীলকমল

ইংলণ্ডের সর্বসাধারণে এই কথা সন্ধ্যায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা বিশ্বস্ত হইয়াছেন, বাহা কোপার্টিকস, নিউটনপুত্রিত্যাদি বস্তু করিয়া আবিষ্কৃত করেন, এক্ষণে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্র তাহা পাঠ্যপুস্তকে অবগত হন। বিজ্ঞানের ন্যায় রাজনীতিও এক জাতির কুয়োমর্শন মনুষ্য জাতির সুবিধা করে। যেমত প্রত্যেক জাতির কে পার্শ্বিকদের ন্যায় পরিজ্ঞম করিয়া জাতির্শিন্দা শিক্ষা করা অসম্ভব, সেইপ্রকার প্রত্যেক জাতির উন্নতির ন্যায় মাগনাচ টি উত্তম গোলযোগ আশ্রয় করিয়া প্রথম চারলসের ন্যায় রাজার মন্তক হেমন, দ্বিতীয় জেমসকে স্বীকরণ, হেব্রিস কপস আইন বিধিবদ্ধপুত্রিত্যাদি করা অসম্ভব। পঞ্চমের উন্নতির অমুকরণ করাই যথার্থ উপায়। আমেরিকানেরা তাহা করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজেরা উইলিয়ামের সেই উন্নতি সর্দমা স্বীকার করিতে চাহেন না। সেনা জি এটি, শাখানপুত্রিত্য যখন বারবার বিদ্রোহী নক্ষিত বিত গীয়াদিগকে পরাজিত করিত ছিলেন, তখন ইংরাজগণ আমেরিকার সংবাদ পত্রের কথা অধ্বন করিয়া “কেবল মুখ্য জাতি” স্থির করেন, “ইংরাজের কথা সকলই আড়ম্বর। ইংরাজদিগের এই সংস্কার আছে। আমরা হুঃখের সহিত বলিতেছি, এমী ইংরাজ জাতির নীচাশয়তা” এই নিমিত্ত উহার সন্দেহ করায় ও তাঁর আমেরিকানদিগকে কখন ক্ষুঃ বন্ধু করিতে পারিলেন না। আমেরিকানদিগের ন্যায় বাঙ্গালীদিগের সহিত ব্যবহার করা হইতেছে। সমুদায় ভারতবর্ষ স্বদেশে মতে চালিত হন। যে শীকগণকে পঞ্চম দল ভারতবর্ষের সর্গপ্রধান করিবায় মানস করিয়াছেন, সেই শীকগণ শিশুবৎ বাঙ্গালীদিগের রামশে চলিতেছেন, কিন্তু আমাদিগের ইউরোপীয় বন্ধুগণ বঙ্গদেশে সকলই আড়ম্বর ও কলই কপট ব্যবহার দেখিতেছেন। বঙ্গদেশের যথার্থ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছে, তাহা উঁহার স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। উঁহার কখন বাঙ্গালীদিগকে সমকক্ষ হইতে দিবেন না, এইটী কৃত অতিপ্রায়। কিন্তু সেটী প্রকাশ না করিয়া রূপ ও অবস্থাসে কাজ করিবার মানস করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজদিগের বিরুদ্ধেও আমেরিকান উঁহাদিগের অপেক্ষা এত প্রধান হইয়াছেন যে এক্ষণে আমেরিকামগণ একপ্রকার উঁহাদিগের উপরে আক্রমণ চালাইতেছেন। একী আলাবামাঘটিত বিবাদ। আমাদিগের বহু বন্ধু ইউরোপীয় বন্ধুগণ বিরুদ্ধ করিতে

পারেন। কিন্তু আমরা উঁহাদিগকে বলিতেছি ভারতবর্ষের অন্য অন্য প্রদেশের লোকে এই বিরুদ্ধের উদ্দেশ্য বুঝেন। এই বিরুদ্ধে কল এই হইতেছে, ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে সভ্যতা ও বিদ্যালিকার বৃদ্ধি হইতেছে, সেই সেই স্থানের লোকেরা বঙ্গদেশে পাঠে দণ্ডায়মান হইতেছেন। পঞ্চমের শিক্ষাবৃদ্ধি হইক, এখন দেখিতে পাটবে, শীকদিগকে পৃথক জাতি বলিয়া বঙ্গদেশ ও অন্য অন্য স্থানের উপরে ঈর্ষণযুক্ত করিবার যে উপায় হইয়াছে, তাহা বাপ হইবে। প্রত্যেক কৃতবিদ্য ভারতবর্ষীয় সমুদায় ভারতবর্ষের প্রতি সৃষ্টিপাত করেন। সাধারণ দেশ ও সাধারণ জাতি বলিয়া গর্স ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। কোন কৃতবিদ্য মাজ্রাজী বা বোঁদা ইবাসী প্রদেশীয় ইবাসী রাখেন না। সিম্প্রতি আল হাব'দের রিক্রুটের পত্রে প্রধান প্রধান লোকের এক তালিকা প্রকাশিত হয়। সংখ্যা অল্পই অল্প ছিল। ইহাতে পবলিক ও পিনিয়ন বলেন, এক শত বর্ষমধ্যে যে জাতি এত অল্প সংখ্যক বড় লোক প্রদর্শন করিয়াছেন, উঁহাদিগের প্রশংসা নাই। পবলিক ও পিনিয়ন যাবতীয় পঞ্চাবীর ন্যায় বাঙ্গালীদিগকে ঘৃণা করিয়া শীকদিগকে প্রধান্য প্রদান করিয়াছেন। আমরা ছাখিত হইলাম, ইণ্ডিয়ান ডেলিমিউস এই নীচাশয়তা হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই; বিরুদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন, বাঙ্গালীদিগের সকলই কপট। প্রথম উন্নতির সময়ে আড়ম্বর কতক হয় সন্দেহ নাই। আমাদিগের যে আড়ম্বর আছে, তদ্বিত্ত আমরা সর্বদা অ'কেপ করি, আমাদিগের সকলই আমার এ কথা নিতান্ত অমূলক। আমার অবশ্যই বিজ্ঞানপ্রভৃতি বিষয়ে এপর্ষান্ত কোন উত্ত'বনী দ্বিত্ত প্রদর্শন করিতে পারি নাই; কিন্তু এ বিষয়ে প্রগাঢ় বিশ্বাস হইতেছে এবং এই চেষ্টায় যে শীক কল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা এতদূর বলিতে পারি আমাদিগের ভারতবর্ষস্থিত ইউরোপীয় বন্ধুগণ এ বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা কোন প্রধান্য প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। এমত অবস্থায় পবলিক ও পিনিয়ন ও ডেলিমিউসের বিরুদ্ধ ঈর্ষণ মাত্র হইতেছে এবং আমরা অন্যায়সে ইহা অগ্রাহ্য করিতে পারি। তবে উঁহার একটী গুরুতর কথা বলিয়াছেন, এক শত বর্ষে এত অল্প বড় লোক হইয়াছেন কেন? সত্য কথা শুনিতে চাও? ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট আমাদিগের জীবনচরিত বন্ধ করিয়াছেন। সাহিত্য ও আইন ব্যতীত আমা

দিগের যশোলাভের জ' য'ছেন? সেনাদলের দৌত্যকার্য্য ব্যবস্থা প্রণা নীতন কালে যথার্থ ব' দগের এই যশোলাভে আমাদিগকে একপ্রকা' তিমত প্রধান্য লাভের 'ে' করিতে ' দেশের উঁলোকদিগের পদসঙ্কল বাস যথি লৌহপাহকার বন্ধ রাখা হয়। ' যে শেষে ভাল করিয়া বেড়াইতে পারে এমী উঁহাদিগের না লৌহপাহকার হইয়া থাকে?

১২৭৫ সাল
২২ এ ফাল্গুন

বিঃ—

—

মহাশয়।

এই ক্রেতারির সোমপ্রকাশে “ গ' ও মিসনরি বিদ্যালয়, এই শিরোনাম দি' পনি যে প্রস্তাবী প্রকাশ করিয়াছেন, ' বোধ হয় আপনি তাহাতে কতকগুলি জ' থাক' প্রয়োগ করিয়াছেন। আপনি যে ' সর্ক আপনার পাঠকগণকে অমে পাতি' বেন একপ বিবেচনা করাও নিতান্ত অমু' অতএব সেইগুলির প্রতিবাদ ও শোধন' আপনি যে আক্রমণের সহিত সোমপ্র' এক পাঠে আমার পত্রখানি প্রকাশ ক' তাহার সন্দেহ নাই।

বিদ্যার বত অধিকতর অনুশীলন হই' ততই মিসনরিদিগের উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব' তদ্বিত্তেছে, ততই উঁহাদিগের একটি জমাখক সংস্কার বন্ধমূল হইতেছে। নার এই প্রথম বাক্য প্রমাণরহিত, এটি মতমাত্র, পাঠকবর্গ বুঝা লইতে পারি' এবিষয়ে বাক্যপ্রয়োগ করা আবশ্যক' হয় না। দ্বিতীয়তঃ আপনি উক্ত প্রস্তাবে ' ত'বে লিখিয়াছেন যে, কোন মিসনরি ' পূর্কক করিয়াছেন যে, এক্ষণে প্রেসি' ক'লেজের আবশ্যকতা নাই। আমরা বু' পারিল' না একপ সর্গক বাক্যপ্রয়োগ' হইতে হইয়াছে। কিন্তু মিসনরিসম' কদাপি একপ অ'তিপ্রায়' নহে যে প্রেসি' কালেজের উন্নয়ন হয়। মিসনরি সম' আনন্দের বিষয় এই যে, যেসমস্ত তর দি' বিবেচনা করেন যে বাইবেল পাঠনা এক' ইংরাজালব্যাপার। ইহাতে বাঙ্গালি ছাত্রগণ ' ধর্ম' বলবী হয়, উঁহাদিগের নিমিত্ত প্রেসি'

মহাশয় আপনার যেমন কাজ হইয়াছে, অতএব
আর পাচ টাকা অধিক আপনাকে দিলাম।
আর এই কার্যে তিনি এমনত দিনের সহিত
সম্পাদন করিলেন যে, তাহাতে আমি আর পর
নাই মত্বোৎসাহিত করিলাম।

“তুপানি তুমি... কং বাক্ চতুর্থাৎ তুমুতা।
এতাদৃশি সত্যং-গেহে নো কৃত্যন্তে কণাচন ॥
তিনি এই বাক্যের তাৎপৰ্য্য অবগত হই
যাচেন। এই মহাশয়ের গুণকীর্তন করা মাদৃশ
জন্মের লেখনীসাহায্য নহে। এক্ষণে আমি উক্ত
কার্যে পৰিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে
প্রাণী হইয়াছি। কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করি
তেছি যে, শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসন্ন রায় সম্পাদক
শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণপ্রসন্ন রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু রাম
প্রসন্ন রায় ইহারা সৌন্দর্য্যের বীরত্ব, পরোপকা
রিত্ব, সৌজন্য ও কারুণ্যপ্রকৃতি গুণসমূহের আ
ধার স্বরূপ, এই কৃতবিদ্য বিচক্ষণ মহাশয়জন্মের
দ্বারা উক্ত গ্রামস্থ বিদ্যালয়টির কার্যে উত্তমরূপে
সম্পন্ন হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষকগণ তাঁহাদের
সৌজন্য, সরলতা ও দয়ালুত্বাদি গুণকলাপে
বশীভূত হইয়া এরূপ পরিশ্রমসহকারে অধ্যাপনা
কার্য সম্পন্ন করিতেছেন যে, তাহা বিবৃত করিতে
লেখনী অক্ষম হইল এবং কলেও তাহা প্রকা
শিত হইয়াছে। আমি যে দিবস এই বিদ্যালয়ের
প্রধান শিক্ষকের পদ পরিত্যাগ করিলাম,
(জানি না) কি অন্তিমসংহিত কারণ বশতঃ)
এক জন শিক্ষক উক্তঃস্বরে রোদিন করিয়া
উঠিলেন। আমার তাঁহাদের সহিত এতাদৃশ সৌ
হৃদ্যতা বন্ধ হইয়াছে যে, আমার নয়নময়
তাঁহাদের প্রবল হঃখানলনিকীর্ণমানসে
স্মরণীয় ধারায় বাষ্পধারি পরিত্যাগ করিতে
লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে সেই নয়ননিকীর্ণ
সলিলপ্রবাহ অনলনিকীর্ণে স্তম্ভ হইয়া বহু
দিনমতঃ বিদ্যমান ছিল। আমি তাঁহা
র মনঃসংস্পর্শ করিয়া, এরূপ বশীভূত হই
যাচেন। তাহা হইতে আগমন করি,
তখন আমার মন আমাকে হঃসহ বাতনা
প্রদান করিতে লাগিল। তরে মনুষ্যের স্বভাব
স্বভাবতঃ উদ্ভিতিপ্রিয় বলিয়া বহা করিতে সমর্থ
হইল। এক্ষণে সফল বক্ষুণের নিকট আমার
সকল প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যদি কেহ এই
বিদ্যালয়ে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে
যেন তিনি এডেড স্কুলের চিরনিষ্কিত অপ
বাদটিকে মন হইতে এককালে দূর করিয়া
দেন। ভগবৎপূজার নিকট প্রার্থনা করি, যেন
এতাদৃশ সক্ষম সম্পন্ন মহাশয়গণের সৌভাগ্য

লক্ষী চিরস্থায়ি
সাধবে সত্যত্ব
১২৭৬
২৮ কালগুন

১। মহাশয়! যু
স্তন শিক্ষকদিগের
উঠে। শুনিলাম, প্র
তাঁহাদের প্রতি অনুকূল হৃদয়ান করিয়াছেন।
কর্তব্য ইনস্পেক্টরকে জইয়া একতী সভা
করিতে চলিলেন। সেই সভায় এ বিষয়টির
মীমাংসা হইয়া থাকে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি,
পাড়াগেয়ে মাটারদের হ্রবস্থা কি কখনকালের
জন্যে এই সভার বিবেচা বিষয় হইয়া দাঁড়া
ইবে না? “তেনা মাটার তেল” দিতে ত
সকলেই জানে। এ হুজুর্গাদের কোন সুখই
নাই। ইহাদের পক্ষ অবলম্বন করেন, এরূপ
মহামনা ব্যক্তি কি কেহই মাই? উড়ে। সাহে
বকে সকলেই ভাল বলেন। দেখা যাউক,
এ বার তিনি কি করিয়া বলেন।

২। শীত কালে ঠা ঠা রপতিগণ যে মফসলে
কাচারী করিয়া থাকে। এতী বড় উত্তম ব্যবস্থা।
ইহা মফসলের তা প জানিয়া তাহাদেরই যে
বিচারপতিপ্রদর্শনে, এক মাত্র উত্তরসাধক
হয় তাহা নহে, এই ব্যবস্থার মফসলবাসিগণ
অশেষ প্রকার কল। লাভ করিয়া থাকেন।
এখনও লক্ষীগ্রামে ত্রেই অনেকগুলি অস্তাব
রহিয়াছে। স্থানীয় বিচারপতিগণ এই অবসরে
হস্তক্ষেপ করিলে যে সেগুলি অনেকাংশে
পরিপূরিত হয়, তাহার সম্ভব নাই। মফসলে
মধ্যে মধ্যে অর্থাৎ তাগ্যধর লোক নেধিতে
লাগিয়া যায়। এই হাদিগকে অনেক স্থলে দেশের
শ্রীহৃদিসাধনপা উপেক্ষমান দেখা যায়।
তাঁহারা এই ঠা ঠা রপতিগণের প্রবর্তনায় যে
অপেক্ষাকৃত কাজের লোক করেন একথা সাধস
করিয়া বলা যা ত পারে। এইরূপ সং উদ্দেশ্য
লক্ষ্য স্থলে রাখা যে বিচারপতি মফসলে
বহির্গত হইলে তিনিই প্রকৃতরূপে বশোভাজন
হইবেন। আর মফসলজমানে যে ব্যয় হয় তাহা
অলে নিষ্কিন্ত হয় না।

আমাদের কাটোয়া মহকুমার ডেপুটি মাজি
স্ট্রেট কালিকামাস বাবু এই জেনীমধ্যে পরিগ
ণিত। তিনি আমায়িক বিনয়ী ও নিরহকার
এ কথা সকলেই বলিয়া থাকেন। দেখিলাম,
তিনি মফসলে আসিয়া দেশহিতকর কার্যের

১২৭৬
কং বাক্ চতুর্থাৎ তুমুতা।
যাচেন; কিন্তু বালকবিন...
নির্দিষ্ট পুস্তকসকল অধ্যাপিত
অনুমোদন করেন নাই। তিনি বলেন
যে আর নিরূপিত আছে, তাহা কিছু
করিলে বর্তমান অবস্থায় এ গুরুতর
বার সম্ভাবনা অতি অল্প আছে। তিনি
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা যে সংগ
আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহা
প্রায় অসুস্থ আয় বৃদ্ধির আপাততঃ
হই নাই। অথচ এ স্কুলটী এরূপ স্থলে
যে, তাহার চতুঃপার্শ্বিক স্থানের অধি
তদৃশ আবস্থাপন্ন নহেন, যে তাঁহাদের
গণকে এ স্কুলের উচ্চ জেনীর নির্দিষ্ট
সকল অধ্যয়নের পর অন্যত্র প্রেরণ
সমর্থ হইবেন। আমায়িক সঙ্গমন দেখিয়া
তেছি, এ স্কুলের হাজিরগণ উচ্চ জেনীর
বিষয় (মাইনার হুজির পুস্তক
নের পব হারি দিক্ হুন্মায়
তাঁহাদের অতি তাবকদের ক
উচ্চতর শিক্ষা পাইবার নিমিত্ত
তাঁহাদের তাগে যটিয়া উঠে
এই সামান্য শিক্ষার সঙ্গেই তা
শেষ হইয়া যায়। আর এ শিক্ষ
করী হয়, সে বিচারতার ক
করিলাম। এ বৎসর এ স্কুল
মাইনার পরীক্ষার উপস্থিত হা
কার্য হইয়াছে বটে, কিন্তু
পারে নাই। আরো ৩। ৪
কার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া
নীড়াবলতঃ পীড়াক
হয় নাই। এ
বৎসরের ১ ম জেনীর
যটিবে, ইহা দেখিয়া
বকের অস্থুরে ধপর
প্রস্তাব করেন, যে
খোলা হউ। তে
সমস্ত বিদ্যা

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাফুল না পাইলে
বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
বাণ্যাসিক ৫৫০ টাকা, মঙ্গলবেলে ডাকমাফুল
সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং টেক্সট
সিক ৩৫০। তিন মাসের ভূতনে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। চণ্ডি, বরাত্তি চিঠি,
অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন
যাহাতে বাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উ
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

বাঁহার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাহা
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্য
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মকসুল হইতে সোমপ্রকাশ
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করা
শ্রীযুক্ত হারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাই
ইয়া দেন।

বাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইলে
আসিবে, একমাসপূর্বে তাহাদিগকে লিখিয়া
জানান বাইবে, কাল অতীত হইলেও এক
বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাস
কাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ না হইবে।
শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠাইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের
ধরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

বাঁহার মাফুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করবেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশ বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি
আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হইবে।
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
করবেন, তাহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দনাবলি
হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ
চাকড়িপোতার শ্রীযুক্ত হারকানাথ বিদ্যাভূষণের
ভূষণের বাসিতে প্রিন্সিপালের প্রত্যক্ষ
প্রকাশিত হয়।

করিয়াছিলেন
নেক তদ্র লোক
করিবার মানসে
শুধত করিয়াছি
কাগজে জমা হই
র দস্তখত বাকি
অসুপস্থিত থাকতে
এ আর একটি সত্য।

ইহার কথা হয়। কষ্ট সে দিবস সেন মহাশয়
কোন কার্যোপক্ষে শান্তিপুরে উপস্থিত
হইতে পারেন নাই, সুতরাং সত্যও হয় নাই।
আমরা সেন মহাশয়কে বিনীতভাবে বলিতেছি,
যে, তিনি যেন এ কার্যে মনোযোগী হন। আমা
দিগের সর্গদা এই প্রার্থনা যে, পরম পিতা
পরমেশ্বর সেন মহাশয়কে দীর্ঘায়ু করিয়া রাখা
ঘাটে কিছু দিন রাখেন।

আমরা কয়েকটি অবলায় শ্রীযুক্ত বাবু রাম
শঙ্কর সেন মহাশয়কে এই অনুরোধ করিতেছি,
অনুগ্রহপূর্বক শান্তিপুরের বালিকাবিদ্যালয়
কয়েকটির প্রাক্ত যত্নবান হইয়া অবলাগণের
শিক্ষার নিমিত্ত এক এক মৈ শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত
হয়, এমত উপায় করা দেন। তাহা হইলে
অবলাগণের প্রতি কোন মনিষ্ট মজিবার সন্দেহ
বনা থাকে না। বোধ হয় সেনমহাশয় মনো
যোগী হইলে অবশ্যই এই ত পারিবে।

শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়
শান্তিপুরে একটা ডাকঘর খান করিয়াছেন। এই
ডাকঘরখানা হওয়াতে শান্তিপুরবাসী দীন
দিগের কতক উপকার হইতেছে, তাহা বলিতে
পারি না। শান্তিপুরনিবাসী লোকলে তাঁহার বৎস
কীর্তন করিতেছে। গোস্বামী মহাশয় যদি
এখানে কিছুদিন থাকেন, তাহা হইলে বড়
মঙ্গল।

বাইগাচী।
২৮ কালগুন } ৩১শ্রীযুক্ত
১২৭৫

মূল্যপ্রাপ্তি।

- শ্রীযুক্ত বাবু রামরাম বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান ৩৫
- * তারিখীচরণ কর উল্ টাচি ১০
- * শিবচন্দ্রশীল চুচুড়া ১০
- * সৈয়দীনন্দ দস্ত বা মঠমতাবাক ১০
- * যজ্ঞনাথ রায় রামপুর হাট ৭
- * রামধন শাসনল কাঁধি ১০
- * অমৃতলাল বসু বহুবাজার ১০
- * চন্দ্রশেখর শাসনাল ১০

হইয়াছে
হার উপকার
করিয়া দিবেন না, ইহা
আজ কালি শ্রীযুক্ত বাবু
প্রধান দেওয়ান। তিনি
নছেন, তাঁহার স্কুলটির প্রতি
সময়ে স্কুলের অব
নিম্নতাজন হইবেন, তেমনি
করিতে পারিলে তিনি যে
প্রতিভাজন হইবেন তাহা
অঞ্চলে প্রবিলুপ্ত রহিল।
অনুগ্রহ।
প্রবাসিনঃ

-৩৩-

কোন এক ব্যক্তি দ্বিচ্ছ্র একটি
একটি পাখী লইয়া দোকানে
করিতেছে এবং অনুরোধ
বাকুর পুরি, পাখীটির মুখে
গলিতা দিতেছে সুশিক্ষিত
মধ্যস্থানে পশিতা রাখিয়া সত্বর
এবং অনতিবিলম্বেই ভোপ
পর পর এই কান্দীর মধ্যস্থ
হইয়াছে অত্র ডেপুটী
রিফল হইতে আপাততঃ
রহাছেন। বর্ষাকালে ঐ পথে
ষ্ট হয়, তাহা বর্ণনা করিত।
এখানে সকল বাদক
উল্লিখিত প্রকার অধিক

কয়েক দিন
যে প কাজ
সাল
কাল
১২ ৩ কাল গুন
১৩ ৪ কাল গুন
১৪ ৫ কাল গুন
১৫ ৬ কাল গুন

২। এ বৎসর আমাদিগের কলেজের
 জন জন ছাত্র মাইনার কলামিন পরীক্ষার
 উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসরের জন্য স্থগিতকৃত করি
 য়াছে। গত কয়েক বৎসর অপেক্ষা এ ব্যৱ
 স্থাপন কলেজের কার্য উত্তম হইয়াছে। উত্তীর্ণ
 ছাত্রগণের মধ্যে জীযুক্ত হরেন্দ্রনাথের মত
 প্রথম স্থানী কলেজে, জীযুক্ত হরনাথ লাহিড়ি
 কলিকাতা, মডিকেল কলেজে ও জীযুক্ত অনা
 থবন্ধু রায় গোয়ালাপাড়া কলেজে যাইবেন।

৩। কাঁচাবাড়ী ধর্মসভার গত অধিবেশনে
 উপস্থিত কল আদালতের উকীল জীযুক্ত বাবু
 কালিদাস টেকের ও জীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সরকার
 বি. এ. বি. এল. এবং অন্য কয়েক ব্যক্তি
 উপস্থিত ছিলেন, সভার কার্যপ্রণালীদর্শনে
 তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন।

১৯৭৫ সাল
 ২১ এফালগুন

প্রেরিত।

অন্যের জীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
 মহাশয় সমীপে।

১। সিউড়ির অনতিদূরে বনপুর নামে এক
 খানি সামান্য গ্রাম আছে। অধিবাসীরা সাধা
 রনতঃ সঙ্কল নহে। কৃষিকার্যই তাহাদের এক
 মাত্র জীবনোপায়। অধুনা শস্যমূল্য রুদ্ধ
 নিবন্ধন হ'লে স্থানে যেরূপ এক এক জন কৃষি
 জীবীকে অপেক্ষাকৃত সংগতিগর হইতে দেখা
 গিয়া থাকে, সেইরূপ বনপুরেও এক জন কলু
 এই সুবেগে কিছু বোম্বাড করিয়াছিল।
 কোথায় সুখ বন্দনে পরিবারে আপন অব
 শিষ্ট কাল যাপন করিবে, না অর্ণের সহচর
 অনর্থ আসিরা তাহার সর্বোচ্ছ সাধন করিল
 সে দিন কয়েক জন বনমারেস (অস্তিত্বঃ ৫ জন)
 দলবদ্ধ হইয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া
 ছিল। একখানি গৃহে কলু সজীক নিদ্রিত ছিল।
 সহচরদের দেখা যায়, বিপদ ঘটাবার পূর্বে মতির
 স্মরণতা থাকে না। এই দিন কলু টেরবাৎ আপন
 গৃহদ্বার রুদ্ধ করিতে বিম্বৃত হইয়াছিল।
 সুতরাং চোরেরা অন্যত্রাণে তাহার শয়নাগারে
 প্রবেশ করিল। গৃহস্থানী তাহাদের করম্পর্কে
 আগ্রহিত হইয়া উঠিল। তখন দলবর্গ তাহার
 গুলদণ্ডে ছুরিকা প্রবেশিত করিয়া দিল। তাহার

প্রাণবায়ু প্রায়শ না
 কাঁচাবাড়ী প্রান্ত
 নিকটকে আগমাৎ
 পারিবে বলিয়া
 তখনে প্রেরণ করিল,
 সুপ্রাণ একটা কলনী যু
 করিল। এতদ্বির ৭।৮
 প্রকার রৌপ্যানির্মিত অলঙ্কার
 বন্দগত হইল। তাহাতেও তাহাদের অর্পণ
 পরিভুক্ত হইল না। তাহারা অপর একখানি
 গৃহে প্রবেশ করিল। তথায় অনেক বিধবা
 এমনি, দুইটি শিশু লইয়া শয়ান ছিল। প্রবেশ
 মাত্র হঠাৎ বিধবাকেও পূর্ববৎ অবস্থাপন
 করিল। ছুরিকা দিয়া তাহার জীবন রত্ন
 অপহরণ করিল। শিশু দুইটি উঠেঃবরে ক্রন্দন
 করিতে করিতে গৃহের বাহিরে আসিল। তারি
 কটক হইল দেখিয়া তাহাদেরও শিরশ্ছেদন
 করিয়া ফেলিল। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তাহারা
 এগৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হয়
 নাট। শুনিলাম, তাহারা এগৃহে কিছুমাত্র পায়
 নাই। তখন দলগণ নিকিয়ে ব'ব স্থানে
 প্রস্থান করে। এই রূপে ৫ জন মহাশয়ীর
 প্রাণহানি হইল, সে গৃহের যথাসর্ব্ব অপহৃত
 হইল, অথচ আমাদের মহামতি শান্তিরক্ষক
 সে রাত্রে কিছুমাত্র টের পাইল না। ইহা অল্প
 বিশ্বয়কর বিষয় নহে। কি চমৎকার কি
 শোচনীয় ব্যাপার!!!

শুনিলাম মহা ধুম ধামে অনুসন্ধান আরম্ভ
 হইয়াছিল, কিন্তু কাজে কিছুই হয় নাই। পরে
 এই বনমারেসদের মধ্যে এক জন শুণ্ডিকালয়ে
 মন্যপান করিতে গিয়া মত্ততাভেত্ত হউক বা
 অন্য কোন কারণেই হউক, আত্মপূর্নিক সমস্ত
 ব্যাপার অপর সংসারণসমকে প্রকাশ করে।
 তাহাতে শুণ্ডিকালয়স্থানী কর্তৃপক্ষসমীপে
 ধৃত করিয়া লইয়া যায়। সেখানেও সে অকপট
 হৃদয়ে সকল কথা ব্যক্ত করে। কিন্তু তাহার
 সহচরেরা কিছুমাত্র স্বীকার করে নাই। এখনও
 এইবিষয়ের শেষ মীমাংসা হয় নাই। পরে
 বাহা হয় আপনাকে জানাইবার মানস রহিল।

২। এক জন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একটা ৮।৯ বৎসর
 বয়স্ক বালিকার প্রাণ বধ করিয়াছে। শুনিলাম
 স্ত্রীলোকটি উচ্চ বালিকার দাজীস্বরূপ ছিল।
 বালিকাটির গাত্রে অনেকগুলি অলঙ্কার ছিল।
 এই অলঙ্কারগুলি একলালসায় গ্রামাঞ্চলে
 লইয়া যাইয়া এক ইন্দুকোত্তে বালিকাটির প্রাণ
 সংহার করে। শুনিলাম হঠমতি স্ত্রীলো

একশে শস্যের অং
 প্রজা ও জমীদারে
 ধানের আবাদ হইত
 কিস্ত ১৯ এ
 বৃষ্টিতে শীতাতিক্রম প্রযুক্ত এপ্রদেশের
 গরু মাঠে ধারা গিয়াছে। এই দিন শিবের
 ছিল। অনেক বাত্মী নগর্যতে "হাটন
 নমক শিবের পূজা দিতে গিয়া পথে ঘাটে
 পড়িয়াছে এরূপ শীতে যে গরু মানুষ
 আধরা আর কখন শুনি নাই।

২। এককালেও ভূমিকম্প হইয়াছিল।
 রিংগানির জল উচ্চ সিত হইয়া মৎস্যাদি
 উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। অনেকে ইহা জ
 স্থির করিয়াছে।

৩। সেই বর্ষাবধি ইঞ্জিনিয়রেরা হা
 করিতেছেন। কিন্তু এখনও তাহার শেষ
 নাই। বধা ত পুনরাগত, এ দিগে টাকার
 হইয়া কর্মচারীদিগের উদরপুরণই হইবে
 এ টাকা কিছু গবর্নমেন্ট দিবেন না। আম
 কেট সমুদয় দি

আমরা
 কত ব্যয় হইল,
 পারি না। আব
 হয় না। কলেঘাইর দক্ষিণা
 অস্ত্রান ৮ ১০ পরগণার রক্ষা হই
 কিন্তু
 অমরশীর জমীদারদিগের নিকট হইতে
 টাকা আদায় হয়। জেলার কালেক্টর সা
 নিকট আমরা পুনঃ পুনঃ আবেদন করি
 তৈ এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই ফলোদয়
 না।

৪। আমাদের গ্রামের দক্ষিণ পাট
 পং বা কতে স্ত্রী পূর্বে এক জন নবাবের
 কৃত ছিল। প্রায় ৩০ বৎসরের অধিক হই
 গবর্নমেন্টের রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। তা
 ইহার মিয়াদি বন্দোবস্ত হইয়াছিল। স
 সেই মিয়াদ অন্তীত হইয়া পুনরায় ব
 আরম্ভ হইয়াছে। সুখে পূজী ক
 বাবু রামাকর চট্টোপা
 তার
 হইয়াছেন। আমরা ই
 কৃষকদিগের সহিত ক
 কৃষকজ্ঞেয়ীর উন্নতি
 না।

৩৯.
শয়ে
ক

—১০—

৩ লা মাক রজনীযোগে মও
অভিশয় শোচনীয় ব্যাপার ঘটনা
চাই থানার অন্তর্গত কালাড়া গ্রামের
এক নদীতীরে কয়েক জন বনু আরা
রী জৈ দিন অবস্থিতি করে। অর্ধ রাত্রি
এক দল দস্যু উপস্থিত হইয়া তাহারিগের
করিয়া যথাসর্ব্ব অপরহণ করিয়া লইয়া
অন্য প্রান্তে একটা জী, একটা বুদ্ধ ও দুই
দুই গারি জ্ঞানের মৃত দেহের সহিত একটা
বর্ষীয় ছাত্র সন্তান ও একটি সাত্বিক
র শিশু মওলা হাঙ্গপাতালে নীত
হইল। শিশুর বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে।
ব সবলেরই কেবল মস্তক দেশে আঘাত
হইল। মওলা হাঙ্গপাতালে ইহাদিগকে
কালানিহ
অথবা শরী, শে আঘাতচিহ্ন
খাকিত। ইহারা যে সকলেই এক পরি
ছিল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের লক্ষণে তাহা প্রতীয়
হইতেছে।

ওলা প্রদেশ মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত
একপ্রকার অরাকক বলিলেও অত্যন্ত
শত শোচনীয় ঘটনা এখানে
গি তাহা লেখনীদ্বারা ব্যক্ত করা
পেট দেখিলেই ব্যক্ত হইবে, প্রায় দুই
পূর্বে এখানে আর একটা হত্যা হইয়া
ছিল। রাস্তায় রাস্তায় পথিকগণের চি
সর্বদাই হইতেছে। পুলিশ তাহার
ট হইল এই গবর্নমেন্ট ফর ওয়র্ক
পুলিষের কার্যের উপর কি প্র
যেখেন ও
হইলে
যাও ধর্ম
উৎকর্ষিত
করা গ
হইবে।

হে, মওলা অঞ্চলে
পাত হয় নাই।
র পর্যন্ত একটা
নাগের অন্য একজি
দেবিস সাহেব তার
ইতে জরিপ আর
ায় তিন মাস
কোন কার্য আরম্ভ
করিয়া কুপার্ত
করে। কর্ম আরম্ভ
না দেশ হইতে অনেক
আসিতেছে। কিন্তু হত্যা
দিকে চলিয়া যাইতেছে।
এইন
ীড়িত লোক উদর পূরণ
অন্য কিন.
পারে? যদিপি গবর্নমেন্টে
এখন অবদি ইংর কোন উপায় না করেন, দেখি
বেন যে অবিলম্বে এ প্রদেশ নবাবী আমলের
ন্যায় চোর ও দস্যুতে পরিপূরিত হইবে। অন্য
যে শোচনীয় ব্যাপারটা বর্ণনা করা গেল, সেটা
যে ঐসমস্ত উৎকর্ষিত লোকের মধ্যে
কাহার দ্বারা নিষ্পন্ন হয় নাই, ইহারই বা স্থিরতা
কি?

মওলা
৩রা মার্চ
১৮৬৯) কস্যচিং পাঠকস্য

মহাশয়! এস্থান এখনি যেপ্রকার উচ্চ বোধ
হইয়াছে, বিবেচনা করি, ঠেখাখ ঠেজঠ মাঠাতে
তিষ্ঠান তার হইবে। ইহারা বহুকালপর্যন্ত
এখানে আছেন তাঁহারা কহিতেছেন, যে
অন্যান্য বৎসর এমন সময়ে এখানে শীতের
বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য থাকে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি
রাত্রি ২১৩টার সময়ে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া বিস্ত
বিস্ত বৃষ্টি হইয়াছিল; তাহাতে কোন উপকার
দর্শে নাই বরং অনেক অপকার হইয়াছে।

সম্প্রতি এ প্রদেশের দোলযাত্রাদর্শন করিয়া
আশ্চর্য্যাবৃত হইয়াছি। সম্পাদক মহাশয়।
দোলের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলাম না।
কেবল দেখিলাম গত ২৪ এ বৃহস্পতিবার রাত্রি
৩ই প্রহর ৪ টার সময় স্থানে স্থানে
রাশীকৃত কাঠাচরণ করিয়া তাহাতে অগ্নি
পদান করিতেছে। পরে প্রত্যাত্ত হইলে
প্রায় ৮/১৫ মনুষ্য জুরাপান করিয়া
নিলক্ষ হইয়া এক কালে উন্মত্তপ্রায় হইয়
কাদা, গোবর, চাইপ্রভৃতি গাত্রো দিয়া পথিক
দিগের দ্বার পর নাই চূর্ণিত করিতেছে। তত
লোকের জীলোকেরা বাটীর বাহির হইলে

তাহারদিগের চূর্ণিশার এক শেষ হয়। বি
দেশের লালার কারুকেরা পরস্পরের বাটীতে
জুরাপান করিয়া দিবারাত্রি হোরি হায়
হায় বলিয়া মহানন্দে রাস্তায় রাস্তায়
করিয়া যার পর নাই অসত্যতা প্রকাশ
এদেশীয় কোন লালার কাহার বাটীতে অ
যদ্যপি জুরা দিয়া সম্মান না করা হইত
হইলে তাহার আর অখ্যাতির শেষ থাকে
২৮ এ ফেব্রুয়ারি রবিবার এক ভয় বার
আশ্চর্য্যরূপ মৃত্যু হইয়াছে। সে রাত্রি ১
টা পর্যন্ত এই হোরি উপলক্ষে সহরে তাম
দেখিয়া ঘরে গিয়া শয়ন করিয়াছিল, প্রা
হইল বালু, সিন্দুক, সকলি ভয় এবং
কিছুই নাই, কেবল মৃত দেহমাত্র
রহিয়াছে। হতভাগ্য বেশ্যার সবিশেষ
প্রকার অজ্ঞাঘাত বা কোন প্রকার চিহ্ন দে
পাওয়া যায় নাই। লোকমুখে শুনিতে পা
তাহার কিছু টাকা ছিল ও গহনাও ৪
টাকার ছিল। এখানে প্রায় সর্বদাই এ
ভয়ানক ঘটনা হইয়া থাকে। কখন কোন
চারের রীতিমত দণ্ড হইতে দেখি
এই আশী গোয়ালিয়ার মহারাজের অধিব
এখানে যে এক জন সাহেব আছেন, তা
বিচার দেখিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়।

আশী ২ মার্চ

মহাশয়। প্রায় অনেকের এরূপ স
আছে যে, গবর্নমেন্ট সাহায্যকৃত বিদ্যা
(অর্থাৎ এডেড স্কুলের) সম্পাদক শি
গণের সহিত যথোপযুক্ত উন্নয়ন ব্যবহার
না এবং প্রাপ্য বেতনের স্বাক্ষর করাইয়া স
বেতন দেন না। ইহা যে কতদূর সত্যমূলক
আমি বলিতে পারি না। আমি এই
বলিতে পারি যে, আমি গড় ভবানীপুর এ
সাহায্যকৃত ইংরাজী বিদ্যালয়ে দেড়
প্রধান শিক্ষকের কার্য করিয়াছি। ঐ বিদ্যা
সম্পাদক জীবুজ বাবু সারদাপ্রসন্ন রায়।
কালে আমি উক্ত গুণগ্রাহী মহাত্মা
তাহার বিদ্যালয়ের কার্যে নিযুক্ত হই
আমার বেতন ৩৫ টাকা নিরূপিত হয়,
তাহার অতি অল্পদিনপরেই ঐ মহাত্মা অ
প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অশেষ তদ্রূপসহকারে
বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন। এমন কি মধ্যে
তিনি আমাকে দুই তিন মাসের বেতন ত
হিরাছেন। কিছু দিন পরেই এক দিন বলি

কাতীর্ণ বালকদিগের মধ্যে একজন বালক
দেশীয় ভাষাশিক্ষার পূর্বে দেশীয়
শিক্ষার আবশ্যিকতা বিষয়ে একজন
লেখক, তখনই সে একজন বিশেষ পারি
ক প্রাপ্ত হয়। সত্যতঃ লং সাহেব,
তারিখীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু জীনাথ
বাবু ভগবতীচরণ ঘোষ, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র
বাবু পাণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতিপ্রভৃতি
বিদ্যালয়গামী মহোদয় উপস্থিত হইয়া-
ন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে
বিভাগের কর্তৃপক্ষীয়গণ (ইনস্পেক্টর
জিওর্জিপ্রভৃতি) এ বিষয়ে উদাসীন
বন্দী করিয়া উপস্থিত হন নাই। পারিতো-
দানের পর সভাপতি মহাশয় দেশীয়
শিক্ষা পরিবার আবশ্যিকতা ও তাহার
এই বিষয়ে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন
এই বিদ্যালয়ের ক্রমশঃ জীবন্ত জন
প্রকাশ করেন। বেলা প্রায় ৩ টার
সভা ভঙ্গ হয়।

বিদ্যালয় }
মার্চ ১৮৬৯

—:—

কয়েক দিন গত হইল তারিখের গবর্নর
মহোদয়ের পরীক্ষিত লেডী মেয়
বালিকা বিদ্যালয় দর্শনার্থ আগমন
করিলেন। বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ও মেম্বর
পূর্বে আগমনসংবাদ পাঠিয়াছিলেন
তঁহারা অভ্যর্থনার ক্রটি করেন নাই।
পথ হইতে অব্যয়নগরের দ্বারপর্যন্ত
বনাত দিয়া আবৃত করা হয় এবং উভয়
পুষ্প বৃক্ষে সুশোভিত হওয়াতে সৌন্দ
পরিসীমা ছিল না। ঐ দিবস বেলা দশ
টার সময় বিদ্যালয়ের নিকট হইতে বিস্ত
র খানা পর্যন্ত রাজমার্গে উভয় পার্শ্বের
মা পরিষ্কৃত করা হয়। বেলা দুই প্রহর
খটিকার সময় অর্থাৎ লোকজড় হইতে
হইয়া ক্রমশঃ লোকারণ্য হইয়া উঠে।
ক্রি, কয়েক জন সাবজন ও অনেক প্রহরী
র কলরব খামাইয়া রাখেন। তৎপরে
লপুরের জীবন্ত মাণ্ডিটেট সাহেব ও
না মেম্বরসমূহ উপনীত হইয়া লেডী
র আগমন ক্রটিতে লাগিলেন।
প্রকণেই জীবন্ত রেববেণু সি, ই, ডি, বর্গ
র মহোদয় উপস্থিত হন। পরে বেলা সাত
খটিকার সময় লেডী মেয়ো সুসজ্জিতা

হইয়া কয়েক
চতুঃসংখ্যাজি
স্থিত হন। তাঁহার কাল
জীবন্ত লত বিলাপ সাঃ তর্গিনী ও
মিস, মিল, মন, আসিয়াছিলেন এবং
কয়েক জন বিবি আসেন। লেডী মেয়ো বিদ্যা
লয়ের বালিকাগণের বাজালা এবং ইংরাজি
পাঠ শ্রবণ করিয়া স্বপ্নকোনাস্তি সত্ত্বে হইয়া
গিয়াছেন। তিনি মুকুটেরে ব্যক্ত করিলেন যে,
“ বালিকাগণ! তোমরা আমার অজ্ঞান
রূপ আকর্ষণ করিলে, ইহাতে আমি তোমা
দিগকে কদাচ বিস্মৃত হইব না এবং তেমা
দিগকে এটমাত্র বলি, যেন আমি পুনর্বার
আসিয়া অপেক্ষাকৃত সন্তোষসাগরে নিমগ্ন হই
তোমরা অবাধে পরিভ্রম করিয়া সকল বিষয়
শিখিতে থাক। যাত্রাকালে হারের নিকট,
প্রথম শ্রেণীর বালিকাগণ পাশে এক
একটি পুষ্পের তোড়া হস্তে করিয়া শ্রেণীপূর্বক
দণ্ডায়মান হইল। পরে লেডী মেয়ো যখন বট
গত হন, তৎসময়ে বালিকাগণ ক্রমাগত
তাঁহার হস্তে পুষ্প তোড়া দিয়া সংবন্ধন
করিল। লেডী মেয়ো বালিকাদিগের নিকটে
নন্দান প্রাপ্ত হইয়া যে কত সুখ আনন্দিত হই
লেন, তাহা তাঁহার ভাব ভঙ্গিতে অনেকের
হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। পরে তিনি প্রস্থান
করিলে প্রায় এক ঘণ্টার পর রাজমার্গের লোক
সমূহ ক্রমশঃ নিঃশেষ হইল এবং মেম্বরগণও
স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

শিক্ষাবিভাগ।

উপরিোল্লিখিত শীর্ষকের সহিত গত ৪
আমুয়ারির সোমপ্রকাশে একজন সুদীর্ঘ প্রস্তাব
প্রকাশিত হইয়াছিল, উহাতে অদ্যন্তন শিক্ষক-
দিগের সাময়িক বেতনরক্ষা দিব নিয়ম না হই
য়াতে যেরূপ শিক্ষকদিগের সাধারণতঃ অনস্তো
মনঃকোত ও উদ্যমতৎপ্রভৃতি জখিয়াছে, তদ্বি
ষয় সর্বিস্তর বর্ণিত ছিল। শিক্ষকদিগের ক্রমা
সামপ্রকাশের সেইরূপ বিলাপশ্রবণে আশ্র
চিত হইয়াই হইক, অথবা কাকতালীয় ন্যায়েই
হইক, তাঁহার মাসিককালপরেই গবর্নমেন্ট ঐ
বিষয়ে পুনর্বার বিচার করিবার জন্য হস্তক্ষেপ
করিয়াছেন এবং ডিরেক্টর সাহেব বিবেচনা ও
স্থির করিবার নিমিত্ত কয়েক জন ইনস্পেক্টরকে

সুতরাং শিক্ষা
হতাশ হইয়াই নিশ্চিত
আশা করা যায়। তাহা স
লোকের কষ্ট হয়, গবর্নমেন্ট
হস্তক্ষেপ করিয়া শিক্ষকদিগে
আশালতাকে পুনর্বার উজ্জীবি
ছেন। অতএব এ সাহেব তাহা
ভয়না হইয়া সকল হয়, গবর্নমে
করা নিতান্ত কর্তব্য। যদি তাহা না কবেন
পুনর্বার এ প্রস্তাবের আন্দোলন না
উচিত। কারণ তাহা করিয়া গরীব শি
গের আশা উদ্বিগ্ন করায় এবং তাহা
করিয়া তাহাদিগকে অনর্থক ক্রোধ ও
গবর্নমেন্টের কি লাভ ও কি সুখ আছে? অ
অসুস্থ হইতেছে, এবারে শিক্ষকদিগকে
পূনা বারের ন্যায় আর নিরাশ হইতে
না, কিন্তু চিন্তা হইতেছে যে, ঐ বিষয়
করণার্থ নিযুক্ত কমিটী মেম্বর হাঁটার হাঁ
হইয়াছেন, তাঁহাদিগের স্বা কাৰ্য্য কাল
কি না? কারণ তাঁহারা সকলেই বক্ত
গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আপনার উদ
খাকিলে গৃহাগত অতিথির ক্ষুধা বুঝাতে
যায় না, সেইরূপ গ্রেডের অ
ব্যক্তির। তদনন্তর্পর্যন্তগণের প্রয়োজন ও
কোত সমাক ও প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম
পারিতে পারিবেন না, ইহাই অনেকের
উদ্ভিত হয়। “ আশ্রবৎ সর্কভূতের যঃ প
স পণ্ডিতঃ ” এরূপ লোক নাই এমন নয়
অতি বিবল। অতএব আমাদের বিবে
গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত ২। ৪ জন বুদ্ধমান
বিদ্যা বাজালী শিক্ষককে ও কমিটীর মেম্বর
লইলে ভাল হইত যাহা হইক, এক
গীব মেম্বর মহোদয়দিগের উপর শিক্ষক
অথবা শিক্ষাকাংখ্যে ভাবী লক্ষ্যপ্রাপ্ত
নির্ভর করিতেছে। অতএব তাঁহারা
শ্রেণীবিভাগ ও বিরূপ বেতনবৃদ্ধি স্থির
গবর্নমেন্টে বিজ্ঞাপনী প্রদান করিবেন,
নার্থ সকলে উৎসুকনয়নে প্রতীক্ষা
রহিয়াছেন
গত ২৩ এফালগুনের এডুকেশন গে
এক স্থানে নিম্নলিখিতরূপ শ্রেণীবি
একটি প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। যখন

শিক্ষাবিভাগের
খান লক্ষিত হই
পর মহাশয়েরা
যত স্থান পরিমাণে

মূল্যপ্রাপ্তি ।

- বাবু প্রেমচাঁদ রায় দানাপুর
- আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অক্ষয়পুর
- উমেশচন্দ্র দত্ত করিমপুর
- হারকানাথ ঘোষ গোবিন্দপুর
- প্রসন্ননাথ সাহা আমড়াডালা
- ইশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গোবিন্দপুর

—:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি
বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না । ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা বাণ্যাসিক ৫৯০ টাকা ; মফস্বলে ডাকসমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্যাসিক ৭ এবং সিক ৩৫০ । তিন মাসের স্থানে অগ্রিম গ্রহণ করা যায় না । ছুটি, বরাতি চিঠি, অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার বাহাতে বাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন ।

বাঁহার ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, যেন এক অথবা আধ আনার অধিক ও বসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন । যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশ মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি ক্রীযুক্ত হারকানাথ বিদ্যাসুধনের নামে পাইয়া যেন ।

বাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত আসিবে, একমাসপূর্বে তাঁহাদিগকে লিখিয়া জানান বাইবে, কাল অতীত গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ বাইবে । শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাই হইবে ।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের দ্বারা চিঠি আইলে আমবা শীঘ্র পাইব ।

বাঁহার মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ যেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ বাইবে না ।

কেব সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হইবে । যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করেন, তাহার সঙ্কিত বক্তব্য বন্দোবস্ত হইবে ।

এই পত্র কমিকাকার দক্ষিণ পূর্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাকরিপোস্তায় ক্রীযুক্ত হারকানাথ বিদ্যাসুধনের বাসীতে প্রতিসোমবার প্রকাশিত হইবে ।

এই চাকার মত ১৮৬৬ন, গবর্ণমেন্ট তাহাই গ্রহণ করিবেন এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন । কিন্তু সাধারণের অসন্তোষ এখনও যেমন আছে তখনও তেমনি রক্তিয়া বাইবে ; সুতরাং আকর্ষণীয় শক্তির অভাবে শিক্ষাবিভাগের এখনও যে উন্নতি রক্তিয়াছে, তখনও তাহাই থাকিবে তাহার সন্দেহ নাই । উক্ত সম্পাদকই তির তির শ্রমের সখ্যা অল্প করিয়া বৃদ্ধির হার অধিক করিলে সাধারণের সন্তোষ হইবে বলিয়া যে কথা লিখিয়াছেন, তাহাও রুচিকর হইতেছে না । কারণ ঐ কথার অর্থ আপাততঃ এই বোধ হয়, চুনা পুঁজি পর্য্যন্ত সকলকে লইয়া শ্রমবিভাগ করিতে গেলেই অনেক শ্রমী হইবে । অতএব তাহা না করিয়া শ্রমী কম কর ; অর্থাৎ বাঁহার অধিক বেতন পান তাঁহাদিগকে লইয়াই শ্রমী কর ; বৃদ্ধির হার বেশী করিয়া দেও । এরূপ হইলে উক্তশ্রমীদিগের বেতনবৃদ্ধি হওয়ার পর অদন্তনদিগের যে রূপ অসন্তোষ ও মনঃক্ষোভ জন্মিয়াছে তদধস্তনদিগেরও কি তাহাই হইবে না ? অতএব আমাদের বিবেচনার " কারু হুধে চিনি, কারু শাকে বালি " হওয়া উচিত নহে । পদের যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সর্ব্বফলেই কিছু কিছু বৃদ্ধির নিয়ম থাকা উচিত । গবর্ণমেন্টের আকিস সকলেও ঐরূপ নিয়মই হইয়াছে ।

১২৭৫

৩ রা চৈত্র

ক্রী:-

—:—

মহাশয় ! এ প্রদেশে অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত শস্যাদি বিশেষরূপ না হওয়াতে দ্রব্য সামগ্রী অতিশয় মজাষা হইয়াছে এবং হইতেছে । ২-। ১৫। ৩০ টাকা বেতনভোগীদিগের কষ্টের এক শেষ হইতেছে । এখানকার ডেপুটী কমিসনার এবং একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আপিগের কেরানীরা বক্তমান হুর্ভিকরূপ পীড়াতে অস্থির হইয়া মস্তাঙ্গ গবর্ণমেন্টের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন । হুর্ভগবিশতঃ প্রায় মাসাদিককাল অতীত হইল, অদ্যাপি তাঁহার কোন প্রকার সৎবাদ প্রাপ্ত হইলেন না ।

গত কাল এহলে বিলম্ব বৃদ্ধি ও দিল্লী বর্ধন হইয়াছে ।

১২৭৭

৩ রা চৈত্র

ক্রী:

কালি

০ ১ ০
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

হার অর্থ এই যে, বাঁহাদের আপাততঃ ২০ টাকা বেতন আছে, তাঁহাদের বার্ষিক ২০ হিসাবে বৃদ্ধি হইয়া ৫ বৎসরে ৫০০ টাকা বাঁহাদের ৩০০ আছে তাঁহাদের ঐরূপ হইবে ইত্যাদি ।

পরি লিখিত প্রস্তাবটি অসঙ্গত হইয়াছে হইতেছে না । কারণ উক্তশ্রমীদিগের বেতনই ইহাদের উচ্চতম বেতন হইবে এবং চিহ্নিত হই স্থলতর সর্ব্ব স্থলেই মূল বেতনের অর্ধেকবৃদ্ধির নিয়মের ইহাদিগেরও মূল বেতনের অর্ধেকের বৃদ্ধি হইতেছে না । তবে প্রস্তাবলেখক ১৫০ টাকা বেতনভুক্তদিগের পক্ষে হইবে তাঁহাদের জন্য বিশেষ বিবেচনার অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে । যেহেতু তাঁহার কৃত প্রস্তাবানুসারে ১৫০ টাকা ভোগীদিগের বেতন ১০০ হইবে ১০০, ১০০, ১০০, ১০০ টাকা বেতনভুক্তদিগেরও সেইরূপ কলাত অতএব যদি বিশেষ নিয়ম কিছু করতে বাঁহাদের বাঁহাদের অল্প বধা হইবার তাঁহাদের সকলের জন্যই বিশেষ বিবেচনা কর্তব্য ।

সংবাদপত্রের সম্পাদক নিতান্ত স্থান বৃদ্ধির হার কালে সে মত গবর্ণমেন্টের প্রত্যাশ্য হইবে বলিয়া বোধ করা করি